স্থাপিত • ১৯২৯

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪০, ঃ বৃহস্পতিবার, ঃ ১৯শে পৌষ, ১৩৪৬ [১ম সংখ্যা

৩৩৭

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—৪৭ লন্ রোড, হ্যাম্পষ্টেড (সম্পাদকীয়)
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট (ব্যবসা বিষয়ক)

অভিবাদন

নমস্কার!

আপনাদের সেবকরূপে আসিলাম। আপনাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলাম। মাদৃশ অযোগ্যজনের সেবাপরাধ অবশ্যই ঘটিবে, তাই প্রারম্ভেই মার্জ্জনা চাহিয়া রাখিতেছি এবং এই সঙ্গে আমার নিবেদন রহিল আমার ত্রুটি যখন দেখিবেন, তখন জানিবেন যে সে অপরাধ আমার ইচ্ছাকৃত নয়, তাহা আমার অজ্ঞতা বা অযোগ্যতাসম্ভব, কেননা সেবার ভার লইয়া উদ্ধত অবিনয়ে তাহা পালন করিব না, ঈদৃশ কাপুরুষতা এবং আত্মাবমাননা আমার কল্পনার অতীত।

সম্পাদকের জীবন কুসুমাস্তৃত নয়; তাহার চলার পথে পদে পদে বাধার কুশাঙ্কুর, বিঘ্নের চোরাবালি এবং অপ্রীতিভাজনতার মগ্ন কূপে পরিপূর্ণ। তবু সম্পাদক বাঁচিয়া থাকে; এবং জনসেবার আনন্দে সে যে দুঃখদারিদ্র্যকে স্বয়ম্বরণ করে, সে ব্যথার কাঁটায় সে ক্ষত বা আহত হয় না, তাহাতেই হয় তাহার পরমাকাঙ্ক্ষার সার্থকতা। একাদশীর ব্রতে উপবাসই যে একমাত্র কর্ত্তব্য, পূর্ণোদরের নিকট এ নিতান্ত উপহাস্য, তবু উক্ত ব্রতচারীর সংখ্যা ক্রমবিরল হইলেও, যে একবারে এখনও অদৃশ্য হয় নাই, তাহার প্রমাণ বাহুল্যমাত্র। সাহিত্যসেবার মত পত্রসম্পাদনাও একটা নেশা, অর্থাভাবে যাহা সাময়িকভাবে সামান্য ক্ষুণ্ণ হয় মাত্র, কিন্তু একেবারে শূন্য হয় না। নির্ব্বিরোধী হিতৈষীগণ বলেন বটে যে গৃহান্ন ভোজন করিয়া বন্য মহিষ বিতাড়নে কি লাভ? অর্থ যাহাতে হয় না, তাহা নিরর্থক। কথাটি খুবই সমীচীন এবং উপদেশটি যে খুবই হিতকর তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্ব্বকালে সর্ব্বজনে যে সব উপদেশ ফলপ্রসূ হয় না, তাহাও নিত্য পরিদৃষ্ট হয়।

তাহা যদি হইত, তাহা হইলে এত বেদবিধি শাসনসংহিতার উপর দণ্ডবিধি অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের কখনও জন্ম হইত না। আর ইহাও দেখা যাইতেছে যে, দণ্ডবিধির বিধানে পড়ুক বা না পড়ুক, দোষীর সংখ্যা নির্দ্দোষীর অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশীই। আজকাল সংখ্যাগরিষ্ঠদেরই জয়, অতএব আমিও সংখ্যালঘুর ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়া, গুরুর দলেই নাম লিখাইলাম। হিতকর মহোপদেশকগণকে মুখস্থ সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া জানাইয়া দিলাম—

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া এডীটারঃ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

তাঁহারা আমার সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন। কেহ কেহ বিষ্ণুশর্ম্মার আসন হইতে অগ্নিশর্ম্মার রূপ পরিগ্রহ করিলেন। দীপালীকে অত্যন্ত ভালবাসি, ইহাই আমার একমাত্র কারণ। ইহা ছাড়া আমার সম্পাদকতা গ্রহণের অন্য কোনও কারণ নাই। আমি এই পদে অধিষ্ঠান করিয়া কোন বাণীও দিব না, কেননা বাণীর সেরূপ করুণা যেমন আমার উপর নাই, তেমনি উক্ত বস্তু প্রদানের ধৃষ্টতাও নাই। আমার সম্পাদকতায় দীপালীতে যে একটা অভূতপূর্ব্ব আকস্মিক প্রচণ্ড উন্নতি হইবে, সেরূপ ভরসা দিতেও আমি প্রস্তুত নই। অথবা আমি কি করিব এবং কি-না করিব তাহার ফিরিস্তিও এখানে দাখিল করিয়া, নিজেকে হাস্যাস্পদ করিতে চাহি না। আসর জমাইবার জন্য কতকগুলি ফাঁকা আওয়াজের পক্ষপাতী আমি নই।

বাণী ও বিবৃতির এই যুগে আমার বাণী বিকৃতিতে হয়ত কেহ কেহ কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করিতেছেন কিম্বা আমায় নির্ব্বোধ ভাবিয়া কিছু হতাশও হইতেছেন। অসম্ভব নয়, কিন্তু আমি নিরুপায়। হিতোপদেশই যেখানে সুফল প্রসব করিল না, সেখানে কিঞ্চিৎ কৌতুক বা বিস্ময়ও যে উৎপন্ন হইবে না, এ কি রকম কথা?

সরকারী কর্ম্মচারীগণকে জনসাধারণের সেবক কথিত হয়—পত্র-সম্পাদকও সেই শ্রেণীর বলিয়া, আমার বিশ্বাস। কাজেই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি দীপালীর মারফৎ আপনাদেরই সেবক। আমার ধারণা, জাতির যে কল্যাণ সাধন করিতে সম্পাদক সমর্থ, রাজকর্ম্মচারী তাহা পারেন না। এই হিসাবে রাজকর্ম্মচারী অপেক্ষা সম্পাদকের দায়িত্ব শতগুণ অধিক।

দীপালী গত এগার বৎসর যাবৎ একনিষ্ঠ ভাবে সত্যের ও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও সে সে-পথ হইতে এতটুকু বিচলিত হইবে না। দীপালী বাঙালীর কাগজ; ইহাতে বাঙালীর সুখ-দুঃখের কথাই থাকিবে। বাঙালীর দেশ, বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর সাহিত্য, বাঙালীর দাবী, বাঙালীর স্বার্থই—দীপালীর একমাত্র পালনীয় এবং কর্ত্তব্য। বঙ্গজননীর সন্তান বাঙালী, বাঙালীর জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণ বাঙালী—জাতিধর্ম্মবর্ণ নির্ব্বিশেষে বাঙালী—ভাই। সব সহোদরই একরূপ হয় না: কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ কর্ম্মী, কেহ অলস—সকলেই নিজ নিজ ব্যাপারে লিপ্ত ও ব্যস্ত থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সহোদরের সম্বন্ধ তো অস্বীকার করা চলে না।

বাংলার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা নদীমেখলা শ্যামবনানীকুন্তলা মৃত্তিকায় বাস করি, গ্রামপ্রান্তবাহিনী কলনাদিনী কূলে কূলে ক্ষীরপরিবেশিনী স্বচ্ছতোয়া তরঙ্গিনীর মাতৃস্তনপীয়ূষের ন্যায় মধুর জল পান করি, প্রতি ঋতুতে পরিবর্ত্তনশীল—কখনও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকরপীড়িত, কখনও বা কজ্জল কৃষ্ণ ঘন জলদজালসমাচ্ছন্ন, ক্বচিৎ নীলনলিননেত্রছায়াভ গভীরনীলাম্বর নীলিমার সূর্য্যচন্দ্রতারাঙ্কিত চন্দ্রাতপতলে ঘুরিয়া বেড়াই। বাংলার মাঠের শস্য খাই, বাংলার হাটের পণ্য কিনি এবং বাংলার বাটের পথিক আমরা। বাংলার রৌদ্রে আমরা দগ্ধ হই, বাং... বাদলে আমরা সিক্ত হই, বাংলার শীতে আমরা আর্ত্ত হই। আমরা বাঙালী। বাংলার কল্যাণে আমাদের কল্যাণ, বাংলার গৌরবে আমাদের গৌরব। বাংলায় যখন ভূমিকম্প মড়ক দুর্ভিক্ষ ও বন্যা হয়, বাঙালী তখন তাহাতে মরে, জাতি ধর্ম্মের প্রভেদ থাকে না। বাংলায় যদি শস্যসম্ভারে প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের সুদিন কখনও আসে, তখন কোনও সম্প্রদায়বিশেষের নি... নিবাসের একান্ত গৃহকোণেই আসিবে... কাজেই, বাঙালীর মুক্তি বাঙালীত্বে। বাঙা... যদি কায়মনোবাক্যে বাঙালী না হইতে পারে তাহা হইলে মানুষ হওয়ার কল্পনাও তাহা... আকাশকুসুম। জলবিন্দুর সমষ্টিতে সাগ... এবং প্রস্তরখণ্ডের সমবায়ে পর্ব্বত—অখ... বিরাট বিপুল মহিমাময় বিস্ময়কর। স... হইতে বিচ্ছিন্ন জল এবং শৈল হই... বিচ্যুত শিলাখণ্ড—মানুষের অপ্রয়োজন... অবহেলনীয়। বাঙালীর হিমালয় হই... বিভিন্ন যে-কোনও জাতি ধর্ম্ম বা সম্প্রদা... তেমনি জগতের নিকট অশ্রদ্ধেয়। আ... বাঙালী হইতে পারিলেই অক্লেশে ভারত... হইতে পারিব। বাঙালীর এক জাতি, এ... ধর্ম্ম, এক বর্ণ—বাঙালী অখণ্ড, বাঙালী মহ... বাঙালী বিপুল বিরাট। বাঙালীর পরি... বাঙালী। এই অখণ্ড সত্তাকে যাহারা খ... করিতে চায়, তাহারা বাঙালীর শ... ভারতের শত্রু, মানবজাতির শত্রু, মানবত... শত্রু।

আমার বাঙালীর সম্বন্ধে ধারণা যা... তাহা নিবেদন করিলাম। দীপালী... বাঙালীর সেবা করিতে আত্মনি... করিয়াছে। বাংলার গণ-দেবতা দীপালী... সুপথের সন্ধান দিউন, আমি নিমিত্তমাত্র...

দীপালীর পাঠকপাঠিকা ও অনুগ্রা... বর্গের শুভেচ্ছা সম্বল করিয়া এবং পরমেশ... আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া আমি কর্ম্মক্ষে... অবতরণ করিলাম।

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দীপালীর নব-বর্ষ

—শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

সাহিত্য এবং শিল্পের সেবায় 'দীপালী' তাহার একাদশ বৎসরের সাধনাকে সার্থক করিয়া আজ দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিল।

একদা যে মৃণ্ময় প্রদীপের মৃদু আলোকে বাণী-মন্দিরের এক নিভৃত অংশে জ্বলিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, বহু সাধকের বহু সাধনার মাঝে, সে তৈলাধার নব নব রস-সিঞ্চনে তাহার মৃদু রশ্মিকে জগৎব্যাপী ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে।

আজ নব-জীবনের নব আলোকপাতে 'দীপালী'র দীপালী-উৎসব। তুষারহার-ধবলা, শ্বেত পদ্মাসনা, বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা, সরস্বতী ভগবতী বাগ্দেবীর কোমল-চরণ-চুম্বিত মৃণ্ময়-দীপাধার-প্রদীপ্ত দীপ্তিচ্ছটায় সার্থক এই নব-বর্ষের উৎসব।

গত একাদশ বৎসরের সুখ-দুঃখের স্মৃতির মাঝে দ্বাদশ বৎসরের এই শুভ জন্মতিথি স্মরণীয় হইয়া আছে। বহু সেবকের সার্থক সাধনার মাঝে দীপালীর জীবন-স্মৃতির প্রতিটি পৃষ্ঠা নানা রূপ-রস-সম্ভারে পরিকীর্ণ।

সংবাদ-সাহিত্যের মধ্য দিয়া, বাঙ্গালীর সাহিত্যানুরাগ ও শিল্পানুরাগ, সাধ্যমত পরিতৃপ্ত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া 'দীপালী' তাহার জীবন-সাধনাকে সার্থক করিয়াছে। শৈশব হইতে কৈশোরের মাঝে এই একটানা একাদশ বৎসরের জীবন-স্মৃতি দীপালীর কর্ম্মবহুল বিচিত্র জীবনের অভীষ্ট সিদ্ধির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই সিদ্ধির পথে সহায় হইয়াছেন দীপালীর অগণিত লেখক-লেখিকা, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। কিশোর দীপালী আজ পরম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের সাহিত্য প্রীতি, সহযোগীতা ও বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে।

যাহাদিগের অকুণ্ঠিত সাহিত্য সেবা, প্রীতি ও বন্ধুত্ব লাভ করিয়া দীপালীর একাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেককে আমরা হারাইয়াছি। বহু রচনার মধ্য দিয়া দীপালীর স্মৃতির সহিত তাঁহাদের নাম অমর হইয়া আছে। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধানে যাঁহারা আজ মাটির আসর হইতে বহু দূরে, তাঁহাদের ধরিয়া রাখিবার মত শক্তি দীপালীর নাই। শুধু সেই দুর্বিসহ বেদনার স্মৃতি দীপালীর বক্ষে চিরজাগ্রত হইয়া রহিয়াছে।

পুষ্প-পল্লব ও কণ্টকে পরিকীর্ণ চলার-পথে, জীবনের হাসি ও অশ্রুকে স্বীকার করিয়া, সকলের শুভেচ্ছা মাথায় লইয়া, কিশোর দীপালী আজ অগ্রসর হইয়াছে। এই অগ্রগতিকে সার্থক করিয়া তুলিতে, প্রবীনের সহিত নবীনদের আমরা সাদরে আহ্বান করি। পরিচিতের সহিত বন্ধুত্ব নিবিড় হোক, অপরিচিতের সহিত ব্যবধান ঘুচুক—দীপালীর সুবিস্তীর্ণ পূজা-অঙ্গনে, সহস্র সহস্র সেবকের কলকণ্ঠনিনাদে সার্থক মাতৃ-মন্ত্র ঘোষিত হউক—

"বন্দেমাতরম্"

নব-বর্ষের দীপালী-উৎসব, সেই পূত পবিত্র মাতৃ-মন্ত্রের জয়গানে মুখরিত হউক।

'দীপালী,' তাহার সুপরিচালিত বিভাগীয়

আলোচনার মধ্য দিয়া, বহু পাঠক-পাঠিকার সহিত সান্নিধ্য রক্ষা করিয়া ধন্য হইয়াছে। দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়াও, যাঁহারা প্রতিদিন নানা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া এই পত্রিকার সহিত সহযোগ রক্ষা করিয়াছেন পুরাতন বন্ধুদের মত তাঁহাদের স্মৃতিও দীপালীর আসরে স্মরণীয় হইয়া আছে। দীপালীর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে, পাঠক-পাঠিকার সহিত এই নিত্য যোগাযোগের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন সহায়রূপে গণ্য হইয়া আছে। আমাদের সামাজিক এবং পৌরজীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় আলোচনায় পরস্পরে যোগদান করিবার ক্ষেত্র বিস্তারের দ্বারা সাহিত্যের মধ্য দিয়া জন-সেবার সুযোগ পাইয়া দীপালী সত্যই ধন্য। অনাগত ভবিষ্যতে তাহার আলোচনার ক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত হউক, আজ এই প্রার্থনাই করি।

আজ মানব-সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কল্যাণে—আমাদের রাষ্ট্র, সাহিত্য ও শিল্পে যে নব নব সৃষ্টির অভিযান চলিতেছে—"দীপালী"র দীপালোকে তাহারই প্রকাশধারা দীপ্তিমান হইয়া উঠুক।

ওঁ শান্তি।

শিরঃপীড়া ?
বাত ?
বেদনা ?

সোডিনা বাম

বসু ব্রাদার্স
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

ভারতবর্ষে লোক-সংখ্যা

ভারতের মোট লোক-সংখ্যা				৩৫২,৮৩৭,৭৭৮
হিন্দু	২৩৯,১৯৫,০০০	অর্থাৎ	শতকরা	৬৮·২
মুসলিম	৭৭,৬৭৮,০০০	"	"	২২·১৬
বৌদ্ধ	১২,৭৮৭,০০০	"	"	৩·৬
অজ্ঞাত	৮,২৮০,০০০	"	"	২·৪
খৃষ্টান্	৬,২৯৭,০০০	"	"	১·৮
শিখ	৪,৩৩৬,০০০	"	"	১·২
পার্শি	১১০,০০০	"	"	·০৩
জৈন	১,২৫২,০০০	"	"	·৩৬
কলিকাতার	লোকসংখ্যা			১,৪৮৫,৫৮২
বোম্বায়ের	"			১, ৬১,৩৮২
মাদ্রাজের	"			৬৪৭ ২৩৮
লাহোরের	"			৪২ ,৭৪৭
দিল্লীর	"			৪·০,৪২৫

*

চৈনিক শিল্পী

জু পিঁয়ো নব্যচীনের একজন সুপরিচিত শিল্পী, সম্প্রতি ভারতে আসিয়াছেন। ভারতের আধুনিক শিল্পকলার সহিত পরিচয় স্থাপনই তাঁহার ভারতে আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভারতের প্রধান শিল্প-কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করা ছাড়া তিনি তাঁহার চিত্রগুলির একটি প্রদর্শনীও খুলিবেন। স্বাগত।

হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের দুরবস্থা

গত ১৫ই ডিসেম্বর বেঙ্গল এসেম্বলীতে রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন, মুসলমানদের মোক্তাবে বর্ত্তমানে ৩২,২০৮ জন হিন্দু ছাত্রছাত্রী পড়িতে বাধ্য আছে, কেন না মুসলমানপ্রধান স্থানে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীর জন্য স্বতন্ত্র কোনও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা বাংলা সরকার করেন নাই। তিনি বলেন, হিন্দু ছাত্রের অল্পসংখ্যতার অজুহাতে সরকার যে তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেন নাই, তাহাও ঠিক নয়। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি দেখাইয়াছেন, বর্দ্ধমান ডিভিসনে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও ৬২২০ জন হিন্দু ছাত্র মোক্তাবে পড়ে। ঢাকা ডিভিসনে ১১০০০ হিন্দু ছাত্র মোক্তাবে পড়ে। মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য মোক্তাবের সংখ্যা বাড়াইয়া, সরকার হিন্দু ছাত্রগণের প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলিকে অবহেলা করার দরুণই, এই পরিস্থিতি ঘটিয়াছে।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একই বিদ্যালয় থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা বাদ দিলেই, সব গোলমাল মিটিয়া যায়। গত দুই বৎসরের মধ্যে যে সব পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সেগুলি বিশেষ করিয়া মুসলমানদের জয়গানেই পূর্ণ এবং তাহাতে মুসলমান ধর্ম্মমতের পোষক, মূর্ত্তিপূজা পাপ প্রভৃতি রচনা আছে যাহা হিন্দুদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

মাননীয় ফজলুল হক সাহেব এ বিষয়ে তদন্ত করিবেন এবং সাধ্যমত হিন্দু ছাত্রদের এ দুরবস্থা মোচন করিতে অঙ্গীকার প্রদান করিয়াছেন।

আতঙ্ক নিগ্রহ
বটিকা

বহুমূত্র, প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মেধা শক্তির হ্রাস ইত্যাদি রোগের মহৌষধ।
মূল্য ১ কৌটা—১৲

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

THE BOYS' OWN LIBRARY.
Estd. 1909.
No. ৫৯৩৬
M. I.

শ্রীমতী ছায়া দেবী

এখন ইনি ফিল্ম কর্পোরেশনের [illegible] ছবি "[illegible]"-এ নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন। পরিচালক—শ্রীহীরেন বসু।

এমেচার ফটোগ্রাফি

পরিচালক—শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

শিহরণ-

আর করবি ?--শ্রীরামপ্রসাদ সিংহ, বেহালা

সত্যি নাকি !—

পড়ার ফাঁকে—শ্রীমতী উমাহাসি ঘোষ, কলিকাতা

—আলো-ছায়া

শ্রীশিহরণ সরকার, সিমলা

(নীচে)

—কান্না-হাসি—

কুমারী প্রীতি দেব রায়, পুরী

(বামে)

মিতালী

শ্রীশৈলেন বসু, সিমলা

(দক্ষিণে)

ওয়ান ডায়মণ্ড

(ব্রিজ সমস্যা)

নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৪০

বিডন জলপ্রপাত, শিলং

শ্রীসৌরেন দে, কলিকাতা

প্রপাত, জব্বলপুর

রকুমার গুহরায়, কলিকাতা

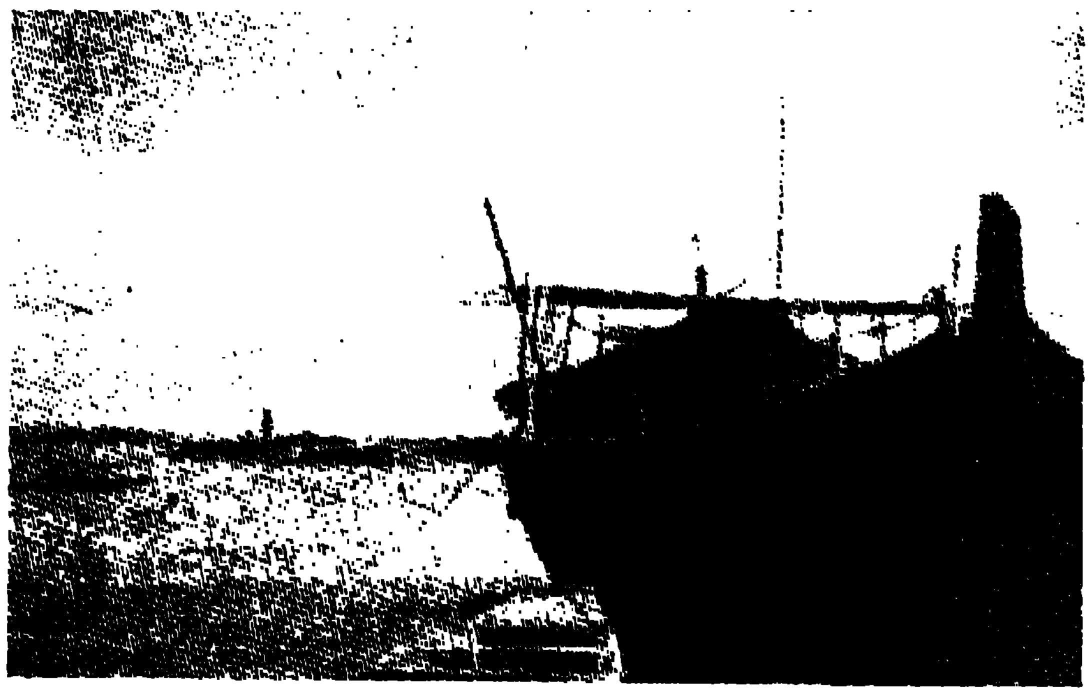

জোয়ারের প্রতীক্ষায়

শ্রীউমা দেবী, কলিকাতা

ত পাথরের পাহাড়, জব্বলপুর

শ্রীশিশিরকুমার গুহরায়, কলিকাতা

(নীচে)

সেক্রেটারিয়েট, নয়া দিল্লী

শ্রীমতী বিমলা মুখোপাধ্যায়, নয়া

দীপালী

চিত্র বর্ত্তিকা

১২শ বর্ষ,
নববর্ষ সংখ্যা
১৩৪৬

চিত্রজগতে আর একটি ভদ্রবংশীয়া অভিনেত্রী
কুমারী লাবণ্য দাস

শ্রীমধু বসুর পরিচালনায় সি, এ, পি ষ্টুডিও শ্রীভারতলক্ষ্মীর “অভিনয়” চিত্রে ও সাগর মুভীটোনের বাংলা ও হিন্দি ছবি “কুমকুম”এ অভিনয় করিয়াছেন। শীঘ্রই ইঁহাকে শ্রীনিরঞ্জন পালের পরিচালনায় ফিল্ম প্রোডিউসার্স-এর প্রথম বাংলা ছবি “শুকতারা”র একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাইবে।

শ্রীপ্রবোধ রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ধ ছা
উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ইনি আমেরিকায় গিয়াছেন। স
দেখা যাইতেছে তাঁহার মার্কিনী পত্নী ও বাবুরাও পাটে
ভারতীয় ফিল্ম জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি

[illegible] লাহিড়ী পরিচালিত “ফিভার মিকচার” চিত্রে মিসেস [illegible] ও
[প]রিবেশক : এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ।

“আলো-ছায়া” চিত্রের একটি দৃশ্যে মলিনা, রূপচন্দ্র, পঙ্কজ, রতীন
লাগা। পরিবেশক : এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ।

ভবানী রায়ের গল্প-লেখা

গ্রন্থাগারিক
২২।৬।৫৮

(চিত্র)

—শ্রীঅনমঙ্গ মুখোপাধ্যায়

২০৭

'রূপালী' কাগজের 'বড়দিন' সংখ্যার ম একটি গল্প লিখিতে হইবে। সম্পাদক শয়ের নিকট হইতে যতই তাগাদার পর গাদা আসিতেছে, গল্পের প্লট্ ভাবিতে লিতে ততই দিনের পর দিন বৃথাই টয়া যাইতেছে। হয়ত' কাগজ বাহির প্রণ তে আর দিন পনর মাত্র মধ্যে আছে। রকুমার রাং কি করিয়া যে কি হইবে—চিন্তায় লাম। একটা সত্যঘটনামূলক 'প্লট' নে পড়িল। এক ভদ্রলোকের একমাত্র ছেলে। স্ত্রী-বিয়োগের পর ভদ্রলোকটি ছেলেটিকে বুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন। ছেলেটি পড়াশুনায় খুব ভাল হইল। এনট্রান্স, এফ. এ., বি. এ., এম. এ.—সব কয়টা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে খুব ভাল ভাবে পাশ করিল। ছেলের বিয়ের জন্ত একটি সুশ্রী ও সুলক্ষণা পাত্রী দেখা হইল। ছেলেটির কিন্তু ইচ্ছা নয় যে, সে বিয়ে করে। তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাপ সেই মেয়েটির সহিত তাহার বিবাহ দিল। বিবাহ-বাসরেই ছেলেটির হইল জ্বর এবং ফুলশয্যার রাত্রে সেই জ্বর প্রবল হইয়া ছেলেটি গেল মারা। বাপ পাগলের মত হইয়া গেল। ছেলের চিতাগ্নির সামনে দাঁড়াইয়া তাহার ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট চারখানা একটির পর একটি করিয়া আহুতি দিতে লাগিল, —" !"—কি বলিয়াছিল, ঠিক মার মনে নাই। মনে না থাকিলেও ক্ষতি ই। গোটাকতক বুক-ফাটা খেদের কথা পের মুখ দিয়া বাহির করিলেই চলিবে। কিন্তু গল্পটা হইবে ট্রাজিডি। 'বড়দিনে'র আনন্দ-অবসরে ট্রাজিডি ত চলিবে না। হাসির কিছু চাই। সুতরাং ভয়ানক ভাবে কোন-একটা হাসির প্লট্ মনে মনে দিনরাত ভাবিতে লাগিলাম।

অবশেষে পাইয়া গেলাম। ছোট্ট একটা হাসির কাহিনী মনের পাতায় ছকিয়া ফেলিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই কাগজ-কলম লইয়া লিখিতে লাগিলাম :—

পৌষ মাস। 'বড়দিন' আসন্ন। আকাশে একাদশীর চাঁদ উঠিয়াছে। তাহার স্বচ্ছ তরল রজত-শুভ্র হাসিতে আকাশ এবং পৃথিবী উপ্‌চাইয়া পড়িতেছে। চৌধুরী বাড়ীর গিন্নী দোতালার বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসিয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধরণীর শোভা দেখিতেছিলেন। এ-হেন সময় কর্ত্তা নটবর চৌধুরী তাঁহার স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম মন লইয়া ধীরে ধীরে তথায় আসিলেন এবং অধীর-আনন্দে অঙ্গভঙ্গী সহকারে, কতকটা সুরে, কতকটা বে-সুরে, চাপা-গলায় গাহিয়া উঠিলেন—

"মরিব—মরিব সখী,
আমি নিশ্চয়ই মরিবো—ও-ও-ও।'

চৌধুরী-গৃহিণী সহসা স্বামীর এই———'

"বাবু।"

লেখা বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম—হীরু গয়লা। সমস্ত মনটা অসন্তোষ এবং নিরানন্দে ভরিয়া গেল। হীরুকে যে সশরীরে হঠাৎ এই ভাবে দেখিব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। হীরুর সাবেক দুধের দাম ৩১৮/১৫— ভাবিয়াছিলাম, ভগবান আমাকে এ যাত্রা রেহাই দিলেন। কারণ, সংবাদ লইয়াছিলাম এবং বরাবরই সংবাদ লইয়া আসিতেছি যে, হীরুর এ-যাত্রা আর রক্ষা নাই, ভব-সংসারের দেনা পাওনা যেমন আছে তেমনই রাখিয়া তাহাকে পারের নৌকায় উঠিতেই হইবে। সাংসারিক এই অস্বচ্ছলতার সময় মনে মনে বেশ একটু তৃপ্তি পাইয়াছিলাম। কিন্তু—এ যেন 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত' পড়িল। এই পাঁচ-সাতটা দিন শুধু হীরুর খবরটা লইতে পারি নাই। এই ক'দিনের ভিতরেই যে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়া যাইবে, এ আশা করি নাই। ম্লান মুখে কহিলাম— "কেমন আছ হীরু?" হীরুর স্পর্দ্ধার সীমা নাই; সৌজন্যের হাসি হাসিতে হাসিতে কহিল— "আপনার আশীর্ব্বাদে এ-যাত্রা———"

তাহার বাকী কথা কর্ণের দুয়ার হইতে ফিরাইয়া দিলাম। কি বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিয়া গেল, আমি সেদিকে মনই দিলাম না। না দিলেও তাহার স-বিনয় শেষ কথাটা কর্ণ-রন্ধ্রে প্রবেশ করিল—"অনেক দিনের বাকী পাওনা; এ সময়টায় পেলে পুনর্জ্জীবন পাওয়ার মতোই হবে। গরীবের প্রতি একটু অবধারিত হবেন।"

মুখটা ফিরাইয়া লইলাম। সে চলিয়া গেল। গল্প লেখার দফা রফা হইয়া গেল। ভারাক্রান্ত অন্তরে হাসির গল্প লেখা চলে না।

পরদিন প্রাতঃকালে খোলা জানালার বাহিরে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়াছিলাম।—গল্পের প্লট ভাবিবার ফলে যে এই উদাস এবং আকাশ-দৃষ্টি, তাহা নয়, পয়সা-কড়ির অভাবই মনকে একদিকে ভারি করিয়া তুলিয়াছিল, অপর দিকে দৃষ্টিকে হাল্কা করিয়া আকাশমার্গে পাঠাইয়াছিল। এমন সময়ে হীরু সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরক্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই সে বিনীতভাবে কহিল—"সাবেক পাওনাটার সম্বন্ধে আজ একটু ক্রেপা করবেন কি?

এ সময়ে ওটা পেলে চিরকাল আপনার চরণে কেতস্থ হোয়ে থাকবো।"

ইঁদুর কৃতঘ্নতায় সমস্ত মন বিষাইয়া উঠিল। তাহাকে পাঁচ সাত দিনের কড়ার দিয়া অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। কিছু পরে পিয়ন দুইখানি চিঠি দিয়া গেল। একখানি 'রূপালী' কার্য্যালয় হইতে আসিয়াছে। কাগজ বাহির হইতে আর মাত্র ৮।১০ দিন দেরী, তাই সবিনয়ে কড়া তাগাদা। দুঃখ এবং নৈরাশ্যের সহিত চিঠিখানা এক ধারে ফেলিয়া রাখিলাম। মনের অন্ধকার ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া মনের মধ্যেই মিলাইয়া গেল। অস্ফুটে মুখ দিয়া বাহির হইল—"হায় রে! কান্নায় যেখানে বুক ভরে আছে, সেখানে হাসির ফোয়ারা তুলে, হাসির গল্প লিখবো!"

অপর চিঠিখানা খুলিলাম। পড়িয়া আনন্দে একেবারে লাফাইয়া উঠিলাম। মৃত্যু সংবাদ!

পিসিমার মৃত্যু সংবাদ। 'ষ্টার ডেথ্ বেনিফিট্ ইনসিওরেন্স কোং'-তে বুড়ীর লাইফ ইনসিওর করিয়াছিলাম। আজ তিন বৎসর সমানে মাসে মাসে একটা করে টাকা প্রিমিয়ম দিয়া আসিতেছি। তিন বৎসর আগে যখন বুড়ীর নামে ইনসিওর করি, তখন আমি এবং আমার সঙ্গে আর সকলেই ধ্রুব বিশ্বাস করিয়াছিল যে বুড়ীর জীবনের ওয়াদা বড় জোর আর মাস পাঁচ ছয়। কিন্তু সেই বিশ্বাস এবং আশাকে বুড়ী তার দুর্ব্বল হাতে সবলে ঠেলিয়া দিয়া, দপ্-দপানীর সহিত এই সুদীর্ঘ ৩৬ মাস মাড়ার সাহায্যে লুচি, পরেটা প্রভৃতি এবং হামালদিস্তার সাহায্যে গুয়া পান, দোক্তা প্রভৃতি উদরস্থ করিয়া আমাকে জীবন্তে মৃত করিয়া রাখিয়াছিল। এতদিনে……।

যা'ক, বাঁচা গেল। কম পক্ষে শ' তিনেক টাকা যে পাওয়া যাইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অন্তরের সমস্ত নিরানন্দ নিমেষে অন্তর্হিত হইল। তাহার স্থানে আনন্দের বন্যা ছুটিল। 'রূপালী'র সেই গল্পের কাগজখানা লইয়া লিখিতে সুরু করিলাম—

চৌধুরী-গৃহিণী সহসা স্বামীর এই উৎকট এবং উদ্ভট রসোক্তি শুনিয়া যাহা বলিতে যাইতেছিলেন, তাহা আর না বলিয়া, মুখ এবং চক্ষু কোঁচকাইয়া সম্মুখস্থ শয়ন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জালিবোটের মত নটবর চৌধুরীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় গিয়া হাজির হইলেন এবং পূর্ব্বোক্তরূপ অঙ্গভঙ্গী এবং সুরভঙ্গীর সহিত গাহিলেন—

যদি ভালবাসো তুমি,—যদি ভালবাসি আমি,
তবে মরে ভূত হ'ব—হোয়ে তব সঙ্গে
রবো—ও—ও—ও—ও!'

—'এই যে! নমস্কার!'

মুখ তুলিয়া দেখি, জানবাজারের জীবন বাবু। বাধ্য হইয়া লেখাটা বন্ধ করিয়া রাখিয়া কহিলাম—"আসুন। খবর সব ভাল ত'?"

জীবনবাবু আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন —"রজতের কোন খবর রাখেন? রজত কোথায়?"

রজত আমার ছেলে। কহিলাম—"দিন আষ্টেক হোল সে তার মামার বাড়ী গেছে। দু'একদিনের মধ্যেই ফিরবে। কেন বলুন ত?"

জীবনবাবু সেইদিনকার একখানা দৈনিক খবরের কাগজের একটা অংশ দেখাইয়া দিয়া আমায় পড়িতে বলিলেন। মনে মনে পড়িলাম:—

'বালীগঞ্জের শ্রীযুক্ত রজত রায় ও বিখ্যাত ফিল্ম অভিনেত্রী শ্রীমতী মদিরা কর্ম্মকার গত শনিবারের শুভ সন্ধ্যায় পরস্পরের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। বিবাহের পর নবদম্পতী মধুযামিনী যাপন মানসে রাঁচি যাত্রা করিয়াছেন। এই সংস্কারমুক্ত, সাহসী এবং স্বাধীন প্রেমিকযুগলকে আমরা সাদরে আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।'

কতকটা স-জ্ঞানে এবং কতকটা অ-জ্ঞানে সংবাদটা পড়িবার পর, মাথার উপর আকাশের মত বৃহৎ একটা বস্তুর ভার বোধ করিলাম। কাগজখানা ইতিপূর্ব্বেই হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে মাথাটা ঘুরিতে এবং সর্ব্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। শুইয়া পড়িতে যাইতেছিলাম, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে পারিলাম না, কোন প্রকারে দেহটাকে খাড়া রাখিলাম।

জীবনবাবু কহিলেন—"রজতের সম্বন্ধ কোথায় না পাকা-পাকি কোরে ফেলেছিলেন?"

একটা টানা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, —"হ্যাঁ।"

"কত টাকা নগদ দেবে বলেছিল তারা?"

"সতের শ' এক; আর হাজার টাকার গয়না। উঃ! রজত আমায় ফাঁসিয়ে গেল জীবনবাবু! বাড়ীখানা বাঁধা আছে হাজার টাকায়। ভেবেছিলুম——উঃ! অকূল পাথারে পড়লুম!" রূপালীর গল্পের কাগজখানা সামনে হইতে ছুঁড়িয়া একধারে ফেলিয়া দিলাম।

দিন দুই চারি কি ভাবে কোথা দিয়া কাটিল, তাহার কোনোও খেয়ালই আমার রহিল না। ঘর হইতে বড় একটা আর বাহির হইতাম না, আর অপর কেহও আমার সামনে আসিত না। তবে বহিশ্চক্ষুতে ইঁদুর গোয়ালাকে দুই বেলাই একবার করিয়া করজোড়ে সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিতাম, আর মনশ্চক্ষুতে—একবার দেখিতাম রজতকে আর সেই না-দেখা মদিরা কর্ম্মকারকে, আর একবার দেখিতাম, ১৭০১ টাকা দিবার প্রস্তাবকারী চন্দননগরের সেই ভদ্রলোকটিকে!

দীর্ঘ ৪৫ বৎসরেও যে ডিস্পেপ্সিয়া রোগ দেহে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়

মাননীয় বিচারপতির রায়!
এই কাশির জন্য আপনাকে ' সিরোলিন রচি ' খাইতে আদেশ দেওয়া যাইতেছে
সিরোলিন 'রচি'
কাশি নিরাময় করিতে এবং শ্বাসযন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করিতে জগতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ

নাই, মনে হইল এই তিন চারি দিনেই যেন তাহা আমাকে আক্রমণ করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা খাই, ভাল হজম হয় না; পেট ভুট্-ভাট্ করে; ক্ষুধা ত নাই-ই; নিদ্রাও নাই। অথচ বসিয়া থাকিতেও পারি না। সর্ব্বদাই শুইয়া থাকি। শুইয়া এ-পাশ ও-পাশ ছটফট করি।

সেদিন সকালে এইরকম শুইয়া ছট্-ফট্ করিতেছি, শুনিলাম—বাহিরে কে-একজন লোক আসিয়া নন্দ চাকর-ছেলেটার সঙ্গে কি বকাবকি জুড়িয়া দিয়াছে। মিনিট দুই পরে নন্দা আমার ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"কে একজন বাবু আপনাকে ডাকতিছে।"

পাশ ফিরিয়া শুইয়া কহিলাম—"বল গিয়ে যে বাবুর অসুখ করেচে।"

খানিক পরে নন্দা আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"বাবু কইলেন, জরুরী কি দরকার, আপনাকে যা'তিই হবে।"

খুব বিরক্ত হইয়া এবং মনে মনে লোকটাকে গালি দিতে দিতে বৈঠকখানায় আসিলাম! আমাকে দেখিয়াই বাবুটি কহিলেন—"শুনলুম আপনার অসুখ করেচে। তবুও আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলুম, মাফ কর্ব্বেন। কিন্তু অসুখ আপনার সেরে যাবে, আপনার নামই ত ভবানী রায়?"

বিরক্তিতে আমার অন্তরটা জ্বলিয়া যাইতেছিল; কহিলাম—"হ্যাঁ। আপনি আসচেন কোথা থেকে? রাঁচি থেকে কি?"

"আজ্ঞে না, আমার বাড়ী বাগবাজার। আমি একজন এটর্ণী। নিবারণ ঘোষাল আপনার কে হ'ন বা হ'তেন?"

"আমার ছোট মামা। 'হ'তেন' বলছেন কেন?"

"তিনি মারা গিয়েছেন।"

"মারা——"

"হ্যাঁ, মারা গিয়েছেন।

"আমার অন্য মামাদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করে তিনি আজ ১০।১২ বছর হোল একেবারে নিরুদ্দেশ——"

"হাঁ, তিনি বর্ম্মায় ছিলেন। এবং সেখানে কন্ট্রাক্টরী ব্যবসা করে এই কয় বছরে ২১ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়ে গেছেন। আর সেই সব টাকাটা তিনি উইল করে আপনাকে দান করে গেছেন। সুতরাং——"

"একুশ হাজার! ছোট মামা? আমাকে!——" আমার ঘূর্ণায়মান মাথা আরও ঘুরিয়া উঠিল। সেই অবস্থায় তিনি ছোটমামার উইলের নকল পকেট হইতে বাহির করিয়া আমাকে পড়িয়া শোনাইলেন।

তাহার পর কি ঘটিল তাহা আমি বলিতে পারিব না এবং বলা বাহুল্য বলিয়াও মনে করি। এটর্ণীবাবু সেইদিনই অতি অবশ্য তাঁহার অফিসে যাইতে বলিয়া গেলেন।

এটর্ণীবাবুর অফিস হইতে সন্ধ্যার পর যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন মনের অবস্থা সুস্থ নহে। এ অসুস্থতা অবশ্য আনন্দের আতিশয্যবশতঃ। কোন কাজে কর্ম্মে কিছুতেই মন বসাইতে পারিলাম না। মন যেন হাল্কা পালকে পরিণত হইয়া শূণ্যে শূণ্যে উড়িতে লাগিল। দেহের অবস্থাও মনের অনুরূপ। ক্ষুধা নাই, নিদ্রা নাই। এ যেন উল্টা এক রকমের ডিস্‌পেপ্‌সিয়া।

এই অবস্থাতে কিন্তু মনে পড়িয়া গেল —'রূপালী'র কথাটা। 'রূপালী'র গল্পটা যে দিতেই হইবে। সেই ছুঁড়িয়া-ফেলিয়া-দেওয়া গল্পের কাগজখানা খুঁজিয়া বাহির করিলাম। কলম লইলাম। কিন্তু একটা লাইনও লিখিতে পারিলাম না। মন চঞ্চলভাবে নানা বিষয়ে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। বহুক্ষণ চেষ্টার পর কাগজখানাকে ছুঁড়িয়া না দিলেও, ছাড়িয়া দিলাম। মনে মনে বলিলাম, নটবরের যখন অত মরিবার সখ, তখন মরুক। নটবর যেন মরিল, কিন্তু 'রূপালী'র সম্পাদককে একখানা পত্র দেওয়া দরকার। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশে লিখিলাম—

——'মাফ করিবেন। গল্প লিখিয়া উঠিতে পারিলাম না। না-পারার প্রথম দিককার কারণ—হীরু গোয়ালা এবং রজতনাথ; শেষের দিককার কারণ—ছোটমামা এবং তস্য নগদ একুশ হাজার টাকা। নমস্কার।'

শ্রীভবানী রায়।

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

ননীলালের বৈরাগ্য

(বড় গল্প)

—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার, আই সি-এস্

(১)

আগেই বলেচি লক্ষ্মীছাড়ার দলের সভ্য-সংখ্যা কমে বাড়ে ঠিক নদীজলের মতো। একদা যদিচ তার সভ্যসংখ্যা কমতে কমতে চারজনে এসে ঠেকেছিল, অধুনা কিন্তু সে-সংখ্যা চল্লিশে এসে পৌছেচে এবং ক্রমশই বেড়ে চলেচে। বাড়ীওয়ালা এবং মেসের ম্যানেজারদের উৎপীড়ন যখন সহ্যের সীমানা অতিক্রম করল, পাওনাদারদের পরুষ চীৎকার যখন ওদের এস্‌থেটিক রুচিকে বিষমভাবে নাড়া দিল, তখন ওদের সকলেই, মানে যারা আর আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারল না, তারা চলে গেল পল্লীঅঞ্চলে নতুন ইন্‌স্পিরেশন্ লাভ করতে। ইচ্ছে করলেই তো আর সহরে ফিরে আসা চলে না, তার আগে ধারদেনাগুলাকে যথাসম্ভব 'তামাদি-দোষে বারিত' করার প্রয়োজন। নাড়াখাওয়া এস্‌থেটিক রুচিকেও থিতিয়ে ঠিক হ'য়ে যাবার সময় দেওয়া দরকার। কিন্তু দেনাগুলাতে যেমন তামাদিদোষ ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করছিল, ওদের শরীরগুলোতে তেমনি ম্যালেরিয়া দোষও ক্রমশঃ আশ্রয় করছিল, যার ফলে জীবনযাত্রাই 'বারিত' হবার আশঙ্কা হ'ল। সুতরাং মস্তিষ্কভর্ত্তি ইন্‌স্পিরেশন্ এবং শরীরভর্ত্তি কুইনাইনের ইন্‌জেকশন্ নিয়ে ওরা গুটি গুটি যখন রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করল তখন কবি নিবারণ ওদের সমাদরে বরণ ক'রে নিয়ে সম্মেলন সভায় এই ব'লে বক্তৃতা সুরু করল, "আজ আমি তোমাদের অভ্যর্থনায় যে অভিভাষণটি পড়ব তার নাম দিয়েচি—'ঝোড়ো-কাকাভিভাষণ',—কারণ চেহারায় তোমরা ঝোড়োকাকেরও ঈর্ষা উদ্রেক করচ।" অভিভাষণটি পড়া শেষ হ'তে না হ'তেই ঔপন্যাসিক অবিনাশ উপমার একটু খুঁত দেখিয়ে বলল, "ঝোড়ো কাকের সঙ্গে তোমাদের একটু পার্থক্য আছে। ঝোড়ো কাক যে কুইনাইনের ইন্‌জেকশন্ নিয়েচে এমনতর কথা পক্ষীশাস্ত্রে লেখে না।" এই নিয়ে আবার তুমুল তর্ক যেইমাত্র সুরু হয়েচে ঠিক এম্‌নি সময় ওদের মধ্যে যারা রংপুর অঞ্চলে থেকে এসেছিল তারা সটান ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। রংপুরের মাটির গুণে যকৃতের আনাভিবর্দ্ধনশীলতায় ওরা সবাই হয়েচে রঙীন,—হলুদ রঙে রঙীন্। এ শুয়ে পড়ার কারণ এ নয় যে ওরা তর্ক-সমরাঙ্গনে পরাস্ত হয়েচে; এর কারণ এই যে বেলা তখন ঠিক তিনটে, এবং রংপুর অঞ্চলের যে জ্বর তা আসে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময়। এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি কোনোদিন। বরং ইস্কুলের অঙ্কের মাষ্টারের ক্লাশে আসতে দু'পাঁচ মিনিট দেরী হ'তে পারে, কিন্তু রংপুরের জ্বর আসবেই আসবে তিনটের সময়। ওদের জ্বর আসা দেখে রংপুরের কত লোক প্রত্যহ যে ঘড়ী মিলিয়ে নিয়েচে তার আর সংখ্যা নেই।

তরলিকা দেবীও সে সভায় হাজির ছিলেন। তিনিও লিখে এনেছিলেন এক গদ্য কবিতা,—বঙ্গদেশের সমস্ত মাসিকপত্র প্রত্যাখ্যাত এক অমিলছন্দের গদ্য-কবিতা। কিছুতেই যাতে এ গদ্যকবিতার প্রচার না হয় এই বিষয়ে বঙ্গীয় সম্পাদক-সঙ্ঘ যখন একেবারে বদ্ধপরিকর, তরলিকা দেবী তখন তাঁদের ওপর শোধ তুলবেন ভেবেছিলেন সম্মেলনে তা পাঠ ক'রে। কিন্তু ওদের সটান হয়ে শুয়ে পড়া এবং থরথর কাঁপুনি দেখে তাঁর করুণা হ'ল। গদ্য কবিতার উৎপীড়ন হ'তে তিনি ওদের বাঁচালেন। তাঁর নবতম মডেলের মোটর গাড়ী তখন নিয়োজিত হ'ল ওদের সবাইকে তাঁর আলাপনকক্ষে স্থানান্তরিত করতে। এমনি বার আষ্টেক খেপ্ দেবার পর ড্রাইভার যখন মনে মনে লক্ষ্মীছাড়ার দলের চতুর্দ্দশ পুরুষের স্থান বিশেষে বসবাসের সুব্যবস্থা কামনা করচে, তখন দেখা গেল রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য ও পানীয়ের সুঘ্রাণ পেয়ে ওরা সবাই চাঙ্গা হয়ে আলাপনকক্ষের গদিমোড়া জাজিম বিছানো তক্তপোষের ওপর উঠে বসেচে। পরীক্ষার ফলে একথা সেদিন সর্ব্ববাদিসম্মত-রূপে প্রমাণিত হ'ল যে রচনা অপেক্ষা রন্ধনে তরলিকা দেবীর হাত ঢের বেশী সরস। ভূরিভোজনের পর যখন ওরা নিজ নিজ খেয়াল ও খুসী অনুসারে সিগারেট, তামাক অথবা বিড়ি টানতে সুরু করেচে, আবহাওয়াটি যখন বেশ একটি তৃপ্তিপ্রদ আরামে ভরে উঠেচে, ঠিক এমনি সময় তরলিকা দেবীর স্বামী সুরেনবাবু কোথা থেকে একতাড়া কাগজ হাতে ক'রে এসে বললেন, "আমি একটা গল্প লিখেচি। আপনারা সবাই যদি একটু অনুগ্রহ ক'রে শুনতেন—"

একথা শোনবামাত্র ওদের প্রায় সকলেই কালবিলম্ব না ক'রে নানা অজুহাতে সরে পড়ল। কারণ রংপুরের ম্যালেরিয়ার চেয়ে সুরেনবাবুর গল্প কম ভীতিপ্রদ নয়। বাকী রইল কেবল অবিনাশ এবং নিবারণ, নরেন এবং অনিবাস।

সুরেনবাবুর অবর্ণনীয় আফ্‌শোষ যে এর পূর্ব্বে তিনি জীবনে কখনো সাহিত্যচর্চ্চা করেন নি। তাঁর বৈঠকখানায় যখন সাহিত্যের হাওয়া ব'য়ে যেত, শুধু হাওয়া নয়, তাকে সাহিত্যের ঝড় বলা চলে,—তিনি তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতেন এবং মনে মনে এই তর্কবিতর্ক করতেন যে থাক্‌ না কেন শতেক বাধা, একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি? কিন্তু এ কথা ভুলে গেছলেন যে সাহিত্যচর্চ্চা জিনিষটা হ'ল ঠিক প্রেম অথবা হামের মতো,—তরুণ বয়সে প্রথম এসে আক্রমণ করলে ওরা মারাত্মক নয়। অধিক বয়সে হঠাৎ যদি ওরা আশ্রয় করে তাহলে প্রায়ই সাজ্যাতিক হয়ে দাঁড়ায়। বর্ষীয়ানের প্রথম প্রেম অথবা প্রথম হাম তার নিজের পক্ষে বিপজ্জনক, কিন্তু বর্ষীয়ানের প্রথম সাহিত্যচর্চ্চা তার নিজের ওপর ততটা ক্ষতিবিস্তার করে না যতটা করে শ্রোতৃবর্গের ওপর। অনেকটা সেই গল্পের মতো। এক তাঁতী আপন মনে তাঁত বুনত। কোনো ঝঞ্চাট ছিল না, পুত্রপরিবার নিয়ে সে বেশ সুখে এবং আরামে ছিল। একদা কোন্‌ অশুভ মুহুর্ত্তে হঠাৎ তাঁতী তাঁত বুনতে বুনতে একছত্র গান গেয়ে উঠল। বর্ষীয়ানের রসচর্চ্চা শুরু হ'ল। সমস্ত গ্রামবাসী গললগ্নীকৃতবাসে তাঁতীর দরোজায় এসে বলল, "দোহাই দাদা, আমাদের কানের সহ্যশক্তির তো একটা সীমা আছে। সেটা ভুললে চলবে কি করে? আমরা বরং চাঁদা করে তোমায় কিছু দিতে প্রস্তুত আছি—তোমার তাঁতের দিব্যি, গান থামাও। নইলে ছেলেপুলের হাত ধরে আমরা দেশত্যাগী হব।" অভিমানী তন্তবায় তখন তেপান্তরের মাঠের মধ্যে এক বেলগাছের তলায় গিয়ে বসল, তাঁতও চালায়, গানও গায়। সেই বেলগাছকে কেন্দ্র ক'রে তিন ক্রোশের মধ্যে মানুষ, গরু, পশু, পক্ষী কেউ আর ঘেঁসে না। কাঠ পিঁপড়ে, ডেয়ো পিঁপড়ে, ফড়িং সবাই ত্রাহি মধুসূদন বলে পালিয়ে গেল, প্রান্তর একেবারে নিষ্টিকুটিকি, নির্গিবৃগিটি হ'য়ে দাঁড়াল। সেই বেলগাছে ছিল এক সম্রান্ত ব্রহ্মদৈত্যের বাস। ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের পর হ'তে তিনি এই গাছেই অধিষ্ঠান ক'রে আছেন। গানের প্রকোপে এতকালের বাসস্থানের মায়াও তাঁকে কাটাতে হ'ল। সুরেনবাবুর পরিণত বয়সের সাহিত্যচর্চ্চাও তাঁতীর গানের মতো হঠাৎ দেখা দিয়েচে।

তিনি অনেক গবেষণা করে দেখেচেন বঙ্কিমি সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দরদ নেই, শরৎ-সাহিত্যে বঙ্কিমের উদাত্ত ঝঙ্কার নেই, আর আধুনিক সাহিত্যে শরৎ-বঙ্কিমের দরদও নেই, ঝঙ্কারও নেই। সুতরাং তিনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করলেন। সর্ব্ব লেখকের সর্ব্ব রস একাধারে পরিবেশনের ভার নিয়ে পুনঃপুনঃ কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রনাথ, চোখের বালি, এবং আধুনিক লেখা 'রাতবিরাতে কখন এলে মৌনচারিণী' পড়ে দেখলেন। সাধনা যখন সম্পূর্ণ হয়েচে তখন লিখে ফেললেন এক নিঃশ্বাসে এক সুবৃহৎ উপন্যাস। তাতে এক উমাকান্তকে অহিফেন খাইয়ে, এক কুমুদিনীকে প্রেমের দোটানায় ফেলিয়ে, এক ইন্দ্রনাথকে কাশী পাঠিয়ে এমন এক সর্ব্বরসের রসায়ন তৈরী বসলেন যার ভাষাটা হ'ল ঠিক ফকিরী পোষাকের মতো নানারকম ছিটের সতরঞ্চে বোনা। তার মধ্যে ঘন ঘন থাকল, কোকিল আর ডাকে না, কাঁঠাল আর পাকে না, প্রাণ আর থাকে না। তার মধ্যে থাকল, আমার এই ছন্নছাড়া জীবনের ছিন্নসূত্রগুলির এক একটি ধরে উপগ্রহের মতো কত আর ঘুরপাক খাবো, কেনই বা আর ঘুরপাক খাবো। তার মধ্যে থাকল, পলাশ ফুলের রেণুছাওয়া পথের মধ্যে দোল্‌ খাওয়া 'দোখ্‌নে' বাতাসের শিহরণ। আধুনিকা নায়িকার বর্ণনায় সুরেনবাবু লিখলেন, বিশ বছরের যুবতী সে, তবু শিশুর মতো সরল। পুরীর সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে, অঙ্গে তার অনবদ্য যৌবনের লালিত্য, সমুদ্রতটে বালিতে পা ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে চলচে, যুবক দেখলেই তার গায়ে ছুঁড়ে মারচে বালি, আর হাসচে খিল্‌ খিল্‌ হাসি। যুবতী, অথচ শিশু, অর্থাৎ কিনা শিশু-যুবতী। আবার বানান ও কথার আধুনিকত্ব প্রকাশ করবার জন্যে থাকল,—সিগ্রেট্‌, ক্রাসীন্‌ (=কেরোসিন্‌), স্টেশন, প্লেইট, সুইট-কেইস্‌, ওব্‌দি, ওবেশ, নিশ্চুপ, চট্‌ (গুণচট নয়, চটের বস্তা নয়, চট ক'রে নয়, শুধু চট,—যেমন চট খাও, চট যাও), গুণবাঞ্জে, প্রাণবাঞ্জে। আর বাক্য রচনার আধুনিকত্ব দেখাবার জন্যে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়াপদগুলি যথেচ্ছভাবে এধারে সেধারে বসান থাকল, যেমন আজকাল অধিকাংশ উপন্যাসে চলচে। এমনি ধারা এলোমেলো লেখা আজকালকার পাঠক-পাঠিকারা ভারি পছন্দ করেন। তাঁরা নিশ্চয়ই সেই হাকিমের গল্প উপভোগ করবেন। হাকিমের কুকুর হারিয়ে যাওয়াতে তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন হাকিমবাবুর কালো মুখ, লম্বা ল্যাজ, খোঁচা খোঁচা গোঁফ হারিয়েচে এক কুকুর।"

সুরেনবাবু পড়া থামিয়ে জিগ্‌গেস করলেন, "তা'হলে আপনাদের কি মনে হয়? সাহিত্যের আসরে আমি প্রতিষ্ঠা পাব তো?"

নিবারণ বলল, "নিশ্চয় পাবেন। আপনার মৌলিকত্ব আছে। সাহিত্যের বাজারে আপনার ওই শিশু-যুবতীর খুব কাটতি হবে। তা ছাড়া আপনার তো আর কোনো পেশা নেই। সুতরাং পশার অনিবার্য্য।

(ক্রমশঃ)

বাংলার বস্ত্র-শিল্প

-শ্রীযদুপতি দাস

গত ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন আশুতোষ হলে কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে উঠিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার খান বাহাদুর মাননীয় আজিজুল হক্ সাহেব বলিয়াছেন—

"সংবাদপত্রে রাজনৈতিক বাদ-বিসম্বাদ নিয়া যত column লেখা হয়, শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে ততটা স্থান দেওয়া হয় না। সাহিত্যের চর্চ্চা অপেক্ষা ফিল্ম ও বায়োস্কোপের এবং ম্যালেরিয়া ঔষধের বিজ্ঞাপনে কাগজ ভর্ত্তি থাকে। দেশের মাটির সঙ্গে সাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপিত হইলে তাহাই হইবে প্রকৃত সাহিত্য।"

বাস্তবিকই কথাটি সত্য এবং বর্ত্তমানে আমাদের বাংলা সাহিত্যে শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা যত বেশী হয়, ততই মঙ্গল। বাংলার বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা দেশ ও সময়োপযোগী, অন্ততঃপক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, এই বিবেচনায় এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ইবন্ খুরদাদ্বা (Ibn Khurdadba) নামক জনৈক আরব ভূগোল-বিজ্ঞানী ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন—ঢাকার নিকটবর্ত্তী 'রামি' নামক স্থানে নানা রকমের তাঁতের কাপড় তৈয়ার হইত।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জনৈক চৈনিক ভূ-পর্য্যটক চাও-কু-কুয়া (Chao-Ku-Kua) ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—পিং কালো (Ping Kalo অর্থাৎ বাংলায় অতি সুন্দর কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুত হইত।

তৎপূর্ব্বেও বাংলায় অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত, অনেক পাশ্চাত্যদেশীয় মনীষী তাহা স্বীকার করেন এবং তাহা লিপিবদ্ধও আছে। সে সব সবিস্তারে বর্ণনা করিলে প্রবন্ধের কলেবরই বৃদ্ধি হইবে মাত্র, তজ্জন্য বিরত হইলাম।

তারপর মুসলমান বাদশাহগণের আমলের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায়, সম্রাট শাহাজানের সময়ে বাংলায় তাঁতের খুব উন্নতি হইয়াছিল। বাদশাহ আকবরও তাঁত-শিল্পকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়েও বাংলা যে বস্ত্র-শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময়ে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ঢাকা ছাড়া কাশিমবাজারেও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত।

প্রাচীন শিল্প-প্রণালীর সহস্র সুবিধা থাকা সত্বেও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দেশীয় উপকরণে কেবল কুটীর-শিল্পের ভিতর দিয়া বস্ত্র-শিল্পের যে চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়! তখনকার দিনে ঢাকাই মস্‌লিন জগতের বিস্ময়ের বস্তু মধ্যে গণ্য ছিল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বেন সাহেব 'Cotton Industry' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ইহা এত সূক্ষ্ম ও সুন্দর হইত যে, এই সুতা ও বস্ত্র মানুষের প্রস্তুত বলিয়া মনে হইত না, মনে হইত কোন পরী বা মাকড়সার মত বয়নশক্তিসম্পন্ন কোন অদ্ভুত প্রাণী ইহা প্রস্তুত করিয়াছে।"

কথিত আছে সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা বেগম জেবউন্নিসা ১০ আউন্স ওজনের ২০ হাত লম্বা একখানি মস্‌লিন ছয় ফেরতা ঘুরাইয়া দেহ আবৃত করিয়া সম্রাট-সদনে গেলে, সম্রাট তাঁহার কন্যার দেহে বস্ত্র নাই মনে করিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। পারস্য রাজদূত মহম্মদ আলি পারস্যের শাহকে ৬০ হাত দীর্ঘ কারুকার্য্যখচিত একখানি মস্‌লিন একটি ক্ষুদ্র নারিকেলের খোলের ভিতর দিয়া উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন।

এই সব সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মাণোপযোগী তুলা ও সূতা এই দেশেই উৎপন্ন হইত এবং মিলের সাহায্য লইতে হয় নাই। বিগত উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলার বস্ত্র-শিল্প আমাদের গর্ব্বের বস্তু ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও বহু কোটি টাকার বস্ত্র বাংলা দেশ হইতে বিদেশে চালান যাইত।

Mr. Brook 'Asiatic Review' পত্রের এপ্রিল মাসের ৩৫ ভলিউমে লিখিয়াছেন—১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা হইতে বিদেশে ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৫১ হাজার ৪ শত ২৭ সিক্কা টাকার কাপড় রপ্তানি হইয়াছিল। তাহার পর বৎসরে রপ্তানি হইয়াছিল প্রায় ১০কোটি ৬৬ লক্ষ সিক্কা টাকার।

বাংলার তন্তুবায়গণের পূর্ব্বপুরুষেরা

বিনামূল্যে

গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনাসহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়। শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)

কার্পাসতুলা, সুতা ও বস্ত্রের কিরূপ উন্নতি করিয়াছিল এবং আধুনিক যন্ত্র-পাতির সাহায্য না লইয়া হস্তচালিত (hand loom) তাঁতে কিরূপ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র তৈয়ার করিত এবং নিজেদের দেশের চাহিদা মিটাইয়া কিরূপ প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করিত ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়। মাত্র একশত বৎসরে আমাদের কি অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহাও চিন্তার বিষয়।

দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও পাশ্চাত্য খণ্ডের অধিবাসীগণ বস্ত্রের কথা দূরে থাকুক এমন কি কার্পাস তুলার নাম পর্য্যন্তও জানিত না। 'Commercial Products Of India' পুস্তকের ৫৭০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—

"The enormous importance of the textile today in the agriculture commercial, individual and social life of the world, renders it difficult to believe that but little more than two hundred years ago, cotton was practically unknown to the civilised nation of the world."

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যনীতির প্রবল আক্রমণের ফলেই বাংলার বস্ত্র-শিল্পের পতন আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে বিলাতী মিলের কাপড় আমদানি হইতে আরম্ভ হয়। বিলাতী কাপড় এদেশে চালাইবার জন্য যত প্রকার উপায় অবলম্বন করা সম্ভব ইংরাজেরা তাহার একটিও বাদ দেয় নাই। সে সব সবিস্তারে বর্ণনা না করাই ভাল। তার ফলেই বাংলা আজ বস্ত্রহীন। যে বাংলা আধুনিক সভ্যতা-গর্ব্বী পাশ্চাত্য-বাসীকে বস্ত্রের ব্যবহার শিখাইয়াছে—সে এখন পরমুখাপেক্ষী। নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত্র তাঁতে ত' হয়ই না, মিলের সাহায্য লইয়াও বহু টাকার বস্ত্র বোম্বাই ও বিদেশ-জাত মিল হইতে আনাইয়া তাহার লজ্জা নিবারণ করিতে হয়। আগের মত তুলা বা সুতা (এমন কি যাহাতে মস্‌লিন নির্ম্মিত হইত) এখন আর বাংলায় উৎপন্ন হয় না। সুতার জন্যও বাংলাকে মিলের সাহায্য এবং বিদেশ-জাত তুলা ও সুতার সাহায্য লইতে হইতেছে। ইহা হইতে লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?

সুখের বিষয় বর্ত্তমানে বাংলায় তথা ভারতে শিল্পোন্নতির দিকে সাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বঙ্গ বিভাগ বা স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে বাংলা বলিতে শিখিয়াছে—

হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে ডোয়াকিনের হারমোনিয়মই আপনার কেনা উচিৎ। ডোয়াকিনই হাত-হারমোনিয়মের আবিষ্কারক এবং এই যন্ত্রের যাহা কিছু উন্নতি এযাবৎ হইয়াছে, তাহা ডোয়ার্কিনের বাড়ী থেকেই উদ্ভূত।

বাজারের জিনিষ ২।৪ টাকা কম দামে অবশ্য পাইতে পারেন, কিন্তু তাহা ডোয়ার্কিনের জিনিষের মত নির্ভরযোগ্য কখনই হইতে পারে না।

সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন

Dwarkin & Son

11, ESPLANADE, :: CALCUTTA

সোসাইটির ভ্যালুয়েশন্ বৎসর

১৯৩৮

১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতি বৎসরই নব নব শক্তি সঞ্চয়ে শক্তিশালী।

এ বৎসর সোসাইটি উন্নতি ও অগ্রগতির আর একটি ধাপে উঠিল। এই সোসাইটির উপর জনসাধারণের বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা অগাধ ও অসীম। ধীর ও বিচক্ষণ পরিচালনায় গত ৬৬ বৎসরে সোসাইটি যে অভাবনীয় কার্য্য করিয়াছে, এখনও সেইরূপ ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতার সহিতই পরিচালিত হইতেছে।

১৯৩৭ সালে

কার্য্য হইয়াছে — ২,০২০২০০০ টাকার

বম্বে মিউচুয়্যাল লাইফ্ এসিওর্‍্যান্স সোসাইটি লিঃ

হর্ণবি রোড :: ফোর্ট, বম্বে

ভারতবর্ষ সিংহল বর্ম্মা ও বৃটিশ ইষ্ট-আফ্রিকার সর্ব্বত্র এজেন্সী আছে

বাগানটির মত প্রশস্ত বাগান নন্দরাণী জীবনে দেখে নাই, এমন আকাশচুম্বী বৃক্ষশ্রেণী নন্দরাণীর কল্পনাপ্রবণ কিশোরী-মনে অসামান্য প্রভাব সৃষ্টি করিল। লনের পারিপাট্য দেখিয়া মনে হইল, তাহাদের শয়নকক্ষের মেঝেও এত সমতল, এত মনোহর নয়। নারী যে এত মহিমাময়ী হইতে পারে, তাহা রাণীমাকে দেখিবার পূর্ব্বে নন্দরাণী স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। একটি বিশাল সহর যেন এই প্রাসাদে কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে।

এই অবিস্মরণীয় স্মৃতি যে চাঞ্চল্যকর তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবনের এমন প্রশস্ত উদ্দাম, নিরবচ্ছিন্ন অভিব্যক্তি আর দেখা যায় না—এই ত জীবন। জীবন ইহাকেই বলে।

তখন নন্দরাণীর সবে পনের বছর বয়স, রূপ ও সৌন্দর্য্যের রাণী না হইলেও, তখন নন্দরাণীকে রূপসী বলা চলিত, নন্দরাণীর বয়স অল্প হইলেও রাজাবাবুর মোটরগাড়ী ক্লিনারের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিতে তাহার কষ্ট হইল না। নন্দরাণী গোপনে ক্লিনারের সম্পর্কে আবশ্যকীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করিয়া ফেলিল, এই ভাবে আরো ছয়মাস কাল দৃষ্টিবিনিময় হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন ক্লিনার কুঞ্জবিহারী যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া নন্দরাণীর সহিত কথা কহিয়া বসিল। কুঞ্জ বলিয়াছিল

—তোমাদের বাড়ী কোথায় গা? নন্দরাণী অতি কষ্টে পাড়ার না উচ্চারণ করিয়া সলজ্জপদে ছুটিয়া পলাইয়াছিল।

সেদিনের সেই সামান্য ভাব-বিনিময়ের মধ্যে যে কি ভবিষ্যৎ-রহ লুকানো আছে, তাহা জানা থাকিলে কুঞ্জবিহারী হয়ত সেখানে থামিয়া যাইত। সেই ব্রীড়াকুণ্ঠ ভঙ্গী কবে অন্তর্হিত হইয়াছে দীর্ঘকাল ধরিয়া কুঞ্জবিহারী যদি বলিতে চায় যে, দুই আর দুই-এ চা হয়, কুঞ্জলালের স্ত্রী তখনই প্রতিবাদ করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতার প প্রমাণ করিয়া দিবে যে কুঞ্জলালের কথা ঠিক নয়, নয়, নন্দরাণীর কথা একেবারে অখণ্ডনীয়।

কুঞ্জ তখন কিন্তু থামে নাই, তাহার পর আরো দুই একবার টুকিটা কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল, অবশেষে একদিন বামুন দিদি সকলকার সাম হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিলেন। নন্দরাণী বুঝি স্নান করিয়া আসিয়া কাপ শুখাইতে দিতেছিল, বামুন দিদি ইতিমধ্যেই বাড়ীর অন্যান্য দা চাকরদের লইয়া আসর জমাইয়াছিলেন, কথাটা নন্দরাণীর সম্পর্কে হইতেছিল বোঝা গেল, কারণ সহসা তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন-সত্যি মিথ্যে নন্দ'কেই জিজ্ঞেস করোনা বাপু। কিরে নন্দ, কুঞ্জর স তোর আজকাল খুব আস্‌নাই হয়েছে না, বল্‌না ছুঁড়ি। এতে অ লজ্জা কি?

—প্রফুল্ল পিক্‌চার্সের অনবদ্য আকর্ষণ—

কমলে কামিনী

—সুমহান পৌরাণিক চিত্র - নিবেদন—

শ্রেষ্ঠাংশে: অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, ঊষা দেবী, রেণুকা রায়, পূর্ণিমা, পদ্মাবতী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, উমা মুখার্জ্জি প্রভৃতি।

—রাধা ফিল্ম কোম্পানীর পরবর্ত্তী বিরাট পৌরাণিক চিত্র-কথা—

সুভদ্রা - হরণ

বিভিন্নাংশে: অহীন্দ্র চৌধুরী, রাণীবালা, সুশীল রায়, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, রেণুকা রায় এবং অন্যান্য সুবিখ্যাত শিল্পীবৃন্দের একত্র সমাবেশ।

একমাত্র চিত্র-পরিবেশক:

মতিমহল থিয়েটার্স ৬৮, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রাম—"তেজোমায়া" ফোন: বড়বাজার—৪

এ কথার কোনো উত্তর নন্দরাণী সেদিন দিতে পারে নাই, অতগুলি লোকের সাম্‌নে নন্দকে অপমান করিবে বলিয়াই যেন বামুন দিদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল, কথাটাত' তাহাকে চুপি চুপি বলা যাইত। লজ্জায় অপমানে কিশোরী নন্দরাণীর চোখদুটি জলে ভরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি নন্দরাণী ছাতে পলাইয়া গেল।

বিবাহ কিন্তু এই কারণে আসন্ন হইয়া উঠে নাই, সহসা সংবাদ আসিল, রাজাবাবুকে বিলাতে নাকি দরবার করিতে যাইতে হইবে। রাণীমা ও ছেলেরা সকলেই সঙ্গে যাইবেন। নন্দন-পুরীতে এখন আর কেহই থাকিবে না। সাধারণতঃ হয়ত আরো দু'তিন বছরের মধ্যেও বিবাহের কোনো ব্যবস্থাই হইত না, কথাও উঠিত না, কিন্তু এই সংবাদে কুঞ্জ ও নন্দরাণীর মাথায় যেন বজ্রপতন হইল।

অচিরেই জীবনের নিস্তরঙ্গ মাধুর্য্যের অবসান হইল। অকস্মাৎ সময়ের মূল্য বাড়িয়া গেল, এবাড়ীতে সমস্ত কাজই এতকাল শম্বুক গতিতে চলিয়া আসিতেছিল এখন জিনিষপত্র বাঁধিতে আর গোছাইতে সকলেই যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িল। রাজবাড়ীর কোনও চাকর দাসীকে তাড়ান হইত না, রাজাবাবু এবং রাণীমা দাসী চাকরদের দুঃখ বুঝিতেন, কোনো দাসী চাকরই তাহাদের সঙ্গে যাইবে না, সুতরাং সকলেই যাহাতে যেমন তেমন একটি চাকরী জুটাইয়া লইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আসন্ন আশ্রয়চ্যুতির আশঙ্কায় সকলেই শঙ্কিত হইয়া পড়িল।

অবশেষে একদিন জানা গেল যে কুঞ্জকে নসীবপুরের রাজাবাহাদুরের বাড়ী যাইতে হইবে, আর রাণীমার বড় মেয়ের বাড়ী দেবগ্রামে নন্দরাণীর কাজ ঠিক হইয়াছে।

জীবনে এই প্রথম বার নন্দরাণী রাণীমার এই করুণায় কৃতজ্ঞ থাকিতে পারিল না। নন্দরাণীর অন্তর বেদনা-পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আজ আর কেহ দেখিলে তাহার লজ্জা নাই, দুঃখ নাই। সেই সন্ধ্যায় কুঞ্জবিহারীর জন্য নন্দরাণী অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। অকস্মাৎ নন্দরাণীর মধ্যে চিরন্তনী নারী প্রকৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল, কুঞ্জর কিন্তু নন্দরাণীর এই আকুলতা বেশ ভাল লাগিয়াছিল, কুঞ্জলাল আত্মসচেতন হইল; নন্দরাণীকে সান্ত্বনা দিয়া সহসা অশেষ সাহস সঞ্চয় করিয়া কুঞ্জবিহারী নন্দরাণীকে বিবাহ করিবে স্থির করিয়া ফেলিল। বিবাহের ব্যবস্থা তাহারা করিবেই, একবার বিবাহ হইলে তখন আর বিচ্ছেদের বেদনা হয়ত এতখানি তীব্র—এত কঠিন হইয়া লাগিবে না।

'নন্দন-পুরী' ত্যাগের কয়েকদিন আগে নন্দরাণী ও কুঞ্জলালের বিবাহ হইয়া গেল। ইহার কয়েক দিন পরেই কুঞ্জবিহারী নসীবপুরে আর রাণী সিঁথিতে সিন্দুর লেপিয়া দেবগ্রামে চলিয়া গেল।

এরপর প্রায় দু'বছরের মধ্যে কুঞ্জবিহারীর সহিত নন্দরাণীর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে তাহাদের বিদ্যাসাধ্য অনুযায়ী যথারীতি পত্র বিনিময় হইয়াছে, নন্দরাণী সেগুলি আজো সযত্নে ও সগৌরবে রক্ষা করিতেছে। অবশেষে একদিন সংবাদ আসিল চিরকালের বাসনানুযায়ী কুঞ্জবিহারী অবশেষে "সোফার" হইয়াছে। এখন সে রাজা বাহাদুরের বিশাল মোটরখানি অবলীলাক্রমে চালাইতে পারে।

কিন্তু এই সোফারগিরিই তাহাদের কাল হইল। একদা এক গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় এ বাড়ীর বড়মার কাছে নন্দরাণীর জরুরী ডাক পড়িল। তাড়াতাড়ি একটু সংযত ও পরিচ্ছন্ন বেশবাসে নন্দরাণী বড়মার কাছে দৌড়িল।

বড় মা রাগে অগ্নিবর্ণ হইয়া আছেন, সাহেব সংবাদ পত্রের আড়ালে আশ্রয় লইয়াছেন। ব্যাপার যে একটু জটিল তাহা বুঝিতে নন্দরাণীর দেরী হইল না।

নন্দরাণী কহিল—আমায় ডেকেছেন মা?

বড় মা একখানি চিঠি দেখাইয়া কহিলেন—কি হয়েছে জানো? ছি ছি কি কেলেঙ্কারী, কুঞ্জ কি করেছে জানো? আর একটু হোলে নসীবপুরের রাণী প্রায় মারা যেতেন, খুব বেঁচে গেছেন, যত সব মাতাল, বদমায়েস।

বিবর্ণ মুখে শুষ্ক কণ্ঠে নন্দরাণী কহিল—এখন কেমন আছেন মা তিনি?

সে কথার উত্তর না দিয়া বড়মা সরোষে কহিলেন—তোমার এ বিষয়ে কিছু বল্‌বার আছে?

নন্দরাণী ভয়ে ভয়ে কহিল—কি জানি মা, উনি যে এরকম করবেন তা ত' জানি না। তবে উঁর এরকম—

—কি! আমরা কি মিথ্যাবাদী নাকি? আমাদের কথায় কথা?

—না মা, আমি সে কথা বলিনি!

—নিশ্চয়ই বলেছ, তুমি এখনই তোমার বাক্স পেঁটরা গুছিয়ে নাও, আমাদের আর তোমাকে দরকার নেই।

সাহেব এতক্ষণ সংবাদপত্রের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, এতক্ষণে শুধু কহিলেন—কিন্তু মাধবী!—

কিন্তু মাধবী সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—কি দাঁড়িয়ে রইলে যে, যাও!

কুঞ্জবিহারী ও নন্দরাণীর স্বর্গ-বিচ্যুতির ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আপেল নহে, এক গ্লাস তরল পদার্থই তাহাদের স্বর্গ হইতে বিদায় করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

কার্টুন শিক্ষা

—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

নিছক ব্যঙ্গমূলক কার্টুন সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা পূর্ব্ব বারেই শেষ হয়ে গেছে বটে কিন্তু একটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। সেই বিষয়টী নিয়ে কিছু বলে আমি আমাদের শেষ বিভাগ 'কার্টুনে বিজ্ঞাপন' সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করবো। অনেক কার্টুনিষ্টকে আজকাল দেখা যায় যে তাঁরা শরীরের proportion (মাপ) অনুযায়ী মাথাকে যথেষ্ট বড় করে আঁকেন। এগুলি সময় সময় খুব attractive এবং অধিকতর ব্যঙ্গমূলক হয়ে থাকে। কোন নামজাদা ব্যক্তিবিশেষকে এই পদ্ধতিতে কেরিকেচার করার নিয়ম আছে। বম্বের Illustrated Weeklyতে E. King-এর আঁকা একটী করে এই শ্রেণীর ছবি বার হয়। যে সব ব্যক্তি prominent in the public eye, রাজনৈতিক কারণেই হোক আর খেলাধূলা, সঙ্গীত বাদ্য অভিনয় কিম্বা যে কোন কৃতিত্বের ফলেই হোক সেই সমস্ত ব্যক্তিকে নিয়ে এভাবে ব্যঙ্গ করা চলে। এই ভাবে ব্যক্তিবিশেষকে ব্যঙ্গ করা উদ্দেশ্য হলে একে আমরা আমাদের প্রথম বিভাগ অর্থাৎ personal caricatureএর অন্তর্গত বলে ধরতে পারি।

কিন্তু সব সময় আমরা কেরিকেচারের রীতিতে না এঁকে সাধারণ (নিছক ব্যঙ্গমূলক) কার্টুনের মত করেও আঁকি। এবং বেশীর ভাগ সময় strip cartoonএই আমরা ব্যবহার করি। এতে একটা বিশেষ সুবিধা এই যে সংক্ষিপ্ত স্থানের মধ্যেই এগুলি আঁকা যায়, অথচ তাদের effect খারাপ হয় না। strip cartoonএ আমরা অনেকগুলি ছবি আঁকবার জন্য যা জায়গা পাই তাতে figure বড় sizeএর হতে পারে না। অথচ যদি figureএর মুখে কোন expression ফোটাতে হয় তাহলেই মুস্কিল। অতি ছোট মুখে অল্প কয়েকটা রেখার আঁচড়ে ভাব প্রকাশ করা যায় বটে, কিন্তু মাথা ও মুখকে বড় করে দেখালে সেই ভাব প্রকাশ আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অস্বাভাবিক proportion-এর ব্যতিক্রম কার্টুনকে কোনরকম ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং effect ভালই হয়। এই সঙ্গে একটী ছবি দেওয়া হোল সেটী দেখলেই বুঝতে পারবেন। এটী একটী ব্যক্তিবিশেষের কেরিকেচার, মাথা অসম্ভব বড় হয়েই যেন ব্যঙ্গকে আরও সুস্পষ্ট করেছে। এইভাবের ছবি আঁকতে হলে, প্রথমে সেই ব্যক্তির ভঙ্গীটা কিরূপ হবে সেই সম্বন্ধে কল্পনা করে নিতে হবে, তারপর সেইভাবে মাথাটা বড় করে ও অন্যান্য অঙ্গসংস্থান ঠিক করে তার poseটার একটা sketch করতে হবে। ক্রমে sketchটাকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিতে পারলেই হোল। ব্যক্তিগত কেরিকেচারে আদর্শ ব্যক্তির মুখের পোর্ট্রেট যতখানি আনা যাবে ততই ভাল।

এইবার আমি কার্টুনে advertisement সম্বন্ধে বলবো। এটী কার্টুনের চারটী বিভাগের মধ্যে শেষ বিভাগ। যে জিনিষ মানুষের মন আকর্ষণ করে এবং মনের উপর একটা অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে দেয় তাকেই বিজ্ঞাপনের কাজে লাগানো যায় ও তাই লাগানো হয়। সেই জন্যে ছবি এবং লেখা এই দুটী বিজ্ঞাপন জগতের শক্তিশালী দুই অঙ্গ। কার্টুন যেহেতু ছবির অন্তর্গত সেজন্য কার্টুনও বিজ্ঞাপনের একটী উত্তম বাহন। কার্টুন ছবি যদি সার্থক হয় তবে তার ক্রিয়া হয় খুব দ্রুত এবং ফল হয় খুব স্থায়ী। এই জন্য বিজ্ঞাপনে কার্টুন ছবি যে অত্যন্ত কার্য্যকরী তাতে সন্দেহ নেই।

কার্টুনের সাহায্যে বিজ্ঞাপন যেমন কার্য্যকরী, বিজ্ঞাপনের উপযোগী কার্টুন রচনা করাও তেমনি সহজ নয়। দর্শক ও পাঠক সাধারণের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা যে অনিবার্য্য তাতে সন্দেহ নেই। আজকালকার যুগে সব চেয়ে সার্থক বিজ্ঞাপন সেইটী যা পাঠকের মনকে সহজেই

অধিকার ক'রে বসবে এবং তার নিজের অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞাপিত জিনিষটাকে তার কাছে প্রিয় করে তুলবে। মনে করুন আপনি একটা কার্টুন ছবি দেখছেন, ছবিটা দেখে আপনার খুব ভাল লাগলো এবং ছবির humour আপনাকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য হাসিয়ে দিল। এখন এই রসানুভূতির মধ্য দিয়ে যদি বিজ্ঞাপিত বিষয়টাও আপনার কাছে স্পষ্ট এবং পরিচিত হয়ে ওঠে তবেই সেই কার্টুন বিজ্ঞাপনকে সার্থক বলবো। কিন্তু প্রথমেই যদি সেই ছবিটা বলে দেয় যে সেখানি একটা বিজ্ঞাপন মাত্র, তাহলেই আপনার রসানুভূতি ক্ষুণ্ণ হবে এবং কার্টুনের উদ্দেশ্য সফল হোল না বলতে হবে।

অতি সহজ এবং সাধারণ ভাবে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন আপনাকে কোন ছাতার জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হবে এবং তা কার্টুনে আঁকতে হবে। আপনি ছাতা মাথায় একটা ভদ্রলোককে ফুটবল গ্রাউণ্ডে বসিয়ে দিন খেলা দেখতে। যত বৃষ্টি পড়বে ততই ভদ্রলোকের যেন আনন্দ। পাশের ভদ্রলোক ছত্রহীন অবস্থায় ভিজছে দেখাতে পারলে ছাতার বিজ্ঞাপন কৌশলে হয়ে গেল। পাশের ছবিতে দেখুন গ্রাউণ্ডের গ্যালারীতে

ভদ্রলোকদের অবস্থা। এর সঙ্গে একট catchy caption অর্থাৎ ছোট এবং যুতস নাম হ'লেই হোল। পরে এ সম্বন্ধে আর বিশদভাবে আলোচনা করবো।

পলাতক

—শ্রীমতী তরলিকা দেবী

তুমি কি দেখাবে মোরে হে প্রিয়তম,
সঞ্চিত আছে বুকে অশ্রু মম!
তোমার সতেজ প্রাণ, তার বড় মোর দা
তাই তুমি পারো যেতে নিঠুরতম,
নিঙাড়ি' প্রেম মম ফল্গু সম!

তাই তুমি স'রে যাও নয়ন হ'তে,—
অন্তরে আছো বাঁধা, জীবন-পথে
আর কিবা প্রয়োজন, যত ছিলো আয়োজ
ভেঙে দিয়ে চ'লে গেলে কোন্ বিপথে,
পূর্ণ করেছি আমি শূন্য রথে!

তুমি কি দেখাবে মোরে হৃদয় তব,
মৌনী হলেই প্রাণ হয় না নব!
ভাঙিয়া হৃদয় মোর বহায়ে নয়ন-লে
সাগর-প্রাণের জ্বালা অসীমে কব'
মৌনতা যত তব বক্ষে লব'!

রম্যকলার রূপ-বিপর্য্যয়

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

[সভাপতি All-India Cultural Unity Conference 1938, Fine Arts, Advocate High Court.]

প্রাচ্য মূর্ত্তিকলার প্রদীপ্ত আলো

ইউরোপে রিনেসাঁসের শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো The last judgmentএ খ্রীষ্টের যে মূর্ত্তি এঁকেছে তাকে পালোয়ান বলে ভ্রম হয়। আবার Epstein ইদানীং খ্রীষ্টের যে মূর্ত্তি রচনা করেছে তা'তে কোন প্রাকৃত বস্তুবাদ বা রমনীয় লালিত্য লক্ষ্য করা যায় না। বহু শিল্পী খ্রীষ্টকে সুপুরুষভাবে মূর্ত্তিমানও করেছে। বার বার আদর্শের পরিবর্ত্তন হচ্ছে এর কারণ।

ইউরোপের গ্রীকো-রোম্যান আদর্শের লক্ষ্য ছিল মাংসজ ও ইন্দ্রিয়জ-লালিত্য। মধ্যযুগের Chartres Cathedralএর মূর্ত্তিতে খ্রীষ্টের ভিতর নিষ্ফলভাবে একটা অতীন্দ্রিয় সম্পর্ক আনবার চেষ্টা হয়। কিন্তু তা' ইউরোপে স্থায়ী হয় না। ভারতবর্ষে গোড়াতেই একটি ব্রহ্মবাদ সর্ব্বত্র অনলে অনিলে, ক্ষিতিতে বায়ুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে একটা লোকান্তর দৃষ্টি রচনা করে। তাতে করে' শুধু ভৌতিক সামঞ্জস্য চরম ব্যাপার হয় না। দেহ, মন ও আত্মা এই তিনটির সামঞ্জস্যপূর্ণ মূর্ত্তি রচনার জন্য এদেশ ব্যগ্র হয়ে ওঠে। তাতে করে বুদ্ধ রচনায় শরীরের সৌকুমার্য্য, মনের একাগ্রতা ও আত্মার স্থৈর্য্যের এক অপূর্ব্ব সঙ্গম হয়েছে। একটি মর্ম্মরপিণ্ডের ভিতর হতে এমন একটি অভূতপূর্ব্ব রচনা সম্ভব করা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নেই। এই রচনা বারবার আদর্শ ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেনি। কারণ এর ভিতরকার এমন একটি চরম মুহূর্ত্ত চয়ন করা হয়েছে—সাধনা ও আত্মসমর্পনের সাহায্যে যা' অতিক্রম করা অসম্ভব।

এজন্য ভারতীয় রচনা হয়ে পড়েছে অন্তরঙ্গ সৃষ্টি। এখানকার আবহাওয়া মাংসল আদর্শের পক্ষপাতী হয়েছে দিকপাল ও দ্বারপাল প্রভৃতি রচনায়। কিন্তু তা'ও Expressional অর্থাৎ বিশিষ্ট ভাবপ্রকাশ-মূলক। জগতের অন্যত্র মূর্ত্তি হয়েছে পুতুলের মত। ভারতীয় মূর্ত্তি হয়েছে রূপকস্থানীয়—তা' আসন আধার, বর্ণ, মুদ্রা, কিরীট প্রভৃতির সাহায্যে একটা ভাবজগৎ সৃষ্টি করেছে নামের (language) ভিতর দিয়ে নয়—রূপের ভিতর দিয়ে। ফলে প্রাচ্য ভাস্কর্য্য হয়েছে একটা image-language—যা সকল দেশের সকল জাতি আক্ষরিক শিক্ষা না থাকলেও বুঝতে পারে। এই রূপকমালা বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর দিয়ে চীন ও জাপানে বিস্তৃত হয়েছে।

বিষ্ণু-বাঙ্গলা দেশ

সমগ্র ভারতীয় ভাস্কর্য্যের এই বিশেষত্ব থাক্‌লেও ভারতের নানা জায়গায় রস-বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য, গভীরতা ও সারল্য মূর্ত্তি-কলাকে নানাপথে নিয়ে গেছে। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ ভারতবর্ষে মূর্ত্তিকলার তিন রকম রীতি লক্ষ্য করেছেন। এ সব রীতি হচ্ছে যথাক্রমে দেব, যক্ষ ও নাগরীতি। মগধে দেবরীতি প্রচলিত ছিল। উত্তর পশ্চিমের দেবরীতি, রাজপুতানার যক্ষরীতি ও পূর্ব্বভারতে নাগরীতি ভারতীয় মূর্ত্তি-বিদ্যাকে এক অপরূপ রসাস্বাদনে উপস্থিত করেছিল। প্রাক্‌ভারতীয় ভাস্কর্য্যচক্র বারেন্দ্র-ভূমিতে কেন্দ্র স্থাপিত করেছিল। এদের নেতা ছিল ধীমান ও বিটপাল। রাজা ধর্ম্মপাল ও দেবপালের শাসনকালে অর্থাৎ নবম শতাব্দীতে প্রাক্‌ভারতীয় রূপবিধি অপরূপ সৃষ্টি সম্ভব করে। মুসলমান আক্রমণের কালেও বাঙ্গলাদেশের ভাস্কর্য্য কলা অক্ষতভাবে ফলপ্রসূ হয়। এ সময়কার তান্ত্রিক মূর্ত্তির রচনাতে বিস্ময়জনক সূক্ষ্মতা ও রসসমাবেশ আছে। বাঙ্গলাদেশে বিষ্ণুমূর্ত্তি, অর্দ্ধনারীশ্বর, গরুড়, চামুণ্ডা অপরাজিতা প্রভৃতি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে

বাঙ্গলাদেশের মূর্ত্তিতে একটা lyric কাব্য-প্রধান নিবেদন—তা ভাবরসে ভরপূর ও উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। গীত-গোবিন্দের দেশে মূর্ত্তিকলায় এই গীতির শিহরিত ছন্দ ও বেপথু মূর্ত্তিমান হয়ে উঠেছে।

মাহেন্জোদারো ও হারাপার মূর্ত্তি দেখে বিস্ময় হয়, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের বিচিত্র রূপগমক বিশ্বের দরবারে বিরাট দান। ভারহুটের অলঙ্কার, সাঁচির কারুতা তক্ষণ-কলার জাগ্রত দান। কুশানকলার সারল্য বিরাটত্বকে প্রস্ফুট করেছে। কণিষ্কের মূর্ত্তি Epsteinর রূপচর্চ্চাকে হতশ্রী করে দেয়। গান্ধারযুগের বিলাস একটা অলীক বুদবুদসঞ্চয় সৃষ্টি করে বিস্মৃতিতে মজ্জিত হয়, কিন্তু তারপর আসে মথুরার সম্ভাষণ ও গুপ্তযুগের গুরুতা। গুপ্তযুগের রচনা অজন্তা, আরঙ্গাবাদ, বাগ, দেওঘর, ঝাঁসি, বাদামী প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া গেছে।

এলোরা ও কৈলাসের রচনা সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর। Elephantaর ত্রিমূর্ত্তিও

শ্রীকৃষ্ণ

Buddha (China)
Ming Dynasty [1368—1644]

এ সময়কার। মধ্যভারতের খাজুরাহোর রচনা ভুবনেশ্বর ও কণারকের রূপকদম্ব সকলের বিস্ময় জন্মায়। নেপালের পঞ্চবুদ্ধ ও পদ্মনর্ত্তেশ্বর মূর্ত্তিও ভারতের আদর্শে পুষ্ট।

চীনের আদর্শও ভারত হ'তে গৃহীত। ভারতের সালঙ্কার বুদ্ধকে দেবতা হিসেবে চীন গ্রহণ করে' কখনও বা তাকে লুঙ্গমেন গুহায় ভারতীয়ভাবে—কখনও বা নিজের রীতিতে রচনা করে ধন্য হয়েছে। জাপানেও সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরীক গ্রন্থের প্রভাবে ভারতের তান্ত্রিক রহস্যবাদ সংক্রামিত হয়। তাতে করে' জাপান অজানা সৌন্দর্য্যের নানা বিচিত্র বাহনের উপর ভারতীয় মূর্ত্তিরীতিকে প্রতিফলিত করে। জাপানের নারাযুগ, হেইয়ানযুগ, কামাকুচা ও অলিকাগযুগ বিখ্যাত। চীনের চ্যাঙ্গযুগ, তাঙ্গযুগ প্রভৃতি নূতন সমৃদ্ধিতে প্রাচ্য-রচনাকে গৌরবান্বিত করে। মূর্ত্তিকলার প্রাচ্যসৃষ্টি জগতে অতুলনীয়।

চীন ও জাপানে ভাবের অত্যুক্তি কোন সমান তাল রাখেনি। যাকে বিকৃত করা উদ্দেশ্য তাকে অতিমাত্রায় বিকৃত করা হয়েছে। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও কোয়ানন বা মাতৃমূর্ত্তির ভিতর দিয়ে পীত জাতি জগতের সহিত সামাজিকতা সৃষ্টি করেছে। এসব রচনায় সূক্ষ্মতা প্রচুর এবং রংসাধ এতে কম নেই। তান্ত্রিক বৌদ্ধবাদ মহাযানের সহিত সঙ্গত হয়ে অবলোকিতেশ্বর, তারা প্রভৃতি সৃষ্টি করেছে। এসব অতি চমৎকার। নেপালের তারা মূর্ত্তি সৌকুমার্য্যে অতুলনীয়। উপবিষ্ট ও দাঁড়ান অবস্থায় রচিত এসব মূর্ত্তি এসিয়ার সম্পদ স্থানীয়। যবদ্বীপের বরভুধরের অসংখ্য বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্ত্তি লালিত্যে অপরাজেয়। ইন্দোচীনের এঙ্কোরভাট মন্দিরে অর্দ্ধ খোদিত (Bas Relief) মূর্ত্তি জগতের ইতিহাসে অপরাজেয় সৃষ্টি।

প্রাক্ ভারতীয় সৃষ্টি প্রাচুর্য্যে অপরাজেয়। বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যায় একশতাব্দীর

(শেষাংশ ৩৬শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

বেহালা বাদ্য [আধুনিক জাপান
শিল্পী -হোকো কাইহাৎসু

বঙ্গদর্শনের লেখক

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

-শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর্-ই-এস

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে শারদীয়া সংখ্যায় আমরা "দীপালী"তে "বঙ্কিম-সভার নবরত্ন" শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রের সর্ব্বপ্রধান লেখকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন ইঁহাদিগের নিকট তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয় এবং এই সকল কৃতবিদ্য সুলেখকগণের সহায়তাতেই 'বঙ্গদর্শন' এত আদরণীয় হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধারম্ভে ইঁহাদের নাম আমরা শ্রদ্ধার সহিত পুনরায় উচ্চারণ করি :—

দীনবন্ধু মিত্র — রামদাস সেন
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — লালমোহন বিদ্যানিধি
যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ — প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — নবীন চন্দ্র সেন
অক্ষয় চন্দ্র সরকার

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের নববর্ষ সংখ্যায় আমরা বঙ্কিম-সভার আর একটি নবরত্ন স্তবকের পরিচয় 'দীপালীতে' লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ইঁহারাও অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং বঙ্গদর্শনের সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নামও বঙ্গ সাহিত্যের জয়োচ্চারণের পূর্ব্বে স্মরণযোগ্য :—

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — শ্রীকৃষ্ণ দাস
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর — প্রাণনাথ পণ্ডিত
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় — জগদীশনাথ রায়
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র চারিবৎসর কাল 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদিত করিবার পরে উহার বিলোপ সাধন করেন, কিন্তু পাঠকসম্প্রদায়ের অনুরোধে এক বৎসর পরে উহা পুনরুজ্জীবিত করিতে বাধ্য হন। এবারে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদক বলিয়া বিঘোষিত হন। সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' প্রবন্ধ-গৌরবে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন অপেক্ষা হীন ছিল না এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী-চৌধুরাণী' প্রভৃতি যুগান্তরকারী রচনা বক্ষে ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব দীপ্তিলাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের লেখকগণ সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনেও নিয়মিত ভাবে লিখিতেন, এবং অনেক নূতন লেখকের রচনাও উহাতে শোভা পাইত। বিগত শারদীয়া সংখ্যায় আমরা এই সকল লেখকগণের মধ্যে প্রধান নয় জনের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ইঁহাদিগকে বঙ্কিম-সভার নবরত্ন (তৃতীয় স্তবক) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে :—

তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় — পূর্ণচন্দ্র বসু
চন্দ্রনাথ বসু — শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — অক্ষয়কুমার বড়াল
বীরেশ্বর পাঁড়ে

বঙ্কিমচন্দ্র ও উপরি উল্লিখিত সপ্তবিংশতি জন মনীষী বঙ্গদর্শনের লেখকরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে অপরিমেয় উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা হয় না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া কেবল এই অষ্টবিংশতিজন মহামনীষীই 'বঙ্গদর্শন-এর লেখক ছিলেন না। ইঁহারা ব্যতীত আরও অন্যূন দ্বাদশজন লেখক লেখিকা বঙ্গদর্শনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সম্পূর্ণতার জন্য তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই চল্লিশজন প্রকৃতি-ভাণ্ডার-লুণ্ঠনকারী জ্ঞান-বীর বঙ্গদর্শনে যে ভাবৈশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব সঞ্চয় রাখিয়া গিয়াছেন, জানি না ভবিষ্যতে কোন সৌভাগ্যশালী 'আলিবাবা' মন্ত্রবলে সেই ভাবরত্ন-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সেই অতুল ঐশ্বর্য্য অধিকৃত ও নিজস্ব করিয়া মনোভাণ্ডার সমৃদ্ধ করত তাহার সদ্ব্যবহার করিবেন? 'বঙ্গদর্শন'-এর যে সকল লেখক লেখিকার নাম পূর্ব্বোক্ত তিনটি প্রস্তাবে উল্লিখিত হয় নাই তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) কোনও সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক

নবম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ইঁহার রচিত "কোজাগর পূর্ণিমা" শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ইনি বঙ্গসাহিত্যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠা গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী। ১২৯১ সালে বঙ্গদর্শনের প্রচনার সময় ইঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "কবিতা-হার" প্রকাশিত হয়। "জনৈক বঙ্গ মহিলা" উহার রচয়িত্রী বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়। ১২৯০ সালে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে উহার সমালোচন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "ইহার অনেকস্থান এমন যে তাহা কোন প্রকারেই অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। ১২৬৫

সালে ৩রা ভাদ্র গিরীন্দ্রমোহিনী জন্মগ্রহ

বঙ্গের অদ্বিতীয় হস্তরেখাবিদ্
জ্যোতিষীর নিকট

আপনার ভবিষ্যৎ জানিয়া সুখী হউন!

গণনায় ও কবচে সন্তুষ্ট না হইলে কোনও মূল্য গ্রহণ করা হয় না।

তিনটি প্রশ্ন

শীল করা খামে পাঠাইয়া দিন; না খুলিয়া যথাযথ উত্তর পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। পারিশ্রমিক মাত্র ১৲ টাকা।

গণনায় ও কবচে সন্তুষ্ট হইয়া বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রশংসাপত্র দিতেছেন।

ত্রিশক্তি কবচ

(গভর্ণমেণ্ট রেজিঃ)

ইহা ধারণে সকল কর্ম্মে জয়লাভ, সৌভাগ্য লাভ, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভ, গ্রহদোষ হইতে শান্তিলাভ হইবে। কার্য্যসিদ্ধ প্রভৃতি এবং যে কোনও জটিল গোপনীয় ও দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে চিরদিনের জন্য নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিবেন। এই কবচ অদ্ভুত শক্তিশালী, বহু পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। কি জন্য কবচ ধারণ করিতে হইবে তাহা পত্রে জানাইবেন, কারণ সেইরূপ অনুযায়ী এই কবচ শোধন করা হয়। মূল্য—৫৲ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। বিফলে মূল্য ফেরৎ দিতে প্রস্তুত আছি।

ভাগ্য গণনা

জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ায় বীতশ্রদ্ধ হইবার পূর্ব্বে একবার বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীপ্রবোধকুমার গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করুন। তাঁহার অদ্ভুত গণনায় ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ায় আপনি সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। মহাপুরুষের কৃপায় ও বহু অভিজ্ঞতার ফলে সত্যই তাঁহার সকল গণনাই অতি অদ্ভুতভাবে মিলিয়া যায়। তাই আজ সভ্যসমাজ প্রকৃতই বিস্মিত ও মুগ্ধ। তাঁহার নির্ভুল গণনায় ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলেই উচ্চ প্রশংসাপত্র দিতেছেন। আপনিও আপনার শুভাশুভ সকল ঘটনা জানিয়া সুখী হউন, ইহাই জ্যোতিষী মহাশয়ের একান্ত অনুরোধ। ঠিকুজী, কোষ্ঠী, হাত দেখা, প্রশ্ন গণনা প্রভৃতির পারিশ্রমিক মাত্র ২৲ টাকা। জীবনের ঘটনা বলিবার পারিশ্রমিক মাত্র ৫৲ টাকা। ইহা ছাড়া ঠিকুজী, কোষ্ঠী প্রস্তুত ও নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করা হয়। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে ডাকটিকিটসহ পত্র লিখুন।

প্রত্যক্ষ পরীক্ষা

চিকিৎসক পরিত্যক্ত কষ্টকর ব্যাধিযুক্ত মৃত্যু-শয্যাশায়ী রোগীদিগকে, তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াদ্বারা সম্পূর্ণ রোগমুক্তির দায়িত্ব লওয়া ও দীর্ঘায়ু করা হয়। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বেও উক্ত কাজ করা চলে। বিশেষ বিবরণের জন্য ডাকটিকিটসহ পত্র লিখুন।

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত—শ্রীপ্রবোধকুমার গোস্বামী

"গোস্বামী লজ" পোঃ—বালী, জেলা—হাওড়া। ফোন—হাওড়া ৭০৫

করেন। ইঁহার পিতার নাম হারাণচন্দ্র মিত্র। দশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় অক্রূর দত্ত মহাশয়ের বংশোদ্ভব নরেশচন্দ্র দত্তের সহিত ইঁহার বিবাহ হয় এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইনি বিধবা হন। পতিবিয়োগবিধুরা সতীর শোকাশ্রু হইতে বাঙ্গালার অমর শোককাব্যগ্রন্থ 'অশ্রুকণা'র উদ্ভব হয়। ১৩১১ সালে ২৮শে শ্রাবণ ইনি স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ: (১) জনৈক হিন্দু মহিলার পত্র (২) কবিতাহার (৩) ভারত কুসুম (৪) অশ্রুকণা (৫) অর্ঘ্য (৬) শিখা (৭) সিন্ধু গাথা (৮) আভাস (৯) স্বদেশিনী (১০) অলক (১১) সন্ন্যাসিনী (১২) প্রবন্ধ প্রতিভা। ইনি কিছুদিন 'জাহ্নবী' মাসিক পত্র সম্পাদিত করিয়াছিলেন। স্বকীয় চেষ্টায় চিত্রবিদ্যাতেও ইনি পারদর্শিনী হইয়াছিলেন।

(২) গোপাল কৃষ্ণ ঘোষ

ইনি 'বাঙ্গালা নাটকের অন্যতম জন্মদাতা' হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পিতার কর্মস্থল মালদহে জন্মগ্রহণ করেন। হরচন্দ্র যখন বহরমপুরে ডেপুটী কলেক্টর হন তখন ভারত-গৌরব রমেশ চন্দ্র দত্তের পিতা ঈশান চন্দ্রও সেখানে ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন এবং গোপাল কৃষ্ণ ও রমেশচন্দ্র উভয়ে কিছুদিন বহরমপুর কলেজে একসঙ্গে পড়িতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর গোপাল কৃষ্ণ প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছুদিন কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সহাধ্যায়ী ছিলেন। পরে ইনি মুন্সেফ হইয়াছিলেন।

পঠদ্দশাতেই ইনি সত্য গুপ্ত সম্পাদিত 'সাহিত্যমুকুর' ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রে কবিতা লিখিতেন এবং সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত 'প্রকৃতিরঞ্জন' পত্রে 'অপর্ণা' নামক একটি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং বঙ্গদর্শনে ইঁহার কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল যথা:—পাখী (২য় বর্ষ), সুখচর (৪র্থ বর্ষ), প্রেম নিমজ্জন (৪র্থ বর্ষ), কালবৃক্ষ (৫ম বর্ষ)। ইঁহার 'কুসুমমালা' নামক কবিতা পুস্তক, 'ব্রহ্মচারী', এবং ন্যাশনাল ম্যাগেজিনে প্রকাশিত 'কপালকুণ্ডলা'র ইংরাজী অনুবাদ প্রভৃতি পাঠকসমাজে এককালে আদৃত হইয়াছিল।

(৩) নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ইঁহার রচিত "হিমাচল" শীর্ষক একটি কবিতা ২য় বর্ষের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৪) কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গদর্শনের ৩য় খণ্ডে ইঁহার 'সঙ্গীত সমালোচনা' প্রকাশিত হয়। ইনি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিৎ ছিলেন। ইঁহার রচিত 'সেতার-শিক্ষা' দ্বিতীয় বর্ষের বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হয়। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে মিষ্টার ক্লার্কও এই গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

(৫) কৈলাসচন্দ্র সিংহ

ইনি ১২৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত 'রাজমালা' বা ত্রিপুরার ইতিহাস, স্বাধীনতার ইতিহাস, সেনরাজগণ প্রভৃতি গ্রন্থ সুপরিচিত।

বঙ্গদর্শনের ষষ্ঠ খণ্ডে ইঁহার রচিত 'মণিপুরের বিবরণ' প্রকাশিত হয়। ইনি বোধ হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর একজন কর্মচারী ছিলেন এবং 'প্রচারে' লিখিত কোন প্রবন্ধের জন্য 'নব্যভারতে' বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৩২১ সালে ইনি পরলোক গমন করেন।

(৬) র, জ

বঙ্গদর্শনের ২য় খণ্ডে ইঁহার "জ্ঞানদাসের পদানুসরণ" এবং ৩য় খণ্ডে "পূর্ব্বরাগ" শীর্ষক দুইটী কবিতা প্রকাশিত হয়। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম কি বলিতে পারি না।

(৭) নীঃ

৪র্থ বর্ষের বঙ্গদর্শনের পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় ইঁহার রচিত "জ্যোতিষিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত" প্রকাশিত হয়। আদ্যক্ষর হইতে সম্পূর্ণ নাম অনুমানে করা নিরাপদ নহে তবে আমাদের অনুমান এই যে রচনাটি (তখন এম-এ পরীক্ষার্থী এবং পরে) সুপ্রসিদ্ধ

"সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন" ভাণ্ডারের

বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন, দধি, রাবড়ি ও "তৃপ্তিভোগ" দেবতা ও মানুষ উভয়কেই সমভাবে পরিতৃপ্ত করে।

১১নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট
ব্রাঞ্চ—১নং কলেজ ষ্ট্রীট : কলিকাতা

জানেন কি ?

তান্ত্রিক ক্রিয়াদ্বারা কুপিত গ্রহের শান্তি, অপহৃত বস্তুর সন্ধান, জটিল প্রশ্নের উত্তর, হস্তরেখা বিচার ও অভিলষিত ব্যক্তিকে বশীভূত করা হয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য সাক্ষাৎ করুন, অথবা এক আনার টিকিট সহ পত্র লিখুন—

পণ্ডিত জয়রাম প্রসাদ তান্ত্রিক
৪নং আতাবাগান ষ্ট্রীট (গোয়াবাগান) কলিকাতা
ফোন—১০৭৮ বড়বাজার

স্বাস্থ্যই সম্পদ!
এই সম্পদের অধিকারী হইতে হইলে—
মণি রায়ের
ব্যায়াম চার্ট
ব্যবহার করুন!

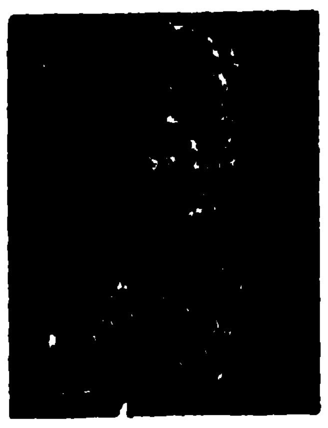

প্রাপ্তিস্থান—মণি রায়
হিন্দু ইউনিভারসিটি, বেনারস। ডাকমাশুল ও রেজিষ্ট্রী ফি সহ মূল্য চৌদ্দ আনা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী বিত্তালয়াধ্যক্ষ নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয়ের লেখনীপ্রসূত। নীলকণ্ঠ মজুমদার ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার গীতারহস্য, বিবাহ ও নারীধর্ম্ম প্রভৃতি প্রস্তাব গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। ১৯০১ খৃষ্টাদে ইহার মৃত্যু হয়।

(৮) হৃ, কে, ভ

সপ্তম বর্ষের বঙ্গদর্শনে ইহার রচিত মৎস্য দেশ নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ ইনিই পরে হৃষীকেশ (ভট্টাচার্য্য) শাস্ত্রী নামে পণ্ডিতসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় ভাটপাড়ার ৺মধুস্থদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পৌত্র এবং আনন্দ চন্দ্র শিরোমণির পুত্র। তিনি কিছু দিন লাহোরে ওরিয়েণ্ট্যাল কলেজ এবং পরে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। স্মৃতি-শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। 'বঙ্গবাসী'র প্রকাশিত স্মৃতিগুলির তিনিই অনুবাদ করেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির ৪৫০০ পুঁথির তালিকা প্রণয়ণ করেন। ১৩২০ সালে ইনি পরলোকগমন করেন।

(৯) দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গদর্শনের ষষ্ঠ খণ্ডে ইহার রচিত "উৎকলের প্রকৃতাবস্থা" শীর্ষক একটি বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(১০) ভুবনমোহিনী দেবী

বঙ্গদর্শনের ৪র্থ খণ্ডে ইহার রচিত "দরিদ্র যুবক" শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ইহার "ভুবনমোহিনী প্রতিভা" নামক কাব্যগ্রন্থ দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইলে উহা যথার্থ ই কোনও মহিলার রচিত বলিয়া সমালোচকগণ কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হয়, কিন্তু পরে প্রকাশ পায় যে কবিতাগুলি তথাকথিত প্রকাশক নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচনা।

(১১) মনোরঞ্জন গুহ

বঙ্গদর্শনের ষষ্ঠ খণ্ডে ইহার "অশনি" নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ইনিই স্বদেশী যুগের বিখ্যাত কর্ম্মী মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় কি না ঠিক বলিতে পারি না।

(১২) মোহিনীমোহন দত্ত

বঙ্গদর্শনের নবম খণ্ডে ইহার 'সেইদিন' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। বোধ হয় ইনি পরে প্রাদেশিক বিচার বিভাগে প্রবেশ করেন।

● বড় দিনের বড় আসরে
● নগরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

স্পেশাল্ ব্লেণ্ড টসের চা

কেননা টসের চা ব্যতীত কোন বিশিষ্ট মজলিশই সম্পূর্ণ হয় না। বড় বড় হোটেলে, ক্লাবে ও ভারতের সর্ব্বত্র এজন্য টসের চা এত সমাদৃত।

এ, টস এণ্ড সন্স
প্রসিদ্ধ চা ব্যবসায়ী
কলিকাতা ও রেঙ্গুন

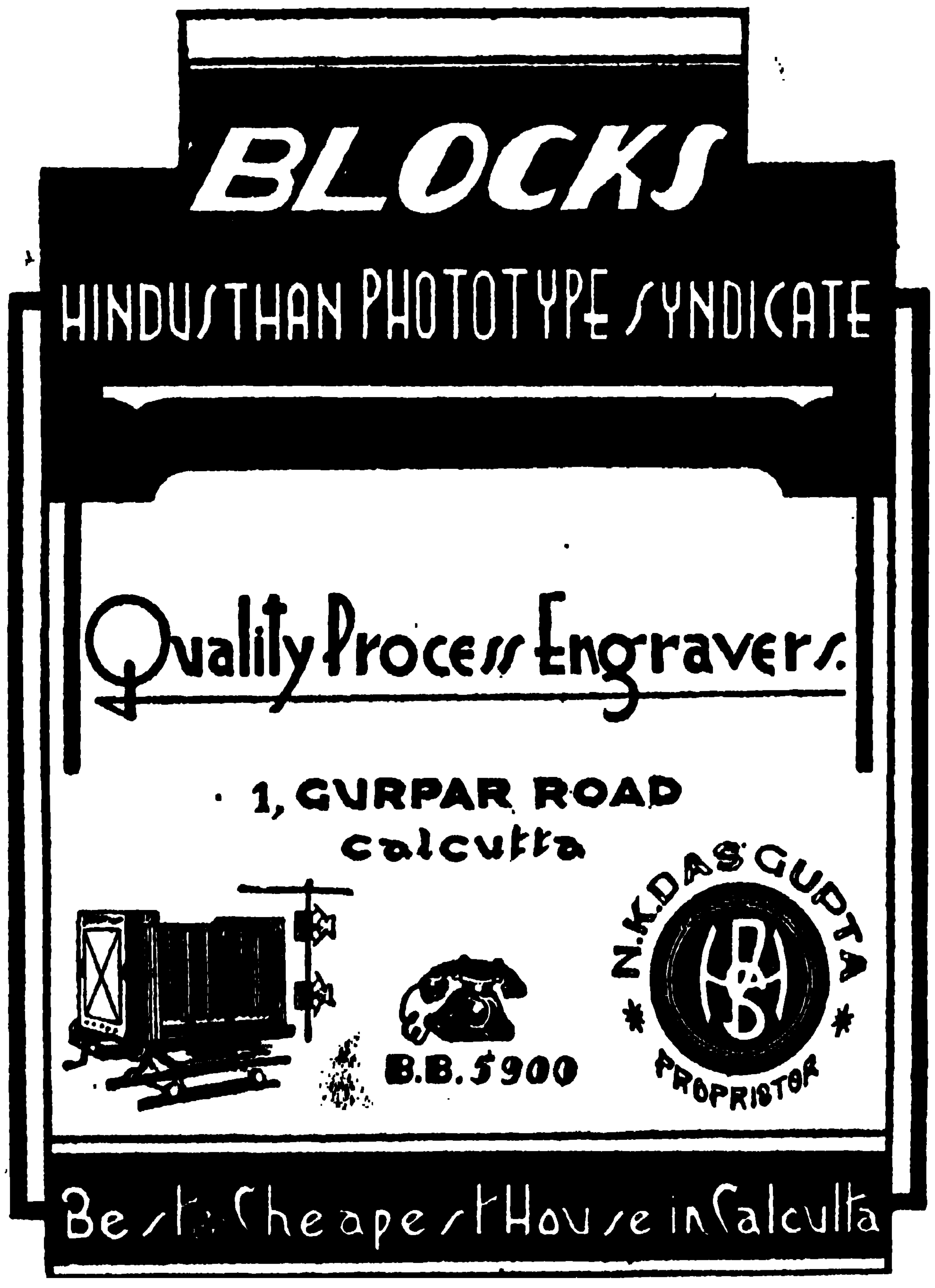

সঙ্গীতকলায় ওস্তাদ ও সাকরেত

—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এদেশে সম্প্রতি সঙ্গীতকলার বিশেষ চর্চা হচ্ছে। পুঞ্জীভূত গ্রামোফোন অনেক বছর হতে পালিত ময়নার মত নানা বুলির সাহায্যে বহু গৃহকোণ ঝঙ্কৃত করেছে। তা ছাড়া radioর প্রভাব ইদানীং পুরামাত্রায় কাজই করছে। বহু গৃহে তারহীন যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে নানা উপঢৌকন দেওয়া হবে—এ রকমের প্রতিশ্রুতি এর ভিতর আছে। কাজে অহরহ শুধু talk বা বক্তৃতামাত্র নয়, গানের মজলিস সৃষ্টি করতে হচ্ছে। সকলের চিত্তবিনোদনের জন্য সকাল বিকেল ও দুপুরে গাইয়েদের ভাড়া করে এনে সঙ্গীত ছড়ান (broadcast) হচ্ছে। একদিন দু'দিন নয় স্থায়ীভাবে এ বন্দোবস্ত করা হয়েছে গ্রাহকদের জন্য। হাজার হাজার গ্রাহকের টাকায় দেশ বিদেশ হতে হরেক রকমের গায়ক আমদানী করে' এ নূতন চাহিদা মেটান হচ্ছে।

এতে ফল হয়েছে অদ্ভুত। বিলেতে—তা জার্মানীতেই হোক্ আর ইংলণ্ডেই হোক—রীতির ঝগড়া বা পাঁচমিশেলী ব্যাপারের এলোমেলো প্রভাব নেই। যে সময় যে রীতি বা সঙ্গত চল্‌তি বা ফ্যাসান সব জায়গায় এক রকম ভালেই তা চলে। দশ বিশ রকমের style ওসব দেশে একসঙ্গে প্রতিষ্ঠা পায় না। কাপড়-চোপড়েও যে সময় যা ফ্যাসান সকলেই সে ফ্যাসন বা ঢঙে চলে—তার চুলচেরা পার্থক্য ওদের দুঃসহ। টুপি, ছাতা থেকে আরম্ভ করে জুতো পর্য্যন্ত সব কিছুর তালই এক রকম, তা ভালই হোক আর মন্দই হোক। কাজেই ইংরাজী গান শুনতে গেলে হঠাৎ সেক্সপীয়র যুগের কিছু শোনা কেউ প্রত্যাশা করে না। এদেশে কোন বিশিষ্ট রীতির মর্য্যাদা নেই। স্থান কাল পাত্রের বিচার নেই, এমন কি দেশী বিদেশী সুরেরও পার্থক্য জ্ঞান নেই। এদেশে বিলিতী musicও চল্‌ছে, বিলিতী ব্যাণ্ড বাজনা ত' বিয়েতে, পার্টিতে বা প্রশেসনে অনিবার্য্য। বহুকাল হতে এজন্য এদেশে চল্‌ছে একটা বিরোধের বিদ্রূপ। এক ধনীর বিয়ের মজলিসে একবার বিপুল বাদ্য ও সঙ্গীতের আয়োজন হয়। অনেক ইউরোপীয় নিমন্ত্রিত অতিথিও আহূত হয়ে এসেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ব্যাণ্ড বাজনা সুরু হ'ল। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা চমৎকৃত হলেন—এদিকে সাহেবদের মুখ শুকিয়ে গেল। তারা এ ও'র দিকে বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন, কারণ ভারতীয় ব্যাণ্ড-ওয়ালারা যে সুর বাজাতে লাগল সেটার নাম হচ্ছে "Merry Widow"। কাজেই এদেশে বিয়ের সভায় এ রকম তানও চলে। এদেশের গান বাজনা চালাবার responsible মা বাপ যেন নেই।

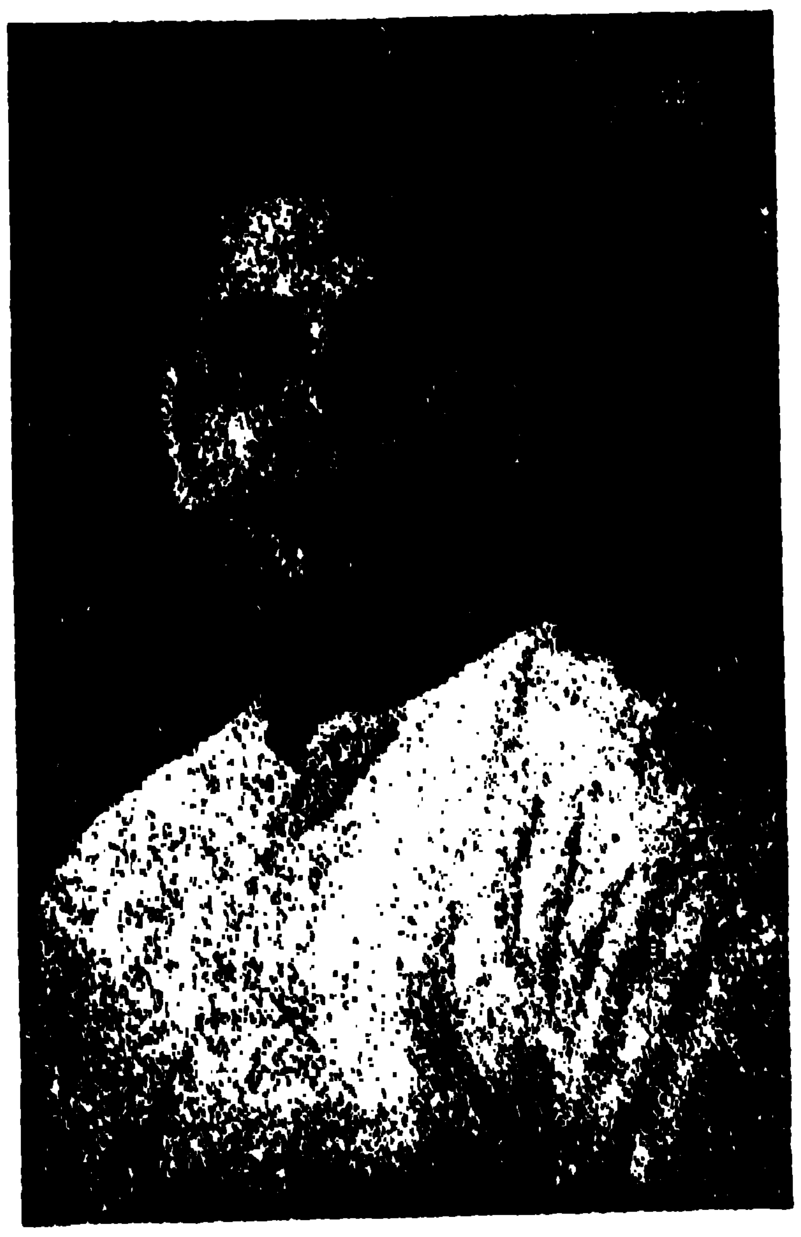

লেখক

তাই দেখা যাচ্ছে একসঙ্গে ও সময়ে radio যন্ত্রের ভিতর থেকে বের হচ্ছে কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী, খেমটা প্রভৃতি নানা রীতি ও বিরুদ্ধ ছন্দের গানের ভোজবাজি। এতে হার্মোনিয়াম মুখরিত পার্শী থিয়েটারের ইন্দ্রসভার গান—চণ্ডীদাসের কালোয়াতী ও পশ্চিমে গায়কের সুরের জিমনাষ্টিকও আছে। ফলে ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে এক অদ্ভুত খিচুড়ী সৃষ্টি—তাতে আদর্শের ঐক্য নেই, ভালমন্দ বিচারের কোন অবকাশ নেই। কাচ ও কাঞ্চন এক আসনেই রাখা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় সঙ্গীতকলার কোন সমুত্থান কল্পনা করা দুরূহ।

এ দেশের কলাবিদ্যা গুরু হ'তে শিষ্যে সংক্রামিত হয়েছে—এবং শিষ্য হতে শিষ্যান্তরে এই ধারা প্রবাহিত হয়েছে। ফলে এই ধারাবাহিক চর্চ্চায় প্রত্যেকটি সুর বা সুরকল্পিত রাগরাগিণী এক অপরাজের রূপ পেয়েছে। এসব এসেছে সৌন্দর্য্যের সীমান্তে—আর তা'তে হস্তক্ষেপ করার উপায় নেই। হীরের টুকরো চরম শোভনতার সীমায় এনে তা'কে আর ভাঙবার কল্পনা করা চলে না। যারা মনে করে সঙ্গীতের কাঠামো বা রাগরাগিনীর বন্ধন সঙ্গীতের স্বাধীন লীলার পরিপন্থী তারা ভুলে যায় যে ওস্তাদের হাতে বন্ধনই নূতন মুক্তির সূত্র। সেই বন্ধনের ফেরফেরে অসীম স্বাধীনতার অফুরন্ত আয়োজন আছে—খাঁটি ওস্তাদরা তা জানে।

এজন্য এক ওস্তাদের কায়দা অন্যের মত নয় —অথচ সকলেই তাল মান লয় লক্ষ্য করে সঙ্গীতের লীলাকমল নিয়ে ক্রীড়া করে।

কাজেই আধুনিক সঙ্গীতই মুক্ত, ওস্তাদী বা কালোয়াতী সঙ্গীত কয়েদীর মত বন্দী এরূপ কল্পনা বাজে ব্যাপার মাত্র। বস্তুতঃ যে সব সঙ্গীতে ভেঙ্গে চুরে তাল মানকে বাতিল করতে চায়—সে সব সঙ্গীতই মুক্তির সংযতশ্রী জানে না। সংযম না থাকলে কোন শিল্প রচনা সম্ভব হয় না। অজন্তার শিল্পীর অসাধারণ সংযম ও শুচি বাজে চিত্রকরদের লঘু রচনায় পাওয়া যায় না। এ সব রচনায় বন্ধনের ও সংযমের অভাবই বন্ধন-স্থানীয় হয়ে পড়ে। ছন্দজ্ঞান যাদের নেই তারাই খোঁড়া হয়ে যায়—সাবলীল চলাফেরার লালিত্য তারা সৃষ্টি করতে পারে না। তাল মেনে তালকে ছাড়িয়ে যাওয়ার বাহাদুরী সৌন্দর্য্যের সত্যিকার সাধকেরই আছে।

বস্তুতঃ প্রাচ্যদেশ ওস্তাদদের ভিতরে তাদের শ্রেষ্ঠতম সাধনা নিহিত রেখেছে। বহু অনিদ্র রজনী, বহু কর্ম্ম ও করুণ দিবসের শ্রান্তির ইতিহাস এসব রচনার ভিতর আছে। Classic রচনা এজন্য ত্যাগ করা সম্ভব নয়—কারণ তার মানে হচ্ছে সমগ্র সভ্যতা ও শীলতা বর্জ্জন ছাড়া আর কিছুই নয়। অজন্তা এলোরা প্রভৃতির চিত্র ও ভাস্কর্য্য বর্জ্জন করা কি এদেশের পক্ষে সম্ভব? বস্তুতঃ সকল রকম চিত্রকলার মূল তত্ত্ব ও সুর এ সমস্তের ভিতর লুকান আছে। আলো ও ছায়া, রেখাজালের বৈচিত্র্য, বর্ণের কুহক এ সব বিষয়ে অজন্তা জগতের প্রাচীন ও আধুনিক কোন চিত্রকলার নিকট শির নত করতে প্রস্তুত নয়।

তেমনি classic সঙ্গীতেও সুরের বিচিত্র গমক, আরোহন ও অবরোহন, হিল্লোল ও তির্য্যকবিস্তার, অবসর ও ঝড়, বৈপরীত্য ও সঙ্গতি—এই সমস্ত অসীম ও অফুরন্ত লীলার ইতিহাস আছে। এ সব ছাড়া বা এ রকমের কেলিকদম্ব বর্জ্জন করে কোন কালে কোন সঙ্গীতকলা সৃষ্ট হতে পারে না। এর ভিতরকার ছিটে ফোঁটা নিয়ে lyric বা সাময়িক সৃষ্টি সম্ভব হয়—কিন্তু তা ফুলের মতই বাসি হয়ে ঝরে' পড়ে, স্থায়ী হ'তে পারে না।

বিলেতে খ্রীষ্টকল্পনা সাময়িক সৃষ্টির ভঙ্গুর পাদপীঠে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বারবার বর্জ্জিত হচ্ছে। Sir Edward Burnesvus বলেছেন যে তিনি জীবনে অনেক খ্রীষ্টমূর্ত্তি এঁকেছেন কিন্তু কোনটিই খ্রীষ্টের পরিপূর্ণ স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে পারেনি। তিনি আশা করেন না যে এ কাজে তিনি কখনও সফল হবেন! অপর দিকে ভারতে বুদ্ধমূর্ত্তি হয়েছে একটা চরম দান—তার আর পরিবর্ত্তন করা চলে না। তেমনি ভারতের ওস্তাদী সঙ্গীত একটা প্রাচীন ধ্যান ও ধারণাকে বহন করে এনেছে কতকগুলি চিরন্তন রূপের সাহায্যে। এসব বর্জ্জনে কোন বাহাদুরী নেই—কেন না এর ভিতর নিত্য নূতন কিছু লাভ করার উৎস আছে। সাকরেতরা গুরুগৃহে বাস করে' গুরুসান্নিধ্যে এ সব নূতন রূপভাণ্ডার অধিকার করে। এ ভাণ্ডার অফুরন্ত। ওস্তাদকে বা গুরুকে বর্জ্জন বা প্রত্যাখান করে যা পাওয়া যায় তা' অতি অকিঞ্চিৎকর। সত্যিকার Master যে দেশে ধারাকে রক্ষা করে চলে এসেছে সে দেশের ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলা যেমন বিস্ময়কর, সঙ্গীতকলাও তেমনি অকল্পিত ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত। আধুনিক দেশী, মিশ্র বা গণ (folk) সঙ্গীতকে যথাস্থানে দেখতে হবে। এসব classic সঙ্গীতের স্থান পূর্ণ করতে পারে না! রাম শ্যাম নাটক লিখছেন বলে কালিদাসকে degrade করে দেওয়া চলে না বা দূর করে আরাম পাওয়া সম্ভব নয়।

ওস্তাদী সঙ্গীত শীর্ষস্থানীয়—সকল সুরের উৎস—অন্ততঃ ভারতবর্ষে। আজকালকার omnibus radio সকলের সামনে দিচ্ছে সাড়ে আঠার ভাজা! এর ভিতর মানুষের আদর্শ গড়া সম্ভব হয় না। এজন্য সঙ্গীতকলা এদেশে একটা এলোমেলো হাটের ব্যাপার হয়ে বসেছে। রসিক বা সমজদারের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বিনা সাধনায় লোক ওস্তাদ হ'তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ যুগে পশ্চিমে এক একটি চক্র অন্য চক্রকে (school) অস্বীকার করে' অগ্রসর হ'তে চায়। সেখানে সত্যিকার Masterও নেই যাতে চারিদিকে শিষ্যেরা সমবেত হয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে। যন্ত্রযুগে music schoolএর সৃষ্টি হয়েছে, এদেশেও সঙ্গীত স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চতর কলা সম্ভব হয় না। আবহাওয়া ব্যক্তিগত প্রেরণা না হ'লে যোগ্য শিষ্য বা সাধক হয় না।

ক্ষ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
সামাজিক সমস্যামূলক
সুবৃহৎ উপন্যাস
"জয়ন্তী"
মূল্য—২॥০ টাকা।
দীপালী আফিস ও
সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

আশ্চর্য্য দৈব ঘটনায়.
দৈব ঔষধ প্রাপ্ত। বিস্তর ডাক্তার পর্য্যন্ত ক্রয় করেন। হাঁপানি কাশি ১ দিনে সারিবে নচেৎ মূল্য ১।০ ফেরৎ। হার্ণিয়া, একশিরা, কোষবৃদ্ধি ১৪ দিনে সারিবেই, প্রত্যেক ১।০। স্বামী এণ্ড কোং, ২৯, হ্যারিসন রোড, কলিঃ

চিত্র-সঙ্গীত

—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল
(সঙ্গীত পরিচালক : নিউ থিয়েটার্স লিঃ)

কোনো কথা ব'ল্‌তে হ'লে সঙ্গীত সম্বন্ধেই আলোচনা করা আমার পক্ষে উচিত, কারণ কথা বলার সুযোগ পেলেই অনেক কথা অনেক বিষয়েই ব'ল্‌তে ইচ্ছা করে, কিন্তু শোনে কে? তাই সঙ্গীতই আমার কার্য্য-ক্ষেত্র, সে সম্বন্ধে দু'চারটে মন্তব্য প্রকাশ করলে হয় তো সকলে সহ্য করে যেতে পারে। কেন? তার একটা হেতুও আছে। শৈশবাবস্থা থেকেই সঙ্গীতের নেশা আমায় ধ'রেছে।—তারপর সঙ্গীত-সাধনার পর্য্যায় পেরিয়ে একেবারে কাজের হাটে পৌছে গেছি। সেই কর্ম্ম-কোলাহল ভেদ ক'রে বাইরের ডাক আমার কাণে গিয়ে কখনো পৌছায়, কখনো বা পৌছুতেই পারে না। তাই চিত্রের মধ্য দিয়ে অদৃশ্যভাবে সাধারণের সঙ্গে যতটুকু ঘনিষ্টতা রাখা যায় তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হোয়েছে, অন্যভাবে পরিচয়কে আরও অন্তরঙ্গ ক'রে তোলবার সময়ই হ'য়ে ওঠে না। সব এড়ানো যায়, কিন্তু সম্পাদকের অনুরোধ এড়ানো কঠিন। সেই জন্য গোটা কয়েক কথা আমাকে ব'লতেই হ'বে। আর সে কথাগুলি হচ্ছে ফিল্ম-সঙ্গীত সম্পর্কে।

সকলেই জানেন পর্দ্দার ওপর যে সঙ্গীতের প্রকাশ তার রূপ সম্পূর্ণ নূতন। প্রায় দশ বছর হোলো—আমাদের দেশে সঙ্গীত-মুখর চলচ্চিত্রের আবির্ভাব হ'য়েছে। বলা যেতে পারে নিউ থিয়েটার্সের "দেনা-পাওনা" চিত্র থেকেই আনুসঙ্গিক সঙ্গীত-প্রয়োগের সূত্রপাত। তারপর থেকে প্রতি চিত্রে সঙ্গীতটিকে অলঙ্কাররূপে গৃহীত হ'য়েছে, আর তার প্রয়োগ উত্তরোত্তর বেড়েই চ'লেছে।

আমরা জানি—জলসায় সঙ্গীত, রঙ্গালয়ে নাটকে সঙ্গীত, বেতার সঙ্গীত, ও রেকর্ড সঙ্গীতে—প্রত্যেকটিরই এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে,—প্রত্যেকটিরই রূপের বিভিন্নতা আছে। তাই ফিল্ম্‌-সঙ্গীতের একটা যে বিশিষ্ট দিক র'য়েছে, সে বিষয়টি বিশেষ ভাবেই জানা দরকার। আজ কাল অনেক চিত্রে অনেকেই সঙ্গীত পরিচালনা ক'রছেন, কিন্তু আমার যতদূর মনে হয় তাঁরা এই বিষয়টিতে পুরোপুরি মনোযোগ দেন না। লক্ষ্য ক'রেছি—অনেক স্থলে গান দেওয়া হ'য়েছে, যার ভাব, ভাষা ও সুরের সামঞ্জস্য খুঁজে পাই নাই। অনেক দৃশ্যে সঙ্গীত তার বর্ত্তমান অবস্থাকে অমান্য ক'রে বেজে চ'লেছে। আরও দেখছি পূর্ব্বপ্রকাশিত বহু খণ্ড খণ্ড সঙ্গীত-রচনা আত্মসাৎ করে অনেকেই অন্য চিত্রে পরিচালক নাম বজায় রাখবার জন্যে সামান্য প্রকার-ভেদ ক'রে চালিয়ে দিয়েছেন। এ রকম কার্য্য-প্রণালী সঙ্গীত-ক্ষেত্রে নিন্দনীয়। এই রীতি ধ'রে চল্‌লে উন্নতির কোনো আশাই করা যেতে পারে না।—সঙ্গীতের একটা নিজস্ব রূপ আছে, আর সঙ্গীত বিভিন্ন আখ্যান-বস্তুর বিভিন্ন কার্য্যে (action). গতিরূপ অনুসারে বিভিন্ন রূপ নিয়ে থাকে। প্রকৃত রূপ কোনো দিনই ধার ক'রে ফোটান যায় না, ঠিক কালো রঙের মেয়ের প্রসাধন ক'রে ফর্সা হ'বার বিফল চেষ্টার মত। সঙ্গীতকে নাটকীয় আভরণরূপে ফুটিয়ে তুল্‌তে হ'লে—নাট্যবস্তুর ও দৃশ্যগুলির আসল ভাব ধ'রতে হ'বে। সমগ্র ভাবে বা বিচ্ছিন্ন ভাবে আসল ভাব-বস্তুটি নানারূপে প্রকাশিত হ'তে পারে, কিন্তু আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত এই ভাব ধারার একটা সঙ্গতি বাঁচিয়ে রাখা নিতান্ত

লেখক

প্রয়োজন। তা' না হ'লে সঙ্গীতের প্রকৃত উদ্দেশ্য নষ্ট হ'য়ে যায়।

অনেক সময় সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধিত হয় চিত্র পরিচালকের সুনিপুণ গল্প-বিশ্লেষণের উপরে। আমরা পদে পদে গল্পের দুর্ব্বল গতির জন্য বাধা প্রাপ্ত হ'য়ে থাকি, সেই জন্য সঙ্গীত পরিপূর্ণরূপে ভাব-সম্পদে বিকশিত হ'য়ে উঠতে পারে না। এখনও প্রতিনিয়তই ঘটে থাকে যে—পরিচালকের চিত্র-নাট্যে গান দিতে হ'বে ব'লেই যেখানে সেখানে দরকার না থাক্‌লেও গান বসিয়ে দেন, আর এই অনাবশ্যক গান প্রবেশ করানোর জন্যে নাটকীয় কার্য্য ও গতি বাধা পায়। আজকাল কোনো কোনো পরিচালক রবীন্দ্রনাথের গীত-রচনা ও সুরের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে চলচ্চিত্রে তাঁর গান এমন কি কবিতা পর্য্যন্ত বিশেষ চিন্তা না ক'রেই প্রয়োগ ক'র্‌ছেন, অনেক সময় সেই নির্ব্বাচিত কবিতা ও গানের ভাব ও ভাষা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে ও নির্দ্দিষ্ট চরিত্রের মুখে বেখাপ্পা ও একঘেয়ে রূপে দেখা দিয়েছে। এইখানে সঙ্গীত পরিচালকের একটা মতামত আছে, কিন্তু যখন চিত্র-পরিচালক সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁর ইচ্ছাতেই কর্ম্ম ক'রতে বাধ্য হতে হয়। সঙ্গীত-পরিচালকের ইচ্ছা না থাকলেও—এটি বাধ্যতামূলক বিধি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ফিল্ম-সঙ্গীত নানারূপে লীলায়িত হ'লেও আজ পর্য্যন্ত প্রকৃত রূপ খুঁজে পায়

নাই। তার কারণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী চিত্র-পরিচালকের অভাব। নাট্য বস্তুর বৈচিত্র্যের উপরেই নির্ভর করে সঙ্গীতের বৈচিত্র্য ও রূপ-বিভেদ। অনেক পরিচালকের সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা বা জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের খেয়ালমত সঙ্গীত দাবী ক'রে থাকেন, শুধু তাই নয়—যে কোনো কাঁচা লেখকের গান এনে হাজির করেন তা'তে সুর দিতে হ'বে—ভাবে ভ'রে দিতে হ'বে—এই তাঁদের আকাঙ্খা। কিন্তু একটু বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লে তাঁরাই হয় তো বুঝতে পারবেন যে তাঁদের খেয়াল-খেলা বা বায়না মেটাতে গিয়ে চিত্র-নাট্যটি কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তারপর শব্দ-যন্ত্রীদের হাতে সঙ্গীতের মরণ-কাটি জীবন-কাটি র'য়েছে। শব্দ-যন্ত্রীরা যদি সঙ্গীতের জ্ঞান না রাখেন, তা' হ'লে কখনই সুফল প্রত্যাশা করা যেতে পারে না।

সকলের মিলিত চেষ্টায় ও যত্নে একটি চিত্র-নাট্য পূর্ণরূপে গ'ড়ে ওঠে। যখন সকলেই কৃতী হ'য়ে নিজেদের সহযোগিতা সফল ক'রে তুল্‌বেন্‌, তখনই এই দেশের চিত্রের পরিপূর্ণ গৌরব স্থাপিত হয়ে যাবে, তখনই তা'র জয়যাত্রার দিন আরম্ভ হ'বে। আশা করি সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুদূর পরাহত নয়।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত

জন্ম … ধ 'শান্তি'

দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ

১ও২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ।

মূল্য, যথা— ১।।৹, ২।।৹, ৪৲, পোঃ ফ্রি।

ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া

পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

রম্যকলার রূপ-বিপর্য্যয়

(২০শ পৃষ্ঠার পর)

রচনা সমগ্র ভারতে সকল শতাব্দী মিলে যা রচিত হয়েছে, তার চেয়ে কম নয়।

এ প্রসঙ্গে পাহাড়পুরে যে শিল্প সম্বন্ধে পাওয়া গেছে, তা দেখে অবাক্‌ হ'তে হয়। কীর্ত্তনের বাঙ্গলাব্যাপী ধ্বনি, বৈষ্ণব কবির অফুরন্ত ঝঙ্কারের মত এখানকার বহু রীতির মূর্ত্তি রচনা সকলের বিস্ময়ের ব্যাপার হয়েছে।

বস্তুত তান্ত্রিক দেবজগৎ রচনার ভার পড়েছিল বাঙ্গলা দেশের উপর। বাঙ্গালী শিল্পীর প্রভাবে নেপালী শিল্পী এই কাজে অনুপ্রাণিত হয়। নেপালের মূর্ত্তিকলায় সংযম আছে ও সাহস আছে। তা তিব্বতীয় রচনার মত অলীক মত্ততা ও উদ্ভট কল্পনায় আত্মহারা হয় না। তিব্বতে মন্ত্রযান ও বজ্রযানের প্রভাবে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্ররোচনায় নানা অতিকায় ও বিরূপ দেহ মূর্ত্তি রচিত হয়েছে। গান্ধার শিল্পের বস্তু-তান্ত্রিক রচনা মধ্য এসিয়ায় পরিব্যাপ্ত হলেও তিব্বতকে তা' অভিভূত করতে পারেনি।

তিব্বতে অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ প্রচুর—তান্ত্রিক সাধনা তা' ভূতযোনির সহিত সমতান করে' এক কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করেছে। এসবকে Fouche "Horrible apparitions of Lamaistic superstition" বলেছে। বাঙ্গলা দেশের সহিত তিব্বতের ঘনিষ্ট যোগ। এখানকার বর্ণমালা ও ধর্ম্মবিধি বাঙ্গলার দান। তিব্বতের অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি বহুশীর্ষা। লাদকে এর একটি উৎকৃষ্ট নমুনা পাওয়া যায়।

নেপাল ও তিব্বতে Cast copper এর উপর সোনার পাতে ঢাকা মূর্ত্তি তৈরী হয়।

বাঙ্গলার রসকেলি, দাক্ষিণাত্যের প্রাচুর্য্য, পশ্চিম ভারতের উদ্যম এবং মধ্য ভারতের মাধুর্য্যে পুষ্ট ভারতীয় মূর্ত্তিকলা এক রূপের আরণ্যক সৃষ্টি করে' এসিয়ার বক্ষে অমর হয়েছে।

অপরদিকে আধুনিক যুগে এসেছে নব্য প্রভাব। আন্তর্জাতিক প্রথায় এক্ষণ নব্য জাপান দীক্ষা লাভ করেছে। তাতে অর্দ্ধনগ্নতা, বাস্তবতা ও রূপকেলির সহজ বিকাশ মুখ্য হয়ে উঠেছে। যন্ত্রযুগ মানুষের দেহকেও যন্ত্রস্থানীয় মনে করে' অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রহস্য দূর করবার চেষ্টা করছে—নূতন ভঙ্গীর অসংখ্য মুকুলকে দেহসীমান্ত হতে চয়ন করে'। ভারতবর্ষের আধুনিক ভাস্কর্য্যেও এই সাধনা সুস্পষ্ট হচ্ছে।

সন্ধ্যা-তারা

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সন্ধ্যা বেলায় এই দীঘিতে
জল ভরিতে আসিত সে,
অলস ভরা সাঁঝের কমল
দেখ্‌তে ভাল বাসিত সে।
শিষগুলি সব ধানের—নত
ঘোমটা-দেওয়া বধূর মত
শিশির-ভেজা হেম চকোরী
জাগ্‌তো চাঁদের উদয় আশে।

২

দীঘির জলের লহরগুলি
কমল দলের ফাঁকে ফাঁকে,
মূর্ত্ত যেন করত নিতি
তাহার বুকের আনন্দকে।
ভালে তাহার কাঁচ পোকা টিপ্‌
রূপের ঘরে জ্বালতো প্রদীপ,
সখীরে তার সাম্‌নে দেখে
অধর কোণায় হাসিত সে।

৩

গিয়াছে সে জ্যোতির পথে
ধূলার পথে আসে না আর,
আজ্‌কে হারা তারার মাঝে
পুণ্যময়ী দীপ্তি যে তার।
এখন আকাশ গঙ্গাতে হায়—
জল-সহিতে নিত্য সে যায়,
সন্ধ্যাতারার দৃষ্টিটী তার
সঙ্গীরে তার পরিতোষে।

প্রসব গৃহ ও প্রসূতি

—শ্রীমতী উমা সিংহ, বাঁকুড়া

প্রায়ই দেখা যায় আমাদের দেশে প্রসব গৃহ সম্বন্ধে কেহ কোন প্রকার যত্ন ল'ন নাই। বাড়ীর মধ্যে যে স্থানটী সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ তাহাই প্রসব গৃহে পরিণত করা হয়। সেখানে হয়ত কখনও আলো বাতাস প্রবেশ করিতে পারে নাই। হয়ত তাহা বিশ্রী গন্ধে ভরা। যে স্থানে সুস্থ সবল ব্যক্তি এক মিনিট কাল থাকিলে হাঁপাইয়া উঠিবেন সেই স্থানই সদ্যপ্রসূত দুর্ব্বলা রমণীর ও সদ্যজাত শিশুর থাকিবার উপযুক্ত স্থান বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম। প্রসব গৃহ অস্বাস্থ্যকর হইলে শিশুর ও প্রসূতির নানা অনিষ্ট হইতে পারে। নানা রোগে তাহারা শীঘ্রই আক্রান্ত হ'ন, এবং কখন কখন উভয়ের প্রাণনাশ অবধি ঘটিয়া থাকে। যে গৃহ বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, এবং যে গৃহে উপযুক্ত পরিমাণে আলো বাতাস প্রবেশ করিতে পারে সেই গৃহই প্রসবের উপযুক্ত স্থান। প্রসব গৃহটী বেশ শুকনা হইবে এবং ইহাতে কোনরূপ অনাবশ্যক দ্রব্যাদি থাকিবে না। প্রসব কাল আসন্ন বুঝিলে প্রসব গৃহটী বেশ ভালভাবে পরিস্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। প্রসব গৃহ যাহাতে সেঁৎসেঁতে না হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রসব গৃহে রাত্রিতে কেরোসীনের আলো জ্বালিয়া রাখা খারাপ।

প্রসবান্তে প্রসূতি ২।৩ দিন সর্ব্বদা শুইয়া থাকিবেন। কোনরূপ কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কহিবেন না। এই কয়দিন প্রসূতি সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন। প্রসূতি বেশ সুস্থ বুঝিলে প্রসবের চার দিন হইতে বসিয়া থাকিতে পারেন, এবং ৮।৯ দিন হইতে সামান্য চলা ফেরা করিতে পারেন। প্রসূতি প্রথম ২।৩ দিন দুধ, সাগু, বার্লী, ভাল বিস্কুট খাইতে পারেন। দুগ্ধ যেমন সহ্য করিতে পারিবেন সেই পরিমাণ পান করিবেন। সহ্য হইলে দুগ্ধ ৵১ সের হইতে ৵১৷ সের অবধি পান করিতে পারেন। কাহারও কাহারও দুগ্ধ মোটেই সহ্য হয় না, তাঁহারা দুগ্ধে সাগু অথবা বার্লি মিশ্রিত করিয়া পান করিবেন। ইচ্ছা হইলে ছানার জল পান করিতেও পারেন। প্রসূতি নিজেকে বেশ সুস্থ বুঝিলে প্রসবের তিন দিন পরে, দিনে ভাত খাইতে পারেন। এবং রাত্রে দুধ সাগু, চিঁড়ে ভাজা, সুজির রুটি ও লুচি সহ্যমত ও রুচিমত খাইতে পারেন। প্রসবের পর খুব বেশী জল পান করা ভাল। অনেকের ধারণা এই সময় জল পান করিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীর ফুলিয়া ওঠে। এ ধারণা অমূলক। প্রসূতি কাঁচা জল পান করিবেন না। জল গরম করিয়া সেই জল প্রচুর পরিমাণে পান করিবেন। ইহাতে যথেষ্ট উপকার হইবে। প্রসূতি সমস্ত শরীরে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করিয়া প্রত্যহ ২।১ ঘণ্টা রৌদ্রের তাপ লইবেন এবং প্রসবের পর দিন হইতে প্রত্যহ শুকনা পরিস্কার নেকড়ার পুঁটুলি করিয়া তল পেটে সেঁক লইবেন।

বারান্তরে শিশু পরিচর্য্যা সম্বন্ধে কিছু বলিবার বাসনা রহিল

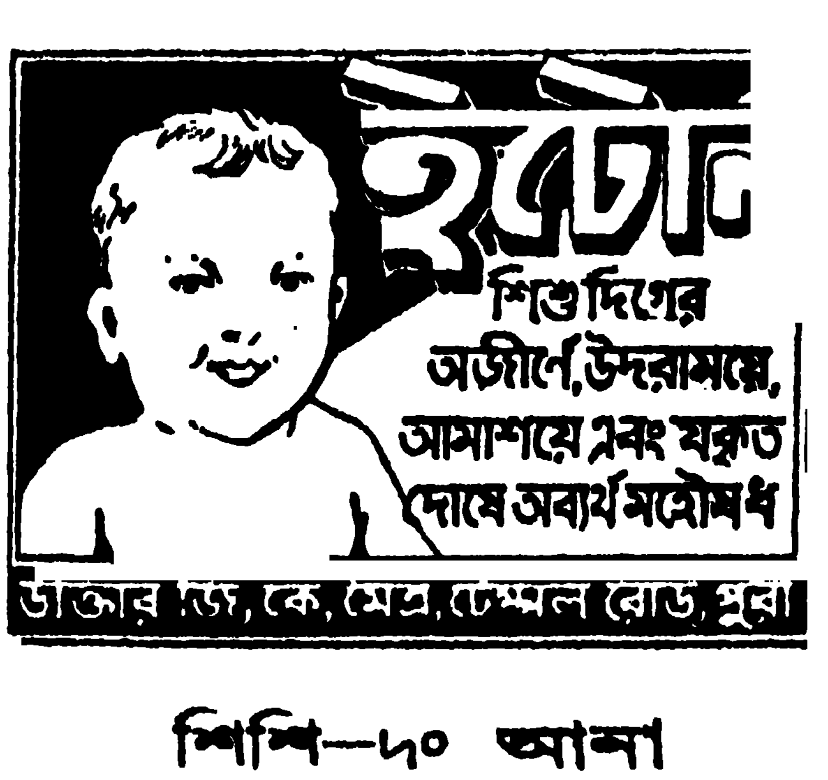

শিশি—৸০ আনা

শিশুদের মোজা

—বড়দিদি, দিল্লী

বেবিউল—

প্যাটার্ণ কপিপাতা। ১০নং কাঁটা ৩টী। ৪০ ঘর। ৪০টী ঘর তুলিয়া, পরে ১ লাইন উল্টা বুনিবে।

প্যাটার্ণ—

১ জোড়া॥ ২ সোজা, ২ সাম্‌নে সুতা, ২ সোজা, ২ জোড়া॥ প্রথম ও শেষে ১ জোড়া করিয়া হইবে। পরে ১ লাইন উল্টা বুনিবে। ৩য় লাইন আবার প্যাটার্ণ বোনা হইবে। এইভাবে ১৬ লাইন প্যাটার্ণ বুনিবে।

ফিতার ঘর—

সাম্‌নে সুতা দিয়া জোড়া বুনিয়া যাইবে, শেষ পর্য্যন্ত। পরে এক লাইন উল্টা বুনিবে।

পায়ের চেটো—

১৩ ঘর সোজা বুনিবে, আলাদা রাখিবে। অন্য কাঁটা লও। ১৪ ঘর বুনিবে। দেখিবে বাঁ কাঁটায় বাকী ১৩ ঘর আছে। ঘুরাইয়া লও। মাঝের ১৪ ঘর সোজা বুনিবে। আবার ঘুরাইয়া বুনিবে। যখন দেখিবে মাঝখানে ১২ লাইন গোট বোনা হইয়াছে, তখন শেষ হইবে। ৩ কাঁটায়, যথা—১৩ ঘর, ১৪ ঘর, ১৩ ঘর থাকিবে।

পাশের বোনা—

দুই পাশে ১৩, মাঝে ১৪ ঘর আছে। বাঁ'কাঁটা দিয়া চেটো বোনার পাশ হইতে ১০ ঘর পরাইয়া লও। পরে মাঝের কাঁটা দিয়া সব সোজা বুনিবে। ঘুরাইয়া লও। সব সোজা বুনিবে। ফের বাঁ কাঁটা দিয়া চেটো হইতে ১০ ঘর তুলিয়া লও; খোলা কাঁটা দিয়া সব সোজা বুনিবে। ঘুরাইয়া লইয়া সোজা বুনিবে। এইবার দেখিবে বাঁ কাঁটায় ৭ ঘর বেশী আছে। ডান কাঁটা দিয়া ৭ ঘর বুনিয়া লও। এখন ২ কাঁটায় সমান হইল। আবার অন্য কাঁটায় বাঁ দিকের ঘর সব সোজা বুনিবে। ঘুরাইয়া লইয়া ফের সোজা বুনিবে। ডান দিক হইতে বাঁ দিকে সমানে ৩ কাঁটায় বোনা হইবে। যখন দেখিবে পাশের দিকে ৪ লাইন গোট বোনা পড়িয়াছে, তখন চেটোর সামনে ঘর কমাইতে হইবে।

ডান কাঁটায় সব ঘর বুনিয়া যাও, যখন দেখিবে ৩ ঘর বাকী আছে, তখন ১ জোড়া ১ সোজা বুনিবে। আবার বাঁ কাঁটায় বুনিবার সময় ১ সোজা, ১ জোড়া বুনিয়া পরে সব সোজা বুনিবে। এই ভাবে দু' কাঁটায় ৫ করিয়া ঘর কমান হইলে, তখন সোজা বুনিয়া যাইবে। যখন দেখিবে পাশের দিকে ৮ লাইন গোট বোনা পড়িয়াছে, তখন দু' কাঁটা জোড়া করিয়া, একসঙ্গে ২ কাঁটা হইতে দু' ঘর তুলিয়া ঘর বন্ধ করিবে। যদি কাহারও অসুবিধা হয় তো একটী করিয়া বন্ধ করিয়া, পরে ছুঁচ দ্বারা সেলাই করিয়া লইবে ও পিছন দিকও সেলাই করিবে। ফিতার ঘরে ফিতা কিম্বা ক্রুশ দিয়া চেন বুনিয়া দু'ধারে উলের থুপি লাগাইবে। তাহা হইলে ছোটদের সুন্দর মোজা হইবে। যদি ভগিনীদের বুঝিতে অসুবিধা না হয় তো পরে আরো কিছু পাঠাইবার ইচ্ছা রহিল।

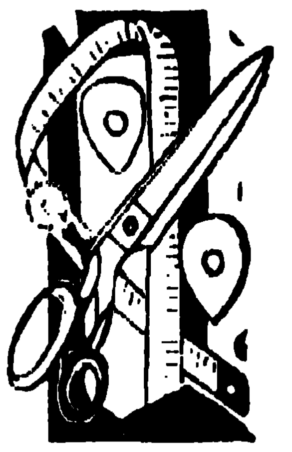

"সরল সীবন-শিক্ষা"

১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রভিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।

মূল্য—১৷৷০ মাত্র

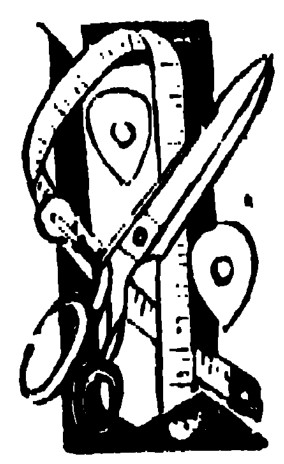

৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জীপাড়া কলিকাতা।

D. RATAN & CO

Artists and Photographers

Phone : B. B. 3711 22-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.

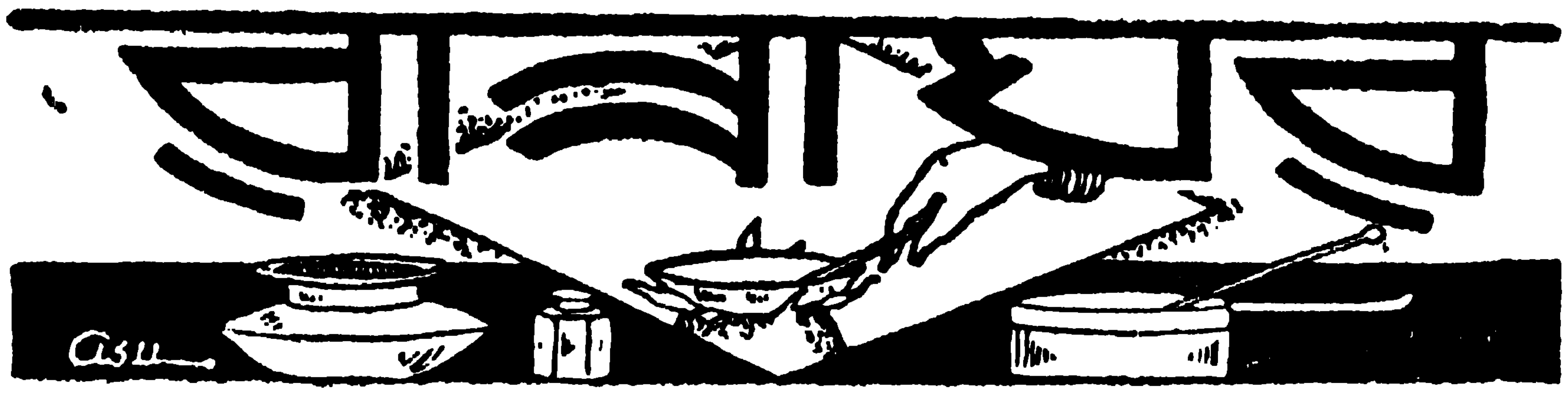

(১)

চাল কুমড়োর হালুয়া

উপকরণ :—দেড় পোয়া পরিমাণ পাকা চাল কুমড়ো কোরা, আধ পোয়া ছানা, এক সের দুধ, আধ সের চিনি, ঘি, গোলাপ জল, কয়েকটী ছোট এলাচ।

প্রণালী :—প্রথমে এক সের দুধকে জ্বাল দিয়ে আধ সের ক'রে রাখুন। তারপর কোরা কুমড়ো পাটায় বেশ করে বেঁটে নিয়ে একটা ন্যাক্‌ড়ায় বেঁধে ঝুলিয়ে রাখুন। যখন দেখ্‌বেন কুমড়ো থেকে সব জল পড়ে গিয়েছে, তখন ছানা ও কুম্‌ড়ো দুটো এক সঙ্গে করে, হাত দিয়ে বেশ ভাল করে চট্‌কিয়ে নেবেন। এইবার উনানে কড়াই চাপিয়ে তাতে ঘি দিন ও কয়েকটী ছোট এলাচ দিন। ঘি গরম হলে তাতে সেই ছানা মেশান কুম্‌ড়ো ঢেলে দিন ও ঘন ঘন নাড়তে থাকুন, তারপর ৮।৯ মিনিট নেড়ে তাতে সেই জ্বাল দেওয়া দুধ ও আধ সের চিনি ঢেলে দিন, কিস্‌মিসগুলো বেছে ধুয়ে কুমড়োর মধ্যে ফেলে দিন। তার পর দুধটা মরে গেলে তাতে অল্প ঘি দিয়ে বেশ করে নাড়ুন। যখন দেখবেন বেশ আঠা আঠা হয়েছে তখন নামিয়ে নেবেন। অল্প ঠাণ্ডা হলে তাতে গোলাপ জল দিবেন। এইরূপে কুমড়োর হালুয়া প্রস্তুত হয়। ইহা খেতে অতি সুস্বাদু লাগে।

মুসাম্মৎ রহিমা খাতুন
বিবিগ্রাম, মালদহ।

(২)

কাঁচা কলার পানতুয়া

উপকরণ :—১২টী কাঁচা কলা, ১ ছটাক খোয়া ক্ষীর, এক চিম্‌টি সোডি বাইকার্ব্ব, কিছু বাদাম পেস্তা কুচন, কিছু কিস্‌মিস্‌, চিনি আধ সের, ও ঘি।

প্রণালী :—প্রথমে কাঁচা কলাগুলিকে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া চট্‌কাইতে হয়। পরে তাহার সহিত খোয়া ক্ষীর ও সোডি বাইকার্ব্ব উত্তমরূপে মিশাইতে হয়, যেন একটুও খিঁচ না থাকে। পরে সেগুলিকে ছোট ছোট নেচীর আকারে কাটিতে হয়, এবং সেই নেচীগুলির মধ্যে আন্দাজমত কিস্‌মিস্‌ ও বাদাম পেস্তা কুচন দিয়া ছোট ছোট পান্‌তুয়া আকারে গড়িয়া ভাসান ঘিয়ে অল্প আঁচে লাল করিয়া ভাজিতে হয়। (অর্থাৎ যেমন করিয়া পান্‌তুয়া ভাজে) পরে চিনির রসের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। নরম হইলে খাইতে ঠিক পান্‌তুয়ার মত লাগে। ইহা সহজ ও লঘুপাচ্য।

শ্রীইলা চন্দ্র
ছাপ্‌রা (সারণ)

'(৩)'

বাদসাহী কোপ্তা

/১ সের তৈলবিহীন মাংস ভাল করে ধুয়ে কিমা তৈরী করে নিন—কিমার সহিত পরিমাণ মত লবণ, আদা বাঁটা, রশুন বাঁটা, ধনে বাঁটা, লঙ্কা বাঁটা এবং সামান্য নারিকেল কুরা ও দই, দিয়ে মেখে নিন্। তারপর অর্দ্ধ ছটাক পুদিনা পাতা কুচিয়ে, এক পোয়া পিঁয়াজ এবং কাঁচা লঙ্কা ৮টী গোল গোল করে কেটে, তিনটী একত্র একটু চট্‌কিয়ে নিয়ে, সেই কিমায় দিয়ে, আর একবার ভাল করে মেখে নিন্। তারপর সেই কিমা ছোট ছোট বলের ন্যায় গুলি করে, কড়ায়ে সাজিয়ে ঢাক্‌নি দিয়ে ঢেকে উনানে জ্বাল দিতে থাকুন। কিছুক্ষণ জ্বাল দিবার পর দেখবেন জল বেরিয়েছে, তখন জ্বাল অল্প দিয়ে জলটুকু শুকিয়ে কড়া নামিয়ে নিন্। একটা আলাদা পাত্রে ঘি দিয়ে কিংবা তেল দিয়ে বাদামী রং করে ভেজে তুলে নিন্। ইহাই বাদসাহী কোপ্তা তৈরী হ'ল। ইহা গরম গরম খেতে সুস্বাদু। পুদিনা পাতা অভাবে ধনে পাতা (শাক) দিলেও চলবে।

বিলকিস আরা
রাজসাহী

—স্বাস্থ্যের সহায়—

বিশ্বনাথ ঘৃত

পঞ্চানন আশ এণ্ড কোং

২ বি, রামকুমার রক্ষিত লেন :: কলিকাতা

ফোন—বি, বি, ৩৮৯০

নারী-নিগ্রহ

স্ত্রী-হত্যা (হাওড়া)

সহদেব মল্লিক নামক এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সতীত্বে সন্দিহান হইয়া তাহার স্ত্রী ও জনৈক লোককে হত্যা করার অপরাধে হাওড়ার দায়রা জজ কর্ত্তৃক দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু হাইকোর্টে আপীল করায় মাননীয় বিচারপতি বার্টলে ও খোন্দকার, চারি বৎসর দণ্ডাজ্ঞা বাহাল রাখিয়াছেন।

*

পতিতার পরিণতি (রাজসাহী)

রাজসাহীর চারবাগবাজারে কামনী নামে একজন গণিকা ছিল। গত ২৯শে আগষ্ট রাত্রি ৮টায় আসিজুদ্দীন মণ্ডল নামে জনৈক মুসলমান লম্পট কামিনীর ঘরে কিছুক্ষণ কাটাইতে চায়; কিন্তু কামিনী এ প্রস্তাবে অস্বীকৃত হওয়ায়, উক্ত ব্যক্তি ইহাকে হাতুড়ী দ্বারা এমনভাবে আহত করে যে, হতভাগিনী এই আঘাতের ফলে তিন ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায়। রাজসাহীর দায়রা জজ মিঃ কে, সি, দাশগুপ্ত রায় এই হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

নারীহরণ ও ধর্ষণ (ঢাকা)

ঢাকা জেলার তালতলা গ্রামবাসিনী দুইটি মুসলমান বধূ কিরণ বিবি (১৭) ও আইমন বিবি (১৬) গ্রামের ঘাটে জল ভরিতে যায়। সেই ঘাটে তখন পুলিশের পেট্রল-নৌকা ছিল। নৌকায় রমিজুদ্দিন এ-এস্-আই ও এবাদুল্লা নামক এক কনেষ্টবল ছিল। অভিযোগে প্রকাশ, পুলিশের উক্ত লোক দুইজন জোর করিয়া মুখ বাঁধিয়া বধূ দুই জনকে নৌকায় তোলে ও তাহাদের সতীত্ব নাশ করিয়া নদীর অপর পারে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়। স্থানীয় দায়রা আদালতে উক্ত কর্ম্মচারীদিগকে জুরীগণ একবাক্যে নির্দ্দোষী ঘোষণা করায় ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ মহোদয় হাইকোর্টে এ ব্যাপার জানাইয়া, ইহাদের শাস্তি প্রার্থনা করেন, কিন্তু মাননীয় বিচারপতিদ্বয় মিঃ বার্টলে ও খোন্দকার জজ সাহেবের এ প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিয়া আসামীদ্বয়কে মুক্তি দিয়াছেন।

নারীলোক

আহরণী

কাশী ভারত স্ত্রীমহামণ্ডল

কাশীধামে গত ২৬শে নভেম্বর শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী, মণ্ডলের সম্পাদিকা, তত্রত্য প্রবাসী বাঙালী মহিলা সভ্যাদিগকে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

*

নারীর দান

টাটা আইরন ও ষ্টীল কোম্পানির চীফ ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বিধবা শ্রীমতী জয়শ্রী ঘোষ বাংলার ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ্ এডুকেশনের হস্তে বিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এই টাকায় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মেমোরিয়্যাল ফণ্ড তৈরি হইবে এবং টাকাটা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহার আয় হইতে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারীংয়ে উত্তীর্ণ যোগ্য একজন বাঙ্গালী হিন্দু ছাত্রকে দুই বৎসরের জন্য একটা বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। দাতা শতং জীব।

*

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

গত ষষ্ঠ অধিবেশনে নিম্নলিখিত মেয়েগুলি পুরস্কার পাইয়াছেন :—

(১) ক্লাসিক্যাল আলাপ

গীতিকা দাস ও মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২) ধ্রুপদ

নীলিমা দত্ত, মনীষা গুপ্ত, আশালতা রায়, ইভারাণী রায়, উমারাণী দেবী, ক্ষেমঙ্করী দেবী, ঝর্ণা মিত্র, বাসন্তী ভট্টাচার্য্য।

সার্টিফিকেট পাইয়াছেন—মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা মিত্র, শঙ্করী সেন।

(৩) খেয়াল

গীতিকা দাস, স্নিগ্ধাঘোষ দস্তিদার, রমা চট্টোপাধ্যায়, পুষ্পলতা সাধুখাঁ, শোভারাণী চট্টোপাধ্যায়, প্রীতিলতা মিত্র, রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, যূথিকা মুখোপাধ্যায়, মীনা মজুমদার, সেবিকা নাগ, লীলা সাহা, উমারাণী দাস, বেদানা রায়, শান্তাকুমারী, অমিতা গুহ, আভারাণী চট্টোপাধ্যায়, অশ্রু সেন গুপ্তা, মনীষা গুপ্তা ও করুণা দেবী।

পারুল দে, ইভারাণী রায়, স্নেহময়ী চৌধুরী, অণিমা সেনগুপ্তা, মীরা ঘোষ, উর্ম্মিলা দাস, গীতা মুখোপাধ্যায়, সবিতা গুহ, নীহারিকা সেনগুপ্তা, অপর্ণা গাঙ্গুলী, ঝর্ণা মিত্র, নীরা সেন, জ্যোতির্ম্ময়ী দাস, আভা গুপ্তা, ঊষা সেনগুপ্তা, সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য, স্নিগ্ধা মিত্র, মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায়, কনক মিত্র, সুদক্ষিণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলী চট্টোপাধ্যায়, হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলরাণী সোম, উমারাণী সেনগুপ্তা, মণীভা গাঙ্গুলী।

(৪) টপ্পা

গীতিকা দাস, ইভারাণী রায়, বিভা বারিক, অণিমা চট্টোপাধ্যায়, কনক মিত্র, শৈল মুখোপাধ্যায়, মীরা সরকার, সুদক্ষিণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনা দাস, অনুরূপা দেবী, অণিমা বসু, জ্যোতির্ম্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীভা গাঙ্গুলী, উমারাণী সেনগুপ্তা, ঝর্ণা ভোস।

(আগামী বারে আরও নাম প্রকাশিত হইবে)।

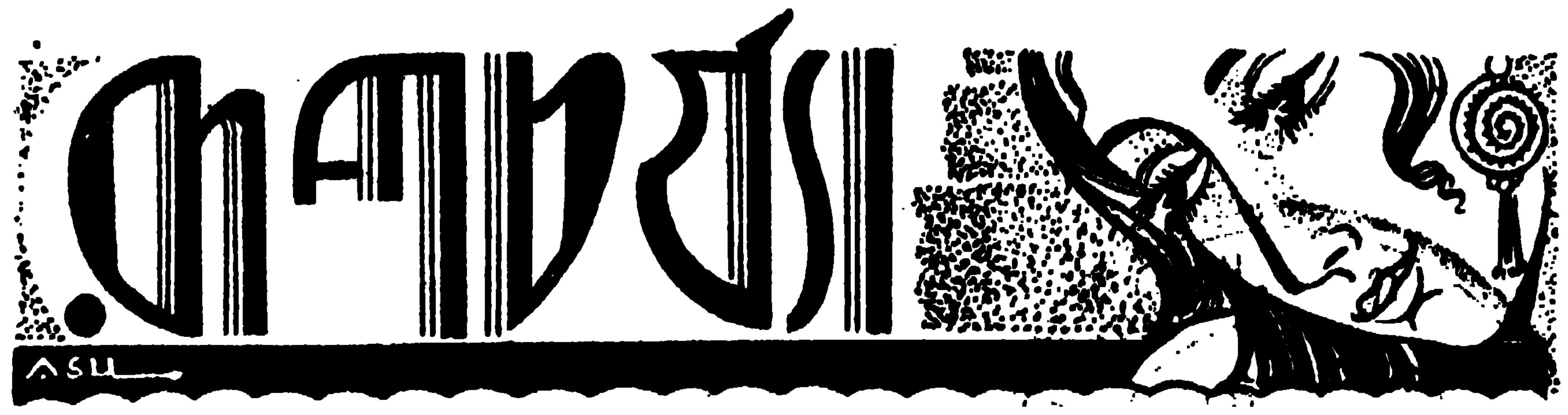

কেশ-পরিচর্য্যা

—শ্রীশ্যাম বসাক

চুলই হচ্ছে মেয়েদের সৌন্দর্য্যের পট-ভূমি। বসন, ভূষণ প্রভৃতি দ্বারা প্রসাধনে পারিপাট্য সাধনের পরেও একমাত্র কেশ-শ্রীর অভাবেই দেহ-সৌন্দর্য্য যথাযথ ভাবে প্রকাশে বাধা পায়। মাথাভরা সুন্দর চুল নরনারীর মুখে যে সৌন্দর্য্য এনে দেয়, অঙ্গ-রাগের ব্যবহার দ্বারা তা লাভ করা সম্ভবপর নয়। গায়ের রং যেমনই হোক্ না কেন, মুখের গঠনে অল্প-বিস্তর ত্রুটিও হয়ত থাকতে পারে, তবুও সুন্দর ও সুশোভন কেশপাশ মুখ-লাবণ্য কতকটা বাড়াবেই—তাতে কোন সন্দেহ নাই।

মাথার চুল ঘনই হক্ বা পাতলাই হক্, তার জন্য ম্রিয়মাণ হবার কোন কারণ নাই। সকলেরই মাথার চুল কিছু ঘন হয় না—এমন কি অনেক সাধ্য-সাধনা করেও। যেখানে সহজে মাথার ঘন চুল হবার কোন সম্ভাবনা নাই, সেখানে মাথায় যে চুল আছে, তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে, তাকেই সুন্দর ভাবে বজায় রাখার চেষ্টা করাই ভাল।

নর-নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য, মানসিক অবস্থা, প্রাকৃতিক আবহাওয়া, বাহিরের প্রতিক্রিয়া ও সংক্রামক ব্যাধি, যাবতীয় কেশ-রোগ, কেশ-পরিচর্য্যায় শৈথিল্য, কেশ-প্রসাধনের উপযুক্ত উপকরণসমূহ নির্ব্বাচনের অভাব প্রভৃতি নানা কারণে চুলের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। একটু অবহিত চিত্তে এদিকে নজর দিতে পারলেই চুলের সৌন্দর্য্যকে অনেকখানি বজায় রাখা যেতে পারে। সাধারণতঃ কেশ-প্রসাধনের জন্য যে শ্রম ও সময় ব্যয় হয়, এক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় কেবল সচেতন মন ও সতর্ক দৃষ্টির। সৌন্দর্য্য সাধনায় সফলতা লাভের পক্ষে এটি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

চুলের সৌন্দর্য্যহানিকর যে সকল কারণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি যথাসময়ে আলোচনা করব। চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বজায় রাখার পক্ষে অনুকূল অনেক বিধি-ব্যবস্থা আছে। তার মধ্য থেকে আজ কয়েকটির কথা বলব। বাকী-গুলিও ক্রমে ক্রমে 'দীপালী'তেই বেরোবে। যাঁরা অল্প আয়াসে চুলের সৌন্দর্য্য বজায় রাখতে চান, তাঁরা এগুলি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ভরসা আছে, এর দ্বারা তাঁরা উপকারই পাবেন।

শীতকাল এসে পড়েছে শীত ক্রমশঃ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই চুল রুক্ষ দেখায়। অন্যান্য নানা কারণ থাকলেও শীতের হাওয়াই যে এর প্রধান কারণ, তার প্রমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। শীতের হাওয়া বায়ুবর্দ্ধক এবং রুক্ষতাজনক। শীতকালে দেহ শুষ্ক ও রুক্ষ হয়, এটা বেশ ভাল ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। এ সময় নিয়মিত তেল না মাখলে গা, হাত, পা খস্‌খসে দেখায় ও চড়চড় করে। চুলের সম্বন্ধেও একথা খাটে, শীতের হাওয়া চুলকে শুষ্ক ও শীর্ণ করে তোলে, রুক্ষতাহেতু চুলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যও অনেকখানি কমে যায়।

রুক্ষতানাশের পক্ষে তেলই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। প্রতিদিন চুলের গোড়ায় কোন ভাল তেল ঘষে ঘষে মাখতে পারলে চুলের রুক্ষতা নষ্ট হয়। তবে নিয়মিত তেল ব্যবহারের পরেও যাঁদের চুলের রুক্ষতা সহজে নষ্ট হতে চায় না—সেখানে বুঝতে হবে তাঁদের দেহে স্নেহ পদার্থের অভাব হয়েছে অথবা চুলের গোড়ায় যে তৈলপ্রদ গ্রন্থি আছে, তার ক্রিয়া যথাযথ ভাবে সম্পাদিত হচ্ছে না। শরীরের স্নেহের অভাব পূরণের জন্য প্রত্যহ কিছু দুধ, ঘি, মাখন প্রভৃতি খাওয়া এবং তৈলপ্রদ গ্রন্থির ক্ষরণ ক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য প্রত্যহ তিন চার বার কিছু ক্ষণের জন্য আঙ্গুলের ডগা দিয়ে মস্তক চর্ম্মের ওপর ধারে ধারে ঘষা এবং তারপর চিরুণী ও ব্রাস ব্যবহার করতে পারলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। অনেকে আবার চুলে তেল মাখার ততটা পক্ষপাতী নন, তাঁরা অন্তত শীতকালে প্রতিদিন সামান্য পরিমাণ তেল যদি ব্যবহার করেন, তবে তাতে তাঁদের কোন অসুবিধা হবে না, বরং তেল চুলের গোড়ায় প্রবেশ করে পুষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়তা করার সঙ্গে চুলকে লাবণ্যময় করে তুলবে।

অনেক সময় ময়লা জমেও চুলের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে চুলের ময়লা পরিষ্কার করা বিশেষ ভাবে দরকার। অনেকেই চুল পরিষ্কারের জন্য কঠিন বা তরল সাবান ব্যবহার করে থাকেন। সাবান ব্যবহারের সময় আর একটা কাজ করতে পারলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়—চুলের ময়লা পরিষ্কারের সঙ্গে চুলের তারুণ্যও অনেকখানি বেড়ে যায়। কাজটা আর কিছুই নয়—সাবান দিয়ে মাথা পরিষ্কার করার আগে খানিকটা খাঁটি নারকেল তেল অল্প একটু গরম করে নিয়ে ঘষে ঘষে মাথায় মেখে আধ ঘণ্টা মাথায় রেখে দেওয়া। তার পর কোন ভাল সাবান (কঠিন সাবান হ'লে তা খুব কুচি কুচি করে কেটে নিতে হবে) একটা কলাই করা বাটীতে রেখে তাতে গরম জল ঢেলে দেওয়া। সাবান বেশ ভাল ভাবে গলে

গেলে পর, একটা ডিম ভেঙে নিয়ে ঐ জলে ঢেলে দিয়ে বেশ করে মিশিয়ে নিতে হবে। যাঁরা ডিম ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক, তাঁরা খানিকটা দুধ মিশিয়ে নিতে পারেন। এটি চুলে দু'বার ব্যবহার করতে হবে। প্রথম একবার চুলে মাখিয়ে চুল ধুয়ে ফেলার পর আর একবার মাখিয়ে চুল বেশ ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে। চুলে এটা মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে পারলে ভাল হয়। তারপর যিনি যে তেল ব্যবহার করেন, সেটি সামান্য পরিমাণে চুলে ঘষে চিরুণী ও ব্রাশ দিয়ে আঁচড়াবেন। দেখবেন চুল কেমন কমনীয় ও রমণীয় হয়ে উঠেছে।

চুল আঁচড়াবার পর ব্রাস খোলা জায়গায় ফেলে রেখে দেওয়া ঠিক নয়। তাতে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা সমস্ত দিন ধরে অল্পে অল্পে ব্রাসে এসে সঞ্চিত হয়। এভাবে ব্রাস অতি অল্পদিনেই অপরিষ্কার হয়ে পড়ে। বাক্স প্রভৃতির ঘেরাটোপ ত' অনেকেই বাড়ীতে তৈরী করে থাকেন। ব্রাসের জন্যও অনায়াসেই একটা তৈরী করা যেতে পারে। ব্রাস ব্যবহারের পর ব্রাসটী তার মধ্যে রেখে ভাল করে মুখ বেঁধে দিলে যেমন সহজে ময়লা হয় না, তেমনই নানা পোকা মাকড়ের উপদ্রব থেকেও ব্রাসটী রক্ষা পায়।

চুলের কমনীয়তা সকল ঋতুতে সমভাবে বজায় রাখার পক্ষে অনুকূল আর একটী অতি সহজ ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন সকালে চুলের গোড়ায় অল্প একটু তেল দিয়ে চিরুণী ও ব্রাসের দ্বারা আঁচড়ে নিতে পারলে চুলের মসৃণভাব বিকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। তারপর বিকালে যথারীতি কেশ-প্রসাধন ত' আছেই।

বঙ্গের বাহিরে নূতন বাঙলা মাসিক—

—বন্দনা—

বন্দনা, তরুণ-সম্প্রদায়ের—

—ব্যবসায়ীর বন্দনা—

বন্দনার বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ—

প্রকাশক ও মুদ্রাকর: কীর্ত্তি ফাইন আর্ট প্রেস, সুন্দরবাগ, লক্ষ্ণৌ।

সম্পাদক: শ্রীসুনীলকুমার বসু, সুন্দরবাগ, লক্ষ্ণৌ।

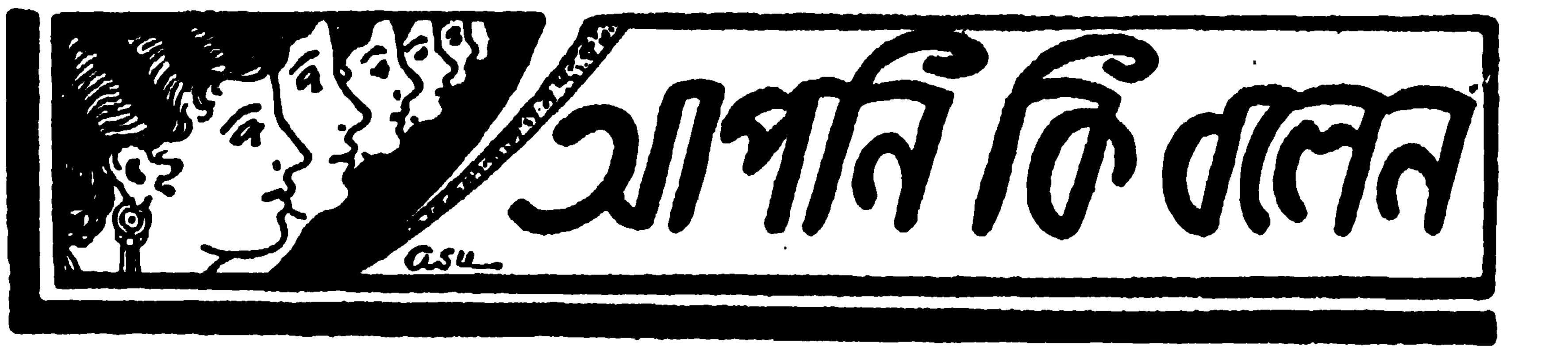

(১)

"মুক্তি চাই"

মাননীয়া দীপালী "নারীলোক" পরিচালিকা
মহাশয়া সমীপেষু—

মহাশয়া,

রিজিয়া বেগম চৌধুরীর "মুক্তি চাই" পত্র পড়িয়া কয়েকটী কথা মনে পড়িল। পুরুষ ও নারীর কর্ম্ম বিধাতা স্বতন্ত্র ভাবে দিয়াছেন। যে কার্য্য পুরুষ সম্পন্ন করিতে পারে সে কার্য্যে নারীর হস্তক্ষেপ না করাই কর্ত্তব্য। আর নারীর জন্য যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে কার্য্যও পুরুষের করা কোন মতে উচিত নহে। পুরুষ যদি ভাতের হাঁড়ী নামায় কিংবা ঝিনুক বাটী হইয়া শিশুকে দুগ্ধ পান করায়, তাহা হইলে সে পুরুষকে আমরা "মেয়েন্তাকা" ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করিব। আর তেমনি নারীও যদি গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যায় তাহা হইলে এ সকল আমাদের নিকট বিসদৃশ ঠেকে। আজকাল কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় অনেক মেয়ে চাকরী করিয়া টাকা জমাইয়া নিজের বিবাহের খরচ নিজে দেয়। অনেক স্থলে দেখা যায় স্ত্রীর চাকরী করা প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই চাকরী করিতেছেন। যতই উড়াইয়া দেওয়া যাউক ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। নারীর জন্য যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা যদি নারী করে তাহাতে ক্ষতি কি? পুরুষের কর্ম্মে নারীর যেরূপ কোন অধিকার নাই সেরূপ নারীর গৃহস্থালীতেও গৃহব্যবস্থায় পুরুষের কোন দাবী নাই। যে পুরুষ একবার সকল ভার গ্রহণ করিয়া নারীকে বিবাহ করিয়াছে, তাহাকেই যদি আবার অর্থের জন্য বাহিরে পাঠায়, তাহা হইলে ইহার চাইতে লজ্জার বিষয় আর কি আছে? ইহাতে নারীকে অতি হেয় জ্ঞান করা হয়। নারী যদি বিবাহিত হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে তিনি কি খাঁচায় আবদ্ধা? অতিথি সেবা, অন্ন পাক এ সকল দাসীর কর্ম্ম নহে। ইহাতে নিজের আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। আমার লেখার অর্থ ইহা নহে যে নারী বিদ্যাশিক্ষা করিবে না। মনের তৃপ্তির জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিলেও আমরা আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র গৃহ ছাড়িব না। নারী যদি গৃহকে খাঁচা মনে করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহা হইলে সে সংসার কদাপি সুষ্ঠুভাবে চলিবে না এবং কদাপি সে সুখী হইবে না। এখন যদি কোন নারী, নারীর যাবতীয় আচার পালন করিতে যান, আজকালকার কালে অনেকে ইহাকে কুসংস্কার মনে করেন। যদি কোন নারী গৃহকর্ম্ম নিজ হস্তে সম্পূর্ণ করিয়া স্বামীর সহিত বাহিরে যান, তাহা হইলে ইহাকেই বলে স্বাধীনতা। স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে—স্বামী স্ত্রীর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না, স্ত্রী যথেচ্ছা ভ্রমণ করিবে ইত্যাদি। নারীও এ স্বাধীনতায় সুখী কি? শিক্ষিতা স্ত্রী হইলেও তিনি এমন গুণে ভূষিতা হইবেন যাহাতে গৃহের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। পুরুষ-ভাবাপন্ন নারী কখনও সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে পারে না।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন।

কুমারী বিজলী সরকার
C/O A. T. Sarkar.
Clerk Road, Puri.

লেখক

বাংলায় ক্রিকেট

—শ্রীঅমর ভট্টাচার্য্য

বন্ধু বললেন দেখ, গঠনমূলক সমালোচনাই হচ্ছে স্বাস্থ্যকর এবং উন্নতির পথ-প্রদর্শক। বন্ধুর কথাটা মেনে নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করবার চেষ্টা কোরবো।

বাংলা দেশের ক্রিকেটের এই অবস্থায় দুটি সমস্যার উদয় হয়েছে—একটি হচ্ছে খেলোয়াড়দের খেলার উন্নতি করা, অপরটি হচ্ছে নতুন খেলোয়াড়দের সৃষ্টি করা। খেলোয়াড়দের খেলা কি ভাবে উন্নতি করা যেতে পারে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা গত পূজা সংখ্যায় করেছি।

বাংলা দেশের এখনকার আবহাওয়া নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টির পথে যথেষ্ট অন্তরায় হবে। এতদিন ধরে কি করে খেলোয়াড় সৃষ্টি হয়েছে—এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে পূর্ব্বে যাঁরা খেলোয়াড় বলে পরিচিত হয়েছেন তারা কোন দিনই ছন্দবদ্ধ পন্থা অনুসরণ করে বা কোন প্রকার নিয়মের বশবর্ত্তী হয়ে খেলোয়াড় হবার সুযোগ পান নি, তাঁদের খেলোয়াড় হবার অদম্য উৎসাহই তাঁদের সাফল্যের কারণ। তাঁরা সযত্নে রোপণ করা বৃক্ষের ফুল নয়, তাঁরা পথের ধারে নিজের ইচ্ছায় ফোটা আগাছা। যদি নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টির কোনো পথ না থাকে—তা হলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা দিন দিনই কমে আসবে এবং আসছেও। খেয়াল সৃষ্টি করতে পারে ব্যষ্টি, কিন্তু সমষ্টি সৃষ্টি করতে চাই নিয়ম—চাই শৃঙ্খলা।

সমস্যা হচ্ছে নতুন খেলোয়াড় কি করে সৃষ্টি করা যায়? পাঠ্য জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই

আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু, চিত্র-প্রদর্শক ও চিত্র-নির্ম্মাতাদের নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

●●

এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৯৬-ই চৌরঙ্গী স্কোয়ার :: কলিকাতা

জয়যাত্রার পথে

১৯৩৮—৩৯

ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতির পথে বৎসরের পর বৎসর অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইয়া, হিন্দুস্থানের জয়যাত্রার যে অভিযান চলিতেছে, তাহার আদর্শ অনুযায়ী কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ও জনসেবার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে বলিয়াই তাহা সম্ভব হইতেছে। এ বৎসরের গৌরবময় সাফল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সত্বর দাবী মিটান, সুবিধাজনক বীমাসর্ত্ত প্রদান, উন্নত প্রণালীর বিবিধ বীমার ব্যবস্থা, সমাজ-সেবা, আর্থিক সচ্ছলতা, মিতব্যয়িতার সহিত কার্য্য পরিচালনা, ইত্যাদি লক্ষ্য করিলেই হিন্দুস্থানের ক্রমোন্নতির কারণ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

আর্থিক পরিচয়

নূতন বীমা	... ...	৩	কোটী	১৪	লক্ষের	উপর
চল্‌তি বীমা	... ...	১৬	„	৩৪	„	„
মোট সংস্থান	... ...	৩	„	৩৬	„	„
জীবনবীমা তহবিল	... ...	২	„	৯৬	„	„
দাবী শোধ	... ...	১	„	৮৫	„	„
বীমার চাঁদা বাবদ আয়	... ...			৭৪	„	„

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায়—১৮৲ টাকা   আজীবন বীমায়—১৫৲ টাকা

পূর্ব্বের মতই জীবন বীমার চুক্তিপত্রে লিখিত সর্ত্তাদি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করাই "হিন্দুস্থান"এর মূল নীতি—এ নীতি এখনও আছে এবং চিরদিন থাকিবে।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

হেড অফিস— হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা

—ব্রাঞ্চ—

বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, পাটনা, ঢাকা।

—এজেন্সী—

ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, সিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রিঃ ইঃ আফ্রিকা।

খেলার জীবনও সুরু হবে—অর্থাৎ এই সময় থেকেই যদি কোন বিশেষ খেলার সাথে পরিচিত করে দেওয়া যায়—তা হলে সেই খেলা মজ্জাগত হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে স্কুলই হচ্ছে খেলার গোড়া পত্তন করবার প্রধান কেন্দ্র। স্কুলই নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টির উৎস। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত যাঁরা বাংলা দেশে খেলোয়াড় বলে পরিচিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেহই স্কুল থেকে খেলার অনুপ্রেরণা পান নি। উৎস কোথায়—তা' ত' নিরূপণ করা গেল, কিন্তু তার মুখ বন্ধ—খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলকে কি প্রকারে ক্রিকেটের সাহায্যে জাগানো যায়, তাই হচ্ছে এখন সমস্যার বিষয়।

স্কুলে খেলার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এতে সব চেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি এবং সহযোগিতা। কি ভাবে খেলা সুরু করতে হবে, এ ত' একটা ভাববার বিষয়। আমার মনে হয়, স্কুলে প্রতিদিন নেট প্র্যাকটিশের ব্যবস্থা করা দরকার—তাতে প্রায় সকল ছেলেই যাতে যোগদান করতে পারে, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। এই রকম প্র্যাকটিশের ব্যবস্থা স্কুলের ছুটির পর হলেই চলবে। কিন্তু এ ছাড়া প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে স্কুলের সময়ের ভিতরে কোন একজন ক্রিকেট শিক্ষক আনিয়ে এক এক দিন এক একটি ক্লাসকে শিক্ষা দিতে হবে। এই শিক্ষার ভিতর কোন প্রকার জটিলত থাকবে না—খুবই প্রাথমিক ধরণের শিক্ষা দিতে হবে। যেমন কি করে ব্যাট ধরতে হয়, বলের কোন জায়গায় ধরে কি ভাবে বল করতে হয়, কি করে উইকেটের পেছনের বল ধরতে হয়, কি করে বল লুফতে হয় প্রভৃতি এই প্রকার ক্রিকেট খেলা অভ্যাসের ব্যবস্থা করতে হবে—তাছাড়া প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা দরকার—কেন না খেলার মাপকাঠিই হচ্ছে প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাও নিয়ম এবং শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে চালাতে হবে। প্রত্যেক সহরে যতগুলি করে স্কুল আছে, সকলে মিলে একটি লীগ সৃষ্টি করতে হবে এবং তাতে করে প্রত্যেক স্কুল প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাতে পারবে।

স্কুলের পর কলেজ—সেখানে এই সব খেলোয়াড়দের আর নূতনত্বের অনভিজ্ঞতা থাকবে না। তারা তখন খেলাটির বিষয় মোটামুটি জানে। কিন্তু এখন কি হয়, বেশীর ভাগ কলেজেই ভূঁইফোড় ওস্তাদের অভাব নেই। কার্য্যতঃ তারা কিছু পারুক আর না পারুক, মুখে তারা ব্র্যাডম্যানের সমকক্ষ। বাক্যবীরের অভাব বাংলা দেশে কোন দিনই হয় না। এই স্কুল-ফেরতা ক্রিকেট খেলা-জানা খেলোয়াড় দিয়ে কলেজের খেলাতে যথেষ্ট উন্নত হবে এবং সাধারণ খেলার ভবিষ্যতও হবে সমুজ্জল।

এই ভাবে যদি খেলার আয়োজন করা যায় তা'হলে নূতন নূতন খেলোয়ার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। একবার যদি চিন্তা করে দেখা যায় যে, ভবিষ্যতে এক বাংলা দেশেই প্রভূত খেলোয়াড় সৃষ্টি হবে এবং তারা যে-কোন দলের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার সমকক্ষ হবে—এ চিন্তাতেও আনন্দ আছে।

—অভিমন্যু

১৯৩৯ সাল চলিয়া গেল। আসিল ১৯৪০। একটি বৎসর চলিয়া যাওয়া মানে অসীম কালস্রোতের ঘূর্ণিবার আবর্ত্তে একটি বুদ্বুদের বিলয় প্রাপ্তি ঘটিল। এই সুদীর্ঘ এগার বৎসর কাল নটনাথের সেবা করিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিয়াছি কি না জানি না কিন্তু পূজারীর আশা মেটে নাই। তাই নববর্ষে আবার নবীন আগ্রহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। গত বৎসর পট ও পীঠে যতগুলি অর্ঘ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার একটা তালিকা দিতেছি।

চিত্রজগৎ

নিউ থিয়েটার্স

নিউ থিয়েটার্স বাংলা দেশ তথা ভারতের গৌরব। ইহাদের নিম্নলিখিত ছবিগুলির কলিকাতায় মুক্তি হইয়াছে—

অধিকার (বাংলা ও হিন্দী), কপালকুণ্ডলা (হিন্দী), ষ্ট্রীট সিঙ্গার (হিন্দী), সাপুড়ে (বাংলা ও হিন্দী), দুশমণ (হিন্দী), জীবন মরণ (বাংলা), বড়দিদি (বাংলা ও হিন্দী), রজত-জয়ন্তী (বাংলা) ও ধাতৃমাতা (হিন্দী)।

বর্ত্তমানে পরিচালক অমর মল্লিক মহাশয় সুসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "শুভযোগ" উপন্যাস অবলম্বনে বাংলা ও হিন্দী উভয় সংস্করণে একখানি ছবি তুলিতেছেন। নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় যথাক্রমে পাহাড়ী সান্যাল ও কানন দেবী অভিনয় করিতেছেন।

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের "প্রিয় বান্ধবী"র চিত্ররূপ দিতেছেন। ছবিখানি কেবলমাত্র হিন্দী সংস্করণেই গৃহীত হইতেছে। নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় যথাক্রমে সায়গল ও যমুনা অভিনয় করিতেছেন।

পরিচালক দেবকী বসুর পরবর্ত্তী ছবির

ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তাই ইহার অপ্রতিহত গতি!

১৩শ

সপ্তাহ

চলিতেছে!

সন্ত তুলসীদাস

কবি ও সাধকের অনবদ্য জীবন - কাহিনী

প্রভাত সিনেমায়

দেখানো হইতেছে।

●

আসিতেছে!

রণজিতের

অছুৎ

শ্রেষ্ঠাংশে:

গহর

●

দেবদত্ত ফিল্মের

হিন্দী পৌরাণিক চিত্র

রুক্মিণী

●

আসিতেছে!

সুপ্রীম পিকচার্সের বিরাট চিত্র

গাজি সালাউদ্দীন

●

রণজিতের

আর একখানি যুগান্তকারী চিত্র

ইণ্ডিয়া টু-ডে

—বুকিং-এর জন্য প্রস্তুত—

(১) আধুরী কহানী (২) মাদার ইণ্ডিয়া

(৩) এ্যাজ ইউ প্লিজ (৪) ব্রহ্মচারী

(৫) ব্র্যাণ্ডির বোতল (৬) কিক্ বা ঠোক্কর

পরিবেশক:

মানসাটা ফিল্‌ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৩৭, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, :: কলিকাতা

টেলিফোন—কলি: ৫৪২৭ :: টেলিগ্রাম—VIMANSATA

নামকরণ এখনও হয় নাই, তবে শ্রীমন্মথ রায়ের একটি গল্পের চিত্রনাট্য লেখা হইতেছে।

ফণী মজুমদার শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্প অবলম্বনে একখানি ছবি তুলিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

হেমচন্দ্রের নূতন ছবি "পরাজয়" (বাংলা) মুক্তি-প্রতীক্ষায়। ইহার হিন্দী সংস্করণ "জোয়ানী-কী-রীত" উত্তর ভারতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, এবং সেখানে চিত্র-প্রিয়দের চিত্ত জয়ও করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কালী ফিল্মস

ইহারা এ বৎসর মাত্র দুইখানি ছবি তুলিয়াছেন—"শর্ম্মিষ্ঠা" ও "চাণক্য।" কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটিই দর্শকদের খুসী করিতে পারে নাই। ইহাদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জ্ঞাত নই।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

ইহাদের একখানি বাংলা ও একখানি হিন্দী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিয়াছে—"পরশমণি" ও "তকদীর-কী-তোপ।" শ্রীপ্রফুল্ল রায় পরিচালিত "পরশমণি" চিত্র-রসিকদের খুসী করিয়াছে: দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সত্যই মনোমুগ্ধকর।

"মাতোয়ালী মীরা" (হিন্দী ও পাঞ্জাবী) মুক্তি প্রতীক্ষায়। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী শীঘ্রই একখানি বাংলা ছবি আরম্ভ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

রাধা ফিল্ম কোম্পানী

ইহারা এ বৎসর তিনখানি পৌরাণিক ছবি তুলিয়াছেন যথা "নর-নারায়ণ," "জনক নন্দিনী," ও "বামনাবতার।" শেষোক্ত ছবিখানি বর্ত্তমানে রূপবাণীতে চলিতেছে। ইহাদের পরবর্ত্তী ছবির নাম "সুভদ্রা হরণ।"

মতিমহল থিয়েটার্স

এ বৎসর ইহারা একমাত্র বাংলা ছবি "দেবযানী" তুলিয়াছেন। ইহাদের পরিবেশনাধীনে প্রফুল্ল পিকচার্সের "কমলে কামিনী" রাধা ষ্টুডিওতে তোলা হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পিকচার্স

ইহারা একখানি বাংলা ও একখানি পাঞ্জাবী ছবি তুলিয়াছেন—যথা "মখের ধন" ও "সোনি কুমারাণ"। বর্ত্তমানে এখন ইহারা কোন ছবি তুলিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

দেবদত্ত ফিল্মস্

"রুক্মিণী" ইহাদের এ বৎসরের একমাত্র ছবি। "পথ ভুলে" নামক আর একখানি বাংলা ছবি ইহারা হীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তুলিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাইয়াছিলাম, কিন্তু বর্ত্তমানে আর কোন খোঁজ খবর পাই নাই। "পথ ভুলে" কতদিনে পথ খুঁজিয়া পাইবে?

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

"রিক্তা", "আশা" ও "দি রাইজ" কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিয়াছে। প্রথমটি বাংলা ও শেষের দুটি হিন্দী। "দিল-হী-তো-হায়" বোম্বায়ে মুক্তিলাভ করিয়াছে, কিন্তু কলিকাতায় মুক্তি-প্রতীক্ষায়। সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় "তটিনীর বিচার" সমাপ্তির পথে। হীরেন বসু তাঁহার "অমর গীতি"র কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। "ভক্ত কবীরের" জীবনী অবলম্বনে একখানি হিন্দী ছবির কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর মুখ্যাংশে চিত্রাবতরণ করিবেন।

ফিল্ম প্রোডিউসার্স লিঃ

নিরঞ্জন পালের পরিচালনায় "শুকতারা"র চিত্রগ্রহণ চলিতেছে। অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রতিমা দাশগুপ্তা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন।

কমলা টকীজ

ইহাদের "স্বামী-স্ত্রী"র চিত্রগ্রহণ সতু সেনের পরিচালনায় প্রায় শেষ। ইহাতে ছায়া দেবী প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় "রাজকুমারের নির্ব্বাসন"-এর শুটিং চলিতেছে।

আকর্ষণ **বশীকরণ**

||| রুদ্রচণ্ডী প্রসাদেন কিং ন সিধ্যতি |||

সম্মোহন বাণ "৺মা রুদ্রচণ্ডীর প্রসাদ অব্যর্থ ফলপ্রদ"

ধারণে আপনার (পুরুষ কি স্ত্রী) অভিষ্ট সিদ্ধি, পারিবারিক সুখশান্তি, কর্ম্মক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে, শত্রুতায়, প্রতিযোগিতায়, প্রণয়ে, বিবাহে, লোকবল, অর্থবল, জীবনে সম্পূর্ণ সফলতা কাম্য হইলে একবার "সম্মোহন বাণ" ধারণ করুন।

তান্ত্রিক ক্রিয়া ও মন্ত্রশক্তি চিরপ্রত্যক্ষ, গ্যারেণ্টী, মূল্য ফেরৎ, পুরস্কারের প্রলোভন নিষ্প্রয়োজন। সর্ব্বত্র জয়লাভ, অত্যন্ত সহজ ও সুলভ হইবে, কোনরূপ বিপদাশঙ্কা থাকিবেনা।

পত্রাদি সর্ব্বদা গোপন রাখা হয়

তিনরাত্রি মধ্যে স্বপ্নাদেশ, ১৫ দিন মধ্যে পূর্ণমনোরথ অনিবার্য্য জানিবেন, নাম গোত্র ও উদ্দেশ্য সহ পূজাদির অগ্রিমব্যয় মাত্র ১০৲ টাকা, ক্ষেত্র ও পাত্র বিশেষে মূল্য ১০০১৲ টাকা, ভিঃ পিঃ হইলে ।৵০ আনার টিকিট পাঠাইবেন। পত্রে বিশেষ বিবরণ জ্ঞাতব্য। যেই কোন একটি অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য "সম্মোহন রাখী" ১।০ আনা মাত্র।

তান্ত্রিকাচার্য্য—শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী (মঠাধ্যক্ষ) নবগ্রহবাড়ী, চট্টগ্রাম, A. B. R.

জীবনকে ভয় কোরো না——!

প্রভাত ফিল্মের

অনবদ্য—অতুলনীয় সমাজ-চিত্র

মানুষ

শ্রেষ্ঠাংশে—

শান্তা হুবলীকার, শাহু মোদক,
রাম মারাঠে, মঞ্জু, গৌরী,
বুয়া সাহেব, মাষ্টার ছোটু

পরিচালক—

ভি, শান্তারাম

২রা ডিসেম্বর হইতে
সগৌরবে চলিতেছে

চিত্র-পরিবেশক :

কপুরচাঁদ লিমিটেড

৩৯, বেন্টিক ষ্ট্রীট কলিকাতা

হৃদয়ে উষ্ণতার স্পর্শ—রক্তে
উষ্ণ অনুভূতি—নিবিড়, নীরব
রক্ত-সংস্পর্শ — আর কি
চাইতে পারে মানুষ?

●

অনেকগুলো সুর নিয়ে
আমাদের এই জীবন—কোনো
একটি যদি বাদ পড়ে যায়,
তা হলে নিজেকে খণ্ডিত,
বিভক্ত, অঙ্গহীন মনে হয়।

●

তাহলে সকলকেই বাঁচতে
হবে—এই বাঁচাই আমাদের
সব চেয়ে বড় সাধনা—
জীবনকে সহ্য করা, জীবনকে
পরিপূর্ণ করে তোলা!

●

আজই দেখুন

"প্যারাডাইস"এ

প্রত্যহ ৬। ও ৯।টায় : শনি, রবি ও ছুটির দিন—ম্যাটিনী ৩টায়

উত্তরায় "চাণক্য"

৺দ্বিজেন্দ্রলালের সুপ্রসিদ্ধ নাটক "চন্দ্রগুপ্তে"র নামান্তর এই "চাণক্য"। চাণক্যের চরিত্রটিকে প্রাধান্য দিবার জন্যই ইহা করা হইয়াছে। ছবি দেখিয়া ইহাকে চলচ্চিত্র কোনমতেই বলা চলে না। ইহাকে মঞ্চাভিনীত নাটকের আসল প্রতিচ্ছবি বলিলেও কোনরূপ অত্যুক্তি করা হয় না। ছবিখানির ভিতর একমাত্র আকর্ষণ শিশির কুমার ভাদুড়ীর অনবদ্য অভিনয়। তিনি ছাড়া মুরা (৺কঙ্কাবতী ও রাজলক্ষ্মী) ও কাত্যায়ন (নরেশ মিত্র) সু-অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলির মধ্যে কেহই মনে রেখাপাত করে না। ফটোগ্রাফী অতি সাধারণ পর্য্যায়ের। রেকর্ডিং-এর প্রশংসা করিতে পারিলাম না। দৃশ্য-সজ্জায় মনোরঞ্জন ভৌমিক মহাশয় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

রূপবাণীতে "বামনাবতার"

বলির অহঙ্কার চূর্ণ করিতে বামনরূপে শ্রীকৃষ্ণের ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করিলে বলি তাহা দিতে স্বীকৃত হন। বামন প্রথম পদ স্বর্গে, দ্বিতীয় পদ মর্ত্ত্যে এবং তৃতীয় পদ বলির মাথায় রাখেন ও বলিকে পাতালে যাইতে আদেশ দেন। গল্পের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি যে নাই তাহা নহে, তবে চিত্রনাট্য রচনায় ও গল্পের বিন্যাসে হরি ভঞ্জ মহাশয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। যতীন দাস মহাশয় তাঁহার ক্যামেরার কাজ অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। পাতালের দৃশ্য এবং অন্যান্য trick sceneগুলি আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছে। দৃশ্য-সজ্জা খুব সুন্দর। অভিনয়ের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী (বলি), তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী (প্রহ্লাদ), শীতল পাল (অনুহ্লাদ) ও শিপ্রাবালা (বিন্ধ্যবলী) প্রশংসনীয় অভিনয় করিয়াছেন। নাম ভূমিকায় বালক-অভিনেতা মুকুল রায় চৌধুরীর গানগুলি ভালই গাহিয়াছেন। মোটের উপর "বামনাবতার" তুলিয়া রাখা ফিল্ম কোম্পানী আর একবার সপ্রমাণ করিলেন যে পৌরাণিক ছবি তুলিতে তাঁহারা অদ্বিতীয়।

মিনার্ভা—"অভিযান" ও "দেবী দুর্গা" ইহারা পাদপ্রদীপে উপস্থিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শিশিরকুমার ভাদুড়ী এখানে আসিয়া পুরাতন নাটকগুলির পুনরভিনয় করিতেছেন।

ষ্টার—"সোনার বাংলা," "জাহ্নবী" ও "জননী জন্মভূমি" নামক তিনখানি নাটক সাধারণ্যে উপস্থিত করিয়াছেন। শেষোক্ত নাটকখানিই এখন এখানে অভিনীত হইতেছে।

রঙমহল—"ডক্টর মিস কুমুদ," "মাকড়সার জাল," "মাটির ঘর," ও "বিশ বছর আগে"—এই চারখানি নাটকই ইহারা মঞ্চরসিকদের এ বৎসর উপহার দিয়াছেন। শেষোক্ত নাটকখানি সম্প্রতি উদ্বোধিত হইয়াছে।

নাট্যনিকেতন—"পথের দাবী," ও "মহামায়ার চর" ইহাদের অবদান। শেষোক্তখানি এখন এখানে অভিনীত হইতেছে।

নাট্য-ভারতী—"মধুমালা" ও "সংগ্রাম ও শান্তি" ইহারা এ বৎসর প্রযোজনা করিয়াছেন।

ঋতুসঙ্কট যে কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য বহু পরীক্ষিত ১৸০ (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) দেখা করুন ৮—১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়।

শ্বা—মুখে জীবে গলায় মাড়ীতে দাঁত কন্ কন্ করা, নড়া, ফোলা ॥০। **টনসিল** (আলজীব) বৃদ্ধিই বিনা অস্ত্রে আরোগ্য ॥০। ডাক খরচ ॥৵০। মিসেস দাস বনজ বিশারদ ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D), কলিকাতা।

নানাকথা

রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ" অভিনয়

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সাহায্যার্থে চারণ-সঙ্ঘের উদ্যোগে আগামী ৪ঠা জানুয়ারী রাত্রি ৭॥০টায় রঙমহল রঙ্গমঞ্চে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ" অভিনীত হইবে। অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও সুবিখ্যাত সুর-শিল্পী এই অভিনয়ে যোগ দিবেন। উদ্যোক্তাগণ এবিষয়ে সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করেন।

টসের চা

আমরা বহু দিন হইতে টসের চা ব্যবহার করিয়া দেখিতেছি এবং আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, কখনই ইহার সুন্দর গন্ধ ও চমৎকার স্বাদের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ভারতীয় চায়ের মধ্যে টসের চা যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং ইহার প্রমাণ পাই বড় বড় পার্টিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টসের চা'র প্রচলন দেখিয়া।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত শ্রীপ্রবোধকুমার গোস্বামী

গোস্বামী মহাশয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষে বিশেষ পারদর্শী। তন্ত্র-শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং আমরা শুনিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম যে, তিনি হস্তরেখা এবং জন্ম-তারিখ হইতে অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন। অধিকন্তু গ্রহবৈগুণ্যাদিজনিত দুঃস্থ নরনারীর মঙ্গল প্রচেষ্টা সত্যই ধন্যবাদার্হ। দীপালীতে অন্যত্র প্রকাশিত তাঁহার বিজ্ঞাপন হইতে সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারা যাইবে। গোস্বামী মহাশয় দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করুন, ইহাই প্রার্থনা করি। ৭

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিত...
জন্ম দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা—১॥০, ২॥০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি. লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

১২ সপ্তাহ !!

জীবন-মরণ

জীবন যুদ্ধে মৃত্যুকে পরাজিত করিবার পথের সন্ধান পাইবেন

জীবন-মরণ

কাহিনীতে, নৃত্য-গীতে অপূর্ব্ব চিত্র

সপরিবারে অবশ্যই দেখিবেন!

চিত্রা

ফোন: বি, বি, ১১৩৩

সোমবার, ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত

প্রত্যহ:— ৩, ৬৷০, ৯৷০

নিউ থিয়েটার্সের আগতপ্রায় নূতন সমাজ-চিত্র

পরাজয়

এক দিকে চিরাচরিত সংস্কারের অনুশাসন,

অন্য দিকে অতি-আধুনিকতার ভাব-স্রোতে স্বপ্ন-বিলাসী তরুণ-তরুণীর অভিযান।

●

পরিচালক: হেমচন্দ্র চন্দ্র

ভূমিকায়: কানন, ভানু, অমর মল্লিক, শৈলেন, ইন্দু, জীবেন বসু, বীরেন দাস, জ্যোতি, রাজলক্ষ্মী এবং আরও অনেকে

●

আগতপ্রায়

উপহারে উপভোগে এবং উপকারিতায়

সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সর্ব্বজনাদৃত গ্রন্থাবলী - - - - -

উপন্যাস

সুন্দরী—২৲
দিবাস্বপ্ন—২৲
মায়ামৃগ—২৷৷০
জয়ন্তী—২৷৷০

ছোট গল্প

শাপমুক্তি—১৷০
পঙ্কজিনী—১৷০
শিকস্তিত্রী—১৷০
শেষদান—১৷০

নাটক

মীরাবাঈ—১৲
অবশেষে—৷৷০
সতী —৷০
কৃষ্ণ-সুদামা—৷০
সাবিত্রী—(স্বরলিপি সহ)—৷৶০

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি

প্রায় ৫০ খানি দুষ্প্রাপ্য হাফ্‌টোন ফটোসহ ঠাকুরবাড়ীর ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন ও মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীগণের কথা ও তদানীন্তন বাংলা দেশ ও বাঙালী সমাজের চিত্রবহুল আলেখ্য—২৲

●

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ যন্ত্রস্থ)—৷৷০

কাব্য

মন্দিরা—(২য় সংস্করণ)—৷৷৶০
খঞ্জনী—(ঐ)—৷৷৶০
সপ্তস্বরা—(ঐ)—১৲
পঙ্কপাত্র—৸০ পত্রচিত্র—৸০
চিত্র ও চিত্ত—১৲ হবিত্রী—৷৷০
রূপ ও ধূপ—৷৷০ ভবতী—৷৷০

●

ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনয়োপযোগী নাটিকা

সতী —৷০ কৃষ্ণ-সুদামা—৷
সাবিত্রী—(স্বরলিপি সহ)—৷৶০

সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

দীপালী কার্য্যালয়ে এক টাকার বেশী অর্ডার দিলে ডাক মাশুল লাগে না।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক, ১২৩১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দীপালী
সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়   সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ১১ই জানুয়ারী ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ২৬শে পৌষ ১৩৪৬ [২য় সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট", চার্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—৪৭ লন্ রোড, হ্যাম্পষ্টেড (সম্পাদকীয়)
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট (ব্যবসা বিষয়ক)

হিন্দু

সমগ্র হিন্দু জাতির পক্ষে ১৯৩৯ সালের বৃহত্তম ঘটনা হিন্দুমহাসভার একবিংশতিতম অধিবেশন এবং তাহার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সরল সহজ পরিষ্কার সুযুক্তিপূর্ণ এবং রূঢ় সত্যগর্ভ অভিভাষণ। ইহাতে অবান্তর ও বাহুল্য বা অসাময়িক প্রস্তাবের অভাব না থাকিলেও, তাঁহার বক্তব্যের মূলসূত্রটি সমগ্র হিন্দুজাতির চক্ষুরুন্মিলনী জ্ঞানাঞ্জনশলাকার কার্য্য করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিবে বলিয়া আমি মনে করি।

দীর্ঘকাল ধরিয়া পরমুখাপেক্ষা দাসত্ব এবং পরানুকরণ করিয়া, জাতির প্রাণ আজ অবসন্ন, শক্তি ক্ষীয়মাণ ও চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই তাহার চলার পথে কল্পিত ও অকল্পিত বহু বিঘ্নকুশাঙ্কুরও জন্মিয়াছে। জাতি হইয়াছে শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, নির্ব্বীর্য্য, উদাসীন। সহস্রাধিক বৎসরের এ গাঢ় সুপ্তি ভাঙাইতে চাই তীব্র কশাঘাত। সেই রক্তাক্ত করাবলেপে এ কুম্ভকর্ণের হয়ত জাগরণের অরুণোদয় ঘটিতে পারে। সুপ্তিনিমগ্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি উষারুণের কশাঘাতে শোণিতাক্ত কলেবরে যখন প্রথম নয়ন মেলে, তখনই ফুটিয়া উঠে মূর্দ্ধার উর্দ্ধে বালরবি, আর চরণনিম্নে বিকশিত শতদল সৌরভে ইন্দীবর: জগতের হয় প্রভাত-সমুদয়। হিন্দুরও এ কালরাত্রির অবসানে হয়ত ভারতে উদয় হইবে এক শতদলসুরভিত মঞ্জুশ্রীসমৃদ্ধ শতশকুন্তসঙ্গীতপ্রবুদ্ধ ভুবনমঙ্গল এক নবীন প্রভাত। হয়ত এ আশার বাণী অদূরঅনাগত ভবিষ্যতে সফল হইবে বলিয়াই আজ তাহার বোধনের আবাহন বাণী আর সেই শুভপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাসূচনায় এই আয়োজন-সমারোহ এবং তাহার বরণকল্পে এই অভিনন্দিনী আগমনী।

হিন্দুর স্থান, হিন্দুস্থান—যেমন, আফগানিস্থান, তুর্কীস্থান; আরবিস্থান প্রভৃতি আফ্‌গান, তুর্কী ও আরবীদের স্থান। প্রথম ও প্রধান অধিবাসীদের নামেই দেশের নামকরণ হয় ও তাহাদের নামেই

সে-দেশও জগতে পরিচিত হয়, ইহাই ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিধি ও বিধান। সাতশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুস্থান ছিল একমাত্র হিন্দুরই অধ্যুষিত ও অধিকৃত ভূমি। হিন্দুই তখন ছিল এদেশের অপগত্র রাজা, হিন্দুই ছিল প্রজা, হিন্দুই ছিল সব। কালের চঞ্চল চলমান্ চক্রনেমির বিবর্ত্তনে হিন্দুস্থানের শাসনাধিকার গিয়া পড়িল এক বিদেশী অহিন্দুর হাতে। ইহাদের সহিত হিন্দুদের শিক্ষা সভ্যতা নীতি রীতি আচার ব্যবহারের প্রচণ্ড বৈষম্যে ও পরস্পরবিরোধি স্বভাবহেতু বাধিল এক নৈতিক সমস্যা—যাহা রাজনৈতিক দশভুজারূপ ধারণ করিয়া হিন্দুদিগের দেহে করিল কঠোর কুঠারাঘাত। আঘাতে কাতর হইয়া সে বহু আর্ত্তনাদ করিল, প্রচুর রক্তমোক্ষণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং সাময়িক ভাবে ছত্রভঙ্গ হইল, কিন্তু মরিল না। প্রবল পার্ব্বত্য বিদেশীর ঐশ্বর্য্য মোহাকৃষ্ট একাগ্রতার নিকট হিন্দুকুশ কুশবৃত্তি ভুলিয়া, নিরঙ্কুশ পথ রচনা করিয়া দিল, হিন্দুস্থানে অহিন্দুরা স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিল।

কিছুকাল কাটিল। এই বিদেশীগণ ক্রমশ স্বদেশীজনই হইয়া পড়িল। ইচ্ছায় হউক্ অনিচ্ছায় হউক্, প্রেমে হউক অপ্রেমে হউক্, প্রয়োজনে হউক্ অপ্রয়োজনে হউক্, হিন্দুরা এই স্বদেশীভূত বিদেশী অহিন্দুগণের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে বাধ্য হইল। কারণ তাহাদের ছিল প্রবল বাহুবল, হিন্দুরা সংখ্যায় বহু থাকিলেও তাহাদের বাহু ছিল না, সুতরাং বাহুর নিকট বহু বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

কালের রথচক্র বিরামবিরতিহীন চলিয়াছে—স্বদেশীভূত বিদেশীদের শক্তিদর্পিত মাংসপেশী-বহুল বাহু জরার কবলে পড়িয়া যখন শ্লথ হইল, হিন্দুদিগের কেশধৃত দৃঢ় মুষ্টি যখন শিথিল হইয়া পড়িল, হিন্দুগণ তখন অর্দ্ধমৃত। এবার পর্ব্বতপথে নয়, আসিল দুস্তর সাগর পার হইয়া অন্য এক নূতন বিদেশী। সে ঘটাইল সর্ব্বগ্রাস। হিন্দুস্থানে হিন্দুর ঘটিল অপমৃত্যু, কিন্তু হিন্দুত্ব এবং হিন্দুধর্ম্ম কোনও প্রকারে বাঁচিয়া রহিল হিন্দুযেন বহুশতরচিত কংসকারার মধ্যে দেবকী ও বসুদেবের মত অত্যাচরিত উৎপীড়িত নির্য্যাতিত বন্দীরূপে। হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্ম্মের এই কারাবাসের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হিন্দুগণই। হিন্দুরাই ইহাকে নির্য্যাতনে নিপীড়নে বিধ্বস্ত করিয়া, অন্ধকার কারাকক্ষে নিক্ষেপ করিয়া, আপনাদিগকে সেদিন নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ কল্পনা করিয়াছিল। গৃহমধ্যে সর্প প্রবিষ্ট দেখিয়া, গৃহকে অগ্নিসাৎ করিয়া, নিরাপত্তালাভের মত সেদিন হিন্দুরা হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্ম্মকে পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়াছিল—তবু তাহারা মরে নাই, বাঁচিয়া ছিল। হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্ম্মকে কোনও অহিন্দু রাজশক্তি ততটা অপমানিত করেন নাই যতটা করিয়াছে হিন্দুরা—নিজেরা। হিন্দুধর্ম্মের আলিঙ্গনব্যাকুল বিশাল ব্যাপক বাহু ছিন্ন করিয়া, তাহার সুদূরপ্রসারী স্নেহসুকোমল পুণ্যচ্ছায়াসুশীতল ইন্দীবর নয়নের দৃষ্টিসীমা ব্যাহত করিয়া, তাহার উদারপরিসর সুসমতল গৃহাঙ্গনখানিকে কণ্টকবিষতরু পরিকীর্ণ শঙ্কটসঙ্কুল করিয়া তুলিয়া, সেদিনকার হিন্দুগণ বুদ্ধিভ্রংশবশত হিন্দুধর্ম্মকে শুচিতার আবরণ দিতে গিয়া ইহাকে করিয়া তুলিয়াছিল, শুধু জগতের নয়, নিজেদেরও কাছে নিতান্ত অশুচি একান্ত হেয় এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র। জলস্থলঅন্তরীক্ষচারী অবাধ নির্ব্বন্ধ নারায়ণলক্ষ্মীর শ্রীচরণচিহ্নলাঞ্ছিত গরুড়ের পক্ষচ্ছেদ করিয়া, তাহাকে গৃহকোণে রন্ধনশালে এবং একটি মূর্ত্তির মধ্যেই সম্পূর্ণ ভাবিয়া, মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি বিপন্নশ্রেণীভুক্ত করিয়া আবদ্ধ রাখিল। হিন্দুধর্ম্মকে অশৌচ ও অস্পৃশ্যতার সংক্রামণ হইতে বাঁচাইতে গিয়া অন্তঃপুরে করিল তাহাকে বন্দী—যে-অন্তঃপুর কংসপুরীর কারাকক্ষের মতই ছিল অন্ধকার। হিন্দুধর্ম্মের বিরাট গরুড় তাই দিনে দিনে হইয়া পড়িল একটি ক্ষুদ্র শ্যেন পক্ষী। হিন্দুরা এই শ্যেনকেই গরুড় ভাবিয়া আপন মূঢ়তায় এতদিন পূজা করিয়া এমনি নিষ্ফল হইয়াছে। এই বিফল পূজার পূজারী হিন্দুগণ তাই হিন্দুগণদেবতার নিকট বরাভয় লাভ করে নাই: গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা হয় নাই, হইয়াছে তাহাদের প্রেতমূর্ত্তির: ইন্দ্রাদি দশদিকপালের নারায়ণকে ভাবিয়াছে বিশ্বের [illegible] আবাহন: বিপুলকলেবর নরকে পরিত্যাগ করিয়া করিয়াছে নারায়ণকে আরাধনার ভাণ। ফলে, নর-কে হারাইয়া ফেলিয়াছে, নারায়ণ দূরে সরিয়া গিয়াছেন, আসিয়াছে নরক! জাতির যজ্ঞবেদীর মূলে অগ্নিদেবতার আবির্ভাব হয় নাই বলিয়া, তাহারা আলোক পায় নাই একটুও, পাইয়াছে শুধু জ্বালা। হিন্দু সঞ্চয়ের নামে এতদিন শুধু অপচয়ই করিয়া আসিয়াছে বলিয়া আজ সে এমন নিঃস্ব, রিক্ত ও নিঃসহায়।

হিন্দুর আজ নব জাগরণের মঙ্গল প্রভাতে সূর্য্যকিরণে যে-অমৃতবাণীর আলোকলেখা ঝলসিয়া উঠিতেছে, পবনে পবনে যে জয়মঙ্গলগাথার বিজয় তূর্য্য ধ্বনিত হইতেছে, দিকে দিকে যে-সমুজ্জল অভয়বার্ত্তার বিজয় পতাকা দেখা দিয়াছে, নক্তন্দিবার সদ্যোপ্রস্ফুটিত কুমুদে কমলে যে-অমরতার আশীর্ব্বাদ সঞ্চিত হইতেছে, তাহাকে সসম্মানে বরণ করি এবং এই সূচনাকে প্রণাম করি।

স্মরণাতীতকালাবধি হিন্দুধর্ম্মের মহাসিন্ধুগর্ভে "শতদ্রুনাদয়ঃ" কত কত অহিন্দু জাতির ক্ষুদ্র নদনদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হিন্দুর হিমালয়ে অগণিত বনস্পতি বনৌষধির মধ্যে কত বিষবৃক্ষও নিত্য জন্মিতেছে এবং যথাকালে পঞ্চত্বলাভ করিতেছে, কে তাহার গণনা করে? নিশীথআকাশের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র-সভায় ধূমকেতুরও কচিৎ উদয় হয়, তাহা দ্বারা সে সভার মৌন মহিমা কখনও পরিম্লান হয় না।

হিন্দুধর্ম্ম আস্তিক ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম বুদ্ধি, বিশ্বাস, ভক্তি ও সেবার ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম সকলকে আপনার করার ধর্ম্ম, পর করার নয়। সূর্য্যকরের মত হিন্দুধর্ম্ম অন্ধকারকেও আলোকিত করে, চন্দননিষেকের মত দুর্গন্ধকে সুবাসাকুল করে, বরাভয়ের মত অপবিত্রকেও পবিত্র করে।

আত্মবিস্মৃত হিন্দু সে তাহার সুপ্ত অবচেতন সত্তার সন্ধান পাউক, স্বাধিকারভ্রষ্ট জাতি স্বপ্রতিষ্ঠিত হউক, মণিমালার বিচ্ছিন্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মণিগুলি পুনরায় কণ্ঠমাল্যে একত্রিত হউক্। শ্রীভগবানের চরণে কায়মনোবাক্যে তাই প্রার্থনা করি—

তমসা মাং জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাং অমৃতং গময়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ননীলালের বৈরাগ্য

(বড় গল্প)

—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার, আই-সি-এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুরেনবাবু একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলেন, "মেশো? মেশো কি হে?"

নিবারণ বললে, "তার মানে আমার যে বাধা আপনার তা নেই। মৌলিকত্ব আমার কি কম? তবু সাহিত্যের আসরে আমার প্রতিষ্ঠা লাভ করার প্রধান অন্তরায় হয়েছেন জনৈক মেশো।"

অবিনাশ বলল, "জনৈক মেশো নয়, সংখ্যাতীত গণনাতীত মেশো। এই মেশোর দল সাহিত্য সভায়, সাহিত্য সম্মেলনে আধুনিক সাহিত্যের নিন্দা ক'রে প্রবন্ধ পড়ে, হা হুতাশ ক'রে বলে আমাদের দেশে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি আর জন্মাচ্ছেন না। বলে, হায় হায়, কি খারাপ লিখছে আধুনিক লেখকরা, গেল গেল বাঙালী ডুবে গেল।"

নিবারণ বলল, "অথচ এরা জীবনে কখনো বোধ হয় কোনো আধুনিক লেখা প'ড়ে দেখে নি। না পড়েই সমালোচক। যদি অন্ধ না হ'ত তাহ'লে দেখত যে-যুগের লেখা সজনীকান্তের রাজহংস, প্রবোধ সান্যালের অগ্রগামী, বসন্তকুমারের জয়ন্তী, উপেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞান, পরশুরামের গড্ডালিকা,—সে যুগ বাঙালীর অগৌরবের যুগ নয়।"

অবিনাশ বলল, "নয়ই তো। আরো কত ভাল ভাল লেখক রয়েছেন, সবার নাম তো তুমি করলে না। এই ধরনা কেন আমিই তো রয়েছি।"

নিবারণ বলল, "কিন্তু মেশোর দল সেই যে তান ধরেছেন আধুনিক সাহিত্য কিছুই নয়, সেই তান আর ছাড়চেন না।"

অবিনাশ বলল, "হায় নিবারণ, বঙ্গদেশ আর বীর-প্রসবিনী না হ'য়ে শুধু মেশো প্রসবিনী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।"

নিবারণ বলল, "সে কথা আর অস্বীকার করা চলবে না। চতুর্দ্দিকে চাইলেই দেখতে পাবে কেউ না কেউ কারো না কারো মেশো। কই, আগে আগে তো এত মেশোর প্রাদুর্ভাব ছিল না। হঠাৎ এত মেশো এল কোত্থেকে?"

অবিনাশ বলল, "কথাটা দস্তুরমতো ভাববার, হঠাৎ এত মেশো এল কোত্থেকে।"

নিবারণ বলল, "আমার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা করচেন শুধু ঐ জনসাধারণ মেশো নয়, আমার স্বর্গীয় একটি নিঃসন্তান মেশোও। প্রকাণ্ড তাঁর সুদবন্ধকী কারবার। সাহিত্য-ক্ষেত্রে যতই আমার দুর্নাম রটছে, ততই তিনি আশান্বিত হচ্ছেন শীঘ্রই তাঁর কারবারে যোগদান করব।"

তরলিকা দেবী হেসে বললেন, "তাই করুন না কেন? কাব্য এবং কারবার উভয় দিকই রক্ষা হবে।"

নিবারণ বলল, "মন্দ যুক্তি নয়, তবে কিনা আমার এস্থেটিক রুচিতে বাধবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'টাকার জন্য লিখিবেন না। অর্থের উদ্দেশে লিখিতে গেলে লোকরঞ্জনপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনর্থকর হইয়া পড়ে।'"

অবিনাশ বাধা দিয়ে বলল, "থাম, থাম। তুমি যে গোটা বঙ্গদর্শন কোট্ করতে বসলে। বলেছেন বটে বঙ্কিমচন্দ্র ও কথা, কিন্তু মানচে কে! বরং উল্টোটা মানচে।—'টাকার জন্যই লিখিবেন। লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি প্রবল রাখিবেন, লিখিতে বসিয়া কবিরাজের মতো এক হস্তে পাঠকের নাড়ী টিপিয়া অপর হস্তে লেখনী সঞ্চালন করিবেন। তিনিই তো কবিদিগের রাজা কবিরাজের মতো যাঁহার সুতীব্র নাড়ীজ্ঞান'।"

সুরেনবাবু হতাশ হয়ে বললেন, "আপনারা যে মস্ত আলোচনা সুরু করে দিলেন। আমার লেখার বাকী অংশটা আর পড়াই হ'ল না যে।"

তরলিকা দেবী বললেন, "তোমার আর সাহিত্যিক হ'য়ে কাজ নেই। পাটের দালাল আছ, তাই থাক'। দিন রাত উঠ্‌তি পড়্‌তি পাটের দর আর ফট্‌কার বিস্ফোটনের জ্বালায় অস্থির হলাম, তার ওপর সাহিত্যচর্চ্চা সুরু করলে আমি শেষটায় পুরোপুরি পাগল হব। এমনিতেই তো সাহিত্যিকা স্ত্রী নিয়েই তুমি অস্থির, তার ওপর পাগল স্ত্রী হ'লে—"

নিবারণ বলল, "মানে অর্দ্ধেকটা ক্ষেপেছেন, তার ফলে সাহিত্যিকা। পুরোপুরি ক্ষেপে গেলে কি হবেন বলা শক্ত।"

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় চিত্রে নব-যুগ

আফ্রিকা
প্রদেশের
তমসাচ্ছন্ন
ভয়াবহ
অদৃষ্টপূর্ব্ব
চিত্র-কাহিনী

ইণ্ডিয়া ইন আফ্রিকা

শ্বাপদসঙ্কুল
অরণ্যের হিংস্র
পশুপক্ষী ও
অরণ্যচারী
মনুষ্যের
লোমহর্ষণকারী
ঘটনা

পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশান

আলোচনার আসর

মেয়েদের আপটুডেট্ বলে কি গুণ থাকিলে?

(১)

দীপালী "নারীলোক" পরিচালিকা
মহাশয়া সমীপেষু—

মহাশয়া !

এবারের আলোচ্য বিষয়টি যে সত্যই সময়োচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। "মেয়েদের আপ-টু-ডেট্ বলে কি গুণ থাকিলে" এ সম্বন্ধে আমার নিজের মতামত লিখিলাম।

সাধারণতঃ শিক্ষিতা মেয়েদেরই আপ-টু-ডেট বলা হয়। যদিও আজকাল প্রায় সব মেয়েরাই সিনেমার ঢংয়ে সাজসজ্জা করিয়া নিজেকে আপ-টু-ডেট্ বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু দু'জন পুরুষের সহিত কথা বলিতে হইলে, কিংবা বাড়ীর বাহিরে আসিতে হইলে, ইঁহারা লজ্জায় মাথা তুলিতে পারেন না, কিংবা চলিত ভাষায় যাহাকে বলে বেহায়াপনা তাহাই করিয়া বসেন। আজকাল প্রায়ই কাগজে দেখা যায়, অমুক মেয়ে অমুক পুরুষকে চড় মারিয়াছেন, জুতা মারিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু কোনরূপ বিপদে পড়িলে,—কোন দুর্বৃত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নিজেকে কি রক্ষা করিতে পারিবেন? ইঁহারা আপ্-টু-ডেট্ নহেন, আপ্-টু-ডেট্ নামের কলঙ্ক।

আপ্-টু-ডেট্ তাঁহারাই, যাঁহারা পাঁচ জনের সহিত কথা বলিতে হইলে, কিম্বা বাড়ীর বাহিরে আসিতে হইলে, লজ্জায় পর্দ্দার অন্তরাল খোঁজেন না বা বেহায়াপনা করেন না। আর কোনওরূপ বিপদে পড়িলে, নিজের উদ্ধার নিজেই করিতে পারেন। এক কথায় শিক্ষা এবং সভ্যতা গুণে ভূষিতা মেয়েকেই আমার মতে আপ্-টু-ডেট্ বলা হয়। নমস্কার—ইতি,

শ্রীমতী লক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়
ছাপরা।

(২)

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

ভগিনী শ্রীমতী অপর্ণা দাসের প্রস্তাবিত "মেয়েদের আপ-টু-ডেট্ বলে কি গুণ থাকিলে" প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। দয়া করিয়া গ্রহণ করিলে বাধিতা হইব।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে আপ-টু-ডেট্ কথাটির অর্থ কি? আপ-টু-ডেট্ কথাটির প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ আধুনিক।

আমাদের সাধারণ ধারণায় সেই মেয়েকেই আপ-টু-ডেট্ বলিয়া মনে করি যে মেয়ে হিল-তোলা জুতা পড়িয়া, ষ্টাইলের সহিত কাপড় পড়িয়া রাস্তা দিয়া হন হন করিয়া চলিয়া যায়—আবার তার উপর যদি তাঁর হাতে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ ও একটি ছোট রঙিন ছাতা থাকে,—তাহা হইলে তো আর কথাই নাই, কিন্তু ইহাই কি প্রকৃত আপ-টু-ডেটের লক্ষণ?

প্রকৃত ভাবে আপ-টু-ডেট্ হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে চাই শিক্ষা, এবং সে শিক্ষা সর্ব্ববিষয়ে।* কতকগুলো বই পড়িয়া বি-এ, এম, এ পাশ করিতে পারিলেই বা খুব সাজ-সজ্জা করিয়া কলেজে যাইতে পরিলেই যে শিক্ষা হইল তাহা নহে। চরিত্র শিক্ষা, লেখাপড়া শিক্ষা, ধাত্রীবিদ্যা-শিক্ষা, সূচিকর্ম্ম শিক্ষা, অর্থাৎ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে হইলে যে সমস্ত কার্য্য নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত শিক্ষা, সঙ্গীত-শিক্ষা স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও রন্ধন-শিক্ষা। দীপালীর "রান্নাঘর" বাস্তবিকই আমাদের অনেক নূতন খাদ্যের আস্বাদ দিয়াছে—যাহা আমাদের ধারণার বাহিরে ছিল।

এই সমস্ত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে হইবে আত্মরক্ষা-শিক্ষা। চিরকাল অবলা নারী থাকিলেই চলিবে না, হইতে হইবে সবলা। নিজেদের আত্মরক্ষা নিজেদিকে করিতে হইবে। এদিকে স্ত্রী-স্বাধীনতাও চাই, স্বাধীনভাবে বেড়ানটাও চাই—অথচ নিজেদের আত্মরক্ষা কেমন ভাবে করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিব না, ইহা বলিলে চলিবে না। স্বাধীন হইতে হইলে সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন হইতে হইবে।

সর্ব্বশেষ শিক্ষা,—আধুনিক চালচলন, বেশভূষা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি। ইহা শিক্ষাও আপ-টু-ডেট্ হওয়ার একটা অতীব প্রয়োজনীয় অংশ।

এই সমস্ত শিক্ষার অল্পবিস্তর সমন্বয়ে যে নারী বা কুমারী পরিচালিত, তিনিই, আমার মতে, প্রকৃত আপ-টু-ডেট্। কেবল মাত্র ষ্টাইল আর ষ্টাইল করিলে বা রূপচর্চ্চা করিলে আপ-টু-ডেট হওয়া যায় না।

এই সমস্ত গুণের সম্পূর্ণ ভাবে আলোচনা করিয়া থাকেন বা প্রকৃত ভাবে অভ্যস্ত হইতে প্রয়াস পান প্রত্যেক জাপানী নারী এবং সেই জন্যই জাপানী নারী আজ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নারী অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মঠ বুদ্ধিমতী উন্নত ও আদর্শস্থানীয়া। তাঁহারাই আজ প্রকৃত আপ-টু-ডেট্।

নমস্কার—ইতি

শ্রীবকুলমালা মুখার্জ্জী
পিলখানা লেন, বর্দ্ধমান।

রান্নাঘর

(৪)

পাহাড়ী লঙ্কার চপ

উপকরণ :—লঙ্কা, আদা, পেঁয়াজ, মাখম, রসুন, কিসমিস, ব্যসম, লবণ এবং গরম মশলা।

প্রণালী :—প্রথমে পাহাড়ী লঙ্কা ভাল করিয়া ধুইয়া মাঝখানে ছুরি দিয়া চিরিয়া ফেলুন এবং তাহার ভিতর হইতে বীচিগুলি বাহির করিয়া ফেলিবেন। তারপর মাংসের কিমা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে পেঁয়াজ, আদা, রসুন কুঁচাইয়া দিন ও কিসমিস সামান্য, গরম মশলা ও প্রয়োজনমত লবণ দিয়া ঘীয়ে ভাজিয়া ফেলুন। এবং এই যে পুর হইল ইহা সেই লঙ্কার ভিতরে ভরিয়া লঙ্কার মুখ সুতা দিয়া বাঁধিয়া ফেলুন এবং ব্যসম গোলায় ডুবাইয়া তেলে ভাল করিয়া ভাজিয়া ফেলুন এবং এই যে জিনিষটি হইবে ইহা গরম গরম খাইতে খুব সুন্দর হয়।

কুমারী প্রতিভা মুখার্জ্জি
এলাহাবাদ।

(৫)

ভেটকী মাছের ঘণ্ট

উপকরণ :—ভেটকী মাছ ⁄।॰ সের, আলু ৪টা, বড় পেঁয়াজ ৪টা, আদা এক পয়সা, ময়দা, মশলা পাতা ১ পয়সা, আন্দাজমত গরম মশলা, চিনি ও পরিমাণমত ভিনিগার।

প্রণালী :—প্রথমে মাছগুলি সিদ্ধ করে তার কাঁটা, ছাল বার করে ফেলুন। তারপর কড়ায় ঘি চাপিয়ে তাতে গরম মশলা, পিঁয়াজ কুচা (মিহি করে কুচাবেন) ও তেজপাতা দিন; বেশী একটু লাল হলে টুকরা, কিস্‌মিস্ ৫ পয়সার, কাঁচা লঙ্কা ২টী, তেজপাতা, দুধ এক ছটাক, বড় এক চামচ তাতে কিস্‌মিস্ দিয়ে একটু ভেজে নিন্। আলুগুলি আগে সিদ্ধ করে নেবেন। এইবার ঘিয়েতে আলুগুলি দিন একটু নাড়াচাড়া করে, ময়দা, দুধ, চিনি, নুন, কাঁচা লঙ্কার কুচা, আদার কুচি দিয়ে একটু ভেজে নিন্, মশলা পাতা দিয়ে দিন্। এইবার ভিনিগার দিন—ইচ্ছামত টমেটো স্লাইস করে দিতে পারেন। কড়াইশুটির সময় কড়াইশুটি দিবেন। এতে জল একেবারে দেবেন না বা কোনও বাটা মশলা দেবেন না।

শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়
লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

(৬)

পেয়ারার জেলী

উপকরণ—সুপক্ক পেয়ারা ১২ কিংবা ১৪টি (মাঝারী সাইজের; কাশীর পেয়ারা হইলে ভাল হয়) চিনি আড়াই কাপ, কাগজি লেবুর রস আধ কাপ।

প্রণালী—প্রথমে পেয়ারাগুলো অর্দ্ধেক করিয়া কাটিয়া ধুইয়া লউন। পরে সাত কাপ জল দ্বারা ঐ পেয়ারাগুলো সেদ্ধ করুন। আড়াই কাপ আন্দাজ জল থাকিতে নামাইয়া পরিষ্কার নেকড়ায় ঐ জল ছাঁকিয়া লউন; নিঙড়াইবেন না। পরে ঐ আড়াই কাপ জলের সহিত চিনি আড়াই কাপ মিশাইয়া জ্বাল দিন। যখন দেখিবেন বেশ ঘন এবং রং লাল হইয়া আসিয়াছে তখন ঐ আধ কাপ লেবুর রস ঢালিয়া দিন এবং ১৫।২০ মিনিট জ্বাল দিন। পরে নামাইয়া একটী কাঁচের পাত্রে ঢালিয়া রাখুন; উহা ঠাণ্ডা হইলে জমিয়া যাইবে।

কুমারী হিমানী রায়
বেরেলী

(৭)

পাঁপরের পায়েস

উপকরণ :—ঘৃত ⁄।॰ পোয়া, পাঁপর ভাল ⁄১ সের, ভাল ছানা ⁄॥॰ সের, চিনি ⁄১॥॰ সের, ও দুধ ⁄৪ সের, এলাচ, কিসমিস, ও পেস্তা কুচি।

প্রথমে ঐ পাঁপড়গুলি ভাল করিয়া কুচি কুচি করিয়া রৌদ্রে দিন। পরে যখন দেখিবেন পাঁপরগুলি বেশ গুঁড়া হইয়া যাইতেছে তখন ঐ গুঁড়া পাপরগুলি একটা পাত্রে রাখুন। এখন উনানে কড়া চাপাইয়া কড়ায় ঘি দিন; ঘি হইলে উহাতে ঐ পাঁপরগুলি ছাড়িয়া দিন; এখন দেখুন ঐগুলি যেন বেশী না কড়া পাক্ হয়। তারপর পাঁপর গুড়িগুলো, ভাঁজা হইলে উহার মধ্যে দুধ্ দিন ও চিনি দিন; অল্প অল্প ফুটিলেই উহার মধ্যে এখন ঐ ছানা দিন। পরে যখন একটু শুকনা শুকনা মত হইবে তখন বেশ করিয়া নাড়িয়া উহার মধ্যে এলাচ গুঁড়া ও পেস্তা কুচি ও কিসমিস দিয়া দিন, এবারে কড়া নামান ও ইচ্ছামত গোলাপ জলও দিতে পারেন—দেখিবেন একটী উৎকৃষ্ট ও মুখরোচক মিষ্টান্ন তৈয়ারী হইবে।

কুমারী অপরাজিতা চট্টোপাধ্যায়
মহেশ্বরপাশা, খুলনা।

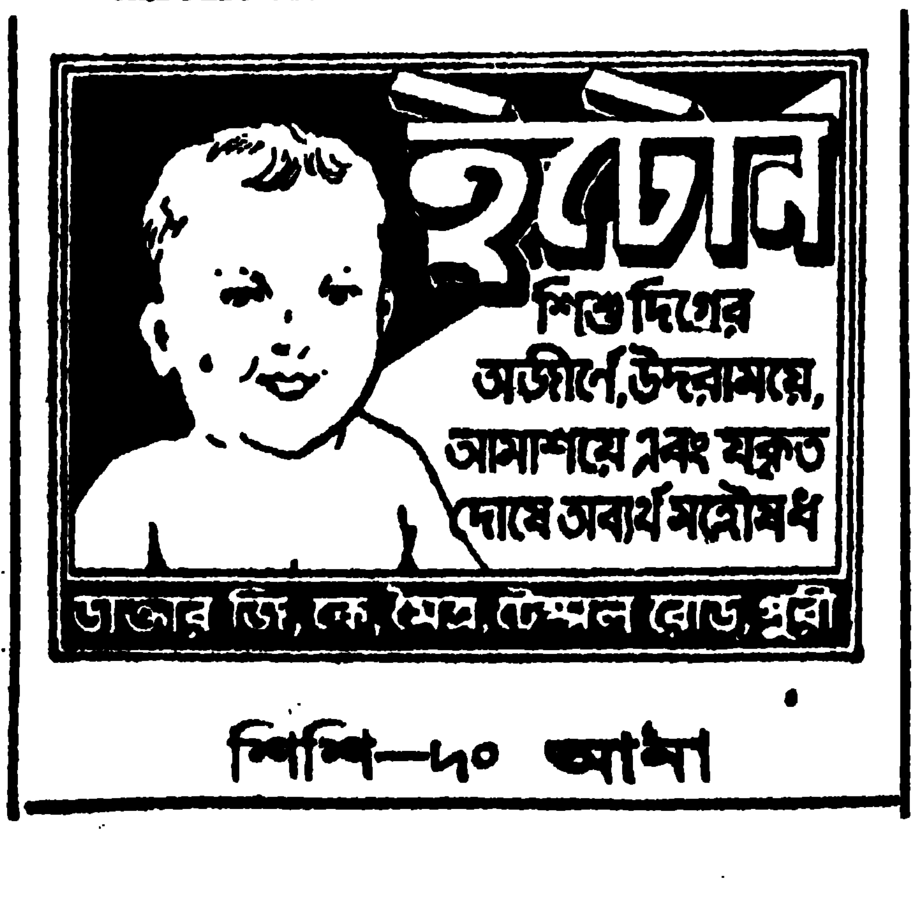

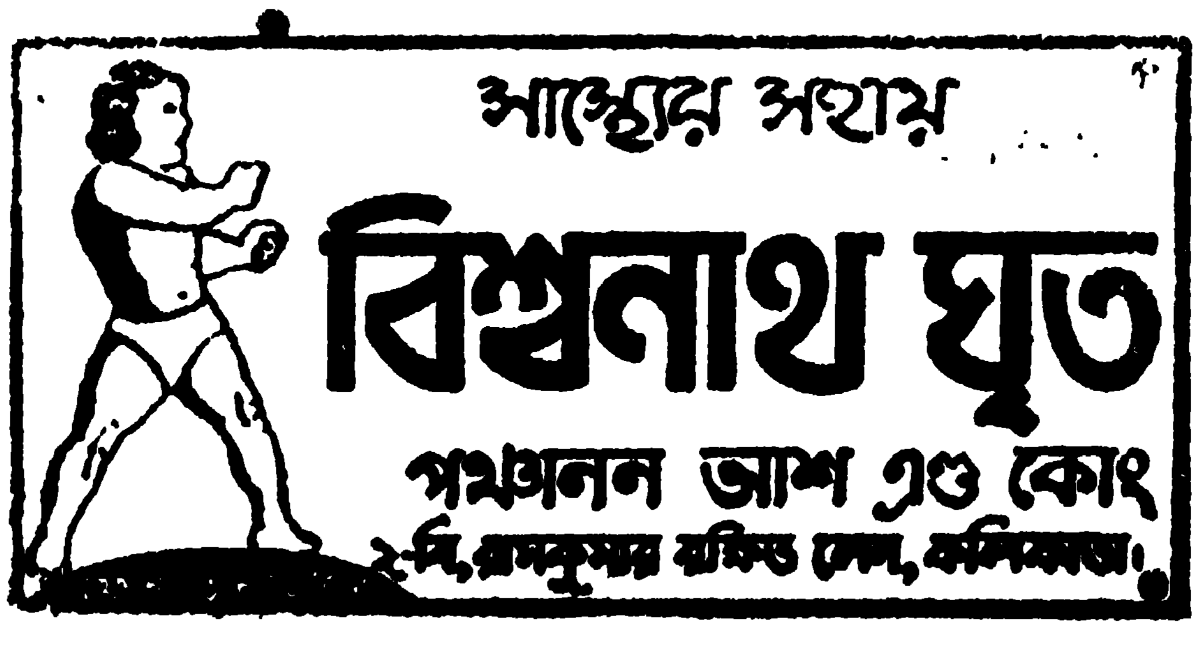

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd. 1903.
No.........

আপনি কি বলেন

(১)

জনৈকা পাঠিকার অভিমত

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা,

সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনার ৪৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত "জনৈক পাঠিকার অভিমত"-এর অভিমত দিতেছি, ইহা যদি প্রকাশে বাধা না থাকে ত' প্রকাশ করিয়া বাধিতা করিবেন।

ভগ্নি বিজয়া ঘোষের মতে ছোট খাটো প্রশ্ন যথা হিন্দুরা গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপ করেন কেন? হিন্দুরা মৃতের মুখাগ্নি করেন কেন? হিন্দুদের গোময় এত পবিত্র কেন? ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত অবান্তর বিধায় দীপালী নারীলোকে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে এসবের যথাযথ কারণ তাঁর সবই ভালরূপ জানা আছে, কিন্তু আমার মতে এসব জিনিষ খুব ছোট হইলেও যাঁর জানা নাই তাঁর জানিতে কিছু দোষ আছে কি? দ্বিতীয় কথা "কাগজে তাঁদের নাম প্রকাশ করিবার জন্য" এরই বা অর্থ কি? এরূপ অভিমত প্রকাশ করার অধিকার কেবল সম্পাদকেরই থাকিতে পারে। যদি জানিতাম এরূপ প্রশ্নাদিতে কাহারও কিছু ব্যক্তিগত ক্ষতি হইত তবে অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইত, কিন্তু তা যখন নাই তখন একজনের ঔৎসুক্য সে যত ছোটই হোক্ জানিবার অধিকার হইতে কেহ তাঁকে বঞ্চিত করিতে পারেন না। শেষ কথা—আজকাল ব্রাহ্মণ গুরুদের বা রামকৃষ্ণ মিশনের সকল স্বামীজীদের কাছ হ'তে যে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইবে তারই বা স্থিরতা কি? এই প্রসঙ্গে আমার খুব ছোটবেলার একটা কথা মনে পড়িতেছে তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না! কথাটা এই: একদিন আমার ছোট ভাই আসনে বসিয়া তেল মাখিতেছিল, তাহা দেখিয়া আমাদের পুরোহিত মহাশয় তাকে কম্বলের আসন ছাড়িয়া তেল মাখিতে বলিলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুর মশাই কেন আসনে বসে তেল মাখতে নেই?" উত্তরে তিনি বলিলেন—"হেঃ এটা যে কম্বল।" এইত' ঠাকুর মশাইয়ের বুদ্ধির পরিচয়!

একই বিষয় লইয়া অধিক বাদানুবাদ চালাইলে অন্যান্য পাঠক পাঠিকার বিরক্তি-ভাজন হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকায় [illegible] শেষ করিতে চাই। নমস্কার।

বিনীতা—
শ্রীইলা মিত্র
ব্যারাকপুর।

(২)

সাগর দৈ

নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনার বহুল-প্রচারিত পত্রিকায় আমার পত্রখানি প্রকাশিত করিলে বাধিতা হইব।

গত সপ্তাহে "সাগর দৈ" নামে 'দৈ' রন্ধন বিভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল উহা নিম্ন লিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও শ্রমে প্রস্তুত হয়। যথা: প্রয়োজন মত দুধ ও চিনি জ্বাল দিয়া পাতলা ক্ষীর প্রস্তুত করুন। পরে ঠাণ্ডা হইলে ঐ ক্ষীরের অর্দ্ধেকের সামান্য কম টক দৈ দিয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া নিন। কোন সুগন্ধি ঐ সময় দিতে পারেন। পরে উনানে একটি হাঁড়ীতে জল চড়ান; জল গরম হইলে হাঁড়ীর মুখে ঐ ক্ষীরের পাত্রটি বসাইয়া ঢাকা দিন। ক্ষীরটী কানা উঁচু পাত্রে রাখিবেন। আধ ঘণ্টা বসাইয়া রাখিলেই উহা জমিয়া যাইবে। পরে নামাইয়া রাখিবেন। ঠাণ্ডা হইলে খাইতে খুব ভাল হয়।

শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়
রাঁচি।

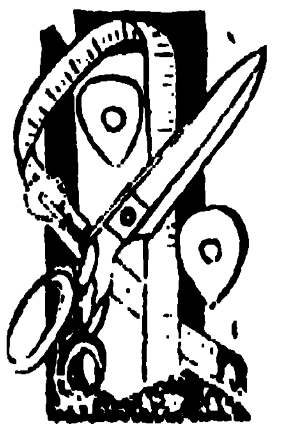

"সরল সীবন-শিক্ষা"
১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৷৷০ মাত্র
৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জীপাড়া, কলিকাতা

আহরণী

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৫। ভজন

গীতা দাস, ইলা সেন, রমা চট্টোপাধ্যায়, লতিকা মণ্ডল, সর্ব্বাণী সিংহ, বেদানা রায়, লীলা সাহা, উমারাণী দাস, করুণা দত্ত, মীনা মজুমদার, শোভারাণী চট্টোপাধ্যায়, গীতা ঘোষাল, শান্তিলতা ঘোষ, শেফালিকা দেবী, সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, সাহানা ভট্টাচার্য্য, আরতি সেন গুপ্তা, আরতি মিত্র, ঝর্ণা বর্দ্ধণ, মণীষা গুপ্তা, ইভারাণী রায়, পারুল দে, গৌরী দত্ত, পারুল বিশ্বাস, মীরা ঘোষ, নীহারিকা সেনগুপ্তা, আভা মুখোপাধ্যায়, উমা অধিকারী, সুকৃতি রায়, ভারতী রায়, অণিমা চক্রবর্ত্তী, ঝর্ণা মিত্র, সবিতা গুহ, উর্ম্মিলা দাসগুপ্ত, সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য, সন্ধ্যারাণী ভৌমিক, প্রতিভা রায়, রেণুকা বিশ্বাস, নীরা সেন, কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীরাণী চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী গুহ, ঊষারাণী রায় চৌধুরী, জ্যোৎস্না বসু, অশোকা মুখোপাধ্যায়, অণিমা চট্টোপাধ্যায়, স্মৃতি রায়, সত্যবতী বসু, প্রতিভা দে, প্রতিমা গুপ্তা, প্রতিভা ঘোষ, চিত্রা সেন, উমারাণী সেনগুপ্তা, সন্ধ্যা সেন, জ্যোতির্ম্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝর্ণা ভোস্, মণিকা রায়, শিবরাণী সরকার।

(৬) গজল

গীতিকা দাস, ইলা সেন, শেফালিকা দেবী, অসিতা বসু, সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইভারাণী রায়, নীরা সেন, নীহারিকা সেন গুপ্তা, সুকৃতি রায়, কল্যাণী গুহ, মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামায়া চক্রবর্ত্তী, সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়াল, লাবণ্যপ্রভা বসু, সুনীলা দাস গুপ্তা, ঝর্ণা ভোস্, প্রতিমা দাসগুপ্তা।

(৭) ভাটিয়ালী

রমা চট্টোপাধ্যায়, আরতি সেনগুপ্তা, আভারাণী চক্রবর্ত্তী, রেণুকা চট্টোপাধ্যায়, ভ্রমরী বসু, গীতা ঘোষাল, কল্যাণী গুহ, উর্ম্মিলা দাশগুপ্তা, নীরা সেন, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, রাণু রায়, অণিমা চক্রবর্ত্তী, মলিনা বসু, সুনীলা দাসগুপ্তা, প্রতিমা গুপ্তা, চিত্রা সেন, ঝর্ণা ভোস্।

(৮) বাউল্

সবিতা বসু, ইভারাণী চক্রবর্ত্তী, শুভ্রজা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, উর্ম্মিলা দাস, পারুল বিশ্বাস, অণিমা দাসগুপ্তা, মহামায়া চক্রবর্ত্তী, উমারাণী সেনগুপ্তা, ঝর্ণা বসু।

(৯) আধুনিক সঙ্গীত

গীতিকা দাস, গৌরী সেনগুপ্তা, ভবানী সেন, আভারাণী সোম, উমারাণী দাস, মীনা ঘোষ, গৌরী দত্ত, কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়, আভা মুখোপাধ্যায়, পারুল দে, ইভারাণী রায়, মীরা ঘোষ, কল্যাণী গুহ, পারুল বিশ্বাস, রেণু রায়, নীহারিকা সেনগুপ্তা, নীরা সেন, উর্ম্মিলা দাস।

(১০) পুরাতন সঙ্গীত

গীতিকা দাস, ভ্রমরী বসু, শেফালী সাহা, সবিতা বসু, সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভারাণী চট্টোপাধ্যায়, ইভারাণী রায়, জ্যোৎস্না বসু, মীরা ঘোষ, সন্ধ্যারাণী ভৌমিক, সবিতা গুহ, ঝর্ণা মিত্র, কল্যাণী দেবী, দুর্গা ভড়, উমা ঘোষ, মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী দেবী, হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিমা দাসগুপ্তা, সাবিত্রী রায় চৌধুরী, কণিকা দাস গুপ্তা, মীরা দেবী শ্রীবাস্তব, ঝর্ণা ভোস্, জ্যোতির্ম্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা গুপ্তা, চিত্রা সেন, উমারাণী সেনগুপ্তা, সুনীতি দাস, শিবরাণী সরকার।

(১১) কীর্ত্তন

ইভারাণী চক্রবর্ত্তী, বিভারাণী চক্রবর্ত্তী, আরতি সেনগুপ্তা, ধীরা দত্ত, ইভারাণী রায়, রাণু রায়, উমা ঘোষ, গীতারাণী চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী মিত্র, অণিমা দাসগুপ্তা, তুষারকণা পাল, বেলা মুখোপাধ্যায়, রেণুকা দেবী, মলিনা বসু, কবিতা গাঙ্গুলী, ছায়া ঘোষ, মিনতি মিত্র, মনীভা গাঙ্গুলী।

(১২) স্বরলিপি

শৈলরাণী সোম, প্রভা নাগ।

(১৩) ঠুংরি

গীতিকা দাস, শোভারাণী চট্টোপাধ্যায়, উর্ম্মিলা দাস, মীরা ঘোষ, গীতা বসু, সুকৃতি রায়, গৌরীরাণী চট্টোপাধ্যায়, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলী চট্টোপাধ্যায়, মীরা সরকার, অণিমা দাসগুপ্তা, রমা ভট্টাচার্য্য, ভগবতী গাঙ্গুলী, চিত্রা সেন, অণিমা বসু, প্রতিমা গুপ্তা, ঝর্ণা ভোস্, কণিকা রায়, উমারাণী সেনগুপ্তা, মণিকা রায়।

(১৪) ভজন

কনক মিত্র, শৈল মুখোপাধ্যায়, যমুনা ভট্টাচার্য্য, বেলা মুখোপাধ্যায়, উমা দত্ত, মলিনা বসু, সুনীলা দাস গুপ্তা, অণিমা দাস গুপ্তা, মহামায়া চক্রবর্ত্তী, লাবণ্যপ্রভা বসু, রমা মিত্র, শোভনা দাস, সতী গাঙ্গুলী, মীরা দেবী শ্রীবাস্তব, মীরা সরকার, হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, রমা ভট্টাচার্য্য, সুনন্দা ঘোষাল, বীণাপাণি রায়।

(১৫) তবলা

সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়াল, নিরুপমা দত্ত।

(১৬) এস্রাজ

আভারাণী চক্রবর্ত্তী, আরাধনা চট্টোপাধ্যায়, আশালতা চট্টোপাধ্যায়।

স্বর্গ হইতে বিদায়

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

—দুই—

পূজার বাজার করিতে কুঞ্জ সহরে গিয়াছিল। অতীতের স্মৃতি লইয়া আন্দোলন করা তাহার স্বভাব নয়, সুতরাং নন্দরাণীর মতো সেও যে সহসা চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িয়াছে একথা বলা চলে না। তবে যে-অতীত তাহাদের প্রতি সুবিচার করে নাই, তাহাকে মিছামিছি স্মরণ করিয়া আর লাভ কি। কিন্তু জীবনের সহিত যাহার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ তাহাকে ভোলা কি সহজ!

নসীপুরের দুর্ঘটনা সত্যই আকস্মিক, তাহার জন্ম কুঞ্জকে অপরাধী করা চলে না। সুরা-সংস্পর্শে সে মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া উঠিত বটে, কিন্তু সেদিন সে সহজ অবস্থাতেই ছিল।

রাণীমার সরিষাপোতা বালিকা বিদ্যালয় উদ্বোধন করিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল, দুর্গম পথ, একটি হেড্‌লাইট আবার খারাপ, অতএব সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লীপথে গাড়ী যদি খানায় পড়িয়া যায় তাহা হইলে সে অপরাধ কাহার একথা কে বলিবে!

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুর্ঘটনার ইহাই সূচনা—তারপর দীর্ঘকাল যে কি ভাবে কাটিয়াছে তাহা ভাবিলে নন্দরাণী আজো শিহরিয়া ওঠে! পরিচিত অপরিচিত কত জায়গায় দুঃখ দুর্দ্দশার কথা জানাইয়া আবেদন পাঠাইয়াছে, ধনীর দুয়ারে গ্লানিকর প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন কাটিয়াছে কিন্তু সব অনুরোধ ব্যর্থ হইয়াছে, কুঞ্জর কলঙ্ককাহিনী সর্ব্বত্রই অতিরঞ্জিত আকারে পৌঁছিয়াছে। অমন দায়িত্বহীন সোফারকে চাকরী দেওয়া আর মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করিয়া আনা একই কথা।

নন্দনপুর ও দেবগ্রামে নন্দরাণীর কত লোকের সহিতই না পরিচয় ছিল, পৃথিবী ছিল প্রশস্ত। আজ সহসা সেই পৃথিবীর পরিধি যেন সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

রাজা বাহাদুর সকল কর্ম্মচারীর কথাই ম্যানেজার সাহেবকে বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। যথাযোগ্য সাহায্য করিবারও একটা ব্যবস্থা হইয়াছিল। অবশেষে নন্দনপুর ষ্টেটের ম্যানেজার সাহেবের কাছে আবেদন পাঠান হইল।

প্রতীক্ষায় কতদিন কাটিল কিন্তু আবেদনের উত্তর মিলিল না।

অথচ এই দুঃসহ দুর্দ্দশার মধ্যে মাথা তুলিয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু আশ্চর্য্য দৃঢ়তা নন্দরাণীর, সেই যেন পুরুষ, সে জানে তাহাদের বাঁচিতেই হইবে, তাই নিদারুণ হতাশার মধ্যেও সে বিশ্বাস হারায় নাই।

আপনাকে বাঁচাইয়া রাখাই ত' আর যথেষ্ট নয়, স্বামীকে তাই নন্দরাণী এই বিপদের মধ্যেও এতটুকু অংশ গ্রহণ করিতে দেয় না।

কুঞ্জ সবই বোঝে, কিন্তু যে নিরুপায়, চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন তাহার আর কি করিবার আছে!

কলহ নয়, কথার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে বলিয়াই কুঞ্জ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বাহিরে তখনও সামান্য আলো ছিল বটে, ঘরে কিন্তু বেশ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। নন্দরাণী দাওয়ায় বসিয়া তৈলহীন হ্যারিকেনে আলো জ্বালিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় বাহিরে কুঞ্জ'র নাম ধরিয়া অপরিচিত কণ্ঠে কে যেন ডাকিল। দুঃখের দুর্ভাবনায় আচ্ছন্ন কুঞ্জর কাণে এ ডাক পৌঁছিল না। নন্দরাণী কিন্তু স্পষ্টই শুনিয়াছিল, সে সচকিত হইয়া কহিল—কিগো ঘুমিয়ে পড়্‌লে নাকি এরি মধ্যে? কারা যে ডাক্‌ছে তোমাকে!

কুঞ্জ এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল নাকি, সবিস্ময়ে কহিল, আমাকে আবার ডাক্‌বে কে! মিছিমিছি চেঁচিও না।

শান্তকণ্ঠে নন্দরাণী কহিল—সাড়া দাও না, বল্‌ছি কারা ডাক্‌ছে।

কতকটা অনিচ্ছার সহিতই কুঞ্জ উঠানে নামিল, নন্দরাণীরও কৌতূহল কম নয়, উৎকণ্ঠ আগ্রহে সেও দরজার পাশে গিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

—তোমার নামই কি কুঞ্জবিহারী নাকি?

কুঞ্জ সবিনয়ে মাথা নাড়িয়া সেই যে কুঞ্জবিহারী তাহা স্বীকার করিল। তারপর কতকটা ভয়ে ভয়েই বলিল—কিন্তু আপনি—?

এত দুঃখের মধ্যেও যাই হোক কুঞ্জর সম্ভ্রমসূচক ভঙ্গী দেখিয়া নন্দরাণী কতকটা আশ্বস্ত হইল।

ভদ্রলোকটি গলার স্বর অপেক্ষাকৃত নামাইয়া কহিলেন—আমার কথা বলছি, তোমাদের কাছে বিশেষ একটু কথা আছে, কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে ত' আর সব কথা বলা সম্ভব নয়, ভেতরে হলেই বোধ হয় ভালো হ'ত।

কুঞ্জ একটু ইতঃস্তত করিয়া কহিল—বেশত' সেই ভালো, আসুন ভিতরে গিয়েই কথা হবে'খন।

নন্দরাণীর শরীরে আনন্দ তরঙ্গ বহিয়া গেল, কুঞ্জর উঠানে যেন সেই

সন্ধ্যায় সহসা ত্রাণকর্ত্তার আবির্ভাব হইয়াছে, জ্যোতির্ম্ময় দেহভঙ্গিমায় প্রসন্ন বরাভয় পরিস্ফুট।

উঠানে ঢুকিতেই নন্দরাণী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে কহিলেন—নন্দরাণী ?

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, কুঞ্জ বিস্ময় দমন করিয়া কহিল, আসুন এ পাশটায় বসা যাক্।

—নিশ্চয়ই, অনেক কথা, না বস্‌লে হবে কেন!

নন্দরাণী সযত্নে মাটির দাওয়ায় একখানি আসন বিছাইয়া দিল। কুঞ্জ বা নন্দরাণী আগে কখনও ভদ্রলোকটিকে দেখে নাই, তাহারা সসম্ভ্রমে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ভদ্রলোকটি বোধ হয় ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কাহার সহিত আলাপ সুরু করা যায়। অবশেষে কতকটা ঠিকই সিদ্ধান্ত করিয়া বোধ করি নন্দরাণীর সহিত আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কাজে কাজেই মাঝে মাঝে কুঞ্জর দিকে আংশিক দৃষ্টিপাত করিয়া নন্দরাণীকে বলিতে লাগিলেন—

—তোমরা দুজনেই আমাকে দেখে একটু অবাক হয়েছ না, তা অবাক হবারই ত' কথা, আমাকে ত' আর তোমরা চেন না, আমার নাম জগদীশ চৌধুরী, নন্দনপুর ষ্টেটের নতুন ম্যানেজার। নন্দরাণী, তুমি আর কুঞ্জ বাবাজী আমাকে যে চিঠি দিয়েছিলে তা আমি পেয়েছি, সেই জন্যই ছুটে এলুম মা। কাছাকাছি একটা কাজ ছিল, তাই ভাবলুম এই ত এখানেই, যাই কুঞ্জ বাবাজীদের সঙ্গে নিজেই দেখা করে আসি। আহা তোমরাও বসো না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন!

জগদীশবাবুর মহানুভবতায় স্বামী-স্ত্রী সমভাবেই মুগ্ধ হইয়াছে। কুঞ্জ বলিল—আপনার সঙ্গে সমান ভাবে বস্‌বার যুগ্যি লোক নাকি আমরা, কি যে বলেন হুজুর—!

জগদীশবাবু সে কথার উত্তর না দিয়া কহিলেন—বড়ই কষ্টে পড়েছ' দেখ্‌ছি, সত্যি বাপু শুনে অবধি মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। জানোই ত' রাজা বাহাদুরের কড়া হুকুম কর্ম্মচারীদের কষ্ট যেন না হয়, তোমরাও স্বামী-স্ত্রীতে আবার কাজ কর্‌তেই চাও,—এত' ভালো কথা, মানে তোমাদের মতো লোক যদি কাজকর্ম্ম না পায় ত' কি হতো সব—

ইহার পর আত্ম-সম্বরণ করা কঠিন, নন্দরাণী কতকটা আত্মহারা হইয়া বলিয়া ফেলিল—আপনি দেবতা, আমাদের আপনি বাঁচান।

—আমার ক্ষমতা কতটুকু— এই পর্য্যন্ত বলিয়াই জগদীশবাবু একটু হাসিলেন, অনেকগুলি কথা একসঙ্গে বলিয়া যেন হাঁপাইয়া গিয়াছেন, স্ফীত দেহে ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, তারপর বলিলেন—দেখ বাপু, সব কথা খোলাখুলি হওয়াই ভালো, গোড়াতেই বলে রাখি : চাকরী করে দিতে আমি পারবো না, মানে আমার শক্তিতে নেই।

এই কথা ক'টি বলিয়াই জগদীশবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নন্দরাণী ও কুঞ্জ বিহারীর উপর তাহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এক মুহূর্ত্তেই নন্দরাণীর উৎসাহ উত্তেজিত মুখখানি বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল। সে ম্লান মুখে কুঞ্জর মুখের দিকে চাহিল। আশার আলোক দেখিবার সম্ভাবনায় কুঞ্জর দুঃখক্লিষ্ট মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এই কথা শুনিয়া সে বিশেষ বিরক্ত ও হতাশাভরে কহিল—দেখুন যত দোষ নন্দ ঘোষ, আমার কোনো অপরাধ নেই, গাড়িতে আলো নেই, খারাপ রাস্তা, গাড়ি যদি—

নন্দরাণীও অনুনয়ের ভঙ্গীতে কহিল—আপনিই একটু বিবেচনা করুন—

যথাসম্ভব দৃঢ়তার সহিত জগদীশবাবু বলিলেন—তা আর হয় না কুঞ্জ, আমি কিছুই কর্‌তে পারি না।

ইহার পর আলাপ আলোচনা আর চলা সম্ভব নয়, কুঞ্জ ভাবিতে লাগিল ইহার নাম কি বিশেষ দরকারি কথা, আর দুঃখে ও অভিমানে নন্দরাণীর চোখ দুটি জলে ভাসিয়া গেল। কিন্তু জগদীশবাবুর উঠিবার যেন এতটুকু তাড়া নাই, তিনি বেশ প্রশান্ত ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর কহিলেন—তোমাদের বিয়ে হয়েছে বোধ হয় বছর তিনেক হবে, না নন্দরাণী—"

নন্দরাণী শিহরিয়া উঠিল, এ আবার কি প্রশ্ন, তবু ভয়ে ভয়ে কহিল—না প্রায় আড়াই বছর হবে।

—ছেলে পুলে নেই ?

—না।

—কিন্তু, ছেলেপুলে খুব ভালোবাসো না, মানে একটি ছেলে থাক্‌লে বেশ হ'ত, নয় ?

নন্দরাণী অন্যরকম বুঝিয়া কহিল—আগে নন্দনপুরে ত' রাণীমার ছেলেরা আমার কাছেই থাকত', দেবগ্রামেও দিদিমণির—

—হুঁ, সে কথাত' জানি, তা নয়। একটি ছেলে মানুষ করতে পারবে ? মানে তোমাদের কাছেই থাকবে!

—ছেলে মানুষ! সে কি করে হবে ? আমাদের—

—আহা, সেই কথাই ত' বলছি, একুশ দিনের একটি খোকা, চমৎকার খোকা—যেন রাজপুত্তুর। কি গায়ের রঙ, মাথায় এখনই একমাথা চুল, সেই ছেলেটিকে যদি কেউ মানুষ করে আমাকে তার বন্দোবস্ত করতে হবে, মানে আমিই ভার নিয়েছি আর কি! একটা ভালো জানাশোনা জায়গা না হলে ত' আর যেখানে সেখানে যার তার হাতে তাকে ছেড়ে দেওয়া চলে না। কি বলো গো কুঞ্জ, তাই মনে হলো তোমাদের কথা—

—খোকার মা ? নন্দরাণী প্রশ্ন করিল।

—আহা! তিন দিন না কাট্‌তেই ছেলে মা খেয়েছে, তা নইলে—

আবার ক্ষণিক স্তব্ধতা, অবশেষে কুঞ্জ কতকটা সন্দেহভরেই প্রশ্ন করিল—

—কিন্তু ছেলের বাবা ?

—সে কথা এখন কিছুই বল্‌তে পার্‌বো না। গলার স্বরে যথেষ্ট কোমলতা ঢালিয়া জগদীশবাবু কহিলেন—এখন বলা চলে না, তবে এ কথা বলে দিই যে, রাজাবাহাদুরের সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্কই নেই। স্পষ্ট করেই বলি বাপু, তোমাদের কাছে আর লুকোচুরি কেন, এ ছেলে ঠিক সামাজিক ছেলে নয়। মানে বড় ঘরের ব্যাপার, বুঝ্‌চোই ত—

এই কথার পর দীর্ঘকাল চারিদিকে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

জগদীশবাবুই স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া আবার সুরু করিলেন—মানে এ ঠিক তোমাদেরই ছেলে হবে আর কি, তোমাদের কাছে তোমাদের মতই মানুষ হবে, তবে লেখাপড়া শেখাবার একটা বন্দোবস্ত হবে। তারপর যদি তাকে সত্যি কথা বলতেই চাও, মানে তোমাদের বিবেচনায় যদি মনে করো বলা উচিত, তা সে একুশ বছরের আগে বল্‌তে পারবে না। ছেলে তোমাদের, তোমরা যে ভাবে গড়বে, ঠিক সেই ভাবেই সে গড়ে উঠবে, তবে চেষ্টা করতে হবে যাতে মানুষের মত মানুষ হয়েই গড়ে ওঠে।

—তা যেন হোল, কিন্তু ছেলেটির বাবা কি বড়লোক ? এ প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে নন্দরাণী অনেক ইতঃস্তত করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে সাহসভরে প্রশ্ন করিয়া বসিল। গরীবের ঘরের গ্রাম্য শিশু ও ধনীর দুলালের প্রভেদ নন্দরাণী ভালো করিয়াই জানে। নন্দরাণী রমণী, আর সকলের মতো তাহারও অন্তরে মাতৃত্বের গোপন কামনা সুপ্ত রহিয়াছে। একদা তাহার কোল আলো করিয়া সন্তানের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহা সে জানে, তাহা অপ্রত্যাশিত নহে, কিন্তু নন্দনপুরীর প্রাসাদে যে রাজকুমার খেলিয়া বেড়ায়, তাহার আদর্শে আপন সন্তানকে সে কোনো দিন আঁকিতে পারে নাই।

জগদীশবাবু বিশেষ সম্ভ্রম সহকারে প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত দুর্নীতিমূলক পরিবেশ যথাসম্ভব চাপিয়া কহিলেন, বড়লোক ? শুধু বড়লোক, মানে দেশের মাথার মণি, অমন লোক এ দেশে কটা আছে !

নন্দরাণী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ লজ্জা অনুভব করিয়া মাটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আবার সুদীর্ঘ নীরবতা।

নন্দরাণীর মনে দ্রুত তালে সহস্র প্রশ্ন সহস্র চিন্তার উদয় হইল। ব্যাপারটি বড় লঘু নয়। বিশেষ সাবধানে সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু ভাবিবার সময় লইয়া সুযোগ হারাইবার ক্ষমতা কি তাহাদের আছে ? কুঞ্জ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। নন্দরাণী সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। এই গ্লানিকর জীবন যাপনের মধ্যে শিশুর আবির্ভাব তবু বৈচিত্র্য আনিতে পারিবে। ছেলে মানুষ করিতে, নন্দরাণীর আর বাধা কি !

সহসা অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত নন্দরাণী বলিয়া বসিল—বেশ, আপনি যা হুকুম করবেন, আমরা করবো, আপনি যখন বলছেন, তখন আর আমাদের আপত্তি কি ?

জগদীশবাবুর মতো লোক এ রকম স্পষ্ট কথায় বিশেষ বিস্ময়াহত হইয়া পড়িলেন। কতকটা সন্দিগ্ধ ভঙ্গীতে বলিলেন—আমি বরং দু'চার দিন সময় দিতে চাইছিলুম, মানে বেশ করে মন স্থির করে তবে এ সব বিষয়ে একটা—

স্বামীর মুখের দিকে আবেদনের ভঙ্গীতে তাকাইয়া নন্দরাণী কহিল—বেশ করে ভেবেই বল্‌ছি, উনি ছেলেপুলে বড়ো ভালবাসেন কি না।

—তাই নাকি ? তা বেশত' বেশত'। তা মা টাকাকড়ি সম্পর্কে ত' আমার কাছে কিছু তোমরা জান্‌তে চাইলে না !

এইবার জগদীশবাবু প্রশান্ত ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠিলেন। টাকাকড়ির ব্যাপারে এই ধরণের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে হাসাই তাঁহার বিশেষত্ব। টাকাকড়ির কথাতেই শুধু জগদীশবাবুকে হাসিতে দেখা যায়, সহসা তাঁহার ভঙ্গী পরম রমণীয় হইয়া ওঠে।

জগদীশবাবু বলিলেন—টাকাকড়ির সম্বন্ধে আমাকে ওঁরা বলেছেন যে, দশ বছর পর্য্যন্ত মাসে একশো টাকা করে, আঠার বছর পর্য্যন্ত দুশ' টাকা, তারপর আবার অন্য বন্দোবস্ত হবে, তবে একুশ বছরের পর যে কি দেওয়া হবে না-হবে, সে কথা এখন কিছুই বলা যাবে না। আর ছেলে যদি বাঁচেই তখন টাকার জন্যে আটকাবে না।

বলা বাহুল্য, যে-পরিমাণ অর্থ এই বাবদ ব্যয়িত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, জগদীশবাবুর প্রস্তাব তাহার ধার দিয়াও যায় নাই, তবে তিনি যথাসম্ভব কম টাকায় রফা করিয়া কৃতিত্বের অধিকারী হইবেন, তদুপরি এ ব্যাপারে তাঁহারও অর্থকরী লাভের অঙ্ক বড় কম নয়। তাঁহার প্রস্তাব কি ভাবে গৃহীত হয় তিনি তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণে কুঞ্জ কথা কহিল। নীতির দিক দিয়া স্ত্রীর পরামর্শ সে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু অর্থ-সংক্রান্ত বিষয় তাহার নিজস্ব অধিকারে। সেই মুহূর্ত্তে একশত টাকার কথা অতুল ঐশ্বর্য্য বলিয়াই কুঞ্জবিহারীর মনে হইল, তথাপি এ সব ব্যাপারে নানাবিধ আইন-ঘটিত বিঘ্ন জড়িত থাকে, সে কথা তাহার জানা আছে, তাই কুঞ্জ বলিল—উকীলের কাছে লেখাপড়ার টাকাকড়ি কি আমাদের দিতে হবে নাকি ? এ সব ব্যাপারে একটা লেখাপড়া হবে ত' ?

—লেখাপড়া হবে বৈকি ! তা নইলে কি হয়, তবে সে সব আমরাই ব্যবস্থা করে দেব, তোমার কোনো খরচ-খরচা নেই। আর টাকাকড়ি ক্যাস্ সার্টিফিকেট করে দেওয়া হবে, আমার হাত দিয়েই সব পাবে, যখন যা দরকার—সুতরাং তোমাদের ভাববার কিছুই নেই। প্রথমেই ধর না বাড়ী বদলের খরচা রয়েছে—

নন্দরাণী প্রায় চীৎকার করিয়াই কহিল—বাড়ী বদল ?

—বাড়ী বদল কর্‌তে হবে না ? এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে কেউ তোমাদের চেনে না, যেখানে সহজেই খোকাকে লোকে তোমাদের খোকা বলেই স্বীকার করে নেবে, সেই ত' সব চেয়ে গোড়ার ব্যাপার !

ইহার কয়েক দিন পরে,—যবনিকা উঠিল মকিমপুর পল্লীভবনে… দোলনায় শায়িত ক্রন্দনরত শিশুকে নন্দরাণী শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কুঞ্জ বলিতেছে, চমৎকার খোকা না গো—যেন রাজপুত্তুর। কুঞ্জর বিশেষণটির সমর্থনেই বোধ করি রাজপুত্তুর এতক্ষণে হাসিয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

কলিকাতায় হিন্দু-মহাসভার একবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন

সভাপতি বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের অভিভাষণের সারাংশ

এই বৎসর নানাস্থানে, বিভিন্ন প্রদেশে এবং মোটামুটি সিন্ধু হইতে আসাম পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে যে সহস্র সহস্র ঘটনা ঘটিয়াছে এবং হিন্দু জাতিকে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে সভাপতির অভিভাষণের মত স্বল্প পরিসর বক্তৃতার মধ্যে তাহার সবগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করাও সম্ভব নহে। এই সেদিন শুক্কুর এবং সিন্ধুর অন্যান্য স্থানে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা দাঙ্গা বাধাইয়া যে রক্তকাণ্ড ঘটাইয়াছে, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে মুসলমান খণ্ডজাতিরা অবিরাম হানা দিয়া হিন্দুর ধনপ্রাণ দিনের পর দিন যেভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে দলবদ্ধভাবে মুসলমানগণ যেভাবে ঢোল পিটাইয়া বলিতেছে, "কোন মুসলমানের ভয়ের কোন কারণ নাই, আমরা কেবল হিন্দুদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিব" এবং যেভাবে তাহারা লুঠ করিতেছে, যুক্তপ্রদেশ, বিহার এবং বাঙ্গলার নানাস্থানে যে শত শত হিন্দুবিরোধী দাঙ্গা এবং মুসলমানের উপদ্রব হইয়াছে, একদিকে আধুনিক মুসলিম গুণ্ডামী, অন্যদিকে ভদ্র মুস্লিমলীগ নামক মহাসভা সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব এবং বাঙ্গলায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের উপর যেভাবে পূর্ব্বোক্তরূপ "শান্ত ভদ্র" ব্যবহার করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ নিরীহ মুসলমান সম্প্রদায়ই পৃথিবীর সর্ব্বত্র নির্য্যাতিত হইতেছে, কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা হিন্দু স্বার্থের যত অনিষ্ট করিতে পারে নাই ততোধিক অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে এরূপ ব্যবস্থার কথা যেভাবে কংগ্রেস, মুসলীম-লীগ ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে চলিতেছে, সর্ব্বোপরি যে ভাবে যুদ্ধের সুযোগ লইয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতে রাষ্ট্রব্যবস্থার গতি পূর্ণ পঞ্চাশ বৎসর পিছনে লইয়া গিয়া স্বৈরতন্ত্রকে পূর্ণ গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাতে এ সমস্ত বিষয় এবং অন্যান্য বিষয় বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। আমার এই সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে আমি কেবল আমাদের আন্দোলনের মূলনীতি ও কার্য্য-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করিব। এই মূলনীতি ও কার্য্যপদ্ধতি আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাকে নিশ্চয়ই কতকগুলি প্রধান প্রধান সাময়িক ঘটনা আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু ঐ সমস্ত ঘটনার তাৎপর্য্য কি এবং সাধারণভাবে হিন্দু-আন্দোলনের উপর উহার প্রভাব কি, কেবল তাহাই দেখাইবার জন্য ঐ সমস্ত প্রসঙ্গের উল্লেখ করিব।

নিজাম ধর্ম্মযুদ্ধ আন্দোলন

বর্ত্তমান বৎসরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তন্মধ্যে হিন্দুসংগঠনের দিক হইতে দেখিতে গেলে নিজাম-ধর্ম্মযুদ্ধ-আন্দোলন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বর্ত্তমান বর্ষে পূর্ণ ছয় মাস আমরা এই আন্দোলন চালাইয়াছি। এই যুদ্ধ বাস্তবিকই এক ধর্ম্মযুদ্ধ, নীতিসঙ্গত ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম্মযুদ্ধ। অন্যূনপক্ষে দশ সহস্র আর্য্য এই যুদ্ধে যোগ দিয়া যেরূপ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বর্ত্তমান যুগের হিন্দু সংগঠনের প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম পুরোহিত মহর্ষি দয়ানন্দ স্বামীজী যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে। অন্যূন পাঁচ সহস্র সত্যাগ্রহী নিজাম সরকারের হিন্দুবিরোধী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া অকুতোভয়ে হিন্দু মহাসভার সহিত একযোগে সংগ্রাম চালাইয়াছে। হিন্দু সংগঠনীরা নিজাম সরকারকে যে সমস্ত দাবী মঞ্জুর করিতে বাধ্য করিয়াছে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিলেও, আমার মনে হয় যে, আমরা সমগ্র ভারতের হিন্দু সমাজের যে সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিয়াছি তাহা বস্তুতঃই একটা মস্ত বড় লাভ। কেন না, হিন্দুর ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্য এই ধর্ম্মযুদ্ধ, এই সংগ্রাম কার্য্যতঃ প্রমাণ করিয়াছে যে, জাতি, ধর্ম্ম, শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দুসমাজ অদ্যাপি একই জাতীয় সত্তাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেছে। একবার কল্পনা করুন সহস্র সহস্র হিন্দু বাড়ীঘর ছাড়িয়া এমন কি জীবনের মায়া পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া নিজাম-রাজ্যের দিকে যাইতেছে—স্বধর্মী এবং স্বদেশবাসীদের রক্ষার জন্য যাহাদিগকে হয়ত তাহারা কখনও দেখে নাই, জানে না, তাহাদের রক্ষার জন্য অগ্রসর হইতেছে। পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বাঙ্গালী, বিহারী, মারাঠী, মাদ্রাজী, ব্রাহ্মণ ও ভাঙ্গী, সনাতনী, আর্য্য সমাজী, শিখ, জৈন, লিঙ্গায়েৎ, ধনী, দরিদ্র যে কেহ নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন তাহারা সকলেই চলিয়াছে হিন্দুপতাকাতলে সমবেত হইয়া হিন্দুর সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য, চলিয়াছে অকথ্য দুঃখ, নিপীড়ন, সঙ্গীন এবং লাঠি আক্রমণ ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার যাতনা সহ্য করিবার জন্য এমন কি মরণকে পর্য্যন্ত বরণ করিবার জন্য —তাহারা টলিতেছে না, হেলিতেছে না,— শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সদর্পে বলিতেছে "হিন্দু ধরম কি জয়।" "হিন্দুস্থান হিন্দুর"।

'বন্দেমাতরম্' এবং 'হিন্দুস্থান হিন্দুর' এই ধ্বনি করায় শ্রীযুক্ত রেড্ডি এবং অপরাপর যে সমস্ত হিন্দু-সংগঠনীকে বেত্রাঘাত বা লাঠি মারার আদেশ হইয়াছিল তাঁহাদের কথা ধরুন। তাঁহাদের এক একজনকে এক

শ্রীমতী কানন দেবী

যিনি বাংলার সমস্তচিত্রপ্রিয়দের হৃদয় জয় করিয়াছেন, তাঁহার আর নূতন করিয়া পরিচয় কি দিব? আপনারাই বলুন?

দীপালী

১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

২৬শে পৌষ, ১৩৪৬

কলিকাতায়

হিন্দু-মহাসভার

একবিংশতিতম

বার্ষিক অধিবেশন

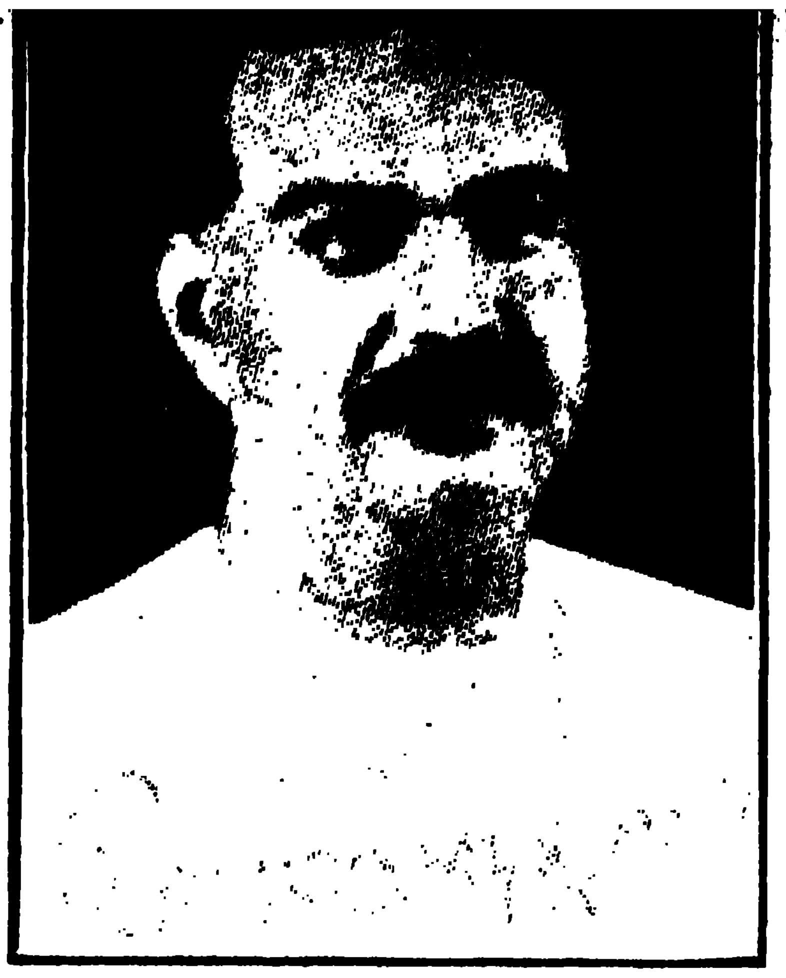

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভাই পরমানন্দ

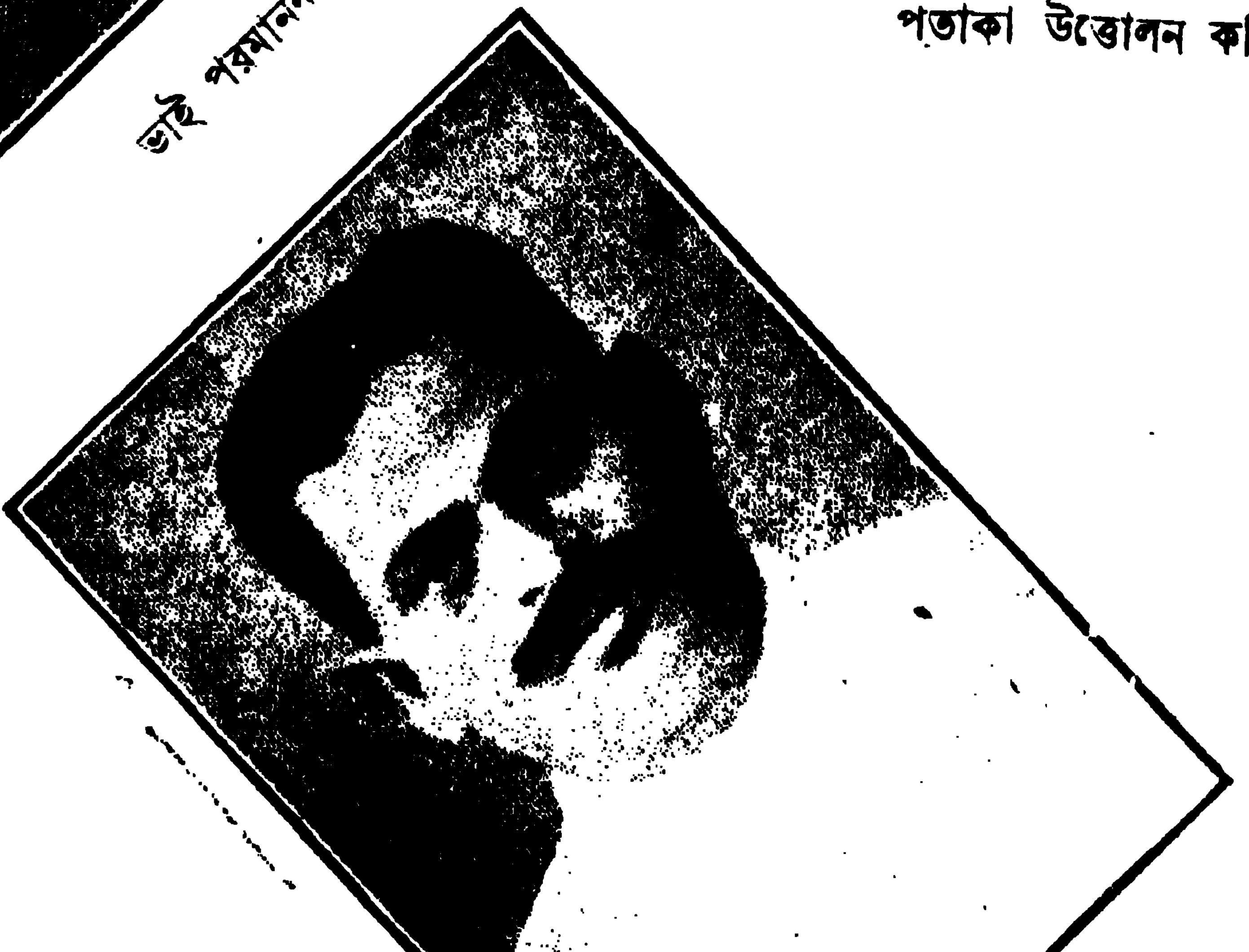

শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ভট্টাচার্য্য

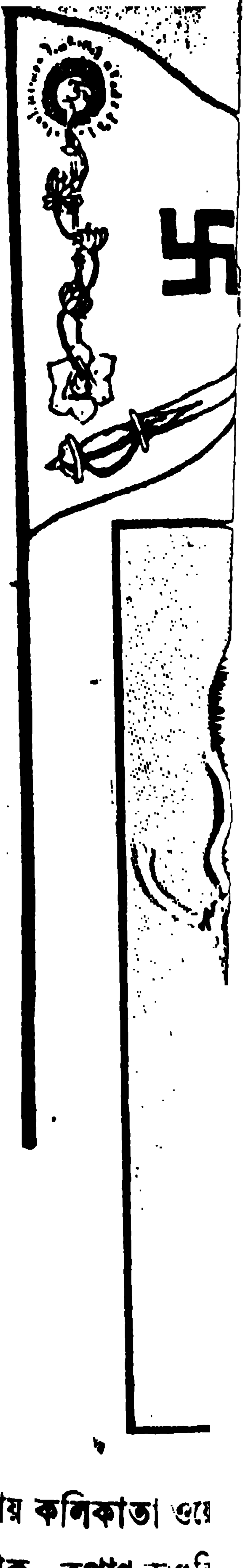

বুধবার বেলা ১১টায় কলিকাতা ওয়ে
জাতীয়তার প্রতীক কৃপাণ-কুণ্ড
পতাকা উত্তোলন করিয়া বীর সা
হিন্দু

কয়েকটি অধিবেশনের তালিকা

৫ম—১৯১৮—দিল্লী

সভাপতি—মাননীয় রাজা স্যর রামপাল সিংহ, কে. সি. আই. ই

৬ষ্ঠ—১৯২১—হরিদ্বার

সভাপতি—কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুর

৭ম—১৯২৩—বেনারস

সভাপতি—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

৮ম—১৯২৫—কলিকাতা

সভাপতি—লালা লাজপৎ রায়

৯ম—১৯২৬—দিল্লী

সভাপতি—রাজা নরেন্দ্রনাথ

১০ম—১৯২৭—পাটনা

মিঃ বি. এস. মুঞ্জে, এম. এল. এ.

১১শ—১৯২৮—জব্বলপুর

সভাপতি—মিঃ এন. সি. কেলকার

গত ২৮শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর হিন্দু-সভার বিশাল অধিবেশনে এই সমস্ত নেতৃবৃন্দ স্তিমিতপ্রায় হিন্দু-গৌরব ও লুপ্ত অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য জাতীয়তা বোধে উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছেন। ইঁহারা সতত জাতির উন্নতির জন্য প্রাণপাত করিতেছেন। আমরা এই মনীষিদের প্রণাম জানাই।

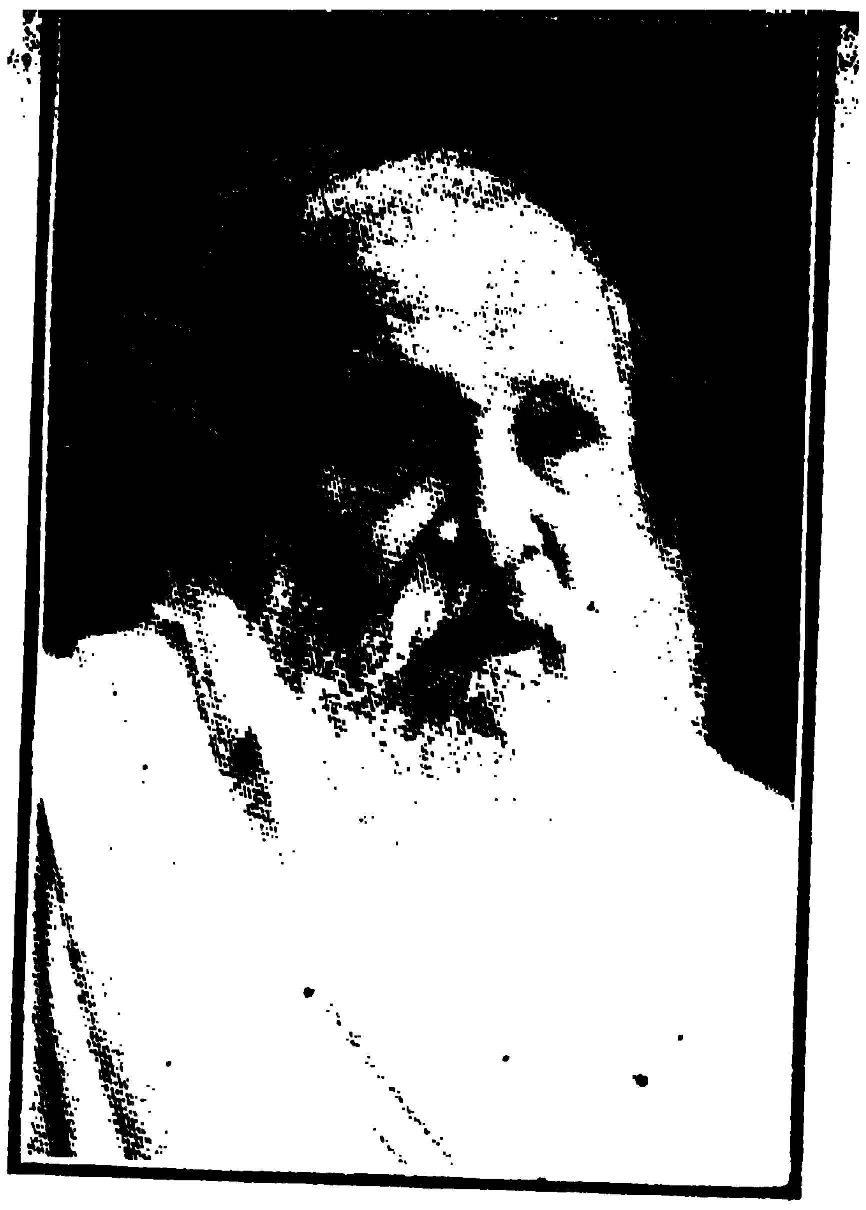

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

র বিনায়ক দামোদর সাভারকর হিন্দুর
গৈরিক-পতাকা উত্তোলন করেন।
ই পতাকা মানবতার প্রতীক, কারণ
তীক।

THE BOYS' OWN LIBRARY. & Y. M. I. Estd. 1909. No.........

শ্রীযুক্ত বি. সি. চ্যাটার্জ্জী

শ্রীযুক্ত এন. সি. চ...

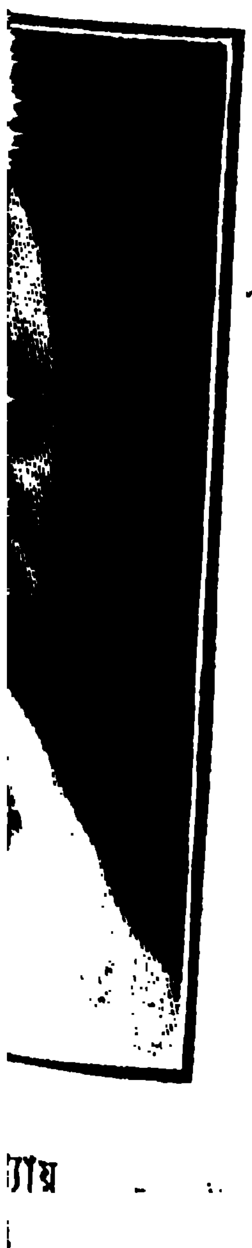

্যায়

কয়েকটি অধিবেশনের তালিকা

১২শ—১৯২৯—সুরাট
সভাপতি—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
১৩শ—১৯৩১—আকোলা
সভাপাত—মিঃ বিজয়রাঘবচারিয়া
১৪শ—১৯৩২—দিল্লী
সভাপতি—মিঃ এন. সি. কেলকার
১৫শ—১৯৩৩—আজমীঢ়
সভাপতি—ভাই পরমানন্দ
১৬শ—১৯৩৪—কানপুর
সভাপতি—ভিক্ষু উত্তম
১৭শ—১৯৩৫—পুনা
সভাপতি—শ্রীমদনমোহন মালব্য
১৮শ—১৯৩৬—লাহোর
বভাপতি—জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য
১৯ হইতে ২১শ—১৯৩৭-৩৯—আমেদাবাদ, নাগপুর, কলিকাতা
[illegible]

THE BOYS' OWN LIBRARY.

নিউ থিয়েটার্সের "জিন্দগী" (হিন্দী) চিত্রে
নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী যমুনা।
পরিচালক—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া।

"ফিভার মিক্‌শ্চার" (বাংলা) নামক কমেডী
চিত্রে মিসেস্ ক্র্যাম্‌টো।
পরিচালক—শ্রীতুলসী লাহিড়ী
পরিবেশক—এ্যাসোসিয়েটেড
ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

একবার বেত্রাঘাত বা লাঠি মারার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা একবার করিয়া বলিয়া উঠিতেছিল, —'বন্দেমাতরম্' 'হিন্দুস্থান হিন্দুর'। বহু বীর-সন্তান অত্যাচারে প্রাণ দিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম সদাশিব পাঠক, জাতিতে মারাঠা, বয়স ষোল বৎসরের কম। সে বুকের প্রবল বেদনায় ভুগিতেছিল, সেই অবস্থায় তাহাকে প্রত্যহ গুরুভার প্রস্তরখণ্ড সকল মাথায় করিয়া বহন করিতে হইয়াছে। তথাপি সে ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই, কিন্তু প্রাণ দিয়াছে। আর্য্যসমাজ এবং হিন্দুমহাসভা এই আন্দোলনের সত্য ইতিহাস শীঘ্রই প্রকাশ করিতেছেন। এই ইতিহাসে হিন্দুর অধিকার রক্ষার জন্য এইরূপ বীরত্বের অনেক উদাহরণ আপনারা পাইবেন। তাঁহারা যে নৈতিক জয়লাভ করিয়াছেন সেই জয়ের গৌরববোধ তাহাদিগকে শক্তি দিবে। পক্ষান্তরে হিন্দুবিরোধী শক্তি সকল উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহারা যেরূপভাবে হিন্দুমহাসভার প্রস্তাব-সমূহ অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এখন হইতে আর সেরূপ করা চলিবে না।

এই সংগ্রামের আর একটা দিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। কারণ তাহা ভবিষ্যৎ হিন্দু আন্দোলনের উপরে একটা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিবে। গত কুড়ি বৎসর যাবৎ হিন্দুদের মনে এই ধারণার জগদ্দল পাথর চাপিয়াছিল যে হিন্দুদের দিক হইতে কোন বিষয় যতই ন্যায়সঙ্গত হোক না কেন, কংগ্রেস যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বিষয় জাতীয় বিষয় বলিয়া সার্টিফিকেট না দিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গণ্য হইবে না, এবং যে আন্দোলন কংগ্রেস দ্বারা প্রবর্ত্তিত এবং পরিচালিত হইবে না সেইরূপ কোন সর্ব্বভারতীয় আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে না। শতকরা ৯৯ ক্ষেত্রে কংগ্রেসের 'জাতীয়' শব্দের অর্থ 'হিন্দুবিরোধী।'

কংগ্রেস এই আন্দোলনে বাধা দিয়াছিলেন কেন? কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যগুলি সংস্কার করিতে ইচ্ছুক। হায়দ্রাবাদ ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য। কিন্তু এই রাজ্যের শাসন-নীতি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং স্বৈরাচারমূলক। রাজকোট একটা ক্ষুদ্র তালুকের মত রাজ্য, সেখানে যদি শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল, তবে নিজাম রাজ্যেও কি সে প্রয়োজন ছিল না? তথাপি তিনি নিজাম রাজ্যে এক একটি প্রজার জন্য শাসন সংস্কারের দাবী ভারতীয় সমস্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন। তিনি আফ্রিকার, আবিসিনিয়ার জন্য বা ইউরোপের স্পেনীশ ও চেক জাতিদের জন্য যতটুকু সহানুভূতি ও যতটুকু দরদ দেখাইতে পারিয়াছেন ততটুকু সহানুভূতি, ততটুকু দরদও এ ক্ষেত্রে দেখাইতে পারেন নাই। কারণ, এই আন্দোলন ছিল হিন্দুমহাসভা প্রবর্ত্তিত। কেবল গান্ধীজীর কথাই বলি কেন, কংগ্রেসের পশ্চাৎপন্থী সম্মুখপন্থী বা মধ্যপন্থী কেহই নিজাম সরকারের নিন্দার জন্য মাথা তোলেন নাই—এমন কি, ঔরঙ্গাবাদে জেলে সত্যাগ্রহীদের উপর অমানুষিক লাঠি চালনার পর বা হায়দ্রাবাদে রক্তাক্ত দাঙ্গার পরেও তাঁহারা কেহ একটি কথাও বলেন নাই। কংগ্রেস ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষক বলিয়া বড়াই করিয়া থাকেন? একথা কি সত্য নহে যে, নিজামরাজ্যে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর ধনপ্রাণ প্রত্যহ বিপন্ন হইয়া আছে। মত প্রকাশের কোন স্বাধীনতা, পূজা-অর্চ্চনার কোন স্বাধীনতা বা সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কোন স্বাধীনতা তথাকার হিন্দুদের নাই। অন্ততঃ-পক্ষে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী সমর্থন করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই কেন? ইহার কারণ কি এই যে, হিন্দু-সংগঠনকারীরা ভারতবাসী হিসাবে না হইয়া হিন্দু-হিসাবে এই ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিল। হিন্দু-হিসাবে হিন্দুর পক্ষে একটা সৎকার্য্য করাও হয়ত একটা পাপ। অবশ্য যখন কোন কংগ্রেসসেবী নির্ব্বাচনকালে হিন্দুরূপে দাঁড়াইয়া হিন্দুর ভোট প্রার্থনা করেন, তখনকার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বাহিরের মুসলমানদের সাহায্য লইয়া কাশ্মীরের মুসলমানগণ যখন মুসলমান হিসাবে মুসলমান-দের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবী করিয়া কাশ্মীরের হিন্দু নরপতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিয়াছিল, তখন আজন্ম গণতন্ত্রের সেবক গান্ধীজী কি এই কথাই লেখেন নাই যে, কাশ্মীরের প্রজাদের মধ্যে যখন শতকরা ৮৫ জন মুসলমান, তখন তথাকার হিন্দু নরপতি যদি মুসলমানের তুষ্টি বিধান করিয়া শান্ত না করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্ব করিবার কোন অধিকার নাই এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হওয়া উচিত। নিজাম রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে শতকরা ৮৫ জনের অধিক হিন্দু; ধর্ম্মগত, কৃষ্টিগত এবং রাজনীতিগত ব্যাপারে তাহাদের উপর যে অসহ্য নির্য্যাতন হইতেছিল তাহার প্রতিকার কল্পে রাজ্যের বাহিরের স্বধর্ম্মীদের সাহায্য লইয়া তাহারা নিরস্ত্র সত্যাগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু আজন্ম গণতন্ত্রের সেবক গান্ধীজী ত' নিজামকে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মক্কাবাসী হইতে পরামর্শ দেন নাই। বরং তিনি স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন যে, এই সত্যাগ্রহের দ্বারা মহামান্য নিজামকে বিব্রত করিতে দেখিয়া তিনি বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

হিন্দু বলিয়াই যখন হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয়, বিশেষ করিয়া যখন মুসলমানেরা অত্যাচার করে, তখন কংগ্রেস হিন্দুদের রক্ষার জন্য একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করেন না। এ জন্যই হিন্দুসংগঠনকারী-দিগকে আত্মরক্ষার দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইতে হইবে। যদি তাহারা আত্মরক্ষা করিতে চাহে তবে তাহারা কংগ্রেসের উপেক্ষা এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও তাহা করিতে সমর্থ হইবে।

দিল্লীর শিবমন্দির সত্যাগ্রহ

শিব মন্দিরের ব্যাপার সম্পর্কে হিন্দুরা যে চমৎকার এবং অবিরাম সংগ্রাম করিয়াছে, তাহাও সর্ব্বভারতের প্রশংসার যোগ্য। এ ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, হিন্দু-বিরোধী আক্রমণ হইতে হিন্দুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কংগ্রেস কিছু করে না, করিবে না এবং করিতে পারে না। তথাপি হিন্দুরা অর্থবলে ও জনবলে যে কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করিতেছে, তাহা বৃথা যাইবে না।

ক্ষেম গাঁ, মহদ, ভাগলপুর এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানে হিন্দুদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য হিন্দুরা এ বৎসর যে সকল সংগ্রাম করিয়াছে, তাহারও একটা গুরুত্ব আছে। এই সমস্ত সংগ্রাম হইতে প্রমাণিত হয় যে, আত্মপ্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি হিন্দু-দিগকে হিন্দুমহাসভার পতাকামূলে সমবেত করিতেছে।

হিন্দু আন্দোলনের কয়েকটি মূলনীতি ও মূলকথা

কংগ্রেস-মহলে প্রচলিত ভ্রান্ত জাতীয়তার আদর্শের পরিবেষ্টনীর মধ্যে যাহারা বাল্যকাল হইতেই পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে এবং ফলে হিন্দুত্বের সহিত যাহা কিছু সংশ্লিষ্ট তাহারই প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে—'হিন্দু' শব্দ শুনিলেই তাহারা উহাকে কুসংস্কার, কালের অনুপযোগী এবং উন্নতি-প্রয়াসী দেশভক্তের পক্ষে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেওয়া অসঙ্গত, এই ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছে। আমি বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াছি। সহস্র সহস্র লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি। দেখিয়াছি, 'হিন্দু' কথাটা শুনিলেই প্রথম প্রথম তাঁহারা ঘৃণায় শিহরিয়া উঠেন। হিন্দু-মহাসভার উদ্দেশ্য কি, কার্য্যপদ্ধতি কি, দাবী কি, তাহা অনেকেই জানিতে চাহেন।

(ক) সিন্ধুদেশ হইতে সাগরকূল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতভূমিকে যে কেহ তাহার পিতৃভূমি এবং পুণ্যভূমি অর্থাৎ এই ভূমিতেই তাহার ধর্ম্ম উদ্ভূত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে একথা মনে করে ও স্বীকার করে তাহাকেই 'হিন্দু' বলা যাইবে। সুতরাং বৈদিক, সনাতনী, জৈন, বৌদ্ধ, লিঙ্গায়েৎ, শিখ, আর্য্য-সমাজী, ব্রাহ্মণ সমাজী, দেব-সমাজী, প্রার্থনা-সমাজী এবং ভারতবর্ষে উদ্ভূত অন্যান্য ধর্ম্মের অনুসরণকারীগণ সকলেই হিন্দু এবং তাহা-দিগের সকলকেই লইয়াই হিন্দু সমুচ্চয় বা হিন্দুবাহিনী গঠিত।

অতএব তথাকথিত আদিম জাতি বা পার্ব্বত্য জাতি হিন্দু, কেননা, ভারতভূমি তাহাদের পিতৃ-ভূমি এবং তাহারা যে কোনরূপ ধর্ম্মাচরণ বা পূজার্চ্চনা করুক না কেন, তাহার উৎপত্তি স্থান এই পুণ্যভূমি, ভারত-ভূমি।

হিন্দুর এই সংজ্ঞা গবর্ণমেণ্টের মানিয়া লওয়া উচিত এবং আগামী লোক-গণনার সময় কেহ 'হিন্দু' কি না তাহা এই সংজ্ঞা অনুসারে নির্ণয় করা উচিত। এই সংস্কৃতে সংজ্ঞা এইরূপ :—

"আসিন্ধু সিন্ধুপর্য্যন্তা যস্য
ভারতভূমিকা।
পিতৃভূপূর্ণ্যভূশ্চৈব সৈব হিন্দু
রিতিস্মৃতঃ॥"

(খ) 'হিন্দু' শব্দটি বিদেশী শব্দ নহে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের সহিত এই শব্দের কোন সম্পর্ক নাই। বৈদিক ঋষিরাও মাঝে মাঝে আমাদের দেশ এবং জাতিকে 'সপ্তসিন্ধু' বা 'সিন্ধু' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঋকবেদের নিম্নলিখিত সূক্তটি উহা নিঃসংশয় প্রমাণ করে যে মুসলমানদের পয়গম্বর হজরৎ মহম্মদের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ানরা আমাদিগকে 'সিন্ধু' বলিয়া জানিত। প্রাচীন 'জেন্দা আবেস্তায়' আমাদিগকে হিন্দু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সিন্ধু নদের এপারে আমাদের একটি প্রদেশ অদ্যাপি পুরাতন নামটি বজায় রাখিয়াছে। এই প্রদেশের নাম 'সিন্ধুদেশ' এবং এই প্রদেশের লোক-দিগকে 'সিন্ধু' বলে। আধুনিক প্রাকৃতিক সংস্কৃতির 'স' 'হ'-তে পরিণত হয়। যে ভাবে সংস্কৃতে 'কেশরে' শব্দটা বা 'কৃষ্ণ' শব্দটি হিন্দী প্রাকৃতে 'কেহরো' এবং 'কান্' শব্দে পরিণত হইয়াছে, সেই ভাবে 'সিন্ধু' শব্দটি আধুনিক প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছে।

(গ) Hinduism Hindutwa and Hindudom :—হিন্দু আন্দোলনের আদর্শের ব্যাখ্যা করিতে হইলে এই তিনটী শব্দের ঠিক ঠিক অর্থ জানা আবশ্যক। 'হিন্দুশব্দ হইতে ইংরাজী 'Hinduism' শব্দ গঠিত হইয়াছে। 'Hinduism'এর অর্থ হিন্দুরা যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। হিন্দুত্ব শব্দটি আরও ব্যাপক। উহাতে শুধু হিন্দুদের ধর্ম্মের দিকটাই বুঝায় না, অধিকন্তু হিন্দুদের কৃষ্টি, ভাষা সমাজ এবং রাজনীতি এই সমস্ত দিক বুঝায়। উহা কতকটা "Hindu Polity"র কাছাকাছি। "Hinduness" বলিলে কাছাকাছি অনুবাদ হয়। তৃতীয় শব্দ "Hindudom" অর্থে সমষ্টিগতভাবে হিন্দুদিগকে বুঝায়। 'ইসলাম' বলিলে যেমন সমগ্র ইস্‌লামদিগকে বুঝায়, সেরূপ 'Hindu-dom' বলিলে সমগ্র হিন্দু-জগৎকে বুঝায়।

(ঘ) হিন্দু স্বতঃ একটা জাতি—নাগপুরে আমার সভাপতির অভিভাষণে আমি সাহস করিয়া বলিয়াছিলাম যে, কংগ্রেসের আদর্শের মূলেই ভুল রহিয়া গিয়াছে। কেননা কংগ্রেস অজ্ঞতাবশে ধরিয়া লইয়াছেন যে, একভৌমত্ব, এবং একদেশে বসবাস হইলেই একটা জাতি হয়। এই ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ ইয়োরোপ হইতে আমাদের দেশে আমদানী হইয়াছিল। এখন এই য়ুরোপই এই ভৌগলিক জাতীয়তাবাদে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ ঐ ভ্রান্ত ধারণা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে এবং আমার কথায় যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে। যাহাদের মধ্যে ঐক্যের কোন বন্ধন নাই, তাহাদিগকে লইয়া ভৌগলিক নক্সার জাতি গঠন করিতে গেলে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে। ঐরূপভাবে গঠিত জাতি নিপীড়িত এবং বিনষ্ট হইয়াছে—খেলাঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন স্বভাবাপন্ন লোককে লইয়া ভৌগলিক জাতীয়-তার ফস্‌কা বালুকার ভিত্তির উপর একটা জাতি গঠনের চেষ্টা যে মূঢ়তা তাহার প্রমাণ পোলাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়া। যাহাদের ভিতর কৃষ্টিগত জাতিগত ও ইতিহাসগত সাম্য নাই, তাহাদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটা জাতিতে পরিণত হওয়ার অভিপ্রায়ও সম্ভব নহে। প্রথম ধাক্কাতেই সন্ধিজাত জাতিগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণ অংশ গিয়াছে জার্ম্মাণীতে, রাশিয়ান অংশ গিয়াছে রাশিয়ায়।

একটা ঘনিষ্ঠ এবং একাত্ম জাতি গঠন করিতে হইলে পৃথকভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে যাহা যাহা দরকার তাহার দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়,

প্রশ্ন
???
শীলকরা খামে পাঠাইয়া দিন, না খুলিয়া যথাযথ উত্তর পাঠান হইবে
পারিশ্রমিক মাত্র ১্ টাকা
বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত
শ্রীপ্রবোধ কুমার গোস্বামী
"গোস্বামী লজ", বালী (হাওড়া), ফোন হাওড়া ৭০৫

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

যে ভারতবর্ষের হিন্দুরা স্বতঃই একটা জাতি হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। আমাদের পিতৃ-ভূমি এক, আমরা এক দেশের অধিবাসী। অধিকন্তু পৃথিবীর অন্যত্র যাহা বিরল, ভারত-ভূমিতে তাহা আছে, অর্থাৎ আমাদের পিতৃভূমি এবং পুণ্যভূমি এই একই ভারত-ভূমি। এই হিন্দুস্থান, এই ভারতভূমি, এই ইণ্ডিয়া আমাদের পিতৃভূমি এবং পুণ্যভূমি। সুতরাং আমাদের স্বদেশপ্রীতি অন্যান্যের তুলনায় দ্বিগুণ। অধিকন্তু কৃষ্টিগত, ধর্ম্মগত ইতিহাসগত, ভাষাগত, একটা সাম্য আমাদের রহিয়াছে। যুগ যুগান্ত ধরিয়া আমরা একসঙ্গে বাস করিয়া একটা ঘনিষ্ঠ একাত্ম জাতিতে পরিণত হইয়াছি—যুগ যুগান্তের সঙ্গ আমাদিগের মধ্যে একটা সংহতির ইচ্ছা জাগরিত করিয়াছে। হিন্দুরা সঙ্ঘজাত জাতি নহে, তাহারা একটা সত্তা-বিশিষ্ট জাতি। আর একটা কঠিন প্রশ্ন মাঝে মাঝে বিশেষ করিয়া আমাদের কংগ্রেসী হিন্দু ভ্রাতাদিগকে ভ্রান্ত পথে চালিত করে। সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক। একটা ঘনিষ্ঠতা লোককে একটা জাতিতে পরিণত করে, তাই বলিয়া ধর্ম্মগত, জাতিগত, ভাষাগত, শ্রেণী এবং সম্প্রদায়গত আভ্যন্তরীণ কোন ভেদ থাকিবে না, এরূপ কোন কথা নাই। নিজেদের ভিতরে যে ভেদ রহিয়াছে সেই ভেদ অপেক্ষা বাহিরের লোকের সহিত তাহাদের প্রভেদ অনেক অধিক, ইহাই হইল আসল কথা।

অন্য কোনও অহিন্দু জাতির যেমন ইংরাজ, জাপানী বা ভারতীয় মুসলমানদের সহিত যদি হিন্দুদের তুলনা করি তাহা হইলে দেখা যাইবে যে আমাদের নিজেদের মধ্যে বহু ভেদ থাকা সত্বেও আমাদের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ভাষার এমন একটা ঐক্য রহিয়াছে যে, তুলনা করা মাত্রই দেখিতে পাওয়া যাইবে আমরা একটা ঘনিষ্ঠ লোকসমষ্টি। এজন্যই কাশ্মীর হইতে মাদ্রাজ, সিন্ধু হইতে আসাম পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের হিন্দু আমরা স্বতঃই একটা মহাজাতি বলিয়া পরিচয় দিতে চাহি। ভারতীয় মুসলমানেরা নিজদিগকে ভারতের বাহিরের লোক বলিয়া মনে করে এবং ভারতের বাহিরের মুসলমানদের স্বার্থ ও তাহাদের স্বার্থ এক বলিয়া মনে করে। অথচ হিন্দুরা যদিও এ দেশেরই লোক এবং মুসলমানদের প্রতিবেশী তথাপি হিন্দুদিগকে দেখে জার্ম্মাণীর ইহুদীগণের মত। কোনও কোনও সহজ সরল প্রকৃতির লোক অতি প্রত্যাশা করে যে, যেহেতু অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান জাতি এবং ভাষার দিক হইতে আমাদের সহিত অধিকতর নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ,—অনেকেই আমাদের স্মরণ কালের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে—অতএব যদি তাহাদিগকে এই সমতা এবং রক্তসম্পর্কে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া অনুরোধ উপরোধ করা যায় তাহা হইলেই তাহারা আমাদের সহিত মিলিত হইয়া একটা মহাজাতির সামিল হইতে সম্মত হইবে। এ সমস্ত হাঁদাদের দেখিলে করুণার উদ্রেক হয়। এ সমস্ত কথা যেন মুসলমানেরা জানেই না, তাই তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, মুসলমানেরা এ সমস্ত কথা বেশ ভালই জানে। তফাৎ এই যে, যে সমতার বন্ধনে এক হিন্দু অপর হিন্দুর সহিত প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ এবং যাহাকে হিন্দুরা গর্ব্বের চক্ষে দেখে, সেই সব মতামতকেই মুসলমানেরা ঘৃণার চক্ষে দেখে এবং স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিতে চাহে। তাহাদের অনেকে আরবী ও তুর্কীদের সহিত নিজেদের সম্পর্ক দেখাইবার জন্য ইতিহাস এবং বংশাবলী বিকৃত করে। তাহারা নিজেদের জন্য একটা পৃথক ভাষা গড়িয়া তাহারা যে আরব বংশধর তাহা দেখাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। বঙ্গদেশে এখনও অনেক নবদীক্ষিত মুসলমান

বি, নান
(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যান্ট)
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বড়বাজার ৩২৩৪
এজেণ্ট: স্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট
কলিকাতা ও মফঃস্বল সিনেমা
বিশেষত্ব:
সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী
এবং
যাবতীয় বিজ্ঞাপনের কার্য্য। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনামূল্যে
গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনাসহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়। শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)

ডি, রতন এণ্ড কোং
আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

তৃপ্তিকর ও উৎসাহপ্রদ
টসের চ
পান করুন

টাম্বে এবং মোদক এই হিন্দু পারিবারিক উপাধি ব্যবহার করে বলিয়া মুসলমানরা চেষ্টা করিতেছে যাহাতে তাহারা ঐ উপাধি বর্জ্জন করিয়া আরবী উপাধি গ্রহণ করে অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা মনে না করে যে, তাহারা এককালে হিন্দু ছিল, এই উদ্দেশ্যে সমস্ত হিন্দুর চিহ্ন লোপ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার ফলে ভেদ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাদের মনে এই একই কথা জাগাইয়া দেওয়া হয় যে, হিন্দুস্থান দার-উল-ইসলাম নহে—দার-উল-ইসলাম হইতে পারে না অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত কাফের হিন্দুরা সকলে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ না করে বা এতদ্দেশের কোন ভবিষ্যৎ মুস্লিম রাজ্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়া জিজিয়া না দেয় ততদিন এই দেশ তাহাদের প্রিয় স্বদেশ হইতে পারে না। 'হিন্দুস্থান' শব্দটি শ্রবণ মাত্র তাহাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। কাহারো নিন্দা করিবার জন্য বা সঙ্গতি দেখাইবার জন্য আমি এ সমস্ত কথা বলিতেছি না। আমি শুধু সহজ সত্য কথা বলিতেছি। কোন মুসলমানই একথা অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, ভারতবর্ষে হিন্দুদের সহিত সম্পর্করহিত এবং সর্ব্বপ্রকার সমতাবর্জ্জিত একটা মহাজাতির উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের অভিপ্রায়। সুতরাং ঐ সমস্ত হাদা হিন্দুদের বোঝা উচিত যে, হিন্দুর সহিত মিলিয়া একটা মহাজাতির সামিল হইবার পক্ষে মুসলমানদের অনিচ্ছা প্রমাণ করে যে বিপরীত দিক হইতে দেখিতে হইলে হিন্দুরা একটা মহাজাতি।

(ঙ) হিন্দুদের নিকট স্বরাজ্য বলিতে একমাত্র সেই রাজ্যই বুঝাইবে যে রাজ্যে তাহাদের স্বত্ব, তাহাদের হিন্দুত্ব ভারতের বা ভারতের বাহিরে কোন অহিন্দুর প্রভুত্বাধীন না হইয়া স্বতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে :—

ভারতবর্ষে অনেক ইংরাজ জন্মিয়াছে এবং আরও জন্মিতে পারে। এই ইঙ্গ-ভারতীয়গণ যদি ভারতে রাজত্ব করে তাহা হইলে সেই রাজ্য কি হিন্দুদের রাজ্য হইবে? ঔরঙ্গজেব বা টিপু সুলতান ভারতীয় বংশ সম্ভূত ছিলেন। এমন কি, তাঁহারা ধর্ম্মান্তরিতা হিন্দুজননীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন! সেজন্য কি বলা যায় যে, ঔরঙ্গজেবের বা টিপুর রাজ্য হিন্দুদের স্বরাজ্য ছিল? না যদিও তাঁহারা দেশজ ভারতীয় ছিলেন, তথাপি তাঁহারা ছিলেন হিন্দুর পরম শত্রু। এই জন্যই শিবাজী, গোবিন্দসিংহ, প্রতাপসিংহ এবং পেশোয়াদিগকে মুস্লিম আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া প্রকৃত হিন্দুর স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল।

সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায়ও ভারতে জাতীয় রাষ্ট্র বলিতে এইরূপ রাষ্ট্র বুঝাইবে যে, সেই রাষ্ট্রে ভারতের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রজার মতন সমান অধিকার পাইবে, তাহারা সমভাবেই রাষ্ট্রের আশ্রয় এবং তাহাদের সংখ্যানুপাতে নাগরিকের অধিকার পাইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু, সংখ্যালঘিষ্ঠ অন্য কোন সম্প্রদায়ের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না। কিন্তু গণ-তান্ত্রিক এবং ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রত্যেক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার রহিয়াছে, হিন্দুরা কিছুতেই সেই অধিকার বিসর্জ্জন দিবে না। সংখ্যা-লঘিষ্ঠ থাকিয়া মুসলমানেরা হিন্দুদের কোন বাধকতায় আবদ্ধ করে নাই। সুতরাং মুসলমানদিগকে সংখ্যালঘিষ্ঠের যাহা প্রাপ্য তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে—সংখ্যানুপাতে রাষ্ট্রক্ষেত্রে এবং পৌরকার্য্যে তাহাদের যতটুকু অধিকার প্রাপ্য তাহারা তাহা পাইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ন্যায়সঙ্গত অধিকার এবং সুবিধায় কার্য্যতঃ ব্যাঘাত ঘটাইবার ক্ষমতা মুসলমানদিগকে দিয়া যদি তাহাকে স্বরাজ্য বলা যায় তবে তাহা অতি অসঙ্গত হইবে। হিন্দুরা রাজা বদল করিতে চাহে না—যেহেতু ঔরঙ্গজেব জন্মিয়াছেন ভারতবর্ষে এবং এডোয়ার্ড জন্মিয়াছেন বিলাতে সেই হেতু এডোয়ার্ডকে সরাইয়া ঔরঙ্গজেবকে বসাইবার জন্য হিন্দুরা সংগ্রাম করিতে এবং প্রাণ দিতে প্রস্তুত নহে। হিন্দুরা চাহে এখন হইতে তাহাদের স্বগৃহের এবং স্বদেশের অধিপতি হইতে।

(চ) সুতরাং আমাদের দেশের নাম "হিন্দুস্থানই" চলিতে থাকিবে :—

'ইণ্ডিয়া', হিন্দু' প্রভৃতি শব্দ মূল 'সিন্ধু' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু, এই সমস্ত শব্দের দ্বারা বুঝা চাই যে, এদেশ হিন্দুর দেশ, এদেশ হিন্দু মহাজাতির বাসভূমি। ইঙ্গ-ভারতীয়রা বুদ্ধিমান। সুতরাং হিন্দুদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী সমর্থন করিতে তাঁহারা অসম্মত হইবেন না। আমাদের মুসলমান স্বদেশবাসীদের কথা পৃথক। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, হিন্দুস্থান নামটাই ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথে পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা হইবে। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, মুসলমানেরা একমাত্র ভারতবর্ষেই বাস করেন না এবং ভারতীয় মুসলমানই যে ইসলামের অবশিষ্ট বীর তাহাও নহে। চীনদেশে কোটি কোটি মুসলমান আছে। গ্রীস, প্যালেষ্টাইন, এমন কি হাঙ্গারী এবং পোল্যাণ্ডেও সহস্র সহস্র মুসলমান রহিয়াছে। সেই সমস্ত দেশে তাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া কেহ এমন কথা কোনদিন বলে নাই যে, যেহেতু সেই সমস্ত দেশে মুসলমান আছে, সেই হেতু তাহাদের খাতিরে সেই সমস্ত দেশের নাম পরিবর্ত্তন করা হউক। সেই সমস্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির নাম অনুসারেই সেই সমস্ত দেশের নাম চলিয়া আসিয়াছে। পোলদের দেশকে পোল্যাণ্ড বা গ্রীসের মুসলমানেরা ঐ দেশের নাম পরিবর্ত্তন করার সাহস পায় নাই, শুধু নিজেদিগকে পোলিশ মুস্লিম, গ্রীসিয়ান মুস্লিম বা চাইনিজ মুস্লিম বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া নিজেদের পৃথক

সত্ত্বা বজায় রাখিয়াছে। সেইরূপ আমাদের দেশের মুসলমানগণ নিজদিগকে হিন্দুস্থানী মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া জাতীয় এবং দেশীয় সত্ত্বা বজায় রাখিতে পারেন। তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মগত অথবা কৃষ্টিগত সত্ত্বার কোন অপহ্নব ঘটিবে না। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে আগমনের পর হইতেই মুসলমানেরা নিজেকে নিজেরাই হিন্দুস্থানী বলিয়া পরিচয় দিতেছে।

এতৎসত্ত্বেও যদি আমাদের দেশের এক সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ আমাদের দেশের এই নামে আপত্তি করে তাহা হইলেই বা আমরা ভয় পাইব কেন? ঋক্‌বেদের সময় যাহাদিগকে 'সিন্ধু' বলা হইত এবং বর্ত্তমানকালে যাহাদিগকে 'হিন্দু' বলা হয়, হিন্দুস্থান বলিতে তাঁহাদেরই বাসভূমি বুঝায়। উহাই আমাদের মাতৃভূমির নাম। এতকাল ধরিয়া যে নাম চলিয়া আসিয়াছে আমরা হিন্দুরা সে নাম পরিবর্ত্তন করিব কেন? জার্ম্মাণদের দেশকে যেমন জার্ম্মানী বলে, ইংরাজদের দেশকে ইংল্যাণ্ড বলে, তুর্কীদের দেশকে যেমন তুর্কীস্থান বলে, আফগানদের দেশকে আফগানিস্থান বলে, সেইরূপ পৃথিবীর মানচিত্রে সর্ব্বকালের জন্য অবিলোপ্য অক্ষরে আমাদিগকে লিখিয়া রাখিতে হইবে হিন্দুর এই দেশের নাম "হিন্দুস্থান"।

(ছ) হিন্দুর জাতীয় পতাকা:—

কুণ্ডলিনী-কৃপাণাঙ্কিত গেরুয়া পতাকা হিন্দুর জাতীয় পতাকা হইবে, তাহাতে "ওঁ" এবং 'স্বস্তিক' চিহ্ন থাকিবে। বেদের সময় হইতে আমরা যে ভাবধারা পোষণ করিয়া আসিতেছি সেই ধারণার সহিত ইহার বিশেষ সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

কেহ যেন একথা মনে না করেন যে, হিন্দুর জাতীয় পতাকার মধ্যে আমাদের অহিন্দু দেশবাসীদের জাতীয় পতাকার সহিত স্বতঃ কোন বিরোধ রহিয়াছে। মুসলমানেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের পতাকাস্বরূপ অনায়াসেই ইসলামী ঝাণ্ডা ব্যবহার করিতে পারিবেন। মোট কথা, আমাদের দেশের যে কোন সম্প্রদায় ধর্ম্মে বা রাজনীতিতে যে কোন পতাকা ব্যবহার করুন না কেন,— সে মুসলীম লীগের পতাকাই হউক, কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকাই হউক, আর লাল পতাকাই হউক, যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা হিন্দুর জাতীয় পতাকাকে সম্মান করিবেন এবং হিন্দুর জাতীয় পতাকার বিরোধী না হইয়া সঙ্গী হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমরাও সেই সমস্ত পতাকার সম্মান করিব, কিন্তু সমগ্র হিন্দুর প্রতীক হইবে হিন্দুর জাতীয় পতাকা।

(জ) সংস্কৃত আমাদের দেবভাষা, আমাদের পবিত্র ভাষা; সংস্কৃতনিষ্ঠ হিন্দী অর্থাৎ যে হিন্দী সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন এবং সংস্কৃত ভাষাদ্বারা পরিপুষ্ট, সেই ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা বা প্রচলিত রাজনৈতিক ভাষা:—

সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ। আমাদের হিন্দুর নিকট সংস্কৃত ভাষা পবিত্র ভাষা। আমাদের শাস্ত্র, আমাদের ইতিহাস, আমাদের দর্শন, আমাদের সভ্যতা সংস্কৃত ভাষার সহিত গভীরভাবে জড়িত। আমাদের দেশের অধিকাংশ ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা—সংস্কৃত ভাষার জন্য অন্যান্য ভাষা পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে আজ যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত তাহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্নই হউক বা অন্য কোথাও হইতে আসিয়া থাকুক তাহা সংস্কৃত ভাষা হইতে সংগ্রহ না করিলে প্রসার এবং উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। প্রাচীন ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষা প্রত্যেক হিন্দু যুবকের অবশ্য পাঠ্য। হিন্দীকে যদি হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রভাষা করা হয়, তাহা হইলে কাহাকেও হেয় করা হয় না বা কোন প্রাদেশিক ভাষাকেও হেয় করা হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রভাষা করিবার নিমিত্ত ফরমাস দিয়া হিন্দীভাষা একদিনে সৃষ্টি করা হয় নাই। ভারতবর্ষে মুসলমান বা ইংরাজদের আগমনের বহু পূর্ব্বেই হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করিয়াছিল। এক হাজার বৎসর যাবৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের জাতীয় ভাষা রূপে হিন্দীভাষা চলিয়া আসিয়াছে। হিন্দুদের যে কয়টি ভাষা আছে তন্মধ্যে হিন্দী ভাষাই অধিকতম সংখ্যক লোক বুঝিতে পারে। সুতরাং মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রত্যেক হিন্দু ছাত্রের জন্য হিন্দুস্থানে রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাদেশিক মাতৃভাষাকেও বিন্দুমাত্র উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

শুধু তাহাই নহে, হিন্দুর কথ্য ও সাহিত্যিক প্রাদেশিক সমস্ত ভাষা হইতে আরবী, ইংরাজী প্রভৃতি পরদেশী ভাষার অনাবশ্যক শব্দগুলিকে নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। আমরা ইংরাজী বা অপর কোন ভাষার বিরোধী নহি, বরং আমরা বলি যে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক।

কংগ্রেসের দুইজন বিশিষ্ট সভাপতি রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং অক্ষর সমস্যা সমাধানের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করা ভাল। মৌলানা আবুল কালাম শুধু হিন্দুস্থানীকেই রাষ্ট্রভাষা করিতে ইচ্ছুক। তাঁহার মতে হিন্দুস্থানী এবং উর্দ্দু প্রায়

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২॥০। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা

স্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬॥০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B. Ghiamandi, Muttra, U. P.

একই। পণ্ডিত নেহেরু মৌলানা সাহেবকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আলিগড় ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আরবীবহুল উর্দ্দু প্রচলিত আছে তাহাই সমগ্র ভারতের তথা হিন্দুদের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। আবার দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু পণ্ডিত নেহেরুকেও হার মানাইয়াছেন। তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসম্মেলনের সভাপতির আসন হইতে বলিয়াছেন যে, রোমান অক্ষরই ভারতের রাষ্ট্রভাষার অক্ষর হইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। সুভাষবাবু বলিয়াছেন আরবী অক্ষর ছাপার কাজের উপযোগী নহে বলিয়া কামাল পাশা আরবী অক্ষর তুলিয়া দিয়া রোমান অক্ষর প্রচলন করিয়াছেন। একথা সত্য যে সমস্ত উগ্রপন্থী মুসলমান উর্দ্দু অক্ষর অর্থাৎ কামাল পাশা যে অক্ষর বর্জ্জন করিয়াছেন এবং যে অক্ষরের সহিত হিন্দুদের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই সেই আরবী অক্ষরই যুগোপযোগী বলিয়া হিন্দুদের উপরও চাপাইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষেও কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত।

হিন্দু মহাসভা হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান নহে। ইহা পরমেশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ বা নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি বিশেষ আলোচনার এবং সত্য নির্দ্ধারণের ভার অন্যান্য হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করিয়াছে। ইহা হিন্দু ধর্ম্ম-মহাসভা নহে, পরন্তু হিন্দুজাতীয় মহাসভা। এই জন্যই এই মহাসভার গঠন-বিধিতে হিন্দুদের কোন বিশেষ ধর্ম্মমতের উল্লেখ নাই। হিন্দুর জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দু মহাসভা নিশ্চয়ই হিন্দুস্থানে উদ্ভূত সর্ব্বপ্রকার মতসমন্বিত ধর্ম্মমত প্রচার করিবে এবং ওই:মতের উপর আক্রমণ বা হস্তক্ষেপ করা হইলে তাহাকে রক্ষা করিবে। কিন্তু হিন্দু মহাসভার কার্য্যক্ষেত্র কোনও অবিমিশ্র ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। সমগ্র হিন্দুর সামাজিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক,—সর্ব্বোপরি রাজনৈতিক জাতীয় জীবনের সহিত হিন্দু মহাসভা স্বতঃ সংশ্লিষ্ট এবং যাহা কিছু হিন্দু জাতীর স্বাধীনতা শক্তি এবং গৌরব অর্জ্জনের সহায়ক হইবে তাহাই রক্ষা এবং প্রচার করিবে।

এই আদর্শের পরিপূর্ত্তির জন্য হিন্দু মহাসভা সর্ব্বপ্রকার বৈধ ও সঙ্গত উপায়ে পূর্ণ স্বরাজ্য অর্থাৎ অনন্যসাপেক্ষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য বদ্ধপরিকর।

ব্যক্তি বা ব্যষ্টির জীবনে যখন যেমনভাবে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় তখনই তাহাকে বাঁচিবার জন্য প্রয়োজনানুরূপ ভাবে আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। জাতীয় জীবনের একটা মৌলিক প্রয়োজনের জন্যই হিন্দু মহাসভার উদ্ভব—আকস্মিক সাময়িক কোন ঘটনার ফলে উহার উদ্ভব নহে। হিন্দুস্থান যদি কখনও অংশতঃ বা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা লাভ করে এবং জাতীয় প্রতিনিধি সভা উহার রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে তাহা হইলেও অন্ততঃ পরবর্ত্তী দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুর দ্বার রক্ষক স্বরূপ হিন্দু মহাসভা বা অনুরূপ কোন নিজস্ব হিন্দু প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন থাকিবে। এই প্রতিষ্ঠান হইবে হিন্দুদের শক্তির উৎস ও হিন্দুদের রক্ষক।—সম্মিলিত জাতীয় মহাসভা যে ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রকৃত অভিযোগ ব্যক্ত করিতে পারিবে না সে ক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভা তাহা সফলতার সহিত করিতে পারিবে—হিন্দুদের যদি কোন বিপদ আসন্ন হয় তাহা হইলে সময় থাকিতেই হিন্দুদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে পারিবে—অনবধানতাবশে মিত্ররাজ্য যদি কোন বিশ্বাসঘাতক চক্রান্তে পতিত হয় তবে হিন্দু মহাসভা আবশ্যকমত সংগ্রাম করিতে পারিবে।

ভারতবর্ষে যেমন পরস্পর বিরোধী হিন্দু মুসলমান রহিয়াছে, অন্যান্য যে সমস্ত রাষ্ট্রে সেরূপ পরস্পর বিরোধী লোক আছে তাহার প্রত্যেক রাষ্ট্রে বুদ্ধিমান দল নিজস্ব প্রতিষ্ঠানকে অক্ষুন্ন রাখিয়া থাকে।

হিন্দু আন্দোলনের বাস্তব নীতি

হিন্দু আন্দোলনের আদর্শ আমাদিগকে বিধিবদ্ধ করিতে হইবে, প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং প্রচার করিতে হইবে।

(ক) রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হইবে হিন্দুস্থানের অখণ্ড সত্তা অটুট রাখা। হিন্দুস্থান বলিতে আমরা কেবল তথাকথিত ব্রিটিশ ভারতকে বুঝি না, ফরাসী এবং পর্ত্তুগীজ অধিকৃত ভূখণ্ড সকল হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত। মহারাষ্ট্র বা বঙ্গদেশ যেমন আমাদের মাতৃভূমির অন্তর্ভুক্ত তেমনি গোমন্তক ও পণ্ডিচেরীও আমাদের মাতৃভূমির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সিন্ধুনদ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত, হিমালয় হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত, তিব্বত হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত এবং ব্রহ্মদেশ হইতে দক্ষিণ ও পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত আমাদের দেশের সীমারেখা প্রসারিত। কাশ্মীর, নেপাল গোমন্তক পণ্ডিচেরী এবং অন্যান্য ফরাসী-অধিকৃত ভূখণ্ড সমন্বিত সমগ্র ভূভাগ আমাদের জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় ভূমি। এই বহুধা বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড সংহত করিয়া কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে। এই ভূভাগ চিরকাল অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য থাকিবে। হিন্দুস্থানের এই জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ভূভাগকে বিভক্ত করার—যথা, হিন্দু ভূভাগ এবং মুসলমান ভূভাগ—যদি কোন চেষ্টা হয় তাহা হইলে তাহা আমরা দেশদ্রোহিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা বলিতে বাধ্য হইব এবং সর্ব্বপ্রকারে সেই চেষ্টাতে বাধা দিব।

(খ) পূর্ব্ব এবং উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ

যৌবন শক্তি দান করিতে আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা
বহুমূত্র প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মেধাশক্তির হ্রাস ইত্যাদি রোগের মহৌষধ। কৌটা মূল্য ১৲।
বৈদ্যশাস্ত্রী—২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ

এবং তিব্বত সম্পর্কে আমাদের নীতিই হইবে সর্ব্বদা এবং সর্ব্বথা সর্ব্বান্তঃকরণে বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলা।

(গ) কিন্তু উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সান্নিধ্যে অবস্থিত মুস্লিম রাষ্ট্রগুলি এবং মুস্লিম খণ্ডজাতিগুলির সম্পর্কে আমাদের নীতি বিশেষ সতর্কতামূলক না হইলে চলিবে না। যাহাতে এই সীমান্তে পাহারায় রত সৈন্যগণের সংখ্যা হিন্দুই অধিক হয়, হিন্দু সংগঠন দলকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(ঘ) নেপালের স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতি সমস্ত হিন্দুই শ্রদ্ধান্বিত। ঐ রাজ্যের সম্মান এবং অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক হিন্দু সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিবে। নেপাল স্বাধীন হিন্দুরাজ্য, উহা একটা বীর হিন্দু জাতির বাসভূমি। সুতরাং নেপালের স্বাধীনতা হিন্দুর গৌরব, হিন্দুর আশা ভরসার কেন্দ্র। নেপালের অনুমাত্র শক্তি বৃদ্ধি করিলে সমগ্রভাবে হিন্দুর গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়।

(ঙ) হিন্দুস্থানের জাতীয় রাষ্ট্র বিধান:—হিন্দু সংগঠন দল ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটা সহজ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। তাহা এই যে, এদেশে সকল অধিবাসীর জাতি ধর্ম্ম বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমান অধিকার ও কর্ত্তব্য থাকিবে—কিন্তু সর্ত্ত এই যে, তাহাদিগকে হিন্দুস্থানী রাষ্ট্রের প্রতি অনন্যসাপেক্ষ আনুগত্য স্বীকার করিতে ও মানিয়া চলিতে হইবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্ম্মের স্বাধীনতা এবং সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা সকল অধিবাসী সমান ভাবে পাইবে। জনসাধারণের শান্তির জন্য এবং জাতীয় বিপদের সময় যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন আরোপ করা হইবে তাহা কোনও ধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের নিমিত্ত নহে, পরন্তু সকলের স্বার্থের নিমিত্ত করা হইবে।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরণ
জন্ম ... শান্তি
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
, মূল্য— ১॥০, ২॥০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
পোঃ বক্স নং ৫

(চ) অহিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার

হিন্দু মহাসভার স্বীকৃত নীতি এই যে এক এক ব্যক্তি এক একটি ভোটের অধিকারী হইবে; রাজকার্য্যে কেবলমাত্র যোগ্যতা দেখিয়াই লোক নিযুক্ত হইবে; রাষ্ট্রে সকলের সমানাধিকার থাকিবে, রাষ্ট্রের প্রতি সকলের সমান কর্ত্তব্য থাকিবে, জাতি ধর্ম্ম, বর্ণ সম্প্রদায়ের ভেদ থাকিবে না, তখন সংখ্যালঘিষ্ঠের কথা উঠিতেই পারে না, কারণ উহা সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ বোধ জাগ্রত করে সুতরাং স্ববিরোধী। প্রত্যেক সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায় স্ব স্ব ভাষায় ছেলেমেয়েদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নিজেদের বিদ্যালয় রাখিতে পারিবে, নিজেদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিতে পারিবে। এই সমস্ত বিদ্যালয় রাজকোষ হইতে সাহায্য পাইতে পারিবে, কিন্তু সে সাহায্যের পরিমাণ হইবে তাহারা যে পরিমাণ কর রাজকোষে দিবে তাহার অনুপাতে। এই নীতি অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের বেলায়ও প্রযোজ্য হইবে।

উপরে মোটামুটী যে একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার আভাস দেওয়া হইল তাহাতে খৃষ্টান, পার্শী, ইহুদী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হইবে—হইবে না কেবল মুসলমানেরা, কারণ খৃষ্টান, ইহুদী এবং বিশেষ করিয়া পার্শীদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতির প্রায় অনুরূপ। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরাও বিশেষ বুদ্ধিমান, তাহারা সহজে একথা বুঝিতে পারেন যে কোন জাতায় রাষ্ট্রকে যদি তাহারা অখণ্ডতা, আধিপত্য এবং শক্তি বজায় রাখিতে হয় তাহা হইলে উহার অধিক কিছু করা চলে না।

মুসলমানদের জাতীয়তা-বিরোধী আক্রমণাত্মক সঙ্কল্প কেবল যে হিন্দুদের পক্ষেই বিপদের কথা তাহা নহে, পরন্তু ভারতবর্ষের সমুদয় অহিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে বিপদের কথা হইবে।

লীগ সর্ব্বদা ভান করিয়া থাকে যে, সে সমস্ত অহিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠের অভিভাবক। কিন্তু আমাদের খ্রীষ্টান, ইহুদী, পার্শী ভ্রাতৃবৃন্দ শত শত বর্ষ ধরিয়া আমাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে। এই অমুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় কখনও জাতীয়তা-বিরোধী বা অযৌক্তিক দাবী উপস্থিত করে নাই, তাহাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও দাঙ্গাহাঙ্গামাও করে নাই। সুতরাং আমি খৃষ্টান, ইহুদী, পার্শী এবং অন্যান্য অমুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সাগ্রহে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা প্রকাশ্যে লীগের কু-মতলবের প্রতিবাদ করুন। তাঁহারা ভ্রান্তিমূলক এবং অনিষ্টকর 'minorities' সূত্রে মুসলমানদের সহিত একসঙ্গে গ্রথিত হইতে চাহেন না। তাঁহারা বলুন যে, মুস্লিম লীগ যেন তাঁহাদের হইয়া কথা না বলে। তাঁহারা স্ব স্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া বলুন যে, পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তে হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া জাতীয়তার সেবা করিতে প্রস্তুত। ভবিষ্যতের কোনও রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বা গণ-পরিষদে খৃষ্টান, ইহুদী পার্শী এবং অন্যান্য অমুসলমান দল যদি হিন্দুদের সহিত মিলিত হইয়া দাবী উপস্থিত করিতে পারে তাহা হইলে মুসলমানের একলা পড়িয়া 'সংখ্যালঘিষ্ঠের সমস্যা'র বুলি বন্ধ করিতে বাধ্য হইবে এবং তাহাদের জাতীয়তা-বিরোধী উগ্র দাবীর দায়িত্ব একমাত্র তাহাদিগকেই বহন করিতে হইবে। মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও একটু উঁচু দরের লোক, তাহাদের রাজনীতিক গুরুত্ব ও অতীত ইতিহাসের জোরে তাহারা ভারতের অন্যান্য লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি অসার দম্ভ খ্রীষ্টান, ইহুদী, পার্শী এবং দেশের অন্যান্য লোকের পক্ষে অপমানজনক।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

রঞ্জি ট্রফি

আগামী ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই জানুয়ারী ইডেন গার্ডেনে বাংলা দেশ ইউ, পির সঙ্গে খেলবে। খেলাটা রঞ্জী ট্রফির পূর্ব্ব বিভাগীয় ফাইনাল খেলা। এতে যদি জিততে পারে তা হলে হায়দ্রাবাদের সঙ্গে আগামী ২৭শে ২৮শে, ও ২৯শে খেলতে হবে। এবারে বাংলার দল পুরোপুরি বাঙ্গালী নিয়ে আগের বারের মতন গঠিত হয়নি কেন তা আমরা বুঝতে পারছি না। দলে আছেন—কে, বোস (ক্যাপ্টেন), মিলার, বাহরেণ্ড, কে, ভট্টাচার্য্য, জব্বর, এন চ্যাটার্জ্জি, এস গাঙ্গুলি, কে, রায়, হ্যামণ্ড, কার্টার, ইক্লিষ্টন, সুশীল বোস। বিদ্যাসাগর কলেজ ও এরিয়ান্সের অনিল দত্ত এবারও খুব সুন্দরভাবে বল দিয়ে অতি অল্পদিনের মধ্যে ক্রিকেট জগতে পরিচিত হয়েছেন, তাকে বাদ দেওয়া হলো কেন? জে, এন, ব্যানার্জ্জিকে ত' বাদ দিয়েছেই তার বদলে দত্তকে দিলে খুব ভালো হতো। লঙফিল্ড, ভাণ্ডারগুট্‌ ও ম্যাক্সম খেলতে পারবেন না বলে জানানোতে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে।

রঞ্জি প্রতিযোগীতার খেলায় ইউ, পি, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়াকে ১ ইনিংস্ ও ৯৬ রাণে হারিয়ে বাংলার সঙ্গে খেলার উপযুক্ত হলো। প্রথম ইনিংসে ইউ পি, করে ৩২৬ রাণ। মুর্ত্তির ১২৫ রাণ উল্লেখযোগ্য। সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া প্রথম ইনিংসে সকলে আউট হয়ে করে ৬৪ রাণ। আলেকজান্দার ১৫ রাণে ৪ জনকে আউট করেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া করে ১৬৬ রাণ। মুস্তাক আলির ৭৪ রাণ উল্লেখযোগ্য। ফলে সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া পরাজিত হয়।

স্থানীয় খেলা

এরিয়ান্স সকলে আউট হয়ে করে ১৭৬ রাণ, এস বোস ৭২ রাণ উল্লেখযোগ্য, মোহনবাগান ৭ উইকেটে করে ১১৬ রাণ, ফলে খেলাটা ড্র হয়।

ই, বি, আর সকলে আউট হয়ে করে ১৪৪ রাণ, কে, বোস ১৫ রাণে ৩ জনকে আউট করেন। স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৯ উইকেটে করে ২১৪, কে, বোস করেন ১০৫ রাণ। ফলে ই, বি, আর হেরে যায়।

বিদ্যাসাগর কলেজ (কমার্স) সকলে আউট হয়ে করে ৬১ রাণ। বঙ্গবাসী কলেজ ৬ উইকেটে করে ২২১ রাণ। সোম্‌নার ৬০ মিনিটে ১০০ রাণ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর হেরে যায়।

*

অলিম্পিক প্রতিযোগিতা

সপ্তদশ বার্ষিক অলিম্পিক প্রতিযোগীতাতে ৪টা নূতন রেকর্ডের সৃষ্টি হয়েছে। ১৫০০ মিটার দৌড়ে খড়্গপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ ৪মিঃ ২৮½ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে বাংলার রেকর্ড করেন। ১১০ মিটার হার্ডেলে গ্যাণ্টজার ১৬ সেকেণ্ড সময়ে অতিক্রম করে বাংলার রেকর্ড করেন। বর্শা ছোঁড়াতে প্রিষ্টলি ৪৬·২৭ মিটার ছুঁড়ে বাংলার রেকর্ড করেন ও মেহেরা ১০,০০০ মিটার সাইকেল রেস ১৯ মিঃ ২১½ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে বাংলার রেকর্ড করেন। আই, এ ক্যাম্পের পি, বি, চন্দ্র ৪৮ পয়েণ্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান ঘোষিত হন। চন্দ্র ৩০০০, ৫০০০, ১০,০০০ মিটার ও ম্যারাথান দৌড়ে প্রথম হয়ে এই চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেন।

ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তাই
ইহার অপ্রতিহত গতি!

১৫শ
সপ্তাহ

সন্ত
তুলসীদাস

কবি ও সাধকের অনবদ্য জীবন-কাহিনী

প্রভাত সিনেমায়

●

ঈদের বিরাট আকর্ষণ
সুপ্রীম পিক্‌চার্সের ঐতিহাসিক চিত্র

গাজি
সালাউদ্দীন

শ্রেষ্ঠাংশে—রতন বাঈ, গোলাম মহম্মদ,
মজহর খাঁ, ললিতা, ইয়াকুব প্রভৃতি

●

আসিতেছে
রঞ্জিৎ মুভীটোনের

অ

শ্রেষ্ঠাংশে—গহর

মানসাটা
ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৬৭, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

কলিকাতায় উদয়শঙ্কর

এবার বড়দিনের সময় কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ ছিল জগদ্বিখ্যাত উদয়শঙ্করের অপূর্ব্ব নৃত্যকলা। আলমোরায় তিনি যে নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছেন, তাহারই উন্নতিকল্পে তিনি সারা ভারতে নৃত্য প্রদর্শনে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার দলে আছেন নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে দেবেন্দ্রশঙ্কর, রবীন্দ্রশঙ্কর, রাজেন্দ্রশঙ্কর, সিমকী, জোহরা, উজরা, অমলা নন্দী ও তিনি নিজে। সঙ্গীত পরিচালনা করিতেছেন, বিষ্ণুদাস সিরালী। সুপ্রসিদ্ধ স্বরোদবাদক আলাউদ্দীন খাঁ (মাইহার ষ্টেট) তাঁহার যন্ত্রে সুরের যে অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা তোলেন, তাহা অবর্ণনীয়। তাঁহার সহিত শিশিরশোভন সঙ্গত করেন ও তাঁহার পুত্র আলি আকবরও স্বরোদ বাজান।

নৃত্যগুলির মধ্যে যে কোনটির প্রশংসা করিব আর কোনটির প্রশংসা করিব না, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। তাঁহার "কার্ত্তিকেয়", "ভস্মাসুর বধ", "গন্ধর্ব্ব", "নিরাশা", "বিলাস" প্রত্যেকটিই অনবদ্য সুন্দর। সিমকী ও জোহরার "পত্রলিপি", সিমকীর 'বসন্ত', সিমকী, জোহরা, উজরা ও অমলার "স্বানম্" আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছে। দেবেন্দ্রশঙ্করের "ব্যাধ নৃত্য" আগের বারের মতো আনন্দ দিতে পারে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা যে নাচটি দর্শকদের মন্ত্র-মুগ্ধ করিয়াছে, সেটি হইল "Rhythm of Life" (জীবনের ছন্দ)।

নাচটির ভাবার্থ:—অনেক দেশ বিদেশ ঘুরিয়া এক উৎসবের দিনে এক যুবক গ্রামে ফিরিল। লোকের দুঃখ কষ্ট, অন্যায়, অবিচার দেখিয়া সে রাস্তার একধারে শুইয়া ভাবিতে লাগিল। এদিকে দূর হইতে গ্রামের উৎসবের গানের রেশ ভাসিয়া আসিতেছে। ধীরে ধীরে সে ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল যে ক্রমশ গানটি যেন স্তোত্রে পরিণত হইল। দক্ষকে বধ করিয়া মহাদেব আসিলেন এবং সেই ক্রোধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তবক সৃষ্টি করিলেন। অপ্সরাগণ আসিল মহাদেবের আশীর্ব্বাদ লইতে এবং যুবকের চারিপাশে নৃত্য করিতে লাগিল। দেব-সেনাগণ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে নামিয়া আসিল। তারপর এক নারীও আসিল সেখানে। যুবকের সেই নারীর সহিত নৃত্যে যোগ দিবার ও তাহাকে জয় করিবার প্রবল বাসনা হইল, কিন্তু যখনই সে তাহাকে বাহুর বন্ধনে বাঁধিতে গেল তখনই সে নারী অদৃশ্য হইয়া গেল। তারপর আসিল কৃষক নরনারীগণ—তাহাদের সহিত যুবক নৃত্য করিতে লাগিল। তাহারা চলিয়া গেলে একটা অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। জমিদার আসিলেন, খাজনা চাহিলেন এবং না দেওয়ায় তাহাকে প্রহার করিলেন। অন্যান্য গ্রামবাসীগণ ক্ষুধায় ও দারিদ্র্যে মৃত্যুকে বরণ করিতেছে, এবং তাহাদের প্রেতাত্মা তাহাদের টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এমন সময় কৃষকরা ছুটিয়া আসিল, যুবকের হস্তে জাতীয় পতাকা দিল, তাহাদের পথ দেখাইবার জন্য। তাহারা সহরে আসিয়া এক মহামানবকে গ্রামের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিল। এদিকে নারীরাও জাগিতে সুরু করিয়াছে। রাজ-নৈতিক যুদ্ধে ত্যাগ ও সাহস কত লোকের প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে, আবার কতক লোকের মনের সঙ্কীর্ণতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা দেশকে অধঃপতনের পঙ্কে প্রোথিত করিতেছে। ষড়যন্ত্র, স্বার্থপরতা, কলহ, গোঁড়ামী, পীড়ন ও ভণ্ডামি এমন একটা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিয়াছে যে নিঃস্বার্থ ও মহানুভব নরনারীদের সকল সাধনাই বুঝি ব্যর্থ হইয়া যায়। জনতা কোন শাসন মানে না এবং তাহাদের কাহাকেও সাহায্য করাও সুকঠিন। যুবকের স্বপ্ন টুটিয়া গেল এবং ধীরে ধীরে সে উঠিয়া বসিল—দূরে তখনও গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। সে গান স্বাধীনতার গান—নব জাগরণের গান।

এই গল্পটির মধ্যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরিকল্পনা যেমন মনোহর তেমনি সময়োপযোগী। এই নাচটিতে পুরা ৩৫ মিনিট [illegible] তালে ও দলের সমস্ত শিল্পীদের একত্রে দর্শন পাওয়া যায়। এই নাচটির কথা নৃত্যরসিকদের বহুদিন স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবে। সঙ্গীত যে সুরের ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া কি অপূর্ব্ব আবেষ্টনীর সৃষ্টি করে তাহার চরম পরিচয় দিয়াছেন বিষ্ণুদাস সিরালী এই নৃত্যটিতে।

উদয়শঙ্কর চিরনূতন ও চিরমধুর, এখনও তিনি ভারতীয় নৃত্য-শিল্পীদের শীর্ষস্থানীয়।

লণ্ডনে ভারতীয় অভিনেত্রী

একজন ভারতীয় অভিনেত্রী তিন বৎসর আগে লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে তাঁহার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে যান। তাঁহার নাম শ্রীমতী ময়ূরা। তিনি কোন ভারতীয় মহারাজার আত্মীয়া। কিন্তু তাঁহার আত্মীয়েরা নটী-জীবন গ্রহণে আপত্তি করায় শ্রীমতী ময়ূরা তাঁহাদের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। লণ্ডন গমনের পূর্ব্বে তিনি অনেক হিন্দী ও উর্দ্দু ছবিতে অভিনয় ও নৃত্যকলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

তিনি অনেক ইংরাজী নাটকে অভিনয় তো করিয়াছেনই, এমন কি বি. বি. সি. টেলিভিশন ব্রডকাষ্টেও অভিনয় করেন। "Daughter of India" নাটকে তিনি প্রধান নর্ত্তকীর ভূমিকা পান। তাহা ছাড়া "Invented Gods," "Western Chamber," Destination Unknown" নামক নাটকগুলিতে মঞ্চে অভিনয় করেন। চিত্রনির্ম্মাতাদের নিকট হইতেও তিনি অনেক আমন্ত্রণ পাইয়াছেন কিন্তু ভূমিকাগুলি ছোট বলিয়া তিনি গ্রহণ করেন নাই, তবে শীঘ্রই তাঁহাকে "The Chinese Bungalow," ছবিতে এক "আয়া"র ভূমিকায়

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"

৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন :— প্রিয়কুটীর, মুন্সাদিল, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)।

দেখা যাইবে। প্রকাশ যে এই ভূমিকাটি চিত্রের একটি বিশিষ্ট চরিত্র। এই চিত্রে 'আয়ার' ভূমিকা ছাড়া তাঁহাকে একটি নর্ত্তকীর ভূমিকাও অভিনয় করিতে হইবে।

তিনি হিন্দু নৃত্য শিক্ষা দিবার জন্য লণ্ডনে একটি স্কুলও খুলিয়াছেন।

রাধা ফিল্ম কোং

নববর্ষের প্রারম্ভে একটি চিত্র-নির্ম্মাতার দরজা বন্ধ হইল। ষ্টুডিওর কর্ণধার শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন জয়পুরে নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত তখন শেঠ রাধা কিষণ চামারিয়া এই কোম্পানীর সমস্ত কর্ম্মীদের উপর পদচ্যুতির নোটিশ দিলেন যে ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে আর তাঁহাদের প্রয়োজন নাই। প্রকাশ, যে রাধাকিষণজী কোম্পানীকে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তিতে স্থাপিত করার উদ্দেশ্যে লিমিটেড করিবেন এবং সেই জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

নিউ থিয়েটার্স লি

পরিচালক ফণী মজুমদারের বর্ত্তমান ছবির নাম "ডাক্তার"। সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই ছবির গল্প লিখিয়াছেন। ইহাতে অভিনয় করিতেছেন শ্রীমতী ভারতী নাম্নী একটি নবাগতা ভদ্র মহিলা ও জ্যোতিঃপ্রকাশ নামক এক প্রিয়দর্শন যুবক। শ্রীমতী ভারতী বাংলার একজন বিখ্যাত ব্যায়ামবীরের সম্বন্ধ-চ্যুত (divorced) স্ত্রী। তাঁহার বয়স খুব কম, আঠার হইবে কি না সন্দেহ। প্রকাশ, যে অভিনয় ও সঙ্গীতে ইনি খুবই পারদর্শিনী।

"ডাক্তারে" অন্যান্য অভিনেতৃবর্গের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, পঙ্কজ মল্লিক ও অমর মল্লিককে দেখা যাইবে।

"পরাজয়" মুক্তি প্রতীক্ষায়।

"জিন্দগী" সম্পাদনাগারে।

অমর মল্লিকের দো-ভাষী ছবি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

প্রোডিউসার্স লিঃ

"শুকতারা" মার্চ্চ মাসে মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া প্রকাশ।

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশানস্ লিঃ

"আঁধি" (হিন্দী) ও "আলো-ছায়া" (বাংলা)র শূটিং শেষ হইয়াছে। ইহা এখন সম্পাদনাগারে গিয়াছে।

"মেল-ও-ডি-রিভ্যু"

গত ৯ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকায় উক্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "সরাইখানা" (Life of A Dancer) নাটকের অভিনয় দেখিতে আমরা আমন্ত্রিত হই। কিন্তু আমাদের জন্য যে আসন নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার নম্বর হইল O-৪। দেড় টাকার সীটের শেষ শ্রেণীতে কোন নিমন্ত্রিতের বসিবার আসন নির্দ্দেশ করা মানে তাঁহাকে যেন অনুগ্রহ করা। যাঁহাদের এ সামান্য সৌজন্যবোধটুকুও নাই অথচ নিজেদের একটা হোমড়া-চোমড়া বলিয়া জাহির করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা সকলের করুণার পাত্র। তাঁহাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে আমরা তাঁহাদের করুণার প্রত্যাশী নই বা তাঁহাদের এ বাম হস্তের দানের জন্য আমরা ভিক্ষাও করিতে যাই নাই। সৌজন্য ও আপ্যায়ন শিক্ষা করিয়া সাধারণ্যে চলাফেরা করিলে, অন্যকে যেমন অপ্রিয় সত্য-ভাষণের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়, তেমনি নিজেদের অভিপ্রায়ও কিঞ্চিৎ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

নানাকথা

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

ষষ্ঠ বার্ষিক নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন বড়দিনের ছুটীতে 'শ্রী' প্রেক্ষাগৃহে বহু সঙ্গীত-পিপাসু ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে মহা-সমারোহে এবং নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বস্তি বচনম্ এবং পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের সরস্বতী বন্দনার পর নরেন্দ্রগীতি মন্দিরের বালিকাগণ বন্দেমাতরম সঙ্গীত দ্বারা সভার কার্য্য উদ্বোধন করেন এবং সঙ্গীত অধিবেশন আরম্ভ হয়।

গানের আসর বিশেষ ভাবে এইবারে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। যে কয়জন খ্যাত-নামা শিল্পীদের আগমনে আসর সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল তন্মধ্যে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ফৈয়জখাঁ, মাষ্টার কৃষ্ণা, দবিরখান, মিঞা বিলাতু ভ্রাতৃদ্বয়, পণ্ডিত শম্ভু মিশ্র, হামিদ হোসেন খান সাহেব, সোয়াই গন্ধর্ব্ব, সাদ্দিক আলি খান, পণ্ডিত বিষ্ণুপন্থ পাগ্‌নিস্, ওয়াজিদ হোসেন খান, পণ্ডিত পটবর্দ্ধন ও কুমারী সুশীলা ভরোদারকরের নাম অন্যতম।

ওঙ্কারনাথের গান এই বৎসরে বিশেষ করিয়া শ্রোতৃবর্গ গ্রহন করিতে পারিয়াছেন। গানগুলি অন্যান্য বৎসারর চাইতেও এবার খুব ভাল হইয়াছিল। তারপরেই নাম করিতে গেলে ফৈয়জখান সাহেবের নাম করিতে হয়। তিনিও আসর জমাট করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্যান্য শিল্পীদিগের মধ্যে পটবর্দ্ধন, মাষ্টার কৃষ্ণা, পণ্ডিত বিষ্ণু পন্থ, সোয়াই গন্ধর্ব্ব, এবং পালুস্কর গান হইয়াছিল অনিন্দ্যনীয়। স্থানীয় শিল্পী দিগের ভিতর জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, রায় খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর, দিলীপ চাঁদ বেদী, ও শচীন্‌দাস (মতিলাল) দর্শকদের তৃপ্তি দান করেন। প্রতিযোগীদের

ভিতর দিলীপ মুখার্জ্জি, কুমারী শ্যামলী চ্যাটার্জ্জি, কুমারী ইভারাণী রায়, দিলীপ ঘোষ ও রণেন দাসের গান শ্রুতিমধুর হয়।

যন্ত্রসঙ্গীতে মিঞা বিলাতুর সানাই আবার শুনিবার সুযোগ সকলে পাইয়াছিলেন। দবির খানের বীণা, ও হামিদ হোসেন খাঁর সেতার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ তাঁহার ভারতব্যাপী সুনাম রক্ষা করিয়াছেন তাঁহার অপূর্ব্ব স্বরোদ বাদ্যে। স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে সেতার বাদ্যে মস্তাক আলি, তবলায় হীরু গাঙ্গুলী, বাঁশীতে পান্না ঘোষ, ও সেতার বাদ্যে কুমারী শোভা কুণ্ডু অন্যতম। ইঁহাদের বাদ্যযন্ত্র সকলের বিশেষ আনন্দ দান করে। প্রতিযোগীদের মধ্যে কুমারী সুলেখা বানার্জ্জির সেতার, শিউপ্রসাদ ও ডমরু ভট্টাচার্য্যের তবলা, কুমারী সিতিমা ঘোষের স্বরোদ উল্লেখযোগ্য।

নৃত্যের আসরে কেবল পণ্ডিত শম্ভুপ্রসাদ ও তাঁহার ছাত্রী কুমারী আভা লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়া কথক নৃত্য প্রদর্শন করতঃ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। স্থানীয় শিল্পীগণের মধ্যে কুমারী ঝর্ণা সাহা ও বেলারাণী অর্ণবের কথক নৃত্য দর্শনীয় হয়। শ্রীমতী নীনার নৃত্যকলা মন্দ হয় নাই, তবে নৃত্যগুলি ভারতীয় নৃত্যের সহিত বিদেশী নৃত্যের সংমিশ্রন। গোপাল পিলাইয়ের কথাকলি নৃত্য, সেনারিক রাজকুমারের মণিপুরী নৃত্য ও রবীন সরকারের আধুনিক নৃত্য সাধারণ দর্শকদের আনন্দ দিতে পারে নাই সত্য কিন্তু গুণী ব্যক্তিদের ভাল লাগে। প্রতিযোগীদের নৃত্যকলাগুলি খুব সুন্দর হয়, তন্মধ্যে কুমারী অলকা সেন, কুমারী শান্তাকুমারী (নেপাল), কুমারী অণিমা মুখার্জ্জি, কুমারী মীরা মুখার্জ্জি, কুমারী হেনা বর্ম্মন, কুমারী বীণা মিত্র ও মাষ্টার অসীম সিংহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাথুরিয়াঘাটার জমিদার ও সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং শ্রীদামোদর খান্না ও শীতল বসুর অক্লান্ত পরিশ্রমে সঙ্গীত সম্মেলন বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হয়।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

নষ্টস্বাস্থ্য ও অকাল বার্দ্ধক্যের জন্য যাহারা নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিয়া ভারতীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাইয়া স্বাস্থ্য, শক্তি এবং উদ্যম পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রীর নাম বিশেষরূপে জানেন বলিয়াই আমাদের ধারণা। আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়ের নাম বর্ত্তমানে বহু লোকের নিকট সুপরিচিত। এই ঔষধালয় মানবের সাধারণ স্বাস্থ্য-সংরক্ষণমূলক বহু পুস্তকাদি প্রণয়ণ করিয়া ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষায় প্রকাশিত করিয়া জনসাধারণের কল্যাণার্থে প্রচার করিয়া থাকেন এবং নিদারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশাগ্রস্ত রোগের হাত হইতে যাহাতে সকলেই চিরতরে মুক্ত হইতে পারে, তাহার জন্য এখানে বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বহু ঔষধাদি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তত হইয়া অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যেই বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহা ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত। যেভাবে আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের কার্য্যাবলী চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় ইহা সর্ব্বত্র বিশেষরূপে সমাদৃত। সমগ্র ভারতে ইঁহাদের বহু শাখা আছে। আমরা আশা করি আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয় চিরদিনই এইরূপ জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতিলাভ করিবে।

নিমতলা ড্রামাটিক ক্লাব

(I. G. & R. S. N. Co. Ld.)

গত ৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় রঙমহল রঙ্গমঞ্চে উক্ত ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক "কণ্ঠহার" অভিনীত হইয়া গিয়াছে। অভিনয়ের পরিচালনা করেন যশস্বী অবৈতনিক অভিনেতা শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয় মোটের উপর সকলের ভালই হইয়াছিল।

"আবৃত্তি প্রতিযোগিতা"

বহুবাজার ২৬।১এ শশীভূষণ দে ষ্ট্রীটস্থ শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে কলিকাতার স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীদিগের জন্য একটী আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নাম পাঠাইবার শেষ তারিখ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪০।

শ্রীরথীন চৌধুরী

আশুতোষ কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত রথীন চৌধুরী গত ইণ্টার কলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় ভজন, বাউল, ভাটিয়ালীতে প্রথম এবং আধুনিক বাংলা গান ও গজল-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বঙ্গীয় সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়ও তিনি ভজন, বাউল, ভাটিয়ালী, ক্লাসিক্যাল বাংলা ও আধুনিক বাংলা গানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

দফরপুর (মুর্শিদাবাদ) নাট্য-নিকেতনে "সাবিত্রী"

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ সোমবারে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় দফরপুর নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে তরুণ ও উদীয়মান শিল্পীগণ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের "সাবিত্রী" নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়া গিয়াছে। "সাবিত্রী"র ভূমিকায় প্রাণস্পর্শী অভিনয় করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দাস। "অশ্বপতি"র ভূমিকায় ডাঃ রাধানাথ সরকার, এল্. এম্. এফ্. "দ্যুমৎসেনে"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস, "সত্যবানের" ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বটরামচন্দ্র মহাশয়ের অভিনয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। "মালতী"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সুধাংশু শেখর দাসের অভিনয় মর্ম্মস্পর্শী।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক, ১২৩৷১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ১৮ই জানুয়ারী ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ৪ঠা মাঘ ১৩৪৬ [৩য় সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—৪৭ লন্ রোড, হ্যাম্পষ্টেড্ (সম্পাদকীয়)
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট (ব্যবসা বিষয়ক)

হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেস

হিন্দুমহাসভাকে সাম্প্রদায়িক একটা প্রতিষ্ঠান বলিয়া অহিন্দুগণ গায়ের ঝাল মিটাইতেছেন, তাহাতে বিস্মিত হই নাই; আশ্চর্য্য হইতেছি একদল হিন্দুর উক্ত অভিমত প্রকাশে। যূথভ্রষ্ট, ছন্নছাড়া, বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন, স্ব স্ব প্রধান, বিভক্ত হিন্দুকে একত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দেখিয়া, সুদর্শনকর্ত্তিত হিন্দুর দ্বিপঞ্চাশৎ ক্ষুদ্রাংশকে পুনরায় পূর্ণ অখণ্ড অবিভাজ্য মহাশক্তির সংযুক্ত ও সম্পূর্ণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, ক্ষুদ্র তৃণগণের গুণত্বপ্রাপ্তিতে মত্তমাতঙ্গ বিজয়ের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া, অহিন্দুগণ যে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হইয়া পড়িবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। যে-মাথায় এতকাল কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইয়া, কংগ্রেস আজ শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে, সে মাথাটি যে অকস্মাৎ এমন ঝাড়া দিতে আরম্ভ করিবে, কর্ত্তারা তাহা পূর্ব্বাহ্নে বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছেন।

নবজাগ্রত হিন্দু জাতি যদি নিজের স্বাতন্ত্র্যে মর্য্যাদায় ঐশ্বর্য্যে ও গৌরবে কংগ্রেসকে আজ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে কংগ্রেস সেই অপসৃতালোক রঙীন কাচের ভাঙা লণ্ঠনের গ্লানি ও পরিম্লান কদর্য্যতা কোথায় লুকাইবে, তাই ভাবিয়া সে এমন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই, শক্তিহীন পরাজিতের শেষ অস্ত্র, অপসর্পমূলক অপহ্নবের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছেন।

হিন্দুর বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি ও ক্রিয়ায় কংগ্রেস সঞ্জাত পালিত বর্দ্ধিত ও জীবিত; অথচ সেই কংগ্রেসের আজ এমন অধঃপতন হইয়াছে যে, সে তাহার জীবনীশক্তিকেই বিষাক্ত করিয়া তুলিতে কুণ্ঠিত নহে। প্রাচীগগনতলে বঙ্গের শ্যামল সমতল রসাল মৃত্তিকায় জন্মিয়া যে কংগ্রেস সাম্য মৈত্রী ও ঐক্যের মন্ত্র প্রচার করিয়া ভারতের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়াছে, সে আজ পশ্চিমাকাশের দিক্‌সীমায় ঠেকিয়া নভোরক্ত

কঠোর পার্ব্বত্যভূমির উপরে গোধূলির রক্ত আলোকে তাহার শেষ চিতা রচনা করিয়াছে। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে অস্তমান্! কংগ্রেসের গানের শেষ রেশ ভাসিয়া আসিতেছে। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের শেষ প্রোজ্জ্বলতা, মুমূর্ষুর শেষ হিক্কার মতই, আরম্ভ হইয়াছে।

হিন্দুর অস্পৃশ্যতা নিবারণের নামে কংগ্রেস নিজেদের মধ্যে এমন একটা শুচিবাহুল্য আনিয়াছেন, যদ্দারা অনতিবিলম্বেই ইহাকে ছিন্নমস্তারূপ ধারণ করিয়া নিজের রক্ত নিজেকেই পান করিতে হইবে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতিই এখন আপনাকে পর করা ও নিকটকে দূর করা এবং অলভ্য দুষ্প্রাপ্যকে পাইতে প্রাণপণ ও সুদূরকে নিকট করিতে আত্মঘাতী প্রচেষ্টা। ফলে কংগ্রেসের যাহারা প্রকৃত কর্ম্মী তাহারা হইয়াছে বর্জ্জিত, আর অর্জ্জিত হইয়াছে কতকগুলি তোষামোদকারী ভাঁড়। হিন্দু জাতির উপর অবিচার করিয়া, কংগ্রেস হইয়া পড়িয়াছে ধোবী কা কুত্তা—না ঘাটকা, না ঘরকা।

এমত অবস্থায়, হিন্দুর কল্যাণকামী হিন্দুদের কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু-মহাসভাকেই বলবত্তর প্রবলতর ও দৃঢ়তর করিয়া, দেশের শাসন তন্ত্র অধিকারই এখন একমাত্র কর্ত্তব্য। কংগ্রেসের নামে কংগ্রেসীয় হিন্দু বা অহিন্দু কাহাকেও যে খুসী করিতে পারে নাই, তাহার একমাত্র কারণ ইহাদের স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা ও পক্ষপাতিত্ব। অন্যায় অবিচারের দ্বারা কোনও ন্যায় বা সুবিচার সাধিত হয় না। কংগ্রেসও পারে নাই। কংগ্রেস অকারণে ঝিকে মারিয়া বৌকে শিখাইতে গিয়াছিল, কিন্তু ফল হইল এই যে, ঝি হইল অপমানিত এবং বৌ যে-পরের মেয়ে সেই পরের মেয়েই রহিয়া গেল, কিছুই শিখিল না।

কংগ্রেসের এই ভ্রান্ত মতবাদের ফলে দেশে জাগিয়াছে প্রবল অশান্তি এবং কংগ্রেসের মূলেও লাগিয়াছে ঘূণ।

হিন্দু মহাসভা এইখানে কংগ্রেসের উপর টেক্কা মারিয়াছে। হিন্দু মহাসভা চায় সাম্য মৈত্রী ও ঐক্য। সে চায় যোগ্যের সমাদর। যে যেমন সে তেমনি পাইবে। একের কাড়িয়া অন্যকে দিতে গেলে, অন্যের সংখ্যা এমন বাড়িবে যে, এক নয় সহস্র যাইবে ভাসিয়া, অন্য হইবে অনন্ত এবং দানও হইয়া উঠিবে অসম্ভব। হইয়াছে ঠিক তাই। বর্ত্তমান পরিস্থিতির এই মূল এবং একমাত্র কারণ।

দান কিছুই নাই। দান কি? অধিকার। কে দিবে? সকলেই নিজ নিজ ন্যায্য প্রাপ্য যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লইবে, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি হইবে কেন? বরং ইহাতে সৌভ্রাত্র যেমন বাড়িবে নিজ নিজ অধিকার সম্বন্ধেও সকলে তেমনি সচেতন হইতে পারিবে। অপরিমিত আদরে শিশুকে পালন করিলে, শিশুর ভবিষ্যৎ যে দুরন্ত অশান্তিময় হয়, তাহার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। কাজেই শিশুকাল হইতে তাহাদিগকে সমানাধিকারে সুশিক্ষাদান, প্রত্যেক অভিভাবকেরই কর্ত্তব্য। দেশের অভিভাবক যাঁহারা, দুর্ভাগ্যক্রমে আজ তাঁহারা হইয়াছেন অদূরদর্শী অন্যায়াচারী, কাজেই দেশে এমন অশান্তির আগুন।

কংগ্রেসের মত শ্যাম ও কুল দুই রাখার পক্ষপাতী নয় বলিয়া, হিন্দুমহাসভার মত এত তীক্ষ্ণ এবং উদ্দেশ্য এমন তীব্র। হিন্দু মহাসভা তরবারির মত ঋজুভাবেই তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে। বিবেচনাসম্পন্ন এবং ন্যায়ের সেবক মাত্রেই ইহাকে সমর্থন করিবেন—করিবেন না : কেবল তাঁহারাই যাঁহারা এতকাল কেবল হুম্‌কী দিয়া এবং আবদার করিয়া কেবল অন্যায়ভাবে পাইয়াই আসিয়াছেন, এবং এখনও সেই অনুচিত অযথা ও অন্যায়ভাবে প্রাপ্তির আশা রাখেন।

হিন্দুস্থানে প্রচলিত বহু ক্ষুদ্র স্বার্থপর সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সহিত হিন্দুমহাসভার যাঁহারা তুলনা করেন, তাঁহারা সব জানিয়া শুনিয়া ও বুঝিয়া এখনও যদি বলেন যে এ ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, তাহা হইলে বুঝিব হয় তাঁহারা মিথ্যা বলিতেছেন, নয় তাঁহাদের ঘটে যৎসামান্য বোধেরও অত্যন্ত অভাব।

হিন্দু মহাসভা গুণ কর্ম্ম ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সমগ্র হিন্দুজাতির প্রতিষ্ঠান, কাজেই হিন্দুস্থানে হিন্দুমহাসভাই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বৃটেনে বৃটিশ প্রতিষ্ঠান, জার্ম্মাণীতে জার্ম্মান প্রতিষ্ঠান বা ফ্রান্সে ফরাসী প্রতিষ্ঠানকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া কেন অবজ্ঞা করা হয় না? উক্ত সব দেশে কি অন্য দেশীয় বা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক নাই? তাহা সত্বেও দেশীয় প্রতিষ্ঠান যখন জাতীয়, ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নয়, তখন হিন্দুস্থানেই বা হিন্দুপ্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে না কেন? ক্ষুদ্র বা খণ্ডই দোষের—বৃহৎ বা অখণ্ড যাহা তাহা সার্ব্বজনীন এবং বৃহত্তরের কল্যাণে যাহা তাহাই একমাত্র গণ্য ও পূজ্য। হিন্দু-মহাসভা অখণ্ড সমগ্র হিন্দুর প্রতিষ্ঠান, হিন্দুস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিষ্ঠান, কাজেই হিন্দুমহাসভা ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান অধিকার বহির্ভূত কোনও জিনিষ যেমন চায় না, অনধিকারীকে তাহার প্রাপ্যের বেশী দিতেও প্রস্তুত নয়। হিন্দু-মহাসভা হিন্দুর প্রতিষ্ঠান হইলেও অহিন্দুকে তাহার ন্যায্য অধিকার দিতে এবং সসম্মানে সমাদরে তাহাকে হিন্দুস্থানের অধিবাসীর যোগ্য শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। হিন্দুস্থানের অধিবাসী হিসাবে হিন্দুমহাসভার নিকট হিন্দু অহিন্দু সকলেই তুল্য।

এ অধিকার ঘোষণা করিয়াছে হিন্দু-মহাসভা, কংগ্রেস একথা বলিতে সাহসী নয়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতায় নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার একবিংশতিতম অধিবেশন

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণের মর্ম্মার্থ

হিন্দু মহাসভার একবিংশতিতম অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর, সমবেত প্রতিনিধি এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াকে অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে বলেন যে, সমগ্র হিন্দু-ভারতে অতি গুরুতর এবং বিপুল সমস্যাসমূহ দেখা দিয়াছে। তাহাতে সকলের মনোনিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গলার হিন্দুদের নিকট বিশেষভাবে এমন কতকগুলি সমস্যা উপস্থিত যাহার সমাধান আশু কর্ত্তব্য। সুতরাং বঙ্গদেশে এই বৎসর হিন্দু মহাসভার অধিবেশন বাঙ্গালী হিন্দুর সৌভাগ্যের কথা।

কল্পনার চক্ষে আমি ভবিষ্যৎ ভারতের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, কিন্তু অতীত ভারতের গৌরবের কথা চিন্তা করিয়া আমি যে আনন্দ পাইয়াছি তাহার তুলনায় ভবিষ্যৎ ভারত কিছুই নহে।

অতঃপর স্যার মন্মথ জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে ব্যবসায়ে, অতীত ভারত যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষ কি ভাবে হারাইল? এ সম্পর্কে স্যার মন্মথ বলেন যে, ইহার কোন সুসম্বদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় না, তবে কিনা একথা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, আত্মকলহ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, বৈদেশিক আক্রমণ, বৈদেশিক আধিপত্য ও নিপীড়নের ফলে, হিন্দু ভারতের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে।

হিন্দু জাতি ধীরে ধীরে কি ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে তাহার ইতিহাস আলোচনা করিয়া স্যার মন্মথ বলেন :—

"পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় হিন্দুদের সংখ্যা ছিল জন-সংখ্যার শতকরা ৫৫ জন, এখন দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৪৫ জনে।"

হিন্দুদের সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোবৃত্তির কথা আলোচনা করিয়া স্যার মন্মথ বলেন :—

সম্প্রতি কংগ্রেস সত্যের সম্মুখীন হইতে অসমর্থ হইয়াছে। তাহারা গুরুতর বিষয়গুলিকে লঘু করিয়া দেখিয়াছে, তাহারা এই স্বপ্নে মসগুল হইয়া রহিয়াছে যে, মুসলমানদিগের দাবী পূর্ণ করিলেই মুসলমানরা তুষ্ট হইবে, তাহাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইবে, এবং তাহা সমগ্রভাবে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। এজন্য যদি হিন্দুর স্বার্থ বলি দিতে হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। গত কুড়ি বৎসর যাবৎ কংগ্রেস কেবল জাতীয়তার এই আদর্শের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিপদে মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। ইহার উদাহরণের জন্য বেশীদূর যাইতে হইবে না। এই বাঙ্গলা দেশ হইতেই আমি দুইটি সদ্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি: একটি 'বন্দেমাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদ, অপরটি শতকরা ষাটটি চাকুরীতে মুসলমানদিগকে সম্মতি। 'বন্দেমাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদ অতি মর্ম্মান্তিক। ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া হিন্দু বাঙ্গলা কিভাবে মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার আর একটি উদাহরণও আমি দিতে পারি। কিন্তু তজ্জন্য কংগ্রেসের কোন দোষ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বজ-চিহ্ন হইতে "শ্রী" এবং "পদ্মের" অপসারণের কথা আমি বলিতেছি। উহা অপসারণ করিবার জন্য মুসলমানদের যুক্তি ছিল এই যে, যদি একমাত্র "পদ্ম" বা "শ্রী" থাকিত, তাহা হইলে কোন অনিষ্ট ছিল না, কিন্তু তাহার [illegible] সমাবেশের [illegible] মুসলমানদের মনে আঘাত করিয়াছে।"

মুসলমানেরা পাকিস্থানের কল্পনা করিয়া কিভাবে কংগ্রেসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা স্যার মন্মথ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

প্রসঙ্গক্রমে স্যার মন্মথ বলেন যে, কংগ্রেসের পক্ষে সাইমন কমিশন বর্জ্জন করা ভুল হইয়াছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কংগ্রেস কি করিয়াছে না করিয়াছে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে স্যার মন্মথ বলেন :—

"প্রায়ই বলা হয় যে, কংগ্রেসই দেশে একমাত্র সুসংহত প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস চিরকালই ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, এবং আজ পর্য্যন্ত আমরা যে সামান্য স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা কেবল কংগ্রেসের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং ত্যাগের ফলে সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু আমি বলিতে চাই যে, গত কুড়ি বৎসরে যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা কংগ্রেসী নীতির ফলে নহে, পরন্তু, ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলে।

যদি কখনও ভারতে রাষ্ট্রীয় উন্নতির কথা লিখিত হয় তাহা হইলে এরূপ লিখিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, আমরা অল্প যে সামান্য স্বায়ত্বশাসন পাইয়াছি, তাহা কংগ্রেসের সহায়তায় নহে বরং কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও পাইয়াছি। রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে হিন্দুরা আজ যে সমস্ত ত্রুটি এবং অনিষ্ট দেখিতে পাইতেছে তাহার অধিকাংশের জন্য দায়ী বর্ত্তমান কংগ্রেসের অনুসৃত নীতি। এ সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।"

বাংলার হিন্দুগণ বর্ত্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় কিরূপ দুর্ভোগ ভোগ করিতেছে এবং তাহারা দিন দিন কিভাবে অধিকারচ্যুত হইতেছে স্যার মন্মথ তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া বলেন :—

আপনাদের সাহায্যে এবং পথ-নির্দ্দেশে

(শেষাংশ ৩০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

কংগ্রেসের সভাপতি

আগামী রামগড় (বিহার) কংগ্রেসের সভাপতির জন্য নিম্নলিখিত চারিটি নাম খুব শোনা যাইতেছে। এবার বাঙালী কেহ সভাপতিত্ব করিতে চাহেন না বলিয়া মোহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার লেঠেল-দলও বেশ নিশ্চিন্ত আছেন এবং পরমানন্দে অহিংসা, হিন্দু মুসলীম ঐক্য, ভারতের স্বাধীনতা, প্রভৃতি বড় বড় বার্ত্তা আওড়াইতেছেন!! তবু বয়সে সর্ব্বকণিষ্ঠ সুভাষকে সহ্য করা যায় না।

(১) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

(২) মিঃ সি. রাজা গোপালাচারী

(৩) ডাঃ পট্টভী (সুভাষের প্রতিদ্বন্দ্বী)

(৪) পঃ জহরলাল নেহেরু।

*

বিষের নেশা

থানা (বোম্বাই) জেলে গোসাবি জাতীয় একজন আসামীকে জেলে প্রথম ঢোকাইবার সময় তাহার মাথায় পাগড়ী-ঢাকা চুলের ভিতর একটি ছোট পুঁটুলী নজর পড়ে। পুঁটুলীটি সে কিছুতেই হস্তান্তরিত করিতে চায় না। কিন্তু জেলের আইনানুযায়ী সেটি মালখানায় রাখা হইল। এক সপ্তাহ পরে আসামী খালাস পাইলে, জেলার তাহাকে সেই পুঁটুলীটি দেখাইতে অনুরোধ করিলে, গোসাবি পুঁটুলিটি খুলিবামাত্রই, একটি বিষাক্ত ক্ষুধিত গোখ্‌রো সাপ লাফাইয়া পড়িল। সকলে সন্ত্রস্ত হইল। গোসাবি বলিল, সে প্রত্যহ বিষের নেশা করে। বাচ্ছানাগ নামে জলজ একপ্রকার লতা আছে, তাহার বিষ গোখরো সাপের বিষ অপেক্ষাও উগ্রতর। কিন্তু সে লতা সব সময় পাওয়া যায় না বলিয়া, সে এই সাপটি পুষিয়াছে। বলিয়াই গোসাবি তাহার জিভ বাড়াইয়া দিল, সাপ দংশন করিল। গোসাবি সাপটি বাঁধিয়া পূর্ব্ববৎ পাগড়ীর নীচে পুঁটুলিটি রাখিয়া সেলাম করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রফুল্লমনে প্রস্থান করিল।

*

পৃথিবীর পরিমাণ

মহাদেশ	বর্গমাইল	সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত
ইউরোপ—	৩৭॥ লক্ষ	মাউণ্ট এলব্রুজ (রাশিয়া)
এসিয়া—	১কোটি ৭০ লক্ষ ৭৪ হাজার	মাউণ্ট এভারেষ্ট (ভারতবর্ষ)
আফ্রিকা	১ কোটি ১৫ লক্ষ	মাউণ্ট কিলি-মান এ্যারো
অষ্ট্রেলেশিয়া	৩৪॥ লক্ষ	মাউণ্ট ভিক্টোরিয়া
উত্তর আমেরিকা	৮০ লক্ষ	মাউণ্ট ম্যাক্ কিন্‌লে
দক্ষিণ „	৬৮ লক্ষ ১৭ হাজার	মাউণ্ট একোন্ কাকোয়া
আণ্টার্কটিকা	২৫ লক্ষ	মাউণ্ট এরিবাস্

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেষ্ট ২৯০০২ ফুট উঁচু।

*

মহাসাগরের পরিমাণ ও গভীরতা

মহাসাগর	বর্গমাইল	গভীরতা
আতলাণ্টিক (Atlantic)	—৩ কোটি ৪০ লক্ষ	—৪৪ হাজার ফুট
প্রশান্ত (Pacific)	৭ „ ১০ „	—৩৫॥ „ „
ভারত (Indian)	২ „ ৮০ „	—২৩ „ „
উত্তর (Arctic)—	৪০ „	—১৩ „ „
দক্ষিণ (Southern)	৬০ „	—১৬ „ „

*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-এল্-এ মহাশয় সম্প্রতি চতুর্থ দফায় পঞ্চাশ হাজার টাকা মোট ৩৪ লক্ষ টাকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিলেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত এই টাকা কেবল ভারতীয় খৃষ্টান ছাত্রদের শিক্ষোন্নতিতে ব্যয় হইবে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় আরও দান করিবেন বলিয়া প্রকাশ। দানবীর হরেন্দ্রকুমার অমর হউন্। দাতা সকলের প্রণম্য।

*

নিখিল ভারত যাদব সম্মেলন

কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গত ২৬শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত যাদব সম্মেলন আরম্ভ হয়। সভায় প্রায় ২৫ হাজার প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ, যাদবকে শূদ্র বলায় আপত্তি জানান। আমরাও তাঁহার উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছি। তাঁহার অভিভাষণ খুব তেজোপূর্ণ, নির্ভীক এবং সদযুক্তি হইয়াছে, সন্দেহ নাই কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহার মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। জাতি মানিতে গেলেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানিতে হইবে অথচ তাঁহার উক্তিতে সেই বর্ণাশ্রমকেই পদাহত করা হইয়াছে। ঘোষ-গোস্বামী মহাশয়ের ঈদৃশ ঘোষ-রাখালীতে আমরা খুশী হইতে পারিলাম না।

*

হিন্দু মহাসভার অধিবেশন

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত হিন্দু-প্রতিনিধির সংখ্যা :—

বাংলা—৪০০০	পাঞ্জাব—১০০
আসাম—৪৫০	যুক্তপ্রদেশ—১৫০
বিহার—৩৫০	রাজপুতানা—৫০
মহারাষ্ট্র—৪০০	গুজরাট—৫০
মাদ্রাজ—৫০	সিন্ধু—২৫

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd. 1909.
No ....
Y. M. I.

শ্রীমতী রেখা রায়

উদীয়মানা নৃত্যশিল্পীদের ভিতর ইনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। কয়েকখানি চিত্রেও ইহার দর্শন পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কসমোপলিটন প্রভাকশনের প্রথম ছবি "Yaad Raho" ছবির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দীপালী

(বামে)

শ্রীমতী কানন দেবী—
অমর মল্লিকের পরিচালনায়
তাঁহার বর্ত্তমান ছবিতে
নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়
করিতেছেন।

(দক্ষিণে)

শ্রীমতী উমা দেবী—
বর্ত্তমানে চিত্রজগৎ হইতে
অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

কার্টুনিষ্টের দৃষ্টিতে বাংলার এই চিত্রনটী

চিত্র বার্তিক

১৮ই জানুয়ারী, ১৯

(দক্ষিণে

ফিল্ম প্রোডিউসার্সের প্রথম অর্ঘ্য
'শুকতারা'র একটি দৃশ্যে প্রতিমা
দাশগুপ্তা, শৈলেন পাল ও মীরা ঘোষ।
পরিচালক: শ্রীনিরঞ্জন পাল

(বামে)

শ্রীমতী সাধনা বসু—
ইহার "কুঙ্কুম" ছবিখানির জন্য সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে।

(দক্ষিণে)

'শ্রীমতী লীলা দেশাই—
তাঁহার নবতম ছবি "জীবন-মরণ" এখনও সগৌরবে চিত্রায় চলিতেছে।

চতুষ্টয়কে বড়ই অদ্ভুত দেখাইতেছে, না? শিল্পী—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

(নীচে)

শ্রীমনোরঞ্জন ভৌমিক—
"শর্ম্মিষ্ঠা", "চাণক্য," ও "গোরা"র কারু-শিল্পে (art direction) ইনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

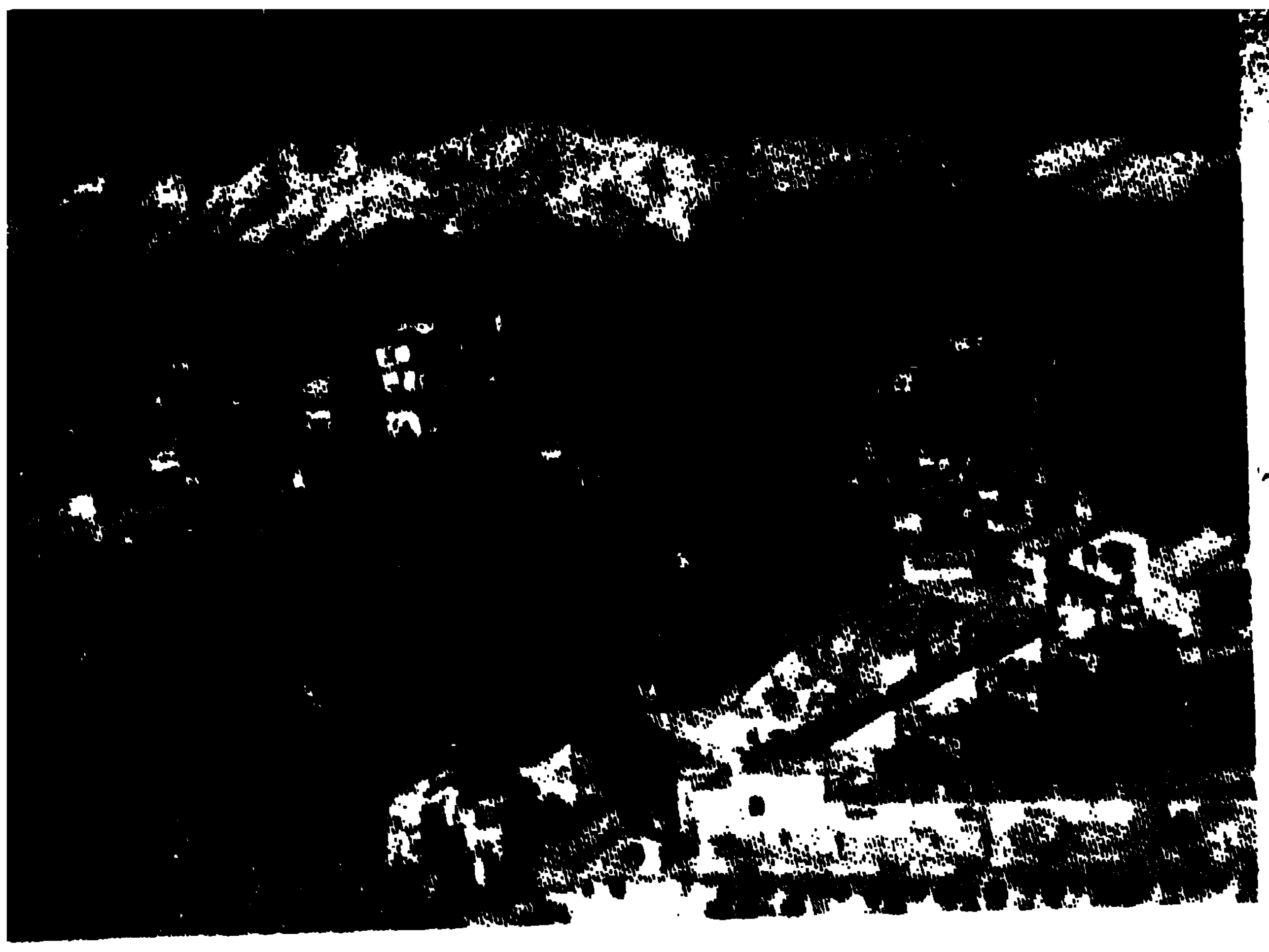

—দার্জ্জিলিং দৃশ্য—

শ্রীদেবেন চট্টোপাধ্যায়—সিউড়ী

ছোটদের ক্যামেরা

পরিচালক :

শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

—সমুদ্র-তটে—

শ্রীশিহরণ সরকার—সিমলা

—সাপুড়ে—

শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য—কলিকাতা

—সুখী—

শ্রীসুশীল সিংহ—কলিকাতা

—প্রকৃতির দান—

শ্রীরামপ্রসাদ সিংহ—বেহালা

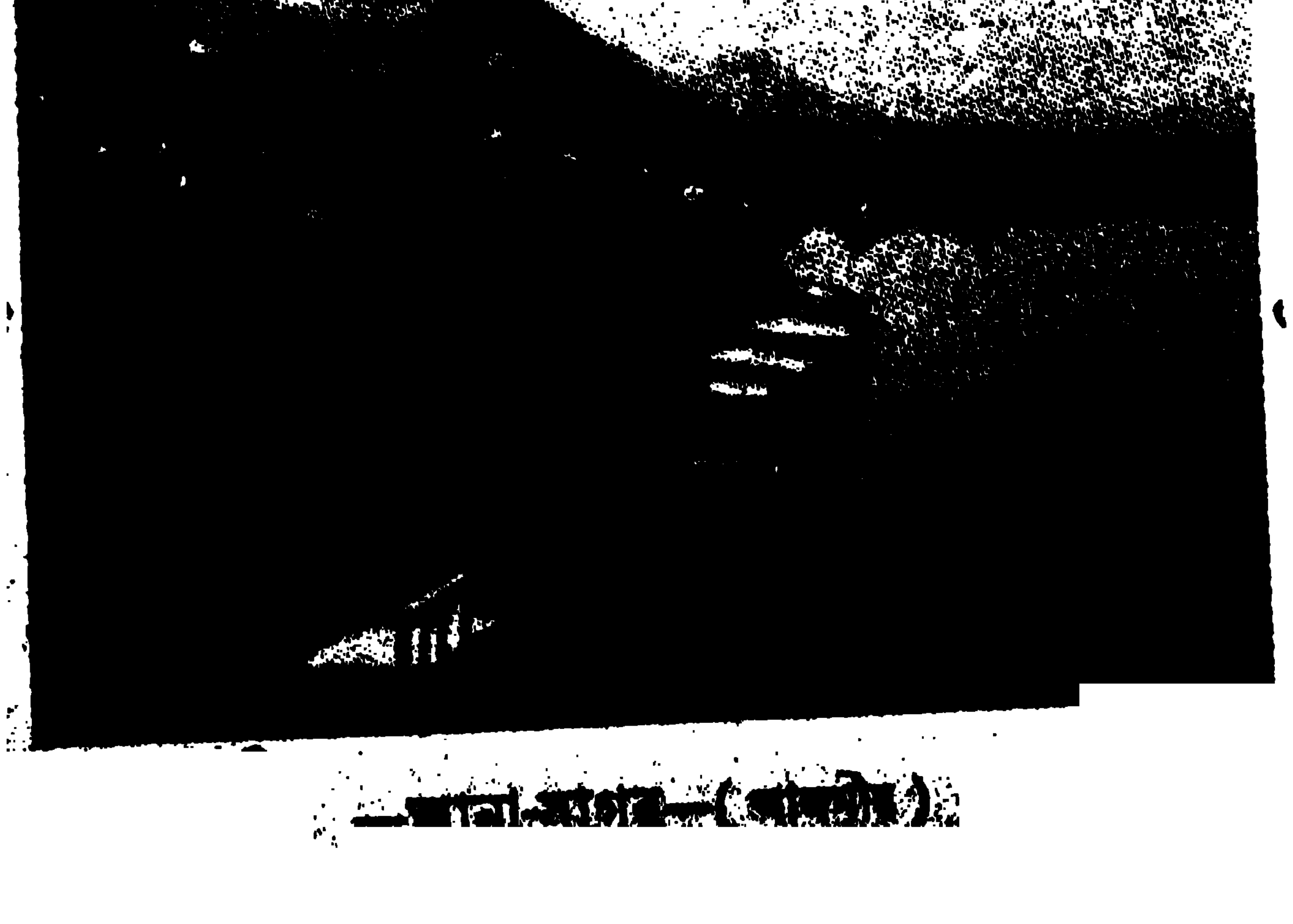

—[illegible]—([illegible])

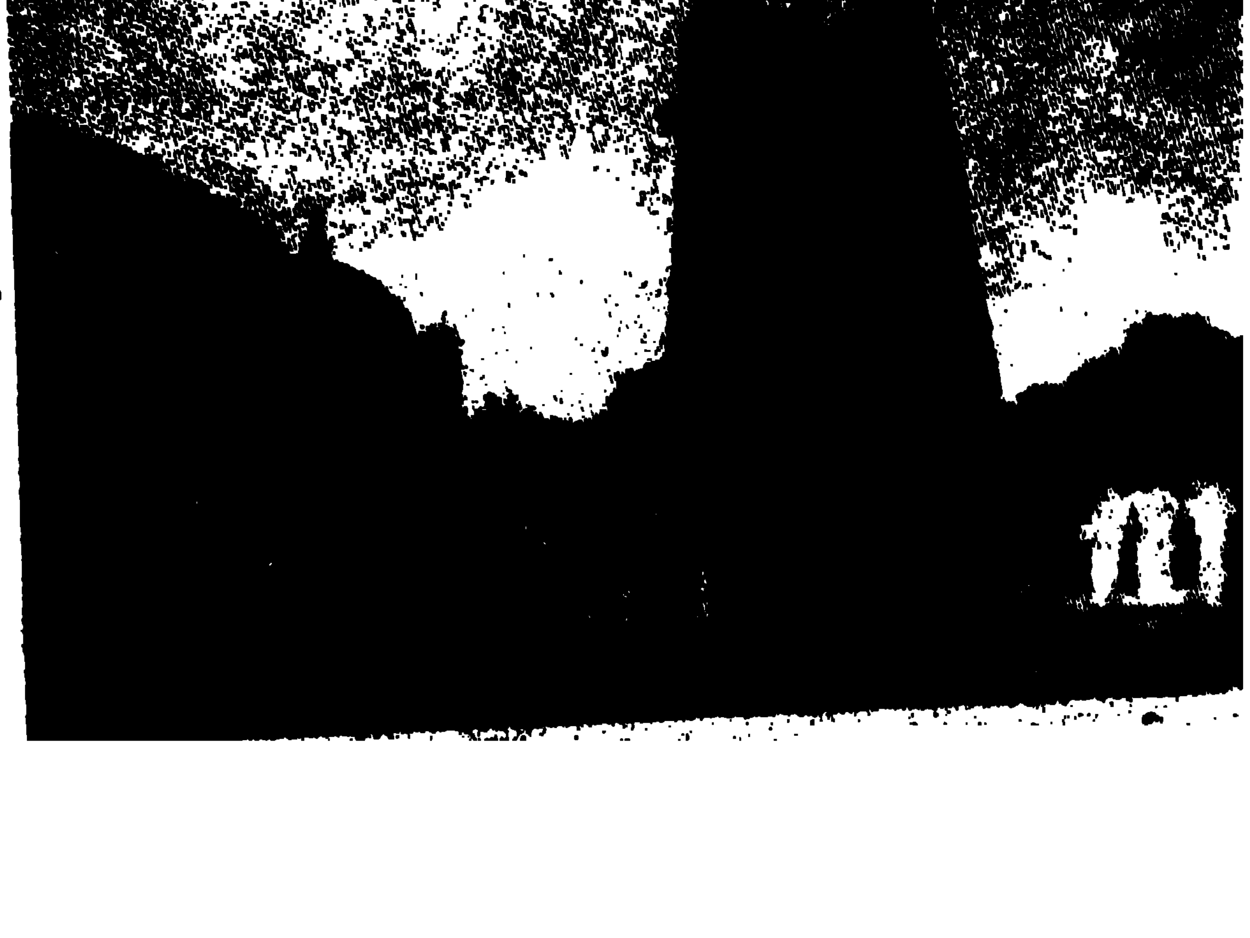

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তিন

নন্দরাণী আদর করিয়া খোকার নাম দিয়াছে জহর, সারাদিন জহরকে লইয়াই তাহার আনন্দে কাটিয়া যায়। এ আতিশয্য সময় সময় বুকের কাছে অশোভন বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু সাহস করিয়া সে কোনো কথা বলিতে পারে না।

নূতন জায়গায় প্রথমটা বেশ কাটিয়া গেল বটে কিন্তু চুপচাপ বাড়িতে বসিয়াই বা কিভাবে দিন কাটে, নন্দরাণী তবু খোকাকে লইয়াই আত্মহারা হইয়া আছে। ব্যবসার দিকে বরাবরই কুঞ্জর ঝোঁক ছিল, অভাব ও অভিযোগের সহিত সংগ্রাম করিয়া সে সদিচ্ছা কোনদিন বিকশিত হইতে পারে নাই, এখন নিরবচ্ছিন্ন অবসর ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে সেই পুরাতন প্রবৃত্তি আবার প্রখর হইয়া উঠিল।

অনেক চিন্তা করিয়া, অনেকবার ইতস্ততঃ করিবার পর অবশেষে নন্দরাণীকে কুঞ্জ একদিন কথাটা বলিয়া বসিল—ক'দিন ধরেই বল্‌ব বল্‌ব মনে কর্‌ছি, ভয় হয় তুমি আবার না ভুল বোঝ—

নন্দরাণী জহরকে ঘুম পাড়াইতেছিল, কুঞ্জর কথায় সে হাসিয়া ফেলিল, বলিল—আমার ভয়েই ত' তুমি কাঁটা হয়ে আছো, আমি কি দারোগা নাকি গো? অত ভয়টা কিসের—

কুঞ্জ রহস্য করিয়া জবাব দেয়—দারোগা ত' নয়, দারোগার বাবা। পরেই আবার সংশোধন করিয়া বলে, না না বাবা হবে কেন তুমি দারোগার মা।

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া নন্দরাণী বলে—বালাই, দারোগার মা হব কেন, জহর অনেক ওপরে যাবে তুমি দেখো, এখন কথাটা কি বলো ত? যে রকম তোমার ভণিতা—

অনুনয়ের ভঙ্গিতে কুঞ্জ বলে—না এমন কিছু গুরুতর কথা নয়, তোমাকে ত' সেবার বলেছিলুম, সত্যি বাপু একটা কারবার টারবার না করলে আর চলে না, পুরুষ মানুষ বসে বসে কাঁহাতক আর দিন কাটে বলো, তার চেয়ে বরং একটু খাট্‌লে যদি দু'চার পয়সা ঘরে আসে, মন্দ কি—

নন্দরাণীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, গম্ভীর হইয়া প্রশ্ন করিল—কিসের কারবার করবে ঠিক করেছ? মোটরের কাজই ত' তোমার শুধু জানা আছে।

কুঞ্জ উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল—কাজ কত রকম, পয়সা ছড়ান রয়েছে শুধু কুড়িয়ে নেবার কায়দা জানা চাই, সে সব ঠিক করে ফেলেছি। কাছাকাছি একটা চায়ের দোকান করবো, বেশী টাকার ত দরকার নেই, বেশী লোকও রাখতে হবে না, দু'মাসে ঘরের টাকা ঘরে ফিরে আসবে।

কুঞ্জর উৎসাহে নন্দরাণীকে অবশেষে রাজী হইতে হয়। কুঞ্জ যখন ঝোঁক ধরিয়াছে তখন তাহাকে বাধা দেওয়াটা ঠিক হইবে না, সে শুধু বলিল—

কিন্তু চায়ের দোকান ত' আর মকিমপুরে চল্‌বে না, আর এই নতুন জায়গা ছেড়ে বেশী দূরে গেলেই বা এখন চল্‌বে কেন!

অনেক কথা কাটাকাটির পর স্থির হইল উপস্থিত কুমারহাটিতেই দোকান খোলা হইবে, বেশী দূর নয়, সপ্তাহে একবার সহজেই বাড়ী আসা চলিবে।

আনন্দে ও উত্তেজনায় কুঞ্জ মাতিয়া উঠিল।

এক বছরের মধ্যেই কামারহাটিতে কুঞ্জর চায়ের দোকান বেশ জমিয়া উঠিল। কাছাকাছি কারখানা থাকায় দোকানে দিনরাত খরিদ্দারের আর বিরাম নাই। কুঞ্জকে এখন তিনটি লোক রাখিতে হইয়াছে। নিজে একটি কাঠের বাক্স লইয়া সারাদিন বসিয়া থাকে, আর পয়সা গণিয়া তোলে।

নন্দরাণীর জহর আর কুঞ্জর চায়ের দোকান উভয়েই নূতন নেশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় জগদীশবাবুর চিঠি পাইয়া কুঞ্জ স্তম্ভিত হইয়া গেল, তিনি লিখিয়াছেন—

"জহরকে দেখিয়া আসিলাম, যে ভাবে সে মানুষ হইতেছে তাহা দেখিলে আনন্দ হয়, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। জহর একা থাকে, সুতরাং নন্দরাণীর কাছে একটি ছোট খুকী রাখিয়া আসিয়াছি। মেয়েটি সম্ভ্রান্ত ঘরের, আশা করি সে জহরের মতোই সমান আদরে পালিতা হইবে। ইহার জন্য যথারীতি অর্থ ব্যবস্থা করিয়াছি।"

চিঠিটি বার বার করিয়া পড়িয়া কুঞ্জ কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। সত্য বলিতে কি কুঞ্জ একটু অসন্তুষ্ট হইল, তাহার বাড়িটা কি ক্রমশঃ অনাথ-আশ্রম হইয়া উঠিবে নাকি! নন্দরাণীর বুদ্ধির সে বরাবর প্রশংসা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখন তাহার ওপরই রাগ হইতে লাগিল।

রাণী হয়ত জগদীশবাবুর সহিত কথায় আঁটিয়া ওঠে নাই, হয়ত টাকার প্রলোভনেই ভুলিয়াছে। টাকার কথা মনে হইতেই কুঞ্জর রাগ অনেকটা কমিয়া গেল, কিন্তু কিছুতেই নন্দরাণীর অতৃপ্ত মাতৃত্বের কথা সে ভাবিতে পারিল না।

জহরকে এখন আর পরের ছেলে বলিয়া মনেই হয় না, তাহার সামান্য একটু সর্দি কাশীর সংবাদ পাইলে কুঞ্জ ব্যাকুল হইয়া ওঠে, তবু জগদীশবাবুর চিঠি তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল।

নন্দরাণীকে এবার দু'চার কথা শোনাইয়া দিবে এমনই একটা দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কুঞ্জবিহারী সেবার বাড়ী ফিরিয়াছিল, কিন্তু নন্দরাণীর আনন্দোচ্ছল প্রবৃত্তি ও খুকীর বর্ণচ্ছটায় সে বিহ্বল হইয়া গেল। যাহার ঘরেই জন্মিয়া থাকুক এ মেয়ে যে উত্তর কালে রাজরাণী হইতে পারে, জ্যোতিষী না হইলেও কুঞ্জ তাহা অনায়াসেই বলিতে পারে। এমন সন্তান যাহারা অবলীলাক্রমে পরের হাতে সঁপিয়া দিতে পারে তাহারা কি মানুষ, বিধাতা তাহাদের হৃদয় কিভাবে গড়িয়াছেন স্বামী-স্ত্রীতে তাহা ভাবিয়া পায় না।

ইতিমধ্যেই নন্দরাণী তাহার নামকরণ করিয়া ফেলিয়াছে সুবর্ণ। সেবার কুঞ্জ যতক্ষণ মকিমপুরে ছিল, সুবর্ণ তাহার কোল হইতে নামে নাই, কুমারহাটিতে ফিরিবার সময় তাহার মন খারাপ হইয়া গেল, সুবর্ণলতার হাসি তাহার সমস্ত সঙ্কল্প ভাসাইয়া দিয়াছে।

আরো দুই বৎসর এইভাবেই কাটিল, কুমারহাটির দোকান তখনও চলিতেছে বটে, তবে কারখানা সম্প্রতি উঠিয়া যাওয়াতে কুঞ্জ'র অনেক টাকা লোকসান পড়িয়া গিয়াছে, আসল অবস্থা নন্দরাণী জানিত না বলিয়াই দোকানটি বন্ধ হয় নাই। এই কুমারহাটিতেই কুঞ্জ সংবাদ পাইল নন্দরাণীর সংসারে আর একটি নূতন প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছে। এতদিনে তাহাদের নিজস্ব সন্তান হইল।

কুঞ্জ যেন ইহারই প্রতীক্ষায় ছিল, এই সংবাদ পাইয়াই দোকানপাট তুলিয়া দিয়া সে সোজা মকিমপুরে ফিরিয়া আসিল। নন্দরাণী বিস্মিত হইয়া কহিল—

—কিগো এত জিনিস পত্তর কিসের, হঠাৎ এমন অসময়?

কুঞ্জ কহিল—অসময় আর সুসময় কি? দোকান-টোকান আর কি হবে? তুমি একা একা কি করেই বা ছেলে মেয়ে সাম্‌লাবে, তাই ভাব্‌লাম বাড়িতেই এখন দিন কতক থাকা যাক্‌, এদিকটাও ত দেখ্‌তে হবে—

নন্দরাণী বুঝিল কারবার নষ্ট হইয়াছে, অপরাধ খণ্ডন করিবার সময় নানা কথায় আসল বক্তব্য চাপা দেওয়াই কুঞ্জর স্বভাব।

কুমারহাটির দোকান উঠিয়া যাইবার মাসখানেকের মধ্যেই মকিমপুরের নাম। তুলিয়া বক্সিরহাটে নূতন বাড়ী কেনা হইল। মাসিক বন্দোবস্ত অনুযায়ী যাহা পাওয়া যাইত তাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। দুর্দিনের সম্বল হিসাবে কুঞ্জকে লুকাইয়া তাহাই নন্দরাণী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, জগদীশবাবুর হাতে একদিন সেইগুলি তুলিয়া দিয়া সে তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া ধরিল, কহিল—একটা মাথা গোঁজবার জায়গা আপনি আমাদের করে দিন, এভাবে পরের মুখ চেয়ে আর ক'দিন থাক্‌বো!

জগদীশবাবু হাসিয়া বলিলেন—কথাটা আমিও ভেবেছি, এ টাকায় আর কি হবে, টাকার জন্য চিন্তা নেই, সুবিধে পেলেই একটা যা হয় বন্দোবস্ত করে দেব।

নন্দরাণী তবু ছাড়িল না, কতকটা যেন বায়না হিসাবেই সেই টাকাগুলি জগদীশবাবুকে গছাইয়া দিল, কহিল—তবু আপনার মনে থাক্‌বে, নইলে আপনি পাঁচ কাজের মানুষ, একি আর একটা মনে রাখ্‌বার মতো কথা!

জগদীশবাবু তেমনই হাসিয়া বলিলেন—তোমার কাছেই আমি হার মেনেছি মা, বাড়ি আমার সন্ধানে একটা আছে, শীগ্‌গিরই বোধ করি গৃহ-প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো।

দীর্ঘকাল আসা যাওয়ার ফলে নন্দরাণীর ওপর জগদীশবাবুর একটা গভীর মমতা জন্মিয়াছে, জহর ও সুবর্ণকে মানুষ করিতে স্বীকৃত হইয়া নন্দরাণী জগদীশবাবুকে অনেকখানি দায়িত্বভার মুক্ত করিয়াছে। জহর ও সুবর্ণের টাকাতেই তাই একদিন বক্সীরহাটের বাড়িখানি সহজেই কেনা হইয়া গেল।

অত বড় বাড়িখানি যে সত্যই তাহাদের তাহা যেন কুঞ্জ'র আর বিশ্বাস হয় না, এখন ত' তাহারা রীতিমত বড়লোক, নূতন শহরে, নূতন পরিবেশের মধ্যে নূতনভাবেই নিজেদের গড়িয়া তুলিতে হইবে, এমনই একটা ধারণায় কিছুদিন সে যেন আর মর্ত্যলোকে রহিল না। নন্দরাণী কড়া গৃহিণী, সকল দিকেই তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি, একদিন কুঞ্জকে বলিয়া বসিল, দোকান করে লাভের মধ্যে ত' দেখছি, কতকগুলো বে-চাল শিখেছ, তখনই তাই বলেছিলুম—

কুঞ্জ আকাশ হইতে পড়িল, কহিল, বেচালটা কোথায় দেখ্‌লে বউ, ওঃ গান গাইছিলুম বলে বুঝি—

নন্দরাণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল—রঙ্গ রাখো, জহর আর সুবর্ণ বড় হয়েছে, অনীতাটিও দু'দিন বাদেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌বে, এখন তুমি কোথায় একটু গম্ভীর হবে—তা নয়, যতো সব—

এই মৃদু তিরস্কারেই কুঞ্জবিহারী মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিল। কুমারহাটির দোকান তুলিয়া দিবার পর এই প্রথম সে বুঝিল কয়েক বছরে তাহার বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয় নাই, জীবন সেইভাবেই আছে, সংসার বৈচিত্র্যহীন গতিতেই চলিতেছে, তবে বয়স কিঞ্চিৎ বাড়িয়া গিয়াছে, নন্দরাণীর চোখের কোণে সে কটাক্ষ অন্তর্হিত হইয়াছে, দেহে সে বিদ্যুৎ নাই। অকস্মাৎ বড়লোকের পদে প্রমোশন পাইয়া বাধা ও নিষেধের দুর্ভেদ্য ব্যূহজালে ক্রমশঃই যেন জড়াইয়া পড়িতেছে।

ছেলে মেয়েদের কিন্তু কুঞ্জ সত্যই ভালোবাসে, ছেলেরা না থাকিলে গোলাপী সাম্যবাদের আমেজে না ডুবিয়া এতদিনে সে হয়ত তাহার

প্রাক্তন বলশেভিক মতবাদেই ফিরিয়া যাইত, সাম্যবাদের প্রতি শ্রদ্ধায় নয় শুধু উৎকট রক্ষণশীল স্ত্রীর সহিত বোঝাপড়া করিবার জন্য।

নন্দরাণীর সংসারের ইহাই প্রাচীন ইতিহাস।

অতীতের স্মৃতি আন্দোলন করিয়া আজ তাহার চোখের জলের বাঁধ ভাঙিয়াছে। কুঞ্জ সহরে গিয়াছে, সন্ধ্যার মধ্যেই ছেলেমেয়েরা আসিয়া পড়িবে, তবু নন্দরাণীর মনে সুখ নাই।

এই কারণেই হয়ত সহরের পথে পথে কুঞ্জ অকারণে সময় কাটাইয়া ফিরিতেছে, তাহার অন্তরেও আজ শান্তি নাই।

এ সংসারের মধ্যমণি সুবর্ণ। একবার দেখিলে হয়ত দ্বিতীয়বার দেখিবার বাসনা না হইতে পারে, কিন্তু দেখিলে এই প্রশ্নই বারবার মনে হইবে কেন সুবর্ণ বিনিঃশেষে আপনাকে প্রকৃতির হাতে সমর্পণ করিয়াছে। শারীরিক সৌন্দর্য্যকে কেন সে স্বেচ্ছায় গোপন করিয়া রাখিয়াছে। কেশের কমনীয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা নাই, চোখ দুটি করুণা ও সহানুভূতিতে দীপ্ত, কিন্তু সুর্ম্মা সংস্পর্শে সংস্কৃত নয়, সারা দেহে কোথাও এতটুকু প্রসাধন-পারিপাট্য নাই, অথচ সে বর্ষা বিস্ফারিত নদীর মতোই অনস্বীকার্য্য। আপন মহিমাতে মহিমামণ্ডিত বলিয়াই বোধ করি প্রকৃতি প্রদত্ত স্বাভাবিক বর্ণচ্ছটা ভিন্ন আকৃতির সৌষ্ঠব বর্দ্ধনে আর কিছুরই সাহায্য সুবর্ণ গ্রহণ করে নাই। সংসারে আপন স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুবর্ণ তাই অনন্যসাধারণ।

কিন্তু মধ্যমা বলিয়া তাহাকে অনেক কিছুই সহিতে হয়। প্রথমতম বলিয়া নয়, ছেলে বলিয়া এ সংসারে জহরের প্রাধান্য বড় কম নয়, অপর দিকে অনীতা, কনিষ্ঠা হিসাবে তাহার আদরের পরিমাণ কিছু বেশী, তা ছাড়া তাহার সৌন্দর্য্যের প্রাখর্য্য সুবর্ণকে অনেকখানি ম্লান করিয়া দিয়াছে। অনীতার রূপের খ্যাতি আছে, আর সে-সংবাদটুকু অনীতা ভালো করিয়াই জানে।

জীবনের সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে ভাব-বিলাসের অবসর নাই, বাস্তবের রূঢ় রুক্ষ বিভীষিকা সহজভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে একথা সুবর্ণ বুঝিয়াছে। সুবর্ণর প্রখর কর্ত্তব্যবোধের জন্যই নন্দরাণীর সংসারে এখনও অবিচ্ছেদ্য সংযোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। জহর ও অনীতাকে ভাই-বোন বলিয়া না জানিলে সুবর্ণ কি করিত বলা যায় না, তবে তাহাদের আপন সহোদর ও সহোদরা বলিয়া জানে বলিয়াই বোধ করি ইহাদের প্রাকৃতিক বিভিন্নতা তাহার ভালোবাসার অন্তরায় হইয়া উঠে নাই।

বড় ভাই জহর কোষমুক্ত তরবারির মতোই প্রখর ও প্রচণ্ড, সব সময়ই সে কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত, লাইব্রেরী, টেনিস ক্লাব, সেবাসমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগঠন সম্পূর্ণ হওয়াতে সে ইদানীং রাজনৈতিক দল লইয়া মাতিয়াছে। আর ছোটবোন অনীতা নিজেকে লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাহার সকল প্রকার আবদার অত্যাচার সুবর্ণ হাসিমুখে সহ্য করিয়া যায়, অনীতার মধুর স্বভাবে সে মুগ্ধ।

সুবর্ণর ভক্তি ও শ্রদ্ধা চরমে উঠিয়াছে কুঞ্জ ও নন্দরাণীর সম্পর্কে। বাবা ও মাকে সে সকলের উপরে দেখে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির শিখরে উঠিয়াও সুবর্ণ তাহাদের প্রতি একবিন্দু শ্রদ্ধা হারায় নাই, কুঞ্জর সকল ত্রুটী সে নন্দরাণীর কাছে গোপন করিয়া রাখে, আর জননী নন্দরাণীকে সে শাসনতন্ত্রের মতো সুদৃঢ়, নিরাপদ এবং কল্যাণকরী বলিয়াই জানে।

এ সংসারে তাই সুবর্ণকে সকলেরই সমান প্রয়োজন।

কথা ছিল হোয়াইটওয়ের বাড়ির তলায় সুবর্ণ তিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে, জহরের অফিসের ছুটি হয় আড়াইটায়, তারপর দু'জনে এক সঙ্গে ৩-৪৫ এর ট্রেণে বক্সীরহাট যাইবে। সুবর্ণ অনেক আগেই আসিয়াছিল, জহর আসিল সাড়ে তিনটার পর।

সুবর্ণ কহিল—দাদা তোমার সবতাতেই দেরী, এখন কি শিয়ালদা গিয়ে ৩-৪৫-এর ট্রেণ ধরা যাবে ?

জহর বলিল—ভয় কি ? টিকিট কাটা আছে। এখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিই, তাহলেই ঠিক হবে। আপিসে আজ ভারি মজা হয়েছে বুঝলি সুবি—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই একটি ট্যাক্সি ডাকিয়া উভয়ে উঠিয়া বসিল— জহর বলিল—

—শিয়ালদা ষ্টেশন,—তারপর সুবর্ণকে বলিল, ষ্টেশনে মাল পত্তর পাঠিয়েছিস্ ত'—দেখিস্, তা নইলে কিন্তু আর এ ট্রেণ ধরা যাবে না।

সুবর্ণ হাসিয়া বলিল—আমাদের আজ সকাল সকাল ছুটি হয়েছিল, বাসায় গিয়ে সব গুছিয়ে তবে এখানে এসেছি। তোমার কি হয়েছে দাদা বলো না !

জহর বলিল—আচ্ছা তোর কি মনে হয় ?

সুবর্ণ একটু চিন্তা করিয়া বলিল—মাইনে বেড়েছে !

জহর খুসী হইয়া বলিল—ব্রিলিয়াণ্ট্, শুধু মাইনে বাড়া নয়, National Gas Company'র এলাহাবাদের ম্যানেজার,—ছুটির পর থেকেই—

সুবর্ণ কতকটা ক্ষীণ কণ্ঠেই বলিল—দাদা আমারও মাইনে বেড়েছে, ছুটির পর থেকে হেড মিস্ট্রেস হবো, নব্বুই দেবে শুন্‌ছি—

জহর একটু গম্ভীর হইয়া গেল, বলিল, বলিস কিরে সুবি ! কল্‌কাতায় বসেই নব্বুই ? আর আমি এলাহাবাদে মোটে একশ, না মেয়েগুলো ডোবালে দেখ্‌ছি !

সুবর্ণ যেন দাদার ব্যথা বুঝিল, কহিল, তোমার হোল কোম্পানীর ব্যবসা, আর আমাদের পরের পয়সা। তাই দিতে পারে, তা ছাড়া এখনও কিছু পাকাপাকি হয় নি। তারপর এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্যই বলে, তোমার রিপাব্লিকান দলের কাজ কি করে চল্‌বে দাদা ?

জহর উৎসাহভরে বলিল—কাজের আবার অভাব ? এলাহাবাদ ত' পীঠস্থান, ওদিকে আনন্দভবন, তারপর তোমাদের জওহরলালের দেশ। ওখানে একটা গোলমাল চল্‌ছে এখন সেখানে গেলে, আমারই ত' সুবিধে—।

ট্যাক্সি শিয়ালদায় পৌছিল··· (ক্রমশঃ)

...তীয় হিন্দু-মহাসভার একবিংশতিম বার্ষিক অধিবেশন

সভাপতি বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের অভিভাষণের সারাংশ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের শেষাংশ)

(ছ) হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেস—

লোকমান্য তিলক, লালা লাজপৎ রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট দেশসেবকের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া খিলাফৎ আন্দোলনের সময় হইতে গান্ধীজী এবং তাঁহার অনুচরদের আজ্ঞাবহরূপে কংগ্রেস যে সমস্ত মারাত্মক ভুল করিয়া আসিতেছে এবং যে সমস্ত ভুলের ফলে প্রতি পদে হিন্দুকে শক্তিহীন ও অপমানিত হইতে হইতেছে সে সমস্ত ভুলের তালিকা দেওয়ার মত স্থানও আমার নাই, ইচ্ছাও নাই। কাহাকেও হেয় করার ইচ্ছা আমার নাই। কিন্তু কংগ্রেসে যে সমস্ত স্বার্থত্যাগী লোক রহিয়াছেন হিন্দু মহাসভার লোকেরা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না কিন্তু বিচারে ভুল হইয়াছিল। দুইটি ক্ষেত্রে চিত্তবিক্ষেপজনিত অযোগ্যতাবশতঃ তাঁহারা এমন মারাত্মক ভুল করিয়াছেন যে, তাহাতে হিন্দুদের অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে।

খিলাফৎ আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীবাদী রাজনৈতিকদের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথার উল্লেখ করিব। খিলাফৎ আন্দোলন ছিল সাম্প্রদায়িক, ধর্ম্মগত এবং বৈদেশিক ব্যাপার সংশ্লিষ্ট। লোকমান্য তিলকের সাবধানবাণী উপেক্ষা করিয়া গান্ধীজী কংগ্রেসকে সেই আন্দোলনে নিযুক্ত করেন। তিনি এমন কথা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, আগে খিলাফতের সমস্যার সমাধান হইলে তবে স্বরাজের সমস্যার সমাধান হইবে। এমন কি তিনি হিন্দুদিগকে বলিয়াছিলেন যে, খিলাফৎ আন্দোলনে সাহায্য করা হিন্দুদের পক্ষে পুণ্যের কার্য্য হইবে। অবশ্য মুসলমানের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্যই গান্ধীজী ঐ কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই কংগ্রেস নেতারাই নিজাম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ধার দিয়াও যাইতে কংগ্রেসকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

এই খিলাফৎ যখন গান্ধীজীর মাথায় ঘুরিতেছিল, তখন লণ্ডনের ডেলী এক্সপ্রেস কাগজের জনৈক সংবাদদাতা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি কি ভাবে দুর্দ্ধর্ষ দুর্দ্দান্ত আফগানদিগকে শান্তশিষ্ট করিবেন তাহা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি আফগানজাতিগুলির মধ্যেও চরকার প্রচলন করিব, তাহা হইলেই তাহারা ভারতভূমিতে হানা হইতে বিরত থাকিবে। আমার মনে হয় যে, খণ্ডজাতিগুলিও নিজ নিজ দিক হইতে ধর্ম্মভীরু লোক।"

খিলাফতের পরে আসিল সাদা চেক দেওয়ার আমল। তারপর আসিল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বা সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত।

মুস্লীম লীগ কিন্তু বেশ চমৎকার ভাবে এই সার্টিফিকেট দিয়াছে—সুদীর্ঘ দুই বৎসর মুসলমানেরা কংগ্রেসের যে দারুণ অত্যাচারের মধ্যে তাহাদিগকে বাস করিতে হইয়াছিল, তাহার অবসান ঘটিয়াছে দেখিয়া তাহারা মুক্তিদিবস পালন করিয়াছে। এই তো সেদিন এই মাসের মধ্যেই লর্ড জেটল্যাণ্ড পর্য্যন্ত মুসলমানদের সামরিক গুণাবলীর কীর্ত্তন করিয়াছেন, কংগ্রেসী হিন্দুদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, মুসলমান বাদশাহগণ এক সময়ে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন, অর্থাৎ মুসলমানের হিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব। সৌভাগ্যক্রমে লর্ড বাহাদুরকে বাল্যকালে মারাঠি পাঠশালায় পড়িতে হয় নাই, নতুবা তিনি ইতিহাসে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়া এই যুক্তি হইতে বঞ্চিত হইতেন।

মুস্লীম লীগের এই শেষ চালে আমাদের কংগ্রেসী বন্ধুরা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু এখন ক্রুদ্ধ হইয়া কোন লাভ নাই।

গান্ধীবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, এই

"সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন" ভাণ্ডারের
বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন, দধি, রাবড়ি ও "তৃপ্তিভোগ" দেবতা ও মানুষ উভয়কেই সমভাবে পরিতৃপ্ত করে।
১১নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট
ব্রাঞ্চ—১নং কলেজ ষ্ট্রীট : } কলিকাতা।

তৃপ্তিকর ও উৎসাহপ্রদ
টসের চা
পান করুন

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"
৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পুরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন :— প্রিয়কুটীর, মুন্সাদিল, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)।

'তৃতীয়পক্ষ' ব্রিটিশরাই মুসলমানদিগকে ভুলাইয়া হিন্দু-বিরোধী, জাতীয়তা-বিরোধী করিয়া তুলিয়াছেন। না হয় ধরিয়া লইলাম যে কথাটা সত্য; কিন্তু মুস্লীমলীগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপরাধের অভিযোগ আনিয়াছে, কংগ্রেস বস্তুতঃ সে সমস্ত অপরাধে অপরাধী কি না, তাহার বিচার করিয়া দেখিবার জন্য গান্ধীজী এবং তাঁহার কংগ্রেসী সহকর্ম্মীরা কেমন করিয়া উক্ত "তৃতীয়পক্ষ" ব্রিটীশ গবর্ণর এবং ভাইসরয়ের শরণ লইতেছেন?

লীগের মুক্তি দিবসের অমোঘ প্রতিষেধক হইবে কংগ্রেসের পক্ষে ভ্রমসংশোধন দিবস পালন করা।

আমি অকপটে আমার কংগ্রেসী ভ্রাতৃবৃন্দকে বলি যে, লীগের কার্য্যের প্রতিবাদে বৃথা বাক্যবর্ষণ না করিয়া উহাকে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা মনে করুন, আপনাদের নয়নোন্মিলিত হউক। ভৌগোলিক জাতীয়তাই যদি কংগ্রেসের আদর্শ হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করুন। চারি দিনের নিমিত্ত ঘোষণা করুন যে, কংগ্রেস কেবল মাত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্বীকার করে—

(১) কংগ্রেস কোনও মুসলমানকে মুসলমান হিসাবে, খৃষ্টানকে খৃষ্টান হিসাবে, হিন্দুকে হিন্দু হিসাবে গণ্য করে না। সকলকেই ভারতীয় বলিয়া মনে করে এবং সে হিসাবেই গণ্য করে। সকলেরই সমান মৌলিক অধিকার ব্যতীত কোন সম্প্রদায়, ধর্ম্ম বা জাতির বিশেষ স্বার্থ স্বীকার করে না।

(২) নির্ব্বাচন ব্যাপারে 'এক লোক', এক ভোট' ব্যতীত অন্য কোনও নীতি কংগ্রেস স্বীকার করে না। রাজকার্য্যে এক মাত্র যোগ্যতা দেখিয়া লোক নিযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) সর্ব্বোপরি যতদিন পর্য্যন্ত এরূপ জাতীয় এবং ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস যেন কোনও নির্ব্বাচনে যোগ না দেয়। কারণ বর্ত্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা ভারতীয় জনগণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির অভিসন্ধি লইয়াই রচিত।

কংগ্রেস যদি সাহস অবলম্বন করিতে পারেন এবং আমি যে ভাবে বলিলাম সে ভাবে হিন্দুবিরোধী ও জাতীয়তাবিরোধী ভুল সংশোধন করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। তাহা করিলে কংগ্রেস অন্ততঃ হিন্দু মহাসভার সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্থন লাভ করিবেন।

সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি এবং অন্যান্য সঙ্ঘাত যাহা পৃথিবীর মনুষ্য সমাজকে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় বৈষয়িক স্বার্থের সাম্যবিকাশ।

এই যে সেদিন সুক্কুর জেলার হাজার হাজার মুসলমান দাঙ্গা করিল, তাহাদের বৈষয়িক স্বার্থ এবং হিন্দুদের বৈষয়িক স্বার্থ এক, একথা বলিয়া কি তাহাদের ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা যাইবে? যাহারা ইচ্ছা করেন তাহারা সে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে কয়শত বৎসর লাগিবে। ইত্যবসরে হিন্দুরা কি করিবে? গান্ধীজী চরকার সাহায্যে

সমগ্র জগৎকে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া চিরদিনের মতন নিরস্ত্র করিতে চাহেন। এ ক্ষেত্রেও কি হিন্দুরা এই 'সর্ব্বৌষধি চরকা' গ্রহণ করিবে? যাক, বিজ্ঞ ইন্দুর মহাশয় বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার চেষ্টা লইয়াই থাকুন, যাহারা আত্মরক্ষার জন্য বাস্তব উপায়ে বিশ্বাসী, তাহারা সেই চেষ্টাই করিবে।

ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থা এবং ভারতীয় সমাজের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈষয়িক ক্ষেত্রে একমাত্র জাতীয় সাম্যবাদই প্রযোজ্য। আমি এক কথায় ইহাকে বলি জাতির স্বার্থে শ্রেণীস্বার্থের সমন্বয় বিধান করা, ইহাই হিন্দু মহাসভার বৈষয়িক কার্য্য-পদ্ধতি।

জাতির হিতে শ্রেণীস্বার্থে সমন্বয় বিধান আমাদের নীতি

(ক) সর্ব্বপ্রথম আমরা যন্ত্র চাহি। বর্ত্তমান যুগ যন্ত্রযুগ। হস্তনির্ম্মিত শিল্পকে আমরা নিশ্চয়ই যথাযোগ্য স্থান এবং উৎসাহ দিব; কিন্তু সমগ্র জাতির জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা যন্ত্রসাহায্যে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইবে।

(খ) কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ই বস্তুতঃ জাতির সম্পদ, স্বাস্থ্য এবং শক্তির উৎস। শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করিতে হইলে উহাদের মধ্য হইতেই লোক সংগ্রহ করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের মধ্যে এবং তাহাদের বাসস্থান গ্রামগুলির মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে। কৃষক এবং শ্রমিকদের সহযোগিতায় যে ধন উৎপন্ন হয় সে ধনের এরূপ একটা অংশ তাহাদিগকে দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা কষ্টেসৃষ্টে জীবন ধারণ না করিয়া মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত জীবন যাপন করিতে পারে।

(গ) বর্ত্তমান অবস্থায় জাতির ধন ব্যক্তির হাতে। জাতীয় শিল্প গড়িবার জন্য মূলধনের প্রয়োজন। সুতরাং যাহাদের হস্তে মূলধন রহিয়াছে, তাহাদিগকে যথোচিত উৎসাহ দিতে হইবে।

(ঘ) কিন্তু জাতির স্বার্থ থাকিবে ধনিক এবং শ্রমিকের স্বার্থের উপর।

(ঙ) কোন একটা শিল্প যদি উন্নতি করিতে পারে, তবে শ্রমিকরা লাভের বড় একটা অংশ পাইবে।

(চ) জাতীয় রাজ-এর পক্ষে যদি কোন শিল্প ব্যক্তিগত পরিচালনার তুলনায় অধিকতর যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করা সম্ভব হয় এবং সে শিল্প যদি মাতৃশিল্প হয়, তাহা হইলে তাহা জাতীয় রাজ্যের পরিচালনাধীন করিয়া লওয়া যাইবে।

(ছ) ভূমি কর্ষণ সম্পর্কেও এই নীতি প্রযোজ্য হইবে।

(জ) ক্ষেত্র বিশেষে গবর্ণমেণ্ট ভূমি লইয়া তাহাদের রাজপরিচালনাধীনে চাষের ব্যবস্থা করিতে পারেন, কৃষকরা সেখানে যন্ত্র-সাহায্যে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের পদ্ধতি শিক্ষা করিতে পারিবে।

(ঝ) শ্রমিকদের পক্ষে ধর্ম্মঘট করা এবং মালিকদের পক্ষে কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া উভয়ই জাতীয় শিল্পকে পঙ্গু করে, উৎপাদন হ্রাস করে। ফলে জাতির আর্থিক শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুতরাং মালিকে শ্রমিকে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজশক্তি মধ্যস্থতা করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন। কোথাও কোন হাঙ্গামা হইলে তাহা বন্ধ করিবেন।

(ঞ) ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে কেহ কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

(ট) বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে জাতীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রকে সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিভিন্ন স্থানের হিন্দুসভার একটি বিশেষ কার্য্য হইবে হিন্দু কৃষক, হিন্দু ব্যবসায়ী, হিন্দু শ্রমিক যাহাতে অহিন্দুর দ্বারা অত্যাচারিত না হয়, স্বয়ং হিন্দুদের মধ্যে যদি শ্রেণীস্বার্থের কোন সংঘাত উপস্থিত হয়

তিনটি প্রশ্ন
???
শীলকরা খামে পাঠাইয়া দিন, না খুলিয়া যথাযথ উত্তর পাঠান হইবে
পারিশ্রমিক মাত্র ১্ টাকা
বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত
শ্রীপ্রবোধ কুমার গোস্বামী
"গোস্বামী লজ", বালী (হাওড়া), ফোন হাওড়া ৭০৫

বিনামূল্যে
গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ— ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনাসহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়। শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)

বি, নান
(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যাণ্ট)
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বড়বাজার ৩২৩৪
এজেণ্টঃ স্লাইড্ এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট
কলিকাতা ও মফঃস্বল সিনেমা
বিশেষত্বঃ
সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী
এবং
যাবতীয় বিজ্ঞাপনের কাপি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

যৌবন শক্তি দান করিতে **আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা**
বহুমূত্র প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মেধাশক্তির হ্রাস ইত্যাদি রোগের মহৌষধ।
কৌটা মূল্য ১্।

তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ নীতির উপর নির্ভর করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে হইবে।

হিন্দুসভার আগামী দুই বৎসরে করণীয় কার্য্য।

আমি সকল স্থানীয় প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় হিন্দু সভাকে নিম্নলিখিত তিনটি গঠনমূলক কার্য্যে চেষ্টা নিবদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। অবশ্য যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে কোন গুরুতর কর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহারা সেই গুরুতর কর্ত্তব্য পালনে মনোনিবেশ করিবে।

(১) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ।

(২) সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং স্কুলে ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন এবং জল স্থল ও বিমান যুদ্ধ বিভাগে ভর্ত্তি হওয়া ও যুবকদিগকে সমর-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) হিন্দু নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে এমন ভাবে প্রস্তুত করা যে, তাহারা যেন কেবল-মাত্র সেই সমস্ত হিন্দু সংগঠনকারীদিগকেই ভোট দেয় যাহারা প্রকাশ্যে হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিবে। কংগ্রেসী-প্রার্থীদিগকে তাহারা যেন ভোট না দেয়।

আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, শীঘ্রই একটা রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স কিম্বা গণপরিষদের মতন কিছু একটা আহ্বান করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যতকাল হিন্দুরা কংগ্রেসীদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইবে ততকাল কংগ্রেসের প্রতিবাদ সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট একথা মনে করিতে বাধ্য হইবে, কংগ্রেস একমাত্র হিন্দুদের মতই ব্যক্ত করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্ট একথা কখনও স্বীকার করিবেন না যে, কংগ্রেস মুসলমানগণ সমস্ত জাতির প্রতিনিধি। কেন না মুসলমানেরা কখনও কংগ্রেসীকে নির্ব্বাচন করিবে না। কংগ্রেসের নামে দাঁড়াইয়া ছিলেন বলিয়া ডাঃ কিচলুর মত মুসলমানকে পর্য্যন্ত পরাজিত হইতে হইয়াছিল। এমতাবস্থায় হিন্দুদের আরও অধিকার বর্জ্জন করিবার বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কিন্তু যদি কখনও হিন্দু নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বুদ্ধির উদয় হয় এবং তাহারা কংগ্রেসী প্রার্থীদিগকে নির্ব্বাচিত করিতে অসম্মত হইয়া একমাত্র হিন্দু সংগঠনকারীদিগকেই নির্ব্বাচিত করে, তাহা হইলে পাঞ্জাব এবং বাংলা দেশে যেমন মুসলমানদের গবর্ণমেণ্ট হইয়াছে, সেরূপ অন্ততঃ সাতটি প্রদেশে হিন্দুগঠনকারীদের প্রদেশ হইতে পারে এবং হিন্দুরা অন্ততঃ বার আনা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া তাহাদের অনেক অভিযোগের প্রতিকার করিতে পারে।

কিন্তু যদি আমরা একেবারেই হারিয়া যাই এবং একজনকেও নির্ব্বাচিত করিতে না পারি, তাহা হইলে কি হইবে? তাহা হইলে ভ্রূক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই! আমরা পরাজয় স্বীকার করিব এবং গ্লানির অংশ গ্রহণ করিব। কিন্তু আমরা সগর্ব্বে বলিতে পারিব যে, প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমরা বিরুদ্ধ কার্য্য করি নাই। পরাজয়ের গ্লানির জন্য দায়ী হইবেন তাঁহারাই, যাহারা হিন্দুকে ভোট দিবেন না। অধিকন্তু এরূপ সঙ্গত কার্য্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যদি প্রার্থী দাঁড় করান যায়, তাহা হইলে কংগ্রেসী ভ্রান্ত জাতীয়তার বেদীতে হিন্দু স্বার্থ বলি দিতে ভয় পাইবে।

পরিণামে যদি পরাজয়ই হয় তাহা হইলেও আমরা এখানে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরাই হইব কর্ত্তব্যে অটল শেষ হিন্দু সংগঠনকারী দল, কিন্তু শেষ বিশ্বাসঘাতকের দল আমরা হইব না।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ "শান্তি"
নিস্পেদাম
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১।৩।২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ।
মূল্য, যথা— ১৷৷০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

ননীলালের বৈরাগ্য

(বড় গল্প)

—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার, আই-সি-এস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনিবাস প্রকাণ্ড চুরোটে এক টান দিয়ে বলল, "পুরাপুরি ক্ষেপে গেলে সমাজ সংস্কারিকা হবেন আর কি। কমিটি আর কমিশন, অমুক মঙ্গল, তমুক উদ্ধার।"

অবিনাশ বলল, "ছিঃ অনিবাস, মেয়েদের ভেতর প্রাণের সাড়া জাগাবার জন্যে যাঁরা সাধনা করেন তাঁরা আমাদের নমস্যা। তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা ক'রো না।"

অনিবাস লজ্জিত হ'য়ে বলল, "অন্যায় হয়েচে। কি জান, এই চুরোটটায় টান দিয়েই আমার বুদ্ধি শুদ্ধি ঘুলিয়ে গেছে।" এই ব'লে এক টানে চুরোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

সুরেনবাবু বললেন, "চুরোট টেনে আপনার বুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল? কই আমার তো ঘোলায় নি!"

অনিবাস বলল, "ঘুলিয়েচে বই কি। আপনি জানতে পারেন নি। ভেতরে ভেতরে ঘুলিয়েছে।"

তরলিকা দেবী একটা মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। বলে উঠলেন, "আহা বেচারী।"

নিবারণ জিগেস করল, "কার প্রতি হঠাৎ এ সহানুভূতি?"

তরলিকা দেবী বললেন, "এই একজন লেখক আছেন, তাঁর জন্যে আমার ভারি দয়া হয়।"

ওরা জিগেস করল, "কেন, কেন?"

তরলিকা দেবী বললেন, "যদি কেউ লিখল জাতিভেদ প্রথা খারাপ, অমনি ইনি তেড়ে এলেন পঁচিশ পাতার শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিয়ে। যদি কেউ লিখল বিধবা-বিবাহ ভাল, কি প্রাক্‌যৌবন বিবাহ ভাল নয়, অমনি ইনি হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন।"

অবিনাশ বলল, "ওঃ উনি তো town-crier, হাঁ হাঁ ক'রে তেড়ে আসাই ওঁর পেষা। তার জন্যে দয়া কেন?"

তরলিকা বললেন, "একা ইনি কতদিক সামলাবেন? অভিমন্যুর মতো কতোদিন আর একাকী লড়বেন? এঁর লেখা প'ড়ে সবাই হাসে, ঠাট্টা করে, তবু ইনি দমেন না। তাই দয়া হয়।"

নিবারণ বলল, "আমার দয়া হয় পাঠক পাঠিকাদের জন্যে আরো বেশী। প্রতি মাসে বেচারাদের ওপর যা জুলুম জবরদস্তি হচ্ছে তার আর সীমা নেই।"

ওরা জিগেস করল, "কেন, কেন?"

নিবারণ বলল, "কেন তা বুঝতে পারচ না? বেদান্ত দর্শন হ'তে আরম্ভ ক'রে লাঠিবাজী এবং ম্যাজিক সবই হ'ল সাহিত্য।"

অবিনাশ বলল, "ওঃ, তুমি মাসিক পত্রিকার কথা বলচ?"

নিবারণ বলল, "কি ভাগ্য ওরা মাসিক, পাক্ষিক কিম্বা সাপ্তাহিক হ'লে পাঠক পাঠিকাবর্গ বোধ হয় দল বেঁধে গড়ের মাঠে শোক-সভা করত।"

অনিবাস বলল, "সাহিত্যের ব্যাপক অর্থ যে লাঠিবাজী এবং ম্যাজিক তা এই তত্ত্বদর্শী সম্পাদকের বুঝতে বাকি নেই।"

নিবারণ বলল, "আর ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখচেন আজকাল এক দল নার্সিসিষ্ট্। ইউরোপের যাবতীয় মেয়ে তাঁদের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে লম্ফ দিয়ে আত্মহত্যার ভয় দেখাচ্ছে তবু এই নার্সিসিষ্ট্‌গণ প্রলোভনের জাল কেটে পালাচ্ছেন, এঁরা সবাই যেন ভীষ্মের ভ্রাম্যমান্ এডিশান্।"

অবিনাশ বলল, "মনে পড়চে হে, একজন ভ্রমণকারী লিখেছেন 'তরুণী বান্ধবী মহলে আমার নাকের ছেঁদার সে কি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। বললে, ঢের ঢের নাকের ছেঁদা দেখেছি, কিন্তু তোমার মতনটি আর দেখলাম না বঁধু!'"

নিবারণ বলল, "এই বলেই লম্ফ প্রদান। মানে নার্সিসিষ্ট জাল যখন কাটবেই তখন আর এ প্রাণ রেখেই বা লাভ কি।"

তরলিকা বললেন, "লাঠিবাজী এবং ম্যাজিকের ফাঁকে ফাঁকে ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস।"

নিবারণ বলল, "ঠিক স্যাণ্ড্‌উইচের মতো।"

তরলিকা বললেন, "আর তাতে এই কথাই ক্রমশঃ প্রকাশিত হচ্ছে যে নারীস্বাতন্ত্র্যমর্দ্দিত, তরকারির চুবড়ি এবং বটির মাঝখানেই তাদের যথাস্থান হওয়া দরকার—"

নিবারণ বলল, "ঠিক স্যাণ্ড্‌উইচের মতো।"

তরলিকা বললেন, "অথচ এঁরা জানেন না, যে-নারী নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেচে

বিপদে আপদে স্বামীপুত্রের সে কত বড় সহায়।"

নিবারণ বলল, "জানে, জানে, দেবী সব জানে। তবে সে-কথা লিখতে সাহস করে না। পাঠিকাদের অধিকাংশই সেকেলে ভাবাপন্না, অশিক্ষা কুশিক্ষার প্রশংসা শুনলে, মনুর অনুশাসনের পোষকতা দেখলে, তাঁরা খুসী হ'য়ে যে-পরিমাণে বই কিনবেন আত্মনির্ভরতার প্রশংসা শুনলে সে পরিমাণে তো কিন্‌বেন না।"

অবিনাশ বলল, "একজন লেখিকার লেখা গল্প সেদিন পড়ছিলাম। তিন জনে সিগারেট ধরিয়েচে। তারপর দশ মিনিট ওরা চুপচাপ। মিনিট দশেক পরে কি একটা শব্দ শুনে ওদের একজন আধপোড়া সিগারেট আঙুলে চেপে প্রশ্ন ক'রে উঠল ইত্যাদি। লেখিকার জানা নেই একটা সিগারেট দশ মিনিটের মধ্যেই পুড়ে শেষ হ'য়ে যায়, আধ পোড়া আর থাকে না।"

নিবারণ বলল, "লেখিকাদের গল্প লেখবার আগে তামাক খাওয়া উচিত।"

অবিনাশ বলল, "আর এক জায়গায় দেখেচি কে একজন গল্প ফেঁদেচেন এক নায়ক এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে গেচেন, তাঁর খোকা না খুকীর বয়স আট বছর। বি, এস্, সি পাশ করেও নায়ক যদি এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যেয়ে থাকেন তাহলেও তাঁর বয়স কুড়ির বেশী নয়। কুড়ি বছর বয়স্ক বাপের আট বছর বয়স্ক সন্তান কেমন করে থাকতে পারে এ কথা অনেকবার ভেবে দেখেছি, ঠিক বুঝতে পারি নি।"

নিবারণ বলল, "ও ভেবে আর কি হবে! কেবল মাথা গরম করা বই তো নয়।"

এমনি ক'রে সাহিত্য আলোচনার ঝড় বয়ে চলল। সুরেন বাবু বেচারা এতক্ষণ একটা কথা বলবারও অবকাশ পাননি। ওরা একটু থামতেই তিনি বলে উঠলেন, "কেন তোমরা এসব মাসিক পত্রিকার নিন্দা করচ! তোমরা তো দেখচি ভারি নিন্দুক হে! আমার তো এসব লেখা ভালই লাগে। দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে খানিকটা ব্রহ্মবাদ কিম্বা দর্শন আলোচনা করা গেল। করতে করতে একটু তন্দ্রা এল, তারপর লাঠিখেলার কৌশল সব পড়লুম, মনটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। দু' একটা ম্যাজিক করবার প্রক্রিয়াও মনে মনে আয়ত্ত করে ফেলা গেল, তারপর একটু উপন্যাস পড়া সুরু করলাম, অমনি চা এল। আমার তো ভালই লাগে। আর কি ছাই তোমরা লেখ, কেবল ইণ্টেলেক্‌চুয়াল জিনিষ, পড়লেই মাথা গরম হয়। তোমরা মনে কর তোমরা সবাই টুলো পণ্ডিত, পাঠক পাঠিকাদের ওপর গুরুমশায়গিরি করতে এসেছ। তাই তো তোমাদের লেখার পশার হচ্ছে না।"

অবিনাশ বলল, "ঠিক ধরেচেন আপনি। আমাদের লক্ষ্মীছাড়া-লীলা সংবরণ করতে হবে ditch-এর মধ্যে, কারণ—

Tickle the public and make them
grin,
The more you tickle them,
the more you'll win;
Teach the public you'll never
get rich,
You'll live like a beggar and
die in a ditch".

ওরা সবাই বিপুল উৎসাহে গান ধরল—

"লক্ষ্মী তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে
উঠুন ফুলি
লুটুন তোমার চরণধূলি গো—
(আমরা) স্কন্ধে ল'য়ে কাঁথাঝুলি ফিরব
রসাতল
আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল।"

গান যখন ওদের সপ্তমে চড়েচে তখন সবাইকে চম্‌কে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ধনঞ্জয় এসে তক্তপোষের জাজিমের একপাশে ধপ্ ক'রে বসে পড়ল।

খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথাই বেরয় না। ধনঞ্জয় একদা এই লক্ষ্মীছাড়ার দলেই ছিল মস্ত এক পাণ্ডা। কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আজ সে হয়েচে মস্ত এক সনাতনপন্থী মাসিকপত্রিকার সম্পাদক; সনাতনপন্থার পরিপোষক এমন সমস্ত প্রবন্ধ সে লিখছে যা পড়ে তার স্বত্বাধিকারী থেকে আরম্ভ ক'রে বাংলার রক্ষণশীল পাঠক পাঠিকারা আর অশ্রু সংবরণ করতে পারচেন না। এহেন ধনঞ্জয় যে স্বেচ্ছায় এদের মধ্যে এসে বসল এতে ওরা সবাই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুরেনবাবু প্রথম কথা বললেন, "কে ধনঞ্জয়বাবু না?" ধনঞ্জয় সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে দু'হাতে মাথা চেপে ধ'রে বসে রইল।

নিবারণ বলল, "ব্যাপার কি হে ক্যাপিট্যালিষ্ট্! কোনো অসুখ বিসুখ করেচে নাকি?"

ধনঞ্জয় ঘাড় একদিকে কাত্ করে বলল, "হুঁ, ভয়ানক।"

তরলিকা দেবী ব্যস্ত হয়ে বললেন, "তবে আর ওখানে বসে থাকবেন না, এই তাকিয়াটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ুন। পাখাটা কি বন্ধ ক'রে দেব? কোথাও ব্যথা করছে কি? মাথায় না পেটে?"

ধনঞ্জয় তেমনি ঘাড় কাত্ করেই বলল, "আমার নয়, অসুখ ননীলালের।"

সুরেনবাবু বললেন, "ননীলাল? তিনি আবার কে? নাম শুনে মনে হচ্ছে কোনো পাষণ্ড ব্যক্তি"

নিবারণ বলল, "পাষণ্ড নয়, ননীলাল ধনঞ্জয়ের স্ত্রী। তার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে ধনঞ্জয় ছিল আমাদের দলে। বিয়ে হবার পর ননীলালই ওকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে সনাতনী খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দিয়েচেন। ওঃ সে কথা ভাবতেও রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে। নেহাৎ স্ত্রীজাতি বলে আর নেহাৎ তাঁর অসুখ করেচে বলে তাঁকে আর পাষণ্ডী বললাম না।"

সুরেনবাবু বললেন, "ওঃ, ধনঞ্জয়বাবুর স্ত্রী! তাঁকে তো চিনি, কিন্তু তাঁর নাম যে ননীলাল, তাতো জানতাম না। তা মহিলার নাম ননীলাল কেমন ক'রে হ'ল?"

নিবারণ বলল, "মহিলা ওই আকারেই, নইলে দাপটে সপ্তপুরুষকে ঘোল খাওয়ান। বলুক না ওই ধনঞ্জয়ই বলুক না, একথা সত্যি কি না। অথচ উনিই একদা আদর ক'রে তাঁর নামকরণ ক'রেছিলেন ননীলাল। ননীর মতো কোমল, আর কমলের মতো লাল—তাই ননীলাল। কেমন না হে ধনঞ্জয়?"

ধনঞ্জয় ঘাড় গুঁজে বসে রইল, কথা কইল না।

সুরেনবাবু বললেন, "আদর ক'রে নামকরণ করেছিলেন ননীলাল। বাঃ, বেশ নাম তো। দেখ তরলিকা, এবার থেকে তোমাকে ডাকব তরুলাল, না, না,—তরোয়াল।"

তরলিকা দেবী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "ভদ্রমহিলার অসুখ করেছে, আর তোমরা এতক্ষণ বাজে রসিকতা করচ। লজ্জা করে না! তা অসুখটা কি? বাত না ব্লাড্ প্রেসার?"

ধনঞ্জয় সংক্ষেপে বলল, "ধর্ম্ম।"

অবিনাশ বলল, "হে মোর দুর্ভাগা দেশ! ধর্ম্ম! এ আবার এক নতুন রোগ এসেচে দেখচি। গত যুদ্ধের সময় এল ফ্লু, তারপর মাঝে এল ঝিন্‌ঝিনি। এবারকার যুদ্ধে রোগ এল ধর্ম্ম। এখন বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা!

(ক্রমশঃ)

পরাজয়

—শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

তোমারে আমার কেন ভালো লাগে
বলিবারে যত চাই—
বারে বারে তত ভাষা যেন ভুলে যাই।
রাতের কুসুম কখন প্রভাতে ফোটে
অশথের মাথে কখন তপন ওঠে
সে কথা জানার মাঝে মাঝে যেন হায়
তোমারে বলার কথাটি খুঁজিয়া পাই।

তবু যেন কিছু হবেনাকো বলা
মনে জাগে সংশয়—
বলিবার আগে হারাবার জাগে ভয়।
যে কথাটি বলা হয়নিকো আজো হায়—
থাক সে গোপন, আসুক অন্তরায়—
তাহারে বলার মাঝপথে বারবার
ভালো সেই মোর একার এ পরাজয়।

দীপালী পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন

যাদবপুর যক্ষ্মা চিকিৎসালয়

(এবং কার্সিয়ং এস, বি, দে স্যানাটোরিয়াম্)

বাঙ্গলা দেশে একমাত্র যক্ষ্মা হাসপাতাল

বাঙ্গলার জানিত যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা দশ লক্ষ। কিন্তু যাদবপুর হাসপাতালে এবং অন্যান্য স্থানে—যক্ষ্মা রোগীর স্থান হয় মাত্র ৩০০ শত জনের।

আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য লাভ করিলে যাদবপুর হাসপাতাল যক্ষ্মা রোগীদের জন্য আরো স্থান বৃদ্ধি করিতে পারে। আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য দানে স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করুন।

সাহায্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা:

অবৈতনিক সম্পাদক: ডাঃ কে, এস, রায়

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল কার্য্যালয়

৬এ, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড :: কলিকাতা

কলিকাতায় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন

ইসলামিক আদর্শে জ্ঞানদান পরিকল্পনা

মূল সভাপতি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

গত ২৯শে ডিসেম্বর দ্বিপ্রহরে, কলিকাতায় মহম্মদ আলি পার্কে, নবাব কামাল ইয়ার জাং বাহাদুরের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুস্লিম শিক্ষা সম্মেলনের ৫০তম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সভাপতির অভিভাষণে নবাব বাহাদুর বলেন যে, মুস্লিম শিক্ষা সম্বন্ধে নীতি নির্দ্ধারণের জন্য একটী ছোট কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। কমিটির যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে তিনি স্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন যে, নূতন আইনের ফলে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, বিশেষ একটি সম্প্রদায় সংখ্যার জোরে আইন করিয়া সমগ্র প্রদেশের উপর তাহাদের সংস্কৃতি চাপাইয়া দিতে পারে। যে শিক্ষা ব্যবস্থা বা নীতি মুস্লিম ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান না করে সে শিক্ষার সহিত মুসলমানদের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। শিক্ষার দুইটি উদ্দেশ্য থাকিবে, প্রথমতঃ মুস্লিম সংস্কৃত প্রচার এবং দ্বিতীয়তঃ মুস্লিম সংগঠন এবং সংহতি। প্রস্তাবিত কমিটির কার্য্য সম্পর্কে তিনি বলেন যে, কমিটি বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। কোন কোন বিষয়ে মুসলমানদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন এবং কোন কোন বিষয়ে সর্ব্বসম্প্রদায়ের সহিত একযোগে মুসলমানগণ শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন কমিটী তাহাও নির্দ্ধারণ করিবেন এবং এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে কোন নূতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং কি ধরণের আইন প্রয়োজন তাহাও কমিটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

মৌলবী ফজলুল হকের বক্তৃতা

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলবী ফজলুল হক ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা করিয়া বলেন যে, মুসলিম শিক্ষার ক্ষেত্রে আলীগড়ের দান সামান্য নহে।

আলিগড় না থাকিলে মুশলীম লীগের জন্ম হইত না, ভারতীয় মুসলমানগণের স্বতন্ত্র কৃষ্টি এবং আধুনিক মুস্লিম ভারত গড়িয়া উঠিতে পারিত না।

মুসলমানদের জন্য পৃথক শিক্ষা এবং সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বক্তৃতা করেন। ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগকে অতীতের আদিম যুগে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়াই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ইহা কখনও সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন যে, এই শিক্ষা পরিকল্পনায় ধর্ম্ম-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই অথচ ধর্ম্ম-শিক্ষা মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ হওয়া উচিত। ইসলামী শিক্ষার পরিবর্ত্তে এই পরিকল্পনায় অহিংস নীতি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মুসলমান ছাত্র ছাত্রীদিগকে অমুসলমান করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য ইহা একটি সুন্দর কৌশল। ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা যাহাতে নাই এমন কোন ব্যবস্থাই মুসলমানগণ মানিয়া নিতে পারেন না।

ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শ

সভাপতি খাঁ বাহাদুর আজিজুল হকের ভাষণ

শুক্রবার অপরাহ্নে মুস্লিম শিক্ষা সম্মেলনের সংস্কৃতি শাখার অধিবেশন হয়। খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই শাখার সম্পাদক ডাঃ আমীর হাসান গত দুই বৎসর কার্য্য-বিবরণীর আলোচনা করেন। গত দুই বৎসরে এই শাখার উদ্যোগে আলীগড় কেন্দ্রে কিরূপ কাজ হইয়াছে তাহার বিবৃতি প্রসঙ্গে মুস্লিম সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অধ্যয়ন কিভাবে হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে বলেন।

এই বিভাগে সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার মিঃ আজিজুল হক বলেন, ইসলামের আদর্শ হইল আন্তর্জ্জাতিক মিলন ও বিশ্বপ্রেম। তবুও জাতীয়তাকে ইসলাম কদাপি অবজ্ঞা করে নাই। জাতীয় বীরগণ চিরদিনই ইসলামের গৌরবের। মুসলমান জাতীয় বীরগণের গৌরবে দেশ পূর্ণ, তবুও মুসলমানগণের মধ্যে দেশপ্রেম নাই বলিয়া অনেকে অভিযোগ করেন। ধর্ম্মের মতই দেশপ্রেম মুসলমানের জীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্য। প্রত্যেক মুসলমান দেশপ্রেমিক। তাই মুসলমানদের দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষপাত করা শুধু অন্যায় নয়—ইহা অসম্ভবও। ভারতবর্ষকে আমরা মাতৃভূমি বলিয়াই জানি। অবশ্য এমন অনেক সম্প্রদায় আছেন, আমাদিগকে বিদেশী এবং অস্থায়ী অতিথি হিসাবেই যাহারা দেখিয়া থাকেন। আমরা ভারতবাসী, এই দেশেরই সন্তান আমরা। অন্য যে কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা আমাদের দাবী কম নয়।

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগেও ইসলামের দান সামান্য নহে। ইসলাম গণতন্ত্রের প্রতীক। সাম্য এবং গণতন্ত্রের বাণীই ইসলাম চিরদিন প্রচার করিয়া আসিয়াছে। ইসলাম স্পষ্টভাবে এই কথাই ঘোষণা করিয়াছে যে, প্রত্যেক মুসলমান সমান এবং জগতের অন্য যে-কোন লোকের সঙ্গেও মুসলমান সমান। ইসলামের মধ্যেও বর্ণ ভেদ, জাতি ভেদের স্থান নাই। স্রষ্টা যিনি তিনি সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন। তাঁহার চক্ষে রাজা প্রজার ভেদ নাই। ইহা অপেক্ষা সাম্যের বড় দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

যুগ যুগ ধরিয়া সাম্য এবং গণতন্ত্রের

আলোচনার আসর

মেয়েদের আপটুডেট্‌ বলে কি গুণ থাকিলে?

(২)

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

আমার এই পত্রখানা আপনার বহুল প্রচারিত দীপালীতে প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিতা হইব। গত একাদশ বর্ষের শেষ সংখ্যাতে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, আপ-টু-ডেট্‌ বলে মেয়েদের কি গুণ থাকিলে। আমি আপ-টু-ডেট্‌ বিষয়ে জ্ঞাত না থাকিলেও সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিব, ইহাতে কোন বিষয়ে ক্রটী হইলে শিক্ষিত ভগিনীগণ ক্ষমা করিবেন। উত্তর এই যে বর্ত্তমানে দেশে এমনি ঢেউ আসিয়াছে যে ভিন্ন দেশীয় লোকের চাল চলন ও তাহাদের দেখাদেখি হাব ভাব—বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। নিজের দেশের প্রথা উঠাইয়া দিয়—বিদেশী প্রথামত সমস্ত আয়ত্ত করাকেই আপ-টু-ডেট্‌ বলে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজে মেয়েদের মাথার ঘোম্‌টা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেহ যদি মাথায় ঘোম্‌টা দেন, তাহা হইলে শিক্ষিত মেয়েরা তাহা অসভ্যতা বলিয়া মনে করেন। আজকাল নূতন ষ্টাইলে জুতা জামা ও কাপড় পরাকেও আপ-টু-ডেট্‌ বলে। বর্ত্তমানে দেশে আর একটী নূতন ঢেউ আসিয়াছে, টকি ও থিয়েটার দেখা। ইহাতে যদি একজন আপ-টু-ডেট মেয়ের বৎসরের হিসাব খতিয়ান করা যায়, তবে দেখিবেন তাঁহাদের খরচের ঘরটী কত বড় দরকার। ইহাও আপটু-ডেট্‌। আরও একটী প্রথা আজকাল দেশে নামিয়াছে যে মেয়েদের লজ্জা নামে যে একটী জিনিষ আছে, তাহা আপ-টু-ডেটের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। আরও একটী আপটু-ডেটের গুণ, আপ-টু-ডেট মেয়েদিগকে রাঁধিতে বলিলে উত্তর পাওয়া যায় যে ও কাজটী তাঁহাদের নয়। আমরা নারী, যদি প্রকৃত নারী হইতে চাই তবে আমাদিগকে সব বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে এবং নারীর যাহা কাজ তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে। নিজের দেশের প্রথামত হাবভাব ও চালচলন করিতে হইবে। আমরা বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, আমাদিগকে বাঙ্গালীর মত চলিতে হইবে এবং বিদেশী প্রথা বর্জ্জন করিতে হইবে। আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি—

বিনীতা—মুসাম্মাৎ উমেদ্বা খাতুন

বগুড়া

(৩)

মাননীয়া "নারীলোক" পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনার সুবিখ্যাত "দীপালী" পত্রিকায় যদি আমার এই অল্প কয়েকটী কথা স্থান পায় তবে অত্যন্ত বাধিতা হইব। আমি ভগ্নী অপর্ণা দাসের প্রস্তাবিত "আধুনিকা, কি গুণ থাকিলে বলা যাইতে পারে" প্রস্তাবটির আলোচনা করিব।

বর্ত্তমানে আধুনিকা বলিতে আমরা বুঝি যিনি হিল্‌তোলা জুতা পরিবেন, রুজ

কলিকাতা কর্পোরেশন

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করান যাইতেছে যে, বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে নির্ব্বাচনের জন্য কলিকাতা সাধারণ (শহর) কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচক রোল সংশোধিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত ১৯৩৬ সালের বঙ্গীয় আইন সভা (নির্ব্বাচকমণ্ডলী প্রস্তুতকরণ সংশোধন এবং প্রকাশ) আইন অনুযায়ী গত ৮ই জানুয়ারী ১৯৪০ তারিখে শেষ প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত কেন্দ্রের সম্পূর্ণ রোল কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের আফিসে অথবা সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল আফিসে পরীক্ষার্থ দেখা যাইতে পারে। কলিকাতা সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল আফিসের রেকর্ড বিভাগে উক্ত সম্পূর্ণ রোল্‌ বিক্রয়ার্থেও মজুত আছে।

জে. সি. মুখার্জ্জি

রেজিষ্টারিং অথরিটি

(চীফ একজিকিউটিভ অফিসার

কলিকাতা কর্পোরেশন)

সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল আফিস

৮ই জানুয়ারী, ১৯৪০

জন্যই জগতে সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। ইউরোপে ইসলামের প্রভাব হ্রাস হওয়ার পর হইতেই গণতন্ত্রের অভাব হইয়াছে। গণতন্ত্রের পরিবর্ত্তে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম হইয়াছে। আজ হয়ত গণতন্ত্র বিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস এ সাময়িক প্রতিক্রিয়া মাত্র, পরিশেষে গণতন্ত্রের জয় অবশ্যম্ভাবী। মেঘ কাটিয়া যাইতে দেরী হইবে না। পূর্ণ গৌরবে আবার ঐক্য এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, ইসলাম চায় ঐক্য, চায় স্বীয় নীতি, চায় সভ্যতা।

পাউডার মাখিবেন এবং যিনি অন্য পুরুষের সহিত প্রেমাভিনয় করিতে শিক্ষিতা হইবেন। কিন্তু প্রকৃত আধুনিকা বর্ণনা করিতে যাইলে উপরোক্ত বস্তু মোটেই বুঝাইবে না। এইরূপ আধুনিকা, যুবকবৃন্দের আধুনিকা, সমাজের আধুনিকা নন। সমাজের আধুনিকাই প্রকৃত আধুনিকা এবং ইহা উপরোক্ত আধুনিকা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আমার মতে, আধুনিকা তিনি, যিনি নিজের মধ্যে স্থিরতা ধীরতা ও স্নিগ্ধতা আনয়ন করিতে পারিবেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষিতা হইবেন। শিক্ষিতা হইয়াও যে নারী, হৃদয়ে স্নেহ, মমতা ও যত্ন রাখিতে পারিবেন এবং গৃহস্বামীর কল্যাণসাধন করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে পারিবেন, তিনিই আমার মতে আধুনিকা। কৃত্রিমতা হইতে দূরে থাকাই যেন বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়।

আধুনিকা বলিতে গেলে আমরা স্বেচ্ছাচারিতা না বুঝিয়া, বুঝিব শিক্ষা ও স্নিগ্ধতার একটী সংমিশ্রন। উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বাধীনতা যে এক জিনিষ নয়, এটা যেন সব সময়ই আমরা মনে রাখি। উচ্চ বিদ্যালয়ে বা কলেজে শিক্ষা অথবা নৃত্যসঙ্গীত "আধুনিকার" অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু ইহাকেই সব বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। আধুনিকা হইতে হইলে চাই নারীর স্বীয় প্রকৃতি, সামর্থ্য, কর্ত্তব্য, আদর্শ ও গৃহ। আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার লইবেন। ইতি—

শ্রীমতী মেরীরাণী ঘোষ
এলাহাবাদ

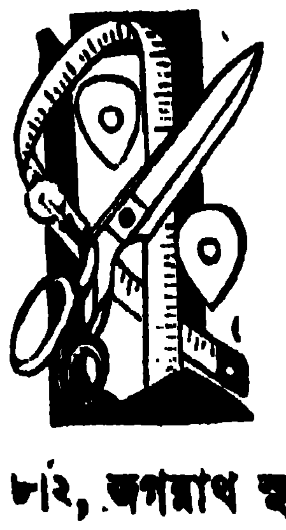

"সরল সীবন-শিক্ষা"
১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়। মূল্য ১।০ মাত্র
৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জীপাড়া, কলিকাতা

(৪)

নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—
মহাশয়া,

বল, বুদ্ধি, সাহস এবং স্বাস্থ্য এইগুলি হইল আপ-টু-ডেট্ মেয়েদের প্রধান প্রয়োজনী শক্তি। কারণ পরের বিপদে সাহায্য করিতে, বাহির জগতে মিশিতে এবং নিজের উন্নতি করিয়া ভবিষ্যতে নিজের জাতির পথ উন্নত করিতে, বল, বুদ্ধি, সাহস এবং স্বাস্থ্যের প্রয়োজন হয়। যাহাদের এইগুলি আছে, তাহাদিগকে সাধারণতঃ আপ-টু-ডেট্ বলা চলে।

কিন্তু সাধারণতঃ আপ-টু-ডেট্ মেয়েদের এইগুলির মধ্যে যে কোনও একটীর অভাব প্রায়ই থাকে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে অনেক শিক্ষিতা মেয়েদের বল, বুদ্ধি, সাহস থাকিলে স্বাস্থ্যের জন্য উন্নতিকর কার্য্যে নিরুৎসাহ হয়। আবার হয়ত সাধারণতঃ গৃহস্থ বাড়ীর মেয়ের বল, বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য থাকিলে উন্নতিকর কার্য্যে সাহস থাকে না। অনেক মেয়ের বল, বুদ্ধি, সাহস ও স্বাস্থ্য থাকিলে ধৈর্য্য এবং অর্থের জন্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না আবার অনেক স্থলে স্বাধীনতা পায় না। এমনও দেখা যায় যে, কোনও শিক্ষিতা মেয়ের কাছে কোনও অশিক্ষিতা মেয়ে লেখাপড়া শিখিতে গেলে বিনা সর্ত্তে তাহার উন্নতির চেষ্টা করেন। কাজেই আমাদের দেশে প্রকৃত আপ-টু-ডেট্ মেয়ে হইতে গেলে অনেক বাধা এবং যাহারা এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতে নিজের ও নিজের জাতির উন্নতির চেষ্টা করে, তাহাদিগকেই প্রকৃত আপ-টু-ডেট্ বলে। ইহাই আমার মত, তবে পোষাক-পরিচ্ছদ ও সিনেমার নকল ছাড়া তেমন আপটু-ডেট্ মেয়ে চোখে পড়ে না। আপনি আমার নববর্ষের ভক্তি-পূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

কুমারী প্রতিমা দেবী
আসানসোল

ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তাই
ইহার অপ্রতিহত গতি!

THE ... LIBRARY
Estd. 1909.
No.

১৬শ সপ্তাহ
& সপ্ত
তুলসীদাস
কবি ও সাধকের অনবদ্য জীবন-কাহিনী
প্রভাত সিনেমায়
●
ঈদের বিরাট আকর্ষণ
সুপ্রীম পিক্‌চার্সের ঐতিহাসিক চিত্র
গাজি
সালাউদ্দীন
শ্রেষ্ঠাংশে—রতন বাঈ, গোলাম মহম্মদ, মজহর খাঁ, ললিতা, ইয়াকুব প্রভৃতি
শনিবার, ২০শে জানুয়ারী
নিউ সিনেমা
●
মানসাটা
ফিল্‌ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৩৭, রোড, কলিকাতা

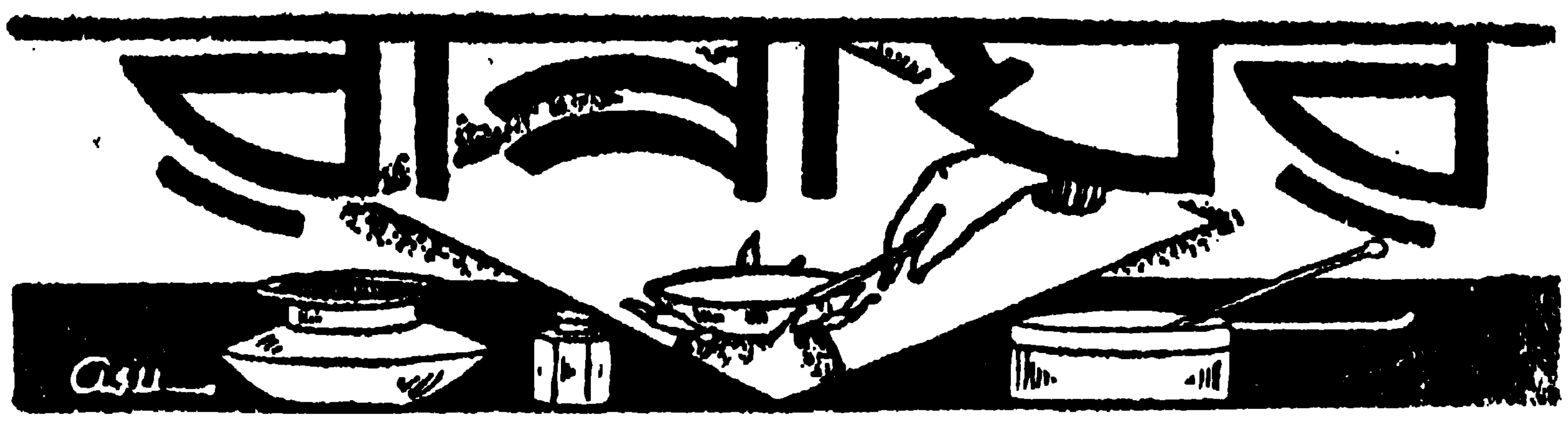

(৮)

তালের পকৃতা

তালের মারি উত্তমরূপে ফুটাইয়া লউন, পরে পরিমাণমত লবণ ও চাউলের গুঁড়া দিয়া পিঠার নেচির মত মাখিয়া ফেলুন। নারিকেল কুড়া, ক্ষীর, চিনি, ছোট এলাচের গুঁড়া দিয়া পাক করা পুর ঐ নেচীর লইয়ের মধ্যে দিয়া বেশ ভাল করিয়া মুখটি আঁটিয়া হাতের চাপ দিয়া চ্যাপ্টা করিয়া তৈলে কিম্বা ঘৃতে ছাঁকিয়া রং লাল্‌চে হইলে তুলিয়া লউন, পরে ঠাণ্ডা হইলে খাইয়া দেখুন। ইহা অতি অপূর্ব্ব তালের পকৃতা, একবার খাইলে আর ভোলা যায় না।

শ্রীমতী অভয়া মিত্র

চাঁচাই

(৯)

কাঁচকলার ধোকা

উপকরণ—হলুদ, লঙ্কা, ধনে, জিরে, তেজপাতা, আদা ও কিস্‌মিস্‌। ৪।৫টী কাঁচকলা সেদ্ধ করে নামিয়ে নিন ও খোসা ছাড়িয়ে ফেলুন। এখন ২।৪টী আলু নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে ডুমো ডুমো করে রাখুন, ভাল জল দিয়ে ধুয়ে নিবেন।

এইবার কলাগুলোকে নুন হলুদ ও কিস্‌মিস্‌ সামান্য ময়দা দিয়ে বেশ করে চটকিয়ে নিন।

এইবার উনুনে কড়াই বসিয়ে দিন। ভাল তৈল কড়াতে দিয়ে ঐ চটকানো কলা গোল আকারে ভেজে নিন, যেনো লালচে হয়। তারপর নামিয়ে রাখুন। আলুগুলো আগে ভেজে রাখুন। এইবার কড়াতে তৈল ঘৃত একটু দিন। জিরে তেজপাতা ফোড়ন দিন ও পূর্ব্বোক্ত মসলা দিয়ে কষে নিন। সামান্য দিবেন, পরিমাণমত জল দিয়ে, ঐ আলুগুলো দিন। আলু সিদ্ধ হলে ঐ কলার বড়াগুলো ছেড়ে দিন। নামিয়ে একটু ঘৃত ও গরম মশলা দিয়ে ঢেকে রাখুন। এইবার হয়ে গেল কাঁচা কলার ধোকা। ইহা বিধবারাও খেতে পারে। খেতে খুব সুস্বাদু।

শ্রীমতীমুকুলরাণী সরকার

আশুতোষ মুখার্জ্জি লেন,সালকিয়া।

(১০)

ডিমের ঘণ্ট

প্রথমে চারটে ডিম ভেঙে একটা এ্যালুমিনিয়াম (aluminium) পাত্রে রেখে দিন ও তা'কে চামচ দিয়ে বা হাত দিয়ে ফেটিয়ে নিন্‌। আবার অন্য একটা পাত্রে আন্দাজমত পেঁয়াজ কুচিয়ে রাখুন। আর একটা পাত্রে আলু ছোট ছোট করে কুটে রাখুন। পরে কড়ায় সর্ষে তেল দিয়ে উনানে চাপিয়ে দিন। কিছুক্ষণ পরে পেঁয়াজগুলি কড়াতে ঢেলে দিন ও নাড়তে থাকুন। তারপর তা'তে আলুগুলি ছেড়ে দিন ও নাড়তে থাকুন। সব এক সঙ্গে ভাজা হ'য়ে গেলে ওতে হলুদ-বাটা, নুন ও লঙ্কা দিয়ে ভেজে নিন। কিছুক্ষণ পর ঐ ফেটান ডিম কড়ায় ঢেলে দিন ও খুনতি দিয়ে নাড়তে থাকুন। তারপর ওতে সামান্য জল ঢেলে দিন ও অন্য কোন বাসন দিয়ে ঢেকে দিন। [illegible] সিদ্ধ হ'য়ে গেলে ও জল মরে গেলে (বেশ সুস্ক হ'লে) তখন নেড়ে নামিয়ে নেবেন। তারপর ওতে পরিমাণমত গরম মশলা ও ঘি দিয়ে আবার নেড়ে নামিয়ে নেবেন। ইহা খুব সুস্বাদু হবে।

বিনীতা—

কুমারী মেরী ব্যানার্জ্জী

জি—টাউন, জামশেদপুর।

(১১)

ইংলিশ্‌ ভুনি খিচুড়ী

উপকরণ ও পরিমাণ—চাল তিন ছটাক, ডাল দুই ছটাক, বড় পিঁয়াজ বাটা, ঘৃত দুই ছটাক, আদার কুচি ১০।১২টি, গোল মরিচ দশটী, লবণ বড় চামচের এক চামচ, লবঙ্গ চার পাঁচটি, এলাচ তিন চারটি, দারুচিনি ছয় কুচি। রন্ধনের পূর্ব্বে চাল ও ডালগুলি ভালরূপে ধুইয়া জল ঝরাইয়া রাখিবেন। বাঁশমতী বা চিনিশক্কর চালই খিচুড়ী প্রভৃতির জন্য প্রশস্ত। প্রথমে পাক পাত্র গরম করিয়া উহাতে সমস্ত ঘি ঢালিয়া দিবেন। ঘি পাকিয়া আসিলে উহাতে পিঁয়াজের কুচি বড় বড় করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিবেন। উহা বাদামী রংয়ের হইলে তুলিয়া রাখিবেন। এখন, উহাতে চাল ও ডালগুলি ঢালিয়া দিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘি নিঃশেষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়িবেন। পরে উহাতে উপরিলিখিত মশ্‌লাগুলি ফেলিয়া দিবেন ও ভালরূপে নাড়িবেন যাহাতে মশ্‌লাগুলি উহাতে মিশিয়া যায়। পরে পরিমাণমত জল দিয়া পাত্রের মুখে ঢাকনি দিবেন এবং অল্প আঁচে চাপাইবেন। খিচুড়ী যাহাতে ধরিয়া না যায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। চাল ও ডাল ঢাকে সেইরূপ জল দিবেন এবং মাঝে মাঝে আঁচ কমাইয়া দিবেন। নামাইবার সময় পিঁয়াজের কুচিগুলি উহার উপর ছড়াইয়া দিবেন। এইপ্রকার খিচুড়ী খাইতে খুব মুখরোচক।

মিস্‌ মণিমালা রায়।

ধানবাদ।

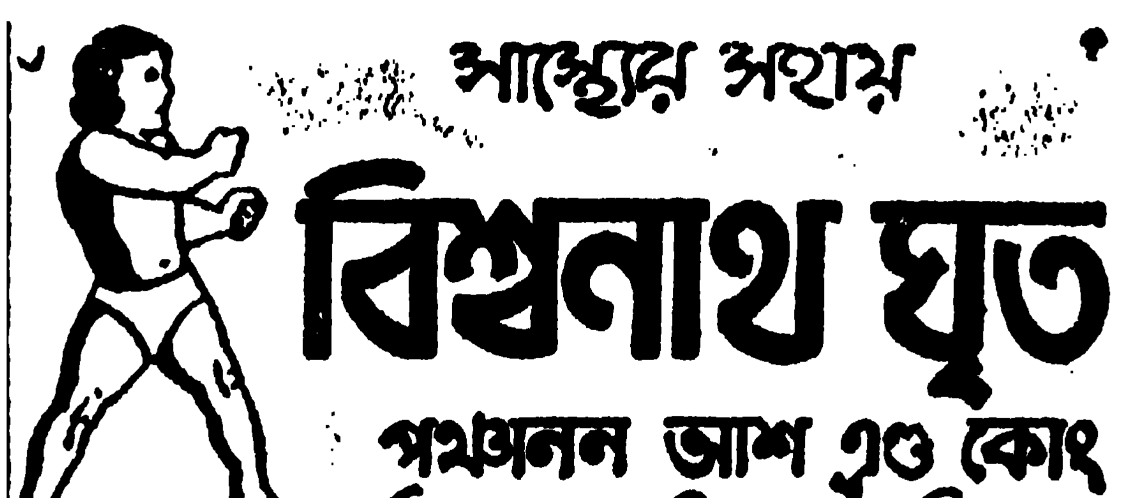

আহরণী

নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১৭) সেতার

সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝর্ণা মিত্র, সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়াল, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, উষা সেন।

(১৮) বেহালা

বিভারাণী চক্রবর্ত্তী।

(১৯) স্বরোদ

সিতিমা ঘোষ।

(20) Folk-dance

মীরা মুখোপাধ্যায়, ছায়ারাণী পালিত, রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, অলকা সেন, তপতী বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সাহা, শেফালী সাহা, স্মৃতিলতা চক্রবর্ত্তী, ইভা ঘোষ, রাধা মুখোপাধ্যায়, অণিমা পাইন, আরতি দাস গুপ্তা, অতসী গুহ।

(২১) উত্তর ভারতীয় নৃত্য

শান্তা কুমারী (নেপাল), ললিতা ভাদুড়ী, বেলা অর্ণব, ঝর্ণা মিত্র।

(২২) দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য

নন্দিতা মিত্র, উমা সেন, অলকা সেন, স্নেহ লোধ।

(২৩) মণিপুরী নৃত্য

ঝর্ণা বর্ম্মন্, স্নেহ লোধ, লতিকা শীল, বন্দনা গুপ্তা, ঝর্ণা মিত্র, রেবা দত্ত, জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়।

(২৪) আধুনিক নৃত্য

শেফালী দেবী, শেফালী মুখোপাধ্যায়, তপতী সেন, মীরা মুখোপাধ্যায়, রেখা দত্ত, অসিতা বসু, যূথিকা মিত্র, ঝর্ণা বর্ম্মণ, ঝর্ণা মিত্র, সুলেখা দাসগুপ্তা, অনিমা চট্টোপাধ্যায়, আরতি দাসগুপ্তা, স্নেহ লোধ, রাধা মুখোপাধ্যায়, তৃপ্তি সেন।

অসাবধানতার ফল

গৌরীবাড়ী লেনের শান্তি নাম্নী একজন মহিলা, বয়স ২০ বৎসর, আগুন তাপিতে তাপিতে অসাবধান হইয়া পড়ায় তাঁহার কাপড়ে আগুন ধরে। ফলে তাঁহার ঊর্দ্ধাঙ্গ ভীষণভাবে পুড়িয়া গিয়াছে। কারমাইকেল হাঁসপাতালে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

•

অমরতা লাভের নূতন পন্থা

নিউ ইয়র্কে Fraternity of Metaphysicians নামে ধনকুবেরদের একটি সমিতি আছে। ইহাদের বিশ্বাস মানুষ দুঃখ পায় দুঃখ দেখিয়া ও দুঃখের কথা শুনিয়া, মানুষ রোগ ভোগ করে রোগ হইবে এই আশঙ্কায় এবং মরে মরার ভয়ে। এই ধারণার সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ অভিপ্রায়ে, ইহারা সম্প্রতি পাঁচ মাসের এক শিশু (জীন)কে দত্তক গ্রহণ করিয়া নিউইয়র্কে ৮০টি ঘরবিশিষ্ট এক বিশাল অট্টালিকায় কতকগুলি নার্সের তত্বাবধানে, রাজার অপেক্ষাও যত্নে ও আরামে রাখিয়াছেন। শিশুর খাদ্য নিরামিষ। নার্সেরা শিশুর সমক্ষে কখন বিষন্ন বা রুগ্ন অবস্থায় উপস্থিত হইবে না বা বিষাদ ও রোগের কথা পর্য্যন্ত তুলিবে না এবং মৃত্যুর কথা দূরে থাকুক, মৃত্যু বলিয়া কিছু যে আছে, তাহা জানিতে পর্য্যন্ত দিবে না। জীন্ বিশ বৎসর এই ভাবে বাস করিলে, ইহারা মনে করেন, জীন্ দুঃখ রোগ ও মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবে। মৃত্যুকে একেবারে জয় যদিও না করিতে পারে, অন্তত সে যে সাধারণ মানব হইতে ঢের বেশীদিন বাঁচিবে, সে বিষয়ে এই মার্কিনী পণ্ডিতগণ এক প্রকার একমতই। দেখা যাউক, এ পরীক্ষার ফল কি হয়!

•

ভিয়েনা এখন নাৎসী অধিকৃত। নাৎসীদের আজ্ঞা নিতান্ত দরকার না পড়িলে কেহ অনাবশ্যক কোনও কাপড়-চোপড় কিনিতে পারিবে না। এই বর্ব্বরসুলভ আদেশের প্রতিবাদকল্পে ভিয়েনার মেয়েরা একরূপ উলঙ্গ হইয়াই এখন পথে বাহির হইতেছে। ফলে নাৎসী পুলিশ ইহাদের বাড়ীতে হানা দিয়া ইহাদের বাক্স পেঁটরার তল্লাসী লইতেছে। কাপড় কিনিতেও সরকারী হুকুম চাই !!

•

বরের অনুপস্থিতিতে বিবাহ

লণ্ডনের একটি বিবাহ সমিতিতে গিয়া একটি মেয়ে একদিন সম্পাদককে বিমর্ষভাবে নিবেদন করিল যে, তাহার ভাবী পতি সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে। এমতাবস্থায় সে বরের অনুপস্থিতিতে অন্য কাহাকেও খাড়া করিয়া বিবাহকার্য্যটা সে সুসম্পন্ন করিতে পারে কিনা? কিন্তু বিবাহে বরের উপস্থিতি বৃটিশ আইনে অনিবার্য্য বিধায়, সম্পাদক মত দিতে পারিলেন না। কনেটি হতাশ হইয়া চলিয়া গেল। তবে অন্য লোককে সে বিবাহ করিবে। মোট কথা, বিবাহ সে করিবেই।

•

মিস্ মেয়োর দেশে

ক্ল্যারেন্স জুন মিচিগ্যানের এক কৃষক। সংসারে তাহার এক স্ত্রী, এগারটি পুত্র কন্যা, একটি গাভী ছিল, সংসার বলিতে মাত্র একটি ঘর। ক্ল্যারেন্সের বন্ধু জর্জ্জ ডেভিস্ ছিল তত্রত্য ফ্যাক্টরীর এক মজুর। জর্জ্জের সংসার বলিতে ছিল একটি স্ত্রী, চারিটি কন্যা এবং একটি কুকুর। দুই বন্ধুই জীবনে নূতনত্ব আস্বাদনের জন্য স্থির করিল, কিছুদিন তাহারা স্ত্রী বদল করিয়া কিঞ্চিৎ শান্তি উপভোগ করিবে। প্রস্তাব করা মাত্র, স্ত্রীরাও রাজী হইল, তাহাদের জীবনও তো এমনি একঘেয়ে! দুই পরিবারের দুইটি স্বামী ছাড়া সব নূতন হইল। তিনমাস পরে, ডেভিসের এক কন্যা আদালতে এই ব্যাপার

নারীলোক
স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে শরীর-চর্চ্চা

—ডাঃ প্রমদাচরণ মজুমদার বি, এস্-সি, এম, বি

আমাদের দেশে শরীর-চর্চ্চার অন্দোলন আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী বুঝিতে পারিয়াছে শরীর সবল ও কর্ম্মঠ না থাকিলে সংসারে বিচরণ করা অসম্ভব। আমাদের এই বাংলা দেশে জন্মিয়াছিলেন অনেক শক্তিমান পুরুষ যাহাদের বল বিক্রম দেশকে চোর ডাকাতের উপদ্রব হইতে তখন রক্ষা করিত। শরীরচর্চ্চা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল।

ক্রমশঃ সভ্যতার আলোক দেশের উপর যত ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল ততই দেখা গেল অলসতা লোকের বুকের উপর চাপিয়া বসিতেছে। পরিশেষে দেশ এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল যে লোকে যেন "খাটা-খাটুনী" ও শরীর-চর্চ্চা ভুলিয়া গেল। ইহারই ফলে দেশে ক্রমশঃ মৃত্যুহার বাড়িতে লাগিল।

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমাদের দেশে শরীর-চর্চ্চার আন্দোলন জাগিয়া ওঠে। যে কতিপয় বাঙ্গালী যুবকের উদ্যোগে এই আন্দোলন জাগিয়াছিল তাহাদের মধ্যে মনোহর চক্রবর্ত্তী, রাজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম ঘোষ, অখিলচন্দ্র চন্দ্র ও বটকৃষ্ণ দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকে বলেন মনোহর চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ববঙ্গে এবং রাজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম বঙ্গে ব্যায়াম চর্চ্চার প্রচলনের জন্য প্রথম উদ্যোগী হন। আবার কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চায় প্রথম উৎসাহ দেন সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার এই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন রাজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোহর চক্রবর্ত্তী। যাহা হউক্ অবশেষে ঐ সময় প্রধান হইয়াছিলেন সাধারণের চক্ষে নটবর বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিল চন্দ্র চন্দ্র, বটকৃষ্ণ দত্ত ও শ্যামাচরণ ঘোষ।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই চারি জন যুবকের উৎসাহেই অনেক স্থানে ব্যায়াম সমিতি গঠিত হয় এবং অনেক যুবক এই সব ব্যায়াম সমিতিতে ব্যায়াম করিয়া দেহ গঠন করিতে থাকেন।

ইহাদের পর দেখা দিলেন গৌরহরি মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণলাল বসাক। এদিকে দর্জ্জিপাড়ায় গুহ বাড়ীতে কুস্তিচর্চ্চা খুব চলিতেছিল। অভয় গুহ ও অম্বু গুহ কুস্তি চর্চ্চার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এই গুহ বংশেরই বংশধর হইতেছেন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কুস্তিগীর যতীন্দ্রনাথ গুহ (গোবর বাবু)। কৃষ্ণবাবু কিছুদিন তাঁহার শিক্ষক বোষ্টম বসাকের নিকট শিক্ষা করিয়া সার্কাসে ভর্ত্তি হন এবং খেলা দেখাইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে থাকেন। গৌরবাবু অবৈতনিক ভাবে সমিতি গঠন করিয়া যুবকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ওদিকে পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকার শ্যামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible] ব্যায়াম চর্চ্চার [illegible] নিয়োগ করিলেন।

কলিকাতার আহিরীটোলায় গৌরবাবুর প্রধান সমিতি ছিল এবং তাঁহার শেষ বড় সাকরেদ্ ছিলেন বিশ্ব-বিখ্যাত বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। রাসবিহারীবাবুর উপর ভার দিয়া গৌরবাবু অবসর গ্রহণ করিলে রাসবিহারী বাবু শরীরচর্চ্চার আন্দোলন আমাদের দেশে রীতিমত চালাইয়াছিলেন এবং তাহার বেনেটোলা সমিতিতে বহু ছেলেকে ব্যায়াম শিক্ষা দিয়াছিলেন।

তাঁহার শেষ প্রধান শিষ্যরূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন তাঁহার একমাত্র ভাগিনেয় বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

তারপর বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কিছুকাল ব্যায়াম চর্চ্চা ভালরূপে চলিবার পর হঠাৎ তাঁহার অবসাদ দেখা গেল। বিলাসিতা আসিয়া যুবকদের উৎসাহ একেবারে ভাঙ্গিয়া দিল। ব্যায়াম-চর্চ্চা দেশ হইতে একরকম নির্ব্বাসিত হইয়া গেল কিছুদিনের জন্য।

তারপর বসন্তকুমার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদম্য উৎসাহে এই সব সমিতি পরিচালনা করিতে লাগিলেন। আদর্শ ব্যায়াম সমিতির ভিতর দিয়া তিনি শরীর সাধনার একটী বিরাট জাল বুনিয়া ফেলিলেন।

ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিক শরীরচর্চ্চাবিদ্গণের ন্যায় আমাদের দেশের দুইজন ছেলে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন বৈজ্ঞানিক শরীরচর্চ্চার দ্বারা দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করিতে। সেই দুইজন ব্যক্তি হইতেছেন মেজর ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ও ডাক্তার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মেজর গুপ্ত এই কার্য্যে প্রথম উদ্যোগী।

বসন্তকুমারের ছাত্রদের মধ্যে অমূল্যচরণ ঘোষ, নীলমণি বস্থি, গণেশ মুখার্জ্জি, মাণিক কর্ম্মকার ও পশুপতি নন্দী নিয়মিত ব্যায়ামচর্চ্চা করিয়া সুন্দর দেহের অধিকারী হইয়াছেন।

জানাইতে পুলিশ আসিয়া সবাইকে ধরিয়া লইয়া গেল। বিচারে জজ সাহেব কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সকলকেই মুক্তি দিলেন, কেন না গোপনে বা কেহ কাহারও অনিচ্ছাতে যখন কিছু করে নাই! স্ত্রী দুইজন সতীই রহিয়া গেল। আবার পুনর্মূষিকের ন্যায় হইল। মিস্ মেয়ো, মাদার ইণ্ডিয়ার গ্রন্থকর্ত্রী, এই দেশেরই মেয়ে।

খেলার মাঠে

~ বভ্রুবাহন ~

রনজী ট্রফী

অনেকদিন পরে বাংলাকে আজ হারতে হল যুক্তপ্রদেশের কাছে। বাংলার হার বড় একটা চোখে পড়েনি অনেকদিন। বাংলার এই হারের জন্য দায়ী সিলেক্‌সান্ কমিটি। কমিটির সভ্যরা নিজের নিজের ক্লাবের খেলোয়াড়দের টীমে ঢোকাবার চেষ্টা করেন, সত্যিকার টীম্ গঠন করবার চেষ্টা করেন না।

আম্পায়ারিং সম্বন্ধে বলবার কিছুই নেই, কারণ হুজন আম্পায়ারের মধ্যে কে কার চেয়ে বড় তার প্রতিযোগিতা চলেছিল। বাংলাদেশের আম্পায়ারিং-এর বদনাম ঘোচবার নয়। এখানে 'যারাই রক্ষক তারাই ভক্ষক'। হে যার কায়েমী ব্যবস্থা করে বসে আছেন।

যুক্ত প্রদেশ দলের খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের অভাব দেখলাম। তাঁরা অনাবশ্যক সময় নষ্ট করে যাতে বাংলা না জিততে পারে সেই চেষ্টা কর্‌ছিলেন। যুক্তপ্রদেশের একজন যখন আউট হয়ে গেছেন তখন আর একজন প্যাড পরছেন। তারপর মাঠে নামবার সময় যত আস্তে আস্তে পারা যায় মাঠে নামছেন। এ রকম করে খেলা জেতার চাইতে হেরে যাওয়াও ভাল।

বাংলা প্রথমে ব্যাট্ করে ২৬০ রাণ করে। বেরেও একাই করেন ১০৭ রাণ। নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি করেন ৬৪, আর মিলার করেন ৪০। বাংলা দেশের চারজন খেলোয়াড় কার্ত্তিক বোস, কমল ভট্টাচার্য্য, জব্বর ও এস্ গাঙ্গুলী করেন ০। কার্ত্তিক বোস আবার দুই ইনিংসেই ০ করেন। যুক্তপ্রদেশের বোলার মাহমুদ সালাউদ্দিন ৬টা উইকেট পান ৬২ রাণে। যুক্তপ্রদেশ দল সকলে আউট হয়ে রাণ করে ২৯৫। পালিয়া সুন্দর ব্যাট করেন। তিনি ৭১ খানা রাণ করেন। আফতাব আমেদ ৭২ খানা রাণ করেন। কমল ভট্টাচার্য্য ৫৬ রাণে ৫টা উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলা ১৬৩ রাণ করে। মিলার একাই করেন ৫৫। আফতাব আমেদ ৫৫ রাণে ৫টা উইকেট পান। যুক্তপ্রদেশ পরে ব্যাট্ করে ৮ উইকেটে ১২৪ রাণ করে। খেলার সময় শেষ হয়ে যাওয়াতে যুক্তপ্রদেশ দল প্রথম ইনিংসে বেশী রাণ করার জন্যে এই খেলায় জেতে।

", রতন কোং

লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: বি, বি, ৩৭১১

সোনা 10 ভরি

পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারাণ্টেড কেমিক্যালের চুড়ি। যে দেখিবে ৫০০৲ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে। সুন্দরভাবে ফাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিনি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিজ্ঞজন এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২॥০। পোষ্টেজ ॥০। ৪ সেট ৭॥০। সার্ট বোতাম ২৲, নেকলেস ৩॥০, আংটি ১৲, মাকড়ী জোড়া ১৲, কানফুল জোড়া ১৲, মফচেন ২॥০, ঝুমকো জোড়া ২॥০, ক্যাটলগ্ তৈরী নাই।

GOLD & SILVER'S MART (Di)
Post Ward No. 7, Muttra, U. P.

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "জিন্দগী" এখন সম্পাদনাগারে। ইহাতে সায়গল, যমুনা, পাহাড়ী, নিমো, সিতারা প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। শীঘ্রই সাধারণ্যে ছবিখানি মুক্তিলাভ করিবে।

পরিচালক অমর মল্লিক তাঁহার বর্ত্তমান ছবি লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। বীণা থিয়েটারের ম্যানেজার ও প্রধান অভিনেতাকে লইয়া তিনি এখন ব্যস্ত। উক্ত থিয়েটারে অভিনেত্রীর অভাব দেখা দিয়াছে। এমন সময় সুরমা দেবীর নাম সকলের মনে আশার সঞ্চার করিল। কিন্তু তিনি কে? পরের সপ্তাহে তাহা জানাইব।

পরিচালক ফণী মজুমদারের বাংলা ছবি "ডাক্তার" দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। একজন তরুণ ডাক্তার—সে সমাজের উন্নতি করিতে চায়। তাহার জীবনের প্রেম, দুঃখ অশ্রুই নাটকের মূল বস্তু। পঙ্কজ মল্লিক মহাশয় "ডাক্তারে"র ভূমিকায় দেখা দিবেন।

• চিত্রায় "পরাজয়ে"র মুক্তি-দিবস আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশানস্ লিঃ

"আঁধি" (হিন্দী) ও "আলো-ছায়া" (বাংলা)র সম্পাদনা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শীঘ্রই সাধারণ্যে মুক্তিলাভ করিবে।

নিউ সিনেমা

এই শনিবার হইতে এখানে সুপ্রীম পিকচার্সের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক চিত্র "গাজি সালাউদ্দীন" প্রদর্শিত হইবে। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন মিঃ হাফেসজী। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন রতন বাই, গুলাম মহম্মদ, মজহর খাঁ, মহম্মদ ইশাক, ইয়াকুব, ঈশ্বরলাল, ললিতা দেবী প্রভৃতি।

নিখিল বঙ্গ চলচ্চিত্র-সংঘ

গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৫৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থিত গুহ ষ্টুডিওতে বাংলার বিশিষ্ট চিত্রামোদীদের উদ্যোগে এক সভা হইয়া গিয়াছে। দর্শক সমাজের অভাব অভিযোগ দূরীকরণের জন্য দেশীয় চিত্রের উন্নতিমূলক কর্ম্মপন্থা লইয়া "নিখিল বঙ্গ চলচ্চিত্র-সঙ্ঘ" (All Bengal Cinema-goers Association) নামে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মাষ্টার বসন্তের শিষ্যগণের ক্রীড়ানৈপুণ্য

গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার দিন শান্তি কুটীরের তরুণ-সঙ্ঘের সভ্যগণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ব্যায়ামবীর বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধনা করেন। বিপুল সম্বর্দ্ধনার সহিত তাঁহাকে উৎসব-ক্ষেত্রে লইয়া যান। উৎসব-ক্ষেত্রের নাম দেওয়া হয় "বসন্ত-জাগরণ-ক্ষেত্র।" সঙ্ঘের পতাকা উত্তোলন করিয়া বসন্তকুমার তরুণদের স্বাস্থ্য গঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

গত ৩১শে ডিসেম্বর হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে নেপালের মহারাজার অভিনন্দন উৎসবে ব্যারিষ্টার মিঃ এন্, সি, চ্যাটার্জ্জির ভবনে মাষ্টার বসন্তের অধিনায়কত্বে বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতির সামরিক বিভাগের রণ-বাদকদল রণ-বাদ্য কৌশল দেখান। নেপালের মহারাজা ইহাতে বিশেষ প্রীত হন।

বাঙ্গালীর সম্বর্দ্ধনা

(বেরিলী, ইউ. পি.)

ডাঃ নীলরতন ধর, ডি-এস-সি, এফ-আই, সি, আই-ই-এস যুক্তপ্রদেশে শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টার ও তাঁহার পত্নীর বেরেলী সহরে আগমনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া, স্থানীয় বাঙ্গালীদিগের তরফ হইতে তাঁহাদিগকে গত ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩৯ সাল বেলা ৪ ঘটিকার সময় সম্বর্দ্ধিত করা হয়।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ্যাডভোকেট, ও ডাঃ অবনীকুমার ভট্টাচার্য্য ডি, এস-সি, যথাক্রমে স্থানীয় বাঙ্গালীদের তরফ হইতে ও বাঙ্গলা প্রাইমারী স্কুলের তরফ হইতে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন।

তাহার পর বাঙ্গালী বালক বালিকাদিগের আবৃত্তি হয় ও শ্রীমতী ধর মহাশয়া বাঙ্গলা প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদিগকে গত বর্ষের পরীক্ষার ফলানুযায়ী পারিতোষিক বিতরণ করেন।

ডাঃ নীলরতন ধর মহাশয় তাঁহার উত্তরে স্থানীয় বাঙ্গালীদিগকে এই প্রদেশের অবাঙ্গালী নিবাসীদিগের সহিত নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ও তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব জাগ্রত করিতে উপদেশ দেন। সর্ব্বশেষে জলযোগান্তে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

অনুষ্ঠানটির সাফল্যের জন্য শ্রীযুক্ত সরোজকুমার ঘোষ মহাশয়, পি. কে. রায় সুধীরকুমার সরকার, তারাপ্রসাদ রায় ও পরিতোষ মৈত্র ধন্যবাদার্হ।

লিলুয়ায় প্রীতি-সম্মিলন

লিলুয়া ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের সভাপতি ও ই, আই, রেলওয়ে ওয়ার্কশপের ডেপুটী চিফ্ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এ, এচ, থারওয়েল মহোদয়ের বিদায় অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে ইনষ্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ গত মঙ্গলবার, ৭ই জানুয়ারী তারিখে অপরাহ্ন ৪-৪৫ ঘটিকায় প্রীতি-সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। ফটো ও অভিভাষণের পর ৫-৩০ ঘটিকায় ম্যাজিক ও ৬-৩০ ঘটিকায় 'মেঘমুক্তি' নাটকের অভিনয় হয়।

কৃত্তিবাস স্মৃতি-পূজা

এই মাঘ মাসের শেষ-রবিবারে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ফুলিয়াগ্রামে মহাকবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিপূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই উৎসব সুপরিচালনার জন্য শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, ফুলিয়া প্রভৃতি স্থান এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ, রাণাঘাট সাহিত্য সংসদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মোট ২০ জন প্রতিনিধি লইয়া "কৃত্তিবাস স্মৃতি উৎসব সমিতি" নামে একটি শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইয়াছে। রামায়ণের কৃত্তিবাস বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির আদি কবি। গত দ্বাদশ বৎসরের অধিককাল হইতে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ এই কবির স্মৃতি সুসম্পাদন করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি জানিবার জন্য শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ, পোঃ শান্তিপুর, জেলা নদীয়া—এই ঠিকানায় পত্রাদি দিতে হইবে।

ভ্রম-সংশোধন

গত ২য় সংখ্যায় "রান্নাঘরে" প্রকাশিত শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় লিখিত "ভেটকী মাছের ঘণ্ট"তে মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। 'আদা এক পয়সা'র স্থানে হইবে 'আদা এক টুকরা'। উক্ত পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে ৮ম ও ৯ম লাইনে যাহা লেখা আছে তাহা বাদ যাইবে। উক্ত দুটি লাইনের সহিত রন্ধনটির কোন সম্পর্ক নাই। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

মহাবীর ব্যায়াম-সঙ্ঘ

(শান্তিপুর)

গত ১৫ই জানুয়ারী শ্রীযুক্ত কাশীচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে উক্ত সংঘের ত্রয়োদশ জন্মবার্ষিকী উৎসব সুসম্পন্ন হয়। মিঃ এস, কে, দে, আই-সি-এস্ (নদীয়া জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বেহালা "বাণী-মন্দির"

গত শনিবার ১৩ই জানুয়ারী বেহালা বাণী-মন্দিরে এক সাধারণ সভার অধিবেশন

হয়। এই সভায় ১৯৪০ সালের নিম্নলিখিত কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সদস্যবৃন্দ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সভাপতি—রায় সাহেব শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সহঃ-সভাপতি—শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক—শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্যবৃন্দ :—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীচরণ ঘোষ, শ্রীব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্যালকাটা ফাইন আর্টস ক্লাব

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলার দুঃস্থ মাতৃজাতির সাহায্যকল্পে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে নরেন্দ্র গীতি-মন্দিরের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক "অনুরাধা" নাটিকা অভিনীত হইবে। ইহাতে মঞ্চাবতরণ করিবেন—কুমারী পারুল বিশ্বাস, রাধা মুখোপাধ্যায়, বন্দনা গুপ্ত, রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা বসু, অণিমা চট্টোপাধ্যায়, অবন্তী মুখোপাধ্যায়, প্রভা চৌধুরী, আভা দে, জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়, সীতা ভড়, নীলিমা বসু প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করিবেন শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহা ছাড়া কুমারী রেণুকা সাহার সেতার, ঝর্ণা সাহার নৃত্য, সবিতা চ্যাটার্জ্জী, শেফালি দে, ডলি মুখার্জ্জী, শৈল মুখার্জ্জী, কনক মিত্র, অসীমা সিংহ প্রভৃতিদের নৃত্যগীত, নবদ্বীপ হালদারের কৌতুকাভিনয় সকলকে তৃপ্তি দিবে। ক্যালকাটা ফাইন আর্টস ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীপূর্ণেন্দু বর্ম্মণ ও নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন যাহাতে এই চ্যারিটি শো সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲, এক বছরের—২॥০। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ক্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬॥০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার

বিগত ৯ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় সুপ্রসিদ্ধ যাদুকর শ্রীযুক্ত পি, সি, সরকার বগুড়াতে রাজসাহী রেঞ্জের ডি, আই, জি অব পুলিশ মিষ্টার এইচ, পি, হাণ্ট সাহেবের প্রীতিভোজে তাঁহার বিখ্যাত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ণিমা সম্মিলন (বগুড়া)

গত ৯ই পৌষ সোমবার, বগুড়া, কুঠিবাড়ীতে পূর্ণিমা সম্মিলন উপলক্ষে একটি জলসা হইয়াছে। উক্ত জলসায় বগুড়ার ২য় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম, এ, বি, এল মহাশয় এবং স্থানীয় অন্যান্য গায়কবৃন্দ খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি গান করিয়াছিলেন। এই পূর্ণিমা সম্মিলন এক বৎসর পূর্ব্বে বগুড়া, কুঠিবাড়ী সঙ্গীত-সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক পূর্ণিমায় সম্মিলনের অধিবেশন হয়।

জি, কে, ক্লাব

গত রবিবার ৪৫।১ সি, বীডন ষ্ট্রীটে জি, কে, ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে ১৯৪০ সালের নিম্নলিখিত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

পৃষ্ঠপোষক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু

সভাপতি—ডাঃ বি, এন, বসু, কাউন্সিলার

সহ-সভাপতি—মিঃ পি, এন, ঘোষ, ডাঃ এচ, এল, বসু, এল. ডি. এস. সি, ও মিঃ বি, ঘোষ।

সম্পাদক—শ্রীবৃন্দগোপাল বসু

সহ-সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি—শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মল্লিক, পূর্ণেন্দুকুমার গুপ্ত, সমীরণ কুমার সেন, জ্যোতিঃপ্রকাশ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বসু।

সঙ্গীত-পরিচালক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ও সুভ্র মিত্র।

মেডিক্যাল অফিসার—ডাঃ শচীনাথ ঘোষ

সলিসিটর—শ্রীপ্রাণবল্লভ সেন।

শিলচর সংবাদ

(নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত)

সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

শৈলেশ-সত্যেন্দ্র স্মৃতি সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন বিগত ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর শিলচর থিয়েটার গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মেয়েদের প্রবেশাধিকার থাকিলেও সমগ্র প্রতিযোগিতাটি একমাত্র মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকাশ, সিলেট হইতে ২ জন পুরুষ প্রতিযোগী থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় অথবা অন্য কোনও ব্যক্তি তাঁহাদের প্রতিযোগী না থাকায় পুরুষ বিভাগের প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকে।

শ্রীহট্টের শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন গোস্বামী "সঙ্গীত বিনোদ" মহাশয় ও ত্রিপুরার প্রফেসার আয়াত আলী খাঁ সাহেব এই প্রতিযোগিতায় বিচারকের আসন গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার ফল এইরূপ হইয়াছে :—

১নং গ্রুপ :—(ছোট)

বিষয়—

ধ্রুপদ—১ম কুমারী রক্ষা দেবী

খেয়াল—১ম কুমারী অভ্ররেণু দাস

" —২য়, কুমারী রাধারাণী দেবী।

আধুনিক বাংলা গান—

কীর্ত্তন—১ম, কুমারী রাধারাণী দেবী।

" ২য়, কুমারী আশালতা দেবী।

ঋতুসঙ্কট যে কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য বহু পরীক্ষিত ১৲, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) দেখা করুন—৮—১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়।

দাদ—মুখে ডাবে গলায় মাড়ীতে দাঁত কন্‌ কন্‌ করা, নড়া, ফোলা ॥০। টনসিল (আলজীব) বৃদ্ধিই বিনা অস্ত্রে আরোগ্য ৷০। ডাকখরচ ১০। মিসেস দাস বনজ বিশারদ ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D) কলিকাতা।

২নং গ্রুপ :—(বড়)

বিষয়—

ধ্রুপদ—১ম, কুমারী মিলন মজুমদার।

„ —২য়, কুমারী কল্যাণী সেন।

খেয়াল—১ম, কুমারী মিলন মজুমদার।

আধুনিক বাংলা গান—

১ম, কুমারী প্রীতি দত্তগুপ্তা।

২য়, কুমারী ফুল্লরাণী চৌধুরী।

ভাটিয়ালী—১ম, কুমারী ফুল্লরাণী চৌধুরী।

„ —২য়, কুমারী প্রীতি দত্তগুপ্তা।

কীর্ত্তন—১ম, কুমারী ফুল্লরাণী চৌধুরী।

„ —২য়, কুমারী প্রীতি দত্তগুপ্তা।

যন্ত্রসঙ্গীত—

সেতার—১ম, কুমারী নিরুপমা সেন ও কুমারী মায়ারাণী চৌধুরী।

এস্রাজ—

১ম—কুমারী নমিতা দে।

২য়—কুমারী লতিকা দাস।

নৃত্য :—

প্রাচীন নৃত্য—১ম, কুমারী রাধারাণী দেবী ও কুমারী গীতা দত্ত।

আধুনিক নৃত্য—

১ম, কুমারী রাধারাণী দেবী

২য়, কুমারী গীতা দত্ত ও কুমারী দীপ্তি দাস।

বিশেষ পুরস্কার—নৃত্যে :—

কুমারী বেলা সেনগুপ্তা।

সেতার বাদনের পরীক্ষায় আরও সূক্ষ্ম বিচারে প্রতিযোগিনীদের মধ্যে যোগ্যতার স্তর বিভাগ সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয়। পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রতিযোগিনীগণকে আগামী কোনও পৃথক সঙ্গীত সম্মেলনে পুরস্কার বিতরণ করা হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

'চট্টগ্রাম সংবাদ'

(নিজস্ব প্রতিনিধি কর্ত্তৃক প্রেরিত)

চিত্রগৃহে

চট্টগ্রামে "সিনেমা প্যালেসে" ও "লায়ন সিনেমায়" সম্প্রতি কয়েকটি জনপ্রিয় বাংলা ও ইংরাজী চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে; আগামী আকর্ষণগুলিও উল্লেখযোগ্য। লায়ন সিনেমায় "যখের ধন" ও হাস্যরসপূর্ণ "পরাণ পণ্ডিত" কয়েকদিন হইতে বেশ চলিতেছে। তথায় শীঘ্রই "গঙ্গাদীন" নামক ইংরাজী ও "পুকার" নামক বিখ্যাত হিন্দী ছবি প্রদর্শিত হইবে। লায়ন কর্ত্তৃপক্ষ এই নূতন ১৯৪০ সনের জন্য অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর (মেট্রোর) ইংরাজী চিত্রের কন্‌ট্রাক্ট করিয়াছেন—ইহা স্থানীয় চিত্রামোদীদের পক্ষে সুসংবাদ হইবে নিশ্চয়।

"সিনেমা প্যালেসে" সম্প্রতি "রজত-জয়ন্তী" দেখান শেষ হইল। বড়দিনে এই হাউসে "গোল্ড ডিগারস্ ইন প্যারিস" ও "আলিবাবা গোস্ টু টাউন" বেশ জমিয়াছিল। শীঘ্রই বিখ্যাত ইংরাজী "ইন্ ওল্ড চিকাগো" প্রদর্শিত হইবে। সিনেমা প্যালেসের আগামী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হইবে সাধনা বসুর "নর্ত্তকী কুসুম", নিউ থিয়েটার্সের "পরাজয়" ও শিশির ভাদুড়ীর "চাণক্য" ইত্যাদি।

লায়নের নূতন চিত্রগৃহ

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে স্থানীয় "লায়ন সিনেমা"র কর্ত্তৃপক্ষ চট্টগ্রামে দ্বিতীয় নম্বর "লায়ন চিত্রগৃহ" সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। চট্টগ্রামে অধুনা তিনটি সবাক চিত্রগৃহ বর্ত্তমান থাকিলেও অনেক সময় চিত্রামোদী নাগরিকগণ উৎকৃষ্ট ছবির অভাবে হতাশ হইয়া থাকেন। লায়নের নব-পরিকল্পনায় এই অভাব দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। লায়নের স্বত্বাধিকারী মিঃ এম, এ, কাদের ও চট্টগ্রামস্থ ম্যানেজার মিঃ এন্, বসু উভয়েই এই নূতন ব্যবস্থার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের নবপ্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিতেছি!

নাট্যাভিনয়

সম্প্রতি চট্টগ্রামে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান "Peace and Order Association"এর তরফ হইতে নগর রক্ষার জন্য যে সিভিল গার্ড বা নগররক্ষী দল গঠিত হইয়াছে তাঁহাদের পোষাক ও অন্যান্য ফণ্ডের নিমিত্ত সুকবি ও নাট্যকার "দীপালীর" প্রধান সম্পাদক শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিখ্যাত "সতী" নাটকখানি অভিনীত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী ক্লাবের সদস্যগণ তাঁহাদের সাম্বৎসরিক নাট্যাভিনয় উৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। দুই রাত্রি তাঁহারা "স্বর্ণলঙ্কা" নাটকখানি অভিনয় করেন। নাটকের প্রারম্ভে শ্রীযুত কালীশঙ্কর দাস ও ননী দাস প্রাচ্যনৃত্য প্রদর্শন করিয়া সকলের প্রশংসা লাভ করেন। অভিনয় পরিচালনায় মিঃ এস্, কে, রায় ও অনুষ্ঠান সাফল্যে সম্পাদক মিঃ এল্, আর, চৌধুরীর চেষ্টা ধন্যবাদার্হ।

কলিকাতায় নিখিল ভারত হিন্দু-মহাসভার একবিংশতিতম অধিবেশন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

হিন্দুরা নিজেদের অবস্থা বুঝিতে সমর্থ হইবে, এক হিন্দু পতাকামূলে সমবেত হইবে এবং নিজেদের অভিযোগের প্রতিকারের নিমিত্ত অপরের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজ পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইবে এবং নিজেদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য লাভ করিবার জন্য সংগ্রাম করিবে। তাহাদের যাহা প্রাপ্য তদপেক্ষা অধিক তাহারা চাহিবে না, কমেও তুষ্ট হইবে না। অন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তাহারা কোন বিদ্বেষভাব পোষণ করিবে না। আমাদের সভাপতির ভাষায় আমরা ঘোষণা করিতেছি—'যদি আস, তোমাদের সঙ্গে আছি; যদি না আস, তোমাদের ছাড়াই চলিব। যদি বাধা দাও, তাহা হইলে হিন্দুরা সেই বাধা সত্ত্বেও মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যথাসাধ্য সংগ্রাম করিবে'।"

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ২৫শে জানুয়ারী ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ১১ই মাঘ ১৩৪৬ [৪র্থ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—৪৭ লন্ রোড, হাম্পষ্টেড (সম্পাদকীয়)
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট (ব্যবসা বিষয়ক)

রবীন্দ্র-সাহিত্যে শিশু

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন

বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যে শিশুর যে একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে, এ কথা কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লেখকেরা যে শিশুকে একেবারে অপাংক্তেয় করে রেখেছিলেন, তা নয়। তবে তাঁদের শিশুসাহিত্যে মনস্তত্ত্বের চাইতে তত্ত্ববাদের স্থানই ছিল বেশী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে আমরা শিশুর আসল রূপটি দেখতে পেয়েছি। যাদুকর যেমন করে তার মায়াদণ্ডের পরশ বুলিয়ে সমস্ত অলৌকিক কার্য্য সাধন করে থাকে, রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর কবিতারূপী যাদুদণ্ডের সাহায্যে শিশু-মনের আধফোটা ভাবগুলিকে অদ্ভুত নিপুণতার সহিত ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর শিশু-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা হচ্ছে অসাধারণ এবং এবিষয়ে তিনি সব যুগের সব লেখকদের চেয়ে বেশী অগ্রণী। শিশুর মনের নিভৃত কোণে যে সব অদ্ভুত আশা ও কল্পনার মায়াপুরী ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, তাকে ভাবে ভাষায় ও ছন্দে রূপমণ্ডিত করা খুবই কঠিন। সে জগতের সব জিনিষকেই চিরনূতন বলে আঁকড়ে ধরে থাকে। কোনো কিছু যে পুরাণো হতে পারে, এ তার ধারণার অতীত। সারা বিশ্বের লোক যাকে অলীক বলে প্রমাণ করতে চায়, তা-ই ওর কাছে নির্ম্মম সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। সেজন্যই কাজলা রাতে দিদিমার কোলে শুয়ে রূপকথার গল্প শুনতে ওর বড় ভালো লাগে। রূপকথার গল্প ওর চোখের উপর রূঢ় বাস্তবতার রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে। তাই দুয়োরাণীর অশ্রু-সজল দুঃখের কাহিনী শুনে ওর চোখের পল্লব হয়ে ওঠে সিক্ত।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাৎসল্য রসের বিচার করতে হলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তাঁর 'বিসর্জ্জন' নাটকের কথা। এতে আমরা দেখতে পাই যে ভিখারিণী বালিকা যে ছাগশিশুটিকে অন্তরের বিন্দু বিন্দু স্নেহ দিয়ে

বাঁচিয়ে রেখেছিল, রঘুপতি সেই ছাগ-শিশুটিকে দেবতার রাতুল চরণে উৎসর্গ করলেন। ভিখারিণী খুঁজতে খুঁজতে মন্দিরে এসে রক্তের দাগ দেখতে পেল। তার মাতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠল—

"ঐ যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি
একি তারি রক্ত? ওরে বাছনি আমার!
মরি মরি, মোরে ডেকে কেঁদেছিলে কত,
চেয়েছিলে চারিদিকে ব্যাকুল নয়নে
কম্পিত কাতর বক্ষে, মোর প্রাণ কেন
যেথা ছিল সেথা হতে ছুটিয়া এল না!"

আবার 'কড়ি ও কোমলে'র 'কাঙালিনী' কবিতাটিতে দেখতে পাই যে ধনীর কোলাহল-মুখরিত বাড়ীর দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে রয়েচে ম্লানমুখী এক ভিখারিণী। এই দৃশ্যটি কবির হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তাই তিনি সমগ্র নারীজাতিকে উদ্দেশ করে বলেছেন—

"অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা তোরা আয় সব
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব।
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লান মুখে বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস।"

রবীন্দ্রনাথের শিশুর কাছে সব চেয়ে প্রিয় জিনিষ হচ্ছে মা। সে তার বাবাকে অত একান্তভাবে আপনার বলে মেনে নিতে রাজী নয়। তার মনের মধ্যে জন্ম-রহস্যের চিরন্তন প্রশ্ন জেগে উঠে। তাই সে মাকে জিগ্যেস করে—

"এলেম আমি কোথা থেকে
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?"

মা তার প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

"ছিলি আমার পুতুল-খেলায়
প্রভাতে শিব-পূজোর বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পুজোর সিংহাসনে
তাঁর পুজোতে তোরেই পূজা করেছি।"

সপ্তাহের শেষে রবিবার যে কেন এত দেরী করে আসে, তা খোকা বুঝতে পারে না। তাই সে মাকে বলে—

"সোম, মঙ্গল, বুধ এরা সব আসে তাড়াতাড়ি
এদের ঘরে আছে বুঝি মস্ত হাওয়া গাড়ী?
রবিবার সে কেন মাগো এমন দেরী করে
ধীরে ধীরে পৌঁছায় সে সকল বারের পরে।
আকাশপারে তার বাড়িটী
দূর কি সবার চেয়ে?
সে বুঝি, মা, তোমার মত
গরীব ঘরের মেয়ে।"

রাত্তিরে তেপান্তরের রাজপুত্তুর আর পাতালপুরীর রাজকন্যার গল্প শুনতে শুনতে খোকা ঘুমিয়ে পড়ে। দিনের আলোতে সে মনে মনে ঠিক করে—

"শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কা'দের ছাদের 'পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগ্‌নি রঙের শাড়ি।
চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই
তেপান্তরের পার বুঝি ঐ
মনে ভাবি ওই খানেতেই
আছে রাজার বাড়ী।"

খোকার বড় দুঃখ যে মা তাকে ছেলেমানুষ ভেবে দূরে যেতে দেন না। মাকে সে বোঝাতে চায় যে সে একজন মস্ত সাহসী ছেলে। মার পাকীর সাথে সে ঘোড়ায় চড়ে যাবে। আর ডাকাত পড়লে সে তাদের মেরে ফেলবে, এ আশ্বাসও সে মাকে দেয়। রবীন্দ্রনাথের শিশু যা দেখে তাতেই মুগ্ধ হয়ে যায়। সে যা দেখে তার তাই হতে ইচ্ছা যায়। তাই সে বলে—

"কাস্তে হাতে চুবড়ি মাথায়
সন্ধ্যে হলে পরে
ফেরে গাঁয়ে কৃষাণ ছেলে
মন যে কেমন করে।"

ঘরের ছোট্ট গণ্ডীর ভেতর ভালোমানুষ সেজে বসে থাকা সে মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। তাই সে জানায়—

"খেলা-ভোলার দিন, মা, আমার
আসে মাঝে মাঝে।
সেদিন আমার মনের ভিতর
কেমনতরো বাজে।"

আকাশের পাখীর সঙ্গে খোকার মনও উড়ে যেতে চায় ঐ দিগন্ত-বিস্তৃত নীলাকাশের দিকে। নদী দেখে তার হৃদয় ভয়ে কেঁপে ওঠে না বা তার প্লাবনময়ী রূপটি ওর চোখে পড়ে না। ও কেবল অন্তর দিয়ে অনুভব করে তার বয়ে যাওয়ার মৃদু মধুর কুলুকুলু ধ্বনি আর নদীর বুকে ও দেখতে পায় রঙচঙে ময়ূরপঙ্খী নৌকো। তার মনে হয় যে নদীর ওপারে গেলেই চাঁদকে পাওয়া যায়। দাদা তাকে বোঝায় যে চাঁদের কাছে অত সহজে যাওয়া যায় না। কিন্তু খোকা কিছুতেই তার দাদার কথা মেনে নিতে চায় না। তাই সে অভিযোগ করে—

"মা আমাদের হাসে যখন
ঐ জানালার ফাঁকে
তখন তুমি বলবে কি মা
অনেক দূরে থাকে?"

এই অদ্ভুত যুক্তি প্রদর্শনের পর দাদার আর কিছু বলবার থাকে না। আকাশের তারাদের জন্য ওর মন সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠে। তাই সে মাকে জানায়—

"ভাবে ওরা আকাশ ফেলে
হত' যদি তোমার ছেলে
এইখানে এই ছাতে—
দিন কাটাতো খেলায় খেলায়
তারপরে সে রাতের বেলায়
ঘুমুতো তোর সাথে।"

রবীন্দ্রনাথের শিশু পণ্ডিতমশায়কেই বড় ভয় করে। সে ভেবেই পায় না যে মূর্খ হয়ে থাকাতে কি দোষ থাকতে পারে। পণ্ডিতমশাই তাকে জোর করে পড়তে বসান। সেজন্য সে মায়ের কাছে অনুযোগ করে—

(শেষাংশ ৩০শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বীর সাভারকর

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নাসিক সহরে মারাঠী ব্রাহ্মণগণের প্রসিদ্ধ চিৎপোবন বংশে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকর জন্মগ্রহণ করেন। এই বিখ্যাত বংশে পর পর কয়েকজন দেশপ্রাণ বীরের উদ্ভব হইয়াছিল। বালাজী বিশ্বনাথ (১ম পেশোয়া) বাজীরাও, প্রসিদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষ নানা ফড়নবিশ, ভারতের অদ্বিতীয়—কূট রাজনীতিবিদ নানাসাহেব, শ্রীযুক্ত গোখলে, জষ্টিস রানাডে এবং লোকমান্য তিলক—ইঁহারা সকলেই উক্ত প্রসিদ্ধ বংশের বংশধর।

সুকুমার কৈশোরেই অসাধারণ প্রতিভা, দেশপ্রাণতা ও কাব্যপ্রিয়তার জন্য শ্রীবিনায়ক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মাত্র দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মারাঠী কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময় প্রসিদ্ধ মারাঠী সংবাদপত্রসমূহ তাহার রচনাবলী প্রকাশ করিতেন, তাঁহারা জানিতেন না যে, উক্ত রচনাবলী এক কোমল-মতি বালকের লেখনী হইতে

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। স্ব-শক্তি প্রণোদিত বালক সাভারকর ঐ সময় তাঁহার বিদ্যালয়ের সহপাঠিগণকে লইয়া এক সমর-পরিষদ গঠন করেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মহরাষ্ট্রে এক গভীর রাজনৈতিক আলোড়নের আবহাওয়া সৃষ্টি হইল। ঐ সময় কংগ্রেসের অধিবেশন, সমাজতান্ত্রিক সম্মেলন, শিবাজী উৎসব এবং গাণপত্য উৎসবে সমগ্র মহারাষ্ট্র যেন মাতিয়া উঠিল। এই সময় পুণায় যে অঞ্চলে প্লেগ হইতেছিল, সেই অঞ্চলে অব্যবস্থার জন্য কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে হত্যা করা হইল। এই কার্য্যের মূলে ষড়যন্ত্র বিদ্যমান

বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সন্দেহ করিলেন। ফলে চতুর্দ্দিকে ধর-পাকড়ের হিড়িক আরম্ভ হইল। এই সময় লোকমান্য তিলককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং যারবেদায় চাপেকর ভ্রাতৃবৃন্দ ও রাণাডের ফাঁসি হইল। এই ঘটনায় তরুণ সাভারকরের হৃদয় বিগলিত হইল। জীবন প্রভাতেই তাঁহাদের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হওয়ায় সাভারকরের হৃদয়ে ক্রন্দনের রোল উঠিল। তিনি তাঁহার গৃহদেবতার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভারতের বন্ধন মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিবেন, ইহাই হইল তাঁহার নিত্যকার ধ্যান-ধারণা ও স্বপ্ন। এই সময় হইতেই তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে সমিতি গঠন দ্বারা ও সভা-সমিতিতে বক্তৃতাদি দিয়া নিজ মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর তিনি পুণায় ফার্গুসন কলেজে যোগদান করিলেন। এই সময় তিনি যুবকদলের অবিসম্বাদি নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ১৯০৫-৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনিই প্রথম বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব কার্য্য আরম্ভ করেন। সাভারকর একদিনে তিন চারিটি বক্তৃতা-মঞ্চে বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইতেন। এই সময়ে লণ্ডনে পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবাজী বৃত্তি তাঁহাকে দেওয়া হয় এবং তিনি ইংলণ্ডে যান।

লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াই তিনি ভারতভক্ত পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মার সাথী হইলেন। পণ্ডিতজী পূর্ব্ব হইতে হোমরুল সম্পর্কে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্যামজীর একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়া উক্ত বাড়ীটির আখ্যা দেন "ভারতীয় নিবাস" এবং ভারতীয় সমিতি নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই সমিতির মাসিক

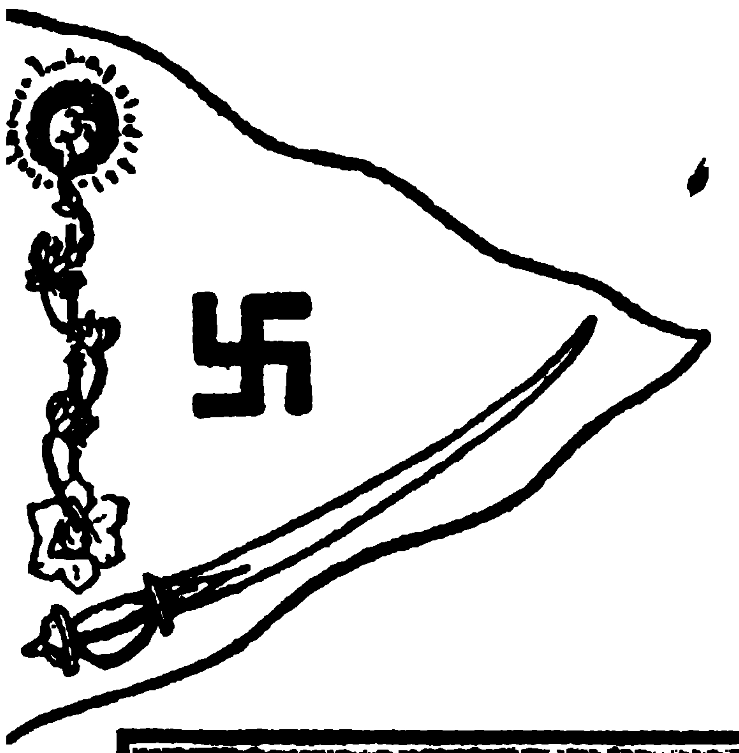

অধিবেশনে সমুদায় ভারতীয়কেই যোগদান করিতে দেওয়া হইত। ফ্রান্স, ইটালী ও আমেরিকার বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তীব্র বক্তৃতাদি আরম্ভ করিলেন এবং ফলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িতে বিলম্ব হইল না। তিনি ইংলণ্ডে অবস্থান কালে মারাঠী ভাষায় ম্যাজিনীর পুস্তকাদির অনুবাদ করেন এবং নাসিকে আসিয়া উহা প্রকাশ করেন। লণ্ডনে বসিয়াই তিনি ভারতীয় প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেন এবং তাহাতে তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহকে মিথ্যা প্রচারকার্য্য বলিয়া উল্লেখ করেন। ১৯০৭ সালে ইংরেজগণ যখন ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম বিজয়ের ৫০তম

উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই সময় সাভারকরও নানা সাহেব, ঝাঁসীর রাণী এবং তান্তিয়াতোপী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের স্মৃতির সম্মানার্থ এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের সিনফিন পার্টি ও অপরাপর বৈপ্লবিক দলের সংস্রবেও আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের গ্রেজ ইন্ নামক আইন কলেজের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন পরিত্যাগ না করিলে তাঁহাকে ব্যারিষ্টারী করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

ঠিক এই সময় তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মার্লের এডিকং স্যার কুর্জন ওয়ালিকে লণ্ডনে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয় এবং শ্রীযুক্ত সাভারকরের সহচর মদনলাল ধিংড়াকে উক্ত হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করা হইল। এই সময় স্যার আগা খাঁ সমেত কতিপয় ভারতীয় এক জনসভায় সমবেত হইয়া উক্ত কার্য্যের প্রতি নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হইয়া গেল বলিয়া প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই এক যুবকের তীব্র প্রতিবাদ শ্রুতিগোচর হইল—"না উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নহে।" এই কথা সাভারকরই উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এংলো ইণ্ডিয়ান দল তাঁহার দিকে বেগে ধাবিত হইল। শত শত প্রশ্নের উত্তরে বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারিত হইল—"আমি। আমারই এই প্রতিবাদ, আমার নাম সাভারকর।" এই কথায় জনৈক ইউরোপীয়ান তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার মুখে এক প্রচণ্ড ঘুষি মারেন। ইহাতে বিচলিত না হইয়া রক্তাক্ত মুখে তিনি অধিকতর দৃঢ়তার সহিত পুনরায় প্রতিবাদ করিয়া বলেন "ইহা সত্বেও আমি উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতেছি।" রক্তাক্ত নেতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সহচরগণ অধীর হইয়া উঠেন এবং এক ব্যক্তি উক্ত এংলো ইণ্ডিয়ানকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভার ছুড়িতে উদ্যত হন; কিন্তু সাভারকর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্ষান্ত করেন। এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া এক লাঠির আঘাতে সাভারকরের মাথা ফাটাইয়া দেয়। এই আঘাতে সাভারকর বাধ্য হইয়া নিজ আসনে বসিয়া পড়েন। পুলিশের কড়া পাহারায় উত্যক্ত হইয়া ও ইংলিশ বোর্ডিংয়ে আশ্রয় না পাইয়া অধিকন্তু ভারতে তাঁহার পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি যথেষ্ট নির্য্যাতন চলিতেছে সংবাদ পাইয়া তিনি মর্ম্মাহত হন এবং বাধ্য হইয়াই প্যারী অভিমুখে রওনা হন। তথায় প্রসিদ্ধা পার্শী মহিলা মাদাম কামা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তথায় স্বল্পকাল অবস্থান করিয়াই তিনি তাঁহার অনুচরবর্গ ও কর্ম্মিবৃন্দের মধ্যে এক নূতন জীবনের সন্ধান দেন। অতঃপর বন্ধু-বান্ধবের নিষেধ এবং নিশ্চিত গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা সত্বেও তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কারণ তিনি লণ্ডনই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের অধিকতর উপযোগী স্থান বলিয়া মনে করিতেন। ১৯১০ সালের মার্চ্চ মাসে তাঁহাকে লণ্ডনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ইংরাজের আদালতে লণ্ডন হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাকে ভারতে পাঠাইবার জন্য আদেশ হইল। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করিয়াও উক্ত আদেশ নাকচ করিতে পারিলেন না।

তাঁহাকে লইয়া এক ষ্টীমার মার্সেলিশ বন্দরে নোঙ্গর করিল এই সময় রক্ষিগণ কোনরূপ কড়া পাহারার প্রয়োজন বোধ না করায় তাহারা অবহেলা করিতে আরম্ভ করিল। সাভারকর তাঁহাকে শৌচাগারে লইয়া যাইবার জন্য রক্ষীদিগকে অনুরোধ করিলেন। তিনি শৌচাগারে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার জামা হুকে লাগাইয়া রাখিয়া পোর্ট হোলের মধ্য দিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ শৌচাগারের দুয়ার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সাভারকর ডুব দিয়া অতি সতর্কতার সহিত গুলী এড়াইয়া সাঁতার দিতে দিতে ফরাসীর উপকূলে পৌছিলেন। তিনি স্বয়ং এক ফরাসী পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন এবং পরে তাঁহাকে তাঁহার বৃটিশ রক্ষীদিগের হস্তে অর্পণ করা হইল। এই সময় এই ঘটনা লইয়া সমগ্র বিশ্বের সংবাদপত্রাদিতে দারুণ সমালোচনা করা হইয়াছিল। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সাভারকরকে ফেরৎ পাইবার দাবী জানাইলেন কিন্তু বৃটিশ উক্ত প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। এই ব্যাপার হেগের আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ের বিচারাধীন হইল এবং উক্ত আদালতও সাভারকরের বিরুদ্ধে রায় দিলেন।

ভারতে এক স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালে শ্রীযুত সাভারকরের বিচারকার্য্য হইল। সাভারকর প্রকাশ্যভাবে বৃটিশ আদালতের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজেকে ফরাসী আদালতের বিচারাধীন বলিয়া মনে করেন। সম্রাটের ও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অপরাধে তাঁহার প্রতি বিভিন্ন দফায় পঞ্চাশ বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অতঃপর তাঁহাকে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। তথায় তিনি ১৪ বৎসর আটক থাকেন। পরে তাঁহাকে রত্নগিরিতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানেও তিনি ১৪ বৎসর অন্তরীণ অবস্থায় অতিবাহিত করেন। ১৯৩৭ সালের মে মাসে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

যৌবন শক্তি দান করিতে আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা
বহুমূত্র প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মেধাশক্তির হ্রাস ইত্যাদি রোগের মহৌষধ।
কৌটা মূল্য ১৲।
বৈদ্যশাস্ত্রী—২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ

শ্রীমতী সবিতা দেবী

সুদামা প্রোডাকশান কর্তৃক গৃহীত ৺শরৎচন্দ্রের "পণ্ডিত মশায়ের"
হিন্দী চিত্ররূপ "চিঙ্গারী"তে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন।

দীপালী

১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

২৫শে জানুয়ারী, ১৩৪৬

চিত্র বর্তিকা

২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪০

বেনারসে উদয়শঙ্কর

বেনারসে নৃত্য প্রদর্শন করিতে যাওয়ার সময় উদয়শঙ্করের দলের এই ছবিটি গৃহীত হয়। বাম হইতে দক্ষিণে—মণি রায় ও তাঁহার সহকারী (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক), জোহরা, উদয়শঙ্কর, অমলা নন্দা ও উজরা।

●

রামগোপাল—যে সমস্ত ভারতীয় নৃত্যশিল্পী সাগরপারে গিয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বর্ত্তমানে ইনি লণ্ডনে ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করিয়া সেখানকার দর্শকদের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মেনকা—ইনি জাতিতে বাঙ্গালী। গত বার্লিন অলিম্পিকে নৃত্য প্রতিযোগিতায় সকল দেশের প্রতিযোগীদের পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

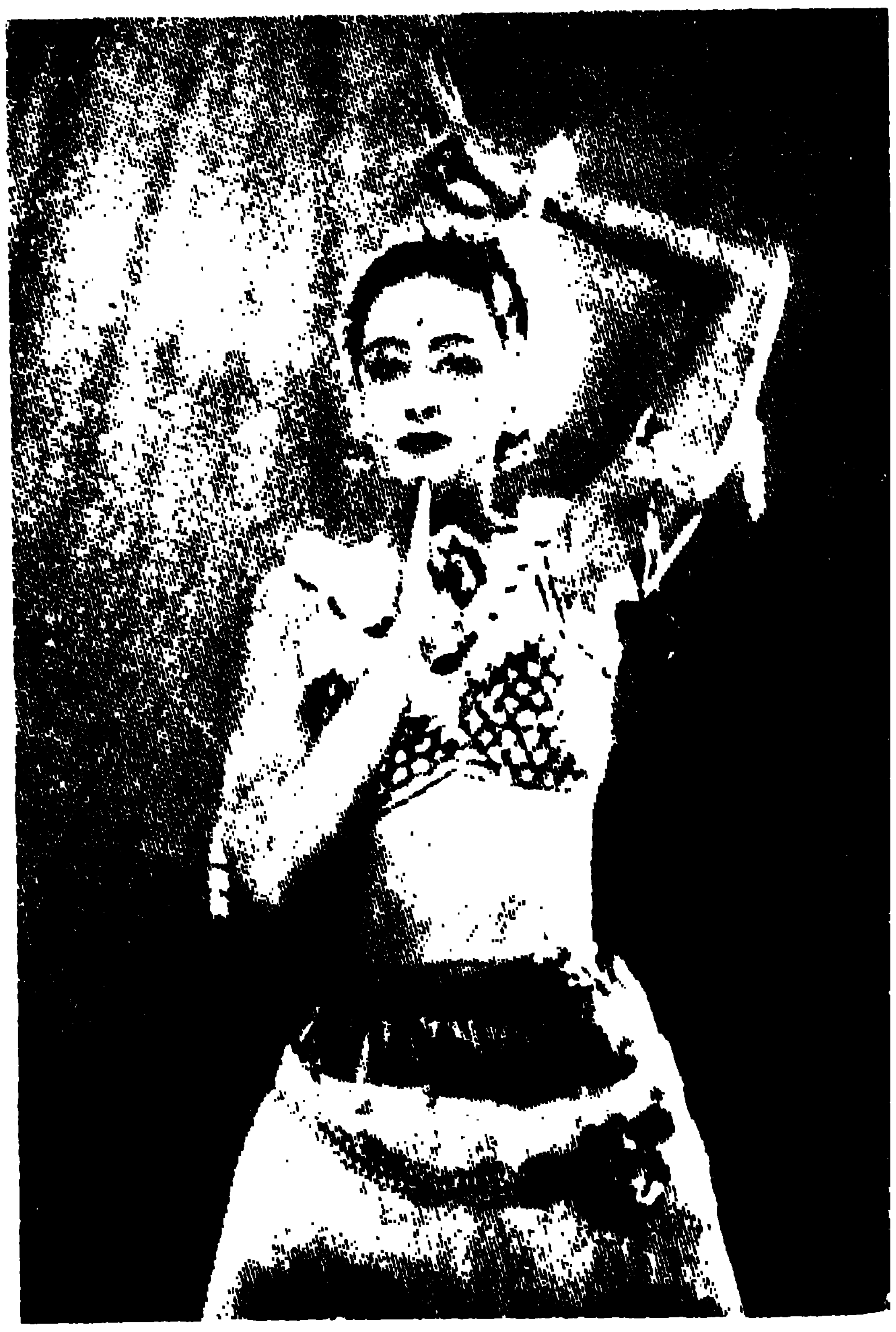

নব-বিবাহিত দম্পতি—রবার্ট টেলর ও বারবারা ষ্ট্যানউইক।

ইউনিভার্সালের উদীয়মান তারকা—জ্যা

বোম্বায়ের সুপ্রসিদ্ধ চিত্রনটী
শ্রীমতী শান্তা আপ্তে

ভুল

(গল্প)

—শ্রীমতী কণপ্রভা ভাদুড়ী

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd. ...
No. ....

আর ১৫ দিন পরে শুভ্রজার বিয়ে। ছাদে বসে ও ছিল সেই সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে। ওদের পাশের বাড়ীখানি ছিল ওর ভবিষ্যতের সুখ-কল্পনার জীবন্ত প্রতীক। এমন সময় খটখট করে পাশের বাড়ীর সমস্ত দরজা জানালাগুলো খুলে গেল। এক গোছা চুড়ি পরা এক জোড়া ধব্‌ধবে সুন্দর মৃণাল বাহু জানালার পর্দাগুলো একটু সরিয়ে দিয়ে গেল। টেবিলের উপর এক গোছা খাতা রেখে চশমাটা খুলে রেখে মেয়েটী গিয়ে দাঁড়াল ঘরের বড় আয়নাটীর সামনে। সকালের বাঁধা খোঁপা আলগা হয়ে গেছে। এলোমেলো চুলে সমস্ত মুখ প্রায় ঢেকে গেছে। তার নীচে কানের দুলটি ঝক ঝক করছে। জামদানী ঢাকাইখানা তার ললিত দেহে জড়িয়ে ধরে সমস্ত তনুলতা-খানিকে এক অনবদ্য শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। মাথার উপর পাখাটা খুলে দিয়ে সে অলসভাবে একটা কোচের উপর দেহ এলিয়ে দিল।

দাসী এসে বললে, "মা, চানের ঘরে আপনার জল ঠিক করে দিয়েছি, এবার চায়ের জল চড়াব কি ?"

মেয়েটী ত্রস্তে উঠে বসে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে বেজেছে সাড়ে চারটে, এই ত' পাঁচটা বাজলেই উনি এসে পড়বেন আর বসা চলে না। উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, "হ্যাঁ তুই চায়ের জোগাড় কর, আমি এখনি পা ধুয়ে আসছি—"

তার কিছুক্ষণ পরে ঘরের ঠিক পাশের ঢাকা ছাদে বেতের চেয়ার টেবল পেতে জলখাবার ও চায়ের সরঞ্জাম এল। মেয়েটী তার স্বামীকে চা ও খাবার গুছিয়ে দিয়ে নিজেরটা নিয়ে বসল। গল্পে গল্পে সময়ের স্রোত ছয়টার কোঠায় গিয়ে পৌঁছাল। এমন সময় পাচক শুধালে, "মা এ বেলা কি রান্না হবে ? উনানের আঁচ ধরে গেছে—"

মেয়েটী উঠে দাঁড়াতেই ছেলেটী তার হাত চেপে ধরে বললে, "আর একটু বোস না ?"

মধুর হেসে মেয়েটী বললে, "তাহলে রাত্রে খাওয়া বন্ধ। রাজী আছ ত' ?"

ছেলেটী বললে, "অরাজী আছি এক সর্ত্তে"—বলে সে মেয়েটীর হাত ধরে নিয়ে গেল ছাদে কার্ণিসের উপর টবে যেখানে একটী ডালে দুটী চমৎকার রাঙা গোলাপ ফু:ট ছিল। একটি ফুল তুলে নিয়ে মেয়েটীর খোঁপায় পরিয়ে দিয়ে সে বললে, "আর ন'টার শোতে "সাপুড়ে" মনে থাকে যেন—"

মেয়েটী হেসে বললে, "আচ্ছা গো আচ্ছা, আমার স্কুলের খাতা দেখা কাল কিন্তু শেষ করতে হবে—"

ছেলেটী বললে, "কাল সকালে আমি অর্দ্ধেক দেখে দোব—"

রান্নাঘরের বারান্দায় বসে মেয়েটী যখন তরকারী কুটছিল ছেলেটী তখন হাতের পাতলা ছড়িটী দোলাতে দোলাতে পাড়ার ক্লাবে যোগ দিতে বেরিয়ে গেল।

"শুভি ও শুভি, সন্ধ্যে উতরে গেল, এইবার নীচে নেমে আয় মা।"

হায় রে, শুভ্রজার সোনার স্বপ্ন ছিঁড়ে গেল। সে চলে যেতে যেতে একবার পিছনে ফিরে পাশের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে ভাবল, "উঃ এখনও ১৫ দিন বাকী—তারপর ?"

একটা অজানা পুলক-স্পন্দনে তার বুক কেঁপে উঠল। কুমারী জীবনের স্বপ্ন এমনিই মধুর হয়। বৈশাখী সন্ধ্যার মন্দ পবনে শিহরিত সদ্য ফোটা যূথিকার মতই কোমল ও সুন্দর হয়।

আজ প্রায় এক মাস হোল কিশলয়ের সঙ্গে শুভ্রজার বিয়ে হয়ে গেছে। কিশলয়দের মস্ত বড় যুক্ত পরিবার। তার বাবা কাকাদের মধ্যে প্রায় বেশীর ভাগই আইন-জীবি, তাই কিশলয় এ বছর থেকে হাইকোর্টে ওকালতীর প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছে। আর পাঁচটা নোতুন উকীলের মত সেও রোজ কোর্টে যায় আসে, কিন্তু পকেটে তেমন কিছু আসে না। এই কিশলয়ই শুভ্রজার নূতন পথ চলার সাথী হয়েছে। উৎসব আনন্দ আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কয়েক মাস কেটে যাবার পর শুভ্রজা একদিন কিশলয়কে বললে, "আমার ইচ্ছে করে কোনও একটা স্কুলে টিউশনি করি, সারাদিন কুঁড়ের মত বসে থাকতে ভালো লাগে না, আর এত কষ্ট করে বি, এ,টা পাশ করলুম তারও একটা চর্চ্চা থাকে।"

কিশলয় বললে, "কেন শুভা, আমাদের ত' এমন কিছু পয়সার অভাব পড়েনি যে তোমায় পয়সা রোজগার করতে পাঠাবো ?"

শুভ্রজার বুকে কুমারী জীবনের আশা দিয়ে গড়া ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন জল জল করছে। সে বললে, "অভাব যে নেই তাই বা

দেখলে কোন জায়গায়? তুমি ত' একটা পয়সা উপায় কর না। আমায় সব সময় শ্বশুর ভাসুরের মুখ চেয়ে থাকতে হয়—"

কিশলয় ব্যথিত হয়ে বললে, "ছিঃ শুভা, তোমার শ্বশুর ভাসুর যদি আমার গুরুজন আপনার জন হন তবে তাঁরা তোমারই বা পর হবেন কেন? ও সব কথা মনে করতে নেই। চল কাকার গাড়ীটা আজ দেখছি বাড়ীতে রয়েছে—একটু বেড়িয়ে আসি—"

স্বামীর আদরে সোহাগে শাশুড়ী ননদের স্নেহে প্রশংসায় শুভ্রজার দিনগুলি হাওয়ার মত কেটে যেতে লাগল। কিন্তু সে তাতে সুখী হতে পারল না। কারণ তার মনের শান্তি সেই দিনই উঠে গিয়েছিল, যেদিন কিশলয় ওর স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছায় অমত প্রকাশ করেছিল। বাড়ীর সকলে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবত বউর মুখে হাসি দেখা যায় না কেন? হোলই বা সে বড়লোকের বিদুষী মেয়ে কিন্তু শ্বশুর ঘর যদি না মানিয়ে নিয়ে করতে পারল তবে তার শিক্ষার সার্থকতা রইল কোথায়? প্রথমে তাঁরা বধূকে খুবই সমীহ হয়ে চলতেন, অবশেষে এমন সময় এল যখন তাঁদের ধৈর্য্যের বাঁধ গেল ভেঙ্গে। বাঙ্গালী গৃহস্থের পরিবারে শাশুড়ী বধূর মধ্যে অসদ্ভাবের প্রাচুর্য্যটা খুবই চোখে পড়ে। অনেকে মনে করেন শাশুড়ীর দোষেই এটা ঘটে থাকে, কারণ হাল ধরতে জানলে কখনও নৌকাডুবি হয় না। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে সুদক্ষ মাঝি থাকা সত্ত্বেও মাঝ দরিয়ায় তরী ডুবি হয়। তার কারণ হচ্ছে নদীর বুকে যখন ঝড় ওঠে, তার স্রোতে যখন জাগে প্রলয়ের মহা নর্ত্তন, তখন পাকা মাঝিরও যায় মাথা খারাপ হয়ে। সেইরকম সংসারে শাশুড়ীরও যেমন কর্ত্তব্য বধূকে স্নেহে শাসনে সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত রাখা, সেইরকম বধূরও কর্ত্তব্য শাশুড়ী যতই তিক্ত মেজাজের হউন না কেন, তাঁর সকল ব্যবহার গুরুজন হিসাবে মেনে নেওয়া। এই পরাধীনতার মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার জন্ম হয়। আর এই স্বাধীনতাই বাঙ্গালী পরিবারে প্রকৃত শান্তি ও সুখ আনয়ন করে। তাই শুভ্রজার এইরকম ব্যবহারে তার শাশুড়ী ননদ প্রভৃতিরা মনে মনে গেলেন ভীষণ চটে। এদিকে কিশলয় ভেবেই পায় না স্ত্রীর এ মনোভাবের হেতু কি? কিশলয় কিছু জানতে চাইলে সে বলে, কই, কিছুই ত' হয়নি? হেসে আদর করতে গেলে, মুখ ফিরিয়ে থাকে। ঠিক এই রকম সময় শুভ্রজার ভাই এসে একদিন তাকে বাপের বাড়ী নিয়ে গেল। তার কয়েকদিন পর কিশলয় শ্বশুর বাড়ী গিয়ে শুনলে, শুভ্রজা নাকি এম, এ, পড়বার জন্যে তৈরী হচ্ছে। খেতে বসে শাশুড়ীর কাছে এই কথা শুনে সে বললে, "কিন্তু আমার বাবা মার একটা মত নেওয়া খুবই উচিত ছিল"। শুভ্রজার এক বোন্ বললে, "ওঃ, বুঝেছি আপনারা চান যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে শুধু হাতা-খুন্তি নিয়ে বাড়ীর মধ্যে বসে দিনগুলি কাটিয়ে দেবে, না?"

গম্ভীরভাবে কিশলয় বললে, "না, আমরা তা চাই না—"

শালিটী বললে, "তবে কেন আমার দিদিকে আপনারা স্কুলে পড়াতে যেতে দিলেন না?"

কিশলয়ের খাওয়া তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল, কোনও কথা না বলে হাত মুখ ধুয়ে সে সোজা গিয়ে উপস্থিত হল শুভ্রজার ঘরে। শুভ্রজা তখন নিবিষ্ট মনে বসে কাকে যেন চিঠি লিখছিল, এক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভেবে নিয়ে কিশলয় বললে, "দেখ শুভা, আমি ভেবে দেখলুম তোমার কথাই ঠিক।"

হাতের কলম নামিয়ে রেখে মুখ তুলে শুভ্রজা বললে,—"কি ?"

কিশলয় বললে,—"আমি কালই তোমার জন্যে একটা কাজের সন্ধান কোরবো, ঠিক হলেই তোমায় জানাবো, কেমন ?"

শুভ্রজা বললে,—"কিন্তু আমার এম, এ, পড়ার যে সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।"

তার একটী হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে কিশলয় বললে,—"কিন্তু আমার অবস্থা সবই ত' তুমি জান শুভা। বাবা-মা তোমায় পড়াতে রাজী হবেন কিনা জানি না। আর তোমার এখন বাবার বাড়ী থেকে পড়াও খারাপ দেখায়। তার চেয়ে এতে তোমার পড়ার চর্চ্চাও থাকবে আর মনের শান্তিতেও দিন কাটাতে পারবে, কেমন রাজী ত' ?"

শুভ্রজা এতটা আশা করেনি। শ্বশুর বাড়ীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে সে ভেবেছিল তার কুমারী জীবনের সযত্নে-গড়া ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্নসৌধ বুঝি চিরতরে ধূলিসাৎ হয়েছে! তাই এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভে আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠে বললে,—"তারপর আমায় কবে নিয়ে যাবে ?"

কিশলয় বললে,—"বাড়ীতে গিয়ে মাকে বলি, তাঁরাই তোমার আসার ব্যবস্থা করবেন।" হায়রে তার তরুণ বুকের তলে এতদিন যে শান্তিময় প্রেমময় নিরালা সুখের কুঞ্জ গড়ে তোলার স্বপ্ন ঘুমিয়ে ছিল আজ তা শুভ্রজার মুখের এক টুকরো হাসির আঘাতে ভেঙ্গে তা খান খান হয়ে গেল। এক নিমেষে তার চোখের সামনে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে সমস্ত দেখা দিল। শুভ্রজার রাগ, অভিমান, সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য, এ সকলের মূলে রয়েছে তারই ক্রটী। স্ত্রীর স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করা তার উচিত হয় নি।

এখন কিশলয় রোজ কোর্টে যাওয়ার সময় শুভ্রজাকে তার স্কুলের গেটে নামিয়ে দিয়ে যায় কিন্তু ফেরবার সময়তেই হয় তার যত বিপদ। কারণ কিশলয়ের রোজ বাড়ী ফেরার একটা কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নেই, তাই শুভ্রজাকে একলাই আসতে হয়। একবার রাস্তায় বেরিয়ে দাঁড়াতেই চারিদিকের জনতার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে সে যেন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত। আর ট্রামে বাসে উঠে ত' কথাই নেই। নিষ্ফল আক্রোশে সে মনে মনে ভাবে, আচ্ছা পুরুষরা মেয়েদের দিকে এমনভাবে চেয়ে চেয়ে কি দেখে, কই মেয়েরা ত দেখে না! কিন্তু এ সকল বাধা বিপত্তির পরেও সে অন্তরে বেশ একটা অনাস্বাদিত নূতন আনন্দ অনুভব করে। এতে শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয় পরিজন বোধ হয় আপত্তি তুলতেন, কিন্তু বধূর উপর মনে মনে সকলের একটা আক্রোশ থাকায় কেহই কোনও কথা বললেন না। তাঁরা একটী জিনিষ লক্ষ্য করে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন যে বধূর মনের সর্ব্বদা বিমর্ষভাব এখন আর দেখা যায় না, কিন্তু ছেলের সে হাসিখুসী ভাবও এখন আর নেই! এর কারণ কি জানতে সকলেই উৎসুক, কিন্তু ঔৎসুক্য সফল হবার কোনই লক্ষণ দেখা যায় না। সত্যি এর একটা গোপনীয় কারণও ছিল বটে। এখন শুভ্রজার একটী ধনী ছাত্রী নিজের গাড়ীতে রোজ তাকে স্কুলের ফেরৎ বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায়। কিন্তু ঐ গাড়ীতে প্রায়ই দেখা যায় একটী তরুণ সুদর্শন যুবককে। শুভ্রজার পাশে বসে হেসে হেসে গল্প করে, না হয় অকারণে অনিমেষে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কোনও কারণে কিশলয় যেদিন সকালে বাড়ী ফিরে আসে সুদূরে গাড়ীর শব্দ শুনে দেখে গিয়ে শুভ্রজা সেই গাড়ী থেকে নেমে যখন চলে আসে তখন সেই ছেলেটী মুগ্ধ নয়নে তার গমন-পথের পানে চেয়ে থাকে। তার চোখের তারায় যে কথা লেখা থাকে তা পড়ে আক্রোশে কিশলয়ের সমস্ত শরীর জ্বলে ওঠে। ওর ইচ্ছে করে এখনি ছুটে গিয়ে ছেলেটির গলা টিপে ধরে। কিন্তু মনের জ্বালা মনে চেপে রেখে নীরবে সে সমস্ত দেখে যায়। ভাবে, কেবল ভাবে শুভ্রজা আমায় কেন ভালবাসে না? আমার এত প্রেম কি তার বুকে একটুও দোলা দেয় না?

কিন্তু আমিও কি সত্যি তাকে ভালোবাসি? এ প্রশ্নের কোনও মীমাংসা হয় না। এদিকে শুভ্রজার দিন কিন্তু বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল! স্কুলে তার সব চেয়ে প্রিয় ছাত্রী ছিল শুকতারা। তারই একান্ত অনুরোধে সে তাদের গাড়ীতে যাওয়া-আসা করত। মাঝে মাঝে তার দাদা, অলোক গাড়ীতে আসত কাজের ছল করে। বয়সে বড় হলেও শুভ্রজা তাকে ছোট ভাইর মত দেখত এবং এইজন্য তার সঙ্গে গল্প গুজব ও যাওয়া-আসা করতে কোনও কুণ্ঠা বোধ করত না। স্কুল থেকে ফিরে সে কিশলয় বাড়ী না ফেরা পর্য্যন্ত ছটফট করে ঘুরত। সে এলে তাকে নিজে হাতে

প্রশ্ন

? ? ?

শীলকরা খামে পাঠাইয়া দিন, না খুলিয়া যথাযথ উত্তর পাঠান হইবে

পারিশ্রমিক মাত্র ১্টাকা

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত
শ্রীপ্রবোধ কুমার গোস্বামী
'গোস্বামী লজ', বালী (হাওড়া), ফোন হাওড়া ৭০৫

চা খাবার ইত্যাদি দিয়ে পাশে গিয়ে বসত। কিশলয় বেশীর ভাগ দিন স্ত্রীর কাছে না গিয়ে মা ও কাকীদের কাছে খাওয়া সেরে বেড়িয়ে যেত। গোপনে চোখের জল মুছে শুভ্রজা সারা বিকেল বসে স্কুলের কাজ সেরে রেখে দিত—এইজন্য যে স্বামী বাড়ী ফিরলে সন্ধ্যেটা তাঁর সঙ্গে কাটাবার আশায়। কিন্তু সান্ধ্য-ভ্রমণ সেরে কিশলয় যখন বাড়ী ফিরত তখন সে অর্দ্ধেক ঘুমের কোলে ঢলে পড়ত। তারপর গভীর রাত্রে কিশলয় যখন অভ্যাসবশে স্ত্রীর হাতটী ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করত, শুভ্রজা তখন চমকে জেগে উঠে ব্যর্থ-সন্ধ্যার কথা স্মরণ করে অভিমানভরে দূরে সরে যেতো। আশা করে থাকতো, এই বুঝি স্বামী আদরে সোহাগে আবার তাকে কাছে ডাকবেন, কিন্তু কিশলয়ের দিক থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যেত না। সে বুঝত উল্টো, করত ভুল। ভাবত কেন শুভ্রজা তার প্রেমকে এমন ভাবে প্রত্যাখ্যান করে? এমনি করে ধীরে ধীরে তাদের সরল সুন্দর জীবনের চলার পথ নানা-সমস্যায় জটিল হতে জটিলতর হয়ে উঠতে লাগল।

সেদিন ছিল শুকতারার জন্মতিথি উৎসব। কথা ছিল সন্ধ্যার আগে সে গাড়ী পাঠিয়ে শুভ্রজাকে নিয়ে যাবে। স্কুল থেকে ফিরে শুভ্রজা দেখল, কিশলয় বিছানায় শুয়ে আর তার মাথার কাছে উদ্বিগ্ন মুখে বসে রয়েছেন তার মা ও কাকীমারা। ওর বুকটা কেঁপে উঠল। এইত সকালে দেখে গেলুম সুস্থ মানুষ রয়েছেন, এর মধ্যে এমন কি অসুখ করল? কাছে গিয়ে সে খুব আস্তে জিগ্‌গেস করল, "কি হয়েছে মা?"

শাশুড়ী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "কি জানি বাছা, দুপুর বেলা হঠাৎ কোর্ট থেকে ফিরে এসে বললে, "মাথাটা বড্ড ধরেছে, গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বর। সেই থেকে এমনি বেহুঁস হয়ে পড়ে রয়েছে।"

শুভ্রজা ভয়ে ভয়ে বললে, "একবার ডাক্তার দেখালে হয় না?"

শাশুড়ী বললেন, "তা ভেবেছিলুম বৈকি, ডাক্তার এসে দেখে ওষুধ দিয়ে গেছে।"

অন্য ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে এসে শুভ্রজা বললে, "আপনারা ত' অনেক ক্ষণ বসেছেন মা, এবার একটু বিশ্রাম করুন গিয়ে।"

জায়েরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বিমর্ষ মুখে উঠে গেলেন। দুই হাতে বিশ্বের করুণা ভরে নিয়ে শুভ্রজা গিয়ে বসল স্বামীর শিয়রে। স্বামীর আরক্ত মুখের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে তার দুটী চোখ জ্বালা করে ভরে এল জল। আহা, মাত্র এই কয়েক ঘণ্টার অসুখে মুখখানা কি ভীষণ শুকিয়ে গেছে। হঠাৎ সেই সময় 'মা' বলে কিশলয় চমকে জেগে উঠল। শুভ্রজা দেখলে, স্বামীর কপালে তার চোখের এক বিন্দু অশ্রু টলটল করছে। তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে সে জিগ্‌গেস করলে, "কি বলছ?"

শুভ্রজাকে দেখে কিশলয়ের রোগ-পাণ্ডুর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। সে বললে, "তুমি এখানে কেন?"

শুভ্রজা বললে, "তোমার অসুখ করেছে, তাই বসেছি, কি কষ্ট হচ্ছে বল?"

কিশলয় বললে, "কেন, তোমার স্কুল, মিঃ ঘোষের গাড়ী এসব কি হল?"

শুভ্রজা বললে, "তোমার এখন অসুস্থ শরীর, একটু চুপ করে শুয়ে থাকো, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই—"

কিশলয় বললে, "এই লোক-দেখানো দরদটা একেবারে কি না দেখালে চলে না?"

—"এ কি কথা?" শুভ্রজা আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। স্বামীর প্রতি তার বুকে এতদিন একটা বিরাট অভিমান জমা হয়েছিল, আজ সেটা বেদনায় পরিণত হল। ঠিক সেই সময়ে সদরে একটা গাড়ী থামার শব্দ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য এসে খবর দিল, বউদিদিমণির সঙ্গে অলোকবাবু দেখা করতে চান।"

কিশলয় বললে, "যাও, আর বসে বসে দেরী কোর না, একেবারে গাড়ী নিয়ে হাজির—"

দৃঢ় কণ্ঠে শুভ্রজা বললে, "আমি যাবো না।"

কিশলয় বললে, "কেন যাবে না শুনি?"

রাগে অপমানে দুঃখে লজ্জায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চীৎকার করে শুভ্রজা বললে, "আমার যাওয়া-না-যাওয়া আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে, কিন্তু তার জন্য আমি তোমার মত একজন নীচমনা লোকের কাছে জবাবদিহি করতে চাই না।"

তার চীৎকারে বাড়ীর সকলে যে যেখানে ছিল, ছুটে সেইখানে উপস্থিত হলেন। দারুণ উত্তেজনায় কিশলয় তখন বিছানার উপর উঠে বসেছিল। মাকে দেখে কাঁপতে কাঁপতে সে বললে, "মা, ওর জন্য দরজায় গাড়ী অপেক্ষা করছে, ওকে এখনি যেতে বল।"

শাশুড়ী বলার আগেই শুভ্রজা সেই বেশে অলোকের গাড়ীতে উঠে বসে সোজা বাবার বাড়ীর ঠিকানায় গাড়ী যেতে বলে দিল। ছিঃ, কি কেলেঙ্কারী! লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে। স্বামী তাকে সন্দেহ করেন? মনের দারুণ যন্ত্রণায় সে ছিন্নলতার মত গাড়ীর সীটের উপর লুটিয়ে পড়ল।

তৃপ্তিকর ও উৎসাহপ্রদ
টসের চা
পান করুন

এদিকে অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার ফলে কিশলয়ের জ্বর দিন দিন বাড়তেই লাগল। ডাক্তারবাবু মহা ভাবনায় পড়েছেন। রোগীর দেহে কোথাও একটুও রোগের লক্ষণ দেখা যায় না। শুধু জ্বর, আর তার জন্য এত দুর্ব্বলতা কি সম্ভব? অনেক পরীক্ষা করে তিনি বললেন, "এটা মানসিক ব্যাধির লক্ষণ মাত্র। রোগীর এখন স্থান ও বায়ু পরিবর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজন। মন যাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। তবে শরীরে যত দিন না একটু বল আসবে,—তার আগে নড়াচড়া বন্ধ।"

কিশলয়ের বাপ-মা প্রভৃতি ভাবলেন, ওই অপয়া অহঙ্কারী বধূটির জন্যই তাঁদের ছেলের এই অবস্থা। যেমন করে হোক্ ওকে এর জন্য শাস্তি দিতে হবে অর্থাৎ সে যেমন তেজ দেখিয়ে চলে গেছে সেই রকম সে যত দিনে নিজে থেকে এসে ক্ষমা না চাইবে তত দিন পর্য্যন্ত এ-বাড়ীতে তার নাম কেউ মুখে আনতে পারবে না। আর কিশলয় দিনরাত যে কি ভাবে, তা সেই শুধু বলতে পারে।

আবার সেই শুভ্রজার কুমারী-জীবনের স্বপ্নমাখা ছাদ গোধূলীর বর্ণ-সমারোহ বুকে নিয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। মন্ত্র-মুগ্ধের মত শুভ্রজা তার অঙ্কে আত্মসমর্পণ করল। "ওদিকে অমন করে চেয়ে কি দেখছ ভাই ঠাকুরঝি?"

শুভ্রজা চমকে ফিরে দেখল, পাশে এসে বসেছে তার ভ্রাতৃজায়া, সীতা। তার একটি হাত নিজের হাতের ভিতর নিয়ে গোপনে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, সে বললে "বৌদি, আমাদের পাশের বাড়ীতে এখন কারা আছে? আগে যারা থাকত, তারা কি সুখী ছিল না ভাই?"

সীতা বললে, "আজও ত তারাই আছে ভাই। তবে ওদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।"

শুভ্রজা বললে, "কি করে?"

সীতা বললে, "ভদ্রলোক একটি খুব ভাল চাকরী পেয়েছেন, আর তাঁর স্ত্রীও স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। সত্যি ওরা খুব সুখী ভাই। ওর ছেলের ভাতের নিমন্ত্রণে যখন সেদিন আমরা গেলুম, আমি এমনি কথায় কথায় জিগ্‌গেস করলুম, 'আপনি স্কুলের কাজ ছেড়ে দিলেন কেন?' সংসারে ক'টা মেয়ে পুরুষের মত অমন মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করতে পারে? তাইতে মেয়েটি বললে, "ভাই, আমার টাকা রোজগার আগে, না স্বামীর সেবা-যত্ন করা আগে? আমি আগে চাকরী করতুম সংসারে স্বামীকে সাহায্য করার জন্য, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় এখন ওঁর অবস্থা বেশ স্বচ্ছল হয়েছে, তাই আর বাইরে বেরোই না। তবে কলেজে যখন পড়তুম, খুব গল্প প্রবন্ধ লিখতুম, এখন মাঝে মাঝে অবসর পেলেই, তারই চর্চ্চা করি, আর তাইতে মাঝে মাঝে বেশ দু'পয়সা পাই। আর মেয়ে-পুরুষ দু'জনেই যদি দিন কাটাই, তবে কে কাকে দেখে, কে কার যত্ন করে বলুন ত'? সংসারের সুখ-শান্তিই বজায় থাকে কি করে? তবে যারা দরিদ্র—সংসারে স্বামী পুত্র কন্যার জন্য তাদের না বেরিয়ে উপায় কি?" সত্যি ভাই ঠাকুরঝি মেয়েটা কথাগুলি কিন্তু খাটি বলেছে।"

শুভ্রজা মোহাবিষ্টের মত বসে সীতার কথাগুলি শুনছিল আর ভাবছিল, আমার কাছে স্বামী আগে না টাকা আগে? আমি কাকে বড় করে দেখে-ছিলুম? আজ হয়ত তিনি সুস্থ কিংবা অসুস্থ, কথাটা ভাবতেই ওর বুক কেঁপে উঠল। আর সত্যি সে ত' কোনও দিন স্বামীর মনের দিকে চেয়ে কাজ করে নি, তবে আজ তিনিই বা কেন ওর দিকে চাইবেন? ওকে লজ্জার হাত থেকে উদ্ধার করে নিজের কাছে ডেকে নেবেন? কিন্তু ক্ষমা—সংসারে সকল দোষেরই ক্ষমা আছে। নিমেষের মধ্যে বিরাট অভিমান ওর মনের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। নাঃ যেখানে

ফোন ২৭৭৪
বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

তার নারীত্বের এত বড় অপমান হয়েছে, সেখানে সে দাঁড়াবে কি করে?

তার গায়ে ঠেলা দিয়ে সীতা বললে, "অত কি ভাবছ ভাই ঠাকুরঝি? হ্যাঁ আজ সকালে তোমার দাদা বলছিলেন, কিশলয় বাবুর স্বাস্থ্য নাকি খুব খারাপ হয়েছে, তাই তাঁকে হাওয়া বদলাতে দার্জ্জিলিং নিয়ে যাচ্ছে, তা তোমায় ত' ভাই একবার খবরও দিলে না?"

বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে শুভ্রজা বললে, "গাড়ীটা একবার বার করতে বল না বৌদি, আমায় এখনি যেতে হবে।"

সীতাকে কোনও কথা বলবার অবসর না দিয়ে সে ঝড়ের বেগে সেখান থেকে চলে গেল।

শ্বশুর বাড়ী পৌঁছুতেই শুভ্রজা দেখল সদর দরজায় গাড়ী দাঁড়িয়ে এবং তাতে বাক্স বিছানা প্রভৃতি তোলা হচ্ছে। ওর বুকটা কেঁদে উঠল। সর্ব্বনাশ, আর বুঝি ক্ষমা চাওয়া হল না। বাড়ীর বউ সে একথা ভুলে বালিকার মত ছুটে গিয়ে কিশলয়ের ঘরে ঢুকতেই ওর বুক থেকে একটা ভারী পাথর নেমে গেল। বিষণ্ণ মুখে কিশলয় তখন যাত্রা করে একটী চেয়ারে বসেছিল। সে ভাবছিল আজ এই যাবার সময় শুভ্রজা যদি একবার আসে? কিন্তু তাদের ত' মা একবারও খবর দিতে দিচ্ছেন না আর সেদিন সেও একরকম শুভ্রজাকে তাড়িয়েই দিয়েছে। সে যা অভিমানিনী মেয়ে, নিজে থেকে কি আসবে? আর সে ত সত্যি আমায় ভালোবাসে না, আমি যেমন তাকে বাসি!" কিন্তু কিশলয় একটু ভুল বুঝে-ছিল কারণ যেখানে স্ত্রীর ভালোবাসা আন্তরিকতাপূর্ণ না হয় সেখানে স্বামীর ভালবাসা স্থায়ীত্বলাভ করতে পারে না। কিশলয়ের ভালোবাসাকে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত করে রেখেছিল তার প্রতি শুভ্রজার গোপন সুগভীর প্রেম। ঠিক সেই সময় শুভ্রজা ছুটে এসে তার পায়ের কাছে বসে বললে, "আমায় ফেলে কোথায় যাচ্ছ? দোষ করলে তার কি ক্ষমা নেই?" কিশলয় এতদূর আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল যে কোনও কথা না বলে শুধু তার হাতটী ধরে নিজের পাশে বসিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল। আকুল হয়ে শুভ্রজা বললে, "বল বল আমি না হয় দোষ করেইছিলুম, কিন্তু তুমি ত শুধরে দিতে পারতে?" এতক্ষণে কিশলয়ের যেন সম্বিৎ ফিরে এল, সে বললে, "দোষত তুমি একলা শুধু করনি শুভা, আমারও যে কিছু ছিল। আর দেখ সংসারে মানুষ যখন তার দোষ বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে নিজের থেকে তা শুধরাবার চেষ্টা করে—তখনই হয় তার যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। বিশ্বের ক্ষমা তখন এসে তার পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ে।"

উপহার

—কাদের নওয়াজ

১

তাহারে তো খুব আমি ভালইবাসি,
তাই, নয়নে নিয়ত হেরি মুখের হাসি।
মোর জীবন-পথে
সখি, হৃদয় রথে—
সে যে, আসিয়াছে এতদিনে শুভ লগনে,
আমি, আপনারে বিকাইব তারি চরণে।

২

জানি, 'দুর্ব্বাশা' অভিশাপ দে'ছিলু প্রিয়!
তবু, এতদিনে ফিরে পেনু অঙ্গুরীয়।
দেখ', 'পুষ্করা' নীর,
আজি, পুলকে অধীর;
আমি, 'শবরী'র সম মালা গাঁথিয়া নিতি—
দিব তোমারি চরণে প্রিয়, ঢালিয়া প্রীতি।

৩

তুমি, ভুলিবে না মোরে প্রিয়! বলেছ সাঁঝে,
তবু হারাই হারাই ভয় হৃদয়ে রাজে;
তুমি, ফেল না দূরে—
মোর, মালাটী ছুঁড়ে,
প্রেম- ফুল দিয়ে গেঁথেছি সে বিনি-সুতা-হার,
আমি, ভালবাসি তাই প্রিয়! দিনু উপহার।

বি, নান
(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যান্ট)
১৬/১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বড়বাজার ৩২৩৪
এজেণ্ট: স্লাইড্ এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট
কলিকাতা ও মফঃস্বল সিনেমা
বিশেষত্ব:—সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী এবং যাবতীয় বিজ্ঞাপনের কার্য্য। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনামূল্যে
গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।
শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"
৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন:— প্রিয়কুটীর, সুন্দাদিল, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)।

সোনা ।৹
পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারাণ্টেড কেমিক্যালের চুড়ি। যে দেখিবে ৫০০৲ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে। সুন্দরভাবে ফ্যাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিন্নি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিত্তবান এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২॥০। পোষ্টেজ ।৷০। ৪ সেট ৭॥০। সার্ট বোতাম ২৲, নেকলেস ৩॥০, আংটি ১৲, মাকড়ী জোড়া ১৲, কানফুল জোড়া ১৲, মফচেন ২॥০, ঝুমকো জোড়া ২॥০, ক্যাটলগ্ তৈরী নাই।
GOLD & SILVER'S MART (Di)
Post Ward No. 7, Muttra, U. P.

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চার

ছেলেমেয়েদের আগমন-প্রতীক্ষায় নন্দরাণী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। যে দুঃসহ চিন্তা সকাল হইতে নন্দরাণীর সারা দেহ-মন আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, এই কর্ম্মহীন সন্ধ্যায় তাহাই তাহাকে বারবার পীড়ন করিতে লাগিল। বছর দুই আগে একুশ বছর বয়স অতিক্রম করার সময় জহরকে সকল কথা খুলিয়া বলিবার একটা কথা উঠিয়াছিল, তখন কিন্তু বলি বলি করিয়াও কুঞ্জ বা নন্দরাণী কেহই সে কথা বলিতে পারে নাই। আজ-কাল করিয়া তাহার পর অনেক দিন কাটিয়া গেল। এদিকে সুবর্ণও ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রী কোন দিন বাধা হইয়া দাঁড়ায় নাই, বরং তাহাদের উৎসাহের আতিশয্যে অনেকে বিস্মিত হইয়াছে, কিন্তু গোপনে দরখাস্ত পাঠাইয়া সুবর্ণ যেদিন কলিকাতায় একটি মাষ্টারী জুটাইয়া ফেলিল, সেদিন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিল। কুঞ্জকে রাজী করিতে সুবর্ণর বেশী কষ্ট হয় নাই, কিন্তু সুবর্ণর চোখের জল দেখিয়াই নন্দরাণীকে অবশেষে মত দিতে হইয়াছিল।

সুবর্ণ বলিয়াছিল—তবু ত' লেখাপড়া নিয়েই থাক্‌বো মা, বাড়ীতে বসে থাক্‌লে দুদিনেই পড়ার পাট উঠে যাবে।

নন্দরাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—ভেবেছিলুম এতদিনে তবু সুবীকে আবার কাছে পেলুম। অনি রইলো হোষ্টেলে, জহরের চাকরী, আমার যে বড় ফাঁকা-ফাঁকা লাগে মা। সুবর্ণ যে মার ব্যথা বুঝিতে পারে নাই তাহা নহে, তবু সংসারে সাহায্য করিতে পারিবে, এই আশায় চাকরীর মায়া ছাড়িতে পারিল না, সে বলিয়াছিল—আমি তোমার কাছেই আছি মা, দাদা আর আমি এক বাসাতেই থাক্‌বো। একদিন অন্তর চিঠি দেব, ছুটি পেলেই ছুটে আসবো।

সুবর্ণ সেদিন মিথ্যা বলে নাই! নিয়মিত চিঠি দিয়া সে নন্দরাণীকে অনেকটা শান্ত করিয়া রাখিয়াছে।

জহর বা সুবর্ণর বিবাহ-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে গুরুতর সমস্যা বর্ত্তমান, সে কথা জগদীশবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পাইবার পর সর্ব্বপ্রথম নন্দরাণীর খেয়াল হইল। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া কোনো কূল-কিনারা করিতে পারিল না। আর সব ব্যাপার চাপা দিয়া জহরের বিবাহের একটা ব্যবস্থা করা হয়ত সম্ভব, কিন্তু তাহাদের সমাজে এমন বয়স্থা ও শিক্ষিতা মেয়ের উপযুক্ত পাত্র মিলিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই, এত দিন কোনো চেষ্টাই হয় নাই। এবার কিন্তু কুঞ্জ জেদ ধরিয়াছে খোলাখুলি একটা বলিয়া ফেলাই ভালো, দায়িত্ব ঘাড়ে করিয়া বসিয়া থাকা ঠিক নয়। তাহা হইলে তবু হয়ত কোনো একটা উপায় হইতে পারে।

কথাটা প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করার প্রয়োজন নন্দরাণী অস্বীকার করে না, কিন্তু কাহার দুর্লঙ্ঘ্য ইঙ্গিতে যেন নন্দরাণী কিছুতেই নিজেকে ভারমুক্ত করিতে পারিতেছে না। এই দীর্ঘকাল সে জহর ও সুবর্ণের জননী সাজিয়া কাটাইয়া সত্যই তাহাদের জননী হইয়া গিয়াছে। নন্দরাণী এ সংসারের সংযোগ-সেতু। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই পারস্পরিক প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন আজো অটুট রহিয়াছে। আজ স্বেচ্ছায় সেই সংযোগ-সূত্র ছিন্ন করিবার সাহস তাহার নাই, অথচ এই অপ্রতি-রোধ্য সমস্যার একটা সমাধান করিতেই হইবে।

অনেকগুলি বোঝা লইয়া কুঞ্জ সহর হইতে ফিরিল প্রায় সন্ধ্যার পর। নন্দরাণীকে রাশীভূত নিজ্জীবতার মতো চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কুঞ্জর সকল উৎসাহ যেন নিভিয়া গেল। সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিয়া কুঞ্জ কতকটা আপন মনেই যেন বলিল—জহর আর সুবি এতক্ষণে অর্দ্ধেক পথ এসে গেল, অনীটা কি করবে কে জানে? ছুটি হোল, সোজা বাড়ী চলে আয় বাপু! তা নয়, রেণুদের সঙ্গে কার্শিয়ং যাবো, রমলাদির সঙ্গে পুরী যাবো, যত বায়নাক্কা মেয়ের—

নন্দরাণী শুষ্ককণ্ঠে কহিল—অনীও আসবে, আজ বিকেলে চিঠি এসেছে, সাড়ে আট্‌টার ভেতর পৌঁছবে।

নন্দরাণীর নিষ্প্রাণ উত্তরে কুঞ্জ বিস্মিত হইল না। তাহার এ মনোবেদনার কারণ কুঞ্জ জানে বলিয়াই কথা ঘুরাইবার জন্য বলিয়া উঠে—পূজোর বাজার, বুঝলে গো, যার পয়সা আছে তারই পূজো। দোকানগুলো এমন সাজিয়েছে যে, ইচ্ছে করে যেন সারা দোকানটাই কিনে নিয়ে আসি। এখন পূজোর কটা দিন বৃষ্টি না হলেই হয়। যা জল এ বছর—

নন্দরাণী এ কথার কোনো উত্তর দিল না।

কুঞ্জ আপন মনে সহর হইতে আনীত প্যাকেটগুলি খুলিতে লাগিল। কিন্তু চুপ করিয়া কতক্ষণই বা থাকা যায়! সহসা বলিয়া উঠিল—চক্রবর্ত্তীবাবুরা যে পূজোর পর চলে যাবেন বল্‌ছেন, যাই বলো বাপু বেশ লোক, এমন ভাড়াটে আর পাওয়া যাবে না।

কথাটি বলিয়া ফেলিয়াই কুঞ্জ বুঝিল কাজটা ভাল হয় নাই। মুখের কথা থামিতে না থামিতেই নন্দরাণী বলিয়া উঠিল—কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিনি বাড়ীতে ভাড়াটে রাখতে হবে। চায়ের দোকান, মাছের কারবার, একটা না একটা তোমার লেগেই আছে—

—মাছের কারবার ত' পয়সা উড়িয়ে দেবার জন্য করি নি, কষ্ট নইলে কেষ্ট মেলে না। অদৃষ্টে নেই ত' আমি কি করবো বলো?

—তাই কেষ্ট মেলবার জন্য ঘরের কড়ি উড়িয়ে দিয়ে আসতে হবে?

কুঞ্জ কোনো কথা না বলিয়া প্যাকেটগুলি তুলিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া দেখিল, নন্দরাণী শূন্যদৃষ্টিতে উদাসভঙ্গীতে তেমনই বসিয়া আছে। নন্দরাণীকে এমন ক্লান্ত ও বিষণ্ণ দেখাইতেছে যে কুঞ্জ সেই মুহূর্তে তাহাকে আর উপেক্ষা করিতে পারিল না, উদ্বিগ্ন কুঞ্জ কাছে আসিয়া সস্নেহে বলিল—রাগ কোরো না বউ, আর করবো না। এখন জহর বড় হয়েছে, সংসারের ব্যবস্থা সেই করবে। নন্দরাণী মুখ ফিরাইয়া ক্ষণিকের জন্য স্বামীর দিকে চাহিল, সেই দৃষ্টিতে এমন আবেদন ছিল যাহা কুঞ্জর অন্তরে বিস্মৃত যৌবনের প্রথম শিহরণ আনিয়া দিল। যে অতর্কিত অস্পষ্টতার বিভীষিকা নন্দরাণীকে দহন করিতেছে তাহা কুঞ্জ জানে, তাই সে কোমল কণ্ঠে কহিল—তোমার কি হয়েছে বউ আমি জানি, মিছিমিছি ভেবে মন খারাপ করে আর কি লাভ বলো।

নন্দরাণী মাথা নাড়িল মাত্র, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কুঞ্জ আবার বলিল—না হয় পূজোর সময় ও সব কথা নাই বলা হোল, এতদিন গেল আর দু'চার মাস কাটলেই বা ক্ষতি কি?

—না বল্‌তেই হবে, কর্ত্তব্যকে তুমি ক'দিন আর ঠেকিয়ে রাখবে? দৃঢ়কণ্ঠে নন্দরাণী বলিল।

অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে কুঞ্জ কহিল—কর্ত্তব্য; কর্ত্তব্য, বড় বড় কথা বলে আমরা ভালোর চেয়ে খারাপটাই বেশী করি।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে নন্দরাণীর বিবেক কহিল, কিন্তু ওদেরও ত' সব কথা জানা দরকার, সে কথা ভুললে চলবে কেন?

—তাতে লাভটা কি হবে শুনি? কে ওদের বাপ মা বলতে পারবে? এত কাণ্ড করে কি বল্‌বো, না তোমাদের কোনো সত্যিকার বাপ মা নেই, এতে লাভটা কি হবে বল্‌তে পারো? আমরা দিতে কিছুই পারবো না উল্টে নিয়ে নেব যে অনেক বেশী।

—সেবারেও জহরকে বলার সময় তুমি এমনই বলেছিলে, যেটা কর্ত্তব্য সেটা পালন করতেই হবে, সেই জন্যেই আমি মন স্থির করে ফেলেছি এবার বল্‌বো, বুকের ভেতর আর গুমরে মরতে পারি না।

নন্দরাণী কাঁদিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, ঠিক সেই সময়েই সদরে কড়া নড়িয়া উঠিল। কুঞ্জ তাড়াতাড়ি বলিল—চোখ মোছ, ছেলেরা এল, একটা কথা বলি তোমাকে, বল্‌তেই যদি হয়, অনী আস্‌বার আগেই তা শেষ করতে হবে।

নন্দরাণী কুঞ্জর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর কহিল—সে আমি বুঝবো'খন, এটা ভুলো না যাই বলা হোক্, ছেলে মেয়ে আমার, ওদের আমি কিছুতেই ছাড়তে পারবো না।

নন্দরাণী দরজা খুলিয়া দিতে গেল, কুঞ্জ সেইখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, কায়দা জানা থাকিলে নন্দরাণীকে সাম্‌লানো তেমন শক্ত নয়।

কয়েক মিনিট পরে বাড়িতে আনন্দের প্লাবন বহিয়া গেল। জহর ও সুবর্ণ বাবা মাকে প্রণাম করিবার পর যথারীতি কুশল প্রশ্ন সুরু হইল।

সুবর্ণ কহিল—মা তোমার শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে বাপু, একলা সমস্ত করবে, একটা লোক রাখলেই ত' পারো—

সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া নন্দরাণী কহিল—এবার অনেক দিন পরে দেখছিস্ কিনা তাই, ওঁর সঙ্গে কথা ক'—আমি চট্ করে ওপর থেকে তোদের জলখাবার নিয়ে আসি। জহর, হাত মুখ ধুয়ে নাও বাবা—

কুঞ্জ এতক্ষণ সুবর্ণ ও জহরকে শান্তভাবে লক্ষ্য করিতেছিল, নন্দরাণী চলিয়া যাইবার পর সুবর্ণকে প্রশ্ন করিল—কল্‌কাতায় পূজোর বাজার খুব জমেছে, না মা, দোকান টোকান সব খুব সাজিয়েছে না—?

সুবর্ণ বলিল—দোকানগুলো মন্দ সাজায়নি, যেমন বরাবর সাজায়—তবে এবার তেমন ভীড় নেই বাবা।

জহর সুটকেস্ খুলিয়া কতকগুলি প্যাকেট বাহির করিতেছিল, সেগুলি নজরে পড়িতে কুঞ্জ বলিল, এই দেখ কাণ্ড, ওসব আবার কি আনলে?

সুবর্ণ হাসিয়া কহিল—দাদা, ও সব আজ আর বার কোরো না, বাবা আবার এখনই হৈ চৈ সুরু করে দেবেন।

জহরের সঙ্গে কথা কহিতে কুঞ্জ ইদানীং কেমন সমীহ বোধ করে, জহর এখন পাকা মুরুব্বী বনিয়া গিয়াছে। কুঞ্জ বলিল—আফিসের খবর কি জহর, খুব খাটুনী হচ্ছে ত'?

জহর বলিল—খবর তেমন খারাপ নয় বাবা, তবে একটু-আধটু হাঙ্গামা ত' লেগেই আছে। মাড়োয়ারীর কারবার, বাঙালীকে ত' আজকাল কেউ দেখতে পারে না, যতটা পারে হটিয়ে রাখতে চায়, তা আমাকে ত' পুজোর পর থেকে এলাহাবাদে বদলী করবে ঠিক হয়েছে।

—যতটা পারবে সাম্‌লে নিয়ো, কিন্তু এলাহাবাদ ত' অনেক দূর'—

সুবর্ণ কহিল—দাদাকে ওরা ম্যানেজার করে পাঠাচ্ছে, মাইনেও বেশী দেবে বাবা!

জহরের মুখখানি দেখিয়া মনে হইল সে বড়ই পরিশ্রান্ত, কুঞ্জ তাই এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়া কহিল, ও সব কথা পরে ধীরে সুস্থে হবে'খন, সেই কখন গাড়ীতে চেপেছ, মুখটুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে, যাও হাত-পা ধুয়ে এসো।

সুবর্ণ বলিল—অনী কখন আসবে বাবা, চিঠি দেয়নি কিছু?

কুঞ্জ হাসিল, অনীর কথা আর বোলো না, প্রথমটা খবর দিয়েছিল আস্‌বে না, একবার বলে কার্সিয়ং যাবো, একবার বলে পুরী, তা তোমার মা কড়া করে বোধ হয় কিছু লিখে থাকবেন, এখন শুন্‌ছি সাড়ে আট্‌টার গাড়িতে আস্‌ছে। এইটুকু মেয়ে কত তার বন্ধুবান্ধব, এখন ভালোয় ভালোয় এসে পড়্‌লে বাঁচি, যে মেয়ে—

সুবর্ণ বলিল—ওই ত' ওর দোষ, ভালো করে একটা চিঠিও লেখে না, লিখ্‌লে ত' গোনা দু'লাইন, "একটা নতুন ধরণের ব্লাউজ পাঠিয়ো, মুক্তিতে কাননবালা যেমন পরেছিল। আজ বড় তাড়াতাড়ি, পরে আবার চিঠি দিচ্ছি" ব্যাস ঐ পর্য্যন্ত, আর খবর-ই নেই।

জহর বলিল—সে আবার কিরে সুবী, কি ব্লাউজ বল্লি?

সুবর্ণ হাসিয়া কহিল—কাননবালা ব্লাউজ। নতুন ডিজাইন, ও সব তুমি বুঝবে না।

—বুঝেও দরকার নেই। দিন দিন যা হচ্ছে সব, অনীটা খুব সিনেমা দেখ্‌চে, না?

এ কথা চাপা দিবার জন্ম কুঞ্জ বলে—পাগল আর কি, ছেলে মানুষ!

জহর তবু ছাড়িবে না, প্রশ্ন করে—কার সঙ্গে কার্সিয়ং যাবে বলছিল! মা ঠিকই করেছে, ওকে একটু শাসন করা দরকার—

শান্ত কণ্ঠে সুবর্ণ বলে—কি যে বলো দাদা, শাসন করবে কি, ছোটবেলায় সবাই অম্‌নি থাকে।

জহর ইহাতেও শান্ত হইতে চায় না, সে আরো কি বলিতে যাইতেছিল, সেই সময় নন্দরাণী আসিয়া পড়ায় আলোচনা থামিয়া গেল।

নন্দরাণী জলখাবারের থালা সাজাইতে সাজাইতে বলিল—মাথায় দেখ্‌ছি দুজনেই বেশ লম্বা হয়েছ, শরীরে কিন্তু গত্তি লাগেনি এক রত্তি, জহর ত' একেবারে যেন তালগাছ—

জহর বলিল—মা একটা সুখবর আছে, কিরে সুবি সুখবর নয়?

উদ্বিগ্ন নন্দরাণী সভয়ে কহিল—তোমার সুখবরে ভয় করে বাবা, স্বদেশীর ব্যাপার বুঝি? সেবার অমনি সুখবর বলে যে কাণ্ডটা বাঁধালে, ভয়ে বাঁচি না, থানা পুলিস।

জহর হাসিয়া ফাটিয়া পড়িল, তোমার কেবল থানা আর পুলিস মা, তা নয় আমাদের দুজনেরই মাইনে বেড়েছে, সুখবর নয়?

নন্দরাণী তবুও সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, কি জানি বাবা, তোর কথা আমি সব বুঝ্‌তে পারি না—

—জহর বলিল, আমি গ্যাস কোম্পানীর এলাহাবাদের ম্যানেজার হয়ে যাচ্ছি, আর সুবী নব্বই টাকায় হেডমাষ্টারণী হবে পুজোর পর থেকেই, আমার চেয়ে দশ টাকা কম।

নন্দরাণী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল, কহিল, তোরা আমার রত্ন ছেলে মেয়ে, এ আমি বরাবরই জানতুম বাবা।—তোরা হাত মুখে জল দিয়ে ওপরে আয়, আমি জলখাবার ঠিক করে রাখ্‌ছি, অনী এসে পড়্‌লেই হয় এখন!

জিনিস পত্র গোছাইয়া জহর ও সুবর্ণ উপরে উঠিয়া গেল।

নন্দরাণী কুঞ্জকে বলিল, কি দরের মানুষ আমরা, কি আমাদের বরাত বলো! সত্যি সুখবর বল্‌তে হবে, তবে ঐ এলাহাবাদ না কি বল্লে, ওই জন্যেই যা আমাদের ভয়। কল্‌কাতা তবু কাছে-পিঠে, খবর না পেলে দৌড়ে যাওয়া চলে, কোথায় কোন্ বিদেশে যেতে হবে।

কুঞ্জ শুধু বলিল—সোনার চাঁদ ছেলে, তবে এ কথাও বলি বাপু, এমন বাপ মা পেয়েছিল বলেই ত' দাঁড়িয়ে গেল, নইলে আজ অবস্থাটা একবার ভাবো দেখি—।

এ কথায় নন্দরাণী শুধু বক্রদৃষ্টিতে কুঞ্জর দিকে একবার চাহিল মাত্র, কোনো মন্তব্য করিল না, তারপর ধীরে ধীরে নৈশ আহারের আয়োজন করিতেই হয়ত উঠিয়া গেল।

কাজকর্ম্ম সারিয়া ঘড়ির দিকে চাহিতেই নন্দরাণীর মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কুঞ্জকে বলিল—এখনও কিন্তু অনীটা এলো না, সকলে এক সঙ্গে আসবে, আমোদ আহ্লাদ করবে, তা নয়, কি করে বেড়াচ্ছে কে জানে। কে যে ওর বন্ধু, এত বন্ধু বান্ধবই বা জোটে কোথা থেকে জানি না বাপু। বিশ বার বলেছি স্কুলটাই বা কেমন খোঁজ খবর নাও, তা কিছুতেই তোমার আর সময় হয় না। এবার আমি জহরকে বল্‌বো—

কুঞ্জ প্রতিবাদ করিয়া বলিল—তোমার যত সব উদ্ভট ভাবনা, এতখানি পথ আস্‌বে, সময় লাগ্‌বে না? অনী আমার খাসা মেয়ে, বাড়িতে ওই সব চেয়ে লক্ষ্মী, তুমি ওকে দেখ্‌তে পারো না কিনা। বলে না—যাকে দেখ্‌তে নারি তার চলন বাঁকা—

উদ্বিগ্ন নন্দরাণী একথায় কোনো উত্তর করিল না। অনীতার আগমন

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ওয়াল্টারচন্দ্র দত্ত

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের অস্থায়ী এডভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত ডব্লিউ, আর, পুরাণিক হাইকোর্টের জজ হওয়ায় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ওয়াল্টারচন্দ্র দত্ত তৎস্থলে অস্থায়ীভাবে মধ্য-প্রদেশ ও বেরারের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দত্ত জব্বলপুরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী। 'রিগো হত্যা' মামলায় আসামীগণের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড হইতে মুক্ত করায় তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত দত্ত সমাজের একজন পদস্থ ব্যক্তি। তিনি জাম্মু ও কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী সার এলবিয়ন ব্যানার্জ্জীর জামাতা।

*

পত্রিকা নিক্ষেপ

প্রকাশ, গত ৪ মাসে বৃটিশ বিমান বাহিনী সাড়ে চল্লিশ লক্ষ পত্রিকা জার্ম্মানীর নগরগুলিতে নিক্ষেপ করিয়াছে।

৫৮টি জার্ম্মানী বিমান পোত ধ্বংস করিয়াছেন।

*

খৃষ্টান সমাজের দাবী

সম্প্রতি নাগপুরে নিখিল ভারতীয় খৃষ্টান্ মহাসভার অধিবেশনে ভারতের জন্য তাঁহারা পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব করিয়াছেন।

*

তুর্কীস্থানে প্রলয়

বর্ষশেষে তুর্কীস্থানে এক প্রকাণ্ড ভূমি-কম্পে ৯০টি গ্রাম ধ্বংস ও ৪২ হাজার নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ভগবানের এ নিষ্ঠুর লীলায় যে কি মহদুদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে, তিনিই জানেন—তবে আমরা নিরুপায় মানব, আমরা কেবল আর্ত্তনাদই করি।

*

জাল টাকার আধিক্য

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে রেলওয়ে এবং ট্রেজারি মারফৎ সর্ব্বসমেৎ ২,১৬,৭১৮ জাল টাকা সরকারের হস্তগত হইয়াছে। গত পূর্ব্ব বৎসর মাত্র ১,৯৫, ১৮৫ জাল টাকা পাওয়া গিয়াছিল।

বোম্বাই পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং দিল্লী হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জাল টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং বাংলা, বিহার, আসাম ও বর্ম্মায় জাল টাকার সংখ্যা কমিয়াছে।

এক বোম্বায়েই ৪২,২৯২ টাকা এবং মাদ্রাজে ৩২,০৮০ পাওয়া যায়।

*

দানবীর শেঠ যুগলকিশোর বিড়্লা

হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন, দানবীর শেঠ যুগলকিশোর বিড়্লা মহাশয় হিন্দু-বাংলার শিক্ষা হিন্দু সংগঠনের জন্য আগামী তিন বৎসর কাল মাসিক তিন হাজার টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন। শেঠজীর দান-গৌরবে ভারতীয় হিন্দুজাতি গৌরবান্বিত।

*

দাতা শতংজীব

করাচীর ধনী রায় বাহাদুর নারায়ণ দাসজী সিন্ধু প্রদেশে এক সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য একলক্ষ টাকা হিন্দুমহাসভার হস্তে প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

*

প্রতীক্ষায় সদর দরজায় দাঁড়াইতে গেল। কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না, তুলসী মঞ্চের কাছাকাছি যাইতেই দেখিল এক সুদর্শন ভদ্র যুবক সোজা বাড়ির ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য লক্ষ্য করিবার মতো বটে, কিন্তু নন্দরাণীর তাহা দেখিবার মত মনের অবস্থা নয়, সে তীক্ষ্মকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, বলা নেই কওয়া নেই ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতর আপনি সোজা চলে এলেন যে,—কি চাই আপনার?

নন্দরাণীর কথা শুনিতে পাইয়া কুঞ্জও বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারিল না, বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যুবকটি এবার প্রায় নন্দরাণীর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল, তারপর যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল—, আমার হয়ত একটু দোষ হয়েচে। কিন্তু আপনাদের মেয়ে আমাকে ভেতরে আসতে বল্লেন বলেই আমি বাড়ির ভেতর চলে এসেছি। আপনাদের কাছে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে তাই এত রাত্তিরে ছুটে এলাম।

ভদ্রলোকের হাতে প্রশস্ত ডেস্‌প্যাচ কেস্‌টি লক্ষ্য করিয়া নন্দরাণী আন্দাজে একটা ভুল ধারণা করিয়া বসিল, কহিল, আমরা দোরে কোনো জিনিষ কিনি না।

ভদ্রলোকটি কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলিলেন—দেখুন আমি সেজন্যে আসিনি, আমার কথাটা আপনি শুনুন—

কুঞ্জ এতক্ষণে কহিল—বাড়ী ভাড়ার জন্যে বুঝি এসেছেন? তা পুজোর আগে ত' বাড়ি খালি হবে না।

ভদ্রলোকের সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়, তিনি বিনীত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—আমার কথাটা শুনুন আগে, আমি কিছু বিক্রী কর্‌তেও আসিনি, বাড়ি ভাড়া নিতেও আসিনি, কুঞ্জবাবু আপনার কাছে আমার বিশেষ দরকার রয়েছে। আমার নাম অলক চৌধুরী, আমার বাবা জগদীশ চৌধুরীকে আপনারা হু'জনেই চিন্‌তেন, কিন্তু আমাকে কখনও দেখেন নি।

কুঞ্জ সৌজন্যের খাতিরে বলিল—ভেতরে আসুন, এখানে দাঁড়িয়ে ত' আর কথা হবে না।

নন্দরাণী নিস্পলক নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, অনুভূতিহীন অসীম শূন্যতায় তাহার অন্তর ভরিয়া গেল।

স্থান কাল ভুলিয়া নন্দরাণী সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

ননীলালের বৈরাগ্য

(বড় গল্প)

—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার, আই-সি-এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিবারণ বল্ল, "আঃ অবিনাশ, তুমি যা বোঝ না তা নিয়ে কথা ব'লো না। ডাব্‌মা, ডাব্‌মা—অর্থাৎ ক্লিন্‌-ডিজিজ—ধনঞ্জয় ব্যাকুল হ'য়ে পড়েচে তাই ডাব্‌মাকে ধর্ম্ম বলে ফেলেচে।"

ধনঞ্জয় বলল, "আরে না না, ডাব্‌মা ফাব্‌মা নয়, ধর্ম্ম সনাতন, গোঁড়া ধর্ম্ম।"

এ কথা শুনে ওরা পরস্পর পরস্পরকে ইসারা ক'রে এবং মাথায় টোকা মেরে এই কথাই বোঝাতে চাইল যে ধনঞ্জয়ের মস্তিষ্ক ঈষৎ বিকৃত হয়েচে।

ধনঞ্জয় এবার রাগ করল। বলল, "আমাকে পাগল ঠাউরেচ? বিশ্বাস হচ্ছে না, চল তবে আমার সঙ্গে ননীলালের ঠাকুরঘরে। নিজের চক্ষে দেখলে বিশ্বাস হবে।"

তখন অবিনাশ বলল, "ওঃ বুঝেচি, বুঝেচি। ননীলাল has got religion—যেমন বলে না অমুক has got cancer, তমুক has got headache, তেমনি ননীলাল has :got religion—তা তুমি সবিস্তারে ব'লে যাও কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, এবং কেনই বা এ রোগ হল।"

তার উত্তরে ধনঞ্জয় যা বলল তার মর্ম্ম এই। প্রায় দিন পনরো হ'ল ননীলাল ঘর সংসার আর কিছুই দেখচেন না। গোবরডাঙ্গা থেকে এক গুরুঠাকুরের আমদানী হয়েছে, তাঁর যেমন বপু, তেমনি আহার। দশ দিন হল বাড়ীতে মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ আর ঢুকতে পাচ্ছে না। ঠাকুরঘরে সাড়ম্বরে পূজার্চ্চনা ও ভোগ হচ্ছে। রাঁধুনী বামুনটা দিবারাত্র ভোগ রাঁধছে, মেধো চন্দন ঘষচে, মোটরটা কেবল নিউমার্কেট যাতায়াত করচে, ফুল আর ফল আনতে। গুরুঠাকুর দু'বার ক'রে সাত্ত্বিক আহার করেন এবং খড়ম পায়ে দিয়ে খটাং খটাং ঘুরে বেড়ান। খড়মের এবং কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজে টেলিফোন শোনা যাচ্ছে না, তবার পুলিস এসে ওয়ার্ণিং দিয়ে গেছে, তিন মাইল তাগতের এক মসজিদের ইমাম এসে শাসিয়ে গেছেন এমন হ'লে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা একেবারে অনিবার্য্য। কিন্তু এতেও ননীলালের চৈতন্য হচ্ছে না। তিনি সমস্তক্ষণ গরদের সাড়ী পরে চোখ বুজিয়ে হ্রীং হ্রীং করে ধ্যান করচেন। এদিকে আমিষাহারের লোভে এক রেস্তোঁরায় কিছু গলদা চিংড়ীর কাট্‌লেট্ খেয়ে ধনঞ্জয়ের এমন উদরাময় হয়েচে যে, তিন দিন ধরে পেটে আর কিছু থিতুচ্ছে না।

নিবারণ চোখ কপালে তুলে বলল, "তাই তো, ব্যাপার তো দেখচি সাঙ্ঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েচে। তা এমনটা হবার কারণ? তিনি কি হিন্দুমহাসভার বক্তৃতা টক্তৃতা শুনেছিলেন নাকি?"

শিরে করাঘাত ক'রে ধনঞ্জয় বলল, "না, না, হিন্দুমহাসভা নয়। কারণ হচ্ছি আমি নিজে। আমার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিই হয়েচে কাল।"

মাসের পর মাস ধরে ধনঞ্জয় তার সনাতনী এবং গোঁড়া মাসিক পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখে এসেচে—ভারত আর সে ভারত নেই, হিন্দুর আর স্বধর্মপ্রীতি নেই। কলিকালের তামসিক ঘূর্ণিবায়ুতে আচার, নিষ্ঠা, দেবদ্বিজার্চ্চনা, সমস্ত উড়ে গেছে, সে সাধনা নেই, সে পূজা-অর্চ্চনা নেই, সে গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিও নেই। এই সব লেখা ক্রমাগত পড়ে পড়েই ননীলালের হঠাৎ ধর্ম্মে ভয়ঙ্করভাবে মতি হয়েচে। তিনি তাঁর বাপের বাড়ী গোবরডাঙ্গা থেকে এক গুরুঠাকুর ডেকে এনে তাঁরই সাহায্যে যোগ-যাগ পূজার্চ্চনা ও মন্ত্র পাঠের দ্বারা সংসার-রূপ পাপার্ণব পার হ'য়ে যাবার সাধনা করচেন।

অবিনাশ বলল, "ধনঞ্জয়, তুমি হিন্দুজাতিকে উদ্ধার করতে গেছলে, এখন নিজেই উদ্ধার হ'য়ে গেলে। অতএব তুমিই ধন্য।" এই ব'লে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপভরে সে ধনঞ্জয়কে প্রণাম করল।

নরেন বলল, "ঠিক হয়েচে। এ হ'ল বিধাতার প্রতিশোধ। তুমি আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দল ছেড়ে অর্থলোভে যেমন সনাতনী গোঁড়াদের দলে ঢুকতে গেছলে তেম্‌নি তার এই শাস্তি হ'ল।"

সুরেন বাবু বললেন, "মেয়েমানুষেরা স্বভাবতঃই ধর্ম্মপ্রবণ। তা ধনঞ্জয় বাবু, আপনার স্ত্রী যদি একটু আধটু ধর্ম্মচর্চ্চা নিয়ে থাকেন তাতে আপনার অত আপত্তি কেন?"

ধনঞ্জয় বলল, "একটু আধটু নয়। কলতলায় বাসি ফুলের গাদা স্তূপীকৃত হয়েচে। সমস্ত ওপর তোলা গুরু এবং পূজোপকরণে ভর্ত্তি। আমার বিছানা হয়েচে নীচের এক

স্যাৎ সেঁতে ঘরে। গোবর জলের ছিটা লেগে আমার সমস্ত কাপড় চোপড় নষ্ট হয়ে গেছে। আর গুরুদেব সর্ব্বক্ষণ উপদেশ দিচ্ছেন স্বামীপুত্র হ'ল সাধনার মহা বিঘ্ন।" একটু থেমে বলল, "তার ওপর তিন দিন থেকে আমার পেটে কিছু থিতুচ্ছে না।"

সুরেন বাবু বললেন, "এখন বুঝতে পারচি—এই ধর্ম্মরোগ ছোঁয়াচে নয়ত হে! শুনেই আমার হৃৎকম্প হচ্ছে!"

অবিনাশ বলল, "তা ধনঞ্জয়, আমাদের কাছে এসেচ কি মনে ক'রে?"

ধনঞ্জয় বলল, "এ বিপদে বাঁচাতে পারো একমাত্র তোমরাই। তাই তোমাদের কাছেই এসেচি।"

নিবারণ বলল, "কেন, তোমার সেই স্বনামধন্য মাসিকপত্রের স্বত্বাধিকারী বাঁচাতে পারল না?"

ধনঞ্জয় বলল, "তাঁর কাছে কি আর যাই নি ভেবেচ? সমস্ত শুনে তিনি ভক্তি গদগদ হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, 'ধন্য ভাগ্য ক'রে এসেছিলে ধনঞ্জয়। সার্থক তোমার জীবন। তোমার গৃহিণী বাংলার আদর্শ বধূ। যাও যাও, তাঁর বিবরণ লিখে এখুনি একটা প্রবন্ধ ফাঁদগে যাও—তাঁর একটা ফটোও দিও।"

অবিনাশ বলল, "আবার একটা ফটোও দিও! আমি হলে এক কাজ করতুম। ননীলালের ঐ গুরুঠাকুরকে দিতাম তোমার স্বত্বাধিকারীর গিন্নীর ঘাড়ে চাপিয়ে।"

ধনঞ্জয় বলল, "তাও কি আর করতে চেষ্টা করিনি ভেবেচ?"

অবিনাশ বলল, "তাও করেছিলে! খেলোয়াড় লোক তুমি। তারপর?"

ধনঞ্জয় বলল, "তারপর আমার মাথা। স্বত্বাধিকারী গুরুঠাকুরকে বৈঠকখানা থেকেই বিদায় ক'রে দিলেন, বললেন, 'শোকাতপা মানুষ, ধর্ম্মভাব আসতে আরো অনেক জন্ম তপস্যা করতে হবে।'"

নিবারণ বলল, "তোমার স্বত্বাধিকারী হচ্ছেন একটি ঘুঘুপক্ষী।"

ধনঞ্জয় বলল, "ভাই আমি এখন তোমাদের দ্বারস্থ; বাঁচাতে হয় বাঁচাও আর মারতে হয় মারো। ননীলালকে তো আমি পেতামই না যদি না তোমরা সাহায্য করতে। ভাগ্যদোষে তাকে হারাতে বসেচি। তোমরা আমাকে সাহায্য না করলে আর আমার কেউ নেই যার কাছে যাই!" শেষের দিকটায় ধনঞ্জয়ের গলা ধ'রে এল।

নিবারণ বলল, "তুমি থামো ধনঞ্জয় থামো, নইলে আমি আর অশ্রু সংবরণ করতে পারব না।"

অবিনাশ তার আস্তিনে চোখ মুছতে মুছতে বলল, "নিকুচি করুক তোমার গুরুঠাকুরের। বেটা দাগ দিয়েচে মর্ম্মে তোমার গো, গভীর হৃদয় ক্ষত।"

অবিনাশ নাক ঝেড়ে বলল, "হায় ধনঞ্জয়, বলতে পার, এত দুয়ার থাকতে বেটা তোমারি দুয়ারে কেন আসিল!"

নিবারণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি বুঝতে পেরেচি, আমার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই মনে—বড় বেদনার মত বেজেচে সে বেটা তোমার প্রাণে!"—এই বলে ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন করল।

এমনি ধারা নানারকম সহানুভূতির উচ্ছ্বাস শেষ হলে ওদের মন্ত্রণা-সভা বসল।

অবিনাশ সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রে প্রথমেই বক্তৃতা সুরু করল, "বন্ধুগণ, লক্ষ্মীছাড়ার দল হ'ল কপালকুণ্ডলার সেই নবকুমার, আর ননীলাল হ'লেন সেই প্রাচীন বৃদ্ধ যার পরামর্শে নবকুমারকে ফেলে রেখে যাত্রীরা সবাই পালিয়ে গেছল। ধনঞ্জয় একাই হ'ল সেই যাত্রীদলের প্রতীক। আমি আবেগে আর কণ্ঠস্বরকে সংযত করতে পারচি না। ননীলাল ধনঞ্জয়কে আমাদের ত্যাগ ক'রে যেতে বলেছিলেন তা বলুন, আমরা ননীলালের বিপদের সময় তাঁকে ত্যাগ করব না। আমরা তাঁকে তদীয় গুরুঠাকুরের হাত থেকে বাঁচাব। আমার ভাব আসচে। উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছি। সাহিত্য-সম্রাটের সেই দুন্দুভি-নিনাদ যেন শুনতে পাচ্ছি।" এই ব'লে কপালকুণ্ডলা থেকে আবৃত্তি ক'রে চলল, "ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন কথনো পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না তবে তিনি পামর, এই যাত্রীদিগের ন্যায় পামর। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাসে দিবে, কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম, তা বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'—নিবারণ, অনিবাস, তোমরা বিশ্বাস করবে না, আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে।"

ওরা সমস্বরে বলে উঠল, "রোমাঞ্চ আমাদেরও হচ্ছে অবিনাশ। বোধ হচ্ছে আমরা ক্রমশঃ ক্রন্দন করব।"

সুরেন বাবু বললেন, "আহা হা, কি অমৃতময় ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের! লিখতে হয় তো ওই ভাষাতেই লিখব।"

(ক্রমশঃ)

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷৹। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ক্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬৷৹। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

আলোচনার আসর

মেয়েদের আপ-টু-ডেট্ বলে কি গুণ থাকিলে?

(৫)

মাননীয়া "দীপালী নারীলোক" পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

নববর্ষের আলোচনার আসরে শ্রীমতী অপর্ণা দাসের "মেয়েদের আপ্-টু-ডেট্ বলে কি গুণ থাক্লে" প্রস্তাবটিকে প্রথমস্থান দেওয়াতে আমার ধন্যবাদ জানিবেন। এ বিষয়ে আমার যৎকিঞ্চিৎ যাহা বক্তব্য তাহা নীচে জানাইতেছি।

"আপ্-টু-ডেট্" কথার সাধারণ মানে সময়ের সহিত তালে তালে চলা। বিশ্ববিখ্যাত লেখক Hans Anderson তাঁহার "The Overshoes of Fortune" এ অতীত সময়ের আচার, ব্যবহার, লোকচরিত্র ইত্যাদিকে উচ্চ স্থান দেন নাই এবং এইটাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে মানুষের আচার, ব্যবহার ও রুচি পরিবর্ত্তনশীল এবং আমাদেরও সময়ের রীতিনীতির সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে হইবে, নতুবা অনেক ক্ষেত্রেই সুখের চেয়ে দুঃখের ভাগটাই বেশী ভোগ করিতে হইবে। কথাটা খুব সত্য। জনৈক ইংরাজ লেখক লিখিয়াছেন "We must live in the present and cannot live in the past"; সুতরাং আপ-টু-ডেট্ কথার মূল অর্থ দাঁড়াইল অতীতের সব ভুলিয়া গিয়া বর্ত্তমানের সময়, আচার ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া নিজেকে আদর্শ করিয়া তোলা।

মেয়েদের কি গুণ থাকিলে তাঁহাদের উপরিউক্ত আখ্যায় ভূষিত করা যাইতে পারে এটা আধুনিকাদের আসরে বিশদভাবে আলোচনা করা বড়ই কঠিন। এটা প্রগতির যুগ, প্রত্যহই রীতি নীতির পরিবর্ত্তন হইতেছে, সুতরাং আজ যাঁহারা "আপ্-টু-ডেট্", এক বৎসর পরে তাঁহারা দাঁড়াইবেন "old fools" হইয়া। আলোচনার এদিকটা ছাড়িয়া দিয়া আমি নববৎসরের প্রথম দিনের অবস্থাটাকে কেন্দ্র করিয়াই আমার সমালোচনা শেষ করিব। সাধারণতঃ মেয়েদের "আপ্-টু-ডেট্" মানে এখন দাঁড়াইয়াছে স্কুল ও কলেজে পড়িয়া সঙ্গীত এবং পুঁথিগত বিদ্যা উপার্জ্জন করা, নানা ফ্যাশানের জামা কাপড় পরা, "হাই হিল" জুতা পরা, প্রসাধন ক্রিয়ায় নিজের স্বরূপ গোপন করিবার চেষ্টা, পুরুষের সামনে বে-পরওয়া ভাবে কথাবার্ত্তা বলা, অভিভাবক শূন্যা হইয়া ট্রামে, মোটরে বা রেলে ভ্রমণ করা ইত্যাদি। আমার মতে এগুলি পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল এবং "আপ্-টু-ডেট্" কথার প্রেতাত্মা মাত্র। উপরে লিখিত দোষ বা গুণ-গুলি অর্জ্জন করিতে হইলে পিতামাতার বা স্বামীর যথেষ্ট পয়সা থাকা আবশ্যক। সুতরাং মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের পক্ষে যখন এরূপ বহুগুণসম্পন্না হওয়া সম্ভব নয় তখন তাহাদের "আপ্-টু-ডেট্" বলাও যায় না। তাহা হইলে "আপ-টু-ডেট্" আখ্যা পাইতে হইলে কি ধনীর ঘরেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে?

আমি জনৈকা ধনী আত্মীয়াকে দেখিয়াছি যিনি বিবাহের পরেও মাথায় সিন্দুর বা কাপড় দেন না—অবশ্য যখন স্বামীর সহিত একলা বিদেশে বাস করেন। তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী এখনও জীবিত। তাঁহারা পুত্রবধূর এ ফিরিঙ্গী আচরণ খুব সম্ভবতঃ জানেন না—জানিতে পারিলে পুত্র ও পুত্রবধূকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন সহজেই অনুমেয়। আধুনিকারা এই মহিলাটিকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন আমি জানি না এবং তাঁহারাই যেন ইহা বিবেচনা করেন। এই প্রকারের আচার ব্যবহার অনেকেই বোধ হয় অল্প বিস্তর দেখিয়াছেন। এসব দেখিলে যা মনে হইলে ইংরাজ কবির নিম্নের অমর লেখাটী স্মরণ হয় "I would rather be a pagan suckled in a creed outworn"!

আমাদের দেশে "আপ্-টু-ডেট্" মানে দাঁড়াইয়াছে বিদেশী আচার, ব্যবহার অনুকরণ করিয়া একটা বাহবা অর্জ্জন করার লিপ্সা। এটা ঠিক্ দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করা নয় কি? নৈতিক কিছু উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক ইহাতে অবনতিই ঘটিতেছে এবং ঘটিবে। আমাদের সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে এবং তৎসঙ্গে পুরুষদের বৈদেশিক আচার ব্যবহার অনুকরণের স্পৃহা না যাইলে আমাদের মেয়েদের কোন প্রকারেই আদর্শ মাতা, ভগ্নী বা স্ত্রী হইয়া জগতের সাম্নে অপর দেশের মেয়েদের সহিত সমকক্ষতা করিবার আশা নাই। যে দেশ সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, যে দেশে সাবিত্রী, সীতা, দ্রৌপদী, কুন্তীর ন্যায় রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া

বিশ্ববরেণ্যা হইয়াছেন, সেই দেশের মেয়েদের পক্ষে ২০০।৩০০ বৎসরের সভ্যতা প্রাপ্ত বৈদেশিক রীতি নীতির অনুকরণ করিতে যাওয়া হাস্যকর নয় কি? "To live in the present" এর মানে ইহা নয় নিজেদের আচার ধর্ম্ম, জাতি কুল ত্যাগ করিয়া অপরের বাহ্যিক চটকে নিজেকে প্লাবিত করা।

আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

শ্রীমতী সরযূবালা মুখোপাধ্যায়
কাঁকুলিয়া রোড, বালিগঞ্জ।

(৬)

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

কি কি গুণ থাকিলে এখনকার দিনে মেয়েদের আপ-টু-ডেট্ বলা চলে, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম মত পোষণ করে থাকবেন। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা নিয়ে অনেক রকম তর্ক বিতর্ক চলেছে।

সেদিন কোন কাগজে দেখেছিলাম ঠিক মনে নেই, কতকগুলি ভদ্রলোক মেয়ে দেখতে গেছেন। প্রথমে তাঁরা দেখলেন একটী মেয়েকে লজ্জায় ম্রিয়মাণা, মৃদুবাক, মাটিতে আড়ষ্ট ভাবে বসে ও লজ্জায় নত শির—এমন অবস্থায়। তারপর অন্যত্র দেখলেন এরকম একটী মেয়েকে যে তাদের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করা, এক চেয়ার টেবিলে বসে লম্বা লম্বা যুদ্ধের কথা বলা, নেচে দেখানো—যেন ভদ্রলোকদের উপর দিয়ে যেতে চায়। আমরা এদের আপ-টু-ডেট্ বলবো না। কারণ একজন আপ-টু-ডেটের মাত্রা অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছে আর একজন অনেক নীচে পড়ে আছে।

আমাদের বাঙ্গালীদের মেয়েরা হাজার প্রগতির সঙ্গে সমান ভাবে ধাপ ঠেলে চলি না কেন, গৃহকর্ম্মাদি বা গৃহ-সুশৃঙ্খলা রাখার ভার আমাদের অপরিহার্য্য। সেইজন্য আমাদিগকে সে বিষয়ে রত থেকে কর্ত্তব্য-পরায়ণা হতেই হবে। আমরা নারী, পুরুষ অপেক্ষা অনেকাংশে দুর্ব্বল। ট্রাম বাসে একা চলে নির্ভীকতার পরিচয় বা একে ওকে বঁটির ঘা মেরে দুষ্টের শাসন করার স্পর্দ্ধা না রাখাই ভাল। তাহলে এখন আমরা এই রকম ধরণের মেয়েকেই আপ-টু-ডেট বলবো যে গৃহ-কর্ম্মাদিতে পটু থাকবে, সর্ব্বদাই স্বামীর অনুগত হবে, বহির্জ্জগতের বিষয় মোটামুটি ভাবে অবগত থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু লেখাপড়া জানাও দরকার, অন্ততঃ মেট্রিক পর্য্যন্ত। এক কথায় বলতে গেলে গৃহকর্ম্মাদি সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে যে যে সব গুণের অধিকারিণী হওয়া দরকার (গেঁয়ো ভাব হতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রেখে) তাহা বিরাজ করবে। কতকগুলি কাজ কেবল পুরুষেরই শোভা পায়, যাহা তাদের জন্মগত অধিকার। আমরা যেন কখনই ওসব গুণের অধিকারিণী হওয়ার চেষ্টা না করি। এক ভদ্রলোক তাঁর বন্ধুর হাত ধরে (মেয়ে বা পুরুষ) এখানে ওখানে বেড়িয়ে আসতে বা' যা ইচ্ছা করতে পারেন, তাহাতে তিনি কুণ্ঠিত বা লজ্জাবোধ অনেক সময় করেন না। তাই বলে আমাদের কি পুরুষ বন্ধু থাকবে বা তাদের হাত ধরে বিকালে বেড়িয়ে বা অপর যে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে কাটিয়ে আসতে পারি? নিকৃষ্ট মেয়েদের পক্ষেই ইহা সম্ভব; up-to-date হতে গিয়ে কোন ভদ্রঘরের মেয়ের পক্ষে ইহা শোভা পায় না। জানি না এ বিষয়ে আমার সঙ্গে কেহ একমত হবেন কি না। আমার নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি—

কুমারী অন্নপূর্ণা মজুমদার
পাবনা

(৭)

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপ-টু-ডেট্ কথাটিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি—লেডিস্ সু পায়ে, ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে, মুখে লিপষ্টিক, চোখে চশমা এবং আধুনিক ফিল্মষ্টারদের অনুকরণে সজ্জিতা মেয়েদের, যাহারা সর্ব্বদা একলাই সাধারণতঃ ট্রামে, বাসে ও রাস্তায় যাতায়াত করে। কিন্তু প্রকৃত আপ-টু-ডেট্ বলিলে ইহাদের বুঝায় না। ইহারা সভ্যতার বেশে সমাজে অনেক হেয় কাজ করিতেও দ্বিধা বোধ করে না।

প্রকৃত আপ-টু-ডেট্ হইতে হইলে প্রধানতঃ দরকার—যাহারা যে স্তরের, তাহাদের সেই অনুসারে শিক্ষালাভ করা। শুধু বই পড়িয়া শিক্ষা লাভ করিলেই চলে না—সমাজে বসবাস করিতে হইলে সমাজের কল্যাণের জন্য যে সব বিষয়ে শিক্ষা দরকার, সে-সব বিষয় বেশ ভদ্রভাবে আয়ত্ব করা। বিপদে পড়িলে আত্মরক্ষা শিক্ষা করাও মেয়েদের উচিত। ইহার সহিত নিজেকে মানাইয়া চলিতে যেটুকু 'ষ্টাইল' দরকার হয়, সভ্য ভাবে তাহা করা উচিত।

আমাদের মতে এক কথায়—যে মেয়ে সুগুণের পরিচয় দিয়া শিক্ষায় ও সভ্যতায়, দশ জনের নিকট প্রশংসনীয়া হইয়া সমাজে অগ্রসর হইতে পারে সেই প্রকৃত আপ-টু-ডেট্। আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি—

শ্রীমতী রেণু বসু
সারপেণ্টাইন লেন, কলিকাতা।

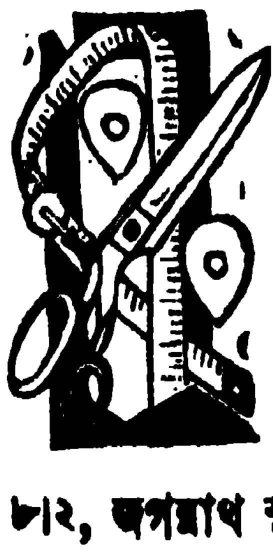
"সরল সীবন-শিক্ষা"
১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৷৷০ মাত্র
৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জীপাড়া, কলিকাতা

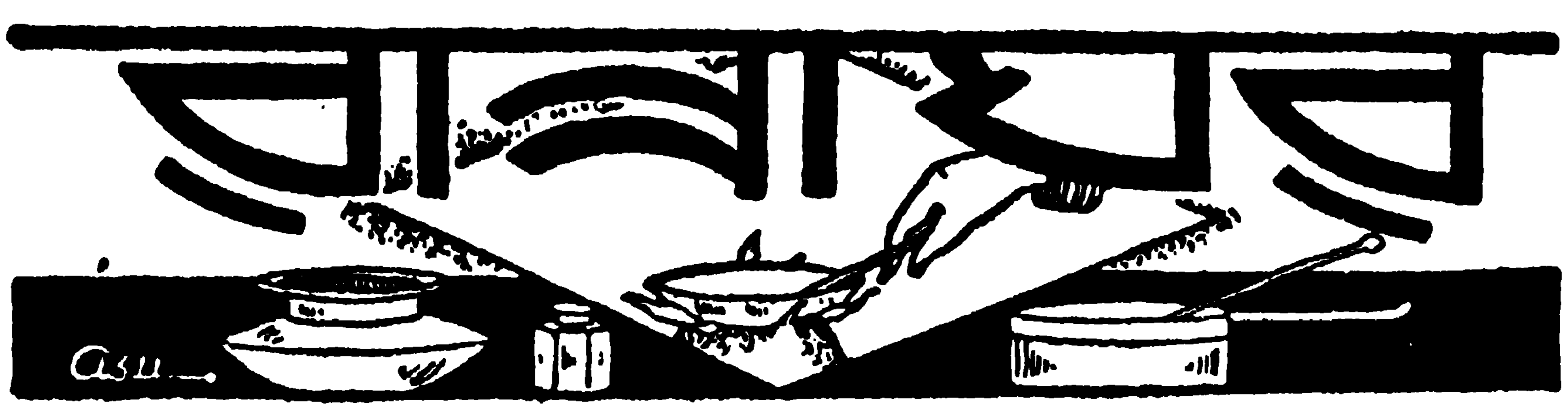

(১৩)

সাগুর পাঁপড়

এক পোয়া সাগু প্রথমে ভিজতে দিন, তাহার পর সামান্য জলে সিদ্ধ করিয়া লউন। সিদ্ধ করিবার সময় পরিমাণমত নুন ও সামান্য চিনি দিবেন। কাল জিরে ও গোলমরিচের গুঁড়া দিয়া নামাইয়া কোন পাত্রে বড় চামচ দ্বারা বাতাসার ন্যায় গোল গোল ভাবে ফেলুন। এইবার রৌদ্রে খুব শুকাইয়া কোন ঢাক্না দেওয়া পাত্রে রাখিয়া দিবেন, যেন হাওয়া না লাগে। ইচ্ছামত অল্প আঁচে ঘিয়ে ভাজিয়া খাইবেন (যেন লাল্চে না হয়)। ইহা খাইতে বেশ মুখরোচক। রোগীদের পথ্য দেওয়া চলে।

শ্রীমতী বেলা সিংহ
বাঁকুড়া, ভাদুল

(১৪)

কাঁঠাল বীচির হালুয়া

উপকরণ :—শুক্না কাঁটাল বীচি /১ সের, চিনি /॥০ সের, খোয়া ক্ষীর /।০ পোয়া, ডাল /।০ পোয়া, পেস্তা /০ আনা মূল্যের, ঘৃত /।০ পোয়া, বাদাম /০ আনা মূল্যের, কিস্মিস্ /০ আনা মূল্যের, জাফ্রাণ্ ৵০ আনা মূল্যের, তেজপাতা ৪ খানি, ও সুজি /৵০ আধ্ পোয়া।

প্রণালী :—(ক) জাফ্রাণ্ একটি পাথরের বা কাঁচের বাটীতে অল্প দুধ দিয়া ভিজাইয়া দিন এবং ঢাকিয়া রাখুন। (খ) খোয়া ক্ষীর শুকাইয়া লউন্। (গ) পেস্তা ও বাদাম ভিজিয়ে খোলা ছাড়াইয়া খুব সরু সরু করে কুটে রাখুন। (ঘ) শুক্না কাঁঠাল বীচির উপরকার সাদা খোলা এবং তাহার পরের লাল্চে ছাল ছাড়িয়ে শীলে ভাল ক'রে ময়দার মতন করে রাখুন।

পিতলের পরিষ্কার কড়াতে /৶০ তিন ছটাক ঘৃত দিয়া উনানে চাপান। ফ্যানা মরে গেলে তেজপাতা ২ আধখানা করে, বাদাম, পেস্তা কুচা ও খোয়া ক্ষীর ছেড়ে দিন। অল্প অল্প ভাজা হলে কাঁটাল বীচির ময়দা, সুজি ও কিস্মিস্ ছেড়ে দিয়ে পিতলের খুন্তিতে অনবরত নাড়তে থাকুন। ভাজা ভাজা হলে চিনি ও জল ছেড়ে দিন ও নাড়তে থাকুন। জাফ্রাণ গুলে ঢেলে দিন। নামাবার পূর্ব্বে বাকী ঘৃত ছেড়ে দিয়ে বেশ্ করে নেড়ে চেড়ে নামিয়া লউন। সাবধান! যেন তলা ধরে না। বালক বালিকাদের বেশী খেতে দিবেন না কারণ গুরুপাক খাদ্য।

কুমারী মনলতা ঘোষ
খড়দহ (২৪ পরগণা)

(১৫)

মাংসের চপ

যে কোন মাংস এক পোয়া আন্দাজ ধুইয়া নিন্। তারপর কলে কিমা করিয়া ভাল করিয়া বাটিয়া নিন্। আন্দাজমত জিরা, হলুদ, লঙ্কা, পেস্তা, রসুন, ধনে বাটা ও লবণ দিয়া ঐ বাটা মাংসগুলি ভাল করিয়া মাখিয়া ফেলুন। তারপর ঘি জ্বালে চড়ান, মাংসগুলি চপের মত গঠন করিয়া ভাজুন, যেন ঈষৎ লাল হয়। আবার আন্দাজমত তেজপাতা ছাড়িয়া দিন, বাদামি রং হইলে সামান্য আদা, পেঁয়াজ, জিরা বাটা দিয়া নাড়িতে থাকুন। তারপর অল্প দুধ ঢালিয়া দিন। ২।৩ মিনিট ফুটাইয়া চপগুলি ঢালিয়া দিন ও আন্দাজমত গরম-মশলা দিন, অল্প শুকাইলে নামাইয়া দিন। এইভাবেই মাংসের চপ প্রস্তুত হয়।

বেদৌরা বেগম
আশক লেন, ঢাকা

(১৬)

নারিকেলের রুটি

উপকরণ :—বড় নারিকেল ২টী, ময়দা এক সের, গাওয়া ঘি এক পোয়া, চিনি এক পোয়া, পেস্তা এক ছটাক, বাদাম এক ছটাক, কিসমিস আধ পোয়া, খাবার সোডা সামান্য।

প্রণালী :—প্রথমে নারিকেল বেশ মিহি করিয়া কুরিয়া তাহাতে ময়দা ও অল্প খাবার সোডা এবং চিনি দিয়া দস্তুরমত খাসিতে থাকিবেন। পরে বড় নেচীর আকারে কাটিয়া খুব পুরু করিয়া বেলিবেন। তাহার পর তাহার উপর পেস্তা বাদামের কুঁচি ও কিসমিস ছড়াইয়া দিয়া হাত দিয়া অল্প চাপিয়া দিবেন। পরে মরা আঁচে অল্পে অল্পে ঘি দিয়া ধীরে ধীরে ভাজিবেন। ময়দা খাসিবার সময় যদি সামান্য জলের দরকার হয় তাহা হইলে গরম জল দিবেন। ঠিকমত করিতে পারিলে ইহা খাইতে অতি মুখরোচক ও স্বাস্থ্যপ্রদ। ইতি—

কুমারী অন্নপূর্ণা সরকার
উলুবেড়িয়া

"সায়া" বা "পেটি কোট"

—শ্রীমতী বিমলা মুখোপাধ্যায়, নয়া দিল্লী

শ্রদ্ধেয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা এবং শ্রদ্ধেয়া ভগিনীগণ, প্রিয় 'দীপালী'র নববর্ষে আমার প্রীতি-নমস্কার গ্রহণ করুন। গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে দীপালী নারী-লোকের এই বিভাগে আমি সাধ্যানুযায়ী কাটিং ও সেলাই সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া আসিতেছি এবং সহানুভূতি পাইলে ভবিষ্যতেও অনুরূপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। বস্তুতঃ ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রকারের "পাঞ্জাবী" "সার্ট", "সেমিজ" "জ্যাকেট" "ব্লাউজ" "পেনি" "পায়জামা" "ফ্রক" প্রভৃতির কাটিং এবং সেলাই সম্বন্ধে দীপালীতে যে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তজ্জন্য গৌরব অনুভব করিতেছি এবং দীপালীর মাননীয় কর্তৃপক্ষ তথা সহৃদয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা মহোদয়ার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই সুদীর্ঘ আলোচনা-আসরে যদি একটী শিক্ষাভিলাষিনী ভগিনীও কথঞ্চিৎ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে নিজেকে ধন্য এবং শ্রম সফল জ্ঞান করিব। শীঘ্রই আমরা

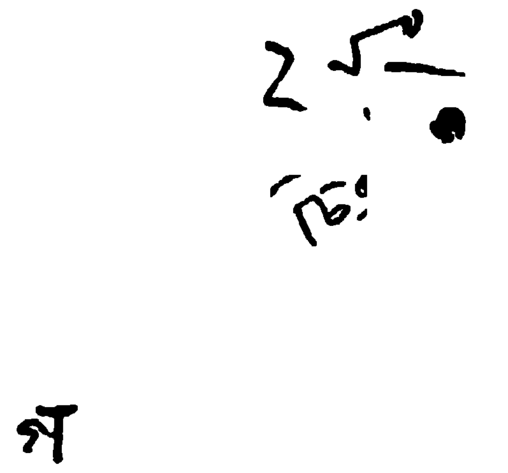

"কোট", "প্যাণ্ট" প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত গুরুতর প্রসঙ্গে উপনীত হইব, কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার জানা আবশ্যক, যাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই আলোচনার অবতারণা, তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রসঙ্গ বোধগম্য হইয়াছে কি না। যদি না হইয়া থাকে তবে পরবর্ত্তী আলোচনা নিরর্থক হইবে। স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে পরবর্ত্তী আলোচনায় আমাকে এমন একজন ভদ্রলোকের নিকট হইতে কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে, যাঁহার পরিচয় বুদ্ধিমতী ভগিনী-গণের নিকট প্রকাশ না করিলেও চলিতে পারে। সুতরাং যদি বুঝা যায় যে বর্ত্তমান আলোচনায় শিক্ষার্থী ভগিনীগণ কিছুমাত্র আগ্রহান্বিতা, তবে এরূপ সাহায্য গ্রহণে কোনরূপ অসুবিধা বা লজ্জার কারণ নাই। শিক্ষার্থী ভগিনীগণের অভিপ্রায় জানিবার অবসরে একটি অতি সাধারণ এবং নিত্য ব্যবহার্য্য বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। আলোচ্য বিষয়টী "সায়া" বা "পেটিকোট"। ইহার জন্য লম্বা এবং কোমরের মাপ ভিন্ন অন্য কোন মাপের আবশ্যক হয় না। যথা লম্বা ৩৮″ ও কোমর ৩০″। সাধারণতঃ এই "সায়া"গুলিতে সুতা বা দড়ি পরাইবার জন্য নীচের কাপড়ে কুঁচি দিয়া উপরে একটী ফাঁপা ডবল পটী এবং নীচের ঘের ও সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য একটী চওড়া ঝালর সংযুক্ত করিতে হয়। সুতরাং ক, গ, মোট লম্বা ৩৮″ হইতে বাদ ১″ পটী ও ৬″ ঝালর অভাবে মোট ৩১″। ক খ = কাপড়ের মোট চওড়া (এই চওড়া বেশী অর্থাৎ ১ গজ হইলে ভাল হয়)।

খ ঘ = ক গ। এক্ষণে ক খ ও গ ঘ রেখার উপর যথাক্রমে ঙ ও চ বিন্দু দুইটী লইতে হইবে। পরে সরল রেখায় সংযুক্ত করিয়া ঐ রেখায় কাপড় কাটিতে হইবে। ক হইতে ঙ বিন্দুর দূরত্ব ক খ এর ⅔ অংশ এবং ঘ হইতে চ বিন্দুর দূরত্ব অনুরূপ গ ঘ এর ⅔ অংশ। সম্পূর্ণ "সায়া" তৈয়ার করিতে এইরূপ ডবল ভাঁজের কাপড় কাটিলে ৪টী টুকরা পাওয়া যাইবে। ঐ টুকরা

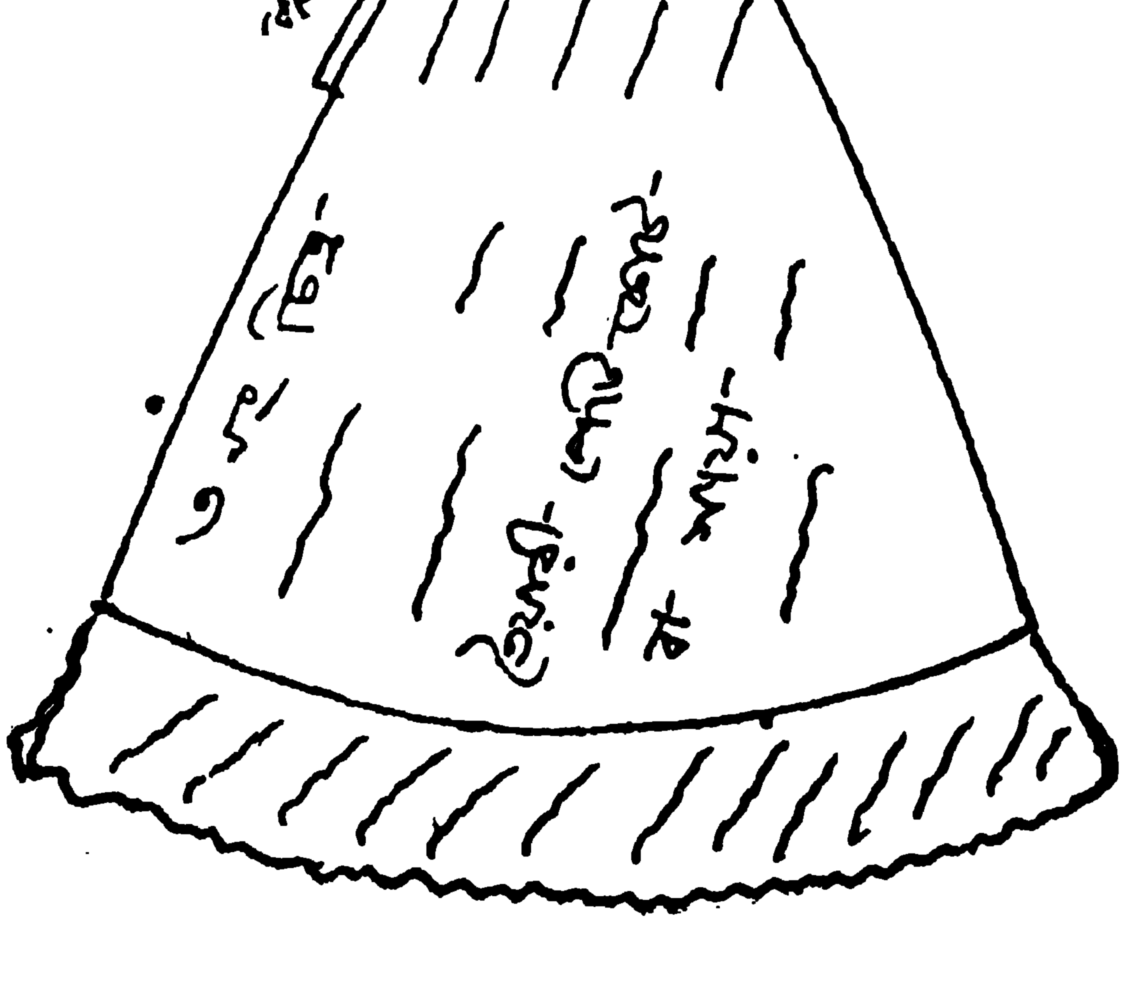

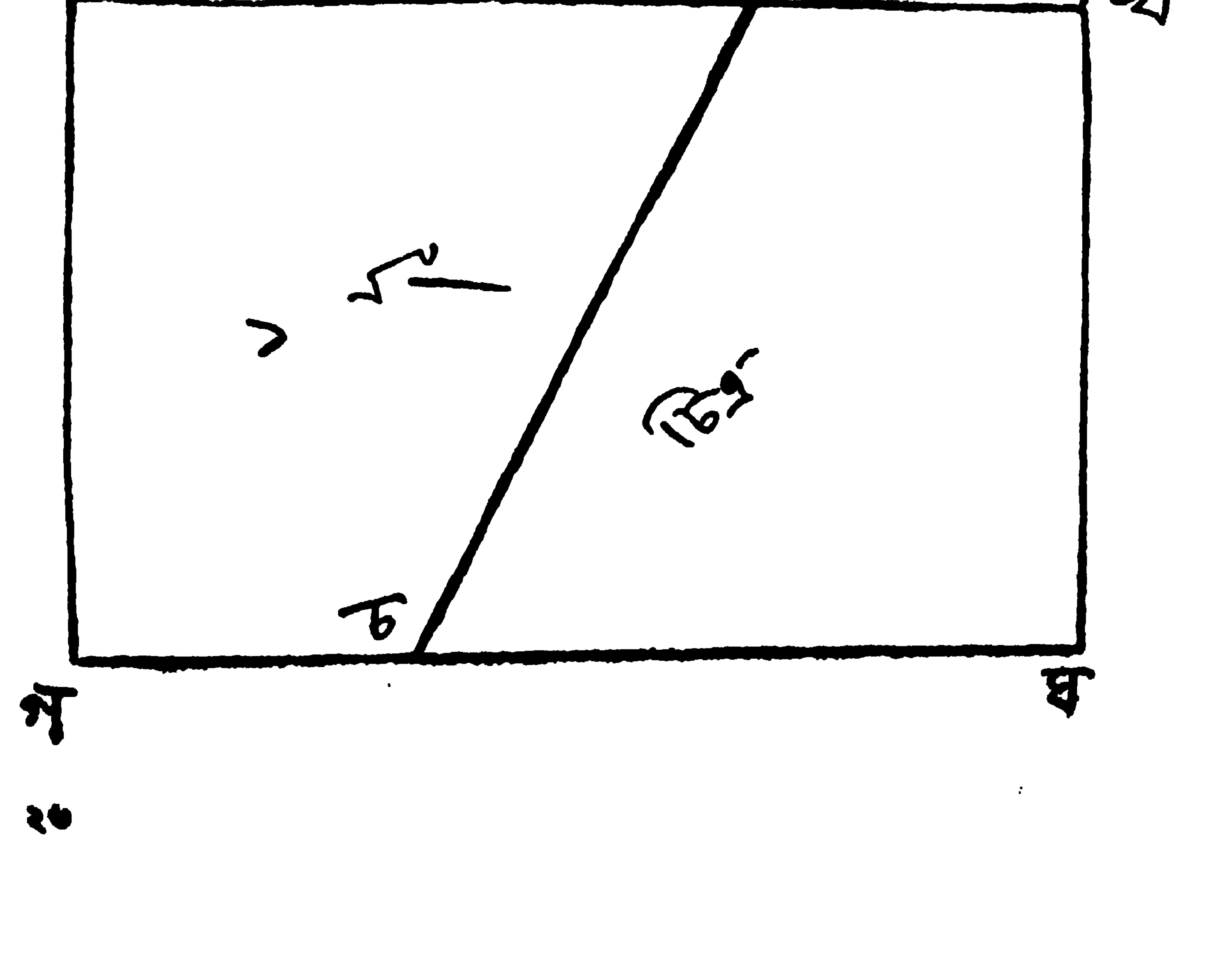

আপনি কি বলেন

(৪)

আয়না দেওয়ার উদ্দেশ্য

শ্রদ্ধেয়া দীপালীর নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

আমার এই ক্ষুদ্র পত্রখানি আপনাদের বহুল প্রচারিত 'দীপালী'র 'আপনি কি বলেন' বিভাগে স্থান পাইলে, বিশেষ বাধিত ও সুখী হইব।

প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে পূজা পার্ব্বণে, বা কোন শুভ কর্ম্মে, আয়না দেওয়ার প্রথা আছে। কত দিন হইতে এইরূপ আয়না দেওয়া প্রথা চলিয়া আসিতেছে ? কে ইহার প্রবর্ত্তন করেন ?

গুলিকে ২নং ছবির মত পর পর জমাইয়া ......চিহ্নিত লাইনে কাটিয়া লইতে হইবে এবং পরে সেগুলিকে একটার পর আর একটার সহিত জুড়িয়া গোলাকার করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে এই টুকরাগুলিকে ছয় বা ততোধিক অংশেও বিভাগ করিয়া পছন্দমত সায়া তৈয়ার করা যায়। অতঃপর এই গোলাকার কাপড়ের সরু দিকটায় ২" চওড়া ও কোমরের মাপ হইতে ২" বেশী লম্বা একটী ডবল ফাঁপা পটী সেলাই করিতে হইবে (যাহার মধ্য দিয়া সূতা বা দড়ি পরাইয়া কোমরে বাঁধিতে হয়)। অনন্তর নীচের দিকটায় তৈয়ারী ৬" চওড়া এবং মোট ঘেরের অন্ততঃ দ্বিগুণ লম্বা (আরও বেশী হইলেই ভাল হয়) ঝালর সংযুক্ত করিয়া দিলেই একটী সাধারণ ও চলনসই "সায়া" বা "পেটি কোট" তৈয়ার হইবে।

এবং আয়না দেওয়ার স্বার্থকতাই বা কী থাকিতে পারে ? যদি কোন ভগ্নি জানেন, তবে দয়া করিয়া দীপালী মারফত জানাইলে আনন্দিত হইব। আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনীতা

কুমারী কনক সেন গুপ্ত

পাটপুর রোড, বাঁকুড়া।

(৫)

আলোচনার বিষয়

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

২য় সংখ্যায় প্রকাশিত "জনৈক পাঠিকার অভিমত" সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। আপনার দীপালীতে স্থান পাইলে বাধিতা হইব।

দীপালীর "নারীলোকে"র সৃষ্টি কেবল মাত্র নারীদের মধ্যে চিন্তা, গবেষণা, ও রচনার উৎকর্ষের জন্য। এবং সেই রচনা বা লেখা যুক্তিপূর্ণ ও মৌলিক হওয়া চাই। অনাবশ্যক আড়ম্বর এবং অবান্তর প্রস্তাব ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা যুক্তিপূর্ণ কিনা তাহা দীপালীর নিয়মাবলীতে দ্রষ্টব্য। আমরা চাই আমাদের মধ্যে বেশ একটু সারগর্ভ আলোচনা যাহা হইতে আমরা কিছু শিখিতে পারি বা আমাদের চিন্তার উৎকর্ষ সাধিত হয়। মিছামিছি কতকগুলি অবান্তর প্রশ্ন করিলেই যে "আলোচনা" হইল তাহা নহে কারণ এইরূপ প্রশ্নের আলোচনা হইতে হইতে কোন দিন প্রশ্ন হইবে "আমরা ভাত খাই কেন, রুটি বা পাঁউরুটি খাই না কেন— বা আমরা গায়ে তেল মাখি কেন—যাহা কোন জাতি করে না। ইত্যাদি"।

প্রত্যেক পাঠিকাই বেশ ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, এই সমস্ত প্রশ্ন কেবলমাত্র হাসির জিনিষ হইয়া দাঁড়ায়। চিন্তা'র উৎকর্ষ তো দূরের কথা, ইহাতে চিন্তার ধারা একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। উপরন্তু দেখুন—"হিন্দুরা গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপ করেন কেন বা মুখাগ্নি করেন কেন"—এই সমস্ত প্রশ্ন কখনই নারীদের উপযুক্ত প্রশ্ন নহে এবং যদি কোন নারীই ইহার উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন তবে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, সে উত্তর তাঁহাদের নিজস্ব কখনই নহে; অপরের কাছ হইতে সংগৃহীত এবং অপরের কাছ হইতে সংগৃহীত করিয়া উত্তর পাঠান, যা দীপালীতে ছাপান দীপালীর নিয়মাবলীর সম্পূর্ণ বাহিরে। "মেয়েদের আপ-টু-ডেট বলে কি গুণ থাকিলে বা নারী চরিত্রের আদর্শ কি" এই সমস্ত প্রশ্ন বাস্তবিকই সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ এবং নারীদের উপযুক্ত এবং এইরূপ প্রশ্নের আলোচনা সকলেরই করা উচিত। অবান্তর প্রশ্নের কাহারও কিছু ব্যক্তিগত ক্ষতি না হইতে পারে, কিন্তু ইহা লেখিকার জানা উচিত যে ইহাতে আদর্শ, বা যুক্তি, বা সারবস্তু কিছুই নাই,—কেবল মাত্র "নামকো আস্তে" লেখা। একজনের সামান্য একটু ঔৎসুক্য মিটানকে আলোচনা বা গবেষণা বলে না, এমন আলোচনা হওয়া চাই যাহাতে সকলেরই কিছু না কিছু ঔৎসুক্য মিটিতে পারে বা যাহাতে কিছু সার পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য মানিয়া লইলাম যে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা কেবলমাত্র সম্পাদকেরই থাকিতে পারে—সেই জন্যই এই সমস্ত অবান্তর বিষয়ে মাননীয়া পরিচালিকা মহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেছি না, যাহাতে এই সমস্ত হাস্যাস্পদ ও আবিল উৎস ধারায় "দীপালী" ভাসিয়া না যায়।

নমস্কার,—ইতি—

শ্রীবকুলমালা মুখার্জ্জী

পিলখানা লেন, বর্দ্ধমান।

আহরণী

চারিটি সন্তান প্রসব

মিশরের জনৈক রুটিওয়ালার ২৫ বৎসর বয়স্কা পত্নী ইসমাহান সেহাটা একবারে চারিটি সন্তান প্রসব করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সে একবার তিনটি সন্তান প্রসব করিয়াছিল। চারিটি শিশুই মেয়ে। রাজা ফারুকের ভগ্নিদের নামানুসারে ইহাদের নামকরণ হইবে। মাতা ও শিশুরা ভাল আছে।

*

প্রকৃতির খেয়াল

দিনাজপুর জেলায় রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত বালিহারা গ্রামের খোদা হাফিজ মিঞার একটি গাই সম্প্রতি এক সঙ্গে দুইটী বাছুর প্রসব করিয়াছে! দুইটী বাছুরই জীবিত ও সুস্থ আছে।

*

মৃত ব্যক্তির সহিত বিবাহ

জার্ম্মাণ বেতারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার জন্য মৃত ব্যক্তির সহিতও জার্ম্মাণ যুবতীর বিবাহ হইতে পারিবে বলিয়া আইন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন দেশে এই ধরণের কোন আইন প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

এই আইনে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সৈন্য তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিকে তাঁহার বিবাহের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে সেই ঘোষণা অনুযায়ী তাঁহার ভাবী বধূ ইহার দুই মাসের মধ্যে তাঁহার অনুপস্থিতে বিবাহপত্র রেজেষ্ট্রী করিতে পারিবে। যদি ইতিমধ্যে উক্ত সৈন্য মারা যায়, তাহা হইলেও ঐ ব্যবস্থা চলিবে।

যে সব অন্তঃসত্বা যুবতীদের যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন কারণে বিবাহ হয় নাই, তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থার নিমিত্তই এইরূপ আইন করা হইয়াছে। মিস্ মেয়ো কি বলেন?

*

নৈশ ক্লাবে ভারতীয়া নারী

লণ্ডনের প্যারাডাইস নামক একটি নৈশ ক্লাবে সোনি রঞ্জন নাম্নী জনৈকা ভারতীয়া তরুণী ইংরাজী গানে ও নাচে সম্প্রতি বৃটিশ সৈন্যদিগকে আপ্যায়িত করিতেছেন।

*

মরীচিকা

লণ্ডনে যখন বাতি নিভাইয়া ব্লাক আউট হয়, তখন স্থানীয় এক দল গুণ্ডা ও দস্যু কতকগুলি ভাড়াটিয়া সুন্দরী তরুণীদের দ্বারা সৈন্য, নাবিক, বৈমাণিক ও ধনীলোকদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া এমন সব গুণ্ডা আড্ডায় লইয়া আসে, যে সেখান হইতে সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াও কেহ কেহ আর ফিরিতে পারেন না। নারী পিপাসার জল, নারী মরীচিকাও।

*

নারী কেরাণী দ্বারা দুর্নীতির প্রসার

লণ্ডনের সিভিল সার্ভিস ক্লেরিক্যাল য়্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ ব্রাউন, মেয়ে-কেরাণীরা বিবাহিত ও অবিবাহিত অফিসারদের সঙ্গে সম্প্রতি যে ভাবে ঘনিষ্টতা করিতেছে, তাহাতে সমাজে ভীষণ দুর্নীতির প্রসার পাইতেছে বলিয়া, তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। মেয়েরা কিন্তু অনাচার অস্বীকার করিয়া প্রবলতররূপে প্রতিবাদ জানাইয়াছে।

ডি, রতন এণ্ড কোং

লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোনঃ বি, বি, ৩৭১১

নারী-নিগ্রহ

(৪)

ভরণপোষণ আদায়

(২৪-পরগণা)

করিমন্ মোল্লা ও তোপিয়া বিবির বিবাহ হইয়াছে আজ ২০।২৫ বৎসর। ইহারা স্বামী-স্ত্রীরূপে জগদ্দলে ১৮ বৎসরকাল বসবাস করিতেছিল। কিন্তু এতদিনের বিবাহিত জীবনের পর করিমণ একজন প্রণয়িণী রাখে। ক্রমশঃ এই নবাগতা করিমণের সংসারে আসিয়া শিকড় গাড়িয়া বসিতেই সংঘর্ষ বাধে। অবশেষে করিমণ প্রণয়িণীকে লইয়া অন্যত্র নূতন করিয়া সংসার ফাঁদিল এবং তোপিয়া একাকিনী আশ্রয়হীনা হইয়া থাকে। অবশেষে সে আদালতে তাহার ভরণপোষণের জন্য দরখাস্ত করিলে, বারাকপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার মাসিক ৪৲ হারে খোরপোষের রায় দিয়াছেন।

(৫)

বিবাহিতা নারী ফুসলান

(বর্দ্ধমান)

১৭ বৎসর বয়স্কা নেপালী বধু লীলাবতী তাহার স্বামীর অধিকার হইতে অসদভিপ্রায়ে ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়ার অপরাধে জনৈক দিবাকর মাইতি স্থানীয় এস, ডি, ও, কর্ত্তৃক চারিমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু আপীলে দায়রা জজ মহোদয় ইহাকে ধর্ষণ অপরাধে সন্দেহের সুযোগ দিয়া ফুসলান অপরাধে কারাবাসের অতিবাহিত কাল পর্য্যন্ত দণ্ড দিয়া বাকীটা অব্যাহতি দিয়াছেন।

(৬)

আত্মহত্যা (ময়মনসিং)

শেরপুর টাউন নিবাসী জনৈক জহিরের এক ভগিনী বহুদিন হইতে অম্লশূলে কষ্ট পাইতেছিল। প্রকাশ, সেদিন তাহার শয়নকক্ষে সে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

নাটমঞ্চ

—অভিমন্যু

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "জিন্দগী" শীঘ্রই বোম্বাই ও দিল্লীতে মুক্তিলাভ করিবে।

গত সপ্তাহে পরিচালক অমর মল্লিকের ছবির-আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সুরমা দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছিলাম। সে ভূমিকায় রূপ দিতেছেন শ্রীমতী কানন দেবী। রুবী থিয়েটারের প্রধানা অভিনেত্রী সুরমাকে প্রধান অভিনেতা পরেশের (পাহাড়ী সান্যাল) ভাল লাগে, তবে ভালবাসা এখনও জন্মায় নাই। পরে কি সুরমা দেবীকেই পরেশ ভালবাসিবে? একথার জবাব আমরা পরে দিব।

ফণী মজুমদারের "ডাক্তার" দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

"পরাজয়ের" উদ্বোধন-রজনী শীঘ্রই ঘোষিত হইবে।

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশানস্ লিঃ

ইহাদের "আলো-ছায়া" ও "আঁধি" মুক্তি প্রতীক্ষায়।

চিত্রা

"জীবন-মরণ" এই সপ্তাহ হইতে ১৩শ সপ্তাহে পড়িল। দর্শক সমাগম দেখিয়া মনে হয় যে এখনও কয়েক সপ্তাহ ছবিখানি চলিবে।

নিউ সিনেমা

এখানে সুপ্রীম পীকচার্সের "গাজি সালাউদ্দীন" প্রদর্শিত হইতেছে। ইসলাম ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও মহানুভব সালাউদ্দীনের আপ্রাণ চেষ্টা এই ছবিখানির প্রতিপাদ্য বিষয়।

বেঙ্গল মোশন পিকচার এসোসিয়েশন

গত সোমবার ১২৫ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে বেঙ্গল মোশন পিকচার এসোসিয়েশনের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ এই অধিবেশনের পৌরহিত্য করেন। নিউ থিয়েটার্স অর্কেষ্ট্রা সহযোগে শ্রীহরিপদ রায় ও শ্রীমতী মঞ্জুরী মিত্র কর্ত্তৃক 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত গীত হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

যুক্ত-সেক্রেটারী শ্রীদেবকী কুমার বসুর বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করার পর বসু মহাশয় এই অধিবেশনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তারপর এই বৎসরের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠন করিবার জন্য ভোট গ্রহণ করা হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হন।

সভাপতি—শ্রী অনাদিনাথ বসু। সেক্রেটারী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র। যুক্ত-কর্ম্মসচিব—শ্রীখগেন্দ্র লাল চট্টোপাধ্যায়। শ্রীজগদীশ চক্রবর্ত্তী। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবীরেন্দ্র-নাথ সরকার।

কার্য্যকরী সমিতির সভ্যবৃন্দ

প্রযোজক—শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ও শ্রীমদন গোপাল কাব্রা। পরিবেশক—শ্রীশান্তারাম হেমদ ও শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ। প্রদর্শক—মিঃ. এচ. ব্যানার্জ্জী (সানুবাবু)। মিঃ. কে. সি, ঘোষ। টেকনিসিয়ান—শ্রীনীতীন বসু ও শ্রীমধুসূদন শীল। শিল্পী—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীপাহাড়ী সান্যাল। শিল্প—শ্রীচণ্ডীচরণ সাহা। অন্যান্য—শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল। সাধারণ—ডাঃ. বি. এন. দে।

সাংবাদিকদের মধ্যে কেহ এখনও নির্ব্বাচিত হন নাই। কারণ বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক যাহারা মনোনীত হইবেন তাঁহারা কার্য্যকরী সমিতিতে স্থান পাইবেন।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম ক্রোধ 'শান্তি'
১৩২ বৎসর ও ... রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১॥০, ২॥০, ৪১, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তাই
ইহার অপ্রতিহত গতি!

১৭শ
সপ্তাহ

সন্ত
তুলসীদাস

কবি ও সাধকের অনবদ্য জীবন-কাহিনী

প্রভাত সিনেমায়

সগৌরবে ৪র্থ সপ্তাহ
সুপ্রীম পিক্‌চার্সের ঐতিহাসিক চিত্র

গাজি
সালাউদ্দীন

শ্রেষ্ঠাংশে—রতন বাঈ, গোলাম মহম্মদ, মজহর খাঁ, ললিতা, ইয়াকুব প্রভৃতি

নিউ সিনেমা

●

মানসাটা
ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৬৭, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

নানাকথা

মধুমিলন উৎসব

আগামী ৩০শে মাঘ মঙ্গলবার, ১৩৪৬ (ইং ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪০) শ্রীপঞ্চমী দিবসে কবিবর মাইকেল মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি খিদিরপুরবাসী সাহিত্যিক-বৃন্দের পুণ্য স্মৃতি-কল্পে একবিংশতি বার্ষিক মধুমিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রতিযোগিতাগুলির আয়োজন করা হইবে:—

(ক) রাধারাণী স্মৃতিপদক

(স্বর্ণকেন্দ্রী)—(কেবলমাত্র ছাত্রীদিগের জন্য)

বিষয়—মেঘনাদ-বধ কাব্যে "সরমা" চরিত্র (কবিতা)

নিয়ম—লেখিকাকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পরিচয়-পত্রসহ কবিতা পাঠাইতে হইবে।

(নির্ব্বাচিতা লেখিকার সভাস্থলে কবিতা পাঠ বাঞ্ছনীয়)

(খ) গৌরীরাণী স্মৃতিপদক

(রৌপ্য)—(বালিকাগণের নিমিত্ত)

বিষয়—মধুসূদন রচিত বীরাঙ্গনা কাব্য হইতে "দশরথের প্রতি কৈকেয়ী" শীর্ষক কবিতা (আবৃত্তি)

(প্রতিযোগিনীদিগকে সভাস্থলে আবৃত্তি করিতে হইবে)

(গ) প্রমদাসুন্দরী স্মৃতিপদক

(রৌপ্য)

বিষয়—হেমচন্দ্র অঙ্কিত 'বৃত্রাসুর' চরিত্র (প্রবন্ধ

(ঘ) প্রসাদ স্মৃতিপদক (রৌপ্য)

বিষয়—"কবিতীর্থ খিদিরপুর" নামের সার্থকতা (প্রবন্ধ)

(ঙ) রামকমল স্মৃতিপদক

(রৌপ্য)

বিষয়—সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

নিয়ম—গায়ক বা গায়িকাগণকে সভাস্থলে রঙ্গলাল রচিত সঙ্গীতের আলাপ করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য—নির্দ্দিষ্ট সঙ্গীতের বিবরণ, "রঙ্গলাল স্মৃতিসঙ্ঘ" ২নং রামকমল ষ্ট্রীট, খিদিরপুর এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

ও প্রবন্ধগুলি আগামী ২৭শে মাঘ (ইং ১০ই ফেব্রুয়ারী) তারিখের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর সম্পাদকের নামে, পি ২৯।১৬ বি সারকুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পরীক্ষা ও নির্ব্বাচনাদি আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৩ হইতে ৬ ঘটিকার মধ্যে পাঠাগার ভবনে নিষ্পন্ন হইবে এবং উৎসব-মণ্ডপে শেষ পরীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীগণের মধ্যে পদক বিতরিত হইবে।

নর্থ সুবার্ব্বন স্পোর্টস এসোসিয়েশন (পানিহাটি)

ইহারা একটি 'ভলি বল'-এর লীগ খেলাইবার আয়োজন করিয়াছেন। গত ২০শে জানুয়ারী হইতে লীগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

উক্ত এসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দ ও এই এলাকার মধ্যবর্ত্তী উচ্চ ও মিড্‌ল ইংলিস স্কুলের ছাত্রদের জন্য 'স্পোর্টস'-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৩১শে জানুয়ারী 'এনট্রি' বন্ধ হইবে। 'হিট' হইবে ১১ই ফেব্রুয়ারী ও ফাইনাল ১৮ই ফেব্রুয়ারী। প্যারাগন স্পোর্টিং এসোসিয়েশন, খড়দহে, এই স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হইবে।

বঙ্গীয় সঙ্গীত সমিতি

গত ১৪ই জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় ২৬নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটস্থিত 'বঙ্গীয় সঙ্গীত সমিতি' অফিসে বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছে। নিম্নলিখিত ভদ্র-মহোদয়গণ এই বৎসরের জন্য কার্য্যকরী সভার সভ্য মনোনীত হন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক—শ্রীকিষণচাঁদ বড়াল। যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত কেশরী সিং নাহার। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিং সিংহী।

আগামী মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বাৎসরিক প্রতিযোগীতা এবং ঈষ্টারের ছুটীতে সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশন হইবে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে শিশু

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

"নাই যদি হই ভাল ছেলে,
কেবল যদি বেড়াই খেলে
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
গুটী পোকার গুটি,
মূর্খ হয়ে রইবো তবে,
আমার তাতে কী-ই বা হবে,
মূর্খ যারা তাদেরি তো
সমস্ত খন ছুটি।

খোকা বলছে যে যারা পণ্ডিত হন তাঁরা সবাইয়ের আদর পান। কিন্তু সে মায়ের আদর ছাড়া আর কিছুই চায় না। তাই সে বলে—

"নেইবা হলেম যেমন তোমার অম্বিকে গোঁসাই
আমি তো মা চাইনে হতে পণ্ডিত মশাই।"

শিশু হচ্ছে ভগবানের পবিত্রতম সৃষ্টি। মানুষের জীবন ওর আগমনে হয়ে ওঠে মুখরিত, তাদের প্রাণে ও এনে দেয় স্বচ্ছ ও অনাবিল আনন্দ। ওর অভাবে জীবনে একটা অসম্পূর্ণতার আভাষ দেখা দেয়। ওকে পেলেই মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতে এক অপূর্ব্ব ঝঙ্কার ওঠে। সব জিনিষের মধ্যে শিশুকে যে মানুষের কেন এত সুন্দর লাগে, তা কবিগুরুর নিজের ভাষাতেই বলি—

"রঙীন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝিরে বাছা কেন যে প্রাতে,
এত রঙ খেলে মেঘে, জলে রং উঠে জেগে
কেন এত রঙ লেগে ফুলের পাতে।
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে।
গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে
আপন হৃদয় মাঝে বুঝিবে তবে
পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কি কারণে
ঢেউ বহে নিজ মনে তরল রবে
বুঝি তা তোমারে গান শুনাই যবে।"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দীপালি

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ২৫শে মাঘ ১৩৪৬ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এভিন্‌যুরা এভেনিউ
লণ্ডন—৪৭ লন্ রোড, হাম্পষ্টেড্ (সম্পাদকীয়)
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট (ব্যবসা বিষয়ক)

বাংলায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বলে বাংলায় শুধু সংখ্যাধিক্যগুণেই মুসলমানেরা গরিষ্ঠ, কাজেই বাংলার শাসনকর্ত্তাকে মন্ত্রণাদানের অধিকারী হইলেন ইঁহারাই। উত্তম! কিন্তু ইঁহারা যে-সব মন্ত্রণা দিতেছেন বা মন্ত্রিত্বের অজুহাতে যে-সব কার্য্য বা উক্তি করিতেছেন, সেগুলি কি সব নিঃস্বার্থ জনসেবাচিকীর্ষাসঞ্জাত? শাসনকর্ত্তা মহোদয় কি বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলের মন্ত্রণায় সত্যই বিশ্বাস করেন যে ইঁহাদের দ্বারা জাতিধর্ম্মবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রজাসাধারণের কল্যাণ হইতেছে? যদি তাহাই হয় তবে হিন্দুরা আজ বাংলায় এত দুর্গত কেন? বাংলার আকাশ বাতাস তবে এমন আর্ত্তনাদ করিতেছে কেন? প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রে এবং সভাসমিতিতে মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষপাতিত্ব ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিপরিচালিত কার্য্যপ্রণালীতে একজনকে অন্যায় ভাবে অধিকারবহির্ভূত ও যোগ্যতার অতীত দান ও অপরকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া, দেশে যে পরিস্থিতি ঘটিয়াছে, তাহা কি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই? এতকাল ধরিয়া বহু-নিন্দিত বৃটিশ শাসনাধীনে থাকিয়াও তো, এমন বিদ্বিষ্ট পক্ষপাতের বিরুদ্ধে, কেহই চিৎকার করে নাই। ইংরাজের অধীনে এই দেশে আজ দুই শতাব্দী কাল কেন আড়াই বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দু, মুসলমান, অনুন্নত সংখ্যাল্প প্রভৃতি অগণিত জাতিবর্ণসম্প্রদায় বাস করিতেছিল, শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদ তো কখনও শোনা যায় নাই? ইংরাজশাসনে বিবিধ জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অধিকার লইয়া সংঘর্ষ তো ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। ইংরাজ বিদেশী বটে, কিন্তু তাঁহাদের শাসন ছিল ন্যায় বিচার ও অপক্ষপাতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই অপরাধীর শাস্তি হইত, এবং সে অপরাধীর জাতি বা ধর্ম্ম তাহাকে সাধারণত বিচারের কশাঘাত হইতে রক্ষা করিতে

পারিত না। সমগ্র হিন্দুস্থানের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, এই বাংলা দেশেই এমন বহু ঘটনা ঘটিয়াছে, যেখানে বৃটিশ সিংহের ন্যায় বিচারে কোনও অপরাধী বৃটিশকেও ক্ষমা করে নাই। এ সব সেদিনের কথা হইলেও আজ মনে হইতেছে, যেন কত যুগ যুগান্তের, কত শতাব্দীর !

অথচ শোনা যায়, আমরা স্বরাজের প্রথম আস্বাদ পাইয়াছি ! অর্থাৎ স্বদেশীয়-দের দ্বারা শাসিত হইতেছি ! কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে মাত্র চারিটি প্রদেশ ছাড়া সর্ব্বত্রই হিন্দু মন্ত্রীমণ্ডল বিদ্যমান ছিল। হিন্দুধর্ম্মের দোহাই ঝাড়িয়া, অযোগ্য হিন্দুদিগকে সরকারী চাকরী দিতে বা তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে কিম্বা কোনও হিন্দু সংবাদপত্রকে হিন্দু-ধর্ম্মের গুণগান করিতে সরকারী তহবিল হইতে অর্থ দিতে অথবা হিন্দু-মন্ত্রী-মণ্ডলির হিন্দু পক্ষপাতিত্বের নাম পর্য্যন্ত কোথাও শোনা যায় নাই। যদিও সেই সব কংগ্রেসী হিন্দুগণকে, প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুর অধিকারের শত্রু বলিয়াই আমরা মনে করি। আমরা কংগ্রেসের সব নীতি মানি না, আমরা কংগ্রেসী নহি, কাজেই কোনও বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা তাহার সেপাইদের মত কারণে ও অকারণে কংগ্রেসকে অন্যায় গালি দেওয়া বা অযথা হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও আমাদের নাই। আমরা সর্ব্বপ্রথমে হিন্দু, কায়মনোবাক্যে হিন্দু, আমরা সত্যপন্থী ন্যায়পন্থী, আমরা জাতীয়তাবাদী। কাজেই কংগ্রেসের বহু গ্লানির মধ্যেও যেটুকু তাহার প্রশংসনীয়, সেটুকু স্বীকার করার মত অসাধারণ মহত্ত্ব আমাদের আছে। অনেকে একটা ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভাবে, কংগ্রেসও, হিন্দু সভ্যের সংখ্যাধিক্য দেখিয়াই, হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ হিন্দু-মহাসভারই একটা প্রকারভেদ, যেমন চাউল-ভাজা আর মুড়ি। কিন্তু আজ হিন্দু-মহাসভার সভাপতি মহাশয়ের অধিবেশন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকটি হিন্দু-নেতার বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে তাঁহারা বুঝিবেন, কংগ্রেস হিন্দু-অধিকারের পরিপন্থী, কংগ্রেস হিন্দু-জাতির বহু ক্ষতি করিয়াছে এবং কংগ্রে . হিন্দুকে ন্যায্য অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা দূরে থাকুক, তাহার বহু অধিকার অপহরণ করিয়া অন্যকে দিয়াছে। কাজেই, স্বাধিকারভ্রষ্ট হিন্দুকে কংগ্রেসের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। কংগ্রেসের বাহুতে হিন্দু যে-শক্তি সঞ্চালন করিয়াছে, সমগ্র অখণ্ড হিন্দুর কল্যাণকল্পে হিন্দুকে সে প্রদত্ত শক্তি প্রত্যাহার করিতে হইবে। হিন্দুর একমাত্র বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হিন্দু-মহাসভার গৈরিক পতাকামূলে নব জাগ্রত অখণ্ড হিন্দুজাতীর মহাসভার মহাস্থানে। হিন্দুমহাসভা ক্ষুদ্র কোনও বিশেষ হিন্দু-সম্প্রদায়ের জন্য নয়, হিন্দু-মহাসভা বিরাট হিন্দু-জাতির মুখ্য প্রতিষ্ঠান। তিব্বত নেপাল হইতে সিংহল বলি যব দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতের পশ্চিম সাগরোপকূল হইতে ব্রহ্ম চীন ও জাপান পর্য্যন্ত নিখিল হিন্দুর প্রসারিত বাহু।

হিন্দু—হিন্দু ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও সহস্র সহস্র শ্রেণী উপশ্রেণী অপশ্রেণীর হিন্দু এই স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত এক বিরাট হিন্দুজাতি—হিন্দু সম্প্রদায় নয়।

বাংলায় হিন্দুদের উপর আজ যে অবিচার, অনাচার ও অন্যায় সংসাধিত হইতেছে, বাংলায় সংখ্যাল্পতাহেতু হিন্দু দিন দিন যে ভাবে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে, হিন্দুদের ন্যায্য দাবী ও প্রার্থনা বাংলার মন্ত্রীমণ্ডল কর্ত্তৃক যে ভাবে গৃহীত ও বিবেচিত হইতেছে, তাহাতে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া, ক্ষুদ্র মতানৈক্য বিসর্জ্জন দিয়া, বর্ণগৌরবের স্থবির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, সংকীর্ণ মনোবৃত্তিকে নিঃশেষে নষ্ট করিয়া, একটি বিরাট হিন্দু-জাতিতে সম্মিলিত ও এক হইতে হইবে। হিন্দু বলিতে যেন] বর্ণধর্ম্মশ্রেণী ও কর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে হিন্দুকেই বুঝায়। হিন্দুর মধ্যে শ্রেণীর তারতম্য ঘুচাইতে হইবে, উন্নত অনুন্নতের পাহাড় ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। হিন্দু বলিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কায়স্থ হইতে হাড়ি ডোম চণ্ডাল পর্য্যন্ত যেন বুঝায়। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের যে সমষ্টি, হিন্দুজাতি বলিতে যেন তাহাকেই বুঝায়।

হিন্দুজাতি যে আজ সহস্রধা ও শতমুখী তাহার জন্য দায়ী বর্ণ-হিন্দুদের অযৌক্তিক ও প্রাচীনতম অনুশাসনানুযায়ী স্পৃশ্য—অস্পৃশ্যতা, চল অচলতা এবং উচ্চ নীচতার ব্যবধান রচনা। যে প্রাগৈতিহাসিকযুগে এ বিধি রচিত হইয়াছিল, সেকালে উক্ত বিধানের নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আজ সেই অনুশাসন প্রবর্ত্তনের দশ হাজার বৎসর পরেও যে সেই আদেশ মানিতে হইবে, এ কথা নিতান্ত মূর্খ বা বাতুল ভিন্ন কেহ স্বীকার করিবে না। পাঁচ বৎসরের শিশুর জামা যদি পঁচিশ বৎসর বয়স্ক সেই যুবককেই পরিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে জামা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে, তবু সে জামা সে কখনই পরিতে পারিবে না। হিন্দুরও আজ সেই অবস্থা : জামা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে, দেহ অনাবৃত। দেহকে ক্ষতমুক্ত করিতে গিয়া পুরাতন বিধানমতে হিন্দু কেবল নিজকে ক্ষত বিক্ষতই করিয়াছে। হিন্দু হিন্দুকে কেবল ত্যাগ করিয়াছে, ভাগ করিয়াছে—ঢেঁকি কাটিয়া তুল করিয়া আজ নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে।

হিন্দুস্থানে অহিন্দুর সংখ্যাধিক্য আজ এইভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে। হিন্দু সঞ্চয় কিছুই করে নাই, করিয়াছে জীবনভোর অপচয় ও অপব্যয়—যাহার ফলে সে আজ এমন দেউলিয়া। অথচ বর্ণশ্রেষ্ঠতার অভিমানে হিন্দুরা যাহাদিগকে দূরে ঠেলিয়া অচল করিয়াছে, তাহারাই আজ অচল হইয়া উক্ত বর্ণশ্রেষ্ঠের বুকে বসিয়াছে। কেবলমাত্র কোনও বিশেষ শ্রেণীতে জন্মের জন্যই যে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হয় না, তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান ভারতে সাগরসৈকতে বালুর মতই প্রচুর। হিন্দুর বর্ণবিভাগ যিনি করিয়াছিলেন, তিনি (মনু) বলিয়াছেন—"চতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" আজ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ যখন এক হইয়া গিয়াছে, তখন চতুর্ব্বর্ণ ভেদের সার্থকতাই বা কোথায় ? আর এ বর্ণভেদ রাখিতে হইলেও, হিন্দুকে হিন্দুর নিকট অচল বা অস্পৃশ্য ভাবিবারই বা কি কারণ থাকিতে পারে ?

[illegible]

পল্লী-বাংলার গৌরব-গাথা

কুমারী নারীর সঙ্গীত-সাধনা

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ, বি-এ

বাংলার সংস্কৃতিতে মাতৃ-জাতির দান নগণ্য নহে। বাঙ্গালীর জীবন-সাধনায় নারী যে কল্যাণ কামনা করিয়াছেন, তাহা চিরদিন বাঙ্গালীকে আনন্দ দান করিয়াছে। নারীর প্রেমধারা বাঙ্গালীর জীবনকে এক অপূর্ব্ব সাধনার পথে পরিচালনা করিয়াছে। গীতি-কাব্য, রূপ-কথিকা, ছড়া গান, মঙ্গল-কাব্য ও ব্রতকথায় বাঙ্গালী তাহার জননী, ভগিনী, কন্যা ও সহধর্ম্মিণীর শক্তির পরিচয় পাইয়াছে। যদিও অতীতে বাঙ্গালী বহু শতাব্দী ধরিয়া মাতৃ-জাতির শিক্ষার ব্যবস্থা করে নাই, তথাপি নারী-জাতি ব্রতকথা, গীতি-কথা, শিল্পবিদ্যা, ছড়া-কাব্যের ভিতর দিয়া তাহার শিক্ষা চালাইয়া আসিয়াছেন।

প্রাচীনকালে বঙ্গনারী আত্মমুখী ও স্বাবলম্বী ছিলেন। ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি ব্রতগুলির মধ্য দিয়া নারী প্রিয়জন ও পতি-পুত্রের মঙ্গল কামনা করিতেন। মেয়েরা আলিপনা ও দেওয়ালী চিত্রাঙ্কনে পারদর্শিনী ছিলেন। মেয়েদের হাতের কাজের মধ্যে কাঁথা সেলাই, মৃৎ ভাণ্ডের উপর নানা প্রকার রং-বেরং-এর কাজ, বসিবার আসন, কাঠের উপর বিচিত্র মূর্ত্তি প্রভৃতি শিল্প-কার্য্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রত-কথা, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি উৎসবে মেয়েরা নৃত্য ও গানের চর্চ্চা করিতেন। মেয়েরা এই সকল কাজে প্রভূত আনন্দ লাভ করিতেন ও প্রচুর শক্তি অর্জ্জন করিতেন।

বাংলার প্রাচীন ব্রতকথাগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই মেয়েরা কত উৎসাহী, কর্ম্মী ও ব্রতচারী। মেয়েরা ব্রত-দিবসের তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতে ব্রতের আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য উৎসাহের সহিত চেষ্টা করেন; ভোগের জন্য গোদুগ্ধ হইতে নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেন—কে কত ভাল মিষ্টান্ন করিতে পারে, এই লইয়া একটা তুমুল প্রতিযোগিতা পড়িয়া যায়। কাহার চালুনী-সজ্জা ভাল, কে কত ব্রতকথা জানে, কে কত ভাল আলিপনা আঁকিতে পারে, কে কত ছড়া-কাব্য জানে—এইগুলি লইয়া মেয়েরা আলোচনা করেন। অলসতা, বিলাসিতা ও স্বার্থপরতা বর্জ্জন করিয়া ব্রতচারী নারী সর্ব্বান্তঃকরণে আদর্শ সহধর্ম্মিণী রূপে, মাতৃরূপে, ও ভগিনী রূপে পারিবারিক জীবন যাপন করিতেন। প্রাচীন ব্রত-সাধনায় বাংলার মাতৃ-জাতি যে চরম উৎকর্ষ ও গৌরবময় চরিত্র অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার চিত্র সাহিত্য-কলায় অঙ্কিত হইলে সমগ্র জগৎ বাংলার নারীর পরিচয় পাইবে।

অতীত বাংলার জননীগণ শুধু তাঁহাদের জীবন গঠনে মঙ্গলানুষ্ঠানের রচনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাদের কুমারী মেয়েদের জীবন গঠনের উপযোগী কতকগুলি ব্রত-পার্ব্বণেরও রচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রণালীর অনুশীলনে কুমারী নারীগণ শুধু সমাজ-সেবা, অতিথি সেবা, গো-পালন, সন্তান পালনের শিক্ষাই লাভ করে না, তাহার অনুষ্ঠানগুলির আনুসঙ্গিক ছড়া-গীতির আবৃত্তি করিয়া সঙ্গীত চর্চ্চা করিবার সৌভাগ্য পাইয়া থাকে। এই সব ব্রত উপলক্ষ্যে ছড়া গানগুলির চর্চ্চায় কুমারী নারীদের মধ্যে সঙ্গীত সাধনার পন্থা উদ্ভাবন করিয়া অতীত বাংলার মাতৃ জাতি আমাদের চিরপূজ্যা হইয়া রহিয়াছেন।

আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, শিবব্রত, সাঁঝ-পূজনী বা সাঁজতি, পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর, ভাদুই ব্রত, মাঘ ব্রত, বসন্তবুড়ী (উত্তর বঙ্গ), হরির চরণ, দশ-পুতুল, অশ্বত্থপাতা প্রভৃতি ব্রত-পার্ব্বণগুলি কুমারী নারীদের অনুষ্ঠেয় ব্রতকথা। সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে দশ বৎসরের

ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তাই
ইহার অপ্রতিহত গতি!

১৯শ
সপ্তাহ

সন্ত
তুলসীদাস

কবি ও সাধকের অনবদ্য জীবন-কাহিনী

প্রভাত সিনেমায়

●

সগৌরবে চতুর্থ সপ্তাহ
সুপ্রীম পিক্‌চার্সের ঐতিহাসিক চিত্র

গাজি
সালাউদ্দীন

শ্রেষ্ঠাংশে—রতন বাঈ, গোলাম মহম্মদ,
মজহর খাঁ, ললিতা, ইয়াকুব প্রভৃতি

নিউ সিনেমা

●

মানসাটা
ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৩৭, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

বালিকারাই এইগুলি প্রতিপালন করে। এই সমস্ত ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া কুমারী মেয়েরা আলিপনা ও দেওয়ালী চিত্রাঙ্কন করিতে শিখে এবং গৃহের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার সজ্জাবোধের জ্ঞান লাভ করে। ব্রতানুষ্ঠানগুলির সঙ্গীত-চর্চ্চা করিয়া বালিকারা যে আদর্শমূলক শিক্ষা পায়, সেই সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাউক।

শিবব্রত

পশ্চিম বঙ্গে বৈশাখ মাসে বালিকারা "শিবব্রতে"র অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। শিব মঙ্গল ও অভয়ের দেবতা। জটাধর মহাদেবকে গঙ্গাজল, আকন্দ ফুল, বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিলে মহাদেব পরম তুষ্ট হন। শিবব্রতের ছড়া গানে তাই বালিকারা গায়—

শীল শীলাটন শীলে বাটন
শীল অর্দ্ধেয়ে ঘরে।
স্বর্গ হইতে বলে মহাদেব—
গৌরী, ওরা কি ব্রত করে?
নড়ে আশ নড়ে পাশ
নড়ে সিংহাসন।
হর গৌরী কোলে করি
গৌরী-আরাধন॥
কালা পুষ্প তুলতে গেলাম,
সেখানে অনেক লতা-পাতা।
শিব-চরণে দেখা হৈল
শিবের মাথায় দেখি অনেক জটা॥
আকন্দ বিল্বপত্র তোল গঙ্গাজল।
তা হৈলে তুষ্ট হবে ভোলা মহাবল॥

পুণ্যিপুকুর

বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠেয় "পুণ্যিপুকুর" ব্রতে বালিকারা তুলসী বৃক্ষের পূজা করিয়া থাকে। হিন্দুর নিকট তুলসীতেই নারায়ণ, তুলসীতেই বৃন্দাবন, তুলসীতেই অন্তিমকাল—বালিকারা পুণ্যিপুকুরের 'ছড়াগীতিকাতেও তাহাই শিখে—

তুলসী তুলসী নারায়ণ।
তুমি তুলসী, বৃন্দাবন॥
তোমার শিরে ঢালি জল॥
অন্তিমকালে দিও স্থল।

পুণ্যিপুকুরের অনুষ্ঠান করিলে বালিকা সৌভাগ্যবতী হয়। সাবিত্রীর মত নারী হওয়া মেয়েদের পরম সৌভাগ্য। স্বামীর সোহাগিনী ও পুত্রবতী হইতে প্রত্যেক বালিকাই চাহিবে। এই জন্য ছড়াতে বালিকারা গাহিয়া থাকে—

পুণ্যিপুকুরে পুষ্পমালা।
কে পূজে রে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী।
সাত ভাই-এর বোন ভাগ্যবতী॥
এ পূজিলে কি হয়?
নির্ধনের ধন হয়॥
সাবিত্রীর সমান হয়!
স্বামীর আদরিণী হয়॥
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে।
মরণ হয় তার একগলা গঙ্গাজলে॥
ইত্যাদি—

সেকালের বাংলায় এই জাতীয় ব্রতগীতির চর্চ্চা ও অনুশীলন করিয়া আমাদের মা-বোনেরা পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এগুলি অনাদৃত ও অবহেলিত হইতেছে। এইজন্য এই ব্রত-গীতির অনুশীলন অনেক স্থলে বর্ত্তমানে বিলয় প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্রতচারিণী মা-বোনদের নিকট আমাদের অনুরোধ, তাঁহাদের মঙ্গল-হস্তেই আমাদের গৃহ ছন্দোবদ্ধ ও আনন্দময় ছিল, তাঁহাদের কল্যাণ হস্তেই আবার ব্রতগীতির পুনরুজ্জীবন আশা করি।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অনুসন্ধান করিয়া আমরা বহু ব্রতগীতি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। শিবব্রত, সাঁঝ-পূজনী, পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর, বসন্তবুড়ী, হরির চরণ, দশপুতুল, অশ্বত্থপাতা ব্যতীত কুমারী নারীদের অনুষ্ঠেয় ব্রতকথার কোনও নূতন অনুসন্ধান কেহ দিতে পারিলে, আমরা তাহা ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিব এবং তাহার মূল্য ও তাৎপর্য্য বিষয়ে আলোচনা করা হইবে। এ বিষয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মা-বোনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আলোচ্য ব্রতকথার ছড়াগুলি পাঠাইবার সময় অনুষ্ঠেয় বিবরণগুলি সম্পূর্ণ ভাবে লিখিয়া পাঠান আবশ্যক।

শ্রীমতী সাধনা বসু

"কুমকুম" চিত্রের নায়িকা

—লানা টার্ণার—

—ফ্রেড অ্যাসটেয়ার—

নিউ সিনেমায় "গাজি সালাউদ্দীনের" উদ্বোধন দিবসে বাংলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক পৌরহিত্য করেন।

এই উদীয়মানা তারকাদের মেট্রোর "These Glamour Girls" ছবিতে দেখা যাইবে। এখানে আছেন অ্যান রাদারফোর্ড, অ্যানিটা লুইস, মার্শা হাণ্ট, জেন বারান ও লানা টার্ণার।

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd. 1909.
No..............
Y. M. I.

পরিচালক ফ্রাঙ্ক কাপরা কলম্বিয়ার Mr. Smith Goes to Washington-এর চিত্রগ্রহণকালে উক্ত ছবির নায়ক জেমস ষ্টুয়াটের সহিত আলাপ করিতেছেন।

ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস জুনিয়ার ও তাহার পত্নী মেরী লী এপলিং

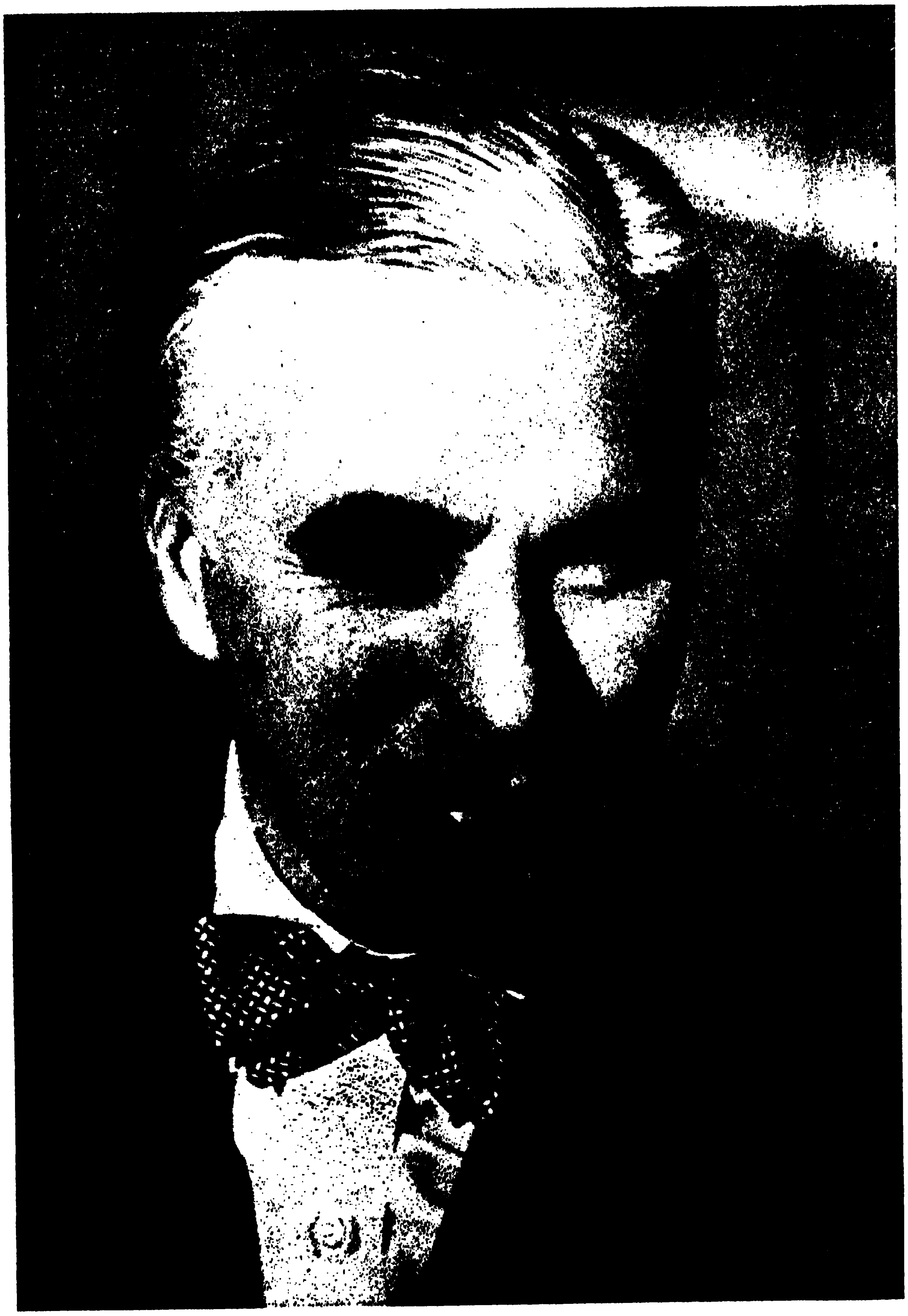

চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন

চিত্রশিল্পের প্রায় প্রথম যুগ হইতে তিনি জগতের সকল চিত্রপ্রিয়দের আনন্দ পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার "The Dictators" ছবির জন্য সকলে এখন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে।

ছন্দঃ পতন

(গল্প)

—শ্রীমতী রেণু দেবী

গাঁয়ের ছোট্ট ষ্টেশন। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

অসিত সুটকেশটা হাতে নিয়ে ট্রেণ থেকে নেমে পড়ল। একবার চারিদিকে তাকাল। একটু দূরেই বাড়ীর পুরাণ চাকর হরি প্লাটফরমের ক্ষীণ আলোকে ততোধিক ক্ষীণ চক্ষুর দৃষ্টিকে যথাসম্ভব প্রসারিত করে কাকে যেন খুঁজছিল। হঠাৎ অসিতের দিকে দৃষ্টি পড়তেই এক গাল হেসে এগিয়ে এল। অসিতের হাত থেকে সুটকেশটা নিয়ে বল্লে—"আসুন দাদাবাবু, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।" গাড়ী মানে গরুর গাড়ী। ষ্টেশন থেকে বাড়ী অবধি এই এক মাইল ব্যাপী গো-যানের অপূর্ব্ব সুখকর স্মৃতিটা কল্পনা করে অসিত ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—"না-না গাড়ী আমার লাগবে না। দিব্যি জ্যোৎস্না ফুটফুট কর্চ্ছে—এইটুকু ত' পথ, ও আমি হেঁটেই যেতে পারব।"

হরি আর একবার রাস্তাঘাট সম্বন্ধে দাদাবাবুর দুই বৎসরের অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছিল—কিন্তু অসিত মাথা নেড়ে বল্লে—"নারে না—আমার অসুবিধা হবে না—তোর যদি পায়ে ব্যথা হয়ে থাকে ত' তুই বরং তোর ঐ চতুর্দ্দোলা চড়ে যা।" হরি আর বাক্যব্যয় করল না। নীরবে সুটকেশটি নিয়ে অসিতের পেছন পেছন চল্ল।

দীর্ঘ দুই বৎসর পর অসিত গ্রামে ফিরেছে। তিথিটা বোধ হয় আজ শুক্লপক্ষের একাদশী কি দ্বাদশী হবে। চাঁদের আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। একটু আগেই বোধ হয় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভিজে মাটির একটা গেঁয়ো সোঁদা গন্ধ, আর শিউলি ফুলের গন্ধ মিশে বাতাসটাকে যেন আরও ঝিরঝিরে করে তুলেছে। দূরে কালীমন্দিরে বোধ হয় আরতি আরম্ভ হয়েছে। কাঁসর-ঘণ্টা সমান তালে বাজছে।

সরু রাস্তাটি ধরে অসিত আপন মনে চলেছে। মনটা আজ কেন জানি বড় হাল্কা লাগছে। সহরের অবরুদ্ধ আবহাওয়ার গণ্ডীর বাইরে পল্লীর এই সহজ সুন্দর নিস্তরঙ্গতা ওর প্রাণে যেন নূতন একটা সাড়া জাগাচ্ছে। আবাল্য পরিচিত গাঁ'য়ের এই পথঘাট, পুকুর সবই যেন ওর চোখে আজ স্বপ্নের অঞ্জন বুলিয়ে দিচ্ছে। ঐত' মিত্তিরকাকাদের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের কাছে একটা টিনের ঘর উঠেছে—আগে ত' ছিল না? কোণের বাতাবী লেবুর গাছটা কতটুকু ছিল—এখন দিব্যি বেড়া ডিঙিয়ে উঠেছে। ঘোষালদের দীঘির কাকচক্ষু-জল যেন আরও টলটল করছে।

আচ্ছা, বাড়ী গিয়ে কি দেখবে? মা হয়ত ওর অপেক্ষায় ঘর-বার করছেন। শৈলটা বোধ হয় আগের চাইতে মাথায় অনেকটা বড় হয়েছে। কিন্তু হলে কি হবে! ওকে দেখলেই আবার আগের মত খুনসুটি করবে। যা মেয়ে ও। শৈলর কথা ভাবতে গিয়ে ওর আর একজনের কথা মনে পড়ে গেল—নমিতার কথা। আশ্চর্য্য! এতক্ষণ ও যেন কিসের ঘোরে ছিল। নমিতার কথা একটুও মনে হয় নি। অথচ সারাটা রাস্তা ওর কথাই ভাবতে ভাবতে এসেছে। তাই বুঝি হয়—একান্ত প্রিয়জনের স্মৃতি যখন মনের সবটুকু জায়গা জুড়ে বসে—তখন ভাবনার খেই বুঝি এম্নি করেই হারিয়ে যায়।

আচ্ছা, নমিতাকে এখন দেখতে কেমন হয়েছে? উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বোধ হয় আরও উজ্জ্বল হয়েছে যৌবনের ডাকে। ঘন আঁখিপল্লব আরও নিবিড় হয়েছে লাজ-নম্রতায়। এবারও কি 'অসিতদা' বলে তেম্নি করে ছুটে আসবে? বোধ হয় না। এম্নিধারা কত কি এলোমেলো চিন্তায় ডুবে গিয়ে অসিত আনমনে পথ চলছিল। হঠাৎ পরিচিত গলার শব্দে সচেতন হয়ে চেয়ে দেখল—বাড়ীর প্রায় কাছে এসে গেছে। ছোট ভাই পিণ্ট—"মা, ছোড়দা এসেছে" বলে এক দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। অসিত বাড়ীর ভেতর ঢুকল।

* * *

সবে মাত্র ভোর হয়েছে—

বাসি কাজগুলো সেরে নমিতা ছোট কলসীটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এদিক ওদিক একবার চেয়ে দেখল—এখনও চার দিকে তেমন ফরসা হয়নি। ভাবল—ঘোষালদের বড় দীঘিতেই আজ স্নান করে আসবে। রোজ রোজ এই এঁদো পুকুরে স্নান করে শরীরে তিন মন ময়লা জমে গেছে। গায়ের কাপড়টাকে সংযত করে নিয়ে একটু দ্রুতপদে নমিতা এগিয়ে চল্ল। দীঘির কাছাকাছি এসে হঠাৎ সে দেখল কে একজন লোক দীঘির উত্তর পাড়ে ধীরে ধীরে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। নমিতা

একবার ভাবল ফিরে যায়—কিন্তু আবার ভাবল—এতদূর এসে? কিই বা এমন হয়েছে? তা ছাড়া ওকে জলে নামতে দেখলে হয়ত লোকটা চলে যাবে। এই ভেবে যেন সঙ্কোচটা ঝেড়ে ফেলবার জন্যেই বেশ সপ্রতিভ ভাবে এগিয়ে এসে ঘাটের সিঁড়ির উপর কলসীটা রেখে এক-পা এক-পা করে নমিতা জলে নেমে পড়ল। লোকটা কিন্তু চলে যাবার কোন লক্ষণ দেখাল না—বরং কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে এদিকেই এগিয়ে আসতে লাগল।

পদশব্দে চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে নমিতা দেখে—অসিত ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

মৃদু হেসে অসিত বল্ল—"নমিতা, ভাল আছ তো?"

বিস্ময়ব্যগ্র চোখে নমিতা চেয়ে আছে। সেত' কই শোনেওনি—অসিত গ্রামে আসবে কিম্বা এসেছে! আর শুনবেই বা কি করে! ও ত' অসিতদের বাড়ী যাওয়া আজকাল ছেড়েই দিয়েছে। নেহাৎ জেঠাইমার ডাকাডাকিতে কদাচিৎ—

বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গেলে নমিতা চোখ নামিয়ে নিল। হঠাৎ যেন একটা দারুণ লজ্জা ওকে চেপে ধরল। কি করবে কিছু ভেবে না পেয়ে ধীরে ধীরে গলা জলে নেমে গেল। অসিত তেমনি দাঁড়িয়ে আছে—চেয়ে আছে অপলকে। হঠাৎ ওর কি খেয়াল হলো—"আমি যাচ্ছি নমি," বলে ফিরে দাঁড়াল "তুমি মিছিমিছি জলে দাঁড়িয়ে আর কষ্ট করো না। ওবেলা যাবো তোমাদের বাড়ী।"

অসিত চলে গেল। আর নমিতা? গভীর উত্তেজনায় ওর সর্ব্বশরীর কাঁপছে। এই গ্রামটুকুর মধ্যে—অতি নিকটে অসিতের অস্তিত্ব বর্ত্তমান রয়েছে ভাবতেই ওর সমস্ত স্নায়ুগুলি যেন শিরশির করে উঠল। কিন্তু তখনি নিজের এই দুর্ব্বলতায় নিজেই চমকে উঠল। আশ্চর্য্য! একটা কথাও সে বলতে পারলো না—কি হয়েছিল ওর আজ? অসিতদা কি ওর দুর্ব্বলতা ধরতে পেরেছে? ভাবতেই ওর কান্না পেলো।

খালি ঘড়াটা নিয়ে বাড়ী ফিরে আসতেই মা চেঁচিয়ে উঠলেন—"হ্যাঁরে নমি, নবীনের আসবার সময় হয়ে গেছে—আর এখনও তোর নাওয়া হলো না? কখন কি করবি বল দিকি?"

"তা আমায় কি করতে হবে শুনি?" তীক্ষ্ণস্বরে নমিতা চেঁচিয়ে উঠল। মা আপন মনেই গজগজ করতে লাগলেন। "আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে হ'লো—এখনও তিরিক্ষি মেজাজ গেল না! আমার কি? নিজেই ভুগবে।"

সন্ধ্যারতির সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর-ঘণ্টা সমান তালে বেজে ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে মুখর করে তুলেছে।

রান্নাঘরে নমিতার মা তরকারী কুটছিলেন। আলো-আবছায়ায় একটি মনুষ্য মূর্ত্তিকে এগিয়ে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। সাগ্রহে ডেকে উঠলেন—

"কে! নবীন এলে নাকি?"

"না কাকীমা, আমি অসিত" বলতে

বলতে অসিত এগিয়ে এসে নমিতার মার পায়ের কাছে নত হলো।

স্তিমিত হেসে নমিতার মা বললেন—"ভাল ছিলে তো বাবা?"

"হ্যাঁ কাকীমা" একটু থেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে অসিত বল্ল—"নমিতা কোথায় কাকীমা?"

কাকীমার মুখ একটু অপ্রসন্ন হয়ে এলো—বললেন—"কি জানি বাপু, বোধ হয় ছাদে গেছে।"

অপ্রসন্ন হবারই কথা—

নমিতাই যে রায়বংশের বধূ হবে, এ কথা দিনরাত্রির মতই অবিসংবাদী সত্য বলে গ্রামের সবাই মেনে নিয়েছিল—এমন কি নমিতাও ছেলেবেলা থেকে কি একটা যেন অজানিত আকর্ষণ অনুভব করত অসিতদের বাড়ীটার প্রতি। কল্পনার চোখে কতদিন সে দেখেছে—মঙ্গল-শঙ্খ উলুধ্বনির মাঝে রাঙ্গা চেলী পরে বধূবেশে অসিতের সঙ্গে সে রায়বাড়ীতে প্রবেশ করছে। ভাবতেই ওর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠেছে এক দুঃসহ আনন্দে। ওর সুপ্ত নারীত্ব জেগে উঠেছে অসিতের রূপ তপ ঘিরে। কিন্তু সব গেল উল্টে নমিতার বাবা ভবানীপ্রসাদের মৃত্যুতে। অসিতের বাবা—আদিত্য রায় কিছুতেই রাজী হলেন না বিধবা মায়ের কন্যাকে এত বড় রায়বংশের পুত্রবধূরূপে ঘরে আনতে। পত্নীর অনুরোধ, পুত্রের নীরব অভিমান সব ব্যর্থ হলো।

তাইত আজ রূপে গুণে এমন মেয়েকে—

অলক্ষ্যে দু' ফোঁটা জল নমিতার মার শীর্ণ কপোল বেয়ে ঝরে পড়ল। আঁচলে চোখ মুছে তিনি রান্নাঘরে ঢুকলেন।

অসিত ততক্ষণে ছাদে গিয়ে পৌঁচেছে। সেই চিরপরিচিত ছাদ—যেখানে বসে ওরা ভবিষ্যতের কত সোনার স্বপ্ন এঁকেছে। কত আশা, কত জল্পনা, আবার কত অর্থহীন সুমধুর বাদানুবাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে।

নমিতা ছাদের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে যেখানে একটি তারা সঙ্গীহারা হয়ে ছিট্‌কে পড়েছে—তারি পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অসিত এসে পাশে দাঁড়ালো। খুব আস্তে অন্তরঙ্গ সুরে ডাকলো—"নমি, নমিতা।"

নমিতা চমকে উঠল না বা ফিরেও তাকালো না। নিস্পৃহ গলায় শুধু বল্ল—"কখন এলে"?

অসিত চমকে উঠলো! সেই ছাদ—সেই নমিতা সবই ঠিক আছে, কিন্তু কোথায় যেন একটু বেসুরো ঠেকছে। সঘূর্ণি নদীর একটানা স্রোতে হঠাৎ যেন ভাটার টান ধরেছে। নমিতার বিস্রস্ত এলোচুলে শরীরের প্রতিটি রেখায় যেন ফুটে উঠেছে একটা ক্লান্তিকর অবসন্নতা। কেন এমন হ'লো? যে মেয়ে ছিল আনন্দের উচ্ছলতায় মুখর—সে আজ বিষাদের ঘন আঁধারে নিজেকে এমন ভাবে মিশিয়ে দিয়েছে কেন?

যদিও মাঝে একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে গেছে কিন্তু অসিত ত' নমিতাকে ছাড়া বিয়ে করবে না বলে পণ করেছে। তা ছাড়া অসিতের বাবাও আজ বেঁচে নেই প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড়াতে। অসিত নমিতার অতি নিকটে এগিয়ে এল—কম্পিতকণ্ঠে বল্ল—"নমি, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? বিশ্বাস কর—আমি তোমার জন্য সব করতে পারি—সব সইতে পারি।"

নমিতা ফিরে দাঁড়ালো। "তোমার এতখানি উচ্ছ্বাসের পর তোমার উপর রাগ করে থাকা অসম্ভব অসিতদা!"

নমিতার দুই চোখে বাঁকা হাসির তীক্ষ্ণ ঝিলিক।

নমিতার চোখের এই ভাষা অসিতের অজানা নয়। ব্যথিত কণ্ঠে সে বল্ল—"নমিতা, তুমি যে আমাকে এতখানি আঘাত দিতে পারবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

নমিতার ঠোঁটের ফাঁকে অনেক কথাই বেরিয়ে আসছিল—কিন্তু জোর করে সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না। চারিদিকে একটা ম্রিয়মাণ স্তব্ধতা যেন ওদের ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলছে। নমিতার ধূপছায়া রংয়ের শাড়ীতে যেন তারি আভাস।

অসিত ডাক্‌ল—"নমি"!

কোন উত্তর নেই।

নমিতার হাত দুটি নিজের হাতে নিয়ে জোর করে ওর মুখখানি তুলে ধরতেই দেখে নমিতার চোখে জল।

অসিতের অন্তরে বুঝি প্রেমের আগুন জ্বলে উঠল। কেউ কোথাও নেই। শুধু ও আর নমিতা। নমিতার চোখে জল। জীবনে এর চাইতে মধুর বুঝি আর কিছু কল্পনাও করা যায় না।

আবেগ কম্পিতকণ্ঠে অসিত ডাকলো—"নমিতা"!

নমিতা হঠাৎ আর্ত্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—"অসিতদা, তুমি যাও, যাও চলে যাও এখান থেকে—" ঠিক এই সময় নমিতার ছোট বোন সবিতা এসে ডাকলো—"দিদি, শীগগির এসো—জামাইবাবু এসেছেন, মা ডাকছেন"। এক ঝটকায় হাত দু'খানি মুক্ত করে নিয়ে নমিতা ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

অসিত সেখানে বিস্ময়ের মত দাঁড়িয়ে রইল।

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বশীকরণ কবচ

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।

অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক

৪নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)

বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

পত্রলেখা

মিনার্ভায় "মিশরকুমারী" ও শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মত্ত অবস্থায় মঞ্চাবতরণ

মাননীয় দীপালী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

মঙ্গলবার ১৬ই জানুয়ারী তারিখের মিনার্ভা থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলে দেখিলাম, "বহুকাল পূর্ব্বে মিনার্ভায় যখন প্রথম "মিশরকুমারী" অভিনীত হয়, তখন ইহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার অন্ত ছিল না। শিল্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে "মিশরকুমারী"র অভিনয় বার বার দেখেন ও থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে তাঁহাদের সাফল্যের সুখ্যাতি করিয়া একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। অতীত যুগের একখানি রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক চিত্র হিসাবে "মিশরকুমারী" অদ্যাবধি জনপ্রিয়তার দাবী করে। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নট ও নটী দ্বারা আবার আমরা "মিশরকুমারী"কে পুনরুজ্জীবিত করিবার ভার লইয়াছি। নিঃসন্দেহে কলাপ্রিয় দর্শকমণ্ডলী আমাদের সাধুবাদে ধন্য করিবেন।" আর দেখিলাম, সামন্দেশ — শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী ও আবন—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী। এইরূপ অভিনয় দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। অতীতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহা দেখিয়াছিলেন, আর বর্ত্তমানে গত ১৬ই জানুয়ারী আমরা যাহা দেখিলাম, তাহারই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদান করিতেছি।

নির্দ্দিষ্ট ৭টায় ড্রপ উঠিবার স্থলে ৭-৪০ মিনিটে ত' ড্রপ উঠিল। প্রেক্ষাগৃহ দর্শকমণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। Standing allowedও হইয়াছে যথেষ্ট। ধীরে ধীরে ড্রপ উঠিল—আবন-রূপে অহীনবাবুকে ও নাহরিণের অংশে রাধারাণীকে দেখা গেল। কি অপূর্ব্ব অভিনয়ই অহীনবাবু করিতে লাগিলেন, আর তার উপর তাঁর make-up. দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা দিলেন আমাদের ভাদুড়ী মহাশয়। তাঁর তখন ঈষৎ মদিরা পানোন্মত্ত অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। নদীয়ার গোরার ন্যায় মাঝে মাঝে নাচিতে নাচিতে দু' একটা আবৃত্তি করিয়া তিনি exit লইলেন। দর্শকবৃন্দ বলাবলি করিতে লাগিল—'এ যে সব বাদ দিয়ে দিলে—কিছুই বললে না, শুধু নাচতে নাচতেই বেরিয়ে গেল"। অনেকে বলিলেন—"দাঁড়ান, এইত সবে গোরাচাঁদের নাচ আরম্ভ হয়েছে, এখনও ঢলে পড়ে যাওয়া বাকী—এর-ই মধ্যে অধীর হলে চলবে কেন?" যাই হোক, অন্যান্য দৃশ্য অভিনীত হইতে লাগিল। বিভিন্ন চরিত্রের অংশাভিনেতারা তাহাদের ক্ষমতানুযায়ী অভিনয় করিতে লাগিলেন। দর্শকগণের ত' ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে লাগিল। সকলেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—সামন্দেশ ও আবনের জন্য। যথাসময়ে সামন্দেশ আসিলেন। সে দৃশ্যে নাটকের প্রায় সব কথা বাদ দিয়া তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হস্ত সঞ্চালন করিয়া ও 'সাদা চামড়া' 'সাদা চামড়া' বলিয়া acting করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। শিশিরবাবুর এইরূপ সুন্দর অভিনয় চলিতে লাগিল। একটি দৃশ্যে আবনকে যখন মিশরীয় সৈনিকগণ সামন্দেশের নিকট ঠেলিয়া দিল, অহীনবাবু তখন এমন সুন্দর ভাবে সামন্দেশের পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়িলেন যে তাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অহীনবাবু ত' তার নিখুঁত অভিনয়ে সকলকে তৃপ্তি দিতে লাগিলেন। শিশিরবাবুর তখন সুরার মাত্রা একটু তীব্র হইয়াছে। তিনি জড়িত রসনায় বলিতে লাগিলেন, 'আবন, —বল খারেব কোথায়?" বার দুই যখন এইরূপ 'আবন—বল না খারেব কোথায়' শিশিরকুমারের মুখ দিয়া বাহির হইল, তখন অহীনবাবু একটী চমৎকার poseএ বলিলেন 'আমি বলব না।' এই 'আমি বলব না' কথাটির delivery ও pose এত সুন্দর হইল যে প্রেক্ষাগৃহ করতালিতে মুখরিত হইয়া গেল। শিশিরবাবুর অবস্থা একটু কাহিল হইল। তিনি তখন মদিরার মাত্রাধিক্যের দরুণ আবোল-তাবোল বকিতে বকিতে সে দৃশ্য শেষ করিলেন। দর্শকগণ ত' মহা চটিতে লাগিলেন। 'একি হচ্ছে—শিশিরবাবু, একি কচ্ছেন" এইরূপ বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন।

এইবার শিশিরবাবুর (অভিনয়ের নয়—তাঁর নিজের) climax scene আসিল। যুবরাজ রামেশিসের বিবাহোৎসব দৃশ্য। এ দৃশ্যে appear হওয়ার পূর্ব্বে শিশিরবাবু নিশ্চয়ই পূর্ণমাত্রা সেবন করিয়াই লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ এ দৃশ্যে তাঁর acting ও টলটলানি ভাব এরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে দর্শকগণ বলিয়া উঠিলেন, 'কি হচ্ছে আপনার'। ব্যস! আর যায় কোথায়? চরম অবস্থা আরম্ভ হইল। পানোন্মত্ত শিশিরকুমার ত' অগ্নিশর্ম্মা হইলেন—নাহরিণের acting শেষ হইতে না হইতেই foot-light-এর নিকটে আসিয়া বলিলেন "এই সব বর্ব্বর কাফেরগুলো আমাকে প্লে করতে দিচ্ছে না"। দর্শকগণ ত' মহা চটিয়া গেলেন—যে যার আসন ছাড়িয়া protest করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভাদুড়ী মশায় কি যেন বলিবার জন্য turn নিলেন, কিন্তু পদদ্বয় বে-সামাল হইয়া পড়িল। পড়িয়া যাইতেছিলেন এমন সময় হারেমহেবরূপী বিশ্বনাথবাবু তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। মহা হট্টগোল বাধিয়া গেল। ড্রপ পড়িয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। তখন পাশের দু'চারজন বলিলেন, "বলেছিলুম কি—গোরাচাঁদের ঢলে পড়া বাকি আছে, এখন হ'ল ত।" সমগ্র auditoriumএ কি বিরাট ব্যাপার তখন!

দর্শকগণ ত' ষ্টেজের সাম্‌নে আসিয়া হাজির হইতে লাগিলেন—হৈ হৈ ব্যাপার! তুমুল হট্টগোল!! সকলে বলিতে লাগিলেন, "শিশিরবাবুকে আমাদের সামনে এসে মাফ চাইতে হবে, আমাদের গালাগালি?" Audience ত' সব রাগিয়া অস্থির। কর্ত্তৃপক্ষ অবস্থা বুঝিয়া আর ড্রপ উঠাইলেন না। প্রায় আধঘণ্টা পরে ড্রপ উঠিল। দেখা গেল কর্ম্মকর্ত্তাগণ শিশিরবাবুকে ষ্টেজে হাজির করিয়াছেন। শিশিরবাবু তখন আমেরিকা গমনের কথা আওড়াইতে লাগিলেন। দর্শকগণ ত' মহা হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিল। আবার ড্রপ পড়িয়া গেল। Auditoriumএ তখন কিরূপ যে গোলমাল হইতে লাগিল তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। আবার কিছু পরে drop উঠিল। কর্ত্তৃপক্ষগণ শিশিরবাবুকে কিছু বলিবার জন্য ষ্টেজে দাঁড় করাইলেন। কিন্তু তখন তাঁর অবস্থা এমন খারাপ যে দাঁড়াইবার ক্ষমতা-টুকু পর্য্যন্ত তাঁর নাই। তিনি ঘুঁসি বাগাইয়া বলিলেন, 'কে আমাকে মারতে চায় আসুক' —দর্শকগণের মধ্যে মহা হাসির ধূম পড়িয়া গেল। দর্শকগণের মধ্যে একজন বলিতে লাগিলেন, 'আপনার lecture শুনতে আমরা আসিনি। প্লে দেখতে এসেছি। গালাগালি শুনতে আসিনি—কেন আপনি আমাদের গালাগালি করলেন? আমরা অনেকবার আপনার গালাগালি সহ্য করেছি। দয়া করে আর মাতলামি করবেন না—আমরা refund চাই", কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে drop পড়িয়া গেল। মীমাংসার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ও দর্শকগণের মধ্যে আলোচনা চলিতে লাগিল। তিন কোয়ার্টার এইভাবে কাটিয়া গেল। অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষগণ অহীনবাবুকে ষ্টেজে আনিলেন। অহীনবাবু ষ্টেজে আসিতে উত্তেজিত দর্শকগণ যে যার আসনে বসিয়া পড়িলেন। অহীনবাবুকে বলা হইল যে তিনি যেন জীবনে আর শিশিরবাবুর সঙ্গে থিয়েটার করিতে না নামেন। উত্তরে অহীনবাবু বলিলেন—"দেখুন—উনি আমার

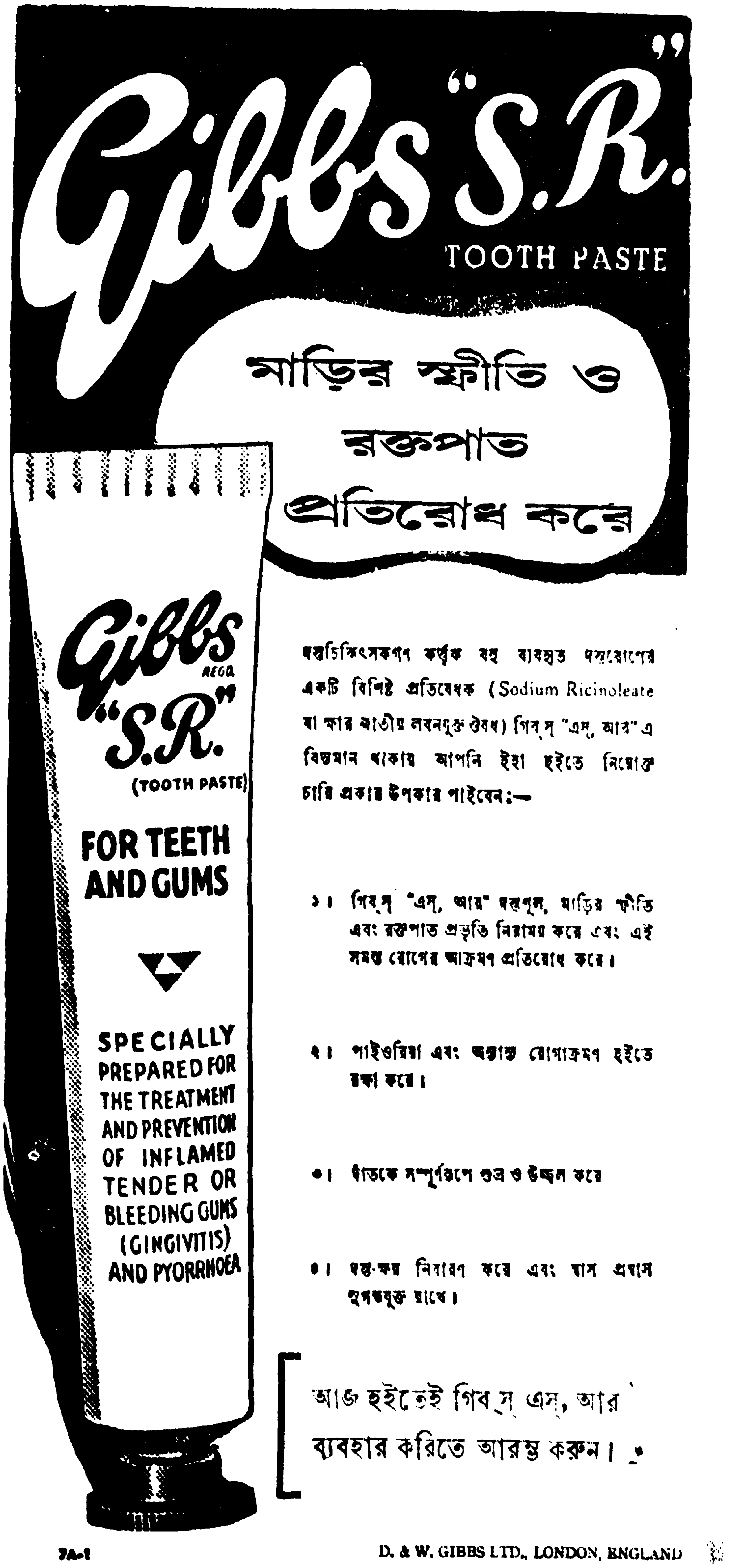

চেয়ে অনেক বড়। এই রকম হয় বলে আমার অন্তর চায় না ওঁর সঙ্গে নামতে, কিন্তু মুখে আমি এ কথা কি করে বলি! আর আজ এ ত নূতন নয়। বহুবার শিশিরবাবু এ রকম করেছেন—আর আপনারা জেনে শুনেই এ অভিনয় দেখতে এসেছেন। ভবিষ্যতে যখন ওঁর আর আমার নাম একসঙ্গে প্রাকার্ডে দেখবেন তখন আপনারা আর কেউ আসবেন না থিয়েটার দেখতে। এখন এই কালিঝুলি মেখে কি করি বলুন? আর ত' দুটো scene বাকি। প্লে-টা হয়ে যাক, কি বলুন"? তখন সকলেই বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা তাই হোক"।

ধীরে ধীরে drop পড়িল! ১০ মিনিট বাদে আবার play আরম্ভ হইল। অবশ্য শিশিরবাবুকে বাদ দিয়া—কারণ তিনি তখন আর সজ্ঞানে ছিলেন না। সামন্দেশ চরিত্রে অন্য লোক নামিলেন। একমাত্র অহীনবাবুই আমাদের তৃপ্তি দিয়াছিলেন। বাকি সবই নূতন এ্যামেচার দলের প্লেয়ারের মত। দৃশ্যসজ্জা ও সখীগণের কথা না হয় নাই বলিলাম। মিনার্ভার হ্যাণ্ডবিল ও প্রচারপত্রের বাহাদুরী আছে।

তাই ভাবি এই প্লে যদি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিতেন—তিনি আজ কি বলিতেন আর থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকেই বা কি লিখিতেন! এখন একটি কথা হইতেছে যে শিশিরবাবুর অভিনয় দেখিতে আবার কি প্রেক্ষাগৃহে দর্শকগণ ভীড় জমাইবেন? এর প্রতিকার ত' আমাদেরই হাতে। শিশির কুমারের গালাগালি শুনিবার যদি বাসনা থাকে ও তাঁর মাতলামি দেখিবার যদি ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আবার আমরা গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইব। ইহা লইয়া আলোচনা না হইলে শিশিরবাবু যে সর্বনাশের পথে পা দিয়াছেন তাহা হইতে কিছুতেই নিস্তার পাইবেন না। তিনি কবে তাঁর পূর্ব্ব সুনাম আবার ফিরিয়া পাইবেন! ইতি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

২৫।১।৪০ ৬৯ মধুসূদন বিশ্বাস লেন,
হাওড়া

(২)

বাঁকুড়া জেলা সঙ্গীত সম্মেলন

মাননীয় "দীপালী" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু,—

মহাশয়,

আপনার ২১শে অগ্রহায়ণ তারিখের দীপালী পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় "বাঁকুড়া জেলা সঙ্গীত সম্মেলন" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়া দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে বাঁকুড়ার প্রথম স্থানীয় সঙ্গীত শিক্ষক, ৬নং ওয়ার্ড রাজগ্রামের 'ইন্দুমতি নারীশিক্ষা মন্দির' বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান সঙ্গীত শিক্ষক তথা বাঁকুড়ার (বিষ্ণুপুর ভিন্ন) অদ্বিতীয় ধ্রুপদী শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ দাস-এর উক্ত বাঁকুড়া মান্দারবণী সঙ্গীত সম্মেলনে প্রথমেই ধ্রুপদ গান ও কুমিল্লা নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ চক্রবর্ত্তীর পাখোয়াজ সঙ্গত উল্লেখ করা হয় নাই। আশা করি এ বিষয় আপনার সুপ্রসিদ্ধ 'দীপালী' পত্রিকায় "প্রতিবাদ" শীর্ষক স্তম্ভে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। উক্ত সঙ্গীত সম্মেলনে উক্ত ব্রজবাবুর গান ও কালীবাবুর সঙ্গত শ্রোতাদের যথেষ্ট উপভোগ্য হইয়াছিল। ইতি

শ্রীত্রিলোচন দাস দত্ত
রাজগ্রাম, বাঁকুড়া

(৩)

"আরসি" ও "অন্ধ বালিকা"

মাননীয় দীপালী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার এই পত্রখানি আপনাদের সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা "দীপালী"তে প্রকাশিত হ'লে সুখী হবো।

১৩৪৬ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ তারিখের (৪৬শ সংখ্যা) "দীপালীতে" শ্রীক্ষিতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত "আরশি" নামক গল্পটি পড়লাম। ইহা অনুবাদ করা হয়েছে ফরাসী লেখক Lespess "The Mirror" নামক রচনা হতে।

এই সম্পর্কে, ১৩৪২ সালের আশ্বিন মাসের (৬ষ্ঠ সংখ্যা) "মাসিক বসুমতী"তে শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "অন্ধবালিকা" নামক গল্পটি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ক্ষিতিভূষণবাবু জানিয়েছেন, রচনাটি ফরাসী লেখকের গল্প হ'তে অনূদিত। আর সৌরীন্দ্রবাবু জানিয়েছেন, উহা তাঁর নিজের লেখা। প্রবন্ধ দু'টীর বিষয়বস্তু ও পরিণতি একই হওয়ায় সত্যই আমি বিস্মিত হয়েছি।

ক্ষিতিভূষণবাবুর প্রবন্ধে আছে—"গোলাপের সুবাস আমি পাই, তার গড়নটাও অনুভব ক'রতে পারি, কিন্তু তার বর্ণ যার সঙ্গে নারীর লাবণ্যের উপমা দেওয়া হয়—সেই অপরূপ বর্ণ টি আমি ভুলে গিয়েছি, তার বর্ণনা আমি দিতে পারব না।"

সৌরীন্দ্রবাবুর গল্পে আছে—"গোলাপের গন্ধ আজো পাই—তার নরম পাপড়ির পরশ পাই হাতে। শুনি, মেয়েমানুষের রূপের তুলনা মানুষ করে ফুলের রঙের সঙ্গে। সে তুলনা মানুষ করে কি করে, বুঝেও আমি বুঝতে পারি নে।"

আর একটা—

—"সেদিন হাতড়ে হাতড়ে একটা জিনিষ পেলাম। ভাবতে পারো সেটা কী? মুখ দেখবার একটা আরশী।"

"আজ সকালে হাতড়াতে হাতড়াতে হাত পড়ল কিসে—জানিস? একখানা বড় আয়নায়।" এরকম আরও অনেক আছে।

আমার মনে হয়, সৌরীন্দ্রবাবুর এই গল্পটী ফরাসী গল্পের অনুবাদ। কিন্তু ক্ষিতিভূষণবাবু ঋণ স্বীকার করেছেন, আর সৌরীন্দ্রবাবু তা' স্বীকার করেন নি, এই প্রভেদ। আমার নমস্কার জানবেন। ইতি—

শ্রীসন্তোষকুমার চাকী
নওগাঁ, (রাজসাহী)

আলোচনার আসর

মেয়েদের আপ-টু-ডেট্‌ বলে কি গুণ থাকিলে?

(৮)

দীপালী 'নারীলোক' পরিচালিকা মহাশয়া
সমীপেষু—

মহাশয়া!

ভগ্নি শ্রীমতী অপর্ণা দাসের প্রস্তাবিত আলোচনাটি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মতামতই সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম, দীপালীতে প্রকাশিত হইলে সুখী হইব।

আপ-টু-ডেট্‌ কথাটি বিদেশী হইলেও আমাদের সমাজে আজকাল ইহা বিশেষভাবে পরিচিত। যাহা হউক এখন আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে প্রকৃত আপ-টু-ডেট্‌ কাহাকে বলে?

রুজ, পাউডার, লিপ্‌ষ্টিকে সুসজ্জিতা, জমকাল শাড়ী, জামা, হাই-হিল্‌ জুতা পরিহিত ভ্যানিটি ব্যাগ হস্তে পথচারিণী নারীকেই কি আপ-টু-ডেট্‌ বলিব? না, টেনিস্‌ লনে বা গার্ডেন পার্টিতে পুরুষ বন্ধুদের সহিত ক্রীড়ারতা নারীকে আপ-টু-ডেট্‌ বলিব? না, মোটর গাড়ীর চালিকা রূপে যাহাকে দেখিতে পাই তাহাকে এই আখ্যায় ভূষিত করিব? না, যে নারী মাতাপিতার মুখে কালি মাখাইয়া তথাকথিত প্রেমিকের সহিত পলায়ন করে তাহাকে আপ-টু-ডেট্‌ বলিব?

এই আপ-টু-ডেটের দোহাই দিয়া কেহ কেহ এমন সব কাজ করে যাহা যেমনি বিবেক-বিরুদ্ধ তেমনি দৃষ্টিকটু, এই আখ্যা পাইবার জন্য অনেকে পাশ্চাত্যের হুবহু অনুকরণ করিতে যাইয়া নিজস্ব সত্তা হারাইয়া ফেলে এবং সময় সময় এমন বিপদে পড়ে যে উদ্ধারের আর উপায় থাকে না। আমাদের বুঝা উচিত যে ঐ দেশের সমাজের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি এদেশ হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। তাই বলিয়া—মেয়েদের গৃহকোনে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে বলি না বা যে পর্দ্দার অন্তরালে জীবন অতিবাহিত করে তাহাকে আপ-টু-ডেট্‌ বলিব না। আমার মতে বৃথা আড়ম্বর ও হাব-ভাব না করিয়াও বোধ হয় আপ-টু-ডেট্‌ হওয়া যায়।

আধুনিকা হইতে হইলে প্রথমেই দরকার সুশিক্ষার। শিক্ষায় একদিকে যেমন মনের উদারতা বৃদ্ধি করে পক্ষান্তরে তেমন রুচি মার্জ্জিত করে। কোনও ইউরোপীয় মহিলা বলিয়াছেন যে শিক্ষাহীন নারী প্রকৃত সুন্দরী হইতে পারেন না। কেবল স্কুল কলেজে পড়িয়া ডিগ্রি লাভ করিলেই চলিবে না; সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক কাজ কর্ম্মও উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে হইবে, সৌন্দর্যপ্রিয় মেয়েদের হাতের কাজে পরিচ্ছন্নতা ফুটিয়া উঠে। আজকালকার মেয়েদের এ গুণটাও থাকা দরকার। উপযুক্ত হস্তে সাজান গোছান অতি নগণ্য জিনিষও অনেক সময় সুন্দর দেখায়। সেবা শুশ্রূষা মেয়েদের অন্যতম গুণ বিশেষ। আধুনিকারা এ গুণটিও আয়ত্ব করিবেন। এবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমার মতে প্রত্যেক মেয়েই First Aid শিক্ষা করিবেন। সরলতা ও লজ্জা মেয়েদের স্বাভাবিক গুণ, কিন্তু প্রয়োজনবোধে তাহারা পাষাণের মত কঠিন হইবে এবং লজ্জা ত্যাগ করিয়া পরপুরুষের সংস্রবেও আসিবে; তবে সব সময়ই নিজের, মাতাপিতার বা স্বামীর মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আলস্যে সময় না কাটাইয়া অবসর সময়ে পরোপকার বা সম্ভবমত দেশ-সেবা করিবে। মোটের উপর আপ-টু-ডেট্‌ যাহারা হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিজদিগকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিবেন যেন সংসারের যে-কোনও অবস্থাতেই তাল সামলাইয়া চলিতে পারেন।

আপনি আমার নমস্কার লইবেন। ইতি—

শ্রীমতী কনকপ্রভা সরকার
কালীঘাট, কলিকাতা

(৯)

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা,
সমীপেষু—

মহাশয়া,

এবারকার প্রস্তাবটি সত্যই আমার মনোনীত হইয়াছে। আমাদের দেশে যাহারা খুব আপ-টু-ডেট্‌ তাঁহারা লোকচক্ষে খুব শিক্ষিতা বলিয়া গণ্য। সত্য বলিতে কি তাঁহাদের অনেকেরই পেটে বিদ্যা নাই অথচ বাইরে তাঁহাদের ষ্টাইল দেখিয়া সাধারণ লোকে ভাবিয়া থাকেন, না জানি কত শিক্ষিতা। যারা স্কুল কলেজে অধ্যয়ন

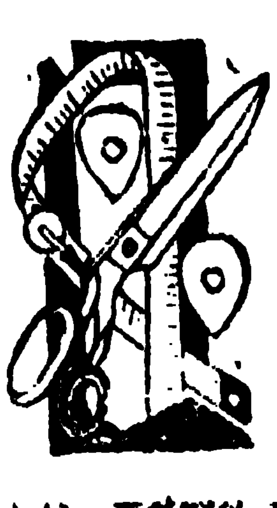

"সরল সীবন-শিক্ষা"
১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়। মূল্য ১।।০ মাত্র
৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জীপাড়া, কলিকাতা

করেন তাঁরা সাধারণত নিজেকে শিক্ষিতা বলিয়া প্রচার করেন।

প্রকৃত পক্ষে নারীরা যদি শিক্ষা লাভ না করেন, তবে তার জ্ঞানও ঐ পচা সার-কুঁড়ে গিয়া ইতি হইবে। যেমন আজকাল অনেক শিক্ষিতা নারীকে দেখিতে পাওয়া যায় যখন তাঁরা গার্হস্থ্য জীবন আরম্ভ করেন তখন তাঁরা গার্হস্থ্য জীবনের নানারূপ কর্ত্তব্য হারাইয়া ফেলিয়া থাকেন। শুধু কেমন করিয়া ফ্যাসান করিতে হয় ও কেমন করিয়া টেবিল চেয়ারে বসিয়া নাটক নভেল পড়িতে হয়, ইহাতে অনেকে পটু হইয়াছেন। প্রত্যেক নারীকে আত্মরক্ষা নিজেকে করিতে হইবে, কোনরূপ বিপদে পড়িলে সাধ্যমতে নিজেকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক নারীর মান মর্য্যাদা প্রত্যেকের কাছে মহা মূল্যবান।

নারী দয়াবতী, করুণাময়ী—তাঁর অন্তর বাহির সকল দিক করুণায় পূর্ণ তাহা সত্য; তবে স্থানবিশেষে তাঁহাকে পাষাণীও হইতে হইবে। ননীর পুতুলের ন্যায় গলিয়া গেলে চলিবে না। তাঁহাকে ভাবিতে হইবে আমি খেলাঘরের পুতুল নই। মেয়েদিকে যেরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার ভাল, মন্দ যা কিছু সে সকলের দায়ী শিক্ষক মহাশয়গণ। আমরা চাই না যে গোলাপের মত প্রস্ফুটিত শরীর মনকে পচা সারকুঁড়ে অর্পন করা হয়। বিদ্যা আমাদের বাহুবল, বিদ্যা আমাদের বুকের বল, সেই বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া নারী প্রকৃত রূপে নিজেকে বিকশিত করিয়া, নারীর অন্ধকার হৃদয়ে সত্যকার আলো ফুটাইয়া অন্ধকারকে দূর করিয়া নিজ বাহুবল সঞ্চয় করিয়া জগৎ প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইবেন। নিজেকে দুর্ব্বল ভাবিলে চলিবে না—নারীকে মাতৃরূপ ধারণ করিয়া পুরুষের বাহুবল জোগাইতে হয়। এই কথাটী অহরহ চিন্তা করিতে হইবে। প্রকৃত আপ-টু-ডেট্ যদি নারীকে হইতে হয়, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিবার জন্য সংসারের যাবতীয় কার্য্যগুলি উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে হইবে। কার্য্যশেষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাহিরে কোন মিটিং-এ যাতায়াত করাও খুব দরকার, তাহাতে অনেক জ্ঞান বাড়ে। সত্য, যে নারী বিদ্যায় বুদ্ধিতে সর্ব্বজ্ঞানে নিজেকে উন্নত করিতে পারিবেন তিনিই হইলেন সত্যকার আপ-টু-ডেট্। ইতি।

এ, নেশা বেগম
ভবানীপুর, কলিকাতা

(১০)

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

কি গুণ থাকিলে মেয়েদের আপ-টু-ডেট্ বলে সে সম্বন্ধে আমার মতামত আপনার বহুল প্রচারিত দীপালীতে দয়া করিয়া প্রকাশ করিলে বাধিতা হইব।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে আমি আপ-টু-ডেট্ বলিব তাহাকে যিনি আধুনিক যুগ-সমস্যার সমাধানোপযোগী ভাবে নিজেকে তৈয়ারী করিতে পারিয়াছেন। বিস্তারিত ভাবে বলিতে গেলে আমি আপ-টু-ডেট্ বলিব তাঁহাকে যিনি উচ্চশিক্ষিতা হইয়াও ভারতীয় রূপচর্চ্চায় অভিজ্ঞা, যিনি বাজাইতে নাচিতে গাহিতে, অভিনয় করিতে এবং বক্তৃতা দিতে পারেন। যিনি সাঁতার কাটিতে, লাঠী-ছোরা-টেনিস খেলিতে, সাইকেল ও ঘোড়ায় চড়িতে জানেন। যিনি একাকী ট্রামে বাসে চলিতে, হগমার্কেট, কলেজ ষ্ট্রীটে বাজার করিতে সাহস রাখেন। যিনি চায়ের টেবিলে বন্ধু বান্ধবীদের আনন্দ দানে যেরূপ পটু তেমনি বিরাট ভোজে রান্না করিয়া পরিবেশনে পরিতুষ্ট করিতে সেইরূপ পারদর্শিনী। নিজের বিবাহে যিনি পণপ্রথার পক্ষপাতী পিতার বিরুদ্ধাচরণে পশ্চাৎপদ নহেন। যিনি কায়মনোবাক্যে স্বামী-সেবায় গৌরবান্বিতা হইয়াও স্বামীর উপার্জ্জনে একান্ত নির্ভরশীলা হইতে কুণ্ঠিতা। হাই-হিল জুতা পায়ে দিয়া ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে করিয়া পুরুষ বন্ধুর হাত ধরিয়া যাহারা সিনেমা থিয়েটারের দরজা আলোকিত

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

(২২)

ওলের চাট্‌নি

ওল ছোট ছোট করে কেটে সিদ্ধ করে নিন্, পরে খোসা ছাড়িয়ে পরিমাণমত তেঁতুল, কাঁচালঙ্কা ও সামান্য সরিষা সহযোগে বেঁটে নিন্। তারপর লবণ ও তেল দিয়ে বেশ ভাল করে আর একবার মেখে কাঁচের পাত্রে তুলে নিন এবং মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিবেন। ইহা খেতে মুখরোচক হয়।

বিলকিস আরা মহম্মদ হেতাম খাঁ
রাজসাহী

(২৩)

নারিকেলের চপ্‌

১টি নারিকেল কুরিয়া বাটিয়া নিন, একটি পাত্রে জিরে-মরিচ বাটা, লঙ্কা বাটা, আদা পেঁয়াজ বাটা, কিসমিস্, বাদাম, পেস্তা ও গরম মশলা বাটা নিন। এইবার ঐ সব মশলা আর আন্দাজমত নূন চিনি দিয়া নারিকেল বাটাটি মাখিয়া ফেলুন। উনানে কড়াই চাপাইয়া ঘি দিয়া ঐ গুলি ভুলিয়া বেশ করিয়া কসিয়া নিন্। কিসমিস্‌গুলি আগে ভাজিয়া লইবেন। তারপর আলুর খুলির ভেতর পুর দিয়া বেসনে ডুবাইয়া লাল করিয়া ভাজিয়া নিন। ইহা খাইতে খুব সুস্বাদু হয়।

শ্রীমতী অপর্ণা মুখোপাধ্যায়
উলুবেড়িয়া

(২৪)

ময়দার বিস্কুট

উপকরণ :—ফ্লাওয়ার ময়দা ৴১।০, চিনি ৴।০, ঘৃত ৴।৵০, দুই পয়সার ওজনের এমন কার্ব্ব, তিন পয়সার ওজনের সোডা বাইকার্ব্ব, টক দই ৴।৵, বিস্কুট তৈরীর কল, ছাঁচ।

প্রণালী :—ময়দাটিতে সমস্ত ঘিটি ময়ান দিয়ে মাখুন। তারপরে দই-এর মধ্যে চিনি, সোডা এমনকার্ব্ব (বেশ করে গুঁড়া করে) পরের পর মিশাইয়া দিন, তারপরে সেই দই দিয়া ময়দাগুলি মাখুন। ময়দার তালটি শক্ত হইবে, সুতরাং দইটি ক্রমশঃ মিশাইতে হইবে। যেন নরম না হয়। এক্ষণে ঐ ময়দার তালটি একটি পাত্রে ঢাকা দিয়া রাখুন। পরের দিন (২৪ ঘণ্টা পরে) ঐ ময়দার তালটি হামানদিস্তা কিংবা শিলনোড়াতে খুব করিয়া কুটিয়া বড় বড় নেচি করিয়া পাতলা করিয়া রুটীর আকারে বেলুন। এক্ষণে ছাঁচ দিয়া বিস্কুটের আকারে কাটিয়া নিন। বিস্কুটের কলের দুইটি প্লেট থাকে। একটি প্লেটে বিস্কুটগুলি সাজাইয়া কয়লার আঁচে কলটি চাপান, কলের উপরের ট্রেতে কাঠকয়লার আগুন দিবেন। প্লেটটি দু'মিনিট অন্তর বাহির করিয়া বিস্কুটগুলি উল্টাইতে হইবে। দু' তিনবারেই বিস্কুট প্রস্তুত হইবে। প্রথম প্লেটের বিস্কুটগুলি যে সময় সেঁকা হইবে সেই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় প্লেটখানিতে বিস্কুট সাজাইয়া রাখিতে হয়।

শ্রীমতী প্রতিমা রায়
বাঁকুড়া

(২৫)

"মিষ্টি কুমড়ার মোহন ভোগ"

উপকরণঃ—কিস্‌মিস্—একপোয়া, পেস্তা কুচি আধ ছটাক, দুধ—একসের, চিনি—আধসের, পাকা মিষ্টি কুমড়া কুচি করিয়া কাটা—প্রায় একসের।

প্রথমতঃ মিষ্টি কুমড়াগুলি ঘৃতে ভাজিয়া দুধ, চিনি, পেস্তা, কয়েকখানা তেজপাতা দিয়া মৃদু মৃদু আঁচে জ্বাল দিতে হইবে। দুধ শুখাইয়া গেলে আস্তে আস্তে নাড়িতে হইবে, (যেন গলিয়া না যায়) তারপর আরও কিছু ঘি ও ছোট এলাচের গুঁড়া মিশাইয়া দিলেই হইল।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী
সেরপুর টাউন

সোনা 10 ভরি

পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারান্টেড কেমিক্যালের চুড়ি। যে দেখিবে ৫০০৲ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে। সুন্দরভাবে ফাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিনি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিজ্ঞজন এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২॥০। পোষ্টেজ ॥০। ৪ সেট ৭॥০। সার্ট বোতাম ২৲, নেকলেস ৩॥০, আংটি ১৲, মাকড়ী জোড়া ১৲, কানফুল জোড়া ১৲, মফচেন ২॥০, ঝুমকো জোড়া ২॥০, ক্যাটলগ্ তৈরী নাই।

GOLD & SILVER'S MART (Di)
Post Ward No. 7, Muttra, U. P.

করিয়া আপ-টু-ডেটের অভিনয় করেন তাঁহারা আপ-টু-ডেট্ নন।

আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি—

বিনীতা
কুমারী কমলা রায়
গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা

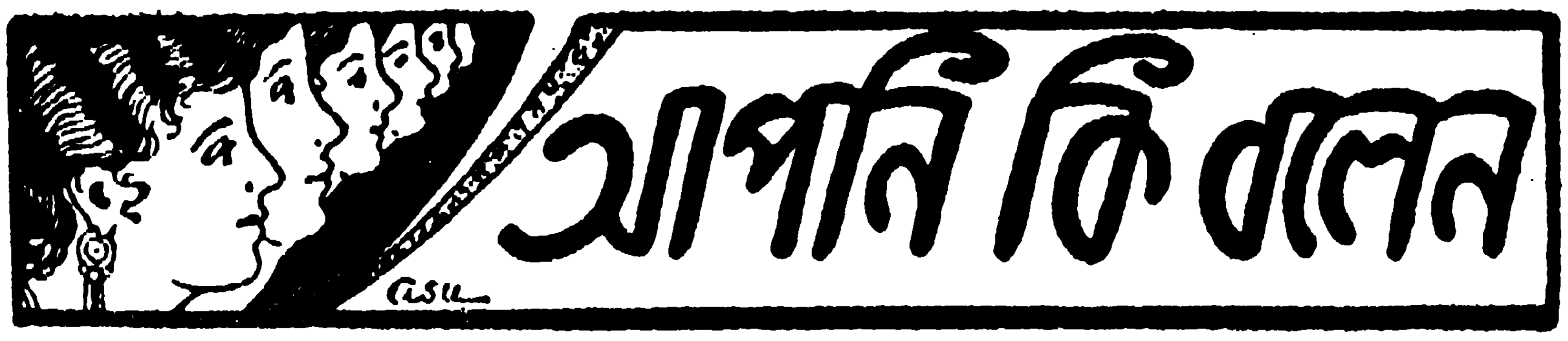

"নারীলোকে"র প্রশ্নোত্তরে মূল্যবান আলোচনার অভাব

(৬)

শ্রদ্ধেয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

গত বর্ষের ৪৮শ সংখ্যা ও বর্ত্তমান বর্ষের ২য় সংখ্যা দীপালীর নারীলোকে "জনৈকা পাঠিকার অভিমত" শীর্ষক যে দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমার অভিমতটুকুও আপনাদের পত্রিকায় যথাসময়ে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে আনন্দিতা হইব। আমার মতে ৪৮শ সংখ্যায় শ্রীবিজয়া ঘোষ ভগিনীর মন্তব্যটি যেরূপ রূঢ় সেইরূপ লজ্জাজনক, অথচ এই অপ্রিয় সত্যতায় সন্দিহান হইয়া প্রতিবাদ করা সমীচীন নহে। যত ছোটই হউক, কোন বিষয় জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করা কিছু মাত্র দোষণীয় নহে, বরং অবস্থাবিশেষে প্রশংসনীয়। কিন্তু আলোচ্য প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া উভয় পক্ষেরই যে জ্ঞান এবং বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা স্বীকার করিয়া লইলে দীপালী নারীলোকের প্রশ্নোত্তর ব্যাপারে আমাদের লজ্জিতা হওয়াই স্বাভাবিক। অযথা বিতর্ক নিতান্তই অশোভন। বর্ত্তমানে এই প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে এমন কোন মূল্যবান আলোচনা দেখিতে পাওয়া না, যাহাকে গৌরবের ভিত্তি বলিয়া মনে করিয়া পুলকিত চিত্তে বলিতে পারিব "একজনের ঔৎসুক্য, সে যত ছোটই হোক্, জানিবার অধিকার হইতে কেহ তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারেন না।" ব্যক্তিগত ক্ষতিই যে একমাত্র ক্ষতি নহে, এবং অবিরত কতকগুলি নিম্ন-শ্রেণীর আলোচনা দ্বারা "কাহারও কিছু ব্যক্তিগত ক্ষতি" হয় না সত্য, কিন্তু ইহাতে এক দিকে যেমন নিজেদের দৈন্য ফুটিয়া উঠে, অন্য দিকে আমরা যাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসি, সেই দীপালীর মর্য্যাদা হানি করা হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক এইটুকু স্মরণ করিলে ভগিনী শ্রীইলা মিত্র সম্ভবতঃ প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইতেন না। ভগিনী যে শুভবুদ্ধিপরবশ হইয়াই আক্রান্তা ভগিনীগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহই নাই, এবং সে জন্য আন্তরিক ধন্যবাদও জানাইতেছি, কিন্তু তাঁর যুক্তি-গুলি গ্রহণ করিতে না পারায় দুঃখিতা হইলাম। নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করিয়াও হয়ত কর্ত্তৃপক্ষ উৎসাহ দানের নিমিত্তই সময়ে সময়ে আমাদের নিকৃষ্ট শ্রেণীর আলোচনাগুলিও পত্রস্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বদাই সে উদারতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া উহার অপব্যবহার করাও আমাদের উচিত নহে। গত কয়েক বৎসর হইতে দীপালীর কর্ত্তৃপক্ষ "নারীলোকে"র উৎকর্ষ সাধন আশায় যে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছিলেন, আমার মনে হয়, সে বিষয় নিতান্ত হতাশ হইয়াই এবারে তাঁহারা উহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উদ্দেশ্য সার্থকতায় পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দিনেও উহা বলবৎ থাকিত এইরূপই আমার বিশ্বাস। এই পুরস্কার প্রত্যাহার পর্ব্ব দীপালী "নারীলোকের" বিশেষ আলোচনার অসাফল্য প্রমাণিত করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন আলোচনায় কোন কোন ভগিনীর উৎসাহ শিথিল হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অধিকন্তু আমার ভয় হয়, যদি মাত্র কতকগুলি নিরর্থক আলোচনা দ্বারা দীপালীর নারীলোক ক্রমশঃ ভারাক্রান্ত হইতে থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত কতিপয় লেখিকা ভিন্ন অন্যান্য গ্রাহিকা বা পাঠিকার অভাবও অনুভূত হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা একেবারেই যে ভিত্তিহীন নহে তাহার কারণ দীপালীর ন্যায় একখানি শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিকও নারীলোকের "ছ্যাবলামী"র জন্য এতদঞ্চলে কোন কোন পুরুষ-মহলে যথোচিত সম্মান পায় না, আমি প্রত্যক্ষদর্শিনী, সুতরাং তর্ক বৃথা।

সত্য বটে আমরা প্রসঙ্গক্রমে বহুবিধ ঘরাও কথা কহিয়া থাকি, সত্য বটে উহার উৎকর্ষ সাধনের পরিবর্ত্তে মাত্র বক্রোক্তি করা নিন্দনীয়, তবুও আমাদের নিজেদের এবং দীপালীর সম্মান রক্ষার্থে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যাহাতে আলোচ্য বিষয়গুলি নিতান্তই পাঠের অযোগ্য না হয়। শ্রদ্ধেয়া ভগিনী শ্রীইলা মিত্র "ছোটবেলার একটা কথা মনে" করিয়া "ঠাকুর মশাই"এর পরিবর্ত্তে "ঠাকুর মশাইদের" পরিচয় দিবার সুযোগে নিজের "ছোটবেলার" জ্ঞানের বা বিবেচনার পরিচয় দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। পরিণতবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে ব্যক্তিবিশেষের নির্ব্বুদ্ধিতা, ব্যক্তিমাত্রেরই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় নহে, এবং "ঠাকুর মশাই" বা "পুরোহিত"ই কেবল ভগিনী শ্রীবিজয়া ঘোষ কথিত "গুরুদেব"-এর আসন অলঙ্কৃত করেন না। উপযুক্ত গুরুলাভ সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহাদের ভাগ্যাকাশে ভগিনী শ্রীইলা মিত্র পরিচিত "ঠাকুর মশাই" গুরুদেবরূপে উদয় হইয়াছেন তাঁহারাও কম কৃপার পাত্র বা পাত্রী নহেন। সুতরাং ভগিনী ব্যঙ্গ না করিলেই অধিকতর আনন্দিতা হইতাম। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি

বিনীতা

শ্রীমতী বিমলা মুখোপাধ্যায়
গোল মার্কেট, নিউ দিল্লী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—ছয়—

দরজার কাছ হইতে ফিরিয়া নন্দরাণী নিঃশব্দে স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সিঁড়িতে পদধ্বনি শুনিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সে মৃদুকণ্ঠে কহিল—তাহ'লে তুমিই সব কথা গুছিয়ে বলো, আগে থেকেই টাকার কথা তুলে আর কাজ নেই—

তাহাকে ইঙ্গিতে চুপ করিতে বলিয়া কুঞ্জ তৎক্ষণাৎ বলিয়া ওঠে—সে তুমি ভেবোনা, আমি সে সব কায়দা করে বলব'খন। তারপর সহসা তাহার মনে এক শঙ্কাজনক সম্ভাবনার কথা উদয় হয়, সিঁড়ির পদধ্বনির দিকে কাণ পাতিয়া সে চুপি চুপি অলককে প্রশ্ন করিল—এমনও ত' হতে পারে অলকবাবু, ছেলেরা রেগে লোকনাথবাবু পাগল ছিলেন একথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে, তারপর আমাদের নামেই একটা মামলা রুজু করে দিতে কতক্ষণ ?

এ প্রশ্নে অলক হাসিল মাত্র। ঠিক এই মুহূর্তে এ ঘরে তাহার উপস্থিতি যে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয় একথা সে বুঝিতে পারে, তবু অনিচ্ছাসত্বেও সে বাহিরে যাইতে পারে না। এই পরিবারটির উপর তাহার অকস্মাৎ গভীর সহানুভূতি জাগ্রত হইয়াছে। এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে সে তাহাদের ছাড়িয়া যাইতে পারে না। অপ্রিয় সত্যভাষণ শুনিয়া জহর ও সুবর্ণের মনে তাহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিবার দুর্দমনীয় লোভ সে কিছুতেই জয় করিতে পারিল না। এই কারণেই ব্যক্তিগত কৌতূহল প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সেইখানেই দৃঢ়ভাবে বসিয়া রহিল। কুঞ্জকে প্রবোধ দিয়া সে নীচু গলায় বলিল—মাম্‌লা করবার চেষ্টা হয়ত একটা হবে, কিন্তু দাঁড়াবার কোন উপায় নেই।

সেই মুহূর্তেই জহর ও সুবর্ণ বেগে ঘরে ঢুকিয়া প্রায় একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল—কি হয়েছে মা, তোমার সবতাতেই তাড়া— তারপর ঘরে এক অপরিচিত ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া চুপ করিয়া গেল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া অলক হয়ত প্রকৃতি বিশ্লেষণের একটা চেষ্টা করে, সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কষ্টসহিষ্ণু ছেলে মেয়ে, কোথাও আভিজাত্যের একবিন্দু চিহ্নমাত্র নাই, কে বলিবে ইহাদের পশ্চাতে গৌরবময় বংশমর্য্যাদার পটভূমি বর্ত্তমান। সুবর্ণকে আর একবার ভালো করিয়া দেখিতে গিয়া অলক বিশেষ বিস্মিত হইয়া পড়িল, যেন অপটু শিল্পীর হাতে আঁকা দা ভিঞ্চির ছবির একখানি নকল। দেহে কি লাবণ্য—শরীরে কি দীপ্তি!

ঘরের মধ্যে এই বিশ্রী স্তব্ধ আবহাওয়ার আভাস পাইয়া জহর অবাক হইয়া গেল, সে বুঝিল কোথায় একটা অশুভ কিছু ঘটিয়াছে, তাই সে ভয়ে ভয়ে বলিল—কি হয়েছে বলো ত'? কিছু খারাপ খবর নয়ত' মা?

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নন্দরাণী কহিল—কি যে ভালো আর কি যে খারাপ জানিনা বাবা, উনি সব বুঝিয়ে বলবেন, কথাগুলো তোমাদের জানা দরকার। তবে এটা মনে রেখো জহর যে আমরা যেটুকু করেছি তা তোমাদের ভালোর জন্যেই করেছি।

সকলের মুখের দিকে চাহিয়া সুবর্ণ যেন এক [illegible] সমস্যায় পড়িয়া গেল, সে কহিল—ব্যাপার কি বাবা? ইনিই বা কেন এসেছেন, কিছুই ত' বুঝতে পারছি না বাবা?

কুঞ্জ আগ্রহভরে জবাব দেয়, ইনি একজন পাকা উকীল, মানে ঐ যে কি বলে গো এটর্নি, তা বেশ বিচক্ষণ লোক, কলকাতা থেকে এসেছেন,—তারপর সহসা সকলের গম্ভীর মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া একটু বিরক্তস্বরেই কহিল—হয়েছে কি তোমাদের? যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, এত ভাবনারই বা কারণটা কি জানিনা বাপু! খবর ত' সুখবর, এতে খারাপ কোন্ জায়গাটা? এতগুলো টাকা হাতে এসে গেল, এ যদি না সুসংবাদ হয়, তাহলে সেটা কি! আমরা ত' আর ভিক্ষে চাইতে যাইনি, কি বলেন অলকবাবু!

সুবর্ণ বিস্মিতকণ্ঠে বলে—টাকা? কিসের টাকা বাবা? এত টাকাই বা আমাদের দিলে কে?

কুঞ্জ তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠে—অতো খোঁজে দরকার কি বাপু! টাকা পেয়েছ এই যথেষ্ট—

অনুযোগের ভঙ্গীতে নন্দরাণী বলিল—কি যা তা বকছ? ছেলে মানুষ, অত শত ও কি করে জানবে?

কুঞ্জ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া ওঠে—আমরা এখন বড়লোক, কতবার ত' তুমি বলেছ' ভগবান যদি টাকা দিতেন, সে কথা এখন বুঝি আর মনে নেই?

নন্দরাণী নিঃশব্দে আবার কুঞ্জর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু এবার আর তাহাকে কিছু বলিল না, তারপর ছেলে মেয়েদের-বিশেষ করিয়া জহরকে উদ্দেশ করিয়াই কহিল,—বড়লোক হবার কোনো কথা নয়, ও-সব বাজে কথা, তবে আমরা একটা উইলের দরুণ হঠাৎ অনেক

টাকার মালিক হয়ে গেছি, কিন্তু এ-ই-ই সব নয় বাবা, আরো কথা আছে। আমরা মিছে কথা বলে এসেছি এতদিন, আমরা তোমাদের সত্যিকার বাপ-মা নই—

—সে আবার কি? এ তুমি কি বলছ মা?

দৃঢ়কণ্ঠে নন্দরাণী কহিল—না বাবা, তোমার বাবা লোকনাথবাবু মস্ত বড়লোক ছিলেন। ব্যাঙ্ক, মিল এই সবের মালিক, আজ-ই তিনি মারা গেছেন, তুমি তাঁর অবৈধ সন্তান—

গভীর ঘৃণাভরে জহর কহিল—অ-বৈ-ধ অর্থাৎ illegitimate—ছিঃ ছিঃ—

সুবর্ণ অস্ফুট কণ্ঠে কি একটা বলিল, কথাটা তেমন শোনা গেল না।

অলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জহরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জহরের মুখভাবে আত্মাভিমানের উদ্ধত ছাপ পরিস্ফুট, তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিতে সে শেখে নাই, অলকের এই ধারণা হইল।

নিষ্প্রাণ আহত কণ্ঠে জহর বলিল—জগতশুদ্ধ লোক জানবে যে আমার জন্মের ঠিক নেই, সমাজে আমার আর মাথা তুলে দাঁড়াবার উপায় রইলো না, এরপর বেঁচে আর লাভ কি মা?

সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া আবেদনের ভঙ্গীতে নন্দরাণী কহিল—জানাজানি তেমন হবে না বাবা, আর তাতেই বা তোমার দোষ কোথায়, তুমি আমার সেই জহরই আছো, আমরা ত' তোমায় ছাড়ব না জহর।

জহর আবার গভীর দুঃখভরে পুনরাবৃত্তি করিল—Illegitimate, তারপর আবার বড়লোক। আর কিছু বলিল না, বোধ করি, বলিবার আর সামর্থ্য ছিল না।

সুবর্ণ কহিল—লোকনাথবাবুই কি আমাদের টাকা দিয়েছেন মা? কিন্তু কি হয়েছিল, কেনই বা তুমি আমাদের মানুষ করলে?

—আমাদের তখন বড় অভাব, সব দিন অন্ন জোটে না। সেই সময়েই জগদীশবাবু আমাদের দুঃখ দেখে তোমাদের মানুষ করতে দিয়েছিলেন আর কিছু টাকারও বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গ উপস্থিত চাপা দিবার উদ্দেশ্যেই কুঞ্জ বলিল—তাও খুব কম টাকা।

জহর ইতিমধ্যে কতকটা আত্মস্থ হইয়া রুক্ষ ভাবে অলককে প্রশ্ন করিল—কিন্তু আপনি কে? এ ব্যাপারে আপনার সম্পর্কটা কি?

জহরের উপর অলকের একটু অশ্রদ্ধা হইয়াছে, সেও তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিল—সম্পর্ক অনেকখানি। আমি লোকনাথ মজুমদারের এটর্ণি, আমাকেই সব বন্দোবস্ত করতে হবে।

—তাহ'লে এ কাহিনীর সবটাই সত্যি?

—নিশ্চয়ই, তাঁর উইলেই প্রকাশ।

উদ্বিগ্ন নন্দরাণী জহরের মুখের দিকে অসহায় ভঙ্গীতে চাহিয়াছিল, সে ক্রমশঃই যেন দূরে সরিয়া যাইতেছে। তাহাকে কাছে টানিয়া আনিবার জন্য নন্দরাণী আর একবার মরিয়া হইয়া বলিল—সব জড়িয়ে ব্যাপারটা খারাপ নিশ্চয়ই, কিন্তু তার জন্যে এত বিচলিত হলে কি চলে? আমাদের উপর তুমি অসন্তুষ্ট হয়ো না বাবা, আমাদের কি অপরাধ? আমরা তোমাকে না নিলে অন্য কেউ নিশ্চয়ই ভার নিত, ছেলে মানুষ করা যে কি, কত কষ্টে যে তোমাদের মানুষ করেছি, তা' তোমরা জানো। এক দিনের জন্যেও তোমাদের পর মনে করিনি—এই পর্য্যন্ত বলিয়া নন্দরাণী বোধ করি ভাবাবেগ দমন করিবার জন্য আঁচলে মুখ ঢাকিল।

জহর নন্দরাণীর দিকে চাহিল না। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, অফিসে, পার্টিতে, সমাজে, বন্ধু-মহলে কোথাও আর আমার মুখ দেখাবার উপায় রইল না—

কুঞ্জ তাহাকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিল—আর তোমাকে ত' চাকরী করতে হবে না জহর, এখন আর তোমার অভাব কি?

—তা' হলেও একদিকে জন্মের পরিচয়, আর একধারে কাঞ্চন-কৌলিন্য, এ যে দাঁড়িপাল্লায় ফেলা যায় না—তারপর বড়লোক, ক্যাপিটালিষ্ট, ছিঃ ছিঃ—

অলক গম্ভীর গলায় কহিল—হ'লেই বা বড়লোক, তিনি ত' দেশের সেবায় অনেক কিছুই করেছেন, অনেক টাকা দান করেছেন, সে ত' সকলেই জানে—

জহর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল—আমরা যে সোস্যালিষ্ট, ক্যাপিটালিষ্টরা আমাদের শত্রু, মানে দেশের শত্রু। আমি যে রিপাব্লিকান সোস্যালিষ্ট দলের সেক্রেটারী—

জহরের এই উক্তি অলকের কাছে ছেলেমানুষী বলিয়াই মনে হইল, সে নিজের মনোভাব চাপিয়া শুধু বলিল—তাই নাকি!

সুবর্ণ অলকের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, তারপর জহর ও নন্দরাণীর মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিল। নিজস্ব বোধশক্তি অনুসারে এই ভয়ঙ্কর সংবাদে তাহারও মন আচ্ছন্ন হইয়াছে, তথাপি জহরের আচরণ সে সমর্থন করিতে পারিল না। একটু শ্লেষের সহিত সে বলিল—মার কথা ত' তুমি কিছু জিজ্ঞেস করলে না দাদা?

এই প্রশ্নে জহর যেন ক্ষেপিয়া গেল। উদ্ধত কণ্ঠে সে কহিল—কি দরকার তার? যা জেনেছি, তাই কি যথেষ্ট নয়? উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রহীন স্ত্রীলোক, নাম নেই ধাম নেই, নিজের ছেলেকে মানুষ করবার পর্য্যন্ত দায়িত্ব যে নেয় নি, কি দরকার তার খবরে? সে খবর জেনে কি আমরা চতুর্ভুজ হব?

নন্দরাণী আবার শান্ত কণ্ঠে বলিল—ছিঃ, জহর, ও-কথা বলতে নেই। তিনি প্রসব করেই মারা গিছলেন। তার পর আবার আবেদনের ভঙ্গীতে বলে, আমাদের উপর কি রাগ করেছিস্ বাবা! আমাদের—

জহর নন্দরাণীর দিকে একবার চাহিল, তারপর চীৎকার করিয়া

বলিয়া উঠিল—অত শত আমি জানি না, যত সব স্ক্যাণ্ডাল্‌স্—এইটুকু বলিয়া' সে জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

নন্দরাণী বলিল—দুটো মাকে না খেয়ে তুই ঠাণ্ডা হবি না জহর—তাহার কথায় প্রাণ নাই, অবসাদ ও হতাশায় সারা দেহ-মন ভরিয়া গিয়াছে।

এমন সময় একটা বিশ্রী গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল। পাশেই রান্নাঘর, নন্দরাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরের দরজা খুলিতেই দেখা গেল, ধোঁয়ায় সেই ছোট ঘরখানি ভরিয়া গিয়াছে। দুধ ঘন করিবার জন্য অল্প আঁচে উনানে বসান ছিল, তাহাই পুড়িয়া গিয়াছে। নন্দরাণী প্রায় কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—আহা, সমস্ত দুধটাই পুড়ে গেছে, ছেলেদের কি দেব কে জানে—

কুঞ্জ কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়াছিল। এই সামান্য কথায় তাহার আর রাগের সীমা রহিল না। সে অলককে লক্ষ্য করিয়াই বলিল—দেখুন দিকিনি আক্কেলটা! এই কি দুধ পুড়ে গেছে বলে চেঁচাবার সময়? ভালো জ্বালাতনেই পড়েছি—

সুবর্ণ নিঃশব্দে মাকে সাহায্য করিতে উঠিয়া গেল।

ঘরে ফিরিবার সময় শোনা গেল সুবর্ণ নন্দরাণীকে আন্তরিক ভালোবাসার সুরেই বলিতেছে—তুমি আমাদের মানুষ করে ত' ভালোই করেছ মা, এতে তোমার দোষ হবে কেন? তুমিই ত' মা!

নন্দরাণী সস্নেহে সুবর্ণর মাথায় হাত দিল, কিন্তু নন্দরাণী একথা জহরের কাছ হইতেই শুনিবার আশা করিয়াছিল, সে দুঃখ তাহার গেল না।

মায়ের পাশে বসিয়া সুবর্ণ কহিল—কিন্তু কেন যে তুমি এ কাজ করলে মা, তা আমি কিছুতেই ভেবে পাই না, কি তুমি বুঝেছিলে জানি না।

নন্দরাণী দেখিল জহর তখনও জানলার ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তারপর সুবর্ণকে সহজ কণ্ঠেই বলিল—আমরা যে বড় গরীব ছিলুম সুবী, অভাবে স্বভাব নষ্ট, পয়সা না থাক্‌লে অনেক কিছুই লোকে করে যা অভাব না থাক্‌লে কেউ কর্‌তো না।

সুবর্ণ তবু ছাড়িবে না, সে প্রশ্ন করিল—তুমি ত' বরাবরই নিজের হাতেই সব কাজ চালিয়ে এসেছ, বাবারও কাজকর্ম করা উচিত ছিল—

নন্দরাণী বলিল—তোমার বাবা ভালো জায়গাতেই কাজ কর্‌তেন, একবার একটা গোলমাল হতে চাকরী গেল, আর চাকরী পাওয়া গেল না—

সুবর্ণ কহিল—চাকরী আর হোল না, সে কি?

ছেলেমেয়েদের কাছে নন্দরাণী চিরদিন কুঞ্জকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, আজিকার এই অশান্ত আবহাওয়ায় সে আর সত্য কথা চাপিতে পারিল না, বলিল, চারদিকে ওঁর বদ্‌নাম রটে গেল, তাঁরা বড়লোক, সবাই বল্লে উনি নাকি মাতাল হয়েছিলেন।

সুবর্ণ সবিস্ময়ে কহিল—বাবা!

কুঞ্জ ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—ঠিক তা নয়। আমার ওপর তাঁদের আক্রোশ ছিল, আসলে ব্রেক ভাল ছিল না।

কুঞ্জ ও নন্দরাণীকে সাহায্য করিবার জন্য অলক উন্মুখ হইয়া বসিয়াছিল, সে কথা কহিবে এমন সময় জহর মুখ ফিরাইয়া সেই আহত স্বরে কহিল—টাকার কথা না এসে পড়্‌লে এসব কথা তোমরা বেমালুম চেপে যেতে নিশ্চয়ই!

সুবর্ণ চীৎকার করিয়া কহিল—তুমি চুপ করো দাদা!

নিজের কণ্ঠস্বরে সে নিজেই চমকাইয়া উঠিল, তাহার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের সহিত ইহার একবিন্দু যোগ নাই, সে আরো বিস্মিত হইল যে তাহার কথায় জহর সত্যই চুপ করিয়া গেল। জহর আবার তেমনই ভাবে জানলার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে সুবর্ণর মনে একটা নূতন প্রশ্নের উদয় হইল, সে বলিল—আমি ত' দাদার চেয়ে ছোট, যদি দাদার মা প্রসব করেই মারা গিয়ে থাকেন—

নন্দরাণী তৎক্ষণাৎ বলিল—লোকনাথবাবুর সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তোমার মাকে আমি জানি, তিনিও বড়লোকের মেয়ে—

সুবর্ণর মুখখানি লজ্জায় গভীর ভাবে রাঙা হইয়া গেল—সে ধরা গলায় বলিল—আমার বাবা?

—সে কথা আমরা জানি না।

—আমার মাও কি নেই?

—আছেন বৈকি, মস্ত ব্যারিষ্টারের স্ত্রী। অলক এ প্রশ্নের জবাব দিল।

সুবর্ণ সকলের মুখের দিকে একবার তাকাইল, তাহার সুন্দর মুখখানি লজ্জায়, অপমানে রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার গৌরবর্ণ মুখখানিতে সেই হৈমন্তী সন্ধ্যায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিয়াছে। এতকাল নন্দরাণীর আদর্শে সে তাহার সামাজিক সম্ভ্রমের মাপকাঠি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, এখন এই মুহূর্তেই সব পরিবর্তন করিয়া লওয়া বড় সহজসাধ্য নয়, এমন কি এতক্ষণে জহরের উপর তাহার সহানুভূতি সঞ্চারিত হইল।

সে ধীর ভাবে কহিল—তুমি যেন একটা অনাথ-আশ্রম খুলেছিলে মা। তারপর নন্দরাণীর বেদনাক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল, মানে কি জানো মা—হঠাৎ যেন সব ওলট-পালোট হয়ে গেছে, কোথায় যে দাঁড়িয়ে আছি জানি না—!

নন্দরাণী আবার আঁচলে মুখ লুকাইল, অলক বসিয়া বসিয়া নন্দরাণীর সংসার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল, এ-সংসারের যোগসূত্র কি ইহার পরও অবিচ্ছিন্ন থাকিবে, নন্দরাণীর সংসারটি তাহার কাছে বিদেশীর

চোখে ভারতবর্ষের মতো মনে হইতে লাগিল, এতগুলি বিভিন্ন মতাবলম্বীকে, বিভিন্ন চরিত্রকে লইয়া কিসের আকর্ষণে নন্দরাণী ঘর বাঁধিতে পারিবে! কি করিয়া ইহাদের মিলনের গ্রন্থি অটুট থাকিবে, ইহা সে ভাবিয়া পায় না। ব্যক্তিগত ভাবে তাহারও একটু চেষ্টা করা উচিত মনে করিয়া অলক ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—আপনাদের ওপর যদি কোনো অবিচার হয়ে থাকে তার জন্যে এঁরা—যাঁরা মানুষ করেছেন তাঁদের কোনো দায়িত্বই নেই, কোনো অপরাধ নেই। লোকনাথবাবুর সংসারে শান্তি ছিল না, তারপর যৌবনে মানুষের একটু আধটু পদস্খলন হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। যখন জহরবাবুর মা মারা গেলেন, তখন তিনি সত্যই কষ্ট পেয়েছেন এবং বিশেষ ব্যাকুল হয়ে আপনাকে মানুষ করবার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি নিজে গরীবের ঘরের ছেলে, তাই গরীবের ঘরেই—যাতে আপনার বাল্যজীবন গড়ে ওঠে সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার বাবা তাঁর বন্ধু ছিলেন, তাই তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই এখানে আপনাকে তিনি রেখেছিলেন, যতদিন বেঁচে ছিলেন আপনার সম্পর্কে সব খবরই তিনি নিয়েছেন, এদিকে এঁদের সংসারেও তখন বড়ই অভাব, কাজে কাজেই এঁরাও আগ্রহভরে আপনাকে গ্রহণ করেছিলেন, এতে কোথায় এঁদের অপরাধ? কোথায় যে ত্রুটী তা ত' আমি ভেবে পাই না—

সুবর্ণ হয়ত কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সেই সময় অলক বলিয়া উঠিল—আপনার কথা আলাদা, সে সময়ে আপনার মার বয়স ছিল খুবই কম, আপনার দাদামশায়ের সমাজে দারুণ সুনাম, তাই তাড়াতাড়ি সব কথা চাপা দেওয়া হয়েছিল।

সুবর্ণ শ্লেষভরে কহিল—আপনাদের কি এই রকমের কাজই বেশী করতে হয়?

অলক মৃদু হাসিয়া কহিল—বেশী না হলেও মাঝে মাঝে দু'একটা করতে হয় বৈকি।

এবার সুবর্ণ দুর্ব্বলকণ্ঠে কহিল—আমার মা কি আপনাদের কাছে কখনও খবর নেন?

অলক একটু ইতঃস্তত করিয়া কহিল—তিনি একটু আপন-ভোলা মানুষ, মানে তিনি কবিতা লেখেন কি না—

সুবর্ণ সরলভাবে বলিল—কবিতা লিখলে বুঝি ঐ রকম আপন-ভোলা হতে হয়? তারপর সুবর্ণ সহসা সচেতন হইয়া কহিল—কিন্তু অনীতা? তার সম্বন্ধে ত' কিছু বললেন না?

নন্দরাণী শান্তকণ্ঠে কহিল—অনী আমার আপন মেয়ে।

—সত্যি! মানে সত্যিকার মেয়ে?

—হ্যাঁ কোনো আশাই ছিল না, তারপর অনেক বয়সে অনী হোল।

সুবর্ণ বলিল—তোমার কোনো দোষ নেই, তুমি আমাদের জন্যে যা করেছ মা, তা অনীর জন্যও করেছ, নিজের মা আর তোমাতে তফাৎ কোথায়?

এরপর কিছুক্ষণ আর কোনো কথা হইল না, গুরুতার ঘোরটুকু কাটিবার পর কুন্ত বলিল—তাহলে এবার টাকার সম্বন্ধে—

এমন সময় সদর দরজায় ভীষণ জোরে কড়া নড়িয়া উঠিল,—আওয়াজ আর থামিতে চায় না, বাহিরে অনীতার গলা শোনা গেল, এতক্ষণে অনীতা আসিয়া পৌছিয়াছে—

নন্দরাণীর ম্লান মুখখানি ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

সুবৃহৎ উপন্যাস **মণিমালিনীর গলি**

দাম—দেড় টাকা

প্রাপ্তিস্থান :-

দীপালী গ্রন্থশালা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	১৬ কোটি		৩৪ লক্ষের উপর		
বীমা তহবিল…	২	„	৯৬	„	„
মোট সংস্থান…	৩	„	৩৬	„	„
দাবী শোধ…	১	„	৮৫	„	„
প্রিমিয়াম আয় …	…	…	৭৪	„	„

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইঃ আফ্রিকা।

ননীলালের বৈরাগ্য

(বড় গল্প)

—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার, আই-সি-এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অবিনাশ ভয়ে তিনহাত পেছিয়ে গিয়ে বল্‌ল, "জেলে দেওয়া উচিৎ। আমাকে? কেন? কেন? আমি কি করেচি?"

"জাল করেচেন। আবার ন্যাকা সাজছেন!"

"জা-জাল করেচি! বলেন কি! আপনি তো সাঙ্ঘাতিক মে-মে-মহিলা দেখচি! কিসে বুঝলেন জাল?"

"এ লেখায় একটা বানান ভুল নেই, একটা কাটাকাটি নেই, এ নাকি আমার স্বামীর লেখা?"

"ধরে ধরে লিখেচে, গুরুত্বপূর্ণ চিঠি কিনা, তাই ধ'রে ধরে লিখেচে, বুঝতে পারচেন না?"

ননীলাল বললেন, "আজ সাতবছর বিয়ে হয়েছে, উনি সাতবছর ধরে কল্যাণীয়াসু-তে মূর্দ্ধন্য-ষ লিখে আসচেন, আর আজ লিখচেন দন্ত্য-স। দাঁড়ান, আমি পুলিশে ফোন ক'রে দিচ্ছি!"

অবিনাশ বলল, "এ চিঠি আদালতে দাখিল হ'তে পারে, সেই জন্যে বানান টানান গুলো ঠিক ক'রে লিখেচে।"

ননীলাল বললেন, "আর ন্যাকামি করবেন না। বানান ভুল না থাকলে আদালতে কাগজ পত্তর দাখিল হবারই জো নেই একথা পাঁচবছরের ছেলেও জানে। আদালতে পিতার বানান পয়ে দীর্ঘ ঈকার দিয়ে। যান না, আদালতে গিয়ে একবার দেখেই আসুন না!"

অবিনাশ বলল, "আপনি যে-দিব্যি করতে বলবেন আমি সেই দিব্যিই করব। এ চিঠি ধনঞ্জয়েরই লেখা।"

ননীলাল বললেন, "বেশ তো, বেশ তো, দিব্যি টিব্যির দরকার কি, আপনি তাঁকেই একবার সাম্‌না-সামনি ডেকে এনে ভজিয়ে দিন না!"

অবিনাশ মনে মনে ভাবল মহামুস্কিল, যা ভয় করেচে তাই। সাম্‌না সাম্‌নি ধনঞ্জয় কখনই আসতে সাহস করবে না। চিঠি লিখেই সে গা-ঢাকা দিয়েচে।

ননীলাল জিগেস করলেন, "কি, এখন পুলিস ডাকব, না নিজে থেকেই যাবেন?"

অবিনাশ বলল, "আচ্ছা আমি চললুম।" তারপর শ্লেষ করে বলল, "আজ আর গুরুদর্শন হল না, আর একদিন এসে তাঁর চরণ দর্শন করে যাবো।"

অবিনাশ চলে যেতে যেতে শুনল ননীলাল খ্যাপার মাকে বলচেন, "খ্যাপার মা, চিঠিখানা ঝাঁট দিয়ে ফেলে দাও তো বাছা।"

অনেক গবেষণার ফল চিঠিখানির এই সদ্‌গতি হ'ল।

তরলিকা দেবীর বাড়ীতে ওরা সবাই গভীর ঔৎসুক্যে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করেই বসে ছিল। অবিনাশ যেমন পাকা সাহিত্যিক, দূত হিসেবেও সে তেমনি পাকাই হবে, এই ছিল ওদের দৃঢ়বিশ্বাস। কাজেই ওরা একরকম স্থির ক'রেই রেখেছিল অবিনাশের বুদ্ধি-কৌশলে ননীলালের বৈরাগ্য-মোচন এবার অবশ্যম্ভাবী।

অবিনাশ ফিরে এল। সমস্ত কথা শুনে ওরা ভয়ঙ্কর নিরাশ হল। সবচেয়ে দুর্দ্দশা হল ধনঞ্জয়ের। সে বলল, "এখানে আর লুকিয়ে বসে থেকে আমার কি লাভ? ওদিকে আমার বাড়ী ফেরবার পথও রাখলে না অবিনাশ। আমার এ-কুল ও-কুল দুকুল গেল।"

অবিনাশ বলল, "দেখ, উপন্যাস লিখে থাকি, জান তো? প্লট সব আমার মাথার মধ্যে গিস্‌-গিস্‌ করচে। এক প্লট বাতিল হ'ল তায় হয়েচে কি? মা ভৈঃ। এস আবার সবাই মিলে পরামর্শ করি।"

তারপর একদিন ওরা চারজনে মিলে ননীলালের বাড়ী গিয়ে হাজির। নিবারণ এবং অবিনাশ, নরেন এবং অনিবাস। চারজনেই গঙ্গাস্নান ক'রে পট্টবস্ত্র প'রে গিয়েচে। স্নানের ঘাটের উড়িয়া ব্রাহ্মণ ওদের কপালে খুব ঘটা ক'রে তিলক কেটে দিয়েচে, ওদের দেখাচ্ছে যেন সুন্দরবনের ডোরাকাটা বাঘ।

ননীলালের গুরুঠাকুর তখন প্রকাণ্ড পাথর বাটিতে সাত্ত্বিকভাবে চা পান এবং আনুসঙ্গিক মিষ্টান্নাদি যোগাহার ক'রে যৌগিক প্রক্রিয়ায় তা হজম করচেন। ওরা চারজনে এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত হয়ে গুরুদেবের অকৃত্রিম পায়ের ধূলা ভক্তিভরে কৃত্রিমভাবে পান ক'রে ফেলল।

মনীলাল একপাশে গরদের সাড়ী প'রে বসে বসে হ্রীং হ্রীং মন্ত্র জপ করছিলেন। ওদের দেখে বললেন, "কি আজ যে সবাই দলবদ্ধ হ'য়ে এসেচেন। কি মনে ক'রে?"

অবিনাশ বলল, "দেখুন সেদিনের কাজের জন্তে আমি অনুতপ্ত, আন্তরিক অনুতপ্ত। আমাদের চৈতন্ত হয়েচে, আমরা ভেবে দেখলাম সংসারে আর থাকব না। সংসারে অনেক জ্বালা—"

নিবারণ বলল, "অনেক পাওনাদার।"

নরেন বলল, "অনেক মেসেই ঘর বেঁধেছি, কিন্তু সে ঘর স্থায়ী হ'ল না—"

অনিবাস বলল, "আমার এমন অদৃষ্ট যে আমার কোনো নির্দ্দিষ্ট নিবাসই নেই, তাই তো আমি অনিবাস।"

অবিনাশ বলল, "তাই আমরা পথভ্রান্ত এই ক'টি পান্থ গুরুদেবের চরণাশ্রয় চাই—"

নরেন বলল, "গুরুদেব আমাদের পান্থপাদপ।"

অবিনাশ বলল, "তাই আমরা গুরুদেবের কাছে এসেচি। গুরুদেব, আপনি আমাদের দীক্ষা দিন দেবতা।"

গুরুঠাকুর তাঁর সুবিশাল উদর দক্ষিণ দিক থেকে বামদিকে সংন্যস্ত ক'রে বললেন, "দীক্ষা নিতে চাও? তত্ত্বজ্ঞান না হ'লে তো দীক্ষা দেওয়া চলে না, শাস্ত্রের নিষেধ। তা তোমরা কি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেচ?"

অবিনাশ বলল, "এই তত্ত্বজ্ঞান দেবতা যে সংসার মায়া।"

গুরু বললেন, "মায়া নয় মূর্খ, মায়া নয়, মায়ার বিজৃম্ভন।"

এই ব'লে গান ধরলেন, "মহামায়ারি ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ি কাঁদে।"

গান থামলে নিবারণ বলল, "দেবতা, আমাদের তত্ত্বজ্ঞান দিন।"

গুরু বললেন, "তত্ত্বজ্ঞান অমনি হয় না। পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। গুরুসেবা করতে হয়, তবে হয়।"

অবিনাশ বলল, "কায়মনোবাক্যে আমরা আপনার সেবা করব। কিছু মিষ্টান্ন এনেছি, যদি ভোগে লাগে। অনুমতি দিন।"

মিষ্টান্নাদি গ্রহণ ক'রে গুরু বললেন, "উত্তম, উত্তম। তোমরা প্রত্যহ এসো। সময় হলেই দীক্ষা দেব।" এই ব'লে স্বীয় উদরটিকে বাম দিক থেকে দক্ষিণদিকে ন্যস্ত করলেন। (ক্রমশঃ)

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

জাপানীদের যুদ্ধ-বিলাস

চীন জাপানের যুদ্ধে গত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৯ পর্য্যন্ত মোট সত্তর হাজার জাপানীর প্রাণ গিয়াছে। এখনও যুদ্ধ চলিতেছে!!

*

বাংলার মন্ত্রীমণ্ডল ও নোয়াখালি

বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস নোয়াখালিতে মুসলমান হস্তে হিন্দুদের দুর্দ্দশার তদন্তের জন্য একটি কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ভোটে টেঁকে নাই। ভোটে যে ললিতবাবু পরাজিত হইবেন, তাহা জানা কথা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল্ হকের মন্তব্যে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি বলেন, যতদিন হিন্দুর মাঠে ধান থাকিবে এবং মুসল্‌মান্‌দের থাকিবে না, ততদিন মুসলমানেরা হিন্দুদের ধান কাটিয়া লইবেই!! চমৎকার! মুসল্‌মান্ রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার উপযুক্ত মনোবৃত্তি! ইহাতেও যদি হিন্দু-মুসলমানে সখ্য না হয়, তবে আর কিসে হইবে? স্বরাষ্ট্র সচিব সার খাজা বলেন, এ সব অভিযোগ অমূলক, মিথ্যা। সুন্দর! মুসল্‌মান্‌দের অভিযোগের তদন্তে বিলাত হইতে রয়্যাল কমিশন আসিবে, আর হিন্দুদের অভিযোগের সামান্ত একটা তদন্তও হইবে না! জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলের জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত নিদর্শন। সেদিনও মাদারিপুরে (হিন্দু বর্জ্জিত) অভ্যর্থনা সভায় মিঃ হক্ উচ্চকণ্ঠে প্রস্তাব করিয়াছেন, ইসলামের জন্য তিনি ধন মান জীবন যৌবন সব দিতে প্রস্তুত। ইহাতে দোষ নাই—হিন্দু যদি হিন্দুর জন্য কিছু করে বা বলে তাহা হইলেই হয় সাম্প্রদায়িকতা!!

*

বৃহত্তর বঙ্গ

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাব ছিল, বাংলা ভাষাভাষী জিলাগুলি অন্য প্রদেশ হইতে আনিয়া একটি বৃহত্তর বঙ্গ গঠনের। স্বরাষ্ট্র-সচিব সার খাজা এ প্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন, এখন ইহার সময় নয়! মাননীয় ফজলুল হক বলিলেন, এ বৃহত্তর বঙ্গ গঠনের অর্থ বঙ্গদেশে মুসল্‌মান্ সংখ্যাধিক্যকে লঘু করিবার জন্য এই উদ্দেশ্য। অতএব বঙ্গের সীমা যদি বাড়াইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে অর্থাৎ মুসল্‌মান্‌দিগকে পাকি স্থান গঠনের জন্য সুযোগ দেওয়া হউক। অর্থাৎ চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজসাহী ও শ্রীহট্ট লইয়া এক মুসল্‌মান্ বাংলা প্রদেশ গঠিত হউক! প্রধান মন্ত্রী, যিনি বাংলার হিন্দু-মুসল্‌মানের প্রধান মন্ত্রী, তাঁহার এই মনোবৃত্তি! বাংলার ভাল-মন্দ তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়, ইঁহাদের প্রকৃত মনোভাব মুসল্‌মানের উন্নয়ন ও হিন্দু দমন—এবং তৎসঙ্গে নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখা। এই প্রসঙ্গে তিনি এমন সব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীর বলিয়া কল্পনা করিতেও হাসি পায়।

*

সার্ অতুল চ্যাটার্জ্জী

সার্ অতুল চ্যাটার্জ্জী লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সার্ অতুলই ভারতীয়রূপে এপদে এই প্রথম।

পর্দাবেষ্টিত মার্কাস স্কোয়ারে গত ১লা ফেব্রুয়ারী স্যার সর্বপল্লী রাধাকিষণের সভাপতিত্বে ইণ্টার কলেজিয়েট মেয়েদের স্পোর্টস্ হয়ে গেল। এবারে স্পোর্টসে অনেক মেয়ে যোগদান করেছিল। ভীড় হয়েছিল খুব।—অবশ্য বেশীর ভাগই কলেজ কামাই করা ছাত্র। মার্চ্চ পাষ্টের সময় নিজের নিজের কলেজের নামাঙ্কিত পতাকা নিয়ে মার্চ্চ করে মেয়েরা গেল, কিন্তু হায় পোষ্ট গ্রাজুয়েট! তাদের মেয়েরা নাম-গোত্রহীন ভাবেই মার্চ্চ করলো। বিশ্বস্তসূত্রে শোনা গেল যে মেয়েদের স্পোর্টসে যোগ দেওয়াতে খুবই উৎসাহ আছে সেইজন্য তারা কর্তৃপক্ষের কাছে ইউনিভার্সিটি নামাঙ্কিত পতাকা চেয়েছিল, কর্তৃপক্ষ নাকি মেয়েদের এসব পছন্দ করেন না, তাই বাজে অজুহাতে তাদের পতাকা না দিয়ে ফিরিয়ে দেন। এ বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া দরকার। লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজের মত পর্দ্দানশীন কলেজ যোগ দিতে পারে, বেথুনের যোগ দিতে এত আপত্তি কেন?

*

এবার বোম্বায়ে অল ইণ্ডিয়া অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ থেকে কুস্তি, ভারোত্তোলন, ভলি বল, বাস্কেট বল ও এ্যাথেলেটিকস্-এ যোগদানকারীরা এর মধ্যে রওনা হয়ে গেছেন বম্বে অভিমুখে। বাংলাদেশ থেকে মেয়েরাও প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে বটে কিন্তু একজনও বাঙালী নয় সবাই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। বাংলাদেশের মেয়েদের কবে এই অপমানের দিকে নজর পড়বে?

*

১৯৪২ সালে অল্-ইণ্ডিয়া প্রতিযোগিতা কোথায় হবে তা আজ পাতিয়ালার মহারাজার সভাপতিত্বে এক সভায় স্থির হবে। বোম্বাই আবার নিমন্ত্রণ করেছে। তারা পর পর দু'বার করতে পারে না, বাংলাদেশও নিমন্ত্রণ করেছে। ১৯৩৮ সালে বাংলাদেশে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেজন্য তার ভাগ্যেও বোধ হয় এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের ভার পড়বে না। এই সভায় সেক্রেটারী তার রিপোর্ট পাঠ করবেন, পঙ্কজ গুপ্ত মহাশয় ভারতবর্ষে একটা অলিম্পিক মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করবেন।

*

পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয়ে লাহোরে পাতিয়ালা ষ্ট্যাডিয়াম তৈরী হয়েছে, যুদ্ধের জন্য ইউরোপের সমস্ত দেশে স্পোর্টস্ সম্বন্ধে একটা অবহেলার ভাব এসেছে, সেই সুযোগে ভারত এ বিষয়ে এগোবার চেষ্টা করছে। পাতিয়ালা ষ্ট্যাডিয়াম পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ষ্ট্যাডিয়াম বলে গণ্য হবে। এখানে দুটো ট্র্যাক আছে, একটা ট্র্যাকের পরিধি হলো ৫০০ মিটার ও ২৩ ফিট চওড়া, এটা সাইকেল প্রতিযোগিতার জন্য। আর একটা ৪০০ মিটার ও ২৭ ফিট চওড়া, এটা এ্যাথেলেটিকসের জন্য। এখানে ২,০০,০০০ লক্ষ দর্শক একসঙ্গে বসে সমস্ত প্রতিযোগিতা দেখতে পারবে। প্রতিযোগীদের স্নানঘর, বিশ্রামাগার, খাবার ঘর, বসবার ঘর ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। মেয়ে প্রতিযোগীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলা দেশ এরকম একটা ষ্টাডিয়ামের কল্পনাও বোধ হয় করতে পারে না।

*

৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে কলিকাতা হকি লীগের জুনিয়ার দলের খেলা সুরু হয়েছে।

তৃপ্তিকর ও উৎসাহপ্রদ
টসের চা
পান করুন

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

বি, নান
(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যাণ্ট)
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বড়বাজার ৩২৩৪
এজেণ্ট: শ্লাইড্ এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট
কলিকাতা ও মফঃস্বল সিনেমা
বিশেষত্ব:—সিনেমা শ্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী এবং যাবতীয় বিজ্ঞাপনের কার্য্য। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

যৌবন শক্তি দান করিতে আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা
বহুমূত্র প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মেধাশক্তির হ্রাস ইত্যাদি রোগের মহৌষধ।
কৌটা মূল্য ১৲।
বৈদ্যশাস্ত্রী—২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ

তিনটি প্রশ্ন
???
শীলকরা খামে পাঠাইয়া দিন, না খুলিয়া যথাযথ উত্তর পাঠান হইবে
পারিশ্রমিক মাত্র ১৲টাকা
বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত
শ্রীপ্রবোধ কুমার গোস্বামী
"গোস্বামী লজ", বালী (হাওড়া), ফোন হাওড়া ৭০৬

পোলদার দলের খেলা সুরু হবে ৯ই তারিখ থেকে।

আগামী আন্তঃপ্রাদেশিক হকি খেলার জন্য বাংলাদেশ থেকে দল নির্ব্বাচনের জন্য চারটী ট্রায়াল ম্যাচ ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী খেলা হবে, সিলেকসন্ কমিটী লীগের খেলাসমূহ লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে থেকে ট্রায়াল ম্যাচের জন্য খেলোয়াড় মনোনীত করবেন।

*

ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া ব্যাজ ও লীলমোহর ব্যবহার সম্পর্কে অল্ ইণ্ডিয়া অলিম্পিকের সঙ্গে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের গোলমাল বেধেছে, এই ব্যাজ ব্যবহারের অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ আপত্তি করেন, সে জন্য অলিম্পিক কমিটী ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যতদিন না অনুমতি মেলে, ততদিন ব্যাজ ও লীলমোহর ছাড়া কাজ চালাবেন।

*

কলিকাতায় প্রথম একজন কুস্তিগীর একজন মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে লড়বেন। কুস্তিগীর কুস্তি করবেন গ্রীক রোমান পদ্ধতিতে, মুষ্টিযোদ্ধা মুষ্টিযুদ্ধ করবেন দস্তানা পরে। কুস্তিগীরের নাম হলো আমেরিকার কুস্তী-চ্যাম্পিয়ান্ প্রিন্স রাজী, মুষ্টিযোদ্ধার নাম হলো ভারতের লাইট হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান জ্যাক ম্যালিনো।

*

ক্রিকেট খেলায় এরিয়ান্স স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে ৭ উইকেটে হেরেছে। গণেশ বোস করেন ১০৫ রাণ, তাঁর খেলা খুব সুন্দর হয়েছিল, এরিয়ান্স সকলে আউট হয়ে করে ৮০ রাণ। স্পোর্টিং ৫ উইকেটে করে ৩৩০ রাণ।

*

জাতীয় যুব-সঙ্ঘের উদ্যোগে আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী শনিবারে মার্কাস স্কোয়ারে ভারতীয় বালিকাদের দৌড়ঝাঁপ প্রতি-যোগিতা হবে। বহু বালিকা এই বৎসর যোগদান করেছে। খুব প্রবল প্রতিযোগিতা হবে বলে মনে হয়।

—অভিমন্যু

সাহিত্যের মত রঙ্গালয় ও ছায়াচিত্রও জাতির জীবনের মুকুর। সেই মুকুরে জাতির আনন্দ-বেদনা, সংগ্রাম ও স্বপ্নের ছায়া প্রতিফলিত হয়। রুশ উপন্যাসের ন্যায় রাশিয়ান ছায়াছবিও একসময়ে নিপীড়িত জন-গণের অনুচ্চারিত বাসনাকে রূপ দিয়াছিল, ভাষা দিয়াছিল। ফরাসী ছায়া-ছবির একসময়ে আভিজাত্যের রথচক্রতলে বিদলিত ফরাসী জনসাধারণকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অনেকখানি আগাইয়া দিয়াছিল। ছায়াচিত্রেরও জন-সেবার একটা দিক আছে, তাহা আর্টের পূজার চেয়ে কম গৌরবের নয়।

সাগর মুভিটোনের প্রথম বাঙলা ছবি 'কুম্‌কুম্' জন-সেবার সেই মহৎ কর্ত্তব্যে আত্মনিবেদন করিয়াছে। শ্রমিক বাঙলা তথা শ্রমিক ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা আজ সমগ্র জাতির সম্মুখে যে মর্ম্মান্তিক প্রশ্ন তুলিয়াছে, 'কুম্‌কুম্' যেন সেই প্রশ্নের প্রতীক্। আধুনিক যুগে ক্যাপিটালিজম্ ও লেবারে যে সংঘাত বাধিয়াছে ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত গণ-স্বার্থের যে বিরোধ সুরু হইয়াছে, তাহারই মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে 'কুম্‌কুম্'—তাহার একপাশে অট্টালিকা, আর এক পাশে বস্তির ভাঙা ঘর। তাহার এক চোখে বিদ্যুৎ, আর এক চোখে অশ্রু, তাহার এক চোখে চরণাঘাতে বাজে প্রলয়-ছন্দ, আর এক চরণাপাতে ফোটে নব-জীবনের লীলা-পদ্ম।

বিচিত্র রহস্যময়ী এই নারী চরিত্র প্রতিভাশালী নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দেশের সম্মুখে 'কুম্‌কুম্' শুধু সমস্যা উপস্থিত করিয়াই চলিয়া যাইবে না, সমাধানের পথ নির্দ্দেশও সে করিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বার্থকে সে জয় করিল সহজ-সুন্দর উপায়ে, শ্রমিক-শত্রু স্বার্থপর জগদীশপ্রসাদের পুত্র চন্দনকে ভালবাসিয়া, জগদীশপ্রসাদের পুত্রবধূ হইয়া! মায়াময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী সাধনা বসু এই বর্ণাঢ্য চরিত্রটিকে যে অপরূপ রূপ দিয়াছেন, তাহাতে বাঙলার ছায়াচিত্রা-ভিনয়ের ইতিহাস তাঁহাকে চিরদিন স্মরণ করিবে।

সমগ্র নাটকের বিচিত্র ঘটনাস্রোতের পাশাপাশি মধুর একটি রোম্যান্সের ধারা এই ছবিতে বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত মধু বোসের পরিচালনা-কৃতিত্বে কোন রস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। শ্রীযুক্ত ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রবি রায়, প্রীতি মজুমদার, শ্রীমতী পদ্মা দেবী ও লাবণ্য দাস প্রমুখ উজ্জ্বল তারকাপুঞ্জের অভিনয়-দীপ্তিতে 'কুম্‌কুমের' চিত্রাকাশ ঝলমল। সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন তিমিরবরণ।

বিনামূল্যে

গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রথম বাংলা ছবি "রিক্তা" এখন পূর্ণ থিয়েটারে রজত-জয়ন্তী সপ্তাহ . চলিতেছে। অর্থাৎ ছবিখানি একাদিক্রমে কলিকাতায় পঁচিশ সপ্তাহ চলিল। এই উপলক্ষ্যে ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া (প্রযোজক), প্রাইমা ফিল্মস (পরিবেশক) ও পূর্ণ থিয়েটার (প্রদর্শক) সম্মিলিত ভাবে একটি প্রীতি-সম্মিলনীর আয়োজন করেন ফিল্ম কর্পোরেশন ষ্টুডিওতে গত ২রা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ৪॥ ঘটিকায়। সেখানে চা ও জলযোগান্তে পূর্ণ থিয়েটারে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ছবির সাফল্যের নিদর্শন স্বরূপ পরিচালক সুশীল মজুমদার ও নায়িকা ছায়া দেবীকে একখানি করিয়া সুবর্ণ পদক প্রদান করা হয়।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রোডাকশান্‌স্ লিঃ

ইঁহাদের প্রথম নিবেদন "আলো-ছায়া"র (হিন্দীতে "আঁধি") উদ্বোধন-রজনীর সকলেই প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু ইহার মুক্তি যে কবে ঘটিবে তাহা সঠিক এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। এ ছবিখানিতে আমরা দেখিতে পাইব যে সামান্য একটি ঘটনায় কত বিভিন্ন লোকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

ইঁহাদের নবতম বাংলা ছবি "পরাজয়" পরিচালক হেম চন্দ্রের প্রথম বাংলা ছবি। ইহার হিন্দী সংস্করণটি যেখানেই মুক্তিলাভ করিয়াছে সেখানেই তাহা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে, আশা করি বাংলা সংস্করণটি তদপেক্ষা বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করিবে।

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার "জিন্দগী" শীঘ্রই বিভিন্ন স্থানে মুক্তিলাভ করিবে। এই ছবিখানির জন্য সকলেই খুব সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন, কারণ "জিন্দগী" সামাজিক ছবি হইলেও পরিচালক মহাশয় ইহাতে অনেক নূতনত্বের সমাবেশ করিয়াছেন।

পরিচালক অমর মল্লিকের দো-ভাষী ছবির কার্য্য চলিতেছে। বাংলা সংস্করণটির নামকরণ হইয়াছে "অভিনেত্রী"।

ফণী মজুমদারের "ডাক্তারের" শূটিং চলিতেছে। একটি গ্রামে ডাক্তার অমরনাথ তাঁহার জীবনের আদর্শ ('মনুষ্য-সমাজের প্রতি সেবা') পরিপূরণার্থে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। গ্রামবাসীদের তিনি কলেরার আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন এবং সকলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। ডাক্তার অমরনাথের ভূমিকায় পঙ্কজ মল্লিক ও তাঁহার স্ত্রী 'মায়া'র ভূমিকায় শ্রীমতী পান্না অভিনয় করিতেছেন।

উৎসর্গ

—শ্রীমতী তরলিকা দেবী

তুমি মোরে করেছো শ্যামলা। নীলিমার
নীল আভা, দীপ্ত সূর্য্য কিরণ সম্পাতে
সুন্দর করেছো মনঃপ্রাণ। সুপ্রভাতে
শুভদৃষ্টি পাতে, সুমঙ্গল মহিমার
বাণী দিকে দিকে ঢেলে দেয় মধু-ধারা,—
সে সৌন্দর্য্য অন্তরের গভীর কন্দরে
দীপ্ত হ'য়ে জেগে আছে, তাই সে সুন্দরে
অনুভব করি আমি হ'য়ে আত্মহারা!

বৈশাখের তপ্ত রৌদ্র, দুর্দ্দিন বরষা,
দুঃখময় জগতের ক্ষণস্থায়ী সুখ
বৃক্ষসম সহিয়াছি ভেঙে গেছে বুক,—
যখনি করেছি মনে এনেছো ভরসা!
শরতের শ্যাম শোভা পত্র-পুষ্প মালা
ফুটায়ে তুলিলে যাহা, তাই দিনু ডালা!

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"

৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন:— প্রিয়কুটীর, দুল্লাখিল, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)।

নানাকথা

বেদনা কিসে উপশম হয়?

(জনৈক চিকিৎসক)

আমাদের হতভাগ্য বাংলাদেশে আধি ব্যাধির শেষ নাই। জ্বর, পেটের অসুখ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে তো ঘরে ঘরে লোক অহর্নিশ ভুগিতেছে, কলেরা বসন্তেতেও দেশ উজাড় হইয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছে। তাহার উপর ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দ্দি কাশি মাথা ধরা, শরীর ব্যথা সবই আছে। এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা প্রায়ই সকল সময়ে শারীরিক ও মানসিক কষ্টে আছেন। অনেকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বহিলে, অথবা একটু বেশী রাত্রে বাহিরে থাকিলে শরীরে ব্যথা অনুভব করেন এবং সময় সময় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়েন। অথচ এমন কোন উপায় সহসা খুঁজিয়া পান না যে আশু রোগের প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারেন। গলা ব্যথা, পেট ব্যথা, মাথাধরা প্রভৃতি এমন কতকগুলি রোগ আছে যাহা মারাত্মক না হইলেও যন্ত্রণা দ্বারা লোককে কাহিল করিয়া তোলে। এই সমস্ত অসুখে গৃহস্থ ঘরে কেহ বড় একটা ডাক্তারের পরামর্শ লইতে চাহে না। এই সব রোগ যে কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন কিন্তু ইহার উপশমের উপায় কেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে চান না।

অনেক স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা মাসিক ঋতুকালে কোমর ও পেটে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করেন। কিন্তু সেই বেদনা লইয়া তাঁহাদের নড়াচড়া এবং সংসারে সকল কাজকর্ম্ম করিতে হয়। বেদনা যখন নিতান্ত অসহনীয় যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু প্রতিকার আমরা করিতে পারি না, তখন বাজারে চলতি প্রত্যেক ডাক্তারখানায় পাওয়া যায় এরূপ নানাপ্রকার বেদনা-নাশক ঔষধ সেবন করিয়া অনর্থক নিজের হৃদযন্ত্রকেই দুর্ব্বল করিয়া ফেলি।

সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত রচি কোম্পানীর

"সারিডন" সর্ব্বপ্রকার বেদনার অমোঘ ঔষধ এবং ইহার বিশেষ কার্য্যকরী ক্ষমতার সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। সেই অভিজ্ঞতা হইতে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, যে-কোন রকমের বেদনা হউক না কেন, "সারিডন" সেবন করিলে তাহা উপশম হইবেই। প্রত্যেক গৃহস্থ যদি সারিডন গৃহে রাখেন, তাহা হইলে এই সব মাথা-ধরা, হাত-পা বেদনা, পেট ব্যথা, ইনফ্লুয়েঞ্জাজনিত ব্যথা, গলা ব্যথা, মেয়েদের অনিয়মিত ঋতু ব্যথা, কোমর ব্যথা, কোমর বেদনা প্রভৃতির আশু উপশম হয়। বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক এই "সারিডন" নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন।

পাবনায় অভিনয়

(প্রাপ্ত)

পাবনা জেলার অন্তর্গত পেস্থয়া গ্রামে "দেবলাদেবী" ও "বিল্বমঙ্গল" নাটক অভিনীত হইয়াছে। "দেবলাদেবী"তে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন 'খিঁজিরে'র ভূমিকায় শান্তি হালদার, 'মতিয়া'র ভূমিকায় বীরেন সেন, দেবীদাস, আলী খাঁ, ও 'বলজি'র ভূমিকায় যথাক্রমে বীরেন শিকদার, নিমু বসু ও শান্তি সেন।

"বিল্বমঙ্গলে"র নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেন ফণী রাহুত। তাঁহার অভিনয় অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক হইয়াছিল। তিনি কেন যে এই ভূমিকায় অবতরণ করিলেন বুঝিলাম না। হয়ত তাঁহার বাড়ীতে অভিনয় হইতেছিল বলিয়াই তাহাকে এই ভূমিকাটি দেওয়া হইয়াছিল। অন্যান্য ভূমিকাগুলি একরূপ হইয়াছিল, কিন্তু ফণী বাবুর অভিনয়েও সেগুলি মাঝে মাঝে ম্লান হইতেছিল।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷৷০। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬৷৷০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার

সুপ্রসিদ্ধ যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার বিগত ৩০শে, ৩১শে জানুয়ারী ও ১লা ফেব্রুয়ারী রংপুর কৃষি, শিল্প প্রদর্শনীতে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপর ২রা, ৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে ময়মনসিংহের কৃষি, শিল্প প্রদর্শনীতে যাদুবিদ্যাভিনয় করিয়াছেন।

কমলা পাঠশালা

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কমলা পাঠশালার বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। ক্যাপ্টেন এস, সি, মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে উক্ত পাঠশালার ছাত্রীবৃন্দ কর্ত্তৃক "জয়দেব" নাটকখানি অভিনীত হয়। 'বিমলা'র ভূমিকায় শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্তা খুব সুন্দর অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। 'শ্রীকৃষ্ণে'র ভূমিকায় লতিকা মণ্ডলও সুন্দর অভিনয় করেন। ইঁহারা দুইজনেই একখানি করিয়া পদক পুরস্কার পান। অন্যান্য ভূমিকায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন—পারুল সেন (পরাশর), তারারাণী ঘোষ (জয়দেব), সান্ত্বনা মৈত্র (রাজগুরু), মলয়া দাস (শ্রীরাধা), স্বর্ণসোনা বসাক (অরুণা) ও সুধারাণী আশ (পদ্মাবতী)। 'পরাশর'ও একখানি পদক প্রাপ্ত হন এবং 'জয়দেব' ও 'রাজগুরু' একখানি করিয়া পদক পাইবার প্রতিশ্রুতি পান।

শরৎ স্মৃতি-বাসর

গত ২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) ৺শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৫৷৷ ঘটিকায় মহাবোধি সোসাইটি (৪।১ কলেজ স্কোয়ার) ভবনে এক স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পৌরহিত্য করেন। সভায় বহু সাহিত্যিক এই স্মৃতি-বাসরে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

ধানবাদ প্রদর্শনী

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ধানবাদ নবম বার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। মিঃ আর, বি, এচ, হুইটবি (Coal Area Supdt., E. I. Ry. Dhanbad) সভাপতিত্ব করেন ও মিঃ আর, সি, রাসেল সি, আই, ই, আই, সি, এস, প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

আসামের মন্ত্রীগণ সম্বর্দ্ধিত

গত ২৬শে জানুয়ারী নওগাঁর কৃষ্ণা টকীজে আসামের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মৌলভি স্যার সৈয়দ সাদুল্লা ও রাজস্ব-সচিব খান বাহাদুর মৌলভি সাইদুর রহমনকে বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। সহরের বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী-গণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সিনেমার ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর মিঃ কে, পি, বিহানি সকলকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

মাননীয় মন্ত্রীগণ চিত্রাগারটি দেখিয়া খুবই সন্তোষ লাভ করেন, এবং এইদিন "জেলর" ছবিখানি অভ্যাগতদের দেখানো হয়।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ 'শান্তি'
নির্দ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৷৩ ২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১৷৷০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাও
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ২রা ফাল্গুন ১৩৪৬ [৭ম সংখ্যা

নমো নমো নারায়ণি

চলমান লঘু মেঘের আঁচলতলে
চঞ্চল আলো-ছায়ার মালাটি দোলে
বনমাঝে বাজে বেণু
উড়ে উত্তরী দক্ষিণাপথে মৃদু
ছড়াইয়া ফুলরেণু।

দিকসীমন্ত শ্যামবনান্ত জুড়ি
নববসন্ত রচিয়াছে মায়াপুরী—
বাক্‌রূপা মাতৃকা
মূক এ মহীরে মুখর করিতে আসে
নাশি ঘন কুহেলিকা।

গতির ভঙ্গে হংস ছন্দ গড়ে
বরণ তোমায় তমসা হরণ করে
নমো নমো নারায়ণি
শাশ্বতী জ্ঞানচিন্ময়ী সনাতনী
নমি মা চিরন্তনী।

সপ্তবর্ণ মিলিত শুভ্র তনু,
রূপরসময়ছন্দ-ইন্দ্রধনু—
বরণীয়া বীণাপাণি,
তব পদতলে কলা শতদল মেলে—
নমো নমো নমো বাণি।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা
১৯৪০।১২ই ফেব্রুয়ারী

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"বত্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—৪৭ দন্‌ রোড, হ্যাম্পষ্টেড (সম্পাদকীয়)
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট (ব্যবসা বিষয়ক)

রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়

—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

বিশ্ব সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ স্থান আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য কোনো একটি বিশেষ ধর্ম্ম, স্থান, বা পরিবেষকে কেন্দ্র করে রচিত হয় নি। সাধারণ জগতের ঊর্দ্ধে আত্মা এবং ঈশ্বরের মধ্যে সংযোগ-সেতু রচনা করার প্রচেষ্টা এই সাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্য। প্রধানতঃ এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ না থেকে বিশ্ব-সাহিত্যের পরিধিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য এত সহজে শ্রেষ্ঠতম স্থান দখল করেছে। রবীন্দ্র-নাথ বাস্তব-জীবনের কবি, অথচ এই বাস্তব-জগতের মাঝে যে অদৃশ্য জগৎ আছে, রবীন্দ্র-কাব্যে সেই অজ্ঞাত জগতের রূপ, স্পর্শ, রসগন্ধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই অজ্ঞাত জগতে প্রবেশ পথের সোনার চাবী রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে এবং কাব্যের অমৃত-নির্ঝরিণীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পাঠককে তা উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অতীন্দ্রিয় এবং অজ্ঞাত বলেই রবীন্দ্র-সাহিত্য সাধারণ পাঠকের জন্য নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের সাহিত্য। কবিতার অর্থ গ্রহণের জন্য যাঁরা কবির দ্বারস্থ হয়ে তাঁর কৈফিয়ৎ তলব করবেন না অথচ যে-কোন সাধারণ মানদণ্ডে ফেলে কবিতা বিচার করবার হাস্যকর প্রয়াস যাঁদের নেই, গভীর ভাব ও রসানুভূতি যাঁদের মধ্যে বর্ত্তমান, তারল্যদোষে যাঁদের বিচার-বুদ্ধি কুহেলিকাচ্ছন্ন হয়নি, ইঙ্গিতমাত্রেই যাঁরা অতীন্দ্রিয় জগতের বার্ত্তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের তাঁরাই ভাব গ্রহণ করতে সমর্থ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি যে শরৎচন্দ্র একদা পরলোকগত বন্ধু সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসুকে বলেছিলেন—'আমরা লিখি সাধারণের জন্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্য। সাধারণের জন্য নয় বলেই তারা রস-গ্রহণ করতে পারে না।'

রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন ওঠা সম্ভব। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যদি প্রশ্ন ওঠে তা'হলে তার উত্তর দেওয়া সহজ নয়, কারণ পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে একটি বিশেষ মত বা ধর্ম্মকে কেন্দ্র করে এ সাহিত্য বিকশিত হয় নি। পারসিক মরমীয়া কবি, বৈষ্ণবকবি, মধ্যযুগের ভারতীয় ভক্ত-কবি, সমুদ্রপারের প্রকৃতির কবি—সর্ব্বজাতীয় কবির সর্ব্বপ্রকার রসানুভূতিই রবীন্দ্রসাহিত্যে বর্ত্তমান, রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভাতেই তা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ সকল বিচিত্র রসনিগূঢ় জীবনের গান গেয়েছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে মূলতঃ প্রকৃতি ও মানবপ্রেম পরিস্ফুট কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে অন্তঃস্থলের মর্ম্মোদ্ঘাটন সম্ভব।

ঈশ্বরের নিকটতম হওয়ার শ্রেষ্ঠতম উপায় আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ। রবীন্দ্রনাথ আবাল্য এই আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে বর্দ্ধিত। শৈশবেই তাঁর তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল মনে অস্পষ্ট ভাবে অতীন্দ্রিয় লোকের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। তুলসীদাস ও কবীরের সাধনা যে পর্য্যায়ভুক্ত, রবীন্দ্র-কাব্য সেই ভাব-সাধনারই শ্রেণীগত। এই আধ্যাত্মরসে তাঁর অন্তরদেবতা পরিপুষ্টি লাভ করেছে বলেই তাঁর রচনা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে বিশ্বগত হয়ে পড়ে। এই কারণেই তাঁর কাব্যে একটা অখণ্ড সুর বর্ত্তমান, সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য পাঠ না করলে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুর গ্রহণ করা কঠিন।

কবি স্বয়ং তাঁর কাব্যের এই বিশ্ব-রাগিণীর সঙ্গে পরিচিত। যিনি এই বিশ্ব-রাগিণীর প্রেরণা দেন, তিনিই "জীবন-দেবতা"। মনস্তত্ত্বে "বিশ্ব-ব্যক্তিত্ব" বলে যে 'থিয়োরী' আছে, সেটি এই ক্ষেত্রে বিচার্য্য। রবীন্দ্রনাথে যে "বিশ্ব" ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান, তাকেই কবি 'জীবন-দেবতা' আখ্যা দিয়েছেন।

আমাদের জাতীয়-জীবনের অমূল্য সম্পদ রবীন্দ্র-সাহিত্য। বাংলার নব-জাগরণের মূলে যে রবীন্দ্র-সাহিত্য যথেষ্ট প্রেরণা এনেছে, একথা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু এই বিশাল সাহিত্যের বিশ্লেষণমূলক সমালোচনার অভাব কয়েকজন বিশেষভাবেই অনুভব করেন। দু'চারখানি গ্রন্থ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে বটে, এবং সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় অনেক উল্লেখযোগ্য আলোচনা সময় সময় প্রকাশিত হয়, কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে রবীন্দ্র সাহিত্য বিশ্লেষণ করে কোনো আলোচনা-গ্রন্থ রচিত হয় নি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা করবার অধিকারী-ভেদ আছে। সকলের পক্ষে যথাযোগ্য ভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচার করা সম্ভব নয়, তার কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্তঃগূঢ় মূলধারার অতি সন্তর্পণে মর্ম্মোদ্ঘাটন করতে হবে। প্রকৃত রসজ্ঞ এবং সাহিত্যকার ব্যতীত রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা করা বাতুলতা মাত্র।

বাংলা সাহিত্যে শচীন সেনের সমালোচক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি আছে। সাহিত্য বিচারে তাঁর অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুকাল আগে The Political Philosophy of Rabindranath নামে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা সর্ব্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। সম্প্রতি তিনি 'রবীন্দ্রনাথের পরিচয়' নামে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই জাতীয় ব্যাপক আলোচনা আর কোনো প্রবন্ধকার করেন নি।

শচীন সেন রবীন্দ্র-সাহিত্যকে একটি অখণ্ড সুর হিসাবেই আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন "রবীন্দ্রনাথের খণ্ড কবিতাগুলি বুঝিতে হইলে রবীন্দ্র-কাব্যের সমগ্রতার সাহায্যেই বুঝিতে হইবে। কাব্যকে যাহারা খণ্ড হিসাবে বিচার করিতে চান তাঁহারাই কোন্ কোন্ কাব্য জীবন-দেবতা বিষয়ক, সেই দিকেই বেশী ঝোঁক দেন, রবীন্দ্র-কাব্যে জীবন দেবতার লীলা দেখিতে হইলে সমস্ত

[শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কার্টুন শিক্ষা

—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

পূর্ব্ব বারে আমি কার্টুন-বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কিছু বলেছি, এবারেও কিছু বলবো। কার্টুনের সাহায্যে বিজ্ঞাপন আমাদের দেশে এখনও খুব প্রচলিত হয়নি। তার কারণ প্রথমতঃ বিজ্ঞাপনদাতারা বোধহয় এত হাল্কাভাবে তাঁদের মালের সম্বন্ধে লেখা বা বলা পছন্দ করেন না। আরও বোধহয় তাঁরা এই পদ্ধতির কার্য্যকারিতার উপর ভাল আস্থাবান নন। তারপর সাধারণের মধ্যে কার্টুনের ব্যঙ্গরস উপলব্ধি করার অযোগ্যতাও একটি কারণ। এ ছাড়া আর একটী প্রধান কারণ—আমার যা মনে হয়—সেটা হচ্ছে ভাল Commercial কার্টুনিষ্টের অভাব।

ভাল কার্টুনের কতখানি ক্ষমতা সে সম্বন্ধে আমি একটী উদাহরণ দিয়ে বোঝাবো। অনেকদিন আগে আমি একটী বিলাতী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কার্টুন বিজ্ঞাপন দেখি। ছবিটী আমার এত ভাল লাগে যে এখনও আমি সেটা মনে করে রেখেছি এবং অনেকের কাছে গল্প বলেছি। ছবিটী অতি সামান্য—একটা খাড়া পাহাড়ের উপর রাস্তা থেকে একখানা মোটরকার ঝাম্প করে নীচে অতি নীচে পড়ছে। গাড়ীর ওপর প্রায় ছয় জন আরোহী। তার মধ্যে পাঁচজন এই আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার হয়ে বেশ প্রফুল্লভাবেই মুখে হাসির আমেজ নিয়ে বসে আছে। আর যে বাকী একজন ভদ্রলোক সে ভয়ে শীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করছে। এই হোল ছবিটীর বিষয় বস্তু—ছবির নীচে একটী লাইনে লেখা আছে "কারণ ঐ ভদ্রলোক Prudential কোম্পানীতে জীবন বীমা করেন নি"।

এই সঙ্গে আর একটী উদাহরণ আমি দিচ্ছি। এটী একটী বিলাতী কার্টুন-বিজ্ঞাপনের নমুনা। ছবিটীর দুটী ভাগ আছে, প্রথমটী লেখা আছে before, দ্বিতীয়টীতে লেখা আছে after। এটী একটী সামান্য খাদ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন। কার্টুনের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে জানালার মহিলাটী পূর্ব্বে (এই খাদ্যগ্রহণের পূর্ব্বে) এত অসহায়া ছিলেন যে কারও সাহায্য ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। কিন্তু পরের stageএ (খাদ্যগ্রহণের পরে) তিনি ফায়ারব্রিগেড পুলিশকেই কাঁধে করে নামিয়ে আনছেন।

এই রকম ভাল idea হ'লে যেমন তেমন ভাবে আঁকলেও কাজ হয়। অবশ্য আসল জিনিষটী, যেটি আপনি বড় করে দরকারী করে দেখাতে চান, সেটীকে পরিস্ফুট করতেই হবে। যেমন গেঞ্জীর বিজ্ঞাপনে একটী ছেলেকে কিম্বা বুড়োকে গাছের ডালে গেঞ্জী আটকে ঝুলিয়ে দিয়ে দেখানো হয় যে, গেঞ্জী কত মজবুত। অতি বৃদ্ধ কিম্বা কৃষ্ণকায় কোন ভৃত্যকে স্নো মাখতে দেখিয়ে বোঝান হয় যে স্নো কত লোভনীয়। এগুলি অবশ্য সাধারণ ভাবে দর্শকের ভাল লাগে। আবার একটু বিভিন্ন angle দিয়েও অনেক সময় দর্শকের মনে appeal আনা যায়। যেমন নীচের ছবিটী দেখুন। এটী SHELL নামক পেট্রোলের এক বিজ্ঞাপন। ছবিটীতে দেখানো হচ্ছে সময়ের পরিবর্ত্তন এবং তাই লেখা ছিল 'Time changes'। আপাততঃ মনে হয় SHELL-এর] সঙ্গে ছবির কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু ছবির নীচে কয়েকটী কথা

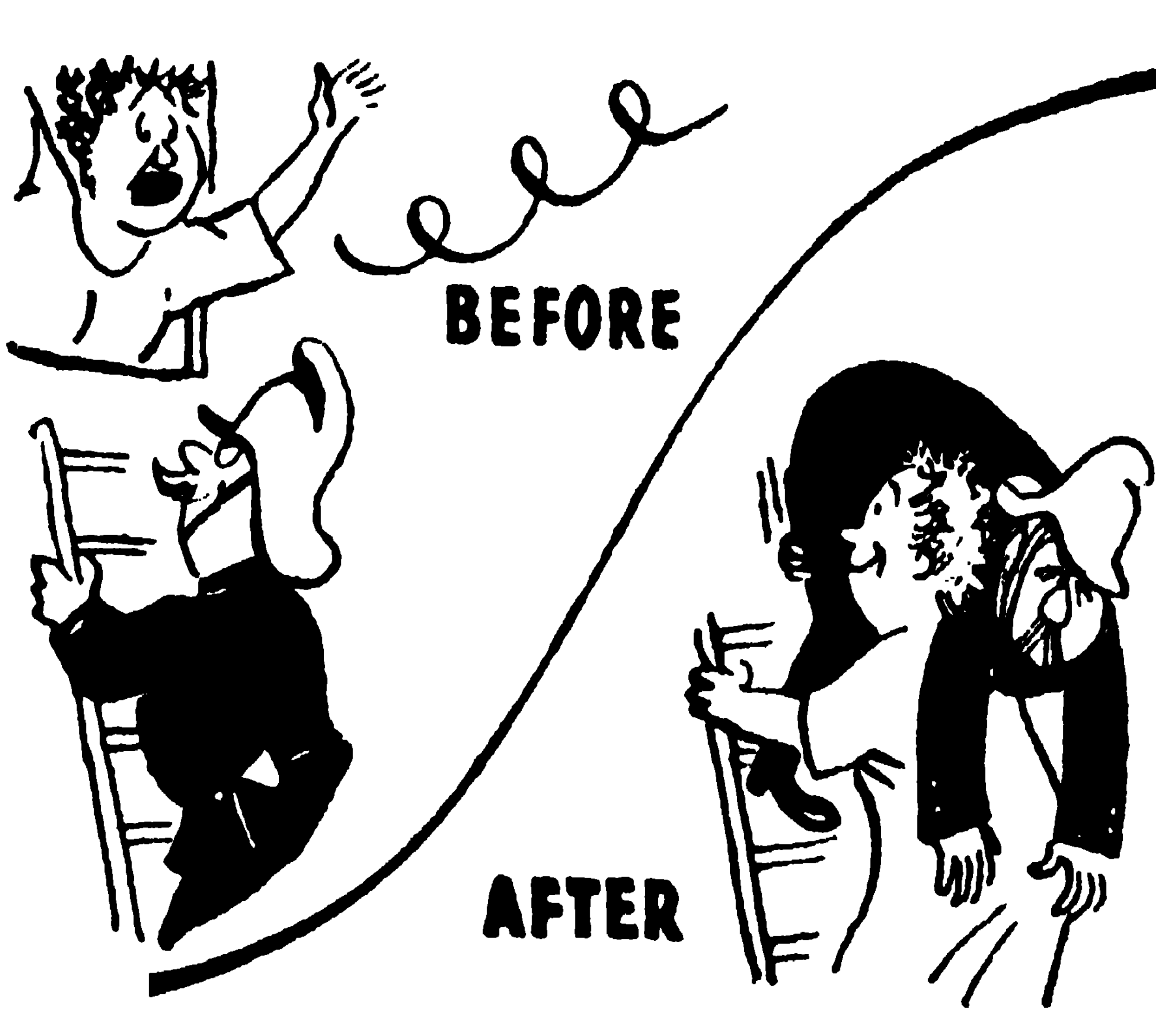

ছিল তা থেকেই ছবির সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা হয়েছে। নীচে যা লেখা ছিল তার ভাব হচ্ছে সময়ের সঙ্গে সবেরই পরিবর্ত্তন হয়, shell-এরও হয়েছে, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহারও quality অনেক ভাল হয়েছে ইত্যাদি। এখন দেখুন কিভাবে পাঠকের মনে একটা ভাল ধারণার সৃষ্টি হোল।

আর একটী বিজ্ঞাপনের সার্থকতার সম্বন্ধে বলছি। এটী আমি বহুদিন পূর্ব্বে দেখেছি কিন্তু এখনও ভুলতে পারিনি। এটী হচ্ছে aspirin নামক একটী ঔষধের বিজ্ঞাপন। বিখ্যাত কার্টুনিষ্ট Bateman এর আঁকা। ছবিটি হচ্ছে, একটী ঔষধের দোকানে কয়েকটী ক্রেতা, দু'জন ডাক্তার, একটী বালক ও একটী কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখে চমকে ওঠার মত বিস্ময়ের হাসি এবং সকলেই একটী ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে। দোকানদার, ডাক্তারখানার শিশি বোতল আর যেখানে যা ছিল এমন কি সেই কুকুরটী পর্য্যন্ত সেই ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে এবং তার কথা শুনে যেন হাসছে। আসল কথা—ভদ্রলোক নাকি বেয়াকুবের মত জিজ্ঞাসা করেছিল যে Howards' Aspirin এ অসুখ সারবে কি না? কার্টুনটী এত সুন্দর যে বর্ণনা করে তাকে ঠিক বোঝান যায় না।

বিজ্ঞাপনের কার্টুন সাধারণ কার্টুন অপেক্ষা যে শক্ত তাতে সন্দেহ নেই, কেননা এর মধ্যে ব্যঙ্গরস সৃষ্টি ছাড়া propagandaর (প্রচারের) একটা উদ্দেশ্য আছে, এবং ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে সেই উদ্দেশ্য যতটা সফল হবে কার্টুন বিজ্ঞাপন হিসাবে ততই সেটা উচুদরের হবে। কার্টুনের অনেক রকম ভঙ্গী ও আকার দিয়ে এই বিজ্ঞাপনের কাজ হয়ে থাকে। কোন জায়গায় একটা ছবিতে, কোন জায়গায় ছবির একটা অংশে, কোন জায়গায় একটা ব্যঙ্গাত্মক মুখ বা একটা রেখায় প্রচারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কোন জায়গায় আবার strip cartoon দিয়ে পাশাপাশি অনেকগুলি ছবিতে একটী গল্পের অবতারণা করেও একাজ সিদ্ধ হয়।

কার্টুন শিক্ষার শেষ বিভাগ শেষ হোল। কার্টুনশিক্ষার্থীরা নিজেদের যত্ন চেষ্টা এবং বুদ্ধি প্রয়োগ করে একাজে অভ্যাস করতে আরম্ভ করলে নিশ্চই ফল পাবেন। আমার প্রবন্ধের প্রণালীগুলি ছাড়া নিজেরা সবসময় নিজেদের একটী স্বকীয় ধারা আবিষ্কার ও অনুবর্ত্তন করতে চেষ্টা করবেন। অবশ্য কার্টুনকে অর্থকরী শিক্ষায় পরিণত করতে ব্যবসায় বুদ্ধির প্রয়োজন তবে আমাদের দেশে কার্টুনের প্রচার অবশ্যম্ভাবী বলেই বলা যেতে পারে কার্টুন ছবি আঁকা একদিন অর্থকরী হতে বাধা।

"সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন" ভাণ্ডারের

বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন, দধি, রাবড়ি ও "তৃপ্তিভোগ" দেবতা ও মানুষ উভয়কেই সমভাবে পরিতৃপ্ত করে।

১১নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট
ব্রাঞ্চ—১নং কলেজ ষ্ট্রীট : } কলিকাতা।

বিনামূল্যে

গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুর রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

যৌবন শক্তি দান করিতে আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা

বহুমূত্র প্রস্রাবে শুক্রপাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মেধাশক্তির হ্রাস ইত্যাদি রোগের মহৌষধ কৌটা মূল্য ১৲।

বৈদ্যশাস্ত্রী—২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ

রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়

[৪র্থ পৃষ্ঠার পর]

কাব্যকে বিচার করিতে হইবে, কিন্তু তাহা খণ্ড ভাবে নয়, সমগ্রভাবে—"

এই সমগ্রতা হিসাবে তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যকে নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে বিভক্ত করেছেন :

রবীন্দ্র কাব্যের ভূমিকা : (ক) রবীন্দ্রনাথ ও বিহারী লাল, (খ) রবীন্দ্র-কাব্যের বিচিত্রতা (গ) জীবন-দেবতা (ঘ) গতিধর্ম্ম (ঙ) বিশ্বৈক্যানুভূতি, (চ) প্রকৃতির সহিত যোগ, (ছ) মৃত্যু ও জীবনের সম্বন্ধ (জ) প্রেম সাধনা (ঝ) বৈষ্ণব প্রভাব (ঞ) স্বাদেশিকতা (ট) কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতা।

এতদ্ভিন্ন রূপক নাট্য 'ফাল্গুনী' ও 'ডাকঘর' সম্পর্কে এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

'রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়' এই নামেই সমগ্র গ্রন্থটির উদ্দেশ্য স্বপ্রকাশ। বিভিন্ন দৃষ্টি-কোন্ থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই জাতীয় বিশ্লেষণ আর দেখি নাই। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এদেশে ও বিদেশে যে সব মনীষীবৃন্দ আলোচনা করেছেন, শচীনবাবু তার উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর নিজস্ব মতবাদ ও যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। পাণ্ডিত্যাভিমানে কোথাও তাঁর আলোচনা আচ্ছন্ন হয়ে ওঠেনি, এবং বিভিন্ন মতবাদ আলোচিত হলেও লেখকের বক্তব্য কোথাও অস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এইভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যের মত বিশাল ও বিরাট বিষয়-বস্তু সম্পর্কে 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়ে' আলোচনা করা হয়েছে তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের নির্ব্বাচিত বিষয়গুলির এমন মনোরম আলোচনা লেখকের গভীর রসানুভূতির পরিচয় প্রদান করে।

সাহিত্যরসিকের কাছে গ্রন্থখানি অপরিহার্য্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের জটিল ভাবধারা, সাহিত্যিক মূল্য, বিষয়গত তাৎপর্য্য, সুদূরপ্রসারী কল্পনাকুশলতা উপলব্ধি করতে 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়' অতুলনীয়।

মার্গারেট সুলাভান

শীঘ্রই ইঁহাকে অর্ণেষ্ট লুবিশের পরিচালনাধীনে মেট্রোর
একখানি ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাইবে।

দীপালী

১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০

দীপালী

১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

(পাশে) শ্রীমতী গহরকে বহুদিন পরে আবার শ্রীচণ্ডুলাল শা'র পরিচালনায় রণজিতের "অচ্ছুৎ" ছবিতে দেখা যাইবে। ছবিখানি কলিকাতায় মুক্তি প্রতীক্ষায়।

(নীচে বামে) ক্যারল লম্বার্ড — আর-কে-ও-রেডিওর "Vigil In The Night" ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন।

(নীচে দক্ষিণে) রোনাল্ড কোলম্যান সম্প্রতি প্যারামাউণ্টের হইয়া "The Light That Failed" ছবিতে নায়কের অংশ অভিনয় শেষ করিয়াছেন।

চিত্র বর্ত্তিকা

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০

অ্যান শেরিডান বর্ত্তমানে হলিউডের উদীয়মানা অভিনেত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার নূতন ছবি "Winter Carnival" কিছুদিন আগে কলিকাতায় দেখানো হইয়াছে। (পাশে)

এডিথ ফেলোজ—কলম্বিয়ার কিশোরী চিত্র তারকা। (নীচে বামে)

রবার্ট মণ্টগোমারী লণ্ডনে "The Earl of Chicago" ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অবতরণ করিবেন। (নীচে দক্ষিণে)

জ্যোতিঃপ্রকাশ—চিত্রজগতে ইনি নবাগত। ইনি একজন বিশিষ্ট বৈমানিক। নিউ থিয়েটাসের্'র "পরাজয়" চিত্রে একটি ছোট ভূমিকায় ইনি প্রথম চিত্রাবতরণ করেন। বর্ত্তমানে ফণী মজুমদারের "ডাক্তার" ছবিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন।

সাবু—এই ভারতীয় বালক অভিনেতাটি বিলাতে প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। শীঘ্রই "Thief of Bagdad" চিত্রে ইহাকে দেখা যাইবে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রোডাকশানের প্রথম ছবি "আঁধি" ("আলো-ছায়া"র হিন্দী-সংস্করণ)-তে নিমো ও রূপকুমারী।

দৃষ্টি-প্রদীপ

[চিত্র-নাট্য]

—শ্রীসুকৃতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব্বকথা : বছর খানেক আগে শ্যামবাজারের একটি বেকার ব্রাহ্মণ পরিবারের স্বামী-স্ত্রী, দেওর এবং তদীয় ছয় বছরের নাবালক শিশু পুত্র, সবাই একদা, ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে পরাজয় স্বীকার করিয়া, বন্ধু-বান্ধবহীন, সহায়হীন জীবনে প্রবঞ্চনার কশাঘাতে জর-জর হইয়া মৃত্যুকে শ্রেয়: মনে করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। হয়ত রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে এই দীপ নির্ব্বাণ কাহিনী ঢাকাই থাকিত যদি না পরদিন প্রতিবেশী পঙ্কজিনী বধূ বীণার খোঁজ করিতে আসিয়া নিরাশ হইতেন। বাকিটুকু সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হইয়াছিল, যে কোন পরাধীন দেশেই তাহা সম্ভব। পঙ্কজিনীর এক এক দিন রাত্রিতে নিদ্রা টুটিয়া যাইত। দুঃস্বপ্ন দেখিতেন, যেন সুমুখের বাড়ী হইতে সেই দরিদ্র-প্রপীড়িত শতধাবঞ্চিত বৌটি তেমনিই নিত্যকার মত সকরুণ ভাবে ডাকিতেছে—'ও মাসীমা, একটু দুধ দেবেন ? এমন পয়সা নেই যে খোকাকে একটু দুধ কিনে দেব। তিনি বেরিয়েছেন যদি ধার যোর কোরে আনতে পারেন তবেই রক্ষে, নইলে নিরম্বু উপবাস কোরতে হবে। ছেলেটা ক্ষিদেয় খুন হোয়ে গেল' বলিতে লজ্জায় এবং অন্যকে বিব্রত করিবার অপরাধে বীণার চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিত।

'আজ তো দুধ নিইনি মা। এই নাও পয়সা, তোমার দেওরকে দিয়ে আনিয়ে নাও' বলিয়া পঙ্কজিনী পয়সা দিতেন। যে দিন হইতে স্বামী বিহারের চাকরি হারাইয়া দেশে আসেন, সেই অবধি বীণাকে এমনি করিয়া, চাল ডাল এবং প্রয়োজনীয় আহার্য্য নেহাৎ ভিখারীর মত সংগ্রহ করিতে হইত। এইরূপে একদিন সমস্ত আশাতরুর মূলে যখন সহসা বজ্রপাত হইল, কোন কূল কিনারা না পাইয়া ইঁহারা আত্মহত্যা করেন। এ ঘটনা সংবাদ পত্রেও প্রকাশিত হয়ত হইয়াছিল। ইহাদেরই জীবনের সকরুণ ইতিহাস উদঘাটন করিলে আমার চোখে যে দৃশ্যটি সব চেয়ে বড় বলিয়া মনে হইয়াছে, এখানে তাহাকেই আঁকিয়া গেলাম।]

১ম দৃশ্য

[দু'খানি বাড়ী মুখোমুখি। একখানিতে থাকেন মৃত সিভিল সার্জ্জনের পত্নী পঙ্কজিনী দেবী। অপরটিতে থাকেন একটি বেকার ব্রাহ্মণ পরিবার। সময়—সকাল আটটা]

[পঙ্কজিনী বারান্দায় আসিয়া ডাকিলেন]
ও বীণা, বীণা—

[বীণা ঘরে বসিয়া সুপারি কাটিতেছিল। উঠিয়া আসিল] কি বলছেন মাসীমা ?

পঙ্কজিনী। চাল নেই বলছিলে না ? এই নাও টাকা। তোমার দেওর কোথায় ?

বীণা। ঠাকুরপো নীচে বসে কবিতা লিখছে।

পঙ্কজিনী। [সহাস্যে] গরীবের ও ঘোড়া রোগ কেন মা ? ওতে অভাব ঘুচবে না মা। তার চেয়ে তাকে বলত একবার ভবানীপুরে সুহাস ঘোষের কাছে যেতে। আজ কাগজে দেখলাম, বাঙালীর ছেলেদের বেকার সমস্যা দূর করবার জন্য আমাদের ধর্ম্মতলার ডাক্তারবাবু আর একজন লোক ঠিক করেছেন, প্রত্যেক বিদেশী দোকানদারদের এক জন করে বাঙালীর ছেলেকে নিতে হবে। শুনে একটু শান্তি পেলাম। মেয়ের বিয়ে দিতে পারিনে। ছেলেদের বিয়ের কথা বলতে কি বলে জান ?

'চাকরি নেই, এ অবস্থায় আবার কেউ বিয়ে করে নাকি ? কেন, দড়ি কলসীর কি অভাব ঘটেছে, না গাঙের জল শুকিয়ে গেছে ?' শোন কথা বৌমা! শুনে আমি তো অবাক। আমি তো বাবার কালেও এমন কথা শুনিনি। মাধুরী কাগজ পড়ে বলল কিনা তাই, বোল তোমার ঠাকুরপোকে। সুহাস ঘোষকে ধরলে সে এক কথাতেই একটা কিছু করে দেবে।

বীণা। বলি গে [বলিয়াই বীণা গলা বাড়াইয়া ডাকিল] ও ঠাকুরপো।

[নীচে হইতে শরদিন্দু জবাব দিল] আমার এখন সময় নেই। লঙ্কা আর সাগুটা দাদাকে আনতে দিয়ো বৌদি। আমি এখন একটু কাজে বেরুচ্ছি।

বীণা। ভারী তোমার কাজ! দিন রাত খালি পদ্য লিখবে, আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে। না কেউ ছাপে, না কেউ দুটো পয়সাই দেয়! যে দেশের লোক খেতে না পেয়ে মরে তাদের আবার সাহিত্য সেবা করা কেন ?

শরদিন্দু। যারা সাহিত্য সেবা করে তারা পয়সার কথা কোন দিনই ভাবে না। অনবরত চেষ্টা করেন যে কি করে সাহিত্য-ভাণ্ডারে কিছু গুঁজে দিয়ে যাবেন।

বীণা। এদিকে নিজের ভাঁড়ার যে

গড়ের মাঠ হোয়ে গেল। সেদিকে তাকাবার দরকার নেই বুঝি? ও সব কথা আমাকে শিখিও না ঠাকুরপো। আমি হালিশহরের মেয়ে, তোমাদের মত বোকা নই যে যে-যা বোঝাবে তাই বুঝব। আসলে কি জান? তোমাদের কাগজ-ওয়ালারা হোল এক এক-জন টিপু সুলতানের দল। টিটাগড়ের কাগজ, ছাপান, কিছুই এমনিতে হয় না, আর যত বেস্পতিবার পড়ে তোমাদের দুঃখ ঘোচাবার বেলায়? তোমাদের মত যারা নতুন লেখক তারাই তো কাগজের কর্ণধার, অথচ তোমা-দের উপর তাদের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। তোমরা যদি লেখা বন্ধ কর তবে সাপ্তাহিক-গুলো চালাবে কারা?

শরদিন্দু। সে ভাবনা তোমায় কর্ত্তে হবে না বৌদি। অনেক এমন সৌখীন লেখক লেখিকা আছেন যাঁরা গাঁটের কড়ি খরচ করে সম্পাদকদের খাইয়ে দাইয়ে লেখা ছাপান। কাজেই কাগজ-ওয়ালারা আমাদের প্রকৃত অবস্থা জানেন।

বীণা। যাক্ ভাই বাজে কথায় কাজ নেই। এখন যে কাজে যাচ্ছ যাও। আমাদের দেশের সম্পাদক, দেশনেতা কাউকে আর জানতে বাকী নেই। এখন দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ত যেখানে যাচ্ছিলে।

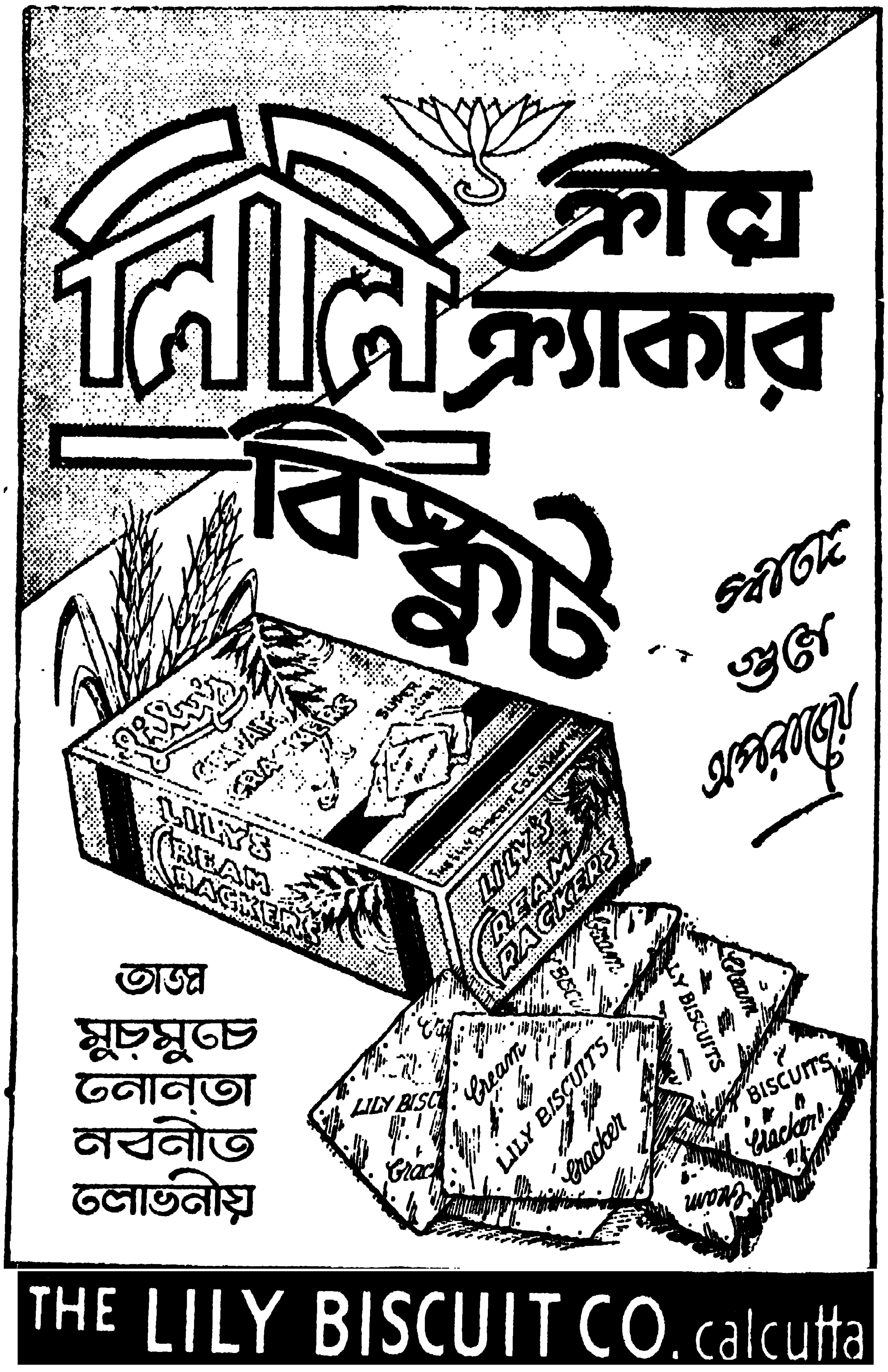

শরদিন্দু। যাচ্ছি সুহাস ঘোষের বাড়ী। সম্প্রতি সুহাসবাবু অনশন-বিশারদ সাধু বাবার কোপানলে পড়ে নিজেকে চিনতে পেরেছেন। এই দেখ এসে আজকের কাগজে কি লিখেছে। সভাপতিত্ব ছেড়ে অমনিই সাধারণের দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ঘরে ঘরে বেকার আর থাকবে না বৌদি। পার তো তোমার বাবাকে লিখে জানিও যে কমলার বিয়ের চিন্তা আর তাঁকে কোরতে হবে না। বীণা দেবীর দেওরই—অবিশ্যি যদি সুহাসবাবু মুখ তুলে চান। এই যে দেশে মহামারি, বেকার, ঘরে ঘরে অবিবাহিত মেয়ে—এর জন্য কি তার সত্যিই দুঃখ না হয়? হয়। শুধু ঐ সভাপতির পদ তাকে নাম কুড়োবার নেশায় ডুবিয়ে রেখেছিল। এই জন্যেই তো মনে হয়, যিনি দেশের নায়ক হবেন বৌদি, তিনি নেহাৎ দরিদ্রের ঘর থেকে না এলে কারু দুঃখ কষ্টটাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারবেন না। ঐ ক্রোড়-পতিরা শুধু হাততালি পাবার আশায় বড় বড় কথাই মুখস্থ বলতে জানে, আমাদের দুঃখ যে কি তা তারা কোনদিন বুঝতে পারবে না। দলপতিরা চিরদিন ধনীর দুলাল হোয়েছেন বলেই তো দেশের ধনীদের আরো শোষণ করে ফেঁপে পড়ার পথটা যেমন সহজ হোয়ে দাঁড়াল দিনের পর দিন আমরা তেমনি পথের ভিখারি হোয়ে দাঁড়ালাম। ষ্ট্যালীন, হিটলার এরা কি করে নিজের দেশকে গড়ে নিল, আর আমরা দিন দিন ডুবে মরছি।

বীণা। সে দুঃখ করে তো কোন লাভ নেই। তুমি তো সে দেশে জন্মাওনি। তুমি পরাধীন ভারতবর্ষের হতভাগ্য ছেলে। পরাধীন থেকে থেকে তোমাদের পুরুষত্ব এসে দাঁড়িয়েছে কবিতার ছন্দে। এই জন্যেই তো পরাধীন দেশের একজন কবি যেচে জাপানী-দের কার্য্যকলাপকে কটাক্ষ করলেন। যদিও

জাপান তাতে চীনকে গ্রাস কোরতে কসুর করেনি।

[শরদিন্দু ঘড়ির পানে চাহিয়া] ওঃ! ন'টা বাজে। যাই একবার দুঃখটা জানিয়ে আসিগে। বোলব, কেরানীর কাজ ক'রবার মত বিদ্যে আমার আছে। দুটি ভাই, দু'জনেই বেকার। কোন সঞ্চয় নেই যে ব্যবসা কোরব। যদি দয়া করে কোথাও একটা কিছু করে দেন স্যার্— [প্রস্থান।

বীণা। [সুমুখে পটের নীচে গলায় আঁচল জড়াইয়া বলিতে লাগিল] দুর্গা, দুর্গা, সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ। বাবা বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণা, এই অভাগীর পানে মুখ তুলে চেয়ো মা!

২য় দৃশ্য

[ভবানীপুরের সৌখীন এবং বড় বাবুদের পাড়ার একখানি বৃহৎ অট্টালিকার সুমুখে শরদিন্দু দাঁড়াইয়া। একটা পশ্চিমা চাকর বাহির হইয়া আসিল। নাম তার ভজু]

ভজু। [শরদিন্দুর পানে শূন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া] এই, কেয়া হায়—?

শরদিন্দু। সুহাসবাবু আছেন?

ভজু। নেহি। [বলিয়াই সে গেট ভেজাইয়া দিল]

[গেট খুলিয়া একজন যুবক বাহির হইয়া আসিতেই শরদিন্দু আগাইয়া গেল। এবং নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল]

মিঃ সেন। কি চাই আপনার?

শরদিন্দু। সুহাস বাবুর কাছে এসেছিলাম।

সেন। কি দরকার? আমাকে বলুন, আমি তাঁর সেক্রেটারী।

শরদিন্দু। তিনি কি এখন কোলকাতাতে নেই?

সেন। না। তিনি এখন বোম্বে গেছেন। কি দরকার আপনি আমাকে বলতে পারেন।

শরদিন্দু। [একটু চিবাইয়া চিবাইয়া] বড় কষ্টে পড়ে এসেছি স্যার্। যদি কোথাও আমার একটা কোন গতি করে দেন।

সেন। কিসের?

শরদিন্দু। চাকরির জন্য।

সেন। কেন তা দেবেন? তিনি কি আপনাকে চেনেন?

শরদিন্দু। না। তা হোক্ বাঙ্গালী তো!

সেন। তা হোলেই বা। আর তা ছাড়া তিনি এখন ভীষণ ব্যস্ত। মিঃ গান্ধীর সঙ্গে Compete করতে হবে। এ সব বিষয়ে ভাববার তাঁর এক তিলও অবকাশ নেই।

শরদিন্দু। দেশের দুর্দ্দশার চেয়েও কি তাঁর এই কাজটাই বড়? আমরা তো ভেবেছিলাম এবার বোধ হয় তিনি খাঁটী বাঙ্গালীর জন্যই নিজেকে নিয়োজিত করবেন। কিন্তু,—

সেন। তা কি হয় মশাই? হাততালি আর সুনাম—এ দুটো জিনিষ মানুষকে কত খানি পাগল করে তা জানেন? আর তা ছাড়া তিনি হলেন বড় লোকের ছেলে। এ সব কথা মাঝে মাঝে দু'এক জন এসে বলে বটে, কান দিয়ে শুনলেও তিনি তার জন্য কোন দিন তত ভাবেন না। এ কাজ কোরতে গেলে অনেক খাটতে হয়।

শরদিন্দু। কাজটা কি?

সেন। তাও আপনি জানেন না? আপনি কাগজ পড়েন না?

শরদিন্দু। পড়িনে। আপনারা যা

তিনটি প্রশ্ন

???

শীলকরা খামে পাঠাইয়া দিন, না খুলিয়া যথাযথ উত্তর পাঠান হইবে

পারিশ্রমিক মাত্র ১ টাকা

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত

শ্রীপ্রবোধ কুমার গোস্বামী

"গোস্বামী লজ", বালী (হাওড়া), ফোন হাওড়া ৭০৫

কচ্ছেন করুন, কিন্তু আমরা যে কত অভাবে পড়ে রয়েছি, তা যদি একবার দেখতেন!

সেন। চাকরির উমেদারি চান তো এই ভদ্রলোকের কাছে যান। এই নিন্ তাঁর ঠিকানা। চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

[শরদিন্দু হাত পাতিয়া লইয়া আবার চলিতে লাগিল]

৩য় দৃশ্য।

[পার্কের পাশে বিরাট গৃহ। একজন হিন্দুস্থানী চাকর শরদিন্দুকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল, নাম তার খদেরু। বাড়ী গয়া জিলায়]

খদেরু। ভিতর মৎ ঘুষো। পহেলে বোল কিয়া মাংতা?

শরদিন্দু। বাবুর সঙ্গে দেখা কোরতে চাই।

খদেরু। [হাতে খৈনী ঘষিতে ঘষিতে] কাঁহাসে আতা?

শরদিন্দু। না বাবা, কারু ঘর থেকে নয়।

খদেরু। কার্ড হায়?

শরদিন্দু। গরীব লোক, কার্ড কোথা পাব?

খদেরু। তবে ভেট হবেনা।

শরদিন্দু। কার্ডের দরকার হবে না। বাঙ্গালীর কাছে বাঙ্গালী এসেছি—তার আবার কার্ড কিসের হে?

খদেরু। তব তু হঁয়া বৈঠা রহ দিনভর। হুকুম নেহি হায় না! এ রকম তোমার মত কত শত বাঙ্গালীর ছেলে আসছে, বাবু কারু সাথে ভেট করেনা। তুমিত নোকরির জন্য এসেছ, না?

[অন্য একটা চাকর যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া বলিল] আরে কাহে ঝামেলা লাগায়া বাবু, ভাগো। বাবু দেখেগা তো হাম লোক কো উপর গোসা হোগা! যাও যাও— নোকরি কিয়া বৈঠা হাই—?

শরদিন্দু। বল্লেই যাচ্ছি কি না। এ তোমার রাজেন্দ্র প্রসাদের বাড়ী নয়।

এ আমাদের বাঙ্গালীর বাড়ী। তোমার কি তাড়াবার অধিকার আছে? বাবুদের নেহাৎ দুর্ম্মতি ধরেছে—তাই তোমাদের মত বঙ্গ-বিদ্বেষীদের পুষে দেশের গৌরব বাড়াচ্ছেন।

[চাকরটা হুঁকার ভিতর সিক নাড়িতে নাড়িতে বলিল] এ বাবু সিধেসে চলা যাইয়ে, নেহি তো আচ্ছা নেহি হোগা।

শরদিন্দু। তুম কিয়া করেগা?

খদেরু। দেখ্‌নে মাংতা হাই? নিকাল্‌ তেড়িকে—, [বলিয়াই শরদিন্দুর ঘাড় ধরিয়া গেটের বাহিরে আনিল। দূরে বারান্দার কোণে দাঁড়াইয়া একজন তরুণী তার এই অপমান নীরবে সহ্য করিয়া চাকরকে সমবেদনা জানাইবার জন্য হাসিয়া বিনুনিটা বুকের উপর তুলিয়া দিলেন। দুঃখে শরদিন্দুর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এবং খদেরু ততোধিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়া একবার দিদিমণির পানে চাহিয়া শুধু হাসিল]

[গেটের কাছে মোটরের বাঁশী শুনিয়া মিলিটারী কায়দায় নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই ঠগলুওয়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন]

—বাবু তুমরা উঠা?

খদেরু। হাঁ, হুজুর।

ঠগলু। জেরা খবর তো দেনা!

খদেরু। আচ্ছা হুজুর [বলিয়াই খদেরু প্রস্থান করিল]

[শরদিন্দু গাড়ীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল] সার্‌ আপনি কি বাঙ্গালী?

ঠগলু। দেখছ না গাড়ীর বডিমে লিখা আছে ঠগলুয়ালা ভগলুয়ালা, মাড়োয়াড়ী। কাহে?

শরদিন্দু। [মনে মনে] জগন্নাথের মন্দিরে উড়ের চেয়ে বিহারীর ভিড়ই বেশী। (প্রকাশ্যে) স্যার্‌, will you please,—

ঠগলু। যা বোলবেন বাংলায় বলুন। হামি ইংরিজি বুঝি না।

শরদিন্দু। মাপ কোরবেন। আপনি ভিতরে গিয়ে বাবুকে আমার কথা একটু বোলবেন সার্‌?

ঠগলু। কি দরকার হামিকে বোল।

শরদিন্দু। আমি বেকার। শুনলাম, কর্পোরেশনের সভায় ঠিক হোয়েছে বিদেশী প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে একজন করে বেকার বাঙ্গালীর ছেলে নিতে হবে। তা আমাকে যদি—

ঠগলু। [সহাস্যে] এ খবর কে তোমাকে দিল?

শরদিন্দু। কাগজে পড়লাম।

ঠগলু। ও ঝুটা খবর। ওর কোন দাম নেই। তোমরা হুজুগ ভালবাস কি না তাই ওটা হোয়েছিল। কাজে কিছু হোবার উপায় নেই। আমরা রাজী হোব কেন? ইংরেজের রাজ আছে। কেউ কারু পরোয়া করে না। হামি লোক ভি বাঙ্গালী বনে গেছি। তোমার দেশের যত বড় বড় লোক আছে, বড় বড় লিডার আছে—সব হামি লোক কো ডান হাত আছে। তারা হাল্লা কোরলে দু'দশ হাজার দিয়ে ঠাণ্ডা বানিয়ে দেব। আর কে লড়বে বল? এ তো হিটলারকা মুল্লুক আছে না যে, বলবে সব মাড়োয়াড়ী বিহারী ভাগ্‌ যাও—এখন বাংলা মুলুক হামাদের।

শরদিন্দু। মুলুকটাও আপনাদের?

ঠগলু। শুধু মুলুক? তোমাদের মাইয়া ছেলেকে হামরা সাদি কোরে, জামাই বোনবো। এমনি কোরে সব লিয়ে লিব।

[খদেরুর প্রবেশ]

খদেরু। বাবু আপ্‌কো সেলাম দিয়া।

ঠগলু। কিছু হবে না বাবু—ঘর যাও, কেন অপমানিত হবে?

খদেরু। কাহে হুজুর আপলোক ইয়ে লোক্‌কো সাথ বাত করতে হেঁ। যানে দিজিয়ে উন্‌কো চুলেমে, আপ্‌কো কিয়া ওর হামারা কিয়া।

শরদিন্দু। [স্বগতঃ] Oh God!

শেষ দৃশ্য

[ধর্ম্মতলার একটা বড়গোছের অফিস। বাহিরে একখানা প্রাকার্ড ঝুলিতেছিল। তাহাতে কর্ম্মখালির বিবরণ লেখা ছিল দেখিয়া শরদিন্দু সিঁড়ি বাহিয়া ম্যানেজারের ঘরে আসিল। ম্যানেজারের পরণে প্যাণ্ট কোট। ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং শরদিন্দু ইংরাজিতে জবাব দিল]

ম্যানেজার। তোমার কি চাই?

শরদিন্দু। আপনাদের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে প্রার্থী হোয়ে এসেছি।

ম্যানেজার। আপনার শিক্ষা দীক্ষা?

শরদিন্দু। বি, এ অবধি পড়েছি।

ম্যানেজার। আপনার নাম?

শরদিন্দু। শরদিন্দু মুখার্জ্জি।

ম্যানেজার। আপনি ব্রাহ্ম না হিন্দু?

শরদিন্দু। ধর্ম্মত্যাগের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার মত শিক্ষা আজো পাইনি।

[দেওয়ালে একখানা সাইনবোর্ড ঝুলিতেছিল, সেদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ম্যানেজার বলিলেন]

—দেখুন।

শরদিন্দু। দেখেছি স্যার। লেখা আছে, Only mohammadans should apply for the vacancy. আমার স্থান কোথাও নেই, না স্যার?

ম্যানেজার। (স্মিতহাস্যে) আছে। দড়ি, কলসী আর গঙ্গার জল। কোন সাম্প্রদায়িকতার কথা উঠবে না। কাউকে ঘুষ দিতে হবে না। কেউ নিষেধও কোরবে না।

শরদিন্দু। পরদিন কাগজে সমালোচনা বেরুবে তো?

ম্যানেজার। ওটা ওদের পেশা। যারা রক্ষা করতে জানে না, সমালোচনা করবার অধিকারও তাদের নেই। স্রেফ সৌজন্য বজায় রাখতেই তারা জানে, ভেতর ফাঁকা। গুড্‌ বাই—

[শরদিন্দু বিনা বাক্যব্যয়ে শুষ্ক মুখে পথে বাহির হইয়া আসিল]

যবনিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—সাত—

অনীতার আবির্ভাবে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এক মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যে-ঘরখানি এতক্ষণ সশঙ্ক স্তব্ধতায় মুহ্যমান হইয়াছিল, অনীতার এই উচ্চকিত উপস্থিতিতে তাহা যেন চঞ্চলতায় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।

অনীতার বয়স আঠার কিংবা উনিশ হইবে, কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ, সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া একটা প্রখর উজ্জ্বল দীপ্তি প্রবহমান, শুধু রূপ নয় দেহের এই কমনীয়তাই তাহাকে পরম লাবণ্যবতী করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কাছেও তার প্রভেদ অনেকখানি, এই বয়সে তাহার মতো রূপ ও সৌন্দর্য্যের খ্যাতি কাহারও ছিল না, প্রাণের প্রাচুর্য্যে অনীতা প্রগল্‌ভ, জহর বা সুবর্ণ কোনোদিন এতখানি উচ্ছল হইয়া ওঠে নাই। পরিপূর্ণ যৌবন তাহার সারা দেহে একটা উচ্ছৃঙ্খল মাদকতা আনিয়াছে।

বাহির হইতেই অনীতার কলরব শোনা যাইতেছিল, এখন দরজার ধারে আসিয়া একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে থামিয়া অনীতা নিজের আবির্ভাব বার্ত্তা ঘোষণা করিল—হ্যালো এভ্‌রিবডি, হিয়ার আই এ্যাম্—

সহসা দেখিলে মনে হইবে ফিল্ম হইতে কিছু অংশ কাটিয়া আনিয়া পর্দ্দায় প্রতিফলিত করা হইয়াছে।

অনীতার এই নাটকীয় আবির্ভাব সকলেই নিস্পৃহ ভাবে লক্ষ্য করিল, কেহই একটিও কথা কহিল না। অনীতা সোজাসুজি কুঞ্জর পাশে গিয়া দাঁড়াইল, কহিল—

তোমার বুঝি রাগ হয়েছে বাবা ?

কুঞ্জ একথার কোন জবাব দিল না, অনীতা পর্য্যায়ক্রমে জহর ও সুবর্ণর মুখের দিকে চাহিয়া বিভ্রান্ত ভঙ্গীতে জননী নন্দরাণীর পাশে বসিয়া পড়িল, তারপর কহিল—এমন রাগ ত' কখনো দেখিনি, একটু দেরী হয়েছে বলে সবাই অমনি মুখ ভার করে বসে রইলে,—

নন্দরাণী গভীর আবেগে অনীতাকে বুকে টানিয়া লইল, এতখানি নিবিড় ভাবে বোধ করি সে কোনোদিন তাহাকে কাছে টানিয়া লয় নাই। আজ নন্দরাণী বুঝিয়াছে ইহাই তাহার একমাত্র সম্বল। এই ভাবাবেগের সহিত কিন্তু নন্দরাণী কর্ত্তব্যজ্ঞান হারায় নাই, তাই অনীতাকে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কোথায় ছিলি এতক্ষণ, এত দেরী করে! আমরা এদিকে ভেবে মরি!

অনীতা বলিল—তোমরা যদি মিছিমিছি ভাবো! আমি ত' আর ছোটটি নেই, পথ চিনে আসতে পারি না ?

—কেন যে ভাবি সে তুমি বুঝবে না মা—

অনীতা জবাবদিহি করিতে ভালবাসেনা, কতকটা অভিমান ভরেই সংক্ষেপে বলিল—কি করবো বলো, ষ্টেশনে এসে দেখা গেল রেণুদি'র সুটকেস নেই, চারদিক খোঁজা হোল, এদিকে ট্রেন ছেড়ে দিলে, তারপর রেণুদি'র বাসায় গিয়ে দেখা গেল, সেখানকার সুটকেস্ সেখানেই পড়ে আছে। কাজেই দেরী হোল, এদিকে তোমরা আকাশ-পাতাল ভেবেই সারা—

নন্দরাণী আর কিছু বলিল না। এতক্ষণে অলককে লক্ষ্য করিয়া প্রগল্‌ভ ভঙ্গীতে অনীতা বলিল—ছি ছি আমি আগে দেখিনি, আপনি বুঝি দাদার বন্ধু! নমস্কার!

অলক প্রতি-নমস্কার জানাইয়া মৃদু হাসিল মাত্র।

অনীতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে, তাহার মুখে তাই সহসা কোনো কথা ফুটিল না।

অলকের এই কুণ্ঠিত ভাব অনীতার কাছে বিসদৃশ ঠেকিল, এতক্ষণ সকলেরই একটা সংশয়কুণ্ঠ ভাব লক্ষ্য করিয়া সে ঘরের ভিতরকার বিস্ময়-কর সংগত আবহাওয়া সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিল, তারপর বিস্ময় বিমিশ্র কণ্ঠে কহিল--কি ব্যাপার বলো ত'! সবাই চুপ করে বসে আছ—যেন একটা ভয়ঙ্কর একসিডেণ্ট ঘটে গেছে—

জহর শুষ্ক কণ্ঠে কহিল—একসিডেণ্টই বটে, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুর্ঘটনা—

কুঞ্জ আর থাকিতে পারিল না, বলিল—দুর্ঘটনা! এর নাম দুর্ঘটনা, কি হয়েছে আমিই বল্‌ছি শোন, এখন জানা গেল আমাদের হাতে হঠাৎ কিছু টাকা এসে পড়েছে—

জহর পুনরাবৃত্তি করিল, সেই ত' দুর্ঘটনা, যদি টাকা না আসত,

তাহলে হয়ত এ কলঙ্ক-কাহিনী আমাদের শুনতে হোত না, এতখানি ঠকতে হোত না, আপনি শুধু টাকাটাই বড় করে দেখছেন—

অনীতা কিছুই বুঝিতে পারিল না, সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে নন্দরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নন্দরাণীকেই হয়ত আবার গোড়া হইতে সুরু করিতে হইত, কিন্তু তাহার পরিশ্রান্ত মুখখানি সুবর্ণর অন্তরে করুণার উদ্রেক করিল। সুবর্ণ তাই শান্ত কণ্ঠে কহিল, আমিই বলছি অনী। ব্যাপারটা হয়ত সত্যিই তেমন গুরুতর নয়, তবে আবার মন থেকে উড়িয়ে দিতেও পারি না, এতকাল আমরা যা জেনে এসেছি তা ভুল, কাজেই এটা একটা নিদারুণ শক্ বলেই মনে হচ্ছে, তবে সবই সয়ে যাবে, সময়ে সবই সয়। এখন জানা গেল লোকনাথ মজুমদার আমাদের অনেক টাকা উইল করে দিয়েছেন আর দাদা তাঁরই ছেলে।

অনীতার বিস্ময় আর কাটে না, সে কহিল—কি বলছ দিদিমণি! তোমার সবতাতেই ঠাট্টা।

সুবর্ণ শান্ত সংযত কণ্ঠে কহিল—ঠাট্টা নয় অনী এই সত্যি, বাবা মা আমাদের শুধু মানুষ করেছেন, আমরা—

সুবর্ণর গলার স্বর আবেগে অবরুদ্ধ হইয়া গেল, তাহারা যে কি ও কে তাহা সে কিছুতেই নিজের মুখে প্রকাশ করিতে পারিল না, তাহার সৌম্য মুখখানিতে একটা কঠিন বেদনানুভূতির ছাপ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ থামিয়া সুবর্ণ কহিল—আমরা নাকি বড়লোকের ঘরের ছেলে মেয়ে, অথচ আমাদের কোনো সামাজিক পাসপোর্ট নেই—

অনীতা বলিল—ছিঃ দিদিমণি, তোমার বুঝি রাগ হয়েছে?

সুবর্ণর ম্লান মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, বলিল—রাগ কার ওপর করবো অনী, এই যে সত্যি, সামনেই তোর এটর্ণী বসে রয়েছেন। উনিই ত' উইলের খবর নিয়ে এলেন—

বিস্ময়বিমূঢ় চোখে অনীতা অলককে আর একবার ভালো করিয়া দেখিল, বলিল, আপনি তাহ'লে এটর্ণী বুঝি, আমি মনে করেছিলুম দাদার বন্ধু! কিন্তু আপনি কি করে জানলেন এত খবর?

অলক বলিল—জানাই ত' আমাদের ব্যবসা, আমরা লোকনাথবাবুর এটর্ণী, জহর বাবু তাঁরই ছেলে—

এতকাল জহরকে বড় ভাই বলিয়া অনীতা মান্য করিয়াছে, ভয় করিয়াছে, তাহার বলিষ্ঠ স্পর্শের আশ্রয়ে দুঃখের দিনে মুখ লুকাইয়াছে, আজিকার এই গ্লানিকর মুহূর্তে ঐ মানুষটির অন্তরে যে একটা নিদারুণ সংঘর্ষ চলিতেছে লঘুচিত্ত হইলেও অনীতা তাহা অনুভব করিল। হয়ত দাদাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যেই অনীতা জহরের পাশে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

অনীতার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া জহর বলিল—আমাদের আর মুখ তুলে দাঁড়াবার উপায় নেই অনী, আমাদের এখন পথের লোকও লাঞ্ছনা করবে, এমনই অদৃষ্ট—

অনীতা কহিল—তুমিও অদৃষ্ট মানো দাদা?

—মানতুম না, এখন মানি, না হ'লে লোকনাথ মজুমদারই বা আমার কে—কেনই বা তিনি আমাদের নামে টাকা দেবেন বলো? যে ভাবে মানুষ হয়েছি, যে সংসারের পরিচয়ে পরিচিত, সেই ত' আমার সম্মান, সেই ত' আমার মর্য্যাদা, কি ক্ষতি হ'ত এই খবরটুকু না পেলে, কি লাভ হোল এই টাকার থলি হাতে এসে। এ যদি মেনে নিতে হয় তাহলে অদৃষ্টকে ত' আর এড়িয়ে চলতে পারবো না!

সুবর্ণ বলিল—তুমি একটু ঠাণ্ডা হও দাদা, মিছিমিছি ভেবে কি লাভ?

জহর বলিল—ভাববার আর ক্ষমতা নেই সুবী, ভাবনার শেষ নেই, এখনও যে সারা জীবনটাই বাকী!

সুবর্ণ বলিল—তবু তুমি পুরুষ, সমাজে তোমার অবাধ গতি, আমার কথাটা ভেবেছ?

অনীতা বলিল—তোমার আবার কথা কি? আমাদের যে পথ তোমারও সেই পথ—

ফোন ২৭৭৪
বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

নীরস হাস্যে স্বর্ণ কহিল—লেখাপড়া শিখলেও আমরা মেয়ে, এটা ভুলিসনি অনী, আমাদের বাধা পদে পদে—

অনীতার মাথায় এতো সব বড় বড় কথার স্থান নাই, সে বলিয়া বসিল,—তোমরা না হয় লোকনাথবাবুর ছেলে-মেয়ে, আর আমি ?

স্বর্ণ বলিল—তোমার আর কি ? তোমার গায়ে কলঙ্কের আঁচড়টুকুও নেই, তুমি এঁদেরই—

অনীতা ঠিক এ উত্তরের আশা করে নাই, তাহার মুখে চোখে গভীর নিরাশার ভাব ফুটিয়া উঠিল,—তাহার চোখের সে উজ্জ্বল দীপ্তি যেন এক নিমেষেই অন্তর্হিত হইল, স্বর্ণ ও অলক অনীতার এই হতাশ মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিল। অনীতা চিরদিনই একটু রোমান্স-ব্যাকুল, তাহার নিজের সম্বন্ধে কিছু শুনিবার জন্য সে উৎসুক হইয়াছিল। স্বর্ণ এবং জহরের চেয়েও রোমাঞ্চকর আবেষ্টন সে আশা করিয়াছিল।

স্বর্ণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল—অনীতা, দাদার কথা শুনলে ? আমিও নাকি এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, কিন্তু তোমার মর্য্যাদার কাছাকাছিও যে আমরা নেই, একথা ভেবেছ ?

অনীতা তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া কহিল—কিন্তু দিদিমণি, আমি ভাবছি এ যেন রূপকথা! এযে বিশ্বাসের বাইরে! এর ওপর আবার টাকা, এত কথা ভাবতেও পারি না—

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চল্‌তি বীমা	১৬	কোটি	৩৭	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল ·	২	„	৯৬	„	„
মোট সংস্থান ·	৩	„	৩৬	„	„
দাবী শোধ ··	১	„	৮৫	„	„
প্রিমিয়াম আয় ··	···	···	৭৪	„	„

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

জহর বলিল—উইলে টাকাটা বাবার নামে দেওয়া হয়েছে—

অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বর্ণ বলিয়া ফেলিল—আমাদের মানুষ করার পুরস্কার !

আহত কণ্ঠে নন্দরাণী বলিল—আমাদের কি অপরাধ, টাকার লোভেই তোমাদের নিয়েছিলুম বটে, কিন্তু পুরস্কারের আশা রাখিনি—

যথেষ্ট আন্তরিকতার সহিত স্বর্ণ বলিল—তোমার স্নেহের কি দাম! তুমি না থাকলে আমরা কোথায় দাঁড়াতুম আজ, বাপ-মা যাদের স্বচ্ছন্দে দূর করে দিয়েছেন, কোনো দায়িত্বই নিতে পারেন নি, তুমি তাদের নিজের ছেলে-মেয়ের মতোই মানুষ করেছ, টাকায় কি সে ঋণ শোধ হয় ?

ভাগ্য বিড়ম্বিতা স্বর্ণর এই আকুলতায় জহরের মনের জ্বালা হয়ত কিছু হ্রাস পাইল, সে এতক্ষণে কহিল—তুমি কেন মিছে চোখের জল ফেলছ মা, দোষ আমাদের অদৃষ্টের—

বোধ করি এই অস্বাচ্ছন্দ্যকর আলোচনা শেষ করিবার উদ্দেশ্যেই স্বর্ণ পরিহাস ছলে কহিল—অতবড় সোস্যালিষ্ট ছেলে তোমার যে রাতারাতি এতবড় ক্যাপিটালিষ্ট হয়ে উঠবে—তাই বা কে জানত !

একথায় জহরও হাসিয়া ফেলিল।

রিষ্টওয়াচের দিকে লক্ষ্য পড়িতেই অলক উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—আজ আমি উঠি, দু' একদিনের মধ্যেই—

অলকের কথায় বাধা দিয়া নন্দরাণী কহিল—এত রাতে ত' আর ট্রেন ধরতে পারবে না বাবা, আজকের রাতটা কষ্ট করে তোমাকে এখানেই কাটাতে হবে—

কুঞ্জ পরম উৎসাহ ভরে বলিল—নিশ্চয়ই, এত রাতে আপনার যাওয়া হতেই পারে না,—যে এতবড় সৌভাগ্যের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে তাহাকে সে ছাড়িতে চায় না।

নন্দরাণী বলিল—সারা বছর ধরে এই দিনটির আশায় আছি, ছেলেরা আসবে একমাস ধরে তারই আয়োজন চলেছে, আজকের দিনে ভগবান আমায় এমনি কষ্ট দিলেন—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নন্দরাণী আর কিছুতেই উদ্‌গত অশ্রু চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

ব্যথা ও বেদনার সংঘাতে অন্তরে আর্তনাদ করিলেও স্বর্ণ পরম আগ্রহ ভরে নন্দরাণীর হাত ধরিয়া বলিল চলো মা, অনেক রাত হয়েছে, দু'জনে মিলে চটপট খাবার দাবার বন্দোবস্ত করে ফেলি, অনী আসন গুলো তাড়াতাড়ি সাজিয়ে দে না ভাই—

সে রাত্রে অলক আর কলিকাতায় ফিরিতে পারিল না।

[ক্রমশঃ।

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

মেয়েদের আপ-টু-ডেট্ বলে কি গুণ থাকিলে?

(১১)

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

ভগিনী শ্রীমতী অপর্ণা দাসের প্রস্তাবিত "মেয়েদের আপ-টু-ডেট্ বলে কি গুণ থাকিলে" প্রশ্নের উত্তরে আমার ক্ষুদ্র মতামতটুকু আপনার আলোচনার আসরে স্থান দিলে বাধিতা হইব।

আমাদিগকে অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে যে, আমরা অনুকরণপ্রিয়া হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বর্ত্তমানে আপ-টু-ডেট্ নারী তাঁরাই যাঁরা অপর পুরুষের সহিত অবাধে মিশ্রন, কথোপকথন ও সমান অধিকার দাবী করিতে সাহস পান, এবং সন্তান প্রতিপালনের ও গৃহকর্ম্মের ভার দাসদাসীর উপর দিয়া ও রন্ধনশালা হইতে বহুদূরে রিডিং রুমে বসিয়া নভেল পড়েন, অথবা ড্রেসিংরুমে বসিয়া বেশ ও কেশ বিন্যাস এবং সৌন্দর্য্য সাধনায় সময় অতিবাহিত করেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা অনুকরণপ্রিয়া। বায়স্কোপের অভিনেত্রীদের চালচলন, সাজসজ্জা প্রভৃতি বিলাসিতা অনুকরণ করিতেছি। কাহার ব্রোচের ভিতর কাপড়ের কতটা কোঁচ দেওয়া আছে, কে কি রূপ লেডিজ্ কোট ব্যবহার করেন, কাহার চুলে কতগুলি কোঁচ পড়িয়াছে ইত্যাদি। এমন কি পাশ্চাত্য সাজসজ্জাও অনুকরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছি। মোট কথা আপ-টু-ডেট্ বলিতে রূপচর্চ্চাই আগে মনে পড়ে। আবার দেখি অধুনা অধিকাংশ নারী কথার ভিতর মধ্যে মধ্যে অশুদ্ধ ইংরাজী কথা দিয়া আপ-টু-ডেটের পরিচয় দেন। অনেকের মতে এইরূপ আপ-টু-ডেট্ কল্যাণজনক, কিন্তু ইহা আমার মতে কল্যাণজনক নহে, মূলতঃ দুর্গতি। আমার মতে নারীর এইরূপভাবে আপ-টু-ডেট্ হওয়া উচিত যাহাতে আদর্শ কন্যা, ভগিনী, মাতা ও গৃহিনীরূপে আপনাকে সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারেন। যাহাতে নারীত্বে ও মাতৃত্বে তাঁহারা মহিমান্বিত হন। কারণ তাঁরাই দেশের শক্তি। তাঁরাই গৃহের ভিত্তিস্বরূপ। গৃহিণীপণা করিবার জন্যই নারীর সৃষ্টি। তাঁদের প্রধান কর্ত্তব্য সেবা, শুশ্রূষা, সন্তানপালন, শিশুদিগের স্বাস্থ্য, জীবন ও সংসারের শৃঙ্খলা স্থাপন, রন্ধনশিক্ষা, সূচীকর্ম্ম শিক্ষা, সংসারের আয়ব্যয়ের হিসাব রাখা ও চিকিৎসা বিদ্যাতে পারদর্শিতা, তবেই তাঁহারা হইবেন আপ-টু ডেট্। আপনি আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি,

বিনীতা—

শ্রীমতী বীণাপাণি কুণ্ডু

বর্দ্ধমান

(১২)

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

বহুদিন হইতে দীপালী নারীলোকের আলোচ্য বিষয়গুলি পড়িয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি যে বিশ্বের তিল তিল রূপ লইয়া যেমন তিলোত্তমা সৃজিত, তেমনিই অধিকাংশ লেখিকার মতে বিশ্বের তিল তিল দোষ লইয়া আজকালকার আধুনিক মেয়েরা গঠিত। গৃহে, বাহিরে, সিনেমা, থিয়েটার, সাহিত্যে এমন কোন জিনিষ নাই যাহাতে আধুনিকাদের নিন্দা হয় না, অতএব এই আলোচ্য বিষয়টি উপযুক্ত সময় আবির্ভূত হইয়াছে।

Up-to-date কথাটি বিদেশী, উহার সাধারণ বাজলা অর্থ "আধুনিক"। বর্ত্তমান যুগের তালে তালে পা ফেলিয়া যাহারা চলিতে পারে, তাহারাই আধুনিক অর্থাৎ up to-date.

অনেকে বলেন যে B.A., M.A., বই মুখস্থ করিয়া পাশ করিলে ও সাজসজ্জা করিয়া কলেজে যাইলেই up-to-date হওয়া যায় না। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ B.A., M.A., পাশ করিতে হইলে ভাল ভাবে পড়িতে হয়, যাহাকে study করা বলে এবং মুখস্থ করিলেও পাঠ্যপুস্তকগুলি ডিটেক্টিভ নভেল নহে যে বেমালুম মগজ হইতে উড়িয়া যাইবে, তাহার সারাংশ কিছু থাকিয়া যায়। Up to-date হইতে হইলে B.A., M.A., পাশ করা দরকার এবং কলেজে যাওয়াও দরকার, কারণ up-to-date হইতে হইলে smartness যতটা দরকার অন্য কিছুরই এত দরকার নাই, এবং কলেজে পড়িলে সকলের সহিত মেলামেশা করিলে smart হওয়া যায়।

Smartness, up-to-date এর অপরিহার্য্য অঙ্গ। কথায়, ব্যবহারে, পোষাকে সর্ব্বত্র smartness এর প্রয়োজন। এদিকে যেমন চটপটে হইতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি প্রত্যেক জিনিষে আগ্রহশীল হওয়া দরকার। খেলাধূলা, ব্যায়াম, রাজনৈতিক আন্দোলন, সাধারণ জ্ঞান, এই সমস্ত ব্যাপারে যাহারা অনুরাগী তাহারাই up-to-date. তৎসঙ্গে দুইটি বস্তুর দরকার—আত্মসম্মান, জ্ঞান এবং আত্মনির্ভরশীলতা।

সুখের বিষয় আমাদের শিক্ষিতা আধুনিক মেয়েদের ইহার অধিকাংশ গুণই আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দেশের লোকের তৎপ্রতি দৃষ্টি না পড়িয়া তাহাদের সাজ-সজ্জার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সাধারণের এই হেয় মনোবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন প্রয়োজনীয়।

দেশের এই দুর্দ্দিনে বাহিরে মেয়েদেরও ডাক পড়িয়াছে। বিবাহ করিয়া পতি সেবা ছাড়াও অন্য কাজে মেয়েদের প্রয়োজন আছে, অতএব ভগিনীগণের প্রতি এই নিবেদন যে ঘরের টান যাঁহাদের আছে, তাঁহারা ঘরেই থাকুন কিন্তু দয়া করিয়া বাহিরের কার্য্যে মেয়েদের বিমুখ না করেন। দেশের উন্নতিকল্পে আমাদের up-to-date মেয়েরা তাহাদের মনোবৃত্তি গড়িয়া তুলিতেছে, তাহাদের প্রেরণা দান করা কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করা উচিত নহে। নমস্কার। ইতি,

কুমারী দেবযানী রায়
নিউ দিল্লী

(১৩)

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—
মহাশয়া,

"আধুনিক বা আপ-টু-ডেট্ বলে কি কি গুণ থাকিলে ?" বর্ত্তমানে ইহাই আলোচনার বিষয়। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সব মেয়েরাই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, এবং তাহাতেই আপ-টু-ডেট্ হয়, কিন্তু এখনকার কুশিক্ষা তাহাদের মানসিকতাকে বুঝিবার মত অবসর দেয় না। মনে হয় অল্পবয়স্কা বালিকাদের ততদূর চিন্তাশক্তি না থাকায় তাহারা প্রকৃতভাবে শিক্ষিতা হইতে পারে না। তাহারা জ্ঞান হওয়া অবধি লেখাপড়াকে হুজুগের বা ফ্যাসানের মতই মনে করে এবং মাতা-পিতাও মেয়েদের শিক্ষিতা করিবার বাসনায় স্কুলে দেন, সেখান হইতেই তাহাদের আপ-টু-ডেট হওয়ার সূত্রপাত। তাহারাও দলে পড়িয়া আপ-টু-ডেট হয়, এবং আপ-টু-ডেট হওয়াকে শিক্ষার একটা অঙ্গ মনে করে, কিন্তু প্রকৃত আপ-টু-ডেটগিরি কাহাকে বলে ? প্রথম থেকে ধরা হোক ! আপ-টু-ডেট মেয়েদের অনেকে সঙ্কীর্ণচেতামন। অনেক আপ-টু-ডেট মেয়ের আলোচনার বিষয়, সাড়ী, গহনা, রুজ, লিপষ্টিক ও একটু-আধটু দেশের খবর, কিন্তু প্রকৃত দেশের জিনিষ ক'জনে ব্যবহার করেন ? তাহাদের বিলাসিতা হইল দেশের দোষ গুণের কথা নখদর্পনে রাখা। কিন্তু বিলাসিতার ব্যসনগুলি হইল বিদেশী। একটু পরের উপকার করা কর্ত্তব্য—ঠিক কথা, কিন্তু তাহারাই আবার পরের একটু ছিদ্র খুঁজিয়া নিন্দা করিতে পারিলে বর্ত্তাইয়া যান। ইহাকেই বলে সঙ্কীর্ণচেতা মন, আপ-টু-ডেট নহে।

আমরা দলে পড়িয়া আপ-টু-ডেট হইতে শিখি। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা আমাদের ঘরে—আমাদের পিতামাতা সুশিক্ষিত ভদ্র ও বিনয়ী হইলে আমরাও আপ-টু-ডেট হইতে শিখি। পিতামাতার নিকট আপ-টু-ডেট হইতে শিখিব শুনিয়া সকলেই হাসিবেন। কিন্তু আপ-টু-ডেটের আবহাওয়া নব বসন্তের হাওয়া নয়। তাঁহাদের আমলেও আপ-টু-ডেটগিরি ছিল। তাঁহাদের আমলের আপ-টু-ডেটের সহিত আমাদের তফাৎ এই যে, আমরা আপ-টু-ডেট অর্থে স্বেচ্ছাচার বুঝি। তখন ছিল অন্যরূপ। যাই হোক, ধীর, স্থির, বিনয়ী, নম্র, সদ্গুণ ও উদারচেতা হইলেই, প্রকৃত আপ-টু-ডেট হয়। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও সুস্থ মনকে রক্ষা করাই সুশিক্ষার ভিত্তি, এবং ইহাই আদর্শ। দুইয়ের সংমিশ্রনে পড়িলে কোনও কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, সুতরাং ভারতীয় আবহাওয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া অ-ভারতীয় অনাচারগুলিতে দেহে দুষ্টক্ষতের মত ফুটাইয়া তুলিলে, ব্যাধিও দুরারোগ্য হইয়া উঠিবে। উচ্চস্তরের কথাবার্ত্তা কহিয়া হঠাৎ রাতারাতি দুই চারিটি সাপুড়িয়া নৃত্য বা তরবারি নৃত্য শিখিলেই আপ-টু-ডেট হওয়া যায় না, এবং তাহা বেশী দিন টিঁকেও না। এইরূপ অনেক অতি আধুনিক মেয়েকে সময় সময় আক্ষেপ করিতে হয়। ইতি।

শ্রীমতী মহামায়া জেংলী
হাওড়া

চ, ক্রভন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

(১৪)

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—
মহাশয়া,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় আমার এই পত্রটি ছাপাইলে বড়ই বাধিতা হইব।

"আধুনিকা" বা "আপ-টু-ডেট বলে" কি গুণ থাকলে এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে হোলে বিভিন্নপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে হয়। প্রথমতঃ আমরা ভারতীয় সমাজের কূপমণ্ডূকতার মধ্যে বর্দ্ধিতা হোয়ে "আধুনিকা" কথাটিকে বেশ একটু বিকৃত অর্থে দেখে থাকি। "আধুনিকা" বোলতে আমাদের প্রথমেই মনে জাগে এমন একটি মেয়ে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার আবর্জ্জনা নিয়ে—কোন এক ভিন্ন সমাজের পঙ্কিলতার আবর্ত্তের মধ্যে বেড়ে উঠে, তার প্রকাশ্য নির্লজ্জতায় ভূয়সী-প্রশংসা করে এবং নিজে

সেই অপমানের ডালি সগর্ব্বে মস্তকে নিয়ে বেড়ায়। "আপ-টু-ডেট্" বা "আধুনিকা" কথাগুলি কি যেন এক মহাপাপ কোরেছে, যার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তারা চিরকাল শুধু পরের নিকট হোতে পায় অনাদর ও অপমান। তাই "আপ-টু-ডেট্" বোলতে যতখানি না গুণ বোঝায় তা' অপেক্ষা অনেক বেশী বোঝায় দোষ। সেইজন্য এই প্রশ্নটির অন্য দিক থেকে বিচার কোরে দেখতে হবে।

"আপ-টু-ডেট্ মেয়ে"র প্রকৃত অর্থ—নব-যুগের নব্য-সভ্যতার আলোকে আলোক-প্রাপ্তা কোন এক মেয়ে। তাই "আপ-টু-ডেট্" মেয়ের গুণানুসন্ধান কোর্ত্তে হোলে—আধুনিক কালের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগুলি অন্বেষণ কোর্ত্তে হবে—অতীতের গৌরবোজ্জ্বল যুগের বৈশিষ্ট্য নয়। গৌরবময় অতীতে ভারতের সেই সনাতন সভ্যতায়, সেই তপোবনে ধর্ম্মশিক্ষায়, তৎকালীন যুগ-ধর্ম্মে বর্দ্ধিতা নারীও এখনকার শিক্ষিতা ও আলোকপ্রাপ্তা নারীর তুলনা নারীত্বের দিক্ থেকে আংশিকভাবে করা গেলেও—পার্থক্য অনেক। কাজেই অতীতের যুগধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য দিয়ে আধুনিক নব্য-সভ্যতার আলোকপ্রাপ্তা নারীর বিচার কর্ত্তে গেলে আধুনিক নারীর অবমাননা করা হয়। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে নারী-প্রকৃতিকে বর্ত্তমান সভ্যতার যূপকাষ্ঠে বলিদান দিয়ে আধুনিক সভ্যতার জয়গান কোরে বেড়াতে হবে—কিন্তু যুগ-ধর্ম্মকে না মেনে উপায় নেই।

বর্ত্তমান যুগে বাস কোরে বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম ও সভ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান করার ন্যায় মূর্খতা আর নেই। এ ছাড়া বিশ্ব-সভ্যতা হোতে বিচ্ছিন্ন হোয়ে কোনো জাতি আপন কৃষ্টি ও সভ্যতাকে রক্ষা কোর্ত্তে পারে না। তাই যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পোড়েছে তখন সেই তরঙ্গের আঘাত আমাদের গ্রহণ কোর্ত্তেই হবে।

নব্য তুরস্কীয় নারীরা আজ জগৎ দরবারে আপন আসন প্রস্তুত কোরেছে পাশ্চাত্য সভ্যতার হুবহু অনুকরণে বর্দ্ধিতা হোয়ে। আজ চৈনিক নারী যে গৌরবময় ইতিহাস গোড়ছে তারও মূল ঐ পাশ্চাত্য সভ্যতা। তারপর জাপানী নারীরা—যাঁদের সম্বোধন কোরে রবীন্দ্রনাথ বোলেছেন—"এরাই জাপানের ঘর, জাপানের দেশ। এরা আপিসের নয়। এখানকার মেয়েরাই জাপানের সম্মানরক্ষার ভার নিয়েছে। ওরা দরকারকেই সকলের চেয়ে বড়ো করে খাতির করেনি, সেইজন্যেই ওরা নয়ন-মনের আনন্দ"। তাঁরা শিক্ষায়, সভ্যতায়, জগতের এক শ্রেষ্ঠ নারীজাতি বোলে পরিগণিত হোচ্ছে—কেন? কেননা তারা "আপ-টু-ডেট্"। কেন না যে—"যে য়ুরোপের সভ্যতা একান্তভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা"..."স্থাবর মনের সভ্যতা নয়", যে "সভ্যতা ক্রমাগতই ...নূতন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিপ্লব-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় পক্ষ বিস্তার করে উড়ে চলেছে" ...তাদের "মনে সেই স্বাভাবিক চলন-ধর্ম্ম থাকাতেই" তারা "সহজেই য়ুরোপের ক্ষিপ্র তালে চল্‌তে পেরেছে"।........."কারণ, উপকরণ যে যা-কিছু পাচ্ছে, তার দ্বারা সে সৃষ্টি কোরেছে; সুতরাং নিজের বর্দ্ধিষ্ণু জীবনের সঙ্গে এ সমস্তকে মিলিয়ে নিতে পারছে।" আসল কথা এই মিলিয়ে নেওয়া—এইটাই "আপ-টু-ডেট্"এর প্রধান গুণ। জাপানী নারীরা "আপ-টু-ডেট্"—কেননা তারা আপন জাতির কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার এত সুন্দর সংমিশ্রণ কোরে এমন কতকগুলি গুণের অধিকারিণী হোয়েছে যার জন্য তারা নারীত্বের সু-উচ্চ আসনে অধিষ্ঠান কোর্ত্তে পাচ্ছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, "আপ-টু-ডেট" বোলতে এমন কতকগুলি গুণের অধিকারিণী বোঝায়—যা পাশ্চাত্য সভ্যতার আবর্জ্জনামুক্ত ত' বটেই, পরন্তু প্রাচ্য-সভ্যতার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত। তিনিই প্রকৃত "আপ-টু-ডেট্" যিনি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রাচ্য সভ্যতার কষ্টিপাথরে পরীক্ষা কোরে

পোষাক পরিচ্ছদ

বেরে টুপী

(শিশু সাইজ)

প্রথমে ১১০ ঘর তুলিবে, পরে ১ উল্টা, ১ সোজা করিয়া ১২ লাইন বুনিবে।

১ম লাইন—১ ঘর বাড়াইয়া ১ সোজা, ৯ সোজা এই ভাবে শেষ পর্য্যন্ত সব বুনিবে।

২য়। সব উল্টা।

৩য়। ১ ঘর বাড়াইয়া ১ সোজা, ১০ সোজা ক্রমান্বয়ে।

৪র্থ। সব উল্টা।

৫ম। ১ ঘর বাড়াইয়া ১ সোজা, ১১ সোজা, ক্রমান্বয়ে।

৬ষ্ঠ। সব উল্টা বুনিবে, এই ভাবে ১৪ ঘর সোজা পর্য্যন্ত বুনিবে, তাহা হইলে মোট ১৭৬ ঘর হইবে। পরে—১৪ সোজা, ১ জোড়া শেষ পর্য্যন্ত। পরের লাইন উল্টা। আবার ১৩ সোজা, ১ জোড়া শেষ পর্য্যন্ত। এইভাবে বুনিয়া যখন ১ সোজা, ১ জোড়া হইবে তখন সবগুলি ঘর একসঙ্গে করিয়া সেলাই করিয়া দিবে। প্রত্যেকবার প্যাটার্ণ বোনার পর উল্টা হইবে। পরে পাশ সেলাই করিবে। ছোট ছেলেদের প্রত্যেক জিনিষ বেবি উলে করা উচিত।

—বড়দিদি
দিল্লী

যা-কিছু খাঁটি তা গ্রহণ কোরেছেন। কেমনা তিনি এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চয় কোরেছেন। যিনি "জঙ্গম মনের" সঙ্গে "স্থাবর মনের" এক অপূর্ব্ব সমন্বয় কোরে দুই বিরাট সভ্যতা-সঞ্জাত মহাশক্তির অধিকারিণী—তিনিই প্রকৃত "আপ-টু-ডেট্" বা "আধুনিকা"।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। ইতি,

শ্রীমতী অরুণা ভট্টাচার্য্য
হাতিবাগান, কলিকাতা

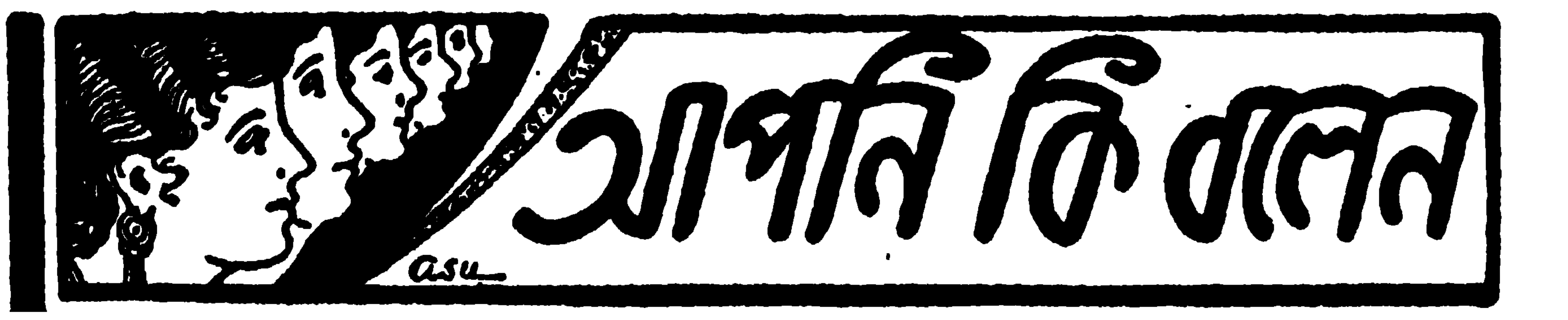

(৭)

পেয়ারার জেলী

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

১১ই জানুয়ারীতে 'দীপালী'র ২য় সংখ্যায় কুমারী হিমানী রায়ের "পেয়ারার জেলী"র প্রস্তুত প্রণালী পড়েছিলাম। পূর্ব্বের মত এবার ইচ্ছে হ'ল তৈরী করবার। অনেক ভগ্নির উল্লিখিত নানাবিধ খাবার বহুবার তৈরী করেছি। ইহাতে যে কি আনন্দ পাওয়া যায় তা বলবার নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, "পেয়ারার জেলী" বানাতে গিয়ে খুবই দুঃখিত হয়েছি। কারণ আমায় ৩।৪ ঘণ্টা পণ্ডশ্রম করতে হয়েছে। পয়সার কথা ছেড়ে দিলেও ইহাতে যে কি ভীষণ বিরক্তি আসতে পারে আপনারা অনুমান করলেই তা বুঝতে পারবেন। নিছক কল্পনা-প্রসূত কথা দিয়ে, নাম জাহিরের জন্য যিনি ছাপার অক্ষরে নাম ছাপাতে যান তাঁর এটুকু জ্ঞান থাকা উচিৎ যে বাজে কথা লেখার চেয়ে না লেখা ভাল।

কুমারী পাখী সেন
C-O শ্রীরমণী সেন
মোরাদাবাদ

(৮)

সাগুর পাঁপড়

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

২৫শে জানুয়ারীর 'রান্নাঘর' খুলেই দেখি সেখানে যে সব খাবার তৈরী করা হয়েছে, তার প্রথমটি অর্থাৎ 'সাগুর পাঁপড়' অনেক আগেই প্রস্তুত হয়ে আছে। তাই খুঁজে খুঁজে বের করলাম ৯ই নভেম্বরের (৩৯) তালিকা। সেখানেও অনেক আগেই নওগাঁর কুমারী অলকা মজুমদার 'সাগুর পাঁপড়' আমাদের উপহার দিয়েছেন। শ্রীমতী বেলা সিংহ যে আলোচনা কোরেছেন তার সঙ্গে অলকাদি'র প্রণালীর সঙ্গে কোন রকম প্রভেদ নেই।

তাই জিজ্ঞেস করি শ্রীমতী বেলা সিংহ এই জানা খাবারটি আমাদের পরিবেশন কোরলেন কেন? পরিবেশিত রান্না শিখে তিনি কি আমাদের তাই দিয়ে ভুলাতে চান? আগামী বারে তিনি নূতন কিছু না খাওয়ালে একেবারে তাঁর বাড়ী গিয়ে উঠব কিন্তু। নমস্কার—ইতি,

কুমারী শিশিরমাতা ভট্টাচার্য্য
ওয়ারী, ঢাকা

(৯)

চুলপড়া নিবারণের উপায়

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনার বহুল প্রচারিত দীপালী পত্রিকার "আপনি কি বলেন" বিভাগে আমার এই ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসা-পত্রটি স্থান পাইলে বিশেষ বাধিতা হইব।

চুল পড়া কি উপায় অবলম্বন করিলে শীঘ্র বন্ধ হয়, বা কোন তৈল ব্যবহারে উপকার পাইবার সম্ভবনা; আমার দীপালীর ভগ্নি-গণের মধ্যে কাহারও জানা থাকিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে খুব উপকৃত হইতাম ও সন্তোষ লাভ করিতাম।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন।

ইতি—

বিনীতা
"বুলবুল"
লরেটো কলেজ, কলিকাতা

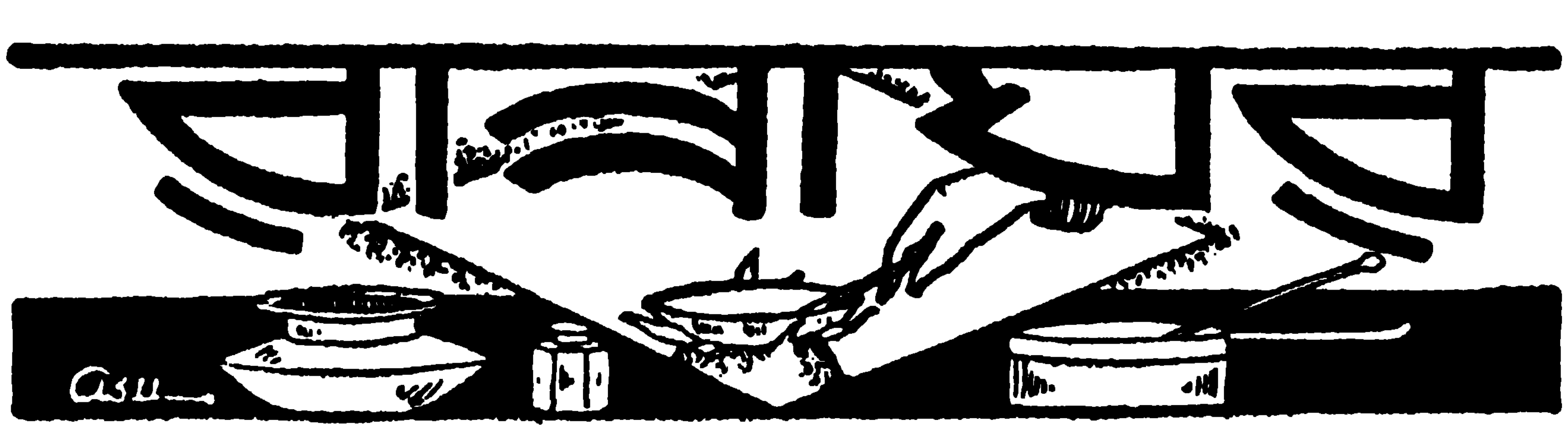

(২৬)

ঘোলের দাল

এক সের সর-মওয়া ঘোল, আধ ছটাক ব্যাসম, এক ভরি গুড় কিম্বা চিনি, দেড় ভরি লবণ, একটিপ হরিদ্রা, উত্তম রূপে মিশ্রিত করুন। পরে একটি পাত্র উনানে চড়ান, তাতিলে পর তৈল, তেজপাতা, লঙ্কা, পাঁচফোড়ন দিয়া সম্বরাইয়া নাড়িতে থাকুন। ফুটিয়া উঠিলে নামাইয়া লউন। এই ঘোলের দাল অতি মুখরোচক হয়।

শ্রীমতী শক্তিরাণী দত্ত
চাচাই

(২৭)

রুই মাছের মোরলা

উপকরণ:—বড় কাটা রুই মাছ ৵১ সের; পেঁয়াজ, আদা, লবণ আন্দাজমত; একটি নারিকেলের দুধ, তেজপাতা ও গরম মশলা (আস্ত)।

প্রথমে মাছ বেশ বড় বড় টুকরো করিয়া কাটিয়া ধুইয়া নিন্, তারপর অর্দ্ধেক তৈল ও অর্দ্ধেক ঘৃত মিশাইয়া মাছগুলি উহাতে আধ-ভাজা মত করিয়া নামাইয়া রাখুন। তারপর ঐ মিশ্রিত তৈল-ঘৃতেই পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, তেজপাতা ও আস্ত গরম-মশলাগুলি কশিয়া নিন্। এইবার মাছগুলি কড়ায় ছাড়িয়া দিয়া নাড়িতে থাকুন এবং পাঁচ মিনিট পরে নারিকেলের দুধ উহাতে ঢালিয়া কড়ার মুখ চাপা দিন। মাছ সিদ্ধ হইয়া গেলে নামাইয়া লইবেন। ইহাতে জল দিবেন না।

কুমারী মুক্তি গুপ্তা
কৃষ্ণনগর

(২৮)

মুগের যুষ

মুখরোচক না হইলেও বলকারক এবং রোগীর পথ্য। অর্দ্ধ ছটাক মুগের ডাল প্রায় ১৫ মিনিট ধরিয়া সিদ্ধ করুন। সিদ্ধ হইবার সময় ৷১০ মিনিট থাকিতে অল্প হলুদ এবং গোটা ধনে দিবেন। নামাইবার পর একখানি পরিস্কার কাপড়ে অতি উত্তমরূপে ছাঁকিয়া ফেলিবেন। পরে তেজপাতা, জীরা এবং অল্প গব্যঘৃত সহ সম্বরা দিবেন। পরে আন্দাজমত লবণ দিবেন। রোগীর পক্ষে টনিকের ন্যায় কার্য্যকরী হইবে।

শ্রীমতী নিকুঞ্জেশ্বরী দেবী
হুগলী

(২৯)

"শ্যামা বীচির পায়েস" *

উপকরণ:—শ্যামা বীচি ৵৷৹ অর্দ্ধ সের, ঘৃত ৵৹ এক পোয়া, (গাওয়া ঘি হইলেই ভাল হয়), তেজপাতা, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, চিনি ৵৷৹ অর্দ্ধ সের, দুধ ৵২ দুই সের ও গোলাপ জল।

প্রণালী:—প্রথমে কড়ায় ঘি, তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ তুলে দিয়ে বেশ ক'রে নেড়ে নিন। তারপর শ্যামা বীচি তুলে দিন। একটু নেড়ে দুধ দিয়ে দিন। জল কিন্তু মোটেই দেবেন না। একটু ফোটাবেন, কারণ ঐ জিনিষ খুব বাড়ে। তারপর নামাবার সময় গোলাপ জল দেবেন। ইহা খেতে খুব ভাল লাগবে।

শ্রীমতী উর্ব্বশী সামন্ত
মুগকল্যাণ, হাওড়া

* শ্যামা বীচি একপ্রকার খুদের মত চাউল; দেখিলে মনে হইবে ইহা এক প্রকার বীচি, কিন্তু তাহা নহে। ইহা জৌনপুর জিলার বাউড়িয়া নামক গ্রাম হইতে আনা হইয়াছিল। দেখিবেন জল দেবেন না, কারণ ইহা জলে সিদ্ধ হইবে না দুধে ভিন্ন।

(৩০)

লাল মিঠা কুমড়ার পাঞ্জাবী হালুয়া

এক সের কুমড়া আঁতি, বীজ, খোসা ছাড়াইয়া পাত্‌লা পাত্‌লা ধরণে কুটিবে। এখন ঐ কুমড়াগুলি পাক পাত্রে দেড় পোয়া ঘৃত আলে চড়াইয়া ঢালিয়া দিবে। কিছুক্ষণ আলে থাকিলে কুমড়াগুলি যখন গলিয়া যাইবে, তখন ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে, পরে আধ সের চিনি ঢালিয়া পাক পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। যখন চিনির রস শুকাইয়া আসিবে এবং নাড়িতে নাড়িতে চট্‌চটে হইয়া কাঠির গায়ে কামড়াইয়া ধরিবে, ভাজিতে ভাজিতে ঘি ছাড়িয়া দিবে। এক প্রকার সুগন্ধ বাহির হইলে নামাইয়া এলাইচির গুঁড়া, বাদাম পেস্তার কুচি ছড়াইয়া দিবে। এই হালুয়া তৃপ্তি ও বলবর্দ্ধক। অনেক দিন অবধি ভাল অবস্থায় থাকে।

শ্রীমতী হীরা দেবী
ডেরা ইসমাইল খাঁ

স্বাস্থ্যের সহায়
বিশ্বনাথ ঘৃত
পঞ্চানন দাশ এণ্ড কোং

ননীলালের বৈরাগ্য

(বড় গল্প)

—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার, আই-সি-এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ওরা চারজন প্রত্যহ গভীর শ্রদ্ধাভরে গুরু সেবায় মন দিলে। অবিনাশ গুরু ঠাকুরের পদসেবার ভার নিলে, নিবারণ চুল টেনে দেয়, নরেন গায়ে হাত বুলায়, আর অনিবাস যৌগিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধি প্রস্তুত করে। গুরু ঠাকুর ওদের সেবায় ক্রমশঃই মুগ্ধ হয়ে উঠলেন এবং বারংবার ননীলালকে বলতে লাগলেন যে ওদের সাত্ত্বিকী বুদ্ধি শনৈঃ শনৈঃ অভিবর্দ্ধিত হচ্ছে এবং তত্ত্বজ্ঞানও প্রাখর্য্য লাভ করচে। শেষে একদিন অতিরিক্ত সিদ্ধি-সেবনের ফলে যোগানন্দ সম্যক-রূপে বৃদ্ধি পাওয়াতে নেশার ঝোঁকে ওদের এই বরদান ক'রে ফেললেন যে আগামী বৈশাখী পূর্ণিমাতে তিনি ওদের চারজনকেই এক সঙ্গে দীক্ষা দেবেন।

সে বছর কলকাতায় গরম পড়েচে বেজায়। বৈশাখ মাসেই পিচ্‌ঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে লুয়ের মতন গরম হাওয়া চলচে। পূর্ণিমার তখনো দু'দিন দেরী। এক প্রকাণ্ড ঝাঁকায় নানা জিনিষ বোঝাই দিয়ে ওরা চারজন গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে বলল, "দেবতা, আপনার সেবার জন্যে সামান্য কিছু উপকরণ এনেচি। দয়া হোক্।" এই ব'লে ঝাঁকা থেকে জিনিষগুলো নামিয়ে রাখল। আট হাঁড়ি রাবড়ি, আট হাঁড়ি দই, মিষ্টান্ন, ফলমূল, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, মায় সিদ্ধি পর্য্যন্ত, অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় নি।

তারপর ওরা প্রতিযোগিতামূলক গুরু সেবায় লেগে গেল। খিদের মুখে গুরু ঠাকুর এক হাঁড়ি রাবড়ি যেমন খেয়েছেন অমনি অবিনাশ হাত জোর ক'রে বলল, "দেবতা, ও হাঁড়িটা নিবারণের। আমার রাবড়ি না খেলে আমি আত্মহত্যা করব।"

গুরু ঠাকুর অনুগত ভক্তদের মনস্তুষ্টির জন্যে একে একে চার হাঁড়ি রাবড়িই খেয়ে ফেললেন।

ওরা প্রহরে প্রহরে কাঁসি ও খঞ্জনী এমন ক'রে বাজিয়ে চলল যে দিনে ও রাতে গুরু ঠাকুরের যোগনিদ্রা একেবারেই হল না। কাঁসি বাজাবার ফাঁকে ফাঁকে ওরা গুরু সেবার ত্রুটি করল না, ঘুরচে ফিরচে আর গুরুদেবকে কিছু-না-কিছু খাইয়ে যাচ্ছে। ওদের ভক্তি এবং উচ্ছ্বাস দেখে স্বয়ং ননীলাল পর্য্যন্ত মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন।

চতুর্দ্দশীর রাত্রি থেকে গুরু ঠাকুরের ভেদবমি সুরু হ'ল। এমনটা যে হবে তা ওরা কেউই ভাবে নি। ভেবেছিল আহারের আতিশয্য দেখে গুরুঠাকুর ত্রাহি মধুসূদন ব'লে পালাবেন। এই মতলবই ওদের ছিল।

তৃপ্তিকর ও উৎসাহপ্রদ

টসের চা

পান করুন

অবিনাশ তাড়াতাড়ি পাড়ার হরেন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। হরেন ডাক্তার গুরুঠাকুরের শিরা কেটে তার মধ্যে প্রায় সের খানেক নুন-গোলা জল প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

খবর পেয়ে ধনঞ্জয় এসে দর্শন দিল। বৈঠকখানায় গুরুদেবের শয়মান দেহ এবং চিকিৎসার বীভৎস সরঞ্জাম দেখে চম্‌কে উঠল। এবার একটা পুলিস কেস্ না হ'য়ে আর যায় না। কিন্তু হরেন ডাক্তার জানিয়ে দিলেন ভয়ের আর কোনো কারণ নেই। ননীলাল তখন ওপরে ঠাকুর ঘরের মেঝেতে মাথা রেখে তন্ময় হয়ে ভগবানকে ডাকছিলেন। ধনঞ্জয় মনে মনে একটা মতলব এঁটে ননীলালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ননীলাল মেঝে থেকে মাথা ওঠাতেই ধনঞ্জয় ব'লে উঠল, "তুমি এম্‌নি ধারা একটি কাণ্ড যে বাধাবে তা আমি অনেক দিন থেকেই জানি। সংসারে আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে, ঘোরতর বিতৃষ্ণা। আমি সন্নিসি হব। ঘুঁটের ছাই খেয়ে থাকব আর তপস্যা করব। এখুনি আমি হিমাচলে চল্লুম।"—এই ব'লে রান্নাঘরের কানাচেয় যেখানে রাশীকৃত ঘুঁটের ছাই জড় করা ছিল সেখানে গিয়ে গামছা করে ঘুঁটের ছাই-এর পুঁটুলি বাঁধতে লাগল।

ননীলাল ঠাকুর ঘর ছেড়ে ধনঞ্জয়ের পিছু পিছু নীচে নেমে এলেন, বললেন, "বাড়ীতে ব্রহ্ম-হত্যা হয়, গুরু-হত্যা হয়, এই কি তোমার তামাসা করবার সময়? তুমি যদি

একটা উপায় না কর, আমি মাথা খুঁড়ে মরব।"

ধনঞ্জয় বলল, "হুঃ ব্রহ্মহত্যা! গুরু-হত্যা! ও আবার ব্রাহ্মণ, ও আবার গুরু! ওটা একটা গেঁজেল পেটুক, বাপের জন্মে কখনো খেতে পায় নি তাই মরণ-খাওয়া খেয়ে নিয়েচে। ও কি আর বাঁচবে ভেবেচ, ও নিশ্চয় মরবে। এই শিঙে ফুঁকল ব'লে! হিমাচল যাবার আগে আমি থানায় খবর দিয়ে যাব। পুলিস এসে ধরবে তোমাদের সকলকে। ঐ গেঁজেলকে খুন করার জন্যে তোমাদের সব্বায়ের ফাঁসী হ'য়ে যাবে। কেন আর মাথা খুঁড়ে মরবে? ওরাই তোমায় ফাঁসী দিয়ে দেবে। তোমার পরিশ্রম বেঁচে গেল।"

ননীলাল বললেন, "মরবে মরবে কোরো না। যত সব অলুক্ষুণে কথা তোমার মুখে। ফাঁসী আমি যাব কেন শুনি? হাঁড়ি হাঁড়ি রাবড়ি কি আমি খাইয়েছি? খাইয়েচে তোমার ঐ প্রাণের বন্ধুরা। ফাঁসী যায় তো ওরাই যাবে।"

ধনঞ্জয় বলল, "বটে! প্রাণের বন্ধুরা আমার, বটে! দায়ে পড়লে আমার বন্ধু? ওরা তোমার গুরুভাই নয়? সবাই মিলে ঘটা ক'রে গুরু-সেবা হ'চ্ছে, ঢাক ঢোল বাজচে, হ্রীং হ্রীং মন্তর হচ্ছে। এখন হ্রীং নিয়ে ধুয়ে খাও। পাড়াশুদ্ধ সবাই সাক্ষী দেবে, চাকররা সাক্ষী দেবে। ওই সিদ্ধি-খোর বুজরুক বেটা মরবে, আর তোমাদের হবে ফাঁসী—বাস্ চুকে গেল ল্যাঠা। আমি কি আর তা দেখতে আসব ভেবেচ? ফুঃ, আমি তো ততক্ষণ হিমাচলে।"

ননীলাল কেঁদে উঠলেন। বললেন, "আমার ফাঁসী হ'লে আমার নবুকে কে দেখবে! এতবড় সর্বনাশ তুমি বুড়ো মিন্সে দাঁড়িয়ে দেখবে! কিচ্ছু করবে না? তোমার আর কি, আবার ড্যাং ড্যাং করে বিয়ে করে নিয়ে আসবে, আমার নবুই ভেসে যাবে!"

"আমি তার কি জানি তোমার নবুকে কে দেখবে! যখন হ্রীং হ্রীং করছিলে তখন নবুর কথা মনে ছিল না? আবার বিয়ে! ক্ষেপেছ! ও দুষ্কর্ম একবারের বেশী দু'বার লোকে করে! চললুম আমি হিমাচল। কাতব কান্তা কস্তে পুত্রঃ"—এই ব'লে ধনঞ্জয় ঘুঁটের ছাই-এর পুঁটলি কাঁধে উঠিয়ে নিলে।

ননীলাল দৌড়ে এসে ধনঞ্জয়ের পুঁটলি আকর্ষণ করলেন। মুখ তাঁর উত্তেজনায় টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেচে। বললেন, "যাও তো দেখি তুমি হিমাচল! হিমাচলের নিকুচি করেচে। মনে করেচ মেয়ে মানুষ বলে তুমি আমায় যা নয় তাই বলবে! কে তোমার মেজাজের তোয়াক্কা রাখে! ঘুঁটের ছাই নিয়েচেন! ভারি রসিক হয়েচেন, রসিকতা করতে এসেচেন আমার সঙ্গে!" —এই ব'লে একটানে ধনঞ্জয়ের পুঁটলি ছিনিয়ে নিয়ে পাঁচীল টপকে বাইরে ফুটপাথে ফেলে দিলেন। একজন চলন্ত ভদ্রলোকের টাকওয়ালা মাথার ওপর ঝর্ ঝর্ করে ছাই ঝরে পড়ল। ভদ্রলোক বাড়ীর নম্বর টুকে নিয়ে শাসিয়ে গেলেন, নালিশ করবেন।

ধনঞ্জয় বলল, "কি, কি, কি! মারবে নাকি তুমি আমায়!"

ননীলাল দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "নিশ্চয় মারব! দরকার হ'লে একেবারে মেরে খুন করে ফেলব!"—এই ব'লে রাগের চোটে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। পড়ে যেতেন যদি না ধনঞ্জয় ধরে ফেলত।

ধনঞ্জয় বলল, "কুচ পরোয়া নেই, ঘুঁটের ছাই হিমাচলেও অনেক পাওয়া যাবে, চমরী গাই সেখানে অনেক আছে। আমি শুধু হাতেই হিমাচল চললাম।"

ধনঞ্জয় যাবার জন্যে পা বাড়িয়েচে আর ননীলাল তার হাত ধ'রে প্রাণপণে টানচেন, চিমটি কাটচেন, এই অবস্থায় অবিনাশ দৌড়ে এসে বলল, "ও বৌদি, ওহে ধনঞ্জয়, তোমরা আপাততঃ তোমাদের প্রেমালাপ একটু বন্ধ রাখো, গুরু ঠাকুর উঠে বসেচেন।"

ধনঞ্জয় শুনে বিস্ময়ের ভাণ ক'রে বলে উঠল, "এ্যাঁ, বেঁচে গেছে! আমি ভেবে-ছিলুম টেঁসে যাবে হে!"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কে বলে উপকথা?

১৯৩৮ সালের ২২শে মে তারিখের 'ষ্টেইটস্‌ম্যান'-এ 'ট্যাটলার' ছদ্মনামে এক ভদ্রলোক "চা—দেবতার বর" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধে চা বিলেতে গিয়ে প্রথম কি ভাবে অভ্যর্থনা পেয়েছিলো তাই বর্ণনা করে' লেখক বল্‌ছেন:

"তখন লোকে জান্‌তো যে চা দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, অবসাদ দূর করে, যকৃৎ পরিষ্কার করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, জ্বর আরোগ্য করে এবং ক্ষয়রোগে ওষুধের কাজ করে। একজন তো সুখ্যাতি করে' লিখেই ফেলেছিলো: চা রোগীকে তা'র অসুখের কথা ভুলিয়ে দেয়। রোগীর হৃদয়ে চা স্ফূর্ত্তি আনে, কিন্তু মস্তিষ্ক বিকল করে না; চা বুড়োদের পায়ে আর ছোক্‌রাদের মস্তিষ্কে বল দেয়; মদ্যপের মাথা ঠাণ্ডা করে আর অতিশয় ঠাণ্ডা মাথা ছাত্রের মস্তিষ্কে উষ্ণতা সঞ্চার করে; রুগ্ন লোককে আরাম দেয় আর স্বাস্থ্যবান্ লোককে শক্তি দেয়। খাইয়ে লোকেরা চা খায় ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য; ফূর্ত্তিবাজ লোকেরা খায় মদের নেশা কাটাবার জন্য; পেটুকরা খায় পেটের অসুখের ওষুধ হিসেবে; রাজনৈতিকেরা খায় মাথাঘোরা সারাতে; রসিকেরা বিষণ্ণভাব কাটাতে আর বাবুরা তাঁদের চেহারা ভালো করবার জন্য। যাঁরা সাদাসিধেভাবে চলেন তাঁদের পক্ষে চা খাওয়াটা একটা প্রকাণ্ড আনন্দ, আর যাঁরা বিলাসী লোক তাঁদের পক্ষে একটা মহা তৃপ্তি। চা হচ্ছে কাজের লোকের সফলতার উপায়, আর অলস লোকের নির্দ্দোষ আনন্দ।"

'ট্যাট্‌লার'-এর মতে আর কোনো পানীয়ই কোনোদিন এমন উচ্ছ্বসিত, এমন অসাধারণ প্রশংসা লাভ কর্‌তে পারে নি।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের Good Housekeeping Institute-এর ডিরেক্টর শ্রীমতী ক্যাথারিন্ ফিশার্ চা পানের বহুমুখী আনন্দ সম্বন্ধে "Good Housekeeping" পত্রিকায় লিখ্‌ছেন:

"চা পানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু শতাব্দীর লোভনীয় স্মৃতি। বহু শত বৎসর আগে চীনেরাই প্রথম চা খাওয়া সুরু করে। সে সব এত পুরোণো দিনের কথা যে চায়ের গোড়ার দিক্‌কার ইতিহাসের গল্প প্রায় সবই আজ উপকথার পর্য্যায়ে পড়ে। বহুকাল থেকেই চীন ও জাপানে চা-পরিবেষণ করাটা একটা সামাজিক আচার।

"ইংরেজরা সকালবেলা খাবার আগে চা খেতে ভালবাসে। সকালের খাবারের সঙ্গেও তা'রা অনেক সময় চা খায়। চারটে বাজলেই দলে দলে লোক লণ্ডনের আফিস গুলোর থেকে বেরিয়ে চায়ের দোকানের দিকে ছুটতে থাকে। আর যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে "হাউস্ অফ্ কমন্স্" খালি করে' দলে দলে সদস্যরা গিয়ে পার্লামেন্ট্ বাড়ীর বিখ্যাত ছাতের উপর 'টেম্‌স্' নদীর মুখোমুখী বসে চা খান।

"জর্জ্ গিসিং তাঁর উপাদেয় প্রবন্ধের বই 'Private papers of Henry Ryecroft'এ ইংরেজের জীবনে বিকেল বেলার চা যে কত বড় জিনিষ তা' ভারী সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এ-কে তিনি বলেছেন 'সারাদিনের উজ্জ্বলতম সময়'। তিনি আরও বলেন: 'বোধ হয় চা খাবার সময়ই আমি অবকাশ যাপন করছি এ বোধটা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করি। চায়ের প্রথম পেয়ালায় কি অপূর্ব্ব সান্ত্বনা! তা'র পরের পেয়ালায় ধীরে ধীরে চুমুক দিতে কি আনন্দ! কেবল চায়ের পেয়ালা আর পিরিচের টুং টাং আওয়াজেই যেন মনটা এক প্রশান্তির সুরে বাঁধা হয়ে যায়।"

বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক রাস্‌কিন্ লণ্ডনে একটি চায়ের দোকান চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো "গরীবদের কাছে খাঁটি চা যত ছোটো পুরিয়ায় তারা কিন্‌তে চায়, তত ছোটো পুরিয়ায় বিনা লাভে বিক্রী করা"। লণ্ডনের প্যাডিংটন ষ্ট্রীটে ছিলো রাস্‌কিনের এই চায়ের দোকানটি। দুঃখের বিষয় অল্পদিনের মধ্যেই দোকানটি বন্ধ হয়ে যায়, এবং তার কারণ শোনা যায় যে পাশে অন্য যে-সব চায়ের দোকান উজ্জ্বল আলো আর চটক্‌দার বিজ্ঞাপন দিয়ে খদ্দেরের মন ভোলাতো তাদের সঙ্গে ঐ সব বিষয়ে কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর্‌তে রাস্‌কিন্ নাকি একেবারেই নারাজ ছিলেন।

বি, নাগ

(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যান্ট্)

১৬১১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: বড়বাজার ৩১৩৪

এজেন্ট: স্লাইড্ এ্যাডভার্টাইজমেন্ট কলিকাতা ও মফঃস্বল সিনেমা

বিশেষত্ব:—সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী এবং যাবতীয় বিজ্ঞাপনের কার্য্য। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঋতুসঙ্কট যে কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য বহু পরীক্ষিত ১॥০, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) দেখা করুন—৮—১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়।

ঘা—মুখে জীবে গলায় মাড়ীতে দাঁত কন্ কন্ করা, নড়া, ফোলা ॥০। টন্‌সিল (আলজীব) বৃদ্ধিই বিনা অস্ত্রে আরোগ্য ॥০। ডাকখরচ ।০। মিসেস দাস বনজ বিশারদ ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D) কলিকাতা।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বৎসরের—২॥০। সর্ব্বপ্রকার প্রদররোগের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬৷০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

নানাকথা

সরস্বতী পূজা

এ বৎসর শ্রীশ্রীবাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা ও তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার নিমিত্ত আমরা নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে আহূত হইয়াছিলাম—

নব সরস্বতী নাট্য-সমাজ, কৈলাশ বসু ষ্ট্রীট,
জিরো ক্লাব, কালী মিত্র লেন,
জুপিটার স্পোর্টিং ক্লাব,
যামিনী কবিরাজ রো,
ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাব ও লাইব্রেরী,
শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন,
চন্দ্রনাথ পরিষদ, বাগবাজার
বঙ্গশ্রী ক্লাব, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট
বয়েজ ভবানীপুর ক্লাব, ভবানীপুর
হরি লেন স্পোর্টিং ক্লাব, হরি লেন
বাণী সঙ্গীত সঙ্ঘ, রসা রোড,
দক্ষিণ কলিকাতা যুব-সঙ্ঘ, কালীঘাট
একাডেমী অফ কমার্সিয়াল আর্ট,
বৌবাজার ষ্ট্রীট
জুবিলী ইনষ্টিটিউশন, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট,
ডি, জে, কিমার এণ্ড কোং লিঃ'র কর্ম্মীবৃন্দ,
কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট,
বাণী-মন্দির, বেহালা,
ষ্টার সম্মিলন, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট,
সুহৃদ-সঙ্ঘ, বিডন ষ্ট্রীট,
বাসন্তী সমিতি, গোয়াবাগান লেন,
রামময় শীল পাঠশালা, রামময় শীল লেন,
জলি গার্লস এসেম্বলী, বিডন ষ্ট্রীট,
এ্যামিটি ক্লাব, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট,
জোড়াসাঁকো স্পোর্টিং ক্লাব,
বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট
ডি, এল, রায় স্পোর্টিং ক্লাব, কলিকাতা,
অমৃত ব্যানার্জ্জী বয়েজ ক্লাব,
হালদারপাড়া লেন,
বাসন্তী বিদ্যাবীথি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
বাণীমন্দির, শিবপুর (হাওড়া),
নোবল্‌স্ লাইব্রেরী, অপার সার্কুলার রোড
সঙ্ঘশ্রী, বালিগঞ্জ
শান্তি ইনষ্টিটিউট, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট,
বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব, ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন,
দি নিউ বালক সঙ্ঘ,
বৃন্দাবন মল্লিকের প্রথম গলি,
শ্রীপ্রমথেশ, শ্রীরামপুর
বীণাপাণি ক্লাব, বাজে শিবপুর
মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব, খড়দহ

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতার রাস্তার ফুটপাথসমূহের স্বাস্থ্যকর কিওস্ক স্থাপনের জন্য লাইসেন্সের বিজ্ঞাপন

কলিকাতার জনসাধারণের অবগতির জন্য এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, এই সহরের ফুটপাথগুলিতে স্বাস্থ্যকর 'কিওস্ক'সমূহ (বিজ্ঞাপনের জন্য চতুষ্কোণ বাক্স-স্তম্ভ) সংস্থাপনের নিমিত্ত মাসিক ফি নির্দ্ধারণের জন্য, আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলা ৫-১৫, পাঁচটা পনের মিনিটের সময়, কর্পোরেশনের এষ্টেস্ এণ্ড জেনারেল পারপাসেস কমিটির সভায় নীলাম করা হইবে। এই সমস্ত কিওস্কের তলদেশে রাস্তার নানাপ্রকার আবর্জ্জনা ফেলিবার আধার স্থাপিত থাকিবে। এই সমস্ত আধারগুলি কর্পোরেশনের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের অনুমোদিত হওয়া চাই। এই সমস্ত আধারের গায়ে ময়লা ফেলিবার জন্য যথাযোগ্য আবরণ-সংযুক্ত ফোকর থাকিবে এবং আবর্জ্জনাদি বহির্গত করিয়া লওয়ার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। উপরের অংশে সুচিহ্নিত ফলকে বিজ্ঞাপনাদি সংযুক্ত করিবার অধিকার একমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই থাকিবে। নীলামের যাবতীয় সর্ত্তের সঙ্গে এই সমস্ত সর্ত্তগুলিও থাকিবে। যে সমস্ত ব্যক্তিগণ কিওস্ক সম্বন্ধে আগ্রহযুক্ত, তাঁহাদিগকে উক্ত তারিখে উল্লিখিত সময়ে নীলামে উপস্থিত থাকিতে এতদ্বারা অনুরোধ করা যাইতেছে। নীলামের স্থানেই তাঁহারা তাঁহাদিগের দর দিতে পারিবেন।

সর্ত্তগুলি এইরূপ :—

কিওস্কের মাথায় যথারীতি বায়ু চলাচল করিবার জন্য পথ রাখিতে হইবে এবং তাহাদের ভিতরের জমা ময়লায় দূষিত বাষ্প পরিশোধক রাসায়নিক পদার্থ দিয়া রাখিতে হইবে, তাহার কারণ এই যে কিওস্ক নির্গত গ্যাস যেন কোনও প্রকারে সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটাইতে না পারে; কিওস্কের মধ্যদেশ ভিতর হইতে এমন ভাবে আলোকিত করিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে ঐ আলোক রাস্তায় পড়ে ও রাস্তার দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে পারে।

কিওস্কগুলির আকার—২ ফুট ৬ ইঞ্চি × ২ ফুট ৬ ইঞ্চি ও ১৩ ফুট (উচ্চতা) হইতে ৪ ফুট × ৪ ফুট ও ১৪ ফুট (উচ্চতা) পর্য্যন্ত—অবশ্য যেখানে ফুটপাথ যে রকম চওড়া, সেই অনুপাতে।

যাহারা নীলামে দর দিবেন, তাঁহাদিগকে নীলামের অন্ততঃ তিনদিন পূর্ব্বে নগদ দুই হাজার টাকা জমা হিসাবে দিতে হইবে। নীলামে যাঁহার দর গৃহীত হইবে, তাঁহার ঐ দুই হাজার টাকা, কর্পোরেশনের সর্ত্তমত কাজের জন্য গচ্ছিত হিসাবে রাখা হইবে। যাঁহাদের দর অগ্রাহ্য হইবে, তাঁহাদের টাকা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পরে, যত শীঘ্র সম্ভব ফেরত দেওয়া হইবে।

লাইসেন্সের অন্যান্য সর্ত্ত ও নিয়ম সম্বলিত কাগজ নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর অফিসে, অফিসের কার্য্যকাল-মধ্যে আবেদন করিলে পাওয়া যাইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী
কর্পোরেশনের সেক্রেটারী

৫-২-৪০

বালক সমিতি, গৌহাটি
বীণাপাণি মেছের ছাত্রবৃন্দ,
বাগিচাগাঁও, কুমিল্লা
বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ, যোরহাট,
দ্বারবাসিনী রাজা পিয়ারীমোহন ক্লাব,
দ্বারবাসিনী

সিন্দুর ক্লাব, সিন্দুর,
রোণাল্ডস্ মেডিকাল স্কুল, বর্দ্ধমান
অরুন পঞ্চানন ফ্রেণ্ডস্ এ্যাসোসিয়েশন,

প্রীতি-সঙ্ঘ, বড়বাজার, মেদিনীপুর
সার্ব্বজনীন সরস্বতী পূজা, চট্টগ্রাম
কৈলাসরঞ্জন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, রংপুর
গাড়ীখানার বিদ্যুৎ সঙ্ঘের ছাত্রবৃন্দ, পুরুলিয়া,
এনায়েত বাজারস্থ পূজারীবৃন্দ, চট্টগ্রাম
টিউটরিয়েল ইনষ্টিটিউশনের ছাত্রবৃন্দ,
মিরজাটুল্লা, শ্রীহট্ট
দয়াগঞ্জ ক্লাব, ঢাকা,
সরস্বতী সমিতি, ভ্যাগাবাণ্ড পাড়া, পুরুলিয়া
তরুণ সমিতি, নামপাড়া
শাঁখরাইল তরুণ-সঙ্ঘ, শাঁখরাইল,
প্রবাসী ছাত্রবৃন্দ, সিন্ধু নিবাস, পুরী
দি ওরিয়েণ্ট ক্লাব, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
সিনফিন ক্লাব, সিমলা ষ্ট্রীট,
কলেজ-ভি-সাইন, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
শক্তি-সঙ্ঘ, রামধন মিত্র লেন,
অমরেশ স্পোর্টিং ক্লাব, ঈশ্বর ঠাকুর লেন,
মৈত্রী-সঙ্ঘ, মহানির্ব্বাণ রোড,
সঙ্ঘ-ভবন, ডব্লু সি বনার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কিশোর-সঙ্ঘ, আমলাপাড়া, পুরুলিয়া,
ছাত্রবৃন্দ, হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল
সরস্বতী পূজা কমিটি, জে রোড, জামশেদপুর।
কোতোয়ালী রোড, বহরমপুর,

এতদুপলক্ষ্যে প্রায় সকল স্থানেই গান, বাজনা, নৃত্য, জলসা, প্রদর্শনী, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বস্থানে আমরা উপস্থিত হইতে পারি নাই এবং তাহা সম্ভবপরও নহে। যে-কয়টি জায়গায় যাওয়া আমাদের সাধ্যে কুলাইয়াছিল, তাঁহাদের সৌজন্য ও আদর-আপ্যায়নে আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। নিমন্ত্রণকারী-দের আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"

৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন :— প্রিয়কুটীর, মুন্সাদিল, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)।

প্রীতি-সম্মেলন

গত রবিবার মিঃ এস, ওয়াজেদ আলি কর্ত্তৃক তাঁহার ৪৮ ঝাউতলা রোডস্থ ভবনে এক টি-পার্টিতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু অনিবার্য্য কারণবশতঃ সেখানে উপস্থিত হইতে না পারার জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

রামানুজ সিনেমা, (চিরিমিরি)

ইষ্টার্ণ ষ্টেটস এজেন্সীর অন্তঃর্গত কোরিয়া ষ্টেটে চিরিমিরি হইল একটি কোলিয়ারী প্রধান স্থান। সেখানে মিঃ বি, বি, লাহিড়ী কর্ত্তৃক সেখানকার শাসনকর্ত্তা হিজ হাইনেস রামানুজ প্রতাপসিংহ দেও, বি-এ, এম, আর, এ, এস-এর নামানুকরণে "রামানুজ সিনেমা" নামে একটি চিত্রাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৬ই জানুয়ারী মাননীয় স্যার মানেকজী বি, দাদাভাই কে, টি, কে, সি, আই, ই, কাউন্সিল অফ্ ষ্টেটের সভাপতি কর্ত্তৃক উক্ত চিত্রগৃহটি উদ্বোধিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমরা এই চিত্রগৃহটির দিন দিন উন্নতি কামনা করি।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়

গত পূর্ব্ব শনিবার ৩রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে অপরাহ্ন ৫।০ ঘটিকায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্ত্তৃক সঙ্গীত এবং শ্রীশচীন সেনগুপ্তের "দশের দাবী" নাটক অভিনীত হয়।

পুষ্প বালিকা বিদ্যালয়

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হলে মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ উৎসব হইয়া গিয়াছে।

কৃত্তিবাস স্মৃতি-উৎসব

গত ২৮এ মাঘ (ইং ১১ই ফেব্রুয়ারী) বেলা এক ঘটিকা হইতে শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে ফুলিয়া গ্রামে বাঙ্গলার আদি কবি ও রামায়ণকার কৃত্তিবাসের স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

কার্য্যধারা :—

১। 'রামায়ণ-প্রদর্শনী' উদ্বোধন

বেলা ১টায় নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধেয় মিঃ এস, কে, দে আই-সি-এস মহোদয় 'রামায়ণ-প্রদর্শনী' উদ্বোধন করেন।

২। স্মৃতি-উৎসব সভার অধিবেশন

বেলা ২টায় সুকবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক বাংলার আদি কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

জাতীয় যুব-সঙ্ঘ

গত শনিবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী মার্কাস স্কোয়ারে ভারতীয় বালিকাদের জন্য ইহাদের চতুর্থ বার্ষিক স্পোর্টস্ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। জমিদার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর পান্নালাল মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও মিসেস জে, সি, মুখার্জ্জী পুরস্কারপ্রাপ্তা প্রতিযোগিনীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

দি ওরিয়েণ্ট ক্লাব

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ১৮০ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে এই ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক চতুর্থ বার্ষিক ব্যায়াম ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়। ডাঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, এম্-বি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ দিন লাঠি খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, নৃত্য, আগুন লইয়া স্কিপিং ও তাহার উপর লাফান, ডাব-ভাঙ্গা, লোহার ডাণ্ডা বাঁকান, মোটর দুর্ঘটনা প্রভৃতি চমকপ্রদ খেলা দেখান হয়।

রঘুনাথগঞ্জে "ফুল্লরা"

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, রবিবার, জঙ্গিপুর হাসিম আরিফের কুঠিতে স্থানীয় তরুণ সঙ্ঘের উদ্যোগে নাট্যকার অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের "ফুল্লরা" নাটক অভিনীত হইয়া গিয়াছে। কালকেতুর ভূমিকায় নিতাইচন্দ্র ঘোষের একঘেয়ে যাত্রা ধরণের অভিনয়, বন্দোবস্তের অভাবে প্রত্যেক দৃশ্য আরম্ভের পূর্ব্বে অহেতুক বিলম্ব, ফুল্লরার ভূমিকায় অমরেন্দ্র রায়ের পরুষ কণ্ঠস্বর, রাজার ভূমিকায় বিভূতি কর্ম্মকারের অত্যধিক অঙ্গ-সঞ্চালন ও মাঝে মাঝে স্থানভ্রষ্ট গোঁফ সামলাইবার ব্যর্থ চেষ্টা দর্শকদের পাগল করিবার উপক্রম করিয়াছিল। কর্ণবিদারক ঐক্যতান ও ভাঁড়ুদত্তের ভূমিকায় শচীন চৌধুরীর দর্শকগণকে হাসাইবার করুণ প্রচেষ্টা প্রভৃতির মধ্যে যুবরাজের ভূমিকায় বিমল দাসের সহজ অভিনয় ও মটর বাবুর বাঁশের বাঁশী আমাদিগকে কথঞ্চিত আনন্দ দিতে পারিয়াছিল। নারদের ভূমিকায় দুঃখ-ভঞ্জন বাবুর অনবদ্য সঙ্গীত ও সাবলীল অভিনয় প্রশংসনীয়। পয়সা লইয়া এরূপ প্রদর্শনী দেখাইবার পূর্ব্বে আরও কিছুদিন তাঁহাদের অভিনয়-কৌশল শিক্ষা করা উচিত ছিল। অন্যান্য ভূমিকার পরিচয় না দেওয়াই ভাল।

সিটী ক্লাব, দিল্লী

বিগত ১০ই মাঘ দিল্লীর "সিটি ক্লাবের" সাহিত্য বিভাগের পরিচালনায়—"রাকা বাসরের" অধিবেশন হয়। প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে "রাকা বাসরের" অধিবেশন-অনুষ্ঠান গত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। ক্লাবের উদ্দেশ্য "বাঙলার বাহিরে" বাঙালী ছেলেদের মনে আপন মাতৃভাষার প্রতি মর্য্যাদাবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ক্লাবের চারিটি বিভাগ আছে, যথা,—পুস্তকালয়, খেলা-ধুলা, ললিত-কলা ও সাহিত্য বিভাগ। আমাদের ধারণা, বাঙলার বাহিরে বাঙালী ছেলেদের প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা বড়দের প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। বড়দের অভিভাবকদের দৃষ্টি আমরা এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

কৃষ্ণনগর টুয়েণ্টিয়েথ্‌ সেঞ্চুরী ক্লাব

গত ২১শে জানুয়ারী স্থানীয় টাউন হলে উক্ত ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক "তটিনীর-বিচার" মহাসমারোহের সহিত অভিনীত হয়। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। ডক্টর ভোসের ভূমিকায় সমরেন্দ্র দ্রাক্ষী, বসন্তর ভূমিকায় সুকুমার গুপ্ত ও ললিতার ভূমিকায় কালী চক্রবর্ত্তীর অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলির মধ্যে প্রভাত ব্যানার্জ্জি, সৈয়দ ওয়াহিদ, পতিত ব্যানার্জ্জি, হৃদয় দাস, চিত্ত সেন, রবীন ব্যানার্জ্জি, সুধীর নাথ ও অজিত সাহাও নিজেদের কৃতিত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। শৈলেশের ভূমিকায় সুনীল চক্রবর্ত্তী আমাদের সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। মঞ্চাধ্যক্ষ ও সহকারী মঞ্চাধ্যক্ষদ্বয় ও আলোক-শিল্পী শচীন দাস, সুখেন ব্যানার্জ্জি, সন্তোষ সরকার ও মতিলাল দাসও নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

শিলঙে শরৎ স্মৃতি-বার্ষিকী

২৭শে জানুয়ারী, শনিবার, জেইল রোড স্কুল হলে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শিলঙ্‌ শাখা"র উদ্যোগে শরৎ স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ডেপুটি কম্পট্রোলার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় পৌরহিত্য করেন। প্রফেসার অনিল রায়, প্রিয়বালা দেবী প্রভৃতি শরৎ সাহিত্যের নানা আলোচনাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। গান, আবৃত্তি ইত্যাদি দ্বারা অনুষ্ঠানটি বেশ উপভোগ্য করা হইয়াছিল। শরৎবাবু যে গোটা বাঙালী সমাজের কথা—বাঙলার নিজস্ব কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন এবং ইহারই জন্য বাঙালী চিরকাল তাঁহার স্মৃতি পূজা করিবে—এই কথা বলিয়া শ্রীযুক্ত দেবেশ চন্দ্র দাশ, আই, সি, এস, মহোদয় সুন্দর একটি বক্তৃতা দেন।

ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তাই ইহার অপ্রতিহত গতি!

৩শ সপ্তাহ

রঞ্জিৎ মুভিটোনের—

সন্ত তুলসীদাস

কবি ও সাধকের অনবদ্য জীবন-কাহিনী

প্রভাত সিনেমায়

রঞ্জিৎ মুভিটোনের সামাজিক চিত্র

অছুৎ

শ্রেষ্ঠাংশে: গহর

অন্যান্য ভূমিকায়:
মতিলাল, রাজকুমারী, বাসন্তী, মজহর, ত্রিলোক কাপুর, চার্লি।

—শীঘ্রই আসিতেছে—

মানসাটা ফিল্ম্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৩৭, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

—অভিমন্যু

প্যারাডাইসে "দীল-হী-তো-হায়"

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন কেদার শর্ম্মা। শ্রেষ্ঠাংশে রমলা দেবী, মুজামিল, গেয়াণী, রাজেন্দ্র সিং, রামদুলারী প্রভৃতি। আগামী শনিবার হইতে প্যারাডাইসে মুক্তিলাভ করিবে।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে পিতাকে যে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, এবং পুত্র কন্যারা পরিশেষে পিতাকে কি ভাবে তাহার প্রতিদান দেয় তাহাই এই গল্পের বিষয়বস্তু। শীলা পুরাদস্তুর আলট্রা-মডার্ণ, সে পিতার দুঃখ বোঝে না। বাড়ীতে দু'বেলা আহারের সংস্থান নাই, অথচ সে নাচ গান আমোদ প্রমোদ লইয়াই থাকে। শীলার ভাই লাল এম, এ পাশ করিয়াও বেকার। শেষে পিতাকে চাকরের কাজ পর্য্যন্ত করিতে হইল। এদিকে বিনা দোষে এক চৌর্য্য অপরাধে ধৃত হইয়া লালকে জেলে যাইতে হইল, শেষে শীলা আত্মহত্যা করিয়া সকলকে মুক্তি দিল।

গল্পটি চিত্রনাট্যে বর্ণনা করিবার অক্ষমতাই এই চিত্রের প্রধান গলদ। ছবির ভিতর বহু জিনিষ সন্নিবেশিত হইয়াছে, এবং আসল বক্তব্যটি বলিতে অযথা চিত্রখানিকে অনাবশ্যক দীর্ঘ করা হইয়াছে, অথচ ইহার বহু চরিত্র অপরিস্ফুটই রহিয়া গিয়াছে। পরিচালক মহাশয়ের এ লাইনে এই প্রথম হাতে খড়ি বলিয়া সকল দিকে তাল সামলাইতে পারেন নাই, মনে হইল। স্থানে স্থানে তাঁহার directorial touch খুবই প্রশংসনীয় হইলেও অসঙ্গতির অভাব নাই।

অভিনয়ের মধ্যে পিতার ভূমিকায় গেয়াণী ও 'শীলা'র ভূমিকায় রমলা দেবী চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। রাজেন্দ্র সিং (বংশী), বেবী সারভার (বেবী), মুজামিল (লাল), নন্দ কিশোর (ডাক্তার), পূর্ণ চৌধুরী (কুলদীপ) বেশ মনোজ্ঞ অভিনয় করিয়াছেন। রামদুলারীর গানগুলি বেশ সুগীত হইয়াছে।

ফটোগ্রাফী, রেকর্ডিং, দৃশ্য-সজ্জা যে উচ্চ শ্রেণীর সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আবহ-সঙ্গীত আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

"জিন্দগী" (হিন্দী) মুক্তি প্রতীক্ষায়।

"পরাজয়" (বাংলা) মার্চ্চের মাঝামাঝি চিত্রায় দেখানো হইবে। এখন চিত্রা ও রূপবাণীতে ইহার ট্রেলার দেখানো হইতেছে।

অমর মল্লিকের বর্ত্তমান ছবি "অভিনেত্রী" (বাংলা) দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। মঞ্চের দুইটি নরনারীর জীবন-কাহিনী লইয়া এই চিত্রনাট্যখানি গঠিত, "বড় দিদি"র পরিচালকের নিকট হইতে আমরা নূতন কিছু যে পাইব, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ষ্টেজের দৃশ্য-সংস্থানের পরিকল্পনা করিতেছেন সৌরেন সেন ও আলোক-চিত্র গ্রহণ করিতেছেন বিমল রায়।

ফণী মজুমদারের "ডাক্তারে"র শুটিং চলিতেছে। দয়ালের ভূমিকায় অমর মল্লিক মহাশয়ের রূপ-সজ্জা এত সুন্দর হইয়াছিল যে ষ্টুডিওর লোকেরাও সহসা তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই।

"জীবন-মরণ" এই শনিবার হইতে চিত্রায় ১২শ সপ্তাহে পড়িবে।

রূপবাণীতে "কুমকুম"

গত শনিবার রূপবাণীতে সাগর মুভী-টোনের প্রথম বাংলা ছবি "কুমকুম" মুক্তিলাভ করিয়াছে। এ সপ্তাহে স্থানাভাব বলিয়া সমালোচনা পত্রস্থ করা গেল না, আগামী সংখ্যায় আমাদের সমালোচনা বাহির হইবে।

চিত্রে "দেবী চৌধুরাণী"

প্রকাশ যে, ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী"কে চিত্ররূপ দিবার আয়োজন করিতেছেন। পরিচালনা করিবেন শ্রীসুশীল মজুমদার।

বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশন

এই এসোসিয়েশনটি বাংলা দেশের চিত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদের একমাত্র সর্ব্বজন মান্য প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৯ সালে যতগুলি দেশী ও বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিয়াছে তাহাদের জনপ্রিয়তা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের সাহায্যে ভোট লওয়া হয়। ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ Pygmalion—(মেট্রো)— ১৭৯ পয়েণ্ট
২ You Can't Take It with you (কলম্বিয়া) ১৬৬ "
৩ Juarez (ওয়াণার)— ১৪১ "
৪ Good bye-Mr. Chips— (মেট্রো)—১০৫ "
৫ Bachelor Mother— (আর-কে-ও)— ৯৪ "
৬ Wizard of Oz—(মেট্রো)— ৭২ "
৭ Citadel ঐ ৫৮ "
৮ Love Affair (আর-কে-ও)— ৫৬ "
৯ Suez—(টুয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী-ফক্স)— ৪৮ "
১০ Confessions of A Nazi Spy (ওয়াণার)— ৪৪ "

অল্ ইণ্ডিয়া অলিম্পিক প্রতিযোগিতা এবারের মতন শেষ হলো। ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পাতিয়ালার মহারাজা এর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন-প্রসঙ্গে তিনি অলিম্পিকের ইতিহাস প্রথমে বর্ণনা করেন। দৈহিক উন্নতি ও আমোদ-প্রমোদের দিক ছাড়া এই প্রতিযোগিতার যে একটা শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে মূল্য আছে, সে সম্বন্ধে তিনি সকলকে বুঝিয়ে দেন। ভারতের যথেষ্ট উৎসাহ থাকা সত্বেও আজ যে খেলাধূলার জগতে অন্যান্য দেশের থেকে আমরা পিছিয়ে আছি, এর কারণ আমরা এখনো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারি নি। এ ছাড়া সকলকে শেখানোর জন্য শিক্ষা-কেন্দ্রেরও দরকার। তাই তিনি সমগ্র প্রাদেশিক গভর্ণরদের কাছে এ বিষয়ে মৌখিক ও আর্থিক উৎসাহ দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। শেষে তিনি প্রতিযোগীদের নিজের নিজের বিষয়ে উন্নতি করে' যাতে জগতের সভায় ভারতের আসন চিরস্থায়ী করতে পারে, তার জন্য চেষ্টা করতে বলেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী অলিম্পিক শেষ হয়েছে। ১৯৪২ সালে অলিম্পিক যাতে পাতিয়ালাতে হয় তার জন্য পাতিয়ালার মহারাজা নিমন্ত্রণ করেছেন। এবারে সব চেয়ে বেশী পয়েণ্ট পেয়ে গ্র্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ানশীপ স্যার দোরাব টাটা ট্রফী বাংলা দেশ লাভ করেছে। সাবাস বাংলা! গত ১৯২৭ সনে বাংলা দেশ এই ট্রফী পেয়েছিলো, এরপর এতদিন পাঞ্জাব পেয়ে আসছিলো, এবার বাংলা পেলো।

এই চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করতে বাংলাকে কুস্তিতে, বাস্কেট বলে, ভারোত্তোলন, পেণ্টাথলন, পোল ভল্ট, রীলে রেস (৪×১০০), মেয়েদের ৮০ মিটার হার্ডল ও গোলা ছোড়াতে প্রথম হতে হয়েছে।

*

অলিম্পিকের খুঁটিনাটি

৮০ কিলোমিটার ভ্রমণ-প্রতিযোগিতায় বাংলার দাস প্রথম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে দৌড়ানোর জন্য মিছামিছি বসিয়ে দিয়ে বোম্বের গেলিয়স্‌কে প্রথম ঘোষণা করা হয়েছে। আন্তঃপ্রাদেশিক দিক থেকে মাদ্রাজের এল, বুসির নাম আগে করতে হয়। সে 'হপ্ ষ্টেপ ও জাম্পে' ৪৯ ফিট ৪·৫ ইঞ্চি লাফিয়ে এই নিয়ে চারবার অল্ ইণ্ডিয়া রেকর্ড করলো। ঠিক এই দূরত্ব লাফিয়ে ১৯২৮ সালে আমষ্টারডামে বিশ্ব অলিম্পিকে জাপানের মিকিওডা প্রথম হয়েছিল। এথেলেটিকসে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে পাতিয়ালা, পাঞ্জাব দ্বিতীয়, বাংলা তৃতীয় ও বোম্বাই চতুর্থ। মেয়েদের চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়েছে বোম্বে। সাইকেলে ও ভ্রমণে বোম্বে চ্যাম্পিয়ান। এবারে অনেকগুলি অল্ ইণ্ডিয়া রেকর্ড হয়েছে। পাঞ্জাবের গুরুভজন্ সিং ৪০০ মিটার দৌড়ে বাংলা গ্যাণ্ট্‌জারের যে রেকর্ড ৪৯-৮ সেঃ ছিল, তার সমান করেছে। মুনির আমেদ (ইউ, পি) ৪০০ মিটার হার্ডেলে ৫৭-২ সেঃ নূতন রেকর্ড করেছে। মিস্ জে, ওয়েলন্‌স্ (ইউ, পি) ডিসকাস্ ছোঁড়াতে ৮০ ফিট ২½ ইঞ্চি ছুঁড়েছেন। মিস্ লায়ন (পাঞ্জাব) ৭ ফিট ১১¾ ইঞ্চি উচ্চ লম্ফন করেছেন। দুটোই নূতন রেকর্ড। বাকী রেকর্ডগুলো আগামী সংখ্যায় জানাবো।

দশখানি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবি

১	আদমি	(প্রভাত)	— ১৬৩	পয়েণ্ট
২	বড়দিদি	(বাংলা—এন, টি)	— ১৫১	"
৩	জীবন-মরণ	(এন, টি)	— ১৩৮	"
৪	পুকার	(মিনার্ভা)	— ১৪৬	"
৫	ভাবী	(বম্বে টকীজ)	— ৯৯	"
৬	অধিকার	(বাংলা—এন, টি)	— ৯১	"
৭	রিক্তা	(ফিল্ম কর্পোরেশন)	— ৮৭	"
৮	সন্ত তুলসীদাস	(রণজিৎ)	— ৭৯	"
৯	দুষমণ	(এন, টি)	— ৬৩	"
১০	রজত-জয়ন্তী	(এন, টি)	— ৫৭	"

শ্রেষ্ঠ অভিনয়

১। অভিনেতা—(বাংলা) "বড়দিদি"তে পাহাড়ী সান্যাল

(হিন্দী) ঐ

২। অভিনেত্রী (বাংলা) "রিক্তা"য় ছায়া দেবী

(হিন্দী) "আদমি"তে শান্তা হুবলিকার

শ্রেষ্ঠ পরিচালনা

বাংলা—"জীবন মরণে"—নীতীন বসু

হিন্দী—"আদমি"তে—শান্তারাম

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য

বাংলা—"জীবন মরণ"

হিন্দী—"আদমি" ও "দুষমণ"

বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্র

বাংলা—এন, টি'র "জীবন মরণ"

হিন্দী—প্রভাতের "আদমি"

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ 'শান্তি'
নির্দ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা—১৷৵, ২৷৵, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
ঔষধাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩৷১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

স্থাপিত • ১৯২৯

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ৯ই ফাল্গুন ১৩৪৬ [৮ম সং

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড় গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
৪১৫ নর্থ এভিনুবরা এভেনিউ
—৪৭ নন্ রোড, হাম্পষ্টেড্ (সম্পাদকীয়)
১৫৩ [illegible] ষ্ট্রীট (ব্যবসা বিষয়ক)

বর্ত্তমান কুসংস্কারবহুল হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নয়—

মলয়ানিল বহিতে বহিতে তাহার চন্দন-সুরভি যেমন হারাইয়া ফেলে, গোমুখী-বিগলিত সুনির্ম্মল পবিত্র জলধারার স্রোত কিছু দূর আসিয়া যেমন পঙ্ক অর্জ্জন করে, বিশ্বজনীন হিন্দুধর্ম্মও তেমনি আজ কালপ্রবাহে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ হিন্দুধর্ম্ম কতকগুলি মতবাদ অনুশাসন বা বিধিনিয়মের নিগড়ে নিবদ্ধ নয়, হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি ও বিশ্বাসমূলক। মানবসভ্যতার প্রাচীনতম সময় হইতে যে-সব মহামানব মানবের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের খোলা পাতায় তাঁহাদের চিন্তাশীল মনের মানবকল্যাণ-মূলক গবেষণাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কালবশে, সেগুলিও আমাদের পরম পালনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

একখানি পুস্তকে সন্নিবিষ্ট একজনের মত বিধি ও মন্ত্র থাকিলে হয়ত তাহা অটল অনড়ই থাকিত, কিন্তু ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ সংকীর্ণ কূপ না হইয়া হিন্দুধর্ম্ম খরস্রোতা তরঙ্গিনীর মত চিরদিন উপলবিষমছন্দে কখনও পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়াছে, কখনও শ্যামল সমতল ভূখণ্ডের সৈকতবালুকে আলোড়িত করিয়া গিয়াছে, কখনও বা গিরিমূর্দ্ধা হইতে শীকরবাষ্পধূমায়িত করিয়া গভীর খাদে পড়িয়াছে। সচল ধর্ম্ম বলিয়া কোনও দিনই সে থামে নাই এবং চলিতে চলিতে পথের ধূলিতে সে ধূলিমলিন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার আত্মীয় এমন বড় বেশী আসে নাই যে তাহার এই ধূলিপঙ্ক মুছিয়া দিয়া, তাহাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দেয়। কাজেই হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্মশাস্ত্রের এত প্রাচুর্য্য। আর ধর্ম্মশাস্ত্রের এই সংখ্যাধিক্য হেতু, কোনও সাধারণ লোকের পক্ষে সেগুলি পাঠ করারই অবসর হয় না, সে বিষয়ে চিন্তা করা তো বহু দূরের ব্যাপার। আবার যদিই বা কেহ শাস্ত্রের কিয়দংশ পাঠ করিতে কৌতূহলী হয়, তবে সেগুলি যে ভাষায়

রচিত ও লিখিত, সে ভাষার জনসাধারণের বুৎপত্তি কেন তাহার সহিত পরিচয় পর্য্যন্ত না থাকায়, তাহাদিগকে একান্ত ভাবে নির্ভর করিতে হইয়াছে, জনশ্রুতি বা অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর। এই শেষোক্ত দল জনসাধারণকে যে ভাবে যাহা বুঝাইয়াছে, সকলেই তাই বুঝিয়াছে। সেই বোঝার উপর ব্যক্তিগত এবং সমাজগত বহু কল্পনার শাকের আটি চড়িয়া, আসল বস্তুটি পড়িয়াছে হাজার হাজার বৎসরের আবর্জ্জনার স্তূপে চাপা; প্রকট হইয়া আছে কেবল অজ্ঞান—যেমন ভূগর্ভে চাপা পড়িয়াছে মহেঞ্জদারো, পাটলীপুত্র, গৌড় প্রভৃতি একদা-প্রখ্যাত বিপুল শ্রীসমৃদ্ধ মহানগরীগুলি।

ঋষিদের আর্ষ বাক্যগুলি অজ্ঞানপ্রোথিত হইয়া উপরকার আবর্জ্জনাগুলিই হইয়াছে প্রধান, কাজেই ইহার কাছে বিধান চাওয়া বৃথা। আর তাহা দিবেই বা কে? এই তিমির গর্ভ হইতে হিন্দুধর্ম্মের মহারত্ন উদ্ধার করিবে কে? ধর্ম্ম বলিতে আজ কিছুই নাই, ধর্ম্ম বহু দিন বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া আছে সহস্র সহস্র বৎসরের ব্যক্তিগত ও সমাজগত আচার অনাচার বিধি অবিধি সংস্কার ও সুবিধা। তাহারাই আজ পাইতেছে ধর্ম্মের নামে পূজা। দেবতার স্থানে দানবকে বসাইয়া, পূজা করিয়া, পূজক হইয়াছে নির্ব্বীর্য্য ও নিষ্ফল; এবং দানব হইয়াছে শক্তিশালী ও অত্যাচারী। তাই আজ ধর্ম্মের নামে চলে হিংসা দ্বেষ হত্যা ও নৃশংসতা এবং দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে অস্পৃশ্যতা অন্ধতা ও স্বার্থপরতা।

ধর্ম্ম-মন্দিরে, শাস্ত্রে, পুঁথির পৃষ্ঠায় বা পুত্তলিকায় নয়—ধর্ম্মের ভিত্তি ও প্রতিষ্ঠা জনসাধারণের অন্তরে—জ্ঞানে, বিশ্বাসে ও শ্রদ্ধায়। যিনি এই জ্ঞান, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাকে উন্নততর করিয়া সমাজের এবং জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারেন, তাহাকেই আমরা গুরু বলি ও প্রণাম করি।

হিন্দুর মধ্যে এ প্রকার গুরুর আবির্ভাব বড় কম হয় নাই। পূর্ব্বেও এমন বহু গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা আত্মকল্যাণে নিযুক্ত হইয়া হিমালয়ের গুহায় অথবা বিপুল নরের মর্ত্তলোক হইতে আত্ম-গোপন করিয়া তাড়াতাড়ি নারায়ণকে স্তবে ও তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া, চট্ করিয়া গো-লোক-বাসী হইয়া ধন্য হইয়াছেন! তাঁহারা নিজেদের কি কল্যাণ করিয়াছেন জানি না, তবে তাঁহাদের দ্বারা সমাজের, সম্প্রদায়ের বা জাতির যে কোনও কল্যাণ হয় নাই, এ কথা নিঃসংকোচে বলা যায়। ধ্রুবের তপস্যার মত তাঁহারা হয়ত নিজেদের পারলৌকিক কল্যাণই করিয়া গিয়াছেন, লৌকিক ব্যবহারে কেহই আসেন নাই। কাজেই, আবর্জ্জনা স্তূপের ক্রমসঞ্চয়ে তাঁহারা কোন বাধাই দেন নাই।

অথচ, ভগীরথেরও জন্ম হইয়াছিল। বুদ্ধ খৃষ্ট শঙ্কর মহম্মদ শ্রীচৈতন্য রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত বহু ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিয়া নিজে উদ্ধার হইয়া, ষষ্ঠী কোটি অভিশপ্ত হিন্দুকে পুনর্জীবন দানের চেষ্টা করিয়া প্রকৃত গুরুর কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুর উপর বিধাতার অভিশাপ আছে, সকলেই এমনি স্বল্পায়ু লইয়া আসিয়াছিলেন যে, আয়ুষ্কালের প্রথমার্দ্ধেই তাঁহারা পরলোকগমন করেন। ইঁহারা আসিয়াছিলেন প্রকৃত মহামানব, কারণ মানব জাতির জন্যই ইঁহাদের আবির্ভাব। ইঁহারা আসিয়াছিলেন, মানুষের শিক্ষাদাতা ও মানুষের সত্যকার গুরু রূপে। মানুষের মধ্যে, মানুষের কল্যাণে, মানুষের জন্য, মানুষকে নিত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিতে। ইঁহারা আসিয়াছিলেন, আচার ও ভাণের ঝঞ্ঝায় দিকে দিকে উদ্‌ভ্রান্ত উৎক্ষিপ্ত ও ভিন্নীভূত মানুষকে এক একত্র ও এক মহাজাতিতে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে, মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করিতে, আত্মবিস্মৃত মানুষকে আত্মপরিচয়ে সচেতন করিতে। মানুষ তাই আজ ইঁহাদিগকে পরম শ্রদ্ধাভরে আন্তরিক প্রণাম জানায়। ইঁহারা আসিয়াছিলেন, Saviours—মুক্তিদাতা, ইঁহারা আসিয়াছিলেন যুগ যুগান্তর ধরিয়া পুঞ্জীভূত অজ্ঞান ঠেলিয়া প্রকৃত রত্নের উদ্ধার করিতে, ইঁহারা আসিয়াছিলেন অন্ধকার কারাকক্ষ ভাঙিয়া বন্দীগণকে অনাচারের হাত হইতে মুক্তির আলোক দেখাইতে।

গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখ হইতে তাই বারম্বার শুধু মনে হইতেছে, বিবেকানন্দ বাঁচিয়া থাকিলে আজ ৭৮ বৎসরে পড়িতেন। অথচ আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল তিনি সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ৩৯ বৎসরে মৃত্যু! প্রকৃতির পরিহাস—বিধির নির্ব্বন্ধ! জাতি সমাজ যখন শক্তিহীন নির্ব্বীর্য্য সর্ব্ব-বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের ঘন অন্ধকারে অবলুপ্ত, তখনকার যুগোপযোগী উপদেশ যিনি দেন, সেই কুটিল কুপথের পথিকদিগকে যিনি সুপথ প্রদর্শন করেন, তিনি শুধু মহাজন নহেন, তিনি যুগগুরু। তিনি মানুষকে অনির্দ্দিষ্ট অদৃষ্টের জন্য ভগবদারাধনা করিতে শিক্ষা দেন নাই, তিনি বলিয়াছেন দুর্ব্বলকে বল দাও, অশিক্ষিতকে শিক্ষা দাও, নিরন্নকে অন্ন দাও, রোগীকে সেবা কর। ঈশ্বরকে খুঁজিতে পর্ব্বতগুহায় বা অন্য কোথাও যাইতে হইবে না—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর—
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

শ্রীচৈতন্যদেবও জনসেবার এক আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সহিত এমন একটি ব্যাপার জড়িত ছিল যাহার জন্য জনসাধারণ

শ্রীচৈতন্যের ব্যবস্থা সর্বান্তঃকরণে মানিয়া লইতে পারে নাই, আর জনগণের মনে ও চিত্তে তাহার মূল সঞ্চারিত ও প্রসারিত হইতে পারে নাই বলিয়াই, সে ধর্মও দেশে বাড়িতে পারিল না।

বিবেকানন্দ তাঁহার পূর্ব্বজগণের অসাফল্যে এই মূল সূত্রটি ধরিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি শুধু ভারত নয় আমেরিকা পর্য্যন্ত জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন দুর্ব্বলের ও সর্ব্বহারাদের জন্য। তিনি নিজে ছিলেন বীর, তাই তাঁহার সূক্তি ছিল বীরদর্পিত, বলশুদ্ধ, অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহবাণী। তিনি সমাজের প্রত্যেকটি দুষ্ক্ষতের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে সেই সব মৃত্যুব্রণগুলির উপর অস্ত্রোপচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, দুই দশজন বা দুই একলক্ষ লোকের দ্বারাও এ গোবর্দ্ধন গিরি অপসারিত হইবে না। তাই চাহিয়াছিলেন, জাতিধর্মবর্ণনির্ব্বিশেষে ভারতীয়কে দেশাত্মবোধের একত্বে প্রথম উদ্বুদ্ধ করিতে। পরস্পর যখন কায়মনোবাক্যে পরস্পরকে ভাই বলিয়া বিশ্বাস করিবে, তখন সম্ভব হইবে জাতির মুক্তি। আর এই মুক্তিপথে ছিল তখন প্রচণ্ড অভিমানরূপ গিরিসঙ্কট।

তিনি তাঁহার বজ্রগম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়া তাই বারম্বার দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন—

"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর'। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল', মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। বল', ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল' দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্ব্বলতা, আমার কাপুরুষতা দূর কর'—আমায় মানুষ কর।"

গৌরীনাথের কাছে এবং জগদম্বার নিকট সত্য সত্য এ প্রার্থনা যদি আমরা করিতাম, তাহা হইলে এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরে আমরা মানুষ হইতাম। কিন্তু তাহা হই নাই। কবে যে হইতে পারিব তাহাও জগদম্বাই জানেন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রগতি লেখক আন্দোলন

—শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

ঈশ্বরের অসীম করুণা বলতে হ'বে, অধুনা সাহিত্য-শিল্পীর ঐশী এবং অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে সব রকমের অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক ধারণার অবসান হয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারের ফলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে লেখক, কবি এবং নাট্যকার আমাদের মতোই স্বাভাবিক মানুষ এবং সে কারণেই তিনি সামাজিক জীব। সুতরাং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য পরিবেশ এবং পরিপার্শ্ব নিরপেক্ষভাবে গড়ে উঠতে পারে না। সামাজিক চেতনা এবং শক্তি-প্রক্রিয়ার প্রভাব থেকে তাঁর রচনা মুক্ত নয়। সাহিত্যিকের সঙ্গে সমাজ এবং পরিপার্শ্বের এই স্বাভাবিক যোগাযোগটা ভালো করে বুঝতে না পারলে—'প্রগতি-লেখক আন্দোলনে'র উপযোগিতা এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে না।

গত মহাযুদ্ধের পর থেকেই আমাদের রাষ্ট্রে, সমাজে এবং সাহিত্যে একটা অতৃপ্ততা এবং অসন্তোষের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেচে, অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে আধুনিক সমাজ-গঠনের বৈষম্যের প্রতি আমরা সচেতন হয়ে উঠেচি। সম্প্রতি সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারার প্রসারের ফলে শ্রেণী-বিভেদের উৎকট রূপটা আমাদের চোখে পড়েচে। অনেক বিষয়ে মতভেদ থাকলেও, এই সত্যটা সবাই স্বীকার করবেন যে আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েচেন। শিল্পকলা, নাটক, কাব্য এবং উপন্যাসে এই নৈরাশ্যের ছাপ ফুটে উঠেচে। লেখক, কবি এবং নাট্যকার নিজেদের সামাজিক কল্যাণকারিতা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে উঠেচেন, সুতরাং সর্ব্বত্রই একটা বেদনা এবং ব্যর্থতার সুর।

সাহিত্য এবং শিল্পকলার বিকাশ চির-কালই সামাজিক আনুকূল্যের উপর নির্ভরশীল। অতীতে সাহিত্যিক এবং শিল্পীকে পোষণ এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেচে সমাজ। লেখকের তখন সামাজিক মর্য্যাদার আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাই লেখকদের মানসিক ভারসাম্য বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার সুযোগ ঘটে নি। মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাহায্যে সাহিত্য এবং শিল্পকলার আশাতিরিক্ত উন্নতি হয়েচে। ধনিক কর্তৃত্বের 'পর নির্ভরশীল সাহিত্য অপ্রতিহত ভাবে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে। কিন্তু সব সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই একদিন নতুনের পথ ছেড়ে দিতে হয়। গত মহা-যুদ্ধের পর আমরা উপলব্ধি করলুম যে ধনতন্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়েচে। মানব সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সহজ স্ফূর্তির জন্যে নোতুন রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক পরিবেশ রচনার প্রয়োজন। "প্রগতি লেখক আন্দোলনে"র এই হ'লো পটভূমিকা।

বাংলা দেশের সাহিত্যিকমহলে অভিযোগ শুনতে পাই—জনসাধারণের সংস্কৃতি-চেতনা অনেক নীচু স্তরে নেমে এসেচে। সাহিত্যের প্রতি হয়েছে গণমনের গভীর বিতৃষ্ণা এবং উপেক্ষা। একজন ফুটবল খেলোয়াড় বা বীমার দালালের যে সামাজিক মর্য্যাদা এবং মূল্য আছে, একজন প্রথম শ্রেণীর কবির পক্ষে তা অচিন্তনীয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—'প্রগতি লেখকসঙ্ঘ' ছাড়া, জনসাধারণের এই অসুস্থ এবং অস্বাভাবিক মনোবৃত্তির মূলীভূত কারণ অনুসন্ধানে কেউ এগিয়ে আসেন নি।

আগেই বলেচি, ধনতন্ত্রবাদের নাভিশ্বাস সুরু হয়েচে। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জীবন-মরণ যুদ্ধে সাহিত্যিকের চাইতে তার প্রয়োজন বেশী সমরবিদের—শিল্পকলার চেয়ে সমর-সম্ভার। সুতরাং ধনিক কর্তৃত্বের

'পর নির্ভরশীল সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান শোচনীয় হয়ে উঠেচে। শ্রেণী-বৈষম্যের ফলে অনেক আগেই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই কারণেই বুর্জোয়া সাহিত্য বিশেষভাবে বুর্জোয়া জীবন সম্পর্কে সত্য।

দেশের বিপুল গণমনের কাছে সে সাহিত্যের কোন আবেদন পৌঁছায় না। যে সাহিত্যে জনসাধারণ নিজেদের ছায়াপাত দেখতে পায় না, সে সাহিত্য তারা কোন দিনই আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে না।

বেশ কিছুদিন আগেও সাহিত্যিকরা নিজেদের অসহায় অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। তাই বিচ্ছিন্ন ভাবে, "আইভরি টাওয়ারের" নির্জ্জন কক্ষে তারা মগ্ন ছিলেন সৃষ্টির গূঢ় তপস্যায়। জীবন এবং সমাজ পলাতক সাহিত্যিকরা গর্ব্ব করে বলতেন—দল বেঁধে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

অগ্রগতিশীল ধনতন্ত্র তা'র সাহিত্যকে এতোদিন রক্ষা করে আসছিল, তাই সাধারণের অবহেলা সত্বেও এরা আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ধনতন্ত্র প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়লো, তখনই সাহিত্য এবং শিল্পকলার প্রয়োজন তা'র শেষ হ'লো। আত্মরক্ষায় মরীয়া ফ্যাসিজম্ তাই সাহিত্যিকদের ডেকে বলচে "This is the fight to death, and in the battle, there can be no neutrals—either for us or against us. Make your choice"

ফ্যাসিস্ট্ বর্ব্বরের এই স্পষ্ট ঘোষণার পর সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদের আত্ম-প্রাধান্যের মোহ টুটবে। পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নিজ রাষ্ট্র এবং সমাজের প্রতি আনুগত্য দাবী করা ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরা কোন পথ বেছে নেবেন? তাঁরা কী ফ্যাসিস্ট্ বর্ব্বরতার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন, না যে বিরাট্ গণশক্তি স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কঠোর সংগ্রামে রত, তাদের সে সংগ্রামকে জয়যুক্ত করে তুলবেন। ফ্যাসিজ্‌মের এই জবরদস্তি হুকুমের পর সাহিত্যিকরা নিশ্চয়ই বলবেন না যে—রাজনীতির ছায়া আমরা মাড়াই না। টমাস্ ম্যানের মতো সাহিত্যিকও বিস্ময় প্রকাশ করে বলেচেন—"I can not dream that a man can be cultured and non-political."

সমাজ-জীবনের এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে স্পষ্ট নির্দ্দেশের বাণী নিয়ে এসেছে "প্রগতি লেখক সঙ্ঘ।" মা যেমন আপ্রাণ চেষ্টায় নিজের সন্তানকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তেমনি সংস্কৃতি এবং সভ্যতার এই গুরুতর সঙ্কটময় পর্য্যায়ে, সাহিত্যকে নিশ্চিত ধ্বংসের গহ্বর থেকে রক্ষা করবার প্রাথমিক দায়িত্ব যদি সাহিত্যিকরা গ্রহণ না করেন, তবে তাঁরা নিজেদের সৃষ্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। সমাজের সভ্য হিসেবে সমাজকে রক্ষা এবং বর্দ্ধন করবার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের। ফ্যাসিস্ট্ আক্রমণের ফলে মানুষের সভ্যতা যখন বিপন্ন এবং বিপর্য্যস্ত, তখন তাঁরা যদি মুন্সিয়ানা সুরে নিজেদের নিরপেক্ষতা এবং রাজনীতি-বিতৃষ্ণা জাহির করেন, তবে হয় তাঁরা মূঢ় এবং কাপুরুষ আর না হয় নিজের সৃষ্টির প্রতি তাঁদের কোন দরদ নেই, তাঁরা গণতন্ত্রের ঘোর শত্রু।

'প্রগতি লেখক আন্দোলনে'র প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আগামী সমাজ-বিপ্লবে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ সম্পর্কে আধুনিক লেখকদের সচেতন করে তোলা। আমাদের দেশের গণশক্তি যখন সংগ্রামরত, তখন লেখকরা (যেহেতু তাঁরা বুদ্ধিজীবী শুধু সে জন্যেই) নিরপেক্ষ দর্শক থাকতে পারেন না। লেখকরা যে অনুগ্রহ করে তাঁদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পরিত্যাগ করে জনতার কোলাহলে নেমে আসবেন—তা নয়। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে ও সাহিত্যিকদের আগামী সমাজ এবং রাষ্ট্র-বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

ধনতান্ত্রিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সত্যিকারের প্রাণবান্ সাহিত্য-সৃষ্টি হ'তে পারে না, শ্রেণীবিভেদের ফলে বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক মূল্য এবং মর্য্যাদা নেই বল্লেই চলে, এর ফলে নিরাশার ক্লান্তিতে আজ তাঁরা অবনমিত, সুতরাং সাহিত্যকে যদি আবার নব ভাবধারায় প্রাণচঞ্চল করে তুলতে হয়, সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদের যদি সামাজিক মর্য্যাদার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তবে বর্ত্তমান রাষ্ট্র এবং সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। আগামী সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় রূপান্তরকে এগিয়ে আন্‌বার আংশিক দায়িত্ব যে সাহিত্যিকদের—এই ধরণের চিন্তাধারা আমাদের দেশে প্রসার লাভ করতে সুরু করেচে এবং এই ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বামপন্থী বা প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রতীক্ হচ্চে "প্রগতি লেখকসঙ্ঘ"।

'প্রগতি লেখক আন্দোলনে'র বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াও একটা শৈল্পিক আদর্শও রয়েচে। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাই যে যখনই পুরাতন আঙ্গিক কৌশল এবং রচনাভঙ্গীর সঙ্গে নোতুন ভাবধারার সংঘর্ষ সুরু হয়েছে, তখনই সেই ভাবধারার চরম বিকাশ এবং স্ফূর্ত্তির জন্যে নোতুন আঙ্গিক কৌশল এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর উদ্ভব হয়। ইংরেজী সাহিত্যে Romantic revival এবং pre-raphaclite movement তা'র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আধুনিক কালেও সাহিত্যিকরা উপলব্ধি করেচেন যে নোতুন ভাবধারা এবং আঙ্গিক বৈচিত্র্য প্রকাশের প্রধান অন্তরায় হচ্চে ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো। শোষণ-নীতির 'পর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে যে সাহিত্য সমর্থন করে না, সে সাহিত্যকে কখনো 'প্রোপাগ্যাণ্ডা' বলে বাতিল করে দেওয়া হয়, আর না হয়

(শেষাংশ ১৫শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জিনেট ম্যাকডোনাল্ড

হলিউডের শ্রেষ্ঠা গায়িকা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ইনি অন্যতমা।
শীঘ্রই ইহাকে "New Moon" ছবিতে দেখা যাইবে।

প্রসিদ্ধ অন্ধ-ছাত্র শ্রীসুবোধ রায় আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করায় বোম্বায়ের রণজিৎ ষ্টুডিওতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়। বাম হইতে দক্ষিণে—পরিচালক জয়ন্ত দেশাই, সুবোধ রায়, তাঁহার মার্কিণী পত্নী, বাসন্তী, মতিলাল। পশ্চাতে দণ্ডায়মান—ঈশ্বরলাল। সুবোধ রায় অন্ধদের জীবনী লইয়া একখানি নাটক রচনা করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

(উপরে)
ওয়ালটার ওয়াঙ্গার প্রোডাক-শানের "Eternally Yours" চিত্রে লরেটা ইয়ং ও ডেভিড নিভেন।

(পাশে) নিউ থিয়েটার্সের আগতপ্রায় চিত্র "পরাজয়"-এর একটি দৃশ্যে কানন ও প্রমথেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। মার্চ্চের মাঝামাঝি ছবিখানি চিত্রায় মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া প্রকাশ।

চিত্র বর্ত্তিকা

১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

নিউ থিয়েটার্সের "পরাজয়" চিত্রের আর একটি দৃশ্য
পরিচালক—হেমচন্দ্র

(উপরে)
হলিউডের সুপ্রসিদ্ধা ও সুন্দরী চিত্রনটী হেডী লা-মার ও তাঁহার স্বামী জিন মার্কে "Hollywood Cavalcade" চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনীতে আসিতেছেন।

মেট্রোর "Fast and Furious" চিত্রে ফ্রাঞ্চট টোন ও অ্যান সদার্ন চিত্রোল্লিখিত একটি দৃশ্যে সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতার বিচার করিতেছেন। সম্প্রতি এই ছবিখানি কলিকাতায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

এমেচার ফটোগ্রাফী

পরিচালক—শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

দেশ

৯ই ফাল্গুন, ১৩৪৬

—জেলেনা—
শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ, বাঁকুড়া

প্রকৃতির দান— শ্রীসন্তোষকুমার দাস, কলিকাতা

উশ্রী জলপ্রপাত, (গিরিডি
শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল, কলিক

"নলিনী-দলগত-জলমতি-তরলম্"
শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ, বাঁকুড়া

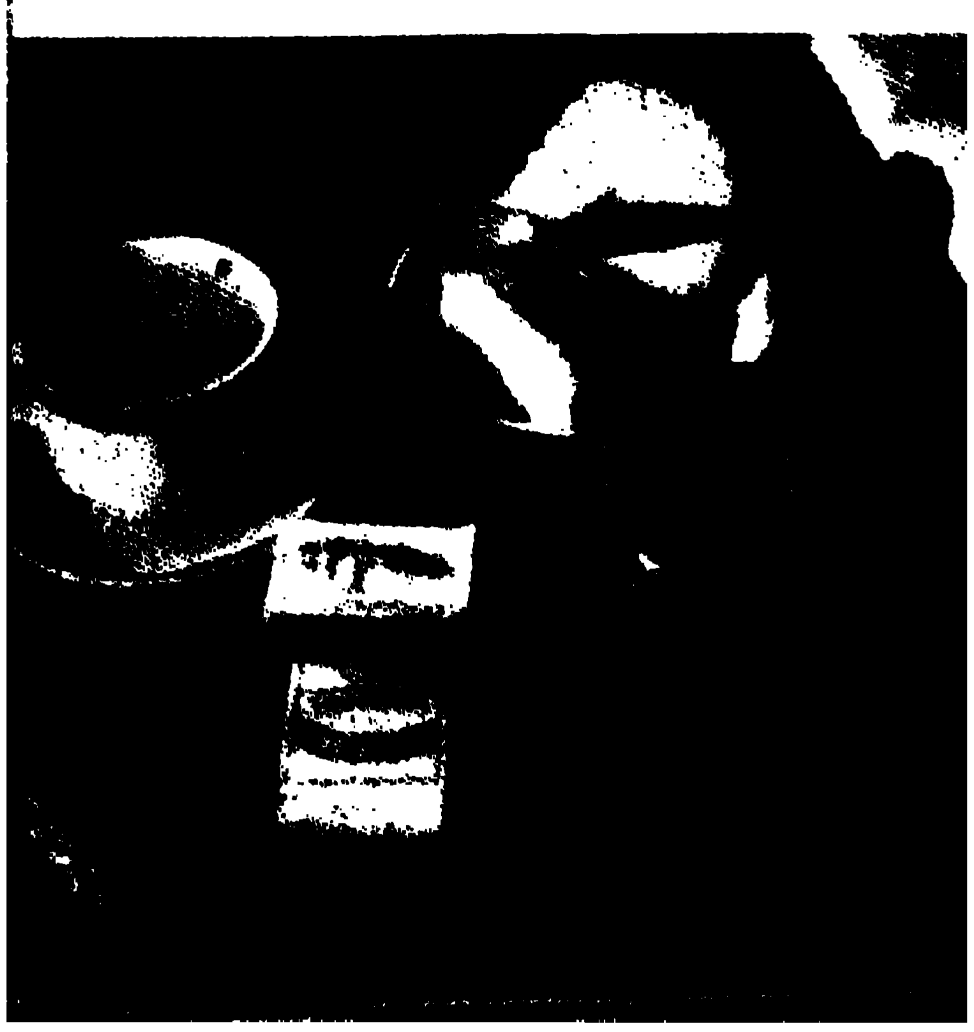

প্রাতরাশ—
শ্রীরামপ্রসাদ সিংহ
কলিকাতা

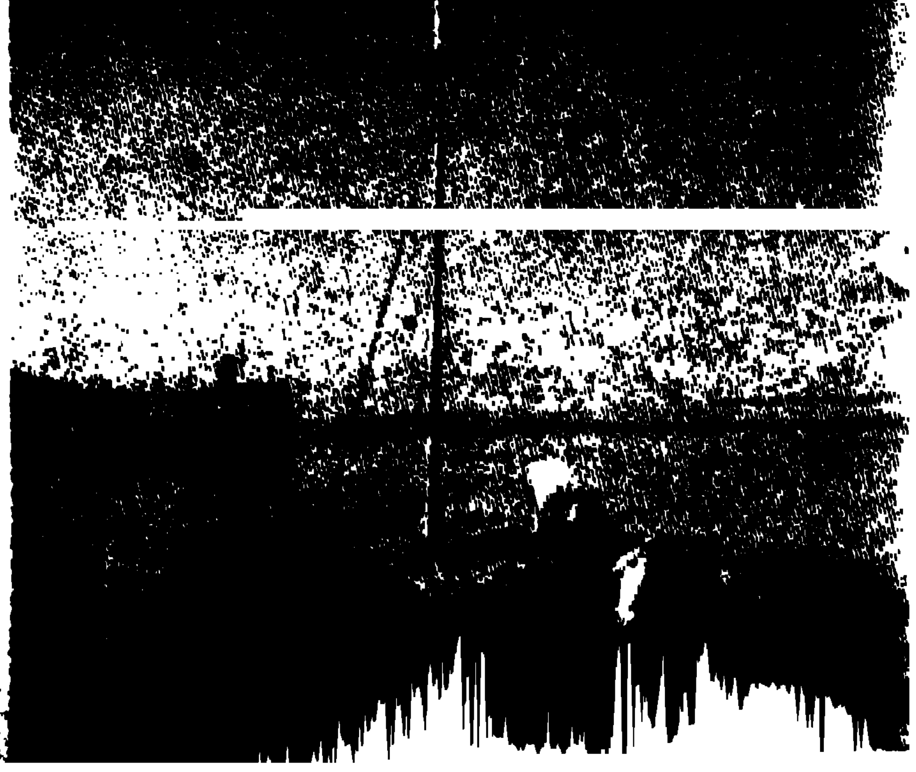

—স্রোতের টানে
কিউ, এম, জাফর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—আট—

পরদিন প্রাতে যেন দু'টি সুবর্ণের ঘুম ভাঙিল। সুবর্ণর মনে হইল যে সে আর নিঃসঙ্গ নয়, সহসা যেন দু'টি সুবর্ণর অভ্যুদয় হইয়াছে। গত রজনীর ঘটনাবলী তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাই সেই কথাই বারংবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

নূতন সুবর্ণ মাথার বালিশটি বুকের নীচে চাপিয়া শূন্য দৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে চাহিয়া একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, বালিশটি আরো নরম, বিছানা অধিকতর কোমল হইলেই হয়ত ভালো হইত, চাদরের শুভ্রতা সেই প্রায়ান্ধকার প্রভাতে সুবর্ণর চোখে মলিন বলিয়া মনে হইল। প্রাক্তন সুবর্ণ কিন্তু এই মনোভাবে বিরক্ত হইল, ঘড়ির কাঁটার গতি লক্ষ্য করিয়া সে তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, এই প্রভাতে বিছানায় শুইয়া থাকিবার মতো বিলাসিতাটুকুর অবসর কোথায়! পাশেই অনীতা ঘুমে অচৈতন্য হইয়া আছে, সুবর্ণ তাহার সেই নিদ্রাচ্ছন্ন শিথিল দেহটির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর নিঃশব্দে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

বাড়িতে থাকিলে সেই সর্ব্বপ্রথম উঠিয়া ষ্টোভ্ জ্বালিয়া চা তৈরী করে, তারপর সারা বাড়ির লোককে ডাকিয়া তোলে, ইহাই তাহার চিরদিনের অভ্যাস। আজো তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

ঘর হইতে বাহির হইয়াই সুবর্ণ দেখিল অলক ইতিমধ্যেই উঠিয়া পড়িয়াছে, সকালের গাড়িতেই কলিকাতায় ফিরিবার জন্য তাহার যাত্রার আয়োজনও সম্পূর্ণ, শুধু কাহাকেও না জানাইয়া সে যাইতে পারিতেছিল না।

সুবর্ণ বলিল, এর মধ্যেই উঠে পড়েছেন? অচেনা জায়গায় ভালো ঘুম হয়নি ত'?

অলক হাসিয়া বলিল, ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি একটুও, তবে আমাকে সাড়ে ছ'টার ট্রেণে ফিরতেই হবে, অনেক কাজ পড়ে আছে, তাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম।

সুবর্ণ বলিল—তা ত' জানি না, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি চট্ করে চা তৈরী করে আনি। মাকে না জানিয়ে আপনার কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না।

অলক বলিল, আমার একটুও সময় নেই, চা আর একদিন এসে খাব, আজকে আমায় ছেড়ে দিন, আমার কাজের কথা জানলে তিনি কিছু বলবেন না।

ইহার পর সুবর্ণ অলককে আর কিছু বলিল না। নীরবে এই কর্ম্মব্যস্ত মানুষটির যাত্রাপথের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুবর্ণ চা তৈরী করিয়া জহর ও কুঞ্জকে ডাকিতে গেল, নন্দরাণী ইতিমধ্যেই উঠিয়া পড়িয়াছে। কুঞ্জর ঘুম অনেক আগেই ভাঙিয়াছিল, সুবর্ণকে দেখিয়া সে তখনই উঠিয়া পড়িল, সুবর্ণ বলিল—বাবা চা তৈরী হয়েছে, শীগ্‌গীর করে মুখ ধুয়ে নিতে হবে।

কুঞ্জ বলিল—অলকবাবু উঠেছেন?

সুবর্ণ বলিল—তিনি ভোরে উঠেই পালিয়েছেন, মশার কামড়ে সারারাত ঘুমুতে পারেন নি—

কুঞ্জ বলিল—তাই নাকি! ছি ছি, এত ভোরেই চলে গেলেন!

সুবর্ণ বলিল—না বাবা, তিনি কাজের মানুষ, তাড়াতাড়ি কল্‌কাতায় ফেরার দরকার তাই, রাগ করে চলে যান্‌নি। এই টেবিলের ওপর চা রেখে দিলুম, তাড়াতাড়ি না এলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কুঞ্জ বলিল—আমি এখনই আস্‌ছি।

সুবর্ণ জহরের দরজায় ধাক্কা দিয়া ভিতর হইতে কোনো সাড়া পাইল না, সুবর্ণ আবার ডাকিল—দাদা! বেলা হয়েছে, উঠবে না? আমি চা এনেছি—

ভিতর হইতে মৃদুকণ্ঠে জহর বলিল—দরজা খোলা আছে, ভেতরে আয়—

সুবর্ণ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল জহর দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে, সুবর্ণ আসিতে সে ফিরিয়াও দেখিল না।

সুবর্ণ জহরের মনোভাব বুঝিল, তথাপি তাহার মনোভার কাটাইবার জন্য বলিল—সকালবেলা আমার মুখ দেখ্‌বে না ঠিক করেছ বুঝি? ওঠো, চা এনেছি—

জহর এতক্ষণে পাশ ফিরিল, কহিল, চা খাবো না মনে কর্‌ছি—

সুবর্ণ বলিল—খেলেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, সারারাত জেগে আছ, এক কাপ চা খেলে তবু নার্ভগুলো হয়ত—

জহর বলিল—তুই থাম্‌, সকালবেলা আর চায়ের বিজ্ঞাপন দিতে হবে না। সত্যি, কিছুই ভাল লাগছে না সুবী।

সুবর্ণ ধরা গলায় বলিল—দাদা! কাল রাতের মতো আজো চালাবে নাকি? মার কথাটা তুমি একটুও ভাবছো না!

জহর সুবর্ণর হাত হইতে চায়ের পেয়ালাটি লইয়া কহিল, মার কথা বুঝি, তাঁর জন্যে আমার দুঃখও বড় কম নয়, কিন্তু আমার কথাটাও ভাব্‌বার। আমারও ত' একটা মন আছে, কি এমন মহাপাপ করেছি যে পৃথিবীশুদ্ধ লোকের কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়াবো। মন থেকে যে তা কিছুতেই দূর কর্‌তে পারি না। জীবনে বাপ-মা স্বীকার্য্য, আমিও এতকাল বাপ-মাকে স্বীকার করে এসেছি, কিন্তু কালকের ঘটনায় যেন সব ভেঙে চুরে একাকার হয়ে গেছে—

সুবর্ণ বলিল—তবু যাঁরা বহুদিনের শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ না রাখাই ভালো নয় কি? সহজভাবে দেখ্‌লে মনটাও অনেকটা সহজ হয়ে যাবে!

জহর বলিল—কিন্তু এই যে কলঙ্ক, এর কথা তুই ভুলে যাচ্ছিস কেন?

সুবর্ণ শূন্যে মাথা দোলাইয়া লঘুভাবে বলিল—আমি কিছুই মনে করি না, আমাদের মতামত ব্যক্তিগত, বৈজ্ঞানিক সত্যের মতো চিরন্তন নয়। এঁদের ওপর আমার গভীর মমতা আছে, তাই এক নিমেষেই এদের ধ্বংস করে দিতে চাই না। এটা জানি যে আমিও মানুষ মাত্র, অতীতের সার্থকতা কি, বর্ত্তমান যদি সদয় হয়, ভবিষ্যৎ যদি করুণা করে—

জহর সুবর্ণর এই বাক্যতরঙ্গে বিস্মিত হইয়া কহিল, কাল-সমুদ্র কিন্তু কাউকেই করুণা করে না, সে কারও আজ্ঞাবহ নয়, আর এই illegitimacy—?

সুবর্ণ তেমনই লঘুভাবে বলিল, যাকে তুমি প্রাধান্য দেবে সেই মাথায় উঠে বস্‌বে, কাল থেকে ঐ illegitimacy তোমার মাথায় ঢুকেছে, আমার ত' মনে হয় এও এক রকম ভালোই, তবুত' একদা একজন এতটুকু স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছে—

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিয়াই লজ্জায় সুবর্ণর মুখখানি রাঙা হইয়া গেল, একি বিশ্রী কথা সহসা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল! সুবর্ণ তৎক্ষণাৎ জহরের ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুবর্ণ নিজের ও অনীতার চা লইয়া তাহাদের ঘরে গিয়া দেখিল অনীতা উঠিয়া পড়িয়াছে এবং সেই প্রভাতেই বিছানায় বসিয়া একখানা বিলাতী ফিল্ম্‌ ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাইতেছে। সুবর্ণকে দেখিয়া বলিল—মর্ণিং টি, হাউ লাভ্‌লী! দিদিমণি তোমার ডিউটী জ্ঞান অদ্ভুত।

সুবর্ণ ম্লান হাসিয়া বিছানার ওপর বসিয়া পড়িল, তারপর কৃত্রিম অনুযোগের সুরে বলিল, তবু ত' একটা থ্যাঙ্কস্‌ দিলিনি।

অনীতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিল—এ থাউজেণ্ড্‌ থ্যাঙ্কস্‌, কিন্তু দিদিমণি কাল সারা রাত আমার একবিন্দুও ঘুম হয়নি, এখনও ভাব্‌ছি সত্যি এত কাণ্ড হয়েছে না একটা দুঃস্বপ্ন!

সুবর্ণ শুধু কহিল—স্বপ্ন নয় সুবর্ণ, তবে দুঃস্বপ্ন বটে!

অনীতা বলিল—তুমি কি করে যে এতখানি শান্ত হয়ে আছো তা আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি না, আমার সঙ্গে ত' এ ব্যাপারের কোনো

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তৈল

ব্যবহার করুন।

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

সম্পর্ক নেই, তবু আমারই যেন মনে হচ্ছে সব টপ্সী-টার্ভী হয়ে আছে, আমার ত' মাথায় কিছু আসে না—।

সুবর্ণ বলিল—মিছে ভেবে আর কি করি বলো, অতীতটা ত' আর মুছে ফেল্তে পার্বো না। চা খেয়ে নাও, এতক্ষণে হয়ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

এমন সময় উভয়েই শুনিল, নন্দরাণী তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। সুবর্ণ বলিল—তাড়াতাড়ি নে অনী, মা কেন ডাক্ছে দেখি—

অনীতা বলিল—আমি জানি, আজ ষষ্ঠী। মা নতুন কাপড় জামা দেবার জন্যে ডাক্ছে।

সুবর্ণ সহসা সচেতন হইয়া বলিল—ঠিক বলেছিস অনী, আমি কিন্তু একেবারেই ভুলে গিয়েছি, আমরাও মা-বাবার জন্যে কাপড় এনেছি, সে সব তেমনই প্যাক্ করা রয়েছে।

অনীতা বিছানা হইতে উঠিয়া বলিল—কোথায় রেখেছ? সুটকেসে? আমারটা ত' টেবিলেই পড়ে আছে—

সুবর্ণ ও অনীতা পূজার উপহার লইয়া নীচে নামিয়া গেল। নিস্তব্ধ বাড়ীখানি ক্ষণকালের জন্য কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল।

শারদীয়া উৎসব এ বাড়ীতে নিরানন্দেই কাটিয়া গেল। এ কয়দিন সংবাদপত্রের রিপোর্টার, কৌতূহলী প্রতিবেশী ও নানা জাতীয় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের ভীড়ে বাড়ীর পবিত্রতা রক্ষা করা ক্রমশঃই যেন কঠিন হইয়া পড়িতেছে। বাড়ীর ভিতর পরস্পর বিচ্ছিন্ন কয়েকটি নিঃসঙ্গ মানুষ নিদারুণ শূন্যতায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

নন্দরাণী একদিন কহিল—আর ত' পারি না বাপু, সাতশো লোককে জবাবদিহি করো, কত রকমের প্রশ্ন, কত কথা—

সুবর্ণ বলিল—লোকের চাপা হাসিতে আমার দুঃখটা যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে, এর যেন আর নিস্তার নেই—।

নন্দরাণী সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন—অস্থির হোস্‌নি মা, আমি একটা কথা ভাব্‌ছি, কিছু দিন বাইরে কোথাও গিয়ে থাক্‌লে হয় না? এই ধরো পুরী কিংবা কাশী!

সুবর্ণ বলিল—এই ত' আমরা বিদেশেই আছি মা, এ ত' আর আমাদের দেশ নয়।

নন্দরাণী বলিল—এ রকম বাইরে নয়, সত্যিকার বিদেশ, যেখানে গেলে অন্ততঃ এই জ্বালার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব।

সুবর্ণ বলিল—সে রকম দেশ আবার আছে নাকি?

কুঞ্জ এই আলোচনা মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিল মাত্র, ইচ্ছা করিয়াই সে তাহার মতামত প্রকাশ করে নাই, এতক্ষণে বলিল—দিল্লী গেলে হয়, সেও ত' বিদেশ।

নন্দরাণী বলিল—দিল্লী-দিল্লী জানি না, একটা ভালো জায়গা হবে—অথচ তেমন দূর নয়। তাহ'লে আমি অলকবাবুকে বলে একটা ব্যবস্থা করতে পারি।

জহর এইবার এ আলোচনায় যোগ দিল। বলিল, পুরীও নয় কাশীও নয়, একটি মাত্র দেশ আছে যেখানে কেউ কারুর কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না। যার যা খুসী করতে পারো কেউ কিছু বল্‌বে না, কেউ সাহসও কর্‌বে না, যদি যেতে হয় সেখানেই চলো।

সকলেই সমস্বরে বলিল—কোথায়?

কুঞ্জ বলিল—কোথায়, লঙ্কায়?

জহর গম্ভীর ভাবে বলিল—না, তার নাম—ক-লি-কা-তা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

সুবৃহৎ উপন্যাস **মণিমালিনীর গলি**

দাম—দেড় টাকা

প্রাপ্তিস্থান:

দীপালী গ্রন্থশালা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতি

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চল্‌তি বীমা	১৬ কোটি	৩৪	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল ··	২ „	৯৬	„	„
মোট সংস্থান···	৩ „	৩৬	„	„
দাবী শোধ···	১ „	৮৫	„	„
প্রিমিয়াম আয় ··	··· ···	৭৪	„	„

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

ননীলালের বৈরাগ্য

(বড় গল্প)

—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার, আই-সি-এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ননীলাল অকূলে কূল পেলেন। বললেন, "বেঁচে গেছেন! ভগবান রক্ষা করেছেন! ওঃ যা ভয় হয়েছিল!"—এই বলে কপালে দুই হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

ধনঞ্জয় বল্‌ল, "ওহে অবিনাশ, আর একটু আগে এলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটি আগাগোড়াই দেখতে পেতে।"

ননীলাল তখনো রণশ্রমে হাঁফাচ্ছিলেন। বললেন, "থাক, আর পরের কাছে নিজের বাড়ীর কীর্ত্তি-কাহিনী ঢাক পেটাতে হবে না।"

ওরা সবাই মিলে গুরুঠাকুরকে দেখতে চলল। তিনি একটু চাঙ্গা হ'য়ে উঠে বসেচেন। হরেন ডাক্তার তখনো একপাশে দাঁড়িয়ে।

ননীলাল গুরুঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যেই হাত বাড়িয়েচেন গুরু অমনি ঘৃণা ভরে পা সরিয়ে নিলেন। বললেন, "থাক, আর ভক্তিতে কাজ নেই। আর একটু হলেই আমায় সেরে দিয়েছিলে তোমরা।" তারপর ধনঞ্জয়ের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন, "ধনঞ্জয় বাবু আপনি আমার একটি উপায় করুন। এদের কাউকে আর আমার বিশ্বাস নেই, ওই ডাক্তার বেটাকেও নয়, ও আমার ওপর অস্ত্রোপচার করেচে। একমাত্র আপনিই আমার ভরসা।"

ধনঞ্জয় বল্‌ল, "কি কর্‌তে হ'বে বলুন।"

গুরু বললেন, "একখানা গাড়ী ডাকিয়ে দিন। আমি এখুনি গোবরডাঙায় ফিরে যাব।"

হরেন ডাক্তার হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন, বল্লেন, "সে কি! আপনি ভয়ানক দুর্ব্বল। এখন আপনার স্থির হ'য়ে ঘুমান দরকার।"

গুরু বল্লেন, "সেই গোবরডাঙা গিয়েই ঘুমাব। এখন যাবার ব্যবস্থা কর। আমি যাবই।"

অগত্যা ধনঞ্জয় গাড়ী ডাকিয়ে আন্‌ল। গুরুঠাকুরকে ধরাধরি ক'রে গাড়ীতে বসান হ'ল। ধনঞ্জয় পাশে গিয়ে বস্‌ল। তাঁকে গোবরডাঙা পৌঁছে দিয়ে আসবে।

গাড়ী ছাড়ে, এমন সময় অবিনাশ একটা রাবড়ির হাঁড়ি এনে গুরুঠাকুরের সামনে ধরে বলল, "দেবতা, হাঁড়ীতে একটু রাবড়ি ছিল। গোবরডাঙা পৌঁছাতে তো অনেক দেরী, পথে খিদে পাবে যে! এটুকু যদি খেয়ে নিতেন!"

গুরুঠাকুর রাবড়ির হাঁড়ী অবিনাশের মস্তক লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন। রোগা মানুষ, লক্ষ্য ঠিক হ'ল না, হাঁড়ী রাস্তায় প'ড়ে ভেঙে গেল। হরেন ডাক্তার ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, "আরে আরে, করেন কি, আপনার হার্ট ভয়ানক দুর্ব্বল রয়েছে যে!"

গুরুঠাকুর রাগের চোটে কথা বললেন না।

ননীলাল ধনঞ্জয়কে জিগেস করলেন, "তুমি তাহলে গোবরডাঙা থেকেই সটান হিমাচলে চল্‌লে বুঝি?"

ধনঞ্জয় বলল, "নাঃ, হিমাচলে আর যাব না।"

"ও, মত্ বদলেছে বুঝি।"

"হাঁ, মত্ বদলেচেই তো। মত্ বদলাবার অধিকার সকলেরই তো আছে।"

তারপর আবার একদিন তরলিকা দেবীর বাড়ীতে ওদের সান্ধ্য-মজলিস বসেছে। সস্ত্রীক ধনঞ্জয়ও সেখানে উপস্থিত। হঠাৎ ধনঞ্জয়কে লক্ষ্য ক'রে অবিনাশ ব'লে উঠল, "হ্যাঁ ভাল কথা, ওহে ধনঞ্জয়, সেই রাবড়ি আর খাবারগুলোর দেনাটা মিটিয়ে ফেলা দরকার। এই নাও বিল। ছত্রিশ টাকা, ন'আনা, আড়াই পয়সা। কালই পাঠিয়ে দিও। ওরা তাগাদা সুরু করেছে।"

ধনঞ্জয় বিলটা তাড়াতাড়ি পকেটে লুকিয়ে ফেলে বলল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।" তারপর কথাটা চাপবার জন্যে বলল, "আজকাল কলকাতায় কি বিশ্রী গরমই না পড়েচে!"

ননীলাল বললেন, "কিসের বিল, দেখি?"

ধনঞ্জয় বলল, "ও কিছু নয়, ও অমনি একটা ইয়ে, মানে,—হ্যাঁ। আর শুনেছ, কাল আলিপুরের চিড়িয়াখানায় হিপোপটেমস্‌রা গরমে নাকি ঘুমুতে পারে নি, কাগজে লিখেছে।"

ননীলাল বললেন, "এ কি সেই গুরুঠাকুরের রাবড়ির বিল নাকি?"—সভা নিস্তব্ধ, পিন্‌টি পড়লেও শুনতে পাওয়া যায়।

ধনঞ্জয় বলল, "আর অষ্ট্রিচ পাখীগুলো শুনলাম—"

ননীলাল বললেন, "ওঃ, তা হলে সে সব

তোমারই কাণ্ড! বটে! আমার তখনি বোঝা উচিত ছিল।"

ধনঞ্জয়ের অষ্টাচ পাখীর গল্পটা আর বলা হল না। বিবর্ণমুখে চুপ করে বসে রইল।

সুরেনবাবু হাতজোড় করে ননীলালকে বললেন, "আমার একটি নিবেদন আছে। রাখতে হবে। বলুন, রাখবেন।"

ননীলাল ক্রোধে রুদ্ধ গলায় বললেন, "ওঁর হ'য়ে আবার ওকালতি করবেন, এই তো! আপনারা সবাই মনে করেন, উনি অতি নিরীহ ভাল মানুষ, আর যত নষ্টের গোড়া আমিই, না!"

সুরেনবাবু বললেন, "না, না, ধনঞ্জয়ের হ'য়ে আমি কিছুই বলব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ আপনার বাড়ীতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আসন্ন। সেদিন বড় ফসকে গেছে, দেখতে পাইনি। অনুগ্রহ ক'রে আজ যদি টিকিট ক'রে লড়াই সুরু করেন, আমরা তাহলে সবাই টিকিট কিনে দেখতে যাই।" শুনে ওরা সবাই হেসে উঠল। ননীলালও সে হাসিতে যোগ দিলেন।

ধনঞ্জয় বুঝলো এবারের মতো তার মস্ত একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

—সমাপ্ত—

প্রগতি লেখক আন্দোলন

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

রাষ্ট্রের সাহায্যে বাজেয়াপ্ত করা হয়। "পথের দাবী"র কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? এমনি হাজারো বইএর নাম করা যেতে পারে। আমাদের লেখকদের মুস্কিল হয়েচে এই—যে তাঁদের সহানুভূতি উৎপীড়িত সর্ব্বহারাদের দিকে, অথচ সাহিত্যে তাঁরা এখনো বুর্জ্জোয়া আদর্শে প্রভাবান্বিত। ফলে গণ-আন্দোলন নিয়ে যখনই কিছু লেখা হয়, বুর্জ্জোয়া সমালোচকরা 'প্রোপাগ্যাণ্ডা'র লেবেল এঁটে সে রচনাকে বাতিল করে দেন। এদিকে আবার দারিদ্র্য-নিপীড়িত, অর্দ্ধাহারী লেখকের পক্ষে বুর্জ্জোয়া-জীবনের স্বাস্থ্যে বিকীর্ণ, আনন্দোজ্জ্বল ছবি আঁকা সম্ভব হচ্ছে না। বাস্তব অনুভূতির সঙ্গে কল্পিত আদর্শের এই পরস্পর-বিরোধিতা থেকে সাহিত্যিকদের সামনে আর্টের নোতুন সংজ্ঞা এবং আদর্শ স্থাপন করেচে 'প্রগতি লেখক আন্দোলন।'

সুতরাং আলাদীনের মায়া-প্রদীপের মতো 'প্রগতি লেখক আন্দোলন' অস্বাভাবিক এবং কৃত্রিম একটা কিছু নয়—যুগের প্রয়োজনেই এর অভিব্যক্তি। বুর্জ্জোয়া সাহিত্যের অকালবদ্ধতার 'পর এ আন্দোলন একটা ঐতিহাসিক অনিবার্য্য পরিণতি।

রাষ্ট্র এবং সমাজ-শৃঙ্খলিত মানুষকে শ্রেণীহীন সমাজের পরিবেশে উত্তীর্ণ করে দেবার আংশিক দায়িত্ব আধুনিক সাহিত্যিক-দের। কারণ তাঁরা জানেন যে বর্ত্তমানের ম্রিয়মান এবং মুমূর্ষ সাহিত্যকে কল্যাণশ্রী মণ্ডিত করে তুলতে হ'লে নোতুন সমাজ-রচনা অপরিহার্য্য।

THE LILY BISCUIT CO. calcutta

কামশাস্ত্র
বিনামূল্যে
জীবনে সুখ ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও নারীর অবশ্য পাঠ্যপুস্তক
বৈদ্যশাস্ত্রী
২১৪, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

এ যুগের হালচাল

[চিত্র]

—শ্রীশিহরণ সরকার

সিমলা শৈল। শীতের সন্ধ্যা, সাতটা বেজে গেছে। চিত্রা বারান্দার একটা ডেক-চেয়ারে বসে পড়লো। গোধূলির স্বাভাবিক অস্পষ্টতার উপর শীতের কুয়াসার প্রলেপ পড়েছে। চিত্রার মনোরাজ্য সক্রিয় হ'য়ে উঠলো·····চিত্রা ভাবলো, অনল তবে আজও এল না। সত্যি কী ওর এতো কাজ যে এ-তিনদিনের মধ্যে একবারও সে আসতে পারলো না! অনলের অসুখ করেনি, না; ও নিজেই······হ্যাঁ নিজেই গিয়েছিলো খোঁজ নিতে, অনল বাড়ীতে নেই······নানান জায়গায় ওর appointment, নিশ্বাস ফেলবারও সময় নেই নাকি! চিঠি লিখে আসবার অনুরোধ জানাতে চিত্রা পারে না, বলতে পারে না, তুমি এসো, ওগো, তুমি এসো। মরে গেলেও না। বিংশ-শতাব্দীর আধুনিকতার দান ওর দেহে ও মনে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছে, ও Victorian age-এর প্যান্‌সে ভাবালুতায় গা ছেড়ে দিতে পারে না। ডি, এইচ, লরেন্সের উৎকটতম কবিতা ওর মুখস্থ। প্রেমের আশ্রয় দেহেই হ'ক আর মনেই হ'ক—তা সার্থক হয়ে উঠতে পারে একমাত্র অনুভূতির অসহ তীব্রতায় ······উচ্ছ্বাস এলেই তার ধার গেল চলে। তাই অনল নাই আসুক, চিত্রা যেন নাটুকেপনা করে না বসে, চিত্রার প্রেম কি যথেষ্ট মহান নয়?

অনেক দিনের কথা চিত্রার মনে পড়ে ······কেমন আব্‌ছা আব্‌ছা, কিন্তু সব কথাই মনে আছে, মানে, মোটামুটি সব কথাই। চিত্রা তখন সবে মাত্র বছর পাঁচেকের। অনেক নিঃশব্দ রাত্রের বিভীষিকা ওর শিশুমনের উপর দিয়ে ব'য়ে গেছে। বাবা প্রায়ই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাড়ী ফিরতেন না; যখন ফিরতেন তখন সে আগমনটা হ'তো প্রায়ই এমন সশব্দ ও আত্ম-সচেতন যে চিত্রার ঘুম ভেঙে যেতো প্রায়ই। মার বিপন্ন দৃষ্টির তাৎপর্য্য ও যেন স্পষ্ট বুঝতে পারতো, একটা অজানা ভয়ের শীতল স্পর্শ এখনও ওর স্মৃতিতে জেগে আছে। বাবা ইজি চেয়ারটায় ব'সে থাকতেন খানিকক্ষণ, ইংরিজিতে কি সব বিড় বিড় ক'রতেন কে জানে, চিত্রা নিশ্বাস বন্ধ ক'রে সে-সব শুনতো। কখন কখন তিনি চিত্রাকেই বা টেনে তুলতেন বিছানা থেকে: দু'হাতে চিত্রাকে জড়িয়ে ধ'রে ব'লতেন······ না, এ ভুল শোধরাতেই হবে। দেখিস আমি তোকে কি কোরে তুলি! পরে যেন খুসী হ'য়ে ওকে শুইয়ে দিতেন আবার, নিজেও ওর পাশে শুয়ে পড়তেন।

তারপর একদিন বিকেল বেলা তিনি ওকে নিয়ে গেলেন সিনেমায়। সেখানে একটী আঠারো উনিশ বছরের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ওদের দেখা। ওর বাবার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ ব্যবহার ও ঠিক বুঝতে পারেনি সেদিন। কিন্তু সমস্তটা ওর চোখেও একটু কেমন-কেমন ঠেকেছিলো। মেয়েটী চিত্রাকেও খুব আদর ক'রেছিলো এবং নানা রকমে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রেছিলো যে সে তার মা। চিত্রা মোটেই বোঝেনি সেদিন······অবাক হ'য়ে তাকিয়ে ছিল কেবল। কিন্তু ঘটনা-চক্র সাহায্য করুল। চিত্রার মা পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন, সেখানে আবির্ভাব হ'লো সেই মেয়েটীর, হ্যাঁ, সে চিত্রার মা-ই।

চিত্রা বড় হ'লো ধীরে ধীরে—আধুনিক শিক্ষার আশীর্ব্বাদের ছায়ায়। অতীতের যেখানে যেটুকু অন্ধকার ছিলো, তা স্পষ্ট, সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো। চিত্রা বুঝতে পারলো সবই। প্রেমহীন বিবাহের উপসংহার মনে ক'রে নিজের প্রতি চিত্রার বিতৃষ্ণার সীমা ছিলো না। ওর বাবাকেও এজন্য অপরাধী না ক'রে চিত্রা পারেনি······যদিও ওর শিক্ষিত মন ওকে সাহায্য করেছিলো অনেকখানি। চিত্রা কি জানে না যে হৃদয়ের ওপর জোর চলে না?

যাই হোক, অনেক খোঁজাখুঁজি কোরে চিত্রা অনলকে আবিষ্কার করেছে, শেষ পর্য্যন্ত নূতন দিল্লী হ'তে—চিত্রা ভাবলো। অনল, the substantial man—আগুনের মতই তার আকর্ষণ। The man of the world—চিত্রা মনে মনে উচ্চারণ করলো। অনলের উপর নির্ভর করা যায়। চিত্রার মনের texture-এর সঙ্গে ওর মিল নেই, চিত্রা জানে। কিন্তু তাতে কি? ভালবাসা সম্বন্ধে চিত্রার আইডিয়া original; তাই, চিত্রা যদি হয়ে থাকে Photograph-এর Negative, অনল হ'লো তার final print. চিত্রার যেখানে কালো, অনলের সেখানে সাদা। সব চেয়ে বড় কথা বিরাট ভবিষ্যৎ অনলের সামনে······পুরুষ-মানুষের ভবিষ্যৎ। কারণ সবে মাত্র ফিরে এসেছে সে বিলেত থেকে।

চিত্রাদের অবস্থা এখন আর আগের মত নেই। বাইরের কাঠামোটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে বড়ো। তার সঙ্গে ভিতরের সহযোগিতা দিন দিন ক্ষীণ হ'য়ে আসছে। বলতে কি, চিত্রার বাবা অনলের সঙ্গে মেলামেশাকে বেশ প্রীতির চক্ষেই দেখে এসেছেন, তার প্রধান কারণ হলো অনলের সঙ্গে যদি চিত্রার চির-মিলনটা ঘটে যায় তাতে আর আপত্তির কি থাকতে পারে! বাপের কাছে মেয়ের ভবিষ্যৎ হ'য়ে উঠে মধুময় তখন যখন সে দেখতে পায় অনলের সঙ্গে চিত্রা চলেছে মোটর হাঁকিয়ে পাশাপাশি বসে Lovers Lane দিয়ে—চিত্রার মুখে অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা—মাথায় অকারণ ঘোমটার আবরণ। তিনি এরকম অনেকটা সুবিধাবাদী হয়ে উঠেচেন। সুবিধাবাদী হওয়া মন্দ কি—চিত্রা মনে মনে উচ্চারণ করলো।

কিন্তু অনলের কি হয়েছে যে অনল আসতে পারলো না? চিত্রা হাজার হ'লেও মেয়ে, এ যুগের দুর্ব্বোধ্য জটিলতা ওর মধ্যে প্রবেশ করেছে সত্যি, তবু চিত্রা মেয়ে-ই। ওর মেয়ে-মন প্রতিবাদ করে উঠলো। তা ছাড়া অন্য দিক থেকেও আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে বৈ কি!!

ঢং ঢং ক'রে ন'টা বেজে উঠলো। চিত্রার বাবা মিঃ ঘোষের গলার আওয়াজ শোনা গেলো। তিনি এইমাত্র ফিরে এলেন নিশ্চয়ই। খানিক বাদেই তিনি চিত্রার সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'সুইচ্‌টা' টিপে দিয়ে বল্‌লেন—এখানে অন্ধকারে কি করছিস্‌ মা একলাটী? এই যে ক্লাবে অনলের বেয়ারাটা এই চিঠিখানা দিয়ে গেল। আমাকে দিলে কেন তাই ভাবছি। দেখ তো মা, কি লিখেছে?

চিত্রা এক মুহূর্ত্ত কাগজটা দেখ্‌ল্‌। তারপর নির্লিপ্ত, প্রাণহীন স্বরে ব'ললো, আসছে মাসে অনলবাবুর বিয়ে, সেই কথা আমাকে চিঠিতে জানাচ্ছেন, বাবা—

মিঃ ঘোষ মেয়ের মুখের দিকে আর চাইতে পারছিলেন না।

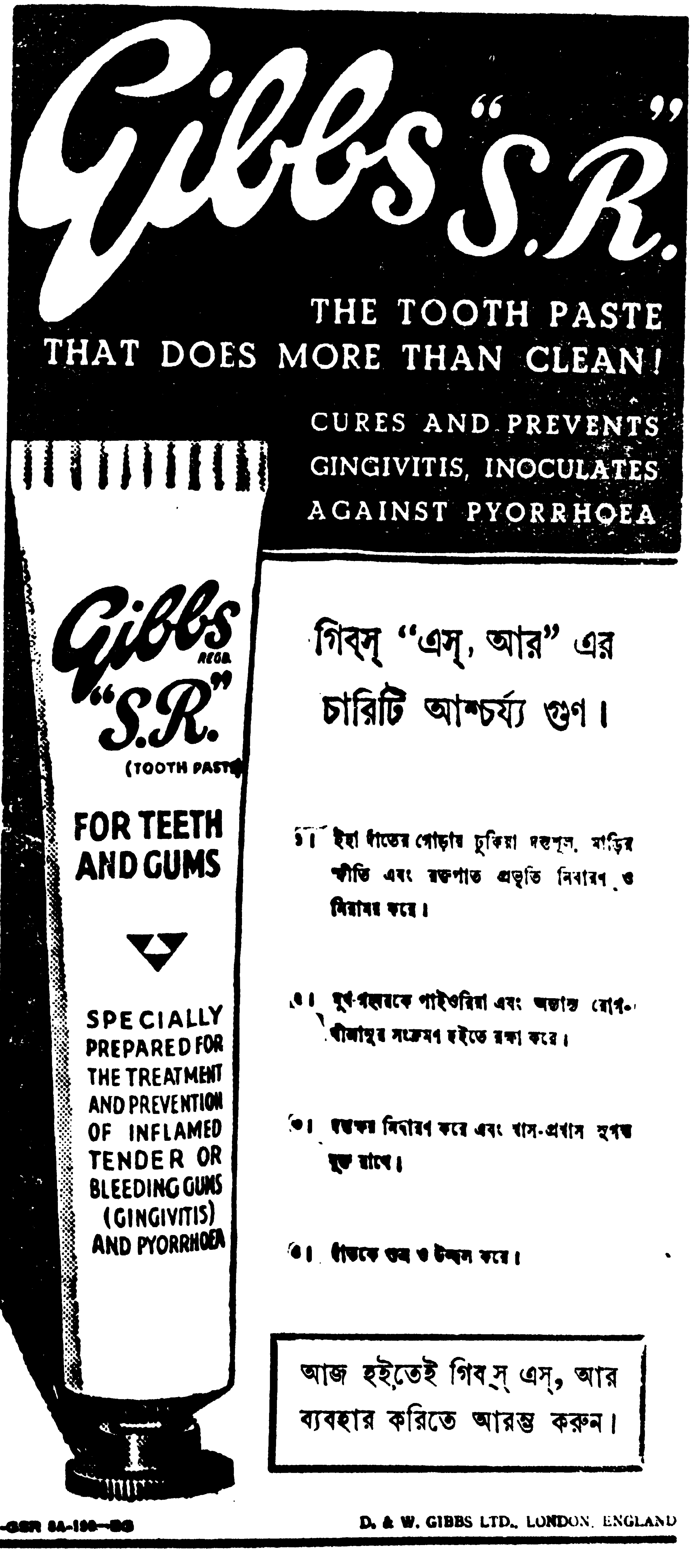

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

মেয়েদের আপ-টু-ডেট্ বলে কি গুণ থাকিলে ?

(১৫)

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

শ্রদ্ধেয়া,

নারীলোকের সঙ্গে অনেক কাল থেকে পরিচিত হবার চেষ্টা করছি, মনে আশা ছিল যে এরই মাঝে অনেক চিন্তাশীলতার ও মৌলিকতার সন্ধান পাব, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এই নারীলোক পাড়ার মেয়ে-মজলিশের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এর যা কিছু আলোচনা সবই যেন আধুনিক মেয়েদের target করে।

তারা অতি অপদার্থ, নির্লজ্জ, তারা কলেজে পড়ে বি-এ পাশ করেন, রোদ থেকে বাঁচবার জন্য ছাতা (রঙীন) ব্যবহার করেন এবং তাদের অ-নে-ক দোষ। কিন্তু তথাকথিত আধুনিকারা কি অবগত আছেন যে তাদের জুতার হাই হিল আজ জাতির সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর সেই হিল উৎপাটন করাই আজ নাকি নারী-জাতির আসন্ন কর্ত্তব্য।

আরও শুনি যে আধুনিকারা—যাঁরা কিনা কর্ম্মফলে এই বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে ফেলেছেন এবং যাঁরা স্বেচ্ছাচারিতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার চরম শিখরে উঠে আর নামবার পথ পাচ্ছেন না—তাঁরা নাকি স্বামী-সেবা, সন্তান পালন, আর আত্মরক্ষা বিষবৎ পরিহার করে' চলেন। কিন্তু সত্যই কি তাই? মনে হয় যাঁরা এই সব লেখেন, তাঁরা আধুনিক মেয়ে স্বচক্ষে দেখেন নাই, কেবল "বাঁশীটী শুনিয়াছেন", আর বাকীটি তাঁহাদের এবং নভেলের কল্পনাপ্রসূত। Up-to-date কথার মানে যাঁরা এই সব বোঝেন, বোধ হয় তাঁরা কিছুই বোঝেন না। Up-to-date কথার সঙ্গে মেয়েদের দোষগুণের ব্যাখ্যা করা চলে না।

যুগধর্ম্ম পালন করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য—নিজেদের পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মানিয়ে আমাদের চল্‌তে হবে। বিংশ শতাব্দীতে বাস করে' অষ্টাদশ শতাব্দীর মনোভাব নিয়ে চলা সম্ভব নয়। গৃহধর্ম্ম পালন করা মেয়েদের চিরন্তন কর্ত্তব্য, সে যে যুগই হউক না কেন, কিন্তু সে সব পালন করে বাইরের ডাকে সাড়া দিতে হবে।

আধুনিকারাই জাতির মেরুদণ্ড—ভবিষ্যৎ জাতিকে গড়ে তুলতে হলে ভবিষ্যৎ মায়েদেরও গড়ে উঠতে হবে। জাতিকে জাগাতে—জাতিকে প্রেরণা দিতে, দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে, রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশকে এগিয়ে দিতেই আধুনিকদের জাগা।

অন্য জাতিরা যে আজ অনেক এগিয়ে গেছে, সেটা অস্বীকার করা যায় না, তাদের কাছ থেকে অনেক নিতে হবে, অনেক কিছু জানতে হবে এবং সেই জন্যেই বিদেশী শিক্ষার কিছু প্রয়োজন আছে।

অতীতকে ভোলা যায়, কিন্তু বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করা যায় না, আরও যায় না ভবিষ্যতকে দূরে রাখা। প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি—

কুমারী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়
নিউ দিল্লী

(১৬)

শ্রীযুক্তা নারীলোক সম্পাদিকা মহাশয়া

সমীপেষু

দেবী,

নারীলোকে, মেয়েদের কি কি গুণ থাকলে "আপ-টু-ডেট্" বলা হয়, এ নিয়ে আলোচনা হোচ্ছে—আমার এ আলোচনাটুকু আপনার নারীলোকে একটু স্থান দিলে বাধিতা হ'ব। বর্ত্তমানে ফ্যাসনেবল্ কাপড়, নূতন নূতন ধরণের সিনেমার অনুকরণে বডিস্, ব্লাউজ পরে, "হাই হিল" জুতা ও হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে মেয়ে দেখলেই আমরা মনে করি 'আপ-টু-ডেট্'। তারপর নূতন দেশী বিদেশী ২।১টা কথা শুনলেই একেবারে মনে ক'রে ফেলি—"আলট্রা মডার্ণ", কিন্তু আমার মনে হয় ঠিক এ ধরণের মেয়েদের "আপ-টু-ডেট্" আখ্যা দিলে—সত্যের অপলাপ করা হয়। এ সব মেয়েদের সাজিয়ে গুজিয়ে দিনে দশবার মুখে পাউডার পাফ্ ঘষে বসিয়ে রাখলেই দেখতে ভাল দেখায়, কিন্তু বাইরের জনতার সংস্পর্শে এলেই এদের আধুনিকতার মুখোস খুলে

কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

যায়; মুখ ফুটে তখন এদের কথা বলাই মুস্কিল হ'য়ে দাঁড়ায়। যদিও সবাইকেই যে এ কথা বলা চলে তা নয়, তবুও প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই একথা সত্য।

আমার নিজের জীবনেই এমনি একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ ক'রতে হয়েছিল। ময়মনসিংহ থেকে যাচ্ছি কোলকাতায়। ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই উঠে জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে রাখছি, গাড়ী ছাড়বার হুইসিল দিয়েছে গার্ড; এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে একটী ১৮।১৯ বৎসরের ছেলে একটী তরুণীকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিলে। গাড়ী তখন চল্‌তে সুরু ক'রেছে—সঙ্গে বিছানা, সুটকেস্। ছেলেটী আর গাড়ীতে উঠতে পারলে না। মেয়েটার যা অবস্থা তখন—কেঁদে ফেলে আর কি? একবার "শীকল" টান্‌তে যায়, আবার এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়। মেয়েটীকে ডেকে বসালাম। এখানেই কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে সে পড়ে। ক'লকাতায় বোনের বাড়ী যাচ্ছিল। সিংজানী এসে ওর সঙ্গে বাধ্য হ'য়ে আমাকেও নাম্‌তে হ'ল। পরের ট্রেণে ওর ভাই এল, তবে শান্ত হ'ল মেয়েটি। এই ধরণের "আপ্-টু-ডেট্" মেয়ে যারা—তাদের এ আখ্যা দেওয়ার কোন মানেই হয় না। অথচ বাইরে থেকে একে আধুনিকা ব'লতে কারোরই বাধ্‌তো না।

আজকাল নারী-প্রগতি নিয়ে মেয়েরা খুব হৈ চৈ করেন, এদের অনেকেই হয়তো জানেন না—প্রগতি বলতে ঠিক কি বুঝায়।

এঁরা মনে করেন ছেলেদের সাথে সমান তালে চলা—বিদেশী চাল-চলনের অনুকরণ করাই বুঝি প্রগতি। কিন্তু প্রগতি বলতে ঠিক এ বুঝায় না। প্রগতিসম্পন্না ঠিক তারাই (বা আধুনিকা) যাঁরা চল্‌তি দুনিয়ার সাথে তাল রেখে চলতে পারেন। যাঁরা বর্ত্তমানের বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই দেহচর্চ্চা, আত্মনির্ভরতা, স্নেহ দয়া মায়া প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিতা হয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে যারা অপরের আদর্শের কাছে বিলিয়ে দেয় না। বিপদে আপদে নিজেকে রক্ষা ক'রবার শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধি যাদের আছে, যারা গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করেও দেশ ও দশের উপকারের জন্য চেষ্টিতা, তাঁরাই ঠিক আধুনিকা নামের যোগ্যা। শুধু শুধু সিনেমা থিয়েটারের আলোচনা ও তাদের অনুকরণে সাজসজ্জা, বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলা, অযথা ন্যাকামি, বিলিতী চিত্রনটীদের অনুকরণে হাঁটতে শেখা যে সব আধুনিকা, তারা ঠিক ময়ূরের পালক-পরা দাঁড়কাকের মত। ভিতরের নির্গুণতাকে বাইরের সাজসজ্জার চটকে ভুলিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু সত্যরূপ একদিন প্রকট হয়ে পড়বেই—তখন তাদের স্থান হবে রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত—না স্বর্গে না মর্ত্ত্যে। সুতরাং

ঠিক আধুনিকা হ'তে হ'লে বাইরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের সৌন্দর্য্যকেও বিকশিত করা চাই। বিলিতী মেয়েদের অনুকরণ ক'রতে যাই আমরা, কিন্তু এতে ক'রে তাদের বাইরের অনুকরণই শুধু করি, তাদের ভিতরের শক্তি সাহস আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি যে সকল গুণে তারা আমাদের চেয়ে বড়—আমরা সেগুলো অনুকরণ করি না। এই বিষয়টী বর্ত্তমান সময়ের খুবই উপযোগী—আশা করি সব ভগ্নিগণই এতে যোগদান করবেন। নমস্কার নিন। ইতি—

বিনীতা—
কুমারী নমিতা ঘোষ
ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ)

(১৮)

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

এই সর্ব্বজনপ্রিয় "দীপালী" পত্রিকায় আমার 'আপ্-টু-ডেট্' সম্বন্ধে আলোচনাটী প্রকাশ করিলে বাধিতা হইব। এই বিষয়টী খুবই চিত্তাকর্ষক ও সময়োপযোগী হইয়াছে। আধুনিকতা কি তাহা অনেকে জানেন না। আজকালকার দিনে আধুনিকতা মানে এই দাঁড়াইয়াছে যে কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্য সাধনা করিয়া পুরুষকে বিভ্রম করিয়া তোলা, কলেজে পড়িয়া ডিগ্রি লওয়া ও পোষাক পরিচ্ছদে পাশ্চাত্তোর ছোঁওয়া বা ছাপ লাগান। কিন্তু সত্যই কি ইহা আধুনিকতা? আজকাল আবার আমাদের পূজনীয়া ঠাকুরমা দিদিমাদের আমলের শাড়ী ও গহনার "ফ্যাশান্" আধুনিকাদের ভিতর প্রচলিত হইয়াছে, এমন কি বহুকাল পূর্ব্বের কবরী বন্ধন ও রাজপুত রমণীদের ন্যায় বেণী রচনার খুবই প্রচলন হইয়াছে। ভাল জিনিষ অনুকরণ করিবার স্পৃহা খুবই ভাল। তবে তাঁহাদের 'ফ্যাশান্' অনুকরণ

না করিয়া তাঁহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, চরিত্রের মাহাত্ম্য ও বীরত্বের কীর্ত্তি অনুকরণ করাই কি শ্রেয়ঃ নয়? অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে আজকালকার মেয়েরা আগেকার মেয়েদের ঘৃণা করেন ও তাঁহাদের অশিক্ষিতা বলিয়া বিদ্রূপ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিই কি শিক্ষিতার একমাত্র পরিচয়-পত্র? আগেকার মহিয়সী নারীগণও কম শিক্ষিতা ছিলেন না এবং তাঁহারা কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারিতেন না। এমন কি তাঁহারা বড় বড় রাজ্য পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে 'ষ্টাইল'ই আধুনিকতার চিহ্ন নয়। আমরা তাঁহাকেই আধুনিকা বলিব যিনি জ্ঞানে, গরিমায়, শিক্ষায়, দীক্ষায়, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সকলের পূজনীয়া। যিনি সকলের কাছে অনায়াসে মাথা উঁচু করিয়া সমান সম্মান দাবী করিতে পারিবেন। 'আধুনিকা' নামে ভূষিতা হইতে হইলে সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

কুমারী গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়।
গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন
কলিকাতা

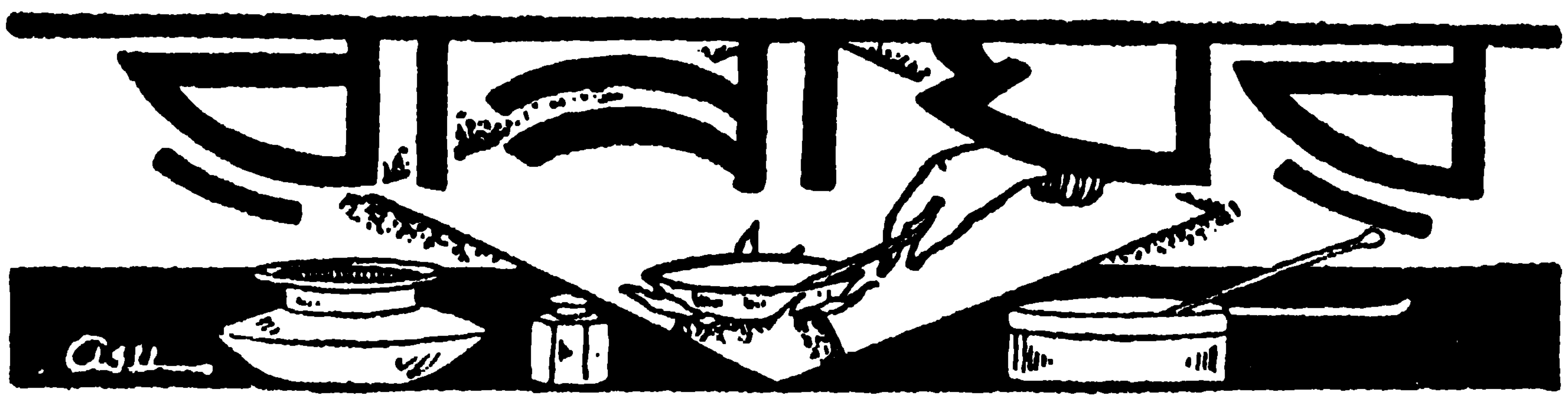

(৩১)

এঁচোড়ের চপ

কচি এঁচোড়ের খোসা ছাড়াইয়া টুকরা করিয়া সিদ্ধ করিতে দিন, ঐ সঙ্গে কিছু গোল আলুও দিন, আলুগুলি খোসা সমেত গোটা দিবেন। একটি পাত্রে বেসম ভিজাইয়া রাখুন, পরে আলু ও এঁচোড় উত্তম রূপে সিদ্ধ হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উত্তম রূপে চটকাইয়া লউন। তারপর জিরা, গোলমরিচ, তেজপাতা, সামান্য ধনিয়া, আদা বাটা, দই, চিনি লবণ যে পরিমাণ এঁচোড় সেই পরিমাণে এই মসলা এঁচোড়ে মিশ্রিত করিয়া সামান্য তৈল দিয়া বেশ শক্ত করিয়া ভাজিয়া লউন। পরে ঐ সিদ্ধ আলুর খোলের মধ্যে পুর দিয়া উত্তমরূপে মুখটি বন্ধ করিয়া ঈষৎ লম্বা আকারে পাকাইয়া বেসম-গোলায় ডুবাইয়া তৈলে কিম্বা ঘৃতে ছাঁকিয়া লউন। বেসমের গোলায় সামান্য লবণ দিতে হয়। এই চপ অতি সুস্বাদু ও মুখরোচক, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ইতি—

শ্রীমতী শক্তিরাণী দত্ত
চাঁচাই

(৩২)

পোলাও রান্না

এক সের ভাল পোলাওয়ের চাউল, ঝাড়িয়া বাছিয়া পরিষ্কার রূপে তিন চার বার ধুইয়া চাউলগুলি জল হইতে উঠাইয়া একটী ডেকচির ঢাকনিতে রাখিয়া ঢাকনিখানা ঈষৎ কাৎ করিয়া রাখিয়া দিতে হয়, যাহাতে চাউলের জল গড়াইয়া ঝরিয়া পড়ে।

একটী ডেকচি উনানে চড়াইয়া তাহাতে একপোয়া ঘি ঢালিয়া দিতে হয়, ঘি'টা যখন ফুটিয়া উঠিবে, তখন তাহাতে আধসের আন্দাজ খুব পাতলা করিয়া গোলাকারে পেঁয়াজ কাটিয়া ঘিয়ে ছাড়িয়া দিয়া চামচ দ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া ভাজিতে হয়। যখন পেঁয়াজটা বেশ অল্প অল্প বাদামি রং-এর হইবে তখন তাহা ঘি হইতে ছাঁকিয়া উঠাইতে হয়, খেয়াল রাখিতে হইবে যাহাতে পেঁয়াজগুলি পুড়িয়া নষ্ট না হয়। তাহার পর দুই তিনটা তেজপাতা, তিন চার টুকরা দারুচিনি, আট দশটা ছোট এলাচী, কুড়ি পঁচিশটা গোলমরিচ, ঐ আন্দাজমত লবঙ্গ ঐ ঘি'টাতে ছাড়িয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়া যখন গরম মশলাগুলার সুগন্ধ বাহির হইবে, তখন উহাতে চাউলগুলি ঢালিয়া চামচ দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া কশিতে হয় (কশান অর্থাৎ ভাজিয়া লওয়া), কিন্তু খেয়াল রাখিতে হইবে যেন চাউলগুলি পুড়িয়া না যায়। যখন চাউলগুলি কষা হইবে তখন তাহাতে আন্দাজমত গরম জল ঢালিয়া (আন্দাজমত লবণও কশিবার সময় দিতে হইবে) বেশ করিয়া চাউলগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া ঢাকনা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। জল এই আন্দাজে দেওয়া উচিত যাহাতে ভাতগুলি ফুটিয়া যায় অথচ অতিরিক্ত গলিয়া একটা ভাতের সঙ্গে আর একটা ভাত লাগিয়া না যায়। পোলাও বেশ ঝরঝরে হইলে খাইতেও ভাল লাগে। যখন ভাত ফুটিয়া জল শুকাইয়া আসিবে, তখন পোলাওয়ের ওপর পেঁয়াজ ভাজাগুলি যদি ইচ্ছা হয় ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া দিতে পারেন কিম্বা এমনিই দিলে ক্ষতি নাই। পেঁয়াজগুলি পোলাওয়ের ওপর বিছাইয়া দিয়া ডেকচির ঢাকনির ওপর কাঠকয়লার আগুন কিছু দিয়া উনান হইতে দূরে রাখিয়া দিতে হয়। ঢাকনার ওপর আগুন দেওয়ার মানে এই যে যদি একটু আধটু চালটা শক্ত থাকে, তাহা হইলে ঐ আঁচে সেটা গলিয়া যায় এবং পোলাওটা গরম থাকে। পরে খাইবার সময় ঐ আগুন ফেলিয়া দিলেই হইল। এই নিয়মে পোলাও রান্না হয়।

মিসেস্ আ'বু রহমান
জলপাইগুড়ি

।ঝীলো:

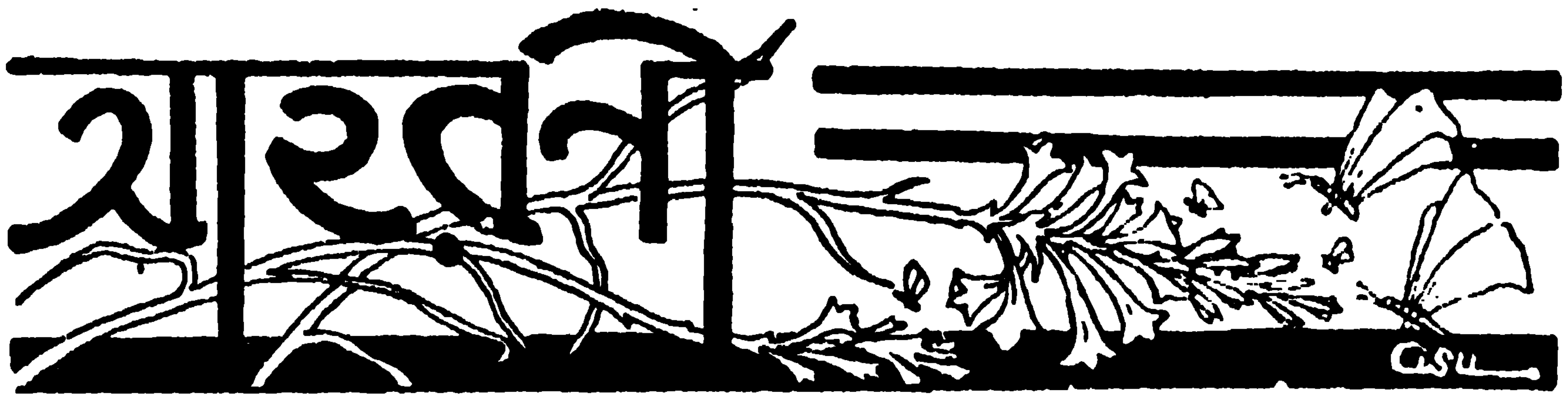

স্বামী-হত্যার অপরাধে নিস্কৃতিলাভ

ওয়ার্ধার দায়রা-জজ স্বামীর আহার্য্যে বিষ মিশাইয়া তাহাকে হত্যা করার অপরাধে ডোমদিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে সে সন্দেহ-সুযোগ পাইয়া নিস্কৃতিলাভ করিয়াছে।

•

পুত্রের কাণ্ড :—

অপার চিৎপুর রোড নিবাসী শিবচন্দ্র দত্ত কিছুদিন হইতে বেকার অবস্থায় বাড়ীতে বসিয়াছিল। সে তাহার পরিবার হইতে স্বতন্ত্র থাকিত। তাহার জননী সত্তর বর্ষ-বয়স্কা বৃদ্ধা চন্দ্রমণি দাসী তাহাকে প্রত্যহ ২৷৪ আনা দিতেন, তাহাতেই শিবচন্দ্র সপরিবারে জীবিকানির্ব্বাহ করিত। গত ১১ই জানুয়ারী সে মাতার সহিত বচসা করিয়া, তাঁহার পরিধেয়ে কেরোসিন্ তেল ঢালিয়া অগ্নি-সংযোগ করে। তাহার ফলে, বৃদ্ধা পুড়িয়া মরে!

•

পিতা-পুত্রী :—

জর্জ্জ টঙ্কস্ তাহার ১৪ বৎসর বয়স্কা কন্যা জয়েস্‌কে লইয়া মোটরে বেড়াইতে যাইতে-ছিল। পথে একখানা লরির সহিত সংঘর্ষে মেয়েটি আহত হয়। এই জন্য মেয়ের মা মেয়ের বাপ ও লরির মালিকের নামে খেশারতের নালিস করে। মার্কিণী জজের বিচারে, লরিওয়ালা নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হয়, এবং পিতা দোষী নির্দ্দিষ্ট হয়। পিতাকে দেড় হাজার পাউণ্ড খেশারৎ দিবার হুকুম হইয়াছে। মিস্ যেয়ো জীবিত না মৃত?

•

শ্রীমতী বসুন্ধরা দেবী :-

সম্প্রতি মহীশূরের যুবরাজ যখন সপরিবারে ইয়ুরোপ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন, তাঁহার দলস্থ শ্রীমতী বসুন্ধরা দেবী দ্বাদশ পোপকে তাঁহার সঙ্গীত শুনাইয়া চমৎকৃত করিয়াছেন। পোপ মহোদয় শ্রীমতীকে তাঁহার মূর্ত্তি-খোদিত একখানি স্বর্ণ-পদক প্রদান করিয়াছেন।

•

বিবাহ-বিচ্ছেদ :—

বিলাতের মার্লেবোন্ আদালতে জোসেফ্ কাষ্টল্‌বো তাহার স্ত্রীর সহিত বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা আনিয়াছে। কারণ স্ত্রী যুদ্ধের পূর্ব্বে ১০॥ ষ্টোন ওজন ছিল বলিয়া সে ঔষধ খাইয়া এখন ৮॥ ষ্টোন হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীকে পাৎলা হইতে নিষেধ করে, কিন্তু স্ত্রী তাহা শোনে না। কাজেই স্বামীর আর ঘর করা চলিল না। বলা বাহুল্য, জজ এ বিবাহ বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তাই
ইহার অপ্রতিহত গতি!

২১শ

সপ্তাহ

রঞ্জিৎ মুভিটোনের—

সন্ত
তুলসীদাস

কবি ও সাধকের অনবদ্য জীবন-কাহিনী

প্রভাত সিনেমায়

●

শনিবার ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্রথমারম্ভ
দেবদত্ত ফিল্মস্ প্রস্তুত
হিন্দী পৌরাণিক চিত্র

রু ক্মি ণী

শ্রেষ্ঠাংশে :
পান্না, প্রতিমা দাশগুপ্তা, নিম্বলকর
মুজাম্মিল, রাজেন্দ্র সিংহ, আনসারী

=গণেশ টকী॥

মানসাটা
ফিল্ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৩৭, রোড, কলিকাতা

নারী-নিগ্রহ

(১৩)

রিষড়া (২৪ পরগণা)

ব্যারাকপুর আদালতে রিষড়ায় গোপাল রাজভড়, তত্রত্য সরযুরাজ ভড়ের নামে তাহার বিবাহিত স্ত্রী লছমিনিয়াকে অপহরণ করিয়াছে বলিয়া এক অভিযোগ করিয়াছে। প্রকাশ, দশবৎসর পূর্ব্বে তাহাদের বিবাহ হয়, লছমিনিয়ার বয়স এখন ১৮। এই দীর্ঘকাল তাহারা স্বামী-স্ত্রী রূপে একত্রই ছিল। কিছুদিন আগে গোপাল খুব অসুস্থ হইয়া তাহার দেশে যায়, তাহার পত্নী তাহার মাতার নিকট নৈহাটীতে থাকে। সে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে সরযুর সহিত তাহার স্ত্রীর বিবাহ হইয়াছে এবং তাহারা ঘর সংসার করিতেছে। মামলা চলিতেছে।

(১৪)

কলিকাতা

কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে গোপীনাথ পাঠক, জয়নারায়ণ শর্ম্মা ও মিছরি কাহার ষড়যন্ত্র, অপহরণ ও দস্যুতার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, গত ১০ই অক্টোবর অপরাহ্ন ৫॥টায় তাহার পিতার চাকর মিছরি সাবিত্রীর নিকট ময়দাপটিতে তাহার স্বামী সত্যনারায়ণের বাড়ী আসিয়া বলে যে সাবিত্রীর ভগিনী রত্না ডায়মণ্ড হারবার যাইতেছে, তাহাকেও তাহার সঙ্গে লইতে চায়। বাপের বাড়ীর এই চাকরের সঙ্গে সে বহুবার পিত্রালয়ে গিয়াছে, কাজেই ইহাকে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ ঘটিল না। মিছরিই গাড়ী আনিয়াছিল, সেই ড্রাইভার, একখানি প্রাইভেট গাড়ীতে সে একাকিনী উঠিয়া বসিল। গাড়ীতে সাবিত্রীরই আত্মীয় দুইটি ছেলে ছিল। গাড়ী বড়বাজারে জগদীশ মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইলে আরও দুইজন লোক তাহাতে উঠে। গাড়ী ব্যারাক-পুর ট্রাঙ্ক রোডের এক নির্জ্জন স্থানে আসিলে নবাগত দুইজন ছোরা দেখাইয়া তাহার সমস্ত অলঙ্কারগুলি হস্তগত করে। পরে মিছরি শিয়ালদহ ষ্টেশনে উক্ত দুইজনকে নামাইয়া দিয়া সেন্ট্রাল এভিনিউ-এর ফায়ার ব্রিগেডের নিকট গাড়ী ও গাড়ীতে সাবিত্রী ও ছেলে দুইটিকে ফেলিয়া পলায়ন করে। নিকটেই সাবিত্রীর পিত্রালয়। সাবিত্রী বাড়ী গিয়া সব বলিলে, পুলিশে খবর দেওয়া হয়। মামলা চলিতেছে।

(১৫)

আলিপুর

হাবরা গ্রাম (২৪-পরগণা) নিবাসী তফজ্জল মণ্ডল, তাহার দশমবর্ষীয়া স্ত্রী অতিমুন্নেসা বিবির উপর পাশবিক অত্যাচার করার অপরাধে আলিপুরে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছিল। দায়রা জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীকে মুক্তি দিয়াছেন।

(১৬)

কলিকাতা

কাশী দত্ত বস্তি নিবাসিনী রজনী, গণেশ, জানকী, নীরোদ এবং ভাস্করের নামে কমলাবালা নাম্নী এক বালিকা অপহরণের অভিযোগে এক নালিশ করে। তাহার ফলে পুলিশ-তদন্ত আরম্ভ হয় এবং বহুকষ্টে পুলিশ বালীতে এই অপহৃতা বালিকার সন্ধান করে ও বালিকাকে একটি আশ্রমে রাখিয়া আসামীগণকে চালান দেয়। আসামীরা জামিনে খালাশ আছে এবং মোকদ্দমা বিচারাধীন।

তিনটি প্রশ্ন

? ? ?

শীলকরা খামে পাঠাইয়া দিন, না খুলিয়া যথাযথ উত্তর পাঠান হইবে
পারিশ্রমিক মাত্র ১৲ টাকা

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত
শ্রীপ্রবোধ কুমার গোস্বামী
"গোস্বামী লজ", বালী (হাওড়া), ফোন হাওড়া ৭০৫

বি. নান

(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যাণ্ট্)

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: বড়বাজার ৩২৩৪

এজেণ্ট: স্লাইড্ এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট
কলিকাতা ও মফঃস্বল সিনেমা

বিশেষত্ব:—সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী এবং যাবতীয় বিজ্ঞাপনের কার্য্য। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

সমালোচনা

—ফাল্গুনী

(১)

বিবেকবাণী—শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ প্রণীত। ডবল ক্রাউন ৩২—৩৯ পৃষ্ঠা, মূল্য চারি আনা। ছাপা পরিষ্কার, বাঁধাই ভাল।

এই পুস্তিকায় লেখিকা বহু উপদেশ ও নীতিবাক্য প্রদান করিয়াছেন। সৎকথা সকলেরই গ্রাহ্য এবং সদুপদেশ সকলেরই পালনীয়। এ যুগে সৎকথা প্রচারের প্রয়োজন আছে।

(২)

মিস্ সুলেখা সেন ও অন্যান্য—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রণীত। ডঃ ক্রাঃ ১/১৬, "বত্রিশ" পৃষ্ঠা, দাম "ষোল পয়সা"।

গ্রন্থমধ্যে মিস্ সুলেখা সেন, মিসেস্ লাহিড়ী, তরুণী মীরা ও মায়া সেন নামক চারিটি একাঙ্কিকা নাটিকা আছে। নাটিকাগুলি পড়িয়া মনে হইল, গ্রন্থকার নারীর বিষয়ে একবারেই আনাড়ী। নারী অপেক্ষা তিনি দানবীদিগকেই বেশী চিনেন। আধুনিকতার উৎকট ক্ষয়রোগে যিনি আক্রান্ত তাঁহার চিকিৎসা চিকিৎসা-শাস্ত্রের বাহিরে।

(৩)

দেশী ও বিদেশী—শ্রীগোপাল ভৌমিক ও রবিদাস সাহা রায় প্রণীত। সুন্দর বাঁধাই, ডঃ ক্রাঃ ১/১৬ ৩১ পৃষ্ঠা, মূল্য চারি আনা।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উপযোগী চারিটি গল্প ইহাতে আছে। গল্পগুলি শিশু মনের যোগ্য, সন্দেহ নাই। রচনাও সুলিখিত।

(৪)

প্রোমোশন—ডাঃ শ্রীশিবপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ডঃ ক্রাঃ ১/১৬ ৭৮ পৃষ্ঠা, সুন্দর বাঁধাই, দাম আট আনা।

ছেলেদের অভিনয়ের একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা। নাটিকাখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

(৫)

তাসের ঘর—(উপন্যাস)—শ্রীমতী মায়া দে প্রণীত। মনোজ্ঞ বাঁধাই, মূল্য ১।০।

গ্রন্থকর্ত্রী বাংলার অপরাজেয় ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের পুত্রবধূ, কাজেই ডিটেকটিভ উপন্যাস রচনাতে আকৃষ্ট হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। সমালোচ্য পুস্তকখানি ডিটেকটিভ উপন্যাস বটে, কিন্তু সেজন্য কোথাও উপন্যাসের পর্য্যায় হইতে চ্যুত হয় নাই। উজ্জ্বলা, দীপ্তি, নিত্যানন্দ প্রভৃতি চরিত্রগুলি জীবন্ত এবং যেন কতই চেনা। গ্রন্থকর্ত্রীর মানব-চরিত্রে দখল থাকার দরুণ, অঙ্কিত মানুষগুলি কোথাও অমানুষ রূপ ধরে নাই। আমরা বাংলা কথা-সাহিত্যের অধুনা অবহেলিত এই বিভাগে তাঁহাকে স্বাগত জানাইতেছি।

(৬)

আধুনিক মেয়ে—(উপন্যাস)—কুমারী দীপিকা দে প্রণীত। ডঃ ক্রাঃ ১/১৬ ১৩২ পৃঃ, মনোজ্ঞ বাঁধাই, মূল্য ১।০।

এই লেখিকাটি অতি শিশুকাল হইতেই শিল্পকলায় শক্তির পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। বাল্যকালে ইনি নৃত্যকলা প্রদর্শন করিয়া প্রভূত যশস্বিনী হইয়াছিলেন—ইহার নৃত্য রসিকজনের চিত্তহরণ করিয়াছিল। এখন ইনি সাহিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনখানি উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। সমালোচ্য উপন্যাসখানিতে এই বালিকার অপূর্ব্ব চরিত্রচিত্রণ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। অমলা, অরুণ, পঙ্কজবাবু ও ডাক্তারবাবুকে লইয়া ইনি আধুনিক মেয়ের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা যেমন মনস্তত্ত্ব-কুশল এবং প্রসারিত অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক তেমনি করুণমধুর ও উপভোগ্য। এই বালিকা স্বনামধন্য পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের পৌত্রী ও ঔপন্যাসিকা শ্রীমতী মায়া দে'র কন্যা, আমাদের অতীব স্নেহের পাত্রী। এই শিল্পকলানুরাগিণী বালিকার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিয়া আমরা সত্যই পুলকিত হইতেছি।

(৭)

Music Of India—(Bi-monthly Magazine devoted to music only). Organ of the Calcutta Music Association. Editor: Kumar Birendra Kishore Roy Chowdhury M. L. A. Aug. & October 1939.

ইংরাজী ও বাংলায় সম্পাদিত সঙ্গীত সম্বন্ধীয় দ্বৈমাসিক পত্র। আলোচ্য যুগ্ম সংখ্যায় কয়েকটি গানের স্বরলিপি আছে। কুমার বীরেন্দ্রকিশোরের ন্যায় প্রকৃত গুণী যে পত্রের কর্ণধার তাহার গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা আমাদের নাই। যোগ্য ব্যক্তির হস্তেই যোগ্য বিষয় ন্যস্ত হইয়াছে।

(৮)

নরনারী—(মাসিক পত্র)—সম্পাদক শ্রীসুনীলকুমার ধর। সডাক বার্ষিক মূল্য ৩।০। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

একমাত্র স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যনীতি ও যৌন সম্বন্ধীয় বাংলায় কোনও মাসিক বা সাময়িক পত্র ইতিপূর্ব্বে ছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। 'নরনারী' আমাদের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিবে বলিয়া আশা রাখি। বক্ষ্যমান্ সংখ্যায় লিখিয়াছেন ডাঃ দুর্গারঞ্জন ধর, ডাঃ বিনয়ভূষণ সিংহ, শ্রীমতী মীরা সান্যাল, শ্রীপ্রণব রায় প্রভৃতি। আমরা 'নরনারী'র বহুল প্রচার কামনা করি।

বিনামূল্যে

গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

কলিকাতা কর্পোরেশন

১৯৩৯ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) আইন (১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় ১১ আইন) দ্বারা সংশোধিত ১৯২৩ সালের ৩ আইন (বি সি) অনুযায়ী ষষ্ঠ সাধারণ নির্ব্বাচন।

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট ১৬।২।১৯৪০ তারিখের কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংস্করণে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ১৯৩৯ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) আইন দ্বারা সংশোধিত ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৩নং তপশীলের বিধান অনুযায়ী কলিকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত নির্ব্বাচনকেন্দ্রে নির্ব্বাচনপ্রার্থী মনোনয়নের শেষ তারিখ ১৯৪০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী এবং মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার তারিখ ১৯৪০ সালের ৪ঠা মার্চ্চ ধার্য্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের সাধারণ নির্ব্বাচনের তারিখ ১৯৪০ সালের ২৮শে মার্চ্চ ধার্য্য করিয়াছেন। নিম্নোক্ত ভদ্রলোকগণ যথাক্রমে তাঁহাদের নামের নিম্নে লিখিত নির্ব্বাচনকেন্দ্রসমূহের রিটার্ণিং অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ১৯৪০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যে সমস্ত দিন অফিস খোলা থাকিবে, সেই সমস্ত দিন বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৫টার মধ্যে মনোনয়নপত্রসমূহ গ্রহণ করিবেন। ১৯৪০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার পর যে সমস্ত মনোনয়নপত্র দাখিল করা হইবে, তৎসমুদয় অগ্রাহ্য হইবে। মনোনয়নপত্রের ফরম সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের রেকর্ডস ডিপার্টমেণ্টে পাওয়া যাইবে। উহার প্রতি কপির জন্য এক আনা শুল্ক দিতে হইবে।

বিশেষ নির্ব্বাচনকেন্দ্রসমূহ ব্যতীত সমস্ত নির্ব্বাচনকেন্দ্রের রিটার্ণিং অফিসারগণ ১৯৪০ সালের ৪ঠা মার্চ্চ, সোমবার বেলা ১২টায় সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন।

বিশেষ নির্ব্বাচনকেন্দ্রসমূহের রিটার্ণিং অফিসারগণ উক্ত তারিখে বেলা ১২টায় স্ব স্ব অফিসে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন। ক্যালকাটা ট্রেডস এসোসিয়েশনের ডেপুটী সেক্রেটারীর বেলায় ইহার ব্যতিক্রম হইবে। তিনি ঐ তারিখে বেলা ১১টার সময়ে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন।

সাধারণ নির্ব্বাচন-কেন্দ্র

রিটার্ণিং অফিসার—১। মিঃ পি সি বসু, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ড্রেণেজ, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের পূর্ব্বদিকের ব্লকের দোতলায়)

নির্ব্বাচনকেন্দ্র—১। শ্যামপুকুর (১নং ওয়ার্ড), ২। কুমারটুলী (২নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—২। ডাঃ এস কে ঘোষ, চীফ এনালিষ্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের পূর্ব্বদিকের ব্লকের একতলায়)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। বড়তলা (৩নং ওয়ার্ড), ২। সাতপুকুর (৩১নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—৩। মিঃ এন এন সরকার, চীফ একাউনটাণ্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের পশ্চিমের ব্লকের তিন তলায়)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। সুকিয়াস ষ্ট্রীট (৪নং ওয়ার্ড), ২। জোড়াসাঁকো (৬নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—৪। মিঃ ভাস্কর মুখার্জ্জি, সেক্রেটারী, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের পশ্চিম ব্লকের দোতলায়)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। জোড়াবাগান (৫নং ওয়ার্ড), ২। তালতলা (১৪নং ওয়ার্ড), ৩। বেলিয়াঘাটা (২৮নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—৫। মিঃ এম এন রায়, এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের পশ্চিম ব্লকের দোতলায়)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। বড়বাজার (৭নং ওয়ার্ড), ২। কলুটোলা (৮নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—৬। মিঃ এ কে সেন, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ৪নং ডিষ্ট্রীক্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন। ১১ বেলভেডিয়ার রোড।

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। মুচিপাড়া (৯নং ওয়ার্ড), ২। পদ্মপুকুর (১১নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—৭। মিঃ এ এফ নবীবক্স, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ৩নং ডিষ্ট্রীক্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের নিকটস্থ হগ বিল্ডিংয়ের দোতলায়)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। বহুবাজার (১০নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—৮। মিঃ আর মৌলিক, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব প্রিণ্টিং, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের পুরাতন ব্লকের নীচতলায়)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। ওয়াটারলু ষ্ট্রীট (১২নং ওয়ার্ড), ২। ভবানীপুর (২২নং ওয়ার্ড), ৩। মাণিকতলা (২৯ নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—৯। মিঃ ডি এন গাঙ্গুলী, এসেসর, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের উত্তরের ব্লকের দোতলায়)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। কলিঙ্গা (১৫নং ওয়ার্ড), ২। পার্ক ষ্ট্রীট (১৬নং ওয়ার্ড), ৩। বামুন বস্তী (১৭নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—১০। মিঃ শৈলেন ঘোষাল, লাইসেন্স অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের দক্ষিণ ব্লকের নীচতলায়)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। ট্যাংরা (১৮নং ওয়ার্ড), ২। ইটালী (১৯ নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—১১। ডাঃ এস এন দাস, ডিষ্ট্রীক্ট হেলথ অফিসার, ২নং ডিষ্ট্রীক্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন। ২২নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

নির্ব্বাচন কেন্দ্র—১। বেনিয়াপুকুর (২০নং ওয়ার্ড), ২। বালিগঞ্জ (২১নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—১২। মিঃ আর আর সিংহ, চীফ ভ্যালুয়ার ও সার্ভেয়ার, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের পূর্ব্বের ব্লকের তিনতলা)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। ফেন্সুইক বাজার (১৩নং ওয়ার্ড), ২। কালীঘাট (২৩নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—১৩। মিঃ পি সি গুপ্ত, ডেঃ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ওয়াটার ওয়ার্কস, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের পূর্ব্ব ব্লকের নীচের তলা)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। আলিপুর (২৪নং ওয়ার্ড), ২। একবালপুর (২৫নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—১৪। ডাঃ এম ইউ আহম্মদ, ডিষ্ট্রীক্ট হেলথ অফিসার, ৪নং ডিষ্ট্রীক্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন। ১১, বেলভেডিয়ার রোড।

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। ওয়াটগঞ্জ ও হেষ্টিংস (২৬ নং ওয়ার্ড), ২। টালিগঞ্জ (২৭নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—১৫। মিঃ জে সি সরকার, স্পেশাল অফিসার, বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের উত্তর ব্লকের তিন তলা)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। বেলগাছিয়া (৩০নং ওয়ার্ড), ২। কাশীপুর (৩২নং ওয়ার্ড)

মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রসমূহ

রিটার্ণিং অফিসার—১। মিঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, এসিষ্ট্যাণ্ট এসেসর, কলিকাতা কর্পোরেশন। সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের উত্তর ব্লকের দোতলা)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। শ্যামপুকুর (১নং ওয়ার্ড), কুমারটুলী (২নং ওয়ার্ড), বড়তলা (৩নং ওয়ার্ড), জোড়াবাগান (৫নং ওয়ার্ড)। ২। সুকিয়াস ষ্ট্রীট (৪নং ওয়ার্ড), জোড়াসাঁকো (৬নং ওয়ার্ড), বড়বাজার (৭নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—২। মিঃ এ এফ নবীবক্স, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ৩নং ডিষ্ট্রীক্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের নিকটস্থ হগ বিল্ডিংয়ের দোতলা)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। কলুটোলা (৮নং ওয়ার্ড), ২। বেনিয়াপুকুর (২০নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—৩। মিঃ মহম্মদ সরফুল আনম, সেন্ট্রাল রেকর্ড কিপার, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের পশ্চিম ব্লকের নীচের তলায়)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। মুচিপাড়া (৯নং ওয়ার্ড), ২। ভবানীপুর (২২নং ওয়ার্ড), কালীঘাট (২৩নং ওয়ার্ড), আলিপুর (২৪নং ওয়ার্ড), টালিগঞ্জ (২৭নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—৪। মিঃ জি সি উডওয়ার্ড, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হগ মার্কেট, কলিকাতা কর্পোরেশন, ১৯ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট।

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। বহুবাজার (১০নং ওয়ার্ড), পদ্মপুকুর (১১নং ওয়ার্ড)। ২। তালতলা (১৪নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—৫। মিঃ আর মৌলিক, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব প্রিণ্টিং, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের পুরাতন ব্লকের নীচের তলা)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, (১২নং ওয়ার্ড), ফেন্সুইক বাজার (১৩নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—৬। মিঃ এস এম সরিফ, অফিসিয়েটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইটালী মার্কেট, কলিকাতা কর্পোরেশন। ১৫৬, লোয়ার সার্কুলার রোড।

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। কলিঙ্গা (১৫নং ওয়ার্ড), পার্ক ষ্ট্রীট (১৬নং ওয়ার্ড), বামুন বস্তী (১৭নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—৭। ডাঃ এস এন দাস, ডিষ্ট্রীক্ট হেল্থ অফিসার, ২নং ডিষ্ট্রীক্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন, ২২, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। ট্যাংরা (১৮নং ওয়ার্ড), ইটালী (১৯নং ওয়ার্ড)। ২। বালিগঞ্জ (২১নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—৮। ডাঃ এম ইউ আহম্মদ, ডিষ্ট্রীক্ট হেল্থ অফিসার, ৪নং ডিষ্ট্রীক্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন, ১১ বেলভেডিয়ার রোড।

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। একবালপুর (২৫নং ওয়ার্ড), ২। ওয়াটগঞ্জ ও হেষ্টিংস (২৬নং ওয়ার্ড)

রিটার্ণিং অফিসার—৯। মিঃ মোসাহেব আলি খাঁ, ডেপুটী লাইসেন্স অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন। সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের দক্ষিণ ব্লকের নীচের তলা)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। বেলিয়াঘাটা (২৮নং ওয়ার্ড) মাণিকতলা (২৯নং ওয়ার্ড)। ২। বেলগাছিয়া (৩০নং ওয়ার্ড), সাতপুকুর (৩১নং ওয়ার্ড)।

রিটার্ণিং অফিসার—১০। মিঃ জে সি সরকার, স্পেশাল অফিসার, বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের উত্তরের ব্লকের তিন তলা)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—১। কাশীপুর (৩২নং ওয়ার্ড)

এংলো-ইণ্ডিয়ান নির্ব্বাচন কেন্দ্র

রিটার্ণিং অফিসার—১। মিঃ আর মৌলিক, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব প্রিণ্টিং, কলিকাতা কর্পোরেশন। (সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের পুরাতন ব্লকের নীচের তলা)

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—কলিকাতা (১নং হইতে ৩২নং ওয়ার্ড)

শ্রমিক নির্ব্বাচন কেন্দ্র

রিটার্ণিং অফিসার—১। মিঃ এন সি ঘোষ, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ১নং ডিষ্ট্রীক্ট কলিকাতা কর্পোরেশন। ১৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—কলিকাতা (১নং হইতে ৩২নং ওয়ার্ড)

বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্র

রিটার্ণিং অফিসার—১। সেক্রেটারী, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স।

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স।

রিটার্ণিং অফিসার—২। ডেপুটী সেক্রেটারী, ক্যালকাটা ট্রেডস এসোসিয়েশন।

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—ক্যালকাটা ট্রেডস্ এসোসিয়েশন।

রিটার্ণিং অফিসার—৩। সেক্রেটারী, কলিকাতা পোর্ট কমিশনারস্।

নির্ব্বাচন-কেন্দ্র—কলিকাতা পোর্ট কমিশনারস্।

(স্বাঃ) জে সি মুখার্জ্জি
চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
(ইলেকশন অফিসার)

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
কলিকাতা ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০।

অলিম্পিক খবরের শেষার্দ্ধ

নূতন রেকর্ড—

(১) চাঁদ সিংহ (পাতিয়ালা)—৩০০০ মিটার দৌড়—৮ মিঃ ৫৭·৮ সেঃ।

(২) বি টি কারকের (বম্বে)—৫০০০ মিটার ভ্রমণ—২৭ মিঃ ১৮ সেঃ।

(৩) সোমনাথ (পাঞ্জাব) এবং প্যারেট (বাংলা)—হাতুড়ি ছোঁড়া—১৩০ ফিঃ ০½ ইঃ।

(৪) গুরুভজন সিং (পাতিয়ালা)—২০০ মিটার দৌড়—২২·৪ সেঃ।

(৫) মুনির আমেদ (ইউ-পি)—১১০ মিটার হার্ডেল—১৫·৬ সেঃ।

(৬) মিসেস্ ইস্‌ডন্ (পাঞ্জাব)—বর্শা ছোঁড়া—৯৩ ফিট ৭¼ ইঞ্চি।

(৭) চাঁদ সিংহ (পাতিয়ালা)—১৫০০ মিটার দৌড়, ৪মিঃ ৫·৪ সেঃ।

(৮) জাহর আমেদ (পাতিয়ালা)—গোলা ছোঁড়া—৪৫ ফিট ২ ইঞ্চি।

(৯) জানকী দাস (পাঞ্জাব)—১০০০০ মিটার সাইকেল—১৮ মিঃ ২৭·৮ সেঃ।

(১০) পাঞ্জাব—১৬০০ মিটার রীলে, ৩ মিঃ ২৬·২ সেকেণ্ড।

টীম চ্যাম্পিয়ানশীপ—

এ্যথলেটিক্স্ (মেয়েদের)—বোম্বাই
" (পুরুষদের)—পাতিয়ালা
সাইকেল —বোম্বাই
ভারোত্তোলন —বাংলা
কুস্তি —বাংলা
গ্র্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ান —বাংলা

হকি

মোহনবাগান (১) গ্রীয়ার (০)
(এম্, এ, খান)

মোহনবাগান প্রথম বিভাগীয় হকি লীগের খেলায় এই প্রথম জয়লাভ করলো, দু'দলেরই প্রাণপণে উভয়কে হারাবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছিলো। ফরওয়ার্ডরা যদি বল পাস করতে অত ভুল না করতো তা হলে খেলার ফলাফল অন্যরকম দাঁড়াত, দ্বিতীয়ার্দ্ধে গ্রীয়ার দল অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে। এ. দেবের পাশে খান গোল করার পর গ্রীয়ার অনেক চেষ্টা করেছিল গোল শোধ করতে কিন্তু মোহনবাগানের গোলকীপার আমেদ আলি তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করেন।

বি, জি, প্রেস (৩) কাষ্টমস্ (১)
(ম্যাকডোনাল্ড (২), প্যারি (রেবেলো)

লীগ চ্যাম্পিয়ান কাষ্টমস্‌কে হারিয়ে বি, জি, প্রেসদল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সেদিন প্রমাণ করেছে। এই খেলায় প্রেস খেলোয়াড়দের ক্ষিপ্রতা ও পরস্পরের মধ্যে বুঝে খেলার দরুণ কাষ্টমস্ দল তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়েও হেরে যেতে বাধ্য হয়েছে। কাষ্টমস্ দল প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল প্রেসদলকে হারাতে কিন্তু প্রেসদলের ব্যাক ও গোলকীপারের জন্য তা করে উঠতে পারেনি। প্রথমার্দ্ধে বি, জি, প্রেস ২টা গোল দেয়, দ্বিতীয়ার্দ্ধে তারা আবার আর একটা গোল দেয়। কাষ্টমস্ শেষের দিকে একটা গোল শোধ করে বটে, কিন্তু তা ঠিক গোল হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

ইষ্ট বেঙ্গল (২) জ্যাভেরিয়ান্স (০)

ইষ্ট বেঙ্গল দল ভাল খেলেই জ্যাভেরিয়ান্স দলকে হারিয়েছে।

বেঙ্গল হকি টীম

চারটে ট্রায়াল ম্যাচ খেলার পর নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের নির্ব্বাচন করা হয়েছে বোম্বায়ে আন্তর্প্রাদেশিক হকি খেলার জন্য। এই দলটি বাংলার Rest দলের বিরুদ্ধে আগামী শনিবার একটি একজিবিশন ম্যাচ খেলবে ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে।

গোল—এ্যালেন (পোর্ট কমিশনার)
ব্যাক—সি, ট্যাপসেল (বি, এন, আর)
সি, হজেস (কাষ্টমস)
হাফ-ব্যাক—জে, গ্যালিবার্দ্দি (বি,এন, আর)
এম, গ্যালিবার্দ্দি ঐ
বি, কাপুর (পোর্ট কমিশনার)
ফরোয়ার্ড—জি, নীস (রেঞ্জার্স)
চিরঞ্জিৎ (পোর্ট কমিশনার)
আর, কার (বি, এন, আর)
রেণ্টন (কাষ্টমস)
রেবেলো (কাষ্টমস)

এলেন যদি যেতে না পারেন তবে বোইন খাঁ যাবেন। ব্যাকদের মধ্যে কেউ যেতে না পারলে বি, এন, আরের মিড যাবেন। হাফব্যাকদের মধ্যে বি, জি, প্রেসের এস, লাড্ডী ও ফরোয়ার্ডদের মধ্যে বি, এন, আরের এম, হিল যাবেন নির্ব্বাচিতদের মধ্যে কেউ যদি যেতে না পারেন। রিজার্ভে আছেন—জার্ডিন, (কাষ্টমস), আই, মিড (বি, এন, আর), পি, মল্লিক (গ্রীয়ার), এম, নায়িম (মহামেডানস্) ও ই, ডারহাম (বি,এন,আর)।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২॥০। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬॥০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

—অভিমন্যু

রূপবাণীতে "কুমকুম"

সাগর মুভীটোনের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন মধু বসু। শ্রেষ্ঠাংশে সাধনা বসু, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রবি রায়, ভুজঙ্গ রায়, প্রীতি মজুমদার প্রভৃতি। রূপবাণীতে উদ্বোধন ১০ই ফেব্রুয়ারী।

প্রখ্যাতনামা ধনী জগদীশপ্রসাদের "মহাক্ষুধা" নামক নাটকের অভিনয় হইতেছিল রঙ্গমঞ্চে। হঠাৎ নাটকের নায়িকা অসুস্থ হইয়া পড়ায় থিয়েটারের ম্যানেজার সখী-সঙ্ঘ হইতে কুমকুম্ নামক এক নর্ত্তকীকে বাছিয়া লইয়া নায়িকার বাকী অংশটুকু অভিনয় করার জন্য নামাইয়া দিলেন। আনন্দাতিশয্যে কুমকুম্ ঘাবড়াইয়া গেল। নাট্যোল্লিখিত যাত্রীর বুকে ছুরি না মারিয়া, ভুল করিয়া পুরোহিতকে ছুরিকাবিদ্ধ করিল। অর্থাৎ সাম্যবাদকে উঁচু করিয়া ধনবাদের পতন করা হইল। সকলেই নাট্যকারের প্রশংসা করিল।

কুমকুমের পিতা ছিল এক জেল-পলাতক আসামী। সে একদিন থিয়েটার দেখিতে আসিয়া, অভিনয় দেখিতে দেখিতে "আমার বই, আমার বই" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। গার্ডেরা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে প্রেক্ষাগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়-রতা কুমকুমও ষ্টেজ হইতে নামিয়া পিতার সঙ্গে চলিয়া গেল।

এখানে অতীতের একটু ইতিহাস বলা প্রয়োজন। সূর্য্যশঙ্করের দেশের সেবা করাই ছিল জীবনের ব্রত। "শ্রমিক সাহায্য ভাণ্ডার" খুলিয়া একলাখ টাকা তিনি তুলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনিই দিয়াছিলেন। এমন সময় তাঁহাকে রাজনৈতিক ব্যাপারে জেলে যাইতে হয়। জেলে যাইবার সময় তাঁহার বন্ধু জগন্নাথকে উক্ত টাকা, ব্যাঙ্কের চেক বই, তাঁহার নাটক "মহাক্ষুধা"র পাণ্ডুলিপি, তাঁহার স্ত্রী ও শিশু কন্যার ভার দিয়া যান। তারপর সূর্য্যশঙ্কর তাহার স্ত্রী মৃত্যু-শয্যায় সংবাদ পাইয়া জেল হইতে পলাইয়া আসেন। স্ত্রী মারা যায়। সেই জগন্নাথই এখন ধনী ও ধনসাম্যবাদী নেতা—জগদীশ-প্রসাদ, আর এদিকে কোন রকমে পিতা-পুত্রী এক বস্তিতে দিন গুজরান করে।

একদিন জগদীশের সামনে গিয়া সূর্য্য-শঙ্কর হাজির হইলেন। কিন্তু জগদীশ তাহাকে পুলিশে ধরাইয়া দিবার ভয় দেখানোতে সূর্য্যশঙ্করকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইল।

এদিকে জগদীশের ছেলে চন্দন বস্তি-বাসিনী নৃত্যকুশলা কুমকুমের প্রেমে পড়িল। সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হওয়ায় প্রথমটা জগদীশপ্রসাদ রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। কিন্তু পরে যখন দেশের বড় বড় লোকেরা এ ব্যাপারে জগদীশপ্রসাদকে আদর্শ-বাদী সমাজ-সংস্কারক প্রভৃতি ভাবিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি কুমকুমের সহিত চন্দনের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন। প্রতিশোধ লইবার জন্য কুমকুম্ জগদীশপ্রসাদের পুত্রবধূ রূপে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। শেষে কি ভাবে কুমকুম্ তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিল, তাহাই চিত্রের শেষ কয় রীলে কথিত হইয়াছে।

ইহার আখ্যানভাগ রচনা করিয়াছেন শ্রীমন্মথ রায়। গল্পটিকে আগাগোড়া মৌলিক বলা চলে না। কারণ কয়েকটি প্রসিদ্ধ চিত্রের ছায়া ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। "ভাগ্যচক্র", "সোনার সংসার" প্রভৃতি চিত্রের কয়েকটি অংশের ছায়াপাত "কুমকুম্"-এর স্থানবিশেষে দৃষ্ট হয়। গল্পটির ভিতর জমাটি ভাব (grip) সেরকম নাই। আর একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করিলাম যে সূর্য্যশঙ্কর বরাবরই তাহার অপহৃত "মহাক্ষুধা"র পাণ্ডুলিপি উদ্ধারেই ব্যস্ত, কিন্তু তাহার টাকার বিষয়ে সে একবারও উচ্চবাচ্য করিতেছে না। সে নাটকখানিই যে তাহার জীবনের সব, তাহা কোনখানে চিত্রনাট্যকার মহাশয় না দেখানোর জন্য চরিত্রটিকে যেন খাপছাড়া লাগে। শেষের পরিণতিটি (conclusion) যেন অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। পারম্পর্য্য স্থানে স্থানে ব্যাহত হইয়াছে। তবে দৃশ্য-গুলিকে ব্যষ্টিগত ভাবে বিচার করিতে গেলে পরিচালকের নৈপুণ্য স্বীকার করিতে হয়। তবে একটা বিষয়ে "কুমকুম্" মৌলিকত্বের দাবী করিতে পারে—সেটি সাম্যবাদ প্রচারের প্রচেষ্টা। সাম্যবাদের উপর গল্পের মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়া আজ পর্য্যন্ত কোনো বাংলা ছবি নির্ম্মিত হয় নাই। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে "কুমকুম্" আমাদের প্রশংসা দাবী করিতে পারে। আমাদের মনে হয় সাধনা বসুকে বরাবর চিত্রে প্রাধান্য দিতে গিয়া পরিচালক মহাশয় অন্য সব চরিত্রগুলির দিকে যথাযথ দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। সে জন্যই তাঁহার গল্পের বিন্যাসও সুষ্ঠু হয় নাই।

অভিনয়ে নৃত্যগীতে শ্রীমতী সাধনা বসু যে অপূর্ব্ব নৈপুণ্য ও প্রাণ-প্রাচুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব। আসলে তিনিই এ ছবিখানির প্রাণ। সূর্য্য যেমনি তাহার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে অন্য সব গ্রহ-উপগ্রহকে ম্লান করিয়া দেয়, তিনিও তেমনি অন্যান্য সমস্ত চরিত্রগুলিকে ম্লান করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রথম নৃত্যটি ভাব-সম্পদে ও পরিকল্পনায় মহীয়ান এবং মুদ্রাগুলি দর্শকদের নিকট সুবোধ্য করিয়া

দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তবে নাচটি আর একটু ছোট হইলে অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইত। জগদীশপ্রসাদের ভূমিকায় রবি রায় মনোজ্ঞ অভিনয় করিয়াছেন। ধীরাজ ভট্টাচার্য্য তাঁহার সুন্দর চেহারার জন্য যা-কিছু দর্শকদের আনন্দ দিয়াছেন, নাট-নৈপুণ্য বিশেষ কিছু দেখাইতে পারেন নাই, অবশ্য দেখাইবার মত কিছু ছিলও না। 'প্রদীপের' ভূমিকায় প্রীতিকুমার মজুমদার তাঁহার সুঅভিনয়ের গুণে আমাদের আনন্দ দিয়াছেন। ভুজঙ্গ রায় 'সূর্য্যশঙ্করে'র অংশে আমাদের মনে আশানুরূপ রেখাপাত করিতে পারেন নাই। পদ্মা দেবীর 'শিপ্রা' প্রাণহীন বলিয়া মনে হইল। নবদ্বীপ হালদার ও 'পঞ্চপাণ্ডব' আমাদের খানিকটা হাসিবার সুযোগ দিয়াছেন যদিও ইহাতে "সোনার সংসারে"র স্বর্গধামের কিছু ছায়া পড়িয়াছে।

ছবিখানির আর একটি বড় আকর্ষণ তিমিরবরণের মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত-পরিচালনা। গানগুলির রচনাকে প্রশংসা করিতে পারিলাম না। তবে সুর-যোজনায় অভিনবত্ব আছে। ধীরাজবাবুকে দিয়া গান গাওয়ানোর কোনো মানে হয় না। দৃশ্য-পরিকল্পনা চমৎকার। ফটোগ্রাফী বেশ স্বচ্ছ ও পরিস্কার। শব্দ-নিয়ন্ত্রণে স্থানে স্থানে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

Entertainment ছবিখানির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, এবং সেদিক দিয়া "কুমকুম" দর্শকদের খুসী করিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় "তটিনীর বিচারের" কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। এখানে এখন হীরেন বসুর পরিচালনায় "অমর গীতি"র কাজ পুরাদমে চলিতেছে। রাম দারিয়ানী তাঁহার হিন্দী ছবি "হিন্দুস্থান হামারা" প্রায় সমাপ্তির পথে লইয়া চলিয়াছেন। এস, হাসনানি "কয়েদী"কে মুক্তির পথে লইয়া চলিয়াছেন। এ ছবিগুলি ছাড়া "ভক্ত কবীরের" প্রাথমিক কাজও চলিতেছে। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর মুখ্যাংশে চিত্রাবতরণ করিবেন।

রেণুকা ফিল্ম কর্পোরেশন

২৮৫।কে, বৌবাজার ষ্ট্রীটে রেণুকা ফিল্ম কর্পোরেশন নামে একটি চিত্রনির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া আমরা এক পত্র পাইয়াছি। তাহাতে প্রকাশ, জনৈক মিঃ এচ, কে, ব্যানার্জ্জীর পৃষ্ঠপোষকতায় ইঁহারা বর্ত্তমানে "পুনর্ম্মিলন" নামক একখানি নৃত্য-নাট্যের প্রযোজনা করিতেছেন। পরিচালনা করিবেন শ্রীঅলক গাঙ্গুলী।

ফিল্ম প্রোডিউসার্স লিঃ

শ্রীনিরঞ্জন পালের পরিচালনায় তাঁহার স্বরচিত গল্প "শুকতারা"র কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

সনেট

—শ্রীকরুণাময় আচার্য্য

একটি পরশে তব সাগরের তরঙ্গ উত্তাল
হৃদয় স্পন্দনে মোর লভেছে আশ্রয়,
একটি চোখের চাওয়া হাজার তারকা যেন জ্বলে
একটি চুম্বন মাঝে লেখা আছে সহস্র প্রণয়।
তোমার মুখর বাণী স্বরগের অমিয় অমর
আমার মরমে পশে প্রশান্তির শুক্ত-তানে ভরা,
তোমার মেখলা যেনো ঝড়ে ওরা
মেঘেদের মত
তোমার কুন্তল যেনো রাত্রির
আঁধারে ঘেরা ধরা।
তোমার হৃদয়ে ধরা প্রেমের প্রচণ্ড পশরা
সন্তর্পণে ধীরে ধীরে রেখেছ আমারি তরে বুঝি,
এবার জ্বেলেছো দীপ আলোকের
রশ্মি-রাশি দানে
আমারে দেখাবে বলে পথের
পাথেয়টিরে খুঁজি।
তব প্রেমে উর্দ্ধে আমি, বহু উর্দ্ধে অম্লান অক্ষয়
অমৃত, সহস্র আমি, পরিপূর্ণ প্রেমে ;
প্রেমে মোর সত্য পরিচয়॥

নানাকথা

দি ক্যালকাটা জুবিলী ইনষ্টিটিউশন

গত রবিবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় ইঁহাদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জী সভাপতিত্ব করেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

শোক-সংবাদ

বিগত ২৩শে মাঘ প্রিণ্টিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মেশিনারীর কর্ণধার শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র দুই মহাশয়ের পিতা শ্রীঈশান চন্দ্র দুই সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন। গত ৩রা ফাল্গুন প্রাতে আদ্যশ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও সভারোহণ হয় ও মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ভোজন এবং ৬ই ফাল্গুন সায়াহ্নে জ্ঞাতি কুটুম্ব ও বান্ধবাদি ভোজন করানো হয়। মৃত্যুকালে ঈশানবাবুর বয়ঃক্রম ৯৩ বৎসর হইয়াছিল। আমরা প্রার্থনা করি মৃতের আত্মা অক্ষয় শান্তিলাভ করুক।

মধু-মিলন

গত ৩০শে মাঘ শ্রীপঞ্চমী দিবসে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর উদ্যোগে খিদিরপুর মনসাতলা লেনের পার্কে কবিবর মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি খিদিরপুরবাসী কবিবৃন্দের পুণ্যস্মৃতিকল্পে একবিংশতি বার্ষিক "মধু-মিলন" উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিজন কুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এল, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। লাইব্রেরীর সভাপতি ও কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীসন্তোষ কুমার বসু মহাশয় পাঠাগার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে সঙ্গীত এবং এই মনীষীদের রচনা হইতে নির্ব্বাচিত অংশবিশেষ আবৃত্তি করা হয়। তৎপরে

প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যে সব প্রতিযোগী কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহাদিগকে পদকাদিও বিতরণ করা হয়।

বেহালায় বাণী-বন্দনা

বেহালা বীণাপাণি সঙ্গীত-সমাজ, বাণীমন্দির, বেহালা ক্লাব, নাট্য-সমিতি, নিউ ক্লাব, তরুণ সঙ্ঘ, বেহালা যুব-সম্প্রদায় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মহা সমারোহের সহিত দেবী সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই সন্ধ্যার পর সঙ্গীতাদির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল এবং নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণকে বিশেষ সৌজন্যের সহিত আপ্যায়িত করা হয়। কোনো প্রতিষ্ঠান এই উপলক্ষ্যে দরিদ্র নারায়ণের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। দেবীর নিরঞ্জনকালীন শোভাযাত্রা দর্শনযোগ্য হইয়াছিল।

ইডেন হিন্দু-হোষ্টেলে "মেঘমুক্তি"

গত মঙ্গলবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দ হোষ্টেলের পূজামণ্ডপে শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য্য রচিত "মেঘমুক্তি" নাটকের অভিনয় করেন। অভিনয়ের প্রযোজক এবং পরিচালক ছিলেন শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ। অভিনয় সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এ্যামেচার আর্টিষ্টদের মধ্যে এইরকম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় খুব কমই দেখা যায়। ভূমিকালিপি নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্র: অতুল ঘোষ—অজিত বসু; প্রদ্যোত বোস্—সুনীল সেন। ডা: স্বপন রায়—শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রণব গুপ্ত—সঞ্জিত গাঙ্গুলী; বিজয় সেন—বিভূতি সরকার; যতীন—কালোসোনা মুখার্জ্জী; অণিমা বোস্—দেবী চ্যাটার্জ্জী; কুমারী গীতা রায়—কনক লাহিড়ী; অপর্ণা রায়—অরুণ দাসগুপ্ত; কুমারী বেবী ঘোষ—সুকুমার বসু।

বাণী-বাসর (শিবপুর)

বিগত ৩০এ মাঘ মঙ্গলবার শ্রীপঞ্চমী তিথিতে উক্ত অধিবেশন শ্রীযুক্ত গিরিজা কুমার বসু মহাশয়ের পৌরহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কুমারী প্রতিমা রায় চৌধুরীর উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইবার পর প্রথম বর্ষের কার্য্য-বিবরণী পাঠান্তে উপস্থিত স্থানীয় সাহিত্যিকগণ গল্প-কবিতা প্রবন্ধাদি পাঠ করেন।

এই সভায় "ভাইবোন" সম্পাদক সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রভাত কিরণ বসু মহাশয় শ্রদ্ধেয় অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

ধানবাদ প্রদর্শনী

মুষ্টিযোদ্ধা ও নৃত্যবিদ্ রবীন সরকারের পরিচালনায় কলিকাতার অল স্পোর্টস প্লেয়ার্স এবং নরেন্দ্র গীতি-মন্দিরের সভ্যগণ ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ধানবাদ প্রদর্শনীতে ব্যায়াম কৌশল ও নৃত্য-গীতাদির দ্বারা দর্শকদের প্রীত করেন। কণ্ঠহরি ঘোষের রোম্যান রিং, রবীন সরকার, সুনীল দত্ত, সুনীল দাশগুপ্ত ও শৈলেন সরকারের মুষ্টিযুদ্ধ ও যুযুৎসু সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। প্রো: সারদা গুপ্ত ও রবীন ভট্টাচার্য্য অফুরন্ত হাস্যরস পরিবেশন করেন। অণিমা চ্যাটার্জ্জির গাগরী নৃত্য, রাধা মুখার্জ্জির নাচওয়ালী, রেখা ব্যানার্জ্জির শিকার নৃত্য, অসীম সিংহের কৃষ্ণতাণ্ডব ও শিবতাণ্ডব নৃত্য, রবীন সরকারের মৃগব্যাধ ও সাপুড়ে নৃত্য, শেফালী দে'র পতঙ্গ নৃত্য, মাড়োয়ারী নৃত্য ও আধুনিক নৃত্য বিশেষ উপভোগ্য হয়। শিকার-বিপত্তি নৃত্যে শেফালী দে ও রবীন সরকার তাহাদের মনোরম সাঁওতালী নৃত্যকলা দ্বারা দর্শকদের মুগ্ধ করেন। প্রবোধ ভট্টাচার্য্যের গান, নরেন্দ্র গীতি-মন্দিরের অর্কেষ্ট্রা, অজিত চক্রবর্ত্তীর বেহালা, প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর মাউথ অর্গান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মোহনবাগান ফুটবল ক্লাবের ক্যাপ্টেন নন্দ রায়চৌধুরী শিল্পীবৃন্দের যত্নের কোন ত্রুটী করেন নাই। রমেন ভট্টাচার্য্য দলের ম্যানেজার হিসাবে আসেন।

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"

৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন :— প্রিয়কুটীর, সুন্দাশিল, পো: আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)।

হ্যানিম্যান গার্লস স্কুল

সহৃদয় দেশবাসীগণ অবশ্যই জানেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এই কলিকাতা সহরেই প্রথম ও একমাত্র মহিলাদের গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান ও হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হ্যানিম্যান গার্লস স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া ইহার বেতন অত্যল্প করায় এবং বহু দুঃস্থা মহিলাকে বিনা বেতনে পাঠের সুযোগ দেওয়ায় ইহার আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নহে, সেইজন্য অদ্যাবধি স্কুলের মোটর বাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। এই জন্যই বহু মহিলা ইচ্ছা থাকিলেও যাতায়াতের অসুবিধার ফলে শিক্ষালাভ করিতে অক্ষম হইয়াছেন। যদি কেহ এই মহিলা-প্রতিষ্ঠানটীর প্রতি সহানুভূতিপরবশ হইয়া একটী মোটরবাস দান করেন বা সকালে ব্যবহার করিতে দেন, তবে কেবল এই প্রতিষ্ঠানেরই নয় তিনি সমগ্র মহিলা-সমাজের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

শুভ-বিবাহ

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী গৌহাটী নিবাসী মি: আসাফত দৌলার সঙ্গে শ্রীমতী আফ্রোজা বেগমের শুভ-পরিণয় হইয়া গিয়াছে। বিবাহ-গৃহে বহু গণ্যমান্য লোক ও সাংবাদিকবৃন্দকে টি পার্টির দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

চট্টগ্রাম-সংবাদ

[নিজস্ব সংবাদ-দাতা প্রেরিত]

সঙ্গীত-সম্মিলনের আয়োজন

আগামী চৈত্র-সংক্রান্তির ছুটিতে চট্টগ্রামে এক সঙ্গীত-সম্মিলন ও সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতানুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া এক কার্য্যকরী-সমিতি এবং এক অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সম্মিলনে যোগদানের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া বাংলার ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃত্যবিদকে পত্র লেখা হইয়াছে। কয়েকজন মহিলা-শিল্পীকে আমন্ত্রণ করা হইতেছে। কয়েক বৎসর হইতে চট্টগ্রাম সঙ্গীত চর্চ্চায় বিশেষভাবে অগ্রণী হইয়াছে; এজন্য মনে হয় চট্টগ্রামে সঙ্গীত-সম্মিলনের চেষ্টা বিশেষভাবে সার্থক হইবে।

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং'র ম্যানেজার মিঃ এন, টি, দিক্ষীতকে সভাপতি এবং সঙ্গীতরত্ন গঙ্গাপদ আচার্য্য ও সুরবিদ্ গোপাল দাসগুপ্ত, বি, এলকে যুগ্ম সম্পাদক; সত্যেন্দ্রনাথ সেন, সহকারী-সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া—সম্মিলনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত করা হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—জমিদারপ্রবর রায় শ্রীযুত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় বাহাদুর, এম্, এল্, এ, সহকারী সভাপতি—রায় শ্রীযুত উপেন্দ্র লাল রায় বাহাদুর, মিঃ কে, কে, সেন, মিঃ ডি, এন্, সেন, সামসুল-উলেমা মিঃ কামালুদ্দিন আহাম্মদ, এম্, এল্, এ; যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীযুত জ্যোতিষ চন্দ্র কর ও মিঃ এম্, এন্, ইস্‌লাম; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুত এস্: পি, মজুমদার।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতারিত
জন্ম রোধ শান্তি
নির্দ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১॥০, ২॥০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

সাহিত্য পরিষদের আবেদন

সম্প্রতি বাঁকুড়ায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়-বিদ্যানিধি মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাঁকুড়া সাহিত্য পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদ অবিলম্বে চণ্ডীদাস স্মৃতি-মন্দির স্থাপন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। আশা আছে শীঘ্রই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আসিয়া ইহার ভিত্তি স্থাপন করিবেন। এই স্মৃতি-মন্দিরে পুরাকৃতি ভবন, গ্রন্থাগার, কলাশালা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ থাকিবে। পরিষদ রাঢ় অনুসন্ধান সমিতি করিবেন। গ্রামে গ্রামে, পুঁথী, মূর্ত্তি, ইটকলিপি, শিলালিপি প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য কর্ম্মীদল প্রেরিত হইবে এবং সেগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার সুব্যবস্থা হইবে। সেগুলির উপর ভিত্তি করিয়া ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ব্যবস্থাও হইবে। ভূমি সংগ্রহ হইলেই সেখানে মাসে মাসে পদাবলী কীর্ত্তন হইবে ও চণ্ডীদাস দিবসে মেলা বসান হইবে।

চণ্ডীদাসের পুণ্যনামে এই কর্ম্ম আরব্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলার এমন কে নরনারী আছে চণ্ডীদাসের গান যাহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে নাই? যাঁহার গান বাঙ্গলাদেশে এক অপূর্ব্ব শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীচৈতন্যদেবকে অনুপ্রাণিত করিয়া সমগ্র ভারতে কৃষ্ণ-প্রেমের পূতমন্দাকিনী বহাইয়া দিয়াছিল, সেই বাঙ্গলার প্রাণের কবি আজ অনাদরে উপেক্ষায় বাঙ্গালীর প্রাণের দ্বারে আঘাত করিতেছেন—দুয়ার খোল, ওগো দুয়ার খোল! 'আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে, দেখিলে পরাণ ফাটে।' আমরা তাঁহাকে গৃহে আনি নাই, বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছি। তাঁহার গান আমাদের হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়াছে, নয়নে অশ্রুর প্লাবন বহাইয়াছে, ভক্তের হৃদয়-বৃন্দাবনে বংশীধারীর বংশীরব শুনাইয়াছে, কিন্তু আমরা কবির উদ্দেশ্যে কি সম্মান দেখাইয়াছি? যদি আজ কেহ বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করে চণ্ডীদাসের স্মৃতিরক্ষার কি ব্যবস্থা করিয়াছ, আমরা তাহার কি উত্তর দিতে পারি? যদি আজ কেহ অভিযোগ করে একজন অবিখ্যাত বৈতণিকের বিদায় উপলক্ষ্যে তোমরা সভা-সমিতি করিয়া সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া, জলাশয় খনন করাইয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার ব্যবস্থা কর, আর যিনি বিশ্বের মানব মানবীকে এই বাণী শুনাইয়াছিলেন, "শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য কি করিয়াছ? তাহা হইলে আমরা কি উত্তর দিব? ছয়শত বৎসর ধরিয়া আমাদের এই অকীর্ত্তি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে আবেদন জানাই, আজ এই জাতীয় অকীর্ত্তি মোচন করুন। চণ্ডীদাস স্মৃতিমন্দির গঠিত করিতে বাঙ্গালীর ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত হউক—"আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।"

সাহায্য যৎসামান্যই হউক গবর্ণমেণ্ট উকিল শ্রীযুক্ত কুমুদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ, বাঁকুড়া সাহিত্য পরিষৎ, বাঁকুড়া, এই ঠিকানায় পাঠাইলে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।
শ্রীইলা দেবী।
শ্রীকুমুদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাঁকুড়া
২রা ফাল্গুন, সন ১৩৪৩ সাল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

স্থাপিত • ১৯২৯

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ১৬ই ফাল্গুন ১৩৪৬ [৯ম সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—৪৭ লন্‌ রোড, হ্যাম্পষ্টেড (সম্পাদকীয়)
ঐ—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট (ব্যবসা বিষয়ক)

বাঁকুড়ায় চণ্ডীদাসের স্মৃতি-সৌধ

বাঁকুড়ায় চণ্ডীদাসের স্মৃতি-সৌধ স্থাপিত হইবে। বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত, সর্ব্বজনসমাদৃত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাস—অবহেলিত চণ্ডীদাস, বিস্মৃতপ্রায় চণ্ডীদাস, প্রেমের কবি, মানুষের কবি—চণ্ডীদাসের কথা এতদিনে বাঙালীর মনে পড়িয়াছে। আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতির তবু যে চণ্ডীদাসের কথা মনে হইয়াছে, ইহাতে যত না পুলকিত হইয়াছি, ততোধিক বিস্মিত হইয়াছি।

চণ্ডীদাসের স্মৃতি-সৌধ প্রতিষ্ঠার সংবাদে প্রায় বিশ বৎসর আগেকার এক বিরাট মসীশ্রাদ্ধ বা ঋষিশ্রাদ্ধের কথা মনে পড়িতেছে। একদিকে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেশচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র রায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ চণ্ডীদাসকে নান্নুর-বীরভূমের অধিবাসী, এবং অন্য দিকে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সত্যকিঙ্কর সাহানা, মতিলাল দাস প্রভৃতি রথীগণ চণ্ডীদাসকে ছাতনা-মল্লভূমের আদিবাসী প্রমাণ করিতে কিছুকাল ভীষণ মল্লযুদ্ধের অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিচার্য্য বিষয় ছিল, চণ্ডীদাস বীরভূমের নান্নুরবাসী না মল্লভূমের (বাঁকুড়ার) ছাতনাবাসী, কোন সালে তিনি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার জীবৎকালে বাংলার শাসন-কর্ত্তা কে ছিলেন, চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন না বৈষ্ণব ছিলেন, রামীর সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল চণ্ডীদাস কয়জন ছিল, তিনি বাশুলী বা বাসলী কোন দেবীর পূজক ছিলেন ইত্যাদি। এইরূপ নানাবিধ বিতর্কের আবর্ত্তে বহু পণ্ডিত যোগদান করিয়া, প্রত্যেকেই গড়ে প্রায় দশ মণ করিয়া মস্তকস্বেদ ব্যয় করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

সে সব রচনা গভীর মনোযোগ ও শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিয়াও আমার জ্ঞান কিন্তু কিছুমাত্র বাড়ে নাই। চণ্ডীদাসের জন্মভূমি নান্নুর-বীরভূম বা ছাতনা-মল্লভূম অমীমাংসিত থাকা সত্বেও চণ্ডীদাসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। চণ্ডীদাস নান্নুর বা ছাতনার মধ্যে কিছুই না হইয়া, যদি কটক, রোটক, আটক এমন কি নাশা কিম্বা ত্রিবান্দ্রমের অধিবাসীও হইতেন, তাহা হইলেও কবির প্রতি আমার শ্রদ্ধার একশতাংশও কমিত না। তাঁহার জন্মকাল তারিখ বা ধর্ম্মমতেও আমার কিছুই আসে যায় না। তিনি বাশুলী অথবা বাসলী ত্রিশূলী কিম্বা মুষলী কোনও এক দেবীর সেবক হয়ত ছিলেন কিম্বা ছিলেন না, তাহা তাঁহার আসল পরিচয় নয়। চণ্ডীদাসের পরিচয়—, চণ্ডীদাসের পদ, চণ্ডীদাসের ধর্ম—চণ্ডীদাসের কাব্য, চণ্ডীদাসের ইতিহাস—চণ্ডীদাসের বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্বোপার্জ্জিত অমরতা।

ঠাকুর শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিতেন—এক শ্রেণীর মানুষ পাকা আমের বাগানে প্রবেশ করিয়া, বাগানে কতগুলি আমগাছ আছে, কোন গাছের কত ডাল, কোন ডালে কত আম ফলিয়াছে, তাহাই গণিয়া খুসী। আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তাহারা গণনার ধার ধারে না। তাহারা মিষ্ট পাকা আম পাড়িয়া পেট ভরিয়া খাইয়া ও খাওয়াইয়াই পরম সন্তোষ লাভ করে। বলা বাহুল্য, আমি শেষোক্ত শ্রেণীর পেটুক।

যে-চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব প্রেমপদাবলী প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের মুখের মধু এবং তপস্যার উৎসস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, যে-পদ-লহরী তাঁহার তন্ময় সুর-তরঙ্গে নিস্পন্দিত হইয়া, বঙ্গ বিহার উৎকল মদ্র প্রভৃতি দেশে অকল্পিত পতিতপাবন প্রেমের কল্যাণময় প্লাবন আনিয়াছিল, যে-কাব্যের রসকথা বহু জনের তনু মনের কলুষকালি ঘুচাইয়া দিব্য বিভা ফুটাইয়াছে—চণ্ডীদাস বলিতে আমরা, দেশ-কাল-জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মের অতীত সেই প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসকেই বুঝি। যে-চণ্ডীদাসের পুণ্যপ্রেমসমুদ্ভাসিত রচনাবলী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবকেও মোহিত করিয়াছিল, যে-চণ্ডীদাসের সুললিত প্রেমবিগলিত পদ-মাধুর্য্যে বাঙালীর রসিকমন আজিও ঐশ্বর্য্যময়, সে-চণ্ডীদাস— কোনও বিশেষ দেশ কাল বা স্থানের নয়, সে-চণ্ডীদাস বাংলার, বাঙালীর এবং বিশ্ব-মানবের। তাঁহার কথা, আমাদের

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

রামীর সহিত চণ্ডীদাসের যে কি সম্বন্ধ ছিল, পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করুন, আমি তাহা খণ্ডিত করিতেছি না। আমি কবির রচনার মধ্যেই পাই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়—

তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও পিতৃমাতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারই ভজন
তুমি বেদ মাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি গো গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্ব্বত
তুমি যে নয়নের তারা॥

কাজেই, চণ্ডীদাসকে সাধারণ লোকে যে কলঙ্কী ভাবিয়াছিল, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, যদিও সে যুগের সাধারণ লোক এবং এ-যুগের অসাধারণ পণ্ডিতদের মধ্যে মতের পার্থক্য বড় দেখা যাইতেছে না। কবি খেদোক্তি করিয়াছেন

জগতে জানিল কলঙ্ক ভাসিল
কাণাকাণি লোক জনে॥
* *
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

যেহেতু
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
*
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
*
জল বিনে মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
*
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥
*
চণ্ডীদাস সাথে ধোপানী সহিতে
মিশ্রিত একই প্রাণে॥

রামীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ রসিক পাঠকগণ তাঁহার রচনাবলীতে নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তিমত ঠিক করিয়া লইবেই, পণ্ডিতগণের সহস্র বিচার-বিতর্ক সত্বেও—কারণ প্রত্নতত্ত্ব মনস্তত্ত্বের দেশের বহু দূর সীমান্তে ভূতত্ত্বেরই সন্নিকট। কাজেই, সে বিষয় আমার মোটেই আলোচ্য নয়। দেবী মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ হইয়া রজকিনী রামীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার অকপট বর্ণনায় ও সমাজে এই কলঙ্ক (?) কথার প্রকাশ্য স্বীকারোক্তিতে দেখি, চণ্ডীদাস সত্যই মানুষের কবি। এত বড় দুঃসাহসিকতা ও সত্যপ্রিয়তা জগতে আর কোন কবির জীবনীতে কখনও দেখা যায় নাই।

বাশুলী বা বাসলী দেবীর না হউক্ প্রেম ও সত্যের পূজারী কবি চণ্ডীদাস তাই সমাজ সংসার জাতি যশ মান সব তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার প্রেমের কাহিনী অমন সরল-উচ্ছলতায় ও সুললিত ভাষায় বলিতে পারিয়াছিলেন—

আঙিনার মাঝে ভিজিছে বঁধুয়া
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
*
বঁধুর পীরিতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥

সাগরের বালুকাপালোকিত অঞ্চলে পুষ্পায়িত, মণিকায় প্রেমের মেঘ-রৌদ্রে লীলায়িত, সদা পরিবর্ত্তনশীল ভাব-বিচিত্র মনোমালঞ্চের অপূর্ব্ব মালাকর, একনিষ্ঠ পূজারী ও কবি।

বাংলার এই অদ্বিতীয় কবির স্মৃতি-সৌধ প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়া বাঁকুড়াবাসীই প্রথম জয়গৌরব অর্জ্জন করিলেন। মল্লভূমির বল্লভগণই প্রমাণ করিলেন, চণ্ডীদাসের প্রতি শ্রদ্ধা বীরভূমিবাসীদের অপেক্ষা তাঁহাদের কত অধিক। ছাতনার নিকট নান্নুর পরাজিত হইল।

এখন বাগর্থাবিবসম্পৃক্ত হইয়া চণ্ডীদাস-স্মৃতি-সৌধ গড়িয়া উঠুক, বাঙালীর গ্লানি দূর হউক, বাংলা দেশ বাঙালীর জাতীয় কবির সম্মান করিয়া ধন্য হউক্, অমর হউক্।

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

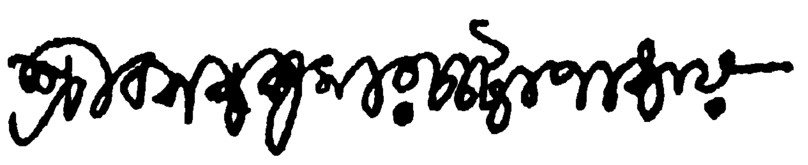

বাঁকুড়া সাহিত্য-পরিষৎ

বিগত ১১ই মাঘ রবিবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়া এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে ডাঃ কালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সাহিত্যসভার অধিবেশন হয়। স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় আচার্য্য যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সুচিন্তিত এবং গবেষণাপূর্ণ এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন এই জেলার বহু ঐতিহাসিক তথ্য এখনও অন্ধকারের গহ্বরে নিহিত রহিয়াছে, উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে বহু পুঁথি, ইষ্টকলিপি, মূর্ত্তি, চিত্র, শিল্প অনাদরের অভিমানে প্রচ্ছন্ন, এমন কি একদা চণ্ডীদাস মহাকবি যে এই জেলারই ছাতনা গ্রামে বাস করিতেন তাহাও বাঙ্গালী বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে। সুপণ্ডিত রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সমর্থনে বলেন, বহু পুঁথি এই জেলা হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে অথবা কীটদষ্ট হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে; বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি যে মহাব্রত অনুশীলন করিতেছেন, এই রাঢ় বাঙ্গলায় সে ব্রত কেহ কি গ্রহণ করিবেন না? তৎপরে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কর্ম্মকার মহাশয় একখানি বিচিত্র পুঁথি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার, আই সি-এস, বলেন, এই স্থানে সাহিত্যের আবহাওয়ার অভাব দেখিয়া তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ইলা দেবী কয়েক মাস পূর্ব্বে একটি সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের মনে এই গোপন সঙ্কল্প ছিল যে ধীরে ধীরে জনমতকে সাহিত্যিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া এখানে চণ্ডীদাসের পুণ্য নামে একটি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া বাঁকুড়ার সাহিত্য পরিষদের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিতে। :সই সঙ্কল্প আজ কার্য্যে পরিণত করিবার ।ময় আসিয়াছে। তিনি বলেন প্রায় চারি ।ছর পূর্ব্বে ডাঃ কালিদাস নাগকে সঙ্গে ।রিয়া পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ।ন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামে গিয়া দেখেন যে এই হাপুরুষের স্বগ্রামে সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তি-স্তম্ভ ৰ্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন একজন ইংরাজ াজকর্ম্মচারী। সুদূর ব্রিটেনের এক ইংরাজ :ক্তের প্রচেষ্টায় মুগ্ধ না হয় এমন ।ঙ্গালী নাই, কিন্তু ইহা বাঙ্গালী জাতির ।গাঢ় অনুশোচনা ও কলঙ্কের বিষয় ঃ তাহারা নিজেরা এ সম্বন্ধে কিছু রে নাই। মেদিনীপুরবাসীরা বিদ্যাসাগর তিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী-াতির গৌরবের পাত্র হইয়াছেন। াহাদের সেই সদ্দৃষ্টান্ত এই প্রতিবাসী লোর লোক কি অনুসরণ করিবেন না?

সর্ব্বশেষে ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয় একটি তিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনোগ্রাহী বক্তৃতায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে

ইষ্টারের

ছুটি উপলক্ষ্যে

সকল শ্রেণীতেই

কন্‌সেশান্ টিকিট

আগামী ১৫ই হইতে ২৫শে মার্চ্চ (১৯৪০) পর্য্যন্ত ১০০ মাইলের উর্দ্ধবর্ত্তী য কোনও স্থানে এক ও এক-তৃতীয়াংশ ($১\frac{১}{৩}$) একক ভাড়ায় পাওয়া ।ইবে। ৮ই এপ্রিল (১৯৪০) তারিখের মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই কন্‌সেশান্ ।কিটের যাত্রা শেষ করিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

যাত্রাভঙ্গের অভাবনীয় সুবিধা!

মোটর গাড়ীর কন্‌সেশান্!

একপিঠের ভাড়ায় যাওয়া এবং আসা

বিশদ বিবরণের জন্ত যে কোনও বুকিং আফিসে অনুসন্ধান করুন।

বলেন, সুধীবৃন্দ আজ চণ্ডীদাসের জন্মস্থান লইয়া গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত; তাহার ফল যাহাই হউক না কেন, চণ্ডীদাস যে রাঢ় বাঙ্গলার কবি তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যে গ্রামেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁহার পুণ্যস্মৃতিতে এখানে এক স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইলে বাঙ্গালী মাত্রেরই গর্ব্বের বিষয় হইবে। সুদূর অতীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পট-ভূমিকার উপর তিনি রাঢ় বাঙ্গলার কঙ্করময় মাটির এক মনোজ্ঞ চিত্র সুপরিস্ফুট করিয়া বলেন, তথাকথিত মধ্যযুগ যাহাকে আমরা নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন বলিয়া মনে করি, সত্যই সে তাহা নহে। রাজার উত্থান পতন ও সংঘর্ষের ইতিহাসই একমাত্র ইতিহাস নয়, সাধারণ মানব-মানবীর ইতিহাসই সত্যকার ইতিহাস। এই মধ্যযুগের সাধারণ নর-নারীর ইতিহাস আমাদের অনুশীলন করিয়া দেখিতে হইবে। যদি তাহা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব, এই যুগে এই রাঢ় বাঙ্গলায় এমন এক কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যিনি বিশ্বের মানব-মানবীকে এই অপূর্ব্ব বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন, "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

পরদিবস সন্ধ্যায় এক চা-চক্রে বাঁকুড়ার বহু বিশিষ্ট সাহিত্যামোদী ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করিয়া এ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করেন। চণ্ডীদাস স্মৃতি-সৌধের নির্ম্মাণকল্পে এই সভায় শ্রদ্ধেয় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয় ১০০১্ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তাঁহার এই সদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া এই সভার শ্রীযুক্ত এ, পি, রায় ও শ্রীমতী রায় ২৫১্ টাকা এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ১০১্ টাকা, বাঁকুড়ার জেলা জজ শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস ও শ্রীমতী ইলা দেবী ১০১্, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার ঘোষাল, কলিকাতা ৫১্, অধ্যাপক জিতেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১্, অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫্ দিবার প্রতিশ্রুতি জানান। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়া সাহিত্য পরিষৎ নামে এখানে একটী পরিষৎ গঠিত হইয়াছে। অনতিবিলম্বে ১৮৬০ সালের ২১ আইন মতে ইহা রেজেষ্ট্রিকৃত হইবে। স্বনামধন্য আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার সভাপতি, সুলেখিকা শ্রীমতী ইলা দেবী ইহার সহকারী সভানেত্রী এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রদোষচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম-এস-সি ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, ইহার কর্ম্মসচিবদ্বয় নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত বহু সাহিত্য অনুরাগী ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ ইহার সভ্য হইয়াছেন।

এই বেঁচে থাক্‌তেই আনন্দ

চীনে মেয়েদের মধ্যে একটা কাহিনী এখনো প্রচলিত আছে যে, দেবতাদের রাজা স্ত্রীলোককে চা-গাছ দান করেছিলেন তাদের স্বামীদের মদের নেশার হাত থেকে রক্ষা কর্‌বার জন্য। সিংহলীদের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি সুন্দর ছড়াতেও চীনেদের মতই এ-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় যে, মাতাল স্বামীদের শোধ্‌রাতে চা-ই হচ্ছে অব্যর্থ উপায়। এদের একটা পদ্যে লেখা আছে যে স্বামীদের চা খেতে অভ্যাস করাতে পারলে তাদের মদের নেশা কেটে যায়। চীনে স্ত্রী জানে ঠিক কোন্ সময় তা'র স্বামীর মদ খেতে কিম্বা অন্য কোনো নেশা কর্‌তে ইচ্ছে হবে, এবং ঠিক সেই সময় এক পেয়ালা সুগন্ধি চা স্বামীর সাম্‌নে এনে হাজির করে। এই অদ্ভুত চিকিৎসার ফলে নাকি অল্পদিনের মধ্যেই স্বামীদের মদের নেশা কেটে যায়।

চীনের তুলনায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চায়ের রেওয়াজ অপেক্ষাকৃত অল্পদিন হোলো আরম্ভ হয়েছে। সে-সব দেশের মেয়েরা চাকে খুবই আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, যদিও বিভিন্ন কারণে। প্রথমতঃ মেয়েরা বুঝ্‌তে পেরেছে যে, চা পরিবারের সকলে একসঙ্গে বসে' উপভোগ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ চা খাওয়ার ফলে সমস্ত পরিবারের ভিতরে আসে পরিপূর্ণ সন্তোষ ও আরাম।

মেয়েদের কাছে চায়ের অসাধারণ মূল্যের কথা বর্ণনা করে' বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক উইলিয়াম মেইকপিস্ থ্যাকারে (ইনি কল্‌কাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন) লিখেছেন:

"যতদিন থেকে চাকে আমরা জেনেছি, ততদিন থেকে চায়ের পাত্র আমাদের মনের কত কথাই না শুনতে পেয়েছে! কত অসংখ্য মেয়েই না চায়ের পেয়ালা সাম্‌নে রেখে চোখের জল ফেলেছে! কত রুগ্ন লোকের বিছানার পাশেই চা না গেছে! কত জ্বরকম্পিত ঠোঁটই না চায়ের পাত্রে চুমুক দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছে! প্রকৃতি যখন চা গাছ সৃষ্টি করেছিলেন তখন মেয়েদের করুণা করাই হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। বাস্তবিক ভেবে দেখ্‌তে গেলে—চায়ের পাত্র আর চায়ের পেয়ালা আমাদের মনে কত ছবি, কত কল্পনাই যে জাগিয়ে তোলে তা'র ইয়ত্তা নেই।"

ডাক্তার সি, ডব্লিউ, সেইল্‌চি এম্, ডি, এফ্, আর্, সি, এস্, (এডিনবরা) তাঁর "দুশ্চিন্তা—বুড়ো বয়সের রোগ" নামক বইয়ে লিখেছেন:

"চা অস্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি দূর করে—মানুষের অনুভূতিকে নষ্ট করে' নয়, তাঁর জীবনীশক্তির উৎসগুলিকে জাগ্রত করে'। চা অস্বাচ্ছন্দ্যের বদলে একটা স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি এনে দেয়—তা দ্বারাই আমরা জাগ্রত জীবনীশক্তির ইঙ্গিত পাই। চা সত্যিই তাজা করে' তোলে—সত্যিই আমাদের জীবনের আনন্দ বাড়িয়ে দেয়।"

সম্প্রতি শুনতে পাওয়া গেছে যে, ব্রিটিশ নৌ-সৈন্যবিভাগ ব্রিটিশ ডেষ্ট্রয়ার এবং জাহাজগুলোতে ৭ জনের বেশি লোক নিয়ে গঠিত প্রত্যেক 'মেস্'-কে চা তৈরি কর্‌বার পাত্র দিতে স্বীকৃত হয়েছেন, যদিও সস্প্যান ইত্যাদি রান্নার অন্যান্য বাসন কোসন দিতে এঁরা অস্বীকার করেছেন। এঁরা বলেন যে এ-সব জিনিষ "চায়ের পাত্রের মত সত্যিকারের প্রয়োজনীয় জিনিষ নয়।"

চার্লস লটন

এই সপ্তাহে ইহাকে আর-কে-ও-রেডিওর "The Hunchback of Notre Dame"
ছবিতে কাশিমদোর ভূমিকায় দেখা যাইবে। ভিক্টর হুগোর এই চরিত্রটিকে নির্বাক
সংস্করণে অমর করিয়া গিয়াছেন ৺লন চানি।

দীপালী

১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০

(পাশে) নিউথিয়েটার্সের "জোয়ানী-কী-রীত" ছবির একটি দৃশ্যে মিঃ জগদীশ। ছবিখানি এই শনিবার নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে।

(নীচে-বামে) এসোসিয়েটেড প্রোডাকশন লিমিটেডের "আলো-ছায়া" চিত্রের একটি দৃশ্যে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীলেখা। পরিচালক—দীনেশ দাস। এ ছবিখানি মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

(নীচে) নির্ব্বাক যুগের খ্যাতনাম্নী চিত্রনটী লয় উইলসন! প্রসিদ্ধ নির্ব্বাক ছবি "The Covered Wagon" চিত্রে ইনি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। ইনি তিন বৎসর নিউ ইয়র্ক ষ্টেজে অভিনয় করিয়া সম্প্রতি আবার চিত্র-জগতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

(পাশে) সুবিখ্যাতা নর্ত্তকী ভেরা জোরিনা ও তাঁহার নৃত্য-শিক্ষক মিঃ ব্যালানসিন। পারিবারিক জীবনে তিনি মিঃ ব্যালানসিনের পত্নী। জোরিনার নূতন ছবি "On Your Toes" বর্ত্তমানে কলিকাতায় দেখানো হইতেছে।

●●

(নীচে-দক্ষিণে) বেটি ডেভিস চিত্রজগতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা চিত্রাভিনেত্রী। সম্প্রতি "The Private Lives of Elizabeth and Essex" ছবিতে ইনি অপূর্ব্ব কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

●●

(নীচে) ডিনা ডার্বিন এই অল্প বয়সেই বহু চিত্রে অভিনয় করিয়া চিত্রপ্রিয়দের চিত্তজয় করিয়াছেন। তাঁহার নবতম ছবির নাম "First Love". প্রকাশ যে, তাঁহার সহিত ইউনিভার্সালের সহকারী চিত্র পরিচালক ভন পলের শীঘ্রই বিবাহ হইবে।

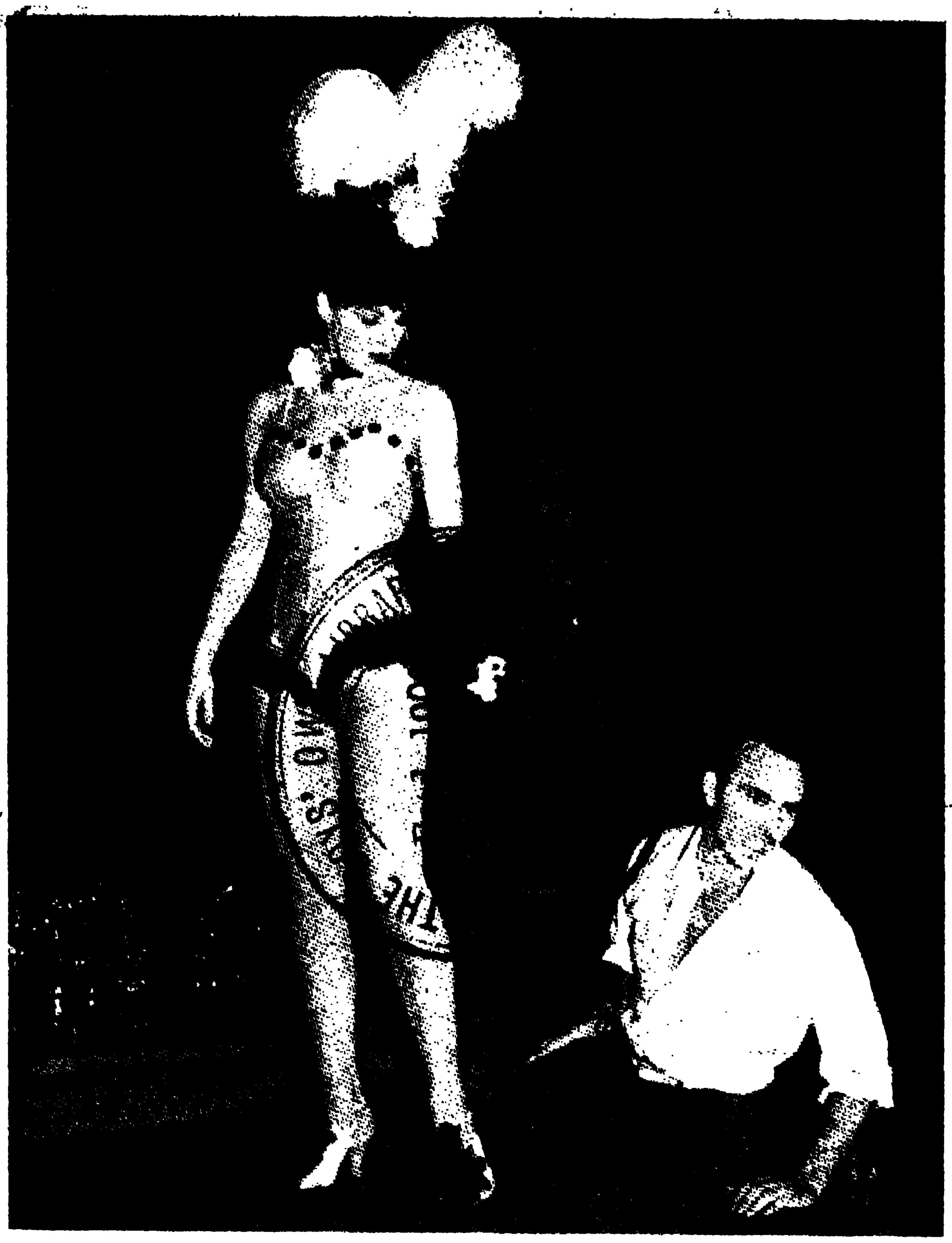

THE BOYS' OWN & Y.M.I. Est'd. 1909 No. ৪

কুন্দনলাল
সায়গল
(নিউ থিয়েটার্স।

সম্প্রতি ইনি "জিন্দগী" চিত্রে
অভিনয় শেষ
করিয়াছেন।

জনপ্রিয়তার বিপত্তি

সম্প্রতি মিঃ সায়গল বোম্বাই গিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্থানীয় স্যার সি, জে, হলে একটি সভা হয়। বম্বে ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন ইহার আয়োজন করেন। মিঃ সায়গলের অপরিমেয় জনপ্রিয়তার ফলে সমস্ত হলটিতে তিলধারণের স্থান ছিল না। যত লোক ভিতরে ছিল তাহার দ্বিগুণ লোক বাহির হইতে প্রবেশাধিকার পাইবার আশায় ঠেলাঠেলি করিতেছিল। ফলে কয়েকটি জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া যায়। দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্র ও কয়েকজন ভদ্রমহোদয় ও মহিলা ছিলেন।

মিঃ সায়গল উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয় ও একটি রূপার কাসকেট উপহার দেওয়া হয়। অটোগ্রাফ লইবার আশায় সকলে তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। দর্শকদের বিশেষ অনুরোধে তিনি "দুষমন" হইতে একখানি গান গাহিতে সুরু করেন, কিন্তু গলা তাঁহার সেদিন খারাপ থাকায় মধ্যপথেই থামিয়া যান। দর্শকরা তাহা না বুঝিয়া গানটি শেষ করিবার জন্য ভীষণভাবে হট্টগোল সুরু করিয়া দেয়। সায়গল নিজের অসুস্থতা ও অক্ষমতা জানাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করা সত্ত্বেও দর্শকদের শান্ত করা যায় না। তখন সভাপতি মহাশয় আর গত্যন্তর না দেখিয়া সভাভঙ্গ করিয়া দেন। মিঃ সায়গল তখন সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তার পরেও দর্শকদের অসভ্যতা ও চীৎকার চলিতে থাকে। প্রকাশ যে, মিঃ সায়গল তাঁহার ভক্তদের (Fan) অনুরোধ না রাখার দরুণ তাহারা ভীষণ আহত হইয়াছে এবং ইহার জন্য তাহারা এক প্রতিবাদ সভা করিবে মনস্থ করিয়াছে।

পৃথিবীর রোজ্-নাম্চা

[গল্প]

—শ্রীবরুণ চন্দ্র মল্লিক

বিকাল ৫॥০টা।

ড্যালহৌসী স্কোয়ারের রাস্তায় ট্রামে, বাসে কোথাও একটু ফাঁকা জায়গা নাই; সব জায়গাতেই অফিস্-ফেরৎ কেরাণী-বাবুদের ভীড়। সকলেই ঘরে ফিরবার জন্য উন্মুখ। লোকের ভীড়, আর বাসের ঘন ঘন যাতায়াতে দু'একটা এ্যাক্সিডেণ্ট প্রায়ই লেগে আছে। তবুও লোকে মানে না; আর মানবেই বা কেন? সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সবে তারা একটু ছুটী পেয়েছে; সবে তারা ঘরে ফিরবার অনুমতি পেয়েছে। এ সুযোগ যেন ওদের জীবনে একবারই আসবে, এমনি ওদের ধারণা। তাই ওরা গ্রাহ্য করে না মৃত্যুকে, তাই ওরা গ্রাহ্য করে না এ্যাক্সিডেণ্টকে।

হার্ব্বার্ট এণ্ড মরিশ কোম্পানীর ক্যাস্-ক্লার্ক মনীশ ধীরে ধীরে ফুটপাত্ দিয়ে নিজের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল। মাসের প্রায় শেষের দিক; পয়সাও এমন নাই যে ট্রামে করে বাড়ী ফিরবে। তা'ছাড়া অফিসে আসবার সময় শোভা সাগু কিনে আনতে বলে দিয়েছিল, রুগ্ন ছোট মেয়েটী খাবে বলে। পকেটে হাত দিয়ে মনীশ দেখলে যে মাত্র তিনটী পয়সা রয়েছে। এতেই হবে'খন; মনীশ মনে মনে বলে ওঠে। ক্লান্ত পা দু'টোকে সে আরও একটু জোরে চালায়।

কিছুদূর যেতেই ওর পা দুটো যেন আপনিই থেমে আসে। ঘরে ফিরতে ওর ইচ্ছা করে না। শোভার স্বভাব আজকাল যা খিট্খিটে হয়েছে। মনীশ মনে মনে ভাবে, হবে নাই বা কেন? রোগে ভুগে ভুগে বেচারীর দেহ-মনে আর কোন পদার্থ নাই; তার উপর পাঁচটী ছেলে মেয়ে। আজ এটার অসুখ, কাল ওটার জ্বর, মনীশই মাঝে মাঝে বিরক্ত হ'য়ে ওঠে, তা শোভা ক্ষেপে যাবেই তো।—নাঃ! আর পারা যায় না। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস মনীশের বুক ঠেলে বেড়িয়ে আসে।

পাড়ার মুদীখানা থেকে মনীশ আর কোন জিনিষ কিনতে পারে না; অনেকগুলো টাকা বাকী পড়ে আছে। এইবার ওকে কিছু না দিলে আর মান থাকবে না। অন্য দোকান থেকে দু'পয়সার সাগু কিনে নিয়ে মনীশ বাড়ী ঢোকে। বাড়ীতে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে ও শুনতে পায় ছোট মেয়েটা চীৎকার করে কাঁদছে। রুগ্ন শোভা কোন মতেই ওদের সামলাতে পারে না। মনীশকে দেখেই শোভা বলে ওঠে, মেয়েটাকে একটু ধর না!

—কেন ঝি কোথায় গেল? এসে একটু নিক্ না!

—ঝিয়ের আর অন্য কাজ করে দরকার নেই। শোভা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। মেয়েকে নিয়ে বসে থাকলে রাত্রে খাবার ব্যবস্থা করবে কে?

ঘর্ম্মাক্ত-জামাটা খুলে রেখে দিয়ে মনীশ মেয়েটাকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—আজ কেমন আছ?

—থাক্, আর অত আদিখ্যেতা দেখাতে হ'বে না। এখন মরণ হলে বাঁচি। শোভা মুখটা ও-পাশে ফিরিয়ে নিয়ে শুয়ে থাকে।

আর কোন কথা না বলে মনীশ ঘর থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

—যাচ্ছ কোথায়? শোভা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। খাবার আগে চা'টা খেয়ে যেয়ো।

ঝি একবাটী চা এনে মনীশের সামনে রেখে দেয়।

—হ্যাঁগা হরির মা, আজকাল বুঝি নতুন করে চা তৈরী করতে শিখছ? এই কি চা হয়েছে না কি?

—কেন চা ত' বেশ ভালই হয়েছে। চা খেতে খেতে মনীশ বলে ওঠে।

—ছাই হয়েছে। মুখখানা বিকৃত করে শোভা বলে,—কি করে যে তুমি ঐ চা গেল' তা বুঝতে পারি না।

মনীশ কোন কথা না বলে মেয়েটাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টার পর মেয়েটা ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মনীশ ঘড়িতে দেখলে প্রায় ৮টা বাজে। নাঃ! আজও দেখছি পড়াতে যেতে দেরী হয়ে গেল। মনীশ অস্থির হয়ে ওঠে—দূরছাই, আজ পড়াতেই যাব না। জামাটা গায়ে দিয়ে ও বাড়ীর কাছে একটা পার্কে গিয়ে বসে থাকে।

* * *

পার্কে বসে থেকেই কি নিস্তার আছে! যত রাজ্যের ভাবনা এসে দল বেঁধে মনীশের মাথার মধ্যে তোল-পাড় করে। অফিসে সে আজ মস্ত বড় একটা ভুল করে ফেলেছিল। ভাগ্যে কমলদা' দেখতে পেলে, নইলে বড়বাবুর হাতে পড়লে,—মনীশ আর ভাবতে পারে না। এই বাজারে অমন চাকরীটা গেলে সপরিবারে না খেয়ে মরতে হোতো।

বিগত যৌবনের সুখ-স্বপ্নময় দিনগুলো ওর মনে পড়ে, মনীশ তখন বি, এ পড়ে। মনে ওর অফুরন্ত আশা, গ্রাজুয়েট হয়ে ও এম্, এ আর ল' একসঙ্গে পড়বে। ল' পাশ করে হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ করে ও নিজেকে একজন, আশুতোষ কিংবা রাসবিহারী ঘোষ করে তুল্‌বে। কলেজের ডিবেটিং সোসাইটীতে ওকে হারাতে কেউই সক্ষম হ'ত না।

একদিন এক ঘন ঘোর বরষার দিনে ওর আলাপ হয়েছিল শোভার সঙ্গে। কলেজ থেকে মনীশ ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ী ফিরছিল, এমন সময় ও দেখতে পেলে একটী মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। প্রবল বারিবর্ষণে মেয়েটীকে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। মনীশ তাড়াতাড়ি মেয়েটীর পাশে গিয়ে বল্লে,—কিছু যদি না মনে করেন তবে এই ছাতার তলায় কোন মতে মাথা বাঁচিয়ে বাড়ী যেতে বোধ হয় আপত্তি হ'বে না।

মেয়েটী ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখে বলে,—ভিজে তো গিয়েছিই, তবে আর কেন?

—তা হ'ক। মনীশ ওর সঙ্গে চলতে থাকে।

—তবে চলুন। অল্প একটু হেসে মেয়েটীও এগোয়। রাস্তায় চলতে চলতে মেয়েটী মনীশকে জিজ্ঞাসা করে,—আপনার নামটী ত' জানা হ'ল না।

—আমার নাম শ্রীমনীশ চন্দ্র মিত্র। মনীশ বলে—আপনার?

—শোভা; শোভা সরকার।

—আপনি কি কলেজে পড়েন?

—হ্যাঁ। ফাষ্ট ইয়ার আর্টস্। আপনিও বোধ হয়—

—হ্যাঁ। আমিও আর্টস্; তবে থার্ড ইয়ার গণ্ডীতে।

রাস্তায় একখানা মোটর মনীশের পাশ দিয়ে হুস্ করে চলে যায়; আর সেই সঙ্গে খানিকটা কাদা-জল ওর গায়ে ছিট্‌কে এসে লাগে। ওর বিকৃত মুখ দেখে শোভা খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

—আপনার জামা কাপড় যে without costএ print হ'য়ে গেল। শোভা হাসতে হাসতে মনীশকে বলে।

মনীশও চুপ করে থাকে না। বলে, আপনারও পিছনদিককার কাপড়ের কি অবস্থা হয়েছে দেখুন না। তবে মোটর গাড়ীর জন্য নয়, আপনার স্যাণ্ডেলই ঐ কাজ করেছে।

—বাস্তবিক! শোভা বিরক্তভাবে স্যাণ্ডেল-জোড়ার দিকে চেয়ে বলে, বর্ষার দিনে স্যাণ্ডেল পরা বিষম জ্বালা। তারপর হঠাৎ একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে শোভা বলে,—আচ্ছা, আমি তা' হ'লে—এইটা আমাদের বাড়ী, আসবেন মাঝে মাঝে, নিমন্ত্রণ রইল। মনীশকে নমস্কার করে ও বাড়ীর মধ্যে চলে যায়। তারপর…।

তারপর—চিরকাল যা হয়ে আসছে তাই হ'য়; অর্থাৎ ওদের ঘনিষ্টতা ক্রমশঃ স্বামী-স্ত্রী পর্য্যায়ে এসে দাঁড়ায়।

স্বপ্নময়-জীবন কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয়

না কঠিন বাস্তবের চাপে। সংসারের জন্য মনীশকে টাকা রোজগারের চেষ্টায় ঘুরতে হয়; আর শোভাও তিন চারটী ছেলে মেয়ের মা হ'বার পর থেকে একেবারে ভেঙে পড়ে। ওর জীবনের সে উন্মাদনা চলে যায়। রোগে ভুগে ভুগে ও এখন সাধারণ গ্রাম্য স্ত্রীলোকের পর্য্যায়ে এসে দাঁড়ায়। মনীশের সংসর্গ এখন ওর কাছে ভীতির সঞ্চার করে।

—আরে! মনী যে! পার্কে বসে ঝিমুচ্ছিস কেন?

চমকে উঠে মনীশ দেখতে পায় অনিলকে। ওর কলেজ-জীবনের সেরা বন্ধু ছিল অনিল।

—অনিল নাকি? এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস্?

—ছেলে পড়িয়ে বাড়ী ফিরছি ভাই। একটা সিগারেট খাওয়াতে পারিস মনী?

—সিগারেট? ম্লান হেসে মনীশ বলে, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

অনিল হতাশ হ'য়ে ওঠে। দু'একটা সাংসারিক কথাবার্তার পর হঠাৎ অনিল বলে,—চল্লাম মনী, অনেক রাত হয়ে গেল। মনীশও উঠে পড়ে বলে, চ' তোকে একটু এগিয়ে দি'।

* * *

একদিন সকালে কথায় কথায় মনীশের সঙ্গে শোভার ঝগড়া বেধে ওঠে। দিনরাত খিচ্ খিচ্ মনীশ সহ্য করতে পারে না। বলে,—তুমি কি আমাকে একটু স্বস্তিতে থাকতে দেবে না শোভা? রাত-দিন খিচ্ খিচ্ আর সইতে পারা যায় না; এর চেয়ে তুমি যদি মরে যাও তা' আমার পক্ষে শাপে বর হয়।

—কি বললে? শোভা চীৎকার করে ওঠে। আমি ম'লে যে তুমি বাঁচ তা' আমি অনেক দিন থেকেই জানি। আমি কি বুঝতে পারি না ভাব? রোজ রাত্রে যাও কোন চুলোয়? এতই যদি মনে ছিল তবে আমায় বিয়ে করেছিলে কেন?

—অন্যায় করেছি বিয়ে করে, এখন দেখ্‌ছি আত্মহত্যা করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মনীশ রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। শোভাও আর স্থির থাকতে পারে না; জীবনে এই প্রথম সে মনীশের কাছ থেকে কড়া কথা শুনল। অভিমানে ওর চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে। অভুক্ত অবস্থায় মনীশ অফিসে চলে যায়। শোভা ওকে ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর অন্তরের অভিমান ওকে বাধা দিল।

আবার সেই বিকাল ৫।০টা…।

মনীশ আজ মাইনে পেয়েছে; মনটাও তাই অসম্ভব রকম খুসী। সকাল বেলাকার ঘটনা মনে পড়তেই ও লজ্জিত হ'য়ে ওঠে। আহা, বেচারা শোভা। মিছিমিছি ওকে কতকগুলো কড়া কথা বলা ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। একটা ডাক্তারখানা থেকে শোভার জন্য এক বোতল 'ভাই-ব্রোণা' কিনে নেয়।

—ওঃ! এখনও অনেক দূর যেতে হবে। তাড়াতাড়ি মনীশ একটা ট্রামে উঠতে যায়।

ভোঁক্—ভোঁক্- ঘরর—কোঁচ—কোঁ—ও—ও গেল—গেল—ম'ল যে লোকটা—চারিদিকে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়।

—আহা বেচারা! কেউ বলে, একেবারে চেপ্টে গেছে, চেনবার উপায় নাই—বাসগুলো যেন এক একটা শয়তান। ইত্যাদি শব্দে সে জায়গাটি মুখর হয়ে ওঠে।

* * *

সমস্ত দিন শোভা মনীশের জন্য কেঁদেছে। বেলা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ওর রাগও পড়ে এসেছিল। ওই খিটখিটে অন্তরের মধ্যে যে এতটা দরদ মনীশের জন্য লুকান ছিল তা' ও নিজেই ভুলে গিয়েছিল। সন্ধ্যা হয়ে যায়, তবুও মনীশ ফেরে না। শোভা চঞ্চল হয়ে ওঠে; রাজ্যের অমঙ্গল চিন্তায় ওর মন ভারী হয়ে ওঠে। কাতর-কণ্ঠে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়।

ভগবানেরও বোধ হয় পৃথিবীর দৈনন্দিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে ভয় হয়।

বি, নান

(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যাণ্ট্)

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: বড়বাজার ৩২৩৪

এজেণ্ট: স্লাইড্ এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট

কলিকাতা ও মফঃস্বল সিনেমা

বিশেষত্ব:—সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী এবং যাবতীয় বিজ্ঞাপনের কার্য্য। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রশ্ন

???

শীলকরা খামে পাঠাইয়া দিন, না খুলিয়া যথাযথ উত্তর পাঠান হইবে

পারিশ্রমিক মাত্র ১্ টাকা

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত

শ্রীপ্রবোধ কুমার গোস্বামী

"গোস্বামী লজ", বালী (হাওড়া), ফোন হাওড়া ৭০৫

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দোষ, মূল্য—৫্। এক বছরের—২।০। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩্ টাকা।

ক্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬।০। ঔষধগুলি গ্যারান্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

মেয়েদের আপ-টু-ডেট্ বলে কি গুণ থাকিলে ?

(১৮)

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা মহাশয়া

সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপ্-টু-ডেট্ মেয়ে বলতে আমাদের চোখে প্রথমেই ভেসে ওঠে, ঠোঁটে টুকটুকে করে লিপষ্টিক মাখা, গালে রুজ দেওয়া, মণিবন্ধে ঘড়ি বাঁধা, পায়ে হাই-হীল জুতা, হাতে ভ্যানিটী ব্যাগ ঝোলান, একটী মেয়ে। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ কেউ আই-এ, বি-এ পড়েন, অন্তরা না পড়লেও নিঃসন্দেহে ঠিক এই রকমই সাজ পোষাক অনুকরণ করে চলেন। আমরা এদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলি,—ওঃ কি দারুণ আপ্-টু-ডেট। আপ-টু-ডেট বলতে আমার মতে এই :—

আপ্-টু-ডেট মেয়েদের এমন গুণ থাকা দরকার যা অন্যরা আদর্শরূপে শিখ্‌তে পারে, কিংবা শিখ্‌তে চায়। যারা শুধু মেম সাহেবী সাজ সাজে, তাদের ঢং আয়ত্ব করে, দেবদ্বিজে ভক্তি রাখে না এবং অশিক্ষিতাদের ঘৃণার চক্ষে দেখে, তা'দের আমরা কোন মতেই আপ্-টু-ডেট বলতে পারি না। যুগের হাওয়া বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমরা একেবারে সেকেলে ভাবাপন্ন হ'য়ে বসে থাকব না। যেমন আমরা সনাতনের আদর্শ মাথা পেতে গ্রহণ করব না, তেমনি বর্ত্তমানের অতি উগ্র সর্ব্বনাশা প্রগতির সঙ্গেও পা ফেলে চলব না বা সমর্থন করব না। পাতিব্রত্যের যুগ আমরা পেছনে ফেলে এসে যা গ্রহণ করছি, তা অনেকে বলেন ভাল, অনেকে বলেন খারাপ। মাঝখান থেকে আমরা কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ বোঝবার শক্তি হারিয়েছি। বর্ত্তমানের সঙ্গে খাপ না খাইয়ে যদি আমরা পুরাতনকে নিতে যাই, তা' হ'লেও কিন্তু আমাদের আধুনিক মন তা'তে সায় দেবে না। অথচ একটা কিছু করতে হ'বে। তবে একথাটা বহু অংশে সত্য যে, বর্ত্তমানের নারী-প্রগতি কল্যাণকর নয় যা' দিয়ে আমরা ভাল শিক্ষাটুকু পাই। পরের দেশের ধার-করা বিদ্যা নিয়ে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছি। সে সব শিক্ষা যদি আমরা কাঠামোশুদ্ধ ঝেড়ে ফেলে খানিকটা একেলে, খানিকটা সেকেলে, সংমিশ্রণ করে জীবনের পথে যাত্রা সুরু করি, তা' হ'লে একটা অপূর্ব্ব শ্রী ফুটে উঠবে সন্দেহ নাই। নিজেদের মনের দিক দিয়ে যেটা বুঝব রুচিময়, সুন্দর, সুশোভন—সেইটাই আমরা গ্রহণ করব। স্নেহে, কোমলতায়, নিষ্ঠায় ও ত্যাগে নারী যে আদর্শময়ী, তার পরিবর্ত্তন কোন কালে হবে না বা হওয়া উচিতও নয়।

আমরা লেখাপড়া শিখব, কিন্তু তা' বলে পুঁথিগত বিদ্যাই আমাদের সর্ব্বস্ব হবে না। সাজ্‌গোজের দিক দিয়েও আমরা নির্লজ্জ ফ্যাসান বরদাস্ত করতে পারি না। আমাদের পৌরাণিক কাহিনীতে হিন্দুরমণীদের পুণ্য-কাহিনীগুলো পড়ে তা সব সময় মনে রাখতে হবে। তথাকথিত আধুনিকারা পৌরাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ ভাল করে পড়তেই চান না। স্কুল কলেজে আজকাল প্রায় সবাই শিক্ষা করছেন, কিন্তু সে শিক্ষা যদি সুশিক্ষা হয় তবেই সার্থক। যেমন বিবাহিতাদের মধ্যে অনেকে মাথায় কাপড় না দিয়ে বাইরে বেরোন, এঁরাই হচ্ছেন আপ-টু-ডেট ! লজ্জাহীনতার আর একটা নাম আপ-টু-ডেট। আজকাল যিনি রাস্তায়, বাজারে, ট্রেনে একলা বেড়ান, তাঁকেও আমরা বলি আপ-টু-ডেট। এইখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ না করে পারছি না—শ্রীসতীশ চন্দ্র দে তাঁহার "বৈদ্যনাথ হিন্দুসমাজ পল্লী-সংগঠন" গ্রন্থের এক জায়গায় বল্‌ছেন—"কৃষ্ণনগর কলেজের মাঠে একবার কৃষ্ণনগরের বাহিরের দুইটী দলের (তাহার ভিতর একটী খৃষ্টান-বালকের দল) ফুটবল খেলার শেষে রেফারির নিষ্পত্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া কতকগুলি দুষ্ট লোক ঢিল ছুঁড়িতে-ছিল, সে স্থানে একজন ইংরাজ মিশনারী মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার স্বামীই Referee হইয়াছিলেন। মিশনারী সাহেব খৃষ্টান বালকদের সহিত কথা কহিতে কহিতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন

,, রতন কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : বি, বি, ৩৭১১

আমরা তখন এই খৃষ্টান মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে আমরা তাঁহাকে তাঁহার বাটীতে পৌছাইয়া দিব কি না, তাহাতে তিনি বলিলেন—"Thanks much, Mr. De. I am an English woman and know how to protect myself." পাঠিকারা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, ঐ ইংরাজ মহিলাটীর নিজেকে আত্মরক্ষা করবার কতখানি দৃঢ়তা ছিল। আপ-টু-ডেট হতে হলে শারীরিক বল ও সাহস থাকা দরকার। যে মেয়ের নিজস্ব একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী থাকবে, কর্ত্তব্যকঠোর, স্নেহশীলা, বুদ্ধিমতী হবে, তাকেই বলব আমরা আপ-টু-ডেট। আর সাজগোজও হবে সুরুচিসঙ্গত, আর সব চেয়ে দরকার সুন্দর স্বাস্থ্য।

আমার নমস্কার জানবেন। ইতি—

শ্রীবিজলী সরকার
ক্লার্ক রোড, পুরী।

(১৯)

মহাশয়া,

আপনাদের সুবিখ্যাত "দীপালী" পত্রিকায় 'নারীলোকে'র বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় হইতেছে, "নারীদিগের কি গুণ থাকিলে আপ-টু ডেট্ বলা যাইতে পারে।" উপরোক্ত বিষয়ে আমার যদি এই ক্ষুদ্র মতামতটি প্রকাশ করেন, তবে অত্যন্ত বাধিতা হইব।

আমরা আজকাল শিক্ষিতাতে ও আধুনিকাতে একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকি অর্থাৎ আমরা শিক্ষিতাকেই আধুনিকা বলি বা আধুনিকা হইলেই তাঁহাকেই শিক্ষিতা বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমার মতে উপরোক্ত ধারণা একেবারেই ভুল। উচ্চশিক্ষা, নৃত্য-সঙ্গীত বা সভা-সমিতিতে যোগদান করিলেই কেবলমাত্র আধুনিকা হওয়া যায় না। আধুনিকা হইতে হইলে চাই নারীর স্বীয় প্রাকৃতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন। চরিত্রই নারীর সর্ব্বপ্রধান বস্তু, যে নারী চরিত্রের উন্নতি সাধন করিয়া ও সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান যুগের সহিত মানাইয়া চলিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত আধুনিকা। সমাজে চরিত্রের প্রভাব বড় কম নয়, বিদ্যা বা প্রতিভা অপেক্ষা চরিত্র আরও উন্নততর বস্তু। ইহা একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সমাহার। আমরা যদি শিক্ষিতা হইয়াও আমাদের সংসারকে স্নেহে, প্রেমে ও কল্যাণে লাবণ্যময় করিয়া তুলিতে পারি, তবেই আধুনিকা নাম সার্থক।

আমরা মাতৃ-জাতি এবং মাতৃত্বের কর্ত্তব্য যে কত গভীর, কত মহৎ এবং কত উদার তাহার পরিমাপ করা যায় না। জীবনে মাতৃশক্তির প্রভাব অপরিসীম। সেই জন্যই নারী যদি স্বীয় শিক্ষার সহিত কমনীয়তা, মাধুর্য্য ও প্রেম আনয়ন করিতে পারে, তবেই সে আধুনিকা।

বর্ত্তমানের এই অভ্যুত্থানের যুগে, নারীর কেবল মাত্র সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেই চলিবে না। তাহাদেরও আজ পুরুষগণকে নানাভাবে সাহায্য করা চাই। কিন্তু এই সাহায্য নারী কি ভাবে করিবে? ইহা করিতে হইবে পুরুষদিগের অবসাদে ও ক্লান্তিতে প্রেরণা দিয়া, শুশ্রূষা করিয়া, কল্যাণ চিন্তা করিয়া এবং তাহাদের সব কার্য্যে শক্তিরূপে বিরাজিতা হইয়া, ইহাই একমাত্র আধুনিকা হইবার প্রশস্ত পথ। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে পুরুষের সহিত নারীর শক্তি, সামর্থ্য ও কর্ত্তব্য সর্ব্বাংশে এক নহে, পুরুষের অধিকার সংসারের কঠোর কর্ম্মস্থলে এবং নারীর অধিকার হৃদয়ের স্নেহ, মমতা ও যত্নে।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

শ্রীমতী কমলা মিত্র
হিউয়েট রোড,
এলাহাবাদ

(২০)

মহাশয়া,

আপনাদের সময়োপযোগী আলোচনাটীতে যোগদানে ইচ্ছুক হইয়া আমার ক্ষুদ্র মতামত ব্যক্ত করিলাম। আশা করি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় আমার অভিমতটী প্রকাশিত করিয়া বাধিতা করিবেন।

কি গুণ থাকিলে আপ-টু-ডেট হওয়া যায় তাহা অনেকে জানেন না এবং না জানিয়া তাঁহারা যে ভুল করেন তাহা অনেক স্থলে সংশোধন পর্য্যন্ত করা যায় না। আপ-টু-ডেট কথার সাধারণ মানে সময়ের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলা। কিন্তু সময়ের সহিত সমান তালে পা ফেলা মানে একথা নয় যে নিত্য নূতন ফ্যাসানের শাড়ী, জামা, জুতা প্রভৃতি পরিয়া শুধু বাহ্যিক চটক দেখান। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য-শিক্ষার অন্ধ অনুকরণে তথাকথিত শিক্ষিতা নারী সমাজ আপ-টু-ডেট হওয়ার নামে

নিবেদন
যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল
কার্য্যে সার্থকতার জন্য আপনাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে।
বাংলার লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মা রোগীর কথা মনে করিয়া আমাদের কার্য্যে সাধ্যমত দান করিয়া সহায়তা করুন।
অবৈতনিক সম্পাদক—
যাদবপুর যক্ষ্মা চিকিৎসালয়
কার্য্যালয়—৬এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড
কলিকাতা।

তরুণ ছাত্রছাত্রীদের লেখার মাসিক ও লক্ষ্ণৌ বাঙালী সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র—
"বন্দনা" বাহির হইতেছে।
বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। বাংলার বাইরে ব্যবসা সুপরিচিত করিবার সুবর্ণ সুযোগ।
ঠিকানা—"বন্দনা-মন্দির", সুন্দরবাগ, লক্ষ্ণৌ।
প্রকাশক—কীর্ত্তি ফাইন আর্ট প্রেস।

যে উচ্ছৃঙ্খলতা, যে বিলাসিতা, যে মত্ততা, যে বাচালতার পঙ্কিল আবর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়া দেশের মহা অকল্যাণ সাধন করিতেছেন তাহার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। জাতির মেরুদণ্ড হইতেছে নারীজাতি, সুতরাং তাঁহাদের একথা মনে রাখা উচিত যে নিত্য নূতন ফ্যাসানের নামই আপ-টু ডেট নয়। আপ-টু-ডেট তাঁহারাই যাঁহারা ফ্যাসানের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-প্রচলিত রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতিতে জ্ঞানলাভ করেন। নারীকে হইতে হইবে সংযতা, শিক্ষিতা ও চরিত্রবতী এবং সেই সঙ্গে নিজের দেহের সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যের দিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে মেয়ে যত ক্ষীণদেহা হ'ন তিনি নিজেকে তত ফ্যাসনেবল মনে করেন এবং দেহকে ক্ষীণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা আহার পর্য্যন্ত কমাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া তাঁহারা ভবিষ্যৎ জাতির জীবন নষ্ট করেন।

আমাদের অভিজাত সমাজ যে নিয়মের প্রবর্ত্তন করেন মধ্যবিত্তরা তাহাকেই ফ্যাসান বলিয়া মানিয়া লন এবং তাহারই অনুকরণ করিয়া আপ-টু-ডেট হইতে চান এবং তাহার ফলে আজকাল প্রায় প্রতি মেয়ের মনেই নিত্য সিনেমা দেখা অথবা চিত্রজগতে অবতীর্ণা হওয়ার দুরাকাঙ্খা দেখা যায়। কেহ কেহ আবার চিত্র-তারকাদের মত সাজে সজ্জিতা হইয়া আপনাকে ধন্যা জ্ঞান করেন। কিন্তু সকল সময়েই ইহা মনে রাখা উচিত যে মধ্যবিত্তদের লইয়াই আমাদের জাতীয় জীবন সংগঠিত হয়; অভিজাত সমাজ অতি মুষ্টিমেয়, সুতরাং কন্যাকে আপ-টু-ডেট ও শিক্ষিতা করিবার নামে মধ্যবিত্ত পিতামাতারা তাহাকে যেন আপন গণ্ডী অতিক্রম করিতে না দেন। যাঁহারা যে স্তরের তাঁহাদের সেই অনুযায়ী শিক্ষালাভই করা উচিত।

বর্ত্তমানে মেয়েরা শিক্ষিতা হইয়া আপনাকে পুরুষের সমকক্ষ হওয়াকেই অনেকস্থলে আপ-টু-ডেট বলিয়া বিবেচনা করেন এবং পুরুষের অধীনতা মানিয়া চলাকে তাঁহারা অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। নারী যতই শিক্ষিতা ও স্বাধীনা হউন না কেন সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ তাঁহারা কখনই হইতে পারেন না কারণ কয়েকটী বিষয় এমন আছে যাহা পুরুষদের পক্ষে মোটেই দোষণীয় নহে কিন্তু নারী তাহার অনুকরণ করিলে তাঁহাকে অত্যন্ত হেয় হইতে হয়। একথা আমরা জানি যে পুরুষ ও নারী কেহই কাহারও অপেক্ষা উচ্চ অথবা নীচ নহে, ইহারা পরস্পর পরস্পরের অধীন। পরস্পরের সাহায্যে, সহযোগীতায় ও সহানুভূতিতেই এই সমাজ-দেহ গড়িয়া উঠে।

যে নারী ভবিষ্যৎ জাতির মাতা তাহাকে হইতে হইবে ধীর, নম্র এবং বিদ্যার্জ্জনের সহিত তাঁহাকে শিক্ষা করিতে হইবে ধর্ম্মশিক্ষা, কর্ত্তব্যশিক্ষা, অতিথি-সৎকার, আত্মোৎসর্গ ও স্বার্থত্যাগ। বর্ত্তমানে প্রচলিত রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি তাঁহাকে জানিতে হইবে তদুপরি থাকিবে তাঁহার স্বাস্থ্যচর্চ্চা ও অর্জ্জন করিতে হইবে তাঁহাকে সৎসাহস যাহা বিপদকালে তাঁহাকে রক্ষা করিবে। সাংসারিক কার্য্যে সুশৃঙ্খলতাই হইবে তাঁহার প্রকৃত সুশিক্ষা। এই সকল গুণ যে নারীতে বিদ্যমান তাঁহাকেই আমরা আপ-টু-ডেট নামে অভিহিত করিতে পারি, কারণ রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় ও সাংসারিক সকল উন্নতির মূলেই আছে মায়েরা এবং এই জন্যই ফরাসী বীর নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন "Give me a good mother, I will give you a good Nation". এবং তিনি একথাও স্বীকার করিয়াছেন "I owe all my success to my mother".

সুতরাং শুধু Fashionable সাড়ী জুতা পরিয়া, ঠোঁটে মুখে রং মাখিয়া, দুই চারিটী ইংরাজী বুক্‌নী দিলেই এবং সিনেমা দেখিলেই আপ-টু-ডেট হওয়া যায় না।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

ইতি
শ্রীমতী মায়া পালিত।
বাঁকীপুর (পাটনা)

ফোন ২৭৭৪
বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

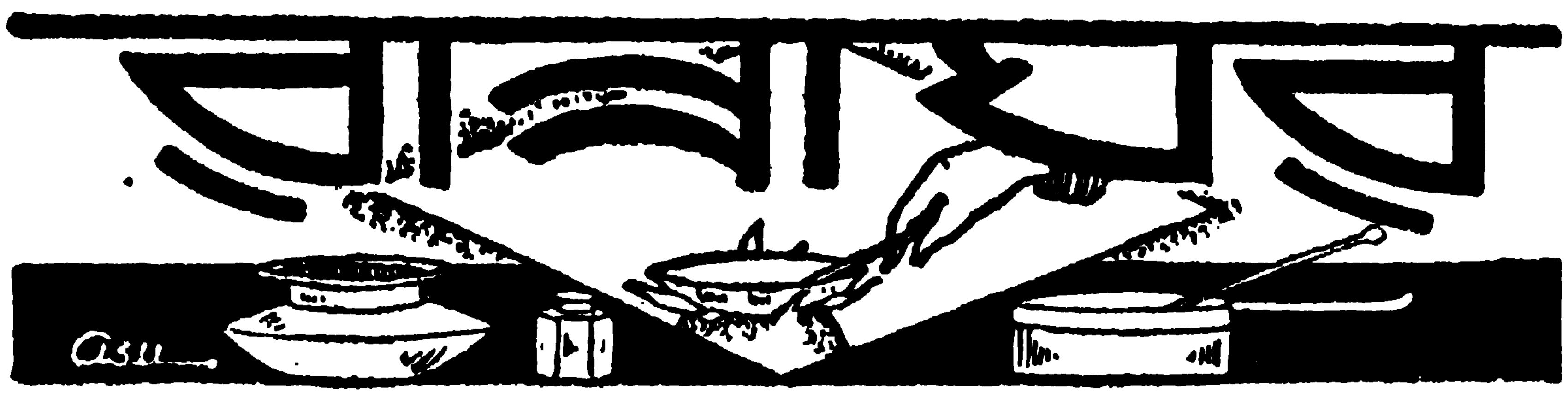

(৩৩)

বাদামের বরফি

উপকরণ—খোলা ছাড়ান বাদাম এক সের, ছোট এলাচ গুঁড়া চারি আনা ওজনের, চিনির রস আধ সের ও ঘৃত দেড় ছটাক।

প্রণালী—প্রথমে বাদামের খোলা ছাড়াইয়া জলে ভিজিতে দিন, তারপর অল্প জোরে টিপিলেই খোসা উঠিয়া যাইবে। এই প্রকারে বাদামগুলির খোসা ছাড়াইয়া বাটিয়া লইতে হইবে, বাদাম বাটা হইলে এক ছটাক ঘৃতে ঈষৎ লালচে ধরণে ভাজিয়া লইতে হইবে। অনন্তর ক্ষীরের সহিত ঐ ভাজা বাদাম এবং এলাচগুঁড়া মিশাইয়া পুনর্ব্বার আধ ছটাক ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উহা দিয়া ৪।৫ বার নাড়িয়া চাড়িয়া চিনির রস অল্প অল্প ঢালিয়া নাড়িতে হইবে। কিছুক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে উহা গাঢ় হইয়া আসিবে, তখন একখানি ভাল থালায় ঘৃত মাখাইয়া বরফি ঢালার ন্যায় উহা ঢালিয়া বরফির ন্যায় কাটিয়া লইতে হইবে। ইহা অতি মুখরোচক খাদ্য।

শ্রীমতী ডলি ভট্টাচার্য্য
দুমকা

(৩৪)

ওল বা কচুর পায়স

উপকরণ—(ওল কিংবা যে কোন জাতীয় কচু) প্রথমে ওলগুলি সরু সরু করে কুটুন, তারপর অল্প গরম জলে ওলের কুঁচোগুলি চটকে ধুইয়ে নিন। পরে ওলের কুঁচোগুলি একটা চালুনীতে করে রোদে শুকোতে দিন। ওলের কুঁচোগুলি এমন ভাবে শুকোতে হবে যেন ওলের ভিতরকার (জলীয় পদার্থ) চলে মচ্‌মচে হবে। যতদিন ওল কুঁচোগুলি মচ্‌মচে না হয়, ততদিন রোদে দিতে হবে।

প্রণালী—তারপর কড়াতে আধ পোয়া ঘৃত ঢেলে দিন, ঘৃত যখন পেকে আসবে তখন ওলের কুঁচোগুলি ভেজে নিন। ভেজে নেবার সময় ওলের কুঁচোগুলি যখন লালচে হবে তখন নামিয়ে রাখুন। পরে পিতলের হাঁড়ীতে /১ সের দুধ দিয়ে উনানে চড়িয়ে দিন, যখন দুধ টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকবে তখন /।০ সের পরিমাণ খোয়া ক্ষীর দুধের সঙ্গে মেশান। কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন হাঁড়ির তলায় যেন দুধ লেগে না যায়। হাতা দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে হবে। যখন দেখবেন দুধটা বেশ ঘন হয়ে আসছে, তখন ওলের কুঁচোগুলি দুধে দিয়ে দিন, হাতা দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন, শেষে আন্দাজমত চিনি দিবেন। পরে আন্দাজমত কিস্‌মিস, বাদাম, পেস্তা ও ছোট এলাচদানা দিয়ে নামিয়ে নিন। তারপর দু' ফোঁটা গোলাপী এসেন্স দিয়ে খেয়ে দেখবেন কেমন মজা। ইহা একটি আধুনিক রুচিকর খাদ্য।

শ্রীমতী প্রতিমারাণী গুহ
নর্থ ঝিয়ালগাড়া, মানভূম

(৩৫)

ওলের চপ

প্রথমে ভাল ওলকে বেশ করিয়া ছাড়ান, তারপর ডুমো ডুমো করিয়া কুটুন। ভাল করিয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলুন, পরে বেশ করিয়া সিদ্ধ করিয়া জল গালিয়া ফেলুন। তারপর আলুকে সিদ্ধ করিয়া লউন। আলু ও ওল একসঙ্গে বেশ করিয়া মাখিয়া লউন, যেন আঠি-আঠি না থাকে এবং উহার সহিত পরিমাণমত কিস্‌মিস, আদা বাটা, সামান্য রসুন বাটা, লঙ্কা বাটা, গোলমরিচের গুঁড়া ও গরম মসলা গুঁড়া, পেঁয়াজ বাটা, সামান্য চিনি ও পরিমাণমত লবণ দিন এবং সবগুলি একসঙ্গে ভাল করিয়া মাখিয়া লউন এবং চপের আকারে প্রস্তুত করুন।

তারপর আলাদা পরিষ্কার বাটিতে ৪।৫টি ডিম ভাঙ্গিয়া তাহার সহিত পরিমাণ মত লবণ ও সামান্য মুগের বেসম গুলিয়া লউন। তারপর গোলা ডিমের মধ্যে চপগুলি ডুবাইয়া তৈল অথবা ঘৃতে ভাজিয়া লউন, ভাজা যেন কড়া হয়।

শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়
বাঁকুড়া

(৩৬)

ইলিশ মাছের 'ঝুরী'

প্রণালী—মাছকে ভেঙ্গে নিয়ে সুন্দর করে' লালচে লালচে করে' ভেজে নিন, পরে নামান। তারপর আদা, পিঁয়াজ, মরিচ, ধনে, জিরা বাটা লাল্‌চে লাল্‌চে করে' ভেজে ওর মধ্যেই আলু, পটল, তরকারি দিন··· সুন্দর ভাবে ভাজা হলে অল্প জল দিন। তরকারী সিদ্ধ হলে মাছ ছেড়ে দিয়ে একটু পরে নামান···পরে ঘি ও গরম মশলা দিন, দেখুন কেমন খেতে হ'ল?

শ্রীমতী প্রতিমা চৌধুরী
বাদুরতলা, বগুড়া

(৩৭)

ডিমের জিলিপি

উপকরণ ও পরিমাণ—ডিম এক ডজন, ঘি দুই ছটাক, চিনির রস পাঁচ থেকে সাড়ে

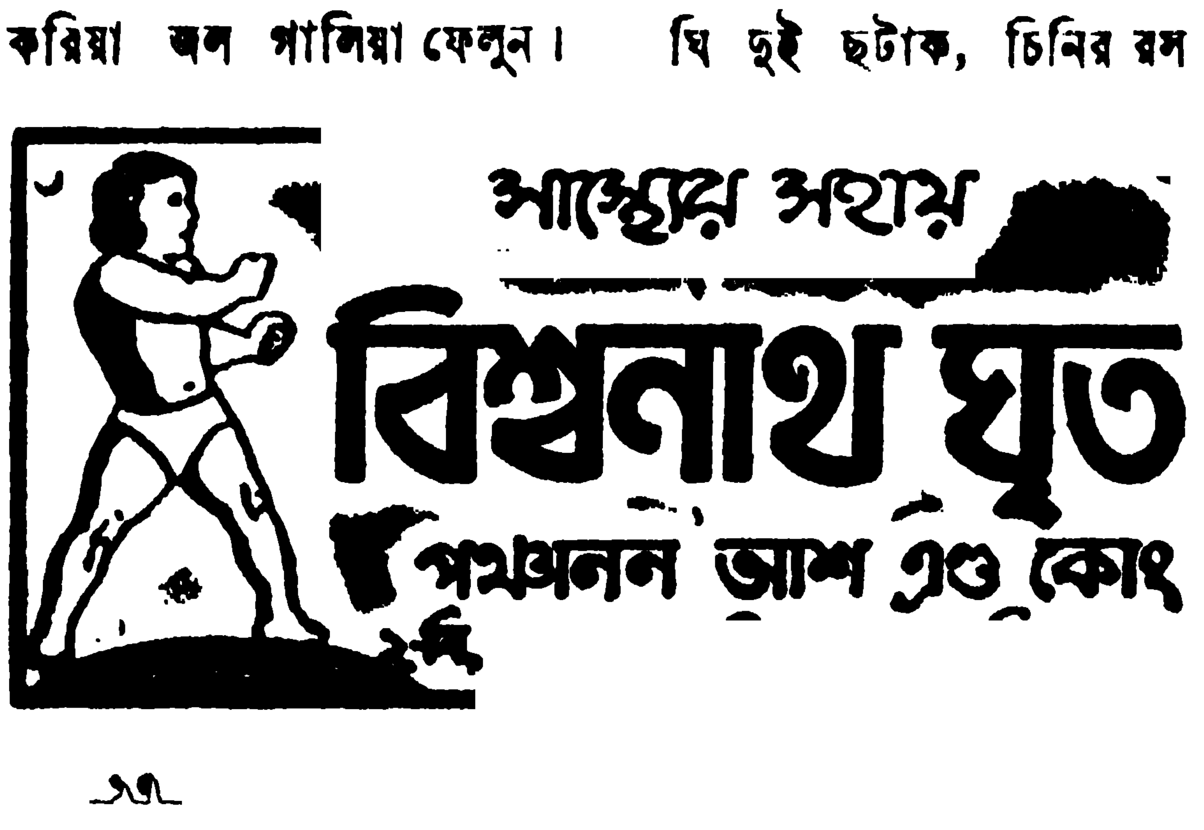

পাঁচ ছটাকের মধ্যে, কাগজী লেবুর রস একপোয়া, ছোট এলাচ ও দারচিনি গুঁড়া (প্রত্যেকটী দুই আনা ওজন পরিমাণ হওয়া চাই) এবং লবঙ্গ গুঁড়া এক আনা পরিমাণ।

প্রস্তুত প্রণালী—প্রথমে ডিমগুলি ভাঙ্গিয়া ভিতরের হরিদ্রাংশ (কুসুম) বাহির করিয়া একটি পাত্রে রাখিতে হইবে, পরে উল্লিখিত মসলাগুলি এবং উপযুক্ত পরিমাণ লবণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ভালভাবে ফেটাইয়া লইতে হয়। যখন মশলা ডিমের সহিত ভালরূপে মিশিয়া যাইবে তখন এক টুকরা কাপড় বা ঢাকনির দ্বারা ঢাকিয়া লইতে হইবে।

এদিকে চিনি ও লেবুর রস একসঙ্গে পাক করিয়া একটু ঘন করিতে হইবে। এখন কড়াইতে ঘি চড়াইয়া দিতে হইবে, তারপর যখন ঘি জ্বালে পাকিয়া যাইবে তখন জ্বাল কমাইয়া দিতে হইবে। এখন একটী মাটীর পাত্রে বা একটুকরা কাপড়ে সেই ফেটান ডিম ঢালিয়া তাহার তলায় একটী ছিদ্র করিয়া দিয়া সেই কড়ার মধ্যে জিলিপীর আকারে পাত্রটী কিম্বা পুঁটলিটী ঘুরাইতে হইবে; উহা গরম ঘৃতে পড়িবামাত্রই কঠিন হইয়া যাইবে। যখন ভাজা শেষ হইবে তখন মৃদু উষ্ণ রসে ভাজা জিলিপিগুলি ফেলিয়া দিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রস জিলিপিগুলির মধ্যে প্রবেশ করে ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। যখন রস জিলিপির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইবে তখন রস হইতে সেইগুলি তুলিয়া অন্য পাত্রে রাখিতে হইবে।

শ্রীসুশীলা বর্ম্মণ
মদন মিত্র লেন, কলিকাতা

বিনামূল্যে

গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পুরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

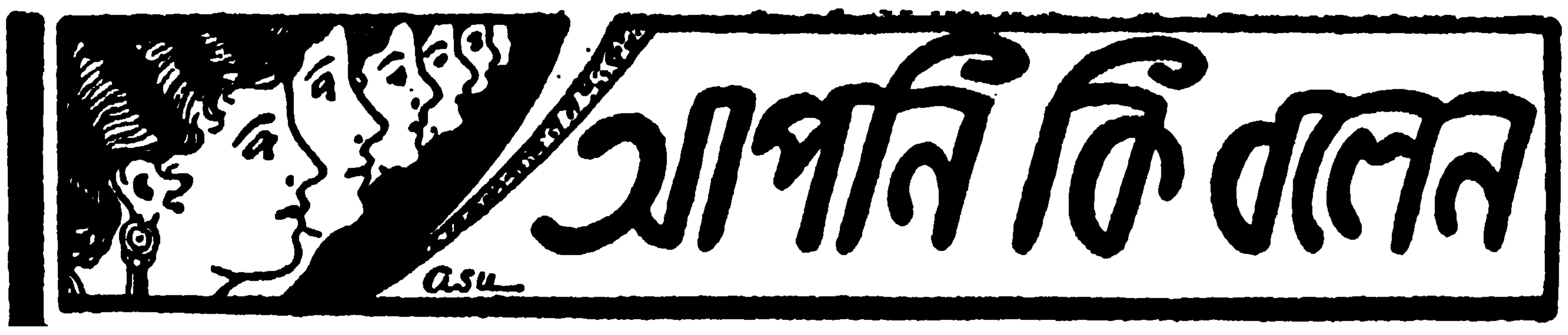

(১০)

আল্পনা দেওয়ার উদ্দেশ্য

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—
মহাশয়া,

গত ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত "আল্পনা দেওয়ার উদ্দেশ্য কি" এই প্রশ্নের উত্তরে আমার ব্যক্তিগত অভিমত জানাইতেছি। দীপালীতে স্থান পাইলে বাধিতা হইব।

আল্পনা দেওয়ার প্রথা কত দিন হইতে যে চলিয়া আসিতেছে বা কে ইহার প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহা বলা সাধ্যাতীত। কারণ এই প্রথাটি এমন কোন উল্লেখযোগ্য বা খ্যাতনামা প্রথা নয় যাহাতে কোন বইতে বা শাস্ত্রে ইহা লিপিবদ্ধ থাকিতে পারে, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে। অধুনা যেমন নানা প্রকারের রং বাজারে পাওয়া যায়, পুরাকালে এইরূপ রং বলিতে কোন পদার্থ ছিল না। সামান্য চাউল গুঁড়ি বা খড়িগোলা বা গিরিমাটি গোলা এই সমস্তই ছিল রং। এখন যেমন পূজা-পার্ব্বণে বা শুভকর্ম্মে ঘর সাজাইবার অশেষ প্রকার উপকরণ পাওয়া যায়, প্রাচীন কালে এই সমস্ত কোন উপকরণই ছিল না। লাল-নীল কাগজও ছিল না, ইলেকট্রিক আলোও ছিল না বা নানা রং-এর ইলেকট্রিক বাল্‌বও ছিল না বা এই সমস্ত রসায়ন-চর্চ্চিত সাজ-সজ্জার সম্ভারও ছিল না, কেবল মাত্র গাছের পাতা দিয়া পূজা-মণ্ডপ সাজান হইত। খড়ি বা চালগুঁড়ি গুলিয়া দেওয়ালে বা মেঝেতে নানা আকারের ফুল লতাপাতা আঁকিয়া দেওয়া হইত এবং তাহা শুকাইয়া গেলে বেশ ভাল ভাবে সাদা হইয়া ফুটিয়া উঠিত বলিয়া দেখিতেও সুন্দর হইত। এবং সেই হইতেই এই প্রথা এখনও চলিয়া আসিতেছে। নানা প্রকারের ফুল আঁকিয়া ঘর সাজানই আল্পনা দেওয়ার প্রকৃত সার্থকতা। সাদা জিনিষ শুচিতামূলক বলিয়া সাদা পদার্থই ব্যবহার করা হয়।

নমস্কার। ইতি—

শ্রীবকুলমালা মুখার্জ্জী
পিলখানা লেন, বর্দ্ধমান

গান

—শ্রীমতী গৌরীরাণী দেবী

ভেবেছিলেম আসবে তুমি
ফাগুণের এই পূর্ণিমাতে,
তাই যে আমার সারাটি রাত,
ঘুম ছিল না নয়ন-পাতে।

পথের পানে ছিলাম চাহি;
আপন মনে গান যে গাহি,
ভেবেছিলেম আসবে তবু
গোপনে সেই মাল্য হাতে,
তাই ত' আমার সারাটি রাত
ঘুম ছিল না, নয়ন-পাতে।

আজ এলে গো দুখের বেশে
জাগিয়ে বেদন করুণ হেসে,
মিলন বাঁশী বাজাও আজি
করুণ গানের বেদনাতে,
আজ মিলন মোদের সফল হ'ল
দু'জনার এই অশ্রু-সাথে।

নারী-নিগ্রহ

(১৭)

আলিপুর

সুবোধ শেখ ও মহিম হালদার অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্কা খাতুনকে বেহালার মুক্তিফৌজ আশ্রম হইতে অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু আলিপুরের দায়রা জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ, সুবোধ শেখ খাতুনের ঘরের বিপরীতে একটা টিনের চালে বসিয়া ইঙ্গিত করিত, শীস্ দিত, তাহার সহিত চলিয়া আসিতে বলিত এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া মূল্যবান কাপড়, গহনা দিব বলিয়া প্রলোভন দেখাইত। গত সেপ্টেম্বর মাসে এক রাত্রে একটা ঢিল লাগিয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া খাতুন দেখে যে তাহার জানালার নিকটে সুবোধ শেখ এবং অদূরস্থ প্রাচীরের উপর মহিম দাঁড়াইয়া। সুবোধ জানালা ভাঙিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া যায় এবং গোল করিলে খুন করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। আসামী দুইজনই তাহাকে প্রাচীর টপকাইতে সাহায্য করে। ইহার পর তাহাকে বহুস্থানে রাখা হয়। অবশেষে ইহারা যখন মেটিয়াবুরুজে ছিল, তখন তাহাদের বাড়ীওয়ালী আসল ব্যাপার শুনিয়া তাহাকে পুলিশে খবর দিতে পাঠাইয়া দেয়।

(১৮)

দক্ষিণেশ্বর

প্রকাশ, দক্ষিণেশ্বরে জহর বেওয়ার সঙ্গে তাহার বিধবা পুত্রবধূ লক্ষ্মী বাস করিত। জহর আসামীর কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে ঝি ছিল। সেই হইতে জহর আসামীকে প্রায়ই তাহার বাড়ীতে দেখিতে আসিত। আসামী এখানে আসিয়া লক্ষ্মীময়ীর প্রতি এত মনোযোগ দিত যে বিধবা এ ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া স্বতন্ত্র বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে জহর অসুস্থ হয়, এবং লক্ষ্মী শাশুড়ীর নিকট আসে। ঘটনার দিন রাত্রে জহরের বাড়ীতে আসামী লক্ষ্মীর ঘরের দুয়ারে ধাক্কা দিতে থাকে। জহর ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিলে, লক্ষ্মীর ছেলেগুলিসহ জহরকে তাহারে ঘরে পূরিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দেয় এবং আসামী লক্ষ্মীর ঘরে ঢোকে। দুয়ার খুলিলে দেখা যায় যে, লক্ষ্মী মৃত পড়িয়া আছে। মোকদ্দমা বিচারাধীন।

(১৯)

ব্যারাকপুর

আবদুল গণি একটি মিলে কাজ করে। দশ বৎসর পূর্ব্বে সে হাফিজান বিবিকে বিবাহ করিয়া এযাবৎকাল একত্রে বাস করিতেছিল কিন্তু সম্প্রতি সে তাহার স্ত্রীকে ফেলিয়া অন্যত্র একজন রমণীর সহিত স্বতন্ত্র বাস করিতেছে বলিয়া, স্থানীয় মহকুমা আদালতে হাফিজান বিবি তাহার ভরণ-পোষণের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছে। ব্যাপার বিচারাধীন।

(২০)

বোম্বাই

কৈকাশ্রু পেষ্টনজী নামক জনৈক পার্শী ডাক্তার তাহার যুবতী স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করাইয়া, তাহার অর্থে জীবনধারণ করিতেছিল, বলিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। পুলিশ একজন লোককে এই ডাক্তারের নিকট পাঠায় এবং ডাক্তার এই লোকের নিকট টাকা লইয়া স্ত্রীকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে যাইবার পথে ধৃত হয়। মামলা বিচারাধীন।

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"

৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন :— প্রিয়কুটীর, সুন্দাদিল, পোঃ আজমিরাবাদ, (শ্রীহট্ট)।

ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তাই
ইহার অপ্রতিহত গতি !

শ

সপ্তাহ

রঞ্জিৎ মুভিটোনের—

সন্ত
তুলসীদাস

কবি ও সাধকের অনবদ্য জীবন-কাহিনী

প্রভাত সিনেমায়

গৌরবোজ্জ্বল দ্বিতীয় সপ্তাহ

দেবদত্ত ফিল্মস্ প্রস্তুত

হিন্দী পৌরাণিক চিত্র

রুক্মিণী

শ্রেষ্ঠাংশে :

পান্না, প্রতিমা দাশগুপ্তা, নিম্বলকর
মুজাম্মিল, রাজেন্দ্র সিংহ, আনসারী

=গণেশ টকী॥

মানসাটা.
ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—নয়—

দেশী ও সাহেব পাড়ার মধ্যে সমন্বয় করিয়া অলক এলগিন রোডে বাড়ী ঠিক করিয়াছিল। অলক যাহা করিয়াছে তাহা যে তাহাদের নবলব্ধ সম্মান ও মর্য্যাদার উপযুক্ত তাহা কুঞ্জ বুঝিয়াছিল, সুতরাং বাড়ী তাহার অপছন্দ হয় নাই। সোফা, টেবিল, টিপয়ে ভারাক্রান্ত এই প্রাসাদটি কিন্তু নন্দরাণীর কাছে তেমন লোভনীয় মনে হয় নাই। এই ধূলি-ধূসরিত সহরের কল-কোলাহলে সহসা যেন তাহারা হারাইয়া গিয়াছে, তথাপি কলিকাতার সভ্য-সমাজে সম্ভ্রম বাঁচাইয়া চলিতে এই সব আড়ম্বরের প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, এই ভাবিয়াই নন্দরাণী কিছু বলিতে সাহস করে নাই। অলকবাবু না থাকিলে কি করিয়া যে এই ক'দিনেই এত কাণ্ড সম্ভব হইত স্বামী-স্ত্রীতে তাহা ভাবিয়া পায় না।

আর সব সহ্য হইলেও মাসে মাসে প্রায় তু'শ' টাকা করিয়া এ বাড়ীর ভাড়া দিতে হইবে শুনিয়া অবধি নন্দরাণীর মনে আর শান্তি নাই। এক একদিন মধ্যরাত্রে সহসা ঘুম ভাঙিলে নিদ্রাহারা নন্দরাণী এই কথা ভাবিয়া শিহরিয়া ওঠে, নিষ্পলক নয়নে ঘরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইত সর্ব্বনাশ তাহাদের হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। দুঃখ ও দুর্দ্দশার মধ্যে এতকাল কাটাইলেও নন্দরাণী এমন কোন ভয়ঙ্কর সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়া ওঠে নাই, আজ সৌভাগ্যের সপ্তম স্বর্গে উঠিয়া একি যন্ত্রণা!

বড়লোক হওয়ার অনেক বিপদ, আগে এত শত নন্দরাণীর জানা ছিল না। দাসী-চাকরের কাজটা বরাবর নন্দরাণী নিজেই চালাইয়া আসিয়াছে, কলিকাতায় আসিবার পর ঠাকুর, চাকর, বেয়ারায় একে একে বাড়ী ভরিয়া গেল। বড়লোকের বাড়ীতে ইহাও অপরিহার্য্য।

ফ্যাসান অনুযায়ী সন্ধ্যার পর সাজান ড্রয়িং রুমটিতে কুঞ্জকে সপরিবারে বসিতে হয়! কুঞ্জ একধারে বসিয়া বাংলা সংবাদপত্র কিংবা সহজপাঠ্য সাময়িক পত্রাদি পড়ে কিংবা ছবি দেখে, জহর এ ঘরে বড় একটা বসে না, সে তাহার কাজকর্ম্ম লইয়া নিজের ঘরটিতে ব্যস্ত থাকে। নন্দরাণী এই সময়ে আপন মনে যাবতীয় সাংসারিক জটিল তত্ত্বের আলোচনা করে, সুবর্ণ মার কাছে বসিয়া থাকে, এই সব সুখ-দুঃখের কথায় সুযোগ বুঝিয়া যোগ দেয়, কোনো কোনো দিন অলক আসিলে গল্পের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অনীতা সব দিন বাড়ী থাকে না, বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে কিংবা সিনেমায় তাহার অধিকাংশ সন্ধ্যা অতিবাহিত হয়।

কলিকাতায় নন্দরাণীর সংসারের প্রাণীক'টির এইভাবেই দিন কাটিতে লাগিল।

সুবর্ণ এতকাল বেশ-ভূষা সম্পর্কে উদাসীন ছিল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকু সাজসজ্জার সাহায্য সে লইত না, সেই সুবর্ণ একদিন এমন চমৎকারভাবে সাজিয়া ড্রয়িংরুমে আবির্ভূত হইল যে সকলেই বিস্মিত না হইয়া পারিল না। কেহ কোনোদিন ধারণা করিতেও পারে নাই যে সুবর্ণর দেহে এতখানি রূপ ও সৌন্দর্য্যের বিভা বর্ত্তমান।

সুবর্ণর এই পরিবর্ত্তনে শঙ্কিত হইল নন্দরাণী, সে বুঝিল সুবর্ণ এখন পুরোদস্তুর মহিলা হইয়া উঠিয়াছে। কুঞ্জ উৎসাহাতিশয্যে বলিয়া উঠিল —চমৎকার, এইবার তোমাতে আমাতে বেড়াতে যাব, চাই কি লাট সাহেবের বাড়ী পার্টিতেও যেতে পারি, সেদিন অলকবাবু বল্‌ছিলেন।

জহর কোনো মন্তব্য করিল না, সুবর্ণর এই সজ্জা-পারিপাট্য তাহার ভালোই লাগিল, তবে আধুনিক পোষাকে শ্লীলতার অভাব একথাটা বলিতে গিয়া সে থামিয়া গেল।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে অনীতাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক, তাহার উক্তিতেই সকলের মতামত প্রতিধ্বনিত হইল,—সে বলিল, দিদিমণি, ইউ লুক্ ফাইন, সাদাসিধে সাজ বটে—কিন্তু, তাহার পর সুবর্ণর চারিপাশে ঘুরিয়া বলিল, ভারী সুন্দর তোমাকে দেখাচ্ছে—

এতলোকের সমালোচনায় ও মন্তব্যে সুবর্ণ কুণ্ঠিতা হইল কিন্তু কিছু বলিল না। এতকাল সে পোষাক পরিচ্ছদের দিকে নজর দেয় নাই বলিয়া চিরদিনই যে সে বিষয় অবহেলা করিতে হইবে এমন কোন অর্থ নাই। সুবর্ণর শুধু যে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা নয় তাহার অন্তরেও তেমন আনন্দ নাই। এই নূতন জীবন সম্পর্কে তাহার আশা ছিল অনেক,

কিন্তু ইতিমধ্যেই যেন সহরের এই বিলাসবহুল জীবনের মাধুর্য্য বিস্বাদ লাগিতেছে, ইহার জন্য তাহার নিজের উপরই রাগ হইল বেশী, সহসা এই অর্থলাভে জীবনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত ছিল বৈকি! সুবর্ণর দুঃখের কারণ পুরাতন জীবন তখনও জের টানিয়া চলিয়াছে, নূতন জীবনের তখনও সূচনা হয় নাই।

বাড়ীর আর সকলেরই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নন্দরাণীকে নীরবে অনেক কিছুই সহ্য করিতে হয়, এই বাধ্যতামূলক সংযমের শিক্ষায় তাহার দুঃখের পরিমাণ অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে দেখিলে সত্যই কষ্ট হয়। জহর সম্পর্কে সকলেরই একটা আশঙ্কা ছিল, কিন্তু সে যেন সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিকে সে এমন একটা গাম্ভীর্য্যের পরিধি রচনা করিয়াছে যে সেদিকে ঘেঁষা বড় দুঃসাধ্য নয়, তাই জহর সম্পর্কে এ বাড়ীর সকলেরই একটা আতঙ্কমিশ্রিত সমীহের ভাব।

এই নূতন জীবনে কুঞ্জ ও অনীতার আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে, ইহাই যেন তাহারা এতকাল আশা করিয়াছিল, এই বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবার জন্যই তাহারা এতদিন উন্মুখ হইয়া বসিয়াছিল, আজ সুযোগ মিলিতেই তাই ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। কুঞ্জ সুযোগ পাইলেই উৎসুক প্রতিবেশীর সহিত তাহার পার্থিব জ্ঞান এবং সমৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করে, মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে সেখানে ঘুরিয়া আসে—আর অনীতা, তাহাকে পায় কে? সে যে কি করিবে তাহা যেন ভাবিয়া পায় না।

কুঞ্জর সহিত কি একটা বৈষয়িক আলোচনা করিতে আসিয়া অলক দেখিল সুবর্ণ একা বসিয়া আছে। তাহাদের নূতন জীবনে অলক যে ভাবে সাহায্য করিয়াছে তাহা সুবর্ণ জানে, তাই অলককে দেখিলেই তাহার মনে স্বভাবতঃ একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগে, সময় সময় তাহাকে নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করিতে শুনিয়া সে বিরক্ত হইয়াছে, তাহার অকারণ কৌতূহলে বিস্মিত হইয়াছে, সে মনে করিত তাহাদের সম্পর্কে লোকটির মনে হয়ত মমতা জাগিয়াছে, কিন্তু সে কোনোদিনই অলক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা করে নাই। তাই অলক যখন তাহার স্বভাবসুলভ সারল্যের সহিত বলিল—You have got extremely good taste—

তখন সুবর্ণ শিহরিয়া উঠিল, সে একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল—তাই নাকি?

অলক সুবর্ণর বিরক্তি বুঝিল না, উৎসাহিত হইয়া পুনরায় বলিল—xtremely good taste, এ একটা gift সকলের থাকে না।

সুবর্ণ এ কথার কোনো উত্তর করিল না।

অলক বলিল—আমাদের দেশে পোষাক সম্পর্কে এখনও একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড গড়ে উঠ্‌ল না, যার যা খুসী, সময় নেই অসময় নেই তাই পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

সুবর্ণ বলিল—আপনি কি আইনের ফাঁকে আবার ফ্যাসান চর্চ্চা করেন নাকি মিঃ চৌধুরী?

অলক হাসিয়া উঠিল, বলিল—ফ্যাসান চর্চ্চা করি না, তবে কি জানেন—ভালো মন্দ দেখ্‌লে বিচার কর্‌তে পারি, তাতে যদি ফ্যাসান এক্সপার্ট মনে করেন—ভালোই; আজকাল এক্সপার্ট হ'তে ত' আর কারুর বাধা নেই—

সুবর্ণ তাহাকে সমর্থন করিয়া বলিল—সে কথা সত্যি, এযুগে সবাই এক্সপার্ট।

অলক উৎসাহিত হইয়া বলিল—পার্টিতে বা পথে ঘাটে ত' কত রকমই দেখছি, কিন্তু আপনাকে বল্‌তে বাধা নেই যে নারী-প্রগতির এই নমুনায় আমি মোটেই আশান্বিত হতে পারছি না।

সুবর্ণ বলিল—এমনও ত' হ'তে পারে যে নারী প্রগতি সম্বন্ধে আপনার ধারণায় ত্রুটী আছে, সাদা চোখে বিচার কর্‌লে হয়ত আশাবাদী হয়ে উঠতেন।

অলক বলিল—এ আমার আকস্মিক আবিষ্কার নয়, অনেকদিনের অভিজ্ঞতার ফল। বেশ ত' আপনি একদিন আমার সঙ্গে লাঞ্চে চলুন না, অজস্র প্রমাণ দেখিয়ে দেব—

সুবর্ণ গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া তাহার আপত্তি জানাইল।

অলক আবার বলিল, সাম্‌নের বুধবার গ্রেট ঈষ্টার্ণে চলুন না!

সুবর্ণ দৃঢ়তার সহিত শুধু বলিল—অসম্ভব!

অলক অত্যন্ত ধীরভাবে ও বিশেষ সাবধানে একটি সিগারেট ধরাইল, তারপর হাসিয়া বলিল—আপনার মত মেয়ের নাম "No girl", সবতাতেই না—

ব্যক্তিগত আলোচনায় সুবর্ণর স্বাভাবিক আপত্তি আছে, এই কথার মধ্যে ব্যক্তিগত ঘনিষ্টতার আভাষ পাইয়া সুবর্ণ বিশেষ বিরক্ত হইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল—তার মানে?

অলক তেমনই পরিহাসভরে কহিল—নো গার্ল, সব কথাতেই যার আপত্তি, সব কথা মানে এখানে অবশ্য লাঞ্চ। আর যারা 'ইয়েস্ গার্ল' তারা হলে নিশ্চয়ই বল্‌তো 'Oh yes, I'd love to', আপনার ছোট বোন অনীতা হয়ত এই উত্তরই দিতেন।

এ কথায় সুবর্ণ আরো উত্তেজিত হইয়া কহিল—অনীতা সম্পর্কে এমন ধারণা করার কোনো অধিকার আপনার নেই।

সুবর্ণর উত্তেজনায় অলক দমিল না, সে শান্তভাবে কহিল—আপনি বৃথা রাগ কর্‌ছেন, লাঞ্চে যাওয়ার মধ্যে ত' কোনো অপরাধ নেই, আপনিই বলুন না—

ইহার পর সুবর্ণ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পায় না, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—না দোষ কিছু নেই, তবে—

অলক যথেষ্ট আন্তরিকতার সহিত বলিল—তা'হলে বুধবার চলুন না। ধরুন আমার বাড়ীতে যদি নিমন্ত্রণ করতাম, যেতেন না? এ না হয় বাড়ী নয়, হোটেল। আপত্তির এতে কি কারণ থাকতে পারে আমি ত' বুঝতে পারছি না।

এই অনুরোধে সুবর্ণ বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িল, বলিল—আপত্তি নয়, কিন্তু—

অলক বলিল—কিন্তু টিন্তু ভুলে যান,—বুধবার তা'হলে কথা রইল।

সুবর্ণ অতি কষ্টে বলিল—আচ্ছা—

তাহার এই দ্বিধাকুণ্ঠিতভাব অলকের চোখে ধরা পড়িল, হাসি চাপিবার জন্য সে রুমালে মুখ মুছিতে লাগিল, তারপর একটু সংযত হইয়া বলিল—গ্রেট ঈষ্টার্ণে আগে গিয়েছেন নিশ্চয়ই—চমৎকার জায়গা—

সুবর্ণ বলিল—না।

অলক বলিল—আপনি নিউম্যানের দোকানের সাম্‌নে থাক্‌বেন, আমি ঠিক পৌণে একটায় পৌঁছব, কেমন রাজী ত'?

সুবর্ণ সলজ্জ ভঙ্গীতে হাসিয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

এই সময় কুঞ্জ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতেই সুবর্ণ অলককে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেল। সুবর্ণর মনে হইতে লাগিল অলক লোকটি তেমন সহজ নয়, তাহার প্রস্তাবে রাজী না হইলেই হয়ত ভালো হইত, তারপর গ্রেট্ ঈষ্টার্ণ, ছোটখাটো হোটেলে দু'চারবার জহরের সঙ্গে সে গিয়াছে বটে কিন্তু গ্রেট্ ঈষ্টার্ণ, সেখানকার কায়দা-কানুন তাহার জানা নাই। সুবর্ণ যদি জানিত গ্রেট্ ঈষ্টার্ণ সত্যই গ্রেট্ তাহা হইলে হয়ত তাহার দুশ্চিন্তা আরো বাড়িয়া যাইত, তারপর যদি অলক না আসিতে পারে, তাহা হইলেই বা সে কি করিবে? ছাপা মুর্শীদাবাদী সিল্কের সাড়ী পরিলেই চলিবে না ক্রেপ কিংবা জর্জ্জেট, এই ধরণের সহস্র চিন্তায় সুবর্ণ আকুল হইয়া পড়িল, অলক তাহাকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করিয়া ভালো বিপদেই ফেলিয়াছে!

অলক কিন্তু সুবর্ণ আসিবার অনেক আগেই নিউম্যানের সামনে দাঁড়াইয়াছিল, বাদামী রঙের সুটে তাহার পাত্‌লা চেহারাটি বিশেষ স্মার্ট দেখাইতেছে, সুবর্ণর সাড়িখানির সহিত অলকের সুটের আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে। অলক সেদিন যে সাড়িখানির প্রশংসা করিয়া আসিয়াছিল, সুবর্ণ অচেতন মুহূর্ত্তে নিজের অজ্ঞাতসারে আজ তাহাই পরিয়া আসিয়াছে।

অলককে দেখিয়া সুবর্ণর মুখখানি প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া গেল। অলক বলিল—চলুন, একটা ভাল টেবিল দেখে বসা যাক্—

সুবর্ণ নীরবে তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। সেই দ্বিপ্রহরে হোটেলের এই কক্ষটি অজস্র লোকের ভীড়ে ভরিয়া গিয়াছে, কত সাহেব, মেম, তাহার মধ্যে দেশী-সাহেব মেমের সংখ্যাও বড় নগণ্য নয়। এতগুলি প্রাণীর ভদ্রতাসূচক চাপা গুঞ্জনে সেই প্রশস্ত কক্ষটি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই জনারণ্যের মধ্যে সুবর্ণ দিশেহারা হইয়া পড়িল। অলকের এই হোটেল অতি পরিচিত, হুকুম শুনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাহার পরিচিত বয় ছুটিয়া আসিল, সুবর্ণর মনে পড়িল জহরের সঙ্গে কতবার হোটেলে গিয়া পনের মিনিট 'বয়'-এর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইয়াছে। বিস্ময়াহত-দৃষ্টিতে সুবর্ণ টেবিলের পর টেবিল অতিক্রম করিয়া গেল। সুবর্ণ ভাবিয়া পায় না ইহারা অকারণ এত চীৎকার করিয়া কথা কয় কেন, আর সকলকে ইহারা বধির স্থির করিয়াছে নাকি!

একটু অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন টেবিল পছন্দ করিয়া উভয়ে বসিয়া পড়িল, তারপর অলক কহিল—এই সাড়িটায় কিন্তু আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে, সত্যি আমি ভাব্‌তেই পারিনি যে আপনি এটা আজ পরবেন। তারপর সে এ কথার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া টেবিল হইতে একখানি বৃহৎ শাদা কার্ড তুলিয়া লইল; সুবর্ণর সামনেও একখানি তদনুরূপ কার্ড ছিল, সুবর্ণ অন্যমনস্কভাবে সেইটি দেখিতে লাগিল।

অলক কার্ডখানি কিছুক্ষণ দেখিয়া বলিল—Are you going to choose your lunch, or am I?

সুবর্ণ হঠাৎ বলিয়া উঠিল—I'll choose, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া কহিল—আপনিই ঠিক করুন না, এর আবার পছন্দ অপছন্দ কি!

অলক খুসী হইয়া কহিল—থ্যাঙ্ক্‌স্, আমার যা পছন্দ অপরের সেই পছন্দ হলেই আমার ভালো লাগে, নয় ত' মনে করুন আপনার ডিস্‌টা এমন লোভনীয় হতে পারে, যাতে ভদ্রতার খাতিরে কিছু না বল্লেও আমি চঞ্চল হয়ে উঠ্‌তে পারি।

সুবর্ণ অলকের এই রসিকতায় হাসিয়া উঠিল। অপেক্ষারত ওয়েটারকে হুকুম দিয়া অলক নিশ্চিন্তভাবে একটি সিগারেট্ ধরাইল, তারপর সুবর্ণর মুখের দিকে সহাস্যে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—আপনাকে এই লাঞ্চে ডেকেছি কেন জানেন?

সুবর্ণ মাথা নাড়িয়া জানাইল যে এ রহস্যের অর্থ তাহার জানা নাই।

অলক তাহার হাসি থামাইয়া গম্ভীর মুখে বলিল—আপনাকে আজ নিমন্ত্রণ করার একমাত্র কারণ এই যে আপনার সঙ্গে আমার একটি ঝগড়া আছে, দারুণ ঝগড়া—

সুবর্ণ বিস্মিত-দৃষ্টিতে অলকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; একথার কোনো জবাব দিল না।

অলকের মস্তিস্কের সুস্থতা সম্পর্কে তাহার বিশেষ সন্দেহ হইল, হয় লোকটি পাগল নয় ত' বদমায়েস, এই কথাই তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল! অথচ টেবিলের উপর সম্ভপরিবেশিত খাদ্যের আকর্ষণও বড় কম নয়, কিন্তু অলক কি অস্ত্রের সাহায্যে এই বিচিত্র খাদ্যটি উদরস্থ করিবে তাহা না দেখিয়া সুবর্ণ আরম্ভও করিতে পারে না। অলক যেন সহসা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে, সুবর্ণকে রাগাইবার জন্যই হয়ত এ তাহার একটা নূতন ফন্দী। তবে স্মোক্‌ড্‌ স্যামনের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া সুবর্ণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল।

আহারের অবসরে সুবর্ণ অলকের কৌতুহলী চোখের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই সেই প্রশস্ত হলটির চারিদিক দেখিতে লাগিল। বসিবার বন্দোবস্ত প্রথমটা তাহার তেমন ভালো লাগে নাই, এখন কিন্তু মনে হইল ইহাই ভালো, সারা কক্ষটি এই জায়গাটি হইতে বেশ ভালোই দেখা চলে। কি আশ্চর্য্য সব মানুষ! বিচিত্র পরিচ্ছদ, বিভিন্ন ভঙ্গী, কাহারও কণ্ঠের মুক্তার মালা দেখিয়া চমকিত হইতে হয়, অথচ সম্পূর্ণ জিনিষটাই হয়ত ঝুটা। একটি কুৎসিৎ-দর্শনা প্রৌঢ়া-রমণীর হাতে এক ফ্যাসনেবল্‌ তরুণ অবলীলাক্রমে চুম্বন করিয়া বসিল। আহা অমন চমৎকার মেয়েটি ওই মোটা ভদ্রলোকটির স্ত্রী নাকি!

এমনই অবান্তর চিন্তা-প্রবাহে সুবর্ণ গা ভাসাইয়া দিয়াছে, এমন সময় অলক সহসা বলিয়া উঠিল, কি এত ভাব্‌ছেন বলুন ত'? আমি কিন্তু বলতে পারি—

সুবর্ণ সচকিত হইয়া কহিল—বেশত' বলুন না?

অলক একটু হাসিয়া বলিল—আপনার মার কথা ভাব্‌ছেন, মনে কর্‌ছেন কোনটি আপনার মা হ'তে পারেন, কেমন তাই ত'?

সুবর্ণ তৎক্ষণাৎ দৃঢ়-কণ্ঠে বলিল—কখনই না, মিছিমিছি একথা ভাব্‌তে যাব কেন—সে হয়ত আরো কিছু বলিত, কিন্তু সে এই মাত্র স্থির করিয়াছে যে ইহার সহিত ঝগড়া করিবে না, তাই চুপ করিয়া গেল।

অলক বলিল—সেই কথাই ভাবা স্বাভাবিক, তিনি হয়ত এখানে মাঝে মাঝে আসেন।

সুবর্ণ বলিল—আপনি তাঁকে চেনেন নাকি? তাঁর সঙ্গে দেখা করার কিন্তু আমার মোটেই ইচ্ছে নেই।

মাথাটি অলসভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া অলক ধীরভাবে বলিল—আমার ওপর নিশ্চয়ই আপনার রাগ হচ্ছে, আমি বড় বিরক্ত করি, না?—

সুবর্ণ বলিল—আপনার প্রশ্নের কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

চিত্রায়

নব আনন্দ-নৈবেদ্যের আগতপ্রায় সম্ভার

নিউ থিয়েটার্সে'র স্মরণীয় নিবেদন

পরাজয়

পরিচালক ঃ

ছন্দহীন জীবনের অনির্দ্দেশ যাত্রা-পথে যাহাদের পরিচয়, জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কে তাহাদেরই স্বপ্ন-জীবনের চরম পরিণতি আপনার অন্তরে নূতন আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিবে।

পরাজয়

ভূমিকায়: কানন, ভানু, অমর মল্লিক, শৈলেন, ইন্দু, বীরেন, জীবেন, জ্যোতি, বোকেন, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি ॥

চিত্রা

ফোন: বি, বি, ১১৩৩

চিত্র-শিল্পের চরমোৎকর্ষক

নিউ থিয়েটার্সে'র নূতন কথা-চিত্র

জীবন-মরণ

জীবনের অগ্নি-পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ প্রথম প্রেমের সার্থক চিত্র।

২১ সপ্তাহ চলিতেছে।

——শিবরাত্রি প্রোগ্রাম——

৭ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার, রাত্রি ৯া৹টা হইতে সমগ্র রজনী

নিউ থিয়েটার্সে'র ৪খানি শ্রেষ্ঠ চিত্র

১। দিদি
২। বড়দিদি
৩। মাসতুতো ভাই
৪। বিদ্যাপতি

প্রবেশ মূল্য—২।৹, ১৷৹ ও ৷৴৹

মহিলা আসন— ২।৹ ও ১৷৹

নিউ সিনেমা

ধর্ম্মতলা: ফোন: কলি, ৫৮১৯

শনিবার, ২রা মার্চ্চ হইতে আরম্ভ

নিউ থিয়েটার্সে'র নূতন হিন্দি-চিত্র

জওয়ানী-কী-রীত

পরিচালক: হেমচন্দ্র চন্দ্র

ভূমিকায়:

কানন, নাজাম, জগদীশ, নেমো প্রভৃতি

——শিবরাত্রি প্রোগ্রাম——

৭ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯া৹টা হইতে সমগ্র রজনী

নিউ থিয়েটার্সে'র ৪খানি শ্রেষ্ঠ হিন্দি-চিত্র

১। দেবদাস (হিন্দি)
২। প্রেসিডেণ্ট
৩। ইহুদি-কী-লেড়কী
৪। দুলারী বিবি

প্রবেশ মূল্য—৷৴৹, ১৷৹, ১।৹, ২।৹ ও ৩।৹

মহিলা আসন—১৷৹ মাত্র

বক্স (৩ জনের)—১৲ মাত্র

অলক হাসিয়া বলিল—ঠিক বলেছেন, কিন্তু এই বাজে কথা থামাতে হলে কথা আপনাকেই কইতে হয়, আপনি যে নীরব। আপনিও ত' জিজ্ঞেস্ করতে পারেন আমরা ক'টি ভাই, কি খাই আমরা, কি করি ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকমের প্রশ্ন হতে পারে ?

ম্লান হাসিয়া সুবর্ণ বলিল—একটা কথা জিজ্ঞেস্ করবার আছে—

উৎসাহিত হইয়া অলক বলিল—বেশত', কি জান্‌বার আছে বলুন !

সুবর্ণ শান্ত-কণ্ঠে কহিল—কতদিন লোকনাথবাবুর ছেলে মেয়েদের কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো মনে করেছি, কিন্তু সুযোগ হয় নি—

হতাশ হইয়া অলক বলিল—এই কথা! আমি ভেবেছিলাম বুঝি আমার কথাই কিছু জিজ্ঞেস করবেন। তা লোকনাথবাবুর ছেলেমেয়েদের কথা কিই বা বলি! হয়ত লাইবেল্ হয়ে পড়বে, তাঁরা বড়লোক, অনেক কিছুই জানেন, সব কিছু বোঝেন, বড়লোকদের যা করা উচিত তাই তাঁদের করণীয়, এক কথায় যেন নোয়েল কাওয়ার্ডের নাটকের এক একটি চরিত্র সংসারে অবতীর্ণ হয়েছেন—

সুবর্ণ প্রশ্ন করিল—কিসের চরিত্র ?

এ প্রশ্নে অলক সুবর্ণর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকাইল, তারপর কহিল, কি বল্লেন? কেন আপনি নোয়েল কাওয়ার্ড-এর নাম শোনেন নি ?

সুবর্ণ তাচ্ছিল্যভরে কহিল—নিশ্চয়ই শুনেছি, Cavalcade-এর লেখক ত'? ভারী চমৎকার ফিল্ম্ কিন্তু—

অলক সজোরে হাসিয়া উঠিল। সুবর্ণর দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—You really are a pearl !

এই বলিয়া অলক গম্ভীরভাবে আহারে মনোনিবেশ করিল। ইতিমধ্যে কফি আসিয়া পড়িল বলিয়া অলক মুখ তুলিল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সুবর্ণর মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে কহিল, আপনাকে একটা গোপন কথা বলা হয়নি—Some day, some time, I'm going to ask you to marry me.

সুবর্ণ স্তব্ধভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিস্ময়ের ঘোর যেন আর কাটে না, তারপর কহিল—কি বল্লেন ?

অলক লঘুভাবে বলিল—আর কেন ছলনা করছেন, আপনি ত' স্বকর্ণেই শুনেছেন কি বলেছি। আর একটি গোপন কথা এই সঙ্গে বলি, যেদিন এ প্রস্তাব আপনার কাছে করবো, সেদিন আপনি গম্ভীর কণ্ঠে বলবেন—'নো' !

সুবর্ণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল—সেটা তবু সম্ভব।

অলক হাসিয়া বলিল—শুধু সম্ভব, It's a certainty, তবে আপনি 'না' বল্লেই আমি খুসী হব। এ প্রস্তাব কি আগে কেউ করেছে ?

সুবর্ণ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—টাকা পাবার আগে কেউ বলেন নি।

অলক একথার কোনো উত্তর করিল না—ফুলদানি হইতে একটি ফুল তুলিয়া সুবর্ণর হাতে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল—পাগলামী কোরো না সুবর্ণ, অর্থ আমারও আছে। তোমাদের টাকায় আমার লোভ নেই, তবে তোমার ওপর আমার লোভ আছে, এই কথাটা স্পষ্ট করে জানাবো বলেই তোমাকে আজ ডেকেছি—

নিষ্প্রাণ-কণ্ঠে সুবর্ণ বলিল—আমাকে অপমান করবার জন্যই ডেকেছেন বুঝেছি, এখানে আপনার যা খুসী তা বলে যান, আমার বল্‌বার কিছুই নেই।

অলক মৃদু-কণ্ঠে কহিল—ছি, বেশী চেঁচিও না সুবর্ণ, এই দেখো ও টেবিল থেকে ভদ্রমহিলা তোমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন, ভাবছেন উনি যদি তোমার মত সুন্দরী হতেন! কিন্তু তা যে হয় না, ওঁর গলাটি ছোট···তারপর দেখ কোণের টেবিল থেকে ভদ্রলোকরা সমানে তোমার দিকেই চেয়ে রয়েছেন—

সুবর্ণ অনেক আগেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছে, সে কিছুই বলিল না।

অলক বলিল—ওঁরা কি ভাবছেন তাও আমি জানি, কিন্তু সে কথা যাক্, এ ঘরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ আমার সাম্‌নে বসে—

সুবর্ণ বলিল—সে ত্রুটী আমার অনিচ্ছাকৃত—

—না, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না, হোপ্‌লেশ, একটুতেই তুমি রেগে যাও—

পারিপার্শ্বিক আকর্ষণ ভুলিয়া সুবর্ণ প্রখর ভঙ্গীতে বলিল—আপনি নিজেকে খুব ক্লেভার মনে করেন, না? আপনি যদি মনে করে থাকেন এখানে যাঁদের দেখ্‌ছেন তাঁদের নিয়েই পৃথিবী, তাহলে বড়ই ভুল করেছেন, পৃথিবী আরো বড়।

অলক বলিল—Splendid! চমৎকার! তবে যাহোক একটা মানুষের মতো কথা হোল এতক্ষণে।

এতক্ষণে সুবর্ণর মনে হইল আজিকার ব্যাপারে সে অতিথি মাত্র। হোষ্টের যতই ত্রুটী থাক্ তাহা ক্ষমার্হ। তাই সুবর্ণ শান্ত হইয়া রহিল।

সুবর্ণ মৃদুকণ্ঠে কহিল—এক্‌স্‌কিউজ্ মি, আমার-ই-দোষ হয়েছে !

অলক হাসিয়া বলিল—দোষ কিছুই হয়নি, তবে ক্ষমা করতে পারি একটি সর্ত্তে—

সুবর্ণ ভীরুভাবে কহিল—সর্ত্তটি কি ?

অলক গম্ভীরভাবে কহিল—আপনি-বর্জ্জন এবং অধমের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুকূল মনোভাব—

মেঘ কাটিয়া গেল, সুবর্ণ এতক্ষণে আবার হাসিল।

(ক্রমশঃ)

খেলার মাঠে

~বভ্রুবাহন~

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা' কবি রঙ্গলাল কতদিন আগে বলে গিয়েছিলেন, আজ আমাদের চারধারে ভাঙনের প্রবল মাতন চলেছে, খেলার মাঠেও তার ঢেউ এসে পৌছেছিল—বি, এফ, এ ও আই, এফ, এ-তে ভাঙন। কারণটা সবই দীপালীর পাঠকরা পড়েছেন। এবার ফুটবলের ভাঙনটা বোধ হয় জোড়া লাগবে, দু'দলেই দেখছেন সুবিধা হচ্ছে না, নিজেদের মধ্যে প্রাধান্য নিয়ে হাতাহাতি করে লাভ ত' কিছু হচ্ছে না, উল্টে লোক হাসছে। তাই আই, এফ, এ-র প্রেসিডেণ্ট নিকলস্ সাহেব ও বি, এফ, এ-র প্রেসিডেণ্ট শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় একত্র মিলিত হয়ে নিজেদের গোলমাল মেটাতে আলোচনা করেছেন, ফলেন পরিচীয়তে।

*

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা যে বোম্বাইতে হবে তা দীপালীর পাঠক-পাঠিকারা আগেই পড়েছেন। বাংলা দেশ থেকে চিরাচরিত রীতিমত একটা দলও খেলতে গেছে। কিন্তু দলে বাঙালী একজনও নেই, বাঙালীরা এখনও হয়ত ভাল করে হকি খেলতে শেখেনি তাই আজ বাংলা দেশের পয়সায় একদল অবাঙালী চলেছে বোম্বায়ে বাংলাদেশের নাম ডোবাতে বা ওঠাতে ভগবানই জানেন। কখন আমাদের এ বিষয়ে চোখ খুলবে জানি না। এখন মনে হয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সেই উক্তি। বাঙালী বড় আত্মবিস্মৃত জাতি!

*

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি খেলা সুরু হয়ে গেছে, বোম্বাই রাজপুতানাকে ৮—০ গোলে হারিয়েছে। দিল্লী মহাশূরকে হারিয়ে দিয়েছে। আগামী ২৯শে ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজের সঙ্গে বাংলাদেশকে খেলতে হবে।

*

প্রথম ডিভিসন হকি লীগের খেলায় ই, বি, আর ২—০ গোলে কাষ্টমস্‌কে হারিয়েছে। কাষ্টমস্ এই দ্বিতীয়বার হারলো, ই, বি, আর দলের প্রত্যেক খেলোয়ার প্রাণ দিয়ে খেলেছেন। গোল দু'টো দিয়েছেন জব্বর ও জেকব।

*

বোম্বাই যাবার খরচ তোলার জন্য একটা খেলার বন্দোবস্ত হয়েছিল বাংলা দল ও রেঞ্জদলের মধ্যে। দর্শক সমাগম যা হয়েছিল, তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বাংলা দল রেঞ্জদলকে ৫—১ গোলে হারিয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত বাংলা দল ভাল খেলেছে।

*

মোহনবাগান কাষ্টমসের কাছে ৩—১ গোলে হেরেছে, কাষ্টমস্‌দল খুব সুন্দর খেলেছেন, মোহনবাগানের ফরোয়ার্ড দল বিশেষত খাঁ ও দেব অনেক অব্যর্থ গোলের সুযোগ নষ্ট করেন।

*

দু'দলই খুব জোর খেলার দরুণ মিলিটারী মেডিকেল ও মহমেডান দল ২—২ গোলে খেলা সমান সমান ভাবে শেষ করেছে।

*

রঞ্জী ট্রফির ফাইনালে মহারাষ্ট্র যুক্তপ্রদেশকে ১০ উইকেটে হারিয়ে এবার আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান হ'লো। যুক্তপ্রদেশ প্রথম খেলতে সুরু ক'রে ২৩৭ রাণ করে। মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংসে করে ৫৮১ রাণ—ভাণ্ডারকরের ১৩২ রাণ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ইনিংসে যুক্তপ্রদেশ তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে মহারাষ্ট্রকে হারাতে। যুক্তপ্রদেশের ক্যাপ্টেন পালিয়া প্রাণপণে খেলে ২১৬ রাণ করেন, তাদের মোট রাণ হয়েছিল ৩৫৫। মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় ইনিংসে কেউ আউট না হয়ে ১২ রাণ করাতে, তারা ১০ উইকেটে জয়ী ঘোষিত হয়। একমাত্র পালিয়ার জন্য যুক্তপ্রদেশ এক ইনিংসে হারার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে।

নিউথিয়েটার্সের
নিবেদন

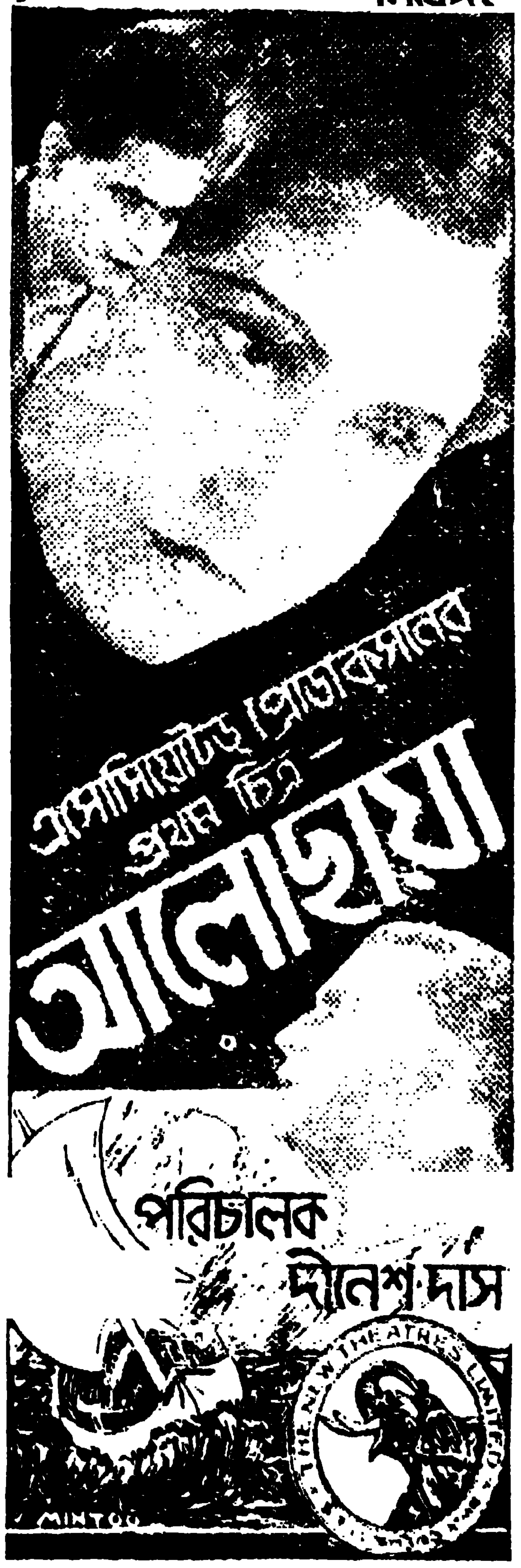

মুক্তি
প্রতীক্ষায়!

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

নিউ সিনেমায় "জোয়ানী-কী-রীত"

নিউ থিয়েটার্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন হেমচন্দ্র চন্দ্র। শ্রেষ্ঠাংশে কানন, নাজাম, নেমো, জগদীশ, নন্দকিশোর, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। নিউ সিনেমায় এই শনিবার মুক্তিলাভ করিবে।

গত সোমবার এক অপ্রকাশ্য প্রদর্শনীতে "জোয়ানী-কী-রীত" আমরা দেখিয়া আসিয়াছি।

ভোলানাথ একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার, তিনি তাঁহার পুত্র দিলীপকেও ব্যারিষ্টারী পড়াইতে চাহিলেন—এই লইয়া পিতার সঙ্গে পুত্রের দ্বন্দ্ব বাধিল, ফলে দিলীপ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ভোলানাথের এক ডাক্তার-বন্ধু জগবন্ধুর পরামর্শে তিনি একটি দরিদ্র বালিকাকে পোষ্য রূপে গ্রহণ করিলেন। পুত্রের নিকট তিনি যেরূপ কঠোর ছিলেন, এই পালিতা কন্যা অনীতার নিকট নিজের হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া স্নেহ-ধারায় তাহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। অনীতা যাহা চাহে তাহাই পায়, কোনো আবদারই অপূর্ণ রহিল না। পরে দৈবক্রমে উভয়ের অজ্ঞাতে অনীতার সঙ্গেই দিলীপ প্রেমে পড়িল এবং বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া তাহাদের মিলন হইল, তবে ভোলানাথ আর এ জীবনে তাহাদের মিলন দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

গল্পটির বিন্যাসের মধ্যে অভিনবত্ব থাকিলেও বস্তু খুবই সামান্য এবং তাহা অনাবশ্যক ভাবে টানিয়া দীর্ঘ করা হইয়াছে। ভোলানাথের চরিত্রটির সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য এবং 'স্মার্ট সেটে'র কার্য্য-কলাপ দেখানোর জন্য যে সব দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে, সে দৃশ্যগুলিতে যদিও পরিচালক মহাশয় যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তবুও সেগুলির মধ্যে কাটছাট করিলে ছবির আকর্ষণী-শক্তি আরও বাড়িত বলিয়া মনে হয়। হাস্যরসাত্মক স্থানগুলি পরিচালক মহাশয় অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত পরিচালনা করিয়াছেন।

অভিনয়ের মধ্যে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে ভোলানাথের অংশে নেমোর অভিনয়। পুত্রশোকাতুর পিতার স্নেহার্ত্ত হৃদয় তিনি চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাজাম 'দিলীপের' ভূমিকায় মনোজ্ঞ অভিনয় করিয়াছেন, এরূপ সহজ স্বচ্ছন্দ অভিনয় বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে আর তিনি কখনও করেন নাই। কাননবালার 'অনীতা' সুঅভিনীত সন্দেহ নাই, তবে তাঁহার গানগুলির দু'খানি ছাড়া বাকীগুলি অন্তর স্পর্শ করে না। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে নন্দকিশোর (মলক), বিক্রম কাপুর (মিঃ চক্রবর্ত্তী) ও বৈদ (নীলকণ্ঠ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'স্মার্ট সেটে'র মেম্বাররাও চিত্তাকর্ষক অভিনয় করিয়াছেন।

আলোক-চিত্র, শব্দ-নিয়ন্ত্রণ ও নেপথ্য-সঙ্গীত নিউ থিয়েটার্সের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। স্থান-সমাবেশ ও দৃশ্য-সংস্থান প্রশংসনীয়।

মোটের উপর ছবিখানিতে entertainment আছে প্রচুর এবং দর্শকরা "জোয়ান-কী-রীত" যে খুবই উপভোগ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা তরুণ পরিচালক হেমচন্দ্রকে এজন্য অভিনন্দন জানাই।

কলিকাতায় মণিপুরী নৃত্য

নৃত্য-রসিকরা শুনিয়া সুখী হইবেন যে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ মহাশয় মণিপুরের রাজধানী ইম্ফাল হইতে একদল মণিপুরী নৃত্য-শিল্পী আনয়ন করিয়াছেন। এই দলে প্রায় ২০জন নৃত্য-শিল্পী আছেন। মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি এম্পায়ার থিয়েটারে মণিপুরী নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের অপূর্ব্ব নৃত্যকলা প্রদর্শিত হইবে। কলিকাতায় শো দেবার পর ভারতের প্রায় সকল স্থানেই নৃত্য-প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে, যথা পাটনা, বেনারস, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র, দিল্লী, লাহোর, জয়পুর, আজমীঢ়, আমেদাবাদ, বরোদা, সুরাট, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি। জগদ্বরেণ্য নৃত্য-শিল্পী উদয়শঙ্কর এই মণিপুরী নাচ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মতে মণিপুরী নৃত্য যেন একটি স্বপ্নের মায়াজাল।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

পরিচালক অমর মল্লিক মহাশয় তাঁহার "অভিনেত্রীকে" লইয়া ব্যস্ত। মঞ্চের নর-নারীই হইল এই নাটকের প্রধান কুশীলব। দুইটি থিয়েটার—রুবী ও বীণা থিয়েটারের মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই চিত্রে মঞ্চের যে সমস্যার সমাধান হইবে আশা করা যায়, তাহা আমাদের ষ্টেজের কর্ত্তৃপক্ষরাও সাদরে গ্রহণ করিবেন।

পরিচালক ফণী মজুমদার "ডাক্তারের" জন্য নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে তাঁহার ইউনিট লইয়া গিয়া সেখানে শূটিং করিতেছেন। পঙ্কজ মল্লিকের নিকট এ ছবিতে গান বড় বেশী শোনা যাইবে না—কারণ রোগী এবং ঔষধপত্র ঠিক করিতেই তাঁহার সময় চলিয়া যাইতেছে।

"জিন্দগী" ও "পরাজয়" মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশানস লিঃ

ইঁহাদের "আলো-ছায়া" (বাংলা) ও "আঁধি" (হিন্দী) মুক্তি প্রতীক্ষায়।

চিত্রা

"জীবন-মরণ" এখানে ২১শ সপ্তাহে পড়িল। পাঁচমাস ধরিয়া ছবিখানি এখানে চলিতেছে তবুও দর্শক-সমাগম এখনও কমে নাই। আগামী বৃহস্পতিবার শিবরাত্রির প্রোগ্রাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে, "দিদি", "বড়দিদি", "বিদ্যাপতি" ও "মাসতুতো ভাই"। সব কয়খানিই ভাল ছবি।

নানাকথা

নিউ সিনেমা

এখানে শিবরাত্রির জন্য প্রোগ্রাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে এইরূপ—"দেবদাস", (হিন্দী) "প্রেসিডেণ্ট", "ইহুদী-কী লেড়কী" ও "দুলারী বিবি"।

সংবাদিকা

নিউ থিয়েটার্সের সুবিখ্যাতা চিত্রনটী শ্রীমতী যমুনা একখানি ছবির জন্য ফিল্ম কর্পোরেশনে যোগদান করিয়াছেন। সেখানে তিনি রামদারিয়ানী পরিচালিত "হিন্দুস্থান হামারা" ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় কারবেন।

*

কালী ফিল্মসে নরেশ মিত্র মহাশয় শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত "বাংলার মেয়ে" তুলিতেছেন।

*

মতিমহল থিয়েটার্স এইবার একখানি সামাজিক ছবি তুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। পরিচালনা করিবেন ফণী বর্ম্মা।

*

পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী শ্রীভারত-লক্ষ্মী পিক্‌চার্সে "অবতার" তৈরী করিতেছেন। ইহাতে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, ভূমেন রায় প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন।

*

পরিচালক প্রফুল্ল রায় উপরোক্ত ষ্টুডিওতে "ঠিকাদারে"র ঠিকমত লোকেশন ঠিক করিতেছেন।

*

ষ্টার থিয়েটার শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত প্রণীত "সতী তুলসী" নামক একখানি নাটক মঞ্চস্থ করিবার আয়োজনে ব্যস্ত।

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বশীকরণ কবচ

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।

অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত **শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক**

৪নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)

বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

রাণী রাসমণির স্মৃতি-উৎসব

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ৬॥ ঘটিকায় এলবার্ট হলে পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণির সপ্ত-সপ্ততিতম বাৎসরিক স্মৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্বনামধন্যা ঔপন্যাসিকা শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী এই সভায় পৌরহিত্য করেন।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিদ্যালয়

গত রবিবার অপরাহ্ন ৫॥ ঘটিকায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে উক্ত বিদ্যালয়ের নবম বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ-উৎসব সম্পন্ন হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কুমার জগদীশ চন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া)।

দি বেঙ্গল কুস্তি প্রতিযোগিতা

গত রবিবার সিমলা ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে তাঁহাদের প্রাঙ্গনে পঞ্চম বার্ষিক এ্যামেচার বেঙ্গল কুস্তি প্রতিযোগিতা সুরু হইয়া গিয়াছে। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে সভাপতিত্ব করেন মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জী (কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ-এক্‌জিকিউ-টিভ অফিসার) ও উদ্বোধন করেন শ্রীসুরেশ চন্দ্র মজুমদার।

নিশিকান্ত ইনষ্টিটিউট

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ১৭নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট, গঙ্গাপ্রসাদ ভবনে সারস্বত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বার-অ্যাট্-ল' প্রধান অতিথি হন। তাঁহাদের অভিভাষণগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতারিত

জন্ম [illegible] শান্তি

দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ

১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ

মূল্য, যথা— ১॥০, ২॥০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।

ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া

পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

ইণ্ডিয়ান ফিল্ম গোয়ার্স এসোসিয়েশন

মার্চ্চের শেষ সপ্তাহে এই এসোসিয়েশনের প্রথম অধিবেশন হইবে। ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে শ্রীপরিমল গোস্বামী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে লিখিত একটি নাটকের অভিনয় হইবে এবং প্রযোজনা করিবেন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভদ্র। এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেতা, চিত্রাভিনেত্রী ও গল্পলেখককে তিনখানি পদক প্রদান করা হইবে।

জি, কে, ক্লাবের টি-পার্টি

গত রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় এই ক্লাবের উদ্যোগে ৭৫।১সি বীডন ষ্ট্রীটে একটি মনোরম টী-পার্টি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথমেই ক্লাবের সভাপতি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করেন। সবশেষে শ্রীবুদ্ধগোপাল বসু, শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ ঘোষ ও লক্ষ্মীকান্ত মল্লিককে তাঁহাদের চমৎকার বন্দোবস্তের জন্য ধন্যবাদ দেন এবং তিনি প্রস্তাব করেন যে প্রতি বৎসরই যাহাতে এইরূপ টী-পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, (কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন), শ্রীঅরুণ ঘোষ, ডি, ডি, শর্ম্মা, থিটা বিটা ক্লাব, বি, টি, টি, এ, স্যাটার্ণ ক্লাব, এফ, সি, সি, সান্ধ্য-সমিতি, ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন, আই, বি, এ, প্রভৃতির সেক্রেটারীগণ, শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ, মিঃ বি, কে, ঘোষ, ডাঃ এচ, এন, বোস, শ্রীসত্যবিনয় মল্লিক, মিঃ বি, এন, পাল, ডাঃ পরিতোষ দে, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দীপালী) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ক্লাবের সঙ্গীত পরিচালক শ্রীগুণকান্তি মিত্র বি, এল তাঁহার সুললিত গানে সকলকে প্রীত করেন।

বাণী সঙ্গীত-সঙ্ঘ

গত রবিবার, ৫ই ফাল্গুন, সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলিকাতার সঙ্গীত বিদ্যালয় "বাণী সঙ্গীত-

সঙ্ঘের" ছাত্রীগণের উদ্যোগে উক্ত বিদ্যালয়-প্রাঙ্গনে সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে একটী বিচিত্র অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক সমবেত যন্ত্র-সঙ্গীত—বিশেষরূপে কুমারী গীতা মিত্রের তার সানাই, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। মহিলাদের মধ্যে কুমারী গীতাই সর্ব্বপ্রথম তার সানাই বাজাইলেন। ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক অভিনীত "বসন্ত লীলা" নামক নৃত্য-নাট্য ও অন্যান্য নৃত্যগীতাদিও বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। নৃত্যে কুমারী নন্দিতা রায় ও স্মৃতি সেনের "নৃত্যছন্দ"—কুমারী লোলা ট্রেণীর "মালবিকা", —কুমারী সবিতা চ্যাটার্জ্জির "কালীয় দমন", কুমারী তপতী সেন ও অলকা সেনের "রাধা-কৃষ্ণ", কুমারী দুলালী নাইডুর "বসন্ত", কুমারী আরতি দাশগুপ্তার "মদন", গানে—কুমারী অনিমা দাসগুপ্তার "ভজন", কুমারী সুপ্রীতি মজুমদারের "আধুনিক বাংলা", কুমারী মনিভা গাঙ্গুলীর "খেয়াল" খুবই ভাল হইয়াছিল। নাটোরের মহারাজা, গৌরীপুরের (আসাম) রাজা, গোবরডাঙ্গার জমিদার ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার

সুপ্রসিদ্ধ যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার বিগত ১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী জলপাইগুড়িতে বাংলার গভর্ণর স্যার জন আর্থার হার্ভার্ট ও লেডী মেরী হার্ভার্টের প্রীতি-ভোজে তাঁহার বহু প্রশংসিত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকাশ যে, সপারিষদ লাট সাহেব শ্রীযুক্ত সরকারের যাদুবিদ্যা দর্শনে উভয় দিনেই যথেষ্ট বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় শিউড়ী কৃষী ও শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁহার যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এন, এস, এর জলসা

উত্তর কলিকাতায় এন, এস, এর সঙ্গীতের আসর গত পূর্ব্ব রবিবার সন্ধ্যায় ৮নং শান্তি ঘোষ ষ্ট্রীটে সুসম্পন্ন হইয়াছে। জলসায় বহু ভদ্রলোক ও নিম্নলিখিত গায়ক ও তবলা বাদক উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল, শ্রীধীরেন্দ্র নাথ ঘটক, গোলকনাথ পরীক্ষা, অনিল চন্দ্র সরকার, কালিপদ দে, অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী, হরিচরণ চৌধুরী, কুমারী কৃষ্ণভামিনী চক্রবর্ত্তী, কুমারী রমারাণী ঘোষ, অসিত কুমার মিত্র, ডমরু ভট্টাচার্য্য, বিশ্বনাথ সেন, অনন্ত চ্যাটার্জ্জী, রাসবিহারী দাস, নিরাপদ ব্যানার্জ্জী, সেতার-বাদক অজিত চক্রবর্ত্তী ও শৈলেন দাস।

ষ্টার সম্মিলন

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার, ষ্টার সম্মিলনের সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে দশম বার্ষিক শ্রীশ্রী৺বাণীর অর্চ্চনা হইয়া গিয়াছে। এই দিন সন্ধ্যায় একটী বিরাট জলসার আয়োজন হইয়াছিল। সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক শ্রীপ্রসাদদাস চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবসন্তকুমার খাঁড়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীগণকে ভূরিভোজনের দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

এই উপলক্ষ্যে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, সম্মিলনের সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রায় সহস্রাধিক দরিদ্র নারায়ণের সেবা করান হয়।

ফ্রি এমব্রয়ডারি প্রতিযোগিতা

এই প্রতিযোগিতায় ৭৫টী পুরস্কার দেওয়া হইবে। ১ম শ্রেণীর পুরস্কার ৩টী চালেঞ্জ শীল্ড, তৎসহ একটি করিয়া ফরগুড্ কাপ। ২য় শ্রেণীর পুরস্কার ৩টী চালেঞ্জ কাপ, তৎসহ একটি করিয়া কাপ। ৩য় শ্রেণীর পুরস্কার ১৪টী পদক এবং ৫৫টী সান্ত্বনা-সূচক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিশেষ বিবরণের জন্য
সেক্রেটারী
৪৬ আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা

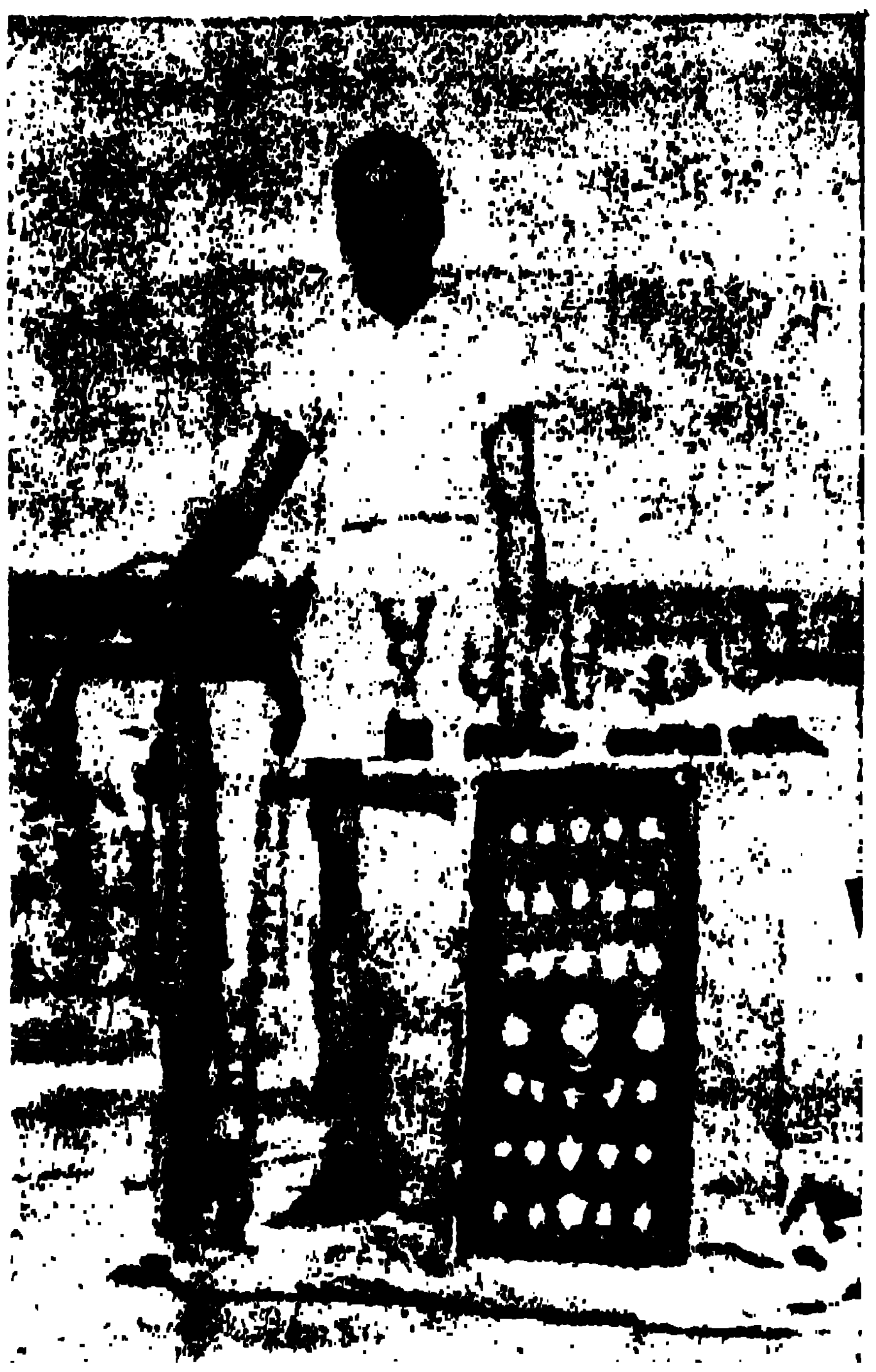

শ্রীরথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি ইণ্টার কলেজিয়েট ১৩ মাইল সাইকেল রেসে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি সিটি কলেজ হইতে এবার আই-এ পরীক্ষা দিতেছেন।

সান্ধ্য-মিলন-বীথি, শিবপুর

আগামী ৭ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সান্ধ্য-মিলন-বীথির পুরুষ এবং বালিকা সভ্যবৃন্দ শিবপুর পাব্লিক লাইব্রেরী-হলে (১৭৮নং, শিবপুর রোড, হাওড়া) "চক্রধারী", "সুদামা" ও "শিবরাত্রি" নাটক অভিনয় করিবেন। কুমারী সুলেখা ঘোষ, কুমারী কমলা মুখার্জ্জি, কুমারী সুকুমারী মুখার্জ্জি, কুমারী বিজনবালা মুখার্জ্জি, কুমারী দীপিকা গাঙ্গুলী, কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী মুখার্জ্জি, (সান্ধ্যমিলন বীথি ব্যালেট) প্রভৃতি সঙ্গীত ও নৃত্যের অংশ গ্রহণ করিবেন। নাট্য পরিচালনা করিবেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

কলেজ-ডি-সাইন

গত রবিবার উক্ত কলেজের ছাত্রগণ সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় কলেজ মঞ্চে "স্বয়ম্বরা" নাটকের অভিনয় করেন। অভিনয় মোটের উপর সকলেরই ভাল হইয়াছিল।

বিনামূল্যে
জীবনে সুখ ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও নারীর অবশ্য পাঠ্যপুস্তক

মিলন-মন্দির, কাশবা

গত শনিবার কাশবাস্থিত ৺জগদ্বন্ধু রায়ের বলবাড়ী কম্পাউণ্ডে উক্ত মন্দিরের সভ্যগণ কর্ত্তৃক "মন্ত্রশক্তি" নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

"হিন্দু-মুসলমান সমস্যা"

ফরিদপুর ইসলামীয়া লাইব্রেরীর উদ্যোগে "হিন্দু-মুসলমান সমস্যা"কে কেন্দ্র করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছে। ১ম পুরস্কার স্বর্ণ পদক ও ২য় পুরস্কার রৌপ্য পদক।

এই প্রতিযোগিতায় জাতিবর্ণধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে স্ত্রী পুরুষ সকলেই যোগদান করিতে পারিবেন। ফুলস্ক্যাপ কাগজে ২০ পৃষ্ঠার ভিতর উক্ত প্রবন্ধ শেষ করিতে হইবে এবং উহা ১০ই মার্চ্চের মধ্যে সম্পাদকের কাছে পৌছান চাই। ফরিদপুর কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক শ্রীসুকুমার সেনগুপ্ত ঐ সকল প্রবন্ধ পরীক্ষা করিবেন এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

বর্দ্ধমান রাজ কলেজে অভিনয়

৺শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার বর্দ্ধমান রাজ কলেজ প্রাঙ্গনে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক 'তটিনীর বিচার' অভিনীত হইয়াছিল।

'তটিনীর বিচারে' 'ডা: ভোসের' ভূমিকায় থাকহরি সরকার, 'বসন্তের' ভূমিকায় শক্তি প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তটিনীর' ভূমিকায় দীনবন্ধু ঘোষ ও 'ললিতার'

রেণুকা ফিল্ম্ স্-এর
"পুনর্মিলন"
শীঘ্র ঘটিবে!
প্রযোজক : হৃষিকেশ ব্যানার্জ্জি
পরিচালক : আলোক গাঙ্গুলী

ভূমিকায় দেবব্রত দাশগুপ্তের অভিনয় অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যান্য ভূমিকায় শৈলেশ (সিরাজুর রহমান) ও সমর (সুধীর ঘোষ) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাঁকুড়ায় নাট্যাভিনয়

গত ১লা ফাল্গুন, বুধবার ৺সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুলের ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের 'মাটীর ঘর' ও যামিনী করের 'আপ-টু-ডেট্' অভিনীত হয়।

ছাত্রদের সুব্যবস্থায় অভিনয় দেখায় কাহারও কোনো অসুবিধা ঘটে নাই।

অভিনয় সকলেরই ভাল হইয়াছিল। তন্মধ্যে "মাটীর ঘরে" সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (সত্যপ্রসন্ন), চিত্ত মুখোপাধ্যায়ের (অলক) সত্য বিশ্বাসের (ছন্দা) প্রমোদ সেনগুপ্তের (উৎপল) শেখর মিত্রের (কল্যাণ) খুবই ভাল হইয়াছিল। তদ্রূপ ভূমিকায় অমিয় মিত্র মন্দ করেন নাই।

'আপ-টু-ডেট্' নাটকে রামসদয় হালদার, নলিনী সেন ও মিসেস দাশগুপ্তার ভূমিকায় যথাক্রমে অমরশঙ্কর দে, সন্তোষ দাস ও নবদ্বীপ দাসের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা প্রশংসনীয়।

কটকে সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও কটক-রেলওয়ে কলোনিতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয়ের দ্বারা সরস্বতী-পূজা যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি পূজায় যোগ দিয়াছিলেন। পূজা দিবস ও তৎপর দিবস এক জলসার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কলিকাতার কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর যোগদানে অনুষ্ঠানটী প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীযুত রবীন্দ্র নাথ রায় (কলিকাতা) প্রথমে "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত দ্বারা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। কলিকাতা হইতে আগত মিস্ ইরা সরকার ও মিস্ বীথিকা বোসের আরতি ও কাজরী নৃত্য বিশেষ উপভোগ্য হয়। কটকের মিস্ দীপালী বোস্ (ডা: হরেন্দ্র-লাল বোসের কন্যা) ও সুনীতি রায়ের নৃত্য অতি সুন্দর হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে আগত শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্র নাথ রায়ের কণ্ঠ-সঙ্গীতে এবং শ্রীযুক্ত সুশীল সরকারের তার শানাই বাজনায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য:—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ, মিস্ সরকার, মিস গৌরী সান্যাল, মিস স্নেহলতা চৌধুরী, মিস নমিতা চৌধুরী, মিস মীরা চৌধুরী ও মিস চাটার্জ্জি। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন বাগচী, তাঁহার পিতার স্মৃতিকল্পে একটী কাপ্ ও তিনখানি রৌপ্য-পদক এবং তাঁহার কয়েক-জন বন্ধুর প্রদত্ত ১০টী রৌপ্য-পদক উপরোক্ত শিল্পীদের নৃত্য ও গীতের উৎকর্ষের জন্য বিতরণ করেন। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পাল মহাশয়ের প্রদত্ত ২ খানা রৌপ্য-পদক মিস্ দীপালী বোস ও মিস্ প্রতিমা সেন গুপ্তাকে দেওয়া হয়।

লাল কুঠী, সীলেট

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বুধবার, অপরাহ্নে "সিলেট টকীজ" "লালকুঠী" বড়লাটের যুদ্ধভাণ্ডারে সাহায্যার্থ এক "চ্যারিটি শো" উপলক্ষ্যে সস্ত্রীক আসামের শাসনকর্ত্তা স্যার রবার্ট রীড্ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। ৬-১৫ মিনিটের সময় মাননীয় লাট সাহেব সিনেমা গৃহে আসিলে পর, স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বনবীর লাল দাস তাঁহাদিগকে মাল্যদানে অভিনন্দিত করেন।

কলম্বিয়ার সুবিখ্যাত ছবি "You Can't Take It With You" এই উপলক্ষে প্রদর্শিত হয়।

এই অভিনয়ে মোট ৫৩৭৲ টাকার টিকিট বিক্রয় হয়। সমুদয় অর্থই উপরোক্ত "সাহায্য-ভাণ্ডারে" দানের উদ্দেশ্যে স্বত্বাধিকারিগণ মাননীয় লাট সাহেবের হস্তে দান করিয়াছেন।

পত্রলেখা

বসন্তের প্রাদুর্ভাব

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার এই পত্রখানি আপনার সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। এই সময় হইতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, এই জন্য শীতের শেষ ভাগে সকলেরই টীকা লওয়া একান্ত আবশ্যক। বসন্ত রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় টীকা লওয়া। যদি হেলথ্ কমিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ এ সময় হইতে টীকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে অনেকেই এই মারাত্মক ও সংক্রামক ব্যাধি হইতে নিস্তার পাইবেন। আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

ইতি—

বিনীত—

শ্রীপঞ্চানন সাধু

চুঁচুড়া

কলিকাতা কর্পোরেশন

নোটিশ

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) আইন (১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গলার ১১শ আইন) দ্বারা সংশোধিত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৩নং তালিকায় উল্লিখিত আগামী ষষ্ঠ মিউনিসিপ্যাল সাধারণ নির্ব্বাচনের সকল নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের (অর্থাৎ সাধারণ, মুসলমান, এংলো ইণ্ডিয়ান, শ্রমিক ও বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্রের) শেষ নির্ব্বাচক তালিকাগুলি রচনা করিয়া ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট তালিকায় উল্লিখিত বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে অফিস খোলা থাকার সময় উল্লিখিত প্রত্যেক নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নির্ব্বাচক তালিকার সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পরীক্ষা করিতে পারা যাইবে। সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের রেকর্ডস বিভাগে ঐ সকল নির্ব্বাচক তালিকার প্রতিলিপি বিক্রয়ের নিমিত্ত আছে।

বিশেষ নির্ব্বাচন-কেন্দ্র ব্যতীত প্রত্যেক ওয়ার্ডের যে কোন নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের নির্ব্বাচক তালিকার মূল্য ৩২ পৃষ্ঠার বা তাহার অধিক পৃষ্ঠার নির্ব্বাচক তালিকার জন্য এক টাকা হিসাবে, প্রত্যেক ১৬ পৃষ্ঠার অধিক কিন্তু ৩২ পৃষ্ঠার কম নির্ব্বাচক-তালিকার মূল্য ৮ আনা হিসাবে, ১৬ পৃষ্ঠা বা তাহার কম পৃষ্ঠার নির্ব্বাচক তালিকা ৪ আনা হিসাবে। এংলো ইণ্ডিয়ান ও শ্রমিক নির্ব্বাচক-কেন্দ্রের নির্ব্বাচক তালিকাগুলির পূর্ণ সেটের একত্র মূল্য যথাক্রমে ২ ও ৫ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতার সেণ্টাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে ইলেক্‌টোরাল রোল অফিসারের নিকট অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারা যাইবে।

জে, সি,

চীফ একজিকিউটিভ অফিসার,

কলিকাতা করর্পোরেশন

(রেজিষ্টারিং অথরিটি)

সেণ্টাল মিউনিসিপ্যাল অফিস

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪০

সংশ্লিষ্ট তালিকা

সাধারণ, মুসলমান, য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং শ্রমিক কেন্দ্রসমূহ

১নং ওয়ার্ড (শ্যামপুকুর) ১নং ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রকাশিত; শ্যামপুকুর পুলিসের থানা, বাগবাজার পোষ্টাফিস, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী। ২নং ওয়ার্ড (কুমারটুলি) ১নং ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রকাশিত; জোড়াবাগান পুলিসের থানা, হাটখোলা পোষ্টাফিস, য়ুনাইটেড রিডিং রুম। ৩নং ওয়ার্ড (বড়তলা)—১নং ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রকাশিত; বড়তলা পুলিসের থানা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সার চার্লস এলেন মার্কেট। ৪নং ওয়ার্ড (সুকিয়া ষ্ট্রীট)—১নং ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রকাশিত; আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পুলিসের থানা, রামমোহন লাইব্রেরী, মাণিকতলা পোষ্টাফিস। ৫নং ওয়ার্ড (জোড়াবাগান)—১নং ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রকাশিত; জোড়াবাগান পুলিসের থানা, পাথুরিয়াঘাটা পোষ্টাফিস, মহেশ্বরী পুস্তকালয়। ৬নং ওয়ার্ড (জোড়াসাঁকো)—১নং ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রকাশিত, জোড়াসাঁকো পুলিসের থানা, চৈতন্য লাইব্রেরী। ৭নং ওয়ার্ড (বড়বাজার)—২নং ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রকাশিত; বড়বাজার পুলিসের থানা, টিরেটাবাজার পোষ্টাফিস, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট আফিস, শ্রীবড়বাজার কুমারসভা লাইব্রেরী। ৮নং ওয়ার্ড (কলুটোলা)—২নং ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রকাশিত; জোড়াসাঁকো পুলিসের থানা, বৌবাজার পোষ্টাফিস, বড়বাজার লাইব্রেরী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট।

৯নং ওয়ার্ড (মুচিপাড়া)—২নং ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল আফিসে প্রকাশিত; মুচিপাড়া পুলিসের থানা, এলবার্ট ইনষ্টিটিউট এণ্ড রিডিং রুম, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি। ১০নং ওয়ার্ড (বৌবাজার)—২নং ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল আফিসে প্রকাশিত; সেণ্ট্রাল এভিনিউ পুলিসের থানা, পুলিস সেকসন এইচ, চিত্তরঞ্জন পরিষদ। ১১নং ওয়ার্ড—(পদ্মপুকুর)—২নং ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল আফিসে প্রকাশিত; মুচিপাড়া পুলিশের থানা, শাঁখারিটোলা পোষ্টাফিস, সরস্বতী ইনষ্টিটিউট। ১২নং ওয়ার্ড (ওয়াটার্লু ষ্ট্রীট)—২নং ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল আফিসে প্রকাশিত; সেণ্ট্রাল এভিনিউ পুলিসের থানা, পুলিস সেক্‌শন্ জি, এস্‌প্লানেড পোষ্টাফিস, জোড়াসাঁকো পুলিসের থানা, টাউন হল। ১৩নং ওয়ার্ড

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দীপালি

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ৭ই মার্চ্চ ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ২৩শে ফাল্গুন ১৩৪৬ [১০ম সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লাট ষ্ট্রীট

চণ্ডীদাস ও রামী

চণ্ডীদাস ছিলেন প্রেমের কবি—রামী ছিলেন তাঁহার কবিতা, চণ্ডীদাস ছিলেন গোমুখী—রামী ছিলেন সে গোমুখীনিঃসৃত কাব্য-মন্দাকিনী, চণ্ডীদাস ছিলেন হোতা—রামী ছিলেন যজ্ঞ। তাঁহার নিজের জীবনই ছিল আদর্শ প্রেমিকের। অনন্যোপায় অবস্থায় যে-প্রেম ব্যবসায়, বন্ধন, বিধান ও সমাজের গণ্ডীতে জন্মে এবং বাড়ে, তাহাকে ব্যবহারিক ভাবে আমরা প্রেম বলি বটে, কারণ তাহা না বলিলে উপায়ান্তর নাই। কিন্তু আসলে তাহা প্রেম নয়—শ্রদ্ধা, অনুরক্তি বা আনুগত্য বা আসক্তি। গত্যন্তরের অভাবে বা তাহার ব্যতিক্রমে এসব ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর ব্যবহারিক, সামাজিক ও আধিভৌতিক জীবনে এমন কতকগুলি প্রতিবন্ধক আসিয়া জোটে যে, তদ্দ্বারা ব্যতিক্রান্ত জীব দুইজনের জীবনরক্ষাই তখন অসম্ভব হইয়া পড়ে। ব্যষ্টির ইটে সমাজের প্রাসাদ গঠিত—কাজেই, সামাজিক শৃঙ্খলা ও বিধি অক্ষুণ্ণ, শুচি ও সক্রিয় রাখিতে হইলে, সামাজিক অরাজকতা নিবারণ খুবই প্রয়োজন। এই জন্য বৈধ-বিবাহে স্বামী স্ত্রীর ভালবাসায় পরস্পরের যে অনন্যাসক্তি, উভয়ের মধ্যে যে সহানুভূতি বিচারবোধ ও মর্য্যাদাজ্ঞান, পরস্পরের মধ্যে যে ত্যাগ তিতীক্ষা ধৈর্য্য ও দুঃখবরণ, একের অভাবে অন্যের যে আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন প্রভৃতি কৃচ্ছ্র সাধনের শতশত দৃষ্টান্ত ও প্রতিক্রিয়া আমরা নিয়ত দেখি, স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হয়, এগুলি যতটা সামাজিক, আচারমুখ্য, সংস্কারবিহিত, অবশ্যপালনীয়—ততটা স্বতঃপ্রণোদিত আন্তরিক নয়। আমাদের সাধারণ প্রেমে গভীরতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে বৈচিত্র্য নাই। এ-সবের মধ্যে মস্তিষ্ক ও সাংসারিক বুদ্ধিরই স্থূল-হস্তাবলেপ পরিলক্ষিত হয়, অন্তরের উষ্ণ পরশ ইহাতে নাই। ইহা ভোজ্যপানীয়ের মত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে বলিয়া,

আমাদের প্রেমে মাদকতা নাই, উগ্রতা নাই, দুঃসাহসিকতা নাই। না চাহিতে নিতান্ত আপনার হইয়া যে আসে, যাহাকে পাইতে কোনও দিনই বেগ বা উদ্বেগ কিছুই সহিতে হয় নাই, যাহাকে কোনও দিনই হারাইবার ভয়ও নাই—তাহার প্রতি স্নেহ দয়া অনুকম্পা মর্য্যাদা এমন কি ভালবাসা সবই জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রেম হয় না। প্রেমকে চিরদিন সতেজ ও সঞ্জীবিত রাখে ক্ষণে ক্ষণে হারাইবার ভয়, পলকে পলকে আশঙ্কা, "দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"। যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ যে ক্ষণে ক্ষণে মুহুর্মুহু কল্পনা, বাঞ্ছিতকে সম্পূর্ণ ভাবে পাইবার জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যে সহজলভ্য নয়, তাহাকে লাভ করিতে যে-দুঃসাহসিকতা যে-তন্ময়তা যে-আত্ম-বিস্মরণ যে-মৃত্যুপণ—তাহাই প্রেম। দুর্লভের একাগ্র কামনাই প্রেম। প্রেম স্পর্শ সয় না, সে সুদূরের, সে ইন্দ্রধনু, সে মায়ালোক। প্রেম-তপস্যাতেই পূর্ণ, প্রেম—না-পাওয়াতেই মধুরতম, প্রেম—অনধিগত ও অনধিগম্য।

প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলনই প্রেমের পরিসমাপ্তি—প্রেমের সমাধি। বিরহই প্রেমের জীয়নকাঠি—মিলন প্রেমের হঠাৎ-মৃত্যু ঘটায়। এই জন্যই প্রেম অমর, অক্ষয়, অনন্ত। কাজেই, প্রেম চিরদিনই "কামগন্ধহীন"।

যুগে যুগে প্রেমের এই স্বরূপই কাব্যে গাথায় গানে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। রামসীতার বিরহ-গাথায়, অভিশপ্ত বিরহী যক্ষের প্রেমোন্মাদে, বৃন্দারণ্যনিবাসিনী বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহে কালজয়ী যত কাব্যগান আজও আমাদের মনে মেঘমল্লার রচনা করিতেছে, স্মরণাতীত দিনের অজ্ঞাত সেই বিরহী বিরহিনীদের খেদগাথায় আমাদের চক্ষে যে-উত্তপ্তঅশ্রু সঞ্চিত হইতেছে, আমাদের অন্তর যে-বেদনায় আজও ভারাপ্লুত, তাহাদের অন্তর-বেদনা যে আমাদের নিজেদেরই মনে হইয়া আমরা কিয়ৎকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হই, তাহার কারণ তাহাদের প্রেম—যে-প্রেম তাহাদের মিলনে কোনও দিন আত্মপ্রকাশ করে নাই, করিয়াছে বিরহ, না-পাওয়ার বেদনসিক্ত করুণ অশ্রুজলে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের কাব্য বিরহ কথা, মিলনোৎসব নয়।

চণ্ডীদাস তাঁহার কাব্যরচনায় তাই বৃন্দাবনী কথায় তাঁহার অন্তরের সাড়া পাইয়াছিলেন। জীবনভোর তিনি দুর্লভেরই ধ্যান করিয়াছিলেন, আর এই ধ্যানের ফলে ব্রজবাসিনী রাধার ন্যায় তিনি হইতেন পদে পদে জনে জনে সমাজে লাঞ্ছিত। তাঁহার নিজের অপ্রতিহত একাগ্র কামনার সহিত মিলিয়াছিল, শ্রীরাধার আত্মসমর্পণ কাহিনী। চণ্ডীদাস তাই রাধাভাবে এমন বিভোর হইতে পারিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সাধনাতেও ছিল রাধাভাব, তাই চণ্ডীদাসের একান্ত-আপনার পদলহরী তাঁহাকে পরমানন্দ দিতে পারিয়াছিল। চণ্ডীদাসের পদ কল্পিত রচনা নয়, এ তাঁহার নিজের অন্তরবেদনা—শ্রীরাধাতে তিনি পাইয়াছিলেন তাঁহারই ছদ্ম-স্বরূপ।

সই, কেমন ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর যেমনি করিছে
তেমতি হউক সে।

এ রচনাকে সাধারণ রচনার সহিত একাসন রসিকজন দিবে না। 'আপনার অন্তরে বঁধুর এই অবহেলা উপলব্ধি না করিলে, এ রচনা অসম্ভব। রামীর সহিত চণ্ডীদাসের ঘনিষ্টতা তাই জগতের সাহিত্যে এক স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া আমি মনে করি। রামীকে ভালবাসিয়া এবং লোকনিন্দা ও গঞ্জনায় তাহাকে একান্ত আপনরূপে না পাইয়া, বাশুলীদেবীর পূজারীর অন্তরে যে প্রেমের সম্ভব হইয়াছিল, তাহাতেই এবং সেই প্রেমই প্রমূর্ত্ত হইয়া জগৎসমক্ষে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে কবি চণ্ডীদাসরূপে। চণ্ডীদাসের জীবনে 'রজকিনী রামী' আসিয়া না দাঁড়াইলে, চণ্ডীদাসকে আমরা কখনই লাভ করিতে পারিতাম না।

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুঃখ দু'টি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

রামী চণ্ডীদাসের কাছে ছিলেন দুর্লভ ও দুর্লভা—তাই প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত হইত শ্রাবণের সান্দ্র মেঘমালার মত পুঞ্জীভূত বেদনা—যে নিদারুণ অন্তর-বেদনার ব্যঞ্জনায় চণ্ডীদাসের পদাবলী এমন অভিসিঞ্চিত। একান্ত নিজের বিরহব্যথা বৃন্দাবনের রাধার মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়া, তিনি আপনাকেই ছড়াইয়া দিয়াছেন বিশ্বলোকের অন্তরে অন্তরে। রাধার শ্রীকৃষ্ণের সহিত এবং চণ্ডীদাসের "রামী-ধোপানী"র সহিত, মিলনের অন্তরায়গুলি বহুলাংশে সমজাতীয় বলিয়া ইঁহাদের মিলনপথে যে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে অভিহত হইয়াই রচিত হইয়াছে এই কাব্য, যাহা জগতে আজ শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

চণ্ডীদাস তাই দুঃখের কবি। ঈপ্সিতকে না-পাওয়ার নিদারুণ জ্বালা। চণ্ডীদাস সেই জ্বালা সহিয়া, তাঁহার তপ্ত অশ্রুবিন্দুগুলি দিয়া পদের মালা গাঁথিয়াছেন। রাধার শ্রীকৃষ্ণবিরহে কি হইয়াছিল, সঠিক জানি না, তবে চণ্ডীদাসের রামীর বিরহে আমরা পাইয়াছি প্রকৃত চণ্ডীদাসকে।

কবি বলিয়াছেন—

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
কোন্ বিধি সিরজিল মোদের সেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥

এই যে সর্ব্বত্যাগী একমুখী প্রেমের আদর্শ বৈষ্ণব সাহিত্যে চণ্ডীদাসই প্রথম আনিয়াছেন, কারণ নিজেও তিনি প্রেমের জন্যই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রসের সায়রে ডুবাহ আমারে
অমর করহ তুমি ॥

শ্রীকৃষ্ণের অমরতাবাঞ্ছা, মর কবির লেখনীতে হাস্যকর, কিন্তু ইহা কবিরই বেনামী। কবির বাঞ্ছা পুর্ণ হইয়াছে, তিনি অমর হইয়াছেন। রামী সত্যসত্যই তাহাকে অমর করিয়াছে।

বড় শুভক্ষণে তোমা হেন নিধি
বিধি মিলায়ল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
অধিক করিয়া মানি ॥
আনের আছয়ে আন জনা কত
আমার পরাণ তুমি।

শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে একথা কতটা খাটে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রজ্ঞগণ তাহা জানেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের পক্ষে একথা ছিল রূঢ় সত্য।

রজনী দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা ॥

মিলন হয় নাই বলিয়াই কবি প্রতিজ্ঞা করিতে পারিয়াছিলেন—"একত্র থাকিব নাহি পরশিব" আর এই জন্যই তাঁহার প্রেম ছিল "কামগন্ধহীন"। শুধু "ভাবিনী ভাবের দেহা"—ভাবের দেহ হইয়া তুমি থাকিবে, তোমায় স্পর্শ করিব না, রাত্রিদিন এবং স্বপ্নেও তোমায় চিন্তা করিব। ইহাই আমার "ত্রিসন্ধ্যা যাজন"। কবি চাহেন পিরীতি—

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকলি পর ॥

আর এই পিরীতির কাহিনী অন্য কোনও লোককে নয়, তিনি আপন মনের সুখে আপনা-আপনিই বলিতেছেন:

চণ্ডীদাস কয় মিছা গালি ভয়
না দেখি অনেক লোকে।
আপনাআপনি বলহ কাহিনী
আপন মনের সুখে ॥

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

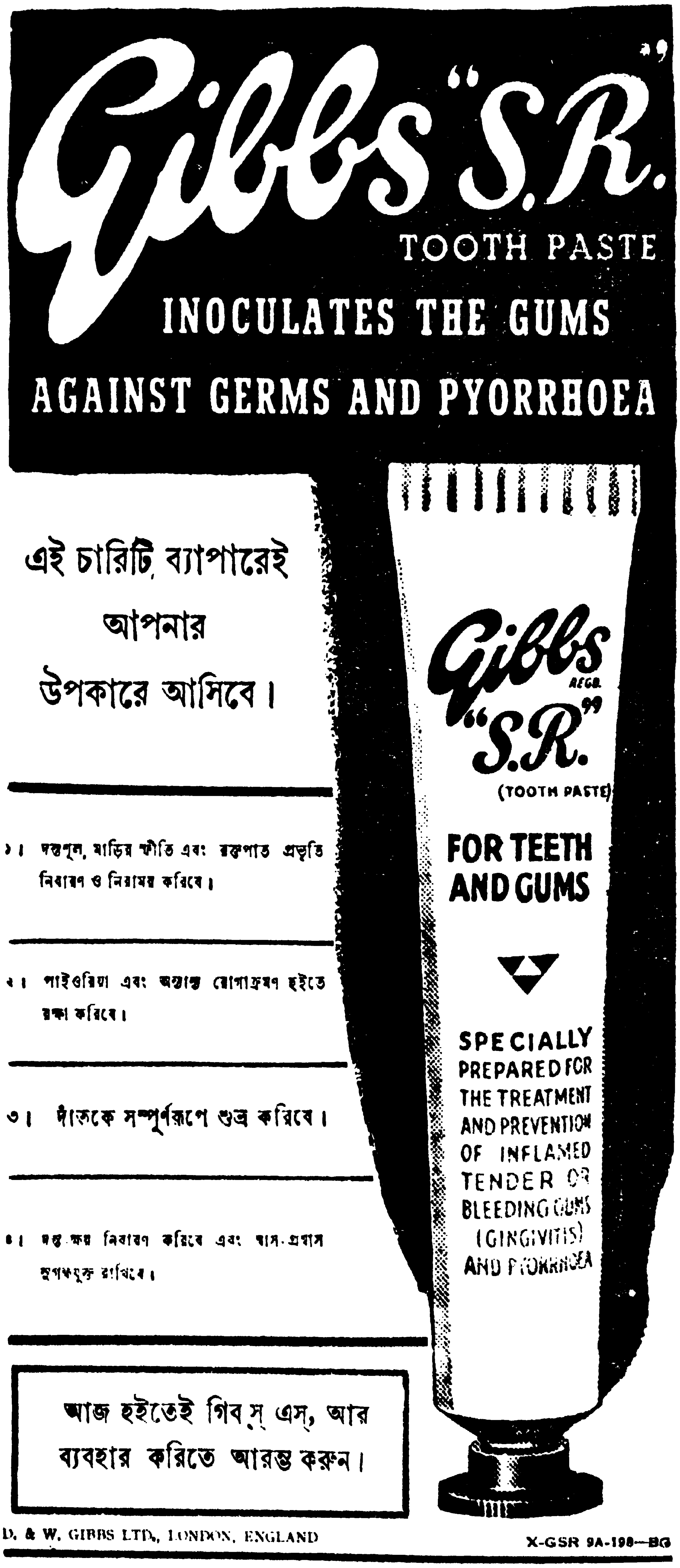

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

নেপালী সৈন্য

হিজ্ ম্যাজেষ্টি নেপালপতি ভারত রক্ষার্থ আট হাজার নেপালী সৈন্য দিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবেন। প্রকাশ, এই সৈন্য ভারতের বাহিরে যাইবে না বা ইহাদের দ্বারা কোনও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাও প্রতিরোধ করান হইবে না।

পৃথিবীর কয়টি বৃহত্তম রেলের পুল

লোয়ার জাম্বেজী	(আফ্রিকা) ···	১২০৬৪ ফুট
টে ব্রিজ ···	(স্কটল্যাণ্ড) ···	১০২৮০ „
শোন্ ব্রিজ···	(ভারতবর্ষ) ···	১০০৫২ „
গোদাবরী···	ঐ ···	৯০৯৬ „
ফোর্থ ব্রিজ ···	(স্কটল্যাণ্ড) ···	৮৩০০ „
মহানদী ব্রিজ	(ভারতবর্ষ) ···	৬৯১২ „
রেসাল্ডো ···	(আর্জেন্টিনা)···	৬৭০৩ „

*

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ বাড়ী ও টাওয়ার

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং	(আমেরিকা	১২৫০ ফুট
ক্রস্লার বিল্ডিং	„	১০৪৮ „
আইফেল্ টাওয়ার	(ফ্রান্স)	৯৮৪ ফুট
মানহাটান্ ব্যাঙ্ক	(আমেরিকা)	৯২৭ „
ক্রেন্ টাওয়ার	ঐ	৮৮০ „
উল্‌ওয়ার্থ বিল্ডিং	ঐ	৭৯২ „
আর, সি, এ, রকফেলার সেণ্টার	(আমেরিকা)	৮৫০ „
ফার্ম্মার্স ট্রাষ্ট	ঐ	৭৬৭ „
টার্ম্মিন্যাল টাওয়ার	ঐ	৭০৮ „
মেট্রোপলিটান্ বিল্ডিং	ঐ	৭০০ „
চেন্ টাওয়ার	ঐ	৬৮০ „
লিঙ্কন্ বিল্ডিং	ঐ	৬৩৮ „
উল্‌ম্ ক্যাথিড্রাল	(জার্ম্মানী)	৫২৯ „
কোলোন্ ক্যাথিড্রাল	ঐ	৫১২ „
রোয়েঁ ক্যাথিড্রাল্	(ফ্রান্স)	৪৮৫ „
চিওপসের পিরামিড্	(মিশর)	৪৮১ „
ষ্ট্রেসবুর্গ ক্যাথিড্রাল্	(জার্ম্মানী)	৪৬৮ „
সেণ্টপিটার্স ক্যাথিড্রাল্	(রোম)	৪৪৮ „
সেণ্টষ্টীফেস্ ক্যাথিড্রাল্	(ভিয়েনা)	৪৪১ „

*

সর্ব্বনাশী ভূমিকম্প ও অগ্নিগিরির বিস্ফোরণ

পম্পাই	৭৯ খৃঃ
লিস্‌বন্ (পর্ত্তুগাল)	১৫৩১ ও ১৭৫৫
নিয়াপোলিটান্	[illegible]
ক্রাকাতোয়া	১৮৩৩
মার্টিনিক	১৯০২
সান্ ফ্রান্‌সিস্কো	১৯০৩
মেসিনা	১৯০৮
উত্তর ও মধ্য ইটালী	১৯২০
জাপান	১৯২৩
নেপিয়ার (নিউ জিল্যাণ্ড)	১৯৩১
লং বীচ্ (ক্যালিফর্ণিয়া)	১৯৩৩
বেহার (ভারতবর্ষ)	১৯৩৪
কোয়েটা ঐ	১৯৩৫
তুর্কীস্থান	১৯৩৯

প্রত্যাবর্ত্তন

খুল্‌না জেলার নন্দনপুর নিবাসী অনিল-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগে মুসলমান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সম্প্রতি সে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু-সমাজে ফিরিয়া আসিয়াছে।

*

দ্বিতীয় ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল

১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ২১৫৪৭ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে ১০৯৬৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

*

কংগ্রেস সভাপতি ১৯৪০

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পক্ষে মোট ১৮৬৪ এবং শ্রীযুক্ত এম, এন, রায়ের পক্ষে ১৮৩ ভোট গৃহীত হইয়াছে।

মৌলানা আজাদ মোট ১৬৮১ ভোটাধিক্যে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের ঘানির তৈল ব্যবহার করুন।

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

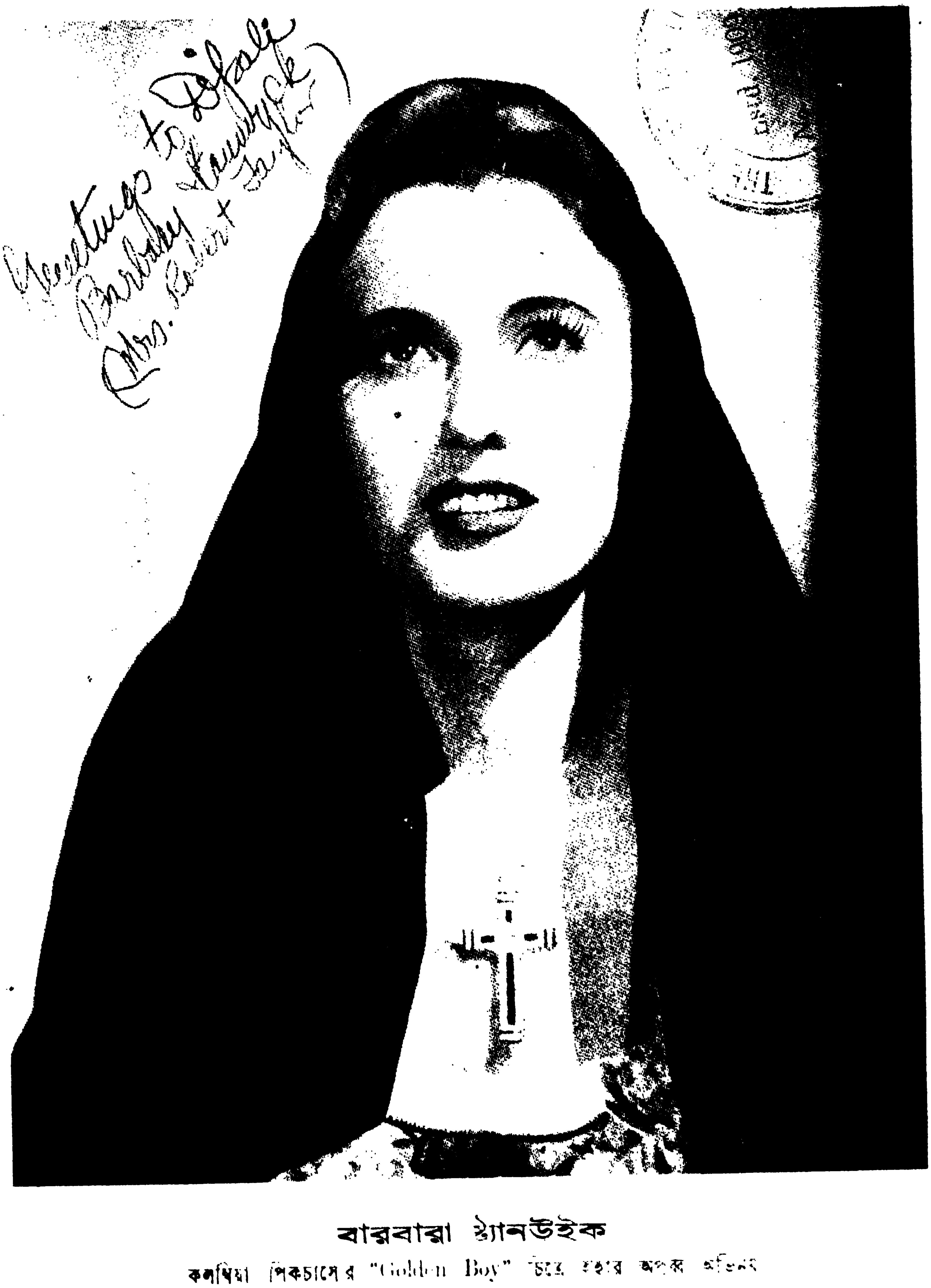

বারবারা ষ্ট্যানউইক

কলম্বিয়া পিকচার্সের "Golden Boy" চিত্রে ইহার অপূর্ব অভিনয় সম্প্রতি আমরা দেখিয়াছি। এখন ইনি প্যারামাউন্টের "Re[illegible] To-night" চিত্রে অভিনয় করিতেছেন।

১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

আর-কে-ও রেডিওর বিরাট চিত্র "The Hunchback of Notre Dame"এ নায়িকার ভূমিকায় মরীন ও'হারা। ইহার পরিচালক উইলিয়াম ডিয়েটাল— যিনি লুই পাস্তুর, এমিল জোলা, ওয়ারেজ প্রভৃতি বিখ্যাত ছবির চিত্ররূপ দিয়াছেন।

●●

"Hunchback of Notre Dame"-এর আর একটি দৃশ্য। ছবিখানি এখন কলিকাতায় প্রদর্শিত হইতেছে।

লানা টর্ণার হলিউডের আর একজন উদীয়মানা নর্ত্তকী। শীঘ্রই মেট্রোর "These Glamour Girls" চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাইবে।

দীপালি

৭ই মার্চ, ১৯৪০

মিনার্ভা মুভিটোনের হাস্যরসাত্মক চিত্র "The Will" চিত্রের একটি দৃশ্যে শ্রীমতী লীলা। ছবিখানি কলিকাতায় মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

৩৩

বম্বে টকীজের "কঙ্গন" (হিন্দী) চিত্রে লীলা চিটনিস ও সরোজ বোরকার। শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্রের "রজনীগন্ধা" গল্প অবলম্বনে শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক চিত্রনাট্য রচিত হইয়াছে।

জুডি ক্র্যাভেনের নৃত্য-শিল্পী হিসাবে হলিউডে বেশ নাম আছে। সম্প্রতি ইহাকে জোরিনার সহিত "On Your Toes" ছবিতে

প্যাট্রিসিয়া মরিসন

ইনি হলিউডের জনপ্রিয়া উদীয়মানা অভিনেত্রী। শীঘ্রই প্যারামাউণ্টের "Untamed" ছবিতে ইঁহাকে দেখা যাইবে। এখানে তাঁহাকে বিভিন্ন দেশীয় পোষাকে দেখা যাইতেছে।

দীপালী

১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

৭ই মার্চ্চ, ১৯৪০

"জন্ম-অভিশাপ"

[গল্প]

LIBRARY

—শ্রীমতী নীলিমা রায় চৌধুরী, বি-এ

মাঘ মাস। কোনও এক পুণ্য তিথি উপলক্ষে ইন্দুমতীর তীরে আজ অসংখ্য স্নানার্থীর ভীড় জমিয়াছে। অন্ধকার তখনও একেবারে অপসারিত হয় নাই; কুয়াসার আবরণ ভেদ করিয়া সূর্য্যদেব তখনও আপনার কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ক্রমে চতুর্দ্দিকের কুয়াসা অপসারিত হইল ও সূর্য্যের সোনালী কিরণ-রেখা ঝলকে ঝলকে নদীর বুকে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটের ভীড়ও কমিয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় নির্জ্জন নদীতট হইতে কিছু দূরে সুবিস্তৃত রাজপথে একখানি সুদৃশ্য শিবিকা আসিয়া থামিল। অল্পপথে এক ষোড়শী রূপসী সেই শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া নদীর দিকে অগ্রসর হইল। তাহারই পশ্চাতে সাধারণ বেশ-ভূষায় সজ্জিতা চার পাঁচটী তরুণী হস্তে বস্ত্রাদি এবং বহু প্রকারের মূল্যবান প্রসাধন দ্রব্যসম্ভার লইয়া রূপসীর পশ্চাতে চলিল। ঐ রূপসীই উজ্জ্বলপুরের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনী শ্রেষ্ঠী উত্তমর্ণের কন্যা উৎপলা। মাতৃহীনা কন্যা পিতার বড় আদরের। সখী-পরিবৃতা হইয়া উৎপলা স্নানে নামিল। তাহার কোমল স্পর্শে যেন নদীর বুকে শিহরণ জাগিল। ঈষৎ স্ফীত ঢেউগুলি দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, এই সুন্দরীবৃন্দের ছায়া বুকে করিয়া তাহারা বুঝি গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

অকস্মাৎ উৎপলা বলিয়া উঠিল—"মঞ্জরী, বলতে পারিস্, দূরে এই নির্জ্জন নদীতটে ঐ লতাপুঞ্জে ঘেরা কুটীরখানি কার?" মঞ্জরী বলে—"ও মা! তা আর পারি না, ও হচ্ছে চিত্রশিল্পী উদয়নের কুটীর। কুমার শশাঙ্কশেখর গত বছর মৃগয়ায় এক গহন বন থেকে ওঁকে নিয়ে আসেন। উনি সেখানে একাই আপনার চিত্র রচনায় আপনিই তন্ময় ছিলেন।"

শশাঙ্কশেখরের নামে উৎপলার মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যুবরাজ শশাঙ্কশেখরের সহিত শ্রেষ্ঠীকন্যা উৎপলার বাক্‌দান উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। হঠাৎ মালতী বলিল—"সখী, চল না শিল্পীর আশ্রমটা দেখে আসি; শুনেছি অনেক রকম শিল্পকলায় সজ্জিত উদয়নের ঐ আশ্রম।" এইরূপ কথাবার্ত্তার মাঝে হঠাৎ উৎপলা বিস্ময়ে দেখিল যে, অন্য-মনস্ক ভাবে পথ চলিতে চলিতে তাহারা কখন আসিয়া ঠিক উদয়নের আশ্রমের সম্মুখেই উপস্থিত হইয়াছে। মুখ তুলিয়া উৎপলা দেখিল, অনিন্দ্যসুন্দর এক যুবক একমনে একটী হরিণ-শিশুকে তৃণদান করিতেছে। তাহাদের পদশব্দে চমকিত হইয়া যুবক কয়েক মুহূর্ত্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে উৎপলার পানে চাহিয়া রহিল। উৎপলার মনে হইল, এতকাল ধরিয়া মনের নিভৃত কোণে পাষাণ বেদী রচনা করিয়া সে যে-দেবতার অর্চ্চনা করিয়াছে, আজ বুঝি তিনি মূর্ত্তি ধরিয়াছেন তাহারই সাম্নে। উৎপলা করযোড়ে তাহাকে নমস্কার করিল। মঞ্জরী দ্রুত অগ্রসর হইয়া কহিল—"রাজশিল্পী, ইনি উজ্জ্বলপুরের শ্রেষ্ঠী উত্তমর্ণের কন্যা উৎপলা, আপনার চিত্রাঙ্কনের পারদর্শিতা শ্রবণ করে আপনার চিত্রশালা পরিদর্শন করতে এসেছেন।" নীরবে অভিবাদন করিয়া শিল্পী নতমস্তকে তাহার কুটীরের দিকে অগ্রসর হইল। গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে উৎপলা সত্যিই শিল্পীর অপার ক্ষমতায় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিল।

সর্ব্বপ্রথমেই তাহার চোখে পড়িল কুমারের একখানি বৃহৎ চিত্র, মনে হইতেছে সত্যই বুঝি কুমার তাহাকে দেখিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। তাহারই পার্শ্বে মাতৃ-ক্রোড়ে শায়িত একটি শিশু, মাতা তন্ময় হইয়া শিশুর মুখের পানে তাকাইয়া আছেন যেন জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া তাহার চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অকস্মাৎ উৎপলা দেখিল, শীতের কুয়াসা ভেদ করিয়া মধ্যাহ্নের খর-তপ্ত রৌদ্র কুটির প্রাঙ্গন আলোকিত করিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি কুটীর হইতে বাহির হইল এবং সখীদের ডাকিয়া দ্রুত শিবিকার দিকে অগ্রসর হইল। শিবিকায় আরোহণ করিবার সময় সে আর একবার পিছন ফিরিয়া কুটিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল— মুগ্ধ দৃষ্টিতে উদয়ন তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া আছে। তাহাকে বিদায়-সম্ভাষণ করা হয় নাই মনে করিয়া উৎপলা মনে মনে লজ্জিতা হইয়া বলিল—"মালতী, তাড়াতাড়ি গিয়ে শিল্পীকে বল্ আজ সন্ধ্যায় তিনি যেন নিশ্চয়ই আমার গৃহে পদধূলি দেন, আমি তাঁর অপেক্ষায় থাক্‌বো।"

শীঘ্রই মালতী আসিয়া জানাইল, শিল্পী সম্মত হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যায় স্বর্ণমুকুরের সাম্নে দাঁড়াইয়া উৎপলা মুগ্ধ-দৃষ্টিতে আপনাকেই দেখিতেছিল—সত্যই সে সুন্দরী, একথা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তাহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া যুবরাজ তাহার পানিপ্রার্থী, তাহা না হইলে আজ সকালে মুগ্ধ দৃষ্টিতে উদয়ন কি দেখিতেছিল—তাহারই রূপ নয় কি? উৎপলা আজ প্রথম তাহার বস্ত্রালঙ্কার স্তূপীকৃত করিল, কোন্ বেশে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখায় তাহা দেখিবার জন্য। এমন সময় দাসী সংবাদ আনিল যে দ্বারে দর্শনপ্রার্থী শিল্পী উদয়ন। বস্ত্রালঙ্কার সব পড়িয়া রহিল, উৎপলা ছুটিল তাহার অভ্যর্থনায়। যথোচিত সম্মান দেখাইয়া উৎপলা কহিল—"শিল্পী, আমার একখানি চিত্র এঁকে দিতে পারেন? আমি পিতার অনুমতি নিয়েছি।" উত্তরে শিল্পী কহিল—"এ আমার সৌভাগ্য ভদ্রে, আপনার অবসরমত আমাকে সংবাদ দিবেন। কারণ আপনাকে সম্মুখে রেখেই আমাকে চিত্রাঙ্কন করতে হবে।"

দিন স্থির হইয়া গেল। চিত্রাঙ্কনও প্রায় সমাপ্ত হইল, আর দুই দিন মাত্র বাকী। ওদিকে দুই দিন পরে ফাল্গুনী পূর্ণিমা, উৎপলার বিবাহোৎসব আরম্ভ হইবে। কিন্তু উৎপলার সেদিকে লক্ষ্য নাই। কিসের এক চঞ্চল নেশায় সে মত্ত। সকলে মনে করে বিবাহের আনন্দ, কিন্তু সখীরা যেন কোন্ অমঙ্গলের আশঙ্কায় কম্পিত হয়। এমন সময় একদিন উদয়ন বলিল—"উৎপলা, কাল আমাকে বিদায় দিতে হবে। তোমার চিত্রে আজ আমি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করব।"

অকস্মাৎ উৎপলা চঞ্চল হইয়া কহিল, "চলে যাবে তুমি? কেন? আর কোথায়ই বা যাবে আমাকে ছেড়ে?"

উদয়ন বলিল, "উৎপলা, উপায় নেই, তুমি অন্যের বাগদত্তা, তা' ছাড়া আমি পথচারী ভিক্ষুক কুলশীলহীন; আমাকে যেতে হবে উৎপলা।"

উৎপলা কহিল, "সে কিছুতেই হ'তে পারে না, আমি পিতার অনুমতি পাবই। আর অর্থে আমার কোনও স্পৃহা নেই। আর কুল? সত্যি করে বল না কি-বংশে তোমার জন্ম?"

"আমি জানি না"। ম্লান দৃষ্টিতে উদয়ন উত্তর দেয়।

"সে কি, তোমার বংশ-পরিচয় নেই? বল না সত্যি করে, কোন বংশে তোমার জন্ম?"

উদয়ন আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল—"জ্ঞান হবার সঙ্গে দেখেছি, ঋষিদের আশ্রমে আমি ও আমার মা। মার মুখে শুনেছি, খুব উঁচু বংশেই আমার জন্ম। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাসে আজ আমাদের এ অবস্থা। আর বেশী কিছু তিনি বলেন নি, তবে আমার হাতে এই যে কবচ দেখতে পাচ্ছ, এর ভিতর আমার জন্ম-বৃত্তান্ত লেখা আছে। যেদিন আমি বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করবো, সেদিন এইটা

খুলবার কথা এবং কালই আমার এই ইপ্সিত দিন।”

উৎপলা কহিল—“বেশ, কালই তবে তুমি ওটা খুলে আমাকে জানিও। আর যে-কুলেই তুমি জন্মে থাক, তোমাকে বরণ করতে কোন সঙ্কোচই আমার থাকবে না।”

পরদিন প্রত্যূষ, রাজ-বাড়ীর নহবতের তানে চতুর্দ্দিক মুখরিত, কারণ শ্রেষ্ঠী উত্তমর্ণ আজ যুবরাজের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহের বাক্‌দান করিবেন। উৎপলার অন্তরের খবর কেহ জানে না। সে অধীর আগ্রহে ব্যাকুল দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিতেছে শিল্পীর আগমন। কখনও সে মনে করিতেছে কত উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে উদয়ন, ভাবিতেও তাহার অন্তর পুলকিত হইয়া উঠে। আবার তখনই হতাশার গাঢ় অমানিশায় তাহার অন্তর আবৃত হইতেছে—যদি সে হীনকুলগত হয়, এই আশঙ্কায়। মঞ্জরী গিয়াছে শিল্পীকে ডাকিয়া আনিতে।

অকস্মাৎ ছুটিতে ছুটিতে মঞ্জরী আসিয়া কহিল—“সখী, উদয়নের কুটির শূন্য, সেখানে কেহই নাই, তোমারই শিরোনামা লেখা এই পত্র সেখানে ছিল, পড়ে দেখ কি ব্যাপার।” উৎপলা চিঠির দুই ছত্র পড়িয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া সমস্ত চিঠিখানি একবার পড়িয়া দেখিল। প্রথমে ছোট একখানা লিপি উদয়নের—

“উৎপলা, অভিশাপের মত এসেছিলাম তোমার জীবনে। যদি পার ক্ষমা ক'রো। শশাঙ্ক-শেখরকে বরণ ক'রে সুখী হয়ো। মার কবচ সঙ্গে দিলাম।”

—উদয়ন

কবচ খুলিয়া যাহা পড়িল তাহাতে উৎপলার কাছে সমস্ত ধরণী কাঁপিতে লাগিল। “উদয়ন, আমি তোমার মাতা, তোমার পিতা আমার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিয়া আমাকে ত্যাগ করেন। সেই হইতে আমি এই গভীর বনে বাস করিতেছি। তোমার পিতার নাম শ্রেষ্ঠী উত্তমর্ণ। উজ্জলপুরে তাহার নিবাস। যদি পার মায়ের এই লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইও।”

আশীর্ব্বাদিকা তোমার মাতা।

উৎপলা ভাবিল সত্যই সে মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়াছে। তাহার আপনার অজ্ঞাতসারে আজ সে যে-প্রতিশোধ লইয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীতে পাওয়া দুষ্কর।

উৎপলা ছুটিয়া গেল পিতার কক্ষে। সে জানিত যে পিতা পূর্ব্বে এক বিবাহ করিয়াছিলেন এবং প্রাচীর-গাত্রে সেই রমণীর একখানি তৈলচিত্রও বিদ্যমান ছিল। আজ সেই চিত্রের দিকে তাকাইয়া উৎপলা তাঁহার মুখে স্পষ্ট উদয়নের অকলঙ্ক মুখের ছাপ দেখিতে পাইল। ভক্তিতে তাহার কর যুক্ত হইয়া আসিল। এমন সময় সখীরা আসিয়া বলিল—“একি তোমার এখনও বেশভূষা হয় নাই। রাজপুত্র যে গৃহে উপস্থিত।” তখন সম্মিলিত সখীরা সেই পাষাণ প্রতিমাতে বস্ত্রালঙ্কারে প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে লাগিল।

*

দূরে বহুদূরে শ্রান্ত পথিক আসিয়া সেই নির্জ্জন অরণ্যের কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আজ সে বড় ক্লান্ত, কিন্তু জীবন-যুদ্ধে সে জয়ী। কিন্তু কিসের আকর্ষণ তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল এই শান্তিময় নিরালা আশ্রয় হইতে ঐ রাজধানীতে আর কেনই বা তার অন্তরে জ্বালিল এই অগ্নি-শিখা। সত্যই নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস তাহার জীবনকে অভিশপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

*

বহুকাল পরে নগরের পথে গান গাহিয়া চলিয়াছে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। অনিন্দ্যসুন্দর রূপ তার, কিন্তু জীর্ণ শীর্ণ তার অস্থি পঞ্জর। উজ্জলপুরের অধিবাসীরা দেখিল ভিক্ষু নিষ্পলক নেত্রে রাজপ্রাসাদের দিকে তাকাইয়া আছে। সেদিন অনেকেই বলিল ভিক্ষু তাহাদের পূর্ব্ব পরিচিত।

বি, নান
(এ্যাডভারটাইজিং কনসালটাণ্ট)
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : বড়বাজার ৩২৩৪
এজেণ্ট : শ্লাইড্ এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট
কলিকাতা ও মফঃস্বল সিনেমা
বিশেষত্ব :—সিনেমা শ্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী এবং যাবতীয় বিজ্ঞাপনের কার্য্য। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

তিন প্রশ্ন শীলকরা খামে পাঠাইয়া দিন, না খুলিয়া যথাযথ উত্তর পাঠান হইবে
পারিশ্রমিক মাত্র ১্ টাকা
বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত
শ্রীপ্রবোধ কুমার গোস্বামী
ফোন "গোস্বামী লজ," পোঃ বালী, হাওড়া

টেলিফোন নং ১ বড়বাজার
বশীকরণ কবচ
বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।
অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য দ্বারা সর্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।
পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক
৪নং আড়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)
বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

কামশাস্ত্র বিনামূল্যে
জীবনে সুখ ও শান্তি
বৈদ্যশাস্ত্রী
কালিকাতা

বিনামূল্যে
গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সম্মানা প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সত্বর বিনামূল্যে পাঠান হয়।
শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

পত্রলেখা

"কুমকুম"

সম্মানভাজন দীপালী সম্পাদক মহাশয়ের
সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

দুর্লভ রসসৃষ্টির আনন্দ পাবার জন্যে যখন প্রত্যাশা জমে মনে, তখন সেই সঙ্গে কথাও জাগে। যাকে মনে করি স্বতন্ত্র, যার মধ্যে সাক্ষাৎ পেতে চাই অনির্ব্বচনীয়ের, যার দান মনে করি হবে অসাধারণ তার সম্বন্ধে মনের গভীরে অদম্য ঔৎসুক্য সঞ্চারিত হয়, পরখ ক'রে নিতে চাই তাকে, সে সত্যি কি না।—এ আগ্রহ তার পক্ষে কম গৌরবের নয়। মধু-চালিত সাধনা-অভিনীত ছবিকে সাধারণের হাটে হারিয়ে ফেলতে চাইনে। তাঁদের আধুনিকতম অবদান "কুমকুম" সম্বন্ধে প্রত্যাশা ছিল গভীর, আকর্ষণ হয়েছিল মাসান্তসঞ্চিত। যাচাই ক'রে যা পেয়েছি তারই আভাস দিতে চাই এই পত্রে।

সমালোচনায় যাঁরা ঘুণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যাদের পর্দ্দার অন্তরালে কলকব্জার কেরামতি, রসায়নাগারের ব্যবস্থা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে পর্য্যন্ত সম্মুখে টেনে আনে, আমার এ আলোচনায় তাঁদের সে কূট পটুত্ব নেই। তার জন্যে আছেন আপনারা। আমি দেখেছি সাধারণ দর্শকের চোখ দিয়ে, বিচার করেছি সহজবুদ্ধি দিয়ে, মনের রসানুভূতির সুরে যে সুর মেলাতে পেরেছে তাকে সসম্মানে গ্রহণ করেছি, যে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে তাকে স্বীকার করি নি। এখানে বলে রাখা আবশ্যক মনে করি যে 'কুমকুম' দেখতে গিয়েছিলুম একান্ত গ্রহণেচ্ছু মন নিয়ে; পরিবেষ্টন ছিল সুস্থ।

ছবির গল্পটি কেমন, কিভাবে তাকে পর্দ্দার উপর বলা হয়েছে এবং যাদের সাহায্য নিয়ে গল্পটি গ'ড়ে উঠেছে তারা নিজেদের যোগ্যতা কতখানি প্রমাণ করতে পেরেছে—এই তিন দিক দিয়ে যে-কোন ছবিকে বিচার করা চলে। গল্প হিসাবে 'কুমকুম' উৎকৃষ্ট; যে ক্ষণদীপ্ত নাটকীয়তার সংঘাতে বিক্ষিপ্ত নাট্যবস্তু দানা বাঁধে তার পরিচয় আছে একাধিক স্থানে। কিন্তু তাকে শুধু কল্পনার সাহায্যে অনুভব না ক'রে, চোখের সামনে যখন প্রত্যক্ষ করলুম তখন দেখি, তার মধ্যে অবাস্তবের ছায়া পড়েছে, বাঁধুনি হয়েছে আলগা এবং তার সঙ্গে কণ্টকিত হ'য়ে আছে কৃত্রিমতা।

নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট রঙ্গমঞ্চের উপর কুমকুম-নাট্যের সুরু ও শেষ। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উঁচু জমি ছেড়ে গল্পের ঘটনা-প্রবাহ যখন বাস্তবের আঁকা-বাঁকা বন্ধুর পথে নেমেছে তখন মনে হয়েছে, মঞ্চ ছেড়ে যেন পথে নামা হয় নি। এ পথও যেন মঞ্চেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ। বোঝাবার চেষ্টা ও কৌশল আছে যে এখন আর রঙ্গমঞ্চ নয়, এবার বাস্তব-জীবন দেখছো; কিন্তু আয়োজনের প্রখর কৃত্রিমতায় সে চেষ্টা গোপন করা যায় না। ছবির আরম্ভে দেখি একটি লোক মানুষের প্রতি মানুষের হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে বাকবিন্যাসে ব্যাপৃত; ক্রমে ক্যামেরার পশ্চাদাপসারণে বুঝি যে লোকটি এক রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে; সুতরাং অভিনয় করছে। তখন বুঝতে পারি, তাকে কী ভাবে গ্রহণ করতে হবে। ছবির মাঝামাঝি এক স্থানে একটি দৃশ্য উদ্ভাসিত হ'ল, দেখা গেল ডালপালার ফাঁকে এক ফালি চাঁদ, কালো আকাশ, তারা জ্বলছে, মনোহারী পশ্চাৎপটের সামনে মনোহারিণী নায়িকা। চাঁদ, আকাশ আর ডালপালা এমনি স্পষ্ট-কৃত্রিম যে প্রথমে মনে হ'ল এও বুঝি নাটকান্তর্গত রঙ্গমঞ্চেরই একটি দৃশ্য। পরে যখন বুঝলুম যে, না, ওই চাঁদ আর আকাশকে এবং ওই দ্বৈত-সঙ্গীতকে সত্যি বলে মনে করতে হবে তখন ধাক্কা লাগল বৈকি। শুধু ওই দৃশ্যটিই নয়, সমগ্রভাবে ছবিখানি নিরতিশয় অপ্রাকৃত মনে হয়েছে—সত্যিকারের জীবনের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাই নি। চিত্রনাট্যের মধ্যে সেই গুণটি নেই যা মনকে আবিষ্ট করে—দর্শকের জীবনের সঙ্গে অপরিবর্ত্তনীয় মিলের সন্ধান এনে দেয়। শিল্পীর সার্থকতা সেইখানেই যেখানে তিনি অসম্ভাবনীয়কে একান্ত সম্ভব এবং স্বাভাবিক প্রতিপন্ন করতে পারেন। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের অপরাজেয়ত্ব সেইখানে। বিদেশী বড় বড় ঐতিহাসিক ছবি যাঁরা তৈরী করেন তাঁদের আয়োজনের কৃতিত্ব সেইখানে। কিন্তু কুমকুম-চিত্র সেই সূক্ষ্ম শিল্প-পরিণতির পথে চলতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেয়েছে; পথ সে পার হয়েছে নিজের স্বাভাবিক গতির প্রেরণায় নয়, পাঁচজনের টানা-হেঁচড়ায়। সেই কারণেই, বারবার কৃত্রিমতার অতি উজ্জ্বল রং দৃষ্টিকে আহত করেছে, সেই কারণেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী নববধূবেশা কুমকুমের পক্ষে দাম্পত্যজীবনের প্রথম রাত্রেই গহণা চুরির ব্যাপারটা মিথ্যা ব'লে মনে হ'য়েছে, তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে সংশয় এনেছে। এ শুধু যেন সেই সাহসেই সে স্বামীর পাশ থেকে উঠে গহণার পুঁটলি নিয়ে অজানা বাড়ীর সিঁড়ি ভেঙে বাগানে নেমে এসেছে যে নাট্যকার ও পরিচালক তাকে বলে দিয়েছে, "তোমার স্বামী বা অন্য কেউ তোমার এ স্থূল গোপনচারিতা জানবে না, সুতরাং নির্ভয়ে তুমি এগিয়ে যাও, পথ আমরাই দেখিয়ে

দেব, তারপর যদি কেউ জানে, সে দায়িত্ব আমাদের।"

গরীবদের সম্বন্ধে মামুলি কথাগুলি এবং তাদের অবস্থা ও আকাঙ্খাকে চোখের সামনে মেলে ধরবার প্রণালী—অবাস্তবতার আর এক উদাহরণ। বুদ্ধিযুক্ত মানুষের হৃদয়াবেগকে উদ্বুদ্ধ করা সহজ নয়—অভিনয়ের সাহায্যে তাকে জাগানো আরও কঠিন। সে আয়োজন যদি একেবারে নিখুঁত না হয় তাহ'লে একেবারে নিস্ফল—মাঝামাঝি কিছু নেই। শুনেছি, স্বনামধন্যা অভিনেত্রী সারা বার্ণাড্-কেও এ শিক্ষা একদিন পেতে হয়েছিল। কোন এক নাটকে অভিনয়ের একস্থানে নিজের মর্মন্তুদ দুঃখ এবং অপার অসহায়তাকে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের গলিয়ে দেবার জন্যে যখন তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ শক্তির সঙ্গে খেদোক্তি করছিলেন—"আমার কেউ নেই সংসারে, দু'বেলা আমার দু'টুকরো রুটি মেলে না; আমি কি অনাহারে মরব, আমার ছেলে মেয়েরা কি না খেয়ে শুকিয়ে মরবে? এমন কি কেউ নেই যিনি আমায় বাঁচাবেন?"—তখন একজন দর্শক দাঁড়িয়ে উঠে বললে—"আপনার অনামিকায় যে হীরের আংটিটা জ্বলজ্বল করছে ওইটে বিক্রি করলে অনেক পয়সা হবে; তাতে অনেকদিন চলবে।"

অপ্রাকৃতের এই অনাবৃত মূর্ত্তি কুমকুম-ছবির মধ্যে দুষ্টগ্রহের মতো ছায়া ফেলেছে। এমন কি কুমকুমের গরীব বাপ যে তালি-দেওয়া কম্বলখানা গায়ে টেনে নেয় সেখানাও স্বাভাবিক নয়—কালো কম্বলের উপর বড় বড় শাদা তালির প্রাচুর্য অতি স্পষ্টতায় কৃত্রিমতাই ঘোষণা করেছে।

কোন ছবি দেখতে ব'সে যদি বারবার অন্য ছবির কথা মনে পড়ে সেটা প্রশংসার কথা নয়। কুমকুম দেখবার সময় 'সোনার সংসার', 'অভিনয়' এবং 'ভাগ্যচক্রে'র গল্পাংশ মনে পড়েছে। বিশেষ ক'রে, ইপ্সিতকে ফিরে পাবার জন্যে রঙ্গমঞ্চের সাহায্য গ্রহণ, এ "চমক" ভাগ্যচক্রে কাজে লাগানো হয়েছে অধিকতর সাফল্য এবং কৌশলের সঙ্গে।

কুমকুম-ছবির গান নিরাশ করেছে। সম্প্রতিকার বহু বাংলা ছবির গানে আমাদের আশা মিটছে—গানের মাধুর্যে একাধিক ছবি আমাদের মুগ্ধ ও আবিষ্ট করেছে। তাদের তুলনায় কুমকুম বহু দূরে র'য়ে গেল।

নৃত্য আনন্দ পরিবেশনের একটি শ্রেষ্ঠ উপাদান। শ্রীমতী সাধনা বহুদিনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন যে বিষয়ে, তার নিদর্শন কুমকুম-ছবিতে আছে। কিন্তু নৃত্যের সঙ্গে মনের যে যোগ তাতে পর্দার উপরে তার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। যদি এই ঘটনা ঘটে যে, উদয়শঙ্কর এখন থেকে জীবন্ত রঙ্গমঞ্চে না অবতীর্ণ হ'য়ে, ছবির সাহায্যে তাঁর নাচের প্রদর্শনী দেবেন, সেটা দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করব।

কুমকুমের প্রধান আকর্ষণ কুমকুম—শ্রীমতী সাধনা বসু। প্রাণপ্রাচুর্য্যের স্পর্শে তাঁর অভিনয় দর্শকের মনের সুরে সুর মেলাতে পেরেছে—অভিনয়-কলায় তাঁর জুড়ি নেই। অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে উৎসাহের সঙ্গে বলতে পারি এমন সৌভাগ্য নেই। একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় রবি রায় সুঅভিনয় করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, যা সহজেই চোখে ঠেকে। কুমকুমের বাবা ছবির মধ্যে দুঃসহ ক্ষত। অনুষ্ঠান-পত্রে লেখা আছে, লোকটি রাজনৈতিক ফেরারী আসামী,

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে

ইষ্টারের

ছুটি উপলক্ষ্যে

সুলভে ভ্রমণ!

সকল শ্রেণীতেই

কন্‌সেশান্ টিকিট

আগামী ১৩ই হইতে ২৫শে মার্চ্চ (১৯৪০) পর্য্যন্ত ১০০ মাইলের ঊর্দ্ধবর্ত্তী যে কোনও স্থানে এক ও এক-তৃতীয়াংশ (১⅓) একক ভাড়ায় পাওয়া যাইবে। ৮ই এপ্রিল (১৯৪০) তারিখের মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই কন্‌সেশান্ টিকিটের যাত্রা শেষ করিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

যাত্রাভঙ্গের অভাবনীয় সুবিধা!

মোটর গাড়ীর কন্‌সেশান্!

একপিঠের ভাড়ায় যাওয়া এবং আসা

বিশদ বিবরণের জন্য যে কোনও বুকিং আফিসে অনুসন্ধান করুন।

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

মেয়েদের আপ-টু-ডেট্ বলে কি গুণ থাকিলে?

২১)

মাননীয়া দীপালীর নারীলোক পরিচালিকা,

সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনার পত্রিকায় কিছুদিন থেকে আপ-টু-ডেট্ মেয়ে কাকে বলে এ নিয়ে বেশ আলোচনা চল্‌ছে। 'আপ-টু-ডেট্' কা'কে বলে তা'র আলোচনা যথেষ্টই হয়ে গেছে, সুতরাং আপ-টু-ডেট্-এর পরিণামটা কি দাঁড়াচ্ছে তাই নিয়েই এক্ষেত্রে আমি সামান্য আলোচনা করবো। লোকে কথায় বলে—মেয়ে ছেলের 'বিয়ে' পাশ নৈলে বি, এ, পাশ, অর্থাৎ যতদিন বিয়ে না হচ্ছে ততদিন চলুক বি, এ, পর্য্যন্ত। আমি যদি এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভগিনীদিগকে আপ-টু-ডেট্ বলি তবে বোধ হয় অন্যায় হবে না। এরাই, সভা সমিতিতে ও গান বাজনার আসরে বিশিষ্ট পার্ট অথবা বিশিষ্টা দর্শকের আসন গ্রহণ ক'রে বিচিত্র বেশ ভূষায় উপস্থিত থাকেন। পথে ঘাটে তাদের স্বাধীন মেজাজ ও স্বাধীন চালচলন দেখা যায়। এখনও আমাদের দেশ পাশ্চাত্যের মত গড়ে ওঠেনি, সুতরাং একজন মেয়েছেলে পথে বেরুলেই সহস্র বিভিন্ন প্রকারের দৃষ্টি তার উপর পতিত হওয়াই স্বাভাবিক। এস্থলে আমি ছেলের মা হয়ে যদি ঐরূপ পুত্রবধূ ঘরে আনতে রাজী না হই তাতে অপরাধ আছে কি? তদুপরি তারা ঘরকন্নায় যেমন পটু তাতে বি, এ'র দিকের পথটাই তাদের জন্য উন্মুক্ত। এদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যেরূপ বেকার সমস্যা দাঁড়িয়েছে এবং ১৫৲ টাকার চাকুরীর জন্য যেরূপ বি, এর ভীড়, তাতে বি, এ, পাশ করা মেয়ে দেখে তারা দূর থেকেই নমস্কার জানায়। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুবকদের এই সব আপ-টু-ডেট্ মেয়েকে বিয়ে করবার দিকে একটা ঝোঁক ছিল, কিন্তু ইদানিং তারা চায় এমন পত্নী যিনি দরকার হলে চাক্‌রাণীর কাজ পর্য্যন্ত করতে পারেন, শিক্ষিতা কিছু অবশ্য হওয়া চাই। আজকালকার দিনে কয়জন লোক বাবুর্চি ও ঝি-চাকর রাখ্‌তে সমর্থ? তাই আমার মতে মেয়েদের রান্নাঘরে ফিরে যাওয়াই উচিত, অবশ্য আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই একথা বল্‌ছি। বড় চাকুরে-বর পাবো ব'লে যারা আলেয়ার পিছে ছুট্‌ছে চরম অভিজ্ঞতায় তাদের নেশা টুটবে। সংসারে ঢুকলে বিশেষতঃ ২।১টী ছেলে মেয়ে হ'লে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা যে, কোথায় গিয়ে লুকায় তা' ভুক্তভোগীরাই জানে, এমন কি দৈনিক খবরের কাগজগুলি তখন দুধ গরমের উপকরণ হয় মাত্র।

ইতি—

মিসেস্ ডাঃ এম, এ, রহমান

রাজসাহী টাউন

(২২)

মহাশয়া,

মেয়েদের আপ-টু-ডেট বলে কি গুণ থাকলে? তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা হইবেন, কথায় কথায় ইংরাজী কপচান চাই, বিনা পাওয়ারের চশমা ব্যবহার করিবেন; সপ্তাহে দুইবার সিনেমায় যাইবেন এবং মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধবীদের চায়ের পার্টি দিবেন, ইত্যাদি, আরো গুণ থাকা চাই।

আপনারা সত্যই কি পূর্ব্বোক্ত গুণ এবং স্বভাব নারীর মধ্যে বিদ্যমান থাকিলে তাঁহাকে আপ-টু-ডেট্ বলিবেন? না, অনেকেই কিন্তু এরূপ রমণীদের আপ্-টু-ডেট্ বলিয়া মত পোষণ করেন। আবার অনেকে উক্ত গুণাধিকারিণী রমণীকে জাতির কলঙ্ক কিংবা সমাজের কলঙ্ক বলিয়া থাকেন আমি উক্ত

দেশহিতব্রতী, দাতা এবং একজন মানুষের মত মানুষ। কিন্তু যিনি অভিনয় করেছেন তাঁর কথনে, চলনে এবং অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনায় একেবারে বিপরীত ভাব মনে উদয় হয়েছে। যে মর্য্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত করতে পারলে ঐ অংশটি যথার্থ-রূপলাভ করতে পারতো তার কোন চিহ্ন উক্ত অভিনেতার অতি মেঠো অভিনয়ে পাওয়া যায় নি। এমনতর একটা প্রধান ভূমিকায় অভিনেতা-নির্ব্বাচনে কর্ত্তারা বিস্ময়কর অসাবধানতা প্রকাশ করেছেন।

অন্য অংশগুলি যেমন-তেমন। নৃত্য ও সংগীত পরিচালনা নৈপুণ্য ও কৌশল দাবী করতে পারে। বিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীরাও সাফল্য লাভ করেছেন। ইতি—

আপনাদের

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৭, বসুপাড়া লেন

বাগবাজার, কলিকাতা।

দুইটী মতের কোনটির সহিত আমার মতের মিল করিতে পারিলাম না। আমাদের (নারী-দের) আধুনিক শিক্ষাকে ত্যাগ করিয়া এক নব-শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতে হইবে। আধুনিক অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং এ শিক্ষা আমাদের দেশের পক্ষে অমঙ্গলকর। আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমরা পরাধীনতার শিকল দিয়া নিজেকে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়াছি। তাই আমাদের এক নব শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতে হইবে, যাহাতে দেশের ও সমাজের মঙ্গল হয়। যুগের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আমাদের মধ্যেও পরিবর্ত্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমাদের আধুনিক সময়ের মাঝে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হইবে। অবগুণ্ঠিতা নববধূর ন্যায় ঘরের কোনে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা দেশের হিতের জন্য নিজেদের দেশের কার্য্যে নিয়োজিত করিব এবং জগতের সম্মুখে আদর্শ নারী বলিয়া পরিচয় দিব। উক্ত নারীই প্রকৃত আধুনিকা। আপনি আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি—

শ্রীমতী নীরোজা মিত্র
চাঁদবাগ, লক্ষ্ণৌ।

(২৩)

মহাশয়া!

আপ্-টু-ডেট্ কথাটি আমাদের সমাজে আজকাল বিশেষভাবে পরিচিত। নারী-লোকে ভগিনী কনকপ্রভা সরকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা সবই সত্য। সাধারণতঃ শিক্ষিতা মেয়েদেরই আপ্-টু-ডেট্ বলা হয়। আমরা মনে করি যে, যে-মেয়ে হিল-তোলা জুতো পড়িয়া রাস্তা দিয়া ষ্টাইলের সহিত হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায়—আবার তাহার উপর যদি সাথে একটী পুরুষ বন্ধু থাকে, তাহা হইলে তো আর কথাই নাই, কিন্তু ইহাই কি আপ্-টু-ডেটের লক্ষণ? আমাদের দেখা উচিত যে আপ্-টু-ডেট্ কথাটির অর্থ কি?

প্রকৃতভাবে আপ্-টু-ডেট্ হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে চাই শিক্ষা, এবং সে শিক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে। কতকগুলি বই পড়িলেই বা খুব সাজ-সজ্জা করিয়া সিনেমাতে যাইতে পারিলেই যে আপ্-টু-ডেট্ হইল তাহা যেন কেহ মনে না করেন। মোট কথা, গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে হইলে যে সমস্ত কার্য্য নিত্য নৈমিত্তিক দরকার হয়, সেই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা উচিত। আধুনিক হাওয়াতে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারা চাই। স্বামী সন্তান ও সংসারকে আদর্শ বলিয়া মানিয়া লওয়া চাই। এক কথায় সর্ব্বগুণে ভূষিতা নারীকে প্রকৃত আপ্-টু-ডেট্ বলা যায়। আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

শ্রীমতী পারুলরাণী সাহা
হিন্দুস্থান রোড্,
বালিগঞ্জ।

(২৪)

মহাশয়া—

অপর্ণা দাস প্রস্তাবিত মেয়েদের আপ্-টু-ডেট্ বলে কি গুণ থাকিলে, প্রস্তাবটি খুবই সময়োচিত, কিন্তু আমার মনে হয় যে, এ প্রশ্নাবের যথাযথ উত্তর সকলে দিতে সমর্থ হইবেন কি না, সে বিষয়ে একটু সন্দেহ হয়, কারণ বর্ত্তমানে প্রচলিত যে আপ-টু-ডেট্ প্রথা, এটা ধনী ব্যক্তিরই ঘরের ষ্টাইল—মধ্যবিত্ত ঘরে এটা শোভা পায় না আর সম্ভবও নয়। যেখানে সমস্ত নারীজাতীর প্রশ্ন ওঠে, সেখানে কতকগুলি ব্যষ্টিগত নারীর বিষয় লইয়া কেহ সঠিক ভাবে উত্তর দিতে পারিবেন কি?

আজকাল আপ্-টু-ডেট্ নামে যাঁরা ভূষিতা তাদের এই সকল গুণগুলি থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন, তাহা না হইলে তাঁরা সভ্য-সমাজের চক্ষে বাহবা পাইতে হইবেন অসমর্থ, সেই কারণেই একান্তভাবে দরকার স্কুল কলেজে পড়া, ট্রামে বাসে, সভা-সমিতিতে প্রভৃতি সর্ব্বত্রই পুরুষের সম-অধিকারে চলা-ফেরা এবং শাড়ীটা বেশ কায়দা করিয়া পরা, পায়ে জুতাটা খুব হাই হিল হওয়া, মাথার খোঁপাটা অলস ভাবে ঘাড়ের উপরে থাকা, গালে রুজ, ঠোঁটে লিপষ্টীক, চোখে সুরমা ইত্যাদি ত্রুটিহীন প্রসাধন, তবেই তাঁহারা হইবেন প্রকৃত আপ্-টু-ডেট্ নামের অধিকারিণী।

প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষার অভিপ্রায় থাক বা না থাক, উপরোক্ত বিদেশী ষ্টাইলটুকু সম্পূর্ণ থাকা প্রয়োজন।

যারা লেখা পড়াও শিক্ষা করিয়াছেন, আবার ঘর সংসারের কাজেও অভ্যস্ত তাঁরা ওই মোহযুক্ত নামে ভূষিতা হইতে সমর্থ হইবেন না। পুরাকালে যে সকল মহিলা আমাদের পূজনীয়া, তাঁরাও যথেষ্ট শিক্ষিতা ছিলেন, পুরুষের সহিত তাঁরাও শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, স্বামী-নির্ব্বাচনও তাঁহাদের ইচ্ছাকৃত ছিল, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শ বর্ত্তমান আধুনিকাদের কাছে হাস্যকর ব্যাপার।

সেকালের গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রীর কথা উঠিলেই বর্ত্তমান আপ্-টু-ডেট্ মহিলারা নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন।

আপনি আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন, ইতি—

শ্রীমতী ছায়া মুখোপাধ্যায়
রাণাঘাট।

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোনঃ বি, বি, ৩৭১১

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"
৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন:— প্রিয়কুটীর, সুন্দাদিল, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)।

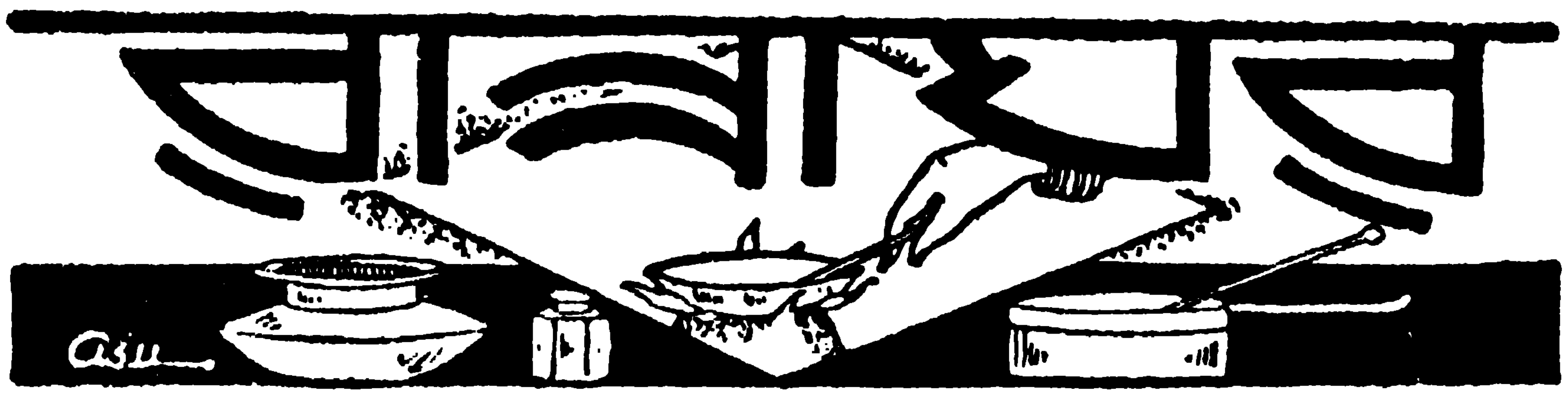

(৩৮)

আলুর পায়েস

ভগিনীগণ, আপনারা অনেকে পেঁপের পায়েস খেয়ে থাকবেন, কিন্তু আলুর পায়সে খান নি বোধ হয়—তাই লিখছি। আলুর পায়েসের প্রণালী—আলু খুব সরু সরু করে কাটবেন। তারপর দুধ, বাদাম, কিস্‌মিস্ আন্দাজমত নিন, পরে কড়াইয়ে করে উনানে চড়িয়ে দিন…দুধ ফুটলে আলু ছেড়ে দিন। আলু সিদ্ধ হলে পায়েসের মত হলে নামাবেন। পরে একটু কর্পূর ছড়িয়ে দিন। দেখুন কেমন হয়?

শ্রীমতী প্রতিমা চৌধুরী
বগুড়া

(৩৯)

আপেলের পায়েস

উপকরণ—৵৫ দুধ, ৪টী ভাল মিষ্ট আপেল, পেস্তা, বাদাম, কিস্‌মিস্ এবং পরিমাণমত চিনি ও এলাচের গুঁড়া।

প্রণালী—প্রথমে আপেল ৪টী একটু খাইয়া দেখিয়া লইবেন। কারণ টক্ হইলে দুধ দিবামাত্র ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। আপেলগুলি খুব সরু সরু করিয়া কুটিয়া লউন। পরে দুধ চাপান, দুধ ফোটামাত্র আপেলগুলি দুধে দিয়া দিন। দুধ ফোটামাত্র আপেল দেওয়ার কারণ এই যে, দুধেই সেগুলি সিদ্ধ হইবে। তারপর উহাতে চিনি পরিমাণমত এবং কিস্‌মিস্, বাদাম, পেস্তা দিয়া খুব আস্তে নাড়ুন। যখন বেশ ক্ষীরের মত হইয়া যাইবে, তখন উহা নামাইয়া উহাতে এলাচের গুঁড়া দিন। যদি কেহ পছন্দ করেন, তবে একটু গোলাপজলও দিতে পারেন। ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু।

শ্রীমতী অণিমা সরকার
পাণিবাগান লেন, কলিকাতা

(৪০)

কাঁচা পেঁপের পায়েস

উপকরণ—২টী বড় কাঁচা পেঁপে, এক ছটাক ঘি, আড়াই সের দুধ, আড়াই পোয়া চিনি ও আন্দাজমত বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্ ও এক পয়সার ছোট এলাচ।

পেঁপেগুলি খুব সরু সরু করে কুচিয়ে বেশ ভাল করে সিদ্ধ করে নিন। পরে কড়াই চাপিয়ে তাতে উপরোক্ত পরিমাণ ঘি দিয়ে তার উপর সেই সিদ্ধ পেঁপেগুলি ছেড়ে দিয়ে (নিংড়ে) খুন্তি দিয়ে নাড়তে থাকুন। সেই সঙ্গে পেস্তা, বাদাম ও কিস্‌মিস্ দিয়ে দিবেন। লক্ষ্য রাখবেন, যেন ভাজতে ভাজতে পেঁপেগুলি লাল হয়ে না যায়। তারপর সেগুলি যখন বেশ থক্‌থকে হয়ে যাবে, তাতে সেই দুধটা মিশিয়ে দিন। পরে দুধটা ম'রে যখন ২ সের আন্দাজ হয়ে যাবে, তখন চিনিটা মিশিয়ে দিবেন। এইবার নাড়তে থাকুন যেন ধরে না যায়। যখন বেশ পায়সের মত ঘন হয়ে আসবে, তখন নামিয়ে নিন্। কাঁসার পাত্রে ঢেলে তার উপর এলাচ গুঁড়াগুলি ছড়িয়ে দিন। ঠাণ্ডা হলে খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু হবে।

শ্রীমতী বিভারাণী দেবী
ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা

(৪১)

পাকা কলার মোরব্বা

প্রথমে পাকা কলাগুলির খোসা ছাড়িয়ে ঐগুলোকে লম্বা ভাবে চার টুক্‌রো করে কেটে নিন্। তারপর রৌদ্রে শুকাতে দিন্। ঐগুলি শুকিয়ে যখন শক্ত হয়ে আসবে তখন ঐগুলিকে তুলে রাখুন। তারপর ঐগুলিকে ঘিয়ে ভেজে চিনির রসে ফেলুন। রসটা এমন ভাবে তৈরী করবেন, যাতে কলাগুলোর গায়ে শক্ত হয়ে লেগে থাকে। শেষে কর্পূর ও এলাচগুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন্। ঠাণ্ডা হলে খান্। এগুলো খেতে বেশ সুস্বাদু।

কুমারী তুলসীরাণী মিশ্র
কেজুরী ছড়া
শ্রীহট্ট

(৪২)

চিঁড়ের পানতুয়া

উপকরণ—চিঁড়ে এক পোয়া, চিনির রস এক সের, কিস্‌মিস্, পেস্তা, ক্ষীর, ঘি, এলাচের গুঁড়া।

প্রণালী—চিঁড়ে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে গরম জলে এক ঘণ্টা আন্দাজ ভিজিয়ে রাখবেন। এরূপ পরিমাণ গরম জল দিবেন, জলটা যেন চিঁড়ে শুষে নেয়। চিঁড়ে ফুলে উঠলে শীলে ভাল করে বাটতে হবে, যেরূপ ময়দা মাখলে হয়, চিঁড়ে বাটা হলে সেরূপ হবে, এইবার পানতুয়ার মত গড়বেন। পানতুয়ার ভিতর ক্ষীর, পেস্তা কুচি, কিস্‌মিস্, ছোট এলাচের গুঁড়া দিবেন। তারপর কড়াইতে ঘি দিয়ে উনানে চাপান, ঘি পাকলে পানতুয়া ঘিয়ে ছেড়ে দিন, লাল লাল করে ভেজে চিনির রসে ছেড়ে দিবেন। ইহা খেতে অতি উত্তম হয়, চিঁড়ে বলে মোটেই বোঝা যায় না।

শ্রীমতী রেণুকা মজুমদার
বিরজা লজ, যশোহর

উলেন সোয়েটার

কেমন করিয়া সোয়েটার বুনিতে হয়, এবং কেমন করিয়া উহার হাত গলা ফেলিতে হয়, আজকাল তাহা বোধ হয় সকল ভগ্নীই জানেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা ইতিপূর্ব্বেই দীপালীতে হইয়া গিয়াছে। আশা করিতে পারি তাহা হইতে দীপালীর পাঠিকাগণ সোয়েটার বোনা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি সোয়েটার বোনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া (অর্থাৎ কেমন করিয়া গলা, হাত ফেলিতে হয় তাহা না বলিয়া) ইহার কয়েকটি প্যাটার্ণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহাতে যদি কোন নূতন সোয়েটার-শিক্ষার্থী ভগ্নির কাজে লাগে, তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। যদি কোন কাঁটা না বুঝিতে পারেন তবে জানাইলে সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ঝিনুক প্যাটার্ণ

প্রথমে যে রকম মাপ সেই রকম ঘর তুলিয়া লইবেন। পরে এমনি করিয়া বুনিয়া যাইবেন।

১ম কাঁটা—১ সোজা ১ উল্টা, ১ সোজা ৭ উল্টা এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

২য় কাঁটা—সোজার জায়গায় সোজা, উল্টার জায়গায় উল্টা।

৩য় কাঁটা—১ সোজা ১টী উল্টা, আর ১টী ঘর তুলিয়া লইবেন। ১টী সোজা ৫টী উল্টা করিয়া শেষে ১টি জোড়া করিয়া ৬টী উল্টা করিবেন। পুনরাবৃত্তি করুন।

৪র্থ কাঁটা—সোজার জায়গায় সোজা, উল্টার জায়গায় উল্টা।

৫ম কাঁটা—১ সোজা ২টী ঘর উল্টা, আর ১টী ঘর তুলিয়া ৩টী উল্টা করিবেন, তারপর ১ সোজা ৩টী উল্টার কাছে ৪টী উল্টা করিয়া ১টী জোড়া করিয়া ৫টি উল্টা করিবেন। এইরূপ পুনরাবৃত্তি করুন।

৬ষ্ঠ কাঁটা—সোজার জায়গায় সোজা, উল্টার জায়গায় উল্টা।

৭ম কাঁটা—১ সোজা ৩টী উল্টার পর ১টী ঘর বাড়াইয়া ৪টী উল্টা করিয়া ও ১টী সোজা করিয়া ৪টী উল্টা করিবেন। ১ সোজা ৩টী উল্টা করিয়া ১টী জোড়া করিয়া ৪টী উল্টায় পরিণত করুন। এরূপ পুনরাবৃত্তি করুন।

৮ম কাঁটা—সোজার জায়গায় সোজা উল্টার জায়গায় উল্টা।

৯ম কাঁটা—১ সোজা ৪টী উল্টা করিয়া ১টী ঘর তুলিবেন, তারপর ১ সোজা ৪টী উল্টার শেষে একটি জোড়া করিয়া ৩টী উল্টাতে পরিণত করিবেন। এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

১০ম কাঁটা—সোজার জায়গায় সোজা, উল্টার জায়গায় উল্টা।

১১শ কাঁটা—১ সোজা ৪টী উল্টা করিয়া ১টী ঘর তুলিয়া ৭টী উল্টাতে পরিণত করুন। তারপর ১ সোজা ৩টী উল্টার শেষে ১টী জোড়া করিয়া ২টী উল্টাতে পরিণত করুন। এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

১২শ কাঁটা—সোজার জায়গায় সোজা, উল্টার জায়গায় উল্টা।

১৩শ কাঁটা—১ সোজা ৬টী উল্টা আর ১টী ঘর তুলিয়া ৭টীতে পরিণত করুন। তারপর ১ সোজা ২টী উল্টার প্রথমে ১টী জোড়া করিয়া ১টীতে পরিণত করুন। এরূপ পুনরাবৃত্তি করুন।

১৪শ কাঁটা—সোজার জায়গায় সোজা, উল্টার জায়গায় উল্টা। ১৪ কাঁটা বোনা হইলে ১টী ঝিনুক উঠিবে।

বরফি প্যাটার্ণ

১ম কাঁটা—১ সোজা ১টী উল্টা, ১ সোজা ৯টী উল্টা, পুনরাবৃত্তি করুন।

২য় কাঁটা—সোজার জায়গায় সোজা, উল্টার যায়গায় উল্টা।

৩য় কাঁটা—১ সোজা ১টী উল্টার দুধারে দুটি ঘর তুলিয়া ৩টীতে পরিণত করুন। ১ সোজা ৯টী উল্টার দুধারে দুটী জোড়া করিয়া ৭টীতে পরিণত করুন, এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

৪র্থ কাঁটা—সোজার জায়গায় সোজা, উল্টার জায়গায় উল্টা।

৫ম কাঁটা—১ সোজা ৩টী উল্টার দুধারে দুটি ঘর বাড়াইয়া ৫টীতে পরিণত করুন। ১ সোজা ৭টী উল্টার দুধারে দু'টি জোড়া করিয়া ৫টীতে পরিণত করুন। এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

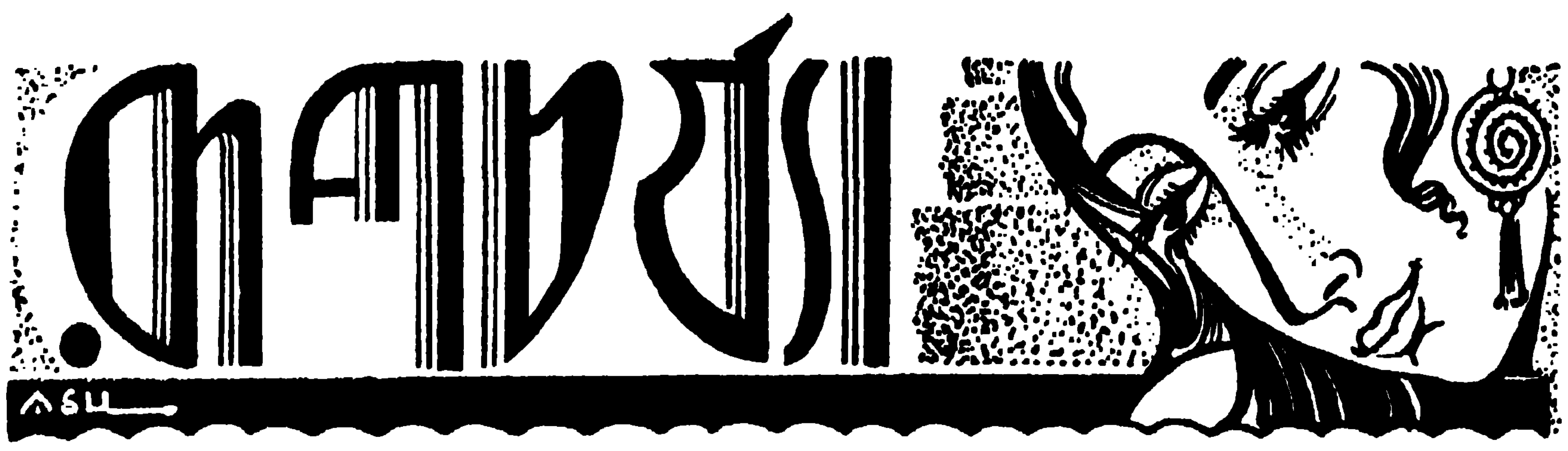

অঙ্গরাগ ব্যবহারের উদ্দেশ্য

—শ্রীশ্যাম বসাক

অনেক সময় আমাদের মনে স্বভাবতঃই এ প্রশ্ন জাগে যে আমরা অঙ্গরাগ ব্যবহার করি কেন? এটা কি কেবল ফ্যাসান—না এর আর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। এর উত্তরে বলা চলে যে, অঙ্গরাগের ব্যবহার ফ্যাসান বলে বোধ হলেও এর অন্য উদ্দেশ্যও আছে।

বর্ত্তমান যুগে আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালী আগেকার চেয়ে অনেকটা জটিল হয়ে উঠেছে। এর ফলে আমাদের জীবনে নানা কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে। নানা কৃত্রিমতার মাঝে অঙ্গরাগের ব্যবহারও হয়ে উঠেছে একটা কৃত্রিম ব্যাপার—যদিও স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে এর একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। রূপচর্য্যা হচ্ছে নারী-জীবনের একটি অতি-প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন ব্যাপার এবং অঙ্গরাগের সাহায্যে এ বিষয়ে অনেকখানি সফলতাও লাভ করা যায়। রূপচর্য্যায় অঙ্গরাগের ব্যবহার বিলাস বলে মনে হলেও বাস্তবিকই তা নয়। জীবন ধারণের পক্ষে অনুকূল অন্যান্য বিধি ব্যবস্থার মত এটীও একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় ব্যাপার।

এ যুগে অঙ্গরাগ প্রধানতঃ একটি উদ্দেশ্য নিয়েই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেউ অঙ্গরাগ ব্যবহার করেন অন্যকে অনুসরণ করে, কেউ করেন নিজেকে সুন্দর করে তোলবার জন্য অথবা কেউ করেন শরীরকে সাধারণভাবে কতকটা সুস্থ রাখার জন্য। রূপসজ্জার দিক দিয়ে অঙ্গরাগের ব্যবহার আমাদের দেশে আজও বিশেষভাবে প্রচলিত হয় নি। অঙ্গরাগ ব্যবহারের এতগুলি উদ্দেশ্য থাকলেও প্রত্যেকটার একত্র-প্রয়োগ-পরিচয় খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। যিনি যে উদ্দেশ্য নিয়েই অঙ্গরাগ ব্যবহার করুন না কেন তার উদ্দেশ্য ততক্ষণ সিদ্ধ হয় না যতক্ষণ না প্রত্যেকটা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক্‌ভাবে অবহিত হওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন ওঠে অঙ্গরাগ ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি কি?

বিচার করলে দেখা যায়—অঙ্গরাগ ব্যবহারের মূলে আছে প্রধানতঃ চারটা উদ্দেশ্য :—

(১) শরীরকে নির্ম্মল রাখা

(২) গাত্রচর্ম্মের অস্বস্তিকর উপসর্গ দূর করা।

(৩) দৈহিক গঠনের সামান্য অসম্পূর্ণতার সম্পূর্ণতা সাধন করা।

(৪) দেহ-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা।

এর প্রত্যেকটা উদ্দেশ্যই যে যুক্তিযুক্ত তার পরিচয় পাওয়া যায় যে সকল দ্রব্যের সাহায্যে অঙ্গরাগ তৈরী হয় এবং তার প্রয়োগ-পদ্ধতির বিচার করে।

প্রথম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে অঙ্গরাগ ব্যবহার করার পূর্ব্বে সাধারণভাবে আমাদের লক্ষ্য থাকে শরীরের পরিচ্ছন্নতার দিকে। কারণ সাধারণভাবে একথা আমরা সকলেই জানি যে অঙ্গ পরিষ্কার না করে অঙ্গরাগ ব্যবহার করলে তা কেবল নষ্টই হয়, তার দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, ব্যবহার্য্য অঙ্গরাগগুলি যদি সুনির্ব্বাচিত ও স্বাস্থ্যরক্ষক উপাদানে প্রস্তুত হয় তাহলে গাত্রচর্ম্মের অস্বস্তিকর অবস্থা বহু অংশে দূরীভূত হয়।

তৃতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা চলে যে অঙ্গরাগের সুষ্ঠু প্রয়োগের দ্বারা মুখের গঠনের স্বাভাবিক বহু সামান্য সামান্য ত্রুটি অনেকখানি মানিয়ে নেওয়া যায়। অঙ্গরাগ ব্যবহারের আগে সে ত্রুটি অতি সহজেই অন্যের চোখে প'ড়ে এবং যা অপরের চোখে

৬ষ্ঠ কাঁটা—সোজার জায়গায় সোজা, উল্টার জায়গায় উল্টা।

৭ম কাঁটা—১ সোজা ৫টী উল্টার দুধারে দুটী ঘর বাড়াইয়া ৭টীতে পরিণত করুন। তারপর ১ সোজা ৫টী উল্টার দুধারে দুটি জোড়া করিয়া ৩টীতে পরিণত করুন। এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

৮ম কাঁটা—সোজার জায়গায় সোজা, উল্টার জায়গায় উল্টা।

৯ম কাঁটা—১ সোজা ৭টী উল্টার দুধারে দুটী ঘর বাড়াইয়া ৯টীতে পরিণত করুন। ১ সোজা ৩টীর উল্টার দুধারে দুটি জোড়া করিয়া ১টীতে পরিণত করুন। এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

১০ম কাঁটা—সোজার জায়গায় সোজা, উল্টার জায়গায় উল্টা।

টালি প্যাটার্ণ

১ম কাঁটা—১টী উল্টা ৯টী সোজা, এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

২য় কাঁটা—২টী উল্টা ৮টী সোজা এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন। এইরূপে—প্রত্যেক কাঁটায় ১টী করিয়া উল্টা বাড়িবে ও ১টী করিয়া সোজা কমিবে, যখন ৯টী উল্টা হইবে তখন আবার প্রথম কাঁটার মত হইবে প্রথম কাঁটার পর প্রত্যেক দ্বিতীয় কাঁটায় সোজার জায়গায় সোজা, উল্টার জায়গায় উল্টা হইবে।

বারান্তরে আরও কয়েকটি প্যাটার্ণ লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

কুমারী কনক সেনগুপ্তা
পাটপুর রোড, বাঁকুড়া।

ভাগ লাগে না—অঙ্গরাগ ব্যবহারের পরে সে ত্রুটি আর চট্ করে নজরে পড়ে না এবং মুখশ্রীও হয়ে ওঠে আগের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। অধর ও ওষ্ঠের গঠন লিপষ্টিকের সাহায্যে, গণ্ডস্থল রুজের সাহায্যে, চোখ ও ভ্রূর গঠন আইলাশ্, আইস্যাডো, আইব্রাউ পেন্সিল প্রভৃতির সাহায্যে এবং মুখের স্বাভাবিক বর্ণ পাউডারের সাহায্যে অনেকখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নেওয়া যায়।

চতুর্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা যায় অঙ্গরাগ কালোকে ফরসা অথবা ফরসাকে আরও ফরসা করে না সত্য, কিন্তু কালো বা ফরসা রংয়ের মধ্যেও যে একটা নয়ন-তৃপ্তিকর মাধুর্য্যময় সৌন্দর্য্য থাকে যা অন্যকে মুগ্ধ করে তাতে কোন সন্দেহ নাই। যেখানে অঙ্গরাগ দেহে কৃত্রিম বর্ণের সৃষ্টি না করে, স্বাভাবিক বর্ণকেই আরও মনোরম করে তোলে এবং অঙ্গরাগকে দেহবর্ণ হতে আর পৃথক্ করা যায় না বা অঙ্গরাগের ব্যবহার চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক হয় না সেইখানেই অঙ্গরাগ ব্যবহারের এই উদ্দেশ্যটা যথার্থভাবে সার্থক হয়ে ওঠে! দেহ-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করার জন্য অঙ্গরাগ ব্যবহারের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেহের বর্ণকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত না করে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকেই আরও সুষমামণ্ডিত করে তোলা। এভাবে যদি অঙ্গরাগ ব্যবহার করা যায় তবে সৌন্দর্য্য সাধনায় অঙ্গরাগ ব্যবহারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সাধিত হয়।

অঙ্গরাগের ব্যবহার স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। দারুণ গ্রীষ্মে শরীর যখন স্বভাবতঃই উষ্ণ বোধ হয় তখন স্নিগ্ধকর সাবান, গন্ধতেল প্রভৃতি শরীরে শীতলতা এনে দেয়। গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের উত্তাপে যখন গাত্রচর্ম্মের অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন পাউডার প্রভৃতির প্রলেপে তা কতকটা দূরীভূত হয়। প্রচণ্ড শীতে যখন মুখ, হাত, পা ফাটে, শীতের আবহাওয়ায় শরীর যখন রুক্ষ দেখায় তখন স্নেহপদার্থ-যুক্ত অঙ্গরাগ ব্যবহার দ্বারা এই সকল উপসর্গের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এইভাবে যদি বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে অঙ্গরাগ ব্যবহারের সঙ্গে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার ইঙ্গিতও আছে। কারণ অঙ্গরাগ উদ্ভাবনের মূলে আছে সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কথা। দেহকে শ্রীমণ্ডিত করতে গিয়ে অঙ্গরাগ ব্যবহারের দ্বারা যাতে কোন প্রকারেই স্বাস্থ্যহানি না ঘটে সেদিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

এইভাবে যদি সকল উদ্দেশ্য বিচার করে অঙ্গরাগ নির্ব্বাচন ও ব্যবহার করা যায় তবেই অঙ্গরাগ ব্যবহারের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সাধিত হয়।

আহরণী

পয়মন্ত সুন্দরী

ফরাসী ধনী মঁশিয়ে ব্রিবে একদিন নিজের বৈঠকখানায় তাস খেলিতেছিলেন। খেলায় তিনি বহু টাকা হারিয়া গিয়া খুবই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার গৃহে জীনেট নাম্নী এক সুন্দরী তরুণী তাঁহার নিকট কোনও কার্য্য উপলক্ষ্যে আসে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, জীনেট গৃহে পদার্পণ করা হইতেই ব্রিবে জিতিতে আরম্ভ করেন এবং জীনেট এক ঘণ্টা বাড়ীতে ছিল, সেই সময়ে ব্রিবে, তাঁহার হৃত অর্থ পুনরুদ্ধার করিয়া বহু টাকা জিতিয়া ফেলিলেন। ব্রিবে জানিলেন না, কি করিয়া এ হইল। আরও ২১ বার, জীনেট যখন বাড়ীর মধ্যে ছিল, ব্রিবে বাহিরের যে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সে সবগুলিতেই তিনি প্রভূত লাভ করেন। ব্রিবের স্ত্রী স্বামীকে এই পয়মন্ত মেয়েটির কথা জানাইলে, ব্রিবে জীনেটকে উচ্চ বেতন দিয়া, তাঁহার আফিসে তাঁহার কাম্‌রার পাশের কাম্‌রায় বসাইয়া রাখেন এবং এতদ্দ্বারা তিনি সমস্ত ব্যাপারেই অভাবিত ভাবে সাফল্য লাভ করিতেছেন। জীনেটের কার্য্য শুধু বসিয়া থাকা!

বেগম আইয়াজ রসুল

যুক্তপ্রদেশের আইন-সভার ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট। বর্ত্তমানে যে কয়জন মহিলা সরকারী কার্য্যে বিশিষ্ট স্থান করিয়া রহিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা।

বিবাহ (?) বিচ্ছেদ!

লস্ এঞ্জেলেস্ হাইকোর্টে উইলিয়ম্ ডবসন্ একজন ১৮ বৎসর যুবক, জ্যাকেলীন্ লয়েট নাম্নী এক তরুণীর সহিত তাহার বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত করায় জজ সাহেবেরা বিবাহ বিচ্ছেদের রায় দিয়াছেন। বিবাহটি হইয়াছিল কিঞ্চিৎ অভিনব উপায়ে। একদিন ডবসন্ তাহার বন্ধু ও এই তরুণীকে লইয়া মোটরে কিঞ্চিৎ ভ্রমণোদ্দেশে বাহির হয়। চলিতে চলিতে ইহার ষ্টেট সীমা অতিক্রম করিয়া যে দেশে পৌঁছিয়াছে সেখানে অনূঢ়া যুবতীকে লইয়া কোনও অনাত্মীয় যুবক বেড়াইলে আইনানুসারে কঠিন দণ্ড লাভ করে। কাজেই আইনকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে তাহারা তত্রত্য পাদরীর বাড়ী গিয়া বিবাহিত হয় ও বিবাহের সার্টিফিকেট লয়। তারপর যে যাহার বাড়ী ফিরে। জজ এ ব্যাপার শুনিয়া বিবাহ খারিজ করিয়া দিয়াছেন। নলিচা আড়াল দিয়া তামাক খাওয়ার এমন উদাহরণ আর কোনও দেশে দুর্ল্লভ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—দশ—

নন্দরাণীর সংসারে যে পারস্পরিক সংযোগ এতকাল অবিচ্ছেদ্য ছিল তাহাই যেন ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। গ্রেট্ ঈষ্টার্ণের ঘটনার পর অলক আবার সুবর্ণকে সিনেমা দেখিতে লইয়া গিয়াছে, সুবর্ণও বেশ সহজেই এবারকার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে, এতদ্বারা অবশ্য মনে করিবার কোনও কারণ নাই যে সুবর্ণ-র মনোভাব কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অলকের ব্যবহার মাঝে মাঝে রূঢ় ও রুক্ষ হইলেও যেন নূতন জগৎ সুবর্ণ দেখিতে চায়, একমাত্র অলক-ই তাহার সুযোগ্য পথ-প্রদর্শক। তারপর শুধুমাত্র সুবর্ণর মুখে একদা এক সময় বিবাহের প্রস্তাবের উত্তরে সংক্ষিপ্ত "না"টুকু শুনিবার জন্য অলক যেভাবে আগ্রহান্বিত তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা যায় না।

সেই দিনই সন্ধ্যায় কলেজ হইতে ফিরিয়া অনীতা কুঞ্জর গলা জড়াইয়া ধরিল। অনীতার দৌরাত্ম্যে সকলেই অভ্যস্ত, আজ আবার সে কি নূতন আব্দার ধরিবে কুঞ্জ তাহাই ভাবিতে লাগিল, কহিল—কি হোল রে পাগলী, বল্ না! অনীতা কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট সুর ঢালিয়া কহিল—চলো না বাবা এম্পায়ারে—ভালো নাচ আছে, মন্দাকিনী দেবীর সাগর-নৃত্য, তার সঙ্গে আবার নৃত্যনাট্য 'বসন্ত-হিল্লোল', যাবে বাবা?

কুঞ্জ ধীরকণ্ঠে বলিল—এখন ত' পৌনে ছ'টা, সাড়ে ছ'টায় আরম্ভ, তোমার মার যদি আপত্তি না থাকে ত' যেতে আর কি—?

কুঞ্জ ভাবিতেও পারে নাই যে নন্দরাণী একবিন্দু আপত্তি করিবে না, সুতরাং নন্দরাণী যখন স্বচ্ছন্দে অনুমতি দিয়া বসিল তখন সে বিস্মিত হইয়া গেল। নন্দরাণী শুধু কহিল—আদর দিয়ে দিয়ে মেয়ের মাথাটি খাচ্ছ। যাবে যাও, তবে ঠাণ্ডা লাগিয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসো না যেন, ভালো করে গরম জামা-টামা পরে যাও—

কুঞ্জ ইহার কারণ বুঝিতে পারিল না, পারিবার কথাও নয়। নন্দরাণী নিভৃতে জহরের সহিত কথা কহিবার একটা সুযোগ খুঁজিতেছিল, তাহার অখণ্ড গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে কি রহিয়াছে তাহা জানিবার জন্য নন্দরাণীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার আর সীমা ছিল না।

অনীতা ও কুঞ্জর ট্যাক্সির আওয়াজ ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিলাইয়া গেল।

বারান্দা হইতে জহরের ঘরে ফিরিয়া নন্দরাণী দেখিল যে গভীর মনোযোগ সহকারে সে কি একখানি বিলাতী পত্রিকা পড়িতেছে, নন্দরাণী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া গভীর মমতাভরে জহরের দিকে চাহিয়া রহিল, জহর নন্দরাণীর উপস্থিতি বুঝিতে পারিল না। নন্দরাণীর আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ জহরের সহিত একটা বোঝাপড়া করিতেই হইবে, জহরের ওপর এ সংসারে একমাত্র নন্দরাণীর-ই যা কিছু প্রভাব আছে, কিন্তু কিভাবে যে কথাটা পাড়া যায় তাহা নন্দরাণী ভাবিয়া পায় না। অবশেষে নন্দরাণী জহরের মাথার অবিন্যস্ত দীর্ঘ চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া কহিল—দিনরাত কি এত পড়িস্ বাবা? তবে নভেল নাটক পড়ার চেয়ে এসব ঢের ভালো—

জহর একটু হাসিয়া বলিল—নভেল নাটকে আমার কি হবে মা, ও-সব আমি পড়তে পারি না, তারপর ঐ তোমার সিনেমার কাগজ—অনীটা যে কি করে ও-সব পড়ে তা আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি না—

নন্দরাণী জহরের পাশের চেয়ারটিতে বসিতে বসিতে ঠিক করিল যে এই কথার সূত্র ধরিয়াই আজ সকল সমস্যাগুলি মিটাইয়া লইতে হইবে, সমুদ্রবক্ষ হইতে এই নিমজ্জমান প্রাণীটিকে বাঁচাইয়া তুলিতেই হইবে। নন্দরাণী তাচ্ছিল্যভরে বলিল—অনী হোল মেয়ে মানুষ, কি হবে ওর লেখাপড়ায়! তোমরাই ছাড়লে না তাই, নইলে ওর পড়াশোনা যা হচ্ছে তা কি আর বুঝিনা বাবা! ও বয়সের মেয়েদের এই সব দিকেই ঝোঁক বেশী—

জহর একটু উত্তেজিত ভঙ্গীতে কহিল—তোমরাও ত' মেয়ে ছিলে মা, তোমরা কি পড়তে তখন?

নন্দরাণী হাসিয়া কহিল—তোর মার বিদ্যে ত' কত, তা ছাড়া আমাদের সময় অত-শত ছিল না বাপু, তখন লোকে রামায়ণ মহাভারতই বেশী পড়তো।

জহর উৎসাহিত হইয়া বলিল—তবে, রামায়ণ মহাভারত পড়ে সেকালের সব পবিত্র আদর্শ শিক্ষা হোত, আর এখন—

নন্দরাণী এ প্রসঙ্গে কিছু কথা কহিল না, তারপর সহসা আবেদনের ভঙ্গীতে বলিল—তুই কি অনীর ওপর রাগ করেছিস্ জহর ?

জহর তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—সে কি মা, রাগ কর্‌বো কেন ?

নন্দরাণী গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—অনী-সুবর্ণ তোমার দুই বোন্, ওদের তুমি যথেষ্ট ভালোবা'স্‌তে, সময় পেলেই ওদের নিয়েই তুমি থাক্‌তে, এখানে এসে অবধি ওদের সঙ্গে তোমার কথা কইবারও সময় হয়ে ওঠে না।

জহর শান্তকণ্ঠে কহিল—মন একটু খারাপ হয়েছিল, কিছুদিন আমি ভেবেই ঠিক কর্‌তে পারিনি কি কর্‌বো, সমস্ত কল্পনা সমস্ত আদর্শ যদি এক মুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, তখন কি হয় মনের অবস্থা ? জা.না মা, বিহারের ভূমিকম্পের কথা কাগজে পড়ে আমি কিছুই বুঝিনি, কিন্তু যেদিন অলকবাবুর মারফৎ এ খবর পৌছল সেদিন যে আমার চোখের সাম্‌নে বিহারের সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প বায়স্কোপের ছবির মত ভেসে উঠল, এক মুহূর্ত্তে হাজার হাজার সংসার ছারখার হয়ে গেল, বাপ মা ভাই-বোন সব এক মুহূর্ত্তেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর চাপা পড়ে রইল, আমার জীবনেও তেমনি ভূমিকম্প ঘটে গেল—

বাঙলার ও বাঙা

বীমা-প্রতি

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চল্‌তি বীমা	১৬	কোটি	৩৪	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল	২	"	৯৬	"	"
মোট সংস্থান	৩	"	৩৬	"	"
দাবী শোধ…	১	"	৮৫	"	"
প্রিমিয়াম আয়	…	…	৭৪	"	"

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

নন্দরাণী সান্ত্বনার সুরে বলিল—তারপরও ত' আবার সেই সর্ব্বনেশে জায়গায় আজ আবার নতুন করে মানুষ বাসা বাধছে, ওলোট পালোট হয়েছে সত্যি, তা' বলে মনে মনে দিনরাত সেই কথা ভেবে ভেবে শরীরটা যে একেবারে মাটি হয়ে গেল বাবা—

জহর সান্ত্বনার সুরে কহিল—এখন আমি অনেকটা সাম্‌লে নিয়েছি, সময়ে সবই সয়। তুমি আমার মা নও—এ যে আমার কত বড় শাস্তি, কত বড় দুঃখ তা বোঝাতে পারবো না। আমার ব্যবহার রুক্ষ হয়ে উঠ্‌ল, মনে শান্তি না থাক্‌লে মেজাজ সপ্তমে চড়ে, কিন্তু ক্রমশ: বুঝ্‌লাম ভুল আমারই, তোমার ত্রুটী নেই, তুমি যে আমার কতখানি আপন—যত দিন যেতে লাগল ততই স্পষ্ট হয়ে এল। তোমার ঋণের পরিমাণ কল্পনায় আসে না।

জহরের আবেগসিঞ্চিত কথাগুলি নন্দরাণীর অন্তর স্পর্শ করিল, সে কহিল—এ কথা তুই না বল্‌লেও আমি জানি জহর, একদিনেই কি তোর মা পর হয়ে যেতে পারে, তবে বাবা তোর মাকে যে চোখে দেখিস অনী-সুবর্ণকে তা থেকে তফাৎ করিসনি। ওর-আমার কথা ধরি না, আমরা জীবনটা কাটিয়ে এনেছি, যে কটা দিন আছি একরকম চল্‌বে, তবে তোমাদের তিনজনের বিচ্ছেদ আমি কল্পনাও কর্‌তে পারি না, ভগবান করুন সেদিন দূরে থাক্, প্রয়োজনে ও বিপদে আপদে পরস্পর সাহায্য কর্‌তে কখনো কুণ্ঠিত হয়ো না, সেই হবে আমার পরম সান্ত্বনা। যথেষ্ট আন্তরিকতাভরে জহর কহিল—সে তোমায় বল্‌তে হবে না মা, এ আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি, অনী-সুবর্ণ কোনোদিন আমার কাছে পর হয়ে যাবে না।

নন্দরাণী ব্যস্ত হইয়া কহিল—না না দিব্যি কর্‌তে হবে না, তোমার মুখের কথাই ঢের। ইহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া নন্দরাণী আবার বলিল—লোকনাথবাবুর ওপর তোর আর তেমন আক্রোশ নেই ত' বাবা, যত অপরাধই তাঁর থাক্ তবু তিনি তোমার বাবা—একথাটা মনে রেখো—

জহর বলিল—না, সে সব ঠিক করে ফেলেছি—

এই বলিয়া সে হাতের বইখানি নামাইয়া রাখিয়া, টেবিলের উপর হইতে অন্য একখানি বই খুঁজিয়া বাহির করিল। নন্দরাণী ভাবিয়াছিল কথা এখানেই শেষ হইবে, কিন্তু জহর আবার নূতন করিয়া সুরু করিল—এই দেখ মা, আমি তাঁদের সমস্ত ইতিহাস সংগ্রহ করে পড়্‌লাম, লোকনাথ-বাবু লোক তেমন খারাপ ছিলেন না, তবে কি জান—তাঁর অগাধ টাকা, মিলের মালিক, ব্যাঙ্কের মালিক, আরো কত কি ! ভবিষ্যতে এসব কিছুই হয়ত থাক্‌বে না, সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

নন্দরাণী স্তব্ধ বিস্ময়ে জহরের বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। জহর বলিতে লাগিল—আমাদের যা সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের এই অভাব—এ সমস্তই ভবিষ্যতে অন্য আকার ধারণ করবে, আর কি হোল জানো মা, এসব দেখে

শুনে আমি সোস্যালিজম্ ছেড়ে দেব ঠিক করেছি, অনেক তলিয়ে দেখলুম কিছুতেই কিছু না—যে নামেই ডাকো জল—'জল'।

জহরের পাণ্ডিত্যে নন্দরাণী বিস্মিত হইয়া কহিল—আমরা কি বুঝি বাবা, তবে তোর সোসাইটি না কি বলি, ও বুঝি স্বদেশীর ব্যাপার? তা তুই কি স্বদেশী ছেড়ে দিলি নাকি?

জহর বলিল—স্বদেশী কি ছাড়া যায় মা? তবে বক্তৃতা করে, বিবৃতি দিয়ে স্বদেশী না করে অন্য ভাবে স্বদেশী করবো ঠিক করেছি। দেশের অভাব দূর করতে হ'লে দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির আগে দরকার, তাই আমি ঠিক করেছি—

নন্দরাণী শুষ্ক-কণ্ঠে কহিল—কোন কাজকর্ম্মের একটা ঠিক করা উচিত ত'? তখন ঝোঁকের মাথায় অমন চাকরীটা ছেড়ে দিলি!

জহর উত্তেজিত হইয়া বলিল—এখন আমিই সবাইকে চাকরী দেব, সব ঠিক করে ফেলেছি, দরকার শুধু টাকার—

বিস্মিত নন্দরাণী জহরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর কহিল—ভেতর ভেতর এত সব ঠিক করেছিস্, অথচ আমাকে কিছু বলিস্নি কেন জহর?

জহর বলিল—সমস্ত ব্যবস্থা না করে আমার মতলব সবাইকে বলে লাভ কি, শেষে যদি কিছু না করে উঠ্তে পারি তখন যে আমার লজ্জার আর সীমা থাকবে না, মা।

নন্দরাণী আগ্রহভরে কহিল—বেশত', তুই কি ঠিক করেছিস্, কি করতে চাস্ বল্, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

—আমি গ্যাসের কাজ ভালো জানি, গ্যাস্ কোম্পানীর কাজেই এতদিন কাটালাম—তাই ভেবেছি নিওন গ্যাসের একটা কোম্পানী খুলব, সমস্ত ঠিক করে রেখেছি। বাজার আমার জানা, এখন দরকার মূলধনের, অনেক টাকার মূলধন চাই। দৃঢ় দীপ্ত কণ্ঠে জহর নন্দরাণীর কাছে তাহার আবেদন জানাইল।

নন্দরাণী বুঝিল জহর এই ভাবেই ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে যায়, তথাপি তাহাকে নিরুৎসাহ করা যায় না, তাই জহরকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যেই কহিল—কত টাকার মূলধন দরকার, জহর? তুমি যদি মনে করে থাক এ কাজই ভালো চালানো যাবে তাহ'লে টাকা আমি দেবার ব্যবস্থা করবো—

জহর বলিল—সব টাকা আমি চাই না, আপাততঃ কুড়ি কিংবা পনের হাজার টাকা আমাকে দাও, বাকী টাকা আমি শেয়ার বেচে তুলে নেব।

নন্দরাণী বলিল—সে যে অনেক টাকা, আচ্ছা আমি ওঁকে বলবো—

জহর বলিল—শুধু বলা নয়, টাকাটা আমাকে জোগাড় করে দিতেই হবে।

নন্দরাণী আবার বলিল—অনেক টাকা—

জহর বলিল—নতুন কারবার হিসাবে ও টাকা কিছুই নয়, তবে বাকী টাকা আমি তুলে ফেল্ব; বেশত', তোমরা না হয় টাকাটা আমাকে ধার দাও—

নন্দরাণী একথায় বিশেষ দুঃখিত হইয়া বলিল—তোকে আবার ধার দেব কি বাবা? তোর টাকা তুই নিবি, ওঁকে বলে আমি রাজী করবো।

জহর উৎসাহাতিশয্যে বলিল—যখন এই কারবার গড়ে তুলবো তখন দেখবে যে জহর কি কাণ্ড করতে পারে!

কুঞ্জ জহরকে টাকা দিতে কোনোরূপ ইতস্ততঃ করিল না, বরং বেশ আনন্দভরেই সে টাকাটা জহরের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল—শুনলুম তুমি কারবার করবে ঠিক করেছ, চাকরীতে আর কিছু হবে না। আমারও দেখনা বরাবরই কারবারের দিকে ঝোঁক্, তবে তখন পয়সা ছিল না, অল্প মূলধনের কারবার—কাজেই কিছু করতে পারিনি, তোমার ব্যবসা হ'লে আমি নিজেই অর্দ্ধেক দেখাশোনা করবো।

পিতৃস্নেহ স্বাভাবিক স্নেহভরে কুঞ্জ কথাগুলি বলিয়াছিল, কিন্তু জহরের দিক হইতে এ বিষয়ে বিশেষ কোন আগ্রহ না দেখিয়া কুঞ্জ তাহার ব্যক্তিগত সাহায্যের কথা দ্বিতীয়বার আর উল্লেখ করিল না।

টাকা পাইয়া জহর আবার তাহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্যের অতলে ডুবিয়া রহিল, সে যে কি করিতেছে তাহা বাড়ীর লোকের বাহির হইতে জানিবার বিশেষ কোনো উপায় রহিল না। (ক্রমশঃ)

অনেকগুলি স্কুল ও কলেজের স্পোর্টসে যোগদান করে একটা জিনিস বেশী করে চোখে পড়েছে—ছেলেদের স্পোর্টস্ সম্বন্ধে শিক্ষা ও উৎসাহদানের অভাব। বৎসরে একবার স্পোর্টস্ করতে হয় নিয়ম—তাই স্পোর্টস্ অনুষ্ঠিত হয়। ছেলেদের অভ্যাস করার সুযোগ দেওয়া ও তাতে তাদের উৎসাহ দেওয়া আমাদের স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষদের একান্ত কর্ত্তব্য। আজ বাংলা-দেশ যে স্পোর্টস্ বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের পেছনে পড়ে আছে তার একমাত্র কারণ এই গোড়ায় গলদ।

*

বাগবাজার হাই স্কুলের স্পোর্টস্ হয়ে গেছে। রামকৃষ্ণ মুখার্জ্জি প্রায় সমস্ত বিষয়ে প্রথম হয়েছে। ব্যারিষ্টার নৃপেন্দ্রনাথ ভোস মহাশয় পুরস্কার বিতরণ করেন।

মহারাজা কাশিমবাজার স্কুলের স্পোর্টসে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়েছে শিশির ব্যানার্জ্জি ও রবীন চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুক্ত কে, এন, রায় পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিদ্যাসাগর কলেজের স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন এস, কুমার। মিঃ আর, এন, সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্পোর্টস্ সেক্রেটারী নির্ম্মল মিত্র এর সাফল্যের জন্য প্রশংসার দাবী করতে পারেন।

জাতীয় যুবসঙ্ঘের ইণ্টারক্লাব স্পোর্টস্ হয়ে গেছে। আলফা স্পোর্টিং-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৩ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে।

*

আগামী ১১ই মার্চ্চ রবীন সরকারের পরিচালনায় ৭ মাইল, ১ মাইল ও ½ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতার একটা বিশেষত্ব এই যে অন্য প্রতিযোগিতার পুরস্কারপ্রাপ্ত কাহাকেও যোগ দিতে দেওয়া হয় না। ½ মাইল প্রতিযোগিতা কেবল অল্পবয়স্কদের জন্য। প্রবেশমূল্য কিছু নেওয়া হয় না, আগামী ১০ই মার্চ্চ নাম প্রেরণের শেষ দিন। নাম পাঠাতে হবে ৬-ডি ভবনাথ সেন ষ্ট্রীটে।

*

সিমলা ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে এক কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। ফাইনালে প্রায় সবক'টী প্রতিযোগিতাই উপভোগ্য হয়েছিল। ১২ ষ্টোন বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন ঘনশ্যাম দাস। ইনি ১৯৩৭ সালে ৯ ষ্টোনে, ১৯৩৮ সালে ১০ ষ্টোনে, ১৯৩৯ সালে ১১ ষ্টোনে পর পর চ্যাম্পিয়ান হয়ে এসেছেন। ক্লাব চ্যাম্পিয়ান হয়েছে সিমলা ব্যায়াম সমিতি।

*

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় বাংলা দেশ মাদ্রাজকে ১-০ গোলে হারিয়েছে। পরস্পরের মধ্যে একটা আদান-প্রদানের প্রবল ইচ্ছা থাকাতে এই জয়লাভ করা সহজ হয়েছে। এই খেলাতে জিতে বাংলা দেশ সেমি ফ্যাইনালে উঠলো, খেলতে হবে বোম্বায়ের সঙ্গে।

*

পাতিয়ালা খুব ভাল না খেলেও মাত্র এক গোলে যুক্ত প্রদেশকে পরাজিত করেছে। পাতিয়ালা সেমি-ফ্যাইনালে উঠলো।

পাঞ্জাব দিল্লীর কাছে ২-১ গোলে হেরে গেছে। দিল্লীদল গোড়া থেকেই খুব ভাল খেলেন, দিল্লীদল সেমি-ফাইনালে উঠলো। খেলতে হবে পাতিয়ালার সঙ্গে।

ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তাই
ইহার অপ্রতিহত গতি!

৩শ
সপ্তাহ

রঞ্জিৎ মুভিটোনের—
সন্ত
তুলসীদাস
কবি ও সাধকের অনবদ্য জীবন-কাহিনী
প্রভাত সিনেমায়

গৌরবোজ্জ্বল তৃতীয় সপ্তাহ
দেবদত্ত ফিল্মস্ প্রস্তুত
হিন্দী পৌরাণিক চিত্র
রুক্মিণী
শ্রেষ্ঠাংশে:
পান্না, প্রতিমা দাশগুপ্তা, নিম্বলকর
মুজাম্মিল, রাজেন্দ্র সিংহ, আনসারী
=গণেশ টকী॥

মানসাটা
ফিল্‌ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্রিকেট, হকি ইত্যাদিতে যেমন আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা হয়, ফুটবলেও সেরকম একটা যাতে হয় তার জন্য অল-ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন চেষ্টা করছেন। এটা যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে বাংলাদেশ যে চ্যাম্পিয়ান হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—অবশ্য বাংলা দেশকে অ-বাঙ্গালী খেলোয়ার ছাড়াই খেলতে হবে।

*

অল্-ইণ্ডিয়া হকি চ্যাম্পিয়ান বাংলা দেশ ভোপালের কাছে ৩-০ গোলে হেরে গেছে। এই পরাজয়ের জন্য দায়ী বাংলার ফরোয়ার্ড-দল, তাদের মধ্যে একটা পরস্পর সংযোগিতার অভাব খুব বেশি দেখা যাচ্ছিল। একমাত্র চারণজিৎ ফরোয়ার্ডদের মধ্যে ভাল খেলেছিলেন। এই পরাজয়ে আমাদের লজ্জার কিছুই নেই, কেননা আগেই বলেছি এই বাংলা দেশ হলো বাঙ্গালী খেলোয়ার ছাড়া।

*

পাতিয়ালা দিল্লীর কাছে হেরে গেছে। এবার বোম্বাই-দিল্লীর ফাইন্যাল খেলা হবে।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷৹। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ক্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬৷৹। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—**Dr. S. C. Bhadury M.B.**
Ghiamandi, Muttra, U. P.

ঋতুসঙ্কট যে কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য বহু পরীক্ষিত ১৷৹, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) দেখা করুন—৮—১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়।

ঘা—মুখে জীবে গলায় মাড়ীতে দাঁত কন্ কন্ করা, নড়া, ফোলা ৷৹। টনসিল্স (আলজীব) বৃদ্ধিই বিনা অস্ত্রে আরোগ্য ৷৹। ডাকখরচ ৷৹। মিসেস দাস বনজ বিশারদ ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D) কলিকাতা।

—অভিমন্যু

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "জিন্দগী" (হিন্দী) গত সপ্তাহে সেন্সর বোর্ড হইতে পাশ হইয়া গিয়াছে। ছবিখানির চিত্রগ্রহণও বড়ুয়া সাহেবই করিয়াছেন।

পরিচালক অমর মল্লিকের "অভিনেত্রী"র উভয় সংস্করণের কাজই সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। গত সপ্তাহে ইহার নায়িকার (কানন) জীবনের প্রধানতম ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে অর্থাৎ মঞ্চে অভিনয় করিবার জন্য গৃহত্যাগ।

পরিচালক ফণি মজুমদার তাঁহার "ডাক্তারের" ইউনিট লইয়া কলিকাতার বাহিরে একটি গ্রামে গিয়াছিলেন বহিদৃশ্য তুলিতে, তিনি সদলবলে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

"জীবন-মরণ" চিত্রায় এই শনিবার ২২শ সপ্তাহে পড়িল।

"জোয়ানী-কী-রীত" নিউ সিনেমায় এই সপ্তাহে ২য় সপ্তাহে পড়িল।

"পরাজয়" ২২শে মার্চ্চ গুডফ্রাইডের দিন মুক্তিলাভ করিবে।

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশানস্ লিঃ

এন, টি'র "জিন্দগী"র পরই "আঁধি" (বাংলায় "আলো-ছায়া") মুক্তিলাভ করিবে। দীনেশ দাশ পরিচালনা করিয়াছেন ও কৃষ্ণচন্দ্র দে সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন। হিন্দীতে অভিনয় করিয়াছেন পঙ্কজ, মুক্তামিল, মলিনা, শ্রীলেখা, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি।

রেণুকা ফিল্ম কর্পোরেশন

ইহাদের প্রথম ছবি "পুনর্ম্মিলন" একখানি নৃত্য-নাট্য। পরিচালনা করিবেন শ্রীঅলোক গাঙ্গুলী। প্রাথমিক কাজ ও ভূমিকা নির্ব্বাচন এই সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হইবে। ইহাতে অভিনয় করিবেন যমুনা, অলোকা, কমলা, কার্ত্তিক, দেবী, কানু প্রভৃতি। প্রযোজনা করিবেন শ্রীহৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

পরিচালক প্রফুল্ল রায় তাঁহার বর্ত্তমান ছবি "ঠিকাদারে"র বহিদৃশ্য গ্রহণের জন্য জয়ন্তী পাহাড় ও ডুয়ার্সে গিয়াছেন। তাঁহার দলে প্রায় ৪০ জন নটনটী ও টেকনিশিয়ান আছে। তাঁহারা রাজা-ভাতখাওয়া নামক স্থানের চা বাগানে তাঁবু ফেলিবেন বলিয়া বিশ্বস্ত সূত্রে শোনা গিয়াছে। আমরা প্রফুল্লবাবুর সাফল্য কামনা করি।

প্যারাডাইসে "কঙ্গন"

বম্বে টকীজের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ফ্রাঞ্জ ওষ্টেন, শ্রেষ্ঠাংশে লীলা চীটনিস, অশোককুমার, মোবারক, করুণা দেবী, ভি, এচ্, দেশাই, সরোজ বোরকার প্রভৃতি। আগামী শনিবার প্যারাডাইসে মুক্তিলাভ করিবে।

"কঙ্গনে"র গল্প শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র রচিত "রজনীগন্ধা" হইতে গৃহীত। গল্পটি মোটামুটী এই—

জমিদারপুত্র কমলকিশোর ভালবাসিল মাধবদাস বাবাজীর পালিতা কন্যা সুন্দরী রাধাকে। কমলকিশোর এম্-এ পাশ করিয়া দেশে আসিয়াছিল। এমন সময় একদা পুকুরঘাটে তাহাদের আলাপ হয় এবং সেই

আলাপ ক্রমশঃ গভীর প্রেমে পরিণত হয়। জমিদার জয়নারায়ণ সিং একদিন স্বচক্ষে দেখিলেন যে, কমল রাধার হাতে কঙ্কন পরাইয়া দিতেছে। তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না। তবে কমলকে শহরে পাঠাইয়া দিলেন আইন পড়িবার জন্য এবং মাধবদাসকে বলিলেন যে শীঘ্র রাধার বিবাহ দিতে, নহিলে তাহার মঠে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইবে। আর ইহাও জানাইয়া দিলেন যে, যদি বিবাহের জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন হয়, তাহাও তিনি দিতে প্রস্তুত। কিন্তু কি ভাবে এই দুইটী তরুণ-তরুণী কত দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া মিলিত হইল এবং সেই মিলনে জয়নারায়ণই হইলেন উদ্যোগী, তাহাই এ চিত্রে চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গল্পটি অত্যন্ত পুরাতন হইলেও সহজ, সরল ও সুন্দর ভাবে চিত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও অনাবশ্যক দৃশ্য-বাহুল্যে, অর্থাৎ বোম্বাই চিত্রের সর্ব্ব-পরিচিত প্যাঁচ ও ভাঁড়ামির অবতারণায় ছবিখানি সাবলীল গমনে বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। আর একটা বড় কথা এই যে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও ইহার কৌতূহল বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় না। "কঙ্গন" আমাদের যে-তিনটি কারণে ভাল লাগিয়াছে তাহা এই—অত্যন্ত সহজবোধ্য হিন্দী, গল্পের সার্ব্বজনীন আবেদন ও অভিনেতৃদের মনোজ্ঞ অভিনয়।

'রাধা' (লীলা চীটনিস), 'কমল' (অশোককুমার), 'জয়নারায়ণ' (মোবারক) ও 'রমেশ' (দেশাই) প্রত্যেকটি ভূমিকাই অন্তর স্পর্শ করে। করুণা দেবীর 'মীরা', সরোজ বোরকারের 'রমা' ও পীঠায়াগার 'মাধব' চরিত্রানুযায়ী সুন্দর। অন্যান্য ছোটখাটো ভূমিকাগুলিও প্রশংসনীয়।

শব্দ-নিয়ন্ত্রণ, স্থান-সমাবেশ, আলোক-চিত্র প্রথম শ্রেণীর। নেপথ্য-সঙ্গীতে শ্রীমতী সরস্বতী বাঈ ও রামচন্দ্র পাল যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে বাংলা দেশের সুরই অধিকাংশ স্থানে প্রয়োগ করায় সঙ্গীতাংশ বাঙ্গালীদের প্রভূত আনন্দ পরিবেশন করিবে বলিয়াই মনে হয়।

আমরা বম্বে টকীজকে তাঁহাদের এ সাফল্যে অভিনন্দিত করিতেছি।

রঙমহলে "বিশ বছর আগে"

গত শনিবার আমরা শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "বিশ বছর আগে" দেখিয়া আসিয়াছি। গল্পটির ভিতর যথেষ্ট অভি-নবত্ব দৃষ্ট হইল। গল্পটি এই—

বিনা দোষে খুনের অপরাধে ধৃত হইয়া এককালীন বাংলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা দীপক আন্দামানে প্রেরিত হয়। ২০ বৎসর পরে সে ফিরিয়া আসিয়া যে ঘটনাটি বর্ণনা করিল, তাহাই ষ্টেজে দেখানো হইয়াছে। সে ঘটনাটি এই—

দীপক যে রঙ্গমঞ্চের প্রধান অভিনেতা, সেই রঙ্গমঞ্চের সত্ত্বাধিকারী ছিল প্রদীপ এবং তাহাদের বন্ধুত্ব বাহিরের লোকের ঈর্ষ্যার বস্তু ছিল। তাহারা উভয়েই তমসা-নাম্নী একটি নারীকে ভালবাসিত। তমসা দীপককেই বেশী ভালবাসিত। কিন্তু পাছে প্রদীপ মনে কষ্ট পায়, এই জন্য কাহাকেও সে বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই। কিন্তু একদিন সে উভয়কেই কহিল যে, উভয়ের মধ্যে স্থির করিয়া তাহাকে বলিতে যে, কাহাকে সে বিবাহ করিবে। প্রদীপ বুঝিয়াছিল যে দীপককেই তমসা চায়। সেই জন্য সে কহিল দীপককেই বিবাহ করিতে। দীপক বুঝিয়াছিল যে এ তাহার অন্তরের কথা নয়, সেজন্য সেও বিবাহ করিল না, দুঃখহারিণী সুরার স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিল।

এদিকে দীপককে জব্দ করিবার জন্য প্রদীপ থিয়েটারের সংশ্রব ছাড়িয়া দিল। তন্বী নাম্নী এক অভিনেত্রী দীপককে খুব ভালবাসিত, তাহাকে কৌশলে হরণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু তন্বী আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভ করে। এদিকে প্রদীপের স্ত্রী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত, এতদিন প্রদীপ নিজেকে অবিবাহিত বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। দীপক প্রদীপকে বন্দুক লইয়া ভয় দেখাইতে যাইবামাত্র অন্য এক অদৃশ্য বন্দুকের গুলিতে প্রদীপ প্রাণ হারাইল। বিশ বছর পরে আসল হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল, সে আর কেহ নয় তন্বীর দিদি মনীষা।

মঞ্চকে পশ্চাৎপটে রাখিয়া যে ভাবে গল্পটি বলা হইয়াছে তাহা খুবই উপভোগ্য

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে
কোং লিমিটেড
(ইংলণ্ডে সমিতিভুক্ত)
ঈষ্টারের ছুটিতে
পুরী, গোপালপুর (রেলওয়ে ষ্টেশন বহরমপুর) ও ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি পূর্ব্বদেশীয় সমুদ্র সৈকতে আরামপ্রদ স্নান উপভোগ করুন।
বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে
ঈষ্টারের ছুটিতে
সকল শ্রেণীতেই
কন্সেশান দিতেছেন।
১৯৪০ সালের ১৫ই মার্চ্চ হইতে ২৫শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত টিকিট বিক্রয় হইবে এবং ১৯৪০ সালের ৮ই এপ্রিলের মধ্যে যাত্রা শেষ করিতে হইবে।

হইয়াছে। নাটকের সংলাপগুলি বেশ চিত্ত স্পর্শ করে। সর্ব্বাপেক্ষা দীপকের চরিত্রটি আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়াছে। এই চরিত্রটি ছাড়া দুঃখহরণ ও তন্বীর চরিত্র-সৃষ্টিতে নাট্যকার যথেষ্ট কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। আর একটি আকর্ষণের বিষয় এই যে, ৩৷৷ ঘণ্টার অভিনয়ের ভিতর একবার মাত্র ১৫ মিনিট বিরাম দর্শকদের নিকট খুবই আনন্দের, সন্দেহ নাই।

অভিনয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে প্রভাত সিংহের 'দীপক'। একটি যোগ্য ভূমিকা হইলে যে অভিনেতা তাঁহার অংশকে কতখানি জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে, 'দীপক' তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (দুঃখহরণ) ও ঊষা দেবী (তন্বী)ও চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। ভূমেন রায় 'প্রদীপে'র ভূমিকায় মন্দ অভিনয় করেন নাই, তবে তাঁহার শেষ দৃশ্যটি সুন্দর। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে বেলারাণী (তরলিকা), পদ্মা (মনীষা), সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী (প্রকাশ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দৃশ্যপট প্রশংসনীয়। বিশেষতঃ প্রথম দৃশ্যটি ও গ্রীণ রুমের দৃশ্যটি বাস্তবতাপূর্ণ। নেপথ্য-সঙ্গীত গল্পটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়া তোলে।

পরিশেষে আমরা বিধায়কবাবুকে আমাদের অভিনন্দন জানাই তাঁহার সাফল্যের জন্য। "বিশ বছর আগে" দেখিয়া যে সকলেই সন্তোষ লাভ করিবেন, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

কল্পতরু মিলনবীথি

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আনন্দ পরিষদের ভূতপূর্ব্ব নারীচরিত্রাভিনেতা শ্রীযুক্ত সুধাংশু চরণ কুমার (চরণবাবু) কল্পতরু মিলনবীথিতে যোগদান করিয়াছেন। বীথির সভ্যবৃন্দ বর্ত্তমানে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "আলোক ও ছায়া" মহলা দিতেছেন এবং সুধাংশুবাবু "ছায়ার" ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। অন্যান্য ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র চৌধুরী, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল মৌলিক প্রমুখ বীথির অন্যান্য লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অভিনেতাগণ অবতীর্ণ হইবেন।

নেত্রকোণায় নৃত্যশিল্পী শ্যামসুন্দর

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতে তিন দিন স্থানীয় "ই, বি, আর ইন্‌ষ্টিটিউট" রঙ্গমঞ্চে কলিকাতার "এসোসিয়েটেড্ ওরিয়েণ্টাল ড্যান্সার" সম্প্রদায় মিঃ এন, আমেদের নেতৃত্বে ও সমর ঘোষের পরিচালনায় তাঁহাদের নৃত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অতীনলাল তাঁর শিকারী ও ঘুড়ি নৃত্যে এবং বিশেষ করিয়া অগ্নি নৃত্যে দর্শকদের মুগ্ধ করিয়াছেন। অরুণা দাস ও শ্যামসুন্দরের বেদে-নৃত্য সুন্দর, শ্যামসুন্দর ও অমলা ও কমলার অজন্তা-জাগরণ নৃত্যে নূতনত্ব আছে। অরুণা দাসের 'পথ নৃত্য', অমলা ও কমলার মাড়োয়ারী নৃত্য, অরুণা দাস ও শ্যামসুন্দরের 'রাধাকৃষ্ণ' নৃত্য খুবই সুন্দর হয়। এই দলের "শ্রীদুর্গা" বা "মহিষাসুর বধ" নৃত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে রেডিওর সুবিখ্যাতা গায়িকা শ্রীমতী মায়া দেবী প্রত্যহই গান গাহিয়া দর্শকদের আনন্দ পরিবেশন করিয়াছেন। রবি রায় চৌধুরীর বাদ্য ও যন্ত্র-সঙ্গীত পরিচালনা প্রশংসনীয়।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত

জন্ম

দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেসজ

১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ

মূল্য, যথা— ১৷৷০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।

ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া

গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

নানাকথা

শুভ-বিবাহ

স্বর্গতঃ ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দৌহিত্র এবং ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রণেন্দ্রকুমার লাহিড়ীর সহিত উদয়পুর ষ্টেটের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট ফরিদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র ভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, কল্যাণীয়া শ্রীমতী আশারাণী দেবীর শুভ-বিবাহ গত বৃহস্পতিবার বালিগঞ্জ প্লেসে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত শনিবার পাকস্পর্শ উপলক্ষ্যে লাহিড়ী মহাশয়ের ২৯নং এলগিন্ রোডস্থিত ভবনে এক প্রীতিভোজের আয়োজন হইয়াছিল। এই উৎসবে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য:— মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী; মিসেস্ বি, সি, চ্যাটার্জ্জী, মিসেস্ জগদীশ মৈত্র; রাণী সুরেশ্বরী দেবী (পুঠিয়া); শ্রী জে-এন, মজুমদার, ডাঃ সুধীর মজুমদার ও মিসেস্ মজুমদার; ডি, এল, মজুমদার আই-সি-এস ও মিসেস্ মজুমদার, মিঃ প্রমথ সান্যাল ও মিসেস্ সান্যাল, ডাঃ সুবোধ লাহিড়ী ও মিসেস্ লাহিড়ী; মিঃ রণেশ চক্রবর্ত্তী ও মিসেস্ চক্রবর্ত্তী; শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীহেমচন্দ্র লাহিড়ী, রায় বাহাদুর অঘোর নাথ অধিকারী; ডাঃ প্রবোধ বাগচী; রায় বাহাদুর খগেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য; শ্রীমন্মথ পাল চৌধুরী; বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়; দেবকী কুমার বসু; যতীন্দ্র নাথ মিত্র; সুবোধ কুমার দে; হেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়; পান্নালাল সিংহ; জলু বড়াল; অমূল্য ভাদুড়ী, রমেশ চন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রগণ এবং জামাতা শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যাল অতিথি-অভ্যাগতগণের আদর আপ্যায়নের প্রতি বিশেষ ভাবে অবহিত ছিলেন।

আমরা নব-দম্পতীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যায় ২৮শ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শ্রীরথীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত সংবাদে লিখিত হইয়াছে "ইনি সম্প্রতি ইণ্টার কলেজিয়েট ১৩ মাইল সাইকেল রেসে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি সিটি কলেজ হইতে এবার আই-এ পরীক্ষা দিতেছেন।" ইহার পরিবর্ত্তে হইবে "ইনি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ্যারিয়ার্স ১৬ মাইল সাইকেল রেসে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।" ও "আই-এ" পরীক্ষার পরিবর্ত্তে "আই-এস-সি" হইবে। আমরা এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

ডাঃ এচ, মুখোপাধ্যায়ের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী

গত রবিবার ৩রা মার্চ্চ ব্রডওয়ে হোটেলে অপরাহ্নে ডাঃ হরিদাস মুখোপাধ্যায় এম, ডি, (অ্যামেরিকা) মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্ম-বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই প্রীতি সম্মিলনীতে কলিকাতার মেয়র শ্রীনিশীথ চন্দ্র সেন পৌরহিত্য করেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বহুকাল বিদেশে বাস করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন। হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশেও তিনি বহুদিন থাকিয়া গাছ-গাছড়া সংক্রান্ত বহু গবেষণা করিয়া তাহা হইতে এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া জন সাধারণের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি, ডাঃ মুখোপাধ্যায় শতায়ু হউন্।

বাঁকুড়ায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

গত ১৮ই ফাল্গুন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়া সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। চণ্ডীদাসের লুপ্তপ্রায় স্মৃতিরক্ষার্থে পরিষদ স্বীয় ভবনের নাম চণ্ডীদাস স্মৃতি-মন্দির রাখিবেন। ইহার একাংশে বাঁকুড়া ও তৎনিকটস্থ পশ্চিম রাঢ়ের পুরাকৃতি রক্ষিত হইবে, অপরাংশে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার থাকিবে। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশীর্ব্বচন প্রদান করেন।

কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বাঁকুড়া সাহিত্য পরিষদের অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় একটি সুন্দর অভিনন্দন প্রদান করেন।

দি ওরিয়েণ্ট ক্লাব

গত রবিবার ৩রা মার্চ্চ সকাল ৬টায় ইণ্টার ক্লাব বার্ষিক ভ্রমণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। পঁচিশ জন প্রতিযোগী ইহাতে যোগদান করেন। মিঃ এন্, এন্, ভোস বি, এ, (ক্যাণ্টাব), বার-অ্যাট-ল' সভাপতিত্ব করেন ও কৃতী প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

বেঙ্গলী ক্লাব, জয়পুর

বেঙ্গলী ক্লাবের ১০ম বাৎসরিক সম্মিলনী আগামী ১০ই মার্চ্চ রবিবার দিন ক্লাব প্রাঙ্গনে সন্ধ্যা ৫॥ ঘটিকায় সময় ধার্য্য করা হইয়াছে। উক্ত দিবসে এক্সিকুটিভ কমিটির সভ্যগণ ও প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী ইত্যাদি আগামী বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত ৮৭ জন ক্লাবের সাধারণ সভ্য ৪ জন আজীবন সভ্য আছেন। ক্লাবে গত দুই মাস হইতে সকল সভ্যগণের জন্য কনসার্ট ক্লাস খোলা হইয়াছে। উক্ত দিবসে রাত্রি ৯টার পর সকল সভ্যদের জন্য আমিষ ও নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোং, লিঃ
(ইংলণ্ডে সংগঠিত)

ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার

অধিবেশন উপলক্ষে—রামগড়ে যাতায়াতের ক্লাস ভাড়া

বি, এন্ রেলওয়ের যে কোন ষ্টেশন (ময়ূরভঞ্জ ও পার্লাকিমেদি লাইট রেলওয়ে সহ) হইতে একবারের ভাড়ার দেড়গুণ ভাড়ায় (১½) রামগড় পর্য্যন্ত ১ম, ২য়, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাতায়াতী টিকিট দেওয়া হইবে।

১৯৪০ সালের ২১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই টিকিট ইসু করা হইবে।

প্রত্যাবর্ত্তনের মেয়াদ—১৯৪০ সালের ৩০শে মার্চ্চ মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত।

কলিকাতা হইতে রামগড় টাউন পর্য্যন্ত
১৬ই ও ১৮ই মার্চ্চ স্পেশাল ট্রেণ ছাড়িবে।

হাওড়া—ছাঃ রাত্রি ৮টা ৫৪ মিঃ (কলিঃ সময়)   রামগড় টাউন—পৌঃ সকাল ৫টা ১৫ মিঃ

এই সমস্ত স্পেশাল ট্রেণ খড়্গপুর, টাটানগর, মূরী হইয়া সরাসরি বড়কাকানা যাইবে। যদি আবশ্যক হয়, ১৬ই ও ১৮ই মার্চ্চ রাত্রি ১০টা ২৪ মিঃ (কলিঃ সময়) সময় হাওড়া হইতে অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেণ ছাড়িবে।

৭নং ডাউন পুরী এক্সপ্রেসে ও ৩নং ডাউন মাদ্রাজ মেলে খড়্গপুরে আগত রামগড় যাত্রীদের সুবিধার্থ ১৬ই হইতে ১৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রত্যহ একখানি স্পেশাল ট্রেণ রামগড় টাউন পর্য্যন্ত যাইবে।

খড়্গপুর—ছাঃ ঘঃ ৮-৩০ মিঃ   রামগড় টাউন—পৌঃ ঘঃ ১১-৪৫ মিঃ

এই স্পেশাল ট্রেণও টাটানগর, মূরী হইয়া সরাসরি বড়কাকানা যাইবে। বি, এন্ রেলওয়ের রামগড় টাউন রেল ষ্টেশন হইতে কংগ্রেস নগরের দূরত্ব মাত্র এক মাইলের মত।

কমার্শিয়াল ট্রাফিক ম্যানেজার।

কলিকাতা কর্পোরেশন

১৯৩৯ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) আইন (বঙ্গীয় ১৯৩৯ সালের ১১নং আইন) অনুসারে সংশোধিত

১৯২৩ সালের ৩নং আইন (বি সি) অনুযায়ী

কাউন্সিলারগণের ষষ্ঠ সাধারণ নির্ব্বাচন

নোটীশ

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, নিম্নোক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলীসমূহে যত জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন, যথারীতি মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক। প্রার্থীদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীসমূহ

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা:
শ্যামপুকুর—[১নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম:
১। ভূপেন্দ্রনাথ বসু
২। ভূতনাথ মুখার্জ্জী
৩। ব্রজেন্দ্রকুমার ব্যানার্জ্জি
৪। দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি
৫। জীবনকৃষ্ণ মিত্র
৬। ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৭। রাজেন্দ্রনারায়ণ ব্যানার্জ্জি
৮। সতীশচন্দ্র ভড়

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা:
কুমারটুলী—[২নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম:
১। স্যার হরিশঙ্কর পাল
২। সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী

পি, সি, বসু,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা:
বড়তলা—[৩নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন—ইহার মধ্যে একটী তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের জন্য নির্দ্দিষ্ট]

প্রার্থীগণের নাম:
১। *ভবেশচন্দ্র দাস
২। ডাঃ জি, সি, ঘোষ
৩। গোষ্ঠবিহারী দাস
৪। *হরিদাস সাহা
৫। *যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল
৬। *কার্ত্তিকচন্দ্র দাস
৭। *ডাঃ মনোমোহন দাস
৮। *রাধানাথ দাস
৯। সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী

ডাঃ এস, কে, ঘোষ,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন সংখ্যা:
সুকীয়াস ষ্ট্রীট—[৪নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম:
১। অমিয়নাথ দে
২। অমূল্যচন্দ্র মিত্র
৩। অনন্তচরণ লাহা
৪। চারুচন্দ্র দে
৫। ডাঃ হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়
৬। হৃদয় কৃষ্ণ ঘোষ
৭। ডাঃ রাইমোহন দে
৮। শচীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা:
জোড়াসাঁকো—[৬নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম:
১। গোষ্ঠবিহারী শেঠ
২। মদনমোহন বর্ম্মণ
৩। ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়
৪। পণ্ডিত রামশঙ্কর ত্রিপাঠী
৫। কুমার শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়
৬। কবিরাজ শিবনাথ সেন
৭। সুধীরকুমার চ্যাটার্জ্জি
৮। সুশীলকুমার সেন

এস, এন, সরকার,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা:
জোড়াবাগান—[৫নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম:
১। জি, সি, বসাক
২। মোহনলাল মকর
৩। প্রভাংশুকুমার শেঠ
৪। পুরুষোত্তম রায়
৫। রবীন্দ্রনাথ বসু
৬। কবিরাজ শিবনাথ সেন
৭। ডাঃ সূর্য্যনারায়ণ বর্ম্মণ

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা
তালতলা—[১৪নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম:
১। বিজয়সিংহ নাহার
২। বিষাদেন্দু বিশ্বাস
৩। ডাঃ এম, এন, সরকার
৪। মোহনলাল ঘোষ

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা:
বেলিয়াঘাটা—[২৮নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন—ইহার মধ্যে একটি তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের জন্য নির্দ্দিষ্ট]

প্রার্থীগণের নাম:
১। এ, সি, ব্যানার্জ্জি
২। *এ, এস, নস্কর
৩। *বলাইচাঁদ করণ
৪। বিধুভূষণ সরকার

---

* চিহ্নিত নামগুলি তপশীলভুক্ত জাতির প্রার্থীদের।

৫। *হেমচন্দ্র নস্কর
৬। সুহৃদকুমার মল্লিক চৌধুরী
৭। সুরেশচন্দ্র ঘোষ

ভাস্কর মুখার্জ্জি,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
বড়বাজার—[৭নং ওয়ার্ড]
[তিনটি আসন]

প্রার্থীবর্গের নাম :
১। চরণদাস শেঠ
২। চারুচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি
৩। দেবজীবন ব্যানার্জ্জি
৪। গোকুলদাস মোহতা
৫। হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার
৬। কানাইয়ালাল ট্যাণ্ডন
৭। মদনমোহন বর্ম্মণ
৮। প্রভুদয়াল হিম্মৎসিঙ্কা
৯। প্রফুল্লকুমার বাজপেয়ী
১০। পণ্ডিত রামশঙ্কর ত্রিপাঠী
১১। সচ্চিদানন্দ গাঙ্গুলী

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
বামুন বস্তী—[১৭ নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীবর্গের নাম :
১। ই জে সোলমন
২। আই এইচ কোহেন
৩। এস কে সোদে
৪। সুধাংশুকুমার মিত্র

এম এন রায়,
রিটার্ণিং অফিসার

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০।

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
কলুটোলা—[৮নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন]

প্রার্থীবর্গের নাম :
১। আনন্দিলাল পোদ্দার
২। প্রভুদয়াল হিম্মৎসিঙ্কা
৩। রাধাকৃষ্ণ নিয়োতিয়া
৪। কবিরাজ সত্যব্রত সেন

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
কালীঘাট—[২৩নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীবর্গের নাম :
১। বি সি হালদার
২। বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জ্জি
৩। বিভূতিভূষণ কুণ্ডু
৪। চণ্ডীচরণ ব্যানার্জ্জি
৫। দেবব্রত মুখার্জ্জি
৬। ফণীলাল মুখার্জ্জি
৭। প্রসাদদাস ব্যানার্জ্জি
৮। সাতকড়িপতি রায়

আর আর সিংহ,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০।

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
মুচিপাড়া—[৯ নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :
১। অতুলকৃষ্ণ ঘোষ
২। বঙ্কবিহারী সেন
৩। দেবনারায়ণ দে
৪। ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস
৫। জগন্নাথ কোলে
৬। যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৭। ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
৮। ডাঃ মিস প্রভাবতী দাশগুপ্ত
৯। সুশীলকুমার সেন
১০। তুলসীচরণ রায়

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
পদ্মপুকুর—[১১ নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :
১। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী
২। নটবরচন্দ্র দত্ত

এ কে সেন,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০।

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
বহুবাজার—[১০নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :
১। দেবী মিত্র
২। ইন্দ্রভূষণ বিদ
৩। মাণিকচাঁদ পাল
৪। পান্নালাল মিত্র

এ এফ নবীবক্স,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০।

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
ওয়াটার্লু ষ্ট্রীট—[১২নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :
১। অপূর্ব্বচন্দ্র মুখার্জ্জি
২। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বসু
৩। সুরেন্দ্রনাথ দত্ত
৪। সুশীলচন্দ্র সেন

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
মাণিকতলা—[২১নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :
১। নরেন্দ্রনাথ দালাল
২। উমেশচন্দ্র শীল

আর মৌলিক,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০।

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
ফেনিক বাজার—[১৩নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :
১। অমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি
২। বিপিনবিহারী সাধুখাঁ
৩। যতীন্দ্রমোহন ঘোষ
৪। যোগেন্দ্রলাল সাহা

---

* চিহ্নিত নামগুলি তপশীলভুক্ত জাতির প্রার্থীদের।

(৩১শ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

৫। রাজেন্দ্র সিংহ সিংহী
৬। এস সি চক্রবর্ত্তী
৭। এস এন ভট্টাচার্য্য

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন সংখ্যা :
ট্যাংরা—[১৮নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন, ইহার মধ্যে একটি তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের জন্ত নির্দ্দিষ্ট]

প্রার্থীগণের নাম :
১। *বিরাটচন্দ্র মণ্ডল
২। বিষ্ণুপদ ঘোষ
৩। দেবেন্দ্রচন্দ্র দে
৪। *যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল
৫। *মহীতোষ সাহা
৬। *পঞ্চানন দাস চৌধুরী
৭। প্রফুল্লকুমার দত্ত
৮। *প্রমথরঞ্জন ঠাকুর
৯। *পুলিনবিহারী খাত্তিক
১০। রাজেন্দ্র সিংহ সিংহী
১১। সুরেশচন্দ্র সান্ন্যাল

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
ইটালী—[১৯নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন, ইহার মধ্যে একটি তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের জন্ত নির্দ্দিষ্ট]

প্রার্থীগণের নাম :
আশুতোষ ঘোষ
*হরিহর দাস চৌধুরী
*জয়নারায়ণ চৌধুরী
*যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল
ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য্য
৬। *মহীতোষ সাহা
৭। নন্দলাল ঘোষ
৮। রবীন্দ্রনাথ বসু
৯। *রাজেন্দ্রনাথ গুণ
১০। রাজেন্দ্র সিংহ সিংহী
১১। শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি
১২। সমরেন্দ্রনাথ পাল
১৩। ডাঃ সুবোধকুমার সরকার

শৈলেন ঘোষাল,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০।

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
কলিঙ্গা—[১৫নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :
১। ডি জে কোহেন
২। ডি এন সেন
৩। মোহনচাঁদ সেন
৪। রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর

ডি এন গাঙ্গুলী,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
বালীগঞ্জ—[২১নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :
১। অমৃতলাল চ্যাটার্জ্জী
২। বি সি চ্যাটার্জ্জী
৩। বিজয়কুমার ব্যানার্জ্জী
৪। রাজেন্দ্র সিংহ সিংহী
৫। এস বি মিত্র

এস এম শরিফ,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
ভবানীপুর—[২২নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :
১। ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২। জে পি মুখার্জ্জী
৩। নির্ম্মলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী
৪। পূর্ণশশী বসু রায়
৫। পূর্ণেন্দুশেখর বসু
৬। সতীশচন্দ্র বসু
৭। শান্তিকুমার রায় চৌধুরী
৮। সোমেশ্বরপ্রসাদ মুখার্জ্জী
৯। সুশীলচন্দ্র ঘোষ

ডি এন দত্ত,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
আলিপুর—[২৪নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :
১। ললিতমোহন দাস
২। ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
একবালপুর—[২৫নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :
১। হরিসাধন বসু চৌধুরী
২। ক্ষেত্রনাথ মিত্র
৩। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
৪। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
৫। পাঁচুগোপাল দাস
৬। তারালাল চৌধুরী

পি সি গুপ্ত,
রিটার্ণিং অফিসার

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
ওয়াটগঞ্জ ও হেষ্টিংস—[২৬নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :
১। অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি
২। বি সি ঘোষ
৩। এন সি ঘোষ

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা
টালিগঞ্জ—[২৭নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

১। ডাঃ চারুচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি
২। রায় যোগেশচন্দ্র সেন বাহাদুর
৩। এন সি সেন
৪। নির্ম্মলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি
৫। পাঁচুগোপাল সেন
৬। রাখালচন্দ্র দত্ত

ডাঃ এম ইউ আমেদ,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

---

* চিহ্নিত নামগুলি তপশীলভুক্ত জাতির প্রার্থীদের।

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
বেলগাছিয়া—[৩০নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :

১। ধীরেন্দ্রকুমার মজুমদার
[ওরফে বলাই বাবু]
২। দুলালচন্দ্র মুখার্জ্জি
৩। হরিদাস মজুমদার
৪। যোগেশচন্দ্র ঘোষ
৫। পুলিনবিহারী সাউ
৬। সুনীতেন্দ্রমোহন ঠাকুর
[ওরফে নেড়বাবু]

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
কাশীপুর—[৩২নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :

১। ডাঃ বি বি গোস্বামী
২। মৃগেন্দ্রকুমার মজুমদার
[ওরফে কৃষ্ণবাবু]
৩। সুবোধচন্দ্র বসু

জে সি সরকার,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন সংখ্যা :
সাতপুকুর—[৩১নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :

১। ডাঃ বি গাঙ্গুলী
২। ফকিরচন্দ্র ঘোষ
৩। যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৪। ডাঃ এল এম বিশ্বাস
৫। নলিনীমোহন চ্যাটার্জ্জি
৬। নিতাই পাল

এ সি ঘোষ,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

মুসলমান নির্ব্বাচকমণ্ডলী সমূহ

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
শ্যামপুকুর—[১নং ওয়ার্ড]
কুমারটুলী—[২নং ওয়ার্ড]
বড়তলা—[৩নং ওয়ার্ড]
জোড়াবাগান—[৫নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :

১। গফুর চৌধুরী
২। মৌলবী মহম্মদ সুলেমন

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
সুকিয়াস ষ্ট্রীট—[৪নং ওয়ার্ড]
জোড়াসাঁকো—[৬নং ওয়ার্ড]
বড়বাজার—[৭নং ওয়ার্ড]
[একটী আসন]

প্রার্থীগণের নাম :

১। সেখ আব্দুর রহমান
২। আব্দুর রেজাক
৩। সেখ ফজল ইলাহী
৪। ফিরোজুদ্দিন
৫। মুন্সী রমজান আলি খাঁ

মোয়াজ্জেম হোসেন,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
কলুটোলা—[৮নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :

১। আব্দুল বারী ভূঞা
২। আব্দুর রেজাক
৩। সেখ ফজল ইলাহী
৪। মহম্মদ রফিক
৫। ডাঃ সৈয়দ জাফর আমেদ

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
ভবানীপুর—[২২নং ওয়ার্ড]
কালীঘাট—[২৩নং ওয়ার্ড]
আলীপুর—[২৪নং ওয়ার্ড]
টালীগঞ্জ—[২৭নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :

১। আব্দুল বারী ভূঞা
২। ডাঃ জে আমেদ
৩। মহম্মদ জলিল

মহম্মদ সরফুল আনম,
রিটার্ণিং অফিসার

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
মুচিপাড়া—[৯নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :

ডাঃ এ আহসান
এ এম এ জামান
আব্দুল বারী ভূঞা
কাজী আশরফ আলি
নবাবজাদা কমরুদ্দিন হায়দর
মৌলবী নূরুদ্দিন আমেদ

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
বেনিয়াপুকুর—[২০নং ওয়ার্ড]
[তিনটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :

১। আব্দুল বারী ভূঞা
২। ডাঃ এম আবদুল্লা
৩। এম এ জব্বর
৪। মহম্মদ ইসরাইল
৫। হাজী মহম্মদ ইউসুফ
৬। নাসিরুদ্দিন আমেদ
৭। এস জে হাসেমী

এ এফ নবীবক্স,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
ওয়াটালু ষ্ট্রীট—[১২নং ওয়ার্ড]
ফেনিকবাজার—[১৩নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]

প্রার্থীগণের নাম :

১। আব্দুর রহমান সিদ্দিকী
২। এইচ এম আরিফ
৩। হাজী মহম্মদ আকবর
৪। সফিকুদ্দিন আমেদ

আর মৌলিক,
রিটার্ণিং অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

(৩৩শ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
তালতলা—[১৪নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]
প্রার্থীগণের নাম :
১। সামসুল হক
২। এস সরফুদ্দিন আমেদ
শৈলেন ঘোষাল,
রিটার্ণিং অফিসার।
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
কলিঙ্গা—[১৫নং ওয়ার্ড]
পার্ক ষ্ট্রীট—[১৬নং ওয়ার্ড]
বামুন বস্তী—[১৭নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]
প্রার্থীগণের নাম :
১। খলিলুর রহমান
২। এম এ এইচ ইস্পাহানী
ডি এন গাঙ্গুলী,
রিটার্ণিং অফিসার।
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
ট্যাংরা—[১৮নং ওয়ার্ড]
ইন্টালী—[১৯নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]
প্রার্থীগণের নাম :
আব্দুল বারী ভূঞা
আব্দুল হামিদ
সৈয়দ বদরুদ্দজা
বেগম এফ এস মুইদজাদা
৫। সৈয়দ মজিদ বক্স
৬। হাজী মহম্মদ হায়াত
৭। সৈয়দ মুসলেউদ্দীন
৮। সাহাজাদা ইউসুফ মির্জ্জা বাহাদুর

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
বালীগঞ্জ—[২১নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]
প্রার্থীগণের নাম :
১। এম এম হক
২। মহম্মদ মহসীন খাঁ
ডাঃ এস এন দাস,
রিটার্ণিং অফিসার।
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা।
একবালপুর—[২৫নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]
প্রার্থীগণের নাম :
১। আব্দুল বারী ভূঞা
২। সৈয়দ বাহাউদ্দিন আমেদ
গওহর আলম সামী
মামুদ গজনভী
মহম্মদ আলি খাঁ

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
ওয়াটগঞ্জ ও হেষ্টিংস—[২৬নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]
প্রার্থীগণের নাম
১। আব্দুল বারী ভূঞা
২। এস এ হাবীব
৩। এস এম ইসরাইল
ডাঃ এম ইউ আমেদ,
রিটার্ণিং অফিসার।
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
বেলিয়াঘাটা—[২৮নং ওয়ার্ড]
মাণিকতলা—[২৯নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন]
প্রার্থীগণের নাম
১। আব্দুল বারী ভূঞা
২। সেখ বসির আলি
৩। গোলাম হোসেন
৪। ডাঃ কদম রসুল
৫। কলিমুদ্দীন চৌধুরী
৬। সেখ মফিজুদ্দিন আমেদ
৭। মহম্মদ নাসের
৮। খাঁ বাহাদুর এস ফজল ইলাহী

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
বেলগাছিয়া—[৩০নং ওয়ার্ড]
সাতপুকুর—[৩১নং ওয়ার্ড]
[একটি আসন]
প্রার্থীগণের নাম
১। আব্দুল বারী ভূঞা
২। হাকিম আব্দুল লতিফ
৩। আব্দুল মতিন
মোসাহেব আলি খাঁ,
রিটার্ণিং অফিসার।
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
কাশীপুর—(৩২নং ওয়ার্ড)
(একটি আসন)
প্রার্থীগণের নাম :
১। আব্দুল বারী ভূঞা
২। নবী রসুল
৩। ডাঃ সাদেক হোসেন
৪। সেখ সেরাজুদ্দিন
জে সি সরকার,
রিটার্ণিং অফিসার।
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

এংলো ইণ্ডিয়ান নির্ব্বাচকমণ্ডলী

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
কলিকাতা—[১নং হইতে ৩২নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন]
প্রার্থীগণের নাম :
১। সি, গ্রিফিথস্
২। এফ, ই, স্যাভালেট
৩। মিসেস এইচ, পেম্যাণ্টেল
৪। লরেন্স প্যাট্রিক এটকিনসন
৫। টি, ই, মার্টিন
আর, মৌলিক,
রিটার্ণিং অফিসার।
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

শ্রমিক নির্ব্বাচকমণ্ডলী

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
কলিকাতা—[১নং হইতে ৩২নং ওয়ার্ড]
[দুইটি আসন]
প্রার্থীগণের নাম :
১। অনন্তকুমার সরকার
২। এফ, এস, মুইজাদা
৩। সুরেশচন্দ্র বর্ম্মা
৪। জৈনুদ্দিন আমেদ
এস, সি, ঘোষ,
রিটার্ণিং অফিসার।
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডলী

নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও আসন-সংখ্যা :
কলিকাতা ট্রেডস্ এসোসিয়েসন
[চারিটি আসন]
প্রার্থীগণের নাম :
১। এ, সি, লেউইংডন
২। এফ, ষ্টেনার
৩। জে, ম্যাকফারলেন
৪। জে, এন, বার্চ্চ
৫। ম্যাককারটিচ জন
৬। মেজর এস, ই, টী
কলিকাতা ট্রেডস এসোসিয়েশনের
ডেপুটি সেক্রেটারী
রিটার্ণিং অফিসার
কলিকাতা ট্রেডস্ এসোসিয়েশনের অফিস
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪০

স্থাপিত • ১৯২১

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২২৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ১৪ই মার্চ্চ ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ১লা চৈত্র ১৩৪৬ [১১শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।

সডাক যাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।

নমুনা—পাঁচ পয়সা।

পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।

সডাক যাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।

নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ

বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন

হলিউড—৪১৫ নর্থ এভিন্‌বরা এভেনিউ

লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

পৌর কর্ত্তব্য

হক্ মন্ত্রীমণ্ডল কর্ত্তৃক কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধিত হওয়ার পর এই প্রথম নির্ব্বাচন। অতীত ও বর্ত্তমান্ আইনে যে কি প্রভেদ, পূর্ব্বে কি ছিল এখন কি নাই, এই নব সংশোধিত আইনের দ্বারা হিন্দুদের স্বার্থ কি ভাবে কতখানি নষ্ট হইয়াছে, তাহার বহু বিতর্ক ও আলোচনা বহু স্থানে বহু যোগ্যতর ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে। দীপালীও তাহার ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাইতে অবহেলা করে নাই, কিন্তু তাহাতে ফল কিছুই হয় নাই, যদিও সুফল যে কিছুই ফলিবে না, এ কথা সবাই জানিতেন। প্রতিবাদ জানান'র জন্যই প্রতিবাদ।

প্রতিবাদ জ্ঞাপন সত্বেও এই নবসংশোধিত বিল যখন আইনে রূপান্তরিত হইয়াছে, তখন আমাদের দুইটি মাত্র পথ আছে: এক, এই নূতন আইনের মতে কার্য্য করা কিম্বা হিন্দু জনসাধারণ কর্ত্তৃক কর্পোরেশনের সকল সংস্রব পরিত্যাগ করা। কর্পোরেশন বর্জ্জন জনসাধারণের মনঃপূত নয়, অতএব গ্রহণ করাই হউক।

করদাতাগণ অন্ততঃ বর্ত্তমান প্রতিনিধিগণের যোগ্যতা ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আগামী নির্ব্বাচনে তাঁহারা কাহাকে ভোট দিবেন, কাহার যোগ্যতা সমধিক, কাহার দ্বারা নিজ নিজ ওয়ার্ডের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হইবে, কাহার হস্তে ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রতিনিধিরূপে পাঠাইলে জনসাধারণের প্রকৃত উপকার হইবে—প্রভৃতি বিষয়ে স্থিরভাবে গভীর :সংযোগ করিয়া, এবং পূর্ব্বাপর বহু বিষয় সবিশেষ চিন্তা [illegible]য়া তবে ভোট দান কল্পনা করিবেন। ব্যক্তিগত স্বার্থ, কোনও [illegible]শেষ দলীয় ছাপ বা মৌখিক সাপট ও ধাপ্পায় না ভুলিয়া, করদাতাগণ [illegible]াট হিন্দু জনসাধারণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে

ভোট দিবেন, ইহাই আমাদের অভিপ্রায় ও নিবেদন।

যোগ্য প্রতিনিধি প্রেরণের দ্বারা করদাতাগণ নিজ নিজ সমাজের স্বার্থের এবং ওয়ার্ডের যে প্রভূত কল্যাণসাধন করিবেন এবং তদ্বারা তাঁহারা নিজেরাও যে লাভবান্ হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য। সমাজের মঙ্গলেই ব্যক্তির মঙ্গল, কারণ ব্যক্তিসমষ্টিই সমাজ।

হিন্দু জনসাধারণ এবার দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে, কংগ্রেস ও হিন্দু-মহাসভা।

কংগ্রেসের ছাপ লইয়া দাঁড়াইয়াছেন—ওয়ার্ড নম্বর (১) শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় (২) স্যার হরিশঙ্কর পাল (৩) শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (অনুন্নত) (৪) শ্রীঅমূল্য চন্দ্র মিত্র (৫) শ্রীপ্রভাংশুকুমার শেঠ ও ডাঃ সূর্য্যনারায়ণ বর্ম্মণ (৬) শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীগোষ্ঠবিহারী শেঠ (৭) শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীগোকুলদাস মোহতা (৮) শ্রীআনন্দীলাল পোদ্দার ও শ্রীরাধাকিষণ নেওতিয়া (৯) শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও শ্রীজগন্নাথ কোলে (১০) শ্রীইন্দ্রভূষণ বীদ্ (১১) শ্রীনটবর চন্দ্র দত্ত (১২) শ্রীঅপূর্ব্বকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩) শ্রীযোগেন্দ্র লাল সাহা (১৫) কেহই নাই (১৭) নাই (১৯) ডাঃ সুবোধকুমার সরকার ও শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শুঁই (অনুন্নত) (২০) শ্রীনরেশ নাথ মুখোপাধ্যায় (২১) শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২) শ্রীসতীশচন্দ্র বসু (২৩) শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় (২৪) শ্রীফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম (২৫) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ (২৬) মিঃ বি. সি. ঘোষ (২৭) শ্রীরাখালচন্দ্র দত্ত (২৮) শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীঅর্দ্ধেন্দু সরকার (অনুঃ) (২৯) শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল (৩০) শ্রীপুলিনবিহারী সাউ ও শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ (৩১) শ্রীনিতাই চন্দ্র পাল ও শ্রীফকির চন্দ্র ঘোষ (৩২) ডাঃ বি. বি. গোস্বামী।

হিন্দু-মহাসভার পক্ষ হইতে দাঁড়াইয়াছেন—(১) শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৩) ডাঃ গিরীশ চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীরাধানাথ দাস (অনুঃ) (৪) শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ (৫) শ্রীমোহনলাল মোক্কার (৬) শ্রীমদনমোহন বর্ম্মন ও শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ রায় (৭) শ্রীদেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় (৯) শ্রীতুলসীচরণ রায় (১০) শ্রীমাণিকচন্দ্র পাল (১৩) শ্রীবিপিনবিহারী সাধুখাঁ (১৫) রায় বাহাদুর এস্, এন্, সিংহ নাহালিয়া (১৮) শ্রীসুরেশচন্দ্র সান্যাল ও শ্রীপুলিনবিহারী খাটেক (অনুঃ) (১৯) শ্রীআশুতোষ ঘোষ ও শ্রীহরিহর দাস চৌধুরী (অনুঃ) (২১) মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জী (২২) শ্রীসোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (২৩) শ্রীবলাইচাঁদ হালদার (২৫) শ্রীতারালাল চৌধুরী (২৬) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২৭) মিঃ এন, সি, চ্যাটার্জ্জী (২৮) শ্রীবিধুভূষণ সরকার ও শ্রীবলাইচাঁদ করণ (অনুঃ) (২৯) শ্রীউমেশ চন্দ্র শীল (৩০) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার (৩১) ডাঃ এল্ এম্ বিশ্বাস ও শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (৩২) শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মজুমদার। কয়েকটি ওয়ার্ডে এখনও প্রতিনিধি স্থির হয় নাই।

ব্যাপার এখন দাঁড়াইয়াছে এইরূপ যে কলিকাতার পৌর হিন্দুগণ প্রধানত দ্বিভক্ত—কংগ্রেসী হিন্দু ও মহাসভার হিন্দু। বাংলা দেশ কংগ্রেসের জন্মকাল হইতে তাহাকে পালন করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সম্প্রতি পশ্চিমবাসী হইয়া কংগ্রেস বাংলা দেশের যে শত্রুতাসাধনে তৎপর হইয়াছে, তাহাতে কোনও মর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন হিন্দুর কংগ্রেসকে সমর্থন করা কোনও মতে আর উচিত নয়। বাংলায় হিন্দুর অনিষ্ট কংগ্রেস যাহা করিয়াছে, অহিন্দু তাহা করিতে পারে নাই। কাজেই বাঙালী হিন্দু কংগ্রেসকে সমর্থন করিলে, নিজের অকল্যাণ নিজেই আমন্ত্রণ করিয়া আনিবে।

পক্ষান্তরে, হিন্দু মহাসভা বিভিন্ন শতধা-বিভক্ত এই বিরাট হিন্দু জাতিকে এক একত্র ও একটি মহান্ মহীয়ান্ জাতিরূপে পুনর্গঠনে প্রয়াসী হইয়া, অধঃপতিত হিন্দু-জাতিকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া যে মহৎ সঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া আমাদের সম্মুখে আজ উপস্থিত—সেই হিন্দু-মহাসভার দেহে আমরা—হিন্দুরা—যদি শক্তি সঞ্চালন না করি, সেই হিন্দু-মহাসভাকে যদি বরণ করিয়া না লই, সেই হিন্দু-মহাসভার জন্য প্রয়োজন হইলে বৃহত্তর জাতীয় মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সামান্য স্বার্থও ত্যাগ করিতে যদি না পারি, তাহা হইলে অচিরে সমগ্র হিন্দু-জাতির অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আশা করি, স্বার্থান্ধ হইয়া বাংলা দেশের হিন্দুগণ অদূরদর্শিতানিবন্ধন আপনার ও সমগ্র জাতির দুরপণেয় ক্ষতির কারণ হইবেন না। এই সন্ধিক্ষণে বাঙালী হিন্দুর একমাত্র কর্ত্তব্য হিন্দুমহাসভাকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করা। হিন্দুমহাসভা জাতিবর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে হিন্দুর একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কর্পোরেশনের এই নির্ব্বাচনে হিন্দু মহাসভা হইতে যত বেশী প্রতিনিধি যাইবে, কর্পোরেশনে হিন্দুর শক্তি ততই প্রবল হইবে। আশা করি, করদাতাগণ এই সহজ সরল কথাটি চিন্তা করিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন ও ভোট প্রদান করিবেন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব্যায়ামের সাহায্যে দীর্ঘতা লাভের উপায়

—শ্রীউমেশ মল্লিক

ব্যায়ামের দ্বারা উচ্চতা লাভ করা যায় কিনা এ প্রশ্ন বেশীর ভাগ যাঁরা খর্ব্বাকৃতি তাঁরাই আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করে থাকেন। কারণ তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের খর্ব্বাকৃতি দেহের জন্য নিজেদের ভগবানের অভিশাপগ্রস্থ বলে মনে করেন। যাতে তাঁরা দৈহিক উচ্চতা লাভ করতে পারেন সে বিষয়ে অতি সঙ্ক্ষেপে বলবার চেষ্টা করবো।

কেন এক জাতের লোকের দৈহিক উচ্চতা ৬ফিঃ-এর উপর হয়, আবার আর এক জাতের দীর্ঘতাই বা অপেক্ষাকৃত কেন কম হয়—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই দেশীয় প্রাকৃতিক প্রভাবের কথা মনে পড়ে। এ কথার সত্যতা প্রমাণ করতে হলে একজন পাঠান এবং একজন গুর্খার দৈহিক উচ্চতার কথাই যথেষ্ট সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। যদিও এঁরা একই দেশের অধিবাসী, তবুও দেশের আবহাওয়ার জন্য এক জাত হয়েছে খুব "লম্বা" আর একজাত হয়েছে "বেঁটে"। সুতরাং যে অঞ্চলে যে বসবাস করে সে অঞ্চলের প্রকৃতির উপর তার দৈহিক উচ্চতা, আকৃতি এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় দৈহিক উচ্চতাও সেই পূর্ব্বপুরুষদের সম্পত্তির মত লাভ করা যায়। পিতামাতার শারীরিক গঠন, আকৃতি, দীর্ঘতার উপর তাঁদের সন্তান সন্ততির সমস্তই নির্ভর করে। সুতরাং পিতা মাতার দৈহিক উচ্চতা কম হলে তাঁদের ছেলেদেরও উচ্চতা যে অনুরূপ হবে এ আর বেশী কথা কি। তৃতীয়তঃ শৈশবে রোগভোগও দৈহিক উচ্চতা লাভের অনেক অংশে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে দেখা যায় যে শৈশব অবস্থায় আমাদের দেহের cartilages—যেগুলো পরে আমাদের দৈহিক উচ্চতা লাভের সহায়তা করে, সেগুলো অনেক অংশে নষ্ট হয়ে যায়, ফলে আর "বেড়ে" ওঠার সুযোগ পাওয়া যায় অতি অল্প। সুতরাং শৈশবে রোগভোগও আমাদের দীর্ঘতা লাভের ও শারীরিক শক্তিলাভের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যাতে এ অবস্থায় শরীর ভাল থাকে সেদিক দিয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এ গুলো হলো কতকগুলি কারণ যার জন্য মানুষ সাধারণতঃ খর্ব্বাকৃতি দেহ লাভ করে থাকে। দৈহিক উচ্চতা লাভ করার ব্যায়াম গুলি জানার পূর্ব্বে কি করে আমাদের bonesগুলি পূর্ণতা লাভ করে সে বিষয়ে জ্ঞান থাকলে দীর্ঘতা লাভ করা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে বলে মনে হয়।

জন্ম হওয়ার পর আমরা যেমন উত্তর উত্তর "বেড়ে" উঠি আমাদের দেহের cartilagesগুলিও "হাড়ে" পরিণত হতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় শুধু আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যের অংশ গুলির উপর সর্ব্বপ্রথম। পরে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে অবস্থিত "হাড়"গুলিও এই cartilages থেকে পরিবর্ত্তিত হয়ে থাকে। দৈহিক উচ্চতা লাভ নির্ভর করে মেরুদণ্ডের নিম্নে অবস্থিত "হাড়"গুলি এবং vertebral columnএর উপর। Vertebral column সম্বন্ধে কিছু বলতে চেষ্টা করবো। এগুলি ছোট ছোট বত্রিশটি পৃথক "হাড়ে"র সমষ্টি বিশেষ। প্রত্যেক পৃথক পৃথক হাড়গুলিকে verterbra বলা হয়। শৈশব অবস্থায় এগুলি ৩২টির সমষ্টি বিশেষ, কিন্তু পরিণত বয়সে এগুলি ৩২টির বদলে থাকে ২৬টি। কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য "হাড়"গুলি মিশে একত্রীভূত হয়ে যায়। ২৬টি "হাড়"গুলির মধ্যে একটির পর একটি cartilages থাকে। এই cartilagesগুলি দৈহিক উচ্চতালাভের বিশেষ সহায়তা করে।

"হাড়"গুলির কথা বাদ দিয়ে আমাদের দেহের শিরা-উপশিরাগুলিও আমাদের শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক উচ্চতা লাভের সহায়তা করে। আমাদের দেহের মধ্যে pituitary gland—যার উপর অন্যান্য শিরা-উপশিরার কাজ করবার ক্ষমতা নির্ভর করে—আমাদের দীর্ঘতালাভের সহায়তা করে অনেকাংশে। এই pituitary gland-এর কার্য্যাবলী এতই জটিল এবং দীর্ঘতা লাভের সহায়তা করার প্রক্রিয়া এতই জটিলতর যে সে বিষয় সাধারণ লোকের কাছে জানান অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। যাতে এই pituitary glandটির কোনরূপ ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের মতের পোষকতা করতে হলে "খাদ্য"ও আমাদের দেহের দীর্ঘতা লাভের যথেষ্ট সহায়তা করে বলে স্বীকার করতে হবে।

এ স্বীকার করতে হলে আমাদের মনে রাখা দরকার যে বেশী খেলেই যে দৈহিক দীর্ঘতা লাভ হয় তা নয়। প্রয়োজন অনুযায়ী খাওয়া প্রয়োজন। যার যেরূপ দীর্ঘতা তাঁর জন্য সেরূপ আহারের ব্যবস্থা করার কথা তাঁদের আহারের তালিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এখানে দীর্ঘতা অনুযায়ী আহারের তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ যে সমস্ত খাদ্য ও দ্রব্যের তাঁরা দীর্ঘতা

বি, [illegible]

(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যান্ট)

১৬১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেন্ট : শ্লাইড এ্যাডভাটাইজমেন্ট

রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা কলিকাতা

এবং মফঃস্বল সিনেমা।

বিশেষত্ব :—সিনেমা শ্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী।

দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করেছেন সেগুলির সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিক আহারের দ্রব্য সামগ্রীর সঙ্গে কোন মিল নেই। এক কথায় তাঁরা তাঁদের খাবারের তালিকা দিয়েছেন, আমাদের খাবারের নয়। এবং তাঁরা যেগুলি আহার হিসাবে ব্যবহার করেন আমরা তা করি না, সুতরাং তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সমস্ত "যৌগিক ক্রিয়া"র ভিত্তির উপর নির্ভর করে ব্যায়াম করতেন সে গুলোর কতকগুলি দীর্ঘতা লাভে সহায়তা করে। "আসন"গুলির মধ্যে কতকগুলি আসন সত্যই উচ্চতালাভে সহায়তা করে বলে এ দেশেরও ব্যায়ামে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। নীচে কতকগুলি "আসনের" নির্দ্দেশ দেওয়া গেল যেগুলি দীর্ঘতা লাভে সহায়তা করে।

১। হলাসন :—

চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে থাকুন। ধীরে ধীরে কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত উঠান। পরে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলগুলিকে মাথার উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে মাটিতে ছোঁয়াতে চেষ্টা করুন এবং মাটিতে ছোঁয়ার পর পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ২টীকে আরো পাঁচ ইঞ্চি অনুমান মাথার পেছনে নিয়ে যান।

২। বৃক্ষাসন :—

বাঁ পায়ের উপর দেহের সমস্ত ভর দিয়ে দাঁড়ান। এ সময়ে ডান পা'টি হাঁটু থেকে ভেঙ্গে এবং ডান পায়ের পাতাটি উরুর উপরের অংশের সংযোগ স্থলে রাখতে চেষ্টা করা সাফল্য লাভের অন্যতম পন্থা। বাঁ পায়ের উপর দাঁড়ালে শরীরের সমস্ত ভারটা বাঁ পায়ে পড়ে এবং ডান পা'টি উপদেশ অনুসারে ঠিক যায়গায় রাখলে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে বেশ চাপ পড়ে।

৩। নৌলি :—

এ প্রক্রিয়াটি আজকাল সকলেই খেলার ছলে করে থাকেন। অনেকে পেটের মধ্যে থেকে সমস্ত প্রশ্বাস ত্যাগ করে পেটটি খালি করে মধ্যের diaphramটি উপরে ঠেলে তুলে পেটের মধ্যে যে মাংসপেশীটি দেখিয়ে থাকেন সেটাকে ঘোরালে অনেক সময়ে কাজে লাগে।

৪। ভুজঙ্গাসন :—

এবার উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে থাকুন। পরে হাত দু'টিকে কাঁধের কাছে রাখুন। এবার ধীরে ধীরে কোমর থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেহের অংশটিকে উপরে উঠাতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। এ সময়ে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে নাভিকুণ্ড থেকে পায়ের "বুড়ো" আঙ্গুল পর্য্যন্ত যেন মাটিতে থাকে। কোন প্রকারেই যাতে নীচের অংশ নড়ে না যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দৈহিক উচ্চতা লাভে সাহায্য করবে বলে মনে হয়। এগুলি কতক দেওয়া গেল, এ ছাড়া আরো অনেক আছে যেগুলো দীর্ঘতা লাভে সহায়তা করে।

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"

৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন :— প্রিয়কুটীর, সুন্দাদিল, পোঃ আউদিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম 'শান্তি'
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১॥০, ২॥০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়

জীবনের একটী সহজ পথ

দীর্ঘ জীবন-পথে নীরোগ স্বাস্থ্যের অনেকখানি দাম আছে। অনেক সময় আমরা মুস্কিলে পড়ে যাই সহজ পথটা না চিনতে পেরে। বছরের ছয়টি ঋতুর সঙ্গে বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের যে নিকট সম্বন্ধ আছে, তা আমরা স্বাস্থ্যবিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট দেখলেই বুঝতে পারি। ম্যালেরিয়া, সর্দ্দি কাশি প্রভৃতি রোগ এক এক ঋতুতে বিশেষভাবে দেখা যায়। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট ঋতু বা সময় নাই। নাক দিয়া জল পড়া, সর্দ্দি-কাশি, হাঁচি, মাথার যন্ত্রণা, জ্বর, সাধারণতঃ এই সব লক্ষণগুলি ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রথমে দেখা যায়। প্রথমে রোগ সামান্য অবস্থায় পরিলক্ষিত হ'লেও পরে ভীষণ কষ্টদায়ক ব্রঙ্কাইটিশ, নিউমোনিয়া রোগে দাঁড়ায়, এমন কি রোগ সাংঘাতিক হয়ে অনেকের প্রাণনাশ ঘটায়।

বহু বৎসর যাবৎ চিকিৎসকমণ্ডলী বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে 'রচি' ল্যাবরেটরীতে সারিডন আবিষ্কার করেন। ইহা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ ও ফলপ্রদ ঔষধ। এমন কি হৃদযন্ত্রের বেদনাতেও নিরাপদে সারিডন ব্যবস্থা দিতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করেন না। মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে এই মহামারী ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে কত হাজার হাজার লোক অকালে প্রাণ হারিয়েছে—তা হয়ত এখনও অনেকে ভুলতে পারেন নি। ইদানীং আমি নিশ্চিত ও নিরাপদ বেদনানাশক ঔষধ হিসাবে বহু রোগীকে "সারিডন" ব্যবস্থা দিয়ে থাকি।

—জনৈক চিকিৎসক

শ্রীমতী মলিনা দাসী

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশানের "আলো-ছায়া" চিত্রে নায়িকার
ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন।

চিত্র বাৰ্ত্তিক

১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

আর-কে-ও-রেডিওর "The Spellbinder" ছবিতে উদীয়মানা চিত্রনটী বারবারা রীড।

মেট্রোর আগামী চিত্র "Stronger Than Desire"-এ ওয়াল্টার পিজন, অ্যান টড ও ভার্জিনিয়া ব্রুস।

পরিচালক ফ্রাঙ্ক বোরজেজ ও সুবিখ্যাত অভিনেতা ক্লার্ক গেবল্। মেট্রোর একখানি ছবির জন্য 'লোকেশানে' গিয়া উপরকার চিত্রটি গৃহীত হইয়াছে।

দীপালি

১৪ই মার্চ্চ, ১৯৪০

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য রচিত "বিশ বছর আগে"র একটি দৃশ্যে শ্রীসিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী, পদ্মাবতী ও প্রভাত সিংহ। এই নাটকখানি বর্ত্তমানে রঙমহলে অভিনীত হইতেছে।

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd. 1909.
No. ....

কলম্বিয়ার নৃত্যগীতবহুল ছবি "Music In My Heart"-এ রিটা হেওয়ার্থ ও টোনি মার্টিন।

ইউনিভার্সালের "Destry Rides Again" চিত্রের নায়ক জেমস ষ্টুয়ার্ট ও নায়িকা মার্লিন ডিয়েট্রিচকে পরিচালক জর্জ মার্শাল তাঁহাদের পার্ট সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন।

ব্যায়ামে বাঙ্গালী

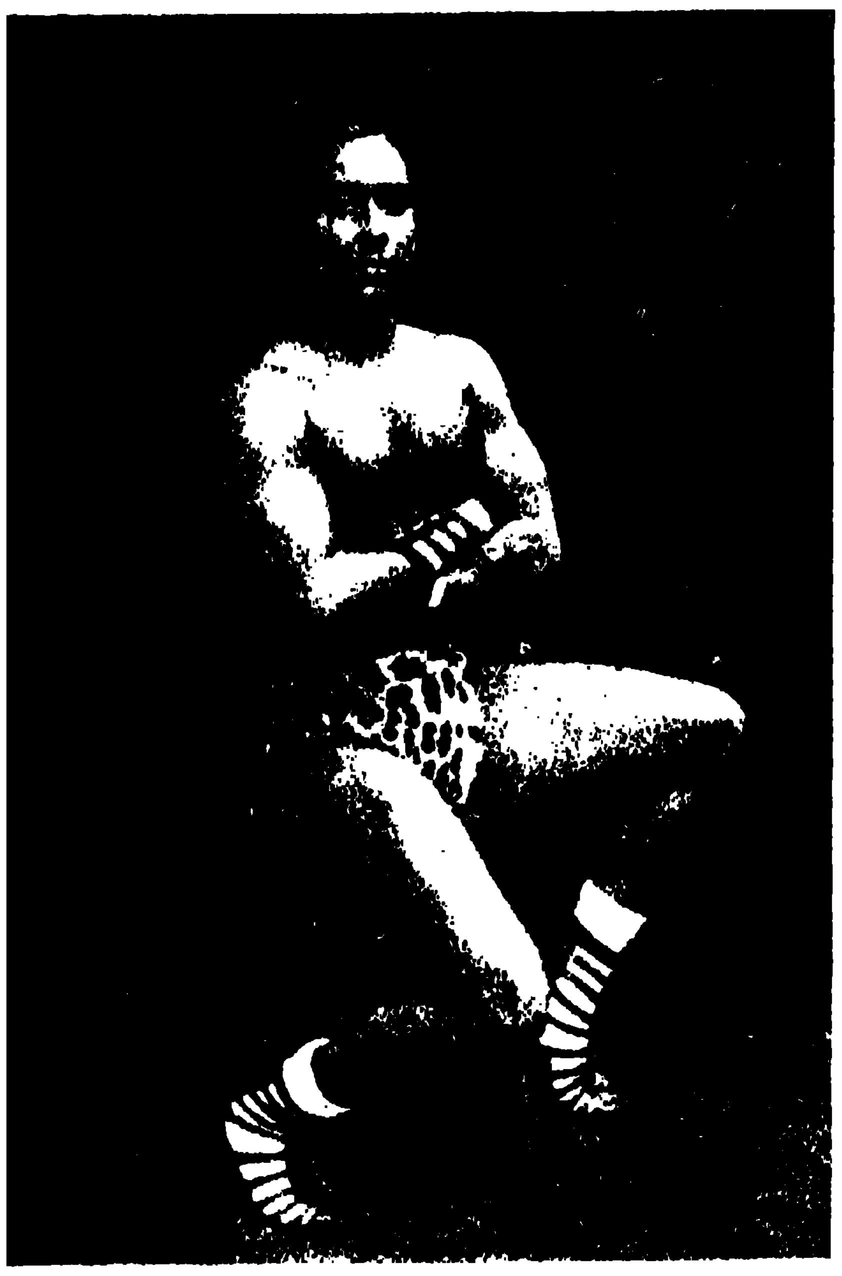

শ্রীসনন্দলাল ঘোষ

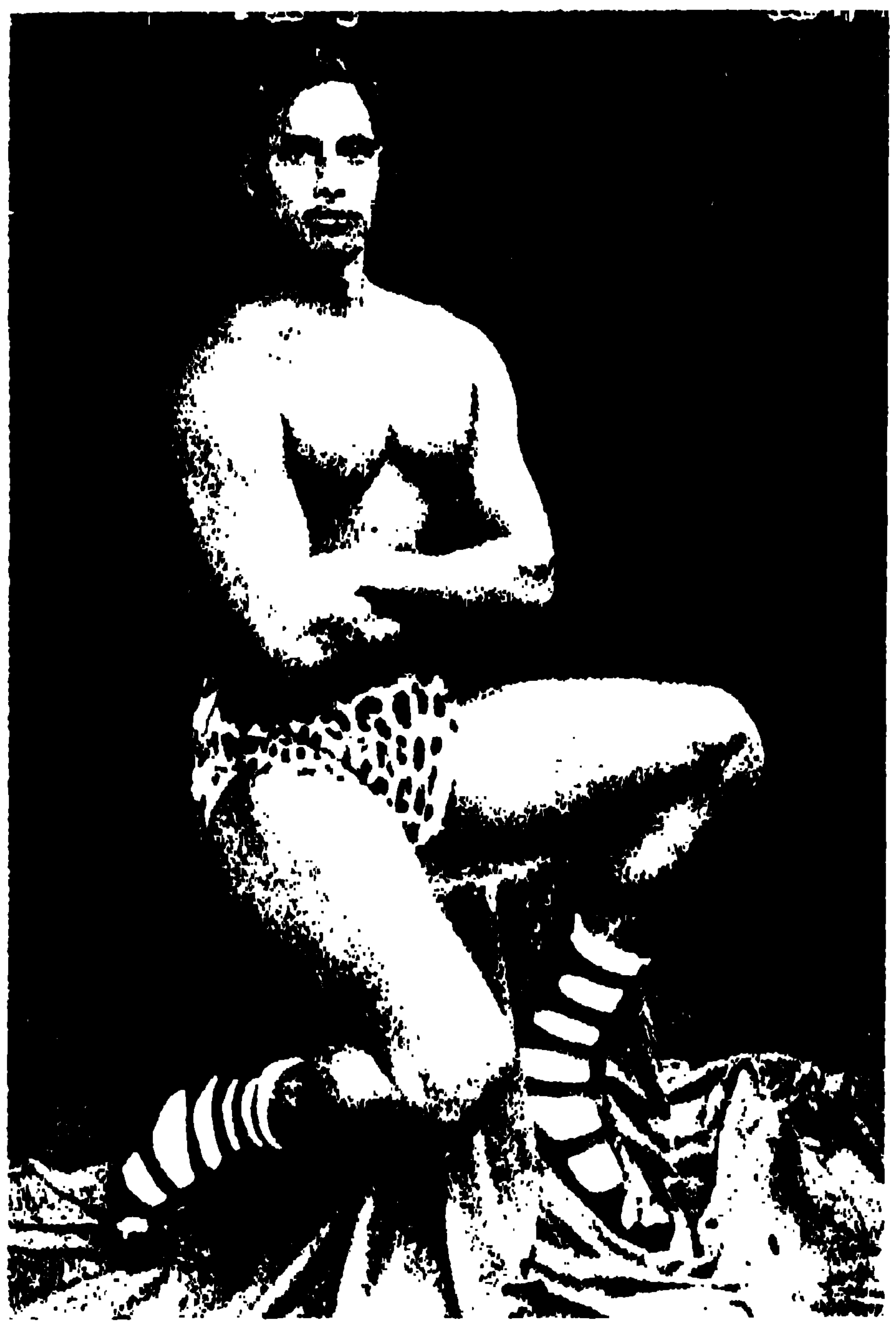

ডাঃ শ্রীভূপেশ কর্ম্মকার, এম-বি

শ্রীশ্রীপতি দাস

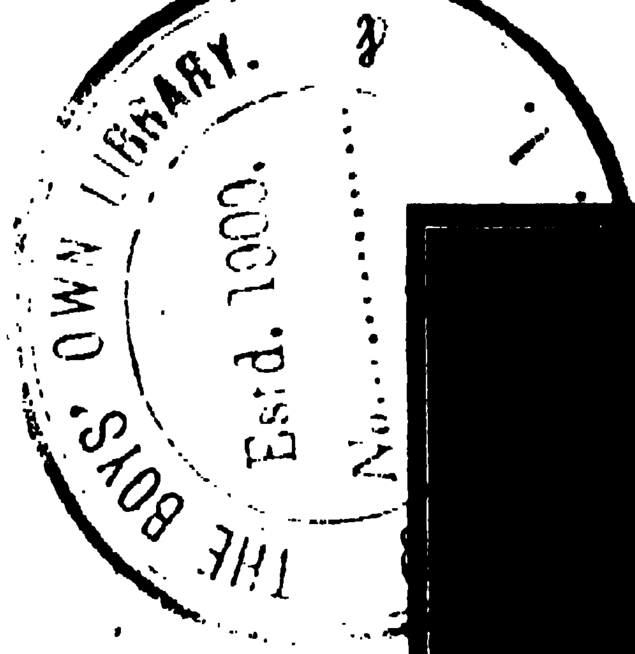
THE BOYS' OWN LIBRARY.
Esd. 1900.
No.

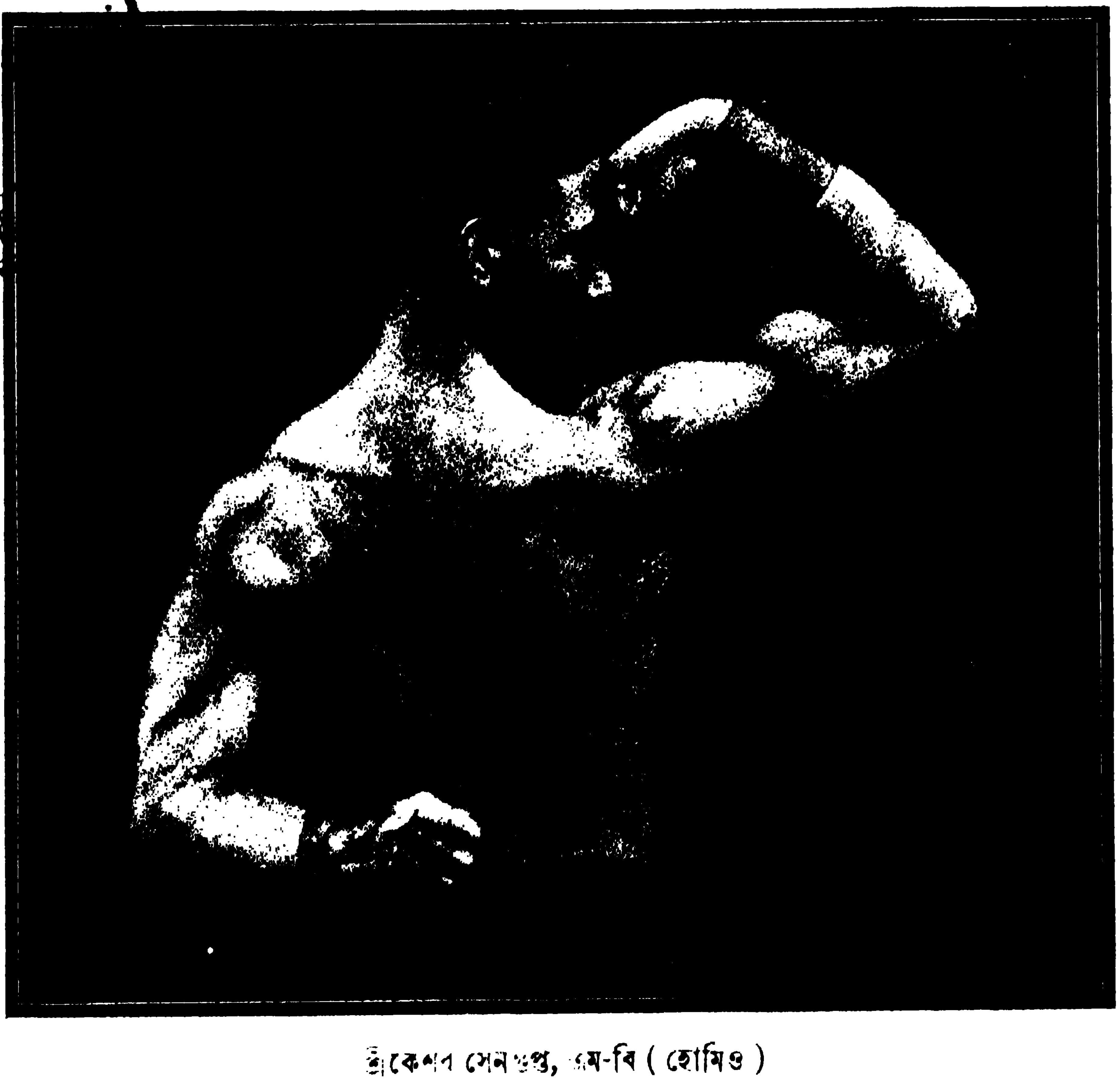

শ্রীকেশব সেনগুপ্ত, এম-বি (হোমিও)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—এগার—

কঠিন রোগ-ভোগের পর এমন একটা শারীরিক দুর্বলতা দেহ মনকে অপটু করিয়া রাখে যাহাকে অসুস্থতার অঙ্গ হিসাবেই স্বীকার করিতে হয়। কিছুকাল আগে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগিয়া সুবর্ণ যে দুঃখকর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল এখন বারবার তাহার সেই কথাই মনে হয়। দারিদ্র্য ব্যাধির কবল হইতে সে মুক্তি পাইয়াছে, কিন্তু স্বাস্থ্যকর পূর্ণ জীবন ভোগ করিবার শক্তি সে কিছুতেই সঞ্চয় করিতে পারিতেছে না। এ জীবনে সে কোনোদিন তাহা ভোগ করিতে পারিবে কি না সে বিষয়েও তাহার মনে সংশয়ের সীমা নাই। অলকের সংস্পর্শে তাহার জীবনধারা ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। অলক যেন পণ করিয়া বসিয়াছে সুবর্ণকে সে রীতিমত সোসাইটি গার্ল বানাইয়া ছাড়িবে।

সিনেমা পর্ব্ব শেষ হইবার পর অলক সুবর্ণকে ম্যুজিয়মে শিল্প-প্রদর্শনী দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। সুবর্ণকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য অলক যে স্কীম্ করিয়াছিল এই ফরাসীভাষা শিক্ষা, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতি তাহার অন্তর্গত, সুতরাং শিল্প-প্রদর্শনী দেখিতেই হইবে। অলকের আশঙ্কা ছিল যে সুবর্ণর হয়ত ছবি ভালো লাগিবে না, কারণ ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে তাহার নিজের জ্ঞানও সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষকের গাম্ভীর্য্য লইয়া সে তাহার এই ছাত্রীটিকে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে পরম সহিষ্ণুতায় ও গাম্ভীর্য্যের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্যাটলগ্ দেখিয়া ছবির নাম, শিল্পীর নাম এবং ছবির মূল্য ইত্যাদি সুবর্ণকে বলিয়া যাইতে লাগিল। দুই চারিজন খ্যাতনামা শিল্পীর ছবি সম্পর্কে সাময়িক পত্রাদিতে পঠিত মন্তব্যাদি তাহার নিজস্ব মতবাদ বলিয়া চালাইল, চিত্র-শিল্পে আধুনিকতা, সার-রিয়ালিজম্, সিলভাডর ডালি, সোজান্ ও কিউবিজম্, অবনী ঠাকুর, হেমেন মজুমদার, সব একসঙ্গে বলিয়া গেল। সুবর্ণ কতক বুঝিল না, তথাপি গভীর মনোযোগ সহকারে অলকের শিল্প-আলোচনা শুনিতে লাগিল।

অলক বলিতেছিল—প্রতীকবাদী শিল্পীর অভ্যুদয় হয় যুদ্ধের ঠিক আগে। কিছু পুরাণো কিছু নূতন এরই সংমিশ্রণে নূতন রূপসৃষ্টির ব্যবস্থা হোল। প্রাচীন শিল্পীর ভাষাকে আশ্রয় করে, তাঁরা নূত জীবনের নূতন ভাব ও রসের প্রতীক্ ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলেন।

সুবর্ণ বলিল—তা'ত' করলেন, কিন্তু রূপ যে কতখানি গুরুল—এটা কি তাঁরা স্বয়ং বুঝতে পারলেন না?

অলক বলিল—আচ্ছা, তোমাকে সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি, নন্দলা বোসের গীতাঞ্জলীর ছবি দেখেছ? সেগুলি অনেকটা এই ধাঁচে হিমালয়-শিখরে উপবিষ্ট 'শিবে'র ধ্যানমূর্ত্তির প্রতীক্ আদর্শ করে রবী নাথের নূতন যুগের নূতন বাণী রূপায়িত করেছেন, সেই হোল প্রতী চিত্র—Symbolic art.

সুবর্ণ বলিল—বুঝেছি, সেই Make me thy Poet, O Nigh Veiled night—'

সুবর্ণর এই সময়োপযোগী উক্তিতে অলক খুসী হইয়া বলিল—চমৎকার!

সর্ব্বশেষ কক্ষে আসিয়া অলক বলিল—বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পীর প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির যোগ্য উত্তরাধিকারী এ কথা—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুবর্ণ কি করিতেছে দেখিবার জন্য পিছন ফিরিতে অলক দেখিল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন, আশে পাশে কোথাও সুবর্ণ নাই।

অলককে ফিরিতে দেখিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—কি বলছেন মশা আপনি পাগলের মতো, হাতগুলো সরু সরু, পায়ের আঙ্গুল বেঁকে গেছে নেশাখোরের মতো ঢুলু ঢুলু চোখ দুটি, কোমরের কাপড় নেই বল্লে চলে, এই কি মা দুর্গার মূর্ত্তি নাকি? জানেন চণ্ডীতে কি বলে!

চণ্ডীতে কি বলে তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া অল তাড়াতাড়ি সুবর্ণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আগের ঘরে চলি গেল। কিছুদূর যাইতেই অলক দেখিল সুবর্ণ বিশেষ শ্রান্ত হইয়া এ পাশে বসিয়া পড়িয়াছে।

অলক নিঃশব্দে তাহার পাশে বসিয়া পড়িল, তারপর সান্ত্বনার ভঙ্গীতে কহিল—ছবি ভালো লাগছে না একথা বলোনি কেন?

সুবর্ণ বিশ্রান্ত ভঙ্গীতে বলিল—ছবি হয়ত ভালোই, কিন্তু নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গৃহকর্ত্তা যেমন অতিথিকে আপ্যায়ন কর্‌বার জন্যে যত রাজ্যের মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য পাতে সাজিয়ে দিয়ে আতিথেয়তার অত্যাচারে অতিথিকে পীড়িত কোরে তোলেন, তেমনই একসঙ্গে যেমন তেমন ভাবে ভালো মন্দ হাজার রকম ছবি টাঙিয়ে দর্শককে যে আনন্দের চেয়ে পীড়ন করা হয় বেশী, একথা কে বল্‌বে ?

অলক একথার মর্ম্ম বুঝিল, কহিল, তাহ'লে আমি তোমাকে একটা লিষ্ট্ করে দেব কোন্ কোন্ ছবি দেখ্‌তে হবে, তাহ'লে তোমার পরিশ্রম অনেক কম্‌বে। তবে সেদিনও যেন এমনি ক্লান্ত হয়ে পড়ো না—

সুবর্ণ প্রতিবাদ করিয়া বলিল না, সত্যি চা'রখানা ছবি বেশ ভালোই লেগেছে। তুমি যদি আমাকে একটা দুটো কিংবা তিনটি ছবি দেখাতে সবগুলিই হয়ত আমার ভালো লাগ্‌ত, কিন্তু এই হাজার হাজার ছবির মধ্যে কে বেশী সুন্দর তা বিচার করার মতো শক্তি আর নেই।

অলক উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, কহিল—এই যদি তুমি ধারণা করে থাক' তাহ'লে আর কিছু শেখার নেই, এই ঢের, তুমি জানো সুবর্ণ অনেকে ক্যাটলগ্ মুখস্থ করে সমাজে আপ-টু-ডেট্ বলে সাধারণের সম্ভ্রম কুড়িয়ে বেড়ায়—

সুবর্ণ আহত ভঙ্গীতে বলিল—আমি বুঝি ক্যাটলগ্ মুখস্থ করে লোকের সম্ভ্রম কুড়িয়ে বেড়াই!

অলক হাসিয়া বলিল—আবার চটে গেলে, আমি কি আর তোমাকেই বলেছি! ফ্যাসানেবল্ সোসাইটির এমনই হালচাল। তা তোমার ফরাসী-শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হোল ?

—Not too bad—

—Not too badly, please ; অলক সংশোধন করিল। সুবর্ণ লজ্জিত হইয়া কহিল, তাহ'লে Not too badly, তুমি বড় কড়া লোক—

অলক গম্ভীর ভাবে বলিল—তার কারণ কি জানো, আমি মোটেই ভুল করতে চাই না। চাই গোড়া বেঁধে কাজ করতে, সমাজে চলতে হলে যেটুকু দরকার সেইটুকু শেখাবারই ব্যবস্থা করেছি,—তারপর একটু থামিয়া গলার স্বর নীচু করিয়া অলক বলিল—এখন যদি বলি—ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে, তাহ'লে কি তোমার রাগ হবে সুবর্ণ ?

ব্রীড়াকুণ্ঠ-ভঙ্গীতে সুবর্ণ কহিল—বারে, রাগ কর্‌বো কেন ?

অলক বলিল—এই উত্তরই চেয়েছিলুম, এখন চলো ওঠা যাক্, এদেরও বোধ হয় দরজা বন্ধ করার সময় হোল।

বাড়ী ফিরিবার পথে ট্যাক্সিতে উঠিয়া অলক ও সুবর্ণ কেহই একটিও কথা কহিল না। অলক নিঃশব্দে বসিয়া সুবর্ণকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। সুবর্ণর মুখ হইতে একদিন সংক্ষিপ্ত "না" কথাটুকু শুনিয়া হয়ত আহত হইতে হইবে এই আশঙ্কায় অলক নিজেকে সতর্ক করিতে লাগিল, কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল বিবাহের প্রস্তাবে সুবর্ণ যদি সত্যই 'না' বলিয়া বসে, তাহা হইলে সে আঘাত সে কি করিয়া সহ্য করিবে। সুবর্ণকে বিবেচনা করিবার কোনো অবসর না দিয়া এখন হইতেই অসতর্ক মুহূর্ত্তে সুযোগ লইয়া জয় করিতে হইবে। এ চিন্তা কিন্তু অলক তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিল, সে আধুনিক এবং চপল বটে—কিন্তু তাহার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান গুণ, সাধুতা। সুবর্ণকে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সে তাহার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছে, সে চায় আপন আত্মাকে সুবর্ণ খুঁজিয়া বাহির করুক, প্রয়োজন হইলে না হয় সে ইহার জন্য কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করিবে।

এই সব চিন্তা করিতে করিতে সুবর্ণদের বাড়ীর দরজায় ট্যাক্সি আসিয়া থামিল। সুবর্ণ নামিয়া পড়িল, অলক কিন্তু তাহার সহিত নামিতে পারিল না। এতখানি সময় কাটাইবার ফলে তাহার অনেক কাজ জমিয়া গিয়াছে, সেই জন্যই তাহার তাড়াতাড়ি ফেরা প্রয়োজন। বাহির হইতে সুবর্ণ দেখিল শুধু জহর ছাড়া বাড়ীর আর সকলেই ড্রয়িং-রুমে উপস্থিত। কুঞ্জ একধারে দাঁড়াইয়া উত্তেজিত ভঙ্গীতে হাত মুখ নাড়িয়া বকিতেছে।

সুবর্ণ বুঝিল বিশেষ কিছু একটা ঘটিয়াছে নিশ্চয়ই, কিন্তু অনীতা বা নন্দরাণীর মুখভঙ্গী দেখিয়া বুঝিল ব্যাপারটা তেমন গুরুতর নয়। নন্দরাণী তাচ্ছিল্যভরে হাসিতেছে, তাহার মুখে রহস্যের ভাব পরিস্ফুট, আর অনীতা তাহার সদ্যক্রীত হ্যাণ্ডব্যাগটা শূন্যে ছুঁড়িয়া লুফিতেছে, তাহার প্রসাধন-পারিপাট্য দেখিয়া বোঝা গেল সে এইমাত্র বাড়ী ফিরিয়াছে।

সুবর্ণ ঘরে ঢুকিতেই কুঞ্জ ঝাঁঝালো গলায় বলিল—সুবর্ণ বুঝ্‌বে, সুবীর তবু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে—

সুবর্ণ নন্দরাণী ও অনীতার মুখের দিকে চাহিল, তারপর কুঞ্জর কাছে গিয়া কহিল—কি হয়েছে বাবা ? আবার কি নতুন গণ্ডগোল হোল ?

কুঞ্জ তীব্রকণ্ঠে কহিল—গণ্ডগোল ? বেশ গুরুতর গণ্ডগোল—

অনীতা প্রসঙ্গতঃ বলিয়া উঠিল—টাকাকড়ির ব্যাপারে দিদিমণি অমন গণ্ডগোল হয়েই থাকে।

অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার সহিত কুঞ্জ চীৎকার করিয়া অনীতাকে বলিল—তুমি চুপ করে থাকো, হাত খরচ করবার মতো টাকা পেলেই খুসী, টাকা যে কোথা থেকে আসে—সে খোঁজ রাখো!

অনীতা লঘুভাবে বলিল—টাকা কে না ভালোবাসে, তবে তা নিয়ে এত হৈ চৈ করার কি আছে জানি না। দিদিমণির বুদ্ধি-শুদ্ধি ভালো, ও হয়ত একটা তবু মানে করতে পারবে।

অনীতার কথাগুলিতে যে শ্লেষ ছিল নন্দরাণী তাহাতে বিরক্ত হইয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল, কিন্তু কোনো মন্তব্য করিল না

সুবর্ণ আবার কহিল—কি হয়েছে বাবা ?

কুঞ্জ বলিল—কি আবার হবে মা, কেলেঙ্কারী, কেলেঙ্কারী! এখন অলকবাবুর আফিসে গিয়েছিলুম, তাঁর অফিসের বড়বাবু কি বল্লেন জানো?

সুবর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল—অলকবাবু কি করেছেন বাবা?

কুঞ্জ বলিল—না অলকবাবু কিছু করেন নি, গভর্ণমেন্টের কারসাজি সব। সব চোর বুঝলে সুবর্ণ, সব বেটা চোর, সবাই কাঁচি নিয়ে বসে আছে, পকেটে কিছু দেখেছে কি নিয়েছে, আমাদের উইলের প্রবেট নিতে কত খরচা হয়েছে জানো? প্রায় দশ হাজার টাকার ওপর, গভর্ণমেন্টই ত' অর্দ্ধেক নিয়ে নিলে, কি আর রইল তবে?

সুবর্ণ বলিল—এখানে প্রবেট, বিলেতে ডেথ্ ডিউটি!

কুঞ্জ সজোরে কহিল—প্রবেট না হাতী! পকেট কাটার ইংরাজী নাম! তারপর শোনো আরো আছে, এর ওপর আবার বছর বছর ইন্‌কাম ট্যাক্স আছে। তার চেয়ে সবই নিয়ে নে'না বাপু! কালই আমি খবরের কাগজে একটা চিঠি লিখে দেব—

নন্দরাণী হাসিয়া বলিল—তা হ'লেই ষোলো আনা হবে, পুলিশে এসে হাতে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে!

কুঞ্জ একথায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর কহিল, এমন জানলে আমি কখনই কিন্তু মোটর কিনতুম না। তারপর আবার জহর অতগুলো টাকা নিলে—কোত্থেকে যে এত আসবে জানি না।

অনীতা বলিয়া উঠিল—আমি ত' তোমাকে বলেছিলুম বাবা একটা জামা-কাপড়ের দোকান করতে—নতুন ডিজাইনের সাড়ি, ব্লাউজ্ চালাতুম দুদিনে হাজার হাজার টাকা লাভ হোত, দাদার গ্যাস্ কোম্পানীর চেয়ে, লাখো গুণে ভালো।

কুঞ্জ তৎক্ষণাৎ বলিল—সব কথাতেই কথা কওয়া তোমার ভারী বদ্ অভ্যাস্।

অনীতা বলিল—কি আর বলেছি বাপু, হাজার হাজার টাকা হোতই ত'!

নন্দরাণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—অনী চুপ কর!

কুঞ্জ এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল—চুপ কর, বাবা সারাদিন ঘুরে ঘুরে গলা শুখিয়ে গেল—এই বলিয়া কুঞ্জ সজোরে কলিং বেল টিপিল, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বিরক্ত হইয়া কুঞ্জ আবার বেল টিপিতে গেল, তখন নন্দরাণী গম্ভীর গলায় বলিল—বেল টিপে কোনো লাভ নেই—

কুঞ্জ বিস্মিত হইয়া বলিল—কেন? বেলত' আওয়াজ হচ্চে? খারাপ হয়নি ত'!

নন্দরাণী বলিল—কি চাই বলো আমিই এনে দিচ্ছি!

কুঞ্জ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া কহিল—তুমি কেন? বাড়ি বোঝাই চাকর বাকর রয়েছে কি মুখ দেখাবার জন্যে?

নন্দরাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হতাশভাবে অবশেষে বলিল—আর চাকর বাকরে বাড়ি বোঝাই নেই, বাড়ী খালি—

—কি? চলে গেছে……সব এক সঙ্গে? ব্যাপার কি? বিস্মিত কুঞ্জ প্রশ্ন করিল।

নন্দরাণী মাথা নাড়িল, অনীতা বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিল—তবে আর কি, চলো সবাই গিয়ে হোটেলে উঠি, বুড়ো বয়সে আর ঘর সংসারের কাজ করতে পারবো না বাপু—

সুবর্ণ বলিল—কি হয়েছিল মা? হঠাৎ যে সব একসঙ্গে চলে গেল?

নন্দরাণী সোজাসুজি বলিল—ঠাকুরের সঙ্গে বিকেলবেলা কথা কাটাকাটি হোল, তারপর যে কি হোল মা জানি না, সবাই কখন একে একে সরে পড়েছে। পরশু মাইনে পেয়েছে সেদিক থেকে ত' কোনো গোল নেই, আমার বোধ হয় কোথাও বেশী মাইনের চাকরী জুটিয়ে থাকবে—

কুঞ্জ এতক্ষণ পিপাসায় কাতর হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এই সব গোলমালে সব ভুলিয়া বিশেষ উত্তেজিত ভাবে সারা ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তারপর নিঃশব্দে বাহিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে বিশেষ ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া কুঞ্জ বলিল—একখানা প্রকাণ্ড মোটর এসে দাঁড়ালো, কাদের বলোত'? অনীতা তৎক্ষণাৎ প্রায় লাফাইয়া বারান্দায় দেখিতে গেল যে কাহারা আসিয়াছে। তারপর প্রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—ওমা, ওঁরা যে আমাদের এখানেই আসছেন দেখছি—

এ বাড়ীর ইতিহাসে ইহা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একমাত্র অলক ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো অতিথি এ বাড়ীতে এখনও পদার্পন করেন নাই, তাহারা কতকটা সমাজচ্যুত হইয়াই সহরে বাস করিতেছে, আজ সহসা কাহারা তাহাদের স্মরণ করিল, কে জানে?

কুঞ্জ একটি তথ্য আবিষ্কার করিয়া কহিল—একজন বেশ মোটা সোটা মেয়ে মানুষ, একটি রোগা মেয়ে আর একটি ভদ্রলোক, তিনটি প্রাণী। কি ব্যাপার বলোত' বউ?

নন্দরাণী বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কুঞ্জ বলিল—আজকের দিনেই চাকর-বাকর বিদেয় করে দিলে, এখন কি করে যে মুখ দেখাব জানি না।

অনীতা করুণ কণ্ঠে প্রায় কান্নার ভঙ্গীতেই বলিল—কেন চাকরদের তাড়ালে মা? এখন কে দরজা খুলে দেবে বল ত'?

নন্দরাণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—তুমি গিয়ে দরজা খুলে দাও, যদি ওঁরা ভদ্রলোক হ'ন ত' চাকর-বাকরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, ভাববেন, তুমি বুঝি ওখানে দাঁড়িয়েছিলে ওঁদের দেখে দরজা খুলে দিলে।

অনীতা বলিল—আমার কান্না পাচ্ছে মা! আমি যেতে পারবো না।

নন্দরাণী বলিল—যাও, যা বললুম তাই করো শীগ্‌গির—

মিনিট দুই পরে অনীতা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—মা, ওঁরা লোকনাথ মজুমদারের স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে—চাকরটা বল্লে—

—কি? কার স্ত্রী? সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করিল।

অনীতা তেমনই তাড়াতাড়ি বলিল—লোকনাথ মজুমদারের স্ত্রী,—ওঁরা সিঁড়ির ওপর প্রায় এসে পড়েছেন, আমি তোমাদের খবর দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি দৌড়ে এলুম—

(ক্রমশঃ)

কয়েকটী মুহূর্ত

[গল্প]

—কুমারী অনিতা গঙ্গোপাধ্যায়

শীতের সকাল। কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা, আবছায়া সব। আশেপাশের বাড়ী গুলোর মূর্ত্তি অস্পষ্ট। এমন সময় পথের ওপর দেখা গেল তাকে।

গায়ের জামাটা ছিঁড়ে হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলে গেছে। সমস্ত দেহ হয়েছে শীতে নীল। সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড কুকুর, হাড়সার। একটা মোটা চটে তার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, তার ছেঁড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট খস্‌খসে লোম।

সেই ভীষণ শীতেও কুকুরটা পথের পাশের 'ডাষ্টবিন্'গুলো শুঁকে শুঁকে দেখছে, যদি তার ভিতর থেকে এক কণা খাবার মেলে।

ওর প্রভুর কিন্তু কোন দিকে নজর নেই, তার সঙ্গে যে একটা কুকুর চলছে, সে অনুভূতিও যেন নেই। কুকুরটা পিছিয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে, আবার প্রভুর সঙ্গ ধরছে ছুটে ছুটে।

ওরা চলছে ত' চলছেই, দীর্ঘ ক্লান্ত পদক্ষেপ। ক্রমশঃ সূর্য্য উঠল, কুয়াসা একটু একটু ক'রে সরতে লাগল। এবার লোকটাকে স্পষ্ট দেখা গেল।

লোকটার দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল সাদা রং শীতে নীল হয়ে গেছে, মাথায় বড় বড় লালচে চুল, কতক কাঁধে কতক মুখে ঝেঁপে পড়েছে। উঁচু তীক্ষ্ণ নাক, উজ্জ্বল তীব্র ছোট চোখ, চাপা দৃঢ় ঠোঁট। মুখে এক মুখ দাড়ি। কপালে একটা ক্ষতের দাগ। বাঁ হাতের দুটো আঙুল নির্ম্মূল ভাবে কাটা।

ওরা এসে দাঁড়াল আমারি দরজার সাম্‌নে। লোকটা অসঙ্কোচে আমার সামনে হাত পেতে দাঁড়াল, "কিছু দাও"। ভিক্ষা নয়, কৃপা প্রার্থনা নয়, কোনো ভূমিকা নয়—একেবারে 'কিছু দাও'। আমার ভ্রূ কুঁচকে গেল, অজ্ঞাতে গলার স্বরে এল বিরক্তি, একটু তাচ্ছিল্য ভাবে বল্লুম—কি চাও?

লোকটা বল্ল—গরীব লোকে হাত পেতে কি আর চাইতে পারে তোমাদের মত বড়লোকদের কাছ থেকে? খাবার, কিছু খাবার খেতে চাইছি আমি।

তার গলার স্বরে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, পথের ভিখিরীর এই কি কথা, এই স্বর! বল্লুম—ওঃ ভিক্ষে চাইছ? তাই বললা সোজা কথায় যে তুমি ভিখিরী।

এ কথা শুনে আর দ্বিতীয় কথা না বলে সে পিছন ফিরে চল্ল। এ আবার কোন্ জাতের ভিখিরী, ওর কি বেশী কথা বল্লেও মান যাবে নাকি? কয়েক মিনিটের মধ্যে সে অনেকখানি এগিয়ে গেল, সে যখন বাঁকের মুখে তখন ডাকলুম তাকে, "এই, এই, ওগো শুনে যাও।" লোকটা ফিরল, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আমার দরজায় দীর্ঘ ছায়া ফেলে সে দাঁড়াল। বল্ল—কি বল্‌ছ?

বললুম—এ কাজে কি নতুন নেমেছ নাকি? এরকম করলে এ ব্যবসা চলবে না, কিসের তোমার এত গর্ব্ব? সুস্থ দেহে ভিক্ষে কেন? এর চেয়ে কারুর চাকর হওয়াও ত' ছিল ভাল।

ধারাল তরোয়ালের মত তার চোখ উঠল ঝল্‌সে। ছাই চাপা আগুন! তার সেই রোগা কুকুরটা এতক্ষণ পরে এসে আমার পরিধেয়ের একটা কোণ কামড়াতে লাগল, তাকে 'দূর' ব'লে ধমকে দিলুম; কুকুরটা পালাল না, আমার কাছ থেকে গিয়ে প্রভুর কোলে ওঠবার বৃথা চেষ্টা ক'রতে লাগল।

লোকটা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়েছিল, তার চোখের সামনে আমার মাথা [illegible] হয়ে গেল। তার সেই অন্তর্ভেদী, নির্ভীক, উদ্ধত দৃষ্টি আমাকে যেন অভিভূত ক'রে ফেলল। যখন চোখ তুললুম তখন দেখি যে সে

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে

কোং লিমিটেড

(ইংলণ্ডে সমিতিভুক্ত)

ার ছুটিতে

পুরী, গোপালপুর (রেলওয়ে ষ্টেশন বহরমপুর) ও ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি পূর্ব্বদেশীয় সমুদ্র সৈকতে আরামপ্রদ স্নান উপভোগ করুন!

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে

ঈষ্টারের ছুটিতে

সকল শ্রেণীতেই

কন্‌সেশান দিতেছেন।

১৯৪০ সালের ১৫ই মার্চ্চ হইতে ২৫শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত টিকিট বিক্রয় হইবে এবং ১৯৪০ সালের ৮ই এপ্রিলের মধ্যে যাত্রা শেষ করিতে হইবে।

চলে গেছে। তার আমার কোণটুকুও আর দেখা গেল না, সে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেল। চিহ্নের মধ্যে রইল আমার পরিধেয়ের কোঁচকানো কোন্‌টা; তার কুকুরের সরু দাঁতের দাগ।

পরের দিন আমার বিরাট মোটরে ক'রে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছিলুম। তখন অনেকখানি রাত হ'য়ে গেছে, রাস্তায় লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। মনটা ভাল ছিল না, সেই ভিখিরীটাই সারা মন জুড়ে রয়েছে। ক্লান্ত ভাবে হেলান দিয়ে মোটরে গা'টা এলিয়ে দিয়েছিলুম।

হঠাৎ একটা ভীতিকর অনুভূতি আমার সর্ব্বাঙ্গে ব'য়ে গেল। দেহের প্রত্যেক শিরা উপশিরা শিউরে উঠল; মাথা ঝিম্‌ঝিম্ ক'রতে লাগল, সব গোলমাল হ'য়ে গেল। আমার পৃথিবী যেন ওলট-পালট হ'য়ে গেল, এতখানি বিশৃঙ্খলা হ'লো কিন্তু এক পলকের মধ্যে। চোখ বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, চোখ যখন খুললুম তখন দেখি সাম্‌নে এক রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড। সেটা যে কি তা বোঝবার যো নেই। পাশে একটা কুকুর মরে পড়ে আছে।

আমি তখুনি গাড়ী হ'তে লাফিয়ে পড়লুম, এখনও হয়ত প্রাণ আছে!

এ কি? আমি চম্‌কে উঠলুম, সেই না? আমার চোখের সামনে একটা কাল পর্দ্দা নেমে এল। অভুক্ত লোকটা তাল সামলাতে পারে নি। তার দেহটা আমি দু'হাতে তুলে নিলুম শিশুর মত। সে, না তার দেহ তখন কঠিন বরফের মত ঠাণ্ডা, সে ভীষণ স্পর্শ আমি সইতে পারলুম না, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গাড়ীতে উঠে বললুম 'চল'। সোফার এইটুকুই চাইছিল, আমার কথা শেষ না হ'তে সে তীরবেগে গাড়ী ছুটিয়ে দিল।

মরা কুকুরটার চোখ যেন সঙ্গে ছুটে আসছে, বললুম—জোরে, জোরে, আরও জোরে—

বাড়ীতে যখন ফিরলুম, তখন সারা শরীর অবসাদে ভেঙে পড়ছে।

লোকটার সঙ্গে কতটুকুর দেখা, কিন্তু তার অশান্ত স্মৃতি বোধ হয় চিরকাল জ্বালাবে আমায়!

যদিও সে আমার কাছে অপরিচিত, কিন্তু তার দীর্ঘ দেহ, তীক্ষ্ণ নাক, চাপা ঠোঁট, নির্ভীক দৃষ্টি আমি চোখ থেকে মুছতে পারি না।

ঘুমুতে ঘুমুতে মনে হয় কার ঝাঁকড়া, নরম, লাল্‌চে এক গোছা চুল হাতের মধ্যে, চম্‌কে উঠি, একি পাগল হয়ে গেলুম নাকি?

কামশাস্ত্র
বিনামূল্যে
জীবনে সুখ ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও নারীর অবশ্য পাঠ্যপুস্তক
বৈদ্যশাস্ত্রী
২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কালিকাতা

গান

—মহম্মদ ইব্রাহিম

হিমেল পূবালী বায়
সে যদি ফিরিয়া যায়
কাতর নয়ন মোর
খুঁজিয়া পাবে কি তায়!

শত স্মৃতিকণা তা'র
বাড়াবে বেদনা-ভার
বিমনা উষাতে এই
অলস বনানী-গায়।

নিবেদিত ফুলদল
বৃথা যায় যদি মোর
কেমনে হে অকরুণ
রোধিব নয়ন-লোর;

পরাজিত মম মন
ভীত আজি সারাখন,
বুঝিবা ছিঁড়েছে ডোর
রুদ্ধ বেদনা-বায়।

"দাম্পত্য কলহেচৈব"

ডাঃ শ্রীচৈতন্যকিঙ্কর ঘোষ, এম্-বি

শো'বার আগে আর একবার অগ্নুদ্গম হলো। হঠাৎ নয়, এইরকমই হয়ে থাকে। নবীনের শালা এসে বল্লে, "নবীন, আমার স্ত্রী, আমি ও তোমাদের নিয়ে একটা গ্রুপ ফটো তোলা হ'বে।" নবীন বল্লে, "শেষকালে কি ডিফেমেসন।"

"কেন?"

"আপনি দেখছি 'সেক্স কম্প্লেক্স্' বোঝেন না।" লীনার ভাই বেরিয়ে গেল। লীনা গেল চটে। সে একেবারে বলে ফেল্লে "তুমি আমাকে অপমান কল্লে।"

নবীন বল্লে, "তোমাকে অপমান, লীনা দেবীকে অপমান?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তার মানে আমার সন্দবাতিক হয়েছে অর্থাৎ 'প্যারাফ্রেনিয়া'।" ঐ কথাটা লীনা নবীনের কাছ থেকে শিখেছে, নবীন ডাক্তার।

নবীনের সেদিন রোজগার ভাল হয়নি, একেবারেই বলে ফেল্লে, "কি দুঃখের বিষয় যে তুমি আমার স্ত্রী, ননসেন্স, কি করে তুমি এত পড়াশুনা করেছ?"

লীনা রাগ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো। নবীন মনে করলে, যাক্, আজকের মত এই কৌচখানায় একটু হাত পা ছড়িয়ে শোয়া যাবে। মশাগুলো তাকে রেহাই দিলে না, বাধ্য হয়ে উঠে যেতে হলো বিছানায়—শুয়ে পড়লো লীনার পাশে মাঝখানে পাশ-বালিশ রেখে। ভোর বেলায় দেখা গেল পাশ-বালিশটা মাঝে নেই, তার স্থান দখল করে লীনা তার একখানি সুকোমল হাত দিয়ে নবীনকে আরামে বেষ্টন করে আছে। ঘুম ভেঙ্গে গেলে দু'জনাই পাশ ফিরে নিলে, দু'জনারই মুখে এক ঝিলিক মিষ্টি হাসি।

সকালে বেরুবার আগে নবীন চা খাবার জন্যে বসে আছে। লীনা বাথরুম থেকে ঘরে ঢুকলো, জানালা দিয়ে নজর পড়লো একটা কিশোরী দূরে একটা বাড়ীর ছাদে কাপড় মেলে দিয়ে নেবে যাচ্ছে। একবারে বলে ফেল্লো, "বেকুব, নির্লজ্জ, দেখার সাধ মিটলো?"

নবীন চমকে উঠলো। হেসে বল্লে, "তা মিটলো বই কি!"

লীনা বল্লে, "তুমি ত' কিছু ছাব্বিশ নও, তুমি এখন ভুঁড়িদাস ছত্রিশ।"

"শোন লীনা, তোমাকে একটা নূতন কথা শোনাই। পুরুষের যৌবন অফুরন্ত, পুরুষের হৃদয় এই এতখানি চওড়া।" নবীন হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

দুপুরবেলায় নবীন ঘরে ঢুকেই বল্লে, "সিনেমার টিকিট কেটে এলাম দু'জনার।"

লীনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, "একলা গেলেই পারতে, আবার আমাকে কেন?" ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে বল্লে, "অথবা সঙ্গে একটা কিশোরী?"

নবীন বল্লে, "তুমি না গেলে আমি যাবো না, তুমি না গেলে আমার সব আনন্দই মাটী।" আর কিছু বল্লে না।

সিনেমাতে লীনার স্বামীসহ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

পরে লীনা বল্লো, "ডলি গো, ডলিকে চেন না? আমার বন্ধু, বেথুনে একসঙ্গে পড়েছি। ওর বরটি বেশ চমৎকার দেখতে, না?"

নবীন চুপি চুপি বল্লে, "লীনা, তুমি কিছু ষোলো নও, তুমি এখন ছাব্বিশ।"

লীনা লজ্জা পেয়ে বল্লে, "আমি কি আর তাই বলছি? তোমার বড় সন্দবাতিক।"

কথায় কথা বাড়ে। লীনা আর নবীন শয়ন করল বিছানার মাঝে একটা পাশ-বালিশ রেখে। সকালে দেখা গেল মাঝে বালিশটা নেই। নবীন কখন সরে এসেছে লীনার একান্ত নিকটে, আর তার দৃঢ় হাতখানি লীনাকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করে আছে। লীনা ঘুম ভেঙ্গে উঠতে গেল, নবীন তাকে নিবিড়তরভাবে ধরে বল্লে, "আমায় বিরক্ত করো না, শুয়ে থাকো, এখন উঠতে পাবে না।" লীনা কিছু বল্লে না, চুপ করে নবীনের একান্ত কাছটিতে শুয়ে রইলো। অনেক বেলায় সেদিন নবীনের ঘুম ভাঙ্লো।

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তৈল

ব্যবহার করুন।

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

স্বপ্ন-বিলাস

(চিত্র)

—শ্রীপ্রীতীশ মিত্র

মনটা ব্যাকুল হোলেই আমি স্বপ্ন দেখি—মানে স্বপ্ন তৈরী করি। আর নিদ্রাহীন শুব্ধ রাত্রেই সাধারণতঃ আমার মন ব্যাকুল হোয়ে ওঠে। একদিন এমনই এক ব্যাকুল রাত্রে চলেছিলাম আমি সঙ্গীহীন—তুফান মেলের যাত্রী। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বুক চিরে চলেছে তুফান মেল—যেন মূর্ত্তিমান ঝড়! থাম্‌তে সে জানে না। অন্ধকারের বোরখাপরা ছোট ছোট ষ্টেশনের হাতছানি উপেক্ষা কোরে সে ছুটে চলেছে গতির ছন্দে মাতাল হোয়ে—সে গতি-পাগল। অন্ধকার অরণ্যে কামরার আলোটা শুধু জ্বলছে জোনাকীর মত।

আমার দেহটাকে ঝোড়ো হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। চোখে, মুখে, বুকে, অজস্র অফুরন্ত বাতাস বিষাক্ত গ্যাসের মত আক্রমণ করছে। বুঝি নিশ্বাস নিতে দেবে না—মেরে ফেলবে—দম আটকে মেরে ফেলবে। আঃ কী আরাম! এতদিন পরে বুঝি মৃত্যু আমায় দয়া করলো। এমন রোম্যান্টিক মৃত্যু স্বপ্নেও আমি আশা করিনি। মৃত্যুকে কামনা করেছি কতরূপে কতবার। অন্তহীন শূন্যতায় নিজেকে নিশ্চিহ্ন করবার ব্যাকুলতা কতবার আমায় আকুল কোরে তুলেছে—কিন্তু পারি নি। অসহ্য অনিচ্ছার বোঝা কাঁধে নিয়ে আমায় বেঁচে থাকতে হয়েছে—মৃতের মত। কিন্তু আজ আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। কী আরাম! কী আরাম!!

হঠাৎ সমস্ত চেতনাকে দোলা দিয়ে তুফান মেলের এঞ্জিন আর্তনাদ ক'রে উঠলো। কামরাগুলোর শিরায় শিরায় শিহরণ বয়ে গেল। ভগবান তুমি মুখ রাখলে। এক্ষুণি কক্ষচ্যুত গ্রহের মত তুফানমেলের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কৈ? কিছুই ত' হোলো না? কতকগুলো আঁকা-বাঁকা রেল পার হোয়ে তুফান মেল আবার ছুটে চললো—মুখে তার শতসিংহের গর্জ্জন। যাঃ, সব ভেস্তে গেল। মরা হোলো না—আমার মরা হোলো না।

মরতে যখন পারলাম না, তখন বাঁচতে হবে। বেঁচে মরে থাকা নয়, বাঁচার মত বাঁচতে হবে। বাঁচতে হোলে চাই প্রেম। প্রেমহীন যৌবন—মৃত যৌবন। যৌবনকে সতেজ, উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে চাই শাণিত, সুতীক্ষ্ণ প্রেম। এই প্রেমই যৌবনের একমাত্র টনিক।

আবার স্বপ্নের ক্রিয়া সুরু হোলো। নিঃসীম অন্ধকার হোতে কামরার নির্জ্জনতায় হোলো তার আবির্ভাব—আমার টনিকের আবির্ভাব। যেন মূর্ত্তিমতী বন্যতা। মাতাল হাওয়ায় তার শিথিল, রুক্ষ অলকগুচ্ছ মুখে, বুকে, পিঠে ঝরণার ধারার মত অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছে। বিস্রস্ত বসন তার যৌবন-দৃপ্ত তপ্ত দেহে বিদ্রোহের নিশান তুলে ধরেছে—সে উচ্ছল। সমস্ত দেহ তার শিহরণে কণ্টকিত। ধারাল বিদ্যুৎশিখার মত সে আমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে।

কিই না করা চলে !

'চা নিয়ে কি না করা যায়।' সম্প্রতি দিল্লীর একখানি কংগ্রেস্-পন্থী কাগজে এই প্রশ্ন তুলেছিলো। এ-সম্বন্ধে মন্তব্য করে' তা'রা লিখেছিলো :

"বোম্বাই কিম্বা কলকাতার অবসন্ন মজুরদের আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কেন তারা যন্ত্রপাতি রেখেই চা খাবার জন্য চায়ের দোকানের দিকে ছোটে ; জিজ্ঞাসা করতে পারেন ক্লান্ত আইনজীবিকে, কেন খুনের মোকদ্দমায় সওয়াল করেই সে এক পেয়ালা চা চায় ; প্রশ্ন করতে পারেন আপনি ডাক্তারকে, একটা বড় রকমের অস্ত্রোপচার শেষ করেই সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয় কেন ; আমাকেও আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, একটা প্রবন্ধ শেষ করেই কেন আমি এক পেয়ালা চা চাই। এর জবাব হচ্ছে—চা যে অপূর্ব্ব অনুভূতি এনে দেয়, সেই অনুভূতি পাবার জন্য।"

চায়ের থেকে যে অনুভূতি পাওয়া যায় তা সব সময় ঠিক বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয় ; কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ অনুভূতি বিভিন্ন ভাবে দেখা দেয়। কিন্তু এই অনুভূতি সম্বন্ধে অন্তত একটা বিষয়ে চা-রসিকদের মধ্যে কোনো মতভেদ দেখা যায় না—সেটা হচ্ছে এই যে চা শারীরিক ও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করে।

একজন আমেরিকান্ বলেছেন, "চা অতি চমৎকার তেজোদায়ক পানীয়"। চায়ের তেজোদায়ক, শক্তিদায়ক ও শীতগ্রীষ্মের গ্লানি দূর করবার শক্তির কথা উল্লেখ করে' ইনি লিখ্ছেন :

"যখন ভাবি যে মুষ্টিযোদ্ধা ও কলেজের নৌকা বাইচের দাঁড়িদের শিক্ষানবিশি করবার সময় নিয়মিত চা খেতে হয়, আর ফুটবল খেলার ট্রেইনাররা খেলার বিশ্রামের সময় খেলোয়াড়দের গরম চা খেতে দেয় তখন স্বভাবতই একথা মনে হয় যে চা "ফুলের-ঘায়ে-মূর্চ্ছা-যাওয়া অনুভূতি" জাগানো পানীয় নয়।

চা নিজের গুণেই সবচেয়ে ভালো শীতল পানীয়ের পদ তো দাবি করতে পারেই (আমেরিকানরা বরফ দিয়ে চা খায়), তা ছাড়া চা দিয়ে আরো অনেক রকম গ্রীষ্মের পানীয় তৈরি করা যায়। মাঝে মাঝে যখন মুখ বদ্‌লাতে ইচ্ছে হবে তখন আধপেয়ালা চা খুব কড়া করে' তৈরি করে একটা বড় গ্লাস্-এ ঢেলে নেবেন। তার মধ্যে ফেলে দেবেন দু'টুকরো পাতি লেবু, খোসা টোসা সুদ্ধু। সেই লেবু খানিকক্ষণ গরম চায়ে ভিজ্‌তে দেবেন। তারপর মেশাবেন একটু চিনি, একটুখানি অরেঞ্জ বিটার্‌স্ আর তিন চার টুক্‌রো বরফ। এবার জিঞ্জার এইল দিয়ে গ্লাসটা ভর্ত্তি করে নেবেন। তারপর সব একসঙ্গে নেড়ে নিয়ে দেখবেন যখন বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে, তখন পাবেন একটা উপাদেয় জিনিষ—এমন জিনিষ যা গরম পড়্‌লে সত্যিই উপভোগ্য।"

সত্যই চা নিয়ে কিই না করা যায় ?

লণ্ডনের 'ডেইলি মিরর' দৈনিক পত্র এগু ম্যাকফ্যাডিয়েনের স্ত্রীর একটি রাজনৈতিক বক্তৃতার যে বিবৃতি ছেপেছে, তা থেকে শুনি : "ব্রিটেনে রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ বেকার সমস্যা কিম্বা যুদ্ধোপকরণ তৈরির সমস্যাই সবচেয়ে বড় প্রভাব নয়—ব্রিটেনের মেয়েরা চা খেতে খেতে যে আলোচনা করে তার প্রভাবই আজ আমাদের রাজনীতিতে সব চেয়ে বেশি। আমাদের আজ অনেক কিছুই কর্‌বার আছে, এবং চা খেতে খেতে আজ আমাদের খুব বেশি করেই নানা আলোচনা করতে হবে।"

আসছে, আসছে। চোখে তার নিষ্ঠুর হাসি—আদিম ইভের হাসি। উঃ জ্বলে গেলাম, জ্বলে গেলাম। আর বুঝি সহ্য করতে পারলাম না। আমার বুকের মাঝে সে ঝাঁপ দিলে। উদ্দাম বিক্ষুব্ধ, ফেনিল সে বুক—আদমের বুক।

হঠাৎ কামরার আলো গেল নিভে।

"সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন" ভাণ্ডারের
বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন, দধি, রাবড়ি ও "তৃপ্তিভোগ" দেবতা ও মানুষ উভয়কেই সমভাবে পরিতৃপ্ত করে।
১১নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট
ব্রাঞ্চ—১নং কলেজ ষ্ট্রীট : } কলিকাতা।

বিনামূল্যে
গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।
শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

সোনা 10 ভরি
পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারাণ্টেড কেমিক্যালের চুড়ি। যে দেখিবে ৫০০৲ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে। সুন্দরভাবে ফাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিনি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিজ্ঞজন এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২॥০। পোষ্টেজ ||০। ৪ সেট ৭||০। সার্ট বোতাম ২৲, নেকলেস ৩||০, আংটি ১৲, মাকড়ী জোড়া ১৲, কানফুল জোড়া ১৲, মফচেন ২||০, ঝুমকো জোড়া ২||০, ক্যাটলগ তৈরী নাই।
GOLD & SILVER'S MART (Di)
Post Ward No. 7, Muttra, U. P.

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২||০। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬||০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।
ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

মেয়েদের আপ-টু-ডেট্ বলে কি গুণ থাকিলে?

(২৫)

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

আজকের এই যুগসন্ধিক্ষণে নারী-জীবনের এমনতর একটা সমস্যার উদ্ভব এবং তার সম্মুখীন হওয়া খুব স্বাভাবিকতার পর্য্যায়েই পড়ে। নারী-জীবনকে যাঁরা খণ্ড, ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ বলে আসছেন তাঁরা কেউ বা বলেন নারীর আসন বহির্জগতে, আবার কেউ বা বলেন না, তার অবস্থান হবে পারিবারিক জগতের ক্ষুদ্র জায়গাটুকুর বাইরে নয়। অর্থাৎ কেউ বলেন, নারীর পৌরাণিক অতীত জীবন-পদ্ধতিটাই ভাল, আবার কারও বা মত অসংযত প্রগতির বন্যায় ভাসমান হওয়াটাই বুঝি তাদের জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা। আমি এই দু'টো মতের কোনটারই উচ্ছেদ সাধন চাই না।

নারীর জীবন-স্রোতের মোহানায় প্রাচীন ও নবীন দুই ধারাই এসে মিলুক—এইটাই আমার অভিপ্রেত, তার এই "আধুনিকতার" বেদীমূলে অতীত এবং বর্ত্তমান, বিধি এবং প্রগতি এই দুয়েরই অবদান অটুট হয়ে উঠুক। নারীর পারিবারিক জগত একটা নিশ্চয়ই থাকবে, তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে তার বৃহত্তর outlook, স্বাধীন চিন্তা, সময়-স্রোতের সাথে সাথে এক তালে সংযত হয়ে পা ফেলে চলবার স্পৃহা এবং সাধনা। এই পন্থার অনুসরণ করাকেই আমি আপ-টু-ডেট্ বা "অত্যাধুনিক" বলে মনে করি। আপ-টু-ডেট্ মানে এ নয় যে আমরা অবস্থানুকূল্যে ঠাকুর ও চাকরের কৃপায় দু'বেলা দু'বার উদরপূর্ত্তি করব আর দুপুরের অনাবিল নিস্ক্রিয়তায় পালঙ্কে বসে চুপচাপ উপন্যাসের পাতা উল্‌টিয়ে যাব, বিকেলে ও অবসর সময়ে (এহেন জীবনের সবটাই অবশ্য অখণ্ড অবসরে ভরা) স্বাধীন বিলাসিতা, রূপ ও অঙ্গচর্চ্চায় কাটিয়ে দোব, তারপরে ভ্যানিটী ব্যাগটা হাতে করে মনটাকে একটু ঘুরিয়ে আনবার জন্যে অপরাহ্নের দিকে সিনেমা থিয়েটারের বাড়ীতে সারি সারি হানা দোব, আর এমনি করে কালসায়রের মাঝে সখের কাগজের নৌকা ভাসানোর মত করে জীবনের দিনগুলোকে বিসর্জ্জন দিয়ে যাব। আবার এর মানে এও নয় যে উদয়াস্ত বেশভূষাটা বজায় রেখে কাগজের ফাইল হাতে করে বাইরে বাইরে কেবল সভা-সমিতি, লীগ, প্রসেশন, বক্তৃতা করে আর পুরুষগুলোকে বেচারী ঠাউরে কেবল তাদের ওপর টেক্কা দেবার চিন্তাতেই অনুক্ষণ আচ্ছন্ন থাকব। এ ছাড়া সকালে শয্যা ত্যাগ করে তার রাত্রের শয্যা গ্রহণ পর্য্যন্ত কেবল ভূতের মতন নির্ব্বিবাদে আবশ্যক এবং অনাবশ্যক পারিবারিক কাজে (অনাবশ্যক যেমন পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ইত্যাদি) লিপ্ত হয়ে ঘোমটার আড়ালে প্রাচীনাদের (প্রাচীনাদের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম ছিল বই কি।) মত দুর্ব্বিসহ জীবনটাকে টেনে হেঁচড়ে আর সাংসারিকতার মিথ্যা দোহাই দিয়ে অশান্ত মনটাকে সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা ক'রে ক'রে দিন যাপনের পদ্ধতিটাও কোন ক্রমেই "আধুনিক" বলে বিবেচ্য হতে পারে না। আমি বলি, আধুনিকপন্থী নারী জীবনে এ তিনের সমন্বয় ঘটুক, তার ভেতরে থাক অনাবিল শান্তি, প্রগতির উৎস, অটুট সাংসারিকতা, কর্ম্মতৎপরতা, (ভগ্নী দেবযানী রায় কথাটা বলেছেন, এটাকে আমি খুবই সমর্থন করি) আর সর্ব্বোপরি একটা মুক্ত, স্বাধীন চিন্তা, মনের দিক দিয়ে দেশের ও দশের সঙ্গে একটা নিকট পরিচয়, যাতে ভবিষ্যতের অগ্রগতির পথ থেকে সে পিছিয়ে না পড়ে।

আপনার এই আলোচনার আসরে এই মতামতটুকুকে স্থান দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ এবং সশ্রদ্ধ নমস্কার। ইতি,

শ্রীমতী প্রীতিময়ী চট্টোপাধ্যায়
তারক পরামানিক রোড
কলিকাতা

(২৬)

মহাশয়া,

যাঁরা আধুনিকাদের নিন্দা করেন তাঁরা অকারণেই সেটা করেন বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়। আজকাল আধুনিকাদের মধ্যে বিলাসিতাটা অত্যধিক ভাবে বেড়ে উঠেছে,

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

সেটা সামলান দরকার। অবশ্য আধুনিকা মাত্রেই যে বিলাসী তা বলা যায় না, অনেক উচ্চশিক্ষিতা আধুনিকাগণ বিলাসিতা পরিহার করেই চলেন, কিন্তু তুলনা করলে তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই কম।

যুগধর্ম্ম পালন কর'ই যে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য একথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন। আমাদেরও সমস্ত জড়তা দূর করে সকলের সঙ্গে সমান ভাবে পা ফেলে চলতে হবে, অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না। অতীতের যা কিছু তা অতীতের গর্ভেই বিলীন হয়ে গেছে। বর্ত্তমানট'ই আমাদের কাছে সত্য, বর্ত্তমানে আমরা যা পাব তাই আমাদের সাদরে গ্রহণ করতে হবে এবং বর্ত্তমানের রীতি নীতি অনুসরণ করে যাতে আমরা সুশৃঙ্খল ভাবে জীবনের পথে চলতে পারি, তারই চেষ্টা করা উচিত।

পৃথিবীর সকল জাতির নারী এগিয়ে গেছে শুধু ভারতীয় নারী ছাড়া, এবং অনেক বিষয়ে আমাদের অগ্রগামী দেশের নারীগণকে অনুসরণ করা উচিত। কারণ তাঁদের যা শোভা পায় আমাদের তা পায়না, এর কারণটা খুবই সাধারণ, অথচ বড়— 'তাঁরা স্বাধীন' 'আমরা পরাধীন'। তাঁদের দেশ আজ ব্যবসা বাণিজ্যে, ধনে মানে কত উন্নত। তাঁরা যে এত বিলাসিতা করেন, তার জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তা তাঁদের দেশেই থাকে, সেই জন্যই বিলাসিতা তাঁদের শোভা পায়, কিন্তু আমাদের বেলাও কি তাই? না। আজ ভারতের সৌখীন মেয়েদের জর্জ্জেট সাড়ী, ব্রোকেডের ব্লাউস্, স্নো, পাউডার, রুজ, লিপ্‌ষ্টিক্, কিউটেক্সের জন্য যে ভারতের গড়পড়তা দৈনিক আয় ছটি পয়সা, যে ভারতের বেশীর ভাগ লোকের দু'বেলা নুন ভাতও জোটে না, সারা বৎসর অর্দ্ধ নগ্ন দেহে যে দেশের বেশীর ভাগ অধিবাসীদের কাটে; সেই দেশ হতেই বাহিরে কোটী কোটী টাকা চলে যাচ্ছে। কত বড় দুঃখের কথা। ভারতের এই দুর্দ্দিনে ভারতীয় নারীর কি উচিত এই ভাবে বিলাসে মগ্ন থাকা? আজ যে ভারতীয় নারীগণের মধ্যে জাগরণ এসেছে, আজ যে তাঁরা পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাচ্ছেন, ঘরে বাইরে দু'দিকেই তাঁদের দাবী জানাচ্ছেন; তা কেন? ভারত যদি সেই লৌহ-শৃঙ্খলেই বাঁধা রইল, তবে তার সার্থকতা কোথায়? এর চেয়ে যে মধ্যযুগে আমরা অজ্ঞানতার ঘন তিমিরে পড়েছিলাম, তাই ছিল ভাল।

রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষীগণ যে আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা করতে চেয়েছিলেন, তা বর্ত্তমানের আধুনিকা নারী গড়বার জন্য নয়, এমন নারী গড়ে তুলবার জন্য যে, ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের বেদীমূলে আত্মবলিদান দিতে পারবে এবং দেশের ভবিষ্যতের নর-নারীকে গড়ে তুলবে সেই ভাবে। আজ আপ্-টু-ডেট্ মেয়েরা কি তার জন্য প্রস্তুত?

এ বিষয়ে আর কিছু বলতে চাই না। আসল কথা এই যে, আধুনিকাদের মধ্যে যে কয়টা দোষ আছে, তার মধ্যে বিলাস-প্রিয়তাই মুখ্য, অন্যগুলি গৌণ। মুখ্য দোষটা গেলে, গৌণ দোষগুলি যেতে বেশী দেরী লাগবে না। ইতি—

শ্রীমতী স্মৃতি সান্যাল
লক্ষ্ণৌ

(২৭)

মহাশয়া,

আজকালকার ছেলেরা আপ-টু-ডেট মেয়েই পছন্দ করে। বেশীর ভাগ অভিভাবকগণও মেয়েদের সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত। কিন্তু ভেবে দেখ্‌তে গেলে, আজকালকার আপ-টু-ডেট অর্থ সুখের অথবা শান্তির ব্যাপার নহে, পরন্তু লজ্জাকর। কেননা আমরা আপ-টু-ডেটের দোহাই দিয়ে পরদেশী বেহায়াপণার স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে স্রোতের টানে যে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি সেটুকু বুঝ্‌বার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ পেতে বসেছে আমাদের।

নারীর এ হেন শোচনীয় পরিণাম দেখে মনে হয়, "ভারতীয় নারীর জাতীয় জীবনে,

মরণের বান ডেকেছে" এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে, প্রগতিশীল যুগে নারী যে আজ তার ভুল বুঝ্‌তে চেষ্টা করছে, এবং দীপালীতে এ নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে, এতে করে নারী মাত্রেরই আনন্দিতা হওয়া উচিত। আজ ভারতের নর-নারীর সংযম-হীনতার দোষে, আপ-টু-ডেট কথাটা কদর্থে পর্য্যবসিত হতে বসেছে। এখন যাক্ "আপ-টু-ডেট হওয়া যায় কি কি গুণ থাক্‌লে।" এর উত্তর বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমার মনে হয় বেহায়াপণা কোনদিন, কোন দেশের আদর্শ হতে পারে না। গেঁয়োমীও যেমনি অন্যায়, বেহায়াপণাও ততোধিক অন্যায়, এ দুটোই আমাদের উন্নতির পথে অন্তরায়। আপ-টু-ডেটের দোহাই দিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতাকেই প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি আমরা সর্ব্বতোভাবে। সেইটেকে দূর করতে হবে সবার আগে। সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে যে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ সীতা, সাবিত্রীর দেশ। এই দেশেই গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী ও খনার জন্ম হয়েছিল। ব্যাভিচার আমাদের জন্যে নয়, এটা ইংলণ্ড নয়। নারীত্বই আমাদের প্রধান অঙ্গ, সেই নারীত্বকেই রক্ষা করতে হবে সবার আগে সযত্নে। নারীত্বের বিনিময়ে রাজত্বও আমাদের কাম্য নয়।

তারপর প্রসাধন—দস্তুরমত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকা সবারই প্রয়োজন। তবে সেণ্ট, স্নো, রুজ, লিপষ্টিক, পাউডার ইত্যাদি মাখা যদিও আজ-কালকার সভ্যতার অঙ্গস্থানীয়, তথাপি এগুলো যার যার স্বামীর রুচি এবং আয়ের উপর নির্ভর করে। কুমারীদের এমন ভাবে গড়তে হবে যেন তারা এ সব না পেলেও ক্ষুন্ন না হয়। দেশের যা দুরবস্থা তাতে এ সব যোগাতেও বহু স্বামীকে হায়রান হতে হয়। স্বামীর যদি সাজাবার সাধ এবং সুবিধা থাকে তবে নিজেই এনে দেবে সব, চাইতে হবে না। এটুকু বুদ্ধি সবায়েরই থাকা দরকার।

আপ-টু-ডেট কথাটা যদিও পরদেশ থেকে আমদানী, তথাপি পরিস্কার বাঙ্গলায় বল্‌তে গেলে এর সারমর্ম্ম সুসভ্য সুশিক্ষিতা মার্জ্জিতরুচি নারীকেই বোঝায়। সুশিক্ষিতা মানে শুধু কলেজের ডিগ্রি নয়, ডিগ্রি পাওয়াই মেয়েদের সব পাওয়া নয়। অবশ্য ডিগ্রি পাওয়া মেয়ে যদি অন্যান্য গুণেও গুণবতী হয়, সে তো সোনায় সোহাগা।

সর্ব্বদা আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে যে আমরা মায়ের জাতি, শক্তিরূপা নারী, হেলার ও খেলার জিনিষ নই। সর্ব্বতোভাবে আদর্শ মা হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে আমাদেরকেই। আদর্শ মা না হ'লে আদর্শ সন্তান জন্মাবে কি করে? আমরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ভারতে শৃঙ্খলার আশা করা, আর "জাম বুনে আম খাওয়ার আশা করা" একই কথা নয় কি? বীরত্বে বিদ্যায় কর্ম্মপটুতায় নম্রতায় স্থিরতায় ধীরতায় ন্যায় নিষ্ঠায় সুরুচি জ্ঞানসম্পন্না যে নারী সেই প্রকৃত আপ-টু-ডেট।

শ্রীমতী অমিয়া রায়
আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট, ঢাকা

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোং, লিঃ

(ইংলণ্ডে সংগঠিত)

ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার

অধিবেশন উপলক্ষে—রামগড়ে যাতায়াতের হ্রাস ভাড়া

বি, এন্ রেলওয়ের যে কোন ষ্টেশন (ময়ূরভঞ্জ ও পার্লাকিমেদি লাইট রেলওয়ে সহ) হইতে একবারের ভাড়ার দেড়গুণ ভাড়ায় (১½) রামগড় পর্য্যন্ত ১ম, ২য়, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাতায়াতী টিকিট দেওয়া হইবে।

১৯৪০ সালের ২১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই টিকিট ইসু করা হইবে।

প্রত্যাবর্ত্তনের মেয়াদ—১৯৪০ সালের ৩০শে মার্চ্চ মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত।

কলিকাতা হইতে রামগড় টাউন পর্য্যন্ত
১৬ই ও ১৮ই মার্চ্চ স্পেশাল ট্রেণ ছাড়িবে।

হাওড়া—ছাঃ রাত্রি ৮টা ৫৪ মিঃ (কলিঃ সময়) রামগড় টাউন—পৌঃ সকাল ৫টা ৪৫ মিঃ

এই সমস্ত স্পেশাল ট্রেণ খড়্গপুর, টাটানগর, মুরী হইয়া সরাসরি বড়কাকানা যাইবে। যদি আবশ্যক হয়, ১৬ই ও ১৮ই মার্চ্চ রাত্রি ১০টা ২৪ মিঃ (কলিঃ সময়) সময় হাওড়া হইতে অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেণ ছাড়িবে।

৭নং ডাউন পুরী এক্সপ্রেসে ও ৩নং ডাউন মাদ্রাজ মেলে খড়্গপুরে আগত রামগড় যাত্রীদের সুবিধার্থ ১৬ই হইতে ১৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রত্যহ একখানি স্পেশাল ট্রেণ রামগড় টাউন পর্য্যন্ত যাইবে।

খড়্গপুর—ছাঃ ঘঃ ৮-৩০ মিঃ রামগড় টাউন—পৌঃ ঘঃ ১৪-৪৫ মিঃ

এই স্পেশাল ট্রেণও টাটানগর, মুরী হইয়া সরাসরি বড়কাকানা যাইবে। বি, এন্ রেলওয়ের রামগড় টাউন রেল ষ্টেশন হইতে কংগ্রেস নগরের দূরত্ব মাত্র এক মাইলের মত।

কমার্শিয়াল ট্রাফিক ম্যানেজার।

তিনটী প্রশ্ন শীলকরা খামে পাঠাইয়া দিন, না খুলিয়া যথাযথ উত্তর পাঠান হইবে
পারিশ্রমিক মাত্র ১৲ টাকা
বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত
শ্রীপ্রবোধ কুমার গোস্বামী
ফোন হাওড়া ৭০৫ "গোস্বামী লজ," পোঃ বালী, (হাওড়া)

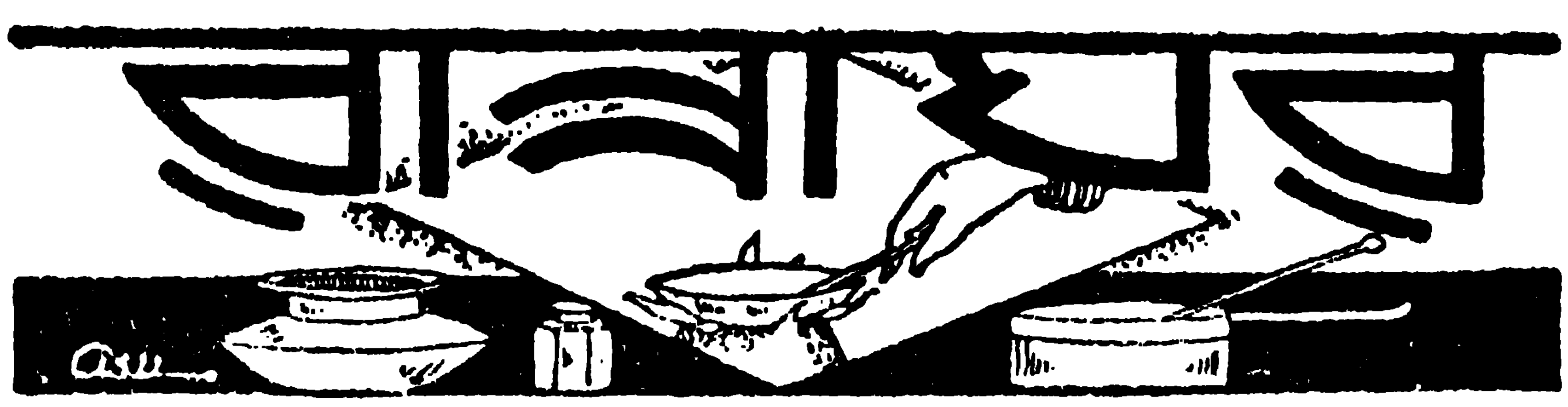

(৪৩)

ফুলকপির রোষ্ট

উপকরণ—বড় ফুলকপি দুটী, হলুদ, লঙ্কা, আদা বাটা, গোটা গরম-মশলা, ৫০ দৈ, আধপোয়া আন্দাজ ঘি, পরিমাণমত নুন ও চিনি।

প্রণালী—প্রথমে ফুলকপি দুটী বেশ বড় বড় করে কেটে ফেলুন, তারপর ঐ কপিগুলি জলে সিদ্ধ করে নিন্, বেশী সিদ্ধ করবেন না কারণ বেশী সিদ্ধ করলে ভেঙ্গে যেতে পারে। তারপর কড়াতে ঘি দিন, ঘি-তে দৈ, গোটা-গরম-মশলা, হলুদ, লঙ্কা, আদা বাটা, নুন ও চিনি দিয়ে বেশ কষে নাড়তে থাকুন, যখন বেশ মশলাগুলি ভাজা হয়ে যাবে তখন ঐ সিদ্ধ-কপিগুলি তাতে দিয়ে আরও ভাল করে নাড়তে থাকুন, কপিগুলি যখন ভাজা হয়ে যাবে তখন নামিয়ে রাখবেন। ইহা খেতে বেশ সুস্বাদু।

শ্রীঅণিমা সরকার
পার্শীবাগান লেন,
কলিকাতা।

(৪৪)

চিনাবাদামের হালুয়া

চিনা বাদামগুলিকে পরিস্কার করিয়া ধুইয়া শিলে বাটিয়া ফেলুন, তারপর আলে কড়াই চাপাইয়া ঘৃত দিন। ঘৃত গরম হইলে উহাতে তেজপাতা ও ছোট এলাচ দিয়া অল্প ভাজিয়া, ঐ সঙ্গে বাটা বাদাম দিয়া নাড়িতে থাকুন। ভাজা হইলে পরিমাণ মত চিনি ও দুধ দিন, এবং কিছু কিস্‌মিস্ দিন। দুধ মরিয়া ঝুড়া ঝুড়া মত হইলে উহাতে সামান্য কর্পূর ও পেস্তা কুচান দিয়া নামাইয়া লউন। ইহা খাইতে সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর।

শ্রীমতী জ্যোৎস্না মুখোপাধ্যায়
বাঁকুড়া

(৪৫)

"ময়দার হালুয়া"

উপকরণ—একপোয়া ময়দা, একপোয়া ঘি, আধসের চিনি, একছটাক কিসমিস, পরিমাণমত গোলাপজল, জাফরাণ ও গরম-মশলা।

প্রস্তুত প্রণালী—প্রথমে একটি পাত্রে বাদামগুলি ভিজাইবেন, পরে উহাকে কুচি কুচি করিয়া কাটিবেন। আধসের চিনি পরিমাণমত জলে দিবেন, তৎপরে একটি ডেকচিতে করিয়া উনানে চড়াইবেন। যখন দেখিবেন শিরা এক তারের মত হইয়াছে তখন উহাকে নামাইয়া লইবেন। পুনরায় অন্য ডেক্‌চিতে একপোয়া ঘি দিয়া উনানে চড়াইয়া দিন। পরে ময়দাগুলিকে ঘিয়ে ছাড়িয়া দিবেন, ময়দা বেশ করিয়া ভাজিবেন, যখন দেখিবেন বাদামী রং ধরিয়াছে তখন উহাকে নীচে নামাইয়া শিরাগুলিকে আস্তে আস্তে ঢালিবেন, সঙ্গে সঙ্গে নাড়িতে থাকিবেন যাহাতে ময়দা জমাট বাঁধিয়া না যায়। পরে বাদাম, কিসমিস ও গরম মশলা ছাড়িয়া দিন, পুনরায় উহাকে উনানে চড়াইয়া নাড়িতে থাকুন, যখন দেখিবেন হালুয়া ডেকচির গা হইতে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া আসিবে এবং ঘি বাহির হইবে তখন নীচে নামাইয়া গোলাপজল ও জাফরাণ-বাটা দিয়া ভাল করিয়া নাড়িবেন। পুনরায় জাফরাণকে জলে কিংবা গোলাপজলে ভিজাইয়া রাখিবেন। যখন দিবেন তখন বাঁটিয়া লইবেন। পনের মিনিট পরে খাইয়া দেখিবেন যে ইহা অতি সুস্বাদু ও মুখরোচক হইবে।

মুসাম্মাৎ আফজলুন্ নেসা
ভবানীপুর, কলিকাতা

(৪৬)

নিরামিষ কালিয়া

উপকরণ—অমত্তমানের পাতা, বেসম, আদা, লঙ্কা, লবণ, চিনি, গরম-মশলা, হলুদ, ঘি, দই।

প্রণালী—প্রথমে অমত্তমানের পাতাগুলি ভালো করে ধুয়ে নিন, পরে কুচিয়ে নিন। তারপর বেসমে, লবণ, চিনি, আদা, লঙ্কা বাটা ও একটুখানি জল দিয়া আঠা-আঠা করে গুলুন, তারপর বেসমেতে পাতাগুলি দিন; তারপর উনানে তেল চাপান, তেল যখন বেশ কষা হবে তখন ঐ পাতাগুলি বড়ার আকারে ভাজুন, যেন কাঁচা না থাকে, তারপর বড়াগুলি নামিয়ে রাখুন। বড় বড় করে আলু কাটুন, তারপর কড়ায় তেল দিয়ে আলু ভাজুন, ভাজা হয়ে গেলে, হলুদ, আদা, লঙ্কা বাটা, দই, লবণ, চিনি দিয়ে বেশ কষে নিন্। তারপর জল দিন, আলু আধসিদ্ধ হয়ে এলে ঐ বড়াগুলি দিয়ে দিন, তারপর হয়ে এলে ঘি, গরম-মশলা দিয়ে নামান। ইহা খেতে ঠিক মাছের কালিয়ার মতন লাগবে।

কুমারী মণিকা গুপ্ত
কলিকাতা।

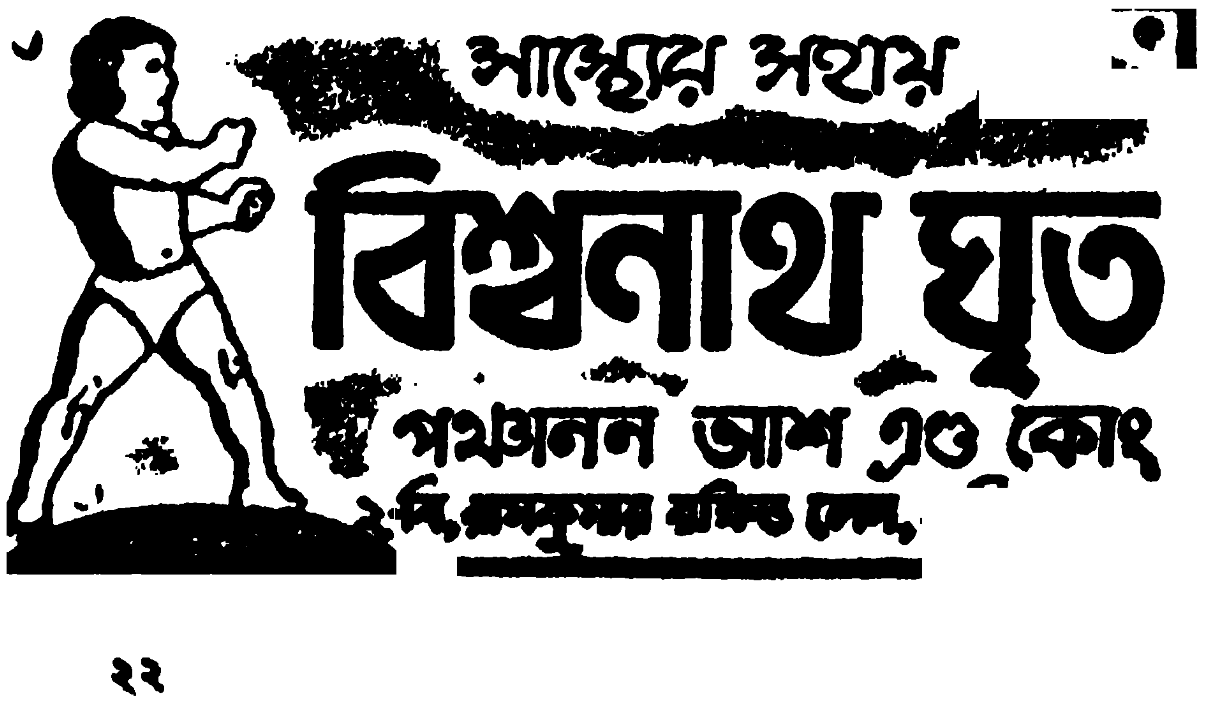

আপনি কি বলেন

(১১)

চুল পড়া নিবারণের উপায়

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা,

সমীপেষু—

মহাশয়া,

দীপালী হাতে নিয়েই প্রথমে "আপনি কি বলেন" বিভাগ পড়তে সুরু করি। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারীর 'দীপালী'র ৭ম সংখ্যায় ভগ্নি বুলবুলের 'চুলপড়া নিবারণের উপায়' এই জিজ্ঞাসা-পত্রটী পড়েছিলাম। ভগ্নি বুলবুলের যে কোন দিন আমি উপকারে আসতে পারি তা ভাবিনি, আপনি দয়া করে যদি আপনার 'দীপালী' পত্রিকায় এই পত্রটীর স্থান দেন তবে ভগ্নি বুলবুল কেন অনেক ভগ্নিই এই অকালে চুল পড়ার হাত থেকে রেহাই পাবে।

চুলপড়া বন্ধ করতে হলে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটি আধ সের খাঁটি নারিকেল (সুগন্ধ বিহীন) তৈলের সহিত মিশ্রিত করে চুলে মাখলে ১৫ দিনের মধ্যেই চুলপড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

১। টিন্‌চার ক্যান্থারাইডিন্—১ আউন্স

২। টিন্‌চার যবরাণ্ডী—২ ড্রাম

প্রত্যেক সপ্তাহে দু'বার ভাল করে চুলে সাবান লাগাতে হবে এবং রোজ স্নানের পরে এই ঔষধমিশ্রিত তেল চুলে মাখতে হবে। কারুর চুল পড়ার কথা শুনলেই তাকে আমি এই তেল মাখতে বলি আর চুল পড়াও বন্ধ হয়ে যায়। আশা করি, ভগ্নি বুলবুলেরও এই তেলেতেই চুল পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। নমস্কার, ইতি—

কুমারী টুকু মুখার্জ্জি
C/o বি, মুখার্জ্জী
চম্পারণ

(১২)

"এঁচোড়ের চপ্"

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

৯ই ফাল্গুন, ১৩৪৬-এর 'রান্নাঘর" খুলিতেই চোখে পড়িল চিরপরিচিত "এঁচোড়ের চপ্"। এই 'রান্নাঘরে' ভগিনীরা ইতিপূর্ব্বে ইহা দুই দুইবার অত্যন্ত উপাদেয়ভাবে তৈয়ার করিয়া আমাদের বণ্টন করিয়াছেন।

আপনার দীপালীর গত বৎসরের ২৯শ সংখ্যা ও ৩৩শ সংখ্যা 'রান্নাঘরে' শ্রীমতী রেণুকা মজুমদার—যশোহর ও শ্রীমতী অরুণা ঘোষ—ভাগলপুর, ইহা তৈয়ার করিয়া আমাদের উপহার দিয়াছেন।

শ্রীমতী শক্তিরাণী দত্ত—চাঁচাই, যেরূপভাবে 'এঁচোড়ের চপ্' তৈয়ার করিয়াছেন, তাহা রেণুকাদির ও অরুণাদির তৈয়ারের প্রণালী হইতে কোন অংশে ভিন্ন নহে। সেই জন্য আমি শ্রীমতী শক্তিরাণী দত্তকে জিজ্ঞাসা করি যে, 'চাঁচাইয়ে' কি এ বৎসর এঁচোড়ের ফলন খুবই বেশী হইয়াছে? যদি তিনি পারেন তাহা হইলে এঁচোড়ের চপ্ তৈয়ার করা বন্ধ রাখিয়া—এঁচোড়কে পাকিতে দিয়া কাঁঠালের একটা কিছু তৈয়ার করিয়া আমাদের উপহার না দিলে, কিন্তু আমরা তাঁহাকে রেহাই দিব না।

সশ্রদ্ধ নমস্কার, ইতি—

কুমারী বাণী সিংহ
ভাদুল,
বাঁকুড়া।

ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তাই
ইহার অপ্রতিহত গতি।

২৪শ
সপ্তাহ
রঞ্জিৎ মুভিটোনের—
সন্ত
তুলসীদাস
কবি ও সাধকের অনবদ্য জীবন কাহিনী
প্রভাত সিনেমায়

গৌরবোজ্জ্বল চতুর্থ সপ্তাহ
দেবদত্ত ফিল্মস্ প্রস্তুত
হিন্দী পৌরাণিক চিত্র
রু ক্মি ণী
শ্রেষ্ঠাংশে:
পান্না, প্রতিমা দাশগুপ্তা, নিম্বলকর
মুজাম্মিল, রাজেন্দ্র সিংহ, আনসারী
=গণেশ টকী=

মানসাটা
ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নারী-নিগ্রহ

(২১)

আলিপুর

বিশানী নাম্নী অষ্টম বর্ষীয়া এক বালিকা তাহার দিদির নিকট একদিন চুল বাঁধিতে গিয়াছিল। বালিকার দিদি মাইকী যে বাড়ীতে থাকিত, সেই বাড়ীতেই একটা অংশে বিজয় চামারও ভাড়া থাকিত। বিশানী চুল বাঁধিয়া বিজয়ের বারান্দা দিয়া যখন ফিরিতেছিল, তখন বিজয় বালিকাকে জোর করিয়া নিজের ঘরে টানিয়া আনিয়া মুখ ঢাকিয়া, তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে বলিয়া প্রকাশ। বালিকার আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহার দিদি ছুটিয়া আসে ও আসামীর দুয়ারে ঘন ঘন করাঘাত করিতে থাকে, তাহাতে সে ইহাকেও ভয় প্রদর্শন করে। কিছুক্ষণ পরে বিশানী কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে বাহিরে আসে ও দিদিকে সব কথা বলে। দায়রা বিচারে আসামীর ৪বৎসর সশ্রম দণ্ডাদেশ হইয়াছে।

(২২)

জয়নগর (২৪ পরগণা)

আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাশে ১৩ বৎসর বয়স্কা বালিকা মতি উন্নেসার শ্লীলতা হানির অভিযোগে আব্দুল রেজাক মণ্ডল ও তাহার ভ্রাতা মনসুর আলি মণ্ডল অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে আসামী দুইজন মুক্তিলাভ করিয়াছে।

(২৩)

নোয়াখালি

নিকুঞ্জ বৈষ্ণবী নাম্নী জনৈকা হিন্দু রমণীকে অপহরণ ও তাহার উপর ক্রমান্বয়ে তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করার অপরাধে রহমতুল্লা মাষ্টার ও আরও দুই জনকে স্থানীয় দায়রা জজ পাঁচ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাবাস দণ্ড দিয়াছেন। হতভাগিনীকে অজ্ঞান ও উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। আসামীরা হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল, কিন্তু মাননীয় জজগণ এ আপীল নামঞ্জুর করিয়াছেন।

(২৪)

কলিকাতা

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীমতী ইন্দুলেখা দেবী তাঁহার স্বামী মিঃ এস, পি, চক্রবর্ত্তীর নামে তাঁহার ও তাঁহার দুইটি সন্তানের খোরপোষ হিসাবে মাসিক ১০০ টাকা করিয়া দাবী জানাইয়া এক নালিশ করিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ, স্বামী স্ত্রীর সহিত বহু দিন হইতে অসদ্ব্যবহার করিতেছিলেন, সম্প্রতি তাঁহাকে গৃহ হইতেও বিতাড়িত করিয়া দিয়াছেন। মামলা বিচারাধীন।

দীপালীর বিশেষ সংখ্যা

আগামী ১২শ সংখ্যা দীপালী বর্দ্ধিতায়তনে যথারীতি ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যাই দীপালীর দোল এবং কর্পোরেশন নির্ব্বাচনী সংখ্যা। মূল্য—/১০

মুক্তি - প্রতীক্ষায়

শ্রীভারতলক্ষ্মীর নবতম আকর্ষণ

ঠিকাদা ও অবতার

সহযোগীতায়

ভাটিয়ালী সুরের প্রাণদাতা আব্বাস উদ্দীন—বাংলা অভিনয়ে যুগান্তকারী দুর্গাদাস ও অহীন্দ্র একত্রে—হাস্যরসে প্রাণান্তকারী তুলসী লাহিড়ী ও সত্য মুখার্জ্জি।

'ঠিকাদারে'র অন্যান্য ভূমিকায়:
জীবন গাঙ্গুলী, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, চিত্রা দেবী, রেণুকা রায়, কমলা (ঝরিয়া) ইত্যাদি।
গল্পে—তুলসী লাহিড়ী
পরিচালনায়—প্রফুল্ল রায়
"ঠিকাদারে" দুর্গাদাসের বিজয় অভিযান "পরশমণি"কে অতিক্রম করিবে।

"অবতারে"র অন্যান্য ভূমিকায়:
ভূমেন রায়, আব্বাস উদ্দীন, জ্যোৎস্না, রেণুকা, কমলা (ঝরিয়া), প্রভা, পান্না, চিত্রা ইত্যাদি।
"অভিনয়ে"র অহীন্দ্র চৌধুরীকে আবার পাইবেন "অবতারে"।
গল্পে—জলধর চ্যাটার্জ্জি
চিত্রনাট্যে—শচীন সেনগুপ্ত
পরিচালনায়—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

শ্রেষ্ঠ চিত্র-প্রযোজনায় আর কোন ত্রুটি রহিল কি?

চিত্রপরিবেশক:
এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ই-টি-ডি বিল্ডিং, ১৬-ই চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

পাশ্চাত্যদেশের বক্সিং-এর মতন কুস্তীও ভারতের জাতীয় প্রতিযোগিতা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কুস্তি সম্বন্ধে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে বাংলা দেশ অনেক পেছিয়ে আছে। আমাদের মধ্যে একমাত্র গোবরবাবু ছাড়া অন্য কেউ বাইরে যে বিশেষ নাম করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। 'রুস্তম-ই-হিন্দ' বা সমগ্র ভারতের চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীর কবে যে বাংলা দেশ থেকে বেরোবে তা রীতিমত গবেষণার বিষয়। আমাদের প্রদেশে কুস্তিগীর অনেক আছে, আখরা অনেক আছে, কিন্তু কুস্তির আসল প্রয়োজনীয় যা একাগ্রতা, সাধনা তা আমাদের মধ্যে নাই। আমাদের এখানে শিক্ষকের খুব অভাব। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ছাত্র যখন একটু বড় হয়ে উঠছে, তখনই তাকে কোন মতে দাবিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াও আধুনিক যুবকদের কুস্তি সম্বন্ধে উৎসাহশীল করে তোলে নি। আমাদের এখানে ফুটবল, হকি সম্বন্ধে খুব উৎসাহ দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত ভারতীয় ক্রীড়া এই যে কুস্তি—চিরকাল এখানে অনাদৃতই রয়ে গেল, জানি না কবে এদিকে আমাদের চোখ খুলবে!

*

৬১ বৎসর বয়স হয়ে গেছে, যে বয়সে আমরা বাণপ্রস্থের কথা চিন্তা করি, আজও গামা কুস্তিগীরদের মধ্যে প্রথম রয়েছেন। গামার পর ইমাম বক্স। ইমাম সরকারী-ভাবে ভারতের চ্যাম্পিয়ান বলে স্বীকৃত। ইমামের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল গুঙ্গা পালোয়ান ও ক্রেমার। ইমামেরও বয়স ৫৪ বৎসর, আজ ২১ বৎসর ধরে তিনি ভারতের চ্যাম্পিয়ানশীপ অধিকার করে আছেন। ইমাম নাকি যতক্ষণ না তার কোন আত্মীয় তার চ্যাম্পিয়ানপদ গ্রহণ-যোগ্য না হয় ততদিন 'রুস্তম-ই-হিন্দ' হয়ে থাকবেন। এবার ইমামের যোগ্য প্রতিনিধি এসেছেন—হামিদা—ইমাম ও গামার শিষ্য, গামার শ্যালক—রহমানির ছেলে—গুলাম ও কাল্লু পালোয়ানের ভাইপো। গুঙ্গাই ছিল হামিদা ও ইমামের মধ্যে বাধা। গুঙ্গা ও হামিদার মধ্যে প্রতিযোগিতা অনেক বার সমান সমান হয়ে শেষ হয়। ১৯৩৮ সালে বোম্বাইতে হামিদা গুঙ্গার কাছে পরাস্ত হন, কিন্তু পরের বৎসরেই ১৪ই অক্টোবর ১৯৩৯ সালে ভাগলপুরে প্রথম দিন সমান সমান ভাবে লড়াই করে, দ্বিতীয় দিনে গুঙ্গাকে পরাস্ত করেন। তার ফলে আজ হামিদা ভারতের ৩নং পালোয়ান—ইমামের যোগ্য প্রতিনিধি—ভারতের ভবিষ্যৎ রুস্তম-ই-হিন্দ।

হামিদার পর ভারতের ৪নং হলেন ফিরোজুদ্দিন বা গুঙ্গা। তারপর মঙ্গল সিং, ভেঙ্কাপ্পা, ছোট গামা, নিজাম, দাউলা মহম্মদ ও ঘানুসা পর পর স্থান অধিকার করেছেন, কিন্তু এই প্রথম দশ জনের মধ্যে বাঙালী নেই—বাংলায় আজ কুস্তিগীরের অভাব!

*

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। এবার বোম্বাই জয়লাভ করলো। দিল্লী মাত্র ২-০ গোলে বোম্বাই-য়ের কাছে হেরে গেছে। খেলায় নাকি দর্শকদের তত উৎসাহ ছিল না। ফলে খেলোয়াড়দের মধ্যেও শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল।

*

অল্-ইণ্ডিয়া ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতাটা কেন যে এসিয়াটিক করে দেওয়া হলো—তার পেছনে উদ্দেশ্যটা যে কি তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। এশিয়াটিক প্রতি-যোগিতা বলে বুঝতে হয় সমগ্র এশিয়া থেকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের চ্যাম্পিয়ান ভারোত্তোলনকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, কিন্তু ভারতকে তাহলে কারা প্রতিনিধিত্ব করবে? রামা, শ্যামা, যদু? আগামী ১৬ ও ১৭ তারিখে শ্যামপার্কে প্রতিযোগিতাটা হবে, দেখা যাক ভারতের তথাকথিত প্রতি-নিধিরা কি করে!

*

আগামী ১১ই মার্চ্চ, রবিবার, রবীন সরকারের পরিচালনায় যে ৭ মাইল, এক মাইল ও আধ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করা হয়েছে, তাতে আর কোনো নাম নেওয়া হবে না। এই প্রতিযোগিতার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে অন্য কোন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার-প্রাপ্ত কাউকে এখানে যোগ দিতে দেওয়া হবে না। শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন। ৭ মাইলে ৪০ জন, ১ মাইল ও আধ মাইলে ৩০ জন করে প্রতিযোগী যোগদান করেছেন।

খড়দহ গান্দী প্রতিযোগিতা

গত রবিবার ১০ই মার্চ্চ উক্ত প্রতি-যোগিতার ফাইনাল খেলা সম্পন্ন হয়েছে। 'দৈনিক বসুমতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ কোন কারণবশতঃ আসতে পারেন নাই। আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজরঞ্জন রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করে পুরস্কার বিতরণ করেন। ফাইনাল খেলায় চায়না ওয়াল ক্লাব শিবনাথ স্কুল 'বি' ক্লাবকে ৩—১ গাদিতে পরাজিত করেন। প্রদর্শনী খেলার ফলাফল ড্র হয়। ফাইনাল খেলায় সি, সরকার চায়না ওয়াল ক্লাবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পদক পান। প্রদর্শনী খেলায় ঘোষবাগান স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে সন্তোষ মান্না এবং শিবনাথ স্কুল-এর পক্ষে নির্মল মিত্র ওরফে নাড়ু শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়-এর পদক লাভ করেন।

—অভিমন্যু

নিউ থিয়েটার্স লি

আগামী ২২শে মার্চ্চ গুড ফ্রাইডের দিন বহু-প্রতীক্ষিত "পরাজয়" চিত্রায় মুক্তিলাভ করিবে। পরিচালক হেম চন্দ্রের "পরাজয়"ই প্রথম বাংলা ছবি। কানন, ভানু, অমর মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

"জিন্দগী" সম্ভবতঃ এই সপ্তাহেই বোম্বাই, লাহোর ও দিল্লীতে মুক্তিলাভ করিবে। সায়গল, নিমো, পাহাড়ী, যমুনা, সিতারা প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন ও পরিচালনা করিয়াছেন প্রমথেশ বড়ুয়া।

অমর মল্লিকের দো-ভাষী (বাংলা) "অভিনেত্রী" ও (হিন্দী) "হারজিৎ" বেশ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

পরিচালক ফণী মজুমদার তাঁহার "ডাক্তারের" কাজ প্রায় অর্দ্ধেক শেষ করিয়া আনিয়াছেন।

পরিচালক নীতিন বসু তাঁহার পরবর্ত্তী ছবির প্রাথমিক কাজ শেষ করিয়া আনিয়াছেন। এবার তিনি তিন সংস্করণে যথা—বাংলা, হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষায় ছবি তুলিবেন।

পরিচালক দেবকী বসুও তাঁহার পরবর্ত্তী দো-ভাষী ছবির চিত্রনাট্য রচনা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। ছবির নামকরণ হইয়াছে "নর্ত্তকী"। আগামী এপ্রিল হইতে "নর্ত্তকী"র শুটিং আরম্ভ হইবে। খুব সম্ভব লীলা দেশাই নাম ভূমিকায় অবতীর্ণা হইবেন।

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশানস্ লিঃ

ইঁহাদের "আঁধি" ও "আলো-ছায়া" এখনও মুক্তি-প্রতীক্ষায়। "আলো-ছায়া"র টেলার কয়েকটি চিত্রাগারে দেখানো হইতেছে এবং প্রকাশ যে টেলার ভালই হইয়াছে।

চিত্রা

এই শনিবার "জীবন-মরণ" ২৩শ সপ্তাহে পড়িবে। এই সপ্তাহই শেষ সপ্তাহ।

নিউ সিনেমা

"জোয়ানী-কী-রীত" এখানে তৃতীয় সপ্তাহে পড়িল।

মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

এই বৎসর ইঁহারা অনেকগুলি বাংলা ও হিন্দী ছবি তুলিতে মনস্থ করিয়াছেন, ছবিগুলি সব ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে গৃহীত হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মিঃ জি, সি, বোথরা সুবিখ্যাত কথা-শিল্পী শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের একখানি সমাজসমস্যামূলক গল্পের চিত্রস্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন। প্রেমেন বাবু ইহার চিত্রনাট্য রচনা করিতেছেন। পরিচালক ও অভিনেত্রী-নির্ব্বাচন এখনও সঠিক জানা যায় নাই, তবে শীঘ্রই আমরা সব খবর দিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

ইঁহাদের নির্ম্মীয়মান ছবি "কমলে কামিনী" প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন আর মাত্র একটি বহির্দৃশ্য গ্রহণ করিলেই ছবির কাজ সমাপ্ত হয়। প্রাচীন জলযান (সপ্ত ডিঙা) সংগ্রহের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ কলম্বো যাইবেন বলিয়া প্রকাশ।

আগামী এপ্রিল মাসে যাহাতে "কমলে কামিনী" সাধারণ্যে মুক্তিলাভ করে, তাহার জন্য প্রযোজক শ্রীসতীশ ঘোষ যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

"তটিনীর বিচার" সম্পাদনাগারে। অহীন্দ্র চৌধুরী ও রাণীবালা রঙ্গমঞ্চে 'ডাঃ ভোস' ও 'তটিনী'র ভূমিকায় যে অপূর্ব্ব নাট-নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, আশা করি চিত্রেও তাহা ম্লান হইবে না।

শ্রীহীরেন্দ্র বসু পরিচালিত "অমর গীতি"তে শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও শচীন দেব বর্ম্মন সঙ্গীত পরিচালনা করিতেছেন। নায়কের ভূমিকায় শ্রীপ্রমোদ গাঙ্গুলী ও তাহার গ্রাম্য-প্রিয়া শ্রীমতী সাবিত্রী নাকি খুব ভাল অভিনয় করিতেছেন।

মণিপুরী নৃত্য

আগামী ১৬ই মার্চ্চ হইতে এম্পায়ার থিয়েটারে মণিপুর হইতে আগত নৃত্যশিল্পীগণ তাঁহাদের নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন। শ্রীমতী বাণী মজুমদার, যিনি সেরাইকেলার ছউ নর্ত্তকদের সহিত ইয়োরোপে তাঁহার নৃত্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাকে এই সম্প্রদায়ের সহিত দেখা যাইবে। তৎসহ শক্তিমান নর্ত্তক শান্তিকুমার ও সুকণ্ঠী গায়িকা শ্রীমতী রেণুকা দেবী তাঁহাদের কলাচাতুর্য্য প্রদর্শন করিবেন।

মিনার্ভায় "অন্নপূর্ণা"

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "অন্নপূর্ণা" একখানি পৌরাণিক নাটক। পার্ব্বতীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহাদেব বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া বারাণসী সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তপঃবলে দিবোদাস নামক এক মানব অষ্টসিদ্ধি লাভ করিল ও ব্রহ্মার বরে বারাণসীও হস্তগত করিল। দিবোদাস রাজা হইয়া প্রচার করিল যে রাজ্যে কেহ দেবতার পূজা করিতে পারিবে না, সকলেই রাজার পূজা করিবে। এই নর-দেবতার দম্ভে

যোগ দিলেন রতি। শেষে কেশবের মধ্যস্থতায় কি হইল, তাহাই নাটকের বিচার্য্য বস্তু।

নাটকের রচনা অত্যন্ত কাঁচা, সেজন্য আশানুরূপ জমে নাই। হাস্যরস যাহা পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা গ্যালারীর দর্শকদের জন্য। সখীদের নাচগুলির মধ্যে নূতনত্ব নাই, তাহাদের দুই একটি গানের সুরে অভিনবত্ব থাকিলেও সুকণ্ঠের অভাবে তাহা প্রাণস্পর্শ করে না। দৃশ্যপটগুলি সুন্দর।

অভিনয়ের মধ্যে অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাদেব', কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়ের 'দিবোদাস', ছায়ার 'পার্ব্বতী' ও উমা মুখোপাধ্যায়ের 'রতি' আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে জীবন মুখোপাধ্যায় (অগ্নিবিন্দু) উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গানে ও অভিনয়ে আমাদের আশাতীত আনন্দ দিয়াছেন 'কেশবে'র ভূমিকায় শ্রীমতী শেফালী নাম্নী ছোট্ট মেয়েটি। তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়।

রঙমহলে সম্মান রজনী

আগামী ২০শে মার্চ্চ সন্ধ্যা ৭।০টায় রঙমহল কর্ত্তৃপক্ষ পট ও পীঠের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী শ্রীমতী শান্তি গুপ্তার সম্মান রজনীর আয়োজন করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহারা এক সঙ্গে তিনখানি নাটক অভিনয় করিবেন। নাটক তিনখানির নাম "মাটির ঘর", "ডক্টর মিস্ কুমুদ" ও "আবুহোসেন।" শ্রীমতী শান্তি গুপ্তার এই সম্মান রজনীর আমরা সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করিতেছি। রঙমহলের সমস্ত নটনটী ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবেন।

এম্পায়ারে 'পদ্মাবতী' নাটকাভিনয়

গত ৯ই ও ১০ই মার্চ্চ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ফার্ষ্ট এম্পায়ারে মিসেস বি, এল, চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত "সঙ্গীত-সম্মিলনী"র সাহায্যকল্পে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের "পদ্মাবতী" নাটক অভিনীত হইয়াছে। উভয় দিবসেই প্রেক্ষাগৃহ জনাকীর্ণ ছিল এবং কলিকাতার মেয়র মিঃ এন্ সি, সেন্, রেঙ্গুনের মেয়র, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, মিসেস কে, সি দে, মিঃ রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মিঃ ও মিসেস এস, এম্, মোদক, ডাঃ ডি, এন্, মৈত্র, ডাঃ বি, সি, রায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। নাটকটি নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের দিক দিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছিল। বিভিন্ন ভূমিকায় যাহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'পদ্মাবতী'র' ভূমিকায় কুমারী শান্তা রায় চৌধুরী, 'ইন্দ্রনীলে'র ভূমিকায় শ্রীমতী রেণুকা ব্যানার্জ্জি, রাজবয়স্য 'মানবকে'র ভূমিকায় কুমারী গৌরী মুখার্জ্জির অভিনয়-নৈপুণ্য অতীব প্রশংসনীয়। নাট্যশিক্ষা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রযোজনা ও সজ্জাপরিকল্পনা করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত পরিমল ঘোষ। ইহাদের যথাযথ পরিচালনা ও প্রযোজনার জন্যই নাটকটি দর্শকদের খুব আনন্দ দিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতগুলির সুর-সংযোজনা অতীব প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্তা রেবা রায়ের নৃত্য পরিকল্পনা মনোজ্ঞ। কুমারী রেণুকা মোদক ও কুমারী মঞ্জু সর্ব্বাধিকারীর নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐক্যতান ও নেপথ্য-সঙ্গীত অভিনয় ও নৃত্যের রূপ বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। 'সঙ্গীত-সম্মিলনী'র সাহায্যকল্পে ছাত্রীগণের এই প্রচেষ্টা যে সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত।

শোনা-দেখা

কর্পোরেশন ইলেক্‌সনে ডাঃ গিরীশচন্দ্র ঘোষ

কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচন আগত প্রায়। ৩নং ওয়ার্ড হইতে একটি পদের জন্য দুইজন প্রার্থী—ডাঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী। নির্ব্বাচনে আমাদের নিজেদের মন্তব্যের উপর কিছু যায় আসে না। করদাতাগণ নিজেরাই প্রার্থীদিগকে জানেন। ডাঃ গিরীশচন্দ্র ঘোষ ৩নং ওয়ার্ডের একজন বর্ত্তমান সদস্য। তিনি অমায়িক, ধর্ম্মভীরু ও সৎ। তাঁহার মত খাঁটি লোক সত্যই আজকাল পাওয়া যায় না। গত ইলেক্‌সনে তিনি কংগ্রেস পক্ষ হইতে সদস্য ছিলেন। করদাতাগণ ও কর্পোরেশনের সকলেই জানেন যে কি করিয়া তিনি চারি বৎসর কংগ্রেসের জন্য আপ্রাণভাবে খাটিয়াছেন। কিন্তু আজ সকলে একবার কংগ্রেসের কাণ্ডকারখানাটা দেখুন। সেই জন্যই জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান "হিন্দুমহাসভা" আজ গিরীশ বাবুকে মনোনীত করিয়াছেন। গিরীশ বাবুকে ভোট দিয়া দেশের এবং জাতির সকলে মঙ্গল সাধন করুন ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

বার্ম্মা শেল আফিসে প্রদর্শনী

ড্যালহাউসি স্কোয়ারস্থ হংকং হাউসের ত্রিতলে বার্ম্মা শেল কোম্পানি ভারতীয় কালি, কাগজ ও ছাপার সরঞ্জাম প্রভৃতির একটি বিশেষ প্রদর্শনী খুলিয়াছেন। আগামী ৩রা এপ্রিল ইটালী টকী হাউসে বেলা ১১-১৫ মিঃ প্রায় এক ঘণ্টা কাল প্রদর্শনোপযোগী একখানি ছবিও দেখাইবেন। এ ছবিখানি মোটারের মালিক ও মোটার চালকগণ দেখিলে সবিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া প্রকাশ। এরূপ শিক্ষাপ্রদ ছবির বহুল প্রচারের জন্য আমরা বিগত কয়েক বৎসর হইতে যে আন্দোলন করিতেছি তাহাতে জগদ্বিখ্যাত বার্ম্মা শেল কোম্পানি এইরূপ ছবি দেখাইয়া দেশের ও বিশেষ ব্যবসায়-সংক্রান্ত লোকের যে প্রভূত উপকার সাধন করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা শীঘ্রই উক্ত প্রদর্শনী ও ছবি দেখিয়া আসিয়া, বিশদভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

যোগেন্দ্র সঙ্গীতালয়

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মেটিয়াবুরুজ ৬নং পাহাড়পুর রোডস্থিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী প্রতিষ্ঠিত "যোগেন্দ্র সঙ্গীতালয়ে"র প্রথম বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর শেঠ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিখ্যাত গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রছাত্রী-গণের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন। কুমারী শিউলি ব্যানার্জ্জি, শ্রীবিভূতিভূষণ রায় ও সুধীর কুমার পাত্র খ্যাল ও বাঙ্গলা গানের পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১২টি রৌপ্য পদক কৃতী ছাত্রছাত্রীগণকে প্রদান করা হয় এবং সঙ্গীত শিক্ষাদানের নিপুণতার জন্য সভাপতি মহাশয় ভোলানাথবাবুকে একটি পদক প্রদান করেন।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

হ্যানিমান গার্লস স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে স্বর্গীয় ডাঃ নীলমণি ঘটকের স্মৃতি-রক্ষার্থে একটী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

বিষয়—মেয়েদের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত? প্রবন্ধটী বাংলা ভাষায় ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া ১০ই এপ্রিলের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। এই প্রতিযোগিতায় স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ যোগদান করিতে পারিবেন। যাহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাকে ডাঃ এন, ঘটক স্মৃতি-পদক ও যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাহাকে জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ স্মৃতি-পদক প্রদত্ত হইবে। স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু এম-এ ও শ্রীযুক্ত পশুপতি ঘোষ এম-এ, বি-এল প্রবন্ধের পরীক্ষক হইবেন। প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা—ডাঃ চন্দ্রনাথ, হ্যানিমান গার্লস স্কুল, পি।৫৭ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলেজ-ডি-সাইন

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় কলেজ-ডি-সাইনে এক অভিনব নৃত্যগীতানুষ্ঠান ও অভিনয় হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কুমারী অপর্ণা ভড়ের নৃত্য, পঞ্চানন মাইতির ব্যাঞ্জো, নলিনী ভক্তের বাঁশী, কলেজ-ডি-সাইনের ছাত্রসঙ্ঘের ঐক্যতান বাদন এবং সুনীতি কর্ম্মকার, মিস্ পারভিণ্, মিঃ ঘোষ এবং প্রবোধ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তৎপর "স্বয়ম্বরা" অভিনীত হয়। সু-অভিনয়ের জন্য দর্শকবৃন্দ কর্ত্তৃক শেলী ও ভরদ্বাজের ভূমিকায়—মিস্ পারভিণ্ ও আলিমকে দুইটী পদক প্রদত্ত হয়। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হয়, তন্মধ্যে অকিঞ্চিতা, পদ্মলোচন, বাল্মীকি ও দধিচীর ভূমিকায় যথাক্রমে কুমারী বেলা মুখার্জ্জি, মাষ্টার বুলান, পঞ্চানন মাইতি ও অমর নিয়োগীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার

সুপ্রসিদ্ধ যাদুসম্রাট শ্রীযুক্ত পি, সি, সরকার বিগত ১লা মার্চ্চ সিউড়ীতে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের প্রীতিভোজে তাঁহার বহু-প্রশংসিত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বেহারে বাঙ্গালী সমিতির ২য় অধিবেশন

বাংলা দেশের সংবাদপত্র সম্পাদক ও প্রকাশকগণ (এবং পুস্তক প্রকাশকগণও) নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আগামী ২২শে ও ২৩শে মার্চ্চ বেহারের বাঙ্গালী সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হইতেছে। প্রদর্শনীতে বাংলা সংবাদপত্রাদি ও পুস্তকাবলীর একটি বিভিন্ন বিভাগ থাকিবে।

বেহারে বাংলা-ভাষা প্রচারের গুরু দায়িত্ব বাংলা ও বাঙ্গালীর উপর। এই প্রদর্শনী বাংলা ভাষার প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

২২শে মার্চ্চ হইতে ২৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। কোনরূপ ষ্টল ভাড়া লাগিবে না। কাগজপত্র, পুস্তকাদি, রায় সাহেব সুরথ কুমার গুপ্ত, সম্পাদক বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশন, হাজারিবাগ, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

নিখিল বঙ্গ হস্তলিখিত পত্রিকা প্রদর্শনী

হস্তলিখিত পত্রিকাগুলির বাহুল্য ও সাহিত্যক্ষেত্রে ইহাদের অবদান যাহাতে কথঞ্চিৎও নিরূপিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে হাওড়া সঙ্ঘ পাঠাগার সংশ্লিষ্ট 'জয়যাত্রা-সাহিত্যচক্র' বাংলা হস্তলিখিত পত্রিকার একটী বিশিষ্ট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতেছেন। ২১শে মার্চ্চের পূর্ব্বে লিখিত পত্রিকাগুলি যাহাতে সংগৃহীত হয় তজ্জন্য উক্তরূপ পত্রিকার সম্পাদক ও পরি-চালকগণের নিকট ইহারা সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছেন। বিশদ বিবরণ নিম্ন ঠিকানায় জ্ঞাতব্য—

সম্পাদক, 'জয়যাত্রা।'
১৯, নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া।

বর্দ্ধমান রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট

সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে গত ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে উক্ত ইনষ্টিটিউট-এর সভ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "মাটীর-ঘর" ও মহেন্দ্র গুপ্তের "উত্তরা" নাটকের অভিনয় করেন। অভিনয়ের পরিচালক ছিলেন অখিলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয় খুবই ভাল হইয়াছে। কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকার নাম নিম্নে দেওয়া হইল। সত্যপ্রসন্ন, ঘটোৎকচ—মণিভূষণ মিত্র; অলক—অখিলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ, অভিমন্যু—শীতল সেনগুপ্ত, চঞ্চল, শ্রীকৃষ্ণ—কমলকৃষ্ণ বসু, অর্জ্জুন—রমেন্দ্রসুন্দর ঘোষ, শঙ্কর, ভীম—সঞ্জীব সরকার, তন্দ্রা, উত্তরা—কালিপদ মুখোপাধ্যায়।

সান্ধ্য-মিলন বীথি, শিবপুর

গত বৃহস্পতিবার শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী হলে সান্ধ্য-মিলন-বীথির পুরুষ এবং বালিকা সভ্যবৃন্দ "চক্রধারী", "সুদামা" এবং "শিবরাত্রি" নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। "চক্রধারী" নাটকের অভিনয় এবং পরিচালনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। "শম্বর", "শ্রীকৃষ্ণ" ও শুক্রাচার্য্যের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীকাশীনাথ মুখার্জ্জি, শ্রীদেবী প্রসাদ মুখার্জ্জি এবং শ্রীশম্ভুনাথ মুখার্জ্জি বেশ সুষ্ঠু অভিনয় করেন। 'প্রদ্যুম্নে'র ভূমিকায় শ্রীনগেন্দ্রনাথ বোসের অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল। কুমারী সুলেখা ঘোষ এবং কুমারী কমলা মুখার্জ্জী "মদন" ও "রতির" নৃত্য ও গানে সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গৌরমোহন কর্ম্মকারের "তাণ্ডব"-নৃত্যটী প্রশংসনীয়।

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত সম্মেলন
(চন্দননগর)

চন্দননগর ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব পরিচালিত নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও সম্মেলনের সপ্তম বাৎসরিক অধিবেশন আগামী ঈষ্টারের অবকাশে চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে অনুষ্ঠিত হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে এতৎসংলগ্ন প্রতিযোগিতার সুপরিচালনার ভার বাংলার বিশিষ্ট সঙ্গীতানুরাগী ও জনপ্রিয় সঙ্গীত নায়কদের লইয়া গঠিত এক কার্য্যকরী সমিতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ :—

(উভয় শ্রেণীর জন্য)

১। উচ্চ-সঙ্গীত।
(ক) ধ্রুপদ, (খ) খেয়াল, (গ) টপ্পা, (ঘ) ঠুংরী।

২। আধুনিক সঙ্গীত (বাঙলা গান)।

৩। ক্লাসিক্যাল বাঙলা গান।

৪। পল্লী-সঙ্গীত (বাউল ও ভাটিয়ালী)

৫। ভজন।

৬। কীর্ত্তন (পদাবলী)
[কেবলমাত্র পুরুষদের]

৭। যন্ত্র-সঙ্গীত
(ক) স্বরোদ, (খ) বেহালা, (গ) তবলা।
[কেবলমাত্র বালিকাদের]

৮। রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

৯। যন্ত্র-সঙ্গীত
(ক) এসরাজ, (খ) সেতার, (গ) হারমোনিয়াম।

১০। নৃত্য।
(ক) আধুনিক (শান্তি নিকেতনের প্রবর্ত্তিত অনুশীলনীক্রমে) (খ) প্রাচ্য।

১১। অর্কেষ্ট্রা (কেবলমাত্র ভারতীয় বাদ্য সহযোগে)

বিশদ বিবরণ নিম্ন ঠিকানায় জ্ঞাতব্য—
সম্পাদক, নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত প্রতিযোগিতা,
দেওয়ান ভবন, গোন্দলপাড়া,
চন্দননগর।

দীপালীর বিশেষ সংখ্যা

আগামী ১২শ সংখ্যা দীপালী বর্দ্ধিতায়তনে যথারীতি ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যাই **দীপালীর দোল** এবং **কর্পোরেশন নির্ব্বাচনী সংখ্যা**। মূল্য—/১০।

বহরমপুরে নাট্যাভিনয়

গত ৩রা ফাল্গুন শুক্রবার সন্ধ্যায় "তরুণ-সঙ্ঘ" কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ডিটেক্টিভ্" অভিনীত হয়। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়। কেষ্টর ভূমিকায় সাতকড়ি রায় এবং সমরেশের ভূমিকায় অমর নিয়োগীর অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হয়। তন্মধ্যে অনন্ত, জগদীশ ও বলাই'র ভূমিকায় যথাক্রমে বৈকুণ্ঠনাথ ব্যানার্জ্জি, ফকিরচন্দ্র রায় ও অবনী মুখার্জ্জির নাম উল্লেখযোগ্য। অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়োজনায় মঞ্চ-সজ্জাও সুন্দর হইয়াছিল। অভিনয়-মণ্ডপে সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

লিলুয়া ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউটে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

এই মাসের শেষ সপ্তাহে লিলুয়া, ই, আই, রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউটের তৃতীয় বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

কণ্ঠ-সঙ্গীত বিভাগে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, ভজন, আধুনিক সঙ্গীত, টপ্পা ও কীর্ত্তন এবং যন্ত্র-সঙ্গীত বিভাগে সেতার ও এসরাজ-সঙ্গত প্রতিযোগীবৃন্দের বয়সানুপাতে বিভিন্ন পর্য্যায় বিভক্ত করিয়া প্রতিযোগিতার আয়োজন ও ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই প্রতিযোগিতায় ১৫শ বর্ষীয়া পর্য্যন্ত বালিকাবৃন্দ ও ২৫শ বর্ষীয় পর্য্যন্ত পুরুষগণ ক্রমান্বয়ে ১০ বৎসর, ১১শ হইতে ১৫শ ও ১৬শ হইতে ২৫শ বৎসর বিভাগ অনুযায়ী পর্য্যায়ে উপরোক্ত কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন।

প্রবেশ মূল্য ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যগণের ও তাঁহাদের পুত্রকন্যার পক্ষে প্রতি বিষয়ে প্রত্যেকের মাত্র চারি আনা এবং সাধারণের পক্ষে প্রতি বিষয়ে প্রত্যেকের মাত্র আট আনা।

বিশদ বিবরণী ও নিয়মাবলীর জন্য "সেক্রেটারী, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা পরিষদ, ই, আই, রেলওয়ে, ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট, লিলুয়া, হাওড়া" ঠিকানায় এক আনা ডাক-টিকিট সহ আবেদন করুন অথবা সকাল ৮ ঘটিকার মধ্যে সাক্ষাৎ করুন।

জঙ্গিপুরে "বিধবা-বিবাহ"

গত ৫ই ফাল্গুন, রবিবার, যোজাই নিবাসী শ্রীযুক্ত সীতেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী বিমলা বালা দেবীর যামিনীনাথ ভট্টাচার্য্যের পৌরহিত্যে এবং 'তরুণ-সঙ্ঘের উদ্যোগে, সম্পূর্ণ হিন্দু-মতে পুনর্ব্বিবাহ কার্য্য খুব সমারোহের

সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ-সভায় শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, গোপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, শ্রীবনবিহারী মুখার্জ্জি, শ্রীতারাপদ দাস এম, এ, শ্রীহরিদাস নাথ এম, বি, তরুণ-সঙ্ঘের যুবক-বৃন্দ এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষ্ণৌ-এ "শরৎ স্মৃতি-তর্পণ"

(প্রাপ্ত)

লক্ষ্ণৌ, "বাঙ্গালী সাহিত্য সমাজে"র তত্ত্বাবধানে স্থানীয় "বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি"তে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি-তর্পণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত স্মৃতি-সভার সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডাঃ নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সভায় সুনীল বসু, অজিত সেন, অমিয় দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন ছাত্র শরৎচন্দ্রের বিষয় কবিতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করেন এবং নবেন্দু বসু, সত্যেন সরকার, ডাঃ নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, মোহিত রায়, ডাঃ বিরাজমোহন গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও জীবনী সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দান করেন।

সম্পাদক শ্রীসুনীলকুমার বসু কর্ত্তৃক সভাস্থ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর রাত্রি অনুমান ৮ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

আর্য্য নাট্য-সমাজ (গৌহাটী)

গত ৩০শে মাঘ, মঙ্গলবার, গৌহাটী আর্য্য নাট্য-সমাজ হলে ৺শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর অর্চ্চনা হইয়াছে এবং সেই উপলক্ষে ১লা ফাল্গুন বুধবার রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকার সময় শ্রীযুত মন্মথ রায় বিরচিত "মীরকাশিম" নাটক অভিনীত হইয়াছে। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অভিনয়-স্থলে উপস্থিত ছিলেন।

ফতেমা বেগমের ভূমিকায় শ্রীযুত অনিল ঘোষ দস্তিদার গানে ও অভিনয়ে সকলকে খুব আনন্দ দিয়াছেন।

নাম-ভূমিকায় যামিনীবাবু, গুরগীন খাঁর ভূমিকায় কালিবাবু, গভর্ণরের ভূমিকায় ব্রজমোহন বাবু, নজাম খাঁর ভূমিকায় অজিত বাবু ও ম্যাডামসের ভূমিকাটির অভিনয় খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছে।

নাজামদ্দৌলার ভূমিকায় শিবু ব্যানার্জ্জির অভিনয় ভাল হয় নাই। মোটের উপর অভিনয় দেখিয়া দর্শকবৃন্দ খুবই আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্‌স

(ধানবাদ)

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ধানবাদ ইণ্ডিয়ান স্কুল অব্ মাইনসে সরস্বতী পূজা হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে উক্ত কলেজে সেই রাত্রে রবীন্দ্রনাথের 'শেষ-রক্ষা' নাটকখানি বাঙ্গালী ছাত্রগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। 'শেষ রক্ষায়' উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন শিবচরণের ভূমিকায় কৃষ্ণবন্ধু চট্টোপাধ্যায়; গদাই-এর ভূমিকায় পশুপতিনাথ সিংহ; বিনোদের ভূমিকায়, সমীর বাগচি; নিবারণের ভূমিকায় নির্ম্মলকুমার সরকার ও কমলের ভূমিকায় ধীরেন্দ্রনাথ বসু। এই অভিনয়ে ধানবাদের বহু সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ের পর উক্ত কলেজের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ এস, কে, রায়, কৃষ্ণবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, সমীর বাগচি, নির্ম্মল কুমার সরকার ও পশুপতি নাথ সিংহকে এক একখানি করিয়া রৌপ্য-পদক উপহার দেন।

বর্দ্ধমানে নাট্যাভিনয়

সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে গত ২৯শে ও ৩০শে মাঘ স্থানীয় রোণাল্ডশে মেডিক্যাল স্কুলের বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিলাল ধৌন মহাশয়ের শিক্ষকতায় সাফল্যের সহিত যথাক্রমে, "কেদার রায়" তৎসহ "খুড়োর খোয়ার" এবং "কর্ণার্জ্জুন" ও তৎসহ "পূর্ণিমা-রজনী" অভিনীত হইয়াছে। "কেদার রায়ের" ভূমিকায় নীরোদ সরকার, "শ্রীমন্তের" ভূমিকায় শচীদুলাল মিত্র, "কার্ভালো"—শ্রীদুর্গা বটব্যাল এবং "কর্ণার্জ্জুনে"—নিয়তির ভূমিকায় বিভূতি চট্টোঃ, "কর্ণের" ভূমিকায় রাধাকান্ত মণ্ডল ও "অর্জ্জুনের" ভূমিকায় ক্ষীরোদ হাজরার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবৎসর "হাসপাতাল-দিবসে" মোট আন্দাজ ৬১১৲ টাকা ফ্রেজর হাসপাতালের জন্য সংগৃহীত হইয়াছে; তন্মধ্যে কুমারী শ্রীলা (বেলা) বোস ৩৭৲ টাকার উপর সংগ্রহ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ হওয়ায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

ঢাকায় সায়গল ও অরুণা দাস

শ্রীঅরুণা দাস

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে আগামী ২০শে, ২১শে ও ২২শে মার্চ্চ সুবিখ্যাত গায়ক সায়গল ও নৃত্যশিল্পী অরুণা দাস, শ্যামসুন্দর, অতীন লাল, পিলাই, রূপলেখা, অমলা, কমলা, শেফালী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে ঢাকা পিকচার হাউসে তাঁহাদের সঙ্গীত ও নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

স্থাপিত • ১৯২২

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ২১শে মার্চ্চ ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ৮ই চৈত্র ১৩৪৬ [১২শ সংখ্যা

চণ্ডীদাসের পদকাব্যে প্রেম

নয়নের শোভা অশ্রু—সুখেও অশ্রু, দুঃখেও অশ্রু। কিন্তু দুঃখের অশ্রুতেই প্রেমের জন্ম। তাই—

চণ্ডীদাস কয় শুন' বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই॥

চণ্ডীদাস ছিলেন দুঃখবাদী। তাঁহার কাব্যে দুঃখের বিরহবেদনার ও সামাজিক নির্য্যাতনের যে-সব করুণ কাহিনী শ্রীরাধার মুখ দিয়া কথিত হইয়াছে, সেগুলি বহুলাংশে তাঁহার নিজের জীবনেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধ এবং পরীক্ষিত বলিয়াই, সে সব ব্যঞ্জনা অমন আন্তরিকতাপূর্ণ তীক্ষ্ণ এবং সহজ ও সুললিত। বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের এইখানে প্রভেদ।

বিদ্যাপতির জীবন চণ্ডীদাসের অপেক্ষা সমধিক সুখের ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল বলিয়া, তাঁহার কাব্যে পাই দুঃখব্যথার বর্ণনায় সমলঙ্কৃত এবং ভাষার ঐশ্বর্য্যে গরীয়সী কবি-কল্পনা। বিদ্যাপতির কাব্য সুখের, মিলনের ও সম্ভোগের বর্ণনা-প্রাচুর্য্যে পরম রমণীয়। বিদ্যাপতির কাব্য-আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিয়া, আপাতত চণ্ডীদাসের কাব্যই উপভোগ করি।

চণ্ডীদাসের কাব্যপাঠে লোকটির সম্বন্ধে এক রকম ছবি আমার মনে তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়-দিন হইতেই অঙ্কিত হইয়া আছে। আজ পর্য্যন্ত সে চেহারার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং যতই চণ্ডীদাস পড়ি, ততই সেই ব্যক্তিটি আমায় আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া দাঁড়ায়। চণ্ডীদাসকে দেখি সলজ্জ সপ্রতিভ স্বল্পভাষী করুণ-ব্যথাভরা মুখ। ইহার চোখ মুখ দৃষ্টি, মুখমণ্ডল এমন কি সর্ব্বশরীর পর্য্যন্ত একটা প্রতিভা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অসমসাহসিকতা এবং স্বতন্ত্র স্বাচ্ছন্দ্যের

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লাট ষ্ট্রীট

জয়তিলকে প্রোজ্জ্বল। দেখিলেই মনে হয়, এই দরিদ্র স্বল্পভাষী লোকটি সাধারণ নয়, অসাধারণ। ভাবপ্রবণ তীক্ষ্ণধীপরিচায়ক ঢল ঢল আয়তচোখে প্রদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি, ব্যবহারে একটা সম্ভ্রান্ত সপ্রতিভ বিনয়, স্বল্প মূল্যের সাধারণ সাজসজ্জায় একটা অসাধারণ কৌলীন্যের ছাপ। কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, মাথাভরা অবিন্যস্ত কোঁকড়া কালো চুল, গোঁফদাড়ি কামান কিন্তু অনিয়মিত ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য মুখমণ্ডল খোঁচা-খোঁচা। পায়ে খড়ম, খালি গা, কোঁচা-করা ধুতি-পরা, কোঁচাটি পেটে গোঁজা। বাটির বাহির হইলে গায়ে একখানি চাদর থাকে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও মোটা পরিস্কার আজানুলম্বিত উপবীত, ডান হাতের বাহুতে কয়েকটি তামার মাদুলী। মন্দিরের পিছনে বসিয়া অবসরকালে আপন মনে তিনি রচনা করেন। লোকে তাঁহাকে নিন্দা করে, গালাগালি দেয়, সমাজচ্যুত করে, ভয় দেখায়—তাহার কোনও উত্তর পর্য্যন্ত তিনি দেন না। লোকে তাঁহাকে নিন্দা করে তবু তাঁহাকে সম্মান করে, উপেক্ষা করে ভয়ও করে, এবং তাঁহাকে গালাগালি দিলেও তাঁহার সমক্ষে কোনও অসামাজিক কার্য্য করিতে পর্য্যন্ত তাহারা সাহসী হয় না। বিনা প্রতিবাদে তিনি বহু নির্য্যাতন সহেন। চণ্ডীদাস কাহারও সম্বন্ধে কোনও কথাই কহেন না, অথচ সকলে তাঁহার কথাই কয়; তাঁহাকে উপহাস বিদ্রূপ করে এবং তাঁহার রচিত পদাবলী ছাড়া অন্য গানও করে না; তাঁহাকে 'একঘরে' করে কিন্তু গ্রামের প্রধানা দেবী বাশুলির পূজারীও তিনিই থাকেন। তিনি নতনয়নে পথ চলেন, কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহেন না, অথচ তাঁহাকে দেখিবার জন্য মেঠো পথে আসিয়া জুটে নান্নুর গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা। ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে কেন, অদ্যাপিও বুঝি তেমনি হয়—চণ্ডীদাস আজিও বর্ত্তমান। চণ্ডীদাসের দেহ যে নাই, রামী পর্য্যন্ত যে আজ বিলুপ্ত—ইহা মনে করিয়া মনে করিতে হয়, সহসা মনেই হয় না।

চণ্ডীদাস পড়িতে আমি ইহাকে দেখি। চণ্ডীদাসের পরিচয় দেয় চণ্ডীদাসের রাধা। চণ্ডীদাসের প্রেম, সুখের হয় নাই—তাই তাঁহার অন্তর-বেদনা পরিব্যক্ত হইয়াছে রসঘন কাব্যে এমন শতদল বিকশিত হইয়াছে তৎকালিক প্রথা অনুযায়ী রাধা ও কৃষ্ণের অচঞ্চল বি-ষম প্রেমের সহকারশাখাকে আশ্রয় করিয়া।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চণ্ডীদাস দুঃখবাদী ও দুঃখের কবি। তাই তিনি জোর গলায় বলিতে পারিয়াছেন—

কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর
নিরমল তার জল ॥
দুখের মকর ফেরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল ॥
গুরুজন জ্বালা জলের শিহালা
পড়সী জিয়ল মাছে।
কুল পানিফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে ॥
কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায়
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি ॥

তিনি অতলান্তিক বেদনা-সিন্ধুতে ডুব দিয়া রত্ন আহরণ করিয়াছিলেন—

"পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে"
"পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলায় তথা ॥"
"রসের স্বরূপ পিরীতি মূরতি
কেবা করে পরতীত ॥"
"বঁধুর পিরীতি আপনা বেচিনু
নিছি দিনু জাতি কুল ॥"
"যে জন যা বিনে না রহে পরাণে
সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেন তারে কলঙ্কিনী বলে?"
"হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল ॥"
"চণ্ডীদাস কয় হিয়ার সহয়
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা বিষগুণা আধা
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল ॥"
"কি করিতে পারে গুরু দুরজন
হয় হউ অপযশ ॥"

এমনি করিয়া চণ্ডীদাস রামীর বিরহ-সিন্ধুতে ডুবিয়া ডুবিয়া যে বাংলার কাব্য-ভারতীর জন্য যে মণি-মুকুট রচনা করিয়াছেন, আমরা তাহারি অচঞ্চল দীপ্তিতে যৎসামান্য আলোক পাইয়াই ধন্য হইয়াছি।

জীবনে যে প্রেমের আসল রূপের একটুও দেখিয়াছে, সেই চিরদুঃখী-সৌভাগ্যবানই জানেন—

বিরহ বেদন না জানে আপন
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভণে পর-দরদের
দরদী হইলে হয় ॥

এত বড় কথা আজ পর্য্যন্ত আর কোনও কবি বলেন নাই।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

হোরি-গান

—ডাঃ শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

খেলিছে হোরি আজু শ্যাম রঙ্গে ॥
লীলা-সঙ্গিনী গোপিনী সঙ্গে ॥
আবীর গুলালে রঞ্জিত তনু সবে,
অনুরাগে লাল হিয়া ফাগুয়া উৎসবে,
গাহিছে সখিগণ ঘেরি ব্রজ-মাধবে
মারিছে পিচকারী নটবর অঙ্গে ॥
কান্ত শ্যামলালে শ্রান্ত হেরি রণে
ব্যথার বারি জাগে রাধার দু'নয়নে
স্বেদবারি মুছাইল অঞ্চলে শ্রীবদনে
সব সখি ভাসে দেখি হাসির তরঙ্গে ॥

কৃত্তিবাসের প্রভাব

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

আধুনিক বাংলা দেশ নিয়ে কেবল যে ইতিহাসই লেখা যায় তা নয়, সুবৃহৎ উপন্যাসও রচনা করা যায়। উপন্যাসের চরিত্রের মত বাঙ্গালীর চরিত্রও নানাপ্রকার ঘটনা-সঙ্ঘাতে এমন বৈচিত্র্য লাভ করেছে। বাংলা দেশের এক একটি যুগকে এক একটা পরিচ্ছেদ বলা যায়; এই সমস্ত পরিচ্ছেদে বাঙালীর চেহারা এবং চরিত্র অতি সুন্দর ভাবে ফুটেছে। ইতিহাস বাঙলার চরিত্র নিরূপণ করতে এই স্থানে ব্যর্থ হয়ে পড়ে। উপন্যাসই দেখাতে পারে যে—বাঙলার চরিত্র কখন যে কেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তা নির্ণয় করা যায় না—এ দেশের ঘটনাগুলোও যেমন আপনা থেকে উপস্থিত হয় তার চরিত্রও তেমনই আপনা থেকে গড়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীটাও আমাদের এমনই একটা উপন্যাসের অন্তঃর্গত যুগ।

বাংলা দেশের পক্ষে এ যুগটা ঠিক প্রত্নতাত্ত্বিকের যুগ নয়—আত্মবিশ্লেষণের যুগ —ধ্যানের যুগ। শত শত বৎসর ধরে যে সঞ্চয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা করে গেছেন—তাঁদেরই ধ্যান করতে আমরা মনোযোগী হয়েছি। কি তারা সঞ্চয় করে গিয়েছিলেন তাই আমাদের কাছে বড় নয়—তাঁরা নিজেরাই আমাদের যোগীমনের ধ্যানমূর্ত্তি। আজ আমরা আর আত্মবিস্মৃত জাতি নই, আজ আমরা শ্রদ্ধা করবার অনুপ্রেরণা নিজের মন থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে লাভ করেছি। বাঙলার আদি কবি কৃত্তিবাসকে আমরা যে কোন দিন ভুলে গিয়েছিলাম তা নয়, আমরা তাঁর মনঃশক্তিকে আয়ত্ত করবার জন্য শতাব্দী ধরে চিন্তা করে এসেছি—কিন্তু এতদিন তাঁর মর্ম্মবাণীকেই উপলব্ধি করতে পারিনি—তাই তাঁকে বুঝব কি করে? এ আমাদের অক্ষমতা, আত্মবিস্মৃতি নয়। আমাদের জননী আমাদের ভগিনীরা কৃত্তিবাসকে অন্তরের মণিকোঠায় চিরকাল জাগিয়ে রেখে এসেছেন। তাঁরা কৃত্তিবাসকে অন্তরের দেবতা করে রেখেছিলেন। এতদিন তাঁদের কার্পণ্য ছিল—সে ভক্তি আমাদের তাঁরা শিখিয়ে দেন নি; কিন্তু যুগ তাঁদের উদার করে তুলেছে—আমাদের অবিরাম প্রশ্নে তাঁরা তাঁদের ঠাকুরকে গোপন রাখতে পারেননি। তাঁদের অভিমান আজ আমরা ভাঙতে পেরেছি। তাঁরা আমাদের বলতেন—'তোমরা কি শ্রীরামকে নিয়ে কীর্ত্তিঠাকুরকে ভুলে গিয়েছ?' আজ আমরা বুঝেছি বাঙলার যুগ-প্রাণ কৃত্তিবাসের নিকট ঋণী, আমরা তাঁর অন্তরের শুভ্রতা পেয়েছি······।

এই পর্য্যন্ত লিখেছি। কিন্তু এ ত' আমার কথা নয়—এ সব পণ্ডিতের কথা। আমার যে কথাটা বলবার তাত' এ তত্ত্বের ভেতর নেই। কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আমি নিজে যা লিখতে পারি—দশজনে যা জানে অথচ লিখতে সাহস করে না—আমি তাই লিখব। আমার সাহসের দরকার হবে না, আমার নিন্দা নেই, খ্যাতি নেই, মানুষের গণনার বাইরেকার মানুষ আমি, আমি জনতার একজন, আমার বুদ্ধির মূল্য নেই। তাই আমার সঙ্গে কৃত্তিবাসের পরিচয়-কথাটা লিখবার একমাত্র আমিই উপযুক্ত লেখক।

আমার সেইদিনকার কথাটা মনে পড়ে যেদিন আমার নিজের সম্বন্ধেই আমার কোন ধারণা ছিল না। সেদিন এমন একদিন যখন বাঙলার মায়েরা কৃত্তিবাসের নাম শুনবামাত্র যোড়করে প্রণাম করতেন—সে যুগের সঙ্গে আমারও পরিচয় আছে। আমি খুব ছোটবেলায় দেখতাম মায়েরা রামায়ণের গায়ে সিঁদুর লেপে একাকার করতেন, পড়তে বসবার সময় ধান-দূর্ব্বা নিয়ে বসতেন; শ্রীরামচন্দ্র আর জনকনন্দিনীর বিবাহস্থলে সকলে মিলে হুলুধ্বনি দিতেন; এ যেন তাঁদের এক প্রকারের সুবচনী-ব্রত, কৃত্তিবাস ছিলেন তাঁদের কাছে বাল্মীকি মুনি-দেবতা। এ বেশীদিনের কথা নয়—উদ্ভট কল্পনাও নয়। বাঙলার কোন এক অখ্যাত পল্লীতে—যে সবস্থানে ছাপার অক্ষর পৌছে না, সেই স্থানেই আমি দেখেছি। অনেকে ভাববেন এ গেঁয়ো বুদ্ধি—আমিও আজকাল তাই-ই ভাবতে চাই। কিন্তু সেকালে আমি গেঁয়ো-বুদ্ধি ভাবতে পারিনি। রামায়ণের কথায়, কৃত্তিবাসের কথায় আমার মনে রূপকথার নেশা লেগে যেত; আমি শুনতে শুনতে সেই 'সোণার কাঠি' 'রূপোর কাঠির' দেশে চলে যেতাম—আমি ভাবতাম সে কোন্ দেশ যেখানে এই কবি থাকেন? একথা অস্বীকার করব না যে তখন কৃত্তিবাসকে কবির মর্য্যাদা দিবার মত বুদ্ধি আমার হয়নি, কিন্তু লোকের কাছে কবির একটা পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, এবং রামায়ণ থেকে, কবির লেখা থেকে আমি কৃত্তিবাসের স্বরূপ জেনেছিলাম। রামচন্দ্র, জনকনন্দিনী বা জনকরাজার প্রতি কবির যে শ্রদ্ধা বা ভক্তি ছিল সেই ভক্তির ভেতর থেকে আমার মনে কৃত্তিবাসের জন্ম। রামায়ণ বইখানার উপর কৃত্তিবাসের মতই আমারও ভক্তি ছিল তাই কৃত্তিবাসকে আমি

মূল্য—২॥০ মাত্র

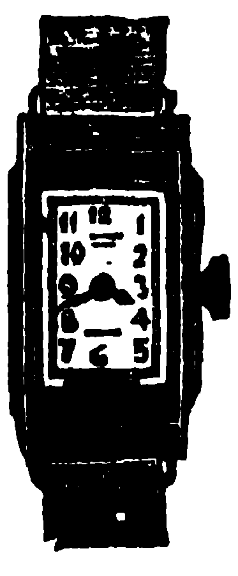

সুইস লিভার কারুকার্য্য তিন বৎসরের গ্যারাণ্টি। মূল্য গোল কিংবা স্কোয়ার নিকেল ২॥•, উৎকৃষ্ট ৩৲, সুপিরিয়র ৩॥•, সোনালী ৪৲ টাকা, রেডিয়ম ৪॥•, রেক্টেঙ্গুলার (ছবিতে যেমন) নিকেল ৭॥•, গোল্ডেন ৮॥•, ১• বৎসরের গ্যাঃ রোল্ডগোল্ড ১৫৲, ১৫টী জুয়েল সহিত ২২৲, মহিলাদের রিষ্টওয়াচ নিকেল ১•৲, গোল্ডেন ১৩৲। পোষ্টেজ প্যাকিং ॥৵•, তিনটী ঘড়ি একত্রে লইলে লাগিবে না।

এইচ, ডেভিড এণ্ড কোং (ডি,সি)
পোঃ বক্স ১১৪২৪, কলিকাতা।

চিনতে পেরেছিলাম—কৃত্তিবাসকে মনে মনে আমি দেবতা ভাবতাম—আজকে সে কথা বল্‌তে আমার লজ্জা লাগে, কিন্তু আমার লজ্জা নাই এজন্য যে একথা পৃথিবীশুদ্ধ লোকে জানে যে বাঙালী আবেগপ্রবণ জাতি এবং বাঙালীরা পুরুষানুক্রমে সংস্কারবাদীকে পূজো ক'রে সেগুলো বাঁচিয়ে রাখে! আমার পরিপার্শ্বের ভেতর যে সংস্কা'র ছিল—আমিও তাই পেয়েছিলাম। আমি ত' সাহিত্যিক নই যে আমার স্বাধীন কল্পনা, স্বাধীন বুদ্ধি থাকবে—আমার সংসারের আবহাওয়ায় যা নেই—আমার ভেতরও তা নেই। পাঠশালায় পড়তে গেলাম; কোন কারণে সপ্তকাণ্ড রামায়ণখানা উপহার পেলাম। আমার কাছ থেকে মাতাঠাকুরাণী বইখানি কেড়ে নিয়ে পড়তে লাগলেন—পড়তে লাগলেন এমন ভাবে যাকে বলে এক নিঃশ্বাসে পড়া। আমি পড়াশুনায় ফাঁকি দিয়ে পাঠনিরতা মায়ের দিকে শুধু তাকিয়ে ভাবতাম—তাঁর এ বাড়াবাড়ি, এর মধ্যে এমন কি বস্তু থাকতে পারে যা শত সহস্রবার পড়তে হবে। আমি জানি তাঁর ধর্ম্মে গোঁড়ামী নেই, লক্ষবার রামনাম উচ্চারণ করতে পারলে যে স্বর্গে যাওয়া যায়—এ প্রলোভনে তিনি লুব্ধ হন না—অথচ তিনি পড়তেন—কেন পড়তেন সেই কথাটাই জানি না—তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেও দেখেছি তিনি নাকি বলতে পারেন না।

আজকাল নানা গবেষণা থেকে শুনতে পাচ্ছি—তাঁর লেখায় সর্ব্বসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সরলতা ছিল—আমি তাঁদের কথা মানি—কিন্তু শুধু এইটুকুই কি সব? আরও কিছু বোধ হয় আছে তা তাঁরা আবার গবেষণা করলে হয়ত বুঝতে পারবেন।

যাই হোক, সেই সপ্তকাণ্ড রামায়ণখানা আমার কাছেই আছে—দেখলাম বটতলার ছাপা সেখানা—মূল্যও অতি সামান্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা সেদিন আমি মনে করে-ছিলাম যে এ বইখানা সব চেয়ে বড় প্রেসের ছাপান, যিনি ছাপিয়েছেন তিনি বিশেষ জ্ঞানী লোক, আর সেদিনকার রামায়ণখানার ভেতর এমন একখানা পৃষ্ঠাও ছিল না যেখানে অত সামান্য মূল্য লেখা থাকতে পারে। কেউ হয়ত বলবেন—এমন হতে পারে না, বইখানা সেই বই-ই, মূল্যও অমনি লেখা ছিল; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি—

(শেষাংশ ৩৩শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আসিতেছে!
শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে গৃহীত
তুলসী লাহিড়ী পরিচালিত
আর একখানা বাঙলা ছবি
= ? =
-তৎসহ-
এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ
[illegible]-মিক্শ্চার
পরিচালনা তুলসী লাহিড়ী

আসিতেছে—
নিউ থিয়েটার্সে'র
আর একখানি বাঙলা ছবি
= ? =
পরিচালনা করবেন:—
নীতিন বসু

নিউ থিয়েটার্সের — নিবেদন
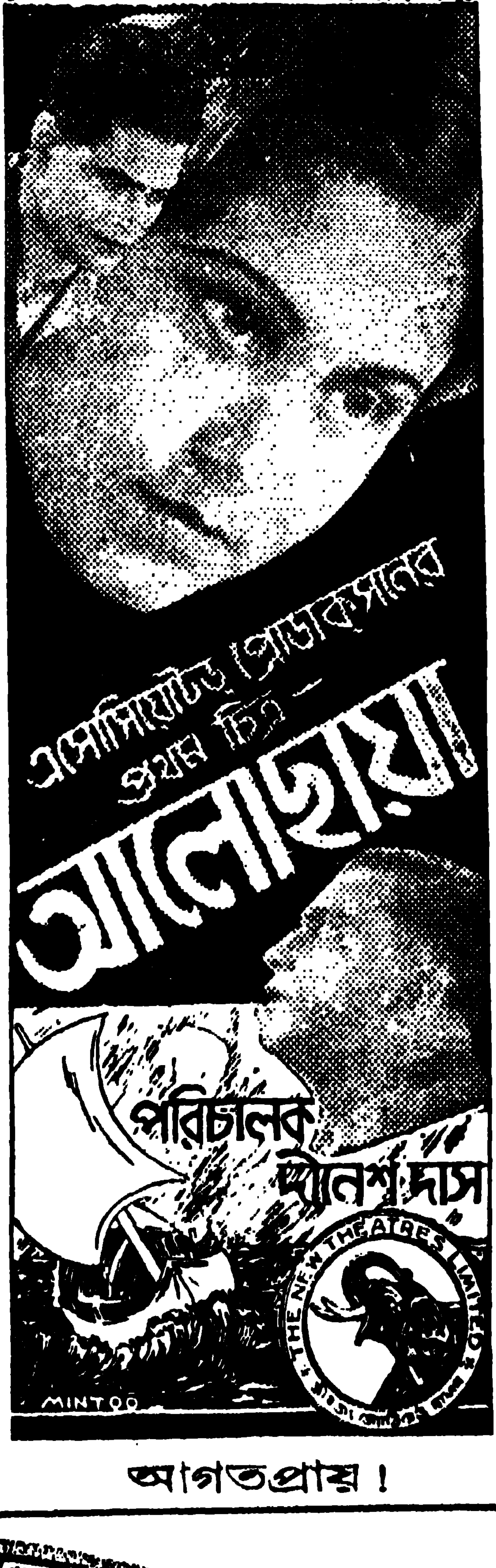

আগতপ্রায়!

চিত্র-পরিবেশক
এ্যাসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

শ্রীমতী নাসিম

চিত্রজগতে ইহার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ভারতবিখ্যাত। শীঘ্রই মিনার্ভার "Defeat" চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় ইহাকে দেখা যাইবে।

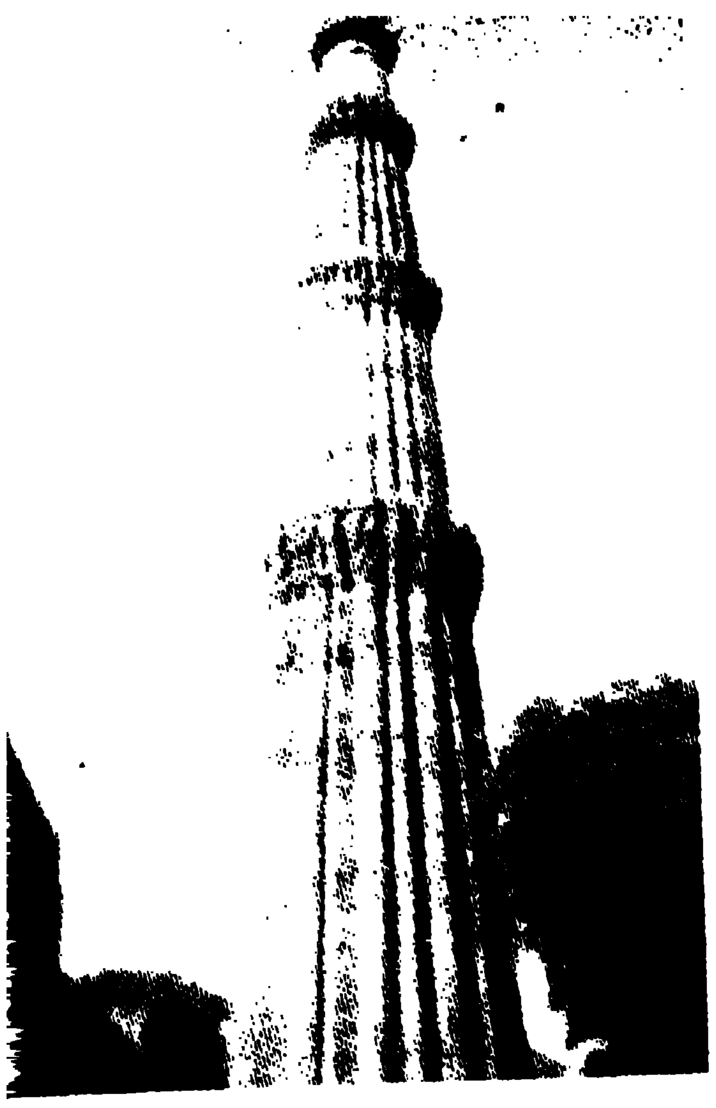

কুতব মিনার—শ্রীপান্না ঘোষ, দিল্লী

দীপালী

দোল সংখ্যা
১৩৪৬

"গাছের ফাঁকে"
শ্রীসন্তোষকুমার নন্দী, কাঁচড়াপাড়া

সাঁওতাল বালক
শ্রীরামপ্রসাদ সিংহ—কলিকাতা

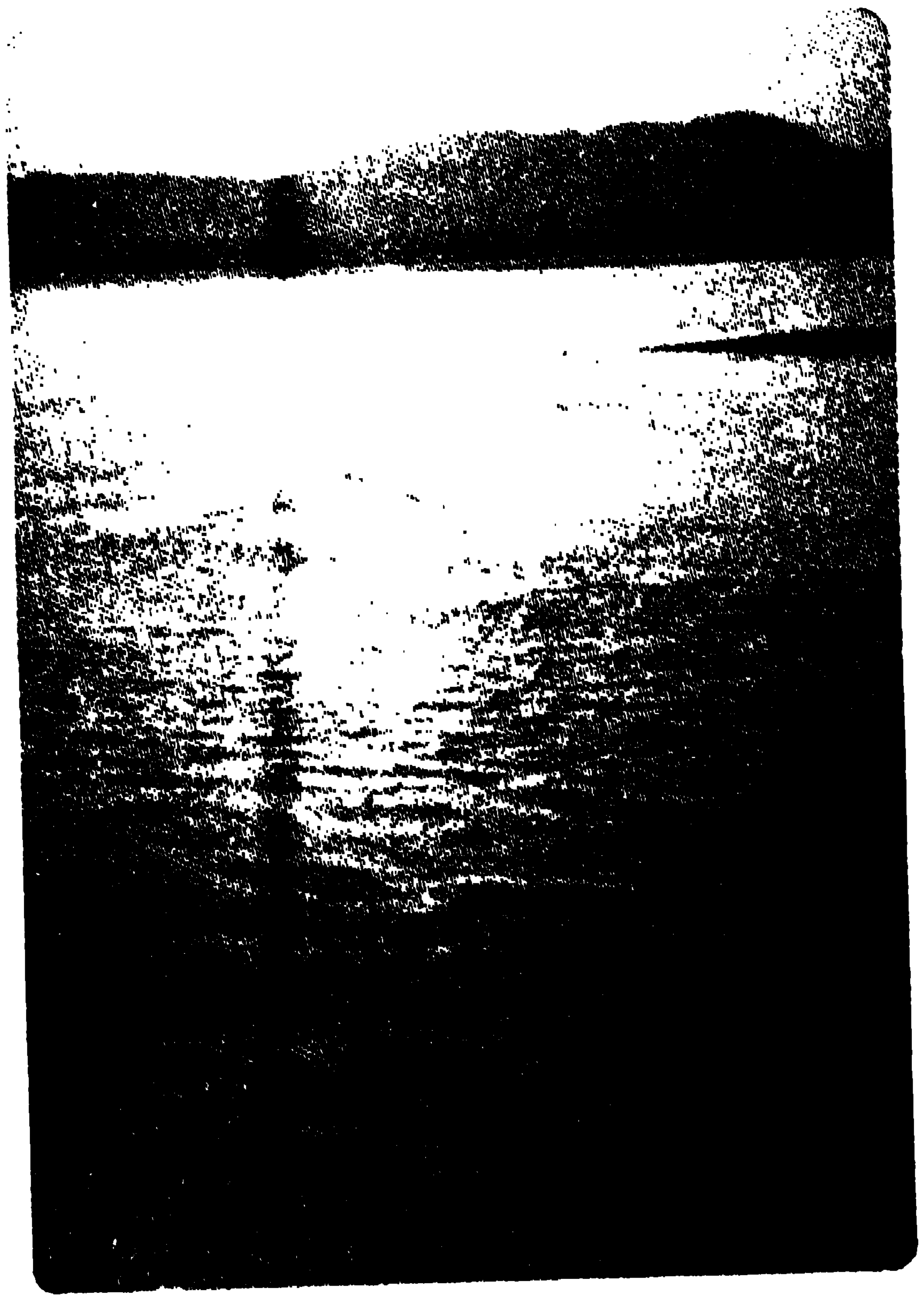

"দিনের আলো নিভে এল"
শ্রীপবিত্রকুমার দে, গৌহাটী

মাছধরা
শেখ খোদা হাফেজ,
গৌহাটী

অবগাহন
কিউ, এন, জামান,

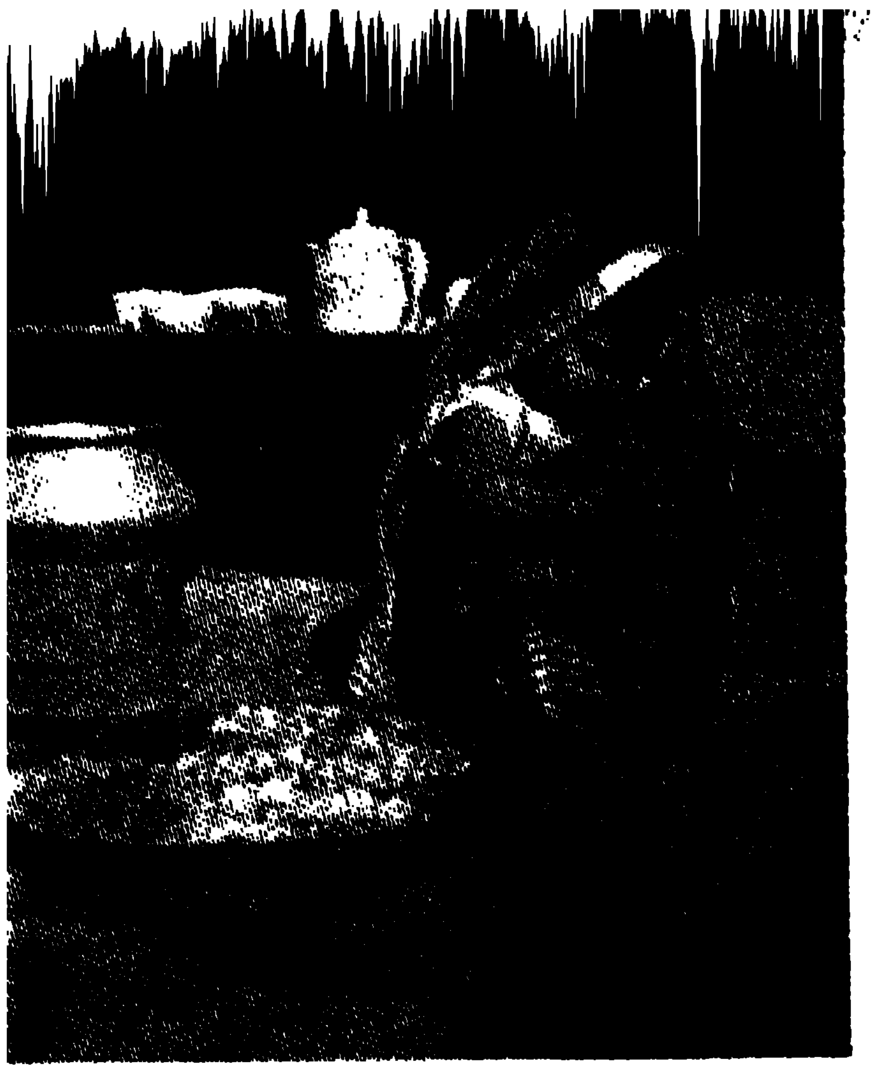

গজে ব্যস্ত—শ্রীকামাখ্যা ভট্টাচার্য্য, গৌহাটী

এমেচার ফটোগ্রাফি

পরিচালক—

শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

নিরালায়—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ, বাঁকুড়া

অবগাহন—শ্রীনরেন মিত্র, কলিকাতা

ফুলঝুরি—[illegible]

বেলুন প্রতিযোগিতা

"হয়েছি আমি দাদুর মত বড়"

(শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীমান অলক রায়)

ফটো :—প্রোফেসর অনিল মিত্র, [illegible]

জীন আর্থার

কলম্বিয়ার আগামী ছবি "Mr. Smith Goes To Town" ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়া সকলের মনোহরণ করিয়াছেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—বারো—

যে-আতঙ্কিত অস্পষ্টতার ভীতিজনক আবহাওয়ায় ডেনটিষ্টের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষমান রোগীরা বসিয়া থাকে, অনাগত অতিথির আগমন-প্রতীক্ষায় এ-সংসারের প্রাণী ক'টির কয়েকটি মুহূর্ত্ত সেই ভাবেই নিঃশব্দে কাটিবার পর, অনীতা লোকনাথবাবুর স্ত্রী উত্তরা দেবী প্রভৃতি অতিথিদের লইয়া ঘরে ঢুকিল। উত্তরা দেবীর বয়স যৌবনের প্রান্তসীমা অতিক্রম করিলেও, তিনি বন্যা-স্রোতের মতোই উৎসাহ-উচ্ছল। সেই অনুপাতে তাঁহার ছেলে-মেয়ে দু'টির স্বাস্থ্যহীন নিষ্প্রভ শরীর বিসদৃশ ঠেকে। উত্তরা দেবীর সিঁদুরের থানে বৈদ্যুতিক আলো বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে, বিস্ময়াকুল লোচনে কুঞ্জ তাহাই দেখিতে লাগিল। বহুমূল্য পোষাকে যথেষ্ট সাজিয়া আসিলেও, ইহাদের যেন যাত্রাদলের সঙের মতো দেখাইতেছে। উত্তরা দেবীর সাজসজ্জা ও ভঙ্গিমা সকলকেই হার মানাইয়াছে। তাহার বিকুঞ্চিত মুখের কর্কশ কাঠিন্য ভেদ করিয়া পাউডার-প্রলেপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাহিরে বৈধব্যের শুচি শুভ্র পরিধেয় যথেষ্ট কৌশলের সহিত উড়াইয়া দিলেও, অন্তরের বিলাস-ব্যাকুলতার ছাপ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া রহিয়াছে। সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার একটা আবরণ আয়ত্ত করা হইয়াছে বটে, তথাপি চরিত্রের কৃত্রিমতা ঢাকা পড়ে নাই।

সহরের সভ্যতা কুঞ্জ অনেকটা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উত্তরা দেবীর আবির্ভাবে সে বিস্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কি যে বলা উচিত হইবে আর কি বলা চলিবে না, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া, মৌন থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

উত্তরা দেবীর ছেলে-মেয়েরা অবজ্ঞাভরে সারা ঘরখানির খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিতে লাগিল। মা যে তাহাদের জোর করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছেন, তাহা তাহাদের উদ্ধত ভঙ্গীতেই পরিস্ফুট।

আত্ম-পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে উত্তরা দেবী নন্দরাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আমাকে আপনারা চিন্‌তে পারছেন না বোধ হয়! আগে ত' আর দেখা হয় নি কখনও—

নন্দরাণী শূন্যদৃষ্টিতে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কুঞ্জ এতক্ষণে সৌজন্যভরে বলিল—আমাদের সৌভাগ্য। আপনার পায়ের ধুলো পড়ল, অনী, সুবর্ণ—ইনি লোকনাথবাবুর স্ত্রী—

অনীতা ও সুবর্ণ নম্র ভাবে নমস্কার জানাইল। উত্তরা দেবী প্রসন্ন হাসিতে তাহাদের অভিবাদনের উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন—মেয়ে দু'টি ভারী সুন্দর—তারপর সহসা অনীতার একটি হাত তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—চমৎকার রঙ ত' তোমার, মেয়েদের গায়ের রঙটাই আসল, এর চেয়ে দামী আর কিছু নেই। কি করে এমন হোল?

অনীতা তুষ্ট হইয়া সলজ্জ কণ্ঠে কহিল—কি জানি, কিছুই ত' করি না, তেমন—

উত্তরা দেবী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিলেন—সে ত' ভালো নয় মা, তাই না আইলিন? স্কীন্ ঠিক্ রাখতে যে অনেক হাঙ্গাম—এই পর্য্যন্ত বলিয়া উত্তরা দেবী বলিলেন,—এটি আমার মেয়ে অনিলা, আইলিন বলেই ডাকি। আর দীপক আমার ছোট ছেলে, সিটি ফার্ণিসার্স বলে একটা ফার্ম খুলেছে। ছোটবেলা থেকেই ডেকরেশনের দিকে ঝোঁক—

পরিচয়ের পরেও আইলিন ও দীপক তেমনই কঠিন ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিল।

নন্দরাণী এইবার অতিথিদের অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—আপনারা বসুন, সেই থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—

উত্তরা দেবী বসিতে বসিতে বলিলেন—থ্যাঙ্ক্ ইউ, থ্যাঙ্ক্ ইউ, চমৎকার ঘরটি ত'—চার্মিং রুম। তা ঐ যা বল্‌ছিলুম, বিউটি—মানে রূপ সৌন্দর্য্য এ সব বজায় রাখ্‌তে হ'লে মাদাম রিণি কিম্বা ধরো মীর্ণা সেলোন এসব জায়গায় মাঝে মাঝে যাওয়া দরকার। আমাদের সময়ে এসব সুযোগ তেমন ছিল না, তবে ও সব ব্যবস্থা হবার পর মাঝে মাঝে গিয়েছি, শরীর-চর্চ্চা জানে বটে ওরা। তার পর নন্দরাণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—এ পাড়ায় বাসা করলেন কেন? কাছাকাছি ত' জানাশোনা কেউ নেই! আমি যখন শুনলুম বাড়ীর নাম প্যালেস্ গেট্, তখনই বুঝেছি যে এল্‌গিন রোডের দিকে হবে। দীপক ত' আস্‌তেই চায় না—

নন্দরাণী আত্মপক্ষ সমর্থনে বলিল—এ অঞ্চলটাই আমার বরাবর পছন্দ।

উত্তরা দেবী অসহায় মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—আহা, কে জানে,

আগে জান্‌লে আমরা ভালো বাড়ী ঠিক করে দিতুম। সে বাড়ীটা কোথায় দীপক, সেই যে বেণ্টুরা বলছিল সেদিন?

দীপক গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—পাম এ্যাভিন্যুতে—শশাঙ্ক হালদার বাড়ী, সে বাড়ী ভাড়া হয়ে গেছে এত দিনে।

কৃষ্ণ বলিল—সে ত' পার্ক সার্কাসের দিকে—

উত্তরা দেবী বলিলেন—ঠিক্ বলেছেন, ওই দিকেই। আজকাল সবাই ওই দিকেই থাকেন কিনা, ভারী সুন্দর জায়গা, সুবিধেও অনেক—

কৃষ্ণ বলিল—তা' হবে, তবে আমাদের এখানেই বেশ চলে যাচ্ছে—

দাসী-চাকরদের ধর্মঘটের ব্যাপারে নন্দরাণী সত্যই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, তাই অতিথিদের যথাযোগ্য সমাদর করিতে পারিতেছে না। অনেক ভাবিয়া অবশেষে নন্দরাণী বলিল—আপনাকে আজ ছাড়ছি না, বসুন, একটু চায়ের ব্যবস্থা করি। এই ত' সবে সাতটা—

উত্তরা দেবী বিশেষ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—না না, ও সব হাঙ্গাম করবেন না, সে আর এক দিন হবে'খন। এখনই একবার মার্কেটে যেতে হবে। সাতটা বেজে গেছে, মার্কেট থেকে ফিরতেই আটটা সাড়ে-আটটা হয়ে যাবে। ডিনার টাইমে বাড়ী ফিরতে পারবো না। তা' ছাড়া পথে আবার একবার থাম্‌তে হবে। কোথায় রে আইলিন?

আইলিন বলিল—নিতাই পাকড়াশী, তোমার কিছুই মনে থাকে না, মা!

উত্তরা দেবী বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিতাই পাকড়াশী। গ্রামোফোন, রেডিয়ো এ সব ত' তারই একচেটে আজকাল, কাল আবার আইলিনের রেকর্ডিং আছে কি না, ওর রেকর্ড শোনাবো একদিন। বোধ হয় 'চামেলি ডাকিল চাঁদে'—গানটার কি নাম রে আইলিন?

আইলিন বিরক্ত হইয়া বলিল—তোমায় সব কথা আর মনে করিয়ে দিতে পারি না। গানের নাম শুনে কি হবে বলো?

উত্তরা দেবী বলিলেন—বাঃ, নামটা ত' জানা দরকার। নিতাই পাকড়াশীর সুর, এমন চমৎকার গলা। আপনার কি মনে হয় ভারী মিঠে গলা নয়?

নন্দরাণী অকপটে স্বীকার করিল—আমি ত' তাঁর গান শুনি নি—

উত্তরা দেবী বলিলেন—ও, এক দিন শোনাবো। ওই সেই মালতী দেবীকে বিয়ে করেই কেমন এক রকম হয়ে গেছে। কি দরকার ছিল ওর বিয়ে করার বলুন?

এ কথার কি যে উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া নন্দরাণী কহিল—নিতাইবাবু বুঝি বিয়ে করেছেন?

উত্তরা দেবী বলিলেন—সে এক কাণ্ড, লম্বা ইতিহাস, পরে একদিন সব বল্‌বো। আমাদের পার্টি তা'হলে কি বার হবে আইলিন?

আইলিন বলিল—বুধবার, সাড়ে ছ'টায়—

উত্তরা দেবী প্রতিধ্বনি করিলেন—বুধবার সাড়ে ছ'টায়, আপনাদের সবাইকেই যেতে হবে কিন্তু, আরো সব অনেকে আসবেন।

নন্দরাণী আপত্তি জানাইয়া বলিল—সেদিন কিন্তু—

উত্তরা দেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন—সে সব হবে না, আপত্তি চল্‌বে না, যেতেই হবে সবাইকে। ছেলেরা সব যাবে। তারপর চারিদিক দেখিয়া বলিলেন, ভালো কথা মনে পড়েছে। আর একটি ছেলে আছে না আপনাদের? তাঁকে ত' দেখছি না?

অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে নন্দরাণী বলিল—জহরের কথা বল্‌ছেন?

উত্তরা দেবীর কাছে এই নামটি যেন কতই পরিচিত। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, জহর, জহরকেও নিয়ে যাবেন কিন্তু—

নন্দরাণী শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—সে ত' কখনো কোথায় যায় না!

উত্তরা দেবী বিশেষ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—বলেন কি? কোথাও যায় না, তা'হলে করে কি?

নন্দরাণী বলিল—সে একটু লাজুক, তা' ছাড়া দিন-রাত্তিরই তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। একটা কি গ্যাসের কাজ করছে কি না—

দীপক বিকৃত ভঙ্গীতে বলিল—What a strange occupation! গ্যাসের আবার কি কাজ?

উত্তরা দেবী বলিলেন—সে একদিন আলাপ করে জানা যাবে। আইলিন চলো মা, আর এক মিনিটও সময়ও নেই। আচ্ছা আসি তা'হলে—নমস্কার—নমস্কার। বুধবার ছ'টায়। মনে থাকবে ত'?

দ্রুতগামী মোটরের তলায় সহসা চাপা পড়িলে পথিকের যেমন অবস্থা হয়, উত্তরা দেবীর তিরোধানের পর নন্দরাণীর সংসারের প্রাণী ক'টির অনেকটা তেমনই অবস্থা দাঁড়াইল। কিন্তু এই আগমন ও আমন্ত্রণ ব্যাপারে তাহাদের সংসারে আবার একটা নতুন ভাঙন ধরিল। কৃষ্ণ ও অনীতা একদিকে, আর একদিকে জহর ও নন্দরাণী, সুবর্ণ নিরপেক্ষ রহিল।

পরদিন জু'তে অলকের সহিত সুবর্ণ এ বিষয়ে আলোচনা করিল। অলক জু'তে বেড়াইতে ভালবাসে, একটু অবসর মিলিলেই সে আলিপুরে বেড়াইয়া যায়। সাপের ঘরে অদ্ভুত আবেষ্টনের মধ্যে সহসা সুবর্ণর উত্তরা দেবীর কথা মনে পড়িল। সে শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—এখানে এসে মিসেস মজুমদারের পার্টিতে যাওয়ার কথা মনে হচ্ছে—Just the feeling—

অলক এ মন্তব্যে সন্তুষ্ট হইয়া সুবর্ণকে বলিল—মাভৈঃ, তুমি এবার মানুষ হয়েছ, সারা জীবন মেফেয়ারে কাটিয়েও অনেকে এ কথা বল্‌তে পারে না। You are coming on, you couldn't have put more cuttiness into a few words if you had lived in Mayfair

all your life ! আচ্ছা স্বর্ণ, বলো ত' মিসেস্ মজুমদার হঠাৎ তোমাদের নিমন্ত্রণ করে বসলেন কেন ?

—কৌতূহল।

—কৌতূহল ত' বটেই, ওঁরা এমন লোক যা কিছু খবরের কাগজের খ্যাতি অর্জ্জন করেছে তার সঙ্গেই ঘনিষ্টতা করবেন, ফিল্ম ষ্টার, বক্সার, পলাতক জেল কয়েদী, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, হিন্দু মহাসভার লীডার সর্ব্ব বিষয়েই ওঁদের সমান আগ্রহ। তবে এ ক্ষেত্রে হয়ত আরো কারণ থাকতে পারে।

—আমারও ত' সেই রকমই সন্দেহ হয়।

—তোমাদের অর্থ সামর্থ্য ওঁদের জানা আছে, সেই কারণে ঘনিষ্টতা করাটাও আশ্চর্য্যের নয়, সেইটেই সম্ভব, উইলের ব্যাপার নিয়ে ওঁরা মামলা করতেন, বড় বড় ব্যারিষ্টারের কাছে তা নিরর্থক হবে শুনে চুপ করে গেছেন, এখন বোধ হয় ভেবেছেন অন্য কোনো উপায়ে ফাঁদে ফেলবেন।

স্বর্ণ বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে অলকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ভয়ে ভয়ে বলিল—তাহ'লে বাবাকে কি যেতে বারণ করবো ?

অলক হাসিয়া উঠিল,—কহিল—না, না, তা কোরো না, করে লাভও হবে না। তবে একটা কাজ করতে পারো, তোমার বাবাকে সতর্ক করে দিও। মিসেস মজুমদার যদি কয়লার খনির শেয়ার, কিংবা আয়রন কর্পোরেশনের ডিরেক্টারীর কথা বলেন, তাহলে তিনি যেন দ্বিরুক্তি না করে পত্র পাঠ চলে আসন।...And now let's have a look at these snakes.

শেষ মুহূর্ত্তে নন্দরাণীর আর পার্টিতে যাওয়া হইল না। কাহাকেও যখন বাধা দেওয়া গেল না তখন নন্দরাণী ঠিক করিয়াছিল মজা দেখিতে সেও যাইবে; কিন্তু অবশেষে অচেনা জায়গায় অজ্ঞাত আবেষ্টনের কথা মনে করিয়া নন্দরাণী জহরের সহিত বাড়ীতে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করিল। অনীতা মনে মনে ইহাই চাহিয়াছিল, যার অনুপস্থিতিতে তবু অনেকখানি স্বাধীনতা উপভোগ করা যাইবে।

উত্তরা দেবীর পার্টি সত্যই জম্মোৎসবে দাঁড়াইল। প্রতি মুহূর্ত্তেই সহরের ফ্যাসনেবল্ নরনারী দলে দলে আসিতে লাগিলেন, বিচিত্র বর্ণের সাড়ি, বিভিন্ন ধরণের গাড়ী, বিকৃত ঢঙের কথা; পুরা কালে অপরাধীদের শাস্তি দিবার এক প্রকার যন্ত্র ক্রমশঃ আসামীর দিকে আগাইয়া আসিয়া অবশেষে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া প্রবল পেষণে নিষ্পেষিত করিত, যতই সময় কাটিতে লাগিল এই কথাটাই বার বার স্বর্ণর মনে পড়িতে লাগিল। তাই বলিয়া স্বর্ণ যে এই লীলামাধুরী উপভোগ করিতেছে না তাহা নয়, আগেকার কালে যাহা সে তীব্রভাবে অননুমোদন করিত এখন তাহাই সে পরম কৌতূহলভরে লক্ষ্য করিয়া মজা দেখিতে লাগিল। পুরুষের অসহায় দুর্ব্বল ভঙ্গিমা ও রমণীর কঙ্কালসার শ্রীহীন দেহ-বঙ্কিমা লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণ বিস্ময় বোধ করিল। উপস্থিত অভ্যাগতমণ্ডলীর আলাপের মধ্যে স্বর্ণ তিনটি মূল কথা আবিষ্কার করিল—so and-so was tight last night, so-and so had a hangover to-day এবং so-and-so was completely broke, আর পরিচয় প্রদানের একটা প্রবল প্রতিযোগিতা, ইনি মিঃ গাঙ্গুলী, চঞ্চলা দেবীর স্বামী, ইনি মিসেস বনলতা চৌধুরী—ক্যালকাটা মিউজিক সোসাইটির সেক্রেটারী ইত্যাদি ইত্যাদি। উত্তরা দেবী অন্ততঃ ত্রিশ জনের সঙ্গে স্বর্ণর পরিচয় করাইলেন। অপরিচিত কয়েকজন অভ্যাগতদের বাড়িতে সম্ভাব্য পার্টির নিমন্ত্রণ অযাচিতভাবে স্বর্ণর উপর বর্ষিত হইল। কয়েকটি ক্ষেত্রে সে নিমন্ত্রণ তাহাকে গ্রহণ করিতেও হইল। এতক্ষণ কি করিয়া যে এই সামাজিক শোভাযাত্রা সে উপভোগ করিতেছে তাহা ভাবিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল।

কুঞ্জর সারল্য, অনাড়ম্বর উক্তি এবং সহজাত সাধুতায় কয়েকজন আকৃষ্ট হইল। তাহা ব্যতীত উত্তরা দেবী বারবার বিশেষভাবে কুঞ্জর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখায় সম্মানিত অতিথি হিসাবে কুঞ্জ সকলের কাছে একটা বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিল। অলক কুঞ্জকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে, বেশী কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছে, মাঝে মাঝে সে কথা মনে পড়ায় কথার মাঝখানেই কুঞ্জ থামিয়া পড়ে, তারপর অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে।

আর অনীতা—এ পার্টিতে আসিয়া অবধি সে যেন চরকীর মতো এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ইতিমধ্যেই তাহার চারি পাশে তিন চার জন স্যুট পরিহিত শীর্ণদেহ ছোকরার ভিড় জমিয়াছে। অনীতার বুদ্ধিহীনতায় স্বর্ণ ব্যথিত হইলেও কিছু বলিল না। স্বভাবসুলভ চাপল্য ও চঞ্চলতার গতি কে রোধ করিবে ?

রাত্রি গভীর হইলেও পার্টির উত্তেজনা কমে নাই, স্বর্ণ কৌশল করিয়া কুঞ্জ ও অনীতাকে বাহির করিয়া আনিল। তারপর কোনো ক্রমে মোটরের অরণ্য হইতে তাহাদের সদ্যক্রীত ষ্টাণ্ডার্ড গাড়িখানি খুঁজিয়া বাহির করিয়া সকলে তাহাতে উঠিয়া বসিল।

কুঞ্জ হাই তুলিয়া বলিল—অনেক রাত হয়ে গেল, নারে স্বর্ণ!

পথের আলোয় রিষ্ট ওয়াচ দেখিয়া স্বর্ণ গম্ভীর গলায় বলিল—পৌনে বারোটা। মা হয়ত রাগ করবে।

অনীতা বলিল—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই রাগ করবে; কিন্তু মার অন্যায় রাগ, পার্টিতে এসে ত' আর অসভ্যতা করা চলে না। তাহলে না এলেই হ'ত!

স্বর্ণ বলিল—মিসেস মজুমদার কি বল্লেন বাবা ?

কুঞ্জ হাসিয়া বলিল—কত কথা, এত ভীড়ের ভেতরও কাজের কথা ভোলেন নি।

স্বর্ণ হাসিয়া বলিল—সেয়ারের কথা হোল নাকি ?

কুঞ্জ বলিল—সেয়ার নয়, উনি একটা বাড়ি আমাদের সস্তায় কিনিয়ে দিতে চান!

অনীতা বলিল—তুমি কি বল্লে বাবা ? রাজী হয়েছ ত' ?

কুঞ্জ অর্থসূচক ভঙ্গীতে হাসিয়া বলিল—আমার নাম কুঞ্জবিহারী, আমাকে ঠকাতে অনেক সময় লাগে। পাগল হয়েছ।

নবলব্ধ বন্ধুদের সম্পর্কে এই প্রকার অনুদার মন্তব্য প্রকাশ করায় অনীতা দুঃখিত হইয়া কহিল—মিসেস মজুমদার কিন্তু চমৎকার লোক বাবা। কত বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ, আমারই ত' আটটা পার্টিতে নেমন্তন্ন হোল—।

কুঞ্জ মৃদু হাসিয়া সস্নেহ ভঙ্গীতে অনীতার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—পাগলী, আমি যা বলেছি স্বর্ণ বুঝেছে, তুই চিরদিনই একভাবে রইলি মা!

রাত্রির অখণ্ড নৈশব্দ ভঙ্গ করিয়া জনবিরল পথে এই তিনটি প্রাণীকে লইয়া মোটর ছুটিয়া চলিল।

(ক্রমশঃ)

ছিন্ন-সূত্র

[গল্প]

—শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী

বেকার জীবনের চতুর্থ বর্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। অথচ চাকরীর দেখা নাই। জীবনের উপর নেহাৎ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। কিছুমাত্র শারীরিক কষ্ট না পাইয়া আত্মহত্যার উপায় আবিষ্কারের জন্য মগজে আইডিয়া খেলিয়া, বেড়ায়। "পোটাসিয়াম সাইনাইডে" চলিত, কিন্তু তাহা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। অহিংস আত্মহত্যার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে অশক্ত হইয়া অগত্যা সুখদুঃখের অনিত্যতা ও পার্থক্য চিন্তা করিতে করিতে দিবস রজনী কাটিয়া যাইতেছে।

কলিকাতার অসূর্য্যম্পশ্যা বস্তি। শহরের আবর্জ্জনা নিঃশেষে উজাড় করিয়া তাহার বক্ষে চাপান হইয়াছে। এখানকার জীবনের উপর কল্পনার কোন প্রলেপ নাই, নাই বিজ্ঞানের পালিশ। জীবনের বীভৎস রূপ এখানে সহজ ও সুস্পষ্ট। মানুষ এখানে শুধু মানুষের কঙ্কাল।

এ হেন বস্তির এক মেসে বাসা লইয়াছি। থাকি জন পনের। কেহ করে কাগজের হকারি, কেহ বা চানাচুর বিক্রয়; জীবন-যুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার অক্ষম প্রচেষ্টা মাত্র। আমি একমাত্র বেকার। সুদীর্ঘ চারি বৎসর ক্লাইভ ষ্ট্রীট আর এসপ্লানেড করিয়া যুদ্ধশ্রান্ত বিক্ষিপ্ত সৈনিকের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাই সকাল-সন্ধ্যা বিশ্রামসুখ লাভ করি। হরেকেষ্ট মেসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকর্ত্তা। বস্তুতঃ এই উৎকল দেশীয় সদ্‌ব্রাহ্মণটীর উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া আমরা পরম সুখে নিশ্চিন্তে দিনাতিপাত করিয়া থাকি। সেই আমার বর্ত্তমানে সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী ও পরামর্শদাতা। কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে তাহার নিকট পরামর্শ চাহিয়া থাকি এবং সে-ও অর্দ্ধ বোধগম্য ভাষায় তাহার স্বাধীন মতামত অসংকোচে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে।

সম্প্রতি আমাদের মেসের পাশে এক নব প্রেমিক-প্রেমিকা ঘর বাঁধিয়াছে। সমস্ত গলি-মরুতে তাহারা যেন মরুদ্যান। বিরল দন্তকেশ দিগম্বরদাও তাহাদের দেখিয়া 'আজি বসন্ত জাগিল কুঞ্জ দ্বারে' গাহিয়া উঠেন।

দুপুরে শুইয়া পার্থিব জীবন সম্বন্ধে অপার্থিব চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। সহসা হরেকেষ্টর ডাকে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। ঈষৎ বিরক্তভাবে চাহিয়া দেখি, সেই মেয়েটী হরেকেষ্টর পাশে দাঁড়াইয়া। সে যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই যে মেয়েটীর ভালবাসার লোক উলুবেড়িয়ায় গিয়াছে, তাহার কাছে একটা চিঠি লিখিয়া দিতে হইবে। অতএব লিখিতে বসিয়া গেলাম। লিখিয়া চলিলাম—'তুমি চলিয়া গিয়াছ, আমার একলা থাকিতে ভাল লাগে না। তোমার কোন চিঠি পাই নাই, টাকাও পাঠাও না, চলে কি করিয়া? তোমার ঘড়ি এখন না ছাড়াইলে আর পাওয়া যাইবে না। ফিরিয়া আইস, চট্‌কলে চাকরী করিয়া কাজ নাই। এখানে যেমন করিয়া হউক দিন চলিয়া যাইবে।·· ···ইত্যাদি।' পড়িয়া শুনাইলাম। মেয়েটী কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিল। ওষ্ঠে তাহার হাসির বিদ্যুৎ। ঘৃণায় মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

কিছুদিন মেয়েটিকে দেখি নাই। হয় তো উহার প্রেমিক আসিয়াছে, আবার দুজনে প্রেমের বন্যায় গা ভাসাইয়াছে।

চাকরী-শিকারে ব্যর্থ হইয়া মেসে ফিরিয়াছি এবং আর একবার চাকরীর অসারতা সম্বন্ধে মনকে উপদেশ দিবার চেষ্টা পাইতেছি, এমন সময় সেই মেয়েটী আসিয়া দ্বারপথে দাঁড়াইল। প্রার্থনা—আর একটা চিঠি লিখিয়া দিতে হইবে। সেদিনকার কথা মনে হওয়ায় বিরূপ হইয়া উঠিলাম। কিন্তু কি করি! লিখিয়া দিলাম। সে বলিয়া চলিল—'তুমি চিঠির উত্তর দিলে না, এই আমার শেষ জানিবে। তোমার জন্য কুল ছাড়িয়াছি, মা বাপ ত্যাগ করিয়াছি; এখন জগতে আমার আর কেহই নাই। তোমার সম্পদে বিপদে তোমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, এই কি তাহার প্রতিদান? নানা লোকে আমার নিকট কুপ্রস্তাব করে, এ সময় তুমি না রক্ষা করিলে কে আমাকে

বি, নান

(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যান্ট)

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেন্ট : শ্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট

রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা কলিকাতা এবং মফঃস্বল সিনেমা।

বিশেষত্ব :—সিনেমা শ্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী।

দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

রক্ষা করিবে! তুমি শীঘ্র না আসিলে আমি চলিয়া যাইতে বাধ্য হইব। ঘর ভাড়া বাকী পড়িয়াছে, বাড়ীওয়ালী শাঁসাইতেছে। ফিরিয়া আইস...' বলিতে বলিতে মেয়েটীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। চাহিয়া দেখি চোখে তাহার অশ্রুবন্যা নামিয়াছে। ছিন্নসূত্র জোড়া দিবার কি আকুল কামনা! দয়িতকে ফিরাইবার জন্য কি করুণ আবেদন! চিঠিটা হাতে দিতে মেয়েটী নিঃশব্দে চলিয়া গেল। সেদিনের সে হাস্যকুটিল নারীকে আজিকার এই বিরহবিধুরা নারীর ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

মেজদা চিঠি লিখিয়াছেন, মাসে মাসে আর টাকা গুণিতে পারিবেন না। চাকরী না কচু হইবে। ইহা হইতে বাড়ীতে বসিয়া বিড়ি বাঁধিলেও সংসারে দু'পয়সা আসে। চিন্তাকুল চিত্তে ভাতের গ্রাস মুখে পুরিতেছি, ঠাকুর দন্ত বিকশিত করিয়া জানাইল, শ্রীমতী চলিয়া গিয়াছে। অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্রীমতী কে? ততোধিক দন্ত বিকশিত করিয়া সে জানাইল, যাহাকে আমি চিঠি লিখিয়া দিয়াছিলাম। বলিলাম, গেল কেন? সে বলিল যে, তাহার প্রেমিক পলাইয়াছে আর আসিবে না। তাই বাধ্য হইয়া সে ঘর ছাড়িয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কথা বাড়াইবার উৎসাহ ছিল না, উঠিয়া পড়িলাম।

সেদিন বৌবাজার দিয়া লক্ষ্যহীন ভাবে চলিতেছি, সহসা দেখিলাম, শ্রীমতী একটী মদ্রদেশীয় সাহেবের পাশাপাশি চলিতেছে। বেশভূষায় পারিপাট্য তাহার অনেকখানি বাড়িয়াছে। মুখে চোখে তাহার উৎসাহ ও আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছে। সাহেবটী চলিয়াছে পোষা কুকুরের মত, হাতে তাহার ঘরকন্নার সৌখীন উপকরণ। ভীড়ে গা ঢাকা দিলাম।

শ্রীমতী আবার নূতন করিয়া মালা গাঁথিয়াছে। কখন যে আবার তাহার সূত্র ছিন্ন হইবে কে জানে!

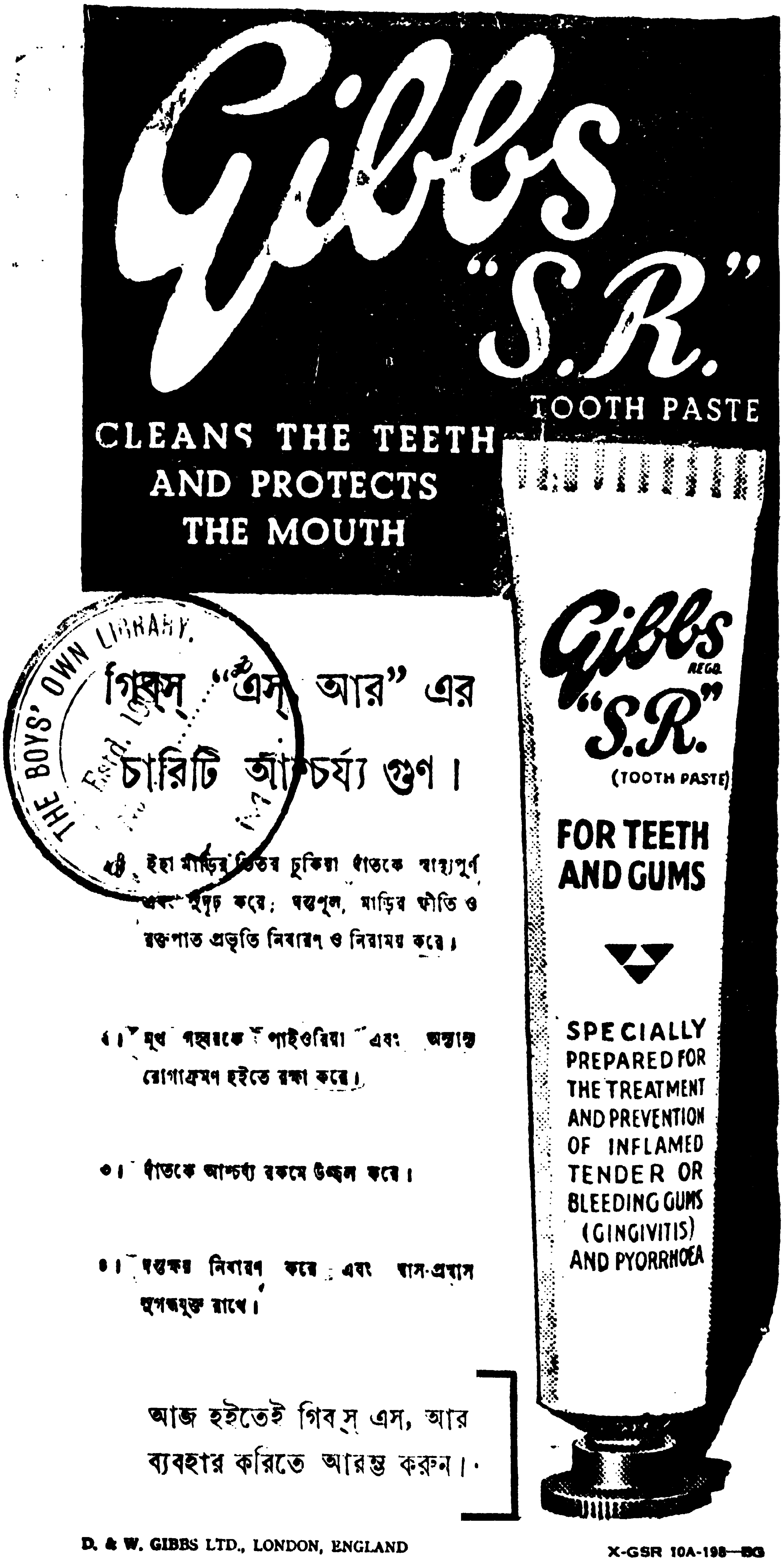

THE BOYS' OWN LIBRARY

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

মেয়েদের আপ-টু-ডেট্‌ বলে কি গুণ থাকিলে?

(২৮)

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা

মহোদয়া সমীপেষু—

মহাশয়া,

বর্ত্তমান আলোচনা "মেয়েদের আপ-টু-ডেট বলে কি গুণ থাকিলে" সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া পাঠাইতেছি, নারীলোকের আলোচনা-আসরে স্থানলাভ করিলে অনুগৃহীতা হইব। আপ-টু-ডেট মেয়েদের গুণাবলীর কোন বিশেষ সংজ্ঞা না থাকিলেও যে সকল প্রগতিশীলা মেয়েরা বর্ত্তমান যুগোপযোগী আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষার পশ্চাৎগামিনী না হইয়া স্বীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারেন, তাঁহারাই বোধ হয় প্রকৃত আপ-টু-ডেট। আপ-টু-ডেট মেয়েদের অধিকাংশ গুণগুলিই বৈদেশিক অনুকরণ বা অনুপ্রেরণা-সম্ভূত হইলেও ইহাদের যে একটা মর্য্যাদা আছে, আধুনিক মনোবৃত্তির যুগে ইহার যে কতকটা প্রয়োজন বা মূল্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিচাতুর্য্যে নর এবং নারীর মধ্যে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট গুণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্নেহ, দয়া, মায়া, ভালবাসা প্রভৃতি কোমল মনোবৃত্তি নারীর বিশিষ্ট গুণ। এই সকল গুণরাশির উৎকর্ষসাধন করা আপ-টু-ডেট মেয়েদের লক্ষণ। স্বামী-সেবা, স্বামীর প্রতি গভীর ভালবাসা সব মেয়েদেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু এঁদের বৈশিষ্ট্য এই যে এঁরা সে বিষয়ে কিছুমাত্র ঔদাসীন্য প্রকাশ না করিয়াও স্বামীপূজার পরিবর্ত্তে স্বামীকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কুসংস্কারমুক্ত হওয়া এবং স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান সে বিষয়ে ইঁহারা নিজদিগকে অনভিজ্ঞা বলিয়া মনে করেন না। স্বামী-বিয়োগে ইঁহারা খুবই মর্ম্মাহতা হইয়া থাকেন সত্য, কিন্তু সেজন্য সকলেই কিছু সেই স্মৃতিকে আজীবনের সহচারিণী করেন না, বরং ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রয়োজন, সুযোগ এবং বয়স থাকিলে নূতন স্বামী গ্রহণপূর্ব্বক নবীন উদ্যমে নূতন সংসারে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব স্মৃতি ভুলিবার চেষ্টা করেন। স্বামীর অর্থানুকূল্যের সুযোগে ইঁহারা যেমন বিলাসিতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, অস্বাচ্ছল্যতার প্রতিও তেমনি দৃষ্টি রাখিয়া অল্পের মধ্যেই নিজের এবং স্বামী-পুত্রের তুষ্টি বিধান করিয়া থাকেন। সর্ব্বদাই স্বামীর আয়ের উপর নির্ভরশীলা হইলেও অবস্থা-বিপর্য্যয়ে স্বাবলম্বিনী হইতেও অসমর্থা নহেন। মোটর ড্রাইভ করিয়া ময়দানে হাওয়া খাইতে যেমন পটুতার বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, পাচকের অনুপস্থিতিতে কুণ্ঠাহীন চিত্তে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতেও তেমনি উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। এই সকল মেয়েরা বিশেষ কারণ ভিন্ন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ও সপ্রতিভভাবাপন্না এবং সরস বচন-বিন্যাসে পুরুষচিত্তাকর্ষণকারিণী। লজ্জায় সঙ্কুচিতা নহেন, অথচ বেহায়াপনাও দেখা যায় না। স্বামীসঙ্গে স্বামীর বন্ধু-বান্ধবের মনোরঞ্জনে সবিশেষ তৎপরা হইলেও স্বামীর অনুপস্থিতিতে যথাসম্ভব তাঁহাদের সাহচর্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিহার করিয়া চলেন। ইঁহারা যেমন স্বামীর সংসারে গৃহকর্ত্রী হইয়া সংসারের প্রত্যেক "খুঁটিনাটি" বিষয়েরও হিসাব রাখেন তদ্রূপ গান্ধী, জহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি কোথায় কি বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থই বা কি সে বিষয়েরও সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শাড়ীর সহিত ব্লাউসের ডিজাইন ম্যাচ করাইতে ইঁহারা যেরূপ আধুনিক সুরুচির পরিচয় দিয়া থাকেন, স্বামী-পুত্রের রসনা-তৃপ্তিকর আহার্য্য প্রস্তুতেও সেইরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

ড্রইং রুমে বসিয়া সুর-সংযোগে রবীন্দ্রনাথের "মডার্ণ সঙ্গীতে" শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টার কার্পণ্য দেখা যায় না এবং বিশেষ বিশেষ মজলিসে ও "ওরিয়েণ্টাল ড্যান্সে" বন্ধুবান্ধবের বিশেষ অনুরোধও ইঁহাদের নিকট উপেক্ষিত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইঁহারা পুরুষের সমান্তরালবর্ত্তিনীর দাবী রাখেন এবং আধুনিক বাংলা এবং ইংরাজী সাহিত্যের সহিতও ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিতা বলিয়া গৌরব অনুভব করেন। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি নাই অথচ ইংরাজী, বাংলার সাহায্যে যতদূর সম্ভব কিছু কিছু সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের রসাস্বাদন করিয়া থাকেন।

ডি, কোং

লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: বি, বি, ৩৭১১

আপ-টু-ডেট মেয়েদের মার্জ্জিত রুচি এবং সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আচার ব্যবহার, আলাপ আলোচনা, পোষাক পরিচ্ছদ এবং গৃহসজ্জার মধ্য দিয়া এই সকল গুণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কোমল করাঙ্গুলী স্পর্শে ভ্যানিটী ব্যাগ, জাপানী ছাতাকে ধন্য করিয়া যে সকল "হাই হিল্" চরণা, সুচিক্কণ শাড়ীশোভনা প্রগতিশীলা নবীনারা পুরুষচিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিবার সাহায্য করেন, মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশের পরিচয় দিয়া হৃদয় মন পরিতৃপ্ত করিবার দায়িত্বও তাঁহাদেরই।

প্রকৃত আপ-টু-ডেট মেয়েরা প্রয়োজন হইলে একাকী ট্রামে, বাসে বা ট্রেণে পরিভ্রমণ করেন অথচ বিপদে পড়িলে আত্মরক্ষার সাহস রাখেন। সূচীশিল্পে যতদূর পারদর্শিতা অর্জ্জন করা আবশ্যক চিত্রাঙ্কনে তদপেক্ষা অল্প শিক্ষা লাভ করিলেও আপ-টু-ডেট মেয়েদের আত্মসম্মান আজও পর্য্যন্ত আহত হয় না। গার্ডেন পার্টি বা টেনিস-লনের আধুনিকাদের রোগীর পরিচর্য্যা বা পরহিতব্রতে অক্ষমতা প্রকাশ করা নিতান্তই অশোভনীয়। থিয়েটার সিনেমায় যাতায়াতের সঙ্গে জলে জঙ্গলে গতিবিধির অভ্যাস এবং কাঁটা চামচের সঙ্গে সঙ্গে লাঠি ছোরার সদ্ব্যবহার আপ-টু-ডেট মেয়েদের মর্য্যাদাকে অধিকতর শ্রীসম্পন্ন করে। এইরূপ আরও বহুবিধ গুণের উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহা আপ-টু-ডেট মেয়েদের থাকা উচিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে যাঁহারা আমাদের নিকট আপ-টু-ডেট বলিয়া দাবী করেন তাঁহাদের মধ্যে ঐ সকল লক্ষণগুলি পরিপূর্ণ ভাবে কিম্বা আংশিক ভাবেও আছে কি না অথবা থাকা সম্ভব কিনা নারীলোকের ভগিনীগণই তাহার বিচার করিবেন।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

শ্রীমতী উমা দেবী
লরেন্স স্কোয়ার,
নিউ দিল্লী।

(২৯)

নারীলোক পরিচালিকা মহাশয়া সমীপেষু—

মহাশয়া,

'আপ-টু-ডেট্' কথাটির সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া বা বিশ্লেষণ দ্বারা উহা প্রমাণ করা একপ্রকার অসম্ভব। Upto the specification, up-to-date এই সব কথা গুলিরই অর্থ স্থান ও কাল বিশেষে প্রয়োজনীতার প্রকার ও পরিমাণের উপরই নির্ভর করে।

সাধারণতঃ আমরা জানি লোহা সবই এক রকম। কিন্তু যে লোহাতে ক্ষুর হয় তাহা দিয়া কুঠার তৈয়ারী হয় না। যদিও বা তৈয়ার করা যায় তাহাতে কুঠারের কাজ চলে না। আবার যে লোহাদ্বারা দালানের কড়ি-বরগা হয় তাহা দ্বারা রেলপথ প্রস্তুত করা হয় না। কারণ উহার উপর দিয়া রেল গাড়ী চালাইতে গেলে হয় রেল ভাঙ্গিয়া যাইবে নয়ত চেপ্টা হইয়া যাইবে। ফলে যাত্রীদের অন্তিম লাঞ্ছনা অনিবার্য্য। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকার লোহার প্রয়োজন।

'দন্তমঞ্জন' অর্থে আজকালকার পেষ্ট,

পাউডার এই সবই বুঝায়। তাই বলিয়া সকল দাঁতের মাজনই একই রকম জিনিষের প্রস্তুত নয় বা সকল মাজন ব্যবহারে একই ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু দাঁতের মাজনের সৃষ্টির উদ্দেশ্য দাঁত পরিস্কার রাখা এবং শক্ত ও স্থায়ী করা। আবার দেখা যায় দন্তশূলে কোন কোন পাউডার বা পেষ্টে উপকার পাওয়া যায় কিন্তু সবগুলিতে শূলের উপশম হয় না। তন্মধ্যে কোন কোন দেশীয় সাধারণ মাজনও আছে। যেমন সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত ঘুঁটের ছাই। অথচ অনেক সভ্য আধুনিক পুরুষ বা মহিলা উহা মুখে তুলিতেই নারাজ। এই মাজন কি দন্তমঞ্জন আখ্যা পায় না?

উপরি-উক্ত উদাহরণ দুইটি অনেকেই হয়ত অবান্তর বলিয়া হাসিবেন। কিন্তু আমার এগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে এরূপ ভাবে বিচার করিলেই আমরা আপ-টু-ডেট্ কথাটার প্রকৃত অর্থ ও উহার প্রকৃত গুণের সন্ধান পাইতে সমর্থ হইব। তবে মনে রাখিতে হইবে যে আপ-টু-ডেট কথাটা যাহাদের মুখ হইতে আমরা পাইয়াছি, তাহাদের সমাজনীতি ও আর্থিক অবস্থা আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অনুকরণে আপ-টু-ডেট-এর ব্যাখ্যা আমাদের দেশে অচল।

আমাদের দেশে আমাদের গৃহলক্ষ্মী বলা হয়। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য সংসারের সুখ ও শান্তি নিষ্ঠার সহিত বজায় রাখা। প্রগতির ধূয়া ধরিয়া পুরুষের সহিত বিদ্রোহ ঘোষণায় পারিবারিক সুখ ও শান্তি কোথায় রক্ষা পায়! যুদ্ধরত সৈনিকের পাচক যদি রন্ধন ফেলিয়া যুদ্ধে রত হয় তবে খাদ্য যোগাইবে কে? উভয়েরই পতন অনিবার্য্য নয় কি?

অতএব আমার মতে যে মেয়ে, পাড়াগেঁয়েই হউক বা সহরেরই হউক, নিজের মর্য্যাদা (status) রক্ষা করিয়া সুষ্ঠুভাবে পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সংহতির সহিত মিশিয়া চলিতে পারেন তিনিই আপ-টু-ডেট। তবে 'cut your coat according to your cloth' এই নীতি-কথাটি ভুলিলে চলিবে না।

সোনা 10 ভরি

পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারাণ্টেড কেমিক্যালের চুড়ি। যে দেখিবে ৫০০৲ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে। সুন্দরভাবে ফ্যাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্‌ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিনি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিজ্ঞজন এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২॥০। পোষ্টেজ ॥০। ৪ সেট ৭॥০। সার্ট বোতাম ২৲, নেকলেস ৩॥০, আংটি ১৲, মাকড়ী জোড়া ১৲, কানফুল জোড়া ১৲, মফচেন ২॥০, ঝুমকো জোড়া ২॥০, ক্যাটলগ্‌ তৈরী নাই।

GOLD & SILVER'S MART (Di)
Post Ward No. 7, Muttra, U. P.

কিন্তু আজকাল মেয়েদের আপ-টু-ডেট্ আখ্যা পাইতে হইলে, স্কুল বা কলেজের শিক্ষা চাই-ই—আরো চাই অন্ততঃ জন কতক পুরুষ বন্ধু যাহাদের সহিত নিঃসঙ্কোচে (যথেচ্ছভাবে?) মেলামেশা করিতে হইবে। আবার সেই মেলামেশাতে চাই জড়তা-বিহীন নটনিপুণ লীলায়িত গতিভঙ্গী। সর্ব্বকর্ম্মান্বিতার মত পুরুষের সঙ্গে তেমনি-ভাবে থিয়েটার, বায়স্কোপ ও সভা-সমিতিতে কর্ম্মব্যস্ততায় লিপ্ত থাকা চাই। সকলের আগে যে পোষাকের পারিপাট্যের প্রয়োজন— ইহা বলাই বাহুল্য।

মুহ্যমান্ জাতির সম্মুখে তার নারীর এই ছদ্মবহুল আপ-টু-ডেট মূর্ত্তি তাহাকে আরোগ্যের পথে না লইয়া বিকারের প্রশস্ত যমকুণ্ডেই ঠেলিয়া দিবে!

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

প্রণতা
শ্রীমতী চারুবালা দে
সাউথ পার্ক
জামসেদপুর

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের ঘানির তৈল ব্যবহার করুন।

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীমতী কানন দেবী

নিউ থিয়েটার্সের নব আকর্ষণ "পরাজয়" চিত্রে অপূর্ব নাট-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ছবিখানি আগামী কল্য চিত্রায় মুক্তিলাভ করিবে।

ফিল্ম প্রোডিউসার্সের নবীন অর্ঘ্য "শুকতারা"য় চন্দ্রাবতী ও অহীন্দ্র চৌধুরী।

পলেট গডার্ডকে শীঘ্রই চার্লি চ্যাপলিন পরিচালিত বহু ঢক্কা-নিনাদিত ছবি "The Dictators" ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাইবে।

জেমস্ ষ্টুয়ার্ট—ফ্রাঙ্ক কাপরা পরিচালিত কলম্বিয়া পিকচার্সের সুবিখ্যাত চিত্র "Mr. Smith Goes To Washington" চিত্রে চমৎকার অভিনয় করিয়া সকলের চিত্তজয় করিয়াছেন।

ফিল্ম প্রোডিউসার্সের প্রথম ছবি "শুকতারার" একটি দৃশ্যে দেবী মুখোপাধ্যায়, লাবণ্য দাস, চিত্রা দেবী, ও সুধীর মিত্র। পরিচালক শ্রীনিরঞ্জন পাল।

শ্রীমতী যমুনা---নিউ থিয়েটার্সের "দেবদাসে" ইনি প্রথম জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাহার পর প্রত্যেক ছবিতেই শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার নূতন ছবির নাম "জিন্দগী।" পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া।

কলাম্বিয়ার হাস্যরসাত্মক ছবি His Girl Friday'র সেটে পরিচালক হাওয়ার্ড হক্স, নায়ক ক্যারী গ্রান্ট ও নায়িকা রোসালিণ্ড রাসেল।

দীপালী

দোল সংখ্যা

১৩৪৬

প্রভাত ফিল্মের নবতম চিত্র "সন্ত দ্যানেশ্বরের" কয়েকটি দৃশ্য। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন —সাহু মোদক। পরিচালনা করিয়াছেন—দামলে ও ফতেলাল। (গোপালকৃষ্ণ ও সন্ত তুকারামের সুবিখ্যাত পরিচালকদ্বয়)

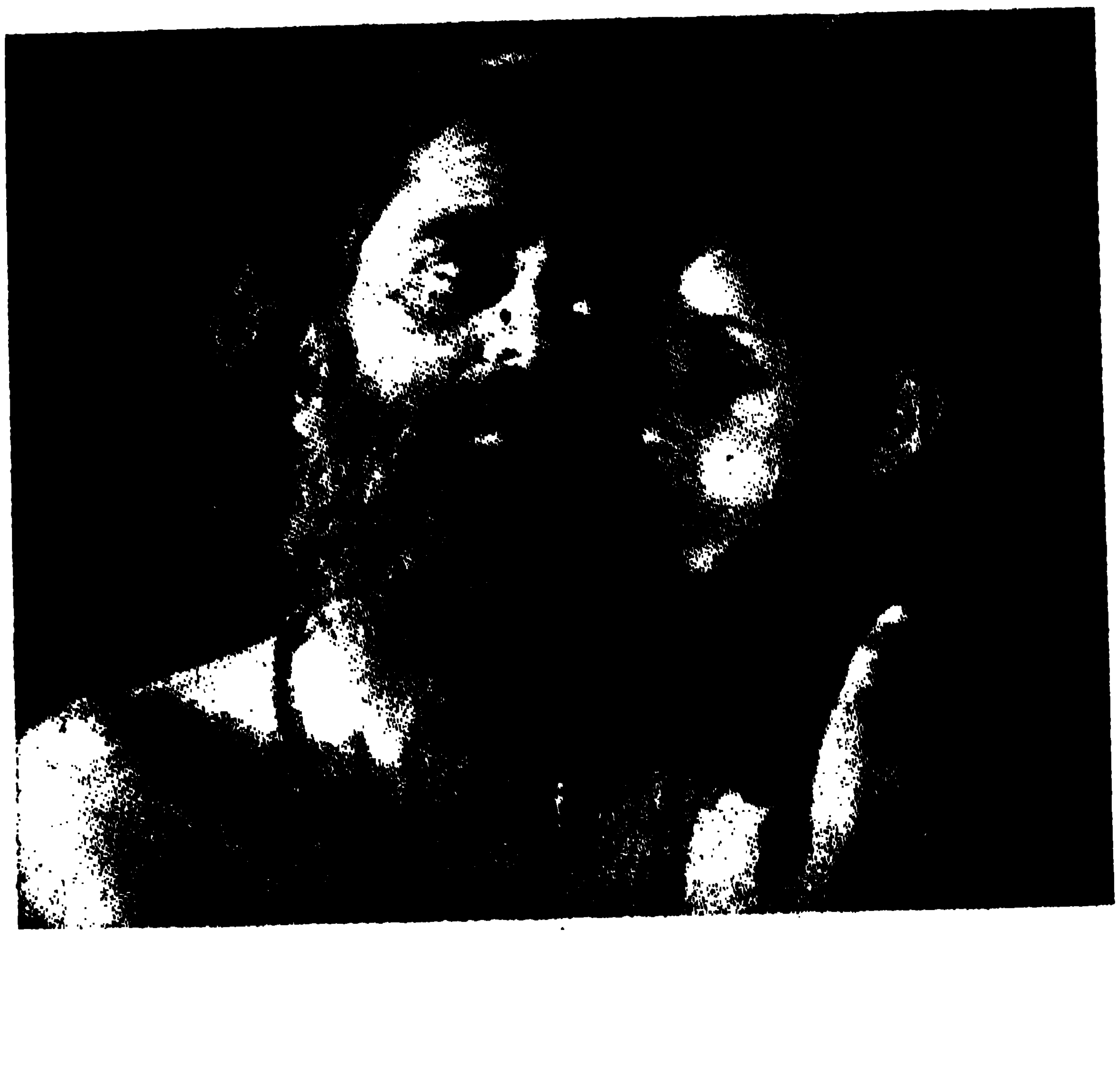

(৪৭)

ছানার চপ

উপকরণ :—আলু /১ সের, ছানা /।০ পোয়া, ঘি /।৵০, টক দই /৵০ পোয়া, বাদাম ১ ছটাক, কিসমিস ১ ছটাক, এরারুট /৵০ পোয়া, আধখানা নারিকেল কোরা বাটা, চা চামচের ২ চামচ ময়দা, পরিমাণমত আদা বাটা, লঙ্কা বাটা, চিনি, হিং ও সামান্য একটু হলুদ বাটা, গরম মশলা ও কিছু মিহি মুড়ির গুড়া বা পোস্ত।

প্রণালী :—প্রথমে ছানা, নারিকেল বাটা ও ময়দা একসঙ্গে কিছুক্ষণ মিশাইয়া রাখুন। বাদামগুলি কাটিয়া ঘিয়ে ছাড়িয়া দিন ও উহাতে হিং চিনি মশলা দই দিয়া ছানা ভাজিতে থাকুন, ক্রমে পুরটি যখন বেশ মাংসের কিমার ন্যায় ভাজা হইবে তখন নামাইয়া গরম মশলা বাটা দিয়া ঢাকিয়া রাখুন। পরে আলু সিদ্ধ করিয়া ভাল করিয়া পিষিয়া উহাতে সামান্য আদা, লঙ্কা ও গরম মশলা বাটা, নুন দিয়া ঐ ছানার পুর দিয়া চপের মত তৈয়ারী করুন এবং অন্য একটী পাত্রে এরারুট পরিমাণমত গরম জলে গুলিয়া সামান্য ফুটাইয়া পুনরায় উহা ভাল ভাবে মিশাইয়া চপগুলি ঐ গোলার মধ্যে ২ মিনিট ভিজাইয়া মুড়ি গুঁড়া বেশ ভাল করিয়া মাখাইয়া ভাজুন, ঠিক মাংসের চপের মত সুস্বাদু হইবে।

শ্রীমতী গীতা দেবী
ঘটকপাড়া,
রাণাঘাট।

(৪৮)

জিবে-গজা

উপকরণ :—এক পোয়া চিনি, একপোয়া ঘি, একপোয়া ময়দা।

প্রস্তুত প্রণালী :—ঐ ময়দায় সামান্য সোডা মিশাইয়া ময়ান দিয়া লুচির ময়দার মত আঁট করিয়া মাখিয়া লেচি পাকাইয়া লম্বা লম্বা করিয়া বেলুন, তারপর ছুরি দ্বারা ৪।৫ জায়গা কাটিয়া কাটিয়া দিন। এইবার এইগুলি ঘৃতে ভাজুন, তারপর রস জ্বাল দিয়া তিন তার হইলে নামাইয়া ঐগুলি দিয়া চামচ দ্বারা নাড়িতে হইবে। ২।৩ ঘণ্টা পরে খাইলে সুস্বাদু লাগিবে।

শ্রীমতী অমিয়া সিংহ
রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া।

(৪৯)

বেগুনের চপ

বেগুনগুলিকে বড় বড় করে কুটে নিন। তারপর কড়াতে জল দিয়ে একটুখানি গরম হলে বেগুনগুলি ফেলে দিন এবং ঢাকা দিয়ে দিন। সিদ্ধ হ'লে নামিয়ে, পরে সামান্য চালের গুঁড়ি, একটু লঙ্কা বাটা, আদা বাটা, জিরেমরিচের গুঁড়ো এবং গরম মশলা দিয়ে বেশ ক'রে সবগুলোকে চ'টকে নিন। পরিমাণমত নুন দিন। কিছু নারিকেলের কুচি ও বাদামের কুচি দিতে পারলে ভাল হয়। বড়ার আকারে তৈরী ক'রে তেলে মচ্‌মচে ক'রে ভেজে নিলে মুখরোচক চপ তৈরী হবে। ইতি—

শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী
শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী
আসানসোল

(৫০)

কুমড়ো বীচির রসবড়া

উপকরণ :—কুমড়ো বীচির শাঁস এক পোয়া, চিনির রস এক পোয়া, ঘন গরম দুধ এক পোয়া, তেজপাতা ২টী, ৪টী ছোট এলাচের গুঁড়ো নেবেন।

প্রণালী :—প্রথমতঃ কুমড়ো বীচিগুলি ছাড়িয়ে তার ভিতরের শাঁস বাহির করে নিন, ঐগুলি পরিষ্কার জলে ধুয়ে শিলে খুব মিহি করে বেঁটে রাখুন। তারপর কুমড়ো বীচি বাটা, দুধ আর তার সঙ্গে ২টী তেজপাতা ফেলে কড়াতে দিয়ে বেশ করে মিশ্রিত করুন। পিতলের কড়াতে তৈরি করবেন, তাহ'লে কালো হবে না। তারপর কড়াটী উনুনে চাপিয়ে ঘাঁটতে থাকুন, যখন সুজির হালুয়ার মত চাপ-চাপ হ'য়ে আসবে, তখন এলাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে থালাতে ঢেলে ফেলুন। একটু ঠাণ্ডা হোলে ঐগুলি থেতো নেচির মত করে পাকিয়ে নিন, তারপর ঐ নেচিগুলি ঘিয়ে লাল লাল করে ভেজে রসে ফেলুন, ঠাণ্ডা হোলে খেয়ে দেখবেন বেশ সুস্বাদু লাগবে। ইহাই কুমড়ো বীচির রসবড়া।

শ্রীমতী রাধারাণী বসু
মেদিনীপুর

"সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন" ভাণ্ডারের
বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন, দধি, রাবড়ি ও "তৃপ্তিভোগ"
দেবতা ও মানুষ উভয়কেই সমভাবে
পরিতৃপ্ত করে।
১১নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট } কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—১নং কলেজ ষ্ট্রীট :

স্বাস্থ্যের সহায়
বিশ্বনাথ ঘৃত
পঞ্চানন আশ এণ্ড কোং

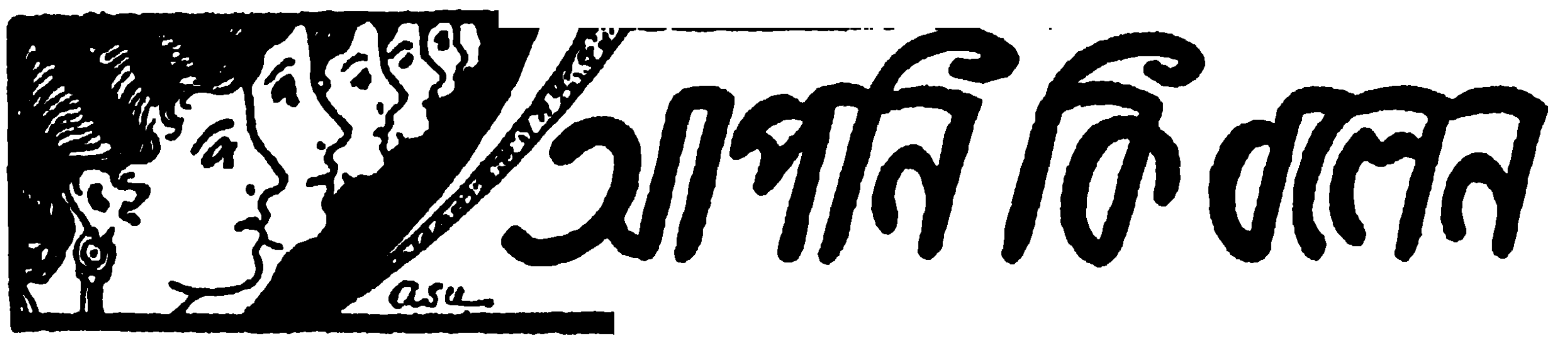

(১৩)

কটা চুল কালো হয় কিরূপে ?

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনার বহুল প্রচারিত দীপালী পত্রিকায় আমার এই ক্ষুদ্র পত্রটি স্থান পাইলে বিশেষ বাধিতা হইব।

লাল চুল (বা কটা) কিরূপে কালো হয়, তাহা দীপালীর কোন সহৃদয়া ভগ্নি অথবা শ্রীযুক্ত শ্যাম বসাক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইলে অত্যন্ত উপকৃত হইতাম। নমস্কার, ইতি—

শ্রীমতী রেবা হোসেন
বালিগঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা।

[হরীতকী, আমলকী, বহেড়া এই তিনটী জিনিষ সমপরিমাণ নিয়ে সমস্ত রাত একটী লোহার পাত্রে ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে ঐ ক্বাথ দ্বারা মাথা ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর আমলকী বা ভৃঙ্গরাজ-সংযুক্ত কোন ভাল তেল চুলে ব্যবহার করতে হবে। এই নিয়মটী কিছুদিন পালন করতে পারলে লাল বা কটা চুল কালো হয়। তবে লাল বা কটা চুল কালো হওয়া সময়সাপেক্ষ। এজন্য উপকার পেতে হলে নিয়মিত ভাবে কিছুদিন ব্যবহার করা দরকার।

এ ছাড়া চুল কালো করবার সহজ উপায় আছে কলপ ব্যবহার করা, কিন্তু তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

শ্রীশ্যাম বসাক
পরিচালক—রূপচর্য্যা
দীপালী]

(১৪)

বড়দিদির প্রতি

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা

মহাশয়া সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। গত ২রা ফাল্গুন ৭ম সংখ্যা দীপালীতে বড়দিদি যে বেরে টুপী (শিশু সাইজ) বুনবার নিয়মাবলী লিখেছেন, আমি সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলতে চাই। নিয়মাবলী দেখে টুপীটি বুনতে গেলাম, কিন্তু ১ম লাইন ও ৬ষ্ঠ লাইন কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। তিনি লিখেছেন (১ম লাইন) —"১ ঘর বাড়াইয়া ১ সোজা, ৯ সোজা এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত"। তার মানে ১ ঘর বাড়াইয়া একসঙ্গে ১০টি সোজা, তারপরে আবার ১ ঘর বাড়াইয়া দশটী সোজা এই ভাবে শেষ পর্য্যন্ত, না অন্য কিছু ? ৬ষ্ঠ :— "এইভাবে ১৪ ঘর সোজা পর্য্যন্ত বুনিবে, তাহা হইলে ১৭৬ ঘর হইবে।" এ লাইনটি মোটেই বুঝিতে পারি নাই। বড়দিদি যদি দয়া করিয়া এই দুটি লাইন পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেন, তবে ঐ টুপীটি শিখিতে পারি। ইতি—

বিনীতা—
শ্রীমতী শোভা দাসগুপ্তা
জয় মিত্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা

(১৫)

আমলকির মোরব্বা

শ্রদ্ধেয়া নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

"আমলকির মোরব্বা" প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে কোন ভগিনী যদি কিছু জানেন, তবে জানাইলে বাধিতা হইব। "মোরব্বা" প্রস্তুত করিবার প্রচলিত প্রথা অনুসারে "আমলকির মোরব্বা" তৈয়ার করিয়া তাহার কষায় ভাব দূর করিতে না পারায় এই পত্র লিখিলাম। ইতি—

শ্রীমতী রমলা দেবী
দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট।

আহরণী

বর্ষীয়সী মহিলার প্রশংসনীয় উদ্যম

রাজসাহী জেলার পতিসর গ্রাম-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত মোক্তার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চাকীর পত্নী শ্রীযুক্তা নীরদপ্রতিভা দেবী ৫৬ বৎসর বয়সে গত অতিরিক্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের গতানুগতিক আবেষ্টনীর মধ্যে গৃহস্থালী কার্য্য করিতে হইলেও জ্ঞানলিপ্সা প্রবল বলিয়া বার্দ্ধক্যের শিথিলতা ইঁহার বিদ্যানুরাগ ম্লান করিয়া ফেলে নাই।

নয় বৎসর বয়সে তিনি নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন এবং বার বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহিত জীবনে তিনি মহাভারতের পরীক্ষা দিয়া 'সরস্বতী' উপাধি লাভ করেন।

গৃহিনীজনসুলভ গৃহকার্য্য শেষ করিয়া এই মহিলা গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস ও সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া থাকেন। তিনি আই-এ পরীক্ষা দিবার আশা পোষণ করেন।

•

তিন সন্তানের জননীর অধ্যবসায়

উপর্য্যুপরি ছয়বার ব্যর্থকাম হইয়া সপ্তমবারের চেষ্টায় তিন সন্তানের জননী শ্রীমতী সতীপ্রভা বসু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিগত অতিরিক্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শিশু-পরিচর্য্যা

—শ্রীমতী উমা সিংহ

শিশুর চোখে প্রত্যহ কাজল দেওয়া উচিত। যিনি শিশুর চোখে কাজল দিবেন তিনি তাঁহার হাতের আঙ্গুলের নখ উত্তমরূপে কাটিয়া ফেলিবেন; এবং কাজল দেওয়ার পূর্ব্বে ভাল করিয়া হাত ধুইয়া খুব ধীরে ধীরে কাজল দিবেন। পরিস্কৃত পাত্রে খাঁটি গব্য ঘৃত দিয়া কাজল পাড়িবেন। লক্ষ্য রাখিবেন—যে পাত্রে কাজল পাড়িবেন তাহাতে যেন কোন প্রকার ধূলা, বালি না থাকে।

মধ্যে মধ্যে শিশুকে খাঁটি মধু খাওয়ান ভাল। খাঁটি মধু অনেক সময় পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। তাই বলিয়া কেহ যেন বাজারের গুড়মিশ্রিত মধু শিশুকে খাওয়াইবেন না। গুড়মিশ্রিত মধু খাওয়াইলে শিশুর পেটে কৃমি হইতে পারে।

প্রত্যহ শিশুকে পরিস্কার জলে স্নান করান উচিত। মনে রাখিবেন, এই সময় হইতে শিশুকে যেমনভাবে অভ্যস্ত করিবেন বড় বয়সে সেই অভ্যাসই তাহার থাকিয়া যাইবে। শিশু যাহাতে সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেক মেয়েরা কোন কিছু খাইতে খাইতে তাহার চর্ব্বিত কিয়দংশ শিশুর মুখে পুরিয়া দেন। ইহা ঠিক নহে। ইহাতে শিশুর মুখে নানারূপ পীড়া হইতে পারে। মাঝে মাঝে জননীগণ শিশুকে ধূলা, বালির উপর বসাইয়া খেলিতে দেন। সেই সময় শিশু যাহা পায় তাহাই মুখের মধ্যে পুরিয়া দেয়। হয়ত ধূলা, বালি কিংবা গোবর সে যাহা পায় তাহাই খাইয়া ফেলে। ইহাতে শিশুর পেটে নানারূপ পীড়া হইবার আশঙ্কা থাকিতে পারে। শিশু যাহাতে ধূলা ঘাঁটিতে না পায় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

সুস্থ ও সবল শিশু প্রায়ই নিদ্রা যাইয়া থাকে। শিশু যখন নিদ্রা যাইবে তখন কদাচ তাহাকে জাগাইবেন না। অনেক সময় শিশু অধিকক্ষণ ধরিয়া নিদ্রা যায়। স্নেহান্ধ মাতা মনে করেন যে হয়ত শিশুর ক্ষুধা পাইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি শিশুকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তোলেন। ইহা কিন্তু বিধেয় নহে।

শিশুর পরিধেয় বস্ত্র ও বিছানা যেন পরিস্কার ও বেশ আরামদায়ক হয়, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কোন কিছুতে শিশু যেন অসোয়াস্তি বোধ না করে। নিদ্রা যাইবার কালে যাহাতে শিশুকে মশা, মাছিতে বিরক্ত না করে সে দিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শিশু যখন নিদ্রা যাইবে তখন বিছানার উপর মশারী টাঙ্গাইয়া দিতে কখন কেহ যেন না ভুলেন। অনেক মেয়েরা শিশুর নিদ্রা যাইবার কালে তাহার সমস্ত অঙ্গ কাপড়ে অথবা কাঁথা দিয়া ঢাকিয়া দেন। ইহা কিন্তু আদৌ ঠিক নহে। নিদ্রা যাইবার কালে শিশু যাহাতে ভাল ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে ঘরে উপযুক্ত পরিমাণে আলো বাতাস খেলিতে পায় সেই ঘরেই শিশুকে রাখা বিধেয়। শিশুকে কদাচ অপরিস্কার ঘরের মেঝেতে অথবা উঠানে বা পথের উপর শয়ন করিতে অথবা হামাগুড়ি দিতে দিবেন না। কখনও বৃথা শিশুকে বিরক্ত করিবেন না ও রাগাইবেন না। যেমন ভাবে রাখিলে শিশু সর্ব্বদা বেশ স্ফূর্ত্তিতে থাকে সেইরূপ ভাবে রাখিবেন।

মাতা প্রত্যেক বার শিশুকে স্তনদুগ্ধ পান করাইবার পূর্ব্বে স্তনদ্বয় উত্তমরূপে সাবান দিয়া ধুইয়া লইবেন। এবং সোজা ভাবে বসিয়া বেশ প্রফুল্ল চিত্তে শিশুকে স্তনদুগ্ধ পান করাইবেন। কখনও রাগান্বিত চিত্তে অথবা বিরক্তিভরা মন লইয়া শিশুকে স্তনদুগ্ধ পান করাইবেন না। মনে রাখিবেন শুধু 'শিশুর মা' হইলেই হইবে না। শিশুর প্রতি মায়ের কঠিন কর্ত্তব্য নিহিত রহিয়াছে। মা'ই শিশুকে সুস্থ সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবেন। এই সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মায়েরা শিশু-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবেন। মা যেমন ভাবে শিশুকে চালাইবেন তেমন ভাবেই শিশু চলিবে। মা'ই শিশুর জীবন-নদের কর্ণধার। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, সুসন্তানের জননী হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সুমাতা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন।

শ্রীশ্রী৺চণ্ডীমাতার আশীর্ব্বাদ

ত্রিশক্তি কবচ

গভর্ণমেণ্ট রেজিঃ

ইহা ধারণে সকল কর্ম্মে জয়লাভ, সৌভাগ্য-লাভ, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ, গ্রহদোষ হইতে শান্তি লাভ, কার্য্যসিদ্ধি এবং যে কোনও জটিল, গোপনীয় ও দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে চিরদিনের জন্য নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবেন। এই কবচ অদ্ভুত শক্তিশালী, বহু পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। কিরূপ ধারণ করিবেন, তাহা জানাইবেন। মূল্য—৫৲। বিফলে মূল্য ফেরৎ দিতে প্রস্তুত আছি। ঠিকুজী, কোষ্ঠী, হাতদেখা ও প্রশ্ন গণনার পারিশ্রমিক মাত্র ২৲ টাকা।

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত
শ্রীপ্রবোধকুমার গোস্বামী
'গোস্বামী লজ' বালী, (হাওড়া)
ফোন• হাওড়া ৭০৫

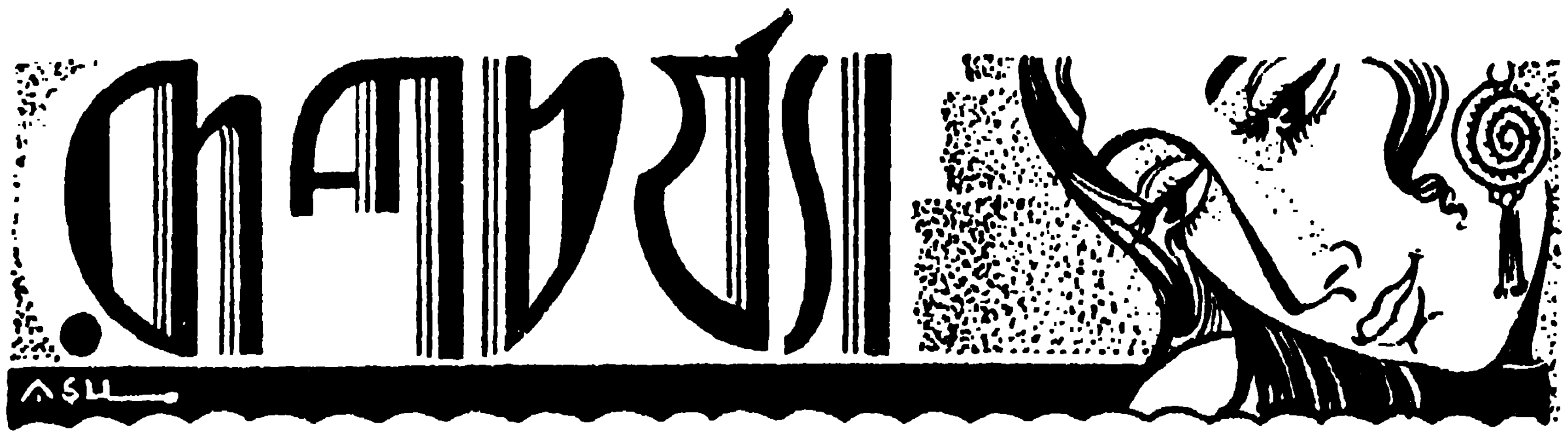

অঙ্গরাগ-নির্ব্বাচন

—শ্রীশ্যাম বসাক

রূপচর্য্যায় সফলতা লাভের জন্য অঙ্গ-রাগের প্রয়োগ-নিপুণতার সঙ্গে সুনির্ব্বাচনেরও যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। কারণ অঙ্গরাগের প্রয়োগ-পদ্ধতি আয়ত্ত করার পরেও সুনির্ব্বাচনের অভাবে সম্পূর্ণ ভাবে সফলকাম হওয়া যায় না।

অঙ্গরাগ নির্ব্বাচন করা একটা সমস্যা-জনক ব্যাপার। সমস্যাজনক ব্যাপার বললাম এই কারণে যে, বাজারে সাধারণতঃ যে সকল অঙ্গরাগ পাওয়া যায়, তার প্রত্যেকটি প্রত্যেকের পক্ষে উপযোগী নয়। একের উপযোগী অঙ্গরাগ অন্যের উপযোগী হলেও, সকলের উপযোগী হয় না। কারণ সকলের গাত্র-চর্ম্মের বর্ণ ও অবস্থা সমান নয়। সুতরাং যেটা একজনের পক্ষে বিশেষ ভাবে উপযোগী, অপরের পক্ষে সেইটাই অনুপযোগী। গায়ের রং বলতে কেবল কালো বা ফরসাকেই বোঝায় না। গায়ের রংয়েরও পার্থক্য আছে। একটু লক্ষ্য করলেই হলদে, সাদা, লালচে, তামাটে, গোলাপী প্রভৃতি নানা প্রকারের গায়ের রং দেখা যায়। রং ছাড়াও আর একটি দিক আছে—সেটা হচ্ছে গাত্র-চর্ম্মের অবস্থা। তেলা, খসখসে প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন প্রকারের গাত্র-চর্ম্ম দেখা যায়। অঙ্গরাগ-নির্ব্বাচনের সময় এগুলির দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার।

সাধারণতঃ বাজারে যে সকল অঙ্গরাগ পাওয়া যায়, তার প্রত্যেকটিই যে ভাল, এমন কোন কথা নাই। তার মধ্যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর দ্রব্যাদিও যথেষ্ট আছে। এগুলি ব্যবহার করায় সুফল অপেক্ষা কুফলই পাওয়া যায় বেশী। এমনও দেখা গেছে যে, নিকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত অঙ্গরাগ ব্যবহারের ফলে অনেকে বিবিধ চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। নিকৃষ্ট শ্রেণীর দ্রব্যাদি ব্যবহার করার চেয়ে মোটেই ব্যবহার না করা আরও ভাল। তাতে ঘরের পয়সা দিয়ে বাইরে থেকে রোগ কিনে আনতে হয় না।

অঙ্গরাগ-নির্ব্বাচনের সময় সাধারণ ভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমতঃ দেখা দরকার, দ্রব্যগুলি সুনির্ব্বাচিত উপাদানে তৈরী কি না। দ্বিতীয়তঃ দেখা দরকার, প্রস্তুতকারীগণ প্রস্তুত-বিদ্যায় কিরূপ পারদর্শী। কেন না অনেক সময় প্রস্তুত-নিপুণতার অভাবে দ্রব্যাদির উপকারিতার যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। তৃতীয়তঃ দেখা উচিত এবং এইটির প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার—জিনিষগুলি যিনি ব্যবহার করবেন, তাঁর অঙ্গের সম্পূর্ণ উপযোগী কি না।

এ ছাড়া অঙ্গরাগ-নির্ব্বাচনের আরও অনেক নিয়ম আছে। তার মধ্যে থেকে মোটামুটি ভাবে কয়েকটি জিনিষের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্।

আমাদের দেশে রূপচর্য্যার জন্য প্রধানতঃ সাবান, পাউডার, গন্ধ-তেল, ক্রিম প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রুজ্, লিপষ্টিক, আইল্যাস্, আইস্যাডো, নেল্ পলিস প্রভৃতির ব্যবহার একেবারে অচল না হলেও, খুবই কম হয়। যদিও রূপচর্য্যায় এগুলি ব্যবহারের সার্থকতা আছে।

প্রথমে সাবানের কথাই ধরা যাক্। গায়ের চামড়া তেলা বা খসখসে যেমনই হক্ না, অত্যধিক ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহারে গায়ের চামড়া বিকৃত হয়ে নানা চর্ম্মরোগ দেখা দিতে পারে। যে সাবানে ক্ষারের ভাগ কম, সেই সাবানই ব্যবহার করা সাধারণ ভাবে প্রশস্ত। তবে যেখানে চর্ম্মরোগ বা অন্য কোন উপসর্গাদি দেখা যায়, সেখানে ওষুধযুক্ত সাবান ব্যবহার করাই ভাল।

ক্রিম অনেক রকমের আছে। কোনটি অঙ্গরাগ ব্যবহারের পূর্ব্বে, কোনটি পরে, কোনটি বা সাধারণ ভাবে গাত্র-চর্ম্মকে মসৃণ রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া তেলা বা খসখসে চামড়ার উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ক্রিমও পাওয়া যায়। গাত্র-ত্বকের অবস্থা ও প্রয়োজনানুযায়ী ক্রিম ব্যবহার করাই হচ্ছে প্রশস্ত। ইচ্ছামত যে কোন ক্রিম ব্যবহার করা ঠিক নয়। যেহেতু বিভিন্ন প্রকার ক্রিমের উপাদানে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সেজন্য যে উদ্দেশ্যে যে ক্রিম প্রস্তুত করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যে সেই ক্রিমটি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।

পাউডার সাধারণতঃ দু'রকমের দেখা যায়,

একটি গায়ের ও অপরটি মুখের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহার করা হয়। গায়ে মাখা পাউডার সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালেই বেশী ব্যবহৃত হয়। এর জন্য বিশেষ কোন নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজন হয় না। কেবল মাত্র জিনিষটা ভাল হলেই হল। কিন্তু মুখে মাখা পাউডার নির্ব্বাচনের সময় সতর্ক হওয়া দরকার। কেন না মুখে ব্যবহার্য্য পাউডার বিভিন্ন রকমের আছে। মুখের রংয়ের সঙ্গে যাতে পাউডার-রংয়ের সামঞ্জস্য ঘটে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। পাউডারের যে রংটী যাঁর মুখের পক্ষে উপযোগী, সেইটিই তাঁর নির্ব্বাচিত পাউডার হওয়া উচিত।

গন্ধতেল সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, চুলের প্রকৃতি, অবস্থা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে গন্ধতেল নির্ব্বাচন করা উচিত। চুলের প্রকৃতি ও স্বাস্থ্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী গন্ধতেল ব্যবহার করার সার্থকতা আছে। নির্ব্বিচারে যে কোন তেল অথবা যে তেলের কোন পরিচয় জানা নাই, তা ব্যবহার করা অনুচিত।

রুজ্, লিপ্ ষ্টিক প্রভৃতি নির্ব্বাচনের সময় পাউডারের মত দেহের বর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ব্বাচন করা দরকার।

দেহ-বর্ণের উপযোগী অঙ্গরাগ নির্ব্বাচন করার সহজ এবং সাধারণ উপায় হচ্ছে—দেহের রংয়ের সঙ্গে খাপ্ খায় এই রকম রুজ্, পাউডার, লিপষ্টিক্ প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিষ দু'তিন রকমের নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে প্রয়োগ করে দেখতে হয়। যেটি দেহের বর্ণের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে মিশে গিয়ে দেহের স্বাভাবিক বর্ণকে আরও লাবণ্যময় করে তোলে—সেইটিই হবে নির্ব্বাচিত অঙ্গরাগ।

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"

৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন :— প্রিয়কুটীর, সুন্দাদিল, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)।

নারী-নিগ্রহ

(২৫)

মুলতান

গত ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি জনৈক মিলিটারি সার্জ্জেন্টের স্ত্রী বাজার করিতে মুলতান বাজারে আসিয়াছিলেন। হঠাৎ জনৈক মুসলমান্ তাঁহাকে খুন করিতে উদ্যত হওয়ায়, একজন শিখ কনেষ্টবল্ এই ইয়ুরোপীয় মহিলাকে রক্ষা করে। সৌভাগ্য-ক্রমে মহিলাটির কোনও অনিষ্ট হয় নাই।

(২৬)

আলিপুর

কর্পোরেশন ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী চারুহাসিনী দাস তাঁহার স্বামী শ্রীরাসবিহারী দাসের নিকট হইতে স্বতন্ত্র বাস করিতে দরখাস্ত করেন এবং আলিপুর দায়রা জজ মহোদয় তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রকাশ, শ্রীমতী দাস বলেন যে তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। ইঁহারা গত ১৯৩৭ সালে বিবাহ রেজিষ্ট্রার আফিসে বিবাহিত হন ও ইঁহাদের একটি সন্তানও হইয়াছে। জজ্ মহোদয় সন্তানের ভরণপোষণের জন্য স্বামীকে মাসিক ৫৲ করিয়া ভাতা দিবারও আদেশ দিয়াছেন।

(২৭)

কাটোয়া (বর্দ্ধমান)

জাহেরা বিবি নাম্নী জনৈকা রমণী তানিয়া খাতুন নাম্নী একজন বিবাহিতা বালিকাকে কাটোয়া নিবাসী তাহার স্বামীর নিকট হইতে ফুস্‌লাইয়া লইয়া আসার অপরাধে অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। মামলা বিচারাধীন।

(২৮)

বারুইপুর (২৪ পরগণা)

উক্ত গ্রামের সীতানাথ মণ্ডল জনৈকা অমুনা দাসী নাম্নী এক রমণীর সাহায্যে স্থানীয় শ্রীচরণ বৈরাগীর চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া পত্নী ঘেঁটুবালাকে অসদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অপহরণ করার অপরাধে আলিপুর আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, গত সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীচরণের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে আসামী দুইজন ঘেঁটুবালাকে প্রলুব্ধ করিয়া কালীঘাটের নাম করিয়া হাওড়া লইয়া আসে। ঘেঁটুকে আসিবার সময় তাহার নগদ ১০০ টাকা ও গহনাপত্রগুলিও সঙ্গে লইতে বাধ্য করে।

(২৯)

তমলুক (মেদিনীপুর)

পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত মাহার গ্রামের গোবর্দ্ধন দাসের বিবাহিতা কন্যা সুভদ্রা দাসীকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া তাহাকে এক স্থানে আটক রাখার অপরাধে সামসুদ্দীন ও আরও ৭ জন মুসলমানকে অভিযুক্ত করা হয়। প্রকাশ, এখানে দুর্ব্বৃত্তগণ উক্ত বালিকাকে জোর পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া, আসামীদের কোনও একজনকে নিকা করিতে বলে কিন্তু সে তাহাতে অস্বীকৃত হয় এবং একদিন কোনও সুযোগে পলাইয়া আসিয়া পুলিশে খবর দেয়। আসামীরা প্রথমটা গা ঢাকা দেয়, পরে সকলেই ধরা পড়িয়াছে এবং বিচার চলিতেছে। কলিকাতার মাতৃসদন এ মোকদ্দমার তদারক করিতেছে।

বিনামূল্যে জীবনে সুখী ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও নারীর অবশ্য পাঠ্যপুস্তক
২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গল্প

প্রতীক্ষায়

—শ্রীইলা দেবী

সাত্যকি বারান্দায় আরামচেয়ারে বসে দূরে দৃষ্টি মেলে চেয়ে ছিল। পরিপক্ক ধানে ভরা ক্ষেতের শ্যাম স্বর্ণাভ রং, অনেক দূরে ধান ক্ষেতের পারে কংশাবতী নদীর ক্ষীণ ধারাটি চলেছে এঁকে বেঁকে—অভ্রভরা সাদা বালি সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করে। হাটের দিনে মেয়েরা দূরের গ্রাম থেকে শাকসব্‌জির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে হেঁটে নদী পেরিয়ে যায়—শিশুর দল জলে ঝাঁপায়—রাখাল ছেলে সন্ধ্যে বেলা গরুর পালকে এনে জল খাওয়ায়। দূরে দিগন্তে চক্রপুরা পাহাড়ের আড়ালে দিনান্তের রক্তসূর্য্য একটু একটু করে অস্ত যায়—স্বচ্ছ ধূসর আকাশ তরল রক্তিম হয়ে ওঠে। নদীর জল গোলাপি রূপালিতে মাখামাখি হয়ে যায়—রুক্ষ প্রান্তরের পলাশ বনের অন্তরালে শুক্লা তিথির শুভ্র চাঁদ স্বপ্নের মত ধীরে জেগে ওঠে।

অসুখের পর সাত্যকি এখানে এসেছে বিশ্রামে। ডাক্তার বলেছেন—কেবল বিশ্রাম—দেহের ও মনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। এখানে বাজারের বাহুল্য নেই, লোকজনের ভিড় নেই—মন্দচ্ছন্দ জীবন-স্রোতের এ দেশ। বিকেলের দিকে গুলিখোরের নেশার মত সাত্যকির মনটা টেনিস্ খেলার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে।—সন্ধ্যায় ক্লাবে বা কারোর বাড়ী যেয়ে দুটো সরস গল্প শোনা।—সাঁওতালি গ্রামের পরিচ্ছন্ন কুটিরগুলির দিকে সে হতাশ হয়ে চেয়ে হাই তোলে বসে বসে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত গভীর হয়ে ওঠে—জ্যোৎস্নাহসিত নিশীথিনী নেশার মত আচ্ছন্ন করে পৃথিবীকে—প্রাচুর্য্যে প্রায় প্রখর অদ্ভুত এ জ্যোৎস্না—নাগরিক সাত্যকি বিহ্বল হয়ে বসে থাকে। সীমাহীন সৌন্দর্য্যের স্রোতে সাত্যকির মন কখন খসা ফুলের মত ভেসে চলে—রোগক্লিষ্ট দেহমন প্রকৃতির নিঃশব্দ সুন্দর পরিচর্য্যায় প্রাণশক্তিতে পুনর্ব্বার একটু একটু করে অভিষিক্ত হতে থাকে।

কত রাত তখন কে জানে! একটা করুণ কান্নার উচ্চ শব্দে সাত্যকি চম্‌কে তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে—এ কি বিশ্রী কাণ্ড রে বাবা—কেউ খুন হল নাকি! এ তেপান্তরের মাঠে সবই সম্ভব—সাধে লোকে সহরে থাকে! সাত্যকির হাঁকাহাঁকিতে ভৃত্য ভজা গাঁজার কল্‌কেটি অতি অনিচ্ছায় পরিত্যাগ করে লাল চোখে এসে দাঁড়াল। সাত্যকি বল্লে, "শিগ্‌গির যা ত'—দেখে আয় কে কাঁদছে অমন করে।"

সাত্যকির ব্যস্ততা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে উদাসীন ভাবে ভজা বল্লে, "ও সব সাঁওতাল ধাঙ্গড়—ওরা পচুই খায়। ওদের ভেতর কি ভদ্দরলোকে যায়?" সাত্যকি রেগে বল্লে, "যা যা, ব্যাটা ভারি ভদ্দর হয়েছেন, তোর যদি অত ভয় তবে মালিকে ডাক্—সে দেখে আসুক।"

ভজা তৎক্ষণাৎ তৎপরতার সঙ্গে সাত্যকির সামনে থেকে প্রস্থান করে স্বস্থানে এসে গাঁজায় মন দিলে।

চাঁদ আকাশের মাঝখানে উঠে এল। চন্দনের ফোঁটার মত কয়েকটি তারা চিক্‌চিক্ করছে। লেবু ঘাসের ঘন ঝোপে জোনাকি ঝিকমিক করে—শেফালির অর্দ্ধস্ফুট কুঁড়িগুলি একটি একটি করে ফুটে ওঠে। সারি দেওয়া ইন্দ্রজবা গাছের দীর্ঘবৃন্ত সুগন্ধ সাদা ফুল অভ্রচূর্ণ মেশা মাটিতে টুপটাপ করে খসে খসে পড়তে লাগল—গাছের পায়ে পায়ে ছায়াগুলি স্থির হয়ে পড়ে রইল—নিশুতি রাতের নীরবতায় ঝিঁঝিঁর ঝমঝমানি—নিরালায় যেন জ্যোৎস্না পরীর পায়ের নূপুরের ঝুমঝুম ধ্বনি। কাছে দূরে অনেকক্ষণ ঘুরে কান্না থেমে গেল। সাত্যকি অবশেষে শুতে গেল।

অনেক ভোরে উঠেই সাত্যকি তাড়াতাড়ি বাগানে বেরিয়ে এল।—কী স্নিগ্ধ সকালটা—সাত্যকি দীর্ঘ একটা নিশ্বাস টেনে নিলে—সকালের হাওয়া শিশিরে ভারি হয়ে রয়েছে। সবুজ ঘাস শিশিরে সাদা হয়ে উঠেছে—শেফালিতলায় সিক্ত ঝরা ফুলের মিষ্টি গন্ধ—লেবুঘাসের সরু পাতায় জড়ান মাকড়সার জালে শিশিরের ফোঁটা হীরের হারের মত জ্বলছে। প্রাচীন চামেলীর ঝাড়ে ঘন গন্ধ ফুলগুলি রাত্রি-শেষের তারার মত উদাস করুণ। স্ফটিক পাত্রের মত স্বচ্ছ আকাশে তরল রক্ত-রং টলমল করছে—পশ্চিম কোণে অস্তমিত চাঁদ তুষারের মত নিস্প্রভ সাদা। উন্নত ইন্দ্রজবার পুষ্পশীর্ষে কাঁচা সোনার মত রোদ পড়েছে একটু। বাদাম গাছের তলায় কাঠবেড়ালিদের বেজায় ব্যস্ত ভাব—কয়েক ঝাক চড়ুই পেয়ারা গাছে মহা চেঁচামিচি জুড়ে দিয়েছে। মালি কপিচারায় জল

বিনামূল্যে

গভর্ণমেণ্ট রেজেষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

দিচ্ছিল। তাকে দেখে সাত্যকির কালকে রাতের কান্নার কথা মনে পড়ল। এগিয়ে এসে বল্লে "কোথায় ছিলে বাপু রাত্তিরে—ভজা তোমায় খুঁজে পেল না? কালকে রাত্তিরে একটা কান্না শুনেছিলে—কে কাঁদছিল অমন ক'রে?"

মালি জল ঢালতে ঢালতে বল্লে "ও একটা ম্যায়া বটে—উয়ার ছেলা চলে গেছেক, তাই রোজেই কাঁদে।"

এরকম কান্নার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে সাত্যকি বল্লে "তা ওর ছেলে আসবে কবে? রোজ ওরকম করে কাঁদবে নাকি—এ ত' বড় উৎপাত দেখছি।"

মালি নিরুদ্বিগ্নভাবে বল্লে "উয়ার ছেলে আর আসবেক না, পরীতে লিয়ে গেছে।"

"পরীতে নিয়ে গেছে—সে কি রে?"

মালি গল্প বলার এমন সুযোগ পেয়ে ঝারি নামিয়ে রেখে মাথার গামছা খুলে হাত মুছতে মুছতে বাগিয়ে গল্প আরম্ভ করল।

ওই যে দেখা যায় বড়বড় কতগুলি গাছের তলায় পাখীর নীড়ের মত পরিচ্ছন্ন কুটিরগুলি—ওই যে রাঘবপুর গ্রাম, ওই গ্রামে ছিল ভগটু মাঝির ঘর। অনেক তার ক্ষেত, গরু কাড়া ছাগল মুরগি হাঁস—ভগটু মাঝির মত অবস্থাপন্ন কেউ ছিল না আর সেখানে। তার একটি ছেলে রুপো—ভারি জোয়ান, মস্ত লম্বা, মস্ত চওড়া বুক, গায়েও খুব জোর। রুপো যত বেশী মাটি কোপাতে পারত, ভারী ভারী বোঝা বইতে কাঠ কাটতে পারত—তেমন দশখানা গ্রামে আর কেউ পারে নাই, ছেলে নয়ত অসুর যেন। সেই রুপোর বিয়ে—মহা ধুমধাম—কত দূরের গ্রাম থেকে সব জ্ঞাতি-কুটুম এসেছে—মেয়েরা হাড়ি হাড়ি পচুই তৈরী করে রেখেছে—ঢাকীরা দিনরাত ঢকাঢক ঢাক পেটাচ্ছে, গ্রামে তার কাক চিল পড়তে পায় না। মোটা লাল চালের সুমিষ্ট অন্ন রোজ রান্না হচ্ছে স্তূপাকৃতি ক'রে। বার চোদ্দটি পাঁঠা, বিশ ত্রিশটি মুরগি বলি হবে, তাদের আলাদা করে রাখা হয়েছে। এত সব উৎসবের নায়ক যে রুপো, তারও সাজসজ্জার অভাব নেই—লাল পাড় হলুদ-ছোপান কাপড় পরণে, হাতে হলুদে সুতো বাঁধা, মাথার চুল তেলে জ্যাবজ্যাব করছে—কানে সর্ব্বদাই দুটো জবা বা কল্কে ফুল গোঁজা। তার ক'নের বয়েস যদিও দশ বছর, কিন্তু শুনেছে তার চোখ দুটি টানা টানা আর রংটি নাকি কাচা হলুদ বর্ণ। মনে হলেই রুপোর ওষ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে হাসি জেগে উঠছে।

বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যেবেলা ভগটু মাঝির বাড়ীতে খুব হৈ চৈ হচ্ছে। একদল কাটি নাচওয়ালা এসেছে—ছেলেবুড়ো সবাই ভিড় করে নাচ দেখছে। এমন সময় খবর এল রুপোর মাসী বিয়ে বাড়ীতে এসেছে—তার বুড়ো স্বামীর হঠাৎ খুব অসুখ করেছে, এখুনি তাকে ফিরে যেতে হবে। এ দুঃসংবাদে ব্যস্ত হয়ে উঠল—মাসী যায় কি করে! পাঁচ ছ' ক্রোশ দূরে তাদের গ্রাম, রাত্তির বেলা একলা স্ত্রীলোক কি করে যাবে—তার ওপর নদীর ধারের শ্মশানের পাশ দিয়ে পথ। রুপোর মাসি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল "হেই বাবা—সে আমি একা যেতে লারব।" বিয়েবাড়ীর আমোদ ছেড়ে এখন অতদূর হাঁটতে যেতে কারোর ইচ্ছে নেই—সকলেই একটা করে ওজর করে—অগত্যা রুপোকে মাসীর সঙ্গে যেতে হল। রুপোর মা সুখী প্রথমে কিছুতেই তাকে যেতে দেবে না—কাল ওর বিয়ে, আজ রাত্তিরে ও কি করে যাবে! রুপো শুনলে না—এমন জোয়ান সে—সারা গ্রামে তার নাম—তারি ত' পাঁচ ছ' ক্রোশ পথ—এই সবে সন্ধ্যে হয়েছে ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত—পা চালিয়ে যাবে, মাঝরাত্তিরের আগেই ফিরে আসবে। রুপো মাসীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

অনেক রাতেও যখন রুপো ফিরল না

তখন সুখী ব্যস্ত হয়ে সকলকে জিজ্ঞেস করতে লাগল। সকলে তাকে বোঝালে 'বোধ হয় মাসী তাকে রাত্তিরে আসতে দ্যায় নি—কাল সকালে আসবে।' পরের দিন বেলা বেড়ে চল—রূপো এল না। মাসীর বাড়ী লোক ছুটল তাকে ডাকতে। সুখীর সারাদিনটা ঘর আর বার করে কাট্‌ল। সন্ধ্যেবেলা লোক ফিরে এসে জানালে যে মাসীর বাড়ীতে সে নেই। মাসী বলেছে তাকে পৌছে দিয়েই রূপো বেরিয়ে গেছে বাড়ীর পথে—পাছে বাড়ী পৌছতে দেরী হয় বলে—সেখানে বসে ভাল করে একটু বিশ্রামও করেনি। কোথায় গেল তবে?... বিয়ে বাড়ীর আনন্দমুখরতা সহসা সমস্ত স্তব্ধ হয়ে গেল......সুখী কেঁদে উঠল—পাড়াশুদ্ধ সকলের ভীত গম্ভীর মুখ দেখে ছোট ছেলেগুলো পর্য্যন্ত অজানা ভয়ে চুপ করে নিঃশব্দ হয়ে রইল।

সেই রাতেই পাড়ার সকলে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল—ধানের ক্ষেতে, নদীর ধারে, শুকনো মাঠে দু'খানি গ্রামের মাঝে সবটুকু জায়গা তারা তন্ন তন্ন করে রূপোকে খুঁজে বেড়াল। চাঁদিনী রাতের তীব্র শুভ্রতায় তাদের বাতিগুলি জোনাকির মত জ্বলতে লাগল মাঠে ঘাটে।

কিন্তু কোথায় রূপো!—কোনোখানে তার কোন চিহ্নও নেই। গেল কোথায় সে—নদীতে ডুবে গেল? ধূ ধূ মাঠে পথ হারিয়ে ফেরে? চক্রপুরা পাহাড় থেকে বাঘ বেরিয়ে ধরে নিয়ে গেল? কিন্তু নদীতে এখন ত' হাঁটু জলও নেই—এ সময় কখন বাঘও আসে না—মাঠে যে দিকেই যাক্—দিনের বেলা কি সে পথ চিনে নিয়ে ফিরবে না? রূপোর বুড়ো বাপ সমস্ত দিন ধরে খুঁজে খুঁজে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল—কাছাকাছি ক'খানা গ্রামের লোক সবাই খুঁজতে লাগল—কোথাও কোনো সন্ধান মিলল না।

একটি একটি করে পনর কুড়ি দিন কেটে গেল। সেদিন সবে সকাল হচ্ছে। ভোরের আকাশে একটি তারা তখনও টিপটিপ করছে। চক্রপুরা পাহাড়ের নীলোন্নত চূড়ায় রক্তমেঘের ছিন্ন পুঞ্জ নীলকণ্ঠের কণ্ঠে পদ্মমালার মত দুলছে। সুখী বিনিদ্র চোখে বসে ছিল সারা রাত। ভোর হতে কলসী মাথায় নিয়ে নদীতে জল আনতে চল্ল। নদীর পারে বালির ধারে চাষীদের ফুটি তরমুজের ক্ষেত—সরু রাঙা পথখানি তার মাঝেতে বেঁকে গেছে। চলতে চলতে সুখী হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল।—বালিতে ঘাড় গুঁজে কি একটা পড়ে রয়েছে—মানুষের মত না? "কে বটে গো—" বলে এগিয়ে যেয়েই সুখী চীৎকার করে উঠল—মাথার কলসীটা পড়ে যেয়ে শতখণ্ড ভেঙ্গে গেল!

সুখীর চীৎকারে গ্রাম থেকে লোকজন বেরিয়ে ধরাধরি করে রূপোকে তুলে নিয়ে এল। তার পরণে তখনও সেই হলদে কাপড়—কাদায় ধুলোয় নোংরা হয়ে ছিঁড়ে গেছে—গা-ময় কাদা—চুলে ধুলো মাখামাখি হয়ে জট পাকিয়ে গেছে—হাতে সেই হলদে সুতো কালো হয়ে এখনও বাঁধা রয়েছে। বাড়ী নিয়ে যেয়ে মুখে চোখে জল দিতে দিতে অনেকক্ষণ পরে রূপো চোখ খুলে চাইল। সকলের শত প্রশ্নে কিছুই বলতে পারে না, শুধু দৃষ্টিহীনের মত একদিকে চেয়ে থাকে। পাঁচজনে বল্লে 'ওকে এখন কিছু বোলো না—ভাল করে ঘুমিয়ে ঠাণ্ডা হতে দাও।'

সুখী তার গা হাত মুছিয়ে দিলে, ধুলো কাদা পরিষ্কার করে মাথার জট ছাড়িয়ে দিলে। কাপড়খানা বদলে পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে দিতে যেয়ে দ্যাখে সেটার খুঁটে কি সব বাঁধা রয়েছে। সুখী খুলে দ্যাখে কিসের বিচী না ছাল কি কতগুলো—এসব তারা চোখেও কখন দ্যাখে নি। গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়ল দেখতে কিসের বিচী—কোন গাছের পাতা। সাত্যকির মালির ডাক পড়ল—সে হল বাবুদের কুঠির চাকর—বাবুদের বাড়ীতে কত জিনিষ দেখেছে—একবার নাকি কলকাতাও গেছে—গ্রামের

মধ্যে সেই সব থেকে sophisticated ব্যক্তি। মালি দেখলে সেগুলো এলাচ আর দারচিনির ছাল—তবে শুকনো কালো ত' নয়,—কাঁচা, কেমন রক্তাভ সবুজ রং—আর পাতাগুলোয় কি ভুরভুরে গন্ধ! মালি সে সব ছাখেনি কখন—দেখলে চিনতে পারত দারচিনি আর চন্দন গাছের কাঁচা পাতা। তা সে সব রূপোর কাছে এল কোন কৌশলে? চক্রপুরা পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট এই রাঘবপুর গ্রামের কোনোখানে এ মশলার কোনো চিহ্নও কেউ কোনোদিন ছাখে নি। গল্পে তারা শুনেছিল সাত সমুদ্র পারে কোন শ্যাম শৈলদ্বীপে, উত্তরে বহুদূরে কোথায় কোন হিমে-জমা পাহাড়ের জঙ্গলে মশলা মেওয়ার গাছ জন্মায়—যে সব দেশের অভিযানে যায় রাজপুত্র হাড়ের পাহাড় কড়ির পাহাড় পেরিয়ে অশ্বক্ষুরে আগুন ঠিকরে,—রাঘবপুরে মাটির ঘরে মহুয়া ফুলের তেলের প্রদীপের স্তিমিত আলোকে লোকে বসে বসে শোনে মণিদীপ্ত-কক্ষে শায়িতা কেশবতী কন্যার কাহিনী। কিন্তু সে সব এই কংসাবতীর কূলে ফুটি তরমুজের ক্ষেতে রূপোর কাপড়ের খুঁটে কে বেঁধে দিলে?

রূপো কিছুই ভাল বল্‌তে পারে না। অনেক ভেবে এক একবার বলে, কে তাকে ডাকছিল, কে তাকে কোথায় নিয়ে গেছল। গ্রামশুদ্ধ সকলে বলে—'কে ডেকেছিল, কোথায় নিয়ে গেছল—কি করে লুকিয়ে ছিলে—কি খেয়ে ছিলে—এসব কোথায় পেলে—কি করে ফিরে এলে'—রূপো কোনো কথা বলে না।—রৌদ্রচ্ছুসিত সারা দিনটি ধরে রক্তরেখার মত রাঙা পথের পানে চেয়ে সে চুপ করে বসে থাকে—ভাল করে খায় না দায় না—কোথাও যায় না—শুধু সেই দিকে চেয়ে বসে থাকে—স্বচ্ছ তিমির কৃষ্ণপক্ষের রাতে তারার আলোর সেই দিকে চেয়ে চেয়ে কাটিয়ে দেয়। গ্রামবৃদ্ধরা অনেক ভাবনা চিন্তা করে করে স্থির করল যে, ওকে কোন পরীতে কোথাও নিয়ে গেছল। তাগা মাদুলি কবচে সুখী রূপোকে প্রায় ঢেকে দিলে। ওঝা এসে রোজ কত ঝাড়ফুঁক লাগিয়ে দিলে।

চৈত্র জ্যোৎস্না রাত। দূরে প্রান্তরে মহুয়ার ফুল ফুটে উগ্র গন্ধ বেরিয়েছে। ভিন্ন গ্রাম হতে মাদলের মন্দমৃদু ধ্বনি আসছে। চক্রপুরার কঠিন নীল চূড়াগুলি গাঢ় জ্যোৎস্নায় গলে অস্পষ্ট ধূসর হয়ে গেছে। সরু নদী রূপোর রেখার মত বেঁকে রয়েছে। রূপো অস্থির হয়ে উঠল।—কে তাকে ডাকছে—কতদিন ধরে কেবলই ডাকছে। ওই নদীর ক্ষীণ বক্ররেখায়—স্তব্ধ প্রান্তরের গম্ভীর নিঃসীমতায়— জ্যোৎস্না-আবিল আকাশের আকুলতায় কার আহ্বান ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। শস্যরিক্ত মাঠ দিয়ে, নদীর রাঙা পথ বেয়ে, জনহীন প্রান্তরের প্রস্ফুটিত গাছের তলে তলে—চক্রপুরা পাহাড়ের অরণ্যঘন গহন অন্তরে কে চলেছে তাকে ডাক দিয়ে দিয়ে। রূপো মনে মনে ছটফট করতে লাগল।…

রাত গভীর হল। গ্রামখানি বৃক্ষতলে সুপ্ত পাখীর মত নিস্তব্ধ হয়ে রইল। শুক্ল মধ্য রাত্রে রূপো আস্তে আস্তে দুয়ার খুলে বেরিয়ে এল। পরিচ্ছন্ন অঙ্গনের প্রান্তে পুষ্পঝরানো প্রাচীন গোলঞ্চ গাছটির কাছে দাঁড়িয়ে সে তারা-ভরা আকাশের পানে চাইলে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় দিনের আলো ভ্রমে একটি দিশাহারা বক ব্যগ্র আহ্বানে সঙ্গীকে ডাক দিয়ে দিয়ে মৌন রাত্রির গাম্ভীর্য্যে হারিয়ে গেল।

রূপো ত্বরিত পদে ঘর ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে মাঠে নেমে এল—নদীর সাদা বালির কূলের রাঙা পথ ধরে সে চল—ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে উদাস প্রান্তরের মাঝ দিয়ে ঝরা মহুয়া ফুল দলিত করে চক্রপুরার রহস্য অন্ধকার অরণ্যের পানে চলে গেল—আর কোনো দিন ফিরে এল না।……

বহু দিন কেটে গেছে। রূপোর বাপ কবে মরে গেছে। তাদের ঘর ধ্বসে পড়েছে—গরু মহিষ হাঁস মুরগি আর নেই—ক্ষেত সব আগাছায় ভরা। শুধু রূপোর বুড়ো মা এখনও প্রতিদিন ছেলের অপেক্ষায় ভাঙা কুটিরের দুয়ারে বসে বাহিরে পথের পানে চেয়ে থাকে। বৈশাখের দিনে গ্রীষ্মের জ্বলন্ত জিহ্বা পৃথিবীর সমস্ত সবুজকে চেটে নেয়।—শূন্য নদীর বুকে সাদা বালি সাদা কঙ্কালের মত জ্বলতে থাকে—আতপ্ত প্রান্তরের ওপর দিয়ে আগুন হাওয়া উদ্দাম বেগে ধূলো উড়িয়ে ওড়ে। অগ্নিলীলায় অচেতন পৃথিবী রৌদ্রময়ী রাত্রির মত শুষ্ক নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে। রূপোর মা জীর্ণ দুয়ারের বাইরে একলা বসে অপেক্ষা করে।……

শিউলি ঝরিয়ে শীত আসে। রৌদ্রমধুর মধ্যাহ্নে শালিক কলরব করে, কাঠবেড়ালির দল বাদাম গাছে ওঠে নামে—শীতের হাওয়া সারা দুপুর ধরে শিমুল শাখায় অলস মর্ম্মরধ্বনি জাগায়। নীলকান্তমণি-নিভ দীপ্ত ঘন নীল আকাশ—তার তলায় চক্রপুরার চূড়ার স্থির ধূসর ঢেউ।—সূর্য্যাস্তে তারা সূক্ষ্ম মেঘ স্বর্ণচন্দন চর্চ্চিত হয়ে ওঠে।—সন্ধ্যায় গরুর দল ধূলো উড়িয়ে গ্রামে ফেরে—শিশিরসিক্ত বাতাস পাকা ধানের ঘন গন্ধে ভারি হয়ে ওঠে—স্বচ্ছ আকাশে একটি একটি করে তারা ফুটে ওঠে—তখনও রূপোর মায়ের প্রতীক্ষা শেষ হয় না—শান্ত ধৈর্য্যে সে স্থির হয়ে বসে থাকে।……

শুধু শুক্ল-জ্যোৎস্না রাতে, যখন নদীর জলে মাণিক জ্বলে, সীমাহীন প্রান্তর, সুদূর পর্ব্বত ঘন জ্যোৎস্নায় স্নিগ্ধ হয়ে যায় রূপোর মায়ের মনে ধৈর্য্য আর বাঁধ মানে না—ঘর ছেড়ে পথে নেমে আসে,—সারারাত সে রূপোকে খুঁজে খুঁজে ডেকে ডেকে কেঁদে বেড়ায়।

প্রেমের ক্ষেত্রে ভাগ্যের বিচার কি সত্যই নিষ্ঠুর?

ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা অনিচ্ছাকৃত সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া প্রেমের মহত্বকে কিরূপ সুদৃঢ় করে এই চিত্রে তাহা দেখুন।

বম্বে টকীজ-এর নূতন হিন্দী সামাজিক চিত্র-নাটক

কঙ্কন

সরল হিন্দী ভাষায় গৃহীত ভারতীয় সামাজিক-জীবনের অপরূপ সুন্দর আলেখ্য।

—: শ্রেষ্ঠাংশে :—

সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুন্দরী অভিনেত্রী
লীলা চিৎনীশ্

সুদর্শন বাঙ্গালী চিত্র-নট
অশোক কুমার

—অন্যান্য ভূমিকায়—

মোবারক, ভী, এচ, দেশাই, পীঠাওয়ালা, সরোজ বোরকর, করুণাদেবী, রাণীবালা প্রভৃতি

—শ্রীগজেন্দ্র মিত্রের—

রজনী গন্ধা

—গল্প অবলম্বনে—

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত

কঙ্কন

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হাসি, কান্না, গান, কৌতুকে মাতাইয়া আজ বাঙ্গলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের আনন্দ প্রদান করিতে আপনার দুয়ারে উপস্থিত।

জনসমাদৃত তৃতীয় সপ্তাহ

প্রত্যহ ৬৷০ ও ৯৷০টায়

প্যারাডাইস

শনি, রবি ও ছুটীর দিনে ম্যাটিনী ৩টায়

চিত্র-পরিবেশক ঃ কপুরচাঁদ লিঃ ঃঃ ৩৯ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কৃত্তিবাসের প্রভাব

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

তা নয়, এটা একটা রহস্যের মত আমার কাছে মনে হয়।

রামায়ণ পড়ে অযোধ্যানগরী সম্বন্ধে আমি বহুবার বহু রকমের কল্পনা করেছি কিন্তু প্রতিবারই তা আমাদের রায় বাবুদের বাড়ীর সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে; অযোধ্যা নগরবাসীরা আমাদের গ্রামের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন—তেমনই চালচলন, তেমনই আচার ব্যবহার, তেমনি সামাজিকতা। আমাদের গ্রামের পশ্চিমদিকে যে ঘন বন দেখতে পেতাম যার ওপারে সূর্য্যদেব আত্মগোপন করতেন—সেই দিগন্তপারের ঘন বনের ভিতর জানকী দেবী অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করতেন—তা আমি কাণ পেতে শুনতে চেষ্টা করতাম, আমি অনুভব করতাম। কতবার আমি সেই বনে যাবার জন্যে কত রকম চেষ্টা করেছি—কিন্তু বনটিকে আমি ধরতে পারিনি।

অপেক্ষাকৃত একটু বড় বয়সে ভূগোলে পড়লাম—অযোধ্যানগরীটা বাংলাদেশে নয়। আমার কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। শ্রীরামচন্দ্র, জনকনন্দিনী যে আমারই গ্রামের কথা বলেন, আমার গ্রামবাসীরই ত' তাঁরা প্রাণের দেবতা, আমার দেশের প্রিয় রাজরাণীই ত' ছিলেন তাঁরা! আমি জোর করে বিশ্বাস করতাম—অযোধ্যা আমার বাংলা দেশে। একদিন ভূগোলের মাষ্টারের সঙ্গে আমার ঝগড়াও হয়ে গেল এই নিয়ে। একদিন যখন তিনি ঠিক আমাকেই জিজ্ঞাসা করলেন 'অযোধ্যা কোথায়?' আমি উত্তর করলাম বাংলা দেশে। মাষ্টার মশাইয়ের ধমকেও আমি জিদ ছাড়িনি—আমি বললাম পশ্চিম দেশের অযোধ্যা—অযোধ্যা নয়, সেটা 'আউধ'। বাংলাদেশেই কোথাও অযোধ্যা আছে। সেদিন তাঁর বেতের শাসনে আমি যত না কষ্ট পেয়েছি তার চেয়ে কষ্ট হয়েছে আমি অযোধ্যাকে বাংলাদেশে আনতে মাষ্টার মশাইকে কিছুতেই স্বীকার করাতে পারলাম না।

সেই অযোধ্যার খবর আমি পেয়েছি ফুলিয়ায়। এই ফুলিয়াতেই যে কবি বাল্মীকির জন্ম, এই ফুলিয়াতেই যে রামায়ণের সমস্ত চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে—তা ফুলিয়ার বনজঙ্গলের ভিতর এই তীর্থ দর্শনের সময় অনুভব করেছি। সময় সময় আমার নিজেরই মনে হয় এগুলি বুঝি আমার আবেগ বা উচ্ছ্বাসের প্রতিক্রিয়া—কিন্তু ভেবে দেখেছি যে তা হতে পারে না, আমি ত' সাহিত্যিক নই যে আমার উচ্ছ্বাস আসবে! যিনি আমার জীবনে সর্ব্বপ্রথম কবিতা শুনিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে আমি বহুবার বহু রকম করে ভেবেছি—এ চিন্তায় আমার অসংলগ্নতা কিছু নেই—আমার আর কৃত্তিবাসের পরিচয়ে মিথ্যা মোটেই নেই।

আমার মনে পড়ে, ক্লাশে পড়াশুনার সময়, 'বাংলা ব্যাকরণ' পড়বার ঘণ্টায় সন্ধি জিজ্ঞাসা করতে শিক্ষক মহাশয় 'দশাননের' সন্ধি-বিচ্ছেদটাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সমস্ত কঠিন কঠিন শব্দ ফেলে রেখে 'দাশরথি'র অন্বয়টাই জিজ্ঞাসা করেন। শ্রুতলিপি লেখার উপদেশ দিতে 'কৃত্তিবাস' আর 'বাল্মীকি'এর বানান যে একটু গোলমেলে তা বলে দিতে ভোলেন নি, প্রথমভাগের পড়া করতে 'বিভীষণ' কথাটার ওপর নজর রাখতে বেশী হয়েছে; ইতিহাসের প্রথম পাঠে মাষ্টার মহাশয়ের বেতের শাসনে 'রামায়ণ'খানার গল্প যে কথঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তা শিখতে হয়েছিল। রামায়ণের ওপর এমন প্রচণ্ড পক্ষপাত দেখে মাষ্টার-মশায়দের উপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু যাত্রাগান শুনবার সময় বুঝতাম এ তৃষ্ণা আমাদের মিটবার নয়। যাত্রার অধিকারী যখন জিজ্ঞাসা করেন 'আজ কি অভিনয় করব?' আমরা কর্ম্মকর্ত্তারা শ্রোতৃবর্গের কথার প্রতিধ্বনি করে বলতাম—"আপনাদের ঐসব 'বাজীরাও-টাজীরাও' রেখে "তরণীসেন বধ' কিংবা 'লক্ষ্মণ-বর্জ্জন' আরম্ভ করুন।"

এ সমস্ত আমার আত্ম-প্রচার নয়। আমার নিজের প্রতি কোন বিশ্বাসই নেই—আমার অনেকটা বয়স পাড়াগাঁয়ে কেটে গেছে—সেখানে সাহিত্যিক নেই; সহরে এসে শুনেছি পণ্ডিতের মতে কৃত্তিবাসের আসন সর্ব্বোচ্চ স্থানে; আমি তাঁর গুণ বা কবিশক্তির কিছুই জানিনে—কিন্তু তাঁর আসনটা যে কোথায় তা আমি জানি—কিন্তু পণ্ডিতের মত বলতে পারব না—'অমুক স্থানে'। আমি কৃত্তিবাসকে ভালবাসি, আমার গাঁয়ের লোকে ভালবাসে, যাঁরা কিছুই জানেন না তাঁরাও তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়েছে। এমন হয় কেন? একজন মানুষকে আমরা এত ভালবাসি কেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর ভেবে আমি কোন মীমাংসায় পৌছতে পারিনি। আমি গবেষণা করতে পারি, রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি না।—তাঁর কবিত্বগুণ নিয়ে হয়ত কবিতা-দর্পণ লেখা যেতে পারে, কিন্তু আমার মত ছোট মানুষদের মনে, পৃথিবীর যারা কোন খোঁজই রাখে না, ধর্ম্ম-বিশ্বাস যাদের কিছুই নেই, কাব্য যারা কিছুই বোঝে না—তাঁদের কাছে কৃত্তিবাস কি করে বড় হয়ে গেলেন—সেই রহস্যই আমি ভেবে ঠিক করতে পারি না। এই প্রভাব-রহস্য হয়ত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন; কিন্তু আমি কেবল রহস্যের কথাটাই জানি।

ঋতুসঙ্কট যে কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য বহু পরীক্ষিত ১৷৹, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) দেখা করুন—৮—১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়।

ঘা—মুখে জীবে গলায় মাড়ীতে দাঁত কন্ কন্ করা, সড়া, ফোলা ৷৹। **টন্সিল** (আলজীব) বৃদ্ধিই বিনা অস্ত্রে আরোগ্য ৷৹। ডাকখরচ ৷৹। মিসেস দাস বনজ বিশারদ ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D) কলিকাতা।

প্রভাত সিনেমায়

রঞ্জিৎ মুভিটোনের
জনপ্রিয় চিত্র

সন্ত তুলসীদাস

এর
রজত-জয়ন্তী উৎসবে
যোগদান করিয়া আনন্দ
উপভোগ করুন

শ্রেষ্ঠাংশে :—
বিষ্ণুপন্ত পাগনিস্
লীলা চিৎনিশ
বাসন্তী, রাম মারাঠী
কেশব রাও দাতে প্রভৃতি।

রণজিতের
আর একখানি বিরাট চিত্র

অচ্ছুৎ

শীঘ্রই আপনাদের
চিত্ত বিনোদন
করিবে

শ্রেষ্ঠাংশে : গহর, মতিলাল

মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৫৫ এজরা ষ্ট্রীট — ফোন : কলিকাতা ৪৫

প্রদর্শনারম্ভ
শুক্রবার, ২২এ মার্চ
নিউ থিয়েটার্সের নূতন সমাজ চিত্র

পরাজয়

পরিচালক : হেমচন্দ্র চন্দ্র
সুরশিল্পী : রাইচাঁদ বড়াল
চিত্র-শিল্পী : ইউসুফ্ মুলজী :: শব্দ-যন্ত্রী : বাণী দত্ত

নবযুগের যুবক
নবযুগের যুবতী
তাহাদের শিক্ষা
তাহাদের আদর্শ
তাহাদের চিন্তা
তাহাদের কৃষ্টি
সব কিছুর অপূর্ব্ব সমন্বয় চিত্রে দেখুন ॥

পরাজয়

ভূমিকায় : কানন, ভানু, অমর মল্লিক,
শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু, জ্যোতি, বীরেন ইত্যাদি
অগ্রিম সিট রিজার্ভ
৪র্থ শ্রেণী ১দিন, অন্যান্য শ্রেণী ৩ দিন পূর্ব্বে করিবেন।

চিত্রা

ফোন : বি, বি, ১১৩৩

ফুটবল খেলার দিন এসে পড়লো বলে! অনেকেই এখন থেকে ফুটবল প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করে দিয়েছে। অন্যান্য বারের মত এবছর উৎসাহ আর তেমন দেখা যাচ্ছে না। কারণ আই, এফ, এ দলের ভাঙ্গন ধরেছে বলে। এখনও 'আই এফ এ' ও 'বি এফ এ' দলের মধ্যে নিষ্পত্তি ঘটে ওঠে নি, তবে খুব সম্ভব এইবার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। আর তা' যদি না হয় তবে বাংলা দেশ ফুটবল খেলায় যেটুকু প্রশংসা অর্জ্জন করেছে সেই টুকু ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে।

* * *

১৯৩৪ সালে আই, এফ, এ'র দল সাউথ-আফ্রিকায় ফুটবল খেলায় যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে আসে, তাদের খেলা আফ্রিকাবাসীদের এত ভাল লেগেছে যে তার জন্য এবার আবার নিমন্ত্রণ এসেছে। আই, এফ, এ ও বি, এফ, এ'র মিলন না হলে নিমন্ত্রণ রক্ষা সম্ভবপর হবে কি না হবে—তার জন্য এখনও নিমন্ত্রণটী সমর্থন করা হয় নি। এই সুযোগ ছাড়া কোন মতে আই, এফ, এ'র উচিত নয়।

* * *

শোনা যাচ্ছে রাম ভট্টাচার্য্য এবছর নাকি এরিয়ান্স ক্লাবের হয়ে খেলবার জন্য স্বেচ্ছায় ফর্ম্মে সই ক'রছেন। মোহনবাগান ও ই, বি, আর দলে তাঁর যথেষ্ট নাম হয়েছে—এবার আরও সুনাম অর্জ্জন করবেন বলে আশা রাখি।

* * *

স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল এবছর প্রথম ডিভিসনে খেলবে। কয়েক বছর আগে এই দল প্রথম ডিভিসনেই ছিল। তবে তখনকার দল আর এখনকার দলে অনেক তফাৎ, দ্বিতীয় ডিভিসনে গত দু'বছর তারা সুন্দর রেকর্ড দেখিয়েছে। আশা করি প্রথম ডিভিসনে তারা মন্দ খেলবে না। এদের টিম্ স্পিরিটের দিকে একটু দৃষ্টি রাখতে বলি।

মোহনবাগান এবছর খুব ভাল খেলবে মনে হয়। তাদের পুরাতন খেলোয়াড়রা সকলেই আছে, কেবল নেই তাদের পি, চক্রবর্ত্তী, যিনি ব্যাকে খেলতেন। কথায় আছে এক রাজা গেলে অন্য রাজা আসবে—চক্রবর্ত্তীর স্থানে কে খেলবে তা' এখনও ঠিক হয় নি।

* * *

ফোর্ট উইলিয়মে সৈনিকদের মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। বাঙ্গালী ছেলেরা ৫ম আরবন দলের তরফ থেকে লড়বার সুযোগ পেয়েছে। সন্তোষ আইচ রায়ের উপর অনেকটা নির্ভর করা যায়, যদি না সৈনিক দেখে ঘাবড়ে যায় তবে তাকে আর হারায় কে? আরও কয়েকজন লড়বে, কিন্তু তাদের উপর কারও আস্থা নেই।

* * *

এই দুপুর রোদে বাণী মন্দির স্কুলের মেয়েদের দৌড়ঝাঁপ প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। প্রায় ১০০ জন ছাত্রী যোগদান করে। কুমারী বিজন নন্দী ও অণিমা সরকার, ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। মিঃ এস, এম, সুর্শেদের সভাপতিত্বে মিসেস মনীষা রায় পারিতোষিক বিতরণ করেন, শ্রীগিরীন্দ্র নাথ দাস ও রবীন সরকারের পরিচালনায় স্পোর্টস সাফল্যমণ্ডিত হয়।

* * *

হকি লীগ খেলায় বি, জি, প্রেস ও মিলিটারী মেডিক্যাল দল্ এখন সমান-সমান যাচ্ছে। কাষ্টমস্ ঠিক তাদের তলায়। এরা বোধ হয় শেষকালে প্রথম স্থানে গিয়ে বসবে, পুলিস-দলও মন্দ যাচ্ছে না। এদেরও সুযোগ আছে বলে মনে হয়। ইষ্টবেঙ্গল, রেঞ্জার্স, লিলুয়া, ই-বি-আর, মেসারার্স, আর্ম্মেনিয়ান্স্, পোর্ট কমিশনার, ক্যালকাটা, মহমেডান, গ্রীয়ার, মোহনবাগান, জেভেরিয়ান্স, সেণ্ট-জোসেফ, হাওড়া ইন্‌ষ্টিটিউট্ ও পঞ্জাব রেজিমেণ্ট যথাক্রমে চলছে। মোহনবাগানের দুরবস্থা দেখে সত্যই দুঃখ হয়—এই রকম অধঃপতনের কারণ কি? কয়েকজনের বিশ্রাম নেওয়া উচিত। তাদের দ্বারা আর চলে না।

সাত মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা

মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকারের নবম বার্ষিক সাত মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা গত রবিবার ১৭ই মার্চ্চ তারিখে খুব সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় ৪০ জন প্রতিযোগী যোগদান করে। বাগবাজার গ্রীনষ্টারের সভ্য সৌরেন রায় চৌধুরী ৫০ মিনিট ৪৪ সেকেণ্ডে দৌড় শেষ করে প্রথম হয়। কে মাল, বি রায়, এ, ব্যানার্জ্জি, এস ঘোষ ও রবীন ভট্টাচার্য্য যথাক্রমে এসে হাজির হয়। তারপরেই এক মাইল দৌড় হয়। দিলীপ ঘোষ, অজিত বাগ ও সুধাংশু মুখার্জ্জি ১ম, ২য়, ও ৩য় স্থান লাভ করে। আধ মাইল দৌড়ে বিজয় চ্যাটার্জ্জি প্রথম এবং অমিতাভ ঘোষ ও সুকুমার নন্দী—দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পায়। দৌড়ের পর কুমারী রমা চ্যাটার্জ্জি, শেফালী দে, প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, রবীন ভট্টাচার্য্য ও প্রোঃ সারদা গুপ্ত গান, বাজনা ও হাস্য-কৌতুকের দ্বারা সকলকে আনন্দ দেন। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীশৈলকুমার মুখার্জ্জি বক্তৃতা করেন। রায় বাহাদুর রাঘবেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জির পৌরহিত্যে পুরস্কার বিতরণ হয়। পরে জলযোগের দ্বারা সকলকে তৃপ্ত করা হয়।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম [illegible] 'শান্তি'
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১৷৷০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
সংবাদ গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

কর্পোরেশন কথা

গত ৬ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় প্রথম ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ এস, চ্যাটার্জ্জীর কার্য্যকাল ১।১।১৯৩৯ তারিখ হইতে ৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১০ বৎসর করা হইয়াছে।

*

কলিকাতা এতিমখানা, হিন্দু অনাথ আশ্রম এবং হিন্দু অবলা আশ্রমের জন্য বরাদ্দকৃত যথাক্রমে ১০০০০৲ টাকা, ২০০০০৲ এবং ১০০০০৲ টাকা প্রদান করা স্থির হইয়াছে।

*

মুসলমান নিয়োগের প্রস্তাবে রুলিং (মিঃ) জালালুদ্দীন হাসেমী এবং কতিপয় কাউন্সিলর স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ মার্কেটের রেভেনিউ অফিসার পদে একজন মুসলমান নিয়োগের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন উহা লইয়া একটু গোলমালের সৃষ্টি হয়। মেয়র উহা বিধিবহির্ভূত ঘোষণা করায় মিঃ হাশেমী প্রতিবাদস্বরূপ সভাস্থল ত্যাগ করেন।

*

মিঃ জে, সি. মুখার্জ্জীর কর্ম্মকাল

গত ৮ই মার্চ্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জীকে তাঁহার বর্ত্তমান ২৯০০৲ শত টাকা মাসিক বেতন ২৫০০৲—১০০৲—২৯০০৲ টাকার গ্রেডে চীফ একজিকিউটীভ অফিসারের পদে ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আরও তিন বৎসর কালের জন্য পুনর্নিযুক্ত করা হয়। তিনি কর্পোরেশনের মোটরগাড়ীও বিনাব্যয়ে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

মিঃ জে, এন, বিশ্বাস, মিঃ এন, এন, দালাল, মিঃ নরেশনাথ মুখার্জ্জী প্রমুখ ২৯ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত: রিকুইজিশন ক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মিঃ এয়াকুবের কর্ম্মকাল

গত ১৯৩৭ সনের ১৩ই জানুয়ারী সেকেণ্ড ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ এস, এম, এয়াকুবের কার্য্যকালের মেয়াদ সম্পর্কে কর্পোরেশন সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল, তাহার সংশোধন করিয়া তাঁহার কর্ম্মকাল ১৯৩৭ সালের ২রা মার্চ্চ হইতে ১০ বৎসর ধার্য্য হইয়াছে। অন্যান্য সর্ত্তগুলির কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। তাঁহার চাকরীর গ্রেডের সংশোধন করিয়া ৮০০৲ ৫০—/ ১২৫০ টাকা হইতে ১০০০৲—৫০৲—১৫০০৲ টাকা করা হইয়াছে। মিঃ এয়াকুব আগামী ১লা এপ্রিল হইতে সংশোধিত গ্রেড অনুযায়ী ১১৫০৲ টাকা হিসাবে বেতন লইতে পারিবেন।

—প্রফুল্ল পিকচার্সের অনবদ্য আকর্ষণ—

শ্রেষ্ঠাংশে:
অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, ঊষা দেবী, রেণুকা রায়, পূর্ণিমা, পদ্মাবতী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, উমা মুখার্জ্জি প্রভৃতি।

—সুমহান পৌরাণিক চিত্র-নিবেদন-

-রাধা ফিল্ম কোম্পানীর পরবর্ত্তী বিরাট পৌরাণিক চিত্রকথা—

রুদ্রাহ

বিভিন্নাংশে: অহীন্দ্র চৌধুরী, রাণীবালা, সুশীল রায়, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, রেণুকা রায় এবং অন্যান্য সুবিখ্যাত শিল্পীবৃন্দের একত্র সমাবেশ।

একমাত্র চিত্র-পরিবেশক— মতিমহল থিয়েটার্স—৬৮, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রাম—"ডেকোমায়া" ফোন: বড়বাজার—৪৮৭৪

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

বেরসিক।।

য়্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস জানাইতেছেন, ল্যামিংটন্ রোড্ (বোম্বাই) থানায় একদিন সকালে একজন সলিসিটারের সহিত জনৈক সুদর্শন সসজ্জ পঞ্চবিংশতি বর্ষবয়স্ক যুবক গিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত পুলিশের সাহায্য ভিক্ষা করে। সে বলে যে কয়েকদিন পূর্ব্বে একজন সুন্দরী সম্ভ্রান্তবংশীয়া তরুণী ধনী কন্যা পথিমধ্যে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া এক সিনেমা গৃহে লইয়া গিয়া তাহাকে সিনেমা দেখায়। সেই হইতে দিনে দশ বার সে তাহাকে তাহার কারখানায়, যেখানে সে কাজ করে, টেলিফোন করে। যুবক তাহার শ্লীলতা হানি বা অপহরণ আশঙ্কা করে!! পুলিশ কিন্তু এ মকর্দ্দমা গ্রহণ না করিয়া আদালতের আশ্রয় লইতে উপদেশ দিল। আচ্ছা এ বিবাদী যদি ঐ তরুণীটি হইত, তাহা হইলে এ যুবকের কি হইত? তবুও লোকে বলে পুরুষ আইনকার বলিয়া, তাহারা নিজেদের সুবিধা ষোল আনা রক্ষা করিয়াছে! কৈ ষোল আনা?

*

নোবেল্ শান্তি পুরস্কার ১৯৩৯

১৯৩৯ সালে শান্তির জন্য কোনও নোবেল্ পুরস্কার এখন ঘোষণা করা হইবে না। খুব সম্ভব, আগামী ডিসেম্বরে এ বিষয়ে মীমাংসা হইবে ও পুরস্কার ঘোষিত হইবে।

*

পৃথিবীর স্বাধীন নৃপতিগণ

আফ্গানিস্থান—জাহির খাঁ
আল্বানিয়া—ভিক্টর এমানুয়েল
বেল্জিয়াম—লিওপোল্ড (তৃতীয়)
ভুটান—জে, ওয়াংচাক
বুলগেরিয়া—বোরিস্ (তৃতীয়)
ডেন্মার্ক—ক্রিশ্চান্ (দশম)
মিশর—ফারুক
গ্রেট্‌বৃটেন্—জর্জ্জ (ষষ্ঠ)
গ্রীস্—জর্জ্জ (দ্বিতীয়)
হেজাজ্—আব্দেল্ আজিজ্-উল্-সাউদ্
হল্যাণ্ড—রাণী উইল্‌হেল্‌মিনা
ইরাণ—শা রেজা পেহ্‌ল্‌বী
ইরাক্—গাজী ইব্‌নে ফাইজ্জাল
জাপান—হিরোকিতো
মরক্কো—সুল্‌তান সিদি মহম্মদ
মাঞ্চুকো—কাং তে
নেপাল—বীর বিক্রম
নরওয়ে—হাকন্ (সপ্তম)
রুমানিয়া—ক্যারল (দ্বিতীয়)
শ্যাম—আনন্দ মহীদল
সাউদী আরব—ফাইসাল-অল্-সাউদ্
সুইডেন্—গুস্তাফ্ (পঞ্চম)
ট্রান্‌সজর্দ্দান্—আমীর আব্‌দুল্লা
যুগোশ্লাভোকিয়া—পীটার (দ্বিতীয়)

*

নিজাম রাজ্যে

সংবাদপত্রে প্রকাশ, গত ডিসেম্বরে হায়দ্রাবাদ সিভিল সার্ভিসের জন্য যে ৮ জন মনোনীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৭ জন মুসল্‌মান ও ১ জন য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান্। নিজাম রাজ্যের প্রজা শতকরা ৯০ জন হিন্দু, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হিন্দু একজনও মনোনীত হয় নাই।

*

বৃদ্ধের অসাধারণ উদ্যম

এ বৎসর ৬০ জন মোক্তারী পরীক্ষা দিতেছেন। ইহাদের মধ্যে মৌলবী আসগর আলী ইতিপূর্ব্বে ১৪ বার মোক্তারী পরীক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু এইবার তাঁহার পঞ্চদশ বারের প্রচেষ্টা।

শৈবাল

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ফুলে নও তুমি, দহে থাকিলেও
খড়দহে তব মেলে না পাত্তি,
সর্ব্বানন্দী বট কি জানি নে,
কুলজীতে তব নাহিক খ্যাতি।
(যত) সরস সরসে, বাপীর উরসে
কমল সঙ্গে বাসেতে প্রীত,
কালিদাস দেওয়া কৌলিন্য যে
হইবার নয় উপেক্ষিত।

সলিল দূর্ব্বা, ইতুর ঘটকে
পূজা উপযোগী তুমিই কর,
শ্যামল শোভায় পরিমণ্ডল
তড়াগের বুকে তুমিই গড়।
কখন কুমুদ কহ্লার শোভা
তুমিই বাড়াও নিত্য দেখি,
জলকন্যার বেণী বেঁধে দাও
লোকচক্ষের অলক্ষ্যে কি?

লহরী বাজায় জলতরঙ্গ
পল্লীবধূর কলসী নাচে,
ঘোমটার ঘামে ভেজা মুখগুলি
কি আরাম লভে তোমার কাছে!
সলিল রাজের চামর দুলাও
চঞ্চল কর মন উদাসী,
ভাসমান হিয়া পড়েছ বাঁধনে
দেখিতে আমরা ভাল যে বাসি।

হোরি-গান

—ডাঃ শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

আজি হোরি উৎসব
খেলিছে সখি সব
কানু সাথে আবীর-গুলাল।
পিচকারী দিয়া রঙে
রঙীন হাসির সঙ্গে
শ্যামচাঁদে রাঙাইল লাল॥
কালো তনু লাল ফাগে
লাল আঁখি অনুরাগে
অপরূপ রূপ লাগে
নন্দ-দুলাল॥
মুক্ত কবরী লাল
সিক্ত বসন লাল
আবীরেতে লালে লাল
শ্যামল তমাল॥

·অভিমন্যু

চিত্রায় "পরাজয়"

নিউ থিয়েটার্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন হেমচন্দ্র চন্দ্র। শ্রেষ্ঠাংশে কানন দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী, জীবেন বসু প্রভৃতি। আগামী ২২শে মার্চ্চ চিত্রায় মুক্তিলাভ করিবে।

গত সোমবার ১৮ই মার্চ্চ এক অপ্রকাশ্য প্রদর্শনীতে আমরা "পরাজয়" দেখিয়া আসিয়াছি। গল্পটি এইরূপ—এটর্নী পিতা ভোলানাথ রায়ের ইচ্ছা যে, তাঁহার পুত্র—বংশের একমাত্র ভবিষ্যৎ বংশধর দিলীপ আইন-ব্যবসা অবলম্বন করিয়া সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করুক, কিন্তু দিলীপের ইচ্ছা যে, সে আজীবন গীত-বাদ্যের চর্চ্চা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। এই লইয়া পিতাপুত্রে বিরোধ বাধিল। অভিমানী পুত্র একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহত্যাগ করিল।

পিতা এই অসহনীয় বেদনার প্রলেপ স্বরূপ তাঁহার বন্ধু ডাক্তার জগবন্ধুর পরামর্শে এক দুঃস্থ পরিবারের একটি বালিকাকে পোষ্য রূপে গ্রহণ করিলেন। তাহার নামকরণ হইল অনীতা। তাহাকেই তিনি নিজ কন্যাজ্ঞানে অশেষ প্রাচুর্য্যের ভিতর দিয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন। দিলীপের মত অনীতাও সঙ্গীতানুরাগিনী। এবারে আর তিনি অনীতাকে কিছুতেই বাধা দিলেন না। এই ভাবে দশ বৎসর কাটিয়া যায়।

আধুনিকা স্বাবলম্বতাপ্রিয়া অনীতা সপ্তদশ বৎসরে পড়িল। তাহার এক বন্ধুর মাতা মিসেস চ্যাটার্জ্জির নিমন্ত্রণে অনীতা রাঁচি চলিল এক চ্যারিটি শো'তে অভিনয় করিবার জন্য। অকল্পিত ঘটনা-চক্রের ভিতর দিয়া দিলীপের সহিত অনীতার আলাপ হইল এবং সেই আলাপ প্রথমে অনুরাগ, পরে প্রেমে পরিণত হইল। দিলীপ অনীতার সমস্ত পরিচয় জানিতে পারিল, কিন্তু অনীতা দিলীপের পূর্ব্ব ইতিহাস কিছুই জানিল না। ইহার পর একদিন ভোলানাথ ইহলোকের মায়া কাটাইয়া পরলোকের দিকে যাত্রা করিলেন, তখন অনীতা দিলীপের আসল পরিচয় পাইল এবং উভয়ের মিলন হইল।

গল্প লিখিয়াছেন শ্রীরণজিৎ সেন। গল্পের প্রথম দিকটা অর্থাৎ অনীতা বড় হওয়ার আগে পর্য্যন্ত কিছু কাটছাঁট করিলে ইহা অধিকতর রসঘন হইত বলিয়াই আমাদের মনে হয়। তাহা ছাড়া "পরাজয়ের" চিত্রনাট্য খুব ঝরঝরে এবং কোথাও রসবোধে ব্যাঘাত ঘটায় না। পরিচালক মহাশয় অনেকস্থলে তাঁহার তীক্ষ্ণ রসানুভূতি ও সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। অনীতা যে দিলীপের প্রতি প্রেমানুরক্তা—তাহা সে যে-ভাবে প্রকাশ করিল, তাহা সত্যই অত্যন্ত কলাময়। পরিচালক মহাশয়কে আমরা তাঁহার এই সাফল্যে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

অভিনয়ের মধ্যে কানন (অনীতা) তাঁহার অপরূপ লীলা-চাপল্যে, সাবলীল গতি-ভঙ্গিমায় ও কণ্ঠের সুর-মাধুর্য্যে সকলের মনোহরণ করিয়াছেন। তিনি যে চিত্র-জগতের যাদুকরী, তাহা তিনি আর একবার প্রমাণ করিলেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (দিলীপ) চরিত্রানুগত স্বাভাবিক, সংযত ও সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। এ ধরণের চরিত্রে যতখানি ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, তাঁহার অভিনয়ে তাহা বর্ত্তমান। অমর মল্লিকের 'ভোলানাথ' সু-অভিনীত, তবে 'সিরিয়াস' অংশগুলিতে তাঁহাকে কেমন বেমানান দেখাইতেছিল। শৈলেন চৌধুরী (জগবন্ধু) সু-অভিনীত। জীবেন বসুর 'অলক' বেশ উপভোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় ইন্দু মুখোপাধ্যায় (মিঃ চক্রবর্ত্তী), রাজলক্ষ্মী (মিসেস চ্যাটার্জ্জি) ও নীলকণ্ঠ (বীরেন দাশ) উল্লেখযোগ্য। তরুণদের দলটির প্রত্যেকের অভিনয়ই বেশ উপভোগ্য।

"পরাজয়ের" আর একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ—ইহার মনোরম সঙ্গীত পরিচালনা। আলোক-চিত্র প্রশংসনীয়। শব্দানুলেখনে দুই এক স্থানে সামান্য ত্রুটি ছাড়া সর্ব্বত্রই প্রথম শ্রেণীর হইয়াছে। দৃশ্য-সংস্থানে কারুশিল্পীদ্বয়ের কলাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

"পরাজয়"কে আমরা অসাধারণ ছবি বলিতে পারি এই হিসাবে যে একবার দেখিলে ছবিখানি আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷৹। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ক্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬৷৹। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

এম্পায়ারে মণিপুরী নৃত্য

শ্রীহরেন ঘোষের উদ্যোগে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফাল হইতে সদ্যঃ আগত মণিপুরী নৃত্যশিল্পী সম্প্রদায় এম্পায়ারে শনি, রবি ও

সোমবার তাঁহাদের নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন। আসল মণিপুরী নাচ হিসাবে এগুলি সত্যই সুন্দর, বিশেষতঃ 'নাগানৃত্য', 'আবীর নৃত্য' ও 'রাসলীলা' নৃত্যরসিকদের যথেষ্ট আনন্দ পরিবেশন করিবে, কিন্তু সাধারণ দর্শকের কাছে এগুলি যথোচিত সমাদর পাইবে না এই জন্য যে নাচগুলি commercialised নহে। নর্ত্তক নর্ত্তকীদের পায়ের কাজ ভালো, তবে ঠিকমত আবহাওয়া ও তাঁহাদের উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের (personality) অভাব। বাণী মজুমদারের 'স্বপ্ন-যাত্রা' (Dream Journey) আমাদের বিশেষ ভাল লাগে নাই। রেণুকা দেবী দুইখানি গান গাহিয়াছিলেন, সেগুলির ভিতর অসাধারণত্ব কিছুই নাই। তাঁহার এখনও মঞ্চভীতি কাটে নাই বলিয়া মনে হইল। শান্তিকুমারের চেহারাটি ভালো এবং তিনি ভবিষ্যতে উন্নতি করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। সঙ্গীত পরিচালনা করেন শ্রীরণজিৎ গুহ, তিনি তাঁহার কাজ একরকম মন্দ করেন নাই।

রেণুকা ফিল্ম কর্পোরেশান

ইহারা তাঁহাদের প্রথম ছবি "পুনর্মিলন"কে বাংলা ও হিন্দী উভয় সংস্করণেই চিত্রগ্রহণ করিবেন। ইহা ছাড়া "নটী" নামক আর একখানি ছবিও তুলিবার আয়োজন করিতেছেন। "নটীর" গল্প লিখিয়াছেন শ্রীমতী আয়তী দেবী।

নিউ সিনেমা ফিল্ম কর্পোরেশান

উক্ত নামে কলিকাতায় আর একটি চিত্র-নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার সত্বাধিকারী জনৈক মিঃ সি, কে, ঘোষ ও ব্যবস্থাপক ডাঃ আর, এম, ঘোষ। সম্রান্ত বংশের ছেলেমেয়েদের লইয়া নাকি ইহাদের প্রথম ছবির কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে বলিয়া প্রকাশ। প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে কোন একজন তরুণ পরিচালক ইহাদের প্রথম ছবিখানি পরিচালনা করিবেন।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

"জিন্দগী"র উদ্বোধন-দিবসের জন্য সকলেই প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং আগামী সপ্তাহেই আমরা সে শুভদিনের খবর দিতে পারিব বলিয়া মনে করি।

পরিচালক অমর মল্লিক মহাশয় অভিনেত্রীর কাজ চালাইতেছেন। কানন ও পাহাড়ীর মধ্যে এখন বিচ্ছেদ দেখা দিয়াছে। একজন চিত্রাভিনেতাকে একজন মঞ্চাভিনেতার চরিত্রে রূপদান করিতে দেখা যাইবে। হরিমোহন বসু ও পণ্ডিত মাধো শুকুলকে বাংলা ও হিন্দীতে গৃহের পুরাতন ভৃত্যরূপে দেখা যাইবে।

পল্লীমঙ্গল সেবা-সদনের ভিতর দিয়া ডাঃ অমরনাথের জীবনের স্বপ্ন সফল হইতে চলিয়াছে। গ্রামের সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করে। এইভাবে দিন চলে। তাহার প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ এই সেবা-সদন তাঁহার প্রাণে কথঞ্চিত শান্তি দেয়। ক্রমে মায়ার স্মৃতির শেষ নিদর্শন আসিল পুত্র সোমনাথ। অমরনাথ তাহাকে এই কর্ম্মে দীক্ষিত করে। "ডাক্তার" ছবির এই দৃশ্যটি গত সপ্তাহে গৃহীত হইয়াছে।

দেবকী বসু "নর্ত্তকী"র চিত্রনাট্য রচনা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন এবং এখন শিল্পী-নির্ব্বাচন চলিতেছে।

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশানস্ লিঃ

ইহাদের দো-ভাষী ছবি "আঁধি" (হিন্দী) ও "আলো-ছায়া" (বাংলা)র উদ্বোধন-দিবসের জন্য সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, মলিনা, মঞ্জরী, শ্রীলেখা, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যাম লাহা ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন।

কাটোয়া মহকুমার কবিগণের উদ্দেশে—

—শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

মহাভারতের মহাকবি কাশী এ মাটির ধূলা মেখে,
পুণ্য লোভীর পিপাসা মিটাতে অমৃত আনিল ছেঁকে।
মঙ্গল গানে মুকুন্দরাম তুষিল চণ্ডী মায়ে,
কঙ্কণ তার হয়েছিল গড়া হেথাকার গৃহ-ছায়ে।
চিন্ময়রূপী শ্রীচৈতন্য চিত করে চঞ্চল,
তাইত লোচন চরিত্র-গাথা গাহিল সুমঙ্গল।
ভক্তশ্রেষ্ঠ কবি কবিরাজ পণ্ডিত সুমহান,
চরিতামৃত পরিবেশ করি তুষিল প্রেমিক প্রাণ।
রসে টলমল ভাবে ভরপুর গাহিয়া পাঁচালী গান
এইত সেদিন রায় দাশরথি মাতাল' বাঙালী প্রাণ।
পাচু ঠাকুরের ছদ্ম বেশেতে বন্দ্যো ইন্দ্রনাথ,
বাঙালী বাবুর বদ স্বভাবেরে করিয়াছে কশাঘাত
"ভারত উদ্ধার" ব্যঙ্গ কাব্যে সেই মংলববাজ
করেছিল প্ল্যান্ 'বটাইয়া দিবে যত সব ইংরাজ'।
আজো হেথাকার কাব্যসায়রে ফোটে কুমুদের দল
কবি কালিদাস বাংলার কবি সভা করে উজ্জ্বল।
এই কাটোয়ার এক গৃহকোণে বছর কয়েক আগে
প্রেমিকা মীরার প্রেম-গাথা গীত হয়েছিল অনুরাগে।
মীরার ভক্ত আজ বসন্ত মায়ের প্রবাসী ছেলে
বঙ্গবাণীর করিছে আরতি দীপালীর আলো জ্বেলে।
আরও কত শত কবি জন্মেছে কত শতাব্দী ধরি
এ মহকুমায়, পাঠাই প্রণাম তাঁদের স্মরণ করি।
[এ সভার পরে হোক্ বরষিত তাঁদের আশীর্ব্বাদ
ভবিষ্যতের কবি দল পাক্ তাঁহাদের পরসাদ।*]

* টোয়া সাহিত্যসভার প্রথম অধিবেশন উদ্দেশ্যে লিখিত ও পঠিত।

পালা খেলা

বিজলীতে প্রীতি-সম্মিলন

গত রবিবার ১৭ই মার্চ্চ অপরাহ্নে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মসচিব মি: জে, সি, মুখার্জ্জীর সম্মানার্থে বিজলী সিনেমার সত্বাধিকারী শ্রীহরিপ্রিয় পাল একটি টী-পার্টির আয়োজন করিয়াছিলেন। বহু বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়া এই প্রীতি-সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। তার পরে বিখ্যাত রাশিয়ান চিত্র "Peter The First" দেখানো হয়।

বড়বাজার ইনষ্টিট্যুট

গত শনিবার ১৭ই মার্চ্চ পোস্তা রাজবাটীতে ইহাদের বার্ষিক প্রীতি-সম্মিলন ও পুরস্কার বিতরণ-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এই উৎসবে পৌরহিত্য করেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে

প্রত্যেক বৎসরের মতো এবারও বি, এন, আর কর্ত্তৃপক্ষ লোভনীয় ইষ্টার কনসেসানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সময় পুরী ও গোপালপুর সমুদ্র-স্নানার্থীদের পক্ষে মনোরম স্থান। প্রথম দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীতে ১¼ ভাড়ায় যাতায়াত (অর্থাৎ টাকায় দুই আনা) এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ১½ ভাড়ায় (অর্থাৎ টাকায় চারি আনা কনসেসান) যাওয়া আসা চলিবে। গত ১৫ই মার্চ্চ হইতে এই কনসেসান টিকিট বিক্রয় হইতেছে এবং ২৫শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই টিকিট পাওয়া যাইবে। ৮ই এপ্রিল মধ্যরাত্রির মধ্যে যাত্রারম্ভের স্থানে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আরও সুবিধার বিষয় এই যে যে-কোন স্থানে যাত্রাভঙ্গ করিতে পারা যাইবে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দোল-যাত্রায় পুরীতে অভাবিত রকম ধুমধাম হইয়া থাকে।

বি, এন, আর লাইনের প্রসিদ্ধ ষ্টেশনগুলি সম্বন্ধে সচিত্র বিবরণী ও বহু জ্ঞাতব্য তথ্য-সহ কর্ত্তৃপক্ষ যে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। জনসাধারণের যে ইহাতে যথেষ্ট উপকার হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এজন্য বি, এন, আরের সুযোগ্য প্রচার-সচিব শ্রীনীহার মল্লিককে আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীগুরু বালিকা-সঙ্ঘ

গত ২৬শে ফাল্গুন রবিবার ৺কুঞ্জবিহারী মল্লিকের বাটীতে শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর ঘটক মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা দেবীর শুভবিবাহ উপলক্ষ্যে শ্রীগুরু বালিকা সঙ্ঘ "শ্রীকৃষ্ণ সখা" গীতাভিনয় করেন। কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে অতীব সাফল্যের সহিত ক্রমান্বয়ে কয়েকটি নাটক এই সঙ্ঘ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়া গিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালিকাদের সঙ্গীত ও অভিনয়-নৈপুণ্য দর্শকমণ্ডলীর অন্তর স্পর্শ করে। শ্রীসুকুমার নন্দী এই সঙ্ঘের শিক্ষক। শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

বিদ্যুৎ সঙ্ঘের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব

গত ২৮শে ফাল্গুন বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় শ্রীঅশোক চৌধুরীর সভাপতিত্বে পুরুলিয়ার বিদ্যুৎ সঙ্ঘের পঞ্চম বার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। হস্তলিখিত পত্রিকার প্রতিযোগিতায় শ্রীসর্ব্বসুখ রায়, শ্রীসন্তোষকুমার মুখার্জ্জী ও শ্রীলক্ষ্মীনারাণ অধিয়া সম্পাদিত 'বিদ্যুৎ' পত্রিকা প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে। নূতন বর্ষে শ্রীচন্দ্রশেখর মাহাথা ম্যানেজার, 'ছাত্রমহল' পরিচালকদ্বয় শ্রীনন্দদুলাল সেন গুপ্ত ও শ্রীঅনিলকুমার মুখার্জ্জী এবং শ্রীসর্ব্বসুখ রায়, শ্রীসন্তোষকুমার মুখার্জ্জি, শ্রীলক্ষ্মীনারাণ অধিয়া ও শ্রীগুণেন্দ্রনাথ দত্ত পত্রিকার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বেহালা "বাণী-মন্দির"

আগামী ৭ই চৈত্র শুক্রবার বেহালা বাণী মন্দিরের সভ্যগণ ধর্ম্মমূলক নাটক 'সাবিত্রী' নাট্যাভিনয় করিবেন। ইহাতে মঞ্চাবতরণ করিবেন—শ্রীহরিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপশুপতি মোদক, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করিবেন শ্রীব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বাণী মন্দিরের সম্পাদকদ্বয় এই অভিনয়টী সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন।

মালদহে ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

গত বৎসরের ন্যায় এবারও স্থানীয় প্রবীন উকীল শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে তরুণ সঙ্ঘ ব্যাডমিণ্টন শিল্ডের শেষ খেলা গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২০টী টিম উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিল। এবার মালদহের উদীয়মান খেলোয়াড় বিভূতি দাস তাহার প্রতিদ্বন্দী রাধা মজুমদারকে ২১-১৮, ২১-১৩ পয়েণ্টে পরাজিত করিয়া উক্ত শীল্ড লাভ করিয়াছেন। তাহাদের খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। খেলার সময় সহরের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার

আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার মুঙ্গের রাজবাটীতে বিগত ১৪ই মার্চ্চ বিহারের গভর্ণর স্যার টমাস ষ্টুয়ার্ট ও লেডী ষ্টুয়ার্টের সম্মুখে তাঁহার বহু-প্রশংসিত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। সপারিষদ লাটসাহেব যাদুবিদ্যাভিনয়ে এতটা মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা অনেকক্ষণ বিলম্ব করিয়াও ম্যাজিক দেখিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ

গত ৯ই মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, দে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে উক্ত স্কুলের ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক "নর-নারায়ণ" ও "The Bishop's Candlesticks" বলিয়া দুইখানি নাটক অভিনীত হয়। "The Bishop's Candlestick's এর ভিতর convict-এর ভূমিকায় শ্রীমান শিখরেন্দ্র নাথ ঘোষ ও নর-নারায়ণের ভিতর পরশুরামের ভূমিকায় শ্রীমাণিক লাল গাঙ্গুলী ও কর্ণের ভূমিকায় শ্রীজয়ন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী সুন্দর অভিনয় করেন। এ অভিনয় ছাড়া অন্য সব Recitation হয়।

নেত্রকোণা-সংবাদ

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত নেত্রকোণায় এক বিরাট কৃষি-শিল্প স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শনীতে প্রত্যহ নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত ছিল। কলিকাতা হইতে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্যামসুন্দর ও অরুণা দাস স্থানীয় মৈত্র-দাস-হেলিম এণ্ড কোং-এর তত্বাবধানে প্রদর্শনী-মঞ্চে তিন দিন নানাবিধ নৃত্যকলা প্রদর্শন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন ও বিখ্যাত যাদুসম্রাট্ পি, সি, সরকার দু'দিন তাঁহার অদ্ভুত যাদুবিদ্যার কৌশল দেখাইয়াছেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার নেত্রকোণার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ যে যে-বিভাগে প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। শ্রীযুত ধীরেন্দ্রকুমার বণিক প্রদর্শনীতে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শন করাইয়া ফাইন্ আর্টসে প্রথম পুরস্কারস্বরূপ একটি রৌপ্য পদক ও একটি ফার্ষ্টক্লাস সার্টিফিকেট পাইয়াছেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, স্থানীয় "ওরিয়েন্টাল থিয়েটার" কর্ত্তৃক "দেবী ফুল্লরা" অভিনীত হইয়া গিয়াছে। অভিনয়-রজনীতে এত দর্শকবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল যে ইতিপূর্ব্বে কোন আমোদ-প্রমোদে এত ভীড় হয় নাই। কালকেতুর ভূমিকায় শ্রীযুত ধীরেন বণিক মহাশয় অভিনয় করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ফুল্লরার ভূমিকায় অহীন চক্রবর্ত্তী ভাল অভিনয় করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ অভিনয় করেন—ভাঁড়ু দত্তের ভূমিকায় এস, মজুমদার। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে মহাদেব—অক্ষয় মুখার্জ্জি, যুবরাজ—অবনী ধর, কলিঙ্গরাজ—নীরেন রায়, প্রথম ব্যাধ—জ্ঞানেশ দত্ত মন্দ অভিনয় করেন নাই।

মজঃফরপুর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

প্রথম বিহার প্রাদেশিক মহিলা শিক্ষা সম্মেলনের উদ্দেশ্যে মজঃফরপুরে একটী উচ্চ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বিহারের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বালিকাগণ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যাহারা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহাদের নাম নীচে প্রদত্ত হইল। সকলেই রৌপ্য-পদক পাইয়াছে।

১ম বিভাগ—(১৪ বৎসরের উর্দ্ধে)—ধ্রুপদ—কুমারী বণমালা চাটার্জ্জি, মজঃফরপুর।

২য় বিভাগ—(১১ হইতে ১৪ বৎসর)—খেয়াল ও সেতার—কুমারী মঞ্জুরাণী দত্তগুপ্তা, মজঃফরপুর।

৩য় বিভাগ—(৮ হইতে ১১ বৎসর)—খেয়াল—কুমারী রমা দত্ত, মজঃফরপুর।

৪র্থ বিভাগ—(৬ হইতে ৮ বৎসর)—ঠুংরী—কুমারী লক্ষ্মী দেবী, পাটনা।

কুমারী মঞ্জুরাণী আরো অন্যান্য প্রতিযোগিতায় কয়েকটি রৌপ্য-পদক পাইয়াছে। গত ১৯৩৬ সালে মজঃফরপুরে যে নিখিল-ভারত-সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হইয়াছিল তাহাতেও মঞ্জু সেতারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। কুমারী মঞ্জু স্থানীয় তার বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস

জয়ন্তী

—মূল্য ঃ আড়াই টাকা—

বাহির হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান : দীপালী গ্রন্থশালা ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়।

জামালপুরে শিশু-প্রদর্শনী

জামালপুর ই, আই, রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট-এর সভ্যবৃন্দের চেষ্টায় গত ২রা ও ৩রা মার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের উচ্চ বার্ষিক শিশু-প্রদর্শনী সুসম্পন্ন হইয়াছে। ই, আই, রেলওয়ের ডিভিশন্যাল মেডিকেল অফিসার ডাঃ জি, ই, পল, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন, ডাঃ এস, কে, বসু এবং মুঙ্গেরের সিভিল সার্জ্জন রায় বাহাদুর ডাঃ বি, মল্লিক, জামালপুর ও মুঙ্গেরের অভিজ্ঞ চিকিৎসক বৃন্দসহ উপস্থিত দুই শতাধিক শিশুকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিবার পর মুঙ্গেরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী শ্রীমতী ফিলিপ্ সমাগত শিশুদের বিবিধপ্রকার পারিতোষিক বিতরণ করেন এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত ফিলিপ্ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে ভাগলপুর হইতে আগত প্রফেসার চন্দ্রশেখর মহাশয়ের দল পেশী ক্রিয়া, লাঠি খেলা ইত্যাদি দেখান।

দোলের দিনে

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

সাড়ী ভিজে নিজে যদি হই জেরবার
পথ যে রবে না আর বাড়ী ফেরবার
ফাগে আর অনুরাগে চিরদিন, হরি!
আমাদেরি হার, দাও ছেড়ে দয়া করি।

*

ব'লবে তো, তোমাকে কি ক'রেছি রেহাই?
যা দিয়েছি, শতগুণ নিতে হবে তাই,
ব'লবে, একটি তুমি মোরা বহুজন
পিচ্‌কারি ফেলে কেন আনত বদন?

*

যেয়ো নাকো ভুলে শ্যাম! মোরা কুলনারী,
যতদূর রয় সয় ততটুকু পারি,
আবিরের স্রোতে যদি ভাসিয়েই দাও
পরে আর কাকে পাবে, ভাবোনিকি তা-ও?

*

কুঙ্কুম ছুঁড়ে আর মেরো নাকো বঁধু
তার চেয়ে ভালো ঢের পরশের মধু
দোল শেষে কোল ঘেঁসে ব'স যদি এসে
কানে কানে বলিব, কি দিব ভালোবেসে।

তাসের দেশ

শ্রীধর শর্ম্মা

তৃতীয় আসনের কৌশলপূর্ণ প্রাথমিক ডাক (Third-hand strategic bid.)

প্রাথমিক ডাক আরম্ভ সম্বন্ধে (বণ্টকের) প্রথম ও দ্বিতীয় আসনের যে সকল বিধি নিষেধ ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা তৃতীয় আসনে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নহে। যদি প্রথম দুই হাত পাশ দিয়া আসে তবে ছবির শক্তি ১॥ বা দুই থাকিলেও পয়লা ডাক আরম্ভ করা চলে, কিন্তু যে স্যুটে ডাক আরম্ভ করা হইবে সেই স্যুটটি যেন হালকা না হয় এবং তাহাতে "জয়ী"র সংখ্যা অন্ততঃ ৪টী থাকা আবশ্যক। সমগ্র হাতে

'ভাল্নারেবল' অবস্থায় অন্ততঃ ৫টী 'জয়ী' না থাকিলে ডাক আরম্ভ করা উচিত নয়।

ইহার উদ্দেশ্য এই যে যদি বিপক্ষ ডবল দেন ও সব হাত পাশ হইয়া যায় তবে যাহাতে দুইটীর বেশী 'কমী' (down) না হয় তাহার সম্বন্ধে সচেতন থাকা। এরূপ অবস্থায় দুইটী 'কমী' হইলেও ক্ষতির কারণ হইবে না। কারণ ঐরূপ অবস্থায় যদি সাথীর হাত হইতে কোনওরূপ সাহায্য পাওয়া না যায় তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বিপক্ষের নিশ্চিত 'গেম্' ছিল, এমন কি 'স্লাম্' থাকাও খুবই সম্ভবপর। তাহাতে বিপক্ষ যে পয়েন্ট পাইতেন, "কমী" (down) পাইয়া মোটেই লাভবান্ হইতে পারিবেন না।

এইরূপ হীনশক্তি লইয়াও ডাক আরম্ভ করাতে সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। তবে সুবিধার তুলনায় অসুবিধা খুবই সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর।

সাঙ্কেতিক ডাক ও তাহার সুবিধা—

প্রথমতঃ সুবিধা এই যে সাথীকে প্রাথমিক চাল (opening hand) সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা।

যখন বণ্টক (dealer) ও দ্বিতীয় আসনের বিপক্ষ পাশ দেন, অর্থাৎ কোনও প্রাথমিক ডাক না দেন এবং নিজের হাতেরও ছবির শক্তি কম থাকে তখন প্রায়ই দেখা যায় যে তৃতীয় আসনে ডাক আরম্ভ না করিলেও, চতুর্থ আসনে বিপক্ষ ডাক আরম্ভ করিবেন এবং সাধারণতঃ তাঁহাদেরই ডাকে নিষ্পত্তি ডাক (final bid) হইয়া থাকে। এইরূপে চতুর্থ আসনে ডাক আরম্ভ হইয়া গেলে তখন সাথীকে হাত জানাইতে হইলে ডাক ২।৩এর কোঠায় উঠিয়া যায়। ঐরূপ অবস্থায় ডাক দেওয়া বিপজ্জনক। অথচ ডাক না দিলে সাথীকে প্রাথমিক চাল (opening lead) নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সাহায্য করা যায় না। এইরূপ অবস্থায় চতুর্থ আসনের ডাক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই যদি ডাক আরম্ভ করা যায় তবে উক্ত উদ্দেশ্য সফল হইয়া থাকে অথচ '১'এর কোঠায় ডাক থাকায় বিপক্ষের ডবলেও ক্ষতির তেমন সম্ভাবনা থাকে না। সেইজন্য এইরূপ তৃতীয় আসনে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হাত লইয়া ডাক আরম্ভ করাকে "সাঙ্কেতিক ডাক" (lead directing bid) বলা হয়। চতুর্থ আসনে প্রাথমিক ডাক হইবে ইহা আশা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই এই প্রতিরোধাত্মক ডাক দেওয়া হয় বলিয়া ইহার অন্য নাম anticipated defensive bid বা প্রাক্তন প্রতিরোধক ডাক।

ইহার আরও একটী সুবিধা এই যে বিপক্ষ সহজে বুঝিতে পারেন না যে দুর্ব্বল হাতে বা শক্তিপূর্ণ হাতে এইরূপ প্রাথমিক ডাক দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য বিপক্ষগণ সুদক্ষ না হইলে বা একটু অতি-হিসাবী বা অতি-সাবধানী হইলে গেম্ পর্য্যন্ত ডাক না দিতেও পারেন। কিংবা দণ্ডসূচক ডবল দিয়া (penalty double) দায়িত্ব এড়াইতেও পারেন। এইভাবে তাঁহাদের নিশ্চিত গেম্‌ও হারাইতে পারেন। এইজন্য Mr. Culbertson ইহাকে Third hand strategic bid বলিয়া অভিহিত করেন।

মনে রাখা উচিত যে যে-স্যুটে এইরূপ হীনশক্তি সত্ত্বেও ডাক দেওয়া হইবে তাহা এমন হওয়া উচিত যে বিপক্ষ সেই স্যুটে একটীর বেশী পিঠ পাইবেন না। তাহা হইলে বিপক্ষ যদি নরঙ্গের (No Trump) ডাকে নিষ্পত্তি করেন তবে সাথীর সেই স্যুটে প্রাথমিক চালের পর অন্ততঃ চারিটী পীঠের বন্দোবস্ত হইয়া থাকিবে। সুতরাং বিপক্ষের নরঙ্গে গেম্ নষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিবে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

স্থাপিত • ১৯২২

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ২৮শে মার্চ্চ ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ১৫ই চৈত্র ১৩৪৬ [১৩শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"বম্বিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এভিনুবরা এভেনিউ
—১৫৩ ম্লাট ষ্ট্রীট

বাংলা ভাষার নবযুগ

প্রায় বিশ বৎসর হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষাকে মর্য্যাদা দিয়াছেন; ছাত্র ছাত্রীরা এখন বাংলায় সর্ব্বোচ্চ উপাধি পর্য্যন্ত লাভ করিতেছেন। এখন হইতে বাংলা ভাষা পরীক্ষারও বাহন স্বরূপ হওয়ায় আমরা আশা করিতে পারি, এখন হইতে বাঙালী ছাত্রছাত্রী ও তরুণতরুণীগণ অন্তত শুদ্ধভাবে সাধারণ বাংলা লিখিতে ও বলিতে সক্ষম হইবেন।

তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় কথা কহিতে শতকরা ৯৫টি অনাবশ্যক অশুদ্ধোচ্চারিত শ্রুতিকটু ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা প্রথম ফ্যাশান ছিল, এখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। কদাচার চিরদিনই রোগের মূল। বাঙালীদের মিশ্র ভাষা-ব্যবহারের কদাচার হইতে অশুদ্ধ বাংলা ভাষার প্রচলন-বাহুল্যও ঘটিয়াছে। সুযোগ্য সুষ্ঠু ও সুন্দর বাংলা প্রতিশব্দ থাকিতেও তৎস্থানে অকারণ ইংরাজী কথা বলা বা লেখায়, অজ্ঞতা যতটা হউক বা না হউক, ইংরাজী ভাষাজ্ঞতা প্রকাশের দুরন্ত প্রচেষ্টা এবং কল্পিত আধুনিক যুগোপযোগী সভ্যতার সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই যে তাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই কদভ্যাসের ফলে ইঁহাদের এখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, কি-বাংলা কি-ইংরাজী কোনও ভাষাতেই সাধারণ জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই এবং এ দুইয়ের কোনটিতেই তাঁহারা আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। অবশ্য, এমন বহু শব্দ আছে যেগুলি বাংলা ভাষায় স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া বাংলারই একরকম গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলা ভাষার মর্য্যাদা রক্ষাহেতু তাহাদের স্থলে কষ্টগঠিত দুর্ব্বোধ্য বাংলা ভাষা ব্যবহারও অনুচিত। উদাহরণস্বরূপ—কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, ষ্টীমার, টিকিট, ভোট, ব্যাঙ্ক, চেয়ার,

টেবিল প্রভৃতি শব্দগুলি বিদেশীয় হইলেও, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বা ডোমিসাইল্ড্ ইয়ুরোপীয়ানদের মত ইহারা বাংলার এক একজন অত্যন্ত আপন জন হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই, ইহাদের পরিবর্ত্তে অন্য কোনও শব্দের প্রয়োগও সুবোধ্য বা সুষ্ঠু হইবে না।

প্রত্যেক ভাষারই একটা চুম্বক-শক্তি আছে। ভাষা নিজের অভাব নিজেই পূরণ করিয়া লয়। প্রত্যেক ভাষাই ভাষান্তর হইতে কিছু-না-কিছু আত্মসাৎ করিয়া তবে সমৃদ্ধ হয়। বাংলা ভাষার ব্যাপারেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ইংরাজী শাসনপূর্ব্ব যুগে বাংলায় যেমন অগণিত ফার্শী, আরবী, ফরাসী, ওলন্দাজ পোর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বিদেশী শব্দ প্রবেশ করিয়া আজ তাহারা বাংলা ভাষার স্বগোত্র হইয়া গিয়াছে, তেমনি আজ প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী ইংরাজআমলে বহু ইংরাজী শব্দকেও, বাংলা ভাষা অকুণ্ঠিত ভাবে গ্রহণ করিয়া মর্য্যাদাই লাভ করিয়াছে, জাতিভ্রষ্ট হয় নাই। এবং ইহাও ঠিক যে আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত ও নিত্য ব্যবহৃত বহু ইংরাজী শব্দের পরিভাষা পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই। বৈজ্ঞানিক বিভাগগুলিতে বাংলা ভাষায় তেমন কিছুই রচিত হয় নাই এবং যাহা হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার যোগ্য সমাদর না হওয়ায় সেগুলি ব্যাপকভাবে দেশে প্রচলিতও হয় নাই। আর সেই জন্য বৈজ্ঞানিক ইংরাজী শব্দের ২।৩টি যে পরিভাষা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও জনসাধারণ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায় নাই। সাধারণ্যে যাহা চলে তাহাই ভাষা মন্দাকিনীর কূলে গিয়া আশ্রয় পায়। যাহা চলে না, বা চলে নাই—তাহা অচলই রহিয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় এইবার পরীক্ষার ভাষারূপে ছাড়িয়া দেওয়ায়, অবরুদ্ধ বাংলা ভাষা যে গতি আজ লাভ করিল, অনতিবিলম্বেই তাহা অপরিসীম শক্তিসঞ্চয় করিয়া নব নব সৃষ্টিতে বাংলা ভাষায় যে অপ্রত্যাশিত ফসল ফলাইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মুক্তি যখন সে একবার পাইয়াছে তখন শক্তি তাহার জুটিবেই এবং পথ যখন সে পাইয়াছে তখন স্রোতস্বতীর মত সে নিজেই তাহার রাজপথ সৃষ্টি করিয়া লইবে। পথে নামিলে পাথেয়ের অভাব হয় না।

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ নাই, কারণ বিজ্ঞানের বইই রচিত হয় নাই। যে বই কেহ পড়িবে না, একখানিও বিক্রয় হইবে না—সে প্রকার গ্রন্থ কে রচনা করিবে? আর কেনই বা করিবে? কাজেই বাংলা সাহিত্যে কবিতা, নাটক, উপন্যাস প্রমুখ লঘু সাহিত্য রচনাতেই লেখকগণ এতদিন নিযুক্ত ছিলেন। লঘু সাহিত্য পাঠ্য কুপাঠ্য অপাঠ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত রচনাবাহুল্যে ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া যাঁহারা অভিযোগ করেন, তাঁহারা একথাটি ভাবেন না যে গুরু-সাহিত্য রচনার সুযোগ কোথায় ছিল এতদিন? অভিযোগ সহজ কিন্তু সুযোগ যে বড় দুর্লভ!

আমাদের সে সুযোগ আজ আসিয়াছে। এখন হইতে গল্প কবিতা নাটক উপন্যাস রচনা ছাড়া বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থ রচনারও যে নব যুগ আরম্ভ হইল, সেই শুভ সূচনাকে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক হিতৈষী আজ সাদরে ও সসম্মানে বরণ করিতেছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস

জয়ন্তী

—মূল্য ঃ আড়াই টাকা—

বাহির হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান : দীপালী গ্রন্থশালা ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়।

গান

—নূর মিঞা

আমার রাতের ঘুম ভাঙিয়ো তোমার মধুর গানে—
কেউ যেন আর জাগে না কো সেই সে গানের তানে
বনের পাখী ঘুমিয়ে যখন—
দেখ্‌বে স্বপন ভোরের তপন,
শুধুই মোরা দু'জন তখন—মিল্‌বো বাহুর টানে॥

তুমি যবে আস্‌বে চড়ে—আমার মনের রথে—
রথের রেখা রয় না যেন ধূসর বালুর পথে!
তোমার শাড়ীর আঁচল লেগে—
ফুলের যেন ঘুম না ভাঙে—
মোদের গোপন মিলন কথা—কেউ না যেন জানে॥

মানুষের জীবন ও সিনেমা

—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষাল

জগতে যা কিছু ভালো তাই হচ্ছে মানুষের সরল মনের সুখের অনুরণন। সিনেমার আনন্দ সেই জীবন-সুখের অনুরণন। প্রকৃতির নিয়মে যা অবশ্যম্ভাবী, তার গতি রোধ করার সাধ্য মানুষের নেই। তাই বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রভাবে, নরনারীর হৃদয়-রহস্য, তাদের কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহারে ও হাব-ভাবে ধরা পড়ে বলেই মানুষের কল্পনায় আঁকা কাহিনীগুলিও প্রাণরসে টলমল করে। মানুষের গল্প শোনবার আগ্রহ চিরন্তন। হয়-তো নিজের একটী জীবনের আশা মেটে না বলেই বহু জীবনের বহু অভিজ্ঞতার ধারা সে পান করতে চায়। এই কাহিনী শোনার পিপাসা গল্প সাহিত্য ও নাট্যাভিনয়ই এতদিন মিটিয়ে এসেছে। চলচ্চিত্রের আবির্ভাব এক্ষেত্রে নূতন। কিন্তু নূতন হলেও তার শক্তি ও বিরাট সম্ভাবনা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

সহসা সিনেমার এই দ্রুত দিগ্বিজয়ে এমন অনেকে ভীত হয়ে উঠেছেন যে তাঁরা মনে করেন, সাহিত্য ও রঙ্গালয়কে বাতিল করে চলচ্চিত্র অদূর ভবিষ্যতে মানুষের সৃষ্টি-কল্পনার প্রধান বাহন হয়ে উঠবে। একথা মিথ্যা নয়। নাট্যকলা বা সাহিত্যের তুলনায় চলচ্চিত্রের অনেকগুলি বিশেষ সুবিধা যে আছে একথাও ঠিক্। তার এই নিজস্ব সুবিধা থাকা সত্বেও চলচ্চিত্র কোন দিন নাট্য-কথা বা সাহিত্যকে বাতিল করে দিতে পারে এমন কথা ভাবা কিন্তু তাঁদের অবশ্য বাতুলতা। শুধু আমাদের দেশে নয়, ইউরোপ আমেরিকাতেও চলচ্চিত্র তার সমস্ত সম্ভাবনা এখনো নিজেই উপলব্ধি করতে পারেনি।

যদিই বা কোন দিন সিনেমা সমস্ত সম্ভাবনা উপলব্ধি করে তার সত্যিকার সার্থকতা লাভও করে তবু সাহিত্যকে সরিয়ে নয় তার পাশেই তাকে জায়গা করে নিতে হবে। ভাস্কর্য্য যেমন চিত্রকলার প্রতিবেশী মাত্র, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের কাহিনীর মধ্যে তেমনি সীমান্তের মিলই আছে, অধিকারগত কোন মৌলিক বিরোধ নেই।

চলচ্চিত্রের নিকট হতে এইটুকু সম্ভাবনার উপলব্ধি মেলে; একেবারে জীবনের প্রত্যক্ষ ছবি চোখের সামনে ধরে দেবার তার শক্তি। মানুষ এইজন্যই চায় সিনেমা। মানুষকে এইজন্যই দেখ্তে পাওয়া যায় booking office এর সামনে ধস্তাধস্তি করতে। যে জীবন ভোগে ও ত্যাগে, আনন্দে ও বিষাদে, বিরহে ও মিলনে পূর্ণ বিকশিত, সেই জীবনের ছবি প্রত্যক্ষ করে তোলে এই সিনেমা, তাই মানুষ সিনেমা-পাগল।

অনেক চিত্রপ্রিয়কে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, তোমরা সিনেমা দেখ কেন? একই দেবদাস, একই Queen Christina, একই ব্লন্ড্ ভেনাস্, একই মুক্তি, একই Romeo Juliet ছবি তোমরা যে পাঁচবার ছ'বার করে দেখ, এতে লাভ কি? আমার পাশে বসে 'রিক্তা' দেখতে গিয়ে যে ব্যক্তি অনর্গল কাঁদলে, তাকে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, মশাই, কেমন দেখলেন? লোকটী চোখ মুছতে মুছতে বলে marvelous, শেষের কয়েকটী দৃশ্য অবর্ণনীয়। লোকটীকে মনে মনে বল্লাম, উন্মাদ। মানুষের জীবনে কান্নার অভাব নেই, সেই কান্না পয়সা দিয়ে যদি কাঁদতে হয়, আর বল্তে হয় অবর্ণনীয়, তার মত উন্মাদ আর কে আছে? সত্যি কি মানুষকে উন্মাদ বলে, খেয়ালী বলে, যথেচ্ছাচার বলে বিচার করলেই মন বিচার মানে? মানুষ আনন্দের জন্যে যায় সিনেমায় হাল্কা হতে। যারা যায় তাদের মনে কত রকমের বিষাদ ও অবসন্নতা, বেদনা এবং বিরহ। যে জীবন কল্পনায় অনুভব করি, যে জীবনের কথা দূর থেকে শুনি, যে-জীবন মৃত আছে, শাখার মত মনের অরণ্যে শুকিয়ে পড়ে তার জীবন্ত স্পর্শ পাওয়া যায় বলেই তো সিনেমা দেখা।

মানুষের মধ্যে একরকমের স্বভাব আছে যা ভালোবাসা ব্যতীত কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। তাদের ভালবাসার একাগ্রতা ঐকান্তিকভাবে দেশে-বিদেশে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, সিনেমা দেখে। বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস্, সুইনবার্ণ পড়ে তাদের ভালোবাসার মনকে সঞ্জীবিত করে রাখে। এমনি করে সবাই আপন আপন সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে দিনের পর দিন বাঁচবার নূতন ক্ষেত্র সিনেমায় খুঁজে পেয়েছে।

একালের জীবনে শান্তি নেই; যে কালে জীবন বলতে সুস্থ, সুন্দর একটী কল্পনা মনে জাগ্তো, সে কাল কবে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। জীবনের সংজ্ঞা বদ্লেছে। মহাকাব্য রচনার যুগ আজ অন্তর্হিত,

বি, নান

(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যান্ট)

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেন্ট: শ্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট

রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা কলিকাতা এবং মফঃস্বল সিনেমা।

বিশেষত্ব:—সিনেমা শ্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী।

দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

আজ টুকরো টুকরো করে যে হৃদয়ের সুখ দুঃখের ব্যঞ্জনায় কাব্য-সঙ্গীত রচনা হচ্ছে, তারই একটা গানের অংশ দিয়ে চলচ্চিত্রের হয়েছে সুর বাঁধা। এ ক্ষণিক, গভীর মাধুর্য্য-মণ্ডিত হলেও ক্ষণস্থায়ী। সুখ সেইজন্যই লালসাজড়িত।

সিনেমা দেখা ভাল না খারাপ, তার নীতি দুর্নীতি সম্বন্ধে আলোচনার স্থান আজ নয়। Cinemagoerরা শিক্ষার জন্য সিনেমা দেখে না, তা তারা নিজেরাই বলে। ভালোবাসার এবং ভালোবাসা পাবার যেমন একটা আকাঙ্খা আছে, সেই রকম সুন্দর কিছু দেখবার একটা লোভ নিয়েই তারা আসে প্রেক্ষাগৃহে।

সিনেমার জীবন বেশীদিনের নয়, মানুষের চেতনা হতে অবচেতনা হতে প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে বলেই আজ সে এত advanced. সত্য শিব ও সুন্দরের অর্চ্চনার দ্বারা সিনেমা মানুষের মনের আকুতিকে মিটিয়ে চলেছে। জানি না এই আধুনিক কালের মানুষের অপরিসীম বেদনার আকুতি কতখানি চলচ্চিত্র মেটাতে পেরেছে, এবং পারবে। কিন্তু যাহোক, সিনেমা আজ আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণের জিনিষ।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতারিত
জন্ম রোধ 'শান্তি'
নির্দ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১৷৷০, ২৷৷০, ৩৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাতভাবে পাঠান হয়।

পাঞ্চজন্য
ফাল্গুনী

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা	স্থাপিত	১৮৫৭ খৃঃ
বোম্বাই	…	১৮৫৭ "
মাদ্রাজ	…	১৮৫৭ "
পঞ্জাব	…	১৮৮২ "
এলাহাবাদ	…	১৮৮৭ "
বেনারস হিন্দু	…	১৯১৫ "
মহীশূর	…	১৯১৬ "
শ্রীমতী নাথাভাই দামোদর থাকার্সী মহিলা	…	১৯১৬ "
ওস্‌মানিয়া (হায়দ্রাবাদ)		১৯১৮ "
লক্ষ্ণৌ	…	১৯২০ "
ঢাকা	…	১৯২০ "
আলিগড় মুসলীম	…	১৯২০ "
রেঙ্গুন	…	১৯২০ "
বিশ্বভারতী	…	১৯২১ "
দিল্লী	…	১৯২২ "
নাগপুর	…	১৯২৩ "
অন্ধ্র	…	১৯২৬ "
পাটনা	…	১৯২৭ "
আগ্রা	…	১৯২৭ "
আনামালাই	…	১৯২৯ "
ত্রিবাঙ্কুর	…	১৯৩৮ "

বাংলার মন্ত্রীদের রাহা খরচ

বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য মৌলভী আবুল ফজল সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যেক মন্ত্রীর জন্য ১৯৩৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪০ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কত রাহা খরচ হইয়াছে, মাননীয় অর্থসচিব মিঃ এইচ, এস, সুরাওয়ার্দ্দী বলেন, মন্ত্রীদের রাহা খরচের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। ১৯৩৭ সনের এপ্রিল হইতে ১৯৪০ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মন্ত্রীগণের রাহা খরচ বাবদ ব্যয় হইয়াছে :—

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী	১৫,৮৫৩৷৶০
মাননীয় অর্থসচিব	৪২৭১৲
মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব	৫০৪৩৵০
মাননীয় রাজস্ব সচিব	৭০২৬৵০
মাননীয় স্বায়ত্ত শাসন ও শিল্পসচিব	১২১৬৩৷০
মাননীয় পূর্ত্ত সচিব	৬৮২০৵০
মাননীয় ব্যবসা বাণিজ্য ও শ্রমিক সচিব	৮১০৫৷৵০
মাননীয় বিচার ও আইন সচিব	৩৯২৩৷৷০
মাননীয় বন ও আবগারী সচিব	৫৪৭৫৷৷০
মাননীয় সমবায় ও পল্লী-উন্নয়ন সচিব	৫৮০৩৶০
মাননীয় জনস্বাস্থ্য চিকিৎসা, কৃষি ও পশু চিকিৎসা সচিব	৫১৫৯৶০

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

জিঞ্জার রজার্স

—আর-কে-ও রেডিওর এই সুবিখ্যাতা চিত্রনটীকে

"Primrose Path" ছবিতে শীঘ্রই দেখা যাইবে।

দীপালী

১২শ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা

১৬ই চৈত্র, ১৩৪৬

চিত্র বর্ত্তিকা

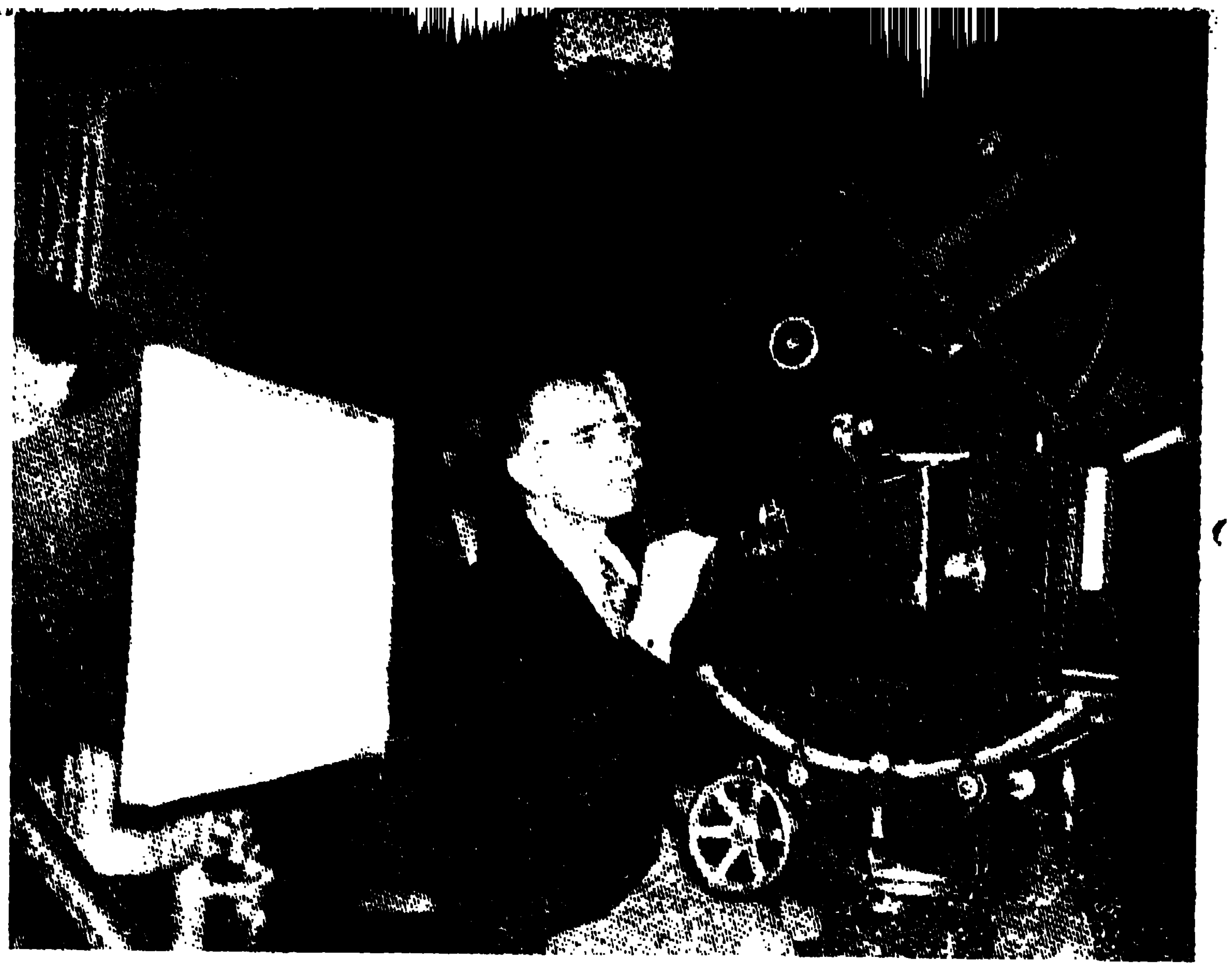

পরিচালক ওয়েসলী রাগ্‌লস্‌ আসল স্যুটিং আরম্ভ হইবার ঠিক আগেই ক্যামেরা সংস্থাপন, আলোক-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইতেছেন। বর্ত্তমানে তিনি কলম্বিয়ার "Too Many Husbands" ছবি পরিচালনা করিতেছেন।

মোহন পিকচার্সের "স্বস্তিক" ছবির একটি দৃশ্যে এ. কে. দার ও কুমারী বীণা। এই ছবিখানি প্রথমে সেন্সর বোর্ড হইতে পাশ করা হয় নাই, তারপর তাঁহারা পাঁচ বার দেখিবার পর সাধারণ্যে মুক্তিলাভ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। "স্বস্তিক" এখন কলিকাতায় দেখানো হইতেছে।

"I Was A Captive of the Nazi Spy" ছবির একটি দৃশ্য। এই চিত্রখানি শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে।

বাংলার তথা ভারতের নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে যে কয়জন নৃত্যশিল্পী ইউরোপে গিয়া প্রভূত যশঃ অর্জন করিয়াছেন শ্রীমতী মেনকা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা। ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে অনুষ্ঠিত নৃত্য প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী মেনকা ও তাঁহার সম্প্রদায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তাহার পর তিনি সমগ্র ইউরোপে তাঁহার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। আগামী কল্য শুক্রবার হইতে গ্লোব রঙ্গমঞ্চে মাত্র ১ সপ্তাহের জন্য তিনি কলিকাতার নৃত্যরসিকদের মনোরঞ্জন করিবেন। শ্রীমতী মেনকার প্রধান নৃত্য-সঙ্গী শ্রীরামনারায়ণকে পাশের ছবি দুইখানিতে দেখা যাইতেছে। নীচের ছবিখানিতে "মেনকা-লাস্যম" নৃত্যে মেনকা ও বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় তাঁহাদের দেখা যাইতেছে।

বসন্ত-সমাগমে নূতন ধরণের স্নানের পোষাক-পরিহিতা কলম্বিয়ার তিন জন উদীয়মানা চিত্রাভিনেত্রী।

শ্রীমতী মেনকার নৃত্যশিল্পী সম্প্রদায়ের "মেনকা-লাস্যম" শীর্ষক নৃত্যের একটি দৃশ্য। ইহাতে মহর্ষি মেনকা কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ—এই আখ্যানটিই অতি নিপুণ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

দীপালী

মায়া

[গল্প]

—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি, এ

জীবনে দুইটী জিনিষ বিশ্বাস করি নাই। একটি ভূত এবং অপরটী প্রত্যক্ষ দেবতা।

ভূত দেখিবার অনেক স্থান অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু দেবতা দেখিবার স্থান এক সাধনার পথে। সাধনা আমার নাই; সুতরাং দ্বিতীয়টী সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না।

জীবনে বিশ্বাস করি নাই বলিয়াই হউক, অথবা ভূত বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই বলিয়াই হউক, অনেক শ্মশান, পরিত্যক্ত বাড়ী এবং আরও অনেক অনেক যায়গা আমি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ভূত বলিয়া কিছু দেখিতে পাই নাই।

এইরূপে ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি যখন একেবারেই বিশ্বাসহীন, ঠিক সেই সময়ে আকস্মিক ভাবে আমার জীবনে একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল—নিম্নে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

ঘটনাটি অতি সংক্ষেপেও বলা চলিত; কিন্তু যদি কেহ তাঁহার বিচারবুদ্ধির দ্বারা কোনরূপ মন্তব্যে আসিতে চাহেন, এই জন্য পারিপার্শ্বিক সমস্ত কথাই বলিতে হইল।

আমাদের আশ্রম—

অধ্যাপক মন্মথবাবু নিঃসন্তান। সংসারে পরিজনের মধ্যে তাহার স্ত্রী ও এক বিধবা বর্ষিয়সী শ্যালিকা ভিন্ন আর কেহই নাই। কিন্তু তবু তিনি বড় রাস্তার উপর এক প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন। কারণ, অধ্যাপক মন্মথ বাবু দার্শনিক। তিনি প্রত্যহ বেদ, উপনিষদ পাঠ করেন, গভীর রাত্রে প্রাণায়াম করেন এবং অবসর সময়ে একান্ত নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন। সদরে মামলা মোকদ্দমার জন্য অনেক আত্মীয় কুটুম্বও তাঁহার বাটীতে সাময়িক ভাবে বাস করেন। ছোট বাড়ী হইলে তাহাতে তাঁহার নিবিষ্ট চিত্তের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বলিয়াই এই প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন।

নিঃসন্তান অধ্যাপক মহাশয় যখন এই বিরাট বাড়ীটি ভাড়া লইলেন, তখন আমরাও কতকগুলি কলেজের ছাত্র তাঁহার আশ্রয়ে আসিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি নাই। ফলে তাহার নীচেকার ঘরগুলি ছাত্রাবাসে পরিণত হইল—বাহিরের বৈঠকখানা ঘরখানি আগন্তুকদের জন্য রিজার্ভ করা থাকিল, এবং অধ্যাপক মহাশয় নির্জ্জনতার ব্যাঘাত ঘটিবে বুঝিয়া একেবারে অন্দর মহলের এক কোণের একটি প্রকোষ্ঠে আশ্রয় লইলেন।

নীচেকার ঘরগুলিতে আমরা যে আট দশটি ছাত্র থাকিতাম স্বদেশীর হিড়িকে তার মধ্যে কাহারও শিং ভাঙ্গিয়াছে অর্থাৎ বাড়ী হইতে মাসোহারা বন্ধ হইয়াছে। কাহারও বোর্ডিংএ ফিরিয়া যাইবার আর মুখ নাই। কাহারও স্কলারশিপ্ কাটা গিয়াছে এই সব। আমাদের কেহ কোথায়ও টিউসানী করিয়া সেখানেই খাইত, কেহ টিউসানীর টাকায় মেসে খাইত, কেহ মামার বাড়ীতে বা বন্ধুর বাড়ীতে খাইত এবং কেহ বা সোজা মাষ্টার মহাশয়ের রান্নাঘরে পাতা লইয়া বসিয়া পড়িত। আমাদের মধ্যে এমন কেহ কেহও ছিল যার আহারের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানই ছিল না।

গরমের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মাষ্টার মহাশয় বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছেন। আলু বাবু, নিখিল, ভবানী এরাও নাই। কেহ আই, এ, পরীক্ষা দিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে—যাহারা থার্ড ইয়ারে পড়িত তাহারাও পরীক্ষার পর কলেজ বন্ধ হওয়ায় বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। সেবার এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে বি, এ, পরীক্ষা হইতেছিল; সুতরাং আমরা দুই তিনটি পরগাছা তখনও আশ্রমটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছি। আমাদের তিন জনের আবার একই বিষয় ছিল না,—কাহারও দর্শন শাস্ত্র, কাহারও অর্থশাস্ত্র, কাহারও বা ছিল ইতিহাস।

যে রাত্রের কথা বলিতেছি তার পরদিন আর কাহারও পরীক্ষা ছিল না—ছিল কেবল আমার একার। যোগেশ ও মিতু সে রাত্রে আশ্রমে ফিরিবে না বলিয়া গেল। কাহাকেও বাধা দিলাম না এবং একা থাকিবার জন্য কোন আপত্তিও করিলাম না।

পরদিন আমার দর্শন শাস্ত্রের পরীক্ষা। ভিতর এবং বাহির সকল দিকের দরজা বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া 'ফ্লেমন,' 'ষ্টাউট' এবং 'সালি' খুলিয়া বসিলাম। পরীক্ষার ভাবনায় সেই বিরাট বাড়ীতে আমি একা মাত্র আছি বলিয়া মনে হইল না।

বৈশাখ মাস। দুরন্ত গরম। তার উপর মশার অত্যাচার। ঘরে টিঁকিতে পারিলাম না। বাহিরে উঁচু রোয়াকের উপর মাদুর বিছাইয়া পড়িতে বসিলাম।

দেখা গিয়াছে, ঠিক পরীক্ষার সময় চোখের পাতায় যেরূপ ঘুম জড়াইয়া আসে, সেরূপ আর কোন সময়েই আসে না।

রাত্রি তখন দুইটা হইবে। ঘুমে চোখের পাতা বুজিয়া আসিতেছে, জোর করিয়া কতক্ষণ চোখ মেলিয়া থাকা যায়? অগত্যা আলো কমাইয়া দিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। ইচ্ছা, একটু ঘুমাইয়া লইয়া আবার উঠিয়া পড়িতে বসিব।

বেশ একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। মনে হইল রোয়াকের পাশ দিয়া কে যেন চলিয়া গেল। পরক্ষণেই আঁচলের চাবির গোছার শব্দ পাইলাম। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। পরিষ্কার দেখিলাম, উঁচু রোয়াকের নীচে দিয়া তাঁতের ডুরে শাড়ী-পরা একটি সুকেশা তরুণী চলিয়া যাইতেছে। তখনই আলোটি বাড়াইয়া দিয়া তাহার পিছু পিছু ছুটিলাম, কিন্তু কোথায় তরুণী? বাগানের শিউলী গাছটার কাছে আসিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আলো হাতে লইয়া সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। সদর দরজা তেমনি বন্ধ আছে। খিড়কির দরজাও কেহ খুলে নাই।

ভাবিলাম, একি তবে পাশের বাড়ীর একসাইজ দারোগার বাড়ীর কেউ?

কিন্তু আমরা ত' ওদের শত্রুপক্ষীয়। মাথায় লম্বা চুল রাখিয়া প্রেমের কবিতা লেখা বা 'দোদুল দুল' ধরণে চলা-ফেরা করা আমাদের অভ্যাস নাই—ইহাও ঐ বাড়ীর সকলেই জানেন। সেই রাত্রেই আলো হাতে লইয়া আমগাছে উঠিলাম, কিন্তু আম গাছ দিয়া উঁহাদের ছাদে যাওয়া-আসা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। বুঝিতে পারিলাম না—মেয়েটি কেন আসিল, কি করিয়া আসিল এবং কোথায়ই বা গেল!

স্বপ্ন, মায়া না মতিভ্রম?

পরীক্ষার পড়া পড়িতে গিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া নিশ্চয়ই প্রেমের স্বপ্ন দেখি নাই। চোখের উপর একটি তরুণী আঁচলের চাবির শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, এটাই বা মিথ্যা বলি কি করিয়া?

সাইকোলজির পৃষ্ঠা উল্টাইয়া 'ইলুশান্' হ্যালুসিনেশান-য়েরও আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিলাম, কিন্তু আকস্মিক এই তরুণী-দর্শনের কোনও যুক্তি সেখানে খুঁজিয়া পাইলাম না।

পরদিন সকালে সনৎদা আসিলেন। সনৎদা অকৃতদার, বৈষ্ণব এবং খুব ভাল কীর্ত্তন গাহিতে পারেন। নিকটেই তাঁহাদের বাড়ী। সনৎদার বয়স আমাদের চেয়ে বেশী হইলেও আমাদের সহিত তিনি ঠিক বন্ধুর মতই ব্যবহার করেন।

সমস্ত শুনিয়া সনৎদা বলিলেন, এই বাড়ীতে কখনও একা থাকতে আছে? ধন্যি সাহস তোর যা' হ'ক।

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? সনৎদা যাহা বলিলেন, তাহা এই—এ বাড়ী এখন গিড্ডীরাম আগরওয়ালা কিনিয়া লইয়াছে। আসলে এ বাড়ী ছিল শরৎ চাটুয্যে উকিলের। শরৎ বাবু ছিলেন একটা ডাকসাইটে উকিল। তাঁর বাহিরের ঘর সর্ব্বদা মক্কেলে গিস্ গিস্ করিত। এই কারণে, সংসারের কোনও কিছুতে শরৎ বাবুর লক্ষ্য করিবার অবকাশ মাত্র ছিল না।

কিন্তু একদিন তাঁর সে অবকাশ আসিয়া পড়িল।

গৃহিণী পূজা আহ্নিক এবং ছুঁৎমার্গ লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন—কাজেই সেদিন রাঁধুনি ঠাকুরাণীর অসুখ হওয়ায় তাহার মেয়ে মায়া ভাতের থালা লইয়া শরৎ বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইতেই শরৎবাবু চশমার ভিতর দিয়া তাহার রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া বিস্মিতনেত্রে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

মায়া কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। ভাতের থালাখানি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দরজার পাশে গিয়া উত্তর করিল, 'আমি মায়া। মার অসুখ করেছে তাই'—

শরৎ বাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন 'হুঁ'। মায়া আট বৎসর বয়সের সময় বিধবা হইয়াছে। তারপর সে তার মায়ের নিকট এই সংসারে আরও সাতটা বছর কাটাইয়া দিয়াছে। আজ সুদীর্ঘ সাত বৎসর পরে শরৎ বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

রাত্রি সাড়ে বারটার সময় গৃহিণীর ডাক পড়িল। গৃহিণী স্বপাকে নিরামিষ বিশুদ্ধান্ন গ্রহণ করেন। তখনও তাঁহার রান্না হয় নাই। একঘটি গঙ্গাজল, ছিটাইতে ছিটাইতে তিনি সেই ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া বলিলেন, 'কি?'

অনেক দিন পরে আজ হঠাৎ শরৎ বাবুর মনে হইল—অসম্ভব! এই তার স্ত্রী—"গৃহিণী-সচিব সখী প্রিয়াশিষ্যাললিতকলাবিধৌ—"

বুঝিলেন ইঁহাকে কোনও কথা বলিয়া লাভ নাই।

শরৎ বাবু তাঁর পুত্র শিবেন্দ্রকে ডাকিলেন, শিবেন্দ্র তখন হয়ত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শেলি, কীটস্ কিংবা শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত পড়িতেছিল—অথবা সে কিছুই পড়িতেছিল না। বালিশের উপর ভর দিয়া কবিতা লিখিতেছিল। অথবা সে কবিতাও লিখিতেছিল না—শুইয়া শুইয়া কি ভাবিতে-ছিল। পিতার ডাক তাহার কানে গেল না।

মায়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়াছিল, 'শিবদা শুনচ?—শীগ্গীর ওপরে যাও। বাবা ডাকচেন।"

এত রাত্রে পিতৃদেবের এরূপ আকস্মিক ভাবে ডাকিবার কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া শিবেন্দ্র ত্রস্তপদে শরৎ বাবুর ঘরের দরজার

কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা আমায় ডাকছেন ?'

পুত্র শিবেন্দ্র এবার বি, এস্-সি পাশ করিয়াছে। ডাক্তারী পড়িবে, ইহাই তাহার ইচ্ছা। শরৎ বাবুর যত কিছু দুর্ভাবনা, এই শিবেন্দ্রকে লইয়া। মায়ার অপরূপ সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

'তোমার ভর্ত্তি হওয়ার কি হ'ল ?'

'এখনও তার ঢের দেরী—প্রায় দু' মাস।'

'হুঁ, তোমার মা কি ক'রছেন ?'

মায়ের ছায়া দর্শনও শিবেন্দ্রের পক্ষে ইদানীং কষ্টসাধ্য ছিল। সর্ব্বাঙ্গে দস্তুরমত গোবরের প্রলেপ ও গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া তবে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব হইত। শিবেন আমতা-আমতা করিয়া কিছু সঠিক উত্তর দিতে পারিল না।

'আচ্ছা বামুন ঠাকুরুণের নাকি অসুখ ক'রেছে ?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'ক'দিন ?'

'এই চারদিন, তবে আজকে জ্বরটা একটু বেশী—প্রায় একশো তিন উঠেছে।'

'কে দেখছে ?'

'সুধো ডাক্তার।'

'কি খেতে দিচ্ছে ?'

'বার্লি, ফলটল কিছু।'

'তোমার মা'র খাওয়া হ'য়েছে ?'

শিবেন্দ্র হ্যাঁ, না—কিছুই উত্তর দিতে পারিল না।

শরৎ বাবু বলিলেন, 'হুঁ'। 'দেখ কথাটি হয়ত আমার মনে নাও থাকতে পারে। তুমি বেশ ক'রে মনে রাখবে—বামুন ঠাকুরুণের অসুখ সারলেই তার মাইনে পত্র চুকিয়ে দিয়ে ওদের যেন ব'লে দেওয়া হয়, যে ওদের আর আমি এখানে রাখ্‌তে পারব না। আমার এ কথার কিছুমাত্র নড়চড় হবে না, এও তাকে ব'লে দিও।'

শিবেন্দ্রের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। নীচে আসিতেই মায়া সিঁড়ির কাছে আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, 'ইস্! মুখখানা যে বেজায় ভারী! বকুনি খেয়েছ বুঝি ?'

তারপর সমস্ত রাত তাহাদের কি সব কথা হইল। সেদিন, তার পরদিন এবং তার পরদিনও।

দুইজনে পরামর্শ করিল, তাহারা মরিবে। একসঙ্গে দুই জনে মরিবে।

গভীর রাত্রে দুই জনে ঘরে খিল আঁটিয়া বসিল। এক শিশি আর্সেনিক অথবা মার্কিউরিক সলিউসান—কি ঐ রকম একটা কিছু সম্মুখে রহিয়াছে। তাহাতে দুই জনের মরিবার মত ঔষধ।

মায়া বলিল, 'আমায় আগে দাও। কি জানি শেষে যদি না পারি।'

শিবেন গ্লাসে ওষুধ ঢালিয়া তাহার হাতে দিল।

'উঃ! কি জ্বালা!' মায়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। উঃ শিবদা, তুমি ও কক্ষনো খেয়ো না, বড্ড জ্বালা। ধাক্কা দিয়া শিবেনের জন্য অবশিষ্ট ওষুধটা মাটিতে ফেলিয়া দিল। শিবেনের মরা হইল না।

তারপর শিবেন চীৎকার করিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোককে জাগাইয়া দিল। ডাক্তার আসিল, চিকিৎসা হইল, অর্থ ব্যয়ও হইল খুব। কিন্তু মায়াকে কেহই বাঁচাইতে পারিল না।

শিবেন ডাক্তারী পাশ করিয়াছে। বিবাহও করিয়াছে। মায়ার কথা তা'র হয়ত আর মনেই নাই। কিন্তু মায়ার আত্মা আজও তার প্রিয়জনের অপেক্ষায় এ বাড়ীতে নিত্য ঘুরিয়া বেড়ায়।

সনৎদা চলিয়া গেলে যোগেশ আসিল। তাহাকে রাত্রির ঘটনা বলিলাম। যোগেশ বলিল, 'ও কিছু না, স্রেফ ছাতি। ছাতিটি ওরা চুরি করে ফেরত নিতে চায়।'

মাষ্টার মহাশয়ের একান্ত অনুগামী ভবানীপ্রসাদ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, 'সার্থক জন্ম তোর ভাই—ও আর কেউ নয়, সাক্ষাৎ গায়ত্রী। প্রত্যহ গভীর রাত্রে মাষ্টার মশাই যে ন্যাস, প্রাণায়াম আর গায়ত্রী স্তব করেন সেটা কি কিছুই নয় মনে করিস্ ?'

শুনিয়া বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করি। স্বয়ং গায়ত্রী আমাকে দেখা দিয়াছেন।

কিন্তু আজও সাধনা-মার্গের গায়ত্রীর চেয়ে সংসারের অতিবড় কঠোর সত্য মায়ার পরিণাম আমাকে অভিভূত করে।

সোনা ১০ ভরি

পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারান্টেড কেমিক্যালের চুড়ি। যে দেখিবে ৫০০৲ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে। সুন্দরভাবে ফাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিনি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিজ্ঞজন এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২৷৷০। পোষ্টেজ ৷৷০। ৪ সেট ৭৷৷০। সার্ট বোতাম ২৲, নেকলেস ৩৷৷০, আংটি ১৲, মাকড়ী জোড়া ১৲, কানফুল জোড়া ১৲, মফচেন ২৷৷০, ঝুমকো জোড়া ২৷৷০, ক্যাটলগ্ তৈরী নাই।

GOLD & SILVER'S MART (Di)
Post Ward No. 7, Muttra, U. P.

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"

৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন :— প্রিয়কুটীর, সুন্দাবিল, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)।

কামশাস্ত্র বিনামূল্যে

জীবনে সুখ ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও নারীর অবশ্য পাঠ্যপুস্তক

বৈদ্যশাস্ত্রী
২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সমালোচনা

(৭)

বিমান আক্রমণ ও তাহার প্রতিরোধ—শ্রীশিবপদ মুখোপাধ্যায় এম্, বি, প্রণীত—ডঃ ক্রাঃ ১/১৬—১১০ পৃঃ, মূল্য ৸০।

সমালোচ্য পুস্তকখানির বিষয়বস্তু যে কি তাহা, নামেই প্রকাশ। এ ধরণের পুস্তক বাংলা ভাষায় ইতঃপূর্ব্বে আর কেহই কখন রচনা-প্রচেষ্টা করেন তো নাই, ইংরাজী ভাষাতেও এমন সম্পূর্ণ একখানি বই আছে কিনা জানি না। গ্রন্থকার ভূমিকায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে এই গ্রন্থ-রচনায় তিনি লাইব্রেরী, ও বন্ধুজনের নোট ছাড়া বহু পুস্তক, বিলাতী সাময়িক পত্র ও যে সব পুস্তকে আধুনিক যুদ্ধ-বিবরণ এবং বিমানাক্রমণ প্রতিরোধ করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে, সেই সমস্ত গ্রন্থাদি হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষের চিত্র আঁকাইয়া এমন সহজবোধ্য ও তীক্ষ্ণভাবে বুঝাইয়া এত বড় একটা অজ্ঞাত ও জটিল বিষয়ের যে সুসাধ্য সমাধান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি শুধুই অসীম অধ্যবসায় ও চিকিৎসকের উপযুক্ত বিচার বিবেচনারই পরিচয় দেন নাই, বাংলার ও বাঙালীজাতির অশেষ উপকার করিয়াছেন। সাধারণ লোকের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, তথাকথিত বহু শিক্ষিত লোকও বর্ত্তমান জলস্থল ও অন্তরীক্ষ-যুদ্ধের কথাই কেবল শুনিতেছেন কিন্তু কোন্ জিনিষ যে কেমন কি তাহার ক্রিয়া, কি আছে তাহাতে বা তাহার দ্বারা কি হয়, এবং কি করিয়া তাহার অপক্রিয়ার প্রতিরোধ করা যায়, সে বিষয়ে শতকরা নিরানব্বই জন লোক যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এ কথা বলিলে এতটুকু অতিরঞ্জন হয় না। বিমান-যুদ্ধে কি কি অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, কি দিয়া সেগুলি তৈরি, কেমন সেগুলি দেখিতে এই সব বর্ত্তমানকালে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সরল বিবরণ দিয়া গ্রন্থকার মহাশয় তাঁহার স্বজাতিকে সম্ভাব্য অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বলিয়া দিয়াছেন, চিকিৎসকের উপযুক্ত কার্য্যই তিনি করিয়াছেন।

পুস্তকের ভাষা ও বর্ণনা অতীব সরল এবং সুবোধ্য। প্রত্যেক বাঙালীর এখানি পাঠ করা উচিত এবং প্রত্যেক ঘরে এখন এ বইখানি শুধু রাখারই প্রয়োজন নয়, প্রত্যেক বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকেরই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়কে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

—ফাল্গুনী

(৮)

বাংলার পুরনারী*

সদ্য-স্বর্গত রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের সর্ব্বশেষ গ্রন্থ "বাংলার পুরনারী" সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আগে উক্ত গ্রন্থের প্রকাশক ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানীকে অভিনন্দিত করি। এই গ্রন্থ প্রকাশের কাজে তাঁহারা যে শুধু অর্থব্যয়েই কার্পণ্য করেন নাই তাই নয়, সর্ব্বদিক দিয়া বইখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্যও তাঁহারা যে শিল্পবোধ এবং সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন তাহাও মনকে মুগ্ধ করে। বইখানির ছাপা, বাঁধাই এবং চিত্র-সৌন্দর্য্য মনোজ্ঞ। রয়্যাল আকারে ৩৬খানি চিত্র শোভিত, মোটা অ্যান্টিক কাগজে পাইকা অক্ষরে ছাপা সাড়ে চার শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ যে বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহাতে সংশয় নাই।

"বাংলার পুরনারী"র মধ্যে প্রাচীন বাংলার মেয়েদের বিচিত্র কার্য্যকলাপের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পল্লীগ্রামান্তঃপুরের যে-সব মেয়েদের ত্যাগ-তিতিক্ষা-বীরত্ব-ভালবাসার কথা গল্পচ্ছলে বলা হইয়াছে তাহা নিছক কল্পনা নয়—অনেক ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক সত্যের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত। প্রতি কাহিনীর শেষে গ্রন্থকার যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন তাহার ভিতরেও শুধু ঐতিহাসিক সম্বন্ধের কথা নয়, তখনকার দিনের অনেক সামাজিক তথ্যও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের একটি প্রামাণ্য জীবনীও গ্রন্থের পুরোভাগে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে—তাহার মূল্যও অল্প নয়।

কেমন করিয়া রাণী কমলা প্রজার মঙ্গলের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, সামান্যা মেয়ে কাজলরেখা তাহার জীবনে কত অসামান্য কাজ সাধন করিলেন, ধোপার মেয়ে কাঞ্চনমালা কী ভাবে কত দুঃখ পাইল, মহুয়া আর মলুয়া কেমন ভাবে তাহাদের জীবন প্রেমের দেবতার পায়ে উৎসর্গ করিল—এমনি পনেরোটি পল্লী-কাহিনী অবাধগতি নির্ঝরিণীর মত একে একে বহিয়া চলিয়াছে। আচার্য্য দীনেশচন্দ্রের লিপিকুশলতার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত লেখনীর গুণে গ্রন্থখানি আগাগোড়া প্রাণ-রসে সঞ্জীবিত। 'বাংলার পুরনারী' দীনেশচন্দ্রের মহতী সাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিকাশ। প্রত্যেক বাঙালী, বাঙালী-ঘরের ঘরণী, এবং ছাত্র-ছাত্রী বাংলার পুরনারী হইতে যে প্রচুর আনন্দ আহরণ করিতে পারিবেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

গ্রন্থকারের সর্ব্বশেষ ফটো, তাঁহার হস্তাক্ষরের অনুলিপি, প্রুফ-সংশোধন প্রণালীর অনুলিপি এবং রবীন্দ্রনাথের পত্রের প্রতিলিপি গ্রন্থখানির সৌন্দর্য্য ও মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। —অ

---

* "বাংলার পুরনারী"—৺দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। প্রকাশক—ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী, ষ্টিফেন হাউস, ৫, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

কলিকাতা কর্পোরেশন

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) আইন (১৯৩৯ সালের ১১ নম্বর বঙ্গীয় আইন) অনুসারে সংশোধিত!

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩ নম্বর আইন (বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা) অনুসারে কাউন্সিলারদিগের ষষ্ঠ সাধারণ নির্ব্বাচন।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) আইন দ্বারা পরিবর্ত্তিত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৪৪ ধারানুসারে প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক রচিত আদেশ পত্রের ১৭, ২০ ও ২১ প্যারাগ্রাফ অনুসারে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের তালিকা (প্রার্থীদের নামের পার্শ্বে লিখিত কেন্দ্রসহ এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে। ঐরূপ প্রতি কেন্দ্র হইতে যতজন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের সংখ্যা এবং যে সকল স্থানে ভোট গ্রহণ করা হইবে, তাহার বিবরণও নিম্নে প্রকাশিত হইল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ১৯৪০ সালের ২৮শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণ করা হইবে। প্রাতে ৮টার সময় ভোট গ্রহণ আরম্ভ হইবে, মধ্যাহ্নে ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত ভোট বন্ধ থাকিবে এবং অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় ভোট গ্রহণ শেষ হইবে।

সাধারণ নির্ব্বাচনকেন্দ্রসমূহ

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

শ্যামপুকুর (১নং ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

দুইজন

নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম

১। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২। ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৩। রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটস্থ শ্যাম স্কোয়ার

নারীদিগের জন্য

১২৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটস্থ শ্যামবাজার এ ভি স্কুল

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

বড়তলা (৩নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

দুইজন (তন্মধ্যে একটি আসন তপশীলভুক্ত জাতির নরনারীর জন্য সংরক্ষিত)

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। ডাঃ জি সি ঘোষ
২। *হরিদাস সাহা
৩। *যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল
৪। *রাধানাথ দাস
৫। সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী

ভোটগ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

৭৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ১ নম্বর ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস।

নারীদিগের জন্য

৭৩ নম্বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে স্কটিশচার্চ্চ কলেজিয়েট স্কুল।

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

সুকিয়া ষ্ট্রীট (৪নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

দুইজন

নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম

১। অমিয়নাথ দে, ২। অমূল্যচন্দ্র মিত্র, ৩। ডাঃ হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৪। হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ।

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

২৯৩ আপার সারকুলার রোডে মূক বধির বিদ্যালয়।

নারীদিগের স্থান

২৯৪ আপার সারকুলার রোডে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়।

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

জোড়াবাগান (৫ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

দুইজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। মোহনলাল মক্কর, ২। প্রভাংশু কুমার শেঠ, ৩। রবীন্দ্রনাথ বসু।

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটে তারাসুন্দরী পার্ক

নারীদিগের জন্য

১৩-এ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন।

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

জোড়াসাঁকো (৬নং ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

দুইজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। গোষ্ঠবিহারী শেঠ, ২। মদনমোহন বর্ম্মণ, ৩। কুমার শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৪। সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে গিরিশ পার্ক।

নারীদিগের জন্য

১৪৮ মাণিকতলা ষ্ট্রীটে কেশব একাডেমী

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

বড়বাজার (৭ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

তিনজন

নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম

১। চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২। দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। গোকুলদাস মোহতা, ৪। প্রভুদয়াল হিম্মৎ সিংকা, ৫। পণ্ডিত রামশঙ্কর ত্রিপাঠি।

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

৭৫ ডালহৌসি স্কোয়ারস্থ ডালহৌসি স্কোয়ার

নারীদিগের জন্য

৬৭-৫ ষ্ট্রাণ্ড রোডে মল্লিক ঘাট পাম্পিং ষ্টেশন।

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

মুচিপাড়া (৯ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

দুইজন

নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম

১। জগন্নাথ কোলে, ২। যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৩। ডাঃ কুমারী প্রভাবতী দাশগুপ্তা ৪। তুলসীচরণ রায়।

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

৩০ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ শ্রদ্ধানন্দ পার্ক

নারীদিগের জন্য

১৩ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটি কলেজ স্কুল

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

ফেনউইক বাজার (১৩ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। বিপিনবিহারী সাধুখান

২। যোগেন্দ্রলাল সাহা

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

১১০ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোডে ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুল।

নারীদিগের জন্য

১৩৪ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোডে ওয়াই ডব্লিউ সি এ ভবন।

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

তালতলা (১৪ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। বিজয়সিং নাহার

২। ডাঃ এম এন সরকার

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

১০৪এ, সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোডে ওরিয়েন্টাল ট্রেণিং একাডেমি

নারীদিগের জন্য

৫৫ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোডে তালতলা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়।

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

কলিঙ্গা (১৫ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। ডি জে কোহেন

২। ডি এন সেন

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

৩০ নম্বর পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ (সর্ট ষ্ট্রিটের ফটক হইতে প্রবেশ পথ)

নারীদিগের জন্য

৩০ নম্বর পার্ক ষ্ট্রিটস্থ সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ (সর্ট ষ্ট্রিটের ফটক হইতে প্রবেশ পথ)

নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নাম

বামুন বস্তি (১৭ নং ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম

১। ই, জে, সলোমন ২। এস্, কে সডে ৩। সুধাংশুকুমার মিত্র

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

১৪-১, রাউডন ষ্ট্রীটস্থ ম্যাকফাসন স্কোয়ার

নারীদিগের জন্য

১৭ রাউডনষ্ট্রীটস্থ অকল্যাণ্ড স্কোয়ার

নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নাম

ট্যাংরা (১৮ নম্বর ওয়ার্ড

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

দুইজন (তন্মধ্যে একটি আসন তপশীলভুক্ত জাতিদের জন্য সংরক্ষিত)

নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম

১। *বিরাটচন্দ্র মণ্ডল ২। বিষ্ণুপদ ঘোষ ৩। প্রফুল্লকুমার দত্ত ৪। *পুলিনবিহারী খাটিক ৫। সুরেশচন্দ্র সান্যাল

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

৭৪ নং চিংড়ীহাটা রোডে লাইভষ্টক ইয়ার্ড

নারীদের জন্য

৪-২ কামারডাঙ্গা রোডে জীবশিব মিশন—কিরণচন্দ্র হাই স্কুল

নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নাম

ইণ্টালি (১৯ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

দুইজন (তন্মধ্যে একটি আসন তপশীভুক্ত জাতিদের জন্য সংরক্ষিত)

নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম

১। আশুতোষ ঘোষ ২। *হরিহরদাস চৌধুরী ৩। ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য্য ৪। *রাজেন্দ্রনাথ গুণিন ৫। সমরেন্দ্রনাথ পাল ৬। ডাঃ সুবোধকুমার সরকার

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

১৩ নং কনভেণ্ট রোডে কনভেণ্ট স্কোয়ার

নারীদের জন্য

৮৫ নং ডাঃ সুরেশ সরকার রোডে ক্যারি হাই স্কুল

নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নাম

বালিগঞ্জ (২১ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম

১। বি, সি চট্টোপাধ্যায় ২। বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। রাজেন্দ্র সিং সিঙ্ঘী ৪। এস, বি মিত্র

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

২৫।৩ নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজ

নারীদের জন্য

৩৬ নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ পশুর টীকা সম্পর্কিত ডিপো

নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নাম

ভবানীপুর (২২ নং ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

দুইজন

নির্ব্বাচন প্রার্থীদিগের নাম

১। ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২। জে পি মুখার্জ্জী ৩। পূর্ণেন্দুশেখর বসু ৪। সতীশচন্দ্র বসু ৫। সোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

১৬-এ, বলরাম বসু ঘাট রোডস্থ মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশন

নারীদের জন্য

৭৩, পদ্মপুকুর রোডস্থ ওয়াই-এম-সি-এ ভবন

নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নাম

কালীঘাট (২৩ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচন প্রার্থীদিগের নাম

১। বি সি হালদার ২। দেবব্রত মুখার্জ্জী

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

৯১, রসা রোডে হাজরা পার্ক

নারীদের জন্য

১৩-১ নেপাল ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটস্থ ধর্ম্মদাস ভট্টাচার্য্য আদর্শ বালক বিদ্যালয় ভবন

নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নাম

একবালপুর (২৫ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচন প্রার্থীদিগের নাম

১। হরিসাধন বসু চৌধুরী ২। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ৩। তারালাল চৌধুরী

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

২৫, সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোডস্থ ভবন

নারীদের জন্য

৬, মনসাতলা লেনে প্রস্তাবিত হাসপাতাল স্থাপনের জন্য কর্পোরেশনের গৃহ

নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নাম

ওয়াটগঞ্জ ও হেষ্টিংস (২৬ নং ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচন প্রার্থীদিগের নাম

১। অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২। বি সি ঘোষ ৩। এন সি ঘোষ

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদের জন্য

১৬, মোহনচাঁদ রোডে সাদেশ্ব ট্রাষ্ট আদর্শ বালক বিদ্যালয়

নারীদের জন্য

১১।১, মোহনচাঁদ রোডে হেমচন্দ্র লাইব্রেরী

নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নাম

টালিগঞ্জ (২৭ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচন প্রার্থীদিগের নাম

১। নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২। রাখালচন্দ্র দত্ত

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদের জন্য

রাসবিহারী এভিনিউয়ে দেশপ্রিয় পার্ক

নারীদের জন্য

২৮৩, রাসবিহারী এভিনিউয়ে কমলা উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়

নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নাম

বেলিয়াঘাটা (২৮ নং ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

দুইজন (তন্মধ্যে একটি আসন তপশীলভুক্ত নরনারীর জন্য সংরক্ষিত)

নির্ব্বাচন প্রার্থীদিগের নাম

১। এ সি বন্দ্যোপাধ্যায় ২। *এ এস নস্কর ৩। *বলাইচাঁদ করণ ৪। বিধুভূষণ সরকার ৫। সুহৃৎকুমার মল্লিক চৌধুরী

THE BOYS' OWN

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদের জন্য

৫০, চড়কডাঙ্গা রোডে নারিকেলডাঙ্গা জর্জ্জ হাই স্কুল

নারীদের জন্য

১২১, বেলিয়াঘাটা মেন রোডে ফাঁকা জমি

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

মাণিকতলা (২৯ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। নরেন্দ্রনাথ দালাল

২। উমেশচন্দ্র শীল

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

বাগমারি রোড়ে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের বাগমারি পার্ক

নারীদিগের জন্য

২০ উল্টাডাঙ্গা মেন রোডে কর্পোরেশন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

বেলগাছিয়া (৩০ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

দুইজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। ধীরেন্দ্রকুমার মজুমদার, ওরফে বলাইবাবু, ২। হরিদাস মজুমদার, ৩। যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ৪। পুলিনবিহারী সাউ।

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

টালায় কাশীপুর-চিৎপুর ফাঁকা জমি

নারীদিগের জন্য

টালায় কাশীপুর-চিৎপুর ফাঁকা জমি

নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নাম

সাতপুকুর (৩১ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

দুইজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। ফকিরচন্দ্র ঘোষ, ২। যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৩। ডাঃ এম এল বিশ্বাস, ৪। নলিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়, ৫। নিতাইচরণ পাল।

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র রোডের পার্শ্ববর্ত্তী কাশীপুর-চিৎপুর ফাঁকা জমি।

নারীদিগের জন্য

পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র রোডের পার্শ্ববর্ত্তী কাশীপুর-চিৎপুর ফাঁকা জমি।

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

কাশিপুর (৩২ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। ডাঃ বি, বি গোস্বামী, ২। মৃগেন্দ্র কুমার মজুমদার, ওরফে কৃষ্ণবাবু।

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

১০ ও ১১ নম্বর ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে কাশীপুরস্থ ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস

নারীদিগের জন্য

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর টালা পাম্পিং ষ্টেশন।

মুসলমান

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

শ্যামপুকুর (১ নম্বর ওয়ার্ড)
কুমারটুলি (২ „ „)
বড়তলা (৩ „ „)
জোড়াবাগান (৫ „ „)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। গফুর চৌধুরী

২। মৌলবী মোহাম্মদ সোলেমান

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

১ নম্বর ওয়ার্ড—৭১।২এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল।

৩ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

২ নম্বর ওয়ার্ড—৭৪ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটস্থ জোড়াবাগান থানা।

৫ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

নারীদিগের জন্য

১ নম্বর ওয়ার্ড—৩৩ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ টাউন স্কুল।

২ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

৩ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

৫ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

সুকিয়া ষ্ট্রীট (৪ নম্বর ওয়ার্ড)
জোড়াসাঁকো (৬ „ „)
বড়বাজার (৭ „ „)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। আবদার রেজাক

২। সেখ ফজল এলাহি

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

৪ নম্বর ওয়ার্ড—১০৯/২/১, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ কালী সিংহ পার্ক

৬ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

৭ নম্বর ওয়ার্ড—ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত

নারীদিগের জন্য

৪ নম্বর ওয়ার্ড—বিবেকানন্দ রোড ও বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে ত্রিভুজাকৃতি পার্ক

৬ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

৭ নম্বর ওয়ার্ড—ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটস্থ ছোট আদালত

নির্বাচনকেন্দ্রের নাম

মুচিপাড়া (৯ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন

দুইজন

নির্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। ডঃ এ আহসান, ২। এ এম এ জামান, ৩। নবাবজাদা কমরউদ্দিন হায়দার, ৪। মৌলবী নুরউদ্দিন আহম্মদ।

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

৭, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট

নারীদিগের জন্য

৬০-বি মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সরোজনলিনী দত্ত স্মৃতি শিল্প বিদ্যাপীঠ

নির্বাচনকেন্দ্রের নাম

ওয়াটারলু ষ্ট্রীট (১২ নম্বর ওয়ার্ড)

ফেনউইক বাজার (১৩ „ „)

কয়জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন

একজন

নির্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। আবদার রহমান সিদ্দিকী

২। এইচ এম আরিফ

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

১২ নম্বর ওয়ার্ড—৫ নম্বর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডস্থ সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস (লাইসেন্স বিভাগ)

১৩ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

নারীদিগের জন্য

১২ নম্বর ওয়ার্ড—৫ নম্বর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডস্থ সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস (কলেকসন বিভাগ)

১৩ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

নির্বাচনকেন্দ্রের নাম

তালতলা (১৪ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন

একজন

নির্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। সামসুল হক

২। এস সরফউদ্দিন আহম্মদ

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

২১ ওয়েলেসলি স্কোয়ারে মাদ্রাসা কলেজের প্রাঙ্গণ

নারীদিগের জন্য

২১ এ ওয়েলেসলি স্কোয়ারস্থ মোসলেম ইনষ্টিটিউট

নির্বাচনকেন্দ্রের নাম

কলিঙ্গা (১৫ নম্বর ওয়ার্ড)

পার্ক ষ্ট্রীট (১৬ „ „)

বামুনবস্তি (১৭ „ „)

কয়জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন

একজন

নির্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। খলিলুর রহমান

২। এম এ এইচ ইস্পাহানি

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

১৫ নম্বর ওয়ার্ড ৫৪ ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটস্থ মসজেদ স্কোয়ার

১৬ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

১৭ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

নারীদিগের জন্য

১৫ নম্বর ওয়ার্ড—৪ লাউডন ষ্ট্রীটে লাউডন স্কোয়ার

১৬ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

১৭ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

নির্বাচনকেন্দ্রের নাম

ট্যাংরা (১৮ নম্বর ওয়ার্ড)

ইণ্টালি (১৯ „ „)

কয়জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন

একজন

নির্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। সৈয়দ বদরুদ্দোজা

২। সৈয়দ মজিদ বক্স

৩। সাহজাদা ইউসুফ মির্জ্জা বাহাদুর

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

১৮ নম্বর ওয়ার্ড—ইণ্টালি ওয়ার্কসপের সম্মুখে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সাময়িক পার্ক (মিডেল রোডের ফটক হইতে।

১৯ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

নারীদিগের জন্য

১৮ নম্বর ওয়ার্ড—ইণ্টালি ওয়ার্কসপের সম্মুখে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সাময়িক পার্ক (কনভেণ্ট রোডের ফটক হইতে)

১৯ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

নির্বাচনকেন্দ্রের নাম

বেনিয়াপুকুর (২০ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন

তিনজন

নির্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। এম এ জব্বর

২। হাজি মহম্মদ ইউসুফ

৩। মোহাম্মদ ইসরাইল

৪। নাসিরুদ্দিন আহম্মদ

৫। এস জে হাসেমি

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

পার্ক সার্কাসে ইষ্টার্ণ পার্ক (উত্তর পশ্চিম কোণে)

নারীদিগের জন্য

নিউ পার্ক ষ্ট্রীটে রোকেয়া পার্ক

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

বালীগঞ্জ (২১ নম্বর ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। এম এম হক

২। মোহাম্মদ মহসিন খান

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

বেকবাগার রোডে কর্পোরেশনের ফাঁকা জমি—উত্তর-পশ্চিম অংশ (বাজারের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমি)

নারীদিগের জন্য

বেকবাগান রোডে কর্পোরেশনের ফাঁকা জমি—দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ (বাজারের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমি)

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

ভবানীপুর (২২ নম্বর ওয়ার্ড)

কালীঘাট (২৩ „ „)

আলিপুর (২৪ „ „)

টালিগঞ্জ (২৭ „ „)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। আবদুল বারি ভূঞা

২। ডাঃ জে আহম্মদ

৩। মোহাম্মদ জলিল

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

২২ নম্বর ওয়ার্ড—৯ নম্বর রসা রোডে আশুতোষ মেমোরিয়াল হল

২৩ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

২৪ নম্বর ওয়ার্ড—৩০ নম্বর চেতলা সেণ্ট্রাল রোডে চেতলা পার্ক

২৭ নম্বর ওয়ার্ড—রাসবিহারী এভিনিউয়ে ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক

নারীদিগের জন্য

২২ নম্বর ওয়ার্ড—৯ নম্বর রসা রোডে আশুতোষ লাইব্রেরী

২৩ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

২৪ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

২৭ নম্বর ওয়ার্ড—ঐ

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

একবালপুর (২৫নং ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। সৈয়দ বাহাউদ্দিন আমেদ

২। গৌহর আলমসামী

৩। মামুদ গজনভী

৪। মহম্মদ আলী খান

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

ব্রাউনফেল্ড স্কোয়ার, ২।১ একবালপুর লেন

নারীদিগের জন্য

করপোরেশন ফ্রী প্রাইমারী স্কুল ১০ নং মোমিনপুর রোড

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

ওয়াটগঞ্জ ও হেষ্টিংস (২৬ নং ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। এস এ হবিব

২। এস এম ইসরাইল

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

খিদিরপুর গার্লস এম ই স্কুল, ৪৪ রামকমল ষ্ট্রীট

নারীদিগের জন্য

কর্পোরেশন ফ্রী প্রাইমারী স্কুল, ১০নং বিশুবাবু লেন

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

বেলিয়াঘাটা (২৮ নম্বর ওয়ার্ড)

মাণিকতলা (২৯ „ „)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

দুইজন

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। সেখ বসির আলি

২। গোলাম হোসেন

৩। ডাঃ কদম রসুল

৪। কলিমুদ্দিন চৌধুরী

৫। সেখ মফিজুদ্দিন আমেদ

৬। মহম্মদ নাসির

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

ওয়ার্ড নম্বর ২৮—১।১ নং নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোডস্থ খোলা যায়গা

ওয়ার্ড নং ২৯—ঐ

নারীদিগের জন্য

ওয়ার্ড নং ২৮-১৬১ নং বেলিয়াঘাটা মেন রোডস্থ লী মেমোরিয়াল মিশন স্কুল

ওয়ার্ড নং ২৯-১০৪ নং মাণিকতলা মেন রোডস্থ খোলা যায়গা

নির্ব্বাচনকেন্দ্রের নাম

বেলগাছিয়া ৩০ নম্বর ওয়ার্ড)

সাতপুকুর (৩১ „ „)

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

একজন

নির্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। হাকিম আবদুল লতিফ

২। আবদুল মাতিন

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

৩০ নং ওয়ার্ড—কাশীপুর চিৎপুরের খোলা জায়গা (টালা)

৩১ নং ওয়ার্ড—ঐ

নারীদিগের জন্য

৩০ নং ওয়ার্ড—কাশীপুর চিৎপুরের খোলা যায়গা (টালা)

৩১ নং ওয়ার্ড—ঐ

নির্বাচনকেন্দ্রের নাম

কাশীপুর (৩২ নং ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন

একজন

নির্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। নবি রসুল

২। ডাঃ সাদিক হোসেন

৩। সেখ সেরাজুদ্দিন

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদিগের জন্য

১৯নং কাশীপুর রোডর চিৎপুর থানা

নারীদিগের জন্য

১৮নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডস্থ মণীন্দ্র মেমোরিয়েল এইচ, ই, স্কুল।

শ্রমিক

নির্বাচনকেন্দ্রের নাম

কলিকাতা (১নং হইতে ৩২ নং ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন

দুইজন

নির্বাচনপ্রার্থীদের নাম

১। অনন্তকুমার সরকার

২। এফ এস মুরাইদজাদা

৩। সুরেশচন্দ্র বর্ম্মা

৪। জিয়াদুদ্দিন আমেদ

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদের জন্য

১ হইতে ৩নং ওয়ার্ড চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ রাজা নবকিষণ ষ্ট্রীট পার্ক

৪নং ওয়ার্ড ৫৭নং আমর্হার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানা

৫ ও ৬নং ওয়ার্ড ১নং বিডন স্কোয়ারস্থ বিডন স্কোয়ার

৭ ও ৮নং ওয়ার্ড ৩১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ মহম্মদ আলী পার্ক

৯নং ওয়ার্ড ৮৭নং কলেজ ষ্ট্রীটস্থ হেয়ার স্কুল (প্রাঙ্গণ)

১০, ১১, ১২ নং ওয়ার্ড ১৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ওয়েলিংটন স্কোয়ার।

১৩, ১৪নং ওয়ার্ড হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার, ৪০নং হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার

১৫ হইতে ১৭নং ওয়ার্ড রিপন স্কোয়ার, ২২নং আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীট।

১৮ ও ১৯নং ওয়ার্ড সি, আই, টি পার্ক, ক্রিষ্টফার রোড।

২০নং ওয়ার্ড, নর্থ ইষ্টার্ণ কর্ণার, ইষ্টার্ণ পার্ক, পার্ক সার্কাস।

২১ নং ওয়ার্ড দিলখুসা ষ্ট্রীট এবং রাইফেল রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত হরিজন উপনিবেশের নির্দ্ধারিত স্থান।

২২ হইতে ২৪ এবং ২৭নং ওয়ার্ড কালীঘাট পার্ক ১২৫ নং রসারোড।

২৫নং ওয়ার্ড দেবী চৌধুরী রোডর হোসেন সা পার্ক।

২৬ নং ওয়ার্ড ওয়াটগঞ্জ স্কোয়ার ৯২, গার্ডেনরীচ রোড।

২৮। ২৯ নং ওয়ার্ড বেলিয়াঘাটা থানা, ৬১ গ্যাস ষ্ট্রীট।

৩০ হইতে ৩২ নং ওয়ার্ড কাশীপুর চিৎপুরের খোলা যায়গা।

নারীদের জন্য

৮, ১৪, ১৮, ২০, ২১নং ওয়ার্ড পার্ক সার্কাসস্থ অস্থায়ী সি, আই, টি পার্ক [ইষ্টার্ণ পার্কের উত্তরে]

১ হইতে ৭ ও ৯ হইতে ১৩ ও ১৫ হইতে ১৭ এবং ১৯ ওয়ার্ডে কোন মহিলা ভোটার নাই।

২২, ২৩, ২৫, ২৬ ও ২৭ নং ওয়ার্ড হাজরা রোডস্থ হাজরা টিকা কেন্দ্র।

২৪ এবং ২৮ হইতে ৩২ নং ওয়ার্ডে কোন মহিলা ভোটার নাই।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান

নির্বাচন কেন্দ্রের নাম

কলিকাতা (১ হইতে ৩২নং ওয়ার্ড)

কয়জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন

দুইজন

নির্বাচন প্রার্থীদের নাম

১। সি, গ্রিফিথস্

২। এফ, ই, লান্সেলেট

৩। লরেন্সপ্যাট্রিক এটকিন্সন

৪। টি, ই মার্টিন

ভোট গ্রহণের স্থান

পুরুষদের জন্য

১ হইতে ১২ এবং ২৮ হইতে ৩২ নং ওয়ার্ড কলিন্স ইনষ্টিটিউট ১৪০ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

১৩ হইতে ২০নং ওয়ার্ড রাউডন স্কোয়ার, ২৯নং রাউডন ষ্ট্রীট।

২১ হইতে ২৭নং ওয়াড ৪নং ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস বিল্ডিংস্‌, ১১ বেলভেডিয়ার রোড।

নারীদের জন্য

১ হইতে ১২ এবং ২৮ হইতে ৩২ নং ওয়াড কলিন্স ইনষ্টিটিউট, ১৪০ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

১৩ হইতে ২০ নং ওয়াড রাউডন স্কোয়ার, ১৯ রাউডন ষ্ট্রীট।

২১ হইতে ২৭ নং ওয়াড ৪নং ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস বিল্ডিংস, ১১ বেলভেডিয়ার রোড।

স্পেশাল

নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নাম

কলিকাতা ট্রেডস্‌ এসোসিয়েশন

কয়জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবেন

চারিজন

নির্ব্বাচিত প্রার্থীদিগের নাম

১। এফ গ্রিনার
২। জে ম্যাকফার্লেন
৩। জে এন বার্চ্চ
৪। ম্যাকার্টিস্‌ জন
৫। মেজর এস্‌ ই টী

ভোট গ্রহণের স্থান

কলিকাতা ট্রেডস্‌ এসোসিয়েশনের অফিস, ৩৪ নং ডালহৌসী স্কোয়ার।

জে, সি, মুখার্জ্জী, ইলেক্‌সন্‌ অফিসার (কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস। ২২শে মার্চ্চ ১৯৪০

* যে সকল প্রার্থীর নামের পার্শ্বে তারকা চিহ্ন আছে তাঁহারা তপশীলভুক্ত জাতি সমূহের অন্তর্ভুক্ত

বাঙলার ও বাঙালার নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	৬ কোটি ৩৪ লক্ষের উপর	
বীমা তহবিল···	২ "	৯৬
মোট সংস্থান	৩ "	৩৬
দাবী শোধ ··	১ "	৮৫
প্রিমিয়াম আয় ··	··· ···	৭৪

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—তেরো—

মিসেস মজুমদারের পার্টিতে যাহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহারা ধারাবাহিক ভাবে পার্টি ও মজলিসে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে নিতাই পাকড়াশী, গগন হালদার, শশধর চৌধুরী প্রভৃতি বহু খ্যাত ও অখ্যাতনামাদের সহিত সুবর্ণ পরিচিত হইল। সব সময় কুঞ্জ ও অনীতার সহিত সুবর্ণর যাওয়া হইয়া উঠিত না। অলকের সংস্পর্শে সে বিভিন্ন সমাজে মেলামেশা শুরু করিয়াছে, সে সমাজের সহিত ইহাদের কোনো মিল নাই।

এ সমাজ অপেক্ষাকৃত শান্ত, সংযত ও সংস্কৃত। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সাধারণতঃ যাহাদের নাম দেখা যায় সেই সব রাজনীতিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, আইন-বিশারদ প্রভৃতি বুদ্ধিজীবিদের কেন্দ্র করিয়া এ সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া প্রথমটা সুবর্ণ দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ফ্যাসানেবল সমাজের কলরব হইতে এই শান্ত-আবেষ্টন যে সমস্তগুণে বরণীয় তাহা সুবর্ণ বুঝিয়াছে। এই সামাজিক সংস্পর্শে সুবর্ণ মাধুর্য্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে।

তথাপি কুঞ্জ বা অনীতার সঙ্গ সুবর্ণ একেবারে ছাড়ে নাই, মাঝে মাঝে সে তাহাদের সহিত বেড়াইয়া আসে। নাগরিক সভ্যতার চাপে পড়িয়া কিন্তু কুঞ্জ ক্রমশঃই শীর্ণ ও ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছে, কখন কি নূতন বিপদ আসিয়া পড়িবে এই ভাবিয়া সে আকুল, তবে মিসেস মজুমদার বাড়ী কেনা বা কয়লার সেয়ারের কথা আর উত্থাপন করেন নাই, সুতরাং সেইদিক হইতে আসন্ন আশঙ্কার কোনো সম্ভাবনা নাই।

ইহা অপেক্ষাও গুরুতর সমস্যায় সুবর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের পারিবারিক জীবনে যে বিরাট ব্যবধান দিন দিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে তাহা সংযুক্ত করিবার শক্তি কাহারও নাই। জহর গোড়া হইতেই ভিন্ন পথ ধরিয়াছে, এ সংসারে সে এখন অবলুপ্ত। কুঞ্জ ও অনীতা ফ্যাসানেবল্ সোসাইটির মাকড়সার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে, আর যে সমাজে সুবর্ণ মিশিয়াছে, অপর কেহ সেখানে স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস লইতেও পারিবে না। পরিবর্ত্তন হয় নাই শুধু নন্দরাণীর, এ সংসারে সে যেখানে ছিল সেখান হইতে একবিন্দুও সরিয়া যায় নাই, আপন আসনে আজো সে তেমনই প্রতিষ্ঠিত।

অনীতার আব্দারে কুঞ্জ অবশেষে ঈষ্টারের ছুটিতে একটা পার্টির বন্দোবস্ত করিয়া বসিল! আর সব ব্যবস্থা সহজেই হইয়া গেল, কিন্তু নন্দরাণী বাড়ীতে এই সব হাঙ্গাম করিতে দিতে কিছুতেই রাজী নয়, অনেক বিতর্কের পর অবশ্য তাহাকে রাজী হইতে হইল। কুঞ্জ তলে তলে হিসাব-পত্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, নন্দরাণীর অনুমতি মিলিতেই সে প্রায় দু'শো লোকের আয়োজন করিয়া ফেলিল।

বাড়ীর সকলের আপত্তি সত্ত্বেও নন্দরাণী তাহার নব-পরিচিত বন্ধু সরকার-গিন্নী ও রাণীর মাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিল। সুবর্ণ মাকে বোঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল যে এ ব্যাপারে সরকার-গিন্নীদের না ডাকিলেই ভালো হয়, কিন্তু সে কথায় কোনো ফল হয় নাই।

সন্ধ্যার কিছু আগেই সরকার-গিন্নী ও রাণীর মা আসিয়া হাজির, নন্দরাণী তাঁহাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। কিছুক্ষণ মন্দ কাটিল না কিন্তু একে একে যখন অন্যান্য নিমন্ত্রিতরা আসিতে লাগিল তখন সরকার-গিন্নী ও রাণীর মা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সরকার-গিন্নী রাণীর মাকে বলিলেন—বেশীক্ষণ থাকা চলবে না দিদি, এ যে দেখছি এলাহি কারখানা—

রাণীর মা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন—আমাদের আসাই উচিত হয়নি। তারপর নন্দরাণী কাছে আসিতে উভয়েই গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন—আমরা আজ আসি ভাই, ভারী চমৎকার কাট্‌ল কিন্তু—

নন্দরাণী বুঝিল সব, কাজেই বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না।

সিঁড়ির ধারে সুবর্ণর সঙ্গে দেখা হইতে নন্দরাণী শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল—এই সব লোকদের নেমন্তন্ন হয়েছে নাকি?

সুবর্ণ বলিল—হ্যাঁ, তা বৈকি, অন্ততঃ কিছু ত' বটেই, তা ছাড়া

অনেককে আমি আগে কখনো দেখিনি মা, সব পার্টিতেই বোধ হয় এঁদের অবাধ গতি।

নন্দরাণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল—তা'হলে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, ঐ যে লম্বা লোকটি ঘুরে বেড়াচ্ছে ওকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল? কে উনি, চিনিস?

স্বর্ণ বলিল—খুব চিনি, উনিই ত' নিতাইবাবু, মানে নিতাই পাকড়াশী!

—এখান দিয়ে যখন গেলেন তখন এমন একটা বিশ্রী মদের গন্ধ পেলুম, লোকটা মাতাল নাকি?

স্বর্ণ বলিল, আশ্চর্য্য নয়, আজকাল ওটা ফ্যাসান কিনা—

নন্দরাণী আর কিছু বলিল না, একটু উঠিতেই দেখিল সামনের হলঘরে অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে অনীতা লঘুপক্ষ চঞ্চল প্রজাপতির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! অনীতা বুঝিতে পারে নাই তাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে, নন্দরাণী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া তারপর অনীতাকে চুপি চুপি ডাকিয়া বলিল—বেশী বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু গলা টিপে ঘরে শুইয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেব, অমন বেহায়াপানা আমি দেখতে পারি না—

অনীতাকে কিন্তু বিছানায় শুইতে হইল না, অলক্ষিত নন্দরাণীকে অবশেষে চুপি চুপি নিজের বিছানায় যাইয়া শুইতে হইল। আজিকার এই উৎসব ও জন-কোলাহল নন্দরাণীর সারা মনটিকে পরাজয়ের গ্লানিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নন্দরাণীর মনে হইতে লাগিল সে অতলে ডুবিয়া যাইতেছে, এখান হইতে ভাসিয়া সাঁতার দিয়া পার হইবার আর উপায় নাই, তাহারা ডুবিয়াই যাইবে।

ওপরে উঠিয়া নন্দরাণী দেখিল জহরের ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে। একটু দাঁড়াইয়া নন্দরাণী বিশ্রান্ত ভঙ্গীতে জহরের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। নীচের কোলাহল এখানেও ভাসিয়া আসিতেছে। জহর টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। নন্দরাণীর পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া মাথা তুলিল, তারপর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল—কি হয়েছে মা তোমার, শরীরটা বুঝি ভাল নেই?

নন্দরাণী কহিল—না বাবা, আমার ত' কিছু হয়নি, আজ সারাদিন বড় খাটুনি গেছে সেই জন্যেই হয় ত'—

জহর বলিল—তুমি যে এখুনি চলে এলে মা? ওঁরা হয়ত কিছু মনে করবেন?

নন্দরাণী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—আমি কাকেই বা চিনি জহর, তা ছাড়া আমরা সামান্য মানুষ, এ সব আমাদের ভালো লাগে না—

জহর বলিল—একটা কথা তোমায় বলবো মনে করছিলুম, এখান থেকে রোজ সেই কাশীপুরে কারখানায় যাওয়া আসা করায় অনেক অসুবিধে আছে, তা ছাড়া কারবারের দিক দিয়েও নিজে কাছে থাকলে ভালো হয়। নিরিবিলিতে কাজ কর্ম্মেরও সুবিধে হয়।

নন্দরাণী উদ্‌ভ্রান্তের মত জহরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, আর এরকম হট্টগোল হবে না জহর, অন্ততঃ আমি বেঁচে থাকতে নয়—

জহর তাড়াতাড়ি বলিল—না না তা নয় মা, সেজন্যে নয়, কারখানার কাছে থাকলে কাজ কর্ম্মের সত্যি সুবিধে হয়, কখন কি দরকার পড়ে, বুঝলে মা?

ইহার পর নন্দরাণী কি আর বলিবে, ইহা যে অবশ্যম্ভাবী তাহা সে জানিত, তবে এত শীঘ্র যে ইহা ঘটিবে তাহা অনুমান করিতে পারে নাই। নন্দরাণী কাতর কণ্ঠে কহিল,—তোর কারবারের যদি সুবিধে হয় তাহলে অবশ্য কিছু বলা যায় না, তবে প্রতি শনিবার তোকে বাড়ী আসতে হবে বাবা, নইলে আমি বাঁচবো না।

নন্দরাণী আর বলিতে পারিল না, উদ্‌গত অশ্রুরাশি তাহার কণ্ঠরোধ করিল।

জহর ব্যস্ত হইয়া কহিল—একটুতেই তুমি যদি ওরকম করো মা, তাহ'লে কি করি বল, আমি নিশ্চয়ই আসবো, শনিবার কেন, সময় পেলেই আসবো—

সময় আর সহজে মিলিবে কি না নন্দরাণী তাহাই ভাবিতে লাগিল।

গৃহকর্ত্রীর অভাব কিন্তু মোটেই অনুভূত হইল না, পার্টিতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সে কথা ভাবিবারও অবসর ছিল না। ভিড়ের মধ্যে নিজেদের সামলাইতেই তাঁহারা ব্যস্ত। অনীতা অতিথি-সৎকারে এক বিন্দু ত্রুটি রাখে নাই।

অলকের প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ কাটাইয়া স্বর্ণ অবশেষে কুঞ্জকে খুঁজিতে লাগিল। নন্দরাণী যে সরিয়া গিয়াছে তাহা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু কুঞ্জ গেল কোথায়! এক সঙ্গে গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রী নিরুদ্দেশ হইলে অতিথিরাই বা কি ভাবিবেন! স্বর্ণ নীরবে চারিদিকে কুঞ্জকে খুঁজিতে লাগিল। গগন হালদার, অনীতা ও আর দু' একটি মেয়ে এক পাশে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছিল, স্বর্ণ একটু দাঁড়াইয়া যাহা শুনিল তাহাতে তাহার মুখের রঙ এক নিমেষেই শাদা হইয়া গেল, গগন হালদার অত্যন্ত স্থূল রসের গল্প করিতেছে, অনীতা প্রভৃতি তাই প্রতি কথাতেই হাসিয়া উঠিতেছে। বেদনাহত স্বর্ণ এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে অনীতা ছেলেমানুষ, ও হয়ত মানে না বুঝিয়াই হাসিতেছে।

হলঘরের দরজার পাশে মিসেস্ মজুমদার নিতাই পাকড়াশীকে কি যেন বলিতেছিলেন, স্বর্ণ গমনোদ্যত মিসেস মজুমদারকে নমস্কার জানাইল, তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন না, স্বর্ণ ভাবিল, তবু যাই হোক্ এইবার একে একে বিদায়ের পালা সুরু হইল। কিন্তু কুঞ্জ কোথায়, তাহার কি

হইল, সুবর্ণ উপরে উঠিতে উঠিতে দেখিল সিঁড়ির পাশে অন্ধকারে কুঞ্জ বিবর্ণ পাংশু মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সুবর্ণকে দেখিয়া চুপি চুপি কহিল—পাপ বিদেয় হোল ?

সুবর্ণ বলিল—কে বাবা ? উত্তরা দেবী ?

কপালের ঘাম মুছিয়া কুঞ্জ কহিল, হ্যাঁ মা, দেবী নয় দানবী।

সুবর্ণ তাহার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—এই গেলেন তিনি, কিন্তু কি হয়েছে বাবা ? ব্যাপার কি ?

উত্তেজিত কুঞ্জ কহিল—জানো মা, এরা লোক ভালো নয়। বল্লেন, কুঞ্জবাবু একটা প্রাইভেট্ কথা আছে, বলে আমায় এই পাশের ঘরে নিয়ে এলেন। তারপর সোফায় বসে আমাকে বল্লেন, বসুন না কুঞ্জবাবু, বসুন। মা ভয়ে ভয়ে বস্‌লুম, আর উনি কিনা স্বচ্ছন্দে আমার পাশে ঘেঁসে বস্‌লেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়া কুঞ্জ আবার কপালের ঘাম মুছিল।

সুবর্ণ বলিল—তারপর ?

কুঞ্জ বলিল—তারপর আর কি ? বলো ত মা' কেউ যদি এসব দেখত ? কি সর্ব্বনাশটাই না হোত ! আমাকে চুপি চুপি বল্‌ছেন কিনা ওঁকে বুলা বলে ডাক্‌তে হবে, ওঁকে 'তুমি' বল্‌তে হবে। এমনি সব কত আবোল তাবোল কথা। বলো ত' মা এ সব কি ভালো কথা ? আমি এ সব মোটেই পছন্দ করি না, এ কি রে বাপু !

সুবর্ণ অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া কহিল—তারপর কি হোল বাবা ? বুলা বলে ডাক্‌তে হোল ?

কুঞ্জ গম্ভীর হইয়া কহিল—আমার নাম কুঞ্জবিহারী, বলে কিনা ওঁর সন্ধানে সব সস্তায় শেয়ার আছে, কিন্‌লে লাভ হবে।

সুবর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল—সর্ব্বনাশ, কোনো কথা দাওনি ত' বাবা ?

কুঞ্জ কহিল—হুঁ, লাভ-লোকসান আমার, লাভ-লোকসান আমি বুঝ্‌বো, উনি কে ? আমি বল্লুম যে আমি ও সব বুঝি না—

—তাতে উনি কি বল্‌লেন ?

—বল্‌বেন আর কি, একটু রাগ হোল বুঝলুম। বল্লেন, আমাদের ভালোর জন্যেই একথা বল্লেন, নইলে কি দরকার ওঁর, এই সব। আমি বল্লুম, আমাদের ভালো আমরা বুঝি—

—ঠিক বলেছ বাবা, বেশ করেছ। আর কিছু বল্লে নাকি ?

—কেন বল্‌বো না ? বল্লুম, আপনাকে তুমিও বলতে পারবো না, বুলাও বলতে পার্‌বো না, ওসব খারাপ শোনায়। এই কথা শুনেই তাড়াতাড়ি উঠে বেয়ারাকে ডেকে বল্লেন, গাড়ী ঠিক কর্‌তে। আর কোনো কথা হোল না,—বলো ত' মা কি সর্ব্বনেশে মানুষ এরা ?

সুবর্ণ হাসিয়া কহিল—এ দেশের নাম কল্‌কাতা।

বারোটার পরও সুবর্ণ অলকের আশা ছাড়ে নাই। ম্লানমুখে এক একবার বাহিরে যাইয়া অলক আসিল কি না দেখিয়া আসিতেছে। অলক যে সময়াভাবে আসিতে পারিল না একথা সুবর্ণ মোটেই ভাবিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, সে হয়ত' ইচ্ছা করিয়াই আসিল না। ড্রয়িং রুমে ফিরিয়া সুবর্ণ দেখিল, তখনো দু'চারটি মেয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো বসিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একজনও সুবর্ণর পরিচিত নয়। সে ভাবিতে লাগিল, ইহাদের কি অভিভাবক নাই ? এই মধ্যরাত্রেও ইহারা নিশ্চিন্ত হইয়া পরের বাড়ী বসিয়া আছে !

অতিথিরা বিদায় হইলে তবু কিঞ্চিৎ নিরালায় থাকিতে পারা যায়, কিন্তু সে উপকারটুকুও করিবার ইচ্ছা ইহাদের নাই। নিরুপায় সুবর্ণ সেই অপরিচিতাদের মধ্যে নীরবে অতিথিদের মতো গিয়া বসিয়া পড়িল।

পাশে ডিভানে একটি পরম লাবণ্যবতী মেয়ে মার্জ্জারীর মতো কুণ্ডলীকৃত হইয়া শুইয়াছিল। সুবর্ণকে দেখিয়া সে অলসকণ্ঠে বলিল—I'm just dying for a drink, couldn't anybody get me a drink ?

সুবর্ণ এই রমণীয় তরুণীটিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া সবিনয়ে কহিল, আমি আন্‌ছি, what would you like ?

মেয়েটি তেমনই অলস ভাবে বলিল—আমি যা like করি সে কি আপনি পাবেন ? এখন একটু হুইস্কি—big and strong হ'লেই ভালো হ'ত।

সুবর্ণ কোনো উত্তর না দিয়া বয়কে একটা জিঞ্জার গ্লাস্ আনিতে বলিল। অপরিচিতা তরুণী বিন্দুমাত্র না নড়িয়া পা দু'টি সরাইয়া সুবর্ণকে সেইখানেই বসিতে ইঙ্গিত করিয়া প্রশ্ন করিল—আপনি এঁদের সব চেনেন ?

সুবর্ণ ঘরের চারিদিক দেখিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িল।

মেয়েটি কহিল, না না, এঁদের নয়। এই কুঞ্জবাবুদের, যাঁদের পার্টি ?

সুবর্ণ স্বীকার করিল যে সে কুঞ্জবাবুদের চেনে।

—কি রকম লোক এঁরা বলুন ত' ?

—খারাপ নয়, সাদাসিধে ভালো মানুষ !

—কেমন মজা দেখুন, how the wrong lot always get hold of the money.

সুবর্ণ একথার কোনো উত্তর না দিয়া বোধ করি অলকের আশায় দরজার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সুবর্ণ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি এঁদের চেনেন কি ?

—রামোঃ, আমি বিজন বড়ালের সঙ্গে এসেছি, আর্টিষ্ট বিজন, আমরা একসঙ্গেই থাকি কিনা—

ইহার উত্তর যে কি হইবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া সুবর্ণ কহিল—ওঃ তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, তবে don't think it's going to last, পুরুষের মনও বোঝা ভার,—নয় কি ?

—না, হ্যাঁ, তা বৈকি ! সুবর্ণ ইতঃস্তত করিয়া বলিল।

—আপনি কার সঙ্গে এসেছেন ?

—জিতেন গোঁসাই, চেনেন ? নামটি সুবর্ণ অনেক ভাবিয়া আবিষ্কার করিল।

—না, নাম শুনিনি, তাঁর সঙ্গে থাকেন নাকি, এন্‌গেজড্‌ ?

—না থাকি না, তা থাক্‌বো কেন ? সুবর্ণ লজ্জিত হইয়া বলিল। বিস্মিত মেয়েটি কহিল—তাতে কি হয়েছে, যদি আপনাদের মধ্যে—

সুবর্ণ বলিল—ভালোবাসার কথা বলছেন ?

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—Pity, ভালোবাসা টালোবাসা সেকেলে কথা, আমি বলছিলাম understanding কি রকম ?

অপ্রস্তুত সুবর্ণ আবার একবার দরজার দিকে চাহিল।

মেয়েটি এইবার প্রশ্ন করিল—Looking for any one ? কাকে চাই ? জিতেন গাঙ্গুলী না কি বল্লেন ?

সুবর্ণ হাসিয়া বলিল—না অলক চৌধুরীকে খুঁজছি, তাঁর আসবার কথা ছিল।

অথণ্ড উদাসীনতা ত্যাগ করিয়া মেয়েটি এতক্ষণে উঠিয়া বসিল, কহিল—অলক চৌধুরী, সলিসিটর ? চেনেন তাঁকে ?

সুবর্ণ ভয়ে ভয়ে কহিল—হ্যাঁ, আপনিও তাঁকে চেনেন নাকি ?

মেয়েটি আবার অলস ভঙ্গীতে বলিল—চিনতুম বৈকি, কিছুদিনের আগে I lived with him—

বিস্ময়াহত সুবর্ণ কহিল—অলক চৌধুরীর সঙ্গে ?

মেয়েটি কহিল—আশ্চর্য্য হবার কি আছে, লোকটি ভালো, intelligent person with good taste.

—কতদিন এভাবে ছিলেন ?

—বছর দুই হবে, তারপর সুবর্ণর পরিবর্ত্তিত মুখভঙ্গী দেখিয়া শঙ্কাকুল হইয়া বলিল—Have I said anything I ought not to have ?

বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে সুবর্ণ বলিল—না না তা নয়, তবে আপনাদের বিচ্ছেদ—মানে when did you give him up ?

—তা প্রায় চার পাঁচ মাস হবে। আমি কিছুই বলিনি, নিজেই ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে উঠ্‌ল, পরে শুনলাম বিয়ের ঠিক হয়েছে—

সেই মুহূর্ত্তে সুবর্ণর গৌর মুখখানিতে সারা দেহের রক্ত যেন উপছিয়া পড়িল। এই বিলাসিনী মদির বিহ্বলার রমণীয় তনুদেহ সে পারিলে তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়, এই মুহূর্ত্তে অলককে এখানে পাইলে সুবর্ণ তাহার মুখ হইতে বাকী কাহিনীটুকু শুনিতে পারিত, কিন্তু ঠিক এখন সে কি করিবে—নিরালায় সকলের অলক্ষিতে নীরবে মরিতে পারিলেই হয়ত ভালো হয়।

মেয়েটি কিন্তু সুবর্ণর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব মোটেই বোঝে নাই, সে বলিতে লাগিল—I threw a couple of scenes, কিন্তু অলকের কাছে তার মূল্য নেই, মনের ওপর ওর অসাধারণ control, আর আমিও জানতুম যে it would not last for ever,—তবে প্রথমটা দুঃখ একটু হয়েছিল,—

সুবর্ণ স্বপ্নাচ্ছন্নের মত কখন নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়াছে মেয়েটি তাহা বুঝিতে পারে নাই, সুবর্ণ শুনিল, মেয়েটি বলিতেছে—Be an angel, and put my glass down for me—

এ অনুরোধ সুবর্ণ উপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

চিত্রা ২য় সপ্তাহ

ফোন: বি, বি, ১১৩১

নিউ থিয়েটার্সের
চিরন্তন শ্রেষ্ঠত্বের
নূতন প্রমাণ

পরাজয়

ভূমিকায়:
কানন
ভানু
অমর মল্লিক
ইন্দু
শৈলেন
বীরেন
জীবেন
জ্যোতি
ইত্যাদি

পরাজয়

পুরাতন সমাজে নবীন যৌবনের
বিজয় অভিযানের বিচিত্র
ঘটনাবহুল কথা চিত্র।

পরাজয়

পরিচালক: হেমচন্দ্র চন্দ্র

সকল বয়সের সকল জনের
দেখিবার মত চিত্র-কথা।

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

"কি কি গুণ থাকিলে 'আপ-টু ডেট" বলা হয় বিষয়ক আলোচনাটি গত সপ্তাহে শেষ করিয়া এবার অর্থাৎ এপ্রিল মাস হইতে

"সন্তান শিক্ষা সম্বন্ধে মার কর্ত্তব্য কি ?"

লইয়া আমাদের আসর বসিবে। এ প্রস্তাবটি করিয়া পাঠাইয়াছেন

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী
"মধু ভবন"
১০ সরোজিনী দেবী লেন, লক্ষ্ণৌ।

এই প্রস্তাবটির সঙ্গে ভগিনী অপরাজিতা লিখিয়াছেন—নারীলোকের আশায় তিনি প্রতি সপ্তাহ উৎসুক হইয়া থাকেন। "নারীলোক" নারীজাতির জ্ঞান চিন্তা রচনা ও মননশক্তি যে দিন দিন উন্নত করিতেছে, ইহা তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছেন এবং মেয়েদের আসল মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য একটা এমন বিখ্যাত মুখপত্র তাঁহারা লাভ করিয়াছেন, সেজন্য বাঙালী মেয়েদের দীপালীর নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

তিনি তাঁহার সুশিক্ষিতা দিদিভাইদের নিকট জানিতে চাহেন—"৪।৫ বছরের ছেলেকে সুশিক্ষিত করতে হলে মার মধ্যে কি কি গুণ থাকা চাই।" আজকাল "মন্তেসারি" শিক্ষার প্রচলন হচ্ছে এবং এ বিষয়ে অনেকগুলি বইও বেরিয়েছে ইংরাজীতে, সে বইগুলি পড়ে' ছেলেকে শিক্ষা দিতে গেলে প্রথমতঃ বিদ্যা, তার পর অর্থ ও সামর্থ্য দু'য়ের প্রয়োজন অধিক, সেই জন্য সাধারণ ঘরে সে ভাবে শিক্ষা দেওয়া খুব বেশী সম্ভব নয়। প্রথম শিক্ষা স্কুলে যাওয়ার আগে মার কাছে হওয়া উচিত। কিন্তু কিভাবে আরম্ভ হওয়া দরকার ?"

প্রস্তাবটি খুবই সমীচীন এবং সময়োপযোগী সন্দেহ নাই। আশা করি দীপালীর পাঠিকাগণ নিজ নিজ বুদ্ধি ও সামর্থ্যমত এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন।

এই প্রসঙ্গে লেখিকাগণকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, তাঁহারা যেন এ আলোচনায় কেবল নিজ নিজ অভিমতই ব্যক্ত করিবেন, পূর্ব্ববর্ত্তিনী লেখিকাদিগের লেখার সমালোচনা করিবেন না। বহু বার এই কথা বলিয়াছি কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে সকলেই কিছু না কিছু লিখিতে ব্যস্ত হন, যদিও অনেকের লেখার মধ্যে পূর্ব্ব লেখিকাদের বক্তব্যগুলিই নূতন করিয়া বলা হয় কিম্বা তাঁহাদের বক্তব্যের সমালোচনা করা হয়।

সকলেই যদি বিষয়গুলি কিঞ্চিৎ গভীর ভাবে নিজে উপলব্ধি করেন, তাহা হইলেই তিনি নিশ্চয়ই এমন কিছু লিখিতে পারিবেন, যাহা অন্যের অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধিতে প্রকাশিত হয় নাই। সকলেরই চিন্তাধারা তো এক নয়।

রচনা যত সংক্ষিপ্ত ও সহজ হইবে ততই পাঠিকাদের সুবোধ্য হইবে। অনাবশ্যক ভাষার আড়ম্বর বা উচ্ছ্বাস বর্জ্জন করিয়া এই সব আলোচনা লিখিত হইলেই লেখাগুলি সুপাঠ্য হয়।

যাঁহারা সন্তানের জননী তাঁহারা এ বিষয়ে তো খুব ভালই লিখিতে পারিবেন, কারণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। আর যাঁহারা এখনও সন্তানসৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁহারাও এ বিষয়ে তাঁহাদের কল্পিত ব্যবস্থা অতি নিপুণ ভাবে লিখিতে পারেন। কাজেই এ বিষয়ে যে শুধু সন্তানবতীগণই লিখিবেন, এমন নয়।

ভগিনীগণকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইয়া সাদরে এই আলোচনার আসরে আমন্ত্রণ করিতেছি। ইতি—

পরিচালিকা—নারীলোক

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : বি, বি, ৩৭১১

তিন টা প্রশ্ন শীলকরা খামে পাঠাইয়া দিন, না খুলিয়া যথাযথ উত্তর পাঠান হইবে
পারিশ্রমিক মাত্র ১৲ টাকা
বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত
শ্রীপ্রবোধ কুমার গোস্বামী
ফোন হাওড়া ৭০৫ "গোস্বামী লজ", পোঃ বালী, (হাওড়া)

বিনামূল্যে
গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিবরণ। ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সম্মানে প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।
শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

(৫১)
ছানার ডালনা

উপকরণ :—ছানা অর্দ্ধ সের, আলু দেড় পোয়া, ঘি আধ পোয়া, গরম মশলা, কিছু নারিকেল চিলি।

প্রণালী :—ছানার ডালনা তৈরী ক'রতে হ'লে প্রথমতঃ টাট্‌কা নরম ছানা নিয়ে বেশ করে জল ঝরিয়ে নিন্‌। পরে সামান্য সফেদার সহিত চট্‌কিয়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে রাখুন। এদিকে আলুগুলিও প্রস্তুত ক'রে নিন, যেন উভয়েই সমানাকার হয়। এখন কড়াতে ঘি অথবা তেল চাপিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে ছানা, আলু ও নারিকেল চিলি ভেজে রাখুন। (অবশ্য বাদামী রঙ-এর মত)। তৎপর পাত্রটী পরিস্কার করে নূতন ভাবে ঘি চাপান। উত্তপ্ত হ'লে দু'একখানা তেজপাতা ফোড়ন, হলুদ, লঙ্কা জিরা মরিচ, ও আদা বাটা প্রভৃতি মসলা এবং তৎসঙ্গে কিছু দই-এর ছিটা ও লবণ দিয়ে কষতে থাকুন। বেশ ভাজা-ভাজা হলে আন্দাজমত জল দিয়ে যখন ফুটে উঠবে তখন আলুগুলি দিয়ে ফেলুন। সিদ্ধ হলে ছানা দিন। ঝোলটা বেশ ঘন মত হলে নারিকেল চিলি, ঘি ও গরমমশলা বাটা দিয়ে নামিয়ে নিন্‌। ইচ্ছা হ'লে কিছু আটা ছড়িয়ে দিতে পারেন। বেশী ঝোল যেন না থাকে, অথচ একেবারে শুষ্ক হয়ে না যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখাই ডালনা-প্রস্তুতের কৃতিত্ব।

কুমারী কমরুন-নেছা
পাঠানপাড়া, রাজসাহী

(৫২)
ডালবুট

উপকরণ :—ছোলার ডাল, কাবুলি ছোলা, ভাজা চীনা বাদাম, বেসম, লঙ্কা, মরিচ গুঁড়া, পোস্ত, লেবুর রস ও লবণ।

প্রণালী :—প্রথমে ছোলার ডালগুলিকে ভিজাইয়া দিন। প্রায় ৪ ঘণ্টা ভিজিলে পর ঐগুলিকে ভাল করিয়া তৈলে ভাজিয়া নিন। তারপর একটি বড় পাত্রের এক পাশে ঐগুলিকে ঢালিয়া রাখুন। অতঃপর ছোলার ডালের ½ ভাগ ভিজান কাবুলি ছোলা ছাঁকা তৈলে ভাজিয়া উক্ত বড় পাত্রের একপাশে রাখুন। বেসমগুলিকে মাখিয়া ঝুরিভাজার ন্যায় সরু করিয়া ভাজুন। চীনাবাদাম-গুলিকেও লাল করিয়া তৈলে ভাজিয়া নিন্‌। অতঃপর উক্ত সমস্ত উপকরণগুলিকে পাত্রটীর উপর মিশাইয়া নিন এবং ঐগুলির উপর পরিমাণমত লবণ, লঙ্কা, মরিচ গুঁড়া, পোস্ত ও পাতিলেবুর রস দিয়া উত্তমরূপে মাখুন। অতঃপর সমস্তগুলিকে আর মিনিটখানেক কড়ায় ভাজিয়া নিন এবং দু'টি দু'টি করিয়া ভাই-ভগ্নীদের খাইতে দিন। ইহা খাইতে সকলেরই ভাল লাগে এবং ভাল করিয়া প্যাক করিয়া রাখিলে প্রায় এক সপ্তাহ মুচমুচে থাকে।

শ্রীমতী বিমলা দেবী
মহেশতলা, হুগলী

(৫৩)
আলু মটরের দম

উপকরণ :—মটর ডাল আধ সের, আলু এক সের, নারিকেল একটী, পরিমাণমত জিরা, তেজপাতা, ঘি, এলাচ ও দারুচিনি।

প্রণালী—মটর ডালগুলি ভিজাইয়া রাখুন। নারিকেল ও আলুগুলি ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ভাজিয়া রাখুন। তারপর পরিমাণমত তেজপাতা, জিরা, লঙ্কা, ফোড়ন দিয়া ভিজা মটরগুলি সামান্য ভাজিয়া জল ঢালিয়া দিন। জিরা, গোলমরিচ এক ছটাক পরিমাণ বাটিয়া দিয়া সামান্য ঝোল রাখিয়া ঘি ও এলাচ দারুচিনি বাটিয়া দিয়া নামাইয়া ফেলুন। ইহাই আলু মটরের দম হইল।

কুমারী কল্যাণী ব্যানার্জ্জী
শান্তাহার

(৫৪)
রস পুডিং

উপকরণ :—ছোট ফারপোর পাউরুটী একটী, ২টী ডিমের গোলা; আধ পোয়া ঘি ও চিনির রস আধ সের ও বিস্কুটের গুঁড়ো খানিকটা।

প্রণালী :—প্রথমে পাউরুটীর চারি পাশ ফেলে দিয়ে ভেতরটা পাতলা পাতলা করে চৌকনা আকারে পিস্‌ কাটুন, তারপর ঐ ডিমের গোলায় ডুবিয়ে নিয়ে বিস্কুটের গুঁড়া মাখিয়ে নিয়ে, ঘিয়ে বেশ লাল করে ভেজে নিয়ে রসে ডুবিয়ে রাখুন।

এই হ'ল রস পুডিং।

শ্রীমতী বাসন্তী চ্যাটার্জ্জী
মিস্ত্রিঘাট, ব্যারাকপুর

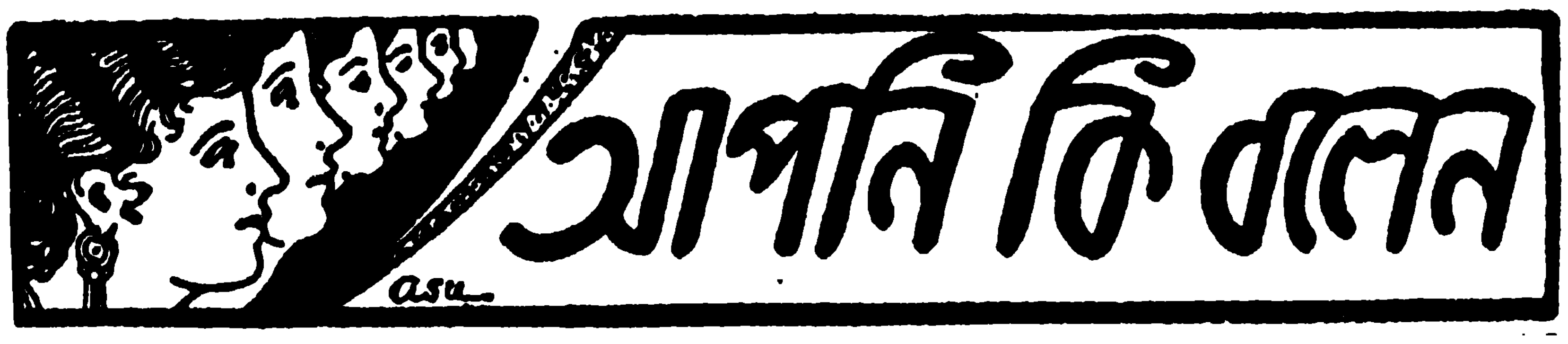

(১৬)

"রান্নাঘরে"র লেখিকাদের প্রতি

শ্রদ্ধেয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা

মহাশয়া সমীপেষু

মহাশয়া,

বিগত ১০ই আগষ্ট (S. No. 32—Page 15—August 10, 1939—২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪৬) দীপালীতে ভগিনী শ্রীযুক্তা নীলিমা গঙ্গোপাধ্যায়, শালিখা (হাওড়া) হইতে (১) "জমল প্রস্তুত" প্রণালী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন। ইহাতে কুচের বীজ গুঁড়া করিয়া লাড্ড প্রস্তুতের কথা বলা হইয়াছে।

প্রথমতঃ আমি জানিতে চাই কুচের বীজ কাহাকে বলে?

দ্বিতীয়তঃ— যদি এই কুচ রতি হয় (যাহা সোণা রূপা ওজন করিতে ব্যবহৃত হয়) তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত, ইহার ব্যবহারে ভয়ের কারণ আছে।

Sir George Watt—তাঁহার প্রণীত "Commercial Products of India"তে রতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"Commercial Products—Page 1: —The small shining red seeds are almost universally used by Indian goldsmiths as weights.

The Toxic property is due to two proteids—a globulin and an albumase—*and is thus closely analogous to the venom of snakes.*

When boiled, the seeds may be eaten, since their poisonous property is then destroyed."

যদিও সিদ্ধ করিলে ইহার বিষাক্ত পদার্থ নষ্ট হয় বটে তথাপি ইহার ব্যবহার একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে হওয়া উচিত। ইহা কতটুকু পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত "জমল" প্রস্তুত প্রণালীতে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। অনেকে হয়ত প্রস্তুত করিয়া বিপদে পড়িতে পারেন।

আশা করি, এই কুচ রতি কিনা— (পূর্ব্ব বঙ্গে যাহাকে "সোন-কাচ" বলে) যদি তাই হয় তবে কি পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত, অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্রিকার মারফতে জানিতে পারিলে সুখী হইব।

২। ডিমের রুটি

(দীপালী— S. No. 26—Page 20—June 29, 1939; ১৪ই আষাঢ় '১৩৪৬)

ভগিনী কুমারী জেব-উন-নেছা (থানা রোড, বগুড়া) ইহার প্রস্তুত প্রণালীতে ডিমের ওজনের অর্দ্ধেক সাদা ময়দা মিশাইতে লিখিয়াছেন। ইহাতে গুলি বা লেচি হইবে কি? যদি প্রস্তুত-প্রণালীতে ভুল থাকে তবে আপনার এই পত্রিকার মারফত জানাইলে কৃতজ্ঞ হইব।

৩। "দেলখোস মিঠাই"

(দীপালী—S. No. 27—P, 19—July 6, 1939 ; ২১শে আষাঢ়—১৩৪৬)

পূর্ব্বোক্ত লেখিকা (ভগিনী কুমারী জেব-উন-নেছা) উক্ত মিঠাই প্রস্তত প্রণালীতে চিনির ব্যবহারের কোন নির্দ্দেশ দেন নাই, দু'বারই ঘৃতে ভাজিবার কথা আছে। চিনি না দিলে খাইতে ভাল হইবে কি ? অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রিকার মারফত জানাইলে বাধিতা হইব।

৪। "মাছের মোসাল্লাম"

(দীপালী—S. No 26—Page 20—29th June, 1939 ; ১৪ই আষাড়, ১৩৪৬)

ভগিনী আনিসা বেগম (কাটুয়াখুটী লেন ভবানীপুর, কলিকাতা)

ইহার প্রস্তত প্রণালীতে—"ভূরি" ও "বুরুণ"—এই দু'টী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শব্দ দু'টী ঠিক বুঝিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্রিকার মারফত জানাইলে খুব সুখী হইব।

৫। "সোন্ পাপড়ি"

ইহার প্রস্তত প্রণালী সম্বন্ধে কোন ভগিনীর অভিজ্ঞতা থাকিলে আপনার পত্রিকার মারফত জানাইলে চির বাধিতা হইব।

আপনি আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি—

বিনীতা

শ্রীমতী কিরণময়ী দত্ত

C-O R. K. Datta

Rangoon

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বশীকরণ

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।
অদৃষ্ট গণনা বা করেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক

৪নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)
বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

পত্রলেখা

(৪)

শিক্ষামূলক ছবির প্রসার

দীপালী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকে নিম্নলিখিত বিষয়টুকু প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে অরোরার শিক্ষামূলক ছবি 'হাতে-খড়ি' দেখে বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলাম। শিশু অভিনেতা ক্যাপ্টেন ভোলানাথের অভিনয় শুধু উপভোগ্য হয়নি, বাংলার শিশুশিক্ষার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। অবশ্য এর মূলে ছিলেন সুযোগ্য ও স্বনামধন্য পরিচালক শ্রীনিরঞ্জন পাল। যতদূর মনে পড়ে সেই সময়ের কোনও সপ্তাহের দীপালীতে অদূর ভবিষ্যতে 'হাতে-খড়ির' ন্যায় আরও ছবি প্রকাশিত হওয়ার আশ্বাস পেয়েছিলাম; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঐ ধরণের আর কোন ছবি দেখার সৌভাগ্য হল না।

একটি প্রকৃত শুভকার্য্যের সূচনায় আশান্বিত হয়েছিলাম। আজ তার জয়যাত্রা কামনা করি।

নমস্কার। ইতি—

শ্রীমতী কে, বিশ্বাস

হেড্ মিস্ট্রেস্

উমারাণী গরাই মহিলা কল্যাণ গার্ল স্কুল

আসানসোল

(৫)

বাঙ্গালী কুস্তিগীর

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

মহাশয়।

আমার নিম্নলিখিত "প্রতিবাদটি" দীপালীতে প্রকাশ করলে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করবো।

গত পূর্ব্ব সংখ্যার "দীপালী" পত্রিকাখানি পড়বার সুযোগ হয়। বভ্রুবাহন লিখিত "খেলার মাঠে" লেখাটিতে কয়েক লাইনের জন্য আমি প্রতিবাদ জানাতে ইচ্ছুক।

১লা চৈত্র, ১৩৪৬-এর "খেলার মাঠে" কোন জায়গায় লেখক উল্লেখ করেছেন "অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গলা দেশ কুস্তীতে অনেক পেছিয়ে আছে।"

আমি লেখকের নিকট থেকে জানতে ইচ্ছুক যে তিনি কোন কুস্তিগীরদের উল্লেখ করে বলেছেন। প্রফেসানাল (পেশাদার) না এমেচারদের (সৌখিন) ? যদি এমেচারদের বলেন—তবে তারা অনেক উন্নতি করেছেন, বেশী না করলেও এটুকু বলতে পারেন যে যতখানি উন্নতি করা উচিত ছিল ততখানি করেন নি। তবে তারা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা কুস্তিতে পেছিয়ে আছে বল্লে বোধ হয় ভুল হয়। এর প্রমাণ তাঁরা Bengal Olympicএ দিয়েছেন। গত বৎসর বাঙ্গলাদেশের কুস্তিগীরদের মধ্যে অনেকে সৌখিন হিসাবে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন এবং অনেকেই প্রথম স্থান অধিকার করে বাঙ্গলা দেশের সম্মান রেখেছিলেন এবং এ বৎসরও তাঁরা Bengal Olympicএ championship লাভ করেছেন। তা ছাড়া আমরা দেখে আসছি অনেক ক্ষেত্রে বাঙ্গলাদেশের কুস্তিগীররাই সামান্যের জন্য Runners-up হয়ে এসেছেন। এখানে লেখক কাদের উল্লেখ করেছেন জানালে আমরা facts and figures দিয়ে পরের সংখ্যায় এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব। ইতি—

শ্রীসত্যেন মিত্র

(উমেশ মল্লিকস্ ক্লাব)

কলিকাতা

-অভিমন্যু

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

প্রায় পনর দিন হইল, পরিচালক প্রফুল্ল রায় সদলবলে ডুয়ার্সের জয়ন্তী পাহাড়ে তাঁহার বর্ত্তমান ছবি "ঠিকাদারে"র বহির্দৃশ্য গ্রহণে গিয়াছেন। "ঠিকাদারের" গল্প লিখিয়াছেন তুলসী লাহিড়ী মহাশয়। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন গাঙ্গুলী, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, সত্য মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, কমলা (ঝরিয়া), রেণুকা রায়, চিত্রা দেবী প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন।

পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁহার "অবতারে"র শূটিং জোর চালাইতেছেন। ইহাতে অভিনয় করিতেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না গুপ্তা, ভূমেন রায়, রেণুকা রায়, পান্না, চিত্রা দেবী, উৎপল সেন, আব্বাস উদ্দীন প্রভৃতি।

ফিল্ম প্রোডিউসার্স লিঃ

কয়েক দিন বিশ্রামের পর পরিচালক নিরঞ্জন পাল "শুকতারা"র কাজ আবার আরম্ভ করিয়াছেন। লণ্ডনে অবস্থানকালীন নায়ক সুধীনের মানসিক কষ্টের মর্ম্মস্পর্শী চিত্ররূপ গত সপ্তাহে তোলা হইয়াছে। দৃশ্য-সজ্জার ভার লইয়াছেন সত্যেন রায় চৌধুরী।

কলিকাতা পুলিশ ক্লাব

এই ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক আগামী ৮ই এপ্রিল কোরিন্থিয়ান মঞ্চে সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকায় তাকদা (দার্জ্জিলিং) স্যানিটোরিয়ামের সাহায্যকল্পে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "সাজাহান" অভিনীত হইবে।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

"হারজিৎ" (হিন্দী) ও "অভিনেত্রী" (বাংলা) অমর মল্লিকের পরিচালনায় গৃহীত হইতেছে।

"ডাক্তার"-এর শূটিং প্রায় সমাপ্তির দিকে চলিতেছে।

"জিন্দগী" কলিকাতায় মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

ইঁহাদের "পরাজয়" চিত্রায় দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়িল।

"পরাজয়ের"র হিন্দী সংস্করণ "জোয়ানী-কী-রীত" নিউ সিনেমায় চতুর্থ সপ্তাহে পড়িল।

ভয়েস্ অফ্ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

উক্ত কোম্পানীর কর্ণধার মিঃ বি, আর, ওবেরায় (লাহোরের "সিনেমা" পত্রিকার সম্পাদক) সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রামগড় কংগ্রেসের একটি চিত্তাকর্ষক সংবাদ-চিত্র (News-Reel) তুলিয়াছেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে লাহোর কংগ্রেস, লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস, করাচী কংগ্রেস, ফৈজপুর কংগ্রেস, কলিকাতা কংগ্রেস প্রভৃতির সংবাদচিত্র গ্রহণ করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের রাষ্ট্র-জগতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কদের যাঁহাদের চাক্ষুষ দেখিবার ও তাঁহাদের বাণী শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই, তাঁহারা সাদরে চিত্রখানিকে বরণ করিবেন। একখানি চিরস্থায়ী document হিসাবে ইহার মূল্যও বড় কম নহে। আমরা মিঃ ওবেরায়কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

আগামী ৩রা এপ্রিল, বুধবার, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রঙমহল কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের সম্মান রজনী উপলক্ষে তাঁহারই লিখিত শনি ও রবিবারের বিখ্যাত দুইখানি নাটক "মাটির ঘর" ও "বিশ বছর আগে" একত্রে অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপ দুইখানি নাটকের একত্র অভিনয়-সম্ভাবনা অতি অল্প। কেবল মাত্র নাট্যকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই কর্ত্তৃপক্ষের এই কল্পনাতীত আয়োজনকে আমরা সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। এই নাটক দুইখানি সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও নাট্যরসিক যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে যে-কোন নাট্যরসিক একত্রে এই দুইখানি নাটকের অভিনয় দর্শনের সুযোগ হারাইবেন না।

"সংগ্রাম ও শান্তি"র কনক-জয়ন্তী

গত শুক্রবার নাট্যভারতী রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত "সংগ্রাম ও শান্তি" নাটকের কনক-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে বহু সাংবাদিক ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার মিষ্টার এস, এন, ব্যানার্জ্জী এই রাত্রে নানাবিধ উপহার প্রদান করেন এবং সভাপতিকে একটি ধানের শীষ দিয়া সম্বর্দ্ধনা করেন।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷৷০। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২৷৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬৷৷০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—**Dr. S. C. Bhadury M.B.**
Ghiamandi, Muttra, U. P.

ফুটবলে যেমন আই-এফ্-এ শীল্ডের খেলা, হকিতে তেমনি বাইটন্ কাপের খেলা প্রসিদ্ধ। সমস্ত ভারত থেকে এই কাপে খেলার জন্য প্রতিযোগী আসে। এ বছর ২রা এপ্রিল হলো নাম গ্রহণের শেষ দিন। ৩রা খেলার তালিকা তৈরী হবে। খেলা আরম্ভ হবে ১০ই এপ্রিল। গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান বি, এন, আর দল এ বছর ২টো টীমের নাম পাঠিয়েছে। দিল্লী, মীরাট, হরিদ্বার, বেরিলী, অমৃতসর, আলীগড়, রাঁচী, এলাহাবাদ, ভিজাগাপটম, লাহোর, জব্বলপুর, মাদ্রাজ, পেশোয়ার প্রভৃতি দেশ থেকে অনেকগুলি দল এবার এই কাপে খেলতে আসার জন্য ইচ্ছে জানিয়েছে। এই বিভিন্ন প্রদেশের দারুণ ভীড়ে বাংলাদেশের কোন দল যে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। দেখা যাক, ফলেন পরিচীয়তে।

*

হকি লীগ প্রায় শেষ হয়ে এলো। প্রথম ডিভিশনের তালিকায় চির পরিচিত (অবশ্য ফুটবলে) মোহনবাগান, মোহমেডান ইত্যাদি দল অনেক নীচে। চ্যাম্পিয়ানশীপের জন্য প্রতিযোগিতা খুব জোর চলছে তিনটী দলের মধ্যে—মেডিক্যাল, বি, জি, প্রেস ও কাষ্টমস্। মেডিক্যাল ও বি, জি, প্রেস এখনও কারো কাছে হারে নি, কিন্তু ৪টা ও ৩টা খেলা ড্র করার দরুণ ক্রমান্বয়ে ৪টা ও ৩টা পয়েন্ট হারিয়েছে। কাষ্টমস্ দল ২টো হারার দরুণ ৪টা পয়েন্ট হারিয়েছে—তাই তাদের পূর্ব্ব সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে পারবে বলে এখনও আশা করি, পোর্ট কমিশনার দল তালিকার নীচের দিকে থাকলে কি হবে—তারাও এপর্য্যন্ত মাত্র ৪টা পয়েন্ট হারিয়েছে। মাঝখান থেকে তারা আবার লীগ না নিয়ে বসে। এখনও কিছুরই স্থিরতা নেই, কেননা কাষ্টমস্ দল যদিও বি, জি, প্রেসের কাছে হেরেছে—তবে মেডিক্যালের সঙ্গে তাদের খেলা এখনও বাকী আছে। মেডিক্যাল দলও এখনো বি জি প্রেসের সঙ্গে খেলে নি। আগামী সপ্তাহেই বোঝা যাবে কতদূর কি হয়! পাশে গত সোমবার ২৫শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রথম ডিভিশন হকি লীগের অবস্থাটা দেওয়া হলো।

*

একটা খেলাধূলার বিভাগে বাংলাদেশ অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনেক এগিয়ে আছে—তা হলো নৌকা চালানো প্রতিযোগিতা। জনসাধারণের দৃষ্টি এখনো এই সুন্দর, স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার দিকে পড়ে নি। পাশ্চাত্য দেশে কিন্তু এর খুব প্রচলন আছে। সেখানে যখন অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রীজ ইউনিভার্সিটীর মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় তখন টেমস্ নদীর দুইধার দু'দলের সমর্থকে পূর্ণ হয়ে যায়। এই নৌকা চালনা প্রতিযোগিতা আমাদের দেশে নূতন নয়। আগে কেন এখনও পূর্ব্ববঙ্গে কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে নৌকা বাইচের অনুষ্ঠান হয়। সে দৃশ্য যারা সৌভাগ্যশতঃ দেখেছেন তারা কখনো তা ভুলবেন না।

*

মাদ্রাজে প্রাচ্যের এমেচার রোয়িং এসোসিয়েশনের অষ্টম বার্ষিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। ফাইনালে চার জন করে

টিম	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	পয়েন্ট
বি. জি. প্রেস	১৩	৮	৫	০	৩১	৫	২১
মিলিটারী মেডিঃ	১১	৮	৩	০	৩৪	৫	১৯
কাষ্টমস্	১১	৯	০	২	৩৫	১১	১৮
পুলিস	১১	৭	২	২	২২	৯	১৬
মহঃ স্পোর্টিং	১৪	৬	২	৬	২২	১৫	১৪
রেঞ্জার্স	১১	৫	৩	৩	১৪	৯	১৩
ইষ্ট বেঙ্গল	১২	৪	৫	৩	১৩	৯	১৩
আর্ম্মেনিয়ানস্	১১	৫	৩	৩	১৪	১২	১৩
কিলুয়া	১৩	৬	১	৬	১৮	২৫	১৩
পোর্ট কমিশনার্স	৯	৫	৩	১	১১	৪	১৩
ই. বি. রেলওয়ে	১০	৪	৪	২	১৪	৭	১২
মোহন বাগান	১২	৪	৩	৫	১৭	১৬	১১
মেজারার্স	১১	৪	২	৫	৯	৯	১০
সি. এফ. সি.	১২	৪	২	৬	১৩	২৪	১০
গ্রীয়ার	১০	৪	১	৫	১১	১৪	৯
অ্যাভেরিয়ান্স	১২	২	২	৮	৯	২৩	৬
সেণ্ট জোসেফ্স্	১২	২	০	১০	১২	৩০	৪
হাওড়া	১৫	০	৩	১২	১৩	৪২	৩
পাঞ্জাব রেজিঃ	১০	০	২	৮	৬	৪৯	২

নৌকা চালানোতে কলিকাতা রোয়িং ক্লাব বোম্বে জিমখানাকে ১½ লেঙথে হারিয়েছে। তাদের সময় হয়েছে ৩ মিনিট ৫২⅘ সেকেণ্ড।

ফালে লেক ক্লাবের কে, সি, সেন পুনার রয়েল কণ্টুট বোট ক্লাবের মিঃ ওয়াটারের কাছে ৩ ফিটে হেরেছেন। তাদের সময় ৪ মিঃ ১০ সেকেণ্ড। দু'জন করে নৌকা চালানোতে কলিকাতা রোয়িং ক্লাব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৫ লেঙথে হারিয়েছে। সময় হয়েছে ৪ মিঃ ৪-৫ সেঃ। অন্যান্য প্রদেশ বাংলা দেশ থেকে প্রেরিত এই দলের কাছে তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

*

গত আন্তর্প্রাদেশিক যে হকি প্রতিযোগিতা বোম্বাইতে হয়ে গেছে সেই সমস্ত খেলা দেখে ভারতীয় হকি ফেডারেশন একটা বাছাই করা দল গঠন করেছেন। এরা লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর, মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালোর, টিকামগড় ও অন্যান্য যায়গায়

হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় বিখ্যাত সাঁতারু শ্রীসন্তোষ দাশগুপ্ত এ বৎসর আবার নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

আগামী শীত কালে খেলতে যাবে। বাংলা দেশকে একটু বেশী সম্মান দেখান হয়েছে বাংলার খেলোয়ার আর, জে, কারকে দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করে। আগামী ২০শে এপ্রিল এই ভারতীয় দল কলিকাতায় একটা খেলা খেলবে। ধ্যানচাঁদের এই দলের হয়ে খেলার সম্ভাবনা আছে।

●

গত মঙ্গলবার :আই, এফ, এর ক্লাব সমূহের খেলোয়ার বদলের শেষ দিন হয়ে গেছে। অন্যান্য বছরের মতন এবার এবিষয় নিয়ে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়নি। এবৎসর ১৬০ জন খেলোয়াড় ক্লাব বদল করলেন, গত বৎসর করেছিলেন ২৬০ জন, কালীঘাট ক্লাবেই সবচেয়ে বেশী খেলোয়াড় আদান প্রদান হয়েছে, মোহনবাগান ও এরিয়ান্স তার পরেই। মোহনবাগানের অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেলো। তাদের পি, চক্রবর্ত্তী চলে গেছেন ইষ্ট বেঙ্গলে, মোহিনী ব্যানার্জ্জী গেছে কালীঘাটে, সৌরেণ দে গেছেন কালীঘাটে। রাম ভট্টাচার্য্য ই বি আর থেকে এরিয়ান্সে গেছেন। ছানে মজুমদার দু'বছর পরে ভবানীপুর ক্লাব থেকে নিজের পুরাণো ক্লাব এরিয়ান্সে ফিরে এসেছেন। মহমেডান ক্লাবের কেউ ক্লাব পরিবর্ত্তন করেনি। কেবল ছোট নুরমহম্মদ নাকি কোয়েটা মুসলিমে যোগদান করেছেন। ইউরোপীয়ান ক্লাবে তেমন কোন চাঞ্চল্যকর পরিবর্ত্তন হয়নি।

●

ফোর্ট উইলিয়মে গোরা সৈন্যদের সহিত আই, টি, এফ ও এ, এফের মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। ৫ম আর্ম্মাণ ইন্‌ফ্যান্ট্রির বাঙ্গালী সৈন্য সন্তোষ :আইচ রায় ও পি, কে, দে যথাক্রমে ক্যামেরোনিয়ান্সের রাইফেলম্যান হল ও বর্ডারের প্রাইভেট ডেভিসকে পয়েন্টে পরাজিত করেছেন। আমরা তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সাঙ্কেতিক ডাকের অসুবিধা ও তাহার প্রতিকার

ইহাতে অসুবিধা এই হইতে পারে যে, সাথী হয়ত এইরূপ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হাতে প্রাথমিক ডাক হইয়াছে বুঝিতে না পারিয়া ডাক অতি উচ্চে তুলিয়া ফেলিতে পারেন। কিম্বা হয়ত শক্তিপূর্ণ প্রাথমিক ডাকের হাতকে তৃতীয় আসনের "সাঙ্কেতিক ডাক" বিবেচনা করিয়া গেম্ পর্য্যন্ত উঠিতে সাহস না করিতে পারেন ও এই ভাবে নিশ্চিত গেম্ নষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু চিন্তাশীল খেলোয়াড়ের পক্ষে এইরূপ ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা কম। কারণ উত্তর ডাকের সময় সাথীর সর্ব্বদাই মনে করা উচিত যে পূর্ণ শক্তিতে এইরূপ প্রাথমিক ডাক দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার উত্তর ডাক নিয়মিত ভাবে দিয়া যাইবেন। তারপর আরম্ভকারীর পুনর্ডাক বাধ্যতামূলক না থাকায় তিনি সাথীর উত্তর ডাকে অবস্থা বুঝিয়া পাশও দিতে পারেন। তাহাতে বিপদের সম্ভাবনাও থাকে না বা গেম্ নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। সাঙ্কেতিক ডাকের কম শক্তি সাথীকে বুঝাইবার জন্য আরম্ভকারী বিপক্ষের প্রতি-ডাকের পরই একবার পাশ দিয়া প্রকৃত অবস্থা সাথীর গোচর করিয়া দিতে পারেন। কাজেই সাথীর ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। বিপক্ষকে ডবল দিবার সময়ে বা গেমে উঠিবার সময়ে সাথীর উচিত এইভাবে কৃতনিশ্চয় হওয়া যে "সাঙ্কেতিক ডাক" হীনশক্তি লইয়া কি পূর্ণ প্রাথমিক ডাকের শক্তি লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে সাথীর মনোভাব সম্যক্ বুঝিয়া সাহচর্য্য বিধানই (Partner-ship) খেলার প্রধান অঙ্গ।

কেহ কেহ এইরূপ কমশক্তি লইয়া তৃতীয় আসনে প্রাথমিক ডাকের ঘোর বিরোধী। তাঁহারা বলেন যে তৃতীয় আসনের খেলুড়ী যদি প্রাথমিক ডাক না দেন তবে চতুর্থ আসনের খেলুড়ী খুব জোরাল হাত না পাইলে ডাক আরম্ভ করিবেন না।

তাহাতে সব হাত পাশ হইয়া গেলে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হাতে তৃতীয় আসনে ডাক আরম্ভ করার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিপক্ষের ডাকে নিষ্পত্তি হইবে। এবং অন্ততঃ আংশিক গেম্‌ও (Part score) তাহাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে প্রথম তিন হাত পাশ হইয়া গেলে চতুর্থ আসনের খেলুড়ী প্রাথমিক ডাকের শক্তি লইয়া ডাক আরম্ভ করিতেন কি না! যদি জোরাল হাত না পাইলে চতুর্থ আসনের খেলুড়ী ডাক আরম্ভ করিতেন না এইরূপ মনে হয়, তবেই উক্তরূপ যুক্তি সারবান্ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চতুর্থ আসনের প্রাথমিক ডাক সম্বন্ধে এরূপ কোনও সাংঘাতিক নিষেধ নাই যে, সাধারণ প্রাথমিক ডাকের শক্তি থাকিলেও ডাক আরম্ভ করা চলিবে না। কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা চতুর্থ আসনের খেলুড়ীর পক্ষে আবশ্যক, তাহা পরেই আলোচিত হইবে। তাহা ছাড়া প্রায়ই দেখা যায় প্রথম তিনহাত পাশ হইলে চতুর্থ আসনের খেলুড়ীর হাতে ছবির শক্তি প্রাথমিক ডাকের উপযোগী অপেক্ষাও সামান্য বেশী থাকে। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চতুর্থ আসনে ডাক আরম্ভ হইয়া থাকে। সুতরাং সাঙ্কেতিক ডাকের পূর্ব্ব-বর্ণিত উপকার অস্বীকার করা যায় না।

সাঙ্কেতিক ডাকের উপযোগী হাত :

(১) ই—৭৫, হ—গো ৩, রু—টে ১০ ৬, চি—সা গো ১০ ৯ ৭ ৫।

(২) ই—৫৩, হ—বি ৬৩, রু—টে বি গো ৭৫, চি—গো ১০ ৮।

(৩) ই—সা বি ১০ ৯ ৬, হ—৬, রু—সা গো ১০, চি—গো ৭৫৩

চতুর্থ আসনে প্রাথমিক ডাক সম্বন্ধে সতর্কতা

প্রাথমিক ডাক সম্বন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় আসনে যে সব বিধিনিষেধ বর্ণিত হইয়াছে, চতুর্থ আসনেও সেগুলি প্রযোজ্য। তাছাড়া চতুর্থ আসনে অধিকতর সতর্কতা আবশ্যক। যখন প্রথম তিন হাত পাশ দিয়া আসেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে বিচার করিতে হইবে যে, বিপক্ষের গেম্‌-এর সম্ভাবনা আছে কি না। যদি তাঁহার হাতে সর্ব্বনিম্ন শক্তি (প্রাথমিক ডাকোপযোগী) থাকে এবং তাহার প্রতিরোধক ক্ষমতা খুবই সামান্য থাকে, তবে সেরূপ হাতে ডাক আরম্ভ করা উচিত নহে। যথা:—

ই—৬, হ—৮ ৭ ৬ ৪ ৩, রু—টে ৫ ৩, চি—সা গো ১০

চতুর্থ আসনে এরূপ হাল্কা হাতে পাশ দেওয়াই সঙ্গত।

(২) যদি প্রাথমিক ডাকের সর্ব্ব নিম্ন শক্তি (minimum opening strength) থাকে এবং তাহার হাতের শক্তি গৌণ স্যুটেই (minor suit) নিবদ্ধ থাকে তবে চতুর্থ আসনে প্রাথমিক ডাক দেওয়া সঙ্গত নয়। কারণ ডাক আরম্ভ হইয়া গেলে বিপক্ষগণও প্রতিরোধক ডাক দিবেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুখ্য রঙে ডাক দিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। তখন তাঁহারা যে আংশিক গেমও পাইবেন তজ্জন্য চতুর্থ আসনের খেলুড়ীরই অসতর্কতা তাহার মূল কারণ হইবে। নিম্নপ্রকার হাতে চতুর্থ আসনের পাস দেওয়াই সঙ্গত :—

(১) ই—৬৫, হ—৮৩২, রু—টে বি গো ৮, চি—টে গো ৬৫,

(২) ই—৮৬, হ—৭৪২, রু—টে সা ৬৫৪, চি—বি গো ৩

কম্পোজিটার চাই

নির্ভুল কম্পোজ সংশোধন ও মেকাপ করিতে পারে এমন ক্ষিপ্রকর্ম্মী অভিজ্ঞ ও দক্ষ কয়েকজন কম্পোজিটার চাই।

দীপালী প্রেস

১২৩১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক

আই, সি, এস্‌-এর লেখা

স্কুল, ক্লাব ও সৌখীন সমাজে অতি সহজে অভিনয়োপযোগী অফুরন্ত হাস্যরসের ফোয়ারা

—তিনটি নাটিকা—

একাঙ্কিকা—৸৹

মেঘদূতের হাস্যময় অনুসৃতি, বিচিত্র অদ্ভুত, বহু চিত্রে সুশোভিত

অভিনব—১৲

সুলেখিকা ইলা দেবীর

নূতন ধরণের নবতম গল্প

ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া—৸৹

অভাবিত চিন্তাধারায় অপরূপ, স্পষ্টরূপে নির্ভীকভাবে মানবমনের শাশ্বত সত্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম অনুভূতির সুন্দর সমন্বয়ে অপূর্ব্ব আধুনিক উপন্যাস—

যে ঘরে হল না খেলা—৸৹

ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গানা কথা

শঙ্কর-উৎসব

গত ১০ই মার্চ্চ 'শঙ্কর-উৎসবের' চতুর্বিংশতি অধিবেশন অতি সমারোহে ১৮ নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থিত বাটীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। নাটোরের মহারাজা বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রথমে সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুললিত কণ্ঠে 'ইমন-কল্যাণ', 'হাম্বীর' 'নট-নারায়ণী' প্রভৃতি রাগের ধ্রুপদ ও আলাপ গাহিয়া প্রায় সহস্রাধিক শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। শ্রীযুক্ত অরুণ প্রকাশ অধিকারী ও শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র দে মহোদয় সঙ্গত করেন। সুপ্রসিদ্ধ গীত-শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'দরবারী-কানাড়ার" আলাপ ও ধ্রুপদ গাহিয়া যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করেন। শ্রীযুক্ত অনুকুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীসতীশ চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি গায়কগণের সঙ্গীতাদির পর অধিক রাত্রে সভা ভঙ্গ হয়। সন্ন্যাসী বাবু ও নরেন বাবুর উদ্যোগেই এই উৎসবের অধিবেশন সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

সৌরীন্দ্রমোহন স্মৃতি-বাসর

গত ১৭ই মার্চ্চ, রবিবার, সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকায় ৫৩নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটস্থিত হর-কুটিরে 'ভারত সঙ্গীত বিদ্যালয়ে'র উদ্যোগে স্বনামধন্য রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের প্রথম বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কলিকাতার অধিকাংশ সঙ্গীতজ্ঞ এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক সৌরীন্দ্রমোহনের রচিত উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইবার পর বিদ্যালয়ের সহঃ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস সৌরীন্দ্রমোহনের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ১২৪৭ সালের আশ্বিন মাসে কলিকাতাস্থিত পাথুরিয়াঘাটা রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গীয় হরকুমার ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বনামখ্যাত পরলোকগত মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। দেশ বিদেশের সঙ্গীতে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে এবং অধ্যবসায়ের বলে হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রের পুনরুত্থানে আত্মনিয়োগ করেন। সেকালের ভারতশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞগণ তাঁহার সভায় নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া বহুবিধ গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া দেশ বিদেশ হইতে প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতগুরু স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি লিখন-প্রথা আবিষ্কার করেন। ইউরোপীয় সঙ্গীতেও সৌরীন্দ্র মোহনের প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টর অফ্ মিউজিক' উপাধিতে ভূষিত করেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাঁহার অঙ্কিত, প্রকাশিত বা অনুদিত প্রায় ৫০ খানি গ্রন্থ আছে। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল মিউজিক স্কুল' এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল একাডেমি অব মিউজিক' নামক দুইটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন এবং রাজা ও সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি নাইট উপাধি লাভ

শ্রী সিনেমায়
রণজিৎ মুভিটোনের
জনপ্রিয় বাণীচিত্র
(বাংলা পরিচয় লিপিসহ)
সন্ত
তুলসীদাস
কলিকাতায় ২৬শ সপ্তাহ
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-নরনারীর অন্তর-দ্রবকারী পৌরাণিক কাহিনী।
শ্রেষ্ঠাংশেঃ—
বিষ্ণুপন্ত পাগনিস্
লীলা চিৎনিশ
বাসন্তী, রাম মারাঠী
কেশব রাও দাতে
প্রভৃতি।
●
রণজিতের
আর একখানি বিরাট চিত্র
অচ্ছুৎ
শীঘ্রই আপনাদের
চিত্ত বিনোদন
করিবে
শ্রেষ্ঠাংশেঃ গহর, মতিলাল
●
মানসাটা
ফিল্ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

করেন। পরলোকগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে ভারতে আগমন করেন তখন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন তাঁহার অভ্যর্থনা-সঙ্গীত রচনা করেন। ভারতীয় বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সংযোগে ইংরাজী জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার পন্থা তিনিই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য ইংরাজী জাতীয় সঙ্গীত সমিতির নিকট বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ সালে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। অধুনা ভারতবর্ষে সঙ্গীতের যে আদর ও প্রচার দেখা যাইতেছে তাঁহার চেষ্টা, উৎসাহ ও অর্থব্যয় তাহার মূলে। অতঃপর শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের বিবিধ গুণের কথা বলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞগণ কর্ত্তৃক গীতবাদ্যের পর অধিক রাত্রে সভা ভঙ্গ হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজ রি-ইউনিয়ন

প্রেসিডেন্সি কলেজ রি-ইউনিয়নের উদ্যোগে বার্ষিক ষ্টীমার পার্টি হইয়া গিয়াছে। আনন্দ পরিবেশনের কোন ত্রুটি হয় নাই। যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার, হরবোলা রবীন ভট্টাচার্য্য, কলেজের ছাত্র হীরেন চ্যাটার্জ্জি, শচীন সেন, গোপাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির আমোদ প্রমোদ অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ সকলকে আনন্দ প্রদান করেন। সরোজ গুহ ও রঞ্জিৎ চন্দ্র অনুষ্ঠান-টী সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে বিশেষ পরিশ্রম করেন। প্রোফেসর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, এবং প্রিন্সিপ্যাল মিঃ বি, এম, সেন ও তাঁহার পত্নী উপস্থিত ছিলেন।

রূপায়তন

গত ২৪শে মার্চ্চ বেলা পাঁচটায় ইঁহাদের তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশন এবং তদুপলক্ষে সন্ধ্যা সাতটায় শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "মাটির ঘর" নাটক অভিনীত হয়।

বহরমপুর নাট্যাভিনয়

বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) সূর্য্য নাট্যমন্দির রঙ্গমঞ্চে গত ২১শে মার্চ্চ, স্থানীয় প্রাচীনতম নাট্য-সম্প্রদায়, বৈকুণ্ঠ মেমোরিয়াল ক্লাব কর্ত্তৃক খাগড়া-বহরমপুরের তরুণ ও ছাত্রগণের দেহচর্চ্চার কেন্দ্র ইউহুস্ ব্যায়ামাগারের সাহায্যকল্পে 'তটিনীর বিচার' মঞ্চস্থ হয়। প্রচুর দর্শক সমাগমের মধ্যে নাট্যাভিনয় সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। ডাঃ ভোসের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মজুমদার ওরফে মসিনবাবু অপূর্ব্ব অভিনয় করেন। ইহা ছাড়া শঙ্করদাস গুহ (সমর), কমল বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রসিকিউসন্ কৌন্সিলী), বড়ুকা চৌধুরী (ডিফেন্স), গণেন ভৌমিক (ললিতা) এবং বসন্তের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ষোড়শী মজুমদার সু-অভিনয় করেন। রেকর্ড ও রেডিও গায়ক শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের গান এবং ডাঃ শরদিন্দু ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় খাগড়া অরকেষ্টার যন্ত্রসঙ্গীত প্রশংসনীয় হইয়াছিল।

গোবিন্দ সড়ক বাসন্তী পূর্ণিমা সম্মিলনী (কৃষ্ণনগর)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও বাসন্তী পূর্ণিমা উপলক্ষে গোবিন্দ সড়ক সম্মিলনীর সভ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রীযুত বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "মাটির ঘর" অভিনীত হইয়াছে। শ্রীবিশ্বনাথ গাঙ্গুলী অলকের ভূমিকার রূপ দিয়াছেন এবং তাঁহার পরিচালনায় সমস্ত নাটকখানি সুষ্ঠু ও সঙ্গতভাবে অভিনীত হইয়াছে। সত্যপ্রসন্নের ভূমিকায় শ্রীযুত পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, চঞ্চলের ভূমিকায় শ্রীযুত শশধর মৈত্র, শঙ্করের ভূমিকায় আনন্দ চ্যাটার্জ্জী ও ও কল্যাণের ভূমিকায় শ্রীযুত অক্ষয় রায় চৌধুরী ও তন্দ্রা, নন্দা ও ছন্দার ভূমিকায় শ্রীকালি চক্রবর্ত্তী, অজিত সাহা ও শ্রীনীলমণি তাহাদের চরিত্রগত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সুষ্ঠু অভিনয় করিয়াছেন।

নিখিল ভারত চিত্রামোদী সম্মিলনী

চলচ্চিত্রের উন্নতি সাধনকল্পে সম্মিলিত চিত্র দর্শকগণের একটি সুস্পষ্ট ও জোরালো মতবাদ গঠন, এবং সেই মতবাদের সাহায্যে চলচ্চিত্র-শিল্পের ধারাকে উন্নততর করিবার জন্য দেশীয় চিত্র-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অপ্রতিহত ভাবে দাবী জানাইবার উদ্দেশ্য লইয়া ভারতীয় চলচ্চিত্র-দর্শক সমিতির উদ্যোগে কলিকাতার কোনও সুবৃহৎ প্রেক্ষাগৃহে আগামী এপ্রিল মাসের শেষার্দ্ধে নিখিল ভারত চিত্রামোদী সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের আয়োজন চলিতেছে। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার উক্ত সম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত সম্মিলনীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ ভঞ্জের প্রযোজনায় এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে একটি নাট্যাভিনয়ের আয়োজন চলিতেছে। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী কর্ত্তৃক নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সম্মিলনীর সময় বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা চিত্রাভিনেত্রী এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-গল্পলেখককে তিনখানি পদক প্রদান করা হইবে। সম্মিলনীর উক্ত পদক তিনখানি কাহাদের প্রাপ্য তাহা নির্ণয় করিবার জন্য দর্শক সাধারণের ভোট গ্রহণ করা হইতেছে। সম্মিলনীর কয়েকদিন পূর্ব্বেই ভোটের ফলাফল ঘোষিত হইবে। এবং দর্শক শ্রেণীর সমক্ষে সম্মিলনীতে সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক দর্শক সাধারণের মনোনীত অভিনেতা, অভিনেত্রী ও গল্প লেখককে পদক প্রদত্ত হইবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যের চাঁদা দুই টাকা এবং দর্শকের চাঁদা এক টাকা ধার্য্য হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির

ঠিকানা—৪৮নং গড়িয়াহাটা রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

শ্যামসিদ্ধি বাণীপ্রতিষ্ঠান

গত ২০শে এবং ২১শে ফাল্গুন তারিখে শ্যামসিদ্ধি বাণীপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শ্রীসুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ" ও পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "প্রতাপাদিত্য" অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত সুরেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিক্ষকতায় অভিনেতৃগণ সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। অভিনয় চলনসই হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গীতের দিক দিয়া অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। শ্রীঅমিয় মোহন বসু ও মঙ্গল চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক সঙ্গীত ও নৃত্য পরিকল্পনা হইয়াছে।

প্রথম রজনীর অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্যামসিদ্ধি বাণীপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে বাণীপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শ্রীঅমিয় মোহন বসুর "শ্রদ্ধাঞ্জলি" শ্রীঅরুণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সুপঠিত হয়।

"কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ" অভিনয়ে কর্ণ ও "প্রতাপাদিত্যে" শঙ্করের ভূমিকায় শ্রীযুত মাখন দে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুত পরেশ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত হেম বাবু প্রভৃতি অভিনেতাদের অভিনয় তেমন আশানুরূপ হয় নাই। 'কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ' নাটকে শ্রীযুত রেবতী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুধীর গুপ্ত, শ্রীযুত হেম ঘোষ, ডাক্তার আর, গোপ, মিঃ জি, সাহা, শ্রীমান শান্তি নন্দী, শ্রীমান প্রহ্লাদ দে, ও নবাগত শ্রীমান জীবন সরকার প্রভৃতি অভিনেতাগণ তাহাদের নিজ নিজ অংশের চরিত্রকে চলনসই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"প্রতাপাদিত্যের'——বিক্রমাদিত্য, প্রতাপাদিত্য, সূর্য্যকান্ত, রডা, বিজয়া কল্যাণী প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। সুগায়ক শ্রীকানু চক্রবর্ত্তীর সুললিত সঙ্গীত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। শ্যামসিদ্ধি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী একাদশ বর্ষীয়া বালিকা কুমারী শান্তি সেনের "দেবদাসী" নৃত্য-সঙ্গীতেও প্রচুর আনন্দ পাওয়া গিয়াছে।

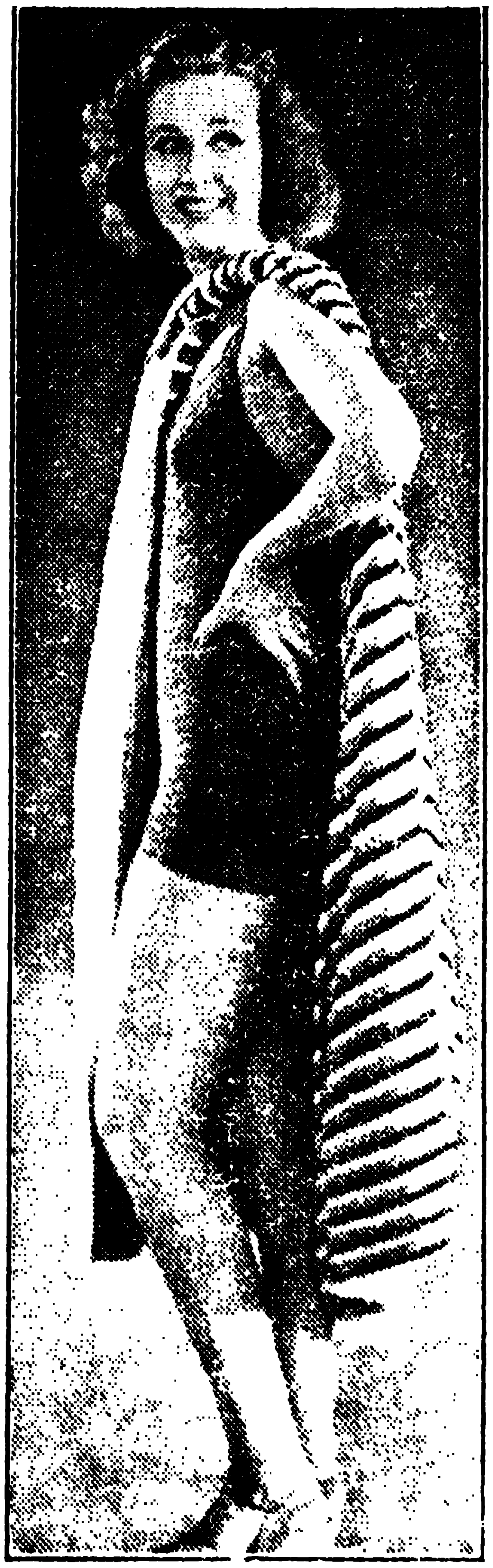

হলিউডের সুন্দরী উদীয়মানা চিত্রনটী লীন রবার্টস "Everything's on Ice" চিত্রে মনোজ্ঞ অভিনয় করিয়াছেন।

বর্ম্মা শেল অফিসে প্রদর্শনী

গত কল্য, বুধবার, বর্ম্মা শেল অফিসে কর্ত্তৃপক্ষ যে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। জগতের কত প্রয়োজনীয় জিনিষ যে পেট্রোলিয়ম হইতে তৈরী হয় তাহা হয়ত অনেকে জানেন না। যেমন কাগজ, কালি, কল চালনা, ব্লক নির্ম্মাণ, মোটর ও বিমান পোত প্রভৃতি চালনা সবই হয় পেট্রোলিয়ম হইতে। এই ক্ষুদ্র অথচ বিশেষ শিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনীটি আমরা সকলকে দেখিতে অনুরোধ করি।

গান

—শ্রীতপতী দেবী

সে আমারে ছেড়ে দিতে নাহি ওগো চায়
বিধুর বিদায় প্রাতে জল-ভরা আঁখি পাতে
মালা সম দুটী মম চরণে জড়ায়,
যাই যাই যত বলি সে বলে যেওনা চলি
তোমারে দিব না আমি দিব না বিদায়।
নিশার স্বপন হায় প্রভাতে স্মরি
ব্যাকুল এ আঁখি নীর পড়িছে ঝরি
কুসুম ফোটান হ'লে ফাগুন ত' যায় চলে
ঝরা ফুল কাঁদে তারি বিরহ ব্যথায়।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
সামাজিক সমস্যামূলক
সুবৃহৎ উপন্যাস
"জয়ন্তী"
মুল্য—২৷৷০ টাকা।
দীপালী গ্রন্থশালা ও
সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

কলিকাতা কর্পোরেশন

১৯৩৯ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) আইন (১৯৩৯ সালের ১১নং বঙ্গীয় আইন) অনুসারে সংশোধিত ১৯২৩ সালের ৩ নম্বর (বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা) আইন অনুযায়ী কাউন্সিলারদিগের ষষ্ঠ সাধারণ নির্ব্বাচন।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত প্রার্থীগণের নিকট হইতে তাহাদের নামের উপরিভাগে লিখিত নির্ব্বাচনকেন্দ্রসমূহ সম্পর্কে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব হইতে নাম প্রত্যাহার করার নোটীশ পাওয়া গিয়াছে :—

সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র

নির্ব্বাচন কেন্দ্র—শ্যামপুকুর
১নং ওয়ার্ড

১। ভূপেন্দ্রনাথ বসু
২। ভূতনাথ মুখার্জ্জী
৩। ব্রজেন্দ্রকুমার ব্যানার্জ্জি
৪। জীবনকৃষ্ণ মিত্র
৫। সতীশচন্দ্র ভড়

নির্ব্বাচন কেন্দ্র—বড়তলা
৩নং ওয়ার্ড

১। *ভবেশচন্দ্র দাস
২। গোষ্ঠবিহারী দাস
৩। *কার্ত্তিকচন্দ্র দাস
৪। *ডাঃ মনোমোহন ঘোষ

নির্ব্বাচন কেন্দ্র—সুকিয়া ষ্ট্রীট
৪নং ওয়ার্ড

১। অনন্তচরণ লাহা
২। চারুচন্দ্র দে
৩। ডাঃ রাইমোহন দে
৪। শচীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি

নির্ব্বাচন কেন্দ্র—জোড়াবাগান
৫নং ওয়ার্ড

১। জি, সি, বসাক
২। পুরুষোত্তম রায়
৩। কবিরাজ শিবনাথ সেন
৪। ডাঃ সূর্য্যনারায়ণ বর্ম্মণ

জোড়াসাঁকো—নির্ব্বাচন কেন্দ্র
ওয়ার্ড নং ৬

১। ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়
২। পণ্ডিত রামশঙ্কর ত্রিপাঠী
৩। কবিরাজ শিবনাথ সেন
৪। সুশীলকুমার সেন

বড়বাজার নির্ব্বাচন কেন্দ্র
ওয়ার্ড নং ৭

১। চরণদাস শেঠ
২। হনুমান প্রসাদ পোদ্দার
৩। কানাইয়ালাল ট্যাণ্ডন
৪। মদনমোহন বর্ম্মণ
৫। প্রফুল্লকুমার বাজপেয়ী
৬। সচ্চিদানন্দ গাঙ্গুলী

কলুটোলা নির্ব্বাচন কেন্দ্র
ওয়ার্ড নং ৮

১। প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা
২। রাধাকৃষ্ণ নেয়োটিয়া

মুচিপাড়া নির্ব্বাচন কেন্দ্র
ওয়ার্ড নং ৯

১। অতুলকৃষ্ণ ঘোষ
২। বঙ্কুবিহারী সেন
৩। দেবনারায়ণ দে
৪। ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস
৫। ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
৬। সুশীলকুমার সেন

বহুবাজার নির্ব্বাচন কেন্দ্র
ওয়ার্ড নং ১০

১। দেবী মিত্র
২। মাণিকচাঁদ পাল
৩। পান্নালাল মিত্র

পদ্মপুকুর নির্ব্বাচন কেন্দ্র
ওয়ার্ড নং ১১

১। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী

ওয়াটারলু ষ্ট্রীট নির্ব্বাচন কেন্দ্র
ওয়ার্ড নং ১২

১। অপূর্ব্বচন্দ্র মুখার্জ্জি
২। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বোস
৩। সুরেন্দ্রনাথ দত্ত

ফেন্সুইক বাজার নির্ব্বাচন কেন্দ্র
ওয়ার্ড নং ১৩

১। অমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি
২। যতীন্দ্রমোহন ঘোষ
৩। রাজেন্দ্র সিং সিঙ্ঘী
৪। এস সি চক্রবর্ত্তী
৫। এস এন ভট্টাচার্য্য

তালতলা নির্ব্বাচন কেন্দ্র
ওয়ার্ড নং ১৪

১। বিষাদেন্দু বিশ্বাস
২। মোহনলাল ঘোষ

কলিঙ্গা নির্ব্বাচন কেন্দ্র
ওয়ার্ড নং ১৫

১। মোহনচাঁদ সেন
২। রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর

বামুনবস্তি নির্ব্বাচন কেন্দ্র
ওয়ার্ড নং ১৭

১। আই, এইচ, কাহেন

ট্যাংরা নির্ব্বাচন কেন্দ্র
ওয়ার্ড নং ১৮

১। দেবেন্দ্রচন্দ্র দে
২। *যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল
৩। *মহীতোষ সাহা
৪। *পঞ্চানন দাস চৌধুরী
৫। *প্রমথরঞ্জন ঠাকুর
৬। রাজেন্দ্র সিং সিঙ্গী

ইটালী নির্ব্বাচন কেন্দ্র
ওয়ার্ড নং ১৯

১। *জয়নারায়ণ চৌধুরী
২। *যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল
৩। *মহীতোষ সাহা
৪। নন্দলাল ঘোষ
৫। রবীন্দ্রনাথ বোস
৬। রাজেন্দ্র সিং সিঙ্গী
৭। শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি

বালীগঞ্জ নির্ব্বাচন কেন্দ্র
ওয়ার্ড নং ২১

১। অমৃতলাল চ্যাটার্জ্জী

দ্রষ্টব্য :—যে সকল প্রার্থীর নামের পূর্ব্বে তারকা চিহ্ন দেওয়া হইল, তাঁহারা তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

স্থাপিত • ১৯২১

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ২২শে চৈত্র ১৩৪৬ [১৪শ সং

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"মতিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
ঐ—১৫৩ ক্লার্ক ষ্ট্রীট

নবগঠিত পৌর সভা

গত ২৮শে মার্চ্চ অধুনা-সংশোধিত আইনানুযায়ী কর্পোরেশনের সভ্য নির্ব্বাচন অভিনয় শেষ হইল।

বর্ত্তমান কর্পোরেশনের সভ্য-সংখ্যা মোট ৯৩। সভ্যগণ নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত :—

(১) সাধারণ—৫৭
(২) মুসলমান্—২২
(৩) য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান্—২
(৪) ট্রেড্ স এসোসিয়েশন্—৪
(৫) বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স—৬
(৬) পোর্ট কমিশনার্স—২
(৭) শ্রমিক—২

সাধারণ নির্ব্বাচিত সভ্যগণ :—

(১) নং পল্লী—শ্যামপুকুর—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (বসু) ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (হিন্দু মহাসভা)

(২) কুমারটুলি—সার হরিশঙ্কর পাল (ব)

(৩) বটতলা—শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী (বসু) ও যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল (অনুন্নত—বসু)

(৪) সুকীয়া ষ্ট্রীট—শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ বসু (হি.) ও অমূল্যচন্দ্র মিত্র (বসু)

(৫) জোড়াবাগান—শ্রীমোহনলাল মকর (হি.) ও প্রভাংশুকুমার শেঠ (বসু)

(৬) জোড়াসাঁকো—শ্রীমদনমোহন বর্ম্মণ (হি.) ও ডাঃ সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় (বসু)

(৭) **বড়বাজার**—শ্রীপ্রভুদয়াল হিমৎসিংকা (স্বাধীন) গোকুলদাস মোহ্‌তা (বসু) ও দেবকীজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় (হিঃ)

(৮) **কলুটোলা**—শ্রীআনন্দীলাল পোদ্দার (স্বাধীন) ও কবিরাজ সত্যব্রত সেন (স্বাধীন)

(৯) **মুচিপাড়া**——শ্রীজগন্নাথ কোলে (ব) ও তুলসীচরণ রায় (হি.)

(১০) **বহুবাজার**—শ্রীইন্দুভূষণ বীদ্ (ব)

(১১) **পদ্মপুকুর**—শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত (ব

(১২) **ওয়াটার্লু ষ্ট্রীট**—শ্রীসুশীল চন্দ্র সেন (স্ব,

(১৩) **ফিনিক্ বাজার**—শ্রীবিপিনবিহারী সাধু খাঁ (হি)

(১৪) **তালতলা**—শ্রীবিজয় সিংহ নাহার (হি)

(১৫) **কলিঙ্গা**—মিঃ ডি. জে. কোহেন্

(১৬) **পার্ক ষ্ট্রীট**—মিঃ আই. জে. কোহেন্

(১৭) **বামন বস্তী**—শ্রীসুধাংশু কুমার মিত্র (স্ব)

(১৮)—**ট্যাংরা**—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত (ব) ও পুলিনবিহারী খাটিক (হি)

(১৯) **ইটালী**—ডাঃ সুবোধকুমার সরকার (ব ও হরিহর দাস চৌধুরী (অনুঃ হি.)

(২০) **বেনিয়াপুকুর**—শ্রীনরেশ-নাথ মুখোপাধ্যায় (ব)

(২১) **বালিগঞ্জ**—শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ব)

(২২) **ভবানীপুর**—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (হি) ও সতীশচন্দ্র বসু (ব)

(২৩) **কালীঘাট**——শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় (ব)

(২৪) **আলিপুর**—শ্রীফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম (ব)

(২৫) **একবালপুর**—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ (ব)

(২৬) **ওয়াটগঞ্জ এবং হেষ্টিংস**—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (হি)

(২৭) **টালিগঞ্জ**—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (হি)

(২৮) **বেলেঘাটা**—শ্রীবিধুভূষণ সরকার (হি) ও এ. এস্. নস্কর (ব)

(২৯) **মাণিকতলা**—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দালাল (ব)

(৩০) **বেলগাছিয়া**—শ্রীধীরেন্দ্র কুমার মজুমদার (হি) ও যোগেশচন্দ্র ঘোষ (ব)

(৩১) **সাতপুকুর**—শ্রীনিতাইচন্দ্র পাল (স্ব) ও ফকিরচন্দ্র ঘোষ (স্ব)

(৩২) **কাশীপুর**—শ্রীমৃগেন্দ্রকুমার মজুমদার (হি)

মুসল্‌মান সভ্য

১, ২, ৩ ও ৫ নং পল্লী হইতে—

খাঁ সাহেব মহম্মদ সোলেমান্ (মুস্‌লীম লীগ)

৪, ৬, ও ৭নং হইতে—

মোঃ আব্‌দর রেজ্জাক্ (মু. লী)

(৮)—মোঃ মহঃ রফিক্ (মু. লী) ও ডাঃ সৈয়দ জাফর আমেদ (মু. লী)

(৯)—ডাঃ এ. আসান্ (মু. লী) ও মোঃ নুরুদ্দীন্ আমেদ (মু. লী)

(১০) মিঃ হামুদর রহমান্ (মু. লী)

(১২ ও ১৩) মিঃ আব্‌দর রহমান্ সিদ্দিকী (মু. লী)

(১৪) মিঃ শামুশুল্ হক্ (স্ব)

(১৫ ১৬ ও ১৭)—মিঃ এম্. এ. এচ্. ইশ্‌পাহানী (মু. লী)

(১৮ ও ১৯)—মিঃ সৈয়দ বদ্রুদ্দ্‌জা (মু.লী) (২০) মোঃ এম্ এ. জুব্বাদ (মু. লী), মিঃ মহঃ ইস্রাইল্ (মু. লী) ও হাজি মহঃ ইউসুফ্ (মু. লী)

(২১) খাঁ সাহেব মহঃ মহসীন্ খাঁ (মু. লী)

(২২, ২৩, ২৪ ও ২৭)—মিঃ মহঃ জলীল্ (মু. লী)

(২৫)—মিঃ মামুদ গজনভি (মু. লী)

(২৬)—মিঃ এস্. এ. হবিব (মু. লী)

(২৮ ও ২৯)—মিঃ শেখ্ বাসির আলি ও মিঃ কলিমুদ্দীন্ চৌধুরী

(৩০ ও ৩১)—মিঃ আবদুল মাতিন্ (মু. লী)

(৩২)—ডাঃ সাদেক্ হোশেন্ (স্ব)

য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্

মিঃ এম্. সি. গ্রিফিথ্‌স্ ও এল্. পি. এটকিন্‌সন।

ট্রেড্‌স্ এসোসিয়েশন্

মিঃ জে. এন্. বার্চ, ম্যাকারটিচ্ জন্, জে. ম্যাক্‌ফারলেন্ ও মেজর এস্. ঈ. টী।

বেঙ্গল চেম্বার ও কমার্স

মিঃ এস্. জি. কের্নন, এফ্. জি. ওয়াটসন্, জে. এচ্. স্পেলার, এফ্. সি. ক্রস্, এল্. ডব্‌লু. ব্যালকম্ব ও পি, টাইলার

পোর্ট কমিশনার্স

মিঃ ডব্‌লু. এ. বার্ণস্ ও ডাঃ এস্. সি. লাহা।

শ্রমিক

শ্রীসুরেশচন্দ্র বর্ম্মা ও মিঃ জিয়াউদ্দীন আমেদ।

আমরা এই নবনির্ব্বাচিত সভ্যগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। তাঁহারা সত্য সত্যই যেন পৌরজনের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করেন। পর-সেবার অছিলায় আত্মসেবা করিয়া নিজেকে এবং পৌরসভাকে যেন কলঙ্কিত না করেন।

এবার নির্ব্বাচনে কংগ্রেস যোগ দেয় নাই, অথচ বহু ব্যক্তি কংগ্রেসের চিহ্ন ও নাম ধারণ করিয়া যুদ্ধে নামিয়াছিলেন। এ কিরূপে সম্ভবে? এ সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।

হিন্দু মহাসভা নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে এই প্রথম যোগ দিলেন ও ৪৭টির মধ্যে ১৫টি আসন অধিকারে হিন্দু মহাসভার গৌরবই রক্ষিত হইয়াছে, যদিও ইহা অপেক্ষা আরও ঢের বেশী আমরা আশা করিয়াছিলাম।

সুভাষবাবুর দলস্থ প্রতিনিধিদের মধ্যে ২১ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মুস্‌লীম লীগ ২২টির মধ্যে ১৮টি প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন।

এই নির্ব্বাচন ও কর্পোরেশনের ধাঙ্গরদের ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিশদভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পল্লী-বাংলার ব্রতগীতি

—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাশ

বাংলার নারী ছিলেন স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, সেবাধর্ম্মের মূর্ত্ত প্রতীক। দীন-দুঃখী, আর্ত্ত-ক্ষুধিতের সেবা শুশ্রূষায় বাংলার নারী আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিতে কোনও দিন দ্বিধা করেন নাই। আপনার অন্তরের স্নেহ মায়া দ্বারা আর্ত্ত দীন দুঃখীকে সন্তানবৎ পালন করিয়া পরহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—ব্রত-উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়া বঙ্গনারী প্রাচীন কালেই ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আতিথ্যের মধ্য দিয়া ক্ষুধিত, আর্ত্তকে অন্নদান করিয়া বাংলার নারী অফুরন্ত আনন্দ উপভোগ করেন। পরোপকারব্রতে আত্মদানে যে পবিত্র নির্ম্মাল্য অর্জ্জন করা যায়, তাহার স্বাদ বাংলার নারী যতখানি পাইয়াছে, সারা পৃথিবীতে কি তাহার দ্বিতীয়টী মিলিবে? আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাবে বালার পবিত্র নারী-আদর্শ অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও পল্লী-বাংলায় সেই অপূর্ব্ব নারী-আদর্শের জীবন্ত ধারা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বাংলা দেশের নারীর নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম্মের আদর্শ বাংলার একটি নিজস্ব শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এবং ইহা বিশ্ববরেণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে 'দীপালী'তে (২৫শে মাঘ, ১৩৪৬) কুমারী নারীদের অনুষ্ঠেয় 'শিবব্রত' ও 'পুণ্যিপুকুর' ব্রত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখানে কুমারীদের অনুষ্ঠেয় 'সাঁজতি', 'হরির চরণ', ব্রত-গীতিগুলি বিষয়ে আলোচনা করিব। আলোচ্য ব্রত-গীতিগুলি শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরযূবালা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সাঁজতি ব্রতের ছড়াকাব্য

কার্ত্তিক মাসের সাঁজতি ব্রতের সাঁঝপূজনী দেবীর নিকট বালিকারা ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে। পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা; সুমিষ্ট মধু তাহার প্রিয়; ভবিষ্যতে রাজার পুত্রবধূ বা নাতনী হইবার তাহার আশা। সাঁঝপূজনী দেবীর নিকট বালিকা প্রার্থনা করে—

কোঁড়ার মাথায় ঢালি মৌ।
আমি যেন হৈ রাজার বৌ॥
কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘি।
আমি যেন হৈ রাজার নাতনী॥
কোঁড়ার মাথায় ঢালি মধু।
আমি যেন হৈ রাজার বধূ॥

[শব্দার্থ:—কোঁড়া = কুঁড়ি। মৌ = মধু]

পাঁচ বৎসরের বালিকা—সে বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুর বাড়ী দোলায় যাইবে, দোলায় আসিবে। সোনার দর্পণে সে মুখ দেখিবে আর দোলার ভিতর মধু ও ঘৃত খাইবে—

দোলায় আসি দোলায় যাই।
সোনার দর্পণে মুখ চাই॥
বাপের বাড়ী দোলা খানি
শ্বশুর বাড়ী যায়।
আসতে যাতে দোলাখানি
ঘি মধু খায়॥

শ্বশুর বাড়ী গিয়া বালিকা যে-সব বস্তু কামনা করে, তাহাদের রূপ পিটুলির আলিপনায় সে আঁকে। নববালিকা অলঙ্কারপ্রিয়। তাই সে সাঁঝপূজনী দেবীর নিকট যাবতীয় অলঙ্কারের প্রার্থনা করিয়া ছড়া গায়—

শাঁখা শাঁখা পিটুলির শাঁখা।
আমাকে দিও শাঁখের শাঁখা॥
নোয়া নোয়া পিটুলির নোয়া।
আমাকে দিও লোহার নোয়া॥
আমি পূজি পিটুলির হার।
আমাকে দিও সোনার হার॥
আমি পূজি পিটুলির কাঁকন।
আমাকে দিও সোনার কাঁকন॥
আমি পূজি পিটুলির সিঁথি
আমাকে দিও সোনার সিঁথি।
ইত্যাদি

[শব্দার্থ:—নোয়া = লোহা। কাঁকন = কঙ্কণ।]

সন্ত তুলসীদাস
প্রভাত সিনেমায় ২৬ সপ্তাহ
চলিয়াছে
২৬ সপ্তাহে ইহা
প্রভাতে ও শ্রী সিনেমায়
একই সঙ্গে চলিয়াছে
সন্ত
তুলসীদাস
কলিকাতায় ২৭শ সপ্তাহ
চলিতেছে
শ্রী সিনেমায়
শ্রেষ্ঠাংশে:—
বিষ্ণুপন্ত পাগনিস্, লীলা চিৎনিশ
বাসন্তী, রাম মারাঠী কেশব রাও
দাতে প্রভৃতি।
তৎসহ
দুই রীলের বাংলা কমিক
কৃপণে কৃপণে
●
আর একখানি বিরাট চিত্র
অচ্ছুৎ
শীঘ্রই আপনাদের
চিত্ত বিনোদন করিবে
শ্রেষ্ঠাংশে: গহর, মতিলাল
●
মানসাটা
ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গ বালিকার পরম শত্রু সতীন, তাই সে সতীনকে ভয় করে। অশ্বত্থতলায় যদি থাকিতে হয়? তবুও বালিকা সতীন চাহিবে না। তাই বালিকা সাঁজতির ছড়াকাব্যে গায়—

অশ্বত্থতলায় বাস করি।
সতীন কেটে নাশ করি ॥
সাত সতীনের সাত কৌটা।
তার মাঝে আমার এক অপের কৌটা ॥
অপ্রের কৌটা নাড়ি চাড়ি।
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি ॥

সাঁঝপূজনী দেবীর পূজা সমাপ্তি সময়ে বালিকারা যে স্তোত্র-গীতি গাহিয়া থাকে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

সাঁঝ দিলাম সলতা দিলাম
স্বর্গে দিলাম বাতি।
সব দেবতা দেখে লও মা লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী দেবগণ সন্ধ্যা দেখ নারায়ণ।
তুলসীহার তুলসীবার তুলসী বনে ঘর।
ভক্ত হৈয়া তুলসী তোল কৃষ্ণ পূজিবার ॥
আজ মা থাক তুমি কালো তুলসীর বনে।
কাল তোমাকে আনতে যাব
একশ' কোটী দণ্ডবৎ মা কালীর চরণে ॥

হরির চরণের ব্রতগীতি

পশ্চিমবঙ্গে বৈশাখ মাসে "হরির চরণ" ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দশম বর্ষীয়া অবিবাহিতা বালিকা হরির চরণ পূজা করে। তাহার মনের বাসনা কি? সে চায়—তার স্বামী হইবে রাজ্যেশ্বর, পুত্র হইবে সভা-পণ্ডিত, জামাই হইবে সভামান্য, পুত্রবধূ হইবে গৃহলক্ষ্মী, কন্যাটি হইবে সবার চেয়ে সুন্দরী। তার গোলাভরা ধান থাকিবে, আর গোয়ালভরা গাভী। হরির চরণে পূজা করিয়া বালিকা চায় আত্মীয়-স্বজন, স্বাস্থ্য-সম্পদে পরিপূর্ণ সংসার—

হরির চরণ হরির পা।
হরি বলে ওগো মা ॥
আজ কেন গো শীতল পা।
কোন্ যুবতী পূজে পা?
সে যুবতী কি চায়?
রাজ্যেশ্বর পতি চায় ॥
দরবার জোড়া ছেলে চায়।
সভামানান্ জামাই চায় ॥
ঘরনী গিন্নি বৌ চায়।
সবার সুন্দরী মেয়ে চায় ॥
আলনায় কাপড় দোলন দোলে।
ঘরের বাসন ঝক্‌মক্ ঝলে ॥
গোয়ালে গরু মড়াই-এ ধান।
বছর বছর ছেলে পান ॥
না দেখে স্বামী, ছেলের মরণ।
না দেখে বন্ধু বান্ধবের মরণ ॥
এক হাঁটু গঙ্গার জলে হোক মরণ।
পায় যেন অন্তিমে হরির চরণ ॥

অতীত বাংলার মা বোনেরাই এই জাতীয় ব্রত সাধনার প্রবর্তন করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। যে দেশের নারী জাতি বহু অতীত কালে এরূপ উচ্চ ধরণের আনন্দ-গীতির সংরচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই দেশের নারী জাতির শিক্ষা-দীক্ষার ধারা জগতের যে কোনও দেশের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। এই ধরণের স্ত্রী-শিক্ষার ধারা অতি-আধুনিক শিক্ষিত সভ্য সমাজের অনেকের নিকট উপেক্ষনীয় হইলেও সৌন্দর্য্য-সুষমাবোধ, নির্ম্মল রসানুভূতি, ও সুসম্বদ্ধ শৃঙ্খলাবোধের দিক দিয়া উচ্চ গৌরবময়, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

[আগামীতে 'দশপুতুল' 'অশ্বত্থপাতা' প্রভৃতি ব্রতগীতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।]

গান

—মহম্মদ ইব্রাহিম

মোর জীবনের এই পরাজয়
নাই বা তুমি জান্‌লে!
সকল চাওয়ার এই ত পাওয়া
যে-দান আজি আন্‌লে!
ভুল হোলো আজ যে-অভিশাপ
পাওয়ার মাঝে তাহার হিসাব—
তোমার কাছে নাই বা দিলাম
নাই বা সে-ভুল মান্‌লে!

শিয়াকুলের কাঁটার বনে
হাতছানি দেয় ঐ যে ফুল,
গন্ধচাপায় খোঁজ কে রাখে,
এই তো এবার ভাঙলো ভুল;
শেষ হোলো আজ মোর অভিসার
রইলো পথে চিহ্ন তাহার;
মধুর হোলো বাঁধন ততই
যখন আঘাত হান্‌লে।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷০। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ক্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২৷৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬৷০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

ঋতুসঙ্কট যে কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বন্ধ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য বহু পরীক্ষিত ১৷০, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) দেখা করুন—৮—১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়।

ঘা—মুখে জীবে গলায় মাড়ীতে দাঁত কন্ কন্ করা, মড়া, ফোলা ৷০। টন্‌সিল (আলজীব) বৃদ্ধিই বিনা অস্ত্রে আরোগ্য ৷০। ডাকখরচ ৷০। মিসেস দাস বনজ বিশারদ ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D) কলিকাতা।

কামশাস্ত্র বিনামূল্যে জীবনে সুখ ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও নারীর অবশ্য পাঠ্যপুস্তক বৈদ্যশাস্ত্রী ...বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

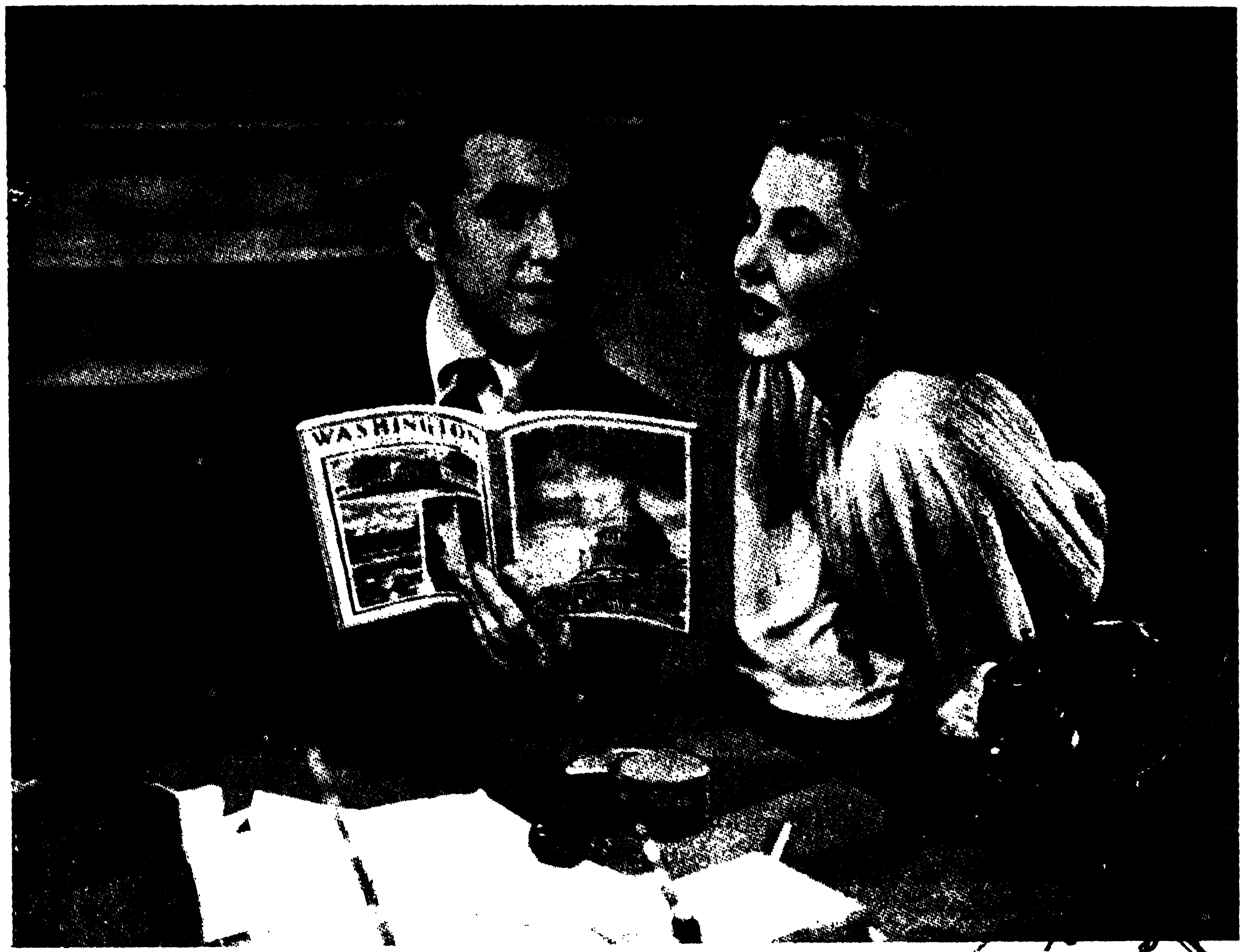

জেমস ষ্টুয়ার্ট ও জীন আর্থার

হলিউডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক ফ্রাঙ্ক কাপরা পরিচালিত কলম্বিয়া পিকচার্সের রসঘন বিরাট চিত্র "Mr. Smith Goes To Washington" চিত্রের নায়ক ও নায়িকা। ছবিখানি আগামী কল্য 'লাইট হাউস' সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে।

THE BOYS' OWN LIBRARY. Estd. 1908

দীপালী

১২শ বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা — ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪০

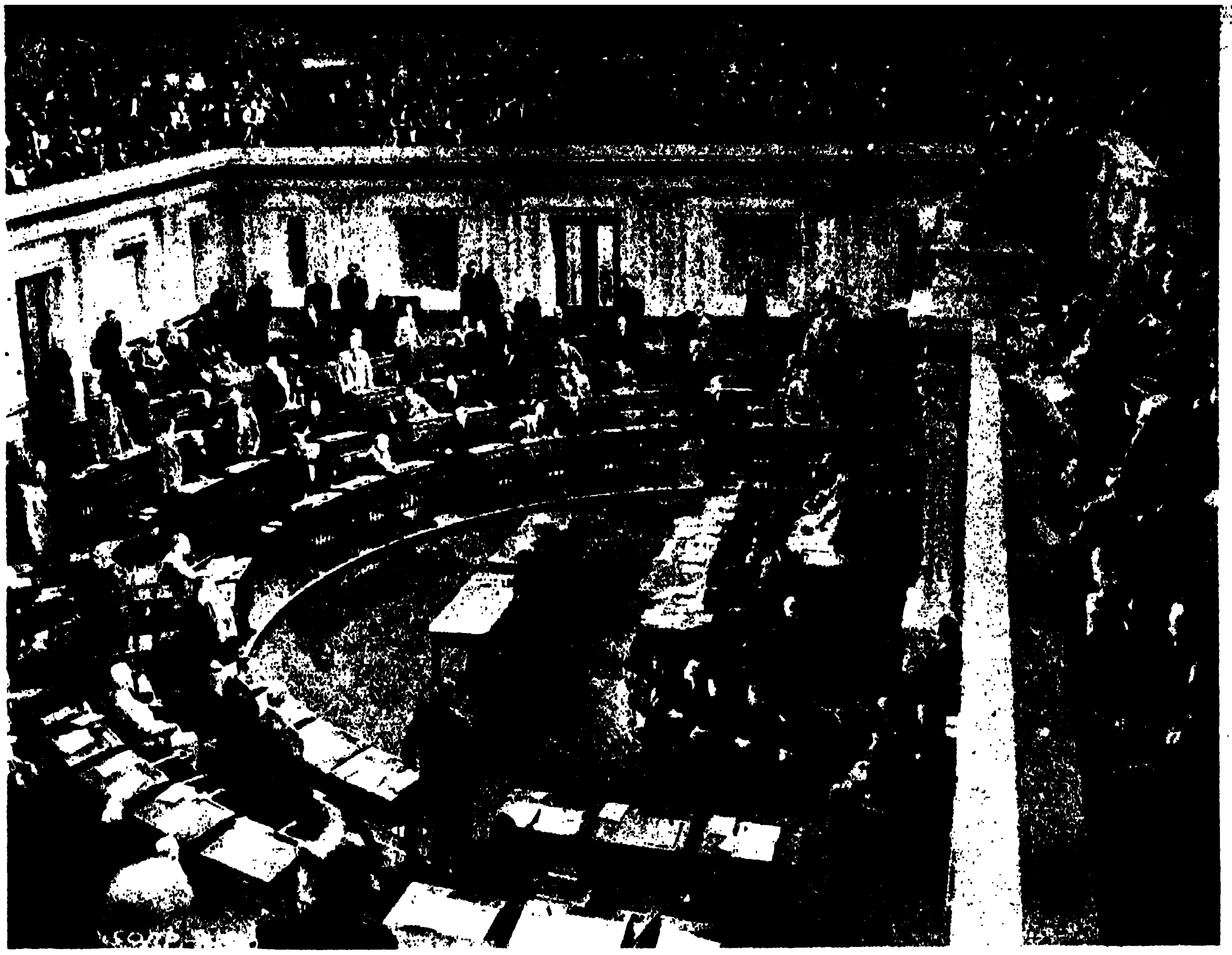

কলম্বিয়া পিকচার্সের যুগান্তকারী চিত্র "Mr. Smith Goes To Washington—"
এর সেটের গভীরতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এটি ওয়াশিংটন সেনেটের প্রতিচ্ছবি।

মালে ওবেরণকে এই সপ্তাহে "The Lion Has Wings"

Walt Disney's Gift to the World: "PINOCCHIO"

কার্টুন ছবির জনক ওয়াল্ট ডিসনে। ইহার "Snow White & Seven Dwarfs" দেখিয়া সকলেই অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন। এইবার ইহার তৈরী "Pinocchio" দেখিয়া সকলে অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন।

THE BOYS' OWN LIBRARY Estd. 1900

(বামে)

ইহার নাম পাল্মা ডিবাস, বুদাপেষ্ট অপেরা কোর দি ব্যালের প্রধানা নর্ত্তকী। মিউনিকে ইহার নাচ দেখিয়া হিটলার এত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন যে তিনি পাল্মাকে হাঙ্গেরী ছাড়িয়া ব্যাভেরিয়াতে আসিয়া বসবাস করিতে অনুরোধ করেন।

(দক্ষিণে)

"Night of Love" (হিন্দী) ছবিতে শ্রীমতী জেসমিন।

এ মাসের ফটোগ্রাফী

শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

দীপালী
৪ঠা এপ্রিল
১৯৪০

সাগর ঊর্ম্মির মাঝে
শ্রীদীনেশ চন্দ্র নাথ, পুরী

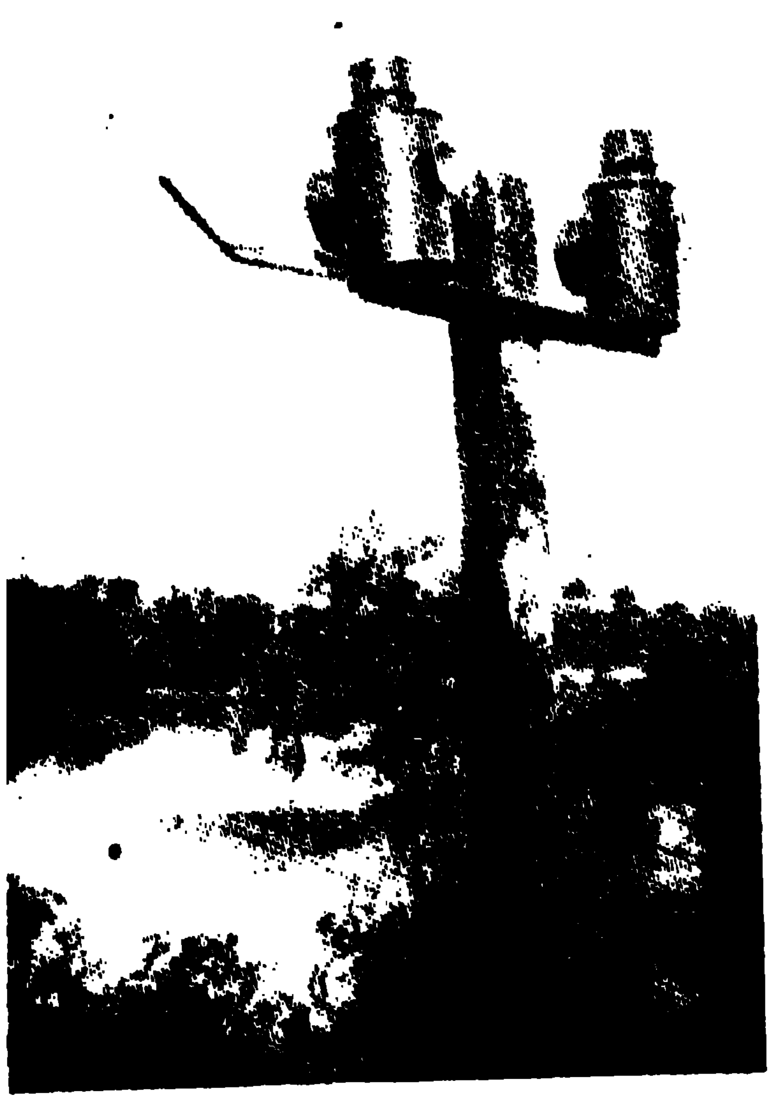

প্রহরী—
শ্রীশম্ভুনাথ প্রামাণিক, রাণাঘাট

একাগ্রতা
শ্রীকামাখ্যা ভট্টাচার্য্য, গৌহাটী

নূতন হাওড়া ব্রীজ—
শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বসু, শিবপুর

অব্যর্থ সন্ধান
শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ, বাঁকুড়া

—কারিকর—
শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় কলিকাত

নিকটে ও দূরে

[গল্প]

কুমারী শেফালি মুখোপাধ্যায়

(১)

হাল্কা ছাই রং-এর এক থান স্যুটের কাপড় আনিয়া শিপ্রা শ্যামলকে বলিল, "দেখতো কাপড়টা কেমন ?"

শ্যামল বলিল, "এ আবার আনলে কেন ? এই কিনতে বুঝি আজ এত দেরী ক'রে বাজার ঘুরে এলে ?"

শিপ্রা উত্তর দিল, "তা থাক্—বল না তোমার কাপড়টা পছন্দ হয়েছে কি না ?"

শ্যামল কাপড়টার দিকে অবজ্ঞাভরে চাহিয়া বলিল, "ও বুঝেছি, আমার এবারকার জন্মদিনে ত্রিশ চল্লিশ টাকা খরচ ক'রে গরম স্যুটটা তৈরী করাতে হবে। ওদিকে জানতো বিধবা মেজদির সংসার চল্‌ছে না—ওঁর ছেলেকে পড়াবার জন্ম একটা পয়সা আমি সাহায্য ক'র্‌তে পার্‌ছি না। এদিকে আমি স্যুট প'রে সাহেব সেজে বেড়াই, কি বল ?"

শিপ্রা একটু রাগতভাবে বলিল, "আমি তো আর বাড়্‌তি টাকা তোমার কাছে চাইছি না—আমায় সংসার খরচার টাকা যা তুমি দাও তার থেকে যা বেঁচেছে, তাই থেকে আমি চল্লিশ টাকা বার ক'রে তোমার স্যুট তৈরী করাচ্ছি। মনে কর—আমি যদি সাংসারিক খরচেই এ টাকাটা ঢালতুম, তাহ'লে তুমি কি কিছু বল্‌তে পার্‌তে ?"

শ্যামলও তেম্‌নি চড়া সুরে বলিল, "তাতে কি ? টাকা যখন জমেছে তা থাক্। সংসারের আপদে বিপদে লাগ্‌বে—এইতো মেজ্‌দির ছেলে ঝণ্টুর পরীক্ষার এড্‌মিশন ফিই তো ত্রিশ টাকা পাঠাতে হবে। আর জানতো আমি কখনও স্যুট পর্‌তে ভালবাসি না। জেনে শুনে কেন যে এমন কর বুঝ্‌তে পারি না।"

শিপ্রা অভিমান ভ'রে বলিল, "তা স্যুট প'র্‌তে কেন ভাল লাগবে ? রত্না, চিত্রা, বন্যা, ওদের স্বামীরা যখন পার্টিতে স্যুট পরে' স্মার্ট হয়ে বেড়াবে তখন তুমি তোমার ধুতি পাঞ্জাবি পরা গেঁয়ো মূর্ত্তি ধ'রে না গেলে আর আমায় অপমান করা হয় কেমন ক'রে ? এম্‌নিতেই তো ওরা বলে, 'শিপ্রা, তোর শ্যামলবাবু দেখছি খাঁটি বাঙ্গালী; এত লেখাপড়া শিখে এতটুকু এটিকেট্ জানেন না।' বন্যা বলে, 'আমার স্বামী এমন গেঁয়ো হ'লে দেখে নিতুম।' এসব শুন্‌তে শুন্‌তে আমার হাড় জ্বলে গেল। তবু ? তবু পয়সার মায়ায় তুমি সাতজন্মে একটা স্যুট করাবে না ?"

শ্যামল শিপ্রার বন্ধুদের উক্তি শুনিয়া অন্য দিন হইলে হয়তো হাসিত, কিন্তু আজ তাহার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। আজ সে মেজদির পত্র পাইয়াছে—তাঁহার দারিদ্র্যের ইতিহাস তিনি জানাইয়াছেন, তাহারই দয়ার উপর নির্ভর করিয়া। অথচ তাহার সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পাস শিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রী তাহার মনের বেদনা কিছুতেই বুঝিতেছে না। সে ভয়ানক রাগিয়া বলিল, "তোমরা কি বুঝবে শিপ্রা, পয়সার মায়া ? তোমরা শিক্ষিতা মহিলারা—প্রজাপতির মতো রঙ্গীন হ'য়ে, ডানা মেলে বেড়াও। তোমাদের তো আর আমাদের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার ক'র্‌তে হয় না ? তাই তোমাদের টাকা পয়সার ওপর মায়া নেই।"

এইবার এই অর্থের কথাটা শিপ্রার শিক্ষায় এবং আভিজাত্য-গৌরবে আঘাত করিল। তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যে-স্বামী তাহাকে ভালবাসিয়া একদিন বিবাহ করিয়াছে, সেই স্বামী আজ সামান্য তাহারই যত্নে সঞ্চিত টাকার জন্য এমন অপমান করিল! সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমিও টাকা রোজগার ক'র্‌তে জানি। তোমার রোজগারে খাচ্ছি আর প্রজাপতির মতো বেড়াচ্ছি! বেশ—বেশ! দেখে নিও, আর তোমার বাড়ীতে আমি জলগ্রহণ ক'র্‌বো না।"

শ্যামল রাগ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আর শিপ্রা বিছানায় মুখ লুকাইয়া খুব খানিকটা কাঁদিল।

শিপ্রা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, যে সে চাকুরী লইবেই। স্বামীর অন্ন কখনই আর সে গ্রহণ করিবে না। সংবাদপত্রের 'কর্ম্ম-খালির' পৃষ্ঠায় মাত্র একটী তাহার উপযুক্ত চাকুরীর সন্ধান মিলিল। কাজটা হইল এক ষ্টেটের রাজবধূকে ইংরাজী কন্‌ভারসেশন, ইংরাজী লেখাপড়া, গান, চিত্রাঙ্কন, সূচিশিল্প ইত্যাদি শিখাইতে হইবে—খাওয়া এবং থাকা ফ্রী। মাসিক বেতন একশত টাকা।

শিপ্রা আবেদন-পত্র পাঠাইল। তিন চার-দিনের মধ্যেই তাহার আবেদন-পত্রের উত্তর আসিল—যুবরাজ নন্দনরাও মিসেস্ শিপ্রা বোসকে সাগ্রহে চাকুরীতে বাহাল করিয়াছেন এই মাস হইতেই।

শিপ্রা শ্যামলকে জানাইল যে বরোদাতে সে কাজ পাইয়াছে—কালই সে বরোদা রওনা হইবে। ষ্টেটের কাজ শুনিয়া শ্যামলের মুখ শুকাইল, কিন্তু সে দেখিল শিপ্রাকে কিছুতেই বাধা দেওয়া যাইবে না। সে আল্‌ট্রা মডার্ণ মেয়ে—সে ও সব কথা বিশ্বাস করিবে না।

শিপ্রা কানপুর হইতে একাকিনী বরোদায় পৌছিল। ষ্টেটের ম্যানেজার গাড়ী লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। সেই গাড়ীতে চড়িয়া শিপ্রা রাজবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। ম্যানেজার তাহাকে অফিস রুমে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল। সেই দিন হইতেই শিপ্রা রাজবধূ রুক্‌মাকে শিক্ষা দেওয়ার ভার লইল।

(২)

শিপ্রা রুক্‌মাকে পড়াইতে বসিয়াছে। কুমার নন্দন রাওয়ের ইচ্ছা যে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা বধূটিকে ইংরাজী কথা কহিতে শিখাইয়া একেবারে আপ-টু-ডেট্ তৈয়ারী করা। রুক্‌মার বয়স প্রায় আঠারো বৎসর। রুক্‌মার সুন্দর ঢল্‌ঢলে পদ্মের মতো ফুট্‌ফুটে মুখখানিতে হাসি লাগিয়াই আছে সর্ব্বদা। কখনও সেই মিষ্টি হাসিতে চপলতা, কখনও বা দুষ্টামির ভাব ফুটিয়া উঠে। চক্ষে তাহার হরিণীর চাঞ্চল্য—কথায় তাহার দীপক রাগিণী বাজে। এই উদ্দাম গতিময়ী নির্ঝরিণীকে এক স্থানে রুদ্ধ করিয়া নিজের মনের মতো তাহাকে গতিশীল করা কাহারও সাধ্য নাই। শিপ্রা সময় সময় রুক্‌মাকে পড়াইতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে। শিপ্রা বলে, "রুক্‌মা, তোমার ট্রানস্লেশনের খাতা কই? দেখি কি লিখেছ?"

রুক্‌মা উত্তর দিল, "ও আমার দ্বারা হয় না। ট্রানস্লেশন আমি কিছুতে পারি না। এক লাইনও লিখ্‌তে পারিনি।"

শিপ্রা ক্রোধান্বিতা হইল; কিন্তু কিছু বলিল না। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বেশ, ইংরিজী পড়া দাও।"

শিপ্রা পড়া জিজ্ঞাসা করিল। রুক্‌মা একটী পড়ারও ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারিল না। শিপ্রার ক্রোধ সীমা ছাড়াইয়া যায়। সে রাগ করিয়া বলিল, "আজ কি তুমি পড়াও তৈরী করোনি?

রুক্‌মা বলিল, "দেখুন, প'ড়বার সময়ই পাই না। কাল যখন প'ড়তে বসেছি সন্ধ্যেবেলায়—তখন উনি সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলেন। তারপর আজ সকালে যেই বই নিয়ে পড়া আরম্ভ ক'রেছি উনি আমার ভুল ইংরিজি উচ্চারণ শুনে হাস্‌তে লাগলেন। কত ঠাট্টা, ভেংচানি সুরু হয়ে গেল। আমিও দিলাম বই খাতা ছুঁড়ে ফেলে। কে পড়ে? আমার প'ড়্‌তে একটুও ভাল লাগে না। ওঁর জন্যেই পড়া—তা উনি ভুল শুনে হাসেন। আমার দায় পড়েছে প'ড়তে।"

শিপ্রা বলিল, "কিন্তু আমায় তো পড়ানোর জন্যই রাখা হয়েছে—যদি না পড় তো ব'লে দাও। আমি তাহ'লে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাই?"

শিপ্রা চলিয়া যাইবে—এই কথা শুনিবামাত্র রুক্‌মার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। দুই মাস হইল শিপ্রা এখানে তাহাকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছে। ইহারই মধ্যে রুক্‌মা শিপ্রাকে নিজের ভগিনীর মত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। ইহার পুর্ব্বে এক ইংরাজ গভর্ণেস্ ছিল তাহাকে ইংরাজী কথা বলিতে শিখাইবার জন্য, কিন্তু তিনি তাহাকে পড়া বলিতে না পারার জন্য ভয়ানক বকাবকি করিতেন। কিন্তু শিপ্রা কোনও দিন রুক্‌মার প্রতি রুষ্টভাব দেখায় নাই। এজন্য সহজেই শিপ্রা রুক্‌মার নিকটে অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিল। রুক্‌মা বলিল, "তা কেন হবে? আপনি আমায় সেলাই আর গান শেখান। ও দুটোই আমার বেশ ভাল লাগে। এই দেখুন আমি উল আনিয়েছি। ওঁর জন্যে একটা পুলোভার বুন্‌তে চাই। আপনি আমায় শিখিয়ে দিন।"

শিপ্রা রুক্‌মাকে পুলোভার বোনা শিখাইতে আরম্ভ করিল। একটুখানি আগাইয়া দিয়া, "এবার তুমি নিজে কর। কুড়ি লাইন বোনা হ'লে আমায় দেখিও।" বলিয়া একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রে চোখ বুলাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার চক্ষু মাসিকপত্রের উপর পড়িলেও মনটীতে নানাভাব ভিড় করিয়া আসিতেছিল। রুক্‌মার এই পুলোভার বোনা দেখিয়া তাহার মনে পড়িল, সেও একদিন এরূপ আগ্রহভরে পুলোভার বুনিয়াছিল শ্যামলের জন্য—তখন সে কন্‌ভেণ্টে সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ ক্লাশে পড়িতেছে। তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই—পূর্ব্বরাগ মাত্র। স্কুলে টিফিনের পিরিয়ডে বসিয়া সে পুলোভার বুনিত, আর সহপাঠিনীরা কার জন্য বুনিতেছে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিত।

(৩)

শীতের নিদ্রালস দুপুর। অলসভাবে শিপ্রা শয্যায় শায়িতা। তাহার আন্‌মনা দৃষ্টি সামনের জানালার বাহিরে সবুজ বনানীর উপর। এই স্থানটী তাহার মনে ফুটাইয়া তোলে তাহার কানপুরের ছোট্ট কোয়ার্টারটীর একটী সুন্দর ছবি। শ্যামল কতবার এইরূপ জানালার ধারে শয্যায় বসিয়া শিপ্রাকে বলিয়াছে, "সাম্‌নের বাগানটুকু কি সুন্দর! ঠিক তোমার মতো।" শিপ্রা গৌরী নহে—

সে শ্যামাঙ্গী। কিন্তু তাহার শ্যামল মুখে এমন একটা মাধুর্য্য, এমন একটা স্নিগ্ধতা আছে যাহা শিশিরভেজা সবুজ বনানীর মতো মানব মনকে আকৃষ্ট করে। আজ দুইমাস হইল শিপ্রা শ্যামলকে ছাড়িয়া আসিয়াছে। শ্যামলের কত অনুনয়ভরা চিঠির প্রত্যুত্তরে কিছুতেই সে তাহার নিকটে ফিরিবে না জানাইয়াছে। আজও তাহার দুর্জ্জয় অভিমানই জয়ী হইয়া আছে।

সেদিন ভোরে স্নানান্তে লম্বা চুলের গোছা পিঠের উপর ফেলিয়া একখানি মোড়ায় বসিয়া সাম্‌নে চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম লইয়া শিপ্রা একখানি ছবি আঁকিতেছিল। সহসা কাহার স্বরে সে চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, কুমার নন্দনরাও তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। কুমার নন্দনরাও বলিলেন, "বাঃ আপনি তো বেশ ছবি আঁকেন দেখছি? কিসের ছবি? বরোদার সিনারি মনে হচ্ছে। ছবি আঁকার দিকে আমার খুব টেষ্ট। ইটালীতে তিন বছর আমি ছবি আঁকা শিখেছি।"

শিপ্রা উত্তর দিল, "না, আমি কিছু জানি না—কন্‌ভেন্টে যখন প'ড়তুম তখন এক আধটা ছবি এঁকেছিলুম মাত্র।" এই বলিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া উঠিতে যাইতেছিল এমন সময় কুমার নন্দনরাও বলিলেন, "একি আপনি উঠলেন যে? আমি কি আপনার কাজে ব্যাঘাত কোর্‌লুম? আমিই যাই।"...এই বলিয়া কুমার নন্দনরাও ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শিপ্রার আজানুলম্বিত অসম্বৃত কেশরাশির প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়িতেই তিনি মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "বাঙ্গালী মেয়েদের কি লম্বা চুল হয় মিসেস্ বোস?"

পরপুরুষের মুখ হইতে নিজের রূপের আলোচনা শিপ্রার সহ্য হয় না। সে এ কথার কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া, কুমার নন্দনরাও ক্ষুণ্ণ মনে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

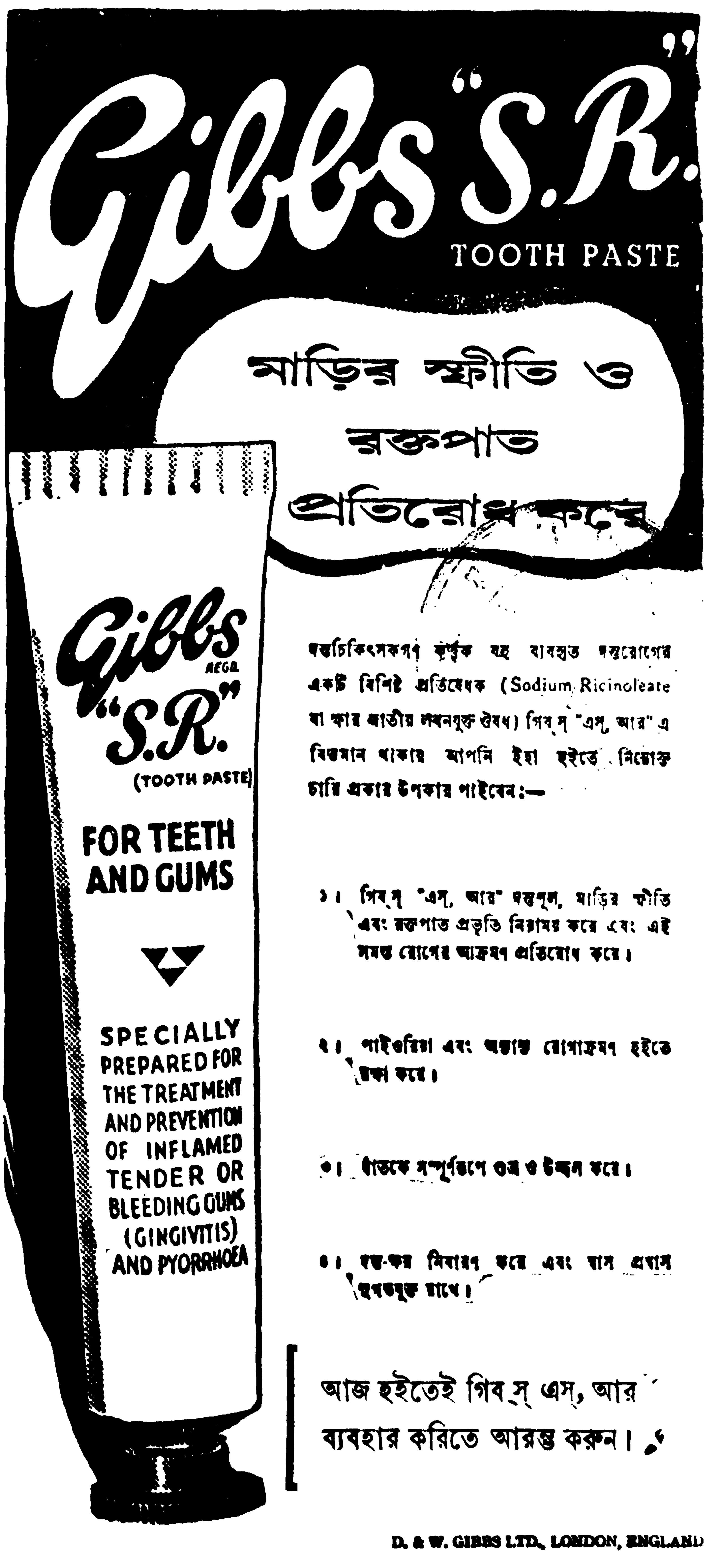

আজকাল রুক্মা একেবারেই লেখাপড়া করিতে চায় না। সে কেবল শিপ্রার সহিত স্বামীর গল্প করে। কবে স্বামী তাহাকে মডেল করিয়া কতগুলি ছবি আঁকিয়াছেন তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। শিপ্রার এসব শুনিতে মন্দ লাগে না, কিন্তু সে তো গল্প শুনিবার জন্য এখানে আসে নাই। তাহার কর্তব্য কিছুতেই সে সম্পন্ন করিতে পারে না। শেষে সে রাগ করিয়া একদিন কুমার নন্দন রাও-এর অফিস রুমে প্রবেশ করিয়া সোজা জানাইয়া দিল যে সে কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া কুমার নন্দন রাও বিস্ময়াহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাজ ছেড়ে দেবেন? কিন্তু কেন?"

শিপ্রা উত্তর দিল, "দেখুন, রুক্মার লেখাপড়ায় মোটে মন নেই। এই তিন মাস অনেক চেষ্টা কোরে দেখলুম, ওকে বশ করা আমার সাধ্য নয়। আমি মিথ্যে মিথ্যে কেন আপনার টাকা নেব বলুন? যদি আমার ছাত্রী পড়্‌তে না চায়—"

কুমার নন্দন রাও বলিলেন, "আচ্ছা, যাক্ গে আপনার ও-কাজ। আপনার নিশ্চয়ই খুব টিডিয়াস্ লাগে ওকে পড়াতে। বেশ আমার ষ্টেটের অন্য কোনও কাজ কোর্‌তে কি আপনার আপত্তি আছে? এই যেমন ক্লার্কের কাজ?"

শিপ্রা বলিল, "না, আমি টাইপরাইটিং তো জানি না? কেমন কোরে ও-সব অফিসের কাজ চালাবো?"

কুমার নন্দন রাও কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা যাক ওকাজ। আপনি তো ইংরিজী স্কুলে পড়েছেন; খুব ভাল ইংরিজী জানেন নিশ্চয়ই। আমার একটা লাইব্রেরী আছে। তার একজন উপযুক্ত লাইব্রেরীয়ান খুঁজছি। আপনি সে কাজটী কি নেবেন?"

শিপ্রা একথা শুনিয়া খুব খুসী হইল। বই পড়িতে সে অত্যন্ত ভালবাসে। স্কুলে তাহাকে সকলে বই-এর পোকা বলিত। সে সহজেই আগ্রহভরে নূতন কাজটী লইল।

(৪)

বিলাত হইতে বৃহস্পতিবারের ডাকে বই-এর পার্শেল আসিয়াছে। শিপ্রা বইগুলি লিষ্টের সহিত মিলাইয়া লইতেছে। Child Psychologyর একখানি বই সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে। তাহার বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় এই বই-এর পাতার শিশুমনগুলির উপর আছাড়িয়া পড়িতেছে। চারি বৎসর হইল শিপ্রার বিবাহ হইয়াছে; এখনও তাহাকে মা বলিয়া ডাকিতে কেহ জন্মায় নাই। তাহার চিন্তাজালে বাধা দিয়া সহসা কুমার নন্দনরাও বলিলেন, "দেখি কি বই মিসেস্ বোস্? অতো মনোযোগ দিয়ে কি দেখ্‌ছেন?" শিপ্রার মুখের সলাজ আভাটুকু কুমার নন্দনরাও-এর চোখে পড়িল। তিনি শিপ্রার মুখের এই সৌন্দর্য্যটুকু একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া উপভোগ করিলেন।

শিপ্রা কিন্তু অত্যন্ত সপ্রতিভ মেয়ে। সে বইখানি তৎক্ষণাৎ কুমার নন্দন রাও-এর হস্তে অর্পণ করিয়া আবার বই-এর লিষ্ট মিলাইতে ব্যস্ত হইল। কুমার নন্দন রাও বলিলেন, "বইটী রুক্মার কাজে লাগ্‌বে। কি বলেন?"

শিপ্রা বলিল, "হ্যাঁ, ওর জন্যেই তো ওটা আনিয়েছি।" তারপর হঠাৎ সম্মুখে কুমার নন্দন রাও-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, "এই মোনালিসার ছবিটা কি চমৎকার নকল কোরেছেন আপনি? এটি দেখলে আসল বলে ভুল হয়।"

কুমার নন্দন রাও বলিলেন, "ওঃ ঐটা শুধু নয়—এ'তো আমার ছবি—কত ছবি এঁকেছি আপনাকে দেখাব।"... এই বলিয়া পাশের ঘরে গিয়া একটা দেরাজ খুলিয়া কতকগুলি ছবি বাহির করিয়া শিপ্রার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিলেন। শিপ্রা একের পর এক ছবিগুলি দেখিতেছে ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছে কুমার নন্দন রাও-এর অঙ্কনের। হঠাৎ একখানি ছবি তাহার হাতে আসিতেই কুমার নন্দন রাও তাহা একরূপ ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইলেন।

শিপ্রা বলিল, "কেন, ও ছবিটায় কি হোলো?" কুমার নন্দন রাও বলিলেন, "আপনি আবার কি মনে কোর্‌বেন মিসেস্ বোস—(ছবিটি দেখাইয়া) সেদিন আপনাকে দেখেছিলুম অপরূপ বেশে। অপূর্ব্ব এক মহিমায় মণ্ডিত হ'য়ে আপনি স্নানান্তে পিঠের ওপর চুল এলিয়ে বসে ছবি আঁকছিলেন। সে মূর্ত্তিটা আমার মনে সাড়া জাগিয়েছিল। এ তারই সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি। মিসেস্ বোস একটা কথা শুন্‌বেন? রাগ কোর্‌বেন না তো? আমায় ক্ষমা করুন। আপনাকে সত্যিই আমি ভালবেসে ফেলেছি। রুক্মা সুন্দরী। কিন্তু আমার বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত মন ওর প্রতি বিরূপ হয় ওর গেঁয়ো ব্যবহার দেখে, ওর মনে এতটুকু আধুনিকতার স্পর্শ নেই। আপনার মাঝে আমি খুঁজে পেয়েছি তিন বছর আগেকার বিদেশের প্রগতিশীলা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি দিয়ে গড়া পাশ্চাত্য নারীকে। ক'দিন থেকে ভাব্‌ছি আপনাকে কথাটা জানাবো; কিন্তু আপনি কি ভাব্‌বেন সেই ভয়ে জানাতে পারিনি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবেগবিহ্বল কুমার নন্দন রাও শিপ্রার হাতখানি ধরিতেই, শিপ্রা ধনুকের ছিলার ন্যায় দশ হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "আমি আপনাকে ভদ্রলোক ব'লেই এতদিন জানতুম —আপনি একজন সম্পূর্ণ অনাত্মীয়া ভদ্র-মহিলাকে আধুনিক সভ্যতার দোহাই দিয়ে

এমন ভাবে যে অপমান কোর্‌বেন তা আশা করিনি।"

কুমার নন্দনরাও শিপ্রার মুখচোখের কঠিন ভাব ও গর্জ্জন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তখনও শিপ্রার মুখ তেম্‌নি ফণিনীর ন্যায়—ক্রুর কঠিন। সহসা সেই রাগত মুখের, ক্রোধবহ্নিময়ী চক্ষুতে জল ভরিয়া আসিল।

সেইদিনই শিপ্রা শ্যামলকে বরোদায় আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিল ও চাকুরিতে ইস্তফা দিল। নিজের জিনিষপত্র বাঁধিয়া সে একটা হোটেলে গিয়া উঠিল।

পরদিন ষ্টেশনে গিয়া কানপুর হইতে ট্রেণখানির আগমনের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। ট্রেণ থামিতেই শ্যামল দেখিল, শিপ্রা তাহারই অপেক্ষায় ষ্টেশনে একা দাঁড়াইয়া আছে। যাক্‌, শ্যামলের ভাবনা ঘুচিল। সে ভাবিয়াছিল বুঝি বা শিপ্রা পীড়িতা, সেজন্য সে টেলিগ্রাম করিয়াছিল তাহাকে শীঘ্র আসিবার জন্য।

শ্যামল হাসিয়া বলিল, "হঠাৎ যে টেলিগ্রাম কোর্‌লে? কত কষ্টে ছুটি নিয়ে এলুম বল তো? উঃ, কি খেয়ালী মেয়ে তুমি?"

একটা ভাড়াটিয়া গাড়ী চড়িয়া তাহারা হোটেলের পথে চলিল। শ্যামল জিজ্ঞাসা করিল, "শিপ্রা, এত রোগা হ'য়ে গেলে যে? আমি ভাব্‌লাম বুঝি বা নতুন দেশে এসে তোমার শরীরের উন্নতি হয়েছে। বেশ সুস্থ দেখ্‌বো ভেবেছিলুম।"

শিপ্রা তাহার কথার উত্তর দিতে পারিল না। সে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল শ্যামলের অঙ্কে।

শ্যামল শিপ্রাকে এরূপ কাঁদিতে দেখিয়া ভারি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একি শিপ্রা কাঁদছো কেন?" এমন সময় একখানি দোতলা বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ী থামিতেই শ্যামল হাসিয়া বলিল, "শিপ্রা, এই বুঝি তোমার বরোদার রাজপ্রাসাদ?"

শিপ্রা ধীরে ধীরে বলিল, "না এটা হোটেল। আমি কাজ ছেড়ে দিয়েছি।"

হোটেলের ঘরে বসিয়া শ্যামল আর একবার শিপ্রাকে রাগাইবার লোভ সাম্‌লাইতে পারিল না। সে বলিল, "চার মাসেই তোমার চাকুরির নেশা ছেড়ে গেল! আমি এরকমই একটা কিছু অনুমান কোরেছিলুম।"

শিপ্রা বহু কষ্টে অশ্রুভরা চোখ তুলিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "আমায় তুমি ক্ষমা কর—তোমার আশ্রয় ছেড়ে আমায় আর কখনও কোথাও যেতে দিও না।"

সোনা ১০ ভরি

পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারাণ্টেড কেমিক্যালের চুড়ি। যে দেখিবে ৫০০৲ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে। সুন্দরভাবে ফ্যাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্‌ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিনি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিজ্ঞজন এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২৷৷০। পোষ্টেজ ৷৷০। ৪ সেট ৭৷৷০। সার্ট বোতাম ২৲, নেকলেস ৩৷৷০, আংটি ১৲, মাকড়ী জোড়া ১৲, কানফুল জোড়া ১৲, মফচেন ২৷৷০, ঝুমকো জোড়া ২৷৷০, ক্যাটলগ্‌ তৈরী নাই।

GOLD & SILVER'S MART (Di)
Post Ward No. 7, Muttra, U. P.

"সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন" ভাণ্ডারের

বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন, দধি, রাবড়ি ও "তৃপ্তিভোগ" দেবতা ও মানুষ উভয়কেই সমভাবে পরিতৃপ্ত করে।

১১নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট
ব্রাঞ্চ—১নং কলেজ ষ্ট্রীট : } কলিকাতা।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ 'শান্তি'
নির্দ্দোষ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, মাত্রা—১৷৷০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
প্রত্যাদি গোপন থাকে,

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

(১১)

"খেজুরি" প্রস্তুত

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

গত ১লা ফেব্রুয়ারীর ৫ম সংখ্যা 'দীপালী'তে ভগ্নি এ, নেছার "খেজুরি" প্রস্তুত-প্রণালী পড়েছিলাম। ইচ্ছা হল তৈরী করি, কারণ রান্নাঘরের তালিকা থেকে অনেক কিছুই তৈরী করেছি, যথেষ্ট আনন্দও পেয়েছি। কিন্তু "খেজুরি" প্রস্তুত করতে গিয়ে এক ধাঁধায় পড়লুম! "খেজুরি" প্রস্তুত করতে গিয়ে দেখি লেখিকা প্রথম কি কি জিনিষ "খেজুরী" প্রস্তুত করতে লাগে তারি কথা লিখেছেন। তাই সব উপকরণ ঠিক করলাম। এবার কিন্তু প্রস্তুত করবার পালা! ভগ্নি লিখেছেন "প্রথমে ডিম দুইটাকে ফাটিয়া অন্য পাত্রে রাখিবেন," তাই দুইটী ডিমকে ফাটিয়ে অন্য পাত্রে রাখলুম। তারপর-ই লিখেছেন "তারপর একটা থালাতে ময়দা ঢালিয়া চিনি ও ঘি তাহার (ময়দার) সহিত মিশাইয়া.........বেলিয়া লইবেন", তারপরই লেখিকা সেগুলিকে "বরফির ন্যায়...লইবেন" ও ঘৃতে ভেজে ফেলতে বল্লেন, ভেজেও ফেল্লাম! এইত হ'ল "খেজুরি"। এখন প্রশ্ন এই যে, তিনি শুধু ময়দা, ঘি ও চিনি দিয়েই "খেজুরি" প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিলেন, কিন্তু দুইটা ভাঙ্গা ডিম দিয়ে কি করে "খেজুরি" তৈরী করতে হয়, শিখালে অত্যন্ত সুখী হব। ডিম ভেঙ্গে রাখতে বলেই ভগ্নি ময়দা, ঘি ও চিনি দিয়ে "খেজুরি" শেষ করলেন! আশা করি ভগ্নি এ, নেছা ডিম দুইটার কি কাজ তা "দীপালী" মারফত জানিয়ে সুখী করবেন।

আমার এ ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসা-পত্রটী আপনার বহুল প্রচারিত "দীপালী" পত্রিকায় স্থান পেলে অত্যন্ত বাধিতা হব। সশ্রদ্ধ নমস্কার, নেবেন ইতি।

শ্রীমতী এইচ, কে, চৌধুরাণী
লুমডিং, আসাম

লেখিকাদের প্রতি

নারীলোকের লেখিকাদিগের সম্পূর্ণ ঠিকানা পূর্ব্বে ছাপা হইত, কিন্তু কিছুদিন হইতে হয় না। তাহার কারণও বিশদ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল, অথচ ইহার এ অর্থ নয় যে একজন পত্রলেখিকারা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ঠিকানা দিবেন না। পূর্ব্বে জানাইয়াছি, আবার জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে বহু রচনা, পত্র, প্রশ্ন, রান্না প্রভৃতি আমি নিত্যই পাই যাহাতে লেখিকাদের সম্পূর্ণ ঠিকানা না থাকায় রচনাগুলি বাতিল করিতে বাধ্য হই। সম্পূর্ণ ঠিকানা ছাড়া কোনও রচনা ছাপা হয় না। এই সামান্য সহজবোধ্য জিনিষটি এমন বারম্বার কাগজে যে বিজ্ঞাপিত করিতে হয়, ইহার জন্য আমি কুণ্ঠিত হই, অথচ যাঁহারা লেখেন তাঁহাদের এইটুকু সাধারণ জ্ঞানও যে নাই ইহা ভাবিতে, বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা করাও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। আশা করি লেখিকাগণ রচনা পাঠাইবার সময় এখন হইতে আর তাঁহাদের সম্পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলিবেন না।

—নারীলোক, পরিচালিকা।

চামড়ার কাজের প্যাটার্ণ

শ্রদ্ধেয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

আমি আপনাদের দীপালীর নিয়মিত পাঠিকা। যদি দয়া করিয়া আপনার সুবিখ্যাত দীপালীর "নারীলোকে" আমার এই পত্রখানি প্রকাশিত করেন তাহা হইলে বিশেষ সুখী হইব।

যদি কোন ভগিনী মানি ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, ভ্যানিটী ব্যাগ, ফ্লাট্ ফাইল ইত্যাদি কয়েকটী চামড়ার কাজের প্যাটার্ণ পত্রিকা মারফৎ পাঠান তবে বিশেষ উপকৃতা হইব।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সকৃতজ্ঞ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

শ্রীমণিকা বসু,
ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা

(১২)

আমলকির মোরব্বা

মাননীয়া দীপালীর নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু

মহাশয়া,

"দীপালীর" 'আপনি কি বলেন' বিভাগে কোন এক ভগিনী জানাইয়াছিলেন যে তিনি 'আমলকির মোরব্বা' প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানিতে চান, কারণ তিনি প্রচলিত প্রথা অনুসারে আমলকির মোরব্বা প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিন্তু মোরব্বার কষায় ভাব দূর করিতে পারেন নাই। তাই আমলকির কষাভাব দূর করিয়া কিরূপে আমলকির মোরব্বা প্রস্তুত করিতে হয় উহার প্রণালী নিম্নে লিখিলাম।

উপকরণ:—আধ সের আমলকি, দেড় পোয়া চিনি, এক পয়সার গরম মশলা, এক পয়সার ফটকিরি।

প্রণালী:—প্রথমে আধসের আন্দাজ আমলকি ধুইয়া নিন। তারপর আমলকিগুলি খেজুরগাছের কাঁটা দিয়া খুঁপিয়া ফেলুন, পরে ঐ আমলকিগুলি মাটির কড়াতে জল

দিয়া ভিজাইয়া দিবেন ও তাহাতে কিছু ফটকিরি গুলিয়া দিবেন। এইরূপে দিনের মধ্যে তিন চারিবার আমলকির জল পাল্টাইবেন। আমলকিগুলি এক দিন এক রাত ফটকিরির জলে ভিজাইয়া রাখিবেন। পরদিন আমলকিগুলি জল হইতে নিংড়াইয়া একখানা পরিস্কার মাটির কড়াতে রাখিবেন। একখানা এলুমিনিয়মের কড়াতে আন্দাজ মত জল উনানে চাপাইবেন, পরে যখন জল ফুটিতে থাকিবে, তখন ঐ সমস্ত আমলকি ফুটন্ত জলে ছাড়িয়া দিবেন। ১০।১৫ মিনিট পর্য্যন্ত আমলকিগুলি ফুটাইবেন। পরে জল হইতে ঐগুলি বাহির করিয়া লইবেন। আবার কড়াতে নূতন জল দিয়া উনানে চাপান, ঐরূপে আবার সিদ্ধ করিবেন, এইরূপে দুইবার সিদ্ধ করিলে আমলকিতে আর কষাভাব থাকিবে না। পরে দেড় পোয়া চিনি একখানা পরিস্কার কড়াতে ঢালুন ও তাহাতে তিন ছটাক জল ও গরম মশলা দিয়া উনানে চাপান, রস যখন ফুটিতে থাকিবে তখন আমলকিগুলি তাহাতে ছাড়িয়া দিন, আমলকির রস গাঢ় হইলে, উহা উনান হইতে নামাইয়া লইবেন। এইরূপে মোরব্বা প্রস্তুত করিলে আমলকির মোরব্বায় আর কষাভাব থাকিবে না। ইতি—

মিস্ খামরুননেশা মহম্মদজান
বড়বাজার, মেদিনীপুর।

[জামসেদপুর হইতে শ্রীমতী হেমনলিনী মিত্র আমলকিগুলিকে ৫।৬ দিন চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিতে এবং পেয়ারা পাতার সহিত সেগুলিকে সিদ্ধ করিতে লিখিয়াছেন। শেষবার সিদ্ধ করিবার সময় দুই রতি পরিমাণ সোহাগা মিশাইতেও বলিয়াছেন।

জলপাইগুড়ি হইতে মোসাম্মৎ আয়েষা খাতুন আমলকিগুলিকে একদিন ঠাণ্ডা জলে ও তাহার পর ৪।৫ ঘণ্টা দইয়ের ঘোলে ভিজাইয়া রাখিতে বলিয়াছেন।

কলিকাতা সারপেনটাইন লেন হইতে শ্রীমতী পারুলবালা দেবী মোরব্বা করিবার সময়ে আমলকির সহিত আদার কুচি ফুটাইয়া লইতে ও নামাইবার পর জিরা ভাজার গুঁড়া ছড়াইয়া দিতে বলিয়াছেন। অল্প ঠাণ্ডা হইলে ভিনিগার মিশাইতেও বলিয়াছেন।

বাঁকুড়া হইতে শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়, মজঃফরপুর হইতে শ্রীমতী মানসী চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ল্যান্সডাউন রোড হইতে বেগম এস, এন, হাই, এবং অণ্ডাল হইতে কুমারী মীরা ঘোষ উপরোক্ত পদ্ধতিগুলিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। উক্ত পত্রগুলি আর এইজন্য প্রকাশ করা হইল না। এ সম্বন্ধে দীপালীতে আর কোন লেখা প্রকাশিত হইবে না।

পরিচালিকা, নারীলোক]

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

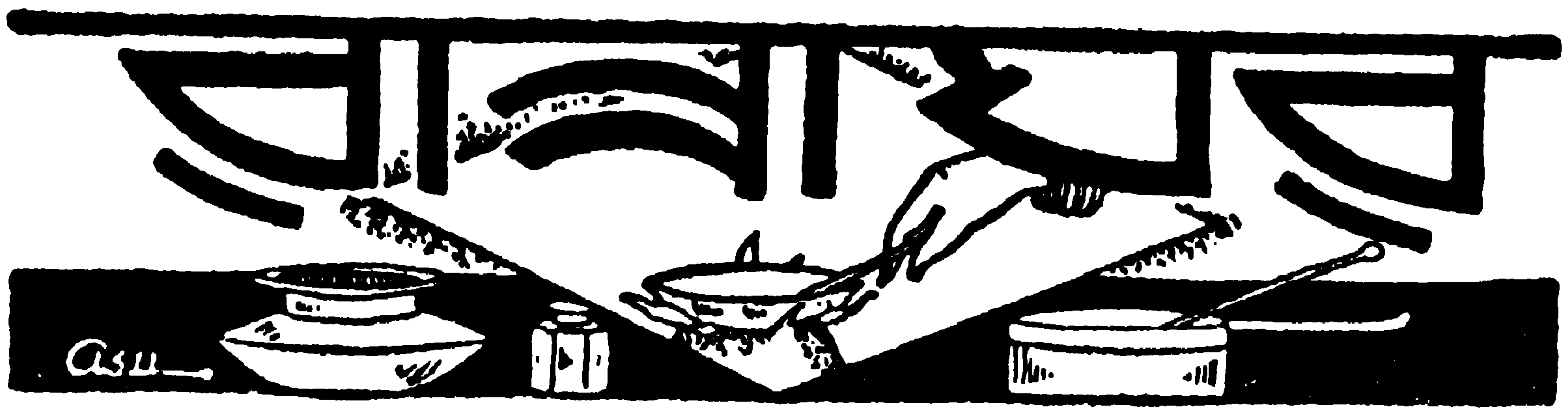

(৫৫)

ডিমের মালাইকারি

উপকরণ :—ডিম ৪টী, বড় পেঁয়াজ ২টী, রসুন বড় দেখে ৮টী কোয়া, অল্প পোস্ত, লঙ্কা জিরে মরিচ আদা এবং নারিকেলের দুগ্ধ আধ সের।

প্রণালী :—প্রথমে ডিমগুলি সিদ্ধ করে নিন, তারপর কড়াতে আন্দাজমত তেল দেবেন, তেল হয়ে এলে পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা জিরে মরিচ আদা ও দুটী পোস্ত একত্রে বেটে কড়াতে দিয়ে বেশ করে ভেজে নিয়ে ঐ নারিকেলের দুগ্ধ ঢেলে দিন। ফুটে উঠলে ডিমগুলি দিয়ে দিন। এইবার আস্ত দারচিনি ও ছোট এলাচ দিয়ে দিন। নামাবার ২ মিনিট আগে একটী ছোট কারি* পাতার ডাল দিয়ে নামাবেন এবং ৫ মিনিট পর সেটী তুলে ফেলবেন। তাহলে বেশ সুগন্ধ হয়। ইচ্ছা করলে আলুও দিতে পারেন। নমস্কার, ইতি—

শ্রীমতী বাসন্তী চ্যাটার্জ্জি
বারাকপুর মিস্ত্রিঘাট
(২৪-পরগণা)

* (কারি পাতা বা ভুষণ্ডি পাতা)

(৫৬)

মুগ ডালের পাঁপড়

উপকরণ :—কাঁচা মুগ ডাল এক সের, জিরা আধ ছটাক, গোল মরিচ এক তোলা, সামান্য পরিমাণ খাবার সোডা, পরিমাণমত লবণ ও তৈল।

প্রণালী :—প্রথমতঃ ডালটাকে ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিবেন। ক্রমাগত দুই তিন দিন শুকাইবার পর যখন খুব ঝুড় ঝুড়ে হইয়া যাইবে তখন উহাকে যাঁতায় ভালরূপ পিষিয়া খুব পাতলা কাপড় অথবা খুব সরু চালনী দ্বারা চালিয়া রাখুন। পাঁপড় তৈয়ারী করিবার দু'দিন পূর্ব্ব হইতে জিরাগুলিকে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে যেন পচিয়া যাইবার মত না হয়। এখন ডালের ছাঁকা বেসমটাকে একটু তৈল মাখিয়া এই সঙ্গে সোডাটুকু ভালরূপে মেশান, তারপর ভিজান জিরা জলসহ মিশাইয়া পরিমাণমত জল দিয়া আটার মত বেসনটা ছানিয়া নিন, তারপর সবটাকে হামাম দিস্তায় খুব ভাল করিয়া কুটুন। কুটিতে কুটিতে যখন আঠার মত হইবে এবং টানিয়া ছিঁড়িলে বেশ চট্ চট্ শব্দ হইবে তখন। আধ-ভাঙ্গা গোলমরিচ মেশান। এখন অল্প রৌদ্রে বসিয়া খুব পাতলা করিয়া রুটির মত বেলিয়া একখানা কাপড়ের উপরে রৌদ্রে শুকাইতে দিন। মাঝে মাঝে উলটাইয়া দিবেন। ভালরূপে শুকাইয়া গেলে উঠাইয়া দিন। ইচ্ছামত তৈলে অথবা ঘিয়ে ভাজিয়া ব্যবহার করিবেন। রুটির মত সেঁকিয়াও ব্যবহার করিতে পারেন। মুগ ডালের পাঁপড় অতি সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। ইতি—

কুমারী মীরা ঘোষ
অণ্ডাল, ই, আই, আর

(৫৭

পটলের হাঁড়ী কাবাব

উপকরণ :—পটল ৴১ সের, পেঁয়াজ ৴৶০ পোয়া, সরিষার তৈল ৴।০ পোয়া, লঙ্কা ১ ছটাক, তেঁতুল ও গুড় ১ ছটাক।

প্রস্তুত প্রণালী :—প্রথমে পটলগুলি খুব ভাল করিয়া খোসা ছাড়াইয়া লইবেন এবং পটল ভাজার পটলে যে রকম ভাবে দাগ দিয়া লয়, সেই রকম দুই দিকের মুখ দুটি অল্প করিয়া কাটিয়া দিবেন। পরে খোসা ছাড়ান পেঁয়াজগুলিতে লবণ, তৈল ও লঙ্কা বাটা মাখিয়া লইবেন। তারপর খুব অল্প আলে একটী এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ী চড়াইয়া উহাতে খানিকটা তৈল দিয়া কাঁচা তেলের মধ্যে অর্দ্ধেক পেঁয়াজ দিবেন। পেঁয়াজের উপর পটলগুলি দিয়া আবার বাকি পেঁয়াজগুলি ও বাকি তেলটী দিয়া ঢাকা দিয়া খুব কম আলে চড়াইয়া রাখিবেন। মিনিট ১৫ পরে দেখিবেন বেশ ভাল সিদ্ধ হইলেই তেঁতুলটী অল্প জলে গুলিয়া ঐ হাঁড়ী কাবাবে ঢালিয়া, গুড় দিয়া একটু নাড়া চাড়া করিয়া একটু ফুটিলে নামাইয়া ঢাকা দিয়া রাখিবেন। দেখিবেন ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু হইয়াছে। ইতি—

শ্রীমতী শেফালিকা সিংহ
ভাদুল (বাঁকুড়া)

(৫৮)

কোন্দন পোলাও

উপকরণ :—চাল ১ সের, মাংস ১ সের, ঘি ২।।০ পোয়া, ডিম ৬টী, আদা ১।।০ তোলা, ধনে ৪।। তোলা, মরিচ আধ তোলা, কাল জীরা ৪ আনা, দারচিনি ৬ আনা, লবঙ্গ ৬ আনা, এলাচ ৬ আনা, পেঁয়াজ আধ পোয়া, খাসীর চর্ব্বি ১ তোলা ও লবণ ৪।।০ তোলা।

তিন পোয়া মাংস, আদা, ধনে, পেঁয়াজ লবণ এবং জল এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া মাংস ও মাংসের জল ঘিয়ে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া রাখিবেন। অবশিষ্ট ১ পোয়া মাংস কুচি কুচি করিয়া কুটিয়া এবং থেতো করিয়া, তাহার অর্দ্ধেক শুষ্ক প্রলেপ পাক করিবেন। অবশিষ্ট মাংসে খাসীর চর্ব্বি ও মসলা মিশাইয়া উত্তমরূপে বাটিয়া রাখিবেন। ডিমগুলি সিদ্ধ করিয়া খোলা ফেলিয়া তাহাতে পেষিত মাংসের প্রলেহ দিবেন এবং প্রলেহ দেওয়া হইলে ঘিয়ে ভাজিবেন। চাল আধ সিদ্ধ করিয়া মাড় গালিয়া ফেলিয়া আকনির জলে সিদ্ধ করিবেন। পাক পাত্রে মসলা, মাংস ও প্রলেহ সাজাইয়া তার উপরে ডিমগুলি সাজাইয়া পাক পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দমে রাখিয়া নামাইয়া লইবেন।

কুমারী আলেয়া ব্যানার্জ্জী
মুর্শিদাবাদ

উলেন সোয়েটার

(Woolen Sweater)

(২য় পর্ব)

গত ১০ম সংখ্যা দীপালীতে "পোষাক-পরিচ্ছদ" বিভাগে আমি সোয়েটারের কতকগুলি প্যাটার্ণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আশা করি সেগুলি দীপালীর পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। এবারেও আমি কতকগুলি প্যাটার্ণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

(খেজুর ছড়ি প্যাটার্ণ)

যে রকম মাপ সেই রকম ঘর তুলিয়া লউন। পরে এমনি করিয়া বুনিয়া যান।

১ম কাঁটা—১ সোজা ১ উল্টা, ১ সোজা ১ উল্টা ১ সোজা সামনে সুতো ৬টী সোজা ২টী জোড়া ৬টী সোজা সামনে সুতো ১ সোজা পুনরাবৃত্তি করুন।

২য় কাঁটা—সোজার যায়গায় সোজা, উল্টার যায়গায় উল্টা।

৩য় কাঁটা—১ সোজা ১ উল্টা ১ সোজা ১ উল্টা ২টী সোজা সামনে সুতো ৫ সোজা ২টী জোড়া ৫ সোজা সামনে সুতো ২টী জোড়া এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

৪র্থ কাঁটা—সোজার যায়গায় সোজা, উল্টার যায়গায় উল্টা।

৫ম কাঁটা—১ সোজা ১ উল্টা ১ সোজা ১ উল্টা ৩টী সোজা সামনে সুতো ৪টী সোজা ২টী জোড়া ৪ সোজা সামনে সুতো ২টী জোড়া এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

৬ষ্ঠ কাঁটা—সোজার যায়গায় সোজা, উল্টার যায়গায় উল্টা।

৭ম কাঁটা—১ সোজা ১ উল্টা ১ সোজা ১ উল্টা ৪টী সোজা সামনে সুতো ৩টী সোজা ২টী জোড়া ৩টী সোজা সামনে সুতো ২টী জোড়া এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

৮ম কাঁটা—সোজার যায়গায় সোজা, উল্টার যায়গায় উল্টা।

৯ম কাঁটা—১ সোজা ১ উল্টা ১ সোজা, ১ উল্টা ৫টী সোজা সামনে সুতো ২টী সোজা ২টী জোড়া ২টী সোজা সামনে সুতো ২টী জোড়া এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

১০ম কাঁটা—সোজার যায়গায় সোজা, উল্টার যায়গায় উল্টা।

১১শ কাঁটা—১ সোজা ১ উল্টা ১ সোজা ১ উল্টা ৬টী সোজা সামনে সুতো ১টী সোজা ২টী জোড়া ১টী সোজা সামনে সুতো ২টী জোড়া এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

১২শ কাঁটা—সোজার যায়গায় সোজা, উল্টার জায়গায় উল্টা। ১২ কাঁটা বুনা হইলে ১টী খেজুর ছড়ি উঠিবে। এই প্যাটার্ণটিকে কেহ কেহ মরাই পাতা প্যাটার্ণ বলিয়া থাকেন।

(শসাবীচি প্যাটার্ণ)

১ম কাঁটা—১ সোজা সামনে সুতো ১ সোজা ১টী ঘর তুলিয়া ১ জোড়া তোলা ঘর জোড়া ঘরের ওপর ফেলিয়া দিন। সামনে সুতো ২টী সোজা পুনরাবৃত্তি করুন।

২য় কাঁটা—সব উল্টা।

এখান হইতে আবার প্রথম সারির মত বুনিয়া চলিবেন।

(চকবন্দী প্যাটার্ণ)

১ম সারি—৪ সোজা ৪ উল্টা, পুনরাবৃত্তি করুন।

২য় সারি—৪ সোজা ৪ উল্টা, পুনরাবৃত্তি করুন।

৩য় সারি—প্রথম সারির মত।

৪র্থ সারি—২য় সারির মত।

৫ম সারি—৪টী উল্টা ৪ সোজা, পুনরাবৃত্তি করুন।

৬ষ্ঠ সারি—৪টী উল্টা ৪ সোজা, পুনরাবৃত্তি করুন।

৭ম সারি—পঞ্চম লাইনের মত।

৮ম সারি—৬ষ্ঠ লাইনের মত।

৯ম সারি—এখান হইতে আবার প্রথম সারির মত।

(মুকুল প্যাটার্ণ)

১ম লাইন—২ সোজা ২ উল্টা, পুনরাবৃত্তি করুন।

২য় লাইন—২ উল্টা ২ সোজা, পুনরাবৃত্তি করুন।

আহরণী

বিদ্যাসাগর বাণীভবন

প্রায় এক মাস হইল, মহামান্য স্যার জন্ হার্ব্বার্ট কর্ত্তৃক ঝাড়গ্রামে বিধবাদের জন্য উক্ত নামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ আশ্রমটি কলিকাতাস্থ নারী শিক্ষা সমিতির একটি শাখা। সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী অবলাবালা বসু (লেডি বসু)।

*

কুমারী অসীমা মুখোপাধ্যায় এম্. এস্. সি

কুমারী অসীমা মুখোপাধ্যায় রসায়নে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় হইয়া এম্. এস. সি পাশ করেন। পাশ করার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে রসায়নে গবেষণা করিবার জন্য মাসিক ৭৫৲ হারে একটি বিশেষ বৃত্তি দেন। এই বৃত্তি এবার আরও এক বৎসরের জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। ইঁহার গবেষণার বিষয় "ভৈষজ্য উদ্ভিদে রাসায়ণিক অনুসন্ধান।" ইনি বর্ত্তমানে সায়েন্স কলেজে ডাঃ পি. কে. বসুর শিক্ষাধীন।

মিসেস জয় প্রকাশ নারায়ণ রামগড় কংগ্রেসে মহিলা জি. ও. সি'র পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লেফটন্যান্ট সাহেবা গোয়েকচেন—ইনি স্বর্গীয় কামাল আতাতুর্কের ২৫ বৎসর বর্ষীয়া পালিতা কন্যা ও তুর্কী বিমান বাহিনীর লেফটন্যান্ট। তুর্কী সেনা-বাহিনীর জনৈক লেফ্‌টন্যান্ট কামাল এসিনারকে ইনি বিবাহ করিয়াছেন।

এখান হইতে আবার প্রথম সারির মত বুনিয়া চলুন।

(জোড়া সাপ প্যাটার্ণ)

১ম কাঁটা—৬টী সোজা ৬টী উল্টা এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন। ৬ কাঁটা হইয়া গেলে ৩টী সোজা অন্য একটি কাঁটায় রাখিয়া অপর ৩টী সোজা বুনিয়া অপর কাঁটায় ৩টী বুনিতে হইবে। ৬টী উল্টা এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

(বেতডগা প্যাটার্ণ)

প্রথম সারি—৪ সোজা ৪ উল্টা সামনে সুতো ১ জোড়া এই রকম করিয়া ৪ লাইন হইবে, সর্ব্বশেষে ৪ সোজা।

২য় সারি—সব উল্টা।

৩য় সারি—এখান হইতে আবার প্রথম সারির মত বুনিয়া চলুন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে Silver wool-এ সোয়েটার বুনিলে প্যাটার্ণ ভাল উঠে। সেজন্য Silver wool-এই সোয়েটার বোনা বাঞ্ছনীয়। আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি,

বিনীতা
কুমারী কনক সেনগুপ্তা
পাটপুর রোড, বাঁকুড়া

রহস্য কোথায়?

আলিপুরের প্রথম মুন্সেফের আদালতে একটি বিচিত্র মকদ্দমা দায়ের হইয়াছে। রাবেয়া বিবি হাওড়া নিবাসী তাহার স্বামী মণিলাল সাহার সহিত ইহাদের হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। প্রকাশ, রাবেয়া হিন্দুধর্ম্মমতে আইনতঃ মণিলালের স্ত্রী। সে সাবালিকা এবং স্বেচ্ছায় কলিকাতার নাখোদা মসজিদে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে রাবেয়া তাহার স্বামীকে রেজেষ্ট্রী করিয়া এক পত্র দিয়া অনুরোধ করিয়াছে যে মণিলালও যেন মুসলমান হইয়া তাহার স্বামী হইয়া তাহার সহিত বাস করে। যদি সে তাহা না করে, তাহা হইলে মুসলমান আইনে সে হিন্দু-বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে। স্বামী জবাব দাখিল করিয়াছে যে তাহার স্ত্রী এখনও সাবালিকা নয় এবং তাহাকে জোর করিয়া মুসল্‌মান্ করা হইয়াছে এবং দুষ্ট লোকের পরামর্শেই সে এই সব ব্যাপারে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। মণিলাল নাকি আরও বলিয়াছে যে তাহাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করাইবার উদ্দেশ্যেই এই ধর্ম্মান্তরের প্রহসন। মিঃ এম্, আলি উকীল রাবেয়ার পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন।

নারী-নিগ্রহ

(৩০)

তিনেভেলি (মাদ্রাজ)

২৭ বৎসর বয়স্ক এক যুবক তাহার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাহার স্ত্রীর বুকে ছোরা মারে। ছোরা মারিয়া পলাইবার সময় রাস্তার লোকেরা তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিলে সে তাহাদিগকেও ছোরা মারে। মোট ৮ জন ছুরিকাঘাতের মধ্যে দুইজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়, এবং একজন হাসপাতালে মারা যায়। পুলিশ শেষ পর্য্যন্ত উহাকে পাকড়াও করিয়াছে।

(৩১)

মালদহ

মালদহের বীরেন গুপ্তের দরখাস্ত অনুসারে বীরেনের স্ত্রী নির্ম্মলাবালা গুপ্তাকে (২১) হরণ ও আটক রাখিবার অভিযোগে আলীপুরের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, পি, ব্যানার্জ্জির এজলাসে মলিন গুপ্ত ও সৈয়দ ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করা হয়।

মলিন গুপ্ত নির্ম্মলার দূর সম্পর্কে মামা শ্বশুর এবং দ্বিতীয় আসামী ফজলুর রহমান তাহার পরিচিত। মলিন বীরেনের গ্রামের বাড়ীতে থাকিয়া বীরেনের মুদিখানার তত্ত্বাবধান করিত। ফজলু বীরেনের বাড়ীতে আসিয়া তাহার সহিত সঙ্গীত চর্চ্চা করিত।

একদিন মলিন নির্ম্মলাকে ও বীরেনকে মালদহ ঘুরিয়া আসিয়া বলে, নির্ম্মলার মাতা সাংঘাতিক অসুস্থ এবং তিনি কন্যাকে দেখিতে চাহেন। নির্ম্মলা তাহার এক বৎসর বয়সের ছেলেকে লইয়া মলিনের সহিত পিত্রালয়ে যাত্রা করে। মালদহে পৌঁছিয়া দেখা যায়, নির্ম্মলার মাতা তাহার আর এক কন্যাকে দেখিতে কন্যার শ্বশুরালয়ে গিয়াছে।

প্রকাশ, ফজলুও আসিয়া এই সময় মলিনের সহিত মালদহে মিলিত হয়। তাহারা নির্ম্মলাকে কলিকাতায় আনিয়া নাখোদা মসজিদের নিকট এক মুসাফিরখানায় রাখে। এখানে এক মৌলবী আসিয়া নির্ম্মলাকে জয়নাল বিবি নামে কতকগুলি কাগজে নাম স্বাক্ষর করিতে বলে। মুসাফিরখানা হইতে তাহাকে খিদিরপুরে লইয়া যাইয়া তাহাকে আটক রাখা হয়। ইতিমধ্যে বীরেন একখানা উড়ো চিঠিতে তাহার স্ত্রীর সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় আসে এবং তল্লাসী পরোয়ানা ও পুলিশের সহায়তায় নির্ম্মলার উদ্ধার সাধন করে। শুনানী স্থগিত আছে।

(৩২)

বীরভূম

বীরভূমের দায়রা জজ নারী হরণের অভিযোগ সম্পর্কে আসামী আল্লা মেহের সেখকে জুরীদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের আদেশ দেন। প্রকাশ, রোকেয়া বিবি নাম্নী একটি বালিকা আসামী আল্লা মেহের সেখের ছাত্রী ছিল। বিবাহের পরেও সে রোকেয়ার গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিল। কিছুদিন পর সে কতিপয় ব্যক্তির সহায়তায় বালিকাকে হরণ করে। আসামী অপরাধ অস্বীকার করিয়াছে, কিন্তু বিচারে তাহার চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের আদেশ হয়।

(৩৩)

পাবনা

বেলকুচি থানার অন্তর্গত ধুকুরিয়াবেড়া গামের জমিদার শ্রীকুমুদচন্দ্র সেন তাঁহার স্ত্রীকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া পাবনা দায়রা জজ আদালতে বিচারার্থ প্রেরিত হন।

আসামীর পক্ষ হইতে বলা হয় যে, সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া আসামীর স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে।

জুরিগণ কুমুদবাবুকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করেন। জজ তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়া আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন।

বি, নান

(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যাণ্ট)

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেণ্ট : স্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট

রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা কলিকাতা এবং মফঃস্বল সিনেমা।

বিশেষত্ব :—সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী।

দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

শ্রীশ্রী৺চণ্ডীমাতার আশীর্ব্বাদ

ত্রিশক্তি কবচ

গভর্ণমেণ্ট রেজিঃ

ইহা ধারণে সকল কর্ম্মে জয়লাভ, সৌভাগ্যলাভ, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ, গ্রহদোষ হইতে শান্তি লাভ, কার্য্যসিদ্ধি এবং যে কোনও জটিল, গোপনীয় ও দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে চিরদিনের জন্য নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবেন। এই কবচ অদ্ভুত শক্তিশালী, বহু পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। কিজন্য ধারণ করিবেন, তাহা জানাইবেন। মূল্য—৫৲। বিফলে মূল্য ফেরৎ দিতে প্রস্তুত আছি। ঠিকুজী, কোষ্ঠী, হাতদেখা ও প্রশ্ন গণনার পারিশ্রমিক মাত্র ২৲ টাকা।

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত
শ্রীপ্রবোধকুমার গোস্বামী
'গোস্বামী লজ' বালী, (হাওড়া)
ফোন-হাওড়া ৭০৫

মূল্য—২॥০ মাত্র

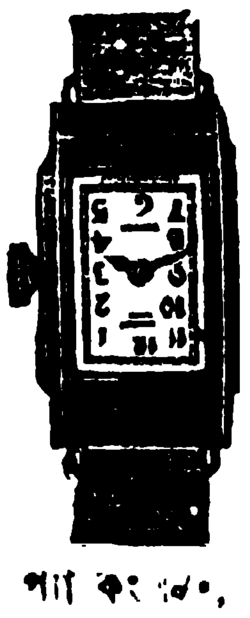

সুইস লিভার কারুকার্য্য তিন বৎসরের গ্যারাণ্টি। মূল্য গোল কিংবা স্কোয়ার নিকেল ২॥০, উৎকৃষ্ট ৩৲, সুপিরিয়র ৩॥০, সোনালী ৪৲ টাকা, রেডিয়ম ৪॥০, রেক্টেঙ্গুলার (ছবিতে যেমন) নিকেল ৭॥০, গোল্ডেন ৮॥০, ১০ বৎসরের গ্যাঃ রোল্ডগোল্ড ১৫৲, ১৫টী জুয়েল সহিত ২২৲, মহিলাদের রিষ্টওয়াচ নিকেল ১০৲, গোল্ডেন ১৩৲। পোষ্টেজ প্যাকিং ৷৵০, তিনটী ঘড়ি একত্রে লইলে লাগিবে না।

এইচ, ডেভিড এণ্ড কোং (ডি,সি.)
পোঃ বক্স ১১৪২৪, কলিকাতা।

প্রথম বিভাগের হকি লীগে বি, জি, প্রেস দল এখনও একটাও হারে নি, কাষ্টমস্ এর মধ্যে তিনটা খেলায় হেরেছে, মিলিটারি মেডিকেল একটাতে মাত্র হেরেছে, এই তিন দলে এখন ঘোড়দৌড় চলেছে লীগ টেবিলের শীর্ষে পৌছানোর জন্য। বি, জি, প্রেস দল এখনও কারো কাছে না হেরে যেমন পয়েন্টে এগিয়ে আছে তেমনই মেডিক্যালস্ ও কাষ্টমস্ দল একটা করে কম ম্যাচ খেলে প্রেসদল থেকে তিন পয়েন্ট পিছিয়ে আছে। তিন পয়েন্টের তফাৎ থাকলেও কাষ্টমস্ ও মেডিক্যালস্ দলের লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার আশা এখনও নষ্ট হয়নি।

বি, জি, প্রেসকে এখন ই, বি, আর, অ্যাভেরিয়ান্স ও মেসারার্স; মেডিক্যালস্ দলকে কাষ্টমস্, মোহনবাগান, আর্ম্মেনিয়ান্স ও ই, বি, আর এবং কাষ্টমস্ দলকে মিলিটারি মেডিক্যালস্, ইষ্টবেঙ্গল ও ক্যালকাটার সঙ্গে খেলতে হবে, খেলার ফলাফল আগে থেকে বলা যায় না, তবে খেলার ধরণ দেখে মনে হচ্ছে এ বছর প্রেস দলেরই চ্যাম্পিয়ান হওয়ার খুব সম্ভাবনা।

*

মিলিটারি মেডিক্যালস্ দল ১-০ গোলে বি, জি, প্রেসের কাছে হেরে গেছে, বি জি প্রেস ভাল খেলে প্রথমার্দ্ধে এক গোলে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে মেডিক্যালস্ দল বার বার আক্রমণ করে প্রেস্ দলকে যে রকম ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল, তাতে তারা যে কেন গোল করতে পারে নি, তাই আশ্চর্য্যের বিষয়, খেলাটা ড্র হওয়াই উচিত ছিল।

*

রেঞ্জার্স ও কাষ্টমস্ এই দুই দলের হকি খেলাতে সম্পর্কটা হলো যেন সাপে নেউলের সম্পর্ক। এই খেলাটা দেখতে অনেকের খুব আগ্রহ, তাই মাঠে বেশ ভীড় হয়। হকি খেলার ইতিহাসে কাষ্টমস্ ও রেঞ্জার্সের যে রকম রেকর্ড আছে আর কোন টীমের সে রকম নেই। তবে কাষ্টমস্ দল রেঞ্জার্সের চেয়ে বেশীবার লীগ ও বাইটন্ কাপ পেয়েছে। এ বছর রেঞ্জার্স দল কাষ্টমস্ দলের সঙ্গে খুব জোর খেলে ১-০ গোলে কাষ্টমস্‌কে হারিয়েছে। হেরে গিয়ে কাষ্টমসের লীগ পাওয়া একটু মুস্কিল হয়ে দাঁড়ালো, কাষ্টমস্ তাদের বাকী চারটা খেলাতে জিতলেও বি, জি, প্রেস থেকে এক পয়েন্ট কম থাকবে —অবশ্য প্রেস দল যদি তাদের বাকী খেলায় পয়েন্ট নষ্ট করে তবে অন্য কথা। খেলার প্রথমার্দ্ধে কাষ্টমস্ অনবরতঃ আক্রমণ করতে থাকে—রেঞ্জার্স দল কোন রকমে আত্মরক্ষা করে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের সপ্তম মিনিটে তাদের রাইট উইং জি, লামসডেন নিজের চেষ্টায় একটা সুন্দর গোল করার পর খেলার ধরণ বদলে যায়। কাষ্টমসের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে রেঞ্জার্স এক গোলে বিজয়ী হয়।

*

ধ্যানচাঁদ কলকাতায় যে প্রদর্শনী হকি খেলা হবে তাতে যে খেলবেন তা নিশ্চিত, খবরটা অনেকের কাছে সুখবর সন্দেহ নাই।

*

আই, এফ, এ ও বি, এফ, এর গোলমাল প্রায় মিটে এলো, নূতন করে আই, এফ, এর কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হচ্ছে। নিউ লীগ বলে ইউরোপীয়ান ক্লাবরা যে একটা লীগ খেলার প্রচলনের চেষ্টায় ছিল সেটা পরিত্যক্ত হয়েছে।

টিম	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	পয়েন্ট
বি. জি. প্রেস	১৫	১০	৫	০	৩৩	৫	২৫
মিলিটারী মেডি:	১৪	৯	৪	১	৩৫	৬	২২
কাষ্টমস্	১৪	১১	০	৩	৪২	১৩	২২
রেঞ্জার্স	১৫	৮	৩	৪	২০	১১	১৯
আর্ম্মেনিয়ানস্	১৪	৮	৩	৩	১৯	১২	১৯
পোর্ট কমিশনার্স	১২	৭	৩	২	১৭	৬	১৭
পুলিস	১৪	৭	৩	৪	২২	১১	১৭
লিলুয়া	১৬	৭	২	৭	২২	২৭	১৬
ই. বি. আর	১৩	৫	৫	৩	১৮	১০	১৫
মহঃ স্পোর্টিং	১৬	৬	৩	৭	২৩	১৮	১৫
ইষ্ট বেঙ্গল	১৩	৪	৬	৩	১৩	৯	১৪
মোহন বাগান	১৩	৪	৪	৫	১৮	১৭	১২
গ্রীয়ার	১৩	৪	৩	৬	১১	১৫	১১
মেজারার্স	১১	৪	২	৫	৯	৯	১০
ক্যালকাটা	১৪	৪	২	৮	১৫	৩০	১০
সেণ্ট জোসেফ্‌স্	১৪	৩	১	১০	১৬	৩২	৭
অ্যাভেরিয়ান্স	১৩	২	৩	৮	১০	২৪	৭
হাওড়া ইন্:	১৭	০	৩	১৪	১৬	৫২	৩
পাঞ্জাব রেজি:	১৩	০	৩	১০	৯	৫৮	৩

অল স্পোর্টস্ ক্লাব গত রবিবার অপরাহ্নে এক নম্বর ওয়ার্ডের নবনির্ব্বাচিত কাউন্সিলার শ্রীক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদেবেন মুখোপাধ্যায়কে তাহাদের নির্ব্বাচন উপলক্ষে এক বিরাট সভায় সম্বর্দ্ধিত করে, জাতীয় যুব-সঙ্ঘের সদস্যদের সুন্দর ড্রিল, ডাম্বেল ড্রিল, ব্রতচারি নৃত্য খুব উপভোগ্য হয়েছিল। শৈলেন সরকারের মুষ্টিযুদ্ধ, শক্তিপদ সুরের লাঠি খেলা, বিজয় মুখার্জ্জির সাইকেলের খেলা, প্রোফেসর সারদা গুপ্তের গান ও নানাবিধ আমোদ প্রমোদের মধ্যে অধিক রাত্রিতে সভা ভঙ্গ হয়। অল-স্পোর্টস্ ষ্টাডি সার্কেলের পক্ষ হতে নৃপেন সরকার অভিনন্দন পাঠ করেন।

*

উমেশ মল্লিকস্ ক্লাবের শ্রীসত্যেন মিত্র দেখলুম কাগজে নাম বের করার লোভটা ছাড়তে পারেন নি, কিন্তু তার আগে তিনি যদি আমার লেখাটা আর একবার পড়তেন তা হলে বুঝতে পারতেন যে আমি মোটেই এমেচারদের কথা বলি নি। গামা, হামিদা, ইমাম, মঙ্গল সিং, জেকাপ্পা এরা যে এমেচার কি প্রফেসনাল তা যিনি না জানেন তাকে facts ও figures দিয়ে আর কষ্ট করে আলোচনা করতে হবে না। এমেচার কুস্তিতে বাংলা দেশ গত অলিম্পিকে যে খুব নাম করেছিল তা তিনি একটু কষ্ট করে আগের দীপালীগুলি পড়লেই দেখতেই পারেন—সে বিষয়ে একটু আধটু খোঁজ খবর আমরাও রাখি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—চৌদ্দ—

ব্যথা ও বেদনার তীব্র সংঘাতে ভিতরে পুড়িয়া মরিলেও আপনার অন্তর-বেদনা সুবর্ণ কাহাকেও জানাইল না। পার্টি'র দু' দশদিন পরে যদি অলকের সহিত দেখা হইত তাহা হইলে হয়ত তাহার হিমশীতল কাঠিন্যে সে বিস্ময় বোধ করিত। সুবর্ণ তাহার চারিপাশে এ কয়দিন এক অনধিগম্য পরিধি রচনা করিয়া দুঃখের দুঃসহ হোমানলে জ্বলিতে লাগিল।

এদিকে ব্যাপার এতখানি গুরুতর হইলেও অলক যে সুবর্ণর এতখানি মনোবেদনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সে জানিতে পারিল না। এক ধনী মক্কেলের কাজে দিল্লীতে এ কয়দিন নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

প্রথমটা সুবর্ণর প্রাক্তন রুক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ফিরিয়া আসিল, অলককে সে যে কখন আত্ম-সমর্পন করিয়া বসিয়াছে তাহা সে এই প্রথম বুঝিতে পারিল, তজ্জন্য তাহার মনে অনুশোচনার আর সীমা রহিল না। নিজেকে বার বার ধিক্কার দিয়া সে স্থির করিল যে তাহাদের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিবে, এমন কি যদি প্রয়োজন হয় বাক্যালাপও বন্ধ করিবে, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল এই অনমনীয় দৃঢ়তার একটু একটু করিয়া বিচ্যুতি ঘটিতে লাগিল।

এই ক'দিনে অনেকবার পুরাতন অনাড়ম্বর জীবনের কথা মনে পড়িল, সেই সাধারণ জীবনে যদি আবার তাহারা ফিরিতে পারিত—সেই সীমাবদ্ধ পরিধি। অর্থব্যয়ে হয়ত আনন্দ আছে, নব-জীবন উদ্ভাবনায় হয়ত সার্থকতার উল্লাস আছে, কিন্তু হিসাব নিকাশ করিয়া দুই আর দুই-এ চার মিলাইতে যে প্রাণান্ত, এ দুর্দ্দশার হাত হইতে যে মুক্তি নাই! পুরাতন ধারণাকে মিথ্যা বলিয়া মনে হইলেও তাহাকে ছাড়া যায় না, তাহার বেদনাও বড় কম নয়। বার বার সে আত্মতৃপ্ত প্রাক্তন সুবর্ণে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, অতীতের সেই নিগূঢ় অন্ধকারে, সেই অন্তহীন গভীরতায়, শক্রসঙ্কুল রণক্ষেত্রের নির্ভীক যোদ্ধার মতো আপন মনের সহিত অনেক সংগ্রাম করিল, কিন্তু এই সংগ্রামের ফলে সে কয়েকটি বিস্ময়কর আবিষ্কার করিয়া শিহরিয়া উঠিল। এ সে কি করিয়াছে, নিজের অজ্ঞাতসারে সে যে আপনাকে বিনিঃশেষে সমর্পন করিয়া বসিয়া আছে, সে যে শুধু অলককে ভালবাসিয়াছে তাহা নয়। অলকের সান্নিধ্যই এখন তার সর্ব্বপ্রধান কামনা। সুবর্ণর গোলাপী গাল দুটি এই সলজ্জ চিন্তায় রক্তাভ হইয়া উঠিল, দ্বিতীয়তঃ অলকের অতীত তাহার এই কামনার আগুন নিভাইতে পারে নাই বরং অলককে আপন করিয়া পাওয়ার আকাঙ্খা আরো বাড়াইয়া দিয়াছে। এই কথা ভাবিতেই সুবর্ণর মনে হইল তাহার মুখখানি আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে, সারাদেহের রক্তপ্রবাহ মুখে সঞ্চারিত, দেহে সে কি উত্তাপ! নারী হইলেও সুবর্ণের চরিত্রে দৃঢ়তা আছে, সুবর্ণ স্থির করিল যা সত্য যা অনস্বীকার্য্য, সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হইতে হইবে, দ্বিধা ও লজ্জার কৃত্রিম ভাববিলাস চিরদিনের জন্য পরিহার করিতে হইবে।

অনেক ভাবিয়া সুবর্ণ স্থির করিল যে এবিষয়ে একটা বোঝাপড়ার প্রয়োজন হইয়াছে এবং সে বোঝাপড়া তাহার দিক হইতে নয়। এবার বোঝাপড়া অলকের দিক হইতেই হইবে। সুবর্ণর স্বকীয়তা আছে, তাহারও যে ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকিতে পারে অলককে এইবার তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। ঐ মেয়েটির কাছে বিবাহের কথা বলিয়া অলক নিজেই অশান্তি ডাকিয়া আনিয়াছে।

এই দশ বারো দিনে সুবর্ণ মহিয়সী মহিলা হইয়া উঠিয়াছে, নারীত্বের মহিমায় মহিমামণ্ডিত। অলক দিল্লী হইতে ফিরিয়াই সুবর্ণকে যখন টেলিফোনে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করিয়া বসিল, সুবর্ণ বিনা আপত্তিতে তাহা গ্রহণ করিল, তারপর অকারণে এখানে সেখানে ঘুরিয়া শ্রান্ত রুক্ষ দেহে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে হোটেলে গিয়া অপেক্ষমান অলকের সামনে বসিল।

সুবর্ণর এই রুক্ষ শ্রীহীন চেহারা বা বিলম্বের জন্য অলক কিছু বলিল না, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, সুবর্ণ তাহা বুঝিল, তাহার এই রূঢ় রুক্ষ রূপ যে অলক লক্ষ্য করিল তাহাতে সে খুসী হইল।

অলক একটু আহতস্বরে কহিল—পার্টি কি রকম জমল, একটা চিঠি লিখে জানাতে পারলে না? রোজই ভাবতুম তুমি কিছু লিখবে—

সুবর্ণ সংক্ষেপে কহিল—সময় কই? অনেক কাজ ছিল।

—চিঠি লেখারও সময় ছিল না, বলো কি?

—কত কাজ, এক বিন্দুও সময় পেতুম না।

—কি কর্‌ছিলে, মানে কি এত কাজ ছিল?

—কাজ হিসাবে হয়ত তেমন কিছু নয়, Enjoying myself—

—ও:—পার্টি কেমন হোল?

—ও:, চমৎকার—quite disastrously—

অলক হাসিল, তারপর সুবর্ণ এই কদিনে কি করিয়াছে, কি ঘটিয়াছে তাহার একটি ধারাবাহিক বিবরণ বলিয়া গেল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই সেই ডিভান-শায়িনী-তরুণী যা বলিয়াছিল সে কথা চাপিয়া গেল।

সমস্ত শুনিয়া অলক মাথা নাড়িয়া কহিল—ঠিকই হয়েছে, এসব যে ঘটবে তা আমি জানতুম, কিন্তু এই সব cut-throat gang-সম্বন্ধে যদি এঁরা একটু সচেতন হয়ে থাকেন, তাহলেই মঙ্গল, অন্ততঃ কিছু লাভ হোল—

সুবর্ণ বলিল—মঙ্গল কি অমঙ্গল জানি না, আর এখানেই যে শেষ তাই বা কি করে বলি!

সুবর্ণর মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া অলক ছুরি কাঁটা নামাইয়া রাখিল, বলিল, দিল্লীতে গিয়ে I missed you like hell—

সুবর্ণ হাসিয়া বলিল—উৎসাহিত হলুম, অশেষ ধন্যবাদ!

—সুবর্ণ!

—কি?

—তুমি কি বোঝ না, আমি কি বল্‌তে চাই!

—বুঝি!

—তাহলে আমাদের বিয়ের আর বাধা কি? কিসের তোমার আপত্তি?

—আপত্তি? আপত্তি না থাকাটাই আশ্চর্য্য! কেন বিয়ে করবো বল?

অলক এ উত্তরে হতাশ ভঙ্গীতে চেয়ারে হেলান দিয়া কিছুক্ষণ শিথিল ভাবে বসিয়া রহিল, তাড়াতাড়ি কফিটুকু শেষ করিয়া সুবর্ণর দিকে ফিরিয়া পুনরায় বলিল—বেশ, আমি তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছি তুমি প্রত্যাখান করলে—, এখন we can talk sense, দূরে কতকথাই ভেবেছি, আর I want to be absolutely honest with you always—তবে কি জানো একটা জিনিষ বুঝি না, কোথায় সাধুতার শেষ আর কোথায় নিবুদ্ধিতার সুরু—, সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

সুবর্ণ বলিল—I don't think I can tell you—

—পারবে না, পারা সম্ভব নয়। আমি জানি অতীত, অতীত-ই, কারো অতীত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার কোনো অধিকারই নেই, কারণ তা অতীত, আবার একথাও ভুলতে পারি না যে কুঞ্জবাবুরা তোমাকে মানুষ করেছেন, আর যাই হোক, তোমার এই পালক পিতা-মাতাদের আভিজাত্যটাও তেমন গৌরবজনক নয়।

—এ তুমি কি বলছো?

—বিয়ের কথাই বল্‌ছি, ভদ্রভাবে এটা ভাঙবার চেষ্টা করছি সুবর্ণ। অনেক সময় এ নিয়ে অনেক গোলোযোগের সূত্রপাত হয়, তাই সমস্তটা পরিস্কার করে বলাই ভালো। তুমি যে সমাজে এতকাল বাস করে এসেছ সেখানে বিবাহটা একটা সাধারণ ব্যাপার, একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সে বাপ মার নির্দ্দেশে বিবাহ স্থির হয়ে যায়—আমি যে জগতের সেখানে বিবাহে অনেক বাধা, কারণটা অবশ্য অনেকাংশে স্বার্থসংশ্লিষ্ট, ত্রিশের আগে বিয়েই হয় না, it leaves rather a long gap—

অলক ধীরে ধীরে একটি সিগারেট বাহির করিল। অলকের সাধুতায় সুবর্ণর কোনো সন্দেহ ছিল না, অলক নির্ব্বোধ নয়, অদৃষ্ট হয়ত কিছু পরিমাণে প্রতিকূল, নতুবা দশ বারো দিন আগেও যে তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল সে আজ সরিয়া যাইবে কেন? অলকের অপরাধ কি—সে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথই অবলম্বন করিয়াছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সুবর্ণর মতি পরিবর্ত্তন অলকের ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে বলিতে হইবে।

সাম্‌নে ঝুঁকিয়া সিগারেটটি ধরাইয়া দিবার সময় সুবর্ণ অলকের তীক্ষ্ণ সুস্পষ্ট চোখ দুটির দিকে চাহিয়া রহিল,—তারপর মসৃণ গলায় কহিল—you have filled the gap nicely—

সুবর্ণর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া অলক চঞ্চল ভঙ্গীতে হাত নাড়িয়া উঠিতে প্রজ্বলিত দেশলাইয়ের কাঠিতে তাহার আঙুলে ছেঁকা লাগিয়া গেল, সে উত্তেজিত হইয়া কহিল—এ সব তুমি কি বলছ সুবর্ণ, এর মানে?

—একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হোল, একালের মেয়ে।

অলক অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিল, কহিল, কোথায় আলাপ হোল?

—পার্টিতে এসেছিল, সঙ্গে ছিল কে এক বিজনবাবু, তার সঙ্গেই নাকি সে এখন থাকে।

বিস্ময়াহত অলক প্রায় চীৎকার করিয়া কহিল—বলো কি? তার সঙ্গে থাকে, আর্টিষ্ট্ বিজন বড়াল?

—হ্যাঁ, বিজন বড়াল, আর্টিষ্টই বটে, লোকটা খারাপ নাকি?

—না ঠিক তা নয়। খারাপ বা ভালোতে আমার আর কি, আমার সম্বন্ধে আর কি কি বল্লে?

—বিশেষ কিছু নয়, তবে তোমার বিয়ে হবে বলেই নাকি তুমি তাকে ছেড়েছ।

সিগারেট্‌টি সরোষে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অলক উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—এই কথা বল্লে? Damn and blast the little fool!

অসহিষ্ণু সুবর্ণ আবেগ ভরে বলিয়া উঠিল—সত্যি তোমার বিয়ে হবে? একথা আমাকে কেন বলো নি?

অলক তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সহসা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তারপর অলক বলিল—না গো না, কথাটা একেবারেই বাজে, আসলে I was tired of her, বিচ্ছেদের ত' একটা excuse চাই, কাজেই ঐ কথা বল্‌তে হোল। চলো এবার ওঠা যাক্!

দৃঢ় ভাবে নিজ আসনে সুবর্ণ বসিয়া রহিল, কহিল—না!

সুবর্ণর এই ঔদ্ধত্য, এই প্রচ্ছন্ন অভিমান, এই আহত দীপ্ত কণ্ঠস্বর অলকের ভাল লাগিল। কিন্তু সুবর্ণ যে কি কথা বলিবার জন্য দৃঢ়ভাবে বসিয়া রহিল, তাহা সে অনুমান করিতে পারিল না।

সুবর্ণ কহিল—আমার একটা অনুরোধ তোমায় রাখতে হবে!

অনুযোগের সুরে অলক বলিল—অনুরোধ করবার এই ঠিক উপযুক্ত মুহূর্ত্ত। তুমি কি জানো না, properly brought-up মহিলারা যাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁর কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন না?

শান্ত কণ্ঠে সুবর্ণ কহিল—I've ceased to be properly brought-up, তা ছাড়া অনুরোধ আমার ব্যক্তিগত মূল কারণে নয়, অনীতার জন্যেই তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

—অনীতা! অনীতা সম্পর্কে আমার এক বিন্দু আগ্রহ নেই, অনীতার আমি কি কর্‌তে পারি?

—তোমার কোনো আগ্রহ নেই তা জানি, কিন্তু আমার আছে, মারও আছে। অনীতা দিন দিন বড্ডই বাড়াবাড়ি করে ফেল্‌ছে, ছেলেমানুষ সব সময় সব জিনিস বোঝে না, ভালো মন্দ বোঝার শক্তিও অনেকের নেই, তার যে সব সঙ্গীসাথী তারাও তৃতীয় শ্রেণীর, সুতরাং নির্ব্বিচারে সকল শ্রেণীর লোক জনের সঙ্গে মেলামেশাও ভয়ঙ্কর, অন্ততঃ ভদ্র সমাজে যাতে সে মিশতে পারে সে ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে!

—তাহলে আমার সঙ্গী সাথীর উপর তোমার শ্রদ্ধা আছে!

—কেন থাকবে না? মেয়েটিকে ত' চমৎকার লাগ্‌লো, most attractive!

অলক লজ্জিত হইয়া কহিল—মেয়েটি ছাড়াও ত' আমার আরো পরিচিত সমাজ আছে, তাদের কথাই বল্‌ছি—!

—তাঁরাও ভালো, অন্ততঃ আমি তাঁদের সংস্পর্শে যেটুকু এসেছি, তাতে এই ধারণাই হয়েছে।

—তাহ'লে তুমি বলো অনীতাকে যা করা উচিত, তা করবো—

—আমি কিছু বল্‌বো না, বল্‌তে তোমাকেই হবে, আমি কিছু বলে উল্টো উৎপত্তি ঘটাতে চাই না।

অলক উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, বেশ, তাই হবে, কিন্তু তুমি যা আশা করছো ফল যদি তেমন অনুকূল না হয়, আমায় যেন তখন দোষ দিয়ো না।

(ক্রমশঃ)

যখনই যে গান আপনার মন চাইবে

এপ্রিল ১৯৪০

আব্বাসউদ্দীন আহম্মদ

N 17443 — আম কুড়ান খেলা (গ্রাম্য) / গাঙে জোয়ার এল ফিরে

শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

N 17444 — তুই জগত জননী শ্যামা (শ্যামা-গীতি) / ত্রিজগত আলো করে আছে (কালী-কীর্ত্তন)

মিস্ ইন্দুবালা

N 17445 — সাঁঝের পাখীরা ফিরিল কুলায় (আধুনিক) / তার অধরে নেমেছে মৃত্যুকালিমা „

কুমারী উমা বসু (হাসি)

N 17446 — রূপে বর্ণে গন্ধে (সাধন-সঙ্গীত) / মধু মুরলী বাজে

কুমারী সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়

N 17447 — মোরে ভালবাসায় ভুলিও না (আধুনিক) / ওগো দেবতা! তোমার পায়ে

উত্তরবঙ্গীয় ভাষায়
সর্ব্বপ্রথম জনপ্রিয়
গ্রাম্য-নাটক
মরুচ-মতি কন্যা
চারখানি রেকর্ডে সমাপ্ত
N 17452 To N 17455

জগন্ময় মিত্র

N 17448 — শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে (আধুনিক) / গুন গুনিয়ে ভ্রমর এলো

কুমারী ইলা ঘোষ

N 17449 — তোর নাম শুনিয়ারে (গ্রাম্য) / বাঁশী বাজলো

বিমল সেনগুপ্ত ও পার্টি

N 17450 — শ্রীচরণকমলেষু (কৌতুক-চিত্র) / (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড)

কুমারী যূথিকা রায় (বেণু)

N 16344 — পিয়া ইতনী বিনতি শুনো মোরী (মীরা ভজন) / ঘর আও প্রীতম পায়ারা

পরিতোষ শীল ও কুমুদ ভট্টাচার্য্য

N 16348 — বেহালা ও পিয়ানো / সুর—পিয়া মিলন কো যানা / সুর—গীত সুনো ও গীত সুইয়া

হিজ্ মাষ্টারস ভয়েস রেকর্ড
দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—দমদম ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

বাংলা গভর্ণমেণ্টের বিচার

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট ষ্টেট্ ফ্যাকাল্‌টি অফ্ আয়ুর্ব্বেদিক মেডিসিন্—স্থাপনা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনার সময় গভর্ণমেণ্ট উদ্যোক্তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে ইহার জন্য আর তাঁহারা কোনও সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করিবেন না। উদ্যোক্তাগণ তাহাই করিয়াছিলেন এবং এযাবৎ কোনও সরকারী সাহায্য প্রার্থনাও করেন নাই। সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেও এই প্রতিষ্ঠানটি এদেশে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে এতদিন প্রশংসনীয় কার্য্যই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ বৎসরের বাজেটে দেখা গেল তিন বৎসর পরে এই ফ্যাকাল্‌টির জন্য সরকার এক হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্ট হইল, ইউনানী ফ্যাকাল্‌টির জন্য চারি হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে !! এদেশে ইউনানী চিকিৎসার যে কতটুকু প্রচলন আছে, তাহা সকলেই জানে—এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে কিরূপ ব্যাপকভাবে দেশে প্রচলিত তাহাও কাহারও অবিদিত নয়। তবু আয়ুর্ব্বেদের জন্য এক এবং ইউনানীর জন্য চারি হাজার টাকা !! সর্ব্বোপরি মজার কথা এই যে, উক্ত ইউনানী ফ্যাকাল্‌টি অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিতই হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে। ভবিষ্যতে হইবে বলিয়াই তাহার জন্য এই ব্যবস্থা !! এ প্রভেদের কারণ যে কি তাহা কি এখনও দেশের লোককে বুঝাইয়া বলিতে হইবে ?

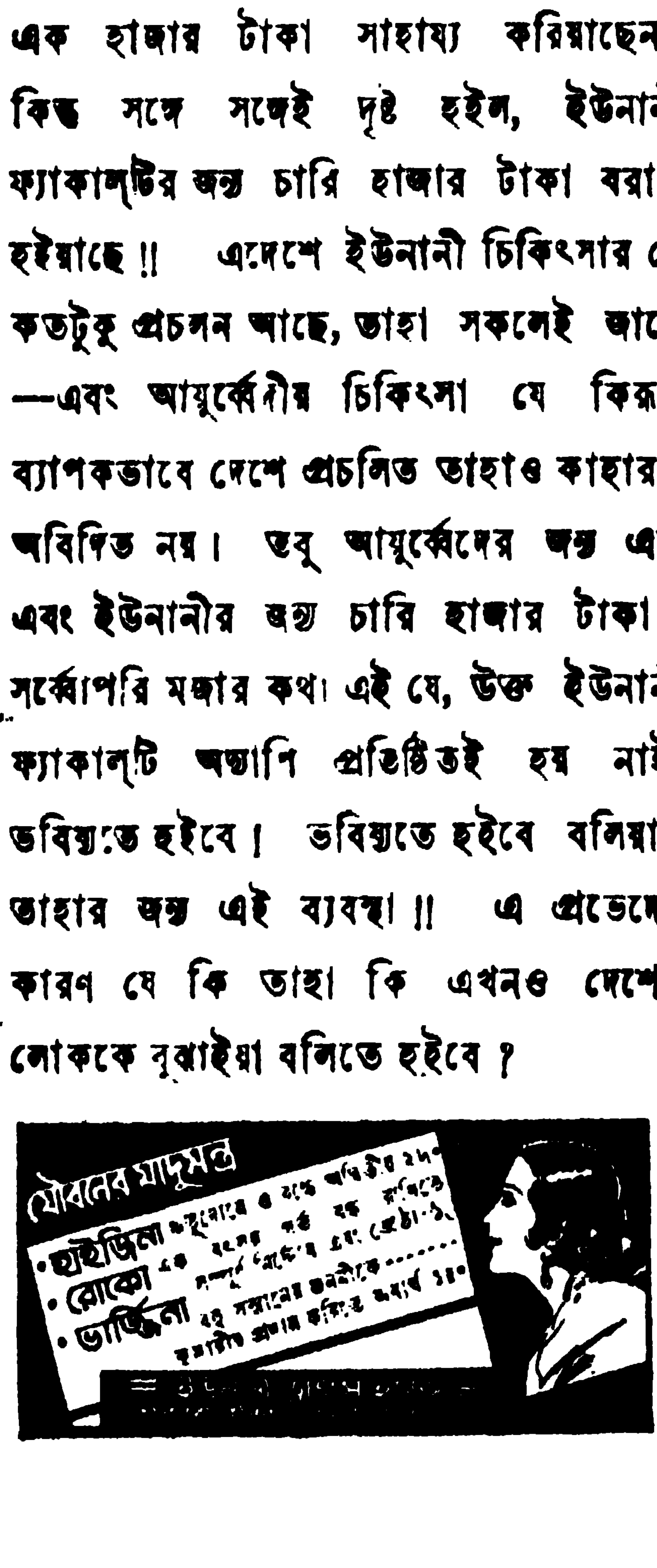

ভারতে শিক্ষাব্যয়

১৯২৮-২৯—২৭,০৭,৩২,২৫৮ টাকা
-৩০—২৭,৫২,৮২,০১৮ „
-৩১—২৮,৩১,৬১,৪৪৬ „
-৩২—২৭,১৮,৫৬,৬২২ „
-৩৩—২৫,৭৮,৭৫,৮৬৮ „
-৩৪—২৬,১৭,৬৫,১৮৬ „
-৩৫—২৬,৫২,১১,৪২০ „
-৩৬—২৭,৩২,৩৯,৬৮৯ „

*

ভারতে রেলওয়ে লাইনের দৈর্ঘ্য

এন্. ডব্‌লু	—৬,৯৪৪,৯০ মাইল্
ই. আই	—৪,৩৯১,২৩ „
জি. আই. পি	—৩,৭২৭,১৬ „
বি. বি. সি, আই	—৩,৬৯১,৩২ „
বি. এন্	—৩,৩৯২,২৮ „
এম্. এস্. এম্	—৩,২২৮,৫৩ „
এস্. আই	—২,৫৩২,১৮ „
বি. এন্. ডব্‌লু	—২,১১০,২৭
বর্ম্মা	—২,০৫৯,৮৯
ই. বি	—২,০০৯,৫৫
নিজাম্‌স্ ষ্টেট্	—১,৩৪৭,৮৭
এ. বি	—১,৩০৬,৪১
যোধপুর	—১,০০৫,০৭
আর. কে.	— ৫৭,০৭৮

*

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় ট্রেজারিগুলিতে ২,১৬,১৩৮টি জাল টাকা পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার প্রায় এগার হাজার বেশী।

বোম্বায়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জাল টাকা পাওয়া গিয়াছে।

বোম্বায়ের পর মাদ্রাজ দ্বিতীয়।

মাদ্রাজে ৬৩৪৪৭ টাকা।

তৃতীয় বাংলা। ২৬২১৩ টাকা।

দিল্লীতে সর্ব্বাপেক্ষা কম জাল টাকা পাওয়া গিয়াছে।

এবার বাংলা, বিহার, বর্ম্মা, উড়িষ্যা ও সিন্ধুতে যেমন কমিয়াছে, তেমনি বোম্বাই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও দিল্লীতে বাড়িয়াছে।

*

হার্ম্মোনিয়ম বর্জ্জন

১লা মার্চ্চ হইতে অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও তাঁহাদের ষ্টুডিওগুলি হইতে হার্ম্মোনিয়ম ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। অ-ই-রেডিওর কর্ত্তৃপক্ষগণ এবিষয়ে বিচক্ষণ লোকদের অভিমত লইয়া তবে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

সার রাজা আলি বলেন—হার্ম্মোনিয়ম যে সঙ্গীতের একটা যন্ত্র, তাহাই তিনি মানিতে প্রস্তুত নহেন, তবে তিনি সন্দেহ করেন যে এসিয়ার লোকেদের সঙ্গীততৃষা মিটাইবার জন্য এ কোনও ব্যবসায়ীর একটা চাল। তিনি ইয়ুরোপে এমন কি আফ্রিকাতেও হার্ম্মোনিয়মের প্রচলন দেখেন নাই। তাঁহার মতে দিলরুবা বা সেতার বা সারেঙ্গী সঙ্গীতের পটভূমিরূপে খুব সুন্দর ব্যবহৃত হইতে পারে।

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, তিনি হার্ম্মোনিয়মের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবহারের বিরোধী। তাঁহার আশ্রমে বহুদিন হইতেই হার্ম্মোনিয়মের প্রবেশ-নিষেধ।

ডাঃ জাকির হোসেন (জামিয়া মিলিয়া) বলেন যে যদিও তিনি সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ নহেন, তথাপি তাঁহার মনে হয় ভারতীয় সঙ্গীতে হার্ম্মোনিয়ম শ্রুতিকটু ঠেকে।

মাদ্রাজ মিউজিক্ একডেমির সভাপতি রাও বাহাদুর কে, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার বলেন:—হার্ম্মোনিয়মের স্বরগ্রাম সব অসম্পূর্ণ ও বেসুরা। এগুলি এক একটা সুরে তৈরি এবং অপরিবর্ত্তনীয়রূপে বসান, কাজেই এগুলি সুরের যথাযোগ্য মিষ্টতা, উচ্চতা, নীচতা বা কোমলতা আনয়ন করিতে অক্ষম। ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত হার্ম্মোনিয়ম সম্পূর্ণ অচল ও অব্যবহার্য্য। ইঁহার মতে তানপুরাই ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সহায়ক।

মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের প্রাসাদ দিওয়ান্ মথিয়া ভগাবতারের মতে কর্ণাটকী সঙ্গীতে হার্ম্মোনিয়ম একেবারে অচল। কারণ ইহাতে গমক শ্রুতি প্রভৃতি সুর উঠে না।

—অভিমন্যু

গ্লোবে মেনকা ব্যালে

গত শুক্রবার গ্লোবে জগদ্বিখ্যাত নৃত্য-শিল্পী মেনকা ও তাঁহার সম্প্রদায়ের নৃত্য দেখিয়া আসিলাম। সমগ্র প্রোগ্রামের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় ব্যাপার এই যে শ্রীমতী মেনকা বরাবরই খাঁটি ভারতীয় ক্লাসিক্যাল নৃত্য-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং কোথাও দর্শকচিত্ত জয় করিতে সস্তা আধুনিক নৃত্যের সংমিশ্রণে খিচুড়ীর সৃষ্টি করেন নাই—এমন কি সঙ্গীতে পর্য্যন্ত কোনো বিদেশীয় গন্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রথম দিনের জনসমাগম দেখিয়া মনে হইল যে এ শ্রেণীর সম্পূর্ণ ক্লাসিকাল নৃত্যের রসগ্রহণে সাধারণ দর্শক খুব বেশী উৎসাহী নহে, তবে যাঁহারা রসবেত্তা তাঁহারা মেনকা ব্যালে উপভোগ করিবেন বলিয়াই মনে হয়।

এই দলস্থ সকলেরই নাচের টেকনিকের উপর অসাধারণ দক্ষতা। পায়ের কাজ, তাল, লয়, জ্ঞান খুব ভাল। সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের মুগ্ধ করিয়াছেন শ্রীমতী মেনকা স্বয়ং, রুক্ষণ কুট্টী, গৌরীশঙ্কর, মালতী ও সেবান্তি। তবে শ্রীমতী মেনকার মধ্যে প্রাণ-প্রাচুর্য্যের বড় অভাব পরিলক্ষিত হইল। রামনারায়ণের গঠনসুন্দর দেহ থাকিলে কি হয় মুখে ভাবের অত্যন্ত অভাব।

নৃত্যের মধ্যে শ্রীমতী মেনকার 'অভিসারিকা' ও গৌরীশঙ্করের "অমৃতধ্বনি" ভাব সম্পদ ও রসমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। "কালীয় দমন" (মেনকা, মালতী, সেবান্তী, বিমলা, রামনারায়ণ, গৌরীশঙ্কর) ও "সারি" (রুক্ষণ কুট্টী, মালতী ও সেবান্তি) নৃত্য দুটিও আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু সেদিনের প্রোগ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল "মেনকা-লাস্যম"—চার খণ্ডে সমাপ্ত একখানি নৃত্যনাট্য। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নাশ করিতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র যে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিয়া ইন্দ্রের অনুগ্রহে মেনকা প্রধান অপ্সরার পদ লাভ করিল—ইহাই হইল মূল আখ্যান। নৃত্য নাট্যটি ভাবব্যঞ্জনায় অনবদ্য রূপ ধারণ করিয়া সকলকে অশেষ আনন্দ দান করিয়াছে। এই নাচটিতে সম্প্রদায়ের সব শিল্পীদেরই দেখা যায়।

সঙ্গীত পরিচালনায় অভিনবত্ব বা অসাধারণত্ব তেমন কিছু দেখিলাম না।

"সন্ত তুলসীদাসে"র রজত-জয়ন্তী

গত রবিবার সন্ধ্যায় প্রভাত সিনেমায় রঞ্জিত মুভীটোনের ভক্তি-রসাত্মক ছবি "সন্ত তুলসীদাসে"র রজত-জয়ন্তী সপ্তাহ উপলক্ষে এক বিরাট প্রীতি-সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। গত ২৫ সপ্তাহ ধরিয়া ছবিখানি একাদিক্রমে এক চিত্রাগারে চলার দরুণ মনে হয় যে ভাল ছবির আদর সর্ব্বত্রই আছে। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স লিঃর (প্রভাত সিনেমার ব্যবস্থাপক) তরফ হইতে মিঃ ভুরি ও যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিকদের তরফ হইতে শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (দীপালী) ও শ্রী কুমার (অভিনয়) পরিবেশক মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের তরফ হইতে মিঃ ভিট্টলভাই মানসাটা ছবির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অতঃপর জলযোগের পর সভা ভঙ্গ হয়। কর্তৃপক্ষের আদর আপ্যায়ন সত্যই প্রশংসনীয়।

টেলিফোন নং ১০১৮ বড়বাজার

করুণ কবচ

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।

অদৃষ্ট গণনা বা করেখো বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক
৪নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)
বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

উত্তরায় "স্বামী-স্ত্রী"

কমলা টকীজের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন সতু সেন। শ্রেষ্ঠাংশে ছায়া দেবী, চন্দ্রাবতী, ছবি বিশ্বাস, সন্তোষ সিংহ, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। উত্তরায় দেখানো হইতেছে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের এই নাটকখানি মঞ্চের উপর অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। আমাদের চিত্র নির্ম্মাতাদের একটা দুর্ব্বলতা আছে, যে মঞ্চ-সফল নাটক মাত্রেই চিত্রে রূপান্তরিত করা চাই, কিন্তু তাহার জন্য যে শক্তি ও চিত্রনির্ম্মাণ শিল্পে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহা তাঁহারা দেখেন না কাজেই চিত্ররূপে সে হয় অচল। এই জন্যই এযাবৎ প্রযোজিত মঞ্চের সফল নাটকগুলি চিত্রে তদনুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই, "স্বামী-স্ত্রী" চিত্রখানিও করে নাই। ইহার দুর্ব্বল চিত্রনাট্যই ছবির অসাফল্যের কারণ। মঞ্চের প্রভাব বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। নূতন যে সব চরিত্রগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে সেগুলির কোনটিই গল্পকে ঘনীভূত করিতে সাহায্য করে না, বরং তাহাদের আবির্ভাবে দর্শকের চিত্ত বিমুখই হয়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চক্ষু-পীড়াদায়ক হইল ললিতের মামা। পরিচালক মহাশয় কয়েকস্থানে সাধারণ চিত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে গল্পটির চিত্ররূপদানে ব্যর্থ হইয়াছেন।

অভিনয়ের মধ্যে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে 'মিনতি'র ভূমিকায় চন্দ্রাবতীর অভিনয়। ধূপের মতো যে কেবল নিজেকে বিলাইয়াই দিল, কোন প্রতিদান পাইল না, এবং অপরকে সুখী করিতেই যে আত্ম-বিসর্জ্জন দিল—এই রূপটি তিনি সুন্দররূপে ফুটাইয়াছেন। সন্তোষ সিংহের 'মিঃ দাস' চমৎকার। মঞ্চে তিনি যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন চিত্রে তাহা অক্ষুণ্ণ আছে। 'লিলি'র ভূমিকায় ছায়া দেবীর অভিনয় আমাদের সম্পূর্ণ হতাশ করিয়াছে। এ ভূমিকায় তাঁহাকে মোটেই মানায় নাই। কাষ্টিং ডিরেক্টারের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই এই চরিত্রটি লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তদুপরি তাঁহার ইংরাজী বাচন শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। চঞ্চলা চপলা অহঙ্কারী আলট্রা-মডার্ণ মেয়ে বলিয়া বহু প্রকার সাজে, সজ্জায় ও ভঙ্গীতে শ্রীমতী ছায়া দেবীকে পর্দ্দায় প্রকাশ করা হইয়াছে কিন্তু দুই একটি make-up ছাড়া কোনোটিতেই তিনি দর্শক চিত্ত স্পর্শ করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার গানগুলি মন্দ লাগে না। ছবি বিশ্বাসের 'ললিত' মোটের উপর মন্দ নয়, তাঁহার বাচন-ভঙ্গী সুন্দর, তবে মুখে expression‌এর অভাব। সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের 'মোহন' প্রাণহীন।

ফটোগ্রাফী দুই এক স্থান ছাড়া বেশ প্রশংসনীয়। বিশেষতঃ কয়লা-খনির ভিতরের ও বিস্ফোটন দৃশ্যগুলি অতীব চিত্তাকর্ষক ভাবে গৃহীত হইয়াছে। শব্দানুলেখন মোটের উপর ভালই। দৃশ্য-সংস্থান ও দৃশ্য-সজ্জা প্রশংসনীয়।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

মঞ্চের নরনারীদের জীবনের উত্থান পতনের উপর "অভিনেত্রী"র ভিত্তি স্থাপিত। গল্পটির ভিতর অভিনবত্ব আছে, তাহার উপর অমর মল্লিক মহাশয়ের সুষ্ঠু পরিচালনায় "অভিনেত্রী"র চিত্ররূপ যে জীবন্ত হইয়া সাধারণের অন্তর স্পর্শ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় "ডাক্তারে" যে ভূমিকাটির রূপ দান করিতেছেন সেটি অনেক দিক দিয়া অসাধারণ। একজন পুরাতনপন্থী গোঁড়া জমিদার, তাঁহার জীবনের আদর্শ কি—তাহা চিত্রে দেখিলে আপনারা বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন।

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশানস লিঃ

"আলো-ছায়া" সম্প্রতি সেন্সর বোর্ড হইতে পাশ হইয়া মুক্তির অপেক্ষায় আছে। পরিচালক দীনেশ দাশ মহাশয় ছবিখানিকে যতদূর চিত্তাকর্ষক করা সম্ভব তাহা করিয়াছেন।

সহরের সিনেমায়

চিত্রায় "পরাজয়" (৩য় সপ্তাহ)।

নিউ সিনেমায় "জোয়ানী-কী-রীত"—(৬ষ্ঠ সপ্তাহ)।

পূর্ণ থিয়েটারে "জীবন মরণ" ৪র্থ সপ্তাহ।

"শ্রী" সিনেমায় "সন্ত তুলসীদাস।" (২য় সপ্তাহ।)

প্যারাডাইসে "কঙ্কন" (৫ম সপ্তাহ)।

মিনার্ভায় "পুকার" (২৩শ সপ্তাহ)।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

"তটিনীর বিচার" মুক্তি প্রতীক্ষায়।

"সদ্‌গুরু কবীরে"র (হিন্দী) শূটিং খুব জোর চলিতেছে। কতকগুলি প্রয়োজনীয় বহিদৃর্শ্য তুলিতে মিঃ শর্ম্মা পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরকে লইয়া বেনারস গিয়াছেন।

হীরেন বসুর পরিচালনায় "অমর গীতি" খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। শ্রীমতী ছায়া দেবী ও সাবিত্রী অভিনয় করিতেছেন যথাক্রমে জনৈকা অতি-আধুনিকা ও পল্লীবালার ভূমিকায়।

পণ্ডিত কেদার শর্ম্মা তাঁহার পরবর্ত্তী ছবি "চিত্রলেখার" কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনিও বেনারসে কয়েকটি বহিদৃর্শ্য তুলিতে যাত্রা করিয়াছেন। ইহাতে মণিকা দেশাই, মেহতাব, নন্দ্রেকার, গেয়ানী অভিনয় করিতেছেন।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

ইহাদের "ঠিকাদার" (পরিচালক প্রফুল্ল রায়) ও "অবতার" (পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী) ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

ইহাদের "মাতোয়ারী মীরা" (হিন্দী ও পাঞ্জাবী) আগামী সপ্তাহে দিল্লী ও লাহোরে মুক্তিলাভ করিবে। ছবিখানির পরিচালক হইলেন প্রফুল্ল রায়।

পত্রলেখা

(৬)

"নানাকথা" বিভাগে "সৌরীন্দ্রমোহন স্মৃতিবাসর"

শ্রীযুক্ত দীপালী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

মহাশয়,

গত ১৫ই চৈত্র তারিখের "দীপালী"তে উপরোক্ত স্মৃতিবাসরে ৺সঙ্গীতাচার্য্য রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুকালে ভ্রমক্রমে বয়স লেখা হইয়াছে ৭০ বৎসর। বস্তুত তাঁহার মৃত্যুকালে বয়স হইয়াছিল ৭৪। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম ও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। জ্ঞাতার্থে নিবেদন। নমস্কার। ইতি—

নিবেদক—

শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

১০ পি, কে, ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলার একমাত্র
যক্ষা হাসপাতাল
যাদবপুর
যক্ষা চিকিৎসালয়
আপনার সাহায্য ছাড়া চলিতে পারে না। অদ্যই সামান্য কিছু সাহায্য করুন!

কার্য্যালয়:—
৬-এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, কলিকাতা

কলিকাতা কর্পোরেশন

গাড়ী ও ঘোড়ার ট্যাক্স

১৯৪০-৪১ সনের প্রথমার্দ্ধ

ঘোড়ার গাড়ী, জিন রিক্স, ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া, টাট্টু ঘোড়া ও অশ্বতরের মালিক এবং ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৬৭ (১) ও (২) ধারানুসারে তাঁহাদের হেফাজতে রক্ষিত বা ক্রীত গাড়ী ও পশুর সংখ্যা জানাইয়া একটি বিবরণ প্রেরণ করা প্রয়োজন। উহার উপর দেয় কর ও ঐ বিবরণ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখের পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল অফিসে পাঠাইতে হইবে। সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে লাইসেন্স অফিসারের নিকট আবেদন করিলে তৎ সম্পর্কিত মুদ্রিত ফরম পাওয়া যাইবে। আরও বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ঐরূপ বিবরণ প্রেরণ না করার জন্য আদালতে অভিযুক্ত করা যাইতে ও ২০৲ টাকা জরিমানা হইতে পারে। কাজের সুবিধার জন্য যাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্স দিতে ইচ্ছুক, ইন্সপেক্টর তাঁহাদের বাড়ীতে গেলে তাঁহারা দেয় ট্যাক্স তাঁহার নিকট দিতে পারেন। ঐ ভাবে টাকা লওয়ার ও সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। অব্যবহৃত গাড়ীর সম্পর্কে ট্যাক্স মকুবের দাবী ১৯৪০ সনের ৩০শে জুন তারিখের পরে প্রেরিত হইলে তাহা বিবেচনা করা হইবে না।

গো-যান ও হাতগাড়ী রেজিষ্ট্রী

১৯২৩ সনের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৮৩ ধারানুসারে প্রতি অর্দ্ধ বৎসরে গো-যান প্রভৃতি রেজিষ্টারী করার যে নিয়ম আছে, তদনুসারে বর্ত্তমান বর্ষার্দ্ধে রেজিষ্ট্রেশন কার্য্য ১৯৪০ সনের ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হাতগাড়ীসহ অন্য যে সকল গাড়ী মনুষ্য বহনের জন্য ব্যবহৃত হয় না, তাহার মালিকগণ অবিলম্বে উহা রেজেষ্ট্রী করিয়া লইবেন। প্রত্যেকখানি গাড়ী রেজেষ্ট্রীর জন্য ৪৲ টাকা ফি দিতে হইবে। প্রতি গাড়ীতে যে নম্বর প্লেট লাগান হইবে তাহার জন্য অতিরিক্ত এক টাকা দিতে হইবে।

গাড়ী চালকের টিকেট

উক্ত আইনের ১৮৭ ধারানুসারে ঐরূপ গাড়ীর চালকদিগকে কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রদত্ত চালকের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর সাধারণের গোচরীভূতভাবে গাড়ীতে লাগাইয়া রাখিতে হয়।

কুকুরের উপর ট্যাক্স

উক্ত আইনের ১৭৩ ধারানুসারে কলিকাতায় রক্ষিত প্রত্যেক কুকুরের উপর বার্ষিক পাঁচ টাকা হারে ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা আছে। মালিক অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে মে মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট রক্ষিত কিম্বা ক্রীত কুকুরের জন্য একটি তালিকা মিউনিসিপ্যালিটিতে পাঠাইতে হইবে এবং ঐরূপ প্রত্যেকটি কুকুরের জন্য দেয় ট্যাক্সও প্রদান করিতে হইবে। কর প্রদানের পরে বর্ত্তমান বৎসরের লাইসেন্স এবং একটি নম্বর টিকেট দেওয়া হইবে। কুকুরের গলায় কলারে উহা লাগাইয়া রাখিতে কিম্বা অন্য কোনভাবে উহা কুকুরের গলায় ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। কোন কুকুরের গলায় ঐভাবে নম্বর টিকেট লাগান বা ঝুলান না থাকিলে উহা ধরিয়া লওয়ার কিম্বা মারিয়া ফেলার আশঙ্কা আছে।

—ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

সেক্রেটারী

২৬।৩।৪০

পাঁচ কথা

বেহালা "বাণী-মন্দির"

গত ১৭ই চৈত্র বেহালা "বাণী-মন্দিরের" সভ্যগণ কর্তৃক পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের "সাবিত্রী" তৎসহ "হালখাতা" অভিনীত হইয়াছে। অভিনয়টী খুবই ভাল হয়। অশ্বপতির ভূমিকায় শ্রীশিশির কুমার চট্টোপাধ্যায়, সত্যবানের ভূমিকায় শ্রীদিবাকর ঘোষাল, নারদের ভূমিকায় শ্রীহরি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যমের ভূমিকায় শ্রীভূপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রীর ভূমিকায় শ্রীপশুপতি মোদক, মালবীর ভূমিকায় শ্রীকালীদাস চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্যামবাজার "ড্যাফোডিল্‌স্ অর্কেষ্ট্রা ক্লাবের" ঐক্যতান বাদন সকলের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছে।

দানাপুরে "বিরিঞ্চি বাবা"

গত ২৪শে মার্চ্চ দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দানাপুরে রায় সাহেব প্রবোধ চন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে স্থানীয় বালক ও যুবকবৃন্দ কর্তৃক পরশুরাম-বিরচিত "বিরিঞ্চি বাবা" অভিনীত হয়। তরুণ অভিনেতাগণ কৌতুক-নাটিকাটিকে সকলের মনোজ্ঞ করিয়া উপস্থাপিত করেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সত্যব্রতের ভূমিকায় বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বিরিঞ্চি-বাবার ভূমিকায় অমূল্য মিত্র ও ফেকু-পাড়ের ভূমিকায় রবীন বসু। নিরুপমার ভূমিকায় দিলীপ মিত্রের অভিনয় সকলকে বিশেষ আনন্দ দিয়াছিল। অভিনয়ের পূর্ব্বে দুইটি বালিকা চমৎকার নৃত্যনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল।

বার্ণস স্পোর্টস ক্লাব

গত শনিবার ৩০শে মার্চ্চ ই, আই, আর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটে (১ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া) উক্ত ক্লাবের সভ্যগণ কর্তৃক "আবু-হোসেন" ও "পোষ্যপুত্র" নাটকদ্বয় অভিনীত হয়।

বালীতে ব্যায়াম প্রদর্শনী

গত রবিবার দিন (২৪শে মার্চ্চ) বালীতে বালী রিভার্স টমসন্ স্কুলে বাংলার খেলোয়াড়দের একটী মিলন-প্রদর্শনী হয়। এই বিরাট উৎসবটী অনুষ্ঠিত হয় বালী এথেলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে এবং ডাক্তার বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও পরিচালনায়।

প্রথমে দমদমার রাসবিহারী আদর্শ ব্যায়াম মন্দিরের ছাত্রগণ মুষ্টিযুদ্ধ দেখান। পরে হাওড়ার শক্তি সঙ্ঘ ও অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতির সভ্যগণ কুস্তি দেখাইলে এলাহাবাদ হইতে আগত পালোয়ান খড়গ্ সিং কুস্তির অনেক কৌশল প্রদর্শন করিয়া সকলকে প্রীত করেন।

হুগলী, হাওড়া ও কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যায়াম সমিতির সভ্যগণ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ডিগ্‌বাজীর কৌশল, মেয়েদের আনন্দ-ব্যায়াম, হোরাইজণ্টাল্ বার, রোমান রিং, ফ্লাইং ট্রাপিজ্, সিঁড়ির উপর ব্যায়াম নৃত্য ও লাট্টুর খেলা দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করেন।

পাবনা জেলা হিন্দু মহাসভা অধিবেশন

গত ২২শে মার্চ্চ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শ্রীনিবাসদিয়া ময়দানে পাবনা জেলা হিন্দু মহাসভার অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় শ্রীনিবাসদিয়া পৌঁছিলে শ্রীনিবাসদিয়ার জমিদার স্বর্গীয় হরনাথ দাসের কন্যাদ্বয় কুমারী রেণুকা দাস এবং কুমারী সবিতা দাস ধূপদীপ সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। সভাপতি মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলে বীরেন মৌলিক কর্তৃক "হও ধরমেতে বীর" গানটী গীত হয়। বৈকাল ৪টার সময় সম্মিলনীর কাজ পুনরায় আরম্ভ হইলে কুমারী অরুণা দাসের নেতৃত্বে কুমারী রেণুকা দাস, কুমারী সবিতা, কুমারী মীনা, কুমারী মাধু, কুমারী মায়া মৌলিক এবং কুমারী লিলি মৌলিক "বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটী গান করে।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন "আমরা কোন সম্প্রদায়ের উপর বিরুদ্ধাচরণ কোরবো না।" তিনি আরও বলেন "হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ হও, হয়ে যেখান থেকে হিন্দুর উপর এই অত্যাচার আসছে, সেই স্থান প্রতিরোধ কর।" মুসলমান সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন "তারা যদি ভারত সন্তান বলে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় তারা যদি ভারতকে স্বাধীন কর্ত্তে চেষ্টা করে, তবে তাদের আমাদের পাশেই স্থান দিব।" উপসংহারে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি বলেন—"বাঙ্গলার হিন্দু এবং ভারতের হিন্দুই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনবে।" তারপর কিছুক্ষণের জন্য শ্রীযুক্ত মুখার্জ্জি অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের সহিত আলাপ করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত মুখার্জ্জি স্বামী সত্যানন্দের উপর সভার কার্য্য অর্পন করিয়া চলিয়া যান। সভ্যার্থনা সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার দাস, শ্রীযুক্ত প্রবন্ধকুমার দাস (জি, ও, সি) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীপূর্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরেবতীকান্ত দাস, শ্রীনৃপেন দাস, শ্রীরেবতী চক্রবর্ত্তী ও শ্রীশান্তি সেনের সমবেত এবং আন্তরিক চেষ্টায় অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩/১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

স্থাপিত • ১৯২১

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ১১ই এপ্রিল ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ২৯শে চৈত্র ১৩৪৬ [১৫শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"বম্বিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লাট ষ্ট্রীট

কলিকাতা কর্পোরেশন

সে দিন কর্পোরেশনের এক সভায় বর্ত্তমান চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ জে, সি, মুখোপাধ্যায়ের কার্য্যকাল পরিবর্দ্ধন প্রস্তাব যে গৃহীত হইয়াছে, সেটি এখন বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন। অর্থাৎ বাংলা সরকার এ প্রস্তাব গ্রহণও করিতে পারেন, বাতিলও করিতে পারেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ২১ বৎসর যাবৎ বিশেষ প্রশংসার সহিত কর্পোরেশনের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন এবং এই যুগসন্ধিক্ষণে ইঁহার মত একজন অজাতশত্রু বিচক্ষণ অফিসারেরই দরকার। কলিকাতা কর্পোরেশনের স্থায়ী কল্যাণের জন্যই বিদায়ী সভ্যগণ এই প্রস্তাবটি পাশ করাইয়া রাখিয়া, সত্যই করদাতাদের মঙ্গল করিয়া গিয়াছেন। গুজব, সরকার মিঃ মুখার্জ্জীর কার্য্যকাল আর বাড়িতে দিবেন না এবং ইঁহার স্থলে বাহির হইতে একজন সরকারের মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবেন। কথাটি আমরা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই, কিন্তু যে-ভাবে আমাদের স্বায়ত্তশাসন চলিতেছে তাহাতে ইহাকে একেবারে অসম্ভব বলিয়াও মনে হয় না। যাহাই হউক, এ বিষয়ে সরকারের বিচারই যখন চূড়ান্ত, তখন সুতরাং ঢালের অপর পৃষ্ঠই আলোচনা করা যাউক।

জে. সি'র-বর্ত্তমান বয়স ৫৯ এবং তাঁহার কার্য্যকাল আপাততঃ ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আছে। সুতরাং, এ গদীতে যে ভাগ্যবান্ আরোহণ করিবেন, তিনি করিবেন আগামী বৎসর এপ্রিল মাসে।

বাহিরের লোক যত অভিজ্ঞই হউন, কর্পোরেশনের কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তাহেতু কর্পোরেশনের সর্ব্বোচ্চ পদে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতাই তেমন কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। ফলে, কর্পোরেশনের কাজে হয় তাঁহাকে হইতে হইবে পরমুখাপেক্ষী একজন কাষ্ঠ-পুত্তলিকা, নয়ত তিনি করিবেন পদে পদে ভুল, যাহার দ্বারা করদাতাদের অর্থের হইবে

অপব্যয়। কাজেই এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে কর্পোরেশনেরই কোনও নিম্নস্থ যোগ্য কর্ম্মচারীকে উক্ত পদে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে উন্নীত ব্যক্তির অভিজ্ঞতার সহিত উৎসাহে তাঁহার কর্ম্মশক্তি বাড়ে এবং কার্য্যও হয় সুষ্ঠু। উন্নয়নের দৃষ্টান্তে অধীনস্থের জাগে কর্ম্মপ্রেরণা; আর এই স্রোতের টানে কর্পোরেশনের বহু পঙ্কিলতারও অবসান ঘটিতে পারে। যে-জলে স্রোত নাই, তাহাতেই জমে যত আবর্জ্জনা।

মিঃ মুখার্জ্জী এখনও কর্ম্মক্ষম ও শক্তিশালী, সুতরাং তাঁহার কার্য্যকাল বাড়াইতে অনুমতি দিয়া সরকার সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিবেন, ইহা কলিকাতার করদাতাগণ একবাক্যে বলিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঢালের অপর পৃষ্ঠই আমরা লক্ষ্য করিতেছি। বহিরাগীত কোনও লোককে কর্পোরেশনের এই সর্ব্বোচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে বসাইবার পক্ষপাতী আমরা একেবারেই নই।

চীফের দুইজন ডেপুটি। প্রথম ডেপুটির বেতন ১২৫০—১৭৫০ এবং দ্বিতীয়ের ৮০০—১২৫০। চীফের বেতন মাসিক ২৫০০—২৭০০। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম ও মিঃ ইয়াকুব দ্বিতীয় ডেপুটি চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসার। শৈলপতিবাবুর বয়স এখন প্রায় ৫০ এবং কার্য্যও করিতেছেন প্রায় ১২।১৩ বৎসর। ইনি ২।১ বার চীফের স্থানে অস্থায়ীভাবে কার্য্যও করিয়াছেন। এবং সে অস্থায়ী কার্য্যও দক্ষতার সহিতই করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কেননা তাঁহার বিপক্ষ সমালোচনা আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই।

ইয়াকুব সাহেবের বয়সও একই, প্রায় ৫০।৫১ বৎসর এবং তিনিও ডেপুটির কার্য্য বিশেষ প্রশংসার সহিতই করিতেছেন আজ প্রায় ৩।৪ বৎসর।

ইঁহাদের পরেই কর্পোরেশনের সেক্রেটারী। সেক্রেটারীর কার্য্য যে কি জটিল দায়িত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক তাহা বোধ হয় কাহারও অজ্ঞাত নয়। অজ্ঞাত অবশ্য নয় কিন্তু অবজ্ঞাত। শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান সেক্রেটারী। ইঁহারও বয়স ৪৭।৪৮ বৎসর এবং কর্পোরেশনের চাকুরীও করিতেছেন প্রায় ১৫।১৬ বৎসর। সেক্রেটারীর বেতনও দ্বিতীয় ডেপুটির মত ৮০০—১২৫০।

এখন মিঃ জে, সি, মুখোপাধ্যায়কে যদি ১৯৪১ সালে অবকাশ লইতেই হয়, যদিও হওয়া বা না-হওয়া সম্পূর্ণরূপে সরকারেরই ইচ্ছাধীন, তাহা হইলে আমাদের মনে হয়, জে, সি-র স্থলে শৈলপতিবাবুর চীফের স্থানে এবং ভাস্করবাবুর প্রথম ডেপুটির স্থানে প্রোমোশন পাওয়া উচিত। আমাদের বিশ্বাস সরকারী বিচারও এইরূপই হইবে; কেননা, গভর্ণমেণ্টের ন্যায় ও নিরপেক্ষতা আমাদের ন্যায় ও নিরপেক্ষতা জ্ঞানের অতীত স্বতন্ত্র একটা কিছু কখনও হইতে পারে না। ন্যায়ের তুলাদণ্ড যিনিই ধরুন, ফল হয় একই—অন্য কিছুই হইলে, বুঝিতে হইবে সে আর ন্যায় নয় এবং তাহার ফলও হয় বিফল।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	১৬	কোটি	৩৪	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল···	২	"	৯৬	"	"
মোট সংস্থান···	৩	"	৩৬	"	"
দাবী শোধ···	১	"	৮৫	"	"
প্রিমিয়াম আয়···	···	···	৭৪	"	"

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাং, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও দ্রুত বেদনা-নাশক

উচ্চশিক্ষা কি মেয়েদের বিবাহের অন্তরায় ?

—শ্রীমতী বিভাবতী মিত্র

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে জনমত এখনও প্রবল। যে-কয়টি বিরোধী-মত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ইহাই প্রবলতর হইয়া পড়িয়াছে যে, উচ্চ-শিক্ষিতা মেয়েদের জন্য উপযুক্ত ঘর ও বর পাওয়া দুষ্কর। এমন অনেক অভিভাবকের কথা আমি জানি, যাঁহারা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিয়া, কেবল মাত্র উপরি উক্ত কারণে, এখন গভীর অনুতাপ করিতেছেন। এই শিক্ষার যুগে পুত্র কন্যাকে শিক্ষা দিয়া অনুতপ্ত হইতে হইবে, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে ? দুর্ভাগা বাংলা দেশেই ইহা বোধ হয় সম্ভব !

এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথম আমাদের বিশেষ ভাবে জানা দরকার—'কি উদ্দেশ্য লইয়া এবং কি কি কারণে অভিভাবকগণ মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষা দিয়া থাকেন কিম্বা মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা পাইয়া থাকেন।' আমার মনে হয়, নিম্নলিখিত একটি কিম্বা ততোধিক উদ্দেশ্য বা কারণে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়—

(ক) বর্তমান শিক্ষার যুগে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য ;

(খ) শিক্ষার দ্বারা মেয়ে স্বাবলম্বিনী হইতে পারেন ;

(গ) বর্তমানে যুবকেরা শিক্ষিতা মেয়ে বিবাহ করিতে অধিক আগ্রহান্বিত ;

(ঘ) অনেক অভিভাবকের প্রথমে ইচ্ছা থাকে যে, মেয়েকে বড় জোর ম্যাট্রিক কিম্বা আই-এ কি আই-এস্-সি পাশ করাইয়া তাহার বিবাহ দিবেন ; কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা হয়ত ঘটিয়া উঠিল না ; তখন তাহাকে বাড়ীতে বসাইয়া না রাখিয়া আই-এ, বি-এ পড়ান ; ফলে মেয়েরও তখন উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার আগ্রহ আরও বাড়িয়া যায় ; তখন মেয়ে বি-এ পরীক্ষার পর এম্-এ পড়িতে চায় ;

(ঙ) আর্থিক অবস্থার অস্বচ্ছলতার জন্য ছেলের বাপের দাবী অনুযায়ী যৌতুকাদি দিবার সামর্থ্য না থাকায় অনেক অভিভাবক মেয়েকে ঘরে বসাইয়া না রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ; (এই কারণেও অনেক মধ্যবিত্ত ও গরীব গৃহস্থের মেয়েরা একটির পর একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে বি-এ, এম্-এ উপাধিধারিণী হইয়া পড়ে)।

(চ) কোনো কোনো অভিভাবকের এইরূপ আকাঙ্খা থাকে যে, তাঁহাদের মেয়েরা উচ্চ শিক্ষিতা হইলে নিজেদের অপেক্ষা অবস্থাপন্ন ঘরে তাহাদের বিবাহ দেওয়া সম্ভব হইতে পারে ;

(ছ) কেহ কেহ মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইয়া "আধুনিকা" (Modern girl) করিতে ইচ্ছা করেন ; তাঁহাদের ধারণা, মেয়েকে "আধুনিকা" করিতে পারিলে অনেক বিলাতী-ভাবাপন্ন যুবক তাহাদের বিবাহ করিতে উৎসুক হইবেন ;

উপরি উক্ত উদ্দেশ্য ও কারণগুলির মধ্যে (ক) ও (খ) ব্যতীত প্রত্যেকটি যে মেয়েদের বিবাহ-সমস্যা-প্রসূত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহা অনায়াসেই বলিতে পারা যায় যে, অভিভাবকের উদ্দেশ্য সফল হইলে, মেয়েকে উচ্চ-শিক্ষা দিয়া তাঁহার অনুশোচনার কারণ থাকে না ; যাহারা বিফল মনোরথ হ'ন তাঁহারাই ভবিষ্যতে অনুতাপ করিয়া থাকেন।

এখন দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় এই যে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়েরা উচ্চশিক্ষিতা হইলেই কি তাহাদের রুচি, অভ্যাস এবং স্বভাবের এমন পরিবর্তন হইয়া যায় যে, তাহাদের যদি মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে বিবাহ হয় তাহা হইলে তাহারা সেই গৃহের আবহাওয়ায় নিজেদের মানাইয়া চলিতে পারে না এবং গৃহস্থালী কার্য্য করিতে অক্ষম হয় ? এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মেয়েরা যখন কলেজে পড়ে তখন কি তাহারা নিজ নিজ গৃহে গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ নিজের হাতে করে না বা ঐ সকল কাজে সাহায্যও করে না ? পাঠ্যাবস্থায় তাহারা যদি গৃহস্থালীর কাজ না করে বা না শেখে কিম্বা ঐ সকল কাজকে অপমানজনক মনে করে, তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাহাদের এই অবস্থার জন্য উচ্চশিক্ষা নহে অভিভাবকগণের পরিচালনা ও আদর্শই দায়ী বেশী ; এবং উহার সহিত কলেজের আবহাওয়া, শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাদাতাদের প্রভাবও যে আদৌ থাকে না তাহা বলা কঠিন। এমন কোনো পাঠ্যপুস্তক নিশ্চয় থাকে না, যাহাতে মেয়েরা এই শিক্ষা পাইয়া থাকে যে, নিজ নিজ গৃহের গৃহস্থালীর কার্য্য করা যারপরনাই নিন্দনীয় ? পাঠ্যপুস্তকে কি এই শিক্ষাই দেওয়া হয় না যে, 'আলস্য ব্যতীত সকল কাজই সম্মানের।' (All work is dignified except laziness which is a disgrace.) অপর পক্ষে আমরা জানি যে, শিক্ষার দ্বারাই সকল কাজ সুচারুরূপে ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আজকাল মধ্যবিত্ত গৃহস্থের যে সকল মহিলা সন্তানের জননী হইয়াও কলেজে না পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন, তাঁহারা পূর্বে যে সকল গৃহকর্ম করিতেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কি সেই সকল কাজ আর করেন না ? আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে সুপরিচিতা এমন অনেক মহিলা আছেন, যাঁহারা 'অবস্থাপন্ন হইয়াও গৃহস্থালীর সমুদয় কার্য্য,' এমন কি, রন্ধনকার্য্যও উড়িয়া পাচক বা মুসলমান বাবুর্চ্চির উপর ছাড়িয়া না দিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী ও সন্তানগণকে খাওয়াইয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করেন।

আর একটা কথা এই যে, 'মানিয়ে নেবার

ক্ষমতা' (adaptibility) পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের অনেক বেশী অর্থাৎ, তাহারা যে-কোনো অবস্থা বা আবহাওয়ায় নিজেদের বেশ খাপ খাওয়াইতে পারে। আমি এক 'আই-এম্-এস্'-এর একটি শিক্ষিতা কন্যার কথা জানি, তাঁহার স্বামী ছিলেন অতি অল্প আয়ের সরকারী কর্ম্মচারী এবং তাঁহাদের সন্তানও ছিল অনেকগুলি। 'আই-এম্-এস্'-এর কন্যা হইয়া বাল্যকালে তিনি যে-আবেষ্টনীতে মানুষ হইয়াছিলেন, বিবাহের পর যে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়াছিলেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার স্বামীর সংস্থান মতো গৃহে বাস করিয়া গৃহের যাবতীয় কর্ম্ম (এমন কি রান্না করা, বড়ি দেওয়া, আচার প্রস্তুত করা প্রভৃতি) করিয়া স্বামী-পুত্রের সহিত পরম সুখে দিনপাত করিতেন। বাস্তবিক, এমন সুখী পরিবার অতি অল্পই দেখিয়াছি। একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"আপনি আই-এম্-এস্-এর কন্যা হইয়া আমাদের মতো সাধারণ গৃহস্থের গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি কাজ কি করিয়া শিখিলেন?"

ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখন ত' আমি অমুক আই-এম্-এস্'এর কন্যা বলিয়া পরিচিতা নই, এখন আমার স্বামীর পরিচয়েই আমার পরিচয়।" ইহা কল্পকথা নহে—সত্য কথা, এই পরিবার এখন কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন।

মেয়েরা উচ্চশিক্ষিতা হইলেও যে তাঁহাদের অপেক্ষা কম শিক্ষিত পুরুষকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারেন তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। আমাদের জানাশোনা একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহার বি-এ পাশ করা মেয়ের সহিত তদপেক্ষা উচ্চশিক্ষিত যুবকের বিবাহ দিবার সঙ্কল্পে মনোমত পাত্রের সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; ইহা দেখিয়া মেয়েটি তাহার মাকে বলিয়াছিল—"আমি বি-এ পাশ বলিয়া যে আমার অপেক্ষা উচ্চশিক্ষিত যুবকের সহিতই আমার বিবাহ দিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। পূর্ব্বে ত' উচ্চশিক্ষিত ছেলেদের সহিত নিরক্ষর মেয়েদের বিবাহ হইত এবং তাহার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো মনোমালিন্যও থাকিত না; সুতরাং স্ত্রী স্বামী অপেক্ষা উচ্চশিক্ষিতা হইলেই বা মনোমালিন্যের আশঙ্কা থাকিবে কেন? আমি আমার চেয়ে কম শিক্ষিত ছেলেকেও বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।" পরে এই মেয়েটির সহিত একটি উপার্জ্জনশীল আই-এ পাশ করা ছেলের বিবাহ হয় এবং এখন তাহারা পরম আনন্দে কালাতিপাত করিতেছে।

এই সকল দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও কি আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, উচ্চশিক্ষার ফলে মেয়েরা এমন 'বিগ্ড়াইয়া' যায় যে তখন তাহাদের বিবাহের সময় ঘর ও বর খোঁজা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য এমন শিক্ষিতা মেয়ের উদাহরণও আছে যাহারা সত্য সত্যই 'বিগ্ড়াইয়া' গিয়াছে; কিন্তু আমরা ভালোটা না দেখিয়া মন্দটাই দেখিব কেন?

এই ত' গেল একদিকের কথা। অপর পক্ষে, এমন অনেক পরিবার আছেন যাঁহারা উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের বধূরূপে গ্রহণ করিতে নারাজ। তাঁহাদের আশঙ্কা, বেশী লেখাপড়া শেখার ফলে মেয়েরা "অদ্ভুত প্রাণীতে" পরিণত হয়। ইহার মূলে রহিয়াছে অন্ধ গোঁড়ামী, অমূলক ভীতি এবং শিক্ষিতা মেয়েদের আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব। এই সকল দূর করিতে না পারিলে, মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান অভিযোগ দূরীভূত হইবে না; এবং আমার মনে হয় শিক্ষিতা মেয়েরাই তাহাদের দৃষ্টান্তের দ্বারা এই সকল ভিত্তিহীন অভিযোগ দূর করিতে পারে।

আমার শেষকথা এই যে, ফলফুল সুশোভিত উদ্যানে হিংস্র জন্তু যদি প্রবেশ করে তাহা হইলে, উদ্যানটি নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত, না ভবিষ্যতে হিংস্র জন্তু যাহাতে উদ্যানে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত? সেইরূপ, শিক্ষাদান সম্পর্কে যে দূষিত আবহাওয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে কিম্বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে গলদ আছে তাহা দূর করা উচিত, না মেয়েদের অশিক্ষিতা করা উচিত?

সন্ত তুলসীদাস
প্রভাত সিনেমায় ২৬ সপ্তাহ
চলিয়াছে
২৬ সপ্তাহে ইহা
প্রভাতে ও শ্রী সিনেমায়

সন্ত
তুলসীদাস
কলিকাতায় ২৮শ সপ্তা
চলিতেছে
শ্রী সিনেমায়

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ—
বিষ্ণুপন্ত পাগনিস্, লীলা চিৎনিশ
বাসন্তী, রাম মারাঠী কেশব রাও
দাতে প্রভৃতি।
তৎসহ
দুই রীলের বাংলা কমিক
কৃপণে কৃপণে
আর একখানি বিরাট চিত্র
অচ্ছুৎ
শীঘ্রই আপনাদের
চিত্ত বিনোদন করিবে

মানসাটা
ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৮৮ একরা ষ্ট্রীট কলিকাতা

THE BOYS' O... Estd. 1903 No. ...Y. M. I.

শ্রীমতী লীলা দেশাই

পরিচালক দেবকী বসুর পরবর্তী ছবি "নর্ত্তকী"তে নায়িকার ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করিবেন।

চিত্র বর্তিকা

বিমলা কুমারী

বোম্বায়ের জনপ্রিয়া চিত্রনটী। শীঘ্রই ইহাকে ভাবনানী প্রোডাকশনের "Naked Truth" ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাইবে। ইবসেনের উক্ত নামীয় সুপ্রসিদ্ধ নাটক হইতে ইহার চিত্রনাট্য রচিত হইয়াছে।

মে ওয়েষ্ট

ইহার নাম জগদ্বিখ্যাত। বহুদিন পরে ইউনিভার্সালের "My Little Chikadee" চিত্রে আবার ইহাকে দেখা যাইবে। ছবিখানি শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে।

ক্যারল লম্বার্ড

হলিউডের জনপ্রিয় চিত্রনটী

গল্প

বিলম্বিত?

—শ্রীপ্রতুল চন্দ্র ঘোষ

সারা বাড়ীটা আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ওখানে মিলিয়া আছে হাসির রেশ, সংবাদ আদান-প্রদানের বিনম্র কথোপকথন, ভোজ্য বস্তুর উগ্র রসাল গন্ধ। আপ্যায়নে, অভিবাদনে সকলের চিত্ত উৎফুল্ল। হাসিতে হাসিতে বহু কঠিন কাজ অনেকে করিয়া ফেলিতেছে। গৃহিণীরাও অর্দ্ধ-ভুক্তাবস্থায় সারাদিনের পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়েন নাই। তাহাদের খাওয়ার সময় কোথায়? খাওয়াই বা কে? বরঞ্চ, তাহারাই তো খাইবার তদারকে নিজেদের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ সাত-আট বছর প্রবাসে কাটাইয়া যে-ছেলেটি এই আনন্দোৎসবে গৃহে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার ভোজনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে গৃহিণীরা নিজেরাই উদ্বাস্ত।—"আহা-হা, সুপ্রকাশ কতোদিন দেশে আসে নাই, ও মেজ বৌ"—বৃদ্ধা কর্ত্রী ঠাকুরাণী ভাঙাগলায় বলিলেন,—"দু'খানা পিঠা কোন ফাঁকে তৈরী করা যায় না?"

ফাঁক যে কোনদিক দিয়াই নাই তাহা কর্ত্রীও জানেন। এই বিয়ে বাড়ীর শ্রান্তিহীন অনবসরে কে ওই সব হাঙ্গামা পোহায়?

—"কোথায় চালের গুঁড়া রে···কোথায় শিল-নোড়া রে···না, মা, ওই উদ্যুগ্ কর্ম্মে আর রক্ষে থাক্‌বে না?" মেজবৌ নিতান্ত অনিচ্ছায় শাশুড়ী ঠাকুরুণকে ঠেকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু সুপ্রকাশকে লইয়াই সমস্ত আনন্দ কেন্দ্রীভূত নয়। যাহার উপলক্ষ্যে উৎসবের এই আতিশয্য, সে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে পড়িয়া রহিলেও, আরো অনেক অতিথি পরিজন একসঙ্গে ঘনীভূত হইয়াছে। সবাই ব্যস্ত; সবাই-ই প্রফুল্ল। বিবাহ-সংক্রান্ত কাজও কম নয়। বরের বাড়ী হইলেও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্মাদি আছে; বর উঠিয়া যাইবার দিন স্ত্রী-আচার ও জ্ঞাতি-ভোজন আছে......ফুলশয্যার রাত্রে কন্যাযাত্রী এবং বন্ধু-বান্ধব অনেক লোকদের ভূরি ভোজন, হৈ-চৈ ইত্যাদির হাঙ্গামাও বাদ পড়িবে না। সব চাইতে অসুবিধা বাড়ীটা অত্যন্ত বেমানান ভাবে সঙ্কীর্ণ। চলা-ফেরা করিতে গায়ে গা' ঠেকে। কিন্তু ইহার মধ্যেই সমস্ত গোছাইয়া লইতে হইবে।

'ওরে নীলকণ্ঠ, জলের ড্রাম দুটো আগেই ভর্ত্তি করে রাখিস্'—গৃহকর্ত্তা ভৃত্যকে হুকুম দিয়া সরিয়া পড়িলেন।

মফঃস্বল সহরে জলের ভয়ানক অভাব, রান্নার জল, খাবার জল, এমন কী হাত ধুইবার জল পর্য্যন্ত সমস্তই রাস্তার কল হইতে সময় থাকিতে ধরিয়া রাখিতে হয়। তাছাড়া, মেয়েদের স্নান করিবার জল যে কতো বাল্‌তী লাগিবে, কে তাহা পূর্ব্বে ঠিক করিবে? শেষের দিকে যাহারা গা' ধুইতে আসেন, তাহারা তো শুধু নমোনমঃ করিয়া শুদ্ধ হইয়া যান্। আর ছেলেরাও হইয়াছে এমনি, দু'দিন রাজধানী ঘুরিয়া আসিয়াছে তো অমনি পুকুরে স্নান করা বন্ধ হইয়া গেল। বাথরুম্ না হইলে নাকি স্নানই হয় না! শোন কথা! দুই-দুইটা চাকর শুধু জল টানিতে টানিতেই হিম্‌-সিম্ খাইয়া গেল।

বরের ঠাকুরমা ভাঁড়ার ঘরের জিনিষগুলি গোছাইতে গোছাইতে বলিল,—"ও বৌ, গায়ে হলুদের তত্ত্ব সব জোগাড় হয়েছে······ গীতা'টা কই···? না বাপু, কোন জিনিষ যদি হাতের কাছে পাওয়া যায়···?"

—"হাতের কাছেই যদি সব জিনিষ পাবেন, তবে আর বিয়ে বাড়ী হ'লো কী?" —মঞ্জরী শিশুদের প্রথম বৈঠকে খাবার দিতে দিতে বলিল।

পরিবেশন করিতে মঞ্জরী নাকি ওস্তাদ! পাতলা, ছিপছিপে দীর্ঘায়ত দেহখানি লইয়া মঞ্জরী শিক্ষায় একেবারে ডুবিয়া যায় নাই। সুপ্রকাশ বলে, "বাংলা দেশে একটি মাত্র মেয়ে শুধু কাল্‌গার্ড্ আছে, সে ওই মঞ্জরী। কিন্তু, সুপ্রকাশের ওই ধরণের বিশেষণ আরো অনেকের উপর সময় বিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

—"ঠাকুরমা, গীতা'টা তো আপনার চোখের সামনেই রয়েছে···কিছুই আপনি দেখ্‌তে পান্ না কেন?"

যে-পার্শ্বে ভাঁড়ার ঘর, তাহারই কোল ঘেঁষিয়া যে-বারান্দাটুকু অতিকষ্টে বাঁচিয়া আছে, সেইটাই সর্ব্বসাধারণের ডাইনিং হ'ল। রন্ধনশালাটি বাহিরের উঠান পার হইয়া দক্ষিণ কোণে একঘরে হইয়া আছে। টানা-পোড়েন করিতে করিতে মঞ্জরী রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। একঝাড় চুল ঘাড় ভাঙিয়া, পিঠ ছাপাইয়া বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে। মাথাটা একটু পিছনের দিকে হেলিয়া চলিলেই চুলের রাশি দিয়া ঘর ঝাঁট দেওয়া যায়। সুপ্রকাশ বলে,— "। কিন্তু সুপ্রকাশের কথা এখন থাকুক্!

—"বাবা! বাচ্চাদের খাওয়ানো যে কী ঝক্‌মারী! খাও, লক্ষীছেলে তুমি বাদল··· ছিঃ, ভাতগুলো অমন করে ছড়ায় না, ভাতে শাপ দেয়···ও বুড়ি, তুই আবার নীলুর মাছখানা তুলে নিলি কেন?···না ঠাকুরমা,

আমি পারব না এদের সামলাতে।"—বকিতে বকিতে মঞ্জরী কাজ করিতে ভালবাসে।

—'ওরে বাপ্! কতো বড়ো মাছ!'—ছেলেরা হুড়মুড় করিয়া খাওয়া ছাড়িয়া মাছ দেখিতে ছুটিল।

গোটা কয়েক বড়ো বড়ো কাৎলা মাছ উঠানের উপর ধপাস করিয়া ফেলা হইল। কুলি দুইটার কপাল দিয়া দরদর করিয়া ঘাম বাহির হইতেছে। ছোটকর্ত্তা মাছ কুটিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন। এক বাল্তি ছাই, বঁটি, বড়ো বড়ো দা, প্রভৃতি লইয়া মেয়েরা ও বৌ'রা অগ্রসর হইয়া আসিল। মাছ কুটিতে কুটিতে কত কথা…কে ক'বে ইহার চাইতেও বড়ো মাছ দেখিয়াছে,…কাহার বিয়েতে মাছ কুটিতে গিয়া সে কী কাণ্ড!—ইত্যাদি নানা রসাল গল্পে চৌবাচ্ছার ধারটা দেখিতে দেখিতে সরগরম হইয়া উঠিল।

রাত্রি ন'টায় বিবাহের লগ্ন; এখন পর্য্যন্ত কিন্তু কিছুরই জোগাড় নাই। গিন্নী ঠাকুরুণ শুধু ঘর আর বাহির করিতে লাগিলেন।

—'চূড়া বুদ্ধির কাপড় এনেছে…বরকর্ত্তা তো এখন পর্য্যন্ত উপবাসী…তাড়াতাড়ি ও'দিকের কাজটা সেরে নিলেই সে কিছু মুখে দিতে পারত…।'

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে? কোন কাজের শ্রী-শৃঙ্খলা নাই…অথচ কোনটাই আটকাইয়া রহিতেছে না। স্ত্রী-আচার একটু পরেই আরম্ভ হইবে; তবে তাহার আগে নিমন্ত্রণের হাঙ্গামা মিটাইয়া ফেলা দরকার। সুপ্রকাশের কোন কাজ নাই; সে শুধু এখানে-ওখানে ঘুরিয়া তদ্বির-তদারকের নামে অযথা কাজের লোকদের সময় নষ্ট করিতেছে।

—'বুঝলে মঞ্জরী,' সুপ্রকাশ মঞ্জরীর দিকে ফিরিয়া বলিল,—'কাজের আসল জিনিষটাই হ'লো গিয়ে ডাইরেক্‌সন্…পরিশ্রম অনেকেই করে, করতে জানেও; কিন্তু, 'সিস্‌টেমেটিক্যালী' অগ্রসর হ'লে যে কতখানি সুবিধা হয়…'

—'হ্যাঁ, বোঝা গেছে আপনার ডাইরেক্‌সন্'…মঞ্জরী হাসিয়া বলে,—'সামান্য কয়খানা পাতা কেটে রাখবার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত করতে পার্লেন্ না…'

ততক্ষণে সুপ্রকাশ সরিয়া পড়িয়াছে।

—'অ ঠাকুরমা, বিয়ে বলে কী সামান্য এক পেয়ালা চা-ও খেতে পার্ব্ব না?…'

আঃ, এইবার আমরা বরকে দেখিতে পাইলাম। পেশীবহুল সুদীর্ঘ গৌরকান্তি যুবক। মুখে-চোখে একটা অকৃত্রিম সারল্যে সবাইর নিকট প্রিয়ভাজন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই উপযাচক হইয়া দুই-একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করে…এমনি সুশ্রী ও সু-আলাপী সে। বরের নাম হিরণ।

—'চা খাবি কিরে? আজ সারাদিন কিছু খেতে নেই', ঠাকুরমা সস্নেহে

বলিলেন,—'দেখিস্, আবার যেন কোন হোটেলে গিয়ে না ঢুকিস্'।

—'খেলোই বা এক পেয়ালা চা, ঠাকুমা,'—আর একটি অনূঢ়া মেয়ে বলিল, —'এক পেয়ালা গরম জল বৈত অন্য কিছুই নয়···এখন আর সেদিন নেই; বারণ কল্লে হোটেলে গিয়ে ত' ঢুকবেই।'

কিন্তু হিরণ আর হোটেলের দিকে পা'ও বাড়াইবে না। ওই বারণই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। আচার অমান্য করিবে কেন? একদিন না খাইলে শরীরটা বরং সুস্থই থাকিবে।

সকাল গড়াইয়া দুপুরের দিকে চলিল। একে একে নিমন্ত্রিতেরা উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বর উঠিয়া যাইবার দিন সাধারণতঃ মহিলারাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ থাকেন। মাধ্যাহ্নিক গুরু-ভোজনের পর স্ত্রী-আচার ···তাহার পরই বর গিয়া পুষ্পিত মোটর গাড়ীখানায় উঠিবে। বরযাত্রী, নাপিত, পুরুত, চাকর প্রভৃতিরাও প্রসেসনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইবে। মফঃস্বল সহরের প্রসেসন্; তিনটি রাস্তার পুলিশ লাইসেন্স লওয়া হইয়াছে···অর্থাৎ, উক্ত তিনটি রাস্তাই ঘুরিয়া বরকে সর্ব্বজনসাধারণকে দর্শন দিয়া যাইতে হইবে। না হইলে, কনের বাড়ী এখান হইতে ঢিল ছাড়িলে নাগাল পাওয়া যায়; অত্যন্ত আস্তে আস্তে হাঁটিলেও পাঁচ মিনিটের বেশী লাগে না। কিন্তু, বরযাত্রীরা পদব্রজে বিবাহ-আসরে যাইবে? বলুন্ একবার তাহাদের কাছে এই কথা! হুম্কীর চোটে আপনার মাথার চাঁদি না ফাটে ত' কী?

—'বাইরের ঘরে একটা ব্যাচ্ বসাইয়া দাও না! বেলা যে বারোটা বাজে! আসন বিছাইতে বিছাইতে গৃহকর্ত্তা অন্দরের দিকে হাঁকিয়া বলিলেন।

—'এই যে দিই, আপনি সরুন্; আমরাই সব ঠিক করে নিচ্ছি' তিন-চারিটি মেয়ে কোমরে আঁচল জড়াইয়া, চুড়ি ও চুল টাইট্ করিয়া পরিবেশন করিতে আসিল।

আসন বিছানো হইল। ধোয়া পাতা, নুন, জল ঠিক করিয়া রাখা হইল। বেগুন ভাজা, ছ্যাঁচড়াও তো আগে থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে। হ্যাঁ, এইবার আসুন আপনারা সবাই!

হুড়মুড় করিয়া নিমেষেই ঘরখানি ভরিয়া গেল। অবগুণ্ঠনমুখীরা স্থান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—'এইখানে আর একখানা পাতা দাও দেখি; আমার ছোট মেয়েটাও এই সঙ্গে বসে যাক্।'—একজন বর্ষিয়সী মহিলা এক পার্শ্বে একটু জায়গা করিয়া লইতে ব্যস্ত হইলেন।

—'সরুন্, সরুন্, দরজার মুখ থেকে অন্য ধারে সরে দাঁড়ান।' একটা বড়ো ভারী গামলায় ভাত লইয়া বনছায়া পরিবেশন করিতে লাগিল। বনছায়া সুডৌল, সুপরিপুষ্ট শ্যামলা মেয়ে। দেহ-বিন্যাসে তাহার উপর বিধাতার পক্ষপাতজনিত করুণা প্রথম দর্শনেই ধরা পড়ে। মুখে চোখে গ্রাম্য জড়তা; কিন্তু কী পরিচ্ছন্ন সারল্য! সুপ্রকাশ বলে, 'সমস্ত বাংলা দেশ ঘুরে এতদিনে একটি "শ্রীমতী" দেখ্তে পেলাম।'

সুপ্রকাশের দৃষ্টি লইয়া আমরা তুলনা করিতে পারি,—"মঞ্জরী যদি হয় ঝর্ণার উচ্ছল জলতরঙ্গ, বনছায়া তাহা হইলে কালো দীঘির শীতল জলবুদ্বুদ। হাসিতে হাসিতে মঞ্জরী হয়ত ভাঙিয়া পড়িবে, বনছায়া কিন্তু একটি শব্দও বাহির করিবে না। মরিয়া গেলেও সে হি-হি করিয়া সবাইর সামনে হাসিতে পারিবে না। এমনি স্থির অচঞ্চল সে।

কিন্তু যাহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না, সে ওই মধুমালতী। ডালের বাটি লইয়া সে-ও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মধুমালতীর সম্বন্ধে সুপ্রকাশ আজ পর্য্যন্ত কিছু বলে নাই। কোন প্রকার আধিক্যে বা হ্রস্বত্বে মধুমালতীকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। কোনরূপ বিশেষণে মধুমালতীকে বিশ্লেষণ করিতে গেলেই যেন সে ছোট হইয়া যাইবে।

ধীরে সুস্থে মাধ্যাহ্নিক ভোজন সমাপ্ত হইল। আরও কয়েকটা বৈঠক শেষ করিয়া পরিবেশনকারীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। এইবার তাহারাও দুইটি মুখে দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

দেখিতে দেখিতে বেলা পড়িয়া আসিল। কয়েকটা ডে' লাইট্ ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে···লণ্ঠনও গোটা চারেক তেল ভরিয়া ঠিক করিয়া রাখা হইল। এইবার স্ত্রী-আচার আরম্ভ করা যাইতে পারে। বরকে ধরিয়া ছাদ্নাতলায় আনা হইল। স্নানের পর্ব্ব ওইখানেই সমাধা করিতে হইবে। পান চিবাইতে চিবাইতে ঠান্দিদি-বৌদিদিস্থানীয়া মহিলারা রঙ্গ-কৌতুক আরম্ভ করিয়া দিলেন। হাসি-ঠাট্টায়, কলগুঞ্জনে কে আর এখন বিশ্বাস করিবে যে এই বৃহৎ পরিবার আকণ্ঠ দেনায় ডুবুডুবু···শিক্ষিত ছেলেরা বেকার ···এবং মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে এই বরেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটি পরিণত বয়সে ইহাদের সবাইকে ছাড়িয়া গিয়াছে···। এমনিই কালের নিষ্ঠুর চক্র···জীবনের খরস্রোতে এমনিই মানুষ নূতন আবেষ্টনীর জন্য তৃষ্ণার্ত্ত এবং তাহাতে তৃপ্ত।

—'ছিঃ, আজকের শুভদিনে চোখের জল ফেল্তে নেই; ওঠো, সুপ্রকাশ! দ্যাখো গিয়ে লাইট্ কয়টা জ্বালাতে পারো কিনা।' —অন্ধকার ঘরে সুপ্রকাশের চারিদিকে কাহারা যেন ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

—'তাহ'লে সাত-আট বছর পর দেশে ফিরলেন কেন? উঠুন কাপড় বদ্লিয়ে নিন্···প্রসেসনের গাড়ী তো এসে গেছে, —মঞ্জরীর গলার মতনই যেন মনে হইল।

উঠিতে হইবে ঠিকই। বিগত স্মৃতির

নিমিত্ত শোক পুনরুজ্জীবিত করিবার ইহা উপযুক্ত স্থান বা সময় নহে। কিন্তু, সুপ্রকাশ বিবাহ-বাসরের দিকে কিছুতেই পা বাড়াইতে পারিবে না। একমাত্র মৃত্যুর গাঢ় কালিমাই কী সুপ্রকাশের জীবনে অন্ধকার ঘনাইয়া আনিল?…কে জানে…? দীর্ঘ দিন যে-লোক আত্মীয়স্বজন ছাড়া, তাহার সম্বন্ধে জোর করিয়া তো কিছুই বলা যায় না?

—'আচ্ছা', আস্‌ছি আমি,' সুপ্রকাশ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

প্রাথমিক স্ত্রী-আচার শেষ হইয়া গিয়াছে। বর এখন প্রসাধনে ব্যাপৃত। মঞ্জরী-বনছায়া-মধুমালতী এবং আরও কয়েকটি অনূঢ়া মেয়ে বরকে সাজাইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

…—'ওই সাদা গরদের পাঞ্জাবীটাই পরে ফেলুন, হিরণদা…'

…—'তার উপর এই মাদ্রাজী চাদরটা'—

…—'বাক্‌স্কীনের চটিজোড়া আবার কোথায় রাখলেন…?'

…—'বাঃ, একেই বলে ষ্টাইল… !'

সবাই সাহায্য করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। হিরণ হাসে, আর নিজের ইচ্ছামত বেশ বিন্যাস করে। চুলে 'এন্‌জোরা' মাখিয়া, মুখে 'স্নো'র উপর 'কিউটিকুরা' পাউডারের প্রলেপ ছড়াইয়া, বর্ডার দেওয়া রুমালখানায় অনেকখানি 'কোটি' সেন্ট্‌ ঢালিয়া হিরণকুমার দিব্যি ফিট্‌ফাট্‌ হইয়া লইল।

বনছায়া ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া মঞ্জরীকে বলিল,

—'হিরণদা কিন্তু সত্যিই খুব 'বাবু'…

…'দেখেছিস্‌ প্রসাধনের ঘটাখানা…!'

—'আবার সঙ্গে করে ক্যামেরাও নিয়ে এসেছেন…মনে হয় বিয়ের রাত্রে নিজেই 'অটো ষ্টার্ট্‌' দিয়ে যুগল ফটো তুলে নেবেন,' —হাসিতে হাসিতে মাধুরী মধুমালতীর গায়ে ঢলিয়া পড়িল।

হিরণের স্যুট্‌ কেশ্‌টা খোলা পড়িয়া আছে। একপাশে কাপড় জামায়, নানাবিধ প্রসাধনের দ্রব্যসম্ভারে, ফটোর এলবামে, অর্দ্ধলুক্কায়িত সিগ্রেটের সুদৃশ্য 'কেসে', আরো কতো-কী-জিনিষে পেটরাটা ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। মেয়েরা কৌতূহলী নেত্রে সমস্ত জিনিষগুলি খুঁটিনাটি করিয়া দেখিয়া লইতেছে। মফঃস্বলের মেয়ে, আর রাজধানীর সৌখীন বর। অল্পবিস্তর হিংসা হওয়াও তো অস্বাভাবিক নহে। ওই কোণের মেয়ে দুইটি আবার অস্ফুট কণ্ঠে কি-কথা বলিয়া হাসিতেছে? মধুমালতীর মুখটা মলিন কেন? বিবাহ ব্যাপারে বরের বাড়ীতে বয়স্থা কুমারীদের দেখিতে রীতিমত কষ্ট হয়। সবাই নিজেদের ভাগ্যবিড়ম্বনায় লাঞ্ছিত… 'কবে তাহারা পিতামাতার সুখনিদ্রা ফিরাইয়া আনিতে পারিবে', কে না একবার এই কথাটা মনে মনে চিন্তা করে?

—'মালতী, তোর নাকি বৈশাখেই?' মধুমালতী হাসে, কিন্তু উত্তর দেয় না।

—'নে, হ'লো তোদের? এবার আয় এদিকে…মঙ্গলঘটে প্রণাম করে সবাইকে প্রণামী দিয়ে গাড়ীতে গিয়ে ওঠ্‌', গৃহকর্ত্রী আসিয়া হিরণকে টানিয়া লইলেন।

—'কই, কে বর নিতে এসেছে? এদিকে এস বাপু! যা'র যা-প্রণামী এই বেলা মিটিয়ে দাও। নইলে হিরণ তো পিঁড়ি ছেড়ে উঠ্‌বে না।'

হ্যাঁ, এইবার সামাজিকতার অল্প কিছু আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। বরের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঘরের একপার্শ্বে স্থান সংগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

—'মাতৃপ্রণামী পাঁচ টাকা!…এ কোন্‌ দিশী কুটুম্‌ গো,'—কে যেন ঝঙ্কার দিয়া কনে-বাড়ীর লোকটিকে নার্ভাস্‌ করিয়া দিল।

—'খবরদার হিরণ, কখ্‌খনো ও' পাঁচ-টাকা ধরবি নে…একমাত্র ছেলে, বিয়ের সময় মা'কে প্রণাম করে যাবে মাত্র পাঁচটা টাকা দিয়ে? একখানা গিনি বের করুন্‌ মশাই?'—বর্ষীয়সী মহিলাটির বাক্যসুধায় আমরা সবাই নিরতিশয় তৃপ্তি পাইলাম।

বরকে যিনি উঠাইয়া লইতে আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন,—'দেখুন, আমাকে যে-রকম বলে দিয়েছেন আমি তাই দিচ্ছি···অনুগ্রহ করে এইটাই গ্রহণ করুন্... মাতৃপ্রণামী কী আর সোণারূপায় ঠিক করা যায় ?'

—'রাখুন্ মশাই আপনার চালাকি! গিয়ে বলুন যে, গিনি না দিলে বর কিছুতেই মা'কে প্রণাম কর্ছে না'.—মহিলাটি থামিবার পাত্রী নহেন।

—'শুনেছিলুম, আপনাদের নাকি কোনরূপ দাবি-দাওয়া নেই। কিন্তু এটা কী ?' বলিয়া কনে-বাড়ীর লোকটি মনে মনে ভাবে, 'দেখা যাবে কাল ভোরে, শয্যা তুল্‌বার সময় তোমরা ক'টা টাকা দাও ?'

—'একবার বাড়ীতে গিয়ে বলুনই না ?' —মঞ্জরী তাহাকে উৎসাহ দিয়া পাঠাইয়া দিল।

কিন্তু দেখা গেল, মঞ্জরী—বনছায়া—মধুমালতী এবং অন্যান্য অবিবাহিতা মেয়ে কয়টির চোখে-মুখে ভয়ার্ত্ত অসহায় দৃষ্টি। হাসিতে গিয়া তাহারা সবাই যেন স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের বিবাহকালীন-ও অনুরূপ দাবী জানানো হইবে; কোনরূপ অসামর্থ্যতা তখনো নিশ্চয়ই বিবেচনা করা হইবে না।

—'ঠাম্মী, ওই পাঁচটা টাকা নিয়েই ছেড়ে দিলে পার্ত্তেন',—বনছায়া সেই বর্ষীয়সী মহিলাটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল।

—'তোরা থাম্ বাপু! এ' রকম সব জায়গাতেই হয়···সবাই আবার এসে চাহিদা মিটিয়ে দেয়; আর দ্যাখ্ হিরণ,'—পটু রাজনীতিজ্ঞদের মতন তিনি হিরণকে বলিলেন,—'বাসি বিয়ের দিন তোর শাশুড়ী যখন ভাতের থালা নিয়ে আস্‌বে, তখন কিছুতেই ভাতে হাত দিবি নে, যতক্ষণ না তিনি তোকে একটা মোটর বাইকের প্রতিশ্রুতি দেন, বুঝ্‌লি ?'

বুঝিল বৈকি! ঘরের হাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। হিরণ পিঁড়ির উপর বসিয়া আছে ত' আছেই। কনে-বাড়ী হইতে গিনি আসিবে, তবেই মা'কে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিতে পারিবে। প্রসেসনের বাজনা নিরবচ্ছিন্ন সুরে বাজিয়া চলিয়াছে। বাহিরের ঘরের হট্টগোল বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহা যেন অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রে এবম্প্রকার আনুষ্ঠানিক আবেদন যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক।

—'উপরে যাবি মঞ্জু ? চল্, ছাদ থেকে বেরিয়ে আসি!'—মধুমালতী মঞ্জরীকে বলিল। মনে হইল তাহার যেন নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে।

—'দাঁড়া না, দেখি ব্যাপারটা কী হয়!—আগ্রহে কৌতূহলে মঞ্জরী অন্য পাশে সরিয়া গেল, বনছায়ারাও কম উৎসুক নহে।

মধুমালতী নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। ঝিরঝিরে হাওয়ায়, সানাইর মিষ্টি সুরে, আনন্দোচ্ছল জলতরঙ্গে সমস্ত আকাশ বাতাস প্লাবিত। ছাদে উঠিয়া মধুমালতী একবার দূরের দিকে চাহিল! 'তারায় ভরা ফাগুন মাসের রাত'···নিকটেই বোধ হয় একটা হাস্নাহানার ঝাড় আছে—কী সুন্দর গন্ধ! মধুমালতী প্রাণ ভরিয়া নিঃশ্বাস লইল। এখান হইতেই বরের গাড়ীখানা দেখা যাইতেছে। বেশ সাজাইয়াছে কিন্তু উহারা! হঠাৎ খুট্ করিয়া একটা দিয়াশলাইর কাঠি জ্বালিবার আওয়াজে মধুমালতী ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

'ওঃ, সুপ্রকাশবাবু তা'হলে ছাদেই একা একা বেড়াচ্ছেন ? কী হ'লো ভদ্রলোকের ? সারাদিন তো দিব্যি হৈ-চৈ রঙ্গ কৌতুক কর্লেন···হঠাৎ চোখ-মুখ মলিন করে একেবারে শয্যাশায়ী···আচ্ছা সেন্টিমেন্টাল্ ত! নাঃ, এইবার আস্তে আস্তে সরে পড়াই ভালো',—মধুমালতী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার আগেই সুপ্রকাশ এই দিকে টার্ণ্ লইয়াছে।

—'এই যে তুমি! নীচে যাওনি যে ?' সুপ্রকাশ মধুমালতার কাছে আসিয়া বলিল।

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

—'গরম লাগ্‌ছিল, তাই উপরে বেড়াতে এসেছিলাম…এবার যাচ্ছি'।

—'আচ্ছা এসো।' তর্জ্জনী দ্বারা সিগারেটটার উপরে একটা টোকা মারিয়া সুপ্রকাশ সরিয়া দাঁড়াইল।

—'আপনার হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেলো কেন? সকাল বেলা তো বেশ ছিলেন!' (মধুমালতীর এই সব কথায় দরকার কী! চলিয়া গেলেই ত' পারে!)

—'ছিলাম নাকি?' সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল, 'কিন্তু মন খারাপের তো সময়-অসময় নেই। হঠাৎ আরম্ভ হয়, আবার হয়ত তখনই মিলিয়ে যায়।'

—'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সুপ্রকাশ বাবু, যদি কিছু মনে না করেন'? (মধুমালতী কী নীচে নামিবে না নাকি? ছাদে দাঁড়াইয়া সুপ্রকাশের সঙ্গে এমন কী-কথা তোমার থাকিতে পারে বাপু? এখনই যদি কাহারও নজরে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে কী-কেলেঙ্কারীটাই হইবে একবার ভাবুন্ ত'?)

—'স্বচ্ছন্দে! কী-কথা জান্‌তে চা'ও বল?' সুপ্রকাশ নির্লিপ্তকণ্ঠে জবাব দিল।

সানাই-অলা আবেগের সহিত বাজাইয়া চলিয়াছে। পোঁ যে ধরিয়াছে, তাহার কী দম্ বন্ধ হইয়া যায় না? চাঁদের আলো আকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে। সমস্ত আকাশটা যেন একখানা হাল্‌কা রূপার পাতে মোড়া। হাস্নাহানার গন্ধও যেন স্নিগ্ধতর হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের মধুমাস কী এখনই নামিয়া আসিল? জোরে কথা না বলিলে শুনিবার উপায় নাই।

মধুমালতী সুপ্রকাশের কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল,

—'আপনি বিয়ে কর্‌ছেন্ না কেন?'

—'এতক্ষণে একটা হাসির কথা শুনলাম্ …আঃ, মনটা আমার এখন সত্যিই হাল্‌কা হয়ে গেল।' হাসিতে হাসিতে সুপ্রকাশ সিগ্রেটের কুচিটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল। কিন্তু কৈ, সুপ্রকাশের হাসিতে তেমন স্পন্দন নাই ত'?

—'বলুন না কেন বিয়ে করছেন না? আপনি অবিবাহিত থাকৃতে হিরণেরই বা বিয়ে হয়ে গেল কেন?'

—'শোনো কথা! একের বিয়ে কী কখনও অন্যের জন্যে আটকিয়ে থাকে? ধরো, তোমার যদি ভালো সম্বন্ধ নাই জোটে, তুমি কী মনে করো সন্ধ্যামালতীকেও সেজন্য চিরকুমারী করে রাখা হ'বে?'

মধুমালতী হঠাৎ অন্য একটা প্রশ্ন করিয়া বসিল।

—'আচ্ছা, সুদক্ষিণা মেয়েটি কে বলুন ত'! মঞ্জরী বল্‌ছিল, তার জন্যই নাকি আপনার এই বৈরাগ্য!'

—'কে জানে কে? (নাঃ, সুপ্রকাশ বুঝি ধরা পড়িয়া গেল!) আমি তো সুদক্ষিণা নামে কাউকেই চিনি না'।

—'মঞ্জরী আরো বলছিল, তার নাকি বিয়েও হয়ে গ্যাছে। তবে আর বৃথা ওদিকে তাকিয়ে ফল কী?'

সুপ্রকাশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পূর্ণিমার চাঁদ টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। হাস্নাহানার ঝাড়ে বিষাক্ত সাপ আসিয়া বাসা লইয়াছে। সানাইর সুরে কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইয়াছে। আকাশের ভাষা মূক; বাতাসে আর কোন কোলাহল নাই।

একটু থামিয়া মধুমালতী পুনরায় বলিল,

—'মঞ্জরী কিন্তু আপনার জন্যে অতিমাত্রায় ইন্‌টারেস্‌টেড্ হয়ে পড়েছে…বলেন তো তার সঙ্গেই…'

সুপ্রকাশ ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল,

—'Tread softly মালতী, you are treading on my dreams. সে আর হয় না। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। তাদের কেন্দ্র করে আমার সমস্ত আগ্রহ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।'

মধুমালতী ম্লান হইয়া গেল। মঞ্জরীর ইঙ্গিতের অন্তরালে তাহার নিজের কোন ব্যগ্র আকাঙ্খা সুপ্ত ছিল না ত'? সুপ্রকাশকে ঘিরিয়া তাহার নিজেরও দুর্ব্বলতা থাকা অসম্ভব নহে। বহু দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া, রকমফের মেয়েদের সহিত অন্তরঙ্গতার দরুণ সুপ্রকাশের বুঝিতে আর কিছুই বাকি রহিল না। কিন্তু সুপ্রকাশ নিরুপায়।

মধুমালতীর আরো কাছে আসিয়া তাহার একখানা হাত লইয়া সুপ্রকাশ আর একবার বলিল,

—'সে আর হয় না মালতী!'

মধুমালতী মাথা নীচু করিয়া নীচে নামিয়া গেল। একতলায় অনেকগুলো শাঁখ একসঙ্গে সজোরে বাজিয়া উঠিল। এতক্ষণে বোধ হয় কনেবাড়ী হইতে গিনিখানা আসিয়া পড়িয়াছে। বর তাহা হইলে এখনই গিয়া গাড়ীতে উঠিবে।

সুপ্রকাশ দিয়াশলাই জ্বালিয়া একটা সিগারেট ধরাইল। সেই মৃদু চকিতালোকে দেখা গেল সুপ্রকাশের দুই চোখ বাহিয়া দর্‌দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

গান

—শ্রীজ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী বি, এ

যে ফুল ঝরিয়া যাবে
কেমনে রাখিবে বলো
সুবাস দেবার পালা
যাহার সাঙ্গ হোলো॥

মধুমাস যদি যায়
কেমনে রহে সে হায়
সাথী হারাণোর ব্যথা
যার নিভায়েছে সব আলো?
শুধু ক্ষণিকের ভুলে তারে
মধুপ ফিরিছে ডাকি
শ্রান্ত বাতাস বৃথা
দোলা দেয় থাকি থাকি।
কহিবে না সে ত' আর
মিছে ডাকা বার বার
মধুমাস যদি যায়
তারও ঝরিবার দিন এলো॥

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

সন্তান-শিক্ষা সম্বন্ধে মাতার কর্ত্তব্য কি ?

(১)

এদেশের শিশুদিগকে মাতার অসাবধানতা ও মূর্খতার জন্য মাতা অপেক্ষা পিতারই বেশী বাধ্য হইতে দেখা যায়। কারণ মাতা শিশুকে অত্যধিক আদর দেন। কেহ শাসন করিলে অসন্তুষ্ট হন। আবার সময়ে সময়ে অযথা কারণে শিশুকে তাড়না করেন, তাহাতেও মাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা কমিয়া যায়।

একটী প্রবাদ আছে, কুম্ভকার যখন মাটীর জিনিষ গড়ে তখন তাহাতে যে আঁচড় পড়ে, সেটা চিরদিনই থাকিয়া যায়, তেমনি শিশু যে সমাজে যে ভাবে প্রতিপালিত হইবে বা যে শিক্ষা পাইবে সেইটাই চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। সন্তানের শৈশব কালের শিক্ষা মাতার নিকটেই হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার ভবিষ্যৎ মাতার উপরেই নির্ভর করে। শৈশব কাল হইতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি যাহাতে প্রবল না হয় সেদিকে মাতার লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। শিশু যাহাতে সৎ-সঙ্গ পায় সেদিকেও মাতাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বালকদিগের চরিত্র গঠন বিষয়ে শুধু উপদেশ দিলে কোন কাজ হয় না। তাহাদিগের প্রতি বা তাহাদিগের সম্মুখে সেইরূপ সৎ ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে তাহারা সেটী সম্যকরূপে বুঝিতে পারে। তাহাদিগকে সত্যের গুণ ও মিথ্যার দোষ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। মাতাকে নিজের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। মিথ্যা ও কটু কথা বলা, দাস দাসীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ প্রভৃতি হীন আচরণগুলি শিশুদিগের সম্মুখে একেবারেই করা উচিত নহে, এবং কোন নিষ্ঠুর কর্ম্মই শিশুদিগের সম্মুখে করা উচিত নহে।

শিশু যাহাতে স্বার্থপর না হইয়া উঠে সেদিকেও মাতার লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আহার্য্য বিষয়েই এটী প্রবল হইতে দেখা যায়। এদিকে লক্ষ্য না রাখিলে শিশুর কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

অনেকে বলেন "বাল্যকালে জীবনী-শক্তির আধিক্যবশতঃ জিঘাংসা-বৃত্তি অতি বলবতী হইয়া উঠে।" এই সময় অনেক বালককে অতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতে দেখা যায়। এদিকেও মাতার লক্ষ্য রাখা উচিত। এবং এই সময় হইতে বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করান কর্ত্তব্য।

শিশু দোষ করিলে পিতা, মাতা বা গুরুজনে শাস্তি দিবেন। ভাই বোন বা সমবয়সী দ্বারা শাস্তি বিধান করিলে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয়।

অনেক স্থলে তাড়নার ভয়ে বা শাস্তির আশঙ্কায় শিশু সত্য গোপন করে, সে স্থলে ভয় ভাঙ্গাইয়া যাহাতে নিজের দোষ বোধগম্য হয় তাহা করা উচিত এবং সত্য কথা বলিলে কোনরূপ শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।

শিশুকে কখন মিছামিছি আশা দিতে নাই। কাল্পনিক কিছুর দ্বারা ভয় প্রদর্শন করাও অনুচিত। জুজু বা ভূতের ভয় দেখান উচিত নহে। তাহাতে শিশু দুর্ব্বল-চিত্ত হইয়া পড়ে। তাহারা যাহাতে ভীরু না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক এবং শিশুগণ যাহাতে অকারণ বিপদাপদে না পড়ে সেদিকেও সাবধানতার প্রয়োজন।

দীন, দরিদ্র লোকদিগের প্রতি যাহাতে বালকবালিকাগণ অবজ্ঞা না করিয়া সদ্ব্যবহার করিতে শিখে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

অনেক শিশু নিজের দ্রব্য কাহাকেও দিতে চাহে না এবং পরের দ্রব্যের প্রতি লোভ করে, সেটীও ভয়ানক খারাপ। বাল্যকাল হইতে শিশুর স্বভাব যাহাতে উদ্ধত না হয় পিতা, মাতা, শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনদিগকে ভক্তি করিতে শিখে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

"শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়" এই নীতি বাক্যটী স্মরণ করিয়া শিশু যাহাতে সৎসঙ্গে মিশিয়া সৎভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে সেদিকে মাতার লক্ষ্যের একান্ত প্রয়োজন।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন।

ইতি

শ্রীঅমিয়া সিংহ

রাজবল্লভ সাহা লেন

রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া

(২)

ভগিনী শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী যে প্রশ্নটী করেছেন তা বাস্তবিকই সময়োপযোগী হয়েছে, কারণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-সমস্যাটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মায়ের উপর। প্রথমেই বলে রাখি পিতামাতার শিক্ষা, দীক্ষা, চাল চলন প্রায়ই সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

আর বেটাছেলে পিতার এবং মেয়েছেলে মায়ের স্বভাব চরিত্রই বেশী অনুকরণ করে থাকে—ইহা অনুমান নহে, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আজকাল দেখা যায় অবাধ্য ও অবাঞ্ছিত স্বভাবের ছেলেমেয়ে নিয়ে অনেক পিতা মাতাই হাবুডুবু খাচ্ছেন। যদি বলি এ 'বিষবৃক্ষ' তাঁরা নিজেরাই রোপন করেছেন, তবে বোধ হয় অন্যায় হবে না। আজিও আমরা মুরুব্বীদের বিশেষ সমীহ করে চলি, কিন্তু আমাদের পরে যাঁরা আসছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মুরুব্বীদিগের প্রতি একটা 'don't care' ভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে, পিতাপুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রেই একটা অস্বাচ্ছন্দ্য আবহাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। তাই বৃদ্ধদের বলতে শুনা যায়—'কলিকালের ছেলে মেয়ে হে!' অর্থাৎ যেন কলিকাল বেচারাই সমস্ত নিমিত্তের ভাগী! আমাদের ভিতর যে কত গলদ ঢুকেছে সে খোঁজ ক'জন নেয়?

প্রথমেই ধরা যাক, সন্তান জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্‌তে পেলো যে বাবাটী বড্ডো খিট্‌খিটে আর 'মা'ও তথৈবচ—'ঝাঁটা হস্তেণ—'; অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের সহিত নানাবিধ সুশ্রাব্য বাপান্ত বিশেষণ প্রয়োগে কেহই কম নহেন। এক্ষেত্রে ছেলে শিখ্‌লো—বেটা ছেলের পৌরষই এই, আর মেয়ে শিখ্‌লো তার ভবিষ্যৎ স্বামী-গৃহের পাঠ; আর গৃহে যদি দু' একজন হতভাগিনী 'বৌদি' থাকেন, তবে তাঁদের প্রতি মায়ের ব্যবহার মেয়েকে ভবিষ্যৎ শাশুরীত্বের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শিক্ষা দেয়। তথাকথিত আধুনিকারা নাকি বড্ডো বে-পরওয়া, তাই অনেক যুবকই এদের নিয়ে সংসার করতে সঙ্কোচ বোধ করে, তাই এদের গতি 'বিয়ের' দিকে না হয়ে 'বি,এ'র দিকেই বেশী হচ্ছে। এই বেপরওয়া ভাবের জন্য পিতামাতাই দায়ী। তাই বলে আমি না যে ছেলেদের খুব কড়া শাসনে রাখ্‌তে হবে—তাতে প্রায়ই ছেলেরা পরিণামে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। আমি বলি যে ছেলেমেয়েকে ভদ্র বানাতে হলে তোমরা নিজে আগে ভদ্র হও। আবার সবটাতেই প্রশ্রয় দিলে ছেলে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ছেলে যখন কোনো আব্দার ধরবে তখন দেখো সেটা ন্যায্য কি অন্যায্য—ন্যায্য হ'লে তা সম্পন্ন করতে তুমি তাকে সাহায্য কর। অন্যায্য হলে তা' তাকে বুঝিয়ে দাও, তথাপি যদি আব্দার না ছাড়ে তবে 'ধমক' দাও। এইখানেই শেষ হয়তো ভালই। অনেক ছেলে এরূপ ক্ষেত্রে কান্নাকাটি করে বাড়ী শুদ্ধ লোককে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে, তখন বাধ্য হয়ে পিতামাতা তার আব্দার পূর্ণ করে তাকে অবাধ্যতার পথে এক ক্লাস প্রমোশন দেন। বিশেষতঃ একটু বড় ছেলেমেয়েদের বেলায় একথা বলা চলে। এরূপ ক্ষেত্রে ছেলেকে মারাও খারাপ, এস্থলে সবচেয়ে ভাল—ছেলেকে 'জেলে' দেওয়া অর্থাৎ একটি জনশূন্য কামড়ায় তাকে বন্দী করে রাখা—অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত। সেখানে যেন কেউ কোনো খাবার তাকে না দেয় কিম্বা তার সম্বন্ধে কোনো কথাবার্ত্তা তার কানে না পৌছে। সে ঘরে কোনো জিনিষ পত্রও যেন না থাকে। এতেই সে শান্ত হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ করতে হ'লে তাকে 'জেলের' ভয় দেখালেই যথেষ্ট। অনেক সময়ে দেখা যায় এরূপ কার্য্যে অল্প সময়েই ছেলে নরম হয়ে তার জেলে থেকেই শপথ করতে থাকে যে সে এমন কাজ আর কখনও করবে না। তখন তাকে মুক্তি দিতে পারেন। এইটাই ছেলের স্বভাব গঠনের একমাত্র বয়স। বারান্তরে আমি কেমন ক'রে অতি সহজে তাদের অক্ষর-পরিচয় ও লেখাপড়া শিখানো যায় সেই দিক্‌টা আলোচনা করবো।

বেগম শামছুন্‌ নাহার শাহার বাহু
C/o. ডাঃ এম, এ, রহমান
রাজসাহী

(৩)

ইংরাজীতে একটা চলিত কথা আছে। "The hand that rocks the craddle, rules the world" অর্থাৎ যে হস্তটি দোলনা ঠেলে তাহাই জগৎ শাসন করে। বস্তুতঃ সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রনের ভার জননীর উপরেই থাকে। সন্তান-শিক্ষা সম্বন্ধে মাতার প্রধান কর্ত্তব্য, সন্তানকে সর্ব্বপ্রকার আদর্শ পন্থার মধ্য দিয়া পরিচালিত করিতে হইবে। কেবলমাত্র দিবারাত্র পুস্তক মুখস্থ করাইলেই চলিবে না। "কাহাকেও কুবাক্য বলিও না" "চুরি করা বড় দোষ" "সদা সত্য কথা বলিবে" এই সমস্ত আদর্শ বাক্যগুলি পাঠের সময় কিরূপে সত্যের মধ্য দিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে তাহাও শিক্ষা দেওয়া উচিত। আধুনিক জননীর একটা প্রধান দোষ, তাঁহারা সন্তানের কোন প্রকার দোষ দেখিলে প্রহার করিলে উদ্যত হ'ন। ইহাতে তাহার নিষ্পাপ সরলচিত্তে হিংসাবৃত্তিরই ছাপ পড়ে। এইরূপ স্থলে জননীর কর্ত্তব্য সন্তানকে ক্ষমা করিয়া তাহার দোষ দেখাইয়া দেওয়া এবং ত্রুটিজনক কাজ তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনে কিরূপ অনিষ্টকারী তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া। কোন সম্ভ্রান্ত সমাজে যাইতে হইলে কিরূপ ব্যবহার ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহা মৌখিক এবং সভ্যসমাজে মিশিবার সুযোগ দিয়া সন্তানকে শিখাইতে হইবে। জীবে দয়া, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি, আচার

রতন [illegible]
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোনঃ বি, বি, ৩৭১১

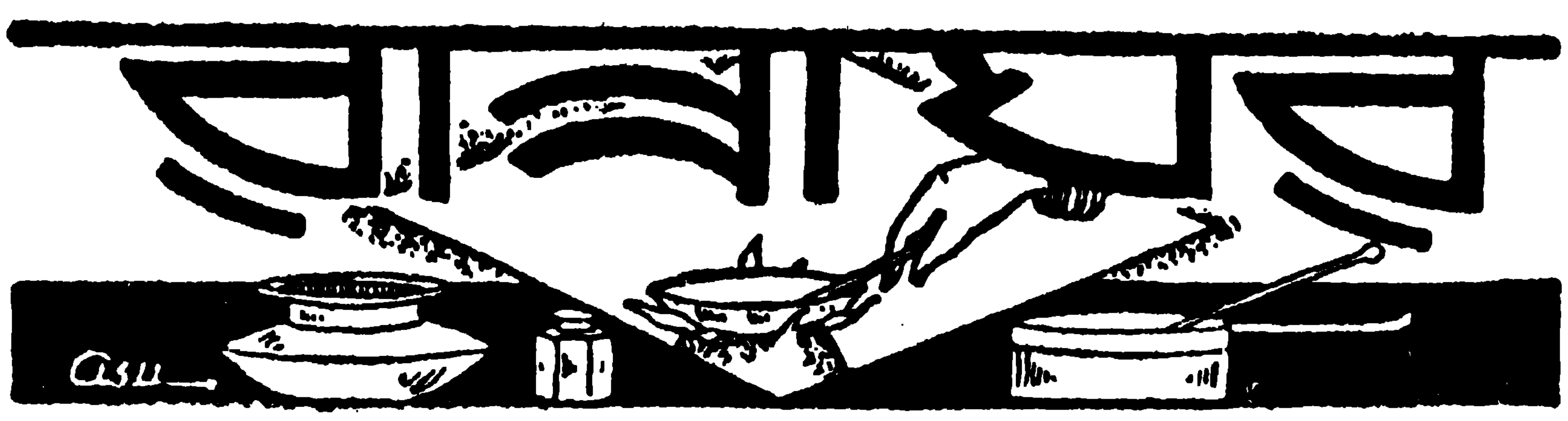

(৫৯)

ডিমের কেক্

[এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও আমি একটী নূতন ধরণের ও আধুনিক উপায়ে, যাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর মেয়েরা অল্প খরচে বাজার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারেন, সেইজন্য ইহার প্রস্তুত-প্রণালী দীপালী পত্রিকার মারফৎ আমার ভগিনীদিগকে জানাইতে ইচ্ছা করি।]

উপকরণ :—৫টী ডিম, ময়দা—৵॥৶০, চিনি৵॥০, ঘৃত ৵৶০, কিসমিস ও পেস্তা ৵৶০, খাবার সোডা (Sodi-bi carb) চায়ের চামচের দুই চামচ, সাইট্রীক (Citric Acid) এসিড্ দেড় চামচ। লেমন এসেন্স (Lemon Essence) ৬০ হইতে ৮০ ফোঁটার মধ্যে।

প্রণালী :—প্রথমে একটী পিতলের বা এনামেলের গামলায় ঐ ডিমগুলি উত্তমরূপে ফেনাইয়া উহাতে চিনি মিশাইয়া লউন। চিনির দানাগুলি উত্তমরূপে মিশাইবার পর ময়দাগুলি ছাঁকিয়া খুব ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া উহাতে মিশাইবেন। তারপর আধ ঘণ্টা ধরিয়া মিশ্রিত দ্রব্যগুলি নাড়িতে থাকুন। উত্তমরূপে মিশাইবার পর ইহাতে ঘৃত মিশাইয়া কিসমিস ও পেস্তা দিবেন। তারপর উপরোক্ত সাইট্রীক এসিড ও সোডা দিয়া নাড়িয়া লউন। এইগুলি মিশাইয়া বেশীক্ষণ রাখিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে কেক্ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবেন, কারণ গামলা, এসিড, সোডা ও বাতাসের মধ্যে একপ্রকার chemical action হইয়া মিশ্রিত দ্রব্যটী খারাপ করিয়া ফেলে।

পরিমাণ :—কেকের বাক্সটী আনুন। ইহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। বাক্সটী গোলাকার। উহার ভিতরে ১০।১২টী ছোট ছোট বাটী থাকে। ইহা নানা ডিজাইনের হইয়া থাকে। প্রত্যেক বাটিতে সেই বাটীর অর্দ্ধেকের কম পরিমাণ ঐ মিশ্রিত দ্রব্যগুলি ঢালুন। ইহার পর ঐ বাটীগুলি বাক্সের ভিতর ঢুকাইয়া উপর ও নীচের ঢাকনাটী ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া কাঠের উনানের উপরে চাপান। উপরের ঢাকনাটীর উপরে কাঠকয়লার আগুন করুন ও নীচে মৃদু আগুনের তাপ দিতে থাকুন। ইহা সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে উপরের আগুণের Temperaturo যেন বেশী হয়; তবে নীচের আগুনটী খুব কম হইলে চলিবে না। তিন হইতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঐগুলি শুষ্ক Cakeএর আকার ধারণ করিবে। তাহার পর ঐগুলি বাটী হইতে ঢালিয়া লইয়া পুনরায় ঐরূপ করিতে হইবে। ইহা খাইতে অতি সুস্বাদু ও বলকারী এবং ছেলেমেয়েদিগকে বাজারেব চর্ব্বিমিশ্রিত কেক্ না দিয়া বাড়ীর প্রস্তুত কেক নির্ব্বিবাদে দেওয়া চলে। আশা করি কোন ভগিনী এ বিষয়ে বুঝিতে না পারিলে আমাকে জানাইলে বিশেষ সুখী হইব এবং তাহার প্রতিবিধান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

কুমারী পুষ্পরাণী মজুমদার
মগরা, হুগলী।

(৬০)

রাবড়ি

মৃদু আঁচে কড়ায় করিয়া দুধ উনানে বসাইবেন। দুধ ফুটিয়া উঠিলে একখানি পাখা লইয়া দুধের উপর বাতাস করিতে থাকিবেন। বাতাস লাগিয়া উপরের দুধ ঠাণ্ডা হইয়া সর পড়িবে। সরু কাঠি দিয়া সেই সরখানি আস্তে আস্তে সরাইয়া কড়ার গায়ে লাগাইয়া দিবেন। এইরূপে সর পড়াইতে থাকিবেন; এবং মধ্যে মধ্যে খুন্তি দ্বারা দুধ নাড়িয়া দিবেন। নতুবা কড়াতে দুধ কামড়াইয়া ধরিবে। যদি দেড় সের দুধের রাবড়ি করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আন্দাজ এক পোয়া দুধ অবশিষ্ট রাখিয়া বাকি দুধে সর পড়াইবেন। পরে কড়াখানি নামাইয়া খুন্তি দ্বারা সর চাঁচিয়া দুধে মিশাইবেন এবং ছটাকখানেক চিনি দিয়া একবার নাড়িয়া লইলে রাবড়ি প্রস্তুত হইল। ইচ্ছা করিলে এই রাবড়িতে গোলাপ জল বা কেওড়া কিংবা গোলাপী আতর মিশাইয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপ সুগন্ধ করিয়া লইবেন। চড়া চিট হইলে রাবড়ি তত সুখাদ্য হয় না।

কুমারী জ্যোৎস্না গুপ্তা
মুকুন্দপুর (মালদহ)

নিষ্ঠা, সমস্ত গুণগুলিই সন্তানকে ধীরে ধীরে শিক্ষা দিতে হইবে। সন্তানকে জুজুর ভয় দেখাইয়া কাপুরুষ করিয়া তুলিলে চলিবে না। কারণ শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ। আদর্শ জননীরই সাহচর্য্যে বিশ্বসন্তানগণ একদিন বীরের আসন লাভ করিয়াছে। জননীর কর্ত্তব্য—বীর ধৈর্য্যশীল আদর্শ পুরুষদিগের জীবনীগুলি গল্পচ্ছলে পুত্রের নিকট বলা। তাহা হইলে তাহার অন্তরে যে মহামানব সুপ্ত রহিয়াছে তাহা জাগিয়া উঠিবে এবং জগতে আপনার মহিমা প্রচারের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিবে। মাতৃত্বের কর্ত্তব্য যে কত গভীর, কত যে দায়িত্বপূর্ণ তাহা কি পরিমাণ করা যায়! দুঃখের বিষয় আধুনিক জননীরা এই দায়িত্বের কথা একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

শ্রীমতী নিকুঞ্জেশ্বরী দেবী
পোঃ বংশবাটী, হুগলী

তিন প্রশ্ন শীলকরা খামে
পাঠাইয়া দিন, না খুলিয়া
যথাযথ উত্তর পাঠান হইবে
পারিশ্রমিক মাত্র ১৲টাকা
বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত
শ্রীপ্রবোধ কুমার গোস্বামী
ফোন হাওড়া৭০৫ "গোস্বামী লজ", পোঃ বালী, (হাওড়া)

নব বর্ষের নবতম চিত্র !

বাংলা রঙ্গমঞ্চের অমর কাহিনী

মহত্তর ও মনোজ্ঞরূপে চিত্রে রূপান্তরিত
হইয়াছে !

এক
আধুনিকা
তরুণীর
উচ্ছৃঙ্খলতার
অবশ্যম্ভাবী
গুরুতর
পরিণাম।

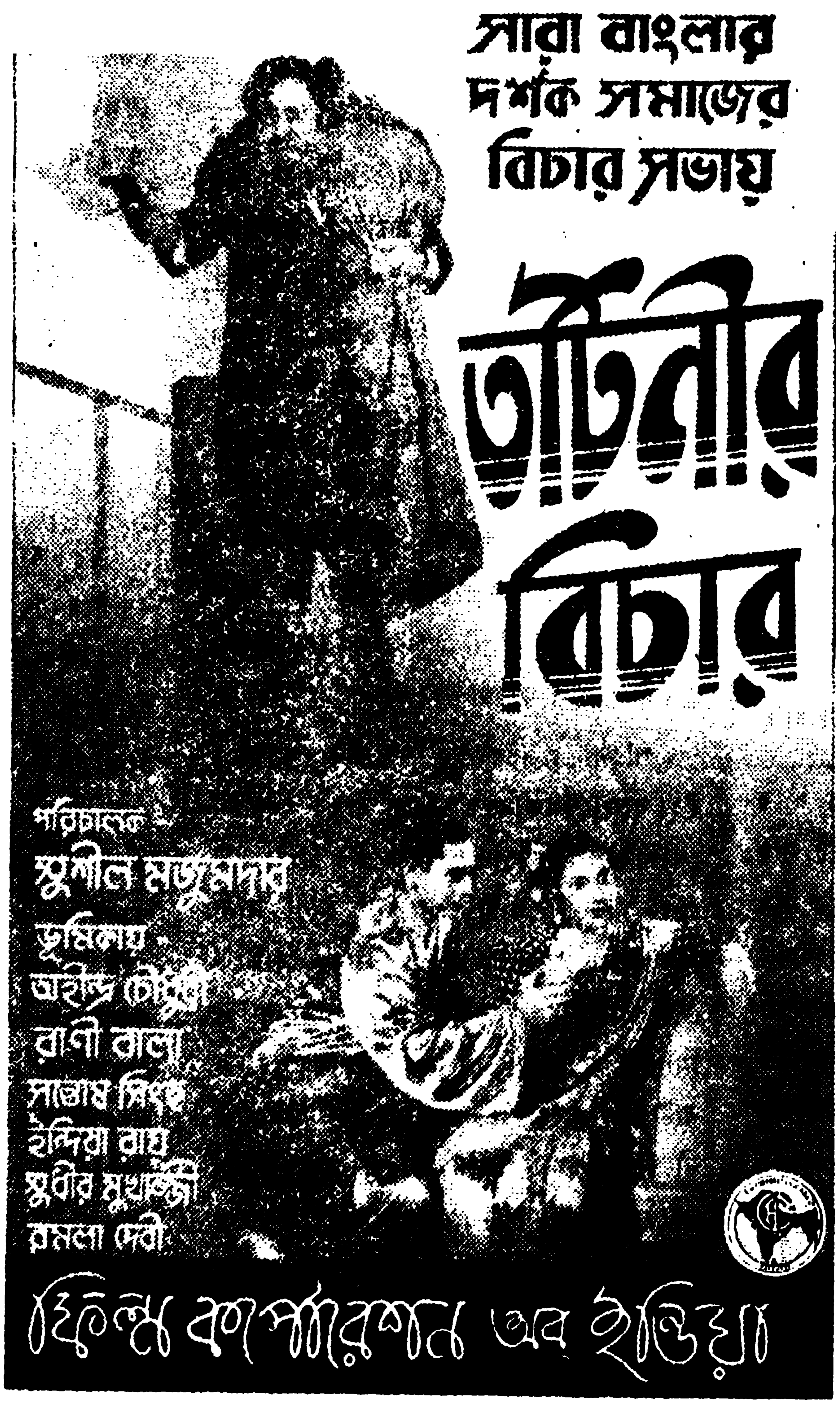

যুগপৎ
দুইটী তরুণী
একই যুবককে
ভালবাসিলে
তিনজনেই
অসীম কষ্টে
নিপতিত হয়

আসিতেছে !!!

একমাত্র পরিবেশক :—
প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ
কলিকাতা

'রূপবাণী'তে

নারীলোক

আপনি কি বলেন ?

(১) পুরী, ক্লার্ক রোড, হইতে কুমারী বিজলী সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন—

প্রত্যেক "আলোচনার আসর" শেষ হইলে কাহার রচনা উল্লেখযোগ্য হয় তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করা। লেখিকার মতে ইহার দ্বারা আলোচনাকারিণীদের মধ্যে একটা উৎসাহ জন্মিবে।

[প্রস্তাবটি সমীচীন। এইবার হইতে আমরা শেষ বারে আলোচনা সম্বন্ধে উক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করিব।]

*

(২) জামশেদপুর, এম্ রোড্, হইতে কুমারী মেরী ব্যানার্জ্জী নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিয়াছেন—

১লা এপ্রিল তারিখে সকলকে "এপ্রিল ফুল" করা হয় কেন ?

*

(৩) শ্রীহট্ট, তাঁতিপাড়া, হইতে নূরজাহান্ চৌধুরী অনুরোধ জানাইয়াছেন—

"ময়ূর পুচ্ছ ও জালি প্যাটার্ণ কোনও ভগ্নি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া লেখেন।"

[লেখিকা সম্ভবতঃ বুনন সম্বন্ধে জানিতে চাহেন। প্রশ্ন যদি সহজবোধ্য না হয়, তবে উত্তর কি হইবে ? প্রশ্নকর্ত্রীগণ এদিকে অবহিত হইবেন।]

*

(৪) জামালপুর, মুঙ্গের রোড, (মুঙ্গের) হইতে শ্রীমীণা দেবী।

[আপনি যাহা জানিতে চাহেন, তাহা চিকিৎসকের নিকট জ্ঞাতব্য। মনে রাখিবেন, এ বিভাগটি আপনাদের বক্তব্য ও জ্ঞাতব্য কথার জন্যই খোলা হইয়াছে, মিথ্যা কতকগুলি বাক্জাল বিস্তারের জন্য নয়।]

*

(৫) পূর্ব্বোক্তা লেখিকা কর্ত্তৃক প্রেরিত, তাঁহার ভগিনী চৈতালী, আধুনিক যুগের ছেলেরা কি করিয়া মেয়েদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং ছেলেরা একটু সংযত হইলে কি সুফল হয়, সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

[আপনি যাহা জানেন, তাহা লইয়াই আলোচনা করিবেন। আপনার আলোচ্য বিষয় যেন আপনার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জ্জনের সহায়তা করে।]

—পরিচালিকা, নারীলোক

নারী-নিগ্রহ

(৩৪)

আলিপুর

গত সেপ্টেম্বর মাসের একদিন ভোরে এক কনেষ্টবল শেখ আনোয়ার আলি নামক একজন লোককে হাতে ও কাপড়ে রক্তের দাগ সুদ্ধ ধরে। তল্লাসীতে তাহার নিকট স্ত্রীলোকের জামায় মোড়া কতকগুলি গহনা পায়। অনুসন্ধানে প্রকাশ হয়, সে রাত্রে বাশিরণ বিবি নাম্নী জনৈকা পতিতাকে হত্যা করিয়া পলাইতেছিল। বিচারে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে।

*

(৩৫)

বিজপুর (ব্যারাকপুর)

অভিযোগে প্রকাশ, গোপাল চন্দ্র ঘোষ স্থানীয় জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষের স্ত্রী কালীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়। গত ফেব্রুয়ারীতে একদিন গোপালের সহিত কালীকে যাইতে দেখা যায় এবং ইহার পর কালী আর গৃহে ফিরে নাই। খোঁজাখুঁজির পর কালীর গলায় একটা গামছা বাঁধা অবস্থায় তাহার মৃতদেহ একটা মাঠে পাওয়া যায়। তাহার দেহ হইতে সমস্ত অলঙ্কারও অপহৃত হইয়াছিল। ব্যারাকপুর আদালতে মোকদ্দমা চলিতেছে।

(৩৬)

কলিকাতা

গত ফেব্রুয়ারীর শেষে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে গড়িয়াহাট নিবাসী জনৈক ধনী ব্যবসায়ী বাহাদুর সিং সিঙ্কুমার পাল সিং বৈদের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। প্রকাশ, আসামী এক রমণীকে অসদুদ্দেশ্যে ঘরের বাহির করিয়া তাহার উপর বলাৎকারের চেষ্টা করিয়াছিল। মামলা বিচারাধীন।

(৩৭)

কলিকাতা

অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়ালি উল্-ইসলাম সাহেবের এজলাসে একটি অদ্ভুত মোকদ্দমার সেদিন শুনানি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, মহম্মদ ইশাক নামক এক যুবক দ্বাদশ বর্ষীয়া জেরিণাকে হত্যা করিয়া নিজে আত্মঘাতী হইতে গিয়াছিল। উক্ত যুবক ও বালিকা পরস্পরকে জানিত। ইহারা দুইজনে বিবাহিতও হইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু কন্যার পিতা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ইহাতে দুইজনেই মর্ম্মাহত হয়। গত ১৪ই জানুয়ারী ইশাক কলাবাগান বস্তীতে সন্ধ্যা ৭টায় জেরিণাদের বাড়ী যায় ও বালিকাকে খুন করে এবং ছুটিয়া অন্দরে ঢুকিয়া সেই একই ছুরিতে নিজেরও কণ্ঠচ্ছেদের প্রয়াস পায়। ইহাতে গোলমাল হয়, লোকজন আসে এবং পুলিশও আসিয়া হাজির হয় ও ইশাককে ধরে।

*

(৩৮)

কলিকাতা

বেঙ্গল সি. আই. ডি'র কর্ম্মচারী ই. হিউ-এর পত্নী স্বামীর কুব্যবহারে স্বামীর গৃহ ছাড়িয়া খিদিরপুরের সেণ্ট ভিন্সেণ্ট হোমে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে খোরপোষের এক মামলা করিয়াছেন। মোকদ্দমা বিচারাধীন।

কোহিনুর শব্দ গঠন প্রতিযোগিতা

নং ১১

২০০০৲ পুরস্কার

১ম পুরস্কার	১০০০৲ টাকা
২য় ,,	৫০০৲ ,,
৩য় ,,	৩০০৲ ,,
৪র্থ ,,	২০০৲ ,,

অফিসঃ ১৭নং আর, জি, কর রোড। পোঃ, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

Consistency Bonus Rs. 500/-

১০ নং হইতে ১৫ নং প্রতিযোগিতা পর্য্যন্ত প্রতিভা পুরস্কার ৫০০৲ টাকা। ১ম ৩০০৲, ২য় ২০০৲ টাকা। সমাধান হাতে ও ডাকে অফিসে পৌঁছিবার শেষ দিন ৪ঠা মে ২১শে বৈশাখ শনিবার রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত। ঐ সময়ের পরে পৌঁছিলে সেই সমাধান গ্রাহ্য হইবে না এবং রাত্রি ৮৷৷০টার সময় ব্যাঙ্কে রক্ষিত সিল মোহরকরা নির্ভুল সমাধান সর্ব্বসমক্ষে খুলিয়া অফিসে প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে এবং উহা ৯ই মে আনন্দ বাজারে ও ১২ই মে ফলাফল, পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম ও ১২নং প্রতিযোগিতার ছক সহ সচিত্র কোহিনুরে প্রকাশিত হইবে।

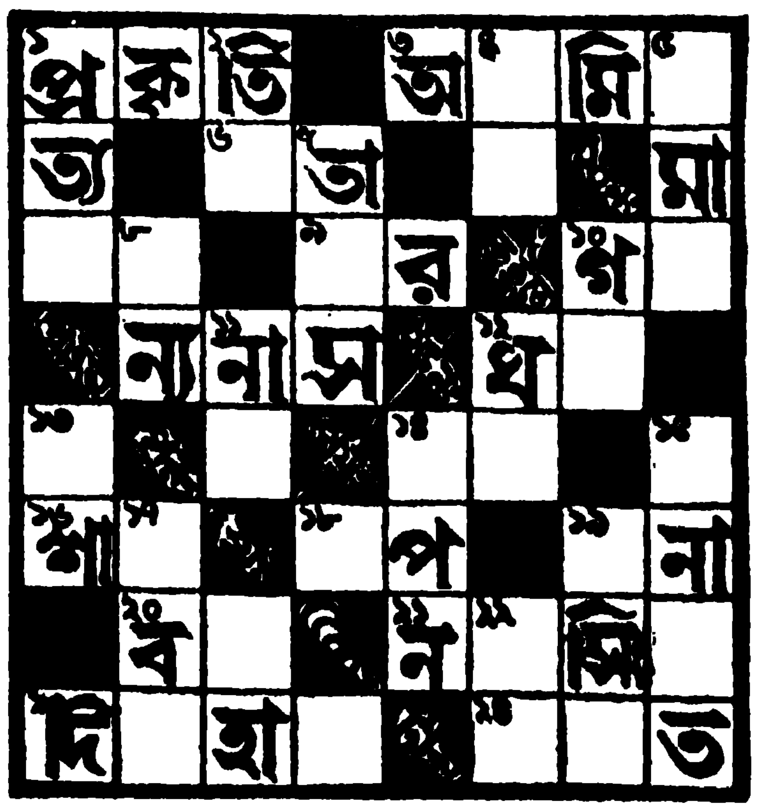

সূত্র ঃ—পাশাপাশি।

১। খেয়ালী রাণী।

৩। অধঃপতনের মূল

৬। সখা

৯। টাকার মোহে কৃপণ এর কথাও ভুলে যায়

১০। সাপের "—" যেখানে, নেউল ঘোরে সেখানে

১৬। উল্টালে, শকুনীর এই ব্রহ্ম অস্ত্রই কুরুবংশ ধ্বংশের মূল

১৮। এর জলন্ত শিখায় ঝাঁপ দিয়ে কত পতঙ্গই না আত্ম বিসর্জ্জন দেয়।

১৯। এর যে কত জ্বালা, তা ভুক্ত-ভোগী ছাড়া বোঝে না

২০। দানে ধর্ম্ম হয় সত্য তা ব'লে "—দানে" নয়।

২১। অবতার বিশেষ

২৩। তালকানা

২৪। সংবাদ পত্রের সাহায্যে সমস্ত খবর দেশবিদেশে "—" হয়

একখানি সমাধানের প্রবেশ মূল্য আট আনা, দুইখানি বার আনা ও চারিখানি এক টাকা মাত্র। চৈত্র সংখ্যা সচিত্র কোহিনুরে প্রকাশিত ছকে সমাধান পাঠাইতে হইবে। প্রতি কপির নগদ মূল্য এক আনা, এবং উহাতে ৮খানি কুপন থাকে। আপনার নিকটস্থ পত্রিকা বিক্রেতার কাছেই সচিত্র কোহিনুর পাইবেন কিম্বা ছয় পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইলে আমরা এক কপি পাঠাইব। প্রবেশ মূল্যের সহিত এক আনা অতিরিক্ত পাঠাইলে পরের সংখ্যা যথাসময়ে পাইবেন। প্রবেশ মূল্য মনিঅর্ডার কিম্বা পোষ্টাল অর্ডারে পাঠাইবেন। মনিঅর্ডারের রসিদ সমাধানের সহিত গাঁথিয়া দিবেন। হাতে আঁকা ছকে সমাধান পাঠাইলে এক আনা অতিরিক্ত দিতে হয়। বিস্তৃত নিয়মাবলী সচিত্র কোহিনুরে দ্রষ্টব্য।

সূত্র ঃ—উপর হইতে নীচে।

১। সাধারণ ঘটনা "—" ক'রে ভগবানে বিশ্বাস হারাতে নাই

২। অতিকায় মৎস্য বিশেষ

৪। ঘাতক

৫। কামাসক্ত বর্ব্বর

৭। নির্জ্জনের অধিবাসী

৮। এ যার সঙ্গে থাকে, তার হীনতা প্রকাশ পায়

১০। এতে জলযোগ ক'রলে পেট ভরে না বটে, তবে পিপাসা মেটে।

১১। এর গর্জ্জন কালে মানুষের চৈতন্য থাকে না

১২। বুদ্ধির ভাণ্ডার।

১৩। "—" মানুষকে কর্ম্মজীবনে উত্তেজিত করে

১৪। অন্ধ লোকেও নাকি ইহা স্পষ্ট দেখ্‌তে পায়

১৫। অক্ষত

১৭। এর পা কেটে দিলে দীর্ঘ পদক্ষেপ করে।

২২। দিবাকর

পরলোকে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

গত ৫ই এপ্রিল শুক্রবার বেলা ১-৪০ মিনিটে, কলিকাতার ডাঃ রিওর্ডান্স্ নার্সিং হোম-এ দীনবন্ধু এণ্ডরুজ দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৩১শে মার্চ্চ তাঁহার উপর দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল।

রেভারেণ্ড চার্লস্ ফ্রীয়ার এণ্ডরুজ ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত কার্লাইল শহরে ১৮৭০ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতা জন্ এড্‌উইন্ ও জননী মেরী শার্লট এণ্ডরুজের একমাত্র সন্তান। দীনবন্ধু বার্মিংহাম-এ এডওয়ার্ড দি সিক্সথ্ স্কুলে ও কেম্ব্রিজের পেমব্রোক কলেজে শিক্ষালাভ করেন।

১৮৯৬ সালে তিনি পেমব্রোক কলেজ মিশনের প্রধান পদে উন্নীত হন এবং ১৯০০ সালে তিনি কেম্ব্রিজস্থ পেমব্রোক কলেজের ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে কেম্ব্রিজের ওয়েষ্টকট হাউসের ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন।

১৯০৪ সালে তিনি প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দিল্লীতে "কেম্ব্রিজ ভ্রাতৃ-সঙ্ঘে" যোগদান করেন। ১৯০৮ সালে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন।

১৯১৩ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইয়া শান্তিনিকেতনে আসেন। এখানে তাঁহার কুটীর "পুনশ্চ" নামে বিখ্যাত।

স্মাটস-গান্ধী চুক্তির সময়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়া মহাত্মা গান্ধীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সূত্রে মহাত্মার সহিত তাঁহার আলাপ হয়। সে আলাপ এই দীর্ঘ দিনে প্রগাঢ়তম বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি "গুরুদেব" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাজীকে স্মরণ করিয়া গিয়াছেন, যদিও দুইজনের কেহই তাঁহার শেষ-শয্যায় উপস্থিত ছিলেন না। উভয়েই বকলমে কার্য্য সারিয়াছেন।

১৯১৫ ও ১৯১৭ সালে তিনি ভারতীয় শ্রমিকদিগের চুক্তি নিরসন করাইবার জন্য দুইবার ফিজি দ্বীপ যাত্রা করিয়াছিলেন।

১৯২৩ সালে লণ্ডনে কেনিয়ার ব্যাপারে যে ভারতীয় ডেপুটেশন গিয়াছিল, দীনবন্ধু তাহার পরামর্শদাতারূপে ছিলেন।

১৯২৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের অবস্থা যখন সঙীন্ হইয়া উঠিয়াছিল, দীনবন্ধু এণ্ডরুজ তখন ভারতবাসীদের স্বার্থ রক্ষাকল্পে সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। কেবল তাঁহারই চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৯২৭ সালে ইণ্ডো-ইউনিয়ন চুক্তি হয়।

১৯২৯ সালে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে তিনি ভ্যাঙ্কুভার (ক্যানাডা) শিক্ষা কনফারেন্সে যোগদান করেন। এই সালেই তিনি বৃটিশ গায়নায় ভারতীয় বাসিন্দাগণের দুরবস্থা নিবারণকল্পে গায়না গমন করেন।

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ একজন চিন্তাশীল সুলেখকও ছিলেন। Renaissance in India, Christ and Labour, Zaka-ullah of Delhi, The Indian Problem, Letters to a Friend, Mahatma Gandhi's Ideas, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi at Work, His Own Story, Indians and the Simon Report প্রভৃতি উপাদেয় রচনাবলী আজিও তাঁহার সক্রিয় চিন্তাশীল মনের পরিচয় দিতেছে।

দীনবন্ধু ছিলেন ভারতের ও ভারতবাসীর একান্ত দরদী ও অকৃত্রিম সুহৃৎ। ভারতের ভাবধারার তিনি উপাসক ছিলেন। ভারতবর্ষকে তিনি তাঁহার স্বীয় মাতৃভূমির মতই সম্মান করিতেন।

দীনবন্ধু ছিলেন কায়মনোবাক্যে সেবক, সেবাধর্ম্মী। দুর্গতদের দুঃখে তাঁহার অন্তর ব্যথাব্যাকুল হইয়া উঠিত বলিয়া, ব্যথিতের, দুঃখীর, পীড়িতের, নিপীড়িতের পাশেই সদা সর্ব্বদা ছুটিয়া যাইতেন। তিনি জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণনির্বিশেষে মানুষের সেবা করিতেন। শ্বেতচর্ম্মের মিথ্যা অহমিকা কোনও দিন তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই।

এত বড় একজন আত্মীয়ের, পরমাত্মীয়ের বিয়োগে ভারতের ও ভারতবাসীর যে ক্ষতি হইল, তাহা শতাব্দীকালেও পরিপূরণ হইবে না। কোটি কোটি দুঃখীর সমবেদনায় তাঁহার সেবাধর্মী আত্মার অক্ষয় শান্তিলাভ হউক।

বি, সান

(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যান্ট)

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেন্ট: স্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট

রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা এবং মফঃস্বল সিনেমা।

বিশেষত্ব:—সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাদের পরিকল্পনাকারী।

দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়।

সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বৎসরের—২॥০।

সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৩॥০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—**Dr. S. C. Bhadury M.B.**

Ghiamandi, Muttra, U. P.

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—পনের—

এ সংসারের তরণী-শীর্ষে দাঁড় ধরিয়া বসিয়া থাকিবার দায়িত্ব যে ফুরাইয়াছে তাহা নন্দরাণী বোঝে, তথাপি নিরালায় বসিয়া কি যে পাওয়া গেল আর কি হারাইল গভীর নৈরাশ্যভরে তাহার হিসাব নিকাশ করিতে হয়। যে-ভাবে সাংসারিক পরিস্থিতি দিন দিন জটিল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে শঙ্কার কারণ থাকিলেও অসন্তোষের কিছুই নাই! জহর তাহার ব্যবসা লইয়া যে উদ্দীপনায় মাতিয়াছে তাহাতে শীঘ্রই যে সে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আপন প্রতিষ্ঠা বিস্তারে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ম্লান কুয়াসা ভেদ করিয়া সূর্য্যালোক যেমন অকস্মাৎ অত্যুজ্জ্বল আত্মোদ্ঘাটনে জগৎ সংসারকে বিস্মিত করে সুবর্ণ তেমনই সহসা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। যে-সমাজে তাহার মেলামেশা নন্দরাণী মনে মনে কামনা করিয়াছিল সে সমাজ তাহাকে অকুণ্ঠিত আগ্রহে বরণ করিয়া লইয়াছে, এমন কি কুঞ্জ যে-কুঞ্জ, সেও আশাতীত ভাবে ভদ্র ও সৌজন্যশীল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার চরিত্রে ক্রমশঃই সংযম ও শালীনতার চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এইখানেই যদি পূর্ণচ্ছেদ টানা চলিত তাহা হইলেই হয়ত নন্দরাণীর অন্তরাবেগ কিছু পরিমাণে শান্ত হইত, কিন্তু ইহার পরেই আছে অনীতা, আত্ম-সুখসন্ধানী অনীতা, জীবন লইয়া সে ছিনিমিনি খেলিতেছে। উল্লসিত উচ্ছৃঙ্খলতা আর সৌখীন বাক্যচ্ছটায় যে আচ্ছন্ন, চঞ্চলতায় যে বিস্ফুরিত, কামনা-কাতর সান্নিধ্যে যে-উচ্ছসিত, সেই অনীতার জন্য নন্দরাণীর অন্তরে সংশয় ও উদ্বেগের আর সীমা নাই। যথেচ্ছ খরচ করিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে অদৃশ্য রোমান্সের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ানই ইদানীং তাহার একমাত্র কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কোন কিছু করিতে হইবে স্থির করিবার পর উপযুক্ত সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা নন্দরাণীর স্বভাববিরুদ্ধ, ইহা তাহার চরিত্রগত দুর্ব্বলতা। যাহা কিছু করা দরকার, তাহা সেই মুহূর্ত্তেই করিতে হইবে, তাই অনীতা ঘরে ঢুকিতেই নন্দরাণী যাহা করিয়া বসিল আপাতঃ দৃষ্টিতে তাহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

অনীতার বেশবাসের মেমসাহেবী কৃত্রিমতা নন্দরাণীর কাছে অসহ্য উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া মনে হইল। কানের দু'পাশে হাঙ্গেরীয়ান ঢং-এ খোঁপা বাঁধা, কানে আধুনিকতম প্যাটার্নের দুল, মুখে রুজ-পাউডারের প্রাচুর্য্য চোখে লাগে, ঠোঁটে লিপষ্টিক্, বিলাতী অঞ্জন-সংযোগে চোখের পাতা ও ভ্রু চিত্রিত, গায়ে পাতলা টিস্যু কাগজের মতো সৌখীন কাপড়ের ফ্রিল দেওয়া ব্লাউজ্, তাহার অভ্যন্তরে বিলাতি কাঁচুলীর রেশমী ফিতা দেখা যাইতেছে, অনুষ্ঠানের এতটুকু ত্রুটি নাই!

নন্দরাণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনীতার ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতে লাগিল। অনীতা একটি কোচে ক্লান্ত দেহখানি এলাইয়া দিয়া বিশ্রান্ত ভঙ্গীতে বিলম্বিত-গতি হাই তুলিল, তারপর ধীরে ধীরে ভ্যানিটি ব্যাগ্ খুলিয়া ঠোঁটে লিপষ্টিক্ ঘসিতে সুরু করিল।

অসহ্য! এতখানি নির্লজ্জ বেহায়াপানা সহ্য করা সহজ নয়। নন্দরাণী ঝাঁঝালো কণ্ঠে ডাকিল—অনী, শোন্ শীগ্‌গীর, ছি ছি কি হচ্চিস্ দিন দিন?

এ প্রকার মন্তব্য অনীতার ভালো লাগিল না; মার আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া সে কতকটা অবজ্ঞার সহিত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মার মুখের দিকে চাহিল মাত্র, তারপর এ আহ্বান উপেক্ষা করিয়াই পূর্ব্ববৎ প্রসাধনের ছোটোখাটো ত্রুটীগুলি সংশোধন করিতে লাগিল। নন্দরাণীর সারা শরীর রাগে ও ঘৃণায় জ্বলিয়া গেল, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া অনীতাকে সজোরে টানিয়া তুলিয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কহিল—

—এইবার আমার কথার জবাব দিতে হবে, কি ভেবেছ' তুমি? আমি জানতে চাই কি তুমি চাও? চুপ করে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু এখন দেখছি তোমার মতো মেয়েকে এতখানি স্বাধীনতা দিয়ে মোটেই ভালো করিনি, আর নয়—কি তোমার মনের ভাবগতিক খুলে বলো, একটা মিথ্যেকে ঢাকতে দশটা মিথ্যে তুমি বানিয়ে বলো, সত্যি কথা তোমার মুখে আসেনা—শেষ অবধি এতদূর যে গড়াবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, মার কাছে মিথ্যে কথা?

অনীতা বিস্ময়বিমূঢ়কণ্ঠে বলিল—মিছে কথা? বারে, আমি আবার মিছে কথা কবে বলেছি?

—হ্যাঁ মিছে কথা, নির্জ্জলা মিছে কথা, মার মুখের সামনে মিছে কথা—

লজ্জা নেই এতটুকু? কি যে করে বেড়াচ্ছ আমি কিছু জানিনে, না বুঝি না? বাড়ী থেকে বেরোও সুবর্ণর নাম করে কিংবা কখনও বলো বাবার সঙ্গে অমুক যায়গায় যাচ্ছি, আসলে যত সব ছন্নছাড়া বখাটেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াও।

—ওঃ দিদি তোমায় বলেছে বুঝি! তোমার আদরের সুবর্ণ!

—বল্‌তে কাউকে হয়নি, আমার চোখ আছে। আমারই ভুল, বাধা দিলে হয়ত কেলেঙ্কারী হয়ে দাঁড়াবে এই ভেবে প্রথমটা কিছু বলিনি। ভেবেছিলুম যা হয় কিছু লেখাপড়া শিখেছ, নিজের ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা হয়েছে, নিজের পথ বেছে নিতে পারবে, কিন্তু তা হ'বার নয়। তোমার জ্ঞান বুদ্ধি কোনো দিনই হবে না, কিছুই শিখ্‌লে না, নিজের জন্যে একটুও তোমার লজ্জা হয়না? চোখের সামনে জহর-সুবর্ণ ভাস্‌ছে, এ দেখেও যদি শিক্ষা না হয়—

অনীতা রাগে ভাঙিয়া পড়িল,—কহিল—ওঃ জহর-সুবর্ণ, ওরা ত' ভালো হবেই, গুণের ধ্বজা। এত সব সোনার চাঁদ, হীরের টুকরো যখন কুড়িয়েই পেয়েছিলে তখন কি দরকার ছিলো তোমার নিজের ছেলে মেয়ের? আমি না হ'লেই ত বাঁচ্‌তে—যত খুসী এই সব বাপে খেদান, মায়ে তাড়ানোদের নিয়ে বাড়ী বোঝাই করলেই ত' পার্‌তে!

তৎক্ষণাৎ নন্দরাণী সজোরে অনীতার সেই রুজ-পাউডার-চর্চ্চিত কোমল গালে এক চড় মারিয়া বসিল। তারপর যাহা ঘটিয়া গেল তাহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরিশেষে নন্দরাণী ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। এই মুহূর্ত্তে যাহা ঘটিয়া গেল তাহার জন্য নন্দরাণীর লজ্জার আর সীমা রহিল না, এতো বড় মেয়েকে অবলীলাক্রমে সে কি করিয়া মারিয়া বসিল, তাহা সে নিজেই ভাবিয়া পায় না, অনুশোচনা ও বেদনায় তাহার অন্তর পুড়িয়া গেল। অনীতা তেমনই নিঃশব্দে জলভরা চোখে পায়ের নীচে কার্পেটের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল আর নন্দরাণী নানাপ্রকার আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে সুবর্ণ কোথা হইতে আসিয়া দাঁড়াইল—অনীতা সেই মুহূর্ত্তে চীৎকার করিয়া উঠিল,—এইবার সুখ উথ্‌লে উঠ্‌ল ত', তোমার আদরের সুবর্ণ এসেছেন,—

সুবর্ণ স্তম্ভিত হইয়া গেল, স্খলিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে ভাই অনী? ব্যাপার কি?

সুবর্ণর দিকে মুখ ফিরাইয়া অনীতা ঝঙ্কার করিয়া উঠিল—খুব হয়েছে, আর ঢং করে 'ভাই' বলে আর সোহাগ কর্‌তে হবে না, তোমার চালাকী এতদিনে বুঝেছি, অতো ন্যাকামীর কি দরকার ছিল, যা বল্‌বার তা সাম্‌না-সামনিই ত' বল্‌তে পার্‌তে? আমরা যদি এতই পর হয়ে থাকি, বন্ধু বান্ধবের ত' কম্‌তি নেই, আর কেন? আমাদের একটু নিরিবিলি ছেড়ে দিয়ে সেখানে উঠ্‌লেই ত' পারো।

নন্দরাণী পাগলের মতো চীৎকার করিয়া কহিল—অনী, চুপ কর্‌ বল্‌ছি শীগ্‌গীর—

অনীতা তেমনই প্রখর হইয়া বলিল—কেন চুপ করবো? তোমাদের সবাইকে চিনে নিয়েছি। নামেই আমি তোমাদের মেয়ে, আমার ওপর তোমাদের মায়া ত' কত, কেবল যত রাজা মহারাজা-নাথ্‌পতিদের নিয়েই আছো! কিন্তু আমি দেখিয়ে দেব, আমার ওপর তোমাদের টান নাই বা রইলো, কি কর্‌তে পারি দেখো—আমাকে তোমরা কেউ ভালোবাসো না —একটুও না—একটুও না—

এই কথাগুলি বলিয়া অনীতা কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল, সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই সুবর্ণ ভালোমন্দ না বুঝিয়াই তাহাকে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে বিষ ঢালিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অনীতা বলিয়া উঠিল—পথ ছেড়ে দাও বল্‌ছি, ঢের হয়েছে, তোমাকে চিনে নিয়েছি—

অনীতা সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

সুবর্ণ ধীরে ধীরে নিস্পন্দ স্তব্ধতায় নন্দরাণীর পাশে আসিয়া বসিল। তারপর শান্তকণ্ঠে কহিল—অনী বড্ড ক্ষেপে গেছে মা, তুমি যাও মা ওকে একটু শান্ত করে এসো।

নন্দরাণী মাথা নাড়িয়া তাহার অক্ষমতা জানাইল, কিছুক্ষণ পরে কহিল—পরে যাবো, এখন আমি কিছুতেই ওর সাম্‌নে যেতে পারবো না, অতখানি বেহায়াপানা আর সহ্য হয় না।

নন্দরাণীর ব্যথা সুবর্ণ বুঝিল, তাই আর কোনো কথা না বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে অবশেষে নন্দরাণী কহিল—এখন দেখ্‌ছি সত্যি অন্য কোথাও যাওয়াই তোমার পক্ষে ভালো, সব দিক ভেবে দেখ্‌লুম যে এছাড়া আর উপায় নেই,—তারপর মাথাটি তুলিয়া ধীর ভাবে নন্দরাণী বলিতে লাগিল—সুবর্ণ, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, বুদ্ধি বিবেচনায় অনীতা তোমার পায়ের তলায় দাঁড়াবারও যোগ্য নয়, সমাজে তোমার তাই আদর হয়েছে, শুধু রূপ থাক্‌লেই হয় না মা, গুণ একটু থাকা চাই। নম্রতা ও সহবৎ শিক্ষাও বড় জিনিষ, অনীতা সে সব কিছুই শিখ্‌লো না, আর সেই সব কারণেই তোমাকে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার কথা সে অমন করে বল্‌তে পার্‌লে, মাথায় কিছু নেই বলেই ওর এতবড় স্পর্দ্ধা!

—তাতে আর কি হবে মা, তুমি চুপ কর, ছেলেমানুষ না বুঝে সুঝে বলে ফেলেছে। নন্দরাণী পায়ের নীচে কার্পেটের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল, তারপর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—সুবর্ণ, তোমার উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ, কিন্তু মা তোমায় এ বাড়ী ছাড়তে হবে। শুধু অনীর জন্যে বলিনি, এখন আমি অনেক ভেবে দেখ্‌লুম, তোমার জগৎ আলাদা, আমাদের সমাজ আলাদা, তোমাদের সমাজের মাঝে গিয়েই তোমাকে দাঁড়াতে হবে। তোমার সঙ্গে তাল ফেলে চল্‌তে আমরা পার্‌বো না, হাজার চেষ্টা কর্‌লেও পার্‌বো না। পৃথিবীশুদ্ধ

ফার্‌কোট্ আর গাড়ী গাড়ী সাড়ি পর্‌লেও নয়, বাক্স বাক্স ক্রীম-পাউডার মাখ্‌লেও নয়, আমরা চিরকাল সেই-ই থাক্‌বো, কয়লার রঙ্‌ কি কিছুতেই মোছা যায় মা? বক্সীরহাট আর তেজপুরের সমাজই আমাদের যোগ্য—আমরা এখানকার নই, হাজার চেষ্টা করলেও নয়।

উচ্ছ্বসিত আবেগে সুবর্ণ শুধু কহিল—এ কি বল্‌ছো মা!

তাহার সুন্দর চোখ ছুটি অশ্রুভারে পদ্মপত্রের মত টল্ টল করিতে লাগিল। কতদিনের মান, অভিমান, কত ছোট খাট সুখ দুঃখের কলহ, কত তুচ্ছ সংঘর্ষ ও দীপ্ত আনন্দের মুহূর্ত্ত, কত শান্তিহীন দিনের ক্লান্তিকর স্মৃতি, আজ এক নিমেষেই চরম সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।

অশ্রুসিক্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বরে নন্দরাণী কহিল—আমি তোমাদের মা নই, মা হ'বার অধিকার আমার কোথায় সুবর্ণ? কি করেছি আমি তোমাদের? পয়সার বিনিময়ে বাজারের আয়াদের মতো মানুষ করেছি মাত্র, এর কতটুকু কৃতিত্ব আমার? আমিও তোমাদের আয়া, তার বেশী কিছুর যোগ্য আমি নই। মা হওয়া হয়ত আরো কঠিন, আরো পবিত্র!

যে-অশ্রুধারা এতক্ষণ প্রাণপণ শক্তিতে সুবর্ণ রোধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহার বাঁধ ভাঙিল—তাহার সারা মুখখানি অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল, সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও একটি কথাও সে বলিতে পারিল না।

তাহার এই উচ্ছ্বসিত আবেগে নন্দরাণী অন্তরে আকুল হইয়া উঠিলেও বাহিরে যথেষ্ট দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া কহিল—ছিঃ মা, অমন করে কাঁদ্‌লে কি করে কি হ'বে? কি কর্‌তে হবে না হবে সে সব ত' ভাবা দরকার! আমি ত' পথে তাড়িয়ে দিলুম, কিন্তু আশ্রয় ত' একটা চাই।

চোখের জল মুছিয়া সুবর্ণ কহিল—Y. W. C. Aতে আমার দু' চারজন বন্ধু আছে সেখানেই প্রথমে উঠ্‌বো মা, তারপর—

সুবর্ণ নন্দরাণীর কোলে মাথা রাখিয়া তাহার মনোভাব চাপিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নন্দরাণী তাহার রেশমকোমল চুলগুলিতে সস্নেহে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে কহিল—আর একটা কথা...আমি বল্‌বো সুবর্ণ, কোনো লজ্জা কোরো না, সোজা জবাব দাও, অলক কি তোমাকে বিয়ে কর্‌তে চায়?

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সুবর্ণ কহিল—অনেকবার আমাকে বিয়ের কথা বলেছেন!

—তুমি কি বলেছ? নন্দরাণী মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

সুবর্ণ সলজ্জ ভঙ্গিতে বলিল—আমি সোজাসুজি 'না' বলেছি।

উদ্বিগ্ন নন্দরাণী কহিল—কেন একথা বল্লে মা? এ কথার মানে?

—উনি মনে করেন যে বিয়ে যেন সুখের কথা, তাই। সুবর্ণ অতি কষ্টে বলিল।

করুণা ও স্নেহে বিগলিত নন্দরাণী কহিল—ছিঃ মা, মন যাকে চাইছে, শুধু চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাকে "না" বল্লে কি করে? আমার অবশ্য কিছু বলা উচিত নয়, কিন্তু তোমাকে ত' বোঝাবার কিছু নেই।

সুবর্ণ তেমনই নিস্পন্দ নিষ্কম্পতায় নন্দরাণীর কোলে পড়িয়া রহিল। তাহার ঘন কুন্তলরাশি বুকে-পিঠে বর্ষণোন্মুখ মেঘভারের মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিস্রস্ত সাড়ির অন্তরালে সে আর আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না, তপশ্চারিণী পূজারিণীর নিষ্ঠায় অন্তর-দেবতার কাছে সে কখন আপনাকে নিবেদন করিয়া ফেলিয়াছে।

নিরুচ্চার নিবিড় অনুভূতিতে দুটী প্রাণী তেমনই ঘনীভূত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

BLOCKS
HINDUSTHAN PHOTOTYPE SYNDICATE

Quality Process Engravers
1, GURPAR ROAD
Calcutta

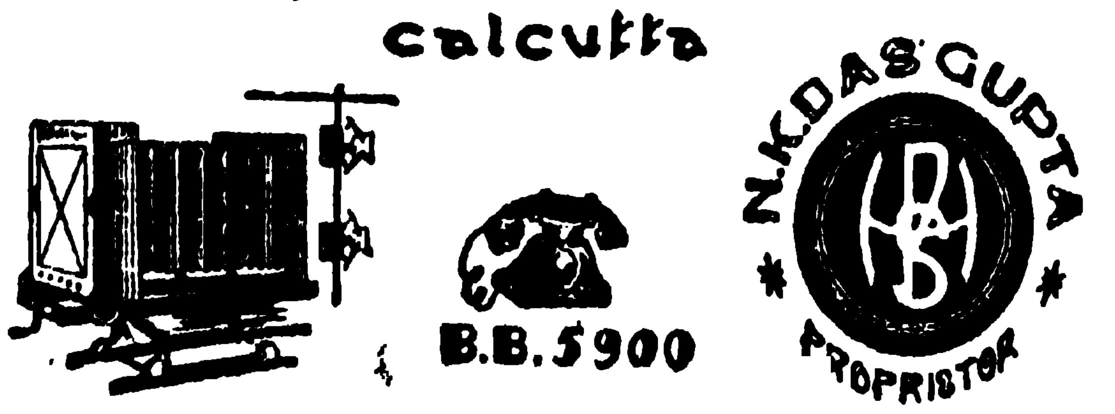

Best & Cheapest House in Calcutta

খেলার মাঠে

~ বজ্রবাহন ~

বাইটন্ কাপ খেলার তালিকা তৈরী হয়ে গেছে। যদি ড্র হয় বা অনিবার্য্য কারণে কোন খেলা বন্ধ থাকে—তা হলে ৩০শে এপ্রিলের মধ্যেই যে ফাইনাল হয়ে যাবে, তা নিশ্চিত।

* * *

প্রথম বিভাগীয় হকি লীগের তালিকায় এখন বি জি প্রেস দল আগে চলেছে—১৬টা খেলে ২৭ পয়েণ্ট। মিলিটারি মেডিকেল বি জি প্রেসের কাছে হেরে যাওয়ার ফলে তাদের চ্যাম্পিয়ানশীপ পাওয়ার আর কোন আশা নেই—তাদের হয়েছে ১৬টা খেলে ২৫ পয়েণ্ট। পোর্ট কমিশনার করেছে ১৫টা খেলে ২৩ পয়েণ্ট—তাদের অবস্থাও সুবিধার নয়। কাষ্টমস্ ১৬টা খেলে ২৩ পয়েণ্ট করেছে। দেখা যাক রানার্স আপ কে হয়! লীগের তালিকা এই সঙ্গে দেওয়া হলো—

প্রথম ডিভিসন লীগ তালিকা

টিম	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	পয়েণ্ট
বি. জি. প্রেস	১৬	১১	৫	০	৩৫	৫	২৭
মিলিটারী মেডি:	১৬	১০	৫	১	৪০	৬	২৫
পোর্ট কমিশনার্স	১৫	১০	৩	২	২২	৬	২৩
কাষ্টমস্	১৬	১১	১	৪	৪৩	১৫	২৩
রেঞ্জার্স	১৭	১০	৩	৪	২৫	১১	২৩
পুলিস	১৭	৯	৪	৪	২৯	১২	২১
ইষ্ট বেঙ্গল	১৬	৭	৬	৩	১৬	৯	২০
লিলুয়া	১৮	৯	২	৭	২৯	৩১	২০
আর্ম্মেনিয়ানস্	১৫	৮	৩	৪	১৯	১৪	১৯
মহঃ স্পোর্টিং	১৮	৮	৩	৭	২৬	১৯	১৯
ই. বি. আর	১৬	৫	৬	৫	১৮	১৩	১৬
গ্রীয়ার	১৫	৫	৩	৭	১৩	১৯	১৩
মোহন বাগান	১৭	৪	৫	৮	১৮	২৬	১৩
মেজারার্স	১৩	৫	২	৬	১২	১১	১২
ক্যালকাটা	১৬	৪	২	১০	১৮	৩৮	১০
জ্যাভেরিয়ান্স	১৬	৩	৩	১০	১২	২১	৯
সেণ্ট জোসেফ্স্	১৮	৩	২	১৩	১৭	৩৮	৮
হাওড়া ইন্:	১৮	০	৩	১৫	১৭	৫৪	৩
পাঞ্জাব রেজি:	১৫	০	৩	১২	৯	৬৩	৩

*

প্রথম ডিভিসন্ লীগ খেলায় সোমবার পর্য্যন্ত যে সমস্ত খেলা হয়েছে মিলিটারী মেডিকেলের টি ডি' সেনা ২০টা গোল করে গোলদাতাগণের মধ্যে প্রথম যাচ্ছেন। অন্যান্য গোলদাতারা হলেন :—টি ডি' সেনা (মিলি: মেডি:) ২০; ফলস্ (পুলিস) ১৭; ব্রাউন (লিলুয়া) ১৬; চরঞ্জিৎ (পোর্ট কমিশনার) ১৩; ম্যাকডোনাল্ড (বি জি প্রেস) ১২; জে, হানসন (আর্ম্মেনিয়ান্স) ১২; ওয়েলস্ (রেঞ্জার্স) ১২;—এদের মধ্যে কোনো বাঙালী নেই, বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন। কবে থাকবে?

* * *

জেভেরিয়ান্স দলের ভয় ছিল বুঝি দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যেতে হয়—কিন্তু পাঞ্জাব রেজিমেণ্টকে ২—০ গোলে হারিয়ে ২টা মূল্যবান পয়েণ্ট লাভের ফলে তারা নেমে যাওয়া থেকে বেঁচে গেলো।

* * *

মিলিটারি মেডিকেল মোহনবাগানকে ৫—০ গোলে শোচনীয়ভাবে হারিয়েছে। মেডিকেল দলে এমেটকে খেলতে দেখা যায়—১৯৩৬ সালে ভারতীয় অলিম্পিক টীমের পক্ষে ইউরোপ যাত্রার পর কলিকাতায় এই প্রথম তিনি খেললেন। খেলার ধরন দেখে মনে হচ্ছে মেডিকেল দল রানার্স আপ হতে পারে।

* * *

এখনও আই, এফ, এ বি, এফ, এর দর কষাকষি চলছে। গণতান্ত্রিক মতে আই, এফ, এর কমিটি গঠিত হলেও, তাতে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ থাকবে। মহমেডান দলকে ৪৫টী সদস্যের মধ্যে একটা মাত্র আসন দেওয়া হয়েছে বলে তাদের একজন বড় কর্ত্তা বলেছেন যে মহমেডান দল ইতিহাস থেকে মুছে যেতে পারে কিন্তু এই অপমান তারা সহ্য করবে না। বি, এফ, এ চায় তাদের অন্তর্ভুক্ত টীমের মধ্য থেকে তিনটে মুস্লিম ক্লাবকে ৪র্থ ডিভিসনে খেলতে দিতে হবে ও এই ক্লাব তিনটীর প্রতিনিধিদের গভর্ণিং বডিতে নিতে হবে। আই, এফ, এ তাতে রাজী, কিন্তু এই সর্ত্তে যে যদি টীমগুলি নেমে যায় তাহলে গভর্ণিং বডিতে তাদের প্রতিনিধিত্বের কোন অধিকার থাকবে না। ১০ই এপ্রিল বি, এফ, এর সভা হওয়ার পর ১২ই এপ্রিল আই, এফ, এর সভাতে 'ব্যাপারটী' চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে বলে মনে হচ্ছে। দীপালীর আগামী সংখ্যাতে আপনাদের এই সুখবরটা বোধ হয় দিতে পারবো।

নিমাই মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ

আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হাওড়ায় (বসন্ত রায় তলায়) দক্ষিণ ব্যাটরা ৪৭নং কাটাপুকুর তৃতীয় বাই লেনস্থ "বসন্ত মিলনীর" নবনির্ম্মিত ময়দানে "বসন্ত মিলনীর" তত্ত্বাবধানে সপ্তম বাৎসরিক "নিমাই মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ" প্রতিযোগিতার খেলা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত প্রতিযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জুনিয়ার ও সিনিয়ার টীম যোগদান করিতে পারিবে, যোগদানের শেষ দিন ২৫শে এপ্রিল, ১৯৬০।

যে সকল প্রতিষ্ঠান উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন "বসন্ত মিলনীর" খেলাধূলার সম্পাদক শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের নিকট আবেদন পত্র পাঠান।

—অভিমন্যু

রূবীতে "আপনে নগরিয়া" (Mud)

হিন্দুস্থান সিনেটোনের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন গুঞ্জাল। শ্রেষ্ঠাংশে শোভনা সামার্থ, জয়ন্ত, নাজির, কে, এন, সিং প্রভৃতি। এই শনিবার রূবী সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে।

ধনিক ও শ্রমিকের চিরন্তন সংঘর্ষকে এই চিত্রের পশ্চাৎপটে রাখিয়া যে গল্পটি খাড়া করা হইয়াছে তাহা এই—পৃথ্বী নামক এক ইটের কারখানার দীনমজুর সুশীলা নাম্নী সেই কারখানারই মালিকের কন্যাকে ভালবাসিল এবং তাহারই একটি মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া দিবারাত্র তাহার ধ্যান করিতে লাগিল।

শম্ভু নামক এক অসচ্চরিত্র স্বার্থপর যুবক সম্পত্তির লোভে সুশীলাকে ভালবাসে। গ্রামে ভীষণ প্লেগ দেখা দিল, শম্ভু তাড়াতাড়ি সুশীলার পিতাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া নিজের নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখাইয়া লইয়া তাহাকে বিষপ্রয়োগ করিয়া প্রাণনাশ করিল। এদিকে প্লেগের ভয়ে যখন কেহই সুশীলার কাছে যায় না, তখন বন্ধুবান্ধবদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পৃথ্বী তাহাকে সেবা করিবার ভার লইল। পৃথ্বীর সেবা শুশ্রূষায় যখন সুশীলা সুস্থ হইল তখন সুশীলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ত' দূরের কথা, উপরন্তু তাহাকে স্পর্শ করার স্পর্দ্ধায় অপমান করিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল। শেষে বহু ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়া শম্ভুর আসল রূপ ধরা পড়িল এবং তাহার পূর্ব্ব প্রণয়িনী কর্ত্তৃক নিহত হইল। শেষে পৃথ্বীর কাছে সুশীলা ফিরিয়া আসিল।

ছবিখানির ভিতর বহু অনাবশ্যক দৃশ্য অবতারণা করার জন্য গল্পের সুষ্ঠু গতি অনেক স্থানে ব্যাহত হইয়াছে। তাহা না হইলে গল্পটি বেশ চিত্রোপযোগী। ছবির সংলাপ স্থানে স্থানে বেশ জোরালো। পরিচালক মহাশয় উচ্চশ্রেণীর কোন কলা-নৈপুণ্য দেখাইতে না পারিলেও তাঁহার কাজ তিনি মোটের উপর মন্দ করেন নাই।

অভিনয়ের মধ্যে শোভনা সামার্থ (সুশীলা), নাজির (কেশব) ও জয়ন্ত (পৃথ্বী) চরিত্রানুযায়ী-সুঅভিনয় করিয়াছেন। ডাক্তারের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করিয়াছেন তিনি সত্যই একজন সু-অভিনেতা। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে কে, এন, সিং (শম্ভু), মাধবী (রূপা), শান্তা দত্ত (রাধা) উল্লেখযোগ্য।

দৃশ্য-সংস্থান প্রশংসনীয়। আলোক-চিত্র মোটের উপর ভালই। শব্দ-নিয়ন্ত্রণ নির্দ্দোষ নহে। আবহ-সঙ্গীত ছবিখানির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

নিউ সিনেমায় "জিন্দগী"

নিউ থিয়েটার্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন প্রমথেশ বড়ুয়া। শ্রেষ্ঠাংশে সায়গল, যমুনা, পাহাড়ী, আশালতা, নেমো প্রভৃতি। আগামী শনিবার হইতে নিউ সিনেমায় প্রদর্শিত হইবে।

সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যালের "প্রিয় বান্ধবী"র চিত্ররূপ এই "জিন্দগী"। প্রথমেই আমাদের এই ধারণা হইল যে উপন্যাস সুখপাঠ্য হইলেই যে চিত্ররূপ তদনুরূপ হইবে তাহার কোনো সঙ্গত কারণ নাই। "প্রিয় বান্ধবী" উপন্যাস যত সুখপাঠ্যই হউক তাহার মধ্যে সার্ব্বজনীন আবেদনের অভাব। এই ছন্নছাড়া লক্ষ্মীছাড়া চরিত্র-গুলিকে যেন আমরা একান্ত আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

রতন একজন শিক্ষিত বেকার, তিনকূলে তাহার কেহ নাই। বাড়ী ভাড়া দিতে পারে না, সেজন্য সে বাড়ীতে যে কখন আসে, তাহা কেহ জানিতে পারে না। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে পুলিশের দৃষ্টি এড়াইতে গিয়া শ্রীমতী নাম্নী একটি রমণীর সহিত তাহার দেখা হইল। শ্রীমতীর স্বামী ও শাশুড়ী ননদের নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইতে-ছিল। সে রতনের কাছে সেই রাত্রের জন্য আশ্রয় চাহিল। রতন সে অনুরোধ রাখিল। এইভাবেই তাহাদের পরিচয়ের সূত্রপাত। সেই প্রথম পরিচয়ের দিন হইতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু, কেহই এক জায়গায় বেশীদিন থাকিতে পারে না। আজ এখানে, কাল সেখানে—এইভাবে তাহারা দিনাতিপাত করিতে লাগিল। একদিন শ্রীমতীকে তাহার ভগ্নি রমা তাহার বাড়ীতে ধরিয়া লইয়া গেল। শ্রীমতী তাহার পিতার মৃত্যুতে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইল, রতনকে প্রেম ও ঐশ্বর্য্যের মোহে বাঁধিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। শেষে শ্রীমতী এক হাসপাতাল তৈরী করিল। কিছুদিন পরে তাহাও আর ভাল লাগিল না, তখন সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ 'শান্তি'
নির্দ্দোষ
সুপ্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১৷৷০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

শাস্ত্র
নামূল্যে
জীবনে সুখ ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও নারীর অবশ্য পাঠ্যপুস্তক
বৈদ্যশাস্ত্রী
১৯৪, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীমতী এক দূরদেশে চলিয়া গেল, সেইখানেই তাহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইল, অবশ্য মৃত্যুকালে রতন তাহার শিয়রেই বসিয়াছিল।

গল্পটির চিত্ররূপ আমাদের আশানুরূপ আনন্দ দিতে পারে নাই, অন্ততঃ প্রমথেশ বড়ুয়ার নিকট হইতে আমরা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী আশা করিয়াছিলাম। গল্পটির মধ্যে আকর্ষণী-শক্তি যেমন কম, তেমনি কৌতূহল ও উত্তেজনায় দর্শকদের মন দুলিয়া উঠে না।

রতন ও শ্রীমতীর ছন্নছাড়া জীবন, তাহাদের রক্তে মিশিয়া রহিয়াছে লক্ষ্মীছাড়া ভাব। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রেম ফল্গুধারার ন্যায় লুক্কায়িত আছে; অথচ যেহেতু শ্রীমতী বিবাহিতা, সেজন্য তাহাদের কামনা চিরদিন অপূর্ণই রহিয়া গেল—এই ভাবটি চিত্রে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমাদের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই।

অভিনয়ের মধ্যে সায়গল ও যমুনা রতন ও শ্রীমতীর ভূমিকায় মনোজ্ঞ অভিনয় করিয়াছেন। সায়গলের প্রায় সব গানগুলিই সঙ্গীত, বিশেষতঃ একখানি গান আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। 'দুলালে'র ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল বেশ খানিকটা হাসির খোরাক যোগাইয়াছেন। জনৈকা বারবিলাসিনীর ভূমিকায় আশালতা গান-দু'খানি ভালই গাহিয়াছেন। সাঁওতালদের গান ও নাচটিতে 'মুক্তি'র কিছু ছাপ আসিয়া পড়িলেও খুব উপভোগ্য হইয়াছে।

সঙ্গীত-পরিচালনা চমৎকার। শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার ফটোগ্রাফী প্রশংসনীয়। শব্দ-নিয়ন্ত্রণ নির্দ্দোষ। দৃশ্য-সংস্থান সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই, বিশেষতঃ বহির্দৃশ্যগুলি সত্যই লোভনীয়।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

অমর মল্লিকের পরিচালনায় "হার-জিৎ" (হিন্দী) ও "অভিনেত্রী" (বাংলা)র প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে সনাতন রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া কোনো মেয়ে কি নিজের ইচ্ছানুযায়ী পথ গ্রহণ করিতে পারে? এবং তাহা হইলে সমাজে তাহার স্থান কোথায়? কানন, পাহাড়ী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরীকে প্রধান ভূমিকাগুলিতে দেখা যাইবে।

ফণী মজুমদারের পরিচালনায় "ডাক্তার" সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে। অহীন্দ্র চৌধুরী, পঙ্কজ মল্লিক, অমর মল্লিক, জ্যোতিপ্রকাশ, শৈলেন চৌধুরী, পান্না এবং ভারতী ইহাতে অভিনয় করিতেছেন।

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশানস লিঃ

"আঁধি" ও "আলো-ছায়া" শীঘ্রই ভারতের সর্ব্বত্র মুক্তিলাভ করিবে। বহু স্থানে ট্রেলার দেখান হইতেছে।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

ইহাদের "তটিনীর বিচার" শীঘ্রই রূপ-বাণীতে মুক্তিলাভ করিবে। আশা করা যায় রঙ্গমঞ্চে যেমন এই নাটকখানি সাফল্যলাভ করিয়াছে চিত্রেও সমধিক খ্যাতিলাভে সমর্থ হইবে। অহীন্দ্র চৌধুরী ও রাণীবালা ডাঃ ভোস ও তটিনীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। সুশীল মজুমদার পরিচালনা করিয়াছেন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস

জয়ন্তী

—মূল্য ঃ আড়াই টাকা—

বাহির হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান : দীপালী গ্রন্থশালা ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়।

নানাকথা

বর্ম্মা শেলের শিক্ষামূলক চিত্রের অপ্রকাশ্য প্রদর্শনী

গত বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটার সময় নিউ সিনেমায় প্রায় তিন শতাধিক দর্শকের সম্মুখে তিনখানি শিক্ষামূলক চিত্র প্রদর্শিত হয়। চিত্রগুলিতে খনিজ তৈলের উপকারিতা সংক্রান্ত বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়, সেজন্য মোটর চালকদের নিকট এই ছবিগুলির মূল্য অনেক বেশী। এই প্রদর্শনীতে বহু প্রসিদ্ধ মোটর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও অনেক সংবাদপত্রসেবী উপস্থিত ছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ "শেলে"র প্রস্তুত জিনিষগুলি এই চিত্রগুলি মারফৎ বিজ্ঞাপিত হয়। "শেলে"র তৈরী পেট্রোল ও ডিসেল ওয়েল (Diessel oil) সমগ্র জগৎবিখ্যাত ও প্রচলিত। কলিকাতায় ছয়টি ষ্টেশনে "শেল" পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া আরও দুইটি সংবাদ-চিত্র প্রদর্শিত হয়। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে "বর্ম্মা শেল" মাঝে মাঝে এইরূপ চিত্র প্রদর্শন করিবেন এবং আরও শোনা গেল যে তাঁহারা হয়ত এদেশেই তাঁহাদের চিত্র নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত করিতে পারেন।

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়

গত শনিবার ৬ই এপ্রিল বাংলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হকের পৌরহিত্যে অন্ধ বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণোৎসব হইয়া গিয়াছে। লেডী ঘোষ পুরস্কার বিতরণ করেন। এই উপলক্ষ্যে উক্ত স্কুলের ছাত্র ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক শিল্প প্রদর্শনী, খেলাধূলা, নৌকা চালনা, সাঁতার, আবৃত্তি, গান, ব্যায়াম-কৌশল, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি খুব উপভোগ্য হয়।

"অজানা" গৃহ-প্রবেশ

গত শুক্রবার ৫ই এপ্রিল বিখ্যাত Stevedore শ্রীযুক্ত রঞ্জন সেন তাঁহার

এলগিন রোডস্থ নবনির্ম্মিত গৃহের গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষ্যে একটি ককটেল পার্টির আয়োজন করিয়াছিলেন। বৈদ্যুতিক আলোর অপূর্ব্ব সমাবেশে "অজানা"কে একটি মনোরম জাহাজের মত দেখাইতেছিল। ভিতর ও বাহির অত্যন্ত কলাসম্মত ভাবে সাজানো হইয়াছিল। তদুপরি বহু ভারতীয় ও অ-ভারতীয় মহিলাদের সমাগমে এই প্রীতি-সম্মিলনীটি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন:— মিঃ ও মিসেস্ কে, জে, নিকলসন, বর্দ্ধমানের মহারাজা কুমার উদয়চাঁদ মেহতাব, স্যার কে, জি, এম, ফারুকি, কলিকাতার মেয়র শ্রীনিশীথচন্দ্র সেন, প্রিন্স মির্জ্জা, সত্যেন ঘোষ, আই, সি, এস, প্রভাস মিত্র, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, কুমার শচীন্দ্র সান্যাল এম, এল, সি, (ডিরেক্টার পাবলিক হেলথ), জ্ঞানাঙ্কুর দে, আই, সি, এস, পরেশ নাথ মুখোপাধ্যায় (পোষ্টমাষ্টার জেনারেল), তুষারকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার), বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (দীপালী), সত্যেন মজুমদার (আনন্দ বাজার), বিপিন বিহারী সাঁধুখাঁ, দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্র বীদ, কবিরাজ সত্যব্রত সেন, বলাই সেন, কেশব গুপ্ত, সুনীল সেন, জে, সি, গুপ্ত (বিচারপতি), ডাঃ মৈত্র (আর্কিটেক্ট) এন, সি, ঘোষ, রঙ্গস্বামী আয়ার, প্রিন্সিপ্যাল বি, এম, সেন (সস্ত্রীক), শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বি, এন, দে, ডাঃ অমূল্য উকীল, কে, মিত্র, ডাঃ সুনীল বসু, ডি, সি, ঘোষ (ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সভাপতি), কর্ণেল চট্টোপাধ্যায়, ধর্ম্মদাস চট্টোপাধ্যায়, মিঃ ও মিসেস ব্রডি, মিঃ ও মিসেস লখার্ট, কুমার পি, এন, ঠাকুর, মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জী, ক্যাঃ ও মিসেস্ ফরসাইথ, মিঃ ও মিসেস্ বার্ডার (জার্ডিন স্কিনার কোং লিঃ), মিঃ ও মিসেস্ কর্নি, মিঃ হোয়াইটহাউস, মিঃ হকিন্স, মিঃ ব্যালকম, কর্ণেল ওয়ারেণ-বুলটন, ক্যাঃ ও মিসেস্ প্রিন্জল প্রভৃতি।

প্রিন্সিপ্যাল জি, কে, সেন, রঞ্জন সেন ও সস্ত্রীক শিল্পী অর্জ্জুন রায় অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়নে প্রীত করেন।

অধ্যাপক কে, এন, সেনের কন্যা ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শনে সকলকে মুগ্ধ করেন।

ভারতে প্রসিদ্ধ মার্কিণ বৈমানিক

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড এয়ার লাইনের ফরেন (foreign) ট্রাফিক ম্যানেজার মিঃ হাক লংফেলো সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি এখানকার অ-সামরিক বৈমানিক কর্ম্মকর্ত্তাদের সহিত দেখা করিয়া সমস্ত লাইনটি পর্য্যটন করিবার আয়োজন করিতেছেন। প্যাসিফিক ও অ্যাটলাণ্টিক দুই পথ দিয়াই যাহাতে ভারতবর্ষের সহিত আমেরিকার যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হয় তিনি সেই ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন

বর্ত্তমান ইম্পিরীয়্যাল এয়ারওয়েজ ও ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ এখন একত্রীভূত হইয়া ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন নাম গ্রহণ করিল। ১৯২৪ সালে যখন ইম্পিরীয়্যাল এয়ারওয়েজের সৃষ্টি হয় তখনও এইরূপ ব্যাপারই হইয়াছিল। ছোট ছোট কতকগুলি অ-সামরিক বিমান কোম্পানী একত্রীভূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নাম গ্রহণ করে। তারপর এই দীর্ঘ ১৬ বৎসর কাল ইম্পিরীয়্যাল এয়ারওয়েজ জনসাধারণের বহু উপকার সাধন করিয়াছে। ইম্পিরীয়্যাল এয়ারওয়েজই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যে পাঁচটি মহাদেশকে সংযুক্ত করিয়াছে। তারপর ব্রিটিশ এয়ার-ওয়েজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করিয়া বহুলাংশে কাজের প্রসার ও সুসার করা হইয়াছে।

অণ্ডালে "বন্ধু" অভিনয়

অণ্ডাল আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে রাণীগঞ্জ প্যারাডাইস স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্ধু' নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় ২৪শে মার্চ্চ অণ্ডাল ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট রঙ্গমঞ্চে সম্পন্ন হইয়াছিল। জ্ঞানাঞ্জন (রাখাল গাঙ্গুলী) এবং উর্ম্মিলা (বিবেক মুখার্জ্জী)র অভিনয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। হেমন্ত (সরোজ দাস), গজানন (গৌরী মুখার্জ্জী) এবং পিন্টু সরদারের (অনিল মজুমদারের) অভিনয়ও নেহাৎ খারাপ হয় নাই। মোটের উপর অভিনয় ভালই হইয়াছে।

হবিগঞ্জ সাহিত্য-সভা

হবিগঞ্জ সাহিত্য সভার তত্ত্বাবধানে আগামী ১লা ও ২রা বৈশাখ নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

প্রফেসার আয়াত আলী খাঁ, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র দত্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অনাদি দস্তিদার, নৃত্য-বিশারদ্ শ্রীযুক্ত ললিত দত্ত, শ্রীযুক্তা অমলা দত্ত, শ্রীযুক্ত সুনীল দত্ত এবং শ্রীযুক্ত কুমুদ গোস্বামী প্রভৃতি সুবিখ্যাত সুরবেত্তাগণ এই উৎসবে যোগদান করিবেন। এই উৎসবে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি এবং গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গল্প প্রতিযোগিতায় ছাত্র ও ছাত্রী সকলেই যোগদান করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার জন্য পদক ও অন্যান্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুরমা উপত্যকা ও ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিযোগীগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন। ৩১শে চৈত্র তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভা ও সাহিত্যালোচনাদি হইবে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

স্থাপিত ১৯২২

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ]   ১৮ই এপ্রিল ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ৫ই বৈশাখ ১৩৪৭   [১৬শ সংখ্যা

কলিকাতা কর্পোরেশন

১লা এপ্রিল হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের নব কলেবর হইয়াছে। কলিকাতাবাসী হিন্দু জনসাধারণকে সংশোধিত এই মিউনিসিপ্যাল আইন হক মন্ত্রিমণ্ডলের অন্যতম অবদান।

এই নূতন আইনমত সভ্য সংখ্যা নির্দ্ধারিত ও তদনুযায়ী নির্ব্বাচিতও হইয়া গেল। এইবার সরকারী মনোনীত সভ্যের পালা। বলাই বাহুল্য, সরকারের মনোনয়ন যাহাদের উপর পড়িবে তাঁহারা কি ধাতুর তৈরি, সুতরাং কর্পোরেশন বিষয়ে হিন্দু নাগরিকগণ এইবার এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। সার সুরেন্দ্রনাথের প্রমূর্ত্ত জীবন-স্বপ্ন, যাহার প্রথম পতাকাবহনের ভার পড়িয়াছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উপর, আজ স্তম্ভিত বিস্ময়ে হতবাক্, সে পতাকা আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত।

আমরা শক্তিহীন, দূর হইতে শুধু দেখি আর নিস্ফল বেদনায় গুমরিয়া উঠি। কিন্তু যাহারা শক্তিমান, অন্তত শক্তিমত্তার বড়াই করেন, তাঁহারা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্রতর শক্তির যখন অপব্যবহার করেন, তখনই জন্মে জনসাধারণের অন্তরে সন্ত্রাস এবং আমাদের মনে জন্মে বিক্ষোভ।

আমরা চাই, কর্পোরেশনের উন্নতি সুনাম ও জনসেবায় ক্রমবর্দ্ধমান নিত্য নব নব শক্তির উন্মেষ। আমরা চাই, এই নানা জাতিবর্ণধর্ম্ম অধ্যুষিত এই বিরাট নগরীর কোটিপঞ্চমাংশপ্রায় নরনারীর সুখ সুবিধা ও সৌকর্য্য। শ্রেণীধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন, ক্ষুদ্রতমেরও স্বার্থ রক্ষা। করদাতার অর্থ করদাতার জন্যই যেন ব্যয়িত হয়—সূর্য্য যেমন ধরণীর সামান্য জল শোষণ করিয়া অসামান্য মঙ্গলময়ী বর্ষাধারায় ফিরাইয়া দিয়া ধরণীকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়া তুলে।

কর্পোরেশনে এবার অনেকগুলি নূতন সভ্য আসিয়াছেন এবং পুরাতনের পুনরাবর্ত্তনের সংখ্যাও বড় কম নহে। এতকাল এখানে

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

হিন্দু সভ্যগণের মধ্যে প্রধানত কংগ্রেসই ছিল একমাত্র উল্লেখযোগ্য দল, এবার কংগ্রেসের নামে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা কংগ্রেসমনোনীত সভ্য ঠিক নয়, তাঁহারা আসলে সুভাষবাবুর দলের লোক। কাজেই তাঁহারা সাময়িকভাবে সংখ্যায় কয়েকজন বেশী থাকিলেও, তাঁহাদের ভার বা ধার জনসাধারণকে তেমন উৎসাহিত করিতে পারিতেছে না। তথাকথিত কংগ্রেসী (?) সভ্য অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প হইলেও হিন্দু মহাসভার মনোনীত সভ্যগণের উপরই কলিকাতার হিন্দু নাগরিকগণ সমধিক আস্থা রাখেন। কাজেই এবার অন্যান্য বার অপেক্ষা কর্পোরেশনের কার্য্য অধিকতর গুরু এবং জটিল হইবারই সম্ভাবনা বেশী। অবশ্য এ জটিলতা কিঞ্চিৎ সহজ হয় যদি হিন্দু মহাসভা, তথাকথিত কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচিত সভ্যগণ একত্র সম্মিলিত হন এবং সত্য সত্য হিন্দু কলিকাতার প্রকৃত কল্যাণ কামনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন্। কিন্তু তাহা হয় ত হইবে না, যদিও সংবাদপত্রে ইতিমধ্যে বহু বাণী প্রচারের দ্বারা আত্ম-প্রচার এবং জনসেবার অজুহাতে মিথ্যা অহমিকার প্রচার এক পক্ষ হইতে যথেষ্ট আরম্ভ হইয়াছে।

হিন্দু মহাসভা পৌররঙ্গমঞ্চে এই প্রথম অবতীর্ণ হইলেন, সুতরাং তাঁহারা কি করিবেন না-করিবেন, অনুমান করা কঠিন; তবে পুরাতন কংগ্রেস এতদিন যাহা করিয়াছেন, এবারও যে তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু করিবেন—এ কল্পনা করিতে আমরা আপাতত অক্ষম, ভবিষ্যতে পারিব কিনা তাহা ভবিষ্যৎই জানে। সুভাষবাবু তো বহুদিন এই কর্পোরেশনে বহু পদেই কাটাইয়াছেন, বহু লম্বা চওড়া বাগাড়ম্বরও করিয়াছেন, যেমন এখনও করিতেছেন, কিন্তু পুরবাসী বা কর্পোরেশনের কি উন্নতি তিনি করিয়াছেন? তিনি যে সব সুযোগ পাইয়াছেন, তাহাদের কি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন? তাঁহার উপর আমাদের অশেষ শ্রদ্ধা ও আশা ছিল, কিন্তু গত কিছুদিন যাবৎ তাঁহার বাক্য ও কার্য্যাবলী দেখিয়া আমরা বুঝিতেছি যে, যে-দণ্ডাসন তিনি একদিন অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অক্ষমতায় রাখিতে না পারিয়া, হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আজ তিনি প্রাণপাত করিতেছেন এবং পদে পদে পশ্চাতেই প্রত্যভিযান করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার নাম লইয়া, তাঁহার জয়ধ্বনি গাহিয়া তাঁহার দল ইদানীং কলিকাতা (ও অন্যান্য স্থানেও) যেরূপ বস্তুতান্ত্রিক ভাবে সুভাষবাবুর জয় মহিমা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে তিনি হয় ত অগ্রগতির পুলকে খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন, কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাঁহার শিষ্য উপশিষ্য ও ভাড়াটে শিষ্যের দল বিপক্ষের রক্তে তাঁহারই পরাজয়ের বার্ত্তাকে অবিলেপ্য অক্ষরে লিখিয়া চলিয়াছে। ব্যাঘ্রশিশুকে নররক্তে অভ্যস্ত করিলে, শিক্ষকেরও আশঙ্কা বড় কম থাকে না। এই সহজ তথ্যটি অনেক শিক্ষক অনেক সময় ভুলিয়া যান্। কাজেই অতর্কিতে যখন চাকা ঘুরিয়া যায়, তখন হয় তাহার ধূল্যবলুণ্ঠন।

কংগ্রেস-তন্ত্রে যে বামাচারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন সেই তন্ত্র হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াও আজ তিনি মূলের নামে যে কার্য্যোদ্ধার করিতে চাহেন, এটা কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয়? কর্পোরেশনেও তাঁহার আর আশ্রয় নাই। কাজেই তাঁহাকে নূতন এক পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইতেছে।

এতদিন তিনি কর্পোরেশনে থাকিয়া বাক্য ছাড়া কিছুই দেন নাই—আজ কর্পোরেশন-কক্ষচ্যুত হইয়া, তিনি তাহাকে গালি দিতেছেন। সমালোচনা করা, গালি দেওয়া যতটা সহজ, কাজ করা যে ততটা নয় তাহার প্রমাণ তিনি নিজেই। আমরা সুভাষবাবুকে ছোট্ট একটা কথা বলিয়া দিতেছি: তিনি যেন নিজে একবার নিজের অতীত কর্ম্মসূচীটি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া দেখেন। তাহা হইলেই, তিনি বুঝিতে পারিবেন, তিনি কোন্ পথে কত দূর অগ্রসর হইয়াছেন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সন্ত তুলসীদাস

প্রভাত সিনেমায় ২৬ সপ্তাহ
চলিয়াছে
২৬সপ্তাহে ইহা
প্রভাতে ও শ্রী সিনেমায়
একই সঙ্গে চলিয়াছে
এখন
কলিকাতায় ২৯শ সপ্তাহ
শ্রী সিনেমায়

সন্ত তুলসীদাস

শ্রেষ্ঠাংশেঃ—
বিষ্ণুপন্ত পাগনিস্, লীলা চিৎনিশ
বাসন্তী, রাম মারাঠী কেশব রাও
দাতে প্রভৃতি।

আর একখানি বিরাট চিত্র

অচ্ছুৎ

শীঘ্রই আপনাদের
চিত্ত বিনোদন করিবে
শ্রেষ্ঠাংশঃ গহর, মতিলাল

মানসাটা
ফিল্‌ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৫৫, এজরা লিকাতা

পল্লী-বাংলার ব্রত-গীতি

—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাশ

বাঙ্গালী আজ শুধু অন্নহীন নয়, বাঙ্গালী একান্ত উৎসাহহীন ও আনন্দহীনও বটে। আধুনিক নাগরিক সভ্যতার মধ্যে ইহার স্ব-রূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। নগরী সদা জন-কোলাহলে পরিপূর্ণ। নগরীর নরনারী বিত্তশালী, নগরীতে আছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আনন্দ পরিবেশনের ব্যবস্থা—যেমন, সিনেমা, বায়স্কোপ, রেডিও, গ্রামোফোন প্রভৃতি। এইরূপ তথাকথিত ঐশ্বর্য্যময় পরিস্থিতিতে বাঙ্গালীর সত্যকার জীবনের পরিচয় মিলিবে না। শতকরা ৮৫ জনের অধিক বাঙ্গালী আজও গ্রামে বাস করে। সুতরাং নাগরিক সভ্যতার মধ্যে বাংলার সত্যকার রূপের সন্ধান মিলিবে না; বাংলার সত্যকার রূপের পরিচয় পাইতে হইলে গ্রামের সংস্কৃতি-ধারায় অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পল্লী-বাংলায় দেখিতে পাই, সেখানকার মানুষ শত ব্যাধির আক্রমণে, অন্ন-বস্ত্রের অভাবে ক্লিষ্ট; তার মনে নাই আনন্দ, মুখে নাই হাসির টুকরা। পল্লী-বাংলায় সহস্র সহস্র মানুষ আজ আনন্দহীন, তাদের অন্তর হইতে আনন্দের রস প্রতিক্ষণে শুকাইয়া যাইতেছে। অন্ন-বস্ত্রের খনিতেই শুধু জাতি বাঁচে না, জাতির অন্তরেও চাই আনন্দের খনি।

পল্লী-বাংলায় দেখিতে পাই, পুরুষগণ এদিক ওদিক হইতে মাঝে মাঝে আনন্দের খোরাক জোটাইবার কিছু সুযোগ পায়। কিন্তু, সেখানকার মা-বোনেদের আনন্দ উপভোগের পথ প্রায় রুদ্ধ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রভাবে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি-জাত আদর্শ ও রুচি অনেক পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে, বাঙ্গালীর আনন্দোৎসবগুলিতে আজ ভাঁটা পড়িয়াছে। পল্লীগ্রামের মা-বোনেরা দিবারাত্রি পরিবারের সুখ শান্তির জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। তাঁহাদের প্রাচীন জীবন-ধারার স্রোত শুকাইয়া যাইতেছে। এইজন্য তাঁহাদের মনে আনন্দরসের অভাব নিত্যই ঘটিতেছে। অতীতের আনন্দদায়ক নির্দ্দোষ জীবনধারার পথগুলি ক্রমশঃ বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে; অথচ সেখানে নূতন কোনও ধারার প্রবর্ত্তন হইতেছে না। জীবন যাত্রায় এত বড় ফাঁকের মধ্যে মানুষ বাঁচে কি করিয়া? আধুনিক বৈজ্ঞানিক অবদান-প্রসূত সিনেমা, বায়স্কোপ, রেডিও, গ্রামোফোনের ব্যবস্থা করিয়া গ্রামে গ্রামে আনন্দ বিতরণ করিবার ব্যবস্থাও নাই। এরূপ উপায়ে আনন্দ বিতরণ করিতে হইলে কোটি কোটি মুদ্রার প্রয়োজন। অর্থ-সঙ্কটের দরুণ অদূর ভবিষ্যতে সেরূপ ব্যবস্থা হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশের আনন্দ রসের উৎসগুলিকে না বাঁচাইয়া উপায় কি?

পল্লী-বাংলায় নারীদের অনুষ্ঠেয় ব্রতগীতি-গুলির ক্রমধারার মধ্য দিয়া আমাদের অতীত কালের মা-বোনগণের স্নেহময় সুরের প্রবাহ এখনও ক্ষীণ ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আনন্দ পরিবেশন ও রসানুভূতির দিক দিয়া এইগুলি আমাদের অমূল্য জাতীয় সম্পত্তি। এই সব সঙ্গীতের সহজ সুরের উচ্ছ্বাস বন ফুলের মতই অতি স্বাভাবিক ও সহজ ভাবে আমাদের প্রাচীন কালের মা-বোনেদের প্রাণের উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। এইগুলির মধ্যে আমাদের জাতির ভাষার মতই আমাদের জাতীয় চরিত্র ও ভাবধারার গভীর সন্নিবেশ রহিয়াছে। আমরা যদি এই সব প্রাচীন স্ব-জাতীয় সঙ্গীত সংরক্ষিত করিতে পারি, তাহা হইলে স্ব-দেশের সঙ্গীত ধারায় উন্নতি সাধিত হইবে, এবং স্ব-ভূমির প্রতি একটা গভীর প্রেমবোধ ও একটা গভীর গৌরব বোধেরও সৃষ্টি হইবে।

আমরা এবার কুমারীদের অনুষ্ঠেয় "দশ পুতুল", "যম পুকুর" ও "অশ্বত্থ পাতা" ব্রত তিনটী সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই ব্রত-গীতিগুলি শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা শরৎ কালী মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দশ পুতুলের ব্রত কথা গীতি

বৈশাখ মাসে কুমারী মেয়েরা "দশ পুতুল" ব্রতানুষ্ঠানে দশটী পুতুলের পূজা করে। প্রথমটীতে দশরথ, দ্বিতীয়টীতে কৌশল্যা, তৃতীয়টীতে রাম প্রভৃতি ক্রমে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া মেয়েরা প্রার্থনা-গীতি গাহিয়া থাকে। রামায়ণ মহাভারত হইতে পৌরাণিক যুগের আদর্শ পুরুষ বা মহিলার ন্যায় আদর্শ চরিত্র মেয়েরা প্রার্থনা করে—

দশরথের মত শ্বশুর হৈবে
কৌশল্যার মত শাশুড়ী হৈবে॥
রামের মন স্বামী পাব।
সীতার মত সতী হৈব॥
লক্ষ্মণের মত দেওর পাব।
দুর্গার মত সোহাগী হৈব॥
কুন্তীর মত পুত্রবতী হৈব।
পৃথিবীর মত ভার সৈব॥
দ্রৌপদীর মত বাঁধতে শিখব।
ষষ্ঠীর মত জীব দাতা হৈব॥

যম পুকুরের ব্রত গীতি

কার্ত্তিক মাসে কুমারীরা 'যম পুকুর" ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। 'মৃত্যু-কর্ত্তা' যমকে কে না ভয় করে? যম সব সময়ে সদয় থাকেন, ইহাই সকলেই প্রার্থনা করে। সেই জন্যই বোধ হয় কুমারীরা যমের নামে ব্রত গীতি গাহিয়া থাকে। কুমারীরা যমের বন্দনায় গায়—

যমায় নমঃ।
যমায় নমঃ॥
চিত্র গুপ্তায় নমঃ।
বিধাতা পুরুষায় নমঃ॥

দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করুক, যমের নিকট ইহা প্রার্থনা করিয়া কুমারীরা আবৃত্তি করে—

শুন শুনী কলমী লতা লকলক্ করে।
রাজার বেটা পক্ষী মারে॥
মারণ পক্ষী শুকোক বিল।
সোনার কৌটা রূপার খিল॥

খিল খুলতে লাগল ছড়।
আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর॥
কাল কচু সাদা কচু লক্ লক্ করে।
রাজার বেটা পক্ষী মারে॥

লক্ষ লক্ষ দিলে বর।
ধন পুত্রে বাড়ুক ঘর॥ ইত্যাদি—

অশ্বত্থ পাতার ব্রত কথা

পশ্চিম বঙ্গে বৈশাখ মাসে বালিকাগণ কর্ত্তৃক "অশ্বত্থ পাতা"র ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিলে ধন, সুখ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের অধিকারী এবং ইন্দ্রের শচীর মত সৌভাগ্যবতী হওয়া যায়—ইহাই বঙ্গনারীর বিশ্বাস। অশ্বত্থ পাতার ব্রত-গীতিকা এইরূপ—

অশ্বত্থ পাতা পুণ্য লতা
রাম পণ্ডিতের ঝি।
চাকুন্দ সুন্দরী॥

সাত বৌ যায় সাত দোলায়।
সাত ছেলে যায় সাত ঘোড়ায়॥
স্বর্গে রত্নসিংহাসনে হর বলে গৌরীরে—
"কি ফল হয় এই ব্রত করিয়ে।"
ভগবতী বলে—"পাকা চুলে সিঁদূর পরে।
পাকা পাতাটী মাথায় দিলে॥

কাঞ্চন মূর্ত্তি দোলে কাঁচা পাতাটি দিলে।
নূতন পাতাটি মাথায় দিলে
নব কুমার কোলে আসে॥

শুকনো পাতা মাথায় দিলে
সুখ ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি আসে॥

ছেঁড়া পাতাটি মাথায় দিলে
হীরা মুক্তার ঝুরি পায়।
উজাইতে পারলে ইন্দ্রের শচী হয়।
না পারলে ভগবানের দাসী হয়॥"

এই জাতীয় ব্রত সঙ্গীতগুলি বনফুলের মত স্বভাবসুলভ ও সুন্দর। বনফুলের মতই শিক্ষিত ভদ্র সমাজের অনাদরে এগুলি শুকাইয়া বিনষ্ট হইতেছে। আমরা শিক্ষিত সমাজ এই বনফুলগুলি দেখি না, কুড়াই না, ইহাদের নীরব সুরভি গ্রহণ করি না। গণ-মঙ্গলের জন্য আনন্দ ও শিক্ষা বিস্তার করিয়া—এই সব বনফুল নিত্য বিলীন হইয়া যাইতেছে। আমরা কি এদের খোঁজ করিব না? এগুলি যে আমাদের আনন্দদায়ক গর্ব্বের সামগ্রী, আমরা কি তাহা বুঝিব না?

পল্লীকে ভালবাসিতে হইলে তাহাকে সম্পূর্ণভাবেই ভালবাসিতে হইবে। পল্লীর সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য সব সম্পদকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হয়, "গ্রামের যে একটা বিশেষ সাহিত্য ও গীতি কাব্য উদ্ভূত হয়েছে তার চিরন্তন মূল্য আছে। এই যে পল্লী সাহিত্য প্রভৃতি এগুলি মূল থেকে, আমাদের দেশ থেকে শুকিয়ে গিয়েছে। এগুলিতে আজ পোকা লেগেছে। এইখানে মানুষকে বাঁচাতে চাই। পল্লীতে খণ্ডভাবে উপকার চলে না, তাকে সমগ্র ভাবে জাগাতে হবে, তবে সে নিতে পারবে। তার চিত্তকে সমগ্র ভাবে উদ্বোধিত করতে হবে।"

[আমরা বাংলার ব্রতগীতির আলোচনা প্রসঙ্গে কুমারীদের অনুষ্ঠেয় ব্রতকথাগুলির স্বরূপ মোটামুটি বিবৃত করিয়াছি। কুমারী মেয়েদের মত বিবাহিতা সধবা বাঙ্গালী মেয়েরাও শিব, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে ব্রতকথার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সব অনুষ্ঠান বিষয়ে বহু ব্রতকথার গল্প রহিয়াছে, স্থানাভাবে সে সব আমরা লিপিবদ্ধ করিতে পারিব না। তবে শিব, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী প্রভৃতি ব্রতকথা উপলক্ষে কোনও ছড়াগান প্রচলিত থাকিলে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের নরনারী সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে আমরা ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিব এবং তাহার মূলও তাৎপর্য্য বিষয়ে আলোচনা করা হইবে। এই সম্পর্কে ছড়া গীতি পাঠাইবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পূর্ণ লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক।

(১) আলোচ্য ব্রতকথার অনুষ্ঠের বিবরণগুলি সুসম্পর্ক করিয়া লিখিতে হইবে।

(২) যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত হইবে, তাঁহার নাম, ঠিকানা, বয়স, শিক্ষিত না অশিক্ষিত, লিখিয়া দিতে হইবে।

(৩) সংগ্রাহকের নাম, ঠিকানাদি স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া প্রেরিতব্য। ব্রতানুষ্ঠান সম্পর্কে কোনও ফটো বা ছবি পাঠাইলে তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।]

ব্রেস্টো—নারীর বক্ষঃস্থল সুদৃঢ় ও চির উন্নত রাখিতে শ্রেষ্ঠ ২॥০। স্লোকো এক বৎসর গর্ভ বন্ধ রাখিতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং শ্রেষ্ঠ ১৲। ভার্জিজনা বহু সন্তানের জননীকে কুমারীত্ব প্রদান করিতে অব্যর্থ ১॥০৲। ইউনানী ড্রাগ হাউস ৭, ক্রীক রো, কলিকাতা

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম শান্তি
হস্তাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা—১॥০, ২॥০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি. লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

ঋতুসঙ্কট যে কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য বহু পরীক্ষিত ১॥০, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) দেখা করুন—৮—১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়।

ঘা—মুখে জীবে গলায় মাড়ীতে দাঁত কন্ কন্ করা, নড়া, ফোলা ।০। টনসিল (আলজীব) বৃদ্ধিই বিনা অস্ত্রে আরোগ্য ।০। ডাকখরচ ।০। মিসেস দাস বনজ বিশারদ ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D) কলিকাতা।

ফিল্ম কর্পোরেশনের নবতম বাংলা বাণী-চিত্র "তটিনীর বিচার"-এ 'তটিনী'র ভূমিকায় শ্রীমতী রাণীবালা। পরিচালক সুশীল মজুমদার।

দীপালী

১২শ বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা

১৮ই এপ্রিল, ১৯৪০

LIBRARY

এমেচার ফটোগ্রাফি

পরিচালক—

শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

মর্ম্মর স্বপ্ন— শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা

—পূর্ব্বস্মৃতি— শ্রীআলোক নাথ হা[illegible]

বেহালা

—সেতু—

শ্রীমহানন্দ দাস, পাটনা

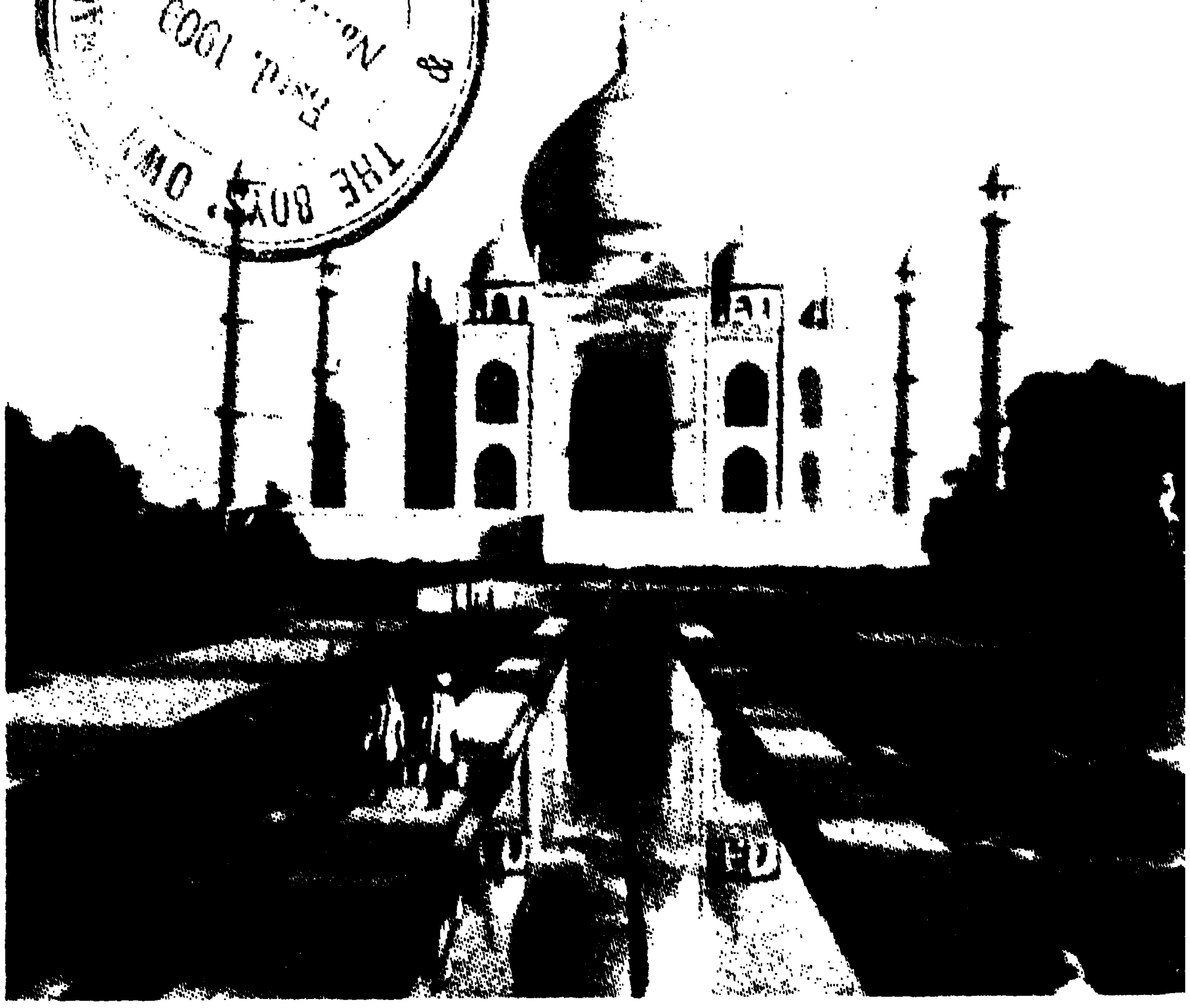

—অশ্রু মর্ম্মর—

শ্রীপান্নালাল ঘোষ — হাওড়া

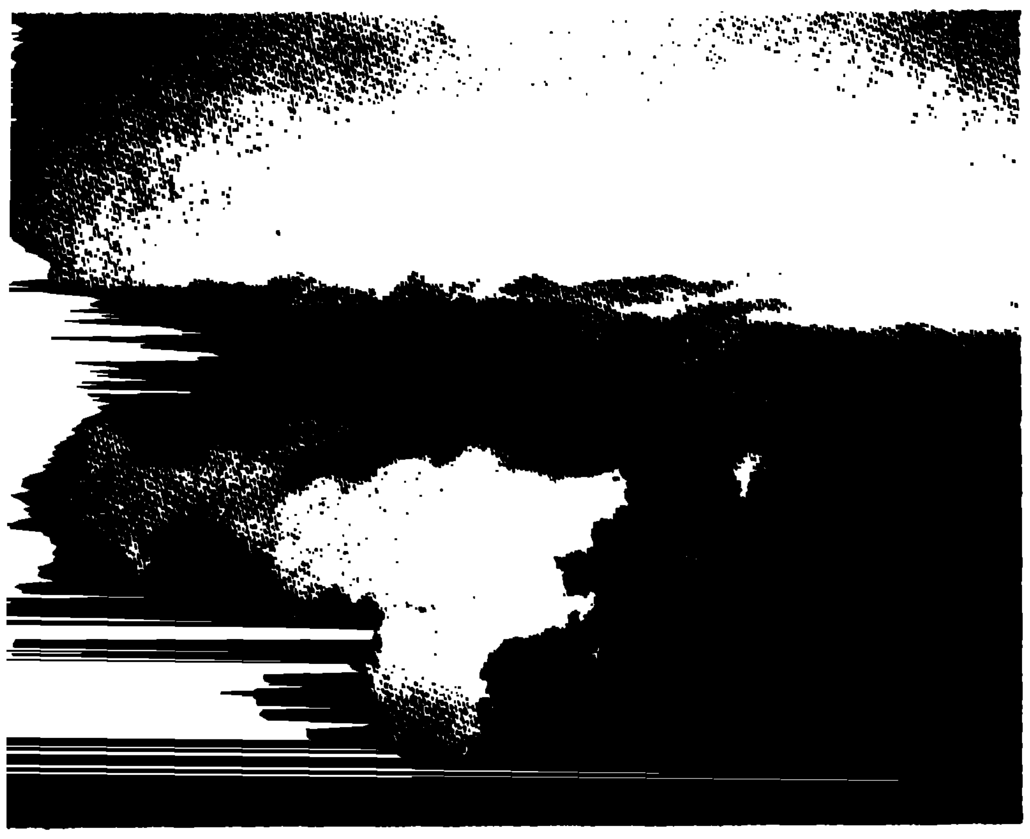

[illegible]ন্ধ্যা- [illegible]অতুল সেন

কলিকাতা

প্রতিচ্ছবি

শ্রীআলোকনাথ হালদার

বেহালা

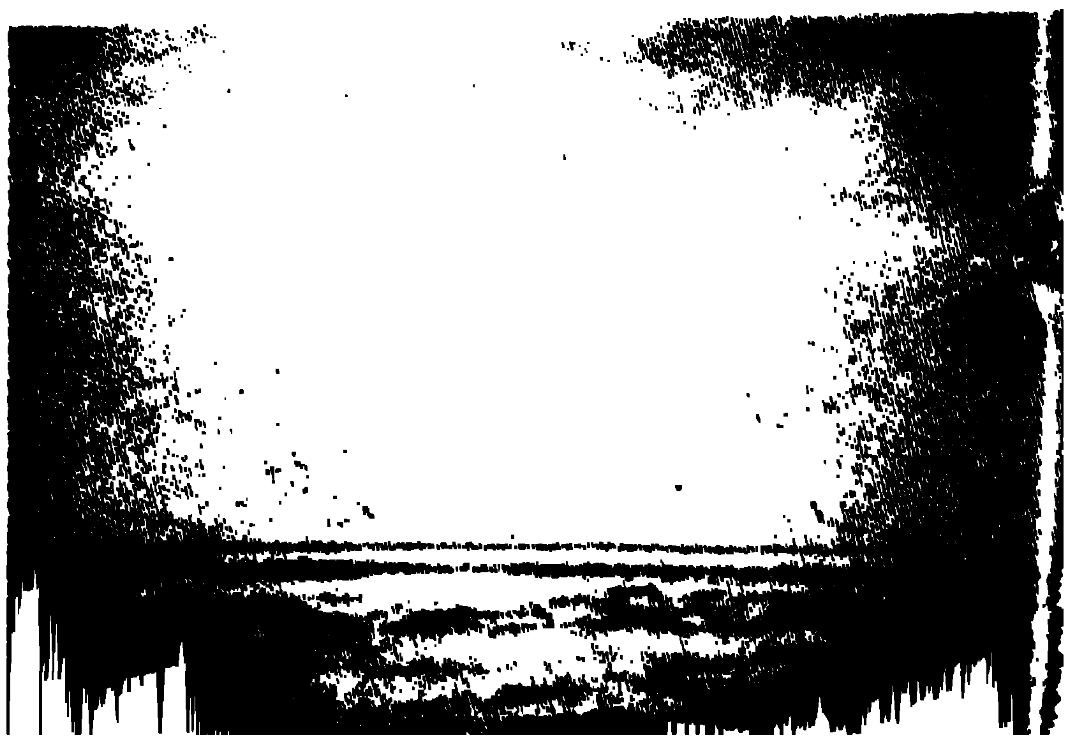

ক্ষুব্ধ বেদনা

শ্রীআলোকনাথ হালদার

দীপালী

১ বৈশাখ ১৩৪৭

THE BOYS' OWN LIBRARY

ই যে আমি
ামকেশ মুখার্জ্জী
বংশবাটী—

মনোযোগ—
শ্রীকামাখ্যা ভট্টাচার্য
গৌহাটী—

-আমি কেমন নাইতে পারি—
কুমার পিনাক ভূষণ দেব রায়,
—কলিকাতা—

নব বধূ—
শ্রীমৃণালকান্তি নন্দী, করিমগঞ্জ

অভিমান—
শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ, বাঁকুড়া

—খোকন—
শ্রীঅরুণ কুমার চৌধুরী, পাবনা

বাঁশী—
শ্রীনন্দলাল মুখার্জ্জী
জয়পুর

চরখা
শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ
বাঁকুড়া

THE BOYS' OWN LIBRARY. Estd. 1909. Y. M. I. No.......

—আইডা লুপিনো—

প্যারামাউণ্টের "The Light that Failed" চিত্রে সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন।

গল্প

ফিল্ম ফেস

—শ্রীনিখিলেশ রুদ্রনারায়ণ সিংহ

মণিকেতন নামকরা চিত্র-পরিচালক। একবার ট্রেণে যাবার সময় মণি তার সাম্‌নের মেয়েটার দিকে চেয়ে দেখ্‌তেই তার আঙুলের লাল্‌চে ডগা পর্য্যন্ত শিউরে উঠ্‌লো—এমনই সে মেয়েটির চেহারা। মেয়েটির নাম আরতি। তার বয়স যে কতো তা সঠিক বলা যায় না। মেয়েটি যেনো মূর্ত্তিমতী দারিদ্র্য। আরতির দারিদ্র্য শুধু যে তার রুক্ষ বর্ণহীন ও এলোমেলো চুলগুলিতেই প্রকাশ পেয়েচে তা নয়,—তার পাণ্ডুর ও বিশীর্ণ আননের ওপরও দারিদ্র্যের চিহ্ন নির্ম্মমভাবে ফুটে উঠেচে। কপালে নরম গালে বেদনা-বিদীর্ণ ক্ষীত রেখাগুলো, চোখের কোলে কালির দাগ, পায়ের ছেঁড়া স্লীপারের ক্ষয়ে-যাওয়া তলানি; আর শতছিন্ন একটা কালো র‍্যাপার—সমস্ত কিছুর ভেতর দিয়ে আরতির দারিদ্র্যের একটা প্রত্যক্ষ স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

মেয়েটির দিকে চেয়ে চেয়ে মণি লক্ষ্য করলে—তার ভেতর ও বাহিরে একটা নিথর নির্ব্বোধ উদাসীন ভাব, যার মধ্যে জীবনের কোনো স্পন্দনই নেই। কোটরগত ম্লান চোখ দুটো দিয়ে বেরিয়ে আস্‌চে সেই নিস্পন্দ জীবনের নিষ্ঠুর নির্ম্মম ভাষা। পরিচালকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে মেয়েটিকে আপাদমস্তক বার বার বিশেষ ক'রে দেখে শুনে মণির মাথায় তক্ষুনি একটা বুদ্ধি খেলে গেলো।

তার মনের এই আকাঙ্খা তাকে কৌতূহলী ক'রে তুল্‌লে এই মেয়েটির সাথে আলাপ করতে। সিট্ ছেড়ে উঠে মেয়েটির কাছাকাছি এগিয়ে এসে মণি জিজ্ঞেস করলে: এই কার্ডে যে ভদ্রলোকের নাম লেখা রয়েচে তার সঙ্গে কাল একবার তুমি দেখা করবে? আরতির কানে এ কথা কয়টি পৌঁছুতে কিছুক্ষণ সময় লাগলো এবং মণির কথা তাকে সচেতন করে' তুল্‌লেও সে মুখ তুলে তক্ষুণি তার দিকে চাইলে না। হয় তো নিদারুণ অবসাদে মেয়েটির মাথা ভারি হ'য়ে ছিল, কিংবা তার নিষ্প্রভ চোখ দুটো এমনই কাতর ও করুণ যে সহসা চোখ তুলে কারও পানে তাকানো পর্য্যন্ত সঙ্গত নয়। তবু অনেকক্ষণ চুপ করে' থেকে আরতি আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে বল্‌লে: এটা কী কোনো চাকরীর জন্যে?

—হ্যাঁ—ভালো চাকরী, কোনও বাজে কাজ নয়। মাইনেও ভালো, খাটুনীও কম। ওখানে গেলে পরেই তুমি সব বুঝ্‌তে পারবে।

এক নিঃশ্বাসে মণি এই কথা বল্‌লে পরিচালকের বিশিষ্ট দৃঢ় ভঙ্গিতে। একটু সহানুভূতি দেখিয়ে মণি আবার বল্‌লে: তোমায় দেখে মনে হয়, তোমার জীবন মোটেই সুখের নয়।

মণির কথা শুনে আরতি উদাসভাবে তার চোখের দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লে। মিনতি-ভরা ম্লান সেই আঁখি-তারায় তার জীবনের অসীম রিক্ততা ও অসহ্য নিঃস্বতা একই সঙ্গে প্রতিভাত হ'লো। একটু চুপ ক'রে থেকে সে ধীরে ধীরে বল্‌লে:

সুখের তো মোটেই নয়, আবার পুরোপুরি সোয়াস্তিরও নয়।

এর মধ্যে ট্রেণ এসে একটা ষ্টেশনে থেমেচে। কী ষ্টেশন তা না জেনেই মণি ছুট ক'রে নেমে পড়্‌ল। আরতির উদাস দৃষ্টি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার অনুসরণ করলে। আরতির বিষণ্ণকর ফিল্ম-জীবনের সুরু এই রকম অপ্রত্যাশিত ভাবেই হয়েছিলো।

"কথাসাগর" পিক্‌চার কর্পোরেশনের প্রকাণ্ড ষ্টুডিও। বেলা এগারোটার সময় "কথাসাগরের" সিনারিও লেখক আলোক দত্তের আফিসের সাম্‌নে এসে আরতি দাঁড়াল; সেই কার্ডখানা ভেতরে পাঠাতেই কিছুক্ষণ পরে তার ডাক পড়্‌লো।

আরতি কিছুই জানে না যে সে কোথা এসেচে বা এখানে তাকে কোন্ কাজ করতে হবে। চারিদিকের হাবভাব দেখে সে মাঝে মাঝে একটু যেন আশ্চর্য্য বোধ করছিলো। ঘরের ভেতর আরোও অনেক লোক ছিল, মেয়েও ছিল। তাদের মধ্যে আরতি যখন এসে দাঁড়াল, তখন সকলেই তার পানে একবার ফিরে তাকালে। সকলে যখন তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল, আরতি তখন আলোক দত্তের টেব্‌লের দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে: কী করতে হবে আমায়?

—তুমি কাল থেকে প্রত্যেক দিন এই ষ্টুডিয়োতে আসবে। হপ্তায় তোমায় পঞ্চাশ টাকা ক'রে দেওয়া হবে।—আলোক দত্ত গম্ভীর মেজাজে এই কথা বলে' চুপ করলে।

কিছুক্ষণ পরে এক পাল মেয়ে এসে সে ঘরে ঢুক্‌লো। তাদের সকলের চেহারা ঠিক

আরতির মতোই—সেই বিশীর্ণ বিশুষ্ক অলকদাম, পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখ—চোখের কোলে কালি…ঠিক তার মতো চেহারা। তবে তাদের দারিদ্র্যের সে রূপ আসল নয়। রূপ-সজ্জার কৌশলে আয়ত্ত করা নকল জিনিষ—সে দারিদ্র্য অভিনয়ের দারিদ্র্য, আরতির মতো বেদনা-কাতর হৃদয় দিয়ে তীব্রভাবে অনুভব করা জিনিষ নয়।

নকল দারিদ্র্যের মূর্ত্তি এই সব মেয়েদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আরতি মুহূর্ত্তের মধ্যে অনুভব করলে তার বাস্তব দারিদ্র্য—যার ভেতর দিয়ে প্রকৃত বেদনার হিমশীতল নিঃশ্বাস বেরিয়ে এসে চারদিকের আবহাওয়াকে সকরুণ ক'রে তুলেচে। কয়েক ফোঁটা উষ্ণ জল তার নরম গাল বেয়ে ঝরে পড়লো কঠিন মাটিতে।

তারপরের দিন বেলা দু'টোর সময় "কথাসাগর" ষ্টুডিয়োর দরজায় এসে আরতি দাঁড়ালো। সে সময় তাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'লো যে এই সব মেয়েদের সঙ্গে তাকে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে একটা মঞ্চের নীচে। আর সব মেয়েদের সঙ্গে আরতিও বাইরে এসে দাঁড়ালো। মঞ্চের ওপর থেকে একটা লোক সেই বিশীর্ণ নারী-জনতাকে লক্ষ্য ক'রে বল্লে যে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তারা যেনো সকলে একসঙ্গে এ'ই দিকে গলা উঁচু ক'রে ওপরের দিকে তাকায়।

পরিচালকের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তারা তাই করলে। একটা সট্ নেওয়া হ'লো। এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম। আর সব মেয়েরা তাদের টিফিন খেতে ক্যানটিনে চলে গেলো। গেলো না শুধু আরতি। সে ষ্টুডিয়োর একটা নিরিবিলি কোণ বেছে নিলে। সেখানে বসে তার টিফিন কেরিয়ার থেকে হাতে তৈরি রুটি বা'র ক'রে খেতে লাগলো।

সিনারিও লেখক আলোক দত্ত ঠিক এ সময়টাতে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আরতিকে দেখতে পেয়ে মনে মনে তিনি বল্লেন—এমন এক সময় ছিল, যখন এ রকম মেয়ে দেখলে আমি নরম কবিতা লিখতাম; কিন্তু এখন, উঃ!…

সন্ধ্যা সাতটায় দ্বিতীয়বার সট নেওয়া হ'লো। যেখানটায় সট্ নেওয়া হচ্ছিলো তার খুব কাছে একটা উঁচু যায়গায় ওপোর তখন মণি বসেছিলো, আর ছিলো তার সহকারী কর্ম্মচারীরা। তাদের সামনে সেই দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি নারী-জনতা। মেগাফোনের সাহায্যে উচ্চ শব্দ ক'রে মেয়েদের ঠিক থাকতে নির্দ্দেশ দেওয়া হচ্ছিলো।

সারি-বন্দি হোয়ে মেয়েরা দাঁড়ালো—সংখ্যায় তারা প্রায় একশ' হবে। সকলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আরতি। পরিচালক নির্দ্দেশ দিলেন জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আরতি আস্তে আস্তে সামনের সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চের ওপরে উঠে যাবে।

আরতির ছোট্ট বুক কেঁপে উঠ্লো—এই বিপুল বিশীর্ণ নারী-জনতার ভেতর আজ তাকে তার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখাতে হবে—তার আসল দারিদ্র্যের নকল অভিনয় করতে হবে। ঠিক সময়ে ইঙ্গিত দেওয়া হ'লো। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে আরতি সেই জনতার ভেতর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো—ঠিক যেন একটা রসদশূন্য খলে। তার চোখের ওপর এসে পড়েচে ফ্ল্যাস লাইটের রুক্ষ তীব্র আলো—হাত তুলে সে তার চোখ দুটো ঢাকলে। তার চোখ এমন ভাবে ধাঁধিয়ে গেলো যে তার সামনে আঁধার ভিন্ন আর কিছু অনুভব করতে সে পারলে না।

ক্যামেরাম্যান মঞ্চের একধারে দাঁড়িয়ে তার প্রকাণ্ড বাইফোকাল ক্যামেরাটার হাতল ঘোরাতে সুরু করলে। সিঁড়ির একটার পর একটা ধাপ আরতি উঠে চললো। আলো-ছায়ার মধ্যে দিয়ে তার সেই লঘু পদ-সঞ্চার সকলে অপলক চোখে দেখতে লাগলো। মণি তখন কল্পনায় দেখচে—দেশ-দেশান্তরে এই ছবিখানার সাফল্যের সঙ্গে তার গৌরব আরোও বিশগুণ বেড়ে গেছে।

চিত্র-গ্রহণ শেষ ক'রে সকলেই আরতিকে বাহবা দিয়ে বল্লে: কী সুন্দর, প্রাণান্ত অভিনয়। দারিদ্র্যক্লিষ্ট অন্তরের কী নিখুঁত অভিব্যক্তি! সিনারিও লেখক আলোক দত্ত আরতিকে ডেকে বল্লে: তুমি কাল একটু সকাল সকাল এসো, তোমার একটা ক্লোজ-আপ নেওয়া হবে। পরের দিন আরতির ক্লোজ-আপ নেওয়া হ'লো,—কোলে একটা শিশুকে নিয়ে। পরের দিন আরোও একটা ক্লোজ-আপ নেওয়া হলো আর একটা বিশেষ ভঙ্গিতে। সেদিন আরতি পেলে এক সঙ্গে এক শ' টাকা।

এ ভাবে আরতিকে কেন্দ্র ক'রে সেই নারী-জনতার দৃশ্য-গ্রহণ শেষ হ'লো। একটু বিহ্বল হ'য়ে আরতি বল্লে: আমি আবার কবে আস্বো?

মণিকেতন তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বল্লে: আবার যখন তোমাকে আমাদের

শ্রীশ্রী৺চণ্ডীমাতার আশীর্ব্বাদ

ত্রিশক্তি কবচ

গভর্ণমেণ্ট রেজিঃ

ইহা ধারণে সকল কর্ম্মে জয়লাভ, সৌভাগ্যলাভ, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ, গ্রহদোষ হইতে শান্তি লাভ, কার্য্যসিদ্ধি এবং যে কোনও জটিল, গোপনীয় ও দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে চিরদিনের জন্য নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবেন। এই কবচ অদ্ভুত শক্তিশালী, বহু পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। বিশ্বাস ধারণ করিবেন, তাহা জানাইবেন। মূল্য—৫৲। বিফলে মূল্য ফেরৎ দিতে প্রস্তুত আছি। ঠিকুজী, কোষ্ঠী, হাতদেখা ও প্রশ্ন গণনার পারিশ্রমিক মাত্র ২৲ টাকা।

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পা
শ্রীপ্রবোধকুমার
'গোস্বামী লজ' বালী, (হাওড়া)
ফোন-হাওড়া ৭০৫

প্রয়োজন হবে, তখন তোমাকে আমরা ডেকে পাঠাবো।

এ ক'দিনের পরিশ্রমে আরতি অনেকখানি শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলো—সে তাই আর বেশী কথা না বলে বাড়ী ফিরে এলো। কবে আবার তার ডাক পড়্‌বে সেই আশাতে সে দিন গুণ্‌তে লাগ্‌লো।

দিন কয়েক পরে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে আরতির আবার ডাক এলো। মাসের পর মাস তার চাহিদা বাড়্‌তে লাগ্‌লো। "মৃত্যুর ক্রন্দন"-এ সেই জনতার দৃশ্যে তার অভিনয় এতো মর্ম্মস্পর্শী হয়েছিলো, তার দারিদ্র্যের করুণ অভিব্যক্তি সকলকে এমন মুগ্ধ কর্‌লে যে ছবিখানি অল্পদিনের মধ্যেই কঠিন সমালোচকদের কাছ থেকে অজস্র প্রশংসা পেলো। আর সেই সঙ্গে আরতির নাম সকলের মুখে মুখে ফির্‌তে লাগ্‌লো। যে কোনো চিত্রগৃহে ছবিখানা যখন দেখানো হ'তো সমস্ত দর্শক সেই জনতার দৃশ্যে আরতির অভিনয় দেখে বিচলিত হ'য়ে পড়্‌তো। সকলেই তার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে উৎসুক হ'তো।

আরতির অবস্থা এখন আর আগের মতো নয়। স্বচ্ছল রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত দেহ-মন থেকে একে একে দারিদ্র্যের কঠিন চিহ্নগুলো দূর হ'য়ে গেছে। সে রুক্ষ বিশ্রী চুল আর নেই, ঘনকৃষ্ণ চুলের ঢেউ সেখানে দেখা দিয়েছে। বেদনা-কাতর পাণ্ডুর সে আনন আর নেই, এখন তার আনন স্বচ্ছলতার দীপ্তিতে ঝল্‌মল কর্‌ছে, দারিদ্র্যক্লিষ্ট আগেকার সেই আনন এখন রূপ-প্রসাধনে অন্য শ্রী নিয়েছে। এক কথায় বেশে বিন্যাসে, আকৃতি প্রকৃতিতে এখনকার আরতির সঙ্গে পূর্ব্বের আরতির তফাৎ দাঁড়িয়েছে প্রচুর। এখনকার প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় তার আশে পাশে দারিদ্র্যের ছায়া মাত্র এখন আর উঁকি ঝুঁকি মারে না।

এর পর প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। এর মধ্যে আরতি আর কোনোও ছবিতে

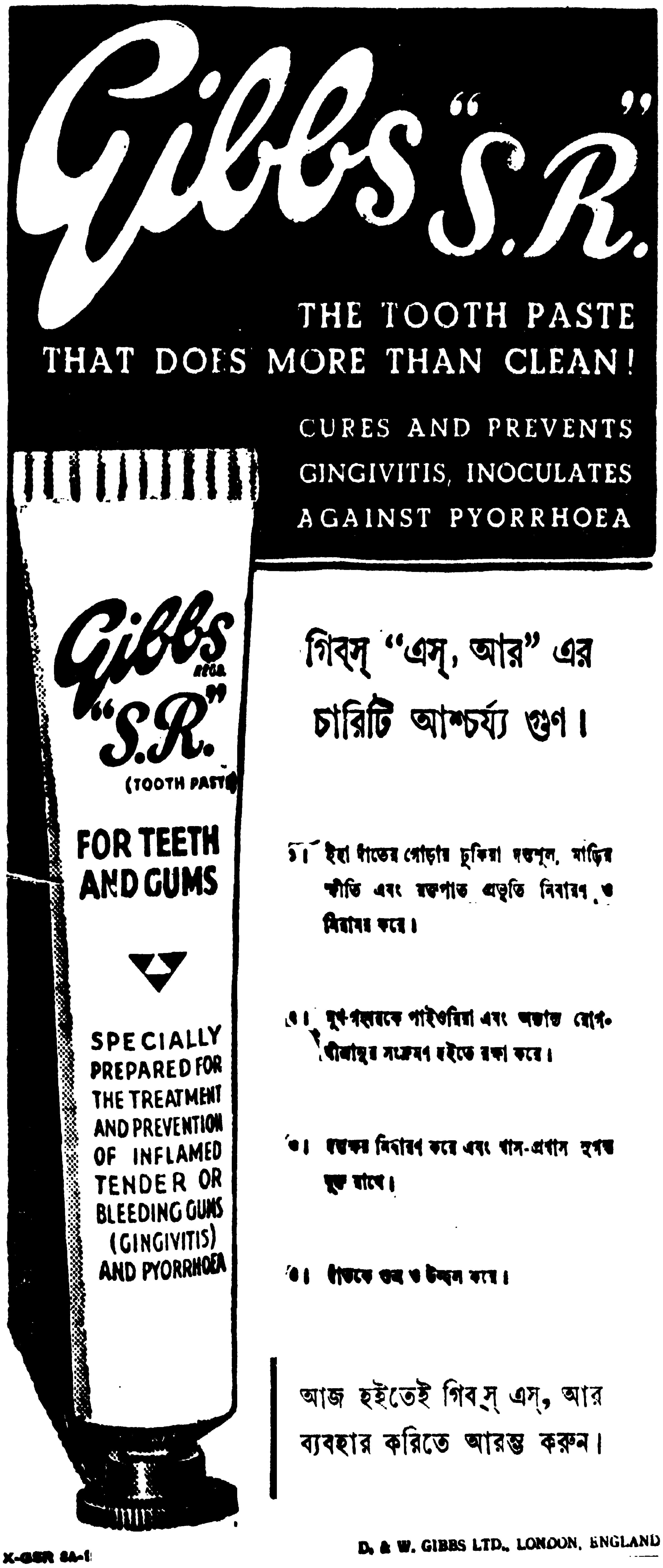

নামে নি। এমন সময় একদিন "কথাসাগর" পিকচারের পক্ষ থেকে পরিচালক মণিকেতন তাকে ডেকে পাঠালে। এবারে তাকে একখানা নোতুন ছবিতে আরোও একটা কঠিন ভূমিকায় নাম্‌তে হবে। কী-ভূমিকা তার কোনো উল্লেখ ছিল না চিঠিতে। আরতি সেদিন বিকেলে ষ্টুডিয়োতে যাবার জন্যে যখন প্রস্তুত হচ্ছিলো, সে সময় কৌতূহলবশে সে একবার তার দেয়ালের প্রকাণ্ড প্রসাধন-টেব্‌লের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো।

স্বচ্ছ সুন্দর মুকুরের বুকে তার উজ্জ্বল মার্জ্জিত আননের অনবদ্য শ্রী প্রতিফলিত হ'তে দেখে আরতি ভারি খুশি হ'লো। ভবিষ্যতের রঙিন্ স্বপনে বিভোর হ'য়ে, সুন্দর শোভন পোষাকে, অপরূপ রূপ-প্রসাধনে দেহে—বিশেষ ক'রে মুখে একটা কৃত্রিম শ্রী এনে আরতি ষ্টুডিয়োতে এসে হাজির হ'লো। মণি তাকে বল্‌লে: দেখো, এবার তোমায় যে ভূমিকায় নামাচ্ছি সেটা আগেকার চাইতেও কঠিন। জনবহুল একটা রাস্তা তোমায় পার হ'তে হবে। ভিখারিণী মেয়েরা যেমনভাবে পার হয়। একটু কাঁপ্‌বে—আস্তে আস্তে একটু কুঁজো হ'য়ে চল্‌বে,—কোথাও ক্লান্তিতে একটু হতাশ হ'য়ে বসে পড়্‌বে—ইত্যাদি।

আরতি অভিনয় কর্‌লো পরিচালকের নির্দ্দেশ মতো—কিন্তু পরিচালক থেকে প্রযোজক ক্যামেরাম্যান পর্য্যন্ত দেখ্‌লে যে আরতির অভিনয় হ'লো একেবারে প্রাণহীন। প্রাণহীন হবারই কথা! আরতির মেরুদণ্ড আর এখন দারিদ্র্য-অবনমিত নয়, চোখের দৃষ্টি দুঃখ-কাতর নয়, মুখের পাণ্ডুরতা এখন আর নেই। ষ্টুডিয়োর উজ্জ্বল আলোয় অভ্যস্ত চোখ আর এখন আর আগের মতো ধাঁধিয়ে যায় না। একবার, দু'বার, তিনবার আরতিকে নিয়ে এই দৃশ্যটা তোলা হ'লো। তিনবারই সে প্রাণহীন অভিনয় কর্‌লে।

পরিচালক মণিকেতন তখন আরতিকে সসম্মানে বিদায় দিলে। চলে যাবার সময় আরতি একবার জিজ্ঞেস কর্‌লে: আমার ত্রুটি কোথা?

মণি বল্‌লে: ত্রুটি তোমার স্বচ্ছলতায়। ফিল্মে আমরা অভিনয়ের চেয়ে বেশী জিনিষ চাই বাস্তব জীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে স্বাভাবিক সুন্দর যে অভিনয়, আমরা চাই তাই। দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত পাণ্ডুর শীর্ণ যে আনন—সেই আমাদের আদর্শ ফিল্ম ফেস।

আরতি আবার জিজ্ঞেস করলে: অভিনয়ের সাফল্য লাভের জন্য আমায় কী চিরদিন দারিদ্র্য নিয়েই কাটাতে হবে—বল্‌তে চান?

মণি হেসে বল্‌লে: নিশ্চয়ই! ক্ষিধের যন্ত্রণা, অনিদ্রার অবসাদ, অভাবের দুশ্চিন্তা সমস্তই তোমায় তিলে তিলে ভোগ কর্‌তে হবে। ফিল্মের অভিনয় সাধনার জিনিষ—বুঝ্‌লে?

না। আরতি এ-সব বুঝ্‌তে চায় না। মেরুদণ্ড সোজা ক'রে বুক ফুলিয়ে সে ষ্টুডিয়োর দরজা পার হ'য়ে বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়াল। কী আশ্চর্য্য! আরতি মনে মনে ভাব্‌লে: এরা আমায় পয়সা দেবে, খাবার জন্যে নয়—উপোস ক'রে থাক্‌বার জন্যে? যদি আমি প্রচুর উপায় করি, তবু আমায় না খেয়ে, এই সব পরিচালকদের খ্যাতি অর্জ্জনে নেপথ্যে থেকে খোরাক জোগাতে হবে?

এর পর থেকে আর কখনোও কেউ আরতিকে ষ্টুডিয়োর দরজা মাড়াতে দেখেনি!*

* মূল লেখিকা ভিকি বাম্

মূল্য—২॥০ মাত্র

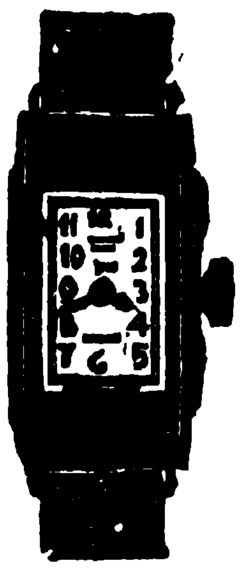

সুইস লিভার কারুকার্য্য তিন বৎসরের গ্যারাণ্টি। মূল্য গোল কিংবা স্কোয়ার নিকেল ২॥০, উৎকৃষ্ট ৩৲, সুপিরিয়র ৩।০, সোনালী ৪৲ টাকা, রেডিয়ম ৪॥০, রেক্টেঙ্গুলার (ছবিতে যেমন) নিকেল ৭॥০, গোল্ডেন ৮॥০, ১০ বৎসরের গ্যাঃ রোল্ডগোল্ড ১৫৲, ১৫টী জুয়েল সহিত ২২৲, মহিলাদের রিষ্টওয়াচ নিকেল ১০৲, গোল্ডেন ১৩৲। পোষ্টেজ প্যাকিং ॥৵০, তিনটী ঘড়ি একত্রে লইলে লাগিবে না।

এইচ, ডেভিড এণ্ড কোং (ডি,সি.)
পোঃ বক্স ১১৪২৪, কলিকাতা।

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের ঘানির তৈল ব্যবহার করুন।

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

যার যেমন রুচি

বিভিন্ন দেশ—যার একটার সঙ্গে আরেকটার না আছে নৈকট্য, না আছে সভ্যতা বা সংস্কৃতির যোগাযোগ—তারা নিজের নিজের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী চা খাবার কত অদ্ভুত উপায়ই না আবিষ্কার করে' নিয়েছে। আজকাল আমরা যে রকম ভাবে চা খাই, অনেক দেশের চা খাবার প্রথা তা'র থেকে একেবারেই আলাদা। সাধারণত অধিকাংশ লোক দুধ-চিনি মিশিয়েই চা খায়; আবার অনেকে দুধ-চিনি না দিয়ে শুধু লেবু দিয়ে চা খায়। চা-সম্বন্ধে সাধারণ লোকের রুচিতে যে-সব পার্থক্য এখনও দেখতে পাওয়া যায় তা' নামমাত্র; কারণ চা এমনি জিনিষ যে এর উপভোগের পক্ষে দুধ কিম্বা চিনি কোনোটাই অপরিহার্য্য নয়। কিন্তু আজও এমন অনেক দেশ আছে যাদের চা খাবার আদব কায়দাটা আমাদের একটু অদ্ভুত লাগে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে মধ্য ইয়োরোপের বোহেমিয়ান্, ম্যাগিয়ার, হাঙ্গেরিয়ান্ ও চেক্ জাতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা চায়ের সঙ্গে মদ্ মিশিয়ে খায়। এদিকে তিব্বতীরা বহু প্রাচীনকাল থেকেই চা খেয়ে আস্ছে, কিন্তু তা'রা এখনো নূন আর মাখন দিয়ে চা সিদ্ধ করে' খায়। বর্ম্মার কোনো কোনো অঞ্চলে নববিবাহিত দম্পতীকে একই পাত্র থেকে তেলে ভেজানো চায়ের পাতা খেতে হয়। বার্ম্মীদের বিশ্বাস এই আচারের ফলে নবদম্পতীর দাম্পত্য জীবন সুখের হয়। শ্যামের লোক নূন এবং আচার মিশিয়ে চায়ের পাতা চিবিয়ে খায়: একে এরা বলে "মিয়াং"। কাশ্মীরীরা খানিকটা লাল পটাশ, জোয়ান ও নূন দিয়ে চা ঘুঁটে নিয়ে খেতে এখনও ভালবাসে। তুর্কীস্থানে কড়া চায়ের সঙ্গে ফুটন্ত অবস্থায় ক্রীম্ মিশিয়ে তাতে ছোট ছোট রুটির টুক্রো ভিজিয়ে খাওয়া হয়। আল্জিরিয়ার লোকেরা মিন্ট্ এবং চিনি মিশিয়ে চা খায়। আরব দেশবাসীরা একটা পাত্রে একটু চা আর একটু চিনি ফেলে দেয়, তা'র মধ্যে জল ঢেলে সমস্ত জিনিষটা তা'রা ফুটিয়ে নিয়ে খায়।

অষ্ট্রেলিয়ায় চা খাওয়া সুরু হয়েছে অপেক্ষাকৃত অল্পদিন; কিন্তু সেখানে যেরকম কড়া চা খাওয়ার অভ্যাস তা' আর কোনো সভ্য দেশে বড় একটা দেখ্তে পাওয়া যায় না। অষ্ট্রেলিয়ার কৃষিজীবীদের বিশেষ প্রিয় হোলো 'বিলি' (Billy) চা; টিনের 'বিলি'তে গরম জল চাপিয়ে তাতে মুঠো মুঠো চায়ের পাতা ফেলে দিয়ে এই চা তৈরি হয়। মহামান্য ডিউক্ অফ্ গ্লস্টর কিছুদিন আগে যখন অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন তিনি এই চা নিজে তৈরি করে' খেয়ে দেখেছিলেন।

তিব্বতে নববর্ষের দিনে চায়ের উৎসব একটা প্রধান আচার। দালাই লামা থেকে আরম্ভ করে' ধর্ম্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রের সব বড় লোকদেরই এ-উৎসবে যোগ দিতে হয়। কিছুদিন আগে ব্রিটিশ রাজনৈতিক মিশনে যাঁরা লাসা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন "সান্ডে ষ্টেট্স্‌ম্যান্"-এ একটা প্রবন্ধে এ উৎসবের একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রবন্ধটিতে লেখক বল্ছেন:

"ঘরের প্রান্তে যেখানে উৎসবের আচার আয়োজন হচ্ছে সেইখানে যখন দালাই লামা তাঁর উঁচু সিংহাসনের দিকে এগিয়ে এলেন তখন "তিনি তাঁর টুপি খুলে নিয়ে সিংহাসনের সাম্‌নে তিনবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর্‌লেন, তারপর তিনি তাঁর উত্তরীয় উৎসর্গ কর্‌লেন। তখন দালাই লামাকে সোনার পাত্রে আর অন্য সকলকে রূপোর পাত্রে চা দেওয়া হোলো। এঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের চা খাবার পাত্র নিজেরাই বার করে' দিলেন।"

বিখ্যাত অভিযানকারী ক্যাপ্টেন স্কট্-এর ছেলে পিটার স্কট্ সম্প্রতি ক্যাসপিয়ান্ সমুদ্রের ধারে জলাভূমিতে বুনো পাখীর ছবি এঁকে মাস দুই কাটিয়ে এসেছেন। ফিরে এসে তিনি বলেছেন যে, সে-সব জায়গার অধিবাসীরা অধিকাংশই ইরাণী। মাংস কিম্বা তরকারি না হলে' নাকি তাদের স্বচ্ছন্দে চলে' যায়, কিন্তু রোজ সাত আট পেয়ালা চা না হলে তাদের চলে না।

আলোচনার আসর

সন্তান-শিক্ষা সম্বন্ধে মাতার কর্ত্তব্য কি ?

(৩)

এতদ্দেশে সন্তানগণ শিশুকাল হইতেই জননীর নিকট লালিত পালিত হয় ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কার্য্যটী গুরু দায়িত্বপূর্ণ এবং সন্তানকে যথাযথ শিক্ষিত করিতে হইলে জননীদিগকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেন না শিশুদের কোমল মনের উপর তাঁহারা যেরূপ দাগ কাটিবেন তাহারা সেইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্তই হইবে। শৈশবকালে যে বিষয়টী একবার তাহাদের মনের মধ্যে ঢোকে পরবর্ত্তীকালে তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে গেলে বিশেষ বেগ পাইতে হয়।

শিশুরা স্বভাবতঃই খুব অনুকরণপ্রিয় হইয়া থাকে। এই বিষয়ে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া সন্তানদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। "সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট"। স্কুলে নানাপ্রকার ছেলে একসঙ্গে মিলিত হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছেলেদের স্কুলে যাইয়াই স্বভাব খারাপ হইয়া যায়। সেইজন্যই স্কুলে যাইবার পূর্ব্বে যে সময়টী ছেলেরা জননীর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় উহা তাহাদের পক্ষে একটী বিষম কাল। ঐ সময় এমনভাবে তাহাদিগকে পালন করিতে হইবে যেন তাহাদের মনোবৃত্তি মন্দ দিকে না যাইয়া ভালর দিকে যায়—এরূপ একটী প্রবৃত্তি তাহাদের মনে জন্মাইয়া দিতে হইবে।

ইহা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে শিশুদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী শ্রবণ করাইলে তাহাদের মনেও ঐরূপ ভাব জাগরুক হয়। শিশুর চরিত্র গঠন যাহাতে ভালভাবে হয় সেইজন্য হিতোপদেশ সর্ব্বদাই তাহাকে দেওয়া উচিত।

অনেক পিতামাতাকে দেখা যায় যে তাঁহারা শিশুকে খুব কড়া শাসনে রাখেন, কিন্তু ইহাতে ইহার ফল সব ক্ষেত্রেই খুব ভাল হয় না; বরং তাহারা মনে মনে বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হইতে থাকে এবং বড় হইলে সেইমত কার্য্য করিতে প্রয়াস পায়। অনেক সময় দেখা যায় মাতা শিশুকে "জুজুর" ভয় দেখাইয়া বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভবিষ্যতে ঐগুলি শিশুকে কাপুরুষ করিয়া তোলে; সুতরাং সেই সমস্ত না করিয়া বরং শিশু যদি কোন কিছু হইতে ভয় পায় তবে পিতামাতাকে ভয়ের জিনিষকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাতে ভয় পাইবার মত কিছুই নাই তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইবে। ইহাতে বালক নির্ভীক হয়।

যেহেতু সন্তান প্রায় সকল সময়েই মাতার কাছে কাছে থাকে, সে সকল সময়েই মাকে আদর্শ দৃষ্টান্ত (model) মনে করিয়া চলে এবং সব বিষয়ে মাকে অনুকরণ করিয়া চলে। যদি মা সব সময়ে দাসদাসীদিগের উপর ছেলের সম্মুখে গালাগালি করিতে থাকেন, তবে ছেলেও যে ঐরূপ গালাগালি করিতে শিখিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ অশিক্ষিতা মাতার জন্যে সন্তানের কতকগুলি গুরুতর দোষ জন্মায়, সে সমুদয়ের কতকগুলি হয়ত তার সমস্ত জীবনেও শোধরায় না। জীবনের দুইটী মহা অমূল্য রত্ন—স্বাস্থ্য ও চরিত্র সাধারণতঃ অনেকটা মাতার উপরেই নির্ভর করে। যেমন দেখা যায় অনেক স্থলে স্বাস্থ্য জ্ঞানে অনভিজ্ঞা জননী মনে করেন যে, অনেক আহার দিলে শিশু সন্তানেরা শীঘ্র শীঘ্র সবল হইবে এবং সেই জন্য কত অনিয়ম করিয়া থাকেন। অনেক শিশুই এজন্য উদরাময় প্রভৃতি ক্লেশকর রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, অনেকে অল্প বয়সে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করে। সম্রাট নেপোলিয়ান সর্ব্বদাই বলিতেন যে "আমার মতে ভবিষ্যৎ কালেও ছেলের চরিত্রের দোষগুণ সম্পূর্ণরূপে মাতার উপর নির্ভর করে।" পরে যখন তিনি ফরাসী দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি রমণীগণের মধ্যে বিস্তৃতরূপে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু স্কুল স্থাপন করেন। জননীগণ, যাহাদের হস্তে এইরূপ গুরুদায়িত্ব পূর্ণ কাজ ন্যস্ত, শিক্ষিতা না হইলে পরে যাহারা দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইবে তাহাদের শিক্ষা গোড়াতেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া যায়।

সন্তান প্রথম জ্ঞান মাতার নিকটেই পায়। যদি জননী ঐ সময়ে সন্তানের মনে বাধ্যতার অধ্যবসায়ীতার, কর্ম্মকুশলতার বীজ বপন করিয়া দেন তবে সেও যে ঐরূপ বাধ্য অধ্যবসায়ী ও কর্ম্মঠ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। সেইজন্যই শিক্ষিত পুত্র উৎপাদনের জন্য শিক্ষিত মাতার প্রয়োজন। মাতা পুত্রের চরিত্র গঠন করিয়া দিয়াছেন এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই।

৫।৭ বৎসর অর্থাৎ স্কুলে যাইবার পূর্ব্বে ছেলেরা যে সময় মাতার কাছে থাকে ঐ সময়ের মধ্যেই তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা শেষ হইয়া যায়, সেইজন্যই ছেলেদিগকে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতে হইবে। খাদ্যাখাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ; ব্যায়ামের কার্য্যকারিতা, ব্রহ্মচর্য্য পালন ও আহার-নিদ্রায় সংযমী হওয়া ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে। শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা অপেক্ষা নৈতিক শিক্ষা যে অধিকতর প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও উপদেশাবলী দ্বারা তাহাদিগকে শৈশবেই বুঝাইয়া দিতে হইবে।

আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

কুমারী অন্নপূর্ণা মজুমদার।
দিলালপুর, পাবনা।

(৪)

সন্তানকে মানুষ কর্ত্তে মায়ের কর্ত্তব্য বিবিধ। প্রকৃত মানুষ হ'তে যেমন পুত্রের অনেক কষ্ট স্বীকার এবং সাধনার প্রয়োজন মায়ের সাধনা তদপেক্ষা কম নহে। সন্তান মায়ের চরিত্রের অনুকরণ খুব বেশী করে। সুতরাং মাকে খুবই সংযত হ'তে হয়। ছেলের কাছে নিজের পরিচয় এমন ভাবে দিতে হয় যাতে ছেলে মায়ের সুন্দর দেবী-চরিত্র ছাড়া আর কিছুই না দেখ্‌তে পায়। ছেলের নৈতিক চরিত্রকে সুগঠিত না কর্ত্তে পারলে সুশিক্ষার ফল লাভ হয় না। মাকে সদাসর্ব্বদা ছেলের গতিবিধি, কথাবার্ত্তা এবং মনের ভাব সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হয়। অশোভন, অন্যায় আচরণ সর্ব্বদা তাঁকে সংশোধন করান উচিত।

সন্তানকে সুশিক্ষিত কর্ত্তে হ'লে মাকে বি,এ, বা এম,এ, পাশ করার প্রয়োজন আছে ব'লে আমি মনে করি না। তবে শিক্ষার তাঁর প্রয়োজন আছে, যাতে শিশু-সুলভ মনের অনুসন্ধিৎসা তিনি মেটাতে পারেন এবং কথায় ও গল্পে সৎশিক্ষা ও উপদেশ দিতে পারেন। নিজের আচার ব্যবহার দ্বারা সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

সন্তানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মায়ের উদাসীন হওয়া উচিত নহে। সেজন্য যদি তাঁর স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকে তবে সুবিধা হয়। মাকে যথাসময়ে সন্তানের সমস্ত কাজ করা উচিত, যাতে সন্তানের নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা হয়। পুত্রের যাতে সত্যানুরাগ জন্মে সে বিষয়ে মায়ের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। শিশু-চরিত্রে মা যেমন ভাবে তার মনে প্রভাব বিস্তার কর্ত্তে পার্বেন, উত্তর কালে তাই তার চরিত্রে প্রতিফলিত হবে। সুতরাং মায়ের কর্ত্তব্য অনেক। সন্তানকে বিশ্বমানব কর্ত্তে হলে অনেক কিছুর দরকার বটে, তবে সাধারণ মানুষ করে তুল্‌তে মোটামুটি উপরোক্ত বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কর্ত্তব্যও প্রয়োজনীয়। নমস্কার জানবেন। ইতি—

কুমারী শিবানী মুখার্জ্জি।
দানাপুর।

(৫)

এবার আমাদের আলোচনার বিষয় হইতেছে—"সন্তান শিক্ষা সম্বন্ধে মাতার কর্ত্তব্য কি?" এ সম্বন্ধে আমার যেটুকু জ্ঞান আছে তাহা নিম্নে জানাইতেছি। নিজ নিজ শিক্ষামত প্রত্যেকেই নিজ নিজ সন্তানকে স্বগৃহে লেখা পড়া শিক্ষা দান করা দরকার। সন্তান-শিক্ষা বলিতে শুধু লেখা পড়া নয়—সন্তান শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হইতেছে নীতি-শিক্ষা অর্থাৎ সন্তান যাহাতে ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রভাবে কথা বলিতে পারে, তাহার স্বভাব নম্র হয় এবং কোনরূপ অসৎ গুণ না থাকে, এরূপ ভাবে সন্তানকে গড়িয়া তুলিতে হইলে আগে তাহার সঙ্গীদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কারণ ৪।৫ বৎসরের শিশু যাহা দেখিবে, যাহা শুনিবে—তাহাই শিখিবে। সঙ্গীগণ যদি অসৎ, চোর, মিথ্যাবাদী ও কলহপ্রিয় হয় তাহা হইলে নিজ সন্তানও ঐরূপ শিক্ষা পাইয়া এমন খারাপ হইয়া যাইবে যে পরে বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে আর শুধরাইতে পারা যাইবে না। সুতরাং সন্তান যাহাতে সৎসঙ্গে মিশে তাহাই আমাদের দেখা দরকার।

দ্বিতীয়তঃ সন্তানকে প্রথমে অত্যন্ত আদর দিতে নাই, কারণ তাহা হইলে সে এমন বেয়াড়া হইয়া যায় যে তাহাকে আর সামলান যায় না। সকলের আর্থিক অবস্থা সমান নয়, কিন্তু আদুরে ছেলেগুলি এমন সব জিনিষ চাহিয়া বসে যে তাহার পিতামাতার সাধ্যের বাহিরে চলিয়া যায়। মাতা সন্তানকে ভালোবাসিবেন সত্য, তাই বলিয়া তাহাকে অত্যধিক আদর দিয়া অধঃপতনের পথে

যেন আগাইয়া না দেন তাহাই বাঞ্ছনীয়। সন্তান যাহাতে বিদ্বান, চরিত্রবান হইয়া মানুষের মত মানুষ হইতে পারে তাহাই দেখা মায়ের কর্ত্তব্য না—সন্তানকে অত্যধিক আদর দিয়া তাহাকে অমানুষ করাকেই কি মায়ের মাতৃস্নেহ দেখান বলে? আর একটি দিকে বাঙ্গালীর মেয়েরা অন্য জাতির মেয়েদের চেয়ে অনেক নীচে পড়িয়া আছেন—তাহা হইতেছে সন্তানকে দুর্ব্বল-হৃদয় করিয়া তোলা। আমরা ছোট বেলা হইতে সন্তানকে 'জুজু বুড়ো আসিতেছে,' 'অমুক জায়গায় ভূত আছে' প্রভৃতি বলিয়া ভয় দেখাইয়া এমন ভাবে উঁহাদের মনটাকে ছোট করিয়া দিই যে জীবনে তাহারা আর কোন সৎসাহসের কাজ করিতে পারিবে না। কিন্তু পুরাণ খুলিয়া দেখুন, ইতিহাস পড়িয়া দেখুন—মাতা যুদ্ধে নিজ হাতে সাজাইয়া নিজ সন্তানকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছেন। আর আজ আমরা ছেলেকে একটু দূরদেশে পাঠাইতে ভয় পাই, ইহা কি শুধু ছেলেদের ভীরু করা না দেশের অপকার করা? আজ আমাদের দেশে এত বেকার কেন? মা তাদের বিদেশে পাঠাইতে চায় না,—আর দেশেই বা তত কাজ কোথায়—আজ এই দুর্দ্দিনে একমাত্র আশা করিতে পারা যায় দেশের যুবকদের কাছে, কিন্তু শিশুকালে আমরা তাহাদের এরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছি যে তাহাদের কাছে কিছু আশা করাই বৃথা। আমি ছেলেদের যে শুধু শাসন করিতেই বলিতেছি তাহা নহে, কারণ শিশুদের একমাত্র আশ্রয়স্থল মায়ের কোল, সেখানে স্নেহ ভালবাসা না পাইলে পাইবে কোথায়? তবে তাহা গণ্ডির মধ্যে গণ্ডির বাহিরে নয়। অতএব আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সন্তান যাহাতে সৎস্বভাব, বিদ্বান, সাহসী হয় তাহাই দেখা মাতার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

নমস্কার। ইতি—

শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়
কয়োড়া পুকুরপাড়
বাঁকুড়া

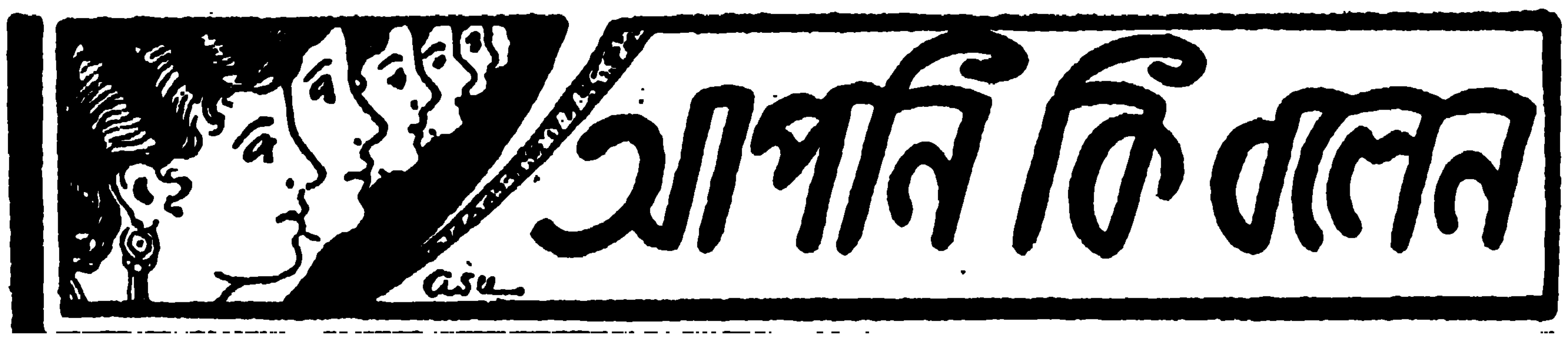

কুমারী সুচিত্রা সেন,

সি, ডি, রোড, জামশেদপুর :—

ইনি কেক প্রস্তুত-প্রণালী জানিতে চাহেন। এ সম্বন্ধে দীপালীর 'রান্নাঘরে' বহু লেখিকা বহু আলোচনা করিয়াছেন। দীপালীর ফাইল খুঁজিলেই পাইবেন। কাজেই এ বিষয়ে আর কোনও লেখা ছাপা হইবে না।

*

শ্রীমতী নন্দরাণী দেবী,

বারেন্দ্রপাড়া, সোনারপুর (২৪-পঃ)—

ইনি জানিতে চাহেন, পৈতা কি করিয়া তৈরি করিতে হয়?

যাহারা চরকায় সুতা কাটেন, তাঁহাদের কার্য্যকলাপে একটু দৃষ্টি দিলেই প্রশ্নকারিণী ইহা শিখিতে পারেন। কংগ্রেসের দৌলতে চর্কার তো এখন বিশেষ প্রচলন। সাধারণ সুতা ও পৈতার সুতায় বিশেষ যে কোনও পার্থক্য আছে, তাহা মনে হয় না।

*

শ্রীমতী অনিলা দেবী,

কেঃ এ, মুখার্জ্জী, রামবাটি বর্দ্ধমান :—

ইনি জানিতে চাহেন পাপড় কি করিয়া তৈরি করিতে হয়। এ সম্বন্ধে বহু লেখিকা ইতিপূর্ব্বে দীপালীতে আলোচনা করিয়াছেন। আপনি দয়া করিয়া পুরাতন দীপালী-গুলি দেখিলেই এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন।

*

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী,

সাউথ পার্ক, বিষ্ণুপুর, জামসেদপুর—

ইনি প্রশ্ন করিয়াছেন, সিনেমা দেখিয়া জ্ঞান সঞ্চার হয় কিনা, এবং দেখা উচিত কি না?

এই বিষয় লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে নারীলোকে বিশদ আলোচনা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এ প্রশ্ন সম্বন্ধে আর কোনও রচনা প্রকাশ করিতে আমরা ইচ্ছা করি না।

*

কুমারী লিলি সেন,

কেঃ অঃ আর সেন, গর্দ্দানীবাগ, পাটনা :—

দীপালী মারফত জানিতে চাহেন, "নরনারী, তরুণ তরুণী ও যুবক যুবতীর মধ্যে 'প্রথম' আলাপে কাহার প্রথমে কথা বলা বা আলাপ আরম্ভ করা কর্ত্তব্য ও উচিত এবং কেন?"

*

শ্রীমতী কমলা মিত্র,

কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, লিখিয়াছেন,—

"কয়েকজন ভগিনী মাঝে মাঝে আবোল তাবোল খেয়ালের মত কত যে কি বলেন তা পড়ে হাসি, ভাবি মন্দ সময় কাটে না ইত্যাদি?

ইঁহার প্রশ্ন :—(১) মাথার ছোট ছোট ফোঁড়া ও মরা মাস নিবারণের ঔষধ এবং (২) মোটা দেহ রোগা করিবার সহজ উপায়।

ইঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত আবোল তাবোলের প্রতিবাদের সঙ্গে এমন দুইটি প্রশ্ন করিয়াছেন, যাহা দীপালীতে যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে। লেখিকা মহোদয়া একটু কষ্ট করিয়া দীপালীর পুরাতন ফাইল খুঁজিলেই দেখিতে পাইবেন। সুতরাং ইঁহার "খেয়ালে"র সম্বন্ধেও কোনও আলোচনা হইবে না। এ বিষয়ে চিকিৎসকদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিলে সুফল লাভ করিবেন।

(৬১)

টম্যাটোর চাটনী

উপকরণ:—টমাটো আধ সের, পেঁয়াজ ১ পোয়া, রসুন ১০।১২ কোয়া, কিসমিস আধ পোয়া, আদা ১ ছটাক, গুড় কিম্বা চিনি দেড় পোয়া।

প্রণালী:—এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িতে পেঁয়াজ, রশুন, টম্যাটো ধুয়ে কুচি কুচি করে কুটে পরিষ্কার গুড় কিম্বা চিনি ছেড়ে উনানে চড়ান। আদাগুলি মিহি করে থেঁতো করুন, কিসমিস ধুয়ে রাখুন। মিনিট ১৫।২০ বাদে আদা-থেঁতো ও কিশমিশগুলি ছেড়ে দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। যখন দেখবেন, বেশ লালচে হয়েছে, তলেও লাগছে, তখন নামিয়ে নেবেন। ঠাণ্ডা হলে কাঁচের বড় মুখের শিশি কিম্বা জারে রাখবেন। ভাল পাক হলে ২০।২৫ দিন বেশ থাকে।

শ্রীমতী রেণুকা ভট্টাচার্য্য
সাউথ মালাকা
এলাহাবাদ।

(৬২)

আকোয়াবী

উপকরণ:—এক পোয়া ময়দা, পরিমাণ মত ঘি ও দধি।

প্রণালী:—১ পোয়া ময়দা, আধ পোয়া পরিমাণে ঘি। ঘি খুব ফেনাইয়া সাদা রং হইয়া গেলে তাহার সহিত ময়দা মিশাইয়া দই দিয়া মাখিয়া লইবে, জল দিবে না। গোল করিয়া গুলি করিবে, ভিতরে ২।১টা বড় এলাচের দানা দিবে। চিনির রস করিয়া রাখিবে। ভাসান ঘিয়ে ভাজিয়া রসে ডুবাইবে, রস হইতে তুলিয়া গায়ে দুপাশে চিনি মাখাইয়া তুলিয়া রাখিবে।

কুমারী সবিতা লাহিড়ী
শ্রীসুনন্দা রায়
নওগাঁ, (রাজসাহী)

(৬৩)

পরসন্দা কাবাব

উপকরণ—কিমা, আদা, পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, লঙ্কা, ধনে, নুন, পোস্ত, কাঁচা-পেপে, ছোলার ছাতু, জায়ফল।

প্রণালী—প্রথমতঃ কিমা ধুইয়া একটি পাত্রে রাখিবেন, জল কিমা হইতে বেশ করিয়া ঝরাইয়া লইবেন, পরে উক্ত মসলা-বাটা কিমার সঙ্গে মাখিয়া লইবেন, তাহার পর শিলে বাটিয়া লইবেন। পরে উহাতে [পেঁয়াজ-কুচি, কাঁচা লঙ্কা-কুচি মাখিয়া ছোট ছোট টিকিয়া প্রস্তুত করুন। অল্প আঁচে অল্প ঘি দিয়া ভাজিয়া লউন।

শ্রীমতী কল্যাণী বসু
লক্ষ্ণৌ।

(৬৪)

মুলোর পায়েস

উপকরণ:—২।৩টী মুলো, ৴২॥০ দুধ, ৴॥০ চিনি, ঘি, কিসমিস বাদাম, ও পেস্তা, আর গোলাপ জল।

প্রথমে মুলোগুলিকে খুব ঝিরা ঝিরা করে কুটে নেবেন ও তার পর সেই কুটা মুলোগুলিকে সিদ্ধ করতে দিবেন। সিদ্ধ হলে জল গেলে ঘিয়ে ভেজে নেবেন। কিন্তু বেশী লাল করে ভাজবেন না। একটু বাদামি রংএর হলেই নামিয়ে নিবেন। তারপর ৴২॥০ দুধকে জাল দিয়ে ৴১ সের করতে হবে। তারপর তাতে ভাজা মুলো দিয়ে চিনি, বাদাম, পেস্তা ও কিসমিসগুলিকে পরিস্কার ধুয়ে বেছে মুলোয় ছেড়ে দিবেন। যখন দুধ মরে বেশ থকথকে হবে তখন নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা হলে গোলাপ জল কিম্বা ছোট এলাচের গুঁড়া দিবেন। এই মুলোর পায়েস।

শ্রীসুষমারাণী মুখার্জ্জী
চকবাজার, পুরুলিয়া
জেলা—মানভূম।

(১)

উলের বোনা

মহাশয়া,

আপনার বহুল-প্রচারিত পত্রিকায় আমার এই "উলের বোনাটি" প্রকাশিত হইলে বাধিতা হইব। যদি কোন ভগ্নী বোনাটি তুলিতে পারেন, তাহা হইলে আমার লেখা সার্থক হইবে। না যদি বুঝিতে পারেন আমাকে জানাইলে আমার সাধ্যমত তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

১৩ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হইবে।

১ম লাইন—১টা সোজা, সামনে সুতো সোজা ১টা, সোজা ৩টা, তারপরে ১টা ঘর তুলিয়া জোড়া ১টা বুনিয়া, ঐ তোলা ঘরটি জোড়ার উপর দিয়া ফেলিয়া দিন। ৩টা সোজা, সামনে সুতো ১টা সোজা, সোজা ১টা।

২য় লাইন—সব ঘর উল্টা হইবে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে করিতে হইবে। ইতি—

কুমারী ললিতা ঘোষ
ওয়ার্ড ইনষ্টিটিশান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রেণুকা ফিল্মস্‌এর

ভূমিকায় : "পুনর্মিলন" : ভূমিকায়
আশা ও সিধু
রেণা "নটী" কার্ত্তিক
কমলা দেখিবেন। কানু

প্রযোজক—হৃষীকেশ ব্যানার্জ্জি
পরিচালক—আলোক গাঙ্গুলী
২৮৫ কে, বৌবাজার ষ্ট্রীট, ফোনঃ কলি : ৬১৭৯

(২)

সোয়েটার

(ছোটদের জন্য)

প্রথম ৮৪ ঘর তুলিবে। ১ উল্টা, ১ সোজা করিয়া ২৪ লাইন বুনিবে। পরে ১ লাইন সোজা, ১ লাইন উল্টা করিয়া ১১০ লাইন পর্য্যন্ত বুনিয়া যাও। এইবার গলা আরম্ভ। —২৬ সোজা, ৩২ ঘর বন্ধ করিবে, ২৬ ঘর সোজা। পরে ২৬ ঘর সোজা, অন্য উলের গোলা লইয়া বাকী ২৬ উল্টা বুনিবে। পরে সোজা বুনিবার সময় গলার দিকে প্রত্যেক-বার ১ ঘর করিয়া কমাইবে। মোট ৩ বার কমাইবে। পরে আবার সোজা বুনিবার সময় গলার দিকে ১ ঘর করিয়া বাড়াইয়া পুনরায় ২৬ ঘরে পরিণত করিবে। অন্য দিকেও এই ভাবে বুনিবে। পরে—২৬ সোজা, ৩২ ঘর গলার জন্য তুলিবে। আবার ২৬ সোজা বুনিবে। পরে উল্টা সোজা ১১০ লাইন ও ১ সোজা, ১ উল্টা করিয়া ২৪ লাইন বুনিয়া ঘর বন্ধ করিবে।

হাত—৬৬ ঘর তুলিবে। ১ লাইন সোজা, ১ লাইন উল্টা ১৩ লাইন বুনিবে। পরে—২ দিকে ১ ঘর করিয়া কমাইবে। প্রত্যেক ৯ লাইনের পর ঘর কমাইবে। যখন ৫০ ঘর বাকী থাকিবে, তখন সোজা বুনিবে হাতের মাপ পর্য্যন্ত। শেষে ২০ লাইন ১ সোজা, ১ উল্টা করিয়া বুনিয়া ঘর বন্ধ করিবে। অন্য হাতও এইরূপে বুনিবে।

কলার—৯০ ঘর তুলিবে। ১ সোজা, ১ উল্টা করিয়া ৪ লাইন বুনিবার পর ১ লাইন সোজা, ১ লাইন উল্টা করিয়া ৪ ইঞ্চি বুনিয়া ঘর বন্ধ করিবে। পরে ক্রুশ দিয়া ধারের দিক বুনিবে ও কোনের দিক ৩ বার সোজা বুনিবে। এইবার হাত ও কলার ইস্ত্রি করিয়া সেলাই করিয়া দিবে।

পরের বক্তব্য—গত ১০ম সংখ্যায় কুমারী সেনগুপ্তা যে ৩টী বোনার নমুনা দিয়াছেন, সেগুলি উল্টা দিক হইতে প্যাটার্ণ আরম্ভ করার জন্য বুনিবার বড়ই অসুবিধা হয়। ঐ সকল প্যাটার্ণ সোজা দিক হইতে আরম্ভ করিলে অতি সহজ হয়। ইতি—

বড়দিদি
দিল্লী

"সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন" ভাণ্ডারের
বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন, দধি, রাবড়ি ও "তৃপ্তিভোগ"
দেবতা ও মানুষ উভয়কেই সমভাবে পরিতৃপ্ত করে।
৭১নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট } কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—১নং কলেজ ষ্ট্রীট : }

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোনঃ বি, বি, ৩৭১১

বি, না
(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যাণ্ট)
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এজেণ্ট : স্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট
রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা
এবং মফঃস্বল সিনেমা।
বিশেষত্ব :—সিনেমা স্লাইড এবং উহাদের পরিকল্পনাকারী।
দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

কামশাস্ত্র
নামূল্যে
জীবনে সুখ ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও নারী। অবশ্য পাঠ্যপুস্তক
বৈদ্যশাস্ত্রী
২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—ষোলো—

এতদিনে তবু অনীতা কতকটা স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিতেছে। পদে পদে ছোটো খাটো বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে যাহারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহারা একে একে সরিয়া গিয়াছে। সেই ঘটনার পর হইতে নন্দরাণী প্রয়োজনমত সামান্য কথাবার্ত্তা মাত্র, অনীতার সকল দায়িত্ব এখন কুঞ্জর ঘাড়ে পড়িয়াছে।

এই স্বাধীনতার সম্পূর্ণ সুযোগ অনীতা গ্রহণ করিল। যে-সান্নিধ্যের জন্য সে এতকাল ব্যাকুল ছিল, সৌখীন বাক্যচ্ছটার বন্যাস্রোতে লঘুচিত্ত অনীতা সহজেই ভাসিয়া গেল। সিনেমা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, দক্ষিণেশ্বর হইতে সুরু করিয়া ফারপো, লাইটহাউস্, ব্রাসেরী, ক্যাসানোভা, ভাইস্রয়েস্ কাপ, গ্রে-হাউণ্ড্ রেস্ কিছুই বাদ গেল না। সহচরের অভাব নাই, নিত্য নূতন প্রমোদ, উত্তেজনা ও উন্মাদনার চূড়ান্ত!

বেবী-টাইপের হাল্‌কা হাওয়া গাড়িতে শহরের যে-তথাকথিত অভিজাত রোমান্স্-বুভুক্ষু সম্প্রদায় শীকারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায় অনীতা সহজেই তাহাদের প্রলোভনে ভুলিল। তাহারা ইদানীং মাঝে মাঝে বাড়িতেও আসা যাওয়া করিতেছে। প্রথমটা পাহারা হিসাবে দুএকবার কুঞ্জ অনীতার সঙ্গ লইয়াছিল কিন্তু অপ্রভিত কুঞ্জকে বাধ্য হইয়া সে জেদ ছাড়িতে হইয়াছে। অনীতার উপর কুঞ্জর বরাবরই একটা গভীর মমতা বর্ত্তমান, মূলত: তাহার প্রশ্রয় পাইয়া অনীতা এতখানি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, অনীতার সকল প্রকার মিথ্যা ও কষ্ট-কল্পিত কাহিনী সর্ব্বদা বিশ্বাস না করিলেও, সে নির্ব্বিচারে মানিয়া লইত।

অনীতার সহায়দের সততায় মাঝে মাঝে সন্দিহান হইলেও অনীতার মুখখানি দেখিলে কুঞ্জ তাহাকে তিরস্কার করিবার কথা ভুলিয়া যাইত।

এই উৎকট আধুনিকতাগ্রস্ত বিলাসী সমাজের সকল আচরণ অনীতা নিজেও সর্ব্বদা সমর্থন করিতে পারিত না, তবু আপত্তি করিত না। যে প্রতিযোগিতা—, আপত্তি অমনি করিলেই হইল, অনীতার মতন হাজার মেয়ে এই সাহচর্য্যের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে।

তাহারা টেনিস্ খেলে, সুইমিং ক্লাবে হাঁসের মত সাঁতার কাটে, আর মোটর ড্রাইভিং-এ বোধ করি তাঁহারা স্যার ম্যালকম্ ক্যাম্প্‌বেলের সমতুল্য, কেহ আবার দমদম বিমান ঘাঁটিতে এরোপ্লেন চালানো শিখিতেছে। রূপে হয় ত তাহারা অনীতার পাশে দাঁড়াইতে পারিবে না কিন্তু ফ্যাসানের পরীক্ষায় তাহারাই ফুলমার্ক পাইবে, তাহারাই অভিজাত সম্প্রদায়ের আকর্ষণকেন্দ্র। এ ছাড়া আবার ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল মেয়ে আছে, ইংলিশে ফাষ্টক্লাশ ফাষ্ট্, ষ্টেটস্‌ম্যানে মাঝে মাঝে তাহাদের চুটকী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যে কোনো বিষয় তাহাদের করায়ত্ব। অমন যে-সুবর্ণ চিরদিন অনীতা যাহাকে অনুকম্পা করিয়া আসিয়াছে, যাহার অনাড়ম্বর সারল্যে বিস্ময়বোধ করিয়াছে, সেও সহরে আসিয়া এই ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল প্যাঁচে কিস্তি মাৎ করিয়া বসিয়াছে। অনীতা ইহার অন্তর্নিহিত মর্ম্ম বুঝিয়া পায় না।

তথাচ অপরে যে তাহাকে ডিঙাইয়া যাইবে তাহাও সহ্য করা যায় না, তাই বাধ্য হইয়াই তাহাকে পাল্লা দিয়া গতিবেগ বাড়াইতে হইয়াছে। তাই সে দ্রুত মোটর ড্রাইভে, সচকিত উপস্থিতিতে ও প্রসাধন ও পোষাকের পারিপাট্যে নিজেকে একটা আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিল। তাহাতে ফল যে বিশেষ লাভজনক হইল তাহা নয়, দেখা গেল এই উন্নাসিক অরণ্যের মধ্যে একমাত্র কুমার জগদীশ নারায়ণের সহিত অনীতার যাহোক একটু ঘনিষ্টতা হইয়াছে। কুঞ্জর পার্টিতে যে ব্যক্তির অত্যন্ত স্থূল-রসিকতায় অনীতা প্রভৃতিকে সুবর্ণ হাসিতে দেখিয়াছিল, ইনি সেই জগদীশনারায়ণ! কুমার জগদীশ নারায়ণের ওপর অনীতার যে বিশেষ কোনো মোহ ছিল তাহা নয়, পটভূমিতে আর কাহাকেও পাওয়া গেল না বলিয়াই অনীতা এই কুমারবাহাদুরটিকে অবলম্বন করিয়াছিল।

সাড়ে আটটার পর সিনেমা ভাঙিল—

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা, দিনের দেবতা অস্তমিত হইলেও সহরে তখনও সন্ধ্যা ভালো করিয়া জমে নাই।

কুমার বাহাদুর গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন—এর মধ্যে বাড়ি ফিরে কি করবে? তার চেয়ে একটু ফ্রেশ্‌-এয়ার, মন্দ কি?

অনীতা এ প্রস্তাবে কোনো আপত্তি করিল না।

কুমার বাহাদুরের মোটর ক্যামুরিনা এ্যাভিন্যুর পথে ছুটিয়া চলিল। অনীতা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল —এমন অসময়ে এ পথে কেন ?

কুমার বাহাদুর এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অর্থসূচক ভঙ্গীতে একটু হাসিলেন মাত্র ।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পশ্চিম দিকে এক জন-বিরল পথের প্রান্তে কুমার বাহাদুর গাড়ি পার্ক করিলেন।

গাড়ি থামিলে অনীতা রহস্য করিয়া বলিল—এই বুঝি তোমার ফ্রেশ্ এয়ার ?

তুচ্ছ ভালোবাসার কথায় বৃথা সময় নষ্ট করিবার ব্যক্তি কুমার বাহাদুর নয়। তিনি সহসা সবল বাহুবেষ্টনে অনীতাকে বাঁধিয়া আবেগভরে চুম্বন করিয়া বসিলেন। ঠিক এই জাতীয় কোনো অতর্কিত আক্রমণের জন্য অনীতা প্রস্তুত ছিল না, কুমার বাহাদুরের এই আকস্মিক ঔদ্ধত্যে সে বিশেষ বিরক্ত হইলেও লজ্জায় কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার এই মৌনভাব কুমার বাহাদুর সহযোগিতার সম্মতি বলিয়া মনে করিয়া আরো স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু, অপমানে, লজ্জায়, ঘৃণায় অনীতা ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই পশু-প্রকৃতির মানুষটির আদিম প্রবৃত্তির হাতে সে আত্ম-বলিদান দিতে পারিবে না। কুমার বাহাদুরের সুদৃঢ় বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে সংগ্রাম করিয়া সে তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠে কহিল—ছেড়ে দাও শীগ্‌গীর, সব জিনিষের সীমা আছে,—ছাড়ো—।

কে কার কথা শোনে! অনীতার পরিচিত অন্যান্য তরুণদের মত কুমার বাহাদুর ততটা সৌজন্যশীল নন। তিনি জানেন বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, অত সহজেই ভীরুর মত ছাড়িয়া দিবার পাত্র তিনি নয়। অবশেষে মুক্তি পাইবার জন্য মরিয়া হইয়া অনীতা কুমার বাহাদুরের হাতের কয়েকটি আঙুল দংশনে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল।

কুমার বাহাদুর বিশেষ বিরক্তিভরে অনীতাকে সজোরে দূরে ঠেলিয়া দিয়া সেই দংশনক্ষত আঙুলগুলি চুষিতে লাগিলেন। কয়েকটি বিশ্রী স্তব্ধ মুহূর্ত !

কিছুক্ষণ পরে পকেট হইতে একটি সেণ্ট্-সিক্তি রুমাল বাহির করিয়া কপালের স্বেদবিন্দু মুছিয়া প্রেমভরে কুমার বাহাদুর কহিলেন—So sorry you have been troubled !

দৃঢ় দীপ্ত কণ্ঠে অনীতা আদেশ করিল—এখনই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো, তোমার সঙ্গে আর কখনো আমি বেরোবো না, কখনো না—'

অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে কুমার কহিলেন—ভয় নেই, আর কেউ ডাকবে না। বাড়ী পৌঁছে দিবার কথা বল্‌ছো, দরকার থাকে হেঁটে যাও, কাছাকাছি বাস্ ধর্‌তে পারো, আমি কেন পৌঁছে দেব ?

বিস্মিত অনীতা ভীত অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—ও!

কুমার বাহাদুর একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন—কথাটা হয় ত কটু শোনাচ্ছে—but if you don't like driving with me—'

অনীতার রাগ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল,—সে কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইয়া কহিল—You couldn't be so beastly !

ক্ষত আঙুলগুলি সযত্নে লক্ষ্য করিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন—Oh, yes I could, এই যদি তোমার মনে ছিল why did you pretend you wanted it ?

এই কথায় অনীতা আরো উত্তেজিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল—I never pretend anything.

—তাহ'লে তুমি বিনা দ্বিধায় এলে কি করে আমার সঙ্গে ? বেড়ানোর মানে কি তুমি জানো না ?

—বেড়ানো জানি কিন্তু তার অর্থ যে এতদূর বিশ্রী হতে পারে, তুমি যে এমন বর্ব্বর হয়ে উঠতে পারো তা আমি কল্পনা কর্‌তে পারিনি।

কুমার বাহাদুর তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত হাসিয়া বলিলেন—you are little bourgeois !

অনীতা বুর্জোয়া কথাটির ঠিক অর্থ জানিত না, কথাটি সে গালাগাল বলিয়া মনে করিল, বাষ্পাকুল নয়নে সে প্রতিবাদ জানাইল—I am not a bourgeois !

পুনরায় উপেক্ষার ভঙ্গীতে অনীতাকে আঘাত করিয়া আভিজাত্য কঠিন কণ্ঠে কুমার বাহাদুর বলিলেন—তুমি আমাদের একজন সেজে সমাজে ঘুরে বেড়ালেও, তুমি যে কি তা সকলেই জানে, আমার যদি পরামর্শ নাও তাহ'লে এক কাজ করো দেশে ফিরে গিয়ে একটা বিয়ে থা করে আর পাঁচজনের মতো সংসার-ধর্ম্ম করো গে, কল্‌কাতা সবায়ের সয় না।

প্রতিবাদে প্রখর হয়ে অনীতা বল্লে—এই আমার দেশ, তোমার সঙ্গে কোথায় আমার প্রভেদ ? আমরা রাজা মহারাজা নই বটে তবে অপরের উপাধিবোঝা কাঁধে নিয়ে কুমার বাহাদুর সাজলেই কি মানুষের সম্মান বাড়ে ?

—তর্কের প্রয়োজন নেই অনীতা! নিজের মন নিজে ঠিক কর, সময়মত কথাগুলো ভেবে দেখো, নিজের কথা না বলাই ভালো, তবে আমার মতো দু দশটা কুমার আর না জুটতেও পারে। চলো রাত হয়ে গেল, হেঁটে যাবার কথা ঠাট্টা করে বল্‌ছিলুম—'

সুইচটিপে গাড়ীর আলো জ্বালিয়া টাই দিতে দিতে হাতের আঙুল আবার পরীক্ষা করিয়া কুমার বাহাদুর নরম গলায় সস্নেহ ভঙ্গীতে বলিলেন—এমন সন্দেহটা মাটি কর্‌লে অনীতা, you'd have a good time if only you weren't so afraid of life !

বাড়ি ফিরিবার পথে দীর্ঘ সময় অনীতা নীরবে বসিয়া রহিল।

প্রাথমিক উত্তেজনার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, এখন বিহ্বল ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সবদিক দিয়াই কুমার বাহাদুরের লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। অনীতার কাছে সে যেটুকু অপরাধ করেছে তার ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হইবার নয়। অনীতা ক্ষমা করুক আর নাই করুক তাহার জন্য কুমার বাহাদুরের মনে এক বিন্দু অনুশোচনা বা লজ্জা নাই। অনীতা এই ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল এরপর সত্যই যদি কুমার বাহাদুরের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটে তাহা হইলে যে আলোকোজ্জল নগরীর আবহাওয়া আজো অনীতার কাছে স্বর্গের মতো রমণীয় সেই স্বর্গ হইতে বিদায় লইতে হইবে। সহরের সহস্র অনুভূতি, এই উষ্ণ আবেষ্টন, বিলাসের বর্ণচ্ছটা সমস্তই স্বপ্নের মত অদৃশ্য হইবে।

অনীতা কি করিবে? ইহা যে উল্লাসময় উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রেমের প্রয়োজন নয়, নির্লজ্জ প্রয়োজনের প্রেম তাহা সে বোঝে, কিন্তু যে রোমাঞ্চময় অপমৃত্যুর ক্ষুধায় সে মজিয়াছে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই, তাই অনীতা স্থির করিল সে এই ভাবেই চলিবে, জীবনটাকে দেখিবার দুঃসাহস সঞ্চয় করিতে হইবে।

অনেক ইতঃস্তত করিয়া ঈষৎ কাসিয়া যে প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে বিব্রত করিতেছিল, অনীতা অদ্ভুতভাবে তাহাই বলিয়া ফেলিল—হাসি, রমা ওদের কাছে অনেক কথা শুনেছি বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই—'

কুমার বাহাদুর কহিলেন—নিশ্চয়ই কি?

অতিকষ্টে অনীতা বলিল—তাদের কথা সত্যি নয়।

ইহার উত্তরে কুমার জগদীশনারায়ণ শুধু হাসিলেন মাত্র।

এই কৃত্রিম নাগরিক জীবন এতদিনে কুঞ্জর কাছে বিস্বাদ লাগিল। তাহারা যে ক্রমশঃ অদৃশ্য দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়া পড়িতেছে তাহা সে এতদিনে বুঝিতে পারিল। অনেকক্ষণ আগে ঘুম ভাঙ্গিলে সাদা দেয়ালের উদ্ধত বুকের দিকে নীরবে চাহিয়া কুঞ্জ এতদিন পরে সঞ্চয় ও অপচয়ের হিসাব-নিকাশ করিতে লাগিল। অর্থ তাহার সংসারে সচ্ছলতা আনিয়াছে, সমাজে মর্য্যাদা দিয়াছে, ড্রাইভার কুঞ্জকে কুঞ্জবাবু করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কতখানি লাভ হইয়াছে কে বলিবে!

অবশেষে কুঞ্জ অশান্ত চিত্তে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং কাহাকে কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে বাড়ির পাশে যে পার্কে—সে কোনোদিন বেড়াইতে যায় নাই সেইখানেই অনেকক্ষণ আনমনে ঘুরিয়া মনটা অনেকটা হাল্কা করিয়া বাড়ি ফিরিল। গ্যারেজের কাছাকাছি গিয়া দেখিল ক্লীনার গাড়িটা ধুইবার ব্যবস্থা করিতেছে, তাহাকে কুঞ্জ বলিল—আজ তোমার ছুটি,—আজ আর গাড়ী সাফ্ করবার দরকার নেই। বিস্মিত ক্লীনার চলিয়া যাইতেই কুঞ্জ স্বহস্তে গাড়িখানি ধুইতে আরম্ভ করিয়া দিল। সমস্ত গাড়িখানি ধুইয়া সেটিকে সযত্নে পালিশ করিয়া যখন বিশ্রাম করিবার জন্য দাঁড়াইল তখন তাহার মনে হইল শুধু যে গাড়িখানি পরিচ্ছন্ন দেখাইতেছে তাহা নয়, তাহার নিজের অন্তরের গ্লানি অনেকটা মুছিয়া গিয়াছে।

প্রফুল্লচিত্তে কুঞ্জ বাড়ির ভিতরে গিয়া নন্দরাণীকে খুঁজিয়া বাহির করিল। জহর ও স্বর্ণ চলিয়া যাইবার পর ড্রয়িং রুম, আজকাল বড় আর ব্যবহার করা হয় না। কুঞ্জর ঘরটি নন্দরাণী নিজেই সাফ করিতেছেন, কুঞ্জকে আসিতে দেখিয়া নন্দরাণী বিশেষ উদ্বেগভরে কহিল—এই ভোরে উঠে চা-টা না খেয়ে কোথায় গিছলে বলোত?—কুঞ্জ উত্তর দিবার পূর্ব্বে জামা কাপড়ে তেলকালীর দাগ লক্ষ্য করিয়া বলিল—একি! কাপড় জামায় এসব কি লাগিয়েছো, কোথায় পড়ে গেছ বুঝি? কি কুক্ষণেই কল্‌কাতায় পা বাড়িয়ে ছিলুম!

নন্দরাণীকে আশ্বস্ত করিয়া কুঞ্জ কহিল—ব্যস্ত হোয়োনা বউ, ব্যস্ত হোয়োনা,—গাড়িখানা আজ নিজের হাতে সাফ্ করলুম!

—কেন। লোকটা বুঝি আজ আসেনি? তা একদিন না সাফ্ করলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত, সবতাতেই তোমার বাড়াবাড়ি!

—তুমি যে নিজের হাতে ঘর মুছ্‌ছো, ঝি, চাকর নেই? এ কথার জবাব দাও?

—নন্দরাণী হাসিয়া সোজাসুজি বলিল—সারাজীবন এইভাবেই কাটিয়ে এলুম, অভ্যাস যাবে কোথায়?

কুঞ্জ অর্থসূচক ভঙ্গীতে কয়েকবার মাথা নাড়িল, তারপর কহিল—তবে?

নন্দরাণী এতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—বক্সীরহাট না ছাড়লেই ভালো হ'ত। অন্য কোথাও গেলেও চল্‌তো, কল্‌কাতা আমাদের নয়!

কুঞ্জ কহিল—দরকার যে একেবারে ছিলনা তা নয়, কিছু শেখ্‌বার ছিল। তা ছাড়া কল্‌কাতায় না এলে জহর-স্বর্ণর চল্‌তো না, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করেছি। কিন্তু বউ অনীর জন্যে আমার ভাবনা, খারাপ কিছু হয়েছে বল্‌ছি না তবে ভালোও হোল না। আমি কিছু বলিনি, ভেবেছিলুম এভাবে যদি একটা ভালো ঘরে বিয়ে হয়, কিন্তু ভালোঘর ত' দূরের কথা যাঁরা আসেন কাপড় চোপড় আর নামটুকু ছাড়া তাঁরা যে কতখানি ভদ্র তা বুঝিনা,—আর বিয়ের কথা, কেউ মুখেও আনে না!

গভীর বেদনাভরে নন্দরাণী কহিল—কি কর্‌বো বলো, দোষ আমাদের, আমাকে ও' আর একটুও ভালবাসেনা বা ভয় করেনা, যদি কেউ তোমায় না মানে তাহ'লে আর কি করে কি করা যায়। সেদিন আমার অতখানি কড়া হওয়া মোটেই উচিত হয় নি?

কুঞ্জ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কহিল—তা নয়, তা নয়, অনী তোমাকে ভালোবাসে বইকি। আর কিছু নয়, ছেলেমানুষ সব জিনিষ তেমন বোঝেনা। দিনকতক কোথায় গেলে সত্যি ভালো হয়, অন্ততঃ অনীর এই রাত দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত মোটরে ঘোরাটা বন্ধ হয়।

খেলার জগতে ও পাকিস্থান স্থাপনের কল্পনা আজ আই, এফ, এ ও বি, এফ, এর মিলনের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাসন যন্ত্র ও শিক্ষার পথ দিয়ে যার আরম্ভ, জাতীয় ও সামাজিক জীবনের সকল পথ ঘুরে সেই সাম্প্রদায়িকতা আজ খেলার মাঠেও এসে দেখা দিয়েছে। গোলমাল অনেকটা এগিয়েছে, বি, এফ, এর মধ্যেও ধরেছে ভাঙন। তাদের ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাট ক্লাব আই, এফ, এতে ফিরে এসেছে কেন না আই এফ, এ মেনে নিয়েছে মফঃস্বলের ক্লাবগুলি ও ইউনিভারসিটি ক্লাব, অফিস ও অন্যান্য জুনিয়ার ক্লাব প্রভৃতির প্রতিনিধিত্বের দাবী। আই, এফ, এর গঠনতন্ত্রের পরিবর্ত্তনই ছিল বি, এফ, এর প্রধানতম দাবী —তাও পূরণ করা হয়েছে। বাইরে বড় বড় আদর্শের বুলি আওড়িয়ে ভেতরে ভেতরে সাম্প্রদায়িক স্বার্থপ্রসারের চেষ্টা তাদের ছিল প্রধান উপায়। তাই তারা চারটে মুস্‌লিম ক্লাবকে চতুর্থ ডিভিসনে খেলতে দিতে হবে ও তাদের প্রত্যেকের একজন প্রতিনিধিকে আই, এফ, এর কার্য্যকরী সমিতিতে নিতে হবে বলে দাবী করলো। আই, এফ, এ তাতেও রাজী ছিলো কিন্তু এক সর্ত্তে, খেলায় নেমে গেলে তাদের প্রতিনিধিত্বের কোন দাবী থাকবে না। যত গণ্ডগোল এখন এই ব্যাপার নিয়ে। আলোচনা প্রসঙ্গে মহামেডানের ক্যাপ্টেন বন্ধুবর আব্বাস মির্জ্জা বললেন যে তাদের দাবী ন্যায়সঙ্গতও বটে, অন্যায়ও বটে— কিন্তু তার যতদূর বিশ্বাস এ গোলমাল তাড়াতাড়ি মিটে যাওয়াই ভালো—খেলার মাঠে হিন্দু বা মুসলমান এই প্রশ্ন কেন যে ওঠে তার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। মহামেডানদের দাবী ন্যায্য, কেন না যখন ড্যালহৌসী রেঞ্জার্স প্রমুখ, নেমে গেলেও তাদের প্রতিনিধিত্বের পূর্ণ দাবী থাকে। তবে এই সমস্ত মুস্‌লিম ক্লাবগুলি এতই বাজে যে এরা কোনমতেই প্রতিনিধিত্বের দাবী করতে পারে না।

*

বি, এফ, এ তাদের সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ্‌ করেছে; কেন না নলিনীবাবু নাকি মুস্‌লিম স্বার্থের জন্য কিছু করেন নি। বি, এফ, এর সম্পাদক হুরুদ্দিন সাহেব এক ইস্তাহারে বলেছেন যে নলিনী-বাবুর নাকি উচিত ছিল একজন মুসলমান ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্টকে সহকর্মী নিযুক্ত করে মিটমাটের কাজে হাত দেওয়া। তিনি নাকি তা করেন নি। আই, এফ, এ গঠন-তন্ত্রে ১১টা ইউরোপীয় ও ১০টা হিন্দু ও ১টা মুস্‌লিম ক্লাবের প্রতিনিধির স্থান আছে—তাতে আরও বেশী মুস্‌লিমদের জন্য প্রতিনিধিত্বের দাবী করলে তাকে কি সাম্প্রদায়িকতা বলে?

*

প্রথম বিভাগীয় হকি লীগে আমাদের ধারণা ঠিকই হয়েছে—বি, জি, প্রেস্‌ দল এবছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন, তারা ১৮টি খেলে ৩১ পয়েণ্ট পেয়েছেন। রানার্স হয়েছে মিলিটারি মেডিক্যাল—১৮টা খেলে ২৯ পয়েণ্ট পেয়ে। আমরা এই দুইটী ক্লাবকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অন্যান্য ক্লাবের অবস্থা লীগ তালিকাতে দেখতে পাবেন।

*

গত ১লা বৈশাখ কলিকাতার নানাস্থানে ইংরাজী ১লা জানুয়ারীর অনুকরণে প্যারেডের অনুষ্ঠান হয়। দেশবন্ধু পার্কে রাধানাথ চন্দ্রের অধিনায়কত্বে ও ব্যারিষ্টার নৃপেন্দ্র নাথ ভোসের সভাপতিত্বে প্রায় ২৫টী ক্লাবের পাঁচশতাধিক বালক বালিকা সুন্দর প্যারেড ও ড্রিল দেখান। মার্চ্চিং খুব ভাল হয়েছিল বাগবাজার হাই স্কুল, ফ্রেণ্ডস্‌ ইউনাইটেড,

---

—বাইরে গেলেও ঐ মোটরে ঘুরে বেড়ানো চলতে পারে, তার চেয়ে দেশে ফিরে চলো।

কুঞ্জ হাসিয়া বলিল—বেশ তাই হবে, এখন একটু চা-টা দাও দেখি!

নন্দরাণী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল—ছিঃ ছিঃ, তোমাকে এখনো চা দেওয়া হয়নি, অথচ আমি বাজে বকে মরছি,—এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়েই একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া বসিয়া পড়িল।

ভীত শুষ্ক কণ্ঠে কুঞ্জ কহিল—কি হোল বউ? অমন করছো য?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অস্ফুটকণ্ঠে নন্দরাণী কহিল—কিছু না, পায়ে একটু কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে। আর একদিন এমনি হয়েছিল।

কুঞ্জ ও নন্দরাণী যত সহজে দেশে ফিরিবে মনে করিয়াছিল তাহা আর হইল না। নন্দরাণীর পায়ের ব্যথা এমন তীব্র হইয়া উঠিল যে সে কিছুদিন বিছানা ছাড়িয়া আর উঠিতে পারিল না। অসহ্য শিরা-প্রদাহে নন্দরাণী শয্যাশায়ী হইয়া রহিল। এক দিকে নন্দরাণী অপর দিকে অনীতাকে সামলাইতে বিব্রত কুঞ্জ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

জীবনের পথে

—জনৈক চিকিৎসক

অতুল ধন-সম্পদের মাঝে ডুবিয়া থাকিয়াও মানুষ অন্তর্নিহিত বেদনা মুছিয়া ফেলিতে পারে না। ঐশ্বর্য্য মানুষের সুখের উৎস কোথায় তাহার সন্ধান দিতে পারে, কিন্তু শান্তি ঐশ্বর্য্যদ্বারা মিলে না, সুখ ও শান্তি এক জিনিষ নহে। ধনৈশ্বর্য্য মানুষের বাহ্যিক সুখ স্বাচ্ছন্দের বিধান করিতে পারে বটে, কিন্তু যে ব্যথা, যে অশান্তির ধোঁয়া মনের ভিতর অহর্নিশি গুমরিয়া ফিরিতেছে তাহা দূর করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। লক্ষ্মীর বরপুত্র যাঁহারা এ সংসারে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদেরও মনে যে বিষাদের ছায়াপাত হইতে পারে একথা সাধারণে ভাবেনা। জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বাস্থ্য, সেই স্বাস্থ্য সম্পদে যে বঞ্চিত তাহার মনে শান্তি কোথায়? ভোরের শিশির-সিক্ত ফুটন্ত গোলাপের মত ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যে সংসারে নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, সেই সংসারই ত নন্দন কানন! আর যে সংসারের সন্তানগণ নিত্যই অসুখে ভুগিতেছে, ম্লানমুখে দিবারাত্র বিছানায় পড়িয়া আছে, সে সংসার বিষাদাগার বই আর কি?

কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি সাধারণ পরিবার সকলের মনে এই অশান্তি থাকিতে পারে। সাধারণ গৃহস্থ সমস্তদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়া আসিলেন বাড়ী আসিয়া সন্তানের অসুখ শুনিয়া হয়ত তাহার সমস্তই ডাক্তারের হাতে তুলিয়া দিয়া ঔষধের মূল্যের জন্য ধার করিতে চলিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সন্তান সন্ততিদের সুখ-অসুখের উপর জনক জননীর সুখ-দুঃখ নির্ভর করিতেছে। এইজন্য প্রত্যেক পিতামাতার উচিৎ যাহাতে ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যের ভিত্তি বাল্যকাল হইতেই দৃঢ় হয় তাহার চেষ্টা করা। সামান্য সর্দ্দি কাশি হইলে উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া।

শিশুরাই ভবিষ্যৎ পিতামাতা। সেই শিশুরাই যদি সারাবছর সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিশ, প্রভৃতিতে ভোগে, যদি তাহাদের প্রতি উপযুক্ত যত্ন না নেওয়া হয়, তাহা হইলে শুধু তাহারাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে দেশও বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। কারণ দেশের শক্তির উৎসই ত শিশুরা। সুতরাং বালক বালিকাদিগকে এই অসুস্থতার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে, তাহাদের সামান্য সর্দ্দি কাশির ভাব দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডের রচি কোম্পানীর সিরোলিন একটু একটু খাইতে হইবে। খাইতে সুস্বাদু বলিয়া শিশুরা ইহা নির্ব্বিবাদে খাইয়া থাকে। উপায় থাকিতে পিতামাতা সাবধান হইবেন, অসুস্থ শিশুর পিতামাতার নিকট দেশ ইহাই দাবী করিয়া থাকে। সর্দ্দিকাশি হইলে কিংবা হইবার পরেও 'সিরোলিন' খাইলে আশু ফল পাওয়া যায়। প্রত্যেক গৃহস্থ যদি এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেন ও সতর্ক হন, তাহা হইলে সমাজের, সংসারের এবং দেশের কল্যান সাধন করা হইবে।

খেলাঘর ও জাতীয় যুবসঙ্ঘের মেয়েদের। ব্যাণ্ড বাজাইতেছিল জাতীয় যুব সঙ্ঘের মেয়েরা, সরস্বতী সমিতি ও বাগবাজার হাই স্কুল দল।

*

গত ৭ই এপ্রিল অতি প্রাচীন জেণ্টস্ ইউনাইটেড ক্লাবের বাৎসরিক উৎসব খুব সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর গুপ্তের ভারোত্তলন তার সুন্দর দেহসৌষ্ঠবের জন্য খুব উপভোগ্য হইয়াছিল। অনিল ব্যানার্জ্জীর ঘুঁসি মেরে ব তাজা খুব চিত্তাকর্ষক। শ্রীভূপেন সরকার, জহর মুখোপাধ্যায়, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন সরকার প্রমুখ সভ্যবৃন্দ আদর যত্নে সমবেত নিমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়িত করেন।

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

"তটিনীর বিচারের" শততম অভিনয়

গত বৃহস্পতিবার ১১ই এপ্রিল নাট্য-ভারতী মঞ্চে শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সুপ্রসিদ্ধ নাটক "তটিনীর বিচারের" শততম অভিনয়োৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে মিঃ ও, সি, গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে এক প্রীতি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভদ্রের নাতিদীর্ঘ সরস বক্তৃতার পর অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর ভারতীয় ষ্টেশন ডিরেক্টার মিঃ এ, কে, সেন মহাশয় নাট্যকারকে একখানি বসিবার বেঞ্চি উপহার দেন, কারণ তাঁহার ঘরে নাকি বসিবার আসনের অভাব! নাট্যকার এই উপহার ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণান্তে সরস ভাষায় বলেন যে পূর্ব্বে রূপচাঁদ পক্ষীর আমলে যোগ্য ব্যক্তি ইট পাইত এখন তাহার পরিবর্ত্তে বেঞ্চি প্রদান অভিনব সন্দেহ নাই!! শ্রীরঘুনাথ মল্লিক (প্রযোজক) মহাশয়কে এক শিশি কেশবর্দ্ধক ঔষধ প্রদান করা হয়। অভিনেত্রীদের সকলকে একটি করিয়া ফুলের 'বাস্কেট' দেওয়া হয়। তাহার পর শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের হাসির গান, ও আব্বাসউদ্দীনের গান উপভোগ্য হয়। ভোলা রায়ের নৃত্যটি একেবারে অচল ও বিরক্তিকর। সব শেষে রাত্রি প্রায় ৯৷০টার সময় "তটিনীর বিচারের" অভিনয় আরম্ভ হয়।

বাংলা রঙ্গালয়ের এই দারুণ দুর্দ্দিনে যে সব শিল্পীদের সমবেত চেষ্টায় "তটিনীর বিচার" শততম অভিনয় রজনীর গৌরব অর্জ্জন করিল তাঁহাদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

ভূমেন রায়ের সম্মান রজনী

আগামী ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭॥০টায় রঙমহলে ভূমেন রায়ের সম্মান রজনী। এই উপলক্ষে সুদক্ষ ও প্রসিদ্ধ

অভিনেতৃ সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছে। দুইখানি নাটকেরই প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা অভিনেত্রীগণ বহুকাল পরে পুনরায় পুরাতন ভূমিকাগুলিতে দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন করিবেন। আমরা ইহার সাফল্য কামনা করি। নাটক দু'খানির নাম "কেদার রায়" ও "চরিত্রহীন।"

শচীন্দ্রনাথের "নার্সিং হোম"

প্রাচীর পত্রে প্রকাশ যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "নার্সিং হোম" নামক আর একখানি নাটক নাট্যভারতীতে অভিনয়ার্থ প্রস্তুত হইতেছে।

ষ্টারে "সতী তুলসী"

শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তের পৌরাণিক নাটক "সতী তুলসী মহাসমারোহে এখন ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে।

নারায়ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য তুলসীর পঞ্চবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যা, দৈত্য দলপতি শঙ্খচূড়ের তুলসীকে লাভ করিবার অসাধারণ ত্যাগ, ধৈর্য্য ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন, ঘটনাচক্রে শঙ্খচূড়কেই বরমাল্য প্রদান, শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে শঙ্খচূড়ের নিধন, তুলসীর অভিশাপে নারায়ণের শালগ্রাম শিলায় পরিণতি এবং নারায়ণের পূজায় যে প্রথমেই তুলসীপত্রের প্রয়োজন তাহার সকরুণ আলেখ্য নাট্যকার মহাশয় পাদপ্রদীপের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

নাটকখানির মধ্যে স্থানে স্থানে সস্তা প্যাঁচের অবতারণা থাকিলেও নাট্যকার অনেক স্থানে যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন সংস্থান সৃষ্টিতে তিনি বহু স্থানে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। পণপ্রথার কুফল ও বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা সম্বন্ধে তিনি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা যে সম্পূর্ণ কালোপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অভিনয়ের মধ্যে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে সরযূবালার 'তুলসী' জীবন গাঙ্গুলীর 'শঙ্খচূড়' ও সুশীল রায়ের 'নারায়ণ'। 'গোকর্ণে'র ভূমিকায় রঞ্জিত রায় তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে দর্শকদের যথেষ্ট হাসির খোরাক যোগাইয়াছেন। দুর্গারাণীর গানগুলি সু-গীত। রাজলক্ষ্মীর 'রূপমঞ্জরী' ও বঙ্কিম দত্তের 'পুষ্পদন্ত' সু-অভিনীত।

মঞ্চসজ্জা চমৎকার। নাটকের মধ্যে নাটকাভিনয় খুবই উপভোগ্য হইয়াছে। আলোক-নিয়ন্ত্রণ প্রশংসনীয়। নাচগুলি মোটের উপর চলনসই।

মোটের উপর "সতী-তুলসী" দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ সাধারণ দর্শক আনন্দ লাভ করিবেন বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

খুব শীঘ্রই ইহাদের "তটিনীর বিচার" রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করিবে। অহীন্দ্র চৌধুরী (ডাঃ ভোস), রাণীবালা (তটিনী), সুধীর মুখোপাধ্যায় (বসন্ত), মিসেস্ ইন্দিরা রায় (ললিতা) প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন ও সুশীল মজুমদার পরিচালনা করিয়াছেন।

হীরেন বসুর পরিচালনায় "অমরগীতি"র কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। একজন বৈজ্ঞানিকের জীবন লইয়া "অমরগীতি"র ভিত্তি স্থাপিত। অহীন্দ্র চৌধুরী ও ছায়া দেবী মুখ্যাংশে অভিনয় করিতেছেন।

অন্যান্য ছবি "কয়েদী" (হিন্দী), "চিত্রলেখা" (হিন্দী) ও "সন্ত কবীর" (হিন্দী) ইহাদের চিত্রগ্রহণ চলিতেছে।

দারিয়ানী প্রোডাকশানে প্রমথেশ বড়ুয়া

বাংলার তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া, নিউ থিয়েটার্স পরিত্যাগ করিয়া দারিয়ানী প্রোডাকশানে যোগদান করিয়াছেন। এখানে তিনি কয়েকখানি ছবি তুলিবেন। ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী চিত্র পরিবেশক লালা জগৎ নারায়ণ এই কোম্পানীর কর্ণধার ইহার প্রথম বাংলা ছবির নাম "জমানা"।

নিউ থিয়েটার্স

অমর মল্লিকের পরিচালনায় "হার-জিৎ" (হিন্দী) ও "অভিনেত্রী" (বাংলা) ধীর গতিতে অগ্রসর হইতেছে। শ্রীমতী মঞ্জরী (যিনি "আঁধি" ও "আলো-ছায়াতে" অভিনয় করিয়াছেন)—তাঁহাকে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে চিত্রাবতরণ করিতে দেখা যাইবে।

পরিচালক ফণী মজুমদারের "ডাক্তারে"র আর অল্পই বাকী আছে। পঙ্কজ মল্লিক মহাশয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি গান ইহাতে গাহিয়াছেন।

চিত্রায় "পরাজয়" ৫ম সপ্তাহে পড়িল। নিউ সিনেমায় "জিন্দগী" ২য় সপ্তাহে পড়িল।

রেণুকা ফিল্ম কর্পোরেশন

ইহাদের প্রথম ছবি "পুনর্মিলন" স্থানীয় একটি ষ্টুডিওতে তোলা হইবে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সিধু গাঙ্গুলী, কানু মুখোপাধ্যায়, কার্ত্তিক রায়, আশা, হেনা, হরিদাস বিমল দাস, অজিত নাথ, ধীরেন হালদার, বঙ্কিম, ইন্দু, বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীহিমাংশু দত্ত (সুরসাগর) এই ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করিবেন।

সন্তান নিরোধ মাত্র ১ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২॥০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ক্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬।০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

নানা কথা

মহাত্মা হ্যানিমানের জন্মতিথি

গত ১০ই এপ্রিল বুধবার অধ্যাপক শ্রীমন্মথ মোহন বসু এম-এ, মহোদয়ের সভাপতিত্বে হ্যানিমান গার্লস স্কুলে মহাত্মা হ্যানিমানের ১৮৫তম জন্মতিথি উৎসব পালিত হইয়াছে। কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহোদয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সভায় বহু বক্তা হ্যানিমানের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীযুত নীরোদ বরণের পরিচালনায় মহিলা ও ছাত্রীদের জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ চন্দ্রনাথ ও ডাঃ হৃষিকেশ হালদার এই উৎসবের আয়োজন করেন।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

হ্যানিমান গার্লস স্কুলের দ্বারা পরিচালিত "মেয়েদের শিক্ষা কিরূপে হওয়া উচিত?" প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হইয়াছে। কলিকাতার শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ প্রথম এবং চুঁচুড়া মহসীন কলেজের ছাত্রী কুমারী শান্তি মিত্র দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন।

খগৌলে "মাটির ঘর"

গত ৬ই এপ্রিল স্থানীয় ই. আই. আর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটুট ড্রামাটিক ক্লাব কর্তৃক শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "মাটির ঘর" অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়া গিয়াছে। মিঃ টি. সি. লাহিড়ী পরিচালনা করেন।

অভিনয়ের পূর্ব্বে মিঃ ডি, চক্রবর্ত্তী একখানি প্রাচ্য নৃত্য প্রদর্শন করেন।

'আলোকে'র ভূমিকায় এম, এম, ভট্টাচার্য্য অপূর্ব্ব অভিনয় করেন। কল্যাণের ভূমিকায় জি, সি, ব্যানার্জ্জী, চঞ্চলের ভূমিকায় বি, সেনগুপ্ত, সত্যপ্রসন্নের ভূমিকায় ডাঃ দে, তন্দ্রার ভূমিকায় কে, বি, চ্যাটার্জ্জী চমৎকার অভিনয় করেন। মিঃ এ, ভট্টাচার্য্যের 'ছন্দা' ও কে, এল, গোস্বামীর 'নন্দ'ও সুঅভিনীত হয়।

মঞ্চ-সজ্জা হইয়াছিল চমৎকার। বিশেষতঃ ঝড়-জলের দৃশ্য অতি সুন্দর হইয়াছিল। এই অভিনয়ের সাফল্যের জন্য ড্রামাটিক সেক্রেটারী মিঃ আর, এম, ব্যানার্জ্জী প্রশংসার্হ।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

(রঘুনাথ গঞ্জ)

৺তারাপ্রসন্ন স্মৃতি-রক্ষার্থে এইস্থানে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছে।

পুরুষদের জন্য—(১) উর্ব্বশী (রবীন্দ্রনাথ)
(২) স্বদেশ মন্ত্র (স্বামী বিবেকানন্দ)

স্ত্রীলোকদের জন্য—(১) রাত্রে ও প্রভাতে (রবীন্দ্রনাথ)
(২) আমাদের দেশে··· কিন্তু খুবই নিষ্ফল (রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি")

নাম পাঠাইবার শেষ দিন ৩০শে এপ্রিল। শ্রীদিগম্বর চট্টোপাধ্যায় (রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ) অথবা পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায় (কুমার ছাত্রাবাস, বহরমপুর) এই ঠিকানায় বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাতব্য। প্রতিযোগিতার নির্দ্দিষ্ট দিন পরে জানানো হইবে।

সিমলা বঙ্গীয় সম্মিলনী

গত ৩১শে মার্চ্চ রবিবার সন্ধ্যায় "সিমলা বঙ্গীয় সম্মিলনীর" উদ্যোগে নিউ দিল্লী "তাল কটোরা" হলে শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "মাটীর ঘর" অভিনীত হইয়াছে। পুরুষ অভিনেতাগণের মধ্যে শ্রীবনমালী বন্দ্যোপাধ্যায় (সত্যপ্রসন্ন) এবং শ্রীশশধর মুখোপাধ্যায় (কল্যাণ) সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের একটু অতিরিক্ত অঙ্গ-সঞ্চালন স্থানবিশেষে দর্শকগণের চক্ষু-পীড়াদায়ক হইলেও "অলকের" ভূমিকাটী সুঅভিনয় করিয়াছেন। শ্রীসৌরেন মজুমদার "চঞ্চল"-এর ভূমিকায় হাসির খোরাক যোগাইয়াছেন। অন্যান্য পুরুষ ভূমিকাগুলি উল্লেখযোগ্য নয়।

স্ত্রী-ভূমিকায় শ্রীবঙ্কুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় "তন্দ্রা"র ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় "নন্দা"র ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু ছোট মেয়ে "ছন্দার" ভূমিকায় শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ আনন্দ দান করিতে পারেন নাই। তাঁর বাচন-ভঙ্গীর জড়তা এবং অনুকরণপ্রিয়তাই এই অসাফল্যের কারণ বলিয়া মনে হয়। সাতশত টাকা বেতনের স্বামীর স্ত্রী "তন্দ্রার" বিপুলায়তন এবং স্বামী-নির্য্যাতিতা "নন্দার" শীর্ণ কলেবর আর্টের দিক দিয়া হয়ত স্বাভাবিক হইলেও দর্শকের চক্ষুকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই। "মেক্‌আপ" বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। পরিধেয় বস্ত্রাদির প্রতি একটু অধিক মনোযোগী হইলে ভাল হইত। আলোক-সম্পাত বিশেষরূপে নৈরাশ্যজনক। নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে অভিনয় আরম্ভ, মঞ্চের সজ্জা এবং দৃশ্যপটাদির দুর্দ্দশা, কর্তৃপক্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে নাই। আরও একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে "সিমলা বঙ্গীয় সম্মিলনী" একটী পুরাতন এবং অভিজাত প্রতিষ্ঠান। স্বয়ং স্যর ব্রজেন্দ্র মিত্র মহোদয় ইহার সভাপতি, অথচ তালকটোরার মত একটী ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগারেও আশানুরূপ দর্শকের সমাগম হয় নাই, বহু আসনই শূন্য পড়িয়াছিল। পুরুষ এবং মহিলাগণের বসিবার বন্দোবস্ত খুবই প্রশংসনীয়। বৈরাগীবেশী শ্রীক্ষিতীশ ঘোষের একখানি গান উপভোগ্য হইয়াছিল। "ছন্দার" গান যখন নেপথ্যেই সম্পন্ন করিতে

হইল তখন অপেক্ষাকৃত সুগায়কের দ্বারা গীত হইলেই ভাল হইত।

পাবনায় নাট্যাভিনয়

পাবনা জেলার অন্তর্গত পেন্নুয়া গ্রামে রাহুত বাটীতে "বান্ধব সমিতি" কর্ত্তৃক "শক্তির মন্ত্র" নাটক অভিনীত হইয়া গিয়াছে। শক্তিধরের ভূমিকায় শ্রীশান্তি বর্ম্মণ অতি চমৎকার অভিনয় করেন। "রাজলক্ষ্মী কমলার" ভূমিকায় শ্রীনিবাস-দিয়ার শ্রীনৃপেন দাসের অভিনয় খুবই প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। "শঙ্খনাদের" ভূমিকায় শ্রীফণি রাহুত, "চূড়ামণির" ভূমিকায় বীরেন শিকদার এবং "মুক্তি-কামে"র ভূমিকায় চলু দত্ত কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করেন। "রত্নেশ্বরের" ভূমিকায় শ্রীউপেন গুহ আমাদের মনে রেখাপাত করিতে পারেন নাই। অনুকূল ঘোষের "বজ্রবাহু" খুব ভাল না হইলেও নেহাৎ মন্দ হয় নাই। অন্যান্য ভূমিকাগুলি চলনসই। "ধূমকেতুর" রূপসজ্জা হইয়াছিল চমৎকার। "উত্তার" গানগুলি মোটেই সুগীত হয় নাই। দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা ভালই। এই অভিনয়ের সফলতার জন্য ফণি রাহুতের শ্রম-স্বীকার প্রশংসনীয়। নাটকখানি পরিচালনা করেন শ্রীসুধীর সরকার।

হুগলী কল্যাণ-সঙ্ঘ

গত রবিবার হুগলী জেলার কল্যাণ-সঙ্ঘের উদ্যোগে ও কুমার বিষ্ণুপদ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত সঙ্ঘের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহুলোক সমবেত হয় ও বিশিষ্ট সভ্যগণ বক্তৃতা করেন; তন্মধ্যে শ্রীপ্রসাদ দাস মল্লিক ও শ্রীদেবনারায়ণ মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য। শারীরিক ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শনীতে তাপস ভট্টাচার্য্যের মাংসপেশী সঞ্চালন, সনাতন ও শৈলেন দত্তের তারের উপর খেলা, স্থানীয় বালক সাধন দে ও করুণা দে, এবং শৈলেন সরকার (জগু) ও ৫ম আর্ম্মান ইনফান্ট্রি দলের অমল সরকারের মুষ্টিযুদ্ধ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ফ্রি এমব্রয়ডারি প্রতিযোগিতা

এই প্রতিযোগিতায় মোট ৭৫টী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। ১ম শ্রেণীর পুরস্কার ৩টী চালেঞ্জ শীল্ড তৎসহ ১টী করিয়া ফরগুড কাপ। ২য় শ্রেণীর পুরস্কার ৩টী চালেঞ্জ কাপ তৎসহ ১টী করিয়া ফরগুড কাপ। ৩য় শ্রেণীর পুরস্কার ১৪টী পদক এবং ৫৫টী সান্ত্বনাসূচক পুরস্কার দেওয়া যাইবে। নিয়মাবলীর জন্য সেক্রেটারী "ফ্রি এমব্রয়ডারি প্রতিযোগিতার" নিকট ডাক টিকিট সহ আবেদন করুন। ইহাতে কোনো প্রবেশ মূল্য নাই। ৬০নং আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা।

কুমিল্লা প্রদর্শনী

কুমিল্লার মহেশ প্রাঙ্গনে স্বাস্থ্য ও শিল্প প্রদর্শনীতে কলিকাতার কতিপয় বিশিষ্ট ব্যায়ামবীর ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনার্থে আহুত হইয়া তথায় ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করেন। রমেশ দেবের ঢালু তারের খেলা, কণ্ঠহরি ঘোষের রোম্যান রিং এবং বিপ্ররামের হরাইজন্টাল বার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লৌহ গোলকের খেলায় বাণেশ্বর সরকার, লৌহ শলাকা শয্যা ও নারিকেল ভঙ্গ করণে শ্যাম ভট্টাচার্য্য, মোটর একসিডেন্ট ও প্যারালাল বারে সুবোধ মিত্র, হিমাংশু ব্যানার্জ্জির পেশী সঞ্চালন, কুমারী কাবেরীর দৈনিক ক্রীড়া, এক্রোবেটিক খেলায় রমেশ দেব, শিবনাথ, গৌর ঘোষ ও কাবেরী এবং বিপ্ররামের ছুরিকা নিক্ষেপ দর্শনীয় হয়। রবীন সরকার ও তাহার ভ্রাতা শৈলেন সরকার স্থানীয় মুষ্টিযোদ্ধা বলাই ঘোষ, নির্ম্মল দত্ত, সুবিমল পুরকায়স্থ এবং মুস্তাউদ্দীন আমেদের সহিত মুষ্টিযুদ্ধের খেলা ও কৌশল দেখাইয়া প্রশংসা অর্জ্জন করেন। পরে মুষ্টিযুদ্ধ কিরূপে করিতে হয় সেই সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা দিয়া খেলা শেষ হয়। তথাকার ব্যায়াম শিক্ষক অমূল্য ব্যানার্জ্জি সময় রক্ষকের কাজ করেন এবং প্রত্যেককে যত্ন ও আপ্যায়িত করেন।

কটকে ভ্যারাইটি শো

গত ৯ই এপ্রিল কটকের ক্যাপিট্যাল সিনেমা হাউসে Y. M. C. A.র তরফ হইতে একটী ভ্যারাইটী শো হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সাহায্যার্থে এই শো'টীর আয়োজন। উড়িষ্যার মহামান্য গভর্ণরের উপস্থিতি সকলকে উৎসাহিত করে। সেক্রেটারী মিঃ ই, বি সামুএল এই শো'টী সাফল্যমণ্ডিত করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। কুমারী সুকৃতি পট্টনায়কের "পিয়া মিলন" নৃত্যটী, কুমারী দীপালী বোসের হোলী নৃত্যটী ও কুমারী সুনীতি রায়ের ওরিএণ্টাল নৃত্যটী দর্শকগণকে সাতিশয় আনন্দ দান করে। ভীলনৃত্য ও সাপুড়িয়া নৃত্য মন্দ হয় নাই। মিস্ খানের পরিচালনায় স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় হইতে একটী Tablear (পূজারিনা) দেখান হয়। ইংরাজী অনুষ্ঠানগুলির ভেতর কনভেণ্ট স্কুলের দৃশ্যাভিনয়টী সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। অন্যান্য ইংরাজী নৃত্য ও সঙ্গীতগুলি ও

আবশ্যক

অধ্যবসায়ী ও শিক্ষিত এজেণ্ট নিম্নোক্ত স্থানে আমাদের পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য আবশ্যক।

অবিলম্বে নিয়মাবলীর জন্য লিখুন।

১। খুলনা ২। যশোহর ৩। ঢাকা ৪। মৈমনসিংহ ৫। বগুড়া ৬। সৈয়দপুর (রংপুর) ৭। গোয়ালপাড়া ৮। লাকসাম ৯। অণ্ডাল ১০। ধানবাদ ১১। বর্দ্ধমান ১২। সিউড়ী ১৩। কাটোয়া। ১৪। রাণীগঞ্জ ১৫। বোলপুর।

এজেন্সী ম্যানেজার দীপালী

"পাত্মপুত্র" নাটকাভিনয় আমাদের ভাল লাগে নাই।

চট্টগ্রাম সঙ্গীত সম্মেলন

স্থানীয় কে, সি, দে ইনষ্টিটিউট (জুবিলী সিনেমা) হলে শত শত সঙ্গীতপ্রিয় নরনারী চট্টগ্রামের বিশিষ্ট অধিবাসীগণের উপস্থিতিতে, কলিকাতা প্রভৃতি বিবিধ স্থান হইতে আগত সঙ্গীতবিদগণের সমাবেশে, অপূর্ব্ব উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে গৌরীপুরের জমিদার বাংলার অন্যতম সঙ্গীতপৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, এম, এল, সি মহোদয়ের সভাপতিত্বে চট্টগ্রামে সঙ্গীত সম্মেলন শনিবার ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় সমাগত গুণী ও সুধীমণ্ডলীকে সুন্দর অভিভাষণে সম্বর্দ্ধনা করেন।

সমাগত সঙ্গীতজ্ঞগণের মধ্যে রায় বাহাদুর কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফেসার জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, সঙ্গীত রত্নাকর রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন দাস (মতিলাল), রণেন দাস, বিনয় ঘোষ, শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপ চন্দ্র মিত্র, বীরু পাল, দানীবাবু, ওস্তাদ নিমাই দাস, ফুলঝুরি খাঁ, অল্-ইণ্ডিয়া-রেডিওর ডাইরেক্টার অব প্রোগ্রাম মিঃ এন্, এন্, মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য।

শিলচর সংবাদ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব

বিগত ২৪শে ও ২৫শে মার্চ্চ শিলচরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শততোত্তর পঞ্চম জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২৪শে মার্চ্চ অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে সহরবাসী জনসাধারণের এক সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র জীবন আলোচিত হয়। পরদিবস সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দোৎসবে কীর্ত্তন, উপনিষদ্ পাঠ, সঙ্গীত, পদাবলী কীর্ত্তন ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সহস্রাধিক লোক প্রসাদ প্রাপ্ত হন।

২৭শে মার্চ্চ নর্ম্মাল স্কুল গৃহে বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এক কৃষ্টি সম্মেলন হয়। তাহাতে নানাবিধ সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি পাঠ হয়। ২৮শে মার্চ্চ অপরাহ্ণে নর্ম্মাল স্কুলে এক বৃহৎ সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দজী "বর্ত্তমান ভাবধারা ও শ্রীরামকৃষ্ণ" সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

আমোদ প্রমোদ

অদ্য হইতে "ওরিয়েণ্টাল টকি"তে সর্ব্বজন প্রতীক্ষিত "কুমকুম্" চিত্র দেখানো হইবে। নৃত্যামোদী সহরবাসী এই চিত্রে সাধনা বোসের নৃত্যের অত্যাধুনিক ব্যঞ্জনা দেখিতে উন্মুখ হইয়া আছেন।

এই গৃহে প্রথম শ্রেণীতে বসিবার আসনের সম্পর্ক হইতে নানাবিধ অভিযোগ আসিতেছে। কর্তৃপক্ষ অচিরেই এদিকে অবহিত হউন।

স্থানীয় অপর চিত্রগৃহ "ইষ্টার্ণ টকিজ" কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই নিউ থিয়েটার্সের "পরাজয়" চিত্রখানি 'পর্দ্দাস্থ' করিবেন।

নগাঁওতে "মীরকাশিম" অভিনয়

নগাঁও (আসাম) গত ২৪শে মার্চ্চ রবিবার "দি আসাম ডোমিসাইল্ড পিপল্‌স্ এণ্ড সেট্‌লার্স এসোসিয়েশন (তৃতীয় অধিবেশন)" উপলক্ষে স্থানীয় "বান্ধালী নাট্যমন্দিরে আর্য্য নাট্যসমাজ (গৌহাটী) কর্তৃক শ্রীযুত মন্মথ রায়ের "মীরকাশিম"

সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক

সুধাংশু হালদার

আই, সি, এস্-এর লেখা

স্কুল, ক্লাব ও সৌখীন সমাজে অতি সহজে অভিনয়োপযোগী অফুরন্ত হাস্যরসের ফোয়ারা

—তিনটি নাটিকা—

একাঙ্কিকা—1110

মেঘদূতের হাস্যময় অনুসৃতি, বিচিত্র অদ্ভুত, বহু চিত্রে সুশোভিত

অভিনব—১

সুলেখিকা ইলা দেবীর

নূতন ধরণের নবতম গল্প

ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া—1110

অভাবিত চিন্তাধারায় অপরূপ, স্পষ্টরূপে নির্ভীকভাবে মানবমনের শাশ্বত সত্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম অনুভূতির সুন্দর সমন্বয়ে অপূর্ব্ব আধুনিক উপন্যাস—

যে ঘরে হল না খেলা—1110

ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাটকখানি অভিনীত হয়। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অভিনয় স্থলে উপস্থিত ছিলেন।

নাম ভূমিকায় যামিনীবাবুর অভিনয় উচ্চাঙ্গের না হইলেও মন্দ হয় নাই। গুরগনর্থার ভূমিকাটীর অভিনয় বেশ সুন্দর হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে, পিক্রস্, য়্যাড্‌মস্ ও জগৎশেঠের ভূমিকাগুলি সুঅভিনীত।

মণিবেগমের ভূমিকায় তারাপদ বাবুর অভিনয় মন্দ হয় নাই। ফতেমা বেগমের ভূমিকাটীর অভিনয় আমাদের ভাল লাগে নাই।

কাশিমপুরে নাট্যাভিনয়

গত ১৮ই ও ১৯শে চৈত্র শনি ও রবিবার বামনগাছির অন্তর্গত কাশিমপুর গ্রামে খেয়ালী নাট্য-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক দুইদিন কলিকাতার বিশিষ্ট গায়ক অভিনেতা শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, বঙ্কিম চট্টো, মুকুল চট্টো (এ্যামেচার) শশধর ঘোষ এবং আরও অনেকের দ্বারা "প্রতাপাদিত্য" ও "সিন্ধুগৌরব" অভিনয় হইয়া গিয়াছে। "সিন্ধুগৌরবে" অম্বরের ভূমিকায় শ্রীমৃণাল ঘোষের অভিনয় ও গীত অতিশয় উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল, এবং রঙ্গলাল, শেখাকর, দাহির ও রঞ্জনের ভূমিকায়, বঙ্কিম চট্টো, শশধর ঘোষ, কামাখ্যা বন্দ্যো, দীনেশ গাঙ্গুলী প্রভৃতির অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। এবং এ্যামেচার প্লেয়ারের মধ্যে মুকুল চট্টোপাধ্যায়ের "চিত্রা" ও লছমীপ্রসাদের অভিনয় উচ্চশ্রেণীর হইয়াছিল।

সিউড়ি তরুণ সঙ্ঘ

সু-সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয়ের বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে—সিউড়ি তরুণ সঙ্ঘের সভ্যগণ কর্ত্তৃক স্থানীয় টাউনহলে গত ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় একটি বিদায়-সম্মেলন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট-ভদ্রমহোদয়গণের অনেকে ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ—সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। প্রণবেশ মিত্র, রমলা ভট্টাচার্য্য, বাসন্তী মিত্র, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ-সঙ্গীত ও স্বর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাচ্যনৃত্য বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। অনুষ্ঠানের শেষে সঙ্ঘের সভ্যগণ উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন।

রংপুরে বরেন্দ্র ফাইন আর্ট এসোসিয়েসন

রংপুরে ২৬শে মার্চ্চ, স্থানীয় 'কুমুদিনী ভিলায়' উক্ত এসোসিয়েসনের বসন্ত উৎসব বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমেই 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তৎপর শ্রীযুত কিশোরীমোহন দাস এই সঙ্ঘের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুত রায় তার ব'ল্যজীবনের সহিত স্থানীয় উক্ত প্রতিষ্ঠানের যে কতখানি মাধুরিমা ও উদ্দীপনা মিশিয়া আছে তাহা ব্যক্ত করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে বেশ একটী জলসার সমাবেশ করা হয়। শ্রীবিনয়কুমার ভট্ট'চার্য্য ও শ্রীসোমেশচন্দ্র সরকার তাহাদের সুকণ্ঠের দ্বারা সকলকে প্রীত করেন। মিঃ অমর চ্যাটার্জ্জি ও মিঃ অনিল বসুর যন্ত্রসঙ্গীত সকলে উপভোগ করেন। কুমারী শোভনা দাসের নাচও বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সহরের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুত কেশবলাল বসু সাহিত্যরত্ন বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুত শশীভূষণ রায় ইত্যাদি।

ব্যায়াম প্রদর্শনী

সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর শ্রীউমেশ মল্লিক মহাশয় তাঁহার নব ছাত্র এবং বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে "গৌরব ডাঙ্গা টাউন হলে" স্থানীয় "সেবা সমিতির" সপ্তম বার্ষিক উৎসবে ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। ঝাঝা হইতে আগত শ্রীঅজিত ঘোষের মাংসপেশী সঞ্চালন, উমেশ মল্লিকস্ ক্লাবের ছাত্র শ্রীমান সদানন্দ দাস কণ্টক শয্যায় গুরুভার গ্রহণ, দন্তের সাহায্যে লৌহপাত বক্রীকরন, লৌহ শিকল ছিন্ন প্রভৃতি ক্রীড়া প্রদর্শনে সকলকে মুগ্ধ করেন। পরে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় তাঁহার বহু প্রশংসিত "ম্যান্‌টার্ণ লাইটের" সাহায্যে "সেবাধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য" সম্বন্ধে ব্যক্তৃতা করেন। সভায় স্থানীয় বহু নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

"কুমকুম' গ্রীষ্মসংখ্যা

হস্তলিখিত পত্রিকা 'কুমকুমের' তৃতীয় গ্রীষ্ম সংখ্যার জন্য প্রবন্ধ, গল্প, ছবি প্রভৃতি প্রেরণের জন্য কুমকুমে"র কর্ত্তৃপক্ষরা অনুরোধ করিতেছেন। যাহার প্রেরিত প্রবন্ধ বা গল্প সব চেয়ে ভাল বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাকে একটী রৌপ্যপদক প্রদান করা হইবে, প্রবন্ধাদি নিম্ন ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

—যতীশ মল্লিক—৩২।এ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট বা নৃপেন সরকার—৬ডি, ভবনাথ সেন ষ্ট্রীট।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

সামাজিক সমস্যামূলক

সুবৃহৎ উপন্যাস

"জয়ন্তী"

মূল্য—২৷৷০ টাকা।

দীপালী গ্রন্থশালা ও

সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

অডিটারের হিসাবে গত বৎসর দীপালী (ইংরাজী ও বাংলা)র সাপ্তাহিক প্রচার ১৩,৩০৩ সংখ্যা

স্থাপিত • ১৯২৯

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ২৫শে এপ্রিল ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ১২ই বৈশাখ ১৩৪৭ [১৭শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক যাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক যাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

অলডারম্যান সুভাষবাবু

—ফাল্গুনী

সাধারণ বাঙালী হিন্দুগণ অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, আর এই অতি-ভাবপ্রবণতার জন্যই তাহারা অদূরদর্শী: অদূরদর্শিতার অবশ্যম্ভাবী ফলে, বাঙালী তাই এত ঠকে এবং হটে। কেহ দেখিয়া শিখে, কেহ ঠেকিয়া শিখে, বাঙালী দেখিয়া বা ঠেকিয়া কোন রকমেই শিখিল না। অবিমৃষ্যকারিতা ও হঠকারিতাই বাঙালীর জাতীয় উন্নতির পথে তাই আজ এমন অন্তরায়।

সুভাষবাবু যখন মোটা চাকরীর আশা ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে দেশসেবায় যোগদান করিলেন, বাঙালীরা তখন স্তম্ভিত-বিস্ময়ে কিয়ৎকাল হতবাক্ থাকিয়া, যুগপৎ সমস্বরে চতুর্দ্দিক হইতে চিৎকার উঠিল—বাহবা বাহবা বাহবা নন্দলাল।

এই জয়ধ্বনির মধ্যে যে জাতীয় দৈন্য আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, তাহা আমরা ভাব-প্রবণতার উত্তেজিত মুহূর্ত্তে বা তাহার পরেও বুঝিতে পারি না। যে-জাতির মধ্যে ১৫ টাকা বেতনের চাক্‌রীর উমেদারীতে বি, এ, এম্, এ পাশকরা প্রার্থীর অভাব ঘটে না, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি প্রকৃত হাকিমী পদ অর্থাৎ পরমপদ স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া বিপদসঙ্কুল দেশসেবায় ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহাতে সাধারণ লোকে যে ইন্দ্রজালচমকিত হইবে, ইহা বিচিত্র না হইলেও চমৎকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থকরী চাকরী ছাড়িয়া নিস্ফল অনর্থকারী দেশের কাজে আত্মনিয়োগ, সাধারণ বাঙালী-সন্তানের পক্ষে খুবই অলৌকিক বটে, কিন্তু সুভাষবাবুর মত অনভাবী ধনীর সন্তান ধনীর পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না এবং এখনও বোধ করি, নয়। বড় লোকের ছেলেদের বহু বিচিত্র খেয়াল থাকে, ইনি এই খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন।

এই শহরেই কিছুদিন পূর্ব্বে তৎকালীন বড়লোকদের নর্ত্তকী-

লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ের বিবরণও কর্ণগোচর হয়, পুত্রকন্যার বিবাহে ঘটায় এবং সমারোহে পাঁচলক্ষ মুদ্রা খরচের জনশ্রুতিও বিরল নয়। সে সময় এখন আর নাই: এখন বড়লোকেরা সর্ব্বস্ব দিয়া, বড় চাকরী পরিত্যাগ করিয়া, জেল খাটিয়া, কালাপানি গিয়া খেয়াল চরিতার্থ করিতেছেন। সময় বদলাইয়াছে, ধারা পন্থা ও আচারও বদলাইয়াছে—কিন্তু খেয়াল ঠিকই আছে, চিরদিনই থাকিবে।

সুভাষবাবু গত যুগের পুরাতন খেয়ালের খেলায় না গিয়া, নূতন যুগের নূতন খেলায় মনোনিবেশ করিলেন। গত যুগের মহাজনগণের নর্ত্তকী-প্রিয়তা, বিড়াল, বানর শিশু বা নিজ নিজ শিশুর বিবাহে জনচমৎকারী অর্থ অপব্যয়ের মূলে যে প্রেরণা ছিল, সুভাষবাবুর দেশসেবার প্রেরণামূলেও সেই আদিম বস্তুবৃত্তিটিই ছিল সক্রিয়। তাঁহারাও চাহিতেন লোকের বাহবা, সুভাষবাবুও কায়মনোবাক্যে কামনা করিয়াছিলেন বাহবা। লোকেও বলিল, বাহবা বাহবা বাহবা নন্দলাল।

বাহবা জন্তুটি চতুষ্পদ কিন্তু অচল—সে চলে না। চারিটি চরণ তাহার আছে। ক্ষমতা, খ্যাতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা, ও আত্মসর্ব্বস্বতা—এই চারিটি পদযুক্ত যে জন্তুটি, তাহারই নাম বাহবা। সুভাষবাবু চাকরী পরিত্যাগ করিতেই এই জন্তুটির এক প্রশস্ত চারণক্ষেত্র প্রস্তুত হইল এবং তিনি একটি বাহবা-শিশু লাভ করিয়া, সযত্নে তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন। অতি অল্প কালের মধ্যেই এই শিশুটি কোল হইতে সুভাষবাবুর স্কন্ধে আশ্রয় গ্রহণ করিল, কারণ লোকের কাঁধ ছাড়া এ জানোয়ার বাঁচে না। মাটি স্পর্শ করিলেই মাটি। ১৭।১৮ বৎসরে সেটি আর বাচ্চা নাই, সে এখন প্রচণ্ড শিং-ওয়ালা এক প্রকাণ্ড জানোয়ার। ইহার খাদ্য সুভাষবাবুকে যোগাইতেই হইবে, কাজেই সিন্ধবাদের স্কন্ধলগ্ন সেই ভূতের মত সুভাষবাবুর স্কন্ধে চাপিয়াছে এই দুর্ব্বিনীত নররাক্ষস বাহবা। এই ১৭।১৮ বৎসর কাল সে সুভাষবাবুর স্কন্ধে চড়িয়া বহু স্থানে ও অস্থানে ঘুরিয়াছে, আর নামিতে চায় না। সুভাষবাবু নিরুপায়, বাহবাকে কাঁধে করিয়াই এখন তিনি চলেন বলেন উঠেন হাঁটেন ঘুরেন ফিরেন এবং সমস্ত কার্য্যই করেন।

সুভাষবাবু সেই জন্য বাহবার চাটের আঘাতে কখনও কখনও বেসামালও হইয়া পড়েন।

গান্ধীজী বলিলেন—সুভাষ, ত্রিপুরীর আশা তুমি ছাড়িয়া দাও। বাহবা প্রথম পায়ে তাঁহার পিঠে এমন এক চাট দিল যে, সুভাষবাবু গান্ধীজীর কথা অমান্য করিতে বাধ্য হইলেন। তৃতীয় চরণে বাহবা সুভাষবাবুকে সুড়সুড়ি দিতে লাগিল—সুভাষবাবু যে-ডালে চড়িয়া সবার উঁচু হইতে চাহিতেছিলেন, আস্তে আস্তে সেই ডালটিই কাটিতে আরম্ভ করিলেন। শৃঙ্খলা আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই যে সঙ্ঘের জীবন, সুভাষবাবুর বিজ্ঞানে তাহা না থাকিলেও, মাধ্যাকর্ষণের গুণে তিনি পড়িলেন ভূমিতলে।

দ্বিতীয় চরণ গুঁতাইতে লাগিল। তিনি গঠন করিলেন, ফরোয়ার্ড ব্লক Forward Bloc(k)—বাংলা ভাষায় যাহার অর্থ আমরা বুঝি ফরোয়ার্ডকে যাহা ব্লক করে অর্থাৎ অগ্রগতির বাধা।

তৃতীয় চরণ সুভাষবাবুর পিঠ চাপড়াইয়া কহিল—সাবাস্। প্রবলবেগে ঘূর্ণি হাওয়ার মত সুভাষবাবু ভারতের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত বাণী বার্ত্তা ও বক্তৃতা দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির চরণে তৈলনিষেক করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কতক লোক পূর্ব্বেই ভাগিয়াছে। এখন ভাঙা-দলের বাকী লোকেরা ভাঙা গলায় ঠাণ্ডা চালায় আর চেঁচায়—বাহবা বাহবা বাহবা নন্দলাল।

রামগড়ে কংগ্রেস কাশী-স্থাপনা করিতে গেল। সুভাষবাবুও সদলে রামগড়ের ছাঁচতলায় এক নকল কাশী প্রতিষ্ঠা করিতে ছুটিলেন এবং এক ব্যাসকাশী তৈরি করিলেন।

রাষ্ট্রপতিত্ব গিয়াছে, সভাপতিত্ব ক্রমবিরল হইয়াছে, দলপতিত্বেও ভাঁটা পড়িয়াছে। এইবার চতুর্থপদ কোনও একটা পতিত্বের জন্য ক্রমান্বয়ে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া সুভাষবাবুর পিঠ রক্তাক্ত করিয়া তুলিল। কি করা যায়? একে একে নিভিছে দেউটি।...যত জ্বালি দীপ তত নিভে যায়।

কলিকাতা কর্পোরেশনে সভ্য নির্ব্বাচন আসিল। বাহবা অমনি চারিটি পায়ে সুভাষ বাবুকে চারিদিক হইতে চাটিয়া চাটিয়া (?) অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। সুভাষবাবু দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া হাটে বাজারে বস্তীতে পথে ঘাটে মাঠে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, ভোটসংগ্রহের জন্য। যে-কর্পোরেশনে তিনি একদিন সর্ব্বোচ্চপদ অধিকার করিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই কর্পোরেশন হইতেও তিনি কিনা আজ কশ্চিৎকর্ত্তৃত্ববিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ !!

সুভাষবাবু কর্পোরেশন-অলকায় মেঘের দ্বারা বার্ত্তা পাঠাইতে মনস্থ করিয়া মেঘ-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, যিনি কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত, কংগ্রেস যে-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছে না, ইনি কংগ্রেসের নামে সে-কার্য্য কোন সাহসে ও কি-বলে করেন? আমরা ইহাদিগকে বুঝাইয়াছি। Nothing is unfair in love and in Aldermanship.

"সুভাষবাবুকি জয়" বলিয়া তাঁহার চেলাচামুণ্ডগণ হিন্দুসভা ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের অধিবেশনে মারামারি রক্তারক্তি ও বহু হাঙ্গাহাঙ্গামা করিয়াছে, সুভাষবাবু চুপ করিয়া থাকিয়া—হঠাৎ নীরব কর্ম্মী

হইয়া পড়িলেন। ঐ সময়ে শুভাষবাবু বা তাঁহার অগ্রজ সুভাষবাবুর প্রধান প্রচার সচিব শরৎবাবুও কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না : কারণ

সদা কার্য্যোদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ
কৌশলেন বলেন বা।—

এটি কৌটিল্যের নীতি। এরূপ ক্ষেত্রে নীরবতাই সবিশেষ কার্য্যকরী, সন্দেহ নাই।

কিন্তু নির্ব্বাচনে সুবিধা হইল না। বাদ সাধিল হিন্দু মহাসভা।

বাহবা এতদিন কেবল চাঁটই মারিয়াছে এইবার সে শিং দিয়া সুভাষবাবুকে গুঁতাইতে আরম্ভ করিল। কর্পোরেশনে আধিপত্য লাভ করিতেই হইবে — অলডারম্যান হইতে হইবে। হিন্দু মহাসভা বলিল,—তোমাকে অলডারম্যান আমরা করিব না।

গান্ধীজী চিনিয়াছেন—বহুদিন পূর্ব্বেই, বাঙালী একটু বিলম্বেই না হয় চিনিল, চিনিল ত?

সুভাষবাবু ছুটিলেন মুসলীম লীগ-পাড়ায়। লীগের কর্ত্তারা ভাবিলেন, মন্দ কি রাজাকে দিয়া যদি ঘোড়ার ঘাস কাটান যায়, তাহাতে ঘাস কাটা ঠিক না হউক, একটা জয়গৌরবের আত্মপ্রসাদ তো আছে। রাবণ বোধ হয় ঠিক এই কারণেই ইন্দ্রকে এই পদে বাহাল করিয়া এমনি আত্মপ্রসন্নই হইয়াছিল।

লীগের কর্ত্তরা কহিলেন—বেশ, তোমায় অলডারম্যান করিব। তুমি আমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে?

—হইব।

—যাহা বলিব তাহাই করিবে?

—নিশ্চয় করিব।

—প্রমাণ?

—প্রমাণ? এই জাতি বিদ্রোহ—

—ইতিহাসে পড়িয়াছি বটে, রাজা রাজবল্লভ, উমিচাঁদ প্রভৃতি—

—তবে আর অবিশ্বাস কেন প্রভু? অলডারম্যান আমায় কর’?

—তুমি অলডারম্যান হইলে।

—বহুৎ বহুৎ সেলাম।

হয়ত শীঘ্রই শুনিতে পাইব সুভাষচন্দ্র বসু হইয়াছেন মৌলভী শোভান্ আল্লা বসীর, মুসলীম লীগের বাংলা শাখার পাপ-সভাপতি (Vice-President)!!

সাহিত্য-দর্পণ

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রের জীবনী প্রকাশ নিয়ে বর্ত্তমানে এক অশোভন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েচে। সংবাদপত্রে শরৎচন্দ্রের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যে মসীযুদ্ধ সুরু হয়েচে অবিলম্বে তার সমাপ্তি প্রয়োজন। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রের পূণ্য স্মৃতিকে কেন্দ্র করে পরস্পরের প্রতি কর্দ্দম নিক্ষেপের এই যে প্রয়াস এতে সাধারণের বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। কিছুদিন আগে শ্রীযুত নরেন্দ্র দেবের ‘সাহিত্যচার্য্য শরৎচন্দ্র’ গ্রন্থকে কেন্দ্র করে ‘প্রবাসীতে’ এক তিক্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই ব্যাপারে কবিগুরুকে পর্য্যস্ত টেনে আনা হয়েছিল। বর্ত্তমানে শরৎচন্দ্রের জীবনী প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁর নিকট বন্ধু ও আত্মীয়দের মধ্যে একাধিক মত বর্ত্তমান। গত ২১ মাঘ ’৪৬, রবিবার, মহাবোধি সোসাইটি হলে শরৎস্মৃতি সভার যে অধিবেশন হয় সেই সভায় বাদানুবাদের একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি সমস্ত সভার আবহাওয়াকে যেন মন্থর করে তুলেছিল। যে কোন কারণেই হোক সেদিন শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত দু’টি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়নি। প্রস্তাব দু’টি এই রকম ছিল:—

(১) একটি শরৎ-অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হোক।

(২) এই সমিতির কাজ সুচারুরূপে পরিচালিত করবার জন্য এই সমিতির একটি নিজস্ব মুখপত্র থাকা উচিত বিধায় একটি কাগজ প্রকাশ করবার চেষ্টা করা হোক।

*

সভায় কোন কোন সাহিত্যিক সেদিন বলেছিলেন শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে জানবার বিশেষ কোন তাগিদ তাঁরা বোধ করেন না। কোনও সাহিত্যিক বিশেষের মতামত যাই হোক না কেন, শরৎচন্দ্রের বিচিত্র জীবনের একখানি খাঁটি ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা আজ কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক সৃষ্টি বাঙালীর মনে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করেচে। তিনি জনতার কোলাহল এড়িয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে তাঁর সাহিত্যিক জীবন অতিবাহিত করে গেছেন,—তাই এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী সাহিত্যিকের জীবনকথা জানবার স্বাভাবিক আগ্রহ জনসাধারণকে যে কৌতূহলী করে তুলবে তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। সাহিত্য ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ব্যক্তিগত জীবনের আশা আকাঙ্খা ও ব্যর্থতার ছাপ সাহিত্যে অনিবার্য্যরূপে মুদ্রিত হয়ে যায়, তাই শরৎ-সাহিত্যের সম্পূর্ণরূপে মর্য্যাদা দিতে হলে আমাদের মানুষ শরৎচন্দ্রের সাংসারিক পরিচয় পাওয়া দরকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া খাঁটি জীবনীর অভাবে শরৎচন্দ্রের মত প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অসংযত জনশ্রুতি হয়তো একদিন সত্য মিথ্যার মিশ্রণে এক অদ্ভুত খিচুড়ির সৃষ্টি করবে। তখন এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভব হয়ে উঠবে না। বর্ত্তমানে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমান আছেন, সুতরাং চেষ্টা করলে শরৎ-জীবনী সম্বন্ধে খাঁটি মালমশলার অভাব হবে না—একথা জোর করে বলা যায়।

*

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যে সমস্ত জীবনী প্রকাশিত হয় তাতে বহুতর ভুলের সমাবেশ দেখা গিয়েছিল এবং সেইজন্যই ‘ভারতবর্ষ’-এ তাঁর একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী প্রকাশ করবার কথা হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাও কাজে ঘটে ওঠে নি। ‘ভারতবর্ষ’-এর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের

ঘনিষ্ঠতার কথা বিবেচনা করলে 'ভারতবর্ষ' কর্ত্তৃপক্ষের যে এবিষয়ে একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে তা অস্বীকার করা যায় না। 'বসুমতী'তে গিরীন্দ্রনাথ দে সরকার মহাশয় এক সংখ্যায় কিছু প্রকাশ করে বন্ধ করে দেন এবং একথাও জানা যায় যে, শরৎচন্দ্রের অনুজ শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্ররোচনায় 'বসুমতী' কর্ত্তৃপক্ষ শেষ পর্য্যন্ত গিরীনবাবুর ব্রহ্মপ্রবাস কাহিনীর প্রকাশ বন্ধ করতে বাধ্য হন। পরে শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ দে সরকার মহাশয় 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। নরেন্দ্র দেবের 'সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র'ও কিছুকাল হল প্রকাশিত হয়েছে।

*

সম্প্রতি পরলোকগত কোনও মনীষীর জীবনকাহিনী রচনার পক্ষে সময়ে সময়ে যে অসুবিধা দেখা দেয় সে কথাও আমাদের বিবেচনা করা উচিত। মৃত নেতা বা মনীষীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান না। জীবিত বহু আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের মধ্যে তিনি নিজের জীবনের সূত্র গ্রথিত করে যান। সুতরাং কোন সাহিত্যিক বা নেতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর জীবন-কাহিনী রচনার পথ হয়তো খুব মসৃন হয়ে ওঠে না। কারণ এটা মোটেই অসম্ভব নয় যে, মৃত মনীষীর জীবনের সূত্র আলোচনা কালে তাঁর জীবিত বহু আত্মীয় বন্ধুর জীবনের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনা আলোড়িত হয়ে উঠবে—এবং হয়তো এটা তাঁরা পছন্দ করেন না।

*

সম্প্রতি সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েচে। এই ঘটনাকে স্মরনীয় করে রাখবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই প্রচেষ্টা যে অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য তাতে সন্দেহ নেই।

*

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুর ৮৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার সায়াহ্নে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে অমৃত-চক্রের উদ্যোগে এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয়। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। সমাজের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে এবং যা অন্যায় ও নিন্দনীয় তাকে শ্লেষের তীব্র কষাঘাতে জর্জ্জরিত করে সামাজিক সুস্থতা প্রতিষ্ঠিত করবার যে অসাধারণ ক্ষমতা অমৃতলাল দেখিয়েচেন তার উচ্চ প্রশংসা করে শ্রীযুত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। বারান্তরে অমৃতলাল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

টেলিফোন বি, বি, ১৩৩৬. টেলিগ্রাম—Kagochwala.

স্থাপিত ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ

পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ কাগজ বিক্রেতা

১৩৯ নং পুরাতন চিনাবাজার
কলিকাতা

সকল রকমের দেশী এবং বিলাতী কাগজ এবং বোর্ড সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	১৬ কোটি	৩৪ লক্ষের উপর		
বীমা তহবিল…	২ ,,	৯৬	,,	,,
মোট সংস্থান…	৩ ,,	৩৬	,,	,,
দাবী শোধ…	১ ,,	৮৫	,,	,,
প্রিমিয়াম আয়…	… …	১৪	,,	,,

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

শ্রীমতী পদ্মা দেবী

প্রকাশ যে প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "শাপমুক্তি" ছবির নায়িকারূপে চিত্রাবতরণ করিবেন। ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে ছবিখানি গৃহীত হইবে।

আরসুলা জীনস্‌কে (ব্রিটিশ) শীঘ্রই আলেকজাণ্ডার কর্ডার "Over The Moon" ছবিতে দেখা যাইবে।

ইউনিভার্সালের "It's A Date" চিত্রে ওয়াল্‌টার পিজন ও ওচেটা আওলানী—উভয়কেই দেখা যাইবে। এখানে শ্রীমতী আওলানী মিঃ পিজনকে বলিতেছেন যে 'হুলা ড্যান্সে'র পোষাক এক রকম গাছের পাতা হইতে তৈরী হয়।

নিউ থিয়েটার্সের নির্ম্মীয়মান হিন্দী ছবি "হারজিৎ" (বাংলা সংস্করণের নাম "অভিনেত্রী")-এ কাননবালা ও নিমো। পরিচালক অমর মল্লিক।

দীপালী

১২শ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা

ডায়ানা লুইস সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-নট উইলিয়াম পাওয়েলকে বিবাহ করিয়াছেন। শ্রীমতী লুইসও এডি ক্যান্টারের বর্তমান ছবি "Forty Little Mothers"-এ অভিনয় করিতেছেন।

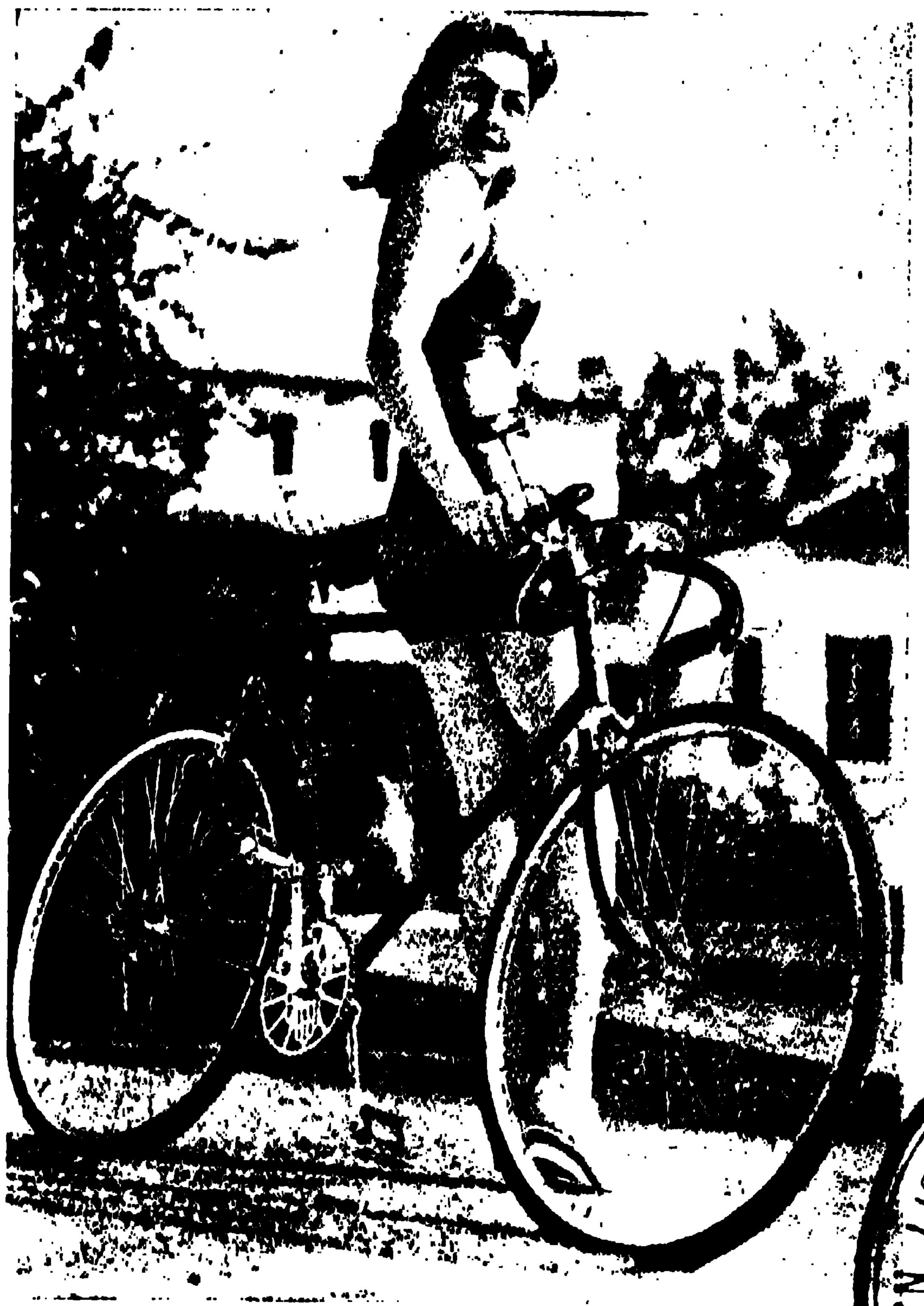

হলিউডের উদীয়মানা তারকা, সুন্দর দেহ-সম্পদের অধিকারিণী লানা টার্ণার সাইকেল চড়িতে খুব ভাল বাসেন।

OWN LIBRARY

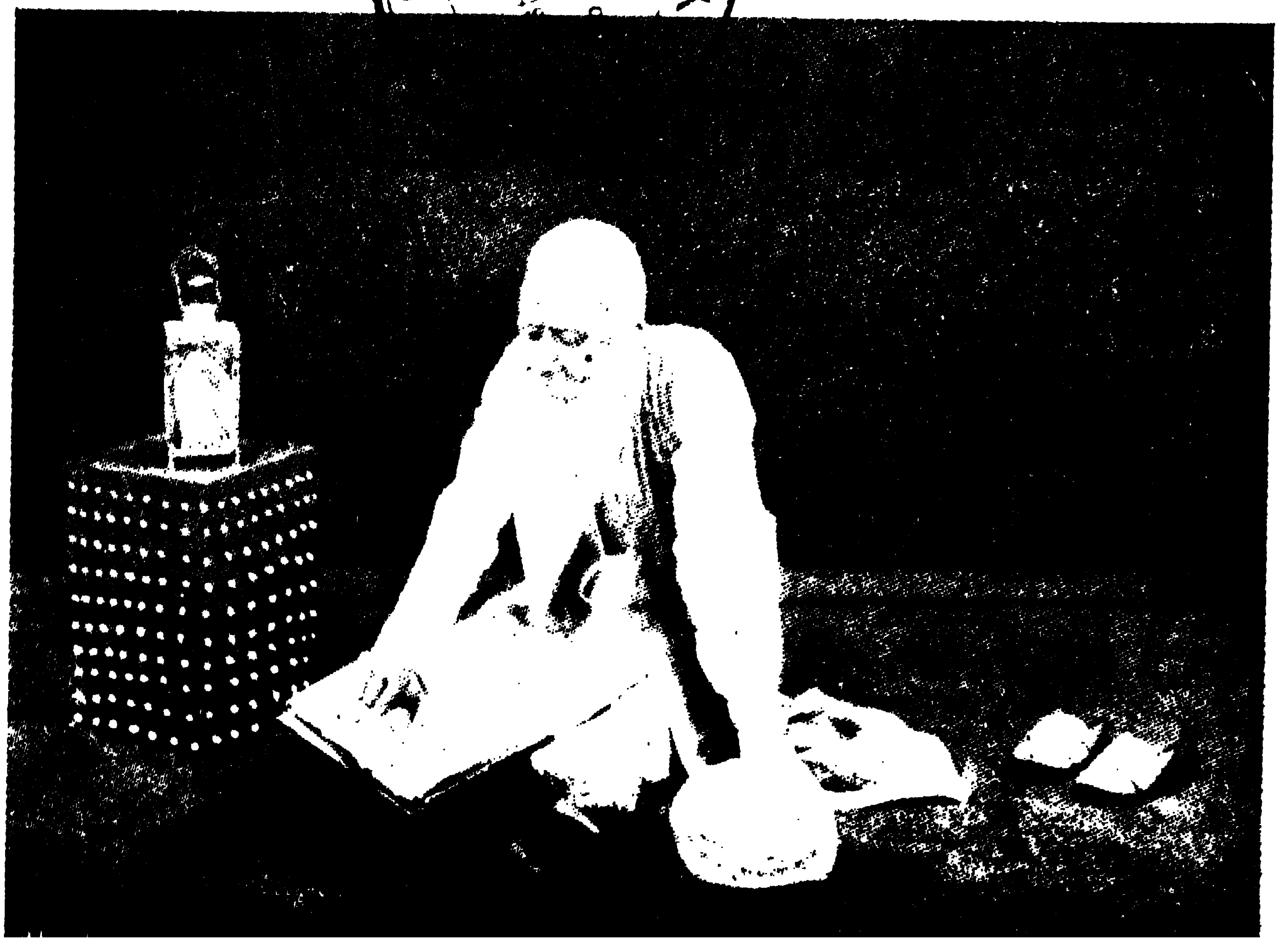

রেণুকা ফিল্মসের প্রথম চিত্রার্ঘ্য "পুনর্ম্মিলন"-এ খোদাবক্সের ভূমিকায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার রূপ-সজ্জা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

জুডী গারল্যাণ্ড

"Wizard of Oz," "Babes In Arms"

প্রভৃতি চিত্রে অনবদ্য অভিনয় করিয়াছেন।

গল্প

মা

—শ্রীমতী মায়া রায়

শীতের সন্ধ্যা, ছোট ভাইটিকে জামা কাপড় পড়াইয়া খেলিতে পাঠাইয়া দিয়া সুনীতা তার বাবার জন্য চিন্তিত মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কখন বাহির হইয়া গিয়াছেন, এখনও ফিরিলেন না! এমন সময় "মেসোমশায় বাড়ী আছেন?" বলিয়া একজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল; সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে যে আসিল তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে না পাইলেও গলার স্বর শুনিয়া সুনীতা চিনিল, যে সে অরুণ। সুনীতা নতমুখে আলোটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "আসুন।" অরুণ কিছুক্ষণ নীতির মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিল, "বাঃ, নীতি ত' আজকাল বেশ বড় হয়ে গেছ। আমায় বোধ হয় চিন্‌তেই পারছ না।" নীতি তেমনি নত মুখে ঘাড় কাত করিয়া জানাইল যে সে চিনিতে পারিয়াছে।

নীতিকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অরুণ বলিল, "কাকেও দেখছিনে যে। খোকা কোথায়, মেসোমশাই বা কোথায় গেছেন?" অরুণকে বসিতে একটা মোড়া দিয়া সলজ্জ মুখে সুনীতা বলিল, "বসুন, বাবা অনেক ক্ষণ বেরিয়ে গেছেন, এখনও ফেরেন নাই। খোকন খেলা করতে গেছে, এখুনি আস্‌বে।" সুনীতির লজ্জানত মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া অরুণ বলিল, "আজ যাই, কাল এসে মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা করব। তুমি ত' লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেছ; আসুন, বসুন, ভিন্ন আর কথা বলতেও ভুলে গেছ দেখ্‌ছি।" নীতিও একটুখানি হাসিয়া বলিল, "এই মাত্র ত' এলে, আর কি কথা বলব!"

নীতির হাসিমাখা মুখের দিকে তাকাইয়া অরুণ ভাবিল, সত্যিই এত মিষ্টি মুখ যেন সে আর দেখে নাই। রংটী মাঝামাঝি গোছের হইলেও তার কালো কালো, বড় বড় চোখ দুটীতে যেন কত ভাব—কত ভাষা লুকান আছে, কলিকাতায় তাহার মামাত বোন্‌রা আছে; তাদের বিলাস ব্যসন যেন ইলেক্‌ট্রীক্ লাইটের মত তীব্র; চোখে লাগে। আর এ যেন মাটীর প্রদীপ, ইহার আলোয় চোখ জুড়াইয়া যায়। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অরুণ বলিল, "আজ যাই, কাল এসে মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা করব। আর মা বোধ হয় আস্‌বেন তোমাকে দেখ্‌তে।" চারি বৎসর অতীত হইলেও সুনীতা তার মাসীমার কথা একটুও ভুলে নাই, আনন্দভরে বলিয়া উঠিল, "মাসীমাও এসেছেন নাকি, তবে এত ক্ষণ বলোনি কেন?" "তোমার সঙ্গে কথায় কথায় মার কথা ভুলেইগেছ্‌লাম যে। অনেক দিন হোল মার আস্‌বার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আজ-কাল করে আর এতদিন হয়ে উঠ্‌ছিল না।" হাসিমুখে নীতি বলিল, "কাল মাসী-মাকে নিয়ে আস্‌বে কিন্তু, অনেক দিন দেখি নি।" দু'এক পা চলিতে চলিতে অরুণ বলিল, "তোমায় দেখ্‌বার জন্য মাও খুব ব্যস্ত হয়েছেন, সময় করে উঠ্‌তে পারেন নি আজ, কাল ঠিক আস্‌বেন।" নীতি বাতি লইয়া আগাইয়া দিতে চলিল। অরুণ ফিরিয়া বলিল, "আর দরকার নেই, তুমি যাও।"

গ্রামের পথ চলিতে চলিতে আজ অরুণের কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল। নীতি ছোট বেলায় সব সময় তাহার সঙ্গে ঘুরিত, কত আব্দার করিত, ছোটবেলায় তাহারা একত্রে মানুষ হইতেছিল। তারপর হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে তার বাবা মারা যায়। তারপর হইতেই তাহারা মামার বাড়ী আছে। সুনীতার স্মৃতি মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়ত একটু ব্যথাও বাজে বুকের মাঝে।

নীতি তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল নিজের শৈশবের কথা, অরুণের সঙ্গে সে ছায়ার মত সব সময় ঘুরিত। কত ঝগড়া হইয়াছে। আবার তখুনি ভাব হইয়াছে। বেশীক্ষণ দুই জনে কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। তখন অরুণদা ছিল খেলার সাথী, আর এখন সেই অরুণদা কতদূরে যেন চলিয়া গিয়াছে। কথা বলিতে সঙ্কোচ হয়, গলার স্বর কাঁপিয়া যায়। এখন সে সহরের ছেলে, আর সে গ্রামের মেয়ে, আকাশ পাতাল ব্যবধান। নীতির চিন্তায় বাধা পড়িল খোকার হাঁক ডাকে, "দিদি ও দিদি, কোথায় তুমি? এত ডেকেও সাড়া পাচ্ছি না।" নীতি নিজের চিন্তায় এত বিভোর হইয়াছিল যে খোকার ডাকাডাকি কিছুই সে শুনিতে পায় নাই। একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "এই যে আয় ভাই, এত রাত অবধি কোথায় ছিলি?" হাত পা নাড়িয়া খোকা বলিল, "ঐ যে বাড়ীটা পড়ে ছিল—ওটায় লোক এসেছে, সকলের সঙ্গে আমিও দেখতে গেছ্‌লাম। সবাই বলে দিলে আমার বাবার নাম। আমায় কত আদর করলেন, তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।"

নীতি বলিল, "উনি যে আমাদের মাসীমা হন রে। প্রণাম করিস্‌নি?" খোকা বলিল, "সবাই করলে কিনা, তাই আমিও করেছি। কিন্তু দিদি প্রনাম করতে আমার খুব লজ্জা করে।" খোকার পিঠে

হাত বুলাইতে বুলাইতে নীতি বলিল, "লজ্জা কিরে ? গুরুজনদের প্রনাম করতে হয় যে !"

ভাই বোনের কথার মাঝে সুনীতার বাবা নরেনবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। নীতি ব্যস্ত হইয়া কাছে গিয়া বলিল, "বাবা তোমার আসতে এত দেরী হোল কেন ? শরীরটাও তোমার ভাল নয়, ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হবে যে।" নরেনবাবু বসিয়া বলিলেন, "বেশী রাত কোথায় হয়েছে মা ? আমি ভাল করে গায়ের কাপড় গায়ে মাথায় জড়িয়ে এসেছি, ঠাণ্ডা আমার একটুও লাগেনি।" সুনীতা উদ্বিগ্ন মুখে চাহিয়া রহিল, কিসের একটা হতাশার ব্যথা যেন সে মুখে লুকান রহিয়াছে। নীতি বড় হইয়াছে, সে বুঝিতে পারে পিতার চিন্তা কিসের। মেয়ে বড় হইয়াছে, গরীব মানুষ— বিনা টাকায় মেয়ে লইতে কেহ চায় না।

নরেনবাবু বিশ্রাম করার পর ধীরে ধীরে সুনীতা বলিল, "বাবা, অরুণদা আর মাসীমা এসেছেন।" নরেনবাবু পুলকিত হইয়া বলিলেন, "কখন এলেন, আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন ?" মাথা নীচু করিয়া নীতি বলিল, "মাসীমা কাল আসবেন, অরুণদা এসেছিল আজ। কাল সন্ধ্যেবলা ওঁরা এখানে এসেছেন।"

অরুণের কথা বলিতে গিয়া সুনীতার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। তাহাদের ছোটবেলার সম্বন্ধের কথা তাহার এখনও মনে আছে, ভুলিতে পারে নাই, হয়ত কোনদিন পারিবেও না। নরেনবাবুর তখন অন্যদিকে মন দিবার সময় ছিল না। নিজের মনেই আশার জাল বুনিতেছিলেন। ভগবান যদি এ গরীবের প্রতি এইবার মুখ তুলিয়া চান ! অরুণ ও নীতির মা দুই সখী ছিলেন। দুটি গ্রাম্য বধূ অবসর সময়ে অনেক সুখদুঃখের কথা বলিত। অরুণকে কোলে পাইয়া অরুণের মা বলিয়াছিল, "সই তোমার যদি একটী মেয়ে হয় তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।" সানন্দে সুনীতার মা বলিয়াছিল, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর তাই যেন হয়।" অনেকদিন হইল বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। অনেক দেবতার কাছে মানত করার পর নীতি হইয়াছিল, অরুণ হইবার চার বৎসর পর। গরীবের সংসার হইলেও সুনীতার আদর ও যত্নের কোনই ত্রুটি হয় নাই। সুখেই সে মানুষ হইতেছিল। অরুণের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া মালা গাঁথিয়া, মান অভিমান করিয়া দিন তাহার বেশ কাটিতেছিল। দুই সখী হাসিয়া বলিত, "ওদের কেমন মানিয়েছে।" অরুণের মা বলিত, "আমার বৌ বড় অভিমানী।" নীতির মা হাসিয়া বলিত, "জামাই ত আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথা খেয়েছে।"

গ্রামের অনেকেই একথা শুনিয়াছিল, সবাই হাসিয়া উড়াইয়া দিত, ছোটবেলায় ওরকম অনেক কথাই হইয়া থাকে। নীতির ছয় বৎসর পর তাহার আর একটী ভাই হইয়াছে। সে যখন পাঁচ বছরের তখন তাহার মা তাহাদের ফেলিয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া গেলেন। তাহার এক বৎসর পর অরুণের বাবা হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে মারা গেলেন। অরুণের মামা বড়লোক, কলিকাতায় থাকেন। তিনি লোক পাঠাইয়া তাহাদের লইয়া গেলেন। কলিকাতা যাওয়ার আনন্দে অরুণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, যাওয়ার সময় নীতির কথা মনে পড়ায় একটু ব্যথা বাজিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতায় পৌঁছিয়া সে ব্যথা প্রায় মুছিয়া গিয়াছিল, মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে গ্রামের গল্প করিতে করিতে নীতির কথা মনে পড়িত।

দুই সখীর আশা আকাঙ্খা এইখানেই শেষ হইয়াছিল। একজন অতৃপ্ত আশা লইয়া পরপারে যাত্রা করিল। আর একজন মনের বাসনা মনেই চাপিয়া ভাইয়ের সংসারে প্রবেশ করিল। আজ চার বৎসর পরে অরুণ আসিয়াছে জানিয়া নরেন-বাবুর অনেক কথাই মনে পড়িল। মৃতা পত্নীর কথা মনে পড়িয়া মনটা ব্যথিত হইয়া উঠিল। দুই সখীর কত আশা, অরুণ ও সুনীতার বিবাহ দিবে। তাহাদের সুখী দেখিয়া নিজেরা সুখী হইবে। হায়

যাহার এত সাধের মেয়ে, সে আজ কোথায়? চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল, নীতি ডাকিল, "বাবা রাত হোল, খাবে এস।" নরেনবাবু বলিলেন, "যাই মা।" চিন্তায় এত বিভোর হইয়াছিলেন যে তাঁহার রাতের দিকে খেয়াল ছিল না। খাওয়ার পর বিছানায় শুইয়া প্রফুল্ল মনে নরেনবাবু ভাবিতে লাগিলেন। এইবার অরুণের মাকে পূর্ব্বের কথা মনে করাইয়া দিবেন। ছেলেমেয়ে উভয়েই এখন বড় হইয়াছে। পূর্ব্বের কথা নিশ্চয় তিনি ভুলিয়া যান নাই। আর এমন লক্ষ্মী মেয়ে যে-ঘরে যাইবে সেই ঘরই আলো করিয়া রাখিবে। মায়ের মৃত্যুর পর হইতেই নীতি সংসার ও ভাইটীর ভার লইয়াছে। এমন ধৈর্য্যশীলা মেয়ে খুবই কম দেখা যায়। কে না তাহার প্রশংসা করে! সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

১০।১২ দিন পর একদিন নরেনবাবু অরুণের মাকে তাঁহার মনের কথা জানাইলেন। অরুণের মা সানন্দে জানাইলেন, তাঁর তো বহুদিনের ইচ্ছা, কিন্তু দাদাকে জানাইতে হইবে, কলিকাতায় একখানা চিঠি লিখিলে দাদার মত হইলেই হইবে। নরেন-বাবুকে আরো বলিলেন, "নীতি ত' আমার বৌ হয়েই আছে অনেকদিন হোল। আপনি কিছু ভাববেন না, দাদার মত হবে।" অরুণের মাকে অনেক করিয়া বলিয়া কহিয়া হৃষ্টচিত্তে নরেনবাবু বাড়ী ফিরিলেন।

অরুণের মার আগের কথা সবই মনে আছে, কলিকাতায় থাকিতে সুনীতার জন্য মাঝে মাঝে তাঁহার মনটা খুবই ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সুনীতাকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, সাহস করিয়া তিনি কাহাকেও একথা বলেন নাই। কারণ তাহার দাদা পাড়াগাঁ দু'চোখে দেখিতে পারিতেন না। ভায়ের ছেলে মেয়েরাও গ্রামের নামে শিহরিয়া উঠিত, বলিত, "পিসীমা সে সাপ ব্যাঙের দেশে এতকাল ছিলে কি করে!" ভাইয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি আবার এখানে আসিয়াছেন স্বামীর ভিটা একবার দেখিবেন বলিয়া। নীতি ও অরুণের বিবাহ সম্বন্ধে তিনি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া চিঠি দিবেন ঠিক করিলেন। অরুণ এখন বড় হইয়াছে, তাহার এ বিয়েতে মত আছে কিনা জানিতে হইবে। শুধু তাঁহার ইচ্ছায় কিছুই হইবার নয়।

কয়েকদিন পর তিনি অরুণকে নরেনবাবুর সমস্ত কথাই বলিলেন। অরুণ সলজ্জমুখে বলিল, "মা তোমার যদি মত হয়, তাহলে আমার মত হবে না কেন? আজ আমাকে এসব জিজ্ঞেস করছ কেন? আমি ত' তোমার অমতে কোনদিন কোন কাজ করিনি।" মা হাসিয়া বলিলেন, "জানি বাবা সবই জানি, তবুও তোমায় একটু জানান দরকার।" অরুণ প্রায় সব সময়ই সুনীতার কথা ভাবে। যত দেখে তত দেখার নেশা বাড়িয়া যায়, সে ত এমন ছিল না, কোন মোহময় তুলির স্পর্শে তাহার নীরস প্রাণ আজ সরস হইয়া উঠিল! কতবার দেখা হইয়াছে, দু' চারটি কথার বেশী সে বলে না, একটু একটু হাসে, মাঝে মাঝে লজ্জানত অতি সুন্দর চোখদুটী তুলিয়া চায়। একদিন অরুণ ঠাট্টা করিয়া বলিল, "নীতি সব শুনেছ!" নীতি লজ্জায় এতটুকু হইয়া বলিল, "সেকি?" অরুণ বলিল, "আমাদের ছোটবেলার সেই কথা আজ বড় হয়ে সফল হতে চলেছে।" সুনীতা চোখ দুটী তুলিয়া চাহিতে গেল কিন্তু লজ্জায় পারিল না, শুধু বলিল, "তুমি ভারী দুষ্টু।" অরুণ হাসিয়া বলিল, "জান নীতি—ভাগ্যবান হতে চলেছি, একটু সে কথা বলতেও দেবে না।" সুনীতার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে কোনই কথা বলিল না। অরুণ বলিল, "আর বিরক্ত করব না, চললাম।"

বি, নান

(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যান্ট)

১৬১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেন্ট: শ্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেন্ট

রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা এবং মফঃস্বল সিনেমা।

বিশেষত্ব:—সিনেমা শ্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী।

দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

একদিন অরুণ বলিল "মা তুমি ত অনেক কাজ করছ দেখছি ঘর দোর এত আগে থেকে ঠিক করবার কি দরকার? মামার মত হলে হয়।" তিনি বলিলেন, "মত হতে পারে দাদা ও বৌদির কাছে অনেক করেই লিখেছি।"

প্রায় মাস খানেক হইয়া গেল কলিকাতার চিঠি আর আসে না। দু'পক্ষই চিঠির আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অরুণ রীতিমত মুসড়াইয়া পড়িল। আশা আকাঙ্খায় তাহার মন দুলিতে লাগিল। নরেনবাবু মহা চিন্তায় পড়িলেন। গরীব মানুষ, অর্থ নাই। এদিকে মেয়েও বড় হইয়া যাইতেছে। আরো কয়েকদিন পর কলিকাতার একখানা চিঠি আসিয়া তাহাদের সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিল। অরুণের মামা জানাইয়াছেন যে তিনি এত খরচ-পত্র করিয়া তাহাকে পড়াইয়াছেন, পুত্রের মত স্নেহে মানুষ করিতেছেন। তাহার চিরদিনের অমত পাড়াগাঁয়ে বিবাহ দেওয়া, কিন্তু সেইখানেই ঠিক করিতে চায় কোন বুদ্ধিতে? তাঁহার চিঠি পাওয়া মাত্র যেন তাহারা কলিকাতায় রওনা হইয়া আসে। অরুণের মত ছেলের আবার শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ের অভাব! কেন স্বামীর ভিটা দেখিতে যাইয়া অরুণের মা যে এমন কাণ্ড করিয়া বসিবে, তিনি তাহা কখন কল্পনাও করিতে পারেন

নাই। এই চিঠির সঙ্গে অরুণকেও একখানা চিঠি দিয়াছেন, "তুমি এই বিবাহে মত দিয়াছ শুনিয়া খুবই দুঃখিত হইলাম। আমার ছেলে নাই, মনে করিয়াছিলাম আমি তোমাকে আমার মনের মত করিয়া মানুষ করিব। যাহা হউক, আমার পত্রপাঠ মাত্র চলিয়া আসিবে। তুমি এখন ছেলে মানুষ, তোমার বুঝিবার ক্ষমতা খুবই সামান্য।"

ভাইয়ের চিঠি পড়িয়া অরুণের মা কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। খুব আশা করিয়াই দাদার কাছে চিঠি দিয়াছিলেন। এমন নিষ্ঠুর আঘাতে যে সব ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া যাইবে তাহা তিনি ভাবিতেই পারেন নাই। আর নরেনবাবুর কাছে তিনি মুখ দেখাইবেন কেমন করিয়া? তাহাকে যে তিনি বড় আশা দিয়া রাখিয়াছিলেন।

এ আঘাতে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। আর অরুণ—তাহার হয়ত আশাভঙ্গের মনস্তাপে চিরদিনের মত হৃদয়খানা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। কিন্তু এ আদেশ তাহাদের পালন না করিলে উপায় নাই। এক দিকে তিনি যেমন কোমল অন্য দিকে আবার তেমনই কঠোর। অরুণ নতমুখে অন্য দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার দিকে চোখ পড়িতে মায়ের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, নরম মন এ আঘাত সহিতে পারিলে হয়! এ কয়দিন কারণে অকারণে সে হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িত। নীতির কথা লইয়া কত গল্প করিত। অনেকক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "অরুণ, দাদার কাছে আর একখানা চিঠি দিলে হয়।" অরুণ তখন আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছিল, চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "কি?" তিনি বলিলেন, "আমি যে নরেন বাবুকে কথা দিয়েছি বাবা" বলিতে বলিতে তাঁহার গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল। অরুণ বলিল, "তা হয় না। নিজের সুখের জন্য আমি মামার মনে ব্যথা দিতে পারি না, তাঁর আদেশ আমাদের পালন কর্‌তে হবে।" তারপর ম্লান হাসিয়া বলিল, "মা, নীতির মত মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা! নরেন বাবুকে জানিয়ে দাও আর মিছে আশা যেন না করেন।"

দু'তিন দিন পর নরেন বাবু আসিলে অরুণের মা সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া জানাইলেন যে দাদার চিঠি আসিয়াছে, অরুণের বয়স কম—এই বয়সে তিনি বিয়ে দেওয়া পছন্দ করেন না, এই আদেশ তাহাদের অমান্য করিবার উপায় নাই। এটা পৌষ মাস, মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহেই তাঁহাদের চলিয়া যাইতে হইবে। নরেন বাবু কতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে চলিয়া গেলেন। অরুণের মা তার চলার পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে দুফোঁটা চো'খের জল আঁচলে মুছিয়া ফেলিলেন। একথা সুনীতাও শুনিল, গোপনে চোখের জল মুছিতে লাগিল; বাপের দিকে চাহিতে পারে না, সে শুষ্ক গম্ভীর মুখ দেখিলে ভয় করে। খোকাও কারণে অকারণে বকুনী খাইয়া মরে। কিছুদিন পরে সুনীতা একদিন শুনিতে পাইল নরেন বাবু যেন কাহাকে বলিতেছেন—"তুমি যে সম্বন্ধের কথাটা আগে বলেছিলে দোজবর বলে আগে কান দিই নাই। এখন দেখ্‌ছি আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। তুমি আবার চেষ্টা ক'রে দেখ; যদি হয় মাঘ মাসেই দিয়ে দেব।" দু'ফোঁটা চোখের জল নীতির গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। নীতি ভাবিল কার নিদারুণ অভিশাপে তার এত আশা আনন্দ এক নিমিষে ভাঙ্গিয়া গেল।

নীতির বিবাহ ঠিক হইয়া গেল সেই দোজবর পাত্রটীর সঙ্গেই। তাহাদের অবস্থা খুব ভাল, আর একটি মাত্র ছেলে আছে। মাঘের মাঝামাঝি বিয়ের দিন স্থির হইল। পাত্রের দূর সম্পর্কের এক কাকা আসিয়া মেয়ে দেখিয়া বিবাহের কথা পাকাপাকি করিয়া গেলেন। অরুণও শুনিল। মামার চিঠি পাওয়ার পর আর সে বাড়ীর বাহির বড়

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তৈল

ব্যবহার করুন।

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

একটা হয় না। দুই এক দিনের মধ্যেই তাহারা কলিকাতায় চলিয়া যাইবে। ইচ্ছা করে সুনীতার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যায়। সমস্ত সঙ্কোচ দূর করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে অরুণ আসিয়া নীতিদের উঠানে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে ঘরের সামনে গিয়া ডাকিল, সুনীতা। নীতি আশাই করিতে পারে নাই যে অরুণ আবার আসিবে। সে পলকহীন চোখে নির্ব্বাক হইয়া শুধু চাহিয়া রহিল। গলাটা পরিষ্কার করিয়া অরুণ আবার বলিল, "নীতি, আমি এসেছি।" এতক্ষণে যেন তাহার চমক ভাঙিল, মুখখানা নীচু করিয়া বলিল "এসো।" ঘরে ঢুকিয়া অরুণ খাটের উপর বসিয়া পড়িল, কোন কথাই বলিতে পারিল না। ভাষা যেন চিরতরে হারাইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ পরে নীতি বলিল, "কবে যাচ্ছো তোমরা?" অরুণ বলিল, "দু'এক দিনের মধ্যেই"। একটু থামিয়া বলিল, "নীতি, মনের উচ্ছ্বাস চাপ্‌তে না পেরে কত কথাই বলেছি। পার ত আমার মত ভাগ্যহীনকে ক্ষমা করো। তোমার নরম মনে আমার ছায়া ফেলেছি বলে আমি খুবই অনুতপ্ত, আমার কথা চিরদিনের মত ভুলে যেও।" নীতি বলিল, "ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়। জলের দাগ হলে মুছে ফেলা যায়, মনের দাগ কি তোলা যায়? আজ তুমি আমার মনে ছায়া ফেল নাই। যখন আমাদের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না; দুজনে মালা গেঁথে ফুল তুলে বেড়াতাম এ তখনকার ছায়া। তখন ছিল আব্‌ছা, আজ হয়েছে সুস্পষ্ট।" অরুণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, এত অল্পভাষী মেয়ে আজ এত কথা শিখিল কোথা হইতে! নীতির গলার স্বরে অরুণ বুঝিল চাপা কান্না থামাইবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। অরুণ দাঁড়াইয়া বলিল, "নীতি, যাই, এই হয় তো আমাদের শেষ দেখা।" এইবার সুনীতা পায়ের ধূলা লইবার জন্য মাথা নীচু করিল, মালা ছেঁড়া মুক্তার মত দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু অরুণের পায়ে ঝরিয়া পড়িল। অরুণ সযত্নে নীতিকে ধরিয়া তুলিল। নীতির মুখের দিকে চাহিয়া অরুণ থাকিতে পারিল না, তাহার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। অরুণ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "সুনীতা, আজ আমি তোমায় যে শাস্তি দিয়ে চল্‌লাম, পারত ভুলে যেও। তার প্রায়শ্চিত্ত আমি সারা জীবন ধরে করবো।" অরুণ ধীরে ধীরে অবনত মুখে বাহির হইয়া গেল। নীতি দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

বিবাহের পরদিন নীতির যাইবার সময় ঘনাইয়া আসিল। নরেন বাবু নীতিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সুনীতা ও খোকাকে বুকে করিয়া তিনি সব ব্যথা ভুলিয়া ছিলেন। খোকাও খুব কাঁদিতে লাগিল। দিদিকে ছাড়িয়া সে থাকিবে কেমন করিয়া! পাড়ার জেঠাইমা খুড়িমা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিল। এমন ঘর বর পাইয়াছে বলিয়া তাহারা তাহার ভাগ্যের কতই প্রশংসা করিলেন। কিন্তু যাহাকে লইয়া এত সান্ত্বনা—এত কথা—সে কিন্তু পাষাণ প্রতিমার মত নীরব হইয়া রহিল। না আছে তার চোখে জল, না আছে তার মুখে কথা। যে যাহা বলিতেছে কলের পুতুলের মত সে তাহাই করিয়া চলিয়াছে। বাপের দেওয়া সস্তা দামের লাল টুকটুকে বেনারসী, সরু লিকলিকে তিনগাছা করিয়া চুড়ি ও সেই রকম ছোট একটা হার পড়িয়া, সুখে দুঃখে শত স্মৃতিতে জড়ান বাপের সংসার ফেলিয়া সে অজানা সংসারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। স্বামী পল্লব সন্ধ্যার সময় নীতিকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। বাড়ীর মোটর যখন গেটে আসিয়া থামিল তখন একটী অর্দ্ধবয়সী মহিলা "এসো মা ঘরের লক্ষ্মী" প্রভৃতি বহুবিধ স্নেহ-বাক্য বলিয়া তাহাকে নামাইয়া লইয়া চলিলেন। এ বাড়ীতে উৎসবের কোনই আয়োজন নাই। সবই যেন মন-মরা শ্রীহীন। নূতন অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করিতে বাদ্যভাণ্ড কিছুই বাজিল না। শুধু পিসীমা শাঁখ বাজাইয়া বধূ বরণ করিলেন।

সুনীতা উৎসবের কোন আয়োজন না দেখিয়া খুবই খুশী হইল। তাহার এসব কিছুই ভাল লাগে না, মন চায় নিরালা, মন চায় বিশ্রাম। পিসীমা একজন ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিধু তোদের বৌদির যা যা দরকার সব ঠিক করে দে মা।" তারপর বছর চারেকের ফুটফুটে একটী ছেলেকে নীতির কোলে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই হতভাগার ভার আজ থেকে তোমার উপর রইল মা। মা যে কি জিনিষ ও চেনে নাই। তুমি আস্‌বে শুনে ওর আনন্দের সীমা নেই" বলিতে বলিতে দু'ফোটা চক্ষের জল আঁচলে মুছিলেন। ছেলেটী নীতির মুখের দিকে তাকাইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল," তুমি মা।" নীতি তখন ভাবিতেছিল অরুণের কথা। এই খানেই সে থাকে। যদি কখন দেখা হইত। আবার নিজের মনেই ভাবে, না, এখন সে পরস্ত্রী। অরুণের কথা ভাবিবার কোনই অধিকার তাহার নাই। ভুলিতে বলিয়াছে, ভোলা কি এতই সহজ, মনটা কি এতই হাল্কা? মনের সে ক্ষতের উপর একটা আবরণ পড়িতে পারে কিন্তু একেবারে ঢাকা পড়ে না। ভুলিতে পারিলে ত সে বাঁচিত এ অসহনীয় ব্যথা হইতে। নীতির কোন সাড়া না পাইয়া ছেলেটী আবার ডাকিল, "মা, মা।" সুনীতা এইবার চাহিয়া দেখিল তাহার কোলে ফুলের মতই সুন্দর একটী শিশু বসিয়া আছে। মুখখানা দেখিলে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। সুনীতা সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল "ডাক্‌ছ কেন খোকন।" ছেলেটী হাসিয়া বলিল, "আমি খোকা না, তরুণ। তুমি ত মা।" নীতি বলিয়া ফেলিল, "আমি মা।"

সুনীতার কাছে সব সময় তরুণ থাকে,

তাহার ভয় হয়, পাছে মা আবার তাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তরুণ প্রতিদিন একবার করিয়া বলে "মা তুমি আর চলে যেও না।" সুনীতা কখন কখন তাহার কথার জবাব দেয়, "বাবা এলেই চলে যাব।" তরুণ কাঁদিয়া ফেলে আবার তাহাকে ভুলাইতে হয়। নীতি এখানে আসিয়া খুব অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে, যেদিন ইচ্ছা হয় তরুণকে বেশ সাজাইয়া গোছাইয়া দেয়, আবার কোন দিন হয়ত অমনিই পড়িয়া থাকে। প্রায় একমাস হইল সুনীতা কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত পিসীমা একদিনও তাহার মুখে হাসি দেখিতে পাইলেন না। প্রথমটা ভাবিয়াছিলেন বোধ হয় বাপের বাড়ীর জন্য মন খারাপ করিয়া থাকে। তারপর ভাবিলেন যে এ কি রকম মেয়ে পল্লবের সঙ্গে একটাও কথা বলে না! সেদিন বিধু বলিতেছিল পল্লব নাকি অন্য ঘরে শয়ন করে। সব সময় একটা অন্যমনস্ক ভাব। যা দুই একটা কথা তরুণের সঙ্গে বলে। তাঁহার এসব ভাল লাগে না! মনে মনে খুবই অসন্তুষ্ট হইলেন, মুখে কিছুই বলিলেন না। পল্লবকে তিনিই মানুষ করিয়াছেন, তার প্রতি এ অবহেলা তাঁহার মনে খুবই লাগিল।

একদিন তিনি আদর করিয়া কাছে বসাইয়া সস্নেহে বলিলেন, "বৌমা আজকাল-কার মেয়েদের মত তুমি একটুও নও মা। কি একখানা সাদাসিধে কাপড় পর, আমার একটুও ভাল লাগে না। আলমারী ভরা এত কাপড়, রোজ একখানা করে পরো, আর আমার পল্লব সাজগোজ খুব ভালবাসে। আগের বৌমা কখন একখানা খারাপ কাপড় পর্‌তে পারেনি। পল্লবের হুকুম ছিল, সব সময় তাকে সাজগোজ করে থাক্‌তে হবে। আগের বৌমা সময় সময় বল্‌ত—'আর পেরে উঠি না পিসীমা। এর সঙ্গে কিছুতেই যেন আর মন উঠ্‌তে চায় না।" বলিতে বলিতে নীতির মুখের দিকে চাহিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। কাহার কাছে তিনি কি বলিতেছেন! তারপর কথার মোড় ঘুরাইয়া বলিলেন, "এস তোমার চুলটা বেঁধে দিই বৌমা, এর পর আর হয়ে উঠবে না। তরুণ আবার এসে পড়বে।"

কয়েকদিন পরে পল্লবের সাথে খাইতে বসিয়া তরুণ খুবই কান্নাকাটী জুড়িয়া দিল। "মা কোথায়, মার হাতে খাব। আমি ঠাকুমার হাতে খাব না।" পল্লব আদর করিয়া বলিল, "লক্ষ্মী বাবা আমার, তুমি এখন পিসীমার হাতে খাও। তোমার মাকে অত বিরক্ত কর্‌তে নেই, তাহলে মা আবার রাগ করে চলে যাবে।" তরুণ হাত পা ছুঁড়িয়া বলিতে লাগিল, "কেন টুনু রুণুর মা ত রাগ করে যায় না, আমার মা কেন চলে যাবে?" ছেলের কথা শুনিয়া পল্লবের চোখ সজল হইয়া উঠিল। পিসীমা বলিলেন, "বিধু বৌমাকে ডেকে আন ত।" পল্লব তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না, তাকে আর ডেকে আন্‌তে হবে না। আমি ওকে আমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" দারুণ দুঃখে পল্লবের অন্তর ভরিয়া গেল। এতক্ষণ হইল ছেলেটা কাঁদিতেছে, এখনও কি সে শুনিতে পায় নাই? এইটুকু মা-হারা অবোধ শিশু, ওর কি অপরাধ?

এদিকে ঝিয়ের মুখে খবর পাইয়া সুনীতা আসিতেছিল। পিসীমার কথা শুনিতে পাইয়া থামিয়া গেল। পিসীমা বলিতেছেন, "এমন ঘর পেয়ে ওর যে মন উঠল না এ খুবই আশ্চর্য্যের কথা। কি যে সব সময় ভাবে বাপু, বুঝ্‌তে পারি না। ছেলেটা মা, মা বলে পাগল হয়। নিজের মা না থাক্‌লে সৎমা আবার মা হয়?" নীতি আর আসিতে পারিল না। ঠোঁট কাম্‌ড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দারুণ একটা ব্যথায় তার সারা অন্তর ভরিয়া গেল। টলিতে টলিতে সে কোন রকমে ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। তরুণকে সে কোনদিন অযত্ন করে নাই। মা-হারার ব্যথা তারা বোঝে, তাদের ছোট বেলায় মা ছিল না। নীতির চোখ দিয়া টস টস করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সামনেই তরুণের মার অয়েল-পেন্টিংটার দিকে নজর পড়িল। সে মুখে যেন কত শান্তি, কত তৃপ্তি। নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে সুনীতার সবে মাত্র একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। এমন সময় দুটী কোমল বাহুর পরশে সুনীতা জাগিয়া উঠিল।

শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া তরুণ বলিল, "আমি আর বাবার কাছে যাব না মা। বাবা বলে তুমি নাকি আবার রাগ করে চলে যাবে।" সুনীতা ম্লান হাসিয়া বলিল, "দূর পাগল' মা কখন রাগ করে যায়?" খুসী হইয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া তরুণ বলিল—"না, টুনু রুণুদের মাও ত যায় না।" সুনীতা অয়েল পেন্টিংটা দেখাইয়া বলিল "বল, ত তরু ও কে!" তরুণ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল দুলাইয়া বলিল, "ওত তুমিই, মা।" এদিকে পল্লব যে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সুনীতা বা তরুণ কেহই তাহা দেখিতে পায় নাই। সুনীতার চোখে চোখ পড়িতেই পল্লব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"আবার তরু এসে বিরক্ত করতে আরম্ভ করেছে। ওকে কিছুতেই আমি রাখ্‌তে পারি না। দিন দিন এত দুষ্টু হচ্ছে।" ধীরে ধীরে তরুণকে কোলে লইয়া খাট হইতে নামিয়া সুনীতা গম্ভীর মুখে দৃঢ়স্বরে বলিল, "ও আমায় বিরক্ত করবে না ত করবে কাকে, আমি যে ওর মা।"

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বশীকরণ কবচ

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।

অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক

৫নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)

বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

সন্তান-শিক্ষা সম্বন্ধে মাতার কর্ত্তব্য কি ?

(৬)

সুসন্তানের জননী হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সুমাতা হওয়া কর্ত্তব্য। সন্তানের উপর মাতার কঠিন কর্ত্তব্য নিহিত রহিয়াছে। একটু পর্য্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে-সকল ব্যক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে নিজদিগকে নিজ নামে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দেবীরূপা জননী ছিলেন। এবং বাল্যে ও কৈশোরে তাঁহারা প্রকৃত শিক্ষা পাইয়াছেন নিজ নিজ মাতার নিকট।

শিশুর অনুকরণ প্রবৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সে যাহা দর্শন করে, যাহা শ্রবণ করে তাহা অতি শীঘ্র আয়ত্ব করিয়া লয়। এই সময় হইতে শিশুকে যেমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে সে সেই ভাবেই শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। অনেক মাতা সন্তানকে অত্যন্ত আদর দিয়া থাকেন। ইহাতে সন্তান অত্যন্ত 'আবদেরে' হইয়া পড়ে। একটু কিছুতেই সে ঠোঁট উল্টাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে। আবার অনেক মাতা সন্তানের উপর সর্ব্বদাই 'খড়্গহস্ত' হইয়া থাকেন। সামান্য কারণেই সন্তানকে তাড়না করিয়া থাকেন। ইহাতে সন্তান 'কেঁচোর মারা' হইয়া পড়ে। কোন জিনিষেরই অতিরিক্ত ভাল নয়। সব জিনিষেরই একটা মাত্রা থাকা আবশ্যক। মাতার নিকট সন্তান স্নেহ ও শাসন দুই-ই পাইবে। কোন অন্যায় কার্য্য করিলে সন্তান যেন বুঝিতে পারে যে এরূপ করিলে সে তাহার মাতার নিকট শাসন পাইতে পারে।

সন্তানের মন যেন সর্ব্বদা বেশ প্রফুল্ল থাকে; প্রত্যেক মাতাই এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। এবং যখন দেখিবেন যে সন্তান বেশ প্রফুল্ল মনে রহিয়াছে সেই সময়ই মাতা সন্তানকে শিক্ষা দিবেন। মাতা সন্তানকে এমন সহজ ভাষায় শিক্ষা দিবেন যেন সন্তান সহজেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। 'সদা সত্য কথা বলিও,' 'মিথ্যা বলা মহাপাপ,' 'কুবাক্য বলিও না,' 'গুরুজনদের ভক্তি করিবে' এই সব উপদেশ কোন সহজ গল্পচ্ছলে মাতা সন্তানকে বুঝাইয়া দিবেন। এমন কি মাতা সন্তানকে বেশ একটু আনন্দের মধ্য দিয়া ভাষা শিক্ষা দিবেন। নীরস অ, আ, ক, খ, এমনি ভাবে না পড়াইয়া কোন ছবির সাহায্যে মাতা সন্তানকে তাহার প্রথম শিক্ষা দিবেন। এবং তাহা হইলে সন্তান তাহা অতি শীঘ্র তাহার আয়ত্বে আনিতে পারিবে। যেমন অ'য়ে অজগর আসছে তেড়ে, আ'য়ে আমটী খাব পেড়ে ইত্যাদি—এই ভাবেই মাতা সন্তানের প্রথম পাঠ পড়াইবেন। দেখিতে পাওয়া যায় অনেক সময় সন্তান কোন কিছুতে বিরক্ত হইয়া ভীষণ কান্নাকাটি করিতে থাকে। সেই সময় মাতা 'চুপ কর লক্ষ্মী সোনা আমার, তোমাকে এত্ত বড় মটর গাড়ী এনে দোব' এই বলিয়া সন্তানকে ভুলাইয়া থাকেন। মাতাকে বিশ্বাস করিয়া সন্তান কান্না বন্ধ করে। কিন্তু তাহার পর তাহার নিকট মটর গাড়ী আসে না। ইহাতে সন্তান মাতার উপর তাহার শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলে। সন্তানের মনে কোন রকম ভয় যেন কোন মাতা প্রবেশ করাইয়া না দেন। যেমন "ওরে বাবা, কত বড় জুজু, চুপ কর বাবা" ইত্যাদি…।

শ্রীমতী উমা সিংহ
ভাদুল—পোঃ
বাঁকুড়া—জেঃ।

(৭)

রাষ্ট্রের কাছে, সমাজের কাছে কৃতী সুন্দর মানী সন্তান তৈরী করিয়া উপহার দেওয়া মায়ের কাছে যে কতখানি গর্ব্বের বিষয় তাহা বলিবার নয়। ৫.৬ বৎসর বয়স হইতে নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে মায়ের কাছ হতে। এই সময়টা সুন্দরভাবে, সাবধানে সন্তানকে শিক্ষা দিতে হয়। সুকোমল শিশুকে প্রহার করিবার মত নির্দ্দয় অন্তর কাহারো যেন না হয়। শিশু অন্যায় করলে তাহাকে অন্য আর একটী শিশুর সহিত তুলনা করে যদি বলা হয় যে, 'ঐ ছেলেটী কেমন ভাল, সেইজন্য সকলেই তাহাকে ভালবাসে, অতএব তুমিও ঐরূপ হও, নচেৎ কেহ ভালবাসিবে না।' এতেই শিশুর মনের অনেক পরিবর্ত্তন হবে সন্দেহ নাই। ৫।৬ বৎসর বয়স হতেই শিশুদের চিত্ত সব কিছু জানবার জন্য উৎসুখ হয়ে ওঠে। এই সময় তাহারা গল্প শুনতে, গান করতে, খেলা করতে পড়া করতে ভালবাসে। রামায়ণ, মহাভারত, আরব্য উপন্যাস ইত্যাদি ছোট ছোট গল্পের অভাব নাই। ছোট ছেলে মেয়েদের কাছে সেই সব কাহিনীগুলি সরস করে বললে গল্পচ্ছলে শিক্ষা দেওয়া হয়। তারপর অন্যায় কাজ করিলে এইরকম

পাপ হয়, ভাল কাজ করিলে এইরকম পুণ্য হয়। সন্তানকে বুঝিয়ে দিলে সে সহজেই বুঝতে পারবে পাপ পুণ্যের প্রভেদ কি? কল্পনাপ্রবণ শিশুদের কাছে রূপকথা বলাও ভাল। মিথ্যে কথা বলতে নেই, সব সময় সত্য কথা বলবে, কাহারও অবাধ্য হবে না ইত্যাদি সব সময় তাহাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রত্যহ বলা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ শোনার ফলে "আমি বড় হব" "আমি ভাল হব" কথা ওদের মজ্জাগত হয়ে যাবে। আর ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে মায়েদের নজর থাকবে নিশ্চয়ই। প্রতি মাসে সন্তানের ওজন নেওয়া ভাল, তা'তে তাহাদের স্বাস্থ্য কিরূপ থাকে বোঝা যায়। যে খাদ্যে প্রচুর ভিটামিন আছে, সেই সব খাদ্য খাওয়ান উচিত। দুধ, মাখন, ফলমূল, তরীতরকারী ইত্যাদি খাওয়ান খুব ভাল। অযথা বিলিতী ফুড খাওয়ান কোন মতেই উচিত নয়। তা'ছাড়া ছেলেদের নগ্ন দেহে কিছুক্ষণ যদি রৌদ্রস্নান (sun bath) করান হয়, তা'হলে তাহাদের স্বাস্থ্য অটুট থাকে, এর উপকারিতা এত বোঝা গেছে, যে প্রত্যেক মায়েরা যেন তাঁদের সন্তানদের কিছুক্ষণের জন্য রৌদ্রস্নান করান। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন মায়েদের আগে থাকবে। অতিরিক্ত স্নান করা, যখন-তখন খাওয়া, চুপ করে বসে বসে খেলা ইত্যাদির প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই ভাল নয়। মা কিংবা অন্য কেউ বয়োঃজ্যেষ্ঠ যদি ছোটদের সহিত ছুটোছুটী করে খেলা করেন, তা' হ'লে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ যে আরো বেড়ে যাবে তা'তে সন্দেহ নেই। ৬ বৎসর বয়স হতে মা যখন ছেলে মেয়েদের পড়াতে বসবেন, তখন এক সঙ্গে বাংলা ইংরাজী অনেক পড়া তাদের ছোট্ট মগজে যেন ঢুকিয়ে না দেন, অত পড়াশুনার মাঝে তারা হকচকিয়ে যাবে, আর পড়ার বিষয়ে তাদের দারুণ ভয় থেকে যাবে। পড়তে আর মোটে চাইবে না। আর এ'তে স্বাস্থ্যহানিও হয়। একটু একটু করে প্রত্যহ পড়াশুনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ভাল। একসঙ্গে অনেকখানি শিশুদের ছোট্ট মনে কিছুই ঢোকে না বা মনে থাকে না। ভাল করে বুঝিয়ে একটু একটু করে মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া ভাল, তাতে চিরকাল মনে থাকবে এবং পড়তেও চাইবে। আর পড়তে পারছে না বলে বেদম প্রহার, এটা কোন মতেই উচিত নহে। যতটা মিষ্টি মুখে ভাল কথায় পড়ান যায়, ততটা প্রহারে হয় না। ভাল করে পড়, পুতুল দেবো, ভাল জামা কাপড় দেবো, ভাল গয়না দেবো, এ সব বলার ফলে, তাদের শৈশবাবস্থা হতে কেবল ঐশ্বর্য্যের দিকে মন ঝুঁকে পড়ে। তার চেয়ে বলা ভাল, ভাল করে পড়লে, কত রকম জ্ঞান হয়, কত বড় বড় বই পড়া যায় ইত্যাদি বললে প্রকৃত শিক্ষা হয়। ছেলেমেয়েদের দিকে সহানুভূতি দেখানো খুব দরকার। সুসন্তান তৈরী করবার গুরু দায়িত্ব মার উপরেই ন্যস্ত আছে। অত্যন্ত সহজভাবে, সরলভাবে যাহাতে সন্তান পালন করা যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সন্তান যদি অত্যন্ত খারাপ কাজ করে, তাকে শুধু ভৎর্সনা করেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়, প্রত্যেকদিন ঐ কাজ করার জন্য কতখানি অন্যায় সেটা শান্তভাবে বুঝিয়ে বলা দরকার।

মহাভারতে গান্ধারী পুত্রস্নেহে অন্ধ হননি। নিজের দিক থেকে তিনি ছিলেন অটল, অমোঘ। তাই যখন দুর্য্যোধন যুদ্ধে যাবার আগে মায়ের কাছে আশীর্ব্বাদ চাইতে এলেন, তখন এই ধার্ম্মিকা, সত্যবতী নারী নিজ পুত্র বলে কর্ত্তব্য হ'তে এক চুল সরে দাঁড়ালেন না। শুধু বললেন—"যতো ধর্ম্ম, স্ততো জয়:—"। সন্তান যদি কুকার্য্য করে, তা'কে স্নেহপরবশ হয়ে কিছু না বলে ক্ষমা করা মার পক্ষে মহাপাপ। ছেলে মেয়েদের খাওয়া, শোওয়া, স্নান করা, পড়া এসব ঘড়ি ধরে নিয়ম করা ভাল। তা'হলে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে উহারা নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রেখে চলবে। ছেলেমেয়েরা রাত্রিবেলা যে যার নির্দ্দিষ্ট বিছানায় শোবে। সমস্ত দিন মা এদিক ওদিক কাজে লিপ্ত থাকার দরুণ সন্তানকে আদর করবার সুযোগ পান না, তাই রাত্রিবেলা সন্তানদের শোবার আগে পরিপূর্ণ করে আদর করলে, তারা মায়ের এই দরদটুকু নিয়ে গভীর প্রসন্নচিত্তে নিদ্রা যেতে পারে। ছেলে মেয়েদের আদর্শ করে তুলতে গেলে মাকে আগে হতে হয় আদর্শময়ী। জার্ম্মানী, ইটালীতে আজ মায়ের প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেছে বেশী। কারণ তাদের দেশের নায়করা জানেন যে, জাতিকে, সমাজকে উন্নত করবার মূলে আছে 'মায়ের শক্তি'। মহাবীর নেপোলিয়ন সেইজন্য বলেছেন, 'I owe all my success to my mother.'

নমস্কার জানাবেন। ইতি—

কুমারী বিজলী সরকার
Clerk Road, Puri.

তি প্রশ্ন শীলকরা খামে
পাঠাইয়া দিন, না খুলিয়া
যথাযথ উত্তর পাঠান হইবে
পারিশ্রমিক মাত্র ১৲টাকা
বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত
শ্রীপ্রবোধ কুমার গোস্বামী
ফোন হাওড়া৭০৫ "গোস্বামী লজ", পোঃ বালী, (হাওড়া)

াপাধ্যায়ের
নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস
জয়ন্তী
—মূল্য ঃ আড়াই টাকা—
বাহির হইয়াছে।
প্রাপ্তিস্থান : দীপালী গ্রন্থশালা ও অন্যান্য
প্রধান পুস্তকালয়।

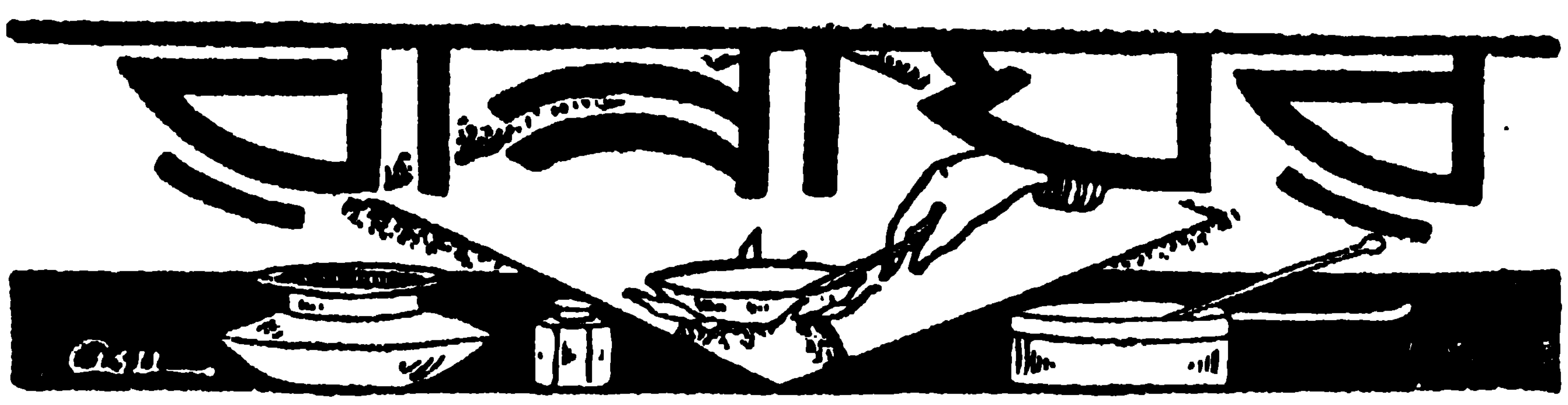

(৬৫)

আলু ও সিমের রায়তা

উপকরণ :—১ পোয়া নূতন ছোট আলু, ১ পোয়া সাদা কচি সিম, সরষের গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা ও আদার কুঁচি ও লবণ।

প্রণালী :—প্রথমে আলু ও সিম সিদ্ধ করুন যেন গলে না যায়। তারপর আলুর খোসা ছাড়ান, কাঁচের পাত্রে ঐ আলু, সিম, আদা, লঙ্কা ও সরষে (রাই সরষে হলে ভাল হয়) গুড়ো, আন্দাজমত নুন দিয়ে বেশ করে মাখিয়ে, রৌদ্রে ৩.৪ ঘণ্টা রেখে দিন।

ইহা খেতে বেশ মুখরোচক হয়।

শ্রীরেণুকা ভট্টাচার্য্য
সাউথ মালাকা
এলাহাবাদ।

(৬৬)

লাউয়ের রায়তা

উপকরণ :—কচি লাউ আধখানা, /৷৹ দই, ৵৹ ছটাক চিনি, তেল, লবণ, সরিষা লঙ্কা ফোড়ন।

প্রথমে লাউটীকে খুব ঝিরা ঝিরা করে কুটে পরিস্কার জলে সিদ্ধ করতে দেবেন। তারপর সিদ্ধ হলে জল গেলে ফেলে কড়াতে অল্প তেল ও সরিষা লঙ্কা ফোড়ন দিবেন ও তাতে লাউ সিদ্ধগুলি দিয়ে বেশ ভাল করে কষে নেবেন। তারপর সেই লাউয়ে /৷৹ দই ও ৵৹ ছটাক চিনি ও পরিমাণমত লবণ দিবেন। যখন দেখবেন যে বেশ থকথকে হয়েছে তখন লাউতে অল্প সামান্য মিহি ময়দা দিয়ে নামিয়ে দিবেন। এই লাউয়ের রায়তা খেতে ঠিক চাটনির মত লাগবে।

শ্রীপ্রতিমা মুখার্জ্জী
চকবাজার, পুরুলিয়া

(৬৭)

অম্ল-মধুর মৎস্য পাক

উপকরণ ও পরিমাণ :—রোহিত মৎস্য ১ সের, আলু অর্দ্ধ সের, ঘৃত এক পোয়া, পাতি লেবুর রস ১ পোয়া, গরম মসলা অর্দ্ধ তোলা, কিসমিস ২ ছটাক, বাদাম ১ ছটাক, আদা ২ তোলা, ধনে ২ তোলা, কুঙ্কুম (২) আনা (৵৹), লবণ ৩ তোলা, ও চিনি অর্দ্ধ পোয়া।

রন্ধন প্রণালী—মৎস্যে একটু গরম মশলা মাখাইয়া, অর্দ্ধ পোয়া ঘৃতে এলাচ ফোড়ন দিয়া সাঁতলাইয়া লউন। বাদাম ও আলু অর্দ্ধ ছটাক ঘৃতে সাঁতলাইয়া রাখুন। পরে পানক প্রস্তুত করত: জালে চাপাইবেন। ইহা ফুটিয়া আসিলে আলু, বাদাম, কিসমিস্ ও মৎস্য এক সঙ্গে তাহাতে দিবেন এবং গরমমশলা ও ঘৃত ব্যতীত অন্যান্য উপকরণাদি ঢালিয়া দিয়া, তাহাতে মৃদু তাপ দিতে থাকিবেন। ঝোল শুকাইয়া মাখ-মাখ গোছের হইলে গরম মশলা ও ঘৃত দিয়া নাড়িয়া নামাইবেন। ইহা খাইতে বেশ মুখরোচক হয়।

কুমারী অনিমা মুখার্জ্জী
শান্তিপুর (নদীয়া)

(৬৮)

মোচার ধোকা

উপকরণ :—১টি মোচা, আধ পোয়া মটরের ডাল, আলু ও মশলা।

প্রণালী :—প্রথমে মোচার কঠিন কাঠিগুলি ছাড়াইয়া সিদ্ধ করিবেন। এবং মটরের ডাল ভিজাইয়া বাটিবেন। বাটিয়া উত্তমরূপে ফেনাইবেন। মোচা সুসিদ্ধ হইলে পর, উক্ত মটরের ডালের সহিত মিশাইয়া একখানি থালায় তৈল দিয়া পাড়িয়া

সন্ত তুলসীদাস
প্রভাত সিনেমায় ২৬ সপ্তাহ চলিয়াছে
২৬সপ্তাহে ইহা
প্রভাতে ও শ্রী সিনেমায়
একই সঙ্গে চলিয়াছে
এখন
কলিকাতায় ৩০শ সপ্তাহ
সিনেমায়
সন্ত
তুলসীদাস
শ্রেষ্ঠাংশে :-
বিষ্ণুপন্ত পাগনিস, লীলা চিৎনিশ
বাসন্তী, রাম মারাঠী কেশব রাও
দাতে প্রভৃতি।
●
নদী কিনারে
শ্রেষ্ঠাংশে : সিতারা, কুমার ও চার্লি
সিটি সিনেমায়
তৃতীয় সপ্তাহ চলিতেছে।
●
আর একখানি বিরাট চিত্র
অচ্ছুৎ
শীঘ্রই আপনাদের
চিত্ত বিনোদন করিবে
শ্রেষ্ঠাংশে : গহর, মতিলাল
●
মানসাটা
ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নারীলোক

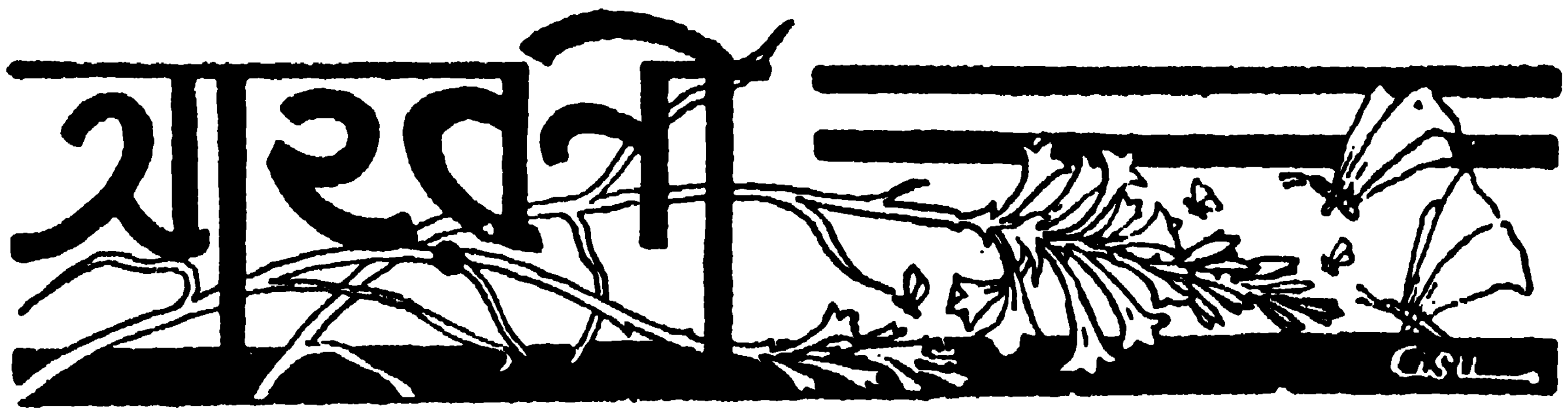

বলপূর্ব্বক বিবাহ

বোম্বায়ে আর একটা মজার মকদ্দমা হইয়া গেল। দীপালীর পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে, কয়েক মাস আগে একজন ভারতীয় যুবক জনৈকা সুন্দরী তরুণীর প্রেম-নিবেদনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া থানার স্মরণ লইয়াছিল। এবার ইয়ুরোপীয়। বোম্বাই হাইকোর্টে রিচার্ড ডানকন্ তাহার স্ত্রী ডরোথি হ্যাজেল পিয়ার্সের সহিত বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদনে বলিয়াছে যে গত ১৯৩৬ সালে ডরোথির এক ভাই আবেদনকারীর সহিত ডরোথির পরিচয় করিয়া দেয়। গত ১৯৩৮ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ডরোথি রিচার্ডের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করিয়া পথিমধ্যে তাহার গাড়ীতে উঠে এবং নাছোড়বান্দা হইয়া সেই রাত্রিতে সে তাহার গৃহে বাস করে। প্রভাতে উঠিয়া সে মহা হৈ চৈ জুড়িয়া দিল; আত্মহত্যা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইল, তাহার ভাইকে বলিয়া তাহাকে মার খাওয়াইবে বলিল, তাহার উপরওয়ালা-দিগকে জানাইয়া তাহার চাকরী খাইবে প্রভৃতি নানারূপ ভয় দেখাইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে মত করাইল। তারপর গত ১৯৩৯ সালের মার্চ্চে একদিন সে আসিয়া বিবাহ লাইসেন্স ফরমে তাহার সহি করিয়া লইয়া গেল এবং সেই দিনই বিবাহ হইল। এ বিবাহে তাহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, কেবল লোকলজ্জা ও চাকরীর খাতিরে সে এই প্রস্তাবে মত দিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে বিবাহ হওয়ার ঘণ্টাখানেক পরেই সে অন্তর্ধান করিয়া আজও ফিরে নাই। তবে সে এখন ইটালীতে আছে, শুনিয়াছি। জজ সাহেব সব শুনিয়া বিবাহ বাতিল করার রায় দিয়াছেন।

দিবেন। পরে একটি পিতলের ডেকচিতে জল চড়াইয়া দিবেন। যখন জল ফুটিবে তখন উক্ত থালা ডেকচির উপর চড়াইয়া দিবেন। উত্তমরূপে আঁটিয়া যাইবার পর নামাইয়া ছুরী দিয়া বরফির আকারে কাটিয়া তৈলে লাল করিয়া ভাজিবেন। পরে আলু ও মশলা সংযোগে কালিয়ার মত রন্ধন করিবেন। ঝোল বেশী রাখিবেন, নতুবা শুষিয়া যাইবে।

কুমারী প্রকৃতি পাল চৌধুরী
কৃষ্ণনগর।

কুমারী বি, আয়েশা
বি. এস্. সি. (অনার্স)

দক্ষিণ ভারতের ইনিই প্রথম মুসলমান মহিলা যিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সায়েন্সে অনার্স পাইয়াছেন। তিনি অলিপ্পির সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক মিঃ বাপু বিভায়ার মহাশয়ের কন্যা। সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেটের "Health Education Officer" নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীমতী গীতাবাঈ জি, গাডগিল
করাচীতে ইনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি বিমান চালনার জন্য 'এ' লাইসেন্স পাইয়াছেন।

---

*

দাড়ি না রাখার ফ্যাসাদ

দাউদী বোরা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বাঈ ফতেমাবাঈ আবেদালী নাম্নী জনৈকা মহিলা ঐ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু মুল্লাজী সাহেবের বিরুদ্ধে বিচারপতি বি, জে, ওয়াদিয়ার এজলাসে এক দেওয়ানী মামলা দায়ের করিয়াছেন। দরখাস্তকারিণীর স্বামী মিঃ আবেদালী আমীর উদ্দীন তায়েবজীর সহিত তাঁহার বিবাহ আইন সিদ্ধ, এই মর্ম্মে এক ডিক্লারেশন চাহিয়া ঐ দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে।

মুল্লাজী সাহেবের পক্ষ হইতে স্যার জেমসেদজী কাঙ্গা বলেন,—দাউদী বোরা সম্প্রদায়ের পুরুষদের দাড়ি রাখিবার রীতি আছে। ১৯২৯ সালে এই সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি দল মুল্লাজী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দাড়া কামান বন্ধ করিবার জন্য আদেশ দিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে মুল্লাজী সাহেব নির্দ্দেশ দেন যে, ঐ সম্প্রদায়ের যে সকল পুরুষ দাড়ি রাখিবে না, তাহাদের বিবাহ তিনি শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্বীকার করিবেন না। শুনানী চলিতেছে।

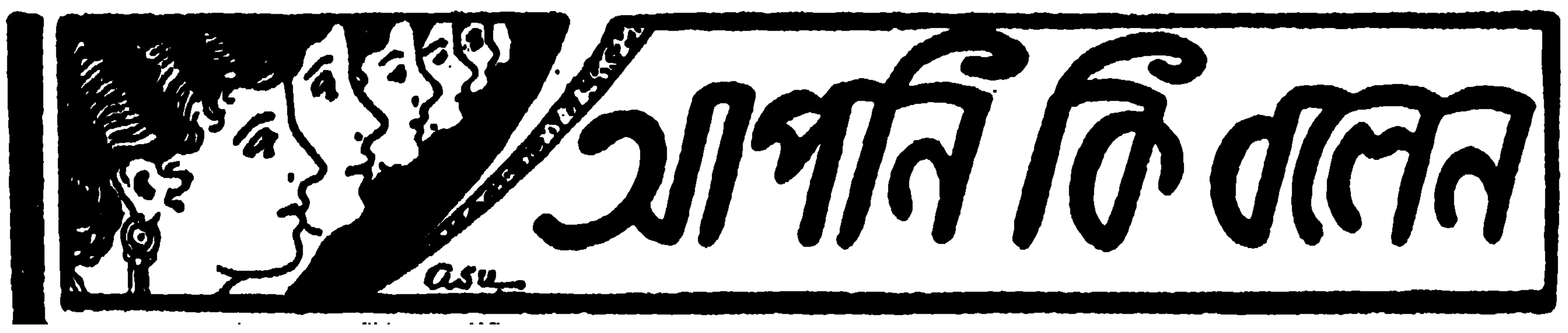

(৩১)

"খেজুরী" প্রস্তুত

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

২২শে চৈত্র ১৩৪৬. ১৪শ সংখ্যা "দীপালী"তে শ্রীমতী এইচ, কে, চৌধুরাণী "খেজুরি" প্রস্তুত করিবার প্রণালী ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। বোন যদি একটু চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে হয়ত খুব বেগ পাইতে হইত না। এক ছটাক ঘিয়ে কি করিয়া আধপো ময়দা ছানা হয়! সেইটুকু কি চিন্তা করিবার নয়? যাহা হউক এবারে আরও একটু বুঝাইয়া বলা দরকার।

চিনি ও ঘি ময়দা সকলকে একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ফাঁটা ডিম দুটা ঢালিয়া দিয়া ছানিতে থাকিবেন, ছানার পর তাহাকে বেলিয়া বরফির ন্যায় কাটিয়া লইবেন। আশা করি বোনকে আর ধাঁধায় পড়িতে হইবে না। আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

এ, নেছা।
কাটুয়াখুটা লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা

(৩২)

"খেজুরছড়ি প্যাটার্ণ"

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনার বহুল প্রচারিত "নারীলোক" বিভাগে আমার এই পত্রটি প্রকাশিত করিলে বাধিতা হইব।

গত ৪ঠা এপ্রিল ১৪শ সংখ্যার দীপালীতে কুমারী কনক সেনগুপ্তা "পোষাক পরিচ্ছদ" বিভাগে কয়েকটী প্যাটার্ণ লিপিবদ্ধ করেন।

"খেজুরছড়ি" প্যাটার্ণের নিয়মাবলী অনুসারে আমি বুনিতে যাই, কিন্তু প্রত্যেক লাইন ঠিক বোনা স্বত্বেও ক্রমশঃ প্রত্যেক লাইনে প্রায় ৫।৬টী করিয়া ঘর বাড়িতে আরম্ভ হয়। তিনি যদি অনুগ্রহ করে একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেন তাহলে এ প্যাটার্ণটী বুঝতে পারি। আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

মিস্ শান্তিসুধা চট্টোপাধ্যায়
টাটানগর
বাম্মা মাইন্স।

(৩৩)

"শশাবীচি" প্যাটার্ণ

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনার দীপালীর ১৪ই এপ্রিল ১৪শ সংখ্যায় "পোষাক পরিচ্ছদ"এর ভিতর দেখিলাম 'কনক দিদিমনি'র 'শশাবীচি' প্যাটার্ণ বুননের একটী নিয়ম দিয়াছেন।

তাহাতে বলিয়াছেন,

"১ম কাঁটা ১টী সোজা সামনে সুতা ১টী সোজা ১টী ঘর তুলে ১টী জোড়া তোলা ঘর জোড়া ঘরের মাথায় ফেলে দিন।"

"২য় কাঁটা সব উল্টা।" কথিতরূপে আমি বুনিয়া দেখিলাম উদ্দেশ্যানুযায়ী প্যাটার্ণটী উঠিল না। আশা করি তিনি পর সংখ্যায় প্রণালীটী একটু বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবেন। 'কনকদি'র অন্যান্য নূতন প্যাটার্ণ পাইলে আনন্দিতা হইব। ইতি—

শ্রীমতী শান্তি লাহিড়ী
পোঃ সোনারপুর
২৪ পরগণা।

(৩৪)

"বেরে টুপী"

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা

মহাশয়া সমীপেষু—

মহাশয়া,

নমস্কার জানিবেন। গত মাসে দোল সংখ্যায় শ্রীমতী কনক দাসগুপ্তা ভগিনী "বেরে টুপী" সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু নানা কার্য্যবশতঃ উত্তর দিতে দেরী হইল। তিনি যে প্রথম লাইনটীর কথা লিখিয়াছেন, তাহা ঠিকই বুঝিয়াছেন। ৯ ঘরের পর প্রত্যেকবার ১ ঘরকে ২ ঘরে পরিণত করিবেন। অর্থাৎ ১১টী ঘর সোজা হইবে। মোট ১২১ ঘর হইবে। ৬ষ্ঠ লাইন—১৪ ঘর সোজা, ১ ঘরকে ২ ঘরে পরিণত করিয়া ১৬ ঘর সোজা করিবেন। ১৪ ঘর অন্তর প্রত্যেকবার এইরূপে ১ ঘর বাড়াইবেন। তাহা হইলে মোট ১৭৬ ঘর হইবে। তারপর ঘর কমাইতে আরম্ভ করিবেন, সোজা বুনিবার পর ১ লাইন করিয়া উল্টা প্রত্যেকবার বুনিবেন। আশা করি ভগিনী এইবার বুঝিতে পারিবেন। ইতি

বড়দিদি
দিল্লী।

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১
আগফা এবং সেলো ফিল্ম মাত্র ১৷০
এবং ফ্রি ডেভেলাপ করা হয়—

কামশাস্ত্র
বিনামূল্যে
জীবনে সুখ ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও নারীর অবশ্য পাঠ্যপুস্তক
বৈদ্যশাস্ত্রী
২৯৪, মছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—ষোলো—

অনেকদিন জহরের কোনো খবর না পাইয়া সুবর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। চিঠি পত্তর জহর বড় একটা কাহাকেও লেখে না, খেয়ালমত হঠাৎ আসিয়া দেখা করিয়া যায়। অনেক ভাবিয়া সুবর্ণ কাশীপুরের কারখানায় জহরকে দেখিতে গেল। তাহার ব্যবসা যে ভালোই চলিতেছে সে বিষয়ে সুবর্ণর একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কিন্তু তাহা যে এই কয় মাসেই এতবড় একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই।

এদিক ওদিক ঘুরিয়া অতি কষ্টে 'জেনারেল অফিস' বাহির করা গেল। ভেনেস্তা কাঠের পার্টিসান করা পাশাপাশি অনেকগুলি অফিস ঘর, ঘসা কাচের পাল্লায় এ্যাকাউণ্টস্, এন্‌কোয়ারীস্, ম্যানেজিং ডিরেক্টার ইত্যাদি লেখা আছে। চারিদিকে তখনও ভার্ণিসের উৎকট উগ্র গন্ধ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। শুধু মাত্র কয়েকটি টাইপরাইটার ঐক্যতান তুলিয়া অফিসের অখণ্ড গাম্ভীর্য্যটা ক্ষুণ্ণ করিতেছে। সুবর্ণ মনে মনে জহরের সংগঠন-শক্তির প্রশংসা করিতে করিতে বিনা দ্বিধায় ডিরেক্টারের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। জহর একজন সিন্ধী ব্যবসায়ীর সহিত ইলেক্‌ট্রিসিটি ও গ্যাস সম্বন্ধে ব্যবসায়গত আলোচনা করিতেছিল, সুবর্ণকে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। সুবর্ণ কোনো কথা না বলিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সিন্ধী ব্যবসায়ীর সহিত কথাবার্ত্তা সংক্ষেপে সারিয়া জহর প্রশ্ন করিল—কি রে সুবী হঠাৎ যে—ব্যাপার কি? শনিবার দিন Y. W. C. A. গিয়ে শুনলুম্ তুই অন্য কোথায় সিফ্‌ট্ করেছিস্, ঠিকানা জানি না কাজেই আর দেখা হোল না। কোথায় উঠেছিস্?

সুবর্ণ সলজ্জ হইয়া কহিল, মুলেন ষ্ট্রীট্-এ একটা ফ্ল্যাট্ নিয়েছি,—তারপর আসল কথা চাপিয়া বলিল, এ দিকে একটু এসেছিলুম, ভাবলুম তোমার ফ্যাক্টরীটা একবার দেখে যাই, তোমার কারখানাটা ত' খুব বেড়ে উঠেছে দাদা!

—হ্যাঁ, তা বাড়্‌ছে বটে, তবে সব অর্ডার ঠিকমত সামলানো যাচ্ছে না। দিনে চোদ্দ পনের ঘণ্টা খাট্‌তে হচ্ছে—

—এখনও ত' মিস্ত্রীরা কাজ করছে দেখ্‌লুম, কারখানা আরো বাড়ানো হবে বুঝি?

—না বাড়ালে আর উপায় কি, যা কিছু করতে হবে এই বেলা, আর দু'তিন মাসের ভেতর দেখ্‌বে অন্ততঃ বারো চোদ্দ বিঘে জমির ওপর ফ্যাক্টরীটা দাঁড়াবে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের জায়গাটাও আমরা পেয়ে গেলুম কিনা।

সুবর্ণ হাসিয়া বলিল—তোমার সব কাজই বেশ সুশৃঙ্খলায় হয়ে যায় দাদা!

—এর জন্যে কি কম পরিশ্রম করি সুবর্ণ, একটুও ছুটী নেই আমার!

—ফ্যাক্টরী আরো বড় হয়ে গেলেও তুমি এইখানেই থাকবে?

—নিশ্চয়ই! তা নইলে উপায় কি বল? সব জিনিষে নজর রাখতে হয়—

সুবর্ণ চুপ করিয়া রহিল। যে-মানুষ সমাজ সংসার ছাড়িয়া ফ্যাক্টরীর মোহে এই ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে পড়িয়া থাকিতে পারে, তাহার অন্তরে কোথায় কি লুকানো আছে। সহসা জহর প্রশ্ন করিল—মুলেন ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটটা কেমন রে?

—ভালোই দাদা, বেশ নিরিবিলি আর পরিচ্ছন্ন, যা আমি চাই!

—বেশ বেশ, সময় পেলেই একদিন যাবো! ভালো কথা, মা কেমন আছেন বল্‌তে পারিস্। ক'দিন ধরেই যাবো যাবো মনে করছি, কিন্তু একটা না একটা হাঙ্গামে আর হয়ে উঠ্‌ছে না। ঐ ডাক্তারটি না বদ্‌লালে কিছু হবে না। আমার ঐ ডাঃ চক্রবর্ত্তীর ওপর এক বিন্দু বিশ্বাস নেই, এতদিন ধরে রোগটা পুষে' রেখে দিয়েছে, ওর চেয়ে ডাঃ জে, এন, মজুমদার—যার কথা বলেছিলুম—চমৎকার ডাক্তার। তা মা বোধ হয় এখন একটু ভালো আছেন আগেকার চেয়ে—না?

—এখন একটু আধটু উঠে হেঁটে বেড়াতে পারেন। আর দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই ওঁরা বোধ হয় ঘাটশীলায় চলে যাবেন।

পরম প্রাজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া জহর বলিল—এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না, অন্ততঃ অনীটা বেঁচে যাবে, কল্‌কাতায় এসে

মোটেই পোষালো না। আমাদের কথা আলাদা, ওঁদের কল্‌কাতায় আসাই উচিত হয় নি।

সুবর্ণ শ্লেষ ভরে কহিল—তা হয়নি বটে, কিন্তু দাদা এটাও ভুলো না যে এখানে আনবার মূলে তুমিই ত' প্রধান উদ্যোগী ছিলে, ওঁদের মোটেই আসার ইচ্ছে ছিল না।

ম্যানেজারী ভঙ্গীতে জহর সুবর্ণর মুখের দিকে একটু চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—তাই নাকি? তা হবে, আমার ও সব মনেই নেই।

ইহার পর কিছুক্ষণ আর কথাবার্ত্তা চলে না। সুবর্ণ কি-ই বা বলিবে। সে শূন্য মনে জহরের পিছন দিকের দেয়ালে লেখা 'Put it shortly—Say it quickly' এই নীতিবাক্যটির দিকে চাহিয়া রহিল। এই কথা কি জহরের মুখেও প্রতিপালিত, এতবড় একটা লোকের সময়ের অপব্যবহার করিতেছে ভাবিয়া সুবর্ণ নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া কহিল—আমি তা'হলে উঠি দাদা, তোমার হয়ত আরো অনেক কাজ আছে—

উদার ভাবে জহর বলিল—কাজ ত' আছেই, তা ব'লে কি তোর সঙ্গে কথা কইতেও পাবো না, চল্ তোকে ফ্যাক্টরীটা দেখিয়ে আনি।

সুবর্ণ মোটেই ফ্যাক্টরী দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিল না। গ্যাস্, ইলেক্‌ট্রিসিটি, কারখানার কলরব এ সব তার একটুও ভালো লাগে না। আগের দিনের মতো জহরের সব কথাতেই সে সায় দিয়া চলিল, কোনো কিছু প্রশ্ন করিল না। এমন একটা মানুষের জীবন-যৌবন প্রাণ-মন সমস্ত এই কাজে উৎসর্গ করিয়া বসিয়া আছে, ইহার সার্থকতা কি তাহা সুবর্ণ ভাবিয়া পায় না, সে শুধু কহিল—কি করে ক'মাসের মধ্যে এ সব করেছো বুঝ্‌তে পারি না। তারপর জহরের দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—কিন্তু এ তোমার কার ওপর অভিমান দাদা, কিসের জন্য এ কৃচ্ছ্র সাধন করছো বুঝি না, এতে কি তোমার এতটুকুও ক্লান্তি নেই? দিনরাত কাজ, কাজ আর কাজ।

জহরের চোখে সেই চির-পরিচিত সুদূরের দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল, অবশেষে সে বলিল—কার ওপর অভিমান কর্‌বো সুবর্ণ? অদৃষ্টের ওপর ত' আর অভিমান চলে না, কষ্ট একটু হয় বৈকি, আমিও ত' মানুষ, সুখ দুঃখ, হাসি কান্না আমারও আছে, তবে এর মধ্যে একটা শান্তির সন্ধান পেয়েছি, সেই আমার সান্ত্বনা। আধ্যাত্মশক্তির মত শান্তি আর কিছুতেই নেই।

সুবর্ণ শুধু কহিল—ও!

জহর বলিতে লাগিল—একটা অপূর্ব্ব জিনিষের সন্ধান আমি পেয়েছি, আমার জীবনের সমস্ত রূপ, সমস্ত মতবাদ এক নিমেষেই পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে, এ এক অদ্ভুত জিনিষ!

সুবর্ণ ভাবিতে লাগিল সোস্যালিজম্, ন্যাশানাল প্ল্যানিং সমস্ত ভাসাইয়া দিতে পারে এমন কি অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধান জহর পাইয়াছে কে জানে! তবে কি সে কোন মঠ বা মিশনের পাল্লায় পড়িয়াছে! গভীর উদ্বেগ ভরে সে প্রশ্ন করিল—পণ্ডিচেরী নাকি দাদা? যোগ-সাধনা সুরু করেছ নাকি?

জহর তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—ধ্যাঃ, যোগ টোগ নয়। আমার এ ব্যবহারিক সাধনা, আমাদের দলের নাম "সম্বুদ্ধ সঙ্ঘ," চীরঞ্জিৎস্বামীর নাম শুনেছিস্? সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। টেনিস্ খেলায় অদ্বিতীয়, অথচ বড় বড় সাহেব মেমরা পর্য্যন্ত স্বীকার করেছেন যে ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অংশে দেহ ধারণ করেছেন!

সুবর্ণ বলিল—মিসেস্ এ্যানি বেসান্টের থিয়োজফীর ভূত শেষকালে তোমার ঘাড়েও চাপ্‌লো?

জহর ঈষৎ বিরক্ত হইয়া সুবর্ণর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি যে বলিস সুবর্ণ, সব বিষয়ে কি ছেলেমানুষী কর্‌তে আছে, প্রয়োজন হলে ইনি যে-কোনো কঠিন রোগ শুধু গায়ে হাত দিয়ে সারিয়ে দিতে পারেন। এ বেঁকি তা তুই বুঝ্‌বি না সুবর্ণ!

সুবর্ণ শুধু কহিল—তা হ'বে, তবে তোমাদের দেখ্‌ছি ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের ব্যাপার নিয়ে 'সম্বুদ্ধ সঙ্ঘ' গড়ে উঠেছে, আধ্যাত্ম-উন্নতি পরের কথা—

জহর শান্তকণ্ঠে কহিল—শাক দিয়ে মাছ ঢেকে কি লাভ বল, আমরা মন্দিরে যাই ভগবানকে ডাক্‌তে নয়, তাঁকে জানাতে যাতে অবিলম্বে আমার অমুক সম্পত্তি হস্তগত হয়, তমুকের চাকরী পাকা হয়, রাম যেন পাশ করে, ইত্যাদি, যা তোমার মনে রয়েছে বাইরে সেটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করাটা কি অপরাধ? এই দেখ না ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক্ রোডের জমিটা স্বামীজীর দয়াতেই ত' পেলুম, নইলে ওর কি আশা ছিল কিছু! এতদিন ধরে চেষ্টা করে আমরা হয়রাণ, স্বামীজীকে জানাবার তিনদিন পরে লোকটা উপযাচক হয়ে এসে জমিটা রেজেষ্ট্রী করে গেল। সুবর্ণ হাসিয়া কহিল—দাদা তোমার বরাৎ ভালো, আরো কোনো শিষ্য যদি স্বামীজীর কাছে এই আবদার জানাতেন তাহ'লে যে কি হ'ত জানি না—কিন্তু এই মন্তব্যে জহরের মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল দেখিয়া সে কথা ঘুরাইয়া বলিল—ভালোই করেছ দাদা, মনটা তবু ভালো থাকবে, মাকে তোমার কথা বল্‌বোখ'ন আজ আমি চলি!

দরজার কাছে আসিয়া জহর বলিল—হাঁ, মাকে বলিস্ আমি শীগ্‌গীরই একদিন যাবো।

কারখানার বাহিরে অপেক্ষারত ট্যাক্সিতে বসিয়া সুবর্ণ হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। জহর চিরদিন কিছু না কিছু করিয়া আসিয়াছে, আজ সমাজবিচ্যুত হইয়া সে যে অবশেষে আধ্যাত্মিক আশ্রয় অবলম্বন করিবে তাহা আর বিচিত্র কি, তাহার মত মানুষের এই-ই পরিণতি!

জহরের জন্য তাহার অন্তরে যে উদ্বেগ ও আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়াছিল খোলা হাওয়ার সংস্পর্শে তাহা কাটিয়া গেল।

ফ্ল্যাট্‌-এ ফিরিয়া সুবর্ণ অলককে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সে পরম নিশ্চিন্ত মনে মরিস হিণ্ডাসের "We live again" বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ইতিমধ্যেই পাঠ যেরূপ অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে বোঝা গেল সে অনেকক্ষণ আগেই আসিয়াছে।

সুবর্ণ হ্যাণ্ড্‌ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিয়া বিশ্রান্ত ভঙ্গীতে সোফায় বসিয়া কহিল—This is a surprise! আমি ভেবেছিলুম তুমি ঢাকায় না কোথায় যাবে বলেছিলে, হয়ত সেখানেই গেছ!

অলক বইটি চিহ্নিত করিয়া নামাইয়া রাখিয়া কহিল—এই গরমে ছুটোছুটি আর পোষায় না, তা ছাড়া তোমার সঙ্গে দু'একটা দরকারী কথা রয়েছে। এই পর্য্যন্ত বলিয়া অলক থামিল, সুবর্ণ নূতন কিছু শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, অলক বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, ভালো কথা, মা কেমন আছেন, জানো?

—অনেকটা ভালো, ক্রমেই সেরে উঠ্‌ছেন!

—তা'হলেই ভালো, আমি সেই ঘাটশীলার বাড়ি ঠিক করে এসেছি, মাকে একবার দেখাতে পার্‌লে লীজ্‌ নেবার ব্যবস্থা হবে।

—জায়গাটা কেমন, ওঁদের কোনো অসুবিধা হবে না?

—জায়গা ভালোই, একটু আধটু যা অসুবিধা তা থাক্‌তে থাক্‌তেই ঠিক হয়ে যাবে!

—আর অনীতা?

—অনীতার যদি মাথায় এতটুকু বুদ্ধি থাকে তারও ভালো হবে, এমন নিরাপদ জায়গা আর নেই, ওর পক্ষে এমন জায়গাই দরকার,—তারপর সহসা উঠিয়া অলক সুবর্ণর পাশে গিয়া বসিয়া কহিল—কিন্তু ও কথা থাক্‌, অনীতা সম্পর্কে আলোচনা কর্‌বার জন্যে আমি আসিনি।

সুবর্ণ বুঝিল অলক আবার প্রেম নিবেদন করিবে, সেই মুহূর্ত্তে জয়ের আনন্দে সে সারা শরীরে বিদ্যুৎ শিহরণ অনুভব করিল, এক নূতন উদ্দীপনায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কুমারীর নমনীয় ব্রীড়া ও মাধুর্য্যে তাহার আনন্দসৌম্য মুখখানি খুসীতে ভরিয়া গেল, কিন্তু একটা অকারণ দুর্ব্বলতা তাহার মনটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, এইমাত্র জহরের কারখানায় কি দেখিয়া আসিয়াছে, জহর কি বলিল, সেই সব কথাই সে সবিস্তারে অলককে বলিতে লাগিল।

অলক পরম সহিষ্ণুতায় কথাগুলি শুনিতে শুনিতে সুবর্ণর দুটি হাত—সব ক'টি আঙুল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া অবশেষে সেই উত্তপ্ত হাত দুটি মুখের কাছে আনিয়া উষ্ণ চুম্বনে প্লাবিত করিয়া কহিল—সমৃদ্ধ না প্রবুদ্ধ সভ্য জাহান্নমে যাক্‌, দু' একটা দরকারী কথা কওয়া যাক্‌!

সুবর্ণ হাসিল, তাহার দৌর্ব্বল্য যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিল তেমনি আকস্মিক গতিতে অন্তর্হিত হইল। সে সম্মোহন কণ্ঠস্বরে কহিল—বেশ ত' তোমার দরকারী কথাটাই না হয় শোনা যাক্‌, সুরু কর।

—সুরু করাই ত' কঠিন, কি করে তোমায় বোঝাই, কি আমি বল্‌তে চাই, তোমার কাছে আমার কথা যে হারিয়ে যায়।

অলকের এই দীনতায় সুবর্ণের মনের সকল কাঠিন্য দূর হইয়া গেল, সে আজ চৈত্রের চাঁদের মতো বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শরীরে একটা অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য নামিয়াছে,—রূপ নয় বিভা, অলকের চুম্বনে তাহার অন্তরে আজ আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আজ সে অন্তর দেবতার কাছে নিজেকে বিনিঃশেষে সমর্পন করিয়া দিবে, সুবর্ণ ভাবিতে লাগিল কেন অকারণে এতগুলি দিন সে কাটাইয়াছে। যেখানে এতখানি মনের মিল রহিয়াছে সেখানে মিলনের আর বাধা কি? মাথার বিস্রস্ত চুলগুলি দু'হাতে গোছাইয়া সুবর্ণ সুনিশ্চিত নিঃসংশয়ে কহিল—তোমাকে নাচিয়ে আনন্দ উপভোগ কর্‌তে আর আমি পার্‌বো না, তুমি কি জানো না, তোমার হাতেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি অনেক কাল আগে, তুমি যে চিরকালের—।

অলক আবেগভরে সুবর্ণকে নিজের বুকের ভিতর টানিয়া লইল, সেই বলিষ্ঠ স্পর্শের আশ্রয়ে সুবর্ণ শান্ত শিশুর মতো তন্দ্রাতুর শিথিলতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিল। জীবনের নিগূঢ়তম রহস্যে নব জন্মের সূচনায় অলকের দ্রুত উষ্ণ নিঃশ্বাস তাহার চোখে, মুখে, বুকে বিধাতার প্রসন্ন আশীর্ব্বাদের মতো বর্ষিত হইতে লাগিল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

সুবৃহৎ উপন্যাস মণিমালিনীর গলি

দাম—দেড় টাকা

প্রাপ্তিস্থান:

দীপালী গ্রন্থশালা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, এম্‌. সি. সরকার এণ্ড সন্স ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

পত্রলেখা

৺শরৎচন্দ্রের

দীপালী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার এই পত্রখানি আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে বাধিত হইব।

গুণী ব্যক্তির জীবনী জানিবার বা পড়িবার জন্য পাঠক সাধারণ মাত্রেরই আগ্রহ হয়। আমাদের দেশের বহু গুণী ব্যক্তির জীবনী আছে, হয়ত ঐ সকল ব্যক্তিরই জীবনী যাহা বাহির হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নয় বা তাঁহার জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঐ সকল জীবনীতে নাই। তথাচ ৺শরৎ চন্দ্রের জীবনী লইয়া যেরূপ ভুল বা বাধার সৃষ্টি হইয়াছে ঐরূপ উঁহাদের বেলায় দেখা যায় নাই। আমাদের দেশে ও ব্রহ্মদেশে দুই একজন সাহিত্যিক তাঁহার জীবনী যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনেকস্থলে ঐ সকল ভুল বলিয়া পাঠক ও সাধারণকে জানান হইয়াছে। পাঠক ও সাধারণের অনেকেরই অনুমান যে তাঁহার নিজ লিখিত "শ্রীকান্ত"ই তাঁহার নিজ জীবনী, কিন্তু শরৎ-স্মৃতি বাসরের উদ্যোগে শরৎচন্দ্রের মাতুল মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে অনেকে অনুমান করেন যে শ্রীকান্তই তাঁহার নিজ জীবনী—তাহা ভুল। শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের পিতার চরিত্রাঙ্কণ ও পিয়ারী, রাজলক্ষ্মী ইঁহারা তাঁহার স্ত্রী নহেন। (ইহা আনন্দবাজার পত্রিকায় ২২শে মাঘ, ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল) ব্রহ্মদেশের কোন ভদ্রলোক (নাম মনে নাই) 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' নামীয় একখানি পুস্তক বাহির করিয়াছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের অনুজ প্রকাশবাবু তাহা ভুল বলিয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। প্রতিবাদস্বরূপ শরৎচন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ঐ পত্রিকায় পুনঃ জানাইয়াছিলেন যে প্রকাশবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভুল। তাহা ছাড়া বহু সভাতে শরৎচন্দ্রের জীবনী লইয়া আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু কোনটি যে সঠিক তাহা এখনও পাঠকসকল ও সাধারণে বিদিত হন নাই, সে কারণ আমার মনে হয় যাঁহারা শরৎচন্দ্রের সহিত মিশিবার বা থাকিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা ছাড়া ইহার মীমাংসা হইবে না—যেমন শরৎচন্দ্রের জীবনসঙ্গিনী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী, ইঁহার কাছ হইতে অনেক বেশী তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া নরেন দেব, রায় বাহাদুর অঘোর নাথ অধিকারী, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের মাতুলদ্বয়, বিভূতি ভট্ট, অনুরূপা দেবী, নিরূপমা দেবী ও ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের সহিত মিশিবার যাঁহারা সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহাদের সকলের চেষ্টায় যদি শরৎচন্দ্রের একখানি সঠিক জীবনী বাহির করা হয়, তাহা হইলে পাঠক ও সাধারণের এই যে-সকল ভুল ধারণা হইয়াছে তাহা বিনষ্ট হয়। শরৎ-স্মৃতি বাসরের উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীমন্মথমোহন বসু মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে শরৎচন্দ্রের তথ্য সংগ্রহের জন্য সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই তাহার কাজ আরম্ভ হইবে ও শরৎচন্দ্রের জীবনী আলোচনার জন্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করা হইবে। তাঁহারা কার্য্যে কতদূর অগ্রসর হইলেন এই সকল সাধারণকে ও পাঠকবর্গকে জানাইলে তাহারা বেশী আনন্দ পাইবে।* ইতি—

বিনীত

শ্রীকালীগোপাল রায়চৌধুরী

১২নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট

কলিকাতা

[*স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রের একখানি নির্ভুল জীবনীর প্রয়োজনীয়তা আজ অস্বীকার করা চলে না, এবিষয়ে পত্রলেখকের সঙ্গে আমরা একমত। বর্ত্তমানে শরৎচন্দ্রের জীবনী রচনা উপলক্ষ করে সংবাদ পত্রাদিতে এক অশোভন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েচে। 'সাহিত্য দর্পণ' বিভাগে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েচে। দী, স।]

বিনামূল্যে—৫০

জন্ম

হস্তাপ্ত আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ

১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ

মূল্য, যথা— ১৷৷০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।

ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাও

গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান

প্রতিবাদ

মাননীয়

দীপালীর 'এমেচার ফটোগ্রাফী' বিভাগের পরিচালক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আশা করি আমার এই প্রতিবাদ পত্রখানি দীপালীতে অতি শীঘ্র ছাপিয়া বাধিত করিবেন।

অদ্য ডাকে দীপালীর ১৬শ সংখ্যাখানি পাইয়া 'এমেচার ফটোগ্রাফী বিভাগে' শ্রীঅতুল সেন, (কলিকাতা) মহাশয়ের 'সন্ধ্যা' নামীয় ফটোটী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ঐ ফটোখানিই এ বৎসরের কোন সংখ্যায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল। দেখিলাম দীপালীর ১৮ই মাঘ (১৩৪৬ সন) ৫ম সংখ্যায় ঐ ফটোখানাই 'সূর্য্যাস্তে কাঞ্চনজঙ্ঘা' নাম দিয়া ছাপা হইয়াছিল, আমার মনে হয় ফটোটীর নাম বদলাইয়া দীপালীতে পুনরায় ছাপিবার জন্য পাঠান হইয়াছে। ৫ম সংখ্যায় ফটো-গৃহীতার বাসস্থান কলিকাতা স্থলে রাজসাহী ছিল। এইরূপ নাম ঠিকানা বদলাই করা এক ফটো দু'বার ছাপা আমরা মোটেই সমর্থন করি না। আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

নিবেদক

শ্রীকানাই লাল প্রামাণিক।

সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

এত দিন হয়ে গেল, এখনও আই-এফ-এ ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর গণ্ডগোল মিট্‌লো না। চিরাচরিত রীতি অনুসারে মহমেডানের প্রতিনিধিকে বাদ দিয়েই গত সোমবার আই, এফ, এ এক সভাতে নিম্নলিখিত ষ্টাণ্ডিং সাব কমিটি গঠন করেছে—অর্থ সাব-কমিটি, ফুটবল লীগ সাব-কমিটি, রেফারীজ্‌ কমিটি, ছাড়পত্র কমিটি, নিয়মাবলী-সংশোধন কমিটি। মহমেডানের মত একটা বিখ্যাত ক্লাব যদি বাইরেই থাকে তবে তা খুব দুঃখের বিষয় হবে বলে সভাতে সকলে মত প্রকাশ করেন। সভায় মহম্মদ আক্রাম খান্‌ এম, এল্‌, সি'র সই করা একটা চিঠি পড়া হয়, আক্রাম খান্‌ সাহেব মহমেডানের কর্ম্মপরিষদের সভাপতি। এই চিঠি প্রসঙ্গে মিঃ নর্টন্‌ যা বলেন তা খুব সময়োপযোগী, তিনি বলেন যে, আই, এফ, এ কোন দিনই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল না। ভালই হোক আর খারাপই হোক, প্রায় সমান সমান ভারতীয় ও ইউরোপীয় ক্লাবের প্রতিনিধি নিয়েই গভর্ণিং বডি তৈরী হতো এবং ৪০ বছর ধরে বেশ সন্তোষজনকভাবে এই ব্যবস্থায় কাজ চলে আসছে। তবে সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গঠন-তন্ত্রেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং এই বছর গভর্ণিং বডি বিভিন্ন দলের ৪৪ জন প্রতিনিধি নিয়ে তৈরী হবে বলে ঠিক করা হয়েছে। এখন কোন ক্লাব তাদের প্রতিনিধিরূপে নিজেদের ইচ্ছামত কোন ভারতীয় ও ইউরোপীয়ানকে পাঠাতে পারে—কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কোন মুসলমানের পক্ষে গভর্ণিং বডিতে কোন ক্লাবকে প্রতিনিধিত্ব করবার বাধা নাই। মিঃ নর্টন আরও বলেন যে, খেলার মধ্যে ধর্ম্মের প্রশ্ন আনলে তার ফল খুব খারাপ, আই, এফ, এর গঠনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িকতা প্রবর্ত্তনের তিনি তীব্র বিরোধী। মিঃ নর্টনের বক্তৃতা পড়ার পর আপনাদের আর বোধ হয় বলতে হবে না যে মহামেডানের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের দাবী সত্যই অন্যায়।

*

ক্যালকাটা ক্লাব এ বছর খুব বেঁচে গেলো। তাদের দ্বিতীয় বিভাগে খেলার কথা ছিল কিন্তু ক্যামেরোনিয়ান্স দল এই বছর লীগ থেকে নাম উঠিয়ে নিয়েছে বলে ঐ শূন্যস্থানে ক্যালকাটাকে প্রথম বিভাগে

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন!

এসোসিয়েটেড প্রোডাকসান্স-এর
প্রথম বাণী-চিত্র

পরিচালক:
দীনেশ দাস
সুর-শিল্পী:
কৃষ্ণচন্দ্র দে

আলো-ছায়া
আলো-ছায়া

শ্রেষ্ঠাংশে:
মলিনা, শ্রীলেখা মঞ্জরী
পঙ্কজ রতীন, শৈলেন
...চন্দ্র দে, শ্যাম লাহা
এবং আরও অনেকে।

চিত্রায়
আসিতেছে!

চিত্র-পরিবেশক:
এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লি:

খেলার অনুমতি আই, এফ, এ দিয়েছে। ক্যালকাটার মতন প্রাচীন ও বিখ্যাত ক্লাবকে যদি দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে হতো তার থেকে দুঃখের বিষয় আর কিছু ছিলো না। ড্যালহৌসী ক্লাবকেও এ বছর তৃতীয় বিভাগে না খেলে দ্বিতীয় বিভাগে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

*

গত শনিবার ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড অব ইণ্ডিয়ার এক সভা হয়ে গেছে। সভাতে এই বোর্ডের গঠনতন্ত্রের অনেক পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। পেশাদারী ক্রিকেট খেলোয়াড়ের প্রবর্ত্তনের জন্যে এবার তাদের কি রকম মাইনে দিতে হবে সে সম্বন্ধে তালিকা তৈয়ার হয়েছে। এতদিন লুকিয়ে ছিল যে-সব পেশাদার খেলোয়াড়রা এবার তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। একটা জিনিষ খুব লক্ষ্য করার বিষয় যে অন্যান্য দেশের মত অন্ততঃ ক্রিকেট জগতে পেশাদার ও এমেচার খেলোয়াড়দের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকবে না।

*

সিংহল থেকে ক্রিকেট দলের আসা সম্পর্কে বোর্ড এই সর্ত্ত দিয়েছেন যে তারা নিজেদের যাতায়াত ও খাওয়ার খরচ বহন করবে, তার বদলে বোর্ড তাদের টিকিট বিক্রয়লব্ধ টাকার শতকরা ৭৫ ভাগ দেবে। ভারত থেকে ক্রিকেট দল যখন সেখানে যাবে তারাও এই সর্ত্তে যাবে।

*

১৯৪০-৪১ সালে অষ্ট্রেলিয়া থেকে একটা টীম আনার জন্য ফ্র্যাঙ্ক ট্যারেণ্ট কত টাকা চেয়েছেন জানেন? ১,৬২,০০০৲ টাকা, এই এক লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা ভারতের মতন দরিদ্র দেশ থেকে অষ্ট্রেলিয়ার হাতে যাবে? কবে আমাদের চোখ খুলবে?

*

সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রে আনন্দোচ্ছ্বাস দেখলুম যে অল্‌-ইণ্ডিয়া একাদশের মধ্যে ৭ জন নাকি বাংলাদেশের—তার জন্য তারা খুব গৌরবান্বিত। একবার তাঁরা কি চোখ খুলেও দেখেন নি এর মধ্যে বাঙ্গালী ক'জন? ধ্যানচাঁদের খেলা দেখতে যাঁরা খুব আশা করে গিয়েছিলেন তারা হতাশ হয়েছেন কেন না রূপসিং ছাড়া ধ্যানচাঁদের খেলা খোলে না। রূপসিং খেললে ধ্যানচাঁদের খেলার জৌলুষ শতগুণে বেড়ে যায়। এই খেলাতে রেষ্টদল ৪-২ গোলে হেরেছে। অল্‌-ইণ্ডিয়ার হয়ে ধ্যানচাঁদ দিয়েছেন ২টা গোল, চিরঞ্জিৎ ও কার একটা করে। রেষ্ট দলের মুনির দেয় ২খানা গোল, তাঁর খেলাই হয়েছে সবচেয়ে সুন্দর।

*

গত শনিবার নিখিল বঙ্গ মাংসপেশী প্রদর্শনী হয়ে গেছে। মিঃ ডি' সুজা এ বছর চ্যাম্পিয়ান হয়ে মণিময় চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও সর্ব্বাধিক সুগঠিত দেহের পুরস্কার পেয়েছেন। গ্রুপ 'বি'তে জেণ্টস্ ক্লাবের সিদ্ধেশ্বর গুপ্তকে প্রথম করা উচিত ছিল, তীব্র প্রতিযোগিতায় উৎকর্ষ দেখানো সত্ত্বেও কেন যে প্রথম পুরস্কারটা মহম্মদ হাসনকে দেওয়া হলো তা আমরা বুঝলুম না।

*

একে একে স্থানীয় ক্লাবগুলি বিদায় গ্রহণ করছে। মোহনবাগান মেসার্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে বোম্বের সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের কাছে (০-১) গোলে হেরে গেছে। মহামেডান স্পোর্টিং আর্ম্মেনিয়ান্সকে ১-০ গোলে হারিয়ে ক্রেসেণ্ট ক্লাব (করাচীর) কাছে ০-১ গোলে হেরেছে। ইষ্ট বেঙ্গল ইউরোপীয়ান ইনষ্টিটুটকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ভূপালের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেছে। রেঞ্জার্স, লিলুয়া, ক্যালকাটা এমন কি লীগ চ্যাম্পিয়ন বি. জি. প্রেস—এরাও বাইটন কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে। ভাল টীমের মধ্যে মিলিটারী মেডিক্যাল, কাষ্টমস, বি, এন, আর, ভূপাল, ভগবন্ত ক্লাব, দিল্লী হকি এসোসিয়েশন, পোর্ট কমিশনার্স প্রভৃতির মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা চলছে। ঝান্সী হিরোজ ধ্যানচাঁদ খেলা সত্ত্বেও ২-১ গোলে বি, এন, আর, 'বি'র কাছে হেরে গেছে। পুলিশ সেণ্ট জেভিয়ার কলেজকে ২-০ গোলে হারিয়ে চতুর্থ রাউণ্ডে উঠল।

বি. এন. আর 'এ' অতি কষ্টে ১-০ গোলে বেরিলীকে হারিয়ে এবার পুলিশের সঙ্গে খেলবে।

নববর্ষে সৌভাগ্য-সহচর
রূপ প্রসাধনে তৃপ্তিকর

বনকুসুম
কেশতৈল

বনকুসুম
স্নো

বনকুসুম
ক্যান্থারাইডিন

দীপালীর অনুগ্রাহকবর্গকে
অভিনন্দন জানায়—!

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের পরিমাণ ১,৭৭৩,১৬৮ বর্গ-মাইল ; ইহার লোকসংখ্যা (১৯৩১ সালের গণনানুযায়ী) ৩৫২,৮৩৭,৭৭৮, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর ⅕ অংশ। ইহার মধ্যে সমস্ত করদ রাজ্যের পরিমাণ ৭১৫,২৬৭ বর্গমাইল ও ইহাদের লোক সংখ্যা ৮১,৩১০,৮৪৫। বাকী সব ইংরেজ শাসনের অন্তর্গত।

(১) হিন্দু—২৩৯,১৯৫,০০০ (প্রায় ২৪ কোটী) অর্থাৎ লোকসংখ্যার শতকরা ৬৮·২

(২) বৌদ্ধ—১২,৭৮৭,০০০ (প্রায় ১⅓ কোটী) ... ৩·৬

(৩) শিখ—৪,৩৩৬,০০০ (প্রায় ৪৩½ লক্ষ) ... ১·২

(৪) জৈন—১,২৫২,০০০ (প্রায় ১২½ লক্ষ) ... ০·৩৬

(৫) পারসীক—১১০,০০০ (প্রায় ১ লক্ষ) ... ০·০৩

(৬) মুসলমান—৭৭,৬৭৮,০০০ (প্রায় ৮ কোটী) ... ২২·১৬

(৭) খ্রীষ্টান্—৬,২৯৭,০০০ (প্রায় ৬২ লক্ষ) ... ১·৮

(৮) প্রকৃতিবাদী—৮,২৮০,০০০ (প্রায় ৮৩ লক্ষ) ... ২·৪

ভারতীয় নৃপতিগণ ও তাঁহাদের রাজ্যপরিমাণ

রাজ্য	বর্গ মাইল্	তোপ সম্মান্	রাজ্য	বর্গ মাইল্	তোপ সম্মান
জাম্মু ও কাশ্মীর	৮৫,৮৮৫	২১	ত্রিবাঙ্কুর	৭,৬২৫	১৯
হায়দ্রাবাদ	৮২,৬৯৮	২১	ভূপাল	৬,৯২৪	২১
কালাত	৭৩,২৭৮	১৯	পাতিয়ালা	৫,৯৪২	১৯
যোধপুর	৩৬,০২১	১৭	কোটা	৫,৭২৫	১৯
মহীশূর	২৯,৪৭৫	২১	ময়ূরভঞ্জ	৪,২৪৩	৯
গোয়ালিয়র	২৬,৩৬৭	২১	নব নগর	৩,৭৯১	১৩
বিকানীর	২৩,১৩৭	১৭	জুনাগড়	৩,৩৩৭	১৩
ভূটান	১৮,০০০	১৫	কোল্হাপুর	৩,২১৭	১৯
ভাওয়ালপুর	১৬,৪৩৪	১৭	আলোয়ার	৩,১৫৮	১৫
যশল্মীর	১৬,০৬২	১৫	ভব নগর	২,৯৬১	১৩
জয়পুর	১৫,৫৯০	১৭	সিকিম	২,৮১৮	১৫
রেওয়া	১৩,০০০	১৭	টঙ্ক	২,৫৫৩	১৭
উদয়পুর	১২,৯২৩	১৯	ভারতপুর	১,৯৭৮	১৭
ইন্দোর	৯,৯০২	২১	রাজ পিপলা	১,৫১৭	১৩
মণিপুর	৮,৬৩৮	১১	কোচীন্	১,৪৩১	১৭
কচ্ছ	৮,২৪৯	১৭	কুচবিহার	১,৩১৮	১৩
বরোদা	৮,১৬৪	২১	নাভা	৯৪৭	১৩
			রামপুর	৮৯২	১৫
			কাশী	৮৭৫	১৩
			কপূরতলা	৫৯৯	১৩

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

গত সপ্তাহে একটি মনোরম লোকেশানে পরিচালক অমর মল্লিক তাঁহার দো-ভাষী ছবি "হারজিৎ" (হিন্দী) ও "অভিনেত্রী" (বাংলা)র শূটিং করিয়াছেন।

পরিচালক ফণী মজুমদার গত সপ্তাহে তাঁহার "ডাক্তারে"র জন্য ভারতবিশ্রুত বেঙ্গল কেমিক্যালে গিয়া কয়েকটি প্রয়োজনীয় দৃশ্য গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে যে ছবিখানির আকর্ষণী-শক্তি অনেক খানি বাড়িয়া গেল সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

চিত্রায় "পরাজয়" ৬ষ্ঠ সপ্তাহে পড়িল।

নিউ সিনেমায় "জিন্দগী" ৩য় সপ্তাহে পড়িল।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় কুচবিহার ও জয়ন্তী পাহাড়ে "ঠিকাদারের" যে সমস্ত বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হইয়াছে, ল্যাবরেটারীর কাজের পর দেখা গেল যে সেগুলি ভালই হইয়াছে। আব্বাসউদ্দীন ও কমলা (ঝরিয়া)র গানগুলি জনপ্রিয়তা লাভের সম্ভাবনা রাখে।

"অবতার" পরিচালনা করিতেছেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। দুর্গাদাস, অহীন্দ্র

চিত্র পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার পরবর্ত্তী বাংলা চিত্র

"শাপমুক্তি"র

প্রধান চরিত্রাভিনয়ের জন্য একজন সুদর্শনা অভিনেত্রীর (আবৃত্তি করিতে অভ্যস্তা) প্রয়োজন। নূতন অভিনয়েচ্ছুকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দেওয়া হইবে। ফটোগ্রাফ সহ আবেদন করুন অথবা যে কোনো দিন প্রাতে ৯॥০টা হইতে ১০॥০টার মধ্যে ৯৩াই রসা রোড (সাউথে) নীচের তলায় স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করুন।

(ফোন নম্বর—সাউথ ১৮৭)

চৌধুরী, ভূমেন রায়, রেণুকা, পান্না প্রভৃতিকে লইয়া প্রায়ই তাঁহাকে দমদমে বহির্দৃশ্য গ্রহণ করিতে যাইতে হইতেছে।

দিল্লী এবং লাহোরে "মাতয়ালী মীরা" (হিন্দী ও পাঞ্জাবী) মুক্তিলাভ করিয়াছে। শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তি-দিবস ঘোষিত হইবে।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

"তটিনীর বিচার"-এর ট্রেলার এখন চিত্রা ও রূপবাণীতে দেখানো হইতেছে। আগামী ৪ঠা মে রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করিবে। মঞ্চে নাটকখানি যে অসাধারণরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিল, আশা করা যায় যে চিত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

সুশীল মজুমদার এবার একখানি দোভাষী ছবি তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

পরিচালক হীরেন বসু তাঁহার "অমর গীতি" লইয়া ব্যস্ত।

"হিন্দুস্থান হামারা" এই সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হইবে বলিয়া প্রকাশ।

কেদার শর্ম্মার "চিত্রলেখা" চিত্রে অজন্তার কারুকার্য্যময় বিপুল ঐশ্বর্য্য দেখা যাইবে।

সংবাদিকা

কালী ফিল্মস নরেশ মিত্রের পরিচালনায় "বাংলার মেয়ে" তুলিতেছেন।

*

প্রমথেশ বড়ুয়ার দারিয়ানী প্রোডাকশানে প্রথম ছবির নামকরণ হইয়াছে "শাপমুক্তি।" এখানি বাংলা ছবি হইবে।

*

বহুদিন হইতেই শুনিতেছি কমলা টকীজের "রাজকুমারের নির্ব্বাসন" নামক একখানি ছবি তোলা হইবে, এতদিনে শুনিলাম যে তাহার কাজ নাকি আরম্ভ হইল।

*

"শ্রী" সিনেমায় আগামী ৪ঠা মে

শোনা কথা

পৃথিবীর দীর্ঘতম বিমান-পথ

টাসমান এয়ার মেল সার্ভিসের সমস্ত প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। এই বিমান-পথ গ্রেট ব্রিটেন ও নিউজিল্যাণ্ডকে সংযুক্ত করিবে। ১৯২১ সালে রয়েল এয়ার-ফোর্স কর্তৃক প্রথম মিশর ও ইরাকের মধ্যে বিমান যোগে ডাক ও মেল বহন করা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ইম্পিরীয়াল এয়ারওয়েজ কাইরো-বাগদাদ সার্ভিস খোলেন এবং পারস্য উপসাগরের বসরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৯২৯ সালে করাচী ও ১৯৩৩ সালে কলিকাতা পর্য্যন্ত এই লাইনের মধ্যে আসে। তারপর রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত বিস্তারের পর ডিসেম্বর ১৯৩৪ সালে গ্রেট ব্রিটেন হইতে অষ্ট্রেলিয়া গমনাগমনের পথ সুগম হয়।

মতিমহল থিয়েটার্সের "কমলে কামিনী" মুক্তিলাভ করিবে।

প্রভাত সিনেমায় এতদিন শুধু ভারতীয় চিত্রই দেখান হইতেছিল, এখন হইতে পরিবর্ত্তিত নামে সুসংস্কৃত চিত্রাগারে ইংরাজী ছবি দেখানো হইবে।

*

ওয়াদিয়া মুভীটোনে বসু-দম্পতি

বোম্বায়ের ওয়াদিয়া মুভীটোনে শ্রীমতী সাধনা ও শ্রীমধু বসু যোগদান করিয়াছেন। এখানে শ্রীযুত বসু দুইখানি ছবি পরিচালনা করিবেন। দুইখানি ছবিতেই নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী সাধনা বসু চিত্রাবতরণ করিবেন। হিন্দী ও বাংলায় ছবি দুইখানি গৃহীত হইবে। প্রথম ছবির নামকরণ হইয়াছে "রাজনর্ত্তকী।" গল্প লিখিয়াছেন যশস্বী নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়।

নিউজিল্যাণ্ডকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতে ছিল, কিন্তু ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসের আগে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই।

এতদিনে ক্যাপ্টেন জে, ডবলু, বার্জেসের চেষ্টায় তাহা সফল হইয়াছে। এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন নর্থ আমেরিকা হইতে নিউজিল্যাণ্ড ১১,৮৫৩ মাইল—রীতিমত ভাবে বিমান পথে যাতায়াত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে ব্যবসায়-সংক্রান্ত ব্যাপারে যে খুবই সুবিধা হইল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিদ্যালয়

গত ৮ই বৈশাখ, রবিবার, রবীন্দ্র সঙ্গীত বিদ্যালয়ের একাদশ বার্ষিক জন্মোৎসব মাননীয় ডাঃ এম, এন, সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে, পি ৫ চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে ডাঃ হাজারীর আই হস্‌পিটাল হলে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা শ্রীমতী সুধাকণা মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক নৃত্যগীত, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

আবশ্যক

নিম্নোক্ত স্থানে আমাদের পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য অধ্যবসায়ী, শিক্ষিত ও জনপ্রিয় এজেণ্ট আবশ্যক, অবিলম্বে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

১। খুলনা ২। যশোহর ৩। ঢাকা ৪। মৈমনসিংহ ৫। বগুড়া ৬। সৈয়দপুর (রংপুর) ৭। গোয়ালপাড়া ৮। লাকসাম ৯। অণ্ডাল ১০। ধানবাদ ১১। বর্দ্ধমান ১২। সিউড়ী ১৩। রাণীগঞ্জ ১৪। হাজারীবাগ ১৫। জয়পুর হাট।

এজেন্সী ম্যানেজার,
দীপালী

রেণুকা ফিল্মস'এর
পুনর্মিলন ও "নটী" দে-খি-বে-ন
পরিচালক ঃ আলোক গাঙ্গুলী
প্রযোজক ঃ হৃষিকেশ ব্যানার্জ্জি
২৮৫-কে, বহুবাজার ষ্ট্রীট — ফোন কলি: ৬১৭৯

"বিসর্জ্জন" ও সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "মদনভস্ম" অভিনীত হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয় ও বালিহারের কুমার বাহাদুর প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রীদিগের অভিনয় দর্শনে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। "বিসর্জ্জন" অভিনয়ে গোবিন্দমাণিক্যের ভূমিকায় কুমারী স্মৃতিকণা মুখার্জ্জীর, রঘুপতির ভূমিকায় বেলা ঘোষের ও জয়সিংহের ভূমিকায় পুষ্প শেঠের অভিনয় দর্শকবৃন্দকে বিশেষ চমৎকৃত করিয়াছে। অপর্ণার ভূমিকায় কুমারী দুর্গা ভড়ের গান চমৎকার হইয়াছিল। "মদনভস্ম" অভিনয়ে শঙ্করের ভূমিকায় বেলা ঘোষের অভিনয় বেশ সুন্দর হইয়াছে। মদনের ভূমিকায় স্মৃতিকণা মুখার্জ্জীর, রতির ভূমিকায় লতিকা শীলের ও বসন্তের ভূমিকায় নীরা বরাটের নৃত্যগীত বড় মধুর হইয়াছিল। "বিসর্জ্জন" অভিনয়ে নক্ষত্রের ভূমিকায় রেখা বসুর অভিনয় বেশ হাস্যরসপূর্ণ হইয়াছিল।

মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের বিশেষ পরিচয় দেয়। ডাঃ হাজারী অভ্যাগতদিগকে আদর যত্নে আপ্যায়িত করেন।

শিবপুর এনটারটেনাস

গত ২০শে এপ্রিল, শনিবার, উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী হলে "মাটির ঘর" ও "বিজয়া" অভিনীত হয়।

হবিগঞ্জে নব বর্ষোৎসব

হবিগঞ্জ সাহিত্য সভার উদ্যোগে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও নববর্ষের উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবৎসর ৩১শে মে চৈত্র হইতে সুরু করিয়া ২রা বৈশাখ পর্য্যন্ত তিন দিবসব্যাপী বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক কার্য্য তালিকা সুষ্ঠুরূপে অনুসৃত হয়।

৩১শে চৈত্র স্থানীয় বৃন্দাবন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দয়ারাম মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে বালিকাগণ কর্ত্তৃক একটি কোরাস সঙ্গীত গীত হয়। অতঃপর করিমগঞ্জের পল্লীবাসী শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় স্বরচিত "বর্ষশেষ" নামক একটি কবিতা পাঠ করেন। জে, কে, ইনষ্টিটিউটের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত নিস্তারণ ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয় প্রাচীন সাহিত্য ও প্রগতি সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদর্শন করেন। উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত গল্প প্রতিযোগিতায় বালক বালিকাগণের লেখা হইতে যে দুইটী গল্প সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা সভায় পঠিত হয়। অতঃপর বালক ও বালিকাগণের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা চলে। বালিকাদের মধ্যে গল্প প্রতিযোগিতায় কুমারী বাণী তরপদার ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় কুমারী তারা চৌধুরী এবং বালকদের মধ্যে গল্প প্রতিযোগিতায় শ্রীমণি মোহন রায় ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় শ্রীসমীর বিশ্বাস প্রথম স্থান অধিকার করে। সভাপতির সুচিন্তিত অভিভাষণের পর অধিক রাত্রে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

১লা বৈশাখ বালক ও বালিকাদের মধ্যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হয়। সভায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সুবিখ্যাত ওস্তাদ আয়াৎ আলী খাঁ ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় বি, এল, প্রমুখ গুণীবর্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বিচারকার্য্য করেন। সঙ্গীত ও যন্ত্র প্রতিযোগিতায় বহু বালক ও বালিকা যোগদান করে। তৃতীয় দিবস ২রা বৈশাখ প্রথমেই স্থানীয় সুর-সংসদ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত অনিল রায় ও রণজিৎ নাগের নেতৃত্বে ঐক্যতান বাদন হয়। অতঃপর পুনরায় নৃত্য সঙ্গীত ও যন্ত্র প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। রাত্রি ১০॥ ঘটিকায় সঙ্গীত ও যন্ত্র প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হয়। জনপ্রিয় প্রাচীন নেতা শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস এম, এ, একটি সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা পুরস্কার বিতরণ করেন।

১লা বৈশাখ ও ২রা বৈশাখের অনুষ্ঠানে বহু টাকার টিকিট বিক্রী হয়।

পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম

১। খেয়াল—মেয়েদের ১ম কুমারী মনসা দেব; ২য় কুমারী উমা নন্দী

২। খেয়াল—ছেলেদের ১ম শ্রীমান অধীর দেব

৩। আধুনিক—মেয়েদের ১ম কুমারী বীনা দত্তগুপ্তা, ২য় কুমারী উমা নন্দী, ৩য় কুমারী লীলা গুপ্তা

৪। রবীন্দ্রসঙ্গীত—মেয়েদের ১ম কুমারী উমা নন্দী, ২য় কুমারী লিলি পাল

৫। আধুনিক ছেলেদের ১ম শ্রীমান পরমেশ ধর

৬। ভজন—১ম কুমারী উমা নন্দী, ২য় কুমারী লীলা গুপ্তা

৭। কীর্ত্তন—১ম শ্রীশান্তিসুধা রায়

৮। সেতার—কুমারী নীলিমা নন্দী

৯। সঙ্গীত—ছোট মেয়েদের ১ম কুমারী মিনতি দেবী, ২য় কুমারী বীথিকা দত্তগুপ্তা

১০। নৃত্য—১ম কুমারী ভানু, ২য় কুমারী বীথিকা দত্তগুপ্তা

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২।০। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬।০। ঔষধগুলি গ্যারান্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

অডিটারের হিসাবে গত বৎসর দীপালী (ইংরাজী ও বাংলা)র সাপ্তাহিক প্রচার—১৩,৩০৩ সংখ্যা

স্থাপিত • ১৯২৯

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ২রা মে ১৯৪০ : বৃহস্পতিবার : ১৯শে বৈশাখ ১৩৪৭ [১৮শ সংখ্যা

কলিকাতার নূতন মেয়র ও সুভাষবাবু

—ফাল্গুনী

কলিকাতার নূতন মেয়রকে সাদর স্বাগত জানাই।

মিঃ আবদর রহমান সিদ্দিকী এম্, এ, বি, এল্, এম্, এল্, এ, নিখিল ভারত মুস্লীম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য, ১৮৮৭ সালে বোম্বায়ে জন্মগ্রহণ করেন। আমেদাবাদে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ১৯০৭ সালে আলিগড় হইতে বি, এ পাশ করেন। তাহার পর ভাগ্যান্বেষণ করিতে করিতে পরলোকগত মহম্মদ আলি সাহেবের "কম্‌রেড্" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সহকারী সম্পাদক রূপে ইনি কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করেন। এই সময়ে ইনি এম্, এ ও আইন পরীক্ষাও পাশ করেন। ১৯১২ সালে তুর্কি এবং ১৯১৯ সালে নিখিল ভারত মুস্লীম লীগের প্রতিনিধি রূপে সাউথবরো কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে মিঃ সিদ্দিকী বিলাতও গিয়াছিলেন! ১৯২৪ সালে লণ্ডনে ইনি আমদানি ও রপ্তানির কারবার করেন। এই সময় হইতে ইনি ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েন। এখন কলিকাতায় ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত (১৯৩২ সালে) ফেডারেল ইউনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃর ইনি তত্ত্বাবধান করেন। মুস্লীম চেম্বার অফ্ কমার্সের মনোনয়নে ১৯৩৬ সালে ইনি এম্, এল্, এ হয়েন।

গত পূর্ব্ব বুধবার ২৪শে এপ্রিল শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর প্রস্তাবে এবং মিঃ এম্, এ, এচ্, ইস্পাহানির সমর্থনে ৬১।২৮ ভোটে মেয়র নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুত সুশীলচন্দ্র সেন (স্বাধীন) ৬২।২৯ ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। শ্রীযুত সেনের নাম প্রস্তাব করেন হিন্দু মহাসভার শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সমর্থন করেন—মিঃ বি, এম্, জি, ভান্‌ন্।

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"ব্লতিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এভিন্‌বরা এভেনিউ
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

ডেপুটি মেয়রের পদে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ ব্রহ্ম নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ফণীন্দ্র বাবুর নাম মিঃ ইস্পাহানি প্রস্তাব করেন এবং সুভাষ বাবু তাহার সমর্থন করেন।

তুমি আমার পিঠ চুল্‌কাইয়া দাও, আমি তোমার পিঠ চুল্‌কাইয়া দিই। সুভাষবাবু মুস্‌লীম লীগের সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন, তাহার দ্বিতীয় পর্ব্বও সমাপ্ত হইল। প্রথম পর্ব্বে সুভাষবাবু অলডারম্যান্ হইয়াছেন।

মিলনের প্রথম কয়েকটা দিন স্বপ্নের মত দুরন্ত দুঃসহ সুখেই কাটে, কি পরিণয়ে কি অভিনয়ে—শেষ পর্য্যন্ত এই সুখের স্মৃতিই বৃশ্চিক দংশনের মত জ্বালাময় হইয়া উঠে। প্রভাতের রবি দিনের সূচনা করে, তবে সেটা সু কি কু তাহার হিসাব হয় সন্ধ্যাবেলা। কাজেই, প্রথমটা দেখিয়াই 'শেষের সে দিন' আমরা কল্পনা করিতেছি না, তবে সুভাষবাবুর দিক হইতে যে কোনও অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হইবে, তাহাও মনে হয় না—কারণ সুভাষবাবু একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ভদ্রতার হিসাবে, খ্যাতির খাতিরে এবং সর্ব্বশেষে অলডারম্যানীর জন্যও সুভাষবাবু যে লীগের সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য করিবেন, এ বিশ্বাস আমাদের হইয়াছে।

অলডারম্যান নির্ব্বাচনে আমি গাহিয়াছিলাম মুস্‌লীম লীগের জয়—এবার গাহিতেছি, সুভাষবাবুর জয়। মুস্‌লীম লীগ্ ও সুভাষবাবু এখন হরি ও হর অর্থাৎ প্রথম বলেন হরি? হরণ করি? দ্বিতীয় বলেন—হর'। ভূপতিত সুভাষ বাবুকে মুস্‌লীম লীগ দয়াপরবশ হইয়া হাত বাড়াইয়া তুলিলেন, সুভাষবাবু সকৃতজ্ঞভাবে কহিলেন, বাঁচাইলে বন্ধু।

সুভাষবাবু শক্তিশালী মুস্‌লীম লীগের আরও শক্তিবর্দ্ধন করিয়া নিজে দুর্ব্বল হইয়া প্রবলের মুখাপেক্ষী অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী রূপে রহিলেন—অবশ্য অলডারম্যান হইয়া।

নির্ব্বাচনের বহুবাচন এবং বহুবচন সুসম্পন্ন হইল—এইবার হইবে কর্পোরেশনে কার্য্যারম্ভ।

মেয়র নির্ব্বাচনান্তে মেয়রকে যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করা সনাতন রীতি—সকলেই করিলেন—বেশ হইল। কিন্তু সুভাষবাবু ও সিদ্দিকী সাহেব দুইজনে সম্বর্দ্ধনা ও আপ্যায়ন সূত্রে যাহা বলিলেন, তাহা কিছুতেই সম্যকরূপে আমার বোধগম্য হইতেছে না। ভাবার্থ যদিও দুইজনেরই এক।

মেয়র বলিলেন, তিনি কর্পোরেশনের বহু উন্নতি সাধন করিবেন। অবশ্য এ উক্তিটি কলিকাতা কর্পোরেশনের মতই এত পুরাতন এবং প্রতি বৎসর শুনিয়া শুনিয়া এত সহজ হইয়া উঠিয়াছে যে এ বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার আমি কোন প্রয়োজন মনে করি না। তিনি বলিলেন, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তিনি কলিকাতার করদাতাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ করিবেন।

কংগ্রেসের নামে সুভাষবাবু বাংলায় যাহা প্রচলন করিতে চাহিতেছেন, তাহা কংগ্রেস তো নয়ই বরং কংগ্রেস-বিরোধী একটা-কিছু, এটি বসু মহাশয়ের স্ব-তন্ত্র। অবশ্য, বসু মহাশয় আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যাহা করিতেছেন, তাহা তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী কয়েকজন স্তাবক যে-কোনও কারণেই হউক এখনও সমর্থন করিতেছে, কিন্তু কতদিন করিবে বা করিতে পারিবে, তাহার অনুমান করাও বিশেষ শক্ত নয়। সুভাষ বাবুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তিনি মধ্যনদীতে দাঁড়াইয়া যেরূপ দ্রুত চোরাবালিতে বসিয়া যাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার নেতৃত্বের যে কোন চিহ্নও আর অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা মনে হয় না।

এ কথা যাউক: যে কংগ্রেস মুসলীম লীগকে নিখিল ভারতীয় মুসলমানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন, সুভাষ বাবু কংগ্রেসের নামে তাহাই করিলেন। যে-মুস্‌লীম লীগ স্থানে অস্থানে সময়ে অসময়ে কংগ্রেসকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, কংগ্রেসের নামে সুভাষ বাবু সেই মুসলীম লীগের নিকট নতজানু হইয়া ব্যক্তিগত অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিলেন না; যে-মুস্‌লীম লীগ হিন্দু-বিরোধিতা ও হিন্দু-বিদ্বেষে ভারতবর্ষকে পর্য্যন্ত দ্বিধা বিভক্ত করিতে কুণ্ঠিত নয়, সুভাষ বাবু কলিকাতার নাগরিক হিন্দুগণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যক্তিগত পদগৌরবের মোহে সেই মুস্‌লীম লীগের নিকট খণ্ডিত হিন্দুশক্তিকে উপঢৌকন দিতে লজ্জিত হইলেন না; যে-মুস্‌লীম লীগের সভ্যগণ কর্ত্তৃক কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধিত হইয়া হিন্দুদের স্বার্থহানি ঘটাইল, সুভাষ বাবু সেই মুস্‌লীম লীগের দলে হিন্দু হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হইলেন না। অথচ ইনি অলডারম্যান হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহু চিত্তচমকপ্রদ মনোহারী বচনে জনসাধারণের নিকট আত্মপ্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—যে তিনি দেশের লোককে আকাশের চাঁদ হাতে না দিয়া জল গ্রহণ করিবেন না।

আত্মসর্ব্বস্বতা এমনি সম্মোহিনী, স্বার্থ এমনি অন্ধ।

সুভাষবাবু যদি বড় বড় কথা যথা দেশ জাতি সমাজ প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া, শুধু নিজের কথাই বলিতেন এবং এখনও বলেন তাহা হইলে কাহারও কোনও আপত্তির কারণই থাকিবে না। প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ বিদ্যা বুদ্ধি ও সুযোগের দ্বারা নিজ নিজ অন্ন সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠার প্রচার ও প্রসারে যেমন ব্যস্ত, সুভাষ বাবুও তেমনি করুন্ অন্য সকলের মত, কেহই তাহাতে কিছুই বলিবে না। কিন্তু দেশের জাতির বা সম্প্রদায়ের নামে কোনও কিছু বলিলে নিশ্চয়ই আমরা

তাহার প্রতিবাদ করিব, কারণ দেশের জাতির বা সমাজের মধ্যে আমরাও আছি, এবং আমরা আমাদের নামে কোনও কার্য্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করি নাই। তিনি ঝিঙ্গা ভাজুন, পটল বলিবেন না।

মুসলীম লীগ লীগ্‌-সভায় ও সর্ব্বত্র প্রকাশ্যে হিন্দুবিদ্বেষ ও হিন্দুর স্বার্থহানির বার্ত্তা প্রচার করিয়া, কর্পোরেশনের বিপুল প্রাসাদে প্রবেশ করিবামাত্রই যে কি করিয়া হিন্দুর স্বার্থ ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, কি করিয়া হিন্দুর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ন্যায় বিচার করিবেন, কি যাদুমন্ত্র বলে বা অতিমানুষিক শক্তির প্রভাবে এক এক স্থানে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবেন—ইহা আমাদের বুদ্ধির অতীত, সুভাষ বাবু দিব্যজ্ঞানে হয়ত সব স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু উক্ত সব ব্যাপার আমাদের অ-দৃষ্ট !!

মুস্‌লীম লীগ ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া যখন হিন্দু-ভারত ও মুসলীম-ভারত করিতে এত উদ্যোগী—তখন কলিকাতা কর্পোরেশনও যে মুস্‌লীম লীগ তথা সুভাষচন্দ্র বসুর প্রভাবে হিন্দু-কলিকাতা ও মুস্‌লীম-কলিকাতায় বিভক্ত হইবে না, কে বলিতে পারে? এরূপ হইলে সুভাষ বাবু মুসলিম-ভারতে অলডারম্যান্‌ অপেক্ষাও যে একটা উচ্চতর মন্‌সবদারের এক পদ বখশীশ পাইবেন, ইহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

সামাজিক সমস্যামূলক
উপন্যাস

"জয়ন্তী"

মূল্য—২৷৷০ টাকা।

দীপালী গ্রন্থশালা ও
সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

মোসলেম লীগ অধিবেশন

১৯০৭—১ম	অধিবেশন	করাচী	সভাপতি—আদমজী পীরভাই
১৯০৮—২য়	„	অমৃতসর	„ স্যার আলী ইমাম
১৯০৯—৩য়	„	দিল্লী	„ অনারেবল স্যার গোলাম মোহাম্মদ আলী
১৯১০—৪র্থ	„	নাগপুর	„ হিজ হাইনেস আগা খাঁ
১৯১১—৫ম	„	কলিকাতা	„ নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ
১৯১২—৬ষ্ঠ	„	লক্ষ্ণৌ	„ মিয়া স্যার মোহাম্মদ শফী
১৯১৩—৭ম	„	আগ্রা	„ স্যার এবরাহিম রহিমতুল্লাহ
১৯১৪—যুদ্ধের জন্য অধিবেশন বন্ধ			
১৯১৫—৮ম		বোম্বাই	„ মিঃ মজহারুল হক
১৯১৬—৯ম		লক্ষ্ণৌ	„ মিঃ এম, এ, জিন্না
১৯১৭—১০ম		কলিকাতা	„ মওলানা মোহাম্মদ আলী (অন্তরীণ) অভিভাষণ পাঠ করেন মাহমুদাবাদের মহারাজা
১৯১৮—১১শ		দিল্লী	সভাপতি—মিঃ এ, কে, ফজলুল হক
১৯১৯—১২শ		অমৃতসর	„ হাকিম আজমল খাঁ
১৯২০—১৩শ		নাগপুর	„ ডাঃ এম, এ, আনসারী
১৯২১—১৪শ		আহমেদাবাদ	„ মওলানা হজরত মোহানী
১৯২৩—১৫শ		লক্ষ্ণৌ	„ শেখ গোলাম মোহাম্মদ ভুরপুরী
১৯২৪—১৬শ		বোম্বাই	„ স্যার সৈয়দ রেজা আলী
১৯২৫—১৭শ		আলীগড়	„ স্যার আবদুর রহীম
১৯২৬—১৮শ		দিল্লী	„ স্যা'র আবদুল কাদীর
১৯২৭—১৯শ		কলিকাতা	„ স্যা'র মোহাম্মদ এয়াকুব
„ —		লাহোর	„ স্যার মোহাম্মদ শফী
১৯২৮—২০শ		কলিকাতা	„ রাজাসাহেব মাহমুদাবাদ
১৯২৯—২১শ		এলাহাবাদ	„ স্যার মোহাম্মদ একবাল
১৯৩১—২২শ		দিল্লী	„ স্যার জাফরুল্লা খাঁ
১৯৩৩—২৩শ		„	„ খান বাহাদুর হেদায়েত হোছেন
১৯৩৬—২৪শ		বোম্বাই	„ স্যার ওয়াজীর হাসান
১৯৩৭—২৫শ		লক্ষ্ণৌ	„ মিঃ এম, এ, জিন্না
১৯৩৮—স্পেশ্যাল		কলিকাতা	„ ঐ
১৯৩৯—২৬শ		পাটনা	„ ঐ
১৯৪০—২৭শ		লাহোর	„ ঐ

ভারতের ভাষা

পশ্চিমী হিন্দী	৭১, ৫৪৭, ৬৪১
বাংলা	৫৩, ৪৬৪, ৪৬৯
বেহারী হিন্দী	২৭, ৯২৯, ৫৫৯
তেলেগু	২৬, ৩৭৩, ৭২৭
মারাঠী	২০, ৮৯০, ৬৫৮
তামিল	২০, ৪১২, ৬৫২
পঞ্জাবী	১৫, ৮৩৯, ২৫৪
রাজস্থানী	১০, ৮৯৭, ৮৯৬
কানাড়ী	১১, ২০৬, ৩৮০
উড়িয়া	১১, ১৯৪, ২৬৫
গুজরাতী	১০, ৮৪৯, ৯৮৪
মালয়ালী	৯, ১৩৭, ৬১৫
পশ্চিমী পঞ্জাবী	৮, ৫৬৬, ০৫১
পূর্ব্বী হিন্দী	৭, ৮৬৭, ১০৩
খেরওয়ারী	৪, ০৩১, ৯৭০
সিন্ধী	৪, ০০৬, ১৪৭
অসমীয়া	১, ৯৯৯, ০৫৭
পুস্ত	১, ৬৩৪, ৪৯০
কাশ্মিরী	১, ৪৩৮, ০২১
ইংরাজী	৩১৯, ৩৪৯

*

শূন্যে জলস্তম্ভ

কয়েকদিন পূর্ব্বে বেলা ১০ ঘটিকার সময় পুরীতে সমুদ্রে এক বিস্ময়কর নৈসর্গিক ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। এক পাঁচ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট জলস্তম্ভ সমুদ্র হইতে আকাশের দিকে উত্থিত হয় এবং মেঘ পর্য্যন্ত পৌঁছে।

অর্দ্ধ ঘণ্টারও অধিক সময় যাবৎ এই জলস্তম্ভ শূন্যে অবস্থান করে। শত শত লোক এই দৃশ্য দেখিয়াছে। একজন ইউরোপীয়ান এই দৃশ্যের আলোক-চিত্রও গ্রহণ করেন।

*

ধরণীর আর্ত্তনাদ

গত দুই সন্ধ্যা যাবৎ স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ দূরে কামান গর্জ্জনের মত একটা অস্বাভাবিক গুম্ গুম্ শব্দ শুনিতে পাইতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, নেপাল অঞ্চল হইতে কোনও প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ ঐরূপ শব্দ আসিতেছে। আবার কেহ কেহ এইরূপও অনুমান করিতেছেন যে, পূর্ণিয়ায় সম্প্রতি যে প্রবল ঝড় হইয়া গিয়াছে, তাহার সহিত উক্ত শব্দের কোনও যোগাযোগ রহিয়াছে। আমরা বলি বেহারে ধরণী আর্ত্তনাদ করিতেছেন।

*

অপূর্ব্ব রামধনু

দুইদিন পূর্ব্বে নারায়ণগঞ্জের উপর রামধনুর আকারের উজ্জ্বল বহুবর্ণ-রঞ্জিত একটী আলো বজ্র গর্জ্জনের সহিত আবির্ভূত হয়। সমগ্র শহর সেই আলোতে বিকশিত হইয়া উঠে। এই প্রাকৃতিক ঘটনা বৈদ্যুতিক শক্তি হইতেই উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহার ফলে অনেকগুলি বৈদ্যুতিক লাইন জ্বলিয়া গিয়াছে। উক্ত আলো প্রায় ৫ মিনিটকাল আকাশে বর্ত্তমান থাকিয়া আস্তে আস্তে মিলাইয়া যায়।

*

ষণ্ডেশ্বর

আগ্রা হইতে নাগপুরে একটী আশ্চর্য্য ষাঁড়ের আবির্ভাব হইয়াছে। ষাঁড়টির নাম 'ভোলানাথ'। 'ভোলানাথ' তাহার দৈববল দ্বারা প্রত্যহ স্থানীয় জনসাধারণকে চমৎকৃত করিতেছে।

সম্প্রতি স্থানীয় কৃষি কলেজে এই জন্ত একটি প্রদর্শনী হয়। 'কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কে?' এই প্রশ্ন করার পর ভোলানাথ অনায়াসে ভীড়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে প্রিন্সিপ্যালের সম্মুখে গিয়া দাঁড়ায়। 'ভোলানাথের' শিংএর উপর এক ভদ্রলোক তাঁহার ফাউণ্টেন পেনটি গুঁজিয়া দিবার পর, ভোলানাথ উক্ত পেনের মালিককে কলমটি ফিরাইয়া দেয়। ভোলানাথের এই দৈবক্ষমতা দেখিবার জন্ত টিকিটের হার ২ পয়সা হইতে বর্ত্তমানে ৫৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কোন মামলায় প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত করিবার জন্ত ভবিষ্যতে এই ষাঁড়টির প্রয়োজন হইতে পারে।

*

পৃথিবীর প্রাণরক্ষা

হাবার্গ প্রভৃতির জ্যোতির্ব্বিদগণ দেখিয়াছেন যে পৃথিবী অতি অল্পের জন্ত রক্ষা পাইয়াছে। সৌরজগতে ইহার জন্ত একটি বিরাট বিপর্য্যয় হইত। ছায়াপথে এক সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষ হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। এই সূর্য্যটি বিস্ফোরিত হইয়া গিয়াছে। এই সূর্য্য আমাদের সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ। ইহা যে অনু পরমাণুর দ্বারা গঠিত তাহা শিথিল হইয়া যাওয়ায় সহস্রধা বিচ্ছিন্ন হইয়া সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ হইয়াছে।

হাবার্গের জ্যোতির্ব্বিদ মিঃ স্পেন্সার জোনস্ বলিয়াছেন হঠাৎ শক্তি মুক্তি পাওয়ায় এই সূর্য্য সৌর জগতের মধ্যে ছুটিয়া পড়ে এবং চতুর্দ্দিকে ঘণ্টায় লক্ষ মাইল বেগে ছুটিতে ছুটিতে নিঃশেষ হয়। ষোড়শ শতাব্দীর পরে আমাদের সৌরজগতে ইহা এই প্রথম ঘটনা।

কামশাস্ত্র
বিনামূল্যে
জীবনে সুখ ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও ... অবশ্য পাঠ্য পুস্তক

বি, মান
(এ্যাডভারটাইজিং কনসাল্‌ট্যাণ্ট)
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এজেণ্ট : স্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট
রূপবাণী ও অন্যান্ত সিনেমা, কলিকাতা
এবং মফঃস্বল সিনেমা।
বিশেষত্ব :—সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাদের পরিকল্পনাকারী।
দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

১২শ বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা

ফিল্ম কর্পোরেশনের "তটিনীর বিচার" চিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী ও ইন্দিরা রায়। এই শনিবার রূপবাণীতে ছবিখানি মুক্তিলাভ করিবে।

"কমলে কামিনী" চিত্রে শ্রীমতী রেণুকা রায়। ছবিখানির পরিবেশক মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

এ্যাসোসিয়েটেড প্রোডাকশানসের "আলো ছায়া" চিত্রে মলিনা ও পঙ্কজ মল্লিক। ছবিখানি চিত্রায় মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

এমেচার ফটোগ্রাফী

পরিচালক :
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

"শেষ রশ্মি"
শ্রীগৌরচরণ বসু,
কলিকাতা

"মন্দির"
শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ
ভাতুল, বাঁকুড়া

"জল তোলা"
শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য
কলিকাতা

"তাজমহলের ছাদে"
শ্রীনিমু মিত্র
বহরমপুর

"যশোরেশ্বরী কালী"
শ্রীরবীন্দ্রনাথ
চক্রবর্ত্তী, জয়পুর

দীপালী

১৯শে বৈশাখ, ১৩৪৭

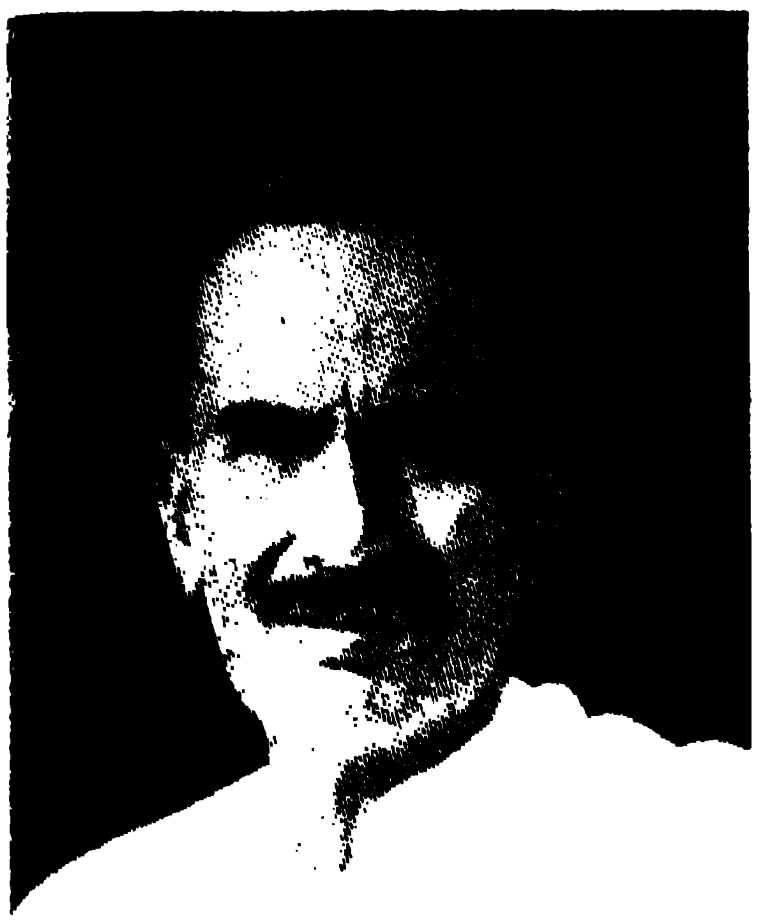

(দক্ষিণে)

কলিকাতার নব-নির্ব্বাচিত মেয়র মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী।

(বামে)

কলিকাতার নব-নির্ব্বাচিত ডেপুটি মেয়র শ্রীফণীন্দ্র বসু।

(নীচে)

মিস্ অ্যাগেনস্ বি, ক্যাসিডী—ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র কুড়ি বৎসর, কিন্তু ইহার মধ্যেই তিনি আইরিস্ বারে (Bar) যোগদান করিয়াছেন। ইনি ডাবলিন ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট। এত অল্প বয়সে কোন মহিলা আয়ার্ল্যাণ্ডের আদালতে প্র্যাকটিস্ সুরু করেন নাই।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়ার ধ্যানচাঁদ ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় ব্যায়াম-শিক্ষক শ্রীমণি রায়। ধ্যানচাঁদ 'দীপালী'র জন্য বিশেষ ভাবে অটোগ্রাফ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি।

(নীচে)

পরলোকগত সুপণ্ডিত বহুভাষাভিজ্ঞ অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ৬২ বৎসর বয়সে ঘাটশীলায় গত শনিবার মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি "বঙ্গীয় মহাকোষ" নামক যে অভিধানটি সঙ্কলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আর শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

দীপালী

২রা মে, ১৯৪০

প্রফুল্ল পিক্‌চার্সের নবতম বাংলা ছবি "কমলে কামিনী" চিত্রে রাজা শালিবাহনের ভূমিকায় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী। এই শনিবার "শ্রী" চিত্রগৃহে" ছবিখানি মুক্তিলাভ করিবে

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের "নির্ম্মীয়মান" বাংলা ছবি "ঠিকাদারের" একটি দৃশ্য। পরিচালক প্রফুল্ল রায়।

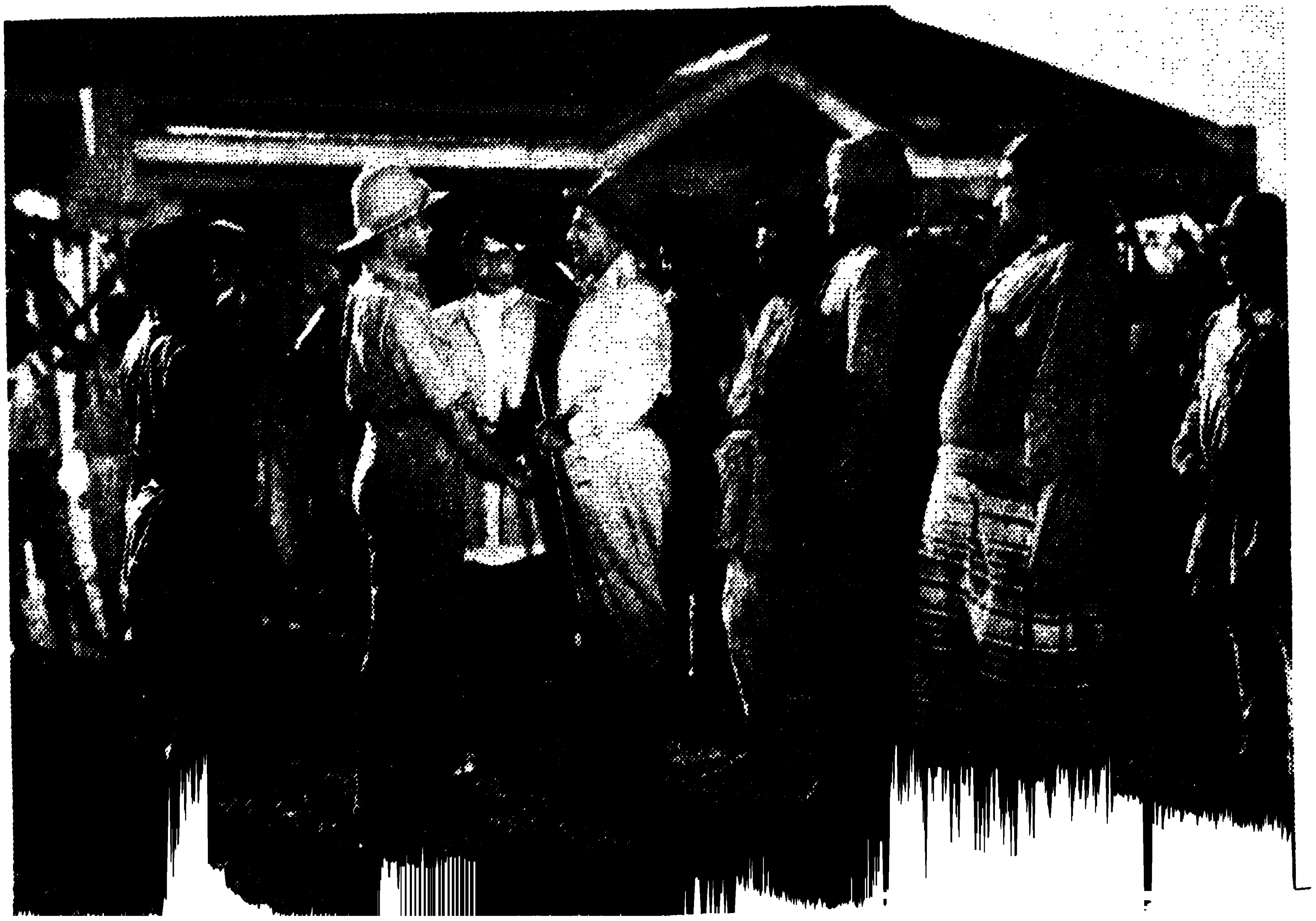

গল্প

অশ্রু

—এবনে গোলাম নবী

বৌদির জ্বালাতনে সুব্রত ক্রমে বিব্রত হয়ে উঠ্‌লো। কথায় কথায় তীক্ষ্ণ খোঁচা, কারণে অকারণে ঠাট্টা এবং কতকগুলো অবান্তর কথা নিয়ে তর্কের জালে সুব্রত প্রায় পাগল হয়ে পড়লো। টেবিলের উপর একখানা বই খোলা রেখে হয়ত সুব্রত চুপটি করে বসে আছে, বৌদি মুখের 'পরে এক ঝলক ফুলের মত হাসি টেনে এনে বল্‌লো, "কী ঠাকুরপো, আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছ যে? কবিতা লিখ্‌ছো বুঝি? শুনেছি শিক্ষিত বেকার যুবক দুঃখে বা প্রেমে পড়লে কবিতা লিখ্‌তে চেষ্টা করে। তা তোমার কী দুঃখ ঠাকুরপো, বল্‌বে? একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তুম যদি কিছু ক'রতে পারি! প্রেমে পড়নি ত'?" বলে একটা চাপা হাসি রোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। সুব্রত অভিমানভরে মুখখানাকে অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর করে তোলে। "না জেনে তোমায় দুঃখ দিলাম ঠাকুরপো, আমায় মাপ কর" বলে বৌদি একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের কাছে টেনে আনে। সুব্রত হেসে ওঠে, বলে "তোমার উপর রাগ করে থাকা যায় না বৌদি। নাও, এবার একটু চা খাওয়াও তো দেখি?" বৌদি আশ্চর্য্য হয়ে বলে "ওমা সেকি কথা, এই অবেলায় চা খাবে কি?" সুব্রত একটু হেসে উঠে বলে "যাদের কোন কাজ নেই তাদের কাছে বেলা-অবেলার কোন মূল্য আছে নাকি, বিশেষতঃ খাবার বেলায়? যখন তারা খায় তখনই তাদের বেলা, যখন খায় না তখন বুঝ্‌তে হবে ওটা তাদের অ-বেলা। বেকারদেরও যদি সময় নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয় তবে বেকার ও সকারের মধ্যে পার্থক্য থাক্‌লো কোথায়?" বৌদির এধারা অহেতুক ঠাট্টার ইতিহাস এইবার একটু দেওয়া দরকার।

তখন সবে শীতের প্রভাব অল্পে অল্পে কলকাতার বুকে বিস্তার করতে শুরু করেছে। শীতের শুষ্ক হাওয়ায় লোকের মনে এনে দিয়েছে একটা নিস্তেজ ভাব। এমনি সময় সুব্রতরা এসে উঠ্‌লো খিদিরপুরের একটা বাসায়। ওর দাদা মফঃস্বলের কোন্ এক সহর থেকে বদ্‌লি হয়ে এসেছে কলকাতায়। সুব্রত এম, এ পড়বার অছিলায় এবং চাকুরি তদারক করবার সুনির্দ্দিষ্ট স্থান হিসাবে কলকাতায় দাদার বাসায় এসে উঠেছে। সুব্রতর বৌদি বেশ মিশুক লোক, তাই দু'দিনেই সাম্‌নের ও আশপাশের ফ্লাটগুলোর মেয়েদের সাথে বেশ ভাব করে ফেলেছে। বৌদির মন্‌টাও বেশ উদার, হয়ত এটা মফঃস্বলের জল বায়ুর গুণ। কোলকাতায় সঙ্কীর্ণ জায়গার ভেতর থাক্‌তে থাক্‌তে মানুষের মনটাও যেন ক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। কেউ কারও খোঁজ নেয় না। এক বাড়ীর আনন্দ অন্য বাড়ীকে সচকিত করে তোলে না, এক বাড়ীর কান্না'র রোল অন্য বাড়ীকে মুহ্যমান করে ফেলে না। কেউ কারও দিকে ফিরেও তাকায় না, যেন এটা তাদের অধিকারের বাইরে। ভগবানের বিচিত্র লীলা নিকেতন বটে!

সেদিন সকালে শিশিরের শেষ রেণুটি তখন পর্য্যন্ত সূর্য্যের তাপে মিলিয়ে যায়নি, বৌদি হঠাৎ গল্প সুরু করে দিল সামনের ফ্লাটের একটি মেয়ের সাথে; কাল কী রান্না হয়েছিল, আজ কী হবে, গায়ের ব্লাউজটি বেশ সুন্দর তো, নতুন কেনা বুঝি? এমনি ধারা কত মেয়েলি গল্প। বৌদির পাঁচ বছরের মেয়ে রেনু মায়ের আঁচল ধরে এতক্ষণ খেলা করছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করলো "ও কে মা?" "ও তোমার মাসিমা" বলে বৌদি মুখ ফিরিয়ে আবার গল্প সুরু করে দিল। পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে এই অচেনা নতুন মাসিমার তাৎপর্য্য ভাল করে কিছুই আঁচ করতে না পেরে একটা মধুর ভ্রূকুটি হেনে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। বৌদি কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো "তোমার পাশে ও কে দিদি?" ওদিক থেকে উত্তর এল, "ওটি আমার ঘোষের বোন অর্থাৎ আমার ননদ, তবে তেমন গঞ্জনা দেয় না বরং একটু ভালই বাসে। নাম ওর অশ্রু, বেথুন কলেজে আই, এ পড়ে। নাম ওর অশ্রু বটে কিন্তু চোখের কোনে কোনদিন এক ফোঁটা জল দেখিনি। হাসি ওর মুখে সর্ব্বদা লেগেই আছে, যেন হাসির দেশের রাজকন্যা।" বৌদি ঠোঁটের উপান্তে একটু হাসির রেখা টেনে এনে উত্তর দিল, "ময়রার যেমন তার নিজের খাবারে অরুচি ওরও তাই হবে।"

সুব্রত যদিও এতক্ষণ এই ঘরেই বসে

ছিল তবুও ওদের কথোপকথনে বড় বেশী কান দেয়নি ইচ্ছে করেই, কারণ এই অন্তঃসারশূন্য মেয়েলি গল্পগুলোর 'পরে চিরদিনই ওর একটা বিতৃষ্ণা র'য়েছে, কিন্তু অশ্রু নামটা শুন্‌তেই ওর মনের কোনে কেমন যেন খচ্‌ করে উঠ্‌লো। এই নতুন অভ্যাগতাটিকে দেখ্‌বার একটা অদম্য কৌতূহল সে কিছুতেই রোধ ক'র্‌তে পারলো না। আস্তে আস্তে চুপিসারে গিয়ে ও দাঁড়াল বৌদির পিছনে। জানলার পাশে একটি পুরুষ মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেয়ে রেণুর এই নতুন মাসিমাটি দিলেন মাথার ঘোমটাটি একটু টেনে, পাশের কুমারী মেয়েটাও পড়লো একটু সঙ্কুচিত হয়ে। সুব্রত নিজেই যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে সরে এল জানলার কাছ থেকে। অশ্রু! সত্যই মেয়েটি অশ্রুর মতই উজ্জ্বল, ভাবতেই সুব্রতর বুকের তটে একটা দম্‌কা রক্তের ঢেউ পড়লো আছড়ে কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে এল একটা দারুণ গ্লানির ভাব। ছিঃ ছিঃ, ওরা না জানি কী ভাবলো! নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই সে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়লো।

সেদিন থেকে সুব্রতর আর বাইরে যাওয়া হয় না। সারাদিন একটা তীব্র আনন্দ ও বেদনার মাঝে প্রত্যাশা ও সংশয়ের আলো-ছায়ায় নিজের মনে কত রকম বিচিত্র ছবিই সে ফুটিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌লো। ও ব'সে ব'সে ভাবে কখন পাঁচটা বাজবে, কখন অশ্রু ফিরে আসবে কলেজ থেকে মুখের 'পরে ফুলের মত এক ঝলক হাসি নিয়ে। হয়ত আচম্‌কা একটি বার চোখাচোখি হবে, তাই সম্বল করে সুব্রত থাক্‌বে পরের দিনের প্রত্যাশায়।

সুব্রতর এধারা পরিবর্ত্তন বৌদির চোখে একটু নতুনত্ব এনে দিল। হঠাৎ একদিন বৌদি প্রশ্ন করলো "ব্যাপার কি ঠাকুরপো, কেমন যেন দিন দিন বদ্‌লে যাচ্ছ। মুখে সে হাসি নেই, মনে সে আনন্দ নেই, কি হোল তোমার? ঘাড়ে ভূত চাপেনি ত'?" "বোধ হয় চেপেছে বৌদি" বলে সুব্রত মুখের 'পরে একটা কারুণ্যের ছায়া আনে টেনে। সেদিন থেকে বৌদির অনুসন্ধিৎসু আঁখি ঘুরতে লাগ্‌লো সুব্রতকে কেন্দ্র করে আর তখন থেকেই সুরু হোল ঠাট্টার বাণ ছোঁড়া।

সমস্ত দুপুরটা সুব্রতর আর কিছুতেই কাট্‌তে চায় না। কখনও বা 'সঞ্চয়িতা'র পাতা খুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে—

"এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল"

কখনও বা অসীম আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। সমস্ত মন ওর বিভোর হয়ে আসে অশ্রুকে কেন্দ্র করে। মনে পড়ে অশ্রুর আয়ত চোখ দুটির কথা। সে চোখে কটাক্ষ নেই আছে সহজ চাহনি, মুখে নেই প্রজ্ঞাশীলতার এনামেল করা উগ্রতা, দেহে নেই নারীর প্রতারণা, আছে নারীর সারল্য। এমনি একটা সাথীর কথা জীবনে সে কতই না চিন্তা করেছে! মন ওর কখনও আশা ও আনন্দে দুলতে থাকে, কখনও বা বিপর্য্যয় রকম উল্‌টো পাল্‌টা স্রোতে টলমল করে ওঠে।

এর পর প্রায় মাস ছয় কেটে গেছে। এ বাসার সাথে অশ্রুদের মেলামেশাও ক্রমে ঘনিষ্ট রূপ ধরেছে। সুব্রতর সামনে ওদের সঙ্কোচের ভাবও গেছে অনেকটা কেটে। এমন কি অশ্রুর সাথে দু'একটা কথা পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, অবশ্য পড়াশোনার ব্যাপার নিয়ে। সুব্রত খারাপ ছেলে কোনদিনই ছিল না। Distinctionএ বি, এ. পাশ করেছে, তাই সে ঠকবার পাত্র নয়। অশ্রুও সুব্রতর সাথে কথা কয়ে বেশ খুশীই

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।
অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক
৫নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)
বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

হয়েছে। বৌদিরও অনুসন্ধিৎসু আঁখির এতদিনে বিরাম হয়েছে।

সেদিন দুপুরে সুব্রত সবে বিছানায় শুয়ে বুকের 'পরে একখানা বই টেনে নিয়েছে, এমন সময় বৌদি মুখে একরাশ হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকে বললো, "ঠাকুরপো এতদিনে, তোমার ভূতের সন্ধান পেয়েছি। বাবা, কী চিন্তায়ই না তুমি আমায় ফেলে দিয়েছিলে কিন্তু এ ভূতের ওঝা পৃথিবীতে মাত্র একজনই আছে আর সে তোমার এই বৌদিটি।" "পারবে বৌদি"? বলে সুব্রত তড়াক্ করে বিছানা থেকে উঠে বৌদির একটি হাত চেপে ধরলো। সমস্ত চোখে মুখে ওর সে কি ব্যাকুল আকুতি মিনতি। বৌদি হঠাৎ একটু কঠিন হয়ে বললো "পারবো ভাই, কিন্তু একটা দিক কি একটু চিন্তা করে দেখেছ? কী তোমার সামর্থ্য আছে অশ্রুকে পাবার? অশ্রু সুন্দরী তার উপর বিদুষী। তার বিয়ে তোমার মত একজন বেকারের হাতে ওর বাপ-মা দিতে যাবেন কেন? শুধু বসে বসে কল্পনার রঙীন জাল বুনলেই হয় না, মাঝে মাঝে ধূলি-কঙ্কর-বিজড়িত কঠিন বাস্তব জগতের বুকেও ফিরে আসতে হয়। চাকরি বাকরির চেষ্টা দেখ, সঙ্গে সঙ্গে competitive পরীক্ষার জন্যও তৈরী হও, তার পরের কাজ আমার হাতে।" লজ্জায় সুব্রতর মুখখানা হয়ে উঠলো লাল, ও আস্তে আস্তে বললো, "সত্যিই বৌদি, আমি এ দিকটা মোটেই ভেবে দেখিনি। বসন্তের প্রথম আগমনে ভ্রমর যেমন উন্মাদের মত ফুলের বুকে ছুটে বেড়ায়, এমন কি মধু আহরণ করতে পর্য্যন্ত ভুলে যায়, মানুষের জীবনেও আসে তেমনি একটি দিন। সে তখনি নিজের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। স্বপনপুরে সৌধ গড়ে। আজ যেমন করে তুমি আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে তাতে তুমি শুধু আমার বৌদিরই কাজ করনি, করেছ বন্ধুর কাজ।"

সেদিন থেকে সুব্রতর মনে চলতে থাকে বেদনার ওঠাপড়া, স্বপ্নের হাবুডুবু ও সামর্থ্যের

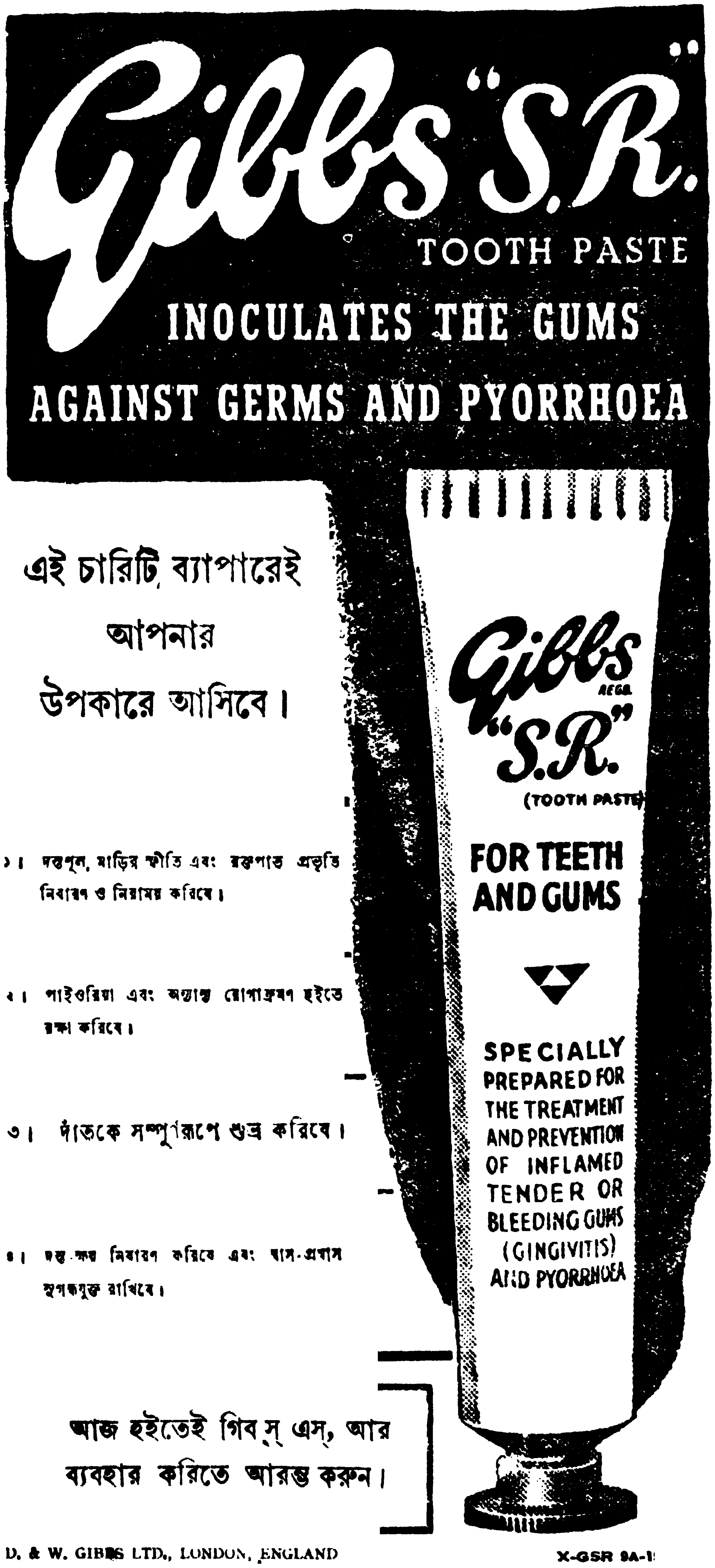

D. & W. GIBBS LTD., LONDON, ENGLAND
X-GSR 9A-1

অগ্নিপরীক্ষা। সত্যিই তো কী সামর্থ্য আছে তার অশ্রুর মত মেয়েকে পাবার! একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের তাড়নায় সে নিজের মনটাকে শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে এল এ বিষয় নিয়ে অশ্রুর সাথে একবার বোঝা পড়া করে নিলে হয় না? সে বিদুষী মহিলা, তার মতেরও নিশ্চয়ই একটা মূল্য আছে। যদি এটা এক-তরফা হয় তবে মিছে দুঃখ করে কী লাভ হবে বরং ওকে দুঃখের হাত থেকে রেহাই দেওয়া যাবে। কিন্তু কী ক'রে কথাটা পাড়বো? বৌদিকে দিয়ে? না সে ঠিক হবে না। কিন্তু নিজে বলে যদি ওর শ্রদ্ধা হারাই তাহলে শুধু রিক্ত লালসার উষ্ণ স্পর্শে কি প্রতি মুহূর্ত্তটি আমার কাছে দুর্ব্বহ হয়ে উঠ্‌বে না? মন ওর বিচিত্র দ্বিধার সাথে দুল্‌তে থাকে।

সেদিন রোববার। বৌদিরা খাওয়া দাওয়া সেরে দিবানিদ্রা উপভোগ করছে। সুব্রত শুয়ে শুয়ে কী একখানা বই পড়ছিল। এমন সময় কোথা থেকে অশ্রু এসে ঘরে ঢুকে বল্‌লো "বৌদি কোথায়?"

"তারা সব ঘুমুচ্ছে" সুব্রত উত্তর দিল।

"ও! আচ্ছা পরে আসব" বলে অশ্রু দরজার দিকে মুখ ফেরাল।

"একটা কথা শুনে যাও অশ্রু" অনেক কষ্টে সুব্রত কথাটা বলে ফেল্‌লো!

"পরে বল্‌লে হয় না?"

"না, এমন সুযোগ আর পাব না, এই চেয়ারটায় বস অশ্রু" সুব্রত বল্‌লো।

"একটা কথা তোমায় অনেক দিন থেকেই বল্‌বো-বল্‌বো আশা করেছিলাম, কিন্তু সময়ও হয় না, সুযোগও পাই না। কিন্তু তার আগে প্রতিজ্ঞা কর যদি সে কথাটা অবাঞ্ছনীয় হয় তবে রাগ করবে না বরং ক্ষমা করবে?"

অশ্রু কোন কথা বলতে পারলো না। এক অজানা আশঙ্কায় অনবরত ঘেমে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

সুব্রত আস্তে আস্তে বল্‌লো "বল অশ্রু তুমি আমার হবে!"

অশ্রু সুব্রতর মুখের 'পরে অনুযোগ ভরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই নিল চোখ ফিরিয়ে এবং পরক্ষণেই ওর কাল আঁখি-মণি দু'টি এল ম্লান হয়ে—ধূসরিমার ছায়া চুম্বনে অস্তাচলের ক্ষণ-উদ্ভাসিত মেঘের মতন।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। যেন দু'জনেই কতদিনের হারাণ মাণিক ফিরে পেয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে গেছে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অশ্রু সুব্রতর মুখের 'পরে ওর অচঞ্চল কালো তারা দু'টি স্থাপন করে বল্‌লো "এর উত্তর ত' আমার 'পরে নির্ভর করে না।"

"আমিত' আর কারও কাছে এর উত্তর চাইনি, চেয়েছি তোমার মনের কাছে। যদি সত্যিই তোমার মন সাড়া না দেয় তবে মিথ্যে এ অভিনয় ক'রে আর কী লাভ হবে?"

কী যেন একটা কথা এসে অশ্রুর মুখে আট্‌কে গেল। সমস্ত দেহ একটা চাপা কান্নার উচ্ছ্বাসে থর থর করে কেঁপে উঠ্‌লো। একটি কথাও সে বলতে পারলো না। চোখে আঁচল দিয়ে ঘর থেকে এক রকম ছুটেই পালিয়ে গেল।

পৃথিবীর মানচিত্র ইতিমধ্যে বদলে গেছে, সুব্রত এখন আর একা কাব্য পড়েনা। অশ্রুও তার সঙ্গে যোগ দেয়।

"সত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন" ভাণ্ডারের

বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন, দধি, রাবড়ি ও "তৃপ্তিভোগ" দেবতা ও মানুষ উভয়কেই সমভাবে পরিতৃপ্ত করে।

৭১নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট
ব্রাঞ্চ—১নং কলেজ ষ্ট্রীট : } কলিকাতা।

অলস কল্পনা

—শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

আমি যদি হতাম রবিঠাকুর
আমার যত কাটাকুটি
দেখ্‌তে হ'ত হুটোপুটি
'ছবি' দেখে 'ফিট্' বা হ'ত কারুর।
বিক্রী হ'ত অনেক দরে
কাগজেতে কতই আলোচন,
"এতবড় শিল্পী আছে কেহ?"
বঙ্গ দেশে কতই যেত শোনা।
কিন্তু কপাল-ক্রমে আমি
আমিই গেছি রয়ে,
বল্‌তে ছবি আঁক কাটারে
(লোকের) বড়ই গেছে বয়ে।
তাইতে আমি ঠিক করেছি
রবিঠাকুর হ'ব,
রাখ্‌ব দাড়ি, পাশ্‌নে চোখে,
আস্তে কথা ক'ব।
রাজপুরেতে গড়ব বিরাট
"যা-হয়" নিকেতন
ছেলে-মেয়ে পড়বে সবাই
লাগ্‌বে না বেতন।
আঁক্‌বে ছবি কর্‌বে নাটক
গাবেও তারা গান
আবার তারা দেখ্‌বে জাগায়
পাড়াগাঁয়ের প্রাণ।
তোমরা শুধু কোরো "সাপোর্ট"
বছর কয়েক পরে
দেখবে জগত আমার যশে
গেছেই গেছে ভরে।
মেঠাই মণ্ডা খেয়ো তখন
যতই হবে খুসী
'কিছু' হলে পার পাবে না
কিন্তু আমায় দুষি।
কাজেই খাওয়া দাওয়া ছেড়ে
প্রোপাগ্যাণ্ডা করো
দেখ্‌বে আমার মাঝেই আছে
মহান্ কেমনতরো।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—আঠার—

সেইদিন নন্দরাণীর সংসারে ঝড় উঠিল—

যে-অনীতার প্রগল্‌ভ হাসিতে সারা বাড়ী চঞ্চলতায় বিচ্ছুরিত, বর্ষা বিস্ফারিত ঝরণাধারার মতো যার দুর্ব্বারতা, হিতাহিতের শাসনে যে কোনো দিন ভ্রূক্ষেপ করে নাই, সে সহসা বর্ষণক্লান্ত আকাশের মতো শান্ত হইয়া গিয়াছে। বাড়ির লোকে মনে করিল ক্লান্ত বিহঙ্গের অবসর গ্রহণের পূর্ব্বাভাষ। নাগরিক কৃত্রিমতায় বুঝি আর তার রুচি নাই। কুঞ্জর মুখে হাসি ফুটিয়াছে, নন্দরাণী রোগ-শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়াছে, অনীতার এই রূপান্তর, এতদিনে কুঞ্জ তবু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। দায়িত্বভারমুক্ত কুঞ্জ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু শান্তি কোথায়—? সকালে অনীতা কোথায় যেন গিয়াছিল, তারপর ফিরিয়া সেই যে ঘরে খিল আঁটিয়াছে আর খুলিবার নাম নাই। ইহার মধ্যে যে গুরুত্ব থাকিতে পারে নন্দরাণী প্রথমটা তাহা আশঙ্কা করিতে পারে নাই, কিন্তু বেলা যত দীর্ঘ হইতে লাগিল এই সশঙ্ক শুব্ধতায় নন্দরাণী আকুল হইয়া উঠিল, অনেক সাধ্য সাধনার পর অনীতা দরজা খুলিল। কিন্তু একি! এই কয় ঘণ্টার মধ্যে তাহার একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! মাথার উন্মুক্ত চুলগুলি ফাঁপিয়া ফুলিয়া সারা দেহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মুখে একটা কঠিন বেদনানুভূতির ছাপ, তাহাকে দেখিলে মনে হইবে সে যেন দীর্ঘকাল কঠিন রোগ ভোগ করিয়া কোনোমতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে মাত্র।

অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত হইয়া নন্দরাণী ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল—কি হয়েছে মা অনী? অসুখ করেছে? অমন কচ্ছিস্ কেন?

দুঃখের বাঁধভাঙা উচ্ছাসে অনীতার বেদনাকাতর মুখখানি ভাসিয়া গেল। সে কিছুই বলিতে পারিল না, অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে জানলার কাছে দাঁড়াইয়া তেমনই আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। নন্দরাণীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়িয়াই চলিল, কিন্তু কি বেদনায় যে অনীতা এতখানি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। নন্দরাণী নিঃশব্দে অনীতার পাশে গিয়া দাঁড়াইতে অনীতা শিহরিয়া সরিয়া গেল, তারপর বিছানায় বসিয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নন্দরাণী তাহার পাশে বসিয়া স্নেহসিঞ্চিত কণ্ঠে বলিল—কি হয়েছে আমায় বল মা, আমি তোর মা, আমাকে ছাড়া আর কাকে জানাবি?

অনীতা অতিকষ্টে অবশেষে বলিল—সর্ব্বনাশ হয়েছে মা, আর আমি কিছু বল্‌তে পার্‌বো না।

—ছি, পাগ্‌লামী কোরো না, আমরা থাক্‌তে তোমার ভয় কি, সর্ব্বনাশ হ'তে দেব কেন?

অনীতার চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে, সে ভীত চকিত দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর মাটির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল—কোনো উপায়-ই নেই—

নন্দরাণী উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে এই ভাগ্য-বিড়ম্বিতার পাংশু পাণ্ডুর মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল, সহসা এক ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মনে পড়িতে নন্দরাণী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শিহরিয়া উঠিল, তারপর অস্ফুটকণ্ঠে কতকটা আত্মগতভাবেই বলিল—তবে কি—?

অনীতা কোনো কথা কহিল না, তেমনই নতভ্রূ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নন্দরাণী তীক্ষ্ণভাবে অনীতার সারাদেহ লক্ষ্য করিয়া অনুভূতিহীন শূন্য মনে বাহিরে জানালার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর অনীতার দেহখানি আবার দেখিয়া গভীর হতাশাভরে কহিল—নির্ব্বোধের মতো এ কি কর্‌লি মা?

কয়েক মিনিট উভয়েই শুব্ধ হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, কেহই কোনো কথা কহিতে পারিল না। সহসা নন্দরাণী অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ যা হবার হয়েছে, কিন্তু উপায় একটা আছে বৈকি! কে এর জন্য দায়ী জান্‌তে চাই, দায়িত্ব তার-ই বেশী, এখনই রেজেষ্টারি করে বিয়ের ব্যবস্থা কর্‌তে হ'বে!

অনীতা উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর নিষ্প্রাণ কণ্ঠে কহিল—তাতে কোনো ফল হবে না মা, কোন উপায় নেই।

—উপায় নিশ্চয়ই হ'বে, তুমি যদি না ব'লো আমাদেরই সব সন্ধান নিয়ে জান্‌তে হ'বে। কে সে, যে তার নাম কর্‌তে তোমার এত আপত্তি?

—আপত্তি কিছু নেই, লাভও হ'বে না, কুমার বাহাদুর কিছুতেই বিয়ে করবে না, স্পষ্টই বলেছে প্রমাণ কি? আদালতে দাঁড়িয়ে প্রমাণ দিতে যাবো আমি কোন্ মুখে?

—তোমাকে অসহায় নির্ব্বোধ পেয়ে এতবড় সর্ব্বনাশ করলে আর এখন বিপদের সময় কি না প্রমাণ চাইছে? আমি দেখ্‌বো সে কতবড় কুমার—?

শান্ত কণ্ঠে অনীতা বলিল—কোনো লাভ নেই মা, আজ সকালে শুনলুম কুমার চুপি চুপি দেশে ফিরে গিয়ে সাত-আট দিন হোল সুনীতা মজুমদারকে বিয়ে করেছে!

ঠিক এই সময় কুঞ্জ কোথা হইতে বেড়াইয়া ফিরিল, শেষের কথা ক'টি তার কানে গিয়াছিল, তাই সে রহস্য করিয়া বলিল—মায়ে ঝিয়ে ঘরের ভেতর বসে কার বিয়ে দিচ্ছ গো—? কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া মা ও মেয়ের যা অবস্থা দেখিল তাহাতে ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, কোনমতে ছাতিটা একপাশে রাখিয়া শ্রান্ত কুঞ্জ ব্যাপারটি যে কি হইতে পারে তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া কহিল—কি হয়েছে বউ? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না!

নন্দরাণী কি বলিবে ভাবিয়া পায় না, এতবড় নিদারুণ দুঃসংবাদ কুঞ্জর মতো স্নেহশীল পিতাকে সে কি করিয়া শোনাইবে, নারী হইয়া নারীর এতবড় অমর্য্যাদার সংবাদ সে কি ভাবে উচ্চারণ করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

কুঞ্জ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল—তোমরা এমন কর্‌লে আমি যে আর মাথার ঠিক রাখতে পারছি না, কি হয়েছে বলোই না ছাই?

নন্দরাণী এতক্ষণে অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—কি যে তোমায় বল্‌বো জানি না, —আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে—।

কুঞ্জ পর্য্যায়ক্রমে সকলকে একবার দেখিয়া লইয়া কহিল—সর্ব্বনাশ ত' আমার সংসারে লেগেই আছে, নতুন কি সর্ব্বনাশ হোল?

নন্দরাণী বলিল—অনী—! তারপর অনীতার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল। অনীতা কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল, কোন মতে এ ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারিলে সে বাঁচিত। নন্দরাণী অতি কষ্টে আবার আরম্ভ করিল—সেই কুমার বাহাদুরের সঙ্গে সুনীতা মজুমদার না কার আজ সাত আট দিন বিয়ে হয়ে গেছে অথচ অনী— নন্দরাণী আর কিছু বলিতে পারিল না।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া কুঞ্জ অন্য কিছু আশঙ্কা করিয়াছিল, এ সংবাদে সে স্পষ্ট কিছু না বুঝিলেও ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়া দিশেহারা হইয়া গেল। তাহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়া নন্দরাণী উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল, তারপর সান্ত্বনার সুরে কহিল—

—অমন করলে ত' চল্‌বে না, ঠাণ্ডা হয়ে একটা উপায় করো, মেয়েটাকে ত' বাঁচাতে হবে!

কুঞ্জ অভিভূতের মতো নন্দরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, দীর্ঘ অর্থহীন চাহনি! তারপর খুব ধীরে ধীরে বলিল—এই আমাদের কপালে ছিল।

ইহার পর সারা ঘরটিতে একটা অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। সহসা অনীতা অত্যন্ত উত্তেজিত ভঙ্গীতে উঠিয়া বসিয়া কহিল—আমার জন্য তোমাদের ভাব্‌তে হবে না, তোমাদের কলঙ্ক যাতে না হয় সে ব্যবস্থা আমি কর্‌বো!

এইবার দীপ্তকণ্ঠে নন্দরাণী কহিল—দেখ্ অনী, নিজের বুদ্ধির দোষে যা হবার তা ত' হয়েছে, এখন ফল ভোগ কর্‌তেই হ'বে, দোষ শুধু তোমার একার নয়। দোষ আমাদের অদৃষ্টের, আমাদের ব্যবস্থার। আর অনর্থ হয়েছে ঐ টাকা হাতে এসে, তোমার উপর আমাদের নজর রাখা উচিত ছিল। আমরাই আদর দিয়ে তোমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছি। কিন্তু যা হয়ে গেছে তা নিয়ে এখন আক্ষেপ করে ত' কোনো লাভ নেই, সাহসে বুক বেঁধে কোনোরকমে সব মানিয়ে নিতে হবে। আমরা যে দরের মানুষ সেইভাবেই থাক্‌তে হবে।

কুঞ্জ সহসা উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল—আমিও কিন্তু ছাড়বো না। যতোবড়ই সে কুমার বাহাদুর হোক, এর একটা ব্যবস্থা আমি কর্‌বোই—

নন্দরাণী শান্ত সংযতকণ্ঠে দৃঢ়ভাবে কহিল—অমন উতলা হোয়ো না। মেয়ে নিয়ে আদালতে প্রমান দিতে পারবে? ওরা নামেই কুমার বাহাদুর। যদি ধর্ম্ম বলে কিছু থাক্‌তো, শিক্ষাদীক্ষা থাক্‌তো, বংশমর্য্যাদা থাক্‌তো—তাহলে সে কি এত বড় সর্ব্বনাশ করে আবার অম্লান বদনে বিয়ে কর্‌তে পার্‌তো? এ বাড়িতে এ ধরণের ছেলে এই প্রথম নয়, অদৃষ্টে যা আছে তা সহ্য করতে হবে বৈকি!

অনীতার মৃতকল্প দেহটি সযত্নে ধরিয়া নন্দরাণী যেন বিধাতাকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল—আমরা আছি, ভগবান আছেন, ভয় কি মা। তুমি শান্ত হয়ে থাকো, ব্যবস্থা একটা হবেই!

দিনের পর দিন কাটিয়া যায়—

অলক ও সুবর্ণর বিবাহিত জীবনের প্রাথমিক দিনগুলি মসৃণ গতিতে কাটিতেছে। মার্চ্চমাসের মাঝামাঝি, অলক ও সুবর্ণ তখনও পুরীতে অলস মন্থরতায় মধুযামিনী যাপন করিতেছে। মার্চ্চমাসের পুরী অনৈসর্গিক আবহাওয়ায় উজ্জ্বল, সমুদ্রে সূর্য্যোদয় দেখিয়া মনে হয় পৃথিবীও যেন এইমাত্র জাগিয়া উঠিল। আকাশব্যাপী অসীম শূন্যতায় যেন একটা অখণ্ড সম্পূর্ণতা।

অলকদের বাড়ী হইতে সমুদ্র অত্যন্ত কাছে, সুবর্ণ বারান্দায় বসিয়া নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতায় বোধ করি সমুদ্রের নীলে সুদূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া ছিল। এমন অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে আচ্ছন্ন হইয়া সুবর্ণ ভাবিতে লাগিল, এই সম্পূর্ণতা যদি মানুষের জীবনে সম্ভব হইত! আশা ছিল সৌভাগ্যের সূর্য্যোদয়ে নন্দরাণীর সংসারে প্রসন্ন প্রশান্তি আসিবে, কিন্তু ভাগ্যলক্ষীর সকল করুণা শুধু যেন জহর ও সুবর্ণর জন্যই সংরক্ষিত ছিল। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় জহরের চরিত্রের মানবীয় অংশটুকু নষ্ট হইয়াছে বটে কিন্তু সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায় নাই। তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনা ছিল সাফল্য, সে সাফল্য গৌরব যে অর্জ্জন করিয়াছে। সে নিজেও যে সুরুচি ও সৌজন্যের স্নিগ্ধ পরিবেশ কামনা করিয়াছিল তাহাই পাইয়াছে। এমন একটা মানুষের প্রেম ও ভালোবাসার পর আর কি কাম্য থাকিতে পারে! এই মর্য্যাদার বিনিময়ে তাহার কিছুই দিবার নাই—কিন্তু নন্দরাণী ও কুঞ্জ কি পাইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা কিছু উচ্ছিষ্ট তাহাই তাহাদের ভাগে পড়িয়াছে। অর্থের অভাব নাই বটে, কিন্তু এই অর্থের বিনিময়ে যদি কিছু শান্তি মিলিত তাহা হইলে জীবন-সায়াহ্নে কুঞ্জ ও নন্দরাণীর তাহাই পাথেয় হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই, তাই তাহাদের আবার ঘাটশীলায় নিরালা নিঃসঙ্গতার পরিমণ্ডল রচনা করিয়া দিনাতিপাত করিতে হইতেছে। সুবর্ণ নন্দরাণী ও কুঞ্জর কষ্ট কল্পনা করিতেও পারে না, সৌভাগ্যের মুখ দেখিয়া যদি আবার প্রাক্তন জীবনে ফিরিয়া যাইতে হয় তদপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে! অনীতা কখনও এক লাইন চিঠি লেখে না, মনে মনে হয়ত শত্রু বলিয়াই ভাবে, নন্দরাণী কুঞ্জও মাঝে মাঝে উৎসাহ দিয়া চিঠি লেখে বটে কিন্তু সে চিঠির প্রচ্ছন্ন সংযত সুর সুবর্ণকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে, না জানি কি ভাবে সেখানে দিন কাটিতেছে কে জানে?

অলক অনেকক্ষণ পিছনে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, সুবর্ণর এই উৎকণ্ঠিত ভঙ্গী তাহার চোখে পড়িল। সে ধীরে ধীরে সুবর্ণর কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল—কি ভাবছো, ভাল লাগছে না?

অলকের হাতের উপর গভীর আবেগভরে নিজের হাতখানি চাপিয়া সুবর্ণ বলিল—কেন ভালো লাগবে না বলো? যা পাওনা পেয়েছি তার ঢের বেশী, এত বড় আশ্রয় যে আমার মিলবে তা কি কখনও ভেবেছি!

শান্তকণ্ঠে অলক বলিল—কি যে বলো, আমি বলছি যে বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে না?

সুবর্ণ মাথা নাড়িল—তারপর অস্ফুটকণ্ঠে কহিল—এত বড় সর্ব্বনাশ যে ঘটবে তা কি কোনোদিন ভেবেছি, এত বড় আঘাত বাবা-মা যে কি করে সামলাবেন, আমি ভেবেই পাই না। সারা জীবন কাটিয়ে বুড়ো বয়সে এ কতবড় শাস্তি বলো দেখি!

অলক সুবর্ণর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া কহিল—তোমার এই অবিচল নিষ্ঠার আমি প্রশংসা করি। সত্যি কথা বলতে কি প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছিলুম সেদিনও তোমার এই নিষ্ঠাই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, মানুষের জীবনে এইটাই আসল। সত্যি ওঁদের কথা ভাবলে কোনো কূল কিনারা পাওয়া যায় না, তবে আশা আছে এ বিপদ কোনো রকমে কেটে যাবে।

—তোমার কি মনে হয়?

—বলা শক্ত, অনীতার ব্যাপারে ওঁরা খুবই মুসড়ে পড়েছেন বুঝি। অনীতার ভবিষ্যত যে কি রকম দাঁড়াবে আমি তা কল্পনা করতে পারি না।

—আহা! তুমি জানো না, অনীতা আমার বড় আদরের ছিল, আমাকে ছেড়ে ওর একটুও চলতো না, যত কিছু আবদার নালিশ সব আমার কাছে। আমাদের মধ্যে ওই ছিল সব চেয়ে ফূর্ত্তিবাজ, যে ব্যাপার ঘটল ও মোটেই সে জাতের মেয়ে নয়, টাকাটা হাতে না এলে হয়ত এতবড় সর্ব্বনাশ ঘটতো না।

—তা হবে, তবে ওর বুদ্ধিশুদ্ধি কম। ছেলেবেলা থেকেই ও ফিল্মষ্টারদের নকল করতে গিয়েই এই বিপদটা ডেকে আনলে, চরিত্র-গত দোষে এ কাণ্ড ঘটেনি, স্মার্ট হতে গিয়েই মরেছে। আসলে ও সত্যি ঠাণ্ডা তা আমি জানি। তবে কি জান, এও সে প্রদীপ ও পতঙ্গের কাহিনী। পতঙ্গের ত' আর সত্যি কোনো অপরাধ নেই, আলো দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, উজ্জ্বল বলেই ছুটে যায়, আগুন বলে নয়।

—যাই হোক, এখন নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হ'লে বাঁচি, বিপদ ত' আর একটা নয়।

—দেখ জিনিষটা এমন, ও নিয়ে যতই আলোচনা করবে ততই অশান্তি বাড়বে, কোথায় যে এর শেষ, প্রসবেই এর পরিণতি কি না ত আমি আজো বুঝতে পারলুম না। চলো সমুদ্রের ধারে একটু বেড়িয়ে আসা যাক, দিনরাত এ নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই।

সুবর্ণ নীরবে উঠিয়া পড়িল।

নন্দরাণীর চিঠিতে যে অনেক কিছুই চাপা থাকিত সুবর্ণর এ অনুমান মিথ্যা নয়। এই কয় মাসে অনীতার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আগ্নেয়গিরি নিঃশেষিত হইয়া গেলে তাহার সেই শান্ত সমাহিত ভঙ্গীটুকু যেমন যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে অনীতার এই শান্ত সংযত ভাবটুকু এ সংসারে তেমনই পীড়াদায়ক, বরং সে যদি মাঝে মাঝে একটু আধটু বিদ্রোহের চেষ্টা করিত তাহারও তবু একটা অর্থ হইত। এ সংসার তাহার কাছে কারাগার হইয়া উঠিয়াছে, কুঞ্জ ও নন্দরাণী যেন প্রহরী। অনীতা তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়, খাবার সাজাইয়া দিলে কোনো মতে খায়, কিন্তু তাহাকে প্রফুল্ল রাখিবার কোনো প্রকার ব্যবস্থাই কার্য্যকরী হইত না, সে তাহার চারিপাশে নিঃসঙ্গতার পরিমণ্ডল রচনা করিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া থাকে। কে বলিবে এই মেয়ে রেখায় ও রূপে, সান্নিধ্যে ও স্বপ্নে একদিন কত প্রচুর, কত প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিয়াছিল—আজ সে নিজের নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতার তুষানলে

জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। কোথায় সেই বিলাসের সমারোহ, উষ্ণতা আর বর্ণচ্ছটা; আজ সে বীতবর্ষণ আকাশের মতো নিরাভরণ, রিক্ত।

অনীতা মাঝে মাঝে ভোরের দিকে উঠিয়া বাহির হইয়া যায়, ফিরিয়া উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে শান্ত কণ্ঠে জানায়—সে বেড়াইতে গিয়াছিল মাত্র।

প্রসবের সময় যখন অত্যন্ত আসন্ন হইয়া আসিয়াছে এমনই এক সন্ধ্যায় অনীতা কাহাকেও না জানাইয়া চুপি চুপি বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের বাড়ির কাছাকাছি একটা পোড়ো জমিতে কয়দিন হইল একটা মেলা বসিয়াছিল, মেলার আকর্ষণ বিশেষ কিছু না থাকিলেও জুয়ার আকর্ষণে অনেক দর্শক জুটিয়াছিল। গোলমাল, রোসনাই, অদ্ভুত দেশোয়ালী ব্যাণ্ডের আওয়াজে আকৃষ্ট হইয়া অনীতা নিজের অজ্ঞাতসারে সেই মেলার আসরে ঢুকিয়া পড়িল। ভিতরে এক জায়গায় নাগরদোলা ঘুরিতেছিল, মোটরকারের মতো ছোটো ছোটো খাপে সকল বয়সের ছেলে মেয়েরা দোল খাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে, অনীতা একপাশে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। দীর্ঘকাল পরে তাহার অন্তর্নিহিত চাপল্য ও উচ্ছ্বাসের যেন নবজন্ম হইল, এই উত্তেজনা—এই চঞ্চলতা তাহার ভালো লাগিল, যে গুরুভার তাহাকে এখনও এই পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল সহসা সে যেন সেই ভারমুক্ত হইয়া গেল। এই জনতা, এই কলরব, এই আনন্দোচ্ছাস তাহার অন্তরে এক অপূর্ব্ব মাদকতা সৃষ্টি করিল। অনেক দিন পরে অনীতা আবার একটু শান্তি পাইয়াছে। এতটুকু সান্ত্বনা, তাহার সুন্দর চোখদুটি শিশিরসিক্ত পদ্ম পত্রের মতো অশ্রুভারে টল্ টল্ করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে একটা রব উঠিল পুলিশ আসিয়াছে, সহসা কি যে হইয়া গেল—চারিদিকে একটা তুমুল হট্টগোল সুরু হইয়া গেল। জনতা যেদিকে পারিল ছুটিতে লাগিল, দু'চারজন লোক অনীতাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল, অনীতা অচৈতন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কালো সোয়েটার পরা যে লোকটি নাগরদোলা চালাইতেছিল এই দৃশ্য সে হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া ভীড় সরাইয়া চেঁচামিচি সুরু করিয়া দিল।

রাত প্রায় ন'টার পর চার পাঁচ জন লোকে অনীতার অচৈতন্য দেহ বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙিতেই সুবর্ণ টেলিগ্রাম পাইল—"Baby born, Anita dangerously ill. Please come—Kunja"

সুবর্ণ ও অলক পরের ট্রেণেই ঘাটশীলায় ছুটিল।

সুবর্ণ ও অলক যখন ঘাটশীলায় পৌঁছিল, অনীতা তখনও বাঁচিয়া আছে, কিন্তু ডাক্তারবাবু বলিলেন—জ্ঞান আর ফিরে আস্‌বে না, it is only matter of minutes.

অনীতার বিছানার পাশে নন্দরাণী ও কুঞ্জ পাথরের মতো স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সুবর্ণ ও অলকের দিকে তাহারা একবার চাহিল মাত্র, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। অনীতার অজ্ঞান অচৈতন্য দেহ বিছানার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে।

উদ্‌গত অশ্রুরাশি চাপিতে না পারিয়া সুবর্ণ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। কতদিনের কত বেদনাক্ত দুঃখময় স্মৃতি, কত আনন্দের উজ্জ্বল মুহূর্ত্ত আজ কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যে-বর্ণচ্ছটাময় বিলাসিতাকে অনীতা স্বর্গের মতো রমণীয় মনে করিয়া নিঃসংশয়ে বরণ করিয়া লইয়াছিল, আজ অভিশপ্ত দেববালার মত সেই স্বর্গ হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হইবে। এই অলক্ষ্য মৃত্যুর ক্রম-সন্নিহিততায় সুবর্ণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

অলক পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, টেবিলের উপর একখানি খোলা টেলিগ্রাম পড়িয়াছিল, অলক সেটি সুবর্ণর হাতে তুলিয়া দিল, কলিকাতা হইতে জহর টেলিগ্রাম করিয়াছে—"Deepest sympathy, will come later if possible. Jahar"

সুবর্ণ টেলিগ্রামটি টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

অলক সুবর্ণর বিহ্বল ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল—কি আর করবে বল, এই একমাত্র পথ, সবদিক দিয়েই অনীতা আমাদের মুক্ত করে গেল। ভগবানের দয়া বল্‌তে হবে যে ছেলেই হয়েছে, আর একটি মেয়ে হয় নি!

কিছুক্ষণ পরে নন্দরাণী অনীতার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সুবর্ণ তাড়াতাড়ি গিয়া নন্দরাণীকে ধরিয়া বসাইল, নন্দরাণীর কথা কহিবার শক্তি নাই, কাঁদিবারও সামর্থ্য নাই। কুঞ্জ উদ্‌ভ্রান্তের মতো সারা ঘরটিতে পায়চারি করিতে লাগিল। তাহাদের এই চরম দুর্দ্দশায় সুবর্ণ ও অলক যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে তাহাদের শান্ত করা বোধ করি স্বয়ং বিধাতারও সাধ্যাতীত।

কুঞ্জ বারবার বলিতে লাগিল—মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলুম না বাবা, বাঁচবার ওর খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কি যে হলো!

গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতো একই সুরে ঐ একই কথা সে বহুবার বলিয়া গেল—আর নন্দরাণী—সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে।

অলক সহসা পাশের ঘরে গিয়া নার্সকে কহিল—দেখুন আপনি এক কাজ করুন, ছেলেটাকে নিয়ে মার কোলে দিয়ে আসুন, নইলে কিছুতেই ত' আর সাম্‌লাতে পার্‌ছি না।

নার্স মাথা নাড়িয়া এ প্রস্তাব সমর্থন করিল, তারপর অনীতার সেই সদ্যোজাত সন্তানটীকে আনিয়া নন্দরাণীর কোলে শোয়াইয়া দিল।

নন্দরাণী গভীর অনুরাগে শিশুটিকে বুকে টানিয়া লইল। কুঞ্জ ধীরে ধীরে উঠিয়া সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

একদিন তিনটী শিশুকে লইয়া নন্দরাণী নীড় রচনা করিয়াছিল। মাটির ধরণীতে স্বর্গ রচনা করিবার কল্পনা সেদিন তাহার ছিল কি না কে জানে, আজ আর একটি অবাঞ্ছিত শিশুকে লইয়া তাহাকে আবার নূতন করিয়া নীড় বাঁধিতে হইবে। সেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি।

মূর্ত্তিমতী বিরতির মতো নিস্পন্দ নিষ্কম্পতায় নন্দরাণীর দিকে চাহিয়া সুবর্ণ তেমনই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

—শেষ—

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

THE BOYS' OWN LIBRARY
Y. M. I.

আলোচনার আসর

সন্তান-শিক্ষা সম্বন্ধে মাতার কর্ত্তব্য কি?

(৮)

দীপালীর বর্ত্তমান আলোচনা "সন্তান শিক্ষা বিষয়ে মাতার কর্ত্তব্য", এ প্রশ্নটীর উত্তর দিবার মত অভিজ্ঞতা কয়জনের আছে তাহা জানি না। আমাদের সন্তান পালন ও তাহাদের চরিত্র-গঠন শিক্ষাদান বিষয়ে, বিশেষ জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। এ বিষয়ে চিত্রজগৎ, আমাদের বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। বিভিন্ন উন্নত দেশের শিশু পালন, শিক্ষাদান প্রথা, খাদ্য দান প্রণালী, শিশুকে নূতন তথ্য গ্রহণ কার্য্যে উৎসাহদান প্রভৃতি আমাদের দেখাইয়া নারীজাতির এবং দেশের ও সমাজের প্রকৃত উপকার করিতে পারেন। বর্ত্তমান যুগে, মাতা শিশুকে শিক্ষা দিলেও, বালক কখন বিদ্যালয়ে আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর সঙ্গে মাতা ও গৃহের নারীদিগকে স্বল্প শিক্ষিতা বলিয়া বুঝিতে শিখে, এবং এজন্য তাহাদের 'হাম্বড়া' ভাব আসে তখনই আমরা অস্বস্তি বোধ করি। সেজন্য মাতার আজ কাল নূতন ধারায় শিক্ষিতা হওয়া প্রয়োজন। নূতন যুগের সহিত পুরাতন পথে কে চলিতে চাহিবে? আমার ক্ষুদ্র অযোগ্য আলোচনা মার্জ্জনা করিয়া গ্রহণ করিলে বাধিতা হইব। শিশুর শিক্ষা বলিতে অনেকগুলি বিষয় আসিয়া পড়ে। বাহুল্য ভয়ে ৪।৫টি বিষয় বলিব।

শিশুর শিক্ষণীয় বিষয় — ভগবানে বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা, সু-ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিষয়ে সচেতন, সুচরিত্র, অহঙ্কারহীনতা, বিদ্যালাভ। মাতারা প্রথম সন্তানটির সময়ে একটু কষ্ট করিয়া এইরূপ শিক্ষা দিলে অপর সন্তানরা বড়টির অনুকরণ করে। প্রাতঃকালের নিদ্রাভঙ্গে স্নানের পরে ও সন্ধ্যায় ভগবানের চরণে প্রার্থনা শিখান উচিৎ, প্রার্থনার কথাগুলি খুব সরল হওয়া চাই। ভগবান আমার মালিক এবং আমি দাস, এই ধারণা শিশুমনে বদ্ধমূল হওয়া চাই। ভগবানের প্রিয় হইবার জন্য সৎ হইবার ইচ্ছা শিশুর মনে জাগাইতে হইবে। সত্যকথা, নির্ভীক ভাব, লুকাইয়া কোন কার্য্যে ঘৃণা, সুবিচার শিশুকে শিখাইতে হইবে। কাহারও পীড়ার সময় কুশল প্রশ্ন ও সাহায্য করা শিখিতে হইবে, মিষ্ট বাক্য ও মিষ্ট ব্যবহার শিশুকে শিখিতে হইবে। ভদ্রলোক আসিলে হস্ত জুড়িয়া নমস্কার করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন স্নান, পরিষ্কার বসন পরিতে শিশুর অভ্যস্ত হওয়া চাই। শিশুরা কু-অভ্যাসের বশীভূত যাহাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ছেলে মেয়েদের কুসঙ্গীর নিকট অসৎ শিক্ষালাভের পূর্ব্বেই ছোট সন্তানদের বুদ্ধি অনুযায়ী কুকার্য্যের পরিণাম ও দৃঢ় চরিত্র হওয়ায় লাভ, স্বাস্থ্যহীনতা, ক্ষীণ দেহ ধারণের ভয়াবহ চিত্র মনে অঙ্কিত করিতে মাতার সন্তানকে সাহায্য করা উচিত। শিশু আহার গ্রহণের সময় না হাত ধুইয়া যেন না খায়। ফল প্রভৃতি না ধুইয়া যেন না খায়, এ বিষয়ে নজর রাখিবেন।

যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, নাক ঝাড়া অতি খারাপ কাজ বলিয়া শিশুর ধারণা হওয়া চাই। মুখে কাপড় বা রুমাল না দিয়া কাসি খারাপ অভ্যাস। ছোট ছেলেদের কদাচ পয়সা লওয়ার অভ্যাস যেন না হয়। অসংখ্য

রোগগ্রস্ত হস্ত ঘুরিয়া পয়সা গৃহে আসে, ইহার মধ্যে কুষ্ঠ রোগীও থাকিতে পারে। এবিষয়েও জানা উচিত। কখনও শিশুকে. নিষ্ঠুর শাস্তি মাতার দিতে নাই। ইহাতে শিশুর দেহ ও মনে কঠিন আঘাত লাগে, ধমক ও একটু কাণ ধরাই যথেষ্ট। রাত্রে শিশুর হাত পা মুছাইয়া কি ধুইয়া, দাঁত মাজিয়া নিদ্রা যাওয়ার অভ্যাস মাতাকে শিখাইতে হইবে। কদাচ অপরের খাওয়া জিনিস শিশুকে দিতে নাই, মাতার এ বিষয়ে শিশুর মনে ঘৃণা জাগাইতে হইবে। কি খাদ্য পুষ্টিকর এবং ছোট ছোট গ্রাসে অল্পে অল্পে আস্তে আস্তে শিশুকে খাইতে শিখান মাতার উচিত, অঙ্গুলি ভিন্ন হাতের চেটোয় খাবার যাহাতে না লাগে তাহা শেখান উচিত। তাসের মত ছোট ছোট কার্ডে অক্ষর প্রভৃতি লিখিয়া, খেলিবার কালে মিলিলে বলিতে পারিলে নম্বর দেওয়া, এবং বড় সাদা খাতায় বিভিন্ন পশু পক্ষী উদ্ভিদ ফল কীট পতঙ্গ কাটিয়া কাটিয়া ঐ বড় খাতায় আটকাইয়া দিয়া উহাদের কার্য্য স্বভাব উপকারিতা গুণ প্রভৃতি বিষয় শিখাইলে শিশুরা খুব আনন্দ পায়। বিজ্ঞান ও কল কব্জাও শিশুকে খেলিবার ছলে শিখাইতে হইবে। নমস্কার জানিবেন। ইতি

মিসেস রায়
C/o মোহিত কুমার রায়
লক্ষ্ণৌ

(৯)

এ-দেশের সন্তানরা শিশুকাল হইতে মাতার নিকট লালন পালন হইতে থাকে। ভিত্তি সুগঠিত না হইলে যেমন অট্টালিকা সুগঠিত হয় না তেমনি সন্তানকে উত্তমরূপে শিক্ষা না দিলে সন্তানের ভবিষ্যত জীবন সুগঠিত হইতে পারে না। অতএব মাতাদের কর্ত্তব্য সন্তানদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া।

সন্তানরা মাতার নিকট হইতে বেশী শিক্ষা পায় এবং পিতার কাছে খুব কমই পাইয়া থাকে। কারণ সন্তানদের পিতারা পয়সার জন্য সারাদিন কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে। সেই সময়ে সন্তানরা মায়ের কাছে থাকিয়া শিক্ষা পায়। ইহাতে বুঝা যায় যে সন্তানদের শিক্ষার জন্য দায়ী হইতেছে মাতা। প্রথমতঃ মাতাদের দেখিতে হইবে চরিত্র।

চরিত্র বলিতে আমরা বুঝি—বাক্যে, কার্য্যে এবং চিন্তায় পবিত্র ভাব। মানুষকে যাহা ন্যায়পথে, সত্যপথে অবিচলিত করে তাহাই চরিত্র। সত্যনিষ্ঠা, গুরুজনকে ভক্তি —এইগুলির শিক্ষার প্রতি মাতাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। শিশুকালই চরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ট সময়। সুতরাং সন্তানের সম্মুখে যাহাতে কু-আদর্শ উপস্থিত হইতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আর, যাহাতে সে কু-সংস্পর্শে না মিশিতে পারে কু-কার্য্যে লিপ্ত না হয় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কু-আদর্শ, কু-সংসর্গ, এমন কি কু-গ্রন্থ অধ্যয়নে সন্তানগণের চরিত্র কলুষিত হইতে থাকে। কিন্তু যাহাতে সন্তানগণ ইহাদের কোনটির সংস্পর্শে না আসে সে বিষয়ে বিশেষভাবে নজর রাখিতে হইবে। মাতাকে জানিতে

সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য

বনকুসুম
কেশ-তৈল

বনকুসুম
স্নো

বনকুসুম
ক্যান্থারাইডিন অয়েল

আপনার মার্জ্জিত রুচির সম্পূর্ণ পরিপোষক

হইবে যে মানব সমাজে চরিত্রহীনের স্থান নাই। বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ যতই থাকুক না কেন কিছুতেই সে লোকের চিত্ত-জয় করিতে পারে না এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। চরিত্রবানকে লোকে ভক্তি করে, পূজা করে। এই গেল সন্তানের চরিত্র গঠনের কথা, এবার লেখাপড়া।

লেখাপড়া মানে যে দু'চারখানা ইংরাজি বই পড়াইলেই লেখাপড়া হয় না। তাহাদের পড়াইতে হইবে আবিস্কারের কাহিনী, প্রত্যহ খবরের কাগজ, বড়লোকের জীবনী ইত্যাদি। শিক্ষকের হাতে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। তবে যদি দিতেই হয়, তাহা হইলে চরিত্রবান শিক্ষকের হাতে দেওয়া ভাল। মনুষ্যত্ব লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় লেখাপড়া। সেদিকে অমনোযোগী হইলে কিছুতেই চলিবে না। এবার শরীরের দিকে।

Health is wealth—স্বাস্থ্য পরম ধন। ইহার উপর মাতাকে বেশী দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ স্বাস্থ্যহীন লোক সমাজের বা দেশের কোন উপকারে লাগে না। ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রত্যহ মাতাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত আর পরিমিত আহার, বিশ্রাম প্রভৃতি স্বাস্থ্যলাভের প্রধান উপায়গুলির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলে জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারা যাইবে। আমার মন্তব্য হইতেছে যে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি পালন করান উচিত।

আর আমার বলিবার কিছুই নাই। যাহা জানিতাম তাহাই বলিলাম। মাতাদের আর একটা কথা জানিয়া রাখিতে হইবে যে আজ যারা শিশু কাল তারা দেশের ভবিষ্যৎ। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

শ্রীমতী মালতী মুখার্জ্জি।
সালিখা, হাওড়া।

৭ম সপ্তাহ
নিউ থিয়েটার্সের
পরম মনোহর সামাজিক কথা-চিত্র
পরাজয়

সকল চিত্র-আকর্ষণের মধ্যেও—
শ্রেষ্ঠতর
চিত্র-আকর্ষণ।

ভূমিকায়: কানন, ভানু, অমর মল্লিক, শৈলেন, ইন্দু, জীবেন, জ্যোতি, বীরেন।

চিত্রা

পরিচালক: হেমচন্দ্র চন্দ্র

ফোন: বি, বি, ১১০৩

শনি: রবি: ৩, ৬৷০ ৯৷০ অন্যান্য দিন: ৬৷০ ও ৯৷০

নিউ সিনেমা
ধর্ম্মতলা:: ফোন: কলি: ৫৮১৯

৪র্থ সপ্তাহ
নিউ থিয়েটার্সের হিন্দি কথা-চিত্র
জিন্দ্‌গী

ভূমিকায়:
সায়গাল, যমুনা, পাহাড়ী, নেমো
প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত।
প্রবোধ সান্যালের "প্রিয়-বান্ধবী"
উপন্যাস হইতে চিত্রান্তরিত।

জিন্দ্‌গী

চিত্রখানি হিন্দি হইলেও বাঙ্গালী মনের রসের খোরাকে ভরপুর॥
এই সপ্তাহে নিশ্চয়ই দেখিবেন।

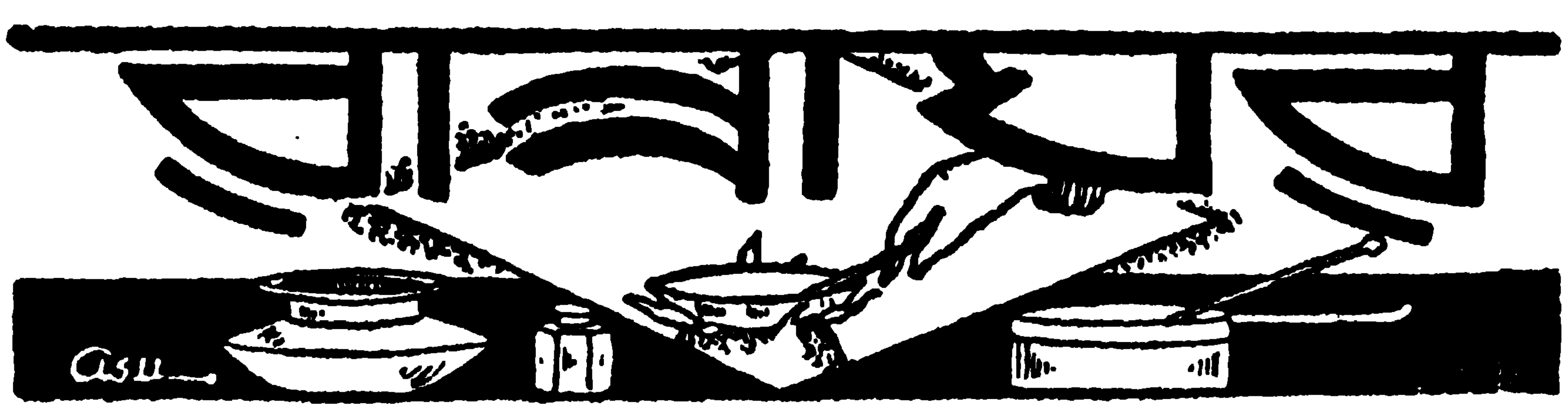

(৬৯)

খজুর

উপকরণ :—ময়দা ⁄।॰ সের, চিনি ⁄।॰ পোয়া, ঘৃত তিন ছটাক।

প্রণালী :—প্রথমে ময়দাগুলি ঐ তিন ছটাক ঘৃতে উত্তমরূপে ময়ান দিয়া মাখুন। একটু মাখা হলে ওর সঙ্গে এক পোয়া চিনি দিয়ে ফের মিলিয়ে জল দিয়ে শক্ত করে মাখুন। এইবার লুচির মত লেচি কেটে ঐ একটি লেচিতে দুটি আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠোঙার মত তৈরী করুন। খুব বেশী পাতলা হবে না। যেমন চপের ঠোঙা প্রস্তুত হয় ঠিক তেমনি হবে। তবে পরিমাপ ছোট হবে। এইবার কড়াইয়ে ঘি দিয়ে ঐগুলি নিমকির মত অল্প লাল করে ভেজে নিন। এই খাবার চায়ের সঙ্গে খেতে খুব উপাদেয়।

শ্রীমতী আশালতা বন্দ্যোপাধ্যায়
এলাহাবাদ

(৭০)

মিষ্ট ভাত

মিষ্ট ভাত রাঁধিতে হইলে নিম্নলিখিত জিনিষের প্রয়োজন—

চাউল—১ সের, দধি—আধ পোয়া, দুধ—আধ পোয়া, চিনি এক পোয়া, পাতি লেবু—১টা, ঘি—১ ছটাক, লবণ—৪ তোলা।

রন্ধন প্রণালী :—৪ তোলা লবণ জলে দিয়া চাউলকে সিদ্ধ করিবেন। অর্দ্ধ সিদ্ধ হইলে উহাতে দধি ও পাতি লেবুর রস মিশাইয়া দিবেন। তৎপর উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে ফেন গলাইয়া ফেলিবেন। দুধটুকু চিনির সহিত মিশাইয়া ঐ ভাতের উপর অল্প অল্প করিয়া ছিটাইয়া দিবেন ও হাঁড়ীতে নাড়িতে থাকিবেন এবং কিছুক্ষণ আল দিয়া নামাইয়া ফেলিবেন। ইহাই মিষ্ট ভাত হইল।

কুমারী দেবিকারাণী পাল
(আমলা পাড়া) কুষ্টিয়া

(৭১)

খেজুর রসের অম্ল

খেজুর রসের অম্ল নিম্নলিখিত উপকরণে প্রস্তুত করিলে অতি মধুর হয়।

রস—১ সের, তেঁতুল—২ তোলা, কাঁচা কলা—৮ তোলা, বেগুণ—৮ তোলা, মুলো—৮ তোলা, বড়ি ৮ তোলা, তৈল—১ ছটাক, ও সরিসা—১ তোলা।

রন্ধন প্রণালী—প্রথমে রসকে হাঁড়িতে ঢালিয়া আল দিতে থাকিবেন। পরে রসটী ঘন হইলে তরকারীগুলি লবণ, তেঁতুল ও বড়ী হাঁড়িতে ঢালিয়া দিবেন। বেশ সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া রাখিবেন এবং তৎপর হাঁড়িতে সরিসা ফোড়ন দিয়া ঢালিবেন। কিছুক্ষণ পরে খাইতে মিষ্ট লাগে।

কুমারী দেবিকারাণী পাল
(আমলা পাড়া) কুষ্টিয়া

(৭২)

নারিকেলের পরোটা

প্রথমে ১ সের ময়দায় আন্দাজমত ময়ান দিয়ে একটু নুন ও ১টা বড় নারিকেল কোরা নিয়ে বেশ ভাল করে মাখুন। তারপর লেচি করে পরোটার মত বেলে ঘিয়ে ভাজবেন। ইহা ভগ্নিদের ষষ্ঠী, অমাবস্যা পূর্ণিমা ইত্যাদিতে মুখ বদলাবার দিনে বেশ মুখরোচক হবে। তবে যেন ঠাণ্ডা খাবেন না।

শ্রীবিজয়া ঘোষ
অভিরামপুর, মালদহ

(৭৩)

ফলিপুরী

উপকরণ :—বড় ফলি মাছ একটা—বড় পেঁয়াজ ৩।৪টা, জিরা বাটা, ধনে বাঁটা, লঙ্কা বাঁটা, হলুদ বাঁটা পরিমাণমত, অল্প একটু নুন, চিনি ও সরিষার তৈল।

প্রস্তুত প্রণালী :—প্রথম ফলি মাছটার আঁসগুলি আস্তে আস্তে ফেলিয়া খুব ভাল করিয়া ধুইয়া লইবেন। মাথাটা কাটিয়া ফেলিয়া শিল নোড়ায় মাছটী আস্তে আস্তে ছেঁচিবেন, যেন চামড়াটা ছুটিয়া না যায়, এবং মাছগুলি ঐ মাথার কাছ দিয়া বাহির হইবে। সব মাছ বাহির হইলে চামড়াটা থালার উপর রাখিবেন। মাছগুলির বড় কাঁটা বাছিয়া ফেলিয়া বেশ করিয়া বাঁটিয়া লইবেন এবং ঐ বাঁটা সব মসলা ও পেঁয়াজ বাটা, নুন চিনি মিশাইবেন, এবং ঐ চামড়ার মধ্যে ভরিবেন। একটা ডিম ভাজিয়া অল্প একটু ময়দা ও হলুদ গুলিয়া মাছটায় মাখিয়া ভাজিয়া লইবেন। খাইতে অতি উপাদেয় জিনিষ হইবে।

শ্রীহিরণবালা দাশগুপ্তা
ফরিদপুর

ডি, এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : বি, বি, ৩৭১১
আগফা এবং সেলো ফিল্ম মাত্র ১।০
এবং ফ্রি ডেভলাপ করা হয়—

মূল্য—২॥০ মাত্র

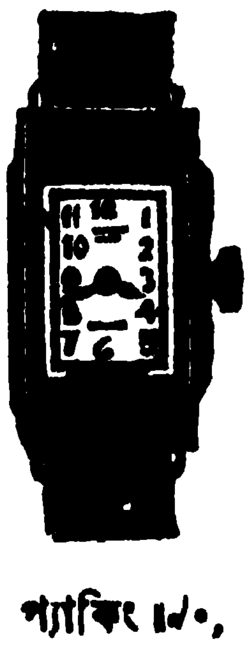

সুইস লিভার কারুকার্য্য তিন বৎসরের গ্যারান্টি। মূল্য গোল কিংবা স্কোয়ার নিকেল ২॥০, উৎকৃষ্ট ৩৲, সুপিরিয়র ৩॥০, সোনালী ৪৲ টাকা, রেডিয়ম ৪॥০ রেক্টেঙ্গুলার (ছবিতে যেমন) নিকেল ৭॥০, গোল্ডেন ৮॥০, ১০ বৎসরের গ্যাঃ রোল্ডগোল্ড ১৫৲, ১৫টী জুয়েল সহিত ২২৲, মহিলাদের রিষ্টওয়াচ নিকেল ১০৲, গোল্ডেন ১৩৲। পোষ্টে প্যাকিং ।৵০, তিনটী ঘড়ি একত্রে লইলে লাগিবে না।

এইচ, ডেভিড এণ্ড কোং (ডি, সি
পোঃ বক্স ১১৪২৪, কলিকাতা।

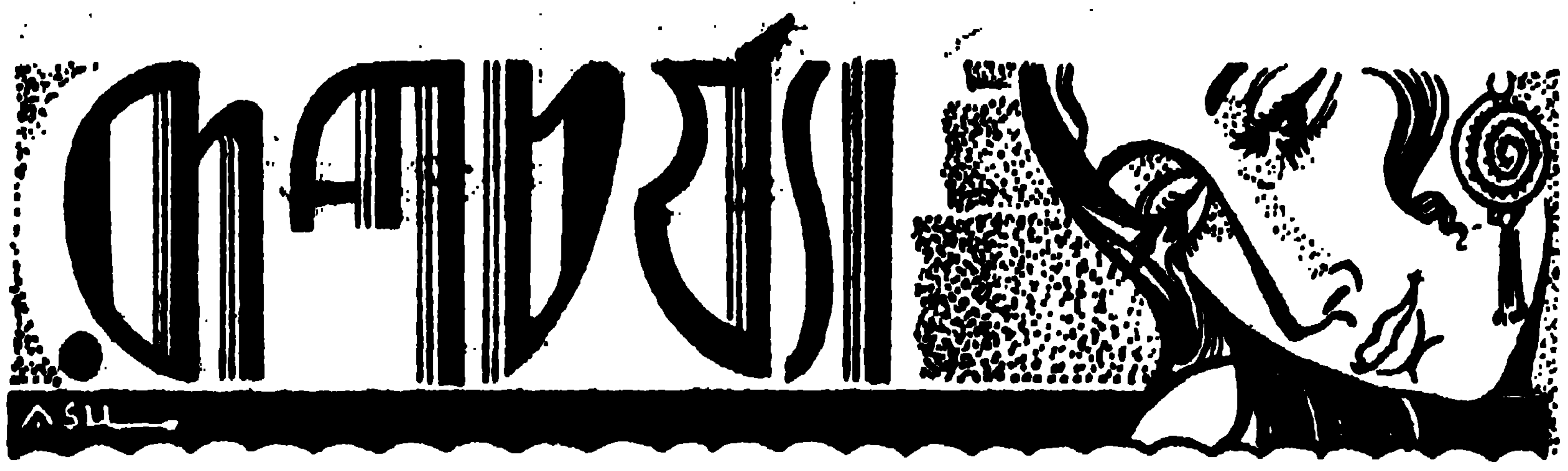

কেশরোগ

—শ্রীশ্যাম বসাক

প্রায় অধিকাংশ লোকই কোন না কোন একটা কেশরোগে ভুগে থাকেন। কেশ রোগ যে কেবল দেহের সৌন্দর্য্যই নষ্ট করে তা নয়—স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গেও এর অনেকখানি সম্পর্ক আছে। কেশরোগ যে বিশেষ একটা ব্যাধি এবং এর জন্য যে কোন প্রকার চিকিৎসার প্রয়োজন আছে তা অনেকেই বোধ করেন না। কিন্তু কেশরোগও অবহেলার জিনিস নয়। কারণ অনেক সময় কেশরোগ আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার পরিচয় দেয় অথবা জীবাণুঘটিত কেশরোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে নানা কষ্টকর ব্যাধি আমাদের দেহের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে। শরীর যখন সুস্থ থাকে, তখন বিশেষ কোন কেশরোগ উৎপন্ন হয় না; কিন্তু শরীর যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন নানা প্রকার কেশরোগও দেখা দেয়। শরীর অসুস্থ হওয়ার অর্থে কেবল প্রকটমান রোগকেই বোঝায় না। শরীরের অভ্যন্তরে সামান্য রোগও—যা অনেক সময় আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারি না—কেশরোগের সৃষ্টি করে। রোগভোগ অথবা অন্য কোন কারণের জন্য শরীর যখন স্বভাবতঃই দুর্ব্বল হয়ে পড়ে তখন নানা প্রকার কেশরোগও দেখা দিতে আরম্ভ করে। তারপর আবার ধীরে ধীরে দেহে যখন পূর্ব্বেকার স্বাস্থ্য ফিরে আসে—তখন চুল ওঠা বা অন্যান্য কেশরোগ আপনা হতেই নিবারিত হয়।

পাকাশয়িক গোলযোগও চুল ওঠার একটা অন্যতম প্রধান কারণ। হতে পারে তা সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য কারণেই চুল উঠার পক্ষে যথেষ্ট। অথবা দৈনিক খাদ্য-তালিকায় এমন জিনিসের সমাবেশ হচ্ছে—যার ফলে দেহের রক্তের ক্ষার ধর্ম্ম ক্রমশঃ কমে গিয়ে অম্ল ধর্ম্মাত্মক হয়ে উঠছে। এই ভাবে রক্ত অম্ল ধর্ম্মাত্মক হয়ে উঠার ফলেও অনেক সময় চুল ওঠা বা অন্য কোন প্রকার কেশরোগ উৎপন্ন হয়। এছাড়া নানা কারণে আমাদের শরীরে ধীরে ধীরে নানা দূষিত পদার্থের সঞ্চয় হেতু আমাদের স্বাস্থ্য হানি ঘটে এবং নানা রোগের উৎপত্তি হয়—কেশরোগও তাদের মধ্যে অন্যতম।

এ ছাড়া বাইরের নানা প্রকার প্রতিক্রিয়াও কেশরোগের কারণ হয়। চুলের যত্ন না নেওয়া, মাথা অপরিষ্কার রাখা, ক্ষারবহুল সাবান ও নির্ব্বিচারে উগ্র গন্ধবিশিষ্ট বাজে তেল প্রভৃতির ব্যবহারে কেশরোগের সৃষ্টি হয়। অন্যের ব্যবহৃত ব্রাস্ ও চিরুনী ব্যবহারের দ্বারাও কেশরোগ একের মাথা হতে অন্যের মাথায় সংক্রামিত হয়। অন্যের ব্যবহৃত ব্রাস বা চিরুণী ব্যবহারে কেবল কেশরোগ নয় অন্যান্য নানা রোগও এক দেহ হতে অন্য দেহে সংক্রামিত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

চুল ওঠা, টাকপড়া, কেশক্ষয়, খুস্কী, কেশদাদ্ প্রভৃতি অধিকাংশ রোগ শরীরের আভ্যন্তরিক গোলযোগের জন্য যেমন উৎপন্ন হয়—তেমনই আবার বাইরের নানা প্রকার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলেও সৃষ্ট হয়। রোগবীজাণুপূর্ণ পদার্থের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে জীবাণুগুলি অতি সহজেই চুলের গোড়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। মস্তক-চর্ম্মের স্বাভাবিক আর্দ্রাক্ত অবস্থা এদের বাসের পক্ষে খুবই অনুকূল হয়ে ওঠে। এই অনুকূল অবস্থার সহায়তা লাভ করে এরা পুষ্ট হয় ও বংশ বিস্তার করতে থাকে। এভাবেও অনেককে কেশরোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। সুতরাং উচিত হচ্ছে যখনই কেশরোগের কোনপ্রকার উপসর্গ দেখা দেয় তখনই মূল কারণ যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান করে তা দূরীভূত করার জন্য রীতিমত যত্ন নেওয়া দরকার। তবে যেখানে শারীরিক ব্যাধি কেশরোগের মূল কারণ বলে অনুমিত হয় সেখানে চুলের স্বাস্থ্যপ্রদ ও রোগ নিবারক ওষুধ প্রয়োগের সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতিকর ব্যবস্থারও প্রয়োজন। নচেৎ শরীরে রোগ বর্ত্তমান থাকার দরুণ কেবলমাত্র কেশমূলে ফলপ্রদ ওষুধের যথেষ্ট প্রয়োগসত্বেও আশানুরূপ উপকার পাওয়া যায় না।

চুল প্রকৃতির সহজ দান এবং এর জন্য বিশেষ কোন যত্ন বা চিকিৎসার যে প্রয়োজন হয় না এরূপ ধারণা রাখাও ঠিক নয়। কেশের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রত্যেকেরই কেশ-পরিচর্য্যায় যত্নবান হওয়া উচিত। যথোপযুক্ত যত্নের অভাবে কেশরাজি যেমন রুক্ষ ও মলিন হয়ে পড়ে, তেমনি দীর্ঘদিনের অবহেলায় নানা কেশরোগেরও সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সামান্য যত্ন নিলেই সাধারণভাবে কেশরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না বরং কেশরাজির উৎকর্ষই সাধিত হয়।

সরল সীবন-শিক্ষা

১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।

মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

৮৷২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

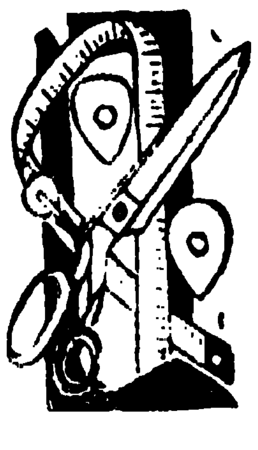

হাফ প্যাণ্ট বা সর্ট
(Short)

হাফ্ প্যাণ্ট বা সর্ট অঙ্কিত করিতে এবং কাটিতে হইলে নিম্নের মাপগুলি আবশ্যক।

যথা—পাছা (Seat) ৩৮", কোমর (Waist) ৩০", লম্বা (Length) ২২", সেকৃম (Leg length) ৯"। (দুই পায়ের সংযোগস্থল হইতে নীচের লম্বার শেষ পর্য্যন্ত মাপকে সেকৃম বা Leg length বলে)

(সাম্‌না) ক খ—লম্বা ২২"+½"—২২½"। খ হইতে গ—সেকৃম ৯"। গ ছ—⅓ পাছা—১২" এবং ঘ বিন্দু ছ বিন্দু হইতে ½" দূরে অবস্থিত। ছ হইতে চ বিন্দুর দূরত্ব গ ছ এর দূরত্বের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৩"। জ বিন্দু চ বিন্দু হইতে ঙ চ রেখার অর্দ্ধেক এবং ২" উর্দ্ধে অর্থাৎ চ বিন্দু হইতে জ বিন্দুর দূরত্ব ৬¼"+২"—৮¼"। খ ঝ এর দূরত্ব গ ঘ এর দূরত্ব অপেক্ষা ১ ইঞ্চি কম। এক্ষণে ছবির নির্দ্দেশমত

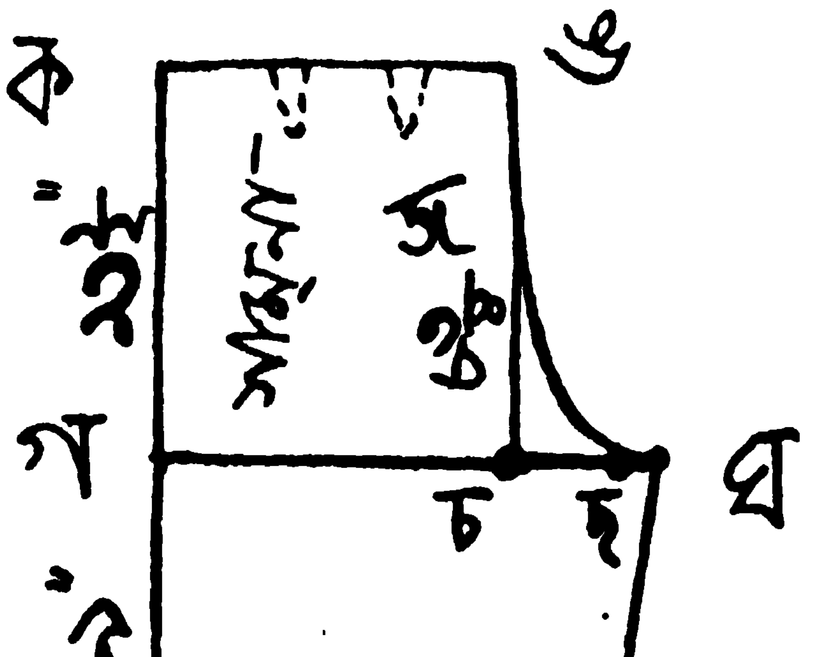

রেখাগুলি সংযোগ করিলেই হাফ্ প্যাণ্টের সাম্‌না অঙ্কিত করা হইল। কাটিবার সময় নীচের......চিহ্নিত রেখা সমেত খ ক ঙ ঘ এবং ঝ লাইনে কাটিতে হইবে। নীচের এই.........চিহ্নিত অতিরিক্ত অংশ খ ঝ লাইনে ভাঁজ করিয়া নীচের পটী মুড়িবার জন্য আবশ্যক হইবে। আগামী বারে ইহার পিছনের অংশ এবং সেলাই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইতি—

শ্রীমতী বিমলা মুখোপাধ্যায়
গোলমার্কেট
নিউ দিল্লী

কপিপাতা প্যেটার্ণ

প্রথমে ৪টে জোড়া অর্থাৎ ৮টা ঘরকে ৪টে করুন। এই ৮টা ঘরকে ১৬টা করা ও ১৬টা ঘরকে ৮টা করা। প্রথম লাইন এভাবে বুনে যান। দ্বিতীয় লাইন সব উল্টো। তৃতীয় লাইন অর্থাৎ সামনের দিকটা সব সোজা। চতুর্থ লাইন সব উল্টো। পঞ্চম লাইন প্রথম লাইনের মত। যে লাইনে ঘর বাড়ান বা কমান হবে সেটা সব সোজার মত বুনবেন। এইটা দেখতে খুব সুন্দর, ফ্রকের তলা ও ঘটি হাত বুনলে চমৎকার হয়।

প্রজাপতি প্যেটার্ণ

প্রথম লাইন ৫টা উল্টো ও ৫টা ঘর তুলে নেওয়া অর্থাৎ ও কাঁটার ঘর এ কাঁটাতে করে নেবেন। তাহলেই একটা টানা সুতো পরবে। আবার ৫টা উল্টো ও ৫টা তুলে নেওয়া। দ্বিতীয় লাইন সব উল্টো, তৃতীয় লাইন প্রথম লাইনের মত। চতুর্থ লাইন সব উল্টো। পঞ্চম লাইন প্রথম লাইনের মত। ষষ্ঠ লাইন সব উল্টো। সপ্তম প্রথম লাইনের মত। অষ্টম সব উল্টো। নবম প্রথম লাইনের মত। ১০ম সব

কলিকাতায়—

ভক্ত তুলসীদাস
এখন বঙ্গবাসীতে
চলিতেছে

"নদী
কিনারে"
-সিটিতে
৪র্থ সপ্তাহ চলিতেছে

● ●

আর একখানি বিরাট চিত্র
অচ্ছুৎ
শীঘ্রই আপনাদের
চিত্ত বিনোদন করিবে
শ্রেষ্ঠাংশে: গহর, মতিলাল

মানসাটা
ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স
', এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উল্টো। এইবার ১১ লাইনে এসে ৫টা উল্টো বুনে নিন, যেখানে ঘর তুলে নেওয়া হচ্ছিল সেখানে ২টা সোজা বুনুন। আর একটি সোজা বুনে তার ঘরটি ফেলে না দিয়ে সেই পাঁচটা সুতোর ভিতর দিয়ে গলিয়ে নিয়ে আর একটা সোজা বুনুন। আর একটা ঘর নিয়ে ফেলে দিন, বাকি আর দুটো সোজা বুনে ফেলুন। ইহার পরবর্ত্তী প্রজাপতি উল্টোর উপর হবে ও প্রজাপতির স্থানে উল্টো হবে। যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জল করে জানালাম। এতে যদি কেউ বুঝতে না পারেন তবে জানালে বাধিতা হব। নমস্কার জানবেন।

কুমারী অমলা বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মিথ রোড
এলাহাবাদ

"উলের বোনা"

(১) "ডবল বোনা" (৩ ঘর হিসাব) সামনে সুতো এনে ১টা ঘর তুলে জোড়া ১টা বুনিবেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে করিতে হইবে।

(২) "গোলাপ পাতা" (৯ ঘর হিসাবে)

১ম লাইন—সোজা ২, জোড়া ১, সামনে সুতো সোজা ১, সামনে সুতো জোড়া ১, সোজা ২।

২য় লাইন—সব উল্টো।

৩য় লাইন—সোজা ১, জোড়া ১, সামনে সুতো সোজা ১, সোজা ২, সামনে সুতো জোড়া ১, সোজা ১।

৪র্থ লাইন—সব উল্টো।

৫ম লাইন—জোড়া ১, সামনে সুতো সোজা ১, সোজা ১, সামনে সুতো জোড়া ১, সোজা ১, সামনে সুতো জোড়া ১।

৬ষ্ঠ লাইন—সব উল্টো।

৭ম লাইন—সোজা ১, সামনে সুতো জোড়া ১, সোজা ১, সামনে সুতো জোড়া ১, সামনে সুতো সোজা ১, সোজা ১।

৮ম লাইন—সব উল্টো।

৯ম লাইন—সোজা ৩, সামনে সুতো এনে ১টা ঘর তুলে জোড়া ১টা করে, জোড়া ঘরের উপর দিয়া তোলা ঘরটি ফেলে দিন। সামনে সুতো সোজা ১, সোজা ২।

১০ম লাইন—সব উল্টো।

কুমারী ললিতা ঘোষ
ওয়ার্ড ইনসটিটিউসন স্ট্রীট
মাণিকতলা, কলিকাতা

একজন ইংরাজী জানা সুদক্ষ করস্পণ্ডিং ক্লার্ক প্রয়োজন। টাইপ জানা চাই। অভিজ্ঞতা ও প্রশংসাপত্র সহ নিজে সাক্ষাৎ করুন। সময় ৩টা হইতে ৫টা।—

কমলা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
১নং হারিসিবাগান রোড।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	১৬ কোটি	৩৪	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল···	২ "	৯৬	"	"
মোট সংস্থান···	৩ "	৩৬	"	"
দাবী শোধ···	১ "	৮৫	"	"
প্রিমিয়াম আয়···	··· ···	৭৪	"	"

—বোনাস—
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।
এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

গত ১লা মে বুধবার থেকে খেলার মাঠের গ্যালারীগুলি আবার জনসমাগমে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের এই উৎসাহ দেখে বোঝা যায় আমাদের জাতীয় জীবনে এর কতখানি প্রভাব। ফুটবলের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে কবে থেকে এই খেলার প্রচলন হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন স্থির উল্লেখ নেই। আই, এফ, এর দেওয়া ইতিহাস থেকে মনে হয় ১৮৭০ সালেই বোধ হয় ভারতে এর প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। ফুটবল খেলাটা হোল পাশ্চাত্যের। এর প্রথম নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হয় ১৮৩২ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের এক সভায়। সেই নিয়মই কিছু কিছু অদল বদল হয়ে আজ পর্য্যন্ত চলে আসছে।

বাংলা দেশে ফুটবল খেলার প্রবর্ত্তকদের মধ্যে স্বর্গীয় নগেন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর নাম প্রথমে উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথমে কয়েক জন ছেলেকে নিয়ে ময়দানে ওয়েলিংটন ক্লাব, বলে এক ক্লাব স্থাপন করেন। এর পরেই প্রেসিডেন্সি ক্লাব বলে আর একটি ক্লাব গঠিত হয়। এ সময় ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব, ট্রাম্পেট্স্ ক্লাব, লাভস্ ইলেভন্, কেল্লার একটি সামরিক দল ও কয়েকটি কলেজীয় ইউরোপিয়ান টিমের অস্তিত্ব ছিল। শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারীর চেষ্টায় ওয়েলিংটন ক্লাব, প্রেসিডেন্সী ক্লাব ও শোভাবাজার রাজবাটি ক্লাব এই তিনটি প্রতিষ্ঠান মিলিত হয়ে শোভাবাজার ক্লাব নামে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তখনকার দিনে একমাত্র প্রতিযোগিতা ছিল ট্রেডস্ কাপের খেলা। এই ট্রেডস্ কাপ যখন শোভা বাজার ক্লাব জয় করলো, তখন বাংলা দেশে জাগরণের একটা সাড়া পড়ে গেলো, ফ লে স্থাপিত হোল হেয়ার স্পোর্টিং, কুমারটুলি ইনষ্টিটিউট, ন্যাশানেল এসোসিয়েশন, মোহন বাগান ক্লাব ও এরিয়ান্স ক্লাব।

এতগুলি ক্লাবকে পরিচালিত করার জন্য ১৮৯২ সালে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। মিঃ এ, আর, ব্রাউন, মি আর, বি, লিণ্ডসে, মি ওয়াটসন্ ও শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারীর চেষ্টায় ১৮৯৩ সালে আই, এফ, এ শীল্ড খেলার প্রথম প্রচলন হয়। এর পরে ক্রমে ক্রমে কুচবিহার কাপ, ইলিয়াট্ শীল্ড প্রভৃতি প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফুটবল বাংলা দেশে জনপ্রিয় হতে আরম্ভ হয়েছে। আই, এফ, এ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের মধ্যে একটা বৃহৎ ফুটবল প্রতিষ্ঠান। এরপর ১৯১১ সালে মোহনবাগান যখন শীল্ড জয় করলো তখন বাংলা দেশের ভারতীয় খেলা হিসেবে ফুটবল তার স্থান অধিকার করে নিলো। সংক্ষেপে এই হলো আমাদের দেশে ফুটবলের ইতিহাস। তারপর এসে উদয় হলো মহমেডান স্পোর্টিং এরা চারবার পরপর লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে ও একবার আই, এফ, এ শীল্ড জয় করে লোকের মনে চমক লাগিয়ে দিলে।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়।
সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২॥০।
সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬॥০। ঔষধগুলি গ্যারান্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—**Dr. S. C. Bhadury M.B.**
Ghiamandi, Muttra, U. P.

তারপর এলো সাম্প্রদায়িকতা—রাজনীতির উর্ব্বরা ক্ষেত্র ছেড়ে খেলার মাঠের অনুর্ব্বরা ভূমিতে সাম্প্রদায়িকতার চারা গাছ ধীরে ধীরে মাথা তুললো। গোলমাল পাকিয়ে উঠলো যখন তারা অন্য কয়েকটা ক্লাবের সহানুভূতি পেলো। সেই বছরই মোহনবাগান লীগ জয় করল। স্থাপিত হলো বি, এফ, এ—সভাপতি হলেন শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়। তারা সুরু করলো ব্রাবোর্ণ কাপের খেলা। অনেকগুলি অখ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান এদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দিলো। কিন্তু সাধারণ লোক চায় না বাংলা দেশের ফুটবল রাজ্যে এই দ্বন্দ্ব। ফলে ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাট ফিরে এলো আই, এফ, এতে। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন নিয়ে এখনও মহমেডান স্পোর্টিং মাথা ঘামাচ্ছে তারাও ফিরে আসবে কি না।

*

গত সোমবার মহমেডান স্পোর্টিং-এর যে সভা হয়ে গেছে তাতে মিঃ নুরুদ্দিন কর্ত্তৃক পঠিত রিপোর্ট থেকে তাদের মনোভাব স্পষ্টই বোঝা যায়। পুলিশ কমিশনার মিঃ ফেয়ার ওয়েদার নাকি তাদের ৮টা আসন দেওয়ার পক্ষপাতি। আই, এফ, এ চারটের বেশী দিতে রাজী নন। পুলিশ কমিশনারের মতে যদি আই-এফ-এ'র সঙ্গে মহামেডান স্পোর্টিং-এর সন্ধি না হয় তবে হয়ত দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আই-এফ-এ এ হুমকিতে ভয় পায়নি। আই-এফ-এর সর্ত্ত যদি মহমেডানরা মেনে নেয় তবেই সন্ধি সম্ভব, নচেৎ তাদের বাদ দিয়েই লীগ খেলা চলবে।

*

এর মধ্যে ফুটবল-টীমগুলিতে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। মোহনবাগানের বিখ্যাত ব্যাক পি, চক্রবর্ত্তী আবার তাঁর পুরানো ক্লাবে ফিরে এসেছেন। শোনা যাচ্ছে এদের বিখ্যাত গোলকীপার কে, দত্ত নাকি ই, বি, আর দলে যোগ দিবেন। আব্বাস মহমেডান ছেড়ে কাষ্টমস্ টীমে গেছেন।

আর একটু চেষ্টা করলেই ভারতের সামরিক মানচিত্রে বাঙলাদেশও একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারবে। এবছর বাৎসরিক ক্যাম্পে শতকরা ৯৯ জন সৈন্য যোগদান করেছিল—'ভারতের অগ্নিদারী বা অন্য কোন সামরিক দলের মধ্যে একটা রেকর্ড'—এই বলে গত রবিবার বাঙ্গালী সৈন্যদলের কমাণ্ডিং অফিসার মেজর উইলসি সকলের কাছে বিদায় নিয়েছেন। তিনি তাঁর পুরাণো রেজিমেন্ট ৮ম গুর্খা রাইফেলে যোগদান করেছেন। মেজর ওয়াচ্‌হর্ণ এবার ৫ম আরবানের কমাণ্ডিং অফিসার হলেন। ই, বি, আর, ইনষ্টিটিউটে এক বিদায় সভার আয়োজন হয়। এই সৈন্যদলের বিখ্যাত মুষ্টি-যোদ্ধা রবীন সরকার তাঁর মৃগ-ব্যাধ নৃত্য দেখিয়ে খুব প্রশংসা অর্জ্জন করেন। শচীন বোসের প্যারালাল বার, আগরওয়ালার শারীরিক কৌশলের খেলা, মদন বসুর গান, সুশীল চক্রবর্তীর হাস্যকৌতুক ও অন্যান্য নানাপ্রকার প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত হয়েছিল।

•

বাঙ্গালীবিহীন বাংলাদেশ ও রেঞ্জদলের মধ্যে হকি খেলা হয়েছিল, গোলশূন্যভাবেই খেলা শেষ হয়। যে ধ্যানচাঁদের খেলা দেখার জন্য লোকে গিয়েছিল আবার তারা হতাশ হয়ে ফিরেছে—রূপসিং ছাড়া ধ্যান-চাঁদের খেলা খোলেই না, তিনি কেবল ষ্টিক হাতে মাঠে ঘোরা-ফেরা করেছেন।

•

বাইটন্ কাপের ফাইন্যাল খেলা গত মঙ্গলবার হয়ে গেছে। ফাইনালে উঠেছিলো ভূপাল ও ভগবন্ত ক্লাব। বরাত জোরে ভূপাল ১-০ গোলে জয়লাভ করে। বরাবর ভূপালের চেয়ে ভগবন্ত ক্লাব ভাল খেলে, কিন্তু শেষের তিন মিনিট থাকতে পেনাল্টী 'বুলি'তে তাদের ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটে গেল। আর সেটা সত্যিই পেনাল্টী বুলি হয়েছিল কি না সন্দেহ!

•

মহমেডান স্পোর্টিং ভূপালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে লক্ষ্মীবিলাস কাপ জয় করেছে।

—অভিমন্যু

নিউ থিয়েটার্স

পরিচালক অমর মল্লিক তাঁহার "অভিনেত্রী"কে লইয়া গত সপ্তাহে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। ছবিখানির ভিতর প্রায় বারোখানি গান আছে এবং সেগুলি রচনা করিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ গীতিকার শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য। নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল ও কানন ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, বিনয় গোস্বামী, আলাউদ্দীন, সত্য মুখোপাধ্যায়, ভানু রায়, বোকেন চ'ট্টো প্রভৃতিদেরও দেখা যাইবে।

ফণী মজুমদারের পরিচালনায় "ডাক্তার" প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথিতযশা সাহিত্যিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই "ডাক্তারের" গল্প-রচয়িতা। এই গল্পে একটি বৃদ্ধ ভৃত্যের যে চরিত্র আছে সেটি অপূর্ব্ব। এ ভূমিকাটির রূপ দিতেছেন শ্রীঅমর মল্লিক।

চিত্রায় "পরাজয়" সপ্তম সপ্তাহে পড়িল।

নিউ সিনেমায় "জিন্দগী" চতুর্থ সপ্তাহে পড়িল। এখনও বিপুল দর্শক আকর্ষণ করিতেছে।

ঋতুসঙ্কট যে কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বমজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য বহু পরীক্ষিত ১॥০, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) দেখা করুন—৮—১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়।

অর্শ—মুখে জীবে গলায় মাড়ীতে দাঁত কন্ কন্ করা, নড়া, ফোলা ৷০। টৈমসিজ (আলজীব) বৃদ্ধিই বিনা অস্ত্রে আরোগ্য ৷০। ডাকখরচ ৷০। মিসেস দাস বমজ বিশারদ ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D) কলিকাতা।

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশান্‌স্ লিঃ

চিত্রায় "পরাজয়ে"র পরেই "আলো-ছায়া" মুক্তিলাভ করিবে। ওখানে এখন "ট্রেলার" দেখান হইতেছে।

মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

ইহাদের নবতম বাংলা ছবি "ব্যবধান"-এর কাজ চলিতেছে। প্রতিমা দাশগুপ্তা, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সন্তোষ সিংহ, নিভাননী, অঞ্জলি দেবী, (ইনি চিত্রজগতে নবাগতা), সত্য মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, রাধারাণী (একটি ছোট বালিকা) প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন। ফণী বর্ম্মা ও নীরেন লাহিড়ী পরিচালনা করিতেছেন।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

ইঁহারা আর একটি সাউণ্ড ষ্টেজ নির্ম্মাণ করিতেছেন। কারণ বর্ত্তমানে এতগুলি ছবি একসঙ্গে বাংলাদেশে আর কোন ষ্টুডিওতেই গৃহীত হইতেছে না। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই এই সাউণ্ড-ষ্টেজটির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানে ইঁহাদের দুটি সাউণ্ড-ষ্টেজ আছে।

আগামী শনিবার রূপবাণীতে "তটিনীর বিচার" মুক্তিলাভ করিবে। "রিক্তা" তুলিয়া পরিচালক সুশীল মজুমদার ও প্রযোজক ফিল্ম কর্পোরেশন উভয়েই অগাধ যশের অধিকারী হইয়াছেন, আশা করি "তটিনীর বিচারেও" তাহা ম্লান হইবে না।

হীরেন বসুর পরিচালনায় "অমর গীতি"র কাজ দ্রুত চলিতেছে। নাটকের নায়কের

মনে ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছে যে সে তাহার শুশ্রূষাকারিণী অরুণাকে (ছায়াদেবী) বিবাহ করিবে না পিতার অন্তিম শয্যায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পল্লীবালা মায়া (সাবিত্রী) কে বি বা হ করিবে ?

উত্তরায় "পথভুলে"

দেবদত্ত ফিল্মের বহুদিন বিজ্ঞাপিত এবং এযাবৎ অ-দৃষ্ট "পথভুলে" এতদিনে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। খুব শীঘ্রই উত্তরায় দেখা যাইবে। ধীরেন গাঙ্গুলী ইহার পরিচালনা করিয়াছেন এবং নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্তা।

"গোরা"র ইংরাজী চিত্ররূপ

একখানি বিলাতী সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস গোরা"র চিত্ররূপ দিবেন হলিউডের বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স। খবর যদি সত্য হয় তবে ভারতবাসীর ইহা একটি গর্ব্বের বিষয়। দেবদত্ত ফিল্মের সৌজন্যে আমরা দেশী "গোরা" দেখিয়াছি এইবার বিলাতী "গোরা" দেখিবার আশায় রহিলাম।

"Gone with the Wind" এর বিরুদ্ধে অভিযোগ

"Gone with the Wind" ছবিখানি বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র একটি বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ মোশন পিকচার একাডেমী অফ আর্টস এণ্ড সায়েন্স হইতে মোট ১৯টী পুরস্কারের মধ্যে এগারটী পুরস্কার এই ছবিখানির ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। তাহার উপর ছবিখানি দেখিতে ৩ ঘণ্টা ৪০ মিঃ সময় লাগে। কলিকাতায় ও বোম্বাইতে অন্ত রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকার সময় মুক্তিলাভ করিবে, সেজন্য টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে ও প্রদর্শনের সময়ও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। তদুপরি ১৯৪১ সালের আগে আর কোন স্থানে এ ছবিখানি দেখানো হইবে না, সুতরাং লোকের মনে উত্তেজনার সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু এই ছবিতে নিগ্রোদিগকে অলস বোকা ও অকর্ম্মণ্য ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। সেইজন্য লণ্ডনে Coloured Peoples' Association স্বরাষ্ট্র পরিষদে ও লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলে এক প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়া ছবিখানির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই এ্যাসোসিয়েশন ভারতীয়, চৈনিক, কাফ্রী ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান, মিশরী শিল্পীদের লইয়া গঠিত। এই এ্যাসোসিয়েশনের অনুরোধ যদি রক্ষিত না হয় তবে সকল সভ্য সদলবলে তত্রত্য ওয়েষ্ট-এণ্ডে গিয়া যে তিনটি সিনেমায় ছবিখানি দেখানো হইতেছে সেই সব জায়গায় পিকেটিং করিবে।

নিগ্রোরা চিরকালই ক্রীতদাস থাকিতে চায়—এই ভাবটিই নাকি ছবিতে বিশেষভাবে দেখানো হইয়াছে।

কলিকাতায় ভীষণ উত্তেজনার সঞ্চার করিবে—

সারকো (CIRCO)র গৌরবময় অবদান

= ল ক্ষ্মী =

(LAXMI)

CIRCO PRODUCTIONS

সারকো প্রোডাকশান

রয়েল রিলিজ

ল ক্ষ্মী

শ্রেষ্ঠাংশে—
মায়া ব্যানার্জ্জী, কুমার, বিব্বো,

সঙ্গীত পরিচালনা—
তিমিরবরণ

পরিচালক—
মোহন সিং

মিনার্ভা সিনেমায় (ফোন : কলিঃ ৮৮৭) মুক্তি-প্রতীক্ষায়

এভারগ্রীণ রিলিজ

পাঁপা খসা

রঙমহল

গত বৃহস্পতিবার ২৬শে এপ্রিল সন্ধ্যায় রঙমহলের মঞ্চমায়াকরসঙ্ঘ কর্ত্তৃক শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "মাটীর ঘর" অভিনীত হয়। অভিনয় নেহাৎ নিন্দনীয় হয় নাই।

এখানে সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র দে, নৃত্যশিল্পী মণি বর্দ্ধন, নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকে ও রঙমহলের বর্ত্তমান অভিনেতৃ-বৃন্দকে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্যের নূতন নাটক "আগামী কাল"-এ দেখা যাইবে। "আগামী কাল"-এর মহলা চলিতেছে।

নাট্যভারতী

গত শুক্রবার রাত্রি ৭॥ ঘটিকায় জুনিয়ার ষ্টাফ দ্বারা "স্বামী-স্ত্রী" নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সন্তোষ সিংহ এই রজনীতে নাটকখানি পরিচালনা করেন। অখ্যাতনামা অভিনেতৃদের এইভাবে সুযোগ দেওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষের সদ্গুণেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

এখানে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শ্রীশচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্তের "নার্সিং হোম" অভিনয়ার্থ প্রস্তুত হইতেছে।

মিনার্ভা

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও "দস্যু" নাটক প্রণেতা শ্রীআশুতোষ সান্যাল মহাশয়ের "বন্দিনী" শীঘ্রই পাদপ্রদীপে আবির্ভূতা হইবেন। শরৎ চট্টোপাধ্যায় ষ্টার ছাড়িয়া এখানে যোগদান করিয়াছেন।

ব্রেস্টো—নারীর বক্ষঃস্থল সুদৃঢ় ও চির উন্নত রাখিতে শ্রেষ্ঠ ২॥০। স্নোব্কো এক বৎসর গর্ভ বন্ধ রাখিতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং শ্রেষ্ঠ ১৲। ভার্জিজেন্মা বহু সন্তানের জননীকে কুমারীত্ব প্রদান করিতে অব্যর্থ ১॥০৲। ইউনানী ড্রাগ হাউস ৭, ক্রীক রো, কলিকাতা

বালীগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল

গত শনিবার ২৭শে এপ্রিল '৪০ সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় উক্ত স্কুলে, এক্স-ষ্টুডেণ্টস্ রি-ইউনিয়ন সম্পর্কে, শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী প্রণীত 'মাকড়সার জাল' অভিনীত হয়। ডাক্তার এস, এন, রায়, শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ অধিকারী, প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অভিনয় হিসাবে কুসুম কামিনীর ভূমিকায় সুশীল দাসের অভিনয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সুরেন রায়ের ভূমিকায় গুরুদাস ব্যানার্জ্জী, সুনীতির ভূমিকায় শ্যামল দত্ত এবং ভূধরের ভূমিকায় চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জীর অভিনয় প্রশংসনীয়। স্বরজিতের ভূমিকায় পরিচালক সুশোভন জোয়ার্দ্দারের অভিনয় মন্দ হয় নাই। শুধু অভিনেতা নয়, সঙ্গীত পরিচালক হিসাবেও সুশীল দাস যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পঞ্চাধিক শততম বার্ষিকী উৎসব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বার্ষিকী উৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায়, এ বৎসরও ৮ই ও ৯ই বৈশাখ মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৮ই বৈশাখ রবিবার প্রাতঃকালে বিরাট শোভাযাত্রা আশ্রম হইতেই বাহির হইয়া সহরের বিভিন্ন রাস্তার উপর দিয়া আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত দিন বিকাল ৫টার সময় আশ্রমের সম্মুখে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। সভার প্রারম্ভে একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত গীত হওয়ার পর বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামীজিগণ, স্থানীয় কতিপয় ভদ্রমহোদয়গণ এবং সভাপতি মহাশয় রামকৃষ্ণদেবের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উক্ত সভায় মেদিনীপুর জিলার জজ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন। সভার কার্য্যশেষে চট্টগ্রাম নিবাসী রুক্মিনী গোস্বামী কীর্ত্তন গাহিয়া সকলকে মোহিত করেন।

৯ই বৈশাখ সোমবার বিকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০০ হাজার দরিদ্র নারায়ণ ভোজন করান হয়।

গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; শ্রীমন্মথনাথ দাস, স্বামী হরিহরানন্দ, শ্রীশারদাপ্রসাদ দাস প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের ঐকান্তিক চেষ্টায় উৎসবটী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ধানবাদ প্রদর্শনী

ই, আই, রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের (ধানবাদ) কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত ধানবাদ প্রদর্শনী ১৯৪০-এর আয় হইতে পাঁচ শত

দীপালীর অন্যতম সম্পাদক, খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের

—নবতম উপন্যাস—

স্বর্গ হইতে বিদায়

:: কলরমলিন নাগরিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ::

পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত আকারে প্রকাশিত হইল।

—মূল্য দেড় টাকা মাত্র—

প্রকাশক:

ডি, এম, লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

—কলিকাতা—

টাকা 'Dhanbad War Gifts fund-এ প্রদান করিয়াছেন।

নেপালের মহারাজার জন্মতিথি উৎসব

গত ২৫শে এপ্রিল কলেজ স্কোয়ারের মহাবোধি হলে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে নেপালের বহুমান্ত মহারাজা বাহাদুরের ৬৩তম জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রোঃ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক সঙ্গীতাদি হয়। এই উপলক্ষ্যে কলিকাতার বহু ভাষাভাষী বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকে মহারাজা বাহাদুরকে শুভেচ্ছা জানাইয়া তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমরাও এই সঙ্গে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

ইটালী তরুণ সঙ্ঘ

গত ২৮শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ২১ মিডল রোডে উক্ত ক্লাব কর্ত্তৃক কর্পোরেশনের নব-নির্ব্বাচিত ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলারদের একটি পার্টি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

চট্টগ্রাম সঙ্গীত সম্মিলন

ও তদানুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাবলী

[আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত]

চট্টগ্রাম সঙ্গীত সম্মিলন এবং তদানুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাবলী বালক বালিকাগণের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও বালিকাগণের নৃত্য-নাট্যাভিনয়—১২ই হইতে ১৬ই এপ্রিল পর্য্যন্ত পঞ্চদিন রাত্রিব্যাপী বিরাট সঙ্গীতোৎসব সাফল্যের সহিত পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে বাংলার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্‌গণের এই অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ এবং স্থানীয় শত শত সুধী ও মহিলাবৃন্দের উৎসাহপূর্ণ যোগদান চট্টগ্রামের সংস্কৃতি ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনায় পরিগণিত হইবে।

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-পৃষ্ঠপোষক গৌরীপুরের শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, এম্, এল্, সি, মহোদয় সম্মিলনের পৌরহিত্য করেন। চট্টগ্রামের শ্রেষ্ঠ জমিদার সুধীর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায়, এম্, এল্, এ। সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ গুণী ঢাকা মুড়াপাড়ার জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এল্, সি। সম্মিলনে ও অনুষ্ঠান নিচয়ে বিশিষ্ট অতিথিরূপে অল্-ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা ষ্টেশনের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মিঃ এন্, এন্, মজুমদারের উপস্থিতি বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল।

সম্মিলনের উদ্বোধন উৎসবে প্রথমে সঙ্গীত পরিষদ কর্ত্তৃক ঐক্যতান বাদন ও তৎপর "সিন্ধু মেখলা ভূধরস্তনী রম্যা নগরী চট্টলা" শীর্ষক সঙ্গীত সমস্বরে গীত হইবার পর চট্টগ্রাম কলেজের মনীষি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় স্বস্তিবাচন পাঠ করেন। ইহার পর, অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র কর কার্য্য বিবরণী প্রসঙ্গে স্থানীয় সঙ্গীতবেত্তা শ্রীযুত গঙ্গাপদ আচার্য্যের অনুপ্রেরণায় এই সম্মেলনের আয়োজন, সকলের বিবিধ প্রকারের সহায়তায় কি ভাবে সম্মিলন অনুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছে তাহা বিবৃত করেন। সভাপতি মহাশয়ের সারগর্ভ অভিভাষণে সকলে প্রীত হন।

সম্মিলনে সঙ্গীতানুষ্ঠান

দুই দিবস ও দীর্ঘরজনী ব্যাপিয়া সম্মিলনের চারিটি অধিবেশনে সমাগত বিশিষ্ট সুরশিল্পীগণের সঙ্গীতানুষ্ঠান বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। স্বয়ং সভাপতি কুমার বীরেন্দ্র কিশোর তাঁহার "সুর-শৃঙ্গারে"র অপূর্ব্ব সুর-মূর্চ্ছনায় সকলকেই সমভাবে অভিভূত করেন। স্বনামখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর উদাত্ত-কণ্ঠের অসাধারণ শক্তি, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পবিত্র ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ গীতি-ঝঙ্কার, সঙ্গীত রত্নাকর শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বভাবসুলভ অবাধ গতিতে সঙ্গীত কলানৈপুণ্য, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্ত্তির উদীয়মান গুণী সুলভ শক্তি, শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল) মহাশয়ের বিশিষ্ট গীতি-ভঙ্গী, শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের অশেষ কৃতিত্ব, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুললিত কণ্ঠ, ধ্রুপদ, খেয়াল, ভজন, ঠুংরী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে, সুর-বিস্তারে ও রাগ রাগিনীর আলাপে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যন্ত্র সঙ্গীতে ভারত-বিখ্যাত রায় বাহাদুর কেশব বাবুর তবলা বাদন, প্রবীণ শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) মহাশয়ের মৃদঙ্গ সঙ্গত, খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মিত্রের পাখোয়াজ, বীরু পাল মহাশয়ের তবলা-সঙ্গত আপন আপন বৈশিষ্ট্যে কণ্ঠ-সঙ্গীতাবলীর মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, উদীয়মান শিল্পী শ্রীমান রণেন দাস, নোয়াখালীর ফুল মহম্মদ ও ফুলঝুরি খাঁ,—ঢাকার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র মিত্র, কুমিল্লার শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র পাল তাঁহাদের সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীতে সকলকে আনন্দ দান করেন।

বাহির হইতে আগত গুণীবৃন্দের সঙ্গে স্থানীয় গীতশিল্পীগণের মধ্যে যাহারা সঙ্গতে যোগদান করেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গঙ্গাপদ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতারিত
জন্ম রোধ
নিদ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১৷৷৹, ২৷৷৹, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাও
গ্রামাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস

জয়ন্তী

—মূল্য ঃ আড়াই টাকা—

বাহির হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান : দীপালী গ্রন্থশালা ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রী: চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ঃঃ টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ৯ই মে ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ২৬শে বৈশাখ, ১৩৪৭ [১৯শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক যাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ব্রহ্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক যাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"খত্তিক কোর্ট", চার্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৬১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

বাংলায় নবযুগের সূচনা !!!

—ফাল্গুনী

নেতা নিজে হওয়া যায় না, লোকে যাহাকে নেতৃত্ব দেয় এবং নেতা বলিয়া মানে তিনিই নেতা; নচেৎ তাঁহাকে বলে, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। নেতাকে হইতে হয় বসুন্ধরার মত সর্ব্বসহ, হিমালয়ের মত নিন্দা স্তুতিতে অটল, সাগরের মত জ্ঞান-গভীর। নেতা থাকেন সূক্ষ্ম সূত্রের উপর; অবিবেচনা বা স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধিরও অগোচর অকার্য্যের ভারে তিনি যে-কোনও অতর্কিত মুহূর্ত্তে ভূম্যবলুণ্ঠিত হইতে পারেন, তাই তাঁহাকে থাকিতে হয় সর্ব্বদা সজাগ ও সতর্ক। অযোগ্য জনের নেতৃত্বের গৌরব ও খ্যাতির কামনা করা শুধু বাতুলতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না, মূর্খতার সর্ব্বনাশী আবদার বলিয়া তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা উচিত। কুনেতা অপেক্ষা নেতা না থাকা শতগুণে শ্রেয়ঃ: দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল যেমন খুব ভাল।

বাংলার বর্ত্তমান অবস্থা যদি স্থির মনে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে যে-কোনও লোক বুঝিতে পারিবে যে, আমরা দিন দিন কি সর্ব্বনাশা চোরাবালিতে ডুবিতেছি। 'আমরা' বলিতে এখানে আমরা বাঙালী হিন্দুদিগকেই বুঝিব এবং তাহাদের দুরবস্থাই আলোচনা করিব। বাঙালী মুসলমানদের কথা আমাদের আলোচ্য নহে; যেহেতু, মুস্লীম লীগের সভ্যগণশাসিত বর্ত্তমান মুসলমান্ রাজতন্ত্র মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে যে বহুবিধ সুব্যবস্থা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাহার প্রতিরোধ করা আমাদের সাধ্যাতীত। ন্যায় ধর্ম্ম বিচারের নামে হিন্দুগণ নিষ্ফল আক্রোশে যতই চিৎকার করুক, তাহাতে অতীতেও কোনও সুফল হয় নাই এবং বর্ত্তমানেও হইবে না, ইহা নিশ্চিত। কারণ মুসলমানেরা যেমন সঙ্ঘবদ্ধ ও এক, হিন্দুরা ঠিক তাহার বিপরীত। হিন্দুর নেতা এখন প্রত্যেক হিন্দুই—প্রত্যেকেই মুখে লম্বা চওড়া বহুবচন

শিবিরে গিয়া আত্মসমর্পণ করে, যৎসামান্ত ব্যক্তিগত বখ্‌শীশের লোভে।

মুসল্‌মানেরা মন্ত্রিত্ব দখল করিয়া হিন্দুকুলের বাধা অবলীলায় অবহেলা করিয়াছে, স্বজাতিদ্রোহীর সাহায্যে তাহারা কর্পোরেশনও অধিকার করিল, কাজেই এতদিনে শহরে মফঃস্বলে সর্ব্বত্রই মুসল্‌মান্‌-প্রভুত্ব ও প্রভাবের পরিব্যাপ্তি সম্পূর্ণ হইল। হয় ত, হিন্দু-ভারত ও মুস্‌লীম-ভারতের মত, শীঘ্রই শুনিব কলিকাতাকেও দ্বিধা বিভক্ত করা হইবে—হিন্দু-কলিকাতা ও মুস্‌লীম-কলিকাতায়। যদিও, হিন্দু-কলিকাতা বলিতে মুসলীম লীগের কাগজে ও হিন্দুদের মগজে অনেক কিছু থাকিলেও, আসলে থাকিবে কিন্তু একটিই—অর্থাৎ, সব লাল হো জায়েগা।

খেলার মাঠে অর্থাৎ ফুটবলখেলার মধ্যেও নাকি ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক আসন নির্দ্ধারণের জন্য অনেকগুলি মস্তিষ্ক একযোগে এক সঙ্গে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, ফলে ফুটবল খেলাই না উঠিয়া যায়! ইহাতেও শুনিতেছি, একজন স্ফীতমুণ্ড নেতৃত্বকামী ব্যক্তি মাথা গলাইয়াছেন।

রাজনৈতিক মতান্তর বা মতবিরোধিতা এখন মত বিরোধিতায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। নেতৃত্বকামী ব্যক্তির লম্বশাট-পটাবৃত বাক্যাবলী, মিথ্যা প্রতিজ্ঞা, শূন্যগর্ভ আশ্বাস, অলীক আত্মম্ভরিতাপূর্ণ আত্মপ্রচারে স্বাধিকারপ্রমত্ত নেতা, নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন এক দল গুণ্ডার সাহায্যে। ইহারা নেতৃবরের ইঙ্গিতে অবলীলাক্রমে মারপিটে প্রবৃত্ত হয়, বাড়ী চড়াও করিয়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে, যে-সুধাবর্ষণে তাহারা বিপক্ষের পরিবারস্থ মহিলাদিগকেও রেহাই দেয় না—এ সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিব, এক দিকে মুস্‌লীম রাজ অন্য দিকে হিন্দুদের গুণ্ডারাজ—মধ্যে বটপত্রশায়ী হিন্দু দরিদ্র-নারায়ণ এই প্রলয়পয়োধিজলে ভাসমান অবস্থায় নিরুপায় হইয়া একমাত্র নারায়ণকেই স্মরণ করা ভিন্ন কি করিবে?

পারে কিন্তু মুসলমান্‌শাসিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসল্‌মান্‌ সমাজের মধ্যেও কি একজন যোগ্য বাঙালী মুসল্‌মান্‌ মিলিল না, যিনি কলিকাতার মেয়র হইবার যোগ্য? কলিকাতার শ্রেষ্ঠ নাগরিক হইবার যোগ্য হইলেন জনৈক অবাঙালী ভদ্রলোক আর এ সংঘটনের ঘটকালী করিলেন কয়েকজন পার্ষদসহ জনৈক কলিকাতাবাসী হিন্দু নাগরিক!! অবাঙালী মুসল্‌মান্‌ মেয়র নির্ব্বাচনে কি ইহাই প্রমাণিত হইল না যে কলিকাতায় হিন্দু নাগরিকগণের মধ্যে মেয়রের যোগ্য ব্যক্তি তো কেহ নাইই, বাঙালী মুসল্‌মান্‌ সমাজেও নাই। তাই, কলিকাতাবাসী বাঙালী হিন্দু ও মুসল্‌মান্‌ নাগরিকগণ মিলিয়া একজন অবাঙালীকে কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতে ও বাহিরে বাংলা দেশ ইহা দ্বারা যে গৌরব অর্জ্জন করিল, বোধ হয়, ইহাই ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতির নির্দ্দেশিত নবযুগের সূচনা। বোম্বাই মাদ্রাজ করাচী প্রভৃতি স্থানে অপ্রাদেশিক লোক কখনও মেয়র হয় নাই, বাংলায় হইল—নবযুগের সুনির্দ্দিষ্ট ও সুচিন্তিত সূচনা, সন্দেহ নাই!! অবশ্য, এ সম্ভাবনা আজ তিন বৎসর ধরিয়া এককভাবে চলিতেছিল, কিন্তু সুগ্রীব-দোসর জুটিয়াছে বলিয়া এইবার সম্ভাবনাটি সম্ভব হইল।

দেশের স্বাধীনতার জন্য বাগাড়ম্বর করিয়া ব্যক্তিগত মত প্রকাশের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত যিনি খর্ব্ব করিতে গুণ্ডার আশ্রয় গ্রহণ করেন, নিজ মতবিপক্ষ মত প্রকাশের জন্য যিনি সংবাদ পত্র পর্য্যন্ত দমনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন, নিজের স্বার্থের জন্য যিনি জাতির স্বার্থ ও মর্য্যাদা অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারেন—তিনিই নাকি বাংলার স্বাধীনতা যজ্ঞের হোতা!!! চলিত কথায় বলে, ভূতের মুখে রাম নাম। আত্ম-সর্ব্বস্বতায় ও দাম্ভিকতায় যিনি হিট্‌লারকেও লজ্জায় অধোবদন করিয়া দিয়াছেন, তিনি হইতে চাহেন দেশের নেতা, এবং তিনি চাহেন দেশবাসীর শ্রদ্ধার্ঘ্য!! ভারতবর্ষে সব সাজে, তাই ইহাও সাজিতেছে!

কলিকাতায়—
৩২ সপ্তাহ
ভক্ত তুলসীদাস
এখন বঙ্গবাসীতে
২য় সপ্তাহ চলিতেছে

"নদী কিনারে"
—সিটিতে
৫ম সপ্তাহ চলিতেছে

আর একখানি বিরাট চিত্র
অচ্ছুৎ
শীঘ্রই আপনাদের
চিত্ত বিনোদন করিবে
শ্রেষ্ঠাংশেঃ গহর, মতিলাল

মানসাটা
ফিল্‌ম্‌ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কর্পোরেশন কথা

বস্থ-লীগ কর্ত্তৃক কর্পোরেশনে হিন্দুদমনের তালিকা

গত পূর্ব্ব বুধবার বসু-লীগ গঠিত নব-কলেবর কর্পোরেশনের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হইয়াছে।

*

[এই বিভাগে বসু-লীগ চুক্তির বলে যতগুলি হিন্দুস্বার্থ বলি হইবে, একে একে আমরা সেগুলির ফিরিস্তি দিব। কলিকাতার হিন্দু করদাতাগণের এগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য এবং স্মরণীয়]

(১) ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল এম্. এ., পি. এচ্., ডি মহাশয়কে ভূতপূর্ব্ব কর্পোরেশনের ষ্টাণ্ডিং কমিটি কর্পোরেশনের প্রধান শিক্ষা-সচিবের পদে মনোনয়ন করিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান্ বসু-লীগ শাসিত কর্পোরেশন কর্ত্তৃক তাহা নাকচ করা হইল।

হয়ত কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার হইবেন বসু-লীগ মনোনীত কোনও ভাগ্যবান্ লীগপন্থী মুসল্‌মান। ইহা মনে করাও হয়ত ভুল হইবে না যে, এ পদের যোগ্য বাঙালী মুসল্‌মান্ যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে আবিসিনীয়া হইতেও অনেক মুসল্‌মান্ আসিতে পারেন।

*

(২) বসু-লীগ কর্পোরেশনে এখন যে সব নব নব কমিটি গঠিত হইবে, তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই সভাপতি হইবেন, কোনও না কোন মুসল্‌মান্ ভদ্রলোক। আপাতত কমিটি, ও মার্কেট কমিটির সভাপতি মুসল্‌মানই হইবেন।

সুভাষ বাবু কা জয়!

*

(৩) বসু-লীগ দলের চুক্তি অনুযায়ী, সুভাষবাবু মুসল্‌মানদিগকে শতকরা ৩৫টি চাকুরী দিতে প্রতিশ্রুত আছেন। যতদিন এই ৩৫% না পূরণ হয়, ততদিন বোধ হয় কর্পোরেশনে কোনও হিন্দুর চাকুরী হইবে না।

যে কর্পোরেশনে করদাতা হিন্দুর সংখ্যা মুসল্‌মান করদাতার অপেক্ষা বহু অধিক সেই কর্পোরেশনে হিন্দুর বিশ্বাসঘাতকতায় হিন্দুর এই দুর্দ্দশা।

মুস্‌লীম লীগ সংখ্যালঘুদের জন্য এত চেঁচামেচি করিতেছেন, একবার বাংলার সংখ্যাগুরুদের অবস্থার দিকে নেকনজর দিলে কি ভাল হয় না? হয়, কিন্তু হইবে না। সুভাষবাবুর ডবল জয়!

চিত্রা

ফোন: বি, বি, ১১৬৩

!! শুভ অষ্টম সপ্তাহের বিজয়োৎসবে

সবান্ধবে ও সপরিবারে আপনার শুভাগমন প্রার্থনা করি।

নিউ থিয়েটার্সের

বিচিত্র আনন্দ-রস-সমৃদ্ধ চির-নূতন কথা-চিত্র

পরাজয়

শ্রেষ্ঠাংশে: কানন ও ভানু

তৎসহ অমর মল্লিক, শৈলেন, ইন্দু, জীবেন, বীরেন ও জ্যোতি।

নিউ সিনেমা

ধর্ম্মতলা:: ফোন: কলি: ৫৮১৯

=৫ম সপ্তাহ=

প্রবোধ সান্যাল রচিত 'প্রিয়-বান্ধবী' অবলম্বনে

নিউ থিয়েটার্সের নূতনতম নিবেদন

জিন্দ্‌গী

সহজবোধ্য সুললিত হিন্দুস্থানীতে তরুণ-তরুণীর ভ্রাম্যমান জীবনের রস-মধুর আলেখ্য।

শ্রেষ্ঠাংশে:—

সায়গাল এবং যমুনা

পরিচালক: প্রমথেশ বড়ুয়া

শক্তি, সৌন্দর্য্য ও প্রতিভা

—শ্রীনলিনী মোহন রায়

"সব পদার্থ হ্যায় জগমাহী।
কর্ম্মহীন নর পাবত নাহী॥"

এ জগতে সব পদার্থই আছে; কিন্তু কর্ম্মহীন ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে পারে না। কি উপায়ে মানুষের ভিতর শক্তি, সৌন্দর্য্য ও প্রতিভার বিকাশ হইতে পারে, এই প্রবন্ধে তাহাই আমার আলোচনার বিষয়।

গীতায় শ্রীভগবান একস্থানে বলিয়াছেন, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্; কর্ম্মের কৌশলই যোগ। জগতে সকল বস্তুই পরিশ্রমসাপেক্ষ। বিনা পরিশ্রমে কোন বস্তুই লাভ হয় না। কৌশলে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা মানুষের মধ্যে শক্তি, সৌন্দর্য্য ও প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর। দৈহিক পরিশ্রম (যে কোন রূপ শ্রম) এরূপ হওয়া চাই যাহাতে নাভিমূলে অন্ত্রের গতি হয়। কারণ মেধার চাবিকাঠিটি নাভির মূলে। যতক্ষণ না অন্ত্রের প্রসারণ হয়, ততক্ষণ মেধা উপরের দিকে উঠিবে না। নাভির মূলে যে অন্ত্র প্রসারিত হয়, উহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মেধা ধাক্কা দিয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়। তখন শরীর বেশ হাল্কা বোধ হয়। বৈকালে পরিশ্রম করাই ভাল, তখন বায়ু প্রবল থাকে এবং তাহা মেধা উঠাইবার পক্ষে অনুকূল। খালিপেটে পরিশ্রম করা উচিত। দিবানিদ্রা ও অত্যধিক নিদ্রা মেধার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। অতিরিক্ত পরিশ্রম ভাল নয়। প্রতিদিন পরিশ্রম ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাও সেই পরিমাণ গভীরতর হইতে থাকিবে। এখন নিদ্রা যতই গভীর হইবে, নিদ্রাকাল (duration of sleep) ততই কমিয়া যাইবে। নিদ্রাকাল যতই কমিবে, দেহের মেদ ততই হ্রাস পাইতে থাকিবে। এবং এই মেদ তড়িৎ শক্তিতে (electric energy) পরিণত হইয়া দেহে লাবণ্য রূপে প্রকাশ পাইবে। নিদ্রা তড়িৎ শক্তি। একটি লোক নিদ্রাকে যত জয় করিতে পারিবে, ততই তাহার শক্তি লাভ হইবে।

এই প্রক্রিয়ায় মেধা যতই উপরের দিকে উঠিতে থাকে, মনও সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতা লাভ করে। এইরূপ ব্যায়ামে দেহের গঠন বিশিষ্ট আকার ধারণ করে। কোমর ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়, বুক ক্রমশঃ চওড়া হয়, গলা মোটা, চক্ষু বড় ও উজ্জ্বল চেহারা পাতলা, এবং দেহের বর্ণ খুব উজ্জ্বল হয়। হাতের তালু, পায়ের তলা ও ঠোঁট রক্তবর্ণ, দাঁত খুব উজ্জ্বল হয়।

কথা বেশী বলা ভাল নয়। সর্ব্ববিষয়ে বিশেষতঃ, আহারে বিহারে সংযম প্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত আহার বর্জ্জনীয়। পেট গরম থাকিলে মেধা উঠান সুকঠিন। কিন্তু সর্ব্বোপরি একটী কথা। বিশেষ মনে রাখা দরকার যে, সর্ব্ববিষয়ে মনই সকলের মূলাধার। মন ভিন্ন কোন কাজই সম্ভবপর হয় না। এবং তন্মধ্যে চিন্তাধারা সব চেয়ে বলবান। যাহা চিন্তা করিবে তাহাই হইবে, যাহা খাইবে বা করিবে তাহা নয়। প্রকৃত প্রতিভা মনে, মেধা তাহার যন্ত্রস্বরূপ।

অতঃপর, এই প্রক্রিয়া বহুদূর অগ্রসর হইলে, মনের অতি উচ্চস্থানে, বুকের ঠিক নিম্ন প্রদেশে একটী আলোকবিন্দু আত্মপ্রকাশ করে। মন যতই ঊর্দ্ধগামী হয় এই আলোকবিন্দু ক্রমশঃ বড় হইয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে। এবং অবশেষে ইহা মস্তকে অবস্থান করে। যাহাকে আমরা 'আমি' 'আমি' বলি, অথচ যে ব্যক্তিকে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় কেহই দেখিতে পাই না, সেই ব্যক্তিত্বকেই এই আলোকস্তূপে দেখা যায়। (এস্থলে দর্শনের 'আমি'র কোন আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়।) দেখিতে পাওয়া যায়,—আমাদের ভিতর যিনি কথা বলেন, হাসেন, কাজ করেন, সেই ব্যক্তি। ইহাকে চক্ষু মেলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণের মত। যখন এই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থটী মানুষের ভিতর আত্মপ্রকাশ করেন, তখন কি যে একটা অতীব অসাধারণ শক্তি, সৌন্দর্য্য ও প্রতিভার সর্ব্বতোমুখী বিকাশ হয় তাহা ভাষায় অবর্ণনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সংক্ষেপে বলিলাম। আহার পুষ্টিকর হওয়া প্রয়োজন। যাহা সুস্বাদু, রুচিকর ও হৃদ্য তাহাই উৎকৃষ্ট আহার। শর্করা ও স্নেহজাতীয় পদার্থ প্রয়োজনীয়। দেহগঠনে জল বেশী দরকার হয়।

কামশাস্ত্র
বিনামূল্যে
জীবনে সুখ ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও নারীর অবশ্য পাঠ্যপুস্তক
বৈদ্যশাস্ত্রী
২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"
৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন :— প্রিয়কুটীর, সুন্দাদিল, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২॥০। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।
ক্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬॥০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।
ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

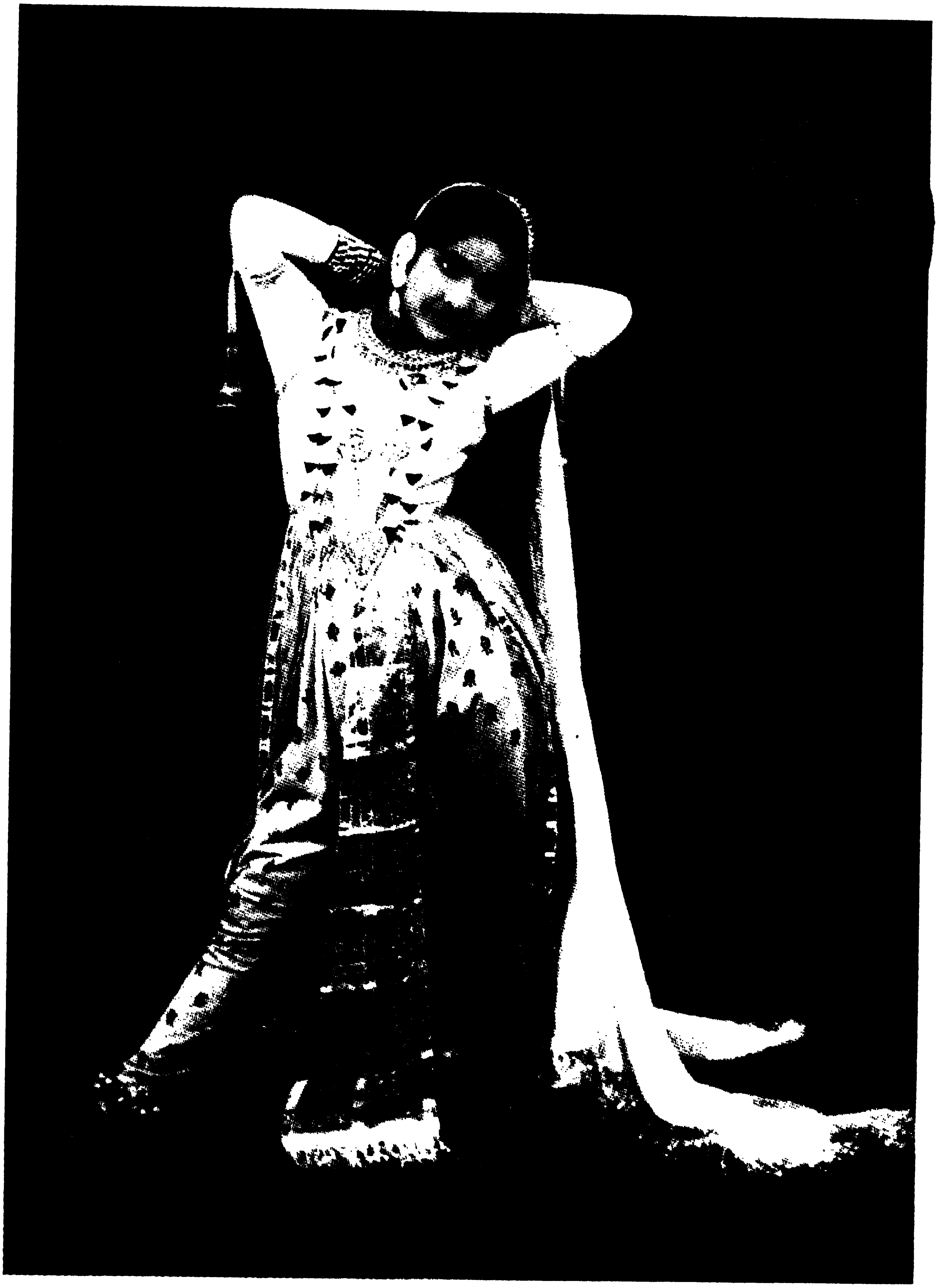

রেণুকা ফিল্মের নির্ম্মীয়মান নৃত্য-নাট্য "পুনর্ম্মিলনে" শ্রীমতী আশা। পরিচালক শ্রীঅলক গাঙ্গুলী।

দীপালী

৯ই মে, ১৯৪০

বোম্বায়ের চিত্রনটী

(বামে)

দেবিকারাণী—ইহার নূতন ছবির নাম "নারায়ণী।"

(দক্ষিণে)

সবিতা দেবী—৺শরৎচন্দ্রের "পণ্ডিত মশায়ের" হিন্দী চিত্র-রূপ "চিঙ্গারী"তে শীঘ্রই ইহাকে দেখা যাইবে।

(নীচে)

সিতারা—রঞ্জিত মুভীটোনের "India Today" ছবিতে একটি প্রধান ভূমিকায় সুঅভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি কলিকাতায় মুক্তি প্রতীক্ষায়।

(নীচে)

নাসিম—মিনার্ভা মুভীটোনের নূতন অর্ঘ্য "মৈঁ হারি" (My Defeat) চিত্রে অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতায় এখনও ছবিখানি দেখানো হয় নাই।

মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়—সারকো প্রোডাকশানের "লক্ষ্মী" চিত্রে এই সপ্তাহে ইহাকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাইবে। স্থানীয় মিনার্ভা সিনেমায় ছবিখানি মুক্তিলাভ করিবে।

বোম্বায়ের চিত্রনটী

(বামে)

সর্দ্দার আখতার—ইঁহার নূতন ছবির নাম "Woman" (ন্যাশনাল ষ্টুডিও লিঃ)

(দক্ষিণে)

গহর—ইঁহার বহু-বিজ্ঞাপিত "অছুৎ" শীঘ্রই কলিকাতায় দেখানো হইবে।

(নীচে)

সাধনা বসু—ওয়াদীয়া মুভীটোন কোম্পানীতে মধু বসুর পরিচালনায় "রাজনর্ত্তকী" ছবির হিন্দী ও বাংলা সংস্করণে ইনি অভিনয় করিবেন।

(নীচে)

কোকিলা—পঙ্করতন প্রোডাকশানের "প্রতিজ্ঞা" (Promise) ছবির নায়িকা। এই প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য এই যে সমস্ত চিত্রশিল্পীদের দ্বারা ইহা পরিচালিত।

লীলা চিৎনিস্—বম্বে টকীজের "আজাদ" ও হংস পিকচার্সের "অর্দ্ধাঙ্গী" এই দুইখানি ছবিতে নাকি তিনি অনবদ্য অভিনয় করিয়াছেন। দুইখানি ছবিই কলিকাতায় মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

দীপালী

২৬শে বৈশাখ, ১৩৪৭

প্রফুল্ল পিকচার্সের "কমলে কামিনী" চিত্রের একটি দৃশ্যে শ্রীমতী পূর্ণিমা ও আর একজন অভিনেত্রী। ছবিখানির পরিবেশক মতিমহল থিয়েটার্স। আগামী শনিবার "শ্রী" সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে।

THE BOYS' OWN ... Y.M.I.

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার নবতম বাংলা ছবি "তটিনীর বিচার" চিত্রের একটি দৃশ্যে। ডাঃ ভোসের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী

গল্প

মুন্নী

—শ্রীমতী মৃণালিনী চৌধুরী

অধিকলাল যে এবার আর রক্ষা পাবে না, সকলেই তা' বুঝতে পারলে; একেই তো বয়স হয়েছে—তার উপর জ্বর, সর্দ্দি কাশি, পেটের অসুখও।

মুন্নীর কিন্তু বিশ্বাস যে বুড়ো এবারও সেরে উঠবে। অধিকলাল রাতদিন চ্যাচায় আর খক্‌খক্ কাসে। মুন্নী একটা মাটীর কড়াইতে খানিকটা ছাই ভরে বুড়োর খাটীয়ার কাছে রেখে দিয়েছে থুথু শ্লেষ্মা ফেলবার জন্যে। অধিকলাল কিন্তু প্রায়ই মাটীতেই থুথু শ্লেষ্মা ফেলে। ছোটলোক—তার আজন্মের সংস্কার যাবে কোথায়? মুন্নী ভদ্রলোকের বাড়ী যাতায়াত করে; তাদের দেখে পরিচ্ছন্নতার একটু জ্ঞান তার হয়েছে। মুন্নী বুড়ী রাতদিন অধিকলাল বুড়োর সঙ্গে বক্‌বক্ করে। তার বকুনীর চোটে আর অধিকলালের গোঙানী ও কাসির শব্দে আশেপাশের লোকেরা জ্বালাতন হয়ে উঠেছে।

ঘুম থেকে উঠে অধিকলাল বলে, পর্‌সনা মা, আনা চার পয়সা।

—সকালে উঠেই পয়সা?

—দে না, চার গণ্ডা পয়সা—

—পয়সা নিয়ে তুই করবি কি? মুন্নীর স্বর বিরক্তিপূর্ণ। অধিকলাল রেগে বলে—পয়সা চাইলেই কৈফিয়ৎ চাই? আমার পয়সা আমার দরকার, তুই অমন করিস্ কেন রে পরস্‌না মা?

—পয়সা কি তোর একার কামাই নাকি? আমিও কামিয়েছি—

—তোর কামাই? দোকান ছিল তোর না আমার? মুঙ্গেরে এই অধিকলাল মিস্ত্রীর দোকান কে না জানত? তুই কে মাগী?

—দোকানের চিড়ে মুড়ী ছাতু ফুলুরী এ সব আমি করিনি?

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে অধিকলাল উত্তর দিলে—তোকে সাদী করে এনেছিলুম কি খাটীয়ায় বসিয়ে রাখবার জন্যে? কোন্ মেয়েমানুষ কাজ না করে? কাজ করেছিস—খাইয়েছি—পরিয়েছি কত জেবর গড়িয়ে দিয়েছি। তোর মতন অত শাড়ী, কুর্ত্তা, অত জেবর, কোন্ মিস্ত্রীর বৌ পরেছে রে মাগী? চিরকাল রাণীর হালে রেখে এসেছি—আজ কিনা আমার পয়সা আমাকে খরচ করতে দেয় না! বিশ্বাস করে টাকাকড়ি সব তোর হাতে দিয়েই না আমার এই দশা! ভাল চাস তো আমার পয়সা আমাকে দিয়ে দে, রোজ রোজ আর চাইতে পারি না। দিয়ে দে সব। আমার যখন যা মন যাবে করব।

—যখন যা দরকার সবই তো জোগাচ্ছি রে মুখপোড়া! আবার নগদ নিয়ে কি চিবিয়ে খাবি নাকি?

—ভালো জ্বালাতন, আমার যা খুসী আমি তাই করব, দে বল্‌ছি—

মুন্নী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—রূপিয়া তো ঝিকটী নয়; চাইলেই হ'ল! আমার পর্‌সনা আছে, মিশরিয়া আছে, বিহা সাদী গওনা—

—রেখে দে ও সব, পরের কথা পরে হবে। আজ আমার দহি আর কালাইএর জিলিবি খেতে মন যাচ্ছে—

—ওরে মুখপোড়া, তোর কি বাই চড়ল নাকি? মরতে বসেছিস না? দহি খাবি, কালাই দাসের জিলিবি খাবি; আজই বাই উঠে মরবি যে! রাতদিন খাঁসী খেখার ফেল্‌তে ফেল্‌তে আমার জান্ গেল—বুড়ো অন্ধা, তা' যদি দেখতে পাব'—বল্‌তে বল্‌তে মুন্নী দক্ষিণ দিকের ঘরের কপাটে শিকল তুলে দিয়ে তালা বন্ধ করে দিলে।

আবার সে সুরু করলে—রোজ আফিং খেলা হয়, চার পয়সার রসগোল্লা, 'পাঁজর' ভুল—মাসে কত খাস্ একবার হিসেব করে দেখিস্ তো? গাই দোয়াতে হবে, ছটুকে ডাকতে যাচ্ছি—চাবীর গোছাটা কোমরের কাপড়ের খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে মুন্নী বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

অধিকলাল আর কি করবে? ইচ্ছামত গালাগালি দিতে লাগল মুন্নীকে। বিছানা থেকে উঠে এসে যে জুঁতা লাগিয়ে দেবে—বেচারার সে শক্তি এখন আর নাই, তাই না মুন্নীর সাহস আস্কারা বেড়ে গিয়েছে!

এককালে অনেকেই এই অধিকলাল মিস্ত্রীর অদৃষ্টকে হিংসা করত। ছাতু চিঁড়ে মুড়ী বেগুনী ফুলুরি এই সবের দোকানে তার বেশ আয় হোত। মুন্নীর হাতে সরু ভরীর রূপার গহনা, কানে সোনার কর্ণফুল, নাকে সোনার গুলফী, রকমারী শাড়ী জামা, অনেকেরই বিশেষতঃ গোতিয়াদের, চোখ টাটাবেই বা না কেন? এ ছাড়া অধিকলালের হাতেও নগদ প্রায় সাত শ' টাকা ছিল।

ছেলেপিলেও বেশী নয়, এক পরস্‌না। পরস্‌না নামের একটা মানে আছে। একজন ধনী বাঙ্গালীবাবুর নাম ছিল প্রসন্ন চৌধুরী।

নামটা অধিকলালের ভারী পছন্দ তাই ছেলের নাম রেখেছিল প্রসন্ন। সেই প্রসন্ন এখন পর্‌সনায় পরিণত হয়েছে।

একটী মেয়েও ছিল; দক্ষিণ দেহাতে বিয়ে দিয়েছিল তার। পাঁচ বছরের একটী ছেলে রেখে সে মারা যায়, সে আজ বছর দশেকের কথা।

ত্রিশ বছর দোকান চালাবার পর, অধিকলাল ব্যারামে পড়লো। অসুখ আর ভাল হয় না; দু'চারদিন ভাল থাকে, আবার অসুখে পড়ে। বাপের দোকান পর্‌সনা ছ'মাস চালিয়ে দু'শ টাকা নষ্ট করলো। ছেলের দোকানদারীর ফল ভবিষ্যতে যা দাঁড়াবে অধিকলাল তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লে। একেবারে শেষ করার চাইতে দোকান উঠিয়ে দেওয়াই ভাল এই ভেবে দোকান সে উঠিয়ে দিলে।

মুন্নীর অতিরিক্ত আদরে শুধু আড্ডা দেওয়া ছাড়া পর্‌সনা আর কোন কাজেই লাগে না।

২

দিন পনের পরের কথা—

অধিকলাল পর্‌সনাকে ডাকলে—এ বেটা—বেটা পর্‌সনা।

বাপের কাছে এসে পরস্‌না বল্লে, কী—

—তোর মা কোথায় রে?

—গরুর ঘাস আনতে গেছে বোধ হয়—

—দেখ্‌ বেটা, বুঢ়ীয়া তো আমাকে কিছু খেতে দেয় না। ভাল মন্দ খেতে মন যায়। কিন্তু হাতে একটা পয়সাও নেই। রুপিয়া পয়সা সব ঐ মাগীর কাছে দিয়ে এখন আমি ভিখ্‌মাঙ্গা হয়েছি। সেদিন অত করে বললুম—দহি—জিলিবি—

—ওসব খেলে তোমার বেমার যে বেশী হবে।

—আর বেশী, ভাল আর হব নারে বেটা। কখন দম টুটে যাবে ঠিক নেই। যা মন যায় খেয়ে নিই। পয়সাকড়ি সব ওরই জিম্মায়—অধিকলাল চুপ করলে।

পর্‌সনা বুঝতে পারলে না যে বাপ তাকে ডাক্‌লে কেন? সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে বাপের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

গলা থেকে সোনার মাছুলীটা খুলে অধিকলাল বল্লে—আর কিছুই নেই রে বেটা, এইটাই শেষ সম্বল আমার। এটা আর ঐ মাগীর জন্তে রেখে কি হবে? এই দিয়ে আমার আশ পুরিয়ে নেব। ছয় আনা সোনা আছে এর মধ্যে। পাক্কি সোনা, একদম খাঁটী চিজ্‌। এটাকে বিক্রি করে আমাকে রুপিয়া এনে দে। আর শোন্‌ টিকরী দহি আর পেওভাজা নিয়ে আসবি। এ সব এনে হিসাব করে আমাকে রুপিয়া পয়সা ফিরতা করবি। যা বেটা, বাপের দুঃখ্‌ একটু বোঝ! দেখিস্‌ তোর মা যেন না জান্‌তে পারে, বুঝলি তো?

মাথাটা ডান দিকে অনেকখানি হেলিয়ে পর্‌সনা বল্লে—বহুত আচ্ছা। মাছুলী নিয়ে সে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক পর চার ধারে তাকিয়ে দেখতে দেখতে চোরের মতন সন্তর্পণে পর্‌সনা বাড়ীতে ঢুকলো। ভয় আছে পাছে মুন্নী দেখে ফেলে। কাউকে না দেখে—তৃপ্তির হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুলে অধিকলালের খাটীয়ার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর চাদরের নীচ থেকে মিঠাই-এর ঠোঙ্গা বের করলে। ঠোঙ্গার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে অধিকলাল, হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে।

—রুপিয়া? অধিকলাল বল্লে।

পরসনা বল্লে—দহি আনিনি বাবুজী, ভেবে দেখ্‌লুম দহি খাওয়া ঠিক হবে না—বোখার খাসী—

অধিকলাল দেখলে পরস্‌নার চোখ দুটী লাল, মুখে তাড়ির গন্ধ।

—হ্যাঁরে—তাড়ি পিয়েছিস্‌ বুঝি?

...আরে আগে হিসাব তো নাও—ও সব পরে সুধিও। পরস্‌না মাটীতে বসে পড়লো। পকেট থেকে একমুঠো টাকা পয়সা বের করে খাটীয়ার উপর রেখে

ফোন ২৭৭৪
বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বল্লে,—ছয় আনা সোনা তো হল না, কতদিনের পুরাণো; পাঁচ আনা হল, বত্রিশ রূপিয়া ভরী।

—বত্রিশ কিরে? পাক্কী সোণা এক ভরী চৌত্রিশ রূপিয়া। মুখখানা বিকৃত করে পরসনা বল্লে, চৌত্রিশ রূপিয়া! চৌত্রিশ রূপিয়া দেবে তোর নানা। বলছি পুরাণা সোণা; দশ রূপিয়া দিল।

—চৌদ্দ রূপিয়ার সোণা কিনে ওটা বানাই!

—কী বকবক করিস্? বল্‌ছি তো খিয়াবে না? কত সাল চলে গিয়েছে বল্‌ তো? আচ্ছা শোন্‌, চার আনায় টিকরী আর চার আনার শেওভাজা। আমার কামিজটা একদম ফেটে গিয়েছিল বাবুজী, একটা কামিজ কিনেছি। ভারী সুবিধায় দিয়েছে—দেড় রূপিয়া দাম, পাঁচসিকাতে দিয়েছে। হ্যাঁ তারপর—ইয়ার দোস্ত সব পাকড়ালে পান খাবার জন্তে, হাতে পয়সা আছে, ইন্‌কার করি কী করে? তাই বেশী নয়, আট আনা পয়সা, পান বিড়িতে খরচা হয়েছে। এই সাত রূপিয়া বার আনা ফেরতা।

অধিকলালের ইচ্ছা হল টাকা পয়সা গুলো ছেলের মুখের উপর ছুঁড়ে মারে, কিন্তু মনের রাগকে সে মনেই চেপে দিলে এই ভয়ে যে গোলমালে যদি মুন্নী এসে পড়ে—সব জান্‌তে পারে!

(৩)

দুই বৎসর পরের কথা।

ছেঁড় ন্যাকড়ায় ডালের ক্ষুদ ...দকে বাঁধতে মুন্নী বল্লে, মাইজী—এ মাইজী।

ঘোষগিন্নী বল্লেন—কী রে।

—শুধু ডাল রাঁধব, দুটী আলু দেও না মাইজী!

—ডলি, ডলি, মুন্নীকে গোটাকয়েক আলু দে তো। মেয়ে ডলি বল্লে, মা যেন কী, যে যা চাইবে, অমনি তাকে তা দিতে হবে। ডাল ভাঙল তার দরুণ পয়সা পেয়েছে, ক্ষুদ পেলে, আবার আলু কেন?

—এ দিদিমণি—দিদিমণি, গোসসা কোরো না, দাও দুটো আলু।

ডলি ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, না কক্ষনো দেব না, রোজ রোজ চাওয়া? আজ চাল, কাল ডাল, পরশু তেল।

—দিবি না বেটী? কোলে করে তোকে মানুষ করেছি, গরীব দুঃখিয়া—

—গরীব বৈকি? টাকা সব পুঁতে রেখে ভিক্ষা করা হচ্ছে?

ফোকলা মুখে হিহি করে হেসে মুন্নী বল্লে, কে বল্লে দিদিমণি, সব ঝুট—সব ঝুট।

ঘোষগিন্নি বল্লেন—কী ওর সঙ্গে বকছিস ডলি, দে না গোটাকয়েক আলু।

আলু দিতে দিতে ডলি বল্লো, ফের যদি কিছু চেয়েছিস!

কপালে হাত ঠেকিয়ে হাসতে হাসতে মুন্নী বল্লে—বেঁচে থাক দিদিমণি; চাইব না? আবার চাইব। রাজার ভাণ্ডার দিদিমণি তোদের, দিলে কি ফুরোয়? আরো বাড়ে।

ঘোষগিন্নী বল্লেন, হাঁরে মুন্নী, সবাই বলে অনেক টাকা তোর, মাটীতে সব পুঁতে রেখেছিস্।

—ওসব দুষমণের কথা মাইজী, গোভিয়ারা দেখতে পারে না তাই ওই সব বলে বেড়ায়।

—জানিস্, সেবার ভূমিকম্পে, একজনের পোঁতা টাকা একহাজার দুই হাজার নয় বারহাজার টাকা, মাটীর নীচ থেকে কোথায় চলে গেল, আর পেলেই না।

—আমার কিছু নেইও, যাবেও না।

ডলি বলে উঠ্‌ল, দূর মিথ্যাবাদী বুড়ী! সবাই বলে, মিস্ত্রি অনেক টাকা তোকে দিয়ে গিয়েছে।

মুন্নী রেগে গেল—দুষমণেরা অন্ধা হোক, ওদের সর্ব্বনাশ হোক। বেটা পরসনা আছে, নিজের পেট আছে সাত সাত বরষ এমনি বসে বসে খেলে রূপিয়া কৌড়ী সব ফুরিয়ে যাবে না?

ঘোষগিন্নী বল্লেন—তুইও তো পয়সা কামাস্, আটা তৈরী করিস্, ডাল ভাঙিস্, ছাতু বিক্রি করিস্, তার উপর গরুর দুধও বিক্রি করিস্। আর পরশনাও কি দু'চার পয়সা না কামায়!

কপাল চাপড়িয়ে মুন্নী বল্লে, হায়রে নসীব! বেটা যদি মানুষ হোত, তবে আর কথা ছিল কি? মিস্ত্রি মরবার পর থেকে একটা আধলাও কামায়নি। গরুর দুধ বেচি মাইজী সত্যি, কিন্তু ঘাস, ভূষী, খইল—এসব তো খাওয়াতে হয়? গরুর মুখে না খাওয়ালে দুধ হয় না।

মুচকী হেসে ডলি বল্লে, তোর কষ্ট হবে না? তুই মিস্ত্রিকে যা কষ্টটা দিয়েছিস! আমরা সব শুনেছি, বেচারীর খাই-খাই করে প্রাণ গিয়েছে; সব টাকা তোর কাছে আগে থাকৃতে দিয়ে শেষে কিনা নিজের উপার্জ্জনের পয়সা নিজে ইচ্ছামত ভোগ করতে পারেনি।

—সব ঝুট দিদিমণি, সব ঝুট। বুড়োর ভীমরতি হয়েছিল, তাই অত বেমারে মহুয়া দহি, কালাই দাসের জিলিবি, কদিমা এই সব জিনিস খেতে চাইত।

সোনা ।০

পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারাণ্টেড কেমিক্যালের চুড়ি। যে দেখিবে ৫০০৲ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে। সুন্দরভাবে ফাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্‌ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিনি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিজ্ঞজন এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২॥০। পোষ্টেজ ।০। ৪ সেট ৭॥০। সার্ট বোতাম ২৲, নেকলেস ৩॥০, আংটি ১৲, মাকড়ী জোড়া ১৲, কানফুল জোড়া ১৲, মফচেন ২॥০, ঝুমকো জোড়া ২॥০, ক্যাটলগ্‌ তৈরী নাই।

GOLD & SILVER'S MART (Di)
Post Ward No. 7, Muttra, U. P.

—দিলেই পারতিস্ ?

ছ'চোখ কপালে তুলে মুন্নী বল্লে, বল কি দিদিমণি, সদ্দি থাসী বোথার—ওসব দিলেই বাই-স্বভাব হয়ে তখনই মরত যে।

—মরে তো গেলই।

—মরবার সময় সব খাইয়ে দিয়েছি, দহি, জিলিবি, পান, মিঠাই কোন জিনিস বাকী রাখিনি, কোন দুঃখ ওর রাখিনি।

খিল খিল করে হেসে উঠে ডলি বল্লে, মরবার সময় দিলি, দু'দিন আগে দিতে পারলি না ?

—মরবার সময়ই তো সব খিলাতে হয়। আর দহি আর পান তো জরুর খিলিয়ে দিতে হয়, স্বর্গে সব পাওয়া যায় স্রেফ দহি আর পান পাওয়া যায় না।

ডলি হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর, "বৌদি ও বৌদি, মুন্নীর কথা শুনেছ—স্বর্গে গিয়ে ও দেখে এসেছে যে ওখানে সব জিনিষ পাওয়া যায় কিন্তু সেখানে নাকি দই আর পান—" বলতে বলতে এই অদ্ভুত খবর ডলি বৌদিকে শোনাতে ছুটল।

অপ্রস্তুত হয়ে মুন্নী বল্লে, বিশ্ওয়াস না হয় অন্ত লোকদের পুছো না, মাইজী।

একটু পরে ঘোষগিন্নি বল্লেন, দেখ্ মুন্নী, তোর বয়সও তো হোল, পরকালের পথ একটু পরিষ্কার করার জন্যে পুণ্যি-টুণ্যি কিছু কর।

—আমিও তাই ভাবছি মাইজী, তীরথ্ করব, খরম হবে, কিন্তু সুবিধা হয় না।

—আমাদেরও তো আশ্বিন মাসে পুরী যাবার কথা হচ্ছে, এখন যদি বাবা জগন্নাথ টানেন, তবেই।

তাড়াতাড়ি ঘোষগিন্নির পা'দুটী চেপে ধরে অনুনয় করে মুন্নী বল্লে, আমাকেও সাথে নিয়ে চলো মাইজী।

পা টেনে নিয়ে ঘোষগিন্নি বল্লেন—আহা, পা ধরছিস্ কেন ? দেখা যাক্ আমাদের যাওয়া হোক আগে, তবে তো ?

—আমাকে নিয়ে যেতেই হবে মাইজী। তোমাদের সেবা করব, সব কাম ধন্দা করব, আমাকে দাই বানিয়ে নিয়ে যেও। গাড়ীর "কেরাই" যা লাগে আমিই দেব, শুধু ছুটী খেতে দেবে। দূর পথ, কার সঙ্গে যাব মাইজী ? তোমাদের মত ভাল লোকের সঙ্গে তীরথ্ করতে গেলে কত সুবিধা—গরীবের উপর দয়া কোরো, ভগবান ভাল করবেন।

(৪)

পাঁচ বৎসর পরের কথা।

মুন্নীর মাথার চুল সব সাদা হয়ে গিয়েছে, কোমর বেঁকে গিয়েছে। এই পাঁচ বৎসরে যে রকম বুড়ী হওয়া তার উচিত, তার চেয়ে অনেক বেশী বুড়ী সে হয়ে পড়েছে, অবশ্য বিনা কারণে এমন দশা তার হয়নি।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ঘোষগিন্নির সঙ্গে, সে তীর্থ করতে গিয়েছিল ঠিকই, যাবার সময় পঞ্চাশ টাকা খরচ করে, পদ্মনাকে একখানা পানের দোকান করে দিয়ে যায়, আর বেশ করে বুঝিয়ে বলে—এখন তো বড় হয়েছিস্ বেটা, দু'পয়সা কামা, কামধন্দা করলে নিজে সুখ করবি। বহুকে সুখে রাখবি। আমি তো বুড়ী হয়েছি, আর কতদিনই বা দুনিয়ায় থাকব। তোর

একটা গতি দেখ্লে, সুখে মরতে পারব বেটা! দোকানটা ভাল করে চালাবি, এতেই তোর দিন কেটে যাবে—

তারপর চুপি চুপি এও বলেছিল ঘরের মধ্যে ঐ যে কাঠের সিন্দুকটা আছে, ওর দক্ষিণ তরফে একটা লোটাতে তিনশ' রূপিয়া আছে। যদি তীরথ্ করতে গিয়ে মরে যাই, তারপর ওতে তুই হাত দিবি। আমি না মরলে কিন্তু ওতে হাত দিস্ না। বুঝ্লি? আমার কিরিয়া—তোর মরা বাপের কিরিয়া, আমি বেঁচে থাকতে ও রূপিয়া ছুঁবি না। আমি মরলে তোরই তো থাকবে—

দুইশ' টাকা সঙ্গে নিয়ে মুন্নী ৺জগন্নাথ দর্শনে যায়। ঘোষ-গিন্নিরা তিনমাস পুরীতে ছিলেন। মুন্নীকেও বাধ্য হয়ে থাকতে হয়েছিল ততদিন।

তিনমাস পর বাড়ী এসে মুন্নী দেখলে যে ঘরবাড়ী সব শূন্য। কলেরা হয়ে পরসন্না মারা যায়। জিনিষপত্র যা ছিল বৌটা সব নিয়ে নাহ্রা চলে গিয়েছে, মুন্নীকে একটা খবরও কেউ দেয় নি। তাই মুন্নীর আজ এই অবস্থা।

একা বাড়ীতে থাকতে না পেরে, নাতিটিকে সে আনিয়ে নেয়। কপালে যার দুঃখ, সুখ তার কিছুতেই নেই! মিশরিয়া পাড়াগেঁয়ে ছেলে, সহরে এসে সে একবারে বাবু সেজেছে। ফুলপাড় ধুতি, চুড়ীদার পাঞ্জাবী, ভাগলপুরী চাদর, জুতা, এসব তার অঙ্গে সব সময়ই শোভা পায়। শুধু এই নয়, পান বিড়ি মুখে লেগেই আছে, এর উপর—মাঝে মাঝে তাড়ি—আর জুয়া—

মুন্নীর আর সে প্রতাপ নেই এখন, মুখ তার একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরসন্নার শোক মুন্নীকে একবারে বদলিয়ে দিয়ে গিয়েছে। মিশরিয়া যখন যা' চায়, বিনা বাক্য-ব্যয়ে মুন্নী তাই দেয়। লোকের কথায়, মুন্নীর ব্যবহারে, মিশরিয়ার বিশ্বাস যে নানীবুড়ীর কাছে অনেক টাকা আছে।

এদিকে টাকা যখন প্রায় শেষ হয়ে এল মুন্নী তখন হাত গুটালে। কোন জিনিষ চাওয়া মাত্র এখন আর মিশরিয়া পায় না, সে রাগে গরগর করে। মুন্নী বোঝায়—নেই কিছু তাই দেবে কোত্থেকে?

মিশরিয়ার বৌ-এর বয়স চৌদ্দ বৎসর। বৌটি খুবই ভাল, রাতদিন খাটে। ডালভাজা, মসলাপেষা, ছাতুকরা, যে সব কাজ মুন্নী করত, বৌটিই এখন সে সব করে। রাত্রে বুড়ী মুন্নীর পা টিপে দেয়। নাতির বৌ-এর সেবায় মুন্নীর চোখে জল আসে—ছেলে বৌএর কথা মনে পড়ে!

মিশরিয়া বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কনিয়া পেছন থেকে চাদর ধরে টানলে। বাধা পেয়ে মিশরিয়া চমকে পেছনে তাকালে, মৃদুস্বরে কনিয়া বল্লে, কী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—

—কী আবার নিয়ে যাব?

—ওই তো কাপড়ের মধ্যে ঝলকাচ্ছে, থালিয়া—

—চুপ করে থাক্, নইলে মুক্কা দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব। মিশরিয়া কীল দেখালে। কনিয়া বল্লে, কয়দিন আগে লোটা হারিয়েছে সেটাও তাহলে এমনি চুরি—

—চুরি কি-রে হারামজাদী, আমার নানীর জিনিষ আমি নিয়েছি, তোর কী—তোর বাপ দাদার জিনিষ নয় তো—

—নানী আসুক, বলে দেব সব—

কনিয়াকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে—বেশ করব, খুব করব, থালিয়া, লোটা, বাটী যা পাব সব নিয়ে যাব। পয়সা চাইলে বুড়ীয়া পয়সা দেয় না কেন—বলতে বলতে মিশরিয়া বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

মিশরিয়ার অত্যাচারে মুন্নী ভারী মুস্কিলে পড়েছে, যখন যা পায় চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়, তাড়ি খায়—জুয়া খেলে।

কাঁসা পিতলের বাসন অর্দ্ধেক হয়ে গেল। দু'চারখানা যা ছিল মুন্নী এবাড়ী ওবাড়ী লুকিয়ে রেখে দিয়ে এল। অ্যালু-মিনিয়মের বাসন কিনে তাই ব্যবহার করতে লাগল।

বাড়ীতে সুবিধা না হওয়ায় মিশরিয়া অন্য বাড়ীতে চুরি করা আরম্ভ করে দিলে। দু'এক জায়গায় ধরাও পড়ে—মারও খায় খুব।

দৌহিত্রের গুণ, মুন্নী সকলের মুখে শোনে। কখনও চুপ করে থাকে, কখনও বুক চাপড়িয়ে স্বামী পুত্রের নাম করে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে।

বেচারী কনিয়া সেও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদে, কিন্তু মুন্নীর মত চেঁচিয়ে নয়!

সকালে উঠে মুন্নী দেখে বাক্স ভাঙ্গা—কনিয়ার রূপার গহনার একখানিও নেই। পূজার সময় যে একজোড়া চওড়া পাড় শাড়ী আর শাটীনের আঙিয়া কিনে দিয়েছিল তাও নেই—সঙ্গে সঙ্গে মিশরিয়াও নেই!

মুন্নীর কান্নার শব্দে, কত লোক দৌড়ে এল আঙিনায়। সব দেখে শুনে কেউ মুখ টিপে হাসলে, কেউ বা সহানুভূতি প্রকাশ করলে।

দেড়টি মাস মিশরিয়ার টিকিটাও দেখা গেল না।

(৩)

দুই বৎসর পরের কথা—

মিশরিয়া এখন দস্তুরমত চোর। একবার তিনমাস আর একবার নয়মাস জেল খেটে এসেছে। দুঃখে কষ্টে দিন কেটে গেলেও—মুন্নীর শরীর আর বয় না। মিশরিয়ার অত্যাচার পরসন্নার শোকের চেয়েও যেন বেশী বাজে—বুড়ীর বুকে।

মিশরিয়া প্রায় অনুপস্থিত। হয়ত' জুয়ার আড্ডায় রাত কাটায়, না হয় চুরি করতে বেরোয়। ষোল বছরের যুবতী কনিয়ার দিকে দেখে আর মুন্নীর বুকের মধ্যে কান্না ঠেলে ঠেলে ওঠে। কনিয়ার মত এমন মেয়েও কোথাও দেখা যায় না। বাপের বাড়ী থেকে নিতে এলেও যায় না—

আহা, নানীবুড়ী একা কেমন করে দিন কাটাবে? ভদ্র অভদ্র সবারই মুখে তার সুখ্যাতি।

ষোল দিন মিশরিয়া বাড়ী আসে নাই—কোন খবরও নেই—মুন্নীর ভাবনারও শেষ নেই। কাউকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়—

যাবে আবার কোথায়? বোধ হয় শ্বশুরায় গিয়েছে। জেহলাখানায় শ্বশুরার খানা মিষ্টি লাগে যে উহার—

সত্য সত্যই ভগ্নদূত এসে একদিন জানালে—মিশরিয়ার জেল হয়েছে। এক বছর, দু'বছর নয়—বার বছর। চুরি করতে গিয়ে—ছোরা মেরে পুলিশকে জখম করেছে। বার বছর পর জীবিত অবস্থায় ফিরবে কি না, আর ফিরলেও—মুন্নী অতদিন বেঁচে থাকবে না—তাই এই সংবাদ মিশরিয়ার মৃত্যু সংবাদের মতই মর্ম্মান্তিক।

মুন্নীর আর কাঁদবার শক্তি নেই। অভিভূতের মত সে সবার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল। কেউ বুঝতে পারলে না—তার বুকের মধ্যে কী বিশ্বদাহী জ্বালা!

কনিয়া কিন্তু এবার আগের মত চুপে চুপে কাঁদলে না; মুন্নী আগে যেমন কাঁদত—কনিয়া ঠিক তেমনি চেঁচিয়ে কাঁদলে।

দুই দিন পর কনিয়ার বাপ ভাই আর দাদী এলো তাকে নিতে। তাদের দেখে কনিয়া কান্না জুড়ে দিলে—বুড়ীমাকে একলা ফেলে সে কোথাও যাবে না।

কনিয়ার দাদী—এমন কি পাড়ারও অনেকেই বল্লে, মুন্নী বুড়ী কনিয়াকে "গিয়ান" করেছে, নইলে এত দুঃখেও এখান থেকে কেন সে নড়তে চায় না! বার বছর তো মিশরিয়া জেল থেকে বেরুবে না, জোয়ান লেড়কী ঠিক থাকতে পারবে না—আমরা আচ্ছা দেখে দোসরা জায়গায় "চুমানা" করিয়ে দেব—বাপ ভাই বার বার এই কথা বলে। তাদের এই যুক্তিপূর্ণ কথায় সবাই সায় দেয়।

কনিয়া বলে—এমনি করেই সে দিন কাটাবে দোসরা সাদী করবে না; মুন্নী যতদিন বেঁচে আছে এখানেই থাকবে সে।

চুমানাতে রাজী করাতে না পেরে—সকলে তাকে ভোলালে যে আচ্ছা দু'চার দিনের জন্যে সে "নাহারা" চলুক; তারপর আবার ফিরে আসবে। তার মা কতদিন তা'কে দেখে নাই—কান্নাকাটি করে বহুকষ্টে শেষের প্রস্তাবে কনিয়াকে রাজী করান গেল।

মুন্নী কিছুই বল্লে না—সে বুঝতে পারলে যে কনিয়া আর আসবে না। ধীরে ধীরে সে ঘরে গিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল।

যাবার সময় কনিয়া মুন্নীর "গোড় লাগতে" গেল কাঁদতে কাঁদতে। কনিয়ার

টেলিফোন বি, বি, ১৩৩৬. টেলিগ্রাম—Kagochwala.

স্থাপিত ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ

পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড সন্স্

প্রসিদ্ধ কাগজ বিক্রেতা

১৩৯ নং পুরাতন চিনাবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সকল রকমের দেশী এবং বিলাতী কাগজ এবং বোর্ড সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ
৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চল্‌তি বীমা	১৬ কোটি	৩৪	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল…	২ „	৯৬	„	„
মোট সংস্থান	৩ „	৩৬	„	„
দাবী শোধ	১ „	৮৫	„	„
প্রিমিয়াম আয়	… …	৭৪	„	„

—বোনাস—
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।
এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

সন্তান-শিক্ষা সম্বন্ধে মাতার কর্ত্তব্য কি ?

(১০)

আমাদের আলোচ্য বিষয়টী অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ এবং বর্ত্তমান সময়ের জন্ম বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। কারণ আমাদের দেশের সন্তান জন্মাবধি মাতা পিতার নিকটেই লালিত পালিত হইয়া থাকে। সন্তানের শিক্ষার জন্ম বিশেষ কতকগুলি বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। সন্তানের জননী হইবার পরই নিজেকে ভাবিতে হইবে যে 'আমি এখন সন্তানের জননী।' আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে মাতা হইয়াও অনেকে সন্তানের জননী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। কোথাও বেড়াইতে যাইতে হইলে সন্তানদিগকে ভৃত্যের নিকট রাখিয়া বন্ধু বা আত্মীয়াদের বাড়ীতে যাইতে দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় যেন মাতার সহিত সন্তানদিগকে লইয়া যাওয়া আধুনিক সভ্যতা-বিরুদ্ধ। সন্তানের সৎ শিক্ষার জন্ম মাতা পিতা উভয়কেই সংযমী হইতে হইবে। কুমারী অবস্থায় বা জননী হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেভাবে দিনাতিপাত হইয়াছিল সে প্রকার আর চলিবে না। মাতাকে সন্তানের উত্তম শিক্ষার জন্ম নিজেকে আদর্শ স্থানীয়া হইতে হইবে। কেবল উচ্চশিক্ষিতা হইলেই উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যায় না। সন্তানেরা শৈশবাবস্থা হইতে অর্থাৎ যে সময় শিশুর কথা ফোটে না, সেই সময় হইতে মাতাকে নিজের চাল-চলন কথা-বার্ত্তা এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। শিশুর প্রতি স্নেহ, মায়া, মমতা, আদর, যত্ন এ সমস্ত বিষয়েও নিজেকে সংযত রাখিতে হইবে। 'দুধের বাচ্চা বোঝে কি ?' ইত্যাদি এইরূপ ভুল মাতা পিতা উভয়কেই সংশোধন করা বিশেষ প্রয়োজন।

আমরা দেখিতে পাই শিশুরা খুব অনুকরণপ্রিয় হয়। কথা বলিতে না শিখিলেও অনেক কাজ করিতে পারে এবং বাল্যাবস্থা হইতে যেরূপ দেখিবে সেইরূপ করিতে শিখিবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর যেন বিশেষ লক্ষ্য রাখেন, তাহাতে সন্তানেরা বড় হইলেই অপরিষ্কার থাকিতে লজ্জিত বা ঘৃণা বোধ করে, ইহার দ্বারা শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির বিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে। সন্তানদিগকে প্রত্যেক বিষয়ই বাল্যাবস্থা হইতে অভ্যাস করান উচিত। পরিধেয় বস্ত্র, খেলার জিনিষ ইত্যাদি এদিক্ ওদিক্ পড়িয়া থাকিতে দেখিলে মাতার কর্ত্তব্য সন্তানের দ্বারা উক্ত জিনিষগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দেওয়া এবং এইরূপ করিলে ভবিষ্যতে বাড়ীর অন্য কেহ যদি কোন জিনিষ যথাস্থানে রাখিয়া দিতে কখনও ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে শিশু সেই জিনিষটী স্বস্থানে রাখিয়া দিবে। এইরূপে সমস্ত বিষয়েই শিশুদিগকে শিক্ষা দিলে শিশু বিশেষ দুরন্ত হয় না এবং জিনিষের ক্ষতিও কম করিয়া থাকে।

শিশুরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা স্বভাবতঃই চঞ্চল হইয়া থাকে, সেজন্য তাহাদিগকে কোলে লইয়া থাকা বা সব সময় ঘুম পাড়াইয়া রাখা উচিত নয়। তাহাদিগকে কোন কর্ম্মে আটকাইয়া রাখিতে হয়—যেমন খেলা, বেড়ান, ছবি দেখান ইত্যাদি। কয়েকদিন অভ্যাস করাইলেই সহজেই তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায়। শিশুরা ছবি দেখিতে বড়ই ভালবাসে। খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপনের ছবি ইত্যাদি দেখাইয়া শিশুদিগকে 'প্রাথমিক শিক্ষা' দেওয়া যাইতে পারে। শৈশবাবস্থায় এইরূপ ভাবে শিক্ষা দিলে শিশু ছবি দেখিয়া প্রত্যেক জিনিষ চিনিতে পারে এবং বুঝিতে পারে, এমন কি জিজ্ঞাসা করিলে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেও সক্ষম হয়। এইরূপে বালক বালিকাদের শিক্ষায় বিশেষ উন্নতি দেখা যায় এবং পড়িবার দিকেও তাহারা উৎসাহিত হয়। ধীরে ধীরে গল্প ছড়া ইত্যাদি শিখাইতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

প্রত্যেক শিশুর ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। তাহাদের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজ কখন করা উচিত নয়। বিপথে যাইতে

মাথাটি বুকের মধ্যে চেপে ধরে মুন্নী বল্লে যা বেটী মার কাছে যা—

তারপর বালিশের নীচ থেকে ছোট একটী পুঁটলী বের করে কনিয়াকে বল্লে—"তোর সবই তো ঐ ডাকু খতম করে দিয়েছে, এই রূপিয়া দিয়ে আবার সব বানিয়ে নিস্।"

কনিয়া কেঁদে বল্লে—"কিছু দরকার নেই আমার, রূপিয়া নেব না।"

কনিয়ার দাদী ছোঁ মেরে মুন্নীর হাত থেকে পুঁটলীটা কেড়ে নিলে—"সম্‌ধিন্ আমিই গড়িয়ে দেব, আহা কত জেবর ছিল। দেরী হয়ে যাচ্ছে যে, আয় আয়" বল্‌তে বল্‌তে কনিয়ার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে চললো।

গায়ের কাপড়খানা টেনে মুন্নী মুখখানা ঢেকে ফেল্‌লে।

দেখিলেও বাধা না দিয়া মাতা পিতার সর্ব্বদা সে বিষয়ে নিরীক্ষণ করা এবং বিপদের আশঙ্কা দেখিলে তাহা হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যেমন প্রত্যেক শিশুই হামা দিতে শিখিলে লণ্ঠন দেখিলে তাহা ধরিবার জন্ত চেষ্টা করে। হাত পুড়িবার ভয়ে মাতা উহার প্রতি অগ্রসর হইতে বাধা দেয় এবং সময়ে সময়ে তিরস্কার করিতেও দেখা যায়। কিন্তু যদি বাধা না দিয়া শিশুর একটী অঙ্গুলী লণ্ঠনের উপর একবার রাখিলেই যে গরম সে অনুভব করিবে তাহাতে আর কখন শিশু লণ্ঠন বা প্রদীপ ধরিতে পুনরায় চেষ্টা করিবে না। এইরূপ সমস্ত কাজেই বাধা না দিয়া বরং ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত নিজেদের প্রস্তুত রাখা উচিত। লেখা পড়ার বিষয়ে জোর না করিয়া শিশুকে গল্পের ছলে, খেলার ছলে প্রকৃতি নিরীক্ষণ করাইয়া শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহাতে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-গুলিকে সুসংযত ভাবে পরিচালনা করিবার অভ্যাস করানো হয়।

শিশুর লালন পালনের সাথে সাথে শিশুরা শিক্ষা পাইয়া থাকে, সেজন্ত মাতাকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত। কয়েকটী বিষয়ে মাতার বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিশুকে কখন বৃথা আশা দিয়া ভুলান, উচ্চ কণ্ঠে তিরস্কার করা, ভয় দেখান, কাহাকেও মারিতে যাওয়া, কাহারও নিন্দা শিশুর সামনে করা, দাস দাসীকে বা পরিবারের অন্ত কাউকে শাসন করা, গালাগালি দেওয়া, ঝগড়া করা কাহাকেও বিরক্ত করা বা মিথ্যা কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া এবং এরূপ শিক্ষা যাহা হইতে শিশুর অহঙ্কারের সৃষ্টি হয় এবং অভিমান করিতে শিক্ষা পায়—এরূপ কর্ম্ম করা উচিত নয়। এ সমস্ত বিষয়ে মাতা পিতা উভয়েরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এ সমস্ত বিষয়ের মধ্য হইতে কয়েকটী বিষয়ের উদাহরণ দিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে মাতা পিতার নিকট হইতে শিশুরা কিরূপে মিথ্যা কথা বলিতে শিক্ষা করে। অনেক সময় দেখা যায় যে পিতা বাড়ীতে বর্ত্তমান থাকিতে কেহ ডাকিতে আসিলে কোন কারণে শিশুর দ্বারা বলিয়া পাঠান হয় যে "বলে দে, বাবা বাড়ী নেই।" কয়েকবার এরূপ করিলেই পুত্র কেহ ডাকিতে আসিলে কাহারও আদেশের পূর্ব্বেই বলিয়া বসে 'বাবা বাড়ী নেই।' অনেক স্থলে ইহাতে অসুবিধাও ঘটিয়া থাকে। অসুবিধার ফলে পুত্রকে মিথ্যা কথা বলার জন্ত শাসন করিয়া থাকেন। আবার কখন দেখা যায় যে কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়া শিশুকে কাহারও জিনিষ চুপি চুপি লইয়া আসিতে আদেশ করা হয়—ইত্যাদি। সন্তানের সম্মুখে সন্তানের প্রশংসা করা কখন উচিত নয় বা কোন বস্তুকে উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। শৈশবাবস্থা হইতে বিলাসিতা বর্জ্জন করা শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহার জন্ত মাতাকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।

সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর

বর:

কেশ-তৈল

স্নো

বনকুসুম

ক্যান্থারাইডিন অয়েল

আপনার মার্জ্জিত রুচির সম্পূর্ণ
পরিপোষক

অনেকস্থলে মাতাকে উত্তম পোষাক পরিচ্ছদ পরিতে এবং সর্ব্বদা রূপচর্চ্চা করিতে দেখা যায়। শিক্ষার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

স্নান, আহার নিদ্রা নিয়মমত সময়মত এবং পরিমাণমত করাইতে হইবে। অসময়ে খাইতে চাহিলেও খাইতে দেওয়া উচিত নয়। অধিক পরিমাণ খাওয়াইলেই যে স্বাস্থ্য ভাল হয় এরূপ ধারণা করা ভুল। এক পরিবারের সমস্ত শিশু সন্তানকে একসঙ্গে বসাইয়া খাওয়ান উচিত এবং ইহা মাতার স্বহস্তে করাই কর্ত্তব্য। দাস দাসীর হস্তে সন্তানের লালন পালনের ভার অর্পণ করা উচিত নয়। এইরূপ করিলে বালকের কর্ত্তব্যের জ্ঞান, সময়ের মূল্য—ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা সহজেই হইয়া থাকে।

পাঁচ ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পরই সন্তানের লেখা পড়ার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ইহার অর্থ ইহা নয় যে বালককে তখনই স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেওয়া। প্রায়ই দেখা যায় যে শিশুর উপদ্রব হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্ত বা দিবা-নিদ্রার জন্ত শিশুকে অল্প বয়সে স্কুলে দেওয়া হয়। স্কুলে দিবার পূর্ব্বে শিশুর ইচ্ছা, স্বাস্থ্য এবং স্কুল সম্বন্ধে বিশেষ তদারক করা প্রয়োজন। আমার মতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াইবার ভার স্ত্রীলোকদের হাতে থাকা বিশেষ লাভজনক এবং বালকদের যতদিন পর্য্যন্ত ভালমন্দ বিবেচনার শক্তি না হয় ততদিন পর্য্যন্ত বাড়ীতে পড়াইবার ব্যবস্থা করা বিশেষ ফলপ্রদ। এরূপ করিলে বালক কখন কুপথে যাইতে পারিবে না। প্রত্যেক বালকের মেধাশক্তি সমান হয় না, কিন্তু তাহা হইলেও নিয়মিত ভাবে চর্চ্চা করিলে এবং পথ-নির্দ্দেশক উপযুক্ত হইলে শিক্ষায় বিশেষ উন্নতি দেখা যাইবে।

অক্ষর শিখিবার পূর্ব্বে ছবি আঁকিবার

শিক্ষা দিলে শিশুরা স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশের সুবিধা পায়। এবং তাহা হইতে উহারা প্রকৃতির সহিত ভালভাবে মিশিয়া প্রাকৃতিক বিষয়ে জানিতে ও শিখিতে পারে। শিশু নিজেই নিজেকে শিক্ষা দিতে পারে। শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষিত হইলে তাহা প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না বরং প্রকৃত শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। অবশ্য শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে কেবল শিশুর কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজন বিশেষে সাহায্য করা। আত্মশিক্ষাই শিশুদের স্বাবলম্বী করে, ননীর পুতুল না করিয়া নিজের পোষাক পরিচ্ছদ পরা এবং খুলিয়া স্বস্থানে রাখা, আহার করা এবং অন্যান্য গৃহকর্ম্ম করা সমস্তই স্বাধীন-ভাবে করিতে পারে এরূপ শিক্ষাই বর্ত্তমান সমাজের জন্য এবং প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন।

শ্রীরেণুকা ভট্টাচার্য্য
ও কুমারী নিভা ভট্টাচার্য্য
এলাহাবাদ।

(১১)

শিশুকালের শিক্ষাই সন্তানের ভবিষ্যত চরিত্র গঠন করাতে সহায়তা করে, অতএব এই সময় তাহার প্রতি মাতার সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন—কারণ অধিক স্থলে লক্ষিত হয় যে শিশু এই সময় বড়ই অনুকরণপ্রিয় হয় এবং মাতারই প্রতি আদর্শটী ইহারা অনুকরণ করিতে ভালবাসে। এই বয়সের শিশুকে শিক্ষিত করিতে হইলে চাই অসীম ধৈর্য্য ও স্নেহ। স্বভাবতঃই তাহারা চঞ্চল হয়, কিন্তু এই চাঞ্চল্য দমনের জন্য বিশেষ বল প্রয়োগের প্রয়োজন নাই, তাহার অভীষ্ট পূরণের সামর্থ্য রাখিতে পারিলেই ভাল হয়—অবশ্য ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে শিশু কোন প্রকার অন্যায় কার্য্যে অথবা অনিষ্ট সাধনে যেন রত না হয়। মাতার সর্ব্বদা সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—সুতরাং যাহাতে তাহাদের সুনিদ্রা হয়, অখাদ্য ও অনিয়মিত আহারের বশীভূত না হয় এবং সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন এবং কয়েক দিন অন্তর নখ, চুল ইত্যাদি কাটিয়া দেওয়া স্বাস্থ্যের সুস্থতার জন্য বিধেয়। যে দোষণীয় ত্রুটিগুলি জননী সন্তানের মধ্যে দেখিতে নারাজ—নিজের শরীর হইতে উক্ত ত্রুটীগুলি সযত্নে পরিহার করিতে হইবে এবং পিতা ও মাতার উভয়েরই কর্ত্তব্য সন্তানের সমক্ষে কাহারও উপর খিটখিটে স্বভাব অথবা রূঢ় কটূক্তি যেন না করেন। সন্তানকে সকলেই সত্যবাদী দেখিবার আশা রাখেন, সেজন্য মাতাকে মিথ্যা পরিবর্জ্জন করিয়া হইতে হইবে সত্যবাদিনী এবং সন্তানকে সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবার শিক্ষা ও সাহস দেওয়া উচিত। সন্তানকে দয়া-ধর্ম্ম-ক্ষমাশীল ও সচ্চরিত্র করিয়া তুলিতে হইলে মাতার উক্ত গুণাধিকারিণী হওয়াই অধিকতর সঙ্গত, কারণ তাহারা প্রথম জ্ঞানলাভের পর জননীর সহিতই সর্ব্বপ্রথম পরিচিত হয় এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে তাঁহাদেরই শিক্ষাদানে তাহারা শিক্ষিত হইয়া জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ গড়িয়া উঠে। সুতরাং এই সময়ে তাহাদের যথোচিত শিক্ষাদান না করিলে অধিকাংশ স্থলে তাহারা উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে অক্ষম হয়। শিশুকে সাহসী করিয়া তুলিতে হইলে ভীতি প্রদর্শন করা নীতি-বিরুদ্ধ এবং তাহাদের জন্য জননীকেও অযথা ভয় পরিত্যাগ করিয়া সাহসিনী হইতে হয়। সন্তান স্থানে অস্থানে অযথা বায়না ধরিলেই যে কিছু খাদ্য দিয়া তাহা নিবারণ করিতে হইবে তাহা সমীচীন নহে—বাস্তবিক তাহার কি প্রয়োজন এবং তাহা অন্যায় হইলে তাহাকে কথায় ও কার্য্যে বুঝাইয়া বলিয়া শান্ত করিতে হইবে। অনেক স্থলে দেখা যায়, চার-পাঁচ বৎসরের শিশু অন্যের অনুকরণে বই লইয়া বসে, এই স্থানে তাহাদের সরল মনের সুযোগ লইয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পুস্তক অল্প অল্প পড়ান উচিত। কারণ এই সময়ের উৎসাহটাকে অবহেলা করিলে তাহারা উৎসাহহীন হইয়া পড়ে।—সময় বিশেষে মুখে মুখে সাধ্যানুযায়ী শিক্ষা দান করাও উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া পড়াইবার জন্য বল প্রদর্শন করা আদৌ উচিত নহে, তাহাতে তাহাদের পড়ার আগ্রহটি সহজেই বিনষ্ট হয় এবং 'লেখাপড়া' বিষয়টাকে ভয় করিতে শিখে। শিশুর হস্তে অযথা পয়সা প্রদান করা একেবারেই অনুচিত, কারণ ইহাতে তাহারা অত্যন্ত বে-হিসাবী ও লোভী হইয়া পড়ে। দৈবাৎ তাহাদের হস্তে পয়সা আসিয়া পড়িলে সেগুলি অপব্যবহার না করিয়া সৎকর্ম্মে ব্যবহার করাই অধিকতর সঙ্গত—এই হিতোপদেশটী তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

শ্রীমতী নির্ম্মলা দত্ত
চারবাগ, (লক্ষ্ণৌ)

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোনঃ বি, বি, ৩৭১১
আগফা এবং সেলো ফিল্ম মাত্র ১।০
এবং ফ্রি ডেভলাপ করা হয়—

"পুনর্ম্মিলন" কবে হবে ?

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd. 1909.
.. M.

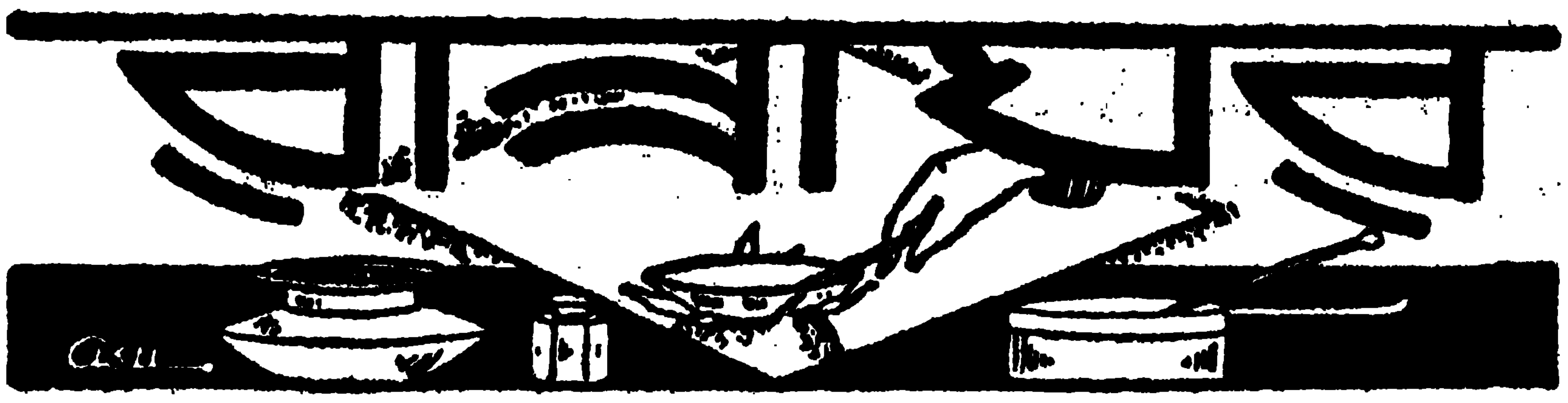

(৭৪)

বোম্বাই হালুয়া

উপকরণ:—ডিম, ঘি চিনি, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, এলাচ দানা।

প্রণালী—প্রথমে বাদাম পেস্তাগুলি ভিজিয়ে রাখুন. কিস্‌মিস্‌গুলি বেছে ধু'য় রাখুন। বাদাম পেস্তাগুলি ভিজে গেলে খোসা ছাড়িয়ে কুচি কুচি করে কেটে নিন। ডিমগুলি ভেঙ্গে বেশ করে একখানা চামচে দিয়ে ঘেঁটে নিন। ঘাঁটার সময় বাদাম পেস্তা কিসমিস ও চিনিটা উহাতে দিয়ে ঘাঁটবেন। তারপর কড়াইতে ঘি দিয়ে উনুনে বসিয়ে দিন। উহাতে কয়েকটা এলাচ দানা ছাড়িয়ে ফোড়ন দিন। ঘি বেশ উত্তপ্ত হলে ডি:মর গোলাটা ঢেলে দিয়ে খুব নাড়ুন, যেন দলা পাকিয়ে বা ধরে না যায়। নামাবার আগে একটু ঘি দেবেন। এ রকম করে রাঁধলেই বোম্বাই হালুয়া সুচারুরূপে প্রস্তুত হয় এবং খেতেও অতি সুস্বাদু হয়।

শ্রীঅপর্ণা বসু
আসানসোল

(৭৫)

গোকুল পিঠে

উপকরণ—আতপ চাল বাটা, কলাইয়ের ডালের বেশম, কিসমিস, নারিকেল কোরা, চিনির রস, ঘি ও খোয়া ক্ষীর। প্রথমে চিনির রস তৈরী করিয়া রাখুন। রস তৈরী করিবার সময় একটু দুধ তাহার ভিতর দিবেন, তাহা হইলে রস পরিষ্কার হইবে। এখন খোয়া ক্ষীর নারিকেল কোরার সহিত মিশাইয়া খুব চটকাইয়া মাখুন; মাখা হইলে এক একটি লুচির নেচির মত নেচি তৈরী করুন। পরে আতপ চাল বাটা ও কাঁচা কলায়ের ডাল বাটা বা বেশন একত্র করিয়া উত্তমরূপে ফেটান। ফেটান হইলে ক্ষীরের চাকতীর উপর কিসমিস টিপিয়া দিয়া ঐ চাল ও ডাল বাটার গোলায় ডুবাইয়া ঘিয়ে ভাজুন, যখন দেখিবেন লালচে রং হইয়াছে, তখন

যখনই যে গান আপনার মন চাইবে

মে ১৯৪০

শ্রীমতী সতী দেবী

N 11841 { জয় যাত্রায় যাওগো (রবীন্দ্র গীতি) / মধুর তোমার শেষ যে না পাই „

কুমারী যূথিকা রায় ও কমল দাশগুপ্ত

N 17458 { এস কৃষ্ণমুরারী ব্রজবিহারী (ভজন) / আজি অভিনব সাজে সাজাব „

"গীতশ্রী" শীলা সরকার

N 17464 { তুমি সারা জীবন দুঃখ দিলে (আধুনিক) / হে পাষাণ দেবতা „

ভবতোষ ভট্টাচার্য্য

N 17459 { কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার (ভক্তি-মূলক) / প্রাণারাম প্রাণারাম „

রঞ্জিৎ রায় (কুমারী স্বর্ণ বসুর সহযোগিতায়)

N 17460 { বারোমাসী বৌ বিরহ (কমিক) / ১ম ও ২য় খণ্ড

হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
(কুমারী অর্চ্চনা সেন ও কৃষ্ণা সেনের সহযোগিতায়

N 17461 { বল বল বল সবে (জাতীয় সঙ্গীত) / বঙ্গ আমার! জননী আমার! „

সত্যেন চক্রবর্ত্তী (অন্ধ গায়ক)

N 17462 { শ্যাম-পিরীতি কথা (কীর্ত্তন) / সজনী দুখের উপরে

দক্ষিণা ঠাকুর, জ্ঞান ঘোষ ও সুজিত নাথ

N 17451 { দিলরুবা ও গিটার (সিন্ধু খাম্বাজ) / ঐ (খাম্বাজ বেলাওল)

দিলীপকুমার রায়

N 16463 { নূপুরকী ঝনকার (ভজন) / ইস মিলনে দেখ লিয়া

আ

দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—দমদম ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ

তুলিয়া রসে ফেলুন। ইহাই হইল দোদুল পিঠে। গোলাটি একটু গাঢ় হইবে।

শ্রীমতী সাধনা ঘোষ
অভিরামপুর
মালদহ

(১৬)

মুলার পায়েস

একটী মূলা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া নিন। ঐ মূলা সিদ্ধ করিয়া ভালরূপে জল ছাকিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইবেন। /২ সের দুধ ঘন করিয়া জাল দিয়া যখন /১ সের পরিমাণ থাকিবে তখন ঐ ভাজা মূলা এবং আন্দাজমত চিনি ঐ দুধের ভিতর দিবেন। পরে কিস্‌মিস্, পেস্তা, বাদাম দিয়া ধীরে ধীরে নাড়িবেন, দেখিবেন যেন নীচে ধরিয়া না যায়। কিছুক্ষণ পরে নামাইয়া উহাতে দু'টা এলাচীর গুঁড়া দিবেন।

ইহা ঠাণ্ডা হইলে খাইতে খুব সুস্বাদু।

কুমারী বিভা রায়
বর্দ্ধমান

(১৭)

ফুল কপির ছক্কা

উপকরণ—১টি ফুলকপি, ৭।৮টা বিলাতী বেগুন, ১৩।১৪টা নূতন পেঁয়াজ, /০ কড়াইশুটি, আন্দাজমত আদার কুচি, আন্দাজমত গোল মরিচ, আন্দাজমত আস্ত গরম মশ্‌লা ও পরিমাণমত লবণ ও আন্দাজমত ঘি ও সামান্য আটা।

প্রণালী—কপিগুলি কেটে নিন, কড়াইশুটি ছাড়িয়ে নিন, ১টা পাত্রে জল চড়ান, জল একটু গরম হ'লে কপি, কড়াইশুটি নূতন পেঁয়াজ ও বিলাতী বেগুনগুলি আস্ত আস্ত ছেড়ে পাত্রের মুখ ঢেকে দিন। অল্প সিদ্ধ হ'লে আদার কুচি ও গোল মরিচ ছেড়ে দিয়ে পাত্রের মুখ ঢেকে দিন। সিদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে রাখুন। আর ১টি পাত্রে ঘি চড়ান, ঘি পাকলে আস্ত গরম মশ্‌লা ও ৩।৪টি তেজপাতা ছেড়ে দিন। পরে আটা দিন, আটা বেশ লাল হলে কপি ইত্যাদি ঢেলে দিয়ে পাত্রের মুখ ঢেকে দিন, পরে নামিয়ে নিন্।

ইহা উপকারী ও সুস্বাদু।

শ্রীঅমিয়া মিত্র
পানিত ষ্ট্রীট
কলিকাতা

নারীলোক

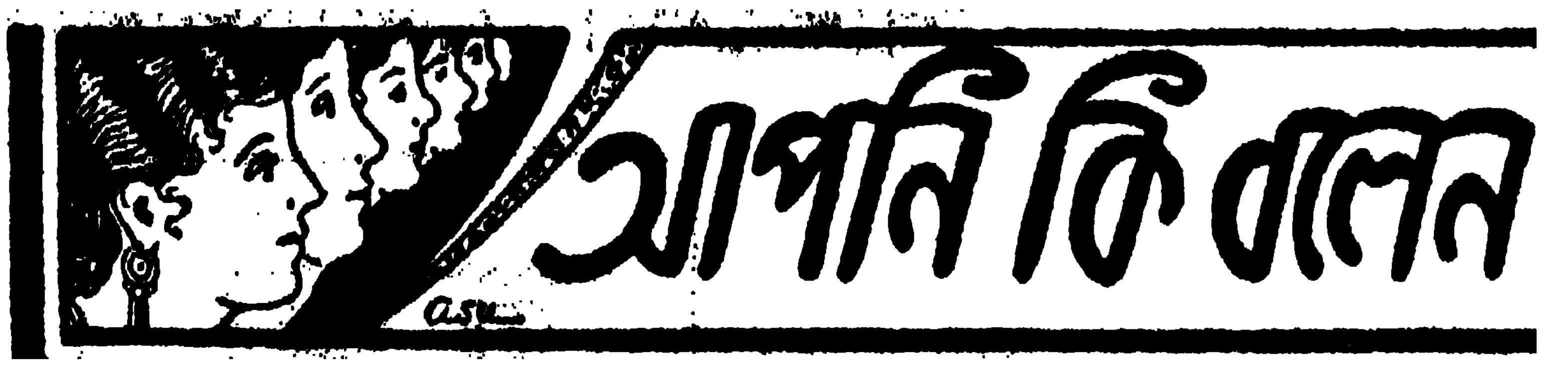

(৩৫)

শ্রীমতী সুধারাণী মিত্র, সার্পেন্‌টাইন্ রোড, খিমান্‌ডুন, রেঙ্গুন, জানিতে চাহেন—কামুন্দী কি করিয়া তৈরি করিতে হয়।

(৩৬)

শ্রীমতী কালী দেবী, চুঁচুড়া, জানিতে চাহেন—শুভকর্ম্মে হিন্দুনারীগণ হুলুধ্বনি করেন কেন?

(৩৭)

শ্রীমতী সুধারাণী মিত্র, খিমান্‌ডুন, রেঙ্গুন—লিখিয়াছিলেন—"***মোটা চুল পাত্‌লা হয় কিসে?"

[আপনার চিঠি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কারণ আপনি চুলের প্রকৃতি ও অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করেন নি। বিস্তারিত বিবরণ না জানতে পারলে অনেক সময় সঠিকভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, যাই হ'ক এ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, মোটা চুল সাধারণতঃ দু'রকমের হয়, মসৃণ ও কর্কশ। চুল মোটা হওয়া সত্ত্বেও মসৃণতার জন্য চুলকে মোটা বলে বোধ হয় না। কিন্তু যাঁদের চুল কর্কশ—পাতলা হলেও তাঁদের চুল মোটা বোধ হয়, এ ছাড়া চুলে ময়লা জমার দরুণও চুলকে অনেক সময় মোটা বলে বোধ হয়, আপনার চুল যদি শেষোক্ত শ্রেণীর হয় তবে আপনার উচিত হচ্ছে নিয়মিতভাবে চুল পরিষ্কার করার দিকে লক্ষ্য রাখা এবং নারকেল তেল ব্যবহার করা। এর দ্বারা আপনার চুলের কর্কশভাব নষ্ট হয়ে গিয়ে চুল যথেষ্ট মসৃণ হয়ে উঠবে এবং পাতলা দেখাবে।

শ্রীশ্যাম বসাক]

বি, নান

(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যান্ট)

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেন্ট : প্রাইভ এ্যাডভার্টাইজমেন্ট

রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা এবং মফঃস্বল সিনেমা।

বিশেষত্ব :—সিনেমা প্লাইড এবং উহাদের পরিকল্পনাকারী।

দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

(৩৮)

শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী সাহা। C/o শ্রীপ্রভাত কুমার সাহা, চুঁচুড়া—আপনি যাহা জানিতে চাহেন তাহা কোনও শাস্ত্রজ্ঞ তান্ত্রিক, কুলপুরোহিত অথবা কুলগুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই অনায়াসে জানিতে পারেন, অথচ তাহা না করিয়া দীপালীর নারীলোকে এরূপ আলোচনার কারণ অবশ্য সুস্পষ্ট। আশা করি, আপনি একজন হিন্দু কুলবধূ, যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার। কাজেই আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় দীপালীতে প্রকাশ্য আলোচনা সম্ভব নয়।

(৩৯)

"তরুণ তরুণীর প্রথম সাক্ষাতে প্রথম কথা বলিবে কে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বহু পত্র পাইয়াছি কিন্তু অধিকাংশ চিঠিতেই সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা না থাকায় সেগুলি যথাবিধি ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। যে কয়খানি বিবেচিত হইয়াছে তাহাদের মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইল :—

শ্রীমতী কালী দেবী, চুঁচুড়া ও কুমারী

সারকো প্রোডাকসনের

লক্ষ্মী

মিনার্ভা সিনেমায় শুভ উদ্বোধন

ফোনঃ কলিকাতা ৮৮৭

শনিবার ১১ই মে বেলা তিনটায়

একটী সরলা গ্রাম্য বালিকা তাহার বিপথগামী স্বামীর অন্বেষণে সহরে আসিয়া কিরূপে তাহার সন্ধান পায় এবং তাহার ভুল সংশোধন করিয়া কিরূপে তাহাকে অনন্ত সুখের পথ দেখাইয়া দেয় তাহারই অপরূপ আলেখ্য—লক্ষ্মী

মায়া ব্যানার্জ্জি, বিবো, বেবী ইন্দিরা, কুমার, জীবন প্রভৃতি অভিনীত—

দেবদাসের সুর-সংযোজক **তিমিরবরণের** সুর সংযোজিত অপরূপ চিত্র কাহিনী—লক্ষ্মী

রয়েল রিলিজ সারকো প্রোডাকসন্ এভারগ্রীন্ রিলিজ

লক্ষ্য করুন !

প্রত্যহ ৬-১৫ মিনিট ও ৯-৩০ মিনিট

শনি, রবি ও ছুটির দিন ম্যাটিনী ৩টায়

লেখা ঘোষ, বজ্‌বজ্‌ বলেন—পুরুষই প্রথম কথা কহিবে।

কুমারী বিজলী দত্ত, চারবাগ, লক্ষ্ণৌ, ও শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী সাহা C/o শ্রীপ্রভাত কুমার সাহা, চুঁচুড়া, বলেন—নারীই প্রথম কথা আরম্ভ করিবেন।

কুমারী অবন্তিকা সেন, C/o মিঃ সেন, দিল্লী, যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে আসল প্রশ্নের উত্তর নাই, ধান ভানিতে শুধু শিবের গীতই। তরুণ তরুণী সম্বন্ধে বহু অশ্লীল ও অপ্রকাশিতব্য-মন্তব্যও এই দীর্ঘ পত্রে আছে যাহাতে এমন কি বীণা সরকার ও সুজাতা সরকারের নামও বাদ পড়ে নাই। এরূপ অভব্য পত্র কোনও ভদ্রমহিলা কোনও পত্রিকায় (বিশেষত যে পত্রিকার মহিলা পাঠিকা সংখ্যাই বেশী) পাঠাইতে পারেন, এ ধারণা আমাদের ছিল না।

(৪০)

রূপচর্য্যা

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া—

আপনার দীপালী পত্রিকায় যদি পত্রটি দয়া করে প্রকাশিত করেন তো অনুগৃহীত হব। দোল সংখ্যা দীপালীতে শ্রীশ্যাম বসাকের লেখা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন আছে, উত্তর দিলে বাধিতা হব। বসাক মহাশয় লিখেছেন যে, কোন ক্রিম অঙ্গরাগ ব্যবহারের পর ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদি রুজ, পাউডার ইত্যাদি মাখার পর ক্রিম মাখি তাহলে কি ঐ গুলি উঠে যাবে না? সাধারণতঃ আমরা দিনে স্নো ও রাত্রে ক্রিম মাখি। তারপর বাজারে দেশী বিলাতী এত বিভিন্ন প্রকার ক্রিম পাওয়া যায় এবং এত বিখ্যাত সুন্দরীদের প্রশংসা-পত্র সেই সঙ্গে দেওয়া থাকে যে, কোনটি ব্যবহার করব সে বিষয়ে আমরা দিশাহারা হয়ে যাই। যেমন ওটিন ক্রিম, পণ্ডস ক্রিম, ক্রিম টোকালন, মার্কোলাইজড্‌ ওয়াক্স—বিজ্ঞাপনে তো সব কটিরই এক রকম গুণ লেখা আছে। কোনটি কিনব? তারপর বেশী ব্যয়সাধ্য প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা মধ্যবিত্ত ঘরে অসম্ভব। তিনি যদি মধ্যবিত্তের ব্যবহারযোগ্য এবং তেলা ও রুক্ষ দু'রকম চর্ম্মেরই উপযোগী কয়েকটি দেশী ও বিলাতী ক্রিমের নাম লিখে দেন তো সব চাইতে ভালো হয়। কারণ বড়লোকের মেয়েরা সৌন্দর্য্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন, কিন্তু আমরা তো তা পারি না। অথচ রূপচর্য্যার ইচ্ছা সকলেরই আছে। ছেলেদের দিয়ে আমরা কেনাব। কিন্তু তাদের নাম না বলে দিলে কিনতে পারে না। বসাক মহাশয়ের স্নো সম্বন্ধে কি মত? আর মুখেই বা কি পাউডার মাখা উচিত—সেটা কি অনুগ্রহ করে জানাবেন? ইতি—

বিনীতা
শ্রীশান্তি দেবী
হুগলী

[অঙ্গরাগ ব্যবহারের পরে যে ক্রিম ব্যবহার করা হয় তার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে অঙ্গরাগ উঠিয়ে ফেলে মুখ পরিষ্কার করা। অঙ্গরাগ ব্যবহারের পরে অর্থে অব্যবহিত পরেই যে ক্রিম ব্যবহার করতে হবে আমার প্রবন্ধে আমি একথা বলিনি, কারণ অঙ্গরাগ ব্যবহারের অব্যবহিত পরে ক্রিম ব্যবহার করার কোন সার্থকতাই নাই। অঙ্গরাগ প্রয়োগের পর ক্রিম ব্যবহার করার অর্থে অঙ্গরাগ ধারণের প্রয়োজন শেষ হবার পর মুখ পরিষ্কার করার জন্য যে ক্রিম ব্যবহার করা হয় আমি তার কথাই বলেছি। আপনি যে ক'টি ক্রিমের নাম উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে যেটি ব্যবহার করে সব চেয়ে ভাল ফল পেয়েছেন সেইটাই কিনবেন। ক্রিমের নামের বিভিন্নতা থাকলেও, একজন প্রস্তুতকারী যে উদ্দেশ্য নিয়ে যে ক্রিম তৈরী করেছেন, অপর একজন প্রস্তুতকারীও ঠিক সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সেইরূপ আর একটা ক্রিম তৈরী করেছেন। সুতরাং একজনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অপরের উদ্দেশ্যের কোন প্রভেদ নাই এবং কার্য্যকারিতার দিক দিয়েও একটী অপরটীরই সমান। ভাল প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নয়। কেন না দামী জিনিষ যদি পরিমিত ভাবে ব্যবহার করা যায় এবং অপচয় না হয় তবে ব্যয়-বাহুল্যও ঘটে না। স্নেহ-বহুল ক্রিমই হচ্ছে রুক্ষ চামড়ার উপযোগী। তেলা চামড়ার জন্য ঠিক এর বিপরীত ব্যবস্থা। টিস্যু ক্রিম এবং য়্যাস্‌ট্রিন্‌জেন্ট ক্রিম ও যথাক্রমে রুক্ষ ও তেলা চামড়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। স্নো ব্যবহার করতে হলে ভাল জিনিষই ব্যবহার করা দরকার। নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্নো ব্যবহারে চর্ম্মের বিকৃতি ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। মুখে ব্যবহারের উপযোগী পাউডারের সঙ্গে গায়ে মাখা পাউডারের পার্থক্য বোঝাবার জন্য মুখে ব্যবহার্য্য পাউডারে 'ফেস্‌ পাউডার' এই কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা থাকে।

শ্রীশ্যাম বসাক]

(৪২)

সাগরদই বনাম ভাপের দই

শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীযুক্তা নারীলোক সম্পাদিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

গত বৎসরের ৪৮ সংখ্যা দীপালীতে মাননীয়া প্রতিভা রায় চৌধুরী মহাশয়ার লিখিত 'সাগরদই' প্রস্তুত প্রণালী পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। উক্ত নিয়মে প্রস্তুত জিনিষটী 'ভাপের-দই' নামেই অভিহিত আছে জানিতাম। তিনি প্রস্তুত প্রণালী একই রাখিয়া নামটি মাত্র বদল করিয়া লিখিয়াছেন। ঐ জিনিষটীর নাম

পত্রলেখা

'সাগর দই' কেন দেওয়া হইল অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বাধিতা হইব।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

কুমারী শোভা রায়,
C-o D. N. Roy.
বর্দ্ধমান।

(১৩)

"দেবদত্ত ফিল্ম লিমিটেডের বিরুদ্ধে অভিযোগ"

পরম পূজনীয়, মাননীয় ও মান্যবর

প্রিয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই চিঠিখানি যদি আপনাদের বহুল প্রচারিত "দীপালী" পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব।

পরম পূজনীয়—

শ্রীযুক্ত বাবু দেবদত্ত শীল্ মহাশয়

মান্যবরেষু—

"দেবদত্ত ফিল্মস সাউণ্ড ষ্টুডিও ; লিঃ"

৮৬নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ;

কলিকাতা।

মহাশয়—

আমি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডস্থ আপনার ষ্টুডিওতে ডি, জি'র পরিচালনায় "পথ-ভুলে" বই-এ তিন দিন কাজ করিয়াছি, যথা—২৭শে জুন মঙ্গলবার (সমস্ত দিন), ৩রা জুলাই সোমবার (সমস্ত রাত্রি) এবং ৭ই জুলাই শুক্রবার (সমস্ত রাত্রি)। আমি সরোজ বন্দ্যোঃ মহাশয়ের নিকট হইতে আমার পাওনার টাকা চাহিলে তিনি আমাকে বলিলেন, যে এবার আমাদের Voucher Payment হইবে, তারপর আমি আপনাকে চিঠি দিয়া জানাইব। যাহা হউক আমি কথামত ২ মাস চিঠির আশায় বসিয়া রহিলাম, কিন্তু কোন খবরাখবর ত' আসিলই না এমন কি একখানা চিঠি দিয়া পর্য্যন্ত জানাইলেন না। অতঃপর আমি দেবদত্ত বাবুকে (আপনাকে) রিপ্লাই-ষ্টাম্পে চিঠি দিয়াছিলাম, কিন্তু উত্তর না পাওয়ায় আমি পর পর ৮ খানা রিপ্লাই ষ্টাম্পে আপনাকে চিঠি দিলাম, কিন্তু তাতেও কোন জবাব না পাওয়াতে আমাকে ষ্টুডিওতে যাইতেই বাধ্য করাইল। প্রায় ঘণ্টাখানেক ষ্টুডিওতে বসিবার পর হরিবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে বলিলেন, যে "নেপালবাবু, আপনি আরও কিছুক্ষণ বসিয়া সুবোধবাবুর সহিত পাকা বন্দোবস্ত করিয়া যান।" যাহা হউক আরও ঘণ্টাখানেক বসিবার পর দেখিলাম যে, সুবোধবাবু এবং আপনি (দেবদত্তবাবু) মোটারে করিয়া নামিলেন, তারপর আমি হরিবাবুর কথামত সুবোধ দে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, যে "নেপালবাবু, আপনার ৯৶০ আনা আমি March মাসের First-week এ মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিব"। কিন্তু সে টাকা আজ পর্য্যন্ত পাইলাম না, তারপর আমি প্রায় ২৫ বার ষ্টুডিওতে গিয়াছিলাম, এবং ১৮-২০ বার রিপ্লাই ষ্টাম্পে দেবদত্ত বাবু, সরোজবাবু ও সুবোধবাবুকে পত্র দিয়াছিলাম, কিন্তু কোন পত্রের জবাব আমি আজ পর্য্যন্ত পাইলাম না। উপরন্তু সুবোধবাবুর বার বার অমায়িক ব্যবহারে আমার মাথা পর্য্যন্ত [illegible] বর্ত্তমানে আমি যে-সব ষ্টুডিওগুলিতে কাজ করিয়াছি বা করিব, তার মধ্যে আমার যতদূর মনে হয় যে এ রকম ব্যবহার আজ পর্য্যন্ত কেউ করে নাই, আর করিবেও না। আমি "শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিও"তে, "কালী-ফিল্মস ষ্টুডিও"তে, এবং "হাজরা পিকচার্সে" কাজ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের সুন্দর ব্যবহার সত্যই প্রশংসনীয়, এর পরেও "নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও", "পাইওনিয়ার ষ্টুডিও", "রাধা ষ্টুডিও", "ম্যাডান ষ্টুডিও" "ফিল্ম প্রোডিউসার্স ষ্টুডিও", "ফিল্ম করর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ষ্টুডিও" এর তুলনায় বলা যাইতে পারে, এঁদের ব্যবহারও সুন্দর। আমি আপনাকে এই কথা জানাইতে চাই যে, আমি আমার ৯৶০ আনা যদি না পাই তাহাতে কোনই আসে যায় না, কিন্তু একথা আপনি জানিয়া রাখিয়া দিবেন, যে এ্যামেচার অভিনেতাদের মান সম্ভ্রম বলিয়া একটা কিছু আছে, এবং এমেচার আর্টিষ্টদের সহিত কি রকম ব্যবহার করিতে হয় তাহা বোধ করি আপনারা জানেন না। পত্র পাঠ মাত্র "দীপালী" পত্রিকাতেই পত্রের উত্তর দিয়া জানাইবেন, এবং কেন রিপ্লাই ষ্টাম্পের উত্তর দেওয়া হয় না তাহাও জানাইবেন। আশা করি আপনার মত মহৎ লোক সঠিক খবরই জানাইবেন। আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

মাষ্টার নেপাল চন্দ্র বসু (এঃ)
হাওড়া
২৯।৪।৪০

(১৪)

ইষ্টবেঙ্গল ক্রসওয়ার্ড কমপিটিশন্

মাননীয় দীপালীর সম্পাদক মহাশয়,

আমার এই চিঠিখানা আপনার বহুল প্রচারিত দীপালীতে প্রকাশ করিলে বিশেষ সুখী হইব।

কলিকাতার East Bengal Crossword

Competition বলিয়া একটী প্রতিযোগিতা আছে। তাহাদেরই সম্বন্ধে একটী কথা আমার দীপালীর প্রিয় ভাই ভগিনীর কাছে নিবেদন করিতে চাই।

আমার ছোট ভগিনী উক্ত প্রতিযোগিতার ৪নং প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল। সে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার পাইয়াছিল। তাঁহারা পুরস্কারপ্রাপ্তগণের যে তালিকা পাঠাইয়াছিলেন তাহাতেও তাহার নাম ছিল। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন যে গত December 1939 মাস হইতে পুরস্কার দিতে আরম্ভ করিবেন। কিন্তু আজ প্রায় ৪।৫ মাস হইয়া গেল, এখনও পুরস্কার পাঠান নাই।

আমার দীপালীর প্রিয় ভাই ভগিনীদের নিকট বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার পূর্ব্বে আমার এই ঘটনাটি স্মরণ করিলে লাভবান হইবেন।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনীত—
শ্রীপবিত্র কুমার দে;
গৌহাটী

(১৫)

বাঙ্গালী কুস্তিগীর

দীপালী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

বজ্রবাহন ৪ঠা এপ্রিলের দীপালীতে আমার ক্লাবের ছাত্র শ্রীমান সত্যেন মিত্রের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন দেখিলাম। "দীপালীর" পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমি জানাইতেছি যে "বজ্রবাহনের" লেখায় উক্ত সংখ্যাটিতে অনেক মারাত্মক ভুল আছে।

তিনি লিখিয়াছেন—

১। (ক) "এবার ইমামের যোগ্য প্রতিনিধি এসেছেন—হামিদা—ইমাম ও গামার শিষ্য, গামার শ্যালক—রহমানিয়ার ছেলে,—গোলাম ও কাল্লু পালোয়ানের ভাইপো।" একথা সত্য নহে।

হামিদা কস্মিনকালে গামার শিষ্য নন। তাঁহার কুস্তির হাতে খড়ি হয় তার পিতার (রহমানিয়ার) নিকট, পিতার মৃত্যুর পর ইনি কুস্তি শিক্ষা করেন কাল্লুর নিকট, পরে ছোট গামার নিকট। গামা অর্থে বড় গামাকেই বুঝায় যেহেতু তিনি জীবিত।

যদি ঠিকমত শিষ্যত্ব অর্থাৎ Real "সিন্নী" দিয়ে শিষ্যত্বের কথা উঠে তাহা হইলে তিনি রহিম গুজরান পালোয়ানের শিষ্য। গামা অর্থে বড় গামার শিষ্য তিনি মোটেই নহেন।

(খ) শ্যালক "যাকে তাকে" বলায় বিপদ আছে। অর্থাৎ হামিদা গামার "শ্যালক" নন। ইনি ইমাম বক্সের শ্যালক।

২। সবজান্তা, সব বিষয়ে, একটু আধটু খবর রাখেন কিন্তু বজ্রবাহন লিখিয়াছেন উক্ত সংখ্যায়—

"কিন্তু পরের বৎসরেই ১৪ই অক্টোবর ১৯৩৯ সালে ভাগলপুরে প্রথম দিন……"

লেখক সংবাদটি ঠিকভাবে "নকল" করিতে গিয় ভুল করিয়াছেন। অনুরূপ কুস্তি ভাগলপুরে ১৪ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় নাই, হইয়াছিল ভাওয়ালপুরে।

৩। তিনি লিখিয়াছেন—

"অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ছাত্র যখন একটু বড় হয়ে উঠেছে তখনই তাকে কোন মতে দাবিয়ে দেওয়া হয়," ইহা লেখকের কল্পনা-প্রসূত। কেন না তাহা যদি হয় তাহা হইলে ১। অম্বুবাবুর আখড়া হইতে—শ্রীত্রৈলোক্য বসাক, শ্রীকানাই সেন, শ্রীরাজেন মিত্র, শ্রীগোঁসাই কলু ২। ক্ষেত্রবাবুর আখড়া হইতে—শ্রীমনীন্দ্রলাল বসু, শ্রীনেত্যলাল রায়, শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ রায়, ভীম ভবানী, মেজর পি, কে, গুপ্ত প্রভৃতি বাংলা দেশের কুস্তি-জগতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজ করিতেন না।

মনে হয় না কেহ এরূপ আহাম্মক আছেন যিনি স্বীয় ছাত্রের উন্নতিতে নিজে গৌরবান্বিত নহেন।

আশা করি লেখক মহাশয় এরূপ সব ভুল খবর দিয়া দীপালীর সুনাম নষ্ট করিবার প্রচেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইবেন। ইতি—

শ্রীউমেশ মল্লিক
রমাকান্ত বসু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

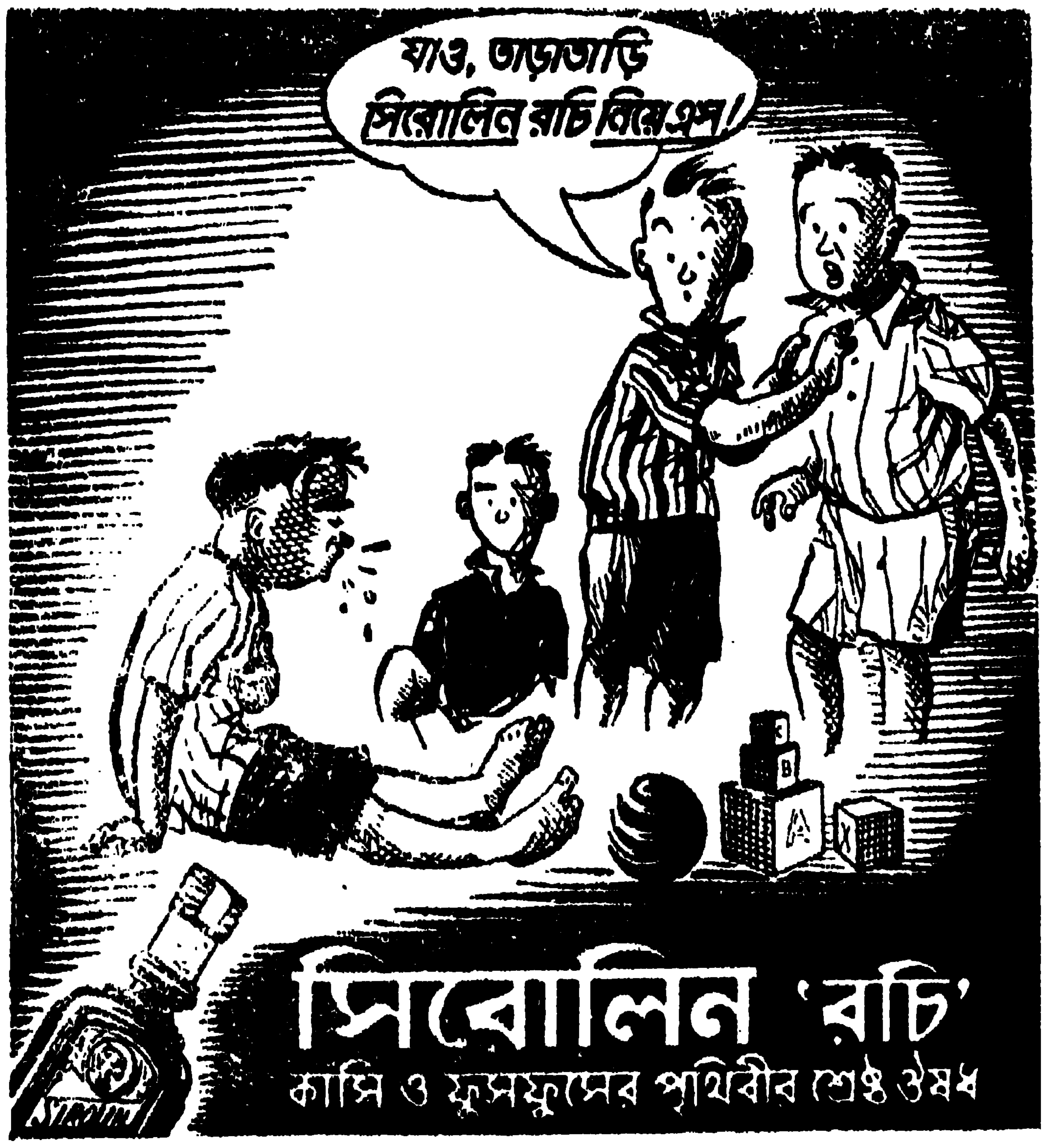

এ, নন্দী
(ইষ্ট বেঙ্গল)

এস, মজুমদার
(এরিয়ান্স)

কলিকাতায় ৭০ হাজার অবাঙ্গালী মুসলমান আছে। মহমেডান স্পোর্টিংকে যদি ৮টা আসন না দেওয়া হয় তা'হলে তারা এমন সংঘর্ষের সূত্রপাত করবে যা কলিকাতার পুলিস সমস্ত শক্তি দিয়েও সামলাতে পারবে না—কলিকাতার পুলিস কমিশনার মিঃ ফেয়ারওয়েদার আই, এফ, এর সভাপতি মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জিকে ডেকে এই কথা বলেছেন। তাঁর মতে মহমেডান স্পোর্টিংকে এই ৮টা আসন দিয়ে কলিকাতাকে আসন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা থেকে বাঁচানো উচিত। কিন্তু মিঃ ব্যানার্জ্জি এই দাবী অস্বীকার করেছেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এক বিবৃতিতে বলেছেন—'আজ একথা কে না জানে যে, আই, এফ, এ এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এই বিরোধ ভয়ানক সংঘর্ষে পরিণত হইতে পারে এবং যথাসময়ে মীমাংসা না হইলে বিরোধ কেবল খেলোয়াড়দিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, জনসাধারণের দুইটা শ্রেণীর মধ্যেও ইহা ছড়াইয়া পড়িতে পারে। এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হইলে শুধু ক্লাবগুলি ও তাহাদের আরাম কেদারায় উপবিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দকেই নহে—জনসাধারণকেও ঐরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ প্রতিরোধের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে যাহাই করুন না কেন, এর মধ্যে যেন রাজনৈতিক কোন বিষয় তিনি টেনে না আনেন।

এস, ভট্ট
(মোহনবাগান)

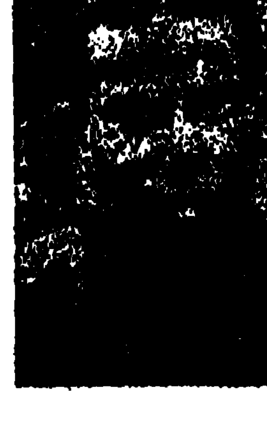

জি, কার্ভে
(ই, বি, আর.)

*

মহমেডান স্পোর্টিং গত ১লা মে স্যার নাজিমুদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় একটি প্রস্তাব পেশ করে ঠিক করেছে যে তারা আই, এফ, এর অধীনে ফিরে যাবে না। এদের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ কে, নুরুদ্দিন সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ তিনি ক্লাবের সমর-পরিষদকে (Council of Action) পুরোপুরি সাহায্য করতে চান। মিঃ এম, এম, ইস্পাহানি তাঁর জায়গায় সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন।

*

গত সোমবার মুস্লিম সমর-পরিষদের এক সভায় শান্তিপূর্ণভাবে কলিকাতার ফুটবল বর্জ্জন আন্দোলন পরিচালিত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মুসলমান খেলোয়াড়রাও যাতে আই, এফ, এর অধীনে কোন খেলা না খেলে তার জন্যও তারা চেষ্টা করবেন। খেলার মাঠে এবার থেকে যারা খেলা দেখতে যাবেন তারা যেন 'শান্তিপূর্ণ' বর্জ্জন-আন্দোলনের কথাটি মনে রাখেন।

*

ফুটবল লীগের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রথম দিন বর্ডার রেজিমেণ্ট এরিয়ান্সকে হারিয়েছে ৩-১ গোলে। সৈন্যদলের খেলার মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা ছিল। এরিয়ান্স দল হেরেছে জর্ডন ও হাফব্যাকদের জন্য। ছনে মজুমদার, নাসিম ও প্রসাদ খুব ভাল খেলেছেন।

*

ভবানীপুর নবাগত স্পোর্টিং ইউনিয়ান দলকে ১-০ গোলে হারিয়েছে। ছয় বৎসর আগে স্পোর্টিং প্রথম ডিভিসনে খেলেছিল, আবার তারা ভাল খেলে নিজেদের পুরানো জায়গায় ফিরে এসেছে। স্পোর্টিং খেলেছিল ভালই কিন্তু এ, সিংহের কাছ থেকে একটা বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে এস, চ্যাটার্জ্জি সেম-সাইডে গোল করে বসেন—যার ফলে তাদের পরাজিত হতে হয়েছে। ভবানীপুরের গোলকীপার পি, দাসের খেলা সত্যি খুব সুন্দর হয়েছিল।

*

পুলিস স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে। এইদিন পুলিস সব দিক দিয়েই ভাল খেলেছে। স্পোর্টিং-এর ফরোয়ার্ড দল বল নিয়ে বিপক্ষের গোলের সামনে আসছিলো বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি। পুলিস দলের ডি, মেলো ও জি, মিলসের খেলা হয়ে ছিল সবচেয়ে দর্শনীয়।

*

ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে মোহনবাগান বনাম বর্ডার রেজিমেণ্ট, কালীঘাট বনাম ই, বি, আরের খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এরিয়ান্স ও ক্যালকাটার খেলা শেষ পর্য্যন্ত চলেছিল। এরিয়ান্স ২-০ গোলে ক্যালকাটাকে হারিয়েছে। ভিজে মাঠে ক্যালকাটাকে হারানোতে একটা বাহাদুরী আছে। গোল-দুটো দিয়েছেন ডি, ব্যানার্জ্জি ও বি, দাস। এরিয়ান্সের গোলে রাম ভট্টাচার্য্য গোড়ার দিকে তেমন সুবিধা করতে পারেন নি, কিন্তু শেষের দিকে তাঁর

... খেলোই আক্রমণ বিভাগে কিছু খেলেছেন।

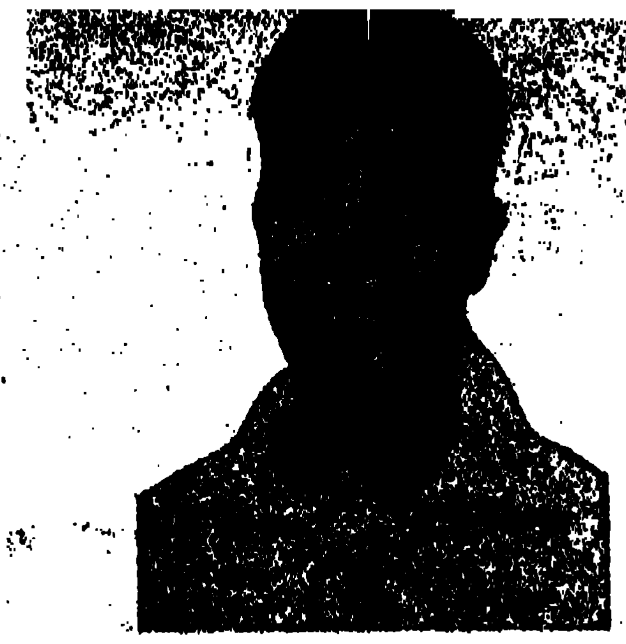

পি, দাস (ভবানীপুর)

খেলা সত্যিই খুব ভাল হয়েছিল। ক্যালকাটার কিংস্লে, বিয়ার্ড, বাড়োজ, মার্স ও মুনরোর খেলা খুব ভাল হয়েছিল।

মোহনবাগান রেঞ্জার্সের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে। মাঠের মাঝখানে জড়াজড়ি করে খেললে কি আর খেলায় জেতা যায় ?

*

কালীঘাটের সহিত মোহনবাগান ১-০ গোলে হেরে গেছে। সিলেকশান কমিটি একটু বিচক্ষণতা সহকারে টীম নির্ব্বাচন করলে আর এ ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটে না। এস, দেব রায় একেবারে অচল। জিতেন ঘোষ বা প্রেমলালকে 'ইন'-এ খেলালে কেমন হয় ?

*

ইষ্টবেঙ্গল ২-০ গোলে ই, বি, আরকে হারিয়েছে। গোলকীপার জেকবের ত্রুটীপূর্ণ খেলা রেলদলের পরাজয়ের কারণ। তা'ছাড়া নিধু মজুমদার তিনবার গোল করার সুন্দর সুযোগ নষ্ট করেছেন। গোল দুটো করেছেন এ, গাঙ্গুলী ও সুহাস চ্যাটার্জ্জি।

*

কাষ্টমস্ দল অনেক ভাল খেলে রেঞ্জার্স দলকে ১-০ গোলে হারিয়েছে। খেলা শেষ হওয়ার ১ মিনিট থাকতে আব্বাস অতর্কিতে একটা গোল দিয়ে কাষ্টমস্‌কে জিতিয়ে দেন।

*

বর্ডার রেজিমেন্টের খেলায় এবার বেশ উন্নতি হয়েছে। পুলিস দলকে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে। সৈনিক দলের গোলকীপার মিলস্ এইদিন কয়েকটা নিশ্চিত গোল বাঁচিয়েছেন। হাফব্যাক কয়ের খেলা

ঢাকা সংবাদ

(আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

খেলাধুলা—হকি

ঢাকার হকি খেলা এ বৎসরের মত শেষ হইল। খেলা দেখিয়া মনে হইল যে ঢাকার হকির standard অনেক নামিয়া গিয়াছে। কোন টীমই উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে নাই। উৎসাহ এবং উদ্দীপনাও এবার অনেক কম।

বহুকাল পরে ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফলস্ দল ঢাকার হকিতে আবার যোগদান করিয়াছে। একমাত্র তাহারাই খেলায় তাহাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। লীগ প্রতিযোগিতায় এই দল যোগদান করে নাই, কিন্তু অন্যান্য প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া ডুর্ণো শিল্ড ব্যতীত সমস্তগুলি Trophy জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ঢাকার শ্রেষ্ঠ হকি টীম উয়ারী দলের খেলার এবার যথেষ্ট অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। উয়ারী বহু বৎসর ধরিয়া ঢাকার সমস্তগুলি প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

নিম্নে প্রতিযোগিতাগুলির ফলাফল দেওয়া হইল।

প্রতিযোগিতা	বিজয়ী
প্রথম ডিভিসন লীগ	—উয়ারী ক্লাব
দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ	—ঢাকা ফার্ম
তৃতীয় ডিভিসন লীগ	—ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল
স্লাথান কাপ	—ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফলস্
আতিকুল্লা কাপ	— "
গ্রীশ মেমোরিয়েল কাপ	"
ডি, কে, দত্ত শীল্ড	— "
ডুরনো শীল্ড	—উয়ারী ক্লাব

বর্ত্তমান মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে ঢাকার ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে এবং হাসন আলী মেমোরিয়েল লীগের খেলা অনুষ্ঠিত হইবে।

নাট্যমণ্ডপ

—অভিমন্যু

নিউ থিয়েটার্স

অমর মল্লিকের পরিচালনায় "হার-জিৎ" (হিন্দী) ও "অভিনেত্রী" (বাংলা) দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এই ছবিখানিতে দেখা যাইবে যে পাদ-প্রদীপের অধিবাসী দুইটি নরনারীর প্রণয়-বিক্ষুব্ধ অন্তরের চমকপ্রদ অন্তর্দ্বন্দ্ব। কানন ও পাহাড়ী সেই দুইটি চরিত্রেরই রূপ দিতেছেন।

ফণী মজুমদারের পরিচালনায় "ডাক্তার" দ্রুত সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। গত সপ্তাহে রক্ষণশীল পিতা (অহীন্দ্র চৌধুরী) ও বিপরীত-পন্থী পুত্র (পঙ্কজ মল্লিক)-এর অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষের দৃশ্যটি গৃহীত হইয়াছে।

"পরাজয়" চিত্রায় ৮ম সপ্তাহে পড়িল।

"জিন্দগী" নিউ সিনেমায় ৫ম সপ্তাহে পড়িল।

পরিচালক দেবকী বসুর দোভাষী ছবি "নর্ত্তকী"র কাজ খুব শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

পরিচালক নীতীন বসুও তাঁহার ত্রিভাষী ছবি (বাংলা, হিন্দী ও পাঞ্জাবী)র প্রাথমিক কাজ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। সম্ভবতঃ কানন ও সায়গল মুখ্যাংশে চিত্রাবতরণ করিবেন।

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশানস্ লিঃ

"আলো-ছায়া"র হিন্দী সংস্করণ "আঁধি" আগামী সপ্তাহে উত্তর-ভারতে মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া প্রকাশ। "আলো-ছায়া"ও শীঘ্রই চিত্রায় আত্মপ্রকাশ করিবে।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

ইহাদের নবতম চিত্র "তটিনীর বিচার" আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। এ সপ্তাহে স্থানাভাব, আগামী সপ্তাহে আমাদের সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।

ষ্টুডিও বুলেটিনে প্রকাশ যে সুশীল মজুমদার এইবার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের

ছবিখানি হিন্দী ও বাংলা উভয় সংস্করণেই গৃহীত হইবে। ভূমিকা-নির্ব্বাচন এখনও হয় নাই।

ফিল্ম প্রোডিউসার্স লিঃ

পরিচালক নিরঞ্জন পাল এখন "গীতার বনবাস" নামক একখানি বাংলা ছবির কাজে ব্যস্ত আছেন। এ যাবৎ ঘোষিত "শুকতারা"র কাজ এখন বন্ধ থাকিল। "গীতার বনবাস"ই আগে মুক্তিলাভ করিবে।

উত্তরায় "পথ-ভুলে"

আগামী ১৮ই মে উত্তরায় দেবদত্ত ফিল্মের "পথ-ভুলে" ছবিখানি মুক্তিলাভ করিবে। ধীরেন গাঙ্গুলী ছবিখানির পরিচালক।

"শ্রী"তে "কমলে কামিনী"

আগামী শনিবার "শ্রী" চিত্রগৃহে প্রফুল্ল পিকচার্সের নবতম বাংলা চিত্রার্ঘ্য "কমলে কামিনী" মুক্তিলাভ করিবে। অহীন্দ্র চৌধুরী, রেণুকা রায়, পূর্ণিমা, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, ঊষা প্রভৃতি প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করিয়াছেন।

রঙমহলে সাহায্য রজনী

গত ৩রা মে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে মেদিনীপুরের ঘাঁটাল মহকুমার ঘনশ্যাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাহায্য-কল্পে 'ছায়াপথে'র ছাত্রছাত্রীগণ কর্ত্তৃক "মাটীর ঘর" নাটকটী সুষ্ঠুভাবে অভিনীত হয়। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে যে সমস্ত বালিকা তাহাদের নৃত্যগীতে সমাগত ব্যক্তিবর্গকে আনন্দ দান করিতে সমর্থ হয় তন্মধ্যে কবিতা মিত্র, হেনা নাগ, জ্যোৎস্না মিত্র ও শেফালী দে'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ "শান্তি"
মিস্ডেন্দ্রোম
হস্তাপদ আশ্চর্য্য হিমালয় জেমজ
১৩ ২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১॥০, ২॥০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
প্রত্যাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

খেলা ধুলা

বেহালা স্পোর্টিং ক্লাব

গত ২৮শে এপ্রিল বেহালা স্পোর্টিং ক্লাবের বাৎসরিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ আগামী বৎসরের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—

পৃষ্ঠপোষকগণ—শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ রায় জমিদার, শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ রায়, চেয়ারম্যান সাউথ সুবারবন মিউনিসিপ্যালিটি।

সভাপতি—মিঃ এন এন ঘোষ; সহ সভাপতিগণ:—শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার সুরেন্দ্রচন্দ্র নাথ, শ্রীযুত বসন্তকুমার ঘোষ।

সাধারণ সম্পাদক:—শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ:—শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। হিসাব রক্ষক:—শ্রীযুত বিষ্ণুচন্দ্র মণ্ডল। হিসাব পরিদর্শক:—শ্রীযুত শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস। ফুটবল সম্পাদক:—শ্রীযুত রামচন্দ্র গাঙ্গুলী।

কার্য্যকরী সমিতি:—শ্রীযুত ভজহরি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ, শ্রীযুত রবীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ অধিকারী।

নওগাঁতে "হোয়াইটওয়ে সার্কাস"

নওগাঁ (আসাম) গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার ২৫শে এপ্রিল হইতে বিখ্যাত "হোয়াইটওয়ে সার্কাস" স্থানীয় কলঙ্গ নদীর তীরস্থ সুবৃহৎ ময়দানে দেখান হইতেছে। এই সার্কাসের জনপ্রিয়তার ফলে স্থানীয় "জয়শ্রী টকিজ" ও "কৃষ্ণা টকিজে" দর্শক অনেক কমিয়াছে।

বেহালা মডেল লাইব্রেরী

গত চৈত্র সংক্রান্তি দিবসে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের সভাপতিত্বে বেহালা মডেল লাইব্রেরীর বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নির্ম্মল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার বাৎসরিক কার্য্য বিবরণীতে কি ভাবে কয়েকটি বালকের উৎসাহে এই জনশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বিবৃত করেন। সভায় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায় পাঠাগার আন্দোলন সম্বন্ধে এক সুন্দর বক্তৃতা দেন। বয়স্কদের পর্য্যন্ত পাঠাগার মারফৎ শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা ও গ্রন্থাগার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণে উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করিয়া পাঠাগার আন্দোলনের উপযোগিতা ও জনশিক্ষা প্রচারে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বিশদরূপে ব্যক্ত করেন। বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায়কে সভাপতিত্বের ভার প্রদান করিয়া সভা ত্যাগ করেন। সভায় সঙ্গীতের ও অভিনয়ের আয়োজনও হইয়াছিল।

ব্যাঁটরা পারিজাত সমাজ, হাওড়া

নববর্ষের সাধারণ আনন্দোৎসব উপলক্ষে প্রমোদ-সংসদের সভ্যগণ গত ২২শে বৈশাখ রবিবার, সন্ধ্যা ৭টায়, হাওড়া টাউন হলে শ্রীরাখালচন্দ্র দাস প্রণীত নূতন গীতাভিনয় "মুক্তি-স্নানে"র শুভ উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। এই উদ্বোধন-বাসরে পৌরহিত্য করেন শ্রীবরদাপ্রসন্ন পাইন মহাশয়।

হানিম্যান গার্লস স্কুলে প্রীতি-সম্মিলনী

শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলে গত রবিবার ৫ই মে উক্ত স্কুলের এক প্রীতি-সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। ইহার উদ্বোধক ছিলেন অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী ও প্রধান অতিথি হন ডাঃ শ্যামানন্দ বিশ্বাস।

মাহিয়াড়ী বান্ধব সমিতি

গত শনিবার ৪ঠা মে রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় মাহিয়াড়ী গুরুদাস স্মৃতি-মন্দিরে শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বন্ধু" অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

সঙ্গীত সম্মিলনী

গত বৃহস্পতিবার ২রা মে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টুট হলে ইহার বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মিসেস জে, এম, বটমলী পুরস্কার বিতরণ করেন ও মিঃ বটমলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বাণী-মন্দির

গত ২০শে এপ্রিল কালীঘাট বাণী মন্দিরের ৺শীতলা মাতার পূজা সম্পন্ন হয়, তদুপলক্ষ্যে বুধবার ২৪শে এপ্রিল সহস্রাধিক দরিদ্র নারায়ণের সেবা এবং ২৭শে ও ২৮শে এপ্রিল 'নিয়তি' এবং 'প্রতাপাদিত্য' সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

বেতারে মরু ভাস্কর

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ নানা প্রকার বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন, সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

গত ২০শে এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যায় মুসলমানী পর্ব্ব ফাতেহা দোয়াজ দহম উপলক্ষে মিঃ সিদ্দিকী রচিত "মরু ভাস্কর" নামে একটী বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহাম্মদ-এর জীবনের ছায়াবলম্বনে রচিত এই নাটকটীর রচনা ও অভিনয় বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। মিঃ আব্বাস উদ্দীন আহমদ ও কুমারী বন্দনা দেব কণ্ঠে ইসলামী গানগুলি বেশ ভাল লাগিয়াছিল।

পরস্পরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ভারতের হিন্দু মুসলমান মিলন পথের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। আশা করি কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এই জাতীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দ্বারা পারস্পরিক প্রীতি ও পরিচিতির পথ সুগম করিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হইবেন।

ছোটগল্প প্রতিযোগিতা

হানিমান গার্লস স্কুলের উদ্যোগে উক্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গল্প পাঠাবার শেষ দিন ১৫ই মে, ১৯৪০। কেবলমাত্র স্কুল ও কলেজের ছাত্রী এবং মহিলাগণ যোগদান করিতে পারিবেন। প্রথম পুরস্কার পঙ্কজিনী স্মৃতিপদক এবং দ্বিতীয় পুরস্কার জ্ঞানেন্দ্র স্মৃতিপদক। গল্প পাঠাইবার ঠিকানা—সেক্রেটারী—হানিমান গার্ল স্কুল, পি৫৭ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লিলুয়ায় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

গত শনিবার ও রবিবার ক্রমান্বয়ে ২০শে ও ২১শে এপ্রিল তারিখে অপরাহ্ন ২-৩০ ঘটিকা ও ৪ ঘটিকা হইতে লিলুয়া ই, আই, রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের তৃতীয় বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে।

রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা হইতে সঙ্গীত-বিশারদগণের গীত বাদ্যাদির আয়োজন ছিল।

সাধারণের জন্য প্রবেশ দ্বারে টিকিটের ব্যবস্থা ছিল।

পাটনায় কবিরাজের বদান্যতা

পাটনার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ রায়, মহাশয় নিউ কদম কুঁয়ায় গভর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদিক্ কলেজে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় তপেন্দ্র নাথ রায়, মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি বৃহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য চারি হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

তপেন্দ্রবাবু নেপাল মহারাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারি ছিলেন ও পরে দেবাস রাজ্যের (মধ্যভারত) প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা (চন্দন নগর)

(মহিলাদিগের জন্য)

আবৃত্তির বিষয়—কাজী নজরুল ইসলামের "নারী"।

প্রবন্ধের বিষয়—অন্তঃপুরের বাহিরে নারীর কর্ম্মে অধিকার।

বিতর্কের বিষয়—জাতীয় সংগঠনে নারী-সমাজের কিছু করণীয় আছে কি না!

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাধীন চিন্তার দিক দিয়া নারী-সমাজ আজ অনেক পিছনে পড়িয়া আছে, তাহারই উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই ক্ষুদ্র আয়োজন করা হইয়াছে। আশা করি ভগিনীগণ দলে দলে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবেন।

স্কুল-কলেজের ছাত্রী এবং তাহার বাহিরের ভগিনীরাও এই প্রত্যেকটী প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন।

আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নাম এবং প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ১৪ই মে ১৯৪০ সাল।

নাম ও প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীকমলা দাস

সহঃ সম্পাদিকা, চন্দননগর মহিলা সমিতি

বাগবাজার, পোঃ চন্দননগর (হুগলী)

চট্টগ্রামে নৃত্য নাট্যাভিনয়

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

সঙ্গীত সম্মিলন ও প্রতিযোগিতার কঠোর কার্য্যক্রম শেষ হইয়া গেল, শেষ দুই সন্ধ্যায়

প্রথম সন্ধ্যায় আরম্ভে প্রোঃ জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক কয়েকটী অতি জনপ্রিয় আধুনিক বাংলা সঙ্গীত গীত হয়, এবং তৎপর স্থানীয় নৃত্যশিল্পী কালীশঙ্কর দাস মণিপুরী ভঙ্গিমায় "গোষ্ঠ" নৃত্য প্রদর্শন করেন। কালীশঙ্করের নৃত্য-নৈপুণ্য সমবেত সুধীমাত্রেরই উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহার পর, সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণের সংযোজিত নবপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায়ের জনপ্রিয় "রাজনটী" নৃত্যনাট্য বালিকাগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হয়।

কলিকাতা নগরীতে শ্রীমতী সাধনা বসু সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত "রাজনটী" অভিনয়ের সহিত সুদূর চট্টগ্রামে নাট্যাভিনয়ের তুলনা চলে না সত্য, কিন্তু সমাগত বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ ইহার অকুণ্ঠ প্রশংসাবাদ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ, চট্টগ্রামে বালিকাদের দ্বারা এপ্রকার মনোরম নৃত্য-নাট্যাভিনয় ইতঃপূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই। নাটকের নাম-ভূমিকায় কুমারী চিত্রা দত্ত (কিন্না) "মধুচ্ছন্দা" রূপে রাজনটীর সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনয়ে ও সুসমঞ্জস নৃত্যে সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। অন্যান্য চরিত্রাবলীতে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য শ্রীকণ্ঠের ভূমিকায় কুমারী নমিতা সেনগুপ্তের মর্ম্মস্পর্শী কীর্ত্তনাবলী; প্রিয়া, রিয়া ও সুনন্দা এই সহচরীত্রয়ের ভূমিকায় যথাক্রমে কুমারী দীপ্তি দস্তিদার (মুন্নু), উমা মুখার্জ্জি ও সতী ঘোষালের সৌষ্ঠবপূর্ণ অভিনয় ও ললিত মাধুর্য্যময় নৃত্যাবলী। সন্ন্যাসী কালীশ্বর ও সেনাপতি টাঁয়ার ভূমিকায় কুমারী গীতা দত্ত ও কুমারী অনুপমা দস্তিদারের তেজস্বী অভিনয়, যুবরাজ চন্দ্রকীর্ত্তির ভূমিকায় কুমারী প্রতিমা চৌধুরীর লালিত্যপূর্ণ অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয়। কুমারী অঞ্জলি দাস, কল্পনা দে, সুবর্ণ আচার্য্য কর্ত্তৃক যথাক্রমে মহাকাল, আচংকা ও জয়সিংহের ভূমিকাগুলিও যথাযোগ্য সু-অভিনীত হইয়াছে। নাটকখানির প্রযোজনায় ছিলেন শ্রীযুক্ত বিমল কৃষ্ণ দস্তিদার, সঙ্গীত পরিচালনায় শ্রীযুক্ত গোপাল দাসগুপ্ত নেতৃত্বে সঙ্গীত পরিষদ," নৃত্য পরিকল্পনায় শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস, রূপসজ্জায় অবনীন্দ্র দাসগুপ্ত, সুখেন্দু সেন ও শচীন রায়, মঞ্চসজ্জায়—"ফাইন আর্ট গ্যালারী," পরিচ্ছদ সম্ভারে — "মেলো হাউস" — ইহাদের সকলেরই অকুণ্ঠ পরিশ্রমে ও সহযোগিতায় চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রপরিবারের শিক্ষিতা বালিকাগণের এই সুন্দর নৃত্যনাট্যে আশাতীত কৃতিত্ব প্রদর্শন সম্ভবপর হইয়াছে।

শিলচর সংবাদ

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বসন্ত-উৎসব

বিগত ১লা মে স্থানীয় নর্ম্মাল স্কুল গৃহে তরুণ রসচক্রের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র শ্যাম, বি, এল, মহাশয়ের উদ্যোগে 'বসন্ত' উৎসব' উদ্‌যাপিত হইয়াছে। "বন্দেমাতরম্‌" সঙ্গীতের সঙ্গে সভার কার্য্য একটি সুনির্ব্বাচিত কর্ম্মতালিকানুযায়ী চলিতে থাকে। রসচক্রের সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে রসচক্রের নানাদিক আলোচনা করেন এবং উহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। অতঃপর কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত আরম্ভ হয়। কণ্ঠ-সঙ্গীতে কুমারী প্রীতিলতা দত্তগুপ্তা একখানা বাংলা গান গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতোষ দান করেন। কুমারী অভ্ররেণু দাসও একটি সুন্দর গান করেন। শ্রীযুক্ত কিশোন পাটোয়ার ও প্রভাত ধর মহাশয়ের সেতার বাদ্য সুন্দর হয়। প্রোগ্রামে নৃত্যের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

"রবীন্দ্র-জয়ন্তী"

তরুণ রসচক্রের উদ্যোগে ২রা মে তারিখে নর্ম্মাল স্কুল-গৃহে রায় সাহেব হেমচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পৌরহিত্যে "রবীন্দ্র-জয়ন্তী" উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। সভায় বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী, মহিলা ও বহু ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। একখানা রবীন্দ্র সঙ্গীত গীত হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের একখানি কবিতা বিজয় ভট্টাচার্য্য আবৃত্তি করেন। অতঃপর কবিবরের সাহিত্য ও কাব্যের আলোচনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত [illegible] বি, এ, [illegible] সতীশ চন্দ্র রায়, বি, এল মহাশয়ের বক্তৃতা হয়। শ্রীযুক্ত শ্যাম মহাশয় রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাঁহার গভীর জ্ঞানদক্ষ বক্তৃতায় "অতীন্দ্রিয়বাদ" বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হয়। অতঃপর রবীন্দ্র প্রতিভা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ২টী প্রবন্ধ পঠিত হইলে তরুণ রসচক্রের সভাপতি মহাশয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনা করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

সভায় কুমারী প্রীতিলতা দত্তগুপ্তা ও অভ্ররেণু দাস রবীন্দ্র-সংগীতে সকলকে আনন্দ দান করেন।

ঢাকা সংবাদ

(নিজস্ব সংবাদ-দাতা প্রেরিত)

ঢাকা বেতার কেন্দ্র

মাত্র গত ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন হইয়াছে। এই অল্প সময়েই ইহাদের অনুষ্ঠান-লিপিগুলি এখানকার জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছে। বিভিন্ন বিভাগের শিল্পীগণ এই কয়েক মাসের মধ্যে আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছেন এবং আশা করা যায় যে শীঘ্রই বেতিওর এই ঢাকা কেন্দ্রটী ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে।

সিনেমা

ছায়াচিত্রের মধ্যে বর্ত্তমানে 'তাজমহলে'-'কুমকুম' প্রশংসনীয় ভাবে চলিতেছে এবং ইহা তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিল। সাধনা বসুর অনবদ্য অভিনয় এই ছবিটীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। মানসী এবং মুকুলে চলিতেছে যথাক্রমে "রুক্মিণী" ও "Tarjan Finds a Son". অন্যান্য চিত্রগৃহে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ছবি নাই।

কৃষি-কলেজ

ঢাকায় একটি কৃষিকলেজ স্থাপিত হইয়াছে। আগামী জুলাই মাস হইতে ইহার কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হইবে। কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিষ্টার ক্লার্ক ইহার প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইয়াছেন। বাংলাদেশে ইহাই একমাত্র কৃষিকলেজ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

দীপালি

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩৷১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ১৬ই মে ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ [২০শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

*

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট", চার্চগেট রিক্লামেশন
[illegible]—৪।১৫ বর্ধ এভিনিউয়া এভেনিউ
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

২৫শে বৈশাখ

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মতিথিতে ভারতের বহু স্থানে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের নিজস্ব ভাব ধর্ম্ম কৃষ্টি দর্শন সাহিত্য ও কলার আকৈশোর অবাধ ও অনন্যমনে সেবা ও সাধনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন : তাই তাঁহার দেহ জরাজর্জ্জর হইলেও তাঁহার মন এখনও তরুণ হইতেও সুতরুণ, তাঁহার শক্তি এখনও অনতিক্রম্য এবং তাঁহার প্রতিভা সূর্য্যের মতই প্রোজ্জ্বল। দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া আজিও অক্লান্তভাবে তিনি সাহিত্য সেবা করিয়া চলিয়াছেন। কলা-লক্ষ্মীর এমন কোনও বিভাগ নাই যেখানে রবীন্দ্রনাথ হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন; এবং যাহাতেই হাত দিয়াছেন তাহাতেই একটি বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া, সেটিকে তিনি অভিনব রূপদানে বরনীয় ও মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন।

বেদব্যাসের পর রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান্ কবি ইতিপূর্ব্বে ভারতে তো কেহ জন্মগ্রহণ করেনই নাই, জগতে ইহার সমকক্ষ আর কেহ কখনও ছিলেন কিনা, জানা নাই।

স্বল্পায়ু বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন বঙ্গ-ভাষার পরিমার্জ্জনা ও উন্নয়ন এবং সাহিত্যসৃষ্টির যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, যে-মহা কার্য্যারম্ভ তাঁহারা করিয়া গিয়াছিলেন, যে-মহাতপস্যার ইঙ্গিত তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনায় তাহা প্রমূর্ত্ত ও রূপায়িত হইয়া বাংলাদেশ বাংলা ভাষা ও বাঙালীকে জগৎসভায় আজ এমন দর্ভাসন দিয়াছে।

দর্শন সাহিত্য সঙ্গীত চিত্র প্রভৃতি বিভাগ ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের সামাজিক জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকেও তাঁহার

অতুলনীয় চিন্তাধারায় বিশেষ প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন।

বাণীর (এবং লক্ষ্মীরও) সত্যকার বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব, অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পরিধি যেমন বিপুল, রচনার ক্ষেত্রও তেমনি বিরাট। রবীন্দ্র-সাহিত্যে নাই এমন জিনিষ নাই, রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করেন নাই এমন বিষয়ও নাই। রবীন্দ্রনাথের বিরাটত্ব ও বিশেষত্ব এই বহুমুখিনী চিন্তা-ধারা।

এই প্রসঙ্গে, আমার বহু-দিনকার একটি ইচ্ছা আছে, সেটিও নিবেদন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। এযাবৎ, বহু জনে বহু ভাবে বহু বিধায় কবির গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, কবি নিজেও করিয়াছেন। কিন্তু কোনটিই আমার মনঃপূত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রসাহিত্য একমাত্র রত্নাকরের সঙ্গেই তুলনীয়। কাজেই, এই অগাধ অনন্ত অতলস্পর্শ রচনাসিন্ধুকে এক একটি বিভাগে বিভক্ত করিলে, বোধ হয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা হয়।

ধরুন্, প্রথমে কবিতা। কবিতাগুলি এখন যেমন বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে আছে, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে সেগুলি ঠিকই আছে। আমার প্রস্তাবিত গ্রন্থাবলীতে, "কবিতা" নাম দিয়া কবির প্রথম হইতে আপাতত শেষ কাব্যের শেষ কবিতাটি পর্য্যন্ত, পরপর একত্র সংস্থান। রচনার তারিখের পারম্পর্য্যরক্ষার দিকেই সমধিক দৃষ্টি দিতে হইবে বলিয়া প্রত্যেক কবিতার শেষে, তারিখের পাশে, সে কবিতাটি যে কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাহার নামও উল্লিখিত থাকিবে। অথবা যদি এক একখানি সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থই এক সঙ্গে থাকে, তাহা হইলে কবিতাগুলির প্রথমেই সে কাব্যগ্রন্থের নাম দেওয়া চলিতে পারে। এমনি করিয়া ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান, (গান-ভাগে নাটকান্তর্গত গান-গুলিও থাকা চাই), সমালোচনা, রাজনীতি, সমাজনীতি, চিঠি, ধর্ম্মতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব (শব্দকোষ প্রভৃতি) বিষয়ক সমস্ত রচনা রচনাকালের পারম্পর্য্য অনুসারে একত্র করিয়া, এক বা একাধিক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ পাঠকদের বহু কল্যাণ সাধিত হয়। কবিকে দিয়া এই সব রচনার কালও সন্নিবেশ ঠিক করিয়া লইয়া, যদি কেহ এটি করিতে পারেন, তাহা হইলে সত্য সত্যই বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সেবা করা হয়। রবীন্দ্র-জন্মতিথিতে রবীন্দ্রনাথের অগণিত ভক্তমণ্ডলীর নিকটে আমার এই বিনীত নিবেদন।

রবীন্দ্র-জন্মতিথির জন্য ২৫শে বৈশাখ বাঙালীর ও বাঙালী সাহিত্যিকের নিকট এক পরম পবিত্র দিবস। এদিন আমরা শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি রবীন্দ্রনাথ সুস্থ দেহে শতায়ু হউন্, সহস্রায়ু হউন্। বাংলার গৌরব, বাঙালীর গৌরব, জাতির গৌরব যাঁহার নিকট গচ্ছিত, তিনি অমর হউন্—সমগ্র জাতির এই কামনা।

এই কি জীবন?

—শ্রীমতী তরলিকা দেবী

জীবনে মোর ফুরালো না আঁধার রাতের কালো,
নেই কো আশা, নেই আনন্দ কোথায় ওগো আলো!
এই কি জীবন? চল্‌তে পথে গোলক ধাঁধার খেলায়
তিক্ত মরুর বালুর তটে দিন চ'লে যায় হেলায়।
সাম্‌নে মরণ বিভীষিকা দিবস রাতি নাচে,
কূল কোথারে? অকূল সাগর এলো আমার কাছে।
জীবন জালের জটার বাঁধন খুলতে যবে যাই,
খেই হারিয়ে জড়িয়ে পড়ি, সমস্যাটাই পাই।
জীবন কেমন, মরণ কেমন, হোল না মোর জানা
নাগপাশেতে জড়িয়ে নিয়ে ভূত করেছে হানা।

সাহিত্য-দর্পণ

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

বাংলা অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে যাঁরা কিছু নাড়াচাড়া করেন বা দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলা জার্নালিজ্‌মের সঙ্গে যাঁদের কিছু পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, বহু বিদেশী শব্দ আজ বাংলা সাহিত্যে ও জার্নালিজ্‌মের ক্ষেত্রে ভীড় করে দাঁড়িয়েচে। অথচ বাংলা ভাষায় এইসব বিদেশী শব্দের সুষ্ঠু অনুবাদ সম্ভব হচ্চে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমানে বাংলা ভাষায় ইংরাজী শব্দের যে-সব অনুবাদ প্রচলিত হয়ে যাচ্ছে, দেখা যায় মূল ইংরেজী শব্দের সঙ্গে তার অর্থসঙ্গতি খুবই কম। বিদেশী ভাবধারার প্লাবন যে-সময় বাংলা সাহিত্যে দুকূল ছাপিয়ে উঠেচে সে সময় বাংলা পরিভাষার এই স্বৈরাচার কোন ক্রমেই সমর্থন করা চলে না। এ বিষয়ে বর্ত্তমানে বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের প্রচেষ্টা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক পরিভাষার সূচনা এদের চেষ্টায়ই সম্ভব হয়েচে। বর্ত্তমানে আমাদের সাহিত্যিক কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে যে Laissez-faire মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্চেন তার প্রশংসা করা চলে না।

*

সেদিন শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের "নানা চর্চ্চা" নামে একখানি বই হাতে এসে গেল। বাংলা ভাষার পরিভাষা সম্পর্কে তাঁর বহু সরস আলোচনার মধ্য থেকে এই ক'টি লাইন অনেকেরই ভাল লাগতে পারে।

"অন্তরীপ ও Cape, এ দু'টি কথাই বাঙালীর কাছে সমান অপরিচিত। এ দু'য়ের মধ্যে সম্ভবতঃ Cape শব্দটিই তোমরা স্কুলঘরে বেশিবার শুনেছ, অতএব তোমাদের কাছে বেশি পরিচিত। অপর পক্ষে "উত্তমাশা অন্তরীপ" বললে আমরা ভাবতে বসে যাই, জিনিষটা কি? আর ততক্ষণ চিন্তার দায় থেকে অব্যাহতি পাইনে, যতক্ষণ না কেউ বলে দেয় যে, ও হচ্ছে Cape of Good Hope-এর বাংলা নাম। আর "শৃঙ্গ অন্তরীপ" (Cape Horn) শুনলে ত' আমরা অগাধ জলে পড়ি। আর সে জলে পড়লে আর উদ্ধার নেই, কারণ সে জল বরফ জল।"

*

বর্ত্তমানে বাংলা পরিভাষার দশা এই। অথচ বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় এছাড়া উপায় নেই। সংবাদপত্রাদির সাহায্যে যে পলিটিক্যাল সাহিত্যের সূচনা হয়েচে তাতে ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক পরিভাষা হয়তো একটা গড়ে উঠবে। 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি ধরা যাক্। ইংরেজী Imperialism-এর অনুবাদ হিসেবে আজ এই শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেচে। যাঁরা ইংরেজীনবীশ নন তাঁদের কাছে সাম্রাজ্যবাদের দুঃস্বপ্ন সত্যিকারের বিভীষিকা জাগিয়ে তুলবে, ইংরেজীনবীশ অনুবাদ করে নিতে হবে। কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি। বর্ত্তমানে তিনি রাষ্ট্রপতি। President-এর সভাপতি থেকে রাষ্ট্রপতি-পদে প্রমোশন অভিনব সন্দেহ নেই, এর ফলে তাঁর পদমর্য্যাদা কতখানি বেড়েচে তা নিয়ে তর্কও চলতে পারে, কিন্তু অর্থসঙ্গতি যে রক্ষা পেয়েচে তাতে সন্দেহ নেই। ইংরেজী Romance শব্দের কথা ধরুন। বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যে এই ইংরেজী শব্দটির যথোপযুক্ত অনুবাদ আমাদের নজরে পড়েনি। অথচ রোমান্সময় বাংলা সাহিত্যে এই শ্রুতিমধুর শব্দটির উপযুক্ত প্রতিশব্দের অভাব একটি সত্যিকারের রোমান্টিক দুর্ঘটনা। কয়েক বছর আগে 'Culture' শব্দের ব্যবহার নিয়ে সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় 'কৃষ্টি'-কে সৃষ্টিছাড়া শব্দ বলে বিদ্রূপ করেছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ফিলোলজির দোহাই দিয়ে 'কৃষ্টি' শব্দটিকে 'সংস্কৃতি'তে পরিণত করেচেন,

কারণ 'কৃষ্টি' ছিল ইংরেজী-ঘেঁষা, সুতরাং সেদিক দিয়েও যে আমাদের কিছুটা লাভ হয়েচে রবীন্দ্রনাথের মত অসাম্প্রদায়িক কবিও তা স্বীকার করেচেন।

*

বৈশাখের 'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীযুত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় তান্ত্রিক শরৎচন্দ্রের এক অভিনব পরিচয় দিয়েচেন। অভিভাবকহীন বাংলা সাহিত্যে বামাচারের যে প্রাদুর্ভাব তার ফলে সাহিত্য সমালোচকের রসোপলব্ধি ও সাহিত্যিক দৃষ্টি পর্য্যন্ত ঘুলিয়ে উঠতে পারে, 'শনিবারের চিঠি' তারই প্রমাণ দিয়েচেন। মোহিত-বাবুর প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তিতে তন্ত্র-সাধনার আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হবে আশা করা যায়।

*

গত ২৩শে এপ্রিল বৈকালে বঙ্গের খ্যাতনামা পণ্ডিত বহুভাষাবিদ অধ্যাপক অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর ঘাটশীলাস্থ ভবনে অকস্মাৎ পরলোকগমন অভিমানহীন পণ্ডিত এদেশে বিরল। কাশীধামে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে তিনি 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। এর পর দেশীয় ও বিদেশীয় মোট ছাব্বিশটি ভাষা আয়ত্ত করেন। পালি ও প্রাকৃতে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ও পাশ্চাত্য দর্শনে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞানে আমাদের দেশে এতবড় পণ্ডিত খুব অল্পই ছিলেন। ইনি বহু পত্রিকার সম্পাদক পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরিচালিত "শ্রীভারতী"র সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটি ও বানান-সংস্কার কমিটি ও অন্যান্য কমিটির সদস্যরূপে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। কয়েক বৎসর হল তিনি "বঙ্গীয় মহাকোষ" নামে একখানি সুবৃহৎ অভিধান সম্পাদনে রত হয়েছিলেন, এই অভিধানের সম্পাদনাতেই যাতে তাঁর অভিধানখানি বের হতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি এই বিরাট গ্রন্থের সমস্ত উপাদান সংগ্রহ ও সম্পূর্ণ করে গেছেন। বর্ত্তমানে বহু সুধী ব্যক্তি এই গ্রন্থের সম্পাদনায় রত আছেন।

*

শরৎ-জীবনীর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আমরা গত ১৭শ সংখ্যা 'দীপালী'-তে যে আলোচনা করেছিলাম সেই সম্পর্কে ১৫।১ সি, হালসী বাগান রোড, কলিকাতা থেকে শ্রীযুত কমলচন্দ্র নাগ একখানি পত্রে লিখেচেন যে, মহাবোধি হলের সভায় সুরেনবাবু officially কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেন নি। সভার অব্যবহিত পরেই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সুরেনবাবু যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সেইদিকে আমরা পত্র-লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করচি। পত্র-লেখকের অন্যান্য বক্তব্য এ সম্পর্কে 'দীপালী'তে প্রকাশিত আলোচনারই প্রতিধ্বনি মাত্র, সুতরাং তার আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই।

চিত্রা — নবম সপ্তাহ

ফোন: বি, বি, ১১৬৩

নিউ থিয়েটার্সের সর্ব্ববাদীসম্মত

সর্ব্বজন সম্বর্দ্ধিত, সর্ব্বরস সমন্বিত সমাজ-চিত্র

পরাজয়

নব্যতন্ত্রের তরুণ-তরুণীর হৃদয়

রহস্যের চিত্তহারী আলেখ্য।

ভূমিকায়: কানন, ভানু,

অমর মল্লিক, শৈলেন, ইন্দু,

জীবেন, বীরেন, জ্যোতি।

পরিচালক: হেমচন্দ্র চন্দ্র

উত্তর কলিকাতার একমাত্র "Air cooled" ছবিঘর 'চিত্রা'র সুশীতল প্রেক্ষাগৃহে আপনার শুভাগমন প্রার্থনীয়।

নিউ সিনেমা

ধর্ম্মতলা:: ফোন: কলি: ৫৮১৯

৬ষ্ঠ এবং

শেষ সপ্তাহ

নিউ থিয়েটার্সের হিন্দি সমাজ-চিত্র

জিন্দ্‌গী

শ্রেষ্ঠাংশে:—

সায়গল এবং যমুনা

আগামী শনিবার, ২৫শে মে হইতে:

কুম্‌কুম্

=হিন্দি=

বুধবার, ২২শে মে হইতে—

অগ্রিম বুকিং আরম্ভ।

THE BOYS' OWN LIBRARY.
Estd. 1909.
No...............
Y. M. I.

রোজমেরী লেন

সুপ্রসিদ্ধা লেন ভগিনীগণের মধ্যে ইনি অন্যতমা। শীঘ্রই ইহাকে "The Return of Dr. X" ছবিতে দেখা যাইবে।

ইহার নাম লুসিল ফেয়ারব্যাঙ্কস। ডগলাসের (ছোট) সম্পর্কে ভগিনী। ওয়ার্নার ব্রাদাসের কয়েকটি আগামী ছবিতে ইহার দর্শন পাওয়া যাইবে।

শ্রীমতী মতী

বোম্বায়ের প্যারামাউণ্ট ফিল্ম কোম্পানীর আগামী চিত্র "Amazon"-এ ইহাকে নায়িকারূপে দেখা যাইবে। পরিচালক—কিকুভাই বি. দেশাই।

সারকো প্রোডাকশানের "লক্ষ্মী" চিত্রে কুমার ও মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালক মোহন সিং।

সারকো প্রোডাকসানের নবতম হিন্দী চিত্র "লক্ষ্মী"র অপর একটি দৃশ্যে কুমার, মায়া ও বেবী ইন্দিরা। ছবিখানি এখন মিনার্ভা সিনেমায় চলিতেছে।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের "ঠিকাদার" চিত্রে চিত্রা দেবী ও কমলা (ঝরিয়া)। পরিচালক প্রফুল্ল রায়।

টোনী গেব্‌ল।

এই অভিনেত্রীটির জন্ম ভারতবর্ষে এবং গত বৎসর পর্য্যন্ত ইনি এইখানেই ছিলেন। তারপর তিনি লণ্ডনে নিজের ভাগ্যান্বেষণে গমন করেন। বরাতজোরে কয়েকটি চিত্রের ছোট ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হন এমন কি "French without Tears" ছবিতেও ইহাকে দেখা যায়। ইহা ছাড়া তিনি একটি নৈশ ক্লাবে ক্যাবারে নৃত্যে খুব নাম করিয়াছেন।

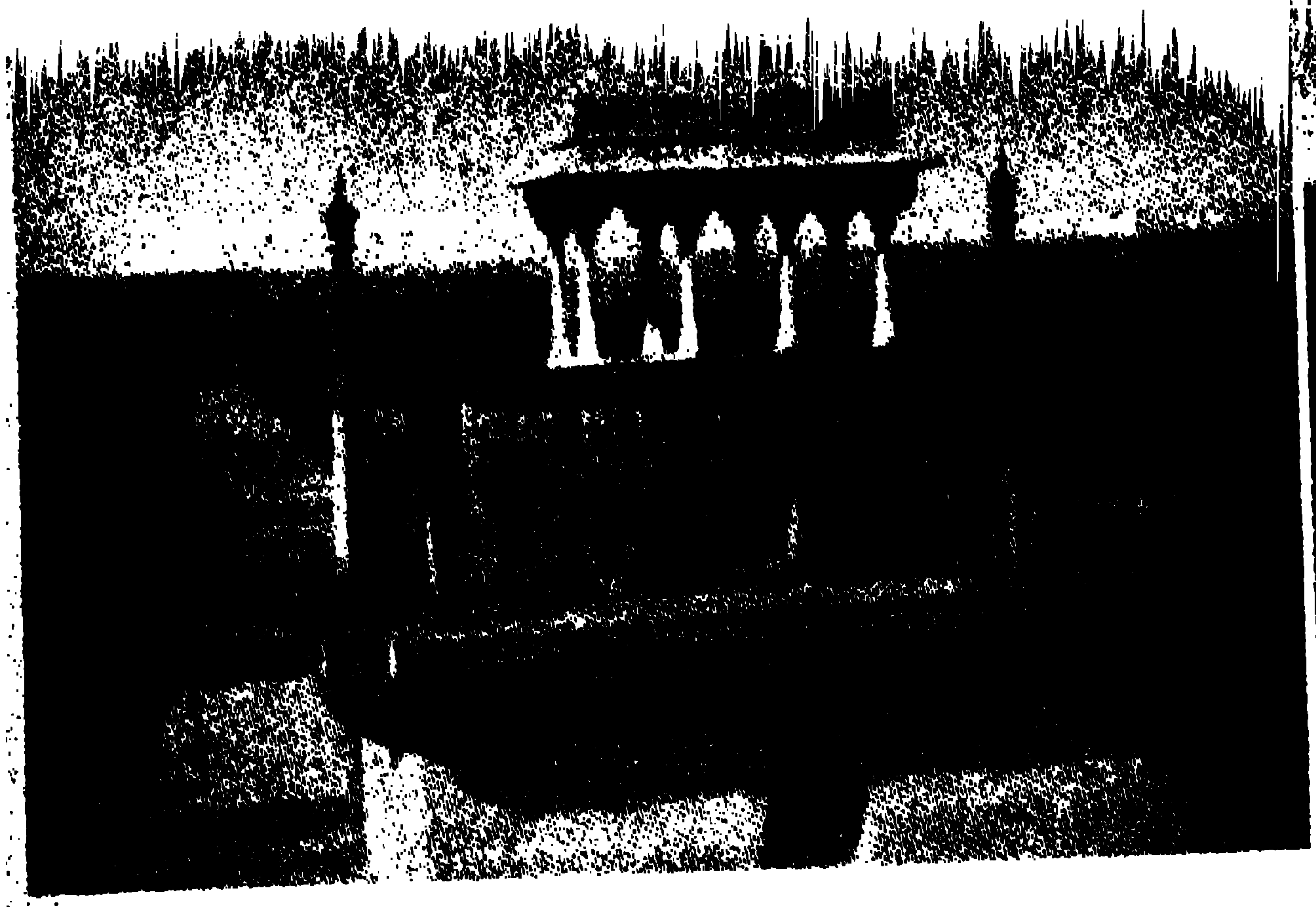

১

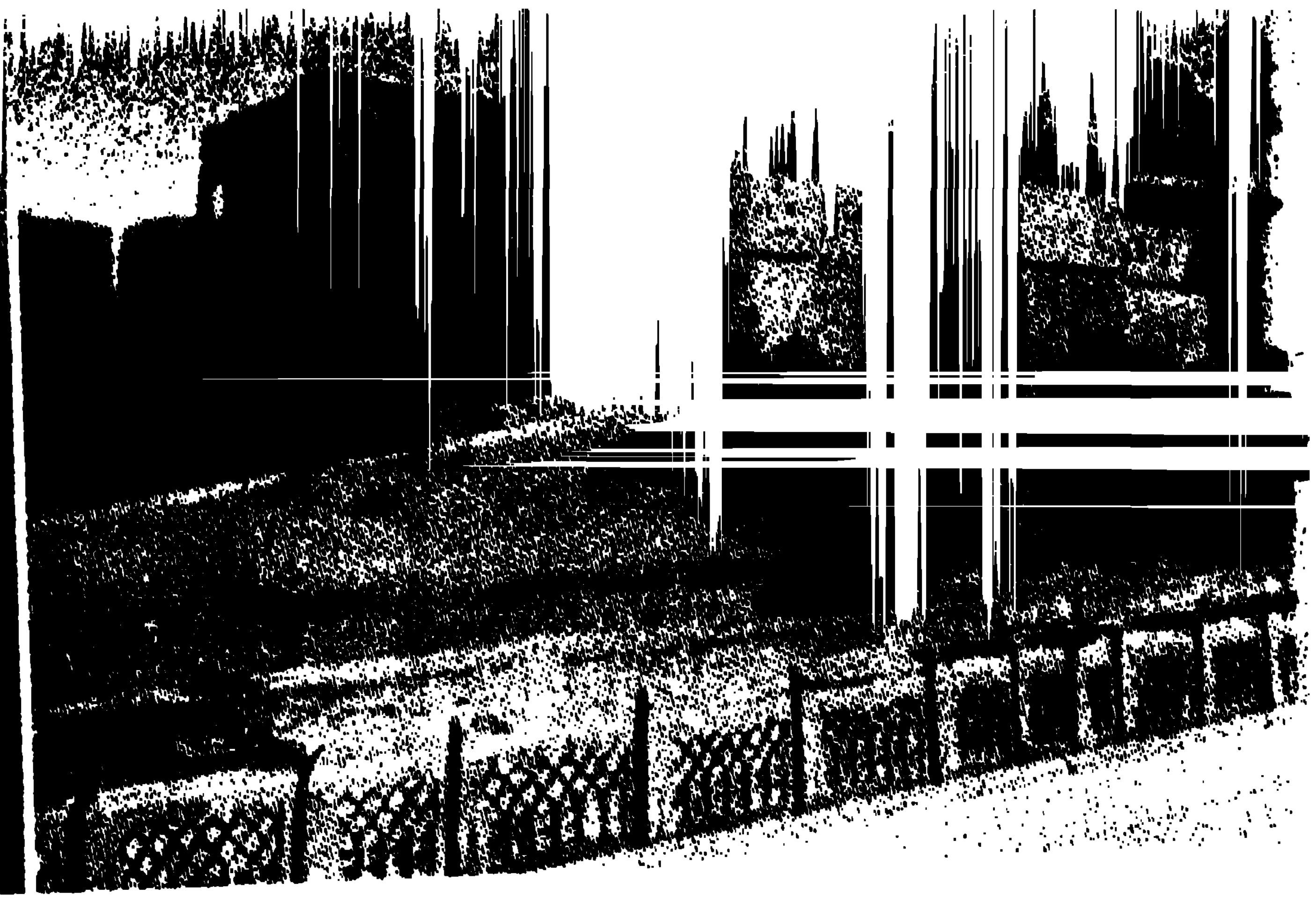

২

এমেচার ফটোগ্রাফী

পরিচালক

শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

১ সিকান্দ্রা—(আগ্রা)
শ্রীনিমু মিত্র, বহরমপুর

২ পুরাতন দুর্গ—ভরতপুর
শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, লক্ষ্ণৌ।

৩ ভালবাসা—
কুমারী কনক সেনগুপ্তা, বাকুড়া

৪ কুতুবমিনার—দিল্লী
শ্রীপ্রকৃতি চক্রবর্ত্তী

৫ প্রকৃতির দান
শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ, বাঁকুড়া

৬ সন্ধ্যা
শ্রীদেবরঞ্জন রায়চৌধুরী, বহরমপুর

৩

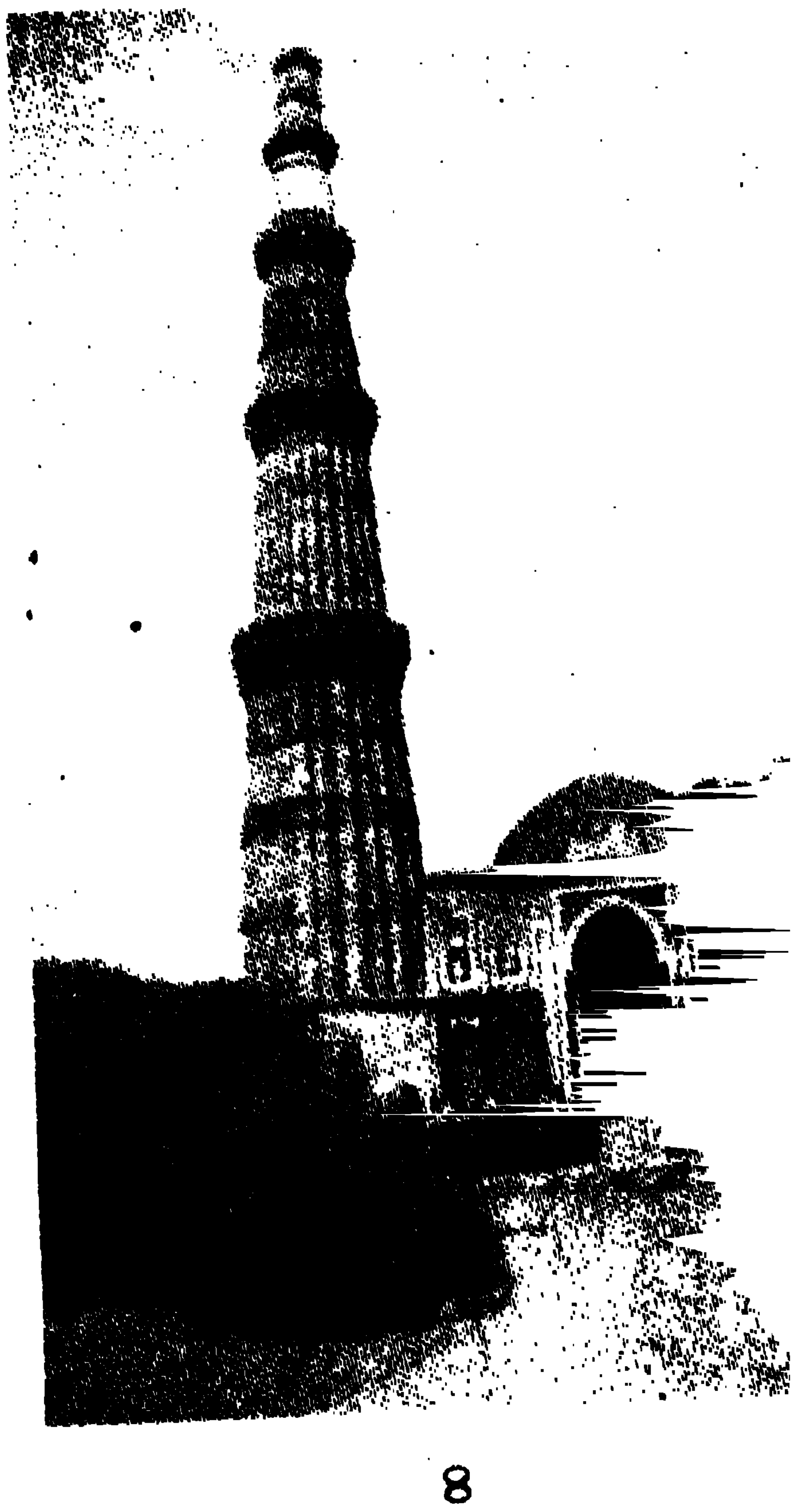

৪

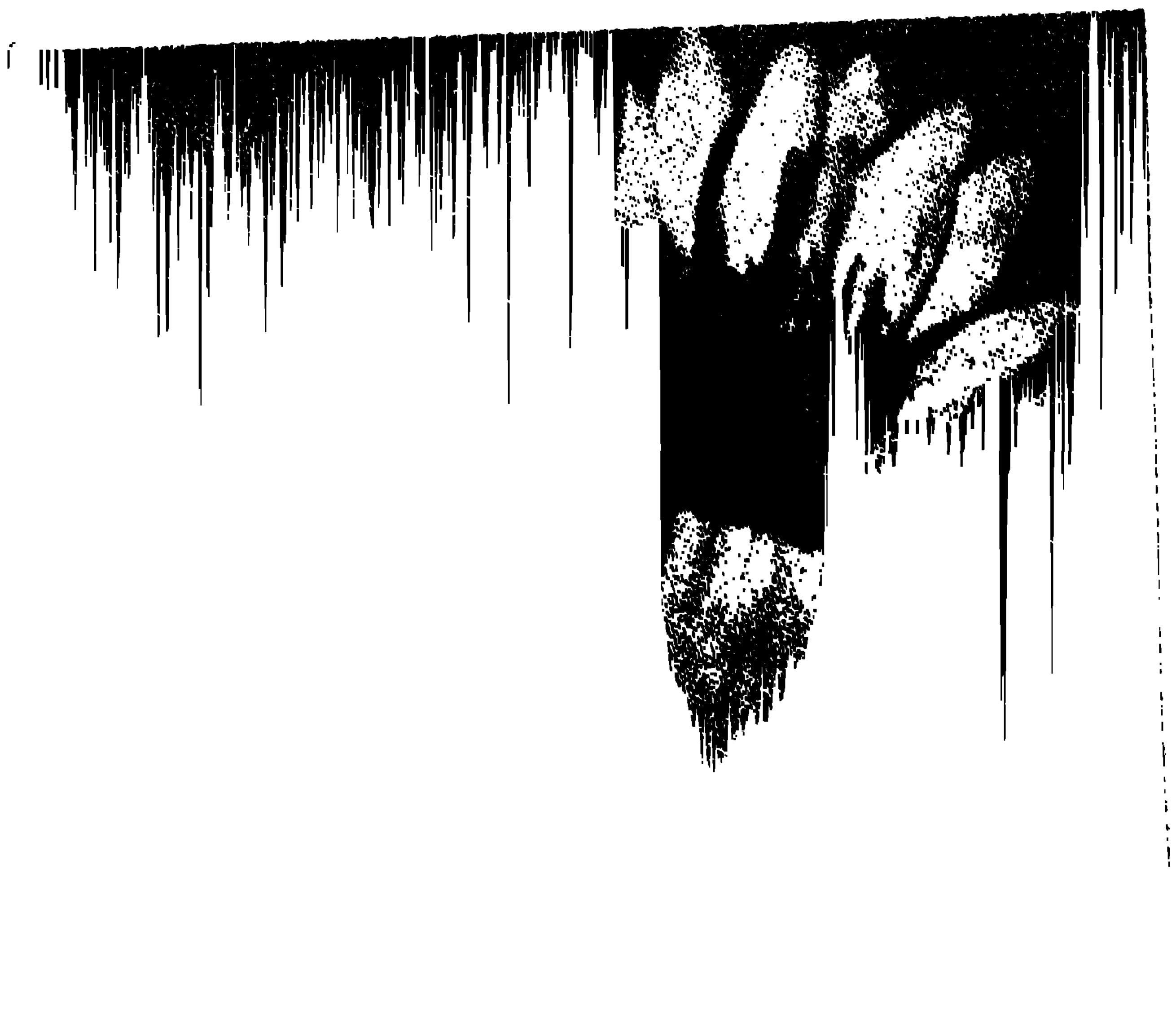

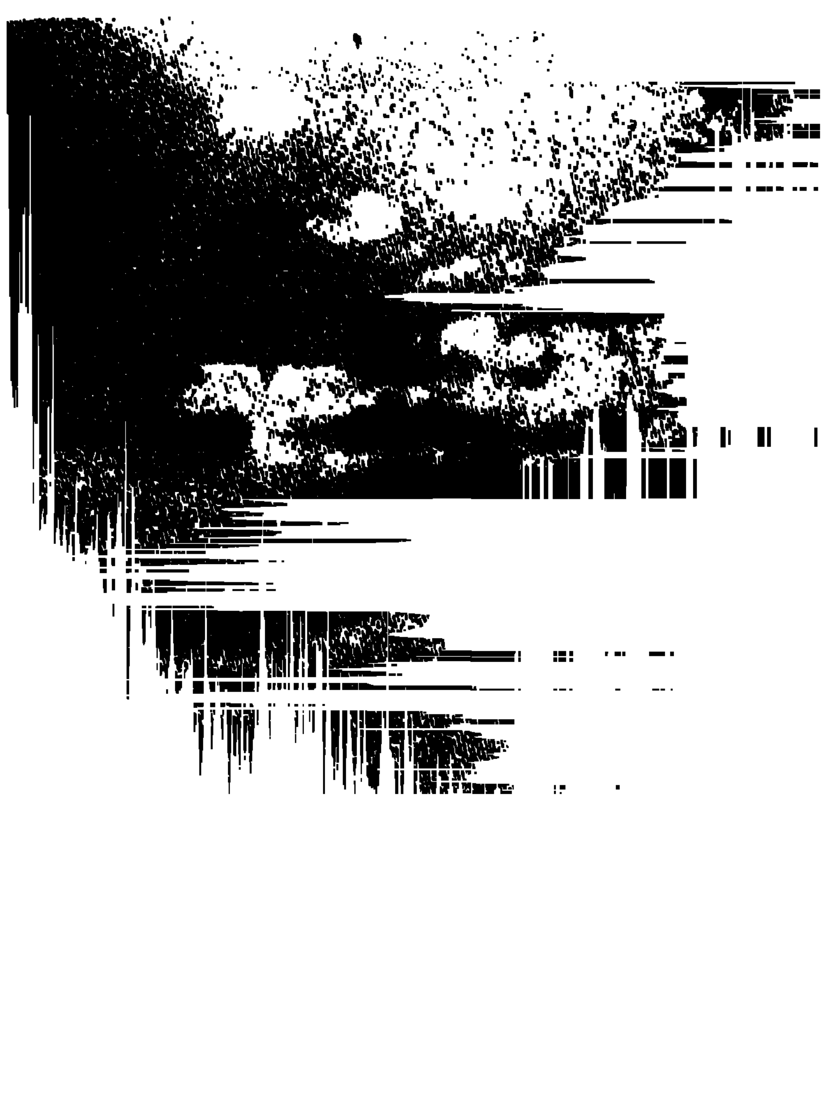

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(১)

কলকাতা হাইকোর্টের নামজাদা এ্যাড্‌ভোকেট রাজকুমার দত্ত তাঁর লাইব্রেরী ঘরে বসে সেইদিনকার মামলা-সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছিলেন। ঘরে একটা চেয়ারও খালি ছিল না, এ সময় কোনদিনই প্রায় থাকে না। কাগজ থেকে মুখ না তুলেই তিনি লোকের সঙ্গে কথা বলছেন; কাগজপত্র আর বই এগিয়ে দিচ্ছে তাঁর ভাগনে এবং জুনিয়ার, নিশীথ। নিশীথ একবার তাঁকে মনে করিয়ে দিলে যে বেলা প্রায় ৯টা বাজে। আরও দু'একজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে রাজকুমারবাবু সকলকে আদালতে দেখা করতে বললেন। নিশীথ বাড়ীর মধ্যে চলে গেল, মক্কেলরাও এক এক করে উঠে পড়ল। রাজকুমার বাবু ওঠবার আগে গড়গড়ায় আর দু'একটা টান দিচ্ছিলেন, দরজার কাছে সুশীলবাবুকে দেখে বললেন, "আরে বেয়াই মশাই যে! আসুন।" সুশীলবাবু বেশ একটু সমীহ করেই ঘরে ঢুকলেন। লোকটী একটু "বেচারা" গোছের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভদ্রলোক বললেন, "আপনার মত মহাশয় লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার সৌভাগ্য কি আমার হবে?"

রাজকুমারবাবু তাঁকে বসতে বললেন; তারপর আর দু' এক টান তামাক টেনে বললেন, "খোসামোদ ভগবানের ভাল লাগে তা আমাদের। সারা জীবন শুধু খোসামোদ করেই কাটছে মশায়—আদালতে করি জজ সাহেবের খোসামোদ, বাইরে করি মক্কেলের খোসামোদ আর বাড়ীতে করি, বুঝতেই পারছেন কার।" রাজকুমারবাবু হেসে উঠলেন, কিন্তু সুশীলবাবুর অতটা সাহস হল না; ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে বললেন, "আমি তো খোসামোদ করি নি, সত্যি কথাই বলেছি। আপনার বাড়ীতে বিয়ের কথা বলতে আসবার সাহস আমার হত না; আপনার দয়ার কথা শুনেই…"

রাজকুমারবাবু বেশ চেঁচিয়েই বললেন, "দয়া? দয়া কি মশায়? ভাগনের বিয়ের বয়েস হয়েছে, বিয়ে দোব, তার আবার দয়া কিসের? আপনার মেয়ে পছন্দ হয়েছে, আপনারা আমাদের পাল্টী ঘর, কাজেই বিয়ের কোন বাধা নেই। এবার একটা দিন দেখতে হয় পাকা দেখার।" সুশীলবাবু যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এত সহজভাবে রাজকুমার বাবু কথাগুলো বললেন যে কোন মেয়ের বাপই তা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে সাহস করে না। ভয়ে ভয়ে ভদ্রলোক বললেন, "আর কোন…" কথাটা সমাপ্ত করতে তাঁর সাহস হল না। রাজকুমারবাবু প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, "আবার কি? হাঁ, আমিই দিন দেখিয়ে জানাব।"

সুশীলবাবু বললেন, "যে আজ্ঞে, অনেকদিন বাদে আজ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবো। লোকে বলে মেয়ে দেখতে ভাল হলে ভাবনা থাকে না, লেখাপড়া শিখলে মেয়ের বিয়ে দিতে কষ্ট হয় না। মিথ্যে কথা মশায়, সব মিথ্যে কথা। আমার মেয়ে দেখতেও খারাপ নয়, লেখাপড়াও শিখেছে, কিন্তু সকলেই খোঁজ করে খরচপত্র কি রকম করব।" রাজকুমার বাবু হাসতে হাসতে বললেন, "একটু ভুল করলেন, সকলেই করে নি।"

সুশীলবাবু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আপনার অতি বড় শত্রুও সে দোষ দিতে পারবে না। আচ্ছা, তাহলে উঠি; আপনার আদালতে যাবার দেরী হয়ে যাচ্ছে—আমারও এ সুখবরটা বাড়ীতে দেবার জন্যে…"

চেয়ার থেকে উঠ্‌তে উঠ্‌তে রাজকুমার বাবু বললেন, "হাঁ, খবরটা আমাকেও আসল জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে।" সুশীলবাবু চলে গেলেন। বাড়ীর ভেতরে যাবার দরজাটা খুলতেই তাঁর নাত্‌নী চঞ্চলা ছুটে এল। তার হাতটা ধরে ফেলে রাজকুমার বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কি ছোট গিন্নি, অত ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছ কোথায়?"

চঞ্চলা ভয়ানক রকম রেগে উঠে বললে, "বলব না, কক্ষণ বলব না। তুমি ভারি দুষ্টু।" সে পালাতে চেষ্টা করল; রাজকুমারবাবু তাকে ধরে সঙ্গে করে নিয়ে

বি, নান

(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যান্ট)

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেন্ট: স্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেন্ট

রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা এবং মফঃস্বল সিনেমা।

বিশেষত্ব:—সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী।

দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

যেতে যেতে বললেন, "আমি কি করব বল ? তোমার মা'ই বলে যে তুমি তোমার দিদিমাকে হিংসে কর ; তার কাপড় গয়না পরতে চাও, তার ছেলের মা'ও হয়েছ—শুধু এ সবের ভাগ নিলেই তো চলবে না, সেই সঙ্গে আমার ভাগও নিতে হবে।"

চঞ্চলা হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল ; রাজকুমারবাবু বললেন, "চললে কোথা ?"

মাথা দুলিয়ে চঞ্চলা বললে, "বলব না তো, কিছুতেই বলব না ; তুমি ভারি দুষ্টু।"

রাজকুমারবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "এই দেখ নিজেই মেনে নিচ্ছ তুমি ছোট গিন্নি, অথচ আমি বললেই রাগ করছ। তোমার দিদিমাকে জিজ্ঞেস কোর' সে ঠিক তোমার মত করে দুষ্টু বলত। ঐ যে তোমার সতীন আসছে, তাকেই জিজ্ঞেস কর।" "আমার বয়ে গেছে" বলে চঞ্চলা পালাল। নির্ম্মলা আসতে রাজকুমারবাবু বললেন, "সুনীলবাবু এসেছিলেন ; তাঁকে কথা দিয়ে দিলাম। আহা বেচারা বড্ড ভাবনায় পড়েছিল।"

নির্ম্মলা একটু ব্যস্ত হয়েই বললেন, "কথা দিয়ে দিলে ? আমায় একবার জানালে না···"

রাজকুমারবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "কেন তুমি কি জানতে না ? তুমিও তো মেয়ে দেখেছ ; তোমারও পছন্দ হয়েছে, তবে শুধু শুধু ভদ্রলোককে ঘুরিয়ে লাভ কি ?"

নির্ম্মলা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "না, সে কথা বলছি না। কথা দিয়ে দিলে, নিশীথকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখলে হত না ? ছেলের বয়েস হয়েছে···"

রাজকুমারবাবু ভয়ানক রকম আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "বল কি ? ওকে জিগ্যেস করতে হবে ওর বিয়ের কথা ? তুমি বল কি ? আমাদের কি বিয়ে হয় নি ? আমাদের কে মত নিয়েছিল ? না, না, ওসব হবে না।"

কোন কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা না করে রাজকুমারবাবু চলে গেলেন।

সারাদিন আদালতে কাজের ভিড়ে রাজকুমারবাবুর আর কোন কথা মনে ছিল না। নিশীথ সব সময় তাঁর সঙ্গে ছিল কিন্তু তার যে মত নেওয়া দরকার, অন্ততঃ নির্ম্মলার মতে, এ কথা তাঁর মনে পড়েনি। আর মনে পড়লেই যে তিনি নিশীথকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন তা মনে হয় না। নির্ম্মলার যে সারাদিন কি করে কেটেছে তা এক তিনিই জানেন। যে ভার নিশীথ তাঁর ওপর দিয়েছে তা তাঁকে বইতে হবে, অসহ্য হলেও বইতে হবে। স্বামীকে তিনি ভাল করেই জানেন ; আছেন তো গঙ্গা জল কিন্তু রাগলে জ্ঞান থাকে না। ভয়ানক কিছু একটা করে বসে তারপর সারা জীবন ধরে অনুশোচনা করে—এই রকম লোক। এদের আঘাত দিতে কষ্ট হয় কিন্তু না দিয়েও যে উপায় নেই। সমস্ত দিন ধরে নির্ম্মলা ভেবেছেন কি করে কথাটা পাড়বেন কিন্তু ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারেন নি। একদিনে তাঁর চেহারার যা পরিবর্ত্তন হয়েছিল তা দেখলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

সোনা 10 ভরি

পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারান্টেড কেমিক্যালের চুড়ি। যে দেখিবে ৫০০৲ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে। সুন্দরভাবে ফাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিনি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিজ্ঞজন এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২৷০। পোষ্টেজ ৷০। ৪ সেট ৭৷০। সার্ট বোতাম ২৲, নেকলেস ৩৷০, আংটি ১৲, মাকড়ী জোড়া ১৲, কানফুল জোড়া ১৲, মফচেন ২৷০, ঝুমকো জোড়া ২৷০, ক্যাটলগ্ তৈরী নাই।

GOLD & SILVER'S MART (Di)
Post Ward No. 7, Muttra, U. P.

আদালত থেকে ফেরবার পরও নির্ম্মলা কথা বলবার সুযোগ পেলেন না অথচ বেশী দেরী করাও ত' যায় না। রাত্রে খাওয়ার পর রাজকুমার বাবু কতকগুলো নথিপত্র দেখছিলেন, নির্ম্মলা এসে কাছে বসলেন। রাজকুমারবাবু কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন, "কি রকম ? আজ হল কি ? এর মধ্যে শুতে এলে যে ?" নির্ম্মলা কোন জবাব দিলেন না। রাজকুমারবাবু সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, "কি ব্যাপার বল ত' ? কিছু যেন বলবে বলে মনে হচ্ছে। ঋতেনটা আবার নতুন কিছু গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে নাকি ?" ঋতেন রাজকুমার বাবুর ছেলে, ডাক্তারী পড়ে।

ভয়ানক রকম গম্ভীর হয়ে নির্ম্মলা বললেন, "না, ঋতেন নয়। নিশীথের বিয়ে···"

রাজকুমারবাবু বললেন, "তোমার কি ওখানে বিয়ে দিতে আপত্তি আছে না কি ?"

নির্ম্মলা, "না, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু নিশীথ ওখানে বিয়ে করতে চায় না।"

রাজকুমার। "কেন ? ও কি মেয়ে দেখেছে ? ওর পছন্দ হয় নি ?"

নির্ম্মলা. "তা নয় ; ও ওখানে বিয়ে করবে না।"

রাজকুমার। "এখন আর তা হয় না। ও আগে বলেনি কেন ? আমি সুনীলবাবুকে কথা দিয়েছি ; এতটা বয়েস পর্য্যন্ত কখন কথার নড়চড় হয় নি, আজও হবে না। লোকে বলবে রাজকুমার মস্ত ছোটলোক, তার কথার ঠিক নেই, এ আমি সহ্য করতে পারব না।"

নির্ম্মলা। "তবে কি করবে ? জোর করে বিয়ে দেবে ? তুমি হুকুম করলে আজও ওর এমন সাহস হবে না যে তোমায় অমান্য করে, কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। জোর করে বিয়ে দেওয়ার দিন কেটে গিয়েছে।"

রাজকুমারবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। আইনের জটিলতা যাকে আনন্দ

মেয়, জীবনের জটিলতা তাঁকে বিপর্য্যস্ত করে তুলল। নিশীথকে তিনি খঞ্জেনের চেয়ে বেশী নিজের কাছে রেখেছেন, নিজের মত করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর এতদিন বিশ্বাস ছিল যে তিনি তা পেরেছেন, সে তাঁর ছায়ার মতই বেড়ে উঠেছে। আজ প্রথম সন্দেহ হল হয়ত সবটাই ভুল, হয়ত তাঁর সব পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়েছে। এতবড় একটা আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে তাঁর খানিকক্ষণ সময় লাগল। হঠাৎ চোখে এক ঝলক আলো এসে পড়লে যেমন লোক চম্‌কে ওঠে তেমনিভাবে রাজকুমারবাবু বললেন, "ও কি কোন মেয়েকে···" কথাটা এতই অসম্ভব যে তিনি শেষ করতে পারলেন না। সে আর যাই করুক এমন একটা ছেলেমানুষের মত কাজ নিশীথ করতে পারবে না। নির্ম্মলা রাজকুমারকে আঘাতের রূঢ়তা থেকে বাঁচাতে পারলে নিজেও বেঁচে যেতেন কিন্তু তার উপায় ছিল না। আজ না হয় দু'এক দিন বাদে কথাটা সবাই জানতে পারবে, তখন আর কোন উপায় থাকবে না, কোন কৈফিয়ৎ শোনবার ধৈর্য্য রাজকুমারের থাকবে না। যা বলবার এখন বলাই ভাল, তাই নির্ম্মলা বললেন, "ছেলেরা যখন ভুল করে তখন ভেবে চিন্তে করে না।" রাজকুমার ক্রমশঃ অবস্থাটাকে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। খবরের কাগজে পড়ে, লোকের কাছে শুনে যে ঘটনা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হ'ত তা যে একদিন তাঁর নিজের ঘরেও হতে পারে এ ধারণা তাঁর মনে আসেনি। জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েটা নিশ্চয় স্বজাত নয়।" আঘাতের নতুনত্ব কেটে গেলে তার গভীরতা দেখবার একটা মোহ মানুষের থাকে। নির্ম্মলা কোন জবাব দিলেন না। রাজকুমারবাবুর চোখের ওপর কতকগুলো ভবিষ্যতের ছবি ভেসে উঠল—সুশীলবাবু এসে কান্নাকাটি করছেন, "বার লাইব্রেরীতে" সবাই হাসছে, পাড়ার লোক অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করছে, তাঁর দিদি রাজলক্ষ্মী ঠাকুরঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে

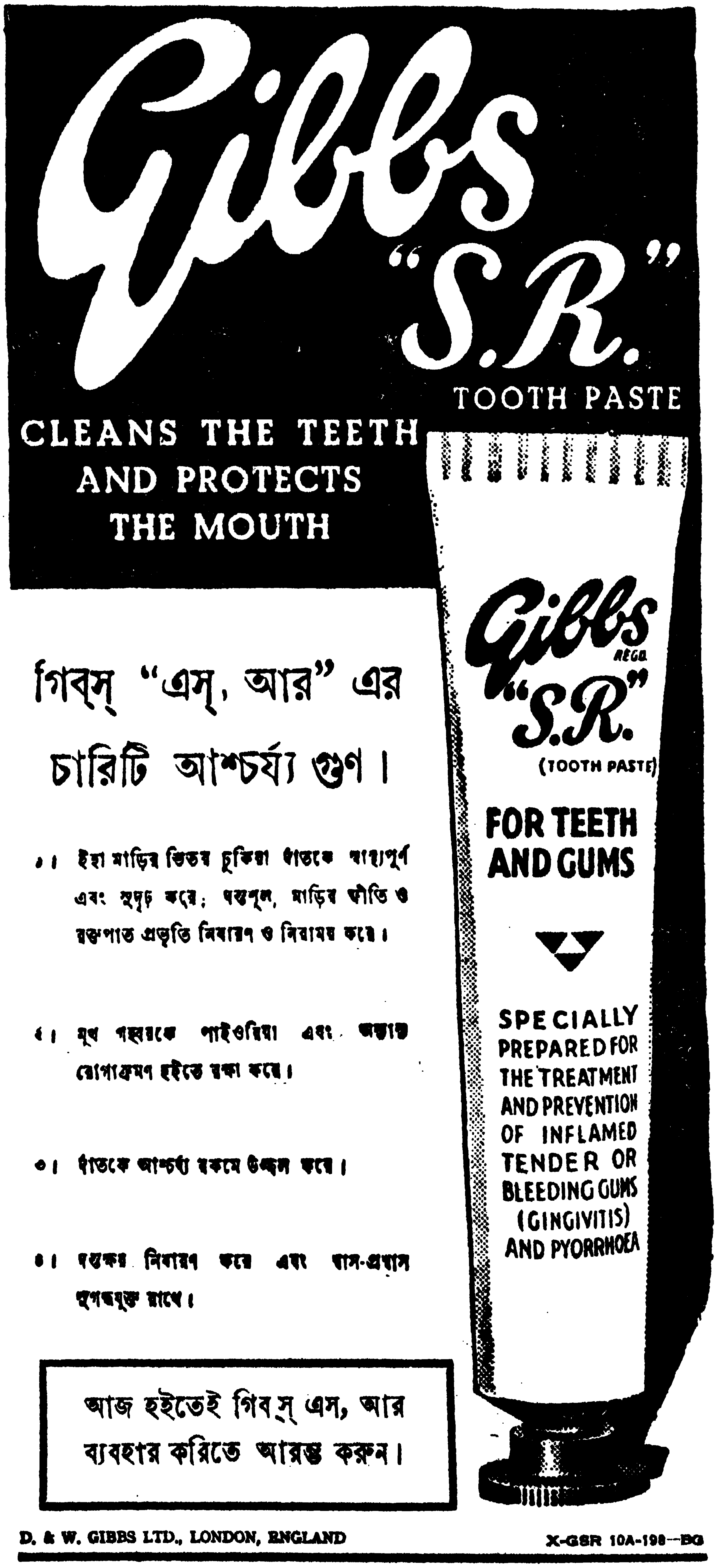

কাঁদছেন। তিনি নিজেকে ভুলে গেলেন, এতক্ষণ ধরে চেষ্টা করে নিজেকে সংযত রেখেছিলেন কা'র ওপর কোন অবিচার করবেন না বলে, কিন্তু আর তা পারলেন না। বেশ চেঁচিয়েই বলে উঠ্‌লেন, "তা কি করতে হবে? তাঁকে গৃহলক্ষ্মী করে ঘরে তুলতে হবে?" নির্ম্মলা তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করে বললেন, "কি করছ? সে যে শুনতে পাবে।"

রাজকুমার চীৎকার করে উঠ্‌লেন, "শুনতে পাবে? কোথায় সে রাসকেল? ডাক তাকে; তার যা বলবার আছে সে স্পষ্ট করে বলে যাক্। তার কোন্ আব্দারটা আমরা সহ্য করিনি? ঋতেনের সঙ্গে তার কোথায় তফাৎ করেছি?"

নির্ম্মলা বললেন, "সেই জন্যেই তার দাবী আরও বেশী। তুমি ছাড়া তার আর আছে কে? সে দাঁড়াবে কোথায়?"

নির্ম্মলার কথাগুলো তাঁর মনে দাগ কাটলো বলে মনে হল না; বললেন "দাঁড়াবে?" রাস্তায়। অনেক জায়গা আছে। নিজের ভাল-মন্দ যখন বুঝতে শিখেছে, তখন পথ চিনে নিক্।"

নির্ম্মলা আশা করেছিলেন এবার রাজকুমারের রাগ পড়বে, শান্ত হয়ে ভেবে দেখবার অবসর পাবেন কিন্তু তা হল না; নিশীথ এসে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে রাজকুমার একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌লেন।

তাকে কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে বলে উঠলেন, "এই যে এসেছ। সামনে এসে দাঁড়াতে লজ্জা করে না?"

নিশীথ কি বলতে গেল, তাকে বাধা দিয়ে নির্ম্মলাকে রাজকুমার বললেন, "ওকে আমার সামনে থেকে যেতে বল, আমি সহ্য করতে পারব না। আমি ওর মুখ দেখতে চাই না; জানব নিশীথ বলে আমার কেউ ছিল না।" একটা কথাও না বলে নিশীথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নির্ম্মলা বললেন, "ওকে ডাক; ও যে চলে যাচ্ছে। ওর মা যে ওকে তোমার হাতে দিয়েছে, তুমি তাকে কি কৈফিয়ৎ দেবে? ওকে ফিরে আসতে বল।"

রাজকুমারবাবু কোন কথার জবাব দিলেন না।

(ক্রমশঃ)

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"

৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন:— প্রিয়কুটীর, মুন্দাদিল, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চল্‌তি বীমা	১৬	কোটি	৩৪	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল···	২	„	১৬	„	„
মোট সংস্থান···	৩	„	৩৬	„	„
দাবী শোধ···	১	„	৮৫	„	„
প্রিমিয়াম আয়···	···	···	৭৪	„	„

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

আলোচনার আসর

সন্তান-শিক্ষা সম্বন্ধে মাতার কর্ত্তব্য কি ?

(১২)

পুত্রকন্যার শৈশব-শিক্ষা সাধারণতঃ মাতার নিকটেই হইয়া থাকে। শিশু জগতে আসিয়া প্রথম আপনার জন বলিয়া চিনিতে শেখে মাতাকে, ডাকেও তাহাকে সর্ব্বপ্রথম মা বলিয়া। মায়ের আঁচল ধরিয়াই শিশুরা দাঁড়াইতে শেখে, আত্মনির্ভরতাও শেখে। তাহারা মায়ের নিকট হইতে, মা যাহা বলেন বার বার আবৃত্তি করিয়া তাহা শিখিয়া লইতে চায়, মা যাহা করেন দেখিয়া দেখিয়া তাহাই তাহারা শিখিয়া লইতে চায়। মাতার উপর শিশু সন্তানদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকার ফলে এবং অনুক্ষণ মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকার জন্য তাঁহার কথার ও কার্য্যাদির হুবহু অনুকরণ করিতে পারিলে শিশুরা যেমন আনন্দ পায় এমন বোধ হয় আর কাহারও ব্যবহারাদির অনুকরণ করিয়া পায় না। শিশুরা যখন ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতে থাকে তখন পুত্র সন্তান হইলে তাহারা বিশেষ করিয়া পিতার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে, কারণ তখন তাহারা বোঝে যে পিতার মত তাহারাও পুরুষ, সুতরাং পিতার মতই তাহাদের হইতে হইবে। মেয়েরা তখনো মাতার ন্যায় স্বভাবসম্পন্না হইবার চেষ্টা করে। এইভাবে শিক্ষালাভ করিবার সময় যখন ক্রমশঃ দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতে থাকে, তখন বহু আত্মীয় স্বজন ও সঙ্গী সাথীদের স্বভাব ও ব্যবহার দেখিয়া ছেলে মেয়েরা অনেকের কাছে অনেক রকম শিক্ষালাভ করে অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব সেই সময় তাহাদের উপর বিস্তৃত হইতে থাকে, সুতরাং তখন যদি মাতা পিতার শিক্ষার সহিত অনুকূল পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া সকল প্রকারে সুশিক্ষা পাইয়া জ্ঞানলাভ করা শিশুদের পক্ষে সম্ভবপর হয় তাহা হইলে তাহাদের জীবন অতি সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে।

কিন্তু যাহাদের সে সময়ে নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া বড় হইয়া উঠিতে হয় তাহাদের শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সম্ভাবনা না থাকিলেও, প্রথম যে মাতৃদত্ত শিক্ষা তাহা যদি যথার্থ সুশিক্ষা হয়, তাহা হইলে একমাত্র তাহার সাহায্যেই শিশু আপনার ভবিষ্যৎ জীবন আলোকিত করিতে চেষ্টা করিতে পারে ও সে চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিতেও পারে।

এই সকল কথা স্মরণ করিয়া যদি প্রত্যেক জননী আপনাদের সন্তান সন্ততিদের সস্নেহে লালন পালন করিয়া সৎ শিক্ষা দিয়া মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাহাদের যথার্থ কল্যাণ সাধন করা হয় এবং তাঁহাদের আপনাদের মাতার কর্ত্তব্যও যথাযথ প্রতিপালন করা হয়। অবশ্য শুধু মুখে ভাল হও বলিয়া শিক্ষা দিলেই তাহা কার্য্যকরী হয় না, আপনার মুখের কথায়, ব্যবহারে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া, সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে শিক্ষা দিতে হয়, মিথ্যা বর্জ্জন ও সত্যপ্রিয়তা শিক্ষা করিতে পারিলে নিশ্চয় জীবনে উন্নতি লাভের আশা করা যায়।

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ
সিকদার বাগান
কলিকাতা

(১৩)

আমাদের দেশে মাতার অজ্ঞানতার জন্যই সুসন্তান তৈরী হয় না। প্রত্যেক মায়ের কর্ত্তব্য প্রথমে ছেলে বা মেয়ের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা। আমাদের যেমন শরীর ভাল না থাকিলে মন মেজাজ খারাপ হয় শিশুদেরও তাই। যে সব ছেলেরা শিশুকালে বেশী অসুখে ভোগে প্রায়ই সে সব ছেলেরা ভীষণ আব্দারে হয়। ছেলে আব্দারে হলেই মায়ের কষ্টের সীমা থাকে না। আমাদের গৃহস্থ ঘরে মেয়েদের সংসারের কাজ নিয়েই বেশী সময় কেটে যায়, তার উপর যদি ছেলেরা সব সময় জ্বালাতন করে তাহ'লে মায়ের মেজাজও খারাপ হয়ে যায়, কাজেই ছেলেরা মার কাছ থেকে আদর যত্নের পীড়নই বেশী পায়। ফলে সে সব ছেলেরা ভবিষ্যতে শিক্ষা কি জিনিষ জানিতে পারে না; নিজের ইচ্ছামত স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়। ছেলেদের নিয়মমত খাদ্য, ছেলেদের সময় মত খেলা, ছেলেরা যাতে করে প্রাণ খুলে খেলা করে আনন্দ পায়। সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেকে এমন আছেন যে ছেলেরা যখন যা খেতে চাইবে তখনই তাকে তাই দেন। এটা খুবই অন্যায়, এতে স্বাস্থ্যের ভীষণ ক্ষতি হয়। অনেকে ছেলেদের ছুটাছুটি করে খেলাও পছন্দ করেন না। ছেলেদের খেলতে না দিলে ছেলেরা মনে আনন্দ পায় না। ছেলেদের মন যদি ভাল থাকে, তবেই ছেলেরা মায়ের কাছ থেকে সৎশিক্ষা নিতে পারবে। শিক্ষা সম্বন্ধে মাতার কর্ত্তব্য যিনি

যতটুকু জানেন ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবেন। গুরুজনদিগকে ভক্তি করা, কুবাক্য যাতে ছেলেরা না শিখে, ভায়ে ভায়ে যাতে ঝগড়া বা মারামারি না করে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। আর নিজেদেরও একটু সংযত-স্বভাব হতে হবে। ইতি—

শ্রীমতী শিবাণী ভট্টাচার্য্য
জি টি রোড, বর্দ্ধমান

(১৪)

মহোদয়া, আদাব নিবেন।

আমি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে বলেছি যে ছেলে কোনো বিষয়ে আব্দার করলে, কি অবাধ্যতা দেখালে 'ধমক' দিবেন; ধমক দিলে অনেক সময় দেখা যায় যে ছেলের কান্না আরও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এই সময়ে সে অন্য প্রিয়জনের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানায়। যেমন পিতার ধমক খেয়ে মাতার কাছে যায়, আবার মাতার ধমক খেয়ে পিতার কাছে নালিশ জানায়। এই সময়ে খুব সাবধান! যেন তিনি তাকে (শিশুকে) সহানুভূতি না দেখান। তাতে এই হবে, ছেলে জানবে—মা মারলে বাবাকে বলে দিয়ে গা'ল খাওয়াবো। প্রায়ই দেখা যায় বাড়ীর বুড়া বুড়ীর দল এরূপ ক্ষেত্রে ছেলের পক্ষ নিয়ে বকাবকি ক'রে থাকেন। বলতে কি এরাই ছেলে মেয়েদিগকে 'আদব' দিতে দেয় না। ফলে এদের দোষেই আমাদের দেশের শতকরা ৯৯জন ছেলেই 'বেয়াদব' হয়ে পড়েছে। এস্থলে ছেলে কাঁদতে কাঁদতে যখন অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হবে, তখন তাকে বলবেন—'বেশ করেছে, এমন কাজ কর কেন?' এইরূপে প্রত্যেক দিক দিয়েই ছেলেকে নিজের আয়ত্বে আনা যায়। তাদের খেলার সময় হলে ছেড়ে দিবেন খেলতে।

এখন কেমন ক'রে তাকে লেখাপড়া শিখাবেন তাই বলা যাক্। ছেলেদের কথা একটু একটু পরিস্কার হয়ে আসার সাথে সাথেই আমি তাকে পড়ার দিকে আকর্ষণ করে থাকি। আমি কেমন করে আমার মাত্র সাড়ে তিন বৎসরের মেয়েকে অক্ষর পরিচয় ('আকার' 'ই'কার ইত্যাদি সহ) পড়া এবং লেখা শিখিয়েছি, সেই প্রক্রিয়াটাই এখানে বলবো।

ছেলেরা সাধারণতঃ নীরস অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি আদৌ পড়তে চায় না, অথচ তারা নানারকম ছড়া মুখস্থ করতে আনন্দ বোধ ক'রে থাকে। সুতরাং ছড়ার মধ্য দিয়েই আগে তাদিকে অক্ষরগুলি মুখস্থ করিয়ে নিন। যেমন:—

'অ' কয় অত নয়, 'আ' বলে আয়,
'ই' ইঁদুর মারে, 'ঈ'তে খায়।
'উ' উহু করে, 'ঊ' মারে,
'ঋ'র ঋণ প'লো 'ঋ'র ঘাড়ে।
'এ' যায় একা একা 'ঐ' মামার বাড়ী,
'ও' ওল খেয়ে কাঁদে ঔষধ ছাড়ি'।
'ক' বসে কলা খায়, 'খ' খায় খড়,
'গ' গরু চরায় মাঠে, 'ঘ' বাঁধে ঘর;
'ঙ' ভায়া বেঙ মারে, করে ধড়ফড়্।
'চ' মারে গালে চড়, 'ছ' ধরে ছাতা,
'জ' বসে জাল বুনে, 'ঝ' মারে ঝাঁটা;
'ঞ' মিঞার পিঠে বোঝা, সেও বড় ল্যাঠা।
'ট' মারে টিয়া পাখী, 'ঠ'র কাঁধে ঠিলা,
'ড' ডাব কেটে খায়, 'ঢ' বড় ঢিলা;
'ণ'র নাকের উপর ব'সে হাড়গিলা।
'ত' আসে তাল নিয়ে 'থ' কিনে থান,
'দ' ভায়া দাঁত মাজে, 'ধ' ভানে ধান;
'ন' বাবু নাও নিয়ে নৈহাটি যান।
'প' মিঞা পাখী মারে, 'ফ' ফড়িং ধরে,
'ব'র হাতে বক দেখে 'ভ' ভয় করে;
'ম'র হাতে মার খেয়ে মাছি যায় মরে।
'য'র যাঁতা দেখে 'র'র রাগ বাড়ে,
'ল' যায় লাউ নিয়ে 'ব' বাঘ মারে।
'শ'এর শাক খেলো 'ষ'এর ষাঁড়,
'স' সং সাজে 'হ'র হাতে হাড়।
'ক্ষ' ক্ষমা করে 'ড়'এর বাড়,
'ঢ়' আষাঢ়ে বটে 'য়' হায় কার?
'ৎ'এর ঢং দেখে 'ঃ'এর দুঃখ হয়
'ঁ' চাঁদ দেখে 'ং' সং কয়।

(স্বত্ব সংরক্ষিত)

উপরোক্ত ছড়াটীকে যে কোনো প্রকারে কার্টুন করে দিলে সব চেয়ে ভাল হয়। কার্টুন লাল ও কাল দুই রংয়ে হওয়া চাই। মনে করুন—মোটা লাল কালীতে 'ক' লিখবেন। অতঃপর কাল কালীতে 'ক'এর হাত, পা ইত্যাদি দিয়ে হাত দিয়ে কলা খাচ্ছে দেখিয়ে দিলেন। কার্টুনে অক্ষরগুলি ভিন্ন ভিন্ন পিচবোর্ডের টুকরায় এঁকে দেওয়ালে ক্যালেণ্ডারের মত সারি সারি ঝুলিয়ে রাখবেন (শিশু যেন হাতে পায় এরূপ উঁচুতে)। এক্ষণে ছড়া মুখস্থ হওয়ার সাথে সাথেই শিশুকে বলবেন—'বলোতো! কলা খায় কে?' উত্তর দেওয়ার সাথে সাথেই তার দ্বারা সে অক্ষরটি দেখিয়েও নিবেন। কার্টুন না হ'লেও বিশেষ ক্ষতি হয় না তবে সামান্য বেগ পেতে হয় মাত্র। এরূপ ক্ষেত্রে মোটা মোটা ছাপার অক্ষর কেটে কতকগুলি খালি দিয়াশলাইয়ের বাক্সর উপর এঁটে দিয়ে সেগুলি ঝুলিয়ে রাখবেন। অতঃপর তার ভিতরে একটী লজেন্স পুরে বলবেন— 'কে কলা খায়?—তার ভিতর লজেন্স আছে।' তখন ছেলে জানে যে 'ক' কলা খায়, সুতরাং 'ক' খুঁজে বাহির করতে চেষ্টা করবে। একবারে না পারলে বার বার তাকে অক্ষরটীর সহিত পরিচয় করিয়ে দিবেন। আবার দুই অক্ষরের মধ্যে বিভিন্নতা খেলার ছলেই বুঝিয়ে দিবেন, যেমন:—'ক'র শুঁড় বেরিয়েছে, 'খ'এর ঠোঁঠ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর আমি পাঠ শিখানোর কৌশল বলে দিব।

বেগম শামছুন নাহার সাহার বানু
রাজসাহী

(৭৮)

গজা

সের প্রতি ময়দায় ১ ছটাক ঘি ময়ান দিয়া উহা তৈয়ার হইয়া থাকে। গজার পাক অতি সহজ, প্রথমে ময়দায় ময়ান দিয়া খুব ঠাসিয়া মাখিতে হয়। গজার ময়দা মাখিবার সময় কালজীরা ও কৃষ্ণতিল দিলে আস্বাদ অপেক্ষাকৃত উপাদেয় হইয়া থাকে। ময়দা মাখা হইলে বারকোষের উপর কিম্বা তক্তার উপর বেলুন দিয়া বেলিবেন। এরূপ নিয়মে বেলিবেন যাহাতে এক বুরুল মোটা হয়। তার উপর ছুরি দিয়া চৌকা আকারে কাটিয়া রাখুন। এখন এই খণ্ডগুলি ঘিয়ে ভাজুন, যখন লালচে রং হইবে তুলিয়া লইবেন। এখন চিনির মোটা রস প্রস্তুত করুন। তারপর ঐ গজাগুলি রসের ভিতর ঢালিয়া দিন, পরে খুন্তি দিয়া খুব নাড়িতে থাকুন, যখন দেখিবেন রস শুক্‌না হইয়া গায়ে গায়ে লাগিয়া গিয়াছে, তখন নামাইয়া লইবেন।

কুমারী সাধনা ঘোষ
অভিরামপুর
মালদহ।

(৭৯)

রুইমাছের রমনচুম্ব

আধ সের আন্দাজ রুই মাছের চাকা, লবণ জলে ধুইয়া তিন কাঁচ্চা তৈলে ভাজিয়া একখানি থালায় রাখিবেন। পরে একটি হাড়ীতে এক ছটাক আন্দাজ তৈল দিয়া পিয়াজ বাটা দেড় তোলা, হলুদ বাটা আধ তোলা এবং লঙ্কা বাটা দশ আনা ঢালিয়া দিয়া ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবেন। বাদামী বর্ণ হইয়া আসিলে জল ঢালিয়া দিয়া হাঁড়ীর মুখে সরা চাপা দিবেন। জল ফুটিয়া আসিলে, ভাজা মাছগুলি তাহাতে দিয়া পুনরায় সরা চাপা দিবেন। ফুটিতে আরম্ভ করিলে লবণ দিবেন। অনন্তর জ্বাল দিতে দিতে জল কমিয়া আসিলে যখন দেখিবেন, মশলাগুলি মাছের গায়ে মাখ-মাখ হইয়াছে, তখন নামাইয়া লইবেন। পিয়াজের বদলে আদা ও বাদাম বাটিয়া দিলেও চলিবে

কুমারী উষারাণী মজুমদার
নূতন বাজার,
বাউড়িয়া।

(৮০)

গোরা কালিয়া

উপকরণ ও পরিমাণ :—মাংস এক সের, ঘৃত আধ সের, বাদাম আধ পোয়া, পিয়াজ আধ পোয়া, দুধের সর এক পোয়া, দারুচিনি দু-মাসা, এলাচ দু-মাসা, লবঙ্গ দু-মাসা, মরীচ চারি মাসা, ধনে তিন তোলা, আদা তিন তোলা, জাফরাণ এক আনা, লবণ ও লঙ্কা বাটা পরিমিত।

প্রণালী :—প্রথমে ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া পাকাইয়া লইবেন। পরে তাহাতে পিয়াজ দিয়া নাড়িতে থাকিবেন। এখন উহাতে মাংস ঢালিয়া দিয়া কসিতে আরম্ভ করিবেন। জ্বালে মাংসের জল মরিয়া আসিলে, ধনে-বাটা, লঙ্কা-বাটা, লবণ, অখণ্ড গন্ধদ্রব্য, জাফরাণ এবং পরিমিত জল দিয়া সিদ্ধ করিবেন। সু-সিদ্ধ হইলে ঘৃতে লবঙ্গ ফোড়ন দ্বারা সম্বরা দিবেন। দুই-একবার ফুটিয়া উঠিলে, ভাজা বাদাম বাটা, সর এবং গরম মশলা দিয়া নামাইবেন। এই কালিয়াতে গা-মাখা গোছের ঝোল রাখিবেন।

কুমারী গীতিকা বসু
খাওারিবাজার,
লক্ষ্ণৌ

(৮১)

ডিমের পোচ

উপকরণ :—যতগুলি পোচ হবে ততগুলি মুরগীর ডিম। যদি ৪টে ডিম হয় তবে ২টি পেঁয়াজ খুব মিহি করে কাটুন এবং ঠিক ততখানি আদাও ঐ ভাবে কাটুন, আর সামান্য কাল মরিচ গুঁড়ো। একটা পরিষ্কার চাটু উনানে চড়ান, তাতে খানিকটা মাখন দিন, এইবার একটা ডিম নিয়ে চামচে করে মুখটা ভেঙ্গে চাটুতে ডিমটা ঢেলে দিন, খুন্তি দ্বারা ডিমের শ্বেত অংশটুকু চাটুর চারিপাশে ছড়িয়ে দিন একটু সাবধানে ছড়াবেন যেন কুসুমটি না ভাঙ্গে। সেই পাতলা জিনিষটা চারপাশ থেকেই কুসুমটির উপর রাখুন, তাহলে একটি চৌকনা বরফির মত হবে। এইবার উল্টে দিন। খুব বেশী যেন না ভাজা হয়, এইটি খেতে খুব সুস্বাদু। কিন্তু ঠিক এইভাবে করা চাই নচেৎ ভেঙ্গে যায়।

কুমারী অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায়
C/o তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
এলাহাবাদ

(৮২)

বাঁধা-কপির টিক্‌লি কালিয়া

প্রথমে বাঁধা কপি ছোট করে কুটে নিয়ে জলে সিদ্ধ করে নিতে হবে। বেশ নরম হয়ে গেলে জল নিংড়ে ভাল করে

সরল সীবন-শিক্ষা

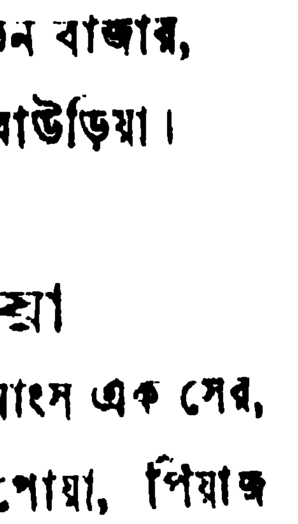

১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।

মূল্য ১॥০ মাত্র।

৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

চটুকে নিয়ে কিছু বেসন, লঙ্কা, হলুদ এবং ধনে বাটা দিয়ে বেশ করে মেখে নিন্। তারপর ছোট বড়া তৈরি করে তেলে লাল করে ভেজে নিন্।

কিছু আলু ডালনার মত করে কেটে তেলে ভেজে নিন্। ভাজা হয়ে গেলে পরিমাণ মত হলুদ, লঙ্কা, ধনে বাটা, দই এবং চিনি দিয়ে আলুগুলো কষে' নিন এবং কষা হয়ে গেলে জল ঢেলে দিন। আলুগুলি সিদ্ধ হয়ে গেলে নামাবার কিছু আগে ঐ বড়াগুলি ছেড়ে দিন, তারপর একটু নেড়ে চেড়ে ঘি এবং গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নিন্। খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু।

শ্রীহিরণ প্রভা বিশ্বাস
খলিফাবাগ, লক্ষ্ণৌ।

সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য

বনকুসুম
কেশ-তৈল

বনকুসুম
স্নো

ক্যান্থারাইডিন অয়েল

আপনার মার্জ্জিত রুচির সম্পূর্ণ পরিপোষক

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১
আগফা এবং সেলো ফিল্ম মাত্র ১।০ এবং ফ্রি ডেভলাপ করা হয়—

নারীলোক

ডলেন সোয়েটার
(৩য় পর্ব্ব)

গত ১০ম ও ১৪শ সংখ্যা দীপালীর "পোষাক পরিচ্ছদ" বিভাগে মৎ লিখিত সোয়েটারের কতকগুলি প্যাটার্ণ প্রকাশিত হইয়াছে তজ্জন্য মাননীয় দীপালীর কর্তৃপক্ষ ও সহৃদয়া নারীলোক পরিচালিকাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। নিম্নলিখিত প্যাটার্ণগুলি যে কেবল সোয়েটারেরই প্যাটার্ণ তাহা নহে। ইচ্ছা করিলে ঐ প্যাটার্ণগুলির দ্বারা "উলের ব্লাউজ" 'স্কার্ট' এবং 'মাফলারও' বুনা যাইতে পারে। পরিশেষে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে যাহাদের জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে তাঁহাদের এইগুলি বোধগম্য হইতেছে কিনা? যদি না হয় তবে পরবর্ত্তী কোন নূতন বিষয়ের অবতারণা করা নিরর্থক হইবে।

পেঁয়াজ প্যাটার্ণ

১ম কাঁটা—২টী উল্টা ৩টী সোজা, ২টী উল্টা, ১৫টী সোজা, ২টী উল্টা, পুনরাবৃত্তি করুন।

২য় কাঁটা—সোজার জায়গায় সোজা, উল্টার জায়গায় উল্টা।

৩য় কাঁটা—২টী উল্টা, ৫টী সোজা, ২টী উল্টা ১৩টী সোজা, ২টী উল্টা, পুনরাবৃত্তি করুন।

৪র্থ কাঁটা—সোজার যায়গায় সোজা, উল্টার যায়গায় উল্টা।

৫ম কাঁটা—২টী উল্টা, ৭টি সোজা, ২টী উল্টা, ১১টী সোজা, ২টী উল্টা, পুনরাবৃত্তি করুন।

৬ষ্ঠ কাঁটা—সোজার যায়গায় সোজা, উল্টার যায়গায় উল্টা।

৭ম কাঁটা—২টী উল্টা, ৯টী সোজা, ২টী উল্টা, ৯টী সোজা, ২টী উল্টা, পুনরাবৃত্তি করুন।

৮ম কাঁটা—সোজার যায়গায় সোজা, উল্টার যায়গায় উল্টা।

৯ম কাঁটা—২টী উল্টা, ১১টী সোজা, ২টী উল্টা, ৭টী সোজা ও ২টী উল্টা, এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

১০ম কাঁটা—সোজার যায়গায় সোজা, উল্টার যায়গায় উল্টা।

১১শ কাঁটা—২টী উল্টা, ১৩টী সোজা, ২টী উল্টা, ৫টী সোজা, ২টী উল্টা, এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

১২শ কাঁটা—সোজার যায়গায় সোজা, উল্টার যায়গায় উল্টা।

১৩শ কাঁটা—২টী উল্টা, ১৫টী সোজা, ২টী উল্টা, ৩টী সোজা, ২টী উল্টা, এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

১৪শ কাঁটা—সোজার যায়গায় সোজা, উল্টার যায়গায় উল্টা। এখান হইতে আবার প্রথম কাঁটার মত বুনিয়া চলিবেন।

বাস্কেট প্যাটার্ণ

১ম কাঁটা—৪টী সোজা, ৪টী উল্টা, এই রকম করিয়া ৬ষ্ঠ কাঁটা পর্য্যন্ত বুনিয়া চলুন।

৭ম কাঁটা—সোজার যায়গায় উল্টা, উল্টার যায়গায় সোজা। এখান হইতে আবার প্রথম কাঁটার মত হইবে।

"থাটাল প্যাটার্ণ"

১ম কাঁটা—২ সোজা, ১ উল্টা, পুনরাবৃত্তি করুন।

২য় কাঁটা—১ সোজা, ১ উল্টা, পুনরাবৃত্তি করুন।

৩য় কাঁটা—প্রথম লাইনের মত।

৪র্থ কাঁটা—২য় কাঁটার মত।

৫ম কাঁটা—প্রথম কাঁটার মত।

৬ষ্ঠ কাঁটা—১ উল্টা, ২ সোজা, ২ উল্টা, ১ সোজা, পুনরাবৃত্তি করুন।

৭ম কাঁটা—৬ষ্ঠ কাঁটার মত।

মৌচাক প্যাটার্ণ

১ম লাইন—১ সোজা, সামনে সুতো, ১ জোড়া, পুনরাবৃত্তি করুন।

সর্ব্বশেষে ১ সোজা, প্রথম সারির মত সমুদয় বুনিতে হইবে।

মটর প্যাটার্ণ

১ম কাঁটা—১ সোজা, সামনে সুতো, ১ তোলা, ১ জোড়া, তোলা ঘর ফেলিয়া দিন। সামনে সুতো, ১ সোজা, পুনরাবৃত্তি করুন।

২য় কাঁটা—সব উল্টা।

৩য় কাঁটা—১ জোড়া, সামনে সুতো, ১ সোজা।

সাগুদানা প্যাটার্ণ

১ম কাঁটা—১ সোজা, ১টী উল্টা, এরূপে পুনরাবৃত্তি করুন।

২য় কাঁটা—সোজার যায়গায় - উল্টা, উল্টার যায়গায় সোজা।

নারিকেল ফুল প্যাটার্ণ

১ম কাঁটা—১ কাঁটা সোজা।

২য় কাঁটা—১ কাঁটা উল্টা।

৩য় কাঁটা—১ কাঁটা জোড়া।

৪র্থ কাঁটা—১ কাঁটা ঘর তোলা।

সাগুদানা, বাস্কেট ও নারিকেল ফুল, এই প্যাটার্ণ ৩টী খুবই সোজা। তজ্জন্য প্রথম সোয়েটার শিক্ষার্থিনীরা এই ৩টী প্যাটার্ণ প্রথমে আয়ত্ত করিয়া অন্য গুলিতে হাত দিবেন। তাহা হইলে অন্যান্য প্যাটার্ণ গুলি খুব শীঘ্রই বোধগম্য হইবে।

কুমারী কনক সেনগুপ্তা
পাটপুর রোড, বাঁকুড়া

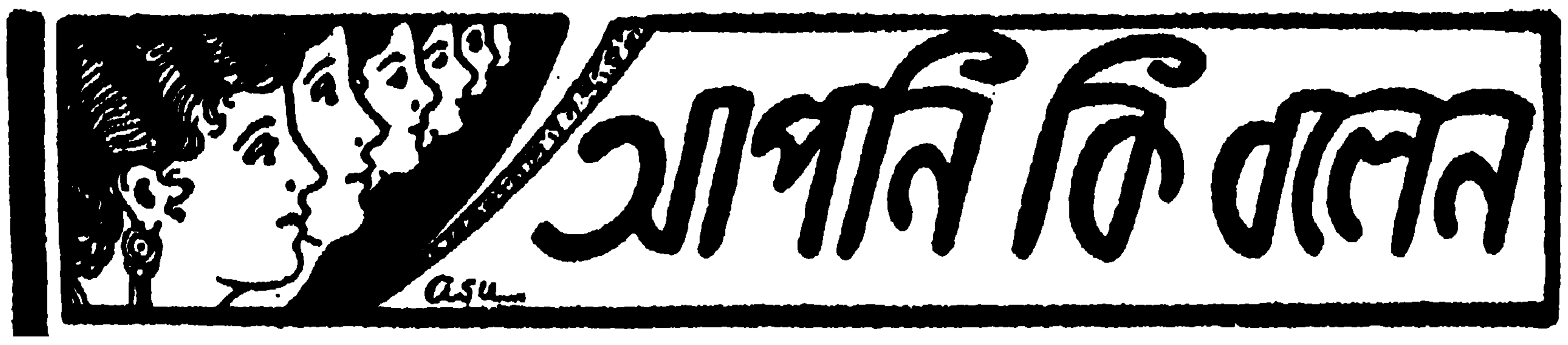

(৪৩)

শ্রীমতী লতিকা পাল, গড়পার রোড্,
কলিকাতা—

আপনার জ্ঞাতব্য কথাটি বাড়ীর পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেই যখন অনায়াসে জানিতে পারেন, তখন সামাজিক বা ধর্ম্মীয় ব্যাপার পত্র-পত্রিকায় আলোচনা করিয়া কি অধিক জ্ঞানলাভ করিবেন, বুঝি না।

(৪৪)

"ডিমের রুটি" ও "দেলখোস মিঠাই"

শ্রদ্ধেয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু:—

মহাশয়া,

গত ১৩শ সংখ্যা দীপালীতে (Thursday, March 28, 1940) রেঙ্গুন থেকে মাননীয়া ভগিনী শ্রীমতী কিরণময়ী দত্ত দীপালী-রান্নাঘরে প্রকাশিত আমার "ডিমের রুটি" এবং "দেলখোশ্ মিঠাই" সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর আমি সানন্দে দিচ্ছি।

১। "ডিমের রুটি"—(S. No. 26—June 29, 1939).

আমি লিখেছি, যে—"ডিমের ওজনের অর্দ্ধেক সাদা ময়দা ডিমের সঙ্গে খুব ভাল ক'রে মিশিয়ে নিন্। তারপর চিনির শিরা তার সঙ্গে মেখে সেগুলো ছোট ছোট গুলি ক'রে, রুটি বানিয়ে ওপরে বাদাম, পোস্তদানা-পেষা লাগিয়ে দিন্।" কিন্তু ভগিনী লিখেছেন,—"ইহার প্রস্তুত প্রণালীতে ডিমের ওজনের অর্দ্ধেক সাদা ময়দা মিশাইতে লিখিয়াছেন। ইহাতে গুলি বা লেচি হইবে কি?" কিন্তু তিনি বোধ করি লক্ষ্য করেন নি যে চিনির শিরা ওর সঙ্গে মাখতে হবে, মেখে নিলে তবে গুলি বা লেচি হবে। এখানে ভুল আমার হয়নি, হয়েচে শ্রীমতী কিরণময়ী দত্তেরই।

২। "দেলখোশ্ মিঠাই"—(S. No. 27—July 6, 1939).

"দেলখোশ্ মিঠাই"এ চিনি ব্যবহার করাও যায়, ইচ্ছে হ'লে না করাও যায়। খেতে ভাল-লাগা, না-লাগা—সে নিজেদের tasteএর ওপরেই নির্ভর করে। সে যাই হোক—চিনি না দিলে ক্ষতি নেই। আর চিনি দিতে হ'লে দ্বিতীয় বার ঘিয়ে ভাজ্বার সময় চিনি দিতে হবে! ভগিনী শ্রীমতী

কিরণময়ী দত্তকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। চিঠিখানি নারীলোকে স্থান পেলে বাধিতা হব।

আপনি আমার শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানবেন।

ইতি—

—জেব্-উন্-নেসা

Thana Road,

Bogra.

(৪৫)

"কাসুন্দী" প্রস্তুত

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা,

সমীপেষু—

মহাশয়া,

শ্রীমতী সুধারাণী মিত্র রেঙ্গুন হইতে জানিতে চাহিয়াছেন যে কাসুন্দী কি করিয়া তৈয়ারী করিতে হয়, আশা করি আমার এই পত্রটি ছাপাইয়া, তাঁহাকে জানাইবেন।

যতগুলি আম দরকার ততগুলি আম চার ফালি করিয়া কাটিয়া লইবেন। ঐ আমগুলি, পরিমাণমত রাই, নুন আর একটু সজনে গাছের শিকড় আর গোটাকয়েক আঁকড়া ফল (আঁকড়া ফল এক রকম কাঁটা ফল, যেখানে-সেখানে দেখা যায়) দিয়ে এক সঙ্গে ছেঁচে, হাত দিয়ে মাখিয়ে কাঁচের পাত্রে করিয়া রাখিয়া দিবেন। রৌদ্রে দিবেন, আঁকড়া ফল আর সজনে গাছের শিকড় দিলে বেশ ঝাল হয়।

বলতে পারি না, ঐ শিকড় বা ঐ ফল রেঙ্গুনে পাবেন কিনা, তার জন্য আর একটি প্রণালী জানাই, তবে তাকে 'কাসুন্দী' বলে না, "কাসুণ" বলে। প্রথমে গোটাকয়েক আম ঐ রকম করে কেটে, ছেঁচে, একটি বোতলের ভিতর রেখে, বেশ খানিকটা রাই, পরিমাণমত নুন আর ভাল সরিষার তেল এক সঙ্গে নিয়ে ঐ বোতলের ভিতর ঢেলে দিন। খানিকটা নাড়া-চাড়া করে রেখে দেবেন, রৌদ্রে দেবেন। আমগুলি নীচে বসে গেলে একটু একটু ঢেলে খাবেন, শাক ভাজাতে বা ভাতে মাখিয়ে খেতে খুব ভাল লাগে।

নমস্কার জানবেন।

ইতি,

শ্রীঅপর্ণা মুখোপাধ্যায়,

(৪৬)

(ক)

"গোলাপ পাতা" প্যাটার্ণ

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া—

১২শে বৈশাখ ১৩৪৭ সালের ১৮শ সংখ্যা দীপালীতে কুমারী ললিতা ঘোষ "পোষাক পরিচ্ছদ" বিভাগে 'গোলাপ পাতা' প্যাটার্ণ দিয়াছেন। ৭ম লাইনটা বুঝতে পারলাম না, উনি প্রথমে লিখেছেন ৯টা ঘর হিসাবে বুনতে হবে, অথচ ৭ম লাইনে ৮টা ঘর বোনা হচ্ছে এবং কাঁটায় ৯টা ঘর উঠছে। বাকি ১টা ঘর কি করবো? তিনি যদি অনুগ্রহ করে একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেন তাহলে এ প্যাটার্ণটী বুঝতে পারি।

আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

ইতি—

শ্রীমতী জয়া ভড়

জামসেদপুর।

(খ)

মাননীয়া,

গত ২রা মে ১৮শ সংখ্যায় দীপালীতে কুমারী ললিতা ঘোষ "পোষাক পরিচ্ছদের" ভিতর "গোলাপ পাতা" প্যাটার্ণ বুনিবার নিয়ম দিয়াছেন, আমি লেখা অনুযায়ী বুনিয়া দেখিলাম যে ৭ম লাইনের শেষে সোজা ১ আছে, কিন্তু ঐ ভাবে করিলে ৯ ঘর মেলে না। কাজেই আমি জোড়া করিয়া গেলাম। কিন্তু অনেকবার করিয়া দেখিলাম যে উদ্দেশ্যানুযায়ী প্যাটার্ণটী উঠিল না।

কেরামতী-দর্পণ

মেস্‌মেরিজমের নবীন আবিষ্কার

এ দর্পণে যে কোনও বয়সী স্ত্রী ও পুরুষ দেখিতে পারে। এ দর্পণে মৃত আত্মার দর্শন মিলে এমন কি মৃতের সহিত কথাবার্ত্তাও বলা যাইতে পারে। এ দর্পণে গুপ্ত ধনের সন্ধান, চুরি ধরা, মোকদ্দমায় জয়পরাজয় জানা, লটারী ও রেসের হারজিত জানা, রোগ আরোগ্য হইবে কি না জানা, যে কোনও মুস্কিলের পূর্ব্বাভাষ পাওয়া, চাকরী, মোকদ্দমা, বিপদে বিজয় প্রাপ্তি, বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখা ও সংবাদ প্রভৃতি লওয়ার জন্য ইহা একটী জীবন্ত ও অদ্ভুত আবিষ্কার। প্রত্যেক গৃহে এই দর্পণ একটী করিয়া থাকিলে সময়ে বিশেষ লাভবান হইবেন। মূল্য-২।৵০ ডাকব্যয়-।।৵০

ঠিকানা—এমেরিক্যান ম্যাজিক হাউস,

পোষ্টবাক্স নং ৪৬ DC, অমৃতসর

পত্রলেখা

(১৬)

ইষ্ট বেঙ্গল ক্রসওয়ার্ড কম্পিটিশন

মাননীয় "দীপালী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক "দীপালী"র ১৯শ সংখ্যায়, ইষ্টবেঙ্গল ক্রশ ওয়ার্ড কমপিটিশনের বিরুদ্ধে, শ্রীযুত পবিত্র কুমার দে মহাশয় লিখিত অভিযোগ-পত্রখানি পড়িয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। কারণ আমরা আমাদের ৪নং প্রতিযোগিতায় ৩য় পুরস্কার ৮৹ আনা নির্দ্দিষ্ট সময় মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতেছিলাম, কিন্তু বহু প্রতিযোগী যাঁহারা উক্ত পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছিলেন তাঁহারা আমাদের পত্র দ্বারা জানাইলেন যে "৮৹ আনা মনিঅর্ডার করিতে ৵৹ আনা মনিঅর্ডার কমিশন বাদ যায়। তাহা হইলে আমরা মোটে পাই ।৵৹ আনা। তাই জানাচ্ছি যে আপনারা উক্ত পুরস্কার মনিঅর্ডারের পরিবর্ত্তে যদি এক আনা মূল্যের ১২খানি ডাক টিকিট পাঠান তাহ'লে আমাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।"

প্রতিযোগীদের সুবিধার জন্য আমরা উক্ত সর্ত্তে রাজী হইয়া উক্ত প্রত্যেক ৩য় পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রতিযোগীদের একআনা মূল্যের ১২খানি ডাক টিকিট ডাকযোগে পাঠাই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের পাঠাইবার পরও অনেকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা পুরস্কারবাবদ কোন ডাক টিকিট পান নাই। আমরা তখন উক্ত পুরস্কার পুনরায় মনিঅর্ডার করিয়াছি।

আমরা শ্রীযুত পবিত্র কুমার দে মহাশয়কে জানাইতেছি যে, সত্যই যদি তিনি উক্ত পুরস্কারবাবদ ডাক টিকিট না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে দীপালীর ন্যায় বহুল প্রচারিত পত্রিকায় উক্ত অভিযোগ-পত্রখানি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমাদের একবার জানান উচিত ছিল নাকি? আমাদের ৫নং প্রতিযোগিতায় যাহারা ২য় এবং ৩য় পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেককে উক্তরূপ ডাক টিকিট পাঠান হইয়াছে। যদি কোন প্রতিযোগী না পাইয়া থাকেন তাহা হইলে কোন পত্রিকায় অভিযোগ-পত্র প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে যেন দয়া করিয়া অন্ততঃ আমাদের একবার জানান। আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইতেছি।

বিনীত
শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজার
ইষ্ট বেঙ্গল ক্রসওয়ার্ড কম্পিটিশন,
৬২।২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

আশা করি তিনি পরের সংখ্যায় প্রণালীটী সরলভাবে বুঝাইয়া দিবেন।

ভগ্নিগণের প্রতি

আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও রুমাল-কোনা হাতা ('অধিকার' প্লে'তে ইন্দিরার গায়ে আছে ও দীপালীর ২২শে চৈত্র সংখ্যায় Cover pageএ "ব্যবধানের" ছবিতে প্রতিমা দাশগুপ্তার গায়ে আছে) তৈয়ার করিতে পারিলাম না। যদি কোন ভগ্নি ঐ হাতা কাটিতে জানেন, তবে দয়া করিয়া প্রণালীটী "দীপালী" পত্রিকায় প্রকাশ করিলে সুখী হইব ইতি—

কুমারী কণা গুহঠাকুরতা
পোঃ ঠাকুরগাঁও
(দিনাজপুর)

(১৭)

শ্রীযতীন্দ্র নাথ সেন, ৫৭ কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[যে-সব লেখক লেখিকাদের গল্প ও প্রবন্ধ দীপালীতে ছাপা হয়, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটেই, কাগজ বাহির হওয়া মাত্রই, তাঁহার লেখা-সম্বলিত একখানি কাগজ রচনার সহিত প্রাপ্ত ঠিকানায় যথারীতি পাঠান হয়। আপনি যদি কোনও কারণে (অবশ্য বহু কারণে না পাইবার সম্ভাবনা আছে) তাহা না পান, তাহা হইলে, আমরা পাঠাই না বা আপনাকে পাঠান হয় নাই, এরূপ মনে করার মধ্যে যে মনোভাব, দুঃখের বিষয়, তাহার সহিত আমরা একমত নহি।

পুরাতন সংখ্যা দীপালীর মূল্য দেড় গুণ

ব্রেষ্টো—নারীর বক্ষঃস্থল সুদৃঢ় ও চির উন্নত রাখিতে শ্রেষ্ঠ ২॥০। রোকো এক বৎসর গর্ভ বন্ধ রাখিতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং শ্রেষ্ঠ ১৲। ভার্জ্জিনা বহু সন্তানের জননীকে কুমারীত্ব প্রদান করিতে অব্যর্থ ১॥০৲। ইউনানী ড্রাগ হাউস ৭, ক্রীক রো, কলিকাতা

কামশাস্ত্র
বিনামূল্যে
জীবনে সুখ ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও
স্ত্রী নারীর অবশ্য পাঠ্যপুস্তক
...ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ, 'শান্তি'
নির্দ্দোষ
সুপ্রসিদ্ধ আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১॥০, ২॥০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২।০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬।০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

যে কেন করা হইয়াছে তাহার কোনও কারণ প্রদর্শন করা আমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করি।]

(১৮)

শ্রীবুদ্ধদেব মণ্ডল, দেশবন্ধু পাঠাগার, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) জানাইতেছেন—১৩শ সংখ্যা দীপালীতে প্রকাশিত শ্রীননী গোপাল চক্রবর্ত্তীর গল্পটি গত পৌষ মাসের প্রবাসীতে তিনি পূর্ব্বে আর একবার প্রকাশ করিয়াছেন।

(১৯)

শ্রীজহর লাল বসু, ১৯ রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া হইতে জানাইতেছেন—(১) "বড়বাবু" নামক ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত গল্পটি অন্য একজন লেখকের "কেরানী" গল্পেরই বিনা অনুমতিতে আত্মসাৎ।

(২) দেবদত্ত ফিল্মস্ লিঃর অধুনা প্রকাশিত ছায়াচিত্র "কৃপণে কৃপণে" গল্পটির লেখক চিত্র-পরিচয়ে যদিও শ্রীত্রিপুরা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আছে, আসলে ওটি শ্রীঅখিল চন্দ্র নিয়োগীর লিখিত "বেহাই বেহাইয়ে" নামক, গত শারদীয়া সংখ্যা ভগ্নদূতে প্রকাশিত গল্পেরই নাকি রূপান্তর।

[উভয়কেই স্বপ্রতিষ্ঠা করিতে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি।]

(২০)

শ্রীমতী ইন্দিরা ভৌমিক, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে জানাইতেছেন—

সন ১৩৪৬।২৯শে চৈত্র তারিখের দীপালীতে প্রকাশিত শ্রীপ্রতুল চন্দ্র ঘোষের "বিলম্বিত" গল্পটি নাকি ১৩৪৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা "জয়শ্রী" পত্রিকাতেও পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে।

[শ্রদ্ধেয়া লেখিকা মহোদয়া ইহাতে ব্যথিত হইয়াছেন, কিন্তু ইহাতে দুঃখ করিবার বড় কিছু নাই; কারণ ঠক্ বাছিতে গ্রাম উজাড় হইয়া যাইবে।]

(২১)

মোঃ এন্. ইসলাম বাবুখাঁ, আলমনগর, রংপুর, হইতে লিখিয়াছেন—"রংপুর কৈ?" দীর্ঘকাল হইতে তিনি দীপালীর নিয়মিত পাঠক। দীপালীর নারীলোকে ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ স্থান হইতেই হিন্দু ও মুসলমান মহিলারা নারীলোকে লিখেন, অথচ এযাবৎ রংপুরের অধিবাসিনী কোনও নারীর রচনা তিনি দীপালীতে দেখিতে না পাইয়া, বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

[রংপুরের পাঠিকাগণের এদিকে আমরাও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।]

(২২)

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দে, আঁটপুর, হুগলী, হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের মতই হুগলী জেলার কোনও মহিলাকে নারীলোকে প্রকাশিত নিয়মিত আলোচনায় লিখিতে না দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

[লেখিকা মহোদয়া যদি নিয়মিত দীপালী পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার দুঃখ করিবার কিছুই থাকিবে না, কারণ হুগ্‌লী জেলার বহু লেখিকাই দীপালীতে লিখিয়া থাকেন।]

গল্প

সেফ্‌টিপিন্‌

—শ্রীহরিপদ গুহ

বছর তিনেক হইল ললিতার সহিত প্রণবের বিবাহ হইয়াছে। এই কয়টা বছর তাহাদের কী আনন্দেই না কাটিয়াছে! জীবনের কষ্টিপাথরে যে দাগ পড়িয়াছে, তাহা সহজে মুছিয়া যাইবে না। তাহাদের সুনিবিড় প্রণয়-লীলা দেখিয়া মুগ্ধ বন্ধুর দল আখ্যা দিয়াছিল—কপোত-দম্পতী।

শীতের হিমজর্জর সন্ধ্যা।

প্রণবের বাড়ী আসিতে আজ দেরী হইতেছিল। কথা ছিল কিন্তু যে, সে সকাল সকালই আসিবে। কারণ ললিতার ক্লাস-ফ্রেণ্ড লীলার আজ বিবাহ। তাহাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, তাহাকে যাইতেই হইবে সেখানে। তাহারা সস্ত্রীক যাইবার জন্যই অনুরুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু মুখচোরা প্রণব কোনো মতেই যাইতে রাজী হয় নাই। বাধ্য হইয়া শেষটা ললিতা ঠিক্ করিয়াছিল যে, সে একাই যাইবে!

স্বামীর বিলম্ব দেখিয়া সে চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিল। ইহার পর আর কখন সে যাইবে সেখানে? স্বামীর এমন কি কাজ? একদিনও কি সকাল-সকাল আসা যায় না? তাহার উপর সত্যই আজ ললিতার খুব রাগ হইতেছিল!

সে সাজ-গোজ করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। প্রণব আসিলে তাহার যেন দেরী না হয়!

প্রণব বাড়ী ঢুকিতেই ললিতা তাহাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিল তাহার কান্না আসিতেছিল। কোন প্রকারে নিজেকে সংযত করিয়া, মুখে আবার খানিকটা পাউডার মাখিয়া লইল।

প্রণব নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে স্নিগ্ধকণ্ঠে ললিতাকে বলিল: কি করবো বলো? হঠাৎ এমন কতকগুলি দরকারী কাজ এসে গেল যে কিছুতেই তাড়াতাড়ি আসা সম্ভব হয়ে উঠল না!

ললিতা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল: থাক্ আর সাফাই গাইতে হবে না! তোমার যা ভালবাসা তা আর আমার জানতে বাকী নেই! আমার যাওয়া যাতে না হয়, তাই দেরী করে আসা হলো! বুঝেছি গো বুঝেছি!

প্রণব কাতর ভাবে বলিল: আমার কথা বিশ্বাস কর ললিতা, সত্যি, আমি ইচ্ছা করে দেরী করি নি!

ললিতা মুখ ভার করিয়া বলিল: খুব হয়েছে,—এখন আমার সেফ্‌টিপিন্‌টা দাও তো! ওটার জন্যই আমাকে আটকে থাকতে হয়েছে, নইলে কোন্ কালে আমি চলে যেতুম!

প্রণব তাড়াতাড়ি তাহার মাফ্‌লার হইতে সেফ্‌টিপিন্‌টা খুলিয়া ললিতার হাতে দিল।

ললিতা সেটা তাহার কাপড়ে লাগাইতে লাগাইতে বলিল: তোমার খাবার ঢাকা রয়েছে, খেও! আমার আর দেরী করবার উপায় নেই, চললুম! আঁচলটা ঘুরাইয়া গটগট্ করিয়া সে তাহার সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রণব কিছুক্ষণ তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। তাহার পর সে উঠিয়া পা ধুইতে গেল।

ললিতা যখন ফিরিল—তখন অনেক রাত্রি।

প্রণবের এক ঘুম হইয়া গিয়াছে। সে তখন ছট্‌ফট্ করিতেছিল। দ্বারের কাছে মোটর আসিয়া থামিতেই, সে উঠিয়া গিয়া কপাট খুলিয়া দিল।

ললিতার মুখ ভার।

সে প্রণবের সহিত একটা কথাও বলিল না। তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া মেঝেতে একটা মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

প্রণব যেন কেমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল

এত রাত্রে স্ত্রীকে ঘাঁটাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে নীরবে গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার কিন্তু ঘুম আসিতেছিল না; একটা ভাবী আশঙ্কায় সে মনে মনে সশঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল।

প্রণবের যখন ঘুম ভাঙিল, তখন অনেকখানি বেলা হইয়াছে। ললিতা কখন উঠিয়া গিয়াছে, সে টেরও পায় নাই। প্রণব মুখ চোখ ধুইয়া একখানি মাসিক পত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। ললিতা নিত্যকার মত আজ আর তাহাকে চা এবং জলখাবার দিয়া গেল না।

বসিয়া বসিয়া সে ললিতার কথাই ভাবিতেছিল। তাহার রাগের হঠাৎ এমন কি কারণ উপস্থিত হইল তাহা সে বহু ভাবিয়াও আবিষ্কার করিতে পারিতেছিল না। ললিতা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে ঘরে প্রবেশ করিল। সে স্বামীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল: অফিসের কাজের জন্য আসতে কাল তোমার দেরী হয়েছিল, না? আমাকে বোকা

পেয়েছ! ছিঃ তোমার যে এমন জঘন্য প্রবৃত্তি তা জানতুম না!

প্রণব বিস্মিত কণ্ঠে বলিল: কি বলছ তুমি ললিতা? তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

ললিতা হুঙ্কার দিয়া বলিল: আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তাই বুঝি আমার সেফ্‌টিপিনের বদলে বীণা বোসের সেফ্‌টিপিন্ নিয়ে এসেছ? জান, পাপ কখনো গোপন থাকে না। তোমার যে ভেতরে ভেতরে এত তা' জান্‌তুম না! তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল।

প্রণব অবাক্ হইয়া গেল।

সেফ্‌টিপিনটা লইয়া দেখিল—সত্যই তাহাতে 'বীণা বোস' লেখা রহিয়াছে। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। এ কী তাজ্জব ব্যাপার! কেমন করিয়া যে এটা বদল হইল, কিছুতেই সে তাহা ভাবিয়া পাইল না। ছল ছল চোখে সে ললিতার দিকে চাহিয়া রহিল।

স্বামীর অবস্থা দেখিয়া ললিতার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল; সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল—স্বামী হাতে-নাতে একেবারে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। রাগে সে ফাটিয়া পড়িতেছিল। ছিঃ ছিঃ ইহাকেই সে দেবতাজ্ঞানে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছিল! পুরুষ এমনই হীন বটে!

বেগতিক দেখিয়া প্রণব খুব সকাল সকালই অফিসের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। সে মনে করিয়াছিল—তখনও হয় তো কেহ আসে নাই। কিন্তু দেখিতে পাইল—বীরেন বোস তাহার পূর্ব্বেই আসিয়া বসিয়া আছে। তাহার মুখখানি একেবারে শুষ্ক—কালিমাখা। তাহাকে দেখিয়াই প্রণবের কেমন সন্দেহ হইল—ইহার অবস্থাও তাহার মতো নয় তো? সে ধীরে ধীরে বীরেনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল: কিহে, আজ যে রাত না ফুরুতেই এখানে এসে হাজির হয়েছ? ব্যাপার কি?

বীরেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল: আর ভাই বল কেন দুঃখের কথা। কাল অফিসে আস্‌বার সময় গৃহিণী আদর করে তাঁর সেফ্‌টিপিনটা গলায় এঁটে দিয়েছিলেন। অফিস থেকে ফিরে যত্ন করে খুলে রাখ্‌তে গিয়েই বাধ্‌ল বিভ্রাট! তিনি চীৎকার করে উঠ্‌লেন—ললিতা মিত্র!

চেয়ে দেখি—সেফ্‌টিপিন্‌টা তিনি উল্‌টে পাল্‌টে দেখ্‌ছেন—তারপরই জেরা—ললিতা মিত্র কে? বয়স কত? দেখতে কেমন?

তার পরের ঘটনা অনুমানেই ধরে নাও। এতবড় নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতী পুরুষের সঙ্গে বাস করার চেয়ে নরকে বাস করা ঢের ভাল ঠিক করে আপাতত তিনি বাপের বাড়ী গিয়ে উঠেছেন। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমিও ভ্যাবাচাকা হয়ে পড়েছিলুম—তাকে কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে পারি নি। কেমন করে কি যে হলো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

প্রণব হাসিয়া উঠিয়া বলিল: বাঁচালে দাদা! আমারও ওই দশা, তবে সুকৃতির মধ্যে—বাপের বাড়ী গিয়ে আর তিনি আমাকে গাড়ী ভাড়ার দায়ে বদ্ধ করেন নি।

সে আনুপূর্ব্বিক নিজের অবস্থার কথা বন্ধুকে জানাইল। এতক্ষণে মনে পড়িল—কাল বাড়ী যাইবার সময় দুইজনেই গলাবন্ধ খুলিয়া ভাল করিয়া বাঁধিয়া লয়। সেই সময় সেফ্‌টিপিন বদল হইয়া এই বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছে!

প্রণব বীরেনকে বলিল: তুমি ভাই আমার সঙ্গে চল। ব্যাপারটা সেখানে বলে সেফ্‌টিপিনটা তাঁকে দিও, তারপর আমি তোমার সঙ্গে তোমার শ্বশুর বাড়ী গিয়ে সব বলে তোমার পিন্‌টা দিয়ে আস্‌ব।

তাদের দুইজনের মাথা হইতে একটা প্রকাণ্ড গুরুভার নামিয়া গেল। হাসিমুখে দুই জনে সেই মতই কাজ করিল। শুনিয়াছি—ইহার পর আর তাহারা কখনও স্ত্রীর সেফ্‌টিপিন লয় নাই।

শনিবার ১৮ই মে হইতে
কলিকাতায়—
৩৩ সপ্তাহ
ভক্ত তুলসীদাস
এখন নাট্যপীঠে
চলিতেছে

রঞ্জিৎ মুভিটোনের
"নদী
কিনারে"
শনিবার ১৮-ই মে হইতে
——সিটিতে
৬ষ্ঠ সপ্তাহ

আর একখানি বিরাট চিত্র
অচ্ছুৎ
শীঘ্রই আপনাদের
চিত্ত বিনোদন করিবে
শ্রেষ্ঠাংশে: গহর, মতিলাল

মানসাটা
ফিলম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যখন আর সুবিধা হলো না, তখন বীরবর নিজেই কলম ধরেছেন দেখলুম। দীপালীর পাঠক ও পাঠিকারা যাঁরা ৪ঠা এপ্রিলের সংখ্যাটা পড়েছেন তাতে তাঁরা দেখেছেন যে আমি বাংলা দেশে পেশাদার কুস্তিগীরের অভাবের কথা উল্লেখ করেছিলুম। উমেশ মল্লিকস্ ক্লাবের সত্যেন মিত্রের নামে একখানা পত্র দীপালীতে বেরিয়েছিল—তাতে আমায় নেহাৎ নাবালকের মত জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল গামা, হামিদা, ইমাম, ছোটগামা ইত্যাদি এরা সব পেশাদার না এমেচার? তাতে জানালুম তাঁর অজ্ঞতা কোথায়? গুরুদেব এলেন শিষ্যের রক্ষায়—পেশাদার কুস্তিক্ষেত্রে বাঙালী কতটা এগিয়েছে—যেটা আমাদের আলোচ্য বিষয়—সে সম্বন্ধে কিছু জানা নাই অথচ শিষ্যকে (অথবা নিজেকেই!) অজ্ঞতারূপ অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে বললেন—'হামিদা ত গামার শিষ্য ছিলেন না, তার শালকও ছিলেন না। কুস্তি ভাগলপুরে হয় নি, ভাওয়ালপুরে হয়েছে ইত্যাদি।' এ ঠিক রবীন্দ্রনাথের সেই 'তৃষ্ণায় চাহিলাম এক ঘটি জল, তাড়াতাড়ি এনে দিল আধখানা বেল'-এর কথা মনে করিয়ে দেয় না কি?

'নকল' করেছি তা স্বীকার করছি, কেন না বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও অভিজ্ঞ লোকেদের কাছ থেকে সাংবাদিকদের সে সংবাদ সংগ্রহ করতে হয় তা যারা একটু এ সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখেন তারাই জানেন।

'ছাপাখানার ভূতের' কৃপায় ভাওয়ালপুর যদি ভাগলপুরে পরিবর্তিত হয়—সেটা আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

উমেশবাবুর 'মারাত্মক ভুল'গুলির উৎস-সন্ধান দিচ্ছি—এর উৎস হচ্ছে ১৯৪০ সালের ১১ই মার্চের অমৃতবাজার পত্রিকায় 'Ranking of Indian Wrestlers for 1940' নামক সারগর্ভ প্রবন্ধ।

আর তিনি যে ক'টা বাংলা দেশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের উল্লেখ করেছেন তাঁরা এমেচার গগনেই শোভা পাচ্ছেন, সে জন্য সে সম্বন্ধে আলোচনা করে আর সময় ও জায়গা দুইই নষ্ট করি কেন!!!

উমেশবাবুর জানা উচিত ছিল যে দীপালীর সুনাম বাজারের অন্যান্য কাগজের মতন এতই ঠুন্‌কো নয় যে কতকগুলি আত্মম্ভরী সমালোচকের নিতান্ত তুচ্ছ 'মারাত্মক' ভুলত্রুটী দেখিয়ে দেওয়াতে নষ্ট হবে। এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা প্রকাশিত হবে না।

•

খেলার মাঠ অন্যান্য বছরের মত জমে উঠছে না। আই, এফ, এর সঙ্গে যে ভাবে গোলমাল চলেছে—তার কোন মীমাংসা না হলে পর খেলার মাঠের উৎসাহ ক্ষীণ হয়ে পড়বে। যারা স্পোর্টসম্যান বলে পরিচয় দেন, তাঁরা যে কেমন করে এই অ-খেলোয়াড়ী মনোভাব প্রকাশ করেন তা' ধারণাতীত। বিরোধ মীমাংসা করবার জন্য বাংলার গভর্ণমেন্ট কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে যে কমিটি গঠন করেছেন—তা' কার্য্যকরী হবে না বলে মনে হয়, নিজেদের মধ্যে আপোষে যদি মীমাংসিত হয়—সেইটাই খুব ভাল নয় কি?

ই, বি, আর (৩) কাষ্টমস্ (০)

রেল দলের ভাল ফরওয়ার্ডের জন্য কাষ্টমস্ দল হেরে গেছে। নিধু মজুমদার ২ ও সামাদ ১টী গোল করেন, আব্বাস ও কে, ভট্টাচার্য্যকে কোন সুবিধা করতে দেয় নি।

পি, চক্রবর্ত্তী (মোহনবাগান)

সামাদ (ই, বি, আর)

বর্ডার (২) ক্যালকাটা (১)

ওয়েলডিং ও ল্যাং ২টী গোল দেন, ক্যালকাটার আর্চার্ড ১টী শোধ করেন। বর্ডার দলের খেলা ক্রমশঃ ভাল হচ্ছে।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১) ইষ্টবেঙ্গল (০)

ইষ্টবেঙ্গল যে গোলখানা খেয়েছে—সেটা সন্দেহজনক। রেল দলের বিরুদ্ধে যেভাবে তাঁরা খেলেছিলেন সেই রকম খেলা খেলতে সেদিন আর পারেন নি, রাখাল মজুমদারের খেলা খুব চমৎকার হয়। আমিনের খেলা মন্দ হয় নি। স্পোর্টিংয়ের করুণা ও মুস্তাফী ছাড়া আর কেউ সুবিধা করতে পারেন নি।

মোহনবাগান (২) এরিয়ান্স (১)

খেলতে নেমেই নির্মল মুখার্জ্জি একখানি গোল দেন অপ্রত্যাশিত ভাবে। তারপরে খেলা একটু জমতে আরম্ভ হয়। জিতেন ঘোষ দূর থেকে এমন একটি সট্ করেন যা' হাওয়ার জন্য গোলকিপার রাম ভট্টাচার্য্য বলের দূরত্ব ঠিক করতে না পারায় বলটী গোলে ঢোকে। জি, ব্যানার্জ্জি ১টী গোল শোধ করেন এবং কয়েকটী সুযোগ নষ্ট হয়। মোহনবাগানের নীলু মুখার্জ্জি সব চাইতে ভাল খেলেন। এরিয়ান্সের দলে মজুমদার, নাসিম ও প্রসাদ যা' একটু খেলেছেন, রাম ভট্টাচার্য্য কয়েকটী অব্যর্থ গোল রক্ষা করে বাহাদুরী লাভ করেন। এইটে মোহনবাগানের প্রথম জয়।

এরিয়ান্স (১) ই, বি, আর (১)

কোন মতে ই, বি, আর ড্র রেখেছে। খেলা আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই প্রসাদ আউট থেকে বলটী এনে গোলে ঠেলে দেন। তারপর নিধু মজুমদার গোলটি পরিশোধ করেন। এরিয়ান্স রেলদলকে কোন-ঠাসা করে রেখেছিল। প্রথমার্দ্ধে উভয়দল বেশ খেটে খেলেছিল। রেলদলের এস, বসুর খেলা দর্শনীয় হয়। সামাদ তাপ্পি দিয়ে কোনমতে নামটা রাখছেন দেখা গেল। এরিয়ান্সের নূতন গোলকিপার অমিতাভ মুখার্জ্জী বেশ সুন্দর খেলেছেন। দাশু মিত্র খুব বল জুগিয়েছেন। প্রসাদ একলা আর কি করবেন?

ই, বি, আর (২) রেঞ্জার্স (২)

প্রত্যেকে ২টী করে গোল দিয়ে খেলা ড্র করেছে। রেলদলের বি, সেন ২টী গোল দেন। রেঞ্জার্স দলের ব্রিজ ও লামসডেন ১টী করে গোল করেন। রেলদলের খেলা দেখবার মত হয়।

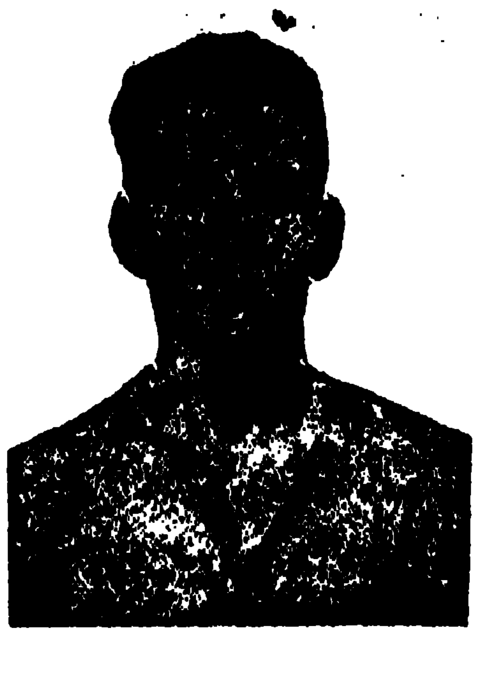

কে, ভট্টাচার্য্য (কাষ্টমস)

কালীঘাট (৩) ভবানীপুর (০)

ভবানীপুর কালীঘাটের কাছে যে আরও কিছু বেশী গোল খায় নি—সেটা বরাত বলতে হবে। খেলতে গেলে দস্তুর মত অভ্যাসের দরকার এবং সেইটারই অভাব দেখা গেল এঁদের মধ্যে। ভবানীপুরের ভূধর রায়চৌধুরী ও রাখাল ভট্টাচার্য্য যা' একটু পরিশ্রম করেছেন। কালীঘাটের কার আর নাম করবো—প্রত্যেকেই ভাল খেলেছেন। মোহিনী, রামালু ও যোশেফ গোল করেন।

কাষ্টমস (১) পুলিশ (১)

তীব্র প্রতিযোগিতার পর শেষ মুহূর্ত্তে পুলিশ দল পি ডি-মেলোর দ্বারা গোল শোধ করতে সক্ষম হয়। কাষ্টমস পক্ষে সিম্যান প্রথমে পেনালটীতে গোল করেন।

কালীঘাট (১) রেঞ্জার্স (১)

পেনালটি সটে রেঞ্জার্স হেরেছে। এদের খেলা ক্রমশ ভাল হচ্ছে। রুনু বসু গোলে ভাল খেলেছেন। আফতাব, মোহিনী ও সিংহ মন্দ খেলেন নি।

রেঞ্জার্স (৪) বর্ডার (১)

শোচনীয় ভাবে বর্ডার দল পরাজিত হয়েছে রেঞ্জার্স দলের কাছে। আর

সোসাইটির ভ্যালুয়েশন্ বৎসর

১৯৩৮

১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতি বৎসরই নব নব শক্তি সঞ্চয়ে শক্তিশালী।

এ বৎসর সোসাইটি উন্নতি ও অগ্রগতির আর একটি ধাপে উঠিল। এই সোসাইটির উপর জনসাধারণের বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা অগাধ ও অসীম। ধীর ও বিচক্ষণ পরিচালনায় গত ৬৬ বৎসরে সোসাইটি যে অভাবনীয় কার্য্য করিয়াছে, এখনও সেইরূপ ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতার সহিতই পরিচালিত হইতেছে।

১৯৩৭ সালে

কার্য্য হইয়াছে — ২,০২০২০০০ টাকার

বম্বে মিউচুয়্যাল লাইফ্ এসিওর‍্যান্স সোসাইটী লিঃ

হর্ণবি রোড :: ফোর্ট, বম্বে

ভারতবর্ষ সিংহল বর্মা ও বৃটিশ ইষ্ট-আফ্রিকার সর্ব্বত্র এজেন্সী আছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস

= জয়ন্তী =

—মূল্য ঃ আড়াই টাকা—

প্রাপ্তিস্থান : দীপালী গ্রন্থশালা ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

সুবৃহৎ উপন্যাস **মণিমালিনীর গলি**

দাম—দেড় টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

দীপালী গ্রন্থশালা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

রূপবাণীতে "তটিনীর বিচার"

ফিল্ম কর্পোরেশনের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন সুশীল মজুমদার। শ্রেষ্ঠাংশে অহীন্দ্র চৌধুরী, রাণীবালা, সুধীর মুখোপাধ্যায়, রমলা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা রায় প্রভৃতি। রূপবাণীতে দেখান হইতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের এই নাটকখানি মঞ্চে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে। অতি-আধুনিকা উচ্চশিক্ষিতা তরুণী তটিনীর সহিত বসন্ত নামক এক উচ্চবংশজাত উচ্চশিক্ষিত তরুণের আকণ্ঠ প্রণয়ে বাধা হইয়া দাঁড়াইল বসন্তের পূর্ব্ব প্রণয়িনী ললিতা নাম্নী এক শিক্ষয়িত্রী ও সমর নামক এক যুবক। উভয়ের বিবাহের যখন সব ঠিকঠাক, তখন তটিনী জানিতে পারিল যে তাহার পিতা একজন ফেরারী আসামী আর বসন্ত জানিতে পারিল যে তটিনীকে বিবাহ করিলে সে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে।

এই সময় ডাঃ ভোসের সহযোগিতায় বসন্তের সহিত ললিতার বিবাহ হইল। ডাঃ ভোস সাত বৎসর শিকাগোয় অবস্থান করিয়া চুরি, ডাকাতি, খুন, প্রবঞ্চনা, ব্ল্যাক-মেলিং প্রভৃতি বিদ্যায় অতীব পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়া ললিতাকে তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রধান অস্ত্র-স্বরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এদিকে অতি রহস্য-জনক ভাবে ললিতার মৃত্যু হইল এবং মরিবার সময় সে বলিয়া গেল যে তটিনীই তাহাকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছে। শেষে জানিতে পারা গেল যে ডাঃ ভোসই তটিনীর নিরুদ্দিষ্ট পিতা এবং তিনি নিজের জীবন দিয়া কি ভাবে তটিনীকে নির্দ্দোষ প্রমাণিত করিয়া গেলেন তাহাই বাকী অংশটুকুতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার চিত্রনাট্যে বহু গলদ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ ছবিখানির ভিতর আকর্ষণী-শক্তির একান্ত অভাব, সেইজন্য বিশ্রামের আগে পর্য্যন্ত দর্শকদের ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকা খুবই কষ্টকর। শেষের দিকটা বিশেষতঃ তটিনীর বিচারের দৃশ্যটি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমাদের দেশের বহু পরিচালকের ধারণা যে অর্দ্ধনগ্ন ফিরিঙ্গী নর্ত্তকীদের নৃত্য দেখাইলেই বুঝি দর্শকগণ ভাবিবে যে পয়সা খরচ সার্থক হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যেই হয়ত ঘন ঘন ক্যাসানোভার দৃশ্য এবং ক্যাবারে নৃত্য দেখানো হইয়াছে, কিন্তু ফল দাঁড়াইয়াছে অতি শুষ্কারজনক। নাট্যকার তাঁহার চরিত্রগুলির মুখ দিয়া বর্ত্তমান কালের চিন্তাধারা ও কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়াছেন কিন্তু চরিত্রগুলির অসম্পূর্ণতার জন্য সেগুলি মনে তেমন দাগ কাটিতে পারে না। ডাঃ ভোসের যে চরিত্র, তাহাতে যে পরিবর্ত্তন তাঁহার ঘটিল তাহাতে সামঞ্জস্যের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। মোটের উপর তটিনীর বিচার মঞ্চে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা যদি চিত্ররূপের সঙ্গে তুলনা করেন তাহা হইলে নিরাশ হইতে হইবে।

অভিনয়ের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী ডাঃ ভোসের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। রাণীবালার তটিনীর ভূমিকায় অভিনয় ভালই হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার বিপুল আয়তন চঞ্চলা চটুলা বিদুষী তরুণী সাজিবার যে অত্যন্ত পরিপন্থী তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইবে না। 'বসন্তে'র ভূমিকায় সুধীর মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় যদিও উচ্চ শ্রেণীর নহে, তথাপি তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। ইন্দিরা রায় (ললিতা) ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায় (সমর) উভয়েই আমাদের নিরাশ করিয়াছেন—চেহারা এবং অভিনয়—

লামসডেন একাই ৪টী গোল দেন। ওয়েলস মাত্র ১টী পরিশোধে সক্ষম হন। বর্ডারের এই পরাজয়ে সকলেই খুব আশ্চর্য্য হয়েছেন।

পুলিশ (১) এরিয়ান্স (০)

রাম ভট্টাচার্য্য পেনালটি সট্‌টী আটকেও শেষটা জমাতে না পারায় গোল খেতে বাধ্য হয়। পুলিশ দল কোন মতে এরিয়ান্সের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। গরগরি ও ছনে মজুমদার রক্ষণভাগে এমন সুন্দর খেলেন যে তাদের কাটিয়ে গোল দেওয়া বড় শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। পেনালটিতে পি, ডি-মেলো গোল দেন।

মোহনবাগান (২) ভবানীপুর (১)

যদিও ভবানীপুর প্রথম স্কোর করে তবুও শেষ রক্ষা করতে পারলে না। নন্দ রায় চৌধুরী ২টি গোল দিয়ে মোহনবাগানকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন।

ইষ্ট বেঙ্গল (১) ক্যালকাটা (১)

খেলাটি মোটেই জমাট হয় নাই। এ, হোসেন ও ম্যাকলাফলান উভয় পক্ষে গোল দেন।

ঋতু সঙ্কট যে কোন কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য ১॥০, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) লিখুন বা দেখা করুন—৮টা হইতে ১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়।

পুরুষোচিত অক্ষমতা (অল্পক্ষণ স্থায়ী, আংশিক, সম্পূর্ণ) হেতু মনঃকষ্ট, বনজ ঔষধ সেবনে চিরতরে দূর করিতে কোথাও বিফল হয় না। ১॥০, ঐ মালিশ বিনামূল্যে। ডাক খরচ ।০।

মিসেস দাস বনজ বিশারদ ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D) কলিকাতা।

দুই দিক দিয়াই। যিনি ভূমিকা বন্টন করিয়াছেন তিনি একাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়াই মনে হয়। অন্যান্য ভূমিকাগুলির মধ্যে রাজলক্ষ্মী (তটিনীর মাতা), সন্তোষ সিংহ (প্রসিকিউশন কাউন্সেল) ও ভানু রায় (ডিফেন্স কাউন্সেল) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীত পরিচালনা প্রশংসনীয়। আলোক-চিত্র দুই একস্থানে ভাল, বাকী সব সাধারণ শ্রেণীর। শব্দ নিয়ন্ত্রণেও স্থানে স্থানে ত্রুটি আছে। দৃশ্য-সমাবেশ ভালই।

মিনার্ভায় "লক্ষ্মী"

সারকো প্রোডাকশানের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন মোহন সিং। শ্রেষ্ঠাংশে মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়, বিক্কো, কুমার, বেবী ইন্দিরা, প্রভৃতি। মিনার্ভা সিনেমায় দেখানো হইতেছে।

অতি বাল্যকালে রমেশের সহিত রজনীর বিবাহ হয়। জ্ঞান হওয়ার পর হইতে উভয়ে উভয়কে দেখে নাই। রমেশ বোম্বাই গিয়া একটি থিয়েটার খোলে ও কিশোরী নাম্নী তথাকার প্রধানা অভিনেত্রীর প্রেমে পড়ে। এদিকে দেশে রজনীকে এক মিথ্যা দুর্ণাম দিয়া তাহার শ্বশুর শাশুড়ী গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেয়। শেষে কি ভাবে রজনী সহরে গিয়া তাহার স্বামীকে ফিরাইয়া আনে তাহারই রসঘন কাহিনী এই "লক্ষ্মী"।

চিত্রে গল্পটির বিন্যাস ভালই হইয়াছে। তবে ছবিখানিকে কাট-ছাট করিলে আরও জমিত ভাল। অনাবশ্যক ও অবান্তর অনেক দৃশ্য থাকা সত্ত্বেও যে "লক্ষ্মী" দর্শক সাধারণের নিকট যথেষ্ট উপভোগ্য হইয়াছে তাহার কারণ যে গল্পের সংস্থানগুলি খুবই হাস্যরসাত্মক এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পারম্পর্য্য সুরক্ষিত হইয়াছে।

অভিনয়ের মধ্যে মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় 'রজনী'র ভূমিকায় অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছেন; তাঁহার গানগুলিও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কুমার (রমেশ) ও বিক্কো (কিশোরী) অত্যন্ত সহজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে বেবী ইন্দিরা (মালতী) ও জীবন (নাচের ডিরেক্টার) উল্লেখযোগ্য।

"লক্ষ্মী"র সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় হইল তিমিরবরণের চিত্তাকর্ষক সঙ্গীত-পরিচালনা। ফটোগ্রাফী খুব সুন্দর। শব্দ-নিয়ন্ত্রণ দুই একস্থান ছাড়া মোটের উপর ভালই। নৃত্য-সমাবেশগুলি (Dance ensembles) যেমন অভিনব তেমনি হৃদয়গ্রাহী। দৃশ্য-সংস্থান প্রশংসনীয়।

মোটের উপর "লক্ষ্মী" আমাদের ভালই লাগিয়াছে এবং যাঁহারা আমাদের দেশে ভাল কমেডী-চিত্রের অভাব বলিয়া অভিযোগ করেন তাঁহাদিগকে ছবিখানি দেখিতে অনুরোধ করি।

মতিমহল থিয়েটার্স

ইহাদের নির্ম্মীয়মান চিত্র "ব্যবধানে"র ভূমিকা-লিপিতে জনৈকা শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীমতী রেবা বসু। "চিত্রা"র ভূমিকায় তিনি চিত্রাবতরণ করিবেন।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে প্রফুল্ল রায় পরিচালিত ভক্তি-মূলক হিন্দি ছবি "মাতোয়ালী মীরা" অচিরেই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে। বাংলার বাহিরে অনেকস্থলে ছবিখানি মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং সে সব স্থানে বেশ প্রশংসিতও হইয়াছে। সুতরাং বাংলাদেশও যে "মীরা"কে যোগ্য সম্মান দিবে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

প্রফুল্লবাবুর পরিচালিত "ঠিকাদার"ও মুক্তি-প্রতীক্ষায়। মাসাধিককাল আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশে এ ছবির কাজ হইয়াছে। ইহাতে অনেক নূতনত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আবার শুনা যাইতেছে যে "ঠিকাদারে"র কাজ শেষ করিয়াই তিনি আর একখানি বাংলা ছবির কাজে হাত দিবেন এবং এবৎসরেই যাহাতে সে ছবিখানি মুক্তিলাভ করে তাহার জন্য সচেষ্ট আছেন। রায় মহাশয়ের কর্ম্ম-ক্ষমতা ও কর্ম্ম-নৈপুণ্য সত্যই প্রশংসনীয়।

দারিয়ানী প্রোডাকশান

গত শনিবার ব্রডওয়ে হোটেলে কে, এস, দারিয়ানীকে সাংবাদিকদের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য মিঃ বি, এল, খেমকা এক 'ডিনারে'র আয়োজন করিয়াছিলেন। সেখানে প্রায় সকল সাংবাদিক ও শিল্প-সংশ্লিষ্ট বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন রবিবার কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় দারিয়ানী প্রোডাকশানের প্রথম বাংলা ছবি "শাপমুক্তি"র প্রথম শূটিং আরম্ভ হয়। এই শুভ কার্য্যারম্ভ উপলক্ষ্যে সেদিনও ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে সাংবাদিক ও শিল্প-সংশ্লিষ্ট বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হয়। অভ্যাগতদের প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

গত শুক্রবার পরিচালক দেবকী বসু তাঁহার "নর্ত্তকী"র শূটিং আরম্ভ করিয়াছেন। লীলা দেশাই ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করিতেছেন।

"ডাক্তারে"র শূটিং প্রায় শেষ।

"অভিনেত্রী" দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

কল্পতরু মিলন-বীথি

আগামী ১৭ই মে, শুক্রবার, রাত্রি ৭-৩০ মিনিটের সময় "রঙ্‌মহল" রঙ্গমঞ্চে বীথির

শোনা কথা

ইন্দ্রনাথ স্মৃতি-সভা (কাটোয়া)

অদ্য বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪৷৷০ ঘটিকার সময় সুপ্রসিদ্ধ 'পঞ্চানন্দ' সুরসিক ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিপূজার জন্য উত্তর রাঢ় সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে কাটোয়া সূর্য্যনারায়ণ হলে এক জনসভার অধিবেশন হইবে।

সুপ্রসিদ্ধা ঔপন্যাসিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিবেন। জনপ্রিয় কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

চন্দ্রনাথ পরিষদ

গত ২৭শে বৈশাখ, শুক্রবার, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকায় ৫নং নন্দলাল বসু লেন, বাগবাজার (শ্রীশচীন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গনে) পরিষদের সপ্তম বার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। 'বসুমতী সম্পাদক' শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই উৎসবে পৌরহিত্য করেন।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এ শোক-সভা)

গত পূর্ব্ব সোমবার হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটীর কর্ম্মীবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষগণ হিন্দুস্থানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথের পরলোক গমনে এক বিরাট শোক-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয় ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। হিন্দুস্থানের কর্ম্মীগণ ও কর্তৃপক্ষ ছাড়া আর যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, মিঃ বি, এল, রায়, মিঃ বি, কে, রায় চৌধুরী এম-এল-সি; ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এম্-এল-এ; মিঃ সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী এম-এল-এ; ডাঃ হান্স গ্রাস, লেঃ কর্ণেল জে, এল, সেন, শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মিঃ এন, দত্ত, পি, চৌধুরী, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, এস, সি, রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার সুরেন্দ্রনাথের জীবনের বহু দিক আলোচনা করেন। ধনীর দুলাল হইয়াও যে কি ভাবে দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি হিন্দুস্থানের মঙ্গল কামনায় আজীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণাবলী সম্বন্ধে নলিনীবাবু একটি অতি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন।

যাদুসম্রাট—পি, সি, সরকার

বিগত ১০ই ও ১১ই মে কুচবিহারের মহারাজকুমারী গায়ত্রী দেবীর সহিত জয়পুরের মহারাজা মানসিংহ বাহাদুরের শুভ বিবাহ উপলক্ষ্যে যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার তাঁহার বহুবিখ্যাত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। জয়পুরের দর্শকগণ শ্রীযুক্ত সরকারের খেলায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং প্রকাশ যে তাঁহারা আগামী জুন মাসে জয়পুর রাজ্যে পি, সি, সরকারের যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের বন্দোবস্তও করিয়াছেন।

শান্তি সমিতি

গত শুক্রবার ২৭শে বৈশাখ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় শান্তি সমিতির অবৈতনিক নৈশ-বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত উৎসবে নেতৃত্ব করেন।

দি ইয়ং বেঙ্গল ক্লাব (দিল্লী)

গত ৪ঠা মে এই ক্লাবের তৃতীয় সাধারণ অধিবেশন হইয়াছে। তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে বঙ্গের বাহিরে কৃষ্টি প্রসার লাভ করিতে পারে, এই সমিতির ইহাই মুখ্য

এই সমিতি ইতিমধ্যেই একটি পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন ও একটি পরিচর্য্যা সমিতি গঠন করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন আরও জনহিতকর অনুষ্ঠানে এই সমিতি সহযোগিতা দেখাইয়াছেন।

বিশিষ্ট তৈল-ব্যবসায়ীর দার্জ্জিলিং যাত্রা

ভারত অয়েল মিলের প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল কুমার মহাশয় পুত্র ও কনিষ্ঠ জামাতা সহ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গত ২০শে বৈশাখ বুধবার মেল যোগে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন। তথায় তিনি কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করিবেন।

নাট্য-সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "আলোক ও ছায়া" অভিনীত হইবে।

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্র কুমার মিত্র, এম, এস, সি, এম এল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

আমাদের চিত্র-প্রদর্শকদের নিকট অভাবনীয়

আনন্দ সংবাদ !

১৯৪০ সালের মধ্যে
নিউ থিয়েটার্সের
আগামী চিত্র

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের

পরিবেশনাধীনে আসিতেছে

(১)	(২)
হেমচন্দ্র পরিচালিত একখানি ছবি আগষ্ট ১৯৪০ নাগাৎ মুক্তিলাভ করিবে।	**নীতীন বসু** পরিচালিত একখানি ছবি অক্টোবর ১৯৪০ নাগাৎ মুক্তিলাভ করিবে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

অডিটারের হিসাবে গত বৎসর দীপালী (ইংরাজী ও বাংলা)র সাপ্তাহিক প্রচার—১৩,৩০৩ সংখ্যা

স্থাপিত • ১৯২৯

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ২৩শে মে ১৯৪০ : বৃহস্পতিবার : ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ [২১শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট", চার্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

উত্তর-রাঢ় সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোগে কাটোয়ায় ইন্দ্রনাথ স্মৃতিসভায় সভানেত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর অভিভাষণ

আজ আপনারা যাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাকে আপনাদের মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন আমি আশৈশব তাঁহাকে জানি। আমার পূজ্যপাদ পিতামহ দেব ৺ভূদেবের জীবিতকালে আমাদের চুঁচুড়ার বাড়ীতে তাঁহাকে বহুবার দর্শনও করিয়াছি। এমন কি তিনি যে আমার পিতামহ দেবের একান্ত প্রিয় এবং শিষ্যস্থানীয় তাহাও আমরা শিশুকাল হইতেই জানিতাম। আমার পিতামহের নিকট বহুতর গুণী, জ্ঞানী ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সদা সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহাদের উভয় পক্ষ হইতেই স্নেহ শ্রদ্ধার অভাব থাকিত না। যিনিই তাঁহার নিকট আসিতেন আহারে, ব্যবহারে যথাযোগ্য অভিপ্সা পূর্ণ করিয়াই ফিরিতেন। দেখিয়াছি যত বড়ই হউন আর যত ছোটই হউন তাঁহার সহিত দর্শনাভিলাষী মাত্রেই তাঁহার সান্নিধ্যে নীত হইতে কোনরূপ বাধা পাইতেন না। এরূপ অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিশেষকে তাঁহার বিশেষ প্রীতিপাত্র বলিয়া আমাদের মত অত্যল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের বুঝিয়া লওয়া সহজ নহে। তথাপি আমাদের বাড়ীর নানা শ্রেণীর ও নানা জাতীয় অভ্যাগতগণের ভিতরে কতকগুলি ব্যক্তি বিশেষকে তাঁহার একটু বিশেষ স্নেহাস্পদ বলিয়া আমরাও সেদিনে চিনিয়া লইয়াছিলাম। ৺বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির মত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন। সেই জন্যই গত বৎসর আমাকে যখন ইন্দ্রনাথ স্মৃতি সভায় যোগ দিবার জন্য আহ্বান করা হয়, শারীরিক অপারগতার জন্য সমর্থ না হইলেও আমি সেই সময়েই আমার নিমন্ত্রক এবং আমার বিশেষ আত্মীয় সম্পর্কিত স্নেহভাজন শিবনাথের নিকট বাক্যদত্ত হই যে, পর বৎসর আমি এই স্মৃতি পূজার আসরে আগমন করিতে সবিশেষ চেষ্টিত থাকিব। যদিও আমার শারীরিক অবস্থা

একান্ত ভাবে অনুকূল নয় তথাপি নিজ বাক্য-রক্ষা এবং আমার পরমারাধ্য পিতামহদেবের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান মহচ্চিত্ত ও একজ প্রকৃত স্বদেশ বৎসলের স্মৃতি পূজার পৌরহিত্য কার্য্যদ্বারা নিজেকে সম্মানিত বোধকরার প্রলোভন এই দুইটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই আমি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। উপযুক্ততা পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখিবার অবসরও রাখি নাই।

অপগতের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন আজি কালিকার দিনে বহু স্থলেই প্রচলিত হইয়াছে। অবশ্য ইতিপূর্ব্বে আমাদের সমাজে এ ভাবের স্মৃতি পূজার চলন ছিল না। মৃত্যুকে ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা দেহ পরিবর্ত্তন রূপেই গ্রহণ করেন; তাঁহাদের মতে "বাসাংসি জীর্ণানী যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি, তথা শরীরাণি বিহায়জীর্ণাঽন্যানিসংযতি নবানি দেহী।" জীর্ণদেহ ছাড়িয়া নব কলেবর ধারণ করা; কিন্তু দেহ ছাড়িয়া দেহান্তর গ্রহণ মধ্যে একটা ব্যবচ্ছেদ থাকে, তাহা পরলোক। কর্ম্মানুযায়ী জীবাত্মা পূর্ব্বদেহের অনুরূপ সূক্ষ্ম দেহাশ্রয়ী হইয়া স্বর্গ নরকাদি বিবিধ লোকগণে নিবাস পূর্ব্বক পাপ বা পুণ্যের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ এই লোক সকল পিতৃলোক বলিয়া খ্যাত। আমরা আমাদের ইহলোকপগত আত্মজনের উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া থাকি তাহা তাঁহাদিগকে এই পিতৃলোকের নিবাসী রূপেই করিয়া থাকি। পিতৃপুরুষের পূজা এদেশে বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। পরম শ্রদ্ধাসহকারে নিষ্পন্ন করিতে হয় বলিয়াই ইহাকে শ্রাদ্ধ বলা হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধাধিকারী শ্রদ্ধাশীল হইয়া জ্ঞাতি কুটম্বাদি সহকারে পিতৃকার্য্য সমাধা এবং তাঁহাদের প্রীতিস্কাম হইয়া ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী আত্মীয় ও দরিদ্র গণের সেবা করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতেন। ইহাই ছিল এদেশের স্মৃতিপূজা। কিন্তু এক্ষণে আমাদের সমাজ চারিদিকে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের কর্ম্ম পদ্ধতিও বহু মুখীন হইয়াছেন; শুধু আত্মীয় কুটুম্বের পরিধির মধ্যেই আর আমাদের জীবন পল্লব সীমাবদ্ধ নাই। বিশেষতঃ যাহারা শুধুই আত্মকার্য্য করিয়াই জীবন অতিবাহিত করেন নাই, দেশ সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতির বহুতর জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদের অশেষ জ্ঞান জাল ছাড়াইবার কার্য্যে যথা সাধ্য :আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন; সেই তাঁহাদের দ্বারা সেবা প্রাপ্ত দেশবাশী ও সামাজিক এবং সম্ভব স্থলে রাষ্ট্রীক অধিকার প্রাপ্ত জন গণের ও তাঁহাদের সেই সেই রূপ মহৎ কার্য্যের বা প্রচেষ্টার প্রতি সকৃতজ্ঞ চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করা কর্ত্তব্য। তাই শুধু আত্মজনই নয় স্বদেশ সর্ব্বজনেরই এই মহৎ ব্যক্তি বর্গের স্মৃতি পূজায় সংযুক্ত থাকা সঙ্গত। আজ আমরা ক্রমশঃই এই সত্যতত্ত্ব যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি, ইহা নিতান্তই সুখের কথা এবং স্বজাতি প্রেমের (যাহা আমাদের মধ্যে যথেষ্টই অভাব থাকিয়া গিয়া আমাদের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির মূলে এখনও পুনঃ পুনঃ খড়্গাঘাত করিতেছে তাহার) অপরিপন্থী। বাগ্মী ও লেখক যাহা কিছু দান করেন, তাহার ক্ষয় হয় না। প্রত্যেক জাতির অক্ষয় ধন ভাণ্ডারের সর্ব্বোচ্চদান তৎ তৎ জাতীয় সাহিত্য। যে সাহিত্য লোক হিতৈষনা প্রসূত, শুদ্ধ একমাত্র আনন্দ দান মাত্রই যাহার কার্য্য নহে। কলার দিক হইতে তাহার মূল্য উচ্চাঙ্গের না হইলেও তাহার বাস্তবতার দিক দিয়া একটা বড়দরের মূল্য আছেই। আবার যে সাহিত্য প্রয়োজনীয়তা এবং কলা কুশলতা এই উভয় দিক হইতেই শক্তি সম্পন্ন, তাহা জাতির পক্ষে মহামূল্য। ৺ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সে যুগে তাঁহার অতুলনীয় লেখনী সঞ্চালনে যে অমূল্য রত্নরাজী আমাদের সাহিত্যে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য নিরূপন করা বড় সহজ নয়। অন্ততঃ তাহা করিতে গেলে দীর্ঘকাল এবং যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে করিতে হয়। আমাদের এই অত্যল্প অবসরের মধ্যে তাহা সম্ভব নহে, তবে এক কথায় এই টুকুমাত্র বলিতে পারি কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, কি সাহিত্যে তাঁহার "পঞ্চানন্দ", তাহার "বাঙ্গালী চরিত" আমাদিগকে যাহা শুনাইয়াছে, দেখাইয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহা শুনিয়া আমরা কোন মতেই লজ্জা সম্বরণ করিতে পারিনা। তাঁহার "বাঙ্গালী চরিতের" নায়ক অবশ্য আজ আর একছত্র নায়ক নহেন, কিন্তু আজিও ঐ সকল ছদ্ম নায়কের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে নাই। আজিকার রাজনীতি ক্ষেত্রের পরিসর সে দিনের সেই ক্ষুদ্র পরিধি ছাড়াইয়া অবশ্য বহু দূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং রাজনৈতিকতা বিলাসিতা মাত্র ও নাই ইহা নিঃসন্দেহ কিন্তু সেদিন কার দিনের ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিকতার যে ছদ্ম রূপকে এই নিষ্ঠাবান হাস্যরসিক বিদ্রুপাত্মক কাব্যের মধ্য দিয়া মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাকে একেবারেই কবিকল্পনা বলিয়া ও উড়াইয়া দেওয়া চলেনা। অবশ্য একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বহু বিস্মৃত বিষয়কে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে, প্রথমাবস্থায় তাহা হাস্যরসোদ্রেক করার মতই কর্ম্ম পদ্ধতির মধ্য দিয়াই প্রায় আত্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। শিশুর দেয়ালা করার মতই তাহা অর্থহীন সুখস্বপ্নের মতই ব্যক্তি বিশেষের মনের কোনাচে হয়ত ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত হয়, বিদ্যুৎ শিখার মতও সতেজ ও জ্যোতিতে স্ফুরিত ও বিস্ফুরিত পর্য্যন্ত হয় না। এমনও দেখা যায় যে কোন বড় জিনিষের আদর্শ লইয়া লঘুভাবে নাড়া চাড়া করিতে দেখিয়া

কেহ তীব্রভাবে পরিহাস করিলে ফলে সেই নম্রতার ভাব একটা প্রচণ্ড জিদের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং যাহা হয়ত সহজাবস্থায় ঘটিয়া উঠিতনা। তেমনই একটা প্রবল কর্ম্মোন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়া প্রমান করিয়া দিতে ব্যগ্র হয় যে তোমরা যাহা ভাবিতেছ তাহা নয় ; এই দেশ প্রেম, সত্য ও সৎসাহস পূর্ণতায় প্রদীপ্ত। অনন্ত উত্তর কালের উত্তর কালীন কর্ম্মীদিগকে সাবধানতা পূর্ণ করে। যেহেতু মানুষ, যাহার মধ্যে কিছু মাত্র মনুষ্যত্ব আছে, আর যাই পারুক হাস্যাস্পদ হইতে চাহিতে পারে না। পঞ্চানন্দের ব্যাঙ্গ হাস্য মানুষের অস্থিভেদ করিয় প্রবেশ করে ; তাহা স্বতঃ-উৎসারিত উৎসের মতই প্রচণ্ড বেগশালী।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

উদ্বোধন-সঙ্গীত

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভাগীরথীর এই তীরেতেই যত মহারথীর জনম
বহু ভৃগুর চরণচিহ্নে এই ভূমি তাই পুণ্য পরম।
ইহার মাটি গৌরচরণধূলায় কত পূত
ইহার বারি ভক্তনয়ননীরে চিরপ্লুত
ইহার আকাশ ইহার বাতাস নিত্য যে গো রুত
হরির কথায় মনোরম॥

এই দেশেতেই প্রথম হল নগর-সংকীর্ত্তন
অমৃত' ও 'মঙ্গলে'রও এইখানে পত্তন
গীতেচিতে বাঁধল হেথায় কতই মহাজন—
—বৈষ্ণবের এ দান চরম॥

সরস্বতী এই দেশেতে দিয়াছিলেন বর
গৌরমণ্ডলভূমি যাতে কাব্যেতে উর্ব্বর
বৈষ্ণবের এই মহাদানে ভারত সুভাস্বর—
কাব্যে গানে নূতন ক্রম॥

[সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার কর্ত্তৃক সুর-সংযুক্ত ও গীত।]

পাঞ্চজন্য

শিক্ষায় বাঙালীর দুরবস্থা

বাংলায় আজ গভীর চিন্তাশীলতার অভাব দেখা যায়। শুধু বাংলা কেন, জগতের সর্ব্বত্রই আজ ইহাই পরিলক্ষিত হয়। তবে বাংলায় যেন কিছু বেশী—তাহার কারণ, বাঙালীর বুদ্ধিবৃত্তি এক শতাব্দীর পাশ্চাত্য আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া আজ যেন ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালীর এই চিন্তাশীলতার অভাব সর্ব্বত্রই প্রকট। রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, অর্থক্ষেত্রে—বাঙালী নিজে ভাবে না, স্বাধীন চিন্তা ও সাধনার অনুশীলন নাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙালীর চিন্তাহীনতা আজ শোচনীয় কলঙ্কের ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। সমাজ-সাধনায় বাঙালী অগতি ও প্রগতির দ্বন্দ্বে হয় তটস্থ, নয় বিপর্য্যস্ত। বাঙালী ছেলেমেয়েরা যে শিক্ষা পায়, তাহা তাহাদের দেহ, মন, আত্মা কোন অংশকেই স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দেয় না। সাহিত্যে মৌলিক গবেষণা ও স্বাস্থ্যকর সৃজনকল্পনার প্রচেষ্টা খুব বিরল। অর্থক্ষেত্রে জাতি হিসাবে গর্ব্ব ও গৌরব করার কথা দূরে থাকুক, খাইয়া-পরিয়া বাঁচিবার সঙ্গতিটুকুও বুঝি আজ সমাজের নাই।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের তরফ হইতে যে পরীক্ষাকার্য্য চালান হইয়াছিল তাহার ফলে দেখা যায় বাংলার বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীর সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির মান যেন ক্রমশঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। বৈদেশিক রেকর্ডের তুলনায় বাংলার ছাত্রছাত্রীর সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির এই দুরবস্থা আশঙ্কাজনক সন্দেহ নাই। এসম্পর্কে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রের অনুপযুক্ততার প্রতি একাধিকবার কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। স্যার এন, এন, সরকার প্রমুখ বহু মনীষী এবিষয়ে ছাত্রসম্প্রদায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্র যাহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি ট্রেনিং ক্লাস খুলিবার কথা চিন্তা করিতেছেন।

*

আদম সুমারীর পরিচয়

গত আদম সুমারীর গণনানুযায়ী দেখা যায় বাংলার মোট জনসংখ্যা ৫ কোটী ১০ লক্ষ—তন্মধ্যে ১॥০ কোটী মাত্র উপার্জ্জন করিয়া খায় বাকী প্রায় ৩॥০ কোটী লোক ঐ দেড় কোটীর আশ্রিত বা পোষ্য। ইহাদের মধ্যে এক কোটী চাষের কাজে ১০ লক্ষ কলকারখানায়, ১ লক্ষ ব্যবসা-বাণিজ্যে, ৫০ হাজার সরকারী চাকুরী, ২ লক্ষ ৮০ হাজার চিকিৎসাদি ভদ্রবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। চাষের মজুর ও সাধারণ মুটিয়ার কাজ করে যথাক্রমে ৮০ লক্ষ ও ৩ লক্ষ লোক। কৃষকদের মধ্যে নিজের জমিতে চাষ করে ৬০ লক্ষ ও ভাগে চাষ বা অন্যের জমিতে চাষ করে ২১ লক্ষের কিছু বেশী।

বাংলাদেশের মোট বার্ষিক আয় মাত্র ৩৮ কোটী টাকা। তাহারও মাত্র ১৩ কোটী টাকা বাংলার জন্য খরচ হয়—বাকী ২৫ কোটী টাকা কেন্দ্র গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন সারা ভারতের জন্য। বাংলার সমস্ত আয়করও ভারত গবর্ণমেণ্টের তহবিলেই যায়। বাংলার ন্যায় বোম্বাই গবর্ণমেণ্টও ব্যয় করেন ১৩ কোটী টাকা—কিন্তু তুলনায় বাংলার লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের প্রায়

তিনগুণ। শিক্ষার জন্য বোম্বাই গবর্ণমেন্ট যেখানে ব্যয় করেন জনপিছু বার্ষিক ১৲ টাকা, সেখানে বাংলা গবর্ণমেণ্টের খরচ ।০ আনার বেশী নহে। স্বাস্থ্যের জন্য বোম্বাইয়ে যেখানে ॥০ আনা, বাংলার সেখানে খরচ হয় মাত্র ৶০ আনা।

আর্থিক পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে, খাদ্য-সমস্যার পরিচয় যদি না একসঙ্গে ধরা যায়। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত। ৫ কোটী বাঙালীর জন্য চাউল লাগে বৎসরে ১ কোটী লক্ষ টন, কিন্তু ইহার মধ্যে বাঙালী উৎপাদন করে ৯৬ লক্ষ টন—বাকী তাহাকে কিনিয়া খাইতে হয় বিদেশ হইতে চাউল আমদানী করিয়া। অবশ্য বাংলায় উৎপন্ন কিছু চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়।

বিনামূল্যে

গভর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

পত্রলেখা

ছবির সমালোচনা

শ্রদ্ধেয় দীপালীর সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

আমার এই ক্ষুদ্র পত্রখানি দীপালীর এক পৃষ্ঠায় স্থান দিলে বাধিতা হইব।

আমরা মফঃস্বলবাসী। কলিকাতায় কোন নূতন ছবি Released হইলে তাহা ঠিক সময়ে দেখিতে পাই না এবং দেখিয়া আসাও সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না। সেইজন্য নূতন ছবি আরম্ভ হইলেই তাহার সমালোচনা দেখিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া থাকি। আপনারা সাধারণতঃ প্রত্যেক ছবির সমালোচনা ছবি আরম্ভ হইবার দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশ করেন। তবুও কোন কোন ছবির বেলায় দেখা যায়, "স্থানাভাব বশতঃ এবারে ছবিটির সমালোচনা প্রকাশ করা গেল না" এই কথাটি লিখিয়া দেন। ইহাতে আমাদিগকে খুবই অসুবিধায় পড়িতে হয়। যদিও প্রত্যেক সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাতেই ছবির সমালোচনা দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হয় তবুও সেগুলি দীপালীর মত নির্ভীক, স্পষ্ট, ও নিরপেক্ষ হয় না, সেইজন্য দীপালীতে সমালোচনা দেখিবার জন্য সকলেরই এত আগ্রহ। আমার মনে হয় আপনারা ঐরূপ না করিয়া যদি কোন প্রবন্ধ বা নারীলোকের কোন বিভাগ সেই সপ্তাহের মত বন্ধ করিয়া সেই জায়গায় ঐ সমালোচনা প্রকাশ করেন তাহা হইলে আপনাদের ক্ষতির কোন কারণ থাকিবে না এবং আমাদেরও একটু সুবিধা হইবে। আশা করি আমার ন্যায় একজন অনভিজ্ঞা পাঠিকার মতামতটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার লইবেন। ইতি—

কুমারী কনক সেনগুপ্তা

পাটপুর রোড্, বাঁকুড়া

চিত্রা

ফোন: বি, বি, ১১৩৩

১০ম সপ্তাহেও চির-নূতন নিউ থিয়েটার্সের যুগোপযোগী কথা-চিত্র———

—পরাজয়

যে যুগ-প্রগতি, সত্যকে অতিক্রম করিয়া বাঁচিতে চায় জীবনে তাহার মূল্য কতটুকু——পরাজয় চিত্রে দেখুন!

পরিচালক: হেমচন্দ্র চন্দ্র

ভূমিকায়: কানন, ভানু, অমর মল্লিক, শৈলেন, ইন্দু, জ্যোতি, জীবেন ইত্যাদি।

নিউ সিনেমা

ধর্ম্মতলা:: ফোন: কলি: ৫৮১৯

শুভ-

=উদ্বোধন=

(শনিবার: ২৫শে মে)

সাগর মুভীটোনের নব-নিবেদন

কুমকুম

=হিন্দি=

শ্রেষ্ঠাংশে: সাধনা বসু

বাংলা অপেক্ষা হিন্দি সংস্করণটি কি কারণে অধিকতর মনোজ্ঞ হইয়াছে ছবির পর্দ্দায় দেখিয়া—তাহার বিচার করুন।—

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd. 1900
No............
V. M. I.

৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : সন ১২৫৬ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ
(ইং ১৪ই মে, ১৮৪৯)

মৃত্যু : সন ১৩১৭ সাল, ৯ই চৈত্র
(ইং ২৩শে মার্চ্চ, ১৯১১)

ইন্দ্রনাথ-প্রশস্তি

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রায় শতাব্দী আগে—
নবযৌবনজলতরঙ্গ
সংঘাত যবে লাগে—
ছায়াসুশীতল শান্ত নিভৃত
ভাগীরথীতীর করিল পীড়িত
আচারে সমাজে শিল্পে কলায়
বিদ্রোহ দিবারাত—
ইন্দ্রের মত উরিলে সেদিন,
জয়তু ইন্দ্রনাথ।

সে এই পুণ্য দিনে—
সহসা উঠিল ঝঙ্কার নব
বঙ্গভারতীবীণে!
বাণীর আনন রঞ্জিয়া উঠে,
তালীবনশিরে নবারুণ ফুটে—
গঙ্গারাঢ়ের অখ্যাত এক
শান্ত পল্লীকোণে,
ইন্দ্র-উদয় হইল ধরায়—
বন্দে গৌড় জনে।

খর শরসন্ধানে
তব জয়রথ ছুটেছিল সে কি
দুর্দ্দম অভিযানে!
কত বিদ্রোহী করেছ বিনত
পাইয়াছে পথ পথহারা কত—
অশ্রু-হাসির মেঘ ও রৌদ্রে
রচিলে ইন্দ্রনাথ
ইন্দ্রজাল ও ইন্দ্রধনু যে,
করি তাই প্রণিপাত।

[উত্তর রাঢ় সাহিত্য সম্মিলনের উদ্যোগে কাটোয়ায় "ইন্দ্রনাথ" স্মৃতি-সভায় কবি কর্ত্তৃক পঠিত।]

কলম্বিয়ার "Convicted Woman" চিত্রের একটি দৃশ্যে রচেল হাডসান ও জুন ল্যাং। ছবিখানিতে একটিও পুরুষ অভিনেতা নাই বলিয়া প্রকাশ।

মিনার্ভা মুভীটোনের নবতম ছবি "Maen Hari" বা "Defeat" চিত্রে শ্রীমতী নাসিম চিত্তাকর্ষক নৃত্যকলা প্রদর্শন করিয়াছেন। ছবিখানি এখন বোম্বায়ে দেখান হইতেছে।

প্রসিদ্ধা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী শীলা হালদার আগামী ২৪শে ও ২৫শে মে "ছায়া" চিত্রাগারের মঞ্চে বহু বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীর সহযোগে তাঁহার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন।

দী
পা
লী

১২শ বর্ষ, ২১শ সংখ্যা

বনরাজ পিক্‌চার্সে'র "Swordman" চিত্রে শ্রীমতী বৎসলা কুমতেকার।

কলম্বিয়ার উদীয়মানা তারকা লিণ্ডা উইনটার্স বলেন যে এইরূপ ব্যায়াম করিলে শরীর ভাল থাকে।

রোজালিণ্ড রাসেল ও ক্যারী গ্র্যাণ্ট
কলম্বিয়ার "His Girl Friday' ছবিতে অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছেন।
সম্প্রতি ছবিখানি কলিকাতায় দেখানো হইয়াছে।

১২শ বর্ষ, ২১শ সংখ্যা — দীপালী — ২৩শে মে, ১৯৪০

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(২)

রাস্তায় বেরিয়ে নিশীথের মনে হ'ল আজ সে কত বড় নিঃসহায়। কিছুক্ষণ আগেও তার সব ছিল, আশ্রয় ছিল, ভবিষ্যৎ ছিল, স্নেহ করবার লোক ছিল আর এখন কিছুই নেই। সমস্ত জীবনটা তার চোখের সামনে সিনেমার ছবির মত ফুটে উঠল। যতদূর পর্য্যন্ত পিছনে দৃষ্টি যায়, রাজকুমারের আশ্রয় ছাড়া আর কিছু তার মনে পড়ে না। মা আছেন; মাসে, মাসে কলকাতাতেও আসেন, সেও যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু তাঁর থাকা না থাকায় তার কিছু যায় আসে না। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত সে দেখছে মামা-মামীকে, তাঁদের ছাড়া তার চলে না, ছাড়বার কথা কোন দিন ভাবেও নি। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। যা সে স্বপ্নেও ভাবে নি বেশ অনায়াসে তাই করে এল! রাজকুমারের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবার ক্ষমতা তার কোন দিন হয় নি; আইন-সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা—তাও বলত ভয়ে ভয়ে, আর আজ বেশ সহজে তার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর বিপক্ষতা করে চলে এল। তিনি যদি একবার তাকে বারণ করতেন চলে আসতে তবে আর সাহস হ'ত না। নিজের নাবালকত্বে তার নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল, কিন্তু কথাটার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না।

জগতের বিচারে সে মামা-মামীর স্নেহের প্রতিদান দিতে পারলে না, এমন কি তাকে অকৃতজ্ঞ বললেও অন্যায় হয় না। তাঁরা কোন দিন নিজের ছেলে ঋতেনের সঙ্গে তার কোনো তফাৎ করেন নি। ঋতেনের চেয়ে সে বেশী সুযোগ পেয়েছে বললেও অন্যায় হয় না। কোন বিষয়ে কখনও তাকে রাজকুমার বা নির্ম্মলার বিরুদ্ধতা করতে হবে এ সে ভাবতেও পারে নি, আর তার প্রয়োজনও কখন হয় নি।

সুশীলবাবুর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথা হচ্ছিল তা সে জানত, কিন্তু বাধা দিতে পারে নি; মামা-মামীর মুখের ওপর নিজের বিয়ে নিয়ে কথা বলতে তার সাহস হয় নি, তাই কথাটা অতদূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল। প্রথমেই যদি সে আপত্তি করত, রাজকুমার বাবু কি করতেন বলা যায় না। তাঁর মনের মধ্যে যথেষ্ট উদারতা ছিল, আর তার পরিচয় দিতেও তিনি কার্পণ্য করতেন না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে উদারতায় তাঁর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়। নিজের দুর্ব্বলতার কথা মনে হতে নিশীথের নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল। শেষ পর্য্যন্ত যখন সুশীলবাবুকে সেদিন আসতে দেখলে তখন আর দেরী করবার সময় নেই। কোন রকমে সে নির্ম্মলাকে কথাটা বলে ফেললে!

নির্ম্মলার পক্ষে তা বিশ্বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠল। নিশীথ যে এমন একটা ভয়ানক কাজ করতে পারে সে ধারণা তাঁর ছিল না। কথাটার সত্যতা নিজের মনে

মেনে নিয়ে রাজকুমারবাবুকে জানাতে গিয়ে তিনি দেখলেন যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, সুশীলবাবু বিয়ের পাকা কথা নিয়ে গিয়েছেন। কথা দেওয়ার দাম রাজকুমারের কাছে যে কি তা নির্ম্মলার জানা ছিল, তাই সমস্ত দিন তিনি শান্তি পান নি। নিশীথও সারাদিন কলের মত কাজ করে গিয়েছে; তার মন ছিল অনেক দূরে। অবশ্য সে ঠিক আশা করেনি যে রাজকুমারবাবু তাকে ক্ষমা করবেন, প্রণতিকে স্বীকার করে নেবেন; তবু একেবারে তাঁদের ছেড়ে যাওয়ার কথাও সে ভাবতে পারে নি। প্রণতিকে সে সব কথা খুলে বলেছিল; হয়ত তাদের সারাজীবন পথ চেয়েই কাটবে, হয়ত তারা কোনদিনও কেউ কাউকে কাছে পাবে না।

প্রণতি বেশ সহজভাবেই সে সব মেনে নিয়েছিল। সে বলত, "বাইরের জগতের মিলনটাই কি সব? মন যেখানে কাছাকাছি, বাইরের জগতের দূরত্ব সেখানে কি করতে পারে?" সে একান্তভাবে নিশীথকে বিশ্বাস করেছিল। নিশীথের ইচ্ছে ছিল যে সে সময়মত নির্ম্মলাকে জানাবে সে বিয়ে করতে চায় না, কিন্তু সে সুযোগ তার আর ভাগ্যে জুটল না কিংবা সে জোটাতে পারলে না। কাজেই এমন অবস্থায় যে এসে পৌঁছুল যেখানে ভেবে দেখবার, বিচার করবার সময় ছিল না। ব্যাস্; সব ভাবনা চিন্তা শেষ হয়ে গেছে—সে এখন একেবারে নিঃসহায়। কাল থেকে কোর্টে তার আর কোন কাজ নেই, কেউ তাকে খোসামোদ করবে না রাজকুমারের সাহায্যের জন্যে। এখন সে কি করবে তা ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। সব চেয়ে আগে দরকার হচ্ছে একটা আশ্রয়, অন্ততঃ রাত্রে থাকবার মত। তারপর যাবে মা'র কাছে; সেখানেও যে বিশেষ সুবিধে হবে তা মনে হয় না। তার বাবার কি আছে না আছে সে জানে না, জানবার কোন আগ্রহ কোনদিন হয় নি। যা তার অনায়াসে তাকে সে সমস্ত ছেড়ে দেবেন কিন্তু তাকে সমর্থন করতে পারবেন না। রাজকুমার বয়েসে তাঁর চেয়ে ছোট হলেও রাজলক্ষ্মী তাঁকে দেবতা বলে মনে করতেন, সেকথা নিশীথের অজানা ছিল না।

ভাবতে ভাবতে নিশীথ একটা বড় হোটেলের কাছে এসে পড়েছিল; ঢুকতে গিয়ে মনে হল যে তা'র সঙ্গে যা টাকা আছে তাতে অতটা সাহস করা নিরাপদ নয়। কতদিন যে সে-ক'টা টাকার ভরসা করে থাকতে হবে তা বলা যায় না। তার এমন কোন বন্ধু-বান্ধবও ছিল না যার কাছে গিয়ে দু'একদিন অন্ততঃ সেই রাতটা কাটাতে পারে; সেখানেই যাক্, কৈফিয়ৎ দিতে দিতে তার প্রাণান্ত হবে। একটা মেসের কথা তার মনে হল; অনেকদিন আগে একবার সে সেখানে গিয়েছিল, ল' কলেজের এক সহপাঠী থাকত সেই মেসে। শুনেছিল সে ভদ্রলোক শিয়ালদা কোর্টে বেরুচ্ছে—হয়ত সেই মেসেই আছে। এতদিন পরে, এত রাত্রে তাকে দেখে সে ভয়ানক রকম আশ্চর্য্য হবে নিশ্চয়, কিন্তু ছেলেটা বিশেষ কৌতূহলী ছিল বলে তার মনে হল না।

বহুবাজারের নিজস্ব সম্পত্তি এবং বৈশিষ্ট্য যে মেসগুলো তারই মধ্যে অতি কষ্টে সে সেই মেসটাকে খুঁজে বার করলে। সেই বন্ধুটী সেই একই ঘরে, একইভাবে বিরাজ করছেন; তফাতের মধ্যে নিশীথ লক্ষ্য করলে যে আগে সে বিড়ি খেত না, আজকাল খায়। তার ঘরে ঢুকে নিশীথের হঠাৎ খেয়াল হল ভদ্রলোক হয়ত তাকে চিনতে পারবে না। অস্পষ্ট হারিকেনের আলোয় প্রথমটা ভদ্রলোক চিনতে পারে নি, কিন্তু গলা শুনেই লাফিয়ে উঠ্‌ল, আরে আপনি? নিশীথবাবু? বিশ্বাস করতে পারছি না যে। আমার হঠাৎ এত সৌভাগ্য? কি ব্যাপার বলুন তো? বিয়ে নাকি? সত্যি বলছি আপনার বিয়েতে যে আমায় নিমন্ত্রণ করবেন তা কল্পনাও করি নি। আপনি তো মশাই চমৎকার প্র্যাকটিশ্ করছেন; আর করবেন নাই বা কেন? রাজকুমার দত্তর ভাগনে!"

নিশীথ ভাবলে যা হোক কিছু বলে পালায়, বর্ত্তমানের কথা জানিয়ে তাকে হতাশ করতে ইচ্ছে করছিল না। সে বললে, "এদিকে একটু কাজে এসেছিলাম; আপনার কথা মনে পড়ে গেল তাই খোঁজ করতে এলাম। কেমন প্র্যাকটিশ্ হচ্ছে?"

"হচ্ছে ছাই! যতদিন আর কিছু না জোটে এইতেই লেগে থাকতে হবে। আপনার কাছে আর বলতে লজ্জা কি? খরচ চালাই ছেলে পড়িয়ে। যদি ভাল টিউসানি কখন সন্ধানে আসে দয়া করে একবার জানাবেন। আমার ইউনিভার্সিটি কেরীয়ার বেশ ভালই।"

নিশীথ জানত যে ভদ্রলোক ল' পরীক্ষাগুলো খুব ভাল করেই পাশ করেছে, আর বিশেষ কিছু জানত না। নিজের দুঃখের সময়

বি, নান
(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যান্ট)
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এজেন্ট: স্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেন্ট
রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা এবং মফঃস্বল সিনেমা।
বিশেষত্ব:—সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী।
দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"
৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন:— প্রিয়কুটীর, সুন্দাদিল, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)।

নারী সমিতি হইতে শান্তি যাহা শিখিয়া আসিল।

হাঁরে শান্তি, তোর বর কি দিলেরে জন্ম দিনের উপহার ?

হাঁ। এক জোড়া জড়োয়াবালা। তাও প্যাটার্ণ বদলাতে ফেরত গেছে।

পান্না, শোন তবে! ও গোড়ার মুখীদের সামনে কি বলতে পারি! উপহার না ছাই! সেদিন তার মনেই পড়ল না একবার......* সে এখন আমাকে মোটেই দেখতে পারে না।

কাঁদিস নি ভাই শান্তি, উপায় আমি ঠাউরে দিচ্ছি, আসল এসেন্সের সুগন্ধে পুরুষগুলো একেবারে মোহিত হয়ে যায়। হিমালয় বোকে জানিস্ তো? তারই এক ফোঁটা কাণের পিঠে......আর গলার নীচে...বস্ দেখিস!

শান্তি, আজ তোমায় যেকি চমৎকার দেখাচ্ছে! আর এই মন ভুলানো সুগন্ধ কিসের? ঠিক যেন বাগানের সদ্য ফোটা ফুল।

ERASMIC LONDON

তা বলব কেন? বারে, তোমার চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে!

ফুলসারে প্রস্তুত এই মনোরম এসেন্সের এক কি দুই ফোঁটা প্রতিদিন প্রাতে অথবা বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে ব্যবহার করিলে আপনার দীপ্তি ও লাবণ্য অসামান্য বৃদ্ধি পাইবে। এই মনোমুগ্ধকর এসেন্সে সুগন্ধি করা, পকেটে বা হাত ব্যাগে রাখিবার মত ছোট সুন্দর একখানি ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে পাইবার জন্য আজই একখানা কার্ড লিখুন। ঠিকানা—Dept. 5E, Post Box No. 758, Bombay.

Himalaya Bouquet

Himalaya Bouquet PERFUME

ERASMIC PERFUMERS & FINE SOAP MAKERS LOND

HB. 5-435—BG

আর একজনের দুঃখের ইতিহাস শুনতে ইচ্ছেও করে না, সাহসও হয় না। কোন রকমে বিদায় নিয়ে সে চলে এল। রাত তখন অনেক হয়ে গেছে আর দেরী করা যায় না, সে সেই নামজাদা হোটেলটাতেই ঢুকে পড়ল।

তার সঙ্গে মালপত্র কিছু নেই দেখে হোটেলের ম্যানেজার আশ্চর্য্য হয়েছিলেন কিন্তু সে একটা বাজে কৈফিয়ৎ দিয়ে তাঁকে চুপ্ করিয়ে দিলে—ট্রেণ ফেল্ করেছে না এই রকম একটা কি। সারা রাতটা তার প্রায় জেগেই কাটল। সে যে ঠিক ভবিষ্যতে কি করবে ভাবছিল তা বলা যায় না, যত রকম এলো-মেলো ভাবনা তার মাথায় ভিড় করছিল আর বেশীর ভাগই মামার বাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে। শেষরাত্রে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা সে জানতেও পারে নি। ঘুম ভাঙ্গল বেলা আটটায়—হোটেলের চাকরের ডাকে।

গত রাত্রের কথা মনে করতে বেশীক্ষণ সময় লাগল না। একেবারে এক কাপড় জামায় বাড়ী থেকে চলে এসেছে, কতকগুলো কাপড় জামা আরও অন্যান্য জিনিষ পত্র কয়েকটা কিনতে হবে। ব্যাঙ্কে তার সামান্য কিছু টাকা আছে কিন্তু তা পেতে বেলা হবে, একটা নতুন চেক্ বই নিতে হবে আগেরটা হারিয়ে গেছে বলে; সে সবে সময় লাগবে। সব চেয়ে আগে—যার জন্যে এত বড় একটা বিপর্য্যয় হয়ে গেল—তার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। বেচারা প্রণতি এতবড় একটা দুঃসংবাদ শোনবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেই। সে জানে সারা জীবন, অন্ততঃ বহুদিন পর্য্যন্ত তাকে শুধু আশা করেই কাটাতে হবে, সে বেশ সহজেই সে ভাগ্য মেনে নিয়েছিল। তাদের পথে আর কোন বাধা নেই জেনে নিশ্চয় খুব খুসী হবে। নিশীথ কিন্তু তার এ মুক্তির আনন্দ খুব বেশী উপভোগ করতে পারছিল না। প্রণতি ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করতে সে রাজি ছিল না, কিন্তু এত শীঘ্র প্রণতিকে বিয়ে করতেও সে প্রস্তুত ছিল না। এখন আর তাকে বাধা দেবার কেউ নেই।

রাস্তার একটা "সেলুন" থেকে দাড়িটা কামিয়ে নিয়ে, সে প্রণতির বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

সন্তান-শিক্ষা সম্বন্ধে মাতার কর্ত্তব্য কি ?

(১৫)

প্রকৃতপক্ষে ৪।৫ বৎসর বয়সের শিশুকে সুশিক্ষিত করা সম্ভব নহে, এই সময় হইতেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয় মাত্র। অতএব এই বয়স হইতে সন্তান যতদিন মাতার সাহচর্য্য বিশেষরূপে লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ ৪।৫ বৎসর বয়স হইতে ১৫।১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে মাতার কর্ত্তব্য কিরূপ হওয়া উচিত, এবং কি কি গুণ থাকিলে ঐ সকল কর্ত্তব্য যথাযথ পালিত হইতে পারে, সম্ভবতঃ ভগিনী ইহাই আলোচনা করিতে চাহিয়াছেন। সন্তানকে সুশিক্ষিত করা অর্থে সন্তানকে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করা নহে। সন্তান যাহাতে সামাজিক জীবনে সাফল্য লাভ করিয়া, প্রকৃত "মানুষ" হইয়া দেশের ও দশের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারে শিক্ষার আদর্শ এইরূপ হওয়াই প্রয়োজন।

প্রত্যেক জননীর লক্ষ্য হওয়া উচিত সন্তানকে "মানুষ" করা। কিন্তু এই মানুষ বলিতে আমরা কি বুঝি ? আমার মনে হয় আজ পর্য্যন্ত কোন দেশ বা কোন জাতিই "মানুষের" প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে সক্ষম হয় নাই। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্নরূপ "মানুষের" আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আর্য্যের আদর্শ মানুষ অনার্য্যের আদর্শ মানুষ হইতে ভিন্ন। হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আদর্শ মানুষ বিভিন্ন প্রকার। ইংরাজ, চীন, জাপান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশবাসীর আদর্শ মানুষ স্ব স্ব দেশ ও সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। "বিশ্বপ্রেমিক" বা বিশ্বমানব" কবির ভাষা, কল্পনার কথা, বাস্তবে ইহার কোনই অস্তিত্ব নাই ! এইরূপ মানব কোন দেশে জন্মগ্রহণ করে নাই, ভবিষ্যতে হয়ত জন্মগ্রহণ করিবেও না।

সকল জাতির মনুষ্যগণের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। কোন একটি জাতির কোন একটি মনুষ্য হৃদয়ে এই সকল ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ দেখিলেই আমরা তাহাকে প্রকৃত "মানুষ" বলিয়া হয়ত বা "বিশ্বমানব" আখ্যা দ্বারা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি। আমরা ভারতীয়, তথা বাঙালী জাতি, আমাদেরও আদর্শ আমাদেরও "মানুষ" আমাদেরই জাতি এবং সমাজের উপযুক্ত ভাবেই গঠিত হইয়াছে এবং হয়ত বা তাহাই উচিত হইয়াছে। ৪।৫ বৎসর বয়স হইতেই শিশুদের মন গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে শিশুদের শিক্ষার ভার, শিশুদের চরিত্র-গঠনের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত হয়, তাঁহাদের দায়িত্ব খুবই গুরুতর। সাধারণতঃ জননীগণকেই এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক জননীকেই কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজকেও যথোচিত ভাবে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে আমাদের জাতির মধ্যে এইরূপ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্না জননীর সংখ্যা খুবই বিরল। আধুনিকারা যে প্রকার শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন তাহা সন্তান পালনে কিছুমাত্র কার্য্যকরী নহে। নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও তাঁহারা এতদূর অনভিজ্ঞা যে সহরের প্রসূতি মৃত্যুর হার মফঃস্বলের প্রসূতি মৃত্যুর হার অপেক্ষা অনেক বেশী। এস্থলে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুর মৃত্যুহারও অনুরূপ। অথচ সহরে যেরূপ হাসপাতাল, প্রসূতি-আলয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত এবং সুচিকিৎসকের সাহায্য লাভ করিবার আশা করা যায় মফঃস্বলে তাহা আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বলা বাহুল্য এ সকল ক্ষেত্রে প্রসূতি অপেক্ষা তাহাদের অভিভাবকগণের শিক্ষাদান-প্রণালীই অধিকতর রূপে দায়ী। তথাপি যদি বর্ত্তমান অর্থাৎ "আধুনিক" জননীগণ সন্তানের শুভাশুভের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া এবং সে দায়িত্ব বহনের অযোগ্যতা স্মরণ রাখিয়া, সন্তানের শিক্ষায় যত্নবতী হয় তাহা হইলেও যথেষ্ট সুফলের আশা করা যাইতে পারে। "পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ং"—পুত্রের নিকট পরাজয় ইচ্ছা করিবে এই নীতিবাক্য মাতা এবং পিতার পক্ষে সমানরূপে প্রযোজ্য। সন্তানকে সুশিক্ষিত করা সাধনা বিশেষ। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রত্যেক জননীর মূল মন্ত্র হওয়া উচিত "আমার সন্তান আমার অপেক্ষা৴৹ সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতর হইবে"। মাতা যেদিন এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন জাতির উন্নতি সেদিন অনিবার্য্য। প্রকৃত শিক্ষার

"ইন্‌স্যানিল" (Insanil)

উন্মাদ, মানসিক দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা, নিউরাস্থেনিয়া, মৃগী, হিষ্টিরিয়া, দৌরাত্ম্যের ঝোঁক (Violent mania), উচ্চ রক্তচাপ এবং সকল প্রকার মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধির জন্য।

"ইন্‌স্যানিল", একটি আশ্চর্য্য মহৌষধ। ভারতে ইহার এই প্রথম প্রচলন হইল। গত ষাট বৎসর যাবৎ যাবতীয় মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধিতে, সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় লক্ষ লক্ষ নরনারী এই মহৌষধ ব্যবহারে উপকৃত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র চিকিৎসকগণ হাঁসপাতাল ও উন্মাদাগারে এই ঔষধ সাফল্যের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বহুদিনের দুরারোগ্য উন্মাদ রোগেও ইহা অব্যর্থ ফলপ্রদ। ইহাতে লিউমিনাল, ক্লোরাল হাইড্রেড্, পটাশ, ব্রোমাইড, আফিম, মরফিয়া অথবা হেন্‌বেন প্রভৃতি অনিষ্টকর পদার্থ নাই।

এই মহৌষধ যাদু মন্ত্রের ন্যায় অল্পকাল মধ্যেই মানসিক যন্ত্রনা ও অবসাদ দূর করিয়া রোগীকে গভীর নিদ্রা ও শক্তি প্রদান করে। "ইন্‌স্যানিল" অতি সহজ প্রণালীতে প্রস্তুত একটী শাস্ত্রীয় ঔষধ। এক ঘণ্টার মধ্যেই নরনারীকে শান্তি ও শক্তি প্রদান করে এবং অল্পদিন ব্যবহারেই মানুষকে নূতন মানুষে পরিণত করে। জীবনীশক্তির জন্য 'ইন্‌স্যানিলের' বিশেষ প্রয়োজন—সর্ব্বদাই এক বোতল ঘরে রাখিবেন।

৫০ পঞ্চাশটী টেব্‌লেট্ পূর্ণ বোতলের মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

সকল কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্টের নিকটই পাওয়া যায়—

অথবা লিখুন—

হেরিং এণ্ড কেণ্ট, পোঃ বক্স ৩২৩ (D. W. C.)
রীএ হাউস, হর্ণবি রোড (বোম্বাই)

ষ্টকিষ্টস্ঃ নাসেরওয়ানজী এণ্ড কোং
৮৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিষয় বলিতে আমরা কি বুঝি? "সমাজের প্রয়োজন সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানই প্রকৃত শিক্ষার বিষয়" (ভূদেব)।

এই অনুষ্ঠানগুলি সাধনের জন্য প্রত্যেক মনুষ্যেরই দৈহিক, মানসিক এবং আর্থিক শক্তির প্রয়োজন। জননী সন্তানকে শিক্ষা দান কালে সন্তান যাহাতে উক্ত তিন বিষয়েই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে তজ্জন্য মৌখিক উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যদ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিলে অধিকতররূপে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। বাংলার জলবায়ু অথবা বাঙালীর বহুদিনের পরাধীনতা, যে কোন কারণেই হউক বাঙালী জাতি আজ দুর্ব্বল, দেহে এবং মনে। দেহের সঙ্গে মনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মনকে সবল করিতে হইলে প্রথমেই দেহকে সবল করা প্রয়োজন। দেহকে সবল করিতে হইলে নিয়মিত ব্যায়াম, উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এবং ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক। এইগুলি সাধারণ নিয়ম সুতরাং নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই নিয়ম কতদূর প্রতিপালিত হইতে পারে তাহাই বিবেচ্য। সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ ঘরে সন্তানের আধিক্য হইলে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা সর্ব্বত্রই জননীগণের পক্ষে সম্ভব নয়। উপযুক্ত আহারের অভাবে ব্যায়ামেও সর্ব্বত্র সুফলের আশা করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে জননীগণ যদি বিচারপূর্ব্বক উঁহারই মধ্যে সতর্কদৃষ্টি দ্বারা খাদ্যের ও ব্যায়ামের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন তবে যে সকল হতভাগ্য সন্তান অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া আজিও কোনরূপে দেহভার বহন করিয়া চলিতেছে তাহারা হয়ত অপেক্ষাকৃত সুস্থ-দেহ এবং তৃপ্ত-মন লইয়া অপেক্ষাকৃত অধিকদিন জীবিত থাকিয়া সমাজের ও দেশের উপকারে লাগিতে পারে। শিক্ষার প্রারম্ভে অর্থাৎ ৪।৫ বৎসর বয়সে ইন্দ্রিয়-সংযমের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু শিশু যখন বাল্য অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পন করে, যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়সে উপনীত হয়, তখন এ বিষয়ে অবহেলা করা উচিত নয়। আমরা সন্তানগণকে সকল রকমে সুশিক্ষিত করিবার কথাও অন্ততঃ কহিয়া থাকি কিন্তু একটী প্রধান বিষয়ে সর্ব্বদাই উদাসীন। ইহা জাতির পক্ষে বিশেষতঃ দুর্ব্বল জাতির পক্ষে কল্যাণকর নহে। এক সময়ে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় পত্নী কর্ত্তৃক এই বিষয়ে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—"ক্রমে ক্রমে সকল কথাই তাহাদিগকে বলিব—না বলায় অনেক দোষ হয়।" বাস্তবিকই দোষ অনেক হয় এবং এবিষয়ে পিতা অপেক্ষা মাতার উপদেশ অপরিণত

বুদ্ধি সন্তানের মনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। বলা বাহুল্য এইরূপ বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার বিশিষ্ট পদ্ধতি মাতার শিক্ষা এবং জ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

আমরা সকল বাঙালীরাই গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি যে মনোবৃত্তিতে আমরা অনেক উন্নত। এই অনুভূতি যে একেবারেই অহেতুক এরূপ নহে। বাঙালীর স্মৃতি-শক্তি, বাঙালীর দূরদর্শিতা এবং বাঙালীর কল্পনাশক্তি খুবই প্রবল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শক্তির অহমিকায় বাঙালী আজ অন্ধ। এই অহমিকাই আজ বাঙালীর জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন "গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।" বাঙালীর গুণ আজ দোষে পরিণত হইয়াছে। সন্তান যাহাতে বাল্যেই কল্পনার প্রাবল্যে মিথ্যাভাষী হইবার সুযোগ না পায়, দূরদর্শিতার অহমিকায় আত্মবুদ্ধিকে বিকৃত করিতে না পারে সে বিষয়ে জননীর সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। স্মৃতিশক্তির প্রাখর্য্যে বহু শিশু বহুবিষয়ে সম্যকরূপে বুঝিতে না পারিয়াও উহা মনে করিয়া রাখে। সুতরাং শৈশব হইতেই শিশু যাহাতে কোনরূপ অসৎ দৃষ্টান্তের সম্মুখীন না হইতে পারে সে বিষয়ে জননীকে সচেষ্ট হইতে হইবে। হঠাৎ যদি কোন এইরূপ দৃষ্টান্ত শিশুর গোচরীভূত হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে উহার অপকারিতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই বয়সে অশিক্ষিত ভৃত্যের উপর শিশুকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। ঈর্ষা মানব মনের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শিশুমনেও ইহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। এই বয়সেই উহার মূলোচ্ছেদ করা সম্ভবপর না হইলেও শিক্ষাদ্বারা উহার গতি পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব নহে। ভ্রাতা ভগিনীগণের মধ্যে ঈর্ষাবৃত্তি যাহাতে প্রতিযোগিতায় রূপান্তর লাভ করে সে বিষয়ে শিক্ষাদান করিলে ভবিষ্যতে বহুবিধ সুফলের আশা করা যায়। নানাবিধ কারণে জাতীয় দৌর্ব্বল্যের সহিত বাঙালীর আশা আকাঙ্খাও হীন হইতে হীনতর হইয়া আসিতেছে। ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত নহে। সন্তান যাহাতে বাল্য হইতেই উচ্চাশাসম্পন্ন হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সন্তানের উচ্চাশা যদি একদিন ফলবতী নাও হয়, এই উচ্চাশা যদি একদিন ব্যর্থতায় পরিণত হইয়া ক্লেশের কারণ হয় তথাপি যদি আশা বলিয়া কোন কথা থাকে, আশা যদি করিতেই হয়, তবে উচ্চাশাই বাঞ্ছনীয়। শিশুকাল হইতেই সন্তান যাহাতে শ্রমশীল হয়, শ্রমের মর্য্যাদা বুঝিতে সক্ষম হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার ব্যবস্থাও করা উচিত। অত্যধিক শ্রম অথবা শ্রমহীনতা উভয়ই যে শিশুর পক্ষে কল্যাণকর নহে, এই জ্ঞানটুকু জননী মাত্রেরই থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

শিশুরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। অনুকরণ মাত্রই দূষণীয় অথবা প্রশংসনীয় নহে। অনুকরণরতী সন্তানকে উৎকর্ষে প্রবৃত্ত এবং অপকর্ষে নিবৃত্ত করা জননীর কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে বাঙালীর ঘরে বিলাসিতা একটী সাংঘাতিক ব্যাধি। ধনীই হউন আর দরিদ্রই হউন, সন্তান যাহাতে সর্ব্ব বিষয়ে বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া চলিতে শিক্ষালাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক জননীর বিবেচনা করা উচিত যে, তিনি যে দেশের এবং যে সমাজের লোক তাঁহার সন্তানসন্ততি যে দেশে এবং যে সমাজে বাস করিবে তাহা পরাধীন এবং দরিদ্র। স্বচ্ছল সমাজ এবং স্বাধীন দেশের অনুকরণ, যে সকল সন্তান সন্ততিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য জনক জননী চিরদিনই ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিবেন না। ধনী হউন দরিদ্র হউন, প্রত্যেক জননী সন্তানকে এই শিক্ষাই দিবেন যাহাতে বহু ভার বহু চাপ ঠেলিয়াও তাঁহাদের সন্তান একদিন নিজের দেশের, নিজের সমাজের অশেষ কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহাদের শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে।

অনুবর্ত্তিতা জাতির উন্নতির সোপান। সবলের নিকট দুর্ব্বলের যে বশ্যতা, যে বিনয়, যে ভয়, তাহাকে অনুবর্ত্তিতা বলে না। অনুবর্ত্তিতা বা বশ্যতা ভক্তিমূলক। ইহার সূত্রপাত গৃহেই। যে সকল সন্তান বাল্যে গৃহে মাতা পিতার প্রতি ভক্তি করিতে শিখিয়াছে, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে, আত্মীয় স্বজনকে সম্মান করিতে শিখিয়াছে, সে সকল সন্তান যে একদিন উপযুক্ত দেশনেতার বশ্যতা স্বীকার করিয়া দেশের ঐক্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। সুতরাং ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি যে গৃহে জননীর শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা বোধ হয় বুদ্ধিমতী জননীগণকে আর নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। সন্তানকে বশীভূত করিবার জন্য ভূতের ভয় দেখান, বা

সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য

বনকুসুম
কেশ-তৈল

বনকুসুম
স্নো

ক্যান্থারাইডিন অয়েল

আপনার মার্জ্জিত রুচির সম্পূর্ণ
পরিপোষক

স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় অতিরিক্ত আহার করান প্রভৃতি যে সকল কু-অভ্যাস চলিয়া আসিতেছে সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যে বহু ভগিনী আলোচনা করিয়াছেন সুতরাং বর্ত্তমানে উহার উল্লেখে এই প্রবন্ধকে আরও ভারাক্রান্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আর্থিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে উপার্জ্জনের সহিত সঞ্চয়ও অত্যাবশ্যক। এই সঞ্চয় প্রণালী সম্বন্ধে ভিন্ন পথ এবং ভিন্ন মত বর্ত্তমান থাকিলেও গৃহীমাত্রকেই যে সঞ্চয় করিতে হইবে এবিষয়ে সম্ভবতঃ সকলেই একমত। ইংরাজ দার্শনিক বেকন্ সাহেব আয়ের অর্দ্ধেক সঞ্চয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মনু যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ "তিন বৎসরের খরচের যোগ্য অথবা এক বৎসরের খরচের যোগ্য, তিন দিনের যোগ্য অন্ততঃ এক দিনের যোগ্য ধান্য সঞ্চয় করিবে"। আমাদের একজন প্রাতঃস্মরণীয় সমাজবিদের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়—(৺ভূদেব)।

"(১) সকলকেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে হয়।

(২) সঞ্চয় করা খরচের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য, খরচের পরে নহে।

(৩) সঞ্চিত ধন হইতে সহজে খরচ করিতে নাই।

(৪) যে দ্রব্যে প্রয়োজন নাই এমন কোন দ্রব্য ক্রয় করিবে না।

(৫) যাহা ক্রয় করিবে তাহা নগদ মূল্যে কিনিবে, ধারে কিনিবে না।

(৬) আয়ব্যয়ের একটি হিসাব নিজ হাতেই রাখিবে।"

আমার মনে হয় জননীগণ যদি এইরূপ অভ্যাস নিজেদের মধ্যে আয়ত্ব করিতে পারেন এবং সন্তানগণকেও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেন, তবে তাঁহাদের অনুকরণে এবং উপদেশে তাহারাও ক্রমে ক্রমে যথোচিত সঞ্চয়ী হইবে। আধুনিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়েও জননীগণের বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সন্তানের চরিত্র এবং স্বাস্থ্য গঠনে জননীর দায়িত্ব যত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়েও এই বয়সে তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র অল্প নহে। ইহাতে জননীর অসীম ধৈর্য্য এবং শিক্ষাকার্য্যে আন্তরিক প্রীতির আবশ্যক। শিশুকে যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে সে বিষয়ে শিশুর মনে কৌতূহল সৃষ্টি করা শিক্ষাদানের অন্যতম পদ্ধতি হওয়া উচিত। শিশুর মনকে কোনরূপেই ভারাক্রান্ত করা উচিত নহে। শিশু যে পাঠ করিতে বাধ্য হইতেছে এই ভাবটী তাহার মনে যেন না আসে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সব শিশুর মেধাশক্তি সমান নহে, অতএব সেজন্য তিরস্কার করাও বিধেয় নহে। একই বিষয় বহুক্ষণ শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে; কিন্তু যদি কখন তাহার আবশ্যক হইয়া পড়ে তবে দেখিতে হইবে শিশুর মনে যাহাতে বিরক্তি না আসে। প্রথমে অল্প অল্প সাহায্য করার পর শিশু যাহাতে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিতে পারে সে বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে। পড় পড় বলিয়া শিশুকে ক্রমাগত বিরক্ত না করিয়া এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে শিশু আনন্দের সহিত উহা গ্রহণ করিতে পারে। আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি,

বিনীতা—শ্রীমতী বিমলা মুখোপাধ্যায়
গোল মার্কেট
নিউ দিল্লী

সোনা ।০ ভরি

পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারান্টেড কেমিক্যালের চুড়ি। যে দেখিবে ৫০০৲ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে। সুন্দরভাবে ফ্যাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিনি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিজ্ঞজন এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২॥০। পোষ্টেজ ।।০। ৪ সেট ৭॥০। সার্ট বোতাম ২৲, নেকলেস ৩॥০, আংটি ১৲, মাকড়ী জোড়া ১৲, কানফুল জোড়া ১৲, মফচেন ২॥০, ঝুমকো জোড়া ২॥০, ক্যাটলগ্ তৈরী নাই।

GOLD & SILVER'S MART (Di)
Post Ward No. 7, Muttra, U. P.

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

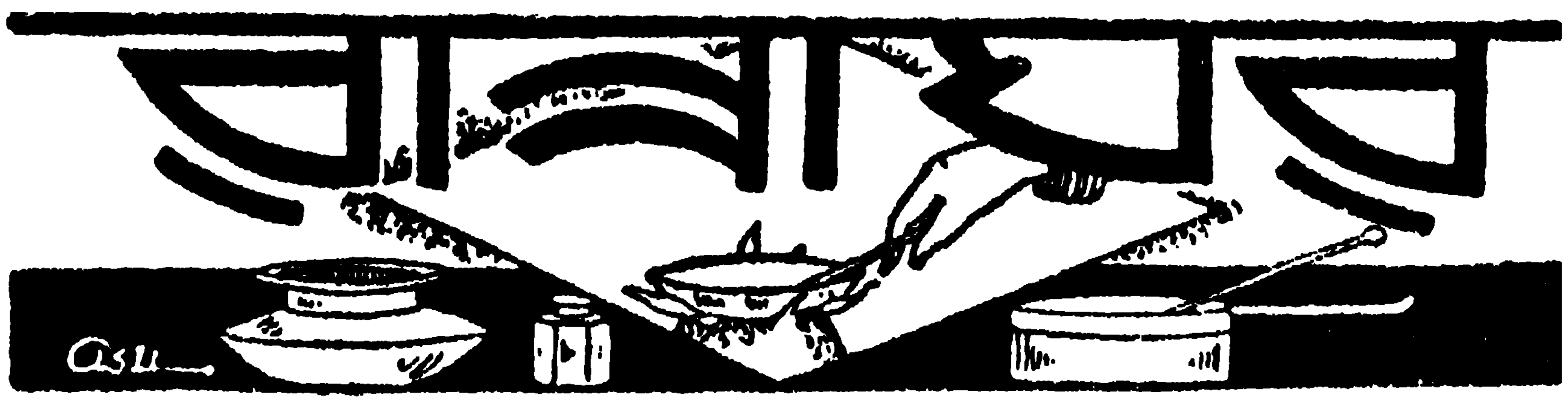

(৮৩)

ক্ষীরপুরিয়া

উপকরণ—ক্ষীর, চিনি ও ময়দা।

প্রণালী—প্রথমে ৵১ একসের চিনির রস করে রাখবেন। ক্ষীরটা খুব শক্তও হবে না বা নরমও হবে না—ঠিক আলু ভাতের মত। প্রথমে লুচির মত ময়ান দিয়ে—ময়দা মেখে নিতে হবে। তারপর ছোট ছোট নেচি করে লুচির আকারে বেলে নিতে হবে। ঐ লুচিগুলির প্রত্যেকটিতে অর্দ্ধ অংশে ক্ষীর দিয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে মুড়ে নিন্। তারপর ঘি'তে অল্প ভেজে নিয়ে (যেন কাঁচা না থাকে) রসে ছেড়ে দিন্।

শ্রীমতী হিরণপ্রভা বিশ্বাস
খলিফাবাগ,
ভাগলপুর।

(৮৪)

পাউরুটীর পুডিং

প্রণালী—পাউরুটীর ভেতরকার শাঁস ৵৷৹, চিনি ৵৹ দুধ ৵১৷৹ ঘি ৵৷৹ মুরগীরডিম ছয়টা। প্রথমে পাউরুটিগুলিকে অল্প দুধে ভিজাইয়া রাখিবেন, পনর মিনিট আন্দাজ রাখিলে চলিবে। তারপর ডিমের শ্বেত অংশ ও কুসুম পৃথক পাত্রে রাখিয়া উত্তমরূপে ফাঁটিবেন। দুধকে জাল দিয়া আধপোয়া আন্দাজ থাকিবে, বারকয়েক পাউরুটীর শাঁসকে পিসিয়া লইবেন। অতপর চিনি, ঘি, ডিম, দুধের ক্ষীর সকলকে একত্রে মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ফাঁটিয়া লইবেন। তারপর তাহাতে পরিমাণমত গোলাপ জল দিয়া নাড়িয়া লইয়া টিফিন কেরিয়ারে কাগজ বসাইয়া তাহাতে ঘি লাগাইয়া, ঐ গোলা সকল তাহাতে ঢালিয়া দিবেন। উপর হইতে কিসমিস, বাদাম ছড়াইয়া, সেনি দিয়া তাহার মুখকে ঢাকিবেন। ওপরে ও নিম্নে কাঠকয়লার আগুন দিয়া আধ ঘণ্টাকাল রাখিবেন। ফুলিয়া উঠিলে নামাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা করিয়া তাহাকে কাটিয়া খাইবেন। খাইতে অতি উৎকৃষ্ট ও মুখরোচক।

এ-নেশা বেগম
ভবানীপুর,
কলিকাতা

(৮৫)

রুইমাছের মুড়িঘণ্ট

উপকরণ—একটি ৫।৬ সের মাছের মুড়া, লেজা ও শিরের কাঁটা, সোনামুগের ডাল পরিমাণমত, তেল, ঘি, আদা, পিঁয়াজ, ধনে, জিরে মরিচ, লঙ্কা, হলুদ, চিনি, নুন, দই, কিস্‌মিস্, কুচি আলু, নারিকেল ভাজা ও গরম মশলা। প্রথমে মুড়া, কাঁটা ও লেজা ভেজে নিন্। একটি কড়াইয়ে ঐ সব মশলা বাটা, তেজপাতা, নুন, চিনি, দই ও কিস্‌মিস্ ভেজে ডালগুলি তুলে একটু ভেজে নিন্। একটু জল দিন্। জল দিয়ে মুড়া কাঁটা ও লেজা ভাজাগুলি ভেঙ্গে ছড়িয়ে দিন্। ঐ সঙ্গে আলু ও নারিকেল ভাজাও দিন্। পরে একটু একটু জল দিয়ে দেখবেন সিদ্ধ হলো কি না। যখন দেখবেন আঙ্গুলে টিপ্ দিলে ডালগুলি বেশ টিপ্ ধরেছে, তখন ঝড়্‌ঝড়ে করে ভাজা ভা..
নামিয়ে ঘি, গরম মশলা দিয়ে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে রাখুন।

শ্রীঅপর্ণা মুখোপাধ্যায়
উলুবেড়িয়া।

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : বি, বি, ৩৭১১
আগফা এবং সেলো ফিল্ম মাত্র ১।৹
এবং ফ্রি ডেভলাপ করা হয়—

(৮৬)

"কালকসিন্দে গাছের ফুলের ঘণ্ট"

উপকরণ :—কালকসিন্দের ফুল, তেজপাতা, লঙ্কা, জিরে গোলমরিচ বাটা, লবণ, সামান্য হলুদ, গরম মশলা ও ঘি।

প্রণালী :—প্রথমে ফুলগুলিকে বেশ করিয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া একটী চুবড়ীতে রাখিয়া দিন। তারপর উনানে কড়াই চাপাইয়া তেল দিন, তেল বেশ হইয়া গেলে, সামান্য হিং, দুখানা তেজপাতা এবং দুটী লঙ্কা ভাঙ্গিয়া বেশ নাড়িয়া দিন, তারপর তাহাতে ফুলগুলি ছাড়িয়া দিন। ফুলগুলি বেশ ভাজা হইলে, তাহাতে জিরা গোল মরিচ বাটা, হলুদ দিয়া জল দিন, তারপর পরিমাণ মত লবণ দিন। সিদ্ধ হইয়া গেলে এবং জল মরিয়া গেলে তাহাতে গরম মসলা ও ঘি দিয়া ঢাকিয়া দিন। :এই উপায়ে কালকসিন্দে ফুলের ঘণ্ট তৈয়ারী হয়, উহা খাইতে বেশ মুখরোচক হয়।

শ্রীমতী কল্যাণী গোস্বামী
শান্তিপুর, (নদীয়া)

(৮৭)

রসবড়া

প্রথমে এক পোয়া বিরি কলাই ভিজিতে দিন। বেশ ভালভাবে ভিজিলে পর শিলে বাটিয়া খুব মিহি করিয়া ফেলুন। ঐ বাটা ডালে বড় এলাচের দানা, ও কয়েকটী গোলমরিচ দিয়া খুব ফেটাইতে থাকুন। ভাল ভাবে ফেটান হইলে পর আন্দাজমত গোল সাইজ করিয়া ঘী'য়েতে ভাজুন। ভাজা হইয়া গেলে পর চিনির রসে ফেলিয়া রাখুন। কিছুক্ষণ পর তুলিয়া খাইবেন!

শ্রীমতী উমা সিংহ
ভাহুল, (বাঁকুড়া)

শিশুদের কয়েকটী টোট্‌কা

—শ্রীমতী বেলা সিংহ, ভাদুল

১। শিশুর সর্দ্দি হইলে হাতের তলায়, পায়ের তলায় এবং বুকে খাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া মালিশ করিয়া দিবেন। যদি সর্দ্দি বুকে বসিয়া যায়, তাহা হইলে পুরাতন গব্যঘৃত গরম করিয়া বুকে মালিশ করিয়া দিবেন।

২। ভালরূপে দাস্ত পরিষ্কার না হইলে এক চামচ তুলসী পাতার রস খাঁটি মধুসহ খাওয়াইয়া দিবেন।

৩। মাথা ধরিলে শ্বেত চন্দন সামান্য কর্পূরের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ঘসিয়া কপালে লেপন করিয়া দিবেন।

৪। কাণে কম শুনিলে সমুদ্রের ফেণা ঘসিয়া লাগাইয়া দিবেন।

৫। হাত পা জ্বালা করিলে হিংচি পাতার রস কাঁচা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া দিবেন।

৬। প্রসাব কমিয়া যাইলে সামান্য নীলবড়ি একটি ছোট পাথর বাটিতে ঘসিয়া নাভীর চারিদিকে প্রলেপ করিয়া দিবেন।

৭। চক্ষু ফুলিয়া লাল হইলে হরিতকী একটি, আমলা একটি এবং বয়ড়া একটি (আঁটি বাদ দিয়া) ছেঁচিয়া ভিজাইয়া রাখিবেন এবং পরদিন উহা ছাকিয়া তাহাতে চক্ষু ধোয়াইয়া দিবেন। তারপর এক রতি পরিমাণ ফটকিরি গুঁড়াইয়া সামান্য জলে মিশাইয়া পরিষ্কার পাত্রে ঐ জল ছাকিয়া মধ্যে মধ্যে শিশুর চক্ষে ফোঁটা ফোঁটা দিবেন।

৮। হাত পা কাটিয়া যাইলে কাশীর চিনি সেই কর্ত্তিত মুখে টিপিয়া ধরিবেন অথবা তাজা দূর্ব্বা ঘাস চিবাইয়া কর্ত্তিত স্থানে লাগাইয়া দিবেন।

এই টোট্‌কা কয়টী হইতে আমি বিশেষ উপকার পাইয়াছি। আমার ছেলেমেয়েদের যখন উপরি-লিখিত কোন পীড়া হয় তখন আমি এই সকল গৃহস্থালীর টোট্‌কা ব্যবহার করি এবং প্রত্যেক বারেই বিশেষ ফল পাইয়া থাকি।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	১৬	কোটি	৩৪	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল···	২	"	৯৬	"	"
মোট সংস্থান	৩	"	৩৬	"	"
দাবী শোধ···	১	"	৮৫	"	"
প্রিমিয়াম আয়···	···	···	৭৪	"	"

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

টেলিফোন বি, বি, ১৩৩৬. টেলিগ্রাম—Kagochwala.

স্থাপিত ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ

পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ কাগজ বিক্রেতা

১৩৯ নং পুরাতন চিনাবাজার
কলিকাতা

সকল রকমের দেশী এবং বিলাতী কাগজ এবং বোর্ড সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রদ্ধেয়া "দীপালী"র নারীলোক

পরিচালিকা সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৬শ সংখ্যা দীপালীতে দিল্লী হইতে শ্রদ্ধেয়া বড়দিদি তাঁহার প্রবন্ধের Last paragraphএ আমার ১০ম ও ১৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে যে ভ্রমপূর্ণ ইঙ্গিত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে গোটাকয়েক কথা বলিতে চাই। ভরসা করি ইহা দীপালীতে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

বড়দিদি লিখিয়াছেন যে আমি ১০ম সংখ্যায় যে তিনটি বোনার নমুনা দিয়াছি সেগুলি উল্টাদিক হইতে বুনিবার জন্য বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হয়। ভগ্নিকে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে তিনি কি আমার ঐ প্যাটার্ণ ৩টী তুলিয়া দেখিয়া এই উক্তি করিয়াছেন? আমার মনে হয় তিনি তাহা করেন নাই। করিলে কখনই ঐরূপ মতামত প্রকাশ করিতেন না। কারণ আমি ১০ম ও ১৪শ সংখ্যায় যে প্যাটার্ণগুলি লিখিয়াছি, ইহার কোনটিই উল্টাদিক হইতে আরম্ভ করা হয় নাই। সবই সোজা দিক হইতে বুনিতে হইবে। এইজন্য আমি প্রত্যেক প্রবন্ধের গোড়াতেই বলিয়াছি যে, "প্রথমে যে রকম মাপ সেই রকম ঘর তুলিয়া লউন, পরে এমনি করিয়া বুনিয়া যান"। এমন কি, যাহাতে প্যাটার্ণগুলি প্রাঞ্জল হয়, সেইজন্য প্রত্যেক কাঁটা বিস্তৃত ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি (এই সম্বন্ধে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি ভগ্নিগণ তাহার বিচার করিবেন)। আমার মনে হয় উক্ত প্যাটার্ণ ৩টী সম্বন্ধে বড়দিদির practical অভিজ্ঞতা নাই। যদি থাকিত তবে তিনি প্যাটার্ণগুলি দেখিয়াই বুঝিয়া লইতেন, ইহা কোন দিক হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। কোন জিনিষ Experiment না করিয়া, না দেখিয়া সে সম্বন্ধে একটা মিথ্যা আজগুবি ইঙ্গিত করার কি যে সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম না। ভগ্নিগণের নিকট আমার অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন বড়দিদির Last paragraph পড়িয়া প্যাটার্ণগুলি শক্ত বলিয়া না মনে করেন এবং উল্টা দিক হইতে না বুনেন। প্যাটার্ণগুলি খুবই সোজা। কাঁটার পর কাঁটা ঠিক করিয়া বুনিয়া গেলে আমার কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

আর একটি কথা। ঐ সংখ্যা দীপালীতে

নৃত্য ও গীত। নৃত্য ও গীত।।

ছায়া চিত্রগৃহের

মঞ্চোপরি

শুক্রবার ২৪শে মে ও শনিবার ২৫শে মে

মাত্র দুইদিনের জন্য, প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬৷৩০ মিঃ সময়

শীলা হালদার

ও তদীয় নৃত্য-সম্প্রদায়

তৎসহ শ্যামসুন্দর, অতীন্দ্রনাথ, অমলা গুপ্ত, শেফালি দে, প্রীতি ঘোষ, রত্না চ্যাটার্জ্জি, সুধীর রায়, চন্দ্রোজ্জয়

সঙ্গীত—পাহাড়ী সান্ন্যাল (নিউ থিয়েটার্সের সৌজন্যে)

ও প্রতিভা দেবী

কৌতুকাভিনয়—নবদ্বীপ হালদার

যন্ত্রশিল্পী—কে, চক্রবর্ত্তী ও তদীয় সম্প্রদায়।

টিকিটের হার—২৫৲, ১০৲, ৫৲, ৩৲, ২৲, ১৲ ও ॥০ আনা।

অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন, বিলম্বে হতাশ হইবেন।

মনে রাখিবেন ২৪শে ও ২৫শে মে, ১৯৪০—সন্ধ্যা ৬-৩০ টায়।

আর একজন ভগ্নি "উলের বোনা" নাম দিয়া একটি প্যাটার্ণ লিখিয়াছেন কিন্তু প্যাটার্ণটি যে কিসের তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। ভগ্নিকে আমার জিজ্ঞাস্য যে, ঐ প্যাটার্ণটি সোয়েটারের না অন্য কোন জিনিষের ? ইহা বুঝিতে না পারিয়া প্যাটার্ণটি তুলিতে সাহস করিলাম না। যদি তিনি পরবর্ত্তী কোন সংখ্যায় প্যাটার্ণটী কিসের জানান, তবে তুলিতে চেষ্টা করিব। আপনাকে ও ভগ্নিদ্বয়কে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইতেছি। ইতি

কুমারী কনক সেনগুপ্তা
পাটপুর রোড, বাঁকুড়া

"রুমাল-কোণা" ব্লাউজ

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

২রা জ্যৈষ্ঠ দীপালীতে কুমারী কণা গুহ-ঠাকুরতা দিনাজপুর হইতে জানিতে চাহিয়াছেন "রুমাল-কোনা" হাতা ব্লাউজ কি করিয়া করিতে হয়। তাঁহার উত্তরে লিখিতেছি, আধুনিকা মেয়েদের নিকট এই হাতা "পিস্তল হাতা" নামে বিখ্যাত। আমি যেভাবে কাপড় কাটিয়া থাকি সেই প্রণালী লিখিলাম, ভগিনী 'হাতা' কাটিতে পারিয়াছেন জানিলে সুখী হইব। প্রথম রুমালের মত চারকোনা কাপড় নিয়া তাহাকে কোনাকুনি ভাঁজ দিয়া ২নং ছবি অনুযায়ী আঁকিয়া কাটিয়া লইবেন। "ক" "খ" বগলের দিক ব্লাউজে লাগাইবার সময় "ক"য়ের নিকটে কুচী দিতে হইবে। হাতার সামনে "গ" "ঘ"য়ের দিকে মুড়িয়া সেলাই দিতে হইবে। "খ" "গ" মাঝখান—হাতের নীচ, ও "ক" "গ" হাতের উপর দিক। কুঁচী কাঁধের নিকট থাকিবে।

শ্রীমতী সরলা দেবী
C/o শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
ব্যারাকপুর।

১ নং

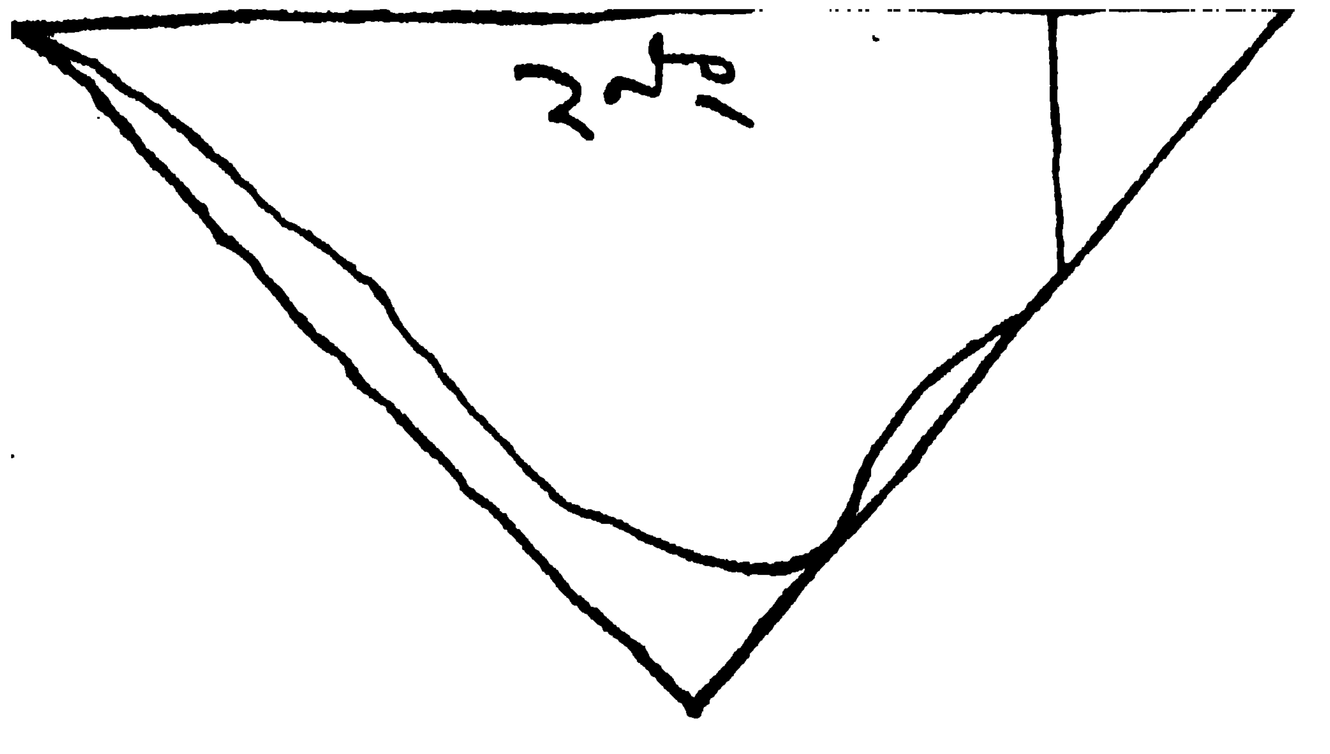

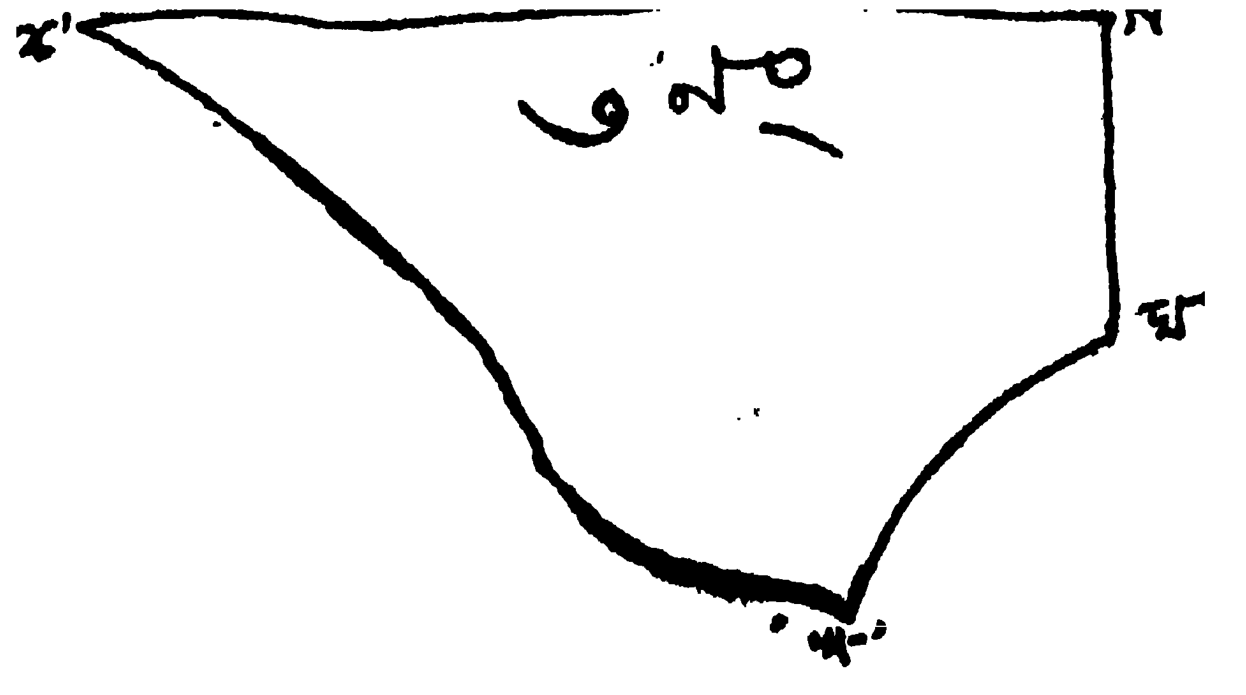

জীবিত অবস্থায় অর্দ্ধমৃত

—জনৈক চিকিৎসক

সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতেই মানুষ যখন প্রকৃতির ক্রোড়ে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন রোগ বলিয়া কোন শত্রু যে এ জগতে আছে তাহা তাহাদের জানা ছিল না। প্রকৃতি-মাতা নিজে সকলের লালন পালনের ভার লইয়াছিলেন। তাহাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব প্রাকৃতিক আবেষ্টন হইতে পুরাতনকে সুদূরে রাখিয়া বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম আবর্ত্তনের মধ্যে আসিয়া পড়িল। অস্বাভাবিক জীবন ধারণের ফলে নানাপ্রকার রোগবীজাণু শরীরে প্রবেশের সুযোগ পাইল। মানুষ পূর্ব্বাবস্থা ভুলিয়া গিয়া বিভিন্ন সঙ্কটাকীর্ণ পথে চলিতে চলিতে অধুনা শীর্ণ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এখন দেখা যায় তাহাদের দেহে শক্তি নাই, শরীরে বল নাই, চক্ষুতে সে দীপ্তি নাই, প্রাণে সে অদম্য স্ফূর্ত্তি নাই, কাজ কর্ম্মে তেমন স্পৃহা নাই; মাংসপেশী শিথিল, স্নায়ু দুর্ব্বল; রক্ত দূষিত। প্রত্যেক বেদনা-যুক্ত পদক্ষেপে সে প্রাণভরা জীবনীশক্তির অভাব অনুভূত হয়। বাতে পঙ্গু, না হয় কষ্টি বেদনায় সঙ্কুচিত, আর না হয় মাথা বা দন্তের অসহ্য বেদনায় আড়ষ্ট। এ ভাবে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বহু নরনারী, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর কষ্টভোগ করিতেছেন। ইহাতে দেহের অপরিসীম কষ্ট তো আছেই, তদ্ব্যতীত মানসিক ও আর্থিক ক্ষতিও বটে। আধুনিক যুগে এ সমস্ত কষ্টকর অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রচি কোম্পানী বহু বৎসর গবেষণার পর নিরাপদ অথচ কার্য্যকরী বেদনা-নাশক "সারিডন" আবিষ্কার করিয়া মানবের বহু উপকার সাধন করিয়াছেন। সারিডন হৃদ্‌পিণ্ডের কোন অনিষ্ট করে না এজন্য সকলেই ইহা নিরাপদে সেবন করিতে পারেন। আমাদের দেশে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ প্রত্যহ বহু বেদনা-পীড়িত রোগীকে ইহার ব্যবস্থা দিতেছেন। আমি বহু রোগীকে বেদনার জন্য ইহা ব্যবস্থা দিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

"দস্তুরমত প্রব্লেম"

(নক্সা)

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশী

আজকাল সভা-সমিতি করাটা অনেকটা বদ অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কোন একটা ছুতা পাইলেই হইল—দেখিতে দেখিতে একটা বিরাট সভা হইয়া প্রস্তাব গৃহীত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। এ বিষয়ে যে দেশবাসীর একতা আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বস্তু কমিটি স্থাপন। রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, যে কোন সমস্যাই হউক না কেন—কমিটি না হইলে সমাধান হওয়ার উপায় নাই।

দেশের অনুরূপ আবহাওয়ার ভিতর পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের ছাত্রী "কমরেড" দীপ্তিরাণী কাগজে একটি বিরাট "নারী জাগরণী" সম্মেলনের নোটীশ দিয়া বসিল। দীপ্তিরাণীর এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানে নেতৃস্থানীয়ারা মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। আবার আর একটা কেন?

কারণ অবশ্য চাপা থাকিল না। দীপ্তিরাণীর অন্তরের ব্যথা বন্ধুরাই উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। ঘটনাটা এমন কিছুই গুরুতর নয়; (বিশেষ করিয়া আধুনিক যুগে) অথচ দীপ্তি ইহাকেই আধুনিক অন্যতম সামাজিক সমস্যা বলিয়া জোর গলায় প্রচার করিতে লাগিল।

সীতাংশু উদীয়মান সাহিত্যিক। একই পাড়ায় থাকে। দীপ্তিদের বাড়ীতে কোন সূত্রে তাহার অবাধ গতিবিধি আছে। ইহারই অবশ্যম্ভাবী জের টানিয়া দীপ্তি তাহার প্রেমে পড়িল। পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, পত্র-বিনিময় ইত্যাদি স্তরের মধ্য দিয়া প্রেম যখন বেশ পুষ্ট হইতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন গোধূলি লগ্নে দীপ্তি সীতাংশুকে ধমকাইয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল।

অপরাধ—সীতাংশু যে বিবাহিত এ কথা দীপ্তির নিকট ভুল করিয়াও সে প্রকাশ করে নাই কেন?

অর্থাৎ, তাহা হইলে সে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইতে পারিত এবং সীতাংশুকে কোন-ক্রমেই প্রশ্রয় দিত না। এ দুঃসংবাদটি দীপ্তি অদ্যই আর একটি যুবকের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছে। যুবকটি তাহার সহপাঠী। সম্প্রতি বাড়ী বদল করিয়া এ পাড়ায় উঠিয়া আসিয়াছে।

ইহাই হইল নারী জাগরণী সম্মেলনের মুখবন্ধ। খবরের কাগজের অসাধ্য কাজ কিছুই নাই। "নারী জাগরণীর" বিজ্ঞাপন ছাপা হইবামাত্র নানাস্থান হইতে নানারূপ পত্রাদি আসিতে লাগিল। সম্মেলনের উদ্দেশ্য—স্থান, কাল নিয়মকানুন সম্বন্ধে অজস্র প্রশ্ন। প্রশ্ন যখন উঠিয়াছে, উত্তরও তার দেওয়া চাই। কাগজের মারফতেই সব আদান প্রদান চলিতে লাগিল। ফলে "পাবলিসিটি"টা জাঁকজমক পূর্ণই হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া নারী-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সম্পাদকগণ একেবারে মুক্তহস্ত হইয়া উঠিলেন।

সভানেত্রী হইয়াছেন—শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী চোংদার। কলিকাতায় তাঁর বাড়ী আছে, মোটর আছে, উপরন্তু তিনি বক্তৃতা দিতে পারেন। দীপ্তির মতে ইহার অধিক "কোয়ালিফিকেশন" সভানেত্রীর প্রয়োজন নাই। স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এলবার্ট হলে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে বেলা পাঁচ ঘটিকায় বিরাট

কলিকাতায়
জন-সম্বর্দ্ধিত
৩৪শ
সপ্তাহ
সন্ত তুলসীদাস
এখন
নাট্যপীঠে
২য় সপ্তাহ
চলিতেছে

শনিবার ২৫শে মে হইতে
সিটি সিনেমায়
সুপ্রীম পিক্‌চার্সের
মেরে আঁখে
শ্রেষ্ঠাংশে:
খুরশীদ্, মজহর, সিতারা

আসিতেছে
রঞ্জিৎ মুভিটোনের
অচ্ছুৎ
শ্রেষ্ঠাংশে:
গহর

মানসাটা
ফিল্ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: কলি: ৪৫

মহিলা সমাগমের মধ্যে (লাউড স্পীকারের বন্দোবস্ত ছিল) পূর্ণাঙ্গ বন্দেমাতরম সঙ্গীতের পর কমরেড দীপ্তিরাণী সম্মেলনের উদ্বোধন করিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মাড়োয়ারী কোন ধর্ম্মেরই অভাব নাই। ইহাদের মধ্যে তরুণী ও প্রৌঢ়া দুই-ই আছে।

আশাময়ী বক্তৃতা প্রসঙ্গে দীপ্তিরাণী যাহা বলিলেন তার সারাংশ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

সীতাংশুবাবু-ঘটিত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ কৌশলে উত্থাপন করিয়া তিনি সমবেত মহিলাগণকে অনুরোধ করিলেন,

—আপনারাই বলুন, সেই ভদ্রলোকের দোষ—না আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার দোষ ?

(কেহ কোন উত্তর দিলেন না)

একটু থামিয়া দীপ্তি বলিতে লাগিল,

আপনারা বোধ হয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমরা অর্থাৎ মহিলারা যারা বিবাহিতা (আমি এখানে বিশেষ করে হিন্দু রমণীর কথাই বলছি) তাদের বিবাহের প্রমাণ মাথায় জল জল করছে। তাদের এটা লুকোবার কোন উপায় সমাজ রাখে নি। আবার যেখানে সীমন্তে সিঁদুরের ব্যবস্থা নাই—সেখানে বিবাহিতারা অবগুণ্ঠন দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ আমার বক্তব্য এই যে বিবাহিতা অবিবাহিতা রমণীর পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু বিবাহিত পুরুষদের অনুরূপ কোনও প্রমাণ বা দৈহিক কোন চিহ্ন আছে কি ? না—নেই। নেই বলেই তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-বোধ করে না।

(সেম্ সেম্ ধ্বনি)

ভগ্নিগণ! আমরা এতই নির্ব্বোধ যে তা বুঝতে না পেরে তাদের মোহজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। তার ফল যে কি বিষময় তা আপনারা জানেন! একটু আগেই আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের শুনিয়েছি। শুধু আমার নয়—ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ তরুণীর ভাগ্যে এইরূপ অপমান সর্ব্বদা ঘটছে।

প্রতারক পুরুষের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনই উপায় নেই যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয়। দেশের শাসনকর্ত্তাদের এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেই হবে।

(হাততালি পড়িল)

—এর কি প্রতিকার হতে পারে, আপনারা একে একে প্রস্তাব করুন।

দীপ্তি আসন গ্রহণ করিবামাত্র সভার ভিতর একটা অস্ফুট গুঞ্জন-ধ্বনি প্রবাহিত হইল। তাহার বক্তৃতা সকলের ভিতরই একটা চাঞ্চল্য আনিয়া দিয়াছে।

জনৈক তরুণী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর দিলেন,

—আমি প্রস্তাব করি, বিবাহিত পুরুষের এইরূপ গোপনীয় আচরণ আইনতঃ দণ্ডনীয় হওয়া উচিত।

প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত হইল।

দীপ্তি প্রস্তাব সম্বন্ধে মন্তব্য করিল,

—পুরুষেরা আইনতঃ দণ্ডনীয় হলেও তরুণীদের যা অভাব তা পূরণ হবার উপায় নেই। সুতরাং আমার মতে এ প্রস্তাব খুব সমীচীন বলে মনে হয় না।

ইহার পর একটু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল। নানারূপ প্রস্তাব হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ।

একজন বাঙ্গালী তরুণী প্রস্তাব করিলেন,

—আমাদের মত বিবাহিত পুরুষেরও সিঁথিতে সিঁদুরের ব্যবস্থা করা হোক।

জনৈক মুসলমান মহিলা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মে সিঁদুরের ব্যবস্থা নাই—ইহা তাঁহারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন।

১০০০্ টাকা নগদ পুরস্কার

সিদ্ধ বশীকরণ যন্ত্র

বাঞ্ছিতার প্রেমলাভে যাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত ও নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারা একবার আমাদের এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া বাঞ্ছিত ফললাভ করুন। এই যন্ত্র নিকটে রাখিয়া আপনি যে রমণীর নাম জপ করিবেন সে যতই কঠিনহৃদয়া অথবা কটুভাষিণী হউক না কেন এবং যতদূরেই থাকুক না কেন, আপনার সহিত মিলিত হইবার জন্য ছটফট্ করিবে। এমন কি সাত সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ও অট্টালিকার সমূহ আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া অতি শীঘ্র আপনাকে চিরতরে আত্ম-সমর্পণ করিবে; জীবনে আর কোনদিন আপনার সহিত তাহার বিচ্ছেদ হইবে না, হাকিম বা প্রভুকে আপনার বশে আনিতে, শত্রুকে মিত্র করিতে, কাহারও মনের কথা জানিয়া লইতে, নষ্টদ্রব্যের সন্ধান প্রভৃতি বিষয়ে ইহার ক্ষমতা অসীম।

মূল্য প্রত্যেকটী ১৸৶০, ডাক ব্যয় ।।০, তিনটী একত্রে লইলে ৫্ টাকা, ডাকব্যয় লাগিবে না

মিথ্যা প্রমাণকারীকে ১০০০্ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

অর্ডারের সহিত আপনার ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

পোষ্ট বক্স নং ৪৬, ডি, সি, অমৃতসর।

সভানেত্রী মহাশয়া শান্তি স্থাপন করিয়া বলিলেন,

—আপনারা সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা এখানেও টানিবেন না। সব ধর্ম্মে যাহা সম্মত হয় সেইরূপ প্রস্তাব করিতেই আমি অনুরোধ করি।

এবার উঠিলেন মাড়োয়ারী তরুণী। তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম, পুরুষের মাথার টেরীর ডান-বাঁ হিসাবে বিবাহিত অবিবাহিতের পার্থক্য করা যাইবে। উদাহরণ দিয়া তিনি বলিলেন, মাননীয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়ন করিবেন যে যাহারা বিবাহিত তাহাদের ডানদিকে টেরী কাটিতে হইবে, তাহা হইলে মহিলারা টেরী দেখিয়া পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারিবেন।

ইহারও প্রতিবাদ হইল। প্রতিবাদ করিলেন জনৈক পাঞ্জাবী মহিলা। তাহাদের পুরুষদের টেরী বলিয়া কোন বস্তু নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহারা চুল ঝুঁটি করিয়া বাঁধিয়া থাকে। তাহার উপর পাগড়ী আছে —সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে "টেরী" বিষয়ক কোন কথা উঠিতেই পারে না। সমবেত পাঞ্জাবী মহিলারা 'হিয়ার'—'হিয়ার' করিয়া উঠিলেন।

এবার উঠিল মন্দার। তাহার প্রস্তাবের মর্ম্ম বিবাহিত পুরুষদের ছোট্ট একটু টিকি রাখিলে বিশেষ অসুবিধা হইবে না। অবশ্য পাঞ্জাবী মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় নাই।

ইহারও প্রতিবাদ হইল মুসলমান পক্ষ হইতে এবং হিন্দুস্থানী রমণীদিগের তরফ হইতে। হিন্দুস্থানী তরুণী বলিলেন যে, তাহাদের জাতীয় প্রথা অনুযায়ী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর কেশোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই "টিকি"র ব্যবস্থা হয়। ইহা শাস্ত্র-সম্মত এবং ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে জাতিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং বিবাহিত অবিবাহিতের পার্থক্য "টিকির" মাপকাঠিতে চলিতে পারে না। তা ছাড়া আধুনিক কালে শিক্ষিত হিন্দুস্থানীরা টিকিকে লজ্জাজনক মনে করেন এবং এইজন্য এমন ভাবে চুলের সঙ্গে মিশাইয়া রাখেন যে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে "মাইক্রোসকোপের" প্রয়োজন।

(সকলের হাস্য)

দীপ্তি দেখিল বিষয়টা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। এইরূপভাবে প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে থাকিলে ভোর হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। রাত্রি বারোটা অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে। সভানেত্রীর কানে কানে সে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন,

—বিবাহিত পুরুষদের দৈহিক কোন স্থায়ী চিহ্ন কিংবা কোন 'সিম্বল' হওয়া উচিত এ বিষয়ে আমাদের কোনও মতভেদ নাই। আপনারা সকলেই তা চান—

(চাই—চাই ধ্বনি)

আমাদের মতের অমিল হচ্ছে সেইরূপ চিহ্নের প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে। আমার মতে এটা "সেকেণ্ডারী ফ্যাক্টর"। এত বড় প্রকাশ্য সভায় এর একটা মীমাংসা হতে খুবই বিলম্ব হবে। সেইজন্যে আমি প্রস্তাব করি—মূল প্রস্তাব আপনারা গৃহীত করে নিন এবং চিহ্ন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার জন্য পনেরো জন প্রতিনিধি নিয়ে একটা কমিটি হোক। কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ঘন ঘন হাততালি দিয়া সভানেত্রীর বক্তব্য সকলেই সমর্থন করিলেন।

অতঃপর দীপ্তি প্রস্তাব পাঠ করিল, "অদ্যকার এই সভা ভারতের বিবাহিত অবিবাহিত পুরুষ নির্ণয়ের জন্য তাহাদের দৈহিক কোন পার্থক্যের চিহ্ন দাবী করিতেছে এবং মাননীয় সরকার বাহাদুরকে অনুরোধ জানাইতেছে যে, কোন বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়ন করিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা যথাসম্ভব শীঘ্র প্রচলন করিতে। আইন অমান্যকারী-গণের সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা থাকিবে।"

'ইনক্লাব'—'জিন্দাবাদ' ধ্বনির ভিতর প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া গেল।

পনেরো জন প্রতিনিধি লইয়া একটা অস্থায়ী কমিটিও যথারীতি গঠিত হইল। একমাসের ভিতর তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন।

সভাশেষে সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল; অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল রাত্রি দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে এবং যে কয়টী বালিকা কোরাস্ গাহিবে তাহারা 'প্ল্যাটফর্ম্মের' উপর এ উহার গায়ে পড়িয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইতেছে। ধমক দিয়া উঠান হইলে— "জনগণ-মন-অধিনায়ক"-এর পরিবর্ত্তে তাহারা সমস্বরে—ভ্যাঁ—করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়।
সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৩্। এক বছরের—২৷০।
সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩্ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬৷০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

শাস্ত্র
বিনামূল্যে
জীবনে সুখ ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও নারীর অবশ্য পাঠ্যপুস্তক
বৈদ্যশাস্ত্রী
১৯৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত,
জন্ম রোধ শান্তি
নির্দ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১।৩।২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১৷৷০, ২৷৷০, ৪্, পোঃ ফ্রি।
ডি. লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাও
প্রত্যাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান

আর, লামসডেন
(রেঞ্জার্স)

বি, রায় চৌধুরী
(ভবানীপুর)

পরলোকে অমর সিং

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় অমর সিং জামনগরে তাঁহার নিজগৃহে গত ২১শে মে সকালবেলা নিউমোনিয়া রোগে মারা গেছেন। তাঁর মত 'বোলার' ভারতবর্ষে আর নেই বল্লেই হয়। ইংলণ্ডের সঙ্গে টেষ্ট ম্যাচগুলিতে তিনি ৩৬৩'৪ ওভার বল দেন, তার মধ্যে ৯৫ মেডেন পান, ২৮টী উইকেট গ্রহণ করেন এবং ৮৫৮ রাণ দেন। তিনি ভারতবর্ষের হয়ে ৭টী টেষ্ট ম্যাচ খেলেন। ১৯৩৪ সালে রাজকোটে এক খেলায় ২২ মিনিটে তিনি সেঞ্চুরী করেন, এত তাড়াতাড়ি সেঞ্চুরী করতে পৃথিবীতে আর কেউ পেরেছেন বলে আমরা শুনি নি। ১৯৩৫ সালে বিলেতে ল্যাঙ্কাশায়ারের কলোন ক্লাবের হয়ে খেলে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। তাঁহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোলারদের সঙ্গে শ্রেণীভুক্ত করা চলত, তাঁর এই মৃত্যুতে ভারতের ক্রিকেট-জগতে যে ক্ষতি হল তা সহজে পূর্ণ হবার নয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র ৩০ বছর হয়েছিল। আমরা তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।

•

সকলের মনে ধারণা জন্মে গিয়েছে যে মহমেডান স্পোর্টিং দল ফুটবল খেলায় যোগদান না করলে খেলার মধ্যে কোন উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে না, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে যারা খেলা দেখা বন্ধ করেছেন, তারা মারাত্মক ভুল করে বসেছেন। কালীঘাট, ইষ্ট বেঙ্গল, রেঞ্জার্স, বর্ডার, মোহনবাগান, এরিয়ান্স প্রভৃতি দল যে ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাচ্ছে—তাতে যে খেলার উত্তেজনা পূর্ণভাবে বেড়ে চলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে যে মহামেডান দলটী থাকলে খেলাটা আরও একটু জমে উঠত।

•

লীগ তালিকায় কালীঘাট এখনও পর্য্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার করে চলেছে। কিন্তু তারা কি শেষ রক্ষা করতে পারবে? সামনেই বর্ষা—তাতে কালীঘাট দল সুবিধা করতে পারবে বলে মনে হয় না। ইষ্টবেঙ্গল এবছর কয়েকটি ভাল নূতন খেলোয়ার নিয়ে খেলছে—এদের লীগ পাওয়া না পাওয়া একটা ভাগ্যের কথা। মোহনবাগান দল গত বছর লীগ বিজয়ী হয়েছিল, এবছরে তাদের খেলা দেখে মনে হচ্ছে যে লীগ পাবার বেশী আশা নেই। রেঞ্জার্স দল মন্দ নয়, তবে বলা যায় না এরা কি করে বসে শেষটায়। এদের টীম-ওয়ার্ক খুব ভাল। এরিয়ান্সের বরাত নেহাৎ মন্দ, ভাল খেলেও কপালগুণে হারছে। ভবানীপুর, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও ক্যালকাটা দলের মধ্যে কে যে নামবে তা' এখন কিছুই বলা যায় না।

•

কালীঘাট (০) ই, বি, আর (০)

খেলাটীতে যদিও তীব্র প্রতিযোগিতা হয়েছিল—তবুও উভয় দলের ফরওয়ার্ডের দোষে কোন গোল হয় নি। রেল দলের জি, কার্ভে যে ভাবে খেলেছিলেন তাতে কালীঘাটের ফরওয়ার্ড দল কিছুই করতে পারেন নি। রন্তু বোস কালীঘাটের গোলে অনেক বল রক্ষা দ্বারা বাহাদুরী লাভ করেন। মোহিনী বাজে খেলেন। মোশেক, রামানু ও কানাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রেলদলের স্পিক ও নিধুর খেলা প্রশংসনীয়।

মোহন বাগান (১) ক্যালকাটা (০)

নন্দ রায়চৌধুরীর জন্য মোহনবাগান জিতেছে স্বীকার করতেই হবে। তিনিই গোলটি দিয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। নীলু মুখার্জ্জি, অনিল দে ভাল খেলেন, কিন্তু সন্মথ দত্তের খেলা এবারে আর আগের মত নেই।

ইষ্টবেঙ্গল (১) ভবানীপুর (০)

সোমানা ১টী গোল দেওয়াতে ইষ্টবেঙ্গল দল জয়ী হতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু খেলা তাদের কোন মতে সুন্দর হয় নি! ভবানীপুর ক্রমশঃ তলিয়ে চলেছে। নন্দীর খেলা দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। ভবানীপুরের হাফব্যাক ভূধর রায়চৌধুরী ও গোলকিপার পি, দাস অল্পবিস্তর যা ভাল একটু খেলেছেন।

মোহনবাগান (১) বর্ডার (০)

মাঠ জলকাদায় পিচ্ছিল হওয়া সত্বেও মোহনবাগান সৈনিকদলকে হারিয়ে সকলকে খুসী করেছে। জিতেন ঘোষ ১টী গোল দিয়ে সৈনিক দলকে পরাজিত করেন। কে, দত্ত এইদিন কয়েকটা অব্যর্থ গোল বাঁচিয়ে খুব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ফরোয়ার্ডে নন্দ রায়চৌধুরী ছাড়া আর সকলেই ভাল খেলেন। অনিল দে খুব সুন্দর খেলেন।

ই, বি, আর (২) স্পোর্টিং ইউ: (১)

নবাগত স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের আর, দে প্রথমে গোল করেন। রক্ষণ ভাগের খেলা সুবিধাজনক না হওয়াতে রেল দলের স্পিক ও নিধু ১টী করে গোল দিতে সক্ষম হন।

ইষ্টবেঙ্গল (১) কাষ্টমস (০)

ভীষণ হাওয়াতে খেলা ভাল হওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য। এই অবস্থায় কোন মতে ইষ্টবেঙ্গলের এস, ঘোষ ১টী গোল দেন। রাখাল মজুমদারের শট্ গুলি খুব কার্য্যকরী হয়েছিল। খগেন ও নন্দী হাফে ভালই খেলেছেন। কাষ্টমসের আব্বাস সেদিন মোটেই খেলতে পারেন নি। হজেস ও রেবেলো খেটে খেলাতে অধিক গোল হয়নি।

এরিয়ান্স (১) রেঞ্জার্স (১)

ডি, ব্যানার্জ্জি প্রথমে একটী সুন্দরভাবে হেডে গোল দেবার পর রেঞ্জার্স ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে। রাম ভট্টাচার্য্যের জন্য গোলগুলি রক্ষা পায়। জর্ডন খুব সুন্দর খেলেছিলেন—কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে ভুল করে একটী বল ফসকে যান এবং সেই বলটী রাম ভট্টাচার্য্য জর্ডনের জন্যেই ফসকে যান। তিনি বলটী আটকাতে খুব পারতেন—কিন্তু ১ সেকেণ্ড বিলম্বের জন্য বলটী গোলে প্রবেশ করে। লামসডেন স্কোর করেন। নাসিরের উদ্দেশ্যহীন খেলার কোন অর্থ হয় না।

পুলিশ (২) ভবানীপুর (১)

ই, কার্ত্তে ২টী গোল দিয়ে ভবানীপুরকে পরাজিত করেছেন। এ, সিংহ ১টী গোল পরিশোধ করেন। গোলে তপেন দত্ত মন্দ খেলেন নি। যে গোল দুটী তিনি খেয়েছেন তা' কাউকে আটকাতে হত না। হারাধন, রহমান ও রঞ্জিৎ নারায়ণ ভালই খেলেছেন।

মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা সন্তোষ দত্তের পরিচালনায় সুসম্পন্ন হয়েছে। স্যার টমাস ল্যাম্ব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং মিসেস এ, কে, বসু পুরস্কার বিতরণ করেন।

জাতীয় যুব-সঙ্ঘ

জাতীয় যুব-সঙ্ঘের একাদশ বাৎসরিক আনন্দোৎসব এবং পারিতোষিক বিতরণী

জিতেন ঘোষ (মোহনবাগান)

অনুষ্ঠান কলিকাতার ডেপুটি মেয়র শ্রীফণীন্দ্র নাথ ব্রহ্মের সভাপতিত্বে হয়ে গিয়েছে। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার ক্রীড়াভূমিতে ঐদিন যে সব ক্রীড়া প্রদর্শিত হয় তন্মধ্যে সামরিক কুচকাওয়াজ, ডাম্বল ড্রিল, লেজিম ড্রিল, গ্রাউণ্ড প্লে ও রোলার ব্যালান্স দর্শনীয় হয়। মেজর রাধানাথ চন্দ্র, মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার, অজিত রায় বর্ম্মণ, মাণিক দাস, প্রভৃতি বালকবালিকাদের শিক্ষা দিয়াছিলেন। অনিল বিশ্বাসের পরিচালনায় খেলাগুলি খুব সুন্দর হয়। কুমারী শোভা বিশ্বাসের লাঠি, পুষ্প মণ্ডলের চায়না নাইফ জাম্প বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

—নিবেদন—

বাংলায় যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশী কিন্তু আমরা স্থান দিতে পারি প্রায় ২০০ জনকে মাত্র।

আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য লাভ করিলে

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল

রোগীর বেডের সংখ্যা অবিলম্বে দ্বিগুণ করিতে পারে। অবিলম্বে আপনি যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণ করুন !

কার্য্যালয় : ৬এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড কলিকাতা।

বাগবাজার শিশু ষ্টার ক্লাব

গত ১৫ই মে বুধবার সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকায় ক্লাবের সাধারণ সভায় ১৯৪০ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠপোষকগণ—স্যার হরিশঙ্কর পাল কে, টি,
শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (কাউন্সিলার)
শ্রীযুত দেবেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি (কাউন্সিলার)
শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার মুখার্জ্জি
শ্রীযুত জগদ্ধাত্রী কুমার ব্যানার্জ্জি
সভাপতি—শ্রী দেবকিঙ্কর রক্ষিত বি, এস-সি
সহঃ সভাপতি—শ্রীরবীন সরকার (বক্সার)
শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য বি, এস, সি,
শ্রীকৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়

করিমগঞ্জ ফুটবল এসোসিয়েশন

গত ৫ই মে রবিবার স্থানীয় টাউন হলে শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র মোহন শর্ম্মার সভাপতিত্বে এক সাধারণের সভা হইয়া গিয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কুমার চৌধুরী বি, এল, উকিল—সভাপতি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র কুমার গুহ—সহ-সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত হিমাংশু মোহন দাসগুপ্ত ও বিনয় ভূষণ সেনগুপ্ত যথাক্রমে যুগ্মসম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিভিন্ন হাইস্কুল ও বিভিন্ন স্পোর্টিং ক্লাব হইতে এবং নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া একটি শক্তিশালী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

মৌলবী মবারক আলি এম, এল, এ, শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চৌধুরী বি, এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, টি, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র কুমার শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হরদয়াল দাস, শ্রীযুক্ত যশোদালাল রায়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ্র দত্ত বি, কম, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র চন্দ্র দাস প্রভৃতি।

নাটমণ্ডপ

'শ্রী'তে কমলে-কামিনী

প্রফুল্ল পিকচার্সের ছবি। শ্রেষ্ঠাংশে—অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, রেণুকা রায়, উষাদেবী, পূর্ণিমা, পদ্মা প্রভৃতি।

চিত্রে চিত্রপরিচালক, আলোকচিত্র-গ্রহীতা, শব্দানুলেখক, কাহিনীকার ও চিত্র-নাট্যকারের নামোল্লেখ না দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। মুদ্রিত পরিচিতপত্রে দেখি, পরিচালক ফণীবর্ম্মা ও নির্ম্মল গোস্বামী, আলোক চিত্রগ্রহীতা ধীরেন দে, শব্দানুলেখক ডি, ওয়াল্টা ও অবনী চট্টোপাধ্যায়, কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার স্বর্গীয় প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতির নাম।

"কমলে-কামিনী" চিত্রের একটু ইতিহাস আছে: সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় এই চিত্রের পরিকল্পনা ও কার্য্যারম্ভ করিয়াই অর্থাৎ মাত্র দুইটি দৃশ্য গ্রহণ করিয়াই অকস্মাৎ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন্। কাজেই এ চিত্রের সব কিছুই তাঁহার মস্তিষ্কে। বহু টাকা খরচ করিয়াও অভিনেতা অভিনেত্রীদিগকে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়া চুক্তি করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া প্রফুল্লবাবু হঠাৎ মারা যাওয়ায় তাঁহার মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়, যিনি চিত্রনির্ম্মাণ কার্য্যের অ, আ, ক, খ, পর্য্যন্ত জানিতেন না, এই চিত্রখানি শেষ করিয়া অনুজের শেষ ইচ্ছা পালন করিয়া ব্যয়িত অর্থের কিছু সদ্ব্যবহার করিতে উদ্যোগী হন্, এবং শেষ পর্য্যন্ত সতীশবাবুর চেষ্টায় ও মতিমহল থিয়েটার্সের কর্ত্তৃপক্ষের সহায়তায় ছবিখানি কোনও প্রকারে শেষ হইয়াছে। কাজেই, ইহাতে ত্রুটি অসঙ্গতি ও বিসদৃশ ব্যাপার আছে যাহা অনভিজ্ঞের দ্বারা অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য। এইজন্য আমরা ইহার সমালোচনা করিতে বিরত হইলাম।

গল্পটি কবি-কঙ্কণ মুকুন্দ রামের চণ্ডী হইতে গৃহীত। উজানির শ্রেষ্ঠী শৈব ধনপতি দত্ত চণ্ডীকে পূজা করিতেন না তাই চণ্ডীর রোষে তাঁহার ছয়খানি ডিঙা সাগর গর্ভে ডুবিয়া যায় দত্ত মহাশয় কোনও রকমে মধুকর ডিঙায় চড়িয়া প্রাণে বাঁচেন, কিন্তু সিংহলরাজ শালিবাহনের কারারুদ্ধ হন্। ধনপতির পুত্র শ্রীমন্তও ঠিক একই রকমে এমনি সিংহলে আসে ও দৈবী মায়ায় শালিবাহনের বন্দী হয়। শ্রীমন্ত মশানে যখন হত্যার্থ নীত হয় সেই সময়ে দেবী চণ্ডী প্রমূর্ত্ত হইয়া সকলকে দর্শন দেন ও কমলে কামিনী রূপ যে অলীক নয়, তাহাও প্রমাণ করেন।

ছবিখানিতে কবিকঙ্কনের বর্ণিত উপাখ্যানটি সুষ্ঠুভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা ভক্তিমূলক চিত্রের অনুরাগী, তাঁহাদের "কমলে কামিনী" ভালই লাগিবে বলিয়া মনে করি।

—ফাল্গুনী

পরলোকে হিমাংশু রায়

বোম্বায়ের সুপ্রসিদ্ধ বম্বে টকীজের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার হিমাংশু রায় গত শনিবার বম্বে নার্সিং হোমে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর গৌরববর্দ্ধনে যে কয়জন মনীষী প্রাণপাত করিয়াছেন তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই প্রথম ভারতের বাহিরে ভারতীয় অভিনেতৃবর্গ দ্বারা অভিনীত ও ভারতে প্রস্তুত চিত্রাবলী দেখাইয়া ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কার সম্বন্ধে অভারতীয়দের প্রশংসা অর্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহার প্রযোজিত Light of Asia, Throw of A Dice, Shiraz প্রভৃতি ছবিগুলি বিলাতের নানাস্থানে দেখানো হইয়াছে। তাঁহারই প্রযোজিত "কর্ম্ম" (হিন্দী ও ইংরেজী ছবিতে তাঁহার সহধর্ম্মিনী নটীকুল রাণী শ্রীমতী দেবিকারাণী প্রথম চিত্রাবতরণ করিয়া সকলের নিকট হইতে অবিমিশ্র প্রশংসা লাভ করেন। উক্ত সব ছবি গুলিতেই তিনি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

বম্বে টকীজের উন্নতির জন্য তিনি যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করিতেন তাহা কল্পনা করা যায় না। প্রত্যহ ১৬।১৭ ঘণ্টা ধরিয়া কার্য্য করিতেন। প্রায় প্রতি বৎসরই বম্বে টকীজের অংশীদাররা লাভের মুখ দেখিতে পাইতেন যাহা ভারতবর্ষে খুব কম ষ্টুডিওতেই হয়।

তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় চিত্রজগতের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫১ বৎসর হইয়াছিল।

তাঁহার স্বর্গত আত্মার আমরা অক্ষয় শান্তি কামনা করি।

বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্টস এসোসিয়েশন

উক্ত এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন পূর্ব্বে ঘোষিত ১৯শে মে'র পরিবর্ত্তে ২৬শে মে হইবে।

কৃষিণ মুভীটোন

ফিল্ম কর্পোরেশন ষ্টুডিওতে কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় ইঁহাদের "শাপমুক্তি"র রীতিমত শুটিং গত মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নায়িকার ভূমিকায় পদ্মা দেবী খুব সুন্দর অভিনয় করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রীমতী পদ্মা বাংলা দেশেরই মেয়ে কিন্তু যশ অর্জ্জন করিয়াছেন বোম্বাইয়ে। তিনি যে প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী এবিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। নায়কের ভূমিকায় রথীন মজুমদার নামক সুদর্শন তরুণকে দেখা যাইবে।

মিঃ কে, এম, দারিয়ানী তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ সিন্ধী নাটক হইতে চিত্রনাট্য রচনা করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকালিপি আমরা আগামী সপ্তাহে দিতে চেষ্টা করিব।

নিউ থিয়েটার্স

পরিচালক দেবকী বসুর "নর্ত্তকী"র কাজ পুরা দমে আরম্ভ হইয়াছে।

পরিচালক অমর মল্লিক তাঁহার [illegible]

দেবদত্ত ফিল্ম লিমিটেডের

"পথভুলে"

হাসি তার আগায় গোড়ায়,
ঝরে পড়ে পাতায় পাতায়,
যায় সে দখিন হাওয়ায় দুলে।
কত না পথিক আসে
তাহারি আশে পাশে,
চলে যায় ভুল পথে বা পথভুলে।

হাসির রাজা ডি, জি'র পরিচালনা!
আর ?

শ্রেষ্ঠাংশেঃ ডি, জি, প্রতিমা দাশগুপ্তা, ভুমেন রায়, বিভূতি গাঙ্গুলী, রঞ্জিত রায়, সত্য মুখার্জ্জী, আশু বসু (এঃ), রতীন বন্দ্যোঃ, বেচু সিংহ, পান্না দেবী, কুমারী মণিকা গাঙ্গুলী (এঃ), পূর্ণিমা।

আলোক চিত্রকর	শব্দধর	সম্পাদনা
প্রবোধ দাস	সত্যেন দাসগুপ্ত	রাজেন চৌধুরী

শুভ-উদ্বোধন "উত্তরায়" শনিবার ১লা জুন, ১৯৪০

——একমাত্র পরিবেশকঃ কপূরচাঁদ লিমিটেড——

ফণি মজুমদারের "ডাক্তার" প্রায় আসিয়া পড়িল আর কি!

"পরাজয়" চিত্রায় দশম সপ্তাহে পড়িল।

ওয়াদিয়া মুভিটোন

পরিচালক মধু বসু সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার দো-ভাষী ছবি রাজনর্ত্তকীর শিল্পী-নির্ব্বাচন শেষ করিয়া গতকল্য বোম্বাই ফিরিয়া গিয়াছেন। মুখ্যাংশে শ্রীমতী সাধনা বসু ছাড়া অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রতিমা দাশগুপ্তা, প্রীতি মজুমদার, বিভূতি গাঙ্গুলী, প্রভাত সিংহ, মৃণাল ঘোষ, বেচু সিংহ প্রভৃতি বিভিন্নাংশে চিত্রাবরণ করিবেন। আগামী ৭ই জুন তাঁহার ছবির শূটিং আরম্ভ হইবে বলিয়া আমরা জানিতে পারিলাম।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

চাকরীর জন্য প্রশান্ত চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু কোথাও আশার রেখা দেখা যাইতেছে না। দেশ হইতে খবর আসিল যে তাহার স্ত্রী পীড়িত। বাড়ী গিয়া হঠাৎ শুনিতে পাইল যে তাহার বন্ধু অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে তাহার স্ত্রীর সহিত কথা বলিতেছে। তাহার মনে সন্দেহ দেখা দিল, স্ত্রীর সহিত দেখা না করিয়াই সে চলিয়া আসিল। পরিচালক হীরেন বসু তাঁহার বর্ত্তমান ছবি "অমরগীতি"তে এই দৃশ্যটি গত সপ্তাহে গ্রহণ করিয়াছেন।

এ, আই, এ, পি,

সম্প্রদায় তাহাদের দলবল লইয়া শীঘ্রই উত্তর বঙ্গে নৃত্যকলা দেখাইতে যাত্রা করিবে। প্রোঃ সক্কর, বাদলকুমার, সুধীর রায়, ভক্তিধারা, সেফালী, রূপলেখা প্রভৃতি নৃত্যগীত কুশলী এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য সভ্যা। শ্রীযুক্ত প্রীতিরায় সঙ্গীত পরিচালনা করিবেন।

নানাকথা

উত্তর রাঢ় সাহিত্য সম্মেলন

কাটোয়ায় উত্তর রাঢ় সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একনবতিতম জন্মবার্ষিক স্মৃতিসভা গত ২রা জ্যৈষ্ঠ (ইং: ১৯৪০।১৬ই মে) তারিখে কাটোয়ার সূর্য্যনারায়ণ মেমোরিয়াল হলে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

ইন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে কলিকাতা হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ), শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন (দেশ), সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (দীপালী), শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, শ্রীইন্দুভূষণ সেন, শ্রীনরেন্দ্র নাথ শেঠ, শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক শ্রীনলিনীকান্ত সরকার প্রভৃতি কলিকাতা হইতে কাটোয়া গিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী (কালনা), শ্রীশ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান) প্রভৃতি আরও ইন্দ্রনাথের বহু অনুরাগী বাহির হইতেও আসিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। সুরসিক ইন্দ্রনাথের স্মৃতিসভা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের অনুচরেরা যে কতবড় বেরসিক তাহার প্রমান পাওয়া গেল, নলিনীকান্তের "পত্নী-প্রতিযোগিতা" গানের বেলায়, জনৈক মহাপণ্ডিত (!) অর্থাৎ সাত ঘাটের জল যাঁহার মস্তিষ্কে, এ হেন সপ্ততীর্থ মহাশয় অকস্মাৎ যে-ভাবে উক্ত গানখানি বন্ধ করিতে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন এবং যে চিৎকারের অবমাননায় আরম্ভ মাত্রই নলিনীবাবু গা'ন বন্ধ করিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার কোনও প্রতিবাদই কেহ করিল না!!! আশ্চর্য্য, এমনকি সভানেত্রীও না, যদিও তিনি এজন্য বহু বিলম্বে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বহু বক্তা উক্ত কম-বক্তার প্রতিবাদ তীব্র ভাবেই পরে করিয়াছিলেন যখন নলিনীবাবু সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এরূপ ঘটনা সভানেত্রী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বা সভ্যগণ, কাহারও পক্ষেই গৌরবজনক কিনা বিবেচনার বিষয়।

প্রয়োজন বোধ করিলে আমরা ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি

গত ৮ই মে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি কর্ত্তৃক স্টার রঙ্গমঞ্চে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মতিথি উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

অভুতপূর্ব্ব আবিষ্কার!

অভাবনীয় মূল্য

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

মিনার্ভা গোল্ড

আশাতীত রকম সুলভ মূল্যে এখন পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে নকল হইলেও ইহা দেখিতে ঠিক আসল সোণার মত। নিটোল বারে এই সোণা পাওয়া যায়। এ্যাসিডে ইহার কোন ক্ষতি করে না এবং কোনও আবহাওয়াতেই ইহার ঔজ্জ্বল্য বিনষ্ট হয় না। চিরদিন ইহার স্বর্ণবর্ণ অম্লান থাকে। আসল সোণার গহনার মত দেখায় বলিয়া, এ সোণায় সাধারণতঃ গহনাই তৈয়ারী হয়।

দাম:—প্রতি আউন্স (২।০ ভরি) ৬৲, ২ আউন্স ১০৲ এবং এক পাউণ্ড ৭২৲ বেশী অর্ডার দিবার আগে ২।১ আউন্স আনাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

এমেরিক্যান্ কমার্শিয়াল হাউস্

পোষ্ট বক্স নং ৬২ (D. C.) নিউ দিল্লী।

রেণুকার - - - পুণর্মিলন

কবে হবে?

পরিচালক: আলোক গাঙ্গুলী

"প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা"

"সেক্স ও সিনেমা" বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় সুসাহিত্যিক শ্রীফণীন্দ্র পালের বিচারে যাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তাঁদের উভয়কে একটি করিয়া রৌপ্য-পদক উপহার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ প্রেরণের জন্যে কোন প্রবেশ মূল্য নাই। প্রতিযোগিগণ আগামী ২৫শে মে, শুক্রবারের ভিতর ১১এ, দেব নারায়ণ দাশ লেন, শ্যামবাজার এই ঠিকানায় প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। মহিলা বা পুরুষ যে কেহই এই প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন।

*

"মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলের" ভূতপূর্ব্ব গণিত শিক্ষক স্বর্গীয় মন্মথনাথ দত্তের স্মৃতি রক্ষার্থে পুরুলিয়ার "বিদ্যুৎ সঙ্ঘের" উদ্যোগে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

বিষয়—"বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি ও ছাত্র-সমাজ।"

প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীকে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। ফুলস্কেপ্ কাগজে পাঁচ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া চাই। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট ভাবে লিখিতে হইবে।

বিচারক মণ্ডলীর বিচারই চরম বলিয়া গণ্য হইবে। ৩রা জুন সোমবারের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রবন্ধ পৌছান চাই :—

সম্পাদকগণ, "বিদ্যুৎ"
বিদ্যুৎ সঙ্ঘ, গাড়ীখানা
পোঃ পুরুলিয়া, মানভূম।

রঙ্গলাল স্মৃতিসঙ্ঘ

স্বর্গীয় মহাকবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত খিদিরপুর রঙ্গলাল স্মৃতি-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত রূপ :—

১। কবিবরের অপ্রকাশিত এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য প্রকাশিত রচনাবলীর উদ্ধার সাধন, সঙ্কলন ও প্রচার।

২। কবি-রচিত সঙ্গীতাবলীতে কবি প্রদত্ত সুর সংযুক্ত করিয়া আলাপাদি দ্বারা সাধারণের মধ্যে তাহার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন।

৩। কবিবরের জীবনী ও রচনা-ধারা বিষয়ে অন্যান্য মনীষীগণের অভিমতাদির সঙ্কলন।

৪। জাতীয় সঙ্গীতগুলির আলাপে অভ্যস্ত দল গঠন পূর্ব্বক সাধারণের মধ্যে সঙ্ঘের নাম প্রচার।

আলোচ্য বর্ষে কবিবর রচিত দুষ্প্রাপ্য কবিতা "ভারতভূমির অভ্যর্থনা" সংগ্রহ করা হইয়াছে। উক্ত কবিতাটি সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের যুবরাজ অবস্থায় ভারতে আগমন উপলক্ষ্যে রচিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত "বঙ্গদর্শনে"র আশ্বিন ১২৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বিগত ১৩ই মে ১৯৩৯ তারিখে রায় বাহাদুর স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট মহোদয়ের সভাপতিত্বে রঙ্গলালের ত্রিপঞ্চাশৎ মৃত্যু-স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

পরিশেষে সাধারণের নিকট এই অনুরোধ যে, কবিবর রঙ্গলাল সম্বন্ধে যাঁহার যাহা কিছু জানা আছে, তাহা তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সম্পাদক, রঙ্গলাল স্মৃতিসংঘ
২নং রামকমল ষ্ট্রীট, খিদিরপুর।

হাওড়ায় আমোদ-প্রমোদ

হাওড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্-টেন্ডেণ্ট মিঃ নাগের বিদায় উপলক্ষে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত হয়। মিঃ রাজা বসু তাঁহার যাদুকৌশল দেখাইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন। মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার ও তাঁহার নৃত্য-সঙ্গিনী কুমারী শেফালী দে'র "শিকার বিপত্তি" নৃত্য সুন্দর হয়। কুমারী শেফালী দে'র "মাড়োয়াড়ী" নৃত্য, রবীন সরকারের "মৃগব্যাধ" নৃত্য ও জাতীয় যুবসঙ্ঘের বালিকাগণের 'ধান্যোৎসব' নৃত্য সকলকে আনন্দ প্রদান করে। প্রোঃ সারদা গুপ্তের হাসির গান ও রবীন ভট্টাচার্য্যের শব্দানুকরণ প্রশংসনীয়।

চট্টগ্রাম সংবাদ

[নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত]

রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মোৎসব

চট্টগ্রামের "রবীন্দ্র পরিষদের" উদ্যোগে গত পূর্ব্ব মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্থানীয় রামমোহন সাধারণ পাঠাগারের বিরাট চত্বর প্রাঙ্গণে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। উপস্থিত শত শত সুধী ও মহিলাবৃন্দের পুরোভাগে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা মহোদয়ার আসন গ্রহণ উৎসব-ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। চট্টগ্রাম কলেজের মনীষি অধ্যাপক শ্রীযুত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী এই অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন।

বহুসংখ্যক প্রস্ফুট পদ্মের অনিন্দ্য শোভা-মণ্ডিত, কবিগুরুর প্রতিকৃতি ও তন্নিম্নে সুসজ্জিত রঙ্গমঞ্চে চট্টলার কতিপয় সুগায়িকা বালিকাবৃন্দের রবীন্দ্র-সঙ্গীত জলসা ও রবীন্দ্র - গীতিনাট্য উপস্থিত সকলেরই নিকট চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

সুগায়িকা শ্রীযুক্তা আশা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত ও "সঙ্গীত পরিষদ" কর্ত্তৃক ঐকতান বাদনের পর সভার উদ্বোধন হয়। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী "রবীন্দ্র-পরিষদের" কার্য্য-বিবরণী পাঠ প্রসঙ্গে পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের চট্টগ্রাম আগমন ও চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় কোনও স্থানে তাঁহার আশ্রম প্রতিষ্ঠার বাসনার কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বিপুল জনতাকে সম্বোধন করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপী বিশ্বকবির অলোকসামান্য প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া এক সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন।

ইহার পর কুমারী নমিতা চৌধুরী, মুকুন্দ মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও হরিপদ ভট্টাচার্য্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন এবং শ্রীযুক্ত দীনেশ ভট্টাচার্য্য, আবুল ফজল, কালীপদ ভট্টাচার্য্য ও অবন্তী সান্যাল রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা করেন ও কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

স্থাপিত ১৯২২

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ৩০শে মে ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ [২২শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।

সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।

নমুনা—পাঁচ পয়সা।

পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।

সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।

নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ

বোম্বাই—"বল্লভ কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন

হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ

লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

উত্তর-রাঢ় সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোগে কাটোয়ায় ইন্দ্রনাথ স্মৃতিসভায় সভানেত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর অভিভাষণের শেষাংশ

ইঁহার রচনাবলী লইয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের স্বল্পকালের মধ্যে আলোচনা করা কোন মতেই সম্ভব নহে। অথচ আজি কালিকার দিনের তরুণ মহলে তাঁহার উপভোগ্য রচনাবলীর উপভোগ্যতা অনেকখানি অজ্ঞতাজনিতই অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের শোকসংকীর্ণমনা, চিন্তাজ্বরাজীর্ণ জাতি জীবনে অন্য সকল খোরাক কায়ক্লেশে সংগ্রহ করিয়া লইলেও হাসির খোরাক কোথাও পায় না। আজ কাল সস্তার হাসি গ্রামোফোনের ডুয়েট গানে অথবা সিনেমার ভদ্রাভদ্র নাচের প্রসাদাৎ বিতরিত হইতেছে। তাহাকে হাসির বলিতে হয়, বলো; কিন্তু সে হাসিতে হররা উঠে, বিকট কলরব হয়; কিন্তু তার সুরে কি অন্তর-যন্ত্রের তন্ত্রীগুলি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতে পায়? অনাবিল হাস্যরস, যেন স্বতঃ স্ফূর্ত্ত হইয়া তাঁহার প্রত্যেক রচনার ছত্রে ছত্রে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহার 'কল্পতরু' উপন্যাসের বহু বিস্তৃত সমালোচনার এক স্থলে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাঙ্গলার প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন: রহস্য পটুতায়, মনুষ্য চরিত্রের বহুদর্শিতায়, লিপি-চাতুর্য্যে, ইনি "টেকচাঁদঠাকুর" ও "হুতোমের" সমকক্ষ এবং "হুতোম" পরদ্বেষী, পর নিন্দুক; সুরুচির শত্রু ও বিশুদ্ধ রুচির সহিত মহাসমরে প্রবৃত্তি। ইন্দ্রনাথ বাবু সুরুচির পোষক, পর দুঃখে কাতর এবং সুরুচির বিরোধী নহেন। তাঁহার যে লিপি-কৌশল, যে রচনা-চাতুর্য্য, তাহা "আলালের ঘরের দুলালে" নাই, সে বাক্‌শক্তি নাই। তাঁহার

গ্রন্থে বঙ্কদর্শনপ্রিয়তার ঈষৎ মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রভাবিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্র দৃষ্টিটুকু লক্ষিত হয়, তাহা না "হুতোমে" না "টেকচাঁদে" দুইয়ের একেও নাই। তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্ব্বস্থানেই মণি মুক্তা প্রবালাদি জ্বলিতেছে; দীনবন্ধুর মত তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, "হুতোমে"র মত বেল্লিকগিরিতেও প্রবৃত্ত হয়েন না কিন্তু সর্ব্বদা রসের বিরাম নাই। সে রসও মধুর, সর্ব্বদা সহনীয়।"

"বঙ্গ-দর্শন"

"পঞ্চানন্দ" সাধারণতঃ তিনি এই নামেই সর্ব্বজন পরিচিত। আমরা বহুদিন তাঁহাকে এই নামেই জানিতাম। রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের স্বপক্ষে কোন স্থান হইতে কতটুকু যে উপমা প্রদান করিব, ভাবিতে গিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। যেটুকু নির্ব্বাচন করিতে যাই, দেখি পরের অংশগুলি যেন আরও চিত্তাকর্ষনীয়। তাই যেটুকু সামনে পড়িয়া গেল সামান্য একটুখানিই তুলিয়া দিলাম। শ্রোতৃবৃন্দ। আমার নিশ্চিত ধারণা আছে যে ইহার পর আগত কল্য ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলীর জন্য আপনারা একান্ত ব্যগ্র হইয়াই লাইব্রেরী লাইব্রেরীতে ছুটিয়া ফিরিবেন। আর তাহা যদি না হয় তবে বুঝিব বাঙ্গালা সত্য সত্যই প্রগতিশীল না হইয়া পশ্চাদবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে; হাসিতে সে চাহে না, সে হাসির খোরাকের অভাবেই নহে, তাহাদের হাসিবার সামর্থ্যেরই অভাবে।

"গাও মাতঃ সুররঙ্গে বাণী-বিধায়িনি,
কমল আসনে বসি, বীণা করি করে,
কেমনে ইংরেজ অরি দুর্দ্দান্ত বাঙ্গালী
ত্যজিয়া বিলাস-ভোগ চাকুরীর মায়া,
টানা-পাখা, বাঁধা-হুকা, তাকিয়ার ঠেস
উৎসর্জি সে মহাব্রতে, সাপটি গুজিয়া
কাচায় অন্তরে নিজ লম্বা ফুল-কোচা
ভারতের নির্ব্বাপিত গৌরব-প্রদীপ
তৈলহীন, সলতে-হীন, আভাহীন এবে
জ্বালাইলা পুনর্ব্বার উজ্জলিয়া মহী।
যেনেদি ভারত-কবি মুনি বাল্মীকির
প্রেতাত্মার প্রেত-পদে করি নমস্কার,
অথবা প্রাচীন-গ্রীসে নগরে নগরে
ঘুরি যত গোরস্থান নিষ্কাশিত করি,
হোমর কঙ্কালে আমি সেলাম ঠুকিয়া
গাইয়া লইতাম ভারত উদ্ধার
বার্ত্তা; কিন্তু নব্যকবিদল উৎপীড়নে
আছে কিনা আছে তা'রা এ সন্দেহ ঘোর
হইয়াছে মম চিতে; (এত অত্যাচারে
জীয়ন্ত মরিয়া যা'য়, তারা ত মা মরা।)
অভিমান আছে তাহে বাঙ্গালী বলিয়া,
পরপদ ধ্যান মাতঃ বর্দ্দাস্তিতে নারি,
তাই মা তোমারে সাধি। প্রকাশিয়া দয়া
মূর্ত্তি ধরি, অবতরি স্বাধীন ভারতে,
বাখানি বাঙ্গালী—বীরে—বীরত্ব—বাখানি
বিস্তারে কৌশল কাণ্ড বিবরিয়া তার
সফল কর মা জন্ম তোমার আমার।

মনে পড়ে ভারত উদ্ধারের "বঁটাইয়া দিব যত পাষণ্ড ইংরাজে, বিপিন ফুকারি কয় বন্দুক ধরিতে হয়, এই মত দুই হাতে করি, একজন ছাতা ধরে অন্যজন পাখা করে, নহিলে গরমে আমি মরি।" ইত্যাদি কত ছোট বেলা হইতেই আমরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছি। "পঞ্চানন্দের" অজস্র প্রবন্ধাবলীর মধ্যে নিতান্ত অসার বলিতে বোধ করি একটীকেও পারা যায় না। তাঁহার "হায় হায় ওই যায় বাঙ্গালীর ছেলে" "বিলাতী বিধবা বুঝি ওইরে।" প্রভৃতি কবিতার মত আরও বহু কবিতা আমাদের ছোট বেলায় প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁর শেষের দিকের রচনা "বাঙ্গালা ভাষা" "ভাষায় বড় গোল" "স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা" প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী আজিকালিকার দিনের বিষম সমস্যা পুরণের পক্ষে অনুকুল হইতে পারে মনে করিয়া আমি সকলকে পড়িয়া দেখিতে বলি। "বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার" নামক প্রবন্ধের সুদীর্ঘ ও সুযুক্তিপূর্ণ সমালোচনা আধুনিক তরুণ তরুণীগণের পড়া কর্ত্তব্য। বঙ্গভঙ্গ যখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করায় প্রচেষ্টার জন্য সমস্ত বাঙ্গালী জাতি শোকে ক্ষোভে মুহ্যমান ও কোপে শক্তিমান হইয়া উঠিয়া ঐ প্রচেষ্টাকে সর্ব্ব প্রযত্নে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল তখন আমার পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেব প্রমুখ দু'চারিজন দূরদর্শী স্থিরচিত্ত মনীষি মাত্র বলিয়াছিলেন ইহার জন্য এতদূর না করিলেও চলিত। বাঙ্গালী বাঙ্গাল থাকিত, পূর্ব্বোত্তর বঙ্গের পরিবর্ত্তে অন্য যাহা হারাইতে হইবে প্রকৃত বিচ্ছেদ ঘটিবে সেইখানে। বিহার এবং বিহারের অংশরূপে যথার্থ বাংলার যে সকল অংশ আজ বঙ্গের বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে তাহার ক্ষতির পরিমাণ আজ কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। পঞ্চানন্দও সেই কালে লিখিয়াছিলেন:—

"বঙ্গচ্ছেদ অঙ্গচ্ছেদ ওসব আমি বুঝি না। তবে যেদিন অবধি শুনিলাম যে বগুড়া রাজশাহী এবং রঙ্গপুর আমাদের হাত ছাড়া হইল সেদিন হইতে আমার মনটা কেমন কেমন করিতেছে; তাহা আমি কবুল করি। বগুড়া রাজশাহী গেলে গাঁজা গেল, রঙ্গপুর গেলে দোক্তা গেল, তবে আর রহিল কি? বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে তোমরা দুঃখ না করিলেও পারিতে তবে যদি কিছু করিতে হয় কি না বঙ্গ জোড়া দিতে হয়, তবে আগে আন রুটি পূর্ব্ব বঙ্গ পশ্চিম বঙ্গ উত্তর দক্ষিণ বঙ্গবাসী ঈশান অগ্নি নৈঋত বায়ু বঙ্গবাসী ঊর্দ্ধ অধোবঙ্গবাসী আমরা সবাই ফরাস ডাঙ্গায় গিয়া বাস করি। করুন না লর্ড কর্জ্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, আমরা ভাই ভাই একত্রই তো থাকিব। বিদ্রূপ বটে কিন্তু নিগূঢ় অর্থ নিহিত এ বিদ্রূপ আজ হেঁয়ালী।

প্রকাশ [illegible]; [illegible] ঘোর অন্ধকার আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন পৈশাচিক হাস্য সহকারে। শ্মশান ক্ষেত্রের উপর দিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া যাইতেছে, ফেরুপাল বিকট চীৎকার করিয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে, বীভৎসের সহিত ভয়ানকের মিশ্রণ হইয়াছে। গুরুদেব, কে' এমন সময়ে শব সাধনে নিযুক্ত হইবে?

উচ্ছৃঙ্খল ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীকে যিনি নিজের সংযম পূতকর্ম্ম দৃষ্টান্ত পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহার সুন্দর বিদেশিকতা ও স্বদেশ হিতব্রত ৺ইন্দ্রনাথকে জীবন গঠনে, মত গঠনে সহায়তা করিয়াছিল, যাহার দৃষ্টান্তে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপনায় প্ররোচিত করিয়াছিল, তাঁহার সেই গুরুতুল্য ভূদেব তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগে লিখিয়াছেন, "আহা, এমন দিন কি হইবে, শব সাধনায় আবার মরা বাঁচিবে? মহানিশাতোসমাগত—কই সাধক মহাপুরুষ কই?"

শ্রীপাট অম্বিকায় শ্রীচৈতন্য

—বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী

[গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা বেতার ষ্টেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ]

ইতিহাস বলে,—আজ সাড়ে চার শ' বছর আগে বিশেষভাবে বাংলার এমন একটা দুর্দ্দিন এসেছিল, যখন সত্যই বাঙ্গালী ধর্ম্মজগতে নিজের সব কিছু হারিয়ে শতচ্ছিন্ন কাপড়ে অর্দ্ধ উলঙ্গভাবে জগতে হাস্যাস্পদ হ'তেছিল। সেই দুর্দ্দৈব মুহূর্ত্তে "শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন"রূপ কাপড় দিয়ে বাঙ্গালীর লজ্জা যিনি নিবারণ করেছিলেন, তিনিই আজ জগতে শ্রীচৈতন্যরূপে পরিচিত। শ্রীচৈতন্যের দেওয়া এই কাপড়ে ছুঁৎমার্গ নাই, অস্পৃশ্যতা নাই, উচ্চ নীচ ভেদ নাই, স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী জ্ঞান নাই,—আছে কেবল মানবকে মানবতার আদর্শে, বিশ্বকে স্নেহের বন্ধনে, জগতকে প্রেমের আবরণে আচ্ছাদিত করবার শক্তি ও শিক্ষা। শ্রীভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে যেমন ভক্তিই নিগূঢ় বন্ধন, তেমনিই ধনীর ঐশ্বর্য্য ও নির্ধনের দারিদ্র্যের মধ্যে যে সখ্যভাবের পরিণতি, সমাজের তথাকথিত উচ্চ স্তরের সহিত নিম্নতম স্তরের যে সুমধুর মিলন;—তাহা এই শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত নাম-সংকীর্ত্তনই সাধন করে না কি? জাতীয়তা গঠনের এই যে মধুর "বন্ধনী"—নাম-সংকীর্ত্তন, ইহা শ্রীচৈতন্যের বাংলা হ'তে বিশ্বজগতের প্রতি প্রেমের দান, সুতরাং বিশেষ ভাবে বাঙ্গালী আজ তার মনের মন্দিরে তাঁ'র মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিয়াছে।

সুতরাং তাঁর এই দানের জন্য তাঁর মর্য্যাদা রক্ষা করা যে মানবের জাতীয় কর্ত্তব্য ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। আজ বাংলার বহু ঘরেই যে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্ত্তি গঠিত হয়ে

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	১৬ কোটি	৩৪	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল...	২ "	৯৬	"	"
মোট সংস্থান ..	৩ "	৩৬	"	"
দাবী শোধ...	১ "	৮৫	"	"
প্রিমিয়াম আয় ..	... ...	৭৪	"	"

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইঃ আফ্রিকা।

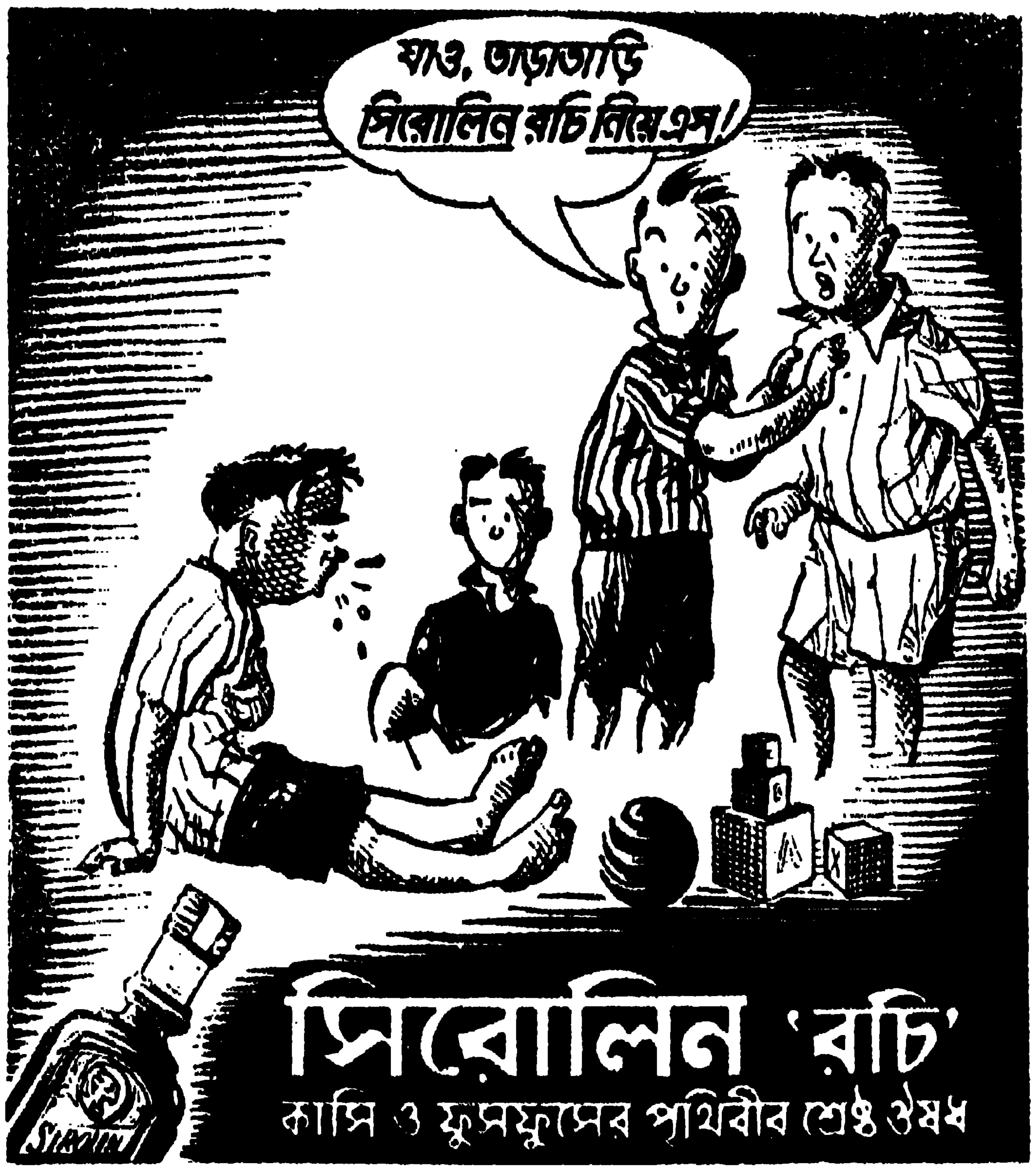

পূজিত হ'চ্ছে এবং আসাম, মণিপুর, বাংলা উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যে তাঁ'কে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান ব'লে পূজা করছে, এই নগ্ন সত্যের ত' আর অপলাপ নাই, যে হেতু এক এই কলিকাতা সহরই ত' তার সাক্ষাৎ প্রমাণ। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্ত্তি সর্ব্বপ্রথম কোথায় তৈয়ারী হয় এবং কোথায়ই বা তাঁ'র সেই মূর্ত্তির পূজা সর্ব্ব প্রথম আরম্ভ হয়। সেই বিষয়েই আপনাদের নিকট আবেদন করব।

শ্রীচৈতন্যদেবের বহু সহকর্ম্মীর মধ্যে গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর ব'লে একজন ছিলেন; ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমবয়স্ক অর্থাৎ একই শকাব্দে দুই জনের জন্ম হয়। অবতারবাদীদের জন্য বলি,—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় মর্ম্মসখা সুবল, কলিযুগে শ্রীচৈতন্যলীলায় এই গৌরীদাস পণ্ডিত। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুবল সখার যে কিরূপ ভাব ছিল, তা' "সুবল-মিলন," "সুবল-মঙ্গল" প্রভৃতি কীর্ত্তন পালায় অনেকেই জানেন। যাই হোক্, এই গৌরীদাস পণ্ডিতের পৈত্রিক বাড়ী ছিল কাটোয়ার নিকট শালীগ্রাম ব'লে একটা জায়গায়। তাঁর বাপের নাম ছিল কংসারি মিশ্র। গৌরীদাসের আরও ৫টি ভাই ছিল, তা'র মধ্যে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বসুধা ও জাহ্নবা নামে দু'টি কন্যা ছিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই কন্যাদু'টিকে বিবাহ করেন ব'লে, সূর্য্যদাস শ্রীনিত্যানন্দের শ্বশুর ব'লে পরিচিত। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই গৌরীদাস সংসার ত্যাগ করেন।

হিন্দু রাজত্বের শেষ ভাগে অর্থাৎ প্রায় দু'শ বছর আগে মহামুণি অম্বু ঋষি শ্রীঅম্বিকা দেবীর সাধনায় যে জায়গায় সিদ্ধ হ'ন, সেই স্থানে অম্বিকা বলে একটি গ্রামের সৃষ্টি হয়। পুরাকালে এই অম্বিকা নগরী ব্যবসা বাণিজ্যে, স্বাস্থ্য সম্পদে পরিপূর্ণা ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে এই অম্বিকা নগরীতে একজন কাজি থাকতেন এবং তাঁর সৈন্য সামন্ত থাকবার একটি দুর্গও ছিল। এই দু:র্গের চিহ্ন এখনও অল্প বিস্তর আছে এবং এরই অন্তর্গত একটি প্রাচীন মসজিদ থেকে পার্সিতে লেখা একখানা পাথর কলিকাতা যাদুঘরে অনেকেই দেখে থাকবেন।

এই তেঁতুল গাছ তলায় কুটির বেঁধে গৌরীদাস সাধনা আরম্ভ করেন।

এই অম্বিকা নগরীতে একটি নির্জ্জন প্রান্তের তেঁতুল গাছ তলায় কুটির বেঁধে গৌরীদাস সাধনা আরম্ভ করেন; ঐ স্থানে শ্রীচৈতন্যদেব আসেন, তাঁর নিজের নৌকা বহা দাঁড়খানি গৌরীদাসকে দেন, শ্রীচৈতন্যের স্বহস্তলিখিত পুঁথি স্মৃতিস্বরূপ উপহার প্রাপ্ত হন, এবং গৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মূর্ত্তি নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থানের নিম গাছ হ'তে সর্ব্বপ্রথম তৈয়ারী করিয়ে পূজা করতে আরম্ভ করেন। অম্বিকার এই মূর্ত্তিই যে ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বপ্রথম আদি ও প্রাচীনতম মূর্ত্তি, ইহা যে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পূর্ব্বে মোটেই নহে, সন্ন্যাসের পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, ইতিহাসই তা'র প্রমাণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ্ রায় বাহাদুর ৺দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট, নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীহরিদাস গোস্বামী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ শ্রেণীর পাঠ্য "বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী" প্রণেতা শ্রীমুরারী অধিকারী, অমিয়-নিমাই-চরিত প্রণেতা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি মনীষিগণের সিদ্ধান্ত ও মত তাহাই।

গৌরীদাসের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের মিলনস্থানের সেই পাঁচ শ' বছরের তেঁতুলগাছ এখনও বেঁচে আছে; গৌরীদাসের পৈত্রিক বাড়ী হ'তে আনা শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ও দামোদর শীলা, শ্রীচৈতন্যের নিজ হাতে লেখা সেই পুঁথি, সেই নৌকার দাঁড়খানি এবং শ্রীচৈতন্যের সেই আদিমূর্ত্তি এখনও অম্বিকায় আপনারা দেখবার ইচ্ছা করলেই দেখ্‌তে পারেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের বংশধর নাই,—তাঁ'র শিষ্যশাখা-বংশ বর্ত্তমানে এই মূর্ত্তির সেবাইৎ।

যে অম্বিকা নামের সহিত এত স্মৃতি জড়িত, জানি না কোন অভিশপ্ত কারণে সেই অম্বিকা-নগরীরই আধুনিক নাম হইয়াছে 'কালনা'। সেই জন্য অনেকে আবার 'অম্বিকা-কালনা' বলে থাকেন। এই 'কালনা' বর্দ্ধমান জেলায় একটি মহকুমা। রেল কোম্পানি আবার একটি অদ্ভুত নামকরণ করেছেন, 'কালনা কোর্ট।' যাই হোক অম্বিকা, অম্বিকা-কালনা, কালনা কোর্ট, একই জায়গা এবং বর্ত্তমান নামের এই কালনাতেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দেবের আদি মূর্ত্তি এবং অপরাপর স্মৃতিগুলি আছে। ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য আ[illegible] জাতির নিকট বড় কম নহে।

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd. 1901.
No .... . .
Y. M. I.

ক্লদেৎ কোলবেয়ার

ইহার নাটনিপুণতা ও জনপ্রিয়তা সর্ব্বজনবিদিত।

দীপালী

১২শ বর্ষ, ২২শ সংখ্যা

শ্রীমতী পদ্মা দেবী
দারিয়ানী প্রোডাকশানের প্রথম বাংলা ছবি 'শাপমুক্তি'তে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন। পরিচালনা করিতেছেন প্রমথেশ বড়ুয়া।

নিউ থিয়েটার্সের "ডাক্তার" ছবির একটি দৃশ্যে জ্যোতিঃপ্রকাশ, ভারতী ও পঙ্কজ মল্লিক। ছবিখানির শূটিং প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।

দেবদত্ত ফিল্মের "পথভুলে" চিত্রে শ্রীমতী মণিকা গাঙ্গুলী। আগামী শনিবার উত্তরায় মুক্তিলাভ করিবে। পরিচালনা করিয়াছেন ধীরেন গাঙ্গুলী।

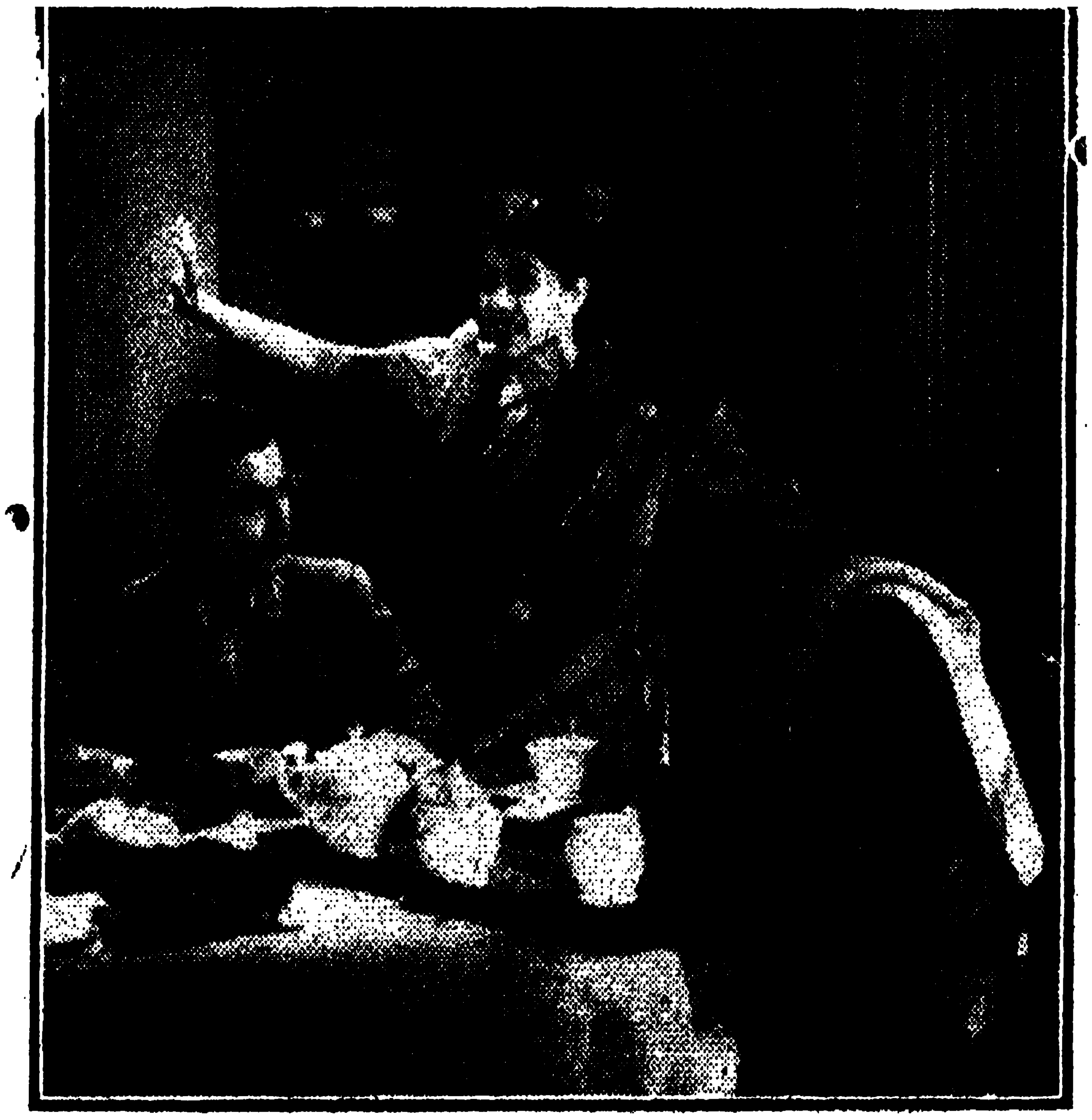

চিত্র বার্ত্তিক

৩০শে মে, ১৯৪০

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd. 19..
No..........

নিউ থিয়েটার্সের আগামী বাংলা ছবি "ডাক্তারের" একটি দৃশ্যে পঙ্কজ মল্লিক ও পান্না। পরিচালক ফণী মজুমদার।

প্রোঃ সারদা গুপ্ত

ইনি কমিক গান ও হাস্যরস পরিবেশন করিয়া প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছেন।

দেবদত্ত ফিল্মের হাস্যরসাত্মক ছবি "পথভুলে"র একটি দৃশ্যে রঞ্জিত রায় ও অপর একজন অভিনেতা।

ফিল্ম প্রডিউসার্স লিঃ-এর সামাজিক চিত্র "শুকতারা"-র বিভিন্ন দৃশ্যে চন্দ্রাবতী, অহীন্দ্র, শৈলেন, সন্তোষ, চিত্রা, প্রতিমা, বোকেন

উদীয়মান নৃত্যশিল্পী বাদলকুমার বি, এ—গত রবিবার এলবার্ট হলে গোয়াবাগান সুহৃদ সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মেলনের জলসায় ইঁহার নৃত্য-কৌশলে সকলে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন!

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(৩)

প্রণতির বাড়ীতে লোকের মধ্যে ছিলেন তার মা আর ছোট ভাই খুকু। তাদের অবস্থা বেশ ভালই। প্রায় বছর তিনেক আগে সে বি, এ পাশ করেছিল, দেখতেও সে মন্দ নয়, অথচ এত বয়স পর্য্যন্ত কেন যে বিয়ে করে নি তা নিশীথ বুঝে উঠতে পারে নি। সে তাকে জিজ্ঞেস করলে হয় তো জবাব পেত, কিন্তু জীবনে তার সে সুযোগ আসে নি। ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়বার সময় তার একবার বিয়ের কথা হয়, কিন্তু তার মা আপত্তি করেন। তিনি চেয়েছিলেন মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে। ম্যাট্রিকের পর থেকে বি, এ পর্য্যন্ত সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা সে জানতেও পারলে না। বি, এ পাশ করার পর তার এবং তার মার হঠাৎ খেয়াল হল যে ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। বিয়ের বাজারে বি, এ পাশ করা মেয়ের চাহিদা একটু কম, অনেক ছেলের বাপই বি, এ পাশ মেয়ে শুনে পেছিয়ে যান, অনেক ছেলেও যায়। যে সব ছেলে পাওয়া যায় তাদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যায় না। তার মা চেষ্টার ত্রুটী করেন নি, কিন্তু তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হতে হয়েছিল; প্রণতিও বিরক্ত হয়ে তার মাকে জানিয়ে দিলে যে সে বিয়ে করবে না। ঠিক তার পরেই নিশীথ এল তাদের সামনে। প্রণতির মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, প্রণতি তার ভবিষ্যতের রূপ পরিবর্ত্তন করতে লাগল!

সেদিন সকালে প্রণতি তার ঘরে বসে সেদিনকার খবরের কাগজটা পড়ছিল; সুরেশ যে কখন এসে ঘরে ঢুকেছে তা জানতে পারে নি। সুরেশের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, এক সময় সুরেশ একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু প্রণতির কাছে খুব বেশী উৎসাহ না পেয়ে সে তাদের বাড়ী আসা ছেড়ে দিয়েছিল। তার বিশ্বাস হয়েছিল প্রণতি কাউকে ভালবাসবার ক্ষমতা নেই। তার না আসার জন্যে প্রণতির মা দুঃখ করেন প্রণতি যে সুরেশকে কেন সহ্য করতে পারে না তা তিনি ভেবে ঠিক করতে পারেন না; তাঁর মতে সুরেশ ছেলে হিসেবে কারো চেয়ে খারাপ নয়। যতদিন নিশীথ তাঁর সামনে আসে নি, সুরেশের অভাব তিনি অনুভব করতেন, নিশীথ আসতে তার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আজ এতদিন পরে সে আসাতে তিনি খুশী হয়ে উঠেছিলেন এতদিন তার না-আসার কারণও জিজ্ঞেস করেছিলেন। একটা বাজে কৈফিয়ৎ দিয়ে সুরেশ তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিল। তার আজ আসবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে; সে জানতে চায় যে-মেয়ের মনের মধ্যে সে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে নি, নিশীথ সত্যিই সে মেয়ের মনে দাগ কাটতে পেরেছে কিনা। সে শুনেছিল নিশীথ নিষ্ফল হয় নি, কিন্তু সে বিশ্বাস করতে পারে নি। তার বিশ্বাস ছিল প্রণতি বরফের মত ঠাণ্ডা, তার মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি করা যায় না; সে বরফ গলিয়ে যে কেউ জলে পরিণত করতে পারে তা সে কল্পনা করতে পারে নি—তাই নিজে চোখে দেখতে এসেছিল।

প্রণতিকে দেখে সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল, এ যেন সে প্রণতি নয়। যে প্রণতিকে সে জানে সে এর চেয়ে অনেক প্রাণহীন, অনেক নিষ্প্রভ। আজকের প্রণতির মধ্যে একটা সজীবতা রয়েছে যা ক'বছর আগে তাকে চমৎকার মানাত। সুরেশ তাকে বিশ্লেষণের দৃষ্টি দিয়ে দেখছিল; আরও কতক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থাকত বলা যায় না যদি না প্রণতির হঠাৎ সেদিকে নজর পড়ত। সুরেশকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রণতি বেশ একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলে, "আপনি কতক্ষণ এমনি করে দাঁড়িয়ে আছেন? আপনার কি দরকার?" বাস্তব জগতে ফিরে আসতে সুরেশের এক মুহূর্ত্ত সময় লাগল না। সে বেশ সহজ ভাবেই বললে, "তোমার যত রূঢ়তা কি

সোনা ৷০ ভরি

পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারাণ্টেড কেমিক্যালের চুড়ি যে দেখিবে ৫০০৲ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে সুন্দরভাবে কাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিনি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিজ্ঞজন এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২৷০। পোষ্টেজ ৷০। ৪ সেট ৭৷০। সার্ট বোতাম ২৲, নেকলেস ৩৷০, আংটি ১৲, মাকড়ী জোড়া ১৲, কানফুল জোড়া ১৲, মফচেন ২৷০, ঝুমকো জোড়া ৫৷০, ক্যাটলগ তৈরী নাই।

GOLD & SILVER'S MART (Di)

আমার জন্যে সঞ্চয় করা আছে নতি? তুমি তো এত নিষ্ঠুর নও।"

"আপনার কাজ না থাকতে পারে কিন্তু আমার আছে" বলে প্রণতি ঘর থেকে চলে যাবার চেষ্টা করলে। সুরেশ তার এতটা ঔদ্ধত্য ঠিক সহ্য করে উঠ্‌তে পারলে না, তার হাতখানা ধরে বললে, "আজ তোমায় আমার কথা শুনতে হবে।"

প্রণতি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, "নিজে থেকে যাবেন, না অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে?"

সুরেশ বেশ সহজভাবেই বললে, "কি? চাকর দিয়ে তাড়িয়ে দেবে? সে এক তুমিই পার কিন্তু আজ পারবে না; আজ তোমার দুর্বলতা আছে—নিশীথ শুনলে হয়তো তোমায় ঠিক দেবী বলে মনে নাও করতে পারে। তার মতামতের দাম…"

প্রণতি বেশ চেঁচিয়েই বললে, "আপনি যাবেন কি না?" সুরেশ গলাটা বেশ পরিস্কার করে নিয়ে বললে, "যাব তো বটেই, কিন্তু অত ব্যস্ত কেন? নিশীথ তো সকালে আসে না, কোর্টে যায়। হাঁ, যাবার আগে তোমায় একটা সত্যি কথা শুনিয়ে যাই, কথাটা তোমার ভাল লাগবে না জানি কিন্তু না বলে উপায় নেই। আমার কাছে তোমার মত যৌবনের প্রান্ত-সীমায়-পৌঁছান মেয়ের দাম এক কাণা কড়িও নয়। তুমি হয়ত ভাবছিলে তোমায় না পেয়ে আমার জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে, আমি হা-হুতাশ করে সন্ন্যাসী হব আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিশীথের সঙ্গে সুখের সংসার পাতবে। তা হবে না, হতে দোব না। আমায় উপেক্ষা করে কোন মেয়েই পার পায় না, তুমিও পাবে না। আমার যখন খুসী হবে নিশীথকে জানিয়ে দোব—সে যাকে দেবী বলে জেনেছে তার জীবনে সেই প্রথম পুরুষ নয়।"

প্রণতি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পায়ের স্লিপার ছুঁড়ে সুরেশকে মারলে। সুরেশ বিষাক্ত দৃষ্টিতে একবার তার দিকে চেয়ে বললে, "আজ যাকে স্লিপার ছুঁড়ে মারলে একদিন তারই পায়ে ধরতে হবে মনে রেখ।" সুরেশ চলে যেতে প্রণতি বসে পড়ল। এত উত্তেজিত সে কোনদিন হয় নি; সে নিজেকে সাম্‌লাবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবার আগেই নিশীথ এসে পড়ল। নিশীথ নিজের ব্যক্তিগত চিন্তায় এত বেশী বিব্রত হয়েছিল যে প্রণতির কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করবার তার অবসর হল না। প্রণতি বললে, "এখন এলে কি করে? আজ কোর্টে যাবে না?"

নিশীথ তার পাশে বসে পড়ে বললে, "না।"

প্রণতি বললে, "তোমার জুতোর আওয়াজ অনেক দূর থেকে বুঝতে পারি কিন্তু আজ শুনতে পাই নি।"

নিশীথ বললে, "শুনবে কি করে? চোরের মত চুপি চুপি এসেছি যে; অন্যদিনের মত আসি নি তো।"

প্রণতি হাসতে হাসতে বললে, "চোরের মত? আবার কা'র কি চুরি করবে?"

নিশীথও সেই সুরে বললে, "কেন? কা'রও কিছু চুরি করেছি না কি?"

"কি জানি!"

"চুরি করেছি কিন্তু…" নিশীথকে থামিয়ে দিয়ে প্রণতি বললে, "চুরি করা যখন হয়েই গেছে তখন আবার চোরের মত আসা কেন?"

"অভ্যেস হয়ে গেছে কিনা। জান, আমেরিকায় একজন বিখ্যাত চোরকে দেখে এক ডাক্তার বললে, "চুরি করা দোষ নয়, একটা রোগ।" তার রোগ সারাবার জন্যে তাকে নিজের কাছে এনে রাখেন। লোকটা চুরি করবার সুযোগ পাবে না বলে ডাক্তার তাঁর নিজের সব দামী দামী জিনিষপত্র এমন করে লুকিয়ে রাখতেন যে চোরকে খুঁজে বার করতে বেশ কষ্ট করতে হ'ত; কাজেই সে আর বাইরের লোকের কোন কিছু চুরি করবার অবসর পেত না।"

প্রণতি হাল্কা সুরে বললে, "তুমিও কি সেই রকম চোর নাকি? সব সময় ঘরে

ফোন ২৭৭৪
বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

লোভনীয় জিনিষ না পেলে বাইরে চেষ্টা করবে ?"

নিশীথ বেশ গম্ভীর হয়ে বললে, "শুধু আমি নয় বতি পুরুষ মাত্রেই তাই। যতক্ষণ একজন মেয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারে সে বেশ থাকে ; যখনই পারে না, তাকে অন্য মেয়ের সন্ধান করতে হয়।"

"তুমি বুঝি আজকাল খুব "সাইকলজি"র বই পড়ছ ?"

"এ সব পড়ে শিখতে হয় না।"

"তাহলে কি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছ ? তাহলে বল এর আগে আরও অনেক মেয়ে…"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে নিশীথ বললে, "না, এর আগে অন্য মেয়ে আমার জীবনে আসে নি, কিন্তু ভবিষ্যতে যে আসবে না তা বলতে পারি না ; আর যদি আসে তার জন্যে সব চেয়ে বেশী দায়ী হবে তুমি নিজে।"

"সব পুরুষই কি সমান ?"

"জোর করে না বলতে পারি না।"

"তোমার আজ কি হয়েছে বল ত' ? তোমায় কখন এত চঞ্চল হতে দেখিনি ; আমার বেশ ভয় করছে।"

নিশীথ ভয়ানক রকম গম্ভীর হয়ে বললে, "সব সময় যদি এত সহজে আমার সব পরিবর্ত্তন ধরতে পার, তাহলে বোধ হয় আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন খুব কঠিন হবে না। আজ থেকে আমাদের জীবনের গতি ভিন্ন পথে চলল। সে পথে তুমি আমার একমাত্র সঙ্গী ; আমার দিকে তাকাব'র, আমার কথা ভাববার তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।"

প্রণতি ভয়ে ভয়ে বললে, "তুমি কি তোমার মামা-মামীকে সব কথা বলেছ না কি ?"

"বলতে বাধ্য হয়েছি ; তাঁরা অন্য জায়গায় আমার বিয়ের ঠিক করছিলেন।"

"ভয়ানক স্বার্থপরের মত শোনাবে, কিন্তু

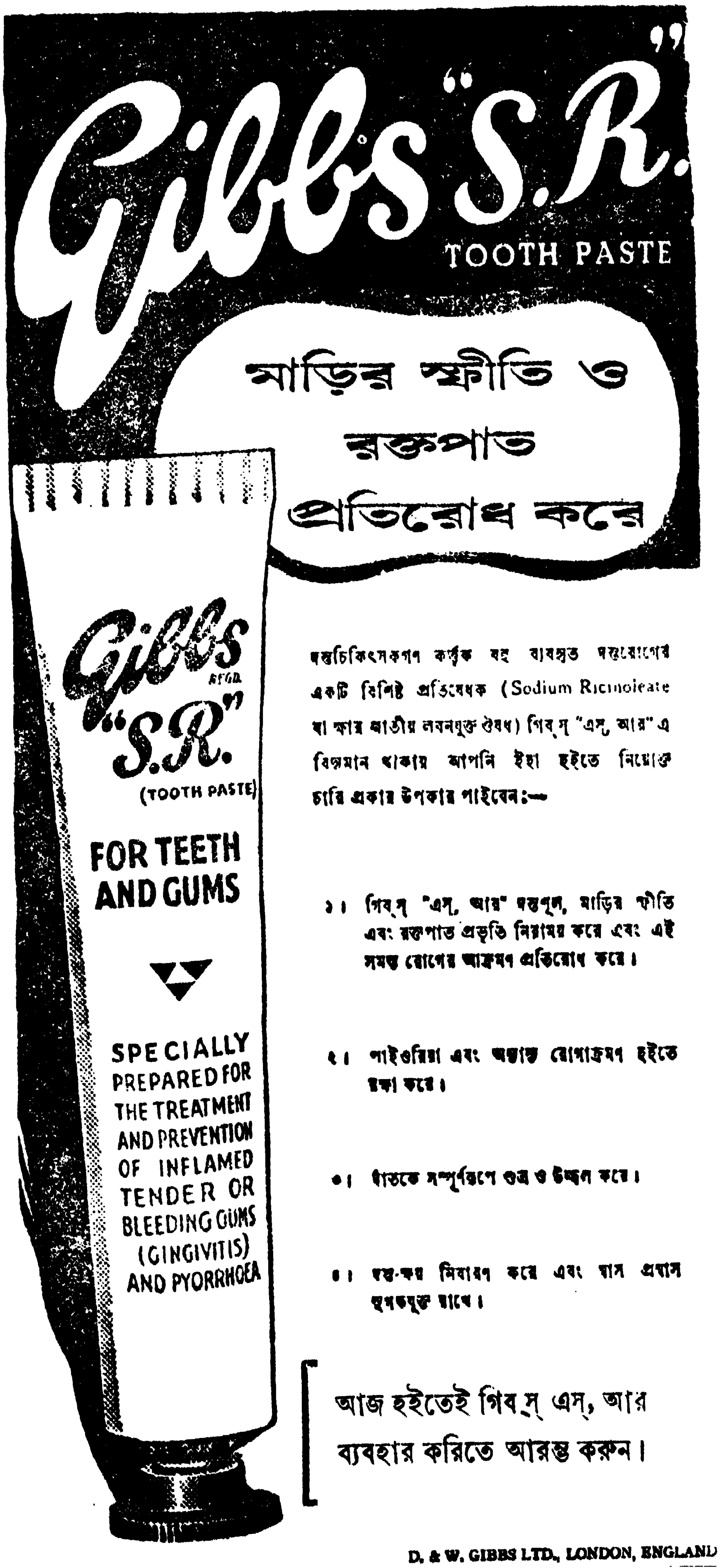

না বলে পারছি না যে এতে আমি অসুখী হই নি। তোমার কাছে কোন কথা বলতে আমার লজ্জা নেই, সব সময় ভয় হত শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হবে কে—তোমার মামা-মামীর স্নেহ না আমার…"

নিশীথ তার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বললে, "এই মুহূর্ত্তের জন্তে অন্ততঃ যে তোমার প্রেমই জয়ী হয়েছে সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, তবে সে জয়ের গর্ব্ব সব সময় তোমার থাকবে কি না তা এক তুমিই বলতে পার। জীবন কবিতা নয়—কথাটা অনেকবার শুনেছি, কিন্তু বোঝবার দরকার এতদিন হয় নি। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে যেটার সব চেয়ে বেশী দরকার সেটাই আমার নেই।"

"পয়সাটাই জীবনের সব চেয়ে বড় জিনিষ নয়।"

"কল্পনা নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না নতি। দু'জনে মুখোমুখি বসে কল্পনার রঙ্গিন জাল বোনার কথা ছাপার অক্ষরে পড়তে হয়ত ভাল লাগে, কিন্তু সত্যিকার জীবনে তার চিন্তাও অসহ্য। এখন আমার সব চেয়ে বেশী দরকার হচ্ছে একটা চাকরী কিন্তু কে আমার জন্তে চাকরী নিয়ে বসে আছে বলো?"

প্রণতি বেশ জোর করে বললে, "তা হবে না, এভাবে তুমি নিজেকে নষ্ট করবে তা আমি সহ্য করতে পারব না। তোমায় "প্র্যাক্‌টিশ" করতে হবে।"

"মামার অবাধ্য হয়েছি উপায় ছিল না বলে, কিন্তু তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে "প্র্যাক্‌টিশ" করবার সাহস আমার হবে না। তুমি হয়ত ভাবছ—আমি কাপুরুষ…" তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রণতি বললে, "নিজের মনের কথাগুলো আমার বলে চালাবার চেষ্টা কোর না। তুমি অন্ত কোথাও প্র্যাক্‌টিশ কর না কেন? কোর্ট তো আর একটা নেই।"

"তা জানি, কিন্তু সব জায়গায় আমার মামা রাজকুমার দত্ত নেই যে তাঁর দোহাই দিয়ে করে খাব। তুমি কোর্টের অবস্থা জান না।"

"তোমার মামা না থাকলেও আমার মামা বা ঐ রকম কেউ থাকতে পারে তো? তোমায় একটা অনুরোধ করছি; তুমি এলাহাবাদে চল, বাবার এক বন্ধু সেখানে প্র্যাক্‌টিশ করেন, তিনি তোমায় সাহায্য করবেন। তাঁর কেউ নেই, তিনি আমায় মেয়ের মত ভালবাসেন।"

"একেবারে তোমার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে নতুন করে জীবন আরম্ভ করব?"

প্রণতি হাসতে হাসতে বললে, "লজ্জা করে? জান, আমার বাবা ছিলেন ব্যবসাদার, তাঁর মেয়ে হলেও আমার মধ্যে ব্যবসাদারী বুদ্ধিটা বেশ আছে। তোমার ওপর আমি কিছু invest করছি—লাভ যা হবে আধা-আধি, রাজি তো?"

"ভেবে দেখি।"

"না, ভেবে দেখি নয়। শুধু শুধু দেরী করবার কোন দরকার নেই। দু'একদিনের মধ্যেই আমাদের এলাহাবাদ যেতে হবে।"

নিশীথ হাসতে হাসতে বললে, "একটা কথা যে একেবারে ভুলে গিয়েছ নতি, আজও আমাদের বিয়ে হয় নি; বিয়ের আগেই কি…"

প্রণতির চোখে দুষ্টুমির আভাষ দেখা দিলে; সে বললে, "হয় নি না কি? আমার তো মনে হচ্ছিল—কোন্ যুগে সে সব শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, তাহলে সে পর্ব্বটা শেষ করে নিতে হচ্ছে। এখন চল মা'কে খবরটা দিয়ে আসি।"

প্রণতি প্রায় জোর করে নিশীথকে তার মা'র কাছে নিয়ে গেল। তিনি অসুখে অনেক দিন ভুগছেন, ছেলেমেয়ের সম্বন্ধে ভাবা ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারেন না। প্রণতির ভবিষ্যতের সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না; তার ভবিষ্যতের ওপর স্কুবুরও ভবিষ্যত অনেকটা নির্ভর করছে। ছোটবেলায় সে বাপকে হারিয়েছে; তার মা বেশ বুঝেছিলেন যে তার দিনও ঘনিয়ে এসেছে, এ সময়ও যদি প্রণতির বিয়ে হয় তাহলে তবু তিনি শান্তিতে মরতে পারেন। প্রণতি আর নিশীথকে একসঙ্গে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি উঠে বসলেন; তারা দু'জন তাঁকে নমস্কার করলে। তিনি বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইলেন। নিশীথ বললে, "আপনার কাছ থেকে নতিকে আমি ভিক্ষা চাইছি; যদি আপনার আপত্তি না থাকে…"

ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন; একটু পরে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললেন, "আপত্তি? তোমার মত ছেলের হাতে নতিকে দিতে আপত্তি করব? কিন্তু বাবা তোমার মা, মামা, মামীমা তাঁদের মত…"

নিশীথ বললে, "তার জন্তে ভাববেন না, সে ব্যবস্থা যা হয় করব।"

ভদ্রমহিলা তাদের আশীর্ব্বাদ করলেন। নিশীথ প্রণতিকে তার হোটেলে থাকার ইতিহাস বলে চলে এল।

(ক্রমশঃ)

বি, সান
(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যাণ্ট)
১৬/১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এজেণ্ট: স্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট
রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা
এবং মফঃস্বল সিনেমা।
বিশেষত্ব:—সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী।
দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

গল্প

একালের মেয়ে

—শ্রীনির্ম্মলেন্দু চৌধুরী

—"নীতিশের সাথে মণির বিয়ে হবে।" কথাটী প্রথমতঃ বাসায়, পরে আশে পাশে এবং ক্রমে সহরময় ছড়িয়ে পড়লো। বন্ধুদের মহলে এজন্ত নীতিশের ও মণিকার লাঞ্ছনাও কম পেতে হয় নি। কি নীতিশের, —কি মণিকার বন্ধুদের মধ্যে কেউ যদি কখনো নীতিশ এবং মণিকাকে এক সাথে দেখেছে অমনি বলে ওঠে—"ঐ তো আমাদের 'ভুলুয়া ও মঞ্জু' বা 'ঝুমরো ও চন্দন' ইত্যাদি। লজ্জায় উভয়েই সঙ্কুচিত হয়ে যায়, কিন্তু মুখে কিছুই বলে না। অধরের কোণে সমাজ হাসিটী বিজলীর মতো চমকে ওঠে—আড়-নয়নে উভয়েই উভয়ের দিকে একবার তাকায়,—তারপর সেখান হতে সরে পড়ে।

মণিকার সাথে নীতিশের পরিচয় অল্প দিনের। নীতিশ গান গাইতে জানে,—সেই সূত্রেই উভয়ের আলাপ। মণিকা নীতিশের গান শুন্‌তে আস্‌তো,—নীতিশ শোনাতো। এমনি কোরে দু'জনের কাছে দু'জনের সঙ্কোচের বাঁধ গেল কোন ফাঁকে ভেঙে। ক্রমে স্বরু হলো ছুটোছুটি,—মধুর বিবাদ,—মধুরতর মান অভিমান,—এমনি কত কি। তাদের এই ভাব, আর সবাইর চোখেও বোধ হয় মধুর হয়ে ঠেক্‌লো,—তাই তারা এই দুইজনকে এক সাথে বিবাহের দড়ি দিয়ে বাঁধবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো এবং ব্যাপারটাকে সহজ করবার জন্ত কথায় কথায় মণিকা ও নীতিশকে উপহাসের সুমিষ্ট শরে বিদ্ধ কর্‌তো। সঙ্গে সঙ্গে নীতিশের চোখে ফুটে উঠতো একখানি স্বপ্নভরা নতুন জীবনের নতুন ছবি;—পাহাড়ের ধারে একটি ছোট্ট বাসা, সামনে বাগান, মণিকা বাগানের ফুলগুলিকে তার মমতা জানাচ্ছে, দূরে নদী অবিরাম গান কোরে চলেছে,—তারই সুরে সুর মিলিয়ে মণিকা গেয়ে ওঠে গান, পেছন থেকে চুপি চুপি এসে সে মণিকার চোখ দু'টী ধর্‌লো টিপে,—বইলো হাসির ঝরণা,—নীতিশ মণিকাকে বুকে চেপে ধরে তার গোলাপী ঠোঁটে এঁকে দিল একটি……। এমনি ধরণের কত কি অদ্ভুত স্বপ্ন তার মনের কোণে ফুটে ওঠে,—তারই নেশায় সে নিজেকে দেয় বিলিয়ে।

মণিকা কি ভাবে সেই জানে, তবে সে এসব উপহাসের প্রতিবাদ কখনো করেনি। তার ঠোঁটের কোণে রক্তাভ হাসিটুকুই তার অন্তরের ইচ্ছাকে সুস্পষ্ট কোরে তুলতো। মণিকা অতি আধুনিকা মেয়ে। পাশ্চাত্য কায়দায় চলাফেরা—হাই হিলের জুতো,—ঠোঁটের ওপর লিপষ্টিক লাগানো—হাতের ভ্যানিটী ব্যাগ ও আধো-হেঁয়ালী আধো অর্থবোধক মাঝে মাঝে ইংরিজির মণিমাণিক্য বসিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বল্‌বার কায়দা তার আধুনিকতা সম্বন্ধে সকলকেই সচেতন কোরে দেয়। তবে সকলেই জানে যে বাইরে অত্যধিক আড়ম্বর কোরে মণিকা ভেতরের বিরাট ফাঁকটাকে লুকোবার চেষ্টা করে মাত্র।

মণিকাকে নীতিশের ভালো লাগ্‌তো;

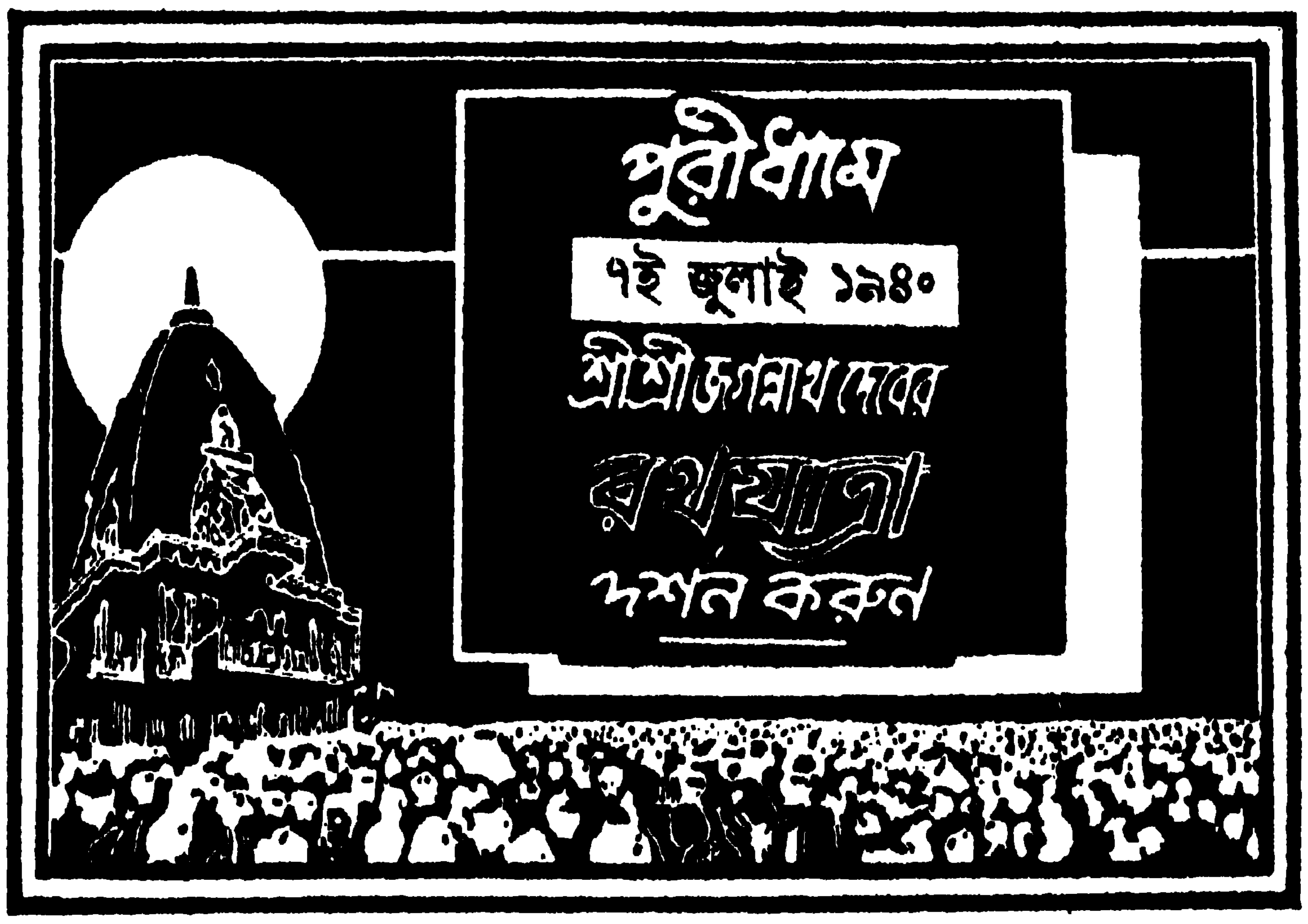

বিশদ বিবরণের জন্ত পাবলিসিটি অফিসার বি, এন্, আর, খিদিরপুর,
বা স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট অনুসন্ধান করুন।

কিন্তু সকলের এই উপহাস তার 'ভালো-লাগা'কে কোন ফাঁকে 'ভালবাসা'তে রূপান্তরিত কোরে দিল। তবু সংকোচ ও লজ্জায় সে তার মনের ভাবটাকে মণিকার কাছে খুলে ধর্‌তে পারতো না। তবে মণিকার সম্মতিজ্ঞাপক আচরণ দেখেই সে মণিকার মনের ভাব কতকটা অনুমান কোরে নিয়েছিলো। মণিকার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আবদার,—এটা ওটার বায়না বা সময়ে সময়ে নীতিশের ইচ্ছার ওপর নিজের ইচ্ছাকে বলবতী করা নীতিশকে তার গোপন মনের নীরব ভালবাসার কথা বলে যেতো। মুখ ফুটে নাই বা বল্‌লো!

চার মাস কেটে গেলো। নীতিশ ক্রমাগত মনের ভেতর স্বপ্নের রাজ্য তৈরী কোরেই চলেছে, এমন সময়ে অরূপ এলো পাশের বাসায় বেড়াতে। অরূপ সুদর্শন ছেলে। নীতিশ এখানে নবাগত বলে তার সাথে পরিচয় নেই, কিন্তু মণিকার সাথে পরিচয় অনেকদিন আগের, কিন্তু তেমন মাখামাখি ছিলো না। অরূপের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই মণিকা হঠাৎ যেন কোথায় হারিয়ে গেল। মণিকাকে এখন নীতিশ আর তেমন কাছে পায় না,—এর কারণও সে কিছু খুঁজে পায় না। অভিমানে তার বুকটা ভারি হয়ে আসে।

একদিন নীতিশ পাশের বাসায় বেড়াতে গেল। মনটা অনেকদিন থেকেই ভারি হয়ে ছিলো,—তাই কিছু লঘু কর্‌বার মানসে সে ধীরে ধীরে সেই বাসায় গিয়েছিলো। দুয়ারের কাছে যেতেই তার কাণে মণিকার কণ্ঠ বেজে উঠলো। নীতিশ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌তে লাগলো,—"নীতিশ? সে কি একটা ছেলে নাকি? প্রাণহীন, জড় পদার্থ বিশেষ,—'মোষ্ট কাওয়ার্ড।' কে বল্‌লে তাকে আমি ভালবাসি? কদ্দিন বাঁদর নাচিয়েছিলুম মাত্র। আমি ভালোবাসি তোমাকে। বল লক্ষীটী, তুমি আমাকে পায়ে……।" অমনি অরূপের বজ্রকঠোর স্বর ধ্বনিত হলো,—"একটা মানুষের জীবন পুড়িয়ে তুমি বাঁদরের নাচ দেখ? 'মোষ্ট ট্রেচারাস্'। যাও—।" সঙ্গে সঙ্গে একটি চপেটাঘাতের শব্দ এসে নীতিশের কাণে বাজ্‌লো, মণিকার কথাগুলি তার বুকের পাঁজরগুলো যেন সহস্র ঘায়ে চূর্ণ বিচূর্ণ কোরে দিল, সে আর দাঁড়াতে পারলো না। ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই পেছন থেকে অরূপ ডাক দিল, —"নীতিশবাবু।" নীতিশ ফিরে দাঁড়ালো। তার চোখে মুখে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার ভাব ফুটে উঠেছে। লজ্জায় ও ক্ষোভে সে মুখ তুলে চাইতে পার্‌ছিলো না। অরূপ কাছে এসে বল্‌লো—"চলুন,—বাইরে যাই। আপনার সাথে গোটাকতক কথা আছে।" নীতিশ কোন প্রতিবাদ না কোরে অরূপের সাথে চল্‌লো। যাবার সময় দু'জনেই শুনলো, মণিকা আপন মনে বোল্‌ছে,—"দু'টোই অপদার্থ। এর চেয়ে প্রভাত ছেলেটী অনেক ভাল ছিলো।"

চিনির ব্যবসায়ে ক্রমশঃই ভারতবর্ষ আশাতীতরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে। —ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে যে ৩।৪ লক্ষ টন চিনি উদ্বৃত্ত হইয়াছে—এবং আগামী বৎসরে ও ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহার যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহারের জন্য এবং এই শিল্প সংরক্ষণের জন্য অতি সত্বরই বিদেশী চিনির আমদানী বন্ধ করিয়া ভারতীয় চিনির রপ্তানী-পথ প্রশস্ত করিতে হইবে।

ভারতীয় চিনির ক্রমোন্নতি

ভারতে আমদানী—

১৯২৯—৩০	…	১৫,৬০,৬৪,৮০২৲ টাকার
১৯৩৭—৩৮	…	১৪,৫৭,৩৩২৲ টাকার

ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে প্রায় ১৫½ কোটী টাকা আর বিদেশে যাইতে পারিতেছে না। এই জাতীয় শিল্পের প্রসারই ভারতের এ সম্পদবৃদ্ধির একমাত্র কারণ।

ইক্ষু বিক্রেতাগণকে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ—

১৯৩১—৩২	…	১,৭৭,৫০,০০০৲ টাকা
১৯৩৯—৪০	…	১৫,৫০,০০,০০০৲ টাকা
(১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত) বৃদ্ধি	…	১৩,৭২,৫০,০০০৲ টাকা

রেলওয়ের প্রাপ্তি—

১৯৩২—৩৩	…	১,২৯,৪৭,২০০৲ টাকা
১৯৩৬—৩৭	…	২,৫০,৬৬,৯০০ টাকা
বৃদ্ধি	…	১,২১,১৯,৭০০৲ টাকা

ভারতে প্রস্তুত চিনির পরিমাণ—

১৯৩১—৩২	…	১,৫৮,৫৮১ টন
১৯৩৯—৪০ (হিসাবে ধার্য্য)		১৩,৩০,০০০ টন
বৃদ্ধি	…	১১,৭১,৪১৯ টন

নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা—

১৯৩১—৩২	…	২০,০০০
১৯৩৯—৪০ (হিসাবে ধার্য্য)		১৫০,০০০
বৃদ্ধি		১৩০,০০০

গভর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত বাৎসরিক করের আনুমানিক পরিমাণ—

চিনির আবগারী টাকা (১৯৪০—৪১ বাজেট অনুযায়ী)	…	৫,৪০,০০,০০০৲ টাকা
প্রাদেশিক চিনির কর		৭৫,০০,০০০৲ টাকা
আয়কর (অনুমিত)		৫০,০০,০০০৲ টাকা
মোট	…	৬,৬৫,০০,০০০৲ টাকা

১৯৩৯-৪০ সালে প্রস্তুত চিনির বিবরণ—

যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে প্রস্তুত		১০,৫০,০০০ টন
ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রস্তুত		২,৮০,০০০ টন
মোট	…	১৩,৩০,০০০ টন
পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত	…	৭০,০০০ টন
মোট	…	১৪,০০,০০০ টন
ভারতের বাৎসরিক খরচ		১০,৫০,০০০ টন
উদ্বৃত্ত	…	৩,৫০,০০০ টন

এই ব্যবসায়কে সংরক্ষণ করিতে হইলে বিদেশে রপ্তানী প্রবর্ত্তন এবং দেশে আমদানী বন্ধ করিতে হইবে।

হাসপাতাল ও ডাক্তারখানায় ছুটি

সরকারী সিদ্ধান্ত

বাঙলা-সরকার ইহা স্থির করিয়াছেন যে, সকল সরকারী হাসপাতালের 'আউট-ডোর বিভাগ নিম্নোক্ত দিবসসমূহে বন্ধ থাকিবে। এই সব বন্ধের দিনে একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না।

৫২টি রবিবার,
ইংরাজী নব-বর্ষ দিবস (১লা জানুয়ারী),
গুড ফ্রাইডে,
মহাষ্টমীর দিন (দুর্গাপূজার সময়,
খৃষ্টমাস দিবস (বড়দিনের সময়),
ঈদুল-ফেতর,
ঈদুজ্জোহা।

যাহাতে স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা সমূহেও এই নীতি অনুসৃত হয়, সেই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রচার করা হইয়াছে।

বিনামূল্যে "মানস-কবচ"

৺শ্রীশ্রীমনসামাতার আশীর্ব্বাদে লব্ধ, সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ, আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ "মানস-কবচ" বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কবচ-প্রার্থীর নাম, রোগ বা কামনা ও গোত্র বা ধর্ম্ম উল্লেখে সত্বর লিখুন :— প্রিয়কুটীর, সুন্দাদিল, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)।

অভূতপূর্ব্ব আবিস্কার !

অভাবনীয় মূল্য

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

মিনার্ভা গোল্ড

আশাতীত রকম সুলভ মূল্যে এখন পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে নকল হইলেও ইহা দেখিতে ঠিক আসল সোণার মত। নিটোল বারে এই সোণা পাওয়া যায়। এ্যাসিডে ইহার কোন ক্ষতি করে না এবং কোনও আবহাওয়াতেই ইহার ঔজ্জ্বল্য বিনষ্ট হয় না। চিরদিন ইহার স্বর্ণবর্ণ অম্লান থাকে। আসল সোণার গহনার মত দেখায় বলিয়া, এ সোণায় সাধারণতঃ গহনাই তৈয়ারী হয়।

দাম :—প্রতি আউন্স (২৷০ ভরি) ৬৲, ২ আউন্স ১০৲ এবং এক পাউণ্ড ৭২৲ বেশী অর্ডার দিবার আগে ২৷১ আউন্স আনাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

American Commercial House

P. O. Box No. 62 (D. C.) New Delhi

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

সন্তান-শিক্ষা সম্বন্ধে মাতার কর্ত্তব্য কি ?

এইবার আমাদের "আসর" হইতে উক্ত আলোচনাটি অপসৃত করা হইল। ইহাতে বহু ভগিনী যোগ দিয়াছেন, কিন্তু ২।১ জন ছাড়া সকলেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। লেখাগুলির মধ্যে অর্থাৎ যাঁহারা এখনও সন্তানের জননী হন নাই, তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া সত্যই পুলকিত হইয়াছি। অবিবাহিতা মেয়েদের ভবিষ্যতে সন্তান পালন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে দেখিয়া আশান্বিত হইতেছি, হয়ত আমাদের অনাগত ভবিষ্যৎ সত্যই উজ্জ্বল।

সন্তান পালন ব্যাপারে মাতার যেমন দায়িত্ব তেমন আর কাহারও নয়। মাতার গর্ভে ভ্রূণ সঞ্চার হওয়া হইতে সন্তানের কৈশোর এমন কি যৌবন কাল পর্য্যন্ত মাতার আর কর্ত্তব্যের শেষ নাই। ভগিনীগণ মাতার কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, উচিত অনুচিত সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন, সুতরাং সেগুলির পুনরাবৃত্তি নিষ্ফল। এক কথায়, মাতা "আপনি আচরি ধর্ম্ম (সন্তানে) শিখায়"। নিজে ভাল হইলে, সন্তান সাধারণতঃ ভাল হয়ই। কোনও অনুচিত কার্য্য যে শুধু সন্তানের সম্মুখেই করা অন্যায় তাহা নয়, অনুচিত কার্য্য চিন্তা কথা সন্তানের অসাক্ষাতেও করা অনুচিত। মাতাপিতার বহু মনোবৃত্তি সন্তান মাতৃদুগ্ধের সহিতই লাভ করে, বিশেষজ্ঞেরা বলেন। কাজেই, গোপন অন্যায়গুলি গর্ভস্থ ভ্রূণের দেহে মনে যেমন প্রসারিত হইতে পারে, জাত সন্তানের মনেও তেমনি সেগুলি সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনাও বড় কম নয়।

আবার ইহাও দেখা যায়, মাতাপিতা আশানুরূপ ভালই এবং সন্তানকে সৎশিক্ষা দেন, সৎ আদর্শই সর্ব্বদা উপস্থাপিত করেন, কিন্তু তাহা সত্বেও ছেলেপিলে খারাপ হয়। ইহার কারণ বাড়ীর দাসদাসী বা সন্তানের সঙ্গের বিষয়ে মাতাপিতার ঔদাসীন্য বা শৈথিল্য।

একবার গোড়াটি শক্ত করিয়া দিলে পরে সহজে আলা হয় না, তাই প্রথমটা মা-বাপেরা যদি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য, সতর্কতা ও দূরদৃষ্টির সহিত চলেন, তাহা হইলে সন্তানের সুশিক্ষা লাভ যেমন সহজ হয়, বাপ-মায়ের শ্রমও ক্রমশ লাঘব হইতে থাকে।

এই সংখ্যায় এ আলোচনাটি শেষ হইল, অথচ কয়েকটি মনোনীত রচনা বিলম্বে পাওয়ার জন্য আর ছাপা হইল না। সেগুলির লেখিকাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) কুমারী কনক সেনগুপ্তা C/o শ্রীমন্মথ সেনগুপ্ত, পাটপুর রোড, বাঁকুড়া।

(২) আনিসা বেগম, ভবানীপুর, কলিকাতা।

(৩) শ্রীমতী চারুবালা দে, সাউথ পার্ক, জামসেদপুর।

(৪) শ্রীমতী বাসন্তী গুহ, রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৫) শ্রীমতী আদু দেবী, ডাঃ দুর্গাচরণ রোড, তালতলা, কলিকাতা।

(৬) শ্রীমতী রাইরাণী মুখার্জ্জি, পিলখানা লেন, বর্দ্ধমান।

(৭) শ্রীমতী অনুপমা কেশ, C/o মিঃ কেশ, বড়সাহী, ময়ূরভঞ্জ।

(৮) আসিয়া এন্, খোদা, C/o মহম্মদ নসরৎ-ই খোদা, মাড়গ্রাম (বীরভূম)

যে সব লেখিকা আমাদের আলোচনার আসরে যোগদান করিয়া আমাদের আলোচ্য বিষয়টিকে সরল ও সহজ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমি অভিবাদন জানাইতেছি। যে সব ভগিনীর রচনা মনোনীত হইয়াও ছাপা হইতে পারিল না তাঁহাদের জন্য দুঃখিত খুবই, কিন্তু বিলম্বে রচনা প্রেরণের জন্য প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা নিজেরাই দায়ী।

বহু রচনা কাগজের দুই পিঠে লেখা, অস্পষ্ট হস্তাক্ষর, নাম-ঠিকানার অভাব, পূর্ব্ববর্ত্তিনীদের বক্তব্যের সমালোচনা প্রভৃতি বহু কারণে এবারেও বাতিল করা হইয়াছে।

এখনও অনেকে একখানি কাগজে একাধিক বিষয় যেমন—রান্না, সেলাই, মায়ের মহল, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি পাঠাইয়া থাকেন। ইহার ফল এই হয় যে তাঁহার সব কয়টি লেখাই ফেলিয়া দিতে বাধ্য হই। লেখিকাগণ দয়া করিয়া, স্বতন্ত্র কাগজে এক একটি বিষয় বা একটি রান্না, পুরা নাম ঠিকানা সহ যেন পাঠান, নচেৎ তাহা কোন কাজেই লাগে না, লেখিকাদের হয় পণ্ডশ্রম।

কোন কোনও লেখিকা একখানি কাগজে ২।৩ রকম রান্নাই পাঠান এবং

"ইন্‌স্যানিল" (Insanil)

উন্মাদ, মানসিক দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা, নিউরাস্‌থেনিয়া, মৃগী, হিষ্টিরিয়া, দৌরাত্ম্যের ঝোঁক (Violent mania), উচ্চ রক্তচাপ এবং সকল প্রকার মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধির জন্য।

"ইন্‌স্যানিল", একটি আশ্চর্য্য মহৌষধ। ভারতে ইহার এই প্রথম প্রচলন হইল। গত ষাট বৎসর যাবৎ যাবতীয় মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধিতে, সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় লক্ষ লক্ষ নরনারী এই মহৌষধ ব্যবহারে উপকৃত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র চিকিৎসকগণ হাঁসপাতাল ও উন্মাদাগারে এই ঔষধ সাফল্যের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বহুদিনের দুরারোগ্য উন্মাদ রোগেও ইহা অব্যর্থ ফলপ্রদ। ইহাতে লিউমিন্যাল, ক্লোরাল হাইড্রেড্, পটাশ, ব্রোমাইড, আফিম, মরফিয়া অথবা হেন্‌বেন প্রভৃতি অনিষ্টকর পদার্থ নাই:

এই মহৌষধ যাদু মন্ত্রের ন্যায় অল্পকাল মধ্যেই মানসিক যন্ত্রনা ও অবসাদ দূর করিয়া রোগীকে গভীর নিদ্রা ও শক্তি প্রদান করে। "ইন্‌স্যানিল" অতি সহজ প্রণালীতে প্রস্তুত একটী শাস্ত্রীয় ঔষধ। এক ঘণ্টার মধ্যেই নরনারীকে শান্তি ও শক্তি প্রদান করে এবং অল্পদিন ব্যবহারেই মানুষকে নূতন মানুষে পরিণত করে। জীবনীশক্তির জন্য 'ইন্‌স্যানিলের' বিশেষ প্রয়োজন—সর্ব্বদাই এক বোতল ঘরে রাখিবেন।

৫০ পঞ্চাশটী টেব্‌লেট্ পূর্ণ বোতলের মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

সকল কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্টের নিকটই পাওয়া যায়—

অথবা লিখুন—

হেরিং এণ্ড কেণ্ট্, পোঃ বক্স ৩২৩ (D. W. C.)
রীএ হাউস, হর্ণবি রোড (বোম্বাই)

ষ্টকিষ্টস্ঃ নাসেরওয়ানজী এণ্ড কোং
৮৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পত্রের উপরে ঠিকানা দেন। এরূপ ক্ষেত্রে কখন কখনও মাত্র প্রথমটিই গৃহীত হয়। **প্রত্যেক রচনা আলাদা কাগজে এবং প্রত্যেকটির নীচেই সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা না থাকিলে, তেমন লেখা প্রাপ্তিমাত্রই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।** ভগিনীগণ দয়া করিয়া এই কথাটি মনে রাখিবেন।

বহু ভগিনী এমন সব প্রশ্ন করিয়া পাঠান যাহা নিতান্ত হাস্যকর। কেহ কেহ চিকিৎসা-বিষয়ক প্রশ্ন পাঠান, ইহাও অবাঞ্ছনীয়—কেননা আমরা চিকিৎসক নহি। কোনও চিকিৎসকই এরূপ একটা খবরে কোনও ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারেন না।

এজন্য আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে নারীলোকের পাঠিকা ও লেখিকাগণ যেন এ বিভাগের লেখায় তাঁহাদের মর্য্যাদাবর্দ্ধক রচনাই পাঠান, যাহাতে বাংলার শিক্ষিতা-সমাজ লোকের কাছে হাস্যাস্পদ্ হন্, এরূপ রচনা হইতে তাঁহারা বিরত থাকেন। নারীদের মর্য্যাদা নারীদেরই নিকটে। আমাদের অভাব অভিযোগ আমরা জানি। আমরা অভাব অভিযোগ জানাইবার জন্যই যেন আবেদন না জানাই, আমাদের অভাব অভিযোগ নিবারণ ও আমাদের সমস্যার সমাধান যেন আমরাই করিতে পারি। আমরা নিজেকে আপ্-টু-ডেট বলিব, প্রগতিশীলা বলিয়া প্রচার করিব, শিক্ষিতা বলিয়া অভিমান করিব—আর নিজেদের দৈন্য নিবারণের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইব, এ গ্লানি যেন অন্তত নারীলোকের লেখিকা পাঠিকাদের না থাকে।

আমাদের আগামী আলোচ্য বিষয় আমিই প্রস্তাব করিতেছি, কারণ মনোমত প্রস্তাব একটিও হস্তগত হয় নাই।

বিবাহিতা ও অবিবাহিতা স্বাধীনা এবং উপার্জ্জনশীলা রমণীর মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কে অধিক সুখী।

বর্ত্তমানে বহু নারী বিবাহ না করিয়া ভাল চাকরী করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেছেন। বিবাহিতা নারীরা অবশ্য স্বামী পুত্র লইয়া বাস করিতেছেন। এখন এ দুইয়ের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কে অধিক সুখী?

এই আলোচনায় যোগ দিবার জন্য আমরা স্বাধীনা শিক্ষিতা কুমারীগণকে বিশেষ করিয়া আমন্ত্রণ করিতেছি।

আপনারা সকলে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী
"দীপালী"র নারীলোক পরিচালিকা

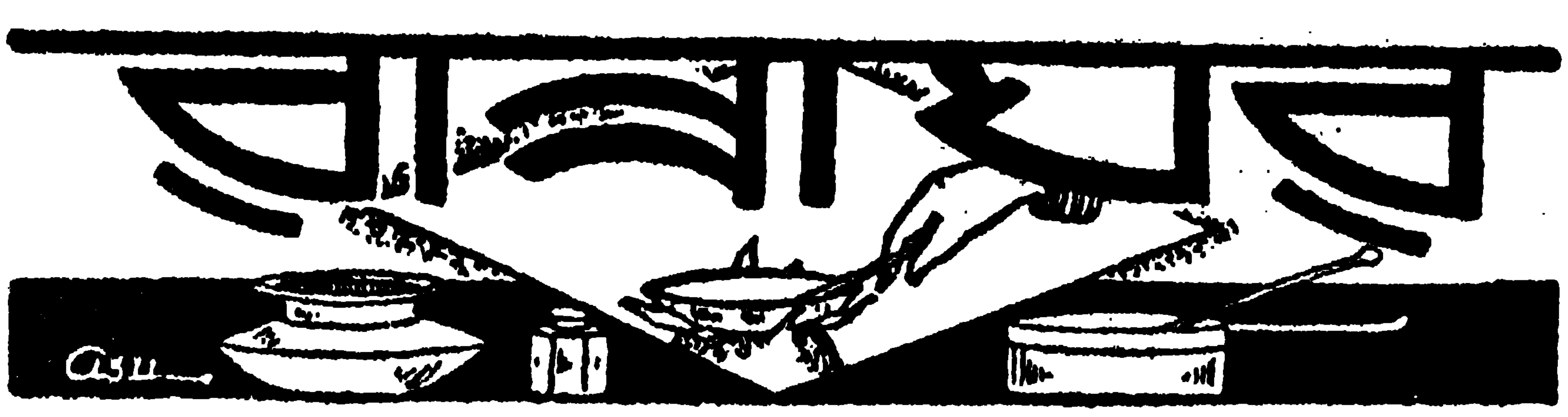

(৮৮)

আবার খাব পুডিং

প্রণালী :—ছানা ৵৷০, দুধের ক্ষীর ৵০, চিনি ৵৷৵০, ঘি ৵০, ডিম ছয়টা। প্রথমে ছানাকে বারদুয়েক বাঁটিয়া লইবেন। ডিম গুলাকে ভাঙ্গিয়া শ্বেত অংশ হরিদ্রা অংশ পৃথকভাবে ফাটিবেন, শ্বেত অংশকে খুব ফাটিয়া ফেনা তুলিবেন। তৎপর সকলকে একত্র করিয়া তাহাতে ছানা বাটা ও চিনি, ক্ষীর, ঘি সব একত্র মিশ্রিত করিয়া খুব উত্তমরূপে ফাটিয়া লইবেন। উত্তমরূপে ফাটা হইলে তাহাতে একটু গোলাপ জল ও পেস্তা কিসমিস দিয়া, টিফিন কেরিয়ারের তলায় ও পাশের মাপের পাতলা কাগজ কাটিয়া তাহাতে ঘি মাখাইয়া তলায় ও পার্শ্বে বসাইয়া দিবেন। তারপর ঐ গোলা সকল তাহাতে ঢালিয়া দিয়া, আর একটু পেস্তা কুচি উপরে ছড়াইয়া দিয়া, তাহার মুখ লেপি দিয়া ঢাকিয়া দিয়া, নিম্নে ও উপরে কাঠ কয়লার আগুন দিয়া অর্দ্ধঘণ্টা কাল রাখিবেন, তারপর যখন দেখিবেন ফুলিয়া উঠিয়াছে, তখন ঠাণ্ডা করিয়া বরফির আকারে বা যার যেরূপ ইচ্ছা সেইমত কাটিয়া খাইয়া দেখিবেন, সত্যই একটা উপাদেয় খাদ্য বটে। সেঁকিবার সময় খুব লক্ষ্য রাখিবেন, যেন তলায় দাগ না লাগে। তন্দুর ও কেকের ছাঁচ হইলে উত্তম হয়।

এ, নেশা বেগম
কাটুয়াখুটা লেন, ভবানীপুর।

(৮৯)

শাঁখআলুর পুলপুলিয়া।

উপকরণ :—আধ সের শাঁখ আলু, এক সের দুধ, দুইটি নারিকেল, আধ সের চিনি, কয়েকটি ছোট এলাচ।

প্রণালী :—প্রথমে শাঁখ আলুগুলিকে ছাল ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বেশ করিয়া বাঁটিয়া নিন। নারিকেল দুইটি কুরিয়া নিন। তাহার পর একটী এলুমিনিয়ামের কড়াইয়ে একসের দুধ উনানে চাপাইয়া দিন। একসের দুধ জাল দিয়া আধসের পরিমাণ হইলে, শাঁখআলু বাঁটাগুলি একটী পরিস্কার ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া জলটা ভালরূপে গালিয়া ফেলিয়া চিনিগুলি ও নারিকেল কোরাগুলি সহ ফুটন্ত দুধে ফেলিয়া দিন এবং বেশ করিয়া হাতায় করিয়া ঘাঁটিতে থাকুন। দরকার বোধ হইলে কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া লইতে পারেন। যখন দেখিবেন বেশ আঠার মত হইয়াছে তখন নামাইয়া নিন। তাহার পর কয়েকটী ছোট এলাচের গুঁড়া উহাতে ছড়াইয়া দিবেন। এইরূপে শাঁখআলুর পুলপুলিয়া প্রস্তুত হয়। ইহা করা অতি সহজ অথচ অতি মুখরোচক ও সুস্বাদু।

শ্রীবকুলমালা মুখার্জ্জি
পিলখানা লেন, বর্দ্ধমান।

(৯০)

ভাত ভাজা বা নকল পোলাও

আধসের আন্দাজ ভাল বাসমতী চালের ভাত অল্প শক্ত থাকতে নামিয়ে একটি পাত্রে রাখুন। পরে কড়াতে তিন ছটাক আন্দাজ ঘি দিয়ে কড়া চড়িয়ে দিন ও ঘি বেশ গরম হলে তাতে গোটা দুই তেজপাতা ও অল্প পিয়াজ কুচি কুচি করে ফোড়ন দিন। পিয়াজগুলি বেশ আধভাজা হলে ঐ ভাতগুলি তাতে ছেড়ে দিন এবং অল্প নুন ও চিনি দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়্‌তে থাকুন, দেখ্‌বেন যেন ভাতগুলি একেবারে গলে না যায়। পরে বেশ মেশামেশি হয়ে গেলে নামিয়ে ফেলুন। গরম মশ্‌লা, সামান্য এলাচের গুঁড়া ও অল্প বাদাম কুচি কুচি করে ছেড়ে দিন। গরম গরম খান, খেতে খুব সুস্বাদু হবে।

শ্রীলাবণ্য মজুমদার
পরমানন্দপুর, ছাপরা

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেস্ট আর্টিস্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

এমন কি
শিশুদেরও
প্রিয়-

অনবদ্য তৃপ্তি-
আনন্দের উৎস

এ. টস এণ্ড সন্স
কলিকাতা : : রেঙ্গুন।

(৪৭)

(১) শ্রীমতী উষালতা ভট্টাচার্য্য C/o শ্রীরবিকিরণ ভট্টাচার্য্য, যুগনাথতলা, নবদ্বীপ প্রশ্ন করিয়াছেন—খাওয়ার সময় ভিক্ষা দেওয়া হয় না কেন?

(২) শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায় C/o শ্রীরবীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়া, জানাইতেছেন—

২৬শে বৈশাখের দীপালীতে প্রকাশিত কুমারী বিভা রায়ের "মুলার পায়েস" ৫ই বৈশাখের দীপালীতে প্রকাশিত শ্রীমতী সুষমারাণী মুখার্জ্জীর রচনারই অনুরূপ। প্রভেদ কেবল, প্রথমোক্তা বলিয়াছেন দুধ /২ সের, শেষোক্তা বলিয়াছেন /২॥০ সের ও অধিকন্তু কিঞ্চিৎ গোলাপজল!

[রচনা দুইটি বহু পূর্ব্বেই আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সুতরাং দ্বিতীয়া প্রথমার রচনার নকল করেন নাই।]

(৩) শ্রীমতী নমিতা] ভট্টাচার্য্য, ৪।১ সূত্রাপুর রোড্, ঢাকা, লিখিতেছেন—

"...অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে আমার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর, কিন্তু এরই মধ্যে বার্দ্ধক্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

মুখে অস্বাভাবিক রকম মাংসপেশী ও চর্ম্মকুঞ্চন দেখা দিয়াছে এবং কিছু কিছু চুলও পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে এই ব্যাধির হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।..."

[লেখিকা "নানাপ্রকার চিকিৎসা করিয়া বিশেষ কোন প্রকার ফল না পাইয়া অগত্যা "নারীলোকে"র শরণাপন্ন" হইয়াছেন।

চিকিৎসাবিষয়ক এ ব্যাপারে কোনও বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শই বিধেয়। আমরা ভগিনীর এই অকাল বার্দ্ধক্যের জন্য আন্তরিক দুঃখিত। আমাদের মনে হয়, তিনি কিছুদিন সুচিকিৎসকের অধীনে থাকিলেই সুফল পাইবেন।]

(৪) কুমারী লতিকা ঘোষ, ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে ২রা জ্যৈষ্ঠ দীপালীর কুমারী কণা ও জয়া ভড়ের "গোলাপ পাতা" প্যাটার্ণের প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছেন—

৭ম লাইনে—জোড়া ১, সাম্‌নে সুতা, জোড়া ১, সোজা ১, সাম্‌নে সুতা জোড়া ১, সোজা ১, সাম্‌নে সুতা সোজা ১।

(৪৮)

"রংপুর কৈ"-এর জের

শ্রদ্ধেয়া 'দীপালী' নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

গত ২০শ সংখ্যা দীপালীর 'পত্রলেখা' বিভাগের ২১ নম্বরে বাবুর্খা, রংপুর হইতে মোঃ এন, ইস্‌লাম লিখিত 'রংপুর কৈ?' কথাটী দেখিতে পাইলাম। রংপুর টাউনে শিক্ষিতা ভগ্নীদের সংখ্যা কম নহে। কিন্তু তবুও তাঁহারা যে কোন দিন—দীপালীর নারীলোকে লিখেন না, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। আমার মত পল্লীগ্রামের গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের অদৃষ্টে নিয়মিতভাবে দীপালী পাঠ ও কোন কিছু লেখা বা আলোচনা করার সৌভাগ্য হইয়া উঠে না। কিন্তু সহরের ভগ্নীদের যথেষ্ট সুযোগ হইয়া থাকে। কাজেই, রংপুরের ভগ্নীদিগকে দীপালীর নারীলোকে লিখিতে অনুরোধ করিতেছি। ইতি।

মোছাম্মাৎ কুলছুম নেছা
C/o মোঃ রওশন উদ্দীন আহম্মদ
আলমনগর, রংপুর

বাষ্ট টোনার

বিগত যৌবনার শিথিল স্তনপেশী দৃঢ় ও উন্নত করে। নিত্য ব্যবহারে অবনমিত হ'তে পারে না। ছোট টিউব ৷৷/০, বড় ২॥

বিশ্ব কল্যাণ
১৩১ বি, বসু

সরল সীবন-শিক্ষা

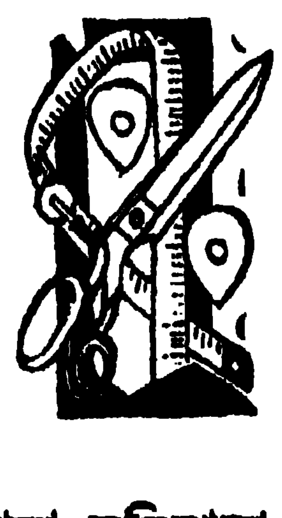

১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।

মূল্য ১॥০ মাত্র।

৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

বিনামূল্যে

গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "সর্ব কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর

বনফুল

কেশ-তৈল

স্নো

ক্যান্থারাইডিন অয়েল

আপনার মার্জ্জিত রুচির সম্পূর্ণ পরিপোষক

৺ হিমাংশু রায়

—শ্রীনিরঞ্জন পাল

হিমাংশুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ উনিশ বৎসর আগে। সে তখন আইন পড়িতেছিল আর আমি লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে "দি গডেস" প্রযোজনা করিয়া তৎকালীন বিলাতী সমাজে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া নিজেও কথঞ্চিৎ যশোলাভ করিয়াছিলাম। এক সপ্তাহ পর শুনি, হিমাংশু প্রতীচ্যের এই পীঠ ও পটের ভাষায় আমাদের ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টির কিছু পরিচয় দিতে মনস্থ করিয়াছে।

প্রথমটা আমি এ প্রস্তাব ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনি নাই। তখন আমাদের চাক্ষুষ আলাপ যদিও অল্প দিনের, তবে তাহার নাম আমার নিকট অজ্ঞাত ছিল না। লণ্ডনে বাসকালীন হিমাংশুর সম্বন্ধে লোক মুখে বহু বিচিত্র রূপকথা ও কাহিনী শুনিয়া, আমি তখন ধারণাই করিতে পারি নাই যে তাহার মত লোক সব ঐহিক আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়া, একজন ভারতীয় কৃষ্টি কথার প্রচারক হইতে পারে! সত্য কথা বলিতে কি, আমি ভাবিয়াছিলাম, মঞ্চ ও পর্দ্দার মায়াতেই সে সমধিক আকৃষ্ট, ভারতের গৌরব প্রচার প্রভৃতি সব বাজে—মন-ভুলান কথা!

ইহার পর প্রায় দিন দশেকের মধ্যেই আমি আমার ভুল বুঝিতে পারিলাম। সে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে টেলিগ্রাম করিয়াছে যে, সে আইন পাঠ পরিত্যাগ করিয়া পট ও পীঠের পাঠে মনোযোগ দিবে, স্থির করিয়াছে। পিতা পুত্রকে তাহার লণ্ডন বাস ও পাঠের জন্য প্রতি মাসে প্রয়োজনাতিরিক্ত যে মোটা এক মাসোহারা পাঠাইতেন, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া, পুত্রকে নীরব উত্তর জ্ঞাপন করিলেন।

হিমাংশুর ঈদৃশ ক্রিয়াকলাপে আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"এ তুমি কি কর্‌লে হিমাংশু? অত তাড়াতাড়ি এমনটি না কর্‌লেই বোধ হয় ভাল হত।"

হিমাংশু উত্তর দিল—"আমি আধা-খেপ্‌চা কোনও কাজ কর্‌তে অভ্যস্ত নই। আমি অকূলে পাড়ি দিয়ে ফেলেছি, বন্ধু! আর ফির্‌বার উপায় নাই।"

সত্যই, হিমাংশুর জয়যাত্রা আরম্ভ হইল। ইণ্ডিয়ান্ প্লেয়ার্স সংগঠন, লাইট অফ্ এশিয়া, শিরাজ, এ থ্রো অফ্ ডাইস্, কর্ম্ম প্রভৃতি চিত্রনির্ম্মাণ, বম্বে টকীজ প্রতিষ্ঠা, এবং কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর হিন্দী ছবি তুলিয়া হিমাংশুর জয়যাত্রা শেষ হইল!

চিত্রজগতে হিমাংশুর প্রবেশের মাত্র একটি কারণ ছিল। চিত্র-কার্য্যে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে কিম্বা উক্ত ব্যবসায় যশস্বী হইতে সে কখনই চায় নাই। একজন বড় অভিনেতা পরিচালক বা প্রযোজক হইবার উচ্চাশাও তাহার ছিল না। সে চাহিয়াছিল—চিত্রের ভাষায় জ্ঞান বিতরণ করিয়া অনভিজ্ঞ ইয়ুরোপীয়দিগকে আমাদের দেশ সম্বন্ধে সচেতন ও ভারতীয় সভ্যতায় শ্রদ্ধাবান্ করিতে।

প্রথমে সে "ইণ্ডিয়ান্ প্লেয়ার্স" দল গঠন করিল। কিন্তু টাকা? হিমাংশু ছিল প্রকৃতি-গত আত্মবিশ্বাসী। সে জানাইল, টাকার ভাবনা কি? ভারতে যে সব ইংরাজের ব্যবসায়গত স্বার্থ আছে, তাহাদের নিকট হইতেই সে টাকা সংগ্রহ করিবে।

আমি তো অবাক্! বলিলাম—"কি বল' হিমাংশু? তোমার মাথা খারা-"

কলিকাতায়
জন-সম্বর্দ্ধিত
৩৫শ
সপ্তাহ

সন্ত তুলসীদাস

শনিবার ১লা জুন হইতে
শ্রীরূপা
কদমতলায়
দেখান হইবে।

শনিবার ১লা জুন হইতে
সিটি সিনেমায়
দ্বিতীয় সপ্তাহ
সুপ্রীম পিক্‌চার্সের
মেরে আঁখে
শ্রেষ্ঠাংশে:
খুরশীদ্, মজহর, সিতারা

আসিতেছে
রঞ্জিৎ মুভিটোনের
অচ্ছুৎ
শ্রেষ্ঠাংশে:
গহর

মানসাটা
ফিল্‌ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: কলি: ৪৫

হয়েছে। ভারতের কীর্ত্তিকথা প্রচার করবার টাকার জন্ত তুমি যাবে কি না ইংরাজের দুয়ারে ভিক্ষা করতে, আর ভাবচ, তারা তাই দেবে।"

হিমাংশু বলিল— "নিশ্চয়— তারা দেবেই।"

সত্যই ইংরাজ টাকা দিল। বার্ড কোম্পানির প্রধান অংশীদার স্বর্গীয় লর্ড কেব্‌ল, ম্যাক্‌লাউড্‌ কোম্পানির প্রধান অংশীদার স্বর্গীয় সার চার্লস ম্যাক্‌লাউড্‌, জার্ডিন্ স্কিনার কোম্পানির প্রধান অংশীদার মিঃ এফ্‌. জে. ষ্টুয়ার্ট, শা ওয়ালেস্ কোম্পানির অংশীদার মিঃ অ্যাশ্‌টন্ প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজ ধনীর নিকট হইতে হিমাংশু দশ হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করিল। এ টাকা ইহারা হিমাংশুর প্রস্তাবে খাটাইবার জন্ত দেন নাই বা এ টাকা তাঁহাদের দানও নয়। হিমাংশু পরানুগ্রহের উপর কখনই আস্থাবান্ ছিল না। হিমাংশু এই সব মহানুভব ইংরাজ ভদ্রমহোদয়গণকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছিল, সে এ টাকা তাহার ব্যক্তিগত দায়িত্বে ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিতেছে, সুযোগ হইলেই প্রত্যর্পণ করিবে। ইহারা হিমাংশুর কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। হিমাংশুর অসাধারণ ব্যক্তিত্বে ইহারা মোহিত হইয়াছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই হিমাংশু রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রপটে ইংরাজ জনসাধারণকে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার বহু নিদর্শন দেখাইয়া, প্রায় দেড় লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিল।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের বহু প্রদেশে "ইণ্ডিয়ান্ প্লেয়ার্স" লইয়া ঘুরিয়া হিমাংশু বুঝিল, মঞ্চের সাহায্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রস্তাবিত প্রচার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে চালনা করায় পথে বহু বিঘ্ন। হিমাংশু চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করিবে, স্থির করিল।

আমাকে সঙ্গে লইয়া একদিন হিমাংশু কোনও একটি বিশিষ্ট জার্ম্মান চিত্র কোম্পানিকে এই ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যও ইন্দো-জার্ম্মান সহযোগিতার আশায় বার্লিন ও মিউনিক্ যাত্রা করিল। ইউফা তো আমাদিগকে আমলই দিল না। হিমাংশু দমিল না। ইউরোপের তৎকালীন দ্বিতীয় বৃহত্তম চিত্রপ্রতিষ্ঠান এমেলকা, লাভের অংশীদারত্বের সর্ত্তে, "ইণ্ডিয়ান্ প্লেয়ার্স" দলকে যন্ত্রপাতি, লোকজন ও সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দিয়া সহযোগিতা করিতে চুক্তিবদ্ধ হইল।

এই চুক্তি হইবামাত্রই হিমাংশু ভারতে আসে এবং স্বর্গীয় সার যোতিসাগরকে এই ব্যাপারে নামাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিল এবং ভারতের সর্ব্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ছবি "লাইট অফ এশিয়া"র জন্ম হইল। বিদেশে ভারতের গৌরব প্রচারের যে স্বপ্নে হিমাংশু এতদিন আত্মবিস্মৃত হইয়া ইয়ুরোপ ও এশিয়া ছুটাছুটি করিতেছিল, সেটি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

বম্বে টকীজ পরিকল্পনার ইহাই পটভূমি। এমন ইয়ুরোপীয় সহযোগিতা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া, হিমাংশুর ভারতে আসিয়া সম্পূর্ণ একটি ভারতীয় চিত্রপ্রতিষ্ঠান গঠনের প্রকৃত কারণ যে কি, অনেকেই হয়ত তাহা জানেন না। কিছুদিনের মধ্যেই হিমাংশু বুঝিয়াছিল যে ইয়ুরোপীয় সহযোগিতার অর্থ—ইয়ুরোপীয়ের প্রভুত্ব এবং ভারতীয়ের আদেশ পালন, ইয়ুরোপীয়ের সর্ব্ব-বিষয়ে হস্তক্ষেপ এবং ভারতীয়ের নীরবে তাহা সহ্য করা। ইয়ুরোপীয়েরা চাহিল, তাহারা ছবির গল্প ঠিক করিয়া দিবে, হিমাংশু তাহাতে রাজী নয়। বৃটিশ ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন্তালের কর্ত্তৃপক্ষ ধরিলেন, ব্লাক্ হোল অফ্ ক্যালকাটা অর্থাৎ কলিকাতায় অন্ধকূপ হত্যার ছবি তুলিবেন।

হিমাংশু সশ্লেষে কহিল—"হ্যাঁ, কলিকাতার বহিদৃশ্যে ছবিটি খুবই মনোহারী হবে, সন্দেহ নাই।"

বৃটিশ ইন্‌ষ্ট্রাকশন্তালের ম্যানেজিং ডিরেক্টার কহিলেন—"আপনি আমায় ভুল বুঝচেন, মিঃ রায়। আমার মতলব, পলাশীর যুদ্ধের একখানা ঐতিহাসিক ছবি তোলা অন্ত কিছু নয়।"

কেরামতী-দর্পণ

মেসমেরিজমের নবীন আবিষ্কার

এ দর্পণে যে কোনও বয়সী স্ত্রী ও পুরুষ দেখিতে পারে। এ দর্পণে মৃত আত্মার দর্শন মিলে এমন কি মৃতের সহিত কথাবার্ত্তাও বলা যাইতে পারে। এ দর্পণে গুপ্ত ধনের সন্ধান, চুরি ধরা, মোকদ্দমায় জয়পরাজয় জানা, লটারী ও রেসের হারজিত জানা, রোগ আরোগ্য হইবে কি না জানা, যে কোনও মুস্কিলের পূর্ব্বাভাষ পাওয়া, চাক্‌রী, মোকদ্দমা, বিপদে বিজয় প্রাপ্তি, বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখা ও সংবাদ প্রভৃতি লওয়ার জন্ত ইহা একটী জীবন্ত ও জলন্ত আবিষ্কার। প্রত্যেক গৃহে এই দর্পণ একটী করিয়া থাকিলে সময়ে বিশেষে লাভবান হইবেন। মূল্য-২।৶৹ ডাকব্যয়-।।৶৹

ঠিকানা—এমেরিক্যান ম্যাজিক হাউস,
পোষ্টবাক্স নং ৪৬ DC, অমৃতসর

—"ও—তা' বেশ। এতো খুব ভাল কথা। কিন্তু চিত্রে ক্লাইভকে জালিয়াৎরূপে দেখতে আপনার দেশবাসীরা পছন্দ করবে তো? ক্লাইভের কীর্ত্তি ঐতিহাসিক সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীটা যে মোটেই তা নয়।"

ইহার পর ইংরাজ কোম্পানী কর্ত্তৃক অন্ধকূপ হত্যার চিত্রনির্ম্মাণের প্রচেষ্টা, কর্ত্তৃপক্ষ চিরদিনের মতই পরিত্যাগ করেন।

হিমাংশু ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এখানে ফিরিয়া সে দৃঢ়ভিত্তিতে এক সম্পূর্ণ ভারতীয় চিত্রপ্রতিষ্ঠান সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিল। বহু নৈরাশ্য, অপমান, প্রলোভন, দুঃখ, দারিদ্র্য, ক্লেশ, সহ্য করিয়াও, হিমাংশু তাহার কল্পনাকে ছাড়ে নাই। ভারতীয় কোম্পানী সে একটি গড়িবেই। অচিরে হিমাংশু সার চিমনলাল শীতলবাদ, সার ফিরোজ সেৎনা, এফ, ই, দিন্‌শ,' প্রভৃতি ধনকুবেরদিগের সাহায্য ও সহযোগিতায় বম্বে টকীজের সৃষ্টি করিল।

বম্বে টকীজ হিমাংশুর মানসমূর্ত্তি। বম্বে টকীজের জন্য হিমাংশু কি না করিত! প্রতিদিন গড়ে ১৮ ঘণ্টার কম কোনও দিন সে কাজ করে নাই, সময় সময় হয়ত ইহাপেক্ষা অধিক সময়ও সে ষ্টুডিওতে ব্যয় করিত। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল হিমাংশু অনন্যচিত্ত হইয়া বম্বে টকীজের সেবা করিয়াছে। হিমাংশু নিজের স্বাস্থ্য, অভ্যাস, আনন্দ, বিশ্রাম এমন কি গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পর্য্যন্ত বম্বে টকীজের মঙ্গলের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া আজ জীবন পর্য্যন্ত পাত করিল।

হিমাংশুর মৃত্যুতে আজ যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরনীয়। হিমাংশু শুধু যে একজন বড় ব্যবস্থাপক ছিল কেবল তাহাই নহে—সে ছিল একাধারে একজন হিসাবী প্রযোজক এবং নিপুণ পরিচালক। সাধারণে জানে না, বম্বে টকীজের প্রত্যেক ছবিই হিমাংশুর পরিচালিত। ফ্রাঞ্জ অষ্টেন শুধু ক্যামেরা-ম্যান ও শব্দ-যন্ত্রীকে আরম্ভ ও শেষের ইঙ্গিত করিয়াই খালাশ, ছবির প্রকৃত পরিচালনা করিত হিমাংশুই।

অনেকের ধারণা, হিমাংশু বম্বে টকীজ হইতে বহু টাকা রোজগার করিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সত্য সত্যই হিমাংশু বম্বে টকীজ হইতে প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিতে পারিত, কোনও অন্তরায় তাহার ছিল না। কিন্তু সে তাহা করে নাই। সে যে গরীব ছিল, সেই গরীব থাকিয়াই সে মরিয়াছে। কারণ সততাকে অর্থের অপেক্ষা সে বহুগুণ বেশী মর্য্যাদা দিত। হিমাংশু বম্বে টকীজের প্রতিষ্ঠাতা হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা থাকা সত্ত্বেও মাসিক মাত্র সাড়ে সাত শত টাকা পারিশ্রমিক লইত।

তাহার সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার একটি ঘটনা বলিতেছি। এটি আমার সম্মুখেই ঘটিয়াছিল বলিয়া, আমি ভালই জানি।

"সাবিত্রী" তখন কেবল শেষ হইয়াছে। জনৈক উত্তর ভারতীয় ধনী চিত্র পরিবেশক (ডিষ্ট্রিবিউটার) "সাবিত্রীর" নিখিল ভারতীয় পরিবেশন স্বত্বের জন্য হিমাংশুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। হিমাংশু তাহাকে জানাইল, কপূরচাঁদকে "সাবিত্রীর" উক্ত স্বত্ব সে এক লাখ বিশ হাজারে দিতে ইতিপূর্ব্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়া ফেলিয়াছে।

নবাগত কহিল—"আমি এক লাখ পঁচিশ হাজার দিব।"

হিমাংশু দৃঢ়ভাবে কহিল—"আপনি পরের যাত্রাভঙ্গ করবার জন্যে নিজের নাক কাটতে পারেন, কিন্তু আমি তো কপূরচাঁদ ছাড়া এ ছবি অপর কাউকে বিক্রী করতে পারব না, মশায়!"

ভদ্রলোকটি ভাবিয়াছিল, হিমাংশু দাঁও কষিতেছে! কহিল—"কিন্তু, মিঃ রায়, আপনি ভাবচেন না কেন যে, কোম্পানির প্রতিও আপনার একটা কর্ত্তব্য আছে! আপনি

নগদ ১০০৲ একশত টাকা পুরস্কার

সিদ্ধ কবচ

ইহা ধারণ করিলে গ্রহদোষ জনিত সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া যায় এবং এই কবচ ধারণ-কারী প্রচুর বিত্তশালী, যশস্বী এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। চাকুরীতে এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং প্রত্যেক কার্য্যে, পরীক্ষায় ও মামলা মোকর্দ্দমায় নিশ্চিত সফলতা লাভ হয়। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

প্রত্যক্ষ এবং আশু ফলপ্রদ বিশিষ্ট কবচের মূল্য—৫॥৵০ পাঁচ টাকা দশ আনা মাত্র।

বশীকরণ কবচ—ধারণকারী, ইচ্ছামত যে কোন ব্যক্তিকে নিজের বশে আনিবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। মূল্য ৩।০ তিন টাকা চারি আনা মাত্র। প্রত্যক্ষ এবং আশুফলপ্রদ বিশিষ্ট কবচের মূল্য—৬৸০ ছয় টাকা বার আনা মাত্র। বিফল প্রমাণ করিতে পারিলে, তাঁহাকে নগদ ১০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

Professor H. C. GUPTA
Post Box No. 62 (D.C.) New Delhi

ঋতু সঙ্কট যে কোন কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য ১॥০, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) লিখুন বা দেখা করুন—৮টা হইতে ১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়। মিসেস দাস বনজ বিশারদ ১৮২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D) কলিকাতা।

পুরুষোচিত অক্ষমতা (অল্পক্ষণ স্থায়ী, আংশিক, সম্পূর্ণ) হেতু মনঃকষ্ট, বনজ ঔষধ সেবনে চিরতরে দূর করিতে কোথাও বিফল হয় না। ১॥০, ঐ মালিশ বিনামূল্যে। ডাক খরচ ।০।

মিসেস দাস বনজ বিশারদ ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D) কলিকাতা।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম নিরোধ শান্তি
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১।৵০, ২।০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি. লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া

আপনার কোম্পানির অংশীদারদিকে অকারণ পাঁচ হাজার টাকার লোকসান করাচ্ছেন।"

—"কিন্তু, মশায়, কপূরচাঁদকে যে কথা দিয়েচি।"

উত্তর-ভারতীয় ভদ্রলোকটি অবশেষে তাঁহার অত্যন্ত ব্রহ্মাস্ত্র (?) প্রয়োগ করিল! পকেট হইতে তাড়াতাড়ি এক তাড়া নোট বাহির করিয়া হিমাংশুর সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়া, নিশ্চিত জয়ের দৃপ্তকণ্ঠে কহিল—"এই নিন্—আপনার কোম্পানির জন্যে এই পাঁচ হাজার, আর এই পাঁচ হাজার আপনার নিজের! কেমন? খুশী হলেন তো?"

ইহার সদুত্তর দিবার জন্ত হিমাংশু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই, ভদ্রলোকটি শশব্যস্তে নোটের তাড়াটি তাড়াতাড়ি পকেটে পূরিতে পূরিতে, একেবারে অজ্ঞান অসামাল হইয়া ছুটিতে ছুটিতে একদম ই,ডিওর বাহিরে একটা নিরাপদ স্থানে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভাবিল, মা কালী রক্ষা করিয়াছেন। যাক, প্রকাণ্ড একটা ফাঁড়া কাটিল।

অথচ এই ব্যাপারটি এমন দিনে ঘটিয়াছিল যেদিন হিমাংশুর হাতে দশটি টাকাও ছিল না। এবং উক্ত ভদ্রলোকের আসিবার সামান্ত কিছুক্ষণ পূর্ব্বে, হিমাংশু আমায়, আমি যে তৎপূর্ব্বে এ।শত টাকা ধার করিয়া আনিয়াছিলাম, সেইটি ফেরৎ দিবার জন্ত এক জরুরী পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিল।

হিমাংশু ছিল স্বপ্নবিলাসী, দেশপ্রেমিক, আদর্শবাদী এবং প্রকৃতিগত নেতা। সে অন্ত কোনও ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলে হয়ত ইহা অপেক্ষা আরও বেশী সাফল্যলাভ করিতে পারিত। কিন্তু সে ফিল্মকেই আত্মদান করিয়াছিল, এবং তাহার সেবাও সে অসাধারণভাবেই করিয়া গেল। আমাদের দেশের চিত্রশিল্পের যদি কখনও ইতিহাস রচিত হয়, তাহা হইলে হিমাংশুর নাম তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। কারণ, এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা প্রসার ও প্রচারের জন্ত হিমাংশু সর্ব্বস্ব দিয়া নিঃস্ব হইয়াছে, লড়িয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, প্রাণান্তপণে খাটিয়াছে এবং ইহার জন্ত সে জীবান্ত পর্য্যন্ত করিল।*

[*ইংরাজী দীপালীর গত সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল লিখিত প্রবন্ধের শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদ]।

পত্রলেখা

(২৪)

মিনার্ভা সিনেমা

মাননীয়া দীপালীর "নারীলোক"

সম্পাদিকা সমীপেষু—

শ্রদ্ধেয়া,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় আমাদের নিম্নলিখিত বক্তব্যটী প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিতা হইব।

কলিকাতা মহানগরীতে 'মিনার্ভা সিনেমার' উদ্বোধন হওয়ায় হিন্দী চিত্রামোদীগণ প্রথম শ্রেণীর হিন্দী ও উর্দ্দু ছবি দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিকাতায় যতগুলি দেশী সিনেমাগৃহ আছে প্রত্যেকটিতে মহিলাদের পৃথক ব্যবস্থা আছে। টিকিটের হারও প্রায় একই। কিন্তু মিনার্ভা সিনেমায় মহিলা দর্শককে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রথমতঃ মহিলাদের জন্ত পৃথক পথের ব্যবস্থা নাই। তাহাদিগকে সাধারণ "শো রুমের" ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। ইহাতে যে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা আমাদের ন্তায় ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে কেহ জানিবেন না। বিশেষ করিয়া ছুটির দিন বা কোন ছবির প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে "শো রুমের" ভিতর দিয়া মেয়েদের যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়। তাহার পর অন্যান্ত সিনেমা অপেক্ষা মিনার্ভায় টিকিটের হার কিছু বেশী। প্রায় প্রত্যেক সিনেমায় মেয়েদের জন্ত ৷৴০ আনা এবং কয়েক জায়গায় আরও কমে টিকিট পাওয়া যায়; কিন্তু উপরোক্ত সিনেমায় ৸০ আনার কম

পককেশে বৃদ্ধ সাজিয়া আছেন কেন?

কালা তেল (রেজিষ্টার্ড)

(কেশের পরম উপকারী)

এই "চুল কালা তেল" মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিলে আর আপনাকে বৃদ্ধের মত দেখাইবে না—যেহেতু ইহা শুভ্র কেশকে স্বাভাবিক এবং চিরস্থায়ী কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তিত করে। জীবনে আর চুলের কলপ অথবা লোশন ব্যবহার করিতে হইবে না। মস্তিষ্ক চালনাকারীদের ইহা মহৌষধ। প্রত্যেক বোতলের মূল্য ১৷৷০ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। একত্রে তিন বোতল লইলে ৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকা—ডাকব্যয় লাগিবে না।

লোম নাশক

এই আশ্চর্য্য আবিষ্কৃত ঔষধ প্রয়োগে তিন মিনিটের মধ্যে সমস্ত বিশ্রী এবং অনাবশ্যক লোমসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। লোমকে সমূলে বিনাশ করিয়া, ইহা চর্ম্মকে শিশুর চর্ম্মের মত কোমল ও মসৃণ করে। অতি সত্বর, নিরাপদে এবং স্থায়ীভাবে লোম নাশ করে। ইহা ব্যবহারে অতি কোমল চর্ম্মেরও কোন ক্ষতি হয় না। থিয়েটার ও বায়স্কোপের তা কারা ইহা ব্যবহার করেন। প্রতি বোতল ১।০ এক টাকা চারি আনা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। তিন বোতল ৩৲ তিন টাকা—ডাকব্যয় লাগিবে না।

সৌন্দর্য্যই সম্পদ

আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় আবিষ্কৃত "লণ্ডন বিউটি লোশন" ব্যবহার করিলে চর্ম্মের সমস্ত দাগ, সঙ্কুচন, মুখের ব্রণ, মেচেতা, বসন্তের দাগ প্রভৃতি সমস্ত দাগ বিদূরিত হয় এবং চর্ম্ম মসৃণ, কোমল ও উজ্জ্বল হয়। ইহা গ্রীষ্মের প্রকোপ এবং রসখসে ভাব হইতে রক্ষা করিয়া বদন মণ্ডলের সৌন্দর্য্য, কোমলতা এবং লাবণ্য চিরস্থায়ী ও নিরাপদ করে। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রতি বোতলের মূল্য ২৲ দুই টাকা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। তিন বোতল একত্রে ৫৲ পাঁচ টাকা, ডাকব্যয় লাগিবে না।

NISHAD PHARMACY

P. O. Box 62, (D.C.) New Delhi

টিকিট নাই। ইহাতে ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে একাধিকবার যাইতে অক্ষম হন। আমরা এ বিষয়ে মিনার্ভা সিনেমার ম্যানেজার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং আশা করি অদূর ভবিষ্যতে তিনি এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইবেন।

আমাদের নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

১। আসিয়া খাতুন

২। হেদায়তুন্নিসা বেগম,

৩। ফিরোজ বেগম,

৪। নজমুন্নিসা বেগম।

গোরাচাঁদ রোড,

পোঃ আঃ ইটালি, কলিকাতা

২০।৫।৪০

কলপ ব্যবহার করিয়া পক্ক কেশ নষ্ট করিবেন না।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করিলে নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত শুভ্রকেশ স্বাভাবিক এবং চিরস্থায়ী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। যদি বিশ্বাস না হয়, তবে দ্বিগুণ মূল্য ফেরতের গ্যারান্টি দিব।

অল্প পরিমাণ পাকা চুলের জন্য—২৲ দুই টাকা, একটু বেশী হইলে—৩৲ তিন টাকা এবং সমস্ত চুল পাকা হইলে—৪৲ চারি টাকা লাগিবে।

আনন্দ বিলাস

সন্ধ্যাবেলা একটি মাত্র বটিকা সেবন করিলে আপনি অফুরন্ত আনন্দ উপভোগ করিবেন। কেন না ইহা ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে। একবার ব্যবহার করিলে ইহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা আপনি ভুলিতে পারিবেন না। ইহা ধাতুদৌর্ব্বল্য ও স্বপ্নদোষ নিরাময় করে।

১৪টী বটিকার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

American Commercial House
P. O. Box No. 62 (D.C). New Delhi.

(২৫)

দেবদত্ত ফিল্ম কোংর বিরুদ্ধে টাকা না দেওয়ার অভিযোগের জের

মাননীয় দীপালী সম্পাদক মহাশয়,

আমার এই পত্রখানি আপনার বহুল প্রচারিত দীপালীতে প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

২৬শে বৈশাখ সংখ্যা দীপালীতে প্রকাশিত মাষ্টার নেপাল চন্দ্র বসু (এঃ)র "দেবদত্ত ফিল্ম লিমিটেডের বিরুদ্ধে অভিযোগ" নামক এক পত্র দেখে বিস্মিত হলাম। কেন না নেপাল চন্দ্র বসু নামে কোন অভিনেতা কোন বিশেষ মূক বা মুখর চরিত্রে অভিনয় করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। অবশ্য এমন অনেক অভিনেতা "পথভুলে"তে অভিনয় করেছেন যাঁরা এমন কি একদিনের জন্য কিছু পারিশ্রমিক পেয়েছেন বা পাবেন। এবং তাঁদের সঙ্গে either verbal contract থাকে বা তাঁদের appointment letter দেওয়া হয়, এবং অভিনয়ের দিন information card পাঠিয়ে ডাকা হয়। এইরূপ অভিনেতাদের তালিকায় নেপালবাবুর কোন নাম নেই। তবে যদি তিনি সাধারণ ভীড়ের দৃশ্যে অভিনয় করে থাকেন তাহলে পত্রের শিরোনামা বদলে crowd-contractorএর নামে দিতে হবে, কারণ এই সব মূক বা মুখর সাধারণ জনতার দৃশ্যে অভিনয় করার জন্য যে সব অভিনেতা আসেন তাঁদের সঙ্গে Studio কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকে না। তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে crowd contractorএর এবং তাঁদের রোজও হয় আট আনা হতে এক টাকার মধ্যে। অথচ বসু মহাশয় হিসাব দাখিল করেছেন নয় টাকা দুই আনা, আবার এদিকে নামের পিছনে ছাপার হরফে "এঃ" লেখার লোভও সম্বরণ করতে পারেন নি। বোধহয় মাষ্টার বসু পত্র লেখার সময় ভুলে গিয়েছিলেন যে এমেচার মানে "সৌখিন", যাদের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে কোন কথাই ওঠে না। মাষ্টার বসু উচ্ছ্বাসবশতঃ একস্থানে বলেছেন "এমেচার অভিনেতাদের মান-সম্ভ্রম্ বলিয়া একটা কিছু আছে।" আমি বলি নেপালবাবুর এ ধারণা কোথা হোতে হোল যে পেশাদার অভিনেতাদের মান সম্ভ্রম বলে কিছু থাকে না এবং বসু মহাশয়ের মনে রাখা উচিত ছিল যে "পথভুলে"ই দেবদত্ত ফিল্মের প্রথম চিত্র নয়। উত্তেজনাবশে নেপালবাবু বলেছেন, ১৮।২০ খানা চিঠি দিয়েছি কিন্তু আমার তো মনে পড়ে না যে আমার নামে ওঁর কোন চিঠি আমি পেয়েছি। যাই হোক্, নেপালবাবুর কাছে আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, যে কার সঙ্গে ওঁর terms settled হয়েছিলো। কেন না পরে হয়তো এমন আরো অভিনেতার দেখা পাওয়া অসম্ভব নয়, যাঁরা প্রথমে নিজেদের এমেচার বলে প্রচার করে পরে নয় টাকা দুই আনার এক ফিরিস্তী পাঠাবেন। তাই নেপালবাবুকে বলা যে অভিযোগ করা ভালো, কিন্তু অযথা অভিযোগের কোন অর্থই হয় না।

ইতি—

শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপক, "পথভুলে"।

[আসল অভিযোগ দেবদত্তবাবুর নামে লিখিত, কিন্তু তাহার উত্তর দিতেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়—"পথভুলে"এর ব্যবস্থাপক। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে সব প্রশ্ন করিয়াছেন, নেপালবাবু তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া ব্যাপারটিকে একটু পরিস্কার করিয়া দিলে ভাল হয়।

বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই যে, নেপালবাবু বলিতেছেন তিনি ১৮।২০ খানি পত্র দিয়াছেন অথচ ইহারা তাহার কিছুই জানেন না॥ তবে দেবদত্ত ফিল্মস্ যে গত ৮।৯ মাসে কোনও কোনও লোকের গোটা ত্রিশেক টাকার বিলও পরিশোধ করেন নাই

বা করিতে পারেন নাই তাহার প্রমাণ আমাদের নিকটই মজুত আছে। এ প্রকার আরও বহু অভিযোগ আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে। কোম্পানির পক্ষে এগুলি কি খুব গৌরবের? ব্যবস্থাপক মহাশয় কি বলেন? দীঃ সঃ]

পু ন র্মি ল ন	রেণুকার — প্রথম প্রয়াস পরিচালক— আলোক গাঙ্গুলী	পু ন র্মি ল ন

নিবেদন

আগামী ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন '৪০) বৃহস্পতিবার ২৪শ সংখ্যা পত্রিকার সহিত **দীপালীর** প্রথম বর্ষার্দ্ধ শেষ হইবে। যে সকল ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ মাত্র প্রথম বর্ষার্দ্ধের জন্য গ্রাহক ও গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দয়া করিয়া ৩রা আষাঢ় (১৭ই জুন) মধ্যে ২য় বর্ষার্দ্ধের দেয় টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা আর **দীপালীর** গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা দয়া করিয়া একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন। নচেৎ সংবাদপত্রের রীতি অনুযায়ী ২য় বর্ষার্দ্ধের ১ম সংখ্যা (২৫শ সংখ্যা) ভিঃ পিঃ করা হইবে। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া অকারণ আমাদিগকে যেন কেহ ক্ষতিগ্রস্ত না করেন।

নিবেদক—কর্ম্মাধ্যক্ষ, দীপালী

খেলার মাঠে

—বজ্রবাহন

বাংলার ফুটবল গোলযোগ আপোষে ও সম্মানজনকভাবে মিটে গেছে। আবার খেলার মাঠ জনকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠবে। খেলার ধারা সমস্ত উলোটপালট্ হয়ে—খেলোয়াড়দের প্রণোদিত করে তুলবে। মহমেডান দল খেলার মাঠে যে রকম প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল—তাদের অভাবে সকলে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল। খেলার মাঠে নির্ম্মল স্বাস্থ্যকর আনন্দ আবার সকলে উপভোগ করবে। যাঁরা এই বিরোধ মিটাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন—তাঁদের আন্তরিক আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইষ্টবেঙ্গল (১) মোহনবাগান (০)

এই বছরের প্রথমে মাঠে বেশ ভিড় দেখা-গিয়াছিল। মোহনবাগান দলের ক্রীড়ামোদীগণ যে তাদের দলের খেলায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি তা' ফলাফল দেখলেই বুঝতে পারবেন। কে, দত্তের ধারণা সব বদলে গিয়েছে—তিনি যে দূরের সট্‌টি আটকাতে পারলেন না—এরজন্য দোষী কে? পরিতোষ চক্রবর্ত্তী, ব্যাকে এবং প্রামাণিক হাফে পরিশ্রম সহকারে খেলেও কিছু করতে পারেন নি। তারক চৌধুরী, অনিল দে, মানা গুঁই ও জিতেন ঘোষ ভাল খেলেন। খেলা প্রারম্ভে মোহনবাগান দল ইষ্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগ ছত্র-ভঙ্গ করে দেয়, কিন্তু রাখাল মজুমদার, প্রমোদ

অনিল দে (মোহনবাগান)

দাশগুপ্ত ও নন্দীর চেষ্টায় আবার সুশৃঙ্খলা ফিরে আসে। ফরওয়ার্ডে সাজাহান ও গাঙ্গুলী চমৎকার খেলেন। উভয় দলের ভিতর অল্পবিস্তর ফাউল প্লে দেখা যায়। লক্ষ্মীনারায়ণ গোল দেন দূর থেকে।

স্পোর্টিং-ইউনিয়ন (২) এরিয়ান্স (১)

স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের খেলার গুণে এরিয়ান্সের মত দল হেরেছে। এরিয়ান্স দল প্রায় প্রত্যেক খেলায় হারছে—তার কারণ হচ্ছে এলোমেলো খেলা। আক্রমণ করবার কৌশল এদের বড়ই অভাব। দাশুকে যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল—তার না নামাই উচিত ছিল। ডি, ব্যানার্জ্জি মোটেই খাটতে চান না। রাম ভট্টাচার্য্য একা আর কি করবেন। —তার আগে যারা থাকে তাদের উপর গোলকিপারকে নির্ভর করতে হয়। স্পোর্টিংয়ের এ, দত্ত, করুণা চ্যাটার্জ্জি ও মুস্তাফির খেলা প্রশংসনীয়।

পুলিশ (১) কালীঘাট (১)

কালীঘাট আবার একটি পয়েন্ট নষ্ট করলো। এদের ফরওয়ার্ড দলের খেলা সত্যই আনন্দদায়ক। মোহিনী সুবিধা করতে পারেন নি। পুলিশ দলের খেলা মন্দ হয় নি।

এরিয়ান্স (০) কাষ্টমস (১)

খেলার মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাব ছিল। করুণা ভট্টাচার্য্য এইদিন মাঠে নেমে সুবিধা করতে পারেন নি। আব্বাস নেহাৎ ভাল নয়। প্রসাদ একা আর কি করবে। রাম ভট্টাচার্য্য খুব কাছে থেকে গোল

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷০। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২৷৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৩৷০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

খেয়েছেন। সীম্যান গোল করেন ভেভিসের পাসে। ভেভিলের খেলা খুব ভালই লেগেছে।

বর্ডার (০)　　স্পোর্টিং (০)

দুই দলের গোলকিপার মিলস্ ও এফ, মিত্রের জন্য কোন দল গোল খায় নি। করুণা চ্যাটার্জি বর্ডার দলের অনেক বল কৌশলক্রমে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন। মুস্তাফি ও দে, ফরওয়ার্ডে চলনসই।

পুলিশ (২)　　ই, বি, আর (৩)

পাখী সেন একাই ৩টি গোল দিয়ে বাহাদুরী পেয়েছেন। এর জন্য সামাদও প্রশংসা পাবার যোগ্য। নন্দী মন্দ খেলেন নি। বলির হাফে খুব ভাল খেলেছেন। নিধুর খেলা মোটেই ভাল হয় নি। তার কারণ তিনি খাটতে পারেন নি। রায়ার্স ও কার্ভে পুলিশ দলে গোল করেন।

রেঞ্জার্স (১)　　ভবানীপুর (০)

আর লামসডন গোল দিয়ে ভবানীপুরকে হারিয়েছে। রক্ষণভাগের দোষে ভবানীপুর সুবিধা করতে পারছে না। ফরওয়ার্ড দল খুব খেটে খেলেছিলেন। নারায়ণ ও সেন ফরওয়ার্ডের সেরা ছিলেন।

কাস্টমস (০)　　স্পোর্টিং (০)

স্পোর্টিং ইউনিয়ান ভাল খেলেও গোল দিতে পারেন নি। তাঁদের ফরোয়ার্ডদের বুটভীতি বড় বেশী বলে মনে হল।

ঢাকা সংবাদ

খেলাধূলা—ফুটবল।

সৈয়দ হাসান আলী মেমোরিয়েল কাপ

(লীগ প্রতিযোগিতা)

ফুটবল খেলা আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রত্যহ বৈকালে ফুটবলপ্রিয় জনমণ্ডলীতে পল্টন ময়দান মুখরিত থাকে।

হাসন আলী মেমোরিয়াল লীগ প্রতিযোগীতা return league systemএ খেলা হয়। ইহাতে কেবলমাত্র private clubগুলি যোগদান করিতে পারে এবং চলতি কথায় ইহাকে vacation league বলে।

এ বৎসর ১১টী দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। নিম্নে যে সব খেলাগুলি হইয়া গিয়াছে তাহার ফলাফল দেওয়া হইল।

উয়ারী (৪)　　রমণা এ, সি (০)
(কে, ধর ২, এম, ঘোষ, এস, বোস)

ভিক্টোরিয়া (১)　　ইষ্ট এণ্ড (০)
(কে, দত্ত)

ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফল (২)　ঢাকা পুলিশ (১)
(সোনিরাম)　　(জাল)

ঢাকা ফার্ম (৪)　　আরমানিটোলা (০)
(টি, সেন, পি, মুখার্জ্জি, এস, শর্ম্মা, জে, চৌধুরী)

উয়ারী (৩)　　ই, বি, আর (২)

ঢাকা পুলিশ (২)　　মহমডেন স্পোর্টিং (১)

ইষ্ট এণ্ড (২)　　রমণা (১)

উয়ারী (৬)　　মহমেডান স্পোর্টিং (০)
কে, ধর ৪, এম, ঘোষ, কে, রাউথ)

ঢাকা ফার্ম (৪) ই, এফ, রাইফল (০)
(বি সোম ৩, টি সেন)

আরমানিটোলা (৩)　　রমণা (১)
(এন, চক্রবর্ত্তী)

ভিক্টোরিয়া (৩) ঢাকা, ওয়ানডারাস (১)

আরমানিটোলা (৩)　　পুলিশ (১)
(এন, দে ২, জলিল)　　(রোড্স)

ই, এফ আর (৫)　　ই, বি, আর (০)
যুধিষ্ঠির, সোনারাম, প্রমথ)

উয়ারী (১)　　ভিক্টোরিয়া (০)
(কে, ধর)

ভার্জ্জিনা—বহু সন্তানের জননীকে বাহ্যিক প্রয়োগেই চির-কুমারীত্ব রক্ষা করে। স্ত্রী-অঙ্গের শিথিলতাও চিরতরে দূর করে। মূল্য ১৷৷০। ব্রেষ্টো—রমনীর শিথিল বক্ষঃস্থল সুদৃঢ় ও সমুন্নত রাখিতে শ্রেষ্ঠ। ২৷৷০ টাকা। ইউনানী ড্রাগস্ হাউস, ৭নং ক্রীক রো, কলিকাতা (এ)

শাস্ত্র
বিনামূল্যে
জীবনে সুখ ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও নারীর অবশ্য পাঠ্যপুস্তক
বৈদ্যশাস্ত্রী
১১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নাটমণ্ডপ

আগামী ৪ঠা জুন মঙ্গলবার রঙমহলে মন্ত্রশক্তি ও চরিত্রহীন অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রকাশ কর্তৃপক্ষ নাটক দুইখানির মৌলিক চরিত্রাভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দকে সে রাত্রের জন্য মঞ্চে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

উত্তরায় "পথভুলে"

দেবদত্ত ফিল্মের নবতম হাস্যরসাত্মক চিত্রকথা "পথভুলে" আগামী শনিবার উত্তরায় মুক্তিলাভ করিবে। ইহার গল্প লিখিয়াছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। হাস্য-রসাভিনয়ে ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সর্ব্বজনবিদিত। তিনি "পথভুলে" পরিচালনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করিয়াছেন ডি. জি, সত্য মুখার্জ্জী, আশু বোস (এঃ), রঞ্জিত রায়, ভূমেন রায়, বিভূতি গাঙ্গুলী, বেচু সিংহ, প্রতিমা দাশ গুপ্তা, পান্না, মণিকা গাঙ্গুলী, পূর্ণিমা, মনোরমা প্রভৃতি। আশা করা যায় যে লোকে "পথভুলে" দেখিয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাইবে।

লীলা হালদারের নৃত্য

গত শুক্রবার ও শনিবার সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় ছায়া মঞ্চে লীলা হালদার ও তাঁহার নৃত্য-সম্প্রদায়ের নৃত্যগীত হাস্যরসাভিনয় প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। এই সম্প্রদায়ে শ্যামসুন্দর, সুধীর রায়, চন্দ্রোদয়, জয়দেব চ্যাটার্জ্জী, অমলা গুপ্তা, শেফালী দে, প্রীতি ঘোষ, রত্না চ্যাটার্জ্জী প্রভৃতির নাচ, পাহাড়ী সান্যালের গান, নবদ্বীপ হালদারের কমিক প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেবল চক্রবর্ত্তী ও তদীয় সম্প্রদায় সঙ্গীত পরিচালনা করেন। নবদ্বীপবাবুর কমিক, "অজন্তা জাগরণ" (শ্যামসুন্দর, অমলা, শেফালী) ও "রাসলীলা" (লীলা, শ্যামসুন্দর, অমলা, শেফালী, রত্না, প্রীতি) খুব উপভোগ্য হয়।

বেঙ্গল মোশন পিকচার এসোসিয়েশান

গত ২৪শে মে ১২৫ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে বি, এম, পি, এ'র কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির এক মিটিংএ নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে।

বম্বে টকীজের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার হিমাংশু রায়ের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করা হয় এবং তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় চিত্রশিল্পের যে কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা আলোচনা করা হয়।

তৎপত্নী শ্রীমতী দেবিকারাণী ও শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সহানুভূতি জানাইয়া উক্ত বাণী পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

মোশান পিকচার কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণও খাঁ বাহাদুর জি, এ, দোষানীকে অনুরোধ করা হয়।

বাংলায় একটি বি, এম, পি, এ, দিন নির্দ্ধারণের জন্য মিঃ এম, জি, কাত্রা, বি, এন, সরকার, সি, বি, দেশাই, খাঁ বাহাদুর জি, এ, দোষানী, এস, আর, হেমদকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।

শ্রীঅনাদিনাথ বসু সভাপতিত্ব করেন। মিঃ এম, জি, কাত্রা, এস, আর, হেমদ, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ ঘোষ, এচ, ব্যানার্জ্জী, সি, সি, সাহা, খাঁ বাহাদুর জি, এ, দোষানী, যতীন্দ্রনাথ মিত্র, কে, এস, চ্যাটার্জ্জী, জগদীশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বশীকরণ কবচ

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।

অদৃষ্ট গণনা বা করকেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক

৪নং আভাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)

বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

কৃষিণ মুভিটোন

প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁহার "শাপমুক্তি"র শুটিং জোর চালাইতেছেন। ইতিমধ্যে একটি অন্তর্দৃশ্য ও দুইটি বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য "শাপমুক্তি"র গান ও সংলাপ রচনা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে এগারোখানি গানের মধ্যে পাঁচখানি রেকর্ড করা হইয়া গিয়াছে। অনুপম ঘটক সঙ্গীত পরিচালনা করিতেছেন পদ্মা দেবী ও রবীন মজুমদার নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন তাঁহারা ছাড়া সুপ্রসিদ্ধা মঞ্চাভিনেত্রী শ্রীমতী সরযূবালাকেও একটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাইবে।

রেণুকা ফিল্ম্‌স্

গত ২৮শে মে রেণুকা ফিল্মসের নবতম চিত্রগীতি পুনর্মিলনের প্রথম শুটিং আরম্ভ হইয়াছে। ঐদিন তাঁহারা ৪খানি গান রেকর্ড করেন। গানগুলি গাহিয়াছে সুপ্রভা ঘোষ, শৈল দেবী, হেনা দত্ত ও সুধীন চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদিকা

চিত্রায় "পরাজয়" ১১শ সপ্তাহে পড়িল।

•

নিউ থিয়েটার্সের "ডাক্তারে"র অন্যতম নায়ক জ্যোতিপ্রকাশ মধু বসু সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছেন। শ্রীমতী সাধনা বসুর বিপরীতে তাঁহাকে "রাজনর্ত্তকী"তে দেখা যাইবে।

*

সুকুমার দাশগুপ্ত "রাজকুমারের নির্ব্বাসন" নামে ফিল্ম প্রডিউসার্স ষ্টুডিওতে একখানি ছবি তুলিতেছেন। ইহাতে চন্দ্রাবতী, অহীন্দ্র চৌধুরী ও ধীরাজ ভট্টাচার্য্য অভিনয় করিতেছেন।

*

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে চুপিসাড়ে "বাংলার মেয়ে" তোলা হইতেছে। প্রচারের ঢক্কার নিনাদে "বাংলার মেয়ে" পাছে লজ্জায় মরিয়া যায় কর্ত্তৃপক্ষ সেইজন্য বোধ হয় প্রচার কার্য্য বাদ দিয়াছেন।

*

একসঙ্গে পাঁচখানি ছবিতে অভিনয় করার সৌভাগ্য এক অহীন্দ্রবাবু ছাড়া আর কারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা জানি না, তাহার পর রঙ্গমঞ্চে ও রেডিওতে অভিনয় তো আছেই। শ্রীভারতলক্ষ্মীর 'অবতার', এন টি'র "ডাক্তার", ফিল্ম প্রোডিউসার্সের "শুকতারা" কমলা টকীজের রাজকুমারের নির্ব্বাসন ও ফিল্ম কর্পোরেশানের "অমরগীতি", এবং রঙ্গমঞ্চে রঙমহলে "আগামী কাল" এবং নাট্যভারতীতে "সংগ্রামে ও শান্তি।"

নিউ সিনেমায় "কুমকুম" (হিন্দী)

সাগর মুভীটোনের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন মধু বসু। শ্রেষ্ঠাংশে সাধনা বসু, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, মহম্মদ ঈশাক, কামতা প্রসাদ, প্রীতিকুমার প্রভৃতি। নিউ সিনেমায় দেখানো হইতেছে।

এই "কুমকুমের" বাংলা সংস্করণ কিছু দিন আগে কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তখন আমরা গল্প ও তাহার বিন্যাস সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং সেই গুণাগুণ এ সংস্করণেও বর্ত্তমান। সুতরাং বাহুল্য বোধে সে কার্য্য হইতে বিরত হইলাম।

ছবিখানির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ শ্রীমতী সাধনা বসুর অনবদ্য অভিনয় ও নৃত্য এবং তৎসহ তিমিরবরণের সুরের অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল বিস্তার। নাচগুলি আরও ছোট হইলে দর্শকদের নিকট সেগুলি আরও উপভোগ্য হইত। অন্যান্য ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, প্রীতিকুমার, পদ্মা দেবী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহম্মদ ঈশাকের জগদীশপ্রসাদ প্রাণহীন। 'পঞ্চপাণ্ডব' মোটের উপর উপভোগ্য।

দৃশ্যপট প্রশংসনীয়, ফটোগ্রাফী রেকর্ডিং ভালই।

নানাকথা

বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্টস্ এসোসিয়েশন

গত রবিবার সন্ধ্যায় ১৮, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটস্থ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান হলে এই প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত তুষার কান্তি ঘোষ মহাশয় অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (বাংলা দীপালীর প্রধান সম্পাদক) সভাপতিত্ব করেন। সভার শেষে তুষার-বাবু আসেন ও তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশে উপস্থিত সভ্যগণ বিশেষ পরিতুষ্ট হন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এ বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি—শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ (অমৃত বাজার) সহ সভাপতি—শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ (অমৃত বাজার) সেক্রেটারী শ্রীশঙ্কর বাগচে (এডভান্স) সহ সেক্রেটারী শ্রীপঙ্কজ কুমার দত্ত (বাতায়ন) কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সিনেমা টাইমস) কার্য্যকরী সমিতি—চন্দ্রশেখর (দীপালী), বীরেন সরকার (ভ্যারাইটিজ), সত্যনাথ মজুমদার (হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড), মহম্মদ মোদাব্বের (আজাদ), খগেন সেন (স্পোর্টস এণ্ড স্ক্রীন), সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারত) কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক (আনন্দ বাজার) প্রভৃতি।

বেঙ্গল ফিল্ম সেন্সর বোর্ডে একজন সাংবাদিকের স্থান পাওয়া উচিত, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাত্রি প্রায় ৮-৪৫ মিনিটে সভা ভঙ্গ হয়।

সুহৃদ্ সঙ্ঘ

গত রবিবার, ২৬শে মে ১৯৪০, এ্যালবার্ট হলে, কলিকাতার ডেপুটী মেয়র শ্রীযুক্ত ফনীন্দ্র নাথ ব্রহ্ম মহাশয়ের সভাপতিত্বে, গোয়াবাগানস্থ "সুহৃদ সঙ্ঘের" একাদশ বার্ষিক অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে নানাবিধ নৃত্য গীতাদির বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল এবং কর্ত্তৃপক্ষ সমাগত ভদ্র নিমন্ত্রিতদের জলযোগে আপ্যায়িত করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর কুমারী সুনীলা দাশগুপ্তা তাহার সুমিষ্ট সঙ্গীত দ্বারা সভাস্থ সকলকেই মুগ্ধ করেন। মিঃ বর্দ্ধন তাহার বেহালা বাদ্যের দ্বারা এবং মিঃ অজিত চাটার্জ্জি তাহার হাস্যরসের দ্বারা সকলকে পরিতুষ্ট করেন। ফ্লুট ও বেঞ্জো বাদ্য এবং এ, আই, এ, পি সম্প্রদায়ের অর্কেষ্ট্রা বাদ্য ভালই হইয়াছিল।

নৃত্যের মধ্যে সুকুমের ছুরিকা সহযোগে নৃত্য এবং বাদল কুমারের 'মদন ভস্ম' নৃত্য মোটের উপর সকলকে আনন্দ দান করে। তবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় এবং উপভোগ্য হইয়াছিল কুমারী হেনা নাগের নৃত্য। কুমারী ইলা গুপ্তের নৃত্যও মন্দ হয় নাই।

সঙ্গীতে কুমারী বেলা মুখার্জ্জি, মলিনা বোস্, শীলা চাটার্জ্জি এবং আভা মুখার্জ্জিও সকলকে তৃপ্তি দান করিয়াছে। আমরা প্রতিষ্ঠানটীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

পল্লীসমাজ

গত রবিবার ১৯শে মে বেলা ৫॥০ টায় হাওড়া টাউন হলে শ্রীনরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "রুদ্রতাপস" ও ৺পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের "আলিবাবা" পল্লীসমাজের সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। 'বিশ্বামিত্র' ও 'আলিবাবা'র ভূমিকায় ডাঃ বিভূতি গাঙ্গুলী, 'আবদালা'র ভূমিকায় প্রোঃ তারক বাগচী ও 'কাশিমে'র ভূমিকায় ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয়।

অল-ইণ্ডিয়া হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ্চ কনফারেন্স

এই গ্রীষ্মাবকাশের পরই দানাপুর ক্যান্টনমেন্টে অল-ইণ্ডিয়া হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ্চ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইবে। যাঁহারা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে একজন সভাপতির নাম প্রস্তাব করিয়া ডাঃ এ, এন, বর্ম্মা এম, ডি, এম, বি, এচ, এ (লণ্ডন), সভাপতি, অল-ইণ্ডিয়া হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ্চ এসোসিয়েশান, দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

এই অধিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে এই হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিষ ভারতবর্ষে তৈয়ারী করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা।

দেশপ্রিয় হাই ইংলিশ স্কুল

গত ১৫ই মে রামমোহন লাইব্রেরী হলে দেশপ্রিয় হাই ইংলিশ স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলার শ্রীদেব-নারায়ণ দে সভাপতিত্ব করেন এবং সলিসিটর ও কর্পোরেশনের বর্ত্তমান কাউন্সিলার শ্রীহৃদয় কৃষ্ণ ঘোষ পুরস্কার বিতরণ করেন।

নৃত্যশিল্পী-শ্রীমান্ রবীন গাঙ্গুলী

গত ৫ই মে রবিবার ই, বি, আর ম্যান্সন্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনের চতুর্থ বার্ষিক প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রসিদ্ধ এ্যামেচার অভিনেতা শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রবীন গাঙ্গুলীর নৃত্যে ১ম স্থান অধিকার করিয়া জনসাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। এই বালক নৃত্যশিল্পীর বয়স মাত্র ১৩।১৪ বৎসর। শ্রীমান্ রবীন গাঙ্গুলী—শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বসু মল্লিক মহাশয়দের প্রধান ছাত্র।

বিচিত্রানুষ্ঠান (শিলঙ)

শিলঙ্ ষ্টুডেন্ট্স্ ফেডারেশনের উদ্যোগে অপেরা হলে ১৮ই মে আসাম ষ্টুডেন্ট্স কনফারেন্সের সাহায্যার্থে একটি বিচিত্রানুষ্ঠান হইয়াছে। নাচ, গান, আবৃত্তি ইত্যাদি দ্বারা অনুষ্ঠানটি বেশ উপভোগ্য করা হইয়াছিল। মাষ্টার ভূপেন হাজারীকারের গানটি চমৎকার হইয়াছিল।

সর্ব্বশেষে বিমল সেনের পরিচালনায় শচীন সেন গুপ্তর "স্বামী-স্ত্রী" অভিনীত হয়। ললিতের ভূমিকায় বিমল সেন সুন্দর স্বাভাবিক অভিনয় করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

লিলির ভূমিকায় হিরণ্ময় দাশগুপ্ত সু-অভিনয় করিয়াছেন। মিঃ দাশের ভূমিকায় সুধীর দেব, মিনতির ভূমিকায় দীপেন মুখার্জ্জী ও মিসেস্ দাশের ভূমিকায় হরিসাধন ব্যানার্জ্জী ও বেশ ভাল অভিনয় করিয়াছেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

[illegible]রের হিসাবে গত বৎসর দীপালী (ইংরাজী ও বাংলা)র সাপ্তাহিক প্রচার—১৩,৩০৩ সংখ্যা

স্থাপিত • ১৯২১

দীপালি

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ৬ই জুন, ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ [২৩শ সং

দীপালীর নিয়মাবলা

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।

সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।

নমুনা—পাঁচ পয়সা।

পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।

সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।

নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ

বোম্বাই—"ব্যাঙ্ক কোর্ট", চার্চগেট রিক্লামেশন

হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ

লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

বিদ্যাপতির বাঙ্গালীত্ব

—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাশ

মিথিলায় আমরা যে বিদ্যাপতির সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে তিনি শৈব ছিলেন। মৈথিল বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতি, পিতামহের নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের নাম বীরেশ্বর প্রভৃতি এবং তাঁহার প্রণীত 'শৈব সর্ব্বস্বহার', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' প্রভৃতি তাঁহার শৈবত্ব সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহ, দেবীসিংহ, ভৈরবসিংহ প্রভৃতি নৃপতিবৃন্দ সকলেই শিবভক্ত ছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন, বৈষ্ণব ছিলেন না। এদেশে যেমন বিদ্যাপতিকে আমরা বৈষ্ণব কবি বলিয়া জানি, তাঁহার স্বদেশে সেইরূপ শৈব কবি বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি। মিথিলায় সর্ব্বত্র তাঁহার রচিত শিব ও গৌরীর গান শুনিতে পাওয়া যায়। লোকমুখে রাধাকৃষ্ণের গীত অল্প। বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা শৈব ছিলেন।" মৈথিল বিদ্যাপতির রচিত শিব-বিষয়ক সঙ্গীত হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি শৈব ছিলেন।

এ বিষয়ে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে যে, মৈথিল বিদ্যাপতি যখন শিব, দুর্গা, গঙ্গা প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন, অথবা স্মৃতিশাস্ত্র লিখিতেছেন, তখন তিনি সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছেন। কিন্তু মিথিলায় প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলিতে মৈথিল শব্দের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অপর দিকে বাংলা দেশে বিদ্যাপতি একজন পরম বৈষ্ণব ভক্ত বলিয়া সুপরিচিত। ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং বিদ্যাপতির বৈষ্ণবত্ব স্বীকার করিয়া উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলিয়াছেন "বিদ্যাপতি বঙ্গ কাব্য-কাননের পিকবর। তাঁহার সঙ্গীতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সরস কবিতা-কুসুমের বসন্ত-সৌরভ বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সুধাময় ঝঙ্কার শুনিয়াই কত ভাবুক বিহঙ্গ ও মধুকর সুমধুর

তানে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কত শত ভক্তের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে; কত প্রেমিকের পুলকিত তনু অতুল আনন্দানিল হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়াছে। চৈতন্য যেমন কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক, কৃষ্ণরসের রসিক, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসও তেমনি কৃষ্ণ-প্রেমের প্রেমিক ও কৃষ্ণ-রসের রসিক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যে প্রীতির উৎস বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় তাহা বেগবতী নদী হইয়াছে।"

বাংলা দেশে বিদ্যাপতি শুধু একজন বৈষ্ণব কবি মাত্র নহেন, পদকর্ত্তা মাত্র নহেন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মহাজন। এখন আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিয়াছি যে, মিথিলায় বিদ্যাপতি একজন পরম শিবভক্ত বলিয়া সুপরিচিত এবং বাংলা দেশে বিদ্যাপতি একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মহাজন নামে সুবিখ্যাত। একই বিদ্যাপতি কি শৈব ও বৈষ্ণব ছিলেন? একজন প্রথম শ্রেণীর কবির পক্ষে এইরূপ বহু ধর্ম্মপ্রীতি সচরাচর দেখা যায় না। বাংলা দেশে বৈষ্ণবেরা বিদ্যাপতিকে আদর্শ ভক্তির আসরে বসাইয়াছেন। শৈবধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ থাকিলে কখনও এইরূপ হইতে পারিত না। মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনা' ও রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী' সত্ত্বেও মাইকেল বা রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবি বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলীতে, বিশেষতঃ প্রার্থনার পদগুলিতে, এমনই একটা ভক্তির প্রবাহ উচ্ছ্বসিত দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যাপতিকে শৈব বলিয়া কল্পনা করিবার কোনও অবকাশ থাকে না। এইরূপ অবস্থায় আমরা দুইজন বিদ্যাপতির অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শৈব বিদ্যাপতি ও বৈষ্ণব বিদ্যাপতি, দুইজন বিভিন্ন বিদ্যাপতি ছিলেন—

(১) মৈথিল বিদ্যাপতি—পরম শিব ভক্ত; শৈব সর্ব্বস্বহার, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রভৃতির রচয়িতা।

(২) বাঙ্গালী বিদ্যাপতি—শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি; রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচয়িতা।

এই সিদ্ধান্তের প্রথম বাধা হইতেছে, বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ মিথিলায় প্রচারিত হইল কিরূপে? ইহার উত্তর খুবই সহজ। বাংলা দেশ হইতে যে সব ছাত্র মিথিলায় ন্যায় ও স্মৃতি অধ্যয়ন করিতে যাইত তাহারা অবকাশ সময়ে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ গাহিত। মিথিলাবাসীরা বাংলার ছাত্রগণের নিকট হইতে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির অপূর্ব্ব পদসঙ্গীত শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং ঐ ছাত্রগণের নিকট হইতে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির কতকগুলি পদ শিখিয়া লইয়াছিল। মিথিলাবাসীরা বাঙ্গালী ছাত্রগণের নিকট হইতে বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদ শিখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদ যে ভাষায় ছিল, তাহা সংরক্ষণ করিতে পারে নাই—আপন মৈথিল ভাষার সহিত সাদৃশ্য রাখিতে গিয়া বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদে মৈথিল শব্দ ঢুকাইয়া অনেক পরিমাণে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে, মিথিলা ও বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদে শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লছিমা দেবীর কথা উল্লিখিত দেখা যায়—ইহা কিরূপে ঘটিয়াছে? বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদের লালিত্য ও মনোহারীত্ব লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালীর বিদ্যাপতির পদ মৈথিল বিদ্যাপতির নামে চালাইবার উদ্দেশ্যে খুব সম্ভব মিথিলার পণ্ডিতেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা বিস্ফির দানপত্র ও রাজপঞ্জীর সৃষ্টি করেন। বিদ্যাপতির পদ সংগ্রাহক গ্রীয়ার্সন সাহেব স্বয়ং বিস্ফির দানপত্রকে জাল প্রমাণ করিয়াছেন। ৺ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ও গ্রীয়ার্সনের এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই সব মৈথিল পণ্ডিত বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদগুলিকে মৈথিল বিদ্যাপতির নামে চালাইবার জন্যই মৈথিল বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহ লছিমা দেবী প্রভৃতির কথা দিয়া মৈথিল ভাষায় বিদ্যাপতির ভণিতায় কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন।

পণ্ডিতগণ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সমস্যা সমাধান করিতে চান প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তিতে—রসানুভূতির দিক দিয়া তাঁহারা বিচার করিতে চান না। প্রত্নতত্ত্ব বা ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া আমাদের কোনও আপত্তির কারণ নাই, কিন্তু রসানুভূতির কথাও আমরা ভুলিতে পারি না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে কোনও 'পাথুরে প্রমাণ' না থাকিলেও তাঁহারা যুগ যুগান্ত ধরিয়া মানব-হৃদয়-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। পাথুরে প্রমাণের অভাবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে বিব্রত করিয়া তোলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু মনোজগতের সিংহাসন হইতে বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসকে এতটুকু সরাইবার উপায় নাই। এদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদিগকে সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।*

*কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য সমিতিতে লেখক কর্ত্তৃক "বিদ্যাপতি" শীর্ষক পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ।

বি, আন

(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যান্ট)

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেন্ট: স্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেন্ট

রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা এবং মফঃস্বল সিনেমা।

বিশেষত্ব:—সিনেমা স্লাইড এবং উহাদের পরিকল্পনাকারী।

দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

সাহিত্য-দর্পণ

—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে ক'জন হাস্যরসস্রষ্টার আবির্ভাব হয়েছিল, ইন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। আজকের দিনে বসে ইন্দ্রনাথকে বোঝা হয়তো খুব সহজ হবে না। কারণ যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তিনি ছিলেন, তাঁর রচনায় তার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট; সমসাময়িক ভণ্ডামি, বিজাতীয়তা, পরানুকরণপ্রিয়তা প্রভৃতিকেই তিনি তাঁর রচনার ভিতর দিয়ে বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জ্জরিত করেছেন। কাজেই ইন্দ্রনাথকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে প্রয়োজন সে সময়কার সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করা। ইন্দ্রনাথ শুধু রসিকতার জন্যই রসিকতা করতেন না, তাঁর রসিকতার পশ্চাতে থাকত হীনতা, কদর্য্যতা ও ক্ষুদ্রতার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন করে তোলার ইচ্ছা। তিনি নিজে এ সম্বন্ধে লিখেছেন—"রহস্য ও রসিকতা এক পদার্থ নহে। আমি সরস রহস্য লিখিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। কিন্তু শুধু রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই। ইহা যেন পাঠক মহাশয়দের—এখন আবার বলিতে হয়—পাঠিকা মহাশয়াদের মনে থাকে। বাঙলায় এখন হাসিবার বা হাসাইবার দিন আইসে নাই। তবু যে লোকে হাসে, সে আমার কপালগুণে এবং হাসকদের বুদ্ধির অনুগ্রহে; সে পথে ক্ষমতার দাবিদাওয়া কিছু রাখি না।"

*

সাহিত্যের রসবিচারে puritanism-এর স্থান নেই। অথচ সময়ে অসময়ে উন্নাসিক পিউরিটানদের তীক্ষ্ণ চীৎকারে আমরা সাহিত্যবিচারে সত্যকারের মাপকাঠি কি তা হারিয়ে ফেলি। সাহিত্যে সুনীতি ও দুর্নীতির প্রশ্ন আবহমানকাল থেকে চলে আসচে এবং আগামীকালের সাহিত্যিকদল যে সাহিত্যের এই সব স্বাস্থ্যরক্ষকদের হাত থেকে নিস্তার পাবেন তার সম্ভাবনা কম, সুতরাং সুনীতি ও দুর্নীতির সেই সনাতন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার মত ব্যর্থতাও আর কিছু নেই। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এককালে সাহিত্যে দুর্নীতি প্রচারের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান নি। শুচিপরায়ণ বাংলার ভট্টপল্লী সেদিনও ক্ষুব্ধ চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করে তুলেছিল। শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সেদিনের কথা।

অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বর্ত্তমানে একশ্রেণীর সমালোচক শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে সংস্কারবিরোধী মনোভাবের গন্ধ পাচ্ছেন। এঁদের মতে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রসৃষ্টির মধ্যে বাঙালীর সনাতন পিউরিটান মনোভাব কাজ করছে, ফলে তাঁর নারীচরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে একপেশে; স্ত্রী-চরিত্রের positive side টাই তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে, negative sideটা মোটেই খোলেনি, এক 'শেষ-প্রশ্ন' ছাড়া। এক কথায় এঁরা বলতে চান শরৎ-সাহিত্য নারী-চরিত্রের যা কিছু মাধুর্য্য, সুষমা—সংসারের বনিয়াদ গড়ে তুলতে যা সাহায্য করে—তাই কেবল ফুটিয়ে তুলেছে, স্ত্রী-চরিত্রের বিপ্লবাত্মক গতি;—সমাজে সংসারে যা আগুন জ্বালিয়ে তোলে—তার morbid sensuality এগুলো তিনি কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। শরৎ-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ অভিনব সন্দেহ নেই, এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে কিন্তু তার ফলে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। অত্যন্ত মজার কথা এই যে, দুর্নীতির চীৎকারে যাঁরা একদিন মুখর হয়ে উঠেছিলেন তাঁরাই আজ শরৎ-সাহিত্যের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলতার অভিযোগ এনেছেন।

*

কলিকাতায়
জন-সম্বর্দ্ধিত
৩৬শ
সপ্তাহ
সন্ত তুলসীদাস
শনিবার ৮ই জুন হইতে
শ্রীরূপা
কদমতলায়
দ্বিতীয় সপ্তাহ

শনিবার ৮-ই জুন হইতে
সিটি সিনেমায়
তৃতীয় সপ্তাহ
সুপ্রীম পিক্‌চার্সের
মেরী আঁখে
শ্রেষ্ঠাংশে:
খুরশীদ, মজহর, সিতারা

আসিতেছে
—রঞ্জিৎ মুভিটোনের—
অচ্ছুৎ
শ্রেষ্ঠাংশে:
গহর

মানসাটা
ফিল্ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: কলি: ৪৫

গত ১৮ই মে, শনিবার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় আবার সুনীতি দুর্নীতির সেই অতি পুরাতন প্রশ্নকে সাহিত্যের আঙ্গিনায় টেনে এনেছেন। মূল সভাপতি শ্রীযুত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের অভিভাষণে বাঙলার সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক হতাশার সুর ধ্বনিত হয়েছে, তিনি প্রশ্ন করেছেন—"বাঙলা সাহিত্যের কথা যখন চিন্তা করি, তখন ইহাই ভাবিতে বাধ্য হই যে, যে ভাষা যে সাহিত্য আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি এবং আধুনিক ভারতের সংস্কৃতিকে যাহার দ্বারা পুষ্ট করিয়াছি সেই সাহিত্য ও সেই ভাষা এক শতাব্দী পরে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় হইবে কি না ?"

*

ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে বর্ত্তমানে যে experiment চলছে এবং সাহিত্য রসসৃষ্টির যে মাপকাঠি আবহমানকাল থেকে আমাদের সাহিত্য-দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত করছিল আধুনিক সাহিত্যে তারই অভাব সভাপতি মহাশয়কে বিচলিত করেছে সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষা এখনও পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নি, সাহিত্য-গগনে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দীপ্তি চমকপ্রদ হলেও বাংলার ভাষা ও সাহিত্যে এখনও পরিপুষ্টির অভাব আছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বয়স কত, মোহিতবাবুর মত প্রবীণ সাহিত্যিককে সে:কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সাহিত্যে নূতন রক্তসঞ্চারের প্রয়োজন, সামাজিক বহু বিষয়ের মত সাহিত্যকেও পরিবর্ত্তনশীল যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হয়। যুদ্ধ-পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্য যে বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে পা ফেলে চলতে চায় তার লক্ষণ তার সর্ব্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে। বাংলা-সাহিত্যের এই experimental যুগে বহু নূতন শিল্পী তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন রুচি নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন।

নিবেদন

আগামী ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন '৪০) বৃহস্পতিবার ২৪শ সংখ্যা পত্রিকার সহিত দীপালীর প্রথম বর্ষার্দ্ধ শেষ হইবে। যে সকল ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ মাত্র প্রথম বর্ষার্দ্ধের জন্ম গ্রাহক ও গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দয়া করিয়া ৩রা আষাঢ় (১৭ই জুন) মধ্যে ২য় বর্ষার্দ্ধের দেয় টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা আর দীপালীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা দয়া করিয়া একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন। নচেৎ সংবাদপত্রের রীতি অনুযায়ী ২য় বর্ষার্দ্ধের ১ম সংখ্যা (২৫শ সংখ্যা) ভিঃ পিঃ করা হইবে। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া অকারণ আমাদিগকে যেন কেহ ক্ষতিগ্রস্ত না করেন।

নিবেদক—কর্ম্মাধ্যক্ষ, দীপালী

বর্ত্তমান কালের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সংশয়ে এদের চিত্তবৃত্তি আলোড়িত ; রাষ্ট্রীয় সাধনায় এরা পথ খুঁজে পায় না, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা অনড় পাহাড়ের মত এদের বুকে চেপে রয়েছে, আর সবার উপরে আছে ইউরোপীয় শিক্ষার সন্ধানী আলো। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের এই ছবি আজ তাদের রচনার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। এদের রচনার প্রত্যেকটির পরিচয় বাংলা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে তুলবে, একথা ভাববার কোন প্রয়োজন নেই। তথাপি বর্ত্তমানের চাহিদায় যে সাহিত্য গড়ে উঠছে তার সাম্প্রতিক মূল্য দিতেও আমরা কুণ্ঠিত নই। আমরা জানি যুগ যুগান্তের পরপারে বর্ত্তমান প্রগতি-সাহিত্যের এতটুকু চিহ্নও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু তথাপি এই অবজ্ঞাত, অতিনিন্দিত শিল্পীদলের মিলিত চেষ্টায় ভবিষ্যতে সাহিত্য ও ভাষার যে standard গড়ে উঠবে তার মূল্য সম্ভবতঃ প্রচলিত মামুলী সমালোচনার নিরিখে বিচার করা চলবে না। মোহিতবাবুকে আমাদের জিজ্ঞাস্য—বর্ত্তমান অতি-আধুনিক শিল্পসৃষ্টির অনেক কিছুই যদি আগামী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় হয়ে ওঠে তাতে বাংলা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হবার কি আছে? আমাদের মনে হয় বর্ত্তমান বহু সাহিত্যিকের রচনা কোন খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় বা সুরূপা অভিনেত্রীর খ্যাতির মতই তাদের জীবনকালের গণ্ডী অতিক্রম করবে না। শতাব্দীর পরপারে কোন তথাকথিত প্রতিভাবান তরুণ সাহিত্যিকের শিল্প-প্রচেষ্টার পরিচয় হয়তো গ্রন্থাগারের ধূলিধূসরিত কোণে আশ্রয় গ্রহণ করবে—ভবিষ্যতের কৌতূহলী পাঠকের কাছে এ সাহিত্যের কতটুকু মূল্য থাকবে? বর্ত্তমান যুগে Shakespeare এর নাটককে আমরা classics-এর পর্য্যায়ে ফেলেছি। স্কুলে, কলেজে Shakespeare এর নাটক পড়া হয়, তাঁর সাহিত্য-প্রতিভাকে আজও আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকি এলিজাবেথান যুগের একটা land-mark হিসাবে। যদি অধিকতর প্রগতিশীল সাহিত্য-সমাজের চোখে সেক্সপিয়ার সাহিত্য প্রত্নতত্ত্বের সামিল হয়ে ওঠে, সেই অনাগত যুগকে আমরা অভিনন্দন করবো। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও সেই কথা আমরা বলব। সাহিত্য সৃষ্টিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন নিয়ম আমাদের জানা নেই, সুতরাং সময়ে অসময়ে permanencyর যে চীৎকার আমরা শুনতে পাই, তার বেশী মূল্য আছে বলে আমাদের মনে হয় না।

বিনামূল্যে

গভর্ণমেন্ট রেজেষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

পণ্ডিতাগার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

জীন আর্থার

কলম্বিয়ার আগামী হাস্যমুখর চিত্র "Too Many Husband"-এ
নায়িকার ভূমিকায় শীঘ্রই ইহাকে দেখা যাইবে।

(উপরে)

প্রকাশ পিকচার্সের আগামী আকর্ষণ "সর্দ্দার" (হিন্দী) চিত্রে জয়ন্ত ও শ্রীমতী প্রমীলা

(পাশে)

ইউনিভার্সালের The Green Hell চিত্রে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস ও জোন বেনেট। এই সপ্তাহে ছবিখানি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে।

দীপালী

৬ই জুন
১৯৪০

●

(বামে)
লিণ্ডা হেজ—আর-কে-ও রেডিওর উদীয়মানা তারকা।

●

(পাশে)
লুসিল বল ও জেমস এলিসন আর-কে-ও রেডিওর আগামী চিত্র "The Romantic Mr. Hinklin"-এ নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন।

(উপরে)
গ্লোরিয়া ডিকসন সুপ্রসিদ্ধ রূপশিল্পী পার্ক ওয়েষ্টমুরের পত্নী। শ্রীমতী ডিকসন বর্ত্তমানে ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের দলে আছেন।

মিনার—শ্রীমহানন্দ দাস, পাটনা

পাকা গিন্নী—কুমারী কনক সেনগুপ্তা, বাঁকুড়া

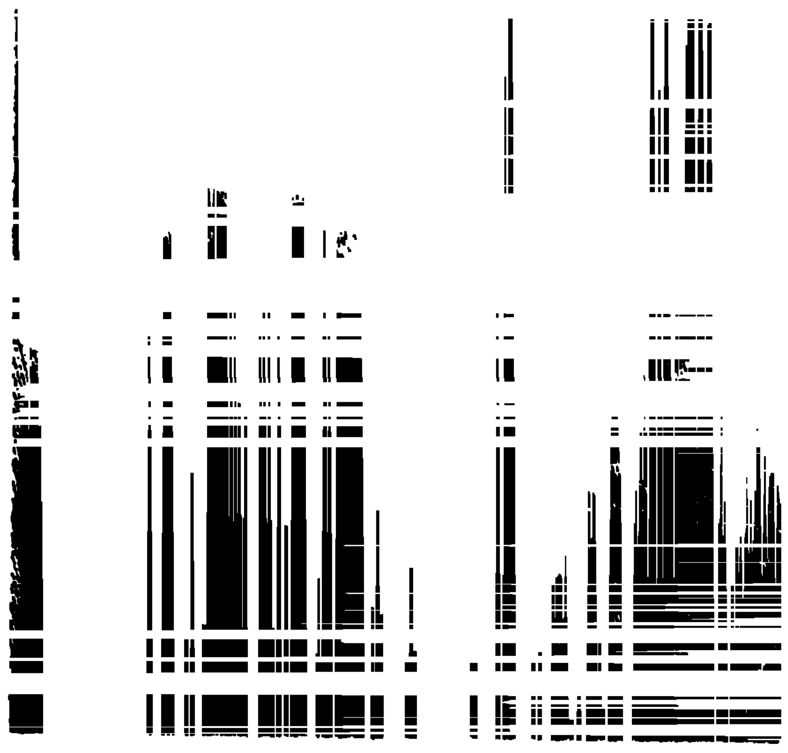

থামসাং গুহামুখ—শ্রীমতী সুধাময়ী মিত্র—

এমেচার ফটোগ্রাফি

পরিচালক—শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

গোধূলি

ডি, ডি, রায়চৌধুরী, কলিকাতা

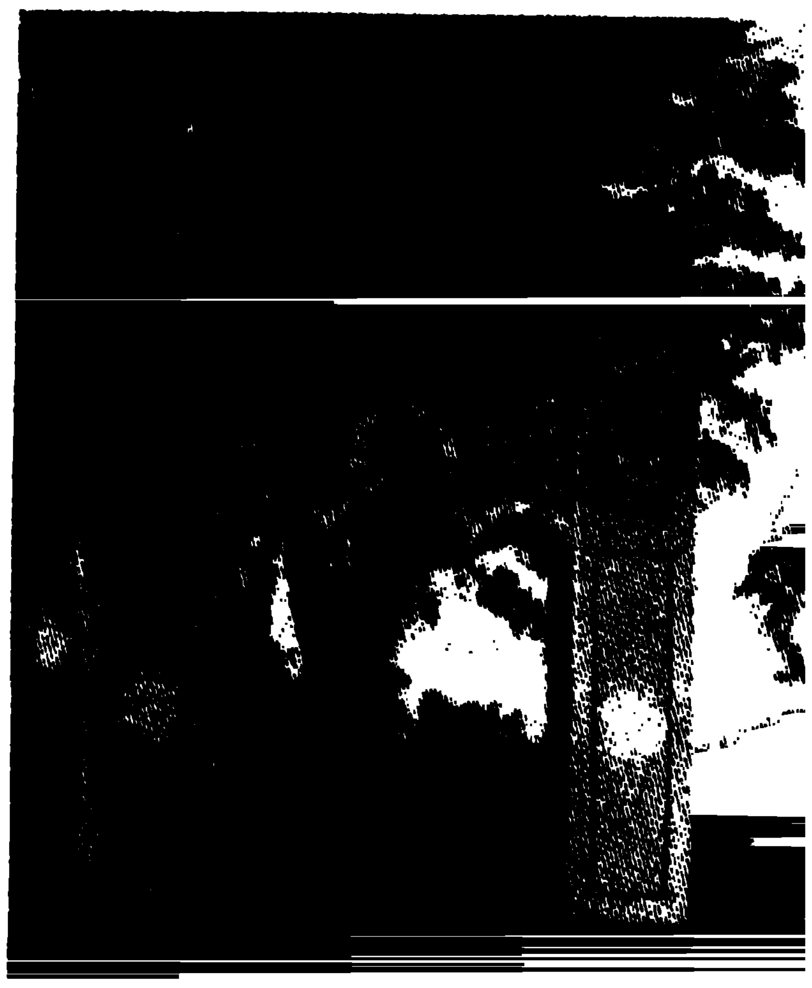

তোড়ণ—কুমার জ্যোতিরেন্দ্র নারায়ণ, কুচ

গৃহপানে

শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ, বাঁকুড়া

—সেতু

শ্রীসন্তোষকুমার নন্দী

শিশুভাবুক

শ্রীঅরবিন্দমোহন রায়

গল্প

গতানুগতিক

—শ্রীমতী কণা দত্ত

* * প্রণয়ের অর্দ্ধস্ফুট মৃদুগুঞ্জন—শুনে যাই মাত্র। হাসি পায়, ব্যথা পাই…। কত মিথ্যা, কত ছলনা, বুঝি, সবই অভিনয় শুধু! শেষ পর্য্যন্ত কী থাকে শুধু ব্যর্থতা ছাড়া? আর দীর্ঘশ্বাস?

তবু একদিন বিশ্বাস করেছিলাম মানুষকে। মানুষকে আর তার ভালবাসাকে! তার মর্ম্মর-গুঞ্জনে বলে যাওয়া প্রণয় প্রতিশ্রুতিকে, আর তার স্বপ্নকে!

বাঁশীর সঙ্গে তখনই আমার প্রথম পরিচয়!

গিরিবালার চরিত্র সম্বন্ধে অনেকেই একটু কিন্তু কিন্তু করেন বটে, কিন্তু বাঁশী ছিল—ঠিক তার মায়ের বিপরীত।

প্রশান্ত দীঘির মত স্তব্ধ। ফুলের মত নিকলঙ্ক শুভ্র …মেয়েটী বর্ষাস্নাত আকাশের মতই কমনীয়!

প্রথম দেখার মুহূর্ত্তটীতেই বাঁশীকে আমি ভালবেসেছিলাম!…এখন অনুশোচনা হয়! বাঁশীর সাথে পরিচয় না হলেই বোধ হয় ছিল ভালো। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ মুহূর্ত্তটীকে স্মরণ করে এখন অভিশাপ দিই। সেই মুহূর্ত্তটাই তো আজ অকারণে এত ব্যথা দেয়!

গরীব বাঙালীর চিরন্তন যাযাবর জীবন! পুরাতন বাসা বদলি করে সবে নূতন বাসায় এসে উঠেছি!

সুদীর্ঘ দুই সপ্তাহ ধরে ঘরের অতি পুরাতন ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি নাড়াচাড়া করে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম।

ভাঙা আয়না, রাশীকৃত বইখাতা, ছেঁড়া শতরঞ্চি, বিবর্ণ ধুলোপড়া ছবিগুলি ঘরের মেঝেতেই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রইল। শ্রান্তিভরে জানালার গরাদে মাথা রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"আপনারাই বুঝি নতুন এলেন?"

আশ্চর্য্য! বাঁশীর কথা বলবার ধরণটুকু পর্য্যন্ত সুন্দর ছিল! চমক্ ভেঙে চেয়ে দেখি আমারই পাশের বাড়ীর জানলায় যেন একখানি শুক্লা-চতুর্দ্দশীর চাঁদ জেগে উঠেছে। কালো মেঘ যেমন চাঁদের সৌন্দর্য্য বাড়ায়, কুঞ্চিত চূর্ণ কুন্তল পরিবেষ্টিত মুখখানি ঠিক তেমনি সুন্দর আর তেমনি অপরূপ।

সেই ক্ষণটীতেই বাঁশীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। আবার বলি, সেই মুহূর্ত্তটীতেই বাঁশীকে আমি ভালবেসেছিলাম! পাশাপাশি বাড়ী। ঘুরতে ফিরতে দেখা হয়, কারণে অকারণেই কথা বলি। বাঁশীর মা গিরিবালা শুধান্,

"কি গো, কী রাঁধলে আজ?"

রান্নার ফর্দ্দ বলি। ইচ্ছা কোরে বুঝি বা দুটো বাড়িয়েই বলি। গিরিবালাও বলেন,

"ইলিশের মরশুম লেগেছে মা, ভাবলাম গোটা কয়েক, মাংসও আনালাম, লুচি দিয়ে খাবে। জামাই আসবে কি না?"

জামাই? চম্‌কিয়ে বল্লাম,

"জামাই কী, বাঁশীর কী বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?"

গিরিবালা হাসলেন,

"না মা দিইনি এখনও, তবে শীগগিরই দেবো। একরকম ঠিক হয়েই আছে। জানো তো আজকালকার নিয়ম মা। আলাপ পরিচয় দেখাশুনো করে, তবে বিয়ে হয়!"

খবরটা সম্পূর্ণ নূতন, আর কিছু উত্তেজকও বটে। কয়েকদিন আলাপ হয়েছে, বাঁশী এ কথার ধার ঘেঁষেও যায় নি। সে রকম মেয়েই সে নয়, তাও এ ক'দিনে বুঝেছি!

স্পষ্টই দেখলাম, খবরটা আমি জেনেছি জেনে তার গোলাপী গাল দুটী আরও খানিকটা রাঙা হয়ে উঠেছে। মুখে এ প্রসঙ্গে একটী কথাও সে উচ্চারণ করলে না। আমরা দুজনেই সমবয়সী। তবু তার লজ্জা বুঝে নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রাখলাম।

তবু নারীর স্বভাবগত কৌতূহলকে কেমন করে দমন করি? খবরটা শুনবার পরে প্রায় বার দশেক জানালায় দাঁড়িয়ে ও বাড়ীর আনাচ কানাচে খোঁজ নিয়েছি।

এত আগ্রহ! গিরিবালার ভাবী জামাইটীকে শেষ পর্য্যন্ত দেখলাম। দেখলাম যে বাঁশীর চেয়েও ঢের সুন্দর। দেখলাম তার মুখখানি দেখলেই অজানিত কেমন যেন একটা মায়া পড়ে যায়!

ছেলেটী তখন বাঁশীর দিকে একাগ্র দৃষ্টিটুকু মেলে ধরে গিরিবালার সাথে কত কি বলে চলেছে।

অদূরে বাঁশী হাঁটুর ভেতর যথাসম্ভব মুখখানাকে লুকিয়ে নিবিষ্টমনে পান সাজ্‌ছে। ছেলেটীর এত ব্যাকুলতার প্রতি তার যেন এতটুকু আকর্ষণ নেই!

আমার ব্যস্ত হবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। বাঁশী আমার কেউ নয়, দুদিনের পরিচয় মাত্র, তবু মনটা কেমন যেন উদ্বিগ্ন

হয়ে উঠ্‌লো। কারণ আর কিছুই নয়, আগেই বলেছি তো, বাঁশীকে আমি ভালবেসেছিলাম।

তাই চিন্তিত হ'লাম। দু'দিন পরে যাকে জীবনের চিরসাথীরূপে বরণ করে নিতে হবে, বাঁশী তার প্রতি এত উদাসীন? কেন? এত কমনীয় সুন্দর চেহারা, তবু কী বাঁশীর মনে ধরেনি? পাছে ধরা পড়ে যাই, জানলা থেকে সরে এসেছিলাম। জানলার রং করা পুরাণো শাড়ীর পর্দ্দা'টাও টেনে দিয়েছি।

ঘনায়মাণ সন্ধ্যা'র অস্পষ্ট আলোয় আবার পর্দ্দাটানা জানালাটীর কাছে ঘনিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম এ কী অপছন্দ, না লজ্জা?

দখিনের দমকা হাওয়ার দাক্ষিণ্যে অকস্মাৎ পর্দ্দা'টী উড়ে গেছে। খোলা জানলাপথে পাশের বাড়ীর অন্ধকারাচ্ছন্ন উঠোনটীর পানে আবার চেয়ে দেখলাম। গিরিবালা কখন কী জানি উঠে গিয়েছেন। ছায়াঘন নির্জ্জন বারান্দায় দুটী প্রাণী, অত্যন্ত কাছাকাছি। প্রণয়ের মৃদুকলগুঞ্জনে বাইরের জগৎ কোথায় মুছে, নিঃশেষে হারিয়ে গিয়েছে। দুজনেই দুজনের মধ্যে সুসম্পূর্ণ। কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদের ক্ষীণ আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, ছেলেটীর মুখে উত্তেজনা আর আবেগের রেখা; বাঁশীর মুখে শান্ত পরিতৃপ্ত উজ্জ্বল হাসি। ছেলেটীর হাতের মধ্যে তার ক্ষীণ মূর্ত্তিটী থরথর করে কাঁপ্‌ছে।

বুক থেকে অকারণ বোঝার ভারটা নেমে গিয়েছে। সুখী হ'লাম। যে বাঁশীকে ভালবেসেছি সেই যে সুখী হয়েছে।

দিন বয়ে যায়।

আর উঁকি ঝুঁকি মারবারও প্রয়োজন হয় না। বাঁশীর বিয়ের দিন ক্রমশঃ ঘনিয়ে এলো বলো ছেলেটীও তাই ঘনঘনই আসে। নামও জেনেছি। গিরিবালাই জানিয়েছেন। ছেলেটীর নাম বেণু। বেণু প্রায় রোজই আসে, শুধু ও বাড়ী নয়, আমার বাড়ীও আসে। গিরিবালাই আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন।

বেণু যখন এ বাড়ী আসে বাঁশী ভুলেও তখন এ বাড়ীর দরজায় পা দেয় না। শুধু লক্ষ্য করি, আমার জানলার নীচের উঠোনটীতেই তখন তার যেন যত কিছু কাজের প্রয়োজন। আমার ঘরের জানলাটীর পানে মুখ করে বাঁশী পান সাজে, কুট্‌না কোটে, মাকে লুচির ময়দা মেখে দেয়, আর অকারণেই থেকে থেকে তার সুগৌর মুখখানি আকস্মিক রক্তোচ্ছ্বাসে রাঙা হয়ে ওঠে। তবু অকারণ নয়! বাঁশী জানে যে আমার ঘরে ঢুক্‌বার পরমুহূর্ত্ত থেকে উঠে যাবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বেণু জানালার পাশের ইজিচেয়ারটা হ'তে একমুহূর্ত্ত সরে না। আর দৃষ্টি তার সমভাবে ঐ পাশের বাড়ীর উঠোনে কার্য্যরতা বাঁশীকেই প্রদক্ষিণ করে ফেরে।

এই দুইটী প্রাণীর বিচিত্র প্রণয়লীলা দেখেই আমার দিন কাটে। অন্তর্নিহিত, অনির্ব্বচনীয় সুখে দুজনের জীবনই যে কানায় কানায় ভরে উঠেছে, স্পষ্টত অনুভব করি। মনে মনে জীবন-দেবতাকে ডেকে নিবেদন জ'নাই যেন বেণু আর বাঁশীর মিলিত জীবন সুখের হয়।

আজ সন্দেহ হয়।

অদৃশ্য জীবন-দেবতা সেদিন অলক্ষ্যে থেকে বিদ্রূপ-হাসি হাসেন নি তো? বিয়ের দিন ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। গিরিবালা মহাসমারোহ লাগিয়েছেন, বুঝি পাপে অর্জ্জিত অর্থের সবটুকুই ঐ একটীমাত্র মেয়েকে ঢেলে দিয়ে ক্ষান্ত হবেন। দেখলাম বাঁশীর শান্ত মুখখানা এক অপূর্ব্ব পুলকে প্রীতিনিষিক্ত হয়ে উঠেছে। হাতের কাজ বাঁশীর বারে বারেই থমকে যায়। উদার আকাশের অপার স্নিগ্ধতার পানে মোহাবিষ্ট দৃষ্টিটুকু জাগ্রত করে, বাঁশী বুঝি

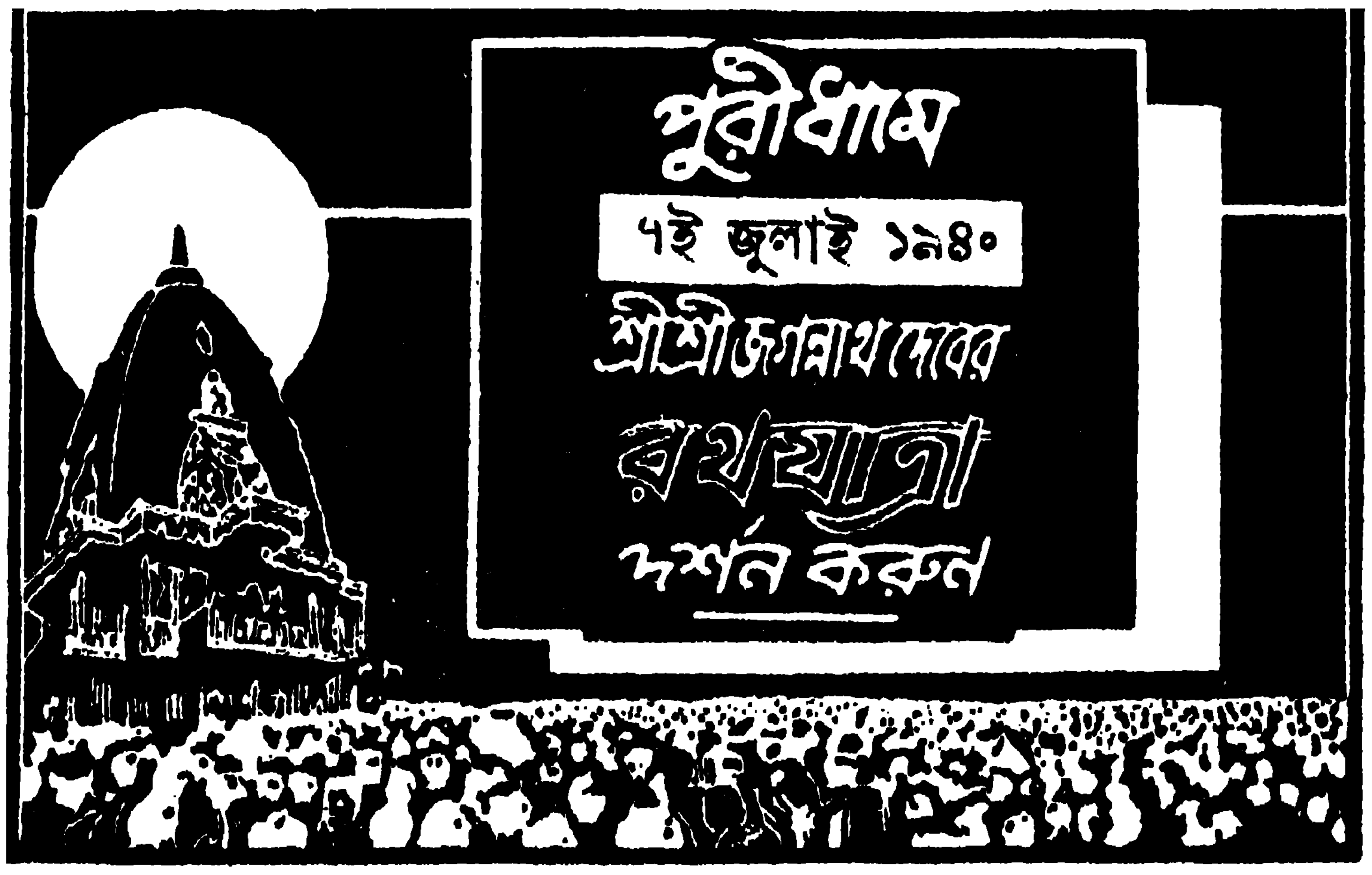

বিশদ বিবরণের জন্ত পাবলিসিটি অফিসার বি, এন্, আর, খিদিরপুর, বা স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট অনুসন্ধান করুন।

ক্ষণে ক্ষণে স্বপ্ন দেখে? চির নির্ব্বাক বাঁশীর মুখের কথা আরও হারিয়ে গিয়েছে। শুধু চোখের চাওয়াটুকু যেন আরও গভীর, আরও স্বপ্নাতুর।

বেণু আসে। তাকেই বিয়ের দান-সামগ্রীগুলি দেখিয়ে গিরিবালা অশ্রুমার্জ্জনা করলেন।

"সবই দিলাম বাবা, শুধু মেয়েটা আমার যেন সুখে থাকে!"

নিজের বিগত দিনের পাপের ইতিহাসটুকু স্মরণ করে গিরিবালা অঞ্চলে চোখ মুছ্‌লেন। পাপ তিনি করেছিলেন একদিন, তবে ইচ্ছে করে নয়। বিধবা—তিনদিনের উপবাসী মেয়ের মুখে অন্ন দিতেই নিজেকে তিনি বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। স্বর্গের অদৃশ্যচারী দেবতা তা জা'নেন, আর জানেন গিরিবালা। আর কেউ নয়।

বাঁশীর বিয়েতে আত্মীয়স্বজন কেউ এলেন না। গিরিবালার পতনের ইতিহাস স্মরণে সকলেই রইলেন দূরে সরে, মুখ ফিরিয়ে। এলেন শুধু বাঁশীর এক পিসীমা আর তাঁর মেয়ে সুম'লা। গিরিবালা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছেন, এমনি আপ্যায়ন করে তাঁদের ঘরে তুললেন। বাঁশীও দেখলাম সুমালাকে পেয়ে খুসী হয়ে উঠেছে।

পিসীমারা আসার পর থেকে বেণুও ওবাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিল। দু'দিন শুধু আমার জানলার আড়ালে ধ্যাননিমগ্ন তপস্বীর মত মৌনদৃষ্টি ওবাড়ীর উঠোনে মেলে বসে রইল। ঠাট্টা করবার লোভ সামলানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়লো, বললাম, "সোজা পথ তো খোলাই আছে ভাই, যাও না কেন ওবাড়ী, কেন মিছে কষ্ট পাও?"

কপট ক্রোধে বেণু তখনি উঠে দাঁড়ালো। তখনও ওবাড়ীর পানে তার দৃষ্টি। বাঁশী সেখানে উঠোনে বসে কচুরী ভাজ্‌ছে, সুমালা পাশে বসে। সুমালা জানে না আমার জানালার পর্দ্দার আড়ালে কে? বাঁশী জানে। থেকে থেকে বাঁশীর ভাই গাল দুটো হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠ্‌ছে। বেণু বললো,

"ছিঃ দিদি, আপনি যে কী বলেন, ওদের বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন সব এসেছেন! আর

ওখানেই যেতে বলছেন? তাড়াতে চান আমায়? আচ্ছা বেশ! যাচ্ছি চলে, আর আসবো না।"

ওবাড়ীতে বেণুর গলার স্বর পৌছালো। গিরিবালা জানলায় মুখ বাড়ালেন,

"বেণু, আজ এবাড়ী একটু জল খেয়ে যেও বাবা, বাঁশী কড়াইশুটীর কচুরী ভাজ্‌ছে।"

বেণু ওবাড়ী গেল। বাঁশীর পিসিমা বিমলা বেণুকে দেখলেন, সুমালাও দেখলো। বিমলা রীতিমত অবাক্ হলেন, আর সুমালা হলো মুগ্ধ। তাদের ভালো লাগায় গিরিবালা খুশী হলেন। বিমলাকে অনেকবার করে বললেন, "দেবো ভাই দেবো, ঠিক অম্‌নি ছেলেই আমি সুমালার জন্যে যোগাড় করে দেবো তোমাকে, দেখো, দিই কী না?"

বাইরে বিমলা খুসীর ভানই দেখালেন, মনে কিন্তু খুঁৎ বেধে গেছে। সুমালা বাঁশীর মত অত ভালো নাই হোক্ তবু তারো রূপে একটা জৌলুষ আছে। চকিতে একটা ক্ষীণ আশা বিমলার মনে ঝিলিক্ খেলে গেল। পুরুষের মন তো? হয় না? হয় না? বাঁশীর বদলে সুমালা, বাঁশীর বদলে সুমালা?

অন্তর্নিহিত তীব্র আকাঙ্খার উন্মাদনায় বিমলা যেন আকুল হয়ে উঠলেন। বেণুর মত অন্য কোনো ছেলে নয়, সুমালার জন্যে। এই বেণুকেই তাঁর প্রয়োজন।

স্পষ্ট দেখলাম, পরদিন থেকেই ওবাড়ীর আবহাওয়া বদলে গিয়েছে। লজ্জা ভেঙে গেল, বেণু আবার রোজই আসে। বেণু যতক্ষণ ওবাড়ীতে থাকে চঞ্চল চপল হাস্য-পরিহাসে সুমালাই তাকে ঘিরে থাকে, দূর থেকেই বুঝি বাঁশীর মুখে কেমন একটা ভীরু শুক্‌নো হাসি।…

অনুভব করি বিমলার প্রাণপণ চেষ্টা, আর বেণুর আসবার মুহূর্ত্তটীর ক্ষণ গুণে সুমালার মুখর প্রতীক্ষা।

প্রয়োজন কিছু ছিল না—তবু অকারণে গিরিবালাকে ডেকে বললাম, "বেণু দেখি বিয়ের দিনটীর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে, বাঁশী পাছে হারিয়ে যায় সেই ভয়েই বেচারা দিশেহারা।"

বাঁশী লজ্জায় মাথা নামায়। গিরিবালা খুসী হন। ওদিকের জানালায় বিমলার কপালে কুঞ্চিত রেখা, সুমালার মুখখানা ছাই-এর মত পাণ্ডুর, বিবর্ণ। সুমালা কী বেণুকে ভালবেসেছে? সন্দেহ হয়।

প্রাণপণ লুকোবার চেষ্টা করলেও অন্তর্নিহিত সব আশাটুকু বিমলা লুকাতে পারলেন না, খানিকটা আভাষ বোঝাই যায়, বলেন,

"পুরুষের মোহ? ক'দিন থাকে মা? দু'দিন, তারপর নয়।"

বিমলার মুখে কুটীল হাসির রেখা, বাঁশীর মুখখানা মড়ার মত রক্তহীন! বিমলা চলে যান। ওদিকে সুমালাও! বিমলার মনে মনে কী একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!

এদিক ওদিক চেয়ে গিরিবালা সন্তর্পণে বললেন,

"কী আর বলবো? আত্মীয় হয় মা,

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

"লুনিগন" (LUNEGON)

(পূর্ব্বে "ইনস্যানিল" বলিয়া খ্যাত ছিল)

উম্মাদ, মানসিক দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা, নিউরাস্থেনিয়া, মৃগী, হিষ্টিরিয়া, দৌরাত্ম্যের ঝোঁক (Violent mania), উচ্চ রক্তচাপ এবং সকল প্রকার মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধির জন্য।

"লুনিগন", একটি আশ্চর্য্য মহৌষধ। ভারতে ইহার এই প্রথম প্রচলন হইল। গত ষাট বৎসর যাবৎ যাবতীয় মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধিতে, সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় লক্ষ লক্ষ নরনারী এই মহৌষধ ব্যবহারে উপকৃত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র চিকিৎসকগণ হাঁসপাতাল ও উম্মাদাগারে এই ঔষধ সাফল্যের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বহুদিনের দুরারোগ্য উম্মাদ রোগেও ইহা অব্যর্থ ফলপ্রদ। ইহাতে লিউমিন্যাল, ক্লোরাল হাইড্রেড্, পটাশ, ব্রোমাইড, আফিম, মরফিয়া অথবা হেন্‌বেন প্রভৃতি অনিষ্টকর পদার্থ নাই।

এই মহৌষধ যাদু মন্ত্রের ন্যায় অল্পকাল মধ্যেই মানসিক যন্ত্রনা ও অবসাদ দূর করিয়া রোগীকে গভীর নিদ্রা ও শক্তি প্রদান করে। "লুনিগন" অতি সহজ প্রণালীতে প্রস্তুত একটা শাস্ত্রীয় ঔষধ। এক ঘণ্টার মধ্যেই নরনারীকে শান্তি ও শক্তি প্রদান করে এবং অল্পদিন ব্যবহারেই মানুষকে নূতন মানুষে পরিণত করে। জীবনীশক্তির জন্য 'লুনিগনে'র বিশেষ প্রয়োজন—সর্ব্বদাই এক বোতল ঘরে রাখিবেন।

৫০ পঞ্চাশটী টেব্‌লেট্ পূর্ণ বোতলের মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

সকল কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্টের নিকটই পাওয়া যায়—

অথবা লিখুন—

হেরিং এণ্ড কেণ্ট্, পোঃ বক্স ৩২৩ (D.W.C.) রীএ হাউস, হর্ণবি রোড (বোম্বাই)

ষ্টকিষ্টস্ঃ নাসেরওয়ানজী এণ্ড কোং ৮৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রাইমার এণ্ড কোং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা

তবু মেয়েটার ভালো সইতে পারছেন না, রাতদিন শুধু বেণুর মন ভাঙবার চেষ্টা!"

আশ্বাস দিয়ে বললাম, "বেণু তেমন ছেলেই নয়, দেখবেন আপনি!" সেদিন কী জানতাম, মানুষকে আমরা কত কম চিনি?

বিমলার যা প্রতিজ্ঞা! নির্জ্জন অবকাশে বেণুকে ধরে বললেন "মেয়েটার মনটা বড্ডো পুড়ছে বাবা তোমার জন্তে, তুমিই ওকে নাও।"

বেণু আকাশ থেকে পড়লো, বললে,

"কি বলছেন আপনি? ক'দিন বাদে আমার বিয়ে; এখন এ আবার কী কথা?"

বিমলা বললেন, "তা হোক্, অমন কত বিয়ে ভেঙে থাকে তাছাড়া বাঁশীরও দেখ না কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব? হবে না কেন—কেমন মায়ের মেয়ে দেখতে হবে?"

এক নিঃশ্বাসে গিরিবালার পতনের কাহিনীর বিশদ ব্যাখ্যা সুরু করে বিমলা অন্তরের সবটুকু গরলের তিক্ত বিষ বেণুর মনে ঢেলে দিলেন। নিমেষে বেণুর সমস্ত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। দেখলাম, বাড়ী থেকে বেরুবার সময় বেণু বাঁশীর সামনেই গিরিবালাকে বলে গেল—

"আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে আমার সম্মানে বাধবে। এ বিয়ে ভেঙে দিন। ভগবান আমাকে খুব বাঁচিয়েছেন।"

*

আর কিছু দেখবার নেই; দেখলাম গিরিবালার চোখে শিশুর মত অসহায় দৃষ্টি। বাঁশী নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে চেয়ে শুধু বেণুর চলে যাওয়া দেখলো। সুমালাকে নিয়ে বিমলা সেইদিনই চলে গেলেন, গিরিবালা একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না।

...প্রেমের এত বড় অপমান সইতে পারি নি, বাঁশীর পশুর মত আহত মৌন দৃষ্টি আমার জীবনের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যেন হরণ করে নিচ্ছে। বাসা বদল করে নূতন বাসায় উঠে এলাম। বাঁশীর কাছ থেকে অনেক অনেক দূর, তবু বাঁশীর সে উন্মনা উন্মত্ত দৃষ্টি আজো বুকে বাজে।

*

কয়েক বছর পরে।

অপ্রত্যাশিত ভাবে গিরিবালার সাথে দেখা। এখানে নয় মানুষের পুণ্যতীর্থ কাশীতে! বাঁশী বেণুরও খবর পেলাম। গিরিবালাই দিলেন।

বেণু সুমালাকে বিয়ে করেছে, সুখের সংসার পেতেছে। সুখেই আছে হয়তো! সতীমায়ের সতী মেয়ে। আর বাঁশী?

আত্মহত্যা করা ছাড়া হতভাগী আর কোনো পথই বুঝি খুঁজে পেলে না!

নির্ব্বাক স্তম্ভিত চোখে চেয়ে আছি! তবু মানুষের কাছে এর চেয়ে আর কত আশা করা যায়???

কর্পোরেশান-কথা

কর্পোরেশনে হিন্দু দমন

প্রকাশ, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের কার্য্য-পরিচালনা ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের আর এক দফা সংশোধন করিবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিতেছেন। ভোটদানের যোগ্যতার মান আরও হ্রাস করা হইবে এবং কর্পোরেশনের চাকুরীতে লোক নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত "পাবলিক সার্ভিস কমিশনের" অনুরূপ এক ব্যবস্থা করা হইবে।

সি, ই, ও'র ক্ষমতা হ্রাস

চীফ একজিকিউটিভ অফিসার বর্ত্তমানে মাসিক ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের অনুমোদিত পদগুলিতে লোক নিয়োগ করিতে পারিতেন, এবং এই সব নিয়োগে তাঁহার বিচারই চূড়ান্ত ছিল। ২০০৲—৫০০৲ পর্য্যন্ত বেতনের পদগুলিতেও তিনি লোক নিয়োগ করিতে পারিতেন। তবে এ সব পদে তাঁহার নিয়োগ কর্পোরেশনের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল।

গতপূর্ব্ব মঙ্গলবার বসু-লীগদল চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের পূর্ব্বোক্ত সব ক্ষমতা প্রত্যাহার করিয়া তাঁহাকে মাসিক ৩০৲ টাকা মাত্র বেতনের অনধিক শ্রমিক ও কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা মাত্র দিয়াছে। বসুদলের হস্তে হিন্দুর স্বার্থ কিরূপ রক্ষিত হইতেছে, করদাতাগণ দেখুন।

*

বিভিন্ন ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি

গতপূর্ব্ব বুধবার কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় ১৯৪০-৪১ সালের জন্য কর্পোরেশনের বিভিন্ন ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হয়।

কর্পোরেশনের বিভিন্ন কার্য্যের পরিচালনার জন্য এ বৎসরও সর্ব্বশুদ্ধ ১২টি কমিটি গঠিত হইয়াছে। তবে বর্ত্তমান বৎসরের বিশেষত্ব এই যে, এবার একটির স্থলে দুইটি সার্ভিসেস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের ইতিহাসে এই প্রথম দুইটি সার্ভিসেস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হইল !!

১নং কমিটিকে ১৭৫ টাকার ঊর্দ্ধ হইতে ৭৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের পদসমূহে এবং ২নং সার্ভিসেস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিকে ৩০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইতে ১৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের পদসমূহে লোক নিয়োগ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে যে এডুকেশন এষ্টাব্লিশমেণ্ট কমিটি ছিল, গতপূর্ব্ব বুধবারের সভায় তদনুরূপ কোন কমিটি গঠিত হয় নাই।

যে সকল ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হইয়াছে তার মধ্যে হিন্দু মহাসভা দলের কোন সদস্য যোগদান করিতে অস্বীকার করায় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলিতে মহাসভা দলের কোনো সদস্য নাই।

কর্পোরেশনের ১৯৪০-৪১ সালের বিভিন্ন কমিটির সদস্যের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) সার্ভিসেস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি

মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জি, সতীশচন্দ্র বসু (সুভাষবাবুর ভ্রাতা), নরেশনাথ মুখার্জ্জি, ইন্দুভূষণ বিদ, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, মিঃ এম এ এইচ ইস্পাহানী, সৈয়দ বদরুদ্দজা, আমেদ ওসমান, মহম্মদ সোলেমান, অনুকূলচন্দ্র দাস, জে কে এন বার্জ এবং ডাঃ সত্যচরণ লাহা।

(২) সার্ভিসেস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দেবব্রত মুখার্জ্জি, আনন্দীলাল পোদ্দার, মিঃ হামিদুর রহমান, আবদাস সাত্তার, ডাঃ এ আসান, মহম্মদ রফীক, বি এন রায় চৌধুরী, মিসেস কে ডি রোজারিও এবং জে এইচ স্পেন্সার।

(৩) ফাইনান্স ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি

স্যার হরিশঙ্কর পাল, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সুধীরকুমার চ্যাটার্জ্জি, ডাঃ সুবোধ কুমার সরকার, হেমচন্দ্র নস্কর, মিঃ এম

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

এ এইচ ইস্পাহানী, হাজী মহম্মদ ইউসুফ, মহম্মদ ইসরাইল, বি এন রায় চৌধুরী, ডবলিউ এ বার্ণস, এস ডবলিউ বলকান এবং ডি পি ঘোষ।

(৪) ওয়ার্কস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি

শ্রীযুত নরেশনাথ মুখার্জ্জি, অমূল্যচরণ মিত্র, নিতাইচরণ পাল, গোকুলদাস মেহেতা, প্রফুল্লকুমার দত্ত, ডাঃ সৈয়দ জাফর আমেদ, মহম্মদ ইসরাইল, মহম্মদ মহসীন খাঁ, মামুদ গজনবী, জি এস জি ভার্ণন, এস পি এটকিনসন এবং মিঃ এফ জি ওয়াটসন।

(৫) পাবলিক হেলথ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি

কবিরাজ সত্যব্রত সেন, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, প্রফুল্লকুমার দত্ত, আনন্দীলাল পোদ্দার, ডাঃ সুবোধকুমার সরকার, ডাঃ এ আসান, এম এ জব্বর, পুলিনবিহারী মল্লিক, সুশীলচন্দ্র সেন, মিসেস রোজারিও এবং জে ম্যাকফারলেন।

(৬) রোড্‌স এণ্ড বস্তিজ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর, কবিরাজ সত্যব্রত সেন, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিদাস সাহা, সৈয়দ বদরুদ্দুজা, মহম্মদ জলীল, জিয়াদুদ্দীন আমেদ, মামুদ গজনবী, সুরেশচন্দ্র বর্ম্মা, সি গ্রিফীথস্‌ এবং জে ম্যাকফারলেন।

(৭) ওয়াটার সাপ্লাই ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু (সুভাষবাবুর ভ্রাতা), স্যার হরিশঙ্কর পাল, ফকিরচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ দালাল, অমূল্যচন্দ্র মিত্র, হরিদাস সাহা, মিঃ আব্দার রেজ্জাক, এস এ হাবিব, আব্বাস সাত্তার, আব্দুল মতীন, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা এবং এস ডবলিউ বলকান।

(৮) এষ্টেটস্‌ এণ্ড জেনারেল পার্পাসেস কমিটি

শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ব্যানার্জ্জী, প্রভাংশুকুমার শেঠ, জগন্নাথ কোলে, দেবব্রত মুখার্জ্জী, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সাদেক হোসেন, জিয়াদুদ্দীন আমেদ, পুলিনবিহারী মল্লিক, আই জে কোহেন, এইচ জি স্পেনার এবং হাজী মমতাজুদ্দীন।

(৯) বিল্ডিংস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ১নং

শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি সি চ্যাটার্জ্জী, ফকিরচন্দ্র ঘোষ, বিজয়কুমার ব্যানার্জ্জী, হাজী মহম্মদ ইউসুফ, মহম্মদ সোলেমান, মহম্মদ মহসীন খাঁ, এম এ জব্বর, এফ জি ওয়াটসন, ডাঃ সত্যচরণ লাহা, ডি পি ঘোষ এবং অনুকূলচন্দ্র দাস। এই কমিটি ১নং ও ৩নং ডিষ্ট্রিক্ট দুইটির কার্য্য করিবেন।

(১০) বিল্ডিংস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ২নং

শ্রীযুত ইন্দুভূষণ বিদ, নটবরচন্দ্র দত্ত, জগন্নাথ কোলে, গোকুলদাস মেহেতা, এ এস নস্কর, মিঃ এস এ হাবিব, আব্দার রেজ্জাক, তাজ মহম্মদ, মহম্মদ রফীক, এফ সি ক্রস, সুরেশচন্দ্র বর্ম্মা এবং মেজর টী। এই কমিটি ২নং ও ৪নং ডিষ্ট্রিক্ট দুইটির কাজ করিবেন।

(১১) পাবলিক ইউটিলীটিজ এণ্ড মার্কেটস্‌ কমিটি

শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ দালাল, প্রভাংশুকুমার শেঠ, নটবর চন্দ্র দত্ত, এ এস নস্কর, নিতাইচরণ পাল, মিঃ আদম ওসমান, তাজ মহম্মদ, নুরুদ্দীন আহমেদ, মহম্মদ জলীল, ম্যাককারটীস জন, এস পি এটকিনসন এবং তুলসীচরণ রায় (হিন্দু মহাসভা)। শেষোক্ত সভ্য পরে ইস্তফা দিয়াছেন।

(১২) প্রাইমারী এডুকেশন ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি

শ্রীযুত সুধীর চন্দ্র রায় চৌধুরী, সুধীরকুমার চ্যাটার্জ্জী, মিঃ হামিদুর রহমান, আব্দুল মতীন, ডি জে কোহেন। এই কমিটির নিম্নলিখিত তিন জন এসোসিয়েট (সহযোগী) সভ্য:—মিসেস এস সেনগুপ্ত, মিসেস এইচ এ হাকীম এবং রায় সাহেব জে জি বিশ্বাস।

১০০০৲ টাকা নগদ পুরস্কার

সিদ্ধ বশীকরণ যন্ত্র

বাঞ্ছিতার প্রেমলাভে যাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত ও নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারা একবার আমাদের এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া বাঞ্ছিত ফললাভ করুন। এই যন্ত্র নিকটে রাখিয়া আপনি যে রমণীর নাম জপ করিবেন সে যতই কঠিনহৃদয়া অথবা কটুভাষিণী হউক না কেন এবং যতদূরেই থাকুক না কেন, আপনার সহিত মিলিত হইবার জন্য ছটফট্‌ করিবে। এমন কি সাত সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ও অট্টালিকার সমূহ আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া অতি শীঘ্র আপনাকে চিরতরে আত্ম-সমর্পণ করিবে; জীবনে আর কোনদিন আপনার সহিত তাহার বিচ্ছেদ হইবে না, হাকিম বা প্রভুকে আপনার বশে আনিতে, শত্রুকে মিত্র করিতে, কাহারও মনের কথা জানিয়া লইতে, নষ্টদ্রব্যের সন্ধান প্রভৃতি বিষয়ে ইহার ক্ষমতা অসীম।

মূল্য প্রত্যেকটী ১৸৵০, ডাক ব্যয় ।৷০, তিনটী একত্রে লইলে ৫৲ টাকা, ডাকব্যয় লাগিবে না

মিথ্যা প্রমাণকারীকে ১০০০৲ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

অর্ডারের সহিত আপনার ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

ভার্গব জ্যোতিষ আশ্রম—পোষ্ট বক্স নং ৪৬, ডি, সি, অমৃতসর।

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(৪)

নিশীথ যেদিন বাড়ী ছেড়ে চলে এল সেদিন ঋতেনের "নাইট্ ডিউটী" ছিল, তাই সে সেরাত্রে বাড়ী ফেরে নি। সকালে বাড়ী ফিরে দেখলে নির্ম্মলা ভয়ানক রকম গম্ভীর। আর কিছু বিশেষ সে লক্ষ্য করলে না। খাওয়া আর রাত্রে ঘুমোনো ছাড়া বাড়ীর সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। তার মা অনুযোগ করতেন কিন্তু সে কথা সে কানেই তুলত না। বাড়ীর কোন কাজ করতে কেউ তাকে বলতে সাহস করত না; নির্ম্মলা দুঃখ করতেন যে তাঁর একটা ছেলে, তাও ঐ রকম, ঋতেনের কানে সে কথা পৌঁছুত, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। সে জানত যে সে যা পারে না, নিশীথ তা পারে, তার যা করা উচিত নিশীথ তা করে দেয়, তাই নিশীথ তার বাপ-মা'র বেশী প্রিয়, কিন্তু তাতে তার যায় আসে না। নিশীথ তার চেয়ে বয়েসে কিছু বড় হলেও তার বন্ধুর মত ছিল; যতক্ষণ বাড়ীতে থাকত, প্রায়ই এক সঙ্গে কাটাত। নিশীথের যত কাজই থাক, ঋতেনের সঙ্গে তাকে সিনেমায় নিয়মিত যেতে হত—সিনেমা যাওয়া ছিল ঋতেনের খাওয়ার চেয়েও দরকারী।

সকাল বেলা বাড়ী ফিরে চা খেয়েই সে গেল নিশীথের ঘরে। নিশীথকে না পেয়ে ফিরে আসছিল, হঠাৎ তার বিছানার দিকে নজর পড়তে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে যে বিছানা পরিষ্কার পাতা রয়েছে, কেউ রাত্রে শুয়েছিল বলে মনে হয় না; একটু আশ্চর্য্য হ'ল। নির্ম্মলাকে জিজ্ঞেস করলে, "দাদা কোথায়?" নির্ম্মলা কোন জবাব দিলেন না। ঋতেনের ভয়ানক আশ্চর্য্য লাগছিল; একটু ভয়ও হল—কোন "য়্যাক্সিডেণ্ট"...? সে আবার নির্ম্মলাকে জিজ্ঞেস করলে, "দাদা কোথায়? কি হয়েছে? কথা বলছ না কেন?"

নির্ম্মলার গলার স্বর কেঁপে উঠল; তিনি বললেন, "সে আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে।"

ঋতেন প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, "তার মানে? দাদা চলে গেছে আর তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ? কোথায় গেছে? কেন গেছে?"

নির্ম্মলা তার হাত ধরে বললেন, "সারা রাত জেগেছিলি, এখন একটু চুপ্ করে বোস, পরে সব বলছি।"

ঋতেন বিরক্ত হয়ে বললে, "আমার কিছু হয় নি, বল দাদা কোথায় গেছে? সে না এলে..."

"সে আর এখানে আসবে না। তুই কি কিছু জানতিস না? সে তোকে কিছু বলে নি?"

"কি? কি আমায় বলে নি?"

"সে একটী মেয়েকে বিয়ে করবে ঠিক করেছিল..."

অবিশ্বাসের সুরে ঋতেন বললে, "দাদা? তুমি কি বলছ?" দাদা বিয়ে করবে ঠিক করেছিল আর আমি জানি না?"

নির্ম্মলা আস্তে আস্তে তাকে সব কথাই প্রায় বললেন। সুশীলবাবুর মেয়ে দেখা, সে মেয়ে পছন্দ করা, তাদের কথা দেওয়া, সবই নিশীথ জানত। কোনদিন কোন আপত্তি করেনি, একেবারে হঠাৎ সে এসে তাকে বললে যে ওখানে সে বিয়ে করতে পারবে না, অন্য জায়গায় বিয়ে করবে ঠিক করেছে। নির্ম্মলা নিজেও কথাটা প্রথম বুঝতে পারেন নি, হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা হল না।

ঋতেন আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "তাতে দাদার বাড়ী ছেড়ে যাবার কি হল? আর গেলই বা কোথায়? কোথায় থাকবে? একবার খোঁজ পর্য্যন্ত কর নি?"

নির্ম্মলা বললেন, "খোঁজ করতে বলে কি হবে? সে যখন আমাদের ছেড়ে যেতে পেরেছে, তখন আর ফিরে আসবে না। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না; সে যে তার নিজের কথা রাখতে পেরেছে—ভালই করেছে—কিন্তু আমাদের দিকটাও তার দেখা উচিত ছিল। সে যদি আগে জানাত তাহ'লে তার বিয়ের কোন ব্যবস্থাই আমরা করতাম না। যখন জানালে তখন আর উপায় ছিল না।"

ঋতেন যেন কথাগুলো বিশ্বাস করতেই পারছিল না। নিশীথের মত ছেলে যে কোন মেয়েকে ভালবাসবে তাও আবার ঋতেনের কাছে চেপে রাখবে, আর সেই মেয়েটার জন্যে তাদের সবাইকে ছেড়ে যাবে একথা তার পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব। সে কোনদিন কোন অনাত্মীয় মেয়ের সংস্পর্শে আসে নি, এমন কি অতি নিকট আত্মীয় ছাড়া কোন মেয়েকে সে চিনত কিনা সন্দেহ। যাদের চিনত তাদের সঙ্গেও মেশবার ইচ্ছে তার কোনদিন হয় নি,

তার মতে মেয়েরা হচ্ছে বেঁচে থাকার পক্ষে একটা অপ্রিয়, অথচ প্রয়োজনীয় জিনিষ, অনেকটা রোজ সকালে উঠে দাড়ি কামাবার মত—অবশ্য এটা ঠিক মত হিসেবে সে কোন দিন প্রকাশ করে নি মেয়েদের সম্বন্ধে সে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন, কৌতূহলশূন্য। তার বয়েসের কোন ছেলের পক্ষে এটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। যারা মেয়েদের ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পায় তারা অবশ্য তার সদ্ব্যবহার করে নিশ্চয়; যারা পায় না তারা সে সুযোগ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে, না পেলে দুঃখ পায়। চেষ্টা করলে যে ঋতেনের সে সুযোগ হত না তা বলা যায় না, কিন্তু সে প্রয়োজন তার কখন হয় নি।

নিশীথের সঙ্গে তার অনেক মিল ছিল, এ বিষয়েও যথেষ্ট মিল ছিল, তাই তাদের বয়েসের পার্থক্য কিছু থাকা সত্ত্বেও বন্ধুত্ব হওয়া অসম্ভব হয় নি। কলেজী জীবনে নিশীথ ঋতেনের মত নিজেকে ঠিক হুজুগ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে না চললেও অন্য অনেক ছেলের মত একেবারে তলিয়ে যায় নি সে জীবনটাকে কল্পনার চোখেও দেখত না আবার বাস্তবের রূঢ়তা দিয়ে তাকে অসুন্দরও করে তুলত না। কাজ করতে সে ভালবাসত, তাই মামার সঙ্গে কোর্টে বেরুতে আরম্ভ করে অবধি তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সে জানত যে তাকে একদিন বিয়ে করতে হবে, আর পাঁচ জনের মতো সংসারীও হতে হবে—অসম্ভব একটা কিছু করবার আশা সে রাখত না। এই অবস্থায় সে প্রণতির সঙ্গে পরিচিত হয়, তাকে তার ভালও লাগে, ভাবে বিয়ে যখন করতেই হবে, একেই বা করব না কেন? মামা-মামীর আপত্তি যে হওয়া স্বাভাবিক তা সে জানত, তবে তার একটা নিষ্পত্তি হবে এ আশাও করত, ঠিক কি করে যে তাঁরা প্রণতিকে মেনে নেবেন সে সম্বন্ধে তার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না—তাই অপেক্ষা করে যাচ্ছিল।

ঋতেনের মনে তার বাবা-মার সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা ছিল না, সে জানত অন্যায় রকম জুলুম তাঁরা কারু' উপর কোনদিন করেন নি, অন্ততঃ নিশীথের ওপর করবেন না নিশ্চয়; নিশীথকে তাঁরা সত্যিই ভালবাসেন। তার মনে হল যে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, নিশীথ ফিরে আসবে, হয়ত বিয়ে করার পর আসবে, বাবা মা ক'দিন একটু রাগ করে থাকবেন, তারপর সংসার যেমন চলছিল তেমনিই চলবে। সে বললে, "যা হয়ে গেছে তার তো আর কোন পথ নেই, কিন্তু সে জন্যে দাদা কি বরাবরই অন্য জায়গায় থাকবে? দাদার যেখানে বিয়ের কথা হয়েছিল সেখানে খবর দিয়ে দাও, তাঁদের সব কথা বুঝিয়ে বল, তাঁরা বুঝতে পারবেন। তাঁদের ওপর যে একটু অন্যায় হচ্ছে তা ঠিক, কিন্তু দাদা এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করলে তো আর তাঁদের ক্ষতি পূরণ হবে না।"

ঋতেন যে অন্যায় রকম রাগারাগি না করে কথাটা বুঝেছে তা দেখে নির্ম্মলা খুসি হলেন, তাঁর ভয় ছিল যে সে কোন কথা বুঝতে চাইবে না। তিনি তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বললেন, "ঠিক এখনই তো আর তাকে আনা যায় না। সে বিয়ে থা করুক, গোলমাল সব থেমে যাক, তারপর আসবে হয় কি। [illegible] সহজভাবে মেনে নেবে না, অথচ সমাজে থাকতে হবে।"

ঋতেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "কেন দাদা কি অন্য জাতের মেয়ে বিয়ে করছে না কি?"

নির্ম্মলা বললেন, "হাঁ। মেয়েটী শুনেছি খুব ভাল, বি, এ পাশ করেছে।"

ঋতেন আজ প্রথম বুঝলে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কুসংস্কারগুলো তারও আছে। সে ঠিক কখন এ সব ভাল কি খারাপ তা ভেবে দেখবার চেষ্টা করে নি, অন্য ছেলেদের মত এ নিয়ে তর্কও করে নি তবে সাধারণ ভাবে যা তার কুসংস্কার বলে মনে হত সে তা মানত না। ভিন্ন জাতের মধ্যে বিয়ে নিয়ে মাঝে মাঝে যে সব আলোচনা হয় সে সবের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না, কিন্তু আজ তার হঠাৎ মনে হল যে কাজটা নিশীথ ভাল করে নি। মনে হতেই সে বুঝলে এটা তার একটা কুসংস্কার; কত বড় বড় লোক ভিন্ন জাতে বিয়ে করে সুখী হয়েছেন, অনেকের উপকার করেছেন, তাঁদের কথা সে ভেবে দেখলে। কোন এমন বিশেষ ক্ষতি সমাজের তাতে হয় নি, শেষ পর্য্যন্ত সবাই তাঁদের মেনেও নিয়েছে, শ্রদ্ধা করেছে, সম্মান করেছে কিন্তু তবু যেন কোথায় একটা খোঁচা থাকে। নিজের দুর্ব্বলতায় তার নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল, কিন্তু সেও যে বেশ সহজভাবে ব্যাপারটাকে নিতে পারছিল না এটা সত্যি।

বাড়ীতে থাকা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। একে তো সে বাড়ীতে থাকতেই চায় না, তার ওপর একেবারে একা পড়ে গিয়ে সে আরও বিপদে পড়ল। কোনদিন কোন আড্ডায় যাওয়া তার অভ্যেস ছিল না; নতুন করে সে অভ্যেস করতেও পারলে না; শুধু সিনেমায় যাওয়াটা আর একটু সে বাড়িয়ে দিলে।

টেলিফোন নং ১০১৮ বড়বাজা

বশীকরণ কবচ

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।

অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক

৬নং আভাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)

বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

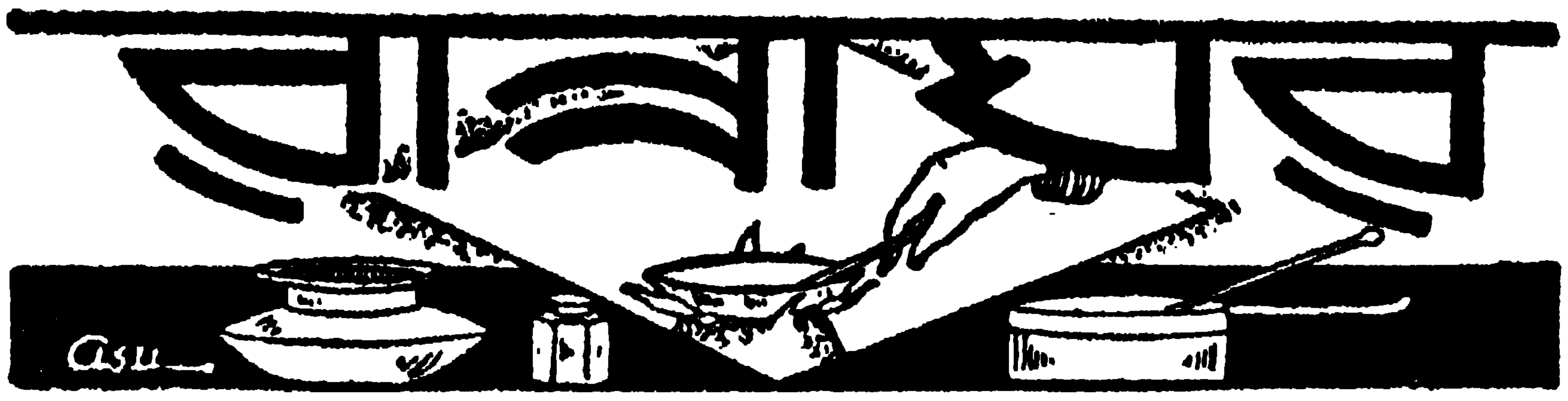

(২১)

ফুলকপির অম্বল

প্রণালী—প্রথমে কপির ফুলগুলি বেশ সরু সরু করিয়া কুচাইয়া লইতে হইবে। ডাঁটা যেন বেশী না থাকে; কড়ায় তেল দিয়া দুটী সর্ষে ফোড়ন দিতে হইবে, পরে ফুলকপি ঐ তেলে দিয়া একটু ভাজিয়া সামান্য হলুদ দিয়া জল দিয়া দেবেন, একটু সিদ্ধ হইলে আন্দাজমত তেঁতুল গুলিয়া দিবেন। (নূতন তেঁতুল হইলেই ভালো হয়) এবং আন্দাজমত নূন ও চিনি দিবেন। জল কমিয়া গেলে নামাইয়া লইবেন।

শ্রীমতী শোভা মুখার্জ্জি
রিষিড়া।

(২২)

ছানার বুঁদে

উপকরণ—ছানা ⁄১, ক্ষীর ⁄১, কলের ময়দা ⁄।॰, চিনি ⁄১।॰, ঘৃত ⁄১, দুধ, এলাচের গুঁড়া, পেস্তা কুচি।

প্রণালী—প্রথমে কলের ময়দাটাকে ভাল ময়ান দিয়ে নিন। তারপর ছানা ও ক্ষীর এক সঙ্গে বেঁটে নিয়ে ময়দার সাথে মিশিয়ে খুব ভাল করে ডলতে থাকুন, এই সময় ওর মধ্যে এলাচের গুঁড়া, পেস্তা কুচি দিয়ে দিন। ডলার পর যখন খুব নরম হবে তখন ঐগুলি ছোট ছোট নাড়ু (বুঁদের আকৃতি করে) বানিয়ে নিন। উনানে কড়াই চাপিয়ে চিনি ও পরিমাণমত জল দিয়ে এবারে রস তৈরী করতে হবে। যখন রস একটু আঠার মত হ'য়ে উঠবে তখন কড়াইটা নামিয়ে রাখুন। এইবার আর একটা কড়াইতে ঘি দিন। তারপর ঐ নাড়ুগুলি ছেড়ে দিয়ে নাড়তে থাকুন, যখন নাড়ুগুলি একটু লাল হ'য়ে উঠবে তখন রসের মধ্যে ঐগুলি ফেলে দিন। —একদিন পরে খেলে, অতি সুন্দর জিনিষ হবে।

শ্রীমতী জয়শ্রী ভৌমিক
সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

(২৩)

কেক্

উপকরণ—মাখন ⁄।॰, চিনি ⁄।॰, ময়দা ⁄।॰, কিসমিস, পেস্তা, বাদাম ⁄।॰, ডিম ৪টা (মুরগীর হইলে ভাল হয়) বেকিং পাউডার ৪ চামচে (চায়ের চামচের)।

প্রণালী—প্রথমে ডিমের লাল ও সাদা অংশ পৃথক করিয়া দু'টি পাত্রে রাখিবেন। পরে ঐ লাল অংশের সহিত চিনি এবং মাখন মিশাইবেন। চিনি বেশ ভালরূপে মিশিয়া গেলে অল্প অল্প করিয়া ময়দা মিশাইবেন। খুব ভালরূপে ফেটান হইলে ডিমের ঐ সাদা অংশটী এবং কিসমিস, পেস্তা, বাদাম মিশাইবেন এবং সব শেষে বেকিং পাউডার মিশাইবেন। পরে একটী টিফিন-ক্যারিয়ারের বাটীতে একটী সাদা কাগজ ঐ বাটীর মাপে বাটির চারিপাশে এবং মধ্যে বিছাইয়া লইবেন এবং বাটীর অর্দ্ধেক ঐ মেশান জিনিষ ঢালিবেন। এখন জলন্ত উনানে একটী কড়াইতে কিছু বালু কিংবা ছাইয়ের উপরে বাটীটি বসাইবেন এবং বাটীর উপরে একটী পাত্রে কিছু কাঠ-কয়লার আগুন করিয়া দিবেন। মাঝে মাঝে ঢাকনাটী নামাইয়া দেখিবেন কেক্ ফুলিয়া উঠে কিনা এবং পুড়িয়া না যায়। এক ঘণ্টা পরে বেশ লালচে হইলে নামাইবেন এবং ঠাণ্ডা হইলে কাটিয়া খাইবেন। ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু হয়।

কুমারী হিমানী রায়
C/o S. Roy
বেরেলী, ইউ, পি

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

(২৪)

চিড়ার চপ

উপকরণ—⁄।॰ পোয়া বালাম ধান্যের চিড়া, ৫ পয়সার ছোট এলাচি, ⁄⁄॰ ছটাক ময়দা, ⁄।॰ পোয়া ঘৃত, ৬।৭টা আলু, হলুদ, জিরা, গরম মশলা।

প্রণালী—(ক) চিড়া ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া লইবেন যাহাতে কোন প্রকার ছাট না থাকে। (খ) জল গরম করিয়া তাহাতে চিড়াগুলি ফুলিয়া ভাতের মত হইলে বাটিয়া লইবেন। এখন ঐ চিড়াগুলি ময়দা দিয়া ডলিতে থাকুন। ডলিবার সময় ছোট এলাচি চূর্ণ, অর্দ্ধেক ঘৃত ও আন্দাজমত জিরা, হলুদ বাটা ও লবণ দিবেন। দেখিবেন বেশ আঠা আঠা হইয়াছে। এখন ঐগুলি দ্বারা কতকগুলি কৌটার ন্যায় প্রস্তুত করুন। আলুগুলি খুব কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লউন এবং ঐ ভাজা আলুর কুচি কৌটার ভিতরে পুরিয়া কৌটার মুখ বন্ধ করিয়া ফেলুন। উনানে কড়াই চাপাইয়া তাহাতে ঘৃত দিন এবং ঘৃত গরম হইলে তৈয়ারী কৌটাগুলি ছাড়িয়া দিন। কৌটাগুলি অর্দ্ধেক ভাজা হইলে তাহাতে জল, গরম মশলা ইত্যাদি দিন এবং সামান্য জল থাকিতে নামাইয়া নিন। ইহা লুচির সাথে খাইতে বেশ ভাল লাগে।

শ্রীশান্তিলতা দে
মজিদপুর, (শ্রীহট্ট)

ময়ূরপুচ্ছ প্যাটার্ণ

গত ১৫শ সংখ্যায় "দীপালীতে" শ্রীহট্ট হইতে নূরজাহান চৌধুরী "ময়ূরপুচ্ছ ও জালি" প্যাটার্ণ জানিতে চাহিয়াছেন; তাহা আমি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় লিখিতেছি। আশা করি, আপনি তাহা আপনার নারীলোকের "পোষাক-পরিচ্ছদ" বিভাগে প্রকাশ করিয়া বাধিতা করিবেন।—

ময়ূরপুচ্ছ

১৪ ঘর হিসাবে।

সর্ব্বশেষে ২ ঘর বেশী।

১ম লাইন—২ উল্টা; ১ জোড়া; ৩ সোজা; সামনে সুতা, ১ সোঃ, * ৩ সোঃ; (১ জোঃ) ২ বার, ৩ সোঃ; সামনে সুতা ১ সোঃ; * পুনরাবৃত্তি। সর্ব্বশেষের ৮ ঘর ২ উঃ; ১ সোঃ, সামনে সুতা; ৩ সোঃ, ১ জোড়া।

২য়—৬ উঃ * ২ সোঃ, ১২ উঃ; পুঃ। সর্ব্বশেষের ১০ ঘর—২ সোঃ, ৬ উঃ, ২ সোঃ। প্রতি একান্তর সারিই এইরূপ হইবে।

৩য়—২ উঃ, ১ জোঃ ২ সোঃ, সামনে সুতা, ২ সোঃ; (১ জোড়া) ২ বার, ২ সোজা, সামনে সুতা, ২ সোঃ * পুঃ। সর্ব্বশেষের ৮ ঘর—২ উঃ, ২ সোঃ, সামনে সুতা ২ সোঃ, ১ জোঃ।

৫ম—২ উঃ, ১ জোড়া; ১ সোঃ, সমান সুতা ৩ সোঃ; * ২ উঃ, ৩ সোঃ, সামনে সুতা, ৩ সোজা। পুনরাবৃত্তি।

সর্ব্বশেষের ৮ ঘর—২ উঃ, ৪ সোঃ, সাঃ

ম—২ উঃ, ১ জোড়া; সাঃ সুঃ, ৪ সোঃ, * ২ উঃ, ৪ সোঃ * ২ উঃ, ৩ সোঃ, সাঃ সুঃ, (১ জোড়া) ২ বার সামনে সুতা, ৪ সোঃ; * পুঃ।

সর্ব্বশেষের ৮ ঘর ২ উঃ, ৪ সোঃ, সাঃ সুঃ, ১ জোড়া।

৯ম—২ উঃ, ১ জোড়া, ৪ সোজা, * কাঠির উপর দিয়া উল ঘুরাইয়া আনিয়া ১ উল্টা; ১ উল্টা, সামনে সুতা, (১ জোড়া) ২ বার, ৪ সোজা; * পুনরাবৃত্তি। সর্ব্বশেষের ৮ ঘর কাটির উপর দিয়া উল ঘুরাইয়া ১ উঃ, ১ উঃ, সামনে সুতা ৪ সোজা, ১ জোড়া।

১০ম—২য় সারির ন্যায়।

জালি প্যাটার্ণ

জোড়া হিসাবে ঘর লইতে হয়।

১ম—সামনে সুতা ১ জোড়া, সোজা।

এই লাইনটী বারো বার করিতে হইবে।

জালি চৌখুপী

যে রকম মাপ সেই রকম ঘর তুলিয়া লউন।

পরে এই রকম বুনিয়া যান—

১ম—১ সোজা, * ১ সোজা, সামনে সুতা, ১ জোড়া;

পাঁচবার বুনুন, তারপর ১০ ঘর সোজা * পুনরাবৃত্তি।

২য়—উল্টা। এই ২ লাইন আরও ২ বার বুনুন।

৭ম—১১ ঘর সোজা; * সামনে সুতা ১ জোড়া, পাঁচবার রিপিট করুন। ১০ ঘর সোজা। * রিপিট করুন।

৮ম—উল্টা। ৭ম ও ৮ম, এই দুই লাইন আরও ২ বার রিপিট করুন।

এই ১২ লাইনে খালি জালি চৌখুপী হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য যে ময়ূরপুচ্ছ প্যাটার্ণ টী সাদা উলে বুনিলে, বুননটী বেশ ভাল হয়। এই প্যাটার্ণগুলির মধ্যে যদি কোথাও ভুল থাকে, তাহা হইলে কোন ভগ্নী তাহা সংশোধন করিয়া দিলে বিশেষ বাধিতা হইব। ইতি—

বিনীতা

কুমারী চামেলীকা ব্যানার্জ্জী

ব্যারাকপুর

CINE-RADIO CORPORATION

Sound & X-Ray Engineers

51, Chittaranjan Avenue, Calcutta.

Phone: B.B. 724 Tele. Add. AMPLIFIER.

Offer:

* Any Type of Talkie Equipments,
* Huge Stock of spare parts & valves,
* Satisfactory SERVICE and Installation by Expert & Trained Engineers—Specialist in servicing "PHILISONOR" Talkie Equipments.
* Repairing of Amplifiers, Projectors and Radios at their Workshop at Moderate charges.

সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য

বনকুসুম
কেশ-তৈল

বনকুসুম
স্নো

বনকুসুম
ক্যান্থারাইডিন অয়েল

আপনার মার্জ্জিত রুচির সম্পূর্ণ পরিপোষক

আপনি কি বলেন

(৪৮)

(১) কুমারী নির্ম্মলা চ্যাটার্জ্জী, পি, রোড, জামশেদপুর, লিখিতেছেন—

'দীপালীতে প্রায়ই দেখা যায় "রান্নাঘরে"র পাকপ্রণালীতে সাধারণতঃ "দাঁতভাঙা" নাম, এবং "বড়লোক-ঘেঁসা" রান্নার বিষয়। আমরা সাধারণ গৃহস্থ। আমাদের উপযোগী শাকান্ন রান্নার বিষয়" জানাইতে তিনি অনুরোধ করিতেছেন।

[লেখিকার অনুযোগ অমূলক। প্রথমতঃ তাঁহার যে নামেই দাঁত ভাঙে, সে খাদ্য তিনি খাইবেন না। কারণ, আমরা জানি, একই জিনিসের নাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন। লেখিকাগণ এ কি করিয়া বুঝিবেন যে তাঁহাদের জানা নাম অন্যের অবোধ্য বা দাঁতভাঙা হইবে?

দ্বিতীয়ত, বড়লোক-ঘেঁষা রান্না বলিতে লেখিকা যে কি বুঝেন, তাহা আমাদেরও অবোধ্য। তর্কের খাতিরে ধরিয়া লইলাম, যে কিছু কিছু ব্যয়সাপেক্ষ রান্নার কথাও দীপালীতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দীপালীর পাঠিকাদের মধ্যে যে সকলেই 'সাধারণ গৃহস্থ' —বড়লোক কেহই নাই, এ ধারণা ইহার জন্মিল কিরূপে? বেশ তো, বড়লোক-ঘেঁষা যাহাদের পছন্দ হইবে না তাঁহারা না হয় সেগুলি পরীক্ষা করিবেন না। তাহার জন্য, দীপালীতে সেগুলি প্রকাশিত হইতে বাধা কিসের?

তৃতীয়ত, শাকান্নেরও তো বহু রকম রান্না দীপালীতে বাহির হইয়াছে এবং এখনও হইয়া থাকে।

ভগিনী বোধ হয় দীপালীর নূতন পাঠিকা! বেশ তো তিনি যদি কিছু জানেন তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন।

(২) কুমারী ধুলারাণী মিত্র, মিঠেপুকুর, বর্দ্ধমান্ লিখিতেছেন—"কলের জলে যেরূপ বর্ণ উজ্জ্বল হয় কিন্তু গ্রামের পরিষ্কৃত কূপের বা ভাল দীঘির জল ব্যবহার করিলে বর্ণ মলিন হইয়া যায়, পুষ্করিণীর জলে যাহাতে বর্ণ মলিন না হয় এরূপ ব্যবস্থা যদি কোনও সহৃদয়া ভগ্নির অথবা শ্রীযুক্ত শ্যাম বসাক মহাশয়ের জানা থাকে" তাঁহাকে জানাইতে।

[কলের জল ফিলটার করা ও ফিটকিরি দেওয়া বলিয়া পরিষ্কার। সে জল ব্যবহার করিলে গায়ে জলের ময়লা বসে না এই কারণ। ভগিনী যদি দীঘির জল বা গ্রামের কূপের জল ফিল্টার করাইয়া ফিট্‌কিরি দিয়া ব্যবহার করেন, তবে একই ফল পাইবেন।]

(৩) কুমারী কণা গুহ ঠাকুরতা, ঠাকুরগাঁ (দিনাজপুর) হইতে প্রস্তাব করিতেছেন—

"দীপালী"তে "সঙ্গীতের আসর" নামে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটি বিভাগ খুলিতে। এ বিভাগে দীপালীর পাঠিকাদিগের ছোটখাট প্রশ্ন ও তাহার উত্তর এবং এ বিষয়ে যাঁহারা পারদর্শিনী তাঁহাদের ছোট ছোট রচনাও প্রকাশিত হইতে পারে।"

[প্রস্তাবটি খুবই উত্তম, কিন্তু এ বিভাগ নিয়মিত পরিচালনা করিবার ভার যদি কোনও সহৃদয়া মহিলা গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমরা এ প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত আছি।]

(৪৯)

দীপালীর চিত্র সমালোচনা

প্রিয় দীপালী সম্পাদক মহোদয়,

আমরা দীপালীর 'নারীলোক' বন্ধ করে সিনেমার আলোচনা করার ঘোর বিরোধী,

পককেশে বৃদ্ধ সাজিয়া আছেন কেন?

কালা তেল (রেজিষ্টার্ড)

(কেশের পরম উপকারী)

এই "চুল কালা তেল" মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিলে আর আপনাকে বৃদ্ধের মত দেখাইবে না—যেহেতু ইহা শুভ্র কেশকে স্বাভাবিক এবং চিরস্থায়ী কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তিত করে। জীবনে আর চুলের কলপ অথবা লোশন ব্যবহার করিতে হইবে না। মস্তিষ্ক চালনাকারীদের ইহা মহৌষধ। প্রত্যেক বোতলের মূল্য ১।০ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। একত্রে তিন বোতল লইলে ৩।০ সাড়ে তিন টাকা—ডাকব্যয় লাগিবে না।

লোম নাশক

এই আশ্চর্য্য আবিষ্কৃত ঔষধ প্রয়োগে তিন মিনিটের মধ্যে সমস্ত বিশ্রী এবং অনাবশ্যক লোমসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। লোমকে সমূলে বিনাশ করিয়া, ইহা চর্ম্মকে শিশুর চর্ম্মের মত কোমল ও মসৃণ করে। অতি সত্বর, নিরাপদে এবং স্থায়ীভাবে লোম নাশ করে। ইহা ব্যবহারে অতি কোমল চর্ম্মেরও কোন ক্ষতি হয় না। থিয়েটার ও বায়স্কোপের তারকারা ইহা ব্যবহার করেন। প্রতি বোতল ১।০ এক টাকা চারি আনা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। তিন বোতল ৩৲ তিন টাকা —ডাকব্যয় লাগিবে না।

সৌন্দর্য্যই সম্পদ

আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় আবিষ্কৃত 'লণ্ডন বিউটি লোশন" ব্যবহার করিলে চর্ম্মের সমস্ত দাগ, সঙ্কুচন, মুখের ব্রণ, মেচেতা, বসন্তের দাগ প্রভৃতি সমস্ত দাগ বিদূরিত হয় এবং চর্ম্ম মসৃণ, কোমল ও উজ্জ্বল হয়। ইহা গ্রীষ্মের প্রকোপ এবং খসখসে ভাব হইতে রক্ষা করিয়া বদন মণ্ডলের সৌন্দর্য্য, কোমলতা এবং লাবণ্য চিরস্থায়ী ও নিরাপদ করে। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রতি বোতলের মূল্য ২৲ দুই টাকা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। তিন বোতল একত্রে ৫৲ পাঁচ টাকা, ডাকব্যয় লাগিবে না।

NISHAD PHARMACY

P. O. Box 62, (D.C.) New Delhi

কেন না বাঙালীর নারীলোক আমাদের প্রাণ।

বিনীতা—
বেগম ছামছুন নাহার সাহার বানু
রাজসাহী

(খ)

শ্রদ্ধেয় "দীপালী" সম্পাদক,
সমীপেষু:—

মহাশয়,

গত ২১শ সংখ্যা দীপালীর "পত্রলেখা" বিভাগে বাঁকুড়ার কুমারী কনক সেনগুপ্তা লিখেচেন যে ক'লকাতায় যে সব নূতন ছবি দেখানো হয় তার সমালোচনা দীপালীতে দেরীতে বেরুলে খুবই অসুবিধেয় প'ড়তে হয়। কাজেই প্রবন্ধ বা নারীলোকের কোন বিভাগ সে সপ্তাহের মত বন্ধ রেখে সেই জায়গায় ওই সমালোচনা প্রকাশ করলে ক্ষতির কোন কারণ নেই। কিন্তু আমার মতে ছায়াছবির সমালোচনা একটু দেরীতে বেরুলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নেই বরং প্রবন্ধাদি ছাপানো বন্ধ রাখ্‌লেই ক্ষতির কারণ আছে। **দীপালীর নির্ভীক, স্পষ্ট ও নিরপেক্ষতামূলক সমালোচনার প্রতি আমারও সত্যিকারের শ্রদ্ধা আছে।** তাই এ সম্বন্ধে আগ্রহও আমার কিছু কম নয়। তবুও ফিল্মের সমালোচনার আগে প্রবন্ধাদি ছাপানোর প্রয়োজনীয়তাই বেশী বড় ব'লে মনে করি।—তাই ব'লে আমি শিল্পের সমালোচনা প্রকাশে হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে চাইনে।—ফিল্মের সমালোচনা বেরুবে বই কি, কিন্তু প্রবন্ধের স্থান অধিকার ক'রে নয়। আশা রাখি আপনি দীপালীর এই অনভিজ্ঞা পাঠিকাটির ক্ষুদ্র মতটি বিবেচনা করে দেখ্‌বেন।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ ক'র্‌বেন। ইতি—

জেব্‌-উন্‌-নেসা
থানা রোড, বগুড়া

মায়ের মহল

টোটকা

(১) কাহারও প্লীহা হইলে ১৫টী কচি পেয়ারা পাতার রস করিয়া ১টী পাতি লেবু ৪খণ্ড করিয়া উহার ১ খণ্ডের রস সহ প্রত্যহ সকালে ৯ দিন খালি পেটে খাইলে প্লীহা সারিয়া যায়।

(২) কাহারও শুকনা বমি বা উকি বাহির হইলে ১২টি কচি আমপাতার রস ৪টী গোলমরিচের চূর্ণসহ সেবন করিলে উহা বন্ধ হইবে।

(৩) মাথায় উকুন হইলে চাঁপা ফুলের পাতার রস মাখিয়া চুল শুকাইলে উকুণ মরিয়া যায়।

(৪) কাসি হইলে পুরানো তেঁতুল দানাগুড় সহ খাইলে কাসি আরোগ্য হয়।

(৫) দাঁত নড়িলে কিংবা ফুলিলে প্রথমে ওষ্ঠে ও দাঁতের গোড়ায় সরিষার তৈল লাগাইয়া পরে দাঁতের গোড়ায় বট গাছের আঠা লাগাইলে উহা আরোগ্য হইবে।

অভূতপূর্ব
আবিষ্কার!
অভাবনীয় মূল্য
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে
প্রস্তুত
মিসার্ভা গোল্ড

আশাতীত রকম সুলভ মূল্যে এখন পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে নকল হইলেও ইহা দেখিতে ঠিক আসল সোণার মত। নিটোল বারে এই সোণা পাওয়া যায়। এ্যাসিডে ইহার কোন ক্ষতি করে না এবং কোনও আবহাওয়াতেই ইহার ঔজ্জ্বল্য বিনষ্ট হয় না। চিরদিন ইহার স্বর্ণবর্ণ অম্লান থাকে। আসল সোণার গহনার মত দেখায় বলিয়া, এ সোণায় সাধারণতঃ গহনাই তৈয়ারী হয়।

দাম:—প্রতি আউন্স (২া০ ভরি) ৬৲, ২ আউন্স ১০৲ এবং এক পাউণ্ড ৭২৲ বেশী অর্ডার দিবার আগে ২।১ আউন্স আনাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন্।

American Commercial House
P.O. Box No. 62 (D. C.) New Delhi

নন-প্রাঙ্গন

সম্পাদক, দীপালী
মহাশয়,

আপনার সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিম্নলিখিত শোক-সংবাদটি প্রকাশিত করিয়া বাধিতা করিবেন।

শোক-প্রকাশ

নীলফামারী মহিলা সমবায় সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভানেত্রী স্বর্গীয়া সুনীতিবালা গুহনিয়োগী গত ২৮শে বৈশাখ, শনিবার, রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক চেষ্টার ফলেই মহিলা সমবায় সমিতি নীলফামারীতে প্রথম স্থাপিত হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সমিতির যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। সমিতির সভ্যাগণ তাঁহার শোকার্ত্ত স্বামী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন গুহনিয়োগী ও একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রমোহন গুহনিয়োগী এবং অন্যান্য পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা
সেক্রেটারী, মহিলা সমবায় সমিতি,
নীলফামারী, (রংপুর)

---

(৬) ফোঁড়া উঠার পূর্ব্বে ডুমুর কিংবা বটের আঠা লাগাইলে আর ফোঁড়া উঠে না।

(৭) কাহারও পালাজ্বর হইলে ছোট ফুল গাছের শিকড় শনিবার কিংবা মঙ্গলবারে সকাল বেলা বিছানা হইতে উঠিয়া জল স্পর্শ না করিয়া তেপথে (তিন রাস্তা যেখানে মিলিত হইয়াছে) গিয়া পূর্ব্ব-মুখ হইয়া গলায় ধারণ করিলে উহা আরোগ্য হইবে। ঔষধ গলায় লাগাইয়া আসিবার সময় পিছন দিকে তাকান নিষেধ।

মোছাম্মৎ কুলছুম নেছা
আলমনগর, রংপুর।

(২৬)

নকল গল্প

'দীপালী' সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ১২শ বর্ষ ২০শ সংখ্যার দীপালী (২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীহরিপদ গুহ রচিত "সেফ্‌টিপিন" নামক গল্পটির সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য জানাইতে চাই। এই গল্পটি ১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা (১৯শে মাঘ ১৩৩০) "সচিত্র শিশির" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত "অদল বদল" গল্পের আগাগোড়া নকল। "সেফ্‌টিপিন্‌" গল্পের লেখক হরিপদবাবু নায়ক নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রের নাম এবং ভাষাটি একটু আধটু বদলাইয়া দিয়াছেন মাত্র।

একটি গল্প ভাষা একটু বদলাইয়া ওলট পালট করিয়া সাজাইলেই একটি নূতন গল্প হয় কি?

আশা করি 'দীপালী'র সম্পাদক মহাশয় এইরূপ লেখকগণের প্রতি বিশেষ নজর রাখিবেন। ইতি,

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়
১৬, হালদারপাড়া ২য় বাই লেন
কাসুন্দিয়া, হাওড়া।

(২৭)

৺শরৎচন্দ্রের জীবনী

শ্রীযুত 'দীপালী' সম্পাদকেষু—

মহাশয়,

গত ২০শ সংখ্যার 'দীপালীতে' শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন মজুমদারের তৎলিখিত আলোচনার মধ্যে আমার পত্রোত্তর পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। ধীরেন্দ্রবাবু আমার বক্তব্যটুকু জানাইয়া 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না; বরং বিগত '৪৬ সালের ২৯শে মাঘ হইতে তৎপরবর্ত্তী কয়েক দিনের দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকাগুলির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'আনন্দবাজারে' সুরেন্দ্র বাবুর যে পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে উহা একান্তই অসম্পূর্ণ। 'আনন্দবাজারে'র মতে মেলে নাই বলিয়া তাঁহারা একটী প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়া দিয়াছেন—'যুগান্তরের' সঙ্গে উহা মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এ বিষয়ে সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে কিছু আলাপ হয়। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, সেদিনের সভায় সময় অভাবে যেটুকু পরিস্কার করিয়া বলিতে পারেন নাই উহা পরিস্কার করিয়া জানাইবার জন্য 'আনন্দবাজার' ও 'যুগান্তরে' দুইখানি পত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু 'আনন্দবাজার' উহা এরূপ অসম্পূর্ণভাবে ছাপাইল যে বিষয়টি উহার পাঠকদের কাছে আরো অস্পষ্ট হইয়াই রহিল।...সুতরাং এরূপ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিয়া কখনোই আলোচনা চলিতে পারে না। বরং 'যুগান্তরে' চিঠিখানি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবার পর উহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং অনেকেই উহাতে যোগদান করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য উক্ত আলোচনাকারীদের মধ্যে শ্রীযুত মণীন্দ্রকিশোর সেনগুপ্ত মহাশয় সুরেন্দ্রবাবুর পত্র প্রকাশের অব্যবহিত পরেই উহার ভ্রম সংশোধন করিয়া একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন,—'সভায় আদৌ যখন কোন প্রস্তাব উত্থাপন অথবা গ্রহণ করা হয় নাই তখন 'কার্য্যতঃ' এই দুটি প্রস্তাব সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই বলিলে সভা সম্বন্ধে সাধারণের অমূলক ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে।' আরো উল্লেখযোগ্য, সুরেন্দ্রবাবু ইহার কোন জবাব দেন নাই। মজুমদার মহাশয় সম্ভবতঃ এদিকে লক্ষ্য করে নাই; তাই তিনি শুধু 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত সুরেন্দ্রবাবুর পত্রখানি (সভার রিপোর্টও নহে) ভিত্তি করিয়া এরূপ আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। নচেৎ বহু দৈনিক ও সাপ্তাহিকাদিতে প্রকাশিত সেদিনের সভার রিপোর্টে কোথাও দেখিতে পাইবেন না—কার্য্যতঃ কোনও প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াও গৃহীত হয় নাই। অন্ততঃ আমরা পুরাতন ফাইল ঘাঁটিয়াও উহা আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। তবে সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রবাবু যে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন আমরা উহার প্রত্যুত্তরে সভাশেষেই জানাইয়া দিয়াছিলাম যে উক্ত বিষয় দুইটি কার্য্যকরী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি, শীঘ্রই উহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং এমতাবস্থায় এরূপ ভুল অথবা কাল্পনিক বিষয় ভিত্তি করিয়া আলোচনা হইতে নিরস্ত হইয়া সঠিক সংবাদ পরিবেশন করিয়া উহা আলোচনা করিতে আমি ধীরেন্দ্রবাবুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। তিনি যদি উক্ত সভার 'কার্য্যতঃ প্রস্তাব উত্থাপন-বিষয়ক কোন প্রামাণ্যমূলক কিছু উপস্থাপিত করিয়া আমার বক্তব্যের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেন তাহা হইলে বাধিত হইব। ইতি—

৬ই জ্যৈষ্ঠ '৪৭। বিনীত—

শ্রীকমলচন্দ্র নাগ
১৫।১সি, হালসীবাগান রোড, কলিকাতা।

(২৮)

বাঙ্গালী কুস্তিগীর

দীপালী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

২রা জ্যৈষ্ঠের দীপালীতে বজ্রবাহন মহাশয় আর কোন সমালোচনা "প্রকাশিত হবে না" বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় দীপালী সম্পাদক মহাশয়ের কোন নির্দ্দেশ না পাওয়ায় এবং গত সংখ্যায়

(শেষাংশ ৩০শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এবছর খেলার মধ্যে কোনপ্রকার উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। খেলোয়াড়দের মধ্যে কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব নেই—যে কোন মতে খেলে যেতে পারলেই হলো। বল পেয়ে দোষ কাটাবার জন্য পাশে ঠেলে দেয় সত্যি, কিন্তু কাকে যে দেয় তার ঠিক থাকে না। আর একটি দোষ এবছর দেখা যাচ্ছে—সেটা হচ্ছে যে আক্রমণের কোন বিশিষ্ট ধারা নেই। বল ধর্‌ন আর মার্‌ন। এই যদি খেলার উদ্দেশ্য হয়—তার চাইতে না খেলাই ভাল।

*

রেফারিং দেখে মনে হচ্ছে যে রেফারিংয়ের দোষে খেলাগুলি ভালরূপে পরিচালিত হচ্ছে না। সেই পুরাতন রেফারী ছাড়া এদের আর কোন রেফারী নেই বলে মনে হচ্ছে। এস, সেনগুপ্ত রেফারিং-এর কাজ ছেড়ে দিয়ে গণ্ডাগালির হাত থেকে বাঁচলেন। অনেক দিন তিনি দক্ষতার সহিত খেলা পরিচালনা করেছেন। এবার পুরাতনদের বাদ দিয়ে কয়েকজন নূতন আনলেই খেলার পরিচালনা ভাল হবে বলে মনে হয়।

নীলু মুখার্জ্জী
(মোহনবাগান)

কাষ্টমস (১)   ক্যালকাটা (০)

ক্যালকাটা ১ গোলে হেরেছে সত্যি, কিন্তু তাদের খেলা বিশেষ মন্দ হয় নি। কাষ্টমস্ কোনমতে জুনিয়ার খেলোয়াড়দের নিয়ে খেলে চলেছে। গোল দিয়েছেন কে, ভট্টাচার্য্য।

স্পোর্টিং ইউঃ (২)   কালীঘাট (২)

কালীঘাট ২ গোলে জিতছিল, কিন্তু প্রথমার্দ্ধের পর স্পোর্টিং ইউনিয়ন খেলার গতি পরিবর্ত্তন করে সকলকে তাক্ লাগিয়ে ২টা গোল পরিশোধ করে খেলার ফল ড্র করে। এ, দত্তের খেলা খুব প্রশংসনীয়। কালীঘাটের রামালু ও আপ্পারাও গোল দেন এবং স্পোর্টিং পক্ষে আর, দে ও এ, বিশ্বাস গোল করেন।

মহমেডান (৩)   ভবানীপুর (০)

একটির পর একটি করে তিনবার গোলে বল ঢুকিয়ে ভবানীপুরকে মহামেডান দল নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। জুম্মন, এস, ভট্টাচার্য্য ও রহমান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফরোয়ার্ড লাইন একেবারে বাজে খেলে। রশিদ ও সাবু গোল দেন।

ইষ্টবেঙ্গল (০)   পুলিশ (০)

বাঙালী যে এখনও বুটের ভয় করে তা' পুলিশের দিনে দেখা গেল। রাখাল, বেবী গুহ ও সাজাহান নির্ভীক ভাবে খেলতে থাকেন, কিন্তু ফরওয়ার্ড দল কয়েকটা অব্যর্থ গোল করতে পারেন নি। সাজাহানের খেলা ক্রমশই উন্নতির দিকে। গিয়াসউদ্দীন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। পুলিশের পি, ডি' মেলো ফরওয়ার্ডে ও গোলে মিলস্ ভাল খেলেন।

মোহনবাগান (২)   ই, বি, আর (০)

নির্ম্মল মুখার্জ্জি যে ভাল খেলেন তার প্রমাণ তিনি সেদিন দেখিয়ে দিয়েছেন। নন্দকে না খেলিয়ে বিমলকে সেণ্টার-ফরওয়ার্ডে খেলানো নিরর্থক হয়েছিল। নীলু মন্দ খেলে নি। রেলদলের সাঁযাদের মাঠে

সর্দ্দি ও কাশির
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
প্রতিষেধক

সিরোলিন
শিশু ও বৃদ্ধ
শ্বাসযন্ত্র সুদৃঢ় করে

নামাই সার হয়েছিল। নিধু অনেক চেষ্টা করেও গোল দিতে পারেন নি। এস, বসুর ড্রিবলিং দৃষ্টিকটু। এস, মিত্র ও এস, গুঁই গোল দেন।

বর্ডার (২) ভবানীপুর (০)

ভবানীপুর প্রাণপণ শক্তিতে জিতবার আশা নিয়ে বেশ খেলছিল। হাফ টাইমের পর ২টী গোল হয়। ব্যাটার্সবী ও গ্রেভস গোল দেন। হারা ব্যানার্জ্জি বাস্তবিকই বেপরোয়া হয়ে খেলতে গিয়ে আহত হয়েছেন, তাঁর খেলায় বেশ প্রাণ আছে বলে মনে হয়।

মহমেডান (৪) ক্যালকাটা (০)

মহমেডান দল এত ভাল খেলছে এবছরে যে ক্যালকাটার মত দলকে ৪টী গোলে হারিয়েছে। কিন্তু বহু সুযোগ নষ্ট করাতে এবং ক্যালকাটার গোলকিপারের চেষ্টার জন্য আর কয়েকটী গোল হতে পারে নি। রহিম ২টী, রসিদ ও লেকেশ্বর গোল দেন।

রেঞ্জার্স (১) স্পোর্টিং ইউঃ (০)

সেম-সাইডে স্পোর্টিং দল আবার ১টি গোল খেয়ে হারলো। গোলকীপার বল মারতে গিয়ে ব্যাকের গায়ে লেগে গোল হয়। এরা যেভাবে খেলেছে তাতে সকলেই বেশ আনন্দ পেয়েছে। এ, দত্ত, করুণা চ্যাটার্জ্জি, মুস্তাফী ও রহমানের খেলাই ভাল হয়েছে। রেঞ্জার্সের স্মিথ, লাযসডেন ও হুইটবার্ণ পরিশ্রম সহকারে খেলেন।

মোহনবাগান (২) কাষ্টমস (০)

বুটের ভয় ও কয়েকটী অব্যর্থ গোলের সুযোগ নষ্ট করেও নির্ম্মল ও নন্দের জন্য মোহনবাগান দল জিততে সক্ষম হয়েছে। কে, দত্ত কয়েকটী অব্যর্থ গোল বাঁচাতে পেরেছিলেন। কাষ্টমসের গোলে জার্ভিন, ব্যাকে নীল এবং ফরওয়ার্ডে কে, ভট্টাচার্য্য ও রেন্টনের খেলা ভাল হয়।

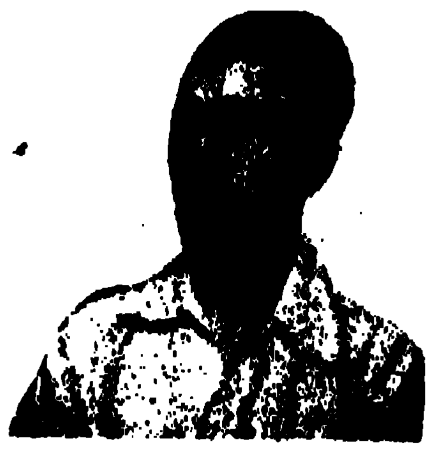

এ, দত্ত (স্পোর্টিং)

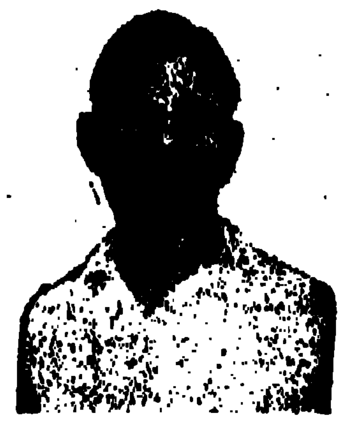

এচ, ব্যানার্জ্জি (ভবানীপুর)

এরিয়ান্স (২) ভবানীপুর (০)

ভবানীপুর কয়েকজন নূতন খেলোয়াড় খেলিয়ে যা' ভুল করেছে তা' নিজেরাই বুঝেছে। কয়েকটী অব্যর্থ গোলের সুযোগ নষ্ট করা ফরওয়ার্ড দলের উচিত হয় নি। অজিত বসু কিছুই খেলতে পারেন নি। ব্যাকে এস, ভট্টাচার্য্য ও এস, রাও এবং হাফে কাছু ভাল খেলেছেন। এরিয়ান্সের ডি, ব্যানার্জ্জি ও রাও ১টী করে গোল করেন।

ইষ্টবেঙ্গল (২) রেঞ্জার্স (১)

এ, গাঙ্গুলী ও সোমানা যথাক্রমে গোল দেন এবং আর, লাযসডেন তন্মধ্যে ১টী পরিশোধ করেন। খেলা উচ্চাঙ্গের হয় নি। লক্ষ্মীনারায়ণকে বসিয়ে দিলে খুব ভাল হয়।

প্রথম ডিভিসন লীগ তালিকা

টিম	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	পয়েন্ট
কালীঘাট	৯	৫	৪	০	১৩	৪	১৪
মোহন বাগান	১০	৭	০	৩	১১	৬	১৪
বর্ডার রেজিঃ	১১	৬	২	৩	১০	১০	১৪
ইষ্ট বেঙ্গল	৯	৫	৩	১	৯	৪	১৩
রেঞ্জার্স	১১	৫	৩	৩	১৬	৯	১৩
কাষ্টমস্	১১	৩	৫	৩	৫	৮	১১
ই. বি. আর	১০	৩	৪	৩	১২	১২	১০
পুলিস	১১	৩	৩	৫	১২	১৪	৯
স্পোর্টিং ইউঃ	১০	২	৩	৫	৭	১৪	৭
ক্যালকাটা	১১	২	৩	৬	১১	১৭	৭
এরিয়ান্স	১০	২	৩	৫	১০	১২	৭
মহঃ স্পোর্টিং	৪	৩	১	০	১০	১	৭
ভবানীপুর	১০	১	০	৯	৩	১৯	২

সাজাহান সেন্টার ফরওয়ার্ডে না এসে লাইনে থাকলে ভাল হ'ত। ডুয়ানের সেন্টার পাস্ গুলি সর্দ্দারকেরা তুলতে পারবে না। এ, গাঙ্গুলীর উন্নতি হতে পারে যদি আর একটু তিনি পরিশ্রম করে খেলেন। মার্লে, বুক ও মিলস রেঞ্জার্স পক্ষে ভাল খেলেন।

মহমেডান (২) পুলিশ (০)

পুলিশ প্রাণপণ চেষ্টা করেও পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচতে পারলো না। গোলে খেলেন সত্তর, কারণ তসলিম আহত। মহামেডানের রসিদ ও সাবু গোল দেন। রসিদই সেদিন মাঠের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন।

ই, বি, আর (১) ক্যালকাটা (১)

ই, বি, আরের সঙ্গে ড্র করে ক্যালকাটা একটি মূল্যবান পয়েন্ট লাভ করলো। প্রথমে ক্যালকাটার আর্চার্ড গোল দেন, তারপর নিধু মজুমদার সেটি পরিশোধ করেন।

গসভেনস বাষ্ট টোনার

নিত্য ব্যবহারে অবলম্বিত
ছোট টিউব ॥৵০, বং

বিশ্ব ...
১৫১ বি, বহুবাজার, কলিকাতা

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২॥০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬॥০। ঔষধগুলি গ্যারান্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

ঢাকা সংবাদ

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

সৈয়দ হাসন আলী মেমোরিয়াল কাপ

(লীগ প্রতিযোগিতা)

২৭শে মে হইতে ২রা জুন পর্য্যন্ত খেলাগুলির ফলাফল—

ঢাকা ফার্ম (২) মহামেডান স্পোর্টিং (০)
(পি, মুখার্জ্জি ২, বি, সোম, এস, ঘোষাল, এস, চক্রবর্ত্তী)

ইষ্ট এণ্ড (২) ই, বি, আর (০)
(জে, ঘোষাল, এ, ঘোষ)

রমণা (৩) ই, এফ, রাইফলস্ (০)

উয়ারী (১) ইষ্ট এণ্ড (১)

ভিক্টোরিয়া (২) ই, এফ, রাইফলস (১)

মহামেডান স্পোর্টিং (২) ঢাকা ওণ্ডারার্স (১)

ই, বি, আর (১) আরমানিটোলা (০)
(এন, গুপ্ত)

রমণা (২) পুলিশ (১)
(জি, সরকার, এম, বোস)

ভিক্টোরিয়া (২) রমণা (১)
(এম, রায়)

ইষ্ট এণ্ড (২) ঢাকা ওণ্ডারার্স (০)
(জে, ঘোষাল)

উয়ারী (২) আরমানিটোলা (০)
(এস, চন্দ)

মহামেডান স্পোর্টিং (০) ই, বি, আর (০)

ইষ্ট এণ্ড (১) পুলিশ (০)
(আর, বল)

ঢাকা ফার্ম (৩) ই, বি, আর (০)
(টি, সেন, পি, মুখার্জ্জি, এস, ঘোষাল)

ভিক্টোরিয়া (৪) পুলিশ (০)
(ওয়াসেল উদ্দিন ২, পি, গোস্বামী, কে দত্ত)

ই, এফ, রাইফল (৩) ঢাকা ওণ্ডারার্স (২)
(প্রমোদ রায়, কে, বাহাদুর, যুধিষ্ঠির)
(সামন্থ)

উয়ারী (১) ঢাকা ফার্ম (১)
(কে, ধর) (পি, মুখার্জ্জি)

নাটমণ্ডপ

রঙমহলে "আগামী কাল"

—অভিমন্যু

গত পূর্ব্ব বুধবার নবীন নাট্যকার শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "আগামী কাল" দেখিয়া আসিয়াছি। গল্পটি মোটামুটি এই :—

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ উমাপ্রসন্নের পুত্র যতীন্দ্র পিতামাতার অমতে সুনন্দা নাম্নী এক অজ্ঞাতকুলশীলা অতি-আধুনিকা তরুণীকে কলিকাতায় বিবাহ করে। সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে পিতা পুত্রকে ইচ্ছা সত্বেও গৃহে স্থান দিতে সাহসী হইলেন না। একদিকে পিতার স্নেহে বঞ্চিত, অপর দিকে তরুণ বন্ধুদের সহিত পত্নীর অবাধ মেলামেশা তাহার অন্তরে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করিল। পত্নীর স্বাধীনতায় যতীন্দ্র হস্তক্ষেপ করিতে গেল, কিন্তু সুনন্দা নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শেষে, গ্রাম সম্পর্কে খুড়া মাধবের মধ্যস্থতায় প্রমাণ হইয়া গেল যে সুনন্দা এক ব্রাহ্মণতনয়া এবং তাহার পিতা সেই গ্রামেরই এক আশ্রিত ব্রাহ্মণ শ্রীনাথ। শেষে সুনন্দা তাহার শ্বশুরের আশ্রয়েই ফিরিয়া আসিল ও উমাপ্রসন্নও তাহাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে গ্রহণ করিলেন।

রচনা অত্যন্ত শিথিল ও অপক্ক। আরম্ভটি বেশ ভাল লাগিয়াছে কিন্তু শেষের দিকে নাটকের গ্রন্থি এত শিথিল যে দর্শকের মনে মোটেই দাগ কাটিতে পারে না। শেষ দৃশ্যে বিমলের অনুপস্থিতির কোন সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। নাটকে চরিত্র বিশ্লেষণেও দোষ ত্রুটির অভাব নাই, তবে নবীন নাট্যকারের প্রথম প্রয়াসকে সমালোচনার অপ্রিয় কষ্টিপাথরে ফেলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে চাই না। নাট্যকার আধুনিক প্রগতির দিকে যে কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য।

অভিনয়ের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরীর 'উমাশঙ্কর' সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রবিরায়ের 'মাধব' বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে তবে তাঁহার রূপসজ্জাটি দৃষ্টিকটু। যতীন্দ্রের ভূমিকায় সিধু গাঙ্গুলী বেশ সহজ ও অনাড়ম্বর অভিনয়ে সকলকে প্রীত করিয়াছেন। ভূমেন রায়ের 'বিমল' বেশ উপভোগ্য। কৃষ্ণচন্দ্র দে অভিনয় মন্দ করেন নাই তবে তাঁহার গানগুলি তেমন জমে নাই।

'সুনন্দা' রূপে শ্রীমতী উষাকে তেমন মানায় নাই। এই ধরণের ভূমিকা শ্রীমতী শান্তি গুপ্তার উপর ন্যস্ত হইলে অধিকতর উপভোগ্য হইত। শ্রীমতী জ্যোতির 'অনিমা' সুঅভিনীত। শ্রীমতী বেলারাণী ও পদ্মাবতী যথাক্রমে 'করুণা' ও 'অপর্ণা'র ভূমিকা দুটী জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

দৃশ্যপট বেশ সুরুচি সঙ্গত।

উত্তরায় "পথভুলে"

—অভিমন্যু

দেবদত্ত ফিল্মের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ধীরেন গাঙ্গুলী। শ্রেষ্ঠাংশে ডি, জি, ভূমেন রায়, বিভূতি গাঙ্গুলী, প্রতিমা দাশগুপ্তা, রঞ্জিত রায়, মণিকা গাঙ্গুলী, পূর্ণিমা প্রভৃতি। উত্তরায় দেখানো হইতেছে।

রংপুরে নিখিল-বঙ্গ-দন্ত-চিকিৎসকের এক অধিবেশনে, কলিকাতা হইতে ডাঃ রায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। এদিকে স্থানীয় পূর্ণিমা থিয়েটারের ম্যানেজারও তাঁর থিয়েটারে অভিনয়ার্থ আহূত কলিকাতার সুবিখ্যাত গায়ক-অভিনেতা নটবর লাহিড়ীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত। ম্যানেজার মহাশয় ডাঃ রায়কেই, নটবর লাহিড়ী মনে করিয়া থিয়েটারে লইয়া গেলেন। এদিকে দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায়বাহাদুর অধরনাথ চ্যাটার্জ্জীও একটি

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত

জন্ম ... শান্তি

দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ

১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ

মূল্য, যথা— ১॥৹, ২॥৹, ৪৲, পোঃ ফ্রি।

ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া

পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

ভীষণ ভুল করিয়া বসিলেন। কলিকাতার বেকার যুবকসঙ্ঘের অবৈতনিক সেক্রেটারী সুজিৎ চক্রবর্ত্তীকে ডাঃ রায় মনে করিয়া পরম সমাদরে নিজের গৃহে লইয়া গেলেন। আসল নটবর লাহিড়ী ট্রেণে সুরাপানের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ট্রেণ হইতে আর নামিতে পারিলেন না। এই ভুলের জের কতদূর গড়াইল এবং শেষে কি ভাবে সুজিৎ রায়বাহাদুরের অতি আধুনিকা কন্যা মঞ্জুর পাণিগ্রহণে সমর্থ হইল তাহারই হাস্য রসাত্মক কাহিনী এই "পথভুলে।"

গল্পটির ভিতর আগাগোড়া হাসির উপাদান বর্ত্তমান থাকায় এবং চিত্রে তাহার কিয়দংশ প্রতিফলিত হওয়ায় ছবিখানি জনসাধারণের নিকট উপভোগ্য হইয়াছে। তবে ছবিখানিতে এখনও যথেষ্ট কাটছাঁটের প্রয়োজন। অনেক অবান্তর দৃশ্য আছে, সেগুলি বাদ দিলে ছবির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই মনে হয়। "পথভুলে"র কল্পনায় হাসির উপাদান আছে কিন্তু গল্প মোটেই হয় নাই কতকগুলি বাতুলকে একত্র করিয়া একটা জটলা ছাড়া আর কিছুই নাই।

ইহার সংলাপ বেশ জোরাল এবং উপভোগ্য—তবে স্থানে স্থানে দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। গল্পের অসামঞ্জস্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যায় ডাঃ রায়ের মদ্যপান-অভিনয় এবং মঞ্জুর প্রেম পর্য্যন্ত। নটবর লাহিড়ী একজন বিখ্যাত গায়ক অভিনেতা, তাহাকে বায়না করা হইয়াছে অথচ কেহই তাহাকে চেনে না। এমন কি তাহার ছবিও কেহ দেখে নাই। ডাঃ রায়ের সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যায় অথচ তিনি আসিতেছেন সভাপতি হইয়া। কেহই কাহাকেও চিনে না এবং চিনিতে চেষ্টাও করে না। দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনেরও কোনও আয়োজন নাই। বিশবৎসরের অভিজ্ঞ থিয়েটারের ম্যানেজার বিনা রিহার্সালেই একজন অপরিচিতকে ষ্টেজে নামাইতেছেন। এই প্রকার আরও আছে।

অভিনয়ের মধ্যে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে ধীরেন গাঙ্গুলীর 'ডাঃ রায়,' তাঁহার চরিত্রটিতেও অভিনবত্বের ছাপ আছে। অভিনয়ও হইয়াছে চমৎকার। প্রতিমা দাশগুপ্তার মঞ্জু এক কথায় চমৎকার। তাঁহার হাবভাব চালচলন যেন অভিনয় বলিয়া মনেই হয় না। তবে তাঁহার বাচনে বৈদেশিক সুর শ্রুতিকটু ঠেকে এবং তাঁহাকে মোটেই প্রিয়-দর্শনা লাগিল না। বিভূতি গাঙ্গুলীর 'রায়বাহাদুর' খুব সুন্দর হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকায় ভূমেন রায় (সুজিৎ) ও রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নটবর) চরিত্রানুযায়ী সুন্দর হইয়াছে। সত্য মুখোপাধ্যায়ের ফকিরচাঁদ খুব উপভোগ্য।

থিয়েটার ম্যানেজারের ভূমিকায় রঞ্জিৎ রায় অতি-অভিনয় করিয়াছেন। মণিকা গাঙ্গুলীর 'মায়া' চিত্তাকর্ষক। অন্যান্য ভূমিকায় আশু বসু (গোবিন্দ), পান্না (কুমুমিকা), পূর্ণিমা (রমা) উল্লেখযোগ্য। পূর্ণিমার গান গুলি খুব ভাল না হইলেও মন্দ নয়। প্রতিমা দাশগুপ্তার গানে পূর্ণিমার কণ্ঠস্বরেরই প্রতিধ্বনি মনে হইল। বোধ হয়, এ গান দুইখানি প্লে-ব্যাক্ করা।

পরিচালনায় উচ্চ শ্রেণীর কলানৈপুণ্য কিছুই নাই বরং একটু মফঃস্বলে হইয়াছে বলিতে হইবে, তবে হাসির ছবিতে যদি দর্শকবৃন্দ হাসিতে পায় তবে ছোট খাটো ভুল ত্রুটি নজরে পড়িলেও তাহা উপেক্ষা করা যায়। ছবির শেষটি চমৎকার।

শব্দ নিয়ন্ত্রণে বহুস্থানে ত্রুটি দেখা যায়। আলোক চিত্র মোটের উপর মন্দ নয়। দৃশ্য সজ্জা ও আবহ সঙ্গীত প্রশংসনীয়।

মু

কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁহার 'শাপমুক্তি'র শুটিং জোর চালাইতেছেন। একটি বিশেষ ভূমিকায় শ্রীমতী গায়ত্রী রাও নাম্নী একটি উচ্চশিক্ষিতা সম্ভ্রান্তবংশীয়া বালিকাকে দেখা যাইবে। ইনি নৃত্যগীতে খুব নিপুণা, লীলা দেশাই-এর দলভুক্তা হইয়া উত্তর-ভারত নৃত্য প্রদর্শনীতে বাহির হইয়াছিলেন। পরিচালক মহাশয় ইহার মধ্যেই কয়েকটি বহির্দৃশ্যের কাজ শেষ করিয়াছেন, কারুশিল্পী অর্জ্জুন রায় পরিকল্পিত একটি বিরাট অন্তর্দৃশ্যের কাজও শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

"হিন্দুস্থান হামারা" (হিন্দী)র কাজ পরিচালক রাম দারিয়ানী শেষ করিয়াছেন। ইহাতে যমুনা ও পদ্মা দেবী প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন।

পরিচালক রাম দারিয়ানী এইবার "চাঁদনী রাত"-(ফিল্ম) এর কাজ সুরু করিবেন।

শাস্ত্র
বিনামূল্যে
জীবনে সুখ ও শান্তি রাখিতে হইলে নর ও নারীর অবশ্য পাঠ্যপুস্তক
দম্পতি
১৯৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নগদ ১০০৲ একশত টাকা পুরস্কার

সিদ্ধ কবচ

ইহা ধারণ করিলে গ্রহদোষ জনিত সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া যায় এবং এই কবচ ধারণকারী প্রচুর বিত্তশালী, যশস্বী এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। চাকুরীতে এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং প্রত্যেক কার্য্যে, পরীক্ষায় ও মামলা মোকর্দ্দমায় নিশ্চিত সফলতা লাভ হয়। মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

প্রত্যক্ষ এবং আশু ফলপ্রদ বিশিষ্ট কবচের মূল্য—৫৷৴০ পাঁচ টাকা দশ আনা মাত্র।

বশীকরণ কবচ—ধারণকারী, ইচ্ছামত যে কোন ব্যক্তিকে নিজের বশে আনিবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। মূল্য ৩।০ তিন টাকা চারি আনা মাত্র। প্রত্যক্ষ এবং আশুফলপ্রদ বিশিষ্ট কবচের মূল্য—৬৸০ ছয় টাকা বার আনা মাত্র। বিফল প্রমাণ করিতে পারিলে, তাঁহাকে নগদ ১০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

Professor H. C. GUPTA
Post Box No. 62 (D.C.) New Delhi

কুমারী অসীমা মুখোপাধ্যায়

গত বুধবার ২৭শে মে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে শ্যামবাজার "বাণী ব্যায়াম সমিতি"র যে উৎসব রজনী হয়, কুমারী অসীমা উক্ত উৎসব রজনীর উদ্বোধন "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতে করেন ও পরে একটি কীর্ত্তন গাহিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। এ ছাড়া কুমারী অসীমা গত ২১মে "নাট্য নিকেতন" ও গত ৩রা মে "রঙ্মহল" রঙ্গমঞ্চে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত এবং "ঝরণাধারা" ও "বসন্ত নৃত্য" প্রদর্শন করিয়া চারখানি রৌপ্য পদক পুরস্কার পায়, গত "বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েশনে"র প্রতিযোগীতায় নৃত্যে প্রথম স্থান ও খেয়ালে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করেন।

বেহালা শান্তি মিলন মন্দির

বিগত ১১ই মে শনিবার, শান্তি মিলন মন্দিরে একাদশ-বার্ষিকী অভিনয় রজনীতে উক্ত সঙ্ঘের তরুণ সভ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'মাটীর ঘর' ও ৺ভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেজায় রগড়' অভিনীত হয়। উপরোক্ত নাটক দুইটীর প্রত্যেকটী চরিত্রই সু-অভিনীত হইয়াছে। বিশেষতঃ অলকের ভূমিকায় শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণের ভূমিকায় শ্রীবিজয়ী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষাও উচ্চশ্রেণীর হইয়াছে। সত্যপ্রসন্নের ভূমিয়কায় শ্রীঅপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত ও উৎপলের ভূমিকায় শ্রীশচীন্দ্র নাথ মিত্রের অভিনয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্ত্রী চরিত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন—শ্রীশিবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, তন্দ্রার ভূমিকায়। নন্দা, ছন্দা ও অঞ্জনার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন যথাক্রমে—শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহরিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাদের সকলের অভিনয়ই উচ্চশ্রেণীর হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য চরিত্রগুলিও সু-অভিনীত হইয়াছে।

'বেজায় রগড়ে' বাঙ্গাল, বাঙ্গাল গৃহিনী, মামা, ভট্টাচার্য্য ইত্যাদির ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হইয়াছে।

হাওড়ায় "এন, এম, সি, সি" প্রতিযোগীতা

"বসন্ত-মিলনী" পরিচালিত সপ্তম বাৎসরিক "নিমাই মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপের" খেলা গত ১৮ই মে শনিবার হইতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও দক্ষিণ ব্যাঁটরা ৪৭নং কাঁটাপুকুর তৃতীয় বাই লেনস্থ (বসন্তরায় তলা) বসন্ত-মিলনীর ময়দানে বিপুল উৎসাহে ও উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শীষমহল প্রীতিসম্মিলনী

গত রবিবার ২রা জুন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় ৪৮ ঝাউতলা রোডে শীষমহল মজলিসের সভাপতি মিঃ এস, ওয়াজিদ আলি বি-এ, (ক্যান্টাব) বার-অ্যাট-ল, মহাশয়ের গৃহে সাহিত্য সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হয়। অনেক সাহিত্যিক এই উপলক্ষে তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া সাহিত্য সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা করেন।

করিমগঞ্জে "তটিনীর বিচার"

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

গত ১৭ই মে, শুক্রবার, স্থানীয় কালীবাড়িতে এমেচার ড্রামাটিক ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক কালীবাড়ি শিশু-বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে শ্রীযুক্ত শচীন সেনগুপ্তের "তটিনীর বিচার" অভিনীত হইয়াছে।

নাটকাভিনয় সর্ব্বোতোভাবে ভাল হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক অভিনেতা ভাল অভিনয় করিয়াছেন। ডক্টর ভোলের ভূমিকায় মণি দাশগুপ্ত অপূর্ব্ব অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। কলেজে পড়া, নব্য-প্রেমিক ও খামখেয়ালী যুবক বসন্তের ভূমিকাটিকে রণেন্দ্র দাস সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সমর এবং শৈলেসের ভূমিকায় যথাক্রমে বিনয় সেন ও নির্ম্মলশশী দে ভাল অভিনয় করিয়াছেন।

প্রসিকিউশন কাউন্সেলের ভূমিকায় অনিল দত্ত চিত্তাকর্ষক অভিনয় করিয়াছেন। ডিফেন্স কাউন্সেল পূর্ণেন্দু দাশও প্রশংসনীয়।

স্ত্রী ভূমিকাগুলিও ভালই হইয়াছে। তটিনীর ভূমিকায় সুমথ চৌধুরী তটিনীর চরিত্রটিকে সুষ্ঠুরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ললিতার ভূমিকায় অজিত সেন সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন।

পরিচালনা বেশ সুষ্ঠু। দৃশ্যপট অতি

কলপ ব্যবহার করিয়া পক্ক কেশ নষ্ট করিবেন না।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করিলে নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত শুভ্রকেশ স্বাভাবিক এবং চিরস্থায়ী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। যদি বিশ্বাস না হয়, তবে দ্বিগুণ মূল্য ফেরতের গ্যারাণ্টি দিব।

অল্প পরিমাণ পাকা চুলের জন্য—২৲ দুই টাকা, একটু বেশী হইলে—৩৲ তিন টাকা এবং সমস্ত চুল পাকা হইলে—৪৲ চারি টাকা লাগিবে।

আনন্দ বিলাস

সন্ধ্যাবেলা একটি মাত্র বটিকা সেবন করিলে আপনি অফুরন্ত আনন্দ উপভোগ করিবেন। কেন না ইহা ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে। একবার ব্যবহার করিলে ইহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা আপনি ভুলিতে পারিবেন না। ইহা ধাতুদৌর্ব্বল্য ও স্বপ্নদোষ নিরাময় করে।

১৪টী বটিকার মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

American Commercial House
P. O. Box No. 62 (D.C). New Delhi.

সুন্দর এবং তাহার মধ্যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

ইন্দো মিলন মন্দিরে “বঙ্গেবর্গী” (খড়গপুর)

গত ১৮ইমে, শনিবার, স্থানীয় মিলন মন্দির ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক “বঙ্গেবর্গী” সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়া গিয়াছে। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নির্ম্মল দে পরিচালনা করেন।

ভাস্করের ভূমিকায় মঙ্গল ব্যানার্জ্জী, আলীবর্দ্দীর ভূমিকায় দীনেশ দাস, গোলাম হুসেনের ভূমিকায় রাখোহরি দে চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। মাধুরীর ভূমিকায় শচীন মিত্র অপূর্ব্ব অভিনয় করেন। মিরজাফরের ভূমিকায় নারায়ণ ব্যানার্জ্জী, ছিদেম ও উপানন্দর ভূমিকায় ইন্দু চাটার্জ্জী ও পরিমল মুখার্জ্জী আমাদের খুব আনন্দ দিয়াছেন। এই অভিনয়ের সাফল্যের জন্য ড্রামাটিক সেক্রেটারী ডাঃ যতীন্দ্র নাথ সেন প্রশংসার্হ।

নিখিল বঙ্গ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

বনফুল-সাহিত্য-সমিতির উদ্যোগে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীরামপুরে নিখিল বঙ্গ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। এই প্রতিযোগিতায় সকলেই যোগদান করিতে পারিবেন। কিন্তু চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কাহাকেও এই প্রতিযোগিতায় লওয়া হইবে না। বিষয়:—বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “আগমন” (খেয়া, সঞ্চয়িতা, চয়নিকা)। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতিযোগিতায় যাঁহারা যোগদান করিতে ইচ্ছুক, আগামী ১৫ই জুলাই ১৯৪০-এর মধ্যে তাঁহাদের নাম পাঠাইতে হইবে। প্রতিযোগিতা-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠিপত্র প্রতিযোগিতা কমিটির সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য:—শ্রীঅনুপনাথ গোস্বামী বি-এ, সম্পাদক—প্রতিযোগিতা কমিটি, বনফুল-সাহিত্য-সমিতি, পোঃ শ্রীরামপুর (হুগলী)।

রঘুনাথ গঞ্জে নাট্যাভিনয়

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার স্থানীয় ব্যবসায়ী রামপদ চন্দ্র মহাশয়ের উদ্যোগে ৺গন্ধেশ্বরী মাতার পূজা উপলক্ষে স্থানীয় রক্ষাকালী অপেরা পার্টির শিল্পীবৃন্দ কর্ত্তৃক অপেরা নাট্যকার নিতাই কাব্যতীর্থের “শৈশব সাধনা” নাটক অভিনীত হইয়া গিয়াছে। উত্তানপাদ, সবর্ণ, গৌতম, ধ্রুব (বড়), উত্তম (বড়)র ভূমিকায় যথাক্রমে বটরাম চন্দ্র, রামপদ চন্দ্র, অশ্বিনী কুমার দাস, সুধীর এবং অনিল কুমার সেনের অভিনয় খুবই প্রশংসনীয়। সুনীথরাজ এবং সুরোচনের ভূমিকায় শ্রীপতি সাহা ও শ্যামাপদ চন্দ্র মহাশয়-দ্বয়ের অভিনয় আমাদের ভাল লাগে নাই। বালক ধ্রুবের ভূমিকায় ভূপতি রায়ের সুললিত গীতও অভিনয়, এবং অম্বিদের ভূমিকায় পঞ্চমবর্ষীয় বালক “মণ্টু”র সকরুণ সঙ্গীত প্রত্যেক দর্শকেরই অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। সুনীতি এবং ইরার ভূমিকায় “নন্তু” কর্ম্মকার ও অনিল সেনের করুণ অভিনয় এবং সুরুচির ভূমিকায় শিব শঙ্কর মণ্ডলের অভিনয় খুবই উচ্চাঙ্গের। দেবদাসের ভূমিকায় পশুপতি সরকারের সঙ্গীত প্রশংসনীয়।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় সুহৃদ সঙ্ঘের একাদশ বাৎসরিক উৎসবে নৃত্যশিল্পীগণের মধ্যে ভ্রমক্রমে নীলিমা দাসের স্থানে ইলা গুপ্ত লিখিত হইয়াছিল।

শান্তি-সমিতি

গত ২৭শে বৈশাখ, শুক্রবার, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় শ্রীযুক্ত বিজয় গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ৪বি, নয়ান কৃষ্ণ সাহা লেনস্থ ভবনে “শান্তি-সমিতি”র উৎসব ও নববর্ষের প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পৌরহিত্য করেন এবং সভায় অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু, শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ বসু, ডাঃ অমিয় চরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয় গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজলী মোহন বন্দোপাধ্যায়, কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন, কবিরাজ কিশোরী মোহন শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অমলেন্দু ঘোষ বিদ্যারত্ন, প্রভৃতি আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সমিতির বালিকাগণ কর্ত্তৃক “বন্দেমাতরম” সঙ্গীত গীত হইবার পর উৎসব সভার কার্য্য আরম্ভ হয়—প্রথমে সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমলেন্দু ঘোষ বিদ্যারত্ন মহাশয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বক্তৃতা করেন।

পত্রলেখা

(২৬শ পৃষ্ঠার পর)

বজ্রবাহনের আবার ভুল দেখিয়া লিখিতে সাহসী হইলাম।

“আর তিনি যে ‘ক’টা’ বাংলাদেশের উজ্জল জ্যোতিষ্কের উল্লেখ করেছেন তারা এ্যামেচার গগনেই শোভা পাচ্ছেন”। অন্যান্য কুস্তিগীর অপেক্ষা ভীমভবানীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং অপরগুলিকে বাদ দিয়া ভীম ভবানীর নামই উল্লেখ করিব।

সাংবাদিক (?) মহাশয় কি জানেন না যে ভীমভবানী তৃতীয় শ্রেণীর পেশাদার কুস্তিগীর ছিলেন। পরে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর পেশাদার কুস্তিগীর বলিয়া সম্মানিত হন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে বহু খ্যাতনামা কুস্তিগীরকে পরাজিত করিয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠিবার পূর্ব্বেই তিনি মারা যান। এবারও কি বজ্রবাহন মহাশয় ছাপাখানার ভূতের দোহাই দিবেন?

আমি আর কোন পত্র প্রকাশ করিব না। কারণ আমার বক্তব্য বজ্রবাহন যাহা পান তাহা টোকেন” “স্বীকার” করা হইয়াছে। আত্মম্ভরী সমালোচকের দ্বারা কাগজের উন্নতি হইলেও হইতে পারে তবে “মাছি মারা কেরাণীর” ন্যায় যাহা পাইলেন তাহাই নকল করিলে কাগজের ক্ষতি হয় ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

ইতি—

শ্রীউমেশ মল্লিক

কলিকাতা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ১৩ই জুন, ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ [২৪শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলা

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"রতিক কোর্ট", চার্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছে হিন্দু—কলম্বস নয়

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও অহিন্দু সকলেই জানে, ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু কলম্বসের জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা যে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া, সেখানে এক বিরাট সাম্রাজ্যের স্থাপনা করিয়াছিল, এ তত্ত্ব হিন্দুরাই আজ পর্য্যন্ত জানে না। কলম্বসের পূর্ব্বে আমেরিকার অস্তিত্ব হিন্দু ব্যতীত মোগল ও অন্যান্য বহু এশিয়াবাসী পর্য্যন্ত জানিত। কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করে নাই, পুনরাবিষ্কার করিয়াছিল মাত্র।

ভারতবর্ষের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া কলম্বস আমেরিকায় গিয়া উপস্থিত হয় এবং সেখানকার তৎকালীন লোকের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার ঠিক ভারতবর্ষীয়দেরই অনুরূপ দেখিয়া ভাবিয়াছিল, সে বুঝি সত্যসত্য ভারতবর্ষেই পৌছিল! কলম্বস্ তাহাদিগকে ভাবিল—Indios (ভারতবর্ষীয়)। আজিও তাহারা ইণ্ডিয়ান নামেই বিখ্যাত, যদিও আমেরিকা, মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসী হিসাবে, তাহাদিগকে এখন আমেরিক্যান্-ইণ্ডিয়ান্ মেক্সিক্যান্-ইণ্ডিয়ান্ পেরুভি-য়ান ইণ্ডিয়ান ইত্যাদি নামে পরিচিত করা হয়। আমেরিক্যান-ইণ্ডিয়ান্‌দিগকে রেড-ইণ্ডিয়ানও বলা হয়, কারণ তাহাদের গাত্রচর্ম্ম ঠিক লাল না হইলেও, বাদামী।

এই ইণ্ডিয়ানরাই আমেরিকার আদি অধিবাসী। ইহারাই এই বিস্তৃত মহাদেশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং আসল আমেরিক্যান। ইহারা কোথা হইতে আসিল, ইহাদের প্রকৃত জন্মভূমি কোথায় ইহারা কাহারা প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা করিয়াছেন এবং পুরাকালের মনীষিগণ এ সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, ইহারা ইসরাইলের হারাণো জাতির বংশধর (Descendants of the "Lost Tribes of Israel"), কেহ বলিয়াছেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে

ইহারা এশিয়া হইয়া আসিয়া এখানে বসবাস আরম্ভ করিয়াছে, কেহ প্রমাণ করিয়াছেন ইহারা এখানকার আদিম অধিবাসীগণকে নির্ম্মূল করিয়া এখানে বাস আরম্ভ করিয়াছে, কেহ সন্দেহ করিয়াছেন, এ সবের কোনটিই ঠিক নহে। ইহারা কোনও একটি সভ্য জাতির একটা অংশ, ইহারাই এখানকার আদিবাসী।

দিল্লীর পণ্ডিত চামনলাল সম্প্রতি সমগ্র আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া প্রমাণ প্রয়োগসহ বহু গবেষণা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, আমেরিকাই হিন্দুশাস্ত্রোল্লিখিত "পাতাল" দেশ এবং এই সব ইণ্ডিয়ানরাই আদি পাতাল দেশবাসী।

ইহাদের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, মন্দির প্রভৃতির বহু আলোকচিত্র পণ্ডিতজী আনিয়াছেন এবং এই সব বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি নিঃসংশয় হইয়াছেন যে, মধ্য-আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যের ইণ্ডিয়ানরা ভারতবর্ষীয় সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দেরই একটি শাখা। ভারতবর্ষ হইতে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের এই শাখা অজ্ঞাত প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আমেরিকা মহাদেশে হিন্দুধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার করিয়া, সেখানে এক বিপুল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল।

স্প্যানিশরা যখন কিছুদিন আমেরিকায় আধিপত্য করিয়াছিল তখন তাহারা বহু হিন্দু-মন্দির ও সভ্যতা ধ্বংশ করিয়াছিল কিন্তু তথাপি স্প্যানিশ, জার্ম্মান, বৃটিশ ও আমেরিক্যান ঐতিহাসিকগণ আমেরিকার এই সূর্য্যবংশীয়েরা যে ভারতীয় সূর্য্যবংশীয়দেরই একটি শাখা, ইহা এক বাক্যে প্রমাণ করেন। এই সমস্ত পুস্তক পুঁথি ও বহু অপ্রকাশিত প্রমাণ এখনও নিউ ইয়র্ক, মাদ্রিদ, মেক্সিকো, বার্লিন প্রভৃতি সহরের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। ভারতীয় হিন্দু-সভ্যতা কৃষ্টি ও ধর্ম্মের চিহ্ন এখনও সমগ্র আমেরিকায়, মেক্সিকোতে ও পেরুতে প্রচুর বিদ্যমান। আমেরিকায় হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন ও শাসনের ইতিহাস আজ আর সেখানে কাহারও অবিদিত নাই।

ঐতিহাসিকগণ এই ইণ্ডিয়ানদিগকে একবাক্যে সূর্য্যবংশীয় ও সূর্য্যউপাসক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। সূর্য্যবংশীয়েরা সূর্য্যউপাসক, এজন্য আমেরিকার সর্ব্বত্র এখনও সহস্র সহস্র সূর্য্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়।

আমেরিকার এই সূর্য্যবংশীগণ বৈদিক একেশ্বরবাদী এবং বৈদিক ক্রিয়া ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিত। উত্তর-আমেরিকার ইণ্ডিয়ানগণ এখনও "সোমযজ্ঞ" অনুষ্ঠান করে। সূর্য্যই ইহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা এবং সূর্য্য উপাসনার ধারাও ঠিক ভারতীয় সূর্য্যপূজারই অনুরূপ। আমেরিকার সর্ব্বত্রই বহু পুরাতন সূর্য্যমন্দির আছে। এসব মন্দিরে সূর্য্যেরই মূর্ত্তি আছে এবং সে মূর্ত্তির পূজা হয়। মৃত্যুর পরেও এই ইণ্ডিয়ানরা "সূর্য্যলোকে" যাইবার প্রার্থনা জানায়।

রামায়ণ ও মহাভারতের বহু গল্প এখনও ইহাদের রূপকথার মধ্যে সুপ্রচলিত। মেক্সিকোতে শ্রীরামচন্দ্র বিষয়ক কয়েকটী পর্ব্বোৎসব এখনও অনুষ্ঠিত হয়। মধ্য আমেরিকার বহু দোকানে হনুমানের মূর্ত্তি বিক্রয় হয়।

মেক্সিকোর ন্যাশন্যাল মিউজিয়ামে হিন্দু জ্যোতিষের সম্বন্ধে এক প্রস্তরলিপি রক্ষিত আছে। ইহাতে চারি যুগ ও হিন্দু-জ্যোতিষের বহু তথ্য তাহাতে লিখিত আছে। এটি যে তৎকালীন হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু রাজত্বের একটি অকাট্য প্রমাণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান, তন্মধ্যে কয়েকটী বেশ ভালই আছে। "কুশ-কো" নামক শহরে একটি সূর্য্যমন্দির আছে, এইটিই বৃহত্তম এবং সুরক্ষিত। 'কুশ'-কো শ্রীরাম চন্দ্রের পুত্র কুশের নামে নামিত। কো-র অর্থ নগর। এই মন্দিরের নাম "ঘর-কাঞ্চন" (Ghar Kancha), এ মন্দিরে সূর্য্যের একটি বৃহৎ স্বর্ণনির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। মেক্সিকোর Juca-than (জুক+থান=স্থান) শহরে "সহস্র স্তম্ভ" নামে একটি হাজার স্তম্ভ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এ মন্দির ঠিক মাদুরার বিখ্যাত "সহস্র স্তম্ভ" মন্দিরেরই অনুরূপ।

স্প্যানিশ শাসনের সময় জনৈক স্প্যানিশ ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন যে মেক্সিকো শহরের প্রধান মন্দিরে পর্ব্বপার্ব্বণ উপলক্ষে প্রায় ছয় লক্ষ লোক সমবেত হয়। তাঁহার গ্রন্থে দেবতার মূর্ত্তি এবং অলঙ্কারেরও বিশদ বিবরণ আছে।

মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় অদ্যাপি গুরুকুল শিক্ষাপ্রণালীর অনুরূপ বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হয়। এখানকার জাত-কর্ম্ম, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিও আমাদের বর্ত্তমান প্রথার মতই অনেকটা। সতীপ্রথাও কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার শেষ সূর্য্যবংশী রাজা যখন পরাজিত ও যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার রাণীরা রাজার সহিত সহমরণে যান্। মেক্সিকোর শেষ রাজার রাণীও স্বামীর সহিত চিতারোহণ করিয়াছেন। মধ্য আমেরিকার বহু সহস্র "মায়া" জাতিকে যখন জোর করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছিল, তখন তাহারা সকলে অনন্যোপায় হইয়া হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া, অনলে আত্মাহুতি দিয়াছিল, তবু ভয়াবহ পরধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই।

আমেরিকার এই সূর্য্যবংশীয়রা ইন্দ্র গণেশ ও শিবেরও যে পূজা করে, তাহারও বহু প্রমাণ বর্ত্তমান।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমেরিকার এই

সব মন্দিরে দেবদাসী পর্য্যন্ত বাস করিত। এই দেবদাসীরা চিরজীবন কুমারীব্রত পালন করিত। প্রমাণ আছে, একটি মন্দিরেই প্রায় দুই হাজার দেবদাসী ছিল।

আমেরিকা যে কলম্বসের বহুপূর্ব্বে হিন্দুদের দ্বারা শাসিত এবং হিন্দুসভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত ছিল, তাহার সমর্থনে কয়েকজন সুবিখ্যাত বৃটিশ ও আমেরিক্যান ঐতিহাসিকের ও কিছু সরকারী কাগজপত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া, আপাতত এ নিবন্ধ শেষ করিতেছি।

"Those who first arrived on the Continent later to be known as Americans were group of men driven by that mighty current that set out from India towards the East."—History of Mexico (Govt : Publication).

[এই মহাদেশে যাহারা প্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল এবং "আমেরিক্যান" নামে পরে পরিচিত হইয়াছে, তাহারা একদল দুঃসাহসী-লোক পূর্ব্বের অভিযানে ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করে।]

"The (Maya) human types are like those of India. The irreproachable technique of their reliefs, the sumptuous head-dress and ostentatious buildings on high, the system of construction, all speak of India and the Orient."—Prof. Raman Mena, Curator of the National Museum of Mexico.

['মায়া' জাতির মানুষ ঠিক ভারতবর্ষের মানুষেরই মত। ইহাদের অনিন্দ্য শোভন স্থাপত্যবিদ্যা, বিপুল শিরস্ত্রাণ, গগনচুম্বী বিরাট অট্টালিকা এবং স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য একমাত্র ভারতবর্ষীয় অর্থাৎ প্রাচ্যেরই একান্ত নিজস্ব।]

"Hindu Merchants brought to Mexico the eighteen months year of the Pandvas and the custom of trade guild and Indian Bazar."—Hewitt, Primitive Traditional History, P. 831—36.

[হিন্দুবণিকগণই মেক্সিকোতে পাণ্ডবদের প্রবর্ত্তিত ১৮ মাসে বৎসর গণনা প্রথা, বণিকদের মধ্যে সঙ্ঘগঠন রীতি এবং ভারতীয় বাজারের আদর্শ মেক্সিকোতে প্রথম আনয়ন করে।]

"The bridegroom received the bride into his clan by making blood-brotherhood with her and marking the parting of her hair with vermillion—a rite still preserved by all Hindu castes."—Ruling Races of Prehistoric America, P. 234.

[বিবাহে বধূর সীমন্তে সিন্দুর দিয়া, নববধূকে বরের নিজ সমাজে গ্রহণ করার প্রথা, আজিও হিন্দুদের মধ্যে বর্ত্তমান।]

বৃটিশ কলম্বিয়ার ঐতিহাসিক সমিতির সভাপতি বি. এ. ম্যাক্ কেল্ভি বলেন—কলম্বস জন্মিবার এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনারা আমেরিকা আবিষ্কার করে। খৃষ্টাব্দ ৪৫৮ হইতে ৫৭৬-র মধ্যে চীনা নাবিকগণ প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকায় আসে এবং পশ্চিম আমেরিকার সমুদ্রতীরে উঠিয়া সেখানকার লোকের আচার ব্যবহার এবং দেশের ভৌগলিক বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। চীনারা আলাস্কাকে বলিত ওয়ান্ শাং, বর্ত্তমান বৃটিশ কলম্বিয়াকে বলিত তা ইয়ন্ এবং মেক্সিকোকে বলিত ফুসাং।

হিন্দুদের আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন তাহা হইলে ইহারও পূর্ব্বে।

পাঞ্চজন্য

—ফাল্গুনী

মার্কিণের বিমান রপ্তানি

বাণিজ্য বিভাগ হইতে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৬ কোটি ৬৭ লক্ষ হাজার ডলার মূল্যের বিমান বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসরের প্রথম তিন মাসের রপ্তানি বিমানের মূল্য অপেক্ষা তাহা শতকরা ২২৫ ভাগ অধিক। ফ্রান্সই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিমান ক্রয় করিয়াছে। নিম্নের তালিকা হইতে কোন দেশ কত মূল্যের বিমান ক্রয় করিয়াছে, তাহা বোঝা যাইবে।

ফ্রান্স	৬৩০.০০০০	ডলার
অষ্ট্রেলিয়া	৭৭৫০০০০	„
যুক্তরাষ্ট্র	৭৫০০০০০	„
কানাডা	৪৫০০০০০	„
ফিনল্যাণ্ড	৩০০০০০০	„
সুইডেন	২২৫০০০০	„
তুরস্ক	১৫০০০০০	„
নরওয়ে	১৫০০০০০	„
চীন	১২৫০০০০	
ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ	৭৫০০০০	„

ইংলণ্ডে বিমান পোত নির্ম্মাণ

ইংলণ্ডের সমস্ত বিমান পোতের কারখানায় বর্ত্তমানে প্রতি মাসে এক হাজার বিমান পোত প্রস্তুত হইতে পারে। লর্ড নিউফিল্ড সম্প্রতি যে বৃহদাকার বিমান কারখানা স্থাপন করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ হইলে ঐ দেশে প্রতি মাসে দেড় হাজার করিয়া বিমান পোত নির্ম্মাণ হইতে পারিবে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় এই সব কারখানাতে প্রতি মাসে ১০ হাজার করিয়া বিমাণ পোত নির্ম্মিত হইতে পারে—এরূপ সাজসরঞ্জাম রহিয়াছে।

কলিকাতায় প্রস্তাবিত বিজ্ঞানশালা

কলিকাতা কর্পোরেশন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহরে একটি বিজ্ঞানশালা (Science Museum) গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে আগামী ডিসেম্বর মাসে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিল্পদ্রব্যাদির যে প্রদর্শনী হইবে, এই প্রদর্শনীটিকেই বিজ্ঞানশালায় পরিণত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইউরোপের বহু দেশে এইভাবে এক একটি বিজ্ঞানশালা গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রস্তাবিত বিজ্ঞানশালা নির্ম্মাণের প্রাথমিক ব্যয় ৫০,০০০, হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২০০০৲ টাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট ২৫০০০৲ টাকা চাওয়া হইবে। সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজে প্রস্তাবিত বিজ্ঞানশালার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জমি দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। জনসাধারণকে বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করার পক্ষে এইরূপ বিজ্ঞানশালা অত্যন্ত উপযোগী হইবে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করিতেছেন।

ভারতীয় শিল্পকলা ও ব্যবসায়

বর্ত্তমানে প্রাচীরের গাত্রে যেভাবে বৃহদাকার বিজ্ঞাপন দিবার রীতি প্রচলিত আছে তাহাতে সম্প্রতি একটি অভিনব পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের ফলে কলিকাতা নগরীর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতার চারিটি স্থানে প্রাচীরের গায়ে বৃহদাকার বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটি ব্যবস্থাই যথার্থ শিল্পকলা-সম্মত এবং ইহাদের পরিকল্পনাও সম্পূর্ণরূপে মৌলিক। টালীগঞ্জ, লোয়ার সার্কুলার রোড, চৌরঙ্গী, এবং সার্কুলার গার্ডেন রিচ্ রোড,—এই চারিটি স্থানে প্রাচীরের গাত্রে বৃহদাকার বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই কার্য্যের জন্য কেবলমাত্র ভারতীয় শিল্পীদিগকেই নিয়োগ করা হইবে। বর্ম্মা শেল কোম্পানী এই ব্যবস্থার উদ্যোক্তা।

সঙ্গীতে আদর্শ

—শ্রীশচীন্দ্রকুমার ঘোষ

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শেখবার একটা ইচ্ছা ক্রমশঃ যে দেশে বেড়ে উঠ্‌ছে তা আর অস্বীকার করা চলে না। মন্দের ভাল বলতে হবে। কারণ 'আধুনিক গানের' যে প্রকার আমদানী আরম্ভ হয়েছে তাতে ক্লাসিকালের প্রায় দম বন্ধের উপক্রম হচ্ছে। তার ভিতর থেকে জনসাধারণের মন যে একটুও প্রকৃত সঙ্গীতের দিকে ঝুঁকেছে সেটাকে মন্দের ভাল বলতে হবে বৈকি। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, বর্ত্তমানের এই 'ক্লাসিকাল প্রীতি'র মূলে আন্তরিকতা সত্যিই আছে কিনা এবং থাকলেও সেটা বিকৃত ভাবে লোকের মনে স্থান গ্রহণ করছে কি না তা সঙ্গীতরসিক মাত্রেরই চিন্তার বিষয়।

আজকাল অনেক সঙ্গীতের আসরে রীতিমত খেয়াল, ধ্রুপদ গাওয়া হচ্ছে। বেতারে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শোনাবার ও শেখাবার ব্যবস্থা হচ্ছে, ইউনিভার্সিটিতে স্থায়ীভাবে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শেখাবার প্রচেষ্টা চল্‌ছে। এ সমস্তই আশার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষার্থীরা উক্ত ক্লাসিকাল সঙ্গীতকে ঠিক 'সাধনা' ভাবে নিচ্ছে কি? এবং ঐ 'সাধনার' আদর্শ কি অবিকৃত? আমার মনে হয় যে সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করার আদর্শ যদি বিকৃত হয় তাহলে এই প্রচেষ্টার কুফল ছাড়া আর কিছুই ফল্‌বে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রতি বৎসরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতাগুলি।

আচ্ছা ভাবুন তো, যে প্রতিযোগীকে খেয়াল গান করে বিচারকের মত তার অনুকূলে আন্‌তে হবে সে যদি মাত্র ৭।৮ মিনিট সময় পায় তাহলে কেমন করে সে গান জমাবে! অবশ্য গানটির সঙ্গে খুব হৈ হৈ করে কতকগুলি মুখস্থ তান আর সারগম আওড়ালেই যদি গান হয় তাহলে আর কোন কথাই বলা চলে না। কিন্তু ১ সত্যিকারের গানে যেটুকু দরদ, যেটুকু প্রাণ সৃষ্টি করতে হয় তা অত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হয় না। যে সুর লোকের প্রাণে সাড়া আনে সে সুর সৃষ্টি করতে হলে ধীর স্থির এবং সংযত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ঐ কয় মিনিটের মধ্যেই আমার সমস্ত কৃতিত্ব দেখাতে হবে এ ধারণা নিয়ে সত্যিকারের কোন গান হতে পারে না।

ছোট খাট আসরের কথা আলোচনা করলে দেখা যায় যে আজকাল বহু কুমারী খেয়াল গানে অভ্যস্ত হয়েছেন অথবা হচ্ছেন। বেশ, খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু আনন্দ ঐ গান শোনবার আগে পর্য্যন্ত; কারণ গান শুনলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে উক্ত কুমারীদের শিক্ষকগণ তাঁদের কয়েকখানি "আসরের গান" তৈরী করে দিয়েছেন। অর্থাৎ সাধারণ আসরে যতটুকু সময় পাওয়া যায় এবং যে প্রকারে গান গাওয়া হয়ে থাকে সেই সব আন্দাজ করে দু'একখানি বিকৃত ভাষার শর্টকাট্ (short cut) মুখস্থ করার ব্যবস্থা করেন। সেই "সর্টকাটের" মধ্যে সব নিয়ম রক্ষার ব্যবস্থাই থাকে। কিছু তান, কিছু বাট, কিছু সারগম, আর অতি সন্তর্পণে একটু সুরের কাজ (?) পর্য্যন্ত; কিন্তু নিয়ম রক্ষা করা আর গান শোনানো দুটো কি সত্যিই এক?

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃত সঙ্গীতের আদর্শ যদি এই হয় এবং শিক্ষার্থীরা যদি এইভাবে শিক্ষিত হয় তাহলে এর থেকে সঙ্গীতের উন্নতি কতটুকু আশা করা যায়? যে-কথা লোকের মনে উন্মাদনা আনে, যে সুর লোকের মনে মোহ আনে, গানের মধ্যে যদি তাদেরই অভাব ঘটে তাহলে কতকগুলি বাক্যসমষ্টি এবং কতকগুলি সারগম সমষ্টিকে নিয়ে হৈ চৈ করে কেমন করে সত্যিকার গান হওয়া সম্ভব!

দীপালী

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd.
No..............

শ্রীমতী সবিতা দেবী

সুদামা প্রোডাক্শানের "চিঙ্গারী" (৺শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশাইয়ে'র হিন্দী চিত্ররূপ) চিত্রে নাকি অনবদ্য অভিনয় করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। শীঘ্রই কলিকাতায় ছবিখানি মুক্তিলাভ করিবে।

দীপালী, ১৩ই জুন, ১৯৪০

মেরী মার্টিন—প্যারামাউণ্টের "The Great Victor Herbert" চিত্রে খুব সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। ইঁহার সান্ধ্য-পোষাকটী লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মরীন ও'সালিভান ষ্টুডিওতে কাজের ফাঁক পাইলেই রৌদ্রস্নান করিয়া নিজের দেহকে যথাসম্ভব সুন্দর রাখিয়াছেন।

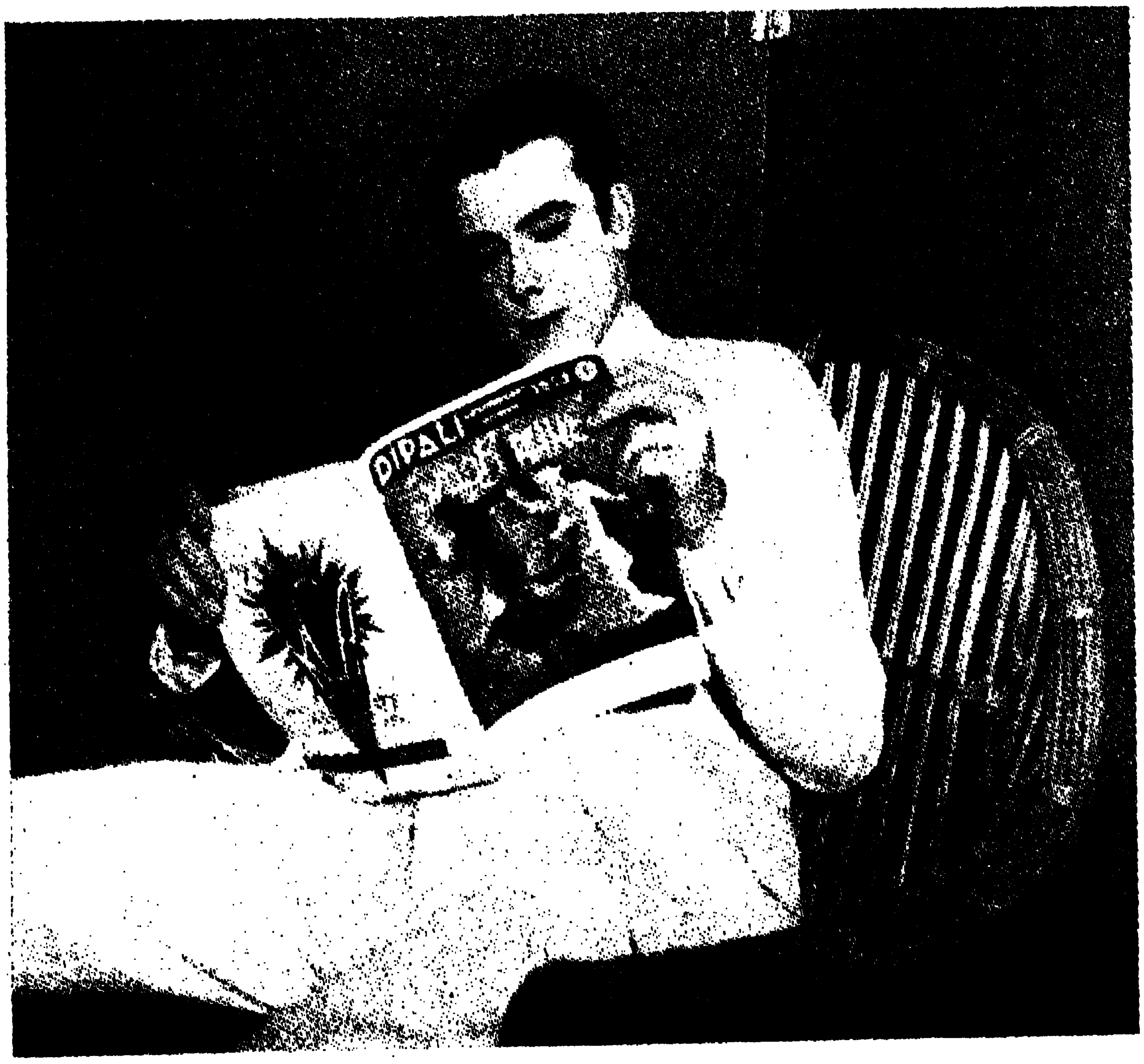

রিচার্ড গ্রীণ

"Kentucky", "Four Men and A Prayer" চিত্রে অভিনয় করিয়া এই সুদর্শন চিত্রনটটি বহুলোকের মনোরঞ্জন করিয়াছেন। ইনি দীপালীর যে একজন বিশিষ্ট ভক্ত তাহা এই ছবিতেই প্রকাশ পাইতেছে।

মেট্রোর উদীয়মানা তারকা লানা টার্ণার সাঁতার কাটিতে খুব ভালবাসেন। সময় পাইলেই ইনি রবিকরোজ্জ্বল সাদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ার সমুদ্রতীরে সাঁতার কাটেন।

ভার্জ্জিনিয়া ফিল্ড রবার্ট টেলর ও ভিভিয়েন লে'র সহিত মেট্রোর "Waterloo Bridge" চিত্রে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে চি[illegible] করিয়াছেন।

THE BOYS' OWN LIBRARY.
Regd. 1909.
No.............
Y. M. I.

বম্বে রেডিওর কোম্পানীর অন্যতম সত্ত্বাধিকারী মিঃ এম, এ, ফজলভাই সস্ত্রীক হলিউড পরিদর্শন কালে আর-কে-ও রেডিও ষ্টুডিওতে আসিয়া মরীন ও'হারার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। মরীন ও'হারাকে "Hunchback of Notre Dame" ছবিতে দেখা গিয়াছিল।

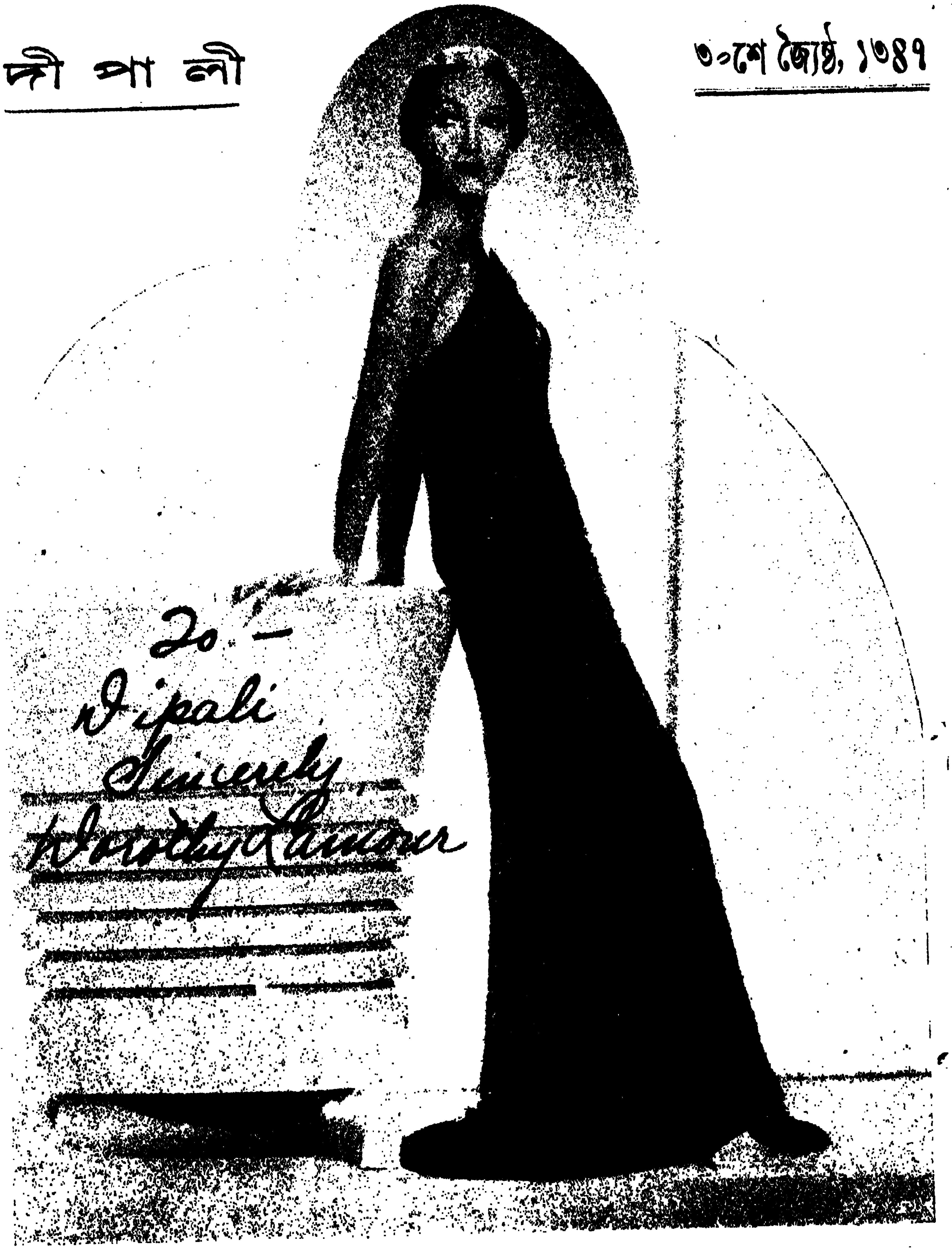

ডরোথী লামুর

ইহাকে শীঘ্রই প্যারামাউণ্টের "Typhoon" চিত্রে দেখা যাইবে।

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(৫)

নিশীথ-প্রণতির বিয়ে হয়ে গেল। খুব সাধারণভাবেই বিয়ের সব শেষ করা হল; খুব গরীবের বাড়ীতেও একটু হৈ চৈ হয়, জনকতক লোক খায়, কিন্তু এদের বিয়েতে তাও হল না। প্রণতির মা অসুস্থ, নিশীথের তরফে কেউ নেই, কাজেই বিয়েটাকে আনন্দ করবার একটা উপলক্ষ্য করে নেবার মত বিশেষ কেউ ছিল না। শুধু বর, ব্রাহ্মণ এনে বিয়ে দেওয়ার কথা শোনা যায়; একবার এক ডাক্তারের চতুর্থ পক্ষের বিয়েতে উপস্থিত থেকে তার কতকটা নমুনাও পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তাতেও এর চেয়ে বেশী গোলমাল হয়েছিল। অবশ্য এই বিয়েতে বর থাকলেও ব্রাহ্মণ ছিলেন না, কারণ বিয়েটা হয়েছিল তিন আইন অনুসারে, "রেজিষ্ট্রার" ব্রাহ্মণ কিনা জানা নেই।

প্রণতি ঋতেনের কথা নিশীথের কাছে অনেকবার শুনেছে; তার সঙ্গে পরিচয়ও করতে চেয়েছে কিন্তু নিশীথ রাজি হয় নি; তার ভয় হয়েছে তাতে কথাটা অন্যায় রকম রটে যাবে। বিয়ের সময়ও প্রণতি বললে তাকে অন্ততঃ নিমন্ত্রণ করবার জন্যে, কিন্তু নিশীথ বললে, "সেটা ঠিক হবে না; মামা যাতে আপত্তি করেন তা করবার সুযোগ ঋতেনকে দেওয়া ঠিক হবে না, তাছাড়া সে আগে থেকে কোন কথাই শোনে নি এখন হয়ত আমাদের ঠিক বুঝতে পারবে না।" নিশীথ তার আর কোন বন্ধুকেও জানায় নি; বিয়ের দিন কেবল সাক্ষী দেবার জন্যে একজনকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। প্রণতিও তার কোন বান্ধবীকে নিমন্ত্রণ করলে না; নিশীথ অনুযোগ করতে সে বললে, "কাকে নিমন্ত্রণ করব? যারা ঠিক আমার বান্ধবী তারা অনেক দিন আগে এ পর্ব্ব শেষ করেছে, কাজেই তারা আর এতে খুব আনন্দ পাবে না। সবাই ঠিক করে রেখেছিল যে এ জীবনটা আমার এমনি গেল।" নিশীথ হাসতে হাসতে বললে, "To die as an old maid তোমার বরাতে নেই—কি করবে বল?" প্রণতি হাসতে পারলে না; সে বললে, "আমি চাইনি সারা জীবন একা থাকতে, কোন মেয়েই তা চায় না, আর তাতে সুখীও হয় না।"

"বল কি? তাহলে যে এত মেয়ে বিয়ে না করে নানা কাজ করে জীবন কাটাচ্ছে, তুমি বলতে চাও যে তারা সুখী নয়?"

"নিশ্চয় নয়! তারা যে-কোন অতি গরীব কেরাণীর স্ত্রীর চেয়েও অসুখী। অবশ্য স্পষ্ট কথায় জিজ্ঞেস করলে তারা তা স্বীকার করবে না।"

"কেন তারা তো বেশ আছে, রোজগার করছে, কারও হুকুম মানতে হচ্ছে না, দু'বেলা রাঁধতে হচ্ছে না, ছেলে মেয়ের হাঙ্গাম নেই…"

"সত্যিই তুমি মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু জান না। যেগুলো তুমি তাদের দুঃখের কারণ বলে মনে করছ ঠিক সেগুলোর জন্যেই তারা বাঁচতে চায়। আধুনিক হবার

লোভে, লোকের কাছে বাহবা নেবার মোহে তারা অনেক কিছু বলে, কিন্তু ভেতরে তারা আর সব মেয়েরই মত, সংসার চায়, স্বামী চায়…"

"তাহলে বিয়ে করলেই পারে; করে না কেন?"

"শুধু তারা বিয়ে করতে চাইলেই তো হবে না, তাদের বিয়ে করবার মত লোকও তো চাই। তারা সবাই "সিভিলিয়ান্" বিয়ে করবার আশা রাখে না, তবে মেয়ে মাত্রেই এমন পুরুষকে বিয়ে করতে চায় যে অনেক বিষয়ে তার চেয়ে বড়। বেশীর ভাগ লেখাপড়া জানা মেয়ের ভাগ্যে সে রকম ছেলে জোটে না, তাই তারা বিয়েও করে না।"

"আমি কিন্তু কথাটা মেনে নিতে পারলাম না; আমার মনে হয় এ তোমার নিজের ধারণা, আর সব মেয়ের সম্বন্ধে খাটে না।"

"আচ্ছা, আমার বান্ধবীদের মধ্যে যারা আজও বিয়ে করে নি তাদের মধ্যে দু'চার জনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করে দোব, তারাই তোমায় বলবে।"

এরপর আর কাউকে বিয়ের নিমন্ত্রণ করা হল না। বেশ চুপি চুপি বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর বাড়ী ফিরে প্রণতি সিঁদুর পরলে; তাকে সিঁদুর পরতে দেখে তাদের পাশের বাড়ীর মহিলাটী বললেন, "তোমরাও সিঁদুর পর না কি? তা তো জানতাম না।"

প্রণতির ভয়ানক রাগ হয়েছিল, তবু বললে, "কেন? সিঁদুরটা কি কারও নিজস্ব জিনিষ না কি?"

ভদ্রমহিলা ঠাট্টার সুরে বললেন, "আমরা তো জানি যে ওটা শুধু হিঁদুর মেয়েদেরই জন্যে; তোমরা তো হিঁদুদের কিছুই মান না, এটা মান কি করে?"

প্রণতি বিরক্ত হয়ে বললে, "সব দেশের হিন্দুর মেয়ে সিঁদুর পরে না; আমি তো জানি বাঙালীর মেয়ে মাত্রেই সিঁদুর পরে; তাছাড়া আমার স্বামী হিন্দু।"

ভদ্রমহিলা যেন কিছুই জানেন না এমনি ভাব দেখিয়ে বললেন, "তাই না কি?"

প্রণতি আর কোন কথা না বলে চলে এল। বিয়ের পর কোন মেয়ে সিঁদুর পরবে না একথা সে ভাবতেও পারে না। তার মা'কে সে বরাবর দেখে এসেছে সিঁদুর পরতে। অবশ্য তাদের সমাজে অনেকে এটাকে কুসংস্কার বলে মনে করেন, কিন্তু তার বাবা তাদের সমাজের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কোন দিনই রাখেন নি। কেন যে তিনি খৃষ্টান হয়েছিলেন সে কথা সে আজও বুঝতে পারে না।

বিয়ের পরই প্রণতি বললে যে তাদের এলাহাবাদে যেতে হবে। নিশীথ প্রথমটা আপত্তি করেছিল; প্রণতির মা'র শরীর মোটেই ভাল নয়; এ অবস্থায় তাঁকে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না, তাদের সঙ্গে যেতেও

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

তৃষিতের ভক্ত—গরমের যম

সব ঋতুর পানীয় হিসেবে চায়ের কোনো জুড়ি নেই। যে-কোনো ঋতুতে এ-পানীয়টির উপযোগিতা অনেকবার অনেক ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। এ-সম্বন্ধে অসংখ্য লোকের অভিজ্ঞতার কথা তো আমরা জানিই—উপরন্তু, সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চল থেকে যে খবরটি এসেছে তাতেও সেই সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা বিশেষভাবেই সমর্থিত হয়েছে।

পাপুয়ার সরকারী কর্মচারী মিঃ জ্যাক্ হাইন্‌স্ কিছুদিন আগে ব্রিটিশ নিউ গিনিতে স্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড নদীর উৎস খুঁজতে এক অভিযান নিয়ে দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। আফ্রিকার এ-অঞ্চলে চলাফেরা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাছাড়া এ জায়গাটার স্বাস্থ্য এতই খারাপ যে মিঃ হাইন্‌সের সঙ্গের লোকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। হাইনস্ সাহেব দেখলেন যে সবাইকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হলে' ছ'শো মাইল লম্বা নদীপথে ফেরা ছাড়া উপায় নেই। রুগ্ন লোকদের বয়ে নিয়ে আস্‌বার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়েই অনেক খাদ্য আর অস্ত্রশস্ত্র ফেলে রেখে আসতে হয়েছিলো। নদীপথে পুরো ছ'শো মাইল রাস্তা ফিরে আস্‌তে তাঁদের লেগেছিলো ১৫ দিন, কিন্তু এ পনেরো দিন তাঁদের সব সময়ই বন্যা আর আবর্তের মুখে ভেসে যাওয়ার আতঙ্ক ভোগ করতে হয়েছিলো। খবরে বলে যে, যে-ক'দিন তাঁদের ফিরে আস্‌বার জন্য নদীতে ভেলা বেঁধে কাটাতে হয়েছিলো সে ক'দিন দলবল নিয়ে হাইন্‌স্ সাহেব কেবল চা আর স্যাকারিণ খেয়েই কাটিয়েছিলেন।

এতে দেখা যায় যে, গরম এড়ানো আর তৃষ্ণা নিবারণ করবার পক্ষে চা-ই সব চেয়ে ভালো পানীয়। আরও একটি সংবাদে সম্প্রতি তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কয়লার খনির বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে মিঃ হ্যারল্ড বার্টিং "Sheffield Daily Independent" কাগজে লিখেছেন যে মাটির নীচে কাজ করবার সময় কয়লা খাদের কুলিরা যতটা গরম ভোগ করে এবং দেহ থেকে যে পরিমাণ স্বেদ বার করে দেয় ঠিক সেই অনুপাতেই তারা চা খায়। এই লেখকের মতে কয়লার খনির মধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ারের কয়লার খনিই হচ্ছে সব চেয়ে গরম—সেখানে মাটির নীচের তাপ ৭৯ ডিগ্রি ফারেণহেইট্, আর ইয়র্কশায়ারের কয়লার খনিতেই নাকি তাপ সব চেয়ে কম—৫৫ ডিগ্রি মাত্র। ল্যাঙ্কাশায়ারে নাকি কয়লা-খাদের মজুরেরা দিনে ১১.৯ পাইট করে ঠাণ্ডা চা খায়, অপর পক্ষে ইয়র্কশায়ারের মজুররা রোজ গড়ে চা খায় মাত্র ৪·৬ পাইট। এরা যে এত বেশী চা খায় তাতেও নাকি সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা মাটির নিচে কাজ করে' এদের শরীর থেকে যে পরিমাণ জলীয় জিনিষ বেরিয়ে যায় তার পরিপূরণ হয় না।

বার্টিং সাহেবের এই প্রবন্ধ পড়ে হেন্‌রি কলিন্স নামে একটি লোকের কথা আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে। কলিন্স দক্ষিণ আফ্রিকার কেইপ টাউন অঞ্চলের বাসিন্দা—একজন কর্মকার। ৪২ বৎসর ধরে সে ব্যবসা চালাচ্ছে। তা'র কামারের দোকানের ভিতরে সব সময়ই তাপ থাকে ১০৬ ডিগ্রি, যার তুলনায় বাইরের সব চেয়ে গরম হাওয়াও ঠাণ্ডা মনে হবে। হেনরি কলিন্স এই অসহ্য গরম এড়াবার জন্য এক ভারি চমৎকার পন্থা বার করেছে। পন্থাটি হচ্ছে, উষ্ণ জলে স্নান করার পরই এক পেয়ালা গরম চা খেয়ে নেওয়া। এতেই নাকি তার গরম বোধ কমে যায় এবং তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলোরেডো অঞ্চলের অধিবাসী মিঃ রাসেল্ গ্রাইমস্ সম্প্রতি ভারতে বেড়াতে এসে ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যান্‌সান্ বোর্ডের কাজ দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়ে বলেছেন: "গরমের দিনে চা চমৎকার তাজা করা পানীয়। আমি একজন আমেরিকান ভ্রমণকারী। এদেশে আসবার আগে চা যে কত তেজোদায়ক পানীয় তা আমি ভাবতেই পারি নি।"

তিনি রাজি হলেন না। প্রণতি বললে, "মার কাছে খুকু রইল, ঝি, চাকর রইল, দরকার হলেই খবর দেবে, আমরা চলে আসব। তোমার এখানে এ রকম করে বসে থাকা হবে না।" প্রণতির মাও বললেন যে তাঁর জন্যে ভাববার দরকার নেই, তিনি বেশ ভালই আছেন, তাদের এলাহাবাদ যেতে দেরী করা উচিত হবে না। নিশীথ আর বেশী আপত্তি করতে পারলে না, তার জমান টাকা প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল।

(ক্রমশঃ)

২৫০৲ টাকা পুরস্কার

বশীকরণ যন্ত্র:—যাঁহাকে আপনি চান, তিনি পুরুষই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন, তাঁহার হৃদয় যত বড়ই কঠিন হউক, এমন কি, তিনি যদি আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতেও ঘৃণা করেন, তবুও ইহার দ্বারা তিনি আপনার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িবেন। মূল্য:—রৌপ্যনির্ম্মিত যন্ত্র—২৸৴০, তাম্র নির্ম্মিত—১৸৶০, এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত—৫৷০।

লক্ষ্মী যন্ত্র:—ইহা দ্বারা ব্যবসায়ে লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, লটারীতে জয়, পরীক্ষা, মামলা মোকর্দ্দমা, মারামারি, কুস্তি প্রভৃতিতে জয়লাভ এবং নবগ্রহের তুষ্টি সাধন হয়। ইহা আপনার সৌভাগ্য আনয়ন করিবে। মূল্য:—রৌপ্যনির্ম্মিত—২৸৴০, তাম্রনির্ম্মিত—১৸৶০, এবং স্বর্ণনির্ম্মিত ৫৷০।

দ্রষ্টব্য:—অসত্য প্রমাণে ২৫০৲ টাকা পুরস্কার এবং ফললাভ না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

AMERICAN MESMERISM HOUSE.
Post Box No. 27 (D. P.) Amritsar (India).

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

বিবাহিতা শিক্ষিতা স্বাধীনা এবং উপার্জ্জনশীলা রমণীর মধ্যে কে অধিক সুখী ?

(১)

আমাদের দেশে অবিবাহিতা স্বাধীনা এবং শিক্ষিতা উপার্জ্জনশীলা রমণীর ভাগ্যে সুখ মেলা কঠিন। কারণ তাহাকে বারম্বার জীবন-যুদ্ধে ক্ষত হইতে হয়। আমাদের পরাধীন দেশের স্বাধীন নারীর বিপদ পদে পদে। কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, কী পথে কী বাড়ীতে স্বাধীনতার বাক্য উচ্চারণ করিতে হইলেই বিরাট বাধা চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়।

পরাধীন দেশের মেয়েরা কখনও স্বাধীন হইতে পারে না। অবশ্য উপার্জ্জনশীলা ও শিক্ষিতা হইয়া নিজেকে চালান খুবই ভাল এবং জগতের ইহা হইতে অনেক উপকার সাধন করা যায়। কিন্তু সুখী হইতে গেলে শুধু সেখানেই সুখ মেলে না। নারীর জীবনে এমন এক সময় আসে যখন সে দেখে এই বিশ্বকে রঙীন চক্ষে।

তারপর এর মন চায় অনাগত শিশুর বাহুর বন্ধনে ধরা দিতে।

ক্রমে ক্রমে কল্পনার রঙীন আকাশে মেঘের খেলা দেখা দেয়। এরপর সে উপলব্ধি করে বাস্তবের নির্ম্মম সত্য। সংসার যুদ্ধে বিবাহিত জীবনেও ক্ষত বিক্ষত হইতে হয়। কিন্তু সে নিজেকে এতে ক্লান্ত মনে করে না। দুর্ব্বলমনা নারী শক্তিশালী পুরুষের আশ্রয়ে পরাধীন হইয়া থাকিলেও সে ইহাতেই আনন্দ পায়। বিবাহিতার জীবনেও শিক্ষা অত্যন্ত দরকার। শুধু নিজ সংসার লইয়া মানুষ সুখী হইতে পারে না। কারণ কেবল সংসারে সুখ নাই। কিন্তু মানুষের সত্যিকারের সুখ দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করা। তাই যে নারী দেশ ও দশের সেবা করিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত সুখী। বিবাহিতা ও অবিবাহিতা শিক্ষিতা নারীদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, এমন অনেককে যাঁরা বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া বেড়ানোটাকেই মনে করেন জীবনের মুখ্য কাম্য। কিন্তু তা নয়। মানুষের সঙ্গে সমান হইয়া থাকাটাই মানুষের জীবনে সুখ আনিয়া দেয়।

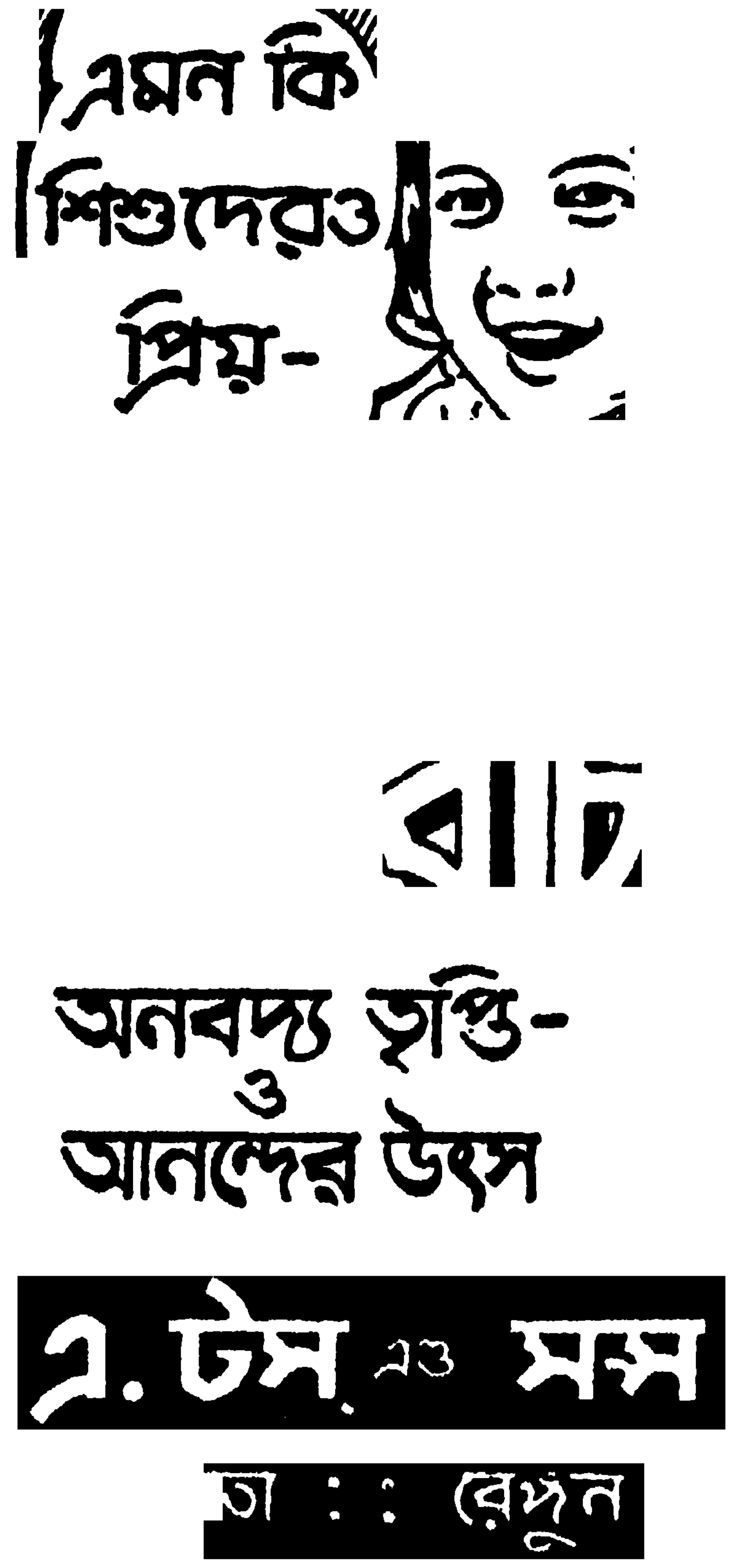

বিবাহিত জীবন নারীর পক্ষে অত্যন্ত দরকার, কারণ নারী অত্যন্ত অসহায় ও অবলা। কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইলে পুরুষের সাহচর্য্য দরকার। নতুবা তাঁহার দ্বারা জগতের উন্নতি সাধিত হয় না। প্রেম বলিতে দেহের কামনার ইন্ধন জোগান নয়। প্রেম মানুষের হৃদয়কে উন্নত উদার সুন্দর এবং নির্ম্মল কুসুমের মত করে।

সুতরাং বিবাহিত জীবন বরণ করাই উচিত। এবং তাহাতে ফল ভালই হয়। আর দম্পতিও সুখী হয়।

আমরা দেখিতে পাই যে দেশের যাঁরা প্রকৃত সেবক তাঁরা প্রত্যেকেই বিবাহিত। এবং স্বচ্ছন্দে নিজেকে দেশের ও দশের জন্য বিলাইয়া দিতেছেন। আমরা দেখিয়াছি শ্রীমতী কমলা নেহেরুকে। তিনি স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কিন্তু দুজনে দুজনকে কখনও নিকটে পান নাই। একজন বাহিরে আর একজন কারার ভিতর কাটাইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের মনে কোনদিনও দুঃখ দেখা দেয় নাই।

সুতরাং বিবাহিত জীবনেই নারী প্রকৃত সুখী হয়।

শ্রীমতী নীহারকণা ঘোষ,
ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

(২)

আজকাল প্রায় সব মেয়ের মুখেই শুনতে পাই যে বিবাহ হ'লেই নাকি মেয়েরা ঘরের ঘটী বাটী হয়ে থাকে, তারা নাকি জগতের সঙ্গে ভাল করে মিশতেও পায় না

আর না পায় কোন বিষয়ে নিজের ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করতে। তাঁদের মতে বিবাহের কিছুদিন বাদেই সন্তানের জননী হয়ে তাঁরা নাকি একটা জড়পদার্থবিশেষ হয়ে পড়েন, আর এমনি করেই একটার পর একটা দুঃখ এসে তাঁদের অভিভূত করে ফেলে তাই তাঁরা মনে করেন যে বিয়ে করা একটা মহাপাপ। তাই তাঁরা চান যে বিয়ে না করে উচ্চশিক্ষিতা হয়ে, স্বাধীন ভাবে নিজেদের প্রগতির পায়ে পা মিলিয়ে চলতে। এতে তাঁরা নাকি সুখী হন বেশী। কিন্তু আমার মতে তাঁরাই সবচেয়ে বেশী সুখী যারা স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করছেন। কেন না প্রত্যেক মানুষ কোন-না-কোন একটা জিনিষকে ভালবাসে। নারী ভালবাসে তার স্বামীকে এবং তার চেয়েও তার সন্তানকে। এই অপরিমেয় স্বর্গীয় সুখের কাছে অবিবাহিতা, শিক্ষিতা, স্বাধীনার জীবনের সুখ অতি তুচ্ছ। বিবাহ করা যে নারীর একটা বিশেষ মর্য্যাদার বিষয় একথা প্রত্যেক নারীকে স্বীকার করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ সাবিত্রী আর দময়ন্তীর কথা বলা যেতে পারে। তাঁরা সবাই বিয়েও করেছিলেন এবং সুখীও যে হয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহ। আর আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় যে, স্বামী পুত্র নিয়ে সংসার পালন করা নারীর একটা ধর্ম। সংযতভাবে সংসারের কঠোর কর্ত্তব্য পালন করাই নারীর কর্ত্তব্য। এই ধর্ম্ম আর কর্ত্তব্যপরায়ণা নারীই জগতে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করে। অবিবাহিতা, স্বাধীনা এবং উপার্জ্জনশীলা নারী অপেক্ষা কঠোর সংসার পালনরতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং স্বামী পুত্রবতী নারী ঢের বেশী সুখী।

কুমারী মঞ্জুরাণী মুখার্জ্জি,

ইছাপুর।

(৩)

রমণীগণ বিবাহিতা জীবনেই প্রকৃতপক্ষে সুখী হইয়া থাকেন। পুরুষের সাহচর্য্য ব্যতীত নারীজীবনের পরিপূর্ণতা লাভ হয় না। নারীজীবনের আদর্শ এবং কাম্য মাতৃত্ব লাভ। ইহা নারীর সৌভাগ্যের লক্ষণ এবং তপস্যার ফল। এই মাতৃত্ব যে কত সুন্দর, পবিত্র ও আনন্দময় তাহা সন্তানের জননী ব্যতীত অপরে উপলব্ধি করিতে পারে না। স্বামী-পুত্রসহ সংসারে বাস করা নারীর পরম এবং চরম সুখ। কোনপ্রকার দুঃখকষ্টই তাহাকে বিশেষ অভিভূত করিতে পারে না।

স্ত্রী ও পুরুষের ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ এবং আইনতঃ মিলনের নাম বিবাহ। এই বিবাহ প্রথা শুধু আধুনিক যুগে নয় বহু পুরাকাল হইতে পৃথিবীর সকল দেশেই সর্ব্বজাতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রথায় অনুষ্ঠিত হয়। যে মনীষিগণ এই প্রথা প্রচলন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই বহু আলোচনা ও গবেষণার ফলে স্ত্রী ও পুরুষের মিলন এই "বিবাহ" প্রথাই সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। অনেকে হয়ত বলিবেন—সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই প্রথার ব্যবস্থা করিয়াছেন—ইহাতে প্রকৃত সুখ নাই। আমিও স্বীকার করি—ইহা আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু ইহার মধ্যে যে আরও অন্য মহৎ উদ্দেশ্য আছে একথা অস্বীকার করা চলে না।

যাঁহারা এখনও সন্তানের জননী হন নাই বা হইবার আশা নাই বা হইতে ইচ্ছা করেন না তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। স্বাধীনা ও উপার্জ্জনশীলা রমণীগণ বিবাহ না করিয়াও বহুপ্রকারে সুখ ও আনন্দলাভ করিয়া থাকেন বা করিতে পারেন, কারণ—তাঁহারা হয়ত জীবনে পরাধীনা, পরানুগতা, পরমুখাপেক্ষী বা আবদ্ধ হইয়া থাকা পছন্দ করেন না, কিন্তু তাঁহারা বিবাহিতা জীবনের সুখের আস্বাদ কখনও পাইতে পারেন না—তাঁহাদের জীবনের সে দিকটা চিরদিন অপূর্ণই থাকিয়া যায়।

ভগবান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশ্ব রক্ষার নিমিত্ত মানব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্ত স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন। "স্ত্রী ও পুরুষের দ্বারা উৎপাদন" ইহাকেই সৃষ্টির সহায়তা বা প্রাকৃতিক নিয়ম বলে। এই নিয়মে বিশ্ব চলিতেছে। স্বেচ্ছাকৃত উপায়ে এই সৃষ্টি রোধ করিলে স্রষ্টার সৃষ্টির অবমাননা করা হয় এবং ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইতে হয়। অন্যান্য উপায়ে এই উৎপাদনের নাম যথেচ্ছাচারিতা এবং বিশৃঙ্খলতা। অবশ্য অপরাপর শিক্ষিত ও সভ্য দেশে ইহা আইন এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হইলেও আমাদের তথাকথিত বাংলাদেশে ইহা সকল দিক হইতেই নীতি এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

অবশ্য একথাও স্বীকার্য্য যে নারীর বিবাহিতা জীবন অনেক সময়ে আর্থিক বা সাংসারিক ব্যাপারে দুঃখকষ্টময় ও দুর্ব্বহ হইয়া উঠে এবং অনেক ক্ষেত্রে অযথা নিগ্রহ, নিপীড়ন প্রভৃতি দ্বারা নারীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয় কিন্তু তৎসত্বেও আধুনিক প্রগতির যুগে আধুনিকা অবিবাহিতা, স্বাধীনা এবং উপার্জ্জনশীলা রমণীগণ অপেক্ষা বিবাহিতা রমণীগণ সকল বিষয়ে সুখী এবং তাঁহাদের জীবন অনেকাংশে পবিত্র ও আনন্দময়।

শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী

দ্বারহাট্টা, হুগলী।

সরল সীবন-শিক্ষা

১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।

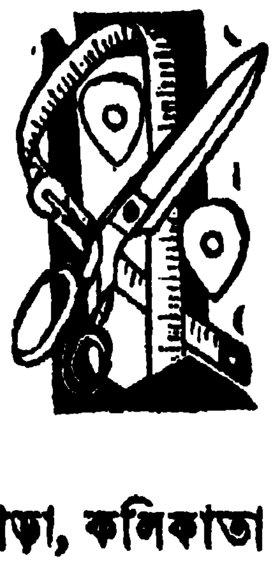

মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

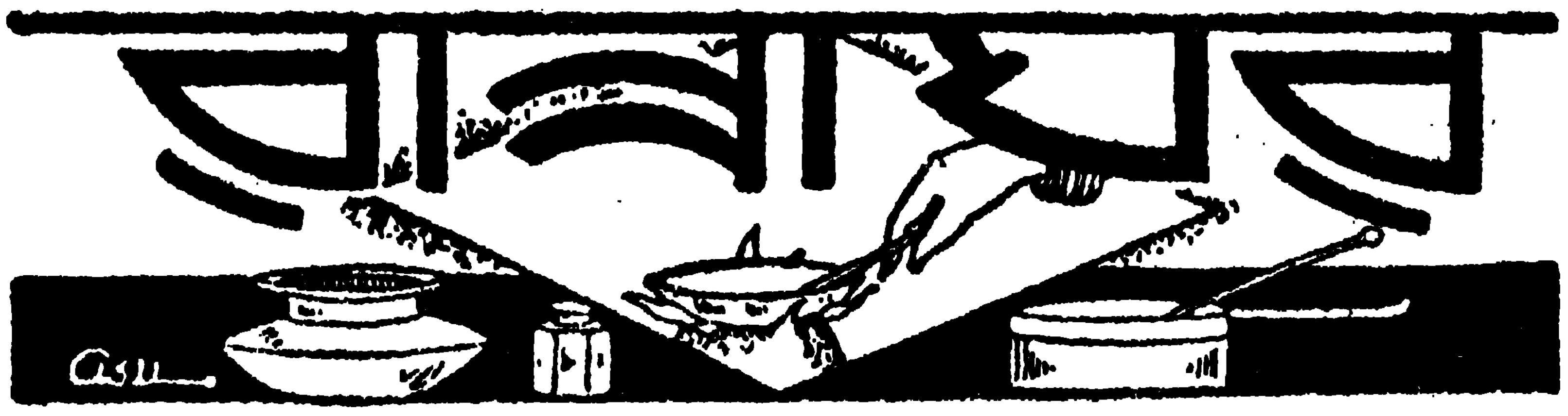

(২৫)

শাহী টুক্‌রা

উপকরণ :—দুই আঙুল মোটা চার স্লাইস্ পাঁউরুটী, তিন ছটাক চিনি, এক পোয়া ঘৃত, আধ পোয়া দুধের খোয়া, পেস্তা এক আনার, কিস্‌মিস্ এক ছটাক্, খুরমা এক ছটাক্, দুধ আধ সের ও অল্প গোলাপ জল।

প্রণালী :—প্রথমে খুরমাগুলি অল্প পরিমাণ গরম দুধে ভিজাইয়া রাখুন, পরে পেস্তাগুলি ভাল করিয়া সরু সরু করিয়া কুচাইয়া নিন, পরে সেই ভিজান খুরমাগুলি দুধ হইতে তুলিয়া কুচাইয়া ভাল পরিষ্কার বাটিতে রাখুন।

পরিষ্কার এলুমিনিয়মের কড়া উনানে চাপান, তাহাতে ।৵০ এক পোয়া ঘৃত ঢালুন, ঘৃত ভালরূপ গরম হইলে এক স্লাইস্ পাঁউরুটী তাহাতে ছাড়িয়া দিন, এক পাশ ঈষৎ বাদামী রং হইয়া গেলে আর একপাশ উল্টাইয়া দিন, এইরূপে চারখানা পাঁউরুটী ভাজিয়া নিন, পরে ঐ সমস্ত রুটীগুলি ভাল একখানা প্লেটে রাখুন। দুধের খোয়া প্রত্যেক স্লাইস্ রুটীর দুই পাশে বেশ করিয়া কাদার মত মাখিয়া রাখুন। সেই কড়া পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ।৷০ আধ সের দুধ ঢালুন ও কুচান পেস্তা, খুরমা ও কিস্‌মিস্ ছাড়িয়া দিন ও সেই সঙ্গে তিন ছটাক্ চিনিও ঢালিয়া দিন। পরে কড়াটিকে উনানে চাপাইয়া চামচ্ দিয়া অনবরত নাড়িতে থাকুন। যখন সেই দুধ ভালরূপ ফুটিয়া উঠিবে তখন উনান হইতে কড়া নামাইয়া ফেলুন, পরে ঐ সমস্ত খোয়া মাখান পাঁউরুটীগুলি তাহাতে আস্তে আস্তে বিছাইয়া দিন। পরে তাহাতে অল্প পরিমাণ গোলাপ জল ছিটাইয়া ঢাকনা ঢাকিয়া খুব মরা আঁচে চাপাইয়া দিন। ৭।৮ মিনিট উনানে রাখিবেন, পরে নামাইয়া লইবেন।

মিস্ খাইরুন নেসা মহম্মদ জান
বড়বাজার, মেদিনীপুর

(২৬)

পাকা চাল কুমড়ার বরফি

ভাল পাকা চাল কুমড়া প্রথমে ছিলিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিবেন, ও ধুইয়া একটি ডেক্‌চিতে জলসহ উনুনে চড়াইয়া সিদ্ধ করিবেন। উত্তম রূপে সিদ্ধ হইলে নামাইয়া তাহার জল নিংড়াইয়া সিদ্ধ কুমড়াগুলি খুব মিহি করিয়া বাটিবেন। মিষ্টি রুচি অনুসারে দিতে পারেন, তবে বরফি কাটিতে হইলে চিনি বেশী দিতে হয়। একটি তামার কড়ায়ে করিয়া ঘি চড়াইবেন, ঘির ফেনা যখন মরিয়া যাইবে তখন তাহাতে পেস্তা, বাদাম কাটা ও কিস্‌মিস্ ভাজিয়া উঠাইবেন, তারপর বাটা কুমড়াগুলি জল নিংড়াইয়া কড়ায়ে ঢালিয়া দিবেন ও খুব নাড়িতে থাকিবেন, যখন বাদামি রং হইবে তখন তাহাতে চিনি দিবেন। ছোট এলাচ ও দারচিনি দিতে হইবে ও খুব নাড়িতে নাড়িতে যখন শক্ত হইবে তখন উনুন হইতে নামাইয়া একটি কাঠের থাকায় ঢালিয়া ছুরি দ্বারা কাটিয়া লইলেই হইল। ইচ্ছা হইলে ইহাতে গোলাপজল ও জাফরাণ দিতে

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : বি, বি, ৩৭১১

[illegible]
রোচক।

(২৭)

তাল আঁটির শাঁসের টোস্ট

কতকগুলি তালের আঁটি কাটিয়া শাঁস বাহির করুন, সতর্ক থাকিবেন যেন শাঁসগুলি ভাজিয়া না যায় এবং তাহাদের গায়ে কোন ময়লা না থাকে। এইবার কতকগুলি ডিম একটি পাত্রে ভাজিয়া রাখুন। তাহাতে পরিমাণ মত লবণ, জিরে মরিচ এবং এলাচ দারচিনি গুঁড়া দিয়া উত্তমরূপে মাখিয়া ফেলুন। তারপর অল্প আঁচে কড়ায়ে ঘি দিয়া ঐ তাল শাঁসগুলিকে এক একটি করিয়া ডিমের মধ্যে ডুবাইয়া ভাজিয়া লইবেন।

শ্রীমতী শিবরাণী ঢোল
বহিরা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

(২৮)

দিল্লীর দরবার

উপকরণ—ছানা এক সের, ময়দা আধ সের, ঘি এক পোয়া, চিনি আধ সের, এলাচ দানা ইত্যাদি।

প্রণালী—১ সের ছানাকে ময়ান দেওয়া ময়দার সহিত খুব করিয়া মাখুন। মাখা হইলে পুরু করিয়া বেলিয়া খুন্তী দিয়া রুহিতন সাইজের মত কাটিয়া লউন এবং ঘিয়ে ভাজিয়া নিন। ভাজা হইলে রসে ফেলিয়া দিন। ছানার সহিত এলাচ দানা মিশাইলে বেশ সুগন্ধ হয়। ইহাকে কেহ কেহ ছানার গজাও বলিয়া থাকেন।

কুমারী কনক সেনগুপ্তা
পাটপুর রোড, বাঁকুড়া।

নিউ সিনেমা ফিল্ম কর্পোরেশনের
আগতপ্রায় কথাচিত্র
?
প্রযোজক :—সি, কে, ঘোষ।

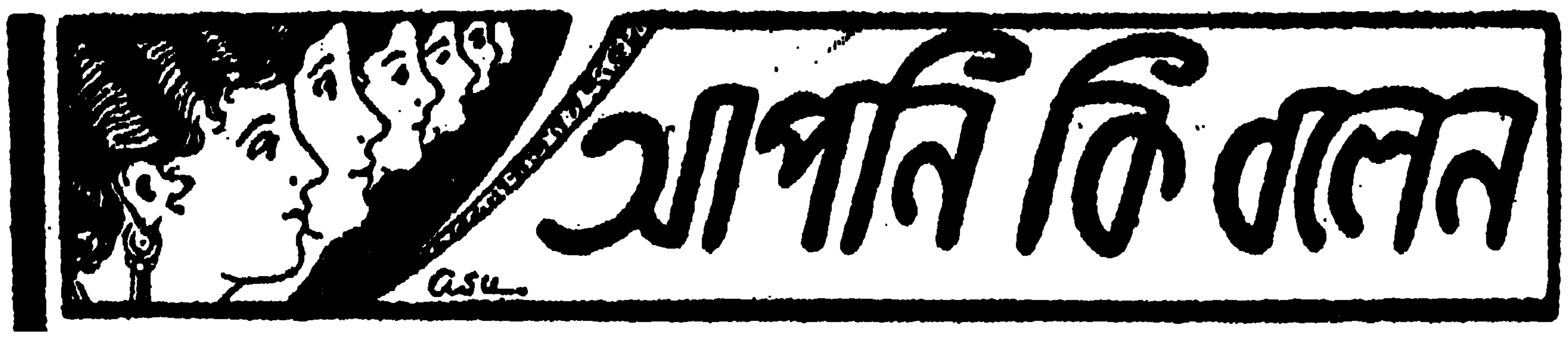

(৫০)

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

আমার এই পত্রখানি আপনার বহুল প্রচারিত দীপালী পত্রিকায় স্থান পাইলে বিশেষ বাধিতা হইব।

(ক)

মহাভারত পাঠ করিয়া আমি জ্ঞাত হইলাম যে যুধিষ্ঠির তাঁহার স্ত্রীকে পণ রাখিয়া দ্যুত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মানুসারে দ্যূত ক্রীড়া অতীব দোষণীয় অথচ তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ বলা হয় কেন?

(খ)

কবি হেমচন্দ্রের "নলিনী বসন্ত" নাটকের "ভারতের কালিদাস জগতের তুমি" এই শ্লোকার্দ্ধের সন্নিবেশ দৃষ্ট হয়। কোটেশান চিহ্ন হইতে প্রতীয়মান হয় উহা হেমবাবুর নিজের রচনা নহে। উক্ত শ্লোকার্দ্ধ হেমবাবু কোন কবির কোন গ্রন্থ বা কবিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(গ)

আল্লা নাম হজরত মহম্মদ প্রচলন করিয়াছিলেন না তৎপূর্ব্বেও ছিল? থাকিলে কোন জাতি এই নাম করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিত, বা কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি হইল?

(ঘ)

মানস সরোবরের পশ্চিমে প্রায় ৫৷৹ মাইল দূরে একটী হ্রদ আছে। হ্রদটী বেশ বড়—আয়তনে প্রায় মানস সরোবরের সমান। এই হ্রদের নাম রাক্ষস তাল বা রাবণ হ্রদ, ইহার এরূপ নামকরণের কোন অর্থসঙ্গতি কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন কি? কোন ভগিনী আমার এই প্রশ্ন কয়টীর উত্তর দিলে বিশেষ বাধিতা হইব। আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

শ্রীমতী আকলিমা খাতুন
আড়ংঘাটা, ঘোসালপুর,
নদীয়া।

(৫১)

কুমারী ললিতা ঘোষ, ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা:—কুমারী কনক সেনগুপ্তার প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছেন যে, ঐ বোনাটি কোনও নির্দ্দিষ্ট জিনিষের জন্ত নয়। মেয়েদের গেঞ্জি, ফ্রকের নীচের অংশ, গলাবন্ধ, পুরোহাতা ব্লাউস্, ফ্রকের হাতা, হাঙ্গেরিয়ান ছাঁটের ব্লাউস্ প্রভৃতি বুনিতে জানিতে, ইহাদের যে-কোনওটিতে উক্ত বোনাটি প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

*

কুমারী প্রীতিরেখা চৌধুরী, বাঁকুড়া:—১৮শ সংখ্যা দীপালীতে প্রকাশিত কুমারী ললিতা ঘোষের বোনাটিতে সব লাইনে ৯ ঘর করিয়া হইতেছে, কিন্তু ৭ম লাইনে এক ঘর কম হইতেছে বলিয়া ইনি উক্ত বুননটি আয়ত্ব করিতে পারিতেছেন না।

*

শ্রীমতী নীহারবালা ঘোষ, শ্রীরামপুর (হুগলী):—মাসিকপত্রাদির মত দীপালীতেও বাৎসরিক পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রচলনের ইনি প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে নাকি বাঁধাইয়া রাখার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।

[বর্ত্তমানে অসুবিধা কি, সেটি বিশদভাবে না জানাইলে আমরা এ প্রস্তাব বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহি।]

*

শ্রীমতী শিবানী ভট্টাচার্য্য, C/o শ্রীসুধাংশু কুমার ভট্টাচার্য্য, জি. টি. রোড, বর্দ্ধমান:—২২শ সংখ্যা দীপালীতে প্রকাশিত ঢাকার শ্রীমতী নমিতা ভট্টাচার্য্যের পত্রের উত্তরে অকাল-বার্দ্ধক্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন: অল্পবয়সে সন্তানের মা হওয়া, বৎসরে একটি করিয়া সন্তান প্রসব, অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক চিন্তা ও শ্রম। এগুলি হইতে সাবধান হইয়া প্রাতঃকালে মুখে দুধের সর, স্নানের সময় সরিষার তৈল, বৈকালে সাবান, দিনের বেলায় ওটীন স্নো, রাত্রে ওটীন ক্রীম ব্যবহার। আহারে দুধ ও শাকশব্জী ও ভোরে ভ্রমণ প্রভৃতির অভ্যাস করিলে অকালবার্দ্ধক্য সারিয়া যাইবে।

*

শ্রীদীপালী দেবী C/o শ্রীরাধামোহন চট্টরাজ, কাটোয়া (বর্দ্ধমান্):—ইনি "ছানার পোলাও" প্রস্তুত-প্রণালী জানিতে চাহেন।

[গত সপ্তাহে কুমারী নির্ম্মলা চ্যাটার্জ্জী জামসেদপুর হইতে দীপালীতে "বড়লোক-ঘেঁষা" রান্নার বিষয় বাহির হয় দেখিয়া কিঞ্চিৎ বক্রোক্তি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রে একজন ছানার পোলাও তৈরি জানিতে চাহেন এটি নিশ্চয় সাধারণ গৃহস্থের খাদ্য নয়।]

সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য

বনকুসুম
কেশ-তৈল

স্নো

বনকুসুম
ক্যান্থারাইডিন অয়েল

আপনার মার্জ্জিত রুচির সম্পূর্ণ
পরিপোষক

পোষাক-পরিচ্ছদ

ময়ূরপুচ্ছ প্যাটার্ণ

প্রত্যেক প্যাটার্ণের জন্য ১৪ ঘর লাগিবে এবং সর্ব্বশেষে ২ ঘর বেশী। যেমন ১টি প্যাটার্ণের জন্য ১৪+২=১৬ ঘর; আবার ২টি প্যাটার্ণের জন্য ১৪×২=২৮+২=৩০ ঘর লাগিবে।

১ম কাঁটা—২ উল্টা, ১ জোড়া, ৩ সোজা, সামনে সুতা, ১ সোজা, *২ উল্টা, ১ সোজা, সামনে সুতা, ৩ সোজা, ২ জোড়া, ৩ সোজা, সামনে সুতা, ২ সোজা, *পুনরাবৃত্তি করুন। সর্ব্বশেষের ৮ ঘর—২ উল্টা, ১ সোজা, সামনে সুতা, ৩ সোজা, ১ জোড়া।

২য় কাঁটা—৬ উল্টা, *২ সোজা, ১২ উল্টা, *পুনরাবৃত্তি করুন। সর্ব্বশেষের ১০ ঘর—২ সোজা, ৬ উল্টা, ২ সোজা। প্রতি একান্তর কাঁটায় এইরূপ হইবে।

৩য় কাঁটা—২ উল্টা, ১ জোড়া, ২ সোজা, সামনে সুতা, ২ সোজা, *২ উল্টা, ২ সোজা, সামনে সুতা, ২ সোজা, ২ জোড়া, ২ সোজা, সামনে সুতা, ২ সোজা, *পুনরাবৃত্তি করুন। সর্ব্বশেষে—২ উল্টা, ২ সোজা, সামনে সুতা, ২ সোজা, ১ জোড়া।

৫ম কাঁটা—২ উল্টা, ১ জোড়া, ১ সোজা, সামনে সুতা, ৩ সোজা, *২ উল্টা, ৩ সোজা, সামনে সুতা, ১ সোজা, ২ জোড়া, ১ সোজা, সামনে সুতা, ৩ সোজা, *পুনরাবৃত্তি করুন। সর্ব্বশেষে—২ উল্টা, ৩ সোজা, সামনে সুতা, ১ সোজা, ১ জোড়া।

৭ম কাঁটা—২ উল্টা, ১ জোড়া, সামনে সুতা, ৪ সোজা, *২ উল্টা, ৪ সোজা, সামনে সুতা, ২ জোড়া, সামনে সুতা, ৪ সোজা, *পুনরাবৃত্তি করুন।

সর্ব্বশেষে—২ উল্টা, ৪ সোজা, সামনে সুতা, ১ জোড়া।

৯ম কাঁটা—২ উল্টা, ১ জোড়া, ৪ সোজা, *পিছনে সুতা রাখিয়াই—১ উল্টা, ১ উল্টা, সামনে সুতা, ৪ সোজা, ২ জোড়া, ৪ সোজা, *পুনরাবৃত্তি করুন। সর্ব্বশেষে—পিছনে সুতা রাখিয়া—১ উল্টা, ১ উল্টা, সামনে সুতা, ৪ সোজা, ১ জোড়া।

১০ম কাঁটা—২য় কাঁটার মত।

১১শ কাঁটা—এখান হইতে আবার প্রথমের মত হইবে।

দ্রষ্টব্য:—*.........* পুনরাবৃত্তির চিহ্ন। ইহার ভিতরের লেখাগুলি পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। ইহার আগের এবং পরের লেখাগুলি মাত্র একবার করিয়া বুনিতে হইবে কিন্তু প্রতি কাঁটায়।

কুমারী গীতা চট্টোপাধ্যায়
ময়মনসিংহ

ভার্জ্জিনা—বহু সন্তানের জননীর বাহ্যিক প্রয়োগেই চির-কুমারীত্ব রক্ষা করে। স্ত্রী-অঙ্গের শিথিলতাও চিরতরে দূর করে। মূল্য ১॥০। ব্রেষ্টো—রমনীর শিথিল বক্ষঃস্থল সুদৃঢ় ও সমুন্নত রাখিতে শ্রেষ্ঠ। ২॥০ টাকা। ইউনানী ড্রাগস্ হাউস, ৭নং ক্রীক রো, কলিকাতা (এ)

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চল্তি বীমা	১৬ কোটি	৩৪ লক্ষের উপর		
বীমা তহবিল…	২ "	১৬	"	"
মোট সংস্থান…	৩ "	৩৬	"	"
দাবী শোধ…	১ "	৮৫	"	"
প্রিমিয়াম আয়…	… …	৭৪	"	"

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

BLOCKS

HINDUSTHAN PHOTOTYPE SYNDICATE

Quality Process Engravers

1, GURPAR ROAD
Calcutta

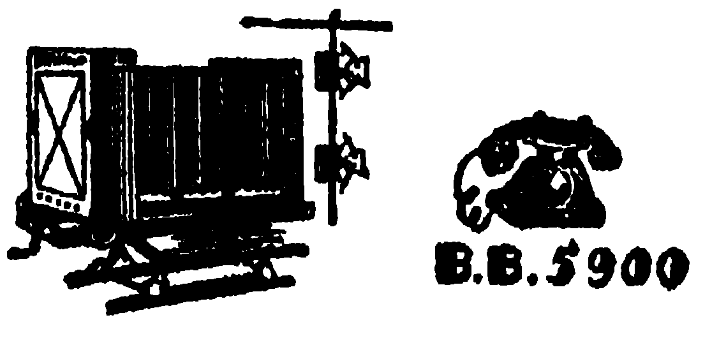

B.B. 5900

N.K. DAS GUPTA
PROPRIETOR

Best & Cheapest House in Calcutta

গল্প

সুজন মাঝির চর

—শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী বি. এ,

সাগর বধূ পার্ব্বতীকে লইয়া নৌকায় চলিয়াছে…

এদিকে পদ্মানদীটি দুকূলনাশিনী নয়, মাঝে মাঝে বালুকাময় বড় বড় চর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে, দুই তীরে ঘন বন রেখা ক্ষণমধ্যেই চোখের আড়াল হইয়া যায়। পাল তুলিয়া নৌকাখানা অতি দ্রুত চলিয়াছে।

ক্রমে নদীর জল নিকষ কালো করিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। মাঝিরা পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে নৌকাখানি একখানা বড় চরের পাশে নোঙর ফেলিল। সাগরের কোথায় যেন ভয় আছে, তাই নিশীথে নৌকা চালান বন্ধ। আর কতটুকুই বা পথ বাকী আছে! কাল সকালে নৌকা ছাড়িলেই ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঢেউখালি গিয়া এগারোটার জাহাজ অনায়াসে ধরা চলিবে।

বধূ পার্ব্বতীর ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। বিবাহের পর এই প্রথম সে স্বামীর সহিত বিদেশে যাইতেছিল, সঙ্গে অন্য কেহ ছিল না। পার্ব্বতীর আনন্দ উল্লাস আর ধরে না, এত আনন্দের মধ্যে সে শুধু গতিই চায়, স্থিতি কখনই নয়। আগের বার সে যখন শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিল তখন সঙ্গে ছিলেন সাগরের কাকা, তাই গত বারের আফশোষটা এইবার সে মিটাইয়া লইতে চায়। কিন্তু পার্ব্বতীর শত অনুনয়েও সাগরের মন গলিল না, সে বজ্রগম্ভীর স্বরে একথা জানাইয়া দিল যে রাত্রে নৌকা আর এতটুকু নড়িতে পারে না।

মাঝিরা তীরে নামিয়া নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা করিতেছিল। পার্ব্বতীর সে বন্দোবস্তে প্রয়োজন নাই, বাড়ী হইতে তৈরী করিয়া খাবার তাহার মা পাঠাইয়া হাত মুখ ধুইয়া দুইজনে মহা আনন্দে আহারে বসিল। প্রথমে পার্ব্বতী সাগরের সহিত একত্রে আহার করিতে সম্মত হয় নাই কিন্তু সে কথা কে শোনে! রাত্রে নৌকা চালান হয় নাই বলিয়া পার্ব্বতীর একটু ক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, সে মনোভাব দূর করিয়া আবার আগের ভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য সাগর শুধু একত্র আহার নয় একপাতে দুজনে আহার সমাধা করিয়া তবে ছাড়িল। মুখ ধুইয়া সাগর গলুইয়ের চারিদিক একবার দেখিয়া লইল। রূপালী জ্যোৎস্নার বান সমস্ত চরখানিতে নামিয়াছে, দূরে দু'চারখানা কুটির কৃষক পরিবারের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, কার মায়াকাঠির স্পর্শে সবই যেন সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ উত্তর কোণে তাকাইয়া সাগর চিৎকার করিয়া উঠিল—মাঝি, ও মাঝি, এ কোথা এনে নৌকো বাঁধলে?

মাঝিরা তখন রন্ধনে ব্যস্ত, একজন বলিল—কেন কর্ত্তা, এতো ভাল জায়গা, কয়েকঘর লোকও হেথা আছে, এ যে সুজন মাঝির চর।

ভয়ার্ত্তস্বরে সাগরের মুখ হইতে বাহির হইল—সুজন মাঝির চর!

মাঝিটি তাহার এমন ভীত চকিত মুখ দেখিয়া বলিল—কেন কিছু খারাপ হয়েছে নাকি বাবু, বলেন তো অন্য জায়গায়—

সাগর বাধা দিয়া বলিল—না না, তার আর দরকার নেই, তোরা বরং রান্নাটা সেরে ফেল।

অন্য গলুইতে পার্ব্বতী পা দুটি জলে ডুবাইয়া এলোচুলে বসিয়াছিল, সাগর ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। পার্ব্বতী কহিল—বোস না লক্ষ্মীটি আমার পাশে, দেখছো না কেমন সুন্দর আজ জ্যোৎস্না, আজ সারারাত আমরা কিন্তু ঘুমুবো না, এমনি চাঁদের আলোয় বসে গল্প করে কাটাবো। আচ্ছা হাঁ, এখানে নৌকো বাঁধার জন্যে তুমি মাঝিদের যেন কি বলছিলে?

সাগর ধীর কণ্ঠে বলিল—ও কিছু নয় পার্ব্বতী, তুমি এসো নৌকোর ভেতরে বসো, আমার ভয় করে—হঠাৎ যদি পড়ে যাও!

পার্ব্বতী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—হঠাৎ যদি পড়ে যাই তাতে কি হয়েছে গো! এটুকু তো নদী আমি এক সাঁতারে ওপারে গিয়ে উঠতে পারি! তোমরা সহরে লোক জল দেখলেই ভয়ে মরে যাও, আর আমরা গাঁয়ের মেয়ে—জলেই আমরা জীবন পাই।

সাগর আর তর্ক করিল না, পাঁজা কোলে করিয়া পার্ব্বতীকে লইয়া একেবারে ছইয়ের মধ্যে পাতা বিছানায় শোয়াইয়া দিল, নিজে হেলান দিয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

হাতের উপর মাথাটি রাখিয়া পার্ব্বতী বলিল—আচ্ছা এটা কি হ'ল শুনি!

পর পর পার্ব্বতীর ইচ্ছায় বাধা দেওয়ায় সাগরের বুকে ব্যথা লাগিয়াছিল, ক্ষণকাল মুখ নীচু করিয়া থাকিয়া সাগর বলিল—

পার্ব্বতী, আজকের রাতের জন্ত শুধু তোমার ইচ্ছার স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছি, অন্তদিন আর এমন হবে না। আর আজ এমন করছি বলে এই মনে করে আমায় ভুল বুঝো না যে আমি তোমার সকল সাধে বাধা দেবো। একবার হারিয়ে বেশ বুঝেছি এ দুঃখ কত বড়, তাই আজ এত সাবধান হচ্ছি, পাছে যা পেয়েছি, তাও আবার হারাই।

সাগরের এমন আনন্দ-উজ্জল মুখ হঠাৎ এমন দুঃখ-মলিন দেখিয়া ও তাহার বর্ত্তমান ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া পার্ব্বতীরও সন্দেহ হইল, সেও করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—বল না গো কোথায় তোমার দুঃখ, কেন তোমার এত ভয়!

* * *

বছর তিনেক আগেকার কথা।

সাগর তখন প্রথম বিবাহ করিয়া চলিয়াছে। প্রকাণ্ড বজরাখানি ভরিয়া বরযাত্রীদের দল আনন্দে, শুক্ল নদীর প্রান্তর-ভূমি মুখরিত করিয়া চলিয়াছে। উদ্বেগহীন ভাবনাবিহীন সাগরের ভবিষ্যৎ জীবনের ইতিহাসের পাতাটি সপ্তসূর্য্যের প্রভায় সমুজ্জল।

তাহাদের গ্রামের সকলের সুহৃদ অশীতিপর বৃদ্ধ নিতাই ঠাকুর্দ্দা ছিলেন বরযাত্রীদের দলপতি। তিনি সাগরের কাকা দুর্গাপদকে ডাকিয়া বলিলেন—কাল বাবাজী এর পর আর কি তুমি তোমাদের বাড়ীমুখো হ'তে দিতে চাও, না কি এখানেই ইতি? দুর্গাপদবাবু একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন বরযাত্রীদের আয়োজনে কি যেন ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, তাই ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে নিতাই খুড়ো বলুন না, আমি শুধ্‌রে নিচ্ছি যদি কিছু দোষ হয়ে থাকে।

—এই একহাট বেটাছেলের মধ্যে মেয়েমানুষ ঐ শুধু সাগরের বউ, বউটির ভারী কষ্ট হচ্ছে, তা ওদের দুজনকে একখানা ছিপ করে দাও—ওরা সেখানায় করে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলুক তাতে মা আমার একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

ব্যস্ত হইয়া দুর্গাপদবাবু বলিলেন—আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সত্যিই তো বউমার ভারী কষ্ট হচ্ছে···নিতাই ঠাকুর্দ্দা আবার বললেন, তা ছাড়া ও শালা সাগরকে তুমি কম মনে কর, ও বেটার খালি ভয় কে ওর বউ নিয়ে পালায়, বিশেষ করে আমায়—বলিয়া সাগরের দিকে হাসিভরা মুখে তাকাইলেন।

সাগর মুখ নীচু করিল, কোন জবাব দিল না।

ক্ষণপরে নিতাই ঠাকুর্দ্দা সাগরের কাছে আসিয়া তেমনি আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখে বলিল—আয়, আয়, উঠে আয় শালা!

সাগর বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—কোথায়?

—হায় রাম! সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়ে কি না—আরে ঐ ছিপে, যেটা তোর আর তোর বউ-র জন্যে শুধু ঠিক করা হয়েছে, শীগ্‌গীর উঠে আয় রে শালা?

—তা আমি এদের ফেলে একলা ওখানে যাব না। সাগর বন্ধুদের ফেলিয়া যাইতে ভয় পাইয়াছিল, পাছে দু'দিন পরে পত্নীপ্রীতি লইয়া বন্ধুরা তাহাকে খুব ঠাট্টা করে।

—বেশ, তাহলে ওখানে ও বেটি কি একলা থাকবে নাকি? দেখ না শালার রকমটা!

—তা আমি কি জানি, আপনি গিয়ে ছিপে উঠুন না!

—ইস্, শালার বুকের পাটা দেখ, মরে যাবিরে মরে যাবি, বলিয়া আর কথার অবসর না দিয়া নিতাই ঠাকুর্দ্দা সাগরকে টানিয়া ছিপে বসাইয়া দিলেন। শুধু এই বরযাত্রীদের দলে নয়, নিতাই ঠাকুর্দার এ আজন্ম স্বভাব—কোথায় কাহার অসুবিধা হইতেছে তাহার অনুসন্ধান করা এবং যথাসাধ্য তিনি তার সমাধানের চেষ্টা করেন।

সর্দ্দি ও কাশির
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
প্রতিষেধক

সিরোলিন
'রচি'
শিশু ও বৃদ্ধ সকলেরই
শ্বাসযন্ত্র সুদৃঢ় করে

ছোট ছিপে বধূকে একেলা পাইয়া সাগর জিজ্ঞাসা করিল—ওখানে অতো লোকের মাঝে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছিল বুঝি?

আকাশের বুক চিরিয়া এক ঝাঁক সাদা পাখী উড়িয়া যাইতেছিল, নববধূ তখন সেদিকে পলকহীন চোখে তাকাইয়াছিল, বলিল, দেখ না গো কেমন সুন্দর পাখীগুলি উড়ে যাচ্ছে—ওমা এই যে আবার একটি গাঙ্‌শালিক। এসো এসো শীগ্‌গীর বাইরে এসো গো।

সাগর বাহিরে তাকাইল যখন তখন শূন্যের পাখী শূন্যেই মিলাইয়া গিয়াছে কিন্তু তার দৃষ্টির শূন্যতা বিদায় হয় নাই, সে দেখিল ঈশান কোণে কালো মেঘের আগমন হইয়াছে। দেখিতে না দেখিতে সে মেঘখানা দূর দিগন্ত পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিল, তরঙ্গ-সর্পগুলি এতক্ষণ নিদ্রা যাইতেছিল, মেঘের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও শতলক্ষ জিহ্বা মেলিয়া ধাইয়া আসিল।

বড় বজরা হইতে দুর্গাপদবাবু, নিতাই ঠাকুর্দ্দা প্রভৃতি বয়স্ক সকলে বাহির হইয়া আসিলেন—উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ছিপের মাঝিকে বজরার সঙ্গে নৌকা বাঁধিতে বলিলেন। কিন্তু সে কেই বা শুনিতে পায় আর কাহারই বা সেই অনুযায়ী কাজ করিবার তখন শক্তি আছে? ছিপখানি প্রবল স্রোতের মাঝে মোচার খোলার ন্যায় ভাসিয়া চলিল। যে পদ্মা পূর্ব্বে নতমুখী বধূর ন্যায় লজ্জাকুণ্ঠিতা ছিল এখন তার পায়ে প্রলয়ের ঘুঙুর, সে উন্মাদিনী প্রলয়ঙ্করী।

নিতাই ঠাকুর্দ্দা প্রবল হাওয়ার মধ্যে এক হাতে দাড়িকে শাসন করিয়া অপর হাত উঁচু করিয়া চীৎকার করিলেন, ঢেউয়ের উপর আঘাত খাইয়া সে আহ্বান শূন্যে মিলাইয়া গেল। হঠাৎ কড় কড় কড়াৎ শব্দে একটা বাজ পড়িল, তাহাতে যতদূর দেখা গেল কেবল মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, আর ক্ষণে ক্ষণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলি ঝড়ের সাথে আর যুঝিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এদিকে ছিপের মধ্যে বধূ ভিজিয়া সিক্ত কপোতীটির মত এক কোণে শুষ্ক মুখে বসিয়া আছে। সাগর প্রতি মুহূর্ত্তে বাহিরে তাকায়, কিন্তু বাহির অন্ধকারময়। বধূ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমাদের এবার কি হবে? মাঝি যে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে!

হইবে যে কি তা সাগর পূর্ব্বেই কল্পনা করিয়াছে, এখন শুধু হওয়ার বাকি। সে নিজেও সাঁতার জানে না আর এমন দিগন্তপ্রসারী উত্তাল তরঙ্গ মাঝে সাঁতার জানিয়া লাভ কি, তবুও বধূকে আশ্বাস দিয়া সাগর বলিল—ভয় কি? এক্ষুনি ঝড় থেমে যাবে—

হঠাৎ সশব্দে পালখানি ভাঙ্গিয়া পড়িল, মাঝিরা আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, সামাল! সামাল!!

সাগরের যখন জ্ঞান হইল তখন সে চাহিয়া দেখিল সে একটা বালুকাময় চরায় পড়িয়া আছে, ভোরের আলো ক্রমশঃ আসিয়া চারিদিক পরিষ্কার হইতেছে। পূর্ব্বের কিছুই সে স্মরণ করিতে পারিতেছে না। সে কেমন করিয়া এখানে এমন একাকী আসিয়া পড়িয়াছে? সাগর উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সমস্ত গা-ময় বেদনা, রাতভোর কে যেন তাহাকে পিটিয়াছে। নীচের দিকে তাকাইয়া সাগর দেখিল চরটি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া নদীর জলে মিশিয়াছে। কিন্তু ও কি দেখা যায়, একটা লাল কাপড়ের পুঁটুলীর মত? সহসা রাত্রির ঘটনা সাগরের স্মরণ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরে কোথা হইতে যেন মত্তহস্তীর বল লাভ করিল। সাগর পাগলের মত নীচের দিকে চলিল, কাপড়ের পুঁটলীটি তাহার বধূই বটে, কিন্তু অমন সুন্দর কান্তি পাথরের মত শীতল, নাকে নিশ্বাস বহে না।

ক্ষণ পরে বড় বজরাখানিতে তাহাদের দলের অন্যান্য সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পরেই সাগরের ছিপের মাঝিটি। জলের ধারেই সাগরকে বধূর মৃতদেহ লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সকলে মুহূর্ত্ত মধ্যে স্তব্ধ হইয়া গেল। দুর্গাদাসবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন—কাকা, আমি এমনি বেটার বউ আনতে এসেছিলাম?

চাদরে চোখের জল মুছিয়া নিতাই ঠাকুর্দ্দা কয়েকজন যুবককে গ্রামের দিকে পাঠাইয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া সেখানে জড় হইল। একখানার পর আর একখানা কাঠ সাজাইয়া চিতাশয্যা রচনা হইল। নিতাই ঠাকুর্দ্দা বধূ-সীমন্তে শেষ সিন্দুরবিন্দু দিয়া বলিলেন—যা মা উমা তোর স্থান এখানে নয়, সীতা, সাবিত্রীর পাশে যা মা। বলিতে বলিতে দরদর করিয়া চোখের জলধারা পড়িয়া তাহার শ্বেতশ্মশ্রু ভিজাইয়া দিল।

সাগর বধূর মুখাগ্নি করিল, ক্ষণমধ্যে লেলিহান অগ্নিশিখা তাহার প্রিয়ার সিন্দুর দেহখানি গ্রাস করিয়া লইতে লাগিল...... সাগরের মনে হইল তাহার বুকের পাঁজর যেন এক একখানি করিয়া খসিয়া যাইতে লাগিল...... ।

পার্ব্বতী শুধু এটুকুই জানিত যে তাহার স্বামীর যে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কিন্তু তাহার

বি, নান
(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যান্ট)
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এজেন্ট: স্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেন্ট
রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা এবং মফঃস্বল সিনেমা।
বিশেষত্ব:—সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী।
দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

পূর্ব্ব স্ত্রীর মৃত্যু-কাহিনী তাহার জানা ছিল না। মরণ-কাহিনী শুনিয়া তাহার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না, সাগরের হাত ধরিয়া নৌকার গলুইয়ের উপর দাঁড়াইল। সাগর উত্তর কোনে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীর শেষ শয্যার স্থান নির্দ্দেশ করিল।

ওদিকে নদীবালার সারারাতের আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া সূর্য্য পূবের দিকে দেখা দিলেন। সাগর ও পার্ব্বতী পলকহীন চোখে সুজন মাঝির চড়ের দিকে চাহিয়া রহিল—

যতদূর চোখ যায় শুধু ধূ ধূ করে বালুকাময় বিস্তৃত চড়া, মাঝে মাঝে সবুজ ক্ষেতও দেখা যায়। হাঁসের দল প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করিতে করিতে কাকচক্ষু জলে দেহ ভাসাইয়া দেয়। বধূরা কলসী কাঁখে জল নিতে আসিয়া সাগরকে দেখিয়া লজ্জায় ঘোমটা টানিয়া দেয়, কিন্তু পাতলা শাড়ীর উপর সূর্য্যালোক পড়ায় দেখা যায় তাহারা তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। হেলে-পড়া হিজল গাছটার উপর পাখীটা চীৎকার করিয়া উঠে—চোখ গেল—চোখ গেল। আর হু হু করিয়া প্রবল বায়ু বহিয়া যায়—বাতাসের সন্‌সন্ শব্দে মনে হয়, বালুকাময় সুজন মাঝির চড়ে অতৃপ্তবাসনা কোন্ এক যুবতীর শেষ নিশ্বাস আজও যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।

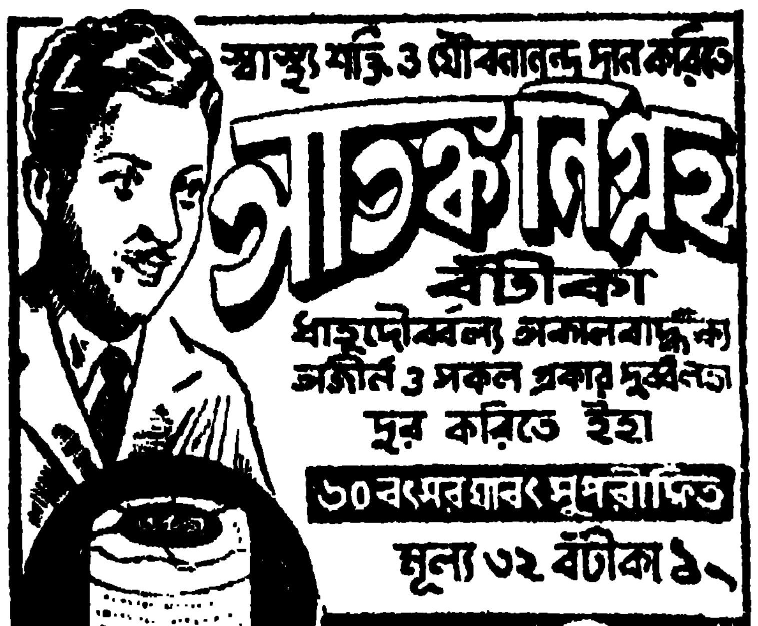

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ
হুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১।৷৹, ২।৷৹, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া

এখন খেলার মাঠে যে ভাবে জনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে মনে হয় খেলার প্রাণ যেন আবার ফিরে আসছে। জনসমাগমের উন্নতি হচ্ছে সত্যি কিন্তু খেলার কোন উন্নতি হচ্ছে না। যারা রীতিমত খেলা দেখেন তারা আজ একবাক্যে স্বীকার করবেন যে গত কয়েক বছরের মধ্যে খেলার অনেক অবনতি ঘটেছে। এই অবনতি ঘটার একমাত্র কারণ বিশেষ কিছু নয়—চুনোপুঁটিকে দিয়ে খেলান। ১ম ডিভিসনে তখন যে কোন খেলোয়াড় খেলতে পারতো না—যতক্ষণ না তার অসাধারণ খেলার গুণ থাকতো। এখন দেখি সকলেই খেলছে। সে রামও নেই আর সে অযোধ্যাও নেই।

•

মোহনবাগান ক্লাব বাংলার গৌরবস্থানীয় ক্লাব—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুর্দ্ধর্ষ মহমেডান দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে ক্রীড়ামোদীগণের যে ভাবে আনন্দ বর্দ্ধন করলো—তাতে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে মহমেডান দলের প্রতি আমাদেরও সহানুভূতি আছে। তারা পারলো না কেন তা বলা কষ্টসাধ্য। হয়ত কেউ বলবে গোলকিপারের অভাবে, নতুবা বুড়ো খেলোয়াড়দের দোষে। অনিল দে ও নন্দ চৌধুরী মহামেডানের এই পরাজয়ের জন্য দায়ী। তাঁরাই দুটী গোল দেন। মোহন-বাগানের সকলেই ভাল খেলেছেন। কারও ত্রুটি ছিল না বল্লেই চলে। পি, চক্রবর্ত্তী ও পরামাণিকের খেলা বেশী করে চোখে লেগেছিল। ফরোয়ার্ডে গুঁই ও নন্দের খেলা সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করে।

•

মোহনবাগান যদি এইরকম খেলা সব টীমের সঙ্গে খেলতে পারে তাহলে তাদের হারাণো যে-কোন টীমের পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে।

•

কর্দ্দমসিক্ত মাঠে অক্লান্ত খেলোয়াড় নন্দ ১খানি গোল দিয়ে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়ে বাহাদুরী পেয়েছেন সত্যি, কিন্তু নবাগত দল যে ভাবে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তাতে স্পোর্টিং দলকে প্রশংসা করতেই হয়। ব্যাকে এ দত্ত, ফরওয়ার্ডে মুস্তাফি ও রবি দে প্রশংসনীয় ভাবে খেলেছেন। মোহনবাগান কয়েকটি অব্যর্থ গোলের সুযোগ হারিয়েছে।

সাজাহান (ইষ্ট বেঙ্গল)

রেল দল খুব ভাল খেলে ভিজে মাঠে মহমেডান দলের সঙ্গে ড্র রাখতে সক্ষম হয়েছে। মহমেডানের মত দুর্দ্ধর্ষ দল রেল দলের রক্ষণভাগ তছনছ করে দিতে পারেনি।

•

ক্যালকাটা ৩—২ গোলে অপ্রত্যাশিত ভাবে পুলিশ দলকে হারিয়ে সকলের তারিফ লাভ করেছে সত্যি। খেলা কিন্তু বিশেষ

দর্শনীয় হয় নি। ক্যালকাটা প্রথমার্দ্ধে ১—০ গোলে জিতছিল।

*

ইষ্টবেঙ্গল ১ গোলে বর্ডার রেজিমেণ্টকে হারিয়ে সকলকে আনন্দ দিয়েছে। রেফারীর জন্য আরও কয়েকটা গোল দিতে পারেনি। বর্ডার দলের বুট চালনা সত্যই ভয়াবহ। সাজাহান গোল দিয়ে প্রশংসার দাবী করেন। কোন দলের খেলা ভাল হয় নি। প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পারলেই হলো!

*

২—১ গোলে এরিয়ান্স যে ভাবে কালীঘাটকে হারালো তাতে মনে হচ্ছে এরা ওস্তাদকে শেষ রাত্রে ঘায়েল করবে। তবে এদের খেলার কোন মাথামুণ্ডু নেই। যখন যা পারলো খেললো। ভি, ব্যানার্জি কখনও সুযোগ অপব্যয় করেন না। তাই সেই দিনও করেন নি। ভৌমিক তার সঙ্গে আর একটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। কালীঘাটের খেলা ক্রমশঃ নীচুর দিকে চলেছে। যোশেফ ১টা গোল পরিশোধ করেন।

*

কাষ্টমস ২টী পয়েণ্ট ছেড়ে দিয়েছে ভবানীপুরকে—এ কথা কতখানি সত্য তা' দর্শকবৃন্দ জানেন। কে সাহা ও নজর মহম্মদ ভবানীপুর পক্ষে এবং ডেভিস্ কাষ্টমস পক্ষে গোল করেন। ভবানীপুরকে বোধ হয় এ বছর বিদায় নিতে হবে। এর জন্য দায়ী হয় ত হবেন নির্ব্বাচন কর্ত্তাগণ।

*

ব্যাকে দাশু মিত্রের জন্য রক্ষণভাগে খুব কম বল আসতে পেরেছিল। মাঠে কয়েকজন নবাগত খেলোয়াড়দের পুলিশদলের বিরুদ্ধে দেখা গেল—অন্য খেলোয়াড়রা খুব সম্ভব আহত হয়ে বসে আছেন। কারও খেলা উল্লেখযোগ্য হয় নি। রাও, ভি ব্যানার্জি ও অচ্যুত মুখার্জি ১টী করে গোল করেন এবং পুলিশের মিলস একটী গোল পরিশোধ করে সেটা রাম ভট্টাচার্য্য চেষ্টা করলেই হয়ত আটকাতে পারতেন। শেষ দুটি গোল একটু সন্দেহজনক বলে অনেকের ধারণা।

*

ভবানীপুর আরও দুটি পয়েণ্ট পেয়েছে আজিজের জন্য। রেল দল তাদের ভাঙ্গা দল নিয়ে মাঠে কোন মতে নেমেছিল, কিন্তু খেলতে না খেলতে গোল খায়। ভবানীপুর জিতলেও তাদের খেলা আশানুরূপ হয় নি। খেলা আরম্ভ হবার মিনিট ছয়েক পরেই রেলদলের গোলরক্ষক রোজারিও আহত হয়ে মাঠ পরিত্যাগ করেন।

*

মহামেডান স্পোর্টিং ২-০ গোলে রেঞ্জার্স

চিত্রা
ফোন: বি, বি, ১১৬৩
১৩শ সপ্তাহ!
নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গীতরসসমৃদ্ধ আধুনিক সমাজের চিত্তহারী আলেখ্য!
পূর্ণ থিয়েটার
ফোন: সাউথ: ৩৪
২য় সপ্তাহ!
ভূমিকায়: কানন, ভানু, অমর মল্লিক, শৈলেন ও ইন্দু

স্মরণ রাখিবেন
শনিবার, ৬ই জুলাই
চিত্রা এবং
পূর্ণ থিয়েটারে
একযোগে
শুভারম্ভ!
এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর সশ্রদ্ধ নিবেদন
(নিউ থিয়েটার্স রিলিজ)
পরিচালক:
দীনেশরঞ্জন দাস
ভূমিকায়:
মলিনা, পঙ্কজ, শ্রীলেখা, রতীন, মঞ্জরী, শ্যাম লাহা এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে

দলকে হারিয়েছে। এদিন রহিম খেলেন নি তাঁর জায়গায় নূর মহম্মদ (ছোট) খেলেছিলেন, আর শেষোক্ত খেলোয়াড়ের স্থানে করিম খেলেছিলেন। স্কোর করেন রসিদ ও সাবু। গোল খাওয়ার পর রেঞ্জার্স দলের অভদ্র খেলা সত্যই নিন্দনীয়। রেফারীকে শেষে পুলিসের সাহায্য নিয়ে মাঠের বাইরে যেতে হয়।

*

স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্যালকাটাকে ১-০ গোলে হারিয়ে ২টি মূল্যবান পয়েন্ট লাভ করেছে। পি ব্যানার্জ্জী গোল দেন। লীগের প্রথম খেলায় ক্যালকাটা স্পোর্টিংকে হারিয়েছিল।

*

লীগ তালিকায় মোহনবাগান এখন প্রথম যাচ্ছে, তারপরই ইষ্টবেঙ্গল ও তারপর কালীঘাট। মোহনবাগান ১২টা খেলে ১৮ পয়েন্ট, ইষ্টবেঙ্গল ১১টা খেলে ১৭ ও কালীঘাট ১১টা খেলে ১৫ ও রেঞ্জার্স ১৩টা খেলে ১৫ পয়েন্ট।

নিমাই মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ

"বসন্ত মিলনীর" (হাওড়া) তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসর সপ্তম বাৎসরিক "নিমাই মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ" প্রতিযোগীতার খেলা দক্ষিণ ব্যাঁটরা ৪৭, কাটাপুকুর তৃতায় বাই লেনস্থ (বসন্ত রায় তলা) বসন্ত মিলনী ময়দানে প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকার সময় খেলাগুলি পরিসমাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। উক্ত প্রতিযোগিতার চতুর্থ রাউণ্ডের খেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো।

বাষ্ট টোনার

পিল স্তনপেশী
ব্যবহারে অব্যর্থ

বিশ্ব কল্যাণ
১৫১ বি, বহুবাজার, কলিকাতা

"রজঃস্রাবক" বন্ধ ঋতু নির্বিঘ্নে নির্গত হবেই, ৩।০

পত্রলেখা

(২৭)

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

মাননীয় দীপালী সম্পাদক সমীপেষু

মহাশয়,

আমাদের এই বক্তব্যটী আপনার বহুল প্রচারিত "দীপালী" পত্রিকায় স্থান পাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ গত বৎসর হইতে পরীক্ষার ফল পুস্তিকাকারে বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ঐ পুস্তকে যে তালিকা থাকে তাহাই পাশের চূড়ান্ত তালিকা। তাঁহারা ঐ বই-এর দাম চারি আনা ধার্য্য করিয়াছেন এবং প্রধান প্রধান বই-এর দোকানে পাওয়া যাইবে বলিয়া জানাইয়াছেন। যে সমস্ত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা দিয়া থাকে তাহারা নিশ্চয়ই ঐ বই এক কপি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট মূল্যে অর্থাৎ চারি আনায় পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ঐ পুস্তক চারি আনায় ত' দূরের কথা উহা চতুর্গুণ মূল্যেও পাওয়া দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং অনেক পুস্তক বিক্রেতা হকারদের যোগাযোগে এক কপি চারি আনার স্থলে দুই টাকার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেছেন। ইহার কারণ কি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। লড়াই লাগিয়াছে বলিয়া না কি?

গত ২৫শে মে আমরা কয়জন বন্ধুসহ কলেজ ষ্ট্রীটের এক বিখ্যাত বই-এর দোকানে গিয়া এবছরের আই, এ, এবং আই, এস, সি পরীক্ষার ফলের একখানা পুস্তক কিনিতে যাই। কিন্তু দোকানের কর্ম্মচারিগণ উত্তরে বলিলেন যে, সব বই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দোকানে উপস্থিত এক ভদ্রলোক হাত দেখাইয়া বলিলেন যে তাঁহার কাছে পাওয়া যাইবে। আমাদের মধ্যে একজন ভদ্রলোকটীকে দাম জিজ্ঞাসা করাতে সে ঐ

কলিকাতায়
জন-সম্বর্দ্ধিত
৩৬শ
সপ্তাহ

সন্ত তুলসীদাস

শনিবার ১৫ই জুন হইতে
রূপালী
ভবানীপুরে
দেখান হইবে

শনিবার ১৫ই জুন হইতে
—সিটি সিনেমায়—
ভারতের অতীত গৌরব-কথা চিত্র
"গোরখনাথ"
মুক্তিলাভ করিবে।
শ্রেষ্ঠাংশে:
লীলা, নন্দ্রেকর ও বিমলা

আসিতেছে
—রঞ্জিৎ মুভিটোনের—
অচ্ছুৎ
শ্রেষ্ঠাংশে:
গহর

মানসাটা
ফিল্ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: কলি: ৪৫

বই-এর মূল্য দুই টাকা চাহিয়া বসিল। আমরা আশ্চর্য্যান্বিত ও নিরাশ হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যদি তাঁহাদের ধার্য্য দামে ঐ পুস্তক ছাত্রদের নিকট বিক্রয়ের বন্দোবস্ত না করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই গুরুতর রূপে অপরাধী। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কি মতামত অনুগ্রহ করিয়া জানিতে পাইব কি? নিবেদন, ইতি—

(১) শ্রীশিবনাথ ঘোষ। (২) শ্রীমোহনলাল পাল। (৩) শ্রীসিদ্ধেশ্বর বিশ্বাস। (৪) শ্রীগোপাল চন্দ্র ঘোষ।

পোঃ আঃ নবাবগঞ্জ, ২৪-পরগণা।

(৩০)

ঝরণা শব্দ পুরণ প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

শ্রদ্ধেয় "দীপালী" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আমাদের নিম্নলিখিত বিবৃতিটি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা এবং বাংলার আরো কয়েকটি মফঃস্বল সহরে অল্পদিনের মধ্যেই বহু সংখ্যক "শব্দগঠন প্রতিযোগিতা" বর্ষাকালীন আগাছার ন্যায় গজাইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য নানারূপ ফন্দি-ফিকির দ্বারা এবং আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপনের সাহায্যে তথাকথিত "সততার" মিথ্যা ভাঁওতা প্রচার করিয়া সরল প্রতিযোগীগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করতঃ এই অর্থ-সঙ্কটের দিনে তাঁহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ অবাধে শোষণ করিতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের এই অবাধ শোষণের বিজয় অভিযান বন্ধ করিবার কোন চেষ্টাই অদ্যাবধি হয় নাই।

ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকাংশই প্রথম পুরস্কারের টাকার মোটা অংশটা কতকগুলি কাল্পনিক নামে বন্টন করিয়া দিয়া টাকাটা নিজেরাই রাখিয়া দেয় অথবা নিজেদের আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেয়। এইভাবে তাহারা প্রকৃত পুরস্কারের অধিকারী বা অধিকারীগণকে বঞ্চিত করিয়া প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বজায় রাখে। প্রতারণার এই অভিনব পন্থা অনুসরণ করিয়া প্রতিযোগি-সাধারণকে ধোঁকা দিতে গিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে এবং আরো কয়েকটির নাভিশ্বাস সমুপস্থিত। তথাপি তাহারা এই প্রবঞ্চকতামূলক ফন্দি ত্যাগ করিতেছে না।

সম্প্রতি কলিকাতা ২২১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ "ঝরণা শব্দপূরণ প্রতিযোগিতা" নামক প্রতিষ্ঠানটির ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি এখানে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান তাহার ১১ নং প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার প্রাপ্য ব্যক্তিগণের নামের তালিকায় "শ্রীনীহার বালা দেবী C/o মিঃ ডি, সি, চক্রবর্ত্তী, শান্তিপুর, নদীয়া এই নাম এবং ঠিকানা মুদ্রিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও শান্তিপুরের কোন পাড়ায় বা ঐ পোষ্ট অফিসের অধীনে কোনও গ্রামে (Postal peonএর দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়াও) উক্ত নামের কোন মহিলার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলাম না বা পুরস্কার প্রদানের নির্দ্ধারিত সময় বহু পূর্ব্বেই উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও আজ পর্য্যন্ত ঐ নামে কোন মনিঅর্ডার বা Insure ডেলিভারি হইল না।

প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমরা ঐ মর্ম্মে উপর্য্যুপরি তিনবার অভিযোগ

বিনামূল্যে

গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

ফোন ২৭৭৪

বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তৈল

ব্যবহার করুন

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

করিয়াও কোন উত্তর পাই নাই ;—Reply card লিখিয়াও কোন ফল হয় নাই। সুতরাং, কর্ত্তৃপক্ষের এই নীরবতা আমাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়াছে যে তাহাদের প্রকাশিত ১ম পুরস্কারের তালিকার আলোচ্য নামটি ভূয়া এবং সম্ভবতঃ অপর নামগুলির অবস্থাও ঐ একই প্রকার। মনে হয় প্রবঞ্চনার এই প্রচেষ্টা ধরা পড়িয়া যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের অভিযোগের কি উত্তর দিবেন, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন।

মফঃস্বলস্থ সরল প্রতিযোগীগণ যাহাতে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিষয় সজাগ হয়েন, এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া আমরা এই জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করিয়া আপনার শক্তিশালী পত্রিকার সাহায্যে ঐ প্রতিষ্ঠানের

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোং লিমিটেড

(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)

ভ্রমণের বিশেষ রকম

পুরী হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের যে-কোন ষ্টেশন হইতেই, ইণ্টার ও তৃতীয় শ্রেণীর টিকেও রিটার্ণ টিকেট পাওয়া যাইতে পারে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের যে-কোন জংসন হইতে ১৬ ষোল মাইল দূরে অবস্থিত, ই, আই, রেলওয়ের যে কোন ষ্টেশন হইতেও উক্ত সুবিধা পাওয়া যাইবে।

ই, আই ; জি, আই, পি ; এন্, ডব্লিউ এবং বি, এন্; ডবলিউ রেলওয়ে সমূহের যে কোন ষ্টেশনের প্রথম, দ্বিতীয় এবং ইণ্টার শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য, কম ভাড়ায় একেবারে সরাসরি পুরী পর্য্যন্ত রিটার্ণ টিকিট, স্থানীয় যে কোন বি, এন্, রেলওয়ে ষ্টেশনে পাওয়া যাইবে।

বিক্রয়ের সময়—

১৯৪০ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখের মধ্যরাত্রি হইতে ৬ই জুলাই তারিখের মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত টিকিট বিক্রয় করা হইবে। কিন্তু ১৯৪০ সালের ৯ই জুলাই মঙ্গলবারের মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই সব টিকিটের মেয়াদ।

হাওড়া হইতে পুরী পর্য্যন্ত একপক্ষ কাল মেয়াদের বিশেষ রিটার্ণ টিকিট ঃ—

প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ও ইণ্টার শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য, ১⅓ (একক ভাড়া এবং একক ভাড়ার এক তৃতীয়াংশ) ভাড়ায়, হাওড়া হইতে পুরী পর্য্যন্ত, পনের দিনের মধ্যে যাত্রারম্ভ স্থানে ফিরিবার মেয়াদে রিটার্ণ টিকিট যে কোনও দিন পাওয়া যাইবে। যাওয়ার সময় অথবা ফিরিবার সময় কেবলমাত্র ভুবনেশ্বর ষ্টেশনেই যাত্রাভঙ্গ করা যাইতে পারিবে।

যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য, বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য, বি, এন্, রেলওয়ে কোম্পানী, যদি আবশ্যক মনে করেন তাহা হইলে, পুরী পর্য্যন্ত স্পেশাল ট্রেণ চলাচলেরও ব্যবস্থা করিবেন। পুরীগামী প্রত্যেক ট্রেণেই যাত্রীদের সুবিধার জন্য অতিরিক্ত স্থানের ব্যবস্থা করা হইবে।

বিশেষ এবং বিস্তারিত বিবরণের জন্য

ষ্টেশন মাষ্টার

অথবা

পাবলিসিটি অফিসার

খিদিরপুর, কলিকাতা

এই ঠিকানায় আবেদন করুন।

স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হইলাম। আমাদের এই অভিযোগ পত্রখানি আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া সাধারণের মহদুপকার করিবেন।

সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।
ইতি—

ভবদীয়

শ্রীপ্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস
অবসর প্রাপ্ত ওভারসিয়ার, শান্তিপুর

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ
শ্যামচাঁদপাড়া, শান্তিপুর

শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ প্রামাণিক
বড়বাজার, শান্তিপুর

শ্রীঅমল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
সর্ব্বানন্দীপাড়া, শান্তিপুর

শ্রীতুলসীচরণ সরকার
শান্তিমিল্‌স এণ্ড কোং, শান্তিপুর
বড়বাজার, নদীয়া।

পুনশ্চ :—আমি ঝরণাধারা অফিসে উক্ত কাল্পনিক নামের পুরা ঠিকানা চাহিয়া দুইখানি পত্র দিয়া উত্তর না পাইয়া কলিকাতাস্থ "অল বেঙ্গল ক্রসওয়ার্ডস কমনসেন্স পত্রিকার" সম্পাদককে এ বিষয়ে সন্ধান করিতে লেখায় তাঁরা মনসাতলা পোষ্ট আফিস হইতে একখানি রেজেষ্টারী পত্র (No "071") তাঁদের লিখিয়াছেন। তাঁদের জবাব না পাওয়ায় (মনে হয়) এ নাম যে কাল্পনিক তাহার বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই প্রতারণা হইতে সকলের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। ইতি

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু—সম্পাদক
বঙ্গীয় বিবাহ সহায়ক সমিতি (রেজিষ্টার্ড)
পোঃ শান্তিপুর, জেলা নদীয়া।

অহিংসা ও প্রেমই জাতীর মেরুদণ্ড
ইহা বুঝিতে হইলে

সুশীলকুমার বিরচিত

"আত্মহত্যা"

পড়ুন

সকল পুস্তকালয়ে পাইবেন

নাটমণ্ডপ

কৃষিণ মুভীটোন

গত সপ্তাহে পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া বোটানিক্যাল গার্ডেনে "শাপমুক্তি"র জন্য রোমান্টিক আবহাওয়ার অনুকূল কতকগুলি সুন্দর বহিদৃশ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই সপ্তাহে শ্রীমতী মিভাননী ও নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুইটী চিত্তাকর্ষক চরিত্রে রূপ দিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ করা হইয়াছে। জনপ্রিয় চিত্রনট জীবেন বসুকেও একটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাইবে।

ফিল্ম প্রোডিউসার্স লিঃ

"শুকতারা"র চিত্রগ্রহণ সমাপ্তির দিকে চলিয়াছে। এই চিত্রখানিকে বিজ্ঞাপনে কখনও প্রথম কখনও দ্বিতীয় চিত্র বলিয়া ঘোষিত করা হইতেছে। ব্যাপার কি? সবই ফাঁকা আওয়াজ নাকি?

বোম্বায়ে বাঙ্গালী শিল্পী

পরিচালক মধু বসুর পরবর্ত্তী চিত্র "রাজ-নর্ত্তকী"র সুটিং গত ১০ই জুন আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা হইতে সুপ্রসিদ্ধ কারুশিল্পী সুধাংশু চৌধুরী দৃশ্য পরিকল্পনার জন্য বোম্বায়ে গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ আলোক চিত্রশিল্পী যতীন দাস ও তাঁহার ভ্রাতা প্রবোধ দাস ও গিয়াছেন। তাহা ছাড়া নাট্যকার মন্মথ রায় ও জ্যোতিপ্রকাশ, প্রভাত সিংহ, বেচু সিংহ ও মণি চট্টোপাধ্যায়ও সেখানে গিয়া পৌছিয়াছেন।

কলিকাতায় নূতন সিনেমা

ভূতপূর্ব্ব প্রভাত সিনেমার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দি ইলাই (The Elite) করা হইয়াছে। গত মঙ্গলবার লরেল-হার্ডির নূতন ছবি "A Chump At Oxford" ছবি লইয়া এই নূতন চিত্রগৃহটির দ্বারোদ্ঘাটন করা হইয়াছে। এখানে এখন হইতে শুধু নূতন ইংরাজী ছবিই দেখানো হইবে।

পককেশে বৃদ্ধ সাজিয়া আছেন কেন?
কালা তেল (রেজিষ্টার্ড)
(কেশের পরম উপকারী)

এই "চুল কালা তেল" মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিলে আর আপনাকে বৃদ্ধের মত দেখাইবে না—যেহেতু ইহা শুভ্র কেশকে স্বাভাবিক এবং চিরস্থায়ী কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তিত করে। জীবনে আর চুলের কলপ অথবা লোশন ব্যবহার করিতে হইবে না। মস্তিষ্ক চালনাকারীদের ইহা মহৌষধ। প্রত্যেক বোতলের মূল্য ১৷৹ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। একত্রে তিন বোতল লইলে ৩৷৹ সাড়ে তিন টাকা—ডাকব্যয় লাগিবে না।

লোম নাশক

এই আশ্চর্য্য আবিষ্কৃত ঔষধ প্রয়োগে তিন মিনিটের মধ্যে সমস্ত বিশ্রী এবং অনাবশ্যক লোমসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। লোমকে সমূলে বিনাশ করিয়া, ইহা চর্ম্মকে শিশুর চর্ম্মের মত কোমল ও মসৃণ করে। অতি সত্বর, নিরাপদে এবং স্থায়ীভাবে লোম নাশ করে। ইহা ব্যবহারে অতি কোমল চর্ম্মেরও কোন ক্ষতি হয় না। থিয়েটার ও বায়স্কোপের তারকারা ইহা ব্যবহার করেন। প্রতি বোতল ১।৹ এক টাকা চারি আনা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। তিন বোতল ৩্ তিন টাকা—ডাকব্যয় লাগিবে না।

সৌন্দর্য্যই সম্পদ

আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় আবিষ্কৃত "লণ্ডন বিউটি লোশন" ব্যবহার করিলে চর্ম্মের সমস্ত দাগ, সঙ্কুচন, মুখের ব্রণ, মেচেতা, বসন্তের দাগ প্রভৃতি সমস্ত দাগ বিদূরিত হয় এবং চর্ম্ম মসৃণ, কোমল ও উজ্জ্বল হয়। ইহা গ্রীষ্মের প্রকোপ এবং খসখসে ভাব হইতে রক্ষা করিয়া বদন মণ্ডলের সৌন্দর্য্য, কোমলতা এবং লাবণ্য চিরস্থায়ী ও নিরাপদ করে। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রতি বোতলের মূল্য ২্ দুই টাকা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। তিন বোতল একত্রে ৫্ পাঁচ টাকা, ডাকব্যয় লাগিবে না।

Himalaya Oushdhalaya
Post Box No. 46 (D.C.) Amritsar

ইহার মালিক ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স লিঃ (মিনার্ভা সিনেমার বর্ত্তমান পরিচালক)।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

পরিচালক নীতীন বসু তাঁহার দো-ভাষী ছবির কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। কানন ও সায়গাল নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় দুই সংস্করণেই অভিনয় করিবেন। তাহা ছাড়া নবাব ও নিমো হিন্দীতে ও রতীন বন্দ্যোঃ ও শ্যাম লাহা বাংলাতে অভিনয় করিবেন। নীতীনবাবুর পরিচালনায় সায়গাল ও কানন একত্রে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও অভিনয় করেন নাই।

দেবকী বসু তাঁহার "নর্ত্তকী"কে লইয়া ব্যস্ত।

অমর মল্লিকের পরিচালনায় "অভিনেত্রী" সমাপ্তির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

সংবাদিকা

পরিচালক প্রফুল্ল রায় তাঁহার "ঠিকাদারের" প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। ডুয়ার্সে গৃহীত বহির্দৃশ্যগুলি ছবিখানির একটি অপূর্ব্ব সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

*

জুলাই মাসের প্রথমেই এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রোডাকশানের "আলো-ছায়া" চিত্রায় মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া শোনা যাইতেছে।

*

নিউ সিনেমায় আগামী শনিবার হইতে ভাবনানী প্রোডাকশানের "Nacked Truth" ছবি দেখানো হইবে। জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার স্বর্গীয় হেনরিক ইব্‌সেনের উক্ত নামীয় নাটক হইতে চিত্রনাট্য রচিত হইয়াছে। বিমলাকুমারী, নয়ামপালী, নবীন যাজ্ঞিক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন।

*

মিনার্ভা সিনেমায় এই শনিবার হইতে মিনার্ভা মুভীটোনের "Defeat" বা "মৈ হারি" দেখানো হইবে। নাসিম, নবীন যাজ্ঞিক, ফরুক তারাপোরে, মায়া দেবী প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন ও গজানন জাগিরদার পরিচালনা করিয়াছেন।

৫

সুরসাগর হিমাংশু দত্তের সুর সংযোজনায় ইহারা ইতিমধ্যেই ৫খানি গান গ্রহণ করিয়াছেন। পরিচালক অলোক গাঙ্গুলী শীঘ্রই মোগল সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে বজায়

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
সামাজিক সমস্যামূলক
সুবৃহৎ উপন্যাস
"জয়ন্তী"
—২৷৷০ টাকা।
দীপালী গ্রন্থশালা ও
সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

সন্তান যে কোন কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য ১৷৷০, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) লিখুন বা দেখা করুন—৮টা হইতে ১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়। মিসেস দাস বনজ বিশারদ ১৮২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D) কলিকাতা।

পুরুষোচিত অক্ষমতা (অস্থায়ী স্থায়ী, আংশিক, সম্পূর্ণ) হেতু মনঃকষ্ট, বনজ ঔষধ সেবনে চিরতরে দূর করিতে কোথাও বিফল হয় না। ১৷৷০, ঐ মালিশ বিনামূল্যে। ডাক খরচ ৷৷০।
বনজ কুটীর ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D)
কলিকাতা।

রেণুকার "পুনর্মিলন" কবে হবে?

রাখিয়া জায়গীরদার দৌলতখাঁর বিলাস কক্ষের একটা দৃশ্য তুলিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

নগদ ৫০০৲ পাঁচশত টাকা পুরস্কার

সিদ্ধ কবচ

ইহা ধারণ করিলে গ্রহদোষ জনিত সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া যায় এবং এই কবচ ধারণকারী প্রচুর বিত্তশালী, যশস্বী এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। চাকুরীতে এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং প্রত্যেক কার্য্যে, পরীক্ষায় ও মামলা মোকর্দ্দমায় নিশ্চিত সফলতা লাভ হয়। মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

প্রত্যক্ষ এবং আশু ফলপ্রদ বিশিষ্ট কবচের মূল্য—৫৷৷৶০ পাঁচ টাকা দশ আনা মাত্র।

বশীকরণ কবচ—ধারণকারী, ইচ্ছামত যে কোন ব্যক্তিকে নিজের বশে আনিবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। মূল্য ৩।০ তিন টাকা চারি আনা মাত্র। প্রত্যক্ষ এবং আশুফলপ্রদ বিশিষ্ট কবচের মূল্য—৬৷৷০ ছয় টাকা বার আনা মাত্র। বিফল প্রমাণ করিতে পারিলে, তাঁহাকে নগদ ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

Bhargava Jyotish Ashram
Post Box No. 46 (D.C.) Amritsar

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷৷০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স

রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৩৷৷০। ঔষধগুলি গ্যারান্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—**Dr. S. C. Bhadury M.B.**
Ghiamandi, Muttra, U. P.

নানাকথা

বঙ্গশ্রী কটন্ মিল

গত ২৮শে মে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সভানেতৃত্বে বঙ্গশ্রী কটন মিলের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে বহু নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকই সেখানে উপস্থিত হন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনাহীন নিমন্ত্রণের লোভনীয় আড়ম্বর দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। আমরা জানি প্রত্যেক কর্ত্তৃপক্ষই প্রথমে বসিবার স্থানের যোগাড় করেন, পরে নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠান। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষকে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখা গেল। সমাগত ভদ্রমণ্ডলী তাঁহাদেরই আহ্বানে আসিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের যথারীতি আদর আপ্যায়ন করা উচিত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপ্যায়ন ত' দূরের কথা বসিবার স্থান লাভেও অনেকে বঞ্চিত হইয়াছেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় দর্শনে অপারগ বলিয়া বহু নিমন্ত্রিতের সহিত আমরাও চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি। তাঁহাদের অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য লাভ আমাদের হয় নাই।

পুষ্প স্মৃতি-বাসর

শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর সভানেত্রীত্বে নবম বাৎসরিক পুষ্প স্মৃতি-বাসর ১১৪এ, লেক রোডে শ্রীপুলিন চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। সান্ধ্য-বাসরে মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকারের পরিচালনায় নানাবিধ স্মৃতি-সঙ্গীত ও স্মরণ-নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে 'স্মৃতির পূজা' নৃত্যে কুমারী অঞ্জলি দাশগুপ্ত, সবিতা চ্যাটার্জ্জি ও আরতি দাশগুপ্ত, 'গীতি নৈবেদ্যে' কুমারী রমা চ্যাটার্জ্জি, ললিতা চ্যাটার্জ্জি ও গীতা সেন গুপ্ত, 'পুষ্প-স্মৃতি' নৃত্যে কুমারী অসীমা চ্যাটার্জ্জি, শোভা কুণ্ডুর সেতার, 'স্মরণিকা' নৃত্যে কুমারী শিউলি বাগচী ও উমা ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

নৃত্য-শিক্ষক প্রহ্লাদ দাস

জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী প্রহ্লাদ দাসের নৃত্য কলা শিক্ষা দিবার একটি বিশেষ ভঙ্গী আছে।

নিবেদন

বর্ত্তমান ২৪ সংখ্যার সহিত **দীপালীর** প্রথম বর্ষার্দ্ধ শেষ হইল। যে সকল ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ মাত্র প্রথম বর্ষার্দ্ধের জন্য গ্রাহক ও গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, অথবা যাঁহাদের দেয় চাঁদা এই সংখ্যার সহিত শেষ হইয়া গেল, তাঁহারা দয়া করিয়া এই আষাঢ় (১৭ জুন) মধ্যে ২য় বর্ষার্দ্ধের দেয় টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা আর **দীপালীর** গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা দয়া করিয়া একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন। সংবাদপত্রের রীতি অনুযায়ী এযাবৎ আমরা গ্রাহক গ্রাহিকাগণের নিকট হইতে কোনরূপ নির্দ্দেশ না পাইলে, ভিঃ পিঃ তে পত্রিকা পাঠাইতাম, কিন্তু গত দুই বার ধরিয়া অকারণ অত্যাধিকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়—, এবারে আমরা ভিঃ পিঃ করিব না স্থির করিয়াছি। সুতরাং আপনারা উক্ত তারিখ মধ্যে আপনাদের চাঁদার টাকা পাঠাইবেন, নচেৎ ২৫ সংখ্যা (২য় বর্ষার্দ্ধের ১ম সংখ্যা) পাঠান স্থগিত থাকিবে।

নিবেদক—কর্ম্মাধ্যক্ষ, 'দীপালী'

দীপালীর অন্যতম সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ

কথা-সাহিত্যিক

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের

—নূতন উপন্যাস—

স্বর্গ হইতে বিদায়

পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত আকারে

প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার আই. সি. এস. বলেন: "দীপালীতে প্রকাশিত উপন্যাস "স্বর্গ হইতে বিদায়" পড়া শেষ করলাম। ভারী সুন্দর লেগেছে। আমার পড়তে পড়তে কেবল Galsworthy-র তরুণ বয়সের লেখা Saint's Progress মনে পড়্‌ছিল। এই উভয় লেখাই এক জাতের, অর্থাৎ—যেমন সমাজ এবং সামাজিক ব্যবস্থার ওপর কঠোর কটাক্ষ আছে, তেমনি আবার লেখকের সহানুভূতির ফল্গুধারা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে চলেছে। ঔপন্যাসিক এখানে আসন নিয়েছেন ন্যায়পরায়ণ এবং কোমল হৃদয় বিচারকের,—তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, দণ্ড দিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের চোখও অশ্রুতে আর্দ্র হ'য়ে উঠেছে।"

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

০.০০০ টাকা মূল্যের ঘড়ি পুরস্কার

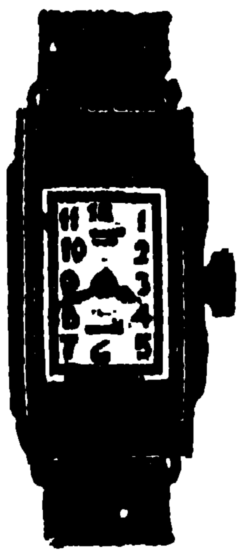

"জহরে হসনা"র প্রচারার্থে তাহার ক্রেতাগণকে ১০,০০০ টাকা মূল্যের ঘড়ি বিতরণ করা হইবে। শরীরের যে কোন স্থানের চুল ইহার প্রলেপে কোন ক্ষতি না করিয়াই উঠান যাইবে। একবার দূরিত হইলে জীবনে কখনও সেখানে আর পুনরুদ্গম্ হইবে না। ইহা সিল্কের ন্যায় চর্ম্মকে, নরম এবং মসৃণ করে। প্রত্যেক শিশির মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

এই ঔষধের বহুল প্রচারের জন্য প্রত্যেক শিশির সহিত একটী করিয়া সুদৃশ্য ও মজবুত হাতঘড়ি পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইহার সৌন্দর্য্য ও কার্য্যকাল দশ বৎসরের জন্য গ্যারাণ্টি। প্রত্যেক ঘড়ির সহিত গ্যারাণ্টি পত্র পাঠান হয়। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি কোন ঘড়ি অচল হয় তবে কোম্পানী তাহা বদল করিয়া দিবেন। সত্বর অর্ডার দিয়া লাভবান হউন। দুই শিশি লইলে ডাক মাশুল লাগিবে না এবং দুইটী হাতঘড়ি পাইবেন।

স্বামী এণ্ড কোং

হালকা নং ৫ অমৃতসর

তাঁহার শিক্ষাধীনে থাকিয়া বহু বালিকা বেঙ্গল মিউজিক কমপিটিশনে পুরস্কার পাইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ইনস্যুরেন্স ইনষ্টিটুট

১৯৪০-৪১ সালের নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। সভাপতি—মিঃ এল. সি. রায়, সহ-সভাপতি—মিঃ কে. এম. নাইক, জে. সি. ঘোষ দস্তিদার, এ পাল, কে. সি. ব্যানার্জ্জি ও এস. বাগচী, জেনারেল সেক্রেটারী—মিঃ এস. এন. রায় চৌধুরী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী—মিঃ এন. আর. সেন, মিঃ এচ. সি. নাগ, কোষাধ্যক্ষ—মিঃ এচ. চক্রবর্ত্তী, অবৈতনিক হিসাব পরীক্ষক—মিঃ বিমল রায়, বি. এল. আর. এ.

করিমগঞ্জ কলেজীয় ছাত্র-ছাত্রী সমিতির দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন

গত ২১শে ও ২২শে মে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার মিঃ অরুণ কুমার চন্দ, এম্. এল্. এ, বার-য়্যাট্-ল' মহাশয়ের পৌরহিত্যে করিমগঞ্জ কলেজীয় ছাত্র-ছাত্রী সমিতির দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ২১শে মে সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকায় সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। কুমারী সুনীতি দেবীর সঙ্গীত, মিঃ সুধীর দাসের বাঁশী, মিঃ নির্ম্মলশশী দে'র আবৃত্তি, মিঃ ভূপেন্দ্র চৌধুরীর হাস্যকৌতুক, কুমারী সুব্রতার নৃত্য অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। সভাপতি মিঃ চন্দ তাঁহার অভিভাষণে ছাত্রগণকে কথায় ও কাজে এক হইতে বলেন। দুর্য্যোগ সত্বেও সম্মেলনে অন্ততঃ ৮০০ লোকের সমাগম হয়। সম্মেলনের সাফল্যের জন্য সমিতির সম্পাদক বিজয় দত্ত প্রশংসার্হ।

২২শে মে উক্ত সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক শরদিন্দু ব্যানার্জ্জির "ডিটেকটিভ" অভিনীত হয়। অভিনয় খুবই ভাল হইয়াছে। অনন্ত চৌধুরীর ভূমিকায় বিজয় দত্ত, কেয়ার ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্র চৌধুরী, বলাইর ভূমিকায় ভূপেন্দ্র চৌধুরী খুব ভাল অভিনয় করেন। সমরেশের ভূমিকায় সুজিত চৌধুরীর অভিনয় ও নলিনীর ভূমিকায় পটলের অভিনয় চলনসই। জগদীশের ভূমিকায় শচীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অভিনয় একেবারে অচল।

যাত্রীদলের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব

গত ২০শে মে, সোমবার, সন্ধ্যায় হাওড়া টাউন হলে বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণের উপস্থিতিতে যাত্রীদলের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব ও পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীযুক্তা নীলিমা মুখোপাধ্যায় পুরস্কার বিতরণ করেন। সভায় গত বৎসরের কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইবার পর একটি বিশেষ উপভোগ্য নৃত্যগীতানুষ্ঠান হয়। তন্মধ্যে বাসন্তী বিদ্যাবীথির ছাত্রী কুমারী ইরা সরকারের নৃত্য প্রদর্শন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরঞ্জিত কুমার মল্লিক ও অন্যান্য সভ্যবৃন্দের সমবেত চেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শুভ-বিবাহ

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ৯২এ নং ল্যান্সডাউন রোড নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সুবিখ্যাত অভিনেতা ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ-বাসরে সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমরা এই নব-দম্পতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্স রিক্রিয়েশন ক্লাব

গত শুক্রবার, ৭ই জুন, ইনষ্টিট্যুট হলে শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "মাটীর ঘর" অভিনীত হইয়া গিয়াছে। ঐদিন ১৯৩৮।৩৯ সালের ভূতপূর্ব্ব অনারারী জেনেরাল সেক্রেটারী মিঃ এস, সি, রায়কে সুনিপুণ ভাবে কার্য্য পরিচালনা করার জন্য একটি ফাউণ্টেন পেন উপহার দেওয়া হয়। অভিনয় সকলের ভালই হইয়াছিল। ভূমিকালিপি ছিল এইরূপ—

সত্যপ্রসন্ন—শ্রীযুক্ত প্রকাশ ঘোষ, অলক—শ্রীযুক্ত সুধামাধব চ্যাটার্জ্জি, কল্যাণ—শ্রীযুক্ত প্রকাশ পাল, চঞ্চল—শ্রীযুক্ত শৈলেন গাঙ্গুলী, উৎপল—শ্রীযুক্ত ললিত দত্ত, অশোক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দু মিত্র, ডাক্তার—শ্রীযুক্ত নীহার ঘোষ, শঙ্কর—শ্রীযুক্ত দেবেন সেন, ঠাকুর—শ্রীযুক্ত হেম মিত্র, তন্দ্রা—শ্রীযুক্ত যতীন মুখার্জ্জি, নন্দা—শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল মুখার্জ্জি, ছন্দা—শ্রীযুক্ত মণি ভট্টাচার্য্য, অঞ্জনা—শ্রীযুক্ত নিখিল ভট্টাচার্য্য।

ন্যাশনাল সিকিউরিটী ব্যাঙ্কের চেৎলা শাখা

গত শনিবার, ৮ই জুন, ৬৮বি, ময়ূরপুর রোডে (আলিপুর) ন্যাশনাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্কের চেতলা শাখার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। বাংলা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিব মাননীয় স্যর বিজয় প্রসাদ সিংহরায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কবিতা প্রতিযোগিতা

হ্যানিমান গার্ল'স স্কুলের উদ্যোগে উক্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কবিতা পাঠাইবার শেষ দিন ২২শে জুন, ১৯৪০। স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং বাহিরের ভাই ভগিনীগণও ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন। প্রবেশ মূল্য নাই! প্রথম পুরস্কার কুমারী মঞ্জু পদক এবং দ্বিতীয় পুরস্কার রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি। কবিতা পাঠাইবার ঠিকানা—ডাঃ চন্দ্রনাথ, পি ৫৭ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩৷১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

অডিটারের হিসাবে গত বৎসর দীপালী (ইংরাজী ও বাংলা)র সাপ্তাহিক প্রচার—১৩,৩০৩ সংখ্যা

স্থাপিত • ১৯২১

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ২০শে জুন, ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ৬ই আষাঢ়, ১৩৪৭ [২৫শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"ধাত্রিক কোর্ট", চার্চগেট রিক্লামেশন
[illegible]—৪১৫ নর্থ এভিনিউ এভেনিউ
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

হিন্দু করদাতা কি নিদ্রিত ?

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা কর্পোরেশনের হিন্দু করদাতাদের কি কিছুই কর্ত্তব্য নাই? মনে হয়, কলিকাতায় হয় কোনও হিন্দু নাই, কিম্বা তাহারা মৃত।

সুভাষবাবু তাঁহার কয়েকজন অনুচর লইয়া কর্পোরেশনে যে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়াছেন এবং দিনের পর দিন ঐ নৃত্যের মাত্রা যেরূপ উগ্রভাবে চড়িতেছে, তাহাতে হিন্দু বলিয়া যে কিছু থাকিবে, তাহা কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র।

গত পূর্ব্ব রবিবার কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক বৈঠকে ইংরাজ সভ্য মিঃ জে, এচ, স্পেলার প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবটি সর্ব্বাগ্রে গৃহীত ও আলোচিত হউক্। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাব ছিল—সম্প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অপমানকর উক্তি করার জন্য, ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া কাগজে কর্পোরেশনের কোনও বিজ্ঞাপন যেন না দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য. উক্ত লেখার জন্য শুধু কলিকাতার নয় তাবৎ ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণের অন্তরে ব্যথা দেওয়া হইয়াছে ও তাহাদের ধর্ম্মব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

একজন সদাশয় ইংরাজের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞান ইহাতে আহত হইয়াছে। কারণ তিনি জানেন, কোনও জাতির ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা নিতান্ত কাপুরুষতা ও অত্যন্ত নীচ মনের পরিচায়ক।

মিঃ স্পেলার তাই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রতিবাদ করিতে উঠিলেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হইলেন, কারণ তাঁহার প্রস্তাব ৩৮।২১ ভোটে বাতিল হইল। মিঃ স্পেলার নিশ্চয়ই ভাবেন নাই, যে সুভাষবাবু বা তাঁহার দল এতটা নীচে হয়ত এখনও নামেন নাই যে এই জাতীয় ও ধর্ম্মীয় ব্যাপারেও বিরুদ্ধতা করিবেন। তিনি ইংরাজ, ইংরাজের মত তাঁহার সাহস বিচার ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি। কিন্তু তিনি লজ্জায় অধোবদন

হইলেন, যখন দেখিলেন এই স্বদেশদ্রোহী ধর্ম্মদ্রোহী স্বার্থপর লোকটী এতদিন কি মহাপুরুষ সাজিয়া, কি ধাপ্পাই না দেশ ও বিদেশবাসীকে দিয়াছে !!

বাঁশ অপেক্ষা কঞ্চি দড়। সূর্য্যের তাপ মাথায় সহ্য হয়, কিন্তু সূর্য্যতপ্ত বালুকা পায়েও সয় না! স্পেলার সাহেব প্রস্তাব করিবামাত্রই অমনি শ্রীনরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় আপত্তি জানাইতে উঠেন। প্রস্তাব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হয়, ডিভিশন হইল। ভালই হইল। ডিভিশন হইলেই জিত! হইলও তাই।

স্পেলার সাহেবের এই প্রস্তাবটি ৮ জন ইয়ুরোপীয়ান ও নিম্নলিখিত ১৩ জন হিন্দু মহাসভার সভ্য কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়:

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, হৃদয় কুমার ঘোষ, মদনমোহন বর্ম্মন, দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, টি, সি, রায়, বি, বি, সাধুখাঁ, এস্, কে, মিত্র, হরিহর দাস চৌধুরী, ডি, এন্, ঘোষ, এ, এন্ মুখোপাধ্যায়, এন্, সি, চট্টোপাধ্যায়, এম্ কে, মজুমদার, এবং বিধুভূষণ সরকার।

বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন—

২০ জন মুসলমান সভ্য এবং মহামান্য ভূতপূর্ব্ব-রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু, তদীয় ভ্রাতা সতীশ চন্দ্র বসু, ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সুধীর রায় চৌধুরী, অমূল্য চন্দ্র মিত্র, ইন্দুভূষণ বীদ, নটবর দত্ত, নরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়, কে, সি, ঘোষ, যোগেশ ঘোষ, এম্, সি, বর্ম্মা, বি, এন্, রায় চৌধুরী, পুলিনবিহারী মল্লিক, এ, সি, দাস এবং হরিদাস সাহা !!

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মুসলমান্ মেয়র নিজের ভোটও এই বিরুদ্ধ দলের দিকেই অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম আক্রমণের স্বপক্ষেই দিয়াছেন!

সুভাষবাবু কেন যে ইয়ুরোপীয়ান্ দলের সহিত মৈত্রী করিতে সাহস পান নাই, এইবার করদাতাগণ দেখুন্। ইয়ুরোপীয়েরা হিন্দুদের অপমানে উদ্বুদ্ধ হয়, মুসলমানেরা হয় না; তাহার জন্য কাহারও দুঃখ করিবার কিছুই নাই—হিন্দুরাও যেন মুসলমানের সুখ দুঃখে এমনি ঔদাসীন্যই দেখায়।

কিন্তু যে সব স্বজাতিদ্রোহী ধর্ম্মদ্রোহী স্বার্থসর্ব্বস্ব হিন্দু সভ্য এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিল, তাহারা কি হিন্দুদের ভোটেই এই পরমপদ পায় নাই? আজ যাহারা নিজ নিজ ভোটারদের বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত পরিচয় দিতেছে, তাহাদের প্রতি কি ভোটারদের কিছুই করিবার নাই? আর যাহারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিল, তাহারা কি তাহাদের ভোটারদের মত লইয়া এ কার্য্য করিয়াছে?

কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে?

*

কর্পোরেশনে এই বসু-লীগ দলের আর একটি মহতী কীর্ত্তি—সেদিনকার ই, জি, পি, কমিটিতে ১৯৪০ সালে কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপনের জন্য কাগজ নির্ব্বাচনের ব্যাপার। অবশ্য, হিন্দুমহাসভার কোনও সভ্য এ কমিটিতে নাই।

অমৃতবাজার পত্রিকার স্থলে ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়াকে মনোনীত করিয়া কর্পোরেশন কি করদাতার অর্থের সম্পূর্ণ অপব্যবহার করিতেছেন না? কয়জন লোক ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া, পড়া দূরে থাকুক, নাম জানে? রাষ্ট্রপতির ধামা না ধরিলেই ইহার মিথ্যা অহমিকা আহত হয়। অতএব পরের পয়সায় এই প্রতিশোধ লওয়া হইল। স্বার্থহানিতে অন্ধ হইয়া, ইনি কিছুদিন আগে মিঃ জে, সি, মুখোপাধ্যায়কেও যথেষ্ট অপমানিত করিয়াছেন। এইরূপ নীচমনা ইতরপ্রতিহিংসা-পরায়ণ হিংস্র ব্যক্তিকে ক্ষমতা বা সম্মান দিলে তাহার যে অপব্যবহার হইবেই ইহা আজও যাহারা বুঝে নাই তাহারা বুঝুক। আজ যাহারা এই স্বার্থপরকে মাথায় তুলিয়া নাচিতেছে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের মাথাও এই ব্যক্তির হাতে নিরাপদ নয়, আজও যাহারা ভাবিতেছে না, তাহাদের জন্য বিস্ময় এখনও হয়ত মজুত আছে।

মুস্লীম্-লীগ কিন্তু বেশ কণ্টকে নৈব কণ্টকং করিয়া চলিয়াছে! প্রতিহিংসা ও স্বার্থপরতার অন্ধতায় এটুকু বুঝিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত যাহার অবিলুপ্ত, তাহার স্থান লোকালয় যে নয়, ইহা যে কোনও সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি স্বীকার করিবে, এবং তাহা করিতে বিশেষ কোনও চিন্তাশীলতারও প্রয়োজন নাই।

নবজীবন

—শ্রীমতী মাধুরীরাণী ঘোষ

কোন সুদূরের আলোক করিয়া আশা
মর্ম্মের মূলে আঁধার বেঁধেছে বাসা,
তাহারি ছায়ায় হৃদয় বেদনাতুর,
চির দুর্ল্লভ পরশ রতনটিরে
অন্তর লোকে কে যেন খুঁজিয়া ফিরে,
অবিরাম শুনি তাহারি চলার সুর।

রন্ধ্র বিহীন নির্জ্জন কারাগারে
মুক্তির আশে কে দেয় আঘাত দ্বারে
রুদ্ধ বুকের গোপন প্রান্তে বসি,
তারি ব্যাকুলতা আমার হৃদয়-মাঝে
বেদনার মতো সকরুণ সুরে বাজে,
ক্রন্দন তারি প্রাণে ওঠে উচ্ছ্বসি।

মানুষের মাঝে নিশিদিন আনাগোনা
কতই হিসাব মিটাতে পাওনা দেনা,
শত কোলাহল, তবু যেন তার সাথে
সবার আড়ালে কোন্ নিঃসঙ্গতা
বহিয়া চলেছে নীরবে আপন ব্যথা
হতাশা-কাতর ক্লান্ত চরণ পাতে।

নিবিড় রাতের তিমিরলিপ্ত তালে
জাগো হে প্রভাত, শান্ত কিরণ জালে
ফুটাও তোমার দুঃখহরণ বেশ,
তোমার বীণায় বাজুক রাগিণী নব,
আলো উৎসব, জাগুক পরশে তব
নবীন জীবন, বেদনার হয় শেষ॥

পান্থশালায়

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১)

দিনের আলো ফুরিয়ে এল, অস্ত গেল দিনের রবি—
নীল আকাশে কোন্ বিরহীর শূন্য হিয়ার রক্ত ছবি?
সবাই ছোটে ঘরের পানে, ঘর-ছাড়া ঐ পথিকদল
জুটচে এসে পান্থশালায়, জমচে সেথায় কোলাহল।
অচেনা ও অজানা সব অন্ধকারের বন্ধুগণ,
একটা রাতের মিলন মাত্র এই সরায়ে সম্মিলন।

(২)

শূন্য নির্জন সুপ্ত সরাই হচ্ছে ক্রমে সরগরম
আলোর কথায় নৃত্যে গানে লোকের ভাড়ে সব রকম।
কালকে প্রাতে যে যার কাজে যাবে বলে' অনেক দূর—
যাবার-কথাই ভুলাতে তাই, এমন রঙীন তরল সুর!
কোথায় সুরা? আরো ঢালো, জ্বালাও মদির চোখে আলো,
ভুলাও আমার সকল ব্যথা, অশ্রু মুছাও, লুকাও কালো।

(৩)

তীক্ষ্ণ রূঢ় আলোর খোঁচায় জগৎ-জোড়া কদর্য্যতা
নগ্ন হয়ে চতুর্দ্দিকে রটায় যখন তত্ত্বকথা,
সত্যি তখন ভাবি আমি—হয়ত মিছে আলো-ছায়া
মিথ্যে জীবন, মিথ্যে জগত, মিথ্যে তুমি, আমি—মায়া!
সন্ধ্যা হলে ভাবি কিন্তু—মিছেই যদি হয় এ সব,
কেন তবে এ পানশালা, কার তরে এই ভোগোৎসব?

(৪)

মিথ্যা যদি প্রবল এত, সত্য থাকে লুক্কায়িত—
তার মানে ত' মিছের কাছে সত্য তোমার পরাজিত!
গাঁয়ের লোকের চলা-পথে জনপদের সে রাজপথ—
তারে ছেড়ে ঘুরতে বল' অ-চল পথের এ পর্ব্বত?
মূর্খ তুমি, আমার পথের দুইটি ধারেই ফুলের বন,
কুহু-কেকার বাঁশীর সাড়ায় শ্যামল মায়ায় ভুলায় মন!

(৫)

মৃতের জন্যে তৈরি কি এই সুর-সুরভি সুরার মেলা?
খেলার যদি খেলুই না রয় কেন তবে এত খেলা?
মানুষ কেন জন্মে হেন রূপের রসের সুরের পাগল,
কে তার পথের দেয় নিশানা, কে তার ভাঙে বাধার আগল?
যারেই সুধাই, সেই-ই দেখায়—নস্তি-পাড়ায়চল'। যাই—
—আর হল না, ডাকে আমায় অন্ধকারের পানশালাই।

(৬)

আমার পাশে বস' এসে নৃত্যময়ী হে সুন্দরি,
একটু থামাও আগুনভরা ময়ূরকণ্ঠী দেহোত্তরী।
ভাবচে ওরা, বিলিয়ে দেবে সঞ্চিত ধন তোমার পায়ে—
এরা ভাবে, যাত্রা এবার কর্‌বে খতম এই সরায়ে!
সুরে সুরায় সুরভিতে ছন্দিত এই অন্ধকার,
তরঙ্গিত হচ্ছে তাহে মত্ত সিন্ধু আকাঙ্ক্ষার।

(৭)

পাত্র 'পরে পাত্র চড়ে, নিশার সাথে নেশাও বাড়ে,
পান্থশালার মালিক হাসে জোগায় সুরা বারে বারে।
সুন্দরীদের নৃত্যতালে চিত্ত দোলে মুসাফিরের
হট্টগোলের অট্টরোলে স্বরভঙ্গ সঙ্গীতের।
পানশালার এই কোলাহলে, সবভোলাদের খোলা হাসে,
মত্ত নির্লাজ অন্ধকারেই—আলোর স্বর্গ নেমে আসে।

(৮)

জড়িয়ে আসে কথা যখন ক্লান্ত চরণ নর্ত্তকীর,
এলিয়ে পড়ে সঙ্গীরা সব, সঙ্গীতেরো কণ্ঠ স্থির,
নিবিয়ে বাতি বাকী রাতি মালিক দুয়ার বন্ধ করে—
মাতালেরাও মত্ত মনে যে যার তখন ফেরে ঘরে।
আলোক শোভা সমারোহের বিলাস-স্বর্গ নির্ব্বিকার
ঝিঁঝিঁর ডাকে নীরবতার স্বপ্ন রচে অন্ধকার।

(৯)

অরুণ-আলোর রক্ত টীকা উঠ্‌ল' ফুটে প্রাচীর ভালে
নগ্ন আঁধার শিউরে উঠে' লুকায় লাজে গাছে ডালে।
রাতের বন্দী বন্দনা গায় নব প্রাতের বিহঙ্গম—
কা'লের কথা ভুলে সবাই ছুটল পথের তুরঙ্গম।
পথের ধারে জুটল সাথী, হিসাব নিকাশ পাওনা দেনা
নূতন করে' হল সুরু, নূতন হাটের বেচা কেনা।

(১০)

রাতের বন্ধু, পান্থসুহৃৎ, পান্থশালার মালিক ওহে
রাতে তোমার সবাই প্রিয়, দিনে তারা কেউ কি নহে?
দিনের আলো ভুলায় তোমায়, রাতের আঁধার আপন করে,
পানশালা তাই বন্ধ রেখে' ঘুমাও সারাদিবস ধরে'।
রাত্রে জাগো, দিনে ঘুমাও, মাতালদেরে ভালবাসো
তোমায় কিন্তু দেখিনিত' একটি দিনও নেমে আসো।

(ক্রমশঃ)

পাঞ্চজন্য
ফাল্গুনী

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

আগামী ১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ১৯৩১ সাল অপেক্ষা ১৩'৪ জন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া প্রাথমিক অনুমান করা হইয়াছে। বিগত ৬০ বৎসরে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা নিম্নরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৮৭২—১৮৮১ সালে শতকরা ৭ জন ;			
১৮৮১—১৮৯১ সালে শতকরা ১০ জন ;			
১৮৯১—১৯০১	„	„	১'(
১৯০১—১৯১১	„	„	৬
১৯১১—১৯২১	„	„	১
১৯২১—১৯৩১	„	„	১০

বাংলার রবার শিল্প

কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলা-সরকার এক বিবৃতিতে বাংলায় রবার-শিল্পে সাধারণের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন—বর্ত্তমানে বাঙলায় রবার শিল্পের বিশেষ প্রচার সাধিত হইয়াছে। বাঙলায় এক্ষণে ১৫টী রবার কারখানা পরিচালিত হইতেছে। উহাদের ভিতর ৪ হাজার ৫০০ লোক কাজ করিতেছে। নিযুক্ত লোকদের শতকরা ৫৬ ভাগ বাঙালী। আর সমস্তই বাহিরের লোক। শতকরা ৫৬ জন বাঙালীর মধ্যে অধিকাংশই রবার শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষিত। উহাদের মধ্যে শতকরা দশ জন ভদ্রলোক শ্রেণীর লোক। কারখানার নিযুক্ত কর্ম্মীরা মাসে ২০ টাকা হইতে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিতেছে। বাঙলার রবার শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্ম-নিয়োগের সুযোগ রহিয়াছে। উচ্চাকাঙ্খী যুবকেরা বিদেশে গিয়া রবার শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতঃ এই শিল্পে কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ দেখিতে পারে।

বিবাহিত ও অবিবাহিতদের উপর কর

ইংলণ্ডে বৎসরে ২৫০ পাউণ্ড আয় বিশিষ্ট অবিবাহিত ব্যক্তিকে ৮ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেনী পরিমাণে আয়কর দিতে হয়। জার্ম্মাণীতে সমপরিমাণ আয় বিশিষ্ট লোকদের নিকট হইতে ৪৪ পাউণ্ড ২ শিলিং আয়কর আদায় করা হইয়া থাকে। ঐ প্রকার আয় বিশিষ্ট বিবাহিত হইলে ও তাহার সন্তান না থাকিলে তাহাকে ১ পাউণ্ড ১৩ শিলিং ৪ পেনী আয়কর দিতে হয়। জার্ম্মাণীতে ঐরূপ লোককে বিবাহের পর ৫ বৎসর-কাল পর্য্যন্ত ২৪ পাউণ্ড দশ শিলিং ও পাঁচ বৎসর-কাল পর ৩৪ পাউণ্ড ৬ শিলিং কর দিতে হয়। ২৫০ পাউণ্ড আয় বিশিষ্ট কোন বিবাহিত লোকের সন্তান থাকিলে ইংলণ্ডে তাহাকে কোন আয়কর দিতে হয় না। কিন্তু জার্ম্মাণীতে ঐ প্রকার আয় [illegible] ৪ শিলিং ও দুইটী সন্তানের জনককে ১৩ পাউণ্ড ৫ শিলিং কর দিতে হয়।

আদর্শ শিক্ষক ডাঃ হরেন্দ্র-কুমার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ২২ বৎসর কার্য্য করিয়া গত ১লা জুন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

ডাঃ মুখার্জ্জী শুধুই যে একজন বিদ্বান সুবক্তা ও দেশহিতৈষী ছিলেন তাহা নয়, তাহার ন্যায় দানবীর এযুগে দুর্লভ। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ৪ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দীর্ঘ ২২ বৎসর কার্য্যকালে তিনি মাত্র দুই হাজার টাকা নিজের ব্যয়ের জন্য লইয়াছেন, তাঁহার বাকী প্রাপ্য ৮১০০০ টাকাও তিনি ভারতীয় খৃষ্টান ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণকল্পে দান করিয়াছেন। ডাঃ মুখার্জ্জী আদর্শ শিক্ষক অর্থে শুধু বিদ্যালয়েরই শিক্ষক নয় লোকশিক্ষক। তাঁহার মত পবিত্র-চরিত্র দানবীর সমগ্র মানব জাতির নমস্য। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।

BOYS' OWN LIBRA
Estd. 1909.
No............
৮ই আষাঢ় ১৩

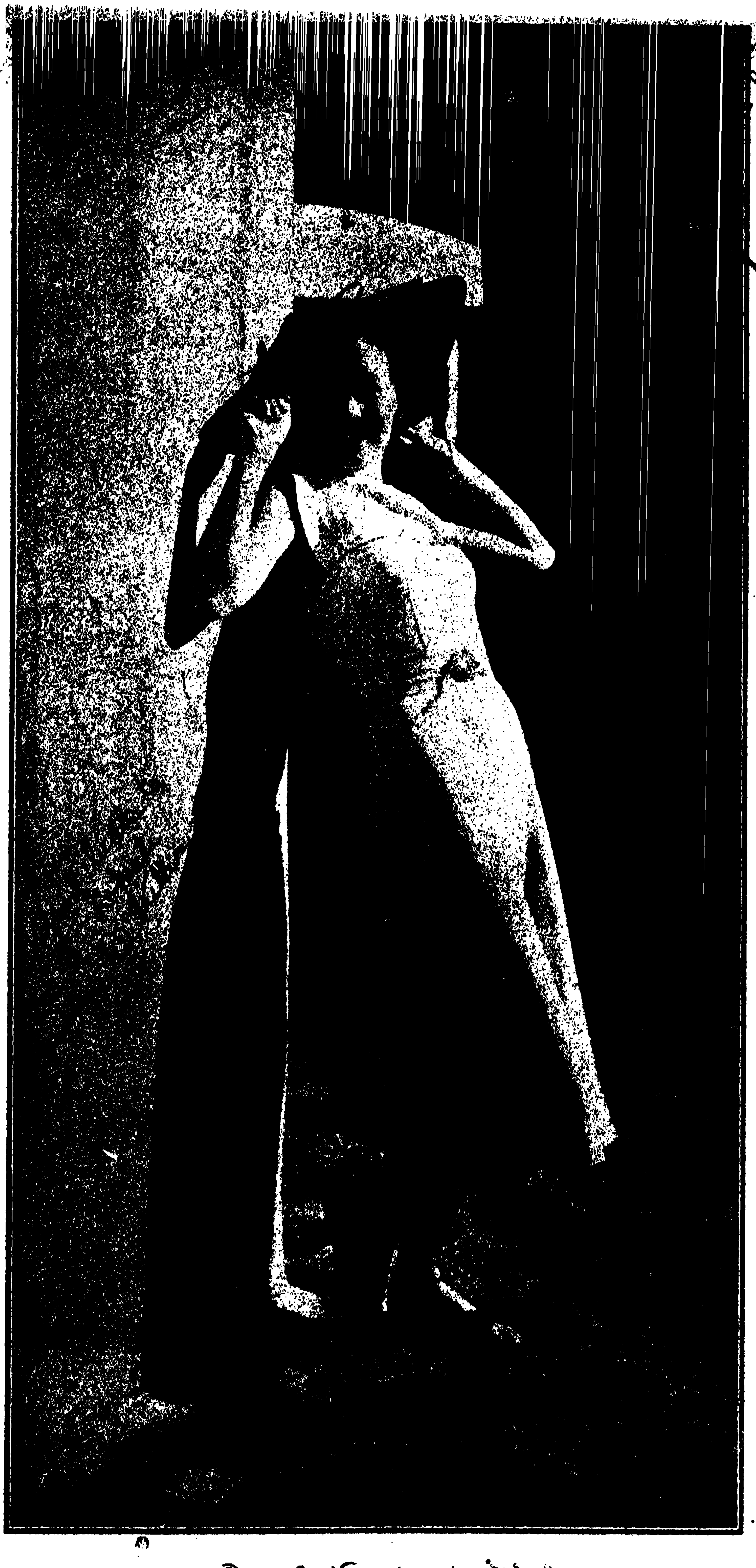

মরীন ও'সালিভান—(মেট্রো-ষ্টার)

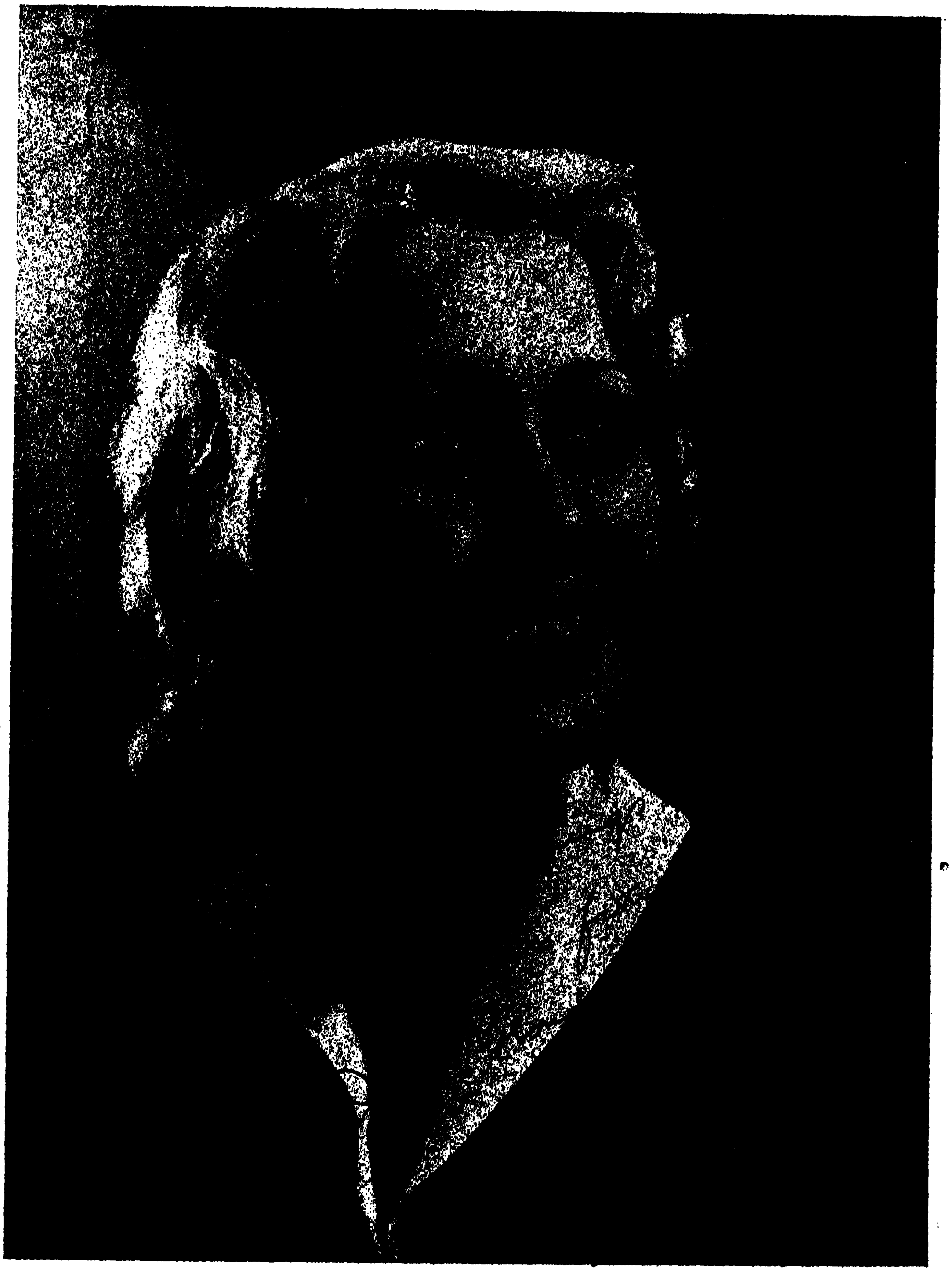

জোন ব্লণ্ডেল—(কলম্বিয়া-ষ্টার)

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd. 1909.
No.............

জোন বেনেট—(ইউনিভার্সাল ষ্টার)

এমেচার ফটোগ্রাফী

পরিচালক

শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

শান্তিবারি—শ্রীমতী সুধাময়ী মিত্র, রেঙ্গুন

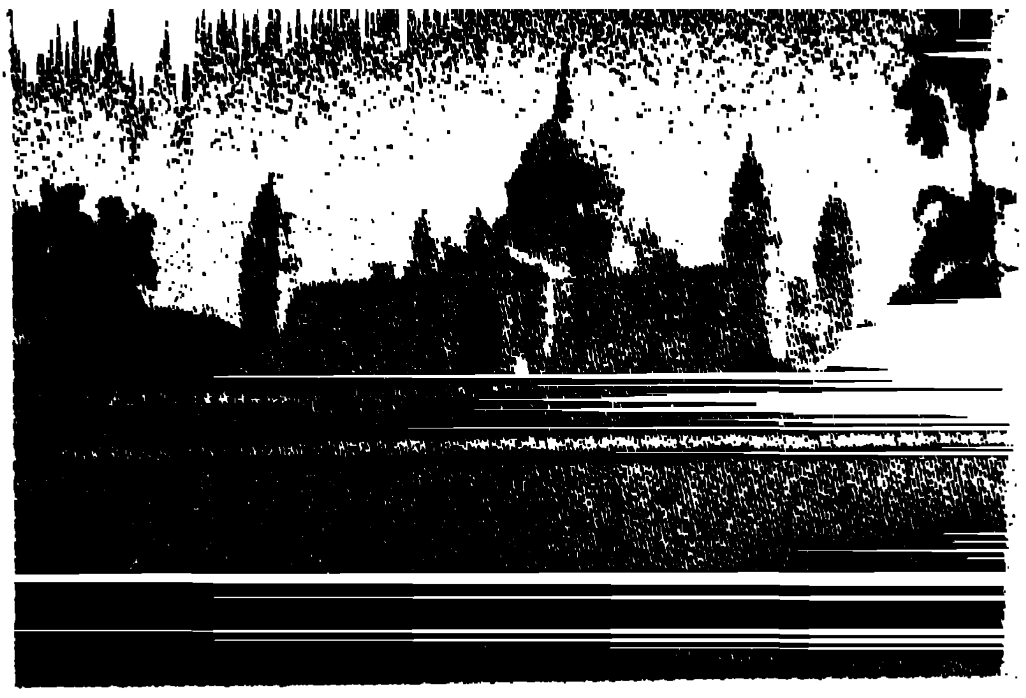

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—শ্রীকল্যাণকুমার বসু, ক

দিনের শেষে—শ্রীসমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মুর্শিদাবাদ

খেলা ঘর—শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জনাই।

LIBRARY.

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(৬)

রাজকুমারবাবু সুশীলবাবুকে সব কথা স্পষ্ট করে লিখতে পারেন নি; তাকে জানিয়েছিলেন যে নিশীথ ওখানে বিয়ে করতে রাজি নয়, তাঁর দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটী হয় নি, কিন্তু তিনি কিছু করে উঠতে পারেন নি। তিনি তাঁর কাছে সে অন্যায় করেছেন তার জন্যে সুশীলবাবু যেন তাঁকে ক্ষমা করেন ইত্যাদি। আসল কারণটা লিখতে তাঁর বাধল। নিশীথ যে এত বড় একটা অন্যায় করেছে একথা সবাই জানবে এ তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না।

বাইরে তাঁর কোন পরিবর্ত্তন তিনি ধরা দিতে চাইতেন না, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ঠিক আগের মত করে কাজ করতে পারতেন না। প্রতি পদে তাঁর নিশীথকে দরকার। একটা বই দরকার হলে নিশীথের কথা মনে পড়ে, একটা সমস্যা আলোচনা করতে গেলে তার অভাব বুঝতে পারেন। "কোর্টে" তাঁর "জুনিয়ার" হবার জন্যে ব্যস্ত অনেকেই, অনেকেই তাঁর সঙ্গে জুটে যায়, অনেকে বাড়ীতেও আসে কিন্তু তাদের কাউকেই তিনি নিশীথের সঙ্গে সমান করে দেখতে পারেন না। অনেক মক্কেল এসে ফিরে যায়, বলেন শরীর খারাপ, নেহাৎ যে ক'টা ঘর তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করবে না তাদের ফেরাতে পারেন না। সকালে "লাইব্রেরী" ঘরে বসাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, বেশীর ভাগ ভেতরের ঘরেই বসে থাকেন।

সেদিন সকালে বসে বসে খবরের কাগজটার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। চাকরটা এসে দেখলে কলকের তামাকটা অনেকক্ষণ পুড়ে গিয়েছে, কিন্তু তিনি বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে টেনে যাচ্ছেন। সে আস্তে আস্তে কলকেটা তুলে নিয়ে গেল, সেজে ধরিয়ে নিয়ে এসে ফের বসিয়ে দিলে কিন্তু তিনি জানতেও পারলেন না। চাকরটা দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে রাজকুমারবাবুর সেদিকে নজর পড়তে বললেন, "কি রে? দাঁড়িয়ে কেন?" চাকরটা একটু ইতস্ততঃ করে বললে, "বড় দাদাবাবুর…" রাজকুমারবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "ষ্টুপিড্, শুয়োর! বড়দাদাবাবু! তার জন্যে ওকালতি করতে এসেছ? বেরোও এখান থেকে। সে এসেছে? বার করে দে।"

চাকরটা কিন্তু বিশেষ ভয় পেয়েছে বলে মনে হল না; সে বললে, "আজ্ঞে না, যে মেয়েটীর সঙ্গে তাঁর বিয়ের…"

রাজকুমারবাবু আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "সেই খৃষ্টান মেয়েটা এসেছে? ভেবেছে আমার কাছে নাকে কাঁদলে আমি সব ভুলে যাব, না তা হবে না।"

"আজ্ঞে না তিনি তো আসেন নি, তিনি কেন আসবেন?"

"তিনি কেন আসবেন? বটে! তবে কি আমি যাব তাঁর কাছে? পাজি, ছুঁচো।"

চাকরটা বললে, "আপনি যেখানে বিয়ের ঠিক করেছিলেন সেইখান থেকে একটী বাবু…"

"কে সুশীলবাবু এসেছেন? তা এতক্ষণ বলতে কি হয়েছিল? যা, যা নিয়ে আয়।"

চাকরটা চলে যেতে রাজকুমারবাবুর খেয়াল হল সুশীলবাবুর কথার জবাব দেওয়া আজ কষ্টকর হবে। বিখ্যাত য়্যাড্‌ভোকেট্ রাজকুমার দত্ত আজ কথা খুঁজে পাচ্ছেন না মনে হতে তাঁর নিজেরই হাসি এল। তিনি আশা করেন নি যে ভদ্রলোক তাঁর চিঠি পাওয়ার পরও আসবেন। "কোর্টে" নিশীথের অনুপস্থিতির কৈফিয়ত দিতে তাঁর অসুবিধে হয় নি, কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্ত এই লোকটীকে যে কি বলবেন তাই তিনি ভেবে পেলেন না। সুশীলবাবু প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমার রক্ষা করুন মশায়; আমার আর কোন উপায় নেই।"

রাজকুমারবাবু বললেন, "আমার করবার কিছু থাকলে আপনাকে বলতে হত না। কথা দিয়ে কখন কথার খেলাপ করিনি, সে আমায় তাও করতে বাধ্য করলে।"

"একবার দয়া করে তাঁকে নিজে গিয়ে

বি, নাগ

(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যাণ্ট)

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেণ্ট : স্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট

রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা

এবং মফঃস্বল সিনেমা।

বিশেষজ্ঞ:—সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনাকারী।

দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার ভার আমরা লইয়া থাকি।

মেয়ে দেখতে বলুন। আমার নিজের মেয়ে—কি আর বলব বলুন, অপছন্দ করবার মত মেয়ে নয়।"

"পছন্দ, অপছন্দ করার কথা হচ্ছে না।"

"আমরা কি অপরাধ করেছি ?"

"অপরাধ আপনারা করেন নি, করেছি আমি তাকে নিজের ছেলের চেয়ে বেশী ভালবেসে, নিজের চেয়ে বেশী বিশ্বাস করে।"

এর পর আর কোন কথা বলা চলে না। সুশীলবাবু বুঝলেন যে তাঁর মেয়ের বিয়ে না হয়ে তিনি যে আঘাত পেয়েছেন এ ভদ্রলোক তার চেয়ে কম সহ্য করেননি। আর কোন কথা না বলে তিনি নমস্কার করে উঠে গেলেন। রাজকুমারবাবু গড়গড়ার নলটা টেনে নিয়ে কি ভাবলেন। হঠাৎ কি মনে হতে চীৎকার করে চাকরকে ডাকলেন। সে আসতে বললেন, "শিগ্‌গীর যা, সুশীল বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।" সুশীলবাবু

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোং লিমিটেড

(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)

ভ্রমণের বিশেষ রকম

পুরী হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের যে-কোন ষ্টেশন হইতেই, ইণ্টার ও তৃতীয় শ্রেণীর উইকেণ্ড্ রিটার্ণ টিকেট পাওয়া যাইতে পারে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের যে-কোন জংসন হইতে ১৬ ষোল মাইল দূরে অবস্থিত, ই, আই, রেলওয়ের যে কোন ষ্টেশন হইতেও উক্ত সুবিধা পাওয়া যাইবে।

ই, আই ; জি, আই, পি ; এন্, ডব্লিউ এবং বি, এন্; ডবলিউ রেলওয়ে সমূহের যে কোন ষ্টেশনের প্রথম, দ্বিতীয় এবং ইণ্টার শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য, কম ভাড়ায় একেবারে সরাসরি পুরী পর্য্যন্ত রিটার্ণ টিকিট, স্থানীয় যে কোন বি, এন্, রেলওয়ে ষ্টেশনে পাওয়া যাইবে।

টিকিট বিক্রয়ের সময়—

১৯৪০ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখের মধ্যরাত্রি হইতে ৬ই জুলাই তারিখের মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত টিকিট বিক্রয় করা হইবে। কিন্তু ১৯৪০ সালের ৯ই জুলাই মঙ্গলবারের মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই সব টিকিটের মেয়াদ।

হাওড়া হইতে পুরী পর্য্যন্ত একপক্ষ কাল মেয়াদের বিশেষ রিটার্ণ টিকিট ঃ—

প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ও ইণ্টার শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য, ১⅓ (একক ভাড়া এবং একক ভাড়ার এক তৃতীয়াংশ) ভাড়ায়, হাওড়া হইতে পুরী পর্য্যন্ত, পনের দিনের মধ্যে যাত্রারম্ভ স্থানে ফিরিবার মেয়াদে রিটার্ণ টিকিট যে কোনও দিন পাওয়া যাইবে। যাওয়ার সময় অথবা ফিরিবার সময় কেবলমাত্র ভুবনেশ্বর ষ্টেশনেই যাত্রাভঙ্গ করা যাইতে পারিবে।

যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য, বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য, বি, এন্, রেলওয়ে কোম্পানী, যদি আবশ্যক মনে করেন তাহা হইলে, পুরী পর্য্যন্ত স্পেশাল ট্রেণ চলাচলেরও ব্যবস্থা করিবেন। পুরীগামী প্রত্যেক ট্রেণেই যাত্রীদের সুবিধার জন্য অতিরিক্ত স্থানের ব্যবস্থা করা হইবে।

বিশেষ এবং বিস্তারিত বিবরণের জন্য

ষ্টেশন মাষ্টার

অথবা

পাবলিসিটি অফিসার

খিদিরপুর, কলিকাতা

এই ঠিকানায় আবেদন করুন।

"লুনিগন" (LUNEGON)

(পূর্ব্বে "ইনস্যানিল" বলিয়া খ্যাত ছিল)

উন্মাদ, মানসিক দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা, নিউরাস্থেনিয়া, মৃগী, হিষ্টিরিয়া, দৌরাত্ম্যের ঝোঁক (Violent mania), উচ্চ রক্তচাপ এবং সকল প্রকার মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধির জন্য।

"লুনিগন", একটি আশ্চর্য্য মহৌষধ। ভারতে ইহার এই প্রথম প্রচলন হইল। গত ষাট বৎসর যাবৎ যাবতীয় মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধিতে, সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় লক্ষ লক্ষ নরনারী এই মহৌষধ ব্যবহারে উপকৃত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র চিকিৎসকগণ হাঁসপাতাল ও উন্মাদাগারে এই ঔষধ সাফল্যের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বহুদিনের দুরারোগ্য উন্মাদ রোগেও ইহা অব্যর্থ ফলপ্রদ। ইহাতে লিউমিন্যাল, ক্লোরাল হাইড্রেড্, পটাশ, ব্রোমাইড, আফিম, মরফিয়া অথবা হেন্‌বেন প্রভৃতি অনিষ্টকর পদার্থ নাই।

এই মহৌষধ যাদু মন্ত্রের ন্যায় অল্পকাল মধ্যেই মানসিক যন্ত্রনা ও অবসাদ দূর করিয়া রোগীকে গভীর নিদ্রা ও শক্তি প্রদান করে। "লুনিগন" অতি সহজ প্রণালীতে প্রস্তুত একটী শাস্ত্রীয় ঔষধ। এক ঘণ্টার মধ্যেই নরনারীকে শান্তি ও শক্তি প্রদান করে এবং অল্পদিন ব্যবহারেই মানুষকে নূতন মানুষে পরিণত করে। জীবনীশক্তির জন্য 'লুনিগনে'র বিশেষ প্রয়োজন—সর্ব্বদাই এক বোতল ঘরে রাখিবেন।

৫০ পঞ্চাশটী টেব্‌লেট্ পূর্ণ বোতলের মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

সকল কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্টের নিকটই পাওয়া যায়—

অথবা লিখুন—

হেরিং এণ্ড কেণ্ট, পোঃ বক্স ৩২৩ (D.W.C.) রীএ হাউস, হর্ণবি রোড (বোম্বাই)

ষ্টকিষ্টস্ঃ নাসেরওয়ানজী এণ্ড কোং ঃ ৮৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রাইমার এণ্ড কোং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা

ফিরে আসতে বললেন, "আপনার জানা কোন ভাল ছেলে আছে?"

সুশীলবাবু হতাশ হয়ে বললেন, "ভাল ছেলের দিকে তাকাব কি করে মশায়? সবাই তো আর আপনার মত নয়। সবাই দেখে আমার আর্থিক অবস্থাটা আগে।"

রাজকুমারবাবু কি ভাবলেন। একবার একটা কথা তাঁর মনে হল, কিন্তু সে কথা তিনি উচ্চারণ করতে পারলেন না। চাকরটাকে বললেন ঋতেনকে ডাকতে।

রাজকুমারবাবু ডাকছেন শুনে ঋতেন ভয়ানক রকম আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তাঁর কাছ থেকে তার বড় একটা ডাক আসে না; বাপের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলবার তার কখন দরকার হয় নি, যা কিছু বলতে হয়েছে সে মাকে জানিয়েছে। চাকরটাকে জিজ্ঞেস করে সে কিছু বুঝতে পারলে না। বাপের সামনে এসে সে আরও বিব্রত হয়ে পড়ল বাইরের একজন লোককে দেখে; কোন রকমে জিগ্যেস করলে, "আমায় ডেকেছেন?" রাজকুমারবাবু ভয়ানক রকম গম্ভীর হয়ে বললেন, "হাঁ। তোমার দাদার কীর্ত্তির কথা নিশ্চয় সব শুনেছ আর তার যে কোন দোষও খুঁজে পাওনি তা বুঝতেই পারছি।"

ঋতেন কোন রকমে বললে, "সে কথার আর কি দরকার বাবা?"

"দরকার আছে। এই ভদ্রলোককে আমি কথা দিয়েছিলাম যে তাঁর মেয়েকে এ বাড়ীতে আমি নিয়ে আসব; সে আমায় মিথ্যেবাদী করেছে। তার কাছে আমার সম্মানের কোন দাম ছিল না; তোমার কাছেও যদি না থাকে তুমিও তার পথ দেখতে পার।"

ঋতেন প্রথমে কথাটার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝতে পারে নি; পরে বুঝতে পেরে সে চমকে উঠল, কোন জবাব দিতে পারলে না। রাজকুমারবাবু তাঁকে বিব্রত দেখে বললেন, "লজ্জা করবার কোন দরকার নেই; যা বলবার স্পষ্ট করে বল; সে বলেছে আর তুমি পারবে না? বাপ্ হয়েছি যখন তখন অনেক কিছুই সহ্য করতে হবে।"

সুশীলবাবু বললেন, "আমি এখানে বসে থেকে আপনাদের বিব্রত করতে চাই না। আমার দুর্ভাগ্য—তাই আপনার মত লোকের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে পারলাম না।" তিনি উঠে দাঁড়াতে রাজকুমারবাবু প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, "বসুন; আমি আর ছেলেদের বিশ্বাস করি না; ও যা বলতে চায় সোজা কথায় আপনার সামনে বলে যাক্।"

ঋতেনের মনে হচ্ছিল যে তার গলা কাঠ্ হয়ে শুকিয়ে গিয়েছে; বাপ্‌কে যে সে এত ভয় করে এ কথা সে আগে কোন দিন

বুঝতে পারে নি। কোন রকমে বললে, "আমার পড়া এখনও শেষ হয় নি।"

রাজকুমারবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "তোমার বাবা যখন বিয়ে করেছিল তারও তখন পড়া শেষ হয় নি; তাতে সে যা করেছে, তোমরা সেটুকু করতে পারলে সে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবে। এর পর বলবে তো যে নিজে দাঁড়াতে না শিখে কারও ভার নেওয়া উচিত নয়? তোমায় কারও ভার নিতে বলা হচ্ছে না; যত দিন বেঁচে থাকব সে ভার তোমায় নিতে হবে না। আর কিছু বলবার আছে?" ঋতেন চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইল। রাজকুমারবাবু বললেন, "চুপ্ করে থাকলে হবে না, তোমার আর কোন আপত্তি থাকে তো বল। ভদ্রলোকের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি আছ কিনা তা ওঁর সামনে স্পষ্ট করে বলে দাও।"

"আপনি যা ভাল বুঝবেন" বলে ঋতেন ঘর থেকে চলে গেল।

সুশীলবাবু বললেন, "রাজকুমারবাবু আপনি সত্যিই রাজকুমার।"

রাজকুমারবাবু বললেন, "আজ্ঞে না, আমার বাবা অতি সামান্য কেরাণী ছিলেন।"

"হতে পারে আপনার বাবা বড়লোক ছিলেন না কিন্তু তিনি সামান্য লোক হলে কখনই আপনার মত ছেলে তাঁর হত না।"

"আচ্ছা সে পরে শোনা যাবে, এখন বাড়ী গিয়ে খবরটা দিন; সেখানেও ভাববার লোক আছে; তাছাড়া আমারও বাড়ীতে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সামনেই ওর শেষ পরীক্ষা, তারপর বিয়ে দোব।" সুশীলবাবু চলে যেতেই চঞ্চলা এসে ঘরে ঢুকল। চঞ্চলা জিজ্ঞেস করলে, "দাদু ছোটমামার নাকি বিয়ে?"

রাজকুমারবাবু বললেন, "তোমার ছোট মামার বাবারও তো হতে পারে!"

"হাঁ দিচ্ছে বিয়ে ঐ বুড়োর সঙ্গে—ঐ সাদা চুল..."

"সাদা চুলে কি যায় আসে ছোট গিন্নি? ব্যাঙ্কের খাতাটা সাদা না হলেই হল।"

"আবার ছোট গিন্নি বলছ?"

"না বলে উপায় কি? কোথায় ভাবছি আসবে তোমার ছোটমামার মা, তা না তুমি এসে হাজির হলে!"

"আমাকেও তো ছোটমামা মা বলে।"

"বলবে বৈ কি; বুদ্ধিমান ছেলে তো; আমি যখন ছোটগিন্নি বলি..."

"আবার!"

নির্ম্মলা এসে ঘরে ঢুকলেন। রাজকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাজটা কি ঠিক হল?"

রাজকুমারবাবু বললেন, "বেঠিক হল বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"যার সঙ্গে নিশীথের বিয়ের কথা হয়েছিল তার সঙ্গে ঋতেনের বিয়ে..."

নির্ম্মলাকে থামিয়ে দিয়ে রাজকুমারবাবু বললেন, "বিয়ের কথাই হয়েছিল, বিয়ে হয় নি। এটা ভীষ্মদেবের যুগ নয়। এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না। ভদ্রলোক বড় বিপদে পড়েছেন; অবস্থা এমন নয় যে অন্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়।"

"টাকা-পয়সা না থাকে, বিয়ের খরচ..."

"ভদ্রলোকের কন্যাদায় বলে অতবড় অপমান করতে আর যেই পারুক আমি পারতাম না।"

স্বামীর কোন কাজের ভুল কখন নির্ম্মলা ধরতে সাহস করেন নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল রাজকুমার যা করেন তার কোন ত্রুটী থাকতে পারে না। মানুষের পক্ষে যতটা স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি থাকা সম্ভব—তিনি জানতেন যে তাঁর স্বামীর তা ছিল। সুশীলবাবুর মেয়ে শীলাকে তাঁর পছন্দ হয়েছিল; সে মেয়েটীকে ঘরে আনবার তাঁর খুব ইচ্ছেও হয়েছিল। ভেবে দেখলেন যে রাজকুমারবাবু যা বলেছেন তা নেহাৎ বাজে কথা নয়; নিশীথ তাকে বিয়ে করবে না বলেই তো ঋতেনের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে।

ঋতেন এ দিক দিয়ে কথাটা ভেবে দেখবার চেষ্টা করেনি। প্রথমে কথাটা শুনে সে বিশ্বাস করতে পারেনি, নিজের বিয়ের সম্বন্ধে কোন কথা সে কোনদিন ভাবেনি। মাঝে মাঝে লোকে আসত সম্বন্ধ নিয়ে, তা সে শুনতে পেত; রাজকুমারবাবু যে পাশ করার আগে তার বিয়ে দেবেন না তাও সে শুনেছিল, তাই বিয়ের সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু ভেবে ঠিক করেনি। শীলার সম্বন্ধে অনেক কিছুই সে শুনেছিল; তার সঙ্গে বিয়ে হবে শুনে সে নেহাৎ বিরক্ত হল না। বিয়ের প্রয়োজনীয়তা সে কোনদিন অনুভব করেনি, তবে বিয়ে করতে তার কোনদিন আপত্তিও ছিল না। (ক্রমশঃ)

নগদ ৫০০্ পাঁচশত টাকা পুরস্কার

সিদ্ধ কবচ

ইহা ধারণ করিলে গ্রহদোষ জনিত সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া যায় এবং এই কবচ ধারণকারী প্রচুর বিত্তশালী, যশস্বী এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। চাকুরীতে এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং প্রত্যেক কার্য্যে, পরীক্ষায় ও মামলা মোকর্দ্দমায় নিশ্চিত সফলতা লাভ হয়। মূল্য ২৷৹ আড়াই টাকা মাত্র।

প্রত্যক্ষ এবং আশু ফলপ্রদ বিশিষ্ট কবচের মূল্য—৫৷৵৹ পাঁচ টাকা দশ আনা মাত্র।

বশীকরণ কবচ—ধারণকারী, ইচ্ছামত যে কোন ব্যক্তিকে নিজের বশে আনিবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। মূল্য ৩।৹ তিন টাকা চারি আনা মাত্র। প্রত্যক্ষ এবং আশুফলপ্রদ বিশিষ্ট কবচের মূল্য—৬৷৹ ছয় টাকা বার আনা মাত্র। বিফল প্রমাণ করিতে পারিলে, তাঁহাকে নগদ ৫০০্ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

Bhargava Jyotish Ashram
Post Box No. 46 (D.C.), Amritsar

আলোচনার আসর

বিবাহিতা শিক্ষিতা স্বাধীনা এবং উপার্জ্জনশীলা রমণীর মধ্যে কে অধিক সুখী ?

(৪)

সম্পাদিকা মহোদয়া বিশেষ করে কুমারী-দেরই আহ্বান করেছেন বর্ত্তমান নিবন্ধে, কিন্তু আপনি কি জানেন না যে এ বিষয়ে আমাদের বিবাহিতাদের duel অভিজ্ঞতা। বরং আমরাই ভাল ক'রে বল্‌তে পারবো ব'লে আশা করি। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কুমারীদের হৃদয় কি একটা মদির আবেশে অভিভূত হয়ে পড়ে, তখন তার হৃদয় কোনো একটা আশ্রয় খুঁজে ফিরে, পিতামাতার স্নেহ আর তখন তাকে আবিষ্ট করে রাখ্‌তে পারে না। ইহাই প্রকৃতির অমোঘ বিধান, নিয়তির চির রহস্য। বলিতে কি স্রষ্টার উদ্দেশ্যও ইহাই। তাই বিবাহ-বন্ধন, পরিণামে পুত্রকন্যাবেষ্টিত সংসার-উদ্যান। এইরূপেই সেই সৃষ্টির আদি থেকে—এক হ'তে দুই, দুই থেকে তিন করেই স্রষ্টার এই সৃষ্ট-উদ্যান সজ্জিত হ'য়ে আস্‌ছে। সুতরাং স্রষ্টার উদ্দেশ্য কি? যদি এই প্রেমের খেলা তাঁর অবাঞ্ছিতই হতো, তবে গাছ থেকে অথবা মাটি ফুঁড়ে মানুষের আবাদ করলেই তো পারতেন। না সেটা তাঁর ইচ্ছে নয়, তাই প্রেমের মধ্য দিয়েই অজানাকে চির ঈপ্সিত, চির আরাধ্য, চির পরিচিত ক'রে দিয়ে এই মরুভূমিতেও 'ওয়েসিস'-এর সৃষ্টি করেছেন। আমার কুমারী ভগ্নিগণ, যাঁরা বিবাহ না ক'রে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করতঃ স্বাধীনভাবে বাস করে আস্‌ছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো হাজার সুখের মধ্যেও তাঁদের হৃদয়ের বিরাট শূন্যতা সাহারার মতই হাহাকার করছে কিনা? তবে কেন তাঁরা অপরের সুন্দর ফুটফুটে শিশুটীর দিকে হাপুস নয়নে চেয়ে থাকেন? কেন তাকে হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে হয়? পার্শ্বের ঐ কোলাহলমুখরিত বাড়ীর গৃহিনীর গিন্নিপনায় তার কি ঈর্ষা হয় না? হতে পারে আপনি নির্ঝঞ্ঝাটে নিজ উপার্জ্জিত অর্থে বাবুর্চীর রান্নায় উদরপূর্ত্তি করতঃ গায়ে ফুঁ দিয়ে বেশ দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছেন। 'বেশ' বলিই বা কি করে? শারীরিক 'বেশ' থাক্‌লেই তো 'বেশ' বলা চলে না; তা'হলে তো পাশের বাড়ীর সাহেবের কুকুরটাও আপনার চেয়ে ঢের—ঢের সুখে আছে। কারণ তাকে মনিবের মোটরে, কোলে, কাঁকে ইত্যাদি সর্ব্বত্রই আদরে থাক্‌তে দেখা যায়। শুধু পেটটা পূর্ণ করতেই জগতে মানব আসার উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃতিই আমাদের এলাকার সীমারেখা টেনে দিয়েছে, তা' হচ্চে সংসার ও মাতৃত্ব। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ যিনিই কর্‌বেন, প্রকৃতি কঠোর হস্তে তার প্রতিশোধ দিবেই দিবে। তবে ইহা সত্য যে তার কতকগুলি লোকলোচনে আসে, আর কতকগুলি বা আসে না।

বেগম শাম্‌ছুন্ নাহার সাহার বানু
রাজসাহী

(৫)

মানুষ যতই শিক্ষিত হউক, যতই উপার্জ্জনশীল হউক, যতই ঐশ্বর্য্য তাহার থাকুক না কেন, নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করা,—কি পুরুষ, কি নারী, সকলেরই পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার সবই আছে, অথচ কি যেন তাহার নাই, কি যেন এক অব্যক্ত অভাবের তাড়নায় সে ছটফট করিতে থাকে। সদা সর্ব্বদাই তাহার মনে হয়, প্রকৃত সুখ যেন সে কখনই পাইল না। প্রকৃত পার্থিব আনন্দ যেন তাহাকে দূরে, অতি দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

অবশ্য তুলনায় দেখা যায় যে সংসারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধা নারী কখনই নিজেকে সুখী বলিবে না, কেবলই ভাবিবে

অবিবাহিতা নারীরা কেমন স্বাধীন, কেমন নিজেই উপায় করে, নিজেই খায়, নিজেই থাকে, কত সুখী তারা, পর জন্মে উহাদের মত হইব কিংবা পুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিব ইত্যাদি। আবার অবিবাহিতারা ঠিক তাহার উল্টা ভাবিয়া থাকে,—যেন স্বামী-পুত্রপরিবৃতা, সংসারধর্ম্মনিরতা নারী কতই সুখী। পুনরায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঠিক ইহার বিপরীত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং ভাবে,—নিজেদের চেয়ে সুখী বুঝি আর কেহ নাই। অতএব এক্ষেত্রে প্রকৃত সুখী কে?

নারীর ধর্ম্মই সংসার ধর্ম্ম, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে যাহা সৃষ্টির আদিকাল হইতে আবহমান চলিয়া আসিতেছে। নারীর ধর্ম্মই স্বামী-সেবা, পুত্র সন্তানকে সুস্থদেহে লালন পালন করা। নারীর ধর্ম্মই লজ্জা, ব্রীড়া, কমনীয়তা, কোমলতা এবং সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম মাতৃত্ব, যাহা ব্যতিরেকে কোন নারীর জন্মই সার্থক নয়। অতএব আমার মতে, শুধু আমার কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের নারীর মতে (স্বাধীনারা ছাড়া), সংসার-ধর্ম্ম-নিরতা, পুত্রকন্যা পরিবৃতা, স্বামী সোহাগিনী নারীই প্রকৃত সুখী।

শ্রীরাইরাণী মুখার্জ্জি
পিলখানা লেন,
বর্দ্ধমান।

(৬)

অবিবাহিতা স্বাধীন উপার্জ্জনশীলা মেয়েরা প্রথমে কতকটা সুখী হন, কারণ তাহাদের হাতে পয়সা থাকে, ইচ্ছামত খরচ করিতে পারেন, স্বাধীন ভাবে যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন। কিন্তু মেয়েদের সকলের চেয়ে বড় জিনিষ যাহা অর্থাৎ চরিত্র তাঁহারা কি তাহা ঠিক রাখিতে পারেন? মেয়েদের একটা সময় আসে যে সময় সে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে তাহা হইতেছে যৌবন কাল, সে সময় তাহারা চায় একটা অবলম্বন অর্থাৎ সাথী আর সেই অবলম্বন হইতেছে একমাত্র বিবাহ। বিবাহ না করিয়া মোহের বশে যদি তিনি বিপথগামী হন, পরে যখন বুঝিতে পারেন যে তিনি কতদূর খারাপ কাজ করিয়াছেন এবং মনের মধ্যে যে অনুতাপ আসে তাহার জ্বালা জীবনেও শেষ হয় কি না সন্দেহ এবং এই জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক ভগ্নি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। হইতে পারে তিনি সংযমী, কিন্তু উপার্জ্জন করিতে হইলে ত' ঘরে বসিয়া উপার্জ্জন করা হইবে না, নিশ্চয়ই ঘরের বাহির হইতে হইবে। এমনও হইতে পারে যে তাহাকে পুরুষদের সহিত একসঙ্গে কাজ করিতে হইবে। তখন পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টি হইতে কি করিয়া নিজেকে রক্ষা করিবেন?

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

আপনি কি বলেন ?

(৫২)

বড়দিদির চিঠি

মাননীয়া

নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

গত ২১শ সংখ্যার দীপালী মারফৎ কুমারী কনক সেনগুপ্তা যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমি নিজের অভিজ্ঞতাবশতঃ যে দু'একটী কথা লিখিয়াছিলাম, তাহার বিরুদ্ধে তিনি অতগুলি কথা না লিখিয়া সামান্য দু'চারিটী কথায় শেষ করিতে পারিতেন। যদিও আমি স্কুল কলেজে পড়িয়া সুশিক্ষা লাভ করি নাই ও তিলকে তাল করিতে শিখি নাই, তথাপি আমি একজন শিক্ষিতা নারীর নিকট হইতে এরূপ পত্রের আশা করি নাই। সেজন্য পুনরায় জানাইতে বাধ্য হইলাম যে বোনাগুলি

তারপর দেখুন মেয়েরা হইতেছে মায়ের জাতি, ছোট বেলায় সামান্য একটা পুতুলের মা হইয়াই কত আনন্দ, প্রকৃত যখন সন্তানের জননী হওয়া যায় ও তাহাতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা একমাত্র সন্তানের জননী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু অবিবাহিতা মেয়েরা এই স্বর্গীয় সুখ হইতে বঞ্চিতা হন। অনেক সন্তানহীনা মেয়েরা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া সন্তানের সাধ মিটাইতে চান, কিন্তু তাহাদের দুধের বদলে ঘোল খাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিবাহিতা মেয়েরা সংসারের অভাব অভিযোগ বা স্বামী-পুত্রের ব্যবহারে অনেক সময় দুঃখ পান সত্য, কিন্তু অবিবাহিতা মেয়েদের যে দুঃখ তাহার কাছে ইহা কিছুই নয়। সুতরাং আমার মনে হয় বিবাহিতা মেয়েরাই সুখী। নমস্কার জানিবেন। ইতি,

শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়

বাঁকুড়া

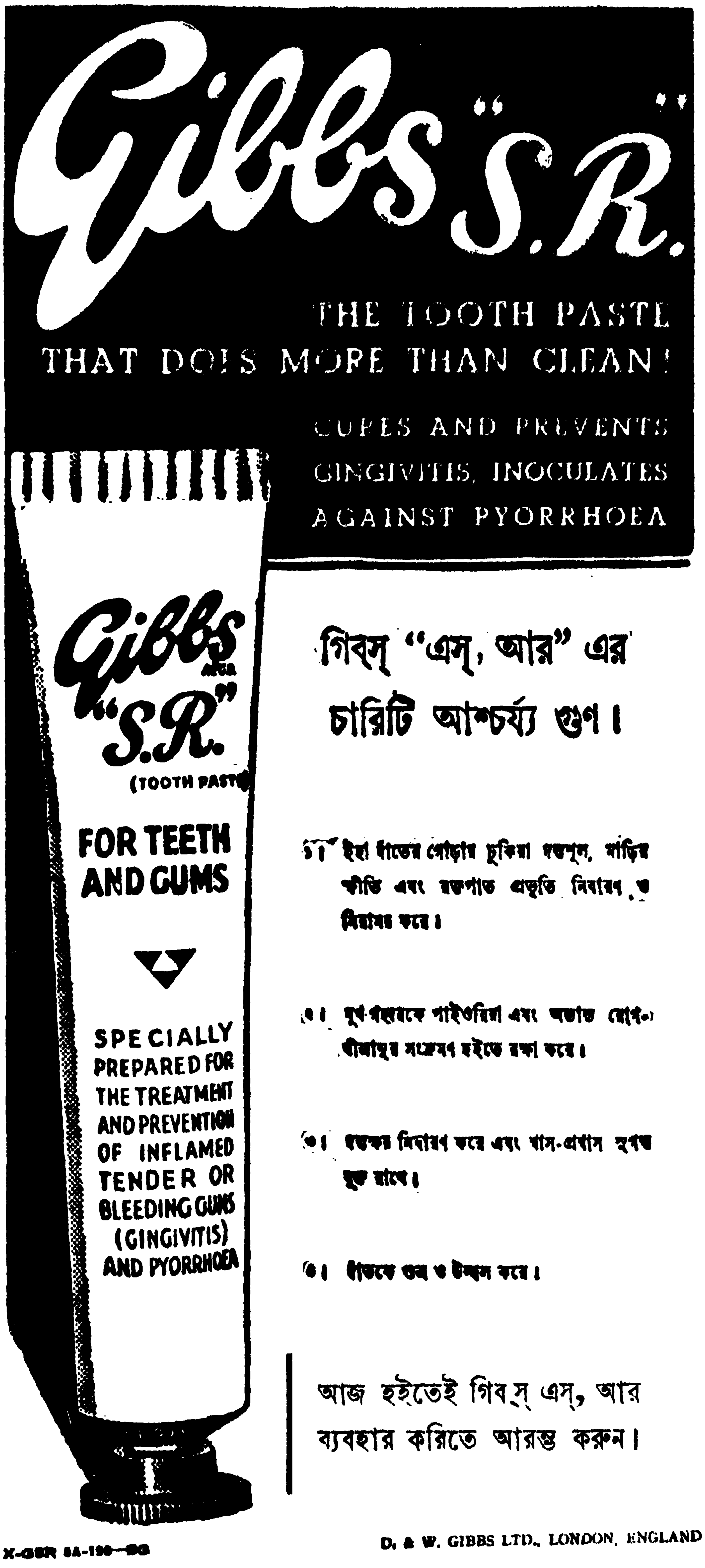

এইভাবে হওয়া উচিত ছিল। যথা বিণুক প্যাটার্ণ—১ম কাঁটা—১ সোজা, ১ উল্টা, ১ সোজা, ৭ উল্টার স্থানে—১ উল্টা, ১ সোজা, ১ উল্টা, ৭ সোজা হওয়া উচিত ছিল ও বরফি প্যাটার্ণ যথা—১ সোজা, ১ উল্টা, ১ সোজা, ৯ উল্টার স্থানে—১ উল্টা, ১ সোজা, ১ উল্টা, ৯ সোজা হওয়া উচিত ছিল। আমি কোনও ভগিনীকে অনুরোধ করি নাই যে তাঁহারা যেন ঐ সকল প্যাটার্ণ না বুনেন। ভাল মন্দ বিচার করা ও ভুল সংশোধন করা ছোট বড় সকলের কর্ত্তব্য এবং দীপালীর অনেক ভগিনীই এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন। যথা—১৭শ সংখ্যার মিস্ শান্তিসুধা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শান্তি লাহিড়ী। যাহা হউক, এ বিষয়ে আর কথা বলিতে ইচ্ছুক নহি; তবে বিদায় বেলায় দু'একটী কথা না লিখিয়া পারিলাম যে কুমারী সেনগুপ্তা "উলেন সোয়েটার" নাম দিয়া অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত রচনা না করিয়া, মধ্যে মধ্যে সোয়েটার, কোট, পুলোভার কি ভাবে বুনিতে হয়, তাহা প্রকাশিত করিলে অনেক ভগিনীর উপকারে আসে। কারণ অধিকাংশ ভগিনীরা বোধ হয় এ সকল বুনিতে জানেন না। আমার শেষ কথা যে আমি দীপালীর গ্রাহিকা নহি, পাঠিকা মাত্র, তথাপি দীপালীর "নারীলোক" আমার বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। যাহা হউক, আশা করি দীপালীর ভগিনীরা বড়দিদির সকল ত্রুটী ভুলিয়া যাইবেন। আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বড়দিদি

দিল্লী

[এ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা প্রকাশ করা হইবে না। নাঃ পঃ]

ডি, রতন এণ্ড কোং

লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বি, বি, ৩৭১১

কেশ-রোগ নিবারণ

—শ্রীশ্যাম বসাক

স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি পালন করাই হচ্ছে কেশ-রোগ নিবারণের প্রধান উপায়। শরীর যদি সুস্থ থাকে তবে কেবল কেশ-রোগ নয়, অন্যান্য রোগের আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করা যায়। গতবারে বলেছি শরীরের আভ্যন্তরিক গোলযোগ ও বাইরের নানা প্রতিক্রিয়ার ফলেই কেশ-রোগ উৎপন্ন হয়। সাধারণ ভাবে যদি আমরা এবিষয়ে লক্ষ্য রাখতে পারি, তবে অনেক সময় কেশ-রোগে আক্রান্ত হতে হয় না অথবা আক্রান্ত হলেও অল্পদিনের যত্ন ও চেষ্টায় তা সেরে যায়।

যকৃতের কাজ ঠিকভাবে না হওয়ার ফলে শরীরে নানা রোগের সূত্রপাত হয় এবং কেশ-রোগও দেখা দেয়। এজন্ত যাতে যকৃতের ক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পাদিত হয় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা দরকার। তেঁতো জিনিস এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রতিদিন আহারের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ তেঁতো জিনিস—যথা নিম, উচ্ছে, পলতা প্রভৃতি রুচি অনুযায়ী খেতে পারলে ভাল ফল পাওয়া যায়। পেঁপেতেও বেশ উপকার হয় তা কাঁচাই হউক আর পাকাই হউক।

অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতির জন্যও কেশ-রোগ উৎপন্ন হয়—তাঁরাও কেশ-রোগের হাত থেকে রেহাই পান না। এক্ষেত্রে বাহিক ফলপ্রদ কেশ-রসায়ন ব্যবহারেও তেমন উপকার পাওয়া যায় না। আভ্যন্তরিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। অম্লনাশক এবং যকৃতের স্নিগ্ধতাসম্পাদক দ্রব্য ব্যবহারের দ্বারা অল্পদিনের মধ্যে কেশ-রোগের নানা উপসর্গ দূরীভূত হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা কেশ-রোগের আর একটি কারণ। যাতে কোষ্ঠবদ্ধতা না জন্মে সেদিকে দৃষ্টি রাখলে সহজে কেশ-রোগে আক্রান্ত হতে হয় না। প্রতিদিন কিছু টাটকা শাকশব্জী, ফলমূল প্রভৃতি খেলে কোষ্ঠবদ্ধতা সেরে যায়। শাকশব্জী এবং ফলমূল খাওয়ার ফলে দেহের রক্ত অম্ল-ধর্ম্মী হয় না। রক্তের ক্ষারধর্ম্ম যথাযথভাবে বজায় থাকার দরুণ কেশ-রোগ উৎপন্ন হয় না। রক্তের ক্ষারধর্ম্ম কেশ-রোগ নিবারণেও সাহায্য করে। এছাড়া অন্যান্য শরীর-ধর্ম্মও যথাযথভাবে সম্পাদিত হওয়া দরকার। কেশ-রোগের উৎপত্তি ও নিবারণ তার ওপরেও নির্ভর করে।

চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য নিয়মিতভাবে চুল পরিষ্কার করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। পরিষ্কার না রাখলে চুলের গোড়ায় ময়লা জমে এবং কেশকূপগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে দেহের দূষিত পদার্থের কতক অংশ এবং কেশমূলের স্বাভাবিক স্নেহপদার্থ নির্গত হতে না পারায় বিবিধ কেশ-রোগের সৃষ্টি হয়। চুল পরিষ্কারের জন্য সাবান ব্যবহার করা খারাপ না হলেও অধিক ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করা উচিত নয়। তাতে চুল ভঙ্গুর এবং বিবর্ণ হয়ে পড়ে। সাবানের সাহায্যে ঘন ঘন চুল পরিষ্কার করাও ঠিক নয়। প্রয়োজন বোধে

সাবান ব্যবহার করাই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত। চুল পরিষ্কার রাখার আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। নানাভাবে বিবিধ রোগের বীজাণু চুলের গোড়ায় এসে আশ্রয় নেয় ও নানা কেশ-রোগের সৃষ্টি করে। বীজাণুনাশক দ্রব্যের সাহায্যে কেশ-মার্জ্জনার দ্বারা বীজাণু-ঘটিত কেশ-রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। কোন প্রকার কেশ-রোগ বর্ত্তমান না থাকলেও ভবিষ্যতে যাতে জন্মাতে না পারে সেজন্যও বীজাণু-নাশক দ্রব্যাদি কেশমার্জ্জনায় সাধারণ ভাবে ব্যবহার করা চলতে পারে।

নিয়মিতভাবে মাথা পরিষ্কার করার মত সপ্তাহে একবার কোন অনুগ্র কেশ-রসায়ন ব্যবহার করা একটি ভাল নিয়ম। এর দ্বারা চুলের অস্বাচ্ছন্দ্যকর অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হয় এবং কেশ রোগ-আক্রমণের সম্ভাবনাও কমে যায়।

চুলের গোড়ায় চুলের পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় একপ্রকার স্নেহপদার্থ আপনা হতেই সঞ্চিত থাকে। কেশমূলে এই স্বাভাবিক তেলের অভাব ঘটলে চুলের পুষ্টির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে এবং চুল ক্রমে ক্রমে পাতলা ও বিবর্ণ হয়ে ওঠে। এই অভাব পূরণের জন্য চুলের প্রকৃতির উপযোগী কোন ভাল তেল প্রতিদিন চুলের গোড়ায় ধীরে ধীরে ঘষে মাখা দরকার। এইভাবে তেল মাখলে চুল যেমন কতকটা পুষ্ট হয় তেমনি মস্তক-চর্ম্মের ব্যায়ামও হয়। ঘর্ষণের ফলে মস্তক-চর্ম্মের নীচেকার শিরায় শিরায় রক্ত সঞ্চালনের গতির চঞ্চলতা হেতু চুল মসৃণ ও সতেজ হয় এবং ঘন হয়ে বাড়তেও থাকে। যাঁদের চুল ক্রমশঃ পাতলা ও বিবর্ণ হয়ে আসছে—তাঁরা নিয়মিতভাবে ভাল তেল মাখলেও উপকার পাবেন। তেল চুলের রুক্ষতা নষ্ট ক'রে বর্ণ-সম্পাদনে বিশেষ সাহায্য করে। কারণ তেল সূক্ষ্ম-পথগামী এবং চুলের খাদ্যস্বরূপ।

উগ্রগন্ধ অথবা উত্তেজক দ্রব্যাদি চুলের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কেশ-রোগ নিবারণে এবিষয়েও লক্ষ্য রাখা দরকার।

চুলের তারুণ্য অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে দুধের ব্যবহার খুবই ভাল। মাঝে মাঝে দুধ দিয়ে মাথা ধুলে চুলের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যও বাড়ে এবং কতক পরিমাণে কেশ-রোগেরও শান্তি হয়।

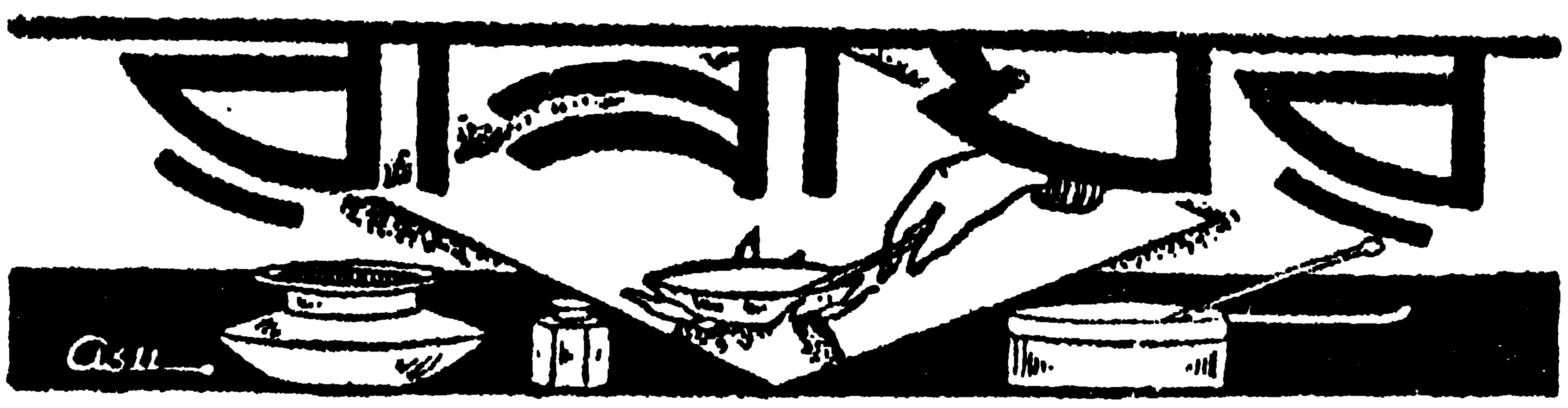

(৯৯)

ডিমের বরফি

ভাল টাটকা ডিম ১০টি, চিনি আধসের, ঘি আধসের, জাফরাণ, ছোট এলাচের গুঁড়া, দারচিনি ও গোলাপ জল পরিমাণমত। প্রথমে চিনি আধসের জল দিয়া উনুনে চড়াইবেন, তারপর ডিমগুলি ভাঙ্গিয়া সাদা অংশ ও কুসুম পৃথক করিয়া ফেটিবেন। খুব সুন্দররূপে ফেটা হইলে একত্র করিয়া ফেটিবেন। তারপর পেস্তা, বাদাম কাটা ও কিস্‌মিস্ ঘি সহ বাদামি করিয়া ভাজিয়া উঠাইবেন। যখন দেখিবেন চিনির রস ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন উনুন হইতে নামাইয়া তাহাতে আধসের পরিমাণ ঘি দিবেন এবং কাঠের চামচে দ্বারা খুব নাড়িতে থাকিবেন। নাড়িতে নাড়িতে যখন দেখিবেন ঘি ও চিনি জমাট বাঁধিয়া আসিয়াছে, তখন ডিমগুলি পুনরায় ফেটিয়া চিনির সিরায় ফেলিবেন এবং উনুনে চড়াইয়া খুব ঘুটিবেন এবং এলাচির গুঁড়া ও কিছু পেস্তা, বাদাম ভাজা—জাফরাণ, গোলাপ জল দিবেন। তারপর যখন দেখিবেন ঘন হইয়া আসিয়াছে ও শক্ত হইয়াছে তখন উনুন হইতে নামাইয়া একখানা পরিস্কার থালায় ঢালিবেন এবং বাকি পেস্তা, বাদাম ভাজা ছিটাইয়া দিবেন ও ছুরি দ্বারা কাটিয়া লইবেন। ইহা খাইতে খুব সুস্বাদু।

মিসেস্ হাই
ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।

(১০০)

ছোলার ডালের বরফি

উপকরণ:—ছোলার ডাল এক সের, চিনি তিন পোয়া, ঘি আধপোয়া, মিছরী ১০ পয়সা, ক্ষোয়া ক্ষীর এক পোয়া, পেস্তা, কিস্‌মিস্, বাদাম ইত্যাদি।

প্রণালী:—প্রথমে ছোলার ডাল তিন চার ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখবেন, পরে ঐ ডাল একটি পাত্রে ছড়িয়ে দিয়ে জল শুকিয়ে নেবেন। তারপর ডালগুলি ঘিয়ে বেশ করে ভেজে নিয়ে, শিলে খুব ভাল করে গুঁড়িয়ে নেবেন, পরে একটি কড়ায় ঘি দিয়ে ঐ ডালের গুঁড়া ও চিনি ফেলে দিবেন; এবং ক্ষীরটাও দিয়ে দিবেন। পাক বেশ কড়া হ'লে একটি থালায় ঘি-হাত বুলিয়ে ঢেলে দিবেন এবং মিছরী অল্প গুঁড়া করে ও পেস্তা বাদামগুলি সরু করে কুটে দিয়ে দেবেন। তারপর ছুরি দিয়ে কেটে নেবেন। এবং কিছুক্ষণ পরে সকলকে খেতে দিবেন।

কুমারী কনক সেনগুপ্তা
পাটপুর রোড, বাঁকুড়া।

(১০১)

ওলের নাড়ু

উপকরণ:—১টী ভাল ওল, একপোয়া ছানা, আধপোয়া ক্ষীর, কিসমিস্, পেস্তা ও বাদাম এক ছটাক, পরিমাণমত দোবারা চিনি ও ঘৃত।

প্রস্তুত প্রণালী:—প্রথমে ওলটী তিনদিন রৌদ্রে শুকাইয়া এক ইঞ্চি পরিমাণ ওলটীতে মাটী লেপিয়া গরম মুড়ি ভাজার বালির তলায় চার ঘণ্টা রাখিয়া দিবেন, সেই বালির গরমে ওলটী সিদ্ধ হইবে। সিদ্ধ হইলে বাহির করিয়া মাটী ও তাহার খোসাটী ফেলিয়া দিয়া বেশ করিয়া শিলে বাটিয়া তাহাতে ঘৃত দিয়া সুজি ভাজার মত ভাজিতে হইবে। একটা অন্য পাত্রে চিনির তিন তার বন্ধ রস করিতে হইবে। ছানা, ক্ষীর ও অর্দ্ধেক পেস্তা, বাদাম ও কিসমিস্ একসঙ্গে বাটিয়া রসের সঙ্গে মিশাইতে হইবে। সেই সঙ্গে ওলভাজা মিশাইয়া বাকি পেস্তা, বাদাম, কিসমিস্ কুচাইয়া একসঙ্গে সমস্ত মিশাইয়া একফোঁটা গোলাপ জল দিয়া নাড়ু পাকাইতে হয়। ইহা খাইতে অতি সুস্বাদু।

কুমারী অন্নপূর্ণা ঘোষ
চুঁচুড়া, হুগলী

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

পোষাক পরিচ্ছদ

কপি পাতা প্যাটার্ণ

(২৫ ঘরে প্যাটার্ণ)

১ম কাঁটা—সোজা।

২য় কাঁটা—২ ঘর দিয়ে ১ ঘর করে ৩ ঘর সোজা করতে হবে। তারপর ১ ঘর দিয়ে ২ ঘর। এইরূপ ২ ঘর করতে হবে। তারপর ৩ ঘর সোজা করে ২ ঘর দিয়ে ১ ঘর। এইরূপ ২ ঘর। তারপর ৩ ঘর সোজা করে ১ ঘর দিয়ে ২ ঘর। এইরূপ ২ ঘর করতে হবে।

৩য় লাইন—উল্টা।

৪র্থ লাইন—২য় লাইনের মত হবে।

ফুলের তোড়া প্যাটার্ণ

(২৪ ঘরে প্যাটার্ণ)

প্রতি ৪ লাইনে প্যাটার্ণ

১ম লাইন—উল্টা।

২য় লাইন—সোজা।

৩য় লাইন—উল্টা।

৪র্থ লাইন—২ ঘর দিয়ে ১ ঘর এইরূপ বুনতে হবে (উল্টাভাবে)। তারপর ১ ঘর দিয়ে ২ ঘর এইরূপ ৪ ঘর বুনতে হবে। আবার ২ ঘর দিয়ে ১ ঘর এইরূপ ৪ ঘর বুনে (উল্টাভাবে), ১ ঘর দিয়ে ২ ঘর, এইরূপ ৪ ঘর বুনতে হবে। এইভাবে লাইন শেষ হবে।

৫ম লাইন—উল্টা।

৬ষ্ঠ লাইন—সোজা।

৭ম লাইন—উল্টা।

৮ম লাইন—৪র্থ লাইনের মতন হবে।

সকলের সুবিধার জন্য যতদূর সম্ভব সরল ভাবে প্যাটার্ণ দুইটী লিখলাম। তবুও যদি কোন ভগ্নির বুঝতে অসুবিধা হয়, তবে দীপালী মারফত জানালে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবো। নমস্কার জানবেন, ইতি—

কুমারী কণা গুহ ঠাকুরতা

পোঃ ঠাকুরগাঁও

দিনাজপুর

নারী-নিগ্রহ

(৫৬)

কলিকাতা

মিঃ এ. সি. দত্ত করোনারের এজলাসে কলিকাতা গোপাল বসু লেনস্থ ৩৬ বৎসর বয়স্কা হরিদাসী নাম্নী জনৈকা দাসীর শব-ব্যবচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে গর্ভ নষ্ট করার প্রচেষ্টায় এই অভাগিনীর মৃত্যু ঘটিয়াছে।

(৫৭)

কলিকাতা

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে শঙ্কর মোহন ঠাকুর (Tagore), তাঁহার স্ত্রী রেণুকা ঠাকুর ও বন্ধু নরেন্দ্র নাথ রায় ইটালী নিবাসিনী জনৈকা মিস্ নিভাননী দাস নাম্নী এক শিক্ষয়িত্রীকে, ঠাকুরের তিনটি কন্যার শিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত করিবার অছিলায় ঠাকুরবাড়ী যাত্রার নামে তিলজলায় লইয়া গিয়া পিস্তল ও ছোরা দেখাইয়া তাহার অলঙ্কারাদি অপহরণের চেষ্টায়, প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। মুচিপাড়া থানার কর্ম্মচারীগণ তদন্ত করিতেছেন।

(৫৮)

তারকেশ্বর

কলিকাতার বলরাম দে ষ্ট্রীট নিবাসিনী শ্রীমতী বাদামো বাই গিনিরাম ব্রাহ্মণ নামক একজন লোকের সহিত তীর্থ ভ্রমণে বাহির হয়। ইহারা নবদ্বীপ হইতে তারকেশ্বরে পৌছিয়া রাত্রে তত্রত্য ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লয়। সন্ধ্যায় ঠাকুর দর্শন করিয়া আসার কিছুক্ষণ পরে গিনিরাম উক্ত স্ত্রীলোকটিকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহারে অজ্ঞান করিয়া তাহার টাকা পয়সা ও গহণা লইয়া পলায়ন করে। ধর্ম্মশালার দারোয়ান এই ঘটনা জানিতে পারিয়া পুলিশে খবর দেয়। আসামী কলিকাতায় ধরা পড়িয়াছে।

আহরণী

"এক-পতি ক্লাব"

আমাদের দেশে পতি পরম গুরু—এবং একবার বিবাহ করিলে স্ত্রীলোকদের অন্য পুরুষকে আর মনে স্থান দিবার অধিকার নাই, কিন্তু পাশ্চাত্যে সেরূপ নহে। ওখানকার মেয়েরা যতবার খুসী বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু এ ব্যবস্থাও আর তাঁহাদের ভাল লাগিতেছে না, আমেরিকার বিভারলী হিলসে একটি মেয়েদের "One Husband Club" নামে একটি ক্লাব গঠিত হইয়াছে। সে ক্লাবের সভ্যা হইতেছেন নয়জন, তন্মধ্যে ছয়জন বিবাহিতা। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে একবারের বেশী আর তাঁহারা বিবাহ করিবেন না। এই ক্লাবের সভ্যাদের মধ্যে পরলোকগত বিখ্যাত চিত্রনট উইল রজার্সের কন্যা মেরী রজার্স ও বিখ্যাত টেনিস খেলোয়ার মিসেস সিডনী বি, উড আছেন। এ সংবাদটিতে আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে কোন মূল্য নাই বটে,

সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য

বনকুসুম
কেশ-তৈল

বনকুসুম
স্নো

বনকুসুম
ক্যান্থারাইডিন অয়েল

আপনার মার্জ্জিত রুচির সম্পূর্ণ পরিপোষক

কিন্তু ওদেশের মেয়েরা জীবনে বৈচিত্র্য আনিতে পারে বটে ||

*

অবিবাহিত পত্নী

পার্লামেণ্টের হাউস্ অফ্ লর্ডস বিল পাশ করিয়াছেন—সৈনিকগণের বিবাহিতা স্ত্রীদিগকে যে মাসোহারা দেওয়া হইবে, ঠিক সেইমত মাসোহারা সৈনিকদের "অবিবাহিত" পত্নীদিগকেও দেওয়া হইবে। এ প্রস্তাবে কেহ কেহ আপত্তি জানাইলে মহামান্য আর্চ বিশপ্ অফ্ ক্যান্টারবারি ডাঃ কসমো ল্যাং উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন যে ইহারাও অবলা নারী। হয়ত কাহারও কাহারও সন্তান সন্ততি পর্য্যন্ত আছে। মাসোহারা না দিলে, মহাপাপ হইবে। সভ্য স্বাধীন দেশে পাপ পুণ্যের এ মাপকাঠি আলাদা—বোধ হয় নরক ও স্বর্গও বিভিন্ন !

*

মিশরে বহুবিবাহ

মিশরে এখনও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। গত বাৎসরিক রিপোর্টে প্রকাশ, ৪৪ হাজার লোকের দুইটি করিয়া, ১১৮ জনের ৩টি করিয়া স্ত্রী বর্ত্তমান। ১৫ হাজার লোক তিনবার করিয়া, দেড় হাজার লোক পাঁচবার এবং ৮০ জন লোক নয়বার করিয়া বিবাহ করিয়াছে।

বিনামূল্যে

গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

নবীন যুবক

পুরস্কার ২০০৲, ১ম পু—১৫০৲, ২য়—৫০৲

সহজ শব্দপূরণ প্রতিযোগিতা, প্রবেশ মূল্য চার আনা। ছয় পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে নিয়মাবলী পাঠাই। "নবীন যুবক" C/o N. H. Mukerjee, Beldanga, P. O. Asansol.

সমালোচনা

(১৬)

পত্র ও পুষ্প—(কবিতার বই) শ্রীউমাদাস গুপ্ত, এম, এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম, এ, ৬নং নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৪৮ পৃষ্ঠা, দাম দশ আনা।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে কবিতার ক্ষেত্রে একখানি কাব্য-পুস্তককে আর একখানি হইতে বাছিয়া লওয়া খুব কঠিন হইয়া পড়ে। মনে হয় বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগে সমস্ত ব্যক্তিত্ব সমস্ত স্বাতন্ত্র্য বুঝি ধুইয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন লেখকের রচনায় স্বকীয়তার সন্ধান পাইলে সত্যসত্যই উৎফুল্ল হইয়া উঠিবার কারণ ঘটে। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান লেখকের কাব্য-প্রচেষ্টার মধ্যে আশান্বিত হইয়া উঠিবার কোন কারণই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। আলোচ্য পুস্তক বাংলা কবিতার গতানুগতিকতার স্রোতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে পারিবে শুধু এইটুকুই আমরা বলিতে পারি। দু'একটি কবিতা পড়িতে মন্দ লাগে না, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইলেই ছন্দের বন্ধুর পথে হোঁচট খাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

(১৭)

কল্পনা—(কবিতার বই) শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত। দশ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা, দাম দু' আনা।

কয়েকটি কবিতা পড়িয়া মনে হইল লেখক ছন্দের মধ্য দিয়া পাঠকদের উপর উপদেশ-সুধা বর্ষণ করিতে চাহিয়াছেন। 'ফাঁকি' 'অনিত্য', 'মিছে মায়া' সবগুলিই প্রায় এই ধরণের কবিতা। কবিতার মধ্য দিয়া হিতোপদেশ দিবার চেষ্টা মন্দ নয় কিন্তু

কলিকাতায়
জন-সম্বর্দ্ধিত
৩৮-শ
সপ্তাহ

সন্ত **তুলসীদাস**

শনিবার ২২শে জুন হইতে
রূপালী
ভবানীপুরে
দ্বিতীয় সপ্তাহ

শনিবার ২২শে জুন হইতে
—সিটি সিনেমায়—
দ্বিতীয় সপ্তাহ
ভারতের অতীত গৌরব-কথা চিত্র
"গোরখনাথ"
শ্রেষ্ঠাংশে :
লীলা, নন্দ্রেকর ও বিমলা

আসিতেছে
রঞ্জিৎ মুভিটোনের
অচ্ছুৎ
শ্রেষ্ঠাংশে :
গহর

মানসাটা
ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : কলি: ৪৫

অত্যধিক উপদেশের চাপে আসল কাব্যবস্তুটি মারা পড়িয়াছে। লেখকের "কল্পনা" মথিলিখিত সুসমাচারের উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই শুধু এইটুকুই আমাদের বক্তব্য।

(১৮)

কবি বিষ্টুদা—(ছেলে মেয়েদের বই) শ্রীসতীকুমার নাগ ও সনৎকুমার নাগ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরণেন্দ্রনাথ দে মজুমদার, চয়নিকা পাবলিশিং হাউস, ৭নং নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা। ৪৮ পৃষ্ঠার বই, দাম পাঁচ আনা, ছাপা কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

ছেলে মেয়েদের কল্পনাকে করিবার মত মালমশলা বইটিতে বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। 'কবি বিষ্টুদা' ও 'উগ্রচণ্ডা'—এই দু'টি গল্প লইয়া বইখানি রচিত, হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়া গল্প বলিবার চেষ্টা প্রশংসনীয়। বইখানি ছেলে মেয়েদের ভাল লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

(১৯)

শীশ-মহল—(সচিত্র মাসিক) বৈশাখ—১৩৪৭, সম্পাদক রকিবুস সুলতান, বি, এ। প্রতি সংখ্যা তিন আনা, বার্ষিক দুই টাকা দুই আনা। ২১ নং পটুয়াটোলা লেন কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিক্ষিত জাতীয় ভাবাপন্ন মুসলমান সমাজের মুখপাত্ররূপে পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই পত্রিকাখানি প্রথম বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এই ধরণের জাতীয়তাবাদী মাসিকপত্রের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। সম্পাদকীয় আলোচনায় পত্রিকাটির আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর কথা বলা হইয়াছে। "মুসলমান সমাজ থেকে বের হলেও 'শীশমহল' হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ করতে যাবে না, ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সব বাঙালীই আমাদের ভাই আর, বাঙলার মঙ্গল, বাঙলার উন্নতি, বাঙলার গৌরব এই হল আমাদের লক্ষ্য।" বর্ত্তমান সংখ্যা খ্যাতনামা সাহিত্যিক এস, ওয়াজেদ আলি, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, কাজি নজরুল ইসলাম, সজনীকান্ত দাস, কালিদাস রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকের রচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে।

ধী. মো. ম.

—নিউ থিয়েটার্স রিলিজ—

এসোসিয়েটেড প্রোডাক্সানস্-এর প্রথম সশ্রদ্ধ নিবেদন!

আলো-ছায়া

চিত্রা এবং পূর্ণ থিয়েটারে

৬ই জুলাই শনিবার হইতে প্রথমারম্ভ

ASSOCIATED DISTRIBUTORS LTD. CALCUTTA

পরিবেশক: এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

ভার্জ্জিনা—বহু সন্তানের জননীর বাহ্যিক প্রয়োগেই চির-কুমারীত্ব রক্ষা করে। স্ত্রী-অঙ্গের শিথিলতাও চিরতরে দূর করে। মূল্য ১॥০। ব্রেস্টো—রমনীর শিথিল বক্ষঃস্থল সুদৃঢ় ও সমুন্নত রাখিতে শ্রেষ্ঠ। ২॥০ টাকা। ইউনানী ড্রাগস্ হাউস, ৭নং ক্রীক রো, কলিকাতা (এ)

পত্রলেখা

(৩১)

প্রতিবাদ

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত দীপালীর গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সংখ্যায় "ঝরণা শব্দ-পূরণ প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ" শীর্ষক যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহারই প্রতিবাদপত্রস্বরূপ আমাদের এই পত্রখানি আপনার পত্রিকায় স্থান দিলে বাধিত হইব।

নদীয়া-শান্তিপুর নিবাসী কতিপয় ভদ্র-লোক—'ঝরণা' শব্দ-পূরণ প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে যে অন্যায় অহেতুক দোষারোপ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট এই প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করত: যে হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলাম।

"অল বেঙ্গল ক্রসওয়ার্ডস কমনসেন্স পত্রিকা" আমাদের নিকট খিদিরপুর হইতে যে রেজিষ্টারী পত্রখানা (No. 'R-659') গত ১লা জুন তারিখে দিয়াছেন—তাহার যথাযথ উত্তর আমরা যথাসময়ে দিয়াছি এবং তাহার Acknowledgement Receiptও আমরা পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসু মহাশয় তথায় খোঁজ করিলেই ইহার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন।

তিনি যে লিখিয়াছেন, "অল বেঙ্গল ক্রসওয়ার্ডস কমনসেন্স" মনসাতলা পোষ্ট আফিস হইতে রেজেষ্টারী পত্র (No. ·071) আমাদের নিকট দিয়াছেন—ইহা সত্য নহে। কারণ ঐ নম্বরের কোন পত্র মনসাতলা পোষ্ট আফিস হইতে আমরা এযাবৎ পাই নাই।

"ঝরণার ১৭নং প্রতিযোগিতার ১ম পুরস্কার-প্রাপ্তা শ্রীযুক্তা নীহারবালা দেবীর নাম ভুয়া প্রতিপন্ন করিবার ছলে যে সমস্ত কারণ তাঁহারা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও ভিত্তিহীন। স্থানীয় প্রতিযোগিগণের অনেকে বাহিরের ঠিকানা লইয়াও প্রতি-যোগিতায় যোগদান করেন এবং পুরস্কারের অধিকারী হইলে তাঁহার Local Receipt জমা দিয়া অফিস হইতেও পুরস্কারের টাকা লইতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষকে মাঝে মাঝে প্রতিযোগীগণের সুবিধা-অসুবিধাও দেখিতে হয়। নতুবা প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা বজায় রাখা সব সময়ে সম্ভব হয় না।

শান্তিপুর হইতে এবিষয়ে যে সমস্ত চিঠি তাঁহারা আমাদের নিকট লিখিয়াছেন বলিতেছেন—তাহাও সত্য নহে। এবিষয়ে শান্তিপুর বা অন্য কোন স্থান হইতে এযাবৎ আমরা কোন চিঠি পাই নাই।

এবিষয়ে আর আমরা অধিক লেখা বাহুল্য মনে করি। আপনি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। ইতি—

ভবদীয়—

ম্যানেজার পি, চক্রবর্ত্তী

ঝরণা ক্রসওয়ার্ডস কমপিটিশন সোসাইটি

২২১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পু:

ঝরণার ১৭নং প্রতিযোগিতার আংশিক পুরস্কার-প্রাপ্তা শ্রীযুক্তা নীহারবালা দেবী পুরস্কার প্রাপ্তির পর আমাদের নিকট যে পত্রখানি দিয়াছেন—সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে নিম্নে তাহার অবিকল নকল পাঠাইলাম।

মহাশয়,

১৭নং প্রতিযোগিতার ১ম পুরস্কার বাবদ ৬২৷৷০ আনার প্রাপ্তি স্বীকারের সহিত আপনাদের সততার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি এই প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ইতি—

বিনীতা—

(স্বাক্ষর) শ্রীনীহারবালা দেবী

অহিংসা ও প্রেমই জাতীর মেরুদণ্ড
ইহা বুঝিতে হইলে
সুশীলকুমার বিরচিত
"আত্মহত্যা"
পড়ুন
সকল পুস্তকালয়ে পাইবেন

পাককেশে বৃদ্ধ সাজিয়া আছেন কেন?
কালা তেল (রেজিষ্টার্ড)
(কেশের পরম উপকারী)

এই "চুল কালা তেল" মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিলে আর আপনাকে বৃদ্ধের মত দেখাইবে না—যেহেতু ইহা শুভ্র কেশকে স্বাভাবিক এবং চিরস্থায়ী কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তিত করে। জীবনে ২য়ার চুলের কলপ অথবা লোশন ব্যবহার করিতে হইবে না। মস্তিষ্ক চালনাকারীদের ইহা মহৌষধ। প্রত্যেক বোতলের মূল্য ১৷০ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। একত্রে তিন বোতল লইলে ৩৷০ সাড়ে তিন টাকা—ডাকব্যয় লাগিবে না।

লোম নাশক

এই আশ্চর্য্য আবিষ্কৃত ঔষধ প্রয়োগে তিন মিনিটের মধ্যে সমস্ত বিশ্রী এবং অনাবশ্যক লোমসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। লোমকে সমূলে বিনাশ করিয়া, ইহা চর্ম্মকে শিশুর চর্ম্মের মত কোমল ও মসৃণ করে। অতি সত্বর, নিরাপদে এবং স্থায়ীভাবে লোম নাশ করে। ইহা ব্যবহারে অতি কোমল চর্ম্মেরও কোন ক্ষতি হয় না। থিয়েটার ও বায়স্কোপের তারকারা ইহা ব্যবহার করেন। প্রতি বোতল ১৷০ এক টাকা চারি আনা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। তিন বোতল ৩্ তিন টাকা—ডাকব্যয় লাগিবে না।

সৌন্দর্য্যই সম্পদ

আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় আবিষ্কৃত "লণ্ডন বিউটি লোশন" ব্যবহার করিলে চর্ম্মের সমস্ত দাগ, সঙ্কুচন, মুখের ব্রণ মেচেতা, বসন্তের দাগ প্রভৃতি সমস্ত দাগ বিদূরিত হয় এবং চর্ম্ম মসৃণ, কোমল ও উজ্জ্বল হয়। ইহা গ্রীষ্মের প্রকোপ এবং অসময়ে ভাব হইতে রক্ষা করিয়া বদনমণ্ডলের সৌন্দর্য্য, কোমলতা এবং লাবণ্য চিরস্থায়ী ও নিরাপদ করে। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রতি বোতলের মূল্য ২্ দুই টাকা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। তিন বোতল একত্রে ৫্ পাঁচ টাকা, ডাকব্যয় লাগিবে না।

Himalaya Oushdhalaya
Post Box No. 46 (D.C.) Amritsar

শোনা যাচ্ছে কয়েক বছর ওঠা-নামা লীগ তালিকায় স্থান পাবে না। দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে প্রথম ডিভিসনে, তৃতীয় থেকে দ্বিতীয়, ইত্যাদি—ডিভিসনে ওঠা-নামা বন্ধ হবে। যদি তাই হয়—তবে খেলার ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আরও ভাল হয় যদি খেলোয়াড়দের ক্লাব অদল-বদল না করতে দেওয়া হয়। এই অদল-বদল করার জন্যই ত' খেলার উন্নতি হয় না—টিম্ স্পিরিট আসে না। বাংলাদেশ তথা কলকাতায় ফুটবলের ক্রমোন্নতির জন্য আই, এফ, এ, কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট চেষ্টা করছেন—তারা সাফল্যমণ্ডিত হউন, এই আমাদের কামনা।

*

মোহনবাগান রিটার্ণ ম্যাচে ১ গোলে কালীঘাটকে হারিয়ে পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়েছে। অত্যধিক হাওয়ার জন্য খেলাটা জমাট না হলেও খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক হয়েছিল। উভয় দলই কয়েকটা গোল দেবার সুযোগ নষ্ট করে। ন্যাংচা গোল দিয়েছেন সত্যি—কিন্তু নন্দর বাহাদুরী এতে ছিল। নন্দ নিজে না মেরে বলটা ন্যাংচাকে ছেড়ে দেন। তারক চৌধুরী ব্যাকে এবং পরামাণিক ও অনিল দে হাফব্যাকে দুর্দ্দান্ত রকমের খেলেন এবং কে, দত্তকে বল ধরতেই দেয় নি। কালীঘাটের গোলকীপার সুবোধ ব্যানার্জ্জি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এঁদের ফরওয়ার্ডদের অত্যধিক ড্রিবলিংয়ের জন্য খেলা নষ্ট হয়।

*

ই, বি, আর ২-১ গোলে কাষ্টমসকে হারিয়েছে। বি, কর ২ খানি গোল দিয়ে বাহাদুরী পান,—আব্বাস ১টি শোধ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইষ্টবেঙ্গল ১টি পয়েণ্ট ভবানীপুরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ভবানীপুর যেভাবে আক্রমণ চালিয়েছিল, ২টী পয়েণ্ট তারা অব্যর্থ পেত—কিন্তু বরাত মন্দ। ইষ্টবেঙ্গল যেন আর পারছে না,—বুড়োদের বসিয়ে নূতনদের দিয়ে খেলিয়ে দেখলে হয় না? ভবানীপুর পক্ষে আজিজ গোল দেন। ইষ্টবেঙ্গলের এস, ঘোষ পরিশোধ করেন।

*

মহমেডান স্পোর্টিং যে আর পারছে না তা' খেলা দেখলেই বুঝা যায়। নবাগত স্পোর্টিং ইউনিয়ন একজোটে যেভাবে খেলে গেল তাতে তারিফ না করে তাদের থাকা যায় না। প্রত্যেকেই সেদিন ভাল খেলেছে, বিশেষতঃ গোলে কে, সেন। স্পোর্টিংয়ের পি, ব্যানার্জ্জী প্রথমে গোল দেন। অনেক চেষ্টার পর মহমেডানের সাবু শোধ দিতে সক্ষম হন।

*

প্রথম ডিভিসন লীগ তালিকা

টিম	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	পয়েণ্ট
মোহন বাগান	১৫	১১	১	৩	১৬	[illegible]	২৩
ইষ্ট বেঙ্গল	১৭	৭	৫	২	১৩	৭	১৯
রেঞ্জার্স	১৫	৭	৪	৪	২০	১৩	১৮
কালীঘাট	১৪	৫	৬	[illegible]	১৬	১১	১৬
ই. বি. আর	১৫	৫	৬	[illegible]	১৭	১৬	১৬
বর্ডার রেজি:	১৪	৬	৩	৫	১৫	১৫	১৫
মহঃ স্পোর্টিং	১০	৬	৩	১	১৮	৫	১৫
এরিয়ান্স	১৫	৫	৪	৬	১৯	১৮	১৪
কাষ্টমস্	১৫	৩	৫	৭	৮	১৫	১১
ক্যালকাটা	১৫	৩	৫	৭	১৪	২০	১১
স্পোর্টিং ইউ:	১৪	৩	৪	৭	১০	১৯	১০
পুলিস	১৫	৩	৪	৮	১৮	২৪	১০
ভবানীপুর	১৫	৩	২	১০	৭	২২	৮

নিউ সিনেমা ফিল্ম কর্পোরেশনের

প্রথম অর্ঘ্য—

হেম গুপ্তের পরিচালনায়

"অবলা উদ্ধার" মুক্তিপথে

প্রযোজক—সি, কে, ঘোষ

১০,০০০ টাকা মূল্যের ঘড়ি পুরস্কার

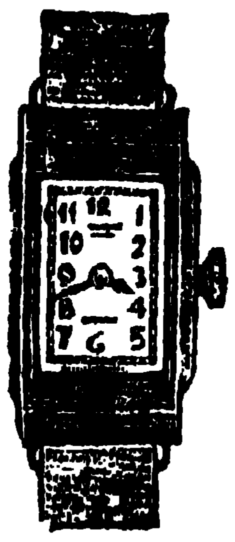

"জহরে হসনা"র প্রচারার্থে তাহার ক্রেতাগণকে ১০,০০০ টাকা মূল্যের ঘড়ি বিতরণ করা হইবে। শরীরের যে কোন স্থানের চুল ইহার প্রলেপে কোন ক্ষতি না করিয়াই উঠান যাইবে। একবার দূরিত হইলে জীবনে কখনও সেখানে আর পুনরুদ্গম্ হইবে না। ইহা সিল্কের ন্যায় চর্ম্মকে, নরম এবং মসৃণ করে। প্রত্যেক শিশির মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

এই ঔষধের বহুল প্রচারের জন্য প্রত্যেক শিশির সহিত একটী করিয়া সুদৃশ্য ও মজবুত হাতঘড়ি পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইহার সৌন্দর্য্য ও কার্য্যকাল দশ বৎসরের জন্য গ্যারাণ্টি। প্রত্যেক ঘড়ির সহিত গ্যারাণ্টি পত্র পাঠান হয়। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি কোন ঘড়ি অচল হয় তবে কোম্পানী তাহা বদল করিয়া দিবেন। সত্বর অর্ডার দিয়া লাভবান হউন। দুই শিশি লইলে ডাক মাশুল লাগিবে না এবং দুইটী হাতঘড়ি পাইবেন।

স্বামী এণ্ড কোং

হালকা নং ৫ অমৃতসর

বিনামূল্যে—৫০ সং

জন্ম

দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেসজ

১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ

মূল্য, যথা— ১৷৷৹, ২৷৷৹, ৪৲, পোঃ ফ্রি।

ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া

পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

এরিয়াল গোল দিতে পারে নি বর্ডার দলকে। ১টি পয়েণ্ট এরিয়াল খুব বরাত জোরে পেয়ে গেল। নীরেশ মজুমদার ও দাশু মিত্র রক্ষণভাগে চলনসই—নাসিম বজ্ড বাজে খাটেন, একটু বুদ্ধি খরচ করে খেললে তাঁকে আর পায় কে!

*

ইষ্টবেঙ্গল ১ গোলে হারলো রেলদলের কাছে। শেষরক্ষা যে ইষ্টবেঙ্গল করতে পারে না—তা প্রত্যেক বছরেই দেখা যায়। রেলদল কোনমতে খেলে চলেছে। বি, কর গোল করেন পেনালটীতে।

*

রেঞ্জার্স ১ গোলে ভবানীপুরকে হারিয়েছে। কিন্তু ভবানীপুর যে তাদের হারাতে পারতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফরওয়ার্ডরা সব নষ্ট করেছে। জে, লামসডেন গোল দেন। ফরওয়ার্ড দলের খেলোয়াড় কয়েকটী বদল করা উচিত। একখানা গোল তারা দিয়েছিল কিন্তু 'অফ-সাইড' বলে রেফারী সেটি না-মঞ্জুর করেন।

*

রাম ভট্টাচার্য্যকে প্রত্যেক খেলায় প্রায় একখানা করে গোল খেতে হচ্ছে—স্পোর্টিং ইউনিয়নের দিনে বলটি একটু চেষ্টা করলেই আটকান যেত কিন্তু পাজির বিধি খণ্ডায় কে?

এরিয়াল ৩ খানা গোল দিয়েছে। তার মধ্যে ডি, ব্যানার্জ্জি ২টী আর বি, দাস ১টি গোল দেন। স্পোর্টিংয়ের পি, ব্যানার্জ্জী গোল পরিশোধ করে।

*

সাবু ২টী গোল দিয়ে বাহাদুরী পেয়েছে—কালীঘাট খুব ভাল খেলেছে সত্যি কিন্তু তা সত্বেও মহমেডানের কাছে হারলো। কালীঘাটের ফরওয়ার্ড দলের ড্রিবলিং দর্শনীয় হলে কি হবে—মূল্যহীন।

*

সোমানা ও আমিনের জন্য ইষ্টবেঙ্গল জিততে সক্ষম হয়েছে। বর্ডার দলের ল্যাং আগে গোল করেন, পরে ইষ্টবেঙ্গল শেষ কয়েক মিনিট থাকতে শোধ দিয়ে জয় লাভ করে। পি, দাশগুপ্তের জন্য খেলা জমাট হয়। অজয় বসুর সেণ্টারগুলি দেখবার মত। সোমানা ও এ, গাঙ্গুলীর খেলা মন্দ নয়।

*

পুলিশের এলেন ১টি এবং রেঞ্জার্সের আর, লামসডেন ১টি গোল দেওয়াতে খেলা ড্র হয়। খেলাটি বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়েছিল।

কালীঘাট আবার রেলদলের কাছে ১টি পয়েণ্ট নষ্ট করলো। যোশেফ ২টী গোল করার পর খি, কর ১টি এবং নিধু ১টি গোল দিয়ে ড্র করে। রেলদলের আক্রমণ করবার কোন ধারা নেই। কালীঘাটের রক্ষণভাগ ক্রমশঃ খারাপ হয়ে আসছে।

*

মোহন বাগান অতিকষ্টে কাষ্টমসকে ১-০ গোলে হারিয়ে দুটি পয়েণ্ট পেয়েছে। নন্দ রায় চৌধুরী স্কোর করেন। ভবানীপুর ক্যালকাটার সঙ্গে ড্র রেখে একটি মূল্যবান পয়েণ্ট পেয়েছে। এরিয়ান্স ৩-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংএর কাছে হেরে গেছে। এরিয়ান্সের পক্ষে ডি. ব্যানার্জ্জী ও মহামেডানদের পক্ষে রসিদ, সাবু ও নূর মহম্মদ (বড়) স্কোর করেন। মামুদের ধাক্কা লেগে ডি. ব্যানার্জ্জী আহত হয়ে খেলা শেষ হবার অনেক আগেই মাঠ পরিত্যাগ করেন।

২৫০৲ টাকা পুরস্কার

বশীকরণ যন্ত্র:—যাঁহাকে আপনি চান, তিনি পুরুষই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন, তাঁহার হৃদয় যত বড়ই কঠিন হউক, এমন কি, তিনি যদি আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতেও ঘৃণা করেন, তবুও ইহার দ্বারা তিনি আপনার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িবেন। মূল্য:—রৌপ্যনির্ম্মিত যন্ত্র—২৸৴০, তাম্র নির্ম্মিত—১৸৴০, এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত—৫।০।

লক্ষ্মী যন্ত্র:—ইহা দ্বারা ব্যবসায়ে লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, লটারীতে জয়, পরীক্ষা, মামলা মোকর্দ্দমা, মারামারি, কুস্তি প্রভৃতিতে জয়লাভ এবং নবগ্রহের তুষ্টি সাধন হয়। ইহা আপনার সৌভাগ্য আনয়ন করিবে। মূল্য:—রৌপ্যনির্ম্মিত—২৸৴০, তাম্রনির্ম্মিত—১৸৴০, এবং স্বর্ণনির্ম্মিত ৫।০।

দ্রষ্টব্য:—অসত্য প্রমাণে ২৫০৲ টাকা পুরস্কার এবং ফললাভ না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

AMERICAN MESMERISM HOUSE.
Post Box No. 27 (D. P.) Amritsar (India).

গণ্ডেন বাথ টোনার

বিগত যৌবনার শিথিল স্তনপেশী দৃঢ় ও উন্নত করে। নিত্য ব্যবহারে অবনমিত হ'তে পারে না। বড় টিউব ২৲ নমুনা ৷৴০

বিশ্ব কল্যাণ

"রজঃস্রাবক" বন্ধ ঋতু নির্ব্বিঘ্নে নির্গত হবেই, ৩।০

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২।০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোরেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৩।০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—**Dr. S. C. Bhadury M.B.**
Ghiamandi, Muttra, U. P.

কৃতজ্ঞ

(গল্প)

—কুমারী ভক্তি গোস্বামী।

(১)

ও রমা! রমা কোথায় গেলি—বলতে বলতে, রমার মা তার পড়ার ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন, রমা তখন খানিকটা মাটী নিয়ে, সামনে একখানা ছবি রেখে, তাঁর মূর্ত্তি গড়বার চেষ্টা করছিল। মা বল্লেন—কি হচ্ছেরে—সে বল্লে এই মূর্ত্তিটা একটু গড়তে চেষ্টা করছি, দেখত হয়েছে কিনা? তিনি বললেন ওমা বেশত হয়েছে, মুখখানি ঠিক হয়েছে। দাঁড়া ওঁকে ডাকি। তার বাবা যখন এলেন তখন মূর্ত্তিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি খুব খুসী হয়ে বল্লেন—বাঃ বড় চমৎকার হয়েছে। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন—নাঃ ওর মধ্যে প্রতিভা আছে, আমি ওকে ভাস্কর্য্য শিখতে দেব, এই ম্যাট্রিকটা পাশ করলেই—, বলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

মা বললেন—এখন রাখ তোর মূর্ত্তি, চল্, লুচী ক'খান বেলে দিবি। তোর বাবা একটু পরে যাবেন হুগলী, সেই ছেলেটিকে দেখতে। ছেলেটির কথায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল, মাটী এবং অন্যান্য জিনিষগুলি একটু গুছিয়ে নিয়ে সে বল্লে—'চল, যাচ্ছি'।

দু'দিন পরে রমার বাবা, নরেশবাবু যখন ফিরে এলেন, তখন তার মা জিজ্ঞেস করলেন—"কিগো কিছু হল।" তিনি খুসী মনে বললেন—"হবে আবার কি, সব ঠিক হয়ে গেল। তাঁরা খুব খুসী, তাঁরা চান অগ্রাণ মাসেই শুভকর্ম্ম শেষ করতে।" রমার মা উৎসুক হয়ে বললেন—ছেলেটি কেমন? তিনি বললেন—খুব ভাল, নাম সুহাস। সে এই কলকাতাতেই, এম, এ পড়ে। খুব সুন্দর দেখতে, আমার রমুর সঙ্গে বেশ মানাবে।

তারপর একদিন রমা, মাথায় সিন্দুর দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে, মা বাপকে কাঁদিয়ে সুহাসের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল।

(২)

দুবছর পরে—একদিন নরেশবাবু বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, এমন সময় একখানা তার এল। তারখানি খুলে তিনি দেখলেন, সেখানা এসেছে পুরী 'স্যানাটোরিয়ম্' থেকে। সুহাসের অবস্থা খুব খারাপ। তাঁকে খুব শীঘ্র যেতে লিখেছে রমা। তিনি খুব দুঃখিত হয়ে রওনা হলেন।

যখন তিনি পুরী পৌছুলেন, তখন সুহাসের শেষ অবস্থা। সে তাঁকে দেখে কিছু বলতে পারলে না, শুধু তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। রমা তার মাথার শিয়রে বসে রয়েছে।

সব শেষ হয়ে গেলে তিনি রমার কাছে জানলেন যে, সুহাসের বাপ তার "থাইসিস্" রোগ লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন, পাছে ছেলের বিয়ে না হয় এই ভয়ে। নরেশবাবু স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—"নিয়তির এ নিষ্ঠুর পরিহাসের কি প্রয়োজন ছিল—হায়! আগে একথা জানলে তাঁর রমার এ সর্ব্বনাশ হত না।"

কলকাতায় ফিরে এসে, রমা তার বাবাকে বল্লে তাকে—'ভাস্কর্য্য শিক্ষা' কলেজে ভর্ত্তি করে দিতে, তিনি তাই করলেন। কিছুদিন পরে রমা একজন উচ্চশ্রেণীর ভাস্কর হয়ে দাঁড়াল। এখন সে প্রত্যেক মহাপুরুষের মূর্ত্তিই গড়তে পারে নিখুঁত ভাবে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সে থাকে নিজের ঘরখানিতে মনপ্রাণ দিয়ে কোনও মহাপুরুষের মূর্ত্তি গড়তে ব্যস্ত।

(৩)

নরেশবাবু কোন এক কলেজের প্রফেসর। তাঁর ছাত্র অনেক, সকলেই তাঁর বাড়ী আসে। তাদের মধ্যে একজনকে তিনি নিজের ছেলের মত ভালবাসেন; সে নিখিলেশ, তার এ বাড়ীতে অবাধ গতায়াত, এবং রমাও তার সঙ্গে অবাধ ভাবে মেলামেশা করে। এইভাবে কিছুদিন কাটবার পর, নরেশবাবু একদিন নিখিলেশের মুখ থেকে শুনলেন—যে, সে রমাকে বিধবা বিবাহ করতে চায়, এখন তাঁর মতের উপর সব নির্ভর। নরেশবাবু প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলেন, তারপর ভাবলেন—"ক্ষতি কি এতে, তাঁর অন্তে রমাকে দেখবে কে, একজন অভিভাবক চাইত? কিন্তু তিনি মুখফুটে রমাকে একথা জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না, তিনি স্ত্রীকে সব খুলে বল্লেন, তিনিও প্রথমটা অবাক হয়ে গেলেন। হায়! বিধবার আবার বিয়ে, কিন্তু নরেশবাবুর আগ্রহে তিনিও শেষ পর্য্যন্ত রাজি হলেন।

দরজা খোলার শব্দে, রমা তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে কি যেন ঢেকে ফেল্ল এবং দাঁড়িয়ে দেখল মা। তিনি বল্লেন—কি কচ্ছিস মা? সে বল্লে কিছুই না, এই একটা বই পড়ছিলুম। তিনি বললেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলুম তোকে। সে বল্লে—কি কথা মা? তিনি ঢোক চেপে বললেন—এই বলছিলুম নিখিলেশ, তোকে বিয়ে করতে চায়; তোর মত আছে কি? সে আশ্চর্য্য হয়ে বললে—'সে কি, মা তা কি হয়?' আমি যে বিধবা। তিনি বললেন—তা আমি জানি, কিন্তু ভেবে দেখ আমার কথা, আমাদের অন্তে তোকে দেখবার কে থাকবে?

কোনও উত্তর না দিয়ে সে কেবল, নখ দিয়ে মাটী খুঁড়তে লাগলো। তিনি হয়ত বা মত আছে ভেবে, আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

সে তখন কাপড়ের ঢাকা সরিয়ে, অর্দ্ধ-সমাপ্ত সুহাসের প্রতিমূর্ত্তি, তার নিজের হাতে গড়া, তার দিকে তাকিয়ে বল্লে—"বলে দাও

"আমি কি করব বলে দাও", কিন্তু সে মৃণ্ময়-মূর্ত্তি কোন উত্তর দিল না। সে তখন তার সমাপ্তির কাজে হাত দিল।

(৪)

এক মাস কেটে গিয়েছে। নরেশবাবু বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত; রমার মত আছে ভেবে। কিন্তু তিনি জানেন না যে তার অন্তরে কি দ্বন্দ্ব চলছে, কি রকম ঝড় উঠেছে সেখানে। তার মনে একটুও শান্তি নেই, পিতার কাজে হস্তক্ষেপ করবারও ক্ষমতা নেই তার।

সেদিন রাতে রমা মূর্ত্তির ঢাকা খুলে এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো, মূর্ত্তি আজ সমাপ্ত হয়েছে। ভাবলো—আজ তার ভাস্কর্য্য শিক্ষা সফল হয়েছে, সে তার প্রাণের দেবতাকে রূপ দান করেছে। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে? পরক্ষণেই বলতে লাগলো—"বল আমি কি করে এ কাজ করব? ভগবান আমায় পথ দেখাও, কোন পথে যাবো আমি" গভীর রাত, কোথাও জন-প্রাণীর সাড়া পর্য্যন্ত নেই, কেবল তার করুণ প্রার্থনা নিবিড় নিস্তব্ধতায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

বিয়ের দিন ক্রমশঃই এগিয়ে এল। কাল বিয়ে। রমার বুকে দুঃখ জমাট বেঁধেছে, সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। রাত্রে সবাই যখন নিদ্রিত, তখন সে মূর্ত্তির ঢাকা সরিয়ে একদৃষ্টে দেখতে লাগলো, তারপর তার পা জড়িয়ে মুখ গুঁজে সেখানেই পড়ে রইল।

সকাল বেলা বাড়ীময় কোলাহল নিখিলেশও এসেছে। কিন্তু রমাকে পাওয়া যাচ্ছে না, তার মা, তার খোঁজে বাড়ীময় ঘুরে, অবশেষে রমার ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু ও-কি! সুহাসের প্রতিমূর্ত্তি না? রমার নিজের হাতে গড়া। এগিয়ে দেখেন, মূর্ত্তির পা জড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে রমা। তবে কি এ বিয়েতে তার মত নেই? তার দুঃখ ও আনন্দ দুইই হল। তিনি নরেশ বাবুকে ডেকে আনলেন, তিনিও ব্যাপার দেখে প্রথমটা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে তিনি বেরিয়ে গিয়ে নিখিলেশকে বলিলেন—'এ বিয়ে' হতে পারে না। সে আশ্চর্য্য হয়ে বললে—কেন? তিনি বললেন—এস আমার সঙ্গে। সে এসে দেখল, রমার সংজ্ঞাহীন দেহ সুহাসের প্রতিমূর্ত্তির পা জড়িয়ে ধরে পড়ে রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে সেও অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—কিছুই বলবার ক্ষমতা ছিল না, কেবল চোখ দুটি তার অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল।

নানাকথা

বিমান-পোত সার্ভিস

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের মহাযুদ্ধের জন্য ইউরোপের ডাকবাহী খপোত চলাচলের কিছু অদল-বদল করিতে হইয়াছে। নর্থ এ্যাটলান্টিক সার্ভিস এখন বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। এই সমস্ত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ ট্রান্স আটলান্টিক সার্ভিসকে সংযুক্ত করিয়া ইংলণ্ড হইতে লিসবন পর্য্যন্ত একটি বিমান চলাচলের রাস্তা হইয়াছে।

নিউজিল্যাণ্ড ও সাউথ আফ্রিকা—এই দুইটী পথের উপরই তাঁহারা এখন বেশী নজর দিয়াছেন।

নীলফামারী সংবাদ

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ গুহ নিয়োগীর পত্নী ৺সুনীতিবালা গুহ-নিয়োগীর আদ্যশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ নিয়োগী কর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হইয়াছে। পত্নীর স্মৃতি-রক্ষার্থে আনন্দবাবু "সুনীতি-বালা-স্মৃতি-মন্দির" নির্ম্মাণ করান এবং শ্রাদ্ধ দিবসে শ্রীশ্রীমৎ স্বামী গুণানন্দ পরমহংসদেব কর্ত্তৃক "স্মৃতি-মন্দির" উদ্বোধন অন্তে স্থানীয় মহিলা সমিতির সভ্যাগণ দ্বারা ৺সুনীতিবালার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। এতদুপলক্ষে স্থানীয় পাঁচ শতাধিক ভদ্র-মহোদয়গণকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করা হইয়াছে এবং সহস্রাধিক দরিদ্র নারায়ণের সেবা করান হইয়াছে।

লেডী মেরী হার্ব্বার্টের যুদ্ধ-ফাণ্ড

এদেশের অনেকেরই মনে আছে ১৯১৪—১৯১৮ সালে, লেডী কারমাইকেলের বেঙ্গল উইমেনস্ ওয়ার ফাণ্ড, যুদ্ধের সময় কিরূপ অসাধারণ কার্য্য করিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। জগতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি যাহাদের সম্যকরূপে বোধগম্য হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ যাঁহারা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতেছেন—তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে সভ্যতার সহিত পাশবিক নৃশংসতার এই যে সংঘর্ষ চলিতেছে—ইহা দমন করিতে ন্যায়পরায়ণ নাগরিকগণের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। বৃটিশ রাজত্বের সর্ব্বত্রই বেশ গভীরভাবে এ আহ্বানের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। পৃথিবীর সভ্যজাতির মধ্যে খুব কম সংখ্যকই এই অন্যায় যুদ্ধে অবতরণ করিয়াছেন। এই পাশবিক যুদ্ধের অবসান করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার প্রয়োজন। এবং এর উন্নতির জন্য নারী সহায়তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তাঁহারা নিম্নলিখিত ৬টী ফাণ্ডের জন্য যথাসম্ভব সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হউন।

১। বৃটিশ ওয়ার সার্ভিস মারফৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ড।

২। রেডক্রশ এণ্ড সেন্ট জন্ এ্যাম্বুলেন্স—মাঃ জয়েন্ট ওয়ার ফাণ্ড।

৩। সেন্ট ডানষ্টান—মাঃ হিঃ-এঃর ভাইসরয়েজ ফাণ্ড।

৪। এমিনিটিজ ফর ট্রুপ—মাঃ এমিনিটিজ ফর ট্রুপ ফাণ্ড।

৫। এমিনিটিজ ফর সিমেন—মাঃ

(ক) কিং জর্জেস্ ফাণ্ড ফর সেলার্স এণ্ড ইণ্ডিয়ান কমফর্ট্‌ ফাণ্ড।

(খ) অথবা বাঙ্গলা দেশ।

৬। রিফিউজি রিলিফ এবং এসিষ্টেন্স—মাঃ এপ্রুভড্ ফাণ্ড্‌স্।

লেডি মেরি হার্ব্বার্ট তাঁহার সন্তানেরাও

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

মিনার্ভায় "বন্দিনী"

নাট্যকার—শ্রীআশুতোষ সান্যাল

প্রযোজনা—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চসজ্জাধ্যক্ষ—মিঃ মহম্মদ জান

নৃত্যপরিচালক—শ্রীব্রজবল্লভ পাল

সুরদাতা—কাজী নজরুল ইসলাম

ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন—শ্রীশরৎ চট্টো, বঙ্কিম দত্ত, প্রফুল্ল দাস, কামাখ্যা চট্টো, বিজয় নারায়ণ মুখো, বলাই চট্টো ও শ্রীমতী হরিমতী, সরযূ, ফিরোজাবালা, প্রভৃতি।

বিজয়সিংহ কুশলগড়ের রাজাকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার মহিষীকে কারাবদ্ধা রাখিয়াছিলেন ও তাঁহার শিশুপুত্র ইন্দ্রনাথ একজন পূজারী ব্রাহ্মণের ঘরে মানুষ হইতেছিল। বিশ বৎসর পরে ইন্দ্রনাথ জানিতে পারে যে সে কুশলগড়ের রাজপুত্র ও তাহার জননী বিজয়গড়ে বন্দিনী। ইন্দ্রনাথ এই বন্দিনী মাতার সহিত অপহৃত রাজ্য পর্য্যন্ত পুনরুদ্ধার করে।

আশুবাবু সুরসিক সাহিত্যিক। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার "রাজশ্রী" "দস্যু" প্রভৃতি নাটকগুলি বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। "বন্দিনী"র সমাদর দেখিয়া আমাদের মনে হয়, আশুবাবুর হাল্কা হাতে লেখা নৃত্যগীতবহুল নাটকগুলি সাধারণ দর্শকদের চিত্তবিশ্রাম দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী এবং সাধারণ লোকে থিয়েটারে, বায়োস্কোপে একটু নির্দ্দোষ প্রমোদ ও নির্ম্মল আনন্দ পাইতে চায় বলিয়া, এই প্রকার লঘুনাট্যই কামনা করে। আশুবাবু লোককে যদি এই আনন্দ দিবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, কারণ থিয়েটারে আর "সমস্যা" লোকে চায় না; এত সমস্যা আমাদের জীবনে আজ জমিয়াছে যে তাহাই আমরা বহন ও পূরণ করিতে অসমর্থ।

নাটকখানির প্রযোজনা ভালই হইয়াছে। কলারসিক ননী সান্যাল মহাশয় আত্ম গোপন করিয়া ইহাতে আগাগোড়া যে একটা চিত্র-স্পর্শ দিয়াছেন, সেটি যেমন মনোজ্ঞ ও কলাময় তেমনি উপভোগ্য। মহম্মদ জানের মত একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী দিয়াছেন দৃশ্যে বর্ণ ও প্রাণ। ব্রজবল্লভের নৃত্যের মধ্যে একখানি নাচ আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। কাজীর সুরে, কাজীর নিজস্ব ছাপ না থাকিলেও শ্রুতিমধুর।

অভিনয়ে শরৎবাবু, কামাখ্যাবাবু, বঙ্কিমবাবু, সরযূ, ফিরোজা গানে বলাইবাবু ও শ্রীমতী হরিমতী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুমারী

গত মঙ্গলবার ১৮ই জুন সন্ধ্যায় "কুমারী সঙ্ঘের" বালিকাগণ কর্ত্তৃক সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "সতী" অভিনীত হইয়াছে। নাট্য পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীসুষমা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং নৃত্য ও সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীমীরা চট্টোপাধ্যায়, অভিনয়শিক্ষা ও রূপসজ্জার ভার লইয়াছিলেন শ্রীকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রঙ্গমঞ্চ ও ব্যবস্থাপনার ভার ছিল শ্রীনন্দি চট্টোপাধ্যায়ের উপর। অভিনয় করিয়াছেন—শ্রীমীরা চট্টোপাধ্যায় মীরা ঘোষ, মাস্তু মিত্র, বুলু মিত্র, গীতা দেবী প্রভৃতি। অভিনয় সকলেরই ভাল হইয়াছে।

"রাজনর্ত্তকী"র কার্য্যারম্ভ

গত সোমবার ১০ই জুন শুভদিনে বোম্বায়ের ওয়াদিয়া মুভিটোন ষ্টুডিওতে "রাজনর্ত্তকী"র ইংরাজী বাংলা ও হিন্দী সংস্করণের মহরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে বোম্বায়ের বিভিন্ন চিত্র নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানের বহু প্রসিদ্ধ পরিচালক, শিল্পী ও শিল্প-সংক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমতী সাধনা বসু ভারতে নির্ম্মিত প্রথম ইংরাজী সবাক চিত্রের সংলাপ (Dialogue) বলার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বসু-দম্পতিকে অভিনন্দিত করেন।

যশস্বী নাট্যকার মন্মথ রায় কাহিনী রচনা করেন ও মধু বসু পরিচালনা করিতেছেন। সুধাংশু চৌধুরী দৃশ্য পরিকল্পনার ভার লইয়াছেন। তিমিরবরণ সঙ্গীত পরিচালনা করিবেন।

বাংলার অন্যতম প্রসিদ্ধ আলোক চিত্র

একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য নানারূপ আমোদ-প্রমোদ ও হাসি-খুসীর ভিতর দিয়া বিভিন্ন প্রকারে যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং বিভিন্ন ফাণ্ডের অর্থ ব্যয় করা। তিনি আশা করেন বাংলার নারীগণ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের সঞ্চয় হইতে কিছু কিছু দিয়া এই ফাণ্ডে সাহায্য করিবেন।

ভারতীয় চিত্রামোদী সম্মেলন

আগামী ২৩শে জুন শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে নিখিল ভারত চিত্রামোদী সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

সদস্য ও ডেলিগেট ব্যতীত কাহাকেও সম্মেলন কিম্বা সম্মেলন-সংক্রান্ত কোন উৎসবে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না।

অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যের চাঁদা এক টাকা এবং দর্শকের চাঁদা আট আনা।

নিম্নোক্ত ঠিকানায় মেম্বর ও ডেলিগেট টিকিট পাওয়া যাইবে:—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র ভঞ্জ, ১০ নং রঘুনাথ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত সুকোমল বসু, ১১২ নং রসা রোড, কালীঘাট, উভয় ঠিকানাতেই সকালে যাইতে হইবে।

CINE-RADIO CORPORATION

Sound & X-Ray Engineers

51, Chittaranjan Avenue, Calcutta.

Phone: B.B. 724 Tele. Add. AMPLIFIER,

Offer:

* Any Type of Talkie Equipments,
* Huge Stock of spare parts & valves,
* Satisfactory SERVICE and Installation by Expert & Trained Engineers—Specialist in servicing "PHILISONOR" Talkie Equipments.
* Repairing of Amplifiers, Projectors and Radios at their Workshop at Moderate charges.

শিল্পী যতীন দাস ও তাঁহার ভ্রাতা প্রবোধ দাস আলোক-চিত্র গ্রহণ করিবেন। বিভিন্ন ভূমিকায় শ্রীমতী সাধনা বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী, পৃথ্বীরাজ, জ্যোতিঃপ্রকাশ, প্রতিমা দাশগুপ্তা, প্রীতি মজুমদার, বিভূতি গাঙ্গুলী, প্রভাত সিংহ, বিনীতা গুপ্তা, মৃণাল ঘোষ, মণি চ্যাটার্জ্জী, বেচু সিংহ প্রভৃতি চিত্রাবতরণ করিবেন।

বাঙ্গালী শিল্পীদের এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক, এই আমাদের কামনা।

"আলো-ছায়া"র মুক্তি-দিবস

আগামী ৬ই জুলাই চিত্রা ও পূর্ণ থিয়েটারে এসোসিয়েটেড প্রোডাকশানের প্রথম চিত্রার্ঘ্য "আলো-ছায়া" এক সঙ্গে মুক্তিলাভ করিবে। অনেকদিন আগে "বিজয়া' পরিচালনা করিয়া দীনেশ দাস খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আশা করি, "আলো-ছায়া"তে তাঁহার সুনাম আরও বৃদ্ধি পাইবে। পঙ্কজ মল্লিক, শ্রীলেখা, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, মঞ্জরী, শ্যাম লাহা প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। কৃষ্ণবাবু সঙ্গীত পরিচালনাও করিয়াছেন।

মিনার্ভা সিনেমায় "মৈ হাঁরি" (Defeat)

মিনার্ভা মুভীটোনের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জি জাগীরদার। শ্রেষ্ঠাংশে নাসিম, নবীন যাজ্ঞিক, মায়া, এরুক তারাপোরে প্রভৃতি। মিনার্ভা সিনেমায় দেখানো হইতেছে।

এক সুবিখ্যাতা অভিনেত্রীর সঙ্গে এক সরলমন ধীবরের প্রেম, শেষে ধীবরকে সুখী করিতে অভিনেত্রীর চরম আত্মোৎসর্গ এই চিত্রের মূল আখ্যান বস্তু।

এক রূপযৌবনসম্পন্না চিত্রাভিনেত্রীর সঙ্গে এক ধীবরের প্রথম দর্শনেই কুসুমশরাঘাতে বিবশতনু হওয়া অভিনব হইতে পারে কিন্তু তাহা যেমন অসম্ভব তেমনি অবিশ্বাস্য। গল্পটির ভিতর যেমন কোন আবেদন নাই, তেমনি ইহার বিন্যাসেও কোন অসাধারণত্ব নাই, সেইজন্য মনে কোন দাগ কাটিতে পারে না।

অভিনয়ের মধ্যে নাসিমের 'রাগিণী' ও নবীন যাজ্ঞিকের 'গোপাল' আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। নাসিমের নাচে দর্শনীয় কিছু নাই। এরুক তারাপোরের 'দাদা' চমৎকার। তাঁহার রূপসজ্জাটিও ভাল লাগিল। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে মায়া দেবীর 'রজনী' উল্লেখযোগ্য।

আলোক-চিত্র প্রশংসনীয়। শব্দ-নিয়ন্ত্রণ মোটামুটী ভালই। আবহ-সঙ্গীতে প্রশংসা করিবার বিশেষ কিছুই নাই।

হিন্দী নিউজ রীল

"মৈ হাঁরি" ট্রেডশোর দিন আমরা টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের পরিবেশনাধীনে ব্রিটিশ মুভীটোনের তোলা নিউজ রীলের হিন্দী সংলাপ সংযুক্ত একটি সংস্করণ দেখিলাম। আমাদের দেশের ইংরাজী অনভিজ্ঞ চিত্র দর্শকদের বিলাতী নিউজ রীল বুঝিতে সাধারণতঃ একটু কষ্ট হয়। কিন্তু ব্যাখ্যান যদি সাধারণের বোধগম্য হিন্দী ভাষায় হয়, তাহা হইলে ইংরাজী নিউজ রীল প্রকৃত জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হইবে, এবং তাহা জনসাধারণের উপকার করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ব্রিটিশ মুভীটোন এই বিষয়ে অগ্রনী হইয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইলেন।

নিউ সিনেমায় "নেকেড-ট্রুথ"

ভাবনানী প্রোডাকশানের ছবি পরিচালনা করিয়াছেন মোহন ভাবনানী। শ্রেষ্ঠাংশে বিমলাকুমারী, নবীন যাজ্ঞিক, শরীফা, নায়াম পাল্লী, ত্রিলোক কাপুর প্রভৃতি। নিউ সিনেমায় দেখানো হইতেছে।

হেনরী ইবসেনের "Enemy of the People" ও "Ghosts" নামক দুইখানি নাটক হইতে আখ্যানভাগ একত্রীভূত করিয়া "Naked Truth"এর চিত্রনাট্য রচিত হইয়াছে। ভিলেম হ্যাম নামক এক ইউরোপীয়ান ইহার চিত্রনাট্যকার।

যৌবনের উদ্দাম স্রোতে ভাসিয়া গেলে নানাজাতীয় রোগবীজাণু দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়া নিজের জীবন তো নষ্ট করিয়া দেয়ই উপরন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্র কন্যাদের মধ্যেও সংক্রামিত হইতে পারে। অবশ্য যদি প্রথমেই ইহার চিকিৎসা করা যায় তবে সংক্রামিত ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিতে পারে। সেইজন্য এই বিশ্রী রোগের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসকের নিকট রোগ গোপন না করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করা দরকার। গল্পটি শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নাই তবে উপযুক্ত চিত্রনাট্য রচনার দোষে দর্শকচিত্ত স্পর্শ করিতে পারে না। পরিচালনাতেও তেমন নৈপুণ্যের পরিচয় কিছু পাইলাম না।

অভিনয়ের মধ্যে শরীফা (বিমলা), নবীন যাজ্ঞিক (ডাক্তার), রাইমোহন (মগন) প্রশংসনীয় অভিনয় করিয়াছেন। ত্রিলোক কাপুর (মোহন) শেষের দিকে মন্দ অভিনয় করেন নাই। বিমলাকুমারী রাধার ভূমিকায় সুঅভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

আলোক-চিত্র ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সাধারণ। আবহ-সঙ্গীতে অসাধারণত্ব কিছু নাই।

নিউ সিনেমা ফিল্ম কর্পোরেশন

মিঃ দি, কে, ঘোষের প্রযোজনায় "দেবতার দান" ও "অবলা উদ্ধারের" মহলা জোর চলিতেছে। এই চিত্র দুইখানি পরিচালনা করিবেন যথাক্রমে মিঃ ডি, ঘোষ ও হেমগুপ্ত। "দেবতার দানে"র গল্প লিখিয়াছেন ডি, ঘোষ ও সুবোধ লাহিড়ী এবং চিত্রনাট্য রচনা করিয়াছেন মিঃ ঘোষ ও সুনীতি কর্ম্মকার। হেমবাবু ইতিমধ্যে "অবলা উদ্ধারের" বহির্দৃশ্যগুলির শুটিং আরম্ভ করিয়াছেন।

কৃষ্ণ মুভিটোন

প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় "শাপ-মুক্তি"র শুটিং চলিতেছে। নায়িকার ভাই-এর ভূমিকায় মিঃ বড়ুয়া অভিনয় করিতেছেন। ইহার আগে ইহাকে প্রেমিকের ভূমিকায় আমরা বহুবার দেখিয়াছি, কিন্তু "শাপমুক্তি"তে কুমার বড়ুয়া যে ভূমিকাটির রূপ দিতেছেন তাহা যেমনি অভিনব তেমনি চিত্তগ্রাহী। ভগিনীর জন্য ভ্রাতার অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের পরিচয় আমরা ইহাতে পাইব।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

"ঠিকাদারের" কাজ প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আমরা জানিতে পারিলাম যে এই মাসের মধ্যেই ছবিখানির শুটিং শেষ হইয়া যাইবে।

আগামী শনিবার গণেশ টকী হাউসে প্রফুল্ল রায় পরিচালিত "মাতওয়ালী মীরা" (হিন্দী) মুক্তিলাভ করিবে। মাষ্টার নিশার, মুক্তার বেগম, কমলা (ঝরিয়া), হাসনা বাণু, সুলতানা বাণু, ফিদা হোসেন প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

অডিটারের হিসাবে গত বৎসর দীপালী (ইংরাজী ও বাংলা)র সাপ্তাহিক প্রচার—১৩,৩০৩ সংখ্যা

স্থাপিত • ১৯২৯

দীপালি

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ২৭শে জুন, ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৭ [২৬শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

ফ্রান্স !

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বৃটিশ সাম্রাজ্যের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল সখেদে বলিয়াছেন—যে অবশেষে ফরাসী সরকারও হিটলার ও মুসোলিনীর প্রদত্ত সর্ত্ত গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন !

মিঃ চার্চ্চিলের এরূপ উক্তি করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পৃথিবীর তাবৎ সভ্যসমাজ ফরাসীর এই হীনতার বিনিময়ে সন্ধিক্রয়ের জন্য শুধু বিস্মিতই নহে, ক্ষুব্ধ এবং লজ্জিত।

নেপোলিয়ান্ যে দেশকে শৌর্য্যে বীর্য্যে পরম প্রশংসনীয় মানবতার চরম শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, যুগে যুগে অগণিত কবি শিল্পী চিত্রী বৈজ্ঞানিক রাজনীতিক যে দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনবলোপ্য স্বর্ণাক্ষরে ফ্রান্সের গৌরববাহিনী কীর্ত্তিকথা খোদিত করিয়া গিয়াছেন, দ্বাবিংশতি বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও যে-ফ্রান্স এই জার্ম্মানীকে হুকুম দিয়া তৎকর্ত্তৃক অবনত মস্তকে সে আদেশ প্রতিপালিত করাইয়াছেন,—নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস, সেই জার্ম্মানী আজ সেই ফ্রান্সকে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, সেই গাড়ীতে বসিয়া, তেমনি বজ্রগম্ভীর ভাষায় আদেশ করিল, ফ্রান্স আজ সেদিনের জার্ম্মানীর মত তেমনি অবনতশীর্ষে তাহাই প্রতিপালন করিল !!—ফ্রান্সের সৈনিক-রাষ্ট্রপতির নিকট ইহ কি খুব সম্মানকর বিবেচিত হইল ?

হিটলার একা নয়, তাহার বন্ধু মুসোলিনীকে পর্য্যন্ত জেতার আসনে বসাইয়া তাহার নিকটও ফ্রান্সকে এই যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করিতে উপস্থাপিত করিয়া পৃথিবীকে দেখাইয়া দিল—নাৎসীর প্রতিহিংসা, কি ভীষণ। তবু ফ্রান্স যদি বলে, ইহাতে তাহার অপমান হয় নাই ; আমরা স্তম্ভিত হইয়া নীরব থাকিব মাত্র।

যে-ফ্রান্স ব্রিটেনের মিত্ররূপে এই দীর্ঘ আট মাস কাল হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল, এইরূপ সর্ত্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বৃটেনের সহি

তাহার কি পরামর্শ করা উচিত ছিল না? বৃটিশসিংহ তো আজও সিংহবিক্রমে এই রাক্ষসী শক্তির বিরুদ্ধে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া রহিল, এবং শেষ পর্য্যন্ত থাকিবেও—আর ব্রিটেনের জয়ও অনিবার্য্য এবং সুনিশ্চিত!

শত্রুপ্রদত্ত সর্ত্ত গ্রহণ করা কি পরাজয় স্বীকার নয়? আজ জার্ম্মানী ও ইটালী ফ্রান্সকে যুদ্ধবিরতির পূর্ব্বে যে সব সর্ত্ত দিল ও ফ্রান্স গ্রহণ করিল, কাল ফ্রান্সে কায়েম হইয়া হইয়া বসিয়া, এই ফ্রান্সকেই যদি বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে জার্ম্মানী ও ইটালী আদেশ করে, ফ্রান্স তাহা হইলে কি করিবে? ফ্রান্সের সৈনিক-রাষ্ট্রপতি সে আদেশ অমান্য করিতে সাহস রাখেন? ফ্রান্সের এই দুর্ব্বুদ্ধি ও বুদ্ধিভ্রংশে জগতের নিকট ফ্রান্স ও ফরাসী জাতি আজ কি লাভ করিল, সেটা কি ফ্রান্সের ভাগ্যবিধাতা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

জার্ম্মানীর প্রদত্ত যে সব সর্ত্তে ফ্রান্স স্বীকৃত হইয়া, ইটালীর অনুমোদন আনিতে গিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা এখনও প্রকাশিত হয় নাই, তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ সর্ত্ত তাহার মধ্যে আছে বলিয়া রয়টার খবর দিতেছেন।

(১) ফ্রান্সের সমগ্র পশ্চিম উপকূল এবং উত্তর জেরাবৃত্‌মার হইতে টুর্স পর্য্যন্ত দেশ জার্ম্মাণ অধিকারে থাকিবে।

(২) এই অধিকারের ব্যয়ভার ফ্রান্সকে বহন করিতে হইবে।

(৩) ফ্রান্সের সৈন্যকে নিরস্ত্র করিয়া সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। কেবলমাত্র অনধিকৃত ফরাসী রাজ্যে সামান্য কিছু সৈন্য থাকিবে—তবে সে সৈন্যের সংখ্যা জার্ম্মাণী ও ইটালী ঠিক করিয়া দিবে।

(৪) ফ্রান্সের যুদ্ধের তাবৎ অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক, এয়ারক্র্যাফ্‌ট্ এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম ভাল অবস্থায় সমস্ত জার্ম্মাণীর হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

(৫) ফরাসী এলাকা হইতে কোনও সৈন্য এলাকার বাহিরে যাইতে পারিবে না। বৃটেনে কোনও জিনিষ পাঠাইতে পারিবে না। কোনও ফরাসী বাণিজ্যপোত বন্দর ত্যাগ করিতে পারিবে না। যে সব জাহাজ এখন ফরাসী এলাকার বাহিরে আছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

(৬) সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও মালমশলা জিনিষপত্রাদি যাহা যেমন আছে সেই অবস্থায় সমর্পণ করিতে হইবে। এ আদেশ বন্দর, দুর্গ, নৌবহর, রেলওয়ে এবং সংবাদ আদান-প্রদানের প্রতিষ্ঠানগুলির উপরও প্রযুজ্য।

(৭) অনধিকৃত প্রদেশের বেতার অনুষ্ঠান বন্ধ রাখিতে হইবে।

(৮) ফরাসী সরকার জার্ম্মাণী ও ইটালীর বাণিজ্যপোতগুলির নিরাপদ চলাচলের সুবিধা করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে।

(৯) জার্ম্মাণ বন্দীগুলিকে এখনি মুক্তি দিতে হইবে। ফরাসী বন্দীরা যতদিন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর না হয়, ততদিন বন্দী থাকিবে।

(১০) ফরাসী নৌ-সেনা ও নৌ-বহর এখনি ফরাসী সীমানায় আনিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত্র ও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিতে হইবে। তবে এই নৌ-বহরগুলিকে জার্ম্মাণ ও ইতালীয়ান শাসিত কোনও বন্দরে অন্তরীণ রাখা হইবে, তাহা জার্ম্মাণী ও ইটালী পরে নির্দ্দেশ করিবে।

ফরাসী নৌ-বহরের কিয়দংশ, জার্ম্মাণী ও ইটালীর নির্দ্দেশমত, ফরাসী স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত ফরাসী উপনিবেশে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

(১১) ফরাসী সরকার জার্ম্মাণীর সর্ত্ত গুলি ও ইটালীর সর্ত্তপত্রে স্বাক্ষর করিলেই যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দেওয়া হইবে। তারপর আসল সন্ধিপত্র সহি না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ থাকিবে। তবে ফ্রান্স যদি সন্ধিপত্রে সহির সময় কিছু ইতস্ততঃ করে, তাহা হইলে তখনই আবার যুদ্ধ-বিরতি আজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইবে।

এই সব সর্ত্ত ফ্রান্সের বিবেচনায় অপমানকর নয়!

ওগো বীণকার

—শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

তোমার বীণার সুর শুনে আমি সব সুর
ভুলে যাই—
আমার বাঁশির সুরে সেই সুর কেবলি
মিলাতে চাই।
রোদন শুধুই নয়নের পাতে—
ফাগুনের রূপে আসে কি জানাতে!
সেরূপ কেমন বুঝিতে কি পারি? বোঝার
শক্তি নাই—
বীণার মন্ত্রে কাঁদা হলো সার—কান্নার
গান গাই।

প্রভাত বেলায় ঘুম ভেঙে যায় তখনো
বীণার ধ্বনি—
মনে হয় যেন রজনীর মোহে এখনো
উঠিছে রণি।
শান্ত সাঁঝের মলিন বেলায়—
নীলা কমলের নূতন খেলায়—
মত্ত যখন রয়েছ তখন আমি যে
প্রহর গণি—
আমার বাঁশির রন্ধ্রে তখন বায়ু কেঁদে
যায় স্বনি।

সকল কাজেই তোমার গানের বিরহ
রাগিণী বাজে—
মহামিলনের পুলক বাঁশরি তোমারে
ভুলায় না-যে!
আলো-ছায়া দোলে মনের গগনে—
মুরতি তোমার গড়ি নিরজনে—
আবার কখন ভেঙে যায় আর মুছে যায়
মোর কাজে—
বীণার সুরেতে আমারে আকুলি আমারি
বুকের মাঝে!

পান্থশালায়

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১১)

পান্থশালায় তোমার, বন্ধু, আজকে রাতে যারা এল,
নাচ্‌ল, খেল', গাইল', কত আত্মীয়তা জানিয়ে গেল—
কাল তারা আর থাক্‌বে না কেউ, জুটবে আবার অন্য কোথাও
এম্‌নি করে' জমিয়ে সেথাও, আবার প্রাতে হবে উধাও।
দিনের বেলা রাস্তা চলে, রাত্রে জোটে পানশালায়—
সূর্য্য ওঠে সূর্য্য ডোবে, কোনওখানেই থাক্‌তে না চায়।

(১২)

চলার সুরে সুর-মিলান, সাধা বীণা লয়ে হাতে
আস্‌চে যাচ্ছে নিত্য নতুন কত মানুষ দিনে রাতে
কেইবা তার হিসাব রাখে? মদ্যপানে মাতাল হয়—
নাচের তালে দেয় বাহবা, কেউ বা খানিক নেচেও লয়।
ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের ভীড়, আঁচল ধরে' পরের পর—
নেচে নেচে আস্‌চে সবাই আলিঙ্গিতে বালুর চর।

(১৩)

সাগরতলের সুধায় মাতাল আনন্দে আর নাচের তালে
ঢেউগুলি সব আস্‌চে তীরে ফির্‌চে না তো কোনো কালে?
দাপাদাপি মাতামাতি কূলের ছোঁয়ায় শান্ত হয়—
তোমার মতই নির্ব্বিকারে সিন্ধু শুধুই চেয়ে রয়।
কোথা হতে আসে তারা, কোথায় আবার চলে যায়
কেন আসে, কেনই বা যায়? সে খবর কেউ রাখে না, হায়।

(১৪)

নিত্য আসে নূতন মানুষ, ওহে মালিক পানশালার,
তোমার পুঁজি সেই পচা মদ, সেই চাঁদিয়া আটচালার!
সেই পুরাণো নর্ত্তকীরা, সেই পুরাণো গানের সুর—
মূল্য তবু নিচ্ছ পুরা—অধিকারি, বেশ সুচতুর!
মাতাল আসে মদের আশায়, নেশার তাড়ায়, ঠকিয়ে তাকে
খাচ্ছ' তুমি চিরটা কাল, অধর্ম্ম আর বলে কা'কে?

(১৫)

ধর্ম্মাধর্ম্ম আমার মুখে? নিজেই শুনে হেসে মরি—
মাতাল আসে শুঁড়ির দোরে, মদ খাবে তো ফেল কড়ি!
মদ না খেলে বোধ খোলে না, মন মেলে না ময়ূরপাখা
চোখের কালো লাল না হলে বিশ্বে রঙীন যায় কি আঁখা?
চৌদিকে যার এ দুর্গন্ধ, কুষ্ঠ, মৃত্যু, কদর্য্যতা—
বাসের যোগ্য কর্‌ছে তারে মদের তাইত এ মর্য্যাদা।

(১৬)

ধরণীরে এমন প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম,
কর্‌ল' কে তা' জান কিছু, এমন নয়নমনোরম?
নারীর দেহে কে দিল রূপ? বিজয়টীকা কে তায় পরায়?
কার তপে সে মূর্ত্ত হয়ে রমনীয় হল ধরায়?
মাতালদেরই কীর্ত্তি এ যে—অ-রূপে দেয় লোভন রূপ,
ফুলের বুকে গন্ধসম, বিশ্বে মাতাল দহে ধূপ।

(১৭)

মাতাল করে নারীর পূজা, মাতাল করে নারীবধ,
মাতালখানায় তাইত নারী মাতালদেরে যোগায় মদ।
নারী বিনা মাতালখানা তাই চলে না একটা দিন,
নারী যেদিন বিদায় নেবে মদও হবে নেশা-হীন।
মদের নেশা নারী বাড়ায়, নারীর মোহ সুরা গড়ে—
নারী এবং সুরা তাইত' যমজ শিশু পরস্পরে।

(১৮)

এস নারি, বস' পাশে। ভয় কি তোমার, হে বাঞ্ছিতে?
ঐ দুরাত্মা মালিককে ভয়? ভয়ের কিবা আছে ইথে?
কর্‌বে কি ও? রক্তচক্ষু? মাতাল ও তো নয়ক' প্রিয়া
মাতাল চেয়ে অ-মাতালের লাল আঁখিতেই কাঁপে হিয়া?
হাসির কথা। কাব্য শোনো; নৃত্য কর', হাসো, গাও—
আকণ্ঠ পান করে' সুরা উহার কথা ভুলে যাও!

(১৯)

বাঁচতে এসে বাঁচতে হবে। পায় যদি ভয় তোমার হেন,
তবে তোমার মরাই ভাল, বাঁচার নামে এ ভাণ কেন?
বেঁচে যারা বাঁচ্‌তে নারে, অমর্য্যাদা করে বাঁচার—
অযোগ্য যে মরার তারা—না বোঝ' তো, আমি নাচার।
বাঁচ্‌বে য'দিন সুরায় সুরে থাক্‌বে ডুবে, কর্‌বে ভোগ
—বাঁচার জন্য তপস্যা চাই, অনন্ত তো মরার সুযোগ।

(২০)

আমি তোমায় গান শোনাব', তুমি হবে গানের সুর
তোমার পায়ে পরিয়ে দেব' আমার হিয়ার রূপ-নূপুর।
তুমি দেবে পাত্র ভরে' তীব্র সুরা পাগলকরা
তোমার সঙ্গ হবে আমার স্বর্গ পুণ্য বসুন্ধরা।
তোমায় আমায় বাঁধব বাসা, থাক্‌ব হেথা রাত্রি-দিবা
কোথায় লোকে বল্‌বে কি তা'য়, এলো গেলো যোদের কিবা?

(ক্রমশঃ)

পত্রলেখা

(৩২)

"সেফটিপিনে"র জের

দীপালী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় দ্বাদশ বর্ষের ২৩শ সংখ্যায় 'নকল গল্প' নাম দিয়া শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি দু'একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমি কোনদিন নরেন চক্রবর্ত্তীর 'অদল বদল' গল্প চোখেও দেখি নাই। তারাপদ বাবুর পত্রাঘাতে এবার তাহা দেখিতে বাধ্য হইলাম। গল্পাংশ (Plot) ভিন্ন তাঁহার 'অদল বদলের' সহিত আমার 'সেফ্‌টিপিন' গল্পের কোথাও সামান্য মিলও নাই। দুই জনের ভাষা এবং style সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। একই ইংরেজী গল্প হইতে ইহা গৃহীত। আমার অপরাধ—আমি ইহা বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখি নাই অর্থাৎ লেখা প্রয়োজন মনে করি নাই। তাই এই বিভ্রাট। তারাপদবাবু সাহিত্যে শকুনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ছাপার হরফে নাম বাহির করিবার যে চেষ্টা ও ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। নমস্কারান্তে নিবেদন, ইতি—

ভবদীয়—
শ্রীহরিপদ গুহ
হাটখোলা, কলিকাতা।

(৩৩)

এবার গল্প নয়, ফটো!

মাননীয় দীপালীর এমেচার ফটোগ্রাফী
বিভাগের পরিচালক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়,

আমার এই ক্ষুদ্র পত্রখানি আপনার বহুল প্রচারিত দীপালী পত্রিকায় অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইলে বাধিত হইব।

আমি বহুদিন হইতে দীপালীর এমেচার ফটোগ্রাফী বিভাগের ফটোগুলি সঞ্চিত করিয়া রাখিতেছি। আজ আবার সঞ্চিত ফটোগুলি দেখিতে দেখিতে শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'পাতার-ফাঁকে' নামক ফটোটি দেখিয়া আমার মনে হইল যেন এটা কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে কোন সংখ্যায় রাখা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই ফটোটি কত সংখ্যায় ছাপা হইয়াছিল তাহা বলিতে পারিলাম না। তবে তারিখ লিখা ছিল। দেখিলাম যে ফটোটা ২০শে বৈশাখ ১৩৪৬ সালের এমেচার ফটোগ্রাফী বিভাগে ছাপা হইয়াছিল। আর এই বৎসরের ১৬শ সংখ্যাটিতে 'সেতু' নাম দিয়া একই ফটো গোলাকারে ছাপা হইয়াছে এবং প্রেরকের নাম রহিয়াছে শ্রীমহানন্দ দাস। পরিচালক মহাশয় কি বলেন? এরকম একই ফটো নাম বদলাইয়া দুবার ছাপা আমরা মোটেই সমর্থন করি না। নমস্কার। ইতি—

শ্রীসত্য সেন
ফটো আর্টিষ্ট
C/O শ্রীযুক্ত এস, সি, সেনগুপ্ত
নগাঁও, আসাম

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

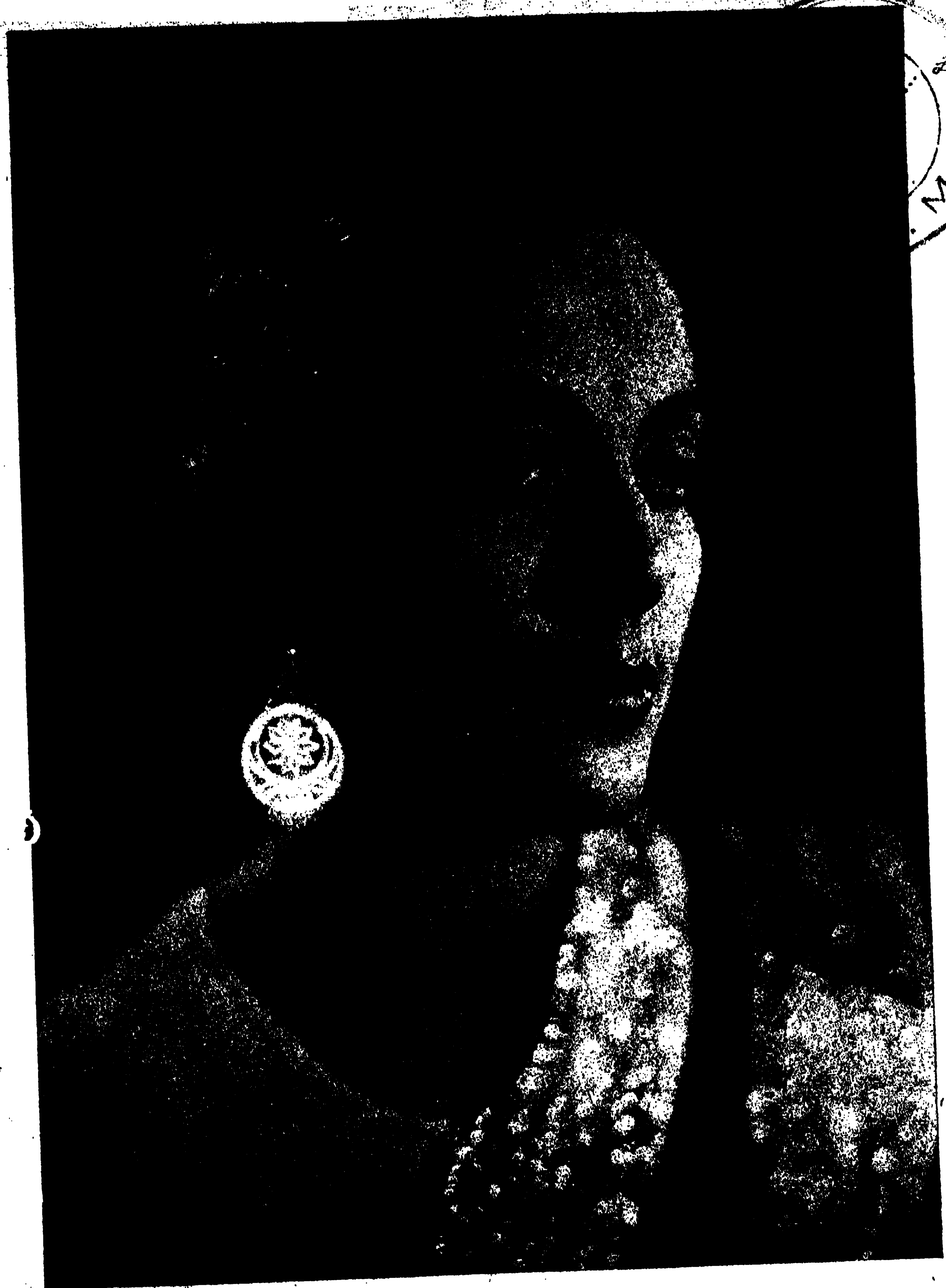

শ্রীমতী শ্রীলেখা

অ্যাসোসিয়েটেড প্রোডাকশানের প্রথম নিবেদন "আলো-ছায়া" চিত্রে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে চিত্রাবতরণ করিয়াছেন। আগামী ৬ই জুলাই চিত্রা ও পূর্ণ থিয়েটারে ছবিখানি মুক্তিলাভ করিবে।

চিত্রবর্ত্তিকা

ভিভিয়েন লে

“Gone with the Winds” ছবিতে ইনি যে অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছেন চিত্রপ্রিয়দের তাহা চিরদিন মনে থাকিবে। বর্ত্তমানে রবার্ট টেলরের সহিত “Waterloo Bridge এ” অভিনয় করিতেছেন।

মরীণ ও'হারা

আর-কে-ও রেডিওর চুক্তিবদ্ধ তারকা।

মেট্রোর আগামী নৃত্যগীতবহুল ছবি “Forty Little Mothers”-এ এডি ক্যাণ্টারকে বহুদিন পরে আবার পর্দ্দায় দেখা যাইবে। উক্ত ছবিতে এডির সহিত এই সুন্দরী তরুণীদেরও দেখা যাইবে।

গোল্ড্‌ইন গার্লস

স্যামুয়েল গোল্ড ইন প্রযোজিত একখানি নৃত্যগীতবহুল ছবিতে এই দুইজন সুন্দরী নর্ত্তকীকে শীঘ্রই দেখা যাইবে।

THE BOYS' OWN LIBRARY Estd. 1909 No. ... Y.M.I.

মতিমহল থিয়েটার্সের নির্ম্মীয়মান বাংলা ছবি "ব্যবধানে"র একটি দৃশ্যে প্রতিমা দাসগুপ্তা, সত্য মুখোপাধ্যায় ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। সুসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র ইহার রচয়িতা ও চিত্রনাট্যকার।

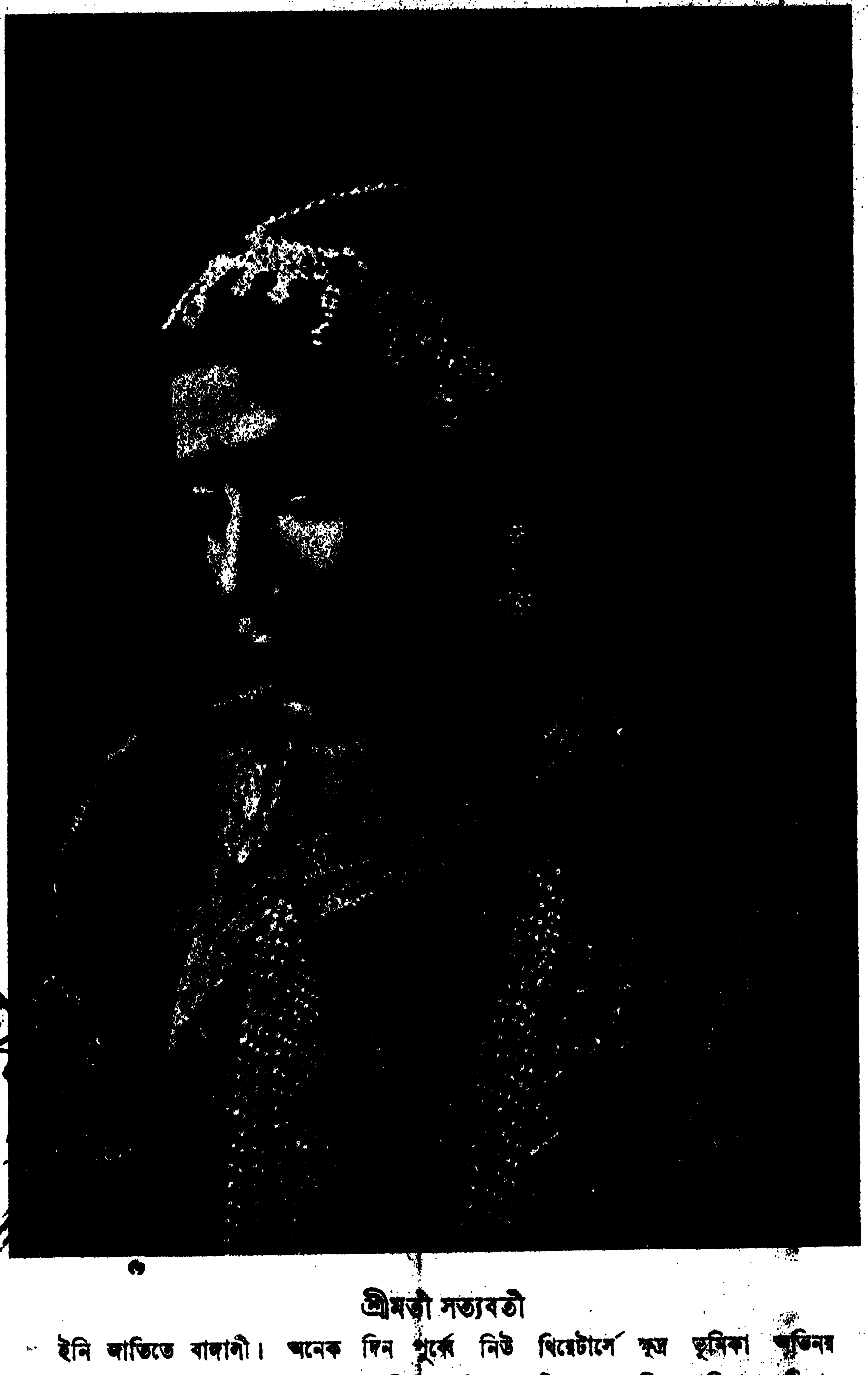

THE BOYS' OWN LIBRARY. Estd. 1909. No ....

শ্রীমতী সত্যবতী

ইনি জাতিতে বাঙ্গালী। অনেক দিন পূর্ব্বে নিউ থিয়েটার্সে ক্ষুদ্র ভূমিকা অভিনয় করিতেন। বর্ত্তমানে বোম্বায়ে নূতন পিকচার্সের "মাদারী মোহন" চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন।

গল্প

মডার্ণ চেম্বার

—শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দাশ, বি-এ

যখন সে নিতান্ত বালক, পৃথিবীর কিছুই জানত না তখন তার বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, "হেঁরে ভব, তুই বড় হয়ে কি হবি ?"

'বড় হয়ে কি হবি', এর মানে ভবতোষ আদৌ উপলব্ধি করতে পারত না। সে পিতার দিকে একবার অসহায়ের মত চেয়ে আবার তার মুখ নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত।

ভবতোষের পিতা ছেলের বুদ্ধির অভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে একটু জোর গলাতেই বলতেন, "ইঞ্জিনিয়ার হবি, না ডাক্তার হবি, না কি হবি ?"

এইবার ভবতোষ বুঝতে পারে, সে আনন্দ-লজ্জাজড়িত ভাবে এবং ভাষায় চট্ করে উত্তর দেয়,—"আমি ডাক্তার হব।"

ডাক্তারীতে ছেলের ঝোঁক মন্দ নয় ভেবে ভবতোষের বাবা আনন্দিতই হন।

ছেলেবেলা থেকেই ভবতোষের ডাক্তারীর উপর ঝোঁক থাকায় সকলেই তাকে ডাক্তার, বিধান রায়, নীলরতন সরকার ইত্যাদি বলে যে যা ইচ্ছা তাইতেই তাকে অভিহিত করত।

পরে সে যখন আই, এস্-সি পাশ করল তখন তার ডাক্তারী পড়ার ঝোঁকটা আর একটু উৎকট হয়ে দাঁড়াল। সে দিন রাত স্বপ্ন দেখত—লাল লাল, সাদা সাদা সব নার্স, নীলবর্ণ তাদের ছু'টি করে চোখ আর মখমলের মত নরম দেহ তার উপর বিচিত্র তাদের বেশ ভূষা আর অঙ্গসৌষ্টব। এদের সঙ্গে সে চলাফেরা করবে, হাসবে, ঠাট্টা-তামাসা করবে, কাজ করবে তবে তার জীবন সার্থক হ'বে। হয়ত বা কোন নার্স ডিউটির সময় তার সঙ্গে রোম্যান্স করবে। মেডিকেল কলেজে যে যুবক না পড়ে তার জীবনই বৃথা।

মেডিকেল কলেজের লুব্ধ ছ'টি বছর যখন ধীরে ধীরে কেটে গেল তখন ভবতোষ হ'ল একজন নামজাদা ডাক্তার—ভবতোষ দত্ত, এম, বি।

তার সম্মুখে এখন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, নব নব আশা। সে এখন তুচ্ছ করে সামান্য মেডিকেল কলেজের নার্সদের। সে হ'তে চলেছে একজন বিধান, নয় নীলরতন। কত নার্স তার কাছে এসে পায়ে ধরে সাধাসাধি করবে কেস দেবার জন্যে।

আস্তে আস্তে সে উন্নতি করবে ভেবে সে মধ্যবিত্ত গোছের একটা ডিস্‌পেন্সারী খুলে বসল লেক অঞ্চলে। সে তুচ্ছ করে শ্যামবাজার বা শিয়ালদহের বা কলেজ ষ্ট্রীটের লোকদের, তারা কি জানে এটিকেট, তারা কি জানে তার মত যুবক ডাক্তারের কদর! লেক থেকে কত উর্ব্বশী, মেনকা আসবে তাকে অভিনন্দন করতে, ধন্য হ'তে তার চিকিৎসায়। যে যেন বসে থাকবে সেখানে স্বর্গের সুধা নিয়ে আর তাই বিতরণ করবে সব নন্দন কাননের নারীদের মধ্যে, আর তার পরিবর্ত্তে সে পাবে মৃদু মধুর কোমল ঠোঁটের স্পন্দন আর চকিত নয়নের অত্যদ্ভুত গতি।

ধীরে ধীরে মাসের পর মাস কেটে গিয়ে বারটি মাস কেটে গেল। উর্ব্বশী, মেনকা ত' দূরের কথা স্বর্গের কোন অপ্সরীই ক্ষণেকের তরে ভবতোষের সুধার লোভে তার ডিস্‌পেন্সারীতে দেখা দিল না।

ভবতোষ এইবারে চোখের সামনে দেখতে পেল যে তার আশা দুরাশায় পর্য্যবসিত হ'তে চলেছে। সে ভাবল, নাঃ, কলকাতায় কার ক'টা রোগ হয় যে ডাক্তার দেখাবে। তার চেয়ে বরং স্কুল, কলেজের সব ছাত্রীদের প্রত্যেকেরই চশমার দরকার হয়। সে ঠিক করল যে সে অপটিশিয়ন্ আর ডেণ্টিষ্ট হ'বে। উঠে পড়ে লেগে গেল ঐ দুই জিনিষ শেখবার জন্যে। তিন বছর শিক্ষার পর যে যখন ক্লান্ত দেহ নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে বেরিয়ে এল কলেজের গণ্ডী থেকে তখন তার আর আনন্দ ধরে না! সে আবার কল্পলোকে বিচরণ করতে লাগল। সে কল্পনা করতে লাগল যে এইবার শেষ চেষ্টা, সে মস্ত বড় এক চেম্বার করবে 'চৌরঙ্গীতে', সে হ'বে চৌরঙ্গীর রাজা। সে কাবলীওয়ালার কাছে দেনা করেও এমন চেম্বার করবে যা চৌরঙ্গীর কোন বিলাত-ফেরত ডাক্তারেরও নেই। কত লেডি আসবে তার চেম্বারে, একেবারে ভিড় লেগে যাবে। কত লোককে

বি, নাগ
(এ্যাডভারটাইজিং কনসালট্যাণ্ট)
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এজেণ্ট : স্লাইড এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট
রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা
এবং মফঃস্বল সিনেমা।
বিশেষত্ব :—সিনেমা স্লাইড এবং উচ্চাঙ্গের
পরিকল্পনাকারী।
দেওয়ালে পোষ্টার লাগাইবার
ভার আমরা লইয়া থাকি।

সে ইচ্ছা করে ফিরিয়ে দেবে। অত বড় ডাক্তার কি একদিনে অত খাটতে পারে! কত মহিলা তাদের চক্ষুরত্নের জন্যে ডবল ফি দিয়ে তাকে হাতে ধরে সাধাসাধি করবে। তারপর লেডি পেসেণ্ট পেলে পুরুষ পেসেণ্টকে সে আর দেখবেই না, হয়ত বা লিখে দেবে 'ফর লেডিজ ওন্‌লি।' কত মেয়েকে সে কত প্রশ্ন করবে, হয়ত বা এমন একটা বদমাইস্ মেয়ে আসবে যে হাঁ-কে না করবে, বা না-কে হাঁ করবে, তারপর বলবে চশমা তাকে মোটেই ফিট্ করেনি; ইত্যাদি। তখন সে কি করবে! আর যদি কোন লেডি দাঁতের রোগ নিয়ে আসে তাহ'লে যা মজা হ'বে! নরম তুলতুলে তার গাল স্পর্শ করে সে ধন্য হ'বে, মেয়েটি হয়ত লজ্জায় বা ভয়ে তার গালে হাত দিতে দেবে না, কিন্তু সে বুঝিয়ে বলবে যে, সে ডাক্তার—তার কাছে কোন লজ্জা বা ভয়ের কারণ নেই। তারপর সে তার দাঁত পরীক্ষা করে দেখবে আর মেয়েটিও বাধা দেবে না।

চৌরঙ্গীর উপর একটা মস্ত বড় ঘর নিয়ে তাকে চার ভাগে ভাগ করা হ'ল—একটা হ'ল 'জেনারেল ওয়েটিং রুম', একটা হ'ল 'লেডিজ্ ওয়েটিং রুম', একটা হ'ল 'ডেণ্টাল রুম' আর একটা হ'ল 'আই টেষ্টিং রুম'। পাঁচ সাতশ' টাকায় হ'বে ভেবে বাবার কাছে সে নিয়েছিল তাতেও কুলাল না। তখন পিতার অবর্ত্তমানে তার সম্পত্তির অংশ দেখিয়ে সে পাঁচশ' টাকা ধার করল কাবলীওয়ালার কাছে। কিন্তু হায়! তাতেও সব কুলাল না। ম্যাটিং আয়না ইত্যাদি কয়েকটা জিনিষ বাকি রয়ে গেল। ভবতোষ ভাবলে, যাক্ আলমারী, চেয়ার ইত্যাদি যা হয়েছে তা তার আশারও বাইরে, এখন বাকি যা আছে তা থাক আর ধার করে দরকার নেই, দু' একটা পেসেণ্ট পেলেই তারপর ওগুলো সব করিয়ে নেব। যত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় সে তাদের কার্ড দেয়, সকলকে নিয়ে আসে তার চেম্বারে, তারপর ভাইস্‌রয় বা গবর্ণর কোথাও পরিদর্শনে গেলে যেমন সেখানকার কর্ত্তা সাদরে এবং আগ্রহের সঙ্গে সব কিছু দেখাবার ত্রুটি করেন না তেম্‌নি ভবতোষও তার চেম্বারের কোন কিছু দেখাবার ত্রুটি করে না। বন্ধুরা ঈর্ষায় মরে যায়, ভাবে—ওঃ; এটা মানুষ হয়ে গেল, ছেলেটার কপাল ভাল!

দিনের পর দিন ক্যালেণ্ডার আর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কেটে যায়, কিন্তু 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং'। সেই একঘেয়ে জীবন নিরাশায় ভরা—সকাল থেকে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে থেকে সকাল—খালি নিখুঁত অভিনয়। আশার আলোক যখন ক্ষীণ এমন কি নির্ব্বাণোন্মুখ, মন যখন বিষাক্ত, চেম্বার যখন বিতৃষ্ণায় ভরা তখন একদিন হঠাৎ আশার আলোক দপ্ করে জ্বলে উঠল। তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। হঠাৎ বয় এসে খবর দিলে—একজন জেনানা লোক তাকে ডাকছে। ভক্তের কামনা ভগবান পূর্ণ করেন, অনেষ্ট সেবার কখনও বৃথা যায় না—তার ফলই এই হাতে হাতে পাওয়া গেল ইত্যাদি ভেবে সে তড়াক করে উঠে গেল সেই লেডিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে।

মহিলাটি ভবতোষকে দেখেই নমস্কার করে বল্লেন, দেখুন, আমি এই নার্সেস্ ইউনিয়নে থাকি, যদি দয়া করে দু' একটা কেস্ দেন।

ভবতোষের মাথার আর চোখের সামনে তখন পৃথিবী ঝাপসা হয়ে এসেছে, একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্লে, আপনি নার্স?

পুরুষ হ'লে সে বোধ হয় সেদিন তাকে মেরেই বসত! কিন্তু নারী বলে সে আর বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারলে না, অবজ্ঞার সুরে সে বল্লে, আচ্ছা, রেখে যান আপনার ঠিকানা।—বলে সে দরজা ঠেলে নিজের রুমে ঢুকে দেহটাকে এলিয়ে দিলে তার চেয়ারে।

এম্‌নি করে দিনের পর দিন অভিনয় করা অথচ একটি পয়সা উপার্জ্জন নেই, এ যে মানুষের পক্ষে কত কষ্টকর তা সকলেই জানেন। প্রথম প্রথম হয়ত নিজের বাহাদুরী জাহির করতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু পরে যখন পাওনাদারদের তাড়না আসে তখন আর সে সবের মোহ থাকে না।

দেনায় মাথা ডুবে গেছে, টাকা দিতে না

ফোন ২৭৭৪
বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

পারলে হয়ত কাবুলীওয়ালার হাতে মার খেতে হবে, সুতরাং আর 'চেম্বার' রক্ষা করা অসম্ভব—এই সব দুর্ভাবনায় যখন ভবতোষ সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে মগ্ন তখন আবার আবির্ভাব হল এক নারীর। সে বয়কে বল্লে, মহিলাটি নার্স না কি জিজ্ঞাসা করবার জন্যে।

বয় এসে খবর দিলে যে মহিলাটির যা দরকার এবং তিনি কে তা তিনি তাকেই বলবেন। যখন আত্ম-পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত তখন এ নিশ্চয় নার্স ভেবে ভবতোষ রেগে আগুন হয়ে উঠল, সে ঠিক করলে যে আজ সে তাকে মেরে তাড়াবে। তাকে নিজেকে কে পেসেণ্ট দেয় তার ঠিক নেই, সে দেবে নার্স!

মহিলাটিকে দেখেই তার ভ্রম ভেঙে গেল। এমন ভদ্রমহিলাকে সে নার্স বলে ভেবেছিল! যথোচিত সম্ভাষণ করে ভবতোষ এই দুর্লভ নারী-রত্নটিকে নিয়ে গেল 'লেডিজ্ ওয়েটিং রুমে', তারপর একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে তাঁকে বসতে অনুরোধ করল।

মহিলাটি একটু ইতস্তত: করে বসে পড়লেন চেয়ারে। ভবতোষও একটা চেয়ার এগিয়ে নিয়ে পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে তাঁর সামনে এসে বসল, তারপর সুরু হ'ল তাদের অর্থাৎ ডাক্তারে আর রোগীতে কথাবার্ত্তা ছোট্ট রঙিন পর্দ্দার অন্তরালে।

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করলে, আপনার কি হয়েছে?

মহিলাটি একবার দেওয়ালের এধার ওধার চেয়ে বল্লেন, আপনার আরশী নেই?

ভবতোষ মহা বিপদে পড়ল, সব করলে আর ঐটের দরকার নেই ভেবে সে করলে না, আর প্রথমেই ওর খোঁজ! সে ঢোঁক গিলে বল্লে, দেখুন আরসীটা কাল বাই-চান্স পড়ে ভেঙে গেছে।

মহিলাটি বল্লেন, ওঃ আচ্ছা, ও জিনিষটার টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরীতে বড় দরকার, ওটার আজকেই ব্যবস্থা করবেন।—বলে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা ছোট আয়না বার করে নিজের মুখের সামনে ধরে মুখটা ঈষৎ ফাঁক করে দাঁতে দাঁত চেপে বল্লেন, দেখুন ত' আমার এ দাঁতটায় কি হয়েছে, দাঁতটা কেমন সি-সিড়, সি-সিড় করে।

ভবতোষ দূর থেকে একটু আলগোছে দেখবার ভাণ করল, কিন্তু দেখতে পেল না।

মহিলাটি ব্যাপার দেখে হেসে বল্লেন, অত দূর থেকে কি দেখতে পাওয়া যায় এই

ছোট্ট আরসীর মাঝে? এই আমার মুখের পাশে আসুন, তবে দেখতে পাবেন।

উপায় নাই, অগত্যা ভবতোষকে আসতে হ'ল কথামত। নারীর অঙ্গসৌরভ আর রেশমী কেশের সুগন্ধে তার প্রাণ মাতাল হয়ে উঠল। আরসীর দিকে চাইতেই মহিলাটির চোখের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। লজ্জায় ভবতোষ চোখটা ফিরিয়ে নিলে, মহিলাটি একটু মুচকী হাসলেন। সে হাসিতে লুকান ছিল সাত রাজার ধন। তারপর বল্লেন, কি, চোখ ফিরিয়ে নিলেন কেন? লজ্জা হচ্ছে বুঝি—বলে হেসে আরসীটা উল্টে কোলের উপর রেখে দিলেন। তারপর আবার আরসীটা মুখের সামনে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, দেখুন, ভাল করে দেখুন, এই যে এই দাঁতটা?—বলে মহিলাটি আঙুল দিয়ে একটা দাঁত দেখিয়ে দিলেন।

দাঁত দেখা না হ'লেও ভবতোষ স্বীকার করল যে হয়েছে।

আরসীটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে মহিলাটি উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন, আজ আপনাকে রোগের কথা বলে গেলুম। আজ রাত হয়ে গেছে, আজ আর এর ট্রিটমেন্ট হ'বে না। আপনি সব ওষুধ-পত্তর ঠিক করে রাখবেন, আমি কাল আসব, নমস্কার।—বলে ছোট্ট কোমল হাত দু'টি তুলে কপালে স্পর্শ করেই মহিলাটি বেরিয়ে যাবার জন্যে যেমন পা বাড়াবেন অমনি মেঝের একটা ফাটলে জুতার ডগা লেগে হোঁচট খেলেন। ভবতোষ 'দেখবেন,' 'দেখবেন' করে তাঁকে দু'হাত দিয়ে ধরে ফেল্ল। মহিলাটিও একটু লজ্জাজড়িত-ভাবে নিজেকে ভবতোষের বাহুতে এলিয়ে দিলেন। নিজের দোষেই এই বিপত্তি ভেবে ভবতোষ মরমে মরে গেল। সব হ'ল আর ম্যাটিংটা করাতে তার কি হ'ত! ভেবে ভবতোষ লজ্জাজড়িতকণ্ঠে বল্লে, লাগেনি ত'?

মহিলাটি একটু রাগের ভাণ করে বল্লেন, লাগবে না ত কি! মেঝের যত সব খানা ডোবা, একটু ম্যাটিং দিয়ে ঢাকতে পারেন নি, যত সব মানুষ খুন করবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন!

ভবতোষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে মহিলাটির পায়ের বুড়ো আঙুলে হাত দিয়ে টিপে বল্লে, দাঁড়ান দাঁড়ান, একটু টিন্চার পেন্ট করে দিই, তা নইলে ব্যথা হতে পারে। আর আমার কি দোষ বলুন, বেটা ম্যাটিংওলা আজ তিন দিন ধরে ম্যাটিংখানা রিনিউ করে দিচ্ছে! যত সব ইণ্ডিয়ান কনসার্ণের কাজ!

মহিলাটি অবজ্ঞার সুরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে খট্‌মট্ করে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে চলে গেলেন। ভবতোষের মনে হ'ল যে সে একবার ছুটে যায়, গিয়ে তার মানভঞ্জন করে আসে কিন্তু সে তা পারল না, যেমন বসেছিল পায়ে হাত দিয়ে তেমনি খানিকক্ষণ বসে থেকে নিজের রুমে গিয়ে ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। প্রথম খদ্দেরকে, তাতে আবার মহিলা খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতে পারল না ভেবে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। তারপর হন্ হন্ করে কোথায় বেরিয়ে গেল। কিনে আনলে কুড়ি টাকা দিয়ে এক আরসী আর দিয়ে এল অর্ডার ম্যাটিংএর।

পরের দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ভবতোষ বসে থাকে সন্ধ্যার আশায়। ঘড়ির কাঁটা মন্থর গতিতে চলে আজ যেন তাকে উপহাস করে। সন্ধ্যা হয়-হয়, প্রতি পদশব্দে ভবতোষ সচকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি আটটা বাজে, ভবতোষ নিরাশ হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে বসে আছে।

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।
অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক

৩নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)
বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

এমন সময় আবির্ভাব হল দরজা ঠেলে সেই মহিলার। ভবতোষ ধড়মড়িয়ে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করে। মহিলাটি হেসে বল্লেন, কি ভাবছিলেন বসে বসে ডাক্তার বাবু, বাড়ীর কথা? বাড়ীতে আপনার কে আছে? আপনি বিয়ে করেছেন?

ভবতোষ বল্লে, ও সমস্ত বাঁধাবাঁধি আমার ধাতে পোষায় না। আমি চাই বন্ধনহীন ভালবাসা, তাই বিয়েতে আমার এ বয়স পর্য্যন্ত লোভ হয়নি। তা আপনার সব ঠিক করে রেখেছি।—বলে ভবতোষ একটা সিগারেট ধরাল। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বল্লে, দেখুন আপনার ত' এতে কোন অসুবিধে হবে না?

মহিলাটি হেসে বল্লেন, ও সিগারেট খাওয়াটাকে বলছেন? ওতে আর কি, ও ত এখন মেয়েরাও খেয়ে থাকে। আমাকেও যদি একটা পলমল খাওয়াতে পারেন ত' ভাল হয়।

প্রথমটা ভবতোষ একটু অবাক হয়েছিল, তারপর এরিস্টক্র্যাটিক ঘরে সবই সম্ভব ভেবে বেল টিপলে। বেয়ারা এসে দাঁড়াল। অর্ডার হ'ল পলমল সিগারেটের। সিগারেট আসতে দেরী হ'ল না। বেশ পাকা সিগারেট খোরের মত সিগারেটে একটা টান দিয়ে মহিলাটি বল্লেন, বেশ এইবার আমায় ওষুধ দিন। আর আপনার বিল হ'বে সেই শেষে—আমার দাঁত ভাল হয়ে গেলে।

ভবতোষ আনন্দে বলে উঠল, হেঁ হেঁ তার আর কি হয়েছে। সে হ'লেই হ'ল—এই বলে সে একটা মাজন এগিয়ে দিলে মহিলাটির হাতে এবং উপদেশ দিলে যে ঐটে দিয়ে রোজ দাঁত মাজতে। তারপর ম্যাটিং আর আয়না মহিলাটিকে বার বার করে দেখিয়ে বিদায় দিলে। কথা রইল এক সপ্তাহ পরে আবার আসবার।

দিন আর কাটতে চায় না, এক সপ্তাহ আর আসতে চায় না। একদিন এক সপ্তাহ কেটে গেল, মহিলাটিও এসে হাজির হ'লেন। বল্লেন, দাঁতের রোগের কিছুই উপশম হয় নি।

রোগীর মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ভবতোষ বল্লে, একটা ইনজেকস্‌ন্ করে দোষ তা হ'লেই ভাল হয়ে যাবে। সে তার পাচশ' টাকা দামের চেয়ারে মহিলাটিকে বসতে নির্দ্দেশ দিল। আজ নারীর স্পর্শে ডেণ্টাল চেয়ার ধন্য হ'ল। গোটা কতক যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে ভবতোষ একবার syringeএর needleটা মাড়িতে ঠেকিয়ে বল্লে, ব্যাস, হয়ে গেছে।

নারীর অঙ্গ স্পর্শ করতে ভবতোষের গা শিউরে উঠছিল তাই রেশমী মাথার চুলের ওপর বাঁ হাতের আঙুল ক'টাকে কোন রকমে রেখে তার কাজটি সেরেছিল। কিন্তু মহিলাটি বল্লেন, দেখুন, আমার সব দাঁত গুলোই একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন। অদূর ভবিষ্যতে যদি কোনটা খারাপ হয় ত' তার এখন থেকে ব্যবস্থা করতে হবে।

আর নরম পাউডার পাফের মত গালে হাত না দিয়ে উপায় নেই! ভবতোষ ইতস্ততঃ করছে—"দেখুন ?" মহিলাটি আবার বল্লেন, "কি হ'ল ডাক্তারবাবু, দেখুন, আমি আর কতক্ষণ হাঁ করে থাকব ?"

মহিলাটির গালের নরম মাংসের অন্তরালে ভবতোষের বাঁ হাতের পাচটি আঙুল অদৃশ্য হয়ে গেল। ভবতোষ সব দাঁত পরীক্ষা করে দেখলে।

দাঁত পরীক্ষার পর মহিলাটি বিদায় নিলেন। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। ভবতোষ তাড়াতাড়ি সেটা কানে তুলে ধরল। 'কল' এসেছে সেই মেয়েটির বাড়ী থেকে। ইন্‌জেক্‌সেনের ফলে নাকি তার গাল ফুলে উঠেছে! সে শয্যাগত।

পাগলের মত ভবতোষ একটা ট্যাক্সি করে ছুটল মহিলাটির উদ্দেশে। বেশ ছোটর উপরে বাড়ীখানি। সে গিয়ে নামতেই একটি মহিলা তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল উপরের ঘরে। দুধের মত শুভ্র বিছানার উপর শুয়ে আছে সেই মহিলা পেসেণ্টটি আর গালে তার জড়ান এক রাশ ব্যাণ্ডেজ। কি বেশ-ভূষার চাকচিক্য! এই এত যন্ত্রণার মধ্যেও কি অপরূপ রূপ তার, ভেবে ভবতোষ অবাক হল। মহিলাটি তাঁর শিয়রের কাছে বসবার জন্য ভবতোষকে নির্দ্দেশ দিলেন।

ভবতোষ অপরাধীর মত সেখানে গিয়ে বসল। তারপর ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখল—কোথাও কিছু নেই, আর কিছু হবারও ত' কথা নয় কারণ সে-ত' ইন্‌জেক্‌সন্ করেনি মাত্র মাড়িতে ঠেকিয়েছিল। একি অদ্ভুত রহস্য! হঠাৎ সে শুনতে পেল বাইরের ঘরে নারীকণ্ঠে কারা যেন বলাবলি করছে, কমলীর কপাল ভাল, জব্বর ডাক্তারকে পাকড়েছে! তার উপর কাঁচা বয়স, অবিবাহিত। আজ রাত্তিরটা ওকে এখানে রাখতে পারলে আর কি!

ভবতোষ নেহাৎ ছোট ছেলে নয়। সে সব বুঝল, উঠে দাঁড়াল, তারপর ছুটে নীচে নেমে গেল। একবার পিছন ফিরে তাকাল, দেখলে যে এক দল মেয়ে ছুটে আসছে তার পিছনে—তারা যেন তাকে গ্রাস করতে আসছে!

সে একেবারে এসে হাজির হ'ল তার চেম্বারে। 'লেডিজ্‌ ওয়েটিং রুমের' পর্দ্দা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দিলে। পার্টিশানটা ভেঙ্গে সরিয়ে দিলে, চেয়ার টেবিল সব ভেঙ্গে চুরমার করতে লাগল। বয় এসে তাকে ধরে ফেল্ল, বাবু তার কি উন্মাদ হ'ল নাকি! সে বল্লে, এ সব কি করছেন বাবু!

কে শোনে কার কথা! ভবতোষ উন্মাদ তখন—নারীর প্রসঙ্গের অস্তিত্ব রাখব না, সব ভেঙ্গে চুরমার করব! সে চিৎকার করে উঠল। করলেও তাই ভবতোষ। তারপর ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে বসে বসে ভাবতে লাগল—হায়রে যৌবন-স্বপ্ন, হায়রে অনেষ্ট লেবার! হায়রে অধম নারীর মোহ! আয়না আর ম্যাটিং।

নগদ ৫০০৲ পাঁচশত টাকা পুরস্কার

সিদ্ধ কবচ

ইহা ধারণ করিলে গ্রহদোষ জনিত সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া যায় এবং এই কবচ ধারণকারী প্রচুর বিত্তশালী, যশস্বী এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। চাকুরীতে এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং প্রত্যেক কার্য্যে, পরীক্ষায় ও মামলা মোকদ্দমায় নিশ্চিত সফলতা লাভ হয়। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

প্রত্যক্ষ এবং আশু ফলপ্রদ বিশিষ্ট কবচের মূল্য—৫।৵০ পাঁচ টাকা দশ আনা মাত্র।

বশীকরণ কবচ—ধারণকারী, ইচ্ছামত যে কোন ব্যক্তিকে নিজের বশে আনিবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। মূল্য ৩।০ তিন টাকা চারি আনা মাত্র। প্রত্যক্ষ এবং আশুফলপ্রদ বিশিষ্ট কবচের মূল্য—৬৸০ ছয় টাকা বার আনা মাত্র। বিফল প্রমাণ করিতে পারিলে, তাঁহাকে নগদ ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে

Bhargava Jyotish Ashram
Post Box No. 46 (D.C.), Amritsar

বিনামূল্যে

গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ—ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত। যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পুরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনা সহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তিভাণ্ডার—পোঃ আউলিয়াবাদ (শ্রীহট্ট)।

ভার্জিনা—বহু সন্তানের জননীর বাহ্যিক প্রয়োগেই চির-কুমারীত্ব রক্ষা করে। স্ত্রী-অঙ্গের শিথিলতাও চিরতরে দূর করে। মূল্য ১।০। ব্রেস্টো—রমনীর শিথিল বক্ষঃস্থল সুদৃঢ় ও সমুন্নত রাখিতে শ্রেষ্ঠ। ২।০ টাকা। ইউনানী ড্রাগস্ হাউস, ১নং ক্রীক রো, কলিকাতা (এ)

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(৭)

প্রণতি তার জীবনের অনেক দিন পর্য্যন্ত এলাহাবাদে কাটিয়েছে। ব্যবসার খাতিরে তার বাবাকে অনেক দিন ওখানে থাকতে হয়েছিল। প্রণতির প্রথম বয়েসের বন্ধুরা সবাই এলাহাবাদের লোক। ক'বছর তাদের সঙ্গে দেখা না হলেও প্রণতি তাদের সঙ্গে একেবারে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দেয়নি। সে এলাহাবাদে ফেরার পর তার দু'চারজন পুরোণ বন্ধুর খবর পেলে, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে কণিকা। কণিকা তার সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল তারপর সে ওখানেই পড়ে, প্রণতি কলকাতায় চলে আসে। প্রণতি কলকাতায় থাকতে কণিকার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছিল আর তার স্বামী ডাক্তার বোসের সম্বন্ধে অনেক আজগুবী গল্পও তার কাণে এসেছিল। ডাক্তার বোস ডাক্তারী করার ডাক্তার নয়, বিজ্ঞানে তাঁর মস্ত বড় বিলাতী "য়ুনিভার্সিটি"র মস্ত বড় বড় ডিগ্রী আছে, কিন্তু তিনি কোন কাজকর্ম্ম করেন না; বাড়ীতে একটা লেবরেটোরী করেছেন, তাতেই "রিসার্চ্চ" করেন, বাইরের কারও সঙ্গে, কোন কিছুর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। কণিকার সঙ্গে দেখা হতে প্রণতি তাকে সে কথা জিজ্ঞেস করলে। সে বললে, "এখানে যখন এসেছিস্ তখন নিজের চোখে দেখেই সব সন্দেহ দূর করিস। প্রণতি বুঝলে, সে যা শুনেছে তার সবটাই মিথ্যে নয়।

এলাহাবাদে প্রণতিদের একটা বাড়ী ছিল; সেখানে সামান্য লোকজনও রেখেছিল। নিশীথ আর প্রণতি এসে সেই বাড়ীতেই উঠল। তার বাবার সেই বন্ধুটীর সঙ্গে দেখা করতে তিনি একেবারে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, "নতিমা'র বিয়ে হয়ে গেছে? আর আমি একটা খবরও পেলাম না!" নতি সংক্ষেপে তাঁকে সব খবর বললে। রাজকুমার দত্তর ভাগ্‌নে শুনে তিনি বললেন, "আমার যতটা সাহায্য করা সম্ভব তা আমি নিশ্চয় করব মা; আমার আর কে আছে? কিন্তু মা ও এখানে কাজ করে খুসী হতে পারবে না। কলকাতা হাইকোর্টে যারা একবার প্র্যাক্‌টিশ্ করেছে তারা এ-সব জায়গায় এসে সন্তুষ্ট হতে পারে না। তা ছাড়া রাজকুমারবাবুর সঙ্গে ও কাজ করেছে, এখানে তাঁর সমান লোক কোথায় পাবে? যাক্, সে যখন তোমার স্বামী, আমার কাছে তার অবারিত দ্বার। তাকে নিয়ে এস, আইনের দরকারী যা কিছু প্র্যাক্‌টিশ্ করবার আগে করতে হয় সেটা হয়ে গেলেই সে আমার সঙ্গে কোর্টে বেরুবে। সম্ভবতঃ আমার বেশীর ভাগ কেসেই সে আমার সঙ্গে থাকতে পারবে।"

এলাহাবাদ কোর্টে প্র্যাক্‌টিশ্ করবার মত পেতে নিশীথের ক'দিন দেরী হ'ল। তার মধ্যে সে তার সিনিয়ারের সঙ্গে গিয়ে "বারে"র সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এল। সকলেই তাকে বেশ ভালভাবে নিলেন; তাঁরা কেউই তার কলকাতা হাইকোর্ট ছেড়ে আসার কারণ জানতেন না, তাই জানালেন যে কলকাতার মত রোজগারের জায়গা এলাহাবাদ নয়। কারও কারও মনে প্রশ্ন উঠেছিল কেন সে কলকাতার প্র্যাক্‌টিশ্ ছেড়ে আসবে, বিশেষ যখন সে রাজকুমার দত্তর ভাগনে; কেউ কেউ সন্দেহ করলেন যে এ বোধ হয় সত্যি ভাগনে নয়; দু'একজন বললে, রাজকুমার দত্তর সঙ্গে তার নাম কেসে দেখা গিয়েছে। এত সব বিভিন্ন মতামতের মধ্যেও নিশীথ কোর্টে ভাল রকম অভ্যর্থনাই পেলে আর অল্প দিনের মধ্যেই তার নিজের যোগ্যতাও প্রমাণ করতে পারলে। সাত আট দিন না যেতে তার "সিনিয়ার" ছোট ছোট কেস নিঃসন্দেহে তার হাতে ছেড়ে দিতে লাগলেন। কেউ অনুযোগ করলে বলতেন, "বেশ তো, ইচ্ছে হয় অন্য লোককে দাও।" লোকে কিছু বললে বলতেন, "আজ পর্য্যন্ত অনেকেই তো আমার "জুনিয়ার" হয়েছে; কাউকে না দিয়ে ওকেই বা দিচ্ছি কেন?" নিশীথকে অসম্ভব খাটতে হয়; সে তাতে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট নয়; প্রণতিও তার প্র্যাক্‌টিশ্ ভাল হচ্ছে দেখে খুসী হয়ে ওঠে। তার মনে হয় কত বড় অন্যায় সে করেছে নিশীথকে তার স্বাভাবিক জীবন থেকে টেনে এনে—তার মনে হয় সে যেন একটা নৈতিক দায়িত্ব নিয়েছে তার স্বামীর সম্বন্ধে।

আগেকার বন্ধুদের মধ্যে কণিকাই সকলের চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে লাগল। প্রণতি আর নিশীথকে সে বললে যে তাদের বিয়ের জন্যে সে একটা "পার্টি" দেবে। নিশীথ আপত্তি করেছিল, কিন্তু কণিকা শুনলে না। সে বললে, "যা শুনলাম নতি, তাতে মনে হয় তোদের বিয়েটা তো নেহাৎ আইনের ব্যাপার হয়ে গেছে,—তাকে একটু সামাজিকতার

ধরে নামিয়ে নিয়ে আয়। আমার বিয়েতেও এর চেয়ে বেশী হুজুগ হয়েছিল অথচ ডাক্তার বোস কিছুই মানেন না, সমাজও নয়, ধর্ম্মমতও নয়।" ডাক্তার বোসের সম্বন্ধে যতই শুনছিল তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ নিশীথের ততই বেশী হচ্ছিল। তাঁর সঙ্গে তার পরিচয় হল "পার্টির" দিনে।

"পার্টি"তে হাজির হ'তে কণিকা সকলের সঙ্গে নিশীথ আর প্রণতির পরিচয় করিয়ে দিলে। যাঁরা পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাক্তার বোসকে না দেখে প্রণতি জিজ্ঞেস করলে, "হাঁরে কণি, ডাক্তার সাহেব কি আজও তাঁর লেবরেটারীতে নাকি ?" কণিকা বল্‌লে, "এ সময় কোন দিনই তিনি "লেবরেটারী"র বাইরে থাকেন না, তার ওপর এখন একটা কি নতুন রিসার্চ্চ করছেন।" নিশীথ জিজ্ঞেস করলে, "ডাক্তার সাহেব ঠিক কখন লেবরেটারীর বাইরে থাকেন ? তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে ভারী ইচ্ছে করে।"

কণিকা বললে, "সকালে ১০টা থেকে ১২টা খাওয়া দাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিলে একবার বাইরে আসেন আর বিকেলে ৫টা থেকে ৬টা একবার বেড়াতে যান।"

কণিকা দেখলে, পার্টিটা ভয়ানক রকম ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তাই সে তার আর এক বন্ধু মলিনাকে গান গাইতে বল্‌লে। মলিনার গান শেষ হবার আগেই "ইউরেকা, কণি ইউরেকা" বলতে বলতে ডাক্তার বোস তাঁর মাইক্রোসকোপ হাতে করে ঘরে ঢুক্‌লেন। গান থেমে গেল, সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ডাক্তার বোস অবস্থাটা বুঝতে পেরে বললেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আপনাদের উৎসব বন্ধ করে দিলাম, ক্ষমা করবেন। আমি জানতাম না মানে আমার ঠিক মনে ছিল না।"

প্রণতি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "কিছুমাত্র অন্যায় করেন নি ডাক্তার বোস। এখানে একজন লোক আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।" ডাক্তার বোস আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "আমার সঙ্গে ?" কণিকা নিশীথের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিয়ে বললে, "ইনি নতির স্বামী ; তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিলেন, ভালই হ'ল তুমি তোমার লেবরেটারী থেকে বেরিয়েছ।"

নিশীথ বললে, "আপনার রিসার্চ্চের কথা মিসেস বোসের কাছে কিছু কিছু শুনলাম। সায়েন্সের বিশেষ কিছু না জানলেও কেউ রিসার্চ্চ করছে শুনলে ভাল লাগে, জানতে আগ্রহ হয়।"

কণিকা তার স্বামীকে বলে দিলে যে নিশীথ "ফিসিওলজি"তে এম্‌, এস্‌-সি পাশ করে এলাহাবাদে ল' প্র্যাক্‌টিশ করছে। ডাক্তার বোস বললেন, "তাহলে তো আপনি যথেষ্টই বোঝেন এ সব। হয়েছে কি জানেন টি, বি আমাদের বাঙ্‌লা দেশের ভয়ানক রকম ক্ষতি করছে, অথচ এর কোন সহজ প্রতিকার কেউ বার করতে পারছে না। আমি দেখলাম কালাজ্বরের "জার্ম্মস্‌"-এর সঙ্গে টি, বি, "জার্ম্মস্‌"-এর ভয়ানক শত্রুতা, তাই মনে হয়েছিল একটার সাহায্যে আর একটাকে মারা যায় কি না! আমি আজ অনেকটা কৃতকার্য্য হয়েছি তাই..."

কণিকা তাঁকে বাধা দিয়ে বললে, নিশীথবাবু অন্য সময় তোমার লেবরেটারীতে এসে সব দেখবেন, আজ ও সব কথা থাক্‌ ; তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দাও।" ডাক্তার বোস বেশ ভয় পেয়ে গেলেন বলে মনে হ'ল। তিনি কিছু বলবার আগেই একজন বেয়ারা একটা টেলিগ্রাম নিয়ে এ'ল। কণিকা খামটা দেখে বললে, "তোর একটা তার এসেছে নতি।" খুব আধুনিক হলেও বাঙালীর মেয়ে টেলিগ্রামকে ভয় করে। প্রণতি কোন রকমে খামটা ছিঁড়ে ফেললে। টেলিগ্রাম করেছে তাদের বাড়ীর চাকরটা, প্রণতির মা'র খুব অসুখ বেড়েছে, তাদের এখনি যাওয়া দরকার। প্রণতি টেলিগ্রামটা পড়ে নিশীথের হাতে দিলে। কণিকা জিজ্ঞেস করলে, "কি খবর ? কোথা থেকে আসছে ?"

প্রণতি বললে, "মা'র অসুখ খুব বেশী, এখনই কলকাতা যেতে হবে।" ডাক্তার বোস আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিশীথ বললে, "মহা বিপদে পড়া গেল তো! "সিনিয়ার" আমার ওপর ভার দিয়ে ক'দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছেন, তাছাড়া একটা বড় কেস্‌ও রয়েছে! এইটুকু সময়ের মধ্যে অন্য কাউকে কেস বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া..."

প্রণতি বললে, "তা হয় না, তোমার যাওয়া হতেই পারে না ; আমি একাই যাব। কণি, তুই ভাই এরোড্রোমে ফোন করে একটা খবর নে যে আজ রাতের "প্লেনে" কোন রকমে একটা জায়গা পাব কি না।" কণিকা ফোন করতে চলে গেল। অন্য অতিথিরা প্রণতির মায়ের অসুখের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ও তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। কণিকা ফিরে এসে বললে, "জায়গা পাওয়া গিয়েছে।" প্রণতি আর নিশীথ সকলের অনুমতি নিয়ে উঠে পড়ল। ফেরার পথে তার মনে হ'ল কণিকার বাড়ীর দিকে একজন লোক যাচ্ছে, ভয়ানক রকম চেনা। সে লোকটাও তাকে দেখেছিল, কিন্তু কোন রকম পরিচিতের ভাব না দেখিয়ে সে চলে গেল। লোকটা সুরেশ।

শেষ রাত্রে "প্লেন" এলাহাবাদ ছাড়ে। নিশীথ প্রণতির একা যাওয়ার জন্য অনুযোগ করতে লাগল ; প্রণতি তাকে বললে, "ভাববার কি আছে ? মাত্র ক' ঘণ্টার কথা তো! গিয়েই তার করব ; ভেব না।" নিশীথ না যেতে পেরে একটু দুঃখিত হয়ে বাড়ী ফিরল।

(ক্রমশঃ)

মুসলমান শিক্ষা সংস্কার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার খাঁ বাহাদুর আজিজুল্ হক্ মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। মুসলমান সমাজের উপযোগী শিক্ষা মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য। খাঁ বাহাদুরের এই শফরে কেবল মুসলমানদের শিক্ষার সমস্যাই প্রধান এবং একমাত্র যখন, তখন আমরা কি বুঝিব যে বর্ত্তমানে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে তাহা হিন্দু ছাত্রছাত্রীর একমাত্র যোগ্য এবং ইহাতে আর কোনও উন্নতির প্রয়োজন নাই?

*

হিট্‌লারের ভুক্তদেশ

নররাক্ষস ও মানবজাতির শত্রু হিট্‌লার নিম্নলিখিত দেশগুলির স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। যাহারা স্বাধীনতা চায় তাহারা অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না: আর যে অন্যের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া নিজে স্বাধীন হইতে চায় সে বর্ব্বর। মিত্রশক্তি এই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন।

অষ্ট্রিয়া—১৯৩৮। ১লা মার্চ্চ
সুদেতান্‌ল্যাণ্ড—১৯৩৮। ১লা অক্টোবর
চেকোস্লোভাকিয়া—১৯৩৯। ১৪ই মার্চ্চ
মেমেল্—১৯৩৯। ২২শে মার্চ্চ
পোল্যাণ্ড—১৯৩৯। ১লা সেপ্টেম্বর
ডেনমার্ক—১৯৪০। ৯ই এপ্রিল
হল্যাণ্ড—১৯৪০। ১০ই মে
লাক্সেমবার্গ—১৯৪০। ১০ই মে
বেল্‌জিয়াম্—১৯৪০। ২৮শে মে

*

আদর্শ ছাত্র

যে ছাত্র পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ নম্বর পায় চিরদিন তাহারই নামে জয়গান হয় কিন্তু যে সর্ব্বনিম্ন নম্বর পায়, তাহার? গত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় আরা জেলার একটি ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ফেলের" মধ্যে "ফার্ষ্ট" হইয়াছে। সে নম্বর পাইয়াছে—

ইংরাজী ১ম—	২
ঐ ২য়—	১
সংস্কৃত—	০
অঙ্ক—	০
ইতিহাস—	২
ভূগোল—	১
অতিরিক্ত অঙ্ক—	০
হিন্দি—	১৩
মোট	১৯

এরূপ মেধাবী ছাত্রের অভিভাবকের সহিত বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার সাহেবের সম্বন্ধটি জানিতে আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

*

"ষ্টার-অফ্-ইণ্ডিয়া পত্রিকা" কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অবমাননা

গত ৩০শে মে তারিখের কাগজে "ষ্টার-অফ্-ইণ্ডিয়া", বাংলার মুস্‌লীম লীগের মুখপত্র, শ্রীকৃষ্ণকে "Gay Lothario of Brindaban" নামে অভিহিত করিয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম্ম ও দেবতাকে ইহারা এইরূপ অপমান করিতে যে সাহস রাখেন, তাহাতে মনে হয়, ইহারা আইনের উর্দ্ধে। কোনও অমুসলমান মুসলমান ধর্ম্মগুরুদের নামে যদি অনিচ্ছাকৃত ও অজ্ঞতানিবন্ধন ভ্রমও করেন, তাহা হইলে তাহারা কি করেন? হিন্দুর ধর্ম্ম-দেবতা ও ধর্ম্মবিশ্বাস এরূপ বহু অত্যাচার ও বক্রোক্তি সহ্য করিয়া আজ দশ হাজার বৎসরও প্রদীপ্ত প্রোজ্জ্বল আছে। কিন্তু তবুও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর মনে ইহাতে যে আঘাত লাগে তাহা কি মুসলমানেরা জানেন না? তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতে পারেন, কিন্তু জীবনে শ্রীকৃষ্ণের নামও কি এই সব মূর্খ কখনও শোনে নাই? হিন্দুরাও যদি আজ ইহাদের ধর্ম্মগুরুদের লইয়া এই প্রকার ইতর রসিকতা করে? কিন্তু তাহারা তাহা করিবে না, কারণ তাহারা জানে এবং বিশ্বাস করে যে সকল ধর্ম্মই পবিত্র ও মহৎ। মুসলমান ধর্ম্ম নিশ্চয়ই অন্য ধর্ম্মকে অসম্মান করিতে কোথাও শিক্ষা দেয় নাই। যাহারা তাহা করে তাহারা মুসলমান ধর্ম্মকেও সম্মান করে না।

•

ডাক্তারের ভাগ্য

ইংরাজ চিকিৎসক ডাঃ ডান্‌স্‌ডেল্ রাশিয়ার রাণী দ্বিতীয়া কাথারাইন্‌কে টীকা দিবার জন্য একবার আহূত হন। রাণী উক্ত কার্য্যের জন্য ডাক্তারকে নব্বই হাজার পাউণ্ড ফী ও ১৮ শত পাউণ্ড পাথেয় দিয়াছিলেন। উপরন্তু ডাক্তার যাবজ্জীবন বাৎসরিক সাড়ে চারিশত পাউণ্ড করিয়া একটা পাওনা পাইতেন। এক পাউণ্ডের মূল্য বর্ত্তমানে ১৩৷০ টাকা, পূর্ব্বে ছিল ১৫৲।

সঙ্কট যে কোন কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য ১৷০, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) লিখুন বা দেখা করুন—৮টা হইতে ১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়। মিসেস দাস বনজ, বিশারদ ১৮২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D), কলিকাতা।

পুরুষোচিত অক্ষমতা (অস্থায়ী স্থায়ী, আংশিক, সম্পূর্ণ) হেতু মনঃকষ্ট, বনজ ঔষধ সেবনে চিরতরে দূর করিতে কোথাও বিফল হয় না। ১৷০, ঐ মালিশ বিনামূল্যে। ডাক খরচ ।০।

বনজ কুটীর, ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D)
কলিকাতা।

স্বাস্থ্য শক্তি ও যৌবনানন্দ দান করিতে

ধাতুদৌর্ব্বল্য অকালবার্দ্ধক্য অজীর্ণ ও সকল প্রকার
দূর করিতে ইহা
৬০ বৎসর যাবৎ সুপরীক্ষিত
মূল্য ৩২ বটিকা ১.
আতঙ্ক নিগ্রহ
ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আলোচনার আসর

বিবাহিতা শিক্ষিতা স্বাধীনা এবং উপার্জ্জনশীলা রমণীর মধ্যে কে অধিক সুখী ?

(৭)

এবারে দীপালীর নারীলোকের আলোচ্য বিষয় হইল—"বিবাহিতা শিক্ষিতা স্বাধীনা এবং উপার্জ্জনশীলা রমণীর মধ্যে কে অধিক সুখী ?" এবিষয় আমার যাহা মত তাহা প্রকাশ করিতেছি। যাহাদের কোনো প্রকার অপরিহার্য্য কারণে বিবাহিতা হওয়া অপেক্ষা অবিবাহিতা থাকাই অধিকতর মঙ্গলজনক বলিয়া অনুমিত হয়, একমাত্র তাহারা ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক রমণীর পক্ষে, শিক্ষিতা অশিক্ষিতা সকলের পক্ষেই, বিবাহিত জীবনেই অধিকতর সুখ ও শান্তি লাভের আশা থাকে এবং বিবাহ-বন্ধনই রমণীগণের পক্ষে প্রকৃতি-নির্দ্দেশিত, এবং জীবনের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার পথ বলিয়া মনে করা যায়।

বিবাহ যাহাদের অদৃষ্টে নাই, বা বিশেষ কোনো প্রতিবন্ধকতার দরুণ বিবাহ হইলে সুখী হওয়া অপেক্ষা দুঃখ ভোগ করার সম্ভাবনাই যাহাদের পক্ষে অধিক, তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া অবিবাহিতা থাকিয়া আত্মনির্ভরশীলা হওয়ার অর্থাৎ স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোনো প্রকার সৎপথ গ্রহণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করায় সুখী হওয়ার আশা থাকে বলিয়া মনে হয়।

সাধারণভাবে সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেক নারীর সম্বন্ধে বলা যায়, বিবাহিতা হইয়া বধূ, স্ত্রী ও মাতার দায়িত্ব পালনের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া সোৎসাহে জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতে চেষ্টা করাই সকল সময়ে তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর।

যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহ কেহ বিবাহিত জীবনে অসুখী হয়, অত্যন্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহা অদৃষ্টের লিখন মনে বুঝিয়া লইয়া যদি তাহারা নিজেরা ধীর চিত্তে কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিতে পারে, পরে তাহা হইলে আনন্দ লাভের আশা থাকে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে যে সকল দুঃখভোগ মানুষের পক্ষে অনিবার্য্য হয়, তাহা যে কোনো অবস্থায় যে কোনো স্থানে থাকাকালেই ভোগ করিতে হয়, সুতরাং বিবাহিত জীবনে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া অবিবাহিতা থাকার যুক্তি সমর্থনীয় নহে। একটী নির্ভরযোগ্য আশ্রয় লাভ না করিলে সারা জীবন চলিতে পারা সাধারণতঃ রমণীদের পক্ষে সহজ হয় না, এবং সে আশ্রয়দাতা হইতে পারেন একমাত্র স্বামী।

আপনার অন্তরের স্নেহ ভালবাসার বিনিময় স্পৃহা মিটাইবার জন্য এবং জীবনের যথাকর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিবার জন্য নারীগণের পক্ষে সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র হইতেছে—স্বামীগৃহের অন্তঃপুর এবং পিতৃগৃহের শঙ্কা-সঙ্কোচশূন্য স্নেহনীড়।

এই দুইটী স্থানে যাহারা আনন্দ বিতরণ করিতে ও লাভ করিতে পারে তাহাদের জীবন শান্তিময় হয়, এবং তাহারাই ক্রমশঃ আপনাদের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া লইয়া পরকে আপন করিতে পারে, অর্থাৎ মাতৃ-স্নেহের প্রভাবে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া চলিবার সামর্থ্য লাভ করে, বলিয়া মনে হয়।

অবশ্য এমন কেহ কেহ থাকিতে পারেন যাহারা স্বেচ্ছায় চিরকুমারী থাকিয়া পর-হিতার্থে আপনাদের পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করিয়া যান, তাঁহাদের সাধারণের ব্যতিক্রম বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়, তাঁহারা সর্ব্বকালেই জনসাধারণের নমস্যা। সাধারণ নারীরা শিক্ষিতা হইয়া উপার্জ্জনশীলা হইলেও সারা জীবন অবিবাহিতা থাকিলে সুখী হইতে পারেন না, প্রথম জীবনে নূতনত্বের মোহে এবং শিক্ষা বা অর্থ থাকার জন্য প্রাপ্ত সুখ সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইলেও কিছুদিন গত হইবার পর কোনো না কোনো কারণে তাঁহাদের জীবনের সুখ শান্তি অন্তর্হিত হয়, এবং একটা অতৃপ্তির বা অনুশোচনার বেদনার তীব্রতা ক্রমশঃ তাঁহাদের চিত্ত অধিকার করিয়া বসে—এরূপ বিড়ম্বিত নারী জীবনের চিত্র বাস্তব জীবনে বিরল নহে।

ব্যতিক্রম বা বিশেষ অন্তরায় ব্যতীত রমণীগণের পক্ষে, যথাসময়ে বিবাহিতা হওয়াই সুখ শান্তি লাভের ও কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিতে পারার জন্য শ্রেষ্ঠ পন্থা, এবং ইহাই তাহাদের পক্ষে "বিধাতার বিধান" বলিয়া মনে করা যায়।

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ
কলিকাতা

(৮)

নারীর প্রকৃত স্বরূপ কি ? বাল্যকালে বিদ্যা অভ্যাস; যৌবনে বিবাহ করিয়া স্বামী পুত্রাদি লইয়া সুখে ঘরকন্না করা ইত্যাদি। অবশ্য নারীর প্রকৃত স্বরূপ বলিলে আরও অনেক কিছু বুঝায় কিন্তু মোটামুটি এইরূপ।

ভগবান পুরুষ ও নারী উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষ ও নারীর মধ্যে অনেক বিধিদত্ত পার্থক্য আছে যাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারেন না এবং পুরুষ ও নারীর জীবন-যাত্রা প্রণালীও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখন যদি পুরুষ নারীর কাজ এবং নারী পুরুষের কাজ করেন তাহা হইলে যে এক মহা গোলযোগের সৃষ্টি হয় তাহা বলাই বাহুল্য। বিবাহ করা নারী ও পুরুষ উভয়েরই ধর্ম্ম। আমাদের দ্বারাই ভগবানের সৃষ্টি প্রসার লাভ করে সুতরাং বিবাহ না করিলে ভগবানের সৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয়। নারীর নারীত্ব বজায় রাখিতে হইলে বিবাহ করা অতি প্রয়োজনীয়। নারী বা পুরুষ যে কেহই নিজ নিজ কর্ম্ম (ঐহিক বা পারলৌকিক) সততার সহিত সম্পন্ন করেন তিনিই প্রকৃত সুখী হন, কারণ ভগবানের করুণা কেবল তাঁহাদেরই উপর বর্ষিত হয় যাহারা নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করেন। এখন যদি কোন নারী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া চিরকাল কুমারীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করেন তাহা হইলে তিনি কি জীবন যাপনে প্রকৃতই সুখ পান? কখনও না। তিনি হয়ত ক্ষণিক সুখ পাইতে পারেন। কিন্তু যখন তিনি চিন্তা করিবেন যে এরূপ করায় তাঁহার নারীর কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করা হয়, তখন বিবেক তাঁহাকে এরূপ জর্জ্জরিত করিবে যে তিনি অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়িবেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার দ্বারা হয়ত ভগবানের অসংখ্য জীব সৃষ্টি হইতে পারিত কিন্তু তাঁহার বিবাহ না করায় কিছুই হইতে পারিল না। এই চিন্তাও তাঁহাকে কম পীড়া দিবে না। সুতরাং আমার মতে যে নারী নারীর ধর্ম্ম পালন করিয়া বিবাহাদি করিয়া সুখে জীবন যাপন করেন তিনি শারীরিক ও মানসিক সকল বিষয়েই অপর নারী অপেক্ষা অধিকতর সুখী হন। আশা করি এ বিষয়ে অনেক ভগিনী আমার সহিত একমত হইবেন। নমস্কার জানিবেন। ইতি,

আসিয়া খাতুন
গোরাচাঁদ রোড
পোঃ আঃ ইটালি, কলিকাতা

(৯)

বিবাহ করিয়াই নারী প্রকৃত সুখী হইতে পারে। আমাদের দেশের অবিবাহিতা নারীদের বিপদ পদে পদে। বিবাহিতা জীবনই নারীর কাম্য। কারণ নারী অত্যন্ত অসহায় এবং দুর্ব্বল। বিবাহ না করিয়া সুখী হওয়া কঠিন। অনেকে হয়তো পুরুষের অধীনে থাকা ও পরমুখাপেক্ষী হওয়া পছন্দ করেন না। সন্তান পালন করাই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। এমন এক কাল ছিল যখন সন্তান পালন ও গৃহকর্ম্মের কাজ ছাড়া নারীর আর কোন কাজ ছিল না। কিন্তু এখন নারীর কর্ম্মের গণ্ডী আর গৃহকোণে সীমাবদ্ধ নয়। আজ নারী স্বাধীন আজ তাঁর জীবনে বৃহত্তম পৃথিবীর আহ্বান আসিয়াছে। আজ নারী পুরুষের পাশে তাহার স্থান বাছিয়া লইয়াছে। রাজনীতির আসর হইতে খেলার মাঠ পর্য্যন্ত নারীর অবাধ গতি। নারীর সন্তান পালনই যে প্রধান কর্ত্তব্য ইহা ভুলিয়া যাইলে চলিবে না। নারীর কর্ত্তব্য দেশকে সবল, সুস্থ সন্তান উপহার দেওয়া। অবিবাহিতা নারী কখনও সুখী হইতে পারে না। তাঁহারা মুখে যাই বলুন না কেন মনে মনে তাঁহারা সুখী নন, কারণ প্রত্যেক মানুষ কোন না কোন জিনিষকে ভালবাসে—বিবাহিতা নারী তাহার স্বামী ও পুত্রকে ভালবাসে। এই স্বর্গীয় সুখের কাছে অবিবাহিতার স্বাধীন জীবনের সুখ অতি তুচ্ছ। অবিবাহিতা নারীর হয়তো যতদিন যৌবন থাকিবে ততদিন তাঁহার কোন অবলম্বনের দরকার হইবে না। কিন্তু যখন তিনি বৃদ্ধ হইবেন, কাজ করিতে তাঁহার আর ইচ্ছা করিবে না তখন শান্তিতে জীবন কাটাইতে চাইলে আর তিনি তাহা পারিবেন না। তখন তাঁর মনে গভীর দুঃখ আসিবে কিন্তু তখন আর উপায় নাই, বড্ড বিলম্বই হইয়া গিয়াছে। তখন তার মন কোন শিশুকে ভালবাসিতে চাহিবে। নারী জীবনের প্রধান কাম্য মাতৃত্ব লাভ। সন্তানের জননী হওয়া নারীর ভাগ্যের কথা। নারীর নারীত্ব তাহার সতীত্বে ও মাতৃত্বে। অবশ্য নারীর বিবাহিত জীবনে অনেক কষ্ট আসে, কিন্তু তাহাতে সে ক্লান্ত মনে করে না। সুতরাং বিবাহিত জীবনেই নারী প্রকৃত সুখী হইতে পারে।

ইতি—শ্রীমতী বাসন্তী গুহ
কলিকাতা

১০,০০০ টাকা মূল্যের ঘড়ি পুরস্কার

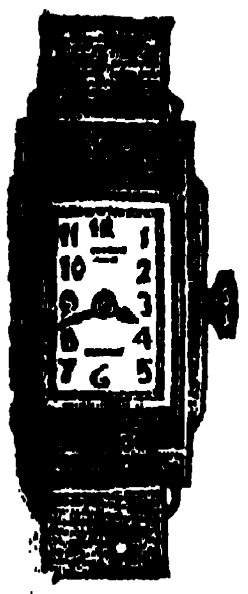

"জহরে হসনা"র প্রচারার্থে তাহার ক্রেতাগণকে ১০,০০০ টাকা মূল্যের ঘড়ি বিতরণ করা হইবে। শরীরের যে কোন স্থানের চুল ইহার প্রলেপে কোন ক্ষতি না করিয়াই উঠান যাইবে। একবার দূরিত হইলে জীবনে কখনও সেখানে আর পুনরুদ্গম্ হইবে না। ইহা সিল্কের ন্যায় চর্ম্মকে, নরম এবং মসৃণ করে। প্রত্যেক শিশির মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

এই ঔষধের বহুল প্রচারের জন্য প্রত্যেক শিশির সহিত একটী করিয়া সুদৃশ্য ও মজবুত হাতঘড়ি পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইহার সৌন্দর্য্য ও কার্য্যকাল দশ বৎসরের জন্য গ্যারান্টি। প্রত্যেক ঘড়ির সহিত গ্যারান্টি পত্র পাঠান হয়। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি কোন ঘড়ি অচল হয় তবে কোম্পানী তাহা বদল করিয়া দিবেন। সত্বর অর্ডার দিয়া লাভবান হউন। দুই শিশি লইলে ডাক মাশুল লাগিবে না এবং দুইটী হাতঘড়ি পাইবেন।

স্বামী এণ্ড কোং
হালকা নং ৫ অমৃতসর

(১০২)

ইরাণী পরটা

উপকরণ:—ময়দা এক সের, ঘি এক পোয়া, ডিম ১০টী, লবণ, কিসমিস, এলাচ গুঁড়ো ইত্যাদি।

প্রণালী:—প্রথমত: আলুগুলিকে সিদ্ধ করিয়া এবং উহার খোসা ছাড়াইয়া একটি পাত্রে রাখুন। তারপর ময়দাতে পরিমাণ মত লবণ ও ময়ান দিয়া বেশ করিয়া মাখিয়া নিন। মাখা হইয়া গেলে ঐ আলুগুলিকে চটকাইয়া ঐ ময়দার সহিত ভাল করিয়া মাখুন, দেখিবেন আলু যেন গোটা না থাকে। (প্রয়োজন হইলে পরিমাণমত জল দিতে পারেন) এইরূপে মাখা হইলে উহা নেচী করিয়া লুচির মত বেলুন। বেলা হইলে ডিমগুলি গুলিয়া এবং উহাতে পরিমাণ মত লবণ দিয়া লুচির উপর বেশ করিয়া মাখাইয়া দিন, এবং উহার উপরে এলাচ গুঁড়ো ও কিসমিস ছড়াইয়া দিন। ছড়ান হইয়া গেলে উহাকে পরটার মত বেলুন। উনানে তাওয়া চড়ান এবং ঘি দিয়া ঐ পরটা বেশ করিয়া ভাজিতে থাকুন। যখন দেখিবেন বেশ মচমচে হইয়াছে তখন নামাইয়া রাখুন। ইহা অতি মুখরোচক এবং সকলেই ইহা খাইতে পারেন।

কুমারী কনক সেনগুপ্তা
পাটপুর রোড, বাঁকুড়া

(১০৩)

পাকা কুলের আঁটীর আচার

প্রথমে কুল হইতে আঁটীগুলি বাহির করিতে হইবে। সেই আঁটীগুলি খুব খট্‌খটে করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া খুব মিহি করিয়া গুঁড়াইতে হইবে। পরে লঙ্কা, পাঁচফোড়ন ও কালজিরা ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া এবং সামান্য হলুদগুঁড়া ও একটু মিষ্টি দিয়া মাখিয়া লইয়া কিছুদিন রৌদ্রে দিলেই আচার হইবে। ইহা খাইতে বেশ মুখরোচক।

শ্রীশোভা মিত্র
দাসপাড়া লেন, চুঁচুড়া

(১০৪)

নেসেস্তার হালুয়া

উপাদান:—নেসেস্তা এক পোয়া, ঘি এক পোয়া, জল দুই সের; জাফ্‌রান সামান্য; গোলাপ জল অর্দ্ধ-চায়ের পেয়ালা কিংবা একটু কম হইলেও চলে; পেস্তা, বাদাম ও কিস্‌মিস্‌ ইচ্ছামত, চিনি আধ সের। ভগ্নিগণ কোন মুদীর দোকানে নেসেস্তা বলিয়া চাহিলেই পাইবেন।

প্রথমত: এক পোয়া নেসেস্তা ধুইয়া লইয়া দুই সের আন্দাজ জলে ভিজাইয়া রাখিবেন। সেই সময় বাদাম ও পেস্তা ভিজাইয়া রাখিবেন অন্য একটী পাত্রে। ঘণ্টা দুই ভিজিবার পর একটী পাত্‌লা কাপড় দ্বারা উক্ত নেসেস্তা ছাকিয়া লইবেন। ছাকিবার কালে যে জলে উহা ভিজানো ছিল—সেই জল অল্প অল্প করিয়া নেসেস্তার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবেন। অতঃপর বাদাম ও পেস্তা কাটিয়া পেয়ালাতে সামান্য জাফরান জ... গো... জল দ্বারা উহা সিক্তিত করুন। গোলাপ জলের ভিতরই উহা এখন থাকিবে। উনানে ডেক্‌চি চড়াইয়া দিন ও ঘি গরম হইলে বাদাম পেস্তা ও কিস্‌মিস দিয়া ভাজিয়া উঠান। নেসেস্তার গোলা ঘির পাত্রে দিন ও উনানে দিয়া নাড়িতে থাকুন। অল্প পরেই চিনির রস অথবা চিনি পাত্রে দিন ও খুব ভালভাবে নাড়িতে থাকুন। দেখিবেন যেন ডেক্‌চিতে না লাগিয়া যায়। একটু আঠা আঠা অর্থাৎ একটু ঘন হইলেই জাফ্‌রান ও গোলাপজলটুকু দিয়া দিবেন ও উহা নেসেস্তার সহিত যাহাতে মিশ্রিত হয় এইভাবে একটু খুটিয়া উনান হইতে নামাইয়া লইবেন। তৎক্ষণাৎ একটী প্লেটে উহা ঢালিয়া দিন ও বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্‌ নিজ ইচ্ছামত উপরে সাজাইয়া দিন। ঠাণ্ডা হইলে জমিয়া যাইবে। ইহা খাইতে খুব সুস্বাদু।

"বুলবুল"
লরেটো কলেজ
কলিকাতা

সরল সীবন-শিক্ষা

১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।

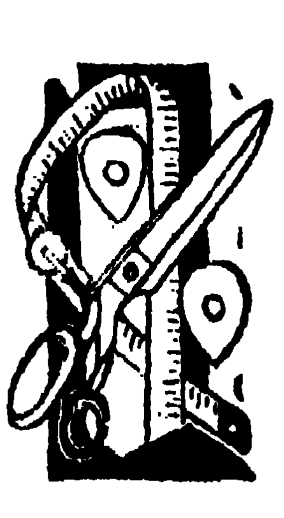

মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

ডি, রতন এণ্ড কোং

লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

সামাজিক সমস্যামূলক
সুবৃহৎ উপন্যাস

"জয়ন্তী"

—২৷৷০ টাকা।

দীপালী গ্রন্থশালা ও
সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

৭৪ জনের স্ত্রী

প্যারিসের এক ক্যাবারে-তে লুসিল্ গ্রাসে নাম্নী এক সুন্দরী তরুণী গায়িকা ছিল। একদা সে সেই কাফেতে একজন নিঃসঙ্গ মুহ্যমান সৈনিককে একাকী এক কোণে একটি টেবিলে মাথা রাখিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া লুসিলের মন করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিল। লুসিল সেই সৈনিককে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্গ দান করিতে আসিয়া এমন ভালবাসিয়া ফেলিল যে তখনই তাহারা গির্জ্জায় গিয়া বিবাহিত হইয়া তবে বাঁচিল। প্রকাশ, সৈনিক প্রবরও লুসিলকে দেখিয়া এমনি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল যে নীরবে সে এককোণে বসিয়া চক্ষের জলে তিলে তিলে আত্মহত্যা করিতেছিল। বিবাহের পরদিনই সৈনিক যুদ্ধে চলিয়া যায় এবং বীরের স্বর্গলাভ ঘটে। লুসিল সরকারের খাজাঞ্চীখানা হইতে বিধবার প্রাপ্য মাসোহারা পাইতে থাকে।

সদ্যোবিধবা তরুণীটি সৈনিকের সহিত বিবাহ করিয়া প্রেমের এমন অপূর্ব্ব সার্থকতা উপলব্ধি করিল যে তাহার পর তিন মাসে সে আরও ৭৩টি সৈনিককে পর পর বিবাহ করিল এবং পর পর ৭৪ বারই বৈধব্য বরণ করিয়া ৭৪টি নামে বেশ মোটা একটি অঙ্ক সরকারী তহবিল হইতে মাসের পর মাস পাইতে লাগিল। কিন্তু দুষ্টলোকও তো পৃথিবীতে আছে। গোয়েন্দা বিভাগ ধরিয়া ফেলিল যে লুসিল্ বিধবা হইবার জন্যই বিবাহ করে এবং সৈনিকের বিধবা হওয়ায় আওলাতের সম্ভাবনা আছে বলিয়া সে এই কার্য্যই করিতেছে। সরকারী বিচারে লুসিল এখন রাজ-অতিথি এবং তাহার সব কিছু সরকারেই বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

*

দুইবারে ৭টি সন্তান

কাইরোর এক রুটিওয়ালার স্ত্রী ২৫ বৎসর বয়স্কা ইশ্‌মাহান্ শিহাতা দুইবারে সাতটি সন্তান প্রসব করিয়াছেন। প্রথমে ... জীবিত এবং সুস্থ।

*

ছাত্রীর কৃতিত্ব

এবার কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকে সর্ব্বশুদ্ধ মোট ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে কুমারী কনক পুরকায়স্থ নাম্নী এক ছাত্রী শ্রীহট্ট হইতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি অবধি এই প্রথম ছাত্রী প্রথম হইলেন। আমরা কুমারী পুরকায়স্থের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

*

এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুমারী লতিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশন্) সপ্তম হইয়াছেন ও ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক (বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছাধীন) ও সংস্কৃতে এক একটি অক্ষর পাইয়াছেন।

*

ইন্দিরা দত্ত ও সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় (উভয়েই বেলতলা গার্লস্ স্কুল) দুইজনেই এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

*

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়েও ইন্দ্রপ্রস্থ গার্লস্ কলেজ ও স্কুলের অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যা কুমারী সুনীলা মিত্র ম্যাট্রিক ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

*

হাটখোলা নিবাসী জমিদার শ্রীরাধানাথ দত্ত-চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী আশালতা সম্প্রতি কলাপ ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। বঙ্গীয় সংস্কৃত সভা হইতে ইনি গত মার্চ্চ মাসে ব্যাকরণতীর্থ উপাধি পাইয়াছেন। কল্যাণীয়া আশালতার দীর্ঘজীবন ও সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

*

কুমারী সারা আলি হাওড়ার মিঃ নাসুম আলি (খোজা সম্প্রদায়)র কন্যা, বেথুন্ কলেজ হইতে আই, এ, পরীক্ষায় এবার মুসল্‌মান্ মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী আলির আমরা সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

যে ছবি দেখিবার জন্য আপনি বহুদিন আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন—

-রঞ্জিৎ মুভিটোনের-

অচ্ছুৎ

শনিবার ৫ই জুলাই হইতে

প্যারাডাইস

●

কলিকাতায় ৩৯শ সপ্তাহ

সন্ত তুলসীদাস

শনিবার ২৯শে জুন হইতে

রূপালীতে—৩য় সপ্তাহ

এবং

সুচিত্রায়—প্রথমারম্ভ

শনিবার ২৯শে জুন হইতে

৩য় সপ্তাহ

"গোরখনাথ"

—সিটি সিনেমায়—

●

মানসাটা

ফিল্ম্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স

, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: কলি: ৪৫

মায়ের মহল

শিশুদের গোটাকয়েক টোটকা

—শ্রীমতী মালতী মুখার্জি, শালিখা

১। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে শিশুদের মাথার চুল উঠিয়া যাইতে থাকে। এই রকম চুল উঠিতে থাকিলে মাতাদের কর্ত্তব্য চুল ভাল করিয়া আঁচড়ান ও সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বাজারের অনিষ্টকর তৈল মাখান নিষিদ্ধ, শীতল জলে স্নান উপকারী।

২। চোখে ধূলা পড়া, রৌদ্র লাগা, হিম লাগা প্রভৃতি কারণে "চক্ষু উঠা" রোগ হয়, আলোক বা গোলমাল অসহ্য বোধ, চক্ষু লাল ও উজ্জ্বল হইতে থাকে। এই রোগে রোগীকে অন্ধকার ঘরে রাখা উচিত, উত্তেজিত হইতে দেওয়া উচিত নহে ; কুসুম কুসুম গরম জল মিশ্রিত দুগ্ধ দিয়া চক্ষু ধৌত করান বিধেয়।

৩। ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে চক্ষুর পাতার উপরে বা নীচে প্রদাহযুক্ত ফুস্কুড়ি হয়, তাহাকে অঞ্জনী বলে। প্রদাহিত স্থানে জল লাগান নিষিদ্ধ। যন্ত্রণা নিবারণের জন্য ফ্ল্যানেল গরম করিয়া সেক দেওয়া উচিত এবং উহাতে অনেক সময় অঞ্জনী ফাটিয়া যায়। ফাটিয়া গেলে ঘৃত লাগান ভাল।

৪। কাণে পুঁয হইলে আস্তে আস্তে অল্প গরম জল দিয়া প্রত্যহ দুই তিন বার কর্ণ ধৌত করা উচিত। কাণে সর্ব্বদা তুলা গুজিয়া রাখা আবশ্যক, ঠাণ্ডা লাগান উচিত নহে ২।৩ গ্রেণ পটাস বা সোহাগা আধ পোয়া জল সহ গুলিয়া কর্ণে পাঁচ সাত ফোটা ঢালিয়া দিলে উপকার পাওয়া যায়।

৫। কাণে খোল হইলে কাণ-খুস্কি বা পায়রার পালক দিয়া আস্তে আস্তে মধ্যে মধ্যে খোল বাহির করা দরকার। শয়নের পূর্ব্বে গরম তৈল কাণে ঢালিয়া দিলে, খোল আপনি বাহির হইয়া আসে।

৬। গ্রীষ্মকালে সহসা শিশুদের নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে খাঁটি সরিষার তৈল নাক দিয়া টানা, শীতল জলে স্নান করান, লঘু অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়া উপকারী।

৭। মুখে দুর্গন্ধ হইলে। সর্ব্বদা মুখ পরিষ্কার রাখা ও যথেষ্ট পরিমাণে লেবু খাওয়ান উচিত এবং লবণ জলে কুল্‌কুচা (gargle) করান ভাল।

৮। অজীর্ণ রোগে পথ্যাপথ্যের উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়। নিয়মিত ভাবে স্নান ও আহার করান উচিত। চা, সোডা, লেমনেড্‌ প্রভৃতি জিনিষ পরিত্যজ্য। দিবানিদ্রা, অধিক রাত্রে আহার নিষিদ্ধ। পুরাতন চাউলের পোড়ের ভাত, চিড়ার মণ্ড, ঘোল, দুগ্ধ, দধি, সাগু, কচি ডাব, লেবু সুপথ্য। মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ উপকারী।

৯। রক্তামাশয় হইলে গাঁদাল পাতার ঝোল, বেদানার রস, ছাগলের দুগ্ধ প্রভৃতি সুপথ্য। মিছরি বা লবণের পরিবর্ত্তে চিনি ব্যবহার উপকারী। আর থালকুনি (বা থুলকুড়ি) শাকের ঝোল উপকারী।

১০। ক্রিমি হইলে অতিরিক্ত মিষ্ট

নিউ থিয়েটার্স

এসোসিয়েটেড্‌ প্রোডাক্‌সানস্‌-এর

বাণী-চিত্র

আ লো ছা য়া

আলো-ছায়া

চিত্রা এবং পূর্ণ থিয়েটারে

একযোগে ৬ঃ

প্রথমারম্ভ

পরিবেশক ঃ এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ

নারী-নিগ্রহ

(৫৯)

কাল্না (বর্দ্ধমান)

কোল্ডাঙ্গার কয়েকজন মুসল্মান্ রাত্রে একটা মাঠে বসিয়া মন্তপান করিতেছিল, তাহার অনতিদূরে একজন দুঃস্থ হিন্দু তাহার স্ত্রীর সহিত তাহার ভাঙা কুঁড়ে ঘরে শুইয়াছিল। নেশা কিঞ্চিৎ জমিয়া আসিলে জনৈক দুর্ব্বৃত্ত ঐ ভাঙা ঘরে ঢুকিয়া যুবতীকে বাহিরে আনিবার জন্ত টানাটানি আরম্ভ করে। উভয়ে জাগিয়া উঠায় দুর্ব্বৃত্ত বিফল হয় এবং যুবতীর স্বামী তাহাকে বহুদূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করে। চেঁচামেচিতে প্রতিবেশীরাও উপস্থিত হয় এবং পাষণ্ডগণ পলায়ন করে। ব্যাপার এখনও পুলিশের তদন্তাধীন।

(৬০)

সাতক্ষীরা (খুলনা)

বেলমতী দাসীকে ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়ার অপরাধে হাবিজুদ্দীন্ খাঁর দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

আলাই পুর গ্রামের বিংশবর্ষীয়া যুবতী শ্রীমতী চপলাবালা দাসীর উপর অত্যাচারের চেষ্টা করায় শেখ সোলেমান নামক মুসলমানের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

খাওয়া ভাল নয়। অল্প পরিমাণ চিরতা, পল্তা প্রভৃতি তিক্ত জিনিষ উপকারী।

১১। শিশুদের গায়ে ঘামাচি হইলে শ্বেতচন্দন প্রলেপ করিয়া দিবেন।

আশা করি এই গোটাকয়েক টোটকার দ্বারা আপনারা নিশ্চয় উপকার পাবেন। সন্তান পালন করিতে হইলে উপরি লিখিত ঔষধগুলির বিশেষ দরকার। পরবর্ত্তী সংখ্যায় কতকগুলি আকস্মিক দুর্ঘটনার তথ্য দিয়া আপনাদের সন্তান-পালনের অনেকটা সুবিধা করিয়া দিব।

(৬১)

গাইবান্ধা (রংপুর)

চাপেরহাটি থানার অধীন সুন্দরগঞ্জ গ্রামের ২৫ বৎসর বয়স্কা শ্রীমতী দুর্গতি বর্ম্মণী (নন্দকুমার বর্ম্মণের স্ত্রী) তাহার গৃহ হইতে অপহৃতা হইয়াছে। এখনও উক্ত নারী বা দুর্ব্বৃত্তদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তদন্ত চলিতেছে।

(৬২)

মেটিয়াবুরুজ (কলিকাতা)

গোনাই চামারের ১৯ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী সুন্দরিন্ চামারিন্কে ফুস্লাইয়া লইয়া যাওয়ার অপরাধে শেখ মকবুলের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

(৬৩)

হাওড়া

কলেজের ছাত্র ও হাওড়া ব্যায়াম সমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্থানীয় স্কুলের একটি কায়স্থ ছাত্রীকে অপহরণ করিয়া বেনারস লইয়া যাওয়ার অপরাধে ধৃত হইয়াছে। বালিকার বয়স ১৭।১৮ বৎসর। আসামী এখন হাজতে—মামলা বিচারাধীন।

(৬৪)

কলিকাতা

শ্রীমতী রাধারাণী দাসী তাঁহার স্বামী কলিকাতা স্মল কজ্ কোর্টের উকীল শ্রীমতিলাল সেনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে প্রায় এক বৎসর যাবৎ মাসিক ২৫ টাকা হিসাবে তাহার খোর-পোষের টাকা না পাওয়ার জন্ম দরখাস্ত করিয়াছেন।

গণভেনস্ বাষ্ট টোনার

বিগত যৌবনার শিথিল স্তনপেশী দৃঢ় ও উন্নত করে। নিত্য ব্যবহারে অবনমিত হ'তে পারে না। বড় টিউব ২৲ নমুনা ৷৵০

বিশ্ব কল্যাণ

কলিকাতা

"রক্তস্রাবক" বন্ধ ঋতু নির্ব্বিঘ্নে নির্গত হবেই, ৩৷০

পক্বকেশে বৃদ্ধ সাজিয়া আছেন কেন?

কালা তেল (রেজিষ্টার্ড)

(কেশের পরম উপকারী)

এই "চুল কালা তেল" মাত্র ১৫ দিন ব্যবহার করিলে আর আপনাকে বৃদ্ধের মত দেখাইবে না—যেহেতু ইহা শুভ্র কেশকে স্বাভাবিক এবং চিরস্থায়ী কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তিত করে। জীবনে আর চুলের কলপ অথবা লোশন ব্যবহার করিতে হইবে না। মস্তিষ্ক চালনাকারীদের ইহা মহৌষধ। প্রত্যেক বোতলের মূল্য ১৷০ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। একত্রে তিন বোতল লইলে ৩৷০ সাড়ে তিন টাকা—ডাকব্যয় লাগিবে না।

লোম নাশক

এই আশ্চর্য্য আবিষ্কৃত ঔষধ প্রয়োগে তিন মিনিটের মধ্যে সমস্ত বিশ্রী এবং অনাবশ্যক লোমসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। লোমকে সমূলে বিনাশ করিয়া, ইহা চর্ম্মকে শিশুর চর্ম্মের মত কোমল ও মসৃণ করে। অতি সত্বর, নিরাপদে এবং স্থায়ীভাবে লোম নাশ করে। ইহা ব্যবহারে অতি কোমল চর্ম্মেরও কোন ক্ষতি হয় না। থিয়েটার ও বায়স্কোপের তারকারা ইহা ব্যবহার করেন। প্রতি বোতল ১৷০ এক টাকা চারি আনা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। তিন বোতল ৩৲ তিন টাকা—ডাকব্যয় লাগিবে না।

সৌন্দর্য্যই সম্পদ

আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় আবিষ্কৃত "লণ্ডন বিউটি লোশন" ব্যবহার করিলে চর্ম্মের সমস্ত দাগ, সঙ্কুচন, মুখের ব্রণ, মেচেতা, বসন্তের দাগ প্রভৃতি সমস্ত দাগ বিদূরিত হয় এবং চর্ম্ম মসৃণ, কোমল ও উজ্জ্বল হয়। ইহা গ্রীষ্মের প্রকোপ এবং ধসখসে ভাব হইতে রক্ষা করিয়া বদন মণ্ডলের সৌন্দর্য্য, কোমলতা এবং লাবণ্য চিরস্থায়ী ও নিরাপদ করে। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রতি বোতলের মূল্য ২৲ দুই টাকা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। তিন বোতল একত্রে ৫৲ পাঁচ টাকা, ডাকব্যয় লাগিবে না।

Himalaya Oushdhalaya

Post Box No. 46 (D.C.) Amritsar

খেলার মাঠে

~ বজ্রবাহন ~

দর্শকবৃন্দের মধ্যে এমন কয়েকজন লোক আছেন যারা খেলার খুঁটিনাটি কিছুমাত্র জানেন না। রেফারীরা খেলা ভাল পরিচালনা করেও তাদের কাছ থেকে প্রশংসা লাভে বঞ্চিত হন। তারা যে দুই একটী ভুল দেখতে পান সেটাই মনের মধ্যে বদ্ধপরিকর হওয়াতে রেফারীর ভাল দেখতে পারেন না। খেলার নিয়মের মধ্যে আছে যদি দর্শকদের অভদ্র মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাতে খেলা পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়ছে—তখন বাধ্য হয়ে তিনি খেলা বন্ধ করে দিতে পারেন। আমাদের দেশে তা' করতে কেউ সাহস পায় না। রেফারীং করতে হলে রেফারীদের 'গণ্ডারের চামড়া' যে রকম শক্ত—সেই রকম শক্ত হয়ে, অটল অচল ভাবে খেলিয়ে যেতে হবে নিজের বিচারশক্তি ব্যবহার করে। গালিগালাজ সমস্ত ভ্রূক্ষেপ করে যেতে হবে। কারণ রেফারীং করা thankless job।

*

ইষ্টবেঙ্গল ২-১ গোলে পুলিশদের পরাজিত করে দর্শকদের আনন্দ বর্দ্ধন করেছে। খেলা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হওয়াতে খেলোয়াড়রা খুব উত্তেজনার মুখে পড়েন এবং সোমানা ও এস, ঘোষ ১টী করে গোল দিতে সমর্থ হন। পি ডি, মেলো পুলিশ পক্ষে একা আর কি করবেন—মাত্র ১টী গোল করেন। সোমানার খেলা খুব সুন্দর ও দর্শনীয় হয়। অজয় বসুর পাসিংগুলি চমৎকার। লাইনে এর দ্বারা অনেক ফল পাওয়া যাবে—যদি খেলান হয়।

*

বর্ডার দলের গ্রেভস্ ১টী এবং রেঞ্জদলের নিধু ১টী গোল করেন। খেলা তেমন দর্শনীয় হয় নি। রেঞ্জদলের রক্ষণ ভাগের জন্য বর্ডার আর গোল দিতে বেশী পারে নি।

*

স্পোর্টিং ইউনিয়ান কয়েকটী খেলায় যেভাবে তাদের উন্নতি দেখিয়ে আসছিল তাতে দর্শকদের মধ্যে স্পোর্টিংএর খেলা দেখবার ঔৎসুক্য বাড়ছিলো—কিন্তু সেটা বন্ধ হল। রেঞ্জার্সের কাছে ১টী গোলে হেরেছে, গোল দিয়েছেন ডি-সেনা। বৃষ্টের ভয় খেলোয়াড়দের বিচলিত করে তুলেছিল।

*

মোহনবাগানের মত দুর্দ্ধর্ষ টিম কিনা ভবানীপুরের সঙ্গে জিততে পারলো না! ভবানীপুরকে হারানো যতটা সহজ ভেবেছিল ততটা হয় নি। মরিয়া হয়ে খেলে কোন মতে ড্র রেখে ১টী পয়েন্ট লাভে ভবানীপুর সক্ষম হয়। মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের অজস্র গোলের সুযোগ নষ্ট করা সত্যই দুঃখের বিষয়। ভবানীপুরের রক্ষণ ভাগ ও গোলকিপার তপেন দত্তের জন্য মোহনবাগানের সব আক্রমণ প্রত্যাহত হয়।

*

কাষ্টমসের গোলকিপার গ্রীন যেভাবে খেলেছেন তাতে প্রশংসা না করে পারা যায় না। ব্যাকে হজেস একাই মাঠে খেলেছেন। দূর থেকে একটী সট করে গোল করেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে খুব উত্তেজনাময় খেলার মুখে সাবু কোন গতিকে বল গোলে ঠেলে দিয়ে ড্র রাখতে সক্ষম হয়।

*

ক্যালকাটা ২-০ গোলে কালীঘাটের কাছে হেরেছে—এতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে! ক্যালকাটার গোলে লগন চমৎকার খেলেন। ব্যাকের জন্য গোল খেতে হচ্ছে।

প্রথম ডিভিসন লীগ তালিকা

টিম	খে	জ	ড্র	পরা	ব	বি	পয়েন্ট
মোহন বাগান	১৭	১২	২	৩	১৮	৬	২৬
ইষ্ট বেঙ্গল	১৬	৮	৬	২	১৫	৮	২২
কালীঘাট	১৭	৮	৬	৩	২৪	১৯	২২
মহঃ স্পোর্টিং	১৪	৮	৫	১	২২	৬	২১
রেঞ্জার্স	১৭	৮	৪	৫	২১	১৫	২০
ই. বি. আর	১৮	৫	৭	৬	১৮	২০	১৭
এরিয়ান্স	১৭	৬	৫	৬	২২	১৯	১৭
বর্ডার রেজিঃ	১৭	৬	৫	৬	১৬	১৮	১৭
কাষ্টমস্	১৮	৩	৮	৭	১০	১৭	১৪
ক্যালকাটা	১৮	৩	৭	৮	১৬	২৪	১৩
ভবানীপুর	১৮	৪	৩	১১	১০	২৬	১১
পুলিস	১৭	৩	৪	১০	১৯	২৮	১০
স্পোর্টিং ইউঃ	১৬	৩	৪	৯	১০	২১	১০

এরিয়ান্সের জর্ডন ফরওয়ার্ডে খেলে ১টী সুন্দর গোল করেন—তা'তে অনেকের মনে সন্দেহ হয় যে তিনি অফ্ সাইডে থেকে গোল দিয়েছেন—কিন্তু তা' হয়নি। রেঞ্জদল বার বার চেষ্টা করেও গোল দিতে পারেনি—কারণ এরিয়ান্সের গোলে রাম ভট্টাচার্য্য খুব ভাল খেলেন। কার্ভে ব্যাকে যা' একটু খেলেছেন। দ্বিতীয় গোলটি দেন এস, রায়।

*

ইষ্টবেঙ্গল জিততে পারতো মহমেডান দলের কাছ থেকে—কিন্তু ফরওয়ার্ডদের জন্য সেটা হয় নি। বড় নূর মহম্মদ পায়ে আঘাত পাওয়াতে এম্বুলেন্সে করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। করিমের খেলা বেশ হচ্ছিল। সাবু কয়েকটি গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। ইষ্ট বেঙ্গলের ব্যাকে রাখাল মজুমদার দুর্দ্দান্তভাবে খেলে চলেছেন। হাফে বেবী গুহ অফুরন্ত দম নিয়ে মন্দ খেললেন না। ফরওয়ার্ডদল একেবারে বাজে। অজয় বসুকে লাইনে খেলালে খুব ভাল হত।

*

ভবানীপুর ক্রমশঃ সেরে উঠছে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন দল নিজের গাফ্‌লতির জন্য হেরেছে বলতে হয়। ভবানীপুর যেভাবে আক্রমণ চালিয়েছিল তাতে এ বস্তু

বল পায় এস রায়ের কাছ থেকে—এবং সেইটাই গোলে প্রবেশ করে।

*

রেঞ্জার্স মোহনবাগানের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে তাদের খেলার দোষে। বল মারবার বদলে যদি মানুষ মারে তবে খেলা হয় কি কোরে? মোহনবাগান টিম অদল বদল করে একটু ভাল করেছিলো। ব্যাকে পি, চক্রবর্ত্তী দারুণভাবে খেলে গেলেন। হাফে বেণী সকলকে বেশ আনন্দ দিয়েছেন। ফরওয়ার্ডে অনিল দে ও মানা গুঁই সুন্দর খেললেন। পল্টু গাঙ্গুলীর বলের খেলার ধারা বদল করেন কিন্তু নিজে ভয়ে ভয়ে খেলছিলেন। তারা ব্যানার্জ্জিকে দিয়ে চলবে না।

*

রেলদল ভাল ভাল খেলোয়াড় নিয়েও ক্রমশঃ হেরে চলেছে। মহমেডানের সঙ্গে ভাল খেলেও ১ গোলে শেষে হারলো। গোল দিয়েছেন রহিম।

*

কালীঘাট ৪-২ গোলে ভবানীপুরকে হারিয়ে খুব বাহাদুরী লাভ করেছে। গোল দিয়েছেন আপ্পারাও ১, যোশেফ ১, সিংহ ২, ভবানীপুর পক্ষে এ বসু ও এন চক্রবর্ত্তী।

ইণ্টার ন্যাশনাল ফুটবল ম্যাচ সামনের শনিবারে। নির্ব্বাচন কমিটি ভারতীয় দল যেভাবে গঠিত করেছেন—তা' মোটেই ভাল হয় নি। পি, চক্রবর্ত্তীকে বাদ দেওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। ইউরোপীয়ান দলেও সার্গকে না খেলানোর কারণ কি?

বর্ত্তমান টীম—

কে দত্ত গোল, (ক্যাপ্টেন), বাচ্চি খাঁ (মহমেডান) ও রাখাল মজুমদার (ইষ্ট বেঙ্গল); অনিল দে (মো: প:), মোহিনী ব্যানার্জ্জী (কালীঘাট), দাশু মিত্র (এরিয়ান্স); এস গুঁই, (মো: বা:), জোসেফ (কালীঘাট), সোমানা (ইষ্ট বেঙ্গল), সাবু (মহ: স্পোর্টিং) ও এস, নন্দী (ই, বি, আর)।

মহামেডান স্পোর্টিং পুলিশকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। সাবু ও রসিদ খাঁ গোল দেন। পুলিশ দল আরও বেশী গোলে হারলেও আমরা বিস্মিত হতুম না। ক্যালকাটা এরিয়ান্সের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র রেখেছে। এরিয়ান্সের পক্ষে জর্ডন ও ক্যালকাটার পক্ষে মার্শ গোল দেন। বর্ডার কাষ্টমসের সঙ্গে গোল শূন্য ড্র করেছে।

২৫০৲ টাকা পুরস্কার

বশীকরণ যন্ত্র:—যাঁহাকে আপনি চান, তিনি পুরুষই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন, তাঁহার হৃদয় যত বড়ই কঠিন হউক, এমন কি, তিনি যদি আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতেও ঘৃণা করেন, তবুও ইহার দ্বারা তিনি আপনার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িবেন। মূল্য:—রৌপ্যনির্ম্মিত যন্ত্র—২৸৴০, তাম্র নির্ম্মিত—১৸৶০, এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত—৫৷০।

লক্ষ্মী যন্ত্র:—ইহা দ্বারা ব্যবসায়ে লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, লটারীতে জয়, পরীক্ষা, মামলা মোকর্দ্দমা, মারামারি, কুস্তি প্রভৃতিতে জয়লাভ এবং নবগ্রহের তুষ্টি সাধন হয়। ইহা আপনার সৌভাগ্য আনয়ন করিবে। মূল্য:—রৌপ্যনির্ম্মিত—২৸৴০, তাম্রনির্ম্মিত—১৸৶০, এবং স্বর্ণনির্ম্মিত ৫৷০।

দ্রষ্টব্য:—অসত্য প্রমাণে ২৫০৲ টাকা পুরস্কার এবং ফললাভ না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

AMERICAN MESMERISM HOUSE.

Post Box No. 27 (D. P.) Amritsar (India).

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

চিত্রা ও পূর্ণ থিয়েটারে "আলো-ছায়া"

আগামী শনিবার ৬ই জুলাই, চিত্রা এবং পূর্ণ থিয়েটারে এ ক যো গে 'আলো-ছায়া' প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই বহু-বিজ্ঞাপিত সমাজ-চিত্রখানি, এসোসিয়েটেড্ প্রডাক্শানস্-এর প্রাথমিক নিবেদন হিসাবে উপস্থাপিত হইলেও, ইহা নিউ থিয়েটার্সের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী, এই প্রতিষ্ঠানের নামজাদা শিল্পী ও কর্ম্মীদের দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই চিত্রের গঠন-কার্য্য, নিউ থিয়েটার্সের অন্যতম কর্ণধার ও অভিজ্ঞ প্রযোজক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্রের তত্ত্বাবধানে সুসম্পন্ন হইয়াছে। যতীনবাবুর যোগ্যতার প্রতি আমাদের বিশেষ আস্থা আছে। এই চিত্রের কাহিনী রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি বিভাগের কর্ম্ম-সম্পাদনায় যতীনবাবুর কর্ম্ম-তৎপরতা ও সূক্ষ্ম রসবোধের প রি চ য় বিদ্যমান।

এই চিত্রের পরিচালনা করিয়াছেন "বিজয়া" চিত্রের যশস্বী পরিচালক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ। সঙ্গীতাংশের পরিচালনা করিয়াছেন সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র দে। ইহার নির্দ্দোষ শব্দানুলেখন ও সুন্দর আলোক-চিত্র গ্রহণের কৃতিত্বের জন্য প্রশংসার অধিকারী এই প্রতিষ্ঠানের দুইজন খ্যাতনামা কর্ম্মী—শ্রীযুক্ত অতুল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুধীন মজুমদার।

যথার্থ প্রেম, নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব, আত্মবিশ্বাস ও আত্মত্যাগের মূল্য আমাদের দৈনন্দিন, স্বচ্ছন্দ জীবনে নিরূপণ করিবার অবকাশ সচরাচর আসে না। নিয়তির নিষ্ঠুর নির্দ্দেশে মানুষের প্রচলিত জীবন-ধারার সহসা যখন ওলট-পালোট হইয়া যায়, তখন আসে এমন একটি মুহূর্ত্ত যখন প্রেম ও বন্ধুত্ব,

আত্মবিশ্বাস ও ত্যাগের মূল্য আমরা পরখ করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই।

আলোচ্য-চিত্রে আমরা সেই সুযোগ পাইব। সুখের দিনে, আনন্দের দিনে যাহাদের হয়ত' চিনিয়াও চিনি না—জীবনের চরম দুর্দ্দিনে তাহাদের খাঁটি পরিচয়ের যথার্থ রূপ লইয়া আমাদের কাছে ধরা দেয়। এমনি কতকগুলি নর-নারীর স্বরূপ ও জীবন-ধারার পরিচয় 'আলো-ছায়া' চিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে।

এই চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন: পঙ্কজ মল্লিক, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীলেখা, মলিনা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শৈলেন চৌধুরী, কুমারী মঞ্জরী, শ্যাম লাহা ও মনোরমা।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

"ডাক্তার" এখন মুক্তি প্রতীক্ষায়। চিত্রার পরবর্ত্তী আকর্ষণ "আলো-ছায়া"র পরেই 'ডাক্তার'। শীঘ্রই ইহার ট্রেলার দেখানো সুরু হইবে।

শ্রীমতী কাননের অসুস্থতার জন্য অমর মল্লিক পরিচালিত "অভিনেত্রী"র কাজ কয়েক দিনের জন্য বন্ধ ছিল। এখন শ্রীমতী কানন সুস্থ হইয়াছেন। পরিচালক মহাশয় একটি বিরাট থিয়েটারের সেটে আবার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এই সেট্‌টিই নাকি "অভিনেত্রী"র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ।

পরিচালক দেবকী বসুর "নর্ত্তকীর" কাজ চলিতেছে। একটি বিরাট সেটে নর্ত্তকীর গৃহের একটি অংশ এখন তোলা হইতেছে। লীলা দেশাই ও ভানু বন্দ্যো'র অভিনয় নাকি অনবদ্য হইতেছে।

পরিচালক নীতীন বসুর দো-ভাষী ছবির কাজ পুরাদমে চলিতেছে। সায়গল ইহাতে এক অখ্যাত গান-রচয়িতার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন। এই ছবিতে দর্শকদের মনোরঞ্জনের উপযোগী বহু জিনিষ আছে এবং নীতীনবাবু যে দর্শকদের খুসী করিতে পারিবেন সে বিশ্বাসও আমাদের আছে।

"পরাজয়ে"র শেষ সপ্তাহ

চিত্রার 'পরাজয়' ১৫শ সপ্তাহ ও পূর্ণ থিয়েটারে চতুর্থ সপ্তাহে পড়িল। এই সপ্তাহই "পরাজয়ে"র শেষ সপ্তাহ। যাঁহারা এখনও দেখেন নাই তাঁহারা এইবার দেখিয়া লউন।

নিউ সিনেমায়

"India in Africa"

আগামী শনিবার হইতে এখানে অরোরা-পরিবেশিত আরণ্যচিত্র "India in Africa" দেখানো হইবে। এই ছবিখানি আসল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে কর্ত্তৃপক্ষকে সত্য সত্যই নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া আফ্রিকা যাইতে হইয়াছিল। ছবিখানির পরিচালনা করিয়াছেন হীরেন বসু ও অভিনয় করিয়াছেন নন্দ্রেকার, এস, ব্যানার্জ্জী, ত্রিপথী, হীরেন বসু, আলিভাই, উর্ম্মিলা গুপ্তা, বিদ্যাদেবী শর্ম্মা ও মোহনলাল।

নিউ সিনেমা ফিল্ম কর্পোরেশন

মিঃ সি, কে, ঘোষের প্রযোজনায়—"দেবতার দান" ও "অবলা উদ্ধারের"—মহলা পুরাদমেই চলিতেছে। চিত্র দুইখানি পরিচালনা করিতেছেন যথাক্রমে মিঃ ডি, ঘোষ ও হেমগুপ্তা আমরা জানিতে পারিলাম যে হেমবাবু "অবলা উদ্ধারের" বহির্দৃশ্যগুলির সুটিং আরম্ভ করিয়াছেন। মিঃ সরোজ ব্যানার্জ্জি ব্যাবস্থাপনার কার্য্য করিতেছেন।

রূপিণ মুভীটোন

"শাপমুক্তি"তে বদ্রীপ্রসাদ নামক দ্বাদশ বর্ষীয় এক বালক-অভিনেতাকে নায়িকার ছোট ভ্রাতার ভূমিকায় দেখা যাইবে। গল্পের প্রথমভাগে এই চরিত্রটি বেশ হাস্যরসমুখর। কিন্তু শেষের দিকে এটি হইয়াছে বড়ই করুণ। বদ্রীপ্রসাদ এমন প্রাণস্পর্শী অভিনয় করিতেছে যে আমাদের মনে হয় দর্শকবৃন্দ সত্যই মুগ্ধ হইবে। আমরা পরিচালক বড়ুয়ার তারিফ না করিয়া পারিতেছি না।

এম্পায়ার থিয়েটারে হিন্দী ছবি

এযাবৎকাল এম্পায়ার থিয়েটারে ইংরাজী ছবিই প্রদর্শিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আগামী সপ্তাহ হইতে এখানে হিন্দী ছবি দেখানো হইবে। রঞ্জিত মুভীটোনের "অছুৎ"ই হইবে প্রথম হিন্দী ছবি, এবং ৫ই জুলাই হইবে তাহার উদ্বোধন দিবস।

রঙমহল

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "শ্রীমতী মালা রায়" নাটকের পরিবর্ত্তিত নাম হইয়াছে "আঁধার পথে" এবং শ্রীনরেশ মিত্র ইহার পরিচালনা করিবেন। রঙমহলের প্রথিতযশা সব নটনটীই ইহাতে অভিনয় করিবেন।

শোনা যাইতেছে

—যে প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মহাশয় কালী ফিল্মসের ম্যানেজিং ডিরেক্টারের পদে ইস্তফা দিয়াছেন।

—যে পরিচালক নীতীন বসুর সহকারী সুধীর সেন ডিরেক্টারের পদে প্রমোশন পাইয়াছেন এবং নিউ থিয়েটার্সের ২নং ষ্টুডিওতে একখানি বাংলা ছবি তুলিবেন।

—যে "পথভুলের"র সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কপূরচাঁদ কোম্পানী ধীরেন গাঙ্গুলীকে দিয়া আর একখানি হাস্যরসাত্মক ছবি তোলাইবেন। কপূরচাঁদ হইলেন "পথভুলে"র পরিবেশক।

ষ্টারে "উত্তরা"

প্রায় ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে নাটকটী অধুনালুপ্ত রঙমহল রঙ্গমঞ্চে কিছুদিন ধরিয়া অভিনীত হয়। কিন্তু হঠাৎ কোন কারণে রঙ্গমঞ্চের দ্বার চিরতরে বন্ধ হইলে সম্প্রতি

আয়োজন করিয়াছেন।

উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহের পর হইতেই চন্দ্র-বনিতা রোহিণী ছায়ার ন্যায় পাণ্ডবের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। কুরুক্ষেত্র সমরে ভীষ্মের পতনের পর একদিন রোহিণী মোহিনী মায়ায় অর্জ্জুনের নিকট হইতে চক্রব্যূহ প্রবেশের সন্ধান লইল এবং সংসপ্তক রণে অর্জ্জুনকে ব্যাপৃত রাখিয়া চক্রব্যূহের মধ্যে অভিমন্যুকে লইয়া গেল। অন্যায় যুদ্ধে সপ্তরথী তাহাকে হত্যা করিল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে ব্যূহদ্বারী জয়দ্রথকে হত্যা করিয়া পতিহারা উন্মাদিনী উত্তরাকে সান্ত্বনা দিল। এই প্রকারেই শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য পাণ্ডবের প্রাণে জ্ঞাতিবধের ইন্ধন যোগাইলেন।

মহাভারতীয় ঘটনার যথাযোগ্য সমতা রাখিয়া লেখক নাটকখানিকে নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চালনা করিয়া একটি সুবোধ্য স্থানে লইয়া গিয়াছেন। স্থানে স্থানে রচনা-বিন্যাস একটু শ্লথ বলিয়া মনে হইলেও শেষ পর্য্যন্ত খুবই সুন্দর। কিন্তু অভিনয়ের শৈথিল্যে নাটকখানি প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীর-পত্রে বিজ্ঞাপিত সব অভিনেতাকে আমরা দেখিলাম না। বোধ হয় তাঁহাদের অভাবই এই অসাফল্যের কারণ।

মঙ্গল চক্রবর্ত্তীর অভিমন্যু খুবই সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার এই সরল এবং স্বচ্ছন্দ অভিনয়ই তাঁহার ভবিষ্যতের পথ আলোকোজ্জ্বল করিবে। তারপরেই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন ঘটোৎকচ ও শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় যথাক্রমে জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও ভূপেন চক্রবর্ত্তী। অভিনয়ের দিক দিয়া শেফালিকার উত্তরা প্রশংসার যোগ্য কিন্তু এই চরিত্রে তাঁহাকে মোটেই মানায় নাই। লাইটের দ্রৌপদী চলন সই। দুর্গারাণীর ধরিত্রীর গানটীর Expression খুবই সুন্দর। রণজিৎ রায় ঘণ্টাকর্ণ রূপে খুবই হাসাইয়াছেন তবে তাঁহার এই কৌতুকাভিনয় খুবই নিম্ন স্তরের। অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্জ্জুন মন্দ নয়। অন্যান্য ভূমিকা অচল।

দৃশ্য-পরিকল্পনা খুবই চমৎকার সে বিষয়ে ষ্টার কর্ত্তৃপক্ষের চিরদিনই লক্ষ্য আছে।

নানা কথা

শ্যামানন্দ প্রভু

শ্রীপাট-অম্বিকায় স্মরণোৎসব

গত ৬ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে কালনায় সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি প্রাঙ্গণের পুণ্যতীর্থে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব বাসরে শ্রীশ্যামানন্দ-জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীপাট-অম্বিকায় বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিত কুমার গোস্বামী মহাশয় বলেন,—"বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদর্শ জগতবাসীর সম্মুখে ধরিতে যাইলে কেবল মাত্র বংশ পরিচয়ের দ্বারা হয় না,—চাই ত্যাগ, কৃষ্টি, নিজ সাধন প্রসূত প্রেম। সেই কারণে আজ সদ্গোপ কুলোদ্ভব হইয়া শ্রীশ্যামানন্দ বৈষ্ণব জগতের মুকুটমণি রূপে গণ্য।

১৪৫৭ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমবাণীর সুমধুর ঝঙ্কারে দক্ষিণ-বাংলা হইতে সমগ্র উড়িষ্যা ও সুদূর মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলা পর্য্যন্ত আচণ্ডাল অধিবাসীগণকে মোহিত করিতে তাঁহার যে পরিমান নিরভিমান রূপে ঐকান্তিক সাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল—সেইটাই আজ জগতে প্রচারকের অর্থাৎ গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতার পরিচায়ক।

কীর্ত্তনান্তে উৎসব সম্পন্ন হয়।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২।•। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ঋতুবন্ধ রক্তঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬।•। ঔষধগুলি গ্যারান্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিস্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

পুরীধামে রথযাত্রা

আগামী ৭ই জুলাই পুরীধামের শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের যে রথযাত্রা উৎসব হইবে অন্যান্য বৎসরেরও ন্যায় এ বৎসর বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী সুলভ ভাড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এ বৎসরের রথযাত্রা রবিবার হওয়ায় মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণ সাপ্তাহান্তিক টিকিট ব্যবহারের সুযোগ পাইবেন। যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে বিশেষরূপে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণের জন্য বি, এন, আর কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োজন হইলে স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা করিবেন। যাত্রীগণের সুবিধা ও আরামের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যে শ্রম স্বীকার করেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

"গল্প প্রতিযোগিতা"

"নোবলস লাইব্রেরী" হইতে "জয়যাত্রা" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা (হস্তলিখিত) প্রকাশিত হয়, এই পত্রিকার জন্য ২০ বৎসরের নিম্নবয়স্কদের (ছাত্র ও ছাত্রী) নিকট হইতে ভাল 'গল্প' সাদরে গৃহীত হইবে। যাহার গল্প খুব সরল এবং সুন্দর হইবে তিনিই প্রথম পুরস্কার "রৌপ্য পদক" পাইবেন। যাঁহারা ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। গল্প ৭ই জুলাই এর মধ্যে পাঠাইতে হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন এবং গল্প পাঠাইবেন:—

'নোবলস লাইব্রেরী'
২৩, নুরমহম্মদ লেন, কলিকাতা

শ্রীমতী মঞ্জু বসু

গত ৯ই জুন, রবিবার, সান্‌ডে ক্লাবের একটি বিশেষ অধিবেশনে ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বসু মল্লিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে নৃত্য ও গীতের আয়োজন হয় তাহাতে

শ্রীমতী মঞ্জু বসু তার স্বভাবসুলভ নৃত্য প্রদর্শনে সাধারণের নিকট খুব খ্যাতি অর্জন করেন। আধুনিক সঙ্গীতেও ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীমতী মঞ্জু বসু "বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েসনের" নৃত্য প্রতিযোগিতায় ও কলিকাতার বহু স্থানে প্রশংসার সহিত নৃত্য প্রদর্শন করেন।

ফ্রি এমব্রয়ডারী প্রতিযোগিতা

এই প্রতিযোগিতায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই যোগদান করিতে পারিবে, এবং কোন প্রবেশ-মূল্য নাই। প্রতিযোগীদের ৭৫টী পুরস্কার দেওয়া হইবে।

প্রথম পুরস্কার—তিনখানি চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও একটি চিরদিনের জন্য কাপ।

দ্বিতীয় পুরস্কার—তিনখানি চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি চিরদিনের জন্য কাপ।

তৃতীয় পুরস্কার—১৪টী পদক ও একটি সান্ত্বনা পুরস্কার।

এই প্রতিযোগিতার শেষ দিন ৩১শে জুলাই ১৯৪০ বিশদ বিবরণের জন্য—

ফ্রি এমব্রয়ডারী প্রতিযোগিতা,

৬০ আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা।

এই ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

নিখিল ভারত চিত্রামোদী সম্মেলন

গত পূর্ব্ব মঙ্গলবার সিমলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর নিখিল ভারত চিত্রামোদী সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। উক্ত সম্মেলনের তারিখ যাহা ২৩শে ও ২৪শে জুন হইবার কথা ছিল, সামান্য পরিবর্ত্তন করিতে হইল। পরিবর্ত্তিত তারিখ শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে।

যে সকল সদস্য এবং প্রতিনিধি প্রবেশ পত্রের জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে চাঁদার টাকা পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। সদস্য এবং প্রতিনিধির চাঁদা ১ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

খিদিরপুর পদ্মপুকুর স্পোর্টিং ক্লাব

বিগত শুক্রবার ২১শে জুন সন্ধ্যা সাতটায় প্রফেসর মন্মথ মোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসব ও পুরস্কার বিতরণী সভা 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে ক্লাবের সদস্যগণ শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের 'বিশ বছর আগে' নাটকটি অভিনয় করেন। সৌখীন সম্প্রদায়ের এই অভিনয় বিশেষ সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ দীপকের ভূমিকায় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, দুঃখহরণের ভূমিকায় জগদীশ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মণীষার ভূমিকায় মাখন লাল চক্রবর্ত্তী ও প্রদীপের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ পোড়েলের অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। মনোহরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়ের গানখানি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক ছোট খাটো ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত হইয়াছে।

সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং রঙমহলের প্রখ্যাতনামা অভিনেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ধলঘাটে (চট্টগ্রাম) "গুরুদক্ষিণা" অভিনয়

বিগত ১৭ই জুন সোমবার, ধলঘাট গ্রামস্থ সেনপাড়া মিলন সঙ্ঘের উদ্যোগে স্থানীয় বালক বালিকাগণ কর্ত্তৃক "গুরুদক্ষিণা" সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। তৎসঙ্গে বালিকাদের কয়েকটী নৃত্যও প্রদর্শিত হয়।

সুন্দর, একলব্য, দুর্য্যোধন, ভীম, অর্জ্জুন, দুঃশাসন ও সহদেবের ভূমিকায় যথাক্রমে দিলীপ সেন, সুধাংশু কানু, প্রভাত সেন, গোপাল সেন, বিশ্বেশ্বর সেন, শৈলেন্দু সেন এবং সুনীল চক্রবর্ত্তী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ে সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছেন। দ্রোণাচার্য্য, হিরণ্যধনু ও চন্দ্রের ভূমিকায় যথাক্রমে নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, বিনয় সেন এবং সুমতি চক্রবর্ত্তীর অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয়। পথিকের ভূমিকায় নমিতা সেনের গীত ও অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল। অনুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ ছিল—নমিতা, দীপালী, চামেলী, শেফালী ও প্রতিমার চমৎকার নৃত্য ও অপূর্ব্ব কণ্ঠসঙ্গীত।

নাটক ও নৃত্যাদির পরিচালনায় ও প্রযোজনায় ছিলেন—শান্তি সেন। সঙ্গীত পরিচালনায়—হরি চক্রবর্ত্তী। সঙ্গীতানুসঙ্গে, অর্কেষ্ট্রায়, রূপসজ্জায় ও পরিচ্ছদসম্ভারে—"বাসন্তী ক্লাব"। মঞ্চসজ্জায়—সুধীর দত্ত ও শান্তি সেন।

নিউ সিনেমা ফিল্ম কর্পোরেশন এর

প্রথম কমেডি চিত্র—

অবলা উদ্ধার

পরিচালক—হেম গুপ্ত

প্রযোজক—মিঃ সি, কে, ঘোষ

চট্টগ্রাম সংবাদ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

"সঙ্গীত পরিষদ" কর্ত্তৃক শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চট্টগ্রাম জেলা হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ চট্টগ্রাম "সঙ্গীত পরিষদ" গত রবিবার এক বিশেষ সঙ্গীত জলসার অনুষ্ঠান করেন। সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মহিলা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই বিবিধ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে পরিতৃপ্ত হন। প্রথমে পরিষদ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপদ

বাদন হয়। তৎপর স্থানীয় বিশিষ্ট সুগায়িকা—কুমারী আরতি মজুমদার, কুমারী দীপ্তি দত্তরায়, কুমারী নমিতা সেনগুপ্তা, কুমারী প্রতিমা চৌধুরী, কুমারী মিনতী রায়, কুমারী অর্চ্চনা দে, কুমারী বীণাপাণী ঘোষ, কুমারী রুবী মজুমদার—(৫ বৎসর বয়স্কা) এবং শ্রীযুক্ত সাধন রায় সুললিত কণ্ঠে অনেকগুলি আধুনিক বাংলা ও উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী গান গাহিয়া এই অনুষ্ঠানকে মাধুর্য্য-মণ্ডিত করেন।

উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এ, টি, দিক্ষীত, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাস, শ্রীযুক্তা কুসুম কুমারী সেনগুপ্তা, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র নারায়ণ বাগ্‌চি, শ্রীযুক্ত এইচ, কে, দত্তরায়, শ্রীযুক্ত এস, সি, মজুমদার, সামসুল উলেমা, মিঃ কামালুদ্দিন আহম্মদ, এম, এল, এ, শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডাঃ এন্, সি, চ্যাটার্জ্জি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নব প্রবর্ত্তিত "সঙ্গীত" বিষয়ে গতবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যে অতি অল্পসংখ্যক বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তন্মধ্যে পরীক্ষার্থিনী কুমারী আরতি মজুমদার বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে কুমারী মজুমদারই একমাত্র "সঙ্গীত" বিষয়ে পরীক্ষা দেন। ইনি চট্টগ্রাম পাথরঘাটা উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী—অত্রত্য শ্রদ্ধেয় ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার—মিঃ এন্, মজুমদারের কন্যা। গতবৎসর বাংলা ও সংস্কৃত চর্চ্চায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া কুমারী মজুমদার "চট্টল ধর্ম্মমণ্ডলী" কর্ত্তৃক "সরস্বতী" উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছিলেন।

শ্রীযুত হরেন্দ্র কিশোর দত্তরায় মহাশয়ের কন্যা কুমারী দীপ্তি দত্তরায় সম্প্রতি শিলংএ কয়েকটী জলসায় বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া এক অতি সুদৃশ্য ও প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। শিলংএ লেবার এমিনেন্ট পোস্টাল অফিসার মিঃ এস, কে, ঘোষ আই, সি, এস্‌ মহোদয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা ও নেপালের এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ সিংহারিয়া এই বিরাট সুবর্ণ পদক কুমারী দত্তরায়কে উপহার দিয়াছেন। দীপ্তি দত্তরায় সম্প্রতি চট্টগ্রাম সঙ্গীত সম্মিলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিবিধ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট গানের জন্য (চ্যাম্পিয়নসিপ) এক বিরাট কাপ দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন এবং ১৯৩৮ সনে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগীতায়ও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

নামমূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বেতারত
জন্ম শান্তি
সন্দেশ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা—১৷৷০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
সর্ব্বদা গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

উপহারে উপভোগে এবং উপকারিতায়

সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সর্ব্বজনাদৃত গ্রন্থাবলী - - - - -

উপন্যাস

মৃন্ময়ী—২৲
দিবাস্বপ্ন—২৲
মায়ামৃগ—২৷৷০
জয়ন্তী—২৷৷০

ছোট গল্প

শাপমুক্তি—১৷০
পঙ্কজিনী—১৷০
শিকরিত্রী—১৷০
শেষদান—১৷০

নাটক

মীরাবাঈ—১৲
অবশেষে—৷০
সতী —৷০
কৃষ্ণ-সুদামা—৷০
সাবিত্রী—(স্বরলিপি সহ)—৷৶

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি

প্রায় ৫০ খানি দুষ্প্রাপ্য হাফ্‌টোন ফটোসহ ঠাকুরবাড়ীর ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন ও মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীগণের কথা ও তদানীন্তন বাংলা দেশ ও বাঙালী সমাজের চিত্রবহুল আলেখ্য—২৲

●

রবীন্দ্রনাথের

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ যন্ত্রস্থ)—৷৷০

কাব্য

মন্দিরা—(২য় সংস্করণ)—৷৷৶০
খঞ্জনী—(ঐ)—৷৶০
সপ্তস্বরা—(ঐ)—১৲
পঞ্চপাত্র—৸০ পত্রচিত্র—৸০
চিত্র ও চিত্ত—১৲ হবিষ্যী—৷৷০
রূপ ও ধূপ—৷৷০

●

ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনয়োপযোগী নাটিকা

সতী —৷০ কৃষ্ণ-সুদামা— ৷
সাবিত্রী—(স্বরলিপি সহ)—৷৶০

প্রাপ্তিস্থান: দীপালী গ্রন্থশালা, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

স্থাপিত • ১৯২৯

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ৪ঠা জুলাই, ১৯৪০ : বৃহস্পতিবার : ২০শে আষাঢ়, ১৩৪৭ [২[illegible]শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

*

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

[illegible]ী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"বভিক কোর্ট", চার্চগেট রিক্লামেশন
[illegible]—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
[illegible]—১৫৩ [illegible] ষ্ট্রীট

কলিকাতার মেয়রের মনোবৃত্তি

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা বৌবাজারের রেফিউজ (Refuge) একটি অনাথ-আশ্রম। এটি প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল হইতে জাতিবর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আতুর অনাথদিগকে সেবা করিয়া আসিতেছে।

সম্প্রতি কলিকাতার নবনির্ব্বাচিত অবাঙালী মেয়র মিঃ আবদুল রহমান্ সিদ্দিকীকে রেফিউজ-এর এক বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করিতে এখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় মেয়রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মেয়র এই প্রতিষ্ঠানের কাগজ পত্রাদি দেখিয়া অন্য একদিন উত্তর দিবেন বলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উত্তর লইতে নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইয়া, মেয়রের শ্রীমুখেই অবগত হন যে, তিনি অর্থাৎ মিঃ সিদ্দিকী অর্থাৎ কলিকাতার মেয়র এ প্রতিষ্ঠানের কোনও অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া আত্মাবমাননা করিতে চাহেন না। কারণ, রেফিউজ-এর কর্ত্তৃপক্ষ ও সভ্যগণের মধ্যে কোনও মুসলমান্ নাই!! এবং যেহেতু ইহাতে কোনও মুসলমান্ নাই, সেইহেতু কর্পোরেশনের প্রদত্ত সাহায্য পর্য্যন্ত যাহাতে বন্ধ হয়, তাহারও চেষ্টা করিবেন।

কর্ত্তৃপক্ষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মুখে এই কথা শুনিয়া মিঃ সিদ্দিকীকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, উক্ত কথা কি সত্যই তিনি বলিয়াছেন? তদুত্তরে মহামান্য মেয়র রেফিউজ-এর সেক্রেটারীকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

***It was rather unkind of you and your Superintendent to have asked me to preside over the annual Meeting of an Institution which does not possess a single member of my community either as an office bearer or a Governor. An Institution which claims to be working in the interests of all, should, in my view, have

on its governing body members of all sections of the population of our city. Your colleagues on the governing body will, I hope, forgive me if I do not permit myself to be humiliated by accepting the invitation of a body which takes such scrupulous care to exclude Muslims from its Organisation,***

পূর্ব্বোক্ত চিঠির মধ্যে কর্পোরেশনের সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবার যে ভয়প্রদর্শন ছিল, মিঃ সিদ্দিকী সে সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই!! ভাগ্যের অনুসন্ধানে যে ব্যক্তি দেশ ছাড়িয়া এতদূর আসিতে পারেন এবং ভাগ্যদেবীর কৃপায় যিনি প্রথম নাগরিকের পদ পর্য্যন্ত দখল করিতে পারেন, তাঁহার এটুকু জ্ঞান নিশ্চয়ই থাকিবে যে —শতং বদ মা লিখ।

রেফিউজ আইনানুসারে একটি রেজেষ্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠান। ইহার বিধিমতে মাসিক ১৲ চাঁদা দিয়া প্রথমে সভ্য হইলে, পরে তবে তিনি গভর্ণর হইতে পারেন। হিন্দু ও মুসল্‌মান্ এবং অন্যান্য সকল জাতির জন্যই এই একই নিয়ম।

গভর্ণররা বলেন, গত ৪০ বৎসরের মধ্যে একবার একজন এবং একবার দুইজন মাত্র মুসলমান ভদ্রলোক ইহার সভ্য হইয়াছিলেন। গত দুই বৎসরের মধ্যে একজন মুসল্‌মান্ও ইহার সভ্যপদ গ্রহণ করেন নাই। কর্ত্তৃপক্ষ আরও জানাইয়াছেন যে, ১৯৩২-৩৩ সালে নবাবজাদা খাঁ বাহাদুর আবদুল আলি মাত্র একজন মুসল্‌মান সভ্য ছিলেন এবং কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকেই রেফিউজের স্থায়ী সভাপতি করিয়াছিলেন। তারপর খাঁ বাহাদুর আতাউর রহমান্ যখন সভ্য ছিলেন তখন তিনি একজন গভর্ণর তো ছিলেনই, বরং তাঁহাকে ভাইস প্রেসিডেণ্টের পদ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য উক্ত পদ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রেফিউজ্-এর কর্ত্তৃপক্ষের বিবৃতিতে আরও প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই প্রতিষ্ঠান চল্লিশ বৎসরকাল জীবনে কখনও কোনও মুসলমানের নিকট দান স্বরূপ একটি পয়সাও লাভ করে নাই। অন্যান্য ধর্ম্মীয়গণ তাহাদের দানে ও সহযোগিতায় এই সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠানটিকে আজ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মুসল্‌মান্ সমাজের নিকট কোনও সাহায্য না পাওয়ার জন্য, মুসল্‌মান্ অনাথ আতুরদিগের সেবাযত্নের ইহারা কোনও দিন কোনও ইতরবিশেষ করেন নাই বা সেরূপ কিছু করিবার কল্পনাও করেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে গত ১৯৩৯-৪০ সালে ২৫ জন মুসল্‌মান্ অনাথাকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল এবং এই ২৫ জনের মধ্যে ৪টি বালিকাকে ৪ জন মুসল্‌মান্ সুপাত্রের সহিত বিবাহও দিয়া দিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মেয়র মিঃ জ্যাকারিয়া ও মিঃ ফজলুল্ হক্‌ও যথাক্রমে ১৯৩৫ ও ১৯৩৯ সালে এই রেফিউজের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া গিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ও হিন্দু-বিদ্বেষের উৎকটতায় মিঃ সিদ্দিকী ব্যক্তিগতভাবে যতই উত্তেজিত থাকুন, আমাদের কোনও ক্ষতি নাই, কিন্তু তিনি যদি হিন্দুর সংখ্যা ও অর্থ-গরিষ্ঠ কর্পোরেশনের মেয়ররূপে এইরূপ অনুচিত মনোবৃত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ইহার ফল নিশ্চয়ই শুভ হইবে না।

গভর্ণরগণের বিবৃতির উত্তরে এইবার মিঃ সিদ্দিকী কি বলেন, শীঘ্র বলুন্। আমরা তাঁহার উত্তর চাই। আশা করি, উক্ত বিবৃতিতে লজ্জিত হইয়া, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই অবাঙালীসুলভ ঔদ্ধত্য প্রকাশের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। রেফিউজে তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকাভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, কিন্তু গত ৪০ বৎসরে মাসিক এক টাকা চাঁদা দিয়া সভ্য হইবার মত লোক দুইটির বেশী পাওয়া যায় নাই, কেন? ইহার উত্তরও তিনি অবশ্যই দিবেন।

আজ কর্পোরেশনের মেয়র হইয়া মিঃ সিদ্দিকী জনহিতকর এই প্রতিষ্ঠানকে কর্পোরেশনের সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবার কথা উচ্চারণ করিলেন, অথচ সুস্থ মস্তিষ্কে ব্যাপারটা একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না! উত্তপ্ত মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়া কেবল নিজের ক্ষুদ্রতা ও অযোগ্যতাই প্রমাণ করিলেন! যদিও ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের একাধিক সভায় ইনি এই সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতার পরিচয় একাধিকবারই দিয়াছেন।

তাঁহার নিজের দৃষ্টান্তেই তো তিনি বুঝিতে পারেন যে ভারতবর্ষে—শুধু কলিকাতায় নয়, বাংলায় নয়, হিন্দুপ্রাধান্য কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। দুই শতাধিক বৎসরে যে হিন্দু বড় হইয়াছে, মিঃ সিদ্দিকী ও তাঁহার মত হিন্দুবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মুসল্‌মানেরা ভাবেন দুই বৎসরেই তাঁহারা হিন্দুপ্রাধান্য দমন ও দলন করিতে সক্ষম হইবেন। ইহারা জানেন না, বড় হয় জ্ঞানে, পদলাভে নয়। হিন্দুস্থানের সমস্ত চাকরী ও পদ যদি মিঃ সিদ্দিকী ও তাঁহার স্বধর্ম্মীগণ একচেটিয়া করিয়া লন তথাপি হিন্দুর জ্ঞান-প্রাধান্য বিচার বিবেচনা ও ন্যায়বুদ্ধি এতটুকু হ্রাস পাইবে না।

শুধু পদলাভ করিলেই হয় না। পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানা চাই। মিঃ সিদ্দিকী ভুল বুঝিয়াছেন: রেফিউজ-এর কর্ত্তৃপক্ষ ব্যক্তি মিঃ সিদ্দিকীকে আমন্ত্রণ করেন নাই, তাঁহারা আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কলিকাতার মেয়রকে। যাঁহার মেয়র হইবার সখ, তাহার মর্য্যাদারক্ষার সাধারণ জ্ঞানও তাঁহার থাকা উচিত। মিঃ সিদ্দিকী মুসল্‌মান্ হইতে পারেন, কিন্তু মেয়রের কোনও জাতি ধর্ম্ম বা বর্ণ নাই। মেয়ররূপে তাঁহার উক্ত পত্রের সেইজন্য আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি এবং কলিকাতার হিন্দু করদাতাদের দৃষ্টিও উক্ত পত্রের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

পান্থশালায়

-শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(২১)

নিজের কথা নেইক যাদের তারাই কহে পরের কথা,
পরের সুখে কাতর যারা, তাদের তরেই আমার ব্যথা :
ফুল-কলিরা সুবাস বিলায় সমান রসিক অরসিকে,
জ্যোৎস্নাধারা হয় না কভু কোথাও-উজল কোথাও-ফিঁকে।
সাধু-পাড়ার চকমকিতে পরচর্চ্চার আলোচনায়
আলো ফোটে, আগুন ছোটে—তাইতো ভয়ে যাই না সেথায়।

(২২)

বন্ধুরা কয়—ওরে মূর্খ, জ্ঞানের কথা বুঝ্‌বি কি তুই ?
এমন বুদ্ধি না হলে আর ঘর ছেড়ে কি ভেজে বাবুই ?
ঘর-ছাড়ার কি আনন্দে সে বরণ করে দুখ ভেজার—
ঘর ছেড়ে যে বাইরে আসে, সেই-ই জানে মর্ম্ম তার !
ঘরে বসে ভাবচে ওরা, ঘর ছাড়ে কি মূর্খ ছাড়া ?
আমি বলি—ঘরেই থাকে মূর্খ যারা আমার বাড়া !

(২৩)

আলোর চেয়ে আঁধার ভাল, আঁধার আমায় ভালবাসে
আলো কেবল খোঁচা মারে, আঁধার জড়ায় বাহুপাশে।
আলো—সে যে বড় সুদূর, রূঢ় ভাষায় আদেশ দেয়,
লজ্জা হরে' নগ্ন করে' রূপের শ্রীও কেড়ে নেয়।
কোলাহলে গণ্ডগোলে ব্যস্ত রেখে নারী নরে,
মুক্ত তরবারির ঘায়ে আলো শুধুই ছিন্ন করে।

(২৪)

শান্ত সমাহিত আঁধার ঘুরে' নীরব লঘু-পায়
হতাহতের রণাঙ্গণে দুখ-ভুলানো স্নেহ বুলায় ;
চাঁদের আকাশ-প্রদীপ জেলে, মহীর বুকে জ্যোৎস্না ঝরায়,
ঘরে-ঘরে প্রিয়-প্রেমের সাগরে সে স্বপন ছড়ায় !
ফুলবনে বয় মাতাল হাওয়া—মধু জমে কলির প্রাণে,
নেশায় আসে চোখ বুঁজে মোর, মন মেতে রয় তাহার ধ্যানে

(২৫)

রূপে রসে গন্ধে বোনা ঝুলিয়ে কোমল পর্দ্দাখানি
আঁধার আমায় নিত্য শোনায় অকথিত কতই বাণী !
অন্ধকারের এই নেশাতে ইন্দ্রধনু জাগে মনে
হারাণো ধন সব খুঁজে পাই, আলোয় যারা রয় গোপনে।
সুখের মত অনবদ্য আব্‌ছা রাতের অন্ধকারে
দেহের পরশ পাই যে তাহার, কর হানে মোর বন্ধ দ্বারে।

(২৬)

আলোর চেয়ে অন্ধকারে তাইতো এমন ভালবাসি—
অন্ধকারেই লাগে ভাল তোমার সঙ্গ নৃত্য হাসি !
ঘর ছেড়ে যেই বেরিয়েছিলাম, তাই তো সখি পেলাম তোরে—
শুঁড়ি-পাড়ার এই বিপথে অন্ধকারের মদির ঘোরে।
আমি তো তাই এইখানেই রই, ও-পাড়ায় পা দিইনা কভু,
চিনিইনাক' কাউকে ওদের, আমার কথাই ওদের তবু ?

(২৭)

অগুন্তি লোক এই দুনিয়ায় চল্‌চে সবাই নিজের মনে—
কে চায় বল' কার পানেই বা ? কি সম্বন্ধ কাহার সনে ?
সাধু-পাড়ায় যাই না ভয়ে, দুর্নীতির বিষ ছড়াই পাছে,
সাধুরা সব অসাধু হয়, আঘাত লাগে জা'তের কাচে।
সুখের ভাগী নইক' কারুর, দুখের কারণ কারুর নই—
আমার কথায় কাজ কি তাদের ? আমার স্বর্গে আমি রই।

(২৮)

স্বর্গ নরক, পুণ্য ও পাপ, অলি গলি আঁকা বাঁকা—
বলীর হাতে আত্মরক্ষা-হেতু এ সব আওয়াজ ফাঁকা।
বিশ্ব চালায় বলীর বাহু, দুর্ব্বলের সে শক্তি নাই—
কাজেই সে তার অক্ষমতায় রচে শাসন-সংহিতাই।
পাতাল পথে মাতাল ছোটে, ডুব মারে সে অতল তলে,
বাতাস সাথে আকাশ পথে পাল্লা সে দেয় খেলার ছলে !

(২৯)

পিঞ্জরেরি পাখীর মত রুদ্ধ সীমায় বদ্ধ যারা,
সুখস্বটুক্ আউড়ে চলে, অভ্যস্ত যার অন্ধ কারা,
পরের দয়া ভিন্ন যাদের বাঁচার মতও সাধ্য নাই,
মর্ত্তে যাদের সুখ মিলে না—স্বর্গ তাদের কাম্য তাই।
স্বর্গ এদের কর্ম্মশূন্য, জরাবিহীন, অলস লোক—
নেইক আশা, ভালবাসা, নেই বিরহ মিলন শোক !

(৩০)

মর্ত্ত্যে যাঁদের সুখ মিলে না, মরতে যাঁদের মৃত্যুব্রত—
তাঁদের জন্য স্বর্গ আছেন বৎসহারা গাভীর মত !
জোর করে সব সেজে আছেন উপবাসী অন্ধ বধির
জীবন থাকতে জীবন্ম ত—বাঁচায় যেন দুঃখ গভীর।
খোদার উপর খোদ্‌কারি এ ! স্রষ্টা যেন মস্ত বোকা—
অকারণেই তৈরি করেন কেবল মিথ্যা মায়ার ধোঁকা।

(ক্রমশঃ)

পাঞ্চজন্য
ফাল্গুনী

পৃথিবীতে বর্ত্তমান ডাকঘরের সংখ্যা

আমেরিকা—৪৭৫৯০	জাপান—১০,৮৯১
রাশিয়া—৪৬,৬৫২	অষ্ট্রেলিয়া—৮,০৫৪
জার্ম্মানী—৪৫,৯৯৪	ব্রেজিল—৪,৪১৯
চীন—৪২,৬৮৬	দক্ষিণ আফ্রিকা—৩,১৮২
ভারতবর্ষ—২৪,১৪৬	আয়ার—২,২১৩
ইংলণ্ড—২৩,৮৫৩	নিউজিল্যাণ্ড—১,৭৭১
ফ্রান্স—১৭,০৩৩	তুর্কী—৮০৪
ক্যানাডা—১২,০৬৯	রোডেশিয়া—১৩৫
ইটালী—১১,৬১৫	ডানজিগ—১০৭

*

বিশিষ্ট লোকের ভয়

সাধু লুথার বজ্র ও বিদ্যুৎকে অত্যন্ত ভয় করিতেন।

কার্ডিন্যাল উল্‌সে ও জন্ বানিয়ানের স্ত্রীলোক-ভীতি ছিল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

রাজা ১ম জেম্‌স্ তাঁহার নিজ সভাসদ্‌গণের ছুরি ও তরবারিকেই অত্যন্ত ভয় করিতেন্।

হ্যানিবাল্ কোনও লোককে ঘুঁষাঘুঁষি করিতে দেখিলে ভয়ে অস্থির হইতেন।

কবি কোল্‌রিজ্ ও মানুষের ঘুঁষিকে বড় ভয় করিতেন।

রাণী ম্যারিয়া থেরেসা তাঁহার পানে কেহ ...

কবি এড্‌গার এলেন্ পো-র সন্ত্রাস সুবিখ্যাত। তবে সর্ব্বাপেক্ষা তিনি ভয় পাইতেন ঘুমাইবার নামে, কারণ ঘুমের ঘোরে তিনি অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন দেখিতেন।

*

বোম্বায়ে বাংলা ভাষা

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালী ছাত্রদের জন্য ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে রাজী হইয়াছেন; কর্ত্তৃপক্ষ বাংলা ভাষার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটিও গঠন করিয়াছেন। এই কমিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলার পাঠ্যতালিকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বাংলাভাষাকে মর্য্যাদা দিয়া বাঙালীকে যেমন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন তেমনি নিজেরাও সম্মানিত হইলেন। আমরা তাঁহাদের এই সুবুদ্ধির জন্য—হউক বিলম্বিত—অভিবাদন জানাইতেছি।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চল্‌তি বীমা	১৬ কোটি	৩৪ লক্ষের উপর			
বীমা তহবিল···	২	„	৯৬	„	„
মোট সংস্থান···	৩	„	৩৬	„	„
দাবী শোধ···	১	„	৮৫	„	„
প্রিমিয়াম আয়···	···	···	৭৪	„	„

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মান্দ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

টেলিফোন বি, বি, ১৩৩৬. টেলিগ্রাম—Kagochwala.

স্থাপিত ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ

পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ কাগজ বিক্রেতা

১৩৯ নং পুরাতন চিনাবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা

সকল রকমের দেশী এবং বিলাতী কাগজ এবং বোর্ড সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

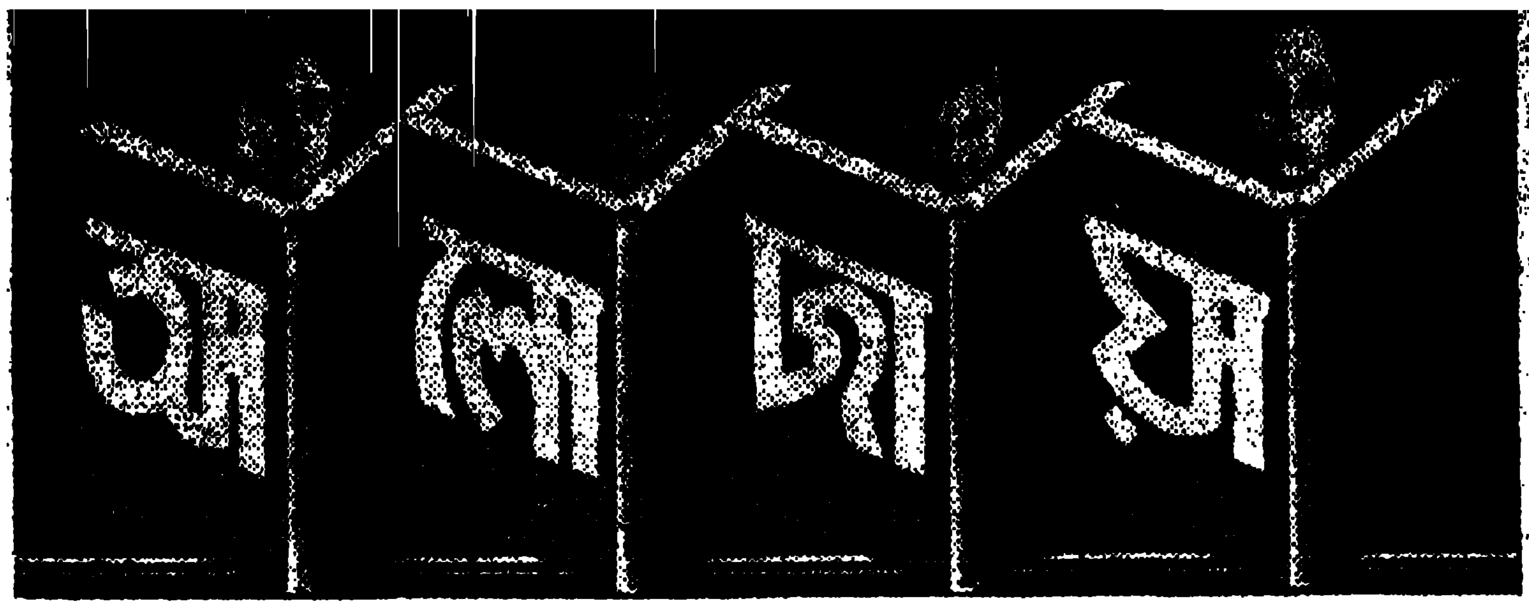

........সাহিত্য বা চিত্র জগতে যে সব চরিত্রসৃষ্টি হয়—কল্পনার জগতের বাইরে কি তাদের কোন সত্তা নেই? কে জানে মানুষের কল্পনায় জন্ম নিয়ে হয়তো তারা নিজেদের এক আশ্চর্য্য বাস্তব জগত গোড়ে তোলে। সেখানে তারা আমাদেরই মত সত্য। সম্প্রতি কয়েকটি অদ্ভুত চিঠি আমাদের হাতে এসে পড়েছে। 'আলো-ছায়া'র চিত্র-জগতে যাদের দেখা পাওয়ার কথা তাদের এই পত্রালাপ দেখে মনে হয়—কল্পনা আর বাস্তব জগতের সীমা রেখা সঠিক নির্ণয় করা অসম্ভব। রঞ্জন, সুলতা, তুলসী, অশোক...আলো-ছায়ায় আঁকা এই সমস্ত চরিত্র এই আমাদের মধ্যেই কোথায় আছে লুকিয়ে,—ছায়াছবির মুকুরে নিজেদের জীবনের প্রতিবিম্ব দেখে আমাদের মতই তারা আনন্দ, বেদনা, কৌতুক অনুভব করে......

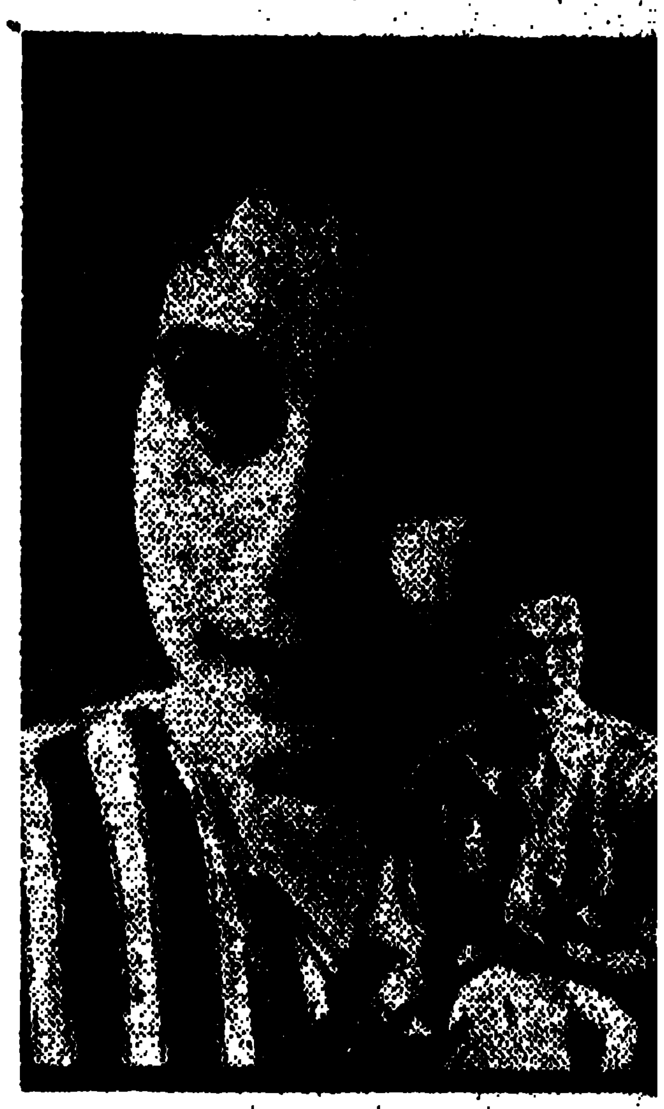

ভাই রঞ্জন,

এতদিন বাদে সেই সব পুরান কথা তুলে আমার জন্য তুমি দুঃখ করেছ দেখে আমি সত্যি অবাক্ হয়েছি। তুমি লিখেছ, কাল তোমাদের ওখানে খুব প্রচণ্ড এক ঝড় হয়ে গেছে এবং ঝড় উঠলেই তোমার সমস্ত পুরান কথা মনে পড়ে যায়!

অবশ্য এরকম মনে পড়া খুব স্বাভাবিক। কারণ একদিন বাইরের ঝড় এসেই আমাদের জীবনে সব কিছুই ওলট-পালট করতে বসেছিল!

কিন্তু সে ঝড়ের স্মৃতি যত নিদারুণই হোক তার জন্য দুঃখ করবার তো কিছুই নেই। সে ঝড় আমাদের সকলের চরিত্রকে চরম পরীক্ষায় ফেলে আমাদের জীবনের সত্যকেই ত' প্রতিষ্ঠা করে গেছে। দুঃখ নয়, সে ঝড়ে আমাদের সত্তা থেকে [illegible] হইনি [illegible] আমাদের গর্বের

আমি বিজ্ঞান সাধনায় মগ্ন হয়ে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন বরণ করেছি বলে তুমি দুঃখ ক'রেছ, কিন্তু সাধকের এই নির্ব্বাসনই যে স্বর্গ তা কি তুমি জান না? দুঃখ বা আঘাত কখনও পাইনি একথা বলে নিজেকে অপমান কোরব না, কিন্তু আমার বিজ্ঞান ব্রত তো সে দুঃখের প্রতিক্রিয়া নয়। যা একদিন ছিল গভীর বেদনা, তাই থেকেই আজ আমার জীবনে এসেছে পরম প্রেরণা, যা ছিল দাহ, তাই হয়েছে পথ দেখাবার উজ্জ্বল প্রদীপ।

যাকে ভালবেসেছিলাম তাকে হয়তো আমি পাইনি। জীবনে সার্থক প্রেম সে হিসেবে ক'জনের হয়? কিন্তু তবুও নিজেকে ব্যর্থ ভাবতে আমি পারি না। ভালবাসা থেকে সবচেয়ে যা বড় পাওনা তাইত আমি পেয়েছি,—আমার মধ্যে যা মহৎ যা অমলিন সেই সত্তাকে আবিষ্কার করতে এই ভালবাসাই শিখিয়েছে।

তোমায় যেদিন নতুন করে খুঁজে পেয়েছিলাম সেদিন স্বর্গ নরকের কত বড় দ্বন্দ্ব এই একটি হৃদয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল তা আজও বুঝি বলার সময় আসেনি! সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, লোভ ও মহত্ব সমস্তই সেদিন মনের অন্ধকার-কুয়াশায় অদৃষ্ট হয়ে জড়িয়ে গেছে। মনে হয়েছে সেই কুয়াশার ভেতর থেকে সত্যকার পথ বুঝি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে পথ যে আমি খুঁজে পেয়েছি এই আমার পরম গৌরব।

না, দুঃখ আমার [illegible] যদি করতে হয় সেই একজনের জন্যেই দুঃখ। যে তোমার জীবনে স্বপ্নের মত এসে ছায়ার মত মিলিয়ে গেছে,—স্মৃতির একটু কণাও সে হতভাগিণীর জন্তে নিয়তি তোমার মনে অবশিষ্ট থাকতে দেয়নি।

'তুলসী' তোমার কাছে একটা শোনা নাম মাত্র,—তোমার ছিঁড়ে যাওয়া-জীবনের সূত্র যে নতুন করে হৃদয়ের তন্তু দিয়ে গেঁথে দিয়ে গেল, তোমার সচেতন মনে তার কোন স্থানও কোথা'ও নেই, এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আমি ভাবতে পারি না।

আমার সমস্ত তপস্যার নিষ্ঠা ভঙ্গ করে মাঝে ম'ঝে শুধু তারই কথা আমার মনকে বহুদূরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কোথায় সে? আলো-ছায়া'র বিচিত্র এই পৃথিবীর কোন অজানা, কোন পরম মহিমাময়ী সেই অসামান্যা নারী।—

তোমার—অশোক।

ভাই ইলা,

তোর চিঠির উত্তর দিতে একটু দেরী হয়ে গেল। যা অভিমানী মেয়ে তুই, খুব হয়তো রাগ করে বসে আছিস। ভাবছিস্ হয়তো কি এমন কাজের চাপ যার জন্য সামান্য চিঠির একটা জবাবও লেখবার সময় পাওয়া যায় না! সত্যি, হিসেব করে বলতে গেলে এমন কিছু কাজ নয়,—এখানকার অরণ্য-বেষ্টিত জীবনে সাজ পোষাক বা লৌকিকতার লেন দেনে কোন রকম সময়ও নষ্ট

তুই লিখেছিস্, আমাদের কাহিনী নিয়ে চমৎকার একটা ছায়া-ছবি হয়। সত্যই হয় বৈকি! কল্পনার জগতেও এর চেয়ে বিচিত্র বিস্ময়কর আর কি কাহিনী পাওয়া যেতে পারে! আলো-ছায়ার জটীল নক্সা-কাটা এমন ছবি আর ক'টা দেখা যায়!

কিন্তু ভেবে দেখ দিখি, তোর কথাটা একটু নিষ্ঠুরের মত নয় কি? দর্শক হিসেবে তোর কাছে যা চমৎকার, আমাদের বুকের শোনিত আর চোখের জল দিয়ে যে তা লেখা! এক এক সময় আমি নিজেই ভেবে অবাক হই যে, এত জটিল, এমন বেদনা গভীর অপরূপ একটা জীবন নাট্যের আমি একদিন নায়িকা হয়েছিলাম। আজ সে কাহিনীতে অবশ্য সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। কিন্তু সেদিনের কথা মনে কর দেখি, যেদিন এক মুহূর্তে আমার জীবনের আলো নিভে গিয়ে চির-বিরহের রাত্রি নেমে এসেছিল।

অশোকবাবু আর রঞ্জনের কথা নিয়ে তোর পরিহাসে রাগ করে একদিন বলেছিলাম মনে আছে—'আমি কি ওদের দু'জনকে নিয়ে খেলা করছি মনে করেছিস্'—

তুই তাড়াতাড়ি আমায় শান্ত করবার জন্য বলেছিলি না—তুমি খেলা করনি,—কিন্তু ভাগ্য অশোকবাবুকে নিয়ে যে খেলা খেলেছে তা বড় নিষ্ঠুর।......

হয় না! প্রচুর অখণ্ড অবসর। সে অবসর আর কারুর কাছে হয়তো একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু আমার কাছে তা হয় নি। আমাদের কাঠের তৈরী বাংলোর দোতালা ঘর থেকে সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের পর পাহাড়, স্তরে স্তরে দূর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। পাহাড় নয়; মনে হয় যেন আদিম প্রলয়-সাগরের উত্তুঙ্গ ঢেউ, কেমন করে স্তব্ধ হয়ে গেছে কিছুক্ষণের জন্য; এখুনি উত্তাল হয়ে ভেঙে পড়তে পারে আকাশের গায়ে। দিনের পর দিন জানালায় বসে শুধু এই দৃশ্য দেখেই আমার সময় কেটে যায়। অরুচি এখনও আমার ধরেনি।

তবে, এ কয়দিন তোর চিঠির জবাব ফেলে রেখে শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে কাটিয়েছি মনে করিস্‌নি। সত্যি, সেই সব পুরান কথা তুলে এমন করে তুই আমার মনকে আবার নাড়া দিয়েছিস্, গুছিয়ে জবাব দিতে বসার মত মনের অবস্থা আম র ছিল না। যে সব পুরান স্মৃতি এতদিনে অস্পষ্ট ধূসর হয়ে যাবার কথা, তা এখনো এমন প্রবলভাবে সমস্ত মনকে দুলিয়ে দিতে পারে কে জানতো! হঠাৎ আমি যেন প্রথম যৌবনের সেই দ্বিধা-সংশয়-উদ্বেগ-ব্যাকুলতায় আলোড়িত জগতে গিয়ে উপনীত হয়েছি—যেন ঝড়ের বিদ্যুৎ-শান্তির দীপ নিভিয়ে সর্বনাশা ঝড় এসেছে আমার জীবনে সবকিছু ওলট পালট করে দিতে।

খেলার আয়োজন যে করেছে, তাঁর আনন্দে?

তবু সত্যি আমার মনের কোণে কোথায় যেন একটা আশঙ্কার মেঘ জমে উঠেছিল,—কেমন একটা সর্বনাশের পূর্বাভাস!

তাই কদিনের জন্য বিদায় নিতে আমার মন সরেনি, যাবার আগে লজ্জার মাথা খুইয়ে ওঁর কাছে মিনতি করে বলেছিলাম—'এ কাজ কি তোমার না নিলে নয়? নাইবা তুমি গেলে অতদূরে!'

সেদিন রঞ্জন কি বলেছিল জানিস? বলেছিল,—'কাছে পেতে যাওয়া যেদিন বেঁধে রাখার দুর্বলতায় নেমে আসে, সেদিন ভালবাসার কোন মহিমাই আর থাকে না।'

হঠাৎ আজ আলাদা করে শুনলে, বড় বেশী গম্ভীর তত্ত্বকথা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সেদিনও আসন্ন বিপদের ছায়ায় শঙ্কাতুর, আমার মনের দুর্ব্বল ভীরুতা দূর করবার জন্যে, তার মুখে এমন কথা শোনারই আমার প্রয়োজন ছিল।

হতাশা, বেদনা ও চরম দুঃখের অশ্রু-সাগর পার হয়ে—প্রেমের এই পরম রহস্য, ভাগ্য আমাকে দিয়ে উপলব্ধি করিয়ে নিয়েছে।

মনের উচ্ছ্বাসে কত কথাই লিখে ফেললাম। তুই কি ভাবছিস্ কে জানে! মা-বাবার চিঠিতে, তুই মাঝে মাঝে দেখা করতে যাস্ শুনে বড় খুশী হলাম। মা এখনও সেই রকম ব্যস্তবাগীশ আছেন। প্রতি চিঠিতে সংসার চালানো সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ ঝুড়ি ঝুড়ি পাঠান, পড়লে তুই না হেসে থাকতে পারবি না। মার মনে থাকে না, যে, এটা ক'লকাতা সহর নয়,—জঙ্গলের দেশ এবং আমি আর ছোটটি নেই।

ভালবাসা জানিস।—

তোর সুলতা

ভাই রঞ্জন,

অশোকের গুরুগম্ভীর, মানে, দাঁত ভাঙ্গা বড় বড় কথার বোঝাই চিঠির শেষে ষ্টিমারের পেছনে জালিবোটের মত আমার গোটা দুই ছত্র নজরে পড়বে ত! মানে—জানইতো আমি বড় চিঠি লিখতে পারি না,—মানে, ভেবেই পাই না, অতকথা মানুষ লেখে কি করে! কিন্তু—কি বলে, বড় সমস্যায় পড়ে তোমায় এই চিঠি লিখছি,—মানে, হয়েছে কি,—বাজারে 'আলো-ছায়া' বলে একটা ছবি বেরুচ্ছে,—আর, মানে তাতে নাকি আমাদেরই সব কথা আছে! কিন্তু, মানে, কি অন্যায় বলত! আমার ভাব ভঙ্গি দেখে তোমরা সবাই হাস জানি,—তা, মানে, না হয় তোমরা হাসলে, কিন্তু দেশশুদ্ধ সবাই হাসবে,—মানে এটা অত্যন্ত অন্যায় নয় কি? আমি এই বলে রাখছি, মানে,—যদি আমার ব্যাপার কিছু ছবিতে থাকে তাহলে আমি একবার দেখে নেব।

আমি, মানে—

তোমাদের—বঙ্কিমে

আলো-ছায়া

প্রদর্শনারম্ভ চিত্রা এবং পূর্ণ থিয়েটার

শনিবার, ৬ই জুলাই

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(৮)

নিশীথ সব কথা জানিয়ে তার মাকে একখানা চিঠি দিয়েছিল। রাজলক্ষ্মী চিঠিটা পড়ে প্রথম বুঝতে পারেন নি—সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর কাছে এতই অসম্ভব লাগল। তিনি জানতেন রাজকুমার নিশীথকে তাঁর নিজের মত করে গড়ে তুলেছেন। তাঁর দেবতার মত ভাই যে ছেলেকে ভালবাসেন, বিশ্বাস করেন, সে কখন এত বড় একটা অন্যায় কাজ করতে পারে না। তাঁর মনে হচ্ছিল কে যেন তাঁকে একটা মারাত্মক রকম ঠাট্টা করেছে। অনেকবার চিঠিখানা পড়লেন; নিশীথ কোন কথা লুকোয় নি, রাজকুমার তার বিয়ের ঠিক করেছিলেন, সে বিয়ে সে করতে পারবে না বলে জানিয়েছিল, রাজকুমার ভয়ানক রকম চটে যান, তাই সে তাঁর বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে। সে একটী খৃষ্টান মেয়েকে বিয়ে করেছে, আর তার সঙ্গে তাদের এলাহাবাদের বাড়ী যাচ্ছে, সেখানে ওকালতি করবে। অবিশ্বাস করবার কোন উপায় নেই। ছেলের সম্বন্ধে কোন দিন কিছু ভাববার তাঁর দরকার হয় নি। খুব ছোটবেলা থেকে নিশীথ তার মামার বাড়ীতে মানুষ হয়েছে, তার জন্যে যা কিছু ভাবনা, চিন্তা সব করেছেন রাজকুমার আর নির্ম্মলা। আজ হঠাৎ ছেলের জন্যে ভাববার দরকার হতে তিনি একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। প্রথম কথা তাঁর মনে হল যে নিশীথের টাকার দরকার হওয়া সম্ভব। তাঁর আয় সামান্য হলেও অনেক দিন ধরে তা থেকে প্রায় কিছুই খরচ হয় নি। নিশীথের সমস্ত খরচ রাজকুমারবাবুই করেছেন। রাজলক্ষ্মী একা লোক, কাজেই আয় যত কমই হোক খরচ তার চেয়েও কম। তিনি এলাহাবাদের ঠিকানায় নিশীথকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

একমাত্র ছেলেকে ছেড়ে তাঁকে বরাবর দেশে থাকতে হয়েছে; বাড়ীতে বিগ্রহ আছেন, তাঁর সেবার ব্যবস্থা করতে হয়; অথচ দেশের বাড়ীতে রাখলে ছেলে মানুষ হয় না, তাই তিনি ছেলেকে ভাই-এর কাছে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। ছেলেকে দেখতে যাওয়াও তাঁর বিশেষ ঘটে উঠত না। কোন জ্ঞাতি যদি পূজোর ভার দু' একদিনের জন্যে নিতে রাজি হ'ত তাহলেই তাঁর কলকাতার ভাইয়ের বাড়ী যাওয়া সম্ভব হ'ত। প্রথম প্রথম হয়ত তাঁর ছেলেকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হ'ত কিন্তু পরে বেশ সহ্য হয়ে গিয়েছিল। নিশীথের চিঠি পেয়ে মনে হল যে তাঁর একবার কলকাতায় যাওয়া দরকার। পূজোর ব্যবস্থা করে ক'লকাতায় আসতে রাজলক্ষ্মীর দু'একদিন দেরী হয়ে গেল।

রাজলক্ষ্মী যখন এসে পৌঁছুলেন, তখন রাজকুমার খেতে বসেছিলেন। নির্ম্মলা বসে পাখার বাতাস করছিলেন। রাজকুমার বললেন, "আচ্ছা, মাথার ওপর এতটা পাখা রয়েছে, সেটা না চালিয়ে, বসে বসে বাতাস করছ কেন?"

নির্ম্মলা হাসতে হাসতে বললেন, "আমি ভাবি এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি কি করে ওকালতি কর। "জজ্'রা কি শুধু তোমায় দেখেই তোমার পক্ষে রায় দেয়?"

"সে কথার জবাব দেবার আগে আমার একটা কথার জবাব দাও। আজকালকার ছেলেরা লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করতে চায় কেন?"

"আমি তো আর আজকালকার ছেলে নই—কি করে বলব?"

"আজকালকার ছেলের মা তো।"

"আজকালকার ছেলের বাপ্ যদি না জানে, মা-ই বা জানবে কি করে?"

"ছেলেরা আমাদের ভাবে আমরা "ওল্ড ফুল্স্" কিন্তু আমার মনে হয় তারা "ইয়ং ফুল্স্"। যাদের বিদ্যে বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত নয় তারা যদি কথায় কথায় স্বামীর ভুল ধরে, তার বুদ্ধির বিচার করে তাহলে লেখাপড়া জানা মেয়েরা যে কি করবে তা তো ভেবেই পাই না।"

"ভাবতে হবে কেন? নিজের ঘরেই তো লেখাপড়া জানা মেয়ে আসছে, দেখতেই পাবে।"

"তোমার কি লেখাপড়া জানা মেয়ে পছন্দ নয় না কি?"

"তা তো বলি নি।"

"কিন্তু তাই তো মনে হচ্ছে।" দেখো যেন এ ভাবে সব সময় বৌ-এর ভুল ধোর না, তাহলে সে মোটেই মানবে না। আমার অবশ্য না মেনে উপায় নেই…"

"সে ভয় আমি করি না, ছেলে যদি আমার হয়, বৌ-এর সাধ্য কি সে আমায় না মানে? বৌ মানে না ছেলের আর ছেলের মা'র দোষে। একটা ছেলেমানুষ মেয়ে মানবে না, তুমি বল কি?"

রাজকুমারবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "সব বৌই ছেলেমানুষ থাকে, কিন্তু সবাই মানে না। না মানলে কি করবে? মারধোর তো আর করতে পারবে না।"

নির্ম্মলা রাগ করে বললেন, "আমার শাশুড়ী যদি আমায় মারধোর করতেন

তাহলে শিখতে পারতাম; তিনি যখন তা করেন নি··"

"তাঁর বৌ-ও তাকে অমান্য করে নি।"

"আমার বৌ-ও আমায় অমান্য করবে না।" ঠিক এই সময় রাজলক্ষ্মী এসে ঘরে ঢুকলেন। নির্ম্মলা উঠে প্রণাম করলেন। রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁরে রাজু, একি সত্যি?" রাজকুমারবাবুর একবার মনে হয়েছিল হয়ত রাজলক্ষ্মী কিছু জানেন না, এমনিই এসেছেন; কারণ তাঁরা কেউই এ সংবাদ তাঁকে দেন নি—পাছে রাজলক্ষ্মী মনে দুঃখ পান, কিন্তু এ প্রশ্নের পর আর সে সন্দেহ রইল না; জিজ্ঞেস করলেন, "খবরটা কে দিলে?"

রাজলক্ষ্মী বললেন, "সে নিজেই আমায় চিঠি লিখেছে।"

"তবে আর সত্যি কি না জিগেস করছ কেন?"

"আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। সে যে কখন কাউকে কোন দুঃখ দেয় নি। তোর কাছে মানুষ হয়ে···"

"মানুষ হয় নি দিদি, হয়েছে জানোয়ার। তাকে তুমিও ভুল বুঝেছিলে, আমিও ভুল বুঝেছিলাম।"

নির্ম্মলা বললেন, "অনেকবার তোমার ভাইকে বলেছিলাম তার বিয়ে দিতে, কিন্তু তিনি কথা কানেই তোলেন নি। ছেলেকে তিনি নিজের চেয়ে বেশী বিশ্বাস করতেন।"

"ছোটবেলা থেকে মানুষকে বিশ্বাস করতেই শিখে এসেছি; এই বুড়ো বয়েসে দেখছি নতুন করে মানুষকে অবিশ্বাস করতে শিখতে হবে। ও সব ছেলের বিয়ে দিয়েও বিশ্বাস নেই; একটা মেয়ের জন্যে যে সমস্ত জিনিষ ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে, সে অনায়াসে সে মেয়েকেও ছেড়ে···"

বাধা দিয়ে রাজলক্ষ্মী বললেন, "না, না, ও কথা বলিস নি। সে দুর্ম্মতি যেন তার কখন না হয়; আমাদের ছেড়ে গেছে আমরা সহ্য করতে পারব। কিন্তু সে মেয়েটার সমস্ত জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে।"

নির্ম্মলা রাজলক্ষ্মীর পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, "সার্থক মা হয়েছিলে দিদি! যাকে জান না তার জন্যে···"

রাজলক্ষ্মী বললেন, "জানবার কি আছে বৌ? সে-ও তো মেয়েমানুষ, হলেই বা খৃষ্টান। স্বামী আর সব মেয়েরও যা তারও তাই।"

রাজকুমারবাবু বললেন, "তোমরা—এই বাঙলা দেশের মায়েরা যদি এত ভাল না হ'ত তাহলে দেশের ছেলেগুলো একটু মানুষ হত। তারা জানে যে যত অন্যায়ই তারা করুক তোমরা তাদের ক্ষমা করবেই, হতভাগারা তাই অন্যায় করতে ভয় পায় না।"

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বশীকরণ কবচ

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।

অদৃষ্ট গণনা বা করেরখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক

৪নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)

বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

রাজলক্ষ্মী বললেন, "এখন আমি কি করব বল। এতদিন বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম, জানতাম সে তোদের কাছে আছে, আমার কাছে, যে রকম থাকত তার চেয়ে ভালই আছে কিন্তু আজ আর সেখানে মন বসছে না; সে যে আমায় ছেড়ে গেছে; আমি আর তার কেউ নই। চোখের জল ফেলতে পারি না, তার অমঙ্গল হবে।"

রাজকুমারবাবু বললেন, "তুমি আর সেখানে যেওনা দিদি।"

"তা হয় না ভাই; যতদিন বেঁচে আছি শশুরের ভিটের আলোটা তো দিতে হবে। তারপর একদিন তো অন্ধকার হবেই। এখানে থাকলে মনে হবে সে আসবে, আগের মত আমার কাছে বসবে, আমায় এখানে থাকবার জন্যে বলবে। সেখানে সে যেত না, তাকে দেখবার আশাও করব না।" রাজকুমারবাবু নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললেন, "ভেবে দেখি। আজকের দিনটা তো আছ; আমার কোর্টে যাবার সময় হল।" অন্য দিনের চেয়ে অনেক আগেই রাজকুমারবাবু কোর্টে চলে গেলেন, সেটা নির্ম্মলার বুঝতে বাকি রইল না।

(ক্রমশঃ)

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের ঘানির তৈল ব্যবহার করুন

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

সাহিত্য-দর্পণ

—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

বিদেশী ভাব ও ভাষার প্রভাব আজ বাংলা সাহিত্যে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেচে তার মধ্যে দিয়ে আজ আমরা একটা অন্ধ অনুকরণ-প্রবণতার পরিচয় পাচ্ছি। অনুকরণ যেখানে নিছক অনুকরণেই পর্য্যবসিত হয়, সেখানে সাহিত্যিক প্রতিভার হয় অপমৃত্যু, সৃষ্টির স্বতঃ উৎসারিত পথে পড়ে পাষাণের বাধা। সেইদিক থেকে যদি আজ বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্যের বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ তোলেন, সে ক্ষেত্রে আমাদের বলবার বিশেষ কিছুই নেই। শুধু তরুণ-সাহিত্যের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ নয়, চিত্রকলার ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। কোন সময়কার যে প্রাচ্য আর্ট সত্য ছিল, সজীব ছিল, তারি ছাঁচে ঢালা অনেক নকল পদার্থই আজ বাজারে ওরিয়েণ্টাল মার্কা নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওরিয়েণ্টাল আর্ট যদি আজ সত্যসত্যই অজন্তা, কাংড়া ভ্যালি ও মোগল চিত্রশিল্পের বহিরঙ্গকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে তা'হলে সেই তথাকথিত ওরিয়েণ্টাল চিত্রশিল্পের দীর্ঘায়ু কামনা করা অতি বড় আশাবাদীর পক্ষেও সম্ভব হবে না। বঙ্গদেশের শিল্প ও কাব্য-প্রেরণা আর্ট ও শিল্পের ক্ষেত্রে আজ ভারতীয় চিত্তবৃত্তিকে আন্দোলিত করেছে, এর ফলে ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পের কিছুমাত্র লাভ হয় নি একথা বললে মিথ্যাচারের চরম হবে। প্রতিভাধর শিল্পীর হাতে এই বাইরের আদর্শ ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের মূলে যুগিয়েচে পুষ্টি, তার বাইরের রূপ গেছে বদ্‌লে, একটা সুচ্ছন্দ সৃষ্টির মাঝখানে এই নবাগত আদর্শের হয়েছে পরিসমাপ্তি। কাব্যলোকে সৃষ্টি-রহস্যের বড় কথা এই যে, সেখানে আগন্তুক ভাব ও প্রেরণার আঘাতে ও প্রতিঘাতে সৃষ্টির অবিরাম ধারা কল্লোলিত হয়ে চলে; সত্য সজীব ও সুন্দরের সেখানে জাত-বিচার নেই; রূপ থেকে রূপান্তর এই জগতের নিয়ম। সুতরাং আমাদের কাব্য-প্রেরণার মূলে যা কিছু অ-ভারতীয় তাকেই পরিহার করে চলতে হবে—সাহিত্য-জগতে এত বড় ছুঁৎমার্গপন্থী আমরা নই। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা তুলে দেওয়া যেতে পারে।

"দেশ বিদেশ থেকে নানারকম ভাবের প্রেরণা এসে পৌঁছেচে আমার মনে এবং রচনায় তাকে স্বীকার করে নিয়েচি। তা আমার কাব্যদেহকে হয়তো বল দিয়েচে, পুষ্টি দিয়েচে কিন্তু কোন বাইরের আদর্শ তার স্বাভাবিক রূপকে বদল করে দেয় নি।

*   *   *

আবার দুর্নীতির প্রসঙ্গে আসা যাক—কথাই বলচি। এই মুহূর্ত্তে আমার সামনে একখানি সাহিত্য-পত্রিকা খোলা পড়ে রয়েচে যার কয়েকটি পৃষ্ঠা এই তথাকথিত দুর্নীতি সাহিত্যের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানাচ্ছে। প্রশ্ন উঠেচে আমরা সাহিত্যিক মূল্য নীতিবোধের মাপকাঠিতে যাচাই করবো কি না, এক কথায় সত্যকারের সাহিত্য-সৃষ্টি সুনীতি দুর্নীতি নিরপেক্ষ হবে কি না?

"For the creative artist the right and wrong of aesthetics are above the right and wrong of morality".

ইংরেজ সমালোচকের এই উক্তি এক শ্রেণীর সাহিত্য সমালোচকের চিরাচরিত সংস্কারের মূল ধরে নাড়া দিয়েচে। প্রবীন সাহিত্যিক শ্রীযুত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে "কালি-কলম" পত্রিকায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, তারই থেকে কিছু কিছু তুলে দেওয়া হ'ল।

"শিল্পে অশ্লীলের স্থান আছে কিন্তু অসুন্দরের স্থান নাই। অশ্লীল ও অসুন্দর এক জিনিষ নয়—শ্লীল আর সুন্দরও এক জিনিষ নয়। যাহা শ্লীল তাহা ভব্য, তাহা

বিশদ বিবরণের জন্ম পাবলিসিটি অফিসার বি, এন্, আর, খিদিরপুর বা স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট অনুসন্ধান করুন।

সৃষ্ট হইতে পারে কিন্তু এই হেতুই তাহাকে যে আবার সুন্দর বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা সঙ্গত নয়। পিউরিটানেরা সুষ্ঠুর, ভব্যের, শ্লীলের প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু সেইজন্য তাহাদের মধ্যে সুন্দরও যে আসিয়া ধরা দিয়াছে এমন প্রমাণ পাই না। ইতিহাস বলিতেছে উল্টা কথা—শ্লীলতাও যে অসুন্দরের বিগ্রহ হইতে পারে তাহার উদাহরণ পিউরিটান ইংলণ্ড। আর অশ্লীল যে অসুন্দর হইবেই এ কথা কত বড় মিথ্যা তাহার জাগ্রত প্রমাণ মহাকবি কলিদাস।"

*   *   *

বে-আব্রুতার একটা বিশেষ ধাপে নেমে এলেই যে অশ্লীল অসুন্দর হয়ে পড়ে একথা বলা যায় না। অশ্লীলের সাথে বে-আব্রুতার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকতে পারে কিন্তু অসুন্দরের সাথে নয়। চরম বে-আব্রুতা স্রষ্টার দেখার ভঙ্গীতে, শিল্পীর হাতের গুণে পরম সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। সাহিত্য-সৃষ্টির আর যাই উদ্দেশ্য থাক না কেন স্রষ্টার আত্মতৃপ্তি, জীবনে তার সাফল্য অসাফল্য এক কথায় সাহিত্য-স্রষ্টার সমস্ত প্রবৃত্তির জগৎ অলক্ষিতে তার রচনায় ছায়াপাত করে। এই কারণেই উৎকট ব্যক্তিত্ব বোধ সাহিত্যে যথেষ্ট আবর্জ্জনার সৃষ্টি করেচে। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারেরা "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি" বা "আত্মরতি" প্রভৃতি যে সব কথা বলেচেন এবং যাকে তাঁরা কাম বলে অভিহিত করেচেন সাহিত্যে ঠিক সেই জিনিষটিকেই অশ্লীল বলা চলে না। উৎকট আত্মচেতনা যখন বীভৎস ও অসুন্দরের সৃষ্টিতে নিজেকে প্রকাশ করবার পথ খুঁজে ফেরে তখনই তা সাহিত্যে অশ্লীলতা ও অসুন্দরের পর্য্যায়ে নেমে আসে। "কুৎসিতকে ক্লেদকে যে আনন্দে ভরপুর হইয়া ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, হে শিল্পী, তুমি অনুভব করিয়াছ কি সেই আনন্দ—তোমার সৃষ্টির পিছনে আছে সেই আনন্দ, সেই আনন্দের নিরিখ? তবেই তুমি সেই পরশ-পাথর: পাইয়াছ অসুন্দরকেও যাহা সুন্দর করিয়া তোলে।

দুঃশাসনের হাতে আব্রু-হরণ অশ্লীল এবং অসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণের হাতে আব্রু-হরণ শ্লীল না হউক পরম সুন্দর।"

কবি বলেছেন—"অতি-অসুন্দরের সাথে জুড়িয়া দাও ভগবানকে, পাইবে অতি-সুন্দর। ফাঁসি-কাঠে ভগবানকে যখন ঝুলাইয়া দিয়াছ তখনই তাহা হইয়া উঠিয়াছে "ক্রশ"।

*   *   *

বাঙলার খ্যাতনামা মহিলা-কবি শ্রীমতী মানকুমারী বসুর নাম সর্ব্বজনপরিচিত। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং কাব্যকুসুমাঞ্জলি, কণকাঞ্জলি, শুভসাধনা, প্রিয়তরঙ্গ প্রভৃতির রচয়িত্রী। বহুদিন থেকে তিনি খুলনায় বাস করচেন। এই জুলাই মাসের মধ্যভাগে খুলনার অধিবাসীরা সেখানে "মানকুমারী জয়ন্তী"র

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

গল্প

অন্ধ দুলালী

শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"বিশুদা—ফুলটা পেড়ে দাও না ভাই, ঐ যে ঐ ফুলটা"—বলে একটি নয়-দশ বৎসরের মেয়ে একটি বড় গন্ধরাজ গাছের সর্ব্বোচ্চ ডালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে এই ক'টি কথা বলে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। বিশু ওরফে বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি মালকোঁচা মেরে গাছে উঠতে উঠতে বললে, "একটু সরে দাঁড়া দুলালী, ডাল ভেঙে তোর ঘাড়ে হুড়মুড় করে পড়ে যেতে পারি—সরে যা বলছি ?"—দুলালীর বড় ভয় হ'ল। সত্যিই ত' যদি বিশুদা পড়ে যায় তবে হাত পাও ত' ভেঙে যেতে পারে। সে বড় বড় চোখ বার করে বললে "ওঃ—বাবা, ডাল ভেঙে পড়ে যাবে, তবে তুমি নেমে এস। আবার দেখ, আমার ফুল চাই না বলছি, না ?"—"এই দেখ না"—বলে বিশ্বনাথ একলাফে গাছ থেকে মাটিতে নেমে দুলালীর খোঁপায় ফুলটি গুঁজে দিলে। দুলালীর হাসি আর ধরে না। সে নিজে কত চেষ্টা করেছে কিন্তু কিছুতেই ফুলটি পাড়তে পারে নি। ফুলটি পেয়ে খুসিতে তার মনটা ভরে উঠলো, সে ছুটতে ছুটতে বাড়ীর পথে চলে গেল।

গ্রামের একদম শেষ সীমানায় নদীর ধারে একখানা ভাঙা কুঁড়ে ঘরে একটি বিধবা তার একমাত্র মেয়েকে নিয়ে বাস করে। এক সময় এদের অবস্থা একপ্রকার ভালই ছিল। গোলা ভরা ধান, বাগানে শাকশব্জি, পুকুরে এক পুকুর মাছ কিছুরই অভাব ছিল না। তারপর কয়েক বৎসর অজন্মা হওয়ায় খেতে না পেয়ে রোগে-শোকে সব মরে-হেজে যাওয়ায় এখন এই দুটি মাত্র প্রাণীতে ঠেকেছে। জমি-জায়গা যা কিছু ছিল সবই গেছে, লোকের বাড়ী ধান-ভেঙে এবং সময় মত সুতা কেটে কোনরকমে এই গরীব পরিবারটির দিন গুজরান হয়। মেয়েটির নাম দুলালী, দুলী বলেই সকলে তাকে ডাকে।

বিশ্বনাথ এই গ্রামেরই একটি ছেলে এদেরই বাড়ীতে দুলালীর মা ধান ভাঙে, সুতরাং মায়ের কাজের সময় দুলালী ও বিশ্বনাথ একই সঙ্গে খেলা-ধূলা করে এবং তাদের দু'জনের মধ্যে ভাবও খুব। এক সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া থেকে, হুড়োহুড়ি করে দীঘিতে স্নান করা এটা তাদের একরকম দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ছিল বললেই হয়। বিশ্বনাথ দুলালীর চেয়ে কয়েক বৎসরের বড় ছিল, তাই দুলালী তাকে বিশ্বনাথদা বলেই ডাকতো।

মেয়ে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুলালীর মার মাথায় রাজ্যের ভাবনা এসে জুটলো কারণ মেয়ে বড় হয়েছে বলে তাকে ত' আর বাইরে যেখানে সেখানে যথেচ্ছভাবে যেতে দেওয়া যায় না, তার ওপর পাড়াপ্রতিবাসীদের ঠাট্টা বিদ্রূপেরও ভয় আছে। যাই হোক, এর ওর তার কাছে বলার দরুণ দুলালীর একটি পাত্রও জুটে গেল অবশ্য ভিন্ন গাঁয়ে। পাত্রটির বয়স যথেষ্ট হয়েছে, তবে বৃদ্ধও নয়। এক শুভ সন্ধ্যায় দুলালীর বিয়ে হয়ে গেল।

স্বামীর ঘর করতে যাবার সময় দুলালীর মা তাকে যথেষ্ট উপদেশ দিয়ে এবং জামাতার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বললেন "দেখ বাবা আমার মেয়েকে দেখো, ও কিছুই জানে না, ওর দোষত্রুটি সব ক্ষমা করো" বলে আঁচলের খুঁটে চোখ মুছতে লাগলেন। বর-কনেকে বিদায় দেবার সময় বিশ্বনাথও সেখানে উপস্থিত ছিল, শৈশবের খেলার সাথীটি আজ স্বামীর ঘর করতে চলেছে সুতরাং তারও চোখ দু'টি জলে ভরে এল দুঃখ ও আনন্দের মিশ্র আলোড়নে।

দুলালী কিন্তু শ্বশুর বাড়ী এসেই দেখলে যে তার স্বামী বড় কড়া ও খিটখিটে মেজাজের লোক, সুতরাং সংসারের সামান্য সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে তাকে যথেষ্ট গঞ্জনা পেতে হ'ত, এমন কি সময় সময় প্রহার পর্য্যন্ত খেতে হ'ত। কিন্তু তথাপি দুলালী কোন দিনই স্বামীর মুখের ওপর কথা বলতে সাহস পেত না।

সেবার গ্রামে খুব বসন্ত দেখা দিয়েছে। প্রায় সব বাড়ীতেই দু'একটি করে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। দুলালীদের বাড়ীও বাদ যায় নি, ক'দিন হ'ল তার স্বামীও উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আজ দুলালীর আহার নেই, নিদ্রা নেই, সে এক মনে স্বামীর রোগ-শয্যার পাশে বসে শুশ্রূষা করে চলেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। একদিন সন্ধ্যে বেলায় সে মাথার সিঁদুর ও

অনুষ্ঠান করে এই বর্ষীয়সী কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। স্থানীয় জেলা জজ সিভিলিয়ান শ্রীযুত সুকুমার সেনকে সভাপতি এবং শ্রীযুত সুধীরকুমার মজুমদারকে সম্পাদক করে খুলনায় একটি সমিতি গঠিত হয়েছে। আমরা খুলনাবাসীদের এই প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করছি এবং আশা করি উৎসব সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য লাভ করবে।

হাতের নোয়া খুইয়ে বাড়ী ফিরে এল। দাওয়ার ধারিতে বসে দুলালী কাঁদতে লাগল। আজ মাও নেই যে সেখানে যায়, কে তাকে আজ আশ্রয় দেবে? হঠাৎ সে মাথায় যন্ত্রণা অনুভব করলে। যন্ত্রণার মাত্রা ক্রমশই বাড়তে লাগল। সে আর বসে থাকতে পারল না। সেইখানেই শুয়ে পড়ল সে। ভোরের দিকে যখন তার জ্ঞান হ'ল তখন তার সর্বাঙ্গে বিষফোড়ার মত ব্যথা এবং গায়ে ও মুখে অনেকগুলো বসন্ত বেরিয়েছে। আশেপাশের কয়েকজন প্রতিবেশীর অক্লান্ত পরিচর্য্যার গুণে কিছুদিন রোগ ভোগের পর যখন সে একরকম সেরে উঠলো তখন স্ফোটকের নির্ম্মম অত্যাচারে তার চোখ দু'টি জন্মের মত নষ্ট হয়ে গেছে। সে আজ জগতের সমুদয় পার্থিব বস্তু থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। কোনদিন যদি কেউ দয়া করে দু'টি খেতে দিয়ে যায় তবেই তার খাওয়া হয়। কোনদিন হয়ত সে সমস্ত দিন না খেয়েই পড়ে থাকে, এমনি করেই চলে দিনের পর দিন।

দুলালীর আর সহ্য হয় না। খেতে না পেয়ে দিন দিন সে কৃশ হয়ে যেতে লাগল। প্রতিবেশীরা আর ক'দিনই বা এই অন্ধের ভার বহন করবে? যারা মাঝে মাঝে তাকে দু'টি করে খেতে দিয়ে যেত তারাও ক্রমশ খাবার দেওয়া বন্ধ করলে, এমন কি দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেও আর কেউ দেখত না। হায়রে অদৃষ্ট! পল্লীবধূ অন্ধ দুলালীর সাহায্যে গ্রামের একজনও এগিয়ে এল না। পেটের জ্বালায় একদিন সাহসে ভর করে লাঠিতে ভর দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং আন্দাজে ঠক্ ঠক্ করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সে নদীর কাছ-বরাবর এসে বসে পড়ল এবং হাতটি বাড়িয়ে "বাবা একটি পয়সা দিন" বলে চীৎকার করতে লাগল। সে পথে বিশেষ কেউ চলে না, সুতরাং পয়সা দেবে কে? বৃথাই দুলালীর চীৎকার চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। প্রায় সন্ধ্যে হয় হয়, এমন সময় একটি লোক সেখানে এসে বললে "এই আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবি? আমি তোকে রোজ পেট ভরে খেতে দেব।" এই রকম অযাচিত সাহায্য ও সহানুভূতি সে কোন দিন প্রত্যাশা করে নি—সে যেন হাতের কাছে চাঁদ দেখতে পেলো এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জানিয়ে অন্ধ চোখ দুটী যতদূর সম্ভব প্রসারিত করে উত্তর দিলে "কে তুমি বাবা? আমি নিশ্চয়ই যাব, তুমি নিয়ে চল বাবা, শুনেছি কলকাতায় বাবুদের কাছে পয়সা চাইলে পয়সা পাওয়া যায়। চল বাবা, আমায় নিয়ে চল?" লোকটি দুলালীর একটি হাত ধরে তাকে নৌকায় টেনে তুললে। মাঝিরা নৌকা বেয়ে কলকাতার দিকে চলল।

কলকাতার একটি অন্ধকারময় স্যাঁৎ সেঁতে বস্তির মধ্যে লোকটি দুলালীকে নিয়ে এসে তুললে। হাতড়ে হাতড়ে দুলালী বুঝতে পারলে এটা একটা জঘন্য জায়গা। তবু যাই হোক দুটি খেতে পাবে, খেতে না পেয়ে মরতে হবে না এই আনন্দেই সে চুপ করে রইল। পাশের ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে একটি লোক বললে "কি রে কালু? একে আবার কোথা হতে যোগাড় করে আনলি?" কালু একগাল হেসে উত্তর দিলে "ভগবান জুটিয়ে দিয়েছে রে?"—"যা হোক তোর তবু একটা রোজগারের হিল্লে হ'ল রে"—বলে লোকটা ঝপাং করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

পরদিন কালু দুলালীকে অনেক শিখিয়ে পড়িয়ে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে অফিস কোয়ার্টারের ফুটপাথের ওপর একপাশে বসিয়ে রেখে এল। দুলালী চীৎকার করতে লাগল, "বাবু অন্ধকে একটা পয়সা দিয়ে যান, বাবুগো" সেই সকালবেলা দুটি পান্তা ভাত খাইয়ে কালু সেই যে তাকে ফুটপাথের ধারে বসিয়ে রেখে এসেছিল আবার সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে সে এসে দুলালীকে নিয়ে বাড়ী গেল। পরদিন আবার কিছু খাইয়ে দাইয়ে সে দুলালীকে সেই জায়গায় বসিয়ে রেখে এল। এই রকম রোজই :কালু দুলালীকে দিয়ে ভিক্ষা করায় আর নিজে আত্মসাৎ করে সব পয়সা কড়ি।

সে দিন সকালে কালু দুলালীকে রাস্তার ধারে বসিয়ে দিয়ে যাবার পর অল্প অল্প বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হল। গলা ফাটা চীৎকার করেও একটিও পয়সা আজ দুলালীর হাতে পড়ল না। বেলা প্রায় গড়িয়ে যায় যায়, এমন সময় একটি লোক এসে দুলালীর হাতে একটি আধলা দিলে, তারপর অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে আবেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠ্‌লো "আহা তোমার বড় কষ্ট না?"—

দুলালীর চোখে জল এল। কই, এমন কথা ত' কেউ তাকে বলে না, কেউ ত' এমন করে অভাগীর প্রতি দয়া দেখায় না। আনন্দে তার মনটা ফুলে উঠ্‌লো। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে এমন লোকও আছেন যিনি এই অভাগীর জন্য এতটুকুও দয়া দেখাতে পারেন। তার হাতে বাবুদের পয়সা দেওয়া—সে ত' তাঁদের দয়া নয়, সে তাঁদের স্বার্থপরতা, পরকালের জন্য সঞ্চয় করে রাখা। তারা একবারও ভাবেন না যে তাঁদের দেওয়া পয়সায় অন্ধের কোন উপকার হয় কি না?—

দুলালী লোকটির এই রকম সহানুভূতি-সূচক প্রশ্নে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করলে "কে আপনি?" হঠাৎ পাশ হতে একটি ইতর প্রকৃতির লোক হো হো করে হেসে উত্তর দিলে, "তোর লোক ত' এতক্ষণ তোর মুখের দিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল, তারপর ঐ দিকে ছুটে কোথায় চলে গেল। চল্ না আমার সঙ্গে, তোকে ভাল ভাল খেতে দেব, কত ভাল ভাল কাপড় দেব, কিরে যাবি?"—তার কথা শুনে আরও কতকগুলো ঐ প্রকৃতির লোক হো হো করে হেসে উঠ্‌লো।

মাড়ি ফোলা, পাইওরিয়া প্রভৃতি বিপজ্জনক মাড়ির যন্ত্রণা নিবারণ করা যায়।

নরম মাড়ি থেকে ব্রুশ করলে যদি রক্ত পড়ে, তখনই মাড়ি ফোলা ও পাইওরিয়া বিষয়ে আপনার সাবধান হওয়া উচিত। যাতে আপনার স্বাস্থ্য বিপন্ন করতে পারে এমন ভয়াবহ মাড়ির রোগ চিকিৎসা করতে অনেক দন্তচিকিৎসক "এস, আর" (Sodium Ricinoleate) ব্যবহার করেন। গিবস্, এস, আর, টুথপেষ্ট ব্যবহার করে প্রতি দিনই আপনার দাঁতের চিকিৎসার ফল পেতে পারেন।

গিবস্, এস, আর টুথপেষ্টে ব্যবহৃত "এস্, আর" ক্রিয়াশীল ও ইহার গুণ সুপরীক্ষিত। মাড়ির ভিতরে যন্ত্রণা ও রোগের কারণ—জীবাণুর উপরই ইহা ক্রিয়া করে এবং জীবাণুগুলিকে নিস্তেজ করিয়া দেয়।

গিবস্, এস, আর, দ্বারা নিয়মিত দাঁত মাজিলে ও মাড়ি ঘষিলে দাঁত সাদা হইবে, নিঃশ্বাস সুরভিত হইবে এবং বহুকাল দাঁত নিরোগ রাখিবে।

সব ছাড়িয়া আজ হইতেই "গিবস্, এস, আর" ব্যবহার করুন।

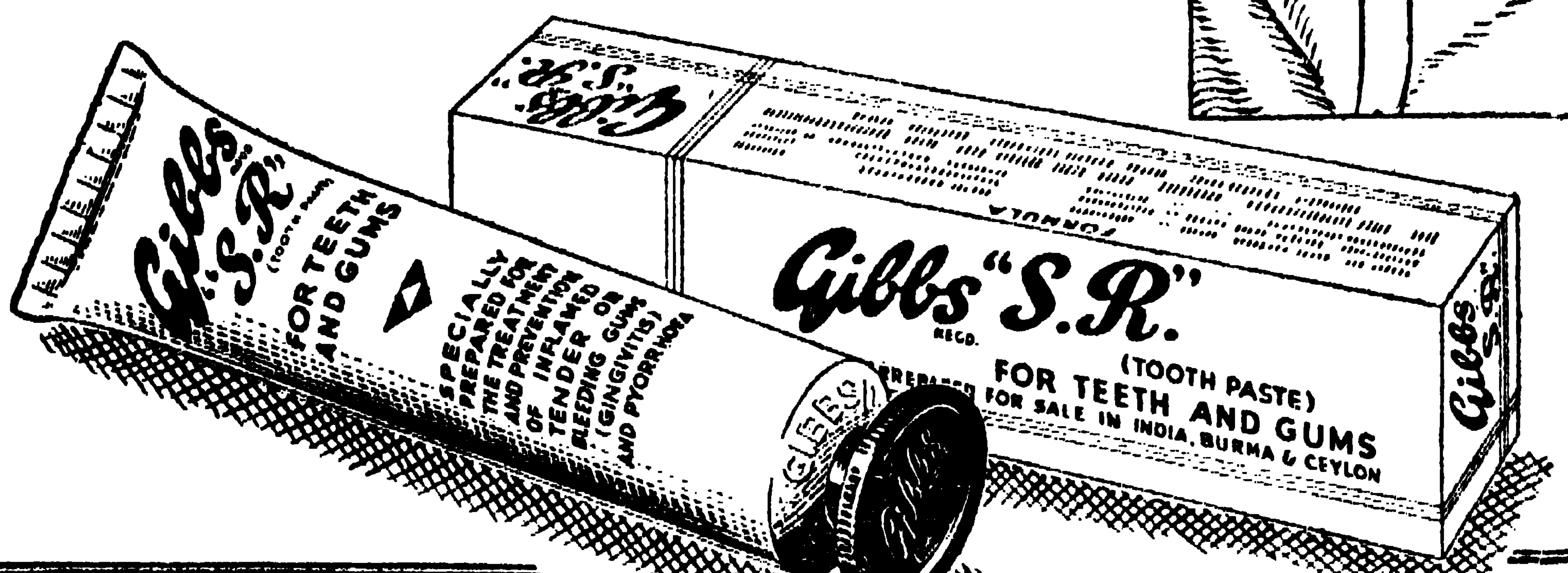

D. & W. GIBBS LTD., LONDON

GSR. 11-671 BG

দুলালীর আর সেখানে বসা চল্‌ল না, পাশ হতে লাঠি গাছটি তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়্‌ল। লাঠিতে ভর দিয়ে কিছুদূর যাবার পর আন্দাজ করে পাশে এক জায়গায় সে বসে পড়ল, তখনও দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। দুলালী চীৎকার করতে লাগল, "বাবুগো দয়া করে এই অন্ধকে একটি পয়সা দিয়ে যাও"—

প্রত্যেক দিনের মত সন্ধ্যের পর কালু এসে দুলালীকে বাড়ী নিয়ে গেল। আজ সে দুলালীকে প্রহার করতে লাগল। কারণ হচ্ছে নির্দ্দিষ্ট জায়গা হতে সে দূরে সরে বসেছিল কেন? এবং অন্য দিনের চেয়ে আজকের ভিক্ষালব্ধ পয়সা কড়ি অতিশয় কম তাই। দুলালীর কোন প্রকার কাকুতি মিনতিই আজ কালুর কাণে গেল না।

পরদিন কালু আবার সেই জায়গায় দুলালীকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রেখে এল। সারাদিনের পর রাস্তায় কর্ম্মক্লান্ত অফিসারদের স্রোত তখন অনেকটা কমে এসেছে, কিন্তু তখনও দু' একটা পয়সা মাঝে মাঝে দুলালীর হাতে পড়ছে। এমন সময় হঠাৎ একটি লোক এসে বল্‌লে "দুলি, কাল তোকে কত খুঁজলুম, কোথায় গেছলি রে? নে শিগ্‌গির এই খাবারটা খেয়ে ফেল দিকিন" —বলে এক ঠোঙ্গা খাবার সে দুলালীর হাতে একপ্রকার গুঁজে দিলে। দুলালী প্রথমে অবাক্ হয়ে গেল। সত্যই ত' কে এমন মহৎ প্রাণ অভাগী অন্ধের জন্য খাবারের ঠোঙ্গা নিয়ে এসেছে। দুলালী কাতর কণ্ঠে বল্‌লে "কে আপনি?"

লোকটি দুলালীর কাণের কাছে মুখটি এনে বল্‌লে "আমি কে?—আমাকে একদম ভুলে গেছিস্ দুলী? ওঃ তুই অন্ধ হয়ে গেছিস্। কি করে অন্ধ হলি দুলী?—"

দুলালীর যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে খপ্ করে লোকটির একটি হাত ধরে সে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো, "তুমি—বিশুদা তুমি? কোথা থেকে এলে ভাই তুমি এখানে—ওঃ বড় তেষ্টা, একটু জল দিতে পার বিশুদা?"

"দাঁড়া আন্‌ছি", বলে বিশ্বনাথ ত্বরিৎপদে চলে গেল। একটু পরেই একটা ভাঁড়ে করে জল নিয়ে এসে বল্‌লে, "নে নে ধর্—শিগ্‌গির ধর্, ছ্যাদা আছে রে, এক্ষুনি সব পড়ে যাবে?"—

জলটা এক নিশ্বাসে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলে 'বিশুদা' বলে দুলালী কাঁদতে লাগল। তার দু'টি অন্ধ চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বিশ্বনাথও আর চুপ করে থাকতে পারল না, সেও কাঁদতে লাগল। একটু সামলে নিয়ে সে বল্লে, "তোর বড় কষ্ট না দুলী? চল্ আমার সঙ্গে চল্, যাবি? তোর স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে তোকে দেখবার জন্যে তোদের গ্রামে গেছলুম এবং খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলুম যে তোরও খুব মায়ের দয়া হয়েছিল এবং একদিন তোকে সুরী গোয়ালিনী লাঠি ধরে নদীর ধারের দিকে যেতে দেখেছে। তারপর আর কেউ কোন খবরই বলতে পারলে না। আর কি করি, বাড়ী ফিরে এলুম। গ্রামে এসেও তোর অনেক খোঁজ করলুম, কিন্তু কিছুতেই তোর সন্ধান করতে পারলুম না। গত বৎসর দেশে একদম চাষ হয়নি, সুতরাং খাব কি, তাই কিছু পয়সা ধারধোর করে কলকাতায় এসেছি, দেখি যদি কোন বাবুর বাড়ী একটা চাকরী মেলে। সেদিন রাস্তা দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে তোকে দেখতে পেলুম, কিন্তু ভাল করে চিনতে পারিনি, তাই আজ আবার এ পথে এসেছিলুম এবং তোর ঘাড়ে সেই সাদা দাগটা দেখে তোকে চিনতে পারলুম। চল্ আমার সঙ্গে, যাবি দুলী? আহা তোর কত কষ্ট হচ্ছে"—

কৃতজ্ঞতায় দুলালীর অন্তঃকরণ ভরে উঠলো—এই সেই বিশুদা! ছেলেবেলার কত কথা আজ তার মনে হতে লাগল। সেই গন্ধরাজ ফুল পেড়ে দেওয়া, ছিপ দিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া—এক সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে দীঘির জলে নাওয়া আরও কত কি—সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো, "যাব বিশুদা, যাব তোমার সঙ্গে। আমি আর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না, ও আমায় বড় কষ্ট দেয়। এই দেখনা" বলে দুলালী তার হাত দুটো বাড়িয়ে দেখালে। তাতে সব মারধোরের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখে বিশ্বনাথ শিউরে উঠলো। এমন নরপিশাচও থাকে যে এই অসহায়া অন্ধ বালিকার উপর অত্যাচার করে শান্তি পায়। ভগবান কি সত্যই নেই, তিনি কি কিছুই দেখতে পান না, লোকে যে বলে দুর্ব্বলের ভগবান সহায়, তিনিই তাকে রক্ষা করে চলেন আপদে বিপদে। তবে আজ দুলীর এত কষ্ট কেন? বিশ্বনাথ আর ভাবতে পারে না, বলে "শিগ্‌গির চল তবে, সন্ধ্যে হয়ে এল। আবার তোর দুষমন কালু না কালু এসে পড়তে পারে, তখন সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে"—

—"তবে চল, ধর এই লাঠিটা"—আগে আগে বিশ্বনাথ চল্‌ল, লাঠির অগ্রভাগ ধরে আর পিছন দিকটা ধরে চল্‌ল অন্ধ দুলালী।

"আচ্ছা বিশুদা, ছেলেবেলার কথাগুলো তোমার সব মনে আছে?"—

দুলালীর প্রশ্নে বিশ্বনাথ জবাব দিলে, "ওরে সে-সব কথা কি ভোলা যায় রে—?" ছেলেবেলার খেলাধুলো—তার কি তুলনা আছে ভাই? তোর মনে আছে দুলী একবার তোকে আমি ল্যাং মেরে খানায় ফেলে দিয়েছিলুম, তাতে তোর ঘাড়ের খানিকটা কাঁচে কেটে গিয়েছিল। আমি যে ভয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছলুম, আবার রাত্রে বাড়ী ফিরে কত বকুনি খেয়ে শেষে তোর কাছে মাপ চাইতে হয়েছিল।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দুলালী বল্লে, "সেদিনকার কাটার দাগ ধরেই ত' আজ তুমি আমায় চিনতে পারলে, আমার খুব মনে আছে সে কথা।"

সবে মাত্র খানিকটা পথ তারা তখন এগিয়ে গেছে এমন সময়ে কালু দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে পিছন হতে বিশ্বনাথের গলাটা সজোরে দু'হাতে টিপে ধরে বিকট স্বরে চীৎকার করে বলে উঠলো "একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্? আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন"—তারপরই হুড়মুড় করে দু'জনে পড়ল ফুটপাতের ওপর। ওধারে দুলালী চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, "ওগো কে কোথায় আছো রক্ষা কর, বিশুদাকে মেরে ফেল্‌লে গো।"

রাস্তায় অনেক লোক জমে গেল, কিন্তু কালু বিনিয়ে বিনিয়ে এমন কতকগুলি কথা বল্‌লে যাতে রাস্তার লোকদেরও ধারণা হ'ল যে কালুর আপনা-আপনি এই অন্ধ যুবতীটিকে এই লোকটি নিয়ে পালাচ্ছিল। সুতরাং

২৫০৲ টাকা পুরস্কার

বশীকরণ যন্ত্র:—যাঁহাকে আপনি চান, তিনি পুরুষই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন, তাঁহার হৃদয় যত বড়ই কঠিন হউক, এমন কি, তিনি যদি আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতেও ঘৃণা করেন, তবুও ইহার দ্বারা তিনি আপনার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িবেন। মূল্য:—রৌপ্যনির্ম্মিত যন্ত্র—২৸৵০, তাম্র নির্ম্মিত—১৸৵০, এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত—৫৷৷০।

লক্ষ্মী যন্ত্র:—ইহা দ্বারা ব্যবসায়ে লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, লটারীতে জয়, পরীক্ষা, মামলা মোকর্দ্দমা, মারামারি, কুস্তি প্রভৃতিতে জয়লাভ এবং নবগ্রহের তুষ্টি সাধন হয়। ইহা আপনার সৌভাগ্য আনয়ন করিবে। মূল্য:—রৌপ্যনির্ম্মিত—১৸৵০, তাম্রনির্ম্মিত—১৸৵০, এবং স্বর্ণনির্ম্মিত ৫৷৷০।

দ্রষ্টব্য:—অসত্য প্রমাণে ২৫০৲ টাকা পুরস্কার এবং ফললাভ না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে

AMERICAN MESMERISM HOUSE.
Post Box No. 27 (D. P.) Amritsar (India).

কেউ কেউ জনতার মধ্য হতে সুযোগ বুঝে বিশ্বনাথকে দু-এক ঘা কষিয়েও দিলে। কেউবা বললে "অন্ধ স্ত্রীলোকের ওপর এত লোভ কেন বাবা? ভালো-টালো দেখে একটা খুঁজে-পেতে নাওনা" ইত্যাদি ইত্যাদি।

জোর করে হড়হড় করে টানতে টানতে কালু দুলালীকে নিয়ে যখন বস্তিতে ফিরে এল তখন অন্ধকারটা বেশ ঘোরাল হোয়ে উঠেছে। এরপর চল্‌ল পৈশাচিক নির্য্যাতন। কালু দুলালীকে জোর করে ঘরের ভেতর টেনে এনে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। তারপর ঘরের একপ্রান্ত হতে একটা লোহার শিক্ কুড়িয়ে নিয়ে এল এবং খানিকটা আগুন জেলে তাতে সেটা বেশ করে গরম করে সে দুলালীর কাছে এগিয়ে এল এবং চীৎকার করে উঠ্‌লো "তবে রে নচ্ছারনি, এবারে ডাক্ তোর বিশুদাকে, সে এসে তোকে রক্ষা করুক"—বলে সেই গরম লোহাটি দুলালীর হাঁটুর মাথায় চেপে ধরলে। অসহ্য যন্ত্রণায় সে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো "বাবা—বাবা গো!" তারপর সেই উত্তপ্ত লোহার শিক দিয়ে নির্ম্মম ভাবে কালু দুলালীর মাথায় পিঠে কোমরে আঘাত করতে লাগল। অতিরিক্ত যন্ত্রণা ও আঘাতের ফলে সে আর চীৎকার করতে পারলে না, তার মাথাটি পিছন দিকে ঝুলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটিও পাশের দিকে হেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। চির জীবনের মত অন্ধ দুলালী স্বার্থপর ধরণীর বিষাক্তপূর্ণ আবহাওয়া থেকে বিদায় নিলে।

এতক্ষণে কালুর চৈতন্য হল। সে দেখলে দুলালী আর নড়েও না চড়েও না, তবে কি মরে গেল?—সত্যিই ত' এর আর নিশ্বাস প্রশ্বাস বইছে না। ভয়ে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠ্‌লো। পুলিশ কেসের ভয়ে দরজায় সে তাড়াতাড়ি একটা তালা লাগিয়ে পালিয়ে গেল।

এধারে মারধোর খেয়ে বিশ্বনাথ থানার দিকে ছুটে চল্‌ল। এত বড় নৃশংস অত্যাচার সে কখনই সইবে না। আজ দুলালীর কেউ না থাকলেও সেত' আছে। যখন সন্ধান পাওয়া গেছে তখন যে-কোন উপায়ে এই দুর্বৃত্তের হাত থেকে ওকে রক্ষা করতেই হবে। না জানি আজ কত হতভাগী এই রকম কত দুর্বৃত্তের হাতে পড়ে নির্য্যাতন ভোগ করছে।

থানার দারোগা বিশ্বনাথের মুখে সব কথা শুনে বল্‌লেন, "তুমি সেই বস্তিটা দেখিয়ে দিতে পারবে ত?" উত্তরে বিশ্বনাথ বল্‌লে "আমি ঠিক বলতে না পারলেও আন্দাজ করে আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব।" কালুর কাছে কথায় কথায় দুলালী বাসার ঠিকানা জেনে নিয়েছিল এবং সেও বিশ্বনাথকে যা বলেছিল তারই উপর নির্ভর করে বিশ্বনাথ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকে নিয়ে চল্‌ল।

ঠিকানা খুঁজে আসতে তাদের কিছুমাত্র কষ্ট হ'ল না, কিন্তু দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলতে দেখে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর আশে পাশে খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, সন্ধ্যের সময় এই বাসা থেকে করুণ চীৎকারের ধ্বনি তারা শুনতে পেয়েছে। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে ইন্‌স্পেক্টর তালা ভেঙে ফেল্‌লেন এবং বিজলী বাতির সাহায্যে যা দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, দেখলেন অন্ধ দুলালী ঘরের মেঝেতে চীৎ হয়ে পড়ে আছে এবং মুখ দিয়ে রক্তের ধারা বেরিয়ে ঘরের মেঝেটা লাল হয়ে গেছে।

গলা বাড়িয়ে বিশ্বনাথ বল্‌লে "বাবু বেঁচে আছে ত?" একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে ইন্‌স্পেক্টর বল্‌লেন "না বেঁচে নেই।"—

ছেলেবেলার খেলার সাথী দুলালী আজ নেই, বিশ্বনাথের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল, দু'হাতে মুখ ঢেকে চীৎকার করে কেঁদে বলে উঠলো,

"হা—ভগবান, তোমার রাজ্যে কি অনাথ আতুরের এই বিচার" তার দুটি চোখ বেয়ে অজস্র অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। সেই ইন্‌স্পেক্টর এখন বরাহনগরে বদলি হয়ে এসেছেন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কাছে কি একটা বিশেষ কাজে তিনি এসেছিলেন। ফেরার পথে দেখলেন যে মন্দিরের বাইরে একটী ভিক্ষুক তানপুরা বাজিয়ে গান করছে—

'আমার অন্ধ সাথী হারিয়ে গেছে
জীবন দরিয়ায় রে—'

ভিক্ষুককে দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সে আমাদের পুরাতন বিশ্বনাথ ছাড়া আর কেউ নয়।

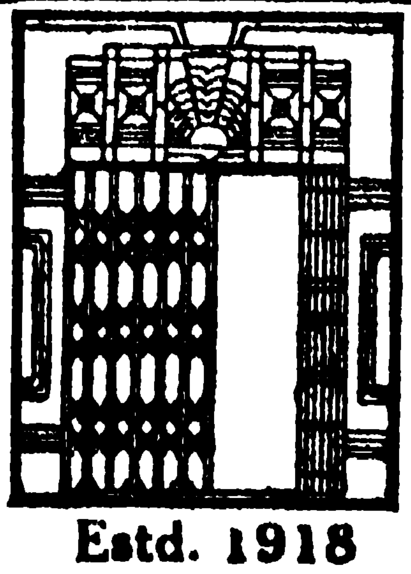
Estd. 1918

সুন্দর
সস্তা
মজবুত
সবচেয়ে ভাল
কোলাপসিবল গেট-এর
গ্রীল্ঃ রেলিংঃ প্রভৃতির জন্য
নান আয়রণ ওয়ার্কস-এ
ম্যানেজিং এজেণ্ট: বি. নান
অনুসন্ধান করুন।
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩২৩৪

আলোচনার আসর

বিবাহিতা শিক্ষিতা স্বাধীনা এবং উপার্জ্জনশীলা রমণীর মধ্যে কে অধিক সুখী ?

(১০)

স্বাধীনা কুমারী সুখী না বিবাহিতা নারী সুখী—একথা বিবেচনা করে ভাবতে অনেক সময় লাগে।

আজকাল বাল্য-বিবাহ একেবারে উঠে গেছে, এবিষয়ে এখন আমাদের অভিযোগ করবার কিছু নাই। কুমারী বেলায় ইচ্ছানুসারে স্বাধীনভাবে থাকবার সময় ও সুযোগ আমরা যথেষ্ট পেয়ে থাকি। তারপর যদি শিক্ষিতা কুমারী বিবাহ না করে স্বাধীনভাবে উপার্জ্জনশীলা হয়ে জীবন কাটাতে চান, তা' হ'লে তাতে তিনি সুখী হবেন কি না—? আমরা চোখের উপর দেখি যে অনেক রকম শিখেও নারী সেই বিবাহ-বন্ধনে বাঁধা পড়েন, তখন মনে হয় স্বাধীনভাবে থাকাটা হয়ত কিছুদিন ভাল, বেশী দিন চললেই বিপদ। শিক্ষিতা নারী ভাবেন যে, তাঁদের আর গৃহ আঁকড়ে ধরে থাকা চলবে না, বাইরের জগতে অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম পড়ে আছে, কিন্তু তাঁরা ভুলেও একবার বৃহৎ অন্তঃপুরের দিকে তাকাবেন না। বাইরের কাজ সময়-বিশেষে নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়, তাই বলে ভিতরের কাজও উপেক্ষণীয় নয়। যতদিন আমাদের দেহে তাজা-রক্ত থাকে, ততদিন আমরা কাণ্ডজ্ঞান-হীনের মত চীৎকার করি "বিয়ে করব না, কারো গলগ্রহ হবো না, স্বাধীনভাবে নিজেকে চালাব।" তারপর যখন অবিশ্রান্ত খেটে খেটে বয়ঃধর্ম্মে শরীর দুর্ব্বল হয়ে আসে, তখন মন চায় অবলম্বন। কিন্তু এটা ভাবা দরকার যে তখন বিয়ে করবে কে? রুগ্নকে বিয়ে করে ডাক্তার আর নার্সের সংখ্যা বাড়াতে কেউ রাজী হন না। তখন যে সব মেয়ে রোগে ভুগে জীবন্মৃত হয়ে দিন কাটায়, তাদের সংখ্যাও অল্প নয়। রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা দেবার তখন কেউ থাকে না। অসুখের সময় সকলেই প্রিয়জনের শুশ্রূষা কামনা করে, কিন্তু স্বাধীনার ভাগ্যে জোটে হয় হাঁসপাতাল, নয় ভাড়া করা নার্সের স্নেহহীন সেবা। এইজন্যই বলি স্বাধীনা হয়ে থাকা সুখের নয়। শিক্ষার অহঙ্কারে যদি আমরা গৃহকে খাঁচা বলে মনে করি, তা' হ'লে সে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য রইল কোথায়? নারী শিক্ষা পেতে চায়, তবে সেটা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যদি নেওয়া হয়, তা' হ'লে মোটেই ভাল নয়। তবে জীবিকা অর্জ্জনের জ্ঞান থাকা দরকার। আমাদের দেশ পরাধীন দেশ, এদেশের ছেলেরা সামান্য একটু চাকরী করতে পেলে নিজেদের ভাগ্যবান বলে মানে। সে জায়গায় মেয়েরা সেই চাকরীগুলো করে ছেলেদের বেকার-সংখ্যা বাড়িয়ে কি লাভ? এখনি-ত' ছেলেদের মত মেয়েদেরও ভাগ্যে 'নো ভেকেন্সি' জুটছে। বিগত মহাসমরের সময় পুরুষেরা যুদ্ধে গেলে তাদের কাজ মেয়েরাই সম্পন্ন করেছিল, আগেই বলেছি যে প্রয়োজন হ'লে নিশ্চয়ই করবে। এখানে আবারও বলছি, কুমারী বেলায় যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তা যেন স্বাধীনভাবে থাকবার অহঙ্কার নিয়ে বর্দ্ধিত না হয়, কুমারী বেলার শিক্ষা ভবিষ্যৎ নারী জীবনের বিশিষ্টতা হারিয়ে ফেলবার জন্য নয়, তাকে আরো সুন্দর, মার্জ্জিত করে তোলবার জন্য। সংসারে পুরুষ একলা প্রাণপণ খেটেও অবস্থা স্বচ্ছল করে আনতে পারে না, তখন নারীর একান্ত নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকা মোটেই উচিত নয়। তবে সংসারী হলেই যে সব সুখের সন্ধান মিলবে, তার কোন মানে নেই; তবে দুঃখকষ্ট পেলেও স্বামীপুত্র সহযোগে সে দুঃখের সহানুভূতি মিলতে পারে নিশ্চয়ই।

রাশিয়াতে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ওদের নারী-সমাজ এত নীচে পড়ে ছিল যে, আমাদের দেশের পূর্ব্বেকার নারী সমাজের সঙ্গে প্রায় মিল ছিল। অধুনা রাশিয়ার মেয়েরা সব দিক দিয়ে জেগে উঠেছে, এই জেগে ওঠার মূলে ছিল রাশিয়ান নারীদের অসাধারণ আত্মত্যাগ ও সাধু ইচ্ছা। আমাদের দেশে স্বাধীনতা আর প্রগতি বোঝায় কেবল অনুকরণ করাকে। স্বাধীনতা অর্থ অনেকে ঠিক বুঝতে পারে নি। সকলকে এক দোষে দোষী করা যায় না, আজকালকার দিনে বাংলায় দু'এক জন হয়ত মহিয়সী নারী দেখা যায়, কিন্তু খুব কম। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মত একাধারে সর্ব্বগুণসম্পন্না নারী কি আর দ্বিতীয় দেখতে পাওয়া যায়? সরোজিনী নাইডুও বিবাহিতা, এবং সন্তানের জননী, তাই বলে শুধু গৃহধর্ম্ম পালন করে তাঁর

নাই।

বেশী তাড়াতাড়ি পুরুষদের চাইতে নারীদের এগিয়ে যাওয়ায় বিপদ আছে—পিছন ফিরলেও ক্ষতি, সব চেয়ে উত্তম উপায় পুরুষ ও নারীর পাশাপাশি চলা। একদিকে স্বাধীনা, শিক্ষিতা, মার্জ্জিতরুচি, উপার্জ্জনশীলা, কুমারী নারী, অন্যদিকে কল্যাণী, সেবাপরায়ণা, স্নেহপ্রবণ, শিক্ষিতা, বিবাহিতা নারী—তুলনা করলে রবি ঠাকুরের "দুই নারী" কাব্যের যথাক্রমে 'উর্ব্বশী' ও 'লক্ষ্মীর' কথাই মনে পড়ে, আমার মতে 'লক্ষ্মী' ভাল।

নমস্কারান্তে নিবেদন, ইতি—
কুমারী বিজলী সরকার
ক্লার্ক রোড,
পুরী।

(১১)

প্রত্যেক নারীর এমন একটি সময় আসে যখন তাহার সকল দায়িত্ব নির্ভর করে অপর একজন পুরুষের উপর। বিবাহিত রমণীরা স্বামীকে সুখী করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করে, তারপর আরও আনন্দলাভ করে "মা" হইয়া; এই কোমল শিশুর স্পর্শে নারীর নারীত্ব বিকাশ পায়। মেয়েরা স্বামী-গৃহে যেটুকু স্বাধীনতা পায় তাহাতেই তাহারা সুখী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যাহাতে ব্যবধানের সৃষ্টি না হয় সেদিকে স্ত্রী-পুরুষের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যে সংসারে কর্ত্তব্যপরায়ণা আদর্শরূপিণী জননী এবং যে স্বামীকে সর্ব্বদা সুখে রাখে তার প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা দিয়া—সেই গৃহই হয় সুখের নীড়। অবশ্য বহু বিবাহিতা নারীও উপেক্ষিতা, লাঞ্ছিতা হয়, তখন নারীর কর্ত্তব্য স্বামী কিংবা শাশুড়ী ননদকে প্রীতি, ভক্তি, ভালবাসা দিয়া নিকটতম করিয়া লওয়া।

উপার্জ্জনশীলা, শিক্ষিতা রমণীগণের সর্ব্বদাই কর্ম্মস্থলে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা আছে। এই পরাধীন দেশে স্বাধীনা হওয়া বিড়ম্বনা। বিবাহিতা রমণীরা সাংসারিক জীবনে যে স্বর্গীয় সুখ উপলব্ধি করে, শিক্ষিতা স্বাধীনারা তাহাদের জীবনে সে সুখের অধিকারিণী হইতে পারে না। সুতরাং স্বাধীনা শিক্ষিতা রমণীগণের অপেক্ষা বিবাহিতা রমণীরা অধিক সুখী এবং তাহাদের জীবন অতিশয় পবিত্র।

শ্রীমতী অনুপমা বেশ
বড়সাহি,
ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট্।

(৫৩)

শ্রদ্ধেয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু,

মহাশয়া,

গত ১৭শ সংখ্যা 'দীপালী'তে মিস শান্তি সুধা চ্যাটার্জ্জী (টাটানগর) ও শ্রীমতী শান্তি লাহিড়ী (সোনারপুর) আমার ১৪শ সংখ্যা দীপালীতে প্রকাশিত 'খেজুর ছড়ি' ও 'শশা বীচি' প্যাটার্ণ দুইটি ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

'খেজুর ছড়ি' প্যাটার্ণ

এই প্যাটার্ণটী সম্বন্ধে মিস চ্যাটার্জ্জী যে ঘর বাড়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন আমার মনে হয় তাহা তাঁর ভুলের জন্য হইয়াছে। ভগ্নী হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন—যে প্রত্যেক কাঁটা অন্তর পুনরাবৃত্তি করুন, এই কথাটি লিখিত আছে। পুনরাবৃত্তি করার অর্থ এই যে, যে রকম করিয়া বুনিলেন, সেই রকম করিয়া আবার বুনুন। এমনি করিয়া আপনার যতগুলি প্যাটার্ণের দরকার ততবার ঐরকম করিয়া বুনুন। পরে দ্বিতীয় কাঁটা বুনুন। আমার মনে হয় ভগ্নি পুনরাবৃত্তি কথার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার প্রত্যেক কাঁটায় পাঁচ, ছয় ঘর বাড়িয়া গিয়াছে। ভগ্নী আর একবার ঐ প্যাটার্ণটী তুলিয়া দেখিলে আমার কথার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন।

'শশা বীচি' প্যাটার্ণ

এই প্যাটার্ণ দুই কাঁটা বুনিলে উঠে। খুব কম কাঁটায় উঠে বলিয়া প্যাটার্ণটী তারপর দুই কাঁটায় উঠে বলিয়া প্রথমে প্যাটার্ণ উঠিতেছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু চার, পাঁচ আঙুল বোনা হইলে প্যাটার্ণ উঠিতেছে বলিয়া বেশ বোঝা যায়। যদিও প্যাটার্ণগুলি খুব ছোট, তবুও ঘন ঘন উঠে বলিয়া ইহা দেখিতে বড় সুন্দর লাগে।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি,

কুমারী কনক সেনগুপ্তা
পাটপুর রোড্,
বাঁকুড়া।

(৫৪)

শ্রদ্ধেয়া নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

ভগ্নি শ্রীদীপালী দেবী কাটোয়া (বর্দ্ধমান) হইতে "ছানার পোলাও" প্রস্তুত-প্রণালী জানিতে চাহিয়াছেন, আশা করি আপনাদের সুবিখ্যাত দীপালীতে আমার এই ক্ষুদ্র পত্রখানি ছাপাইয়া তাঁহাকে জানাইবেন।

ছানার পোলাও

উপকরণ:—ছানা /।।০ সের, চালের গুঁড়ি /।০ পোয়া, কলের ময়দা /৵০ পোয়া, চিনি /।।৵০ পোয়া, ঘৃত আন্দাজ মত, পেস্তা /০ আনার, কিস্‌মিস্ /০ আনার, জাফ্‌রাণ ৲১০ পয়সার, অল্প পরিমাণ গোলাপ জল, দুধ।

প্রণালী:—প্রথমে জাফ্‌রাণ একটি পরিষ্কার পাত্রে ভিজিয়ে দিন। পরে ছানাতে চালের গুঁড়ি ও ময়দা দিয়ে ডলতে থাকুন। ডলার পর যখন খুব নরম হবে তখন পরিষ্কার কড়াতে ঘৃত চাপান। ঘৃত বেশ গরম হলে, ঐগুলি ঝুরি-ভাজার ন্যায় সরু সরু করে ভেজে নিন। এইবার /।।৵০ পোয়া চিনিতে অল্প পরিমাণ জল দিয়ে রস তৈরী করে নিন, ও তাতে ছানার ঝুরিভাজাগুলি ছেড়ে দিন, পরে পেস্তাকুচি, কিস্‌মিস্, জাফ্‌রাণ দিয়ে নাড়তে থাকুন। রস শুকালে অল্প পরিমাণ গোলাপ জল দিয়ে, নামিয়ে নেবেন, ৪।৬ ঘণ্টা পরে খেয়ে দেখবেন কেমন সুস্বাদু।

আমার নমস্কার জানবেন। ইতি

খহিরুণনেশা মহম্মদজান
বড়বাজার, মেদিনীপুর।

(১০৫)

টেপারির জেলি

উপকরণ :—এক সের টেপারি, আধ সের চিনি, আদা, কিস্‌মিস্‌, নুন্‌। (সাধারণত এই ফল ফলের দোকানে পাওয়া যায়)।

প্রথমে টেপারিগুলি খোসা ছাড়াইয়া নিন্‌, পরে উহা একটু সিদ্ধ করিয়া জলটা ফেলিয়া দিন্‌। তারপরে উনানে পাত্র চড়ান, পরে চিনি ও আন্দাজ মত জল দিন, যেন বেশী না হয়। তারপরে উহাতে টেপারিগুলি ছাড়িয়া দিন এবং সেই সঙ্গে আদা ও কিস্‌মিস্‌ ঘিয়ে ভাজিয়া টেপারি গুলির মধ্যে দিন, যখন দেখিবেন যে বেশ ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন সামান্য একটু নুন্‌ দিয়া নামাইয়া লউন্‌। ইহা খাইতে খুব সুস্বাদু।

কুমারী আভা বসু
মুন্সীগঞ্জ
(ঢাকা)

(১০৬)

মুগের বরফি

উপকরণ—১ পোয়া মুগের ডাল, ১ পোয়া ঘি, ১ সের চিনি, ১ ছটাক ময়দা বা চাউলের মিহি গুঁড়া।

প্রণালী—প্রথমে ডাল বেশ করিয়া ভাজিয়া লউন, পরে আন্দাজমত জল দিন যাহাতে ডাল ভালভাবে সিদ্ধ হয়, তারপর চাউলের গুঁড়া বা ময়দা দিয়া মাখিয়া লউন—পরে একটি থালায় ঘিয়ের হাত দিয়া লউন, পরে ঐ ডাল ঐ থালায় ঢালিয়া দিন এবং একটি ছুরি দ্বারা বরফি আকারে কাটিয়া লউন। এইবার ঘিয়ে ভাজিয়া লউন—তার পর চিনির রসে ফেলুন। ইহা খাইতে খুব মুখরোচক।

কুমারী অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায়
বেনারস সিটি

(১০৭)

কাঁকড়ার ডালনা

উপকরণ :—কয়েকটা ঘি-ওয়ালা কাঁকড়া, আলু, পেঁয়াজ, আদা, হলুদ, লঙ্কা, গোল মরিচের গুঁড়া, চিনি, লবণ, তেজপাতা, গুঁড়ো গরম মশলা, ডিম ও কিছু বেশন।

প্রণালী :—প্রথমে কাঁকড়াগুলি ভাল করিয়া ধুইবে এবং ঐগুলি সিদ্ধ করিয়া ভিতরের অংশ বাহির করিয়া বাটিবে। ঐ বাটা কাঁকড়ার সহিত আন্দাজমত আদা, পেঁয়াজ ও লঙ্কাবাটা সামান্য চিনি ও লবণ মিশ্রিত করিয়া ছোট ছোট বলের আকারে গড়িয়া রাখিবে। পরে অপর একটা পাত্রে গোল মরিচের গুঁড়ো, বেশন, লবণ ও কয়েকটা ডিম ভাল করিয়া ফেটাইয়া ঐ কাঁকড়ার বল্‌গুলিতে মাখাইয়া লাল করিয়া ঘৃতের দ্বারা ভাজিবে।

তারপর কতকগুলো আলুর দমের আকারে আলু কাটিয়া ভাজিয়া রাখিবে। পরে একটা কড়ায় কিছু ঘৃত, চিনি, লবণ, হলুদ, লঙ্কাবাটা, দই এবং তেজপাতা সমেত মশলাগুলি ভাজিবে; একটু লাল হইলে ঐ আলুগুলি ছাড়িয়া দিয়া আন্দাজমত জল দিবে। আলুগুলি সিদ্ধ হইয়াছে কি না দেখিয়া উহাতে কাঁকড়ার বল্‌গুলিও ছাড়িয়া দিবে। পরে অল্প পরিমাণ জল থাকিতে নামাইয়া গুড়া গরম মশলা দিবে।

শ্রীরেখা দে
'ইন্দ্রধাম'
কলিকাতা

সিমপাতুড়ি

১০।১২ খানা কচি সিম খুব সরু সরু কুচাইয়া ধুইয়া লইবেন। একটি নারিকেলের চারভাগের একভাগ বাটিয়া রাখিবেন। আন্দাজমত সরিষা বাটা, হলুদ, লবণ ও নারিকেলবাটাসহ সিমগুলি মাখিয়া লইবেন। ধনেপাতা দিলে ভাল হয়, একখানি ভাল কলাপাতায় এমন ভাবে মুড়িয়া বাঁধিয়া নিবেন যেন কোনরকমে ঐ গুলি বাহির হইয়া না যায়। তারপর ঐ মোড়া পাতুড়ি চাটুতে কিংবা উনানের নীচে সিদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবেন। উনানের নীচে রাখিলেই ভাল হয়, মাঝে মাঝে উল্টাইয়া দিবেন, দেখিবেন যেন পুড়িয়া না যায়, সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া লইবেন, ইহা খাইতে খুব মুখরোচক।

শ্রীমতী রমারাণী নাগ
'কে' রোড্‌
জামসেদপুর

(১০৯)

মাছের সুক্তোনি

উপকরণ—১ সের পাকা রুই মাছ, তেল ১ পোয়া, আধ সের বেগুন ছোট ছোট করে কুটে নিতে হবে, মটরশুটি ছাড়ান ১ পোয়া। মশলার প্রয়োজন—নুন হলুদ, লঙ্কা, ধনে, আদাবাটা ও পাঁচফোড়ন। প্রথমে মাছের আন্দাজে তেল চড়াতে হবে, তেলটা হলে পাঁচফোড়ন দিয়ে বেগুন ও মটরশুটি ছাড়তে হবে। বেগুন হাল্কা ভাজা হলে মাছ ছাড়তে হবে, এই সঙ্গে মশলাও শুধু আদাবাটা বাদে। মশলা আন্দাজ করে দেবেন। মাছ ও বেগুন মাঝারি রকম ভাজা হলে জল ঢেলে দেবেন। এ রকম ভাবে ভাজবেন যাতে মাছ ও মশলার কাঁচা গন্ধ না থাকে। সেদ্ধর জন্য জল অল্প দেবেন। নামানোর সময় আদাবাটা ও সামান্য ময়দা দিয়ে নামাবেন ও মাছগুলি ভেঙে দেবেন। খুব সুন্দর খেতে হয় যদি ঠিকমত রান্না হয়।

শ্রীঅপরাজিতা দেবী
"মধুভবন", লক্ষ্ণৌ

গ্রহণ

জার্ম্মান্ অফিসারদের বধূ

হিট্‌লার ব্যবস্থা করিয়াছেন, জার্মান্ অফিসারদের বিবাহে, কন্যা সরকারই ঠিক করিবে। যাহারা সরকারী কর্ম্মচারীর স্ত্রী হইবার উচ্চাশা রাখে, তাহাদিগকে প্রথমত নীরোগতার এক সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে; তাহার পর প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহার পূর্ব্বপুরুষ খাঁটি অবিমিশ্র আর্য্য অর্থাৎ জার্মান্ ছাড়া অন্য কোনও জাতির সহিত তাহার পূর্ব্বপুরুষদের কখনও বিবাহ হয় নাই। এইবার হিট্‌লার কর্ম্মচারীদের সন্তান লালন পালনের ভারও বোধ হয় গ্রহণ করিবে।

*

জার্ম্মাণীতে নারীর দুর্দ্দশা

গোলাবারুদের কারখানায় কাজ করিবার জন্য জার্মানীর মেয়েদিগকে ডাক পড়িয়াছে। দর্জ্জি, ঝি, দোকানের কর্ম্মচারিণী, হোটেলের সেবিকা প্রভৃতি সমস্ত মেয়েদিগকে দুই দিনের মধ্যে হাজির হইতে হবে, না হইলে, দেশদ্রোহের অপরাধে তাহাদের ভিটে মাটি উচ্ছন্ন করা হইবে। ফলে ৫০ হাজার নারী প্রাণভয়ে হাজির হইয়াছে। রাজ্য শাসনে বাহাদুরী আছে!

*

জার্ম্মাণীতে বিবাহ বৃদ্ধি

গত অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে জার্মাণীর ৫৬টি সহরে একলক্ষের অধিক লোকের বিবাহ হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে উক্ত তিন মাসে মাত্র ৬১ হাজারের কিছু বেশী নরনারী বিবাহিত হইয়াছিল।

*

জার্ম্মাণীতে মাতার আদর্শ

ছয় ভগিনীর একুনে মাত্র ৮২টি সন্তান। ইহারা হিটলারী মতে আদর্শ জননী। একটি ভগিনীরই মোট ২২টি। ওদেশে খরগোস গুলি আদর্শ নয়?

*

স্নান-বিলাস

রাণী এলিজাবেথ্ মাসে একবার করিয়া স্নান করিতেন।

মেরী, কুইন্ অফ্ স্কট্স্, তিনি মদে স্নান করিতেন। ইনি যখন ইংলণ্ডের কারাকক্ষে বাস করিতেছিলেন তখন আর্ল অফ্ শ্রুস্‌বেরীকে বহুবার তাঁহার স্নানের সুব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন।

রাণী এলিজাবেথের সভাসুন্দরীগণ দুধে স্নান করিতেন।

ফ্রান্সের ষোড়শ লুইকে তাহার দিনে তিন বহুবার শার্ট বদলাইতেন, কারণ তিনি অত্যন্ত ঘামিতেন।

*

ডিভোর্সের বিভিন্ন পন্থা

নেপালে স্বামীর বালিসের তলায় একটি পান রাখিলেই স্বামীকে স্ত্রীর ডিভোর্স করা হইল।

চীনদেশে স্ত্রী যদি বেশী কথা বলে তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ডিভোর্স করিতে পারে।

মুর জাতীয় বধূকে যদি গৃহত্যাগ করার সময় ঢিল ছোঁড়া হয় তাহা হইলে তাহার ডিভোর্সের পথ বন্ধ হইল।

টার্কোম্যান রিপাব্লিকের কোনো লোকের যদি স্ত্রীকে ডিভোর্স করার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সে শুধু স্ত্রীকে বলিবে "যাও।"

শ্যামদেশে বহু-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত, কিন্তু লোকে একবার মাত্র ডিভোর্স করিতে পারে, তবে তাহার ইচ্ছামত স্ত্রীকে সে বিক্রয় করিতে পারে।

মুরদের মধ্যে আর এক প্রথা প্রচলিত আছে। কোন রমণী যদি সন্তানের জননী হইতে না পারে তবে তাহাকে পরিত্যাগ করা কিছুমাত্র শক্ত নয়।

সিংহলে একজন লোক শুধু তাহার স্ত্রীকে চিঠি লিখিবে যে "Thou art divorced" (অর্থাৎ তোমাকে পরিত্যাগ করা হইল)। পত্নী যদি চিঠি নাও পায় তাহা হইলেও তাহার ডিভোর্সের অন্তরায় ঘটিবে না।

ইন্দো-চীনে যদি কোন ধৃত হস্তী কোন প্রকারে পলায়ন করে তাহার মানে এই বুঝাইবে যে শিকারীর স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিকা। এবং শিকার হইতে ফিরিবার পরই স্বামী পত্নীকে ডিভোর্স করিতে পারে।

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

নারী-নিগ্রহ

(৬৫)

দমদম

তারাপদ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি দমদমের শ্রীপ্রকাশেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের নিকট কর্ম্ম করিত। গত ৮ই মার্চ্চ প্রকাশের স্ত্রী কনকলতা হঠাৎ বাড়ী হইতে উধাও হওয়ায় তাহার স্বামী পুলিশে খবর দেয়। তারাপদ বজবজে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়, কিন্তু কনকলতার এখনও কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

(৬৬)

আলিপুর

একটি স্কুলের ছাত্রী বিদ্যালয় হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। পথে সুকুমার দাস নামক এক ব্যক্তি বালিকাটির গায়ে হস্তার্পণ ও আলিঙ্গন করিয়া ফেলিয়া দিয়া পলাইয়া যায়। বিচারে উক্ত দুর্ব্বৃত্তের এক বৎসর-কাল সৎভাবে জীবন যাপন করিবে বলিয়া এক মুচ্‌লেকা লওয়া হইয়াছে।

(৬৭)

কলিকাতা

আবদুল জব্বর ও আমেদ আলি দুইজনে পোভাদাসী নাম্নী এক বারবণিতার গৃহে গিয়া একদিন মদ্যপান আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ পরে জব্বর হঠাৎ ছোরা বাহির করিয়া রমণীকে হত্যা করিতে উদ্যত হয় ও আঘাত করে এবং আমেদ তাহাকে সাহায্য করে বলিয়া বিচারার্থ প্রেরিত। প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়কে হাইকোর্টে বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন।

(৬৮)

ব্যারাকপুর

হকিন্ বিবি তাহার স্বামী কাঁকিনারার আবদুল গণির নামে মাসিক ২৫৲ হারে খোর-পোষ দাবী করিয়া নালিশ করিয়াছে। প্রকাশ, গণি স্ত্রী ও দুই পুত্রকে ছাড়িয়া অন্যত্র অন্য একজন স্ত্রীলোকের সহিত বসবাস করিতেছে।

খেলার মাঠে

~ বজ্রবাহন ~

লীগের খেলা যত শেষ হয়ে আসছে, ততই তার আকর্ষণ বর্দ্ধিত হচ্ছে। মোহনবাগান লীগ পাবে, না ইষ্টবেঙ্গল পাবে, কিংবা মহমেডান পাবে এই নিয়ে খুব জল্পনা কল্পনা চলছে। মোহনবাগান যেভাবে খেলে চলেছে তাতে পথ তাদের সুগম—তবে ভাগ্য বিপর্য্যয় হতে আর কতক্ষণ! ইষ্টবেঙ্গলের আশাও ক্ষীণ হবার নয়। মহমেডান স্পোর্টিং ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে না মেরে বসে আবার। পুলিশ, ভবানীপুর ক্লাব এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব অগাধ সলিলে। কাকে ধরে যে কে পাড়ে উঠবে সেটাই ভাববার। ক্যালকাটা এবছর কোন মতে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে বলে মনে হয়।

*

খেলার মাঠে রেফারী নিয়ে এক মস্ত সমস্যা উপস্থিত। কাকে দিয়ে খেলা পরিচালনা করা হবে—সেই নিয়ে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা চলছে। কারণ আগে থেকে রেফারী ঠিক করা হলে, হয়ত তার প্রতি সুনজর অনেকেরই পড়ত। সেটা বন্ধ হয়ে ভাল হয়েছে। খেলার কিছুক্ষণ আগে রেফারীদের খেলার মাঠে বিলি করা হবে—তাতে সুনজর পড়বে না আশা করি। শোনা যাচ্ছে জনৈক রেফারী নিজের স্বার্থ রক্ষার্থ লাইনস্‌ম্যানের নির্দ্দেশ অবজ্ঞা করাতে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। যে সব রেফারী লাইনস্‌ম্যানদের নির্দ্দেশ অবজ্ঞা করে চলে—তাদের রীতিমত শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন, তবে যদি রেফারিং ভাল হয়।

*

মানা গুঁই খেলা আরম্ভের মিনিট ৪ পরে এমন একটি সুন্দর সট্ করেন, যা' গোলের ভিতরে ঢুকেছিল বলাও চলে। সেই বলটি বাঁচাতে গিয়ে রাম ভট্টাচার্য্য উলটে পড়ে যান এবং সকলের সন্দেহ দূরীভূত করেন। কিন্তু এরিয়ান্সের ভৌমিকের সেণ্টারে সুযোগ-সন্ধানী ডি, ব্যানার্জ্জি হেড দিয়ে গোলটি পরিশোধ করেন। মোহনবাগানের বুদ্ধিমান খেলোয়াড় নন্দ রায়চৌধুরী যেভাবে বল পরিচালনা করেন, তাতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভয় উপস্থিত হয়। ল্যাংচা মিত্র নন্দের কাছ থেকে বল পেয়ে জয়-নির্দ্দেশক গোলটি দেন।

*

ইষ্টবেঙ্গল পেছিয়ে পড়েছে। রেঞ্জার্সের সঙ্গে কোন মতে ড্র করেছে। ডি, সেন বনাম রেঞ্জার্স খেলা হয়েছিল বল্লেই চলে। সোমানা ও অজয় বসুর খেলা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সোমানা গোল দেন অজয় বসুর সেণ্টারে। হাফ-টাইমের ৩ মিনিটের

যক্ষ্মা-হাঁপানী কে বলে সারে না?
ভাওয়াল রাজকুমারের পুনর্জ্জীবন দাতা বাবা ধর্ম্মদাস নাগার গ্যারাণ্টী দেওয়া "এজমোডাইনা" সেবনে সারিবেই। ১ মাত্রায় উপশম, ১ শিশিতে আরোগ্য, (বিফল প্রমাণে মূল্য ফেরৎ) শিশি ২॥০।
ডব্লিউ ডাই এণ্ড কোং, ঠাটারীবাজার (দ) ঢাকা।

গর্ভসঙ্কটে ঋতুবন্ধে বাধকে
আকর্ষণী (গভঃ রেজিঃ) নিরাপদে নির্ঘাৎ স্রাব করাইয়া উপশম করে, কখনও নিষ্ফল হয়না। গ্যারাণ্টিড ৩॥/০, মাশুল ৶০। ষ্ট্যাম্পে জানুন।
বিবেকানন্দ কেমিক্যাল ওয়ার্কস, ঢাকা।

স্বাদে ও গন্ধে
—"দার্জ্জিলিং চা"
পাইকারী, খুচরা ও মফঃস্বল অর্ডার সরবরাহ করা হয়।
দার্জ্জিলিং টী ট্রেডিং কোং
৪২বি, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

প্রথম ডিভিসন লীগ তালিকা

টিম	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	পয়েণ্ট
মোহন বাগান	১৯	১৪	২	৩	২২	৮	৩০
মহঃ স্পোর্টিং	১৭	১০	৬	১	২৬	৭	২৬
ইষ্ট বেঙ্গল	১৯	৯	৮	২	২০	১০	২৬
রেঞ্জার্স	২০	৯	৬	৫	২৬	১৮	২৪
কালীঘাট	১৯	৮	৭	৪	২৫	২২	২৩
ই. বি. আর	২০	৬	৭	৭	২২	২৪	১৯
এরিয়ান্স	১৯	৬	৬	৭	২৩	২০	১৮
বর্ডার রেজিঃ	১৯	৬	৫	৮	১৮	২২	১৭
কাষ্টমস্	১৯	৪	৮	৭	১২	১৭	১৬
ক্যালকাটা	১৯	৩	৭	৯	১৬	২৭	১৩
পুলিশ	১৯	৪	৪	১১	২২	৩০	১২
স্পোর্টিং ইউঃ	১৯	৪	৪	১১	১২	২৭	১২
ভবানীপুর	২০	৪	৪	১২	১০	২৮	১২

আগে আর, লামসডেন গোলটি পরিশোধ করেন।

*

ভবানীপুর ২ গোলে পুলিশের কাছে কাবু হয়ে পড়ে ভীষণ সমস্যায় পড়েছে। এখন বাঁচে কেমন করে! জলসিক্ত মাঠে ভবানীপুর কোন সুবিধা করতে পারে নি। পুলিশের পি, ডি'মেলো ও মিলস্ গোল করেন। তপেন দত্ত গোলে খুব বল বাঁচিয়েছেন। ভূধর রায়চৌধুরী ও ভট্টাচার্য্যের খেলা দর্শনীয় হয়।

*

এরিয়ান্স কোনও গোল দিতে না পারায় ভবানীপুর ১টি পয়েণ্ট লাভ করে। খেলাটি আকর্ষণীয় নয় অথচ প্রতিযোগিতামূলক। উভয়েই নাছোড়বন্দা। তপেন দত্ত গোলে অনেক বল বাঁচান। এস, ভট্টাচার্য্য ব্যাকে খুব সুন্দর খেলেন। এরিয়ান্সের খাপছাড়া …র ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

*

মোহনবাগানের ছায়া ব্যানার্জি ২টী গোল দিয়ে পুলিশের দিকে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর খেলা তেমন সুন্দর হয় নি। অনিল দে'র খেলা মন্দ লাগল না। তারক চৌধুরী ব্যাকে চমৎকার খেলেন। মানা গুঁইয়ের প্রশংসা করে আর তাঁর মাথা নষ্ট করে দিতে চাই না। শেষ মুহূর্ত্তে পুলিশের এ্যালেন ১টি গোল পরিশোধ করেন।

*

মহমেডান ২-১ গোলে বর্ডারকে হারাতে পেরেছে রেফারীর জন্য। ভুল নির্দ্দেশ না দিলে হয়তঃ খেলাটী ড্র হত। রসিদ খাঁন ও সাবু মহমেডান পক্ষে এবং গ্রেভস্ বর্ডার পক্ষে গোল করেন।

*

রেলদল ৪-২ গোলে রেঞ্জার্সের কাছে হেরেছে। রেলদলের খেলার মধ্যে কোন প্রাণ নেই বল্লেই চলে। কার্ভে ব্যাকে একা কতক্ষণ খেলতে পারে। রেলদলের এন, মজুমদার ২ গোল করেন। রেঞ্জার্স পক্ষে আর, লামসডেন ২ ও হুইটবার্ণ ২ গোল দিতে সক্ষম হন। প্রথমার্দ্ধে রেলদল এক গোলে জিতছিল কিন্তু শেষ দশ মিনিটে আর পাঁচখানি গোল হয়।

*

স্পোর্টিং বেচারী ৩ গোলে ঘায়েল হল শেষে ইষ্টবেঙ্গলের কাছে। তবে দু'টী গোল গোলকীপারের দোষে হয়েছে বলা চলে। সোমানা ২ ও এন, গুহ গোল দিয়ে ২টী পয়েণ্ট লাভ করলো।

*

আন্তর্জাতিক খেলায় ভারতীয় দল ৩-২ গোলে জয়লাভ করে ভারতীয়দের গৌরব বর্দ্ধিত করেছে। টিম নির্ব্বাচন ভাল না হওয়াতে খেলা নিম্নশ্রেণীর হয়, মাঠে দর্শকের অভাব হয়। অনিল দে, সোমানা ও সাবু গোল করেন ভারতীয় পক্ষে। ইউরোপীয়ান পক্ষে আর, লামসডেন ও গ্রেভস্ গোল করেন। ভারতীয় দল ২-০ গোলে প্রথমে হারতে থাকে, তারপর শেষ দশ মিনিটে পর পর তিনটী গোল দিয়ে ভারতীয়রা জয়লাভ করে।

*

মহামেডান স্পোর্টিং কালীঘাটকে ২-০ গোলে হারিয়ে লীগের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলো। কালীঘাট সেদিন মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। গোল দুটি দেন সাবু। স্পোর্টিং-ইউনিয়ন বর্ডার রেজিমেণ্টকে ভাগ্যক্রমে ২-১ গোলে হারিয়ে ২টি মূল্যবান পয়েণ্ট লাভ করেছে। তবে একটি গোল হয় 'অফ-সাইডে' ও আর একটি সেম-সাইড গোল। ই, বি, আর বরাতজোরে ক্যালকাটাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। বি, কর ও বি, সেন স্কোর করেন।

* *

রেফারীদের পরীক্ষা

নূতন রেফারী প্রয়োজন বলে গত রবিবার একটি পরীক্ষা হয়। প্রায় ষাট জন যোগদান করেন। বালক, বৃদ্ধ ও যুবক সকলেই অবতীর্ণ হন। প্রশ্ন খুবই সহজ হয়। এখন সকলে কি-ভাবে যে খেলা পরিচালনা করবেন সেইটে ভাববার—যদি তাঁরা পাশ করেন!

হাওড়ায় এন, এম, সি, সি'র "ফাইনাল"

"বসন্ত মিলনী" (হাওড়া) পরিচালিত দক্ষিণ ব্যাঁটরা ৪৭, কাঁটাপুকুর তৃতীয় বাই লেনস্থ (বসন্তরায় তলা) বসন্ত মিলনীর সুবিখ্যাত ময়দানে আগামী ৭ই জুলাই রবিবার অপরাহ্নে সপ্তম বাৎসরিক "এন, এম, সি, সির" প্রতিযোগীতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত খেলাটি পরিচালনা করবেন শ্রীপতিতপাবন চট্টোপাধ্যায় বি, এ,।

*

বালীতে ফুটবল প্রতিযোগিতা

বালী শিশু-সমিতির তত্ত্বাবধানে রাধানাথ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ ও মঙ্গলাচরণ

পরিচালিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় যে কোন জুনিয়ার টিম যোগদান করতে পারবেন। কিন্তু প্রতিযোগী দলের প্রত্যেকের ১৬ বৎসর বয়স এবং উচ্চতায় ৫ ফুট ৪ ইঞ্চির অনধিক হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক দলে ৭ জন খেলোয়াড় খেলতে পারবেন।

বিজয়ী দলকে প্রথমোক্ত কাপ এবং সাতখানি রৌপ্যপদক এবং বিজিত দলকে শেষোক্ত কাপ ও একখানি রৌপ্যপদক প্রদত্ত হবে।

প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ দিন ৭ই জুলাই ১৯৪০। ঐ দিনের ভিতর প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছু দল আট আনা প্রবেশ মূল্য সহ নাম পাঠিয়ে দিবেন :—

১। শ্রীকাশীনাথ মুখোপাধ্যায়,
সম্পাদক, বালী শিশু-সমিতি,
১নং পি, কে, গাঙ্গুলী রোড,
বালী, (হাওড়া)

২। শ্রীআশুতোষ গোস্বামী,
ফোন বি, বি, ১১০৪,
(রবিবার ও ছুটীর দিন ব্যতীত)।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধে 'শান্তি'
দঃপ্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১৷৷০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়।
সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷০।
সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৩৷০। ঔষধগুলি গ্যারান্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

"ঝরণা শব্দ-পূরণ" প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আবার অভিযোগ

শ্রদ্ধেয় 'দীপালী' সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু :—

মহাশয়,

'ঝরণা শব্দ-পূরণ প্রতিযোগিতা' সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগের উত্তরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার মিঃ পি, চক্রবর্ত্তী যে প্রতিবাদ-পত্রখানি গত ৬ই আষাঢ় (২৫শ সংখ্যা) "দীপালী"তে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। উহার প্রত্যুত্তরে আমাদের এই পত্রখানিও 'দীপালীর' আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

উক্ত ম্যানেজার মহাশয় আমাদিগকে 'হীন মনোবৃত্তি' সম্পন্ন প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের অভিযোগের উত্তরে প্রতিবাদের ছলে তিনি যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা মোটেই বিচারসহ নহে এবং ঐ প্রতিবাদ পত্রে তাঁহারই যে 'হীন মনোবৃত্তি' ভালরূপেই সুপরিস্ফুট হইয়াছে তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিবেন।

সুযোগ্য ম্যানেজার মহাশয়ের দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ায়, আমাদের লিখিত পত্রগুলির উত্তর দিতে না পারিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। এক্ষণে 'দীপালীতে' আমাদের অভিযোগ প্রকাশিত হওয়ায় তিনি ঐ সমস্ত পত্রের প্রাপ্তি অস্বীকার করিতেছেন। ১৮নং প্রতিযোগিতার সমাধানসহ শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ বসু মহাশয় প্রথমে যে পত্রখানি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন তিনি তাহাও বেমালুম হজম করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (ঐ সমাধানের entry বাবদ ৩৷০ তিন টাকা চারি আনা ১৮।৪।৪০ তারিখে ২২৫৯নং মণিঅর্ডার যোগে পাঠান হইয়াছিল, উহার Acknowledgementখানি Chakrabartyর স্বাক্ষর এবং 'ঝরণাধারা' আফিসের শিল মোহরসহ এখানে ফেরৎ আসিয়াছে) ঐ পত্রের উত্তর না পাওয়ায় আমরা গত ২৫শে মে তারিখে একখানি Reply card লিখি, কিন্তু তাহারও কোন উত্তর তিনি না দেওয়ায়, ঐ প্রতিষ্ঠান প্রতারণাময় মনে করিয়া আমরা উহাতে যোগদান করা বন্ধ করিয়া দিই। তারপর আরো একখানি পত্র তাঁহাকে লেখা হয়; কিন্তু তাহারও কোন উত্তর না পাইয়া, অবশেষে আমরা 'দীপালীর' সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। ডাকে তিনখানি পত্রই যে পর পর মারা যাইতে পারে, ইহা সুস্থ মস্তিকের কোন ব্যক্তিই বিশ্বাস করিবেন না।

শ্রীযুক্তা নীহারবালা দেবীর পত্রের নকল বলিয়া যে পত্রখানি ম্যানেজার মহাশয়

(শেষাংশ ৩০শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিউ সিনেমা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ
রেজিঃ অফিস—
১৯, স্ট্রাণ্ড্ রোড—কলিকাতা
শেয়ার বিক্রয় করা হইতেছে

বেঙ্গল ফিল্ম প্রডাক্টসের
প্রথম অর্ঘ্য
"ইডিয়ট"
প্রযোজক—মিঃ এ, কে, সাহা

বহু প্রতীক্ষিত চিত্রের শুভ-উদ্বোধন

শনিবার ৬ই জুলাই, একযোগে

চিত্রা এবং পূর্ণ থিয়েটার

—শ্যামবাজার— —ভবানীপুর—

অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রডাকসন্সের প্রথম চিত্র

আলো-ছায়া

——(নিউ থিয়েটার্স রিলিজ্)——

ভূমিকায়: পঙ্কজ, মলিনা, শ্রীলেখা, রতীন, কৃষ্ণচন্দ্র, মঞ্জরী, মনোরমা, শৈলেন, শ্যাম লাহা ইত্যাদি।

পরিচালক: দীনেশ দাস * সুরশিল্পী: কে, সি, দে

আলো-ছায়া

সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানুষের জীবনে আশা-নিরাশার আলো এবং ছায়ার যে খেলা চলিয়াছে—এই ছবিতে তাহারই এক নূতন রূপ দেখিতে পাইবেন।

আলোছায়া

৪র্থ শ্রেণী ১ দিন, অন্যান্য শ্রেণী ৩ দিন পূর্ব্বে রিজার্ভ হয়।

[illegible]

ডক্টর্স এমেচার ড্রামাটিক্ সোসাইটি

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার ডাক্তারেরা নাট্যনিকেতন মঞ্চে "বনফুলের" "শ্রীমধুসূদন" নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবুদের অভিনয় প্রতিবারই অতিশয় প্রাণস্পর্শী হইয়া থাকে। গতবারেও তাঁহাদের অভিনয় বিশেষ সুষ্ঠুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের সাহায্যকল্পে ডক্টরস্ এমেচার ড্রামাটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী লইয়া গ্রথিত এই "শ্রীমধুসূদন" নাট্যভারতী মঞ্চে আগামী ৫ই জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় অভিনীত হইবে। অভিনেতাদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যাঁহারা সহরের শীর্ষস্থানীয় ডাক্তার। আমরা বহুবার ইঁহাদের অভিনয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া অপূর্ব্ব কলাকৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি—যাহা অনেকক্ষেত্রেই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে দুষ্প্রাপ্য। "শ্রীমধুসূদন" নাটকখানিও সম্পূর্ণ নূতন ধরণের—গতানুগতিকতা বিবর্জ্জিত। ইহার প্রথম অভিনয়ে "মেক্-আপ্" এবং দৃশ্যপট ও পারিপার্শ্বিক সকল বিষয় দ্বারা নাটকীয় ঘটনাবলীর ঐতিহ্য সংরক্ষণে কৃতিত্ব দেখিয়া দর্শক মাত্রেই বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়াছিলেন। আমরা আশা করি দেশের কল্যাণ ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতিকামী এবং নাট্যামোদীগণ এই অনুষ্ঠানে সাহায্য করিবেন। অভিনয় দর্শন করিয়া তাঁহারা যে পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

গৌহাটীতে "দস্যু"

গত রবিবার ২৩শে জুন রাত্রি ৭॥০ ঘটিকায় গৌহাটী "আর্য্য নাট্য সমাজ" রঙ্গমঞ্চে "দস্যু" অভিনীত হইয়াছে; এই উপলক্ষে এখানকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

নাম ভূমিকায়—শ্রীনির্ম্মল মহিন্তা, রাজার ভূমিকায়—শ্রীসুধীর ব্যানার্জ্জি, ও মাধবীর ভূমিকায় শ্রীঅনিল ঘোষ দস্তিদার খুব উচ্চাঙ্গের অভিনয় করিয়াছেন।

অপর্ণা মন্দির

গত শনিবার ৭৫এ বিডন ষ্ট্রীটস্থিত অপর্ণা মন্দিরের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক "পতিব্রতা" ও "ডিটেকটিভ" নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয় বিশেষ আশাপ্রদ হয় নাই। মার্জ্জিতরুচি সৌখিন অভিনেতাদের নিকট আমরা আরও উচ্চাঙ্গের অভিনয় আশা করিয়াছিলাম। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শান্তিসংঘ (দেওঘর)

শান্তি সঙ্ঘের বাৎসরিক উৎসব মিঃ এস, সি, গুহ অবসরপ্রাপ্ত এডিসনাল জজ মহাশয়ের সভাপতিত্বে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে

নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে। ভার উত্তোলনে শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র সিংহ ও অন্যান্য ব্যায়ামে শ্রীপাঁচুগোপাল সিংহ, শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকালিপদ দত্ত প্রশংসা লাভ করেন। সর্ব্বশেষে প্রত্যেক দর্শককে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

কোন কারণ বশতঃ সঙ্ঘের নাম "যুব সঙ্ঘ" হইতে "শান্তি সঙ্ঘ" করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪০-৪১ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক নির্ব্বাচিত হন।

সভাপতি :—শ্রীশচীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

সহঃ-সভাপতি :—শ্রীজটাভূষণ মিত্র।

সম্পাদক :—শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখার্জ্জি।

সহঃ-সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র সিংহ ও শ্রীভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংকার সমিতি সম্পাদক :—শ্রীপবিত্র কুমার রায়।

দরিদ্রনারায়ণ সেবা সম্পাদক—শ্রীজয়দেব মুখোপাধ্যায়।

অভিনয় ও গান শিক্ষক—শ্রীহরি চরণ ভড়।

খেলাধূলা সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র সিংহ।

ব্যায়াম শিক্ষক—শ্রীপাঁচুগোপাল সিংহ।

ক্লাব-ইন-চার্জ—শ্রীকালীপদ দত্ত।

কমিটী—শ্রীতারাপদ সিংহ, জয়নারায়ণ সিংহ, বদ্যি সিংহ, সুশীল সিংহ, বিশ্বনাথ সরোক, ভালিম গুহ, চিন্তাতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী বর্ম্মণ, পরেন্দ্র রায় চৌধুরী, পুরেশ রায় চৌধুরী ও অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

CINE-RADIO CORPORATION

Sound & X-Ray Engineers

51, Chittaranjan Avenue, Calcutta.

Phone : B.B. 724 Tele. Add. AMPLIFIER,

Offer:

* Any Type of Talkie Equipments,
* Huge Stock of spare parts & valves,
* Satisfactory SERVICE and Installation by Expert & Trained Engineers—Specialist in servicing "PHILISONOR" Talkie Equipments.
* Repairing of Amplifiers, Projectors and Radios at their Workshop at Moderate charges.

নাটমঞ্চ

আলো-ছায়া

'আ লো-ছা য়া' এ সো সি য়ে টে ড্ প্রভাকশানস্-এর প্রাথমিক নিবেদন হিসাবে পরিবেশিত হইলেও, এই সমাজ-চিত্রের গঠন-কার্য্যে যে সকল শক্তিমান শিল্পী ও কর্ম্মীগণের সমাবেশ ঘটিয়াছে, যোগ্যতার অগ্নি পরীক্ষায় তাঁহারা বহু পূর্ব্বেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কর্ম্মস্থলে যাত্রাকালে অকস্মাৎ ভীষণ ঝড়ে নৌকা-ডুবির ফলে একটি ভাগ্য-লাঞ্ছিত হতভাগ্য যুবকের অসহায় জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, উহারই পরিণতির উপর এই বিচিত্র কাহিনীটি একটি পরিপুষ্ট নাটকাকারে পল্লবিত হইয়াছে।

আকস্মিক দুর্ঘটনা হইতে সাময়িক স্মৃতি-বিভ্রম—পরিণামে উহাই একটি যুবক ও দুইটি যুবতীর জীবনে যে বিক্ষোভের সূচনা করিল, নাটকের সমাপ্তিতে তাহারই মর্ম্মন্তুদ পরিসমাপ্তি প্রত্যেক হৃদয়বান দর্শকের অন্তরে গভীর ভাবে রেখাপাত করিবে।

বন্ধুত্ব ও স্বার্থত্যাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত এই বিচিত্র কাহিনীটি ছায়া-চিত্রাকারে সাফল্যের সহিত রূপান্তরিত হইয়াছে।

এক দরিদ্র বৈষ্ণবের যুবতী কন্যা 'তুলসী'-র ভূমিকায় শ্রীমতী মলিনার সাবলীল অভিনয় ও গানগুলি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

আনন্দ ও বেদনা, আশা ও নৈরাশ্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি শ্রীমতী মলিনার অভিনয়ে অপূর্ব্ব সংযমের সহিত পরিস্ফুট হইয়াছে।

নায়ক রঞ্জনের বাগ্‌দত্তা, শিক্ষিতা ও আলোকপ্রাপ্তা তরুণী সুলতার ভূমিকায় শ্রীমতী শ্রীলেখার অভিনয়ে, নায়িকার [illegible]

প্রেমিকরূপে পঙ্কজ মল্লিক বিশেষ আকর্ষণের বস্তু না হইলেও তাঁহার মিষ্ট কণ্ঠের একাধিক গীতাবলী আমাদের বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। ডাক্তার হিসাবে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সহনশীল কিন্তু প্রেমিকরূপে তাঁহাকে স্বীকার করিতে কষ্টবোধ করি। ধনী বন্ধুর 'গাধা বোট' রূপে সুবেশধারী গ বে টে র ভূমিকায় শ্রীমান্ হয়া হাস্যরসের পরিবেশনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

নায়িকার প্রিয় বান্ধবী কুমারী মঞ্জরী চিত্র-জগতে নবাগতা হইলেও, ভাল শিক্ষকের কাছে উপযুক্ত তালিম পাইলে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে।

সাজ-পোষাক ও দৃশ্যপটাদির পরিকল্পনায় কর্ম্মী-সঙ্ঘের রসবোধের পরিচয় বিদ্যমান। সুনির্ব্বাচিত লোকেশান্‌গুলিও নাটকের পটভূমিকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে।

সঙ্গীতাংশের পরিচালনায়, রসজ্ঞ সুর-শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্রের সুর-নির্ব্বাচন ও আবহ-সঙ্গীত উচ্চ প্রশংসার যোগ্য।

এই চিত্রের শব্দানুলেখন-কার্য্যে যশস্বী শব্দধর অতুল চট্টোপাধ্যায় আমাদের সত্যই খুশী করিয়াছেন।

চিত্র-শিল্পীর কাজও আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত দীনেশ রঞ্জন দাস মহাশয় এই চিত্রের পরিচালকরূপে আমাদের নিকট পরিচিত হইলেও, যিনি তাঁহারই অন্তরালে সর্ব্বপ্রকারে আত্ম-গোপনের দুশ্চেষ্টা করিয়াও, নিজস্ব সত্তাকে অবলুপ্ত করিতে পারেন নাই—সেই অক্লান্ত কর্ম্মী, দুঃসাহসী যজ্ঞেশ্বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ও এই চিত্রের পরিচালনা-সাফল্যের জন্য তাঁহার বন্ধু দীনেশ বাবুর মতই তুল্যাংশে প্রশংসার যোগ্য।

"আলো-ছায়া" চিত্রখানি কল্পনাপ্রবণ বাঙালীর নিকট বিশেষ ভাবে সমাদর লাভ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

"ইণ্ডিয়া আফ্রিকা"

আদর্শ চিত্র লিমিটেডের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন হীরেণ বসু। শ্রেষ্ঠাংশে এল, ব্যানার্জি, নাজ্রেকার, উর্মিলা গুপ্তা, বিদ্যাদেবী শর্ম্মা, ত্রিপথী প্রভৃতি। এখন নিউ সিনেমায় দেখানো হইতেছে।

পূর্ব্বে আফ্রিকার ভীষণ অরণ্যে বাণিজ্য করা খুব বিপজ্জনক ছিল এবং ভারতীয় বণিকদের এই কার্য্যে নানা রকম বিপদের সম্মুখীন হইতে হইত। হিংস্র শ্বাপদ, সর্প ও নানা জাতীয় বন্য পশুর মধ্য দিয়া তাহাদিগকে এই দুরূহ অভিযান চালাইতে হইত। শেঠ শঙ্কর টাঙ্গানিকাতে ব্যবসা করিতেন। পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র কন্যা দিওয়ালীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইতেছিলেন, শেঠজীর পালকপুত্র ও দিওয়ালীর ভাবী স্বামী রণমলও সঙ্গে যাইতেছিল। কিন্তু গোলমাল বাধে শেঠজীর আফ্রিকাস্থ এজেণ্ট প্রাগজীকে লইয়া। রণমল ও দিওয়ালীর মধ্যে বাধা হইয়া দাঁড়ায় প্রাগজী। শেষে কি ভাবে নানা দুঃসাহসিক কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া এবং নীলা নাম্নী এক স্থানীয় অধিবাসিনীর সাহায্যে রণমল ও দিওয়ালীর মিলন হইল তাহা পর্দ্দায় দ্রষ্টব্য।

গল্প চিত্রনাট্য ও চিত্ররূপ কোনটির সম্বন্ধেই খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা যায় না। তবে কর্ত্তৃপক্ষ আসল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সুদূর আফ্রিকা গিয়াছিলেন এবং তাহা সত্বেও যে দর্শকবৃন্দ আশানুরূপ প্রীত হয় না তাহার কারণ গল্প-রচয়িতা ও পরিচালকের অক্ষমতা। গল্পটিরও যেমন কোন আকর্ষণী শক্তি নাই, পরিচালনাতেও তেমনি কোন কৃতিত্ব নাই।

অভিনয়ের মধ্যে নাজ্রেকারের রণমল, ব্যানার্জ্জীর শেঠজী ও হীরেণ বসুর আলি ওয়াহেব উল্লেখযোগ্য। দিওয়ালীর ভূমিকায় উর্মিলা গুপ্তা ও নীলার ভূমিকায় বিদ্যাদেবী শর্ম্মার অভিনয় একেবারে অনুল্লেখ্য। উর্মিলার গানগুলি মন্দ নয়।

দৃশ্য-গ্রহণকে প্রশংসা করা চলে না। বহির্দৃশ্যগুলি ভাল। সু-সম্পাদনার অভাব আমরা অনুভব করিয়াছি অনেক স্থানে।

পূর্ণ থিয়েটারে ট্রেড-শো

গত সোমবার পূর্ণ থিয়েটারে "আলো-ছায়া"র আর একটি ট্রেড-শো হইয়া গিয়াছে। বহু সাংবাদিক ও শিল্প সংক্রান্ত ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের আদর আপ্যায়ন প্রশংসনীয়। "আলো-ছায়া" এই শনিবার এখানে ও চিত্রায় একসঙ্গে মুক্তিলাভ করিবে।

বিজলী সিনেমা

আমরা জানিতে পারিলাম যে এই চিত্রগৃহের কর্ত্তৃপক্ষ এখন হইতে নিউ থিয়েটার্স ছাড়া আর সব নির্ম্মাতাদের ছবিই দেখাইবেন। প্রাইমা ফিল্মস, কাপুরচাঁদ, ফিল্ম কর্পোরেশান, ভারতলক্ষ্মী, ফিল্ম প্রোডিউসার্স, এম্পায়ার টকীজ, মতিমহল ও রীতেন কোম্পানীর সব ছবিই ইহারা পাইবেন। আগামী ১৩ই জুলাই হইতে শ্রীমতী সাধনা বসুর "কুমকুম" এখানে দেখানো হইবে।

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে রঙমহলে "আঁধার পথে" নাটক সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল যে ইহা রায়ের নামান্তর, কিন্তু বিধায়কবাবু আমাদের জানাইয়াছেন যে এই দুইখানি নাটকই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। "শ্রীমতী মালা রায়" পরে অভিনীত হইবে। আগামী ৭ই জুলাই "আঁধার পথে" রঙমহলে মুক্তিলাভ করিবে।

FREE

French Art Photos

Taken from real lives of young girls in very charming poses. Samples against -/8- postage stamps with catalogue free.

LONDON COMMERCIAL CO.
P. B. No 12 (D.P.B.)
AMRITSAR (India)

প্রডাক্টস্

উক্ত নামে একটি বাঙ্গালী চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে মিঃ এ, কে, সাহার প্রযোজনায়। প্রথমে মিঃ সাহা "ইডিয়ট" নামে একটি বাংলা কমেডি চিত্র তুলিবেন এক তরুণ পরিচালকের পরিচালনায়। আমরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

নিউ সিনেমা ফিল্ম কর্পোরেশন

হেম গুপ্তের পরিচালনায় "অবলা উদ্ধারে"র মহলা জোর চলিতেছে। ইতিমধ্যে হেমবাবু কতকগুলি বাহিরের দৃশ্যের স্যুটিং গ্রহণ করিয়াছেন। এই চিত্রের কাহিনী লিখিয়াছেন হেমবাবু নিজে।

য়মান ছবির কথা

কৃষ্ণ মুভীটোনের "শাপমুক্তি"র প্রায় আট রীল তোলা শেষ হইয়া গিয়াছে। এগারোখানি গানের মধ্যে আটখানি রেকর্ড করা হইয়াছে। ছবিখানি উত্তরায় "পথ-ভুলে"র পরই মুক্তিলাভ করিবে।

*

শ্রীভারত লক্ষ্মীর "ঠিকাদার" ও "অবতার" সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে।

*

ফিল্ম কর্পোরেশানের "অমরগীতি" আর অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ।

*

নিউ থিয়েটার্সে এখন তিনখানি ছবির কাজ চলিতেছে। দেবকী বসুর "নর্ত্তকী", অমর মল্লিকের "অভিনেত্রী"র কাজ বেশ দ্রুত চলিতেছে। নীতীন বসু তাঁহার নূতন ছবির কাজ চালাইতেছেন, তবে তাহার এখনও নাম করণ হয় নাই। ফণী মজুমদারের "ডাক্তার" মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান হইবেন, কারণ ঐ পত্রে তাঁহার (নীহারবালা দেবীর) বাসস্থানের নাম ঠিকানা এবং তারিখের উল্লেখ নাই। ঐরূপ পত্র ম্যানেজার মহাশয়ের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে। এইরূপে একটি অসত্য গোপন করিতে গিয়া তিনি আরও কয়েকটী অসত্যের আশ্রয় লইয়াছেন। এই আচরণ ভদ্র-সমাজে নিন্দনীয় কি না তাহা প্রতিযোগীগণই বিচার করিবেন।

সুযোগ্য ম্যানেজার মহাশয় তাঁহার বিবৃতিতে কতকগুলি অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছেন ; কিন্তু আসল প্রশ্নটিই তিনি কৌশলে এড়াইয়া গিয়াছেন। আমাদের যাহা মূল অভিযোগ, অর্থাৎ নীহারবালা দেবীর পুরা নাম ঠিকানা—তাহার কোন উত্তর দিতে তিনি পারেন নাই বা দেন নাই। তিনি একথাও প্রমান করিতে পারেন নাই যে নীহারবালা দেবী "স্থানীয় প্রতিযোগী হইয়াও বাহিরের ঠিকানা লইয়া" প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং অফিসে Local Receipt জমা দিয়া পুরস্কারের টাকা লইয়া গিয়াছেন। কলিকাতার প্রতিযোগীদের মধ্যে এমন নির্বোধ কেহই নাই যে মফঃস্বলের সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঠিকানা দিয়া সমাধান পাঠাইবেন। ম্যানেজার মহাশয় কি আমাদিগকে ঐকথা বিশ্বাস লিখিয়া তাঁহার শান্তিপুরের পুরা ঠিকানা জানিয়া 'দীপালীতে' প্রকাশিত করিলেই সমস্ত সন্দেহের নিরসন হইত। যদি তাঁহার কোনো দুরভিসন্ধি না থাকে তিনি ঐরূপ করুন।

কেহ প্রথম পুরস্কারের অধিকারী হইলেই সাধারণতঃ "তাঁহাকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়।" 'ঝরণার' কর্তৃপক্ষ নীহারবালা দেবীকে শান্তিপুরের ঠিকানায় কোন পত্র বা তাঁহারা প্রতিযোগীকে বিনা মূল্যে ঝরণা পত্রিকা পাঠাইয়া থাকেন, সেইরূপ পত্রিকা তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন কি? আমরা লক্ষ্য করিয়াছি এবং শান্তিপুর পোষ্ট অফিসে সন্ধান লইয়া জানিয়াছি যে এযাবৎ ঐরূপ কোন পত্র বা পত্রিকা আসে নাই।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে সাধারণে নিশ্চয়ই উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ জানিতে পারিবেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবেন। ইতি—

ভবদীয়—

শ্রীপ্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস, (দার্দ্দেপাড়া)।
শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ প্রামাণিক, (বড়বাজার)
শ্রীঅমূল্য কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, (সর্ব্বানন্দীপাড়া)
শ্রীতুলসী চরণ সরকার, (বড়বাজার)
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ, (শ্যামচাঁদপাড়া)
শান্তিপুর, (নদীয়া)।

আমেরিকান এলার্ম পিস্তল

মূল্য ৪॥০ টাকা, লাইসেন্স দরকার হয় না।

চিত্রে প্রদর্শিত অনুরূপই ইহার আকৃতি প্রকৃত রিভলভারের অনুরূপ, ইহার ওজন ১৫ আঃ দৈর্ঘ্য ৭" ইঞ্চি। ইহার ম্যাগজিন এমনভাবে প্রস্তুত যে, উহা অতি দ্রুত পর পর ৫০ বার আওয়াজ করিতে সমর্থ। প্রচণ্ড শব্দ দুর্দ্দান্ত বদমায়েসকে বিতাড়িত করে। ইহা এক চমৎকার দেহরক্ষী, চোর-ছ্যাচড় ও শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে, অথচ ইহা রাখার জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। মূল্য ৪॥০ টাকা, অতিরিক্ত ১০০০ আওয়াজ সম্পন্ন ৩৲ টাকা। বেল্টসহ কেস ৸০ আনা। পিস্তল অয়েল ৸০ আনা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

AMERICAN PISTOL CO.,

(D.P.B.) Post Box No. 27, Amritsar (India)

শুভ-উদ্বোধন

৫ই জুলাই, শুক্রবার

এম্পায়ারে

-রঞ্জিৎ মুভিটোনের-

অচ্ছুৎ

শ্রেষ্ঠাংশেঃ গহর, মতিলাল, বাসন্তী, রাজকুমারী, সিতারা, মজহর, চার্লি

প্রযোজক—

চণ্ডুলাল সা

●

১৩ই জুলাই, শনিবার

-নিউ-সিনেমায়-

"ঘর-কি-রাণী"

শ্রেষ্ঠাংশে—

লীলা চিৎনিশ, বাবুরাও পেন্ ধারকার, ভিনায়ক, মিনাক্ষী।

প্রযোজক—

ভিনায়ক

●

মানসাটা
ফিল্ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোনঃ কলিঃ ৪৫

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত

স্থাপিত ১৯১২

দীপালি

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ১১ই জুলাই, ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ২৭শে আষাঢ়, ১৩৪৭ [২৮শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"ষ্টিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
[illegible]—৪১৫ বর্থ এভিন্যুরা এজেন্সি
[illegible]—১৫৩ [illegible]

ফাল্গুনীর বিবৃতি

(BAMBOO PRESS এর সৌজন্যে)

[গত শুক্রবার অপরাহ্ণে BAMBOO PRESSএর কর্ণধার শ্রীযুক্ত ক্যাব্‌লাকান্ত গোয়ার B.P. মহাশয় বর্ত্তমান্ যুগে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুধী ও বাণী-বিশারদ শ্রীযুক্ত ফাল্গুনীর নিকট আসিয়া তাঁহার যে বিবৃতি লইয়া গিয়াছেন, ক্যাব্‌লাকান্ত বাবুর সৌজন্যে আমরা তাহার একটি নকল পাইয়াছি। এবার ফাল্গুনীর সেই বিবৃতিটিই সম্পাদকীয় প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে মুদ্রিত হইল।—দীঃ সঃ]

ফাল্গুনী।—(B. P. দেখিয়া) আপনি কি বেঙ্গল পুলিশ?

ক্যাব্‌লা।—আজ্ঞে না, **BAMBOO PRESS.**

ফাল্গুনী।—**BAMBOO PRESS** কি? কোনও ছাপাখানা টাপাখানা নাকি?

ক্যাব্‌লা।—আজ্ঞে না, সার্, ছাপাখানা নয়। যেমন রয়টার, ইউনাইটেড্ প্রেস্, অ্যাসোশিয়েটেড্ প্রেস্—ব্যাম্বু প্রেস্‌ও তেমনি সংবাদ-সরবরাহকারী একটি কোম্পানি।

ফাল্গুনী।—ও—তা' এত ভাল ভাল জিনিষ থাক্‌তে, আপনারা ব্যাম্বুটাই গ্রহণ কর্‌লেন কেন, জান্‌তে পারি কি?

ক্যাব্‌লা।—নিশ্চয় পারেন। ব্যাম্বুটি আমরা গ্রহণ করেছি অনেক ভেবে চিন্তে, বহু গবেষণা করে এবং প্রায় ছয়মাস কাল দেশের নেতা এবং নীত উভয়েরই মতিগতি সবিশেষ পর্য্যালোচনা করে—

ফাল্গুনী।—(সোৎসাহে) বটে? বটে?

ক্যাব্‌লা।—(সবিনয়ে) আজ্ঞে হাঁ, সার্। ব্যাম্বুর প্রকৃতিগত অর্থ যাই হোক্ না কেন, এক্ষেত্রে ধাতুগত অর্থই আমরা নিয়েছি।

ফাল্গুনী।—কি রকম?

ক্যাব্‌লা।—**BAMBOO**—কেমন?

Bengaleeর B.
Assameseএর A.
Muslimএর M.
Bihareeর B.
Oriyaর O.
এবং
Oddএর O.

অর্থাৎ বাঙালী আসামী মুসলিম বিহারী উড়িয়া প্রভৃতি জাতির সমন্বয়ে কিনা বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ও আসামের সম্মিলিত শক্তিতে এবং সমবেত চেষ্টায় এই কোম্পানিটি গঠিত হয়েচে বলে, এর নাম হয়েচে ব্যাম্‌। আর এদের সংমিলনে সত্যি সত্যিই একগাছা খুব ভাল রাজনৈতিক ব্যাম্‌ যে তৈরি হয় না, এ কথাই বা কোন্ নেতা অস্বীকার করবে?

ফাল্গুনী।—সাধু, সাধু—তা' আমার কাছে কেন?

ক্যাব্‌লা।—একটি বিবৃতি বা বাণীর জন্য—

ফাল্গুনী।—আমি তো নেতা নই, বাপু—আমি কি বাণী দিব?

ক্যাব্‌লা।—বাণী আজকাল সবাই দিচ্ছে, দিবারাত্রি দিচ্ছে, এত দিচ্ছে যে বর্ত্তমান্ সংবাদব্যবসায়ী যে তিনটি কোম্পানি আছে, তারা নিয়ে শেষ কর্‌তে পার্‌চে না বলেই তো এই ব্যাম্‌ প্রেসের প্রয়োজন হল।

ফাল্গুনী।—বটে, বটে—

ক্যাব্‌লা—আপনি কলিকাতা কর্পোরেশনের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

ফাল্গুনী।—আমি তো মশাই ও-পাড়া মাড়াই না, আমি তো ওখানকার কোনও খবরই জানি না—

ক্যাব্‌লা।—তা' নাই — জান্‌লেন? কিছু না-জানার জন্য কর্পোরেশন সম্বন্ধে আপনার বাণী দেওয়া আট্‌কাবে না। আমার কাছে অনেক খবর আছে, যা' আমি, আপনি অনুমতি কর্‌লে, আপনার বিবৃতি বলে বেশ চালিয়ে দিতে পারি।

ফাল্গুনী।—আচ্ছা, তবে একটা মুশোবিদে করে ফেল' তো দেখি—

ক্যাব্‌লা।—এখখুনি কর্‌চি।

•

শ্রীযুক্ত ফাল্গুনীর বিবৃতি :

কংগ্রেস্ অর্দ্ধশতাব্দী কাল বকিয়া, ভয় দেখাইয়া, অসহযোগ করিয়া, মন্ত্রীত্ব করিয়া, উপবাস করিয়া, অপবাস পরিয়া, জেল খাটিয়া, জেল চালাইয়া অর্থাৎ যত-কিছু কর্ম্ম ও অপকর্ম্ম সম্ভব, সব করিয়া যাহা পারে নাই, সুভাষবাবু সেই কর্ম্ম অনায়াসে করিয়া ফেলিলেন। সুভাষবাবুর কর্ম্মফলে, শুধু কলিকাতা কর্পোরেশনে নয়, বাংলায় এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষে পর্য্যন্ত এক নবযুগের (New Era) প্রবর্ত্তন হইতে আর বিশেষ বিলম্ব নাই। ফল পাকিয়াছে, পড়িতে মাত্র বিলম্ব! হিন্দু মুসল্‌মানে ঐক্য স্থাপন হইয়াছে। যদি কোনও স্থানে না হয়, তাহা হইলে মুসল্‌মান কর্ম্মীরা হিন্দুকে তাহা করিতে বাধ্য করিবে। এবার হিন্দু মুসল্‌মানে স্থায়ী প্রীতি স্থাপিত না হইয়া আর উপায় নাই।

কলিকাতার মেয়র মহাশয় এই শুভ কার্য্যের হোতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সাধারণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

কলিকাতার রেফিউজ্-এ মুসল্‌মান্ সভ্য নাই বলিয়া, তাহার কর্পোরেশন-প্রদত্ত সাহায্য বন্ধ হইবে। এইবার রেফিউজ-এর কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য হইয়া মুসল্‌মান্ সভ্য এবং গভর্ণর করিতে হইবে; মুসল্‌মান্ কেহ মাসিক এক টাকা চাঁদা দিউন্ বা না দিউন্, কর্পোরেশনের সাহায্য পাইতে হইলে, মুসল্‌মান্ কয়েকজনকে কর্ত্তৃ-গোষ্ঠীতে লইতেই হইবে!

নিমতলা কেওড়াতলা প্রভৃতি শ্মশানে কেবল হিন্দুদেরই শব সৎকার হয়, মুসল্‌মানের হয় না। অতএব এই সব শ্মশানকে কর্পোরেশন যে সাহায্য করেন, তাহা আর করা হইবে না।

কলিকাতার রাজপথে মানুষ চলাচলের হিসাব রাখিতে লোক নিযুক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বড় ছোট ও মাঝারি রাস্তায় এবং গলিতে যে সব লোক চলাচল করে, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসল্‌মানের সংখ্যা গণনা করা হইতেছে। কর্পোরেশন কোন্ কোন্ রাস্তার রক্ষা মেরামতী ও ভার লইবেন, এই সংখ্যার উপর তাহা নির্ভর করিতেছে।

কলিকাতার ফুটপাথে বসবাসকারীদের মধ্যে মুসল্‌মান্ অপেক্ষা যদি হিন্দুর সংখ্যা বেশী হয়, তাহা হইলে সেই সব ফুটপাথ মেরামতের ভার ভবিষ্যতে আর কর্পোরেশন লইবেন না।

যে সব পার্ক ও স্কোয়ার কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে এখন আছে, সেগুলি প্রত্যহ কত হিন্দু ও কত মুসলমান ব্যবহার করে, তাহারও হিসাব রাখা হইতেছে। মুসল্‌মান্ ব্যবহারকারীর সংখ্যা যে পার্কে কম হইবে, সেগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

কলিকাতার রাজপথের আলোতে হিন্দু ও মুসলমান উপকৃতের সংখ্যাও ঠিক হইতেছে। যে-পথে মুসল্‌মানের সংখ্যা কম হইবে, সে সব পথের আলো আর জ্বালান হইবে না।

কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীতে কিছু করিয়া মুসল্‌মান্ বাসিন্দা না থাকিলে, কর্পোরেশনের অধিকার হইতে যে সব পল্লীকে বহির্ভূত করিয়া দেওয়া হইবে।

যে-সব লাইব্রেরীতে কর্পোরেশন সাহায্য করেন, তাহাতে মুসল্‌মান্ পাঠকের সংখ্যা অধিক না হইলে, সে সব লাইব্রেরী কর্পোরেশনের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে। কাজেই, লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষেরা এখন হইতে মুসল্‌মানদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া নিজ নিজ লাইব্রেরীতে সভ্য এবং পাঠক করিয়া লইতে বাধ্য হইবে।

গুরুতর। এখানে শুধু মুসলমান্ শিক্ষক ও ছাত্র থাকিলেই চলিবে না। মুসলমান্ ছাত্রদিগকে হিন্দু ছাত্র অপেক্ষা অধিকতর বলশালী করিয়া তুলিতে হইবে। কাজেই কলিকাতার ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখন মুসলমান্ ছাত্রদিগের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের সহিত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। কাগজ-পত্রে প্রকাশ, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা অত্যধিক। এখনিই এত মুসলমান্ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী পাওয়া বড় মুস্কিল বলিয়া, মেয়র সাহেব শিক্ষাবিভাগ হইতে হিসাবের অতিরিক্ত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদিগকে পদচ্যুত করিতে আদেশ দিয়াছেন। ফলে অনেক বিদ্যালয়ে হয়ত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীই থাকিবে না। হিন্দু গরু অপেক্ষা শূন্য বিদ্যালয় ঢের ভাল।

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও হিন্দু মুসলমানের সংখ্যানুপাতে ভর্ত্তি করিবার আদেশ বাহির হইয়াছে। অতিরিক্ত হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদিগের নাম কাটিয়া দেওয়া হইতেছে।

হাঁসপাতালের সাহায্যবণ্টনের জন্যও হিন্দু ও মুসলমান্ রোগীর আদম-সুমারি লওয়া হইতেছে। যে হাঁসপাতালে মুসলমান রোগী কম হইবে, তাহাকে কর্পোরেশনের সাহায্য প্রদত্ত হইবে না। ডাক্তারেরা মহা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন—হাঁসপাতালে মুসলমান্ রোগী কি করিয়া বাড়ে। ইনষ্টিটিউট্ অফ্ হাইজিন এবং ট্রপিক্যাল স্কুলে এই ব্যাপার লইয়া ভীষণ গবেষণা চলিতেছে।

শুনিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও মেয়র সাহেব চিঠি লিখিয়াছেন—পরীক্ষায় কেবলমাত্র পাশের সংখ্যাই বেশী হইলে চলিবে না, ফেলের সংখ্যাও যেন মুসলমানের বেশী হয়।

বাংলায় এই নবযুগ আনয়ন করিতে সরকারী ও বে-সরকারী সকল প্রতিষ্ঠানই যেন মেয়র সাহেবের সহিত সহযোগিতা করেন, এই মর্ম্মে শীঘ্রই তিনি BAMBOO PRESS মারফৎ একটি বিবৃতি দিবেন।

ডক্টরস্ এমেচার ড্রামাটিক সোসাইটি কর্তৃক "শ্রীমধুসূদন"

—ফাল্গুনী

গত শুক্রবার, ৫ই জুলাই নাট্যভারতী রঙ্গমঞ্চে কলিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ কর্তৃক ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (বনফুল) লিখিত "শ্রীমধুসূদন" নামক নাটকখানি অভিনীত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ড্রাগ রিসার্চ বিভাগের সাহায্য কল্পে চিকিৎসকগণের এই অভিনয় আয়োজন সকল দিক দিয়াই প্রশংসনীয় ও সফল হইয়াছে।

"শ্রীমধুসূদন" নাটকখানি বাংলার যুগপ্রবর্ত্তক অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী অবলম্বনে লিখিত। কাজেই এই নাটকে বাংলার তাৎকালীন বহু প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাই। মধুসূদনের জীবনে নাটকীয় বহু ঘাত-প্রতিঘাত আছে জানিতাম কিন্তু সে গুলির যথাবিন্যাসে যে এমন উপাদেয় একখানি বিশুদ্ধ জীবনী-নাটক তৈরি হইতে পারে, ইহা আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। "শ্রীমধুসূদন" নাটক রচনার জন্য বলাইবাবুকে আমরা আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই।

নাটকের প্রথম নয়টি দৃশ্য অত্যন্ত নাটকীয় হইয়াছে অথচ সত্যের কোথাও অপলাপ হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে নাটকেরও ঐ খানেই পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। ইহার পরে যে পাঁচটি দৃশ্য আছে, সেগুলি নাটকীয় ভাবে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলীর সহিত সুগ্রথিত না হওয়ায়, বিবৃতি মাত্র হইয়াছে। এ পাঁচটী দৃশ্যে সর্ব্বজনবিদিত এবং বিশেষ স্মরণীয় অনেক ঘটনা বাদ পড়িয়াছে, যদিও সেগুলির সাহায্যে এবং বিষয়বস্তু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই দৃশ্যগুলির কিছু অদল বদল করিলে গ্রন্থের নাটকীয়তা শেষ পর্য্যন্তই অপ্রতিহত থাকিত বলিয়া আমার মনে হয়।

নিম্নলিখিত চিকিৎসকগণ বিভিন্ন ভূমিকায় রূপাবতরণ করিয়াছিলেন :—

শ্রীমিহির রায়চৌধুরী—মধুসূদন দত্ত
„ বটকৃষ্ণ রায়—রাজনারায়ণ দত্ত
„ বামনদাস মুখোঃ—রাজকৃষ্ণ বসাক
„ নির্ম্মল মুখোঃ—ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোঃ
„ পঞ্চানন চট্টোঃ—রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোঃ
„ নীহার মনশি—ডাঃ কবুবিন
„ খগেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ—জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর
„ নির্ম্মল সরকার—গৌরদাস বসাক
„ কানাইলাল পাল—ভোলানাথ চন্দ্র
„ বারীন্দ্র কুমার মুখোঃ—বঙ্কুবিহারী দত্ত
„ বলাইচাঁদ চক্রবর্ত্তী—ভূদেব মুখোঃ
„ দীনেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
„ জীবন মজুমদার—প্যারী চরণ দত্ত
„ প্রফুল্ল দাশগুপ্ত—মনোমোহন ঘোষ
„ বিমল বসাক—বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোঃ
„ উমাপতি গাঙ্গুলী—জাহ্নবী (মধুর জননী)
„ সুধীর ভট্টাঃ—হরকামিনী ও হেনরিয়েটা
„ কার্ত্তিক চন্দ্র বন্দ্যোঃ—বিন্ধ্যবাসিনী
„ শম্ভু মুখোঃ—কমলমণি
„ সন্তোষ দাস—দেবকী
„ রবীন্দ্র মিত্র—রেবেকা

এ ধরণের নাটকের রূপসজ্জাই প্রাণ। চিকিৎসক অভিনেতৃগণ শুধু যে চিকিৎসা-বিদ্যা ও অর্থোপার্জ্জনই জানেন, তাঁহারা যে রোগীর নাড়ী টিপিতে টিপিতে এবং অস্ত্রোপচার করিয়া বিশ্রাম সময়ে মহালক্ষ্মীর সহিত কলালক্ষ্মীকেও আরাধনা করেন, একথা হয়ত আজও অনেকে বিশ্বাস করিবেন না পৃথিবীতে অবিশ্বাসীর সংখ্যাই তো বেশী। তাঁহাদের এ ভ্রম যে কি করিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া বিদূরিত হইবে, "মধুসূদন" না দেখিলে, তাঁহারা তাহা বুঝিতেই পারিবেন না। কি অপরূপ রূপসজ্জাই না ইঁহারা করিয়াছিলেন! প্রত্যেকটি চরিত্র আমাদের জ্ঞাত ও দৃষ্ট চিত্রের হুবহু অনুরূপ।

(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পান্থশালায়

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৩১)

শিল্পী যে সুখ চিত্রিতে হয় আত্মহারা রঙের খেলায়,
গীতী যে সুর তুল্‌তে গলায় দুঃখ-বরণ করে হেলায়,
রঙের সুরের শোভার তপে কত মাতাল বাউল মরে—
একটি কণা সিদ্ধিলাভে জগৎ যারে অমর করে—
সেই শোভা সুর কাব্য গানের পূর্ণ এমন সমারোহ
—অফুরন্ত অনন্ত দান—কেমন করে' মিথ্যা কহ ?

(৩২)

ওরা সাধু সুপণ্ডিত, আমার মত মাতাল নয়—
ধরণী যে মিথ্যা মায়া—বল্‌তে পার', কেন কয় ?
মিথ্যা নিয়েই যাঁর বেসাতি, দোকানদারী এমন ফাঁকি—
সে ঈশ্বরে মান্‌ব কেন ?—তাঁতে আমায় প্রভেদটা কি ?
সৃষ্টি না-হয় মিছেই হল, জন্ম তবে হল কেন ?
জন্ম সহ ভোগের স্পৃহাও না বাড়্‌তে তো পার্‌ত হেন !

(৩৩)

ভোগ সুখের এক পরমক্ষণে মায়ের বাঞ্ছা মূর্ত্তি ধরি
বিশ্বে তুমি এলে, বন্ধু, মায়ের বুকেই উঠ্‌লে গড়ি !
মহীর জলে হাওয়ায় ফলে এই মাটিতে জীবন ধরে'
বল্‌চ যে এ মিথ্যা মায়া, বল্‌তে পার কিসের জোরে ?
বেঁচে যদি দুঃখই পাও, মর' তবে—নিষেধ কার ?
কিন্তু তুমি মর্‌বে নাক'—লোভ আছে যে প্রশংসার ।

(৩৪)

সব ছেড়েচ', ছাড়্‌তে শুধু পার' নিক' এ সংসার—
ত্যাগের দর্প, দেহের ধর্ম্ম, গুরুগিরির অহঙ্কার !
কল্পনাতে গড়্‌চ সদাই কল্প লোকের স্বর্গধাম
পাপীর নরক, কঠিন দণ্ড—পুণ্যবানের সুবিশ্রাম ।
কেউ কি জানে, মর্‌লে মানুষ যায় সে কোথায়, কি হয় আরো—
ঘটটি ভেঙে ঘটের আকাশ কোথায় যায় তা দেখলে পারো !

(৩৫)

স্বর্গ যদি থাকেই, প্রিয়ে, আর যদি তা' অমনি হয়—
ধরার যত কুঁড়ের আড্ডা, সেটা তবে সুখের নয় ।
সেথায় আমি চাইনা যেতে, যাবও নাক' সুনিশ্চয়,
কেউ যদিও জানে নাক' মরার পরে মৃতের কি রয় ।
শোন', সখি, আসল কথা—বাঁচাই নহে পরম সুখ,
ভীরু কুঁড়ে বলহীনের বাঁচার চেয়ে নেইক' দুখ !

(৩৬)

মর্‌তে হবে বলে' কেন থাক্‌ব মরে' আগে থেকে—
ভূমিকম্প হবে বলে পথে থাকে ঘর ছেড়ে কে ?
বাঁচব য'দিন, নিজের মনের খোশ-খেয়ালে থাক্‌ব সুখে—
সুরার পাত্র রইবে ভরা, ফুলের ফাগুন জাগবে বুকে ।
নিন্দা ? সে তো অনেক ভাল, না পাই যদি প্রশংসাই—
জগৎ তবু জান্‌বে, আমি বেঁচে আছি, মরি নাই ।

(৩৭)

মহাত্মা যা' করেন বারণ, দুরাত্মাদের প্রিয়ই তাই—
সেই কারণে দুষ্ট লোকের গোষ্ঠী ক্রমেই বাড়্‌চে ভাই ।
দুষ্ট আছে বিশ্ব ভরে', রাষ্ট্র তারাই রক্ষা করে—
তারাই বাঁচায় সাধুর জীবন, তাইতো সাধুর বাক্য ঝরে ।
একটি সাধু কোটির মাঝে, তার মাঝেও ভণ্ড আছে—
ডাক্‌-সাইটে দুষ্ট মোরা, ভণ্ডামি নাই মোদের কাছে ।

(৩৮)

আমরা অছুৎ, আমরা মাতাল—কিন্তু মোরা বেতাল নই
শুচি-পাড়ায় বসত বেঁধে শুঁড়ি-পাড়ায় কভু না রই ।
সাধু-পাড়ার পাকা সড়ক্ জনশূন্য মরুভূমি—
পানশালার এই গলির মধ্যে কি ভীড় রাতে, দেখ' তুমি ।
চেন' এঁদের ? দেখন-সাধু কর্ত্তা এঁরা, মান্যবর—
মুখোস্‌-খোলা মুখটি এঁদের রাত্রে শুধুই হয় গোচর ।

(৩৯)

আসেন এঁরা পা-টি টিপে, অঙ্গ ঢাকি অন্ধকারে—
সাবধানে আর চুপিসারে, কেউ না যেন জান্‌তে পারে !
ইনি আসেন, উনি আসেন, তিনি আসেন, আসেন সবাই,
বে-মুখোসে পরস্পরে হয় পরিচয় হেথায় সদাই !
মদের মধুৎসবে এঁরা নর্ত্তকীদের চরণতলে
রাত্রি কাটান্ পানশালাতে, দিনে তরান্ পাপীদলে ।

(৪০)

পানশালা এ প্রিয় আমার, নারী আমার প্রিয়তম
—এ কথাটি উঁচু গলায় বল্‌তে আমার নাই সরমও !
আসে যারা লুকিয়ে হেথা, তারা এটা গোপন করে,
সত্য বলার বল যার নাই, মিথ্যে সে কয় উচ্চস্বরে ।
কাজেই তারা নিন্দা করে আমায়, আমি হাসি, ভাবি—
দুর্ব্বলতা ঢাক্‌তে নিজের মানুষ কেমন খায় যে খাবি ।

(ক্রমশঃ

জুন ডুপ্রেজ
শীঘ্রই ইহাকে লণ্ডন ফিল্মের "Thief of Bagdad" চিত্রে একটি
বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাইবে।

বম্বে রেডিও ও ফিল্ম সিটির অন্যতম সত্বাধিকারী মিঃ এম, এ, ফজলভাই ও তাঁহার পত্নী হলিউড ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষে ফিরিয়াছেন। মেট্রো গোল্ডউইন ষ্টুডিওতে মিঃ ফজলভাই, জিনেট রেক্স (দীপালীর হলিউড প্রতিনিধি), মিসেস ফজলভাই ও পরিচালক ডবলু এস, ভ্যান ডাইককে দেখা যাইতেছে।

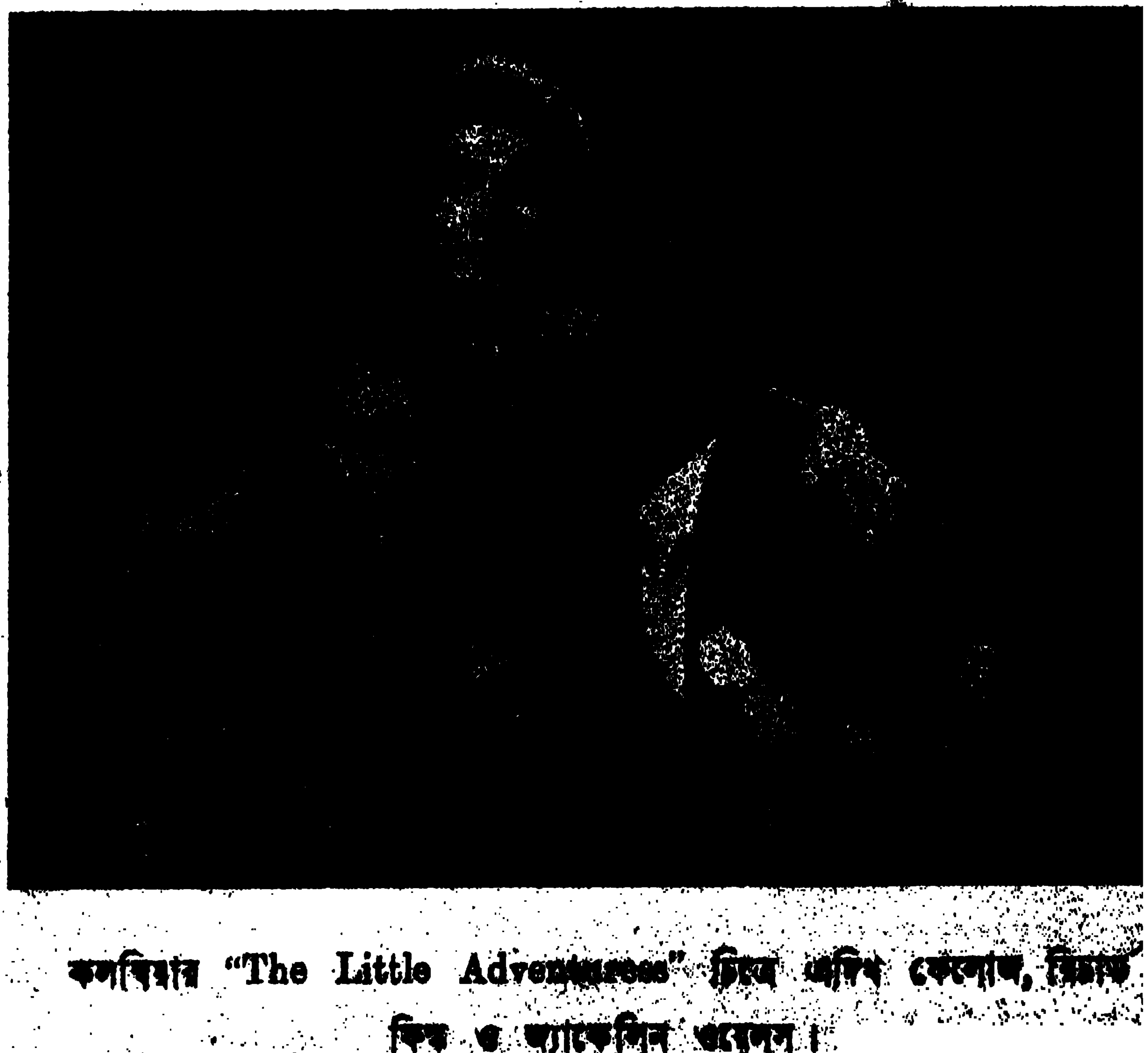

কলম্বিয়ার "The Little Adventuress" চিত্রে এডিথ ফেলোজ, রিচার্ড ফিস ও জ্যাকেলিন ওয়েলস।

১২শ বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা

ইউরোপে এখন ভীষণ যুদ্ধ বিগ্রহ সত্ত্বেও লণ্ডনের নৈশ ক্লাবগুলিতে আনন্দের মাত্রা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। লণ্ডনের একটি নৈশ ক্লাবে "Vamps Through The Ages" নাম দিয়া একটি ক্যাবারে দল বিভিন্ন যুগের নারীর মোহিনী-মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছে। সামনেই ক্লিওপেট্রা.ক দেখা যাইতেছে।

শ্রীমতী বাসন্তী

রঞ্জিত মুভীটোনের "অচ্ছুৎ" চিত্রে সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন।

এখন এম্পায়ারে দেখানো হইতেছে।

ফ টো গ্রা ফী

পরিচালক

শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

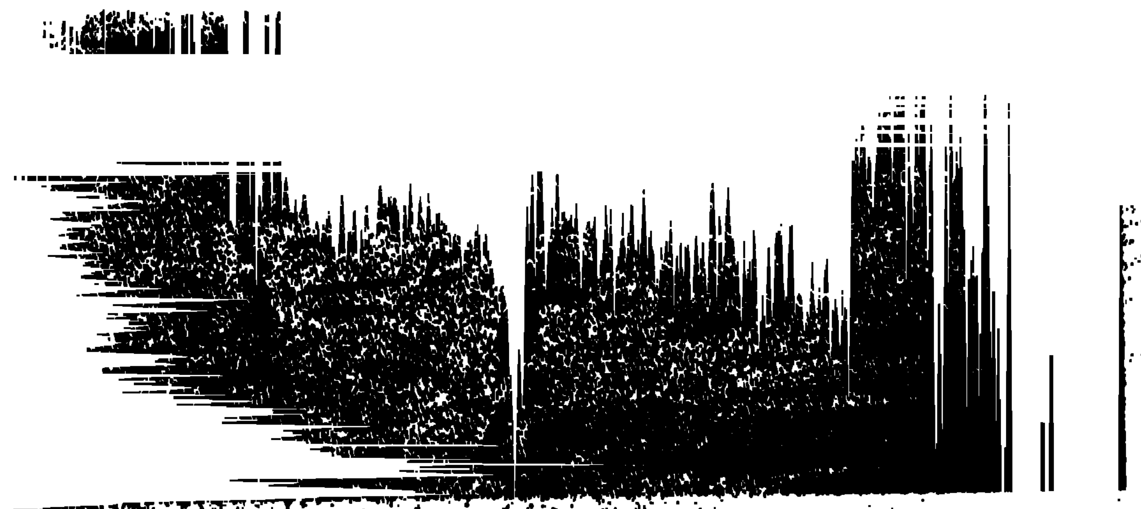

বর্ষার প্রারম্ভে

...বক্সি :: :: মালদহ

শ্রীসুশীল গুহ

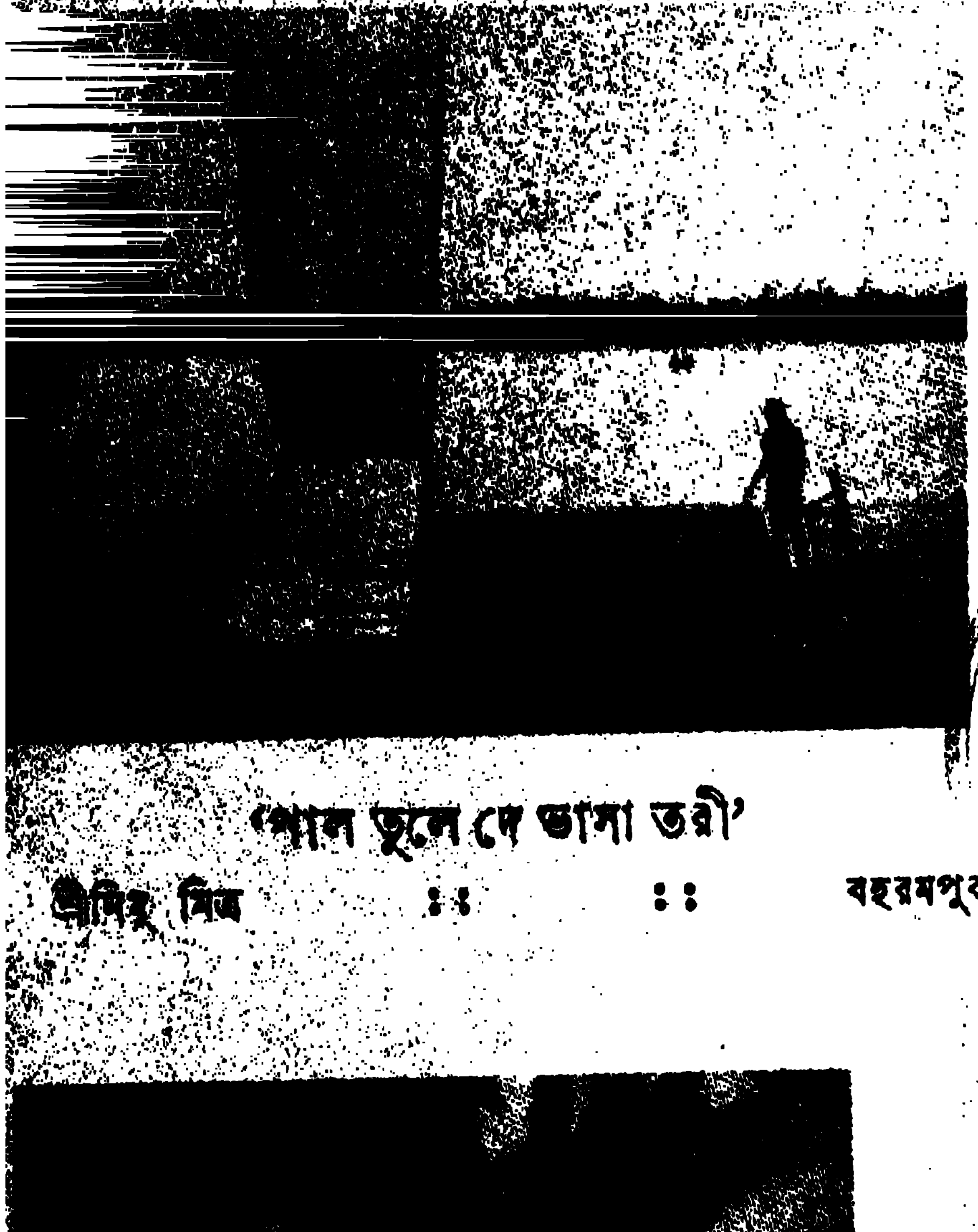

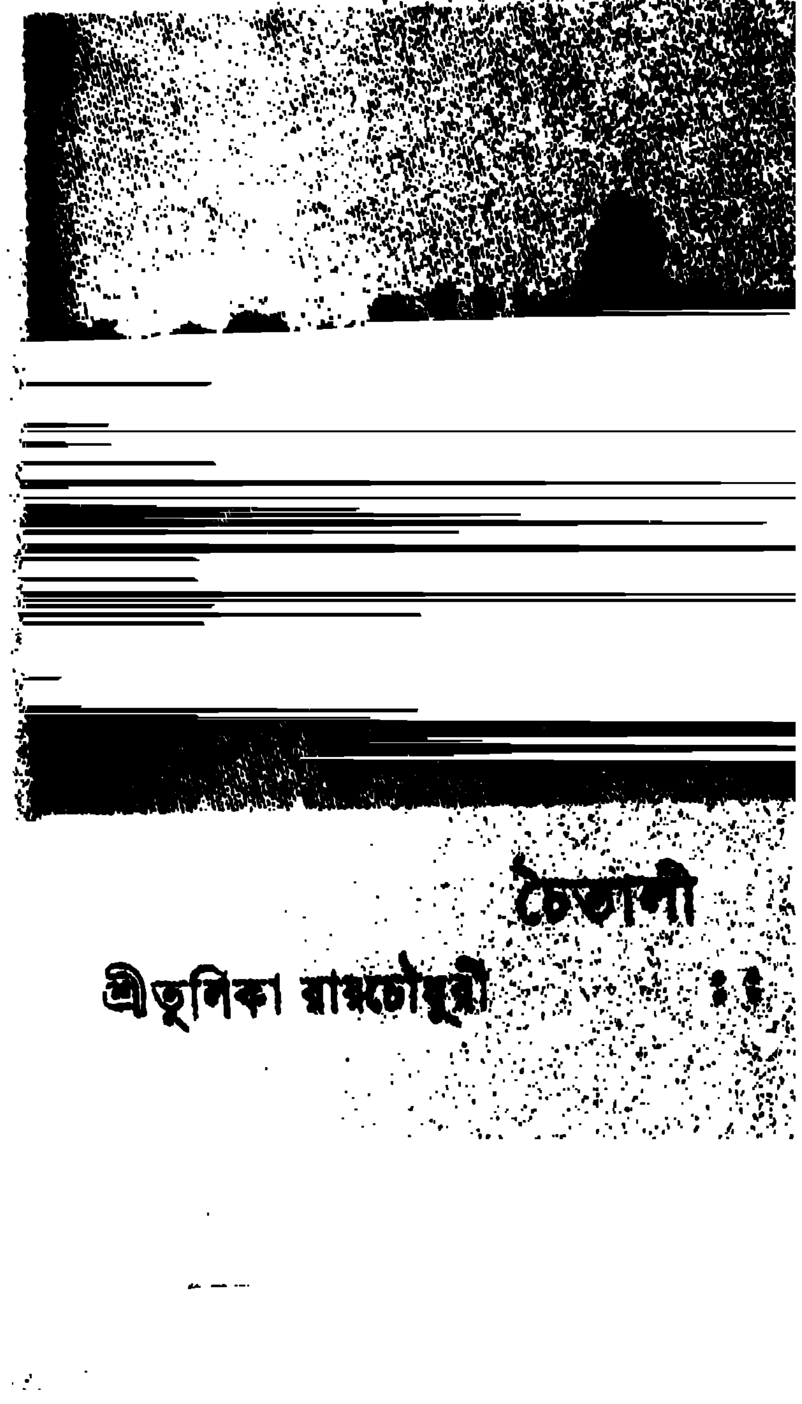

'পাল তুলে দে ভাসা তরী'

শ্রীশিশু মিত্র :: :: বহরমপুর

চৈতালী

শ্রীতুলিকা রায়চৌধুরী ::

THE ... OWN LIBRARY
Estd. ...
No. ......

গল্প

"অজা যুদ্ধে, ঋষি শ্রাদ্ধে"

—শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

বিয়ে হইবার পর অনেক দেখাশোনা হইয়াছে, কিন্তু অগোচরেও দেখা-সাক্ষাৎ কম হয় নাই, একথা একজনে জানে, অপরে জানে না! বৌদি কম দুষ্ট নয়, দাদাও তার চেয়ে কম নয়, এই কথা মনে মনে ভাবিয়া রাণুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

ঘাটে নৌকা ভিড়িতেই দেশবিদেশের যত লোক হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিল, পরীগাছার দশ-আনির জমিদার রমাকান্ত গাঙ্গুলী কর্তা, স্ত্রী, পুত্রবধূসহ নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিতেই হালফ্যাসানের পুত্রবধূ সুধাকে দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেল! সাধারণতঃ হাট-বাজারে দোকান-পাটে পেঁচার ওপর লক্ষ্মীর যে মনোরম ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, তার চেয়ে এই মা-লক্ষ্মীর চেহারা আরো শতগুণে ভাল। গাঙের পাড়ে যেন চাঁদের হাট বসিয়া গেল। নিতাই আগাইয়া আসিয়া কর্তার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিতেই রমাকান্ত মৃদু হাসিয়া সকলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, ভালত সব! সমাগত লোকজন, ইতর-ভদ্র সকলেই তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিত, এমন সদাশিব লোক সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না! গ্রামবাসীরা উপস্থিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া যে যার দিকে চলিয়া গেল!

পূজার ভিড়ের অন্ত নাই। সহসা গ্রামের লোকসংখ্যা ত' বাড়িয়াছেই, হাট-বাজারের মাছ-দুধ, তরি-তরকারীর দাম দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বেচাকেনা আগের চেয়ে অনেক জোরে চলিয়াছে। এখন আর মহেন্দ্র পাঠক, নারায়ণ দাদা, বগলা গাঙ্গুলী, চন্দ্রমোহন মুখুয্যের হাট-বাজারে প্রতাপ প্রতিপত্তি নাই। দোকানীরা নগদ দামের খরিদ্দার পাইয়া হাতে আকাশ পাইয়াছে। এ অবস্থা চিরদিন থাকে না। কালীপূজার পর হইতেই গ্রামে আবার লোকের যাতায়াতের মড়ক লাগিয়া যায়।

বাগানে এত ফুল ফুটিয়াছে যে, রাণী দু'সাজি ভরিয়া ফুল তুলিয়াও তাহার আশা মিটাইতে পারে নাই। জ্যোৎস্না রাত্রির ছাদের ওপর বসিয়া গল্প শুনিতে শুনিতে ছোটরা ঘুমের কথা ভুলিয়া যায়, বৌদির সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া দুরন্ত ছেলেরাও দস্যিপনা ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হয়, কিন্তু রাণীর দাদা অমলের বিষম তাগাদায় বৌদিকে অনিচ্ছাসত্বেও উঠিয়া যাইতে হয় দেখিয়া কিশোরী মেয়ে রাণী রাগে গজগজ করিতে করিতে বলিয়া ওঠে, কি ঘুম বাবা তোমাদের, দশটা না বাজতেই ডাকাডাকি!

সুধা মৃদু হাসিয়া জবাব দেয়, তোরও এমন একদিন আসবে, চাঁদের আলোয় বসে আর বেশীক্ষণ গল্প বলা চলবে না……

—কি অসভ্য বৌদি, বলিয়াই রাণী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল—তোমার মত যেন সবাই।—

—আ'মও এমন ছিলুম না রাণী।

—তবে এমনি হ'লে কেন?

—তোমার ওই গুণধর দাদাটিকে জিজ্ঞাসা করো।

—আমার বড় বয়ে গেছে জিজ্ঞাসা করতে। আর দাদার কথা আমরা জানি না? বিয়ের রাত্রিতেই না পালিয়েছিল রাগ করে? কত সাধ্যিসাধনা করে দাদাকে এবার আনিয়েছো। সুধা স্মিতমুখে জবাব দিল, তা'হলে তো বাঁচতুম, না এলে আমার কি মজা হ'ত!

—অত বড়াই করো না বৌদি, আমরা যেন জানি না কিছু? সব মনে আছে।

—তোমার মনে থাকবে না তো কার মনে থাকবে? তুমি যে এখন রিহার্সেল দিচ্ছো, বলি, বর আসবার আর ক'দিন বাকি? বাবাকে বলবো, এবার আসছে—ফাগুনেই যেন একটি ঠাকুরজামাই দেখে আনেন।

রাণীর গাল দুটী সহসা আপেলের মত লাল হইয়া উঠিল, কহিল,—ও সবে আমার কাজ নেই বৌদি। তোমার জামাই নিয়ে তুমিই থেকো।

সুধা রাণীর গাল দুটি টিপিয়া দিয়া কহিল, সবাই বিয়ের আগে ওকথা বলে, শেষে কাজ কার থাকে বেশ বোঝা যায়। রাণী রাগতভাবে কহিল, ভাল হবে না বলছি বৌদি, আমি দাদাকে বলে দিচ্ছি দাঁড়াও।

—ওরে বোকা, তোকে বলতে হবে না, আমি নিজেই বলবো—বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া সুধা রাণীর কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, রাঙা বর ত'? আমি ভুলে যাবো না, কক্ষনো না।

রণে ভঙ্গ দিয়া রাণী দুমদাম করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া ছুটিয়া পলাইল। ছেলেমেয়ের দল বিষম হল্লা করিতে করিতে নামিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা অমল ঘুম হইতে উঠিয়াই দেখে, ঘরে-বাহিরে পথে ঘাটে লোকজন গম্ গম্ করিতেছে! ঘোষাল-মহাশয় এই ভোরেই স্নান আহ্নিক সারিয়া রক্ত

নামাবলী গায়ে দিয়া কি একটা সংস্কৃত শ্লোক অস্ফুটকণ্ঠে আওড়াইতে আওড়াইতে খড়ম পায়ে খঠ্ খঠ্ শব্দ করিয়া কাসিয়া অন্দরে ঢুকিয়াই কহিলেন, কবে এলে অমল ?

অমল প্রণাম করিয়া কহিল, কাল এসেছি।

—বৌমা আসে নি ?

কৌতুক করিয়া অমল জবাব দিল, জানি না, দেখা হয় নি। কাদম্বিনী মাসী কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন। এক গাল হাসিয়া কহিলেন, দেখা আবার হয় নি।

ঘোষাল ফিরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, তুই কবে এলি কাদু ?

কাদম্বিনী মাসী আগাইয়া আসিয়া কহিলেন, এই তো এলাম আজ সাত দিন। আপনি কেমন আছেন ?

—আছি কাদু প্রাণগতিক, শৈলেশ আমাকে কাঁদিয়ে এবার বর্ষাকালে চলে গিয়েছে।

কাদম্বিনী বিস্ময়ে, দুঃখে চোখ দুটি কপালে তুলিয়া কহিলেন, বলেন কি ঘোষাল কাকা ? এমন সর্ব্বনাশও কারো হয় ? এমন সময় মহিম পাঠক ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, অনিত্য সংসারে খলু ধর্ম্মসার, বলিয়াই সকল কথা চোখের নিমিষে উড়াইয়া দিয়া পুনরায় কহিলেন, ঘোষাল বাড়ীর উমাকান্ত এখনও আসে নি, তাই সেখানে সতীশ দাদাকে বড় মন-মরা দেখলাম, চলুন দাদা একবার ও-পাড়া হয়ে আসি।

নদীর তীর দিয়া পথ। সে পথ দিয়া খানিকটা যাইতেই মহিম পাঠক হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে দূরের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ঐ যে উমাকান্ত এসেছে না, ঐ যে নৌকায় বসে……সকলের দৃষ্টি সেইদিকে পড়িল। তীরে নামিতেই ছেলেবুড়োর দল তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিল। ঘোষাল খুসী হইয়া কহিলেন, এসেছ বাবা, বেশ করেছ— এত দেরী হল কেন ?

—আর বলবেন না কাকা সরকারের চাকুরীর কথা। বড়বাবুর স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়েছিল বলে আমাদের কারও ছুটি পাওয়ার আশা ছিল না।

—বলো কি হে, এজন্য তোমাদের ছুটি একেবারে বন্ধ !

—খোসমেজাজ না হ'লে কি ছুটি মেলে ! শেষে শুনলাম স্ত্রীর সাথে ভাবও হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছুটি।

—বেশ, বেশ ভালই হয়েছে। তোমাদের সাহেব বুঝি "দৌড়ায়" থাকেন বেশী।

মহিম পাঠক সায় দিয়া কহিলেন, সাহেবরা আর কি কাজ করে, খায় দায় ফুর্ত্তি করে, মোটা মাইনে পায়, তাদের আবার কাজ-কর্ম্ম ! নবীন খুড়ো ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, ওদের দাঁতের একটু বুদ্ধি আমরা রাখি।

মহিম পাঠক প্রতিবাদের সুরে কহিলেন,

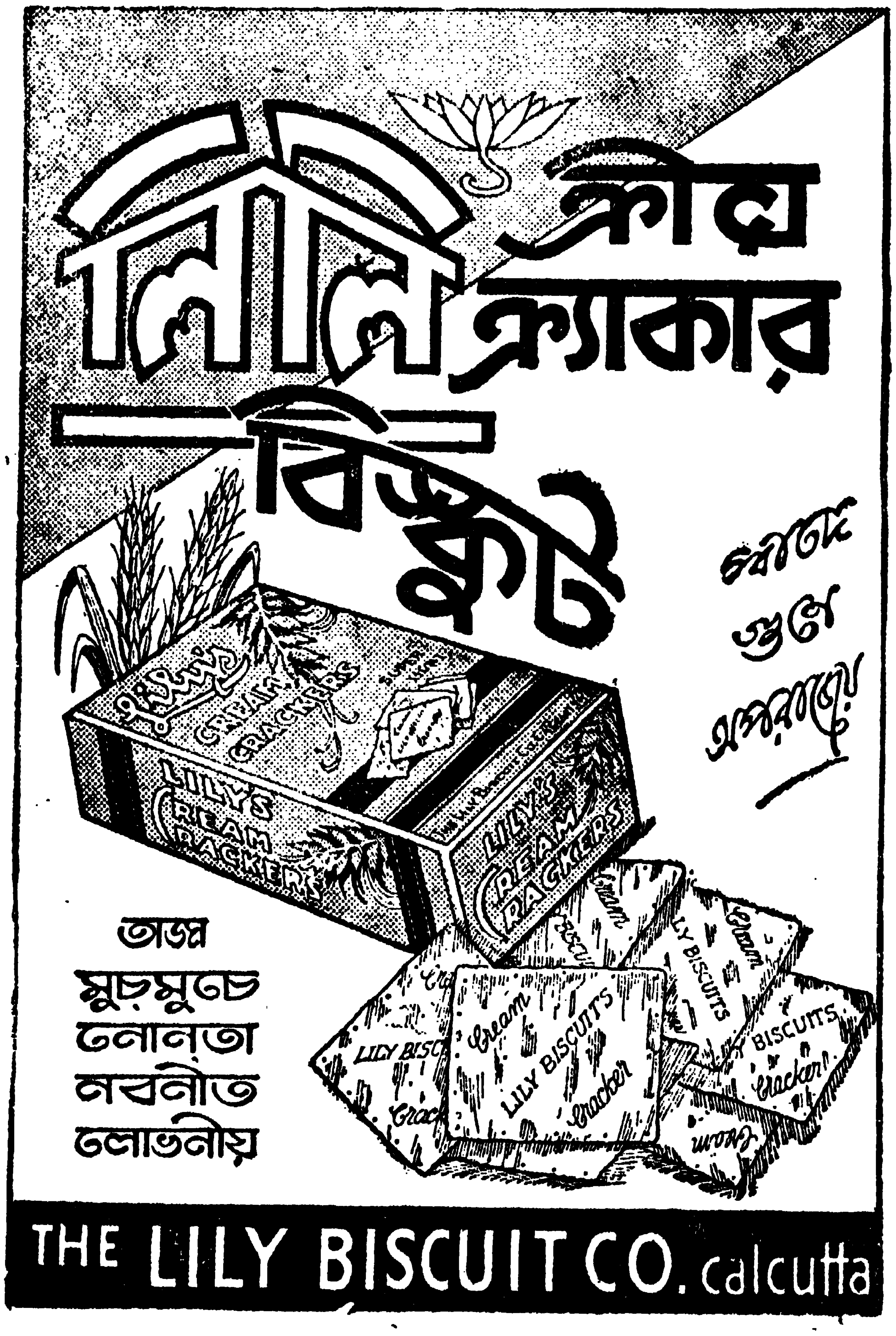

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

দাঁতের বুদ্ধি রাখি না সত্য, কিন্তু কি পাস ওরা? বিলাত থেকে এলেই হয়ে গেলেন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট। এই ধরো আমি, ঈশান-কাকা, ভগবান-দাদা আমরা বিলাতে জন্মালে এক একজন দিগ্‌গজ হ'তাম কি না তুমিই বলো নবীন খুড়ো।

ছেলেবুড়ো সকলেই মুখ টিপিয়া হাসিল। নবীন খুড়ো কোন উচ্চবাচ্য করিল না দেখিয়া সনাতন মুদী গম্ভীর সুরে কহিল, কর্ত্তা, আপনার বুদ্ধি-বিবেচনা কি কম! লোকে বোঝে না, এই যা দুঃখ! তা না হ'লে আপনি থাকতে লোকনাথ মাইতি হয় স্কুলের সেক্রেটারী আর মদন ঘোষাল স্কুলের হেড মাষ্টার!

মহিমের কাছে সনাতন কিছু টাকা ধারিত এবং এই সেদিন অনেকদিন মাইনে না দেওয়ার দরুণ সনাতনের থার্ড ক্লাশের পড়ুয়া ছেলেটির নাম মদন ঘোষাল হঠাৎ কাটিয়া দেওয়ায় সনাতন গ্রামে গ্রামে লোকনাথ আর মদনের দুর্নাম করিয়া বেড়ায়। এক সময়ে সে পয়সা-ওলা লোক ছিল, কিন্তু একটা স্বদেশী ডাকাতি হওয়ায় সনাতন একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল।

মহিম বিজ্ঞের মত হি হি করিয়া হাসিয়া জবাব দিল, তোরই কি কম বুদ্ধি বিবেচনা ছিল! দিন থাকলে তোকে আমরা সেক্রেটারী করে দিয়ে তোর বাবার নামে স্কুল চালাতাম, কি বলো খুড়ো?

নবীন-খুড়ো বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, সনাতন কি কথার লোক? আমি সে-বছরও বলেছিলাম, 'সনাতন, হাজার তিনেক টাকা দিয়ে স্কুলের বড় ঘরটা তুই বানিয়ে দে', তোর বাপের নামে আমরা স্কুল করি; ওকি আর কথা শোনবার লোক? এখন তোর টাকা পয়সা বার ভূতে মিলে লুট করে নিয়ে গেল।

সনাতন ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আগে জানলে আমি ব্রাহ্মণ সেবায়ও…

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মহিম পাঠক লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, এই একটা কথার মত কথা বলেছিস। আর এই গাঁয়ের চৌকিদার ব্যাটারা কি চসম-খোর, একবার খবর পর্য্যন্ত নিলে না।

—আর চৌকিদার! কাল তারিণী-দাদার কালো হৃষ্ট-পুষ্ট পাঁঠাটি মাধব দফাদার বেমালুম গাফ্ করেছে। নবমী পুজার পাঁঠা খেয়ে কেউ কখনো হজম করতে পারে? তাই তো চব্বিশ ঘণ্টা পার না হতেই মেয়েটার বিষম কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে, আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। কলিতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য এখনো যায়নি।

সনাতন আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেল পানিকাউর কৈবর্ত্তকে দেখিয়া। পানিকাউর মাধবের ভগ্নীপতি, সুতরাং এই প্রসঙ্গ এখানেই চাপা পড়িয়া গেল

বিকালে সুধা, রাণী, সকলেই প্রতিমা দেখিতে বাহির হইয়াছিল। পল্লীগ্রামে অত বাঁধাবাঁধি নিয়ম এখন আর নাই। সুধা বেথুন কলেজে আই-এ পড়ে, শুধু লোকলজ্জার খাতিরে একটু ঘোমটা টানিয়া বেড়াইতে গিয়াছিল। কখনো ঘোমটা অনভ্যাসের বশে খসিয়া যাইতেছিল, আবার তাড়াতাড়ি টানিতে গিয়া বিষম অসুবিধা বোধ হইতেছিল। তাহার সুন্দর ঢলঢলে মুখখানি, নিখুঁত, নিটোল স্বাস্থ্য গ্রামে বৃদ্ধদের দু'চার জনের যে চোখে না পড়িয়াছিল এমন নয়। ভগবানদাদা চোখে মুখে গিলিবার মত চাহিয়া কহিলেন, মেয়েটি কে হে খুড়ো, বড় নির্লজ্জ দেখ্‌ছি। দু'পাতা ইংরেজী পড়ে মেয়েদের চালচলন আজকাল…

নবীনখুড়ো জিভ কাটিয়া চুপি চুপি বলিলেন, বড়বাড়ীর অমলের বউ।

অমনি ভগবান-দাদা সুর নামাইয়া কহিলেন, বেশ তো হাসি-খুশী, কোন দেমাক-টেমাক নেই দেখছি। আমি

THE BOYS' LIBRARY. Estd. 1909. No.

ভেবেছিলুম নেপালের মেয়ে ননী বুঝি। খাসা বউ এনেছে কিন্তু।

—তা আর বল্‌তে, যেন দুর্গাপ্রতিমা খানি, আমি বারে বারে চেয়ে তাই দেখছিলাম।

পাড়ার মেয়েরা নূতন বৌকে দেখিয়া মুখখানি মলিন করিয়া ফিরিয়া গেল। স্ত্রীলোক সুন্দরী হইলে অপরাপর মেয়েদের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব, কারণ বাংলা দেশের তেলে-জলে অমন রূপ, কদাচিৎ দু' একটি দেখা যায়। তাই স্বভাবসুলভ-ঈর্ষ্যা প্রযুক্ত হইয়া ওপাড়ার কাঞ্চন-মাসী সুর চড়াইয়া কহিলেন, সুন্দরী বউ ঢের ঢের দেখেছি। তোদের পীরগাছায় এই নূতন হোতে পারে। আমার মেজঠাকুরের মেয়েকে দেখ্‌লে আর ওর দিকে তাকাতে ইচ্ছে করবে না।

মল্লিক-বাড়ীতে বৈঠক বসিয়াছিল। পানের খিলি মুখে পুরিয়া বোসদের গিন্নিমা কাত্যায়নী চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া গলা ঝাড়িয়া কহিলেন, এ আর কি বউ দেখছিস্‌, নাটোরের নাম শুনেছিস্‌ তো, তারই কাছে বীরকুৎসার জমিদারদের বউ-এর কথা আর কি বলব! চোখদুটি যেন আকাশের তারা, আর চুলের গোছা একেবারে পায়ের কাছাকাছি···আর নাচগানের কথা যদি বলিস্‌ তো আমুক মিত্তিরদের মল্লিকা, কেমন গলা দেখে নেবো।

কাঞ্চন-মাসী গলা ছাড়াইয়া কহিলেন, আমার পানুর বউয়ের রং যদি আর একটু ফরসা হ'ত তোমরাই তাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী বল্‌তে কিনা বলো।

বিমলা মৃদু হাসিয়া কহিল, অমলের বউয়ের মত সুন্দরী বউ খুব কমই দেখেছি, তা তোমরা যে যাই বল না কেন।

কাঞ্চন-মাসী চোখ ফিরাইয়া কহিলেন, কি বল্‌লি লা, তোরা ক'টা সুন্দরীর নাম করতে পারিস? জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখতে গিয়ে ঢাকায় উষাকে দেখে এসেছি, তার মত সুন্দরী আর হয় না।

—না হয়, না হোক, আমাদের তাতে কি মাসী; আমরা তো এক রকম বয়স কাটিয়েই গেলাম। এই রূপ নিয়েই তো যত গোলমাল শুনি, তার চেয়ে রূপ না থাকাই ঢের ভাল। মুখুয্যেদের মেজবউ সৌদামিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, অমলের বিয়েতে কি যে কাণ্ড হয়েছিল শোনেন নি বুঝি, এ-কথা তো সবারই জানা—বলতেই পাড়ার মেয়েরা 'এ' ওর গায়ে ঢলাঢলি করিয়া হাসিতে হাসিতে একেবারে কুটপাট হইয়া গেল।

* * *

সুধার বাবা ছিলেন ঢাকা কলেজের প্রফেসার। অমলের সাথে যখন বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়, সুধা তখন টিকাটুলির স্কুলে পড়িত। ছোটবেলা থেকেই সে ভয়ানক দুষ্টু, এবং স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল বলিয়া তাহাকে তেরোতেই পনেরোর মত দেখাইত। সুধার বন্ধু ছিল বীণা। বীণা বয়সে বড়, একটু উঁচু ক্লাশে পড়িত, তাহাকে একদিন সুধা ধরিয়া বসিল, বীণাদি আমি আমার বরকে দেখতে চাই।

—বিয়ের আগে? বিয়ের আগে কেউ কি কখনো বরকে দেখে? ধেৎ বোকা।

—না বীণাদি, আমি তার চেহারাটি শুধু দেখ্‌বো। কালো চেহারা হলে চলবে না বীণাদি! আমি তো আর কুৎসিৎ নই!

বীণা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, সুধা তা'হলে এক কাজ করতে হ'বে। মেজদাকে বলে একদিন আমাদের বাড়ী আনালেই চলবে।

—বেশ তো, বলিয়াই সুধা সোৎসাহে চুপি চুপি কহিল, অমল গাঙ্গুলী, থার্ড ইয়ার।

—ও থার্ড ইয়ার···মেরী ইয়ার—বলিয়াই বীণা নোটবুকে নামটি টুকিয়া রাখিল।

ঢাকা কলেজে বি-এ ক্লাশে তখনো প্রায় দেড়শ' ছাত্র পড়ে। বীণার মেজদা' দ্বিজপদ অমলকে অনেক কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিল, কিন্তু অমলের সাথে তাহার তেমন জানা শোনা ছিল না। কি করিবে বাসায় আসিয়া, বীণাকে সব কথা খুলিয়া বলিতেই বীণা কহিল, এক কাজ করো না মেজদা', বাসায় নাই বা এলো, রমণার পথের ধারে যেন বেড়াতে গিয়েছি ঠিক এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর তুমি ইসারায় আমাদের দেখিয়ে দেবে। অমলবাবু তো আর কলেজ হোষ্টেলে থাকেন না।

ফোন ২৭৭৪
বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

—না, বলিয়াই দ্বিজপদ মৃদু হাসিয়া কহিল, কাল তা' হলে সব ঠিক কিন্তু। আমি রোজ রোজ এসব করতে পারবো না। পরদিন ঠিক কথামত শীতের অপরাহ্ণে বীণা ও সুধা রমণার ধারে বেড়াইতে গেল, সাথে রাহল হিন্দুস্থানী চাকর গিরিধারী।

দ্বিজপদের ক্লাশ অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছে, সে অমলের অপেক্ষায় চুপ করিয়া লেবরেটরীতে বসিয়াছিল। ঘণ্টা বাজিতেই একে একে সব ছাত্র চলিয়া গেল; অমলও আসে না, দ্বিজপদও তাহাকে খুঁজিয়া পায় না।

সুধার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। কি দেখিতে আজ কি দেখিয়া বসে, সারা-জীবনের আধিপত্য দিয়া যাহাকে চিরপতিরূপে মনোরাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়া লইতে হইবে, তাহাকে দেখিয়া মন খুসী না হইলে চলিবে কেন? এদিকে শাস্ত্রের দোহাই চারিচক্ষু মিলন শুধু মুখ-চন্দ্রিকার শুভ মুহূর্ত্ত ছাড়া হইতে পারে না, কিন্তু পৃথক-ভাবে যদি এক জোড়া চোখ অপরের অলক্ষ্যে তাহার দিকে চাহিয়া দেখে, তাহা হইলে তো আর শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করা হইবে না। তাহার মনে এইরূপ নানা কথা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময়ে দ্বিজপদ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া চোখের ইসারায় যে-ছেলেটিকে দেখাইয়া দিল, অমল বলিয়া যদি কিছু তাহার দেহের বর্ণ থাকে! সুধা মুখখানি ভার করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। সেইদিন হইতে তাহার মুখে কেহ কোন দিন হাসি দেখে নাই। মায়ের মনে বিষম ভাবনা হইল, অথচ সুধা মুখ ফুটিয়া সে কথা কাহাকেও বলিতে পারিল না, আর কোন্ বাঙালী মেয়েই বা তা পারে!

বিবাহের দিন যত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, সুধা ততই মনমরা হইয়া গেল। বীণা আভাস-ইঙ্গিতে এ-কথাটি একদিন সুধার জননীর কর্ণগোচর করিয়া ফেলিল। কিন্তু জননী তো হাসিয়াই খুন! ছেলে কালো হইলে এমন কি আসে যায়, অথচ অত বড় বনিয়াদী ঘরের ছেলে সহজে হাতছাড়াও করা যায় না। তবু বীণার কথায় তাঁহার একটু খট্‌কা লাগিল। তিনি একদিন কর্ত্তার কাছে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন। নিরীহ প্রফেসার, সদাশিব লোক, কোনমতে টাল সামলাইয়া কহিলেন, তুমিও ক্ষেপেছ নাকি, তা' হলে আমিও কালো, কি বলো! কর্ত্তার ভ্রূকুটি দেখিয়া গৃহিনী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হ'ন নাই।

বিবাহের দিন রাত্রিতে সুধা তেমন-কিছু কাপড় চোপড় পরিতে রাজী হইল না, এ যেন এক রকম জোর করিয়াই তাহাকে বিবাহ দেওয়া হইতেছে। তাহার মুখের রক্ত কোথায় যেন উবিয়া গিয়াছে এবং কাহারও সাথে কোন কথাবার্ত্তা বলা সে আদৌ পছন্দ করিল না। বীণা ইচ্ছা করিয়াই আসে নাই, এবং পাড়ার সাথীরা অযথা ধমক খাইয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সে এমন গুম হইয়া বসিয়া রহিল যে যেন পার্ব্বত্য কল্লোলিনী উপলখণ্ডে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া বিরাট বিপুল বাঁধের কাছে তাহার আকুল, উদ্দামগতি যেন একেবারে প্রতিহত হইয়া গিয়াছে।

মুখচন্দ্রিকার সময় সে চোখ বুঁজিয়া রহিল। নতুন জামাই বেচারী সব দেখিয়া শুনিয়া যেন একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। পুরোহিত ঠাকুর, পাড়াপড়শীরা, সমপাঠীরা বার বার বলিয়া উঠিল, চোখ খোল, চোখ খোল, কিন্তু সুধার চোখ দুটি সহসা একবার বিদ্যুতের মত খেলিয়া গিয়া আবার মেঘের কোলে লুকাইয়া গেল।

গ্রামময় কানাকানি সুরু হইল। রমাকান্ত গাঙ্গুলী গোঁফের ফাঁকে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, ওসব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা এসব করিনি? আমি ওর মার বিয়েতে কি রকম কট্‌মট্ চোখে চেয়েছিলাম, আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। বরযাত্রী ভগবান-দাদা কাচের চশমার ভিতর দিয়া চাহিয়া কহিলেন, ঢের হয়, ঢের হয়, আমি বিবাহের ভয়ে পনেরো বছরে বিয়ের আসর ছেড়ে পালিয়েছিলাম!

আসরে একটা মৃদু হাসির ধ্বনি শোনা গেল। কন্যাযাত্রী ঈশান ঘোষাল কাংস-বিনিন্দিত কণ্ঠে কহিলেন, ছেলেমেয়েরা সব হ'ল কি, বিয়ের সময় মুখ পেঁচা করে থাকতে এই প্রথম দেখলাম। সদুর মা আমার দিকে কি রকমভাবে তাকিয়েছিল, একবার জিজ্ঞাসা করো না ওঁকে, আমার এখনো মনে পড়ে! সদুর মা দূর হইতে অন্দরে সরিয়া পড়িয়া কহিলেন, বুড়োর কাছে যাব এখন সাক্ষ্য দিতে। মরণ আর কি!

ইহাতেও কিছু হইত না, কিন্তু ভোর রাত্রিতে বরের হঠাৎ অন্তর্ধানে পাড়াময় ঢি-ঢি পড়িয়া গেল।

থানায় খবর দেওয়া হইল, এবং চারিদিকে লোক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ছেলে শেষে একটা মনে আঘাত পাইয়া কিছু না করিয়া বসে এজন্য রমাকান্ত পুলিসে খবর দিলেন। চারিদিকে—রেলওয়ে ষ্টেশনে, ষ্টীমার ঘাটে সি-আই-ডি পুলিস মোতায়েন করা হইল, কিন্তু কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। পুলিস সাহেব তদন্তে মহকুমায় আসিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর রমাকান্তের নাম শুনিয়া পুলিসসাহেব সদলবলে আসিলেন।

মুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে বিরাট বৈঠক বসিয়াছিল, এমন সময় পুলিসসাহেব আসিয়া উপস্থিত। ভগবান-দাদা পিছনের দরজা দিয়া লাফাইয়া পড়িলেন। সূর্য্যকান্ত গ্রামের প্রবীণ লোক, সেকালের মাইনর পাশ, ইংরেজী কিছু কিছু জানেন, গুডমর্ণিং বলিয়া কোন রকমে সরিয়া পড়িলেন।

গদাধর কবিভূষণ পৈতা বাহির করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, সাহেব মৃদু হাসিয়া কহিলেন, ছেলে কেন পলাইয়া গেল, গোসা করিয়াছে নাকি? আজকালের দিনে ছেলে বাড়ী না থাকিলে ডাকাতি করিতে যায়।

রমাকান্ত বিবর্ণমুখে জবাব দিলেন, বিবাহ করিতে আসিয়া পলাইয়াছে।

—বিবাহ করিতে আসিয়া মেয়ে লইয়া পলাইয়াছে, elopement নিশ্চয়ই।

ভগবান-দাদা মৃদু হাসিয়া শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, হুজুর, আলাপ করে নাই, এমনিই গিয়াছে।

রমাকান্ত চোখ টিপিয়া চুপি চুপি কহিলেন, আলাপ না ইলোপ, এটা একটা খারাপ ইংরেজী কথা।

দাদা তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাইয়া কহিলেন, আলাপ-টালাপ হইলে কি হুজুর পালায়?

সাহেব কহিলেন,—মেয়ে বুঝি beautiful না?

—আজ্ঞে মেমসাহেবের মত সুন্দরী—বলিয়াই ঈশান পাঠক আগাইয়া আসিলেন।

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, কহিলেন, বোধ হয় ঝগড়া হইয়াছে, শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে।

ঈশান পাঠক মাথা নাড়িয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তা'—তো যাবেই। আমাদের শাস্ত্রেও আছে—"অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে—দম্পতী কলহেশ্চৈব"—উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে রসিকতা মনে মনে অনুভব করিয়া বোঝার মত পরে একটু হাসিলেন। দারোগা সাহেব ইংরেজী করিয়া বলিতে গিয়া হয়রাণ হইয়া উঠিল। অনুবাদ বোধ হয় এই রকম করিয়াছিল—,

Goats fighting, Sradh ceremony of Rishis and morning clouds, quarrel between husbands and wives mere farce.

সাহেব কি বুঝিয়াছিলেন, আমরা তাহা তাল জানি না। পরে অমলের খোঁজ পাওয়া গেল। সে কলিকাতায় মেসে থাকিয়া কলেজে পড়িত। কিন্তু সুধার বাবা এ-খবর ভাল করিয়া জানিতেন না। তিনি তখন বদলী হইয়া বেথুন কলেজের প্রফেসার হইয়া আসিয়াছিলেন। বৈবাহিকের পত্রে কুশল প্রশ্ন মাঝে মাঝে পাইতেন সত্য কিন্তু অমলের বিষয়ে কোন সংবাদ তিনি ইচ্ছা করিয়াই লিখিতেন না। রাগ, অপমান, ক্ষোভও তাঁহার কম হয় নাই। তিনি রমাকান্ত গাঙ্গুলী—পীরগাছার প্রকাণ্ড জমিদার, তাঁহার এতবড় একটা অপমান হইয়া গেল কতকগুলি নগণ্য পল্লীবাসীর সুমুখে, তাঁহার মনে প্রাণে এই ব্যথা বড় বাজিল, কিন্তু আপাততঃ কোন উপায় নাই ভাবিয়া বাঘের শিশুর মত চিড়িয়াখানার লৌহপিঞ্জরে বন্দী হইয়া মনে মনে আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

সুধা ম্যাট্রিক পাস করিয়া বেথুনে আই-এ পড়ে। অমলের কথা সে কোনদিন মুখে আনে নাই। ক্লাশের সমবয়সীরা তাহার সিঁথিতে সিঁদুর দেখিয়া বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বিষম ক্ষেপিয়া উঠে। কেহ কেহ ঠাট্টা করিতেও ছাড়ে না। একদিন অমিতা জিজ্ঞাসা করিল, ঝগড়া করেছ বুঝি, বলোনা ভাই, আমরা সব মিটিয়ে দি'।

নিভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, ও আবার ঝগড়া কি? বাপের কথা মনে নেই? দুদিন বাদেই আবার অজ্ঞান!

কমল হাসিয়া কহিল, মিলনে বিরহ না থাকলে ভত মধুর হয় না। সুধা মলিন মুখে জবাব দিল, ওসব কিছু নয় ভাই, তোমরা আমায় জ্বালাতন করো না, আমি কখনো বলেছি যে, ঝগড়া হয়েছে, আমার সাথে একদিনও দেখা হয়নি।

—ওমা বল কি, বলিয়াই সকলে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

নিভা সমঝদার মেয়ে, আসল ব্যাপারটি যেন মনে মনে অনুধাবন করিয়া কহিল, তাইতো তোমাকে অত মন-মরা দেখি, বর বিলেত গিয়েছে বুঝি!

—তা' আমি কি জানি?

—তুমি জান না তো কি আমরা জানি?

—আচ্ছা, তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে খবর নেব।

সুধা কথা কহিল না, শুধু একটু রঙীন আভা তাহার মুখের উপর হঠাৎ খেলিয়া আবার চোখের নিমিষে কোথায় উবিয়া গেল।

অমলের উপর সুধার রাগের কারণ এবং এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব নিভা এখনো ভাল করিয়া বুঝে নাই, এবং জানে না। অথচ সুধা অপূর্ব্ব সুন্দরী, এমন বউয়ের কথা কোন্ যুবক না ভাবিয়া থাকিতে পারে? সে ইহার একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিল এবং তাহার ছোট বোন রাণুর কাছে সুধার বাবার ঠিকানার জন্য চিঠি লিখিয়া দিল। সে অভিমান করিয়াই বিয়ের রাত্রিতে চলিয়া আসিয়াছিল। এই অভিমান তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ বিবাহের সময় যদি মেয়ে ঘৃণায় তাহার দিকে চোখ মেলিয়া চাহিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করে, একি কম আপশোষের কথা! আর কেনই বা করিবে,—সে কি তার চেয়ে কম? রূপে, গুণে, বিদ্যায়, ধনে-জনে অমলের মত একটি ভাল ছেলে বাংলা দেশে নিতান্তই বিরল।

নিভা সুধার বাবার কাছ হইতে বেশী কিছু খবর সংগ্রহ করিতে পারে নাই, কিন্তু তার দাদা সমর একদিন কথায় কথায় বলিয়া ফেলিল, আমাদের সাথে পীরগাছার জমিদারের ছেলে অমল গাঙ্গুলী বলে একজন পড়ে, তুমি কি তার কথা আমার কাছে

বলেছ সেদিন? ওর সাথে আমার খুব ভাব, কিন্তু ইপিড বলে, বিয়ে করেনি, আমি ভেবেছিলাম—

নিভা হাতে আকাশ পাইয়া কহিল, হ্যাঁ দাদা, অমল গাঙ্গুলীর কথাই বলছি, ওদের বাড়ী আমাদের ঢাকায়, ওরা খুব বড়লোক।

সমর একটু ভাবিয়া কহিল, বিয়ে তা'হলে হয়ে গেছে?

—না, তোমার জন্য বাকী আছে!

—কিন্তু তাকে বড় আনমনা দেখি! তোর সাথে একদিন আলাপ করিয়ে দেব?

—শুধু আলাপ করিয়ে নয়, একদিন আমাদের এখানে চায়ের নেমন্তন্ন করো। আর সুধাকে আমার বোন বলে ওর কাছে পরিচয় দেবে। সাবধান দাদা, কখনো আসল পরিচয় দিয়ো না কিন্তু।

—আহা বেচারীকে তোর কথা একদিন বলতেই কত সুখ্যাতি করলে তোর!

—এই না দেখেই!

—না-রে বোকা, দেখার কথা তো ওঠেনি। তুই যে রেডিয়োতে গান গেয়েছিস্, সে কথা শুনে একেবারে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল।

—তুমি বড়ো বাইরের ছেলেদের সাথে ইয়ারকী দাও দাদা, এসব আমি পছন্দ করি না। মেয়েদের কথা নিয়ে তোমরা এত অসভ্য আলাপ করো, এ কিন্তু তোমাদের ঠিক নয়।

—আর তোমরা ছেলেদের নামে বড় কম বলো, আমরা যেন বেথুন কলেজের মেয়েদের কথা জানি না? আচ্ছা, তুমিই বলো ঠিক কি না?

—অত অসভ্য আলোচনা করি না, একথা তুমি ঠিক জেনো—বলিয়াই কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মনে মনে বলিয়া উঠিল, কি অসভ্য অমলবাবু, নিজের স্ত্রী থাকতে—

—আর আমরা তো এ কথা কল্পনাতেও আনতে পারি না। সমর বাইরে গেল অমলের মেসে চায়ের নেমন্তন্ন করিতে।

সুধা শুধু আসিয়াছিল চায়ের নিমন্ত্রণে। ঘরখানি এমন সুশ্রী ভাবে সাজানো হইয়াছিল, যে দেখিলে সহজেই চোখে পড়ে। ফুলের গন্ধে, তীব্র আলোকে, রঙীন পর্দায় ঘরখানি ঝলমল করিতেছিল। অমল আসিল, আসিতেই সমর পরিচয় করাইয়া দিল, এ-দুটি তার বোন্ এবং মেয়েদের কাছে অমলের কথা শুধু বলিল, যে সে তাহার সহপাঠী এবং কবি।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি আষাঢ়ের নবঘন মেঘ দেখিয়া সে দুই-চারিটী বিরহের কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছিল। এ-ব্যাসিলি আজকাল স্কুলে, কলেজে এমন কি পল্লীর আনাচে-কানাচেও সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে।

নিভা দু-একটা গান গাহিয়া অমলকে শোনাইল। অমল একেই গানের নামে পাগল। সে সমরের দিকে চাহিয়া ইসারা করিতেই সমর সুধাকে কহিল, গান তোমার মুখে খুব ভাল লাগে। সমর সুধাকে নিভার বন্ধু হিসাবে "তুমি" সম্বোধন করিত।

সুধা গান ধরিতে নিভা মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল,

'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া'

অমল নিভার দিকে চাহিয়া, তাহাকে এরকম ভাবে মুখ টিপিয়া হাসিতে দেখিয়া কেমন জানি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। তবু সেও ঘাবড়াইবার ছেলে নয়, কবির মত উদাসভাবে সুধার দিকে বার বার চাহিয়া দেখিতেছিল। সমর ভাব-সাব বুঝিয়া নিজেই অর্গানটি টানিয়া লইয়া জলদগম্ভীর স্বরে গান ধরিল। তবে তার গলা তেমন মিষ্টি নয়, কিন্তু একটু-আধটু গাহিতে জানে,—

'বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে…'

নিভা মুখে রুমাল দিয়া হাসি চাপিয়া রাখিল। সুধা ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারে নাই, সে অমলের দিকে একবার চোখ ঘুরাইয়া আবার সমরের গান গাহিবার ভঙ্গীতে মনে মনে একটু হাসিয়া উঠিল।

রাত্রি অধিক হইতেই সকলে বিদায় লইল। সমর অমলের মেসে গিয়া সে-রাত্রির মত আশ্রয় গ্রহণ করিল, বাসায় বলিয়া গেল, কাল ভোরে ফিরিয়া আসিবে।

সমর ইচ্ছা করিয়াই সুধার কথা তুলিল, কহিল, আমার বড় বোনটীকে তোমার পছন্দ নয়?

—বারে, ফাজলামি করার আর জায়গা পাও না! বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সিঁথিতে সিঁদুর, তুমি তো আচ্ছা লোক হে!

—রাখো না ভাই, বলতেই দাওনা। ওর বিয়ে হয়নি, তবু বেচারী সিঁথিতে সিঁদুর দেয় কেন জানো? বলে আমি মনে প্রাণে একজনকে ভালবাসি, কিছুতেই নাম বলে না। শেষে দেখি "চিত্রা" পত্রিকায় তোর যে সেই কবিতাটি বেরিয়েছিল, সেই যে—"পল্লীপ্রিয়ারে স্মরি"—সেই কবিতার লেখককে ও মনে প্রাণে ভালবেসে ফেলেছে। এমন ভালবাসায় যে কতখানি risk, তা' ও কি করে বুঝবে বলতো! ধরো না কেন, প্রথমতঃ, লেখক বুড়ো না যুবক বোঝা ভার, তারপর বিবাহিত হওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু ও বলে কি জানো,……বুড়ো হতেই পারে না, কারণ এ রকম কবিতা বুড়োদের পক্ষে লেখা অসম্ভব, আর বিয়ে হ'লে কি কেউ কখনো পল্লীপ্রিয়ারে স্মরণ করে এত বিরহের কথা লিখতে পারে……

—খুব পারে ভাই, এ কথার কোন মূল্য নাই। আমার বিশ্বাস হয় না ভাই।

—কি বিশ্বাস হয় না,……ওযে তোকে ভালবাসে, এই কথা?

অমল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এ কিন্তু

ভারি অন্যায়, সমর, তুমি আমায় ক্ষমা করো ভাই, আমার বিয়ে হয়ে গেছে এ-কথাটি তুমি ওকে ভাল করে বুঝিয়ে বলে দিয়ো!

সমর তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, বলিস্ কি, সর্ব্বনাশের কথা, আমি ওকে বলে রেখেছি, এ-বিষয়ে অমলের মত নিশ্চয়ই হবে; আর তোমাকে এতো মেলামেশা করিয়ে তুমি এখন বলো কিনা যে তুমি বিয়ে করেছ। আমি ভাই এসব বল্‌তে পারব না। তুমি বরং বুঝিয়ে একদিন বলে এসো!

অমল এই কথা শোনার পর একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, সত্যই-তো সমরকে সে বিষম ফ্যাসাদে ফেলিয়াছে, এখন তো বিবাহ করা ছাড়া আর উপায় নাই। কি করিবে সে, পিতামাতার অগোচরে সে সমরের বোনকে বিবাহ করিয়া ফেলিবে! রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেলে পর তাহার চোখে ঘুম আসিয়াছিল। সমর খুব ভোরে উঠিয়া মেস হইতে চম্পট দিয়াছিল, শুধু মেসের ঝি তাহাকে সদর দরজা খুলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল।

কলেজের ক্লাশে সুধা নিভাকে কহিল, ছেলেটি কিন্তু বেশ শান্ত, শিষ্ট, অমায়িক।

নিভা মুচকি হাসিয়া কহিল, আমার বর হবে ভাই কি বলো, কেমন সুন্দর চেহারা খানি, না ভাই!

—সে কথা আর বলতে। তোমার অদৃষ্ট ভাল, না হ'লে এমন সুন্দর বর······

বাধা দিয়া নিভা কহিল, আর তোমার কপাল বুঝি মন্দ! তোমার বরও তো এমনি সুন্দর, সেদিন যে মাসীমা বললেন।

—যাও ভাই, আর কাটাঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে লাভ কি বলো ত?

—আমি সত্যি বল্‌ছি ভাই, পরে কথাটি ঘুরাইয়া কহিল, কাল আমাকে দেখতে এসে তোমাকেই পছন্দ করে গেছেন। দাদা বল্‌লেন যে ওর বিয়ে হয়ে গেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মূর্চ্ছা আর কি! আজও নাকি খুব কান্নাকাটি করেছেন! দাদা আজও তাকে নিয়ে আসবেন আমাদের :এখানে, তুমি ভাই আমার কথা একটু বুঝিয়ে বল্‌বে ওকে!

সব কথা শুনিয়া সুধা জবাব দিল, কেন বল্‌বো না ভাই, ওকে আমি তোমার সামনেই সব কথা বুঝিয়ে বল্‌বো।

—বলো কিন্তু ভাই, এ-বিষয়ে তোমার কাছে আমরা হার মানি। পুরুষদের সাথে টেক্কা দিতে তোমার মতো মেয়েই চাই। প্রত্যুত্তরে সুধা আর কিছু বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

সন্ধ্যায় আবার সেই চায়ের মজলিস। নিভা ভাবের আবেশে গান ধরিল,

"সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যা রাণী
এই ত মোদের গোপন মিলন,
কেউ জানেনা আমরা জানি।"

সমর সেদিন এদিক সেদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কখনো ঘরের ভিতর আসিয়া বসে, আবার বাহিরে গিয়া গুণ গুণ করিয়া গান ধরে···

"সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যারাণী,
এই ত মোদের গোপন মিলন
কেউ জানেনা আমরা জানি।"

গান থামিয়া গেলে অমল কি কথা বলিবে, এমন ভাব প্রকাশ করিতেই সুধা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আপনাকে যেন একটু আনমনা দেখছি আজ।

অমল ঢোক গিলিয়া কোনমতে মাথা নীচু করিয়া কহিল, আপনার প্রেম অক্ষয়, অব্যয়, কিন্তু আমার কোন অপরাধ নেবেন না, আমি—বি-বা-হি-ত—বলিতেই তার চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল, পরে আবার কহিল, সমর আপনাকে ভুল বলেছে।

সুধা আগাগোড়া না বুঝিয়া কহিল, তার মানে?

—আপনি যে আমাকে এত ভালবাসেন, আমি সে ভালবাসায় অযোগ্য···অমল এ-কথা বলিতেই সুধা বিষম ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, কাকে কি বল্‌ছেন আপনি, আমার নাম নিভা নয়, আমি আপনাকে কোনদিন ভালবাসিনি, আমার স্বামী আছেন। সুধার চোখের দিকে আর তাকাইতে না পারিয়া অমল ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া করজোড়ে কহিল, সমর বলেছিল, আপনি নাকি—

—ওসব বাজে কথা, আপনি কি বলছেন পাগলের মত, আপনার একটা লজ্জা-সরম নেই!

নিভা হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, ঠিকই বলেছেন অমলবাবু, এই যে আপনার বিবাহিতা স্ত্রী সুধা। সুধা, স্বামীকে তুমি চিনতে পারোনি, এর নাম অমল গাঙ্গুলী, পীরগাছায় এদের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ীর কথা ভুলে গেছ······

সুধা ফ্যাল-ফ্যাল চোখে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, কে স্বামী? তুমি ভুল বলছ নিভা, আমি নিজের চোখে দেখেছি······

—ছাই দেখেছ তুমি, ওদের ক্লাশে দুইজন অমল গাঙ্গুলী ছিল, সে সব খবর আমরা পেয়েছি। তোর চেয়ে আর দ্বিতীয় বোকা পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ।

সুধা থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে লজ্জায়, দুঃখে, ক্ষোভে, একেবারে উপুড় হইয়া অমলের পায়ের কাছে ধপ্ করিয়া পড়িয়া গেল।

অমল ভ্যাবা-চ্যাকা গঙ্গারামের মত যেন বায়োস্কোপের চলচ্চিত্র দেখিতেছিল, অমনি বলিয়া উঠিল, এসব ব্যাপার কি রে সমর?

সমর পর্দ্দার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া সুর ধরিয়া কহিল,

'ছিলে কালাচাঁদ হ'লে গোরামণি
তোমারে না দেখা ভালো—সখি রে···
যুগে যুগে তুমি হও অবতার
ভানুর কিরণে আলো······সখিরে।'

*

আনন্দে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। সমর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া আবার গাহিয়া উঠিল, ধৈর্য্যং রহু, ধৈর্য্যং রহু……

•

এখনো পীরপাছা গ্রামে সন্ধ্যার তীরে বাঁধা ঘাটে বসিয়া কোন তরুণ তরুণীর মনোমালিন্যের কথা উঠিলে ভগবান-দাদা বিজ্ঞের মত উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠেন……

"অজাযুদ্ধে, ঋষিশ্রাদ্ধে……"

ঈশান ঘোষাল ফোড়ন দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠেন, দম্পতী কলহেশ্চৈব……

——

স্বাদে ও গন্ধে

—"দার্জ্জিলিং চা"

পাইকারী, খুচরা ও মফঃস্বল অর্ডার সরবরাহ করা হয়।

দার্জ্জিলিং টী ট্রেডিং কোং

৪২বি, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

কর্ত্তৃক "শ্রীমধুসূদন"

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ইহাদের রূপসজ্জা যেমন মূলানুরূপ, অভিনয়ও তেমনি অপূর্ব্ব। মধুসূদনের ভূমিকায় মিহিরবাবুর অভিনয়, কলাময় তো বটেই, মাইকেলের রূপে ও চরিত্রানুযায়ী অভিনয়ে তিনি কবিকে অপরূপ মূর্ত্তি দিয়াছেন। এরূপ উচ্চাঙ্গের অঙ্গসজ্জা ও অভিনয় আমরা বহুকাল দেখি নাই। নাটকখানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মিহিরবাবু রসিক দর্শকগণকে পুলকস্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মিহিরবাবুর পরেই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন বটুবাবু (রাজনারায়ণ দত্ত), খগেনবাবু (জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর), দীনেশবাবু (বিদ্যাসাগর), মদনবাবু (আত্মীয়) ও পঞ্চাননবাবু (রেভাঃ কৃষ্ণমোহন)। অন্যান্য অভিনেতারাও সহজ ও সুষ্ঠু অভিনয় করিয়াছেন। অভিনেতাদের সহজ স্বাভাবিক ও সাবলীল অভিনয়কে ক্ষুণ্ণ করে না।

স্ত্রী - ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত। স্ত্রী ভূমিকায় ডাক্তারগণ যেরূপ স্ত্রী সাজিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, ইহারা স্ত্রী-রূপেরও কম উপাসনা করেন না।

ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়, শুনিলাম, পুত্রপৌত্রসহ অর্থাৎ একত্রে তিন পুরুষে অভিনয় করিয়াছেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় চিকিৎসক-জগতে এই অভিনয়ে এমন এক রেকর্ড স্থাপনা করিলেন, যাহা শীঘ্র কেহ ভাঙিতে পারিবে বলিয়া, বোধ হয় না।

চিকিৎসকদিগের এই "মধুসূদন" অভিনয় বহুদিন যে মনে থাকিবে এবং সকল দিক দিয়া তাঁহারা যে এক স্মরণীয় অভিনয় করিয়াছেন, ইহা আমরা জোর গলায় স্বীকার করিতেছি। "মধুসূদন" ইহাদের গর্ব্বের বিষয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

যে গান লেগেছে ভাল

জুলাই ১৯৪০

প্রঃ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

N 17479
- কেন মেঘের ছায়া (দরবারী কানাড়া) (উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত)
- মেঘে মেঘে অন্ধ (জয়-জয়ন্তী) „

মিস্ হরিমতী

N 17481
- চৈতী হাওয়ায় দোল লেগেছে (নৃত্য-সম্বলিত)
- কাননে ফুলগুলি মোর „

নলিনীকান্ত সরকার

N 17483 & N 17484
- কাঞ্চনতলার কাপ (কৌতুক-চিত্র)
- (১ম—৪র্থ খণ্ড)

শ্রীমতী কনক দাস

P 11842
- জানি হ'ল যাবার আয়োজন (রবীন্দ্র-গীতি)
- এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে „

শ্রীমতী পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়

N 17485
- বাহির দুয়ার আজি বন্ধ (ভজন)
- আমি গিরিধারী সাথে „

সন্তোষ সেনগুপ্ত

N 17478
- দুয়ার বাহিরে এসেছিনু যবে (আধুনিক)
- বিদায়ের শেষ বাণী „

কুমারী ইলা ঘোষ ও সুনীল ঘোষ

N 17482
- গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে (ঝুলনের গান)
- বাদল রাতে চাঁদ উঠেছে „

মহম্মদ কাসেম

N 17476
- যেদিন রোজহাসারে (ইসলামী)
- মসজিদেরই পাশে „

কৃষ্ণচন্দ্র দে

P 11843
- ধনি, মানিনী ("আলো-ছায়া" হইতে)
- রাতের ঝড়ে „

হরিদাস ব্যানার্জ্জী

N 17477
- লুচি কীর্ত্তন (কমিক গান)
- পেটুক „

গোপেন্দ্রনারায়ণ ও অমর দত্ত

N 17480
- বাঁশী ও ম্যাণ্ডোলা (যন্ত্র সঙ্গীত)
- সুর : ঢোলে ঢোলে হৃদয়কী ন্যাইয়া
- : এক বাংলা বানে

হিজ মাষ্টারস ভয়েস রেকর্ড

দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—দমদম ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(৯)

প্রণতি দমদম্‌ "এরোড্রোমে" পৌঁছুল ভোর বেলা। মাত্র ক'ঘন্টার দূরত্ব, অথচ তার মনে হচ্ছিল যেন কতক্ষণ হল সে "প্লেনে" ছিল। "এরোড্রোম্‌" থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সে তাদের ক'লকাতার বাড়ীর দিকে চল্‌ল। একা কখনও সে ট্যাক্সিতে কোথাও যায় নি; তার ওপর সবে সকাল হয়েছে, তার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল, কিন্তু কি করবে উপায় ছিল না।

বাড়ী পৌঁছুতে তার সময় বেশী লাগল না। দরজার কড়া নাড়তে বুড়ো চাকরটা এসে দরজা খুলে দিলে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রণতির বেশ ভয় করছিল। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে তার সাহস হচ্ছিল না। চাকরটা নিজেই প্রথম কথা বললে। সে জিজ্ঞেস করলে, "এত সকালে কোন গাড়ীতে এলে?" প্রণতি তাকে বললে, "গাড়ীতে আসিনি, উড়ো জাহাজে এসেছি।"

"একা এসেছ? জামাইবাবু কোথায়?"

"তিনি আসতে পারলেন না, তাঁর হাতে একটা বড় মকর্দ্দমা রয়েছে কিনা। মা কেমন……?"

প্রণতির কথা শেষ হ'ল না, স্বকু এসে হাজির হল। প্রণতিকে দেখে সে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলে। চাকরটা কেঁদে উঠল। প্রণতি ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার মা যে বেশী দিন বাঁচবেন না তা সে জানত, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে তার ওপর সমস্ত ভার এসে পড়বে সে তা আশা করে নি। স্বকুকে নিয়ে সে আস্তে আস্তে বাড়ীর ভেতরে ঢুকল।

চাকরটা কাঁদতে কাঁদতে বললে, "তোমায় বড্ড খুঁজেছিলেন। প্রথমটা কিছুতেই তোমাকে খবর দিতে দিলেন না, কিন্তু শেষকালে ব্যস্ত হয়েছিলেন। তোমায় 'তার' করবার খানিকক্ষণ পরেই সব শেষ হয়ে যায়।" প্রণতি স্বকুকে ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগল। মৃত্যুটা ঠিক যে কি সে সম্বন্ধে স্বকুর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সে দেখছিল তার মা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন আর চাকরটা কাঁদতে কাঁদতে তাকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার ঘুম না এল ততক্ষণ সে চাকরকে জিজ্ঞেস করেছে, "আজ আমায় মা'র কাছে শুতে দিলে না কেন? মা'র কাছে যে কেউ নেই, আমায় ও-ঘরে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?" এই সব। প্রণতিকে পেয়ে সে বললে, "হাঁ দিদি, মা'র কি হয়েছে? কাল আমায় মা'র কাছে শুতে দিলে না কেন?"

প্রণতি তাকে বললে, "এবার থেকে তুমি আমার কাছে থাকবে।" স্বকু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারলে না, বললে, "কেন? মা'র কাছে থাকতে দেবে না?"

তার জবাব দেবার ক্ষমতা প্রণতির ছিল না, সে বললে, "তোর কি আমার কাছে থাকতে ইচ্ছে করে না?"

স্বকু তার দিদির আরও কাছে এসে বললে, "কেন করবে না? তোমার সঙ্গে আমি এলাহাবাদ গেলে মাও যাবেন তো?"

"মা তো এখন যাবেন না, তাঁর অসুখ সেরে গেলে তারপর……"

হঠাৎ স্বকুর কি মনে হল, সে বললে, "তুমি এতক্ষণ এসেছ—মা'র কাছে গেলে না? মা রাগ করবেন।"

প্রণতির চোখে জল এল; সে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললে, "মা এখন ঘুমুচ্ছেন কিনা, তাঁকে বিরক্ত করতে নেই।"

"মা আর কতক্ষণ ঘুমুবেন?"

প্রণতি তার কথার জবাব দিলে না; চাকরকে বললে, "কাউকে খবর দিতে পার নি নিশ্চয়?"

চাকর বললে, "কি করে দি? ওকে একা রেখে তো আর যেতে পারি না আর……" সে কথা শেষ করতে পারলে না।

প্রণতি বললে, "আর দেরী করে লাভ নেই; তুমি একে নিয়ে থাক, আমিই যাই। কাকেই বা বলব? দেখি……"

চাকরটা বললে, "না, তুমি থাক, আমি যাচ্ছি; মুখুজ্জে সাহেবের বাড়ীতে খবর দিই; তাঁরা আসুন তারপর যা হয় হবে।" মুখুজ্জে সাহেবদের বাড়ীতে খবর দেবার প্রণতির বিশেষ ইচ্ছে ছিল না, তাঁরা তার ওপর মোটেই খুসী নয় তা সে জানত। মুখুজ্জে সাহেবের এক ছেলে তাকে বা তার মা'র সম্পত্তিকে পছন্দ করেছিল কিন্তু সে তাকে পছন্দ করতে পারে নি, তাই তাঁরা তাঁদের বাড়ী যাতায়াত বন্ধ করেছিলেন। প্রণতি বললে, "রেভারেণ্ড ঘোষকে খবর দাও, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী এলে অনেক সুবিধা হবে।" রেভারেণ্ড ঘোষের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবে সে জানত তিনি খুব ভাল লোক, লোকের বিপদের সময় ডাকলে তিনি চেনা, অচেনা, খৃষ্টান, মুসলমান বিচার করেন না।

চাকর চলে যেতে সে স্বকুকে নিয়ে গল্প করতে লাগল। স্বকু অনেকবার বললে, "নিশ্চয় মা এতক্ষণ জেগে উঠেছেন, চল না

আলোচনার আসর

বিবাহিতা শিক্ষিতা স্বাধীনা এবং উপার্জ্জনশীলা রমণীর মধ্যে কে অধিক সুখী ?

(১২)

আজকাল অনেক মেয়েই লেখাপড়া শিখিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করেন। তাঁহারা এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করায় সুখী কিম্বা অসুখী, তাঁহাদের মনের অন্তরালের সে গোপন কথাটি জানিবার সুযোগ আমাদের হয় না।

কাজেই সম্পূর্ণ অনুমানের উপর এ-বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মতামতটুকু লইয়া আলোচনা করিতেছি। বিবাহ হইলে পাছে নিজেদের স্বাধীনতা ও সত্বাকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিতে হয় সেই ভয়ে অনেক মেয়ে বিবাহ না করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করেন। সমাজের শৃঙ্খলা, শান্তি ও ভগবানের সৃষ্টি রক্ষার জন্য মানব-সমাজে বিবাহ-প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

নারী চিরদিনই নির্ভরশীলা। নির্ভরতা ছাড়া তাহারা বাঁচিতে পারে না। তাই কুমারী জীবনে পিতা ও ভ্রাতার অধীনে এবং বিবাহিত জীবনে স্বামী ও পুত্রের অধীনে থাকিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে। এই স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনকে তাহারা পরাধীনতার শৃঙ্খল বলিয়া মনে করে না।

বিবাহিত জীবনে স্বামীই নারীর পরম নির্ভরস্থল ও সমস্ত সুখ দুঃখের আধার।

জীবন-যাত্রার পথে যে ঝড় ঝাপটা আসে তাহা হইতে স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করে। কাজেই নারী পরম নিশ্চিন্তে স্বামী সন্তান ও আত্মীয় স্বজনের সেবায় যত্নে নিজের জীবন সার্থকতায় ভরিয়া তোলে।

উপার্জ্জনশীলা নারী এ সুখ হইতে বঞ্চিতা হন। উপার্জ্জনশীলা নারীকে নিজের মানসম্ভ্রম বাঁচাইয়া নিজের ভরণপোষণের জন্য সংসারের দুর্গম পথে প্রতি পাদক্ষেপে যে ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে হয় তাহাতে তাঁহাদের মনের সুখ শান্তি বজায় থাকে কী ? জীবনের সায়াহ্নকালে তাঁহাদের কর্ম্মক্লান্ত অপূর্ণ জীবনের বেদনাভরা মন চায় পরম নির্ভরতা, তাঁহাদের অপেক্ষা অতি সামান্য অবস্থাতেও বিবাহিত নারী অনেক সুখী।

ফুল ফোটার সার্থকতা দেবতার পূজায়—নারী জীবনের সার্থকতা বিবাহে ও মাতৃত্বে। বিবাহিত জীবনে প্রত্যেক নারীই যে সুখী, তাহা আমি বলিতেছি না। বিবাহের পর হইতে আরম্ভ হয় নারী-জীবনের নূতন অধ্যায়। দাম্পত্য জীবনে প্রত্যেক নারীর জীবনই যে সুখ ও শান্তিময়, অতৃপ্তির এতটুকু ছায়াও যে তাহাদের জীবনে নাই, একথা তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে মেয়েরা বিবাহের পর নিজেকে নূতন করিয়া গড়িয়া স্বামীর সঙ্গে মানাইয়া লইতে পারে। হাসির আড়ালে কত নারী যে প্রাণের গোপন ব্যথা লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করে তাহার খোঁজ আমরা রাখি না। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া কত নারী যে নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্য ও মন লইয়া স্বামী সন্তান ও আত্মীয় স্বজনের সেবায় নিজেকে অকাল মৃত্যুর হাতে তুলিয়া দেয় তার সংখ্যা নাই।

উপার্জ্জনশীলা নারীর জীবনে অতৃপ্তি আসে একদিকে, কিন্তু দাম্পত্যজীবন সুখের না হইলে নারীর জীবন বিষময় হইয়া উঠে।

যে সব নারী দেশের ও অন্য কোন সৎকার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করেন তাহাদের জীবনে অতৃপ্তি আসে কম।

বিবাহিত ও অবিবাহিত নারীর মধ্যে কে যে প্রকৃত পক্ষে সুখী তাহা আমরা তর্কের মাপকাঠিতে বিচার করিতে পারি না। একের পূর্ণতার কথা ভাবিতে গেলে

দিদি একবার দেখে আসি।" কিন্তু প্রণতি অন্য কথা পেড়ে তাকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে। রেভারেণ্ড ঘোষ আর তাঁর স্ত্রীর আসতে বেশী সময় লাগল না। সাধারণ ভাবে দুঃখ জানিয়ে রেভারেণ্ড ঘোষ বললেন, "তোমার ভাইকে এখন এখানে রাখা ঠিক হবে কি ?"

প্রণতি বললে, "কোথায় পাঠাব ? আমাদের তেমন কোন আত্মীয় তো কেউ নেই......"

রেভারেণ্ড ঘোষের স্ত্রী বললেন, "ওকে আমার বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আমার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে থাক ; সব চুকে গেলে তারপর আসবে।" দিদিকে ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতে সুকু ভয়ানক রকম আপত্তি করলে। কিন্তু প্রণতি তাকে অনেক বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলে।

(ক্রমশঃ)

অন্ত জীবনের দৈন্য ফুটিয়া ওঠে। তবুও মোটের উপর বিবাহিত জীবনেই মেয়েরা সুখী। আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি,

কুমারী পারুল গুহ
টাটানগর

(১৩)

বিবাহিতা শিক্ষিতা স্বাধীনা নারী সকল ক্ষেত্রেই অধিক সুখী হ'য়ে থাকেন, উপার্জ্জনশীলা রমণীর সুখ শান্তি বিন্দুমাত্র নেই একথা সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নিতে অপারগ।

সুখ যে ক্ষেত্রেই অধিক হোক, সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে আমাদের সকল ক্ষেত্রেই বিবাহ করা অপরিহার্য্য। কর্ত্তব্যের তাগিদে অনেক স্থানেই নিজস্ব কর্ম্মপন্থাকে ত্যাগ করে, স্বার্থকে বলি দিয়ে, করতে হয় অনেক কিছু, যার দ্বারা আমাদের সুখ শান্তি সত্যসত্যই ব্যাহত হয়—তাই বলে কি ত্যজ্য কর্ম্মপন্থার সুখ শান্তিকে উপেক্ষা করা সমীচীন ?

আমার মতে উপার্জ্জনশীলা নারীর সুখ শান্তিও বিবাহিতা শিক্ষিতা স্বাধীনা নারীর অপেক্ষা অধিক হ'তে পারে, তবে সে সুখ শান্তির মাত্রা উপার্জ্জন-পন্থার উপর নির্ভর করে।

অনাবিল সুখ শান্তিতে ভরপুর দাম্পত্য জীবন আমার জ্ঞানে আজ অবধি বিরল। সংসার-ধর্ম্মের সকল রকম অবশ্যম্ভাবী সমস্যাগুলোকে যদি নির্ব্বাসন দেওয়া যেত দাম্পত্য-জীবনের রাজ্য থেকে তা হ'লে হয়ত বিবাহিত জীবনের মত সুখদায়ক আর কিছুই হোত না; কিন্তু সে তো প্রদীপ শিখার মতই রাতের অন্ধকারকে দূর করবার ব্যর্থ প্রয়াস।

তথাপি প্রদীপশিখার চেষ্টা যেমন একেবারে নিস্ফল হয় না, সেইরূপ সংসারের নিত্য নূতন জটিল সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রতিনিয়ত আপ্রাণ চেষ্টা দাম্পত্য জীবনে এনে দেয় সুখের ক্ষণিক বিজলী প্রভা। সেই কারণেই হয়ত কোন কিছুর অকস্মাৎ, অভাবিত আঘাতে, ব্যর্থতায় এবং নিরাশায় মনে এনে দেয় দুঃখের সুগভীর কুটিল অন্ধকার, জীবনের প্রতি আনে নিদারুণ বিতৃষ্ণা, মনে হয় জীবন দুর্ব্বিসহ, দুঃসহ, দুঃখের প্রকোষ্ঠ!

রমণীর বৈশিষ্ট্য মাতৃত্বে। এ মাতৃত্ব লাভের জন্য মন সত্যই ব্যাকুল হ'য়ে উঠে এবং মাতৃত্ব লাভ করলে মনে হয়ত আনন্দের পরিসীমা থাকে না। মাতৃত্বের এখানেই চরম বিকাশ নয়। সন্তানকে প্রতিপালন করে তাকে মানুষ করে তোলাও মাতা পিতার প্রধান কর্ত্তব্য! যে মাতা পিতা নিজস্ব জ্ঞান, শিক্ষা, দীক্ষা, এবং অর্থের দ্বারা সন্তানকে মানুষ করে তুলতে পারেন, সে ক্ষেত্রে মাতা পিতার সুখ শান্তি অতুলনীয়! যে ক্ষেত্রে অপরিমেয় অর্থাদি ব্যয় করেও সন্তানকে প্রকৃত মানুষ করতে অক্ষম হ'ন, সন্তান যেখানে হয় বিপথগামী, সে স্থলেও উপরোক্ত উদাহরণের অনুরূপ দুঃখ আনে তাঁদের মনে। আর যে স্থানে মাতাপিতা ইচ্ছুক থাকেন কিন্তু অভাব, অনটনের ফলে সন্তানকে ইচ্ছানুরূপ শিক্ষাদানে অক্ষম হন, সে স্থলে তাঁদের দুঃখের এবং ক্ষোভের ভাষা অভিধান-বহির্ভূত! সুতরাং জীবনের প্রতি ধাপে সংসারের প্রতিটী সমস্যা প্রারম্ভ থেকে শেষ অবধি জটিলভাবে জড়িয়ে থেকে তার সুখ শান্তিকে করে নিঃশেষ!

জীব মাত্রেই চায় সাথী! নিঃসঙ্গ হয়ে নর বা নারী, কেউ বাস করতে পারে না! 'নারী চায় নরকে', 'নর চায় নারীকে'! তাই হয়ত সাথীহীনার মন অলস ক্ষণে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে একটী সাথীর জন্য। কিন্তু মনকে সর্ব্বদা সজীব, কর্ম্মঠ, এবং কোন কিছুর প্রতি আসক্ত করে রাখলে ঐ হাহাকার বা ব্যাকুলতা অনেকাংশে দূরীভূত হয়। নিঃসঙ্গতা দূরীকরণের উপকরণের অভাব বিশ্বের হাটে নিশ্চয় নেই। মাতৃত্বের সাধও একই ভাবে মেটান যেতে পারে! এ বিশ্বের প্রতি মাতৃত্বের ভাব রেখে আপনার উপার্জ্জিত শিক্ষা, দীক্ষা অর্থ বিশ্বের সন্তানের মঙ্গল কামনায় ব্যয় করে তাদের যদি এক কণাও উপকার সাধন করতে পারে, তখন তার মনের সুখ শান্তির মাত্রা হয় অপরিমেয়!

বিবাহিত জীবনে সকল স্থানে মনের প্রসারতা অর্গলবদ্ধ, স্নেহ ভালবাসা সীমাবদ্ধ। অবিবাহিত জীবনে মনের প্রসারতা অনন্ত-বিস্তৃত—স্নেহ ভালবাসা সীমাহীন বিশ্ব জোড়া!

বিবাহিত জীবনের প্রায় সকল কর্ম্ম স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত! অবিবাহিত নারীর জীবনে স্বার্থের সম্বন্ধ যৎ-সামান্য!

বিবাহিত জীবনের সমস্যা বহু, অবিবাহিত জীবনে সমস্যা সীমাবদ্ধ! ইতি—

কুমারী দীপালী বসু
সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

সরল সীবন-শিক্ষা
১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।
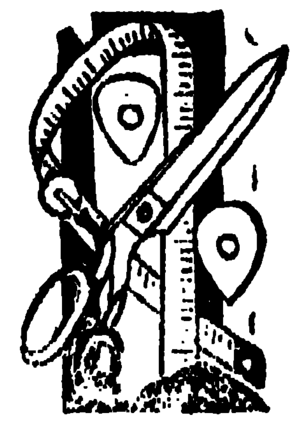
মূল্য ১।।০ মাত্র।
৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

যক্ষ্মা-হাঁপানী কে বলে সারে না ?
ভাওয়াল রাজকুমারের পুনর্জ্জীবন দাতা বাবা ধর্ম্মদাস নাগার গ্যারান্টি দেওয়া "এজমোডাইনা" সেবনে সারিবেই। ১ মাত্রায় উপশম, ১ শিশিতে আরোগ্য, (বিফল প্রমাণে মূল্য ফেরৎ) শিশি ২।।০।
ডব্লিউ ভাই এণ্ড কোং, ঠাটারীবাজার (দ) ঢাকা।

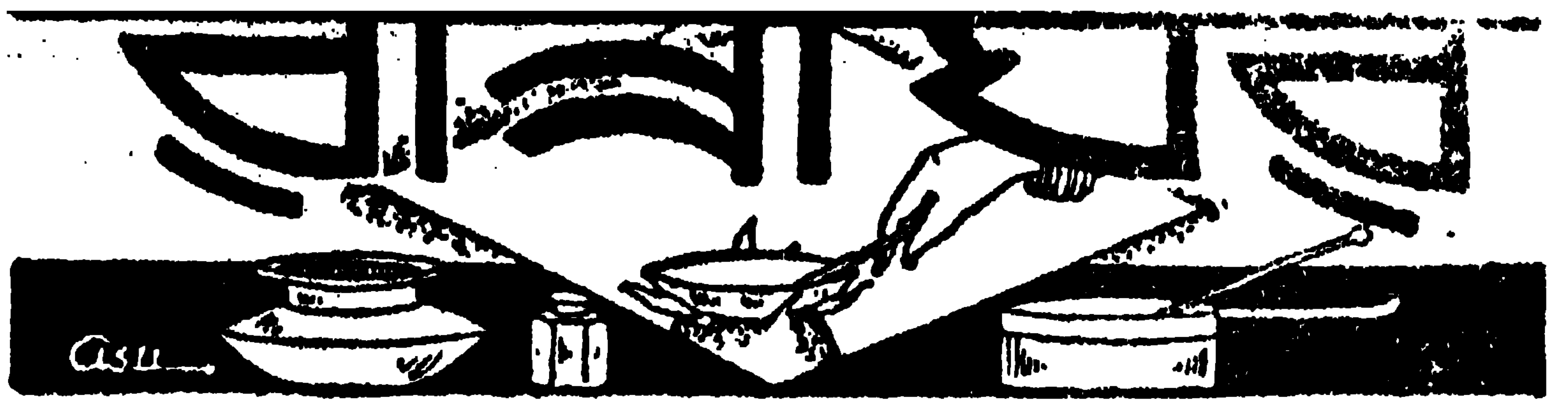

(১১০)

চিড়ের ঘুরঘুরী

উপকরণ—চিড়ে ৵৷৹ সের, ঘৃত দেড় পোয়া, কিস্‌মিস্ তিন ছটাক, বেগুণ (বড়) একটা, ছোট হইলে দুইটা, তেজপাতা বারো চৌদ্দ খানা, লবণ, জাফ্‌রান অথবা হলুদ আন্দাজমত, দারচিনী ও ছোট এলাচ।

প্রথমে চিড়াগুলি ধুইয়া নিংড়াইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিন, তারপরে বেগুণগুলি ছোট ছোট করিয়া কুটিয়া ভাজিয়া রাখুন, এখন পাকপাত্রে ঘৃত চড়াইয়া তাতিয়া উঠিলে তেজপাতা ও দারুচিনী ছোট এলাচ ফোড়ন দিয়া চিড়াগুলি ঢালিয়া দিন ও নাড়িতে থাকুন। যখন চিড়াগুলি বাদামী রঙের হইবে তখন কিশ্‌মিশগুলি উহাতে ঢালিয়া লবণ ও হলুদ দিয়া নাড়া চাড়া করিতে হইবে। তারপরে জল এমন ভাবে দিতে হইবে যেন চিঁড়া গলিয়া না যায়। যখন ঐগুলি ফুটিয়া জল অল্প পরিমাণ থাকিবে তখন ঐ ভাজা বেগুণগুলি উহাতে ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকুন। কিন্তু লক্ষ্য রাখিবেন বেগুণগুলি যেন আস্ত থাকে। যখন দেখিবেন চিঁড়ার ঘুরঘুরি বেশ ঝরঝরে হইয়াছে তখন নামাইয়া ঘৃত ও গরম মস্‌লা দিন। এখন গরম গরম খাইয়া দেখুন কিরকম মুখরোচক হইয়াছে।

শ্রীমতী বীণা চক্রবর্তী
পুঠিয়া, রাজসাহী

(১১১)

ভ্যাপা সন্দেশ

উপকরণ—ভাল ছানা এক সের, ক্ষীর তিন পোয়া, সাদা (টক) দই এক পোয়া, আন্দাজমত চিনি।

প্রণালী—প্রথমে ছানা, ক্ষীর, দই ও চিনি একটী পাত্রে রাখিয়া তাহাকে ভালরূপে মিশাইতে হইবে। তাহার পর উনানে একটী হাঁড়ী করিয়া জল বসাইতে হইবে। যখন জলটী ফুটিতে থাকিবে, তখন ঐ মিশ্রিত উপকরণের পাত্রটী হাঁড়ীর মুখে বসাইতে হইবে। দেখিবেন যেন পাত্রটী হাঁড়ীর মুখের মাপে হয়। আধ ঘণ্টা পরে উহাকে নামাইয়া উহাতে আন্দাজমত কিস্‌মিস, পেস্তা দিয়া, ছুরি করিয়া বরফির মত কাটিয়া প্রিয়জনদের খাইতে দিন। ইহা অতি মুখরোচক খাদ্য।

কুমারী মীরা ঘোষ
শ্রীরামপুর

(১১২)

সুজির বরফি

উপকরণ—১ পোয়া সুজি, আধ পোয়া ঘৃত, এক পোয়া চিনি।

প্রণালী—কড়ায় ঘৃত দিয়া সুজি ছাড়িয়া দিন, সুজিটা যখন লালচে রং হইবে তখন উহাতে চিনি দিয়া নাড়িতে থাকুন যেন তলে লাগিয়া না যায়। যখন উহা লালচে রং হইবে তখন নামাইয়া এলাচ গুঁড়া দিন এবং একটী পরিষ্কার পাত্রে ঘৃত মাখাইয়া ঢালিয়া দিবেন এবং উহা বরফির মত করিয়া কাটিবেন। এই সুজির বরফি অতি মুখরোচক হয়।

কুমারী সতী রায়
শুভঢ্যা

(১১৩)

রাঙ্গাআলুর তোতাপুলি

উপকরণ—রাঙ্গাআলু ৴১ সের, ময়দা ৴৷৹ পোয়া, ঘৃত ৴৷৹ সের, চিনি ৴১৷৹ সের, খোয়া ক্ষীর ।৶৹ ছটাক, বাদাম ৵৹ এক ছটাক, পেস্তা ৵৹ এক ছটাক, কিসমিস লবণ আন্দাজমত।

প্রণালী—প্রথমে উল্লিখিত চিনির পাতলা রস করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইবেন, রাঙ্গাআলুর খোসা ছাড়াইয়া সিদ্ধ করিয়া লইবেন। রাঙ্গাআলু সিদ্ধ হইয়া গেলে নামাইয়া বেশ করিয়া শীলে বাটিয়া লইবেন এবং উহাতে আন্দাজমত সামান্য পরিমাণ লবণ ও উল্লিখিত ময়দা মিশাইয়া ভাল করিয়া চটকাইয়া লইবেন, যেন উহাতে কোনরূপ জল মিশ্রিত করিবেন না। এখন বাদাম পেস্তাগুলি খোসা ছাড়াইয়া খুব সরু সরু শশার দানার আকারে কাটিয়া লইবেন, এবং কিসমিসগুলি বেশ পরিষ্কার করিয়া উক্ত বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, খোয়া ক্ষীর ও এলাচের গুঁড়া একত্রে চটকাইয়া পুর তৈয়ার করিয়া লইবেন। এখন রাঙ্গাআলুর নেচিটি ও উক্ত পুর সমান ভাগে ভাগ করুন অর্থাৎ ৮৷১০ গণ্ডা রাঙ্গাআলুর নেচি করিলে ৮৷১০ গণ্ডা পুর করিতে হইবে জানিবেন। এখন প্রত্যেক নেচিতে ১ ভাগ করিয়া পুর দিয়া তোতাপুলির আকারে গড়িয়া রাখুন, পরে কড়াতে ঘৃত দিয়া উনানে বসান, ঘৃত পাকিয়া উঠিলে উক্ত পুলি ৮৷১০টা করিয়া লাল করিয়া ভাজুন, দেখিবেন যেন কড়া ভাজা না হয়। পরে উক্ত রসে ফেলিয়া দিবেন। ইহা খাইতে খুব সুস্বাদু হইবে এবং রাঙ্গাআলু বলিয়া জানিতে পারা যাইবে না।

কুমারী নীলিমা বসাক
বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা

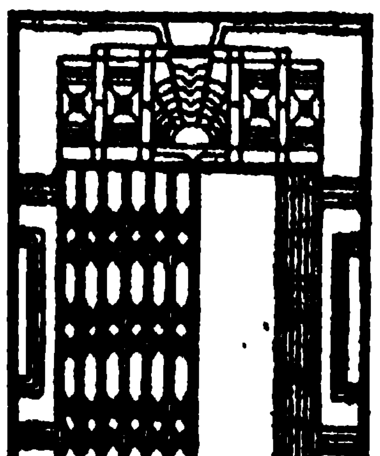
Estd. 1918
কোলাপসিবল্ গেট-এর
গ্রীল্, রেলিং প্রভৃতির
জন্য নান আয়রণ ওয়ার্কস-এ
ম্যানেজিং এজেন্ট : বি. দাস
অনুসন্ধান করুন।
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : বি, বি, ৩২৬৪

দর্শক ও সমালোচক মহলে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত

এসোসিয়েটেড্ প্রডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

আলো ছায়া

——(নিউ থিয়েটার্স রিলিজ্)——

ভূমিকায় : পঙ্কজ, মলিনা, শ্রীলেখা, রতীন, কৃষ্ণচন্দ্র, মঞ্জরী, মনোরমা, শৈলেন, শ্যাম লাহা ইত্যাদি।

পরিচালক : দীনেশ দাস

অভিনন্দন-মুখরিত দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনার শুভাগমন প্রার্থনা করি।

চিত্রা এবং পূর্ণ

ফোন : বি, বি, ১১৩৩ ফোন : সাউথ, ৩৪

৪র্থ শ্রেণী ১ দিন, অন্যান্য শ্রেণী ৩ দিন পূর্ব্বে রিজার্ভ হয়

সমালোচকদের অভিমত

আনন্দবাজার : "বিষাদময় এই কাহিনীর চিত্ররূপ প্রদানে পরিচালক দীনেশরঞ্জন দাস কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।"

HINDUSTHAN STANDARD : "Acting honours of the picture should spontaneously go to Sm. Molina for her superb portrayal of the role of Tulsi."

ভারত : "সুলতার ভূমিকায় শ্রীমতী শ্রীলেখার অভিনয় আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে।"

যুগান্তর : "পঙ্কজের সঙ্গীত-মাধুর্য্য উপভোগ্য।"

DIPALI : "Shyam Laha as a boisterously pleasing fool, keeps the ball of fun rolling from start to finish".

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	১৬	কোটি	৩৪	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল···	২	"	১৬	"	"
মোট সংস্থান···	৩	"	৩৬	"	"
দাবী শোধ···	১	"	৮৫	"	"
প্রিমিয়াম আয়···	···	···	৭৪	"	"

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

BLOCKS

HINDUSTHAN PHOTOTYPE SYNDICATE

Quality Process Engravers.

1, GURPAR ROAD
Calcutta

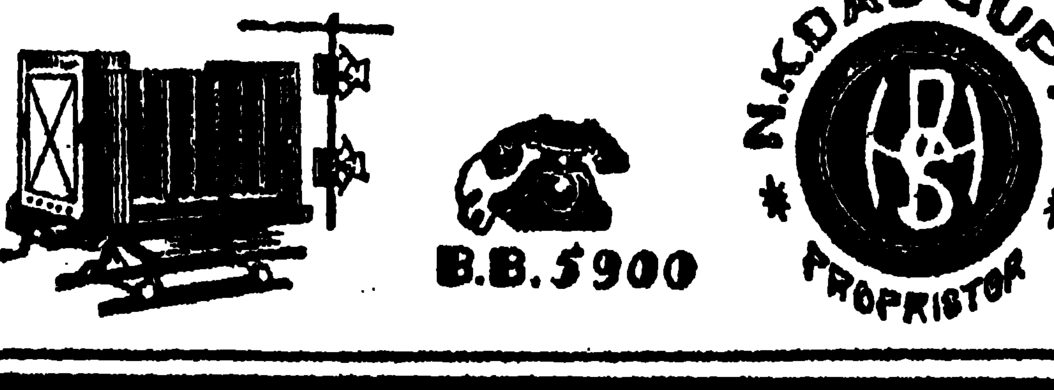

B.B. 5900

Best & Cheapest House in Calcutta

পত্রলেখা

(৩৫)

"স্বামী এণ্ড কোং-র অসাধুতা"

শ্রদ্ধেয় 'দীপালী' সম্পাদক সমীপেষু :—

মহাশয়,

আপনার শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক "দীপালী"র ২৪শ সংখ্যায় অমৃতসর-এর স্বামী এণ্ড কোংর "১০,০০০ টাকার হাত ঘড়ি বিতরণ" দেখিয়া কৌতূহল জাগিল এবং দেখিবার জন্য ঐ কোম্পানীকে এক শিশি লোমনাশক অর্ডার দিলাম—দাম তিন টাকা। দশ বৎসরের গ্যারান্টি।

যথাসময়ে পার্শেল আসিলে উহা খুলিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ৮"×৪" একটি কাঠের বাক্সে একটি এক আউন্স শিশিতে লোমনাশক এবং একটি এক পয়সা দামের হাত-ঘড়ি! ঘড়িটি কাগজে আঁকা এবং টিন দিয়া বাঁধান, সিল্কের ফিতে দেওয়া (যাহা কলিকাতার রাস্তায় এক পয়সা দামে বিক্রয় হয়)। স্বামী এণ্ড কোং ব্যবসাটী পাতিয়াছিলেন ভালই, এবং বাছিয়া বাছিয়া ভাল কাগজেই বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন—কারণ "দীপালী"র বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হইবার নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটাই টিঁকিল না—স্বামীজির সুমতি হউক!

দীপালীর মত কাগজেও যে এইরূপ অসাধুদিগের বিজ্ঞাপন ছাপা হয় ইহাতে বিস্মিত হইতেছি। কেবলমাত্র দীপালীকে বিশ্বাস করিয়া উহা অর্ডার দিয়াছিলাম।*

এই পত্রখানি দীপালীতে ছাপাইলে হয়ত আমার মত অনেক ক্রেতারা প্রতারণার হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন।

ইতি—

দীপালীর নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী

"জনৈক ক্রেতা"

*[এ বিজ্ঞাপন অন্যান্য বিখ্যাত দৈনিক কাগজগুলিতেও নিত্যই ছাপা হইতেছে। কাগজ বিজ্ঞাপনই ছাপে, জিনিষের গুণাগুণ সম্বন্ধে কাগজওয়ালারা আপনারই মত অজ্ঞ। আমরা বিজ্ঞাপন যেমন ছাপি তেমনি আপনাদের পত্রও প্রকাশিত করি। কাজেই এসব বোঝাপড়া বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যদি আপনারা করেন, তাহা সত্যই দেশের মঙ্গল সাধিত হয়। —দীঃ সঃ]

(৩৬)

ঝরণা শব্দ-পূরণ প্রতিযোগিতা

মাননীয় 'দীপালী' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু :—

মহাশয়,

এই পত্রখানি জনপ্রিয় দীপালী পত্রিকায় আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

গত ৬ই আষাঢ়ের দীপালীতে 'ঝরণা শব্দ পূরণ প্রতিযোগিতা'র ম্যানেজার মহাশয়ের প্রতিবাদ-পত্র পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। তিনি যে শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা তাঁর পত্র পাঠে সকলেরই বোধগম্য হইয়াছে।

আমি তাঁর নিকট নীহারবালা দেবী C/o. ডি, সি, চক্রবর্ত্তীর শান্তিপুরস্থ পূরা ঠিকানা জানিতে চাহিয়া গত ১৮ই এপ্রিল একখানা পত্র (আমার ঐ পত্র নং ৭৪৭) ঝরণার ১৮নং সমাধানসহ পাঠাইয়াছি, ঐ পত্রের উত্তর না পাওয়ায় ২৪শে মে তারিখে পুনরায় একখানা পত্র (নং ৮১১) তাঁকে

শুক্রবার, ১২ই জুলাই হইতে
২য় সপ্তাহ
-রঞ্জিৎ মুভিটোনের-
অচ্ছুৎ
শ্রেষ্ঠাংশে : গহর, মতিলাল, বাসন্তী, রাজকুমারী, সিতারা, মজহর, চার্লি
এম্পায়ারে
●
শুক্রবার, ১২ই জুলাই প্রথমারম্ভ
এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ কমেডি চিত্র
"ঘর-কি-রাণী"
শ্রেষ্ঠাংশে—
লীলা চীট্‌নীশ
-নিউ-সিনেমায়-
●
মানসাটা
ফিল্ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৪৫

দৃষ্টে লিখিতেছি। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ প্রামাণিক যে রিপ্লাই কার্ড তাঁহাদের লিখিয়াছেন তাহা পোষ্ট করার সময় আমায় তিনি দেখাইয়াছিলেন। সব পত্রগুলিই না পৌছিবার কারণ বুঝিতে পারা গেল না। পত্রগুলি পাইয়াও তাহা না পাওয়ার ভান করা ভিন্ন অন্ত উপায় ম্যানেজার মহাশয় পাইলেন না, ইহাই আশ্চর্য্য! পরন্ত নীহারবালা দেবীর নামে তারিখ ও বাসস্থানের নামবিহীন স্বকপোল-কল্পিত পত্রের নকল বলিয়া ছাপিয়া সকলের চক্ষে ধাঁধা লাগাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা না করিয়া তাঁরা যে সততা সহকারে চলিতেছেন তাহা প্রমাণ করিবার জন্ম অবিলম্বে নীহারবালার দেবীর নিকট পত্র লিখিয়া বা তিনি কলিকাতায় থাকিলে লোক পাঠাইয়া তাঁর নিকট হইতে তাঁর ঠিকানায় ডি, সি, চক্রবর্ত্তীর পুরা নাম ও শান্তিপুরের কোন্ পাড়ায় বাটী জানিয়া লিখিলেই ত' আর কারো অবিশ্বাসের কারণ থাকে না, নচেৎ বৃথা বাগাড়ম্বরে লোকের সন্দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইবে। এমন নির্ব্বোধ প্রতিযোগী থাকিতে পারে না যে তারা কাল্পনিক নামে সমাধান পাঠায়, তাহা একান্তই অবিশ্বাস্য।

বেঙ্গল ক্রসওয়ার্ডস্ কমনসেন্স পত্রিকার ম্যানেজার মহাশয় যে রেজিষ্টারী পত্রের নম্বর আমার পত্রে লিখিয়াছিলেন তাহাই দীপালীতে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাঁরা ঐ নম্বরের ভুল তাড়াতাড়ি বশতঃ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁদের রেজেষ্টারী পত্রখানি যথাসময়ে পৌছিয়াছে, সুতরাং নম্বর ভুলে কোন দোষ হয় নাই। তা সত্বেও তথায় অন্য পত্র দিব।

বাঙ্গলা ক্রসওয়ার্ড প্রতিযোগিতার প্রতি আমরা যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন, কারণ ইহা অবসর সময়ে চিত্তবিনোদন করে। বহু ব্যক্তি এমন কি পণ্ডিত ও সরকারী কর্ম্মচারীগণও সময় সময় ইহাতে যোগদান করেন, সুতরাং এমন একটি আনন্দদায়ক প্রতিযোগিতায় যদি প্রতারণা বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহার বিষয়ে সকলেরই সন্ধান লইবার অধিকার আছে, নতুবা 'ঝরণাধারার' প্রতি আমাদের কাহারও কোনরূপ ব্যক্তিগত আক্রোশ নাই। কাজেই তার ম্যানেজার মহাশয় আমাদের 'হীন মনোবৃত্তি সম্পন্ন' বলিয়া অযথা গালি না দিয়া আমরা যে অভিযোগ করিয়াছি সেই ব্যক্তির ঠিকানার কাল্পনিকতার বিষয় সন্ধান করিয়া আসল ঠিকানাটী জানাইয়া দিয়া সততা প্রদর্শন করুন। নতুবা 'হীন মনোবৃত্তি' কার তাহা দীপালীর পাঠকগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। ইতি—

ভবদীয়—

শ্রীঅতুল কৃষ্ণ বসু

শান্তিপুর (নদীয়া)

খেলার মাঠে

~ বজ্রবাহন ~

খেলার মাঠের উৎসাহ আর কয়েক দিন পরে থেমে যাবে, এতদিন ধরে পরস্পরের মধ্যে যে মনোমালিন্য ভাব ছিল—তা' অচিরেই দূর হবে, ফুটবল লীগে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে খেলবার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু নক্-আউট আই, এফ, এ, শীল্ডে এক এক করে পরাজিত টিমকে বিদায় নিতে হবে। সৈনিক দলের যোগদান এবছর সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। তবুও ভারতের ও বাংলার অনেক নামজাদা ফুটবল টিম এবারে আসবে বলে জানা গিয়েছে।

*

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের স্বীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে মোহনবাগান ক্লাবের কাছে। আক্রমণ ভাগ এতই দুর্ব্বল ছিল যে কয়েকবার গোল দেবার সুযোগ নষ্ট করে, ফলে ইষ্টবেঙ্গল জয়লাভে বঞ্চিত হয়। মোহনবাগানের ন্যাংচা ও পরিতোষ চক্রবর্ত্তী ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ইষ্টবেঙ্গলের সোমানা, অজয় বসু, অজিত নন্দী ও পি, দাশগুপ্ত ছিলেন সেদিনকার সেরা খেলোয়াড়। কেউ কাউকে গোল দিতে পারে নি।

*

পুলিশ আর রেলদলের খেলা সমান সমান হয়েছে। প্রত্যেকেই সুযোগের অপব্যবহার করেন।

*

ক্যালকাটা দল এত সুন্দরভাবে মহমেডান দলের বিরুদ্ধে খেলে যে রেফারীর ভুল হওয়ার জন্য শেষ কয়েক মিনিট আগে ১টি গোলে পরাজিত হতে বাধ্য হয়, সাবু গোল দেন।

*

কালীঘাট আর কাষ্টমের খেলাটা হয়েছিল একেবারে বাজে। কালীঘাটের টি, কর ও রামালু ১টি করে গোল করেন।

সঙ্কট যে কোন কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য ১৷০, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) লিখুন বা দেখা করুন—৮টা হইতে ১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়। মিসেস দাস বনজ, বিশারদ ১৮২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D), কলিকাতা।

পুরুষোচিত অক্ষমতা (অল্পকাল স্থায়ী, আংশিক, সম্পূর্ণ) হেতু মনঃকষ্ট, বনজ ঔষধ সেবনে চিরতরে দূর করিতে কোথাও বিফল হয় না। ১৷০, ঐ মালিশ ত্রিনামূলে। ডাক খরচ ।০।

বনজ কুটীর, ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D)
কলিকাতা।

ব্রেষ্টো—রমনীর শিথিল বক্ষঃস্থল সুদৃঢ় ও সমুন্নত রাখিতে শ্রেষ্ঠ। ২৷০ টাকা।

রোকো—এক বৎসর গর্ভ বন্ধ রাখিতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং শ্রেষ্ঠ—১৲। ইউনানী ড্রাগস্ হাউস, ৭নং ক্রীক রো, কলিকাতা (এ)

ইষ্টবেঙ্গলকে হারাতে এসে এরিয়ান্স ১টি গোলে পরাজিত হয়ে গেল। সোমানা গোল দিয়ে বাহাদুরী পান। দুই দলে খেলোয়াড় কয়েকজন পরিবর্তন করা হয়েছিল। গোল-কিপারের জন্যই এরিয়ান্সকে হারতে হয়েছে—সন্দেহ নাই।

*

ভবানীপুর বর্ডারের কাছে বড় জোর ২টী পয়েণ্ট পেয়ে লীগ তালিকায় একটু ভাল স্থান লাভ করলো, খেলাটা নজর মহম্মদ নষ্ট করেছিল বলা চলে, কিন্তু তার দ্বারাই আবার গোল হয়। সৈনিক দল এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে নি। এস, ভট্টাচার্য্য, ভূধর, তালুকদার, অজিত ও হারা ব্যানার্জ্জির খেলা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

*

স্পোর্টিং ৪ খানা গোল খেয়ে ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। মহমেডানের সঙ্গে তারা আগের খেলাটিতে ড্র রেখেছিল, কিন্তু এবার হাতের পাঁচ ঘুরে গেল। ভয়ে স্পোর্টিং খেলতে পারে নি। নুর মহম্মদ, রসিদ, সত্তর ও সাবু পর পর ৪টি গোল করেন।

*

ক্যালকাটা অত করেও শেষ রক্ষা না করতে পেরে পুলিশের কাছে হারলো। গোল দিয়েছেন জে, মিলস।

*

কালীঘাট ৪-১ গোলে হেরেছে রেঞ্জার্সের কাছে। কালীঘাট ক্রমশঃ যে রকম খেলছে তাতে ক্রীড়ামোদীগণের উৎসাহ চলে যাচ্ছে। কথায় আছে 'যত গর্জ্জায় তত বর্ষায় না।' রেঞ্জার্সের আর, লামসডেন একাই চারখানি গোল দেন, যোশেফ একটি পরিশোধ করিতে সমর্থ হন।

*

স্পোর্টিং কোন মতে রেলদলের কাছে ১টি পয়েণ্ট পেয়েছে। রেলদলের খেলা নৈরাশ্যজনক হয়েছিল। স্পোর্টিং দলের এ, দত্ত ও করুণা চ্যাটার্জ্জির খেলা যা' একটু ভাল লেগেছিল, তা' ছাড়া আর সব বাজে।

*

মহমেডান দল এবার ন্যায্য ভাবে ২টী গোল দিয়ে সৈনিক দলকে হারিয়েছে। রসিদ ও সাবু ১টি করে গোল করেন। মহমেডান খেলার জাল এমন ভাবে ছড়িয়েছিল যে সৈনিক দল কিছুই করতে পারলে না।

*

ভবানীপুর ১ গোলে কাষ্টমকে হারিয়ে লীগ তালিকায় এবছরের মত রয়ে গেল। নাজির গোল দেন এস, রায়ের পাশে। হারা ব্যানার্জ্জি ও রাও অব্যর্থ সুযোগ নষ্ট করেন বটে, কিন্তু প্রাণপাত করে পরিশ্রম করেন। তালুকদার এই দিনকার সেরা খেলোয়াড়।

*

পুলিশ ২-০ গোলে কালীঘাটকে হারিয়ে বাহাদুরী পেয়েছে। এই কি সেই লীগ তালিকার শীর্ষস্থানের কালীঘাট! অ্যালেন ও পি ডি' মেলো গোল করেন।

*

মহমেডান স্পোর্টিং যে ভাবে মোহন-বাগানকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে—তাতে মহমেডানের লীগ জয়ের পথ সুগম হল। প্রথমেই পেনালটি পেয়ে বাচ্চি খাঁ গোল করেন—তাতে মোহনবাগান দমে যায়। তারপর দ্বিতীয় গোল করেন নূর মহম্মদ।

*

২-০ গোলে ক্যালকাটা হারলো সৈনিক-দলের কাছে। গোল করার সুবিধা পেয়েও যারা পারেন না গোল দিতে, তাদের হারাই ভাল। ল্যাং ও কক্স গোল দেন।

*

এরিয়ান্সের খেলা প্রথমার্দ্ধে এত সুন্দর হয় যে রেঞ্জার্স দলের আতঙ্কের সঞ্চার হয়, কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে ফিগুলে ২টী ও আর লামসডেন কোন মতে গোল করেন। অব্যর্থ সুযোগ নষ্ট করার জন্য এরিয়ান্সকে হারতে হয়েছে।

জুনিয়ার ইণ্টার ন্যাশানেল খেলা ১২ই জুলাই ক্যালকাটা মাঠে হবে, এবারকার ভারতীয় দল বেশ সুন্দর নির্ব্বাচিত হয়েছে।

—ভারতীয়—

এম হোসেন (সিটি), বি গাঙ্গুলী (অরোরা) ও গড়্গড়ি (এরিয়ান্স), কাইসার (কালীঘাট), জুম্মন (ভবানীপুর) ও গিয়াসউদ্দীন (ইষ্টবেঙ্গল), এন চ্যাটার্জ্জি (সাউথ ক্যালঃ), এস বসু (ই, বি, আর), এস হোসেন (জর্জ্জ টেলিগ্রাফ), টবি বসু (কুমারটুলী) এবং নির্ম্মল মুখার্জ্জি (মোহন বাগান) ক্যাপ্টেন।

—ইউরোপীয়—

লসন (ক্যালঃ), এ কাডে (ই, বি, আর) এবং এড (ড্যালহৌসী), ফলস (পুলিস), নিকল (ক্যালঃ), ক্যাপ্টেন এবং গুড (রেঞ্জার্স), এফ মিলস (রেঞ্জার্স), জর্ডন (এরিয়ান্স), এস হ্যানসন (ড্যাল-হৌসী), বিয়ার্ড (ক্যালঃ) এবং রাসেল (ক্যালঃ)।

রেফারী—রবীন সরকার।

*

বিদ্যাসাগর কলেজ

বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তণ ছাত্রদের রি-ইউনিয়ন উপলক্ষে একটি ফুটবল খেলায়, বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালের পরিচালনায় বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তণ ছাত্র দল ২-১ গোলে বর্ত্তমান ছাত্রদের পরাজিত করে। খেলার শেষে রেফারী রবীন সরকার বক্তি লাভ করেন। জল-যোগের দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ 'শান্তি'
নির্দ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ।
মূল্য, যথা— ১॥০, ২॥০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

—অভিমন্যু

এম্পায়ারে "অচ্ছুৎ"

রঞ্জিত মুভীটোনের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন চতুলাল শা। শ্রেষ্ঠাংশে গহর, মতিলাল, রাজকুমারী, মজহর খাঁ, বাসন্তী, চার্লি প্রভৃতি। এখন এম্পায়ারে দেখানো হইতেছে।

লক্ষ্মী একজন ধাঙড়ের মেয়ে কিন্তু তাহার পিতার অপমৃত্যুতে হরিদাস শেঠ অতি শিশুকাল হইতেই তাহাকে নিজগৃহে আনিয়া পিতার স্নেহে পালন করেন। হরিদাসের কন্যা সবিতা হইল লক্ষ্মীর ভগিনী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই ভাবেই তাহারা যৌবনে উপস্থিত হইল। মধুকর নামক এক যুবকের সহিত তাহারা দুইজনেই প্রেমে পড়িল, মধুকর কিন্তু লক্ষ্মীকেই বেশী ভালবাসিত। একথা জানিতে পারিয়া লক্ষ্মীকে তাহার মাতার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল। লক্ষ্মী এতদিনে বুঝিল যে সে অচ্ছুৎ, এবং ইহাও শুনিল যে, অতি শিশুকাল হইতে রামু নামক আর একটি ধাঙড়ের সহিত তাহার বিবাহের সব ঠিকঠাক হইয়া আছে।

এতদিন যে ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছে, আজ তাহাকে এই দারিদ্র্য ও অস্পৃশ্যতার মাঝে বাস করিতে হইবে ভাবিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। সে স্থান ত্যাগ করিয়া সে চলিয়া আসিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। শেষে সে প্রতিজ্ঞা করিল যে এই হতভাগ্য সর্ব্বহারাদের জন্যই সে জীবন উৎসর্গ করিবে। এই অত্যাচারিত অবহেলিত সম্প্রদায়ের স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ্মী আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিল! মন্দিরে দেবদর্শনের জন্য সকল ব্যক্তিকে উত্তেজিত করিয়া সত্যাগ্রহ করায়, তাহাকে কারাবরণ পর্য্যন্ত করিতে হইল। অবশেষে তাহার চেষ্টায় মন্দিরের দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত হইল ও সবিতা মধুকরকে বিবাহ করিল।

"অচ্ছুৎ" প্রোপাগাণ্ডা চিত্র হইলেও ইহার মধ্যে সুকৌশলে একটি সুললিত প্রেম-কাহিনী গ্রথিত আছে। চিত্রনাট্যরচনা উচ্চ শ্রেণীর নয় বলিয়া মনে হয়, বিশেষতঃ প্রথম দিকটা। লক্ষ্মীর পিতার মৃত্যু-দৃশ্য একেবারে হাস্যকর। যাহাদের আমরা অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করি, অত্যাচার করি, যাহাদের কোন অধিকারই আমরা দিই নাই, যাহারা দারিদ্র্য ও অনশনের মধ্যে কোন রকমে দিন গুজরান করে, তাহারাও আমাদেরি মত মানুষ, এবং এই শূদ্রোত্থানের যুগে তাহাদের সকল সামাজিক অধিকার পাওয়া উচিত, তাহাই এই চিত্রে দেখানো হইয়াছে। পরিচালনায় মাঝে মাঝে উচ্চশ্রেণীর নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, আবার মাঝে কোন-কোন দৃশ্য নিতান্ত খাপছাড়াও মনে হয়।

অভিনয়ের মধ্যে শ্রীমতী গহর যদিও 'লক্ষ্মী'র ভূমিকায় খুব ভাল অভিনয় করিয়াছেন, তবু খুব ছোট হইলেও, মতিলাল সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকায় রাজকুমারী (সবিতা) মজহর খাঁ (হরিদাস), সিতারা (মিঠি), বাসন্তী (রূপী) চরিত্রানুযায়ী মনোজ্ঞ অভিনয় করিয়াছেন। চার্লি পূজারীর ভূমিকায় যদিও অতি-অভিনয় করিয়াছেন, তথাপি উপভোগ্য।

আলোক-চিত্র। চমৎকার শব্দানুলেখনী মোটামুটি ভালই। দৃশ্য-সংস্থান প্রশংসনীয়। বস্তীর দৃশ্যগুলি খুব বাস্তব। সঙ্গীত পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ধাঙড়দের সমবেত নৃত্যগীতটী বেশ উপভোগ্য।

মোটের উপর, ছবিখানি জনসাধারণের ভাল লাগিবে বলিয়াই মনে হয়।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

শ্রীসুধীন সেন পরিচালক নীতীন বসুর এতাবৎ সহকারী ছিলেন। গত সোমবার ২নং ষ্টুডিওতে তাঁহার প্রথম বাংলা ছবির

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷৹। সর্ব্বপ্রকার [illegible] ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২৷৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬৷৹। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—**Dr. S. C. Bhadury M.B.**
Ghiamandi, Muttra, U. P.

গর্ভসঙ্কটে **ঋতুবন্ধে** বাধকে আকর্ষণী (গভঃ রেজিঃ) নিরাপদে নির্ঘাৎ স্রাব করাইয়া উপশম করে, কখনও নিষ্ফল হয়না। গ্যারাণ্টিড ৩৷৵৹, মাশুল ৵৹। ষ্ট্যাম্পে জানুন।

বিবেকানন্দ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, ঢাকা।

কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। ছবির এখনও নামকরণ হয় নাই।

"ডাক্তারের" ট্রেলার দেখান হইতেছে। "অভিনেত্রী", "নর্ত্তকী" ও নীতীন বাবুর ছবির কাজ যথারীতি চলিতেছে।

ওয়াদিয়া মুভীটোন

শ্রীমধু বসুর পরিচালনায় তাঁহাদের ত্রিভাষী ছবি "রাজনর্ত্তকী"র কাজ দ্রুত চলিতেছে। পরিচালক মহাশয় একসঙ্গেই তিন সংস্করণের শূটিং চালাইতেছেন। গত সপ্তাহে একটি প্রমোদ-কক্ষের দৃশ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীমতী সাধনা বসু তিন সংস্করণেই অভিনয় করিতেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় চিত্রজগতের নামজাদা শিল্পীদের দেখা যাইবে।

কৃষ্ণ মুভীটোন

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁহার "শাপমুক্তি"কে সমাপ্তির পথে লইয়া যাইতেছেন। নর-নারীর অন্তরের আবেদন, নিবেদন, দ্বন্দ্ব, কলহ কুমার প্রমথেশ যেরূপ চিত্রে প্রকাশ করিয়াছেন সেরূপ আর খুব কম পরিচালকই পারিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার ছবি দেখিয়া চিন্তার যথেষ্ট খোরাক পাওয়া যায়।

"শাপমুক্তি"র গল্পটিও দৈনন্দিন ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই গঠিত। শুধু আমাদের বাংলা দেশ নয় সমগ্র ভারতবর্ষে যাহা ঘটিতে দেখা যায় তাহাই এই চিত্রের উপাদান।

"প্রেম কি সবার বড়? বিবাহিত জীবনের চরম সার্থকতা কি? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামাজিক অনৈক্য কি মনের মিলেও বাধা দেয়? জীবনের খেলাঘরে কাহার জয় হয়?" এই প্রশ্নগুলির উত্তর "শাপ-মুক্তি"তে পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ।

রয়েল ইণ্ডিয়ান নৌ-চিত্র

"He's in the Navy" নামক একখানি ওয়াদিয়া মুভীটোনের নৌ-চিত্র গত ২৭শে জুন সকালে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে বোম্বায়ের গভর্ণর ও লেডী লামলে, এ্যাডমিরাল ও মিসেস ফিট্জহার্বার্ট ও আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের উপস্থিতিতে দেখানো হয়।

এই ছবিখানির আলোক-চিত্র গ্রহণ করেন ডাঃ পি, ডি, পাথী ও তিনিই ইহার সম্পাদনা করেন এবং ডি, জে, কীমার এণ্ড কোং'র মিঃ জি, র‍্যাডক্লিফ গেঞ্জ ইহাতে ইংরাজী বিবৃতি দেন। রয়েল ইণ্ডিয়ান নৌ-বহরের কর্ম্মীবৃন্দের সহযোগিতায় এই ছবিখানি তোলা হইয়াছে। ভারতীয় নাবিকদের জীবন, শিক্ষা ও কর্ম্মপদ্ধতি এই ছবিখানিতে সুন্দর ভাবে দেখানো হইয়াছে। ইহা শীঘ্রই ইংরাজী ও অন্য কয়েকটি ভাষায় ভারতবর্ষের নানাস্থানে মুক্ত হইবে।

ওয়াদিয়া মুভীটোনের দ্বিতীয় documentary ছবি হইবে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স লইয়া। ডাঃ পাথী ও মিঃ গেঞ্জ সম্প্রতি আম্বালা হইতে ভারতীয় বিমান-বহরের বহু চিত্র তুলিয়া ফিরিয়াছেন। এ ছবিখানি আগষ্ট মাসে মুক্তিলাভ করিবে।

ভারতী পিকচার্স

এই নামে একটি কোম্পানী সম্প্রতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহারা কে বা কাহারা তাহা এখনও আমরা জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত জানিয়াছি যে শ্রীবীরেন গাঙ্গুলী মহাশয় সুসাহিত্যিক হেমেন্দ্র মিত্রের "তরঙ্গ" নামক এক গল্প অবলম্বনে একখানি ছবি তুলিবেন। অভিনেতৃবর্গের নাম আমরা শীঘ্রই জানাইতে পারিব বলিয়া আশা রাখি।

দীপালী

শীল্ড গাইড ১৯৪০

কলিকাতা ফুটবলপ্রিয়-দের জন্য ফুটবল প্লেয়ার্স-দের ছবি ও রচনা সকলেরই প্রাণে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করিবে।

দীপালী গ্রন্থশালা ও প্রত্যেক হকারের নিকট প্রাপ্তব্য

গোষ্ঠ পাল, করুণা ভট্টাচার্য্য, হারাণ সাহা, মহম্মদ নায়িম, রাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিদের ফুটবল সম্বন্ধীয় রচনা ও সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রস-রচনায় ও শৈল চক্রবর্ত্তীর কার্টুন ছবিতে সুসমৃদ্ধ।

শনিবার ১৩ই জুলাই বাহির হইবে।

মূল্য দুই আনা
ডাকে তিন আনা

শিলঙে আলোক-চিত্র প্রদর্শনী

আগামী অক্টোবর মাসে শিলং-এ একটি আলোক-চিত্র প্রদর্শনী হইবে। আসামের মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন।

এমেচার ও পেশাদার সকলেই এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা আসামের বাহিরে থাকেন তাঁহারা গৌহাটীর দি ফটোগ্রাফীক সোসাইটি অফ্ আসামের সভ্য হইয়া ইহাতে যোগদান করিতে পারেন।

মেম্বারদের জন্য দর্শনী ১৲ টাকা ও নন-মেম্বারদের দর্শনী ২৲ টাকা। ছবি পাঠাইবার শেষ দিন ৩১শে আগষ্ট। সফল প্রতিযোগীদের স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক ও অন্যান্য জিনিষ পুরস্কার দেওয়া হইবে। বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে—সেক্রেটারী সেলন কমিটি, দি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ্ আসাম, গৌহাটী।

কৃষ্ণনগরে "চিরকুমার সভা"

যুদ্ধ ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার দে আই, সি, এস, মহাশয়ের আন্তরিক উদ্যোগে গত ৩০শে জুন কৃষ্ণনগর চিত্রগৃহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" ।নীত হইয়া গিয়াছে। এই অভিনয় দ্র'করিবার জন্য নদীয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও জেলার উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়ের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ, শ্রীসুশীল কুমার দে, ও তাঁহার পত্নী ইন্দিরা দে, (ম্যাজিষ্ট্রেট) বীরেন্দ্র মোহন মিত্র আই, সি, এস, (জজ), গুরুদাস রায়, রায় বাহাদুর জে, এন, রায় আই, পি, প্রভৃতি ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস্-চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট আইনজীবিগণ এবং ভদ্রবংশীয়া মহিলারা মঞ্চে অবতরণ করেন।

অভিনয় আশাতীত ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তরুণ উৎসাহী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় শুধু সরকারী কার্য্যেই সুদক্ষ নহেন তিনি একজন ভাল গায়ক, প্রযোজক ও অভিনেতা। অক্ষয়ের ভূমিকায় মিঃ দে'র অভিনয় অনবদ্য হইয়াছে। রসিকের ভূমিকায় শ্রীবীরেন্দ্র মোহন মিত্র মহাশয় ও পুরবালার ভূমিকায় শ্রীমতী ইন্দিরা দে'র অভিনয় দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছে। নীরবালার ভূমিকায় কুমারী অণিমা চক্রবর্ত্তীর গান ও অভিনয় উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। সঙ্গীত পরিচালনা করেন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষের পত্নী শ্রীযুক্তা সুধা সেন।

এই অভিনয় ৩০শে জুন, ১লা ও ২রা জুলাই তারিখেও হইয়াছে। প্রথম দিন প্রায় ৪৪০৲ টাকার টিকিট হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

বিদ্যাসাগর কলেজ—প্রাক্তণ ছাত্র সম্মেলন

বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তণ ছাত্র শ্রীসৌরেন সেনগুপ্ত, শ্যাম ঘোষ, গিরিজা ক্ষেত্রী, পবিত্র দাস, হীরেন সেনগুপ্ত, দিলীপ চ্যাটার্জ্জি, ডাঃ কে, কে, সেনগুপ্তের পরিচালনায় দ্বিতীয় বার্ষিক ছাত্র-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে নানাবিধ সান্ধ্য-মজলিসের অনুষ্ঠান, নাটোরাধিপতি শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কুমারী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ী ও ললিতা ভাদুড়ীর কথক নৃত্য, শোভা কুণ্ডুর সেতার, ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি (প্রাক্তণ ছাত্র)র আবৃত্তি, হরবোলা রবীন ভট্টাচার্য্যের শব্দানুকরণ, সারদা গুপ্তের (প্রাক্তন ছাত্র) হাসির গান, মনী দাশগুপ্ত (প্রাক্তণ ছাত্র)র ব্যঙ্গ কৌতুক, এবং প্রাক্তণ ছাত্র রবীন সরকার ও তদীয় ভ্রাতা শৈলেন সরকারের মুষ্টিযুদ্ধ বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল।

টিচার্স ট্রেণিং কলেজ

কর্পোরেশন টিচার্স ট্রেণিং কলেজের ছাত্রদের উদ্যোগে এবং প্রিন্সিপ্যাল চারু চন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। হরবোলা রবীন ভট্টাচার্য্যের নানাবিধ হাস্য-কৌতুক ও শব্দানুকরণ এবং কুমারী উমা ঘোষের সঙ্গীত সকলকে আনন্দ দান করে।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

গত ২৬।৬।৪০ তারিখে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক হলে, ৺তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে, তদীয় পৌত্র শ্রীমান পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে, শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ীর সভাপতিত্বে এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। আবৃত্তির বিষয় ছিল পুরুষ ও মেয়েদের জন্য যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের "উর্ব্বশী" ও "রাত্রি ও প্রভাতে।" সহরের বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলীর বিবেচনাধীনে—পুরুষদের মধ্যে শ্রীমান সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১২) রঘুনাথগঞ্জ, ১ম, শ্রীঅসীম কুমার ঘোষ (২৪) বহরমপুর, ২য়, এবং শ্রীশিশির কুমার ব্যানার্জ্জি (২২) লালবাগ, ৩য় হইয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে ১টি কাপ, স্বর্ণ-কেন্দ্র-পদক, ও রৌপ্য-পদক, পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেয়েদের মধ্যে প্রথম হইয়াছেন শ্রীমতী অনিমা সুন্দরী দেবী, (১০), ২য় সবিতারাণী সরকার, (১০) ও ৩য় হইয়াছেন অমিয়সোনা দেবী, (১০) (রঘুনাথগঞ্জ)। তাঁহারাও যথাক্রমে, পূর্ব্বোক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১০৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ১লা আগষ্ট, ১৯৪০ : বৃহস্পতিবার : ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৭ [৩১শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"ষষ্টিক কোর্ট", চার্চগেট রিক্লামেশন
[illegible]—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
[illegible]—১৫৩ [illegible] ষ্ট্রীট

বাঙ্গালী মুসলমান

—এস্, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেণ্টাব), বার-এট্-ল

সে দিন এক বিহারী মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ হচ্ছিল। বাঙ্গালী মুসলমানের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন, তাঁদের মধ্যে কোন রকম enterpriseএর চিহ্ন তিনি দেখতে পান না। বাঙ্গালী হিন্দু উকিল, ডাক্তার কেরাণী তাঁর মাতৃভূমিকে (বিহার) ছেয়ে ফেলেছে, কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমান উকিল, ডাক্তার কিম্বা কেরাণীর কোন চিহ্ন সেখানে তিনি দেখেন নি। তিনি তাই সিদ্ধান্ত করেছেন, বাঙ্গালী মুসলমানের উন্নতির আশা এখনও সুদূরপরাহত।

আমি তাঁকে বল্লুম, গতানুগতিকতার ধোঁয়াটে চশমা ছেড়ে, সত্যসন্ধ চক্ষু দিয়ে যদি একবার বিষয়টাকে তিনি লক্ষ্য করেন, আর এক দৃশ্য তাহলে তাঁর নয়ন পথে পড়বে। পৃথিবীর সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে ভারতবাসীর গৌরব রক্ষা করছে কারা? এই বাঙ্গালী মুসলমানেরা। অতীতের গৌরবের যুগে ভারতের সমুদ্র-বাণিজ্য কাদের সাহস এবং enterprise-এর জন্য সম্ভবপর হয়েছিল? এই বাঙ্গালী মুসলমানদের পূর্ব্ব পুরুষদের! পাঠান এবং মোগল বাদশাদের নৌবাহিনী কাদের সাহস এবং নির্ভীকতার উপর নির্ভর করতো? এই বাঙ্গালী মুসলমানদের। সুন্দরবনের ভীষণ অরণ্যে বাঘ, ভালুক, হাঙ্গর, কুমীরের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করে মানুষের অধিকার সেখানে বিস্তার করছে কারা? এই বাঙ্গালী মুসলমানেরা! আসামের কালাজ্বরের বীজাণুর সঙ্গে অমিত পরাক্রমে সংগ্রাম করে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করছে কারা? এই বাঙ্গালী মুসলমানেরা। পূর্ব্ববঙ্গের সমুদ্রপ্রতীক নদনদীগুলির ভীষণ স্রোতের সঙ্গে অহোরাত্র নির্ভীক হৃদয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে কারা? এই বাঙ্গালী মুসলমানেরা। দুর্দ্ধর্ষ

বেদুইনের গুপ্ত আক্রমণ তাচ্ছিল্য করে নির্ভীক হৃদয়ে আরবের মরুভূমি অতিক্রম করে দলে দলে মক্কা মদিনার পথে চলেছে কারা? এই বাঙালী মুসলমানেরা। অসংখ্য বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করে কেনেডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করছে কারা? এই বাঙালী মুসলমানেরা। কেরাণীগিরি করবার জন্ত বেশী বাঙালী মুসলমান হয়তো বিহার প্রদেশে যায় নি; ইউ, পি-তে বেশী বাঙালী মুসলমান ডাক্তার হয়তো নাই;—এ সব থেকে কিন্তু যাঁরা বাঙালী মুসলমানের সাহস এবং enterprise এর অভাব প্রমাণ করতে চান তাঁরা ভুল করেন। বাঙালী মুসলমানের সাহস এবং enterprise কেবল বাঙালার গৌরবের জিনিষ নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের, তথা সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবের জিনিসও বটে।

বাঙালী মুসলমান আর্য্য কি অনার্য্য, তাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা হিন্দু ভারতবাসী ছিলেন কি মুসলমান বিদেশী ছিলেন, এই সব প্রশ্ন নিয়ে এক শ্রেণীর লেখক যথেষ্ট মাথা ঘামিয়ে থাকেন। হিন্দু প্রমাণ করতে চান, বাঙালী মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন হিন্দু, আর মুসলমান প্রমাণ করতে চান, তাঁরা ছিলেন বিদেশী। এই নিয়ে লেখকদের মধ্যে বেশ একটু রেসারেসি চলে, হাস্য পরিহাস হয়, আর, তাঁদের পাঠকদের মধ্যে এই নিয়ে অনেক সময় হাতাহাতি পর্য্যন্ত হয়ে যায়।

এ সব কথেন্তির কোন দরকার নেই। গর্ব্বিত মস্তককে নত করতে, আর দলিত মস্তককে উন্নত করতেই ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে। সুতরাং ইসলামের সাম্যের পতাকাতলে যে, সাম্যবাদী উচ্চ নীচ সব শ্রেণীর লোক জড় হবে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তবে নীচ যে দিন ইসলামের সেই মহিমান্বিত পতাকাতলে আসে, সেদিন থেকে তার নীচত্ব ঘুচে যায়। একজন ইংরাজ বিচারক সগর্ব্বে বলেছেন—"As soon as the slave lands in the free soil of Britain, the chains fall off from his feet" (দাস যেদিন ব্রিটেনের স্বাধীন ভূমিতে পদার্পণ করে, সেদিন থেকে শৃঙ্খল তার পা থেকে খসে পড়ে)। ইসলামের বিষয়, আরও জোরের সঙ্গে আমাদের তাই বলতে হবে। যেদিন থেকে মানুষ ইসলামের পূত মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, সেদিন থেকে নীচতা তার অঙ্গ থেকে খসে পড়ে। সেদিন থেকে তার মধ্যে আর হজরত মোহাম্মদের বংশধরের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না।

আমরা বাঙালী

বাঙালী মুসলমানের ধমনীতে বিদেশীর রক্তও আছে, আর এদেশীর রক্তও আছে; আর্য্যের রক্তও আছে, আর অনার্য্যের রক্তও আছে, তথা কথিত উচ্চ জাতীয় হিন্দুর রক্তও আছে, আর তথা কথিত নীচ জাতীয় হিন্দুর রক্তও আছে। এ সবকে নিয়েই আমাদের গৌরব করতে হবে, আর মনে রাখতে হবে, "এখন আমরা হচ্ছি বাঙালী।" বাঙালার মঙ্গল হচ্ছে আমাদের আদর্শ। বাঙালার গৌরব বাঙালার স্বাতন্ত্র্য, বাঙালার বিশেষত্ব হচ্ছে আমাদের সাধনার বিষয়। এ আদর্শ যেদিন প্রকৃতই আমাদের অন্তর অধিকার করবে, সেদিন হিন্দু মুসলমানের বিরোধেরও শেষ হবে। কেননা, হিন্দু এবং মুসলমান, উভয়ের মঙ্গল ছাড়া, বাঙালার মঙ্গল হতে পারে না, আর হিন্দু এবং মুসলমানের সম্প্রীতি ছাড়া বাঙালার গৌরব কখনও মাথা তুলতে পারে না।

মধ্যযুগের ইউরোপ

ইতিহাস পাঠক জানেন, ইউরোপ মহাদেশও, এক সময়, এই ভারতবর্ষেরই মত, একটী মাত্র মানব সমষ্টি বা রাষ্ট্র বলে গণ্য হত। Pope এবং Emperor তার উপর দ্বিবিধ শাসন চালাতেন। একই ল্যাটিন ভাষা তখন ছিল সমগ্র ইউরোপের ভাষা। পণ্ডিত মাত্রেই ল্যাটিনে লিখতেন, আর শিক্ষিত মাত্রেই ল্যাটিনে পড়তেন। Emperorকে সকলেই খ্রীষ্টান জগতের সার্ব্বভৌমিক রাজা বলে স্বীকার করতেন; Popeএর বিধি নিষেধ সকলেই মাথা পেতে গ্রহণ করতেন। সেদিন এখন চলে গেছে। এক Holy Roman Empireএর জায়গায় এখন অনেকগুলি স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, এক ল্যাটিন ভাষা এবং সাহিত্যের জায়গায় এখন প্রত্যেক দেশে স্বতন্ত্র ভাষা এবং সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, আর এক Roman Catholic ধর্ম্মের জায়গায় বিভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই differentiation বা স্বাতন্ত্রী সাধনের দ্বারা যে ইউরোপের অমঙ্গল হয় নি, মঙ্গল হয়েছে; আর সেই মঙ্গলের জন্ত যে এই স্বাতন্ত্রী সাধনের প্রয়োজন ছিল, এ কথা এখন সকলেই স্বীকার করেন।

মধ্যযুগের মোসলেম জগৎ

মধ্যযুগে মোসলেম জগতের অবস্থাও ঠিক ইউরোপের মতই ছিল। কেবল Pope এবং Emperorএর জায়গায় খালিফা সেখানে ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্র উভয়েরই একচ্ছত্র নেতা বলে গণ্য হতেন। আরবী ভাষা ছিল মোসলেম জগতের একমাত্র সাহিত্যিক ভাষা। জাতি বা Nation বলে তখন কিছুই ছিল না। এখন কিন্তু সেই মোসলেম জগৎ বিভিন্ন জাতীয়তামূলক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে। আরবী ভাষার জায়গায় দেশীয় ভাষাগুলি সাহিত্য এবং চিন্তার বাহন হয়েছে। খেলাফৎ লোপ পেয়েছে। শরিয়েতের বিষয় প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ নিজ পথ অবলম্বন করেছে। এ সব মোসলেম জগতের পতনের চিহ্ন নয়; তার পুনরুত্থানের, নবজীবন লাভেরই চিহ্ন। ইউরোপে এক

রাষ্ট্রের যায়গায় অনেকগুলি রাষ্ট্র হয়েছে বটে, ইউরোপের একতা তাতে কিন্তু কমে নি, বরং বেড়েছে; মোসলেম জগতে এক রাষ্ট্রের জায়গায় অনেকগুলি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে বটে, মোসলেম জগতের একতা কিন্তু তাতে কমবে না; বরং বাড়বে। খেলাফতের পুনরুত্থানের চেষ্টা যেমন অবৈজ্ঞানিক, তেমনি অনাবশ্যক।

ভারতে দেশবোধ

যে প্রোসেস (Process) ইউরোপে সম্পূর্ণ হয়েছে, নিকট প্রাচ্যে সম্পূর্ণ হচ্ছে, ভারতবর্ষেও তার সূচনা হয়েছে। মোগল বাদশাদের সময় খাজানা উসুলের সুবিধার জন্য, এবং দেশ সুশাসনের জন্য, ভারতবর্ষকে বিভিন্ন সুবায় বিভক্ত করা হত। দেশ বিভাগের অন্য কোন উসুল তখন ছিল না। পাঞ্জাবী তখন নিজেকে পাঞ্জাবী বলে মনে করতো না, বেহারী নিজেকে বেহারী বলে মনে করতো না, আর বাঙ্গালী নিজেকে বাঙ্গালী বলে মনে করতো না। সকলে নিজেদের বাদশার রাইয়েত বলেই মনে করতো।

এখন কিন্তু মানুষের মনে দেশবোধ জেগেছে। যদিও ভারতবাসী বহির্জগতের সামনে নিজেকে ভারতবাসী (Indian) বলেই পরিচয় দেয়, এই ভারতবর্ষে কিন্তু সে এখন কেবল Indian নয়—সে হয় বাঙ্গালী, নয় পাঞ্জাবী, নয় আর কিছু। এখন 'বঙ্গদেশ' শব্দটা ভৌগলিক সংজ্ঞা ছাড়া একটা বিশিষ্ট কালচারের সংজ্ঞা, একটা বিশিষ্ট রাজনৈতিক সংজ্ঞাও লাভ করেছে। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশেও তাই হয়েছে। আমি যখন কলেজে পড়তুম, তখন বাঙলার মুসলমান ছাত্রেরা আলিগড় যাবার জন্য ব্যাকুল হত, কেননা আলিগড় তখন ভারতের মোসলেম সভ্যতার পীঠস্থান বলে গণ্য হত। এখন বাঙলার মুসলমান ছাত্রেরা আলিগড় যেতে চায় না, কেন না আলিগড় বাঙলার বাইরে।

বাঙ্গালীর মধ্যে 'হিন্দু-ভারত' এবং 'মুসলিম-ভারত'-এর আদর্শ কিছুদিন থেকে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। বহির্বঙ্গ থেকে বড় বড় পণ্ডিতেরা এসে বাঙ্গালীকে তার বাঙ্গালীত্ব ভুলিয়ে অতীতের লুপ্ত জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। তাঁদের সে চেষ্টা খেলাফতের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মতই ব্যর্থ হবে। অতীত আর ফিরে আসবে না। মানুষের মুক্ত আত্মা বিজ্ঞানের নিশ্চিত পথ ছেড়ে অতীতের কুসংস্কারে আর ফিরে যাবে না, মানবতার মুক্ত বায়ু ছেড়ে অতীতের ভেদজ্ঞানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ফিরে যাবে না, বিশ্ব মানবের অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার ছেড়ে অতীতের দেশবিশেষের কিম্বা সমাজবিশেষের সঙ্কীর্ণচিন্তার জগতেও আর ফিরে যাবে না। যে মানুষ ইচ্ছা করে সেই দৈন্যের মধ্যে ফিরে যাবে, জগত থেকে সে লুপ্ত হবে, অন্ততঃ পক্ষে জগতের লাঞ্ছনার এবং কৃপার বস্তু হয়ে থাকবে।

এই "বাঙ্গালী" আদর্শকে বাঙলার হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, আর নানা রকম উপায় উদ্ভাবন করে সে আদর্শকে তাদের মনে বদ্ধমূল করাই এখন হচ্ছে আমাদের প্রকৃত কাজ। এই পথই হচ্ছে আমাদের উন্নতির পথ, বিকাশের পথ। কল্যাণের দ্বিতীয় পথ আমাদের নাই।

এই "বাঙ্গালী" আদর্শই আমাদের কর্মের এবং চিন্তার, সাধনার এবং প্রার্থনার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। "বাঙলা দেশ" আর "বাঙ্গালী মানুষ" এই দুইয়ের মঙ্গলামঙ্গলের মাপকাটি দিয়েই জিনিসের ভালমন্দের বিচার আমাদের এখন করতে হবে; তার মূল্যের বিচার করতে হবে; আর তার উপযোগীতা অনুপযোগীতার বিচারও করতে হবে। মহাদেশের আদর্শ ছেড়ে দেশের আদর্শকেই এখন আমাদের বরণ করতে হবে।

হিন্দু ও মুসলমান কালচার

একটা সমস্যা এখানে উঠে, আমরা ইসলামিক কালচারের ধারা নিয়ে এখানে এসেছি; হিন্দুরা আবার তাঁদের বিশিষ্ট এক কালচার গড়ে তুলেছেন। এই দুই কালচার অনেকাংশে পরস্পর বিরোধী। তারপর স্বার্থপর লোকের চেষ্টায় সে বিরোধ কিছুদিন থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই বিরোধের নিষ্পত্তি কি করে হতে পারে?

যাঁরা plan করে এই দুই কালচারকে এক করতে চান তাঁদের চেষ্টাও ব্যর্থ হবে; আর যাঁরা তোড়জোড় করে এই দুই কালচারকে তাড়াতে চান, তাঁদের চেষ্টাও ব্যর্থ হবে। ও দুই পথের কোনটীতে যাওয়াই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। হিন্দু তার কালচারকে ভালবাসে, সুতরাং সে কালচারকে আক্রমণ করলে সে চটে উঠবে; মুসলমান তার কালচারকে ভালবাসে, সুতরাং সে কালচারকে আক্রমণ করলে সেও চটে উঠবে। ফলে, সংস্কারক যা চান ঠিক তার উল্টো ঘটবে।

মুসলমানকে হিন্দু কালচারের সম্মান করতে হবে, হিন্দুকে মোসলেম কালচারেরও সম্মান করতে হবে; আর এই দুই কালচারের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান এবং স্থায়ী জিনিষ আছে তার কদর উভয়কে করতে হবে। আর, আস্তে আস্তে, মানুষের দৃষ্টি অতীত থেকে বর্ত্তমানের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে, এবং অ-বর্ত্তমানের বিষয় ভাববার যে একটা স্বাভাবিক বৃত্তি আছে তাকে ভবিষ্যৎমুখী করতে হবে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে। অতীতের মধ্যে যা কিছু হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতির পক্ষে সমান আনন্দদায়ক, সেই সব জিনিষেরই বেশী আলোচনা করতে হবে; আর, যা কিছু এই দুই জাতির কোন

S' OWN LIBRARY

একটির পক্ষে পীড়াদায়ক, তাকে আমাদের ভুলতে হবে; অন্ততঃ, তা নিয়ে আলোচনা যাতে কম হয়, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

অতীতের চেয়ে বর্ত্তমানের বিষয় বেশী ভাবা এবং বর্ত্তমানকে অতীতের চেয়ে বেশী importance দেওয়া হচ্ছে, হিন্দু মুসলমানের সখ্যতা স্থাপনের অন্যতম উপায়। কিন্তু তার চেয়ে ফলপ্রদ এবং প্রয়োজনীয় উপায় হচ্ছে, মুসলমানকে শিক্ষায়, অর্থে, সামর্থ্যে উন্নত এবং হিন্দুর সমকক্ষ করে তোলা। মুসলমান দরিদ্র, অশিক্ষিত, দুর্ব্বল এবং বিক্ষিপ্ত বলেই তাদের বোকা বানাবার একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা অন্যের মনে জেগে উঠে। তাদের অবস্থা উন্নত হলে সে খেয়াল আপনিই লোকের মন থেকে চলে যাবে; মুসলমানকে তার ন্যায্য এবং স্বাভাবিক অধিকার দিতে কেউ তখন আর ইতস্ততঃ করবে না। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার স্থায়ী সমাধান আপনা থেকেই হয়ে যাবে।

তুরস্কের অনুসরণ

আমার বিশ্বাস বর্ত্তমান সময়ে, ভারতের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমান, বর্ত্তমান যুগের দেশ-আদর্শ অনুপ্রাণিত জীবনের জন্য অনেক বেশী প্রস্তুত। সেই জীবনের উপযোগী মাল মসলাও বাঙ্গলা দেশে অনেক বেশী পরিমাণে আছে। এরূপ অবস্থায় আমার মনে হয়, তুর্কীদের জাতীয়তা আদর্শের অনুসরণ করাই হচ্ছে আমাদের কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেশের মুসলমানদের চেয়ে তুরস্কের লোকেরা অনেক বেশী উন্নত। তুর্কী নেতারা তাই তুরস্কের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনকে অন্যান্য দেশের মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নূতন বর্ত্তমান কালের উপযোগী আদর্শ এবং সমাজ-ব্যবস্থা সেখানে চালিয়েছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার সাধারণ ফল যে শুভ হয়েছে, একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করতে হবে। আর তাঁদের দৃষ্টান্ত যে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অনুন্নত মুসলমান সমাজগুলির পক্ষেও সুফলপ্রসূ হবে, তাতেও সন্দেহ নাই। তুর্কেরা যদি, যতদিন অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা উন্নত জীবনের জন্য প্রস্তুত না হন, ততদিন তাঁদের দেশের উন্নতি স্থগিত রাখতেন, তাহলে তুরস্কেরও মঙ্গল হবে না; আর তুরস্কের বাইরের মুসলমান রাষ্ট্র এবং সমাজগুলিরও মঙ্গল হবে না। আর উন্নতির উৎসের (মন্ত্রের) জন্য যদি তাঁরা ইউরোপে না গিয়ে ভারতবর্ষের খিলাফতী নেতাদের নিকট আসতেন কিম্বা আফগানিস্থানের মোল্লাদের নিকট যেতেন, তাহলে তাঁদের দেশের যে মহা অমঙ্গল হত, সে কথাটুকু বুঝতে, অসাধারণ কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না।

বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমানের এখন কর্ত্তব্য হচ্ছে, বাঙ্গলা দেশকে, ভারতের অন্যান্য দেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে তোলা, তুর্কেরা যেমন তাঁদের দেশকে মোসলেম জগতের অন্যান্য দেশ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক করেছেন। আর তুর্কেরা যেমন সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শের জন্য কাবুল কিম্বা দিল্লী না গিয়ে ইউরোপে গিয়েছেন, দেশের মঙ্গলের জন্য আমাদেরও সেই পথ অবলম্বন করতে হবে। (অবশ্য নব্য তুর্কেরা যেমন অনেক বিষয় অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি করেছেন, আমাদের সেরূপ করবার কোন প্রয়োজন নাই)। আমি স্বীকার করি, নব্য তুর্কেরা যেমন তুরস্ককে অন্যান্য মোসলেম দেশ থেকে রাষ্ট্র হিসাবে সম্পূর্ণ পৃথক করেছেন, আমরা বাঙ্গলা দেশকে, ঠিক সেই ভাবে, ভারতের অন্যান্য দেশ থেকে পৃথক করতে পারি না। তাতে কিন্তু বড় আসে যায় না। "বাঙ্গলা দেশের" আদর্শকে যদি স্পষ্ট করে আমরা ধরতে পারি, আর সে আদর্শ যদি আমাদের জীবনকে সত্যই অনুপ্রাণিত করে, তাহলে কার্য্যক্ষেত্রে, সে আদর্শ কতটা উপলব্ধ হতে পারে, আর তার কতটা limitation অপরিহার্য্য, তা ঠিক করে নেওয়া বেশী কষ্টকর হবে না।

"বাঙ্গালী আদর্শের" প্রতিষ্ঠা

এই "বাঙ্গালী আদর্শ" দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে plan করে কাজ করতে হবে। বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস একরকম নাই বললেই হয়। বাঙ্গালা দেশকে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রদেশ বলে গণ্য করে, ঐতিহাসিকেরা দু' চার পৃষ্ঠার মধ্যেই তার পুরা-কথা শেষ করেছেন। যাঁরা কেবল বাঙ্গলার ইতিহাস লিখেছেন, তাঁরাও বাঙ্গলা দেশ যে ভারতের অন্যতম, অপেক্ষাকৃত নগণ্য একটী প্রদেশ, সে কথা ভুলতে পারেন নি। এখন বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস নূতন করে লিখতে হবে, তাতে বাঙ্গালী জাতির Evolution দেখাতে হবে, বাঙ্গলার অতীতের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট করে তুলতে হবে, সে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গৌরব করতে হবে, আর প্রত্যয়ের তুলিকা দিয়ে ভবিষ্যতের আত্মপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গলা দেশের এবং আত্ম-নির্ভরশীল বাঙ্গালী জাতির ছবি আঁকতে হবে। সে ইতিহাস হিন্দু বাঙ্গালী এবং মুসলমান বাঙ্গালী উভয়ের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দেবে; অতীতের বিরোধ নিয়ে বর্ত্তমানকে বিষাক্ত করবার কোন প্রয়াস তার মধ্যে থাকবে না; অতীতের হৃদ্যতা তার পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হবে, আর ভবিষ্যতের গৌরব-মহিমা তার পাতাকে ইন্দ্রধনুর অপরূপ রংএ চিত্রিত করবে।

মাতৃভাষার চর্চ্চায় এবং পুষ্টি সাধনে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কে একান্তমনে আত্ম-নিয়োগ করতে হবে। শক্তিশালী এক সমালোচকসঙ্ঘ গঠন করতে হবে। তার কাজ হবে, যে হিন্দু লেখক মুসলমানের

(শেষাংশ ১৩শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

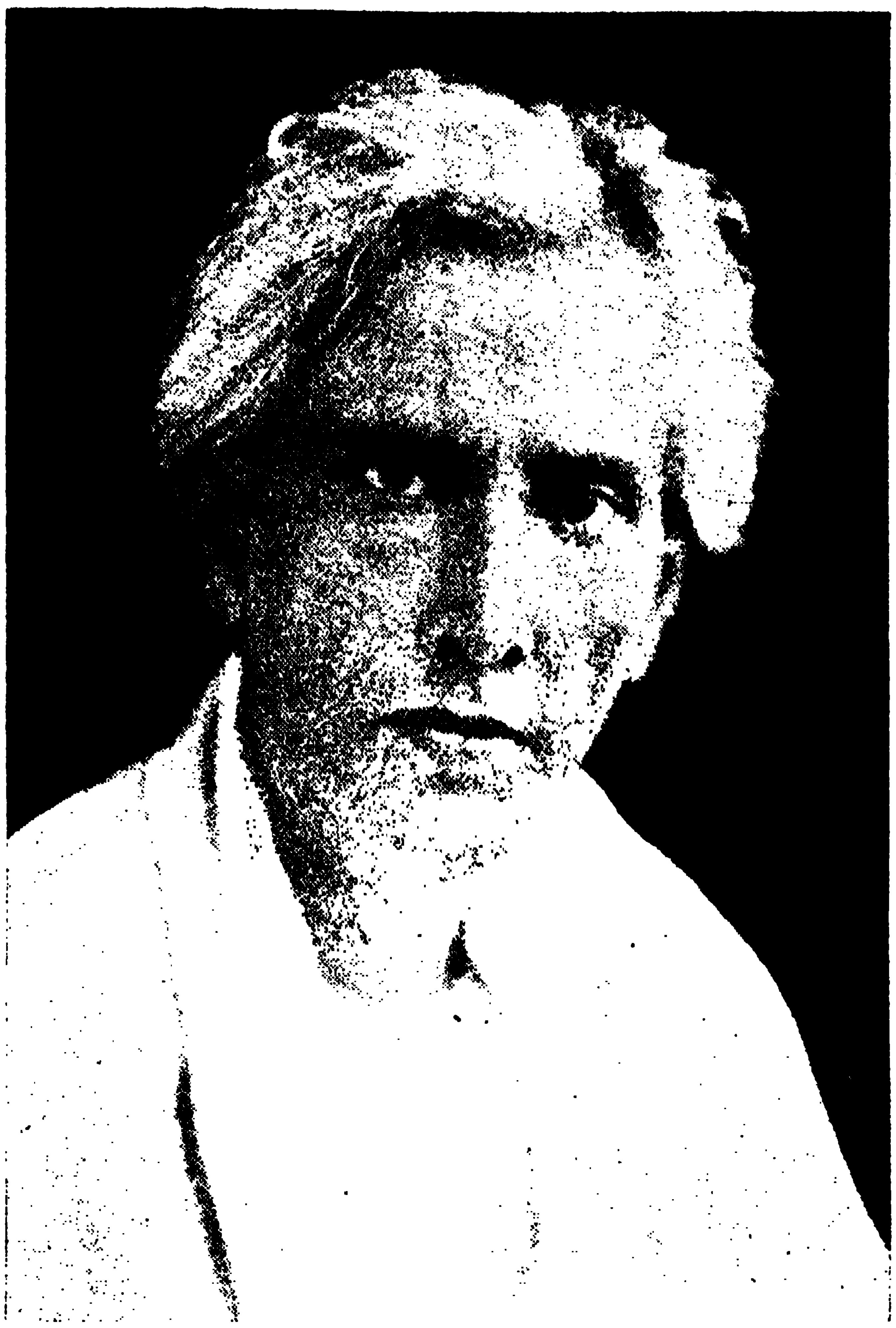

৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইঁহার একখানি সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের হিন্দী চিত্র-রূপ "চিঙ্গারী" শনিবার ৩রা আগষ্ট এম্পায়ার থিয়েটারে মুক্তিলাভ করিবে।

৺শরৎচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস হিন্দী ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত

"চিঙ্গারী"

(সংক্ষিপ্ত কাহিনী)

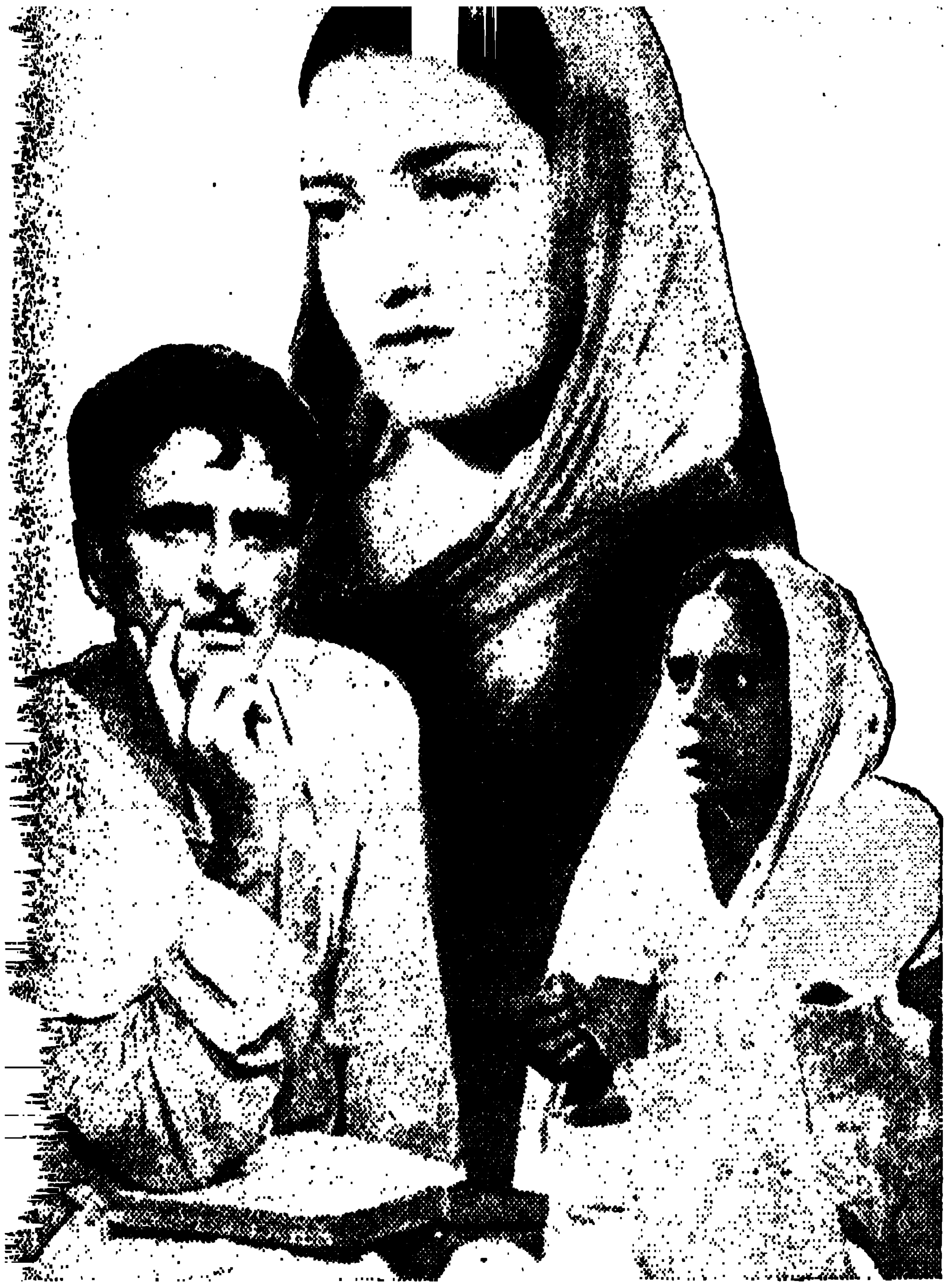

কুঞ্জ বোষ্টমের ছোট বোন গীতা যখন দু'বছরের শিশু, তখন বাপ ন্র। মা ভিক্ষে ক'রে ছেলে ও মেয়েটিকে প্রতিপালন করে। যখন পাঁচ ্বের, তখন মেয়েটিকে সুশ্রী দেখে, বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাস ঋকারী তার পুত্র বীরেনের সঙ্গে বিবাহ দেয়; কিন্তু বিবাহের অনতিকাল ন্ই গীতার বিধবা মায়ের নামে একটা দুর্ণাম ওঠে, তাতে গৌরদাস গীতাকে ন্ত্যাগ ক'রে ছেলের পুনর্ব্বার বিবাহ দেয়।

গীতার মা দুঃখী হ'লেও, অত্যন্ত গর্ব্বিতা ছিল। সেও রাগ ক'রে কন্যাকে ন্তরে নিয়ে গিয়ে আর একজন আসল বৈরাগীর সঙ্গে তার কণ্ঠি-বদল করে, ছয় মাসের মধ্যেই বৈরাগীটি নিত্যধামে গমন করে। সেই সাত বৎসর থেকেই গীতা বিধবা। এখন সে ষোল বৎসরের যুবতী—তার দেহে রূপ না। যেমনই গুণ, তেমনই কর্ম্মপটুতা—আবার লেখাপড়াও জানে। খুব লোকের ঘরেও বোধ করি তাকে বেমানান দেখাতো না।

এদিকে বীরেনের পিতৃবিয়োগ হয়েছে। তার দ্বিতীয়া স্ত্রীও একটি শিশু-রেখে মারা গিয়েছে। এখন সে গীতাকে ফিরে গ্রহণ করতে চায়। ক প্রলুব্ধ ক'রে বীরেন তার অভিলাষের কথা গীতাকে জানালে, কিন্তু ন্স্পষ্ট জানিয়ে দিলে যে, বাড়লের উনি তার কেউ নয়। তার স্বামী ন্হু—সে বিধবা।

বীরেনের গৃহে লক্ষ্মী উথলে পড়লেও তাদের কারুর অহঙ্কার, অভিমান হ ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই তাহার সক্ষম গ্রামে একটা পাঠশালা ন্ব। পাড়ার একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাচীন শিক্ষকের কাছে সে ইংরাজী শিক্ষা করে। স্ত্রী-বিয়োগের পর সে লেখাপড়া নিয়েই থাকতো। প্রায় সমস্ত রাত্রি পড়তো, সকালে গৃহকর্ম্ম, বিষয়-আশয় দেখতো এবং দুপুর বেলায় নিজের পাঠশালায় গ্রামের ছেলেপুলেদের লেখাপড়া শেখাত। বিধবা জননী তাকে পুনরায় বিবাহের জন্যে পীড়াপীড়ি করলে, তার শিশুপুত্র চরণকে দেখিয়ে ন্সে বলতো, যে জন্যে বিয়ে করা, তা আমাদের আছে, বিয়ের আবশ্যক নেই মা।

এমনি করে বছর কয়েক কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন কুঞ্জ বোষ্টমের বাড়ীর সুমুখেই বীরেন গীতাকে দেখলে, দেখেই মুগ্ধনেত্রে সে চেয়ে রইল! ঘরে ফিরে মায়ের কাছে সে গীতার কথা অবাধে প্রকাশ করলে। মা বললেন, সে কি হয় বাবা? ওদের যে দোষ আছে।

বীরেন জবাব দিলে, তা হোক মা, তবু সে তোমার বৌ।

মা মুখে বললে বটে, সে সব কথা তোমার বাবা জানতেন—তিনি যা ভাল বুঝেছেন, ক'রে গেছেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পুত্রের যুক্তিটা'ই মেনে নিতে হ'ল।

একদিন বীরেনকে সঙ্গে নিয়ে মা কুঞ্জ বোষ্টমের গৃহে উপস্থিত হলেন; এবং সমস্ত দিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ি ফেরবার সময় গীতাকে ডেকে অশ্রুগদগদকণ্ঠে বললেন, বৌমা, কি আনন্দে যে সারাদিন কাটালুম, তা মুখে বলতে পারিনে, সুখী হও মা—বলেই তিনি আঁচলের ভিতর থেকে এক জোড়া সোনার বালা বের করে স্বহস্তে তার হাতে পরিয়ে দিলেন।

গৃহে ফিরে বীরেনের মা পুত্রকে ডেকে বললেন, তাকে শীগ্‌গির ঘরে আন্ বাছা, আমি মায়ের হাতে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে একটু ছুটি নিই, দিনকতক কাশী বৃন্দাবন করে বেড়াই।

আজ বীরেনের অন্তরে আশা ও বিশ্বাসের এমনি স্রোতই বইছিল, তথাপি সে সলজ্জ হাস্যে বললে, সে আসবে কেন মা?

মা নিঃসন্দিগ্ধকণ্ঠে বললেন, আসবে বৈকি! আসবার সময় নিজের হাতে বালা দুগাছি পরিয়ে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলুম, বৌমা পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়ালেন। একটা ভাল দিন পেলেই ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনবো। সেই সঙ্গে তিনি আরও জানালেন যে, গীতাকে নিয়ে আসার আগে কুঞ্জনাথকে সংসারী করাও তাঁর একটা কাজ।

কিন্তু পরদিন কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা, দেনা পাওনার কথা, খাওয়ান দাওয়ানর কথা সমস্তই প্রায় স্থির ক'রে বীরেনের জননী যখন গৃহে ফিরলেন, তখন তাঁর সমস্ত আশা ভরসা নিঃশেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

কাল একটি দিনের মেলামেশায় গীতা তার শাশুড়ী ও স্বামীকে যেমন চিনেছিল, তাঁরাও যে ঠিক তেমনি চিনে গিয়েছিল এতে আর লেশমাত্র সন্দেহ

ছিল ... এমনি করে নিজেকে রাত্রিদিন ারা দিতে পেরে শুধু অভূতপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় তার স্ফীর্ত হয়ে ওঠেনি, নিজের নগোচরে একটা ছশ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধনেও সে আপনাকে বেঁধে ফেলেছিল। সেই াধন আজ আপনার হাতে ছিঁড়ে ফেলে কুঞ্জনাথের হাত দিয়ে বালাজোড়াটি ফেরত পাঠিয়ে দিলে।

বালা দেখে বীরেনের মার মুখ থেকে রক্তের সমস্ত চিহ্ন লোপ পেল। নপরাহ্নের ম্লান আলোকে তা মড়ার মুখের মত পাণ্ডুর মনে হল। বীরেন াবতে লাগল, এমনি ক'রে সমস্ত নির্ম্মূল করে দিয়ে তার শান্ত সন্ন্যাসিনী মাকে য আঘাত ক'রতে পারলো, অদৃষ্টের এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে সেই তার স্ত্রী,— াকেই সে ভালবাসে!

মাস খানেকের মধ্যেই কুঞ্জনাথের বিবাহ হয়ে গেল। কুঞ্জকে তার শ্বাশুড়ী নন ভেঙে গড়ে নিলেন। এখন প্রায়ই সে এখানে থাকে না। সপত্নীপুত্র রণ মাঝে মাঝে রাত্রিতে থেকে যেতো, বীরেন তাও বন্ধ ক'রে দিয়েছে। তোর দিন কাটা ভার হ'য়ে ওঠে। তাই কিছুদিনের জন্যে কুঞ্জর াশুড়ীর সঙ্গে পশ্চিমে তীর্থ করে এল।

কিছু দিন পর বীরেনের গ্রামে ভীষণ কলেরা দেখা দিল। বীরেন মায়ের নর্দ্দেশমত চরণকে কুসুমের কাছে রেখে আসতে গেল। গীতা দীর্ঘদিন এ ঞ্চলে অনুপস্থিত ছিল, কলেরার কথা সে কিছু শোনে নি। তাই বীরেন খন বললে, আমাদের ওখানে ভারী ব্যারাম হচ্ছে, তাই চরণকে তোমার াছে রেখে যাব, তখন তীব্র অভিমানে প্রজ্জলিত হয়ে সে বললে, ওঃ, তাই য়া করে নিয়ে এসেছ! কিন্তু অসুখ-বিসুখ নেই কোন দেশে? আমিই বা রের ছেলের দায় ঘাড়ে করবো কি করে?

বীরেন একটু ম্লান হাসল। চরণকে সে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। বার সময় শুধু এই মাত্র বলে গেল, আজ রাগের মাথায় তোমার চরণকে মি ঠাঁই দিলে না, কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে দিয়ো।

গীতার চোখ দিয়ে অশ্রু নেমে এল, আকাশের পানে চোখ তুলে, হাত-জোড় করে সে বললে, ভগবান আমার যা হ'ক একটা উপায় ক'রে দাও: না হয়, ছেলেবেলার সেই নিশ্চিন্ত নির্ব্বিঘ্ন দিনগুলি ফিরিয়ে দাও, নিঃশ্বাস ফেলে আমি বাঁচি।

পৃথ্বিরাজ ও তারাবাঈ

সবিতা দেবী

বিভিন্ন ভূমিকায়—
সবিতা দেবী
পৃথ্বিরাজ
ই, বিলিমোরিয়া
কেশবরাও দাতে
মীরা দেবী
সুনলিনী দেবী
প্রভৃতিকে দেখা যাইবে

চরণকে নিয়ে গৃহে ফিরে বীরেন মড়কের গতি প্রতিরোধ করবার কাজে মরিয়া হয়ে আত্মনিয়োগ করেন। একদিন গৃহে ফিরে দেখলে, তার মাও কাল-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। দেখতে দেখতে তার চোখের সামনেই তাঁর মলিন-শ্রান্ত চক্ষু দু'টি সংশয়ের শেষনিদ্রায় ধীরে ধীরে মুদিত হয়ে গেল।

মায়ের শ্রাদ্ধের আর দু'দিন বাকী আছে, সকালে বীরেন চণ্ডীমণ্ডপে কাজে ব্যস্ত ছিল। খবর পেল, ভিতরে চরণের ভেদবমি হ'চ্ছে। ছুটে গিয়ে দেখলে, নির্জ্জীবের মত সে বিছানায় শুয়ে রয়েচে। তার ভেদবমির চেহারায় বিসূচিকার সমস্ত নিদর্শন বর্ত্তমান।

বীরেনের চোখের সম্মুখে সমস্ত জগৎ নিবীড় অন্ধকারে ঢেকে গেল. ডাক্তারের কাছে সে ছুটে গেল, ডাক্তার তার শিশু-পুত্রের চিকিৎসার ভার নিলে না। নিদারুণ অজ্ঞতা ও অন্ধতম মূঢ়ত্বের অসহ্য অত্যাচার তার আত্মসম্ভ্রমকে জাগিয়ে তুললে।—সমস্ত গ্রামের মঙ্গল-কামনার শাস্তি এই আজ সে একঘরে। বীরেন গৃহ-দেবতার সামনে লুটিয়ে পড়ে বললে, আমার এই অতি ক্ষুদ্র এক ফোঁটা চরণের মৃত্যুইকি তোমার অভিপ্রায় ভগবান? ঠিক এই মুহূর্ত্তে সে দেখলে একটি মলিন স্ত্রীমূর্ত্তি দ্বারের অন্তরালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিস্মিত বীরেন ধীরে ধীরে এসে দেখলে সে গীতা। করুণ কণ্ঠে বীরেন বললে, আজ সমস্ত দিন চরণ তোমার নাম করে কেঁদেছে—কি ভালোই সে বাসে তোমাকে!—এর বেশী আর কিছু সে বলতে পারলে না।

দগ্ধ গৃহের পোড়া প্রাচীরের মত গীতা তার মুখের দিকে চেয়ে রইল— চোখে তার একটা উৎকট ক্ষিপ্ত চাহনি। বীরেন ভয় পেয়ে গেল—অস্পষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি অমন ক'রে চেয়ে আছ কেন?

গীতা তেমনি ভাবেই চেয়ে রইল। আত্মগ্লানি ও অনুশোচনার আগুনে তার বুকের ভিতরটা যেন পুড়ে যেতে লাগল।—চরণকে সে আশ্রয় দেয় নি—এই চিন্তাকে সে ভুলবে কেমন করে! হোক্ সে বিমাতা, তবুতো সেও মা!

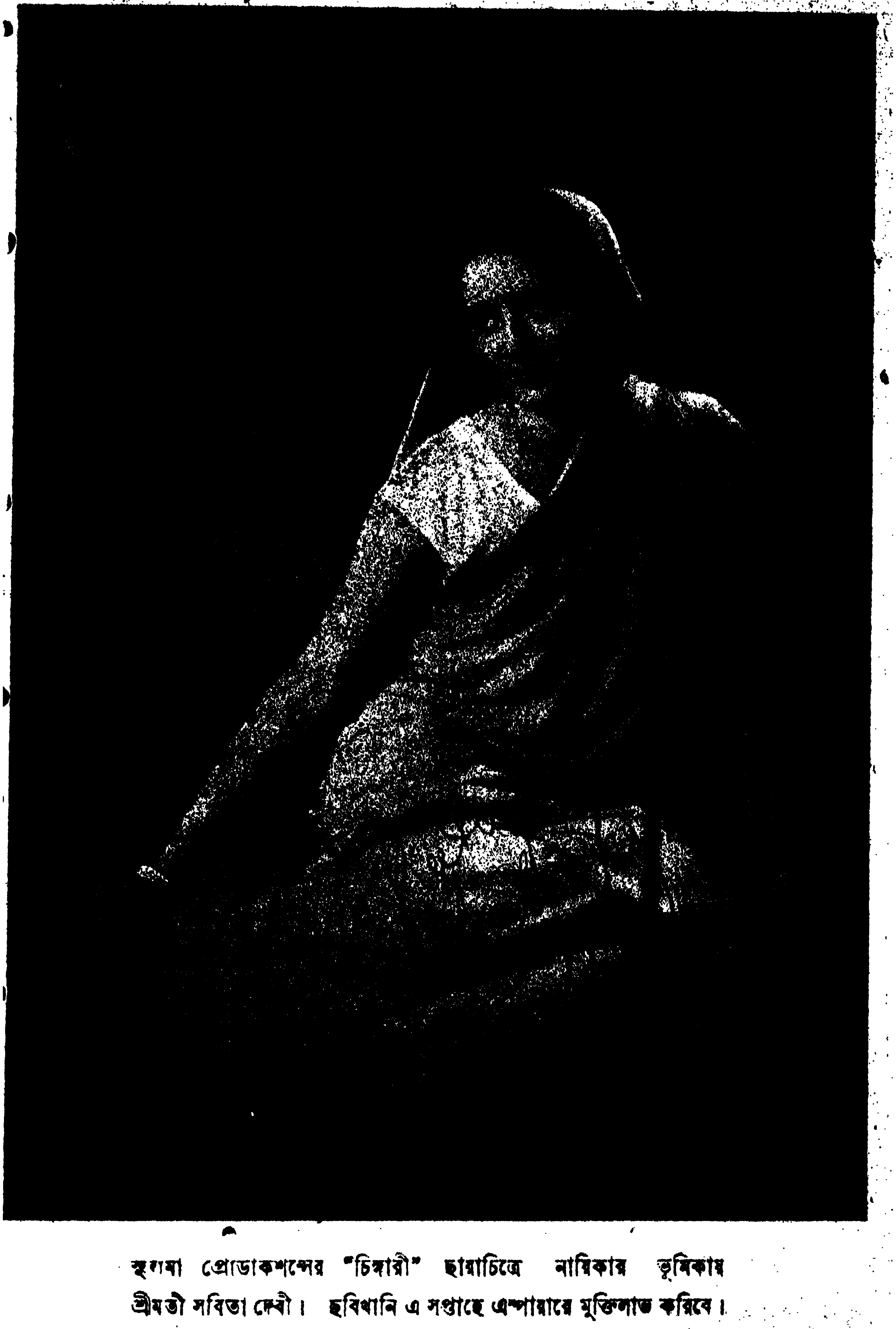

সুগমা প্রোডাকশন্সের "চিঙ্গারী" ছায়াচিত্রে নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী সবিতা দেবী। ছবিখানি এ সপ্তাহে এম্পায়ারে মুক্তিলাভ করিবে।

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(১২)

প্রণতির প্রথম টেলিগ্রাম পেয়েই নিশীথ ক'লকাতা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। একা সে যে সেখানে কতখানি বিপদে পড়তে পারে তা সে বুঝেছিল। যাবার সমস্ত আয়োজনও সে করেছিল, কেবল তার "সিনিয়ারের" ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তিনি ফিরে আসবার আগেই প্রণতি তাকে চিঠি লিখে আসতে বারণ করলে। প্রণতি তাকে সব কথা স্পষ্ট করে লেখে নি, সুকুর ডিপ্‌থিরিয়ার কথা মোটেই লেখে নি। সে জানত যে সে-কথা লিখলে নিশীথ তার সমস্ত কাজ ছেড়ে দিয়েও আসবে। নিশীথের "সিনিয়ার" আসতে সে তাঁকে সমস্ত কথা বললে। ভদ্রলোক সব শুনে বললেন, "যেতে চাও যাও, কিন্তু যাবার বিশেষ দরকার আছে বলে মনে হচ্ছে না। নতি ভুল করবার মেয়ে নয়, তোমার যাবার দরকার থাকলে সে স্পষ্ট করে যেতে লিখত, যেতে বারণ করত না। তা'ছাড়া তারা ফিরেও আসছে।" নিশীথ ভেবে দেখলে কথাটা ঠিক, যাবার দরকার থাকলে নতি তাকে যেতেই লিখত। শেষ পর্য্যন্ত সে প্রণতিকে টেলিগ্রাম করলে যে তার যাবার দরকার আছে কি না জানাতে। জবাব এল যে তার যাবার দরকার নেই। তারা যে কবে আসছে সে খবরও দেয় নি।

কোর্ট থেকে ফিরে দু'তিন ঘণ্টা নিশীথ কোন কাজ করত না, একটা সোফায় চুপ করে শুয়ে থাকত। সে সময় কেউ দেখা করতে আসত না, এলে সে ভয়ানক বিরক্ত হত। সে-কথা চাকর জানত, তাই কণিকা এসে দেখা করতে চাইতে চাকর বললে যে দেখা হবে না। কণিকা তাকে ধমক দিয়ে বললে, "যা সাহেবকে আমার "কার্ড" দিগে যা।" বাধ্য হয়ে বেয়ারা কার্ড নিয়ে গেল। নিশীথ কার্ডটা দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল, কণিকার তার কাছে আসবার কি দরকার থাকতে পারে তা সে ভেবেই পেলে না। বাধ্য হয়ে তাকে ডেকে পাঠাতে হল। কণিকা এসে হাত তুলে নমস্কার করে বললে, "নতি এখানে নেই জেনেও আসতে হল। আপনার সঙ্গে যেটুকু পরিচয় হয়েছে তাতে মনে হয় অসময়ে এলেও নতির বন্ধু বলে ক্ষমা করবেন।" নিশীথ বললে, "আমাদের আবার সময় অসময়! কি ব্যাপার বলুন তো?"

"আপনার "প্রফেস্যানাল" কাজ সম্বন্ধেই কথা বলতে এসেছি, কোন সেবা-সঙ্ঘ বা নারী-রক্ষা সমিতির চাঁদা চাইতে আসিনি।" কণিকা হেসে উঠল।

নিশীথও হাসতে হাসতে বললে, "যারা আমার মত লোকের কাছে চাঁদা চাইতে আসে তাদের লোক চেনবার ক্ষমতা নেই বলতে হবে।"

"আমি হিন্দু-স্ত্রীধন সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।"

"সত্যি কথা বলতে কি আমি হিন্দু ল' পাশ করবার জন্যে পড়েছিলাম। কতকগুলো বই-এর নাম বরং......"

"তা'হলে তো আপনার কাছে না এসে একটা বই-এর দোকানেই যেতাম। আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি, আইন পরীক্ষা দোব না।"

"তা'হলে কেস্‌টা খুলে বলুন, বোঝবার চেষ্টা করে দেখি। আমার "সিনিয়ারে"র সঙ্গেও একবার......"

"না, আপনি ছাড়া আর কেউ জানবে না, অন্ততঃ এখন নয়। আমার স্বামী হচ্ছেন ভয়ানক রকম নির্ব্বিরোধ লোক, একটু নার্ভাস্ টাইপ্ আর কি। তাঁকেও এ-অবস্থায় আমি কিছু জানাতে চাই না।"

"তাঁকে না জানিয়ে কিছু করা ঠিক হবে কি?"

"সে-দিক দিয়ে ভাবতে হবে না। হয়েছে কি জানেন—আমার মা'র যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল, বরাবরই জানতাম সে-সব আমিই পাব; এখন শুনছি মা নাকি সব দাদাদের লিখে দিয়ে গিয়েছেন।"

"আপনি তাহলে কেস্ করতে চান?"

"না, তাঁরা "উইলের প্রোবেটে"র জন্যে দরখাস্ত করবেন, আমি আপত্তি করতে চাই যে মাকে দিয়ে জোর করে তাঁরা লিখিয়ে নিয়েছেন।"

"সে তো অনেক হাঙ্গাম, তার চেয়ে আপোষে মীমাংসা করবার চেষ্টা করলে হয় না?"

কণিকা হতাশ হয়ে বললে, "আপনার কাছে এসে তো ভাল করি নি। আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার অদ্ভুত মিল। তিনিও জানেন শুধু আপোষ। এই আপোষে মীমাংসা করতে গিয়ে তিনি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি প্রায় সব নষ্ট করেছেন।"

বাইরে একখানা মোটরের আওয়াজ হল। প্রণতি এসে ঘরে ঢুকল। নিশীথ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "বেশ তো! একেবারে খবর পর্য্যন্ত দিলে না, ষ্টেশনেও তো যেতে পারতাম! রাস্তায় খুব কষ্ট হয়েছে তো।"

"না, বিশেষ কিছু নয়। তুই কখন এলি রে কণি? কি করে জানলি আজ আমি আসব?"

কণিকা বললে, "সত্যি কথা বলতে কি ভাই, জানতাম না যে আজ তুই আসবি। আসতে একটু বাধছিল, কিন্তু না এসে উপায় ছিল না। কাজটা ভয়ানক জরুরী, তোর আসার জন্যে অপেক্ষা করা চলে না, অথচ বাইরের কাউকে বলাও যায় না।"

"আমার আসার সঙ্গে কি সম্পর্ক? তুই কি চিনিস না? তুই তোর কাজের কথা বল ভাই, আমি একটু পরে আসছি—কিছু মনে করিস নি। সারা রাত গাড়ীতে এসেছি।" কণিকা বললে, "আমার যা বলবার বলেছি, এখন যাই। তুই একটু আমার হয়ে বলিস ভাই, আমার সাহায্য করবার আর কেউ নেই।"

কণিকা চলে যেতে প্রণতি নিশীথকে জিজ্ঞেস করলে, "ব্যাপার কি বলত?"

"ব্যাপার আর কি? তোমার বন্ধুর দাদারা তাঁর মা'র সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিচ্ছেন, তাই তিনি কোর্টে গিয়ে বাধা দিতে চান।"

আশ্চর্য্য হয়ে নতি বললে, "তুমি বল কি? কণি করবে তার দাদাদের সঙ্গে কেস্? ওর কি হয়েছে? ওর দাদারা তো সে রকম লোক নয়। তাছাড়া ওর যা আছে তাই ও ফুরুতে পারবে না। মা'র সম্পত্তির জন্যে দাদাদের সঙ্গে ঝগড়া করবে, এত ছোট মন তো কণির নয়।"

নিশীথ হাসতে হাসতে বললে, "সম্পত্তি দাদাদের স্নেহের চেয়ে বড় হতে পারে।"

"তা কখন হয়। তুমি কি বলছ?"

"আমি কি ইচ্ছে করে বলছি? তোমার বন্ধু বলাচ্ছেন যে। তা তো হল, কিন্তু তোমার ভাই তো ফাঁকি দিচ্ছে না, তাকে কোথায় রেখে এলে?"

প্রণতি অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "কথা কইতে কইতে একেবারে ভুলে গেছি। বেচারা বাইরে বসে আছে নিশ্চয়।"

নিশীথ ও প্রণতি দু'জনেই বাইরে গেল। সুকু বাইরে একটা চেয়ারে বসেছিল। নিশীথ বললে, "হ্যালো সুকুবাবু!"

প্রণতি তাকে কাছে টেনে বললে, "আচ্ছা ছেলে তো তুই! বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলি কেন?"

সুকু বললে, "আমায় তো কেউ ভেতরে যেতে বলে নি।"

নিশীথ বললে, "জান সুকু, তোমার দিদি তার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তোমার কথা ভুলে গিয়েছিল।"

প্রণতি বললে, "তাই বুঝি! তুমি বল, আর ও মনে করবে সত্যি তাই।"

নিশীথ বললে, "মনে করবে মানে? সত্যিই তো তুমি ভুলে গিয়েছিলে। চল সুকু আমরা তোমার দিদির সঙ্গে আড়ি করে একটু বাগানে গিয়ে বসি গে।" সুকু নিশীথের সঙ্গে বাগানে চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে প্রণতি এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে।

এক এক করে প্রণতি নিশীথকে কলকাতার কথা সব বললে। নিশীথ খুব রাগ করলে তাকে প্রণতি জানায় নি বলে। প্রণতি তখনও ঋতেনের কথা বলে নি। ঋতেনের সঙ্গে তার পরিচয় হওয়ার কথা বলতে নিশীথ বললে, "চমৎকার! আমাকে বাদ দিয়ে আমার ভাই-এর সঙ্গে পরিচয় করে এলে?"

"তুমি তো কিছুতেই পরিচয় করে দিলে না, তাই নিজেই পরিচয় করে নিলাম। তাছাড়া এখন আর সে শুধু তোমার ভাই নয়, আমারও ভাই।"

হাসতে হাসতে নিশীথ বললে, "আমার কাছে যা বললে বললে, আর কা'র কাছে কথাটা বোল না। ঋতেন যদি আমাদের দু'জনেরই ভাই হয় তাহলে আমাদের সম্পর্কটা......"

প্রণতি রাগ করে উঠে চলে গেল।

(ক্রমশ:)

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বাঙ্গালী মুসলমান

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

অপ্রীতিকর কিছু লিখবেন, তাঁর লেখার তীব্র সমালোচনা করা, তাঁকে সাধারণের অবজ্ঞার বস্তুতে পরিণত করা; আর যে মুসলমান হিন্দুর অপ্রীতিকর কিছু লিখবেন, তাঁর বিষয় ঠিক সেই ব্যবস্থা করা; সংবাদ পত্রের পরিচালকেরা, বাঙ্গলা দেশ যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের দেশ, এই কথা মনে রেখে তাঁদের কাগজ চালাচ্ছেন কি না, সে বিষয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা; আর পশ্চিম ভারত থেকে বিরোধ, ঘৃণা এবং ঈর্ষার পূতিগন্ধময় হাওয়া এসে এ দেশের জলবায়ুকে দূষিত করতে না পারে সে বিষয় সর্ব্বদা সজাগ থাকা।

বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে মিলে যাতে প্রাণ খুলে আনন্দ করতে পারে তার জন্য Bengal Day, নববর্ষের উৎসব প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্ম-সংস্কার-বর্জ্জিত উৎসবের সৃষ্টি করতে হবে। বাঙ্গালী হিন্দু এবং মুসলমানের জন্য একই ধরণের পোষাকের প্রবর্ত্তনের চেষ্টাও করতে হবে।

মোট কথা, প্রীতি সহানুভূতিপূর্ণ, ভ্রাতৃত্বের অটুট এক বন্ধনে, এই বাঙ্গালী জাতিকে বাঁধতে হবে। এ কাজ যদি করতে পারি, জগতের সামনে তাহলে মাথা তুলে আমরা দাঁড়াতে পারবো; আশা এবং আনন্দে আমাদের জীবন উজ্জ্বল হবে। বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ভারতের অন্যান্য দেশের লোক তখন আমাদের দিকে চাইবে, আর ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করবে। বাঙ্গলা দেশ নব্য ভারতের তীর্থে পরিণত হবে।

পক্ষান্তরে, 'হিন্দু-ভারত' আর 'মুসলিম-ভারত' করে যদি আমরা চীৎকার করতে থাকি—শ্মশানের শৃগালের চীৎকার শুনে যেমন পথিক দূরে সরে যায়, আমাদের সেই বিকট চীৎকার শুনে, বিশ্ববাসী, ভারতের দিগন্তপ্রসারিত শ্মশান থেকে দূরে সরে যাবে; আর আমরা নরমাংসলোলুপ রসনা সঞ্চালন করতে করতে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাইতে থাকবো; এবং একবার সুযোগ পেলে কি করে শত্রু নিপাত করতে পারি, তার ব্যর্থ গবেষণায় এই অমূল্য জীবন ব্যয় করবো আর, আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কপ্রসূত টিকির সঙ্গে বিদ্যুতের এবং দাঁড়ির সঙ্গে পৌরুষের সম্বন্ধ বিষয়ক উৎকট মতবাদগুলি কর্ম্মক্লান্ত জগৎবাসীর অবসর বিনোদন করবে।

(শীশ-মহল হইতে পুনর্মুদ্রিত)

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

কানপুর মুসলিম লীগ

ইহারা এক সভায় সম্প্রতি স্যর সিকান্দার হায়াৎ খাঁ (পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী), স্যর নাজিমুদ্দীন (বাংলার স্বরাষ্ট্র সচিব), মামদোতের নবাব, বেগম আইজাজ রসুল এবং নবাব স্যর মহম্মদ ইউসুফ্‌কে মুসলিম লীগ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে এক প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবটি খুবই সমীচীন, কিন্তু জিন্না সাহেব কি তাহা করিবেন?

*

অশিক্ষিতের সংখ্যা

জাপানে	...	শতকরা	৩ জন
আমেরিকায়	...	"	৪·৩ "
রাশিয়ায়	...	"	৩০ "
ভারতে	...	"	৯০

নারীহীন গ্রাম

ফ্রান্সের অন্তর্গত, তুলোঁর সন্নিকট, রিভোঁ নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। এই গ্রামে একটিও নারী নাই, অথচ মেয়র, মিউনিসিপ্যালিটি, থানা ডাকঘর সবই আছে। গ্রামের লোকেরা সব অবিবাহিত, বিবাহ করিলে আর সে গ্রামে বাস করিতে পারিবে না। বর্ত্তমানে গ্রামবাসীর সংখ্যা মাত্র ১১ জন।

*

মার্জ্জার প্রীতির চূড়ান্ত

১৮১৩ সালে আলেকজান্দ্রিয়াবাসিনী জনৈক ধনী মুসলমান মহিলা মৃত্যুকালে উইল করিয়া যান যে তাঁহার সম্পত্তির আয় হইতে প্রতি বৎসর ৫২টি করিয়া বিড়াল মক্কায় তীর্থ করিতে যাইবে। এই উইলের ফলে গত ১২৭ বৎসরকাল, প্রতি বৎসর ৫২টি বিড়ালকে মক্কায় তীর্থ করাইয়া আনা হয়।

*

পঞ্চদশীর কৃতিত্ব

ক্যালিফোর্নিয়ার এক পশুপালকের পঞ্চদশী কন্যা জোয়ান বেনিডিক্ট্‌ কলম্বিয়ার নির্ম্মীয়মান্‌ চিত্র "জোয়ান্‌ অফ্‌ আর্কে"র গল্প লিখিয়া ৩০০ পাউণ্ড পারিশ্রমিক পাইয়াছেন। জোয়ানের চিত্রকথায় ১৫ হাজার শব্দ আছে। এই বালিকাটি বাল্যকাল হইতেই কবিতা লিখিতেন এবং ফ্রাঙ্ক ক্যাপরাকে পাঠাইয়া দিতেন, কারণ ক্যাপরার পরিচালিত ছবির ইনি বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। কিন্তু ক্যাপরার নিকট হইতে কবিতা-চর্চ্চার কোনও উৎসাহ না পাইয়া মেয়েটি উক্ত গল্প লিখিয়া ক্যাপরাকে পাঠাইয়া দেন। গল্পটি ক্যাপ্‌রার ও কলম্বিয়ার গল্প বিভাগের অধ্যক্ষ স্যাম মার্কস-এর অত্যন্ত ভাল লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহারা গ্রহণ করিলেন।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ 'শান্তি'
নির্দ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১০২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ।
মূল্য, যথা— ১৷৷৹, ২৷৷৹, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাও
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান

গল্প

"জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা

—শ্রীকরুণাময় সান্যাল

ঠিক ছ'টার সময় সমীর বেরিয়ে পড়ল অফিস থেকে। মনটা আজ তার খুসীতে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। একমাস হ'ল সমীর চাকরী ক'রছে। আজ কড়্‌কড়ে পঁয়ত্রিশ টাকা তার হাতে এসেছে। এ টাকা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব, এর ওপর তার পরিপূর্ণ অধিকার। সে যেভাবে খুসী এটা খরচ করতে পারে, তার জন্য কেউ হিসেব চাইবে না। কয়েক দিন আগেও বায়স্কোপ দেখবার জন্য মার কাছ থেকে বহু কষ্টে একটা টাকা আদায় ক'রতে হ'য়েছিল। আজ নিজেই সে নগদ পঁয়ত্রিশ টাকার মালিক। সমীর ভাবতে ভাবতে চ'লেছে, মন্দই বা কি! কত বি-এ, এম-এ, পাশ করা ছেলে একটা কুড়ি টাকা মাইনের চাকরীর জন্য পায়ের চামড়া ছিঁড়ে ফেললে। আর এই বাজারে সে বি, এ ফেল ক'রেও এক কথায় পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের পেয়ে গেছে এক পাকা কাজ, পর্ব্বতের গুহার মতই নিরাপদ। ভাগ্যটা তার ভালই বলতে হবে, এজন্য সে সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞ অজয়বাবুর কাছে। বাবার অনুরোধে তিনিই ত' ব'লে ক'য়ে ঠিক ক'রে দিলেন চাকরীটা। কাল সকালেই কিছু মিষ্টি নিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে আসতে হবে।

একটা লোকের গায়ে ধাক্কা খেয়ে পড়তেই সমীর দেখে সে ট্রাম ডিপোর কাছে এসে গেছে। একটা চলন্ত গাড়ীতে উঠে কোণ ঘেঁসে একটু ফাঁকা জায়গায় বসে পড়ল। রাস্তায় আসতে আসতে কেনা চিনে বাদামের খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে আবার ভাবে মাইনের টাকাগুলো সব মার পায়ের কাছে রেখে যখন প্রণাম ক'রবে, তখন মার মুখ কি রকম আনন্দে ভরে উঠবে। সোমেশরা ত' চাকরী হওয়ার পরদিন থেকেই ধরে ব'সেছে একদিন ভাল ক'রে খাওয়াতে আর আগের মত দল বেঁধে সিনেমা দেখাতে হবে মাইনে পেলে। ওর হাসি পায়। এখনও ও ভাবতে পারে না যে সে চাকরী ক'রছে। এই ত' কয়েকদিন আগেও যেন মনে হয় বই, খাতা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প ক'রতে ক'রতে কলেজ যেত। তারপর ক্লাস কামাই ক'রে ম্যাটিনী শো'তে বায়স্কোপ দেখা। সবই যেন কি রকম আশ্চর্য্য লাগে।

সাত, আট বছর পরের কথা—শীতের সকাল, দেখা গেল বৈঠকখানা বাজার থেকে দু'হাতে দু'টো ছোট বড় পুঁটলী নিয়ে হন্‌হন্‌ ক'রে সমীর এগিয়ে চলেছে চাঁপাতলার দিকে। একটা মাঝারি গোছের বাড়ীর কাছে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। দোরে আস্তে আস্তে শব্দ ক'রতেই দরজা খুলে যায়। সমীর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। তিনখানি ঘর নীচে, ওপরে একখানি। রান্নাঘরের সামনে বাজারের পুঁটলীগুলো নামিয়ে রেখে সমীর ওপরে উঠে যায়। রান্নাঘর থেকে ব্যস্তভাবে একটা মেয়ে বেরিয়ে আসে। এতক্ষণ ধোঁয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে মেয়েটীর চোখ দু'টো লাল হ'য়ে উঠেছে। সে জিনিষগুলি ক্ষিপ্রহস্তে তুলে ঘরে রেখে এসেই উঠানে মাছ কুটতে ব'সে যায়। চট ক'রে একবার সামনের ঘরের দেয়ালে টাঙান বড় ঘড়িটার দিকে চেয়ে নেয়। অফিসের ভাত দিতে হয় ব'লে নিজের সুবিধের জন্য অনীতা ওপর থেকে ঘড়িটা এনে ঐখানে রেখেছে।

ওপরে ছাতের ওপর দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরে ঢোকে। চোখ পড়ে দু'বছরের ছেলেটীর দিকে। চুপ ক'রে জানালার ধারে ব'সে বাইরের দিকে চেয়ে কি দেখছে। চাপা একটা নিঃশ্বাস সমীরের বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে। হাতঘড়ির দিকে নজর পড়তেই আর দাঁড়াতে পারে না। জামা খুলে আলনায় রেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে আসতেই চেঁচায় "অনু কলতলায় তেল, সাবান, গামছা শিগ্‌গির দাও। সময় নেই, আমি চট ক'রে দাড়িটা কামিয়ে নিই।"

এই অবসরে সমীরের গত সাত আট বছরের ইতিহাসটা জেনে নেওয়া যাক। বাপ, মা কারুর চিরদিন থাকে না, সমীরেরও তাই। বাপ, মা মারা যাবার আগে বড় আদরের বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে সংসারী ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। বোন দু'টীর বিয়ে হ'য়ে গেছে, তারা দু'জনেই বিদেশে স্বামীর ঘর করছে। সুতরাং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিশেষ কারও সঙ্গেই নেই। সকলেই নিজের নিজের নিয়ে ব্যস্ত। কে কার দিকে তাকাবে! সময় কৈ! যে যার রাস্তা ধরে চলতে থাকে। সুখে, দুঃখে মিশিয়ে কোন রকমে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। তারপর চোখ বুঁজলেই কেউ কারও নয়। এই চলে আসছে অনাদিকাল থেকে, আর চলবেও সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত। এই ত' বাঙালীর জীবনের দাম ও সার্থকতা। সেই একই জায়গায় আজও সমীর কাজ করে, সময়ের

সঙ্গে সঙ্গে মাইনেও বেড়ে সত্তর-এতে দাঁড়িয়েছে।

তাদের এই ছোট শান্তির সংসারে ভগবানের আশীর্ব্বাদের মতই ওরা পেয়েছিল কিশলয়কে। কিন্তু তাতে ওরা আনন্দের পরিবর্ত্তে পেয়েছে দুঃখ। একটী মাত্র ছেলে, মা, বাপের মিলিত স্নেহধারায় মানুষ হচ্ছিল। বড় আনন্দেই কাটছিল দিনগুলি। এক-চোখো দেবতার তা বুঝি সহ্য হ'ল না। চার বছরের কিশলয়ের হ'ল টাইফয়েড। অনীতার অক্লান্ত সেবা, সমীরের অজস্র অর্থব্যয়ের পরিবর্ত্তে সেবারের মত মহাকাল নিরাশ হয়ে ফিরে গেল বটে, কিন্তু একেবারে রেহাই দিলে না। কিশলয় সুস্থ হয়ে উঠল কিন্তু জীবনের পরিবর্ত্তে তাকে বিসর্জ্জন দিতে হ'ল জীবনের দুটী অমূল্য রত্ন। সে হোল কালা ও বোবা, জড়বুদ্ধি। এই থেকেই সমীরের সংসারে ধরল ভাঙন। কিশলয়কে আবার আগের মত ক'রে পাবার জন্য সমীর এরপরেও বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু ফল কিছুই হয় নি, এখন সমীর হাল ছেড়ে দিয়েছে। সমীর ছেলেকে বোবা, কালার স্কুলে দিতে চেয়েছিল কিন্তু অনীতা দিতে চায়নি, কিশলয় বাড়ীতেই র'য়ে গেছে।

সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, নিষ্পাপ শিশু। অম্লান, শুভ্র ধোয়া যুঁই ফুলের মতই শুদ্ধ কিন্তু একটি মাত্র কীটের দংশনেই অকালে গেছে শুকিয়ে। স্বামী, স্ত্রী ও ছেলে এই নিয়ে সংসার। সুখের সংসারই লোকে বাইরে থেকে দেখে, সংসার তাদের স্বচ্ছল বটে, কিন্তু শান্তি ও সুখের নয়। আট, দশ বছর আগের সেই সদাপ্রফুল্ল সমীরের জীবনে আজ একটি মাত্র ছেলে অনেক ওলট পালট ক'রে দিয়েছে; অনীতার জীবনেও সে বড় কম পরিবর্ত্তন এনে দেয়নি।

কেরাণী জীবন—রবিবারই একমাত্র বিশ্রামের দিন। সেইদিনই সকালে আগের বন্ধুদের কেউ কেউ এসে হাজির হয়। বেলা বারটা, একটা অবধি চলে চা, পাপর ও গল্পের শ্রাদ্ধ। সপ্তাহে মাত্র একটা দিন, এই দিনটিকেই তারা সম্পূর্ণরূপে ভোগ ক'রতে চায়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় আসরের চেহারা একেবারে আলাদা। ওপরের ঘরের সামনের খোলা ছাতে দুটী আরাম চেয়ার পাতা। ঘর থেকে মৃদু ধূপ ধুনার গন্ধ ভেসে আসে। ছাতের ওপর টবে বসান নানা রকম ফুলের গাছ। ছেলে ফুল ভালবাসে ব'লে সমীর অনেক যত্নে গাছগুলি সাজিয়ে রেখেছে। ফুলের গন্ধে ছোট ছাতটী ভ'রে ওঠে। একটী চেয়ারে অনীতা সংসারের সকল কাজ সেরে কিশলয়কে কোলে নিয়ে বসে, অপরটীকে বসে সমীর পড়ে মেঘদূত, শকুন্তলা বা চয়নিকা। এইভাবে সন্ধ্যাগুলি ওদের কেটে যায়। সেদিন সমীর পড়ছিল হংসদূত। সেইখানটা অনীতার বড় ভাল লাগে যেখানে বিরহিনী

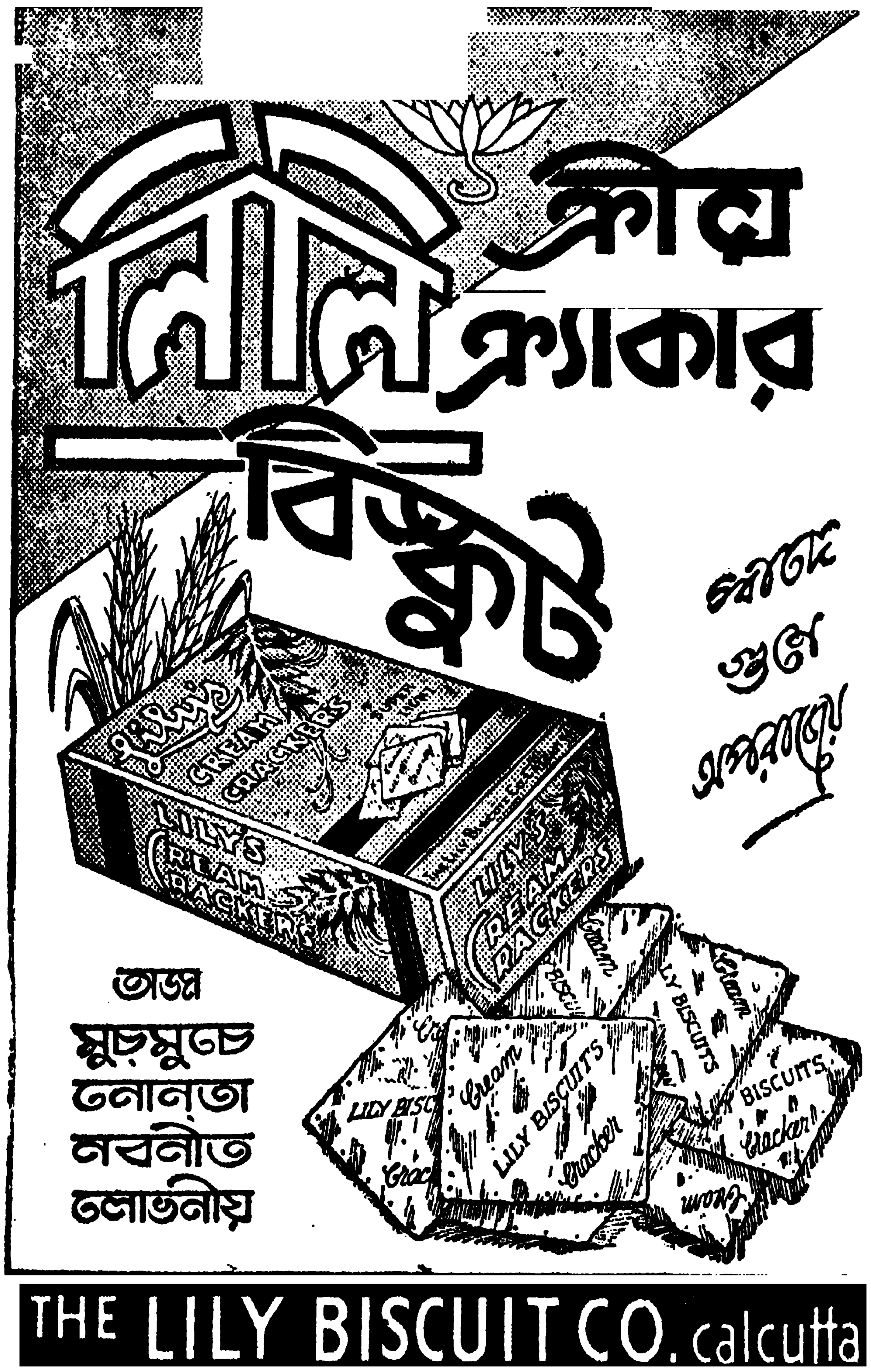

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

কৃষ্ণপ্রিয়া মথুরার পথে হংসদূতকে ছেড়ে দিয়ে বলছেন,

"মথুরা পথের যাত্রা তোমার
কল্যাণময় হোক
পুলকিত মনে ক্ষিপ্রগতিতে
উজলি বীক্ষ্য লোক।"

সমীর পড়তে থাকে। রাত্রি গভীর হয়ে আসে, সভা ভেঙে যায়। আবার প্রভাত আসে কর্ম্মের আহ্বান নিয়ে। রাত্রের কবিতাভরা মন পেছনে ফেলে ওরা ঝাঁপ দেয় কর্ম্মসমুদ্রে।

দিন কাটছিল মন্দ নয়, কিন্তু এরই মধ্যে আবার সবার অজ্ঞাতে আর এক বিপদ এল ঘনিয়ে। নতুন ঠাণ্ডা লেগে অনীতা জ্বরে পড়ল। সমীর একলা কি করবে ভেবে পায় না। সে কিশলয়কে দেখবে, না রুগী দেখবে, না অফিস করবে! অফিসে ছুটির জন্য দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে সমীর তার সাধ্যমত অনীতার সেবা করতে থাকে কিন্তু জ্বর বেঁকে নিউমোনিয়ায় দাঁড়ায়। ডাক্তারের উপদেশ মত সমীর অনীতার জন্য হাসপাতালে বেড ঠিক ক'রে তাকে সেইখানে পাঠিয়ে দিয়ে কিশলয়কে বুকে নিয়ে শূন্য ঘরে পড়ে থাকে। মহা সমারোহে অনীতার জীবন-যজ্ঞ চলতে লাগল, কিন্তু জীবন যার হ'য়ে এসেছে সংক্ষিপ্ত, মরণশীল মানবের সাধ্য কি তাকে ধরে রেখে প্রকৃতির নিয়ম ভাঙে! সমীরও পারলে না অনীতাকে ধরে রাখতে। বিদায় লগনে সাধ্বী অনীতা স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে বলেছিল, "ওগো বড় সুখেই আমি যাচ্ছি, আমার কোনও দুঃখ নেই, আমি জানি কিশলয়কে কোনও দিন তুমি অযত্ন করবে না, ওর ভার তোমার ওপরে দিয়ে খুব নিশ্চিন্ত হয়েই আমি যাচ্ছি। আমার মত ভাগ্যবতী ক'জন আছে?" আরও অনেক কিছুই সে বলতে চেয়েছিল কিন্তু পারে নি।

কিশলয়কে নিয়ে সমীর অকূল সমুদ্রে পড়ল যেন। এমন কেউ নেই যে ও অফিস গেলে ছেলেটাকে দেখে। বন্ধুরা পরামর্শ দিলে কি-ই বা এমন বয়স, আবার বিয়ে করো, নতুন ক'রে সংসার গড়, বোনেরাও লিখলে তাই কিন্তু সমীর সে যুক্তিতে সায় দিতে পারলে না। অফিসে ছুটির পর ছুটী নিচ্ছে, আর ছুটীও পাওয়া যাবে না। এখনও সমীর কিছু ঠিক করতে পারে না, ঘরে তার মন হাঁপিয়ে ওঠে, যেদিকে তাকায় সেদিকেই অনীতার স্মৃতি মাখান। চাকরী ছেড়ে দিয়ে দূরে, অনেক দূরে গিয়ে একলা থাকতে ভাল লাগে। কিন্তু তা হবার নয়। অনীতার শেষ চিহ্ন, বড় অসহায়, বড় নির্ভরশীল। কিশলয় রয়েছে তাকে আঁকড়ে ধরে, তার সারা জীবনের ভবিষ্যতের সঞ্চয় যোগাড় করতে হবে সমীরকে, তারপর অনীতা ও কিশলয়ের অসুখে দেনায় সে বেশ জড়িয়ে পড়েছে। এখনও তার সংসার থেকে ছুটী নেবার সময় আসে নি।

সিঙ্গাপুরে থাকে সমীরের বড় বোন ললিতা, অনেক ভেবে চিন্তে শেষে সমীর ললিতার ওপরেই কিশলয়ের সব ভার ফেলে দিয়ে এক বর্ষণমুখর গোধূলীতে কলকাতাগামী জাহাজে উঠে পড়ল। আজ সে অনেকটা বন্ধনমুক্ত, অনেকটা স্বাধীন। বিয়ে সে আবার ক'রতে পারত, কিন্তু অনীতার ঐ অসহায় সন্তানকে সে কিছুতেই বিমাতার হাতে তুলে দিতে পারবে না।

জাহাজের সিঁড়ি তোলা হ'য়ে গিয়েছে, শেষ বারের মত গর্জ্জন ক'রে জাহাজ ধীরে ধীরে জেটী থেকে সরে যাচ্ছে। ডেক বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমীর। তার মনের মধ্যে কেবলই ভেসে উঠছে বিদায় বেলায় কিশলয়ের সেই করুণ, ব্যাকুল দৃষ্টি। সমীরের হাসি পেল মানুষের জীবনের প্রথম থেকে শেষ অবধি কেবল পট পরিবর্ত্তনের পালা দেখে। জাহাজ চলেছে রেঙ্গুনের দিকে, জেটী থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে, ঐ দূরে নদীর বুকে ঘন অন্ধকার জমে ওঠে।

প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ও দীপালীর
অন্যতম সম্পাদক
শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের
—বহু প্রশংসিত উপন্যাস—

স্বর্গ হইতে বিদায়

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

চরিত্র সৃষ্টির বিশিষ্টতায়, ঘটনার পর ঘটনার আবর্ত্তে এবং অতি সুন্দর ভাষার ইন্দ্রজালে খ্যাতনামা লেখক যে অপূর্ব্ব রস সৃষ্টি করিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা অতি উচ্চ আসন লাভ করিবে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

This will give Mr. Bhabani Mukerjee a leading position amongst contemporary Bengali Novelists. ... The Novel deserves the attention of everybody who is more than superficially interested in human nature.

—*Hindusthan Standard.*

The author, it has got to be admitted, wields a very powerful pen. It is remarkable the way in which he manages so many characters on one string and gives us a clearly entertaining narrative...an enjoyable work of fiction.

—*Amrita Bazar Patrika.*

গ্রন্থকার যে সমস্যা ও বিষয় বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন তাহা কেবল প্রখর আত্ম-স্বাতন্ত্র্যে অসজ্জল নয়, ইহার অভিনব সমস্যার দ্বন্দ্বদোলায় পাঠকগণ বিপর্য্যস্ত হইবেন। লেখকের এই অসামান্য সাফল্য তাঁহাকে নির্বিঘ্নে খ্যাতি আনিয়া দিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

—যুগান্তর

—প্রকাশক—
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নৃত্য-জগৎ

—শ্রীপ্রহ্লাদ দাস

আজ কাল দিনের পর দিন নাচের আদর বেড়ে চলেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় নৃত্য-কলার উন্নতি দূরে থাক্ অধঃপতনই দেখা যাচ্ছে। গত দশ বৎসর পূর্ব্বে উদয় শঙ্করের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য নৃত্যের পুনরুদ্ধার আরম্ভ হয়েছে। তারও পূর্ব্বে ঠাকুরবাড়ী হতে আধুনিক নৃত্যের প্রচার আরম্ভ হয়েছিল। আধুনিক গানের সঙ্গে, নৃত্যের ছন্দে, গানের অর্থানুযায়ী অঙ্গভঙ্গী সহকারে যে অভিব্যক্তি তার নাম আধুনিক নৃত্য বা Modern Dance. কিন্তু Oriental নামে যে নাচ আজকাল বাজারে চল্‌ছে—তার কোন অর্থই হয় না। একঘেয়ে হাত পা দুলিয়ে দুই এক রকম ভেঙ্গে দাঁড়ালেই এক নাচ, জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলবে সন্ধ্যা, উষা, সাগরিকা, জল, অগ্নি, একটা কিছু নৃত্য। পর পর দুইটী নাচ দেখ্‌লে দেখা যায় দুইটীর অঙ্গভঙ্গী প্রায়ই এক, কিন্তু নাচের নাম ভিন্ন, এর প্রধান কারণ Technique এর অভাব। উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষা না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী একটা কিছু তৈরী করা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নয়। ধ্রুপদ, খেয়াল উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত যেমন গুরু বা ওস্তাদের কাছে শিক্ষা না করলে শেখা যায় না, নৃত্যও ঠিক তেমনি। কথক, (উত্তর ভারতীয়) কথাকলি (দক্ষিণ ভারতীয়) মণিপুরী যে সব নাচ তাল, লয়, ও বোলের সঙ্গে, সেই সব নাচ সেই দেশীয় লোকের কাছে শিক্ষা না করলে শেখা যায় না। শঙ্করের অধিকাংশ নাচই কথাকলির Technique দিয়ে তৈরী, এবং তার প্রত্যেক নাচের বিভিন্ন Story এবং সেই অনুযায়ী অভিব্যক্তি। শঙ্করের শিষ্য বলে জাহির করে যে সব লোক নেচে বেড়াচ্ছেন, দুঃখের বিষয় শঙ্কর হয়ত অনেককে চেনেনই না। আবার আজকাল দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যে নামের পর একটা শঙ্কর উপাধি লাগাতে পারলেই মস্ত বড় নাচিয়ে হওয়া যায়। গায়ে ময়ূরপুচ্ছ গুঁজে ময়ূর সাজতে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবার আজকাল প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে দুই এক রকম আঙ্গুল ভেঙ্গে মুদ্রার সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু মুদ্রা না জেনে মুদ্রা দেখাতে যাওয়া, মুদ্রা-দোষ ছাড়া আর কিছুই নয়। কথাকলির দুই একটী মুদ্রার পরিচয় আমি দিচ্ছি। যথা—একই মুদ্রা ভিন্ন স্থানে স্থাপিত করলে ভিন্ন অর্থ হয়, যেমন দুই হাতে ত্রিপতাকা মুদ্রা বুকের কাছে হাতের তালু বাইরে রেখে হাত সোজা করে রাখলে বোঝায় সূর্য্য। (কিন্তু অভিনয় দর্পণের মতে বিষ্ণু)। ঐ ত্রিপতাকা হাত নীচু করে রাখলে বোঝাবে পৃথিবী, মাথার উপর কব্জি আড় করে রাখলে বোঝাবে রথ, এবং বাম হাত উঁচু করে রেখে ডান হাত কাঁপিয়ে নামালে তোরণ, ইত্যাদি বোঝাবে। এই রকম দুই তিন শত মুদ্রা না জান্‌লে কখনও মুদ্রা ব্যবহার করা উচিত নয়। অভিনয় দর্পণ ও কথাকলির মুদ্রা এক নয়। তাই কথাকলির Technique দিয়ে যে নাচ তৈরী, তাতে কথাকলির মুদ্রাই দেখান উচিত, এবং পাঁচ রকম Technique মিশিয়ে যে নাচ তৈরী তাতে অভিনয় দর্পনের মুদ্রা দেখান উচিত।

আর একটী বিশেষ কথা—নৃত্যানুযায়ী সঙ্গীত, ভারতীয় যন্ত্রে পরিচালিত ভারতীয় রাগ রাগিণী মিশ্রিত যন্ত্র-সঙ্গীত হওয়া দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার পরিবর্ত্তে প্রায় প্রত্যেক Orchestra Partyতেই ক্লারিওনেট, ট্রামপেট্, চেলো, ইত্যাদি বিদেশী যন্ত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায়। গত ৪।৫ মে—ই, বি, আর ম্যানসনে যে বঙ্গীয় নৃত্য প্রতিযোগিতা হয়ে গেল, তাতে প্রায় দেড় শত প্রতিযোগী ছিল, তাদের সঙ্গে ৫।৬টী Orchestra Party ছিল, কিন্তু তাদের প্রত্যেক পার্টিতেই দুটী একটী বিদেশী যন্ত্র রয়েছে। এগুলো যদি Orchestra পরিচালকগণ লক্ষ্য না করেন তবে ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতি কোথায়? বারান্তরে কথাকলি ও অভিনয়-দর্পণের বিভিন্ন মুদ্রার প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখব। হয়ত নৃত্যশিল্পীদের কিছু উপকারে আস্‌তে পারে। নৃত্য সম্বন্ধে সমালোচনা করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই, তবে ৭।৮ বৎসর ধরে নৃত্যকলা ও নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে আলোচনা করে দুই একটী কথা লিখতে সাহস করলুম।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২।০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

স্রোতেশ্বর রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬।০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

ব্রেষ্টো—রমনীর শিথিল বক্ষঃস্থল সুদৃঢ় ও সমুন্নত রাখিতে শ্রেষ্ঠ। ২॥০ টাকা।
রোকো—এক বৎসর গর্ভ বন্ধ রাখিতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং শ্রেষ্ঠ—১৲। ইউনানী ড্রাগস্ হাউস, ৭নং ক্রীক রো, কলিকাতা (এ)

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বশীকরণ

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।
অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারাণ ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক
৫নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)
বিশেষ বিবরণের জন্ম এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

টোট্‌কা

—শ্রীমতী উমা সিংহ, ভাদুল, বাঁকুড়া

১। জ্বরের সময় মাথায় খুব যন্ত্রণা থাকিলে মুচকুন্দ ফুল সামান্য জল দিয়া বাঁটিয়া কপালের দুই ধারে ধীরে ধীরে প্রলেপ দিবেন। অথবা নারিকেল ফুল, দারুচিনি, এবং লবঙ্গ সমান ভাগে লইয়া সামান্য জল দিয়া বাঁটিয়া কপালের দুই ধারে প্রলেপ দিবেন।

২। জ্বরের সময় খুব বমন হইলে, কিংবা গা বমি-বমি করিলে বরফের ছোট ছোট কুচি মুখে রাখিবেন।

৩। কোষ্ঠবদ্ধতায় কাঁচা বেল রাত্রিতে পোড়াইয়া পরদিন প্রাতে তাহা সামান্য পরিমাণ গুড়ের সহিত খাইবেন।

৪। ম্যালেরিয়া জ্বরে গুলঞ্চ, শুঁঠ, ধনে, চিরতা, বাকস ও মুথা একত্র বাঁটিয়া প্রত্যহ প্রাতে ৩।৪ চামচ আন্দাজ সামান্য মধুসহ খাইবেন।

৫। আমাশয় রোগে পেয়ারার কচিপাতা সামান্য জলসহ বাঁটিয়া আধতোলা মাত্রায় পান করিবেন।

অথবা শাদা ধুনা ভালভাবে গুঁড়া করিয়া সামান্য পরিমাণ চিনি দিয়া সেবন করিবেন।

৬। অজীর্ণ রোগে সৈন্ধব লবণ, হিং, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ একত্র বাঁটিয়া রাত্রিকালে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে পেটের উপর প্রলেপ দিবেন।

অথবা প্রত্যহ ভোজনের পূর্ব্বে সামান্য আদা ও লবণ খাইবেন।

৭। ক্রিমিরোগে যোয়ানের গুঁড়া (চা চামচের তিন চামচ) প্রত্যহ প্রাতে শীতল জল সহ সেবন করিবেন।

অথবা চাঁপা পাতার রস ১ তোলা ও চুণের পরিষ্কার জল ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিবেন।

৮। শিশুদের পেট ফাঁপা ও অজীর্ণ রোগে দুধের সহিত সামান্য পরিমাণ চুণের পরিষ্কার জল মিশ্রিত করিয়া পান করাইবেন।

৯। শিশুর দুধ তোলায় সরিষার তৈল (খাঁটি হওয়া প্রয়োজন) প্রত্যহ দুই তিনবার করিয়া পেটে মালিশ করিবেন।

—এই সকল ছোট খাটো টোট্‌কা হইতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এই সব গৃহস্থালী টোট্‌কা গৃহস্থের প্রত্যেক মেয়েদের জানা ছিল—এবং কাহারও কিছু হইলে তাঁহারা এই সব টোট্‌কা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইতেন।

তখনকার দিনে আজকালকার মত শিশুর সর্দ্দীজ্বর হইলে পাশ-করা ডাক্তার আসিয়া শিশুকে এবং গৃহস্থকে নানা রকম ঔষধের চাপে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেন না। বাড়ীর গৃহিণীরা তখন তাঁহাদের টোট্‌কা ব্যবহার করিতেন এবং তাহা হইতে বিশেষ ফল পাইতেন। এখনও পল্লীগ্রামের নিভৃত কন্দরে ২।১ জন প্রাচীনা বাঁচিয়া আছেন—যাঁহারা বহু রকমের অনেক টোট্‌কা জানেন। তাঁহাদের নিকট হইতেই আমি এই সব টোট্‌কা সংগ্রহ করি এবং কাহারও কিছু হইলে ব্যবহারও করি এবং বিশেষ ফলও পাই। আমার 'দীপালীর' ভগিনীরা যদি এই সব টোট্‌কা প্রয়োজনমত ব্যবহারে কোন উপকার পান তাহা হইলে অত্যন্ত ... হইব। পরবর্তী কোন সংখ্যায় 'তুলসী বৃক্ষ' হইতে আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কত প্রকারের উপকার পাইতে পারি সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার বাসনা রহিল।

পূজা আগতপ্রায়!

আপনার পণ্যদ্রব্যের প্রচারের জন্য সিনেমায় স্লাইডের বিজ্ঞাপন দিন। সিনেমার বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হবার নয়।

সোল এজেন্ট:—রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা কলিকাতা, ও মফঃস্বল সিনেমা।

বি, লাল, ১৬১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—বড়বাজার ৩২৩৪

ডি, রতন এণ্ড কোং

লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: বি, বি, ৩৭১১

মাননীয়া দীপালী·নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। আপনার পরিচালিত দীপালীর নারীলোক বিভাগে রূপচর্য্যার আসরের শ্রীযুক্ত শ্যাম বসাক মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। কেশচর্য্যা সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত উপায় প্রয়োগে আমি আশাতিরিক্ত সুফল লাভ করিয়াছি। ৬ই আষাঢ় সংখ্যার দীপালীতে 'কেশরোগ নিবারণ' নামে যে প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে আমি কয়েকটী প্রশ্ন করিতে চাই। আশা করি তিনি ইহার উত্তর দিবেন।

তিনি লিখিয়াছেন "বীজাণুনাশক দ্রব্যাদি কেশমার্জ্জনায় সাধারণ ভাবে ব্যবহার করা চলতে পারে।" কেশের উপযোগী এ-দ্রব্য বিশেষ বিজ্ঞাপিত হইতে দেখি নাই, তিনি কী কয়েকটীর নাম আমাদের জানাইতে পারেন? আমাদের ধারণায় কোনটি কেশের উপযোগী তাহা স্থির করিতে পারি নাই, কারণ এ-সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ।

"সপ্তাহে একবার কোন অনুগ্র কেশ-রসায়ন ব্যবহার করা একটি ভাল নিয়ম।"—ইহা কিরূপ? কেশ-রসায়ন ব্যবহারের কথা কাহারও কাছে শুনিতে পাই না, তবে অনেক বিলাতী বিজ্ঞাপনে ইহার উল্লেখ দেখি। আমাদের দেশীয় উপাদানে তৈরী কয়েকটীর নাম যদি তিনি জানান তাহা হইলে উপকৃত হইব। জবাকুসুম, ভৃঙ্গরাজ, এইসব তৈল কেশ-রসায়ন পর্য্যায়ভুক্ত কি-না সে-সম্বন্ধে আমি সমস্যায় আছি। তিনি এ-সবের বিশেষজ্ঞ; তাই তাঁহার নিকট সমস্যার সমাধান প্রার্থনা করি।

কেশের জন্য সাবান উপকারী নয়। অনেক পশ্চিম দেশীয়া মেয়েকে 'রিঠা (sopa nuts) দিয়া চুল পরিষ্কার করিতে দেখিয়াছি। উহা কী চুলের পক্ষে উপযোগী? একটি বিশিষ্ট ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় পাতিলেবুর রস দিয়া চুল পরিষ্কার করা ভালো বলিয়া লিখিয়াছে, কিন্তু ইহাতে আমার অনেক অপকার হয়। আমার হয়ত ব্যবহারের বিধি ঠিক হয় নাই। ইহা উপকারী হইলে কী-ভাবে ব্যবহার করিতে হয় জানাইলে বাধিতা হইব।

আজকাল অনেক পত্রিকায় রূপচর্য্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে এইসব উপায় প্রয়োগ করিয়া আমরা উপকারের পরিবর্ত্তে অন্যরূপ ফল পাইয়াছি। সেইজন্য শ্রীযুক্ত শ্যাম বসাক মহাশয়ের মত বিশেষজ্ঞের আলোচনা আমাদের অত্যন্ত উপকার করে।

শ্রীযুক্ত শ্যাম বসাক মহাশয় ও আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিবেন।

ইতি—

বিনীতা—

শ্রীমতী ছায়া দেবী

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।

[আপনার সৌজন্যপূর্ণ পত্রের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রূপ-চর্য্যা বিভাগে প্রকাশিত লেখাগুলি যে দীপালীর স্থান-পূরক না হয়ে ফল-প্রদায়ক হয়েছে এইখানেই এই বিভাগের যথার্থ সার্থকতা।

গন্ধক, রেসর্সিন, বীটা-ন্যাপথল্ প্রভৃতি কেশের পক্ষে উপযোগী। ঐ সকল দ্রব্যাদি সংযুক্ত সাবান পাওয়া যায়, প্রয়োজনবোধে সেগুলিও ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলির মধ্যে নিম ব্যবহার করাই সবচেয়ে নিরাপদ ও শ্রেয়ঃ। অন্য দ্রব্যগুলি মাত্রাধিক্য বশতঃ অনেক সময় চুলের ও মস্তকচর্ম্মের ক্ষতি করে, কিন্তু নিমে সেরূপ কোন সম্ভাবনা নাই এবং নিম ব্যবহার করার প্রণালীও খুব সহজ। আপনি সাবান মাথাঘষা অথবা অন্য যে কোন জিনিষ কেশমার্জ্জনায় ব্যবহার করার পরেও নিমছাল ভিজান জল দিয়ে মাথা ধুতে পারেন।

রোজমেরী, পাইলো-কারপিন, লেসিথিন্, কোলেষ্টিন্, ভিটামিন 'এফ' প্রভৃতি সংযোগে প্রস্তুত দ্রব্যাদি কেশ-রসায়নরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের দেশীয় জিনিষের মধ্যে ভৃঙ্গরাজ, আমলকী, ব্রাহ্মী প্রভৃতি কেশ-রসায়নের পর্য্যায়ভুক্ত। এগুলির রস প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার ব্যবহার করাও দরকার। অসুবিধা না হলে প্রত্যহ ব্যবহারেও কোন বাধা নাই অথবা ঐ সকল দ্রব্য-সংযুক্ত তেলও প্রত্যহ ব্যবহার করা যেতে পারে। তাতেও উপকার পাওয়া যায়।

রীঠা চুলের পক্ষে উপকারী। আপনি সাবানের পরিবর্ত্তে রীঠা ব্যবহার করতে পারেন।

লেবুর রস ক্ষারধর্ম্মী এবং ময়লা-পরিষ্কারক। ক্ষারগুণের জন্য লেবুর রস অম্লাধিক্য নষ্ট করে। স্থানিক প্রয়োগেও এর দ্বারা কতকটা উপকার পাওয়া যায়। এইজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে লেবুর রসের সাহায্যে মাথা ধোওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। কিন্তু পাতিলেবুর রস বেশী ব্যবহারে চুল বিবর্ণ হয় এবং চুলের গোড়া আলগা হয়ে যায়। তবে মাঝে মাঝে ২০।২৫ ফোঁটা পাতিলেবুর রস জলে মিশিয়ে ব্যবহার করা চলতে পারে। তাতেও যদি আপনার অপকার হয়, তবে পাতিলেবুর রসের

সেলাই শিক্ষা

প্রথম অধ্যায়

জামা তৈয়ারী করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত দ্রব্য ও নিয়মগুলি জানা বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যেক নিয়মের সহিত যে সাংকেতিক চিহ্ন ও শব্দ প্রয়োগ করা হইতেছে, ভবিষ্যতে দীপালীতে যে সকল জামা তৈয়ারীর শিক্ষা লিপিবদ্ধ হইবে সে সময় এই সকল সাংকেতিকের প্রয়োগ থাকিবে।

১। (ক) দরজীর খড়ি রঙীন। লাল বা নীল।

(খ) একটী ৬০" ইঞ্চি লম্বা ফিতা যাহাতে ইঞ্চি প্রভৃতি লেখা ও দাগ আছে।

(গ) একটী স্কোয়ার বা চেপ্টা কাঠের রুল।

২। মাপ :—(ক) ঝুল (Length) বা লম্বা (ল) :—গলদেশস্থ বিন্দু হইতে বুকের উপর দিয়া সোজাভাবে যে মাপ যতদূর প্রয়োজন।

(খ) সেন্ত (স) বা Natural Waist :—ঘাড় হইতে কোমর পর্য্যন্ত।

(মেরুদণ্ডের সর্ব্বোচ্চ হাড় হইতে কোমর পর্য্যন্ত)

(গ) পুট (পু) বা Ex-shoulder :—কাঁধের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ঘাড়ের উপর দিয়া যে মাপ তাহার অর্দ্ধেক।

(ঘ) পুট-হাতা (পু-হা) বা Sleeve :—ঘাড় হইতে কাঁধের উপর দিয়া বাহুর প্রয়োজনীয় প্রান্ত পর্য্যন্ত।

(ঙ) ছাতি (ছা) বা Chest :—বুকের ঘের (বগল দিয়া)।

(চ) কোমর (কো) বা Waist :—কোমরের ঘের।

(ছ) গলা (গ) বা Neck :—গলার ঘের।

(জ) মুহরী (মু) বা Cuff :—হাতের ঘের।

(ঝ) পাছা (পা) বা Seat :—পাছার ঘের।

৩। সদর অর্থাৎ ছিট কাপড়ের সোজা দিকটা।

টেক্-ইন্ (Take-in) :—কাপড় ভিতরে ঢুকাইয়া সেলাই করা।

অংশ ভাগের নিয়ম :—কোন অঙ্ককে সমান ভাগে ভাগ করিতে না পারিলে নিকটবর্ত্তী ভাগ লইতে হইবে। ৩১" ইঞ্চি ছাতি হইলে $\frac{১}{৮}$ ভাগ—৪" ইঞ্চি, কিন্তু $\frac{১}{৬}$ ভাগ—৬" ইঞ্চি হইবে।

৪। কাপড়ের ভাঁজ করিতে হইলে সদর পীঠ ভিতরে রাখিতে হইবে। প্রায় সকল পোষাক কাটিবার পূর্ব্বে কাপড়ের বহরে আগে ভাঁজ করিতে হইবে।

৫। জামা কাটিবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ কাপড়ের ভাঁজ নীচের দিকে থাকিবে ও কাপড়ের ঝুল বা লম্বা, মাপের লম্বা দিকে

৬। নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন :—

(ক) মাপ। (খ) কাপড়ের পরিমাণ। (গ) কাপড় রাখা। (ঘ) কাপড়ের ভাঁজ। (ঙ) কাপড়ের উপরে আঁকা এবং (চ) কাপড় কাটা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—দাঁড়াইয়া মাপ লইলে মাপ ঠিক হয় ও বেশী ঢিলা বা টাইট ভাবে মাপ লওয়া উচিত নহে। মোটা বা গরম কাপড় কাটিবার পূর্ব্বে ভাল সাবান জলে (Suds বা Sunlight) ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছায়াতে শুকাইয়া লইলে কাটিবার ও সেলাই করিবার সুবিধা হয়। পরে কাপড় বা পোষাক ছোট হয় না।

মন্তব্য :—পাঠক পাঠিকাগণের যদি কোন অংশ বিশদরূপে জানিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে দীপালীতে অথবা নিম্ন ঠিকানায় জানাইলে যতদূর সম্ভব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

ইহার পর হইতে জামা তৈয়ারীর নিয়ম লিপিবদ্ধ করিব। কাপড় কাটা প্রথমে শিখিতে হইলে কম দামের কাপড় লইয়া কাটা শেখা উচিত। যে কাপড় কাটিতে হইবে তাহাতে যেন বেশী ভাঁজ না পড়ে বা ব্যবহৃত কাপড় না হয়, নচেৎ আঁকিতে ভাল পারা যায় না।

শ্রীমতী রেণুকা মিত্র
পোঃ ঝিয়ালগোরা
(মানভূম)

পরিবর্ত্তে আপনি কমলালেবুর রস ব্যবহার করতে পারেন। পুষ্টিকারিতার দিক দিয়ে কমলালেবুর রসের মূল্য পাতিলেবুর রসের চেয়ে অনেক বেশী। একারণে কমলালেবুর রস ব্যবহার করাই প্রশস্ত। ইচ্ছা করলে কমলালেবুর রসের সঙ্গে প্রসাধনে ব্যবহার-যোগ্য ভিনিগার অল্প পরিমাণ মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। —ডাঃ বঃ]

স্বাস্থ্য শক্তি ও যৌবনানন্দ দান করিয়া

ধাতুদৌর্ব্বল্য অকালবার্দ্ধক্য
অজীর্ণ ও সকল প্রকার দুর্ব্বলতা
দূর করিতে ইহা
৬০ বৎসরযাবৎ সুপরীক্ষিত
মূল্য ৩২ বটীকা ১.
আতঙ্ক নিগ্রহ
ঔষধালয়

আপনি কি বলেন

নারী-নিগ্রহ

(৫৯)

স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে ফটো তোলা কি পাপ?

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

আমার এই প্রশ্নটি আগামী সংখ্যায় আপনার বহুল প্রচারিত দীপালী পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিতা হইব।

আমি অনেক ব্যক্তির নিকট জ্ঞাত হইলাম যে, "স্বামী স্ত্রী" একসঙ্গে ফটো তুলিলে "স্ত্রী" তালাক হইয়া যাইবে। তবে আমার যতদূর জানা আছে যে, মুসলমান শাস্ত্রমতে পৃথক্ পৃথক্ "ফটো" তুলিলেও যে পাপ, "স্বামী স্ত্রী" একসঙ্গে "ফটো" তুলিলেও সেই পাপ। "স্বামী স্ত্রী" একসঙ্গে "ফটো" তুলিলেই "স্ত্রী" তালাক হইয়া যাইবে কিনা, ইহা জানিবার জন্য—আমার বিশেষ কৌতূহল হওয়ায় দীপালী পত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাইলাম। কোন ভগিনী দীপালী মারফৎ প্রশ্নটির উত্তর দিলে বাধিতা হইব। নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

এম, হামিদা খানম্ বেগম
বালুরঘাট, দিনাজপুর।

(৬০)

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনার পাঠিকামহলে যদি কেহ Smoked Hilsa (কাঁটাশূন্য ইলিশ্ মাছ) তৈয়ারীর প্রণালী জানেন তাহা হইলে দয়া করিয়া আপনার দীপালী মারফৎ জানাইলে বিশেষ বাধিতা হইব। আপনি আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি—

শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায়
রসা রোড্, কলিকাতা

(৬১)

কুমারী প্রভা মুখার্জ্জি, নবাবগঞ্জ (২৪ পরগণা)—

গত ২৮শ সংখ্যা দীপালীর "রান্নাঘরে" প্রকাশিত কুমারী নীলিমা বসাকের "রাঙা আলুর ভোতাপুলি" তৈরি করিতে পারেন নাই।

কুমারী নীলিমা গাঙ্গুলী, খগোল দানাপুর—

জব্বলপুর হইতে শ্রীমতী মীনাক্ষী রায় কর্ত্তৃক পান বসন্তের দাগ লোপের ঔষধ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছেন:—শাঁখার গুঁড়া পাউডারের মত পিষিয়া কিঞ্চিৎ দুধের সর অথবা শাদা মাখমের সহিত ভাল করিয়া মিশাইয়া শয়নের পূর্ব্বে মুখে মাখিলে উপকার হইবে।

শ্রীমীরা সিংহ, কালীতলা, আসানসোল—

ইনি উক্ত প্রশ্নের উত্তরে মার্কোলাইজড্ ওয়াক্স্ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিতেছেন।

শ্রীমতী সুধীরা সেনগুপ্তা C/o এস্, কে, সেনগুপ্ত, ঠাকুরগাঁও (দিনাজপুর)—

ইনিও শঙ্খগুঁড়ার ব্যবহারে উপকার পাইয়াছেন, জানাইতেছেন।

(৬৯)

দ্দল (২৪-পরগণা)

শামসুদ্দীন মিঞার পত্নী জইগুন বিবির শ্লীলতা হানির অপরাধে স্থানীয় গণি মিঞা নামক এক ব্যক্তি ব্যারাকপুরের মহকুমা হাকিমের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

(৭০)

শিয়ালদহ

হামিদা খাতুন নাম্নী পঞ্চদশবর্ষীয়া এক বিবাহিতা নারীকে অসদুদ্দেশ্যে অপহরণ করার অভিযোগে, শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মহম্মদ মাফিজুদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে আলিপুরে দায়রা বিচারের জন্য চালান দিয়াছেন।

(৭১)

নোয়াখালি

দায়রার বিচারে সুন্দরী বৈষ্ণবী নাম্নী এক রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচারের জন্য সত্তর নামক এক দুর্ব্বৃত্তের দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

(৭২)

কলিকাতা

শ্রীমতী বিভা ঘোষ হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছেন যে কলিকাতা বিবাহ রেজিষ্ট্রারের আফিসে শ্রীঅমিতাভ ঘোষের সহিত তাঁহার যে বিবাহ হইয়াছিল, সেটি নাকচ করা হউক, যেহেতু ইহারা সগোত্র। বর ও বধূ উভয়েই স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের পৌত্র ও দৌহিত্রী।

বিবাহ রদ করিবার আদেশ হইয়াছে।

(৭৩)

কোহাট

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, হায়াৎ বিবি নাম্নী এক তরুণীকে ওয়াজিরি দস্যুগণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটির ভ্রাতা বাধা দিয়াছিল, কিন্তু ভগিনীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

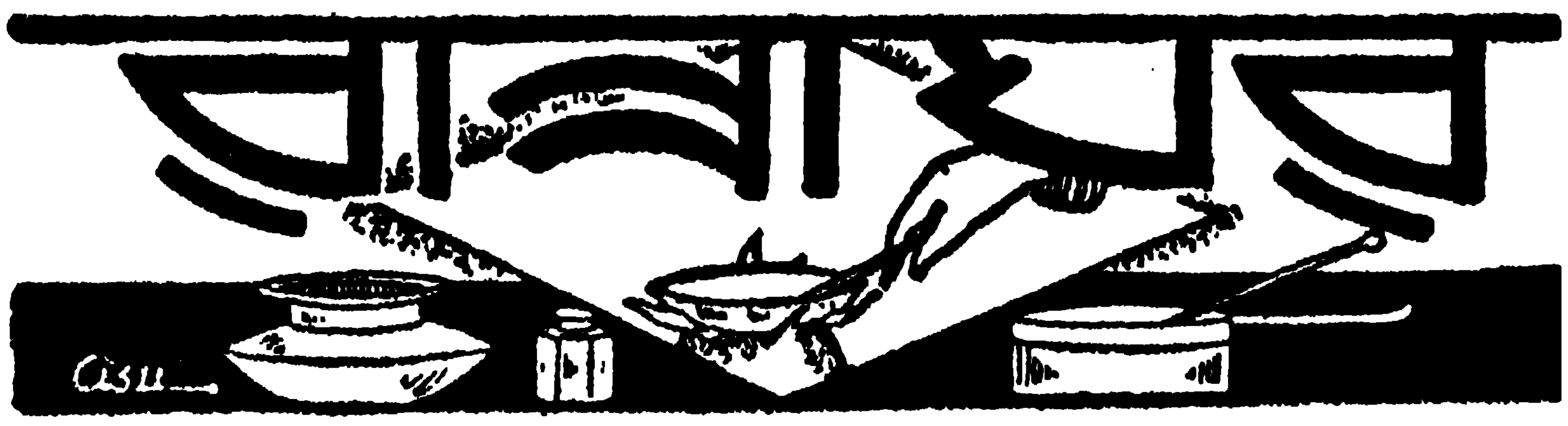

(১২১)

কাঁচা কলার মালপোয়া

উপকরণ—ময়দা, সুজি, দুধ, চিনি, পেস্তা, বাদাম, কিস্‌মিস্‌ ও ছোট এলাচ চূর্ণ।

প্রণালী—প্রথমে ২।৩টী কাঁচা কলা খোসা সহ সিদ্ধ করিবেন।* ভালরূপ সিদ্ধ হইলে নামাইয়া খোসা ছাড়াইয়া লইবেন। তারপর সিদ্ধ কলাগুলিকে একটু চটকাইয়া শিলে বাটিয়া লউন, এখন ঐ কলার সহিত পরিমাণমত উপকরণগুলি মিশ্রিত করিয়া ভালরূপ ফেটাইয়া লইবেন, তারপর মালপোয়া আকারে ঘিয়ে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিলেই 'কাঁচা কলার মালপোয়া' প্রস্তুত হইবে।

কুমারী মীরা ঘোষ
অণ্ডাল।

* কাঁচা কলা কখনও পিতলের পাত্র ভিন্ন সিদ্ধ করিবেন না, তাহা হইলে কালো হইয়া যাইবে।

(১২২)

আইসক্রীম (কুলপীবরফ)

দুধ, ফলের রস, চিনি এবং বরফ আইসক্রীমের প্রধান উপাদান। রাবড়ী হইতে যে আইসক্রীম তৈরী হয় তাহাকে মালাই বরফ বলে। একটি মেটে হাঁড়িতে কিছু বরফের টুক্‌রা এবং কতকটা লবণ একত্রে মিশাইতে হয়। ইহাকে 'Freezing mixture' বলে। এইবার কয়েকটা লম্বা কৌটা যোগাড় করা দরকার। ঐ কুলপির উপাদানগুলি উহাতে পুরিতে হইবে। তারপর ঢাকনা দ্বারা ময়দার কাই দিয়া জুড়িয়া দেওয়া উচিত। অবশেষে কৌটাগুলি উপরোক্ত মৃৎপাত্রের 'Freezing mixture'এর স্তরে স্তরে রাখিয়া একখানা কম্বল দিয়া অন্ততঃ এক ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। দশ-পনর মিনিট হেলাইবার পর কুলপি খাইবার উপযুক্ত হইবে। কুলপি অনেক প্রকার রঙয়ের করা যাইতে পারে। যথা :—টিঞ্চার-অব-গ্রাম মিশ্রণে সবুজ, টিঞ্চার-অব-স্যাফরণে হলদে রঙ হইবে। নিম্ন প্রদত্ত পরিমাণগুলি ভাল করিয়া মিশ্রণের পর টিনের কৌটায় পূর্ণ করিয়া 'ফ্রিজিং মিক্সচারে' ডুবাইতে হয়।

১। রাবড়ী একসের, গোলাপজল সিকি ছটাক।

২। চিনি একসের, লেবুর রস একসের, জল একসের।

৩। কমলা লেবুর রস আধ সের, চিনি এক ছটাক, জল দুই ছটাক, গোলাপজল আধ ছটাক।

৪। পাকা আমের রস আধ সের, চিনি তিন ছটাক, কেওড়ার জল ২০ ফোঁটা, জল আধ সের।

শ্রীশোভা মিত্র,
ভুবনেশ্বর-স্যানিটোরিয়ম,
ভুবনেশ্বর।

(১২৩)

পাকা কাঁঠালের বড়া

উপকরণ—পাকা কাঁঠালের রস ।/১ সের, আটা ।।০ সের, গোলমরিচের গুড়া ৵০ ছটাক, চিনি ।০ পোয়া, চাউলের গুড়া ৵০ পোয়া, পরিমাণ মত লবণ।

প্রণালী—কাঁঠালের রস, আটা, গোলমরিচ গুড়া, চাউলের গুড়া, চিনি ও লবণ একত্র করিয়া ফেটাইতে হইবে; উনানে ভাজুন। পরে ক্ষীর দিয়া খাইতে কিরূপ লাগে তাহা দেখুন।

শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী।
মহলা, মুর্শিদাবাদ।

(১২৪)

ছানার জিলিপি

উপকরণ—ছানা ১ সের, ঘি দেড় পোয়া, মোটা দানা চিনি ১ সের, ময়দা ১ ছটাক, সুজি ১ তোলা, ছোট এলাচ ৪।৫টা (গুঁড়িয়ে নেবেন), খাবার সোডা (২ আঙ্গুলে টিপে যতটা ধরে)।

প্রণালী—ছানাটাকে একটি পরিস্কার কাপড়ে বেঁধে ১ঘণ্টা শীল চেপে রেখে দেবেন, তা'হলে সব জল বেরিয়ে যাবে। চিনিটাকে রস করে নেবেন। ছানাটাকে একটু একটু করে থালায় রেখে হাতের চেটো দিয়ে মেড়ে নেবেন, যেন খিঁচ্‌ না থাকে। ময়দা ও সুজি আলাদা আলাদা ঘি দিয়ে বেশ যব্‌ যবে করে মেখে নেবেন, জল দেবেন না।

এইবার ছানা, ময়দা, সুজি, এলাচ গুঁড়া সোডা ও চায়ের চামচের এক চামচ চিনি এইসবগুলি এক সঙ্গে মিলিয়ে ভাল করে মেড়ে নিয়ে ছানার জিলাপীর আকারে তৈরী ক'রে বাকী ঘিতে একটি একটি করে ভেজে রসে ফেলে দিন। সমস্ত ভাজা হ'য়ে গেলে সেই রসশুদ্ধ পাত্রটি উনানে বসিয়ে মিনিট পনেরো ফুটলে নামিয়ে নেবেন।

ঠাণ্ডা হলে খেয়ে দেখবেন বাজারের চেয়েও কত উৎকৃষ্ট জিনিষ আর কত অল্প খরচে হয়।

শ্রীমতী সাবিত্রী নাথ,
খড়্গপুর।

(১২৫)

চন্দ্রকান্ত

উপকরণ—ছানা, ক্ষীর, নারিকেল, চিনি, ঘি, সামান্য ময়দা, ছোট এলাচ, গোলাপজল। প্রথমে চিনির রস করুন। এইবার নারিকেল কোরা আর ছানা শিলে পিষে নিন। ধরুন এক পোয়া ছানা, এক পোয়া ক্ষীর, তার অর্দ্ধেক নারিকেল কোরা, এক

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা

বিলেতের National Institute of Industrial Psychologyর পক্ষ থেকে সম্প্রতি ব্রিটেনের কারখানাগুলোতে কাজের মাঝখানে মজুরদের বিশ্রাম ও সামান্য জলখাবার দেওয়ার উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি গবেষণা হয়ে গেছে। এ গবেষণার ফলে যে সব তথ্য জানা গেছে তার প্রধান তথ্যটি এই: "বিলেতের মজুরদের সবচেয়ে প্রিয় জলযোগ হচ্ছে রুটি আর চা"।

গবেষণাটির কেন্দ্র ছিল ইংলণ্ডের সাতটি কারখানা-বহুল সহর নিয়ে—১০৫০টি কারখানাতে হয়েছিল অনুসন্ধান এবং এ-কারখানাগুলোর শ্রমিক সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ থেকে বারো হাজার পর্য্যন্ত।

এসব কলকারখানাতে শ্রমিকদের ক্লান্তি এবং তা নিবারণের উপায় প্রসঙ্গে উল্লিখিত Institute একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। সেই রিপোর্টে জানা গেছে যে, আজকাল এই কলকারখানা প্রতিযোগিতার যুগে মিলের মালিক ও অন্যান্য উপরওয়ালারা শ্রমিকদের শরীর ও মন ভালো রাখ্‌তে খুব তৎপর। সেই জন্যেই আজকাল কারখানা-গুলিতে কাজের মাঝখানে শ্রমিকদের একটু ছুটি এবং, সম্ভব হলে, তার সঙ্গে সামান্য কিছু খেতে দেওয়ার রেওয়াজ এসেছে। এ-ব্যবস্থার উপযোগিতা মালিকরা নিজেরাই স্বীকার করছেন।

গবেষণাকারীরা যে-সব কারখানা পরিদর্শন করেছেন তার মধ্যে শতকরা ৬৭.৭টি কারখানাতে—হয় নিয়ম করে, নয়তো বিনা নিয়মে—মজুরদের কাজের মাঝখানে খানিকক্ষণের জন্য ছুটি দেওয়া হয়। তার মানে এই যে, গ্রেট ব্রিটেনের কল-কারখানায় অধিকাংশ মালিকেরাই মজুরদের জন্য এই রকম একটু বিশ্রাম এবং তার সঙ্গে সামান্য জলযোগের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন এবং তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এতে লোকজনদের স্বাস্থ্য এবং কর্ম্মশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।

ব্রিটেনের কলকারখানার মজুরেরা যে সব জলখাবার পছন্দ ক'রে তার আলোচনা করে' উল্লিখিত রিপোর্ট বলে: "চায়ের স্থান সবার ওপরে। তার কারণ কেবলমাত্র এ-ই নয় যে চা শরীর ও মন তাজা করে' তোলে—চায়ের জনপ্রিয়তার একটা কারণ তার সামাজিক ও আনন্দময় দিক;—বিশেষত যেখানে মেয়েরা আছে। যে সব কারখানায় অনুসন্ধান করা হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৭৮.৬টিতে চা-ই সবচেয়ে প্রিয় পানীয়, আর শতকরা ৯৮.৬টি কারখানাতেই মজুরদের চা দেওয়া হয়।"

মজুরদের জন্য একটু বিশ্রাম আর চা—এ ব্যবস্থার প্রচলন এদেশে খুব অল্প দিন থেকে হচ্ছে এবং এবিষয়ে অগ্রণী হচ্ছেন ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট্ এক্সপ্যান্সান্ বোর্ড। তাঁরা এই অল্প দিনের ভিতরেই কয়েকটি কারখানা-বহুল জায়গায় এ-নিয়ম প্রবর্ত্তন করেছেন। এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অনেক বড় বড় মিল মালিকদের মতামত বেশ উল্লেখ-যোগ্য। কোচিন্ স্টেইটের নামজাদা কাপড়ের কলের ম্যানেজারের কাছ থেকে সম্প্রতি টী মার্কেট্ এক্সপ্যান্সান্ বোর্ড যে চিঠি পেয়েছেন তার প্রধান বক্তব্যই হচ্ছে এই যে, নিয়মিত বিশ্রাম ও চা দেওয়ার ফলে মজুরদের বেশ উন্নতি হয়েছে। ম্যানেজার লিখছেন: "আপনাদের লোকেরা গত নভেম্বর মাস থেকে সুরু করে' পাঁচ মাসের ওপর আমাদের লোকজনদের বিনামূল্যে চা দিয়েছে এবং তারপর থেকে আমরাই এ-নিয়ম বজায় রেখেছি। আমরা আনন্দের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বলছি যে, এখানে বোর্ড এতদিন যে চমৎকার কাজ করেছে তার ফলে মজুরদের প্রচুর উপকার হয়েছে, এবং সেহেতু পরোক্ষভাবে আমরাও যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। চা পানের এই যে নতুন ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস আমাদের মজুররা করেছে তার ফলে এদের যে কত উপকার হয়েছে তা বলাই বাহুল্য, কারণ, চা যে মদ ইত্যাদি উত্তেজক জিনিষের চেয়ে ঢের ভালো অথচ নির্দ্দোষ, একথা সবাই জানে।"

ছটাক ময়দা বা সুজি সব এক সাথে চটকে নিন, এলাচ গুঁড়ো ক'রে দিন। এইবার হাতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে তৈরী করে থালায় সাজিয়ে রাখুন, তারপর ঘিয়ে লাল করে ভেজে চিনির রসে ফেলুন। ঠাণ্ডা হলে গোলাপজল দিন। পাঁচ ছয় ঘণ্টায় রস ঢুকবে। এই জিনিষটি বানাতে হয় বড় সাবধানে, একটু এদিক ওদিক হলেই নষ্ট হয়ে যায়। অনেক ভগ্নী নিজেদের রান্নার ত্রুটীতে জিনিষ নষ্ট করে শুধু শুধু লেখিকাদের গালাগালি দেন, তাঁরা বোঝেন না যে অনেক সময় পাকা রাঁধুনীর হাতেও রান্না নষ্ট হয়। এই দীপালীতে লেখা অনেক রান্না আমি রেঁধেছি, ঠিক হয়েছে। আবার অনেকে সেই রান্নায় গালাগালি দিয়েছেন। এরকম করা উচিত নয়, এতে অনেকে ভয়ে, লজ্জায় লেখা ছেড়ে দেবেন। আর প্রথমেই অনেকগুলো না রেঁধে একটুখানি রেঁধে ভাল হলে, তবে বেশী করে রাঁধলেই লোকসান বেশী হবে না।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী,

গভর্ণমেণ্ট জুবিলী হাই স্কুল, গোরক্ষপুর।

সোনা ১০ ভরি

পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারাণ্টেড কেমিক্যালের চুড়ি। যে দেখিবে ৫০০৲ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে। সুন্দরভাবে ফ্যাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিনি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিজ্ঞজন এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২॥০। পোষ্টেজ ॥০। ৪ সেট ৭॥০। সার্ট বোতাম ২৲, নেকলেস ৩॥০, আংটি ১৲, মাকড়ী জোড়া ১৲, কানফুল জোড়া ১৲, মফচেন ২॥০, ঝুমকো জোড়া ২॥০, ক্যাটলগ্ তৈরী নাই।

GOLD & SILVER'S MART (Di)
Post Ward No. 7, Muttra, U. P.

খেলার মাঠে

~ বজ্রবাহন ~

এবছরের শীল্ড খেলায় মহারাণা ক্লাব গৌহাটি থেকে এসে এমন সুন্দরভাবে দৃঢ়মনা হয়ে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে খেলে গেল যে ক্রীড়ামোদীগণের অনেকদিন তা' মনে থাকবে। প্রথম দিন মহমেডান দলকে ১ গোল দিয়ে ভাবিয়ে তুলেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে মহমেডান দল কোন মতে গোলটি পরিশোধ করে। দ্বিতীয় দিনে অনেক কষ্টে গোল-কিপারকে আহত করে তবে গোল দিতে সক্ষম হয়। বাইরের দল এসে যা' চমক দিয়ে গেল—স্থানীয় দল তা' কখনও পারে নি এবং পারবে না। দলবদ্ধভাবে কি ভাবে খেলতে হয়, তার পরিচয় এক মহমেডান দল ব্যতীত—গৌহাটির মহারাণা ক্লাবও দিয়ে গেল। এতে যদি স্থানীয় দল সমূহের চোখ খুলে। দৃঢ়মন নিয়ে কাজ করলে শত বিপদ সম্মুখীন হলেও কিছু করতে পারে না। গৌহাটির গোল-কিপারকে তারিফ না করে থাকা যায় না। রক্ষণভাগ খুব শক্তিশালী এবং বিবেচক। এই খেলায় মহমেডান দল এত ফাউল করে যে তা' রেকর্ড বললেও চলে। গোল দিয়েছেন করিম।

মোহনবাগান দল ৮ গোলে বেঙ্গল আর্টিলারী দলকে পরাজিত করে ৪র্থ রাউণ্ডে উঠল। খেলার মধ্যে কোন মাধুর্য্য ছিল না। বল ধরে আর গোল। অনিল দে মিছামিছি লাফ মেরে তার পা আহত করে ফেলেছেন। বোধ হয়. কিছু দিন খেলতে পারবেন না। পুলিশের সঙ্গে এবার খেলতে হবে। শীল্ড খেলায় পুলিশ দল যেভাবে খেলে তাতে ভয় হয়। তবে মোহনবাগান যে কোন অংশে হীন নয় তার প্রমাণ বহুবার পাওয়া গিয়েছে।

*

রাজসাহী দল ১ গোলে ই, আর দলকে হারিয়ে ১ গোলে কালীঘাট দলের কাছে হেরেছে। রাজসাহী দলের খেলা খুব আনন্দদায়ক। বাংলার ছেলেরা এ বছর শীল্ডে বেশ খেলা দেখিয়ে সকলকে আনন্দ দিয়ে গেল। মনে হয়, ভবিষ্যতে বাংলার দল যে কোন স্থানীয় দলকে পরাভূত করতে পারবে।

হারিয়ে ৩য় রাউণ্ডে কালীঘাটকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে ৪র্থ রাউণ্ডে মোহনবাগানের সঙ্গে খেলবে। এদের বেপরোয়া বুট চালনা যে কোন টিমকে সচকিত করে তোলে। গোল দিয়েছিলেন পুলিশ পক্ষে মায়ার্স, ম্যাগননী, পি, ডি, মেলো ও টেম্পলটন এবং কালীঘাট পক্ষে পেনালটিতে মোহিনী গোল দেন।

*

খুলনা ফুটবল এসোশিয়েসন ২ দিন ড্র রাখবার পর ৩য় দিনে ৩-০ গোলে হেরে যায়। দিল্লী ফুটবল এসোশিয়েসন তৃতীয় রাউণ্ডে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলবে। খুলনা দলের একটি ভাল ফরওয়ার্ড থাকলে প্রথম দিনই খেলা নিষ্পত্তি হয়ে যেত। এদের রক্ষণভাগ খুব শক্তিশালী। ব্যাকে বি, চক্রবর্ত্তী ও গোলে হোসেন খুব সুন্দর খেলেন। মাসুদ ২ ও হামিদ ১টি গোল করাতে, খুলনা পরাজিত হয়।

মহামেডান স্পোর্টিং—১৯৪০ সালের লীগ বিজেতা। আই-এফ-এ শীল্ডে ৪র্থ রাউণ্ডে রেঞ্জার্সের কাছে ২-০ গোলে পরাজিত হইয়াছেন।

আলো-ছায়া সম্পর্কে বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দের অভিমত

চিত্রায় 'আলো-ছায়া' চিত্র-নাট্য দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। শেষের দিকের প্লটটি যেমন সমুন্নত তেমনি কৌতূহলদ্দীপক হইয়াছে। 'তুলসী'র ভূমিকায় সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী মলিনার অভিনয় অতি উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছে।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

*

একখানি ছবিকে সার্থক, সফল ও সুন্দর ক'রে তোলবার জন্য যা কিছু মাল-মশলা দরকার আলো-ছায়ায় সবই আছে। * * * ছবিখানির ফটোগ্রাফীর প্রশংসা করতে পারি প্রাণ খুলে। * * * আলো-ছায়ার আলো তুলসীরূপী মলিনার সু-অভিনয়ের গুণে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

নরেন্দ্র দেব

*

"আলো-ছায়া" নামটা যেমন কাব্য-রসাত্মক—ছবিখানির বিষয়-বস্তুটী তেমনি অনুভূতি-প্রবণ। মলিনা ও পঙ্কজ দু'জনেই বেশ ভাল অভিনয় করেছেন। শৈলেন চৌধুরীর স্বল্প-বাচনের অংশটুকুর মধ্যেই নিজের ছাপটুকু দিয়েছেন। ফটোগ্রাফী সুন্দর।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

*

সুলতার দ্বন্দ্ব ও তুলসীর প্রেম 'আলো-ছায়া' চিত্রের বিশেষ সম্পদ। তুলসীর চরিত্রে মলিনার ব্যক্তিত্ব ও অভিনয় আমাকে সবচেয়ে বেশী বিমুগ্ধ করেছে। ছবিখানিতে যথেষ্ট রসের আবেদন আছে।

শচীন সেন

এসোসিয়েটেড প্রডাকশানস্-এর

আলো-ছায়া

শনিবার ৩রা আগষ্ট হইতে

—পঞ্চম সপ্তাহ—

চিত্রা এবং পূর্ণতে

ফোন: বি, বি, ১১৩৩ ফোন: সাউথ ৩৪

চিত্র-পরিবেশক:

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ

৩৩-এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: ক্যাল: ৩৭১৪

আলো-ছায়া ছবিখানিতে রতীন ও শ্রীলেখার সংযত সুঅভিনয়, পঙ্কজ ও মলিনার সঙ্গীত-মাধুর্য্য, খগেন পাঠক, শৈলেন চৌধুরী ও মনোরমার অভিনয়, শ্যাম লাহার লালিকা, কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গীত-পরিচালনা উপভোগ্য। মলিনার 'তুলসী' অপূর্ব্ব শুধু এর জন্যে "আলো-ছায়া" কলা-রসিকদের বার বার দ্রষ্টব্য।

গিরিজাকুমার বসু

*

"আলো-ছায়া" ছবিখানির সবচেয়ে যা আমার ভাল লেগেছে তা হচ্ছে এর কাহিনীর পবিত্রতা। আধুনিক একটা গল্পের আর্টের সমস্ত দাবী অক্ষুন্ন রেখে এমন রুচিসম্পন্নভাবে যে তাকে প্রকাশ করা যায়, এর মধ্যে যথার্থ কৃতিত্ব আছে। ছবিখানি প্রকৃতই মনোরম।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

*

"আলো-ছায়া"র কাহিনীটির মধ্যে যে সুর প্রধান তার ঝঙ্কার মনে সত্যিই একটা আলোড়ন জাগায়। অভিনয়ের দিক থেকে শ্রীমতী মলিনার তুলসীর চরিত্রাভিব্যক্তি বহুদিন স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। এ ছাড়াও ছবিখানির অন্যান্য আকর্ষণও বড় কম নয়।

বিশু মুখোপাধ্যায়

এরিয়ান্স ক্লাব ১ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবকে হারিয়ে চতুর্থ রাউণ্ডে উঠেছে। ডি, ব্যানার্জ্জি ভিড়ের ভিতর নিপুণতার সহিত গোল দিয়ে বাহাদুরী লাভ করেন। রাম ভট্টাচার্য্যকে বহুবার অব্যর্থ গোল বাঁচাতে হয়েছিল। সেদিন রাম ছিলো বলে এরিয়ান্স জিতলো। স্পো'র্টিয়ের করুণা চ্যাটার্জ্জি হাফে দুর্দ্দান্ত রকমের খেলে গেলেন। অন্য কোন খেলোয়াড় সুবিধা করতে পারে নি। কাষ্টমের সঙ্গে ৪র্থ রাউণ্ডে খেলবে।

*

কাষ্টমস্ দল অনেক কষ্টে ১ গোলে ঢাকা ওয়ারিকে হারিয়ে ৪র্থ রাউণ্ডে উঠে, বাঙ্গালোর মুস্লিম দলকে ১ গোলে হারিয়ে ৪র্থ রাউণ্ডে এরিয়াম্সের সঙ্গে খেলবে। রেণ্টন গোল দেন। মুস্লিম দলের টিম ওয়ার্কের অভাবে পরাজয় হয়।

*

ক্যালকাটা ২ গোলে রেঞ্জার্সের কাছে হেরেছে। রেঞ্জার্স ২-০ গোলে মহমেডানের কাছে জিতে সেমি-ফাইনালে উঠল। এই এই খেলাটি চারিটি ম্যাচরূপে খেলা হয়। প্রথম গোলটি হয় সেম-সাইড গোল, জুম্মার জন্যে—ও শেষেরটি আর, লাম্সডেন দেন।

*

মহমেডান স্পোর্টিং ১ গোলে হবিগঞ্জকে হারিয়ে ৪র্থ রাউণ্ডে রেঞ্জার্স দলের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে। হবিগঞ্জ যেভাবে খেলেছে তাতে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। মহমেডান দল সন্দেহজনক পেনাল্টিতে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। লীগ চ্যাম্পিয়ন দলের এই অভাবিত বিদায় গ্রহণ সকলকেই আশ্চর্য্যান্বিত করে তুলেছে।

*

ইণ্টার স্কুল লীগ

এই লীগ খেলায় স্কুল ছাত্রদের মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা দেখা যায়। মিঃ জিতেন দাস সম্পাদকরূপে সুন্দরভাবে লীগ পরিচালনা করছেন। ১ম ডিভিসনে মিত্র (ভবানীপুর শাখা) প্রথম যাচ্ছে। খিদিরপুর, ইসলামিয়া, বৌবাজার, চেতলা প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে চলেছে। দ্বিতীয় ডিভিসনে সেণ্টঝারণাবাস প্রথম এবং পার্ক ইনষ্টিটিউশন, স্কটিশ, মাণিকতলা, পরপর চলেছে। তৃতীয় ডিভিসনে ক্যালকাটা মাদ্রাসা, কালীধন, এম, এল, জুবিলি, তীর্থপতি, মেট্রো (গাসন) প্রভৃতি পরপর চলেছে। এদের উদ্যম প্রশংসনীয়।

রাধানাথ স্মৃতি কাপ

গত শনিবার হতে উক্ত কাপ প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। এই বৎসর সর্ব্বসমেত ২১টী দল যোগদান করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত বৎসরের বিজয়ী দল এ বৎসর যোগদান করে নাই। নিয়ে খেলার ফলাফল দেওয়া গেল।

প্রথম রাউণ্ড ২৭-৭-৪০

দেশবন্ধু ৫, হিন্দু স্পোর্টিং ১
উত্তরপাড়া জিমন্তা: ১ তরুণ-সঙ্ঘ ১

২৮-৭-৪০

মিলন-সমিতি "এ" ৩ এস, এম, এফ, সি, "বি" উত্তরপাড়া ২

দ্বিতীয় রাউণ্ডে দেশবন্ধু, মিলন-সমিতি "বি"র সঙ্গে ১১-৮-৪০ তারিখে খেলবে।

মিলন-সমিতি "এ" দ্বিতীয় রাউণ্ডে শিশু-সমিতির "বি"এর সঙ্গে ১১-৮-৪০ তারিখে খেলবে।

উত্তরপাড়া জিমন্তা: বনাম তরুণ-সঙ্ঘের মধ্যে যে জিতবে তাকে ১১-৮-৪০ তারিখে দ্বিতীয় রাউণ্ডে বয়েজ এড়িয়াদহ এ-সি-র সঙ্গে খেলতে হবে।

ঋতুমতী
ঋতুবন্ধ যে কোন কারণেই হইলে ও গর্ভ সঙ্কট ইহার ১ মাত্রায় ঋতুস্রাব হইবেই হইবে, স্বাস্থ্যের কোনই ক্ষতি হইবে না। মূল্য ২৲, মাঃ ।০ আনা। ঠিকানা এস, দেবী, পোঃ সিরাজগঞ্জ, (বোনবাড়ীয়া), পাবনা

পত্রলেখা

(৪০)

বাটা কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

শ্রদ্ধেয় দীপালী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার এই পত্রখানি আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় স্থান দিলে বিশেষ আনন্দিত হইব।

বাটা কোম্পানী পৃথিবীর মধ্যে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষেও তাহাদের আধিপত্য কম নহে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী "বাটানগর" নামক স্থানে (তাহাদেরই প্রদত্ত নাম) তাহারা একটি কারখানাও খুলিয়াছেন। সম্প্রতি তাহারা এই কারখানা হইতে Prospectus বাহির করিয়া যে হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাহারা পতনের পথই অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহাদের এই নূতন Prospectus এর Cover এ আছে ভারতবর্ষের মানচিত্র আঁকা এবং সমগ্র দেশ জুড়িয়া আছে বাটার একখানা জুতা। ভারতবর্ষকে আমরা ভারত-মাতা বলিয়া থাকি, চিত্রকরের তুলিতেও সেই মাতৃ-মূর্ত্তিই আঁকা হইয়াছে এবং এই মাতৃ-মূর্ত্তিকেই উদ্দেশ্য করিয়া সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" সৃষ্টি।

বাটা কোম্পানী বিদেশী প্রতিষ্ঠান। ভারতবাসী-কল্পিত ভারত মাতার উপর জুতা আঁকিয়া, ভারতবাসীর পক্ষে অপমানজনক বিজ্ঞাপন দিয়া ভারতের উপরই তাহারা আবার ব্যবসা করিতে চান। কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বেই বিদেশী প্রতিষ্ঠান স্কটীশ কলেজও ভারতীয় ছাত্রদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে গিয়া কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। আমি শ্রদ্ধেয় দীপালী সম্পাদক এবং পাঠকবর্গকে এই

কামনা করি। আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

ভবদীয়—

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দাস,

শ্রীনিবাসদিয়া, পাবনা।

(৪১)

একই গল্প দুবার!

'দীপালীর' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ২৮শ সংখ্যা 'দীপালীতে' শ্রীযুক্ত হেম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে' শীর্ষক গল্পটি দেখিয়াই "বিচিত্রা" ১৩৪২ সালের আশ্বিন সংখ্যায় উক্ত নামে উঁহারই রচিত গল্পটির কথা মনে পড়িয়া গেল। তবু মনে হইল ছুটি কাগজের গল্পের নাম এক হইলেও গল্প দু'টির বিভিন্নতা আছে, কিন্তু পড়িয়া হতাশ হইলাম। পাঁচ বৎসর পর পুনরায় পুরাতন বুলি কপ্‌চানোর উদ্দেশ্য বুঝিলাম না। হেমবাবুকে আমরা একজন সাহিত্যিক বলিয়া জানিতাম। সাহিত্যিক মাত্রেরই নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তি থাকে, হেমবাবু আমাদের নূতন কিছু একটা না 'দীপালী'র মত সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় গিলিত চর্ব্বণ করিয়াছেন কেন বুঝিলাম না। আমরা 'দীপালী'র প্রত্যেক বিষয়টি পড়িবার জন্য প্রতি সপ্তাহে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকি—এবার 'দীপালী'র কয়েকটী পৃষ্ঠার অপব্যবহারে আমরা নিরাশ হইলাম। আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

বিনীত—

শ্রীসুশীলকুমার সান্যাল

পুঠিয়া, (রাজসাহী)।

অবিলম্বে

যক্ষ্মা দমন এবং যক্ষ্মা রোগীর সুচিকিৎসায় আপনি যদি আমাদের সহায়তা না করেন—তাহা হইলে বাংলাদেশ শ্মশানে পরিণত হইবে।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল

বাংলার একমাত্র যক্ষ্মা চিকিৎসালয়

মনে রাখিবেন: একজন যক্ষ্মারোগী অন্ততঃ ১০জন সুস্থ ব্যক্তিকে আক্রান্ত করে। অদ্যই যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণ করুন—

সম্পাদক, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল

কার্য্যালয়: ৬এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, কলিকাতা।

-অভিমন্যু

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

২নং ষ্টুডিওতে সুধীর সেন যে বাংলা ছবিখানি পরিচালনা করিতেছেন তাহাতে চন্দ্রাবতী ও পাহাড়ীকে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় দেখা যাইবে।

ফণী মজুমদার তাঁহার "ডাক্তার" ছবির পরিচালনা শেষ করিয়াই নীতীন বসুর নির্ম্মীয়মান ছবিতে ফটোগ্রাফী শিক্ষা করিতেছেন।

এই ষ্টুডিওতে অন্য দু'খানি দো-ভাষী নির্ম্মীয়মান ছবি "নর্ত্তকী" ও "অভিনেত্রী"র, কাজ চলিতেছে। তবে শেষোক্তখানির কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

মিনার্ভায় "সোহাগ"

সাবকো প্রোডাকশানের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন বলবন্ত ভাট। শ্রেষ্ঠাংশে কুমার, বিব্বো, মজহর খাঁ, আশালতা প্রভৃতি। মিনার্ভায় এখন দেখানো হইতেছে।

রাজু নাম্নী এক ভিখারিণীর জন্য ধনী কেশব শেঠের পুত্র রমেশ পাগল হইল। হইল। পুত্রের এইরূপ মনের অবস্থা দেখিয়া পিতা কেশব শেঠ রমেশের বিবাহ দিলেন কমলা নাম্নী এক সুন্দরী বালিকার সহিত। এক রাত্রে রাজুকে একলা পাইয়া কেশব শেঠ আসিলেন তাঁহার লালসা চরিতার্থ করিতে। এদিকে রমেশের মন পড়িয়াছিল রাজুর দিকে সেও সে রাত্রে রাজুর গৃহের দিকে আসিতেই চীৎকার শুনিয়া অন্ধকারে অপরাধীকে শাস্তি দিবার জন্য নিজের পিতাকেই খুন করিয়া বসিল। রমেশকে বাঁচাইতে রাজু তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

রাজুর কারাবরণের পর হইতেই রমেশ অসুস্থ হইয়া পড়িল। কমলার বহু সেবা শুশ্রূষাতেও সে অসুখ তাহার সারিল না। এই ভাবে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। তারপর একদিন রাজু কারাগার হইতে মুক্তি পাইল। রাজু যখন ফিরিয়া আসিয়া শুনিল যে রমেশ মৃত্যুশয্যায় তখন সে একদিন সমস্ত রাত্রি ধরিয়া একমনে বসিয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল এবং পরদিন হইতেই রমেশ আরোগ্যের পথে যাইতে লাগিল। রাজু তারপর অন্যত্র চলিয়া গেল।

রমেশ কমলাকে রাজুর কথা সব বলিল এবং ইহাও জানাইল যে সেই তাহাকে মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। কমলা তখন রমেশকে অনুরোধ করিল যে রাজুকে সেই স্থানে লইয়া আসিতে। রমেশ নীরোগ হইয়া তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইল।

শেষে কি ভাবে রমেশ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল এবং কমলা রাজুকে কি ভাবে গ্রহণ করিল তাহাই ছবিখানিতে দেখানো হইয়াছে।

গল্পটি যেমনি তৃতীয় শ্রেণীর, চিত্রনাট্য রচনাও তদ্রূপ। এই শ্রেণীর অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন গল্পকে যে কি করিয়া কর্তৃপক্ষ মনোনীত করেন সেইটাই আশ্চর্য্য। সুতরাং

দি এলিট

পরিচালনা—ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স লিমিটেড্

ফোন—কলিকাতা ৫৮৫৫

শুভ-উদ্বোধন

শুক্রবার ২রা আগষ্ট, ১৯৪০

প্রত্যহ ৩টা, ৬টা ও ৯৷৷০টায়

হিটলার বীষ্ট অফ্ বার্লিন

হিটলার বীষ্ট অফ্ বার্লিন

(Hitler Beast Of Berlin)

(Hitler Beast Of Berlin)

(বার্লিনের পশু হিটলার)

●

সমগ্র জার্ম্মান নরনারীর উপর নাৎসী নিষ্ঠুরতার জীবন্ত বাণী-চিত্র

●

একটি মানব চরিত্রের বিভীষিকাময় আলেখ্য।

●

শ্রেষ্ঠাংশে—ষ্টেফি ডুনা, রোল্যাণ্ড ড্রু

●

শীঘ্রই আসন সংগ্রহ করুন।

শাপমুক্তি

কৃষিণ মুভীটোনের প্রথম
বাঙ্গলা সামাজিক আলেখ্য

সামান্য দীপের আলোকে কি
অমাবস্যার অন্ধকার দূর হয় ?

শা প মু ক্তি

তাহারই জ্যোতিষ্মান কাহিনী

পরিচালক :

প্রমথেশ বড়ুয়া

●

"উত্তরা"য়
আ গ ত প্রা য়

ভূমিকায় :

পদ্মা দেবী,
রবীন মজুমদার,
প্রমথেশ বড়ুয়া,
নিভাননী, সরযূ,
নির্ম্মল, জীবেন

পরিবেশক :

কপূরচাঁদ লিমিটেড : ৩৯, বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	১৬ কোটি	৩৪	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল...	২ "	৯৬	"	"
মোট সংস্থান...	৩ "	৩৬	"	"
দাবী শোধ...	১ "	৮৫	"	"
প্রিমিয়াম আয়...	... ...	৭৪	"	"

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইঃ আফ্রিকা।

গুণাগুণের বিশদ সমালোচনা করিয়া আর বৃথা সময় ও স্থানের অপব্যবহার করিলাম না।

অভিনয়ের মধ্যে মজহর খাঁ (কেশব শেঠ) ও বিবো (রাজু)র অভিনয় উল্লেখ যোগ্য। কুমারের (রমেশ) মন্দ নয়। অন্যান্য ভূমিকাগুলি অন্তর স্পর্শ করে না।

শব্দ নিয়ন্ত্রণ মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিশ্রী। অন্ততঃ আমরা ট্রেড-শোর দিন উক্ত সিনেমায় যাহা দেখিলাম তাহা হইতেই বলিতেছি। আলোক চিত্র মোটের উপর ভালই। তিমির বরণের নেপথ্য সঙ্গীতের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রতাপ মখার্জীর দু'খানি গান মন্দ লাগিল না।

...কী

... বসুর পরিচালনায় ওয়াদিয়া মুভীটোনের ত্রি-ভাষী ছবি "রাজ নর্ত্তকী"র ভূমিকা নির্ব্বাচন সব শেষ হইয়াছে।

ইংরাজী সংস্করণ—শ্রীমতী সাধনা বসু, পৃথিরাজ, জাল খাম্বাটা, নায়ামপালী, প্রতিমা দাশগুপ্তা, প্রভাত সিংহ, বিভূতি গাঙ্গুলী, প্রীতি মজুমদার প্রভৃতি।

হিন্দী সংস্করণ—শ্রীমতী সাধনা বসু, পৃথিরাজ, প্রভাত সিংহ, মণি চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল কান্তি ঘোষ, নায়ামপালি, বিভূতি গাঙ্গুলী, প্রীতি মজুমদার ও অহীন্দ্র চৌধুরী।

বাংলা সংস্করণ—শ্রীমতী সাধনা বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী, জ্যোতি প্রকাশ, মন্মথ রায় (নাট্যকার), বিভূতি গাঙ্গুলী, প্রীতি মজুমদার, প্রতিমা দাশগুপ্তা, মৃণাল কান্তি ঘোষ ও মণি চট্টোপাধ্যায়।

তিন সংস্করণেরই শুটিং বেশ ধীরে সুস্থে চলিতেছে। লালজী হেমরাজ হরিদাস বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও বর্ম্মার জন্য এই ছবিখানির পরিবেশক নিযুক্ত হইয়াছেন।

...ডিওতে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ

কলিকাতার কোন একটি ষ্টুডিওতে পাঞ্জাবীর প্রাধান্য খুব বেশী। বিশেষতঃ সেখানকার ল্যাবরেটরীর যিনি অধ্যক্ষ তিনি একজন পাঞ্জাবী। উক্ত ষ্টুডিওর জনৈক বাঙ্গালী ক্যামেরাম্যানের উপর তাঁর জাতক্রোধ ছিল। বাঙ্গালী ক্যামেরা ম্যানটি যে ছবিতে এখন কাজ করিতেছেন সেই ছবির তোলা যত নেগেটিভ প্রিণ্ট করিতে দেওয়া হয় সবগুলিই ল্যাবরেটরীর কৃপায় বিশ্রী হইয়া যায়। ক্যামেরা ম্যানের কিরূপ সন্দেহ হইল। তিনি একটি রীল হইতে খানিকটা ফিল্ম লইয়া অন্য এক জায়গায় প্রিণ্ট করাইয়া দেখিলেন যে নেগেটিভের বা তাঁর exposureএর কোন দোষ নাই। তখন কর্ত্তৃপক্ষকে এই ব্যাপার জানান হইল। কর্ত্তৃপক্ষ ল্যাবরেটরী-অধ্যক্ষের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। তিনি জবাব দিলেন যে রাসায়নিক দ্রব্যগুলি খারাপ ছিল বলিয়া এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। অথচ সেই সময়ের মধ্যে জনৈক পাঞ্জাবী 'ক্যামেরাম্যানের' তোলা নেগেটিভে কোন ত্রুটি দেখা যায় নাই। তারপর যখন নেগেটিভ প্রিণ্ট করিবার solutionটি দেখিতে চাওয়া হইল, তখন আর তাহা তিনি দেখাইতে পারিলেন না, সম্ভবতঃ তাহা তখন নর্দ্দামার মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। আসল ব্যাপার হইল যে বাঙ্গালীকে সকলের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই পাঞ্জাবী পুঙ্গবের এই কারসাজি। পরে শোনা গেল যে রসায়নাগারাধ্যক্ষের সামান্য জরিমানা হইয়াছে। বাংলাদেশে একজন ভাগ্যান্বেষী পাঞ্জাবীর এই অত্যাচারের উত্তর দেওয়া বাঙালীর কর্ত্তব্য।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

ইহাদের "অমর প্রীতি" (বাংলা) ও "কয়েদী" (হিন্দী) এই সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে। "সদ্গুরু কবীর" (হিন্দী) আগষ্টের মধ্যে যাহাতে শেষ হয় তাহার চেষ্টা করা হইবে। তারপর "চিত্রলেখা" (হিন্দী)র কাজ আরম্ভ হইবে।

গর্জ্জন ও বর্ষণ

—শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

আকাশ ছেয়ে মেঘ এসেছে, কালো ক'রে মুখ,
ক্ষুব্ধ আবেগ-ভরা সজল বাষ্পরুদ্ধ বুক।
"কিসের তরে কার উপরে হোলো অভিমান?
হতাশ বুঝি ভালবাসার চেয়ে প্রতিদান?
ঐ-ত তোমার তড়িত বালা ত্বরিত-পদে এসে,
চকিত করে দিলে তোমায়,
গায়ে প'ড়ে হেসে।
তারেই তুমি ধ'মকে ওঠো—
কী-ই যে করো, ছি!
লুকিয়ে থাকে তাই চপলা—
তোমার শ্বশুর-ঝি।
বলি তোমায় ঠাণ্ডা হ'তে! গর্জ্জনে কি ফল?
এক নিমেষে এখনই ত' হ'তে হবে জল।"

ELEMENTARY
PHYSICAL CHEMISTRY By S. PALIT, M. Sc. (Gold Medallist)
2nd Edition—Just Out!

বি, এস, সি (পাশ কোর্স) ছাত্রের উপযোগী এই বহুল প্রচারিত বইয়ের পরিমার্জ্জিত দ্বিতী[য়] সংস্করণ বাহির হইল। বহু নূতন জিনিস সন্নিবিষ্ট করিয়া অতি যত্ন এবং শ্রম সহকারে সর্ব্বতোভাবে উন্নত ও কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

প্রাঞ্জল ভাষা, বহুসংখ্যক diagram, ভাল ছাপা ও কাগজ। Example worked ou[t] ইহার বৈশিষ্ট্য।

সকল দোকানেই পাওয়া যায়

প্রতাপ চন্দ্র স্মৃতি-বার্ষিকী

গত রবিবার, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৪৭ (ইংরাজী ২৮শে জুলাই, ১৯৪০), সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় লিলি বিস্কুট কোম্পানীর মুখ্যতম স্থাপয়িতা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের দ্বিতীয় স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

আচার্য্য স্যার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কে-টি, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি-তর্পণ

১৩ই শ্রাবণ সোমবার ১০নং গুলু ওস্তাগর লেনস্থ চন্দ্রকান্ত ইনষ্টিটিউশানে দেশপূজ্য পণ্ডিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ, কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছেন। প্রবাসী শিক্ষক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পালিত বি, এ, শ্রীযুক্ত রামদাস সেন শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত করুণাকান্ত ভট্টাচার্য্য বি, এ, হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, প্রমুখ বহু ভদ্র মহোদয়গণ বক্তৃতা করিয়াছেন।

সভাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। বক্তাগণ ছাত্রমণ্ডলীকে পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

মুগকল্যাণ ইনিঃ বাৎসরিক প্রতিযোগিতা

(ক) প্রবন্ধ—

১। "শরৎ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য"—সর্ব্ব-সাধারণের জন্য (ফুলস্কেপ কাগজের একদিকে ৪ পৃষ্ঠা)।

২। "আমার শিশুকাল"—স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী যাঁরা এবছর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁদের জন্য (ফুলস্কেপ কাগজের একদিকে ২ পৃষ্ঠা)।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর পরিচয় পত্রের সহিত প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

প্রবন্ধ পাঠানোর শেষ দিন—৩১শে আগষ্ট ১৯৪০।

(খ) আবৃত্তি—

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—"শাজাহান"—সর্ব্ব-সাধারণের জন্য।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—"বীর পুরুষ"—দ্বাদশ বর্ষের অনূর্দ্ধ বালক-বালিকার জন্য।

(গ) বিতর্ক প্রতিযোগিতা—

"আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার সু ও কুফল—সর্ব্ব-সাধারণের জন্য।

প্রত্যেককে ১০ মিনিট বলিতে দেওয়া হইবে।

স্বপক্ষে কি বিপক্ষে বলিবেন, তাহা নাম পাঠানোর সহিত পাঠাইবেন।

খ ও গ প্রতিযোগিতায়—১৫ই আগষ্টের মধ্যে নাম পাঠাইতে হইবে। ১লা সেপ্টেম্বর বেলা ২ ঘটিকায় (রবিবার) ইনষ্টিটিউট প্রাঙ্গণে প্রতিযোগিতা হইবে। প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় দুইটী করিয়া রৌপ্যপদক প্রদান করা হইবে।

জ্যোতির্ময় পাল
মুগকল্যাণ ইনিষ্টিটিউট,
মুগকল্যাণ পোঃ
হাওড়া।
অথবা ৩০।৪ বিডন রো, কলিকাতা।

শিক্ষক বনাম ছাত্র

গত ২৭শে জুলাই শনিবার ২৪ পরগণার অন্তর্গত নবাবগঞ্জের ছাত্রদের সহিত মাষ্টারদের একটি ফুটবল ম্যাচ হইয়া গিয়াছে। খেলাটি খুব ভালভাবেই শেষ হইয়াছে। ছাত্ররা মাষ্টারদের নিকট (১-০) গোলে পরাজিত হইয়াছে। এই খেলা দেখিবার জন্য বহু ছাত্র ও দর্শকবৃন্দ তথায় উপস্থিত ছিলেন।

নীলফামারী সংবাদ

১। অভিনয়

স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে নীলফামারীস্থ যুবকবৃন্দ কর্ত্তৃক 'ষোড়শী' এবং 'কৃপণের ধন' নাটক দুইখানি অভিনীত হইয়া গিয়াছে। অভিনয় খুবই নৈরাশ্যজনক হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া মনুবাবু, শিশির-বাবু, সূর্য্যবাবু এবং বিনিময়বাবু তাঁহাদের পূর্ব্ব খ্যাতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। নীলফামারীস্থ যুবকবৃন্দের অভিনয়ে বেশ সুনামই ছিল, কিন্তু তাঁদের এইরূপ অসাফল্যের জন্য দর্শকমণ্ডলী একটু আশ্চর্য্যান্বিতই হইয়াছেন।

২। খেলাধুলা

জলপাইগুড়ি Shield খেলায় "নীলফামারী দল" যথাক্রমে রঙ্গপুরকে ৩-২ গোলে এবং নওগাঁকে ১-০ গোলে পরাজিত করিয়া সেমি-ফাইনালে উঠিয়াছিল। I. F. A. প্রত্যাগত দোমোহিনী (B. D. Rly.) দলের সঙ্গে সেমি-ফাইনাল খেলিয়া নীলফামারী দল ৩-১ গোলে পরাজিত হইয়াছে। একমাত্র নীলফামারী দলের ঊষাবাবুর খেলা খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। খেলা আরম্ভ হওয়ার কয়েক মিনিট পরেই নীলফামারী দলের শচীবাবু আহত হইয়া মাঠ পরিত্যাগ করেন। খেলাটি খুবই প্রতিযোগিতামূলক হইয়াছিল।

ঢাকা-সংবাদ

(আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

মেডিকেল কলেজ

ঢাকাতে একটী মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটী বিশেষ কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাহারা ঢাকায় আসিয়া এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং স্থানীয় মিটফোর্ড হাসপাতালটী পরিদর্শন করিয়াছেন।

ঢাকায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইলে পূর্ব্ববঙ্গের একটী বহুদিনের অভাব পরিপূর্ণ হইবে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীব[illegible] চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ [illegible] টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ৮ই আগষ্ট, ১৯৪০ : বৃহস্পতিবার : ২৩শে শ্রাবণ, ১৩[illegible] [[illegible] সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক বাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক বাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—[illegible]
গোহাটী—"[illegible] কোর্ট", [illegible]
[illegible]

বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলের বাঙালী-প্রীতি

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশে সরকারী চাকরীর বাটোয়ারা লইয়া সম্প্রতি বাংলার আইন-পরিষদে যে-সব আলোচনা হইয়া গেল, তাহাতে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই চক্ষু ফোটা উচিত।

মাননীয় তমীজুদ্দীন খাঁ সাহেব বলিয়াছেন, মুসলমানদের জন্য যে-সব সরকারী চাকরী নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার জন্য বাংলাদেশে তাহার যোগ্য প্রার্থী যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বাংলার বাহির হইতে আনীত অন্য কোনও মুসলমানকে সে-পদে বাহাল করা হইবে, তবুও বাঙালী অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কাহাকেও সে পদে নিযুক্ত করা হইবে না।

বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলের এই বিচিত্র বিধানে দেশে একটি প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। গত অধিবেশন দিবসে উক্ত বিধানের সমর্থন কল্পে, বাংলার মুসলমান মন্ত্রীগণ যে-সব কারণ দর্শাইয়াছেন, সে-গুলি যেমন বিচিত্র ও অদ্ভুত, তেমন হিন্দুবিদ্বেষে ভরা এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ক্ষতিকর।

এই আলোচনায় খাঁ বাহাদুর নাজীমুদ্দীন আহমেদ সাহেব বলিয়াছেন—সাম্প্রদায়িকতা মৃত কিম্বা মৃতপ্রায় বলিলেই হয়, কেবল স্বার্থান্বেষী হিন্দুরাই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুনে, এই কলহ জাগাইয়া রাখিতেছে।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক সকল যুক্তির সার অমোঘ ও অব্যর্থ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন—ইসলাম চিরদিন গণতন্ত্রের পক্ষপাতী। [illegible] ইসলাম [illegible] জগতের সব মুসলমানই এক এবং [illegible]

[illegible] যোগ্যতম ব্যক্তিই নিযুক্ত হইবে। বাংলায় যোগ্যতর ব্যক্তি থাকিলেও বাহির হইতে অবাঙালী আনার বিরুদ্ধে যে আপত্তি, তাহার মূলগত কারণের সহিত তিনি একমত হইলেও, যেহেতু বাংলাদেশে এ নীতি সর্ব্বত্র অনুসৃত হয় না, সেই কারণেই বাংলা গভর্ণমেণ্টও এই মীমাংসা করিয়াছেন। এ শ্রেণীর যুক্তি পাঠশালা বড় জোর উচ্চ বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীস্থ বালক ছাত্রদেরই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। অথচ একথা বলিতেছেন, বাংলার প্রধান মন্ত্রী।

সার নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে একমাত্র বাঙালী হওয়াই যখন কোনও পদের যোগ্যতা নয়, তখন বাংলায় অবাঙালীকে নিয়োগ করায় বাধা কি? সাধারণতঃ তিনি এ নিয়ম মানেন না; তবে কোনও বিশেষ পদের জন্ম যদি কোনও বাঙালী মুসলমান না পাওয়া যায় তাহা হইলে অবাঙালী মুসলমান আনিতেই হইবে। কেন যে আনিতে হইবে, তাহার কারণ প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে, বাংলার স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন, বিহারে যে বহু বাঙালী চাকরী করিতেছে। তাহা হইলে বিহারীরাও এই কথা বলিতে পারে। আর এই মতই যদি সরকারকে গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে মিঃ জিন্নার মতে ভারতকে বিখণ্ডিত করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

খাঁ বাহাদুর সৈয়দ মুয়াজ্জামুদ্দীন হোসেন সাহেব বলিলেন, মুসলমান জাতি কেবল বাংলা বা ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মুসলমান আছে, সুতরাং সব মুসলমানই এক—ভাই-ভাই। বাহির হইতে যত বেশী আমদানী হইবে, ততই বাঙালী মুসলমানের মঙ্গল ইত্যাদি। ইনি ভারতের বাহিরের কয়টি স্বাধীন মুসলমান দেশ দেখিয়াছেন, জানি না—তবে একবার এই সব লোকদের ইরাণ তুরাণ প্রভৃতি দেশ দেখা উচিত এবং সেখানে কি হিসাবে কতটা যে মর্য্যাদা পান—তাহা এই সব লীগ-ওলাদের জানা দরকার। নিখিল ইসলামীয় সম দর্শনের স্বপ্ন, ভাঙা উচিত।

হাস্যকর। যদি অন্য কোনও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি, কি কোনও সাধারণ মুসলমান লীগ-পন্থী এ কথা বলিতেন, যেমন তাঁহারা প্রতিনিয়ত চিৎকার করিতেছেন এবং যে-সব কথা কেহ পড়েও না শুনেও না—তাহা হইলে কোনও কথা ছিল না; কিন্তু ভারতের অন্যতম এক বৃহৎ প্রদেশের দায়িত্বশীল মন্ত্রি-মণ্ডলের এবম্প্রকার উক্তিতে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইয়াছি।

তমীজুদ্দীন সাহেব যদি প্রস্তাব করিতেন মুসলমান-নির্দ্দিষ্ট পদের যোগ্য মুসলমান প্রার্থী না পাওয়া পর্য্যন্ত, যে-কোনও সম্প্রদায়-ভুক্ত কোনও একজন যোগ্য বাঙালী সেই পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইবেন এবং যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া মাত্রই, অমুসলমান ভদ্রলোককে সে-পদ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলে মন্ত্রী মহাশয়ের মন্ত্রণাদানের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমরা কতকটা নিশ্চিত ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতাম। ইহার ঈদৃশ বিবেচনায় সকল সম্প্রদায়ই সন্তুষ্ট হইত। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের নিকট এ আশা করা যে ধৃষ্টতা—তাহা পদে পদে বুঝিতেছি।

আমাদের মনে হয়, খাঁ সাহেব যে আমাদের প্রস্তাবিত মত বিষয়টি উপস্থাপিত করেন নাই, তাহার একমাত্র কারণ যোগ্য মুসলমান না পাওয়া গেলে এ-পদ কোনও হিন্দু পাইবে হউক না অস্থায়ীভাবে, অতএব সে সুযোগ রোধ করিতে বাহির হইতে মুসলমান না-আনা ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। হিন্দু-মুসলমানের অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে মুসলমান মন্ত্রীগণের যদি এই হিন্দু বিদ্বেষ ও মনোভাব পদে পদে ব্যক্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি হিন্দু-বঙ্গের আস্থা কি করিয়া হয়?

অবশ্য, মুসলমানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পদে স্থায়ীভাবে মুসলমানই নিযুক্ত হইবে, ইহাতে হিন্দুদের সম্প্রদায়গত কোন স্বার্থই হানি হইতেছে না, হিন্দু-বাংলার আপত্তি বাঙালীর জাতীয় মঙ্গলের এ বিধি পরিপন্থী, এইজন্য। অবাঙালী মুসলমান একবার আসিলে এবং মুক্ত পথের নির্দেশ দিলে, অবাঙালী মুসলমানে বাংলাদেশ ছাইয়া যাইবে। ইহারা একবার ঢুকিলে, ইহাদিগকে সরান ইহাদের সুকঠিন হইবে এবং বড় জোর দশ বৎসরের মধ্যে অবাঙালী মুসলমানেরাই বাঙালী মুসলমানদিগের কাঁধে চড়িয়া এমন নৃত্য জুড়িয়া দিবে যে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায় তখন নিশ্চয় এই মন্ত্রিমণ্ডলের শতমুখে জয়গান করিবে!!

যিনি বলিয়াছেন বাহির হইতে অবাঙালী মুসলমান আসিলে বাঙালী মুসলমানের কল্যাণই হইবে, তিনি হয়ত ভাবিয়াছেন এতদ্বারা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইবে, যদ্বারা মুসলমানেরা আকল্প অক্ষয় সংখ্যাগৌরবে গরীয়ান থাকিবে। নিশ্চয়ই, এ বিধানে মুসলমানের সংখ্যা বাংলায় নিশ্চয়ই বাড়িবে, তবে সে বৃদ্ধিটা যে কতখানি বাঙালী মুসলমানের গৌরববৃদ্ধি করিবে; সেটা এই কুকল্পনাকুশল হিন্দুবিদ্বেষান্ধ মন্ত্রীমণ্ডলের দেখিবার শক্তি নাই, আমরা দেখিতেছি দিব্য চক্ষে। শতকরা ৫৫ যেখানে, সেখানে ৬০ই বা কি, আর ৭০ই বা কি? তবে তখন আর এক নূতন বাটোয়ারা-কলহের সৃষ্টি হইবে। এখন কলহ হিন্দু-মুসলমানে তখন হইবে মুসলমানে-মুসলমানে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের মোল্লা-সুলভ ধর্ম্মান্ধতা নিবন্ধন আজিকার এই ইসলামিয় নিখিল সৌভ্রাত্রের-কল্পনা সেদিন দেখা দিবে প্রচণ্ড স্বজাতি বিদ্রোহে। কাজেই এ আইনে মন্ত্রীমণ্ডল নিজেদের অদূরদর্শিতায় মুসলমান সম্প্রদায়েরই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি করিতেছেন।

হিন্দুদের দুর্নাম রটাইয়া মুসলমানদিগকে যাহারা হিন্দুবিদ্বেষী করিয়া তুলিয়াছেন এব তুলিতেছেন, তাঁহারা বলেন, হিন্দুর মুসলমানদিগের প্রতি অবিচার করে, যদি কেহই তাহার কোনও প্রমাণ দর্শাইতে পারেন না। সাধারণ মুসলমানেরা তাহা বিশ্বাসও করে। কিন্তু আজ বাঙালী মুসলমা সমাজ ভাবিয়া দেখুন, তাঁহাদের নিজ মুসলমান মন্ত্রীমণ্ডলের বিধানে, তাঁহা কিরূপ উপকৃত হইতেছেন।

সাহিত্য-দর্পণ

—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

বর্ত্তমানে যাঁরা নিয়মিত সাহিত্য-সমালোচনা করেন বা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি লক্ষণ ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁদের সংখ্যা এত কম যে আঙুলে গুণে শেষ করা যায়। কবিতা ও গল্প-লেখকের সংখ্যা সাহিত্যে যে অনুপাতে বাড়ছে, তার তুলনায় critic বা সমালোচকের সংখ্যা আধুনিক যুগে নগণ্য বলতে হবে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে হয়তো দেখা যাবে যে, আধুনিকতার বিজ্ঞাপনের অন্তরালে চিন্তা-জগতে আমরা রিক্ত হয়ে পড়েছি। হয়তো একথা আমরা স্বীকার করতে চাই না যে, আধুনিকতা, মডার্ণিসম্ প্রভৃতি গালভরা বিশেষণ সর্ব্বাঙ্গে এঁটে, আমরা মননশীলতার দিক থেকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের চেয়েও পেছিয়ে পড়েছি। সুতরাং বাংলা দেশের সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্র যে ক্রমশঃই জনবিরল হয়ে পড়বে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

*

অপ্রিয় হলেও একথা মানতে হবে, কি সমালোচক, কি কবি, কি ঔপন্যাসিক সকলের পক্ষেই সাহিত্য-চর্চ্চা বর্ত্তমানে পেশা হিসাবে গ্রহণীয় হয়েছে। এ ছাড়া অন্য উপায়ও কিছু ছিল না। সাহিত্যিককে স্থুল ক্ষুধা মেটাবার জন্যে ছুটতে হয় অন্যের দুয়ারে, তাঁকে বেঁচে থাকবার সংস্থান করতে হয়। এর মধ্যেও যদি তাঁর সাহিত্য-চর্চ্চার নেশাটা প্রবল হয়ে ঘাড়ে চাপে, তার দাবীও তাকে মেটাতে হয় অবকাশহীন দৈনন্দিন জীবনের ফাঁকে ফাঁকে। শুধু মলয় আর চাঁদের আলোর আওতায় সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। তার জন্যে চাই কঠিন জ্ঞান-স্পৃহা। জ্ঞানের এই পিপাসা, সাহিত্য-রচনার যা প্রথম কথা, তা মেটাবার সময় ও সুযোগ বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যিকদের ক'জনের ভাগ্যে জোটে তা সন্দেহের বিষয়। তাই আধুনিক সাহিত্যে যদি চিন্তাহীনতার পরিচয় মেলে, আধুনিক উপন্যাস ও কবিতা যদি কুয়াসার মত বাষ্পময় হয়ে ইথারের বস্তু হয়ে ওঠে, তার জন্যে অভিযোগ জানাব কার কাছে? একজন খ্যাতনামা ইংরেজ-সাহিত্যিক এ সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর কথা বলেছেন।

"Literature is a mistress that will not share her lover with any rival, and if she is to unveil her face in all its beauty, this can only be in the still atmosphere of the harem".

অথচ হারেমের এই স্নিগ্ধ প্রশান্তি জীবন-যাত্রার অসমতল পথে আমরা আজ হারিয়ে ফেলেছি।

*

বাংলা সাহিত্যের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে একাধিক উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সমালোচকের সন্ধান মিলবে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, চন্দ্রনাথ বসু, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক গত যুগের সমালোচনা-সাহিত্যের যে আদর্শ রেখে গেছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক "প্রগতিশীল" যুগে সমালোচনার সেই উঁচু আদর্শ থেকে আমরা নীচে নেমে এসেছি। বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যে যে ক'খানি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত ভাবে সাহিত্য-রস পরিবেশন করেন, নিয়মিত সমালোচনা বিভাগ তাদের একখানিরও নেই। ভূতপূর্ব্ব "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে এক সময় সাময়িক সাহিত্য-সমালোচনার যে নিয়মিত বিভাগটি ছিল, পত্রিকাটি লুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ধরণের সাহিত্যালোচনা মাসিকের ক্ষেত্র থেকে লোপ পেয়েছে। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সাহিত্য সমালোচনার সেই ধারাটি অব্যাহত রাখা যেতে পারতো কিন্তু কাজে তা সম্ভব হয় নি। এই ভাবে অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে বাংলা দেশের সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বগুলি গড়ে উঠেছিল, আমরা একে একে তা হারিয়ে ফেলছি।

*

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উনপঞ্চাশৎ স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি কলকাতায় ও বাংলা দেশের নানা স্থানে সভা-সমিতি হয়ে গেল। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন ও অক্ষয় কুমারের নাম পুরোভাগে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য-রচনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর "বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবে", প্রস্তাবটি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন গদ্যরচনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্বরূপ আমরা উক্ত 'প্রস্তাব' থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি।

"তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না। যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জ্জয় রিপুবর্গ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়। হায়, কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক আচার রক্ষা করাই পরম ধর্ম্ম: আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাগণ জন্মগ্রহণ না করে।"

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের এই শৈশব যুগে ভাষার গঠনপ্রাঞ্জলতা ও ধ্বনি-লালিত্য আমাদের বিস্মিত করে তোলে। "বিদ্যা-সাগরী ষ্টাইল" বলতে বর্ত্তমান যুগে আমরা অদ্ভুত কিছু ধারণা করে বসি। কিন্তু যে প্রচ্ছন্ন ছন্দজ্ঞান ও ধ্বনিসামঞ্জস্য উৎকৃষ্ট গদ্য-রচনার লক্ষণ, ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কি "বেতাল

পঞ্চবিংশতি" কি "শকুন্তলা"—তাঁর সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব গদ্যভঙ্গী সৃষ্টি করে গেছেন।

*

বিবাহ সম্বন্ধে বিগত ও বর্ত্তমান যুগের বহু মনীষীর বিভিন্ন মত আমাদের কৌতূহল ও আনন্দের খোরাক যোগাবে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই সব জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি আমাদের অতি-প্রয়োজনীয় সামাজিক অনুষ্ঠানটির যে স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, তার প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে সত্যের একাংশই হয়তো ফুটে উঠেছে।

*

বিবাহ পুষ্পিতযৌবনা বালিকার পতিব্রতার সমাধি-উৎসব—মোপাসাঁ।

*

প্রেমাকাঙ্খী যুবকের জীবন বসন্তের উৎসবমুখরিত, বিবাহের পরে সেই জীবনে নেমে আসে শীতের তুহিনবর্ষী কুহেলিকা—সেক্সপিয়ার।

বিবাহ একটা চমৎকার ধাপ্পাবাজী, আমাদের যে জৈবপ্রবৃত্তি অতিক্ষণস্থায়ী বিবাহ সেই প্রবৃত্তিকে দীর্ঘবিলম্বিত করতে চায়—নিট্‌সে।

*

কৌমার্য্যের স্বর্গ থেকে নির্ব্বাসিত পুরুষের রুক্ষ জীবনে স্ত্রী জোগায় একটা সাময়িক সান্ত্বনার অর্থহীন প্রলেপ। বিবাহিতা স্ত্রী একটা দামী উপহার দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নয়—গ্যেটে।

*

বিবাহ হচ্ছে ব্যক্তিগত গোপন কামনার একটা অদ্ভুত বাহ্যিক প্রকাশ, বিবাহ চুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই চুক্তিদ্বারা স্ত্রীলোকে স্ত্রীর সামাজিক মর্য্যাদা লাভ করবার জন্যে পুরুষের কাছে দেহ বিক্রয় করে আর লাভ করে রূপহীন বৃদ্ধবয়সে গ্রাসাচ্ছাদনের একটা সুনিশ্চিত সংস্থান—বার্ণার্ড স।

*

বিবাহজীবন একটা সুদীর্ঘ সোজা গলিপথ যার মধ্যে মোড় ফেরবার আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই।—মিস্ মুলক।

*

প্রসিদ্ধ মহিলাকবি শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু মহাশয়ার জয়ন্তী-উৎসব একটা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। খুলনায় যাঁরা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করেছিলেন তাঁরা সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নেই। যে যুগে তিনি জন্মেছিলেন সে যুগে সাহিত্য রচনা কোন মহিলার পক্ষে সুলভ ছিল না, সে যুগের সামাজিক সংস্কার স্ত্রী-শিক্ষার ঘোর প্রতিকূল ছিল। যে যুগে লেখাপড়া শিখলে স্ত্রীলোক বিধবা হয়—এই ধারণা বলবৎ ছিল সে যুগে এই মহিলা কবিকে লাঞ্ছনার কণ্টকময় পথ বেয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল তা আমরা কল্পনা করতে পারি। সাংসারিক জীবনে নানা আঘাতে কাতর হলেও এই মহিলা-কবির জীবনে এই সার্থকতা ঘটেছে যে, তিনি পরিণত বয়সে দেখে যেতে সমর্থ হলেন, যে তাঁর ব্রত সাফল্য লাভ করেছে। সাহিত্যের অরুণোদয়ের যুগে যে পথে তাঁরা নিঃসঙ্গে ও সসঙ্কোচে যাত্রা করেছিলেন সেই পথ আজ বহু পথিকের কলধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
শান্তি
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোগ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, মধ্যা—১৸০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি. লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

ঘুম

—শ্রীকরুণাময় আচার্য্য

তোমার চোখেতে ঘুম এলো : এলো ঘুম পাতায় পাতায়
এলো ঘুম বাতাসের পাখায় পাখায়।
দিনের আকাশে ঘুম, রাতের আকাশে ঘুম :
আকাশের বুকে ঘুম, তোমার মুখেতে ঘুম
ঘুম নামে শিরায় শিরায়
ঘুম নামে ধীরে ধীরে, ঘুম নামে শিরশিরে,
ঘুম নামে গাছের ছায়ায়।
দিনের আকাশে চাঁদ, রাতের আকাশে চাঁদ :
আকাশের বুকে চাঁদ, তোমার মুখেতে চাঁদ
ঘুমের তরঙ্গ বেয়ে সেই চাঁদে নেমেছে জোয়ার
প্রাণপণে তারি বুকে ডানাহীন তোমার সাঁতার।

ঘুমের সোণার কাঠি ছুঁয়ে গেছে কোনো বুঝি ঘুমের কুমার ?
চোলেছে ঘুমের দেশে, বল্গা দু'হাতে ধরে,
তারি সাথে ঘুমের সোয়ার।
তোমার চোখেতে ঘুম, তোমার মুখেতে ঘুম
মুখের ওপরে ঘুম, ঠোঁটের কোণেতে ঘুম
ঘুমে ভরা কাণ : সেই কাণে ফিসফিসে আমি কথা কবো
ঈষৎ হাসিতে তুমি বাঁকায়ো ঘুমের ঠোঁট,
তারি পানে আমি চেয়ে রবো।

১২শ বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা

দীপালী

৮ই আগষ্ট, ১৯৪০

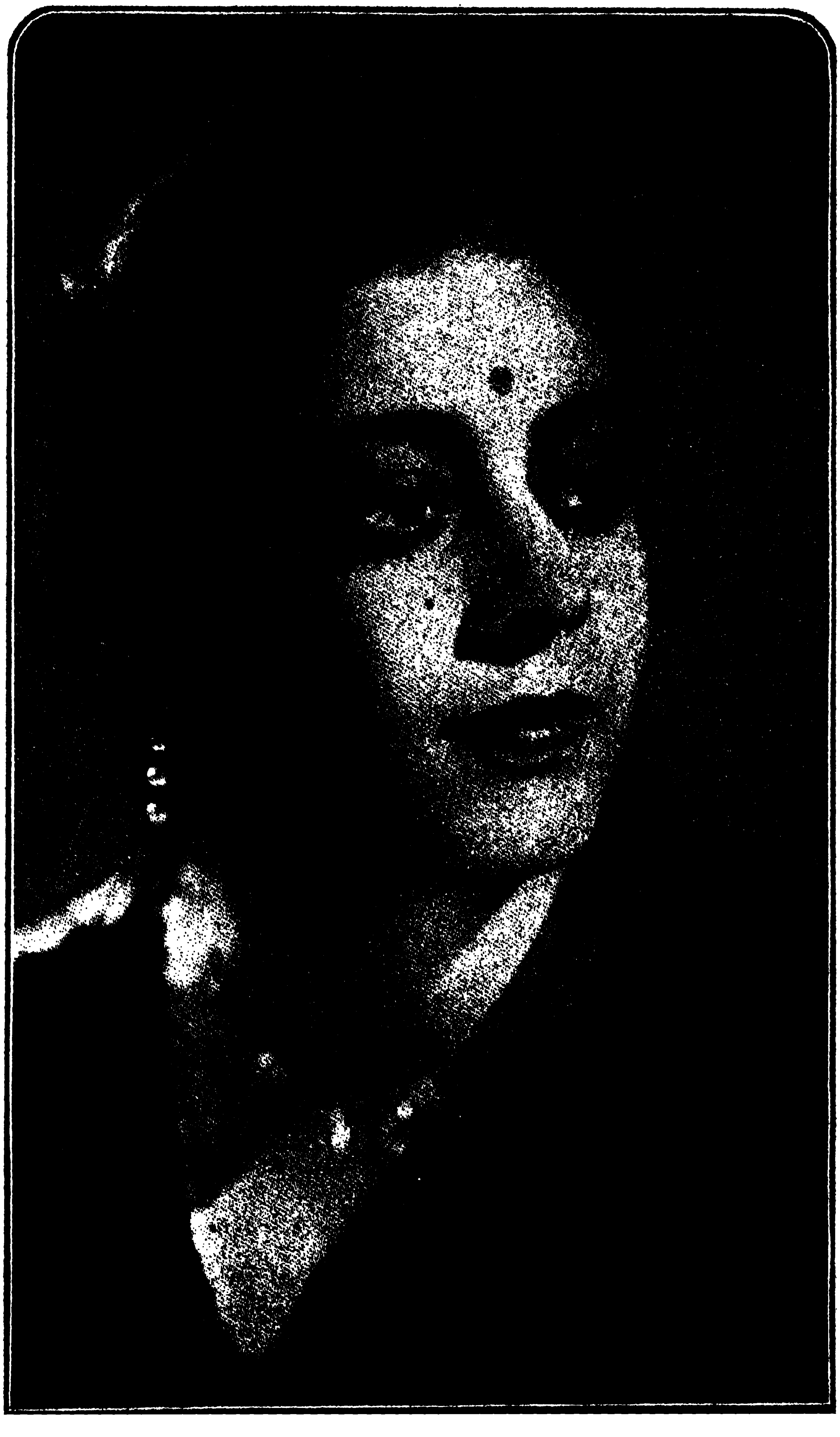

শ্রীমতী কানন দেবী

নিউ থিয়েটার্সের আগামী চিত্র "অভিনেত্রী" (হিন্দী-"হারজিৎ")তে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা। পরিচালক অমর মল্লিক।

দীপালী

১২শ বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা

১

কৃষ্ণ মুভীটোনের প্রথম বাংলা বাণী-চিত্র "শাপমুক্তি"তে প্রমথেশ বড়ুয়া ও রবীন মজুমদার। ছবিখানি ৩১শে আগষ্ট উত্তরায় মুক্তিলাভ করিবে। পরিচালনা করিয়াছেন প্রমথেশ বড়ুয়া।

অ্যান সদার্ণ

হলিউডের সুরূপা ও স্বাস্থ্যবতী চিত্রনটীদের ভিতরে ইনি অন্যতমা।

শ্রীমতী মলিনা

এসোসিয়েটেড প্রোডাকসানের "আলো-ছায়া"তে অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছেন।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক ভি, শান্তারামকে প্রভাত ফিল্মের "জ্ঞানেশ্বর" চিত্রের বালক অভিনেতাদের সঙ্গে দেখা যাইতেছে। ষ্টুডিওর ছেলে-মেয়েরাও যে তাঁহাকে ভালবাসে উক্ত ছবিটিই তাহার প্রমাণ।

ম্যারিয়ন মার্টিন

নিজের স্বাস্থ্যকে অটুট রাখিবার জন্য তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করেন, কারণ অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মত তাঁহারও বিশ্বাস যে স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য।

শ্রীমতী মীনাক্ষী

হংস পিকচার্সের "পর-কী-রাণী" চিত্রে সুঅভিনয় করিয়াছেন।

মার্লিন ডিয়েট্রিচ

শীঘ্রই ইহাকে ইউনিভার্সালের "Seven Sinners" চিত্রে দেখা যাইবে।

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(১৩)

ঋতেনের পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার বিয়ে হয়ে গেল। রাজকুমার-বাবু সুশীলবাবুকে কথা দিয়েছিলেন পরীক্ষার পরই বিয়ে দেবেন, কাজেই কারও কোন আপত্তি চলতে পারে না। ঋতেন নিশীথকে আসতে বলবার জন্যে নির্ম্মলাকে বলেছিল, অবশ্য প্রণতির সঙ্গে যে তার পরিচয় হয়েছে একথা কেউ জানত না। নির্ম্মলা জানতেন নিশীথকে আসতে বললেও সে আসবে না, আর নিজে থেকে যদি রাজকুমার তাকে না ডাকেন, কাউকে ডাকতেও দেবেন না। ঋতেনকে কিন্তু সে-কথা বললেন না, শুধু বললেন, "এখন বললে সে আসবে না বরং তার দুঃখ হবে; কি দরকার!" ঋতেন দেখলে নির্ম্মলা ঠিকই বলেছেন, সেজন্য সে আর জোর করলে না, কিন্তু প্রণতিকে সব কথা লিখলে। লিখতে তার ভয়ানক রকম অসুবিধে হচ্ছিল; জীবনে সে খুব কমই চিঠি লিখেছে, আর কখন কোন মেয়েকে চিঠি লেখেনি, তবু তাকে লিখতে হল—তার মনে হল প্রণতিকে না লেখাটা তার অন্যায়। প্রণতি এখন আর হাসপাতালে দেখা একজন অচেনা মেয়ে নয়, সে তার দাদার বৌ; মাঝের এই ঘটনাগুলো না থাকলে আর খৃষ্টান না হলে বাড়ীর প্রথম বৌ হিসেবে তার অধিকার হ'ত সবচেয়ে বেশী। প্রণতিকে সে সব কথাই লিখেছিল—শীলার সঙ্গে যে নিশীথের বিয়ের কথা হয়েছিল সে খবরও দিয়েছিল, কিন্তু প্রণতি সে সব কথা নিশীথকে জানায় নি। সে জানত তাতে শুধু নিশীথের দুঃখই বেড়ে যাবে। যাদের সে আজীবন ভালবেসে এসেছে তাদের সকলের অভাব প্রণতি কেন কোন মেয়েই পূরণ করতে পারে না। প্রণতির সব সময় ভয় হ'ত—পাছে তার অভাবের সম্বন্ধে নিশীথ সচেতন হয়ে ওঠে। সে মুহূর্ত্তে সে ভেবে দেখবে যে সে কত ছেড়েছে আর কি পেয়েছে, সে সন্তুষ্ট হতে নাও পারে। প্রণতি কিছুতেই ভুলতে পারত না যে নিশীথ তার জন্যেই সব ছেড়েছে, তাই কোন কারণেই তাকে দুঃখ দিতে পারত না।

শীলার সঙ্গে ঋতেনের খুব ভাব হয়ে গেল; আগেকার যুগের লোকেরা এত অল্প সময়ে, এত ঘনিষ্ঠতা কল্পনা করতে পারতেন না, তাই তাঁরা বর্ত্তমান যুগের ঘনিষ্ঠতাকে সমর্থন করতে পারেন না। তাঁদের যুগে পরস্পর পরস্পরের সাহচর্য্যের জন্যে এতখানি ব্যস্ত হয়ে থাকত না, আজকাল যেমন থাকে; তাঁদের তার দরকার হত না, যে বয়েসে পুরুষ নারীর বা নারী পুরুষের সঙ্গের জন্যে ব্যস্ত হয় সে বয়েস পর্য্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতে হ'ত না। শীলা কলেজে পড়া মেয়ে। তার বয়েসের অশিক্ষিতা মেয়ে বাস্তব জীবনের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থেকে যতটা শেখে, সে তার অবকাশ পায় নি। কলেজের অন্য আরও অনেক মেয়ের মত তার অজ্ঞাত জগতে বন্ধুত্ব করবার অবসর হয় নি; কলেজে পড়তে দিলেও তার বাবা মা সে বিষয় তাকে কোন স্বাধীনতা দেন নি। শীলা শ্বশুরবাড়ী এসে রাজকুমারবাবু ও নির্ম্মলার স্নেহে, অণিমার ভালবাসায়, ঋতেনের দুষ্টুমিতে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। মাত্র ক'দিন আগে যে তার চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল সে কথা তার মনেও পড়ে না। সে জানে রাজকুমার দেবতা, তা না হলে এ বাড়ীতে তার প্রবেশের অধিকার হত না।

ঋতেনের এখন বাইরে যাবার তাগিদ্ নেই, সিনেমারও আকর্ষণ নেই। কেউ জিজ্ঞেস করলে হয়ত বলত—পরীক্ষা হয়ে গেছে, কলেজ যাবার দরকার নেই, আর চোখটা বেজায় খারাপ হয়েছে তাই সিনেমায় যাওয়া ছেড়েছে, কিন্তু এ কৈফিয়তে অণিমাকে সন্তুষ্ট করতে পারতো না, সুযোগ পেলেই সে ঠাট্টা করত।

কি কারণে শীলা ঘরে এসেছিল। সে জানত না যে ঋতেন ঘরে ছিল। ঋতেন তাকে ধরে ফেললে, পাশে বসিয়ে মাথার ঘোমটা দিলে খুলে।

শীলা বললে, "তুমি দিন দিন কি হচ্ছ? দিনের বেলা, একবাড়ী লোক, এ রকম করে বসে থাকতে লজ্জা করে না?"

ঋতেন বেশ সহজ সুরে বললে, "লজ্জা করবে কেন?"

"যদি কেউ এসে পড়ে?"

"তারই লজ্জা করা উচিত। বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই জানা উচিত যে আমার ঘরে এখন আমার রীতিমত বিবাহ করা স্ত্রী শ্রীমতী শীলা দেবী বিরাজমানা। এ সত্বেও যদি কেউ আসে তবে আমি কি করতে পারি? অবশ্য যদি বল তাহলে ঘরের বাইরে একটা "প্রবেশ নিষেধ" লাগিয়ে দিতে পারি।"

শীলা বললে, "ঠাট্টা হচ্ছে? আমার কিন্তু…"

ঋতেন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "লজ্জা করে? বর্ত্তমানে তার তো কোন লক্ষণই দেখছি না, বেশ বসে আছ।"

শীলা রাগ করে বললে, "জোর করে ধরে রাখবে অথচ···"

"কি অন্যায়টা করেছি? নিজের স্ত্রী, পরস্ত্রী তো নয়।"

শীলা দুষ্টুমি করে বললে, "আচ্ছা, পুরুষ মাত্রেরই পরস্ত্রীর ওপর লোভ কেন বলত?"

"কারণ নিজের স্ত্রী পরস্ত্রী নয় তবে আমি এখন নিজের স্ত্রী ছেড়ে পরস্ত্রীর দিকে নজর দিতে একেবারেই প্রস্তুত নই।"

শীলা উঠতে চেষ্টা করলে; ঋতেন তাকে ধরে রাখলে।

শীলা বললে, "মা কি ভাবছেন বলত?"

ঋতেন হাসতে হাসতে বললে, "মায়েরা কিছু ভাবে না।"

চঞ্চলা এল একখানা চিঠি নিয়ে, বললে, "ছোট মামা, দাদু বললেন বড্ড দরকারী চিঠি।" চিঠিটা নিয়ে ঋতেন তার পোষ্ট অফিসের ছাপটা দেখলে, তারপর খুলে তাড়াতাড়ি পড়তে আরম্ভ করলে। পড়া শেষ করে চঞ্চলাকে বললে, "তোর কি চাই বল?"

চঞ্চলা বললে, "মামীমা যেরকম কাপড় পরে রয়েছে ঐ রকম একটা কাপড়।"

শীলা বললে, "কি ব্যাপার? দাতা কর্ণ হয়ে উঠলে যে?"

ঋতেন তাকে চিঠিটা পড়তে দিলে। শীলা চিঠিটা পড়ে বললে, "ও, আগ্রায় চাকরী দেবে বলেছে? কেন? বাবা কি তোমায় চাকরী করতে বলেছেন?"

"চাকরীটাই প্রধান উদ্দেশ্য নয়; কখনও বাইরে যাই নি, এ সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না। তোমার কি বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না?"

"আমরা চলে গেলে বাবা-মা কি করে থাকবেন?"

"সে যা হয় হবে, আমি মা'কে বলে আসি" বলে ঋতেন ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

নির্ম্মলাকে বোঝাতে তার দেরী হল না। নির্ম্মলার নিজের কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু তিনি ভাবছিলেন রাজকুমার হয়ত আপত্তি করবেন; তাছাড়া মাত্র এই ক'দিন বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে বাইরে যাওয়াও ঠিক নয়। তিনি বললেন, "চাকরীর তোমার কি দরকার?"

সে বললে, "ছেলেরা তো পয়সা না নিয়ে কলেজে কাজ শেখে, এরা আমায় পয়সা দিতে চাইছে, যাই কিছুদিন ঘুরে আসি; পরে ছেড়ে দিলেই হবে।" নির্ম্মলা আর আপত্তি করলেন না।

ঋতেন তার জিনিষপত্র ঠিক করতে লাগল। সে জানত ঠিক সময়মত নির্ম্মলা রাজকুমারকে রাজি করাবেন। এত কাপড়, জামা, স্যুট সে সঙ্গে নিচ্ছিল যে কেউ দেখলে মনে করত সে বিলেত যাচ্ছে। শীলা কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছিল সে জানতে পারে নি। শীলা জিগ্‌গেস করলে, "তাহলে তুমি যাবেই?"

ঋতেন হাসতে হাসতে বললে, "কেন? মন কেমন করবে? কখন এতদূর যাইনি; লক্ষ্মীটি রাগ কোর না! আরও একটা কারণ আছে। একজনকে কথা দিয়েছি যে ওদিকে গেলে এলাহাবাদে তার কাছে যাব।"

শীলা গম্ভীর হয়ে বললে, "সে একজনটী কে বলত? প্রণতি দেবী কি?"

ঋতেন আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "তুমি কি করে তাঁর নাম জানলে? তাঁকে চেন নাকি?"

"না চিনি না। ডায়েরীর পাতায় পাতায় তার নাম," ঋতেনের মনে পড়ে গেল যে তার ডায়েরীখানা শীলা চেয়ে নিয়েছিল। ঋতেন বললে, "কি রকম করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে জান তো?"

"জানি বৈকি! বেশ "রোম্যান্টিক" বলা যায়।"

অন্য কোন ছেলে হলে "রোম্যান্টিক" কথাটা শুনে বিরক্ত হ'ত, কিন্তু ঋতেন কথাটার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝতে পারলে না; বললে, "তাহলে তো তুমি নতি'দির আর একটা পরিচয়ও জান?"

একটি বড় ইন্সিওরেন্স কোম্পানী দেখিয়াছে
অস্বাস্থ্যকর দাঁতই অর্দ্ধেকাংশ মন্দস্বাস্থ্যের কারণ।

দাঁত ক্ষয় হইয়া যত নষ্ট হয় তদপেক্ষা বেশী নষ্ট হয় মাড়ির অযত্ন, মাড়ি ফোলা বা পাইওরিয়া প্রভৃতি কারণে। মাড়ি ব্যথা ও প্রদাহযুক্ত হইয়া অথবা সহজে রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইয়া এই রোগের সূচনা হয়। এই অবস্থায় কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ ইহাতে শুধু দাঁত নষ্ট হওয়া নয়, সমস্ত শরীর বিষাক্ত হওয়ার ভয় থাকে।

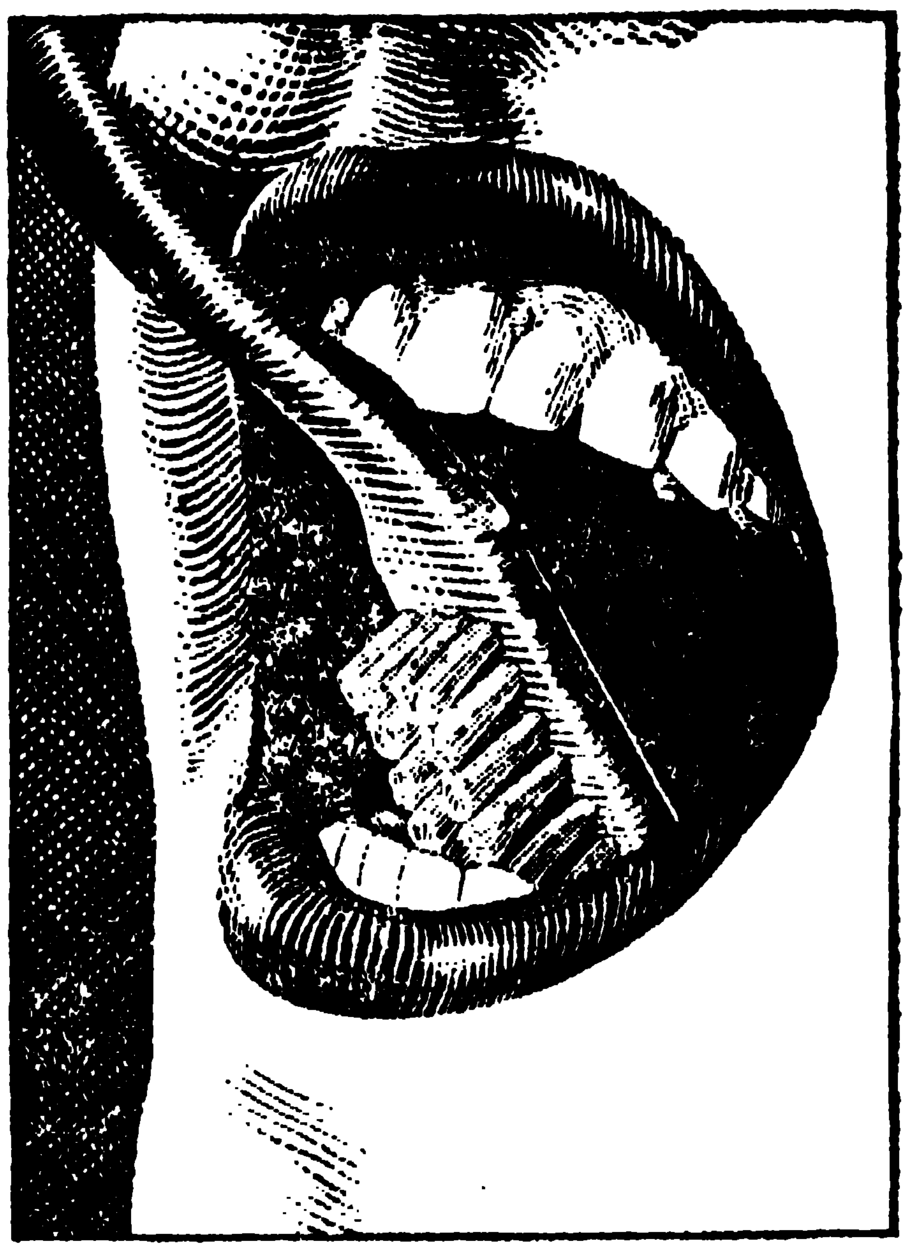

গিবস্ এস, আর, টুথপেষ্টে সোডিয়াম রিসিনোলিয়েট (Sodium Ricinoleate) সতেজ অবস্থায় থাকে। ইহাদ্বারাই দন্তচিকিৎসকগণ সুনিশ্চিত ভাবে দন্তরোগের চিকিৎসা করেন। ইহা দাঁতের মাড়ির মধ্য হইতে অনিষ্টকর জীবাণু বাহির করিয়া উহাদের নষ্ট করে।

গিবস্ এস, আর দাঁত সাদা করে, নিঃশ্বাস সুরভিত করে, পাইওরিয়া ও অন্যান্য মাড়ির রোগ প্রতিষেধ করে এবং মাড়িকে রোগ-প্রতিরোধক্ষম করিয়া তোলে। নিয়মিতরূপে গিবস্ এস, আর দ্বারা দাঁত মাজিলে দাঁত নীরোগ ও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং আপনার স্বাস্থ্য বজায় রাখে।

সব ছাড়িয়া আজ হইতেই গিবস্ এস, আর ব্যবহার করুন।

D. & W. GIBBS LTD., LONDON

GSR 13-671 BG

"জানি বলেই তো আশ্চর্য্য লাগছে। তোমার বাবা-মা যার জন্তে তোমার দাদাকে ছাড়লেন…"

"তাঁর জন্তে বাবা-মা দাদাকে ছাড়েন নি, ছেড়েছেন সমাজের ভয়ে। তাঁকে জানলে বাবা-মা কখনই তা পারতেন না। নন্তি'দির সঙ্গে পরিচয় হলে তুমিও তাঁর ভক্ত না হয়ে পারবে না।"

শীলা বললে, "তাই না কি? আমি তো ভেবেছিলাম শুধু পুরুষরাই তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠে।"

"ছিঃ শীলা, তুমি তাঁকে চেন না, তাঁর সম্বন্ধে কিছু জান না, এ ভাবে তাঁর সম্বন্ধে যা তা বলা তোমার উচিত নয়। আমার মনে হয় তাঁকে দেখলে বাবা দাদাকে ক্ষমা করবেন।"

"তাহলে দেরী করছ কেন? বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা করিয়ে দাও।"

"চেষ্টা করব, তবে আর কিছুদিন পরে; এখন বাবা বড্ড চটে আছেন। তোমায়ও আমার সাহায্য করতে হবে। আমি জানি আমি যাকে শ্রদ্ধা করি, তুমি তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারবে না।"

শীলা বললে, "আমি জানতাম, 'আমায় ভালবাসতে হলে আমার কুকুর ছানাটাকেও ভালবাসতে হবে' এ কথা ও দেশের মেয়েরাই বলে, কিন্তু এ দেশের ছেলেরাও যে বলে তা জানতাম না। তা ছাড়া সম-বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে শ্রদ্ধা কথাটা শুনলে হাসি পায়।"

স্নেহেন তার কথাগুলো শুনে চম্‌কে উঠল। কোন লেখাপড়া জানা মেয়ে যে এভাবে কথা বলতে পারে তা সে আশা করে নি; সে বললে, "এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না; বুঝলাম, তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না।"

শীলা একটুও অপ্রস্তুত না হ'য়ে বললে, "স্ত্রী বলেই তোমার সব কথা নির্ব্বিচারে মেনে নোব এই যদি তোমার ধারণা হয়

গল্প

অভাব

—শ্রীঅমিয়ভূষণ গুপ্ত

বিকেলবেলা খেলতে খেলতে সহসা কাঁদো-কাঁদো মুখে বাড়ীর ভেতরে এসে খোকা ডাকল : মা।

সুরমা তখন ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। ছেলের ডাকে সস্নেহকণ্ঠে সাড়া দিলে : কী বাবা!

খোকা অভিযোগ জানাল : বাবুল আমার হাতে তা'র রবারের হাতীটা একটিবারও দিলে না।···আমায় ওম্নি একটা হাতী কিনে দিতে হবে, বাবুলেরটার চাইতেও সুন্দর, বুঝলে!

বাবুল পাশের দত্ত-বাড়ীর ছেলে, খোকারই সমবয়স্ক খেলার সাথী।

সুরমা ব্যাপারটা বুঝে খোকাকে শান্ত ক'রবার চেষ্টা ক'রলে : ছিঃ, রবার বুঝি ছুঁতে আছে! কী বোকা রে তুই!

খোকা অপ্রতিভ হ'য়ে যায়। সন্দিগ্ধ-গলায় প্রশ্ন করে : তবে বাবুল যে ছোঁয়!

সুরমা খোকাকে কাছে টেনে এনে, তা'র অভিমান-স্ফুরিত গাল দুটিতে হাত বুলুতে বুলুতে বললে : ছুঁক গে, তুমি লক্ষীছেলে, তুমি ছুঁয়ো না, কেমন?

একটু থেমে আবার বললে : তোমায় আমি আর একটা জিনিষ দেবো······খুব সুন্দর···

খোকা সুন্দর জিনিষের লোভে অনায়াসে ভুলে যায় রবারের হাতীর কথা। বাধা দিয়ে চঞ্চল আগ্রহে জিগ্যেস্ ক'রলে : কী জিনিষ মা? বলো না।

তা'র আর তর্ সয় না···

সুরমা পড়ে যায় মহা অসুবিধায়। অতি দরিদ্র তা'রা। ঝোঁকের মুখে ফস্ ক'রে একটা কিছু ব'লে দিলে, সে-কথা শেষ অবধি রাখা যদি সম্ভব হ'য়ে না ওঠে!··· ওই তো সামান্য আয় মুরারির, ক'টাই বা টাকা। সংসার চালানোই তা'তে সময় সময় দায় হ'য়ে ওঠে। অভাব যেখানে, সেখানে সব কিছুই যে হিসেব করে বলতে হয়, সে-কথা সুরমা ভালো করেই জানে।

খোকা কিন্তু অতশত বোঝে না। মায়ের চিবুকখানা আল্‌গোছে স্পর্শ করে অস্থির ভাবে আবার জিগ্যেস্ করে : কৈ, বল না মা, কী জিনিষ?

বিছানার ওপর কাৎ হয়ে শুয়েছিল মুরারি। আফিস্ থেকে আজ সে একটু আগেই বেরিয়েছিল। গোড়া থেকেই সুরমার ফাঁকিটা তার কাণে গেছে।

খোকার প্রশ্নে সুরমার অস্বস্তি অনুভব করে, অকস্মাৎ সেই তাকে বাঁচিয়ে দেয় : খোকা, তোর জন্যে রাত্তিরে বিস্কুট নিয়ে আসবো এখন, বুঝলি। তা'হলে হবে তো?

বিস্কুট!···

সামান্য জিনিষ, তবু খোকা তারই ভক্ত। এর কারণ অনেক। প্রথমতঃ তার বয়স। তারপর, সামান্য হলেও যখন-তখন বিস্কুট কেনার মত পয়সাও এ সংসারে অত সস্তা নয়। আর যদি বা তাও হল তবু সেই এক বাজার ছাড়া কাছাকাছি কোথাও সেটা মেলে না। গতিকে তার বরাতেও জিনিষটা সারা বছরে দু'চার বারের অধিক আর জুটেই ওঠে না। এই মহার্ঘতার দরুণ বিস্কুটের প্রতি বেচারীর আসক্তিটা ছিল যথার্থই প্রগাঢ়।

বিস্কুটের কথায় খোকা উঠল লাফিয়ে : হ্যাঁ বাবা, তাই এনো!···সেই যে ফুল-বসানো।···

বলতে বলতে পরম সন্তুষ্টচিত্তে পরমুহূর্ত্তেই ছুটল আবার খেলার দিকে। রবারের হাতীর কথা সে একেবারেই ভুলে গেছে!

সুরমা চকিতে মুরারির মুখের দিকে একবার তাকাল। মুরারি তখন উদাস চোখে জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে।···

সন্ধ্যেবেলা, ওরই মধ্যে একটু ফিট্‌ফাট্ হয়ে মুরারি বেরুচ্ছে।

সুরমা একবার ভাবল মুরারিকে বলে, তার গামছাখানা বড্ড ছিঁড়ে গেছে, যদি সম্ভব হয় তা'হলে একখানা অল্পস্বল্প দামে কিনে আনতে। আবার ভাবে, মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে, এখন ওকথা বলার চেয়ে কষ্ট করে থাকাই ভালো। ও মাসে মাইনে পাবার সাথে সাথেই না হয় মনে করিয়ে দেওয়া যাবে।

মুরারি ঘর থেকে বেরিয়েছে, কোত্থেকে খোকা চেঁচিয়ে ডেকে বললে : বাবা, বিস্কু এনো কিন্তু! ফুল বসানো···

বিকেলবেলা খোকাকে মুরারি ভুলিয়ে ছিল তখনকারই মত। পুঁচকে ছোঁড়া (

তাহলে একটু প্রথম-ভাগ-পড়া পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বিয়ে করলেই তো পারতে।"

"দেখছি ভুল হয়ে গেছে" বলে ক্লভেন ঘর থেকে চলে গেল।

আগ্রা যাওয়ার আগে শীলা একবার তার ঘরে এসেছিল কিন্তু ক্লভেন তার সঙ্গে কথা বলে নি। সারারাত ট্রেনে সে শীলার কথাগুলো ভাবতে ভাবতে গিয়েছে।

(ক্রমশঃ)

সে কথাটা এখনও মনে করে বসে আছে, সেটা মুরারি ভাবেই নি! তাই, বেরুতে বাধা পেয়ে একটু বিরক্তই হল বা! অন্যমনস্ক তাচ্ছিল্যে সে বললে: আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে'খন!

মুরারী চলে গেল।…

আজ মুরারি সিনেমায় যাবে। নতুন যে বইটা এসেছে, সেটা তার দেখাই দরকার। রঙীন্ প্লাকার্ডের ইঙ্গিতময় ছবিটা, হ্যাণ্ডবিলের উচ্ছল, সফেন লাইনগুলো… সব মিলে এ ক'টা দিন ধরে তার রক্তে এনে দিয়েছে একটা উত্তপ্ত চাঞ্চল্য। আজ সে তার নিবৃত্তি করবেই। ছবির প্রতিটি সাবলীল জীবন্ত রেখা, বিজ্ঞাপনের প্রতিটি মদির শব্দ যে উদ্দাম বুভুক্ষা জাগিয়ে তুলেছে মুরারির প্রতিটি শিরায়, তার দুর্নিবার আকর্ষণ সে অস্বীকার করবে কী করে! তাকে জয় করবার মত শক্তি তার নেই।

শো আরম্ভ হতে আর মিনিট পনেরো বাকী। মুরারী জোর পায়ে হেঁটে চলল।

সিনেমায় যাবার কথা সুরমাকে সে কখনও জানাতে চায় না। কে জানে, সে যদি যাবার বায়না ধরে বসে! তার সাথে আবার হাফটিকিটের খোকা। ওঃ…সে বহুৎ খরচ!

আর, সত্যি বলতে কী, সে কল্প-লোকের পরিবেষ্টনীতে সুরমাকে যেন মানায়ও না! খোকাকেও না।

কিন্তু তা বলে সে নিজে যদি একটু দেখেই আসে, তাতে এমন কী হয়! সকলেরই যে সব জিনিষ করতে হবে তারই বা কী মানে! অত ভাবতে গেলে গরীবের ঘরে চলে না। সুরমাকে সে-কথা বুঝিয়ে বলতে যাওয়া অনর্থক, তার চাইতে বরং তাকে ফাঁকি দেওটাই ঢের বেশী নির্ঝঞ্ঝাট।

তবু, কী জানি কেন, মুরারির মুখটা হয়ে উঠল অপ্রসন্ন, ভীরু।

সিনেমায় গিয়ে সে কাটল ছ'আনার একখানা টিকিট। তার বেশী সে পারে না, যে অভাব তার। এই ছ'আনাই সে বহু কষ্টে একরকম চুরি করেই বাঁচিয়েছে, সুরমার অগোচরে নিজেরই ত'বিল থেকে।

শো আরম্ভ হয়ে গেছে। সর্ব্বশক্তি চোখে পুঞ্জীভূত করে মুরারি পর্দ্দার দিকে চেয়ে বসে আছে, ছবি আর গানের ইন্দ্রজালে মোহগ্রস্তের মত আচ্ছন্ন হয়ে।

উল্কা দেবী…মিস্ সুলীনা…

খোকার কথা মুরারি ভুলে গেছে। সুরমা বলে কেউ যে আছে, তা সে জানে না।…

ইণ্টারভ্যাল্…

মুরারি [illegible] থেকে ফিরে এল

যে গান লেগেছে ভাল

আগষ্ট ১৯৪০

কৃষ্ণচন্দ্র দে

মেঘ মেদুর ঘন ছায়ে	(দেশ)	P 11844
চমকে বিজুরী	(মি-গামল্লার)	

বীণা চৌধুরী

দিনের সকল কাজের	(আধুনিক)	N 17492
লগন বহিয়া যায়	ঐ	

সুধা ব্যানার্জ্জী

ফিরে এল মেঘদল	(বর্ষার গান)	N 17493
এসেছিল মধু মাধবী	(আধুনিক)	

উমা বসু

কে তোমারে জানতে পারে	(সাধন সঙ্গীত)	N 17494
তব প্রণয় পুলক	"	

ভবতোষ ভট্টাচার্য্য

ওগো দরদী	(তত্ত্ব-সঙ্গীত)	N 17495
দোকানী ভাই	"	

রঞ্জিৎ রায়

আধুনিক	(কমিক)	N 17496
আধুনিকা	"	

গোপাল দাস বৈষ্ণব ও রাধারাণী বৈষ্ণবী

শ্যাম' নাম আর	(বৈতপল্লী-গীত)	N 17497
ভাবনা কিগো ওগো রাধে	"	

হরেন চ্যাটার্জ্জী

এমন দিনকি হবে তারা	(শ্যামাগীতি)	N 17499
চরণ ধরে আছি পড়ে	"	

দীপালি তালুকদার

কা ক্যঙ্ক' না ম্যানেরি	(উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত)	N 17498
সুমর্‌ণ ক্যর ভজরাম	"	

পরিতোষ শীল ও কুমুদ ভট্টাচার্য্য

বেহালা ও পিয়ানো		N 16405

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস
দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—দমদম ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ

বাস্তবে। বাস্তব, তবু···মুরারি পেছন ফিরে তাকাল···তবু বড় সুন্দর। স্তিমিত আলোর স্নিগ্ধ আভায় সমগ্র অডিটোরিয়ামটাই যেন আর কোনও জগৎ, মুরারির দৈনন্দিন জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা!

আগের দিনের আধলার কেনা বিড়ির একটা পকেটে ছিল, পাশের সীট্ থেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে মুরারি সেটা ধরাল। তারপর, ওপরের আর দূরের রংচং ভরা জীবন্ত সৌন্দর্য্যগুলো সে যেন ভিখারীর চোখে হাঁ করে গিলতে লাগল।

ইণ্টারভ্যাল্ ফুরিয়ে এল। আলো আরও আবছা হয়ে সুরু হল বিজ্ঞাপনের প্যারেড।

শেষ শ্লাইডটা ছিল কোন বিস্কুট কোম্পানীর। এক মুহূর্ত্তের জন্তে মুরারির মনে ভেসে উঠল···বিস্কুট···খোকা···

শ্লাইডটা সরে যেতেই ফুট করে আলো গেল নিবে। শো আবার আরম্ভ হল, অর্দ্ধনগ্ন দেবদাসীর ভূমিকায় মিস্ সুলীনার একখানা সনৃত্য গান দিয়ে।

তরল উন্মাদনায় মুরারি তলিয়ে গেল।···

রাত সাড়ে আটটা। সুরমা খোকাকে পাশে নিয়ে বসে আছে।

মা, বাবা আসছে না কেন এখনও?

এখুনি আসবে, বাবা! সুরমা তাকে আশ্বাস দেয়।

খোকার চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে এসেছে। অন্তদিন এতক্ষণে সে কখন ঘুমিয়ে গেছে!

মা, আমার চোখে একটু জল দিয়ে দাও না!

ফিকিরটা মায়ের কাছ থেকেই খোকা শিখে নিয়েছে। সুরমা উঠে তার চোখে আঁজলা করে জলের ঝাপ্‌টা দেয়।

আচ্ছা মা, বাবা কী বিস্কুট্ আনবে বলো ত'! সাদা না ফুল বসানো?··· সাদাগুলো আমার কিন্তু মোটেই খেতে ইচ্ছে করে না!

চোখ টেনে খোকা সজাগ হ'য়ে ব'সবার চেষ্টা করল।

সুরমা অসহায়ের মত চুপ ক'রে থাকে।

খোকার চোখ আবার ভার হ'য়ে আসে। ঘুমজড়িত কণ্ঠে সে জিগ্যেস্ ক'রলে: ফুল-বসানোগুলো খুব ভালো, না মা?

হ্যাঁ বাবা! সুরমার ব্যগ্রদৃষ্টি দরজার দিকে যায়। এত রাত হ'চ্ছে কেন আজ মুরারির!

খোকা আর পারে না। মায়ের কোলে মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল, বড় অনিচ্ছায়—বড় নিরাশায়!

সুরমা তা'কে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ভাবল, ঘুমুক। না হয় ঘুম থেকে জাগিয়েই দেওয়া যাবে।···

মুরারি ফিরেছে।

তা'কে খেতে দিয়ে সুরমা জিগ্যেস্ ক'রলে: খোকার জন্তে ফুলবসানো বিস্কুট্ এনেছো? বেচারী জেগে ব'সেছিল এতক্ষণ।

ওঃ, না তো! সে একদম ভুলেই গেছি! ঢোঁক গিলে মুরারি অপরাধীর মত বললে: যাক্‌গে, সে ঘুমিয়েছে তো?

হ্যাঁ।

ভালোই হয়েছে। ও কাল ভুলেই যাবে। আর বিস্কুট্-ফিস্কুট্ যে কিনবো তা'র পয়সা কোথায়! বলে কিনা···হুঁ:···

মুরারির গলায় ভাতের ডেলা আটকে যায়, সে জলের গেলাসটা মুখে তোলে।

সত্যি কথা, পয়সা কোথায়! সুরমাও তা' মনে মনে স্বীকার করে। সে আর কথা বাড়ায় না।

মুরারির গলা থেকে ভাতের ডেলা সহজ, সরল হ'য়ে নেমে যায়। তা'র চোখে তখনও ভাসছে মিস্ সুলীনার সেই লোভনীয় দেহভঙ্গী আর তা'র দু'কান ভ'রে বাজ্‌ছে সেই বিরহের গানখানা, একটা বিখ্যাত কোম্পানী যেটা রেকর্ড ক'রে ফেলেছে!

ওদিকে, বিছানার উপর ঘুমন্ত খোকার চোখ দুটিতে কিন্তু তৃপ্তির ছায়া, ও কিসের স্বপ্ন দেখছে কে জানে! ফুলবসানো বিস্কুটেরই হবে-বা!

তা'কে ঘুম থেকে জাগাবার আর দরকার হয় না।···

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

এতদিনে জানিলাম !

—শ্রীনিরঞ্জন পাল

এই বেকার ও অভিশপ্ত জীবনের বহু মর্য্যাদাকর পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে এখন নিমীলিতনেত্রে আমার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা বাণী-চিত্র পরিচালনার অভিজ্ঞতার কথাই মনে মনে আলোচনা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। তাহাই করিতেছি।

কলিকাতার কোনও একটি ষ্টুডিওতে গত দশ মাস কাল থাকিয়া বহু বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি। চিত্র-নির্ম্মাণের বিষয়ে বহু মূল্যবান্ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছি।

লোকেরা চলে তাহাদের অবস্থা ও ব্যবস্থা অনুসারে। কিন্তু আমি এতদিনে জানিলাম যে চিত্র-পরিচালককে হইতে হইবে প্রচণ্ড আশাবাদী। গভীর নৈরাশ্যের মধ্যেও তাঁহাকে নিরাশ হইলে চলিবে না। অটল আশাবাদী এক মার্কিন ৪৩-তলা বাড়ী হইতে পড়িবার সময় ১৩শ তলা অতিক্রম করিবার সময় সে যেমন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া ভাবিয়াছিল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এখনও জীবিত আছি", চিত্র-পরিচালককে তেমনি করিয়া ভাবিতে হইবে।

হাঁ, চিত্র-পরিচালককে এমনি আশাবাদী হইতে হইবে, বিশেষত বর্ত্তমান এই দুর্দ্দিনে —কাল কি হইবে, তাহা ভাবিলে চলিবে না। প্রত্যেক দিন সেদিনের কার্য্য-সূচী তৈরি করিতে হইবে। সেটে দাঁড়াইয়া সেদিনের প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রাদির ফর্দ্দ দিতে হইবে, অভিনেতা বা অভিনেত্রী ছাড়া কাজ চালাইতে জানিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি পরিচালক কোনও দিনই ঠিক সময়ে হাজির হইবেন না। এতদিনে জানিলাম, পরিচালকের এইগুলিই বিশেষ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণ।

আমার নিজের লিখিত গল্প "শুকতারা" পরিচালনা করিবার ভার পাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চিত্র-পরিচালকদিগের সম্বন্ধে আমার ভয়ানক একটা খারাপ ধারণা ছিল। আমি তাহাদিগকে নরঘাতক খুনে বলিয়া মনে করিতাম—যেন ইহারা ইচ্ছা করিয়াই অপ্রয়োজনেই গরীব গ্রন্থকারদিগের উপর বিদ্যা ফলাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু এতদিনে জানিলাম, গ্রন্থকারের কল্পিত চিত্র কেন হুবহু পর্দ্দায় আত্মপ্রকাশ করে না—কেন গল্পে এভাবে এত অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়।

এই "শুকতারা"ই ধরুন্। যে গল্প "শুকতারা" নামে আজ চলিতেছে, সেটা আমার আসল গল্প নয়। আমার মূল গল্পে আত্মহত্যা ছিল না, ছিল সুখের মিলন। মূল গল্পে প্রত্যেক চরিত্র ও ঘটনা ছিল কাহিনীর সহায়ক। মূল গল্পে লণ্ডনগামী এক জাহাজে একটি ঘটনা ছিল যাহা গল্পের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু সব ওলোট-পালোট করিতে হইয়াছে। কোনও একজন অভিনেত্রীর কয়েকটি দৃশ্য লওয়ার পর আমার গল্প পুনরায় বদলাইতে হয়, কারণ সে অভিনেত্রীকে আর পাওয়া গেল না। আপনারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, আমায় অগত্যা এই আত্মহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল, কেন না চিত্রা দেবীর কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে তাঁহার ভূমিকা আর শেষ করিতে দিলেন না।

এতদিনে জানিলাম, আমাদের প্রযোজক-গণ যাহা পারেন, তাহার অধিক ভার লয়েন। তাঁহারাও কম আশাবাদী নহেন—তাঁহারা মনে করেন, ফিল্ম-জগতে সবই সম্ভব—অসম্ভব কিছুই নয়। ধরুন্, কোনও দৃশ্যে একটি শাদা পাঁঠা দরকার, কর্ত্তৃপক্ষ একটি কালো পাঁঠা আনিয়া তাহাকে শাদা রঙ মাখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ওতেই ঠিক হয়ে যাবে।' আপনার চাই সমুদ্রগামী একখানা জাহাজ—আপনাকে একখানা খেয়া ষ্টীমার দিয়া বলিয়া দিলেন—'আরে, ওতেই সেরে নিন্। বরং দু'একটা কথা

২য় সপ্তাহ

শনিবার ১০ই আগষ্ট হইতে

৺শরৎচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উপন্যাস অবলম্বনে রচিত হিন্দী ছায়াচিত্র

চিঙ্গারী

শ্রেষ্ঠাংশে: সবিতা, পৃথ্বীরাজ, মীরা, ই, বিলিমোরিয়া, দাতে

এম্পায়ার

৫ম সপ্তাহ

শুক্রবার ৯ই আগষ্ট হইতে

এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ কমেডি চিত্র

"ঘর-কি-রাণী"

শ্রেষ্ঠাংশে: লীলা চিটনীশ, মীনাক্ষী

নিউ সিনেমা

মানসাটা

ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: কলি: ৪৫

বাড়িয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিন্, এরই নাম যাত্রী-জাহাজ।' আর্টিষ্টেরা তাহাদের পারিশ্রমিক না পাওয়ার জন্য যদি কাজ করিতে এবং সাজিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে প্রযোজক চাহেন যে পরিচালক সেই অনিচ্ছুক আর্টিষ্টের ভূমিকা বাদ দিয়া, গল্পটি ঘুরাইয়া একটা কিছু খাড়া করিয়া কাজ চালাইয়া লইবে। অর্থাৎ প্রযোজক চাহেন যে পরিচালক অসাধ্যের পর অসাধ্য সাধন করিয়া চলিবে, অন্তত "শুকতারা" পরিচালনার সময়ে আমার এই অভিজ্ঞতাই লাভ হইয়াছে।

কথিত আছে, মুস্কিল কখনও একা আসে না, কিন্তু আমাদের ষ্টুডিওতে মুস্কিলকে আমাদের চিরসাথী করিয়া চলিতে হয়। সেটের মুস্কিল, পোষাকের মুস্কিল, পরিচালকে এবং কর্ম্মীবৃন্দের অসহযোগিতার মুস্কিল, আর্টিষ্টের মুস্কিল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুস্কিল টাকার। এ সব মুস্কিল আমাদের ষ্টুডিওর নিত্যসহচর। মতলব ফাঁদিতে এবং কি-করিয়া ঠিক করিতেই আমাদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়: কি করিয়া কাহার নিকট হইতে টাকা জোগাড় করা যায়, কি-ধাপ্পা মারিয়া আর্টিষ্টের নিকট হইতে কাজ আদায় করা যায় এবং কি-মন্ত্রবলে বিনা খরচায় এবং বিনা মাল-মশ্লায় ছবিখানা শেষ করা যায়!

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

"শুকতারা" শেষ হইতে নয় মাসেরও বেশী লাগিয়াছে। আপনি বলিবেন, অসম্ভব! এক সময় ছিল যখন আমিও আপনার সহিত একমত হইতে পারিতাম! কিন্তু এতদিনে আমি জানিলাম, কেন আমাদের ছবি শেষ হইতে এত বিলম্ব হয়। তাহার কারণ, কর্ম্মপদ্ধতি বলিয়া কিছু নাই, কাজ করিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই এবং আমাদের চিত্র-জগতে শৃঙ্খলা বলিয়া কোন জিনিষই নাই। ছবি তৈরি আমরা একটা ব্যবসা বলিয়াই ধরি না। অন্তত ব্যবসার মত ইহাকে চালাই না। কোনও ব্যবসায়ী তাঁহার মহিলা টাইপিষ্টকে তাঁহার গাড়ীতে পাশে বসাইয়া অফিসে আনেন, কখন শুনিয়াছেন? বেশীর ভাগ প্রযোজক এবং ব্যবস্থাপকদিগের ব্যবস্থাই—শূটিং যাহাতে দেরী হয়, কারণ মেয়ে আর্টিষ্টদিগকে ষ্টুডিওতে আনিতে হইলে একমাত্র ইহারা ছাড়া এ গুরুতর কার্য্য আর কেহই করিতে পারিবে না।

দীপালীর পাঠক-পাঠিকাগণ শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইবেন যে "শুকতারা" পরিচালনার এই দীর্ঘকাল মধ্যে একদিনের জন্যও আমি যথাসময়ে কার্য্যারম্ভ করিতে পারি নাই। হয় আর্টিষ্ট নয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কাহারও জন্য না কাহারও জন্য দেরী হয়ই—এই উভয়ের মধ্যে দেরী করাইবার কি আশ্চর্য্য সহযোগিতা!! অবস্থা অনুকূল হইলে "শুকতারা" শেষ হইতে নয় মাস সময় কখনই লাগিত না। পরিচালক যদি তাহার প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রাদি যথাসময়ে পায়

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

আয়ুর্ব্বেদ

আলেকজাণ্ডার যখন ভারত বিজয়ে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার শিবিরে কয়েকজন আয়ুর্ব্বেদীয় হিন্দু চিকিৎসক বাস করিতেন। ইহা প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। আলেকজাণ্ডার লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন যে, যে-সব রোগ ও ক্ষত গ্রীক্ চিকিৎসকগণ আরোগ্য করিতে অপারগ হইতেন, হিন্দু চিকিৎসকেরা তাহা অতি অল্প দিনেই ভাল করিতেন।

চরক ও সুশ্রুত বোধ হয় বৌদ্ধ যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাগদাদের খলিফা এই দুই মহামূল্যবান গ্রন্থ অষ্টম শতাব্দীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

চরক প্রধানত ঔষধ সম্বন্ধেই লিখিয়াছেন। কোন্ ঔষধ কি করিয়া তৈরী করিতে হয়, কোথায় পাওয়া যায়, কোন্ রোগে কি পরিমাণে কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হয় প্রভৃতি বিশেষ বিধিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চরক মহামারী, বহু প্রকারের জ্বর, কুষ্ঠ, টিউমার, ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মা, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-রোগ, প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাহা গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

সুশ্রুত অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন। সুশ্রুত যে-সব অস্ত্রের নাম করিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ত্তমানের উন্নততম চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও ব্যবহৃত হইতেছে।

*

সুপণ্ডিত ডাঃ এম্ হাফিজ সৈয়দ

"প্রবুদ্ধ ভারতে" ডাঃ সৈয়দ সাহেব বর্ত্তমান যুদ্ধ ও মানুষে মানুষে এই হিংসার আলোচনায় লিখিয়াছেন যে শ্রীমদ্‌ভগবদ গীতার শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের দ্বারা অনুশাসিত হইয়া আমরা আমাদিগকে অন্যায় অধর্ম্ম ও অনাচার হইতে রক্ষা করিতে পারি। মানুষে মানুষে প্রীতি ও সখ্য যতদিন না হইবে, ততদিন রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তনে কোন সুফলই ফলিবে না। সৈয়দ সাহেব গীতোক্ত ধর্ম্মবাদ অতি বিচক্ষণতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান যুগে সকলেরই পড়া উচিত। দুঃখের বিষয় সৈয়দ সাহেবের মত উদার ধার্ম্মিক ব্যক্তি আজ বিরল।

*

মালয় দ্বীপপুঞ্জে হিন্দু সভ্যতা

মিঃ রোল্যাণ্ড ব্রাডেল, মালয়ের ইতিহাসে একজন বিশেষজ্ঞ, বলেন—মালয়-দ্বীপপুঞ্জ হিন্দু-সভ্যতার আলোকেই উজ্জ্বল। আর এই হিন্দু সভ্যতা এখানে রামায়ণ মহাভারতের যুগেরও পূর্ব্বেকার অর্থাৎ ঋক্‌বেদের যুগের।

*

নিজাম রাজ্যে বিচারের নমুনা

বাবারাও প্যাটেল কয়েকজন বন্ধুসহ মানকেশ্বর গ্রামের বহিস্থিত এক মন্দিরে যাইতেছিল। পথিমধ্যে কতকগুলি মুসলমান দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ইহারা আহত হয়। আহত ব্যক্তিগণ বার্শির মিউনিসিপ্যাল পুলিশ এই মারপিটের তদন্ত করে, কিন্তু দুর্ব্বৃত্তদিগের কাহাকেও চালান দিল না বলিয়া প্যাটেল পারাণ্ডা আদালতে উক্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করে। পারাণ্ডা আদালতের বিচারক মহাশয় বিচারে, ডাক্তারের সাক্ষ্য ও সার্টিফিকেট অবিশ্বাস করিয়া শুধু আসামীগণকে মুক্তি দিয়াই সুবিচার শেষ করেন নাই, প্যাটেলকে উক্ত মুসলমানদিগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুইশত টাকা পর্য্যন্ত দিবার হুকুম দেন। প্যাটেল এই সুবিচারে খুসী না হইয়া ওসমানাবাদের জেলা কোর্টে আপীল করে, আপীলে ঐ ২০০ টাকা মাপ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু দুর্ব্বৃত্তগণ খালাস পাইল। এখন পুলিশ আবার প্যাটেল দলকে অভিযুক্ত করিয়াছে।

নিজাম রাজ্যে শতকরা ৮২ জন (মারহাট্টা) হিন্দু এবং ভারতের বহু-বিজ্ঞাপিত মুসলমান রাজ্য এই, এবং এই তাহার বিচার-পদ্ধতি!! কাজেই পাকিস্থান চাই!

তাহা হইলে এত দীর্ঘকাল কোনও ছবিতেই লাগিতে পারে না।

এতদিনে আমি জানিলাম, চিত্র-পরিচালনায় আসল মুস্কিল কোথায়! এবং জানিলাম আমাদের সুদূরপ্রসারী কল্পনাকেও পরাভূত করিয়া কোন কোনও ছবি কেনই বা ব্যর্থ হয় এবং কেনই বা সাফল্য লাভ করে।

সোনা 10

পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারাণ্টেড কেমিক্যালের চুড়ি। যে দেখিবে ৫০০৲ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে। সুন্দরভাবে ফ্যাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিনি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিজ্ঞজন এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২॥০। পোষ্টেজ ।০। ৪ সেট ৭॥০। সার্ট বোতাম ২৲, নেকলেস ৩॥০, আংটি ১৲, মাকড়ী জোড়া ১৲, কানফুল জোড়া ১৲, মফচেন ২॥০, ঝুমকো জোড়া ২॥০, ক্যাটলগ্ তৈরী নাই।

GOLD & SILVER'S MART (Di)
Post Ward No. 7, Muttra, U. P.

ব্রেষ্টো—রমনীর শিথিল বক্ষঃস্থল সুদৃঢ় ও সমুন্নত রাখিতে শ্রেষ্ঠ। ২॥০ টাকা।

রোকো—এক বৎসর গর্ভ বন্ধ রাখিতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং শ্রেষ্ঠ—১৲। ইউনানী ড্রাগস্ হাউস, ৭নং ক্রীক রো, কলিকাতা (এ)

"ঝরণা শব্দ-পুরণ" প্রতিযোগিতার জেন্ম

(৪১)

শ্রদ্ধেয় দীপালী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

যদিও ২৯শ সংখ্যা দীপালীতে ঝরণা-শব্দ-পূরণ" সম্পর্কীয় বাদ-প্রতিবাদ বন্ধ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল তথাপি জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণার্থে এই পত্রখানি আপনাদের নিকট প্রেরণ করিলাম, যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন তবে যথাসময়ে উহা দীপালীতে প্রকাশিত হইলে নিজেকে সম্মানিতা বলিয়া মনে করিব।

আমরাও ইতিমধ্যে নূতন নূতন শব্দ-গঠনের আনন্দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিব আশা করিয়া (যেমন দীপালীতে করিয়া থাকি) কতিপয় শব্দ-গঠন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলাম। বিভিন্ন নামে (কাল্পনিক নামে নহে) যে কয়টী সমাধান পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতে পাঁচ, সাড়ে পাঁচ আনা হইতে একটাকা নয় আনার বেশী কখন পুরস্কার লাভ করিতে পারি নাই, বা স্বদেশ এবং বিদেশের পরিচিত এবং পরিচিতাগণের মধ্যেও কাহাকে প্রথম পুরস্কার লাভ করিতে শুনি নাই। অথচ প্রতিবারেই একাধিক, কখন বা বহুসংখ্যক অপরিচিত ব্যক্তিকে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত নাম-তালিকায় দেখিয়াছি। ইহাতে মস্তিষ্ক অপেক্ষা ভাগ্যফল দর্শনে যেরূপ বিস্মিতা হইয়াছি তেমনি মধ্যে মধ্যে চাতুরীর কথা মনের মধ্যে উঁকি মারা সত্ত্বেও কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে হীন ধারণা পোষণ করা গর্হিত বিবেচনায় নিজের নিকটেই লজ্জিতা হইয়াছি। ইহার পর আপনাদের পত্রিকায় 'ঝরণা-প্রতিযোগীতার' এই বাদানুবাদ। অন্তরে কৌতূহল থাকায় আগ্রহ সহকারে উহা পাঠ করিতে লাগিলাম। ফলে মনের মধ্যে এমন একটী ধারণা হইল যে অভিযোগ হয়ত একেবারে অসত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিতা এবং কুণ্ঠিতা হইলাম গত ২৫ সংখ্যায় (২০শে জুন) প্রকাশিত 'ঝরণা ক্রশওয়ার্ড কম্পিটিশনের' ম্যানেজার পি, চক্রবর্ত্তী স্বাক্ষরিত ৩১নং পত্র পাঠ করিবার পর ২৯ সংখ্যায় (১৮ই জুলাই) রেঙ্গুন হইতে শ্রীকেশব চন্দ্র প্রথম পত্রে (৩১নং) পুঃ দিয়া অনাহারবালা দেবী স্বাক্ষরিত পত্রে লিখিত হইয়াছে "মহাশয়, ১৭নং প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার বাবদ ৬২৷৷০ আনার প্রাপ্তি স্বীকারের সহিত আপনাদের সততার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।" দ্বিতীয় পত্রে (৩৭নং) শ্রীকেশব চন্দ্র পাল রেঙ্গুন হইতে লিখিতেছেন "বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আশা করি কাল্পনিক নাম ব্যবহার করার জন্যই টাকা এখনও পর্য্যন্ত হস্তগত হয় নাই, তবে অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যাইবে বলিয়াই জানা গিয়াছে।"

অতএব বুঝিতে পারা যায় যে শ্রীকেশব চন্দ্র পাল মহাশয় দীপালীতে প্রকাশিত পত্র লিখিবার সময় পর্য্যন্ত পুরস্কারের টাকা নিজে পান নাই বা এমন কোন উল্লেখ নাই যাহাতে বুঝিতে পারা যায় দেবীবাবু

বিনামূল্যে ! সুদৃশ্য হাত ঘড়ি বিনামূল্যে !!

মডেল ১৯৪০,

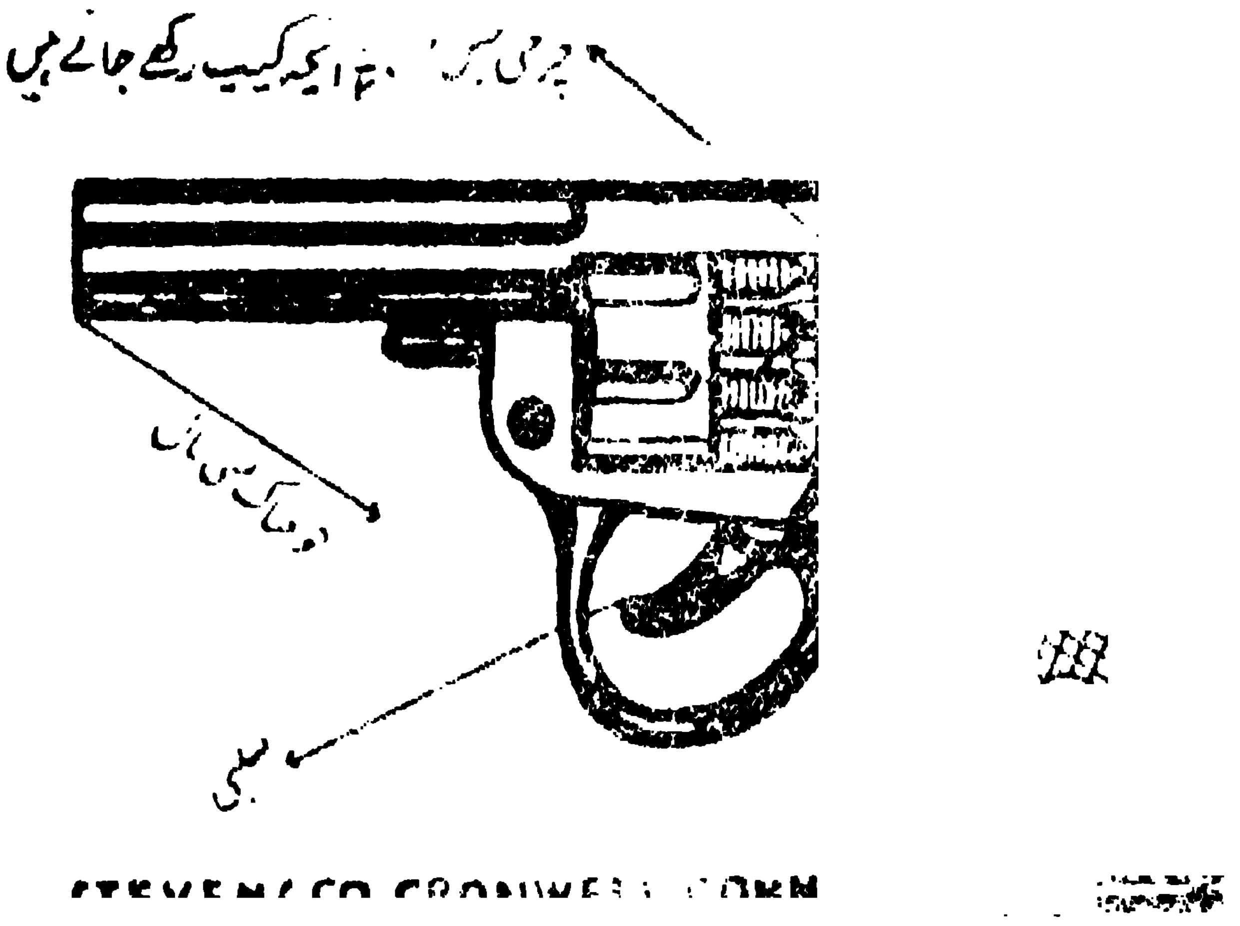

৬ নলা

—

অটোম্যাটিক রিভলভার

—

লাইসেন্স প্রয়োজন হয় না।

উপরের ছবির মতই আকার। দেখিতে এবং আওয়াজ আসল রিভলভারের মতই। ভারী ১৫ আউন্স এবং লম্বায় সাত ইঞ্চি। এ রিভলভারে এক সঙ্গে ছয়টি গুলি ভরা যায় এবং পর পর ছয়বারই গুলি করা যায়। ইহার আওয়াজ এত জোর যে এতদ্বারা বন্য-জন্তু জানোয়ার তাড়ান তো যায়ই উপরন্তু চোর বা শত্রুর বিরুদ্ধেও আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ। অথচ লাইসেন্স দরকার হয় না। ৩৫টি কারটি্জ সহ ৭৭৭নং রিভলভারের দাম সাড়ে চারি টাকা মাত্র। ভাল শক্ত ইস্পাতে তৈরি ৮৮৮নং রিভলভারের দাম, ৪৫টি কারটি্জ সহ, পাঁচ টাকা তের আনা। হাজার কারটি্জের দাম ৩৲, বেল্টসহ খাপের দাম ১৷৹, রিভলভার তৈল ৵৹—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বিনামূল্যে—প্রত্যেক রিভলভারের সহিত বিনামূল্যে ছইটি করিয়া সুদৃশ্য হাতঘড়ি দেওয়া হয়। একসঙ্গে তিনটি রিভলভার কিনিলে ছয়টি হাতঘড়ি বিনামূল্যে দেওয়া হয় ও ডাকমাশুল লাগে না।

American Pistol Co. Post Box No. 27 (D.P.B. 100) Amritsar, (India)

বা তাঁহার কন্যা মণি অর্ডার যোগে ঐ টাকা পাইয়াছেন। দেবীবাবু ও তাঁহার কন্যার নামে যে মণি অর্ডারের রসিদ আসিয়াছিল তাহা সম্ভবতঃ সমাধান প্রেরণের প্রবেশ মূল্য সম্পর্কিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, দেবীবাবু বা তাঁহার কন্যা শ্রীনীহারবালা দেবী এপর্য্যন্ত কখনও শান্তিপুরে ছিলেন না বা এখনও যান নাই, অথচ শান্তিপুরের ঠিকানা-সংযুক্ত যে প্রতিযোগিনীর নাম—তাঁহার প্রেরিত মণি অর্ডারের রসিদ পৌছিল বৈচি বা অন্য কোন স্থানে—শান্তিপুরে নহে। সমাধানের প্রেরক থাকেন রেঙ্গুনে—প্রতিযোগিনীর নাম ও ঠিকানা শান্তিপুরের—প্রেরিত মণি অর্ডারের রসিদ পৌছায় রেঙ্গুন ও শান্তিপুর বাদে অন্য একস্থানে আর একজন চক্রবর্ত্তীর নিকট। এ প্রহেলিকার হেতু কি? হঠাৎ ডাক বিভাগ কি এতই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল যে শান্তিপুর হইতে প্রেরিত ভদ্রমহোদয়গণের এতৎসম্পর্কীয় একাধিক পত্র "ঝরণা" অফিসে পৌছাইল না? ম্যানেজার মহাশয় স্থানীয় প্রতিযোগীগণের উল্লেখ করিয়া যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন বর্ত্তমানে তাহা নিতান্তই অবান্তর ও হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ম্যানেজার মহাশয়ের পত্রে শ্রীনীহারবালা দেবী স্বাক্ষরিত যে স্থান এবং তারিখবিহীন পত্র আত্মবিকাশ করিয়া প্রতিষ্ঠানের সততা ঘোষণা করিয়াছে, পত্রিকাদৃষ্টে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিলে ইহাই মনে হয়, ঐ-পত্র কেশববাবু প্রেরিত পত্রের অনেক পূর্ব্বেই অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক টাকা না পাইবার পূর্ব্বেই প্রকাশিত না হউক অন্ততঃ লিখিত হইয়াছিল, যদিও কেশববাবুর পত্র দীপালী অফিসে ২৫শে জুন তারিখে পৌছাইয়াছে। শ্রীকেশব চন্দ্র পাল স্বাক্ষরিত পত্রে যদি ঐ সকল বিচার এবং বিবেচনার সহিত লিখিত হইত তাহা হইলে আমাদের কিছুই বলিবার থাকিত না। অতঃপর আমরা যদি শ্রীনীহারবালা দেবীর অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করিয়াও (সচিত্র ভারত ব্যতিরেকেও) ডি, সি, চক্রবর্ত্তী এবং পি, চক্রবর্ত্তী কোং-এর মধ্যে কোনরূপ স্বার্থগত যোগ-সূত্র আছে বলিয়া বিশ্বাস করি তবে তাহা কি নিতান্তই অহেতুক হইবে? এবিষয় আমরা ঝরণা প্রতিযোগিতার ম্যানেজার পি, চক্রবর্ত্তী এবং সুদূর রেঙ্গুন-প্রবাসী ঋণ-মুক্তি-কামী শ্রীকেশবচন্দ্র পাল মহোদয়দ্বয়ের কি বলিবার আছে, অথবা অভিযোগ মিথ্যা হইলে প্রতিষ্ঠানের সম্মান রক্ষার্থে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না তাহা জানিবার দাবী জানাইতেছি। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি সাধারণের অর্থে পুষ্ট হইবার জন্য সচেষ্ট, সুতরাং সাধারণের পক্ষ হইতে এ দাবী জানাইবার অধিকারও আমাদের আছে বলিয়া মনে করি। নমস্কার ও ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। নিবেদন ইতি—

বিনীতা—

শ্রীমতী বিমলা মুখোপাধ্যায়,

গোলমাকেট, নিউ দিল্লী।

পূজা আগতপ্রায়!

আপনার পণ্যদ্রব্যের প্রচারের জন্য সিনেমায় স্লাইডের বিজ্ঞাপন দিন! সিনেমার বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হবার নয়।

সোল এ :—রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা কলিকাতা, ও মফঃস্বল সিনেমা।

বি, নান্, ১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—বড়বাজার ৩২৩৪

অভিনব আবিষ্কার

এ্যাসিড্ প্রুভড্ 22ct. রোল্ড গোল্ড, স্থায়িত্বে ও ঔজ্জ্বল্যে গিনি সোণার মত। সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী। গ্যারাণ্টি ১০ বৎসর। বিক্রয়কালীন অর্দ্ধমূল্য পাওয়া যায়। ক্যাটালগ ফ্রী।

ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড কোং

২১০নং বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিঃ দ্রঃ—কতিপয় উচ্চশিক্ষিত যুবক দ্বারা পরিচালিত।

২৫০৲ টাকা পুরস্কার

বশীকরণ যন্ত্র ঃ—যাহাকে আপনি চান, তিনি পুরুষই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন, তাঁহার হৃদয় যত বড়ই কঠিন হউক, এমন কি, তিনি যদি আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতেও ঘৃণা করেন, তবুও ইহার দ্বারা তিনি আপনার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িবেন। মূল্য:—রৌপ্যনির্ম্মিত যন্ত্র—২৸৴০, তাম্র নির্ম্মিত—১৸৴০, এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত—৫।০।

লক্ষ্মী যন্ত্র ঃ—ইহা দ্বারা ব্যবসায়ে লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, লটারীতে জয়, পরীক্ষা, মামলা মোকর্দ্দমা, মারামারি, কুস্তি প্রভৃতিতে জয়লাভ এবং নবগ্রহের তুষ্টি সাধন হয়। ইহা আপনার সৌভাগ্য আনয়ন করিবে। মূল্য:—রৌপ্যনির্ম্মিত—২৸৴০, তাম্রনির্ম্মিত—১৸৴০, এবং স্বর্ণনির্ম্মিত ৫।০।

দ্রষ্টব্য:—অসত্য প্রমাণে ২৫০৲ টাকা পুরস্কার এবং ফললাভ না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

AMERICAN MESMERISM HOUSE

Post Box No. 27 (D. P.), Amritsar (India).

ঋতুমতী

ঋতুবন্ধ যে কোন কারণেই হইলে ও গর্ভ সঙ্কটে ইহার ১ মাত্রায় ঋতুস্রাব হইবেই হইবে। স্বাস্থ্যের কোনই ক্ষতি হইবে না। মূল্য ২৲, মাঃ ।০ আনা। ঠিকানা এস, দেবী, পোঃ সিরাজগঞ্জ, (বোনবাড়ীয়া), পাবনা

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

দেশ-সেবায় নারীর কর্ত্তব্য

(১)

দেশ-সেবায় নারীর কর্ত্তব্য অবশ্যই আছে, এবং সে কর্ত্তব্য দেশের পুরুষগণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে বলিয়া মনে হয়, কারণ দেশ শুধু পুরুষের আশ্রয় নহে, উহা সমভাবে নারীরও আশ্রয়স্থল।

নারীগণের পক্ষে দেশসেবার কয়েকটী প্রশস্ত পথ আছে, যথা—স্বধর্ম্ম ও স্বজাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলা, বিলাসিতা কমাইয়া দিয়া অভাব বৃদ্ধি নিবারণের চেষ্টা করা, যথাসম্ভব বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ দ্বারা দেশীয় শিল্প-ব্যবসায়াদির উন্নতির সাহায্য করা, সুতাকাটা ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা কুটীর-শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি করা, পুত্র-কন্যাগণকে যথার্থ দেশানুরাগী হইতে শিক্ষা দেওয়া, এবং আপনাদের কার্য্যদ্বারা দেশানুরক্তির প্রমাণ দেখাইয়া আত্মীয় পরিচিতগণকে এবিষয়ে যথাসাধ্য উৎসাহিত করা। দেশহিতৈষী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা হওয়া এবং সাধ্যমত তাঁহাদের নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়া চলিতে চেষ্টা করাও দেশ-সেবার একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া মনে করা যায়।

ঐক্যের মনোভাব লইয়া এবং মিলিত স্বার্থ অনুভব করিয়া, একতাবদ্ধ হইয়া কার্য্যাদি করিতে পারিলে নানাভাবে দেশের যথার্থ হিতসাধন করা যায়, দেশের হিতসাধনে আপনাদেরও হিত সাধিত হয়।

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ,
সিকদার বাগান, কলিকাতা।

আশা ... ... !

গরীবের আবার আশা!

শ্মশানে তিনটী চিতা পাশাপাশি জ্বলছে!...কাদের চিতা? কে জানে কার ঘর নিঃশেষে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল!...কার কি যায় আসে তাতে?...আশা আর স্বপ্ন এই নিয়েই তো মানুষ...তার অপূর্ণতার জন্য দায়ী কে?...ভাগ্য না কর্ম্মফল?

শাপমুক্তি

নিস্ফল ভাগ্যের এমনি একটি মর্ম্মসিঞ্চন কাহিনী

কৃষিণ মুভীটোনের প্রথম বাঙ্গলা সামাজিক চিত্র — পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া

ভূমিকায়ঃ পদ্মাদেবী, রবীন মজুমদার, প্রমথেশ বড়ুয়া, নিভাননী, সরযূবালা, নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বসু।

উত্তরায় আগতপ্রায়

— পরিবেশক —

কপূরচাঁদ লিমিটেডঃ ৩৯ বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সরল সীবন-শিক্ষা

১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।

মূল্য ১॥০ মাত্র।

৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

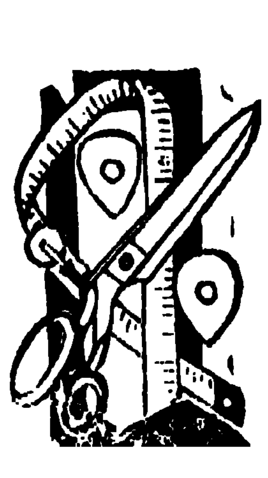

ডি, রতন এণ্ড কোং

লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোনঃ বি, বি, ৩৭১১

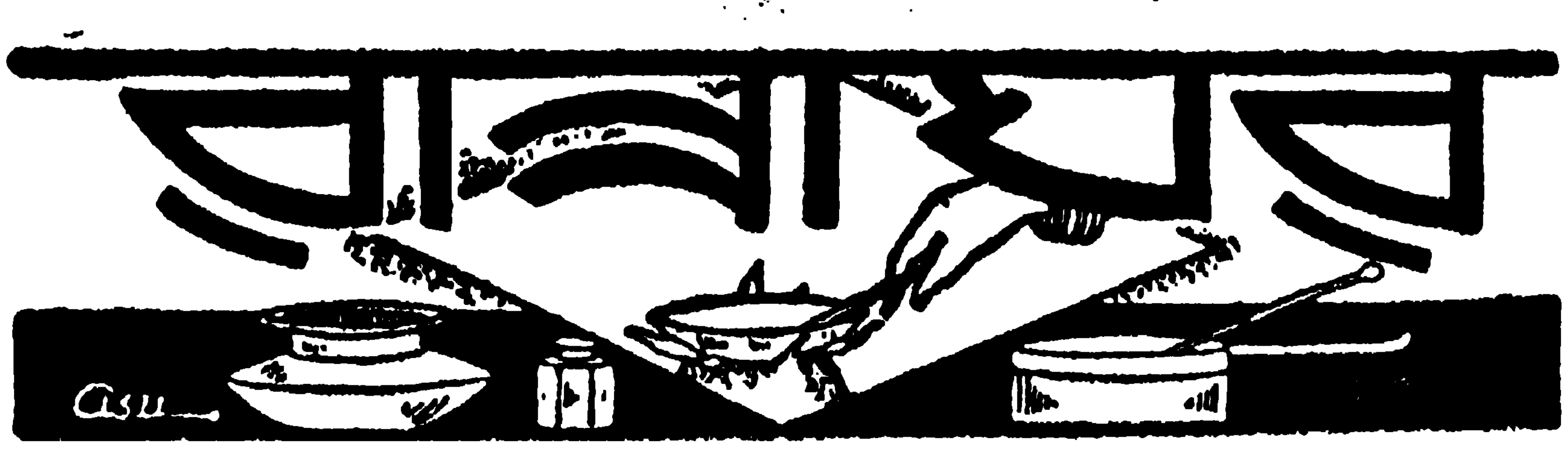

রান্নাঘর

(১২৬)

অশ্বত্থ পাতার ঘণ্টো

এখন বাঙলা দেশের সব জায়গাতেই অশ্বত্থ গাছে কচি কচি পাতা দেখা দিয়েছে। সকলেই ইহা সহজে সংগ্রহ করতে পারেন। এই পাতা বড়ই উপকারী জিনিষ।

উপকরণ:—কচি অশ্বত্থ পাতার মোচ বেশ ১ পোয়াটাক্‌, বড় নৈনীতাল আলু ৪টি, কাঁচা বা ভিজান ছোলা ১ মুঠা।

প্রণালী:—প্রথমে পাতার মোচগুলি মোচার মত করে কুচিয়ে নিয়ে সিদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রেখে দেবেন। তারপর আলুগুলি ছোট ছোট করে কেটে জিরা তেজপাতা আর লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে বেশ করে ভেজে সিদ্ধ পাতাগুলি মিলিয়ে দিয়ে আর একটু ভেজে নেবেন। পরে খুব অল্প মশ্‌লা (হলুদ, লঙ্কা, ধনিয়া ও জিরা মরিচ) পরিমাণ মত জল, লবণ, ছোলা আর একটুখানি চিনি দিয়ে ফুটিয়ে নেবেন। হ'বো-হ'বোর সময় দুধ ময়দা ও ঘি গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেবেন।

ইহা খেতে বেশ মুখরোচক ও কতকগুলি স্ত্রীরোগে উপকারী।

শ্রীমতী সাবিত্রী নাথ
খড়্গপুর

(১২৭)

আলুর কোর্মা

উপকরণ:—আলু, বাদাম, কিস্‌মিস্‌, হলুদ, লঙ্কা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, তেঁতুল, পেঁয়াজ, চিনি, তেল, ঘি, লবণ ও জিরা।

প্রথমে আলু খোসা ছাড়িয়ে বড় করে কেটে নিন, তারপর কিস্‌মিস্‌ তেঁতুল ছাড়া সব মসলা এবং পেঁয়াজ বেঁটে নিন। এইবার কড়ায় তেল, ঘি চড়িয়ে দিন, জিরা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ বাটা এবং বাদাম, লঙ্কা বাঁটা ছেড়ে খুব ঘন ঘন নাড়ুন। বেশ লাল হলে আলুগুলি ছেড়ে দিন, আলুগুলি প্রথমেই ভেজে রাখবেন। এইবার আলুতে কিস্‌মিস্‌ ছেড়ে দিন তারপর নেড়ে আন্দাজমত জল দিন। চিনি দিন, সিদ্ধ হলে তেঁতুলের জল, গরম মসলা, ঘি দিয়ে নামিয়ে রাখুন। এই কোর্মায় এমন আন্দাজে টক, মিষ্টি, ঝাল দেবেন্‌ যেন তিনটারই স্বাদ বোঝা যায়।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী
C/o শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী
গোরক্ষপুর

(১২৮)

দেশী কেক্‌

উপকরণ:—আধপোয়া ময়দা, তিন ছটাক চিনি, ছয়টা বড় এলাচ গুঁড়া করিয়া লইবে, অল্প মৌরী গুঁড়া—এগুলি সব একত্র করিয়া আধপোয়া দুধে মিলাইয়া লইবে। দুধটি ঘন হওয়া চাই। পেস্তা, বাদাম পরিমাণমত দিয়া গোলা তৈয়ারী করিবে। কড়ায় ঘি দিয়া ছাড়িয়া দিবে। তারপর এপিঠ ওপিঠ নাড়িয়া উল্টাইয়া নাড়িয়া লইবে। দোবরা চিনি ছড়াইয়া দিবে।

শ্রীশোভা মিত্র
C/o মিঃ বি, সি, মিত্র
ভুবনেশ্বর

(১২৯)

কামরাঙ্গার আচার

কতকগুলো পাকা কামরাঙ্গা সংগ্রহ করুন। শিরগুলো কেটে ফেলে দিন। চার টুক্‌রো করুন। এখন রোদে শুকাতে দিন। যখন কামরাঙ্গাগুলি শুকিয়ে একটু একটু নরম থাকবে, তখন পরিমাণমত তেঁতুলের গোলা মাখিয়ে নিন—যেন তেঁতুল ও কামরাঙ্গা মিশে বেশ মাখানো আচারের মত দেখায়। তারপর রাঁধুনী, কাল জিরা, লঙ্কা ভেজে একত্রে গুঁড়ো করে নুন ও অল্প সরিষার তেলসহ ঐ তেঁতুল মাখানো কামরাঙ্গার সাথে মিশিয়ে নিন। (তেঁতুল ও লঙ্কা যার যার রুচি অনুসারে দিতে পারেন।) তারপর রৌদ্রে তিন চার দিন শুকাবেন। উহা খেতে বেশ মুখরোচক হবে।

শ্রীউষারাণী দেবী
গোলকগঞ্জ (আসাম)

(১৩০)

ইলিশ মাছের দো-পিঁয়াজি

উপকরণ:—বড় ইলিশ মাছ ১টি, আধসের বড় পিঁয়াজের কুচো, ৪।৫টা লঙ্কা বাটা, ৬টি কাঁচা লঙ্কার কুচো, সামান্য ধনে বাটা, হলুদ বাটা, আদার কুচো, চায়ের চামচের ২।৩ চামচ চিনি, নুন, কয়েকটা ছোট এলাচ, ৩।৪ টুক্‌রো দারুচিনি, ঘি দেড়পোয়া।

প্রণালী:—প্রথমে মাছটার আঁশ ছাড়িয়ে মুড়া ও লেজ কেটে বাদ দিন এবং ভেতরটা পরিষ্কার করে মাছটা ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন। তারপর উনোনে সামান্য জলসহ ১টা পাত্র চড়ান, জল গরম হলে মাছটা ছেড়ে দিন। মাছ সিদ্ধ হলে হাতা দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে থাকুন যাতে মাছ হতে কাঁটা আল্‌গা হয়ে আসে,—কাঁটা হতে মাছ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে সরে গেলে কাঁটা তুলে ফেলে দিন এবং মাছের গায়ে জল সম্পূর্ণ টেনে গেলে পাত্রটা নাবান (লক্ষ্য রাখবেন যেন তলা ধরে না যায়)। এবার আর একটা পাত্রে চড়িয়ে তাতে খানিকটা ঘি ঢালুন, ঘি গরম হলে ঈষৎ বাদামি রং করে পিঁয়াজ ভেজে তুলুন (পিঁয়াজ যেন বেশ গরম থাকে), তারপর

টোট্‌কা

(ক)

কাহারো আগুনে পা, হাত, পা, পুড়িয়া গেলে, দগ্ধস্থানে কুকসিমে (কুকুর শুঁকা) পাতার রস দিলে উপকার হয়।

অবশিষ্ট ঘিটুকু ঐপাত্রে ঢালুন, ঘি গরম হলে প্রথমে এলাচ ও দারুচিনি দিন, পরে হলুদ, ধনে ও লঙ্কা বাটা, ও আন্দাজমত নুন দিয়ে প্রায় ২ মিনিট কাল ভাল করে নেড়ে পাত্রটী নাবান। এবার তাতে মাছ, আদা, কাঁচা লঙ্কা ও চিনি দিয়ে মিশিয়ে

কিম্বা মুরগীর ডিম ভাজিয়া ভিতরের শাঁস সেইস্থানে লাগাইয়া দিলে দাহের জ্বালা সত্বর উপশমিত হয়।

কলার থোড়ের রস কিম্বা বিলাতী আলু জল না দিয়া বাটিয়া দগ্ধস্থানে লাগাইয়া দিলেও শীঘ্র যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

নিয়ে পাত্রটী আবার খুব অল্প আঁচে চড়িয়ে ৭।৮ মিনিট কাল হাতা দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। পরে ভাজা পিঁয়াজগুলি মিশিয়ে দিয়ে পাত্রটী নাবান।

শ্রীমতী তপতী সরকার
চট্টগ্রাম

সামান্য আঘাত লাগিয়া কাটিয়া গেলে রক্ত বন্ধ করিতে হইলে, ডালিমের রস কিম্বা দুর্ব্বা ঘাস কাটিয়া তাহার রস লাগাইয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়। বন্য ডুমুরের রস কিম্বা আমরুলের পাতার রস ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলেও শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

গোলা চূণের সহিত খয়ের মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলে অতি শীঘ্র বেদনা কমিয়া যায়।

এই ঔষধটি লাগাইবার সময় একটু জ্বালা করিবে, কিন্তু ইহা অতিশয় উপকারী।

(গ)

ভীমরুল, মৌমাছি, বোলতা, প্রভৃতি কামড়াইলে সেইস্থানে স্চ কিংবা ছুরি দিয়া হুলটি বাহির করিতে হয়।

তারপরে সেইস্থানে ওলের রস কিংবা কচু গাছের আঠা দিলে উপকার হয়।

গাঁদাফুলের পাতার রস সামান্য লবণ গুলিয়া দষ্টস্থানে লাগাইয়া দিলে শীঘ্র উপকার হয়।

শ্রীমতী আকলিমা খাতুন,
আড়ংঘাটা, খোসালপুর,
নদীয়া।

70-TON PREHISTORIC MONSTERS
live, breathe and fight to the death
RIGHT BEFORE YOUR EYES!

See.. World's First Lovers Surmounting Primeval Dangers!
Hair-raising Jungle Encounter Between Gigantic Cave Bear and Ferocious Serpent!
Volcanic Eruptions that Rend the Earth in Two!

দি এলিট
পরিচালনা—ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স লিঃ
ফোন—কলিকাতা ৫৮৫৫

ওয়ান মিলিয়ন বি. সি.
(ONE MILLION B. C.)

গত যুগের হিংস্র জীবজন্তুদের চিত্রে জীবন্ত দেখিবেন—এক নূতন পদ্ধতিতে তাহাদের চিত্রগ্রহণ করা হইয়াছে।

দেখিবেন—
আগ্নেয়গিরির ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত—প্রাগৈতিহাসিক ৭০-টন জন্তু-দানবদের লোমহর্ষক যুদ্ধবিগ্রহ
১০০ ফুট দীর্ঘ নর-রাক্ষসের হাতে মানুষের অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা

●

শো আরম্ভ হওয়ার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে রিজার্ভ সীট বিক্রয় করা হইবে।

আই, এফ, এ শীল্ড খেলা শেষ হয়ে গেল। আসছে বারে আমরা তার ফলাফল জানাবো। অন্যান্য বছর শীল্ড খেলায় যেমন একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হতো, এবছর তার অর্দ্ধেকও হয়েছে কি না সন্দেহ! তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে এবছর বিশেষ করে কোন গোরা দল খেলতে আসে নি। এমন কি স্থানীয় গোরা দলও যোগদান করে নি। তার ফলে স্থানীয় ফুটবল ক্লাবগুলির এক-চেটিয়া প্রতিপত্তি আমাদের দৃষ্টিকটু লেগেছে। বাইরের থেকে যে-সব দল খেলতে এসেছিল তাদের সকলকেই ফিরে যেতে হয়েছে। গৌহাটির মহারাণা স্পোর্টিং ক্রীড়ামোদীদের মনে যে রেখাপাত করে গেছে তা' সহজে ভুলতে পারা যাবে কি না সন্দেহ। খেলার সময় কিভাবে দলবদ্ধ হয়ে লড়তে হয় তার প্রমাণ তারাই দেখিয়ে দিয়ে গেছে।

*

স্থানীয় দলের মধ্যে কয়েকটী অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটে গেল, যা কোন দিন কেউ ভাবতে পারে না। আই, এফ, এ, শীল্ডে দুইটী বাঙ্গালী দলের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকবে। ১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাব আই, এফ, এ, শীল্ড পেয়ে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল

করবে তার প্রমাণ সামনে রয়েছে। সেমি-ফাইনালে দল ভাঙ্গা ভবানীপুর ক্লাব যেমন কৃতিত্ব দেখিয়ে গেল তা' বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এরিয়ান্স দল আজ তাদের দৃঢ়মনা খেলোয়াড়দের পেয়ে যে কত গর্ব্ব অনুভব করছে—তা' সহজেই অনুমেয়। বাঙ্গালীর এই বিজয় অভিযান যে খেলার মাঠের অনুপ্রেরণা আরও বেশী করে এনে দেবে তা' আমরা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি।

*

চতুর্থ রাউণ্ডে এরিয়ান্স দল প্রথম দিন যে-ভাবে খেলে গেল তাতে কাষ্টমস দল হেরেছিল আর কি, কিন্তু আব্বাস মির্জ্জা শেষ সময়ে একা একটি বল নিয়ে এসে ব্যাকদ্বয়কে কাটিয়ে গোলকিপার রাম ভট্টাচার্য্যকে অনায়াসে গোল দিয়ে খেলা ড্র করেন। ফরওয়ার্ডের অভাব প্রতিমুহূর্ত্তে এরিয়ান্স বোধ করছিল। দ্বিতীয় দিনে ডি, ব্যানার্জ্জির যোগদানে এরিয়ান্স ক্লাবের শুভার্থীরা একটু আশ্বস্ত হন। প্রথম দিনে আহত হওয়াতে রাম ভট্টাচার্য্যর স্থানে উদীয়মান গোলকিপার অমিতাভ মুখার্জ্জি খেলেন। ভীষণ প্রতিযোগিতার পর এরিয়ান্স দল তাদের শুভাকাঙ্খীদের আনন্দ প্রদান করে। সেমি-ফাইনাল খেলায় রেঞ্জার্স দলের বিরুদ্ধে তারা যে খেলা খেলে গেল তা' সত্যই প্রশংসনীয়। রেঞ্জার্স মহমেডান দলের মত শক্তিশালী দলকে হারিয়ে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে, 'জায়েণ্ট কিলার' এরিয়ান্সের কাছে ১ গোলে পরাজিত হয়ে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

এই খেলার দিন প্রত্যেকেই প্রাণপাত করে খেলেছিলেন—কারও বিরুদ্ধে বলবার

এস, মিত্র নির্ম্মল ঘোষ

কিছুই নেই। তবে বিশেষ করে রাম ভট্টাচার্য্য গোলে যে-সব অব্যর্থ গোল বাঁচিয়েছেন তা' কোন অংশে কলিকাতার যে-কোন শ্রেষ্ঠ গোলকিপার চাইতে মন্দ নয়। দাশু মিত্র হাফে তার পাশ দিয়ে কোন বল নিতে দেন নি। ফ্রি-কিকে দাশু মিত্র যে গোলটি দেন তা দেখবার মত। নীরেশ মজুমদার, অচ্যুত মুখার্জ্জি, রাও ও নির্ম্মল ঘোষ রেঞ্জার্স দলকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন। রেঞ্জার্স দল মাথা ঠাণ্ডা করে খেললে হয়ত খেলার ফলাফল অন্য রকম দাঁড়াত।

*

চিরপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাব তাদের নিজ সুখ্যাতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে চতুর্থ রাউণ্ড খেলায় প্রথম দিন ড্র রাখার পর দ্বিতীয় দিনে তাদের হারাতে সক্ষম হয়। পুলিশ দলের খেলা প্রথম দিন ভাল হয়। কিন্তু দ্বিতীয় দিন বাজে হওয়াতে হারতে বাধ্য হয়। তারা বল ছেড়ে মানুষ খেলছিলেন। এর চাইতে খেলার মাঠে নিষ্ঠুর খেলা আর কি হতে পারে। তবে

নিনু মুখা

মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা প্রাণের মায়া মমতা ছেড়ে তাদের সম্মুখীন হয়ে যে-ভাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তা' ক্রীড়ামোদী-গণের কাছে অপূর্ব্ব। প্রথম দিন খেলা ড্র হয়। দ্বিতীয় দিনে খেলার প্রারম্ভে পুলিশ দল অন্যায় ভাবে খেলতে থাকে। টেম্পলটনকে রেফারী মাঠ থেকে বার করে দেন তার অন্যায় খেলার জন্য। অতিরিক্ত সময়ে মানা গুঁই কর্ত্তৃক গোল হওয়াতে মোহনবাগান সেমি-ফাইনাল খেলার জন্য তৈরী হয়।

*

ভবানীপুর ২ গোলে দিল্লী স্পোর্টিংকে হারিয়ে মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে সেমি-ফাইনাল খেলে ১ গোলে পরাজিত হতে বাধ্য হয়। এই খেলাটি চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে ধার্য্য হওয়া সত্বেও ভীষণ ভীড় পরিলক্ষিত হয়েছিল। ভবানীপুরের কাছে মোহনবাগানের খেলা আশানুরূপ ভাল হয় নি। মানা গুঁই দ্বিতীয়ার্দ্ধে গোল দেওয়াতে ভবানীপুর নিরাশ হয়ে খেলতে থাকে। মোহনবাগানের পি, চক্রবর্ত্তী, নিলু মুখার্জ্জি ও প্রামাণিকের খেলা মন্দ হয় নাই। মানা গুঁই ও ল্যাংচার খেলা দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দেয়। ভবানীপুরের তপেন দত্ত গোলে বহু অব্যর্থ বল রক্ষা করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ব্যাকে এস, ভট্টাচার্য্য দুর্দ্দান্ত ভাবে খেলেন। হাফে জুম্মন ও ফরওয়ার্ডে রুণু, অজিত ও হাবার খেলা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জি, সাহার খেলা দর্শকদের আনন্দ দেয়।

বাঙ্গালোর মুস্লীম দল

উক্ত দল ঢাকায় আসিতেছেন এবং সম্ভবতঃ আগামী ৯ই ও ১০ই আগষ্ট তাহারা ঢাকা একাদশ দলের সহিত প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ খেলিবেন। ২ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত দল ঢাকায় তিনটী প্রদর্শনী ম্যাচ খেলিয়া গিয়াছেন এবং সবগুলি খেলাতেই ঢাকা

তারক চৌধুরী

একাদশ দলের সহিত পরাজিত হইয়াছেন। আই, এফ, এও একটী দল ঢাকায় পাঠাইতেছেন।

আগামী ১১ই আগষ্ট ঢাকার বাৎসরিক ফুটবল খেলা—ইনিষ্টিটিউসনেল লীগ ক্লাবস্ বনাম নন-ইনষ্টিটিউসনেল লীগ ক্লাবস্—ডি, এস, এ মাঠে অনুষ্ঠিত হইবে।

রাধানাথ স্মৃতি কাপ (বালী)

বঙ্গ শিশু বিদ্যালয় (৪) বালী এম ই স্কুল (২)।

বারাকপুর সঙ্ঘ উপস্থিত না হওয়ায় ওয়েলিংটন ক্লাব ওয়াক ওভার পেয়েছে।

শিশু সমিতি "এ" (৩) বালী এস এম এফ সি (২)

বঙ্গ শিশু বিদ্যালয় চন্দননগরের বিরুদ্ধে ওয়াক ওভার পেয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে খেলবে।

বেলুড় সঙ্ঘ ময়দানে উপস্থিত থেকেও খেলতে না নামায় শালকিয়া হিন্দু স্কুলকে ওয়াক ওভার দেওয়া হয়েছে।

আগামী বারের খেলা

উত্তরপাড়া, জি, স্কুল—"ব" শিশু সমিতি "এ"।

শিশু সমিতি "বি"—"ব"—মিলন সমিতি "এ"।

বেলুড় ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন "ব"—ওয়েলিংটন।

বয়েজ্ এড়িয়াদহ "ব"—বিজয়া তরুণ সঙ্ঘ বা উত্তরপাড়া জিমন্যাসিয়াম।

ঢাকা সংবাদ

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ফুটবল লীগ

ঢাকা ফুটবল লীগের খেলাধূলা বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত হইতেছে। নিম্নে পরবর্ত্তী খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হইল।

প্রথম ডিভিসন

ঢাকা ফার্ম (২) মেডিকেল স্কুল (১)
(পি, মুখার্জ্জি, ও ডি, সোম) (পি, চন্দ)

আরমানিটোলা (৪) ভিক্টোরিয়া (০)
(জালাল ৩, এন, কর)

ঢাকা ফার্ম (৫) মহমেডান স্পোর্টিং (২)
(বি, সোম ২, নারায়ণ, ২ (জামাল, সামাদ) টি, সেন)

ডি আই কলেজ (১) ঢাকা হল (০)

ইঞ্জিনিয়ারিং (৬) মহমেডান স্পোর্টিং (০)

মহমেডান স্পোর্টিং (৩) ডি আই কলেজ (২)
(সামাদ, মিঞা, ইসলাম) (এ, শর্ম্মা, আলী)

ঢাকা হল (২) ভিক্টোরিয়া (০)
(এ, বোস, বি, গুহ)

আরমানিটোলা (১) মেডিকেল (০)
(এন, কর)

উয়ারী (৩) ডি আই কলেজ (১)
(এন, দাস, আর, সরকার, (তালেব) কে, ধর)

ইঞ্জিনিয়ারিং (৫) উয়ারী (৩)

মেডিকেল (০) ভিক্টোরিয়া (০)

ঢাকা হল (৩) ইঞ্জিনিয়ারিং (২)
(বি, ভট্টাচার্য্য, এল, দে, ডি, ভট্টাচার্য্য) (হাসেম, দিলওয়ার)

ডি আই কলেজ (৩) মেডিকেল (০)

ইঞ্জিনিয়ারিং (২) জে আই কলেজ (০)

উয়ারী (১) ভিক্টোরিয়া (০)
(এন দাস)

শিক্ষা

—মবিনউদ্-দীন আহমদ

আমাদের দেশের এক ভদ্রলোক প্যারিসে গিয়াছেন। একদিন খানকয়েক পত্র ডাকে দিবার জন্ম তিনি রাস্তায় বাহির হইলেন। ভাল করিয়া না চিনেন পথ ঘাট—না জানেন ফরাসী ভাষা। ফরাসী দেশে ইংরেজি জানা লোকের সংখ্যা কম; কাহারও নিকট ডাক ঘরের খবর জিজ্ঞাসা করিতেও তিনি সংকোচ অনুভব করিতে ছিলেন। অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়াও যখন একটি Post Office আবিষ্কার করিতে পারিলেন না, অগত্যা তখন রাস্তার এক ভদ্রলোককে চিঠি কয়খানা দেখাইয়া ইসারায়, মানে, ইংরেজিতে কহিলেন "দয়া করে একটা Post Office দেখিয়ে দিতে পারেন কি?"

সৌভাগ্যবশতঃ সেই ফরাসী ভদ্রলোক ইংরেজি জানিতেন; তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিকটবর্ত্তী Post Officeএ লইয়া গেলেন—টিকিটের দাম চাহিয়া লইয়া, টিকিট কিনিয়া চিঠি কয়খানা ডাক বাক্সে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যদি কিছু মনে না করেন, আমার সঙ্গে রেস্তরাঁয় বসে এক পেয়ালা কফি খেলে আনন্দিত হব।"

আমাদের দেশী ভদ্রলোক ভাবিলেন, তাঁহাকে বাঙাল মনে করিয়া বাটপারে ধরিয়াছে। তিনি অতি রূঢ়ভাবে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গেলেন।

*

সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের ভেজাল-জলে মানুষ আমরা—জল মিশ্রিত খাঁটি দুধের দেশ—আমরা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি যে নেহাৎ কোন দুরভিসন্ধি না থাকিলে মানুষ এতখানি ভদ্র হইতে পারে, অন্ততঃ যাহাকে কোন দিন দেখিই নাই, তাঁহার কাছে!

শুনিয়াছি, জাপানে রাস্তার মোড়ে মোড়ে খবরের কাগজ রাখা থাকে, হকার থাকে না। যাহার দরকার তিনি একখানা কাগজ লইয়া দামটা রাখিয়া যান। জার্মানীতে নাকি পরীক্ষার হলে গার্ড থাকে না। রূপকথার দেশ!

*

ওদেশে আর এদেশে এই যে তফাৎ, ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, কারণ শিক্ষা। যে দেশে শুধু নাম সহি করিতে পারে, এমন লোক লইয়া শিক্ষিতদের সংখ্যা শতকরা নয় জনও নয়—সে দেশের সহিত শতকরা পঁচানব্বই জন শিক্ষিতদের দেশের তুলনা চলে না

হাজার কয়েক M.A., B.A., I.A., Matric এবং under matric লইয়া দেশ নহে—দেশ বলিতে সমগ্র জনসাধারণকেই বুঝায়। দেশের প্রকৃত কল্যাণ নির্ভর করিতেছে এই জনসাধারণের নিরক্ষরতা মোচনের উপর।

*

আজ যাহারা শিশু, ভবিষ্যতে তাহারাই দেশের মেরুদণ্ড রূপে গণ্য হইবে—তাহাদেরই উপর নির্ভর করিবে সমগ্র দেশের কল্যাণ, অকল্যাণ।

জ্ঞানলিপ্সা শৈশবকালেই অন্তরে জাগরূক হয়; অবশ্য সকল শিশুর ঔৎসুক্য সমান নহে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যে শিশু মনের অবস্থা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। তবুও মন যখন সরল থাকে, তখন হইতেই উচ্চ আদর্শের দিকে তাহাদের মনের গতি ফিরাইয়া দিতে হয়।

পাঠাভ্যাস জাতীয় চরিত্র গঠনের একটি বিশেষ অঙ্গ। শিশু মনে মস্তক-প্রীতি যাহাতে বদ্ধমূল হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

য়ুরোপের দেশগুলি শিশু মনে জ্ঞানস্পৃহা সজাগ রাখিবার জন্য আয়োজনের ত্রুটি করে না। তাহাদের পাঠগৃহগুলি অত্যন্ত মনোরম ও চিত্তাকর্ষক করিয়া সাজাইয়া রাখা হয়। র‍্যাকে র‍্যাকে নানা বর্ণে বিচিত্রিত ঝকঝকে গ্রন্থমালা সর্ব্বদাই শোভা পায়। শিশু সাহিত্যগুলি নানা চিত্র সম্ভারে পূর্ণ থাকে। পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিতে না পারিলে পুস্তকপ্রীতি জন্মিবেই বা কিরূপে? আরও কত রকম অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়া শিশু মনে জ্ঞানস্পৃহা তাহারা এমন ভাবে বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে আজন্ম তাহাদের পাঠের আকাঙ্খা আর ঘোচে না। ফলে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সর্ব্বদিকেই ও সমস্ত দেশ এত অগ্রণী।

কিন্তু শুধু গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি তরল

বিনামূল্যে সুদৃশ্য রিষ্ট ওয়াচ

জোহর্-ই-হুসান্ (রেজিঃ) আমাদের অকৃত্রিম ঔষধ। শরীরের যে কোনও স্থানের লোমনাশে অব্যর্থ। যে স্থানে একবার এ ঔষধ লাগান হয়, সেখানে জীবনে আর কখনও কেশোদ্গম হয় না। ইহা ব্যবহারে চামড়া মসৃণ কোমল ও মখমলের মত সুন্দর হয়। দাম প্রতি বোতল দুই টাকা।

এই ঔষধের প্রচারের জন্য প্রতি বোতলের সহিত একটি করিয়া সুদৃশ্য হাতঘড়ি উপহার দেওয়া হয়। ঘড়িগুলি মজবুত ও সুদৃশ্য এবং দশ বৎসরের গ্যারাণ্টিযুক্ত। প্রত্যেক ঘড়ির সহিত গ্যারাণ্টি রসিদ প্রেরিত হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—জিনিষ অপছন্দ হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়। একসঙ্গে তিন বোতল কিনিলে তিনটি সুদৃশ্য রিষ্ট ওয়াচ দেওয়া হয় এবং ডাক মাশুল ধরা হয় না।

London Commercial Co. P. O. Box No. 27 (D.P.B.) Amritsar (India)

সাহিত্যর প্রতিই নয়—সৎ সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্বদেশ প্রেম, এক জাতীয়তাবোধ প্রভৃতির প্রতিও যাহাতে শিশুমন আকৃষ্ট হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ছোট বেলা হইতেই আমরা শুনি, আমি হিন্দু, আমি মুসলমান—আমি ভারতবাসী এ কথা কোন দিনই শুনি না—ফলে দেশ বলিতে আমরা কিছু বুঝি না—বুঝি নিজ নিজ Community. হিন্দু মুসলমান—ভাগ করিয়া মনের মধ্যে ছোট বেলায় সে Pillar গাঁথিয়া দেওয়া হয়—বড় হইয়া বুঝি যে সেটি একটি কাল্পনিক কুসংস্কার মাত্র, কিন্তু ততদিনে যে সংস্কার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা অন্যান্য সংস্কারের মতই অতি মারাত্মক—পরিত্যাগ করিতে বুকে বাজে—ত্যাগ করিলে লোকে বলে কুম্মাণ্ড। লোকনিন্দার মত বড় ভয় মানুষের আর কিছু নেই।

সত্য কথা আমাদের দেশ গরীব দেশ। সমগ্র জনসাধারণকে উপযুক্ত রকমে শিক্ষিত করিবার দায়িত্বও Government-এর নয়। য়ুরোপের ছেলেরা এই দিকে কতখানি সুযোগ এবং প্রেরণা পায় আমরা ততখানি পাইতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারাও যদি এই কুসংস্কার হইতে মুক্ত না হইতে পারেন এবং তাঁহাদের পুত্র পৌত্রদের হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে এক জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া দিতে না পারেন, তাহার মত পরিতাপের বস্তু আর কি হইতে পারে! আমার মনে হয় আমরা শিক্ষিত হই না—পাশ করি মাত্র। সকলেই মনে করে ছেলে স্কুল হইতে আরম্ভ করিয়া M.A. পর্য্যন্ত পাশ করিতে পারিলেই চরম শিক্ষিত হইয়া গেল এবং মোটা মাহিনার একটা চাকুরি পাইলে সে শিক্ষার চরম সার্থকতা লাভ হইল। যথার্থ মানুষ হওয়া আর পাশ করা যে এক বস্তু নয় সে জ্ঞান আজিও আমাদের আসিল না।

ফলে M.A. পাশ করিয়া আমাদের আত্মম্ভরিতাই বৃদ্ধি হয় আর কিছু লাভ হয় না—এবং M.A. পাশ করিতে না পারিলে মরমে মরিয়া যাই। ডিগ্রির তথা চাকুরির মোহ দিন দিন আমাদের যে ক্ষতি করিতেছে তাহার পরিমাণ নাই।

আমি বলিতেছি না যে ডিগ্রির কোন দরকার একেবারেই দরকার নাই, কিন্তু সেই মোহে যদি দেশের যাঁহারা বরণীয় তাঁদের পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করি—সত্যকে অস্বীকার করিয়া মিথ্যাকে পূজা করি তবে সে ডিগ্রির মূল্য রহিল কোথায়?

আমার এক Graduate বন্ধু একদিন বলিতেছিলেন—"রবীন্দ্রনাথ আর Bernard Shaw নাকি Graduateদের দেখতে পারেন না—কারণ তাঁরা কেউ Graduate নন।" বন্ধুর ভাবটা—রবীন্দ্রনাথ আর Bernard Shaw Graduate দের ঈর্ষা করেন। এক Sub-Dy. Collector কে একদিন বলিতে শুনিয়াছি "স্বীকার করি, শরৎবাবু খান কয়েক বেশ ভাল বাঙলা বই লিখেছেন কিন্তু তিনি শিক্ষিত ছিলেন—একথা বলা চলে না। বিদ্যার দৌড়ত' Entrance পর্য্যন্ত—F.A. বোধ হয় পড়েছিলেন বা পাশ করেছিলেন।"

বুঝুন এবার আমাদের আত্মম্ভরিতার দৌড় কত দূর। যাঁহারা B.A. পাশ করেন নাই তাঁহারা Graduateদের চক্ষে একদম "যাচ্ছে তাই", তা তিনি যত বড় জ্ঞানী এবং গুণীই হউন না কেন। আমরা ডিগ্রির সাহায্যে সর্ব্বক্ষেত্রেই মানুষ—অমানুষ ঠিক করি। জানি না দেবী সরস্বতী কাঞ্চনের মত আক্ষেপ করিয়া বলেন কি না—

"অগ্নিদাহে দগ্ধ কর দুঃখ তাহে নাই,
লৌহ মুদ্গরের ঘায়ে যে বেদনা পাই
সহি তাও হাসিমুখে।
কিন্তু যবে মোরে
তুচ্ছ গুঞ্জাফল-সহ তুলাদণ্ড ধোরে
কর তুলা—বলি আমি মাতা ধরিত্রীরে
"হে জননী দ্বিধা হও, বক্ষে লহ ফিরে"

(শ্রী কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত)

যদি না করেন নেহাৎ দেবী বলিয়াই হয়ত এ অত্যাচার তার গায়ে বাজে না। আমাদের দেশে সাধনার কোন মূল্য নাই।

গেরুয়াধারী সাধকদের অবশ্য মূল্য আছে—সংখ্যাও তাহাদের তাই অকিঞ্চিৎকর নয়।

ইহার কারণ কী? কারণ আবার কি—কারণ অভিশাপ। আমার মনে হয় আমরা "কচ"এর আত্মীয় স্বজন। "দেবযানী"র অভিশাপ—

"তোমা পরে
এই মোর অভিশাপ, যে বিদ্যা তরে
মোরে কর অবহেলা, সেবিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ, তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

"কচ" হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার "দেশী-খেসী" সকলের উপরেই মর্ম্মান্তিক ভাবে ফলিতেছে।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়।
সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২।০।
সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬।০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

—অভিমন্যু

আগামী ছবির কথা

এই মাসের শেষাশেষি এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে প্রায় প্রত্যেক ছবিঘরেই নূতন নূতন বাংলা ছবির মুক্তি আশা করা যাইতেছে: নিউ থিয়েটার্সের "ডাক্তার", চিত্রায় "আলো-ছায়া"র পরই মুক্তিলাভ করিবে। উত্তরায় কৃষ্ণ মুভীটোনের "শাপমুক্তি" ৩১শে আগষ্ট মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। শ্রী সিনেমায় মতিমহল থিয়েটার্সের "ব্যবধান" স্থির হইয়াছে।

উপরোক্ত তিনখানি ছবি সম্বন্ধেই চিত্রপ্রিয়েরা উৎসুক হইয়া আছেন। "ডাক্তার" একে নিউ থিয়েটার্সের ছবি, তাহার উপর অহীন্দ্র চৌধুরী, পঙ্কজ মল্লিক, জ্যোতিপ্রকাশ, পান্না, অমর মল্লিক, ভারতী প্রভৃতি নটনটীরা অভিনয় করিয়াছেন। বর্ত্তমানে "ডাক্তারে"র ট্রেলার দেখিয়া চিত্রামোদীদের ছবিখানি সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ফণী মজুমদার বয়সে তরুণ হইলেও তাঁহার পরিচালনার উপর আমাদের শ্রদ্ধা আছে, আশাকরি ফণীবাবু তাহা ক্ষুণ্ণ করিবেন না। দ্বিতীয়খানি হইল, "শাপমুক্তি"—প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত বড়ুয়ার ছবিতে আমরা বরাবরই কিছু-না-কিছু নূতনত্বের সন্ধান পাইয়াছি। ছবির গল্প শুনিয়া মনে হয় যে মিঃ বড়ুয়া তাঁহার যশোমুকুটে আর একটি রত্ন সংস্থাপন করিবেন। অনুপম ঘটকের সঙ্গীত পরিচালনাও নাকি অপূর্ব্ব হইয়াছে। শ্রীমতী পদ্মা দেবী বাংলার ও বাঙ্গালীর মেয়ে—তিনি একদিন বোম্বায়ের বহু চিত্রে অভিনয় করিয়া বাংলার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, এখন স্বদেশে তাঁহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকুক, ইহাই আমাদের কামনা। রবীন মজুমদার, বদরী প্রসাদ, গায়ত্রী রায় —ইঁহারা চিত্রজগতে নবাগত হইলেও চিত্রপ্রিয়দের অন্তরে এক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইবেন। শ্রীমতী সরযূবালা রঙ্গমঞ্চে তাঁহার মনোজ্ঞ অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন এবার "শাপমুক্তি" তাঁহার চিত্রাভিনয়ের উৎকর্ষ ও প্রমাণ করিবে। ইঁহারা ছাড়া নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিভাননী, জীবন বসু তো আছেনই। আর একজনের কথা বলি নাই, তিনি পরিচালক স্বয়ং—কুমার বড়ুয়া। তাঁহার অভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি, কারণ তাঁহার মত সুদক্ষ অভিনেতা বাংলা দেশে বড় বেশী নাই।

তৃতীয় ছবিখানি হইল মতিমহল থিয়েটার্সের "ব্যবধান", পরিচালনা করিয়াছেন ফণী বর্ম্মা ও নীরেন লাহিড়ী। গল্প লিখিয়াছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র অভিনয় করিয়াছেন প্রতিমা দাশগুপ্তা, (সম্প্রতি মিসেস্ হক্) ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, অরুণা দাস, সত্য মুখার্জ্জী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, নিভাননী, সন্তোষ সিংহ প্রভৃতি। এই ছবিখানির মুক্তি উপলক্ষ্যে "শ্রী" সিনেমার প্রেক্ষাগারের সংস্কারের করা হইতেছে। "ব্যবধান" যাহাতে সর্ব্বজনপ্রিয় হয় সেজন্য কর্তৃপক্ষ কোনও ত্রুটি রাখেন নাই।

নির্মীয়মান ছবির কথা

মতিমহলের "নিমাই সন্ন্যাসে"র 'মহরৎ' উৎসব অল্প সুসম্পন্ন হইবে। ছবি বিশ্বাস, নিভাননী, অহী সান্যাল, যোকেন চট্টো, ফণী রায়, সত্য মুখার্জ্জী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। ফণী বর্ম্মা পরিচালনা করিবেন।

এন, টি'র "হারজিত" (হিন্দী) ও "অভিনেত্রী" (বাংলা) এখন সম্পাদনাগারে, উদয়শঙ্করের দলের সহিত সংশ্লিষ্ট শরদিন্দু সিংহের প্রাচ্য নৃত্যগুলি ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ বলিয়া, প্রকাশ।

দেবকী বসুর "নর্ত্তকী"র নূপুর-নিক্কনে ষ্টুডিও এখন মুখরিত। বাংলায় "নর্ত্তকী"কে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, উৎপল সেন, ছবি বিশ্বাস, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ মল্লিক, ও নরেশ বসু।

নীতীন বসু তাঁহার বর্ত্তমান বেনামা ছবির একটি বড়-সেটে কাজ সুরু করিয়াছেন। এই ছবির দৃশ্য-সজ্জায় কারুশিল্পী সৌরেন সেন যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিতেছেন।

ফিল্ম কর্পোরেশনের "অমরগীতি"র কাজ বোধ হয় এতদিনে শেষ হইয়া গিয়াছে।

কমলা টকীজের "রাজকুমারের নির্ব্বাসন" ও কালী ফিল্মের "বাংলার মেয়ে" কি হইল ?

ঋতু সঙ্কট যে কোন কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য ১৷৹, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) লিখুন বা দেখা করুন—৮টা হইতে ১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়। মিসেস দাস বনজ, বিশারদ ১৮২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D), কলিকাতা।

ত অক্ষমতা (অল্পক্ষণ স্থায়ী, আংশিক, সম্পূর্ণ) হেতু মনঃকষ্ট, বনজ ঔষধ সেবনে চিরতরে দূর করিতে কোথাও বিফল হয় না। ১৷৹, ঐ মালিশ বিনামূল্যে। ডাক খরচ ।৹।

বনজ কুটীর, ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D)
কলিকাতা।

সুপ্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী প্রতিমা দাসগুপ্তার সহিত মিঃ নজরুল হকের বোম্বায়ে শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। আমরা নবদম্পতির সুখময় দাম্পত্যজীবন কামনা করি।

পাঞ্জাবী ছবি

গত রবিবার ভবানীপুরের রূপালী সিনেমায় লাহোরের পাঞ্চোলী আর্ট পিকচার্স কর্ত্তৃক প্রথম পাঞ্জাবী সামাজিক ছবি "আমরা জাট"এর এক অপ্রকাশ্য প্রদর্শনীতে আমরা আহূত হইয়াছিলাম। ছবিখানির ভাষা পাঞ্জাবী বলিয়া সংলাপ ঠিক না বুঝিলেও গল্পটির অবিন্যাসের দরুণ মূল আখ্যান ভাগটি বুঝিতে কোথাও কষ্ট হয় নাই। অভিনেতৃবৃন্দ সুঅভিনয় করিয়াছেন। সঙ্গীতাংস সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য হইয়াছে। ফটোগ্রাফির বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না, শব্দগ্রহণ মোটামুটি ভালই।

ক্যালকাটা পোষ্টাল ক্লাব

গতপূর্ব্ব বুধবার ৩১শে জুলাই নাট্যনিকেতন মঞ্চে সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় উক্ত ক্লাবের দ্বাত্রিংশৎ জন্মবার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ সভাপতিত্ব করেন। এই উপলক্ষ্যে সভ্যগণ কর্ত্তৃক "চন্দ্রশেখর" অভিনীত হয়। অভিনয় বেশ ভালই হইয়াছিল।

চলতি ছবির কথা

আগামী শনিবার হইতে চিত্রা ও পূর্ণ থিয়েটারে "আলো-ছায়া" ৬ষ্ঠ সপ্তাহে পদার্পণ করিবে।

আগামী শনিবার হইতে নিউ সিনেমায় হংস পিকচার্সের "ঘর-কী-রাণী" পঞ্চম সপ্তাহে পড়িবে। লীলা চীটনীশএর অভিনয় সত্যই চিত্তাকর্ষক।

আরও দুখানি হিন্দী ছবি যথেষ্ট বাঙালী দর্শককে আকর্ষণ করিতেছে—তাহারা হইল রূপীতে "অচ্ছুৎ" ও প্যারাডাইসে "কঙ্কন।"

সুদামা প্রোডাকশানের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন এস, বাদামী। শ্রেষ্ঠাংশে সবিতা দেবী, পৃথ্বিরাজ, ই, বিলিমোরিয়া, মীরা, খাতুন প্রভৃতি। এখন এম্পায়ারে দেখানো হইতেছে।

৺শরৎচন্দ্রের সুবিখ্যাত উপন্যাস "পণ্ডিত মশায়ের" হিন্দী চিত্ররূপ এই "চিঙ্গারী।" "পণ্ডিত মশায়ের" আখ্যান ভাগের সহিত বাংলা দেশের প্রায় সকলেই পরিচিত, তদুপরি গত সপ্তাহে আমরা, গল্পাংশ মুদ্রিত করিয়াছি বলিয়া এবার আর সেটি পুনরুক্ত হইল না। পরিচালক মূল গল্পের অনুসরণ করিয়া, শেষ দৃশ্যটি বদলাইয়া হয়ত ব্যবসার দিক দিয়া সুবিধা করিয়াছেন, কিন্তু লেখকের প্রতি তাহাতে বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। ইহাতে কাহিনীর গাম্ভীর্য্য ও কৌলীন্য দুই-ই ক্ষুন্ন হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই দৃশ্যটি ছাড়া পরিচালক মহাশয় প্রশংসনীয় ভাবে তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। অবান্তর চরিত্র বা অনাবশ্যক দৃশ্যের অবতারণা নাই বলিয়া দর্শকদের মন আনন্দ, কৌতূহল ও উত্তেজনায় পূর্ণ থাকে। পুস্তকোক্ত সব চরিত্রগুলি ঠিক রাখিয়া কুসুম ও বৃন্দাবনের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া গীতা ও বীরেন রাখার কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাইলাম না।

অভিনয়ের মধ্যে গীতার ভূমিকায় সবিতা দেবী ও বীরেনের ভূমিকায় পৃথ্বিরাজ অপূর্ব্ব অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই বোধ হয় ইহাপেক্ষা আর কখনও ভাল অভিনয় করেন নাই। ই, বিলিমোরিয়ার 'কুঞ্জ' আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। কুঞ্জর চরিত্রগত ভাবটি তিনি চমৎকার ফুটাইয়াছেন। মীরা (কুঞ্জর স্ত্রী) ও কেশবরাও দাতে (ঘোষাল শাস্ত্রী) সু অভিনয়ের দ্বারা সকলকে প্রীত করিয়াছেন।

শব্দ গ্রহণ ও চিত্র গ্রহণ ভালই হইয়াছে। সঙ্গীত পরিচালনায় অসাধারণত্ব কিছু দেখিতে পাইলাম না, তবে মন্দ নয়। দৃশ্য সংস্থান প্রশংসনীয়।

সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক

সুধাংশু হালদার

আই, সি, এস্-এর লেখা

স্কুল, ক্লাব ও সৌখীন সমাজে অতি সহজে অভিনয়োপযোগী অফুরন্ত হাস্যরসের ফোয়ারা

—তিনটি নাটিকা—

একাঙ্কিকা—॥৹

মেঘদূতের হাস্যময় অনুস্মৃতি, বিচিত্র অদ্ভুত, বহু চিত্রে সুশোভিত

অভিনব—১৲

সুলেখিকা ইলা দেবীর

নূতন ধরণের নবতম গল্প

ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া—॥৹

অভাবিত চিন্তাধারায় অপরূপ, স্পষ্টরূপে নির্ভীকভাবে মানবমনের শাশ্বত সত্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম অনুভূতির সুন্দর সমন্বয়ে অপূর্ব্ব আধুনিক উপন্যাস—

যে ঘরে হল না খেলা—॥৹

ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১১৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

স্থাপিত • ১৯২১

দীপালি

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

২শ বর্ষ] ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৭ [৩৩শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"ঘড়িক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
[illegible]—৪১৫ বর্ষ এভিনিউ
[illegible]—১৫৩ [illegible] ষ্ট্রীট

প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা বিল

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলার শিক্ষাসচিব ও প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক উচ্চ শিক্ষা বিল নামে আইন প্রণয়ন করিয়া বাংলার শিক্ষায়তনগুলিকে কিভাবে সরকারী শাসনাধীনে আনিয়া, তাহাকে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট করিয়া হিন্দুদিগের শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাতের যে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়।

বাংলায় এখন মোট ১৩০৪টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। ইহার মধ্যে মাত্র ৪৯টি খাশ সরকারী এবং ৬২৮টি সরকারের সাহায্য-ভোগী। বাকী ৬৩৭টি স্কুল বেসরকারী অর্থাৎ এই ৬৩৭টি স্কুলে সরকারী কোনও সাহায্য পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না। এগুলি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের আনুকূল্যে ও বদান্যতায় চলে। অন্য কথায়, বাংলার উচ্চশিক্ষা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে শতকরা মাত্র ১৮টি সরকারী সাহায্য পায়, বাকী ৮২., চলে সরকারের নিকট হইতে কোনও সাহায্য না পাইয়া।

বাংলায় উচ্চ শিক্ষায় ১,৬৮,০০০ (একলক্ষ আটষট্টি হাজার) ছাত্রছাত্রীর মধ্যে—বর্ণহিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ১,২২০০০ (একলক্ষ বাইশ হাজার), অনুন্নত হিন্দু ৮৪০০ (আট হাজার চারিশত) এবং মুসলমান ৪৭০০০ (সাতচল্লিশ হাজার)। মুসলমান ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এক বর্ণহিন্দুদের তুলনায় মাত্র এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা ২০টি।

বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টের পরিচালনাধীনে খাশ ও অর্দ্ধখাশ (অর্থাৎ যেগুলিতে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়) মোট ৪৯+৬২৮=৬৭৭টি (১৩০৪ এর মধ্যে) উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। অর্থাৎ অর্দ্ধেক-

সমস্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিকে ইহারা ইহাদের কবলে আনিয়া শাসন করিতে চাহেন।

আর এই শাসন-পরিষদের প্রস্তাবিত সভ্য-সংখ্যা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির ক্ষুদ্রতায় এই পরিষদে ইহারা হিন্দু ও মুসলমান সভ্য-সংখ্যা কি ভাবে বণ্টন করিয়াছেন! হিন্দুসভ্য দশজন মুসলমান্ সভ্যও দশ জন। কেন? যেখানে শতকরা ৭২টি বর্ণহিন্দু এবং মাত্র ১৮টি মুসলমানসম্প্রদায়ের ছাত্র, সেখানে উভয় সম্প্রদায়ের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব কোন যুক্তিবলে শিক্ষাসচিব করেন? ৫৩ জন সভ্যের মধ্যে মাত্র দশ বর্ণহিন্দু সভ্য এবং দশ জন মুসলমান সভ্য!! এ সময়ে ইহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার আবদার কোথায় গেল? মোট কথা, যেন তেন প্রকারেণ এই সাম্প্রদায়িক মুসলমান মন্ত্রীমণ্ডল বাংলায় হিন্দুর প্রাধান্য ও মর্য্যাদা দমন ও দলন করিতে যত রকম সম্ভব অসম্ভব, ন্যায় অন্যায় সব কিছুই করিতেছেন, করিয়াছেন এবং করিবার জন্য তাহাদের গায়ের জোরই একমাত্র যুক্তি! এইবার হিন্দুর শিক্ষা সভ্যতা ও কৃষ্টির উচ্ছেদ শাসনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

গত তিন বৎসরকাল বাংলার হিন্দু-সমাজ মন্ত্রীমণ্ডলের ঈদৃশ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতে জর্জ্জরিত হইয়াছে, এইবার তাহার প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হইয়াছে। এতদিন ইহারা নীরবে সমস্ত অনাচার সহ্য করিয়াছে; কিন্তু আর যে তাহা করিবে না, তাহার প্রমাণ এইবার ইহারা দিবে যদি এই শিক্ষা বিল জোর করিয়া বাংলার স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার চেষ্টা হয়। হিন্দুরাই বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সমস্ত শিক্ষায়তন গড়িয়াছে, আজ তাহাদিগকে সেখান হইতে স্থানচ্যুত ও অধিকারভ্রষ্ট করিবার পূর্ব্বে তাহারা নিজেই যদি বাংলার সরকারী শিক্ষা সংস্রব ত্যাগ করে, তাহা হইলে শিক্ষা বিভাগ চলিবে কি? সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরও একটা সীমা আছে। ইহারা কোনও যুক্তি মানেন না জানি, সেইজন্য হিন্দুদিগের নিকট আমরা নিবেদন জানাই, এখন হইতে হিন্দুরাও তাঁহাদের সমস্ত ব্যাপারে যেন মন্ত্রীমণ্ডল প্রদর্শিত এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা অবলম্বন করেন, তাহা হইলেই ইহাদের দৃষ্টি কতকটা পরিষ্কার ও দূরগামী হইবার সম্ভাবনা!

দুরন্ত চেঙ্গিস্

—শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজ দুর্দ্দান্ত যুদ্ধপিশাচ হিটলারের নৃশংস বর্ব্বরতার কাহিনী শুনতে শুনতে আমাদের মনে প'ড়ে যায় সাতশো বছর আগেকার দুরন্ত চেঙ্গিস্ খাঁর কথা। ঠিক এমনিভাবেই চেঙ্গিস্ সারা পৃথিবীময় শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল, এমনিভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নির্ম্মমভাবে উৎসন্ন দিয়েছিল; মনুষ্যত্বের অত বড় মুষল তখন আর কেউ কল্পনাও করতে পারত না। দুর্জ্জয় একদল অশ্বারোহী সৈন্যকে পেছনে রেখে চেঙ্গিস্ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চীন সাম্রাজ্যের সারা অঙ্গে আলোড়ন উপস্থিত করেছিলো, ধ্বংস ও মৃত্যুর কঠিন বিভীষিকা জেগে উঠেছিলো গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে নগরে নগরে। মাত্র পনের বছরের মধ্যে এই দুর্দ্দম দিগ্বিজয়ী যাযাবরের দল গোবি মরুভূমির প্রান্তভাগ থেকে সুরু ক'রে প্রায় সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপকে পদানত করেছিলো। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত, মস্কো থেকে সিন্ধু পর্য্যন্ত ওরা ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা ব'য়ে নিয়ে গিয়েছিল।

১১৬২ খৃষ্টাব্দে তেমুযিন চেঙ্গিসের জন্ম দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত এক যাযাবরের তাঁবুতে, নাম যেসুগী বাগাতুর। তার মা ছিল শত্রুপক্ষীয় দলের মেয়ে; যেসুগী তাকে সকলের অলক্ষ্যে চুরি ক'রে ধ'রে নিয়ে আসে এবং তারপরই ওদের দুজনের বিবাহ হয়।

গোবি মরুভূমির উত্তর দিক্‌কার লোকেরা আজীবন লালিত পালিত হয়—দুঃখধান্দার মধ্যে। শৈশবের দুঃখধান্দা অতিক্রম ক'রে তেমুযিন সুডোল যৌবনের কোঠায় যখন পা দিল তখন সে উন্মত্ত কঠোরচিত্ত যাযাবর, সহ্যশক্তির পরিপূর্ণতায় গড়া কঠিন, ঋজু তার দেহ—কারও কাছ থেকে অনুগ্রহের অণুমাত্রও আশা করে না, কাউকে অনুগ্রহ দেখাবার স্পৃহাও আদতে তাকে স্পর্শ করেনি। চোখে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ঘাড়ের পাশ দিয়ে লাল্‌চে চুলের গোছা ঝুলত। যেমন চেহারা তেমনি প্রকৃতি। শাসনের বাঁধন দিয়ে তাকে বাঁধা যেত না, নিষেধের বেড়াজাল তার কাছে কার্য্যকরী হোত না। কথা সে বলত না কিন্তু যখন বলত খুব ভেবে চিন্তে এবং যথেষ্ট সংক্ষেপে।

এমনিভাবে কাটছিলো তার শৈশবের দিনগুলি। এই সময় একজন মোগল অশ্বারোহী একদিন তাকে খবর দিয়ে গেল—যেসুগী বাগাতুরকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে বিশ্বাসঘাতকের দল। তাতেই ওরা ক্ষান্ত হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে তেমুযিনের তাঁবুতে এসে তার দলকে দিলে ছত্রভঙ্গ ক'রে। তেমুযিন্ পালাল, কিন্তু ধরা প'ড়ে গেল। এবারে প্রহরীদের মাথার খুলি উড়িয়ে দুর্জ্জয় সাহসে সে কয়েদের শৃঙ্খল ভেঙে আত্মগোপন করল।

কয়েকমাস ভবঘুরের মত ঘোরার পর হঠাৎ সে তার মায়ের দেখা পেলো,—তার সঙ্গে তার বৈমাত্রেয় ভাই আর একজন বিশ্বাসী মোগল—সকলেই তখন প্রাণভয়ে ছদ্মবেশে লুক্কায়িত, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির! কিন্তু তবু তারা বেঁচে রইলো। তেমুযিন কারও দ্বারে সাহায্যের জন্য ফেরেনি, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কারও দ্বারে যাওয়া—মানে

লোকের শত্রুতা আর বিদ্রূপ কুড়িয়ে বেড়ানো—এইটাই ছিলো তার স্থির সিদ্ধান্ত।

শিক্ষা না থাকলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল এই তেমুযিনের, তারই বলে সে শত্রুপক্ষীয় দলকে নাজেহাল ক'রে দিত, তা' সে মরুভূমিতেই থাক্ আর পাহাড় পর্ব্বতেই ঘোরাফেরা করুক্। এমনিভাবে তার সাহস এবং অদ্ভুত কৌশলী বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হ'য়ে বহু ছন্নছাড়া মোগল তার সঙ্গে মিশল। একটা ছোটখাটো দল গ'ড়ে উঠতে লাগলো।

সতের বছর তখন তার বয়স। কয়েক শো মোগল যুবকের নেতৃত্বভার তার ওপর। তারা, সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, গায়ে ছাগলের চামড়া আরশ্চামড়ারই সব জ্যাকেট, ঘোড়ার জিন থেকে জলের ব্যাগ ঝুলছে আর কাঁধের ওপর ঝুলছে ছোট ছোট বর্শা। ধূলিধূলরিত তাদের দেহ, তুষার আর ঝড়ের প্রচণ্ড দাপটে মলিন মুখ এই সৈন্যদল মরুপ্রান্তর ছেড়ে চলল—সভ্য জগৎটাকে নাড়া দেবার জন্যে।

শত্রুপক্ষের দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণে এই অনাহারী অর্দ্ধাহারী ক্ষুদ্র সৈন্যদল বারবার আক্রান্ত হয়েছে, বারবার ছত্রভঙ্গ হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই এরা নতুন ক'রে দল গ'ড়ে নতুন উদ্দীপনায় যুদ্ধ ক'রে চলেছে; এদের এই আন্তরিকতাই ছিল এদের ধর্ম্ম। তেমুযিন যখন সুস্থ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে তখন তারা যুদ্ধ করে বেপরোয়া হ'য়ে, সে অসুস্থ হ'লে তার জন্যে তার আহার ও পানীয় সংগ্রহের জন্যে তারা চুরি করে। এর ওপর তার চিত্তের দৃঢ়তা আর আপ্রাণ ক্লেশ স্বীকারের অজেয় স্পৃহায় মুগ্ধ হ'য়ে, রও পরাক্রান্ত আরও দুর্দ্ধর্ষ মোগল সৈন্যদল এসে তার দলে যোগ দিল। এইভাবে বাড়তে বাড়তে তার অশ্বারোহী সৈন্যদলের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো তের হাজারে।

এলো গ্রীষ্মকাল। সভ্যতার ভবিষ্যৎ উঠল অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'য়ে। ইউরোপ ও এশিয়ার বুকে একটা সাড়া প'ড়ে গেল। কিন্তু পরিশেষে তেমুযিনের সৈন্যদলই জয় গৌরব লাভ করল, শত্রুদল গেল পালিয়ে—তার সঙ্গে সঙ্গে হাজারে হাজারে যাযাবরের দল স্রোতের মত গিয়ে মিশল চেঙ্গিসের দলে।

এই সময় দলের সবাই ঠিক করলো যে দলের একজন অবিসম্বাদিত নেতার প্রয়োজন, এবং তা' হবার উপযুক্ত লোক একমাত্র তেমুযিনই। বিরাট সমারোহের মধ্যে সকলে মিলে তাদের নতুন একচ্ছত্র নেতাকে সাদরে বরণ ক'রে নিলো। এবার তাঁর নাম হোলো চেঙ্গিস্ খাঁন, একমাত্র পরাক্রান্ত শাসক, মনুষ্য জগতের সর্ব্ব কর্ত্তৃত্বময় সম্রাট্।

এই সব পাহাড়ে লোকের মতিগতি চেঙ্গিসের জানা ছিলো, এই সব নতুন নতুন সেনাদলকে কোনও একটা সাধারণ কাজে মাতিয়ে রাখতে না পারলে যে তারা খুব শীঘ্রই নিজেদের মধ্যে মারামারি ক'রে বেড়াবে সে আশঙ্কা তাঁর ছিল।

ঠিক এই সময় দক্ষিণ চীনের কিন সম্রাট্ মারা যান। তাঁর উত্তরাধিকারী উত্তর দিক্‌কার আমূল পরিবর্ত্তনের কোনও খোঁজ খবর রাখতেন না, তাই এই সব যাযাবরদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের দাবী জানিয়ে তিনি সেখানে দূত পাঠালেন। চেঙ্গিস্ দিলেন এর যোগ্য প্রত্যুত্তর। ১২১১ সালে কিন্ সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযানে নামল তিন লক্ষ যাযাবর মোগল, তাদের পুরোভাগে অক্লান্ত চেঙ্গিস্। শুষ্ক প্রান্তরের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন এরা দুর্দ্দম গতিবেগ নিয়ে সামনে এগিয়ে যায় তখন উৎক্ষিপ্ত ধূলোয় নাকি চারিধার ঢেকে গিয়েছিলো। এক এক ক'রে এরা হঠাৎ গিয়ে পড়ে চীনের সুবৃহৎ প্রাচীরের ভেতরকার সব সুরক্ষিত পরিখা এবং দুর্গগুলি অধিকার ক'রে ফেলে।

সহরের পর সহর তারা বিধ্বস্ত ক'রে তোলে। ১২১৫ সালে পিকিন তাদের অধিকারে আসে। মাঞ্চুরিয়া আর কোরিয়াও নতুন মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। অসংখ্য বন্দী নরনারী, বহু জিনিসপত্তর ধনরত্ন তারা নিয়ে আসে লুঠতরাজ ক'রে।

বিশ্রাম নেবার অভিপ্রায়ে স্বদেশে ফেরার সময় চেঙ্গিসের দৃষ্টি পড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে। হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি ছুটে যান খারেমের প্রবল পরাক্রমশালী মহম্মদ শাহের কাছে। গিয়ে বললেন, এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠলে দুই পক্ষেরই লাভ। মহম্মদ শাহ আপত্তি করেন নি, কাজেই সব বন্দোবস্ত ঠিক হ'য়ে গেল।

তারপর একটা ছোট্ট ঘটনা এক কলঙ্কিত অভিযানকে আমন্ত্রণ করে আনল। গুপ্তচর রাখার অপরাধে চেঙ্গিসের একখানা বাণিজ্য-শকট ধ'রে এনে তার বণিকদের সব খুন ক'রে ফেলে মহম্মদ শা'র লোকেরা। দূত মারফৎ চেঙ্গিস্ জানালে তীব্র প্রতিবাদ। কিন্তু নিজের ক্ষমতার ওপর অত্যধিক আস্থাবশতঃ এবং যাযাবর চেঙ্গিসের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে মহম্মদ শাহ এক অপরিণামদর্শিতার কাজ ক'রে বসলেন; প্রধান মোগল রাজদূতকে হত্যা ক'রে তিনি বাকীগুলোকে গোঁফ-দাড়ি শূন্য অবস্থায় ফেরৎ পাঠালেন। মোগলের প্রতি তার রোষক্ষুব্ধ বিদ্রূপ এবং নিদারুণ অপমান উঠলো প্রকট হ'য়ে।

চেঙ্গিসের বয়স তখন পঞ্চান্ন বছর। তিনি ঠিক করলেন মহম্মদ শা'কে একটা গুরুতর রকমের শিক্ষা দেওয়া দরকার। আকাশে দুই সূর্য্য এও যেমনি অভাবনীয় এবং অসম্ভব পৃথিবীর বুকে তেমনি দু'জন খাঁ থাকাও অসম্ভব। এই হ'ল চেঙ্গিসের উক্তি। তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদল মরু প্রদেশ অতিক্রম ক'রে চলল; ইশলাম্ আর পারস্যে গুপ্তচর

পাঠান হ'ল। আর মহম্মদ শা'র কাছে চেঙ্গিস এক লিপি পাঠালেন এই ব'লে যে—"যুদ্ধের পথ তুমি বেছে নিয়েছো। এর পরিণাম কি তা' তুমিও জানো না, আমিও না, জানেন শুধু খোদা।"

১২১৯ সালের শরৎকালে চেঙ্গিস অভিযান সুরু করার আদেশ দিলেন। আর এই হীন অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে তিন লক্ষ যাযাবর পাহাড় বেয়ে সামনে এগিয়ে চলল; পথের অপরিসীম দৈর্ঘ্য, শত সহস্র বাধা, বিঘ্ন, ঝড়ঝাপটা কিছুতেই তাদের প্রতিরোধ করতে পারে নি। সুদীর্ঘ ছ'মাস পরে তারা অক্ষতভাবে গ্র্যাক রেঞ্জ পেরিয়ে এলো।

মহম্মদের সৈন্যদল ছিলো যাযাবরদের চেয়ে বেশী। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিলো— শুধু একটি দিকে, তিনি ভেবেছিলেন তাদের ফাঁদে ফেলে মারবেন; কিন্তু তাঁর আদেশ দেবার আগেই উত্তেজিত যাযাবরের দল আক্রমণ ক'রে বসল। শুধু আক্রমণই নয় অনশনে থেকেও এরা তুরস্কের সৈন্যদলে নিদারুণ বিভীষিকা জাগিয়ে তুলল, তাদের ছারখার করে—একেবারে বিধ্বস্ত ক'রে ফেলল। মহম্মদ শা' সাহসে ভর করে গা-ঢাকা দিলেন, আর এই একক সূর্য্যটি গিয়ে দেখেন দেড় লক্ষের ওপর তুরস্ক সৈন্য নিহত হয়েছে আর মোগলদের কোনও পাত্তাই নেই।

তারপর খোঁজ খোঁজ রব প'ড়ে গেল মহম্মদ শা'র জন্যে। চেঙ্গিসের আদেশ—"দুনিয়ার যেখানে সে থাকুক তাকে টেনে বের করো; জীবিত অথবা মৃত যেভাবেই সে থাক—তাকে খুঁজে বের করে নিয়ে এসো। যারা সহজে তাদের সহরের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করবে না তাদের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে ভুলো না।"

প্রতিহিংসালিপ্সু মোগলেরা রাজ্যের পর রাজ্যে ঝড় তুলে বেড়িয়েছে শুধু একটি লোকের খোঁজে; খুনখারাবি, লুঠতরাজ কিছুতেই তারা পেছপাও হয় নি। শোনা গেছিল সুদীর্ঘ একটি বছর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবার পর ইসলামের সর্ব্বেসর্ব্বা অধিপতি মহম্মদ উর্দ্ধ দিকে চেয়ে কেঁদে উঠেছিলেন—মোগলের বিভীষিকার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি এমন জায়গা কি তবে পৃথিবীতে নেই?

এরই অল্পকাল পরে রুগ্ন পলাতক অবস্থায় তিনি ক্যাস্পিয়ান্ সাগরের এক ক্ষুদ্র দ্বীপে মারা যান।

মোগলদের মধ্যে তিনটে ভাগ হয়ে যায়। ককেশাসের গিরিসঙ্কট পার হ'য়ে আলেক্-জাণ্ডারের লৌহদরজা ভেদ ক'রে তারা অবিশ্রান্ত গতিতে এগিয়ে চলে। উত্তর দিকে গিয়ে রাশিয়ার ঘাড়ে পড়ে তারা; শুধু পড়া নয় রাশিয়াকে নৃশংসভাবে চুরমার ক'রে দেয়; অধিবাসীদের অমানুষিকভাবে হত্যা করতে থাকে। তারপর তারা প্রবেশ করে ক্রিমিয়ার পথে।

দিন যায়। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে চেঙ্গিস ছোটেন দক্ষিণ চীনের বিরাট সাং সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে কিন্তু পথিমধ্যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুতে তার মৃত্যু হয়। তারপর এই ভবঘুরের দল তাদের সম্রাটের মৃত্যুতে শোকাকুল হয়ে আস্তে আস্তে গোবির পথে ফিরে এল,—রাস্তায় যাকে পেল—তাকেই হত্যা করতে করতে চললো—যাতে চেঙ্গিসের মৃত্যু-সংবাদ শত্রুমহলে গিয়ে না পৌছয়।

অহীন্দ্র-বিদায়-গীতি *

—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

জয়-যাত্রায় যাও গো,
ওঠ' ওঠ' জয়-রথে তব।
মোরা ফিল্ম্-বেতার-থিয়েটার
আসা-পথ চেয়ে রব॥

মোরা কণ্ট্রাক্ট ছেপে রাখি
হা-পিত্যেশ হ'য়ে থাকি
ফিরে এলে হে বিজয়ী, তোমায়
সর্ত্তে বাঁধিয়া লব॥

আনিয়ো টাকার তোড়া,
—টাকাগুলো বাজে যেন—
মেকিগুলো সব পাল্টিয়ে নিয়ো
যেন তেন প্রকারেণ।
বর্গীর দেশে জ্বালো,
বাংলা দেশের আলো,
জড়াও আর্টের জালে
সোণার হরিণ নব॥

* "নাট্য-ভারতী"র অহীন্দ্র-বিদায়-অনুষ্ঠানে লেখক কর্ত্তৃক গীত।

ফোন ২৭৭৪
বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীমতী যমুনা

কৃষ্ণ মুভিটোনের হিন্দী ছবি "হিন্দুস্থান হামারা" চিত্রে শীঘ্রই ইহাকে দেখা যাইবে।

এ ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন রাম দারিয়ানী।

পাহাড়ী সান্যাল
প্রতি নিউ থিয়েটার্সের নবতম ছবি "অভিনেত্রী"র নায়কের ভূমিকাভিনয় শেষ করিয়াছেন।

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপিণ মুভিটোনের নির্মীয়মান ছবি "[illegible]"র একটি বিশিষ্ট চরিত্রে ইনি মনোজ্ঞ অভিনয় করিতেছেন।

শ্রীমতী প্রমীলা
বোম্বায়ের প্রকাশ পিকচার্সের নূতন রোমাঞ্চকর ছবি "সর্দারের" নায়িকা।

নিউ থিয়েটার্সের আগতপ্রায় কথা-চিত্র "ডাক্তারে" শৈলেন চৌধুরী, পান্না ও পঙ্কজ মল্লিক।

চিত্রবর্ত্তিকা

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪০

কৃষ্ণ মুভীটোনের "শাপমুক্তি"র একটি দৃশ্যে শ্রীমতী সরযূবালা, রবীন মজুমদার ও জীবেন বসু।

পরিচালক— প্রমথেশ বড়ুয়া।

জ্যাকেলীন লরেণ্ট

হলিউডের সাগর সৈকতে এই সুন্দরী উদীয়মানা অভিনেত্রীটি সাইকেল চড়িয়া যত আনন্দ পান এমন আর কিছুতে পান না।

ডায়ানা লুইস

পারিবারিক জীবনে ইনি উইলিয়াম পাওয়েলের পত্নী মেট্রোর "Forty Little Mothers" চিত্রে এডি ক্যাণ্টরের সহিত চিত্রজগতে ইনি প্রথম পদার্পন করিলেন।

শ্রীমতী দুর্গাবাই খোটে

ভারতীয় চিত্রজগতের শিক্ষিতা সম্ভ্রান্তবংশীয়া ও শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীদের মধ্যে ইনি অন্যতমা। বর্ত্তমানে ইনি প্রকাশ পিকচার্সের ভক্তিমূলক ছবি "নরসি মেহতা" ও সায়কো প্রোডাকশানের "গীতা"-তে অভিনয় করিতেছেন।

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(১৪)

প্রণতি কণিকার সম্বন্ধে যাই মনে করুক নিশীথ তার কাজের খাতিরে খবর নিয়ে দেখলে যে সত্যিই কণিকার দাদারা তার মা'র উইলের "প্রোবেটে"র জন্যে দরখাস্ত করেছেন তবে তা "কোর্টে" উঠতে দেরী আছে। কোর্ট থেকে ফেরবার পথে কণিকার বাড়ী তাই সে নিজেই দেখা করতে গেল। বেয়ারা দিয়ে খবর দিয়ে সে বসে একটা কাগজের পাতা উল্টাচ্ছিল, ডাক্তার বোস এসে ঘরে ঢুকলেন। নিশীথ নমস্কার করতে তিনি বললেন, "নমস্কার, কিন্তু ঠিক চিনতে পারছি না তো। বয়েস হয়েছে কিনা!"

নিশীথ অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "মাত্র একবার দেখেছেন, মনে না থাকাই সম্ভব। সেদিনকার "পার্টিতে" আপনার রিসার্চ্চের কথা···"

"হাঁ, হাঁ মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। আপনি আসবেন বলেছিলেন বটে। বেশ করেছেন এসেছেন। হয়েছে কি জানেন, "স্লাইডে"র ওপর বেশ দেখছি টি, বি "জার্মস্" কালাজ্বর "জার্মসে"র সংস্পর্শে এসেই অদৃশ্য হোয়ে যাচ্ছে কিন্তু জীবন্ত কোন কিছুতে ঠিক সে রকম ফল পাচ্ছি না। আপনি বড় চমৎকার দিনে এসেছেন, চলুন, চলুন লেবরেটারীতে যাই।" বাধ্য হয়ে নিশীথকে তাঁর সঙ্গে যেতে হ'ল।

ডাক্তার বোস লেবরেটরীতে গিয়ে একটা খাঁচা থেকে একটা গিনিপিগ্ বার করে বললেন, "এটাকে ক'দিন আগে টি, বি, "জার্মস্" দিয়েছি, আজ নতুন একটা উপায়ে কালাজ্বর "জার্মস্" দোব।" ডাক্তার বোস গিনিপিগকে ইন্‌জেক্‌সান্ দিয়ে নিশীথের পাশে এসে বসলেন। নিশীথ বললে, "আপনার এ আবিষ্কার যদি সফল হয় তাহলে···"

বাধা দিয়ে ডাক্তার বোস বললেন, "যদি কি? নিশ্চয় হবে। আমি আমার সমস্ত জীবন এতে উৎসর্গ করেছি। জার্ম্মানীতে পড়তে পড়তে এ কথা আমার প্রথম মনে হয়। তারপর আমেরিকায় গিয়েও এ সম্বন্ধে চর্চ্চা করেছি। শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকা থেকে চলে এলাম এদেশে বসে কাজ করব বলে। ভেবেছিলাম কণিকা আমায় সাহায্য করতে পারবে—যেমন ওদেশে অনেককে করতে দেখে এসেছি—কিন্তু তা হল না।" ডাক্তার বোস দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

নিশীথ বললে, "সাধারণতঃ এ দেশের মেয়েদের বিজ্ঞানের চর্চ্চা ভাল লাগে না।"

"ঠিক তাই, এটা আমার আগে মনে হয় নি, তাহলে মোটেই বিয়ে করতাম না। জানেন, আমি কণির চেয়ে অন্ততঃ কুড়ি বছরের বড়। ওর বাবা যখন ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বলেন আমি তখন হেসে উঠেছিলাম, তারপর তিনি বললেন, কণি আমার "রিসার্চ্চে"র ভক্ত। একজন সিরিয়াস্ য়্যাসিস্ট্যান্টের বড্ড অভাব হচ্ছিল, ভাবলাম কণিকা আমার সে অভাব পূরণ করবে।"

"উনি এ সব বোধ হয় ভাল করে বুঝতে পারেন না তাই কোন আগ্রহ নেই।"

"কি করে থাকবে? আমি আমার নিজের জীবনের সার্থকতা নিয়ে এত ব্যস্ত যে ওর দিকে তাকাবার অবকাশই পাই না। আপনারা এলে ও বেশ থাকে, কিন্তু আপনাদেরও তো কাজকর্ম্ম আছে। আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানেন? আমি একটা ক্রিমিন্যাল। যদি কোনো উপায় থাকত তাহলে ওকে আমি মুক্তি দিতাম।"

নিশীথ অবাক হয়ে গেল। কোন স্বামী যে তার স্ত্রীর সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারে তা সে ধারণাও করতে পারত না।

কণিকা নিশীথের আসার খবর পেয়েই আসতে পারে নি; সে সময়টা তার প্রসাধনের সময়। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সে পর্ব্ব সেরে সে এসে দেখলে যে নিশীথ বাইরের ঘরে নেই। বেয়ারাকে ডেকে জিগ্যেস করলে সে চলে গেছে কিনা। বেয়ারা বললে, সে তাকে চলে যেতে দেখে নি। সাহেব ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন, বোধ হয় সাহেবের ঘরে গিয়েছেন। কণিকা নিজের দেরী হওয়ার জন্যে নিজেকে দোষী মনে করলে। সে ভাবলে যে তার দেরী না হলে সারাদিন কোর্টের খাটুনির পর ভদ্রলোককে আর "রিসার্চ্চের" কথা শুনতে হ'ত না।

লেবরেটারীতে গিয়ে ডাক্তার বোসকে চুপ্ করে বসে থাকতে দেখে সে বললে, "আজ কি 'লেবরেটারী'র যন্ত্রপাতি ধর্ম্মঘট করেছে নাকি? তুমি কাজ করছ না?"

ডাক্তার বোস বললেন, "কি যে বল! রজনীবাবু এলেন······" কণিকা হাসতে হাসতে বললে, "রজনীবাবু কে? উনি তো নিশীথবাবু—প্রণতির······"

ডাক্তার বোস বললেন, "তাতে কি হয়েছে? তফাৎটা কোথায়? রজনী আর নিশীথ দুটোরই তো মানে এক!"

কণিকা বললে, "সে তো ঠিক কথাই। ার কাছে কয়লা, চিনি, হীরে সবই এক তার কাছে......"

ডাক্তার বোস বললেন, "দেখছেন আমার াট্টা করছে। তোমার দিন দিন কি হচ্ছে ণি? ভদ্রলোক এতক্ষণ এসেছেন, একটু া'ও কি......"

কণিকা চেঁচিয়ে হেসে উঠে বললে, "আজ ত্যিই একটা ভয়ানক কিছু হবে, কাজ রছ না, তারপর লৌকিকতাও করছ।"

ডাক্তার বোস বললেন, "দেখছেন রজনীবাবু..."

কণিকা ধমক দিয়ে বললে, "আবার রজনীবাবু! বাইরে এক সঙ্গে বসে চা খাবে চল।"

ডাক্তার বোস বললেন, "আমি আর চা খাব না, এখনি আমার য়্যাসিস্ট্যাণ্টটী আসবে। ভদ্রলোক বেশ কাজ করছে। আমায় ক্ষমা করবেন নিরঞ্জনবাবু..."

"আর থাক্! চলুন নিশীথবাবু" বলে কণিকা উঠে পড়ল। ডাক্তার বোস বললেন, "নিশীথবাবু, নিশীথবাবু। এবার আর ভুল হবে না দেখো।"

কণিকা আর নিশীথ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থরেশ এসে লেবরেটারীতে ঢুকল। ডাক্তার বোস তার সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করলেন।

ড্রয়িং রুমে এসে কণিকা বললে, "আপনার আজ যা হোক দুর্ভোগ গিয়েছে কিন্তু।"

নিশীথ বললে, "মোটেই না। ওঁর সঙ্গে আলাপ করে ভারি খুসী হলাম। চমৎকার লোক, মনের কোথাও কোন দাগ নেই।"

"কি নিয়ে আপনাদের আলোচনা হচ্ছিল, অবশ্য যদি বলতে আপত্তি না থাকে।"

"আপনার কথাই বলছিলেন।"

"আমার কথা? কি? লেবরেটারীতে কাজ করতে চাই না—এই সব তো?"

"না।"

"তবে?"

একটু ইতস্ততঃ করে নিশীথ বললে, "এই আপনি একেবারে একা থাকেন, আপনার কোন সঙ্গী নেই—এই সব।"

"ও!" বলে কণিকা উঠে চলে গেল। নিশীথ ভাবলে এ-সব লোক বিয়ে করে কেন? কণিকাই বা ডাক্তার বোসকে বিয়ে করেছিল কেন? তাঁর টাকার মোহে, না তাঁর নামের মোহে? তার বেশীক্ষণ ভাবা হল না, কণিকা ফিরে এল একরাশ খাবার নিয়ে। নিশীথকে বললে, "ভাবছেন লোকগুলো কি অদ্ভুত রকম boring, না? সত্যি যেন আপনাদের জগৎ ছাড়া হয়ে গিয়েছি, আপনাদের জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না?"

নিশীথ কথার স্রোত ফেরাবার জন্যে বললে, "সে দেখা যাবে, কিন্তু এ-সব কি করেছেন বলুন তো? একটা লোক এত খেতে পারে?"

"দেখা যাক্ পারেন কি না; নিন্ আরম্ভ করুন। মেয়েদের লোককে খাওয়াবার একটা মোহ আছে জানেন তো? এমন লোকও নেই যাকে খাইয়ে তৃপ্তি পাই।"

হাসতে হাসতে নিশীথ বললে, "বলেন কি? ব্রাহ্মণ না হলেও এরকম ভোজনে মোটেই আপত্তি নেই। বলেন তো রোজই..."

"হাঁ, সে সৌভাগ্য আর আমার হয়েছে! আপনার বাড়ীর খবর কি? নতি, স্থকু এরা সব কেমন আছে?"

"নতি ভালই আছে, স্থকু মোটেই ভাল নয়, এসে পর্য্যন্ত খালি ভুগছে। আমি আবার অসুখ সম্বন্ধে একটু nervous. হাঁ, খবর নিলাম, আপনার দাদারা "প্রোবেটে"র দরখাস্ত করেছেন তবে এখনও দেরী আছে। খবর রাখব।"

কণিকা কাছে বসে এক এক করে নিশীথকে সব খাওয়ালে। তার আজ খুব আনন্দ হচ্ছিল, বললে, "সত্যি যদি মাঝে মাঝে আসেন..."

"আচ্ছা দেখা যাবে।"

নিশীথ চলে যাবার পরে স্থরেশ ঘরে এল। কণিকা তখনও একই জায়গায় বসে ভাবছিল। স্থরেশ তার কাছে এসে ডাকতে সে চমকে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, "আজ এর মধ্যে কাজ হয়ে গেল?"

স্থরেশ বললে, "না, কাজ এখনও হয় নি।"

"তবে চলে এলে যে?"

"ভাল লাগছিল না।"

"সাহেব তোমায় খুঁজবেন।"

"না, খুঁজবেন না। কাজ তো তিনি নিজেই করেন, আমি আর তাঁর কোন কাজে লাগি? তাই তো তোমার..."

"সত্যি যদি তোমার কাজে কোন আগ্রহ নেই তা'হলে এ অভিনয় কেন?"

"অভিনয় কেন তা কি জান না? একদিন সত্যিই কাজ করতে এসেছিলাম কারণ তার চেয়ে বড় আর কিছু চোখে পড়ে নি। তোমায় তো সব বলেছি, একবারে নিঃস্ব হয়ে তোমাদের কাছে এসেছিলাম।"

"তার কতটা সত্যি তা কি করে জানব? "ওথেলো"র মত নিজের দুঃখের কাহিনী বলে যে আমায়..."

"ওথেলো মিথ্যে কথা বলে নি। আমার ডেস্‌ডিমোনা..."

স্থরেশ কণিকার গায়ে হাত দিতে সে দূরে সরে গিয়ে বললে, "ভুলে যেও না, আমি একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী। তোমাকে বিশ্বাস করেছি, খুব বেশী তোমার সঙ্গে মিশেছি—এখন দেখছি সেটা আমার অন্যায় হয়েছে।" আর কোন কথা না বলে কণিকা ঘর থেকে চলে গেল। স্থরেশ আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইল। আজ পর্য্যন্ত কণিকার কাছে সে অতটা অগ্রসর হয়নি বটে কিন্তু তার বিশ্বাস ছিল কণিকার দিক থেকে সে কোন বাধা পাবে না। (ক্রমশঃ)

গল্প

আর কারও রোম্যান্স

—শ্রীকমলা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকল সময়ে যে নিজের জীবনের রোম্যান্সই সকলের ভাল লাগে, তা বলা যায় না। আপনার নিজের জীবনের রোম্যান্স হয়ত এমন একটা স্মরণীয় ঘটনা নয়! দেখতে গেলে সেটা হয়ত বিবর্ণ, ছেঁড়া কাপড়ের মত সুত-বের-করা কদাকার বলেই মনে হবে,—অবিশ্যি আপনার নিজের চোখে; তবে আর কারও কাছে তাই-ই খুব ভালো বলে মনে হবে।

আর কারও জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে, যা আপনার নিজের জীবনে আনন্দ এনে দিবে। যদি আপনি পরের জীবনের রোমান্সের দিকটা দেখার মত শক্তিলাভ ক'রে থাকেন, তা'হলে আপনি নিশ্চয়ই প্রত্যেক জায়গায় মজা পাবেন। এরই নাম রোম্যান্সের মজা, তবে দেখার মত চোখ থাকা চাই। দূরের পাহাড় যখন আপনার চোখে নীলাভ-বেগুনে রঙ-এ দেখা দেয়, গাছের নীচে ছায়ার রঙ যখন আপনি ঘন-ভায়োলেট্‌ ব'লে মনে করেন,—জানবেন তখন আপনার চোখে লেগেছে রোম্যান্স। কারণ পাহাড়ের উপর উঠলে দেখবেন—পাহাড়ের রঙ সবুজ এবং গাছের ছায়ার তল দিয়ে গেলেই দেখবেন, সেখানে সমস্তই চির-হরিৎ।

মানুষের প্রাণেও রঙের পরশ লাগে। হয়ত আপনার প্রাণে লাগে নি এখনও, কিন্তু আর কারও প্রাণে লেগেছে। খুঁজে দেখলে দেখতে পাবেন সে-সব কিছুই এমন ধূসর বা বিবর্ণ নয়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি আর কাউকে খুবই পছন্দ করি। যদি আর কেউ না থাকতো তা'হলে আমার এই জীবন দুঃসহ এবং দুর্বহ হয়ে উঠতো। কারণ যখনই আমার জীবনে সব ধূসর বা বিবর্ণ হতে লাগে, আমার দিনগুলি যখনই কুয়াসাচ্ছন্ন হয়ে উঠে, যখনই আমার সম্মুখের সব ছবি একেবারে ভেঙ্গে চুরে যেতে থাকে এবং সুনীল সুদূরের নীলিমা অন্তহীন ধূসরতার মধ্যে ডুবে যায়,—তখনই আমি আর কাউকে চাই।

কিন্তু এই আর্টে আমি তেমন ওস্তাদ নই। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেই এই আর্ট ভালো রকম বোঝে। সময়ে সময়ে নিজের সত্বাকে একেবারে মুছে ফেলাও আমার পক্ষে সুকঠিন হয়ে পড়ে। আর এ-কাজটাও করা কঠিন, তা সকলেই স্বীকার করে।

একবার এক ছোট্ট সুন্দর রোম্যান্স আমার ভাগ্যে জুটেছিল। কিন্তু আমি তা' হারিয়ে ফেলেছিলাম, কিম্বা আমাকে তা' হারাতে হয়েছিল, যেহেতু তার মাঝখানে আমি নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

কোনও এক দোকানে আর কেউ একজন ছিল। ছোট্ট পাখীর মত একটি মেয়ে, সাদা ফ্যাকাসে মুখ আর সুন্দর দুটী ঠোঁট,—যা স্পর্শ মাত্রেই ঠাণ্ডা বলে মনে হয়। মেয়েদের ঠোঁট যেন গোলাপের পাপড়ী! অবিশ্যি খুবই সাধারণ এই তুলনা, কিন্তু এ-কথা খুবই সত্যি।

প্রত্যেক মেয়ের ঠোঁটই এমনি; তবে কারও ঠোঁট খুব ভোরের রোদ-না লাগা লাল গোলাপের পাপড়ির মত;—কারও বা দিনের ক্লান্তিকর উত্তাপে-বিদগ্ধ পাপড়ির মত ভারী ঠোঁট, কারও আবার বসন্ত-বিদায়ের পর শুক্‌নো গোলাপের পাপড়ির মত। এ-গুলির কথা আমি মোটেই ভাবতে পারি না।

যাই হোক্, তার ঠোঁট ছিল ভোরের গোলাপের মতই, যার পাপড়ি শিশির ভিজিয়ে রাখে। আমার জন্যে সে বসেছিল, মৃদুস্বরে আমাকে কি সব বললে, সে-কথা বুঝিয়ে বলার মত ভাষারও আমার অভাব। তার পা, তার স্কার্ট সব মৃদুস্বরে যেন কথা বলে। সেগুলোও বলে: "তোমার কি দরকার?" হ্যাঁ, সে আমার জন্যে গোপনে অপেক্ষা ক'রছিল।

কখন কখন তার সঙ্গে কথা বলতাম। আজ তার শরীর বেশ ভালো আছে, কিম্বা ছুটিতে কবে সে বেড়াতে যাচ্ছে, এই ধরণের যত অবান্তর অর্থহীন সাধারণ প্রশ্ন ক'রতাম। কেবল তার সঙ্গে একটা অছিলা করে কথা বলাই যেন আমার ইচ্ছা এবং তার মধ্যে রোম্যান্স আছে কি না, সেটাও আবিষ্কার করা।

অবশেষে একদিন সাহস করে তাকে বলি: "তোমাকে আমার ফটোগ্রাফ এক খান দিতে চাই।"

তার হাতের কাপ-প্লেটগুলো আর একটু হলেই মাটীতে পড়ে গুঁড়ো হয়ে যেতো। এমনতর বোকার মত কথা আমি এর আগে কোনদিন বলি নি। আমার এই কথা শুনতে সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

"আমি একবার একখান ছবি তুলিয়েছিলাম,"—সে বলে। তার আত্ম-প্রত্যয় যেন হঠাৎ ফিরে আসে। কিন্তু তবুও কথাটা শোনাবার জন্যে সে টেবিলের উপরে উপুড় হয়ে এগিয়ে আসে, যাতে তার গলার

স্বর আমার কাণে পৌঁছায়।—"ছবিখান সান্ধ্য-পোষাকে তোলানো। কিন্তু উপস্থিত আমার কাছে তার একটা কপিও নাই! শেষ ছবি যেখানা আমার কাছে ছিল, খুড়ো মারা গেলে আমার খুড়ীর কাছে সেখানাও পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"সে ছবি দেখে কি তাঁর শোক কিছু ক'মেছিল?"—আমি তাকে শুধাই। মৌখিক হলেও, কি অর্থহীন প্রশ্ন! এর কৈফিয়ৎ হচ্ছে, আমি তখন নিজের কথাই ভাবছিলাম, তার কাছে যে রসিকতা ক'রতে জানি—তাই দেখাতে চাচ্ছিলাম।

সে-দিক দিয়ে আমি হেরে গেলাম। খানিকক্ষণ সে তার চোখ মেলে চেয়ে থাকে, চোখ যেন তার কাঁচের তৈরী। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলে: "খুড়ী তার পনর দিন বাদেই মারা গেলেন।"

দেখলেন আপনারা, মেয়েটী রসিকতায় আমার উপর দিয়ে যায়। আমি যদি সারা বছর ধরে চেষ্টা করতাম, তা হ'লেও এর চেয়ে রসালো উত্তর দিতে পারতাম না।

"যাক্‌গে, একখানা ছবি তোলাবে আবার?"—গম্ভীরভাবে আমি প্রস্তাব করি, "অবিশ্যি তার খরচ আমি যোগাবো?"

সে তার ঠোঁটের ফাঁকে বিস্মিত আনন্দের উচ্ছ্বাস লুকিয়ে রাখতে চায়। হাত দু'খানি কচলিয়ে তারপর বলে: "ওঃ! তা বেশ ভালোই হয়!"

সে এত জোরে কথা ক'টি বলে যে তাকে আর টেবিলের উপর উপুড় হতে হয় না। আমি স্পষ্টই শুনতে পাই।

"তা'হলে আমাকেও একখান দিতে পারো,"—আমি বলে যাই,—"আর তোমার সেই তাকেও—"। অর্থপূর্ণভাবে আমি থেমে যাই।

রামধনুর মত তার ভ্রূ-যুগল বেঁকে যায়।

"কি করে তুমি জানলে?"—সে শুধায়।

"তোমার চোখে আমি তার ছবি দেখতে পাচ্ছি! আর তার কথা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই।"

"এখন বলতে পারি না।"—বলেই সে নিজের কাঁধের উপর দিয়ে সভয়ে এক বার পিছনে তাকিয়ে নেয়। কেকের পিছন থেকে যেন একটা ইঁদুর উঁকি মেরে দেখছে। আর কেমন সুন্দর কেক! সে আমাকে সব বলতেই যেন চাচ্ছিল।

"তা'হলে বলবে কখন?"—আমি চাপ দিই।

"আমি বলতে পারি না।"

"আসছে রবিবার যাবে কোথায়?

"আমরা দু'জনে এপিঙ-এ যাবো।"

"ও,—পরের রবিবারে?"

"সে যে প্রত্যেক রবিবারেও কাজ করে।"

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

"তা হ'লে তোমাদের কেবল আসছে রবিবারেই ছুটি ?"

"হ্যাঁ।"

"আমরা কিউ-গার্ডেনে যাবো তা'হলে। এখন জন-সাধারণের জন্যে সমস্ত বাগান ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ব্লু-বেল ফুল দেখে যখন তোমার সাধ মিট্‌বে, বলবে তখন আমাকে তার কথা। ভুলো না যেন,—বেলা তিনটার সময় চ্যারিঙ ক্রস টিউব ষ্টেশন থেকে,—আসছে রবিবারে। তাকেও বলে দিয়ো, যে তুমি আসছ। তার কাছে লুকিয়ো না কিছু, বুঝলে ? সে যদি জানতে চায় আমি কেমন দেখতে, তাকে আমার ফটো পাঠিয়ে দেব। আমার প্লেট উঠিয়ে নিয়ে যাবার সময় এখানে এমন কিছু পাবে, যা পেলে তোমার ফটোগ্রাফার খুসীই হবে নিশ্চয়। কিন্তু ভুলো না, আসছে রবিবার—বেলা তিনটে—চ্যারিঙ্‌ ক্রস্‌।"

কি রকম,—রঙ চড়ানো হয়েছে তো! হয়েছে ঠিক্‌, কিন্তু বড় বেশী হয়ে গিয়েছে। আমাকে সব হারাতে হয়েছিল তার পরে,—কারণ আবার আমি নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

জীবনে আর কোনও রবিবারের জন্যে আমি এত উৎকণ্ঠিত হই নি। আর কোনও রবিবারের জন্যে এত দুঃখ বা লজ্জাও পাইনি।

তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট থাকতে সেখানে উপস্থিত হলাম। ব্লু-বেল ফুল আমি দেখতে পাচ্ছি। সেই ছোট্ট পাখীটার কথা শুনতে পাচ্ছি,—ফুলের ঝোঁপের মধ্যে থেকে,—সবই তার কথা। কবে তাদের বিয়ে হ'চ্ছে, কোথায় তারা গিয়ে ঘর-সংসার পাতবে,—এই সব!

তারপর—

সে ভিলিয়ার্স ষ্ট্রীট ধ'রে এগিয়ে আসে। কিন্তু সে আর তেমনটী নাই। এখন সে কাকাতুয়ার মত দেখ্‌তে! ছোট্ট সাদা মুখ আর মাথার চুলের উপর বেগুনে রঙ-এর একটা হ্যাট, বেগুনে রঙের পালক দিয়ে সাজানো মস্ত বড় হ্যাটটা। তার রঙ সারা রাস্তায় ছড়িয়ে প'ড়ছে। ছোট ছোট ছেলের দল সেই হ্যাটের কথাই ব'লছে। যা কিছু চায় হ্যাটটা তাই পাচ্ছে, ছেলেগুলো শুনিয়ে শুনিয়ে যত জোরে পারে চেঁচাচ্ছে।—আমিও সেটার কথা ভাবি, সেই ফুলবীথির মধ্যে দাঁড়িয়ে। আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

আর সে,—সে চলেছে, ক্লিওপেট্রা যেমন ক'রে এণ্টনীর হাত ধ'রে সারা জগতের সমক্ষে অহঙ্কার ভরে চলেছিল,—তেমনি ভাবে। এইটাই তার সব চেয়ে ভালো হ্যাট্‌। মেয়ে মানুষের অহঙ্কার করবার এর চেয়ে বড় আর কি আছে?

আবার আমি নিজের কথার মধ্যে প'ড়ে যাই। রোমান্সের কথা সব ভুলে যাই। এমন একটা হ্যাটের সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাওয়াবো কি ক'রে? নিজের অনুভূতির মধ্যে আমি এমন ভাবে জড়িয়ে পড়ি যে আর বুঝ্‌তেই পারি না, কি ক'রে রোম্যান্স ব'ল্‌তে সে তার ওই মস্ত বড় হ্যাটটাকে বোঝে।

একটা বইয়ের দোকানের পিছনে লুকাই এবং তাকে আস্‌তে দেখি। সেখানে সে বিজয়িনীর মত দাঁড়ায়, অপেক্ষা করে কতক্ষণ।

পথ-চল্‌তি লোকজন তার দিকে এক দৃষ্টে চাইলেই সে আনন্দে হেসে ওঠে থেকে থেকে,—সে যেন তাদের এখনই এ সম্বন্ধে সব কাহিনী শুনিয়ে দিবে।

অবশেষে আমি আমার বিশ্রামের জায়গা থেকে বেরিয়ে আসি। ভয়ে ভয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াই। কি করতে হবে, তা আমি ঠিক ভেবে নিয়েছি। আমার টুপিটা উঠাই।

"এই যে, কেমন আছ?"—আমি বললাম।—"তোমাকে চমৎকার লাগ্‌ছে। যাও, ছুটে গিয়ে টিকিটটা কেটে আনো, ততক্ষণ আমি একখান্‌ খবরের কাগজ কিনে নি।" তার হাতে একটা গিনি গুঁজে দিই।

আজও বুঝতে পারি না, টিকিট নিয়ে সে কি ক'রেছিল। আজও জানি না, সে একা একাই ব্লু-বেল দেখতে গিয়েছিল কিনা। তবে এখনও কল্পনা করি, দেখি যে ব্লু-বেল ফুলগুলিই তার দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে আছে। *

*(আর্নেষ্ট টেম্পল্‌ থার্সটন হইতে)

২৫০৲ টাকা পুরস্কার

বশীকরণ যন্ত্র :—যাঁহাকে আপনি চান, তিনি পুরুষই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন, তাঁহার হৃদয় যত বড়ই কঠিন হউক, এমন কি, তিনি যদি আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতেও ঘৃণা করেন, তবুও ইহার দ্বারা তিনি আপনার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িবেন। মূল্য :—রৌপ্যনির্ম্মিত যন্ত্র—২৸৶০, তাম্র নির্ম্মিত—১৸৶০, এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত—৫॥০।

লক্ষ্মী যন্ত্র :—ইহা দ্বারা ব্যবসায়ে লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, লটারীতে জয়, পরীক্ষা, মামলা মোকর্দ্দমা, মারামারি, কুস্তি প্রভৃতিতে জয়লাভ এবং নবগ্রহের তুষ্টি সাধন হয়। ইহা আপনার সৌভাগ্য আনয়ন করিবে। মূল্য :—রৌপ্যনির্ম্মিত—২৸৶০, তাম্রনির্ম্মিত—১৸৶০, এবং স্বর্ণনির্ম্মিত ৫॥০।

দ্রষ্টব্য :—অসত্য প্রমাণে ২৫০৲ টাকা পুরস্কার এবং ফললাভ না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

AMERICAN MESMERISM HOUSE

Post Box No. 27 (D. P.), Amritsar (India).

পত্রলেখা

ফিল্ম প্রোডিউসার্স লিঃ ও নিরঞ্জন পাল

(৪২)

মাননীয় দীপালী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

৯ই আগষ্টের বাঙ্‌লা "দীপালী"-তে শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল লিখিত "এতদিনে জানিলাম" শীর্ষক লেখাটির প্রতিবাদস্বরূপ এই লেখাটি প্রেরিত হইল। আশা করি, আপনাদের বহু-বিখ্যাত পত্রিকায় এই লেখাটি পত্রস্থ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন। ইতি

নিবেদক—

শ্রীগোবিন্দ গাঙ্গুলী

ব্যবস্থাপক : ফিল্ম প্রোডিউসার্স লিঃ।

বহু পূর্ব্বেই জানিতাম!

"এতদিনে জানিলাম !"……জানিতে এত বিলম্ব হইল কেন? জীবনে যাঁহার কোনই অভিজ্ঞতা নাই……সংসারে চলার পথ তাহার কাছে বন্ধুর! অনভিজ্ঞ ও অবিবেচক লোকের সব জিনিষই জানিতে বিলম্ব হয়; এবং তাহার পরেও যাহা জানেন তাহাও ভুলের নামান্তর মাত্র! সেই ভুলেরই উপর ভিত্তি করিয়া, তাঁহারা সংসারে সবাইকেই নিজেদের সমপর্য্যায়ে ফেলিবার যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেন, তাহার ফলে, তাঁহার নিজের বিদ্যা জাহির হইয়া পড়ে!

গত ৯ই আগষ্টের "আনন্দ বাজারে", ৮ই আগষ্টের বাঙ্‌লা "দীপালী"তে ও অন্যান্য পত্রিকা মারফৎ তথাকথিত বিলাত-প্রত্যাগত সভ্যতা ও কৃষ্টি-অভিমানী শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল "এতদিনে জানিলাম" শীর্ষক যে নিবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহারই উত্তর সাধারণকে জ্ঞাত করাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা!

কথায় বলে……"কোন গুণ নেই যার কপালে আগুন!"……নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে গত কয়েক মাস কার্য্য করিয়া তাঁহার সম্বন্ধেও ঐ কথা বলিতে দ্বিধা বোধ করি না। গল্পলেখক হইলেই যে চিত্র-পরিচালক হওয়া যায় না……এ সাধারণ জ্ঞান বোধ হয় সকলেরই আছে!

গত কয়েক মাসে তাঁহার কার্য্য-পদ্ধতি ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি!—আজও ভাবিয়া পাই না, মানুষ কত বড় দুঃসাহসী হইলে সে এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজ গ্রহণ করিয়া, নিজেকে মস্ত বড় একজন Criminal বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে দ্বিধা বোধ করে না! আপনারা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার পর আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি যে চিত্রনাট্য-লেখা, বা ফিল্ম্ সম্বন্ধে, তাঁহার জ্ঞান কিছুই নাই! অন্যের লেখা সংলাপ সংগ্রথিত করিয়া যদি চিত্র-সংগঠন করা যাইত—তাহা হইলে, আজ আমি, আপনি, রাম, শ্যাম যদুই বা বাঙ্‌লা দেশের নাম-করা পরিচালক হওয়ার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবে না কেন? তাঁহার লেখা অপূর্ব্ব (!) সিনারিওখানি যদি আপনাদের পড়িবার বাসনা জাগে, তাহা হইলে আপনারা যে-কোনদিন আমাদের Studioতে আসিয়া পাঠ করিলে পালবাবুর বিদ্যার দৌড় কতদূর বুঝিতে পারিবেন। 'শুকতারা' ছবি আজ যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহাতে নিরঞ্জন বাবুর কোন কৃতিত্বই নাই। আমাদের Studioর টেক্‌নিশিয়ান্ ও কর্ম্মীবৃন্দ যদি না চিত্রনাট্য রচনা, পরিচালনা ও শব্দ-গ্রহণে সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে "পূজারী বা যে পুনরাবৃত্তির হইত……এ কথা বলাই বাহুল্য!

এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নিরঞ্জন বাবুর পরিচালনায় বিরক্ত হইয়া আমাদের শব্দযন্ত্রী, আলোক-চিত্রশিল্পী ও টেক্‌নীশিয়ান্‌রা বহুবার আমাকে ইহার প্রতিবাদকল্পে অভিযোগ করেন। এমন কি কয়েকবার তাঁহারা বিরক্ত হইয়া নানা অছিলায় শূটিং বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। এই সময় হইতে ভবিষ্যতে পাছে কোন গোলমাল হয় সেইজন্য স্বয়ং আমি সেটে উপস্থিত থাকিতাম। কিন্তু ছবি যখন প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হয় সেই সময় নিরঞ্জনবাবুর অনভিজ্ঞতা আমাকে বিশেষ ভাবে বিচলিত করিয়া তোলে, তাই বাধ্য হইয়া আমি তাঁহাকে পরিচালনা-কার্য্য ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করি! কিন্তু সেই সময় তিনি যে আমাকে কি ভাবে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করেন; তাহার পুনরুল্লেখের দরকার যদি কোনদিন হয়, করিব! সেইজন্য আমি আমার কর্ম্মীবৃন্দকে;…… নিরঞ্জনবাবুকে নামে মাত্র সেটে খাড়া করিয়া রাখিয়া ছবিখানি শেষ করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করি! তাঁহাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে, আজ "শুকতারা" আপনাদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছে……ইহার সাফল্যের জন্য পাল সাহেবের কৃতিত্ব কিছুই নাই!

একখানি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি করিতে কত খরচ হয় তাহা যে লোকের জানা নাই……তিনি যে চিত্র পরিচালনা করিতে কি করিয়া সাহসী হন…তাহা আমার ধারণা-শক্তির বহির্ভূত!

তিনি "শুকতারা" করিবার প্রারম্ভে, আমাকে কাগজে কলমে Estimate দেন যে ছবিখানি তৈয়ারী করিতে সর্ব্বসমেত খরচ পড়িবে ২৮,৭৩১৲ টাকা। কিন্তু পরে হিসাব করিয়া দেখা গেল যে ছবিখানির খরচ পড়িয়াছে Estimateএর তিনগুণ! Estimateএর ২১১টী Item শুনুন…তিনি

প্রধান ও অপ্রধান শিল্পীদের সর্ব্বসমেত পারিশ্রমিক ধরিয়াছিলেন ৩,৫০০৲ টাকা! কিন্তু দেখা গেল তিনি মাত্র দুইটী artist-এর contract করিয়া বসিলেন ৩,৫০০৲ টাকায়…! আর "শুকতারার" artist বাবদ সর্ব্বসমেত খরচ হইয়াছে ১২,০০০৲ টাকা। "শুকতারা"র সঙ্গীত-পরিচালনার জন্য তিনি ধরিয়াছিলেন ২৫০৲ টাকা! ইহার জন্য আমাদের কত খরচ হইয়াছে তাহা তাঁহার নিয়োজিত সঙ্গীত পরিচালককে জিজ্ঞাসা করিলেই যথাযথ উত্তর পাইবেন! এবং নিজের গল্প ও পরিচালনার জন্য তিনি চুক্তি করিয়াছিলেন ৪,০০০৲ টাকায়! পাল মহাশয় নানা উপায়ে আমার নিকট হইতে ইহার উপর কত বেশী টাকা লইয়াছেন সাধারণকে তাহা জানাইয়া নিজের সৎসাহসের পরিচয় দিবেন কি?

আজ পাল মহাশয় বিভিন্ন কাগজের মারফতে আমাদের উপর যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহা যে সম্পূর্ণ ঈর্ষাপ্রসূত তাহা তাঁহার লেখাটী পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

তিনি লিখিয়াছেন যে, চিত্র-পরিচালককে প্রচণ্ড আশাবাদী হইতে হইবে। সত্য কথা, তাহা না হইলে তাহার বাঁচিবার উপায় কোথায়? পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যাঁহাকে ছবি তুলিতে হইবে… …সেট্‌ সম্বন্ধে যাঁহার কোন জ্ঞান নাই; সেটে কি জিনিষ-পত্রাদি লাগিবে তাহা যিনি শূটীংয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বলিতে পারেন না… ··যিনি নিজের বিদ্যার যাহাতে স্বরূপ প্রকাশ পায় এই ভয়ে নন্দী-ভৃঙ্গী স্বরূপ দুইটী সহকারী লইয়াছিলেন…… যাহাদের কাজ ছিল studioতে আসিয়া লেডিজ্‌ ব্যাগ বহন করা ও পাল মহাশয়ের মোসাহেবী করা।

হ্যাঁ, "শুকতারা" গল্পের অদল-বদল সম্বন্ধে তিনি যে অভিযোগ করিয়াছেন সে-অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকুই বলিব যে, পাল মহাশয় লিখিত হুবহু গল্প যদি পর্দ্দায় রূপ পাইত তাহা হইলে নিরঞ্জনবাবু পরিচালিত এই গল্পেরই তেলেগু সংস্করণ "আশা" তিনদিন মাত্র চলিবার পর যেরূপ লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিয়াছিল……"শুকতারা"ও যে সেই দুর্ভাগ্যের কবল হইতে রক্ষা পাইত না…… এ কথা ধ্রুব সত্য! এবং তাঁহার লেখা গল্পটী আজ পর্দ্দায় রূপ পাইলে "রূপবাণীতে" আবার "বাঙ্‌লা ১৯৮৩"র পুনরাভিনয় হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য ছিল না।

যাহা হউক, গল্পের এই পরিবর্ত্তন শাপে বর হইয়াছে এবং এই পরিবর্ত্তনের জন্যই আমরা পূর্ব্বের গল্পানুযায়ী যেখানে সাদা পাঁঠার দরকার ছিল, পরে সেখানে কালো পাঁঠা আনিতে বাধ্য হই!

"শুকতারা" শেষ হইতে নয় মাস সময় লাগিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই! ইহার জন্য পরিচালক মহাশয় যত বেশী দোষী তাহার তুলনায় অন্যের দোষ নগণ্য। সেটে গিয়া Shot Division, সংলাপ, মহলা প্রভৃতি সব বিষয়েই যদি পরের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় এবং ১২।১৪ ঘণ্টা কাজ করিয়া যদি ২।৩টী শটের বেশী গ্রহণ করা না যায়, তাহা হইলে নয় মাসের পরিবর্ত্তে আঠারো মাসে ছবিখানি শেষ হইলেও আশ্চর্য্যের কিছুই থাকিত না!

বিনামূল্যে! সুদৃশ্য হাত ঘড়ি বিনামূল্যে!!

মডেল ১৯৪০

৬ নলা

অটোম্যাটিক রিভলভার

লাইসেন্স প্রয়োজন হয় না।

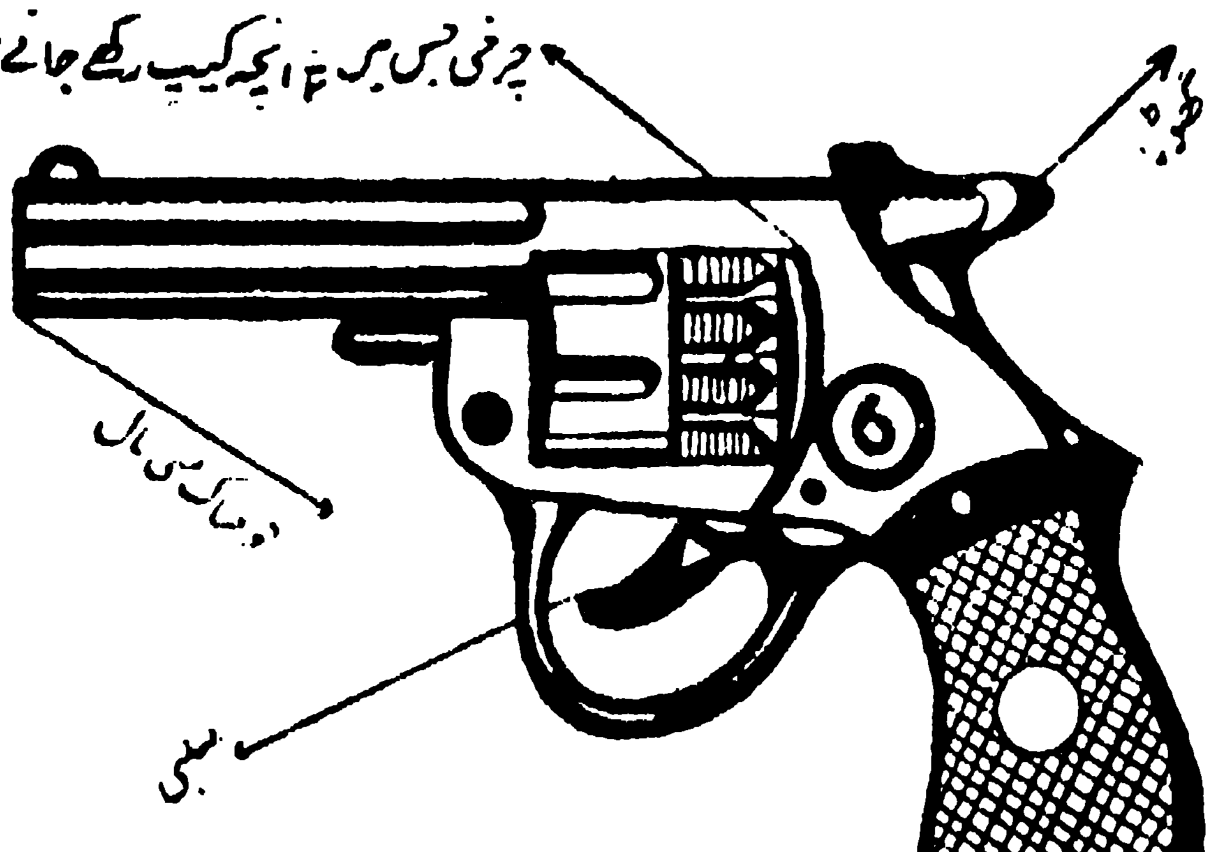

STEVENS CO CROMWELL CONN U.S.A.

উপরের ছবির মতই আকার। দেখিতে এবং আওয়াজ আসল রিভলভারের মতই। ভারী ১৫ আউন্স এবং লম্বায় সাত ইঞ্চি। এ রিভলভারে এক সঙ্গে ছয়টি গুলি ভরা যায় এবং পর পর ছয়বারই গুলি করা যায়। ইহার আওয়াজ এত জোর যে এতদ্বারা বন্য-জন্তু জানোয়ার তাড়ান তো যায়ই উপরন্তু চোর বা শত্রুর বিরুদ্ধেও আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ। অথচ লাইসেন্স দরকার হয় না। ৩৫টি কারটি্‌জ সহ ৭৭৭নং রিভলভারের দাম সাড়ে চারি টাকা মাত্র। ভাল শক্ত ইস্পাতে তৈরি ৮৮৮নং রিভলভারের দাম, ৪৫টি কারটি্‌জ সহ, পাঁচ টাকা তের আনা। হাজার কারটি্‌জের দাম ৩৲, বেল্টসহ খাপের দাম ১৸০, রিভলভার তৈল ৵০—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বিনামূল্যে—প্রত্যেক রিভলভারের সহিত বিনামূল্যে দুইটি করিয়া সুদৃশ্য হাতঘড়ি দেওয়া হয়। একসঙ্গে তিনটি রিভলভার কিনিলে ছয়টি হাতঘড়ি বিনামূল্যে দেওয়া হয় ও ডাকমাশুল লাগে না।

American Pistol Co. Post Box No. 27 (D.P.B. 100) Amritsar, (India)

তিনি সহযোগীতা সহযোগীতা করিয়া লম্বা লম্বা লেক্‌চার দিয়াছেন। কিন্তু পরিচালক মহাশয় কি একটী প্রশ্নের উত্তর দিবেন? ছবির শূটীং শেষ হওয়ার পরে যখন ছবিখানি সম্পাদনা-কক্ষে গেল, তখন তিনি বা তাঁহার দুইটী বাহন কোনও দিন কি সম্পাদনা-কক্ষে গিয়াছিলেন? নয় মাস কাজ করিয়া তিনি কি বলিতে পারেন, সম্পাদনা-ঘরটী কোন দিকে? এই তো তাঁহার সহযোগীতার নমুনা!

শ্রীগোবিন্দ গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপক: ফিল্ম প্রোডিউসার্স লিঃ
৪৮নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা

(৪৩)

(ক)

বাটা কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

শ্রদ্ধেয় দীপালী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত দীপালীতে সম্প্রতি শ্রীনিবাসদিয়া (পাবনা) হইতে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ দাস "বাটা" কোম্পানীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন তাহাতে যে জন-সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তজ্জন্য নৃপেনবাবুকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বাটা কোম্পানীর এইরূপ ধৃষ্টতাময় আচরণের প্রতিকার ভারতবাসীর উপরেই নির্ভর করিতেছে। বাটার জুতা ছাড়া ভারতের চলিবে না একথা বাটা কোম্পানীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। সুতরাং সময় থাকিতে কৃত অপরাধের জন্য ভারতবাসীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইলে কি ভাল হয় না? দীপালীর পাঠকবর্গকে এই ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে আমি অনুরোধ করিতেছি। আপনি আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি—

বিনীত—
শ্রীসুধীর কুমার সরকার,
রঘুনাথপুর, (পাবনা)

(খ)

মাননীয় দীপালী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ৩১শ সংখ্যা দীপালীতে শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ দাসের বাটা কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগটি পাঠ করিলাম, আমি উহা সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন করি। ঐ সংখ্যার পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাতে শ্রীমণিমোহন পালের "নামলীলা" নামক প্রবন্ধে যে জুতা কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও সাধারণে জানেন যে বিজ্ঞাপনটি "বাটা" কোম্পানীর। বাটা কোম্পানীর Prospectus আমার হাতে আসে নাই—কিন্তু সেদিন শ্যামবাজার হইতে আসিবার পথে বাটার একটি দোকানেও ঐরূপ বিজ্ঞাপন দেখিলাম—একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র, পাশে লেখা 1940 ও সমগ্র মানচিত্র জুড়িয়া একটি বাটার জুতা। ভারতের বুকের উপর ব্যবসা ফাঁদিয়া বাটা কোম্পানী ভারতবাসী তথা মাতৃ-স্বরূপিনী ভারতেরই অপমান করিতে চান? ধৃষ্টতা বটে! বাটার জুতা ভারতের সর্ব্বত্র চলে, ইহাই যদি প্রচার করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা কি অন্য উপায়ে করা যাইত না? আশা করি, বাটার কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে মনোযোগ দিবেন। ইতি—

ভবদীয়—
শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়
২৩বি, সদানন্দ রোড, কলিকাতা

(৪৪)

ভারতী ভবন শব্দপূরণ প্রতিযোগিতার 'ম্যানেজারের' বিরুদ্ধে অভিযোগ

মাননীয় "দীপালী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার এই পত্রখানি আপনার বহুল প্রচারিত দীপালী পত্রিকায় স্থান পাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

আজকাল অনেক স্থানে শব্দপূরণ প্রতিযোগিতা হইয়াছে এবং তাহাদের মতলব এত কূট যে এই দারুণ অর্থসঙ্কটের দিনে সরল প্রতিযোগীগণের কষ্টার্জ্জিত টাকা কোন প্রকারে নেওয়াই হইল ইহাদের অন্তরের একান্ত ইচ্ছা এবং এই কর্ম্মই ইহাদের জীবিকা। অথচ এমন কোন লোক নাই যে ইহাদের এই অবাধ গতিতে বাধা প্রদান করেন।

আমি শ্রীহট্ট মির্জা জাংগাল ভারতী ভবন শব্দ-পূরণ প্রতিযোগিতায় এক নামে চারিখানা চেক ও তাহার সহিত মনিঅর্ডার রসিদ পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহারা বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে ২৭শে জুন তারিখের মধ্যে শব্দের ফলাফল প্রত্যেক প্রতিযোগীগণের নিকট ডাকযোগে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু পাঠানত' দূরের কথা আমি পর পর দুইখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াও তাহার কোন উত্তর পাই নাই, জানি'না ইহার কারণ কি?

যাহা হউক ম্যানেজার মহাশয় যদি দীপালী মারফত ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর না দেন তাহা হইলে আমি আপনার নামে কোর্টে কেস ফাইল করিতে বাধ্য হইব।

যাহা হউক আমি আমার বন্ধুগণকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে তাঁহারা যেন এইরূপ জুয়াচুরি প্রতিযোগিতায় যোগদান না করেন। আর যদি যোগদান করেন তাহা হইলে আমার ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে হইবে।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। নিবেদন, ইতি—

শ্রীসন্তোষকুমার বিশ্বাস
পোঃ ইছাপুর
গ্রামঃ নবাবগঞ্জ (২৪-পরগণা)

নামমূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধে শান্তি
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধে এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১।৮, ২।৮, ৪।৮, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
গ্রাহকদের নাম গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে প্রেরিত হয়।

আলোচনার আসর

দেশ-সেবায় নারীর কর্ত্তব্য

(২)

দেশ সেবা অর্থে সর্ব্বপ্রথম বুঝায় জাতি গঠন, জাতির একতাসাধন, জাতির সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিসাধন, দেশের তথা সমাজের সংস্কারসাধন। এবং এই দেশ সেবার মূলে আছে প্রত্যেক নারীর সর্ব্বতোভাবে জাগরণ। নারী জাগরণের ঢেউ আমাদের ভারতবর্ষে কিঞ্চিৎ আসিয়াছে বটে, কিন্তু সে জাগরণ একেবারে অসম্পূর্ণ, সে জাগরণের মধ্যে অনেক কিছু ভেজাল রহিয়া গিয়াছে। প্রকৃত জাগরণ হইবে সেইদিন যেদিন প্রত্যেক নারী জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিদেশীয় নারীদের আদর্শে দেশের প্রতি কর্ম্মে, প্রতি উন্নতিমূলক ও মঙ্গল অনুষ্ঠানে, কর্ত্তব্য পালনে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে পুরুষদের সহিত একযোগে, একমনে আত্মোৎসর্গ করিয়া দিয়া তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাজ করিয়া যাইতে পারিবে। আজকে এই আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার দিকে তাকাইয়া দেখুন,—প্রত্যেক দেশের নারীরা কিরূপ স্বামীপুত্রছাড়া হইয়া গৃহকর্ম্ম ও হতাহতদের সেবা শুশ্রূষা হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে, বিমানপোতে, জাহাজে বিমান ও গোলাবারুদের কারখানায়, অকুণ্ঠিতচিত্তে পুরুষদের সহিত কাজ করিতেছে। তাহারা আমাদের দেশের পুরুষদের অপেক্ষা লক্ষগুণে সাহসী, কর্ম্মঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণা। তাহাদের ন্যায় আমাদের দেশের নারীদেরও তাহাদের আদর্শে গড়িয়া উঠিতে হইবে। এক্ষণে নারীদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—সুমাতা হইয়া জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ, সন্তানদের গড়িয়া তোলা, সুশিক্ষিতা হইয়া সন্তানদিগকে, জাতিকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা; অবলা, সরলা নারী না থাকিয়া সাহসী, কর্ম্মঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশসেবায় পুরুষদের সাহায্যের জন্য ঢালিয়া দেওয়া ও শত সহস্র বিপদ আপদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের সহিত একযোগে কাজ করা। দেবী চৌধুরাণীর ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না, সর্ব্বশিক্ষাসমন্বিতা আদর্শস্থানীয়া নারী হইয়া দেশের প্রতি কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের ধারণা যে সন্তানের জননী ও গৃহধর্ম্মনিরতা নারী বুঝি দেশসেবার কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে না, কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রতি বৎসর কংগ্রেস মহাসভায় দেখিতে পাওয়া যায় কত হাজার হাজার নারী, বিবাহিতা, অবিবাহিতা, সন্তানের জননী, সংসারধর্ম্মব্যাপৃতা প্রভৃতি সকল প্রকার নারী আসিয়া যোগদান করিয়া থাকেন, এবং কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে পুরুষদের সাহায্য করেন। বিদেশের দিকে তাকাইতে হইবে না, আমাদের দেশেই আমাদের চক্ষের সম্মুখে আদর্শস্থানীয়া নারী রহিয়াছেন, যথা সম্মানীয়া, মহিয়সী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। তিনি একাধারে বিবাহিতা, সন্তানের জননী, অপর দিকে সর্ব্বগুণসম্পন্না, উচ্চশিক্ষিতা দেশমাতৃসেবা-নিরতা, স্বার্থত্যাগী নারী। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রত্যেক নারীকে গড়িয়া উঠিতে হইবে, তবেই হইবে দেশসেবায় কর্ত্তব্যসাধন, জাতির সর্ব্বতোভাবে উন্নতি, সমাজের সংস্কৃতি, দেশের সমৃদ্ধি ও দশের মঙ্গল।

শ্রীরাইরাণী মুখার্জ্জি

পিলখানা লেন; বর্দ্ধমান

ক বলেন ?

(৬২-ক)

স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে ফটো তুলিলে পাপ কি না ?

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু

মহাশয়া,

আমার এ পত্রখানি আপনার বহুল প্রচারিত আগামী সংখ্যার দীপালীতে স্থান পেলে অত্যন্ত উপকৃতা হবো।

আপনার গত ৩১শ সংখ্যার দীপালীতে বোন হামিদা খানম জানতে চেয়েছেন "স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে ফটো তুললে স্ত্রী তালাক হয়ে যায় কিনা ?" ভগিনীর একটা সাধারণ জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে যে বিয়ে জিনিষটা খেলার জিনিষ নয় যে একটুতে ভেঙ্গে যাবে। তালাক কি এতই সহজ যে একটা ছবি একসঙ্গে তুললেই স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে ? স্বামী যে স্ত্রীর সাথে ফটো তোলেন তাতে স্বামীর অনুরাগই প্রকাশ পায়। ভগিনীর উচিৎ ছিল কোন আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করে তাঁর এ আশ্চর্য্য প্রশ্নের মীমাংসা করা। কোরাণে স্পষ্টই লেখা আছে, "স্বামী নিজমুখে অথবা হাতে লিখে যতক্ষণ তালাক কথাটী তিনবার না উচ্চারণ করবেন ততক্ষণ তালাক হবে না"। জানি না ভগিনী কাহার কাছ থেকে এ কথাটী জ্ঞাত হয়েছেন ? যার থেকেই জানুন না কেন তিনি যে স্বার্থপর এটাই মনে হয়। আমার আদাব গ্রহণ করবেন।

ইতি—

হালিমা খাতুন

C/O আফতাব উদ্দীন আহম্মদ

দিনাজপুর

(৬২-খ)

বোন, তুমি যা শুনেছ তা সর্ব্বতোভাবে ঠিক। মুসলমান শাস্ত্রমতে 'স্বামী-স্ত্রী' কি, কোন মুসলমান নারী বা পুরুষের ফটো তোলা উচিত নয়, তাতে পাপ হয়। কারণ একজন মানুষ অন্ত আর একজনকে ভালবাসে, স্নেহ করে, ভক্তি করে ও গুরু বলে মান্য করে বলেই তার ফটো চোখের সম্মুখে রাখতে চায়। তা ভাল নয়, পাপ। কেন পাপ, শোন।

হজরত মহম্মদকে তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ বলেছিলেন যে, হুজুর, আপনার একখানা ছবি তুলে রাখা প্রয়োজন, আপনার মৃত্যুর পর যেন ছবি দেখে মনে করতে পারি যে ইনি আমাদের আলোকের বার্ত্তাবহ শেষ নবী। তার উত্তরে হজরত মহম্মদ বলেছিলেন,— হে আমার প্রিয় শিষ্যগণ, ফটো তোলা মহাপাপ। ফটো তুলে রাখলে হয়ত আমার মৃত্যুর পর তোমরা ছবিটাকে 'সেজ্‌দা' বা শিরনত করে নমস্কার করবে। তোমরা আজীবন মনে রেখো যে এক আল্লা ব্যতীত আর কারো নিকট মুসলমানের মস্তক নত করা মহাপাপ। আমি আল্লার প্রেরিত দূত-স্বরূপ। কখনও এ ভুল করো না। আরো মনে রেখো যে নামাজের ঘরে কোনরকম নারীমূর্ত্তি বা অশ্লীলতাপূর্ণ ছবি থাকলে তোমার অজু ভঙ্গ হবে, নামাজ হবে না। এই হ'ল ফটোর মোটমাট কথা। নমস্কার হামিদাবুবু। ইতি—

এন, নজিমন,

পাইকপাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

৬৩)

ছোট কপাল বড় করা যায় কি না ?

মাননীয়া দীপালীর নারীলোক পরিচালিকা

মহাশয়া সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনার বহুল-প্রচারিত দীপালীতে আমার এই ক্ষুদ্র পত্রটি স্থান পাইলে বাধিতা হইব।

ছোট কপালকে বড় করা যায় কিরূপে অর্থাৎ আমার কপালময় চুলে ভর্ত্তি, সেইজন্ত কপালটি অত্যন্ত ছোট। সেইজন্য আমি দীপালীর রূপচর্য্যা পরিচালক শ্রীযুক্ত শ্যাম বসাক মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে চাই যে কিরূপে কপালের চুলগুলি উঠিয়া কপালটি বড় হয়। তাহা যদি শ্রীযুক্ত শ্যাম বসাক আমাকে জানান তাহা হইলে আমি অত্যন্ত উপকৃতা হইব। নমস্কার, ইতি—

বিনীতা—

কুমারী সুলেখা মিত্র,

সালখিয়া, হাওড়া।

আহরণ

ত্র

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় কুমারী চিত্রলেখা মজুমদার (লরেটো) ইংরাজীতে ৪র্থ ও কুমারী অমিয়া চক্রবর্ত্তী (ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিশন্) সংস্কৃতে ৩য় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

*

পর্দ্দানিবারিণী সভা

গত ২১শে জুলাই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডস্থ এক বাগান বাড়ীতে সভার অভ্যর্থনা সমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী খৈতান সভানেত্রী ছিলেন। সভায় আকোলা (মধ্যপ্রদেশ)স্থ শ্রীমতী রাধাবাই গোয়েঙ্কা মূল সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আগামী ২৪শে ও ২৫শে আগষ্ট অধিবেশন হইবে।

সভায় শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী বিড়লা (মিসেস বি, এম, বিড়লা) চেয়ারওমান্ এবং শ্রীলক্ষ্মণপ্রসাদ পোদ্দারের স্ত্রী শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী, দেবীপ্রসাদ খৈতানের পত্নী নারায়ণী দেবী, জি, ডি, সয়ালকার পত্নী লক্ষ্মী দেবী এবং মুলচাঁদ আগরওয়ালার পত্নী স্বদেশেশ্বরী দেবী ভাইস-চেয়ারওমান্ এবং শ্রীবসন্তলাল মুরারকার পত্নী শ্রীমতী রমাদেবী কোষাধ্যক্ষা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

মূল সভানেত্রী শ্রীমতী রাধাবাই মহাশয়া যদি কোনও কারণে সভানেত্রীত্ব করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে বরোদার শ্রীমতী রতনদেবী দুধানি বা ডালমিয়া নগরের শ্রীমতী রমাদেবী জালান-এর মধ্যে একজনকে নির্ব্বাচিত করা হইবে।

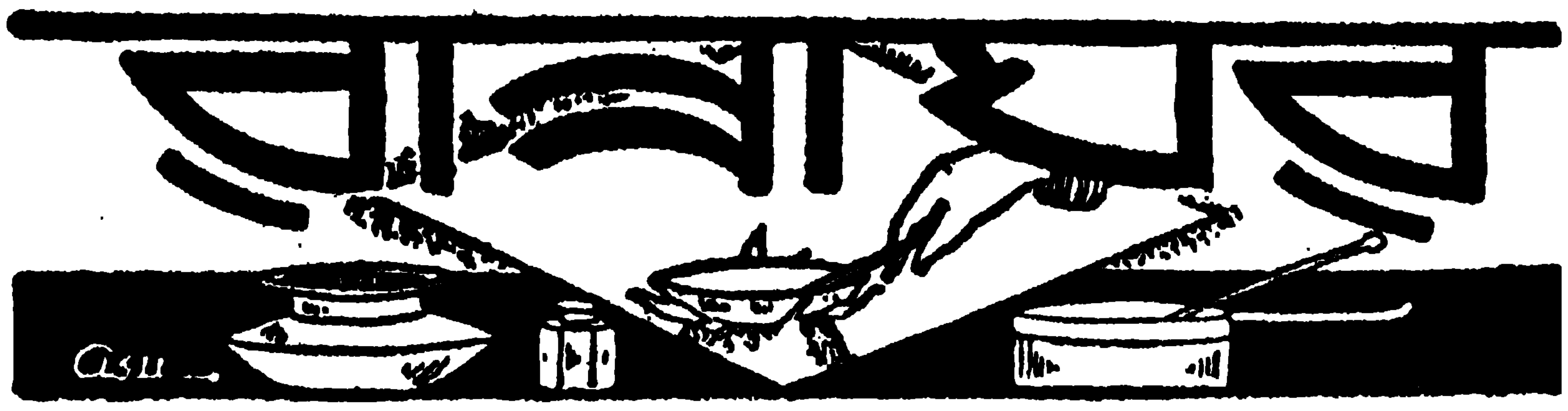

(১৩২)

গরম মসলার লৌঞ্জি

উপকরণ— আঁটী হয়েছে এরূপ কাঁচা আম, একসের আঁটী ও খোসা বাদে, একপোয়া লবণ, আন্দাজমত আধগুঁড়ো শুঠ, লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ, বড় এলাচ, লঙ্কা একটুখানি হিং গুড়া। প্রথমে আম খোসা ছাড়িয়ে আঁটীর গা হতে চাকা চাকা মোটা করে কেটে লবণ দিয়ে মেখে সারারাত পাথরের বাসনে ঢেকে রেখে দিন। পরদিন সব মসলা মিশিয়ে রোদে দিন, সন্ধ্যাবেলা বয়ামে ভরে রেখে দিন। একমাস রোদে দিলে খাবার উপযুক্ত হবে। এই আচার খুব কম খরচে হয় এবং যারা তেলের আচার পছন্দ করেন না তাদের খুব প্রিয়। দু'তিন বছর নষ্ট হয় না।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী
C/O. শ্রীপ্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তী
গোরক্ষপুর

(১৩৩)

কোরমা-পোলাও

গোশ্‌ত্‌ /১ সের, চাউল /১ সের, ঘৃত /॥০ আধ সের, জাফ্রান ১ মাশা, দারুচিনি লবঙ্গ এলাচি প্রত্যেকটি ছয় মাশা, দৈ /।০ এক পোয়া, পেয়াজ /॥০ আধসের, আদ্রক তিন তোলা, ধনিয়া তিন তোলা, গোল মরিচ ৪ মাশা, কাল জিরা দুই মাশা, লাহোরী লবণ তিন তোলা। প্রথমে গোস্‌তের পারচা বানাইয়া (টুকরা কাটিয়া) উহাতে লবণ মাখিবে। পরে এক ঘণ্টাকাল দৈ দিয়া ঐ মাংস চট্‌কাইবে। তৎপর একঘণ্টা কাল ঐ অবস্থায় রাখিয়া দিবে। অতঃপর পাতলা করিয়া কাটা পেয়াজ ঘৃতে ভুনিয়া বাদামি রং হইলে গোস্‌ত্‌ দৈ তাহাতে মিলাইয়া বাখার দিবে। এই সময়ে ধনিয়া ও আদার পাণি উহাতে দিয়া উলট্‌-পালট্‌ করিবে। যখন মাংস বেশ লাল হইয়া আসিবে তখন মাংস গলিবার আন্দাজ পাণি উহাতে দিয়া মাংস গলাইবে। যখন মাংস বেশ গলিয়া যাইবে এবং পানীও শুষ্ক হইবে তখন অর্দ্ধেক খুব পাতলা করিয়া কাটা পেয়াজ ঘৃতে বাদামী রং করিয়া ভুনিবে এবং উহা গোস্‌তে নিক্ষেপ করিবে। যখন ঐ ভুনা পেঁয়াজ মাংসের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে তখন কিছু পেষা মশলা উহাতে দিবে। এই সময় আবার খুব পাতলা করিয়া কাটা পেয়াজ ঘৃতে ভুনিয়া তহ্‌-এর উপর নিক্ষেপ করিবে। এক্ষণে চাউলগুলি যথা নিয়মে সিদ্ধ করিয়া গোস্‌তের উপর যথা নিয়মে বিছাইয়া দিবে। ১৫।২০ মিনিট কাল আগুনের আঁচ দিয়া দম দিবে এবং উপর হইতে ঘৃত ছিটাইয়া দিয়া ডেক্‌চি চুলা হইতে নামাইয়া লইবে। যদি এই পোলাও 'লোয়াবদা'র (ঘন শুরুয়া বিশিষ্ট) পাক করিবার ইচ্ছা হয় তবে মাংসকে দো-পেঁয়াজীর মতন পাক করিতে হইবে, যখন ভূনা পেয়াজ উহাতে দিবে তখন উহাতে কিঞ্চিৎ পাণি মিশাইবে। যখন পাণি অল্প অবশিষ্ট থাকিবে তখন অল্প মসলা পিষিয়া উহাতে দিবে। পরে চাউল 'নিম জোশ' অর্দ্ধ সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট মসলা মিশাইয়া, অত একটি ডেক্‌চিতে যথা নিয়মে দম দিবে। তৎপর ঘৃত ও ভুনা পেঁয়াজ উহাতে দিয়া চুলা হইতে নামাইয়া লইবে, অথবা উক্ত মাংসের দো-পেঁয়াজী পাকাইয়া পোলাও পাক হইবার পর উহাতে 'এ জাফা' (বৃদ্ধি) করিবে অর্থাৎ দো-পেঁয়াজী পোলাও-এর উপর স্থাপন করিবে।

কুমারী বদরেন্নেছা বেগম
পোঃ উলানিয়া
বরিশাল

(১৩৪)

চিংড়ি মাছের দোল্‌মা

কিছু চিংড়ি মাছ ছাড়াইয়া লউন তাহার পরে পরিমাণ মত আলু ও কুমড়া একই মাপে কাটিয়া লউন। পরে কুমড়াগুলি আলাদা করিয়া ভাজিয়া লউন। তাহার পর সেই তেলের মধ্যে আলু ও মাছ দিয়া এবং তাহাতে পরিমাণ মত আদা, পিঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা বাঁটা ও সামান্য একটু ধনে, জিরে বাঁটা দিয়া আলুগুলি বেশ লাল করিয়া ভাজিয়া লউন এবং তাহাতে পরিমাণ মত জল ঢালিয়া পরিমাণ মত নুন ও সামান্য চিনি দিবেন। তাহার পর ফুটিয়া উঠিলে কুমড়াগুলি উহাতে ঢালিয়া দিন। উহা বেশ সুসিদ্ধ হইলে তাহার পর ঘি ও গরম মশলা দিয়া নাড়া-চাড়া করিয়া নামাইয়া দিবেন।

শ্রীমতী কল্যাণী দেবী,
জামসেদপুর।

(১৩৫)

ইলিশ মাছের পাতুড়ি

উপকরণ—একটি গোটা ইলিশ মাছের পেটী; সাদা সরষে আধ পোয়া, কাঁচা লঙ্কা ৫।৬টী, সামান্য আদা, হলুদ, কাল জিরে, দৈ এক ছটাক, তেল দেড় ছটাক, নুন পরিমাণ মতো।

প্রণালী—প্রথমে ইলিশের পেটী চাক-চাক করে কুটুন, পরে বার দুই জলে মাছের পেটীগুলি ধুয়ে নিন, সরষেগুলো ৩।৪ দিন পূর্ব্বে রোদে শুকুতে দিন। তারপর সরষে, কাঁচা লঙ্কা, কাল জিরে, হলুদ আদা, শিলেতে

পরলোকে শ্রীমতী চারুবালা ঘোষ

গত ১লা আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার সময় 'অর ভিগনম এণ্ড কোং'র ক্যাশিয়ার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী চারুবালা ঘোষ ১০৭ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থিত নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

তাঁহার মত দানশীলা মহিলার মৃত্যুতে কত ক্ষুধাতুর সন্তানের অন্তরের হাহাকার ধ্বনি যে বাড়িয়া উঠিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। শৈশব কাল হইতেই তিনি পরদুঃখকাতরা ছিলেন। বুভুক্ষুর বুভুক্ষা মিটাইতে তাঁহার কোমল হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত। গৃহে দীন দরিদ্র ভিখারী আসিলে শূন্য হস্তে কাহাকেও তিনি ফিরিয়া যাইতে দিতেন না। নিজের চরিত্রগুণে ও তেজস্বিতায় যেমনি পরিবারের সকলের উপরের আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন তেমনি স্বভাবজাত সারল্য, দয়া-দাক্ষিণ্য ও চরিত্র-মাধুর্য্যে আ-পামর, ধনী দরিদ্র যাহারা ক্ষণিকের জন্যও তাঁহার

সংস্পর্শে আসিয়াছে প্রত্যেকেরই অন্তর জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সহায় সম্পদহীন নিরাশ্রয় বহু ছাত্র তাঁহার গৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছে। দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট সঙ্গতিহীন কত ছাত্রকে তিনি আর্থিক সাহায্য করিতেন, স্কুল কলেজের ছাপমারা না হইলেও তিনি একজন বিদুষী রমণী ছিলেন এবং বিদ্বজ্জনের যথেষ্ট আদর করিতেন।

সাংসারিক খুঁটিনাটি কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যেটুকু সময় পাইতেন আরাধ্য দেবের উপাসনায় ও নানা ধর্ম্মালোচনাতেই তাহা কাটাইয়া দিতেন। বেলুড় মঠের শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমাতা ঠাকুরাণীর নিকট হইতে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীমতী চারুবালা দেবীর মৃত্যুতে বাংলা সমাজের যে অনেকটা ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলাই নিস্প্রয়োজন। বাংলায় আজ সু-জননীর অভাব।

মৃত্যুর সময় তিনি ৪টী পুত্র, ২টী কন্যা ও এক বিরাট শোক-সন্তপ্ত পরিবার রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার অমর আত্মা চিরবিশ্রাম লাভ করুক, আর তাঁর আদর্শ বাংলার জননীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুক এই আমাদের কামনা।

একসঙ্গে চন্দনের মতো বেটে নিন, এবারে একটা এলুমিনিয়ামের বড় বাটীতে মাছ-গুলি সাজিয়ে রাখুন। তারপরে দৈ, ও সরষে বাটা নুন ও তেল একত্রে মেশান, পরে ঐ তেল মিশ্রিত সরষে বাটাগুলি মাছের গায়ে ঢেলে দিন। পরে উনুনের ভিতর খুব ঢিমে আঁচে বাটীটা বসান, ঐ বাটীর মুখটা অন্য একটা বাটী দিয়ে ঢেকে দিন, পনের মিনিট পরে উনুনের ভিতর হতে বাটী তুলে নিন, এর মিনিট দশ পরে ভাতের সাথে খেয়ে দেখবেন, কেমন সুস্বাদু।

শ্রীমতী প্রতিমারাণী গুহ
নর্থ জিয়ালগারা, মানভূম।

ডি, রতন এণ্ড কোং

লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

৩য় সপ্তাহ

শনিবার ১৭ই আগষ্ট হইতে
৺শরৎচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উপন্যাস অবলম্বনে রচিত হিন্দী ছায়াচিত্র

চিঙ্গারী

শ্রেষ্ঠাংশে: সবিতা, মীরা, ই, বিলিমোরিয়া, দাতে

এম্পায়ার

৬ষ্ঠ সপ্তাহ

শুক্রবার ১৬ই আগষ্ট হইতে
এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ কমেডি চিত্র

"ঘর-কি-রাণী"

শ্রেষ্ঠাংশে: লীলা চিটনীশ, মীনাক্ষী

নিউ সিনেমা

মানসাটা ফিলম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: কলি: ৪৫

ইটন প্যাটার্ণ

সাঙ্কেতিক চিহ্ন:—কেবল্ 'ক'—১টি ঘর না বুনিয়া অন্য একটি কাঠিতে ঐ ঘরটি তুলিয়া সামনে রাখিতে হইবে, এখন বাঁ হাতের কাঠির একটি ঘর সোজা বুনিতে হইবে; তারপর না বুনিয়া তোলা ঘরটি সোজা বুনিতে হইবে।

কেবল্ 'খ'—১টি ঘর না বুনিয়া অন্য একটি কাঠিতে ঘরটি তুলিয়া লইয়া পিছনে রাখিতে হইবে, এখন বাঁ হাতের কাঠির একটি ঘর সোজা বুনিয়া, না বুনিয়া তোলা ঘরটি উল্টো করিতে হইবে।

কেবল্ 'গ'—১টি ঘর না বুনিয়া অন্য একটি কাঠিতে ঘরটি তুলিয়া সামনে রাখিতে হইবে। এখন বাঁ হাতের কাঠির একটি ঘর উল্টা বুনিয়া, না বুনিয়া তোলা ঘরটি সোজা করিতে হইবে।

কেবল্ 'ঘ'—১টি ঘর না বুনিয়া অন্য একটি কাঠিতে ঘরটি তুলিয়া পিছনে রাখিতে হইবে। এখন বাঁ হাতের কাঠির একটি ঘর উল্টা বুনিয়া, না বুনিয়া তোলা ঘরটি উল্টা করিতে হইবে।

পুনরাবৃত্তির চিহ্ন—*……*

১ম কাঁটা—*৩টী উল্টো, কেবল্ 'ক', ৪টী উল্টো, ১টি সোজা, ১টি উল্টো (এই ১১টী ঘর প্যাটার্ণ)*

২য় কাঁটা—*১টি সোজা, কেবল 'খ', ২টী সোজা, কেবল্ 'গ', কেবল্ 'খ', ২টী সোজা*

৩য় কাঁটা—*১টি উল্টো, কেবল্ 'খ', ২টী উল্টো, কেবল্ 'গ' কেবল্ 'খ', ২টী উল্টো*

৪র্থ কাঁটা—*৩টী সোজা, কেবল্ 'খ', ৪টী সোজা, ১টি উল্টো, ১টি সোজা*

৫ম কাঁটা—*১টি উল্টো, কেবল্ 'গ', ২টী উল্টো, কেবল্ 'খ', কেবল্ 'গ', ২টী উল্টা *

৬ষ্ঠ কাঁটা—* ১টি সোজা, কেবল্ 'গ' দুটী সোজা, কেবল্ 'খ', কেবল্ 'গ', ২টী সোজা*

পালক প্যাটার্ণ

১ম কাঁটা—৩টী সোজা, ২টি উল্টো, ৩টী সোজা, *১টী উল্টো, ২টী সোজা, ৯টী উল্টো, ৩টী সোজা, ২টী উল্টো, ৩টী সোজা * পুনরাবৃত্তি কর।

২য় কাঁটা—৩টী উল্টো, সামনে সুতো, ১ জোড়া সোজা, ৩টী উল্টো,* ৩টী সোজা একসঙ্গে, ৫টী সোজা, সামনে সুতো, ১টি সোজা কাঁটা উল জড়াইয়া লও, ২টি উল্টো, সামনে সুতো ১টি সোজা সামনে সুতো, ৫টী সোজা, ১ ঘর তোলা, ১ জোড়া সোজা, তোলা ঘর ফেলিয়া দাও, ৩টী উল্টো, সামনে সুতো, ১ জোড়া সোজা, ৩টী উল্টো * পুনরাবৃত্তি কর।

৩য় কাঁটা—১ম কাঁটার মত।

৪র্থ কাঁটা—৩টী উল্টো, ১ জোড়া সোজা, কাঁটায় উল জড়াইয়া লও, ৩টী উল্টো, * ৩টী সোজা একসঙ্গে, ৪টী সোজা, সামনে সুতো, ১টি সোজা, সামনে সুতো, ১টী সোজা, ২টী উল্টো, ১টি সোজা, সামনে সুতো, ১টি সোজা, সামনে সুতো, ৪টী সোজা, ১ ঘর তোলা, ১ জোড়া সোজা, তোলা ঘর ফেলিয়া দাও, ৩টী উল্টো, ১ জোড়া সোজা, কাঁটায় উল জড়াইয়া লও, ৩টী উল্টো, * পুনরাবৃত্তি কর।

৫ম কাঁটা—১ম কাঁটার মত।

৬ষ্ঠ কাঁটা—৩টী উল্টো, সামনে সুতো, ১ জোড়া সোজা, ৩টী উল্টো, * ৩টী সোজা একসঙ্গে, ৩টী সোজা, সামনে সুতো, ১টি সোজা, সামনে সুতো, ২টী সোজা, ২টী উল্টো, ২টী সোজা, সামনে সুতো, ১টি সোজা, সামনে সুতো, ৩টী সোজা, ১ ঘর তোলা, ১ জোড়া সোজা, তোলা ঘর ফেলিয়া দাও, ৩টী উল্টো, সামনে সুতো, ১ জোড়া সোজা, ৩টী উল্টো * পুনরাবৃত্তি কর।

৭ম কাঁটা—১ম কাঁটার মত।

৮ম কাঁটা—৩টী উল্টো, ১ জোড়া সোজা, কাঁটায় উল জড়াইয়া লও, ৩টী উল্টো, * ৩টী সোজা একসঙ্গে, ২টী সোজা, সামনে সুতো, ১টী সোজা, সামনে সুতো, ৩টী সোজা, ২টী উল্টো, ৩টী সোজা, সামনে সুতো, ১টি সোজা, সামনে সুতো, ২টী সোজা, ১ ঘর তোলা, ১ জোড়া সোজা, তোলা ঘর ফেলিয়া দাও, ৩টী উল্টো, ১ জোড়া সোজা, কাঁটায় উল জড়াইয়া লও, ৩টী উল্টো * পুনরাবৃত্তি কর।

৯ম কাঁটা—১ম কাঁটার মত।

১০ম কাঁটা—৩টী উল্টো, সামনে সুতো, ১ জোড়া সোজা, ৩টী উল্টো, * ৩টী সোজা একসঙ্গে, ১টী সোজা, সামনে সুতো, ১টী সোজা, সামনে সুতো, ৪টী সোজা, ২টী উল্টো, ৪টী সোজা, সামনে সুতো, ১টি সোজা, সামনে সুতো, ১টি সোজা, ১ ঘর তোলা, ১ জোড়া সোজা, তোলা ঘর ফেলিয়া দাও, ৩টী উল্টো, সামনে সুতো, ১ জোড়া সোজা, ৩টী উল্টো, * পুনরাবৃত্তি কর।

১১শ কাঁটা—১ম কাঁটার মত।

২য় কাঁটা হইতে ১১শ কাঁটা পর্য্যন্ত হইলে প্যাটার্ণটি সম্পূর্ণ হয় এবং এইটারই পুনরাবৃত্তি করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয়বারে এবং প্রত্যেক জোড় বারের প্যাটার্ণে (যেমন ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, ১২শ ইত্যাদি)—"সামনে সুতো, ১ জোড়া সোজা," স্থানে "১ জোড়া সোজা, কাঁটায় উল জড়াইয়া লও" এবং "১ জোড়া সোজা, কাঁটায় উল জড়াইয়া লও" স্থানে "সামনে সুতো, ১ জোড়া সোজা" করা হয়—এইরূপে ফাঁকগুলি পরপর পড়ে।

পরে আরও কয়েকটী প্যাটার্ণ লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

কুমারী বেলারাণী চৌধুরী
ঘাটাল, মেদিনীপুর।

LIBRARY
No. ....
Dated 1909

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

লাটসাহেব গীতার অনুবাদক

করাচীর একখানি দৈনিক সংবাদ দিয়াছেন যে সিন্ধুর গভর্ণর সার লান্‌সেলট গ্রেহাম স্বয়ং সিন্ধী ভাষায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতার অনুবাদ করিতেছেন। সার লান্‌সেলট সিন্ধী ভাষায় লিখিতে ও বলিতে খুব ভালই পারেন। প্রকাশ, গভর্ণর বাহাদুর এই গ্রন্থ সিন্ধুদেশে বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন।—ফ্রী. ইণ্ডিয়া।

*

ভারতরক্ষা আইন

উক্ত আইনে বাংলাদেশে এ যাবৎ ৭১ জন আবদ্ধ আছেন এবং ২৬৫ জন ব্যক্তিকে স্থানবিশেষ ত্যাগ করিতে হুকুম দেওয়া হইয়াছে। শেষোক্ত শ্রেণীতে গবর্ণমেণ্ট ৯৮ জনকে এবং জেলা কর্তৃপক্ষ ১৬৭ জনকে বহির্বাসের আদেশ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

*

রবীন্দ্রনাথের সম্মান

গত ৭ই আগষ্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে সার মরিস গাওয়ার এবং সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণের সমক্ষে শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে সাহিত্যাচার্য্য (Doctor of Letters) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই নবসম্মানে বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ সম্মানিত হইল। আমরা কবির দীর্ঘজীবন ও উচ্চতর যশের প্রার্থনা করি।

*

ঢাকা মেল দুর্ঘটনা

গত সোমবার ভোরে দর্শনা ষ্টেশনের কাছাকাছি ঢাকা মেল রেলচ্যুত হইয়া এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এ যাবৎ ৩৯ জন মৃত ও ৫৫ জন আহত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত দেড় বৎসরের মধ্যে একই স্থানে দুইবার একই রকমের দুর্ঘটনা ঘটিল।

*

তাজমহলের জন্মকথা

সম্রাট শাজাহান (১৬২৭-৫৮) ও তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী আর্জ্জুমান্দবাণু বেগম ওরফে মমতাজ মহল (অর্থাৎ প্রাসাদের অলঙ্কার)-এর নশ্বর দেহাবশেষ এইখানে পাশাপাশি সমাহিত আছে।

তৎকালে প্রসিদ্ধ ধনী এবং একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। মমতাজ জাহাঙ্গীর-মহিষী নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী। মমতাজ ১৫৯২ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন, ১৬১২ সালে সম্রাটের সহিত পরিণীতা হয়েন এবং ১৬৩১ সালে পরলোক গমন করেন। মমতাজের ১৪টি পুত্রকন্যা হইয়াছিল।

এই সমাধি-মন্দিরের পরিকল্পনা করেন ওস্তাদ ঈসা আফেন্দী, মীর আবদুল করিমস্ত মাক্রানৎ খাঁর তত্ত্বাবধানে ইহা নির্ম্মিত হয়। তুর্কীস্থান হইতে আনীত ইস্মাইল খাঁ ইহার গম্বুজটি তৈরি করেন। শিরাজ শহরের আমানৎ খাঁ ইহার প্রাচীর গাত্রে লেখা খোদাই করেন।

১৬৩১ সালে আসল তাজমহল নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া ১৬৪৮ সালে শেষ হয়। পরে ইহার পশ্চিম দিকের মসজিদ, পূর্ব্বের মেহমান এবং দক্ষিণদিকের ফটক, বৈঠক-খানা ও অন্যান্য ছোটখাট প্রসার ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়।

তাজমহলে ব্যবহৃত শ্বেত প্রস্তর জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত মাক্‌রানা ও রেলওয়ালা আনীত লাল পাথরগুলি ফতেপুর শিক্রি, এবং আগ্রার আশপাশ হইতে সংগৃহীত। যে সব মণিমুক্তাজহরৎ আদি ব্যবহৃত হইয়াছিল সে গুলি পারস্য ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে ক্রীত।

তাজমহল নির্ম্মাণে ঠিক যে কত ব্যয় হইয়াছিল তাহার সরকারী কাগজ পত্রে কোথাও উল্লেখ নাই, তবে অনুমান, ছয় কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল।

সমাধি গৃহের কার্পেট, আলো ও মধ্যেকার একটি আসল সোনার মণিমুক্তা খচিত একখানি যে পর্দ্দা শাজাহান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহার মূল্য প্রায় ছয় লক্ষ টাকা। চুরি যাইবার ভয়ে সোনার এই পর্দ্দাখানি সরাইয়া পরে ১৬৪২ সালে পঞ্চাশ হাঁজার টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমানের এই মার্ব্বেল পাথরের পর্দ্দাটি বসান হয়। এই মার্ব্বেল পাথরের পর্দ্দাটি নির্ম্মাণ করিতেই দশ বৎসর লাগিয়াছিল।

বিনামূল্যে সুদৃশ্য রিষ্ট ওয়াচ

জোহর্‌-ই-হুসান্‌ (রেজিঃ) আমাদের অকৃত্রিম ঔষধ। শরীরের যে কোনও স্থানের লোমনাশে অব্যর্থ। যে স্থানে একবার এ ঔষধ লাগান হয়, সেখানে জীবনে আর কখনও কেশোদ্গম হয় না। ইহা ব্যবহারে চামড়া মসৃণ কোমল ও মখমলের মত সুন্দর হয়। দাম প্রতি বোতল দুই টাকা।

এই ঔষধের প্রচারের জন্য প্রতি বোতলের সহিত একটি করিয়া সুদৃশ্য হাতঘড়ি উপহার দেওয়া হয়। ঘড়িগুলি মজবুত ও সুদৃশ্য এবং দশ বৎসরের গ্যারাণ্টিযুক্ত। প্রত্যেক ঘড়ির সহিত গ্যারাণ্টি রসিদ প্রেরিত হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—জিনিষ অপছন্দ হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়। একসঙ্গে তিন বোতল কিনিলে তিনটি সুদৃশ্য রিষ্ট ওয়াচ দেওয়া হয় এবং ডাক মাশুল ধরা হয় না।

London Commercial Co. P. O. Box No. 27 (D.P.B.) Amritsar (India)

এই তাজমহল শুধু ভারতের নয়, জগতের এক বিস্ময়। কবির কথায়

"****ময়ূর-আসনে দেয় লাজ!
পাষাণে খোদিত অমর এ তব
বিরহকাব্য, কবি-রাজ।"

শ্রীবাল গুরুকুল

ভূতপূর্ব্ব দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী অধ্যাপক, কৃতী ছাত্র, গত মহাযুদ্ধের একজন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা, সুপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্‌, তাত্ত্বিক যিনি অসহযোগের যুগে লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া ছয়মাস কাল সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন, শবরমতী আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী, সত্যাগ্রহী, মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় পার্ষদ্‌ এবং শ্রীরমণ মহর্ষির শিষ্য; মদনপল্লী (মাদ্রাজ) বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক, বহু গ্রন্থের গ্রন্থকার, আদর্শ ইংরাজ ৪১ বৎসর বয়স্ক মিঃ ডান্‌কান্‌ গ্রীন্‌লীজ্‌, এম্‌, এ (অক্‌সন) কুডালোরে দুই বৎসর পূর্ব্বে "শ্রীবাল গুরুকুল" নামে এক শিক্ষাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই শিক্ষাশ্রমটি মাদ্রাজ সহরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

মিঃ ডান্‌কান্‌ গ্রীণলীজ

এই শিক্ষাশ্রমটি বোলপুর শান্তিনিকেতন এবং কনখলের গুরুকুল বিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত। রয়াপেটায় লিখডি বাগানের মধ্যে একটি প্রাসাদোপম গৃহে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এ আবাসে বর্ত্তমানে শতাধিক ছাত্র অবস্থান করিয়া শিক্ষা পাইতেছে। এই শিক্ষায়তনের মধ্যে একটি হ্রদ, একটি দ্বীপ, খেলিবার মাঠ আছে ও ছায়াবহুল তরুবীথিতে মনোহর। বিদ্যুৎ আলো ও বর্ত্তমান যুগোপযোগী স্বাস্থ্যকর সুবিধাবলীর কোনই অভাব এখানে নাই।

এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই যে এটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানদের জন্য। এই বিদ্যালয়ে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার ধারা অনুসরণ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার স্বীয় ধর্ম্মমতের অনুযায়ী প্রকৃত শিক্ষায় তাহাকে ভারতীয় করিয়া তৈরি করা হয়।

এখানে তেলেগু ও তামিল ভাষাতে শিক্ষা প্রদত্ত হয়। ৫ম ও ৬ষ্ঠ মান হইতে ইংরাজী শিক্ষারম্ভ করা হয়। ইংরাজী, সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগু মাত্র এই চারিটি ভাষা এখানে শিখান হয়। ইহা ছাড়া ইচ্ছাধীন বিষয়ের মধ্যে আছে—রসায়ন, বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস প্রভৃতি।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	১৬ কোটি	৩৪ লক্ষের উপর			
বীমা তহবিল…	২	„	৯৬	„	„
মোট সংস্থান…	৩	„	৩৬	„	„
দাবী শোধ…	১	„	৮৫	„	„
প্রিমিয়াম আয়…	…	…	৭৪	„	„

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

খেলার মাঠে

~ বভ্রুবাহন ~

এই বছর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা আই-এফ-এ শীল্ড খেলায় কলিকাতার এরিয়ান্স ক্লাব যে-রূপ অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন দ্বারা কলিকাতার জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাবকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে—তা চিরদিন সকলের মনে জাগরুক থাকবে। এই খেলার পিছনে ছিল খেলোয়াড়দের দৃঢ় সঙ্কল্প। শীল্ড পাওয়া মোহনবাগানের হাতেই ছিল কিন্তু খেলোয়াড়দের মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এরিয়ান্সের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলো না। মোহনবাগানের পরাজয়ে হাজার হাজার দর্শকদের চোখের জল তাদের ব্যথিত করে তুলেছিল। পথে ঘাটে চারিদিকে নীরবতার ছায়া যেন একটা থমথমে ভাবের সৃষ্টি করেছিল। মুষ্টিমেয় ক্রীড়ামোদী এসেছিল এরিয়ান্সকে তাদের আনন্দ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে—কিন্তু এতে দর্শকদের sportsmans pirit-এর অভাব বোঝায়।

*

শীল্ড জয়ের নব উদ্যমে খেলোয়াড়গণ গেলেন কালীমাতার মন্দিরে, জর্ডন ও নাসিম ও সঙ্গে যেতে ভুললেন না। খেলার মত্ততা তাদের সাম্প্রদায়িকতার ভাব ভুলিয়ে দিয়েছিল—কপালে পবিত্র সিঁদুর আর ফুলের মালা পরে তারা মায়ের কাছে তাদের মঙ্গল কামনা করলেন।

*

৺ক্ষুদিরাম বাবু আজ বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর আত্মার আশীষ-বাণী এরিয়ান্সের উপর এতদিন পরে বর্ষিত হয়েছে। তাঁরই হাতে এই ক্লাব গড়া—কেবল তাই নয়, আজ যে সব বড় বড় খেলোয়াড়ের নাম শুনতে পাই—তার বেশীর ভাগই তাঁর অবদান। তিনি তিনি বলে গিয়েছিলেন যে এই ক্লাবে একদিন না একদিন আই-এফ-এ শীল্ড আসবেই আসবে। আজ তাঁর কথা সার্থক হয়েছে।

*

খেলার শেষে শোকাভিভূত দর্শকবৃন্দ মোহনবাগান তাঁবুর নিকট গিয়ে তাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করেন—কয়েকজন দর্শক মোহনবাগানের গোলকিপার কে, দত্ত ও ব্যাক পি, চক্রবর্ত্তীকে অপমানিত করেন এবং লাঞ্ছিত করবার জন্য তাড়া করেন—কিন্তু অক্ষত দেহে তাঁর সেই যাত্রা পরিত্রাণ পেয়েছেন বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। তাঁবুর মধ্যে তাঁদের উপর যথেচ্ছা গালি বর্ষণ হয়েছে বলে শোনা গেল।

*

এরিয়ান্স ক্লাব যে শীল্ড পেতে পারে তা' সকলের ধারণাতীত। প্রথম রাউণ্ডে জলপাইগুড়ি দলকে অতি কষ্টে ২—১ গোলে, দ্বিতীয় রাউণ্ডে ৩—০ গোলে বি, এন, আর দলকে, তৃতীয় রাউণ্ডে ১ গোলে স্পোর্টিং ২—১ গোলে, সেমি-ফাইনালে মহমেডান বিজেতা রেঞ্জার্স দলকে ১ গোলে এবং ফাইনালে মোহনবাগানকে ৪—১ গোলে পরাজিত করে আই, এফ, এ, শীল্ড লাভে সমর্থ হয়েছে।

*

এরিয়ান্স টসে হেরে গিয়ে ইডেন গার্ডেনের দিকটায় যায়। প্রথম মিনিটে একটা ফ্রি-কিক মানা শুঁই সট করেন—নাসিম কর্ত্তৃক তা পোনালটি এরিয়া থেকে হেড দ্বারা অপসারিত করা হয়। এরিয়ান্স দলের ভয় কেটে যায়। ছয় মিনিটে ডি, ব্যানার্জ্জি একটি বল এমনভাবে কাটিয়ে নিয়ে গোলে মারলেন যে কে, দত্ত ধরবার সুযোগ পেলেন না, কারণ বলটা সোজা এসে ঘুরে গেল। ল্যাংচা বল ধরে মানাকে ঠেলে দেওয়ার পর, পাশ কাটিয়ে মানা বলটি বার করে এনে গোলে সট করেন—রাম ভট্টাচার্য্য বাম দিক থেকে ডাইনে ঘুরবার সঙ্গেই বলটি গোলে প্রবেশ করে। নন্দ বল নিয়ে আসছে দেখে, রাম দৌড়ে গিয়ে চার্জ্জ করাতে বলটি ফাঁক দিয়ে কখন বেরিয়ে গিয়ে গোলে ঢুকছে আর কি, সেই সময় গর্গরী কোথা থেকে দৌড়ে এসে সট করে গোল বাঁচালেন। নির্ম্মল বল পেয়ে নন্দকে দেয়—যেই হেড দেবে অম্নি রাম বলটি ধরে ফেলেন। দাশু মিত্র বলটি পাস কাটিয়ে

শীল্ড বিজয়ী এরিয়ান্স দল।

নির্ম্মল ঘোষের কাছে ঠেলে দেন, সেখান থেকে বলটি ডি, ব্যানার্জ্জিকে তিনি দিলে পর বলটি দত্তের হাতে লেগে গোলে ঢুকে যায়। মানার কাছ থেকে বল পেয়ে যেই নন্দ হেড দিয়েছেন—সামনেই ছিল পোষ্ট, তাতে লেগে বল ফিরে আসতেই নির্ম্মল মুখার্জ্জি সট করেন। বলটি গর্গরী বার করে দেওয়া মাত্র মানা ধরে যেই গোল দিতে যাবে, রাম ভট্টাচার্য্য বলটি বাঁচিয়ে হাততালি কুড়ালেন। তার পর নির্ম্মল ঘোষ বলটী ডি, ব্যানার্জ্জিকে তুলে দিলেন। হেড দিতে গিয়ে যেই ফসকে গিয়েছেন, ভৌমিক ছিল কাছে—চোখ বুঁজে বলটি গোলে ঠেলে দিলেন, গোলে বল বিনা কষ্টে ঢুকে গেল। মানা একটি তীব্র সট করতে রাম ঘুঁসি মেরে বারের উপর দিয়ে বাইরে পাঠালেন। শেষের দিকে এরিয়ান্স একটি ফ্রি-কিক্ পায়। ফ্রি কিক সটটি উঁচু দিয়ে না গিয়ে যখন গড়াতে গড়াতে দত্তের বাম দিক দিয়ে গোলে ঢুকলো—সকলে থ' মেরে গেলেন। এই কি ভারতের শ্রেষ্ঠ গোল-কিপার?

*

এরিয়ান্স দলকে আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এরিয়ান্স দলের নির্ম্মল ঘোষ চমৎকার খেলেন। সঙ্গে ডি, ব্যানার্জ্জি, রাও, জর্ডন ও ভৌমিককে বাহাদুরী না দিলে ক্রুটি থেকে যায়। হাফে দাশু মিত্র ও নাসিম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ব্যাকে গর্গরীর চাইতে নীরেশ মজুমদার মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলেছিলেন। গোল-কিপার রাম ভট্টাচার্য্যের বাহাদুরী কতটা পাবার যোগ্য—তা খেলা না দেখলে বুঝান শক্ত ব্যাপার। মোহনবাগানের ফরওয়ার্ড মানা গুঁই ও নন্দকে চোখে পড়ে এবং ব্যাকে তারকের খেলা ভাল হ'লে কি হবে—গোলের জন্ত তার কথা কেউ ভাবে নি। হাফে নীলুর খেলা প্রশংসনীয়।

টিম—রাম ভট্টাচার্য্য; গর্গরী ও নীরেশ মজুমদার; অচ্যুত মুখার্জ্জি, নাসিম ও দাশু মিত্র; নির্ম্মল ঘোষ, রাও, ডি, ব্যানার্জ্জি, জর্ডন ও ভৌমিক

মোহনবাগান— কে, দত্ত: তারক চৌধুরী ও পি, চক্রবর্ত্তী; নীলু মুখার্জ্জি, প্রামাণিক ও প্রেমলাল; মানা গুঁই, ল্যাংচা মিত্র, নন্দ রায় চৌধুরী, এ, ভট্টাচার্য্য ও নির্ম্মল মুখার্জ্জি

রেফারী—সি, এস, এম, টেলার

প্রেম
ও
পরিণয়…

শাপমুক্তি

…কথা দুটির মধ্যে যতই কবিত্ব লুকান থাক মানুষের সবায়ের অন্তর তার সুর মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে না। বিরুদ্ধ ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই তো মানুষের জীবন! না হ'লে স্বপ্ন-কল্পিত প্রেম ও পরিণয়ের রঙীন ছবি কোন কালে কোন অবস্থাতেই ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যেত না। প্রতিমার জীবনেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? আজন্ম দারিদ্রতার মধ্যে কাটিয়ে ধনীর ঘরণী হয়ে যে সুখ-শান্তি পাবার কল্পনা সে করেছিল সে শুধু মরীচিকা বৈ তো কিছু নয়!

উত্তরায় আগতপ্রায়

কৃষ্ণিণ মুভীটোনের
বাঙলা চিত্র নিবেদন

পরিচালক: প্রথমেশ বড়ুয়া

ভূমিকায়: পদ্মা, রবীন, বড়ুয়া, নিভাননী, সরযূ, নির্ম্মল, জীবেন, বদ্রীপ্রসাদ প্রভৃতি।

শাপমুক্তি

এমনি একটি ব্যর্থ জীবনের প্রেম ও পরিণয়ের বেদনা-করুণ কাহিনী।

পরিবেশক:
কপুরচাঁদ লিমিটেড
কলিকাতা

তরুণ-সঙ্ঘ—৫ উত্তরপাড়া জিমন্তাসিয়াম—৩
(সনৎ ২, কার্ত্তিক ২, পাচু ১) (অমর ২
ফটিক ১)

মিলন সমিতি "এ"—৫ শিশু সমিতি "বি" ১
(রবি ১, সমর ২, মঙ্গল ২) (মোহিত ১)

উত্তরপাড়া জি, স্কুল ৭ শিশু সমিতি "এ" ১
(কাশী ১, গোবিন্দ ১, (জ্ঞান ১)
অমল ৪, বিশ্বনাথ ১)

তরুণ-সঙ্ঘ ০ বয়েজ এড়িয়াদহ এ, সি, ২
(শচিন ১, জহর ১)

ওয়েলিংটন—২ বেলুড় ফ্রেণ্ডস্—০
(অশোক ১, রাধানাথ ১)

আগামীবারের খেলা—

মিলন সমিতি "বি" দেশবন্ধু
ওয়েলিংটন শ্রীরামপুর ফ্রেণ্ডস্ ইউ,
বি, এস, বিদ্যালয় মিলন সমিতি "এ"
বয়েজ এড়িয়াদহ উত্তরপাড়া জি, স্কুল।

৺পূজা আগতপ্রায় !

আপনার পণ্যদ্রব্যের প্রচারের জন্য সিনেমায় গ্লাইডের বিজ্ঞাপন দিন! সিনেমার বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হবার নয়।

সোল এজেণ্ট :—রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা ও মফঃস্বল সিনেমা।

ব্রি, দাস, ১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—বড়বাজার ৩২৩৪

সোনা 10 ভরি

পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারাণ্টেড কেমিক্যালের চুড়ি। যে দেখিবে ৫০০৲ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে। সুন্দরভাবে কাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিনি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিজ্ঞজন এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২৷০। পোষ্টেজ ।০। ৪ সেট ৭৷০। সার্ট বোতাম ৫৲, নেকলেস ৩৷০, আংটি ১৲, মাকড়ী জোড়া ১৲, কানফুল জোড়া ১৲, মফচেন ২৷০, ঝুমকো জোড়া ২৷০, ক্যাটলগ্ তৈরী নাই।

GOLD & SILVER'S MART (Di)
Post Ward No. 7, Muttra, U. P.

নাট্যমণ্ডপ

—অভিমন্যু

মিনার্ভা সিনেমায় "ওম্যান"* (নারী)

ন্যাশনাল ষ্টুডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন মেহবুব। শ্রেষ্ঠাংশে সর্দ্দার আখতার, সুরেন্দ্র, ইয়াকুব, জ্যোতি, অরুণ, হরিশ প্রভৃতি।

গত শুক্রবার এক অপ্রকাশ্য প্রদর্শনীতে আমরা ছবিখানি দেখিয়া আসিয়াছি। রাধার সহিত শ্যামুর মহা আড়ম্বরের সহিত বিবাহ হইল। বিবাহের পরই সে শ্বশুরালয়ে আসিয়া সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে লইয়া সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া হাসিমুখে দিন কাটাইত।

কিছুদিন পরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, অনাবৃষ্টিতে কোন ফসলই হইল না। শ্যামুর বিবাহের সময় শ্যামুর মা সুখীলালের কাছে কিছু টাকা ধার করিয়াছিল, এখন সে ভীষণ তাগাদা দিতে লাগিল। একদিকে অভাবের তাড়না, অন্যদিকে পাওনাদারের তাগাদা সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন শ্যামু গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রাধার ইতিমধ্যে তিনটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল, শ্যামুর গৃহত্যাগের পর আর একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। কিন্তু অনাহারে দুইটি সন্তান ও শ্যামুর মা মারা গেল। রাধার দেহ-বিনিময়ে ঠিক এই সময়ে সুখীলাল রাধাকে সাহায্য করিতে চাহিল। মুমূর্ষু সন্তানদ্বয়ের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য রাধা অভিভূতের মত যেই সুখীলালের বাড়ীতে পদার্পণ করিল অমনি প্রবল ঝড়ের সহিত বারিপাত আরম্ভ হইল। সুখীলাল তাহার ঘরের ভাঙা ছাদ-চাপা পড়িল। রাধা তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া প্রাণ বাঁচাইল, এবং সুখীলালের জীবনের গতি অন্যদিকে ফিরিয়া গেল।

*এই বারিপাতে অজন্মা কাটিয়া গেল। করিয়া তুলিল। রামু ও বিজুর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। রাধা দুজনকেই সমান ভালবাসে, বরং বিজুকেই কিছু বেশী। বিজু গ্রামে কি রকম অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া তুলিল এবং রাধা যে চিরকাল শুধু দুঃখই সহিয়া গেল এবং সর্ব্বশেষে অন্য একজন নারীর সম্মান বাঁচাইতে সে নিজের অবাধ্য সন্তানকেই খুন করিল তাহাই চিত্রে নিপুণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গল্পের আরম্ভ হইতে দুর্ভিক্ষের সময় পর্য্যন্ত গল্পের বিষয়বস্তু অতীব চিত্তাকর্ষক, কিন্তু তারপর রামুর সহিত রজনীর প্রেমালাপের দৃশ্যগুলি এ ধরণের গল্পে একটু বেমানান ঠেকে, এবং সেইজন্য এই অংশটিতে গল্পের গতি অত্যন্ত শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। শেষের দিকেও অনেক ত্রুটী দেখা যায়। যেমন ধরুন, গ্রামে এত চুরি ডাকাতি অথচ পুলিশ কেহই ডাকে না। রাধার গ্রাম্য-রমণী হইয়াও নির্ভুলভাবে বন্দুক ছোঁড়া অসামঞ্জস্য মনে হয়। ইত্যাদি। বিজুর মৃত্যুর পর যে দুটি দৃশ্য দেখানো হইয়াছে তাহা ঠিক বোঝা গেল না। যাহাই হউক, গ্রাম্য আবহাওয়াটি চমৎকার ভাবে বজায় রাখা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির দৃশ্যগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক ভাবে দেখানো হইয়াছে। পরিচালক আগাগোড়া যে উচ্চশ্রেণীর কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে আমরা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক বলিয়া অভিনন্দিত করিতেছি।

অভিনয়ের মধ্যে সর্দ্দার আখতার রাধার ভূমিকায় অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছেন। ভারতীয় নারী যে হাজার দুঃখ কষ্ট সহিয়াও নিজের স্বামীপুত্রের মঙ্গল কামনা করে, নিজে অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিয়া পুত্রকে খাওয়ায়, সন্তান খারাপ হইলেও মাতার স্নেহ কখনও হারায় না—এই রূপটি অনবদ্য ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রূপসজ্জাও হইয়াছে অপূর্ব্ব। তাহার পরেই আমাদের ভাল লাগিয়াছে ইয়াকুবের 'বিজু'।

অন্যান্য ভূমিকায় সুরেন্দ্র, জ্যোতি, কানাইয়া লাল, কানু পাণ্ডে ও সুললিনী দেবীর অভিনয় আমাদের আনন্দ দিয়াছে। সুরেন্দ্র ও জ্যোতির গানগুলি চমৎকার।

ফটোগ্রাফী চমৎকার। শব্দগ্রহণ ভালই। অনিল বিশ্বাসের সঙ্গীত পরিচালনা মনোমুগ্ধকর। স্থান-সমাবেশ এই ছবির আর একটি সম্পদ।

মোটের উপর "ওম্যান" ভারতীয় চিত্র জগতের একখানি বিশিষ্ট অবদান।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

পরিচালক হীরেন বসু তাঁহার "অমর গীতি"র শেষ দৃশ্য গ্রহণ করিতেছেন। ইহা একটি ল্যাবরেটরী 'সেট', যেখানে নায়ক প্রমাণ করিতেছেন যে শব্দ অমর। বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য "অমর গীতি"র ভিতর সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে অগ্নিকাণ্ড

গত পূর্ব্ব বুধবার ৭ই আগষ্ট নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে ল্যাবরেটারী বিল্ডিং-এ হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়। এই অগ্নিকাণ্ডে নির্ম্মীয়মান ছবিগুলির তো কোন ক্ষতিই হয় নাই তাহা ছাড়া প্রায় সব পুরাতন ছবির নেগেটিভগুলিও রক্ষা পাইয়াছে। মাত্র বহু পুরাতন কয়েকখানি ছবির পরিত্যক্ত নেগেটিভগুলি নষ্ট হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে কোম্পানীর ইহাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই। ফিল্ম-ষ্টক-চেম্বার সুরক্ষিত অবস্থাতেই ছিল। ইহার জন্য ষ্টুডিওর নিয়মিত দৈনন্দিন কাজেরও কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই।

মুভীটোন

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া এখন "শাপমুক্তি"র শেষ দৃশ্য গ্রহণ করিতেছেন। এই সপ্তাহের মধ্যেই শূটিং সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদনাও চলিতেছে। গানগুলি সব রেকর্ড করা হইয়াছে। গানগুলির প্রত্যেকটিই এমন সুগীত হইয়াছে যে দর্শকগণ সহজে তাহা ভুলিতে পারিবেন না বলিয়া প্রকাশ।

এই শনিবার হইতে উত্তরায় ট্রেলার দেখানো হইবে এবং ট্রেলারের মধ্যেও যথেষ্ট অভিনবত্বের সমাবেশ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মতিমহল থিয়েটার্স

ইহাদের নবতম অবদান "ব্যবধান" একসঙ্গে 'শ্রী' ও 'বিজলী' চিত্রগৃহে আগামী ১৭ই আগষ্ট মুক্তিলাভ করিবে। একই সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসীরা যে ছবিখানি দেখিবার সুযোগ পাইবেন ইহা খুবই সুখবর।

কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন, "ব্যবধান" এ বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবে। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র লিখিত আধুনিক সমাজ-সমস্যামূলক এই গল্পটি পরিচালনা করিয়াছেন ফণী বর্ম্মা ও নীরেন লাহিড়ী। ইহারা বহুদিন হইতেই বাংলার চিত্রশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং তাঁহাদের উপর আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি। তাহা ছাড়া, প্রতিমা দাশগুপ্তা (বর্ত্তমানে মিসেস হক), ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সন্তোষ সিংহ, অরুণা দাস, সত্য মুখার্জ্জী, নিভাননী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জলি, বিপিন গুপ্ত, অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেতৃবৃন্দ ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন। ইহার সহিত "কর্ম্মখালি" নামক একটি হাস্য-রসাত্মক চিত্র দেখানো হইবে। ইহার পরিচালনা করিয়াছেন ডি, জি, ও, মুখ্যাংশে তিনিই অভিনয় করিয়াছেন।

দি এলিট

পরিচালনা—ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স লিঃ

ফোন—কলিকাতা ৫৮৫৫

জনবহুল ২য় সপ্তাহে পড়িল

ইউনাইটেড্ আর্টিষ্টের নবতম অবদান

LLIO

(আদি মানবের)

এই চিত্রে আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত, বিরাট ভূমিকম্প ও অতিকায় হিংস্র জন্তুর লড়াই দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইবেন।

শ্রেষ্ঠাংশে:—ভিক্টর মাচুরী, ক্যারোল ল্যাণ্ডিস্

লন চ্যানি (জুনিয়ার)

পরিচালনা: হ্যাল রচ্ ও হ্যাল রচ্ (জুনিয়ার)

আজই আপনার আসন সংগ্রহ করুন

শোনা কথা

লালমণিরহাটে নাট্যাভিনয়

সম্প্রতি লালমণিরহাটবাসী স্থানীয় ক্যানসার রোগগ্রস্ত একজন বিশিষ্ট রেলওয়ে কর্ম্মচারীর সাহায্যার্থে 'স্বামী-স্ত্রী' এবং 'তটিনীর বিচার' নাটক অভিনয় করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে প্রায় ২৫০৲ টাকা সাহায্য করিতে পারিয়াছেন। আমরা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির আরোগ্য কামনা করি। শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র অধিকারী—'ডাঃ ভোস্' (পিয়ার্স ক্লাব) শ্রীমান সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্য—'ললিত' (ইয়ং আর্ট প্লেয়ার্স) ও শ্রীমান অর্দ্ধেন্দুশেখর দাস—'লিলি' (ইয়ং-আর্ট প্লেয়ার্স) অভিনয়ের দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছেন। লিলির গানগুলি সুগীত হইয়াছিল, কিন্তু 'তটিনী' এবং 'মিনতি' সকলকে নিরাশ করিয়াছেন।

ফণী বর্ম্মার পরিচালনাধীনে "নিমাই সন্ন্যাসে"র শুটিং চলিতেছে। 'বিষ্ণুপ্রিয়া'র ভূমিকায় অভিনয় করিবার জন্য শ্রীমতী মণিকা দেশাই চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। সন্তোষ সিংহ 'বুদ্ধিমন্তের' ভূমিকায় অভিনয় করিবেন।

ওয়াদিয়া মুভীটোন

সুপ্রসিদ্ধ নট অহীন্দ্র চৌধুরী বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে উক্ত কোম্পানীর ত্রিভাষী ছবি "রাজনর্ত্তকী"তে বাংলা ও হিন্দীতে অভিনয় করিবেন। নাট্যকার মন্মথ রায়কেও একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাইবে।

চিত্রা ও পূর্ণ থিয়েটার

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশানের "আলো-ছায়া" দুইটী চিত্রাগারেই একসঙ্গে ৬ষ্ঠ সপ্তাহে পড়িল। ছবিখানি এখনও বেশ দর্শক আকর্ষণ করিতেছে।

বর্দ্ধমানে নাট্যাভিনয়

বঙ্গীয় সমর তহবিলের সাহায্যার্থে স্থানীয় নাট্যবাসর ক্লাব কর্ত্তৃক বিশেষ সাফল্যের সহিত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ পি, এন্, ম্যাকৃউইলিয়ামের সভাপতিত্বে এবং শ্রীযুক্ত প্রমোদীলাল ধোনের শিক্ষকতায় গত ২৪শে শ্রাবণ রাত্রে "বিচিত্রা হাউসে শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক "বিক্রমাদিত্য" এবং রবীন্দ্রনাথের "শেষ রক্ষা" অভিনীত হইয়াছে। "বিক্রমাদিত্যে" নাম ভূমিকায় শান্তিময় বসু (জুনু) "কল্লোল"—শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "অর্ঘ্য" —পরমানন্দ পালিত "কাজলী"—অনাদি হাজরা এবং "অতোসা"—কালীপদ মুখোপাধ্যায় খুব উচ্চাঙ্গের অভিনয় করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, রবীন বসু ও সুনীল দাশগুপ্তের সঙ্গীত এবং সমর দাশগুপ্তের তারসানাই বাদ্য খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। সভাপতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রারম্ভে বক্তৃতা দেন। মহারাজ-কুমার অভয়চাঁদ মহাতব প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

শুভ-বিবাহ

গত ২৪শে শ্রাবণ হাওড়া জেলা মাহিয়াড়ী গ্রাম নিবাসী জমিদার শ্রীযদুগোপাল কুণ্ডু চৌধুরীর পৌত্র শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু চৌধুরীর বিনোদ পালচৌধুরীর তৃতীয়া কন্যা কুমারী রেণুকার শুভ-বিবাহ ১২নং রামচন্দ্র মৈত্র লেনে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা নবদম্পতির মঙ্গল কামনা করি।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৩৲। এক বছরের—২॥০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬॥০। ঔষধগুলি গ্যারান্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghismandi, Muttra, U. P.

বর্ম্মাশেলের ছবি

গতপূর্ব্ব বুধবার ৮ই আগষ্ট তারিখে বর্ম্মাশেল কোম্পানীর কয়েকখানি প্রচার চিত্র কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং কয়েকজন প্রচার ব্যবসায়ীকে নিউ সিনেমায় দেখান হইয়াছে। ছবিগুলিতে বর্ম্মাশেল কোম্পানি কর্ত্তৃক কত রকম যন্ত্র চালিত হয় এবং বর্ম্মাশেল কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যাদির দ্বারা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কত রকমে বিজ্ঞানকে সাহায্য করা হয়, তাহাই বিশদ-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মোটর-শিল্পে বর্ম্মাশেল যে কি-প্রকার অপরিহার্য্য এবং অবর্ণনীয়ভাবে জড়িত তাহার চিত্রখানি কেবল সুখদৃশ্যই নয়, বিশেষ শিক্ষাপ্রদও। এরূপ প্রচারচিত্রের দ্বারা বাস্তবিকই জনমত গঠন করা যায়।

আমোদ প্রমোদ

ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে, শ্রীতেজচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের উদ্যোগে এবং মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকারের পরিচালনায় মল্লিক বাবুদিগের ঠাকুর বাড়ীতে আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত হয়। অনিল ব্যানার্জ্জির পরিচালনায় 'ঝরাফুল' দলের অজিত চক্রবর্ত্তী, হেম চক্রবর্ত্তী, গিরীন চক্রবর্ত্তী, অচল সেন, প্রবোধ ভট্টাচার্য্য ও সত্যাংশু বসুর অর্কেষ্ট্রা বাদ্য সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করে।

ব্রেষ্টো—রমনীর শিথিল বক্ষঃস্থল সুদৃঢ় ও সমুন্নত রাখিতে শ্রেষ্ঠ। ২।০ টাকা।

রোকো—এক বৎসর গর্ভ বন্ধ রাখিতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং শ্রেষ্ঠ—১৲। ইউনানী ড্রাগস্ হাউস, ৭নং ক্রীক রো, কলিকাতা (এ)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১০৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীঃ চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ২২শে আগষ্ট, ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ৬ই ভাদ্র, ১৩৪৭ [৩৪শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"বণিক কোর্ট", চার্চগেট রিক্লামেশন
চলিত্তত—৪১৫ নর্থ এভিনিউরা এভেনিউ
লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

গত বিশ বৎসরের প্রকাশিত পুস্তকাবলি দেখিলে যেমন অগ লেখকের সন্ধান মিলে এবং যেমন অগণিত পুস্তকের নাম পাওয়া যা তেমন কিন্তু বস্তু লাভ হয় না। শতকরা ১০০ খানা বই-ই, হয় গল্পে না হয় কবিতার। গল্পের মধ্যে ছোট গল্পের সমাদর আর তেম আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ শতকরা ৯৫ খানাই উপন্যাস। বি বৎসর পূর্ব্বে উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পেরই আদর ছিল বেশী, এখ তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া, উপন্যাসের কদরই বাড়িয়াছে—কাজেই ছো গল্পের আদর কমিয়াছে।

এই পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ ছোট গল্প ও উপন্যাসের জনপ্রিয়তার স্থা পরিবর্ত্তন, কি কারণে ঘটিল—তাহা বলা বড় কঠিন। যুগে যুগে মানুষে রুচি বদলায়, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়, রসবোধক্ষমতার তারত ঘটে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু বর্ত্তমানে ছোট গল্পের অনাদরের মূ কি যুগধর্ম্মের কোনও হাত আছে? একেবারেই যে নাই, তা বলিলে হয়ত ঠিক হইবে না। তবে এটা ঠিক যে, বিশ বৎসর পূ 'ছোট গল্প' বলিয়া যাহা চলিত, তাহার মধ্যে শতকরা ৭৫টী প্রকৃত ছোট গল্প হইত এবং যে ২৫টী পূর্ণাঙ্গ ছোট গল্প না হইত, সেগু অন্তত গল্প ঠিকই হইত, হয়ত ছোট অনেক সময় ঠিক হইত না। আ এই সব গল্পের মধ্যে, মানুষের জীবনের বহু বিচিত্র আলেখ্য কাহিনী সুখদুঃখ ও হাসিকান্নার রসমধুর মূর্ত্তি ফুটিয়া থাকিত বলিয়া, সক শ্রেণীর পাঠকের চিত্তেই সেগুলি রসের খোরাক যোগাইতে সক্ষ হইত। যে-সময়ের কথা বলিতেছি, সে-সময়ে লেখকের সংখ্যা ছি [illegible]

তবে লেখক অপেক্ষা পাঠকের সংখ্যা অধিক ছিল বলিলে ভুল হইবে না এবং এই পাঠকের দল ছিলেন রীতিমত রসবোদ্ধা, রসিক এবং সত্যকার চিন্তাশীল।

যুগধর্ম্মই যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগে লেখকের সংখ্যা হইয়াছে পাঠক অপেক্ষা বহুগুণ বেশী এবং লেখক ও পাঠক কাহারও মধ্যে চিন্তাশীলতা বা রসসৃষ্টি বা রসবোধের বড় নিদর্শন পাওয়া যায় না। কথাটি খুবই নীরস রূঢ় এবং তিক্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু সত্য, অতি সত্য। আমাদের এযুগের ইহা লজ্জাকর হইলেও, সত্য।

বর্ত্তমানকালের লঘু-সাহিত্যের ক্রমবর্দ্ধমান্ গতিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথচ এসব সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা কি দেখি ও কি পাই? নবাগত লেখকগণের উপন্যাস বা কবিতা যাহা পত্র-পত্রিকায় এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই (সবগুলি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) প্রেমের: অর্থাৎ তরুণীকে তরুণ দেখিল আর ভাল বাসিয়া ফেলিল। যদি মিলন হয় ভাল, নতুবা হা-হুতাশ এবং কথার লূতাতন্তুবয়ন। কবিতার বক্ষ্যমান বস্তুতে প্রেমই সর্ব্বত্র, ক্বচিৎ কোথাও বাস্তবতার অভিনব ব্যঞ্জনা—কুলি, মজুর, রিকশাওয়ালা, বেকার কুষ্ঠরোগী বা ভিখারী। যেন এইগুলি ছাড়া আমাদের বাস্তব জীবনে আর কিছুই নাই !!!

কবে কে কোথায় এক দরিদ্র-জীবনের কাহিনী লিখিয়া কিঞ্চিৎ প্রশংসা পাইয়াছে, অমনি সকলেই প্রশংসা পাইবার জন্য কিম্ভূতকিমাকার দরিদ্র-জীবনের বাস্তবতা লিখিতে বসিয়া গেল। এ-সব লেখা পড়িলেই বোঝা যায়, আগাগোড়া কল্পনা ও আন্দাজ—বাস্তবতা অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির ছায়া পর্য্যন্ত তাহাতে নাই। লেখক হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে যে সবচেয়ে বড় পাঠক হইতে হয়, এইটিই এই সমস্ত নবাগতেরা জানেন না। রচনা-কার্য্যটা, ইহারা মনে করেন, অত্যন্ত সহজ।

লেখকের নিজের জীবনই তাহার লেখার উপাদান জোগায়, এ-তথ্যও অনেকের অজ্ঞাত। জীবনে যে কিছুই করিল না, কিছুই দেখিল না, কিছুই জানিল না—সে হইতে চায় লেখক। জীবনের সহিত যাহাদের কোন পরিচয়ই হয় নাই, সংসার যাহাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং কল্পনাতীত—তাহাদের গল্প কবিতা লিখিতে চেষ্টা করাটা যে নিতান্ত হাস্যকর, এইটিই ইহারা বুঝে না। বিশ ত্রিশটা গল্প উপন্যাস পড়িয়া আন্দাজে একটা গল্প খাড়া করা আর নিজের উপলব্ধ জীবনের ঐশ্বর্য্য দিয়া কোনও কাহিনী রচনায় যে কি প্রভেদ, তাহা শরৎচন্দ্রের রচনা যদি কেহ পড়ার মত পড়ে, সে বুঝিতে পারে। কিন্তু সে পাঠকও এখন নাই।

এখন সাময়িক পত্রাদির অতি-প্রাচুর্য্যে অপাঠ্য লেখারও প্রয়োজন হইয়াছে; কাজেই কাগজ পরিচালকদের গরজে, অনেকেই ছাপার হরফে নাম দেখিতে পাইতেছেন। ইহারা কি লিখেন জানেন না বা সে-লেখার যদি আমূল পরিবর্ত্তনও করা হয়, তাহাতেও ইহাদের কোনও আপত্তি নাই—কেবল নামটা ছাপা হইলেই হইল !!!

পত্র-পরিচালনা সম্পর্কে প্রতিদিনই এমন বহু অনুরোধপত্র আমরা পাই যে লেখাটি ছাপিবার মত করিয়াও যেন আমরা ছাপি। ছাপা চাই-ই! সম্পাদকেরা যদি নিজেরাই লিখিয়া, কেবল তাঁহার নামটি লিখিয়া দেন এবং তাহা ছাপার হরফে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে খুবই ভাল হয় !!

এরূপ অনুরোধের বিষয় আলোচনা করিলে ইহাই জানা যায় যে—একটা বিরাট দৈন্য, আত্মপ্রচার, বিনাক্লেশে বা আয়াসে বহু-আয়াস-লভ্যকে লাভ করার প্রবল ইচ্ছা, লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া বড়-সাজা প্রভৃতি আড়ম্বরের আতিশয্য।

অনেকের ধারণা, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন চারিটি ডিগ্রি যখন পাইয়াছেন, তখন সাহিত্যিক হওয়ার, অর্থাৎ গল্প কবিতা লিখিবার অধিকার তাঁহার জন্মিয়াছে, এমন কি সে-অধিকার ডিগ্রীবিহীন রামা শ্যামার অপেক্ষা ঢের বেশী!

লেখক সাজিবার এবং অপাঠ্য গল্প কবিতা লিখিয়া, ছাপার অক্ষরে নাম দেখিবার বীভৎস এবং অন্যায় মনোবৃত্তির পরিচয় দীপালীতে বহু প্রকাশিত হইয়াছে। নিজে প্রকাশযোগ্য কোনও রচনা করিতে অসমর্থ হইয়া, অন্যের রচনার সামান্য কিছু অদলবদল করিয়া বা তাহাও না করিয়া, হুবহু নকল করিয়াই স্বনামে ছাপার দুঃসাহস দীপালীতেই বহু নবাগত কর্ত্তৃক বহুবার সংঘটিত হইয়াছে। এ মনোবৃত্তির মূলে সাহিত্যরচনার প্রেরণা নিশ্চয়ই নাই, আছে বিনায়াস সাহিত্যিক সাজিয়া আত্মপ্রচারের আত্মাবমাননা।

চৌর রচনা না হইলেও মৌলিক রচনার মধ্যেও অধিকাংশ নব্য লেখক এখনও অত্যন্ত চলিত কথাগুলির বানান শুদ্ধ করিয়া লিখিতেও জানে না। ক্রিয়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রভৃতির অসংস্থানে এবং চলিত ও সাধু ভাষার সংমিশ্রণে ভাষারও এক জগাখিচুড়ী করিয়া লিখে—সেই প্রেম কাহিনী! প্রেম ছাড়া গল্প বা কবিতার সৃষ্টি যেন অসম্ভব! প্লট বা চরিত্র-চিত্রণ এ-যুগে উঠিয়া গিয়াছে, কারণ শক্তির খাতায় শূন্য থাকিলে ও-সবের বালাইয়ে বড় কেহ মাথা ঘামায় না।

মুসলমান্ লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা গল্প লিখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা লিখেন হিন্দু-সমাজের তরুণ তরুণী লইয়া, যাহার না আছে মাথা, না আছে মুণ্ড! অথচ নিজ নিজ সামাজিক চিত্র যদি এই নবাগত লেখকেরা আঁকিতে মনস্থ করেন, তাহা হইলে হয়ত কতকটা সাফল্যলাভ করিতে পারেন—কিন্তু, তাহা ইহারা করিবেন না। মুসলমান্ সমাজের চিত্র আঁকিতে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ

স্যার্ হেনরী আরভিঙের জীবন-কথা

—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্যার হেনরী আরভিঙের মত প্রতিভাবান নাট্য-শিল্পীর সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভবপর নয়। মাত্র একটু আভাস দিতে চেষ্টা করছি। এই অপূর্ব্ব নটচূড়ামণির।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে আরভিং জন্মগ্রহণ করেছিলেন—Somerset নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে। যে স্কুলে তিনি শিক্ষা পেতেন, তারি নাটকাভিনয়ের কালে আরভিং মনস্থ করলেন যে অদূর ভবিষ্যতে তিনি হবেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তখন থেকেই সঙ্কল্প করলেন—নাট্যকলার নিঃস্বার্থ সেবাই হবে তাঁর জীবনের লক্ষ্য। দারিদ্র্যের তাড়নায় লণ্ডনের এক অফিসে যখন তিনি সামান্য কেরাণীর কর্ম্ম নিলেন—তখনো তিনি ফুটলাইটের রঙীন নেশা ভুলতে পারেন নি। প্রত্যেকটি পেনি তিনি Sadler's Wells এবং অন্য অন্য Play-house এ খরচ করতেন। একান্ত মনে পাদপ্রদীপের পূজারীদের দেখতেন; মুগ্ধ নয়নে নিরীক্ষণ করতেন তাঁদের বাচন-ভঙ্গী, চলা-ফেরা। হৃদয় তাঁর স্বপ্নে বিভোর—তিনিও অভিনেতা হবেন।

Shakespeare এর "Hamlet" এবং "The Merchant of Venice" হাতে করে Somerset এর পল্লীর গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতেন। কল্পনার রাজ্যে সৃষ্টি করে নিতেন তাঁর সামনে বিরাট দর্শকবৃন্দ—আর তিনি কখনও "Hamlet" বা "Shylock" এর পার্ট প্লে করছেন। এই দুইটী চরিত্রই

স্যার হেনরি আরভিং

আরভিঙের কল্পনাকে সজীব করেছিল—নাট্য-কলার প্রতি অনুরাগ এনে দিয়েছিল, এবং পরিশেষে এই দুটী চরিত্র আরভিঙের নাট্য-জীবনে দেশব্যাপী নাম, যশ, অর্থ এনে দিয়েছিল।

১৮৫৬ সালে Sunderland Theatre এ সুরু হলো তাঁর নট-জীবন। দশ বছর পরে লণ্ডনে যখন ফিরে এলেন তখন নাট্য-জগতে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৮৭১ সালে "The Bells" নাটক অভিনয় করে দেখালেন যে তিনি কত বড় শক্তিশালী শিল্পী। সারা নগর তাঁর জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠলো।

Lyceum Theatre এর অধ্যক্ষ Bateman এর অধীনে সাত বছর কাজ করলেন। আরভিঙের ছেলেবেলাকার আশা Hamlet চরিত্রে অভিনয় করে জনসাধারণকে অভিবাদন করবেন। জীবনের আকাঙ্খা—চোখের নীল স্বপ্ন, Hamlet! কিন্তু অধ্যক্ষ Bateman বললেন, আপনি Hamlet এর অযোগ্য! কিন্তু দুরন্ত আশা কোনো বাধাই মানে না। Bateman এর আদেশ অমান্য করে তিনি Hamlet নাটকের Rehearsal সুরু করে দিলেন। ঝগড়া বেশ রীতিমত হলো—কিন্তু শেষকালে দেখা গেল আরভিং জয়ী হয়েছেন। Hamlet এর অভিনয় অপূর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে—জয়ের গৌরব-মুকুট দর্শকবৃন্দ আরভিঙের মাথায় পরিয়ে দিয়েছে। Bateman বিস্ময়ে বিমুগ্ধ! কত বড় স্রষ্টা তিনি।

তাঁর অভিনীত কোন নাটক শত-রাত্রি পূর্ণ হলে, আরভিং Centenary Night পূর্ণ করবার জন্য এক বিরাট "Dinner এর আয়োজন করতেন, এবং London সহরের শ্রেষ্ঠ নাট্য-সমাজকে ও দর্শকবৃন্দকে নিমন্ত্রণ করতেন। "Much Ado About Nothing"-এর শত-রজনী উৎসব। King Edward VII এই ডিনারে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর Windsor Castle এ এই নাটকটি অভিনীত হলো। যবনিকা পড়ে যাবার পর আরভিং রাণীর সম্মুখে নতজানু হলেন—রাণী তাঁকে Knighthood উপাধিতে ভূষিত করলেন।

একবার Hamlet নাটকের রিহার্সালে সর্ব্বপ্রথম দুটী কথা—"Who's here?" এর ওপর যে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল, তাঁর হুঁস নেই। Ellen Terry এসে বল্লেন—ছেড়ে দিন, ভালো শোনাচ্ছে না। তিনি উত্তর করলেন—এখন যেন একটু ঠিক হয়েছে,

(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

করা হইয়াছিল, তিনি স্বীকারও করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার মত ভগবান তাঁহাকে আয়ু দিলেন না। বাঁচিয়া থাকিলেও তিনি কিছু লিখিতেন কি না সন্দেহ, কারণ শরৎচন্দ্রের যে-সমাজের খুঁটিনাটির সহিত অত্যন্ত ভাসা-ভাসা পরিচয়, সে-সমাজ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে সাহসই করিতেন না, আর যদিই বা করিতেন তাহা হইলে সে রচনা তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতার অভাবে নিশ্চয়ই প্রাণহীন হইত। শরৎচন্দ্র লিখিতেন, তাঁহার পরিচিতের কথা, অপরিচিতের কথা তিনি কোথাও লিখেন নাই।

কাজেই, লঘু-সাহিত্য নামে এতকাল যাহা প্রচলিত, এতদিনে সেটি সত্যই লঘু হইতেছে, কিন্তু সাহিত্য হইতেছে না।

গত বিশ বৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তালিকায় সমালোচনা, চিন্তা, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থের অভাব এই কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছে না কি?

সাহিত্য - দর্পণ

—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

সন ১২৮০ সাল, বাংলা সাহিত্যে তখন "বঙ্গ-দর্শন"এর অপ্রতিহত প্রভাব। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই অরুণোদয়ের যুগে বঙ্কিমের প্রতিভা তখন ঊর্দ্ধগামী। মধু ও হেমচন্দ্রের প্রতিভালাঞ্ছিত পথে বঙ্কিমের জয়যাত্রা সুরু হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে তখন রেঁনাসার যুগ। বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্যে একটা নূতন জীবনের স্পন্দন দেখা দিয়েছে। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সমালোচনায় 'বঙ্গদর্শন' তখন বাঙালী জাতির সামনে একটা আদর্শ খাড়া করে তুলেছে সত্য, কিন্তু তখনও বাংলা সাহিত্যে সত্যকারের নাটক একখানিও আত্মপ্রকাশ করেনি। ১লা বৈশাখ, ১২৮০ সালে "বঙ্গদর্শন"-এর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বাঙলা নাটক সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে এই সংখ্যায় যে কথা বলা হয়েছিল, আমাদের মনে হয় প্রায় ৬৭ বৎসরের ব্যবধানেও তার সত্যতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি।

"বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত নাটক একখানিও নাই, যে যে গুণ থাকাতে হ্যাম্লেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো প্রভৃতি জগতের মধ্যে মনুষ্যের অসামান্য কার্য্যরূপে পরিগণিত হইতেছে, সে গুণ বাঙ্গালা কোন নাটকেই নাই। একটি গুণের কথা বলি। মানসিক পরিবর্ত্তন। একজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি অপর এক বা বহু ব্যক্তি দ্বারা ভাল পথে বা মন্দ পথে কিরূপে যায় তাহা ভাল নাটকে সুন্দররূপে চিত্রিত থাকে। ওথেলো—সদাশয় ওথেলো—যে অতি অল্পকাল মধ্যে স্ত্রীঘাতক হইবেন; অনন্ত চিন্তাশীল হ্যাম্লেট যে স্বীয় জীবনের জীবন ওফিলিয়াকে বিসর্জ্জন করিবেন; সেই প্রণয়িনীর পিতাকে স্বহস্তে বধ করিবেন; কার্য্যকুশল রাজসম্মানধারী ম্যাকবেথ যে নিদ্রিত, গৃহাগত, তাহা পূর্ব্বে জানা যায় না; কি কৌশলে, কিরূপে, মানবচিত্তের এরূপ পরিবর্ত্তন হয়, নাটকে তাহাই চিত্রিত থাকে। বাঙ্গালা কোন নাটকেই তাহা নাই।"

*

অনেকে মধুসূদনকে আধুনিক নাট্য-রচনার অগ্রদূত বলে মনে করেন। অনেকের মতে মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী নাটক"ই বাংলা ভাষায় প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। এই হিসেবে মধুসূদনকে প্রথম পতাকাবাহীর সম্মান দেওয়া চলে। গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে সত্যকারের কয়েকখানি নাটকের সৃষ্টি হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমৃতলালের রচনাও বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগকে বহুদিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে। তারপর এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে বহু নাট্যকারের আবির্ভাব হয়েছে সত্য, কিন্ত বাংলা নাট্য সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বাড়িয়ে তুলতে এঁরা কতখানি সাহায্য করেছেন তা' সন্দেহের বিষয়। বিলেতি টেকনিক ও বিলেতি সামাজিকতার উগ্রগন্ধ এইসব নাটকের সর্ব্বাঙ্গে, যুগ ও রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঝরা পাতার মত এইসব তথাকথিত আধুনিকতম নাটক একে একে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আধুনিকতার দাবী মেটাতে বর্ত্তমানে যে নাট্যপ্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে তার ফলে বাংলা নাট্যভারতীর পাদপীঠ যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সে কথা ভাববার সত্যই আজ কোন হেতু নেই।

*

গত শতাব্দীর নাট্য-সাহিত্য প্রধানত সংস্কৃত নাটককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। সংস্কৃত নাট্যরীতি ও বিষয়বস্তু ছিল সে যুগের নাটকের অপরিহার্য্য অঙ্গ। উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য নাটকের পরিচয় এখানে দেওয়া গেল।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজারের বাড়ীতে মহাসমারোহে কোন অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত "বিদ্যাসুন্দর" পত্রে এই প্রথম বাংলা নাট্য-অভিনয়ের প্রশংসা দেখা যায়।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তারাচরণ শিকদারের "ভদ্রার্জ্জুন" ও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষের "ভানুমতী চিত্তবিলাস" প্রকাশিত হলেও এদু'টির একটিও অভিনয়োপযোগী নাটক হয় নি। 'ভদ্রার্জ্জুন' কোথাও অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায় না, এবং হরচন্দ্র ঘোষের দ্বিতীয় নাটক "কৌরব বিয়োগ" (১৮৫৮) এর ভূমিকা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, "ভানুমতী চিত্তবিলাস" কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নি।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জয়রাম বসাক মহাশয়ের বাড়ীতে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত "কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব" নাটকের অভিনয় হয়। বিদ্যাসুন্দরের পর এই বোধ হয় প্রথম বাংলা নাটক অভিনয়। এই বৎসরে সুপ্রসিদ্ধ 'মহাভারত' অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁর নিজের অনুবাদিত "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটক অভিনয় করান। কালীপ্রসন্নবাবু স্বয়ং ও সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই নাটকে অভিনয় করেন। সমসাময়িক পত্রিকায় এই নাটকখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দেখা যায়।

অতঃপর বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৭ সালের এপ্রিল মাসের ৯ই তারিখে রামনারায়ণের "বেণীসংহার" ও কালীপ্রসন্নের "বিক্রমোর্ব্বশী" অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত নাট্যাভিনয় ও নাটক রচনার সূত্রপাত হয়।

বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের নাম চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এঁদেরই উদ্যোগে 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' স্থাপিত হয়। ইংরেজী ৩১শে জুলাই, শনিবার, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' অভিনয়ের দ্বারা 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'র প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল এবং ২৯শে মার্চ্চ, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই রঙ্গমঞ্চ অন্তর্হিত হয়।

বাংলা চিত্রজগতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী চন্দ্রাবতী।

৬ই ভাদ্র, ১৩৪৭

রঞ্জিৎ মুভিটোনের "হিন্দুস্থান হামারা"তে নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী পদ্মা দেবী। এই কোম্পানীর নির্ম্মীয়মান প্রথম বাংলা ছবি "[illegible]"তে নায়িকার ভূমিকায় অপরূপ অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

কলম্বিয়া পিকচার্সের "The Doctor Takes A Wife" চিত্রে লরেটা ইয়ং ও রে মিল্যাণ্ড। ছবিখানি কলিকাতায় মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

শ্রীমতী ছায়া দেবী

শীঘ্রই ইহাকে ফিল্ম কর্পোরেশনের বাংলা ছবি "অমর গীতি"তে দেখা যাইবে। পরিচালক হীরেন বসু।

দীপালী

১২শ বর্ষ, ৩৪শ সংখ্যা

মতিমহল থিয়েটার্সের নবতম "আকর্ষণ" "ব্যবধানে"র একটি দৃশ্যে ধীরাজ ভট্টাচার্য ও সন্তোষ সিংহ। ছবিখানি এখন "বিজলী" ও "শ্রী" চিত্রগৃহে চলিতেছে।

শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্তা

সম্প্রতি বোম্বাইতে মিঃ নজরুল হককে বিবাহ করিয়াছেন। মধু বসু পরিচালিত "রাজনর্ত্তকী"তে তিনি এখন অভিনয় করিতেছেন।

হেলেন গিলবার্ট—সম্প্রতি ইঁহাকে মেট্রোর "Florian" ছবিতে দেখা গিয়াছে।

ফটোগ্রাফী

পরিচালক :
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

অবজারভেটারি হিল হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য
শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বৰ্দ্ধমান।

অরুণোদয়—শ্রীবেণু মুখোপাধ্যায়, বৰ্দ্ধমান

আমার যাত্রা হো'ল সুরু
মিঃ এ. কে. দত্ত, ফরিদপুর।

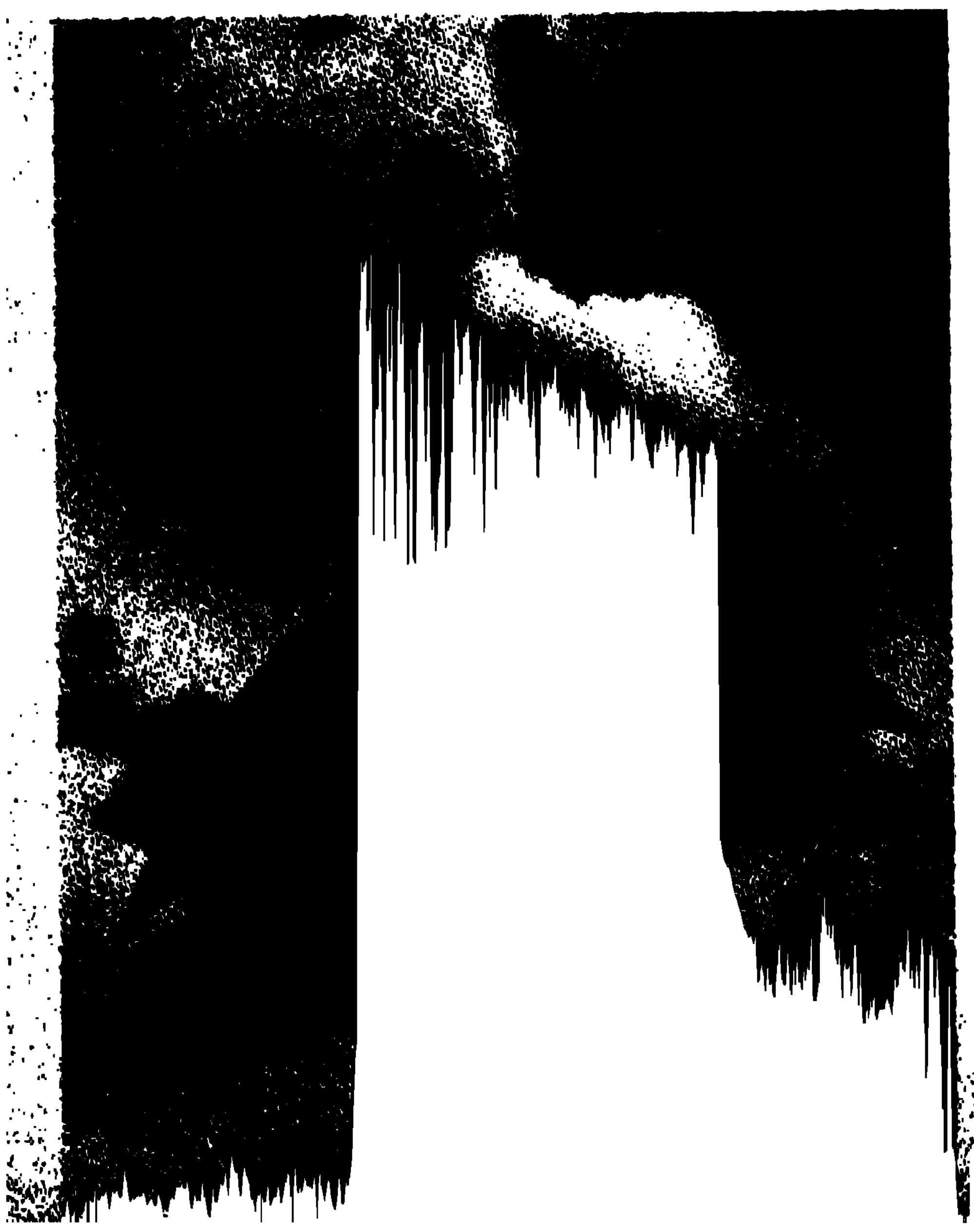

নিস্তব্ধ-প্রকৃতি
শ্রীসবিতা দাস, পাবনা।

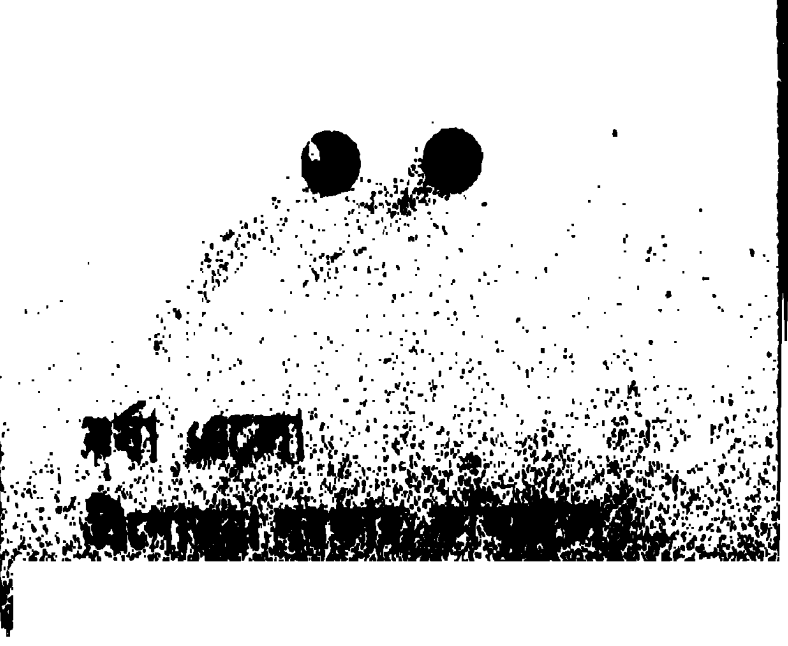

বর্ষা এলো

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(১৫)

কোর্ট থেকে ফিরে সেদিন রাজকুমারবাবুকে খবরের কাগজ পড়তে দেখে নির্ম্মলা একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। সকালবেলা নেহাৎ খবরের জন্যে যা একবার রাজকুমারবাবু খবরের কাগজের পাতা উল্টাতে বাধ্য হন, খবরের কাগজের ওপর তাঁর আর কোন মোহ ছিল না। "বার লাইব্রেরী"তে লোককে খবরের কাগজ পড়তে দেখলে তাঁর বিরক্তি আসত। নির্ম্মলা জিজ্ঞেস্ করলেন, "এখন যে আবার খবরের কাগজ দেখছ? কোন জরুরী খবর আছে না কি?"

রাজকুমারবাবু খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে বললেন, "না, একটা মকদ্দমার কথা পড়ছিলাম।"

"তোমার নিজের করা?"

"না", আর কোন কথা রাজকুমারবাবু বললেন না। নির্ম্মলা ইংরিজি জানলে তখনি কাগজটা পড়ে দেখতেন নিশ্চয়, আর তা'হলে স্বামীর এই ছোট্ট 'না'র অর্থটাও বুঝতে পারতেন। সেটা নিশীথের একটা কেসের রিপোর্ট।

নির্ম্মলা বললেন, "ঋতেন একটা চিঠি দিয়েছে। আগ্রায় ওকে চাকরী দিয়েছে, ও কিছুদিন করতে চায়।"

"যা ইচ্ছে হয় করুক। লোকে পাশ করে পয়সার অভাবে "প্র্যাক্‌টিস্" করতে পায় না, আর আমার ছেলে সব সুবিধে থাকতে গেলেন চাকরী করতে। সবই বরাত।"

"সে তো "প্র্যাক্‌টিস্" করবে না বলছে না।"

"বললেই বা করছি কি? আমাদের সময় বাপেরা জোর করে ছেলেদের নিজের মতে চালাতেন, আমরা বাপ হয়ে সে সাহস করি না। তা তিনি এখন থেকেই সেখানে থেকে গেলেন?"

"তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি! ছেলের সম্বন্ধে ওরকম করে কথা বলে? সে কলকাতায় এসে তার জিনিষপত্র নিয়ে যাবে। কালই আসত, পথে একবার এলাহাবাদে নামবে লিখেছে।"

"হঠাৎ এলাহাবাদে নামলেন যে! আমরা তো এখনও বেঁচে আছি, প্রয়াগে যাবার তো এখনও দরকার হয়নি।"

"বেড়াতে গেছে বোধ হয়। আমায় তো যাবার সময় এলাহাবাদের কথা কিছু বলে নি।"

চঞ্চলা কোন সময় ঘরে এসেছিল কেউই দেখে নি। সে বললে, "আমি জানতাম ছোট মামা এলাহাবাদে যাবে।"

রাজকুমার জিজ্ঞেস করলেন, "দেখেছ তোমায় বলে যায় নি, তার ছোটমাকে বলে গিয়েছিল।"

চঞ্চলা বললে, "না, না, আমায় বলেন নি। সেদিন যখন সেই দরকারী চিঠিটা নিয়ে গেলাম না—ছোটমামা মামীমাকে বলছিলেন।"

চঞ্চলা চলে গেল, অণিমা আর শীলাকে নিয়ে ফিরে এল। নির্ম্মলা জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁ বৌমা, ঋতেন এলাহাবাদ যাবে তা তোমায় আগে বলেছিল? সেখানে আবার কি দরকার?"

শীলা বললে, "একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন।"

নির্ম্মলা জিজ্ঞেস করলেন, "এলাহাবাদে কে আছে? কোন বন্ধু আছে না কি?"

চঞ্চলা বললে, "ছোটমামা কাদের বাড়ী গিয়েছেন মামীমা জানেন। নামটা আমিও শুনেছিলাম, ভুলে গেছি।"

নির্ম্মলা শীলার মুখের দিকে চাইলেন। শীলা পড়ল মহা বিপদে। না বললে নির্ম্মলার অপমান করা হয়, বললে ঋতেনের ওপর অন্যায় করা হয়, জানে না বললেও কথাটা কেউ বিশ্বাস করবে না। তাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই চঞ্চলা চেঁচিয়ে উঠল, "মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, বিনিতাদের বাড়ী।"

অণিমা বললে, "তুই থাম্। বিনিতা আবার কে যে তার বাড়ী যাবে? তুমি জান নাকি বৌদি?"

শীলা দেখলে আর চুপ করে থাকা ঠিক হচ্ছে না, তাঁরা অনেক কিছু সম্ভব, অসম্ভব ভেবে নিচ্ছেন। সে বললে, "যার বাড়ী গিয়েছেন তার নাম বিনিতা নয়, প্রণতি।"

নির্ম্মলা আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "প্রণতি? তুমি ঠিক জান?"

শীলা বললে, "হাঁ, সেই খৃষ্টান মেয়েটি…"

রাজকুমারবাবু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "ও কি নিশীথের কাছে গিয়েছে?"

অণিমা বললে, "তাতে কি হয়েছে বাবা? তাকে নিয়ে তো আর সমাজে তোমরা বাস করছ না! সবাই মিলে তাকে ছাড়লে সে থাকবে কি করে! একটা অন্যায়ের জন্যে এত বড় শাস্তি দেওয়া কি তোমাদের আইনের ব্যবস্থা না কি?"

নির্ম্মলা তাঁর স্বামীকে বললেন, "সে

বাড়ী ফিরলে এ-সব কথা নিয়ে তাকে কিছু বোল না।"

রাজকুমার জিজ্ঞেস করলেন, "সে-নিশীথের বৌকে চিনলে কি করে? ও কি আগে থেকে তাকে জানত না কি?"

নির্মলা বললেন, "নিশীথের সঙ্গে ওর যে-রকম ভাব ছিল তাতে না চেনাই অসম্ভব।"

রাজকুমার বললেন, "আমার মনে হয় আগ্রা যাওয়াটাই ওর প্রধান উদ্দেশ্য নয়, প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এলাহাবাদ যাওয়া।"

নির্মলা বললেন, "তুমিই তো বল লেখাপড়া শিখে সাহেবদের ছেলেরা দেশ বিদেশ দেখে বেড়ায়; সেটা খুব ভাল।"

রাজকুমারবাবু বললেন, "যেতে কি আমি তাকে বারণ করেছি? বলে যেতে তার কি হয়েছিল? আমি কি তাকে ধরে রাখতাম? তা'ছাড়া ওসব মেয়েকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।"

নির্মলা বললেন, "কি যা-তা বকছ? তুমি কি আজকাল আফিম খেতে ধরেছ না কি?"

রাজকুমারবাবু বললেন, "এবার ধরতে হবে। ছেলেরা যা আরম্ভ করেছে তাতে আফিম না ধরে আর উপায় কি? তবু যতটা সময় ঝিমিয়ে কাটে।"

নির্মলা বললেন, "আজ কি বেড়াতে যেতে হবে না? গাড়ী অনেকক্ষণ দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে।"

রাজকুমারবাবু চঞ্চলাকে নিয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন, তাঁর পেছনে নির্মলাও বেরিয়ে গেলেন।

শীলাকে একা পেয়ে অণিমা বললে, "তুমি কি রকম মেয়ে গো বৌদি?"

শীলা আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "কেন কি করলাম?"

"কি কর নি আগে তাই বল? বাবা মা এখানে বসে আর তুমি রইলে অন্য ঘরে! না হয় লেখাপড়াই শিখেছ, তাই বলে কি দিনরাত বই পড়ে?"

"আমি তো দিনরাত বই পড়ি না। আমায় কেউ এ ঘরে না আসতে বললে আমি কি করে আসি?"

"তুমি হচ্ছ এবাড়ীর বৌ, তোমায় আবার আসতে বলবে কে বলত'?"

"মা রাগ করছিলেন না কি?"

"তা করবেন কেন? দাদা যে এলাহাবাদ গেল, তার জন্যে দায়ী কে? তুমি নও?"

শীলার চোখে জল এসে গেল; সে বললে, "আমি? আমি কি করেছি?"

"যেতে বারণ করতে পার নি?"

"করেছিলাম, শুনলেন না।"

"কি বলে বারণ করেছিলে?"

"মাসিমারা তাঁকে দেখতে কলকাতায় আসছেন..."

"ওঃ, কি বুদ্ধিই হয়েছে! ভাগ্যিস্ লেখা-পড়া শিখি নি।"

শীলা কিছু বুঝতে না পেরে অণিমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অণিমা দেখলে এবার শীলা কাঁদতে আরম্ভ করবে।

তার বেশ মজা লাগল; সে বললে, "সত্যি কথাটা বললেই হ'ত! দাদা রাগ করতেও পারত না আর তার যাওয়াও হ'ত না।"

"আমি তো মিথ্যে কথা বলি নি। সত্যিই মাসীমারা..."

অণিমা শীলাকে কাছে টেনে বললে, "ওর চেয়ে সত্যি কথা ছিল; বললে না কেন তোমার মন কেমন করবে, দাদাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না......"

শীলা অণিমার মুখ চেপে ধরলে।

(ক্রমশঃ)

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরণ
শান্তি
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১।৩।২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১।।০, ২।।০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি. লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

স্যার্ হেনরী আরভিঙের জীবন-কথা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সুতরাং ছাড়া ঠিক নয়। ১৯০৫ সালে আরভিঙের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত্ত আগে Bradford Theatreএ "Beck"এর পার্ট করছিলেন। বিপুল সম্মানে তাঁকে Westminister Abbeyতে সমাধিস্থ করা হলো। কলালক্ষ্মীর মন্দিরে আরভিঙের দান অভিনব, অপূর্ব্ব, দীপ্ত-মণির মত প্রোজ্জ্বল মহিমায় লণ্ডনের নাট্য-জগৎ আজো উদ্ভাসিত তাঁর সৃষ্টির প্রতিভায়। অপরূপ রূপদক্ষ-রথী আরভিঙের সাফল্যের মূলে ছিল নাট্যকলার প্রতি অসীম অনুরাগ, একাগ্র সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অমানুষিক ধৈর্য্য।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২।০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোরেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৩।০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—**Dr. S. C. Bhadury M.B.**
Ghiamandi, Muttra, U. P.

সঙ্কট যে কোন কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য ১।০, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) লিখুন বা দেখা করুন—৮টা হইতে ১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়। মিসেস দাস বনজ, বিশারদ ১৮২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D), কলিকাতা।

পুরুষোচিত অক্ষমতা (অবক্ষণ স্থায়ী, আংশিক, সম্পূর্ণ) হেতু মনঃকষ্ট, বনজ ঔষধ সেবনে চিরতরে দূর করিতে কোথাও বিফল হয় না। ১।০, ঐ মালিশ বিনামূল্যে। ডাক খরচ ।০।

বনজ কুটীর, ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D)
কলিকাতা।

গল্প

সমাপ্তি

—শ্রীবরুণ ঘোষ, বি, এ

লিলি আজ কয়েকদিন হলো পশ্চিমের একটা ছোট সহরে—প্রায় গ্রাম বল্লেই চলে—বেড়াতে এসেছে। একি, আপনারা অবাক হয়ে যাচ্ছেন লিলি কলকাতা ছেড়েচে বলে? তাও আবার এসেছে কি না একটা গাঁয়ে? আপনারা নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন বাইরে না হোক অন্ততঃ বম্বে, দিল্লী কিম্বা দেরাদুন না হয় হায়দ্রাবাদ সিটিতে যাবে সে। মাছ জল ছেড়ে থাকতে পারে মাড়োয়ারী পারে তার গদী ছেড়ে থাকতে, কিন্তু লিলি কলকাতা ছেড়ে? এ রকম অসম্ভব কথা বিশ্বাস করাই কঠিন। কিন্তু আপনাদের হিসেবে একটু গরমিল হয়ে গেছে।

বিখ্যাত ধনী জমিদার মিঃ অভয় মিটার সস্ত্রীক যখন ভিয়েনায় বাস করছিলেন তখন একমাত্র সন্তান লিলির জন্মদান করে মিসেস্ মিটার ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। যাবার সময় শুধু সদ্যফোটা একমুঠো যুঁই ফুলের মত নরম লিলিকে বুকে চেপে ধরে স্বামীকে সজল চোখে বল্লেন, ওগো, তুমি ছাড়া ওর কেউই রইল না।—মৃত্যু পথযাত্রিনী পত্নীর অন্তিম কথা স্মরণ করে মিঃ মিটার আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নি; কিন্তু তাঁর মানবীয় ক্ষুধা তিনি অন্যান্য উপায়ে পরিতৃপ্ত করতে দ্বিধা বোধ করতেন না, কারণ তথাকথিত নৈতিকতার আদর্শ তাঁর বুকে নোঙর পাড়তে পারে নি। তবে পিতার স্নেহ-যত্নে লিলি কোনদিনই মায়ের অভাব এক মুহূর্তের জন্যও অনুভব করে নি। লিলির জন্মের পর আরও আট বছর ভিয়েনা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে বেড়িয়ে মিঃ মিটার লণ্ডনে এসে বাসা বাঁধলেন। সুতরাং সেইখানেই আরম্ভ হ'ল লিলির প্রাথমিক শিক্ষা দীক্ষা ও ভবিষ্যত জীবনের শিক্ষার গোড়াপত্তন। দশ বছর লণ্ডনে কাটিয়ে জায়গাটার প্রতি মিঃ মিটারের একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। খামখেয়ালী লোক, এক জায়গায় বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারেন না। মন ছুটে চল্ল আরও অনেক—অনেক দূরে, অচেনা অজানা দেশের সন্ধানে। মুক্ত বিহঙ্গ ডানা মেলে উড়েচল্ল—নিউ ইয়র্ক তারপরে ওহিও। এবং সেইখানেই হল লিলির ছাত্রীজীবনের পরিসমাপ্তি! ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বেরুতেই রাজা ও রাজতনয়ার প্রাণ কেঁদে উঠল বাংলা মায়ের কোলে ফিরে যাবার জন্যে। অমনি গোটাও অলীতল্লা, ছোটো এরোড্রোমে, পাড়ি দাও প্রশান্ত মহাসাগর। এই ভাবেই কলকাতা পৌছুলেন তাঁরা।

সুতরাং এখন আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না যে কেন লিলির কাছে কলকাতাও যা পশ্চিমের একটা গাঁও প্রায় তাই।

লিলিদের আবির্ভাবে অভিজাতমহলে একটা সাড়া পড়ে গেল। কলকাতার অভিজাত-গগনে মিস লিলি মিটার যেন জ্যোতিষ্ক। চোখ ঝলসানো তার রূপ; যেন একখানা ধারালো তলোয়ার। তন্বী লিলি—আপন খুসীতে আপনি ভেঙে পড়ে গুঁড়ো হয়ে—আবার পর মুহূর্তেই হাইকোর্টের চিফ্ জাষ্টিসের মত গম্ভীর হয়ে ওঠে। নাচে গানে আলাপে কাটিয়ে লিলি ভরানদীর মতই পরিপূর্ণা। খামখেয়ালী পিতার স্বভাবটিও সে লাভ করেছিল পুরামাত্রায়।

কিন্তু সে যেন একটা পাষাণ প্রতিমা। শত শত পূজারীর ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম অবহেলায় নিষ্ঠুর হাসি দিয়ে ফিরিয়ে দিতে একবিন্দুও বেদনা বোধ করত না কেন! রুশিয়ার রোমানভ্ বংশের নির্ব্বাসিত এক ক্রোড়পতি কাউন্ট্ নিউ ইয়র্কে লিলির বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে তার প্রেম নিবেদন করতে গিয়েছিল। শুভ্র দুই পাটি কুন্দদন্ত বের করে ভেংচিয়ে সেই যে লিলি তার সংস্রব ত্যাগ করল, জীবনে আর তার সঙ্গে কখনও দেখা করে নি। শিকাগোর এক বিখ্যাত 'অথরের' বিবাহ-প্রস্তাবের উত্তরে লিলি বলেছিল যে সে তার সঙ্গে আলাপ করেছে শুধু তার লেখা চমৎকার বইগুলোর জন্যে; অন্য কোন কারণে নয়।

লিলিদের আগমনে সব চেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠল কলকাতার ধনী তরুণরা। তারা ঘটা করে ঘন ঘন বদলাতে লাগল তাদের দামী দামী স্যুট্ ও গাড়ী আর ভীড় করতে লাগল মিঃ মিটারের বিবেকানন্দ রোডের প্রাসাদোপম বাড়ীর ঝক্ ঝকে ড্রইংরুমে; ইলেকট্রিক্ ঝাড় ও 'টার্কিশ ওটোমান্'এ সাজানো ড্রইংরুম—যার আয়নার মত উজ্জ্বল মেঝেতে লিলি প্রজাপতির মত 'স্কেট্' করে বেড়ায়। অনেকদিন কেটে গেল, কোন ভাগ্যবানই নাগাল পেল না লিলি মিত্তিরের গোপন হৃদয়টির। ফলে শ্রীমান দেবব্রত ও শ্রীমান কল্যাণ চোখে জল নিয়ে বিলেতে পাড়ি জমাল, তরুণ ব্যারিষ্টার মিঃ হাজরা পিস্তল দিয়ে করল তার হতাশ প্রেমের সমাপ্তি ও বেকার ধনী যুবক গোপীনাথ দেশসেবীদের দলে ভিড়ে জেলে গেল। এই

সৈনিক। অবস্থা আশাপ্রদ নয় দেখে পশ্চাৎগামীরা মানে মানে সরে পড়ল। অনেক হতভাগ্যের চোখের জল ও বুকের রক্তে লিলি হয়ে উঠল অপূর্ব্ব রহস্যময়ী, ধরা ছোঁয়ার অতীত।

গাঁয়ের পাশ দিয়ে একটা পাহাড়ে নদী নেচে চলেছে। নাম তার কুঞ্জরা। তারই তীরে এক নিরালা কোনে রোজই গিয়ে বসত লিলি। তার ভাল লাগত কুঞ্জরার জলধারা, নীলাকাশে নানা রং-এর লুকোচুরি খেলা আর শালের বনের সর্ সর্ শব্দ। রঙীন বুনোফুলের গন্ধে আকুল হয়ে সে তার বেণী সাজিয়ে তুলত ফুলে ফুলে আর দূরে রাখালের উদাস বাঁশী শুনলেই সুমধুর ঝঙ্কার তুলে গান গেয়ে উঠত। এমনি করেই সে তার গ্রাম্যজীবন ভোগ করছিল তিলে তিলে।

আজ কয়েকদিন থেকে লিলি দেখছে যে নদীর ধারে তার কয়েক হাত দূরে প্রায় রোজই একটী তরুণ যুবক এসে নিস্পন্দভাবে বসে থাকে। সন্ধ্যা হ'লে লিলি উঠে যায়, কিন্তু সে তেমনিভাবে উদাস চোখে দিগন্তের পানে চেয়ে বসে থাকে। তার শীর্ণ শুষ্ক সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে লিলির ভারী মজা লাগে। কয়েকদিন পরে নারীসুলভ কৌতূহলের আতিশয্যে লিলি যেচে তার সঙ্গে আলাপ করে। বড় দুঃখী সে। পৃথিবীতে এক অগ্রজ ছাড়া তার আর কেউই নেই। বিপুল ধনী অগ্রজ তার দরিদ্র অনুজের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে ঘৃণা বোধ করে। অধুনা কিছুদিন থেকে সে এক বিষম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে যার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যায় শুধু সেই মরণের পরে—যক্ষ্মা নয় ক্যান্সার্। গাঁয়ের এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে স্থান পেয়েছে সে বিনা খরচায়। সারাদিন ঘরে বসে থাকতে তার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, তাই বিকেল হলেই ছুটে আসে কুঞ্জরা নদীর ধারে। তার ইতিহাস শুনে লিলির প্রাণ করুণায় ভরে ওঠে। সে ভাবে, আহা অনুপ সত্যিই ভারী দুঃখী। টাকাতে কি ওর কোন উপকার হবে? না বোধ হয়। ও এখন চায় শুধু একটু প্রীতি, একটু ভালবাসা। ক'দিনই বা আর ও বাঁচবে? আচ্ছা, আমি যদি এই ক'টা দিন ভালবাসার অভিনয় করি ওর সঙ্গে, বোধ হয় ও মরবার আগে একটু আনন্দ পায়।

আরও কয়েকদিন পর। অনুপের মুখের সে শুষ্কভাব যেন আর নেই। তার চোখ দুটি যেন কি এক রসে টল্ মল্ করছে। লিলির প্রেমের ছোঁয়াচ পেয়ে ভোরের পাপড়ীর মত যেন সে আবার জেগে উঠেছে। গাল দুটিতে যেন একটু লালিমা, বর্ণে যেন একটু ঔজ্জ্বল্য দেখা দিয়েছে।

নদীর ধারে লিলির কোলের উপর মাথা রেখে অনুপ তার সুনীল চোখের দিকে তাকিয়ে বলে,—লিলি, আমি আর মরব না,

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

নিশ্চয়ই বাঁচব। মরবই যদি তবে ভগবান আমায় এত সুখ দেবেন কেন? কেন তিনি তোমাকে আমার কাছে এনে দেবেন। আচ্ছা লিলি, তুমি সত্যি আমায় খু—উ—ব ভালবাস, না?

এই কথা শুনে লিলি একটু চমকে ওঠে। চোখে মুখে খুসীর ভাব এনে, অনুপের চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে লিলি বলে,—একটুও না সত্যি। অনুপ হাসতে থাকে। তার সারা দেহে উচ্ছল আনন্দের স্রোত বয়ে যায়।

আজ কয়েকদিন হয় অনুপের অসুখ বেড়েছে। প্রায় সব সময়ই লিলিকে অনুপের পাশে থাকতে হয়। লিলিকে না হলে অনুপের এক মুহূর্ত্তও চলে না। অনেক টাকা খরচ করে লিলি সহর থেকে একজন সাহেব ডাক্তার ও একজন নার্স আনিয়েছে। টাকা দিতে লিলির কোনই দ্বিধা নেই, কিন্তু এত ঝঞ্ঝাট সে পোয়াতে পারে না। সময় সময় বিরক্ত হয়ে সে নার্সকে রোগীর কাছে রেখে নদীর ধারে এসে বসে থাকে। অবশ্য রোগীর সেবা শুশ্রূষা ঠিকমত হচ্ছে কি না সে দিকেও সে দৃষ্টি দিতে ভোলে না। ওষুধ পত্র বেশীর ভাগ সে নিজেই খাওয়ায়।

সেদিন অনুপের অবস্থার খুব বাড়াবাড়ি। লিলি অনুপের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে রয়েছে। ডাক্তার পরীক্ষা করছেন। রাত প্রায় একটা। অনেকক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে ডাক্তার নিরাশভাবে মাথা নাড়লেন। নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ একটা অব্যক্ত ব্যথায় যেন লিলির বুকটা অবশ হ'য়ে এলো। একি? লিলি ভাবে, এ তার কি হল আজ? এক মুহূর্ত্তের জন্য। চেতনা লাভ করে অনুপ ধীরে ধীরে তার বাহু দুটি দিয়ে লিলির হাঁসের মত শুভ্র গলাটি জড়িয়ে ধরে চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়ল। মুখে তার তৃপ্তির হাসি। অনুপের শীতল ললাটে তার সুরক্তিম গাল দুটি রেখে রুদ্ধ কণ্ঠে লিলি বলে—অনু, আমি তোমায় সত্যি ভালবাসি। এতদিন শুধু খেলাঘরই গড়লাম, কিন্তু যখন সময় এল তখন তুমি কত দূরে। নিজের মূল্যে তুমি আমায় ভালবাসতে শিখালে। ওগো, শুধু একটি বার ফিরে এস। চোখের জলে লিলির দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে আসে।

রোমানভ্ বংশের কাউণ্ট্‌কে যে মুখ ভেংচিয়ে ছিল, শিকাগোর বিখ্যাত 'অথর' যার কাছে পেয়েছিল অসীম লজ্জা, কলকাতার যুবসম্প্রদায় যার একটু হাসির জন্যে সব কিছুই করতে পারত—সেই লিলি মিটারের আজ একি হল! লিলির যে শিক্ষার ভিত গাঁথা হয়েছিল লণ্ডনে, ওহিও ও কলকাতায় যার হয়েছিল পূর্ণ বিকাশ, সে শিক্ষার কি শেষ হল পশ্চিমের একটা অখ্যাত গাঁয়ে?

মুক্তি প্রতীক্ষায়!

নিউ থিয়েটার্সের স্মরণীয় নিবেদন

ডাক্তার

পরিচালক: ফণী মজুমদার

ভূমিকায়: অহীন্দ্র, পাম্মা, পঙ্কজ, ভারতী, জ্যোতিপ্রকাশ, অমর মল্লিক, শৈলেন ও ইন্দু।

চিত্রা

ফোন: বি, বি, ১১৩৩

নিউ থিয়েটার্সের চারিখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র

১। দুলারী বিবি ২। জীবন-মরণ

৩। পরাজয় ৪। চণ্ডীদাস

প্রবেশ মূল্য দ্বিগুণ

জন্মাষ্টমী প্রোগ্রাম

সোমবার, ২৮শে আগষ্ট

নিউ সিনেমা

ফোন: কলি, ৫৮১৯

নিউ থিয়েটার্সের ৪ খানি হিন্দি চিত্র

১। দেবদাস (হিন্দি) ২। দুষমণ

৩। জওয়ানী-কি-রীৎ

৪। দুলারী বিবি

প্রবেশ মূল্য—৩।০, ২।০, ১।০, ১৵০, ।৵০

মহিলা—১৵০ মাত্র। বক্স (৩ জনের) ৯৲ টাকা

এসোসিয়েটেড প্রডাক্‌শান্সের

প্রথম চিত্র

ফোন: বি, বি, ১১৩৩

আলো-ছায়া

৮ম সপ্তাহ!

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

হলোয়েল্

যে হলোয়েলের স্মৃতিস্তম্ভ ড্যালহাউসি স্কোয়ারে অবস্থিত, এবং যাহা উঠাইবার জন্য এমন একটা আন্দোলন হইল, তাহার বিষয় জানিবার কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এই ভাগ্যান্বেষী হলোয়েলের পূরা নাম (John Zephania Holwell) জন জেফানিয়া হলোয়েল। ইনি আইরিশ।

১৭৫০ সালে ইনি কলিকাতায় ডাক্তারী করিতেন। ডাক্তারী পাশ করিবার পূর্ব্বে ইনি হল্যাণ্ডে এক ব্যবসায়ী ছিলেন। লণ্ডনে ডাক্তারী পাশ করিয়া ইনি এক বৃটিশ বাণিজ্যপোতে জাহাজের ডাক্তারী চাকরী লইয়া কলিকাতা আগমন করেন। প্রকাশ, চিকিৎসা-বিদ্যায় ইঁহার তেমন কিছু হইল না, কাজেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিকগণের দলে ভিড়িয়া গিয়া পুনরায় ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন এবং এতদ্বারা কিছু রোজগার করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশ তদানীন্তন ভারত-প্রবাসী ও বাসী বৃটিশদের সুনজরে পড়িয়া শাসন পরিষদের (Administrative Council)এর একজন সভ্য হন্। এখানে তিনি যে কি মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, ইতিহাস সে বিষয়ে নীরব।

এই সময়ে নবাব সিরাজদ্দৌলা (২০শে জুন, ১৭৫৬) ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করেন এবং হলোয়েলও রাতারাতি একেবারে কলিকাতাস্থ বৃটিশ বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া উঠেন। জীবনে কখনও যে ইনি, তরবারি ধারণ করা দূরে থাকুক, দেখিয়াছেন কিনা তাহাও কেহ জানে না অথচ ইনি হইলেন সেনাপতি !! আর ঈদৃশ সমর-বিশারদ বীর সেনাপতির সৈনাপত্যে যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই ঘটিল। অর্থাৎ সসেনাপতি বৃটিশ সৈন্য নবাবের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেন। ইতিহাস বলেন যে নবাবের সৈন্য দেখিবা মাত্রই ইনি পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন, যুদ্ধ আদি মারাত্মক ব্যাপারে একেবারেই মাথা ঘামাইতে হয় নাই।

একেবারেই যে ইহা নিরর্থক, তাহাও নয়। ইনি "প্রিন্স জর্জ্জ" জাহাজে ইংরাজ সৈন্যের আগমন-প্রতীক্ষায় এই চালাকী করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সে জাহাজ

২৫০৲ টাকা পুরস্কার

বশীকরণ যন্ত্র ঃ—যাঁহাকে আপনি চান, তিনি পুরুষই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন, তাঁহার হৃদয় যত বড়ই কঠিন হউক, এমন কি, তিনি যদি আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতেও ঘৃণা করেন, তবুও ইহার দ্বারা তিনি আপনার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িবেন। মূল্য :—রৌপ্য নির্ম্মিত যন্ত্র—২৮/০, তাম্র নির্ম্মিত—১৮৶০, এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত—৫॥০।

লক্ষ্মী যন্ত্র ঃ—ইহা দ্বারা ব্যবসায়ে লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, লটারীতে জয়, পরীক্ষা, মামলা মোকর্দ্দমা, মারামারি, কুস্তি প্রভৃতিতে জয়লাভ এবং নবগ্রহের তুষ্টি সাধন হয়। ইহা আপনার সৌভাগ্য আনয়ন করিবে। মূল্য :—রৌপ্যনির্ম্মিত—২৮/০, তাম্রনির্ম্মিত—১৮৶০, এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত ৫॥০।

দ্রষ্টব্য :—অসত্য প্রমাণে ২৫০৲ টাকা পুরস্কার এবং ফললাভ না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

AMERICAN MESMERISM HOUSE
Post Box No. 27 (D. P.), Amritsar (India).

৪র্থ সপ্তাহ

শনিবার ২৪শে আগষ্ট হইতে

৺শরৎচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উপন্যাস অবলম্বনে রচিত হিন্দী ছায়াচিত্র

চিঙ্গারী

শ্রেষ্ঠাংশে : সবিতা, পৃথ্বীরাজ, মীরা, ই, বিলিমোরিয়া, দাতে

এম্পায়ার

সপ্তাহ

শুক্রবার ২৩শে আগষ্ট হইতে

এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ কমেডি চিত্র

"ঘর-কি-রাণী"

শ্রেষ্ঠাংশে : লীলা চিট্‌নীশ, মীনাক্ষী

নিউ সিনেমা

মানসাটা ফিল্ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৮৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিঃ ৪৫

ভাগীরথীর চরে এমন আটকাইয়া গিয়াছিল যে, সময়ে সে আর আসিল না।

নবাবের সম্মুখে সেনাপতিকে উপস্থাপিত করা হইল। নবাব হুকুম দিলেন, সসৈন্যে সেনাপতি মহাশয়কে বন্দী রাখিতে। বোধ হয় এই কলঙ্ক ঢাকিবার উদ্দেশ্যেই ১৮ বর্গফুট কক্ষে ১৪৬ জন ইংরাজ বন্দীকে রাখার এই উপাখ্যান।

যাহাই হউক, এই গল্পটিকেই সত্য বলিয়া যদি ধরা যায়, তাহা হইলেও হলোয়েল যে কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, সেইটিই আমরা আলোচনা করিব।

কারাগারে লীচ্ (Leach) নামে একজন কেরাণী হলোয়েলকে পলাইয়া যাইতে বলে, কিন্তু হলোয়েল চুরি করিয়া মুক্তি না লইয়া খুব বীরত্ব দেখাইলেন—বোধ হয় মনে মনে তখন উচ্চতর পদের কল্পনা ছিল। অতঃপর অন্ধকূপে যখন সকলে নিক্ষিপ্ত হইল, তখন হলোয়েল আসিয়া জানালার কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানটি বাছিয়া লইয়া অন্য সকলকে ঠেলিয়া দিল মৃত্যুমুখে। এই দলের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহার নাম শ্রীমতী কেরী (Mrs. Carey)। ইঁহাকেও এই বীরবর এতটুকু সুবিধা দেন নাই, কারণ সেনাপতি মুখে যত দর্পই করুন না, প্রাণের ভয়ে তিনি হইয়া উঠিয়াছিলেন মরীয়া।

পরদিন হলোয়েলকে পুনরায় নবাবের দরবারে আনা হয়। নবাব তাঁহাদিগকে মুক্তি দেন এবং ইহার কিছুদিন পরেই হলোয়েল ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান্।

ইংলণ্ডে তিনি কি করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডবাসীগণ এই বীরের কি মর্য্যাদা বা কি পুরস্কার দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব।

পরে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টারগণ ক্লাইভকে যখন অভিযুক্ত করেন, তখন একবার ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি মহাশয়ের নাম শোনা গিয়াছিল, ক্লাইভের সাক্ষীরূপে। অতঃপর, তিনি একদিন মানবলীলা সম্বরণ করেন যেমন সকলেই করে। ইহার মৃত্যুতে বিলাতে কয়টি শোকসভা বা কয়টি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সংবাদ কেহই রাখে না।

সোনা ১০ ভরি

পরীক্ষার্থ আগুনে কিম্বা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড ও গ্যারাণ্টেড কেমিক্যালের চুড়ি। যে দেখিবে ৫০০্ টাকার গিনি সোনার চুড়ি বলিবে। সুন্দরভাবে ফাসনেবল বাঙ্গলা ডিজাইনে মেয়েদের হাতে হীরার ন্যায় চক্‌চক্ করিবে। পাড়া প্রতিবাসী গিনি সোনার চুড়ি মনে করিবে। সময়ানুসারে বহু বিজ্ঞজন এবং লক্ষ লক্ষ মধ্যশ্রেণীর লোক ইহা গোপনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাপ পাঠাইবেন। এক সেট (৮ চুড়ি) মূল্য ২৷৷০। পোষ্টেজ ৷৷০। ৪ সেট ৭৷৷০। সার্ট বোতাম ২্, নেকলেস ৩৷৷০, আংটি ১্, মাকড়ী জোড়া ১্, কানফুল জোড়া ১্, মফচেন ২৷৷০, ঝুমকো জোড়া ২৷৷০, ক্যাটলগ্ তৈয়ী নাই।

GOLD & SILVER'S MART (Di)
Post Ward No. 7, Muttra, U. P.

তুর্কীস্থানে বাঙালী বৈজ্ঞানিক

ডাঃ এস্, দেব বর্ত্তমান্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। ইনি আঙ্কারার Institute of Minerals and Geological Research-এ অধ্যাপনা করিতে তুর্কী সরকার কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। ডাঃ দেব আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

*

নিজাম রাজ্যে বিচার

গুল্‌বার্গার দায়রা জজ মির্জ্জা হুশেন আমেদ বেগ মহাশয় বিদার সহরে গুলির মোকদ্দমার রায় দিয়াছেন। বিচারে, ভিঠলদাসের যাবজ্জীবন কারাবাস ও ৫০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বৎসর কারাদণ্ড। ব্রিজলালের ৫ বৎসর সশ্রম কারাবাস এবং মাণিকের ছয় মাস।

আসামীরা যদি মুসলমান এবং বাদীরা যদি হিন্দু হইত, তাহা হইলেও কি এই শাস্তি হইত?

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের ঘানির তৈল ব্যবহার করুন।

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রেম ও নিষ্ঠার অপূর্ব প্রতীক "কঙ্কন"

প্যারাডাইসে রজত-জয়ন্তী সপ্তাহ

যে ছবি গত পঁচিশ সপ্তাহ যাবৎ কলিকাতার রসপিপাসু চিত্তে আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে সে ছবির নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছু নাই। তবে আবার একথাও ঠিক যে 'কঙ্কন'-এর মত ছবির পক্ষে পঁচিশ সপ্তাহ কেন, সারাবছর চলাও মোটেই বিস্ময়কর ঘটনা নয়। কারণ, ছবির মধ্যে যে যে গুণ থাকলে দর্শকচিত্ত মুগ্ধ ও পুলকিত হইয়া ওঠে, 'কঙ্কন'-এর মধ্যে তাহার কোনটিরই অভাব নাই, বরং একথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে যে এ ছবিখানিতে সর্ব্বাঙ্গীন কুশলতার যে সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ভারতীয় চিত্রে তাহা নিতান্ত সুলভ নয়। একথার প্রমাণ স্বরূপ ইহাই বলিলে বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, 'কঙ্কন' প্যারাডাইসে মুক্তিলাভ করিবার দিন হইতে এই পঞ্চবিংশতি সপ্তাহ পর্য্যন্ত কলিকাতা সহরে একাদিক্রমে মিলিতভাবে বাঙলা ও হিন্দী প্রায় চল্লিশখানি ছবি মুক্তিলাভ করিয়াছে, আরও কতোদিকে কতো কি আকর্ষণ আসিয়াছে এবং গিয়াছে কিন্তু 'ক ঙ্ক ন'-এর জনপ্রিয়তা কোন কিছুতেই হ্রাস পায় নাই।

'কঙ্কন'-এর এই বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ হিসাবে ছবিখানির একটা কোন বিষয়ের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলে চলে না। কাহিনী, অভিনয়, সঙ্গীত, কলাকৌশল, যে বিষয়ের কথাই তুলিয়া ধরা যাক না কেন, দর্শকদের সপ্রশংস

প্যারাডাইস প্রমোদ পরিবেশনে নব-যুগ আনয়ন করিয়াছে।

কোনটির উপর হইতেই সরিয়া থাকে না

'কঙ্কন'-এর কাহিনীটি এতো সরল, এতো স্বাভাবিক এবং সর্ব্বরসের সমন্বয়ে এমনি নাটকীয়ভাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছে যে ছবিখানি দেখিয়া আসিবার পরেও তাহার ছাপ মন হইতে মুছিয়া যায় না, পরন্তু যে পুলক-আস্বাদন লাভ করা যায় তাহা ভুলিতে পারা যায় না।

অভিনয়ের কথা ধরিলে কাহাকে বাদ দিয়া কাহার নাম করা যায়, বাস্তবিকই সেটা একটা সমস্যা বিশেষ—কারণ প্রত্যেকটী চরিত্রই, কি অতি নগণ্য ও অপ্রধান চরিত্র এবং কি প্রধান প্রধান চরিত্র সব কটি ভূমিকাই অত্যন্ত প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর শ্রীমতী লীলা চীট্‌নিশের কৃতিত্বের তো আর তুলনাই হয় না—এই একটি ভূমিকাভিনয়েই শ্রীমতী লীলার নাম সমগ্র ভারতে যেরূপ আদরনীয়া হইয়া উঠিয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে আর কোনও অভিনয়-শিল্পীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া জানা নাই। 'কঙ্কন' যেমন লীলার খ্যাতি বাড়াইয়া দিয়াছে তেমনি 'কঙ্কনে'র খ্যাতি-বিস্তারে লীলার কৃতিত্বও বড় কম নয়।

সঙ্গীতের দিক হইতে বেশী কথা বলার দরকার আছে বলিয়া মনে করি না,—সহরের আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে মুখে যে গানগুলি ফিরিতেছে তাহাদের সেই পরিচয়ই যথেষ্ট।

এ সকল দিক বিবেচনা করিলে অনুমান করিতে সহজ হইবে, কেন 'কঙ্কন'-এর রূপালী উৎসব কোন বিস্ময়কর ঘটনা নয়—একবার দেখিলে, ছবিখানির কি যে মোহিনী শক্তি, বারবার না দেখিয়া থাকা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করিবার আছে। 'কঙ্কন' কেবল এই সহরেই নয়, পরন্তু ভারতের সর্ব্বত্রই দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে এবং হইতেছে; বম্বেতেও গত এপ্রিল মাসে ছবিখানির রূপালী উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। প্যারাডাইস সিনেমার প্রতিষ্ঠা উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া গত তিন বৎসর যাবৎ যে ছবিকেই মুক্তি দেওয় হইয়াছে, সমস্তগুলিরই পঞ্চবিংশতিরও অধিব কাল চলার সৌভাগ্য হইয়াছে এবং প্রত্যেক ছবিখানিই বম্বে টকীজেরই অবদান। তাই আজ সহরের চিত্রপ্রিয়দের মুখে মুখে লাগিয়া রহিয়াছে—'কঙ্কন'… …লীলা চিট্‌নিশ… …প্যারাডাইস…বম্বে টকীজ…কপূরচাঁদ—এই রূপালি উৎসবের গৌরব ইহাদের সকলেরই সমান প্রাপ্য।

আলোচনার আসর

দেশ-সেবায় নারীর কর্ত্তব্য

(৩)

বিষয়টী অত্যন্ত জটিল! সংসারে নারীর কর্ত্তব্য এতই বিস্তৃত যে আপনা আপনিই তার জের বাইরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। দেশসেবা বললে শুধু আমরা অধুনা রাজনৈতিক আন্দোলনকেই বুঝি না—এ জিনিষটা অত্যন্ত ব্যাপক। আমার মনে হয় নারীর প্রত্যেকটি কার্য্যই দেশসেবার অন্তর্ভুক্ত; বিবাহের পর স্বামীগৃহ হ'তে তার প্রাথমিক সূচনা আরম্ভ হয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথম স্বামীগৃহে আগমন করেই আমাদের কার্য্যগুলি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় যাতে স্বামী এবং অন্যান্য সকলেই আমাদিগকে শক্তিদায়িনী ব'লে মনে করে। নতুবা স্বামী কুলাঙ্গার হয়ে চল্‌ছে, অথচ আমি তা দেখেও তা থেকে তাকে ফেরাতে চেষ্টা না করে 'নারী অবলা' ভেবে চোখের জল ফেলাই সার কর্‌ছি! এখানে স্বামীকে প্রতি কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া, দেশের ও সমাজের কাজে তাকে উদ্দীপিত করাই আমাদের কর্ত্তব্য। নতুবা পুরুষ যেরূপ আয়েশী-জাতি তাতে "নিতান্ত ভাল মানুষ" স্ত্রী যদি তার হয় এবং 'স্বামী দেবতার' মন্দ কার্য্যগুলিকেও যদি আমরা চোখ বুঁজে দেখেই যাই বা 'নসিবের দোষ' ব'লে নিয়তির উপর ঝেড়ে ফেলি, তবে সে শ্রেণীর নারী জগতের কোনই উপকারে আসে না। এই শ্রেণীর নারীই আমাদের ভারতে হাজার করা ৯৯৯ জন এবং একমাত্র এই কারণেই আজ ভারতের এমন দুর্দ্দশা! হা অন্ন, হা অন্ন, তার চির সহচর এবং চির অপমান যেন তার বিধিলিপি! পক্ষান্তরে স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা কি দেখতে পাই? দেখতে পাই প্রতি ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষকে সাহায্য করছে অথবা নিজেরাই কর্ম্মভার গ্রহণ ক'রে পুরুষের মতই নিজেদের কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন। অধুনা ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আরম্ভ করে অস্ত্র নির্ম্মাণ, দেশরক্ষা, আহতের সেবা এমন কি কৃষিকার্য্যে পর্য্যন্ত নারীদের আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং বিমানবাহিনীও নারীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। আর আমরা ভারতের নারী? —যে তিমিরে সেই তিমিরেই! আমরা নারী-প্রগতি মানে শুধু বুঝি কলেজের দু'একটা পাশ করে খুব জোর সভা-সমিতিতে একটা 'শো'-রূপে বিরাজ করা আর ততোধিক বুঝি নিজেদের বিলাস ব্যসন। আমাদের এই অবনতির জন্য দায়ী কে? পুরুষেরাই কি একমাত্র দায়ী নয়? নারীকে তারা একটী বিলাসের সামগ্রীবিশেষের মধ্যে গণ্য ক'রে যুগ যুগান্ত ধরে রক্ষণশীলতার আবরণে ঢেকে রেখেছে। অসূর্য্যম্পশ্যা নারী আবার দেশের ও সমাজের কাজে লাগবে?—অন্তঃপুরে বসে ছেলের জন্ম দাও আর আমাদের পদসেবা কর, এই ত' তোমাদের নারী-জন্মের চিরন্তন বিধিলিপি এবং ইহাই তোমাদের স্বর্গের একমাত্র সোপান। সেই অভিশপ্ত দেশের নারী আমরা দেশসেবার কতটুকু সুযোগ পাই? আমরা যে লেখাপড়া শিখি অথবা উচ্চশিক্ষা লাভ করি এটা কি পুরুষদের আন্তরিকতায়? আমার তো তা' মনে হয় না; আজ এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পিতা যে কন্যাকে বিদ্যা শিক্ষা দেন, সেটা শুধু ভাল 'বর' পাবার আশাতেই, সত্যিকার জ্ঞানলাভের জন্য নহে। যেখানে মূলে এত গলদ সে জাতির নারীগণ দেশসেবার সুযোগ পাবে কোথায়?

বেগম শামছুন্‌নাহার শাহার বানু
রাজসাহী টাউন।

সরল সীবন-শিক্ষা

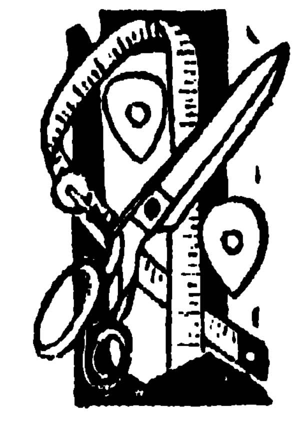

১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।

মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

৺পূজা আগতপ্রায়!

আপনার পণ্যদ্রব্যের প্রচারের জন্য সিনেমায় স্লাইডের বিজ্ঞাপন দিন। সিনেমায় বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হবার নয়।

সোল এজেণ্ট:—রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা ও মফঃস্বল সিনেমা।

বি, নান, ১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—বড়বাজার ৩২৩৪

ডি, রতন এণ্ড কোং

লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

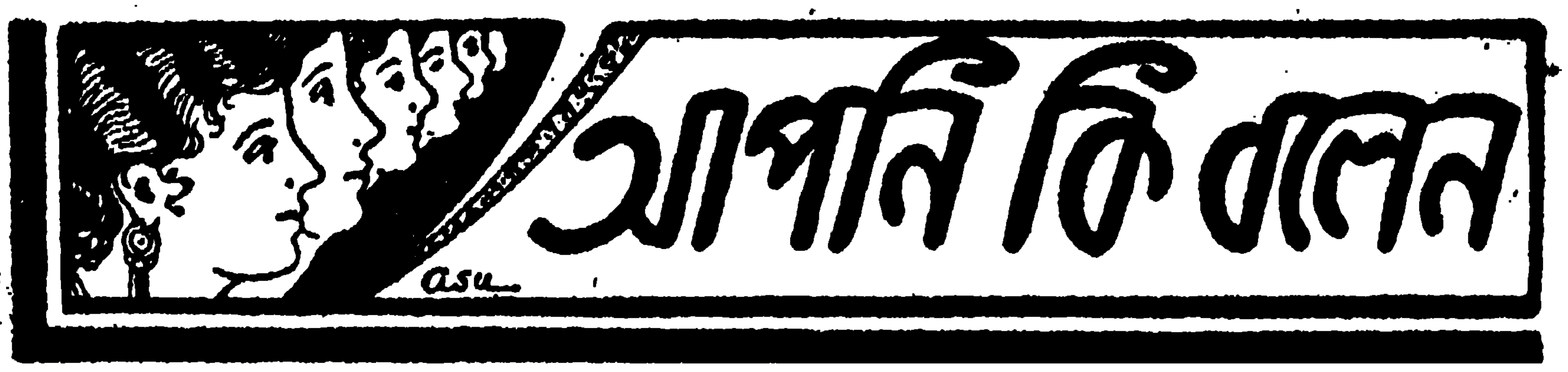

(৬৪)

স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে ফটো তোলা কি পাপ ?

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু

মহাশয়া,

গত ৩১শ সংখ্যায় প্রিয় ভগিনী ...ম, হামিদা খাতুন জানতে চেয়েছেন যে 'স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে "ফটো" তুলিলে স্ত্রী তালাক হইয়া যাইবে কিনা"—ভগ্নির নাকি এও জানা আছে যে ছবি তোলাটাই পাপ। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে তাঁর ভুল ধারণাটা ভাঙ্গান দরকার মনে করি। আমি খুব ভালরূপ জানি বা দৃঢ় ভাবে ব'লতে পারি যে ছবি তোলাটা মোটেই পাপ নয়, হয়ত ভগ্নি আমায় ব'লতে পারেন, যে হজরত মহম্মদ বলে গেছেন যে ইহা পাপ, ছবি তোলা বা ছবি আঁকাটাকে মহম্মদ নিষেধ ক'রে গেছেন বটে কিন্তু পাপ হবে বলেন নাই, বা বলতে পারেন না, কারণ হজরৎ আএশা নিজের কামরার জানালায় ছবি-অঙ্কিত পর্দ্দা ব্যবহার করতেন। ছবি তোলা পাপ কি না ভাল ক'রে বুঝতে হ'লে "সমস্যা ও সমাধান" পুস্তকটির "চিত্র কলা ও ইছলাম" প্রবন্ধটি খাতুন সাহেবাকে পড়তে অনুরোধ করি।

এখন প্রিয় ভগ্নি নিজেই বুঝতে পারবেন যে তাঁর প্রশ্নের উত্তরটা কি হতে পারে, আর আমি বলি যে স্বামী-স্ত্রী বাঁধনটা এত আলগা নয় যে একটুতেই খসে পড়বে। কারণ বিবাহের পবিত্র মন্ত্রে দুটি বিভিন্ন আত্মা এক হয়, সম্মিলিত হয়, সেই আত্মা দুটিকে সহজে বিচ্ছিন্ন করতে পারা যায় না। এতো কাঁচের গ্লাস নয় যে সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে যাবে। আশা করি ভগ্নির ভুল ধারণা এতেই ভাঙ্গবে।

আমার নমস্কার নেবেন। ইতি,

কামরুন নেসা

ময়ূরেশ্বর, বীরভূম

(৬৫)

ক্রি এমব্রয়ডারি প্রতি-যোগিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

এই পত্রখানি দীপালীতে স্থান পাইলে বাধিতা হইব। গত এপ্রিল মাসের ১৬শ সংখ্যার দীপালীতে "ক্রি এমব্রয়ডারী প্রতিযোগিতা" নামে একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি গত ১৩ই জুন তাঁহাদের নিয়ম অনুসারে একটী রুমাল রেজেষ্টারী যোগে পাঠাইয়াছিলাম ও প্রতিযোগিতার ফলাফল জানিবার নিমিত্ত ষ্ট্যাম্পও পাঠাইয়াছিলাম। ১৫ই জুন প্রতিযোগিতার শেষ দিন ছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার ফলাফল জানিতে পারিলাম না বা জিনিষটী ফেরৎ পাইলাম না। সেজন্য পুনরায় জুলাই মাসে আর একখানি পত্র ষ্ট্যাম্পসহ পাঠাইয়াছি; তাহারও কোন উত্তর পাই নাই। উপরন্তু জুন মাসের ২৬শ সংখ্যার দীপালীতে তাঁহাদের আর একখানি পূর্ব্বের মত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে ও তাহার শেষ তারিখ ৩০শে জুলাই পর্য্যন্ত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বারের ফলাফলও এ পর্য্যন্ত দীপালীতে বা কোনও দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হইল না দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া গেছি। দীপালীর আর কোনও ভগিনী ঐ প্রতিযোগিতায় নাম দিয়াছেন কি না ও তাহার ফলাফল জানিতে পারিয়াছেন কিনা দীপালী মারফৎ জানাইলে বাধিতা হইব এবং "ক্রি এমব্রয়ডারী প্রতিযোগিতা"র সেক্রেটারীও যেন এ বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করেন। আপনি আমার নমস্কার জানিবেন।

ইতি

বড়দিদি

দিল্লী

(৬৬)

ব্রণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় কিরূপে ?

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

আমার এই পত্রখানি আপনার বহুল প্রচারিত 'দীপালী'তে স্থান দিলে বিশেষ বাধিতা হইব।

মুখে ব্রণ হওয়ার কিছুদিন পরে ঐ গুলি (ব্রণ) কাল ও শক্ত হইয়া থাকে, এই সকল ব্রণ দূর করিবার ও উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার কোন উপায় শ্রীযুক্ত শ্যাম বসাক অথবা কোন সহৃদয়া ভগিনীর জানা থাকিলে ও দীপালী মারফৎ জানাইলে বিশেষ উপকৃতা হইব।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন।

ইতি

মিসেস এহমাদ

মিরদার্দ রোড,

নিউ দিল্লী

(৬৭)

কাল্পনিক গল্প না বাস্তব ঘটনা ?

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। আগামী সংখ্যা দীপালী পত্রিকায়

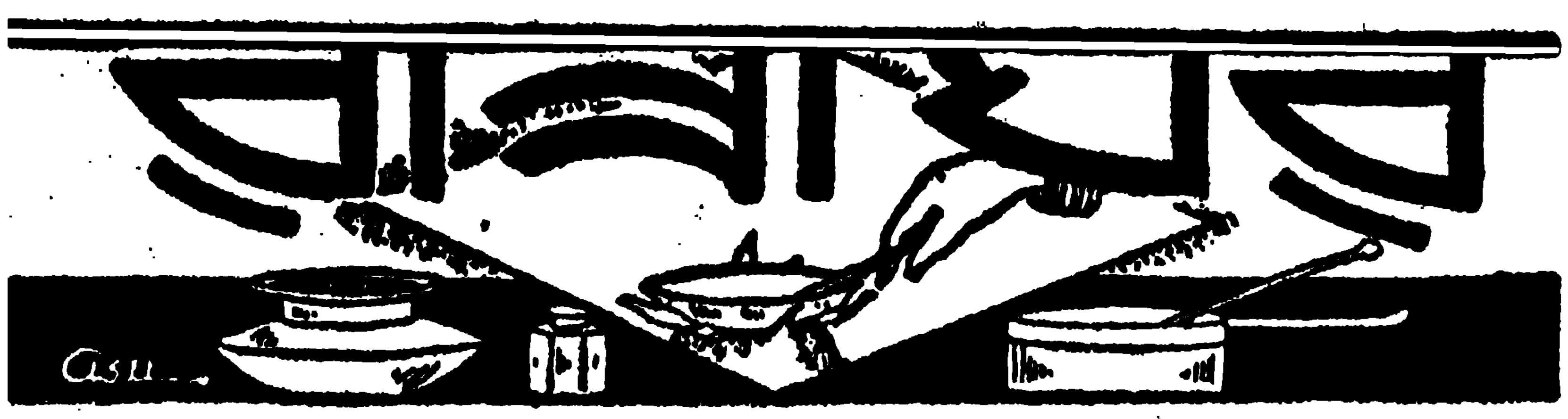

(১৩৬)

ছানার জিলাপী

উপকরণ:—ছানা, চিনি, ঘি, ময়দা।

থমে চিনির রস করে রাখুন। এইবার ধ সের ছানা হলে, একপো ময়দায় এক টাক ঘিয়ের ময়ান দিবেন। তারপর াখা ছানার সঙ্গে চটকে দুধ দিয়ে (কাঁচা জ্বাল দেওয়া) বেশ করে ফেটাবেন, ব পাতলা নয় বেশ গাঢ় হবে। এইবার কখানা মোটা কাপড়ে ছেঁদা করে তার ধ্যে গোলা ঢেলে ঘিয়ে জিলাপীর আকারে ভজে নেবেন এবং রসে ফেলবেন। রস রতে একবেলা লাগবে। ময়দা অভাবে জীও দিতে পারেন।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী
C/O শ্রীপ্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তী
গোরক্ষপুর

(১৩৭)

নারিকেলের কচুরী

একটি নারিকেল কুরিয়া বাটিয়া লউন্। কটি কড়াইয়ে ঐ নারিকেল বাটার আন্দাজমত ঘি, জিরে মরিচ, লঙ্কা, আদা, পিঁয়াজ ও সামান্য হলুদ বাটা, আন্দাজমত চিনি, নুন ও নারিকেল বাটা তুলিয়া বেশ ভাল করিয়া ভাজিয়া লউন্। কিস্‌মিস্ ও গরম মশলা দিবেন। এইবারে ময়দা মাখিয়া নেচার মত করিয়া খোল তৈয়ারী করুন। ঐ খোলের ভিতর নারিকেলের পুর দিয়া লুচীর মত বেলিয়া ঘিয়ে লাল করিয়া ভাজিয়া গরম গরম খাইতে দিন। দেখিবেন খাইতে বেশ সুস্বাদু। বেশী মোটা করিয়া বেলিলে ফুলিবে না।

শ্রীঅপর্ণা মুখোপাধ্যায়
উলুবেড়িয়া

(১৩৮)

বক্ ফুলের দই কালিয়া

উপকরণ:—১০।১২টা আধফোটা বক্ ফুল, বেসন /০ পোয়া, খাঁটী সরিষার তেল /০ পোয়া, দৈ এক পোয়া, হলুদ, লঙ্কা, ধনে, জিরে বাটা, পিঁয়াজ ও আদা বাটা /০ পোয়া, গোটা গরম মশলা, কিস্‌মিস্, নুন, চিনি ও ঘৃত।

প্রণালী:—প্রথমে বক্ ফুলের ভিতরের শিরগুলি বেছে ফেলুন, পরে ফুলগুলি জলে ধুয়ে নিন, এবারে বেসনের খামী তৈরী করে নিন, তারপর কড়াতে তেল চাপান, তেল পেকে এলে ফুলগুলি খামীতে ডুবিয়ে তেলে ছেড়ে দিন, ঠিক বেগুনীর মতো ভেজে নামিয়ে নিন। এবার অন্য কড়াতে দৈ ঢেলে দিন, দৈয়ের ভিতর আন্দাজমতো বাটা মশলা, নুন, কিস্‌মিস্, একটু চিনি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে ফেলুন, এখন কড়াটা উনুনে চড়ান, মশলামিশ্রিত দৈ ফুটতে থাক। এখন খামী ও পিঁয়াজবাটাগুলি একটা পরিষ্কার খণ্ড কাপড়ের মধ্যে ভরে হাতের চাপ দিয়ে রস বার করে নিন। পরে ফুটন্ত দৈয়ের মধ্যে রসগুলি ঢেলে দিন, এবারে হাতা দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন, দৈয়েতে যখন বড় বড় ফোট আসবে তখন ভাজা বক্‌ফুলগুলি দৈয়ের ভিতর দিয়ে দিন, যখন গা-মাখা গা-মাখা হয়ে আসবে, তখন গোটা গরম মশলা ও সামান্য ঘৃত দিয়ে নামিয়ে রাখুন, দশ মিনিট পরে খেয়ে দেখবেন যে খেতে কেমন হলো। ইহা একটী আধুনিক রুচিকর খাদ্য।

শ্রীমতী প্রতিমারাণী গুহ
নর্থ জিয়ালগারা কলিয়ারী, মানভূম

(১৩৯)

আমের পায়েস

উপকরণ:—কলমের কাঁচা আম ২টী, দুধ /৪ সের, চিনি /১০ সের এবং চুণের জল।

প্রণালী:—কাঁচা আমগুলি বেশ সরু ক'রে কুঁড়ে অথবা শিলপাটায় বেশ ক'রে থেঁৎলিয়ে নিন। যেন একটুকুও মোটা মোটা না থাকে। তারপর ধাতুদ্রব্যের বাসন ছাড়া অন্য কোনও বাসনে চুণের জলে বেশ করে ভিজিয়ে দিন। দুই ঘণ্টা ভিজার পর সেগুলি চালুনি করে বেশ ভাল করে ধুয়ে নিন; যেন একটুও চুণের লেশ মাত্রও না থাকে। তারপর সেগুলো বেশ করে কাপড়ে চিপে জল বের করে ঝরঝরে শুকনো করে রাখুন। তারপর দুধ সিদ্ধ করতে করতে যখন ঘন হয়ে আসবে তখন সেই আমগুলি দুধে দিয়ে নাড়তে থাকবেন। যখন বেশ আঠা-আঠা হয়ে আসবে তখন কিস্‌মিস্ দিয়ে নামিয়ে ছোট এলাচের গুঁড়া ও সামান্য কর্পূরের গুঁড়া মিশিয়ে দিন।—অতি সুস্বাদু ও —তৃপ্তিকর খাদ্য!

শ্রীঅনিলা রায়
হরিশ্চন্দ্রপুর, (মালদহ)

ই প্রশ্নটি প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিতা হইব।

লায়লি-মজনু, শিরি ফরহাদ, ইউছুফ-জোলেখা প্রভৃতি চলিত কাহিনীগুলি াল্পনিক গল্প মাত্র অথবা বাস্তব ঘটনা? াস্তব ঘটনা হইলে তার উপযুক্ত প্রমাণ কি,—কোন সহৃদয়া ভগ্নী এই পত্রিকা মারফত জানাইলে সুখী হইব। ইতি—

মোসাম্মাৎ পিয়ারা বেগম
C/O এম, এ, রশিদ
বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা।

তুলসী বৃক্ষ ও ইহার উপকারিতা

তুলসী বৃক্ষ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনেক প্রকার উপকারে আসে। হিন্দুর নিকট তুলসী একটী পবিত্র বৃক্ষ। তুলসীর পত্র হিন্দুর পূজায় ব্যবহৃত হয়। হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। আজ পর্য্যন্ত তাহারা তুলসীকে পবিত্র বস্তু ভাবিয়া পূজা ও ভক্তি করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তুলসী কেবল মাত্র পবিত্র বস্তু এবং পূজার প্রধান বৃক্ষই নয়। ইহার দ্বারা প্রভূত পরিমাণে উপকার পাওয়া যায়। বিচক্ষণ পূর্ব্বপুরুষগণ তুলসী বৃক্ষ হইতে নানা ভাবে উপকৃত হইয়া ইহাকে ধর্ম্মের মধ্যে আনিয়াছিলেন। সেই হইতেই তুলসী বৃক্ষ পবিত্র বস্তু হইয়া হিন্দুদের (আমাদের) নিকট পূজা পাইয়া আসিতেছে। এবং যে কারণে ইহাকে ধর্ম্মের মধ্যে আনিয়া দেওয়া হইল তাহাই এখন আমরা ভুলিয়া বসিয়া আছি। এখন দেখা যাউক তুলসীবৃক্ষ হইতে আমরা কি কি উপকার পাইতে পারি।

১। সকালে উঠিয়া প্রত্যহ ৬।৭টী তাজা তুলসীপত্র সেবন করিলে সহসা শরীরে কোন রোগ প্রবেশ করিতে পারে না।

২। সর্দ্দি-জ্বরে কয়েকদিন এক চামচ করিয়া তাজা তুলসীপত্রের রস পান করিলে শীঘ্রই সর্দ্দি-জ্বরের উপশম হয়।

৩। কুষ্ঠব্যাধি রোগের প্রথম অবস্থায় প্রত্যহ দুই চামচ করিয়া তাজা তুলসীপত্রের রস পান করিলে এবং প্রত্যহ একবার করিয়া ৮।১০টী তুলসীপত্র দিয়া সমস্ত শরীর মর্দ্দন করিলে রোগ প্রবল আকার ধারণ করিতে পারে না।

৪। যক্ষাকাশগ্রস্থ রোগী প্রত্যহ দুই চামচ তাজা তুলসীপত্রের রস পান করিলে বিশেষ উপকৃত হয়।

৫। রক্ত পিত্তে তুলসীপত্রের রস পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৬। তুলসীর শুষ্ক পত্র গুঁড়াইয়া নাকে নস্য লইলে পীনস রোগ আরোগ্য হয়।

৭। হস্তে তুলসী বৃক্ষের শিকড় বাঁধা থাকিলে বজ্রপাতের ভয় থাকে না।

৮। দাদ ও চুলী হইলে প্রত্যহ নিয়মিত [illegible] ও চুলী আরোগ্য হয়।

৯। বজ্রাঘাতে হতজ্ঞান রোগীকে তৎক্ষণাৎ ২।৩ চামচ তুলসীপত্রের রস পান করাইলে শীঘ্রই তাহার দেহে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রবাহিত করাইয়া জ্ঞান সঞ্চার করে।

১০। হিন্দুরা অনেকেই বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা তুলসীমালা গলায় ধারণ করেন। ইহা শুধু ভক্তেরই চিহ্ন নহে, ইহা ধারণে নানা প্রকার উৎকট রোগ আরোগ্য হয়।

যাঁহারা কোন প্রকার রোগে দীর্ঘকাল ধরিয়া ভুগিতেছেন তাঁহারা মালা গলায় ধারণ করিবেন; দেখিবেন অচিরেই রোগের উপশম হইবে। যে গৃহে তুলসীবৃক্ষ থাকে (অধিক পরিমাণে) সে গৃহে মশার উৎপাত কম হয়। রাত্রিতে সমস্ত শরীরে তুলসীপত্র মর্দ্দন করিয়া শয়ন করিলে মশার কামড় হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাওয়া যায়। বোল্‌তা বা বিছা কামড়াইলে তুলসীর শিকড় বাঁটিয়া দষ্টস্থানে লাগাইলে জ্বালার উপশম হয়।

শ্রীমতী উমা সিংহ
পোঃ ডাহুল, বাঁকুড়া।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চল্‌তি বীমা	১৬ কোটি	৩৪	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল…	২ „	১৬	„	„
মোট সংস্থান…	৩ „	৩৬	„	„
দাবী শোধ…	১ „	৮৫	„	„
প্রিমিয়াম আয়…	… …	৭৪	„	„

—বোনাস—
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।
এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

ল্যাক্‌-এর কথা

—শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কথাটা গোড়ায় শুনতে যেন কেমন লাগে কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় শিল্পের মত এই 'ল্যাক্'ও এক জাতীয় শিল্প এবং এর পিছনেও একটা ইতিহাস আছে। কথাটা বিদেশী কিন্তু জিনিষটা বা এর ব্যবহারটা সম্পূর্ণই পুরাতন এবং ভারতীয়দের মধ্যে পুরাকালে এর ব্যবহার প্রচুর ছিল। মহাভারতে আমরা দেখতে পাই যে কৌরবরা তাদের আজন্ম শত্রু পাণ্ডবদের মেরে ফেলতে চেয়েছিলো জতুগৃহের মধ্যে আটকে রেখে। এই জতুগৃহ যা' দিয়ে তৈরী তাকেই ইংরিজিতে বলে 'ল্যাক্' আর বাংলায় বলে লাক্ষা। কৌরবদের উদ্দেশ্য ছিল খুব পরিস্কার, কেন না এ জিনিষটা খুব তাড়াতাড়ি জ্ব'লে ওঠে, কাজে-কাজেই জতুগৃহের বাসিন্দারা পালাবার চেষ্টা করবার আগেই এর আগুনে পুড়ে মরবে এই রকমই অভিসন্ধি ছিল দুর্য্যোধনের। কাজেই দেখা যায় খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্ব থেকেই ভারতে এই বস্তুটি সংগ্রহ ও পরিস্কৃত করবার রীতিটি প্রচলিত ছিল।

ভারতবর্ষে এক জাতীয় পতঙ্গ পাওয়া যেত বলে শোনা যায় যা' থেকে বহু রকমের রঙীন্ উপাদান পাওয়া যেত। আইন-ই-আকবরীতেও দেখতে পাওয়া যায় সম্রাট্ আকবর পরামর্শ দিচ্ছেন—তাঁর প্রাসাদের দরজাগুলো যেন এই 'ল্যাক্' বার্ণিশ দিয়ে পালিশ করা হয়। ইয়োরোপ ত' সেদিনে এ জিনিষের ব্যবহার সুরু করেছে।

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ইন্দো-চীন, আসাম, আর কম্বোডিয়া প্রধানতঃ এই জায়গাগুলোতেই 'ল্যাক্' পতঙ্গ জন্মায় এক রকম গাছের ছালে। সংস্কৃতে এই গাছের উল্লেখ আছে 'লক্ষ তরু' বলে; কারণ এই গাছের ছালে লক্ষ লক্ষ ঐ ধরণের ছোট ছোট পতঙ্গের বাস। এক একটা গাছে এমন বহু লক্ষ পতঙ্গ বাস করে।

এই পতঙ্গগুলো আকারে ও আয়তনে ছোট, আলপিনের মাথার মতন, রঙ্ ভারী সুন্দর গোলাপী আর গাছের ছালে ও পল্লবে এদের রাশি রাশি দেখা যায়। স্ত্রী পতঙ্গগুলো একবার যে ডালে বসে স্থায়ী স্থান গেড়ে আর সেখান থেকে নড়ে না। সেইখান থেকে তারা গাছের রস গ্রহণ করে আর তাদের গা থেকে ধূনোর মত এক রকম পদার্থ নির্গত হ'তে থাকে; তাকেই বলে 'ল্যাক্'। আর এই পদার্থটি ক্রমশঃ জমে জমে রেশমের গুটির আকারে একটা পুরু আবরণের আকার করে পতঙ্গটির দেহের ওপর।

আবহাওয়ার ওপর এদের জীবন নির্ভর করে অনেকখানি। এদের প্রবল শত্রু হোল বানর, গো-জাতীয় এবং কাঠবিড়ালী প্রভৃতি জন্তুরা। তারা যখন গাছে গা' ঘষে তখন এরা অসংখ্য মারা পড়ে এক সঙ্গে।

পতঙ্গগুলো মারা গেলে ছাল থেকে চেঁচে 'ল্যাক্' সংগ্রহ করা হয়, সেটা আবার গুঁড়ো করা হয়। আস্তে আস্তে ঝেড়ে সেই গুঁড়োর ভেতরে কোন ময়লা থাকলে তা' আলাদা করা হয়। সেই গুঁড়ো আবার পাথরের পাত্রে প্রায় ঘণ্টা পঁচিশেক ধরে জলে ভিজিয়ে রেখে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর রোদ্দুরে শুকিয়ে তোলা হয়।

আর দুটো জটিল প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই 'ল্যাক্' বা লাক্ষা গলিয়ে 'শেল্যাক' বা গালায় পরিণত করা হয়।

গালার ব্যবহার:—গালার

বিনামূল্যে! সুদৃশ্য হাত ঘড়ি বিনামূল্যে!!

মডেল ১৯৪০,

৬ নলা

অটোম্যাটিক রিভলভার

লাইসেন্স প্রয়োজন হয় না।

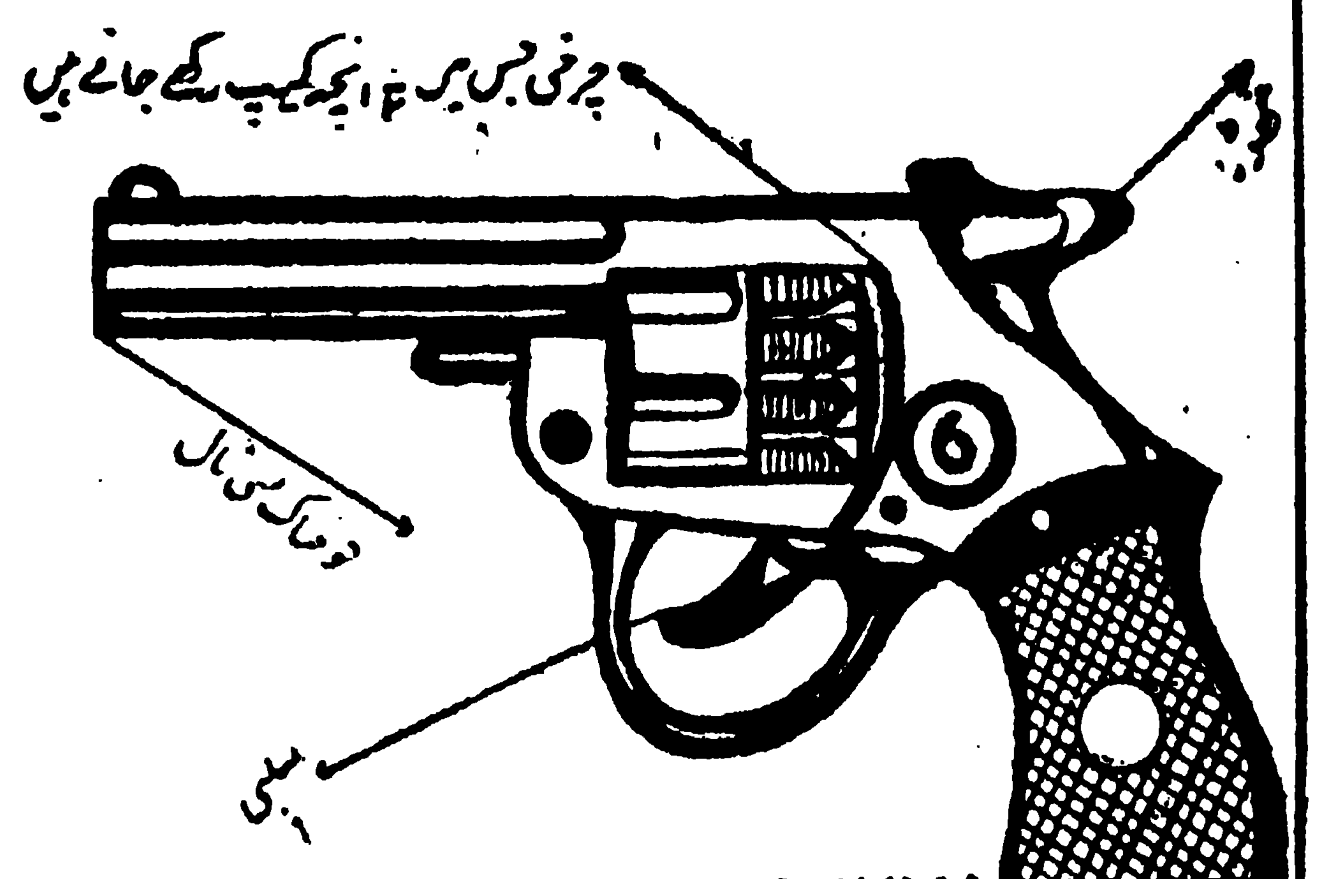

উপরের ছবির মতই আকার। দেখিতে এবং আওয়াজ আসল রিভলভারের মতই। ভারী ১৫ আউন্স এবং লম্বায় সাত ইঞ্চি। এ রিভলভারে এক সঙ্গে ছয়টি গুলি ভরা যায় এবং পর পর ছয়বারই গুলি করা যায়। ইহার আওয়াজ এত জোর যে এতদ্বারা বন্য-জন্তু জানোয়ার তাড়ান তো যায়ই উপরন্তু চোর বা শত্রুর বিরুদ্ধেও আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ। অথচ লাইসেন্স দরকার হয় না। ৩৫টি কার্টিজ সহ ৭৭৭নং রিভলভারের দাম সাড়ে চারি টাকা মাত্র। ভাল শক্ত ইস্পাতে তৈরি ৮৮৮নং রিভলভারের দাম, ৪৫টি কার্টিজ সহ, পাঁচ টাকা তের আনা। হাজার কার্টিজের দাম ৩৲, বেল্টসহ খাপের দাম ১৸০, রিভলভার তৈল ৸০—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বিনামূল্যে—প্রত্যেক রিভলভারের সহিত বিনামূল্যে দুইটি করিয়া সুদৃশ্য হাতঘড়ি দেওয়া হয়। একসঙ্গে তিনটি রিভলভার কিনিলে ছয়টি হাতঘড়ি বিনামূল্যে দেওয়া হয় ও ডাকমাশুল লাগে না।

American Pistol Co. Post Box No. 27 (D.P.B. 100) Amritsar, (India)

সমাজের চোখে
যখন চালশে ধরে...

পাপমুক্তি

যত কিছু উৎপীড়ন, অন্যায়, অবিচার
সমস্তই কি শুধু গরীবের ওপরে... !!

গরীবের মেয়ে প্রতিমা......অর্থ ছাড়া আর কোন দিকে সে দীনা নয়......কিন্তু মনুষ্যত্বের বিচারে যতই সে মহান হোক, সংসারে মাথা তুলে চলবার অধিকার সে দাবী করতে পারে না।

পাপমুক্তি

এমনি একটি জীবন-সমস্যার বাস্তব চিত্রকথা

* কৃষিণ মুভীটোনের বাঙলা চিত্র অর্ঘ্য
* পরিচালক: প্রথমেশ বড়ুয়া
* ভূমিকায়: পদ্মা, রবীন, বড়ুয়া, সরযু, জীবেন, নির্ম্মল, নিভাননী, বদ্রীপ্রসাদ।

শুভ-উদ্বোধন
উত্তরায়
—৩১শে আগষ্ট—

পরিবেশক: কপুরচাঁদ লিমিটেড, ৩১ বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করবার কাজে গালা ব্যবহৃত হয়। পুসা (Pusa)-র এগ্রিকাল্‌চারাল্‌ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌-এর বুলেটিন অনুসারে এই ব্যবহারগুলোই প্রধান।

ভারতবর্ষে:—হাতের তাগা বা বালা, নানারকম খেলনা, মন্থনপাত্র, সুতোর নলি, খাড়ু, ব্রেসলেট্‌, ঘাঁতা, মোহর করবার গালা, গ্রামোফোন্‌ রেকর্ড এবং অভ্রপিণ্ড প্রভৃতি তৈরীর কাজে এবং গহনার ফাঁক ভরাবার জন্যে এর প্রচলন সমধিক।

ভারতবর্ষের বাহিরে:—গ্রামোফোন্‌ রেকর্ড, বার্ণিশ ও পালিশ, মোহর করবার গালা, পাথরে লিখে তা' থেকে ছাপ নেওয়ার জন্যে ব্যবহৃত কালি প্রভৃতি তৈরীর কাজে,—টুপি শক্ত করবার জন্য, চামড়ার ও 'ক্যানভাস'এর জায়গায়, আয়নার কাঁচ চক্‌চকে করার কাজে, বোমা-গোলা ভর্ত্তি করার সময়, জাহাজের খোল তৈরীর সময় অন্তরক বা insulator হিসাবে, নকল হাতীর দাঁতের কাজ চালাতে এবং এমন কি টেলিগ্রাফ্‌ তারের আবরণ স্বরূপে এর ব্যবহার ভারতের বাইরে সর্ব্বত্রই অপরিহার্য্যরকমে প্রচলিত আছে।

অভিনব আবিষ্কার

এ্যাসিড্‌ প্রুভড্‌ 22ct. রোল্ড গোল্ড, স্থায়িত্বে ও ঔজ্জ্বল্যে গিনি সোণার মত। সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী। গ্যারান্টি ১০ বৎসর। বিক্রয়কালীন অর্দ্ধমূল্য পাওয়া যায়। ক্যাটালগ ফ্রী।

ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড কোং

২১০নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিঃ দ্রঃ—কতিপয় উচ্চশিক্ষিত যুবক দ্বারা পরিচালিত।

কেলী ক্রিম শুধু বাহ্য প্রয়োগেই ধারণশক্তি সতেজ করে। মূল্য প্রতি শিশি—২৲ টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খেলার মাঠে

~ বজ্রবাহন ~

আই-এফ-এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর খেলার মাঠের ওপর লোকের তেমন উৎসাহ নেই। দু'চারটা ছোট ছোট টুর্ণামেণ্ট খেলা হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতে আগেকার মত উত্তেজনার খোরাক পাওয়া যায় না। বোম্বাই রোভার্স কাপের খবরের জন্য একটু আগ্রহ লোকের আছে বটে, তা কেবল মহমেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগানের জন্য। তারা যদি হেরে যায় তা'হলে সেদিকেও কারো আর খেয়াল থাকবে না। সিমলায় ডুরাণ্ড কাপ খেলা বোধ হয় এবার যুদ্ধের জন্য হবে না, যদি হয় ত' দিল্লীতে হবে। খেলার মাঠের এই নীরব অলসতার মধ্যে ফুটবল সম্বন্ধে দু'চারটা খবর শুনুন।

*

আই-এফ-এ কত সালে স্থাপিত হয়েছিল জানেন? ১৮৯৬ সালে, এখন আই-এফ-এর অধীনে ১৬৬টা ক্লাব আছে, ১৩টা ডিষ্ট্রিক্ট আছে। আই-এফ-এর নামে ৪২টা টুর্ণামেণ্ট খেলান হয়। আবার এর মধ্যে সরাসরি আই-এফ-এ খেলায়—আই-এফ-এ শীল্ড, ট্রেডস্‌ কাপ, কুচবিহার কাপ, উইলিয়াম ইয়জার কাপ, ইলিয়ট শীল্ড ও বঙ্কিম মেমোরিয়াল কাপ।

*

লীগ খেলার ইতিহাস জানেন? ১৮৯৮ সালে এর প্রথম সুরু হয়, মেসার্স ওয়াণ্টার লক্‌ এণ্ড কোম্পানীর দেওয়া একটা কাপকে কেন্দ্র করে। প্রথম বছর ৫টা অ-সামরিক দল (হাওড়া ইউনাইটেড-এর মধ্যে ছিল) ও ৩টা সামরিক দল ছিল। গ্লসেষ্টার রেজিমেণ্ট সে-বছর প্রথম হয়েছিল। ১৯০১ সালে রয়েল আইরিস্‌ রাইফেল লীগ খেলায় এমন রেকর্ড করে গেছে যা আজও কেউ ভাঙতে পারে নি। তারা ১৪টা খেলাতেই জিতে প্রথম হয়েছিল—একটাও গোল তাদের খেতে হয় নি। ডারহাম ১৯৩১, ৩২ ও ৩৩ সালে পর পর তিনবার প্রথম হয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল, কিন্তু মহমেডান স্পোর্টিংএর কাছে তাদের সে গৌরব ম্লান হয়ে গেছে।

*

৮টা ক্লাব নিয়ে ১৯০৪ সালে দ্বিতীয় ডিভিসন খেলা সুরু হয়। ১৯১৪ সালে মোহনবাগান এই ডিভিসনে যোগদান করে। পরের বছরেই মেসারার্স ক্লাবের সঙ্গে তারা প্রথম ডিভিসনে উন্নীত হয়। এরিয়ান্স ১৯১৫ সালে এই ডিভিসনে যোগ দিয়েছিল। মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৩৩ সালে এই ডিভিসনে প্রথম হয়ে প্রথম ডিভিসনে উঠেছিল।

তৃতীয় ডিভিসন খেলা সুরু হয় ১৯২৮ সালে ও চতুর্থ ডিভিসন খেলা আরম্ভ হয় ১৯৩২ সালে।

*

আই-এফ-এ শীল্ডের জন্ম-কথা জানেন? ১৮৯৩ সালে প্রথম এর খেলা সুরু হয়। শীল্ডটা কিনতে যারা খেলতে একটু উৎসাহশীল ছিলেন তারাই চাঁদা দিয়েছিলেন, কুচবিহার ও পাতিয়ালার মহারাজা, স্যার এ, এ, আপ্‌কার ও মিঃ জে, সাদারল্যাণ্ডের নাম দাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম বছর খেলা হতো দু'জায়গায়, এলাহাবাদ ও কলিকাতা।

তখনকার দিনে একমাত্র খেলার মাঠ ছিল—ড্যালহৌসী মাঠ।

আই-এফ-এ শীল্ডে প্রায়ই মিলিটারী টিমই

যেতে, মাত্র ১৩বার অসামরিক দল এই শীল্ড পেয়েছে। ১৯১১ সালে মোহনবাগান, ১৯৩৮ সালে মহমেডান ও ১৯৪০ সালে এরিয়ান্স—এই তিনবার মাত্র ভারতীয় দল এই শীল্ড জয়ের গৌরব পেয়েছে।

*

ফুটবলের ইতিহাসের কথা আজ এই পর্য্যন্ত থাক। বোম্বায়ে মহমেডান দল রোভার্স কাপের খেলায় আর-এ-এফকে ৮-০ গোলে হারিয়েছে। এ-রকম খেললে মহমেডানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারা যায়।

*

কুচবিহার কাপের ফাইনাল খেলা হয়ে গেছে। ফাইনালে উঠেছিল মোহনবাগান ও স্পোর্টিং ইউনিয়ান। স্পোর্টিং ইউনিয়ান গত ৭ বৎসরের মধ্যে ফাইনালে উঠেছিল ৬ বার। এই প্রথম তারা কাপটা পেলো মোহনবাগানকে ২-১ গোলে হারিয়ে। খেলা হিসেবে স্পোর্টিং ভাল খেলেছে, কেন না তারা কখনো সুযোগের অপব্যবহার করে নি। প্রথম গোলটি দেন পি, ব্যানার্জ্জি হেড করে। দ্বিতীয় গোলটি আর, দে দেন—সেটি অফসাইডে হয়েছে বলে অনেকের মনে হয়। মোহনবাগানের এস, চৌধুরী ফ্রি কিকে একটা গোল শোধ দেন।

*

গত মঙ্গলবার মোহনবাগান বোম্বাই যাত্রা করেছে রোভার্স কাপে খেলবার জন্যে। আগামী ২৪শে তারিখে তাদের খেলা। এই টিমে গেছেন—বিনয় বল ও শরৎ দাস (মহারাণা ক্লাব), কে, ভট্টাচার্য্য, মন্মথ দত্ত, তারক চৌধুরী, প্রেমলাল, নীলু মুখোর্জ্জী, মানা গুঁই, ন্যাংচা মিত্র, নন্দ রায় চৌধুরী, (ক্যাপ্টেন) নির্ম্মল মুখার্জ্জী, বেণী প্রসাদ, এস, প্রামাণিক, সতু চৌধুরী, এস, শেঠ ও অমিয় ভট্টাচার্য্য। এই টিমের ম্যানেজার হয়ে গেছেন ভি, এন গুঁই।

করিমগঞ্জে ফুটবল খেলা

আনন্দময়ী মেমোরিয়েল ফুটবল কাপ

টাউন ক্লাব—২ নীলমণি হাই স্কুল—০

(বিনয় সেন, দিগেন্দ্র)

করিমগঞ্জ ফুটবল এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক পরিচালিত আনন্দময়ী মেমোরিয়েল কাপের ফাইন্যাল খেলা হইয়া গিয়াছে। প্রবল উত্তেজনা ও তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে টাউন ক্লাব দুই গোলে জয়ী হইয়াছে। বিজেতা দল একটি পেনালটি কিক পাইয়াও গোল করিতে সমর্থ হয় নাই। বিজয়ী দলের বিনয় সেন, আজিজ চৌধুরী ও শৈলেন দে এবং বিজেতা দলের চট্লা, মণিণী ও প্রবোধ উপাধ্যায়ের খেলা অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল।

মৌলবী মবারক আলি এম, এল, এ, খেলার পর কাপটি বিতরণ করেন।

রেফারীর ক্রীড়া-পরিচালনা সন্তোষজনক হয় নাই।

*

গত ৯ই আগষ্ট হইতে মদরিস্ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম রাউণ্ডের ফলাফল—

পাব্লিক হাই স্কুল 'এ' ৩	স্পোর্টিং ক্লাব ১
নরসিংপুর ক্লাব 'বি' ৫	স্পোর্টিং ক্লাব রিজার্ভ ০
টাউন ক্লাব ৫	পাব্লিক হাই স্কুল 'বি' ২

এই খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, বিখ্যাত কিরণরঞ্জন মেমোরিয়েল ও রামমূর্ত্তি শীল্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে।

আবশ্যক

নিম্নলিখিত স্থানে আমাদের দীপালী বিক্রয় করিবার জন্য কর্ম্মঠ জনপ্রিয় এজেন্ট আবশ্যক ১। জোড়হাট, ২। কটক, ৩। আসানসোল, ৪। কানপুর, ৫। বরিশাল, ৬। খুলনা, ৭। মৈমনসিংহ, ৮। বগুড়া, ৯। ঢাকা, ১০। দ্বারভাঙ্গা, ১১। মুর্শিদাবাদ, ১২। যশোহর

এজেন্সী ম্যানেজার, দীপালী।

আলো-ছায়া

—শ্রীহেনা হালদার

নিদহীন আঁখি জানালায় বসে আছি
জমিছে আঁধার ঘন হয়ে চারিপাশে,
সুদূর আকাশে জলিছে একটি তারা
অজানা ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসে।

বিরাট নগরী স্তব্ধ পড়িয়া আছে
প্রাণহীন যেন শব দেহ মানবের,
রাজপথটিও মুক্তি পেয়েছে বুঝি
যন্ত্রণা হতে যন্ত্র-দানবদের।

সভ্য জগৎ সুপ্ত হয়েছে আজি
লুপ্ত করিয়া শিক্ষার অভিমান,
জাগিয়া উঠেছে আদিম বর্ব্বরতা
নগ্ন করিয়া কৃত্রিমতার ভান।

প্রভাতে যা ছিল অনাবিল অম্লান
উদার মহৎ পবিত্র অকপট,
রাতের আঁধারে মুখোস গিয়াছে খুলি
স্পষ্ট হয়েছে হীন, প্রতারক, শঠ!

দিনের আলোয় যাদের দেখেছি আমি
হাস্যে লাস্যে আনন্দে উজ্জ্বল
রাতের আঁধারে তাদের যায় না চেনা
সকরুণ আঁখি বেদনায় বিহ্বল।

যা কিছু সত্য সনাতন অপরূপ
সবল সতেজ বলিষ্ঠ সুন্দর
নিশীথে সেথায় মৃত্যুর অন্ধকূপ
পলিত, গলিত জজুর নশ্বর।

দিনের আলোয় কালোরে দেখেছি শাদা
রাতের আঁধারে শাদা হয়ে গেছে কে
জীবন-ফিল্মে পজেটিভ, নেগেটিভ
আলো-ছায়া রচা করুণ বায়োস্কোপ

নাটমণ্ডপ

-অভিমন্যু

"শ্রী"তে "ব্যবধান"

মতিমহল থিয়েটার্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ফণী বর্ম্মা ও নীরেন লাহিড়ী। শ্রেষ্ঠাংশে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, প্রতিমা দাশগুপ্তা, নিভাননী, সন্তোষ সিংহ, অঞ্জলি রায়, অরুণা দাস প্রভৃতি। "শ্রী" এবং "বিজলী"তে দেখানো হইতেছে।

এক সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ধনী তরুণ প্রিয়দর্শন অরুণের সহিত সুশিক্ষিতা আধুনিকা ও তরুণী নমিতার আলাপ হয়। সেই আলাপ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। এদিকে নমিতার বন্ধু চিত্রার সহিত যে অরুণের বিবাহের সব ঠিকঠাক তাহা সে জানিতে পারিল তাহাদের পাকা দেখার দিন।

এই নিদারুণ দুঃখ ভুলিবার জন্য নমিতা চলিয়া গেল বহু দূরে, এবং সেখানকার এক স্যানাটোরিয়ামে সে এক চাকরী গ্রহণ করিল। সেই স্যানাটোরিয়ামে নমিতার ছোট ভগিনী অমিতাও চিকিৎসার জন্য ছিল, এবং সেই স্যানাটোরিয়ামের ডাক্তার ঘোষের স্ত্রী অর্পণা ছিল নমিতার বন্ধু। অপর্ণা চিররুগ্না ছিল বলিয়া ডাঃ ঘোষের মনে যে সব কামনা সুপ্ত অবস্থায় থাকিত নমিতাকে দেখিয়া সেগুলি সতেজ হইয়া উঠিল। নমিতা দেখিল যে তাহার জন্য ডাঃ ঘোষ যে রকম পাগল হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা সব দিক দিয়াই অদ্ভুত।

শেষে কিভাবে চিত্রার অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের ফলে নমিতা ও অরুণের মিলন হইল এবং ডাঃ ঘোষও মনের বিকার-মুক্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে বক্ষে টানিয়া লইলেন তাহাই বাকী অংশটিতে বলা হইয়াছে।

"ব্যবধানে"র গল্প লিখিয়াছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত [illegible] সামান্য, এবং যাহা আছে তাহা অসামঞ্জস্য এবং অসম্ভব। প্রেমেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে আমরা এ ধরণের গল্প আশা করি নাই, এ ধরণের গল্পের জন্য প্রেমেন্দ্রবাবুর ন্যায় সাহিত্যিকের কোন প্রয়োজন ছিল না—রামা, শ্যামা, যদু, যে কোন লোক লিখিতে পারিত। তবে চিত্রের সংলাপে প্রেমেন্দ্রবাবু শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। নমিতার সহিত অরুণের পরিচয় যেভাবে দেখানো হইয়াছে তাহা সাহিত্যিকের গল্পেও অসম্ভব। নমিতার জন্য চিত্রা যে আত্মত্যাগ করিল তাহা মনে রেখাপাত করে না—কোনো মেয়ে তাহার প্রাণপ্রিয়কে অন্য এক প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়ের হাতে এ রকম হাসিমুখে তুলিয়া দিতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। গল্পের শেষ দিকে ডাঃ ঘোষ তাঁহার স্ত্রীকে বিষ দেওয়া সম্পর্কে যে প্রহসনের সৃষ্টি করিলেন তাহা অভিব্যঞ্জনার দোষে অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। সমস্ত স্যানা-টোরিয়ামে কি অমিতা ছাড়া আর কোন রোগী ছিল না? পরিচালকদ্বয় স্থানে স্থানে তাঁহাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং যথাসম্ভব ছবিখানিকে ঝরঝরে করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

অভিনয়ের মধ্যে নমিতার ভূমিকায় প্রতিমা দাশগুপ্তা (মিসেস হক)র, অভিনয় প্রাণস্পর্শী এবং সাবলীল। ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের 'অরুণ' মোটামুটী ভালই। ডাঃ বজ্রপাণি ঘোষের ভূমিকায় সন্তোষ সিংহ সু-অভিনয় করিয়াছেন, তবে তাঁহার [illegible] ছাড়া চরিত্রের জন্য তিনি মনে কোনো রেখাপাত করিতে পারেন নাই। অন্যান্য ভূমিকাগুলির মধ্যে অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় (নমিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা), বিপিন গুপ্ত (নমিতার পিতা), অঞ্জলি রায় (অপর্ণা) নিভাননী (নমিতার মাতা)র অভিনয় আমাদের ভালো লাগিয়াছে। অরুণা দাসের 'চিত্রা' মন্দ নয়। সন্তু মুখার্জ্জি ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের 'মুখার্জ্জি' এবং 'দত্ত' বহু অঙ্গভঙ্গী ও ভাঁড়ামি করিয়া দর্শকদের হাস্যরস পরিবেশন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু চরিত্র দুইটি যেমন অবাস্তব ইহাদের কার্য্যাবলীও তেমনি অসম্ভব। এ দুইজনের কোনও প্রয়োজন ছিল না।

গানগুলির সুরে অভিনবত্ব আছে, বিশেষতঃ কলেজের মেয়েদের গান এবং অরুণা দাশের প্রথম গানখানি খুবই সুখশ্রাব্য হইয়াছে। ফটোগ্রাফী ও রেকর্ডিং ভালই।

কর্ম্মখালি

মতিমহলের দ্বি'রীলের কমেডী, শ্রেষ্ঠাংশে ডি. জি., আশু বসু, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। পরিচালক ডি. জি। 'ব্যবধানে'র সহিত দেখানো হইতেছে।

একজন বেকার যুবক কি ভাবে এক অফিসের বড়বাবুর স্ত্রীকে মা বলিয়া চাকরী আদায় করিল এবং শুধু তাই নয় বড়বাবুর কন্যাকে পর্য্যন্ত বিবাহ করিল তাহারই হাস্য-রসাত্মক কাহিনী।

বিনামূল্যে সুদৃশ্য রিষ্ট ওয়াচ

জোহর-ই-হুসান (রেজিঃ) আমাদের অকৃত্রিম ঔষধ। শরীরের যে কোনও স্থানের লোমনাশে অব্যর্থ। যে স্থানে একবার এ ঔষধ লাগান হয়, সেখানে জীবনে আর কখনও কেশোদ্গম হয় না। ইহা ব্যবহারে চামড়া মসৃণ কোমল ও মখমলের মত সুন্দর হয়। দাম প্রতি বোতল দুই টাকা।

এই ঔষধের প্রচারের জন্য প্রতি বোতলের সহিত একটি করিয়া সুদৃশ্য হাতঘড়ি উপহার দেওয়া হয়। ঘড়িগুলি মজবুত ও সুদৃশ্য এবং দশ বৎসরের গ্যারান্টিযুক্ত। প্রত্যেক ঘড়ির সহিত গ্যারান্টি রসিদ প্রেরিত হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—জিনিষ অপছন্দ হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়। একসঙ্গে তিন বোতল কিনিলে তিনটি সুদৃশ্য রিষ্ট ওয়াচ দেওয়া হয় এবং ডাক মাশুল ধরা হয় না।

London Commercial Co. P. O. Box No. 27 (D.P.B.) Amritsar (India)

প্যারাডাইসে
KANGAN
?
1940
'অচ্ছুৎ কন্যা'
৩৮
'ভাবি'
২৮ সপ্তাহ
রূপালী উৎসব
কঙ্গন
২৫
সপ্তাহ
এবং
এখনও
চলিতেছে

এ ধরণের slap-stick কমেডীতে সুসামঞ্জস্য গল্পের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী না থাকিলেও একটি Final climax-এর প্রয়োজন খুব বেশী। যাহার অভাবে "কর্ম্মখালি" চিত্রের পরিণতিটি abrupt বলিয়া মনে হয়। তবে হাস্যরসাত্মক ঘটনা-সংস্থান ও সংলাপের জন্য দর্শকগণ খানিকটা প্রাণ খুলিয়া হাসিবার সুযোগ পায়।

ভি, জি, রাজলক্ষ্মী ও আশু বসুর অভিনয় খুব উপভোগ্য। টেকনিক্যাল দিকের মধ্যে বলিবার বিশেষ কিছু নাই।

বিজয়িনী

গত সপ্তাহে 'বিজয়িনী' চিত্রের শুভ-মহরৎ শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। চিত্রখানির পরিচালনা করিতেছেন শ্রীযুত তুলসী লাহিড়ী এবং চিত্রাবতরণ করিতেছেন চন্দ্রাবতী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ এবং পরিচালক মহাশয় স্বয়ং এই চিত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। একটি নারী এবং একটি পুরুষের প্রেম এবং জীবনের আদর্শের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এই চিত্রের মূল কাহিনী গঠিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তুলসীবাবু কয়েকখানি কমিক ছবি পরিচালনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। এবার তুলসীবাবু একখানি পূর্ণাঙ্গ ছবির পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বের খ্যাতি এবং চিত্রজগতের সহিত এতদিনের অভিজ্ঞতা এই পূর্ণাঙ্গ ছবিখানির পরিচালনার পথে যথেষ্ট পরিমাণে সহায় হইবে।

এই চিত্রখানির পরিবেশনের ভার মেসার্স এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার শ্রীযুত নরেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

ম্যাডানের বাংলা ছবি

ম্যাডান থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি বাংলা ছবির পরিচালনা করিবেন। ছবিখানির নাম "শকুন্তলা"। সম্পূর্ণ চরিত্রলিপি এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

কৃষিণ মুভীটোন

ইহাদের "শাপমুক্তি"র শূটিং শেষ হইয়াছে। উত্তরা, শ্রী ও প্যারাডাইস সিনেমায় এখন ইহার ট্রেলার দেখানো হইতেছে। ট্রেলারে যে-কয়খানি গান সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা সত্যই সুখশ্রাব্য। শ্রীঅনুপম ঘটক মহাশয়ের সঙ্গীত পরিচালনা যে সত্যই উচ্চশ্রেণীর হইয়াছে তাহা এই ট্রেলার দেখিয়াই খানিকটা ধারণা করা যায়। পরিচালক কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া যে এই ছবিখানি পরিচালনা করিয়া তাঁহার যশোমুকুটে আর একটি রত্ন সংস্থাপিত করিবেন সে-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। উত্তরার পরবর্ত্তী আকর্ষণ এই "শাপমুক্তি।"

অন্যান্য চলতি ছবির খবর

নিউ সিনেমায় হংস পিকচার্সের "ঘর-কী-রাণী" ৭ম সপ্তাহে পড়িল। লীলা চিট্‌নিশের সুঅভিনয় এবং হাস্যরসের অনাবিল পরিবেশনে ছবিখানি দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছে। আগামী জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে এখানে "দেবদাস" (হিন্দী), "জওয়ানী-কী-রীত", "দুষমণ" ও "ছুলারী বিবি" দেখানো হইবে।

চিত্রায় "আলো-ছায়া" ৮ম সপ্তাহে পড়িল। ইহার পরবর্ত্তী আকর্ষণ নিউ থিয়েটার্সের "ডাক্তার।" জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে "চণ্ডীদাস", "জীবন-মরণ", "দুলারী বিবি" ও "পরাজয়" এখানে দেখানো হইবে।

উত্তরায় "পথভুলে" ১৩শ সপ্তাহে পড়িল। এখনও ছবিখানি যে-রকম দর্শক আকর্ষণ করিতেছে তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ও দীপালীর
অন্যতম সম্পাদক
শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের
—বহু প্রশংসিত উপন্যাস—

স্বর্গ হইতে বিদায়

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

চরিত্র সৃষ্টির বিশিষ্টতায়, ঘটনার পর ঘটনার আবর্ত্তে এবং অতি সুন্দর ভাষার ইন্দ্রজালে খ্যাতনামা লেখক যে অপূর্ব্ব রস সৃষ্টি করিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা অতি উচ্চ আসন লাভ করিবে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

This will give Mr. Bhabani Mukerjee a leading position amongst contemporary Bengali Novelists. ... The Novel deserves the attention of everybody who is more than superficially interested in human nature.

—*Hindusthan Standard.*

The author, it has got to be admitted, wields a very powerful pen. It is remarkable the way in which he manages so many characters on one string and gives us a clearly entertaining narrative...an enjoyable work of fiction.

—*Amrita Bazar Patrika.*

গ্রন্থকার যে সমস্যা ও বিষয় বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন তাহা কেবল প্রখর আত্ম-স্বাতন্ত্র্যে জলজলে নয়, ইহার অভিনব সমস্যার দ্বন্দ্বদোলায় পাঠকগণ বিপর্য্যস্ত হইবেন। লেখকের এই অসামান্য সাফল্য তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে খ্যাতি আনিয়া দিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

—যুগান্তর

—প্রকাশক—
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

খেলা ধূলা

শিবপুরে "আগমনী" নাটিকাভিনয়

বিগত রবিবার বাজে শিবপুর দত্ত বাটিতে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের দ্বারা শ্রীযুক্তা তমাললতা বসু রচিত 'আগমনী'-নাটিকার অভিনীত হইয়া গিয়াছে। শ্রীমান সুনীল ঘোষের প্রাথমিক নিবেদনের পর অভিনয় আরম্ভ হয়। উমার ভূমিকায় শ্রীমতী বিনতি ঘোষের অভিনয় খুব ভালো হইয়াছিল। অন্যান্য ভূমিকায় শ্রীমতী বীণা বসু, শ্রীমতী সন্ধ্যা ঘোষ, শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ, শ্রীমতী গীতা ও শ্রীমান গোপাল মজুমদার, শ্রীমান কাশীনাথ ও শম্ভুনাথ দত্ত, শ্রীমান জাহ্নবী কুমার ঘোষ, শ্রীমান কুমার, শ্রীমতী বাণী বসু, শ্রীমতী তৃপ্তি দত্ত ভাল অভিনয় করিয়াছে। শ্রীমতী সুলেখা ঘোষের নৃত্যও ভাল। নাট্য, সঙ্গীত ও মঞ্চ পরিচালনা যথাক্রমে রচয়িত্রী নিজে, শ্রীমতী উত্তরা দেবী ও শ্রীপ্রভাকর দত্ত প্রশংসনীয়-ভাবে করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান রেলওয়ে ইনিষ্টিটিউট

শ্রীঅমিয় নাথ সেনগুপ্ত, R. S. E. Asstt. Supdt. (Way & Works) E. I. Ry. Burdwan, মহাশয়ের বর্দ্ধমান হইতে বদলী হওয়া উপলক্ষ্যে উক্ত ইনিষ্টিটিউট-এর নির্ব্বাচিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক গত শনিবার ১০ই আগষ্ট রাত্রি ৯টার সময় শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায়ের সামাজিক নাটক "রাঙারাখী" অভিনীত হয়। অভিনয় সুন্দর হয়। ডাক্তার সদাশিব-এর ভূমিকায় মণিভূষণ মিত্র, চন্দর খুড়োর ভূমিকায় রমেন্দ্র সুন্দর ঘোষ, অপূর্ব্বর ভূমিকায় শীতল চন্দ্র সেনগুপ্ত এবং সেজবৌ-এর ভূমিকায় কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত। তন্মধ্যে (বড় বৌ) রবীন্দ্র নাথ সরকার, (মেজ বৌ) শৈলেন কুমার ও (অমর) বারিদ বরণ সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। সহরের বহু গণ্যমান্য এবং রেলওয়ে অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

বেলাবাগান বালক-সঙ্ঘ

(দেওঘর)

সর্ব্বসাধারণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া দেওঘর বেলাবাগান বালক-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রতিযোগীতা চালান হইবে।

১। প্রবন্ধ…বিহার প্রবাসী বাঙ্গালী (১ম ও ২য়—রৌপ্য পদক)

২। ছোট গল্প…যে কোন বিষয় (১ম ও ২য়—রৌপ্য পদক)

৩। কবিতা…একটী দুঃখের ও অপরটী হাস্য-রসাত্মক (প্রত্যেকটীর জন্য একটী রৌপ্য পদক)

৪। চিত্র…একটী ব্যঙ্গ ও অপরটী সাধারণ (প্রত্যেকটীর জন্য একটী রৌপ্য পদক)

প্রত্যেকটি স্বরচিত এবং লিখিতব্য বিষয় সংক্ষেপে বাংলায় স্পষ্ট করিয়া রুলটানা খাতার এক পৃষ্ঠা করিয়া লেখা চাই।

অমনোনীত লেখা ও চিত্র উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হইবে। লেখা ও চিত্র পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে আগষ্ট ১৯৪০ সাল। প্রতিযোগীতার প্রবেশ মূল্য নাই।

পাঠাইবার ঠিকানা—
শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সেক্রেটারী বেলাবাগান বালক-সঙ্ঘ
দি লজ্, পুরাণদহ
পোঃ দেওঘর।

কণ্ঠহরি ঘোষ

রোম্যান রিং খেলোয়াড় হিসাবে কণ্ঠহরি ঘোষের কৃতিত্ব কম নয়। একটি পায়ের জোরে তিনি যে-ভাবে রিংয়ের খেলা দেখান তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। 'হিউম্যান এরোপ্লেন' নামক একটি খেলায় তিনি সমগ্র ভারত ও বৃটেনকে আহ্বান করেন—এখনও পর্য্যন্ত কেহ তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নাই। উপরের ছবিটি তাঁর হিউম্যান এরোপ্লেন ফিগার।

নদীগ্রামে নাট্যাভিনয়

গত ৮ই আগষ্ট যুদ্ধ ভাণ্ডারের সাহায্য কল্পে চাপড়া কিং এডওয়ার্ড স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়ের কন্যা কুমারী স্মৃতি রায়ের উদ্যোগে কয়েকটী ছোট ছেলেমেয়ে কর্ত্তৃক অমরেন্দ্র কৃষ্ণ দেবের "স্বপ্নপরী" নামক ক্ষুদ্র নাটকটির অভিনয় হয়। প্রবেশ মূল্য গ্রামবাসীদের মাত্র এক পয়সা এবং শিক্ষিত বয়স্ক ব্যক্তিদের এক আনা ধার্য্য করা হয় এবং মোট ৯।৵০ (নয় টাকা পাঁচ আনা) সংগৃহীত হয়। কুমারী স্মৃতি রায়ের বয়স মাত্র ১১ বৎসর, কিন্তু নাটকখানির সমস্ত গানের সুর-সংযোজনা এবং নৃত্যভঙ্গী সমস্তই সে অতি সুন্দররূপে দেয়। তাহার ও তাহার সঙ্গীগণের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

…চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১০।৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

স্থাপিত • ১৯২১

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ২৯শে আগষ্ট, ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ১৩ই ভাদ্র, ১৩৪৭ [৩৫শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট", চার্চগেট রিক্লামেশন
[illegible]—২১৫ বর্ষ [illegible] এজেন্সি

আমাদের ভব্যতাজ্ঞান

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

একটা জাতির কৃষ্টি সভ্যতা শিক্ষা ও শালীনতা বিচার করিতে হইলে, তাহার মানদণ্ডের শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞান যেমন একদিকে, অন্যদিকে তাহার তেমনি আইনানুবর্ত্তিতা এবং ভব্যতাজ্ঞান। রাষ্ট্রীয় বা দেশীয় আইন সাধারণকে মান্য করিতে বাধ্য করে শাস্তি, সুতরাং রাজার আইন মানার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নাই। অথচ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে অলিখিত অ-রাজনৈতিক এত আইন আছে, যাহা মানিলে আমাদের ভব্যতা জ্ঞানেরই পরিচয় দেওয়া হয়, কিন্তু যেহেতু এ-লঙ্ঘনের পশ্চাতে রাজদণ্ড নাই সেইজন্য আমরা পদে পদে সেগুলি অমান্য তো করিই, উপরন্তু কেহ এ সব দেখাইয়া দিলে, আমরা তাহাদিগকে একহাত দেখাইয়া দিতে পর্য্যন্ত লজ্জিত হই না।

এই ভব্যতাজ্ঞানের অভাবের মূলে, মনে হয়, একটা অশিক্ষা কুশিক্ষা উচ্ছৃঙ্খলতা অদূরদর্শিতা স্বার্থপরতা এবং অন্যায় আত্মাভিমান বর্ত্তমান, যেগুলিকে সাধারণত ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিয়া আমরা ভুল করি। স্বাধীনতাহীন জাতির পক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতার মরীচিকায় স্বাধীনতার ছায়াদর্শন অসম্ভব নয়, কিন্তু শিক্ষিত বা কৃষ্টি-অভিমানী লোকের পক্ষে ইহা যে অতীব গর্হিত—এই সহজ তত্ত্বটি যেদিন আমরা বুঝিব, সেদিন আমাদের ব্যক্তিগত, সমাজগত এমন কি রাষ্ট্রগত বহু জীর্ণপত্রও আপনা হইতেই অপসারিত হইয়া গিয়া পর্য্যাপ্তশ্যামলনবকিশলয়সম্ভারে জাতির অক্ষয়বট, আমাদের বহু কলঙ্ক গ্লানি দুর্নীতি ও স্বার্থপরতাকে দূর করিয়া, সত্যসত্যই নবজীবনে অক্ষয় হইবে।

এইরূপ অসংখ্য অলিখিত বিধির কয়েকটি মাত্র লইয়া এবার আমরা আলোচনা করিলাম :

(১) সাধারণ স্থানে বেশী বা জোরে কথা বলা। সভা সমিতিতে, আসরে, সিনেমায়, থিয়েটারে আমরা বন্ধুবান্ধবসহ যাই, কিন্তু

তাহার মধ্যে যদি কোনও ব্যাপার আমাদের অপ্রিয় হয়, তাহা হইলে আমরা চিৎকার করি; কখন কখনও গল্পগুজব বা হাসি ঠাট্টায় মনোনিবেশ করি। আমাদের পাশের লোকের সুবিধা অসুবিধা আমরা ভাবি না। আমার ভাল লাগিতেছে না, কিন্তু অন্য দশ জনের হয়ত ভাল লাগিতেছে—অথচ তাহাদের অকারণ ব্যাঘাত ঘটাইতে আমাদের কিছুমাত্র লজ্জা হয় না। যদি ভাল না লাগে বা কাহারও সহিত বিশেষ প্রয়োজনীয় কোনও কথোপকথন থাকে, তাহা হইলে বাহিরে চলিয়া আসাই সমুচিত। আমি এমন বহু দৃষ্টান্ত জানি, কেহ প্রতিবাদ করিলে, অপরাধী ব্যক্তি প্রতিবাদীকে নির্লজ্জভাবে অধিকারের নজির দেখান। তিনি ভুলিয়া যান যে, তাঁহার গোল করিবার অধিকার অপেক্ষা শ্রোতা বা দর্শকের শুনিবার বা দেখিবার অধিকার অনেক বেশী; আর এই গায়ের জোরই যদি অধিকার হয়, তাহা হইলে গুণ্ডাদের ভদ্রসন্তানের পকেট হইতে টাকা পয়সা কাড়িয়া লইবার অধিকারই বা সমপর্য্যায়ভুক্ত না হইবে কেন?

(২) অকারণ কথা বলা—আমরা কোনও লোকের সহিত কোনও কাজের জন্য সাক্ষাৎ করিতে গেলে, এত বেশী বাজে কথা বলি এবং অপর পক্ষের অকারণ এত সময় নষ্ট করি যে, তদ্দ্বারা তাঁহার যে কোন বিরক্তি বা ক্ষতি হইতেছে, সেটা ভাবিয়া দেখি না। ফলে, নিজে সময়ের মূল্য যদি আমরা না-ও দিই, অপর পক্ষের বিরক্তিভাজন হইয়া আসল কাজই সময় সময় পণ্ড করিয়া ফেলি।

(৩) সাধারণের পথ-রোধ—অনেক সময় আমরা দুই তিন বা চারিজন বন্ধু কলিকাতার ফুটপাথে পাশাপাশি গল্প করিতে করিতে চলি। ইহা দ্বারা অন্য সব পথিকের যে কি পরিমাণ অসুবিধা হয়, তাহা চিন্তাও করি না। এটি এত বড় একটা ব্যাপার নয় যে আমরা বুঝি না, কিন্তু আমরা আমাদেরই মত অন্য সব পথচারীর সুখ সুবিধার বিষয় ভাবিতে অভ্যস্ত নই বলিয়াই ঈদৃশ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে দ্বিধা করি না।

(৪) পথে অসাবধানতা—পথে জর্দ্দা মিশ্রিত পান চিবাইতে চিবাইতে চলিতে চলিতে এমন অসাবধানে পিক ফেলি যে অনেক সময় পিছনের লোকের গায়ে পড়ে। সিগারেট খাইয়া জলন্ত শেষটা এমন করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলি যে সেটি চলন্তি কোনও গাড়ীর উপর বা কোনও লোকের গায়ে অনায়াসে পড়িতে পারে এবং মাঝে মাঝে পড়েও। এতদ্বারা বিপদ দুই দলেরই হইতে পারে।

(৫) পথে আবর্জ্জনা ঢালা—বাড়ীর যত আবর্জ্জনা, ছাই, কাগজের কুচি, তরকারির খোসা, পাতের ভাত ডাল, নোংরা ন্যাকড়া, ছেলে মেয়ের মলমূত্রাদি, ছেঁড়া কাঁথা, মাদুর; বিছানা বালিশ এবং সংক্রামক রোগীর উচ্ছিষ্ট বা শয্যা আমরা বাড়ীর সম্মুখে, যাহার চতুর্দ্দিক দিয়া অনবরত লোক চলাচল হইতেছে, পথের এমন একটা স্থানে গাদা করিয়া ফেলিয়া দিয়া বাড়ী, ঘর পরিষ্কার রাখি। অথচ, অনতিদূরে ময়লা-ফেলা টব থাকে, গভীর আলস্যনিবন্ধন সেইটুকু হাঁটিয়া আর পরিশ্রম বাড়াই না। ফলে, সেগুলি গরু কুকুর ও কাকের আহার্য্যসন্ধানে পথময় ছড়াইয়া পড়ে এবং বাতাসে উড়িয়া পাড়া ছাইয়া ফেলে। পথ তো অব্যবহার্য্য হয়ই, উপরন্তু সংক্রামক রোগেরও প্রসার বাড়ে। এইজন্য, দেশী পাড়াতেই সংক্রামক রোগ সর্ব্ব প্রথম দেখা দেয়, স্থায়ীও হয় এই পাড়াতেই অনেক দিন এবং মরেও দেশী লোকেরাই বেশী। রাস্তা এমন নোংরা সাহেব পাড়ায় কোথাও দেখা যায় না। সাহেব-পাড়ায় যে-সব অ-সাহেব বা দেশী-সাহেব বাস করেন, তাঁহারা এটি অন্তত প্রতিবেশীদিগের ভয়েও মানিয়া চলিতে বাধ্য হন্।

এই সব ময়লার দুর্গন্ধ ও খানিকটা অংশ, দেশীপাড়ার অগণ্য "রেষ্টুরেন্ট" "প্রসিদ্ধ খাবারের" এবং "বিখ্যাত দধির" দোকান মারফৎ আবার আমাদের উদরগত হয়। ইহার জন্য কি আমরাই দায়ী নই?

(৬) অসতর্ক পথিকের বিপদ—ফুটপাথে কমলা লেবুর খোসা, কলার চোকা, সর্দ্দি কাশী, পানের পিক্‌, ছেলে পিলের মলমূত্র মোছা কাগজ বা ন্যাকড়া, কাচ-ভাঙা, গোমহিষাদির পুরীষ, পান ও খাবারের দোকানের খুরী, ঠোঙা ও শালপাতায় পথটি এমন অচলনীয় হইয়া থাকে যে, অসাবধান বা অসতর্ক পথিকের যে কোনও স্থানে এবং যে-কোনও সময়ে পতন এবং নিপাতনে মৃত্যু ঘটাও আশ্চর্য্য নহে। আমাদের ঔদাসীন্য কি ক্রিমিন্যাল নয়?

(৭) পথের আরও বাধা—ছোট ফুটপাথ জোড়া বেওয়ারিস রোমন্থনরত বিপুল বলীবর্দ্দ আড়াআড়ি শায়িত। অদূরে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকীগণ ভিক্ষার পাকে ব্যস্ত। চতুঃপার্শ্বে ভিক্ষুক শিশুগণ ফুটপাথে খেলাঘর পাতিয়া ক্রীড়াসক্ত। অন্ধ খঞ্জ বধির বিকলাঙ্গ ও রক্তাক্ত কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ শায়িত, উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান হইয়া পথিকগণের পদধূলি লইতে প্রসারিতহস্ত। ফুটপাথেই ঘর—জল হইলে নিকটবর্ত্তী বারান্দার উপর কিম্বা গাড়ী-বারান্দার নীচে। পথেই সপরিবারে ভোজন ও মলমূত্রত্যাগ পর্য্যন্ত করিতেছে। পাড়ার লোক দয়াশীল, কিছুই বলেন না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—এই ভাবে পাড়ার আবহাওয়া বিষাক্ত হইতেছে এবং পথিকের পথও হইয়া উঠিতেছে সংকীর্ণ এবং বিপদসঙ্কুল। নাগরিকের কর্ত্তব্য আমরা জানি না, ক্লৈব্যকে দয়া বলিয়া মনকে চোখ ঠারি মাত্র।

কাতায় আমাদের নিজস্ব বাজারই সব কয়টি, মাত্র ২।১টিতে "সাহেব লোক" যান্। আমাদের বাজারের জিনিষ পত্রাদি রাখার ব্যবস্থা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, জনে জনে একই দ্রব্যের দরের তারতম্য, কর্ণপটাহ বিদারী অনৈক্যতান চিৎকার, দোকানদারদিগের মধুর ব্যবহার, প্রত্যহ আমরা উপভোগ করিতেছি, কিন্তু আমাদের কেহ কি এগুলির উন্নতিকল্পে কিছু করিয়াছেন? না করিবার মূলে আমাদের প্রগাঢ় আলস্য ও অনবদ্য ঔদাসীন্য। অথচ, আমাদের বাজার ও নিউ-মার্কেটে কি প্রভেদ! কেন? আমাদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াই এমন দূষিত যে, ভব্যতাজ্ঞানের অঙ্কুর এখানে অঙ্কুরেই মরিয়া যায়।

(৯) সিনেমা ও থিয়েটারে কোলাহল—সিনেমা ও থিয়েটার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ও শেষ হওয়ার পরে অকস্মাৎ ভূমিকম্পের মত যে কোলাহল জমিয়া উঠে, অভিনয়ের রসপুলক তাহাতে প্রেক্ষাগৃহের চৌকাঠ আর পার হয় না। ইহার মধ্যেও আছে, পান সিগারেট, আইসক্রীম, সল্টেড্ বাদামের বিচিত্র সুরের ঘনঘটা।

(১০) টিকিট ঘরের বীভৎস দৃশ্য—সিনেমা থিয়েটার বা রেল ষ্টীমারের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ঘরের দৃশ্য দেখিলে, আমাদিগকে কোন রকমেই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলিয়াও সন্দেহ পর্য্যন্ত হয় না। অথচ যাঁহাদের আদর্শে আমরা আজ অনুপ্রাণিত হইয়া প্রগতির অভিমান করি, তাঁহারা এক্ষেত্রে যে ধৈর্য্যশীলতার পরিচয় দিয়া থাকেন সেটি আমাদের চোখে পড়ে না। যে-কোনও একটা ইংরাজী সিনেমায় গিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া, টিকিট ক্রয়ের জন্য ইয়ুরোপীয় নরনারীদের ব্যবহার দেখিলে, কতকটা বুদ্ধি খুলিতে পারে।

রবীন্দ্রকাব্যে নারী

-কুমারী বিজলী সরকার

বিশ্ববরেণ্য মহাকবির কাব্যের বিবিধ সমালোচনা আমি আমার সামান্য বিদ্যার পুঁজি লইয়া করিতে সাহস করিতেছি না। তবে তাঁহার অসংখ্য প্রতিভাদীপ্ত কাব্যের ভিতর যে কয়খানি কাব্যের নারীকে আমার ভাল লাগিয়াছিল, অতি সহজভাবে তাহাদের রূপ ধরা পড়িয়াছিল, সেই কয়খানির অতি তুচ্ছ সমালোচনা করিব।

কবিবরের লিখিত কবিতায় নারীর যে রূপ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অতি সহজেই আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। কবির স্নেহকোমল অন্তর একটা গ্রাম্য বধূর প্রতি মমতায় গলিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি "বধূ" শীর্ষক কাব্যে সমবেদনা জানাইলেন :—

"হায়রে রাজধানী পাষাণ কায়া
বিরাট মুঠিতলে……চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে নাহিকো মায়া।"

হিন্দু ঘরের বধূর আঁখিজলের খবর কেহ জিজ্ঞাসা করে না। বধূ কাঁদিলে সকলে অবাক হইয়া ভাবে, কেন কাঁদে? পরিজনরা ভাবে, এত সুখে থাকা সত্ত্বেও কাঁদাটা হইতেছে গ্রাম্যস্বভাব। সকলেই সমালোচকের দৃষ্টিতে বধূকে নিরীক্ষণ করে। কাহারো কাছে বধূ পায় প্রশংসা, কাহারো কাছে পায় নিন্দা। শাক মাছের মত বধূকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সকলে চলিয়া যায়। তাই গভীর বেদনায় কবি বধূর মুখ দিয়া বলাইলেন :—

"ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।"

শ্বশুর গৃহে সুরম্য প্রাসাদে থাকিয়াও বধূর অশান্ত চিত্ত শান্ত হয় না, তার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে—গ্রাম, তাহার প্রিয় দীঘি, অশ্বত্থ বৃক্ষ, বাঁধা ঘাট এই সবের জন্য। সহরে এ সব কিছুই নাই, সেরূপ খোলা মাঠ, পাখীর গান এখানে কিছুই নাই।—তাহার স্নেহময়ী মায়ের কথা মনে পড়ে। বধূ ঈষৎ অভিমানে স্মরণ করে, আকাশে চাঁদ উঠিলে ছাতের উপর তাহাকে লইয়া মা আর কি রূপ-কথা বলিবে না? পরক্ষণেই বধূ মনে করে, কত রাত্রি হয়ত মা তাহারি জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন। চাঁদের আলো বধূর বড় প্রিয়। এই চাঁদের আলোর সহিত তাহার শৈশবের কৈশোরের কাহিনী বিজড়িত আছে। চাঁদের আলো তাহার অতি পরিচিত। শ্বশুরবাড়ীতে চাঁদ উঠিলে মনটা তাহার প্রিয়জনের জন্য কেমন আবেগ-চঞ্চল হইয়া উঠে। নিমেষের তরে নিজের বন্ধন, লাজনম্র বধূত্ব, সকল ভুলিয়া চঞ্চলা বালিকার ন্যায় দুয়ার খুলিয়া বাহিরে তাকায়।

"অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলে।"

তীব্র বেদনায় বধূ মনে করে স্নেহ ভালবাসা যখন কেহ দিবে না, তখন দীঘির শীতল জলের কোলে গিয়া তাহার মরণই ছিল ভাল।

"ডাক্‌লো ডাক্ তোরা বল্‌লো বল্
বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্।
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল
জানিস্ যদি কেহ আমায় বল॥"

(২)

কবিসম্রাটের "পতিতা" কাব্যে একটী পতিতা নারীর রূপ আমাদের মুগ্ধ করে। পতিতার প্রাণের ব্যাকুল বাণী শুনিয়া সত্যই আমাদের অন্তর-বীণায় বেদনার মূর্চ্ছনা তোলে। নিষ্পাপ কিশোর ঋষ্যশৃঙ্গ পতিতাদের প্রতি যে বন্দনা গান গাহিয়াছিল, তাহার মর্ম একটী নারী ভিন্ন অন্য নারীগণ

বুঝিতে পারে নাই। সেই নারীর প্রতি কুমার সরলভাবে চাহিলে সেই চাহনি দেখিয়া তাহার বারাঙ্গনা চিত্তে ঘা দিয়া বাজিয়া উঠিল, জননীর স্নেহ, রমণীর দয়া, কুমারীর প্রীতি দিয়া কুমারকে বাঁধিতে হইবে। তাহার পর কুমার যখন তাহাকে মুগ্ধভাবে বলিল,—"আনন্দময়ী তুমি............।" পতিতার নয়নে অশ্রুবারি ঝরিয়া পড়িল। অন্তরের ভিতরে শাশ্বত কুমারী নারী নির্ম্মল রূপে জাগিয়া উঠিল। তারপর যখন অন্য নারীর দল কুমারকে বেষ্টন করিল তখন ঐ নারী এই লজ্জাহীনাদের বিলাস ছলনা দেখিয়া দুঃখের আঘাতে ভাঙিয়া পড়িয়া বলিল, "তোমাকে আমি আড়াল করিতে চাহি।" নারী তাহার প্রিয়কে এই সব পিশাচীর কবল হইতে কি করিয়া ঢাকিয়া রক্ষা করিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না।

"হে মোর প্রভাত, তোমারে ঘেরিয়া
পারিতাম যদি দিতেম টানিয়া
উষার রক্ত মেঘের মতন
আমার দীপ্ত সরম খানি॥"

অতি নিরাশায় ও বেদনায় বলিল :—

"ও আহুতি তুমি নিও, নিও না
হে মোর অনল তাপের নিধি
আমি হয়ে ছাই তোমারে লুকাই
এমন ক্ষমতা দিল না বিধি॥"

ব্যাকুল সরমে নারী মরিয়া গিয়া প্রিয়ের কাছে ক্ষমা চাহিয়া হরিণীর মত ছুটিয়া চলিয়া গেল। দূর অতি দূর হইতে একটী মধুময় বাণী কেবল কানে অনুক্ষণ বাজিতে লাগিল, যে বাণী শুনিয়া তাহার চিত্তের নবজন্ম হইয়াছিল। সে বাণী—

"আনন্দময়ী মূরতি তোমার
কোন দেব তুমি আনিলে দিবা
অমৃত সরস তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিব্য বিভা॥"

মনমন্দিরে দেবতার পূজার গন্ধটুকু সঞ্চয় করিয়া নারী তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

(৩)

কবিবরের আর একটী সৃষ্টি "গুপ্ত প্রেমে" রূপহীনা নারী। কুরূপা হইলেও তাহার অন্তর প্রেম ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ। এই ভালবাসা নারীর অপূর্ব্ব সম্পদ। ভালবাসিয়া নিজেই কুণ্ঠিতা হইয়া বলিয়াছে :—

"তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে।"

করুণ বেদনাভরে রূপহীনা ভাবিয়াছে, তাহার কুৎসিত দেহের ভিতরে সুন্দর নিরুপম প্রিয়ের ছবি যখন সঙ্গোপনে লুকাইয়া রহিয়াছে, তখন তাহার এ কুৎসিত তনুর জন্য দুঃখ কি? রূপসী না হইলেও প্রেমের রূপ...সে যে বড় মধুর। তথাপি নারী, নিজের সুন্দর দেহ দেবতাকে অর্ঘ্য দিতে পারিবে না বলিয়া বিধাতার নিকট অনুযোগ করিয়াছে। নিজের কুৎসিত তনুর জন্য কত লজ্জায় সঙ্কুচিত। দেবতা তাহাকে এবং তাহার ভালবাসাকে না জানুক, কোন ক্ষতি নাই। প্রিয়কে ভালবাসিয়াই নারীর কত তৃপ্তি। প্রিয় পাছে তাহার ভালবাসা জানিতে পারিয়া বিস্মিত হয়, সেইজন্য নারী আঁখি নত করিয়া তাহার সম্মুখ হইতে চলিয়া যায়। গোপনে তাহার কত কামনা, বাসনা মরিয়া যায়। রূপশ্রীহীনা যতই ভালবাসিয়াছে, ততই তাহার অন্তর অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য সে তুলনা করিয়া বলিয়াছে—

"যেমন কালো মেঘে অরুণ আলো লেগে
মাধুরী ওঠে জেগে প্রভাতে।"

এই রকমই নারীর ভালবাসা বটে। নিজেকে নিঃস্ব করিয়া ভালবাসিতে নারী ভিন্ন আর কেহ পারে না। আজ এই ক্ষুদ্র কথা কয়টী কবির চরণে জানাইয়া বিদায় লইলাম।

নাগেশ্বর

—শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

মত্ত মদির মলয় মারুত ফুল্ল জগৎ ফাল্গুনে
পঞ্চ শায়ক লক্ষ হ'ল আবার অতনুর তূণে।
উঠ্‌ল গেয়ে লক্ষ পাখী মুখর হ'ল পরভৃত।
কুসুম সাজে সাজ্‌ল পুনঃ তৃণ লতা জীবন্মৃত
রসাল সেও মুঞ্জরিল সাজল তরুপল্লবে,
মধু মাসে মাৎল মহী মধুর মধু-উৎসবে,
গ্রামের পথে চল্‌তে গিয়ে হলাম হঠাৎ উন্মনা
গন্ধ কিসের আস্‌ছে ভেসে জাগায় প্রাণে মূর্চ্ছনা।
সন্ধানী পা এগিয়ে চলে দেখ্‌তে পেলাম পথবাঁকে
দাঁড়িয়ে দূরে অজয়তীরে শতেক তরু একঝাঁকে।
তুষার ধবল একশ ছাতি হল্‌দে বুটি লাখ শত
কিসের সাথে দিই তুলনা দেখিনিক এর মত।
সুবাস ছোটে দূরান্তরে তীব্র মধুর কেমনতর,
জড়ায় মনে মৃগনাভি কদম আর নয়নশর।
মানস লোকে ফুটে উঠে বর্ষাদিনের পটখানি
তড়িৎ সম মিলায় দ্রুত স্মৃতির দোরে কর হানি।
এলাম কাছে বল্‌লে সাথী এরেই বলে নাগেশ্বর
প্রণাম ওগো কুসুমরাজা প্রণাম তোমায় নাগকেশর।

পূজা আগতপ্রায়!

আপনার পণ্যদ্রব্যের প্রচারের জন্য সিনেমায় শ্লাইডের বিজ্ঞাপন দিন। সিনেমার বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হবার নয়।
সোল এজেন্ট :—রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা ও মফঃস্বল সিনেমা।
বি, নাগ, ১৬/১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—বড়বাজার ৩২৩৪

জিনেট ম্যাকডোনাল্ড

এ সপ্তাহে মেট্রোর "New Moon" ছবিতে ইহাকে দেখা যাইবে।

দীপালী

১৩ই ভাদ্র, ১৩৪৭

পঙ্কজ মল্লিক

নিউ থিয়েটার্সের "ডাক্তার" চিত্রের মধ্যাংশে অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আগামী শনিবার চিত্রা ও নিউ থিয়েটারে ছবিখানি একসঙ্গে মুক্তিলাভ করিবে। "ডাক্তারের" পরিচালক ফণী মজুমদার।

●

●●
 ●

পাহাড়ী সান্যাল

ও

কানন দেবী

নিউ থিয়েটার্সের আগামী চিত্র "অভিনেত্রী" (বাংলা) ও "হারজিৎ" (হিন্দী)তে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। পরিচালনা করিয়াছেন অমর মল্লিক।

চিত্র বার্ত্তিকী

১২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রমথেশ বড়ুয়া

কৃষ্ণা মুভিটোনের নবতম ছবি "শাপমুক্তি"তে পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ ও একটি নূতন ধরণের বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর উত্তরায় মুক্তিলাভ করিবে।

বেটী ডেভিস

[illegible] ছবির পর্দায় খুব কমই দেখা গিয়াছে। শীঘ্রই ওয়ার্নার ব্রাদার্সের একখানি নূতন ছবিতে ইহাকে দেখা যাইবে।

ভায়োলেট কুপার

ইনি সুপ্রসিদ্ধা ভারতীয় চিত্রনটী পেসেন্স কুপারের ভগিনী। বোম্বায়ে বহু চিত্রে অভিনয় করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। শীঘ্রই ইহাকে পঞ্চরত্ন প্রোডাকসানের "Promise" ছবিতে দেখা যাইবে।

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(১৩)

কলকাতা থেকে এসে মাত্র ক'দিন খুকু একটু ভাল ছিল, তারপর আবার সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেখানকার একজন ডাক্তার তাকে রোজ দু'বেলা দেখে যান, প্রায় সমস্ত দিন রাত প্রণতি তার কাছে বসে থাকে। প্রথম প্রথম নিশীথ খানিকক্ষণ করে এসে বসত। প্রণতি বুঝতে পারলে নিশীথ যে রোগীর কাছে বসে থাকতে পারে না, সে বললে, "সারা-দিনের খাটুনির পর এখানে আসবার দরকার কি?" তারপরও নিশীথ মাঝে মাঝে আসত, কিন্তু আজকাল আর আসে না।

খুকু তার বিছানায় ঘুমুচ্ছিল, প্রণতি তার কাছে বসে একটা বই পড়ছিল। অনেকবার সে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেছে, সাধারণতঃ নিশীথের "কোর্ট" থেকে বাড়ী ফিরতে এত দেরী হয় না, যেখানেই যেতে হোক, "কোর্ট" থেকে বাড়ী এসে তারপর যায়। প্রণতির একটু ভাবনা হচ্ছিল। সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ পেয়ে সে এগিয়ে গেল।

নিশীথ জিজ্ঞেস করলে, "খুকু আছে কেমন?"

প্রণতি বললে, "জ্বরটা আজ সারাদিন ছাড়ে নি।"

"ডাক্তারবাবু এসেছিলেন?"

"এসেছিলেন। তোমার আজ এত দেরী হল যে?" সিনিয়ারের বাড়ী গিয়েছিলে বুঝি?"

"না, গিয়েছিলাম তোমার বন্ধুর বাড়ী, কেসটার খবর দিতে।"

"কণির কাছে গিয়েছিলে?"

"হাঁ, চমৎকার লোক ডাক্তার বোস। এ-যুগে যে মানুষ অত সহজ হতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারি না।"

"তোমার সঙ্গে আজ ভাল করে আলাপ হল বুঝি? চা খাবে না একেবারে খেতে দোব?"

নিশীথ হাসতে হাসতে বললে, "কোনটাই না, তুমি খেয়ে নাওগে; তোমার বন্ধু আজ এত খাইয়েছেন যে আমার নড়বার ক্ষমতা নেই।"

তাদের বাড়ীতে গাড়ী দাঁড়াবার আওয়াজ হ'ল। নিশীথ বললে, "কে আবার এল এত রাত্রে?" চাকরটা এসে বললে, "একজন বাবু এসেছেন, সঙ্গে জিনিষপত্র রয়েছে, নাম বললেন না; আপনাকে ডাকছেন।"

নিশীথ বিরক্ত হয়ে বললে, "কে লাটসাহেব এসেছেন যে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন? গিয়ে বল যে নাম না বললে যাব না।" চাকরটা চলে যেতে প্রণতি বললে, "মা টাকা পাঠিয়েছেন।"

নিশীথ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "কে?"

"মা দেশ থেকে···"

নিশীথ গম্ভীর হয়ে বললে, "টাকা পাঠিয়েছেন! মনে করেছেন আমি তাঁর কাছে ভিক্ষে চেয়েছি! চিঠি দিলাম তার জবাব দিতে পারলেন না। মাই যখন আমায় ভুল বুঝলেন তখন অন্য সবাই যে বুঝবে তার আর আশ্চর্য্য কি? এক এক করে সবাই আমায় ছেড়ে যাচ্ছে, যাক্।

ঋতেন ঘরে ঢুকে বললে, "আবার কেউ আসছেও।"

প্রণতি ভয়ানক রকম আশ্চর্য্য হয়ে উঠে বললে, "একি, তুমি? এত রাত্রে কোথা থেকে এলে? একটা খবরও তো দিতে পারতে। বাড়ী চিনতে কষ্ট হয়েছে তো?"

ঋতেন বললে, "হঠাৎ এসে আশ্চর্য্য করে দোব ভেবেছিলাম, এ-রকম বিব্রত করব জানলে, আসতাম না।"

প্রণতি বললে, "বিব্রত? তুমি এসেছ বলে আমরা হব বিব্রত? তুমি কি বলছ? এখন তো কলকাতার গাড়ী নেই, কি করে এলে বলত?"

"আগ্রায় গিয়েছিলাম। ভাবলাম ফেরবার পথে একবার ঘুরে যাই।"

"না এলে কিন্তু ভয়ানক রাগ করতাম।"

নিশীথ বললে, "তুই এখানে আসবি মামা নিশ্চয় জানেন না।"

"জানাবার দরকার দেখি নি; ন্যায়, অন্যায় বোঝবার ক্ষমতা আমারও একটু হয়েছে?"

"তোর ন্যায় অন্যায়ের ধারণা যদি তাঁর সঙ্গে না মেলে তা'হলে তোর তা' ছাড়তে হবে। তুমি এখানে এসেছ জানলে মামা রাগ করবেন।"

"মোটেই না, তুমি কি মনে কর সত্যিই তোমার ওপর এখনও বাবা রাগ করে আছেন? বাবাকে জানো তো, তিনি······"

নিশীথ বললে, "আগে জানতাম না, এখন জেনেছি।"

প্রণতি কথার স্রোত ফেরাবার জন্যে বললে, "ওসব কথা থাক্। তোমার বৌ কেমন হ'ল বল?"

নিশীথ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "তোর কি বিয়ে হয়ে গেছে না কি? মামা কি মনে করলেন যে দেরী করলে সবাই নিশীথ হয়ে

দাঁড়াবে—তাই তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলেন? আমাদের জানালে মামার না হয় জাত যেত, তোরও কি·····?"

ঋতেন বললে, "কেন জানাব? তুমি অত দিনের মধ্যে আমায় কোন কথা জানিয়েছিলে?"

প্রণতি বললে, "হয়েছে তো?"

নিশীথ ঋতেনকে জিজ্ঞেস করলে, "দু'চার দিন থাকবি তো?"

"না কালই যেতে হবে।"

প্রণতি বললে, "তা হয় না; কালই যাবে কি?"

"না গিয়ে উপায় নেই; আগ্রায় গিয়েছিলাম একটা চাকরীর চেষ্টায়; তারা আমায় নিতে চায়, এখন বাবাকে রাজি করে সব ঠিক করে আসতে সময় লাগবে, এখানে দেরী করলে চলবে না।"

"তা'হলে তবু মাঝে মাঝে আসবে আশা করতে পারি।"

ঋতেন জিজ্ঞেস করলে, "খুকু কৈ?"

প্রণতি বললে, "তার আবার শরীরটা খারাপ হয়েছে, আজ সারাদিন জ্বরটা ছাড়ে নি।"

ঋতেন বললে, "চলুন দেখে আসি।"

ঋতেন ও প্রণতি চলে যেতে নিশীথ পোষাক বদলাতে আরম্ভ করলে। একটু পরে ঋতেন ফিরে এসে নিশীথকে জিজ্ঞেস করলে, "খুকুকে কে দেখছেন?"

নিশীথ ঋতেনের দিকে না ফিরেই বললে, "এখানকার একজন বাঙালী ডাক্তার; শুনেছি বছর দশেক প্র্যাক্টিস্ করছেন।"

"খুকুর সম্বন্ধে তোমায় কিছু বলেছেন?"

"না, আমার সঙ্গে তাঁর খুব কম দেখা হয়।"

"ওকে দেখলাম; ঠিক ভাল বুঝতে পারলাম না তবে মনে হয় একটা patch রয়েছে। আমার মনে হয় একজন কাউকে consult করলে ভাল হয়।"

"আমি ওসব পারি না। যেমন রোগকে আমি সহ্য করতে পারি না, তেমনি হয়েছে! এসে পর্য্যন্ত একটা না একটা লেগেই রয়েছে; বাড়ীটা তো প্রায় একটা ডিস্‌পেন্‌সারী হয়ে উঠেছে। ওরা এখন কিছু দিন কলকাতায় গিয়ে থাকলেই পারে।"

নিশীথের কথা শুনে ঋতেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তার মনে হল সে যেন নিশীথকে নতুন করে দেখছে। প্রণতি এসে বললে, "চল ভাই, অনেক রাত হয়েছে, খাবে চল।"

ঋতেন বললে, "দাদাও খাবে তো?"

প্রণতি বললে, "না, উনি খেয়ে এসেছেন।"

ঋতেন আর প্রণতি চলে গেল। নিশীথ একটা সোফায় শুয়ে ভাবতে লাগল কলকাতার বাড়ীর কথা; এ সময় কে কি করে তা তার জানা আছে। সে সেখানে থাকলে কি করত? সত্যিই কি সে তাঁদের সকলের স্নেহ হারিয়েছে? তার নিজের মনে এ প্রশ্নের যে জবাব মেলে তাতে সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। মনে হয় প্রণতির জন্যে সে সব ছেড়েছে। আজও সে প্রণতির ভালবাসায় সন্তুষ্ট হয়ে রয়েছে, কিন্তু সব সময় যদি তা সম্ভব না হয়? একা প্রণতি তার সব অভাব পূরণ করবে কি করে? তার মনে পড়ল ডাক্তার বোসের কথা। লোকটার মনে নিশ্চয় কোন অভাব নেই, তা না হলে ও রকম পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে কাজ করতে পারত না। ডাক্তার বোসের পরই তার মনে হল কণিকার কথা! কি দুর্ভাগ্য তার! তার সব থাকতেও কিছুই নেই। সে প্রণতির সমবয়সী! তার বয়েসের মেয়েরা কত আশা করে, কত আনন্দ করে; এর জীবনে যেন স্রোত নেই, চঞ্চলতা নেই।

নিশীথের চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। চাকরটা এসে বললে, "আবার একজন বাবু এসেছেন।"

নিশীথ ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠে বললে, "আবার কে এল? নাম কি? কি দরকার?"

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

মাড়ি ফোলা, পাইওরিয়া প্রভৃতি বিপজ্জনক মাড়ির যন্ত্রণা নিবারণ করা যায়।

নরম মাড়ি থেকে ব্রুশ করলে যদি রক্ত পড়ে, তখনই মাড়ি ফোলা ও পাইওরিয়া বিষয়ে আপনার সাবধান হওয়া উচিত। যাতে আপনার স্বাস্থ্য বিপন্ন করতে পারে এমন ভয়াবহ মাড়ির রোগ চিকিৎসা করতে অনেক দন্তচিকিৎসক "এস, আর" (Sodium Ricinoleate) ব্যবহার করেন। গিবস্, এস, আর, টুথপেষ্ট ব্যবহার করে প্রতি দিনই আপনার দাঁতের চিকিৎসার ফল পেতে পারেন।

গিবস্, এস, আর টুথপেষ্টে ব্যবহৃত "এস, আর" ক্রিয়াশীল ও ইহার গুণ সুপরীক্ষিত। মাড়ির ভিতরে যন্ত্রণা ও রোগের কারণ—জীবাণুর উপরই ইহা ক্রিয়া করে এবং জীবাণুগুলিকে নিস্তেজ করিয়া দেয়।

গিবস্, এস, আর, দ্বারা নিয়মিত দাঁত মাজিলে ও মাড়ি ঘষিলে দাঁত সাদা হইবে, নিঃশ্বাস সুরভিত হইবে এবং বহুকাল দাঁত নিরোগ রাখিবে।

সব ছাড়িয়া আজ হইতেই "গিবস্, এস, আর" ব্যবহার করুন।

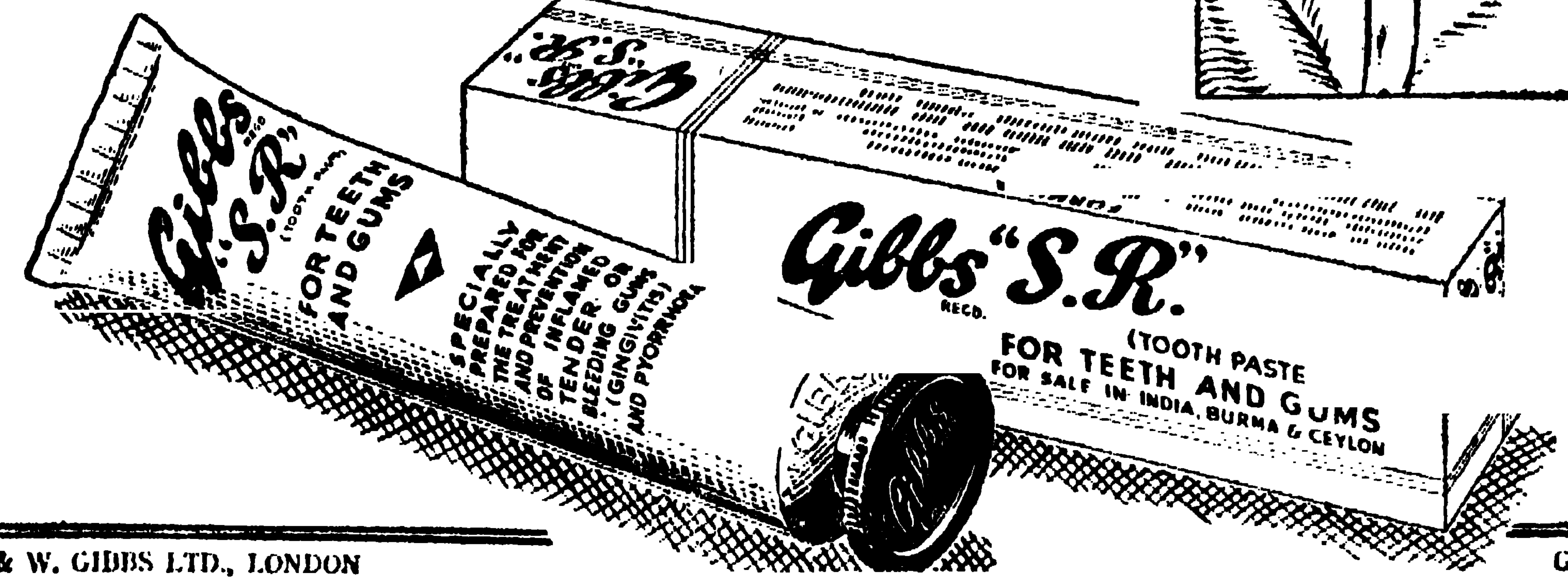

D. & W. GIBBS LTD., LONDON GSR. 11-671 BG.

"বললেন যে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বলবেন না।"

নিশীথ আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল। তার অফিস ঘরে বসেছিল সুরেশ। নিশীথ তাকে চিনত না; জিজ্ঞেস করলে, "আপনার কি দরকার?"

সুরেশ বললে, "এ সময় এসেছি বলে ক্ষমা চাইছি; অন্য সময় তেমন নিরিবিলি থাকে না কি না।"

নিশীথ বললে, "আপনার কি দরকার বলুন।"

সুরেশ এদিক ওদিক চেয়ে বললে, "ব্যাপারটা একটু গোপনীয়। এখানে কেউ আসবে না তো? ঐ দরজাটা বন্ধ করে দিলে..."

নিশীথ উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললে, "অন্যের গোপনীয় কথা নিয়েই আমাদের কাজ; বলুন।"

সুরেশ বললে, "কিন্তু এ অন্যের নয়।"

নিশীথ বুঝতে না পেরে বললে, "মানে?"

"খুবই সহজ। কতকগুলো চিঠি আমার কাছে আছে, সেগুলো বাইরে প্রকাশ হয়ে গেলে আপনার পক্ষে বিশেষ সুবিধে হবে না।"

নিশীথ একটু চেঁচিয়ে বললে, "আপনি বি বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন।"

সুরেশ একটুও বিব্রত না হয়ে বললে "রাগ করে কোন লাভ নেই। যে করে হোক এগুলো আমার হাতে এসেছে এব আমার হাতে থাকা আপনাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।" নিশীথ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আপনি যদি আমা blackmail করবার আশা করে থাকেন..."

সুরেশ বললে, "শুধু শুধু রাগ করছেন আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে চাই না আমার দরকার টাকা; কিছু টাকা পে

আমি এগুলো বিক্রী করতে পারি ; এই ধরুন হাজার দশেক…”

“দশটা টাকা দেবার আমার ক্ষমতা নেই, আর থাকলেও তা দিতাম না।”

সুরেশ একখানা চিঠি নিশীথের সামনে খুলে ধরলে। পড়তে পড়তে নিশীথের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। নিশীথের মুখের ভাব লক্ষ্য করে সুরেশ বললে, “আমার কাছে এ রকম আরও কতকগুলো চিঠি আছে।”

দাঁতে দাঁত চেপে নিশীথ জিজ্ঞেস করলে, “চিঠিগুলো যাকে লেখা সে সুরেশটী কে জানেন ?”

“না, আমি চিঠিগুলো অবশ্য তাঁর কাছ থেকে পাইনি। আচ্ছা, চললাম ; পরে দেখা করব, যদি ইচ্ছে হয় এগুলো কিনে নেবেন।”

সুরেশ চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত নিশীথ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হচ্ছিল পায়ের তলা থেকে মাটী সরে যাচ্ছে। যাকে সে কোন সন্দেহ করে নি, যার জন্যে সে সব ছেড়েছে সেই প্রণতির প্রেমপত্র একটা জোচ্চোরের হাতে ! তার ইচ্ছে করছিল যে চীৎকার করে প্রণতিকে ডাকে, তাকে জিজ্ঞেস করে, কেন সে তার সঙ্গে এ রকম শত্রুতা করলে ! ঋতেন না থাকলে সে যে কি করত বলা যায় না ; তার সামনে একটা বিশ্রী কাণ্ড করতে তার মন চাইলে না।

এত বড় একটা ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেল, প্রণতি তার কিছুই জানতে পারলে না। ঋতেনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে সব ভুলে গিয়েছিল ; রাত যে কত হয়েছিল তা তার মনেও ছিল না। খুকু ডাকতে সে ঘড়ির দিকে তাকালে। রাত ১২টা বেজে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি ঋতেনকে শুতে পাঠিয়ে সে দেখতে গেল নিশীথ শুয়েছে কি না ; তার ঘর অন্ধকার দেখে সে ঠিক করে নিলে যে নিশীথ ঘুমুচ্ছে। সে খুকুর পাশে শুয়ে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

কর্পোরেশন-কথা

গত ৯ই আগষ্ট কর্পোরেশনের অধিবেশনে বস্থ-লীগদল কর্ত্তৃক একজন সহকারী শিক্ষা-সচিব নিয়োগের প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। এ পদে একজন উর্দ্দু ও হিন্দীজ্ঞ নিযুক্ত হইবেন। পদের বেতন ধার্য্য হইয়াছে মাসিক ৩০০-১০-৪০০ টাকা এবং বাঁধা ভাতা মাসিক ৫০৲, প্রস্তাবটি হিন্দুমহাসভা ও ইয়ুরোপীয় দলের প্রতিবাদ সত্বেও গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয় সিংহ নাহার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, পদটি যেন বাংলার অধিবাসী কোনও বাঙালীকে দেওয়া হয়, কিন্তু শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায় তাহার প্রতিবাদ করেন। নরেশবাবুর ওয়ার্ডের ভোটারগণ এই কথাটি মনে রাখিবেন। বলা বাহুল্য, নাহার মহাশয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

মজার কথা এই যে এখনও পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসারই নিযুক্ত হইল না, অথচ তাঁহার সহকারী নিয়োগের প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল।

কর্পোরেশন ব্যয়সঙ্কোচ, দলাদলি ও শাসন দোষ নিবারণ-কল্পে বস্থ-লীগ বড় বড় বক্তৃতা দিয়া থাকেন !!!

বিনামূল্যে ! সুদৃশ্য হাত ঘড়ি বিনামূল্যে !!

মডেল ১৯৪০,

৬ নলা

অটোম্যাটিক রিভলভার

লাইসেন্স প্রয়োজন হয় না।

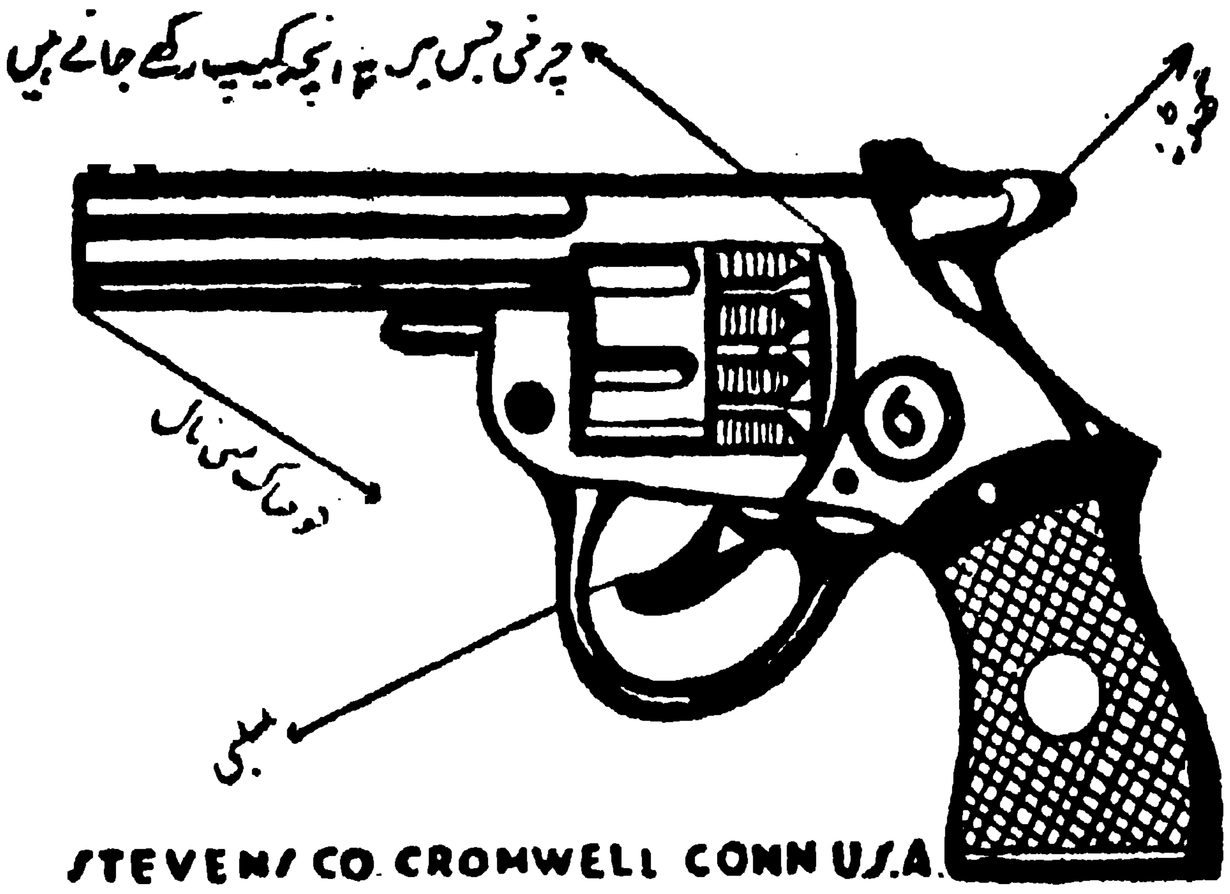

উপরের ছবির মতই আকার। দেখিতে এবং আওয়াজ আসল রিভলভারের মতই। ভারী ১৫ আউন্স এবং লম্বায় সাত ইঞ্চি। এ রিভলভারে এক সঙ্গে ছয়টি গুলি ভরা যায় এবং পর পর ছয়বারই গুলি করা যায়। ইহার আওয়াজ এত জোর যে এতদ্বারা বন্য-জন্তু জানোয়ার তাড়ান তো যায়ই উপরন্তু চোর বা শত্রুর বিরুদ্ধেও আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ। অথচ লাইসেন্স দরকার হয় না। ৩৫টি কারটিজ সহ ৭৭৭নং রিভলভারের দাম সাড়ে চারি টাকা মাত্র। ভাল শক্ত ইস্পাতে তৈরি ৮৮৮নং রিভলভারের দাম, ৪৫টি কার্ট্রিজ সহ, পাঁচ টাকা তের আনা। হাজার কার্ট্রিজের দাম ৭৲, বেল্টসহ খাপের দাম ১৸০, রিভলভার তৈল ৸০—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বিনামূল্যে—প্রত্যেক রিভলভারের সহিত বিনামূল্যে ছুইটি করিয়া সুদৃশ্য হাতঘড়ি দেওয়া হয়। একসঙ্গে তিনটি রিভলভার কিনিলে ছয়টি হাতঘড়ি বিনামূল্যে দেওয়া হয় ও ডাকমাশুল লাগে না।

American Pistol Co. Post Box No. 27 (D.P.B. 100) Amritsar, (India)

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি

গত ৫ই আগষ্ট চেয়ারম্যান্ রায় বাহাদুর এস, কে, দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির যে অধিবেশন হয় তাহাতে চট্টগ্রামের ডাঃ আমিনবাব খাঁকে শহরের হেল্‌থ্ অফিসার নিযুক্ত করা হয়। প্রকাশ, সিভিল সার্জ্জন মেজর লিণ্টন্ প্রস্তাব করেন যে পাঁচজন যোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া কমিটিতে পাঠান হউক, কমিটি যোগ্যতম ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবেন। প্রস্তাবটি ৫ : ১৪ ভোটে বাতিল হয়। শ্রীযুক্ত বারেন্দ্রনাথ বসু প্রস্তাবটির প্রতিবাদকালে বলেন যে যদিও আবেদনকারীদের মধ্যে ২৮ জন উচ্চতর গুণসম্পন্ন এবং মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যে অভিজ্ঞ ২৮ জন হিন্দু দরখাস্তকারী আছেন, তবুও এই সর্ব্বনিম্ন যোগ্যতাশালী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইতেছে, মাত্র মুসলমান্ সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচারের জন্য। ঢাকার পুলিশ সাহেব মিঃ পার্ডি (Mr. J. W. Purdy)ও এই নিয়োগের বিরুদ্ধে। চেয়ারম্যান্ মহাশয় বলেন, মিউনিসিপ্যালিটি যে-কোনও ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারে।

অতঃপর মেজর লিণ্টন্ ও তিনজন কংগ্রেস সভ্য (ডাঃ এস, কে, সেন, ডাঃ ধর এবং মিঃ বি, দাশগুপ্ত) প্রতিবাদকল্পে সভা ত্যাগ করেন।

এই বীরেনবাবুটি কে? ইহার এবার রায় বাহাদুর হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই সব লোক হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়

মিঃ ভি, কে, বসু, কলিকাতার ব্যারিষ্টার, সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানাইতেছেন :—

গত ১৮ই জুন (১৯৪০) তারিখে ষ্ট্রাথাল্যান্ (Strathallan) জাহাজ কেপ্ টাউন বন্দরে পৌঁছিলে, অন্যান্য যাত্রীদের সহিত মিঃ বসুও শহর দেখিতে বাহির হন। বন্দর হইতে শহরে ঢুকিতেই পুলিশ ইহাকে পাশ দেখাইতে বলে। অনতিদূরেই এই আফিস, সেখানে পদার্পণ করিতেই ইহার নজরে পড়ে দেওয়ালে লেখা—Europeans only.

একটা রেস্তঁরায় ঢুকিয়া সামান্য ঠাণ্ডা কিছু পান করিতে চাহিলে, তত্রত্য ওয়েটার ইহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলে, কারণ কালা আদমিকে এখানে কিছু খাইতে দেওয়া হয় না।

১০।১২টি রেস্তঁরায় ঢুকিয়া ইনি এই একই উত্তর ও ব্যবহার লাভ করিয়াছেন। এক জায়গায় ম্যানেজারের আপত্তি সত্ত্বেও ওয়েটার দয়া করিয়া কিছু পানীয় দিয়াছিল।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ "শান্তি"
নির্দ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১।২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১৷৷০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
প্রত্যাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

২।১টি রেস্তঁরায় ইহারা দেখেন যে ইহাদের জাহাজের শ্বেতাঙ্গ খালাসীদিগকে অবাধে প্রবেশ করিতে ও খাইতে দেওয়া হইতেছে, অথচ ইহাদিগকে নয়।

ছবি দেখিতে একটি সিনেমায় ঢুকিতেই টিকিট ঘরের মেয়েটি ইহাদিগকে টিকিট না দিয়া একটু দাঁড়াইতে বলিল এবং ম্যানেজারকে ডাকিল। ম্যানেজার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ দেশীয়? ভারতবর্ষীয়-দিগকে তিনি তাঁহাদের সিনেমায় টিকিট বিক্রয় করেন না।

সাধারণ মলমূত্রাগারগুলি পর্য্যন্ত Reserved for Europeans.

দক্ষিণ আফ্রিকায় এতদিন জানিতাম মানুষের গাত্রবর্ণেরই তারতম্য বিবেচিত হইত, কিন্তু মলমূত্রও যে ইয়ুরোপীয়ান্ ও ভারতীয় দুই বিশিষ্ট জাতিতে বিভক্ত, তাহা আমাদের জানা ছিল না।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড
নূতন বীমার পরিমাণ
৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	১৬ কোটি	৩৪ লক্ষের উপর			
বীমা তহবিল…	২	„	১৬	„	„
মোট সংস্থান…	৩	„	৩৬	„	„
দাবী শোধ…	১	„	৮৫	„	„
প্রিমিয়াম,আয়…	…	…	৭৪	„	„

—বোনাস—
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲
হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।
এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

গল্প

প্রেমের কাহিনী

সাম্‌সন্‌-ডেলিলা

—শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্‌সন, বাইবেল-বর্ণিত অমিত-বল শক্তিমান বীর, শক্তি তার ছিল অতুলনীয়। ইহুদী জাতির পুরাণে তার কথা আজও লিপিবদ্ধ আছে।

সোরেক উপত্যকার ডেলিলা ব'লে মেয়েটীকে সে ভীষণ ভালবাসতো। সাম্‌সন ছিলো ফিলিস্তীয়দের বিভীষিকা। কিন্তু ডেলিলা—এক ফিলিস্তীয় নারী। সকলে যখন শুন্‌লে যে সাম্‌সন ডেলিলার প্রেমে বিভোর, তখন ফিলিস্তীয়দের বড় বড় লোকেরা এসে ডেলিলাকে ব'ল্‌লে—'তাকে ভুলিয়ে জেনে নাও, সে তার এই অসীম শক্তি কোথা থেকে পেয়েছে? কি ক'রে তার এই শক্তি নষ্ট হতে পারে। যেন তাকে আমরা পরাস্ত ক'রে বন্দী ক'রে রাখতে পারি। জেনে দিতে পারলে তোমাকে আমরা প্রত্যেকে এগার শো ক'রে টাকা দেব।'

ডেলিলা সাম্‌সনকে শুধায়,—'দয়া করে বলো না, তোমার এত শক্তি কিসে হ'লো? কি ক'রেই বা তা নষ্ট হয়?'

সাম্‌সন বুঝতে পারে, ডেলিলার এই অযাচিত প্রশ্ন স্বভাবতঃ সন্দেহজনক। তবু সে বলে, 'যদি কেউ সাতখানি কাঁচা বেতি, যা কখনও রোদে শুকানো হয় নি, তাই দিয়ে আমাকে বাঁধে তা হ'লে আমি দুর্ব্বল হ'য়ে যাব, সাধারণ লোকের মত।'

ফিলিস্তীয়দের কর্ত্তারা ডেলিলাকে তাই এনে দেয়। সাম্‌সন রাত্রে শুলে, সে তাই দিয়ে তাকে বাঁধে এবং অপেক্ষমান ফিলিস্তীয়দের ডেকে দেয় চুপে চুপে। পরে সাম্‌সনকে ডেকে বলে,—'তোমাকে ফিলিস্তীয়রা ধ'রতে এসেছে, সাম্‌সন!' সে বেতিগুলো ছিঁড়ে ফেলে, যেমন ক'রে আগুনে ধরলে দড়ি ছিঁড়ে যায়, তেমনি ক'রে। তার শক্তির গোপন কথা কেউ জানতে পারে না।

ডেলিলা অভিমান ভরে বলে,—'এই তোমার প্রেম! তুমি মিথ্যা কথা ব'লে আমাকে ঠকিয়েছ। বল না, তোমার শক্তি কি ক'রে নষ্ট হ'তে পারে।'

সে বলে, 'নতুন দড়ি, যা কখনও ব্যবহার হয়নি—তাই দিয়ে আমাকে বাঁধলে, আমার শক্তি লোপ পাবে?'

বিশ্বাসঘাতিনী ডেলিলা তাই আনিয়ে নেয় এবং সাম্‌সন ঘুমালে তাকে বাঁধে শক্ত ক'রে, পরে তার দেশবাসীদের ডাকে ঘরের ভিতর। আর সাম্‌সনকে ডেকে বলে, 'ওঠ, সাম্‌সন; দেখ ফিলিস্তীয়রা তোমাকে ধরতে এসেছে।'

সাম্‌সন তাদের আসতে দেখে টেনে দড়ি ছিঁড়ে রুখে দাঁড়ায়।

ডেলিলা পুনরায় অনুযোগ করে,—'সাম্‌সন, তুমি আমাকে মিথ্যা বলে ঠকালে, বলবে না সত্যি কথা?'

সে বলে—'যদি আমার মাথার সাতটী বেণী একসাথে বেঁধে দাও কিছুর সঙ্গে, তবেই হ'তে পারে।'

ডেলিলা তার বেণী বেঁধে দেয় শক্ত ক'রে। পরে ফিলিস্তীয়দের কথা বলে আগের মত তার ঘুম ভাঙিয়ে। সে সব বাঁধন-শুদ্ধ ভেঙে চুরে বেরিয়ে আসে।

প্রেমিকা বলে রাগ ভরে,—'সাম্‌সন, তুমি যে আমাকে ভালোবাসো, 'একথা বলো না যেন আর কোনো দিন। তুমি প্রত্যেকবার আমার সঙ্গে ঠাট্টা ক'রলে। আর ব'ললে

২৫০৲ টাকা পুরস্কার

বশীকরণ যন্ত্রঃ—যাঁহাকে আপনি চান, তিনি পুরুষই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন, তাঁহার হৃদয় যত বড়ই কঠিন হউক, এমন কি, তিনি যদি আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতেও ঘৃণা করেন, তবুও ইহার দ্বারা তিনি আপনার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িবেন। মূল্য:—রৌপ্যনির্ম্মিত যন্ত্র—২৸৴০, তাম্র নির্ম্মিত—১৸৶০, এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত—৫৷৷০।

লক্ষ্মী যন্ত্রঃ—ইহা দ্বারা ব্যবসায়ে লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, লটারীতে জয়, পরীক্ষা, মামলা মোকর্দ্দমা, মারামারি, কুস্তি প্রভৃতিতে জয়লাভ এবং নবগ্রহের তুষ্টি সাধন হয়। ইহা আপনার সৌভাগ্য আনয়ন করিবে। মূল্য:—রৌপ্যনির্ম্মিত—২৸৴০, তাম্রনির্ম্মিত—১৸৶০, এবং স্বর্ণনির্ম্মিত ৫৷৷০।

দ্রষ্টব্য:—অসত্য প্রমাণে ২৫০৲ টাকা পুরস্কার এবং ফললাভ না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

AMERICAN MESMERISM HOUSE
Post Box No. 27 (D. P.), Amritsar (India).

না কিছুতেই, কোথা থেকে তোমার এত শক্তি এলো।'

এমনি প্রতিদিনই ডেলিলা সাম্‌সনকে শুধায়, অনুযোগ করে বলতে। সহ্য করা কঠিন, এত বিরক্ত সে করে তাকে! তাই সাম্‌সন তাকে মনের কথা একদিন খুলে বলে। 'আমার মাথায় কখনও ক্ষুর ঠেকানো হয়নি জন্মাবধি। আমার মায়ের গর্ভ থেকে আমি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত। আমার চুল কেটে দিলে তবেই আমার শক্তি লোপ পাবে, নইলে নয়।' ডেলিলা এতদিনে তার মনের কথা জানতে পেরে খুসী হয়। সে ফিলিস্তীয়দের সব খবর জানাতে ডেকে আনে। তারা তাকে প্রচুর অর্থ দেয়, বিনিময়ে তাদের সে সাম্‌সনের মনের কথাগুলি খুলে বলে।

তারপর একদিন ডেলিলা আপনার কোলে সাম্‌সনকে ঘুম পাড়ায়। একজন লোককে পরে ডাকিয়ে ঘুমন্ত সাম্‌সনের মাথার চুল সব কামিয়ে দেওয়ায়।

সাম্‌সন আজ সাধারণ লোক। তার শক্তি সামর্থ্য সব লোপ পেয়েছে। ফিলিস্তীয়দের আসার সময় সে একবার তার শক্তি ফিরে পাবে মনে করে উঠে দাঁড়ায়; কিন্তু তার সে শক্তি আর নাই। ফিলিস্তীয়রা তাকে বন্দী ক'রে তার চোখ উপড়িয়ে ফেলে। তাকে গাজা সহরে এনে পিতলের শিকল ও হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে বন্দী করে রাখে। অমিত-পরাক্রম সাম্‌সন আজ বন্দী ও শক্তিহীন।

দিন কেটে যায়। বন্দী সাম্‌সনের মাথায় আবার চুল দেখা দেয়।

ফিলিস্তীয়দের বিরাট ভোজ-উৎসব হবে, -যেহেতু তাদের চির-শত্রু সাম্‌সন আজ তাদের করায়ত্ত। বন্দী সাম্‌সনকে সকলের সামনে এনে দেখানো হয়। সব ফিলিস্তীয় খুসী হয়ে তাদের দেবতার প্রশংসা করে। বহু ফিলিস্তীয় স্বজন-হত্যার প্রতিশোধ পেয়েছে—এতদিনে। অন্ধ ও শক্তিহীন সাম্‌সন।

তারা সাম্‌সনকে দিয়ে খেলা করাতে চায়। একদিন এক বিরাট ফিলিস্তীয় জনতার সমক্ষে অন্ধ সাম্‌সনকে খেলার জন্য আনা হয়। তাকে এক বিরাট হলের মাঝখানে দুইটি বড় পাথরের থামের ফাঁকে খেলা দেখাতে দাঁড় করানো হয়।

সাম্‌সন তার সঙ্গের ছেলেটীকে তাকে থামের পাশে দাঁড় করিয়ে দিতে অনুনয় করে, যাতে সে থামে একটু হেলান দিতে পারে। সমগ্র হল-ঘর নর-নারীতে পরিপূর্ণ। উপরে, নীচে অগণিত জন-সমাবেশ, বিশ্বাসঘাতিনী ডেলিলাও তাদের মধ্যে ছিল। সাম্‌সন থাম ধ'রে ব্যাকুলভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে,—'হে ঈশ্বর, আমাকে দয়া করে আর একবার আমার শক্তি ফিরিয়ে দাও। কেবল একবার দাও, ভগবান। আমার অন্ধ চোখের শোধ নিতে যেন আমি পারি।'

সে দু'হাতে দুটী থাম জড়িয়ে ধরে, তারপর মনে মনে বলে,—'আমিও ফিলিস্তীয়দের সঙ্গে মরি।'

তার সব শক্তি আবার ফিরে আসে। দুই হাতে দালানের মধ্যের থাম দুটী সে ঠেলে ফেলে দেয়। হাজার হাজার ফিলিস্তীয়দের সাথে সমবেত জনতা দালানের তলে চাপা পড়ে, সাম্‌সনের সঙ্গে। হয়ত অবিশ্বাসিনী ডেলিলাকেও সে সঙ্গে নিতে পেরেছিল।

গান

—দেলওয়ার হোসেন

ফুটায়ে তুলি ফুল সে পড়ে ঝ'রে,
কি দিয়ে গাঁথি মালা কেমন ক'রে॥
যতনে জালি আলো
পুড়ে সে হয় কালো,
আঁধারে মরি একা,
জীবন ভ'রে॥
গাঁথিয়ে তুলি গান সে কাঁদে সুরে
যাহারে কাছে টানি সে যায় দূরে।
ভাসালে আশা-তরী
তরঙ্গে ডুবে মরি,
বাঁধিলে ঘর কভু,
সে ভাঙে ঝড়ে॥

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বশীকরণ কবচ

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।
অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক
৪নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(গোরাবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)
বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

বিনামূল্যে সুদৃশ্য রিষ্ট

জোহর্-ই-হুসান্ (রেজিঃ) আমাদের অকৃত্রিম ঔষধ। শরীরের যে কোনও স্থানের লোমনাশে অব্যর্থ। যে স্থানে একবার এ ঔষধ লাগান হয়, সেখানে জীবনে আর কখনও কেশোদ্গম হয় না। ইহা ব্যবহারে চামড়া মসৃণ কোমল ও মখমলের মত সুন্দর হয়। দাম প্রতি বোতল দুই টাকা।

এই ঔষধের প্রচারের জন্য প্রতি বোতলের সহিত একটি করিয়া সুদৃশ্য হাতঘড়ি উপহার দেওয়া হয়। ঘড়িগুলি মজবুত ও সুদৃশ্য এবং দশ বৎসরের গ্যারাণ্টিযুক্ত। প্রত্যেক ঘড়ির সহিত গ্যারাণ্টি রসিদ প্রেরিত হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—জিনিষ অপছন্দ হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়। একসঙ্গে তিন বোতল কিনিলে তিনটি সুদৃশ্য রিষ্ট ওয়াচ দেওয়া হয় এবং ডাক মাশুল ধরা হয় না।

London Commercial Co. P. O. Box No. 27 (D.P.B.) Amritsar (India)

সমালোচনা

(২৪)

মুমূর্ষু পৃথিবী—(উপন্যাস) শ্রীহারেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২০, দাম দুই টাকা।

বঞ্চিত, অবজ্ঞাত, মুমূর্ষু যে জীবন সমাজের উৎসবারণ্যের পশ্চাতে মুখ লুকাইয়া অশ্রুপাত করিতেছে তাহাদের বিচিত্র জীবনের অশ্রুস্নাত পরিচয় আলোচ্য উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান উপন্যাসের বড় কথা এই যে, লেখক এই পরিচয় দিতে যাইয়া অবান্তর কল্পনা-বিলাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। এই ধরণের উপন্যাসে সাধারণতঃ চরিত্র-সৃষ্টির বড় একটা অবসর থাকে না; ছোট ছোট ঘটনা, সাধারণের দৃষ্টিতে যাহার বেশী মূল্য নাই তাহাই একদল ক্ষুধিত মুমূর্ষু সর্ব্বহারাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে এই মহানগরীর বুকে এক অদ্ভুত জগৎ জাগিয়া ওঠে, কতকগুলি কঙ্কাল যাহাদের দুঃখবোধ জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে, অন্তর বলিতে যাহাদের কিছু অবশিষ্ট নাই, তাহাদেরই হিংসা, কলহ, বুভুক্ষা ও কামুকতা লইয়া এই গোটা কলিকাতার বুকে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব রহস্যপুরী রচিত হয় তাহারই পরিচয় আছে এই উপন্যাসের পৃষ্ঠায়। স্থানে স্থানে রূঢ় বাস্তবতায় লেখকের ভাষা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে লেখক পথ প্রদর্শক নন। ইতিপূর্ব্বে বাঙলা ভাষায় এই ধরণের কয়েকখানি উপন্যাস দেখিয়াছি। বর্ত্তমান যুগের সংশয়বাদ, সামাজিক অবিচার, অর্থনৈতিক দুর্গতি, নৈতিক মূল্য নির্দ্ধারণের পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গী যাহা বাংলা সাহিত্যের তরুণ লেখকদের রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে আলোচ্য উপন্যাস তাহা হইতে ব্যতিক্রম নয়। বর্ত্তমান যুগে ইউরোপীয় সাহিত্যে সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার যে ভিত্তি নড়িয়া উঠিয়াছে বাংলা সাহিত্যেও তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে। একজন ইংরেজ এ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"The social and moral discipline of an age which had been stirred by many ferments but had remained unanimous in its exterior observance, this time is shaken to its inner faith, the rebellious ideas and feelings escape from its hold in every direction".

যুগ-সাহিত্যের এই পরিচয় পত্র লইয়া উপন্যাসখানি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

(২৫)

স্বর্গ হইতে বিদায়—(উপন্যাস) শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ডি, এম, লাইব্রেরী কর্ত্তৃক ৪২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬, দাম দেড় টাকা। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর।

আলোচ্য উপন্যাস সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, অনাবশ্যক থিয়োরীর কোলাহলে গল্প কোথাও ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে নাই। বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যের বহু উপন্যাসকারের হাতে থিয়োরী ও যুক্তিবাদের বিভীষিকা সত্যকার সাহিত্যরস গ্রহণের পক্ষে এক প্রবল বাধার সৃষ্টি করিতেছে। সুখের বিষয় উপন্যাসখানি অতি আধুনিক সাহিত্যের এই ঝাঁঝ ও উগ্রতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

জহর, সুবর্ণ ও অনীতা কলিকাতার কোলাহলময় জনারণ্যের মাঝখানে তাহাদের জীবনের সার্থকতা খুঁজিতে আসিয়াছিল, কিন্তু মহানগরীর সামাজিক আলোক-বিলাসে ও মিথ্যা বর্ণচ্ছটায় এই তিনটী নরনারীর জীবনে আসিল এক মহাপরিবর্ত্তন। জহর একনিষ্ঠ কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে তাহার মুক্তি খুঁজিয়া পাইল, সুবর্ণের জীবনে এক সাময়িক বিভ্রম সত্ত্বেও সে বিবাহিত জীবনের মধ্যে পাইল পরম পরিতৃপ্তি। অনীতার জীবনে মহানগরীর বিলাসবিভ্রম তাহাকে প্রজাপতির মতই চঞ্চল করিয়া তুলিল। কলিকাতার অভিজাত সমাজের স্বচ্ছন্দবিহারিণী তরুণীদের পরিচয় লেখকের হাতে বেশ ভালই ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনীতার জীবনের পরিণতি অত্যন্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের মনে হয় এই চরিত্রটি আরও অধিক ফুটিয়া উঠিতে পারিত। জহরের সম্বন্ধেও লেখক অনুরূপ ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন। অল্প পরিসরের মধ্যেও নন্দরাণীর পরিচয় হৃদয় স্পর্শ করে। ছোটখাট দুই একটি দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও উপন্যাসখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

আলোচ্য উপন্যাসখানি "দীপালী"তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(২৬)

প্রাতধ্বনি—(কবিতার বই) শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী প্রণীত। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৫, দাম এক টাকা।

কবি অল্পদিনের মধ্যেই কবিতা রচনায় যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি কতকগুলি অনুবাদ কবিতার সমষ্টি। কিন্তু রচয়িতার কৃতিত্ব এইখানে যে, কবিতাগুলিকে অনুবাদ বলিয়া মোটেই মনে হয় না। কাব্যের প্রাণধর্ম্ম বজায় রাখিয়া কবিতাগুলি মূলকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়াছে। ভাষার স্নিগ্ধ মাধুর্য্য কবিতাগুলিকে আগাগোড়া উপভোগ্য করিয়া তোলে। প্রথম কবিতাটি শেলীর বিখ্যাত Cloudএর অনুবাদ। I bring fresh showers from thirsting flowers...... ইত্যাদি।

আহরি আনি নীর তটিনী জলধির
তৃষিত কুসুমের জুড়াই কায়
দুপুরে পাতাগুলি পড়িলে ঘুমে ঢলি
আড়াল করি লঘু আঁচল ছায়।

হইতে পারে উপরের লাইন কয়টী হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। আরও বহু অনুবাদ পুস্তকটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমরা পুস্তকখানির ব্যাপক প্রচার কামনা করি।

(২১)

শিকারী শশী ও লাঠিয়াল রামতনু—(ছেলে-মেয়েদের বই)—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী বি, এ, প্রণীত, প্রকাশক—এস, সি, আঢ্য এণ্ড কোং লিমিটেড, ১২ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য আট আনা।

শিশুপাঠ্য পুস্তক। ইহা বাংলার পল্লীগ্রামের একটি বাস্তব চরিত্র লইয়া লিখিত। বিদেশী বা কাল্পনিক রোমাঞ্চকর গল্পের চেয়ে একজন নগণ্য বাঙালীর প্রকৃত বীরত্বের ইতিহাসের যথেষ্ট মূল্য আছে। বইখানি আগাগোড়া শিশু-চিত্তের কল্পনার খোরাক যোগাইবে। প্রত্যেক বালক-বালিকার হাতে দেওয়ার যোগ্য বই, আমরা পুস্তকটির প্রচার কামনা করি।

কেলী ক্রিম

শুধু বাহ্য প্রয়োগেই ধারণশক্তি সতেজ করে। মূল্য প্রতি শিশি—২৲ টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ক্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬৷০। ঔষধগুলি গ্যারান্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—**Dr. S. C. Bhadury M.B.**
Ghiamandi, Muttra, U. P.

ছবিতে দেখে এসো

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলেই লোকে প্রচুর চা খায়; জল আর দুধ বাদ দিলে পানীয় চায়ের ব্যবহারই সম্ভবত পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী। বাস্তবিক যেখানেই সভ্যতার আলোক পৌঁছেছে সেখানেই আজ চা সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। প্রাচ্যে—চীন ও জাপান এবং প্রতীচ্যে—গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডই চা-প্রিয় জাতিগুলির মধ্যে প্রধান। জগদ্ব্যাপী ডোমিনিয়ান ইত্যাদি নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাসিন্দারা পানীয়ের মধ্যে চা-ই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে। ভারতের লোকও যে ক্রমশই বেশী চা-প্রিয় হয়ে উঠ্‌ছে তারও প্রমাণের অভাব নেই।

ধরা যাক ভারতের আধুনিক ছায়াচিত্র জগত—যাকে সামাজিক অবস্থার দর্পণ বলা যেতে পারে। তাতে যেমন আধুনিক সমাজের অন্য সব নীতি, রুচি, হাল-চাল অতি সুন্দর প্রতিফলিত হচ্ছে তেমন আবার আধুনিক সমাজের চা-প্রিয়তারও অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি কয়েকখানি ছবির কথা জানি, যার মধ্যে অন্তত এক জায়গায় চা খাওয়ার দৃশ্যটাই বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। "গৃহাগমন" বলে' একখানি তেলেগু সামাজিক ছবিতে দেখা যায় যে একজন মজুর তার প্রথম চায়ের পেয়ালা পেলো একটি সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীর বিয়েতে। মেয়ের বাপের সঙ্গে সেই সূত্রে তার এইরকম আলাপ হতে দেখা যায়:

মজুর: এটা কি জিনিষ?

মেয়ের বাপ: এ হচ্ছে চা। একটু খেয়েই দেখো, এই গরমের রাত্তিরে দেখবে শরীর কেমন তাজা করে দেবে।

মজুর: (কয়েক চুমুক খেয়ে) বাঃ, এমন চমৎকার জিনিষ তো কখনো খাইনি!

মেয়ের বাপ: সত্যি তোমার ভাল লাগছে?

মজুর: চমৎকার! দয়া করে আমাকে আর এক পেয়ালা দিন।

জনপ্রিয় বাংলা ছবি "অভিনয়"-এ দেখা গেল এক অজীর্ণ রোগগ্রস্ত জমিদার। তাঁর মেজাজ সব সময় খারাপ হয়েই আছে। তিনি চা খেতেন না, পাছে তাঁর অজীর্ণ রোগ বাড়ে। অবশেষে এক প্রিয়দর্শন যুবা এসে এই জমিদারের সব ভ্রান্ত ধারণা ঘুচিয়ে দিলে—সর্ব্বদা গোমড়ামুখো বুড়োকে প্রাণ খুলে হাসালে আর দুজনে মিলে মহানন্দে পান করলে চা।

নামজাদা হিন্দি ছবি "দুনিয়া না মানে"-তে পাওয়া গেল একটি করুণ হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য। নতুন বউ শ্বশুরবাড়ী এসেছে। দজ্জাল এক দূর সম্পর্কের শাশুড়ী তাকে চা দিলে না। বাড়ীর একটি ছোট্ট মেয়ে কিন্তু তার চায়ের পেয়ালা নিজে না খেয়ে নতুন বউয়ের সামনে এনে দিলে। নববধূর চোখ জলে ভরে' এলো। এ দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে দর্শকের চোখও সজল হয়ে ওঠে।

সত্যি এই সব ছায়াচিত্র দেখলে বোঝা যায় যে চা আজ আমাদের সামাজিক জীবনে কত গভীর ভাবে প্রবেশ করেছে।

এদেশের ফিল্ম ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট লোকজনদের সতেজ ও কর্ম্মক্ষম রাখবার জন্য আজকাল চা যে কত অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিখ্যাত চিত্র-প্রতিষ্ঠান ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রচার সচিবের একটি উক্তিতে তার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। ইনি জানিয়েছেন যে এঁদের নামজাদা ছবি 'রিক্তা' তোলবার সময় প্রায় চার মাস সময়ের মধ্যে অভিনেতা, অভিনেত্রী ও অন্যান্য লোকজনেরা সবসুদ্ধ মোট ৪০,০০০ পেয়ালা চা খেয়েছেন—যা তৈরী করতে প্রয়োজন হয়েছে ১৫০ পাউণ্ড শুকনো পাতা-চা।

THE BOYS' ... LIBRARY
Estd. 1909.
No............
Y. M. I.

আলোচনার আসর

দেশ-সেবায় নারীর কর্ত্তব্য

(৪)

সমাজে নারীর স্থান অনেক উচ্চে। ইহা ধ্রুব সত্য যে সংসারে বসবাস করতে হলে—প্রত্যেকটীর সীমা আছে। সেই সীমা যখনই কেহ পার হয়ে যায় তখনই সে হয়ে উঠে—উচ্ছৃঙ্খল। নারী তার পর্দ্দার অন্তরাল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ুক বাহিরে—স্বামীপুত্রপরিজনকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে। দেশ এইরূপ সেবিকা চায় না বা এইরূপ হতে উপদেশও দেয় না। নারী যখন পুরুষের সহধর্ম্মিনী—আজ হোক, কাল হোক, দু'দিন পরেই হোক এ বন্ধনে ধরা দিতেই হবে—নারী যখন পরাধীন—তখন তার নারীত্বের সীমা আছে। দেশ চায় নারী সেই সীমার মধ্য থেকেই—পর্দ্দার অন্তরাল হতে দেশ সেবা করুক—তবেই তার হবে প্রকৃত দেশ সেবা। তবে রেলওয়ে ড্রাইভার তারও একটা নির্দ্দিষ্ট আসন আছে—সেখানে বসেই সে চালকের কাজ করে—সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করে নিজের গন্তব্যপথে অগ্রসর হয় পেছনের সমস্ত Compartmentগুলিকে নিয়ে। নারীও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট আসনে বসে দেশ-সেবা করুক, দেশ এইই চায়। নারীর প্রধান ধর্ম্মই হল স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করা—পুত্রের তত্ত্বাবধান করা। এর মধ্য দিয়েই প্রকৃত দেশসেবার রূপ নারীকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

সকলের সম্মুখীন হ'য়ে দেশ সেবা করা নারীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেননা নারী আমরা—অজ্ঞ। শিক্ষায় অনেক পেছনে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীই অশিক্ষিতা। এ ছাড়াও নারী সাধারণতঃ দুর্ব্বলচেতা। ইহার একমাত্র কারণ শিক্ষার অভাব। সেইজন্য Huxley—বলেছেন—"We find girls naturally timid, inclined to dependence, born conservatives and we teach them that independence is unladylike—that blind faith is the right frame of mind." এর জন্য দায়ী পুরুষ—পুরুষ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে জাতির অবনতির মূলে রয়েছে নারীর অশিক্ষা আর তারই মূলে রয়েছে পুরুষ। তাই আজকাল নারী-শিক্ষার এত আন্দোলন। নারী পুরুষের শুধু বিলাস-ভোগিনী। নারী জানে না তার কর্ত্তব্য কি এবং দেশ তার কতখানি সাহায্য চায়। স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে সে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। স্বামী নিয়ে বসবাস করে সন্তান প্রসব করাই নারীর একমাত্র কর্ত্তব্য নয়! শিক্ষা যেমন জাতির মেরুদণ্ড—জাতিও সেইরূপ দেশের মেরুদণ্ড। দেশের মেরুদণ্ডকে গড়ে তুলবে নারী। নারী তার সন্তানকে সুশিক্ষিত করে দেশের সম্মুখে আদর্শ রূপে ছেড়ে দিবে। ইহাই কি নারীর প্রকৃত দেশ-সেবা নয়? নেপোলিয়ান বলেছিলেন—আমার উন্নতির মূলে রয়েছেন আমার মাতা—আমার মাতার শিক্ষা। একটী Proverbও বলে "A good mother is thousand times better than a school master." সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে নারী দেশ-সেবা করবে পরোক্ষভাবে—সন্তানসন্ততিকে সুশিক্ষা দান করে—স্বামীর সাহচর্য্য গ্রহণ করে এবং স্বামীকে সাহায্য করে।

মোসাম্মৎ কামরুণ নেছা
পাঠানপাড়া
রাজসাহী

(৫)

দেশ সেবায় ভারতের নারীর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ভারতের পুরুষদের সচেতন করা যে আমরা পরাধীন, যে স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। "রেখেছো বাঙ্গালী করে মানুষ করনি?" রবীন্দ্রনাথের এই ভীষণ অভিযোগ শুধু বাঙ্গলার নয় ভারতজননীদের কাছেও। এই লজ্জাকর কলঙ্ক দূর করার জন্যে আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, আমাদের পুরুষদের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

এইটুকু করতে পারলেই আমাদের অনেক কিছু করা হবে, বিখ্যাত কবি স্কট মিথ্যা বলেন নি। "The hand that rocks the cradle, rules the world" আমরা জানি যে সন্তানদের শরীর এবং মন গঠনের মশলা আমাদের হাতে, তবে কেন আমরা ভীরু সন্তান না গড়ে জগৎজয়ী সন্তান গঠন করি না?

শ্রীমতী প্রভাবতী পোড়েল
গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড
সালিখা, হাওড়া

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

সামান্য চাপিয়া দিতে হইবে, থাকিতে থাকিতেই চাপিয়া দিতে হইবে।

কুমারী সুষমা মজুমদার
কে: অ: তারক চরণ মজুমদার
মঃফরপুর

(১৪০

সাবুদানার খিচুড়ী

উপকরণ :—আধ সের সাবুদানা, এক পোয়া ভাজা মুগের ডাল, জিরা, তেজপাতা, কিস্‌মিস্, আদা, হলুদ, ঘি, পেস্তা, গরম মশলা, নুন আর সামান্য কিছু মশলা বাঁটা (পরিমাণমত ধনিয়া, জিরা, তেজপাতা, শুক্‌না লঙ্কা, দিয়ে বেঁটে নিতে হবে)।

প্রণালী :—প্রথমে আধ সের সাবুদানা ৬।৭ ধোঁয়া দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর উনানে কড়াই চাপিয়ে দিয়ে তাতে কিছু ঘি ঢেলে দিন ও সেই সাথে জিরা, তেজপাতা ফোড়ন দিন। জিরা যখন একটু লাল হবে তখন মশলাটা ছেড়ে দিয়ে ভেজে নিতে হবে। যখন ভাজা হবে তখন পেস্তা ও জল দিয়ে মুগের ডাল ছেড়ে দিন। ডালটা সিদ্ধ হ'লে তখন সাবুদানা ছেড়ে দিন ও আদা বাঁটা, কিস্‌মিস্ একটু হলুদ দিয়ে নাড়তে থাকুন, তারপর যখন 'এঁটে' উঠবে তখন ঘি ও গরম মশলা এবং একটু মিষ্টি দিয়ে নামিয়ে রাখুন।

শ্রীমতী জয়শ্রী ভৌমিক
সিরাজগঞ্জ, পাবনা

(১৪১)

মোচার পোলাও

মোচার ভেতরের সাদা নরম জিনিষটি লইবেন। ১ সের আতপ চাল একটি পাত্রে আধ সিদ্ধ করিয়া রাখুন। মোচার ভেতরের ঐ জিনিষটি দুই খণ্ড করিয়া চিরিয়া লইবেন। ১ সের চালে গোটা পাঁচেক লইবেন। এইবারে ঐ জিনিষটি ঘিয়ে ভাজিয়া নিন। এখন একটি কড়াইয়ে আন্দাজমত ঘি ঢালিয়া কিস্‌মিস ভাজিয়া রাখুন এবং ঐ ঘিয়েই লঙ্কা, হলুদ বাঁটা, জিরে মরিচ, ধনে, আদা-বাঁটা, তেজপাতা, আন্দাজমত নুন ও বেশীর ভাগ চিনি দিয়া ভাজিতে থাকুন। ভাজা হইলে সেই আধ-সিদ্ধ চাল ও মোচা তুলিয়া নাড়িতে নাড়িতে একটু একটু জল দিতে আরম্ভ করুন। যখন দেখিবেন সুসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে তখন নামাইয়া গরম মশলা দিন

শ্রীঅপর্ণা মুখোপাধ্যায়
উলুবেড়িয়া

(১৪২)

সোন্ পাপড়ী

গত ২৮শে মার্চ্চ ১৯৪০ সালের দীপালীর ১৩শ সংখ্যায় রেঙ্গুন প্রবাসিনী শ্রদ্ধেয়া ভগ্নী শ্রীমতী কিরণময়ী দত্ত "সোন্ পাপড়ী" প্রস্তুত-প্রণালী জানিতে চাহিয়াছেন, নিম্নে প্রস্তুত-প্রণালী দিলাম।

উপকরণ :—ছোলার বেসম ৴॥০ সের, ঘি ৴.৶০ পোয়া, চিনি ৴॥৶০ পোয়া, পেস্তা, বাদাম ও কিস্‌মিস্ আন্দাজমত।

প্রস্তুত প্রণালী :—ঘি ও বেসম একসঙ্গে কড়ায় করিয়া আগুনে চড়াইতে হইবে ও অনবরত নাড়িতে হইবে। সোঁদা গন্ধ হইলেই আগুন হইতে নামাইতে হইবে। নামাইবার পর কিছুক্ষণ বেশ ভাল করিয়া নাড়িতে হইবে, বেসম ভাজা ঠাণ্ডা হইলে ৴॥৶০ পোয়া, চিনির রসে (খুব কড়া পাকের হওয়া চাই অর্থাৎ রস হাতে লইয়া দেখিতে হইবে যাহাতে সুতার মত হয়) ঐ বেসম ভাজা ঢালিয়া কিস্‌মিস্ বাদাম প্রভৃতি দিয়া,

(১৪৩)

পালম শাকের বড়া

প্রণালী :—প্রথমে একটী আলাদা পাত্রে বেসম গুলিয়া রাখিবে, (পুর ভাজার বেসম যেমন গোলা হয়) আন্দাজমত পালম শাক খুব কুচাইয়া বেসমে ফেলিয়া দিবে এবং তাহাতে আদা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, সামান্য হিং, নুন (ও কিছু পুদিনা পাতা কুচাইয়া দিলে ভালো হয়) দিয়া বেসমে সবগুলি উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে, পরে ভাজা তেলে বড়ার মত ঐগুলি ভাজিবে, ইহা গরম গরম খাইতে খুব মুখরোচক।

শ্রীমতী শোভা মুখার্জ্জি
রিষিড়া

(১৪৪)

সাবুর পাঁপড়

উপকরণ :—সাবু, কালজিরে, গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ।

প্রণালী :—প্রথমে সাবু ধুয়ে ফেলবেন, তারপর এলুমিনিয়ামের পাত্রে জল দিয়ে সাবু সিদ্ধ করবেন। যখন সাবু বেশ পুরু হয়ে যাবে, তখন নামিয়ে নিয়ে তাতে আন্দাজমত নুন, গোলমরিচের গুঁড়া ও কালজিরা দিয়ে ভাল ভাবে মিশ্রিত করে নেবেন। পরে থালাতে ঘি বা তেল মাখিয়ে এক এক ডাবু সাবু পাতলা করে বিছিয়ে রোদে দেবেন; যেন জমাট হয়ে না যায়। শুকালে রংটা কাল হয়ে যায় বটে, কিন্তু পরে ঘি বা তেলে ভাজলে রং সাদা হয় এবং খুব বাড়ে এবং নরম হয়।

ইহা সাধারণ পাঁপড় অপেক্ষা খেতে সুস্বাদু এবং মুখরোচক।

কুমারী শিবানী মুখার্জ্জি
দানাপুর

বুনন-শিক্ষা

(প্রথম অধ্যায়)

—শ্রীমতী রেণুকা মিত্র, জিয়াগঞ্জ

পশমের বোনা শিখিতে হইলে ও পশমের পোষাক পরিচ্ছদ করিতে হইলে সাধারণ নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে সহজেই সকলে বুনিতে পারিবেন। সংক্ষেপে বিশেষ প্রয়োজনীয় নিয়ম ও তৎসঙ্গে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও শব্দগুলি এই অধ্যায়ে সর্ব্বপ্রথমে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায় হইতে নানাপ্রকার পরিচ্ছদ ও তাহাদের নমুনা এই অধ্যায়ে লিখিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও শব্দ প্রয়োগ দ্বারা লিপিবদ্ধ হইবে।

১। পশম অনেক প্রকার আছে। যথা :—৪ ফেরা, ৩ ফেরা, ২ ফেরা, মোটা ও পাতলা। কোন কোন পশমের সহিত সিল্ক সূতা থাকে, সেজন্য মজবুত হয়, বোনাও সুন্দর দেখায়। সাধারণতঃ গায়ের পরিচ্ছদ ৪ বা ৩ ফেরার পশম দিয়া বুনিলে ভাল হয়। বেশী পাক দেওয়া পশমের ও মোটা পশমের বোনা পরিচ্ছদ বেশী গরম হয়।

২। সাধারণতঃ ৮ নং হইতে ১২ নম্বরের লোহার বা এলুমিনিয়ম কাঁটায় সব পোষাক বোনা হইয়া থাকে এবং ২টী বা ৩টী কাঁটার প্রয়োজন হয়। কেবল মোজা বুনিবার জন্য ১২ নং হইতে ১৮ নম্বরের কাঁটার প্রয়োজন হয় ও চারিটী কাঁটা দরকার। মোজা বোনার কাঁটার দুই মুখ সরু হওয়া দরকার, কিন্তু পোষাক বুনিবার কাঁটার একদিকে বল (বন্ধ) থাকিলে ভাল হয়, তাহাতে ঘর পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। কম নম্বরের কাঁটা মোটা এবং বেশী নম্বরের কাঁটা সরু। সেজন্য পাতলা পশম লইয়া ঘন বোনার কাজ করিতে হইলে সরু কাঁটার প্রয়োজন। সরু কাঁটায় বুনিতে গেলে বেশী ঘর লইলে যতটা বোনা যাইবে, মোটা কাঁটায় তত লম্বা বুনিবার জন্য কম ঘর লইতে হইবে।

৩। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে হাল্কা রঙের ও বেশী পাক দেওয়া মোটা পশমে বোনা শেখা উচিত। নচেৎ ডিজাইন বুঝা যায় না ও একই বুনন ২-৩ বার খুলিলে পশম কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

৪। পশমের বল আলগা করিয়া তৈয়ারী করিয়া বোনা উচিত। ফেটী লইয়া বুনিলে বুনন ভাল হয় না।

৫। পশম ফুরাইয়া যাইবার পূর্ব্বে অন্য পশম যোগ করিতে হইলে গাঁট দেওয়া যাইতে পারে, তবে বুনন সুন্দর দেখায় যদি পশম শেষ হইবার পূর্ব্বে ৪।৫ আঙ্গুল পরিমিত উভয় পশম উল্টামুখ ভাবে একসঙ্গে লইয়া বোনা হয়। বেশী মোটা পশম হইলে ২।১ ফেরা প্রত্যেকের কাটিয়া ফেলিলে ভাল হয়।

৬। বোনার সময় পশম বেশী ঢিলা বা শক্ত করিয়া ধরিলে বুনন ভাল হয় না, ও পশম খারাপ হয়। সেজন্য ডান হাতের একটী আঙ্গুলে পশম একবার জড়াইয়া সমান ভাবে বোনার সময় ছাড়িলে ভাল হয়। অনেকে বোনার সময় ডান হাতের কাঁটায় পশম দিবার সময় কাঁটাটী একবারে ছাড়িয়া দেন, তাহাতে বোনা দেরীতে হয় ও বুনন ঢিলা বা শক্ত হয় কারণ পশমের টান সমানভাবে হয় না। সেজন্য বাঁ হাতের কাঁটার ঘরে ডান হাতের কাঁটা পরাইয়া অল্প কাঁটার মুখ বাহির করিলে ডান হাতে কাঁটা থাকা সত্ত্বেও কেবল আঙ্গুলের সাহায্যে পশম ব্যবহার করা যায়। [কিভাবে পশম ধরিলে ঐরূপভাবে বোনা যায় যদি কাহারও জানিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে জানাইতে পারি]

৭। বোনা আরম্ভ করিবার সময় একটী কাঁটায় বা ২টী কাঁটায় ঘর তোলা যায় তাহা বিস্তারিত লিখিলাম না। ঘর বন্ধ করা সাধারণতঃ ২টী নিয়মে করা যায়। (১ম) ২টী ঘর এক সঙ্গে বোনা—তাহাকে এক ঘর কমান বলা হয়। সাঙ্কেতিক (দু-স)। যদি ৩টী ঘর এক সঙ্গে বোনা হয় তাহা হইলে ২টী ঘর কমান (তি-স) বলা হইবে। যদি উল্টাভাবে বুনিতে হয় তবে সাঙ্কেতিকে "উদু-স বা উতি-স" হইবে। (২য়) ২টী ঘর বুনিয়া ডান কাঠিতে তুলিবার পর বাঁ হাতের কাঠি ডান হাতের প্রথম তোলা ঘরে দিয়া দ্বিতীয় বারের তোলা ঘরকে প্রথমবারের তোলা ঘরের ভিতর দিয়া ডান কাঠির সাহায্যে উঠাইলে ১ম ঘরটী বন্ধ হইবে। এইরূপে সব ঘর বন্ধ (ঘ-ব) করা হইয়া থাকে। ২টী কাঠিতে বোনা থাকিলে পাশাপাশি ভাবে বোনা রাখিয়া ২য় নিয়মে ঘর বন্ধ করা যাইবে।

৮। ঘর সাধারণতঃ ২টী নিয়মে বাড়ান যায়।

১ম :—সোজা বুননের মত বাঁ হাতের কাঁটার ঘরে ডান হাতের কাঁটা দিয়া ঘর তুলিয়া ডান কাঠিতে না লইয়া পুনরায় সেই কাঁটা পূর্ব্বেকার ঘরের পিছনে দিয়া ঘর তুলিলে ২টী ঘর একই ঘর হইতে হইবে। (ঘ-বা) ইংরাজিতে Increase বলে। এইরূপে ঘর বাড়ান যায়।

২য় :—সোজা (Knit) ভাবে বুনিবার সময় ঘর বাড়াইতে হইলে পশম সামনে আনিয়া বাঁ হাতের কাঁটার ঘর ডান হাতের কাঁটা দিয়া যেমন সোজাভাবে পিছনে পশম

দিয়া বোনা হয় সেইভাবে বুনিলে ২টী ঘর বাড়িবে কিন্তু বোনাটী জাল ভাবে পড়িবে, (Make one) সাঙ্কেতিকে (ঘ-ক) বলিব। পর পর ২টী ঘর বাড়াইতে হইলে "২ঘ-ক" (Make 2) বলিব !

যদি উল্টা (Purl) ভাবে বুনিবার সময় ঘর বাড়াইতে হয় তাহা হইলে প্রথমে পশম পিছনে লইয়া উল্টাভাবে বুনিবার মত পশম কাঁটায় দিলে ঘর বাড়িবে। সেজন্য উল্টা ঘর বাড়ান হইলে সাঙ্কেতিকে (১উঘ-ক) বা ২টী পর পর বাড়াইলে (২উঘ-ক) বলিব।

৯। জার্সি, পুলোভার, ব্লাউস ইত্যাদি গায়ের পোষাক বুনিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত মাপের প্রয়োজন :—

[সেলাই-শিক্ষায় মাপ লইবার প্রণালী সকল পাইবেন]।

(ক) ঝুল (Length) বা লম্বা। (খ) ছাতি (Chest)। (গ) পুট (Ex-shoulder)। (ঘ) পুট-হাতা (Sleeve)—যদি হাতা করিবার প্রয়োজন হয়। (ঙ) কোমর (Waist)।

১০। কোন পোষাক বুনিবার পূর্ব্বে কয়টী ঘর তুলিলে কত ইঞ্চি (") হয় ও কয় কাঁটা বুনিলে ঝুলে কত ইঞ্চি হয় জানা প্রয়োজন। ইহা জানা থাকিলে পশমের বোনা খুব ভাল ভাবে গায়ে বসে ও সুন্দর দেখায়। সেজন্য যখন বোনার প্যাটার্ণ বা নমুনা লিপিবদ্ধ হইবে তখন প্রত্যেকটীতে কাঁটার নম্বর ও সেই সঙ্গে প্রতি ইঞ্চিতে কত ঘর হইবে ও কত কাঁটা বুনিলে কত ইঞ্চি লম্বা হইবে লিখিত থাকিবে। নমুনা ও কাঁটার নম্বর হিসাবে ঘর কম বা বেশী ইত্যাদি হইয়া থাকে। সেজন্য পশমের পোষাক একই প্যাটার্ণ (নমুনা) কাঁটার পার্থক্যে বা একই কাঁটায় নমুনার পার্থক্যে সমান সংখ্যক ঘরে গায়ের ঠিক মাপ অনুযায়ী হয় না।

১১। বোনার প্রথমে যত ঘর তুলিতে হইবে তত তুলিয়া পরের কাঁটা যদি ঘরের পিছন দিকে কাঁটা পরাইয়া সোজাভাবে বোনা যায় তাহা হইলে বুননের নীচেটা সমান ও সুন্দর হয়।

১২। যে কোন নমুনা লইয়া পোষাক বুনিবার সময় বোনার প্রথম ও শেষ লাইন ১টী করিয়া সোজা বা উল্টা ভাবে ঘর বরাবর বুনিলে সেলাই করিবার সময় (সামনের ও পিছনের অংশ) সেলাই ভাল হয়। সেজন্য নমুনা হিসাবে যত ঘর লওয়া প্রয়োজন তার চেয়ে ২টী ঘর বেশী লওয়া উচিত।

১৩। বোনা আরম্ভ করিবার সময় সরু কাঁটা দিয়া ঘর তুলিয়া ও নমুনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বুনিতে হয়। পরে মোটা কাঁটা দিয়া এবং কিছু ঘর বাড়াইয়া নমুনা আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে পশমের গায়ের পোষাক সুন্দরভাবে ফিট্ করে। ঘর বাড়ান'র পর ১ঘর উল্টা বুনিয়া নমুনা আরম্ভ করা উচিত। যত সংখ্যক ঘরে নমুনা হয় তত সংখ্যক ঘর ছাতির মাপ হিসাবে লইয়া তাহা হইতে কিছু ঘর কমাইয়া প্রথমে বোনা আরম্ভ করিতে হইবে। সেজন্য প্রায় সকল নমুনাতেই কত ঘর প্রথমে লইতে হইবে তাহা উদাহরণসহ লিখিত হইবে। ইহাতে যদি কোন শিক্ষার্থিনীর বুঝিতে অসুবিধা হয় তাহা হইলে তাঁহার প্রয়োজনীয় মাপ ও কাঠির নম্বর জানাইলে—কিরূপ হইবে তাহা দীপালীতে জানাইতে পারি। প্রত্যেক বুননে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও তাহার নিয়মাদি লিখিত হইবে।

মন্তব্য :—যদি উল্লিখিত অংশের কোন স্থান বিশেষভাবে জানিবার কোন পাঠিকার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে দীপালীতে জানাইবেন। যতদূর সম্ভব দীপালীতে তাহার উত্তর সবিস্তারে জানাইবার চেষ্টা করিব।

শুক্রবার ৩০শে আগষ্ট হইতে

৮ম

সপ্তাহ

আধুনিকযুগের হাস্যপূর্ণ কাহিনী

ঘর

-কী-

রাণী

নিউ সিনেমায়

শীঘ্রই আসিতেছে

রঞ্জিৎ মুভিটোনের

আজ-কা-

হিন্দুস্থান

— চিত্র - পরিবেশক —

মানসাটা

ফিল্ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স

১, কলিকাতা

ফোন: কলিঃ ৪৫

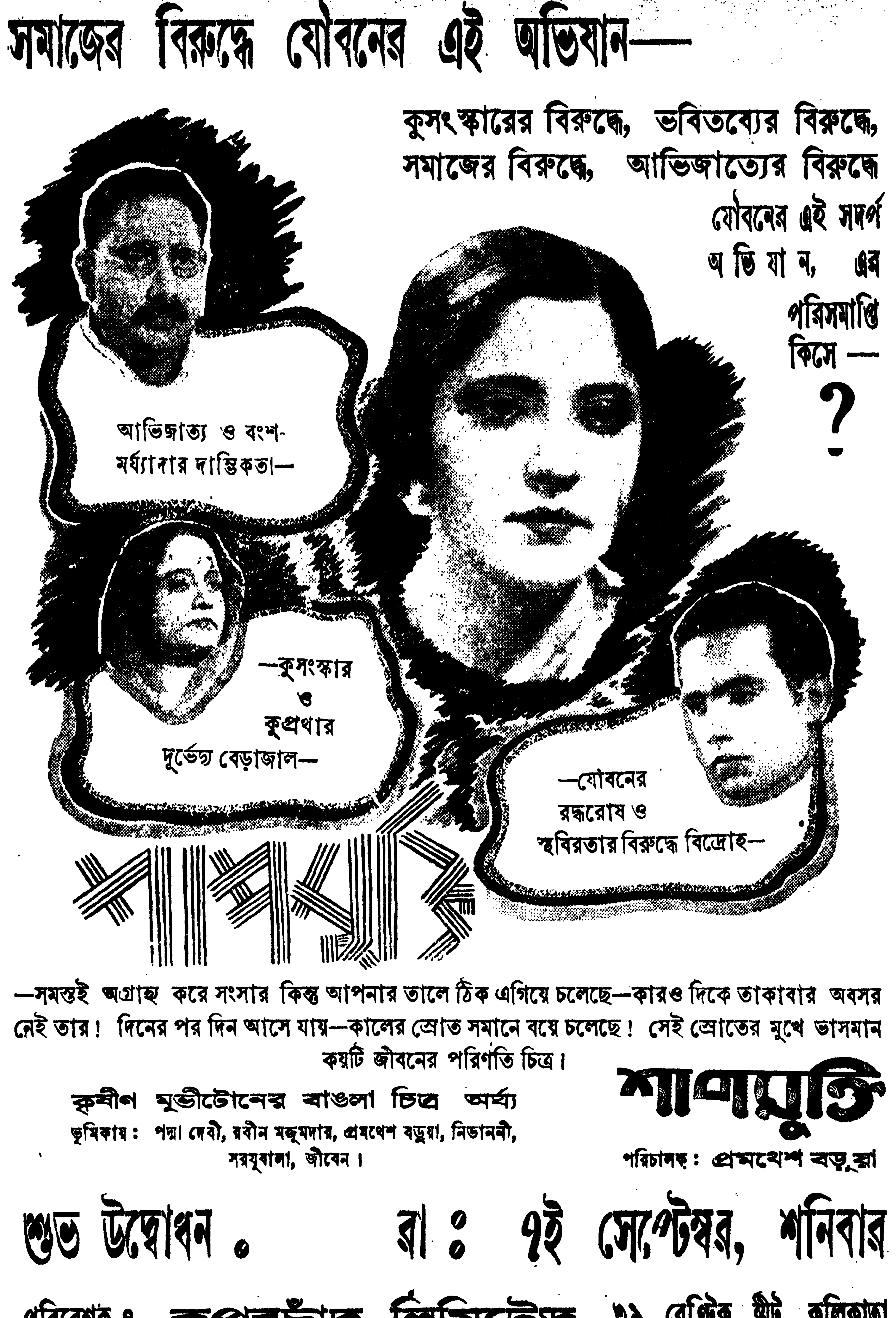
সমাজের বিরুদ্ধে যৌবনের এই অভিযান—
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ভবিতব্যের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, আভিজাত্যের বিরুদ্ধে যৌবনের এই সদর্প অভিযান, এর পরিসমাপ্তি কিসে—?
আভিজাত্য ও বংশ-মর্য্যাদার দাম্ভিকতা—
—কুসংস্কার ও কুপ্রথার দুর্ভেদ্য বেড়াজাল—
—যৌবনের রুদ্ধরোষ ও স্থবিরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—
—সমস্তই অগ্রাহ্য করে সংসার কিন্তু আপনার তালে ঠিক এগিয়ে চলেছে—কারও দিকে তাকাবার অবসর নেই তার! দিনের পর দিন আসে যায়—কালের স্রোত সমানে বয়ে চলেছে! সেই স্রোতের মুখে ভাসমান কয়টি জীবনের পরিণতি চিত্র।
কৃষ্ণ মুভীটোনের বাঙলা চিত্র অর্ঘ্য
শাপমুক্তি
ভূমিকায়: পদ্মা দেবী, রবীন মজুমদার, প্রমথেশ বড়ুয়া, নিভাননী, সরযূবালা, জীবেন।
পরিচালক: প্রমথেশ বড়ুয়া
শুভ উদ্বোধন . রূা : ৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার
পরিবেশক: কপূরচাঁদ লিমিটেড, ৩১ বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্যালকাটা রেফারি এসোসিয়েশনের অনুমোদিত রেফারি ছাড়া অন্য কেউ আই-এফ-এর খেলা খেলাতে পারে কি না—এই প্রশ্নের সেদিন সমাধান হয়ে গেছে। ট্রেড্‌স্ কাপের এক খেলায় মাড়োয়ারী ক্লাব মোহনবাগানের কাছে হেরে যায়। মাড়োয়ারি ক্লাব এই বলে আই-এফ-এর কাছে প্রতিবাদ করে যে একজন বে-সরকারি রেফারি খেলাটা খেলিয়েছে, সেজন্য আবার খেলার অনুমতি দেওয়া হউক। আই-এফ-এ তাদের সে আবেদন গ্রাহ্য করে—এবং পুনরায় খেলা হয়, আমরা জানি খেলা সুরু হওয়ার আগে দু'দলেরই সম্মতি নিয়ে রেফারি নির্ব্বাচিত করা হয়েছিলো, কিন্তু হেরে গেছে বলে এ-রকম প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা মাড়োয়ারি ক্লাবের পক্ষে অনুচিত নয় কি? আই-এফ-এই বা কি-প্রকারে এই আবেদন গ্রাহ্য করলো আমরা ভেবে পাচ্ছি না। কেন না কলিকাতার মতন সহরে আই-এফ-এর অধীনে রোজ প্রায় ২৫।৩০টা করে খেলা হয়, সি-আর-এ অত রেফারি কোথা থেকে রোজ রোজ জোটাবে? তা'ছাড়া এ-পর্য্যন্ত আই-এফ-এর অধীনে অনেক খেলাই খেলান হয়েছে রেফারি পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের প্র্যাক্‌টিক্যাল্ পরীক্ষারূপে, সে সমস্ত খেলাও আবার নূতন করে তা'হলে খেলান উচিত।

*

প্রেসিডেন্সি কলেজ ইলিয়ট্ শীল্ডের এক খেলায় রিপন কলেজের কাছে হেরে গিয়ে আই-এফ-এর কাছে প্রতিবাদ করেছিলো যে রিপন কলেজের দলে একজন বাইরের খেলোয়াড় খেলেছে। তাদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয়েছিল এবং আবার খেলানোতে প্রেসিডেন্সি খেলাতে জেতে। কলেজের টীম সমূহের নামগুলি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে এদের মধ্যে অনেকেই আবার অফিস্ টীমের হয়ে খেলে। যে কলেজে পড়ে সে আবার অফিসে কাজ করে কি করে—একটু খট্‌কা লাগে না কি? কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত বলবেন তারা কমার্স বিভাগে পড়ে, নয়তো ক্যাম্বেল ছাত্র—এর উপর আর কোনো কথা নেই। ইলিয়ট্ শীল্ড ও হার্ডিঞ্জ বার্থ-ডে শীল্ড ছাত্রদের জন্য—কেবল ছাত্রদের দিয়ে না খেলিয়ে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ভাড়া করা খেলোয়াড় দিয়ে খেলিয়ে এমন অ-খেলোয়াড়জনক ব্যবসাদারি মনোবৃত্তি কেন যে দেখান তা' আমরা বুঝতে পারি না!

*

মহীশূরের পরলোকগত যুবরাজের স্মৃতি-চিহ্ন নিয়ে যে কাপটা মাদ্রাজ দিতে রাজী হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে আবার আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলান হবে। খবরটা সুখবর সন্দেহ নাই, কেন না এতদিন হকি ও ক্রিকেটে কেবল এই প্রতিযোগিতা চলতো, এবার ফুটবল আবার এই প্রতিযোগিতার মর্য্যাদা ও জনপ্রিয়তা আরও বাড়লো।

*

কলিকাতায় আই-এফ-এ শীল্ডের খেলার পর ব্যাঙের ছাতার মতন একটু ফাঁকা জায়গা পেলে সে জায়গাকে কেন্দ্র করে এক একটা টুর্ণামেণ্ট খেলা গজিয়ে ওঠে। এই সমস্ত খেলায় কোন নিয়মের বালাই নেই। টুর্ণামেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষরা নিজেদের ইচ্ছেমত খেলা চালান। বাগবাজার গ্রীণষ্টার ক্লাবও এমনি একটা টুর্ণামেণ্টের আয়োজন করেছিল। শ্যামবাজার হাই স্কুল দল এই খেলাতে খেলার জন্য নাম পাঠিয়েছিলো। এই টীমটি খুব শক্তিশালী দল, কিন্তু গ্রীণষ্টার কর্ত্তৃপক্ষ এদের কয়েকজন খেলোয়াড় ৫ ফিট্ ২ ইঞ্চির বেশী উচ্চ বলে টীমটিকে খেলতে দেয় নি। এই একটা মাত্র উদাহরণ নয়, এ-রকম ব্যাপার চারধারেই চলছে। নিজেদের শীল্ড যাতে নিজেদের ঘরে থাকে তাই বোধ হয় আসল উদ্দেশ্য। এ-রকম অখেলোয়াড়জনক মনোবৃত্তির কবে অবসান হবে!

মোহনবাগান রোভার্স কাপে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। বি-ই-এস-টি দলকে ৫-১ গোলে হারিয়ে তারা সুদূর বোম্বাই প্রদেশে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছে। গোল দিয়েছেন কে, ভট্টাচার্য্য (২), এস মিত্র (১), রায়চৌধুরী (২)। মোহনবাগানের ফরোয়ার্ড ও হাফ-ব্যাক দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা ভাল বোঝাপড়া ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। ব্যাকে সন্মথ দত্ত খুব ভাল খেলেছেন। যাত্রা খুব শুভ সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ রক্ষা হলে হয়!

শীল্ড বিজয়ী এরিয়ান্সের বিখ্যাত গোলকীপার রাম ভট্টাচার্য্য খুব সম্ভব আগামী বছর পুলিশের হয়ে খেলবেন। তিনি কলিকাতা পুলিশে চাকরি পেয়েছেন। খবরটা যদি সত্য হয় তবে রামবাবুকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

রাধানাথ স্মৃতি কাপ (বালী)

শ্রীরামপুর ক্রে: ইউ: ৪	ওয়েলিংটন ২
(নিরাপদ ১ বিজয় ৩)	(অমিয় ১ অমর ১)
দেশবন্ধু ৪	মিলন-সমিতি 'বি' ১
(সত্য ২ অজিত ২)	(পূর্ণ ১)

'পূর্ণ' তরুণ-সঙ্ঘের হয়ে এড়িয়াদহের বিপক্ষে খেলে হেরে গিয়ে নিজ নাম বদলিয়ে মিলন-সমিতি 'বি'-এর পক্ষ হয়ে খেলে, খেলার শেষে শিশু-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ জানতে পারে এবং ভবিষ্যতে যাতে ঐরূপ আর না

... মিলন-সমিতিকে সাবধান করে দেওয়া হয়।

মিলন-সমিতি 'এ' ৫ — বঙ্গ শিশু বিদ্যালয় ২
(গৌর ১ অবধি ১ — (কৃষ্ণ ২)
মঙ্গল ১ সমর ২)

দ্বিতীয়ার্দ্ধে বঙ্গ শিশু বিদ্যালয় ২ গোল দিয়ে জিততে থাকে, কিন্তু অদৃষ্টের এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে শেষকালে ৫-২ গোলে হারতে বাধ্য হয়।

বরেন্দ্র এড়িয়াদহ ১ — উত্তর পাড়া জি, স্কুল ০
(শচীন ১)

যেভাবে দুই দল খেলেছে তাতে খেলাটি ড্র হওয়া ছিল। খেলা শেষ হবার তিন মিনিট বাকী থাকতে শচীন একটি সুন্দর গোল দিয়ে নিজ দলকে বিজয় পথে নিয়ে যায়।

আগামী বারের খেলা

দেশবন্ধু 'বনাম' সালকিয়া হিন্দু স্কুল।

মদছির শীল্ড (করিমগঞ্জ)

গত ২১শে আগষ্ট বুধবার, স্থানীয় নীলমণি স্কুল মাঠে মদছির শীল্ডের ফাইন্যাল প্রতিযোগিতা—করিমগঞ্জ টাউন ক্লাব বনাম নরসিংপুর ক্লাবে হয়ে গেছে। টাউন ক্লাবের প্রায় প্রত্যেক খেলোয়াড়ই ভাল খেলেছে তন্মধ্যে,—এ, নবাব চৌধুরী এবং বিপিন দাসের খেলা প্রশংসনীয়। তীব্র প্রতিযোগিতা এবং প্রবল উত্তেজনার মধ্যে টাউন ক্লাব ২-০ গোলে জয়লাভ করেছে।

এই শীল্ডটী ১৯১৮ সালে টাউন ক্লাব প্রথম পেয়েছিল।

শ্রীলক্ষ্মণ চন্দ্র নিয়োগী সস্‌পেণ্ড

শিশু সমিতির সভ্য শ্রীলক্ষ্মণ চন্দ্র নিয়োগী সমিতির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাবধান করা সত্বেও সমিতির অনুমতি ব্যতীত অন্য ক্লাবের পক্ষ থেকে খেলার জন্য ৩ (ক) আইনানুযায়ী ১৮।৮।৪০ হইতে এক বৎসরের জন্য সস্‌পেণ্ড করা হইল।

পত্রলেখা

(৪৪)

নিরঞ্জন পালের চিঠি

মাননীয় দীপালী সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়,

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ গাঙ্গুলীর "বহুপূর্ব্বেই জানিতাম" শীর্ষক প্রতিবাদ পত্রটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানতে চেয়ে আপনি আমাকে বাধিত করেছেন।

কিন্তু বিবাদ যেখানে সত্য, মিথ্যা নিয়ে সেখানে সংবাদপত্রে বাক্-যুদ্ধ করে কোনও ফল হবে কি? লেখা-লিখি করে গালাগালি দিতে কে বেশী পটু তার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে সত্য মিথ্যার প্রমাণ পাওয়া যাবে না। এর মীমাংসা কোনও নিরপেক্ষ লোকের দ্বারাই সম্ভব।

এইজন্য আমার সবিশেষ অনুরোধ এই যে, যে সকল সংবাদপত্রে আমার প্রবন্ধ ও গোবিন্দবাবুর প্রতিবাদ বেরিয়েছে সেই সকল সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা এ-বিষয়ের বিচার করুন। তাঁরা যদি রাজি না হন, আমি আশা করি যে বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন কিম্বা বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করে সত্য মিথ্যার বিচার করুন। এতে আমাদের জাতীয় ফিল্ম-শিল্পের মঙ্গল হবে। কারণ আমি যদি মিথ্যা করে একটি বাঙ্গালী ফিল্ম প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে থাকি তা'হলে এই মুহূর্ত্তেই আমার মতন লোককে ফিল্ম-শিল্প থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া উচিত।

গোবিন্দবাবু ফিল্ম সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতার কথা সকলের সামনে জাহির করেছেন বলে আমি মোটেই লজ্জিত নই। যাঁরা সত্য-সত্যই আমাদের দেশের ফিল্ম-শিল্পের উন্নতি কামনা করেন তাঁদের প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে যত সব Bogus ডায়রেক্টর ও সিনারিও রাইটারদের মুখোস খুলে দিয়ে সাধারণের কাছে দাঁড় করান। তাতে ফিল্ম-শিল্পের মঙ্গল হবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে গোবিন্দবাবু ফিল্ম-শিল্পের উন্নতি চান না—যদি চাইতেন তা'হলে কি আর তাঁরা আমাকে সাক্ষী-গোপাল খাড়া করে "শুকতারার" ডিরেকশন করতেন, না মিথ্যা করে বড় বড় অক্ষরে, আমার নাম "শুকতারা"র ডাইরেক্টর বলে বাজারে জাহির করতেন! এভাবে তাঁরা কেন পাবলিককে প্রবঞ্চনা ক'রলেন?

শুধু তাই নয়—"শুকতারা" যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—তখন এই ফিল্ম প্রডিউসারস্ লিমিটেড আমাকে আর একখানি বাংলা ছবি তুলবার ভার নিতে বলেন···শুধু বলেন না···সেইজন্য আমাকে পাঁচ শত টাকা অগ্রিম দেন এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতেও সুরু করেন। যে-লোক ফিল্ম সম্বন্ধে কিছুই জানে না—যে সিনারিও রাইটার সিনেরিও সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, যে-লোকের ডিরেকশন করবার একটা ধারণা পর্য্যন্ত নেই, তাকে দিয়ে আর একখানা ছবি!

আচ্ছা, আপনারা একবার ভেবে দেখুন তা' মিথ্যা করে "শুকতারা"র ডিরেক্টর হিসাবে আমাকে মাসের পর মাস অত পাবলিসিটি দিয়ে ফিল্ম প্রডিউসারের কর্তৃপক্ষেরা কি অন্যায়ই না ক'রেছেন! এই "শুকতারা" আমিই ডাইরেক্ট করেছি বলে আমি এখন আর একজন প্রডিউসারকে জালে জড়িয়েছি, বিশেষতঃ এমন একজন প্রডিউসার যিনি টাকা দিয়েই খালাস এবং যাঁর ষ্টুডিওতে গোবিন্দবাবুর মতন একজন দক্ষ ব্যবস্থাপকও

নেই···না আছে ফিল্ম প্রডিউসারের মতন বিশেষজ্ঞ technicians! এখন আমার নূতন ছবিকে বাঁচাবে কে, আর কেই বা প্রডিউসারের টাকাগুলির সদ্ব্যবহার করবে?

গোবিন্দবাবু তাঁর প্রতিবাদ-পত্রের এক জায়গায় ব'লেছেন যে আমি ঈর্ষার বশে ফিল্ম প্রডিউসারের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করেছি। কিন্তু কই—এক মুহূর্তের জন্যও ত' ফিল্ম প্রডিউসারের কর্তৃপক্ষেরা—(গোবিন্দ বাবু নন) আমাকে ঈর্ষান্বিত হবার কারণ দেন নাই। ফিল্ম প্রডিউসার ব'লতে আমি শুধু দু'জনকে জানি—শ্রীযুক্ত মাখনলাল মল্লিক মহাশয়—যিনি তাঁর যথা-সর্বস্ব দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন আর শ্রীযুক্ত উমানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়—যিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এঁরা উভয়েই বরাবর আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করে এসেছেন। যখনই আমার টাকার প্রয়োজন হয়েছে তখনই এঁরা সাধ্যমত আমাকে টাকা দিয়েছেন এবং "শুকতারা" শেষ হবার আগেই আমার প্রাপ্য টাকা শুধু চুকিয়ে দেন নি বরং তার ওপর কিছু বেশী টাকাই দিয়েছেন। তা'ছাড়া আমি যে ফিল্ম প্রডিউসার্স ছেড়ে দেই সেটা তাঁরা কখনও চান নি বরং আমি যাতে ওঁদের ওখানেই "গীতার বনবাস" তুলি সেজন্য আমাকে ৫০০৲ টাকা advanceও করেন। শুধু তাই নয়, যখন ব্যক্তিগত কারণবশতঃ আমি "গীতার বনবাস" করবার প্রস্তাব থেকে রেহাই চাই তখন প্রযোজক উমানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় আমাকে শুধু চুক্তি থেকেই রেহাই দেন নি, অগ্রিম দেয় ৫০০৲ টাকা থেকেও আমাকে রেহাই দেন। এ-সবের পরেও কি ফিল্ম প্রডিউসারের ওপর আমার কোনও আক্রোশ থাকতে পারে?

সত্য কথা হচ্ছে এই—যদিও ব্যক্তিগত ব্যবহার সম্বন্ধে ফিল্ম প্রডিউসারের কর্তৃপক্ষেরা—(গোবিন্দবাবু নন) আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তবুও ফিল্ম-শিল্পের উন্নতির কথা ভেবেই আমি "এতদিনে জানিলাম" প্রবন্ধটি লিখতে বাধ্য হই—আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যাতে কাজে নামবার আগে আমাদের Capitalist ও Producerরা efficiency ও organisationএর প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবেন। ব্যক্তিগতভাবে ফিল্ম প্রডিউসারের ওপর আমার কোনও আক্রোশ নেই এবং আক্রোশ থাকবার কোন কারণও তাঁরা আমাকে দেন নি!

আমার শেষ প্রশ্ন:—"এতদিনে জানিলাম" প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রযোজক উমানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় করেন নাই কেন? সত্য মিথ্যা জানিবার তাঁর যে সুযোগ ছিল সেটা গোবিন্দ বাবুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ "শুকতারার" ব্যবস্থাপককে কাজের সময় কখনও ষ্টুডিওতে দেখতে পাওয়া যেত না···এবং সেইজন্যই বোধ হয় উমাবাবু শ্রীযুক্ত নির্মল তালুকদারকে ব্যবস্থাপকের পদে নিয়োগ করেন!

শ্রীনিরঞ্জন পাল
অরোরা ষ্টুডিও, কলিকাতা।
২৬-৮-৪০

(৪৫)

ফ্রি এমব্রয়ডারী প্রতিযোগিতা

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা
মহাশয়া সমীপেষু—

মহাশয়া,

এই পত্রখানি দীপালীতে স্থান পাইলে বাধিত হইব। ৩৪শ সংখ্যার দীপালীতে বড়দিদির মারফৎ আমাদের ফ্রি এমব্রয়ডারি প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দেখিয়া আমরা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলাম।

আমরা ১৬ই জুন তারিখে মিসেস্ লাবণ্যময়ী বসুর নিকট হইতে এমব্রয়ডারি পাইয়াছিলাম। এবং আমাদের নিয়মাবলীতে উক্ত প্রতিযোগিতা ১৫ই জুন শেষ দিন হইয়াছিল এবং বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ভগিনিগের অনুরোধে ১৫ই জুনের পরিবর্তে উক্ত প্রতিযোগিতা শেষ দিন ৩১শে জুলাই ধার্য্য হইয়াছিল। তাহা প্রত্যেক সংবাদপত্রে জানান হইয়াছিল। এবং পুনরায় অনুরোধে আমাদের শেষ দিন ১৫ই আগষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মিসেস্ লাবণ্যময়ী আমাদের নিকট ১৮ই জুলাই পত্র লিখিয়াছিলেন। আমাদের পুরাতন ঠিকানা ৪৬নং আমহার্ষ্ট রো ছিল। এবার নূতন ইলেকসনের পর আমাদের ঠিকানা ৬০নং আমহার্ষ্ট রো হইয়া গিয়াছে। ডাক পিয়ন উক্ত ঠিকানায় না দিয়া পুরাতন ৪৬নং আমহার্ষ্ট রো ঠিকানায় পত্র দেয়। উক্ত পত্রখানি আমরা ১৬ই আগষ্ট পাই ও সেই দিনই পত্রের উত্তর দিয়া থাকি। আশা করি তিনি আমাদের ১৬ই তারিখের পত্র পাইয়াছেন। তিনি পত্র পাইয়াও আমাদের ফ্রি এমব্রয়ডারির নিন্দা করিবার জন্য আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।

আশা করি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের ভিতর ফলাফল দীপালী মারফৎ জানিতে পারিবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগী-গণকে পৃথকভাবে জানান হইবে।

দীপালী পাঠক-পাঠিকাগণ আমাদের ফ্রি এমব্রয়ডারি প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দেখিয়া তাহারা যেন কিছুমাত্র আশঙ্কিত না হন। বড়দিদিকেও জানান হইতেছে যেন তিনি দীপালীর পাঠক-পাঠিকাগণকে এ-বিষয়ে জানান। নমস্কার জানিবেন। ইতি—

বিনীত—
শ্রীবলাই চন্দ্র দত্ত
সেক্রেটারী, ফ্রি-এমব্রয়ডারী প্রতিযোগিতা
কলিকাতা

সুসংবাদ !

শনিবার,

৩১এ আগষ্ট

প্রদর্শনারম্ভ

নিউ থিয়েটার্সের নূতন চিত্র

ডাক্তার

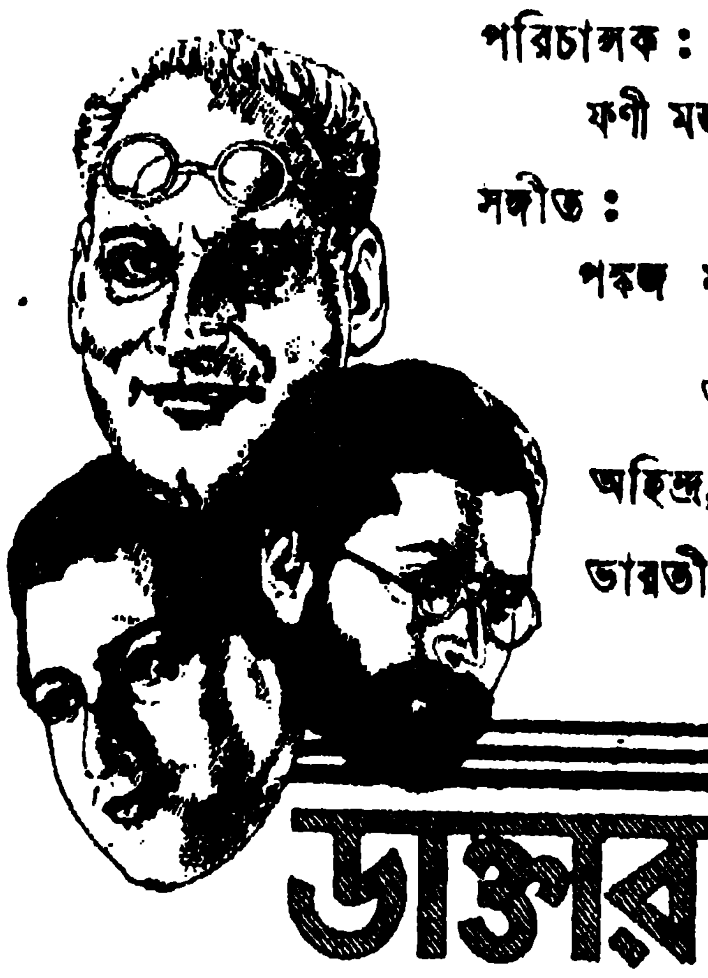

পরিচালক :
ফণী মজুমদার
সঙ্গীত :
পঙ্কজ মল্লিক
ভূমিকায় :
অহিন্দ্র, পঙ্কজ, পান্না, ভারতী, জ্যোতিপ্রকাশ, শৈলেন, অমর মল্লিক, ইন্দু মুখার্জ্জি, নরেশ বোস ইত্যাদি।

চিত্তহারী এক কাহিনীর মধ্য দিয়া মানুষের সর্ব্বস্ব এবং সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়া বন্ধুর দুঃখময় পথে জয়যাত্রার বিচিত্র চিত্র-কথা।

জীবনে পিতার স্নেহ-মমতা, ধন-সম্পদ অপেক্ষা বৃহত্তর—মহত্তর কি? "ডাক্তার" তাহাই বলিবে!

চিত্রা
উত্তর কলিকাতা

পূর্ণ
দক্ষিণ কলিকাতা

যথারীতি তিনদিন পূর্ব্বে রিজার্ভ করিবেন।

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

"হারজিৎ" (হিন্দী) ও "অভিনেত্রী" (বাংলা)র ট্রেলার বহু জায়গায় প্রদর্শিত হইতেছে এবং সকলেই ইহার সুখ্যাতিও করিতেছে। "বড়দিদি" পরিচালনা করিয়া অমর মল্লিক মহাশয় যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, আশা করি তাহা "অভিনেত্রী" চিত্রতেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

পরিচালক নীতীন বসুর বর্ত্তমান দোভাষী ছবির কাজ চলিতেছে। বাংলা সংস্করণের নামকরণ হইয়াছে "স্বামী"। গল্পটি মৌলিক, ৺শরৎ চন্দ্রের প্রসিদ্ধ উপন্যাস "স্বামী" নহে।

চিত্রা ও পূর্ণ থিয়েটারে "ডাক্তার"

আগামী শনিবার চিত্রা ও পূর্ণ থিয়েটারে একসঙ্গে নিউ থিয়েটার্সের নবতম চিত্রাবদান "ডাক্তার" মুক্তিলাভ করিবে। এই ছবির কাহিনী লিখিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পরিচালনা করিয়াছেন ফণী মজুমদার এবং প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করিয়াছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, পান্না, পঙ্কজ মল্লিক, ভারতী, জ্যোতিঃপ্রকাশ, অমর মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

নিউ সিনেমায় "ঘর-কী-রাণী"

হংস পিকচার্সের হাস্যরসাত্মক ছবি "ঘর-কী-রাণী" আগামী কাল হইতে ৮ম সপ্তাহে পড়িবে। লীলা চীটনিস, মীনাক্ষী, বিনায়ক ও বাবুরাও পেন্ধারকরের অভিনয়-নৈপুণ্য উচ্চ প্রশংসনীয়।

রঙমহলে "মালা রায়"

রঙমহলে শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের নূতন নাটক "মালা রায়"কে দেখিবার জন্য আমরা গত শনিবার আহূত হইয়াছিলাম। স্থানাভাব-বশতঃ এবারে সমালোচনা প্রকাশ করা গেল না, আগামী সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইবে।

অন্যান্য রঙ্গমঞ্চের খবর

নাট্যভারতী শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের "সিঁথির সিঁদুর" গত সপ্তাহে মঞ্চস্থ করিয়াছেন, নাট্য পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।

* *

মিনার্ভা শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পৌরাণিক নাটক "হর-পার্ব্বতী"র উদ্বোধন করিয়াছেন গত শনিবার। নাট্য-পরিচালক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

* *

নাট্য নিকেতন কর্তৃপক্ষ এখন পুরাতন কাসুন্দী ঘাঁটিতেছেন। শিশিরকুমার, তিনকড়ি, দুর্গাদাস প্রমুখ অভিনেতাদের সম্মেলনে সম্মিলিত অভিনয় চালাইতেছেন। প্রকাশ যে শীঘ্রই এখানে শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "নর-নারী" আত্ম-প্রকাশ করিবে। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্য পরিচালনা করিবেন।

স্টার থিয়েটারে "পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ" যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া এখন নিয়মিত ভাবে চলিতেছে।

মহারাজা বসুর নৃত্য

গত ৯ই ভাদ্র, রবিবার, অমৃত বাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু মহাশয়ের বালীগঞ্জ ভবনে "রবিবাসরে"র এক অধিবেশনে প্রসিদ্ধ নৃত্য-শিল্পী মহারাজা বসু তাঁহার 'সাপুড়ে' ও 'মদন-ভস্ম' নৃত্য দুইখানি প্রদর্শন করেন। সমবেত সাহিত্যিক ও শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ নৃত্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রায় বাহাদুর খগেন্দ্র নাথ মিত্র, মিঃ ও, সি, গাঙ্গুলী, ডাঃ ডি, এন, মৈত্র, ডাঃ পি, নিয়োগী, মাননীয় সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, শ্রীপ্রফুল্ল সরকার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহারাজা বসু এখন এক পাঞ্জাবী ছবি "চন্দ্র বকাওলী"তে নৃত্য পরিচালনা করিতেছেন।

বোম্বায়ে দেবকী বসু

"নর্ত্তকী"র কাজ শেষ করিয়া পরিচালক দেবকী বসু বোম্বায়ে সারকো প্রোডাকশানের হইয়া একখানি দোভাষী ছবি (হিন্দী ও মারাঠী) তুলিবেন। ছবিখানির নাম হইবে সম্ভবত "ভৈরবী", এবং শ্রীমতী শান্তা আপ্তে নায়িকার ভূমিকায় দেখা দিবেন। অন্যান্য ভূমিকায় পৃথ্বীরাজ, চন্দ্রমোহন, মজহর খাঁ প্রভৃতি অভিনেতাদের দেখা যাইবে বলিয়া প্রকাশ।

যুনা

গত জন্মাষ্টমীর দিন "বিজয়িনী" চিত্রের প্রথম সুটিং কার্য্য শেষ হইয়াছে। পরিচালক তুলসী লাহিড়ী একদিনে ১৭টা সট্ অর্থাৎ পুরা একটী সেটের কাজ একদিনে শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন।

এইভাবে কার্য্য করিলে দুই মাসের মধ্যেই ছবিখানির চিত্রগ্রহণ কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুত রতীন বন্দ্যো, সত্য মুখার্জ্জি, সন্তোষ সিংহ, শ্রীমতী অপর্ণা প্রভৃতি শিল্পীগণ চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

"রাজনর্ত্তকী মধুছন্দা"

পরিচালক মধু বসু তাঁহার এ যাবৎ ঘোষিত ত্রি-ভাষী ছবি "রাজনর্ত্তকী"র নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাখিয়াছেন "রাজনর্ত্তকী মধুছন্দা" (বাংলা) ও হিন্দীতে "মধুছন্দা", ইংরাজীর নামকরণ কি তবে "The Court Dancer"ই থাকিল?

উত্তরায় "শাপমুক্তি"

উত্তরায় "শাপমুক্তি"র মুক্তি ৩১শে আগষ্ট না হইয়া ৬ই সেপ্টেম্বর দিন ধার্য্য হইয়াছে। ছবিখানি যে সকল দিক দিয়া এ বৎসরের একখানি উল্লেখযোগ্য চিত্র-নিবেদন বলিয়া গণ্য হইবে ইহা মনে করা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এম্পায়ারে "সিভিল ম্যারেজ"

সাগর মুভীটোনের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন আর, ঠাকুর। শ্রেষ্ঠাংশে মিস স্নেহপ্রভা প্রধান, প্রভা, অরুণ, হরিশ প্রভৃতি। এম্পায়ারে দেখানো হইতেছে।

এই ছবিতে দেখানো হইয়াছে যে 'সিভিল ম্যারেজ' করিলে আকাঙ্খিত ব্যক্তিকে কিছুক্ষণের জন্য হয়ত নিকটে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে দায়িত্ব বা কর্ত্তব্যজ্ঞান তেমন জন্মে না, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রমতে বিবাহ হইলে এক জীবনব্যাপী বন্ধনে বাঁধা পড়িতে হয়। গল্পটি ছবিতে তেমন জমে নাই, এবং ইহার আকর্ষণী-শক্তিও খুব বেশী নাই।

অভিনয়ের মধ্যে মিস প্রধানের 'নন্দা' আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। এইটিই তাঁহার প্রথম ছবি, কিন্তু নৃত্যে গীতে অভিনয়ে কোথাও জড়তা নাই, বরং এমন একটা সাবলীল সৌন্দর্য্য আছে যাহা সকলকেই মুগ্ধ করে। প্রভা (ভদ্রা) ও হরিশ (প্রবোধ) সু-অভিনয় করিয়াছেন। অরুণের 'কেশব' বিশেষত্ববর্জ্জিত। অন্যান্য ভূমিকায় কায়ামালি (ভীরজী) সন্তঠ (লালজী) ও গুলজার (মাঙ্কা)-এর অভিনয় উপভোগ্য।

মিলের দৃশ্যগুলি সুগৃহীত হইয়াছে। সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন অনুপম ঘটক, তিনি তাঁহার কাজ বেশ ভাল ভাবেই সম্পন্ন করিয়াছেন। আলোক-চিত্র ভাল, তবে শব্দ-নিয়ন্ত্রণ নির্দ্দোষ নহে। দৃশ্য-সংস্থান প্রশংসনীয়।

যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতালের সাহায্য-কল্পে আগামী কল্য শুক্রবার ৩০শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় 'বন্ধুসঙ্ঘ'-এর পরিচালনায় বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের 'মেঘমুক্তি' এবং "বিয়ের ছ্যাকা" নামক কৌতুক নাটিকার অভিনয় হইবে। ইহা ছাড়াও, ছায়া-চিত্র, গ্রামোফোন ও বেতার-জগতের বিশিষ্ট শিল্পীগণ কর্ত্তৃক নৃত্যগীত এবং কৌতুকাভিনয়েরও বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছে। পাহাড়ী সান্যাল, কুমার শচীন দেববর্ম্মণ, ভবানী দাস, কমল দাশগুপ্ত, রঞ্জিত রায়, ননী দাশগুপ্ত, নলিনীকান্ত সরকার, আলাউদ্দীন খাঁ, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রভৃতি শিল্পীগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

বোস এণ্ড কোং, ১৩৩নং কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীটে বুকিং অফিস খোলা হইয়াছে এবং সেখানে অগ্রিম টিকিট পাওয়া যাইবে।

আশা করি সর্ব্বসাধারণ এই বিচিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সাহায্য-ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহে সহায় হইবেন।

পাঁচ কথা

ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশন

গত সোমবার ১৯শে আগষ্ট ৭-১৫ মিনিটে স্যর হরি শঙ্কর পালের সভাপতিত্বে ১৭শ জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে একটি 'Fancy Dress' প্রতিযোগিতা হয়।

ইণ্ডিয়ান ইনস্যুরান্স ইনষ্টিট্যুট

গত শনিবার ২৪শে আগষ্ট অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের হলে উক্ত ইনষ্টিট্যুট কর্ত্তৃক একটি টী-পার্টির আয়োজন হয়। উক্ত প্রীতি-সম্মিলনীতে অনেক সাংবাদিক ও বীমা-বিশেষজ্ঞদের সমাবেশ হয়। প্রস্তাবিত বীমা-আইনের সংশোধন সম্পর্কে আলোচনা হয়।

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের (বাংলা) প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদিগের একটি "মিলন সঙ্ঘ" গঠন করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীগণকে অনুরোধ করা হইতেছে। তাঁহারা যেন তাঁহাদের নাম ও বর্ত্তমান ঠিকানা জানাইয়া নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীগণের নিকট পত্র লেখেন কিংবা সাক্ষাৎ করিয়া (৩টা হইতে ৪টা) এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বিশী
শ্রীবিজন মিত্র
আহ্বানকারী

কেয়ার অফ: রায় খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর
এম, এ
শ্রীরামতনু লাহিড়ী, অধ্যাপক
আশুতোষ বিল্ডিংস্
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী

শ্রীপাট-অম্বিকায় তিরোভাব উৎসব।

গত ২৯শে শ্রাবণ, বুধবার, সন্ধ্যার পর কালনার শ্রীপাঠ অম্বিকা ভবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগুরু শ্রী-শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীগৌর-গৌরীদাস-শ্রীমন্দিরের সেবাইত বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিত কুমার গোস্বামী মহাশয় স্মরণোৎসব বাসরে পৌরহিত্য করেন।

চিরতরে সংসার ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীরূপ গোস্বামী পরিবারবর্গের সহিত নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বালক শ্রীজীব গোস্বামীকেও বাক্‌লাচন্দ্র দ্বীপের পৈতৃক ভিটায় পাঠাইয়াছিলেন। এই ভিটা বর্ত্তমান মাধবপাশা, ইহা বরিশাল সহরের অতি নিকটে। শ্রীজীব গোস্বামী এই মাধবপাশা হইতেই বৈরাগ্য অবলম্বনে শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বিরহে শুভতিথি ঝুলান দ্বাদশীতে শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবনে নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন। শতাব্দীর পর চারি শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে. কিন্তু তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ আজিও জাতির নিকট তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

কবিতা প্রতিযোগিতার ফলাফল

হ্যানিমান গার্লস স্কুলের দ্বারা পরিচালিত

আবশ্যক

নিম্নলিখিত স্থানে আমাদের দীপালী বিক্রয় করিবার জন্য কর্ম্মঠ জনপ্রিয় এজেণ্ট আবশ্যক ১। জোড়হাট, ২। কটক, ৩। আসানসোল, ৪। পাটনা, ৫। কানপুর, ৬। খুলনা, ৭। মৈমনসিংহ, ৮। বগুড়া, ৯। ঢাকা, ১০। মুর্শিদাবাদ

এজেন্সী ম্যানেজার, দীপালী।

[illegible] কলিকাতার শ্রীপ্রভাত কুমার মিত্র প্রথম এবং কুমারী নমিতা সেন দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন।

হাওড়া সঙ্ঘ

গত রবিবার হাওড়া টাউন হলে হাওড়া সঙ্ঘের প্রমোদ শাখা কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ ঘোষের সামাজিক নাটক "পরিচয়"এর শুভ উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত মহাশয়। কুমারী শেফালী দে'র উদ্বোধন সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। বড় ভাই-এর ভূমিকায় দেবেন ঘোষ, বড় বউ-এর ভূমিকায় সত্য রায় ও গ্রাম্য মণ্ডলের ভূমিকায় নগেন কুণ্ডুর অভিনয় বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়। কুমারী আরতী চাটার্জ্জির কণ্ঠসঙ্গীতও বিশেষ উপভোগ্য হয়।

করিমগঞ্জ সংবাদ

গত ১৫ই আগষ্ট ১৯৪০ ইং স্থানীয় টাউন হলে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে করিম গঞ্জ টাউন ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য মৌলবী মবারক আলি, এম, এল, এ, সভাপতি, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাস, বি, এল, সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত যশোদালাল রায়, হিমাংশুশেখর দাস ও এম, এ, আজিজ যুগ্ম সম্পাদক—এবং বিনয়ভূষণ সেন, বিপিন দাস এবং বারিদবরণ দাস যথাক্রমে জেনারেল ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন ও সরকারী ক্যাপ্টেন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রমোহদয়গণ লইয়া একটা শক্তিশালী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন, এম, এল, এ, রবীন্দ্রনাথ আদিত্য, এম, এল, এ, খানবাহাদুর মৌলবী মাহমুদ আলি, এম, এল, এ, মৌলবী আজাদ উদ্দিন চৌধুরী, বি, এ, এক্স, এম, এল, সি, কালীপদ দত্ত, এম, বি, আশুতোষ পুরকায়স্থ, এম, বি, রসরাজ দাস, এম, এস, সি, ফণীভূষণ চৌধুরী, বি, এ, নগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, বি, এল, অনিল চন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রচন্দ্র দাস, নির্ম্মল দেবচৌধুরী, বিনোদবিহারী দে, দ্বিজেন্দ্রলাল চৌধুরী, পূর্ণেন্দু দাশ, ধীরেন্দ্রশঙ্কর রায়, অতীন্দ্র সেন, দেবব্রত সেন, ই, বি, বাদশা, মৌলবী বদরুল হক চৌধুরী, ব্রজেন্দ্র কুমার আদিত্য।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১১৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

স্থাপিত • ১৯২৯

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ২০শে ভাদ্র, ১৩৪৭ [৩৬শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।

সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।

নমুনা—পাঁচ পয়সা।

পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।

সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।

নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ

বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন

জলন্ধর—৪১৫ বর্ধ এভিন্যুরা এজেন্সি

লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

আমাদের ভব্যতাজ্ঞান

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

গত সপ্তাহে আমাদের সাধারণ ভব্যতাজ্ঞানের যে কয়েকটী উদাহরণ দিয়াছি, সেগুলি পড়িয়া আমাদের কয়েকজন পাঠক-পাঠিকা ও বন্ধু সমাদর করিয়া, এসম্বন্ধে আরও কিছু লিখিতে অনুরোধ করায়, এবারেও আমি সেই বিষয়েরই অন্য কয়েকটী দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইলাম।

(১১) ভাড়া বাড়ীর অপব্যবহার—ভাড়া বাড়ীতে যখন আমরা বাস করি, তখন বাড়ীর দেওয়াল, ছাদ, এমন কি সীলিং পর্য্যন্ত অপরিচ্ছন্ন করিতে কুণ্ঠিত হই না। যেহেতু এ-বাড়িটি আমাদের স্বীয় নয় সেইজন্য বাড়ীটির উপর এতটুকু দরদও আমরা কখনও দেখাই না। বাড়ীটি অবশ্য অপরের সন্দেহ নাই, কিন্তু বাস তো আমরাই করি; ঘরের মধ্যে একটা অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন, পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে নিত্যদিন বাস করাটা আমাদের সৌন্দর্য্যবোধকে আহত করে না। ঘরের ভিতরকার উক্ত নোংরা আবেষ্টনীর মধ্যে শুধু দৈহিক নয় মানসিক স্বাস্থ্যের যে প্রচুর ক্ষতি হয়, সেটির আমরা হিসাব রাখি না; হিসাব জানি, বাড়ীটি আমার নয়, অপরের।

(১২) সাধারণের ব্যবহার্য্য স্থানে—(ক) পার্কে—পার্কে সকলেই বেড়ায় এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও খেলা করে। লোকে এখানে নির্ম্মল বায়ু সেবন বা নিরাপদে একটু ভ্রমণ কিম্বা নীরবে একটু বসিতে আসে। এটি জাতির স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক। অথচ এখানে দেখিবেন, লোকে বসিবার বেঞ্চখানা জুড়িয়া শুইয়া দিবানিদ্রার জের কিম্বা আসন্ন রাত্রি জাগরণের জন্য নিদ্রা সঞ্চয়ে ব্যস্ত।

চীনাবাদাম, চানাচুর, সোডা-লেমনেড, বাংলা মিঠাপান, শোনপাপড়ীওয়ালার দল, বিরক্তিকরভাবে চীৎকার করিয়া দস্তুরমত প্যারেড্ করিয়া ফিরিতেছে; পার্কে ভ্রমণশীল অথবা বিশ্রামকারী ব্যক্তিগণ থুতু প্রভৃতি ফেলিতে এবং সময় সময় মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হন না। জনসাধারণ এমন কি শিশুরা পর্য্যন্ত যেখানে স্বাস্থ্যের নিমিত্ত নিরাপদ ভাবিয়া আসে, সে-স্থানটি কাগজ, ঠোঙা, বাদামের খোলা ও রোগ-বীজাণুযুক্ত দূষিত জিনিষ সেখানে এমন বেপরোয়াভাবে ছড়ান কি ক্রিমিন্যাল নয়?

হয়ত, পার্ক প্রভৃতি সাধারণ স্থানগুলির স্বাস্থ্যরক্ষাহেতু একদিন কেহ আইন করিতে চাহিবেন, তখন দেশে হইবে মহা-আন্দোলন:—আমাদের জাতীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা-হরণের প্রয়াস বলিয়া গভর্ণমেণ্টকে করিব দোষী। বিচিত্র নয়। অথচ, এ-জ্ঞান যখন আমাদের নাই, তখন আইনের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর কি?

(খ) সাধারণ মলমূত্রাগারে—এ-স্থান গুলিকেও এমন অব্যবহার্য্য ও কদর্য্য করিয়া রাখি যে কোনও ভদ্রলোক পারতপক্ষে এদিক মাড়াইতে সাহস করেন না। চিকিৎসকগণ বলেন, বহু দূষিত ব্যারাম এইসব স্থান হইতেই আমাদের দেহে আশ্রয় লাভ করে। কিছু অসম্ভব নয়।

ইহা ছাড়া, রেল ষ্টিমার এমন কি সিনেমা থিয়েটারের মলমূত্রাগারগুলিতে পর্য্যন্ত এমন সব ইতর কথা লিখিত হয়, যে-গুলিকে অশ্লীল বলিলেও সম্মান করা হয়। এগুলি আমাদের একদল যুবক সম্প্রদায়ের বীভৎস মনোবৃত্তির মসীলেখা বলিয়া ধরিলে বোধ হয় নিতান্ত অন্যায় হইবে না।

অনেক ষ্টেশনের ওয়েটিং রুম, দেশী হোটেলের দেওয়াল, মেসের বা বোর্ডিংএর কক্ষগাত্রও উক্ত জাতীয় কলঙ্ক-কাহিনীর ছাপ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

(গ) ট্রাম বাস রেল ষ্টীমার প্রভৃতি—সাধারণ যানবাহনেও আমরা থুতু ফেলিয়া কাগজ প্রভৃতি ফেলিয়া নোংরা করিতে লজ্জিত হই না।

(১৩) রাস্তায় নোংরা ফেলা—(ক) দোতলা বা ছাদ হইতে আমরা অকুণ্ঠচিত্তে ময়লাগুলি রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া বাড়ী ঘর পরিস্কার রাখি। কিন্তু সেগুলি যে সাধারণের ব্যবহার্য্য ফুটপাথে বা বড় রাস্তায় পড়িয়া পথটি শুধু নোংরাই করে না, দূষিতও করে এবং উক্ত নোংরায় পথ পিচ্ছিল হইয়া পথিকের বিপদের সম্ভাবনাও ঘটায়—তাহা কি আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি? ইহা ছাড়া, অনেক সময় এই নোংরাগুলি পড়ে কোনও পথিকের গায়ে বা মাথায়!

(খ) তেতলা বা চারতলা হইতে অনেক সময় সেখানকার বাসিন্দারা রেলিংয়ের বাহিরে ময়লা ফেলেন, সেগুলি উড়িয়া আসিয়া যে নীচেতলার বারান্দায় জমিতে পারে, এটি আমরা ভাবি না; এবং যতক্ষণ ইহা লইয়া একটা বচসা এমন কি মাথা ফাটাফাটি না হয়, ততক্ষণ মাথায় এই অতি সহজ তথ্যটি প্রবেশও করে না। এরূপ কার্য্যের ভদ্র প্রতিবাদে সাধারণত পাওয়া যায় অতি-নির্লজ্জ সদম্ভ উত্তর—ক্যানো মোসাই, আমিও তো ভাড়া দিয়ে বাস কোর্‌চি—ওমনি তো থাকি না, আপ্‌নি বোল্‌বার কে?

(গ) কর্পোরেশনেরই কল হউক বা বাড়ীর টিউবওয়েলই হউক, খুলিয়া দিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। অকারণ যে বিশুদ্ধ জল নষ্ট হয়, সেটিতে যেন আমাদের চিন্তা করিবার কিছুই নাই। কলিকাতা কর্পোরেশন জানেন, যে জল বাস্তবিক খরচ হওয়া উচিত, তাহা অপেক্ষা কতগুণ বেশী পরিস্কৃত জলের নিত্য অপচয় হয়। এই জন্তই কর্পোরেশন পরিস্কৃত জলের উপর ট্যাক্স বসাইতে মনস্থ করিয়াছেন। ট্যাক্স বসিলেই অমনি জলের অপব্যয় একদিনেই কমিয়া যাইবে! এমনি মজা!!

(১৪) নিষ্কর্ম্মা লোকের কাজ—অধিকাংশ চায়ের দোকানে, যাহাকে সাধু-ভাষায় বলে "রেষ্টুরেণ্ট", লোকের বারান্দায়, বিড়ির দোকানে, মুদী, দর্জ্জি, চুলছাঁটা, মনোহারী প্রভৃতি ছোট ছোট দোকানে দেখা যায়, কতকগুলি শুধু নিষ্কর্ম্মা নয় কুকর্ম্মা যুবক এক পয়সা দামের এক পেয়ালা চা পান করিবার বা সামান্য কিছু খরিদের অছিলায়, সারাদিনই সম্মুখের বাড়ীর বারান্দায়—জানালায় এবং পথ-চলতি মেয়েদের পানে নেক্‌ড়ে বাঘের মত চাহিয়া চাহিয়া কাটায়। এইখানে ইহাও দ্রষ্টব্য যে যে-পথে মেয়েরা বেশী চলা-ফেরা করে বা যেখানে কোনও মেয়েদের স্কুল কলেজ আছে বা যে-পথে ভদ্রলোকের বাস বেশী সেইসব পথেই উক্ত ভদ্রসন্তানদের আড্ডাই বেশী।

এদেশের লোকের যেমন আত্মমর্য্যাদা বোধ, পুলিশের কর্ত্তব্যজ্ঞানও তেমনি। পুলিশ গোপনতম রাজবিদ্রোহী, অতি গুপ্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি অনায়াসে বাহির করিতে পারে অথচ প্রকাশ্য রাজপথে এই যে অসভ্যতার তাণ্ডবলীলা সারাদিন ঘটিতেছে, এসব তাঁহাদের চোখে পড়িতে কখনও দেখা যায় না। রাষ্ট্রধ্বংসের বাতুল কল্পনাকে ইহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত করেন, কিন্তু মানুষের সমাজবিদ্রোহের যে সব শান্ত শিষ্ট ভদ্র ছদ্মবেশী নেতা ইহাদের সম্মুখে অহরহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহারা পুলিশের লক্ষ্যের বাহিরে!!

(ক) ট্রামে ও বাসে ভ্রমণকালীন দেখা যায়, একজন তরুণী বা সুবেশা মধ্যবয়স্কা মহিলা পর্য্যন্ত যদি গাড়ীতে উঠেন সমস্ত যাত্রীদের দৃষ্টির খরশর একবার তাঁহাকে সহ

ভারতকে শক্তিশালী করুন

ভারতীয়
বিমানবাহিনী
গঠনে সহায়তা
করুন

ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট—১০৲ টাকা, ৫০৲ টাকা, ১০০৲ এবং ৫০০৲ টাকা মূল্যে এই বণ্ড বিক্রীত হইতেছে। দশ বৎসর পরে প্রতি ১০৲ টাকার জন্ত ১৩৷৷/০ হিসাবে পরিশোধ্য—শতকরা ৩৷০ ভাগ যৌগিক সুদ দেওয়া হইবে—ইনকাম ট্যাক্স বিবর্জিত। একজনে সর্ব্বাধিক ৫০০০৲ টাকা মূল্যের বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। নিকটতম পোষ্ট অফিসে আবেদন করুন।

ছয় বৎসরের ডিফেন্স বণ্ড—১০০৲ টাকা এবং ইহার যে কোন গুণিতক সংখ্যায় বিক্রীত হয়। ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ১০১৲ টাকা হারে পরিশোধ্য। শতকরা ৩৲ হারে সুদ ছয় মাস অন্তর উঠান যাইবে। যে কোন ব্যক্তি যত টাকার ইচ্ছা এই বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেসারীসমূহে আবেদন করুন।

সুদ বিহীন বণ্ড—৫০৲ টাকার উর্দ্ধে যে কোন মূল্যের জন্ত বিক্রীত হইবে তিন বৎসর পরে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পরিশোধ্য—এক বৎসর অন্তে তিন মাসের নোটিশে পরিশোধ করা যাইতে পারে। প্রমাণিত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পরিশোধ করা যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেসারীসমূহে আবেদন করুন।

ভারতীয় বিমান-বাহিনী শত শত ভারতীয়কে বিমান চালনায় সুশিক্ষিত করিতেছে। ডিফেন্স্ বণ্ড্ কিনিয়া তাহাদের বিমান সরবরাহের সহায়তা করুন। ভারতের এবং আপনার নিজের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন যুদ্ধ-বিজ্ঞানে আরো বেশী সুশিক্ষিত লোক, আরো বেশী ট্যাঙ্ক, আরো বেশী বিমান এবং আরো বেশী মেসিন-গান।

ডিফেন্স্ বণ্ড্ কিনিলে আপনি নিরাপদ ও লাভবানপথে টাকা খাটাইবার সুযোগ লাভ করিবেন। গবর্ণমেণ্ট এবং দেশের যাবতীয় বিত্ত-সম্পত্তি দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত এই লগ্নির কোন কারণেই মূল্য হ্রাস হওয়া সম্ভব নহে।

ইণ্ডিয়া ডিফেন্স বণ্ড্ ক্রয় করুন

G. I. 2.

করিতে হইবেই। ইহার মধ্যে কোন কোন উৎসাহী লোক সম্মুখের আসন হইতে বারম্বার পশ্চাৎ ফিরিয়া তাঁহার মুখ দেখিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না।

ঈদৃশ লোকের খরদৃষ্টি হইতে পথের পথিক নারী বা দুইধারের বাড়ীর জানালা বা বারান্দার কোনও রমণীই নিস্তার পায় না।

(খ) পার্কে যেখানে মহিলারা ভ্রমণ করেন বা বসিয়া থাকেন, সেই স্থানটি কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি লোককে প্রায়ই ঘোরা ফেরা করিতে দেখা, মোটেই বিরল নয়।

ময়দানে কোনও বেঞ্চিতে যদি কোনও স্ত্রীপুরুষকে বসিয়া থাকিতে দেখে, তাহা হইলে একদল লোক সেই স্থানের অদূরে গিয়া ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য বসে, কেহ কেহ সেই বেঞ্চিতেই আসিয়া কাণ খাড়া করিয়া অতি ভদ্রভাবে বসে। এই সামান্য ভব্যতাজ্ঞান যাহাদের নাই, তাহাদের পক্ষে স্বাধীনতা, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্, কাল্চার, শিক্ষা, ইউনিভার্সিটি, চাকুরী, অর্থ কি সবই নিছক বিদ্রূপ নয়?

রেলে ষ্টীমারে ট্রামে বাসেও ঠিক এই নির্লজ্জতারই অভিনয় প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, আর আমরা বড়াই করি, আমরা শিক্ষিত!!

একজন অপরিচিত ইংরাজ যুবককে একজন ইংরাজ তরুণী সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, কারণ তরুণ তরুণীর মর্য্যাদা রক্ষা করে—কিন্তু আমরা তাহা করি না, করিতে জানি না, কাজেই করিতে পারি না, তাই আমাদের নিজের লোকের কাছেই আমরা অবিশ্বাসী।

এই কলিকাতা শহরেই বহু বাড়ীতে বহু ইংরাজ পরিবার বা একক তরুণ বা তরুণী পাশাপাশি ঘরে বাস করে—নির্ভয়ে নিরাপদে এবং মর্য্যাদার সহিত বাস করে—কিন্তু আমরা কি তাহা করি, না করিতে পারি? আমাদের কুশিক্ষা, মর্য্যাদা জ্ঞানের অভাব, ভদ্রতা এবং ভব্যতাবোধের রিক্ততা আমাদের ইতর মনে দুর্ব্বল অসহায় এবং অরক্ষিত নারীর উপর অত্যাচার করিতেই নিয়ত প্রবৃত্ত এবং উদ্বুদ্ধ করে।

(১৫) নারীর মর্য্যাদা—এটি আমরা যেটুকু করি, সেটুকু ভয়ে, ভক্তিতে নয়। যেখানে ভয় থাকে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, আমাদের ভক্তি ও সম্মানও সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়াছে।

আমরা নারীর দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া সরিয়া পড়ি, তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করি না। এরূপ স্বার্থপরতা ইয়ুরোপে বড় ঘটে না; প্রয়োজন হইলে, পুরুষ তাহার দোষ স্বীকার করে, কিন্তু আমরা তাহা করি না।

আমরা নারীর সম্মান করি!!!

সুর বৈচিত্র্যে অভিনব নূতন রেকর্ড

সেপ্টেম্বর ১৯৪০

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
N 27009 { আয় মা উমা (আগমনী) / কী দশা হয়েছে মোদের

যূথিকা রায়
N 27005 { বনের তাপস কুমারী আমি (আধুনিক) / চরণ ফেলিও ধীরে

মৃণালকান্তি ঘোষ
N 20710 { ভবের অভাব শেষ হয়েছে (শ্যামাগীতি) / আমি মুক্তা নিতে আসিনি মা

কনক দাস
P 11845 অঙ্গকে কুসুম না দিও (রবীন্দ্র-গীতি) / যেতে দাও গেল যারা

দীপালী তালুকদার
N 27004 { আসিয়া কেন গেলে (রাগপ্রধান) / ঘন দেয়া গরজায়

বীণা চৌধুরী
N 27003 { অনেক কথা বলার মাঝে (কাব্যগীতি) / তারি তরে মন কাঁদে

অভিনয় বাণীচিত্রের গান
N 27006 { রাতের দেউল জাগে (মণীষার গান) / তব মধুর আঁখি

বিমল সেনগুপ্ত ও পার্টি
N 27007 { বরিশাল এক্সপ্রেস (কমিক) / (১ম ও ২য় খণ্ড)

সুরেন্দ্র রায় বসুনীয়া
N 27011 { আই মোর সতীন গুলায় কয় (ভাওয়াইয়া) / হায় মরি কি করি

গ্রামোফোন ক্লাব
N 27008 { সতীর শাখা (কথাচিত্র)

রঞ্জিৎ রায় এণ্ড পার্টি
N 27015 { ফিল্মের গানের সুর / অর্কেষ্ট্রা

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন
N 27012 to N 27014 { হাতে খড়ি (শিক্ষামূলক নাটিকা)

HIS MASTER'S VOICE

হিজ্ মাষ্টারস ভয়েস
দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—দমদম ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ

কানন দেবী ও পাহাড়ী সান্যাল

নিউ থিয়েটার্সের আগামী চিত্র "অভিনেত্রী"তে এই দুইজনকে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাইবে। পরিচালক অমর মল্লিক।

চিত্র বর্ত্তিকা

২০শে ভাদ্র, ১৩৪৭

বোম্বায়ের মোহন পিকচার্সের "হাতিমতাই-কী বেটি"র (হুস্না) নায়িকা শ্রীমতী সরোজিনী। শীঘ্রই ছবিখানি মুক্তিলাভ করিবে।

হলিউডের সুপ্রসিদ্ধ চিত্রনটী মিরিয়াম হপকিন্স

দীপালী

১২শ বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা

কৃষিণ মুভীটোনের হিন্দী সবাক চিত্র "হিন্দুস্তান হামারা"তে শ্রীমতী যমুনা। পরিচালনা করিয়াছেন রাম দারিয়ানী।

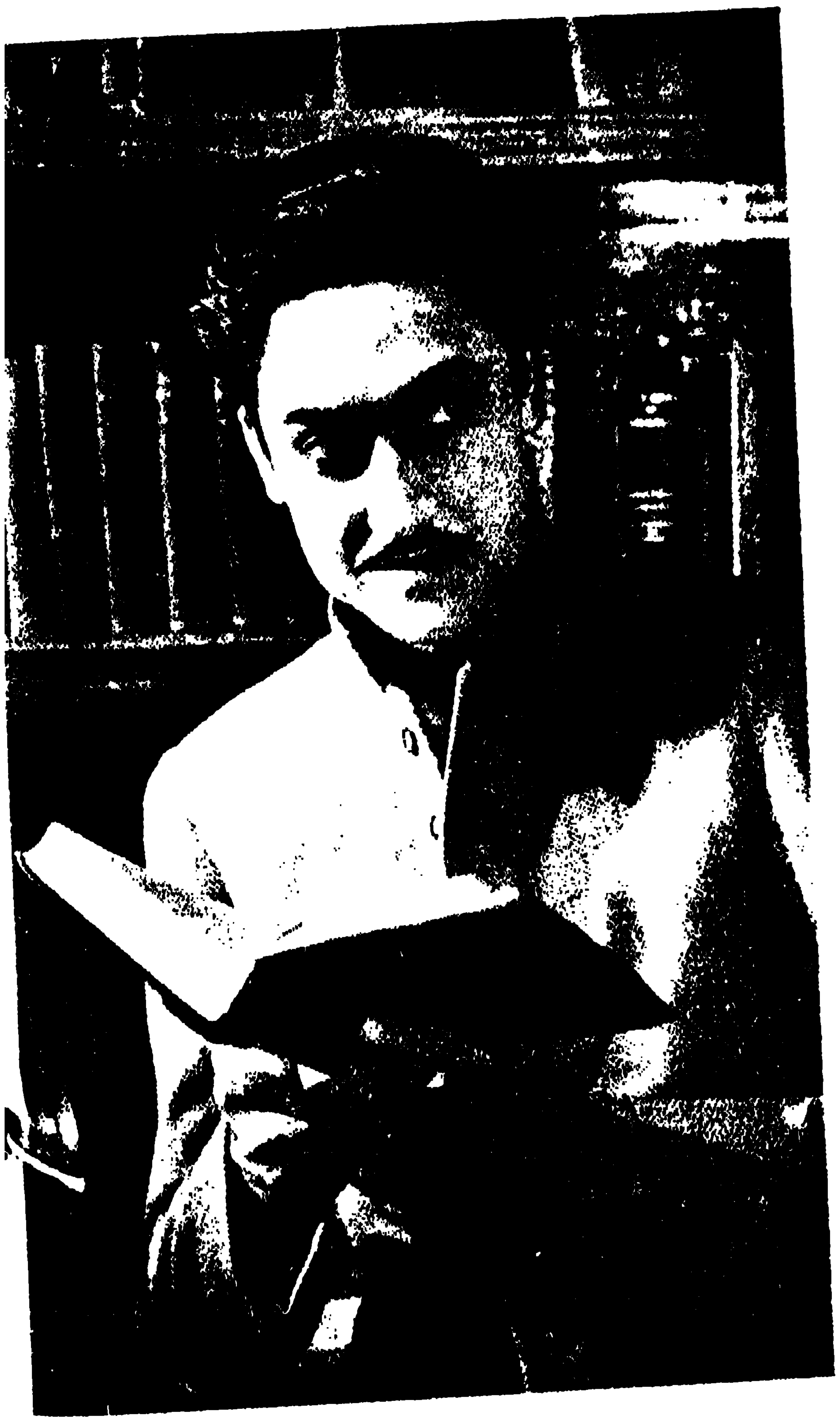

বম্বে টকীজের জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা—শ্রীঅশোক কুমার "কঙ্গনে" তাহার চিত্তাকর্ষক অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে।

শার্লি টেম্পল

এই শিশু-অভিনেত্রীটি জগতের সব চিত্রপ্রিয়দের চিত্তজয় করিয়াছে। শীঘ্রই ইহাকে "Blue Bird" চিত্রে দেখা যাইবে।

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(১৭)

সমস্ত রাতটা নিশীথ বাইরের ঘরে শোফায় শুয়ে কাটালে। প্রথমটা সে ভাল করে ভাবতেও পারছিল না যে ঠিক কতটা সে আহত হয়েছে, ক্রমশঃ তার চিন্তাধারা স্বাভাবিক হয়ে এল। প্রণতির সম্বন্ধে সে এ রকম কিছু কল্পনাও করতে পারে নি। খৃষ্টান মেয়েদের সম্বন্ধে সে বন্ধুমহলে অনেক কিছু শুনেছে, প্রণতির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সে ভেবেছে যে তার বন্ধুরা যা কিছু বলেছে সব মিথ্যে, তারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলে নি; তার এক এক সময় ইচ্ছে হ'ত, তাদের ডেকে একবার প্রণতিকে দেখায়। সে প্রণতির সঙ্গে অন্য মেয়ের তুলনা করে দেখত, কোন তফাৎ খুঁজে পেত না। তারাও যেমন করে স্বামীকে ভালবাসে, যেমন করে সংসার করে, প্রণতিও তাই করছে। তার চেয়ে অনেক যোগ্যতর ছেলেকে প্রণতি বিয়ে করতে পারত। প্রণতি তার কাছে কিছুই আশা করে নি, কিছুই চায় নি; সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে প্রণতির কাছে এসেছিল, প্রণতি তাকে সানন্দে গ্রহণ করেছে। তার বর্ত্তমানের জন্যে সে প্রণতির কাছে ঋণী। অবশ্য তার সবই ছিল, কিছুরই অভাব ছিল না; সে যদি সে সব না ছেড়ে আসত তাহলে আজ তাকে প্রণতির ওপর নির্ভর করতে হত না। সব জেনে শুনেই সে তার অতীতকে ছেড়ে এসেছে; তার জন্যে প্রণতিকে দায়ী করা যায় না। প্রণতি তার অতীত জীবনের কোন কথাই জানতে চায় নি, অবশ্য চাইলেও তার কোন ক্ষতি ছিল না; সেই বা প্রণতির অতীত জীবনের সম্বন্ধে অত ব্যস্ত হবে কেন? ভবিষ্যৎ জীবনে সে যদি তার সঙ্গে প্রতারণা না করে তাতেই তার খুসী থাকা উচিত। এ সব কথা ভেবেও সে খুব শান্ত হতে পারলে না। কোন স্বামীই পারে না—আমাদের সমস্ত উদারতা, সমস্ত আধুনিকতা লোপ পায় স্ত্রীর প্রণয়ীর সন্ধান পেলে, তা সে প্রণয়ী অতীতই হোক আর বর্ত্তমানই হোক।

শেষ রাত্রে নিশীথ ঘুমিয়ে পড়ল; সকালে উঠে প্রথম তার কিছু মনে পড়ে নি; নিজেকে ঐ অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখে তার ভারি আশ্চর্য্য লাগছিল; প্রণতির ওপর রাগ হল সে তাকে ডেকে দেয় নি বলে। ঘরে তো শোয়ই না, তার ওপর সে শুতে গেছে কি না সে খোঁজ নেবারও অবসর পায় না। তারপর এক এক করে তার সব কথা মনে পড়ে গেল—গ্লাডেন আসার কথা, সেই লোকটার আসার কথা, সুরেশ যে সেই লোকটার নাম তা সে জানত না। তার মনে হল রাত্রে সে একটা ভয়ানক রকম দুঃস্বপ্ন দেখেছে, এ কখন সত্যি হতেই পারে না। প্রণতি করবে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। এ অবস্থায় আমরা কেউই বিশ্বাস করতে পারি না, আমাদের শেষ অবলম্বন যখন সামনে থেকে সরে যায়, আমরা তা মেনে নিতে পারি না, নিশীথও পারছিল না। সে ভুলে যাচ্ছিল সুরেশ যা বললে তা যদি সত্যিও হয় তাহলেও প্রণতি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলা যায় না। চিঠিতে যে তারিখ ছিল সে সময় প্রণতির জীবনে সে আসেনি।

প্রণতি সকালে উঠে নিশীথকে তার শোবার ঘরে না দেখে আশ্চর্য্য হ'ল। অফিস ঘরে তাকে দেখে বললে, "কাল তুমি সারারাত এইখানে ছিলে? গ্লাডেনের সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, তোমার ঘরে গিয়ে দেখলাম আলো নেভানো, ভাবলাম যে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ তাই আর ডাকি নি।"

নিশীথ গত রাত্রের কোন কথার আভাস দিলে না, কোন রকমে কাটিয়ে দিলে। প্রণতির উপস্থিতি সে সহজভাবে নিতে পারছিল না। প্রণতি ঘর থেকে চলে যেতে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে। গ্লাডেনের সঙ্গেও সে ভাল করে কথা কইতে পারলে না।

কোর্টে সারাদিন সে অশান্তি ভোগ করলে। এখানে এসে পর্য্যন্ত কখনও যা হয় নি সেদিন তাই হল, যতগুলো "কেস" সে নিজে করলে, হেরে গেল। তার "সিনিয়ার" যে সব কেসে তার সঙ্গে ছিলেন সেগুলোতে সে তাঁকে একটুও সাহায্য করতে পারলে না দেখে তাঁর ভারি আশ্চর্য্য লাগছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আজ তোমার কি হয়েছে বলত'?"

পূজা আগতপ্রায়!

আপনার পণ্যদ্রব্যের প্রচারের জন্য সিনেমায় স্লাইডের বিজ্ঞাপন দিন! সিনেমার বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হবার নয়।

সোল এজেন্ট :—রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা ও মফঃস্বল সিনেমা।

বি, নান, ১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—বড়বাজার ৩২৩৪

সে বললে, "শরীরটা ভাল নেই।"

"তুমি বড্ড খাটছ, অবশ্য প্রথম প্রথম বেশী পরিশ্রম করা ভাল, তবে শরীর বাঁচিয়ে।"

কোর্ট থেকে বেরিয়ে তার বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছিল না, অথচ যাবার মত জায়গাও নেই। একবার ভাবলে সিনেমায় যায়, কিন্তু সে ইচ্ছেও হ'ল না। সে জানত যে আজ শ্বাতেন কলকাতা চলে যাবে, কিন্তু সে জন্যেও তার বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছিল না। তার মনে হল কণিকার কথা, সে প্রণতিকে ছোট বেলা থেকে জানে, হয়ত তার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে। কিন্তু তাকেও সোজা কোন কথা জিজ্ঞেস করা যায় না।

কণিকার বাড়ী এসে আজ আর তাকে ডাক্তার বোসের হাতে পড়তে হল না, আজ সে মনের অবস্থাও তার ছিল না। খবর দেওয়ার একটু পরেই কণিকা এল। সে বললে, "খুব তো রোজ আসছেন?"

নিশীথ বললে, "সময় পাই নি।"

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

"কোর্ট থেকে সোজা এসেছেন দেখছি; আপনাকে খুব যা হোক ভোগাচ্ছি।"

"কিছু মাত্র নয়; যতটুকু বাড়ীর বাইরে থাকতে পারি ততটুকুই ভাল থাকি। সারাদিন ভূতের মত খাটুনির পর কার ভাল লাগে ডাক্তার আর প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের কথা শুনতে?"

"সে তো ঠিকই। নতির এ সব কথা আপনাকে না শোনানই উচিত।"

"ভাই-এর অসুখ করলে আর তার কোন জ্ঞান থাকে না। তার ওপর আমার এক মামাত ভাই এসেছিল। নতুন ডাক্তার হয়েছে কিনা, তাই সে বেশ ভয় দেখিয়ে দিয়েছে।"

নিশীথ নিজের মাথাটা টিপ্‌লে। কণিকা জিজ্ঞেস করলে, "মাথা ধরেছে না কি?"

নিশীথ বললে, "সামান্য একটু ধরেছে, ও এখনই সেরে যাবে।"

"আমি ওর একটা খুব ভাল ওষুধ জানি।"

"তাই না কি? কি বলুন তো?"

"যা বলব তাই করতে হবে কিন্তু" বলে কণিকা ঘর থেকে চলে গেল। নিশীথ কিছু বুঝতে পারলে না। একটু পরে কণিকা এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে ফিরে এল। নিশীথ বললে, "এই ওষুধ? আমি ভাবলাম···"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কণিকা বললে, "যা বলব তাই করবেন বলেছেন; নিন্ শিগ্‌গীর খেয়ে নিন্।"

নিশীথ সরবৎটা খেয়ে ফেলে বললে, "কৈ মাথা ধরা তো ছাড়ল না?"

"দাঁড়ান দাঁড়ান, সারবে। আপনি খুব গান ভালবাসেন, না?"

"গানের মত গান হলে নিশ্চয় ভালবাসি।"

"গানের মত গান কিনা বলতে পারি না, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

"গান না দয়া করে।"

নারী সমিতি হইতে শান্তি যাহা শিখিয়া আসিল।

হাঁরে শান্তি, তোর বর কি দিলেরে জন্ম দিনের উপহার ?

হাঁ এক জোড়া জড়োয়াবালা. তাও প্যাটার্ণ বদলাতে ফেরত গেছে।

পদ্মা, শোন অরে! ও পোড়ার মুখীদের সামনে কি বলতে পারি! উপহার না ছাই! জন্মদিন তার মনেই পড়ল না একবার......সে এখন আমাকে মোটেই দেখতে পারে না।

কাঁদিস নি ভাই শান্তি, উপায় আমি ঠাউরে দিচ্ছি, আসল এসেন্সের সুগন্ধে পুরুষগুলো একেবারে মোহিত হয়ে যায়। হিমালয় বোকে জানিস্ তো ? তারই এক ফোঁটা কাণের পিঠে......আর গলার নীচে...বস্ দেখিস !

শান্তি, আজ তোমায় যেকি চমৎকার দেখাচ্ছে ! আর এই মন ভুলানো সুগন্ধ কিসের ? ঠিক যেন বাগানের সদ্য ফোটা ফুল।

ERASMIC LONDON

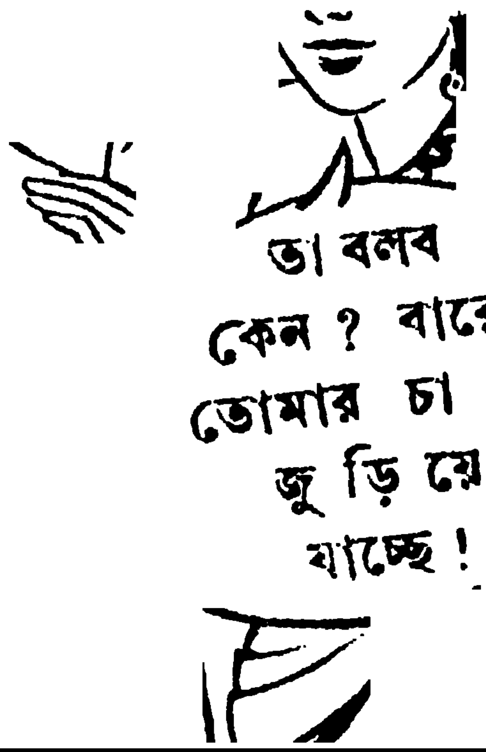

ফুলসারে প্রস্তুত এই মনোরম এসেন্সের এক কি দুই ফোঁটা প্রতিদিন প্রাতে অথবা বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে ব্যবহার করিলে আপনার দীপ্তি ও লাবণ্য অসামান্য বৃদ্ধি পাইবে। এই মনোমুগ্ধকর এসেন্সে সুগন্ধি করা, পকেটে বা হাত ব্যাগে রাখিবার মত ছোট সুন্দর একখানি ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে পাইবার জন্য আজই একখানা কার্ড লিখুন। ঠিকানা—Dept. 5E, Post Box No. 758, Bombay.

Himalaya Bouquet PERFUME

ERASMIC PERFUMERS & FINE SOAP MAKERS, LONDON, ENGLAND

5-435—BG

"আপনার যা শক্তি তাই দিয়ে আপনি আমায় সাহায্য করছেন, আমি আমার সাধ্যমত তার দাম দেবার চেষ্টা করছি। গান শুনে ঠাট্টা করবেন না কিন্তু।" কণিকা গান গাইতে আরম্ভ করলে। নিশীথ তন্ময় হয়ে শুনছিল; কখন যে লেবরেটারীর দরজা খুলে ডাক্তার বোস এসেছিলেন তারা দু'জনেই তা জানতে পারে নি। ডাক্তার বোস একটু শুনেই আবার লেবরেটারীর দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেলেন। কণিকার গান শেষ হলে সে নিশীথের কাছে এসে বললে, "আপনি নিশ্চয় ভাবছেন এরা গান গায় কেন ?"

"আপনারা গাইবেন না তো গাইবে কে ?" নিশীথ বললে।

"ঠাট্টা করছেন ? করুন। আপনার মাথা ধরা সেরেছে ?"

"মহা বিপদে ফেললেন তো! যদি বলি সারে নি তাহলে আপনার ওষুধের নিন্দে করা হয়, আর যদি বলি সেরেছে তাহলে আর গান শোনা হয় না।"

"অর্থাৎ আপনার মাথা ধরা সারে নি।" কণিকা একটা "ওডিকলোনে"র শিশি নিয়ে এল। ঘরটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, আলোটা জেলে "ওডিকলোনে"র সঙ্গে জল মিশিয়ে নিশীথের মাথায় দিলে। নিশীথ চোখ বুঁজে ছিল। কণিকা বললে, "আলোটা আপনার চোখে লাগছে, না ?" নিশীথ বারণ করবার আগেই সে উঠে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এল; তারপর নিশীথের মাথাটা টিপে দিতে লাগল। একটু পরে জিজ্ঞেস করলে, "কি ? ঘুমিয়ে পড়লেন না কি ?"

"না, কিন্তু ঘুমুতে ইচ্ছে করছে। এ রকম নরম হাতের স্পর্শ পেলে সব অসুখ সেরে যায়।"

কণিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "আপনি তবু স্বীকার করলেন; যার এতে সম্পূর্ণ অধিকার তিনি কোনদিন বুঝতেও পারলেন না।" নিশীথ কণিকার হাতটা চেপে ধরলে। কণিকা বাধা দিলে না; খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর নিশীথের চেয়ারের হাতলের ওপর বসল। নিশীথ বললে, "আপনি শুধু গলায় গাইতে পারেন না ?"

কণিকা বললে, "আপনি পারেন না কিন্তু তুমি পারে।"

নিশীথ হাসতে হাসতে বললে, "আচ্ছা তাই, গাইবে একটা গান ?"

কণিকা গান গাইতে আরম্ভ করলে। গান শেষ করে কণিকা বললে, "এ রকম করে বসে থাকা ঠিক নয়; লোকে দেখলে কি ভাববে বলত?"

"ভাববার মত লোক এখানে কেউ আছে না কি?"

"বল কি? আসল লোকই যে রয়েছে।"

"প্রথমত: তিনি এদিকে আসবেন না, দ্বিতীয়ত: এলেও কিছু ভাববেন না।"

"অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে তিনি…"

"আমি কিছু বলতে চাই না, তিনি নিজেই বলেছেন।"

"কি?"

"তোমায় বিয়ে করা তাঁর অন্যায় হয়েছে। উপায় থাকলে তিনি তোমায় মুক্তি দিতেন। তোমাদের বয়েসের পার্থক্য…"

"ঐ হয়েছে বিপদ! এক এক সময় মনে হয় ভয়ানক একটা কিছু করি, কিন্তু যে লোক নিজে থেকে সব দাবী ছেড়ে দেয় তার বিপক্ষে কিছু করা যায় না। দেহের চেয়ে অনেক বেশী বুড়ো হয়েছেন মনে, অনেক চেষ্টা করেও ওঁর ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তুলতে পারি নি। আশ্চর্য্য, ওঁর মধ্যে ঈর্ষ্যা বলেও কোন কিছু নেই। ফ্রয়েড্‌কে সামনে পেলে একবার জিজ্ঞেস করতাম যে এ কি করে সম্ভব হল!"

নিশীথ বললে, "এর জন্যে ফ্রয়েড্‌কে ডাকবার দরকার হয় না। যারা চিরদিন Sexটাকে চেপে রেখে এসেছে, শেষ পর্য্যন্ত তারা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে যায়।" কণিকা বললে, "আজ পর্য্যন্ত ঐ একটী মাত্র লোক দেখলাম যে মেয়েদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন; আর কোন পুরুষ দেখিনি যে কাছে একটা কুড়ি পঁচিশ বছরের মেয়ে থাকলে সে সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। এ রকম স্বামীকে শ্রদ্ধা করা যায়, এর সঙ্গে জীবন কাটান যায় না।"

"ওঁর নিজের মতও তাই; সব সময় উনি মনে করেন তোমার ওপর অবিচার করা হচ্ছে, কিন্তু তার কোন প্রতিকার করতে পারছেন না।"

হঠাৎ ঘরের মধ্যে খুব জোর একটা আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। কণিকা আর নিশীথ দুজনেই ভয়ানক রকম চমকে উঠল।

কণিকা বললে, "কি হল হঠাৎ? লেবরেটারীতে…"

তার কথা শেষ করবার আগেই সে বেরিয়ে গেল।

লেবরেটারীর দরজা ঠেলে দেখলে ডাক্তার বোস একমনে নিজের কাজ করছেন। সে ফিরে নিশীথকে বললে, "বোধ হয় ইলেকৃট্রিকের কিছু হয়েছে।"

নিশীথের খেয়াল হ'ল যে অনেক রাত হয়েছে, এ ভাবে আর থাকা ঠিক নয়। সে বললে, "এবার যাই।" কণিকা তাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

নিশীথ চলে যাবার পরই সুরেশ এল কণিকার কাছে। কণিকা তাকে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল—জিগেস করলে, "হঠাৎ এত রাত্রে?"

সুরেশ বললে, "হঠাৎ তো নয়ই, আর রাতও বেশী হয় নি। অনেকক্ষণ এসেছি, কিন্তু নিশীথবাবু না গেলে তো আর আসতে পারি না।"

কণিকা খুব গম্ভীর হয়ে বললে, "কোর্টে গিয়ে একবার খোঁজ করে দেখ যে উনি কেন এখানে আসেন।"

"কোর্টে যেতে হবে না, সে খবর পেয়েছি আমি। তবে তার জন্যে এত রাত পর্য্যন্ত মক্কেলের বাড়ী বসে থাকা, অন্ধকার ঘরে গান গাওয়া…"

"তাতে তোমার কি বলবার থাকতে পারে?" কণিকার গলায় ঝাঁঝ ছিল। সুরেশ বললে, "নিজেকে স্থানচ্যুত হতে দেখলে কেউই খুসী হয় না।"

"তোমার তো খুসী না হবার কোন কারণ নেই। তোমার চাকরীর দরকার ছিল তা পেয়েছ; যখন তোমার কোন অভাব হয়েছে আমি তা মেটাতে দ্বিধা করি নি।" কণিকা সুরেশকে আঘাত করতে বাধ্য হল, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। সুরেশ সে আঘাতে ক্ষেপে উঠল, বললে, "তুমি আমায় সাহায্য করেছ; কেন করবে না, আমি তোমার একটা অভাব মিটিয়েছি…"

কণিকার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল, বললে, "আমার অভাব মিটিয়েছ তুমি? তোমার সঙ্গে অভিনয় করেছি, আর তুমি ভেবেছ আমি তোমায় একান্তই ভালবেসেছি। আমার জীবনে ভালবাসার অভাব আছে একথা অস্বীকার করবার আমার উপায় নেই, কিন্তু সে অভাব মেটাবার ক্ষমতা তোমার নেই।" কণিকার গলা কেঁপে উঠেছিল, কিন্তু সুরেশ তা লক্ষ্য না করে বললে, "সে তো বুঝতেই পারছি, আমার জায়গায় নতুন লোকও বাহাল হয়েছে। থাক্, তুমি চমৎকার কথা বলতে শিখেছ দেখছি; এ সব কি নিশীথবাবুর কাছে শেখা না কি?"

"তোমায় অনুরোধ করছি তুমি যাও; যদি কোন দিন তোমার কোন উপকার করে থাকি…"

"নতুন প্রেমের চাঞ্চল্য? এখনও? হাঁ যাচ্ছি; তবে একটা কথা বলে যাই শোন। তুমি হয়ত ভাবছ আমি বড্ড হতাশ হয়েছি—শুনে হয়ত আশ্বস্ত হবে যে আমি কোনদিনও তোমায় ভালবাসিনি। তোমার কাছে আসবার আগে একজনকে ভালবেসেছিলাম কিন্তু তার কাছে উপেক্ষা ছাড়া কিছু পাই নি, তাই তার ওপর আমার মোহ আজও আছে। তোমার মত যে মেয়ে স্বেচ্ছায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়…"

শেষটা শোনবার ধৈর্য্য কণিকার ছিল না, সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুরেশের

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

ষ্ট্যালিন্ নির্ব্বাসিত দস্যু

রাশিয়ায় পূর্ব্বে ষ্ট্যালিনের ডাক নাম ছিল কোবা (Koba). ১৯০৭।জুন মাসে সেণ্টপিটার্সবার্গ হইতে টিফ্লিস্-এ একবার বহু অর্থ (রুব্ল্স্) পাঠাইবার প্রয়োজন হয়। লিওনিড্ ক্র্যাসিন (Leonid Krassin) একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন বল্শেভিক্ গুপ্তচর। ক্র্যাসিন্ কোবাকে গোপনে সংবাদ পাঠান।

২৩শে জুন সকালে বিপুল সাস্ত্রীপাহারা পুলিশ ও কিছু সৈন্য পর্য্যন্ত দিয়া দুই গাড়ী টাকা পাঠান হইল—অর্থের পরিমাণ ছিল তিন লক্ষ রুবল।

শহরের রাজপথে লোকারণ্য। চারিদিকে পুলিশ, কশ্যাক্ সৈন্য ও ডিটেক্‌টিভ। শহরের শেষের দিকে এক মোড়ে যেমন এই বিপুল রক্ষী-পরিবেষ্টিত গাড়ী দুইখানি পৌছিল, অমনি চারিদিক হইতে অদৃশ্য গুলির ঝড় এবং ভীষণ বোমা বিস্ফোরণ! রক্ষীগণ অপ্রস্তুত অবস্থায় অধিকাংশই প্রাণ হারাইল এবং রুব্ল-বোঝাই গাড়ী দুইখানিও অদৃশ্য হইল।

অনেকে দেখিয়াছিল এই ঘটনার সময় হইতেই গাড়ী দু'খানির সহিত একজন অশ্বারোহী বায়ুবেগে চলিয়া গেল। পুলিশে, ডিটেক্‌টিভে সৈন্যে অত্যাচারে দেশ ছাইয়া গেল—কিন্তু এই দস্যু যে কে বা কোথায় গেল, তাহার কোনও সন্ধান মিলিল না। অথচ এই অপহৃত রুব্ল প্রথমে ডারশেঠ (Dershet) নামক এক পার্ব্বত্যগ্রামে জমা খরচ হইয়া ভাঙাইবার জন্য চারিদিকে প্রেরিত হইল। এই লুণ্ঠনের তিন সপ্তাহ পর ক্র্যাসিনের মারফৎ কিছু নোট ভাঙান হয় এবং পরে মস্কো প্যারিস্ প্রভৃতি স্থান হইতে ভাঙাইয়া আসিতে লাগিল।

কোবা কিন্তু প্রত্যহ শহরের নদীতীরবর্ত্তী একটা তৃতীয় শ্রেণীর কাফেতে বসিয়া কনেষ্টবলদের সহিত মদ্যপান করে। কেহই তাহাকে সন্দেহ করে না।

অবশেষে মার্কস্‌সিষ্ট দলই কোবাকে ধরাইয়া দিল। লুণ্ঠনের দিন গাড়ী দুইখানি লইয়া উধাও হইয়াছিল কামো এবং বোমা ছুঁড়িয়াছিল কোবা!!

লেনিন্ কোবাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল কিন্তু কোনও সুফল হয় নাই। কোবা সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইল।

আজ সেই নির্ব্বাসিত দস্যু কোবা—জগদ্বিখ্যাত জো ষ্টালিন্, রাশিয়ার ভাগ্য-বিধাতা!

ওপর সে রাগ করতে পারলে না। সুরেশ তাকে যা বলেছে, তার সম্বন্ধে যে ধারণা করেছে তার জন্যে দায়ী সে; যে নিজেকে যে ভাবে লোকের চোখে তুলে ধরেছে লোকে সেই ভাবে তাকে বিচার করেছে। আজ নিশীথের তাকে ভাল লেগেছে, প্রণতির বন্ধু হিসেবে তার উচিত নিশীথকে বাধা দেওয়া, অন্ততঃ প্রণতিকে সব কথা জানিয়ে দেওয়া, কিন্তু সে তা পারলে না। লোকে নীচ বলবে, স্বার্থপর বলবে জেনেও সে পারলে না। সে চায় কেউ তাকে ভালবাসবে, তাকে অন্তরের সঙ্গে চাইবে, যাতে তার স্বামী বুঝতে পারেন যে তারও একটা দাম আছে, সে তাঁর লেবরেটারীর চেয়ে উপেক্ষার বস্তু নয়। আর সকলের যখন বাঁচবার অধিকার আছে, সুখী হবার অধিকার আছে, তারই বা থাকবে না কেন? সে এমন কোন অপরাধ করেনি যার জন্যে সে সব থেকে বঞ্চিত হবে। (ক্রমশঃ)

জাপানে ছাত্রসংখ্যা

জাপানে ৪৫টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ছাত্রসংখ্যা ৭২ হাজার। ইহার মধ্যে এক হাজারের কিছু উপর চীনা, তিন শত ইয়ুরোপীয়, দশ জন আমেরিকান এবং ১২৬ জন শ্যামদেশীয়। জাপানে শিক্ষার ব্যয় খুবই কম।

*

স্বর্ণ-গর্দ্দভ

আমেরিকার টেকসাস্ শহরে জেক হারিসন নামে একজন খুব বড় ধনী ছিল। জেক-এর পশুশালায় সব রকম জানোয়ারের কারবার হইত। জেক বহুদিন বিপত্নীক, এবং সন্তানাদিও কিছু ছিল না। জেক-এর বন্ধুও কেহ ছিল না। জেক প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত রেশ্ম নামক একটি গাধাকে। সম্প্রতি জেক মারা গিয়াছে। সে মৃত্যুকালে তাহার যাবতীয় সম্পত্তি স্থাবর ও অস্থাবর উক্ত প্রিয়তম রেশ্মকে দিয়া গিয়াছে। রেশ্ম এখন প্রায় ৭ লক্ষ ডলার-এর একমাত্র অধিকারী।

*

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী

লোকোত্তর মহাপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে বহু লোক বহু-কথা বলিয়াছেন, কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত মৌলভী রেজাউল করিম সাহেবের "I salute thee, Lord" প্রবন্ধটির প্রতি আমরা হিন্দু ও অহিন্দু সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। করিম সাহেবের মত চিন্তাশীল ও প্রকৃত ধার্ম্মিকলোক পবিত্র ইসলামের সত্যকার সেবকরূপে যে উদার মনন-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা তাঁহার সমাজে ক্রমবিরল হইয়া পড়িতেছে বলিয়াই, আমাদের দুঃখ কষ্টেরও পরিধি ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে। মহাপুরুষকে সম্মান করিলে নিজেকেই যে সম্মান করা হয়, এই কথাটিই আমরা বুঝি না।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ 'শান্তি'
নির্দ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১॥০, ২॥০, ৪১, পোঃ ফ্রি।
ডি. লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
নামাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

গল্প

—আসামী—

—শ্রীশরদিন্দু মুখোপাধ্যায়

ঘড়িতে এইমাত্র চারটে বাজ্‌ল। সমস্ত দেহটাকে চাদর দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে বরেণ পাশ ফিরল। আজ রাতে ঘুমটা কেমন যেন জমছে না। অন্যদিন সে বোধ হয় এমন সময় মরার মত শুয়ে থাকে। ডলির আসতে ত' সেই ভোর ছ'টা—কিন্তু তবুও ঘুমের মাঝে হঠাৎ তার মনে হয় সব ক'টা বুঝি বেজে গেল ঘড়িতে। শুয়ে শুয়ে ডলির কথা ভাবতে লাগল।

বি, এ, পরীক্ষার পর সে ঢাকাতে তার দিদির বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। সেইখানেই দেখা ডলির সঙ্গে। তারও নাকি সেটা দিদির বাড়ী। সে এসেছিল এলাহাবাদ থেকে ম্যাট্রিক দিয়ে। বাপ উকিল। ডলির মধ্যে একটা জিনিস বরেণের ভারী ভাল লাগত…সেটা হোলো তার খোলাখুলি ভাব। এতটুকু জড়তা নেই।

গান কিন্তু বেশ গাইত ডলি। কত মধ্যে যে ওর কেটেছে ডলির দিদির বাড়ী তারপর আজো মনে পড়ে বরেণের 'বাকল্যাণ্ড' বাঁধের ওপর বেড়ান। রমণার লেকের ধারে দু'জনে বসে কত গল্প। ভাবতে ভাবতে বরেণ মোহাচ্ছন্ন হোয়ে ওঠে।…ওর মনে হচ্ছিল ডলি যেন ওর খুব কাছেই রয়েছে। তারপর ঢাকা থেকে এসে চিঠি দেওয়া। সত্যই খাসা মেয়ে, ওই ডলি।…তারপরই ত' বরেণ পুলিশে চাকরী পেল। ওপরওয়ালারা ওর কাজ দেখে খুব শীগগিরই 'লিফ্‌ট্' দিয়েছিল।

ডলিকে ও লিখত যে এ-চাকরী ওর ভাল লাগে না। পরের পিছনে কেবল লেগে থাকা। ডলি লিখেছিল "তাতেই অনেক আনন্দ পাওয়া যায়—অন্ততঃ আমি পেতাম।"

ছোট ছোট এই রকম কথার টুক্‌রো তার মনে ভেসে ওঠে। পাঁচটা…। আর একটু পরেই বরেণকে উঠতে হবে। ডলি আসবে।…গত পাঁচদিনের ভেতর সে দাড়ি কামাবার পর্য্যন্তও সময় পায় নি।

সাড়ে পাঁচটা…। না—আর নয়, উঠল বসে সে—এইতো আধখানা দেহ সে তার তুলেছে। আধঘণ্টা সময় যথেষ্ট। একটু জল খেল ও।

…নীচে দরজার কড়া নাড়ার শব্দে বরে চমকে ওঠে। হঠাৎ ঘড়ির পানে তাকা …উ…ফ্…ছ'টা দশ। চোখের ভেতর যেন একটা পড়েছে। একটা হা পায়জামাটাকে ধরে…অন্য হাতে চো রগড়াতে রগড়াতে নীচের দিকে ছুটল।…

এত জোরে সে এসেছিল যে দরজা খু আর সে নিজের 'ব্যালেন্স্' রাখ পারছিল না।

ডলি দাঁড়িয়েছিল। মুখে ওর মৃদু হাসি …"গুড মর্ণিং…মিষ্টার ভাট্…স্যরি…ঘুমুচ্ছি বুঝি?"

সত্যিই বরেণের যে অবস্থা তাতে ম হয় যে তাকে যেন যথেষ্ট কষ্ট দেওয়া হয়েছে- এই সকালবেলা ডেকে।

"না…মানে তুমি এসো ভেতরে" একটা হাত ডলি বাড়িয়ে দিল—বরেণ সেটা তার একটা হাত দিয়ে ধরল।—ঘর তার সেই চারতলার এক কোণে।—ইচ্ছে করেই সে এটা নিয়েছে। বেশ নির্জ্জন এখানটায়।

ঘরের ভেতর ঢুকে ডলির পালকের মত

ফোন ২৭৭৪
বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

দেহটাকে নিয়ে নিজের বিছানায় ফেলে দিল বরেণ। "Just a few minutes please. ...আমি আসি বাথ্‌রুম্‌ থেকে......একটু make up নিয়ে...তুমি ততক্ষণ ষ্টোভটা ধরিয়ে জল চড়াও।"

বরেণ ঢুকলো বাথরুমে। বাথরুমে ঢুকে আর্শিতে নিজের চেহারাটা দেখে সত্যিই লজ্জা করছিল ওর। আর একটা কথা কেবলই মনে হচ্ছিল—ডলির মুখটা অতো শুক্‌নো কেন।...বোধ হয় সারা-রাত্রি ট্রেনে আসার দরুণ। কিন্তু ওর চোখের কোলে অত গভীর কোরে কালি ঢেলে দিল কিসে? ...সবই বোধ হয় এই ট্রেনের 'জার্ণির' জন্তে।

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং। টেলিফোন বাজল। ...আঃ—কে আবার এই আপদ। খুব চেঁচিয়ে ও বলল ডলিকে রিসিভ করতে।

রিসিভার তুলল ডলি।..."Is that Mr. Dutt speaking?"

ডলি উত্তর দিল..."হ্যাঁ।" ডলির মুখটা আরও শুক্‌নো হয়ে আসছে। ভাগ্যিস্‌ বরেণ নেই।

প্যাডটা টেনে নিয়ে কয়েকটা কথা লিখল ডলি—"টেলিফোন...থানা......আমি যাচ্ছি...কেন তা জানি না।"...

সবকটা কথা গুছিয়ে লেখবার মত ক্ষমতা তার ছিল না। বুকের ভেতরটায় ওর ঝড় উঠেছে। ওর ভয় করছে যে ও বুঝি এবার অজ্ঞান হোয়ে যাবে।

বরেণ গান ধরেছিল..."I sowed the seeds of love." আরও মাঝে মাঝে কত কথা বলছিল।

টেলিফোন আবার বাজলো। অনর্গল বাজছে। বিরক্ত হোয়ে হঠাৎ দরজা খুলল ও।...আরে ডলি কই? ষ্টোভের ওপর জলটা প্রায় শেষ হোয়ে এলো যে! "ডলি...ডলি"...আঃ...টেলিফোনটা ভেঙ্গে ফেলতে ইচ্ছে করে।

রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে টেলিফোনটা ও তুলল। এখুনি নোট করতে হবে ওকে।

প্যাডটা নিয়ে বসল। আর একবার ডাকল "ডলি-ই......।" বরেণ নোট করছিল। শেষের দিকটা ওর বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হোয়ে আসছিল।

থানা থেকে খবর এসেছে...এখুনি তাকে বেরুতে হবে।...ঢাকা থেকে একটা খুনী মেয়ে আসছে। ঢাকায় নাকি মেয়েটার বাড়ী নয়। তবুও মাঝে মাঝে সে আসতো তার দিদির কাছে।...ভয়ানক...মেয়ে। অনেক ছেলের মাথা চিবিয়েছে। ওটাই তার পেশা। পয়সার ওপর অপর্য্যাপ্ত লোভ। পরশু রাত্তিরে নাকি ঐ রকম একটা ছেলেকে নিয়ে বেরিয়েছিল...রমণার মাঠের দিকে। ...সেখানে নাকি তার আর একটি প্রেমিকের সঙ্গে দেখা হয়...তারপর দুই প্রেমিকে বচসা হয়। তারপরে নাকি ছেলেটাকে তারা দু'জনে মেরে ফেলে।...এই রকম এর আগে সে অনেক কাণ্ড করেছে।...খবর পাওয়া গেল...আসছে সে কোলকাতায় আজকে। ...তাকে ধরতে হবে।

বরেণকে নাকি এর আগে টেলিফোন আরও দু'বার করেছিল, কিন্তু জবাব পায় নি।

হাত থেকে রিসিভারটা বরেণের পড়ে গেল।

ডলির চিঠিটা চোখে পড়ল। এত দুঃখেও হাসি পেল তার। রিসিভার আবার তুলল বরেণ।

"দেখুন আজ শরীরটা আমার ভয়ানক খারাপ। উঠতে পারছি নে—জ্বর এলো এইমাত্র...আর কাকেও বলুন।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	১৬ কোটি	৩৪	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল...	২ ,,	৯৬	,,	,,
মোট সংস্থান...	৩ ,,	৩৬	,,	,,
দাবী শোধ...	১ ,,	৮৫	,,	,,
প্রিমিয়াম আয়...	... ...	৭৪	,,	,,

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

আলোচনার আসর

দেশ-সেবায় নারীর কর্ত্তব্য

(৬)

দেশ সেবায় নারীর কর্ত্তব্য পুরুষের চেয়ে কোনও অংশে কম নহে, বরং বেশী বলিয়াই আমার মনে হয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের নারী সমাজ তাঁহাদের এই প্রধান কর্ত্তব্য বিষয়ে অতি অল্পদিন মাত্রই অবহিত হইয়াছেন। পুরুষের ন্যায় সমগ্রভাবে দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ ও সুবিধা আমাদের দেশের নারীগণ কখনও পান নাই। অবরোধ-প্রথা ও সুশিক্ষার অভাবই তাহার প্রধান কারণ। বহুশতাব্দী ধরিয়া নারীকে তাঁহার রাষ্ট্রজীবনের অধিকার ও কর্ত্তব্য হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত রাখার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের এতাদৃশ শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের নারীসমাজের তুলনায় আমরা এদিকে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সুখের বিষয় এই যে, আমাদের আধুনিক শিক্ষিতা নারীসমাজ এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন এবং রাষ্ট্রজীবনে প্রবেশ লাভ করতঃ ধীরে ধীরে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁহারা পুরুষের যোগ্যতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। ইহা যে খুবই আশা ও আনন্দের কথা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সেবা নারীচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সকল প্রকার সেবাকার্য্যেই নারীর যোগ্যতা যে পুরুষের চেয়ে অধিক, নারীর দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মেই তাহার পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়। দেশসেবায় পুরুষের উদ্যম ও শক্তির সহিত নারীর নিষ্ঠা, সংযম ও সহিষ্ণুতা মিলিত হইয়া উভয়ে একত্রে দেশ ও সমাজহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে জাতীয় জীবনের অবাধ উন্নতি অবশ্যম্ভাবী—একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুরুষ ও নারী লইয়াই সমাজ বা জাতি গঠিত; সুতরাং যে কোনও জাতীয় উন্নতি-কার্য্যে উভয়ের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। জাতির অর্দ্ধাংশকে পঙ্গু বা অকর্ম্মণ্য রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ জাতীয় উন্নতি সাধনের জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, সে চেষ্টা কখনই ফলবতী হয় না।

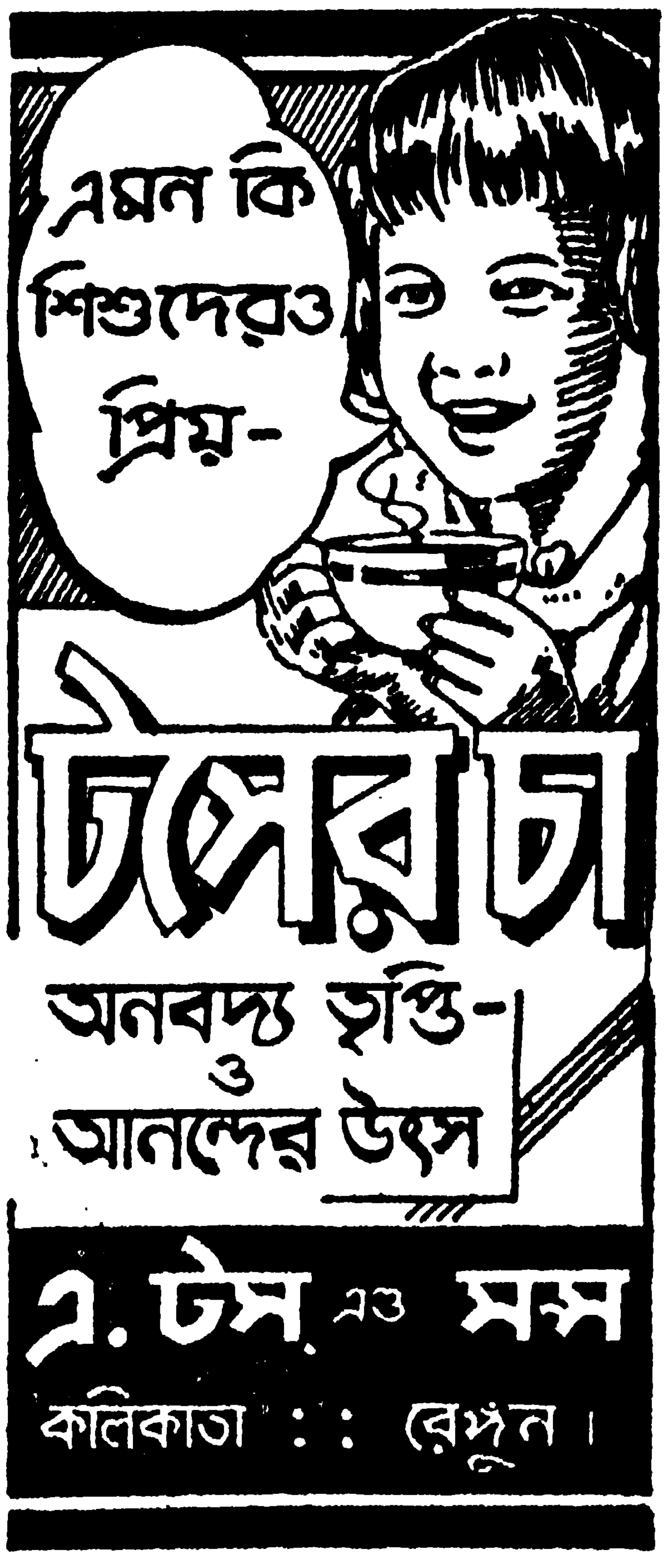

দেশের কার্য্যে পুরুষের সহিত নারীর সহযোগিতার অভাবই আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির অন্যতম কারণ, এই কথাটা পুরুষ ও নারী উভয়েরই বর্ত্তমান সময়ে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এখনও এই নারী প্রগতির যুগে, শুধু পুরুষ কেন, অনেক নারীরও এইরূপ ধারণা যে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে নারীর অধিকার বা কর্ত্তব্য কিছুই নাই; নারীর কর্ত্তব্য শুধু অন্তঃপুরের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ তাঁহাদের এইরূপ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক আধুনিক শিক্ষিতা নারী বহির্জ্জগতের নানাপ্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাহা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সন্তান প্রতিপালন, স্বামীসেবা, ও গৃহস্থালীর অন্যান্য যাবতীয় কাজ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিয়াও নারী যে দেশসেবার কার্য্যে যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পাইতে পারেন তাহার দৃষ্টান্ত আমরা বর্ত্তমান সময়ের নারীর জীবনে দেখিতে পাই। একজনের জীবনে যাহা সম্ভব, অপরের জীবনেও যে তাহা সম্ভব হইতে পারে একথা অবিশ্বাস করা যায় না।

বর্ত্তমানে ইউরোপে মহাসমরের যে ধ্বংসলীলা চলিতেছে, তাহাতে সে দেশের নারীগণ শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য দেশের কার্য্যে নানাভাবে পুরুষের সহায়তা করিতেছে। তাহারা যে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষাতেই নিযুক্ত রহিয়াছে এমন নহে, দেশের অধিকাংশ পুরুষগণ সৈনিক হইয়া যুদ্ধে যোগদান করার

ফলে, কল কারখানা ইত্যাদিতে শ্রমিক লোকের সংখ্যা অত্যধিক হ্রাস পাওয়ায়, সেই সকল স্থানে নারীগণ পুরুষের পরিবর্ত্তে কার্য্য করিতেছে। যুদ্ধের জন্য অস্ত্র, শস্ত্র, গোলা, বারুদ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নির্ম্মাণের কল কারখানাগুলিতেও তাহারা দলে দলে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার কার্য্যে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেছে। আমাদের এই পরাধীন দেশের ততোধিক পরাধীনা নারীদের যদিও এই সকল কার্য্য করিয়া দেশসেবার সুযোগ ও সুবিধা হয় না, তবু এই সকল কার্য্য ব্যতীতও আমরা অন্য নানা প্রকারে দেশসেবার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি। আমাদের শিক্ষিতা নারীদের একটা অখ্যাতি আছে যে তাঁহারা অত্যন্ত অলস এবং বিলাসপ্রিয়া। দেশের বর্ত্তমান এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার সময়ে নারীগণ যদি বিলাসিতা পরিত্যাগ করতঃ সাদাসিধাভাবে জীবন যাপন করেন এবং দাসদাসীদের উপরে ষোল আনা নির্ভর না করিয়া একটু শারীরিক ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার করতঃ নিজেদের ব্যক্তিগত কাজগুলি কিছু কিছু নিজেরা করেন এবং বিদেশী দ্রব্য একেবারে বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে যত্নবতী হয়েন, তাহা হইলে তদ্দারা দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালনও হইবে আবার উল্লিখিত অখ্যাতির হাত হইতেও নিস্কৃতি পাইবেন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে নারী মাতৃজাতি। 'যে শিশুগণ জাতি ও সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ, এক সময়ে যাহারা বয়োপ্রাপ্ত হইয়া দেশের সেবা করিবে, তাহাদের জীবন শৈশবে মাতৃহস্তেই গঠিত হয়। এজন্য প্রত্যেক মাতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ সন্তানকে সুস্থ, সবল, সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত এবং স্বদেশভক্ত করিয়া প্রস্তুত করা। সন্তানের জীবনকে এইভাবে গঠন করিতে হইলে নারীকে তাহার নিজের জীবনও এই ভাবে গঠন করিয়া লওয়া আবশ্যক। সন্তানকে সুস্থ, সবল, সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত এবং স্বদেশানুরক্ত করিয়া প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলাই দেশসেবায় নারীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। দুঃস্থ, ব্যাধিপ্রপীড়িত, আর্ত্ত-জনগণের সেবা শুশ্রূষাও দেশ-সেবায় নারীর অন্যতম কর্ত্তব্য। ফলত দেশসেবায় নারীর কর্ত্তব্য অশেষ এবং দায়িত্বপূর্ণ এবং তাহা পুরুষের অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। আমাদের আধুনিক শিক্ষিতা ভগ্নীগণ এই কথাটার মর্ম্ম উপলব্ধি করতঃ তদনুসারে কার্য্য করিয়া নিজেদের এবং আপন আপন সন্তানদের জীবন গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই তাঁহাদের নারীজীবনে দেশসেবার কর্ত্তব্য পালন করা হইবে—ইহাই আমার অভিমত।

শ্রীমতী বিজলী দেবী
C/o. Mr. K. L. Mukherji
Harrison Road, Calcutta

(৭)

যদিও দেশের কার্য্যে নারীর কর্ত্তব্য পুরুষের সমতুল্য, তথাপি দেশের মঙ্গলার্থে আত্মত্যাগিনীগণ ভিন্ন আমাদের ন্যায় সংসার-নিরতা নারীর প্রকৃত দেশসেবিকা হওয়া আদৌ সম্ভবপর নহে। তবে আমার মনে হয়, কতকগুলি নিয়মাধীনে থাকিলে আমাদের দ্বারাও দেশের কতকাংশে মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। আমাদের সংসারে কতকগুলি অযথা ব্যয় বহুলতার প্রশস্ত পথ আছে—তন্মধ্যে বিলাসিতাই মুখ্য ও অন্যগুলি গৌণ। এইগুলিকে যথাসম্ভব প্রত্যাহার করিয়া চলাই উচিত।

(১) সংসারের অনাবশ্যক একাধিক ব্যয়-সম্ভার যথাসম্ভব কমাইয়া সেই অর্থ দ্বারা কোন অনাথ আশ্রম বা কোন দরিদ্র ভারতবাসীকে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিলে কতিপয় ভারত সন্তানের কিঞ্চিৎ উপকার করা হয়।

(২) বিদেশী বর্জ্জন করিয়া দেশীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিলে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ বিত্তশালী হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই—সুতরাং আমাদের দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করাই উচিত।

(৩) সমস্ত সাংসারিক কর্ম্মের অবসর সময়ে সূতাকাটা ও অন্যান্য কুটীর-শিল্পাদি দ্বারা শিল্প-কলার ক্রমোন্নতি করা অধিকতর সঙ্গত।

(৪) দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা হইয়া আত্মীয়-স্বজন ও সন্তানগণকে প্রকৃত দেশানুরাগী করিয়া তোলাও নারীর একটী অন্যতম কর্ত্তব্য।

(৫) সুবিধা বিশেষে পল্লীগ্রামে বাস করিয়া দরিদ্র কৃষকদের নিজের ক্ষমতানুযায়ী নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া কৃষি-শিল্প ক্রমশঃ উন্নততর করাই বিধেয়।

(৬) বাঙ্গলার সমস্ত পল্লীতে যদি একটী করিয়াও "মহিলা সমিতি" থাকে তাহাতে যে-কোন সম্প্রদায়ের (ভারতীয়) মহিলাগণ নির্দ্দিষ্ট দিনে একত্রিত হইয়া দেশের কার্য্য, নানারূপ শিল্প-বিভাগ সম্বন্ধীয় ও আরও বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিয়া এবং তাহা যথাসম্ভব কার্য্যে পরিণত করিলে বাঙ্গলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সামান্য উপকার সাধিত হইতে পারে। ইহা ভিন্নও ইহাতে আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা হয় এবং অনেক ভগিনীর সমন্বয়ে আনন্দ লাভও হয়।

(৭) আর একটি কর্ম্মের দায়িত্ব নারীর উপর কতকাংশে ন্যস্ত থাকে, তাহা হিন্দু মুসলমানের ঐক্য স্থাপনে সচেষ্ট হওয়া। যদিও ইহা পুরুষের সহানুভূতি ভিন্ন কখনই সফল হইতে পারে-না, তথাপি নারীগণেরও ইহাতে

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: বি, বি, ৩৭১১

সম্পূর্ণ সাম্য হইয়া থাকা সঙ্গত নহে। সন্তান-সন্ততিদের শৈশবাবস্থা হইতেই যথোচিত শিক্ষাদান করা উচিত, কারণ সংশিক্ষাই মানবের হৃদয়কে নির্ম্মল করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। অধুনা এই সংশিক্ষার অভাবেই প্রায় সকলেই এক অন্যের ধর্ম্মানুষ্ঠানকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করেন এবং নিজ জাতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন। এইরূপ স্বার্থ-পর মনোভাব ত্যাগ করিয়া সন্তানগণকে শিখাইতে হইবে যে, তাহারা সকলেই ভারতীয় বা ভারতবাসী,—সুতরাং ভারতের মঙ্গল সাধন করিতে তাহাদের সকলেরই সমভাবে একাগ্রতা থাকা প্রয়োজন। পুরুষগণকে জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, আমরা পরস্পরের মধ্যে অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান অথবা যে কোন সম্প্রদায়ের রমণীগণ এক অন্যের সহিত সদ্ভাব স্থাপনেই অধিকতর উৎসাহিতা হই এবং ব্যক্তি-বিশেষে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনও করিয়া থাকি,—কিন্তু পুরুষগণ আমাদেরই সন্তান ও ভ্রাতা হইয়া পরস্পরের মধ্যে অনুচিত বিবাদ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। আমার মনে হয় যে, আমরাই সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে অক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া কেবল নারীর দ্বারাই সন্তান সর্ব্ব-বিষয়ে শিক্ষিত হইতে পারে না, পিতার সাহায্যও ইহাতে অনেকাংশে নির্ভর করে। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যেই প্রকৃত দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষমা এবং স্বদেশ-প্রীতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিনীতা—
শ্রীমতী নির্ম্মলা দত্ত,
চারবাগ—(লক্ষ্ণৌ)

সরল সীবন-শিক্ষা

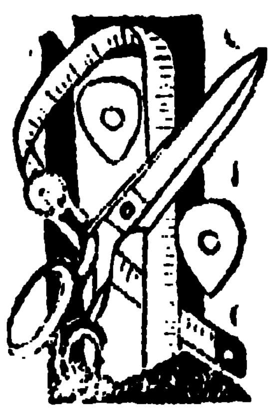

১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।

মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

(১৪৫)

ডাবের ডালনা

উপকরণ:—দুটো লেওয়া ডাব, আধ-সের পরিমাণ আলু, ধনে, জীরা ও গোলমরিচ—তিনটে মিশিয়ে এক ছটাক পরিমাণ। গরম মশলা পরিমাণমত।

প্রণালী:—ডাব দুটো কেটে তার ভিতরের লেওয়া নারিকেল তুলে নিন। তারপর সেইগুলিকে বরফীর আকারে কাটুন। কেটে অল্প ভেজে রাখুন। আলু-গুলিও ডুমো ডুমো ক'রে কেটে ভেজে রাখুন। ইহার পর জীরা, লঙ্কা ও তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে আলু ও নারিকেল ছেড়ে দিন; জিরে, গোলমরিচ ও ধনের বাটনা দিয়ে নাড়তে থাকুন। এই রকম কিছুক্ষণ নেড়ে পরিমাণমত জল দিন। ইহার পর নুন ও হলুদ দিন পরিমাণমত। পরিমাণমত ঝোল থাকতে নামিয়ে রাখুন, ইহার পর ঘি ও গরম মশলা দিন। ইহাই হল "ডাবের ডালনা" রাঁধবার প্রণালী। ইহা রাঁধা খুব সহজ। খেতেও অতি সুস্বাদু।

শ্রীপ্রভাবতী ব্যানার্জ্জী
সান্তাহার

(১৪৬)

সুজির কুলি

উপকরণ:—সুজি এক সের, দুধ আধ সের, নারিকেলের পুর পরিমাণ মত, চিনির রস কিছু, ঘি আধ সের।

প্রণালী:—প্রথমে দুধ জ্বাল দিয়ে তার মধ্যে সুজি ঢেলে দিন। পুনরায় জ্বাল দিতে থাকুন। সুজি সিদ্ধ (কাই) হলে, অন্য একটি পাত্রে ঢেলে ভাল করে ময়ান দিন। এখন নারিকেলের পুর ভিতরে ভরে ঐ সুজির কাই দিয়ে ছোট ছোট কুলি তৈয়ার করুন। তারপর কড়াইতে ডুবো ঘিয়ে পানতোয়ার রঙের মত করে ভেজে নিন্। এখন চিনির রসে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখুন। খেয়ে দেখুন, কেমন সুন্দর, সুস্বাদু সুজির কুলি প্রস্তত হলো।

কুমারী মণিকা রায় চৌধুরী
টাঙ্গাইল

(১৪৭)

গোলা কাবাব

প্রথমে গোটা কয়েক পিঁয়াজ খুব মিহি করিয়া কাটিয়া তাহাতে পাতিলেবুর রস ও কাঁচা লঙ্কা লবণ দিয়া চটকাইয়া রাখুন। এক পো খাসির মাংসকে উত্তমরূপে বাঁটিয়া রস বাহির করিয়া লইবেন, তাহাকে উনানের উপর পাঁচ মিনিট চড়াইয়া কয়েকবার নাড়িয়া চাড়িয়া উনান হইতে নামাইয়া লইবেন, তৎপর তাহাকে পুনরায় মিহি করিয়া বাঁটিয়া লইবেন। উত্তমরূপে বাঁটার পর তাহাতে আদা, ধনে, পিঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, লবণ ও এলাচদানা, আন্দাজমত ছোলার ছাতু, আধ ছটাক তৈল সকলকে একত্রে উত্তমরূপে মাখাইয়া আন্দাজমত ছোট ছোট গোল করিয়া তার মধ্যে পেয়ালার ন্যায় গর্ত্ত করিয়া, পিঁয়াজ ভাজা অল্প করিয়া দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া, হাতে একটু তৈল দিয়া গোল করিয়া লইয়া বাদামের রঙে ভাজিয়া লইবেন। গোলা কাবাব খাইতে অতি উত্তম হয়।

আনিসা বেগম
কাটুয়াখুটা লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা

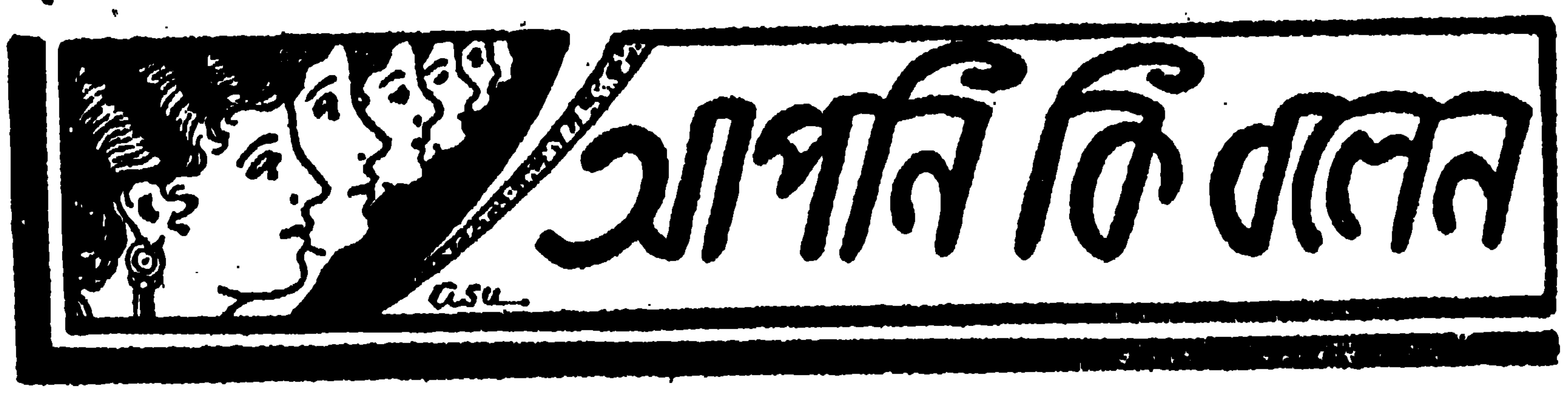

(৬৮)

"ফ্রি এমব্রয়ডারী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ"

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

এই পত্রখানি আপনার দীপালীতে স্থান পাইলে বিশেষ উপকৃতা হইব। গত ৩৪শ সংখ্যা দীপালীতে "ফ্রি এমব্রয়ডারী প্রতিযোগিতা"র বিরুদ্ধে বড়দিদির অভিযোগ পড়িয়া জানাইতেছি,—আমি এ পর্য্যন্ত কোন ফলাফল জানিতে না পারিয়া আপনার আলোচনার বৈঠকে যোগ দিলাম।

২৬শ সংখ্যার দীপালীতে পূর্ব্বের মত আর একখানি বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমি প্রতিযোগিতার সেক্রেটারীর নিকট বিশেষ নিয়মাবলীর জন্য টিকিটসহ আবেদন করিয়া নিয়মাবলী পাইয়াছিলাম। কিন্তু উক্ত নিয়মাবলীতে কবে ফলাফল জানিতে পারিব তাহার কোনই উল্লেখ ছিল না। আমার চিঠিতে জিনিষটী পাঠাইবার শেষ তারিখ ছিল ৩১শে জুলাই, আমি গত ৩০শে জুলাই প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে দুইখানি ষ্ট্যাম্পসহ রেজেষ্টারী যোগে রুমালটী পাঠাইয়াছিলাম এবং Acknowledgement Receiptও পাইয়াছিলাম, কিন্তু এযাবৎ কোন খবর দীপালী কিংবা দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হইল না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ক্ষতিগ্রস্তা ভগিনীগণকে এ বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি;—একই প্রতিযোগিতার নির্দ্ধারিত শেষ তারিখ ৩০শে ও ৩১শে জুলাই দুই দিনই কিরূপে হইল—তাহা কি প্রতিযোগিতার সেক্রেটারী মহাশয় বলিয়া দিবেন? জিনিষটী ফেরৎ পাঠাইলে বাধিতা হইব—পুরস্কারের আশা ছাড়িলাম।

আপনি ও বড়দিদি আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি—

কুমারী মলিনা বসু
C/O শ্রীনিখিল বসু
ঈশ্বর মিল লেন কলিকাতা

২৪-৮-৪০

(৬৯)

আনারসের পোলাও

মাননীয়া "নারীলোক" পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

আমার এই ক্ষুদ্র পত্রখানি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকাতে প্রকাশিত করলে বিশেষ বাধিতা হ'বো।

'রান্নাঘরে'র আলোচনায় এযাবৎ বহু প্রকার সুখাদ্যের প্রস্তুত-প্রণালী বিষয় আমরা জেনেছি, কিন্তু আমার মনে হয় এযাবৎ 'আনারসের পোলাও' সম্বন্ধে কোনও খবর বের হয় নি। কোনও ভগ্নী যদি ইহার প্রস্তুত-প্রণালী দীপালী মারফৎ জানান তবে বিশেষ উপকৃতা হ'বো।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। ইতি—

মিসেস্ সখিনা খাতুন চৌধুরী
সালন্দর, ঠাকুরগাঁও, পোঃ
(দিনাজপুর)

(৭০)

কেয়া খয়ের

মাননীয়া দীপালীর নারীলোক
পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনার সুপ্রসিদ্ধ দীপালী পত্রিকায় আমার এই ক্ষুদ্র পত্রটী স্থান পাইলে আনন্দিতা হইব।

যদি কোন ভগিনী জানেন যে কি খয়ের এবং কি মশলা দিয়া কিরূপে 'কেয়া খয়ের' তৈয়ারী করিতে হয়, তাহা হইলে দীপালী মারফৎ আমাকে জানাইলে উপকৃতা হইব। নমস্কার—ইতি,

মিসেস্ এম, হোসেন
বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা

(৭১)

উঁছা জিনিসের সাচ্চা খাদ্য

মাননীয়া পরিচালিকা মহাশয়া,

"রান্নাঘরে" অনেক রকম সুস্বাদু ও মুখরোচক খাদ্য আমরা খাইতেছি বটে, পোলাও মাংস হইতে আরম্ভ করিয়া চাটনি, বেগুনি, পেঁয়াজি পর্য্যন্ত। কিন্তু তাহা সত্বেও ভগ্নিদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন উত্থাপিত করিবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—তাহা কতকটা রিসার্চ করার মত। আমরা নিত্যনৈমিত্তিক যে যে তরকারী ব্যবহার করি তাহার মধ্যে সবচেয়ে যেগুলি উঁছা, তাহাদের সবচেয়ে ভাল সদ্ব্যবহার বা ভাল খাদ্য কি হইতে পারে,—যেমন ঝিঙ্গে, কচু, গেঁড়ো, উচ্ছে, লাউ ইত্যাদি। এইসব উঁছা তরকারি হইতে কি সাচ্চা খাদ্য তৈয়ারী হইতে পারে তাহাই ভগ্নিদের কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছি। এইরূপ খাদ্য "রান্নাঘরে" কখনও স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। যদি কখনও পাইয়া থাকে তবে হয়ত খাইবার অবসর হইয়া উঠে নাই, তাহার জন্য আশা করি ভগ্নিরা বা পরিচালিকা মহাশয়া কোনরূপ কটাক্ষপাত করিবেন না, কারণ আমি নূতন গ্রাহিকা নহি, অনেকদিন হইতেই দীপালী পড়িয়া আসিতেছি। আশা করি ভগ্নিরা নিরাশ করিবেন না।

শ্রীরাইরাণী মুখার্জ্জি,
পিলখানা লেন,
বর্দ্ধমান।

আহরণ

নারীর সংখ্যাই অধিক

চীনে	হাজার পুরুষে	১১৩৯	নারী
রাশিয়ায়	„ „	১১০৩	„
ফ্রান্সে	„ „	১০৭১	„
ইংলণ্ডে	„ „	১০৮৮	„
জার্ম্মাণী	„ „	১০৫৮	„
	কেবলমাত্র		
কিউবায়	„ „	৮৮৮	„

*

আশুতোষ কলেজে ছাত্রী বিভাগ

প্রকাশ, বাংলা গভর্ণমেণ্ট আশুতোষ কলেজের ছাত্রী বিভাগে যে সরকারী সাহায্য দিতেন, সম্প্রতি তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

*

ডাক্তারের কীর্ত্তি

ঈডা রয়ষ্টন্ একজন পরমা সুন্দরী মার্কিন তরুণী। বহুদিন হইতে অনিদ্রায় ভুগিতেছে বলিয়া সে নিউ ইয়র্কের মার্সেল নামক এক চিকিৎসকের নিকট যায়। চিকিৎসক রোগিনীকে বিবাহ করিতে চাহে, ঈডা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ডাক্তার সাহেব একজন হিপনটিষ্টের দ্বারা ঈডাকে সম্মোহিত করিয়া আদালতে গিয়া বিবাহ করে এবং ১০।১২ দিন তাহার সহিত বাস করে। পরে ঈডার সম্মোহন ভাঙ্গিয়া গেলে সে বহু কান্নাকাটি করিয়া, স্বামী-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বাড়ী পলাইয়া আসে, ওদিকে ডাক্তার বাবুও উধাও। ঈডা এ বিবাহ ভঙ্গ করিয়া সম্প্রতি এক ধনী ব্যবসায়ীর ঘরণী হইয়াছে।

*

বিধবার বদান্যতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব নৃতত্ত্বের অধ্যাপক স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিধবা পত্নী শ্রীমতী ষোড়শীবালা মিত্র মহাশয়া তাঁহার স্বামীর স্মৃতি-রক্ষার্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৩০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ দান করিয়াছেন। এই টাকার লভ্যাংশ হইতে প্রতিবৎসর নৃতত্ত্বের ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইবেন, তাঁহাকে তাঁহার স্বর্গত স্বামীর নামে একখানি স্বর্ণ-পদক প্রদত্ত হইবে।

*

মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান্

শ্রীমতী সি, পত্তমা ইলোর (মাদ্রাজ) মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মাদ্রাজে ইনিই প্রথম নারী চেয়ারম্যান হইলেন।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোং লিঃ

(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)

পূজা উপলক্ষে

ভাড়া হ্রাস—

প্রথম দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীতে একবারের পূর্ণ ভাড়ার সওয়া গুণ

অর্থাৎ ১¼ ভাড়ায়

এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের জন্য

১½ ভাড়ায়

যাতায়াতী টিকিট আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৪০ হইতে ২৬শে অক্টোবর ১৯৪০ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রেতাগণের (মালিকের নিজ দায়িত্বে) একবারের ভাড়ায় মোটর গাড়ী লইয়া যাতায়াত করিতে পারিবেন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য—
বুকিং অফিস সুপারভাইজার,
এসপ্ল্যানেড ম্যানসন্স
অথবা
পাবলিসিটি অফিসারের
নিকট অনুসন্ধান করুন।

পত্রলেখা

(৪৬)

দি নিউ বেঙ্গল ওয়াচ ষ্টোর ও ৯৯৯৮ দফা উপহার

মাননীয় দীপালী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

অনেকেই হয়ত দেখিয়াছেন পি, এম, বাক্‌চির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকাতে দি নিউ বেঙ্গল ওয়াচ ষ্টোর বিজ্ঞাপন দিয়াছেন ১৷৹ আনায় ১২টী ঘড়ি ও ৯৯৯৮ দফা উপহার। সেই বিজ্ঞাপনে লেখা, যে আমাদের অটো মতিয়া ১৪ শিশি লইবে তাহাকে আমরা উক্ত ১২টী ঘড়ি এবং ৯৯৯৮ দফা উপহার দিব—সেই উপহারগুলি সমস্ত লিখিলে, অধিক লেখার জন্য হয়ত আপনারা দীপালীতে নাও ছাপিতে পারেন সেইজন্য বিজ্ঞাপনটী পাঞ্জী হইতে ছিঁড়িয়া পাঠাইলাম। পড়িয়া দেখিবেন এবং উক্ত জিনিষ উপহার সমেত আসিবে বলিয়া ৬৵৹ আনা বেশী দিতে হইবে। সেই সব দেখিয়া ১৪ শিশি অটো মতিয়া অর্ডার দিলাম—এবং ৭ দিনের—মধ্যেই উক্ত ভিঃ পিঃ আসিল। ভিঃ পিঃ চার্জ্জ হইল ২৷৹ আনা, আমি ঐ চার্জ্জ দিয়া ভিঃ পিঃ ছাড়াইয়া দেখিলাম যে ১৪ শিশি অটোর জায়গায় ৫ শিশি অটো আর তাহার সঙ্গে যে উপহার, তাহার মূল্য বাজারে দুই আনা কি তিন আনা হইবে; আর ১২টী ঘড়ির বোধ হয় ছয় পয়সা মূল্য হইবে পয়সায় দুইটী করিয়া, অথচ আপনাকে বিজ্ঞাপনটী পাঠাইলাম তাহাতে কি লেখা আছে অনুগ্রহ করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। আমার লেখার উদ্দেশ্য এই যে না হয় উপহার বা ঘড়ির কথা বাদ দিলাম কিন্তু ১৪ শিশি অটোও ত' পাইব, তার বদলে মাত্র ৫ শিশি! সেই পাঁচ শিশির মূল্য বোধ হয় দশ আনা হইবে—এক আউন্স করিয়া শিশি। আমি এই বিশ্বাসেই ভিঃ পিঃ করিতে অর্ডার দিয়াছিলাম যে পি, এম, বাক্‌চির পাঞ্জীতে যখন বিজ্ঞাপন

দিয়াছে তখন এটা নিশ্চয় বাজে হইবে না। যাহা হউক আমি ঠকিলাম, কিন্তু আর যেন কেউ ঐরূপ ভাবে না ঠকেন। আপনাদের বিখ্যাত পত্রিকাতে এই পত্রটী ছাপাইবার উদ্দেশ্য এই যে সাধারণের পক্ষে ইহাতে অনেক উপকার হইবে। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনীত
শ্রীবারিদবরণ মজুমদার
পোঃ আঃ জনার্দ্দনপুর
জেলা মেদিনীপুর

(৪৭)

মুসলমানী পর্ব্বে কলিকাতা বেতারের অনুষ্ঠান

মাননীয় "দীপালী" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

কলিকাতা বেতার ষ্টেশনের কর্ত্তৃপক্ষ মুসলমানী পর্ব্বাদি উপলক্ষে প্রায়ই বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; কিন্তু সেগুলি উর্দ্দু বা হিন্দী ভাষায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় অধিকাংশ বাঙ্গালী শ্রোতার পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইয়া থাকে। এদেশের মুসলমান বাংলা ভাষী, সুতরাং তাহাদের পর্ব্বাদি উপলক্ষে বেতার অনুষ্ঠান বাংলা ভাষায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে, ইসলামী অনুষ্ঠান যে শুধু মুসলমানদেরই জন্য বা তাঁহারাই কেবল এই সকল অনুষ্ঠান শ্রবণ করিবেন তাহা নহে, বরং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে রেডিওর শ্রোতা মাত্রেই যাহাতে ইহা বুঝিতে পারেন সেরূপ ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলা প্রদেশে কলিকাতা নগরীতে বাংলা শ্রোতার সংখ্যা হিন্দী বা উর্দ্দু শ্রোতা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী। এ অবস্থায় প্রাদেশিকতার কথা ছাড়িয়া দিলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই রেডিও কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয়, বাংলা ভাষাতেই এই সকল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা সমীচীন এবং তাহা দ্বারাই বেতারের মুখ্য উদ্দেশ্য অধিকতর কার্য্যকরী হইবে।

গত ২১শে এপ্রিল, শনিবার, মুসলমানী পর্ব্ব ফতেহাদোয়াজ-দহম উপলক্ষে বেতার কর্ত্তৃপক্ষ মিঃ এ, কে, এম, সাইদ সিদ্দিকীর প্রযোজনায় "মরু ভাস্কর" নামে যে একটী বাংলা বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং আমরা অনুষ্ঠানটী শ্রবণে অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ভবিষ্যতে এইরূপ মুসলমানী পর্ব্ব যথা, ফতেহা-ইয়াজ দহম, মহরম, ঈদলফেতর এবং ইদুজ্জোহা প্রভৃতি উপলক্ষে বাংলা ভাষার সাহায্যে প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হইলে তাহা হিন্দু-মুসলমান সকলের পক্ষেই সহজবোধ্য হইবে এবং অ-মুসলমান জনসাধারণ মুসলমান ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত হইবারও সুযোগ লাভ করিবেন। বেতার কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের এই যুক্তি বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ জানাইতেছি। নিবেদন, ইতি—

১। মহম্মদ ইয়াকুব হোসেন
২। মহম্মদ আবদুল হোসেন
৩। মহম্মদ ইসমাইল
৪। মহম্মদ মুজাম্মিল হোসেন
পোঃ ইছাপুর, নবাবগঞ্জ,
২৪-পরগণা।

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আমরা এবারেও আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে—পূজা সংখ্যা দীপালী নিশ্চিতরূপে পাইবার জন্য—রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ ৵৹ তিন আনা মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। সাধারণ সংখ্যাগুলিই যখন ডাকে মারা যায় তখন পূজা সংখ্যা মারা যাইবার সম্ভাবনা আরও অধিক। সাধারণ সংখ্যা মারা গেলে আমরা পুনরায় গ্রাহকগণকে আর একখানা দিয়া থাকি—কিন্তু পূজা সংখ্যা আমরা একখানার অধিক কোন ক্রমেই দিতে পারিব না। যাঁহারা ৵৹ তিন আনার ডাকটিকিট পাঠাইবেন না, আমরা তাঁহাদের কাগজ সার্টিফিকেট অফ্ পোষ্টিংএ পাঠাইব, কিন্তু তাহাও যদি মারা যায়, তাহার জন্য আমরা দায়ী হইব না বা দ্বিতীয় বারও কাগজ পাঠাইতে পারিব না। সুতরাং আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, গ্রাহক গ্রাহিকাগণ যেন দয়া করিয়া পূর্ব্বেই রেজিষ্ট্রেশন ফি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন, পরে অনুযোগ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

জেনারেল ম্যানেজার, দীপালী

(৪৭)

প্রতিমা দাশগুপ্তার বিবাহ

শ্রদ্ধেয় 'দীপালী' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার "দীপালী" পত্রিকার বৃহস্পতিবার ২৩শে শ্রাবণ, ৩২শ সংখ্যা মারফৎ জানিতে পারিলাম, সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী প্রতিমা দাসগুপ্তার সহিত মিঃ নজরুল হকের বোম্বায়ে শুভ-পরিণয় হইয়া গিয়াছে। মিসেস্ হকের (প্রতিমা দাসগুপ্তা) নিকট দীপালী মারফৎ আমাদের কয়েকটি কথা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আশা করি তিনি সন্তোষজনক উত্তর দানে সুখী করিবেন।

প্রথমতঃ তিনি কি ভারতবর্ষে হিন্দু-সমাজে, স্বাস্থ্যবান, সুন্দর, শিক্ষিত ও ধনী যুবকের সন্ধান পান নাই? দ্বিতীয়তঃ চিত্র-জগতের আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া তিনি হঠাৎ এরূপ আশু প্রয়োজন বোধ করিলেন কেন?

ইসলাম ধর্ম্মানুযায়ী সঙ্গীত ও অভিনয়াদি নিষিদ্ধ। মিঃ হক্ তাঁহার নব-পরিণীতা বিবি সাহেবার চিত্রাভিনয় কি পছন্দ করিবেন? আমরা জানি, এসব পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম বিরুদ্ধ।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য
বেপি রোড,
পোঃ ধুবড়ি, আসাম।

দীপালী

পূজা সংখ্যা

১৯৪০

—

আগামী ১লা অক্টোবর বাহির হইবে।

—

দাম বারো আনা
সডাক এক টাকা

—

ভিঃ পিতে পাঠানো হয় না।

বঙ্গের খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদের রচনা-ঐশ্বর্য্যে, দেশী ও বিলাতী চিত্র-নটনটীদের মনোহর চিত্রৈশ্বর্য্যে, কার্টুন, নারীলোক ও নানা তথ্য সম্বলিত হইয়া শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ উপহাররূপে দেখা দিবে।

বিজ্ঞাপনদাতাগণ সত্বর হউন। পূজার বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে দীপালীর সাহায্য গ্রহণ করুন।

—

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪০
বিজ্ঞাপন বুক করার শেষ দিন।

ইলিয়ট শীল্ডের ফাইনাল খেলা দেখতে গিয়ে একটা মাত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছি। যদি কেউ সেদিন খেলার মাঠে রিপন কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজের ছেলেদের মধ্যে 'অশ্লীল বাক্য-প্রতিযোগীতায়' উপস্থিত থাকতেন তা হলেই বুঝতে পারতেন। ডিসিপ্লিন্ বলে কোন জিনিষ যে ছাত্রদের জানা আছে তা তাদের ব্যবহার থেকে বোঝা গেল না—পুস্তকেই তার প্রকাশ ও পরীক্ষার খাতায় তার শেষ। বাস্তবক্ষেত্রে এখনো আমরা ডিসিপ্লিনের ব্যবহার করতে শিখলুম না।

বিদ্যাসাগর কলেজ প্রথমেই একটা গোল দেয়, কিন্তু রেফারি কেন যে সেটা অফসাইড বলে অগ্রাহ্য করলেন তা বোঝা গেল না। শেষের দিকে ফরোয়ার্ড লাইন পরস্পরের মধ্যে সুন্দর সহযোগিতা দেখানোতে রিপন কলেজ একটা গোল দিতে সক্ষম হয়। ফলে বিদ্যাসাগর খুব ভাল খেলেও ভাগ্যদোষে পরাজয় বরণ করে নেয়।

রিপন কলেজের জয়োল্লাসে কিন্তু বাধা পড়লো। তাদের দলে কে, ঘোষ বলে খেলোয়াড়টি যে বাটাতে কাজ করেন, আবার কলেজেও পড়েন এটাই হলো তাদের পরম বিঘ্ন। কে, ঘোষ বাটার হয়ে সরযূ কাপের ফাইনালে খেলেছেন, এছাড়া লক্ষ্মীবিলাস শীল্ড ফাইনালেও তাঁকে খেলতে দেখা যায়। আই, এফ, এর নিয়ম হয়েছে যে কোন খেলোয়াড় একই বৎসরে কোন কলেজ ও অফিস টীমের হয়ে খেলতে পারবে না। তাই বিদ্যাসাগর কলেজ প্রতিবাদ জানানোতে আবার খেলানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

*

রেঞ্জার্সের এবার আই, এফ, এ শীল্ড পাবার খুব আশা ছিলো—কিন্তু এরিয়ান্স দল তাদের সে আশা থেকে বঞ্চিত করে। তারা কিন্তু এবার উইলিয়াম ইয়ডার কাপটা লাভ করেছে ফাইনালে ৫-২ গোলে টাউন ক্লাবকে হারিয়ে। ১৯২৯ সালে এই ইয়ডার কাপের খেলা আরম্ভ হয়। মোহনবাগানই একমাত্র ভারতীয় টীম যারা এটা লাভ করেছে ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে।

সর্ব্বপ্রাচীন ট্রেডস্ কাপের খেলা শুরু হয় ১৮৯৯ সালে। এ-বছর রবার্ট হাডসন্ দল ফাইনালে মেসারার্স দলকে হারিয়ে এই কাপটা লাভ করেছে। রবার্ট হাডসন্ ১৯৩৪ সালে খেলা আরম্ভ করে এর মধ্যে তারা খুব নাম করলো।

*

দিল্লীতে মহেন্দ্র মেমোরিয়াল কাপের খেলা ফুটবল-জগতে একটা উল্লেখযোগ্য খবর, গত বৎসর ঢাকার মণিপুর ফার্ম দল এই কাপ লাভ করেছিলো। এ-বৎসর তারা খেলতে যাবে না। তবুও সুদূর দিল্লী থেকে কাপটা আবার বাংলাদেশেই যে আসবে তার আশা আমরা করতে পারি, কেন না এবার খেলতে যাচ্ছে—ভবানীপুর ক্লাব, গ্রীয়ার স্পোর্টিং, মাড়োয়ারী ক্লাব ও হুগলী এবং হাওড়া থেকে দুটো ডিষ্ট্রিক্ট দল।

*

রোভার্স কাপের খেলা যেমন ঢিমে তেতালায় চলেছে তাতে সত্যি আশ্চর্য্য হবার কথা। ফুটবলে বোম্বাই কখনো বাংলার সমান হতে পারে না। তাদের ঘেরা মাঠ মাত্র একটা আছে ফুটবল খেলানোর জন্য। ফাঁকা মাঠে খেলালে তো পয়সা আসবে না, তাই ওই একটা মাঠেই খেলানো হয়। বোম্বাইতে রুপারেজ,

কোলাথা, পারেল, বোম্বাই হকি এসোসিয়েসন ও বোম্বাই জিমখানার ঘেরা মাঠ আছে বটে, কিন্তু একটার বেশী মাঠে পয়সা দিয়ে দেখার মতন স্পোর্টিং জনসাধারণের অভাব বোম্বাইতে বড় বেশী, তাই এই ধীরে ধীরে চলা। মহমেডান তাদের প্রথম ম্যাচ খেললো ১৮ই আগষ্ট, দ্বিতীয় ম্যাচ খেললো ২৮শে আগষ্ট—১০ দিন পর। মোহন-বাগান তাদের প্রথম ম্যাচ খেললো ২৫শে ও দ্বিতীয় ম্যাচ খেললো ৩১শে আগষ্ট—৫ দিন পর।

*

রোভার্স কাপের খেলায় মোহনবাগান গত শনিবার ওয়াই এম, সি, এ, দলের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে। ওয়াই এম, সি, এ, দল গোলটা শোধ দেয় পেনালটি শটে। না হলে তারা হেরে যেত। গত মঙ্গলবারও রিপ্লেতে আবার, তারা ০-০ গোলশূণ্য ড্র করেছে।

*

শ্যামবাজার হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বাৎসরিক প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতা দেশবন্ধু পার্কে সেদিন হয়ে গেছে। ছাত্রদের মধ্যে জগু সরকার, জি, মুখার্জ্জি ও এ, সেনের খেলা দর্শনীয় হয়েছিল। কোন পক্ষই গোল দিতে না পারায় খেলাটা ড্র হয়।

*

সিংহল এমেচার এথেলেটিক এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণক্রমে ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এসোসিয়েশন গত বোম্বাই অলিম্পিকের ফলাফলের উপর নির্ভর করে একটা দল নির্ব্বাচিত করে পাঠাচ্ছেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে আছে কিন্তু তারা বাঙ্গালী নয়। নীলে দলটা আর একটু শক্তিশালী হলে ভাল হতো।

*

বাগবাজার ওরিয়েণ্টাল দল বয়েজ সুবারবন চ্যালেঞ্জ শীল্ডের সেমি-ফাইনালে চন্দননগর মিতালী সঙ্ঘকে ৭-৬ গোলে হারিয়ে ফাইনালে বি, এস, সির সহিত খেলবে। গোল দিয়েছে ওরিয়েণ্টালের পক্ষে মোনা (৩), চাকি (২), গোবিন্দ (১) ও বোড়ে, (১)।

*

রাধানাথ স্মৃতি কাপ (বালী)

তৃতীয় রাউণ্ডের খেলা—

সালকিয়া হিন্দু স্কুল (৪) দেশবন্ধু (০)
(কমল ৩, রতন ১)

সেমি-ফাইনালের খেলা—

বয়েজ এড়িয়াদহ (৩) শ্রীরামপুর ক্রে: ইউ: (১)
(শচীন ৩) (বিজয় ১)

শ্রীরামপুরের গোলকিপার নিজ দোষে প্রথম গোলটি খায়, তারপর শ্রীরামপুর দমে যায় এবং এড়িয়াদহ সেই সুযোগে ৩-১ গোলে জেতে।

সালকিয়া হিন্দু স্কুল (২) মিলন-সমিতি 'এ' (১)
(বিশ্বনাথ ২) (গৌর ১)

প্রথমে মিলন-সমিতির গোলকিপার বনাম সালকিয়া হিন্দু স্কুলের সঙ্গে খেলা হ'তে থাকে। হাফ টাইমের পর বিশ্বনাথ ১টি গোল করে, তার কিছু পরে গৌর গোলটি শোধ করে। খেলা শেষ হবার ২ মিনিট আগে বিশ্বনাথ পুনরায় ১ গোল দেয়। মিলন-সমিতির গোলকিপার দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ফাইনাল—

বয়েজ এড়িয়াদহ 'বনাম' সালকিয়া হিন্দু স্কুল।

প্রদর্শনী খেলা—

বঙ্গ শিশু বিদ্যালয় 'বনাম' দেশবন্ধু।

রবিবার ১৫ই সেপ্টেম্বর উক্ত খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

সত্যেন্দ্র স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ প্রতিযোগিতা (বালী)

গত ২৪শে আগষ্ট শনিবার, বালী, দক্ষিণ-পাড়া সম্মিলনীর কর্ত্তৃত্বাধীনে বালী মারুতী বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়ের

দুর্গোৎসবে এবারও স্বর্ণ কবচের গ্রাহকগণের যোগদান বাঞ্ছনীয়। ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণকারী "স্বর্ণ-কবচ" পত্র লিখিলেই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তি ভাণ্ডার, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)

কেলী ক্রিম

শুধু বাহ্য প্রয়োগেই ধারণশক্তি সতেজ করে। মূল্য প্রতি শিশি—২৲ টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বশীকরণ কবচ

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।

অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক

৪নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)

বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—১৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬৷০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

ঋতুমত

Govt. Regd.

ঋতুবন্ধ যে কোন কারণেই হইলে ও গর্ভ সঙ্কটে ইহার ১ মাত্রায় ঋতুস্রাব হইবেই হইবে। স্বাস্থ্যের কোনই ক্ষতি হইবে না। মূল্য ২৲, মাঃ ৷৷০ আনা। ঠিকানা এস, দেবী, পোঃ সিরাজগঞ্জ, (বোনবাড়ীয়া), পাবনা

হইয়া গিয়াছে। দেশবন্ধু ক্লাব—মারুতী বিদ্যালয়কে ৩-১ গোলে পরাজিত করিয়া উক্ত কাপ পাইয়াছে। পরে একটি প্রদর্শনী খেলা হয়। তরুণ-সঙ্ঘের শ্রীনিতাই বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়েষ্ট দলের পক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান। দেশবন্ধু ক্লাবের শ্রীমণি চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গোলদাতা হিসাবে পুরস্কার পান এবং মারুতী বিদ্যালয়ের শ্রীদিলীপ শ্রেষ্ঠ দলপতি হিসাবে পুরস্কার পান। খেলার শেষে শ্রীমণিলাল আটা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। পরিশেষে জলযোগের পর সভা ভঙ্গ হয়। ঐ খেলাগুলি পরিচালনা করেন শ্রীসূর্য্য চক্রবর্ত্তী।

ঢাকা সংবাদ

রোনাল্ডসে শীল্ড প্রতিযোগিতা—

উক্ত শীল্ড প্রতিযোগীতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। এবার বাহির হইতে ৮টী দল এই প্রতিযোগীতায় যোগদান করিয়াছে এবং স্থানীয় ৮টী দল আছে। কয়েকটী খেলার ফলাফল দেওয়া হইল। বাহির হইতে নিম্ন লিখিত দলগুলি আসিয়াছে।

১। টাউন ক্লাব (শ্রীহট্ট)
২। মহামেডান স্পোর্টিং (বগুড়া)
৩। কুচাগাদ (কিশোরগঞ্জ)
৫। পিয়ার্স ইনিষ্টিটিউট (লালমণির হাট)
৬। ইউনিয়ান স্পোর্টিং (খুলনা)
৭। হরগঙ্গা কলেজ (মুন্সীগঞ্জ)
৮। বি, ডি, রেলওয়ে (দোমহানি)

খেলার ফলাফল—

টাউন ক্লাব (শ্রীহট্ট) ৪ ইষ্ট এণ্ড ০
(এ, সোম ২, জি, রায় ১,
এন, দত্ত ১)
উয়ারী ৪ মহামেডান স্পোর্টিং (বগুড়া) ০
(কে, ধর ৩,
বি, ব্যানার্জ্জি ১)
কুটিগর্দ্দি ১ আরমণিটোলা ০
পিয়ার্স ইনিষ্টিটিউট্ ২ ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ০
(এম, দেব, ঝুন্থু)

ঋতু সঙ্কট যে কোন কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য ১।০, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) লিখুন বা দেখা করুন—৮টা হইতে ১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়। মিসেস দাস, বনজ বিশারদ ১৮২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D), কলিকাতা।

পুরুষোচিত অক্ষমতা (অল্পক্ষণ স্থায়ী, আংশিক, সম্পূর্ণ) হেতু মনঃকষ্ট, বনজ ঔষধ সেবনে চিরতরে দূর করিতে কোথাও বিফল হয় না। ১।০, ঐ মালিশ বিনামূল্যে। ডাক খরচ ।।০।

বনজ কুটীর, ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D)
কলিকাতা।

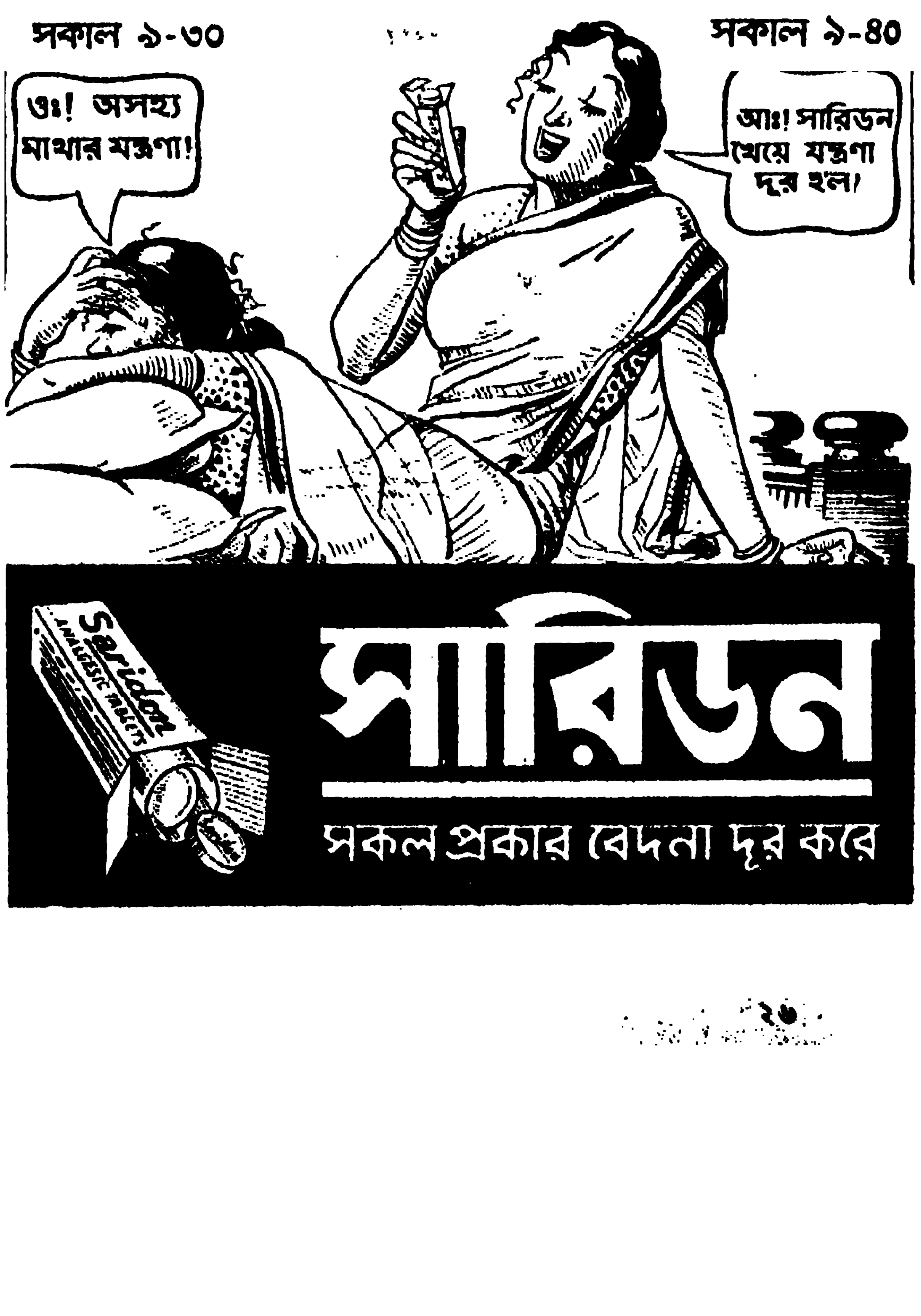

নাটমণ্ডপ

-অভিমন্যু

ডাক্তার

নিউ থিয়েটার্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ফণী মজুমদার। শ্রেষ্ঠাংশে অহীন্দ্র চৌধুরী, পঙ্কজ মল্লিক, জ্যোতিঃপ্রকাশ, পান্না, ভারতী, অমর মল্লিক প্রভৃতি। চিত্রা ও পূর্ণ থিয়েটারে দেখানো হইতেছে।

ডাক্তারী পাশ করিয়া অমরনাথ গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে মন দিল।

সমাজচ্যুত মুমূর্ষু বেণী চক্রবর্ত্তীকে অমরনাথ কথা দিল যে তাহার খণ্ড-বিবাহিতা কন্যা মায়ার সারাজীবনের ভার সে গ্রহণ করিল। নিষ্ঠাবান সংরক্ষণশীল পিতা সীতানাথের এরূপ কন্যাকে বধূরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব, কাজেই অমরনাথ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, এবং যাইবার সময় শপথ করিয়া গেল যে সে কখনও রায়-বংশের পরিচয় দিবে না।

রায়ধাম হইতে বহুদূরে একখানি গণ্ড গ্রামে অমরনাথ ও মায়া জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিল। তাহারা 'পল্লী-মঙ্গল সেবা-সদন' নাম দিয়া একটি ছোট হাসপাতাল গড়িয়া তুলিল। কিছুদিন পরে মায়ার একটি সন্তান হয়, কিন্তু প্রসবকালে মায়া মারা যায়। মায়ার কল্পনা ছিল যে তাহাদের সন্তান সমস্ত দেশ ঘুরিয়া রোগীর সেবা করিয়া বেড়াইবে। সেই কল্পনা সার্থক করিবার জন্য বাঁচিয়া রহিল অমরনাথ।

সে হাসপাতালের নূতন নামকরণ করিল 'মায়া সেবা-সদন', মায়ার সমাধিক্ষেত্র হইল অমরনাথের বিশ্রাম-স্থল।

বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য দয়াল একদিন অমরনাথকে আবিষ্কার করিয়া এই নবজাত শিশুটিকে নিজে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য চাহিয়া লইয়া গেল। কিন্তু দয়ালকে অমরনাথ শপথ করাইয়া লইল যে সীতানাথের নিকট বালক সোমনাথের পিতৃ-পরিচয় গোপন রাখিবে এবং তাহাকে বিদেশে

পাঠাইয়া উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার করিয়া তুলিবে।

পঁচিশ বৎসর কাটিয়া যায়। সোমনাথ বিলাত হইতে ডাক্তার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। শেষে কি ভাবে নিজের পরিচয় গোপন রাখিয়া, অমরনাথ সোমনাথকে দেশের জনসেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করিল, অমরনাথের বন্ধু-কন্যা শিবানীর হৃদয় কি ভাবে সোমনাথ জয় করিল, এবং পুত্রশোকাতুর অভিজাত বংশীয় সীতানাথ রায় চৌধুরীর শেষ পরিণাম কি হইল তাহাই চিত্রের বাকী অংশটুকুতে দেখানো হইয়াছে।

"ডাক্তারের" গল্প লিখিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পল্লীগ্রামের আবহাওয়া, পল্লীবাসীদের রোগশোক, কুসংস্কার, সমাজ—প্রভৃতির যে নিখুঁত চিত্র গ্রন্থকার অঙ্কিত করিয়াছেন, ছবির পর্দ্দায় তাহা মূর্ত্ত ও জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। "ডাক্তার" যে সত্যিকারের একখানি বাংলা দেশের বাংলা ছবি হইয়াছে, এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। শুধু তাই নয় ছবিখানির ভিতর শিক্ষামূলক বহু জিনিষ আছে যাহা সুকৌশলে এবং গল্পকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বলা ও দেখানো হইয়াছে। গল্পের আরম্ভটি খুব সন্তোষজনক হয় নাই অর্থাৎ মূল গল্পে পৌছাইতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। আর দুই একটি ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও আমরা পরিচালক ফণী মজুমদারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি তাঁহার কলাকুশলতার জন্য। বহু স্থানে তিনি সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন এবং "ডাক্তার" দেখিবার পর আমাদের সহিত প্রত্যেকেই ফণীবাবুকে একজন প্রথম শ্রেণীর পরিচালক বলিয়া মানিয়া লইবেন। ছবির সংলাপগুলিও সুন্দর। গল্পের শেষটিতে যদি সামান্য ২।১টা অতিরিক্ত সংলাপ বা এক আধটা অতিরিক্ত দৃশ্য দেখানো হইত তাহা হইলে ভাল হইত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

অভিনয়ের মধ্যে প্রত্যেকেই সুঅভিনয় করিয়াছেন। দৃঢ়চেতা, আদর্শবান, স্নেহপরায়ণ অমরনাথের ন্যায় জটিল চরিত্রটির পঙ্কজ মল্লিক মহাশয় যে রূপ দিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রাণস্পর্শী। তাঁহার গানগুলির মধ্যে দু'খানি গান আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে। অহীন্দ্র চৌধুরীর 'সীতানাথ' এক কথায় অপূর্ব্ব। সংরক্ষণশীল সধর্ম্মনিষ্ঠ তেজস্বী ব্রাহ্মণ ও স্নেহাতুর পিতার যে রূপটি অহীন্দ্রবাবু ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—আমাদের মনে হয় যে, ইহা তিনি ছাড়া আর কেহ পারিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার রূপসজ্জাও প্রশংসনীয়। 'মায়া'র ভূমিকায় পান্না সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। 'সোমনাথ' ও 'শিবানী'র ভূমিকায় জ্যোতিপ্রকাশ ও ভারতী চিত্রপ্রিয়দের চিত্ত জয় করিয়াছেন। জ্যোতিঃপ্রকাশকে দেখিয়া মনে হয়, এরকম সুন্দর স্বাস্থ্যবান অভিনেতারই প্রয়োজন আমাদের চিত্র-জগতে। ভারতীর 'আমি বন বুলবুল' গানখানি চমৎকার। তাঁহারা দুই জনেই চিত্র-জগতে নবাগত, কিন্তু দুই জনেরই ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল। অমর মল্লিক মহাশয়ের 'দয়াল' কিন্তু আমাদের আশানুরূপ আনন্দ দিতে পারে নাই, তাঁহার রূপসজ্জাটিও আমাদের ভাল লাগে নাই। শৈলেন চৌধুরী 'অক্ষয়ে'র ছোট্ট ভূমিকাটি বেশ উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। অন্যান্য ছোটখাট ভূমিকাগুলির মধ্যে নরেশ বসু (জনৈক বিকৃতমস্তিষ্ক শোকার্ত্ত বৃদ্ধ), বুদ্ধদেব (তপন), টোনা রায় (মায়ার পিতা) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সঙ্গীত পরিচালনাতেও পঙ্কজবাবু যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আলোক-চিত্র, শব্দ-নিয়ন্ত্রণ, দৃশ্য-সংস্থান নিখুঁত বলিয়াই মনে হয়।

শ্রী ও বিজলীতে "ব্যবধান"

আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে শ্রী ও বিজলী চিত্রগৃহে মতিমহল থিয়েটার্সের নবতম চিত্র "ব্যবধান" ৪র্থ সপ্তাহে পড়িবে। এতৎসহ "কর্ম্মখালি" নামক একখানি দু'রীলের কমিক ছবিও দেখানো হইতেছে।

উত্তরায় "শাপমুক্তি"

আগামী শনিবার ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪০ রুপিণ মুভীটোনের প্রথম বাংলা বাণী-চিত্র "শাপমুক্তি" উত্তরায় মুক্তিলাভ করিবে। এই ছবির মুক্তি উপলক্ষে উত্তরা চিত্রগৃহটির নূতন করিয়া সংস্কার করা হইয়াছে।

এক শিক্ষিতা গ্রাম্য-বালিকার সহিত এক অভিজাত বংশীয় তরুণের বিবাহ হয়। নায়কের পিতামাতা ছিলেন সনাতনপন্থী। তাঁহাদের মতের সহিত আধুনিক মতের লাগিল বিরোধ। পুত্রবধূকে তাঁহারা নানা রকমে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। এই দুঃখের সমুদ্রমন্থনে যে হলাহলের উদ্ভব হইল তাহাতে কাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন দিল তাহারই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী এই "শাপমুক্তি"। প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পদ্মা দেবী (প্রতিমা), প্রমথেশ বড়ুয়া (প্রতিমার ভ্রাতা—রমেশ), সরযূবালা (শোভা), রবীন মজুমদার (রাজেন), গায়ত্রী রায় (সরযূ), নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজেনের পিতা), নিভাননী (রাজেনের মাতা), বদরীপ্রসাদ (প্রতিমার ছোট ভাই), কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতিষী), জীবেন বসু প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। অনুপম ঘটকের সঙ্গীত পরিচালনা অতীব উচ্চাঙ্গের হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মোটের উপর "শাপমুক্তি" যে একখানি প্রথম শ্রেণীর ছবি হইবে ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

দানবীর শেঠ শ্রীসুখলাল কর্ণানি

পঞ্জাবের হিসার জেলার অন্তর্গত শিরসা এলাকায় গত ১৯৩৭ সাল হইতে অনাবৃষ্টি হওয়ায় উক্ত এলাকায় দুর্ভিক্ষদানব দেশটি প্রায় উজাড় করিয়া আনিয়াছিল। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালেও তত্রত্য অধিবাসীগণ কোনও রকমে অনাহারে গো-মহিষাদিসহ জীবন রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু সে শক্তিও যখন লোকের থাকিল না তখন পাঞ্চালীর লজ্জানিবারণের শেষ অঞ্চলপ্রান্ত পরিত্যাগের সহিত লাজহারী দুঃখহারী নারায়ণের আবির্ভাবের মত, সেই হতভাগ্য জীবন্মৃতদের শ্মশানে রায় বাহাদুর শেঠ সুখলাল কর্ণানীর হইল অপূর্ব্ব অভ্যুদয়।

শিরসা রায় বাহাদুরের স্বগ্রাম। মহালক্ষ্মীর বরপুত্র শেঠজী উপার্জ্জনও করিতেছেন যেমন কোটি কোটি, পরদুঃখে, পরের লজ্জা নিবারণ-কল্পেও তেমনি তিনি খুলিয়া দিলেন তাঁহার জাতীয় পরদুঃখকাতর অন্তর ও তাহার সহিত অফুরন্ত রত্নমঞ্জুষা। রায় বাহাদুরের গ্রামস্থ বাটির—যাহা একটি প্রাসাদতুল্য—সমস্ত দুয়ার খুলিয়া গেল। তাঁহার আদেশে কলিকাতা হইতে তাঁহার লোকজন গিয়া আফিস খুলিল, প্রতিদিন ওয়াগন বোঝাই খাদ্য বস্ত্র ঔষধ প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার যাইতে লাগিল। গত ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তারিখ হইতে অন্নসত্র খোলা হইল, এই ৩১শে আগষ্ট এক বৎসর পূর্ণ হইল—সমানে কাজ চলিতেছে। বলা বাহুল্য, শিরসা এলাকায় নবজীবন সঞ্চার করিলেন একা রায় বাহাদুর—নিজের অর্থে, নিজের লোকজনের দ্বারা এবং নিজের ব্যবস্থাপনায় এযুগে এপ্রকার বর্ষব্যাপী দানযজ্ঞের অবতারণা গল্প বলিয়া মনে হয়, পৌরাণিক যুগেও ইহার অনুরূপ ঘটনা দুষ্প্রাপ্য।

রায় বাহাদুরের দানসত্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ :—

১। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যহ পাঁচ হাজার দরিদ্র নারায়ণের সেবা। দেশীয় প্রথামত মিষ্টভাতের ব্যবস্থা আছে—[১মণ চাউলে ১৬সের গুড় মিশ্রিত ভাত]। ইহার মধ্যে প্রায় হাজার মুসলমান্ আছে।

২। গত এক বৎসরে এগার লক্ষ দরিদ্রকে খাওয়ান ও কাপড় চোপড় দেওয়া হইয়াছে।

৩। প্রত্যহ দেশস্থ যত ষাঁড়, পায়রা, ময়ূর ও অন্যান্য জীবজন্তু আছে, তাহাদেরও আহারের ব্যবস্থা আছে।

৪। দেশের গাভীগুলিকে নবস্থাপিত গোশালায় রাখা হইয়াছে এবং সেখানে তাহাদের আহার্য্য ও পানীয়ের যথাবিধি সুব্যবস্থা আছে।

৫। ছোট বড় প্রতি মন্দিরে মাসিক ১॥০ মণ করিয়া খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

৬। সদ্য-প্রসূতিদিগকে ১৫ দিন পর্য্যন্ত দৈনিক ১½ সের করিয়া ঘিয়ের হালুয়া দেওয়া হয়।

৭। শব সৎকারের জন্য কাষ্ঠাদি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য বিতরিত হয়।

৮। বিনা মূল্যে চিকিৎসক রোগ পরীক্ষা করেন ও ঔষধ পথ্যাদি দেওয়া হয়।

৯। যে-সব ভদ্রপরিবার দুঃস্থ অথচ সাধারণের সমক্ষে দানসত্রে আসিতে পারে না, তাহাদের জন্য রাত্রি ১০টার সময় লোক গিয়া গোপনে বাড়ী বাড়ী জিনিষপত্র দিয়া আসে।

১০। কেরোসিন তৈলও সকলকে বিতরিত হয়।

১১। ছাত্রদিগকে দুইবেলা খাবার ও কাপড় দেওয়া হয়।

১২। দেশে পুকুর, কূয়া ও নলকূপের কাজ ব্যাপকভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে, যাহাতে মজুর শ্রেণীর লোকেরা কিছু কাজ পায়, খাবার তো পাইতেছেই।

১৩। যে-কোনও লোক যতদিন ইচ্ছা এই সদাব্রতে থাকিতে পারে। তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা শেঠজীর উপর।

১৪। দিনে রাত্রে যে-কোনও সময়ে কোন ক্ষুধার্ত্ত-লোক রায়-বাহাদুরের গৃহে গেলে খাদ্য ও থাকিবার স্থান পাইবে।

যতদিন দেশের স্বাভাবিক অবস্থা না ফিরিবে, ততদিন রায়-বাহাদুরের এই দানসত্র চলিতে থাকিবে।

রায়-বাহাদুরের এই অতি-মানবীয় বদান্যতায় পঞ্জাব সরকারও বিস্মিত হইয়া, ইহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শনিবার ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ

রঞ্জিৎ মুভিটোনের

আজ-কা-
হিন্দুস্থান

এম্পায়ারে

শুক্রবার ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে

৭ম
সপ্তাহ

আধুনিকযুগের হাস্যপূর্ণ কাহিনী

ঘর
-কী-
রাণী

নিউ সিনেমায়

চিত্র - পরিবেশক

মানসাটা
ফিল্ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
১, কলিকাত

ফোনঃ কলিঃ ৪৫

নানাকথা

বর্ম্মা শেল

ইষ্ট ইণ্ডিয়া যুদ্ধ ভাণ্ডারের জন্য বর্ম্মা শেলের কর্ম্মীদের নিকট হইতে মাসে প্রায় ২৫০৲ টাকা আদায় হয়। তাহার মধ্যে এক নারিকেলডাঙ্গা ডিপো হইতেই মাসে প্রায় ৩০৲ টাকা আদায় হয়। এখানে ১৮৪ জন কর্ম্মী আছে, তন্মধ্যে ১৭৬ জন এই যুদ্ধ ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করেন।

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব

গত ১লা ভাদ্র, শনিবার, কালনার শ্রীপাটে—অম্বিকা ভবনে ঝুলন পূর্ণিমার সন্ধ্যায় অদ্বৈতাচার্য্য বংশসম্ভূত শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জীউর জন্ম শতবার্ষিকী-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপাট-অম্বিকার গৌরীদাস-মন্দিরের সেবাইত বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীঅজিত কুমার গোস্বামী মহাশয় উৎসব বাসরে পৌরহিত্য করতঃ গোস্বামী জীউর জীবনীর সুদীর্ঘ আলোচনা করেন।

পূরবী-সঙ্ঘ

গত রবিবার ১লা সেপ্টেম্বর পূরবী সঙ্ঘ কর্ত্তৃক ই, বি, আর ম্যানসনে উক্ত সঙ্ঘের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে "পথের শেষে" নাটকাভিনয় হয়। কবিরাজ শ্রীসত্যব্রত সেন এই সভার পৌরহিত্য করেন।

নেপালের মহারাজার সিংহাসনারোহনোৎসব

গত ১লা সেপ্টেম্বর এ্যালবার্ট হলে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় হিজ হাইনেস নেপালের মহারাজা স্যার যুধা শামসের জং বাহাদুর রাণার নবম বার্ষিক সিংহাসনারোহণোৎসব উপলক্ষ্যে একটি সাধারণ সভা সুসম্পন্ন হইয়াছে। বাংলা সরকারের রাজস্ব-সচিব মাননীয় স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। এই সভাটি আহ্বান করেন ডাঃ এচ, মুখার্জী। আমরা মহারাজা বাহাদুরের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

যাত্রীদল

গত ১০ই ভাদ্র সন্ধ্যায় ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন হলে যাত্রীদলের সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে যে শারদোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল তাহা সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে "সাহিত্যের দান" প্রসঙ্গ সুন্দরভাবে আলোচনা করেন।

সভায় বিভিন্ন কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হয়; তন্মধ্যে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'নবীন যাত্রী,' শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বর্ষাকাব্যে রবীন্দ্রনাথ' ও শ্রীশশাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের 'বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সভাপতির বক্তৃতা শেষে অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় মানুষের জীবনে উৎসবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

সভান্তে যে চিত্তাকর্ষক জলসার আয়োজন করা হইয়াছিল তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন—কুমারী বীণা ভট্টাচার্য্য, শ্রীকানন প্রকাশ পাণ্ডে, শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীজগন্নাথ মুখোপাধ্যায়।

সরোজ শিক্ষালয়

উক্ত শিক্ষালয়ের সাহায্যকল্পে নাট্য-নিকেতন রঙ্গমঞ্চে বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক শ্রীশশী রায়ের নৃত্য-গীতি-বহুল নাটিকা "বন-শ্রী" অভিনীত হয়। অভিনয়ের পূর্ব্বে কিছু জলসার আয়োজন হয়। তন্মধ্যে কুমারী অসীমা মুখার্জ্জির ক্লাসিক গান, দীপ্তি মজুমদার, শেফালী মুখার্জ্জি, মীরা মুখার্জ্জি ও কনক ব্যানার্জ্জির নৃত্যগুলি ভাল লাগে। কুণালের ভূমিকায়—মঞ্জু বসু, অভিরূপের ভূমিকায়—অমলা বিশ্বাস এবং রাজকুমারের ভূমিকায়—নমিতা চ্যাটার্জ্জি সুন্দর অভিনয় করেন। পরিচালনা মন্দ হয় নাই। সঙ্গীত পরিচালনায় আর্য্য কুমার মুখার্জ্জি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ষ্টেজ ম্যানেজমেন্ট হাস্যকর ও বিরক্তিজনক।

"শেষ-রক্ষা"।

গত ২৪শে আগষ্ট সেণ্ট জেভিয়াস´ বোর্ডে হাইকোর্ট বার এসোসিয়েসন্ ড্রামাটিক ক্লাব কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের "শেষরক্ষা' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় হাইকোর্টের এ্যাডভোকেটগণ অভিনয় করিয়াছিলেন।

চন্দ্রের ভূমিকায় শ্রীযুত ত্রিদিবনাথ রায়ের অভিনয় অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সরস হইয়াছিল। গদাইয়ের ভূমিকায় শ্রীযুত উপেন্দ্র চন্দ্র মল্লিকের অভিনয় সমবেত দর্শকের অবিমিশ্র প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চয্য করিয়াছেন শ্রীযুত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—ইনি ইন্দুমতীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। কি রূপসজ্জায়, কি বাচনে, কি ভঙ্গিমায় এই শ্রেণীর অভিনয় কলিকাতার কোন পেশাদার থিয়েটারেও দেখা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সঙ্গীতে ও অভিনয়ে ইনি সমস্ত প্রেক্ষাগারটিকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্যান্য ভূমিকাও সুঅভিনীত হইয়াছিল।

উপস্থিত বিশিষ্ট দর্শকগণের মধ্যে বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিচারপতি রূপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, বিখ্যাত ব্যবহারজীব ও সাহিত্যিক অতুল গুপ্ত, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, শ্রীযুত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতি নাটকের শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

রঙমহলে চ্যারিটী শো

গত ৩০শে আগষ্ট শুক্রবার "বন্ধু-সঙ্ঘ" কর্ত্তৃক "রঙমহলে" যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সাহায্য-কল্পে নৃত্য, গীত, অভিনয় ও ব্যায়াম প্রদর্শনীর বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্যার হরিশঙ্কর পাল সভাপতি ও শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীভবানী দাসের "বন্দেমাতরম" সঙ্গীত দিয়া সভার কার্য্য উদ্বোধন করা হয়। শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের হাসির গান দু'খানি খুব উপভোগ্য হয়। সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী মীনা সরকারের "জীবন-মরণ" নৃত্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উমেশ মল্লিকস্ ক্লাবের ছাত্র শ্রীশম্ভু শিকদারের মাংসপেশী সঞ্চালন বেশ ভালই হইয়াছিল। ইহার পর শশী রায়ের ও বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "বিয়ের ছ্যাকা" ও "মেঘমুক্তি" অভিনীত হয়। কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা মোটেই সুবিধাজনক হয় নাই।

গৌহাটী আর্য্য নাট্য-সমাজে "ডাক্তার মিস্ কুমুদ"

(প্রাপ্ত)

গত ২৪শে আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় আর্য্য নাট্য সমাজের সভ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত অয়স্কান্ত বক্সী মহাশয়ের "ডাক্তার মিস্ কুমুদ" নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় খুব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

'সমীরণ' শ্রীযামিনী চক্রবর্ত্তী, 'হৃদয়বল্লভ' শ্রীনির্ম্মল মহিন্তা, 'জীবন' শ্রীকালী ব্যানার্জ্জী, 'কানাকড়ি' শ্রীইন্দ্র চক্রবর্ত্তী, 'ইনস্পেকটার' শ্রীঅজিত সেন, 'গাড়োয়ান' শ্রীরমেশ চন্দ্র সরস্বতী, 'মিস্ কুমুদ', ফণিবাবু, 'বিন্ধ্যাচল' শিবু ব্যানার্জ্জী, 'ইলা', প্রমথ বাবু, ও 'বংশীর মার' ভূমিকায় ভূপতীবাবু অভিনয় করেন।

অভিনয়ের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছিল সমীরণের ভূমিকায় যামিনীবাবুর অভিনয় এবং 'বিন্ধ্যাচলে'র ভূমিকায় শিবুবাবুর অভিনয়।

কোন পরশমণির স্পর্শে ডাক্তারের নিকট পিতার স্নেহ, সমাজ-সংস্কার, অতুল ধন-সম্পদ তুচ্ছ হইয়া গেল ?

কাহার ডাকে ডাক্তার পৃথিবীর সকল সুখ-আরাম ত্যাগ করিয়া দুর্গম বন্ধুর-পথে চলা আরম্ভ করিল?

নিউ থিয়েটার্সে´র

নূতন চিত্রে তাহার সন্ধান পাইবেন!

ডাক্তার

পরিচালক: ফণী মজুমদার

সুরশিল্পী: পঙ্কজ মল্লিক

ভূমিকায়: অহীন্দ্র, পঙ্কজ, পান্না, জ্যোতিপ্রকাশ, ভারতী, অমর মল্লিক, ইন্দু, শৈলেন, নরেশ বোস ইত্যাদি।

যুগপৎ (২য় সপ্তাহ) দেখান হইতেছে

চিত্রা — ফোন: বি, বি, ১১৩৩

পূর্ণ — ফোন: সাউথ ৩৪

যথারীতি ৩ দিন পূর্ব্বে (৪র্থ শ্রেণী ১ দিন) সিট রিজার্ভ করিবেন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১১৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

[illegible] (ইংরাজি ও বাংলা)র সাপ্তাহিক প্রচার—১৩,৩০৩ সংখ্যা

স্থাপিত • ১৯২৯

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ২৭শে ভাদ্র, ১৩৪৭ [৩৭শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
[illegible]—[illegible] এডিনবরা এভেনিউ
[illegible]—১০৩ [illegible]

আমাদের ভব্যতাজ্ঞান

(তৃতীয় দফা)

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১৬) অতি কৌতূহল—কৌতূহল প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। মানুষ মাত্রেরই কৌতূহল থাকে, এটি একটি অত্যাজ্য মানসিক বৃত্তি। জ্ঞানের ও বিদ্যার বিস্তার কৌতূহলের দ্বারাই সম্ভব। বুদ্ধিমান লোকই কৌতূহলী হয় বেশী। তাই বলিয়া, দৈনন্দিন সাংসারিক ব্যাপারে আমরা অতি-মাত্রায় কৌতূহলী হইয়া যে-সব নিন্দনীয় কার্য্য করি সে-গুলি কোনও রকমেই সমর্থনযোগ্য নয়। যেমন—

(ক) অন্যের চিঠিপত্র:—অন্যের চিঠিপত্র পড়ার কৌতূহল আমাদের অনেকেরই অদম্য। মেয়েরা এ-বিষয়ে একটু বেশী অপরাধী সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরুষেরাও বাদ যায় না।

(খ) রুদ্ধ ঘরের ভিতর উঁকি মারা বা কাণ পাতিয়া অন্যলোকের কথোপকথন শোনা। ফুলশয্যার রাত্রে এবং নববিবাহিত বরবধূর ঘরের আনাচে-কানাচে মেয়েরা নির্দ্দোষ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া যে-সব কাণ্ড করেন, আমি অন্তত সে-গুলি রুচি-বিগর্হিতই মনে করি।

(গ) এমন অনেক গৃহস্বামীকে আমি জানি, যাঁহারা বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের চিঠিপত্রাদি রীতিমত সেন্সার করিয়া তবে, শিরোনামকের নিকট প্রেরণ করেন। ইঁহাদের স্বপক্ষে যুক্তিও আছে, কিন্তু সে-সব উক্তি আমার সম্যক বোধগম্য হয় না, আমি স্বীকার করিতেছি।

(গ) ১৪॥০ চিহ্নাঙ্কিত খামে ডাল আঠা দিয়া, শীলমোহর না করিয়া আমরা কাহারও হাত দিয়া গোপন-পত্র পাঠাইতে পারি না। পত্রবাহক স্বীকার না করুক, সে-পত্র পড়িবার কৌতূহল তাহার যে দুর্দ্দমনীয়, ইহা আমরা জানি। কাজেই গোপনতা রক্ষার জন্য আমাদের এত সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়।

(১৭) মর্য্যাদাহানির সতত সন্ত্রাস—কোনও ভিন্নদেশীয় লোক বা উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী বা সাহেবদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া আমরা কার্ড দিয়া যখন অপেক্ষা করি, তখন আমরা অপমানিত মনে করি না, কিন্তু স্বদেশীয় লোকের সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিতে আমরা মর্য্যাদাহানির অপমানে মরিয়া যাই।

(খ) আধ-দুয়ার ঠেলিয়া বা পর্দ্দা সরাইয়া আমরা একেবারে দ্রষ্টব্য-লোকের ঘরে ঢুকিয়া পড়ি, দ্বারবানের বাধায় অপমানিত হই। বিশেষত কর্ম্মস্থানে কোনও অপরিচিত বা অর্দ্ধপরিচিত লোক ঢুকিয়া পড়িলে, তিনি যে কি বিরক্ত হন, সেটি নিজে হইতে না বুঝিলে সে-লোককে বুঝাইয়া দেওয়া একরকম অসম্ভব।

(গ) নিজের কোনও কার্য্যের জন্য কোনও পরিচিত লোকের নিকট গিয়া যদি বিফলমনোরথ হই, তাহা হইলে আমাদের দুঃখের আর সীমা থাকে না। তিনি যে আমার উদ্দেশ্য পূরণে অক্ষম ইহা না ভাবিয়া, আমরা সিদ্ধান্ত করি,—লোকটা এমন অভদ্র যে এইটি ইচ্ছা করিয়াই করিল না। ইনি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সুদূর সম্পর্কে কিম্বা অসম্পর্কেও কোনও আত্মীয়তাযুক্ত হন, তাহা হইলে তো আমরা রাগে, দুঃখে, অপমানে আত্মঘাতী হইতেই উদ্যত হইয়া পড়ি। বলা বাহুল্য, এরকম লোকের উপর আমাদের মন তখন এমন বিমুখ হয় যে ইহাদের যে কখনও কোনও গুণ ছিল, তাহা মনেও হয় না। ইহাদের তখন বাঁচিয়া থাকাটাও আমাদের অত্যন্ত অনভিপ্রেত হইয়া পড়ে।

(১৮) সময়ের জ্ঞানের অভাব—কোনও লোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলাম বেলা ১১টায় সাক্ষাৎ করিব বলিয়া, আর হাজির হইলাম পান চিবাইতে চিবাইতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া বেলা সাড়ে তিনটায়। যদি তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না ঘটে, তাঁহাকে গালিগালাজ দিই। যদি দেখা হয়, নির্ল্লজ্জের মত বলি 'খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ভাই।' কিম্বা হয়ত এটুকু বলাও নিস্প্রয়োজন মনে করি। ভাবি আমার যেমন সময়ের জ্ঞান, পৃথিবীর অন্য সকলেরও বুঝি সেই রকমই। সময়ের জ্ঞানটা খুবই প্রবল হয় মাত্র একবার, সেটা ট্রেণ ধরিবার সময়। কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেও যে উক্ত জ্ঞানের কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা মনে করিতেও হাসি পায়! ভাবটা, আসিয়াছি ইহাই যথেষ্ট, সময় আবার কি? এইসব সাহেবীয়ানাতেই তো দেশটা এমন নষ্ট হইতে চলিয়াছে!!

(১৯) ব্যবসায়ীর ব্যবসাবুদ্ধির অভাব—কোনও দেশী দোকানে কোনও জিনিষ কিনিতে গিয়া ৪।৫টীর বেশী দ্রব্য যদি পরীক্ষা করা হয় তাহা হইলে দোকানদার বিরক্ত হয়। সে তখন জিজ্ঞাসা করে—কত চাই? যদি শোনে, কম—সে মুখের উপর স্পষ্টই বলিয়া দেয় যে এই সামান্য বিক্রয়ের জন্য সে আর সময় নষ্ট করিতে চাহে না, যদি লইতে হয় তো ঐ অপছন্দগুলির মধ্য হইতেই কোন একটা পছন্দ করিতে। গ্রাহক অনিচ্ছুক হইলে বলে, আর নাই। এটি তবু কতক ভদ্র। ইহার উপর আছে, যাহারা বলে—যাও, যাও, তোমার মত ঢের খদ্দের আমার আছে। অমন খদ্দেরের··· ইত্যাদি। এইসব ব্যবসায়ীরা কল্পনাও করিতে পারে না ইয়ুরোপীয় দোকানে খরিদ্দার কি ব্যবহার পায়। আমাদের দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি আমরা চাই, কিন্তু নিজেরা যে কত অনুন্নত তাহার কখনও পরিমাণ করি না।

(খ) ডাকে বা রেলে যদি আমরা মাল পাঠাই, তাহা হইলে যত দাগী বা দেখিয়া-কেহ-লইবে-না এমনি সব জিনিষ সাধারণত পাঠাইয়া থাকি। কখনও কখনও কর্ম্মচারীদের অনবধানতাবশত হয়ত মাল কমও যায়। গ্রাহক যখন জানায় তখন তাহাকে প্রথমে বুঝাইতে চেষ্টা করা হয় যে পাঠাইবার সময় মালগুলি খুবই ভাল ছিল এবং গণনাতেও কোনও ভুল হয় নাই। বহু বাদ প্রতিবাদে হয়ত কোন কোনও ক্রেতার ভাগ্য প্রসন্ন হয়, অধিকাংশের হয় না। কিন্তু ইয়ুরোপীয় কোনও দোকান হইতে জিনিষ আনাইয়া কোনও অভিযোগ জানাইলে তাহারা বিনা প্রতিবাদে মার্জ্জনাসহ জিনিষ বদলাইয়া বা কম বলিলে আবার পাঠাইয়া দেয়।

আমার নিজেরই এমনি একটা ঘটনা কিছুদিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া সেটির উল্লেখ করিতেছি—তখন আমি বাংলার বাহিরে বহুদূরে থাকিতাম বলিয়া দুই তিন মাস অন্তর কলিকাতার কোনও না কোনও ইয়ুরোপীয় দোকান হইতে আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যাদির এক একটি পার্সেল আনাইতাম। একবার এমনি একটি পার্সেল আসিয়াছে। প্রকাণ্ড কাঠের এক প্যাকিং কেসে খড় ও কাগজ মোড়া সব জিনিষ। আমি হেড্-কোয়ার্টারের বাহিরে গিয়াছি; আমার কর্ম্মচারী ভি, পি, ছাড়াইয়া ষ্টেশন হইতে পার্সেল আনিয়া, বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছে। ঠাকুর চাকর মিলিয়া বাক্স খুলিয়া প্রাপ্ত জিনিষের তালিকা করাইয়া রাখিয়াছে। আমি ফিরিয়া আমার তালিকাদৃষ্টে দেখি যে ছোট ছোট তিনটি জিনিষ (একটি ফ্লাস্ক ও ছয়খানি করিয়া রূপার কাঁটা ও চামচ) পাওয়া যায় নাই। লোকজনেরা খুঁজিল, পাইল না। পার্সেল প্রাপ্তির ১০।১২ দিন পরে আমি সেই প্রেরক কোম্পানিকে জানাইলাম তাহারা বিনা-প্রতিবাদে জিনিষ-গুলি নিজ ডাকব্যয়ে আমায় পাঠাইয়া দিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া পত্রও দিল। তিন চারি মাস কি তাহারও উর্দ্ধকাল বাদে সেই খড়ভরা বাক্সটির প্রয়োজন হয়, খড়গুলি ফেলিবার সময় সেই জিনিষগুলি আমারই

সাক্ষাতে বাহির হয়। বদলার এক ছুতাতে আমি কলিকাতায় আসিয়া সেগুলি কোম্পানীকে প্রত্যর্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন তোমরা ইহার প্রতিবাদ কর নাই? বড় সাহেব বলিল, ক্রেতাকে আমরা অবিশ্বাস করি না।

বণিকের মানদণ্ড কি অমনি কখনও রাজদণ্ড হইতে পারে?

ভারতবর্ষীয় ব্যবসাদারের সততার জন্যই ডাকবিভাগকেও আইন করিতে হইয়াছে যে কোনও ব্যক্তি ভি, পি, ছাড়াইয়া তাহার আদেশমত মাল যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ডাকবিভাগকে জানাইলে তাহারা সে ভি, পি'র টাকা ভি, পি, কারীকে দিবেন না। এই আইনটি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নিশ্চয়ই মুখোজ্জ্বল করিতেছে না।

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আমরা এবারেও আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে—পূজা সংখ্যা দীপালী নিশ্চিতরূপে পাইবার জন্য—রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ ৵০ তিন আনা মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। সাধারণ সংখ্যাগুলিই যখন ডাকে মারা যায় তখন পূজা সংখ্যা মারা যাইবার সম্ভাবনা আরও অধিক। সাধারণ সংখ্যা মারা গেলে আমরা পুনরায় গ্রাহকগণকে আর একখানা দিয়া থাকি—কিন্তু পূজা সংখ্যা আমরা একখানার অধিক কোন ক্রমেই দিতে পারিব না। যাঁহারা ৵০ তিন আনার ডাকটিকিট পাঠাইবেন না, আমরা তাঁহাদের কাগজ সার্টিফিকেট অফ্ পোষ্টিংএ পাঠাইব, কিন্তু তাহাও যদি মারা যায়, তাহার জন্য আমরা দায়ী হইব না বা দ্বিতীয় বারও কাগজ পাঠাইতে পারিব না। সুতরাং আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, গ্রাহক গ্রাহিকাগণ যেন দয়া করিয়া পূর্ব্বেই রেজিষ্ট্রেশন ফি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন, পরে অনুযোগ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

জেনারেল ম্যানেজার, দীপালী

সমালোচনা

(৪১)

আত্মহত্যা—(জাতীয় উপন্যাস) শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীদাশরথি মোদক, আদিত্য পাবলিশিং হাউস, ৬১নং কাশীপুর রোড, বরাহনগর, কলিকাতা। ৯৪ পৃষ্ঠার বই, দাম এক টাকা।

মহাত্মা গান্ধীর অহিংসবাদকে একটি গল্পের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করা হইয়াছে। অন্ধ উত্তেজনায় একদল যুবক জীবন ও মৃত্যুকে উপহাস করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে এক নূতনতম সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। বর্ত্তমান উপন্যাসখানিতে সন্ত্রাসবাদের সেই ভ্রান্তি ও বিফলতা বেশ ভাল ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য হিসাবে বইখানি উল্লেখযোগ্য হইলেও সাহিত্যরসের দিক দিয়া ইহা কম উপভোগ্য নয়। ভাষা বেশ তীক্ষ্ণ ও পরিষ্কার। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই মন্দ নয়। উপন্যাসখানির প্রচার বাঞ্ছনীয়।

(৪২)

শিল্পী—(নাটক) শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী, এম, বি, ই, প্রণীত। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম এক টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮, ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর।

লেখক নাটকের সংলাপের মধ্য দিয়া অতি আধুনিক শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আধুনিক চিত্রশিল্প সম্বন্ধে জনসাধারণের অজ্ঞতা যেরূপ সীমাহীন, তাহাতে পুস্তকটি আধুনিক চিত্রকলার বহু অনালোকিত অংশে আলোকপাত করিবে। ইহা সত্ত্বেও নাটকের মারফৎ শিল্পকলার বিচারে লেখককে বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তিনি ব্যাপকভাবে খোলাখুলি আলোচনার অবসর পান নাই, ফলে তাঁহার বক্তব্যগুলি বহু ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। লেখক নীরস হইবে এই ভয়ে প্রবন্ধের আশ্রয় নেন নাই। কিন্তু তাহা করিলেই তিনি ভাল করিতেন। বর্ত্তমানে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে সত্যকারের আলোচনা, ভাল প্রবন্ধ ক্রমশঃ বিরল হইয়া উঠিতেছে, অথচ শুনিতে পাই বর্ত্তমান ভারতীয় কলাশিল্পে নাকি রেনাঁসা আসিয়াছে। বর্ত্তমানে মাসিক পত্র ও পুস্তকাদির মধ্য দিয়া চিত্রশিল্পের আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পূজা আগতপ্রায়!

আপনার পণ্যদ্রব্যের প্রচারের জন্য সিনেমায় স্লাইডের বিজ্ঞাপন দিন! সিনেমার বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হবার নয়।

সোল এজেণ্ট:—রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা ও মফঃস্বল সিনেমা।

বি, লাল, ১৬১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—বড়বাজার ৩২৭৪

প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য-শাস্ত্রসম্মত, কলা-সম্মত পরিচ্ছদ ও দৃশ্য-সজ্জা অভিনব সঙ্গীত ও বিচিত্র রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ—

সঙ্গীত সঙ্গমের নবতম অবদান—

=অভিশপ্তা উর্ব্বশী=

● নৃত্যাভিনয় ●

কলিকাতায় শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিতেছে!

● পরিচালনা—সুধীর ঘোষ দস্তিদার ●

সাহিত্য - দর্পণ

—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

মাসিক 'প্রবর্ত্তক'-এর ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ রায় "স্থানীয় উপভাষা বাঙ্গালা সাধুভাষায় প্রচলনের অপচেষ্টা" সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। বহুকাল পুর্ব্বে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক সাধু বনাম চলিত ভাষার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা করেছিলেন। সে-সময় বসন্তবাবু চলিত ভাষা প্রচলনের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত বাধার উল্লেখ করেছিলেন যুক্তির দিক দিয়ে তা' ছিল অনতিক্রমনীয়। হেমেন্দ্র বাবু ভাদ্রের 'প্রবর্ত্তক'এ এ-সম্বন্ধে যা আলোচনা করেছেন তা' চলতি ভাষার বিরুদ্ধে সেই অতি-পুরাতন অভিযোগগুলিরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। হেমেন্দ্রবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন বর্ত্তমানের তথাকথিত সাধুভাষা কলিকাতা অঞ্চলেরই কথিত ভাষার পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। সেইদিক দিয়ে দেখতে গেলে বর্ত্তমানে সাধুভাষা হিসাবে যা চলে আসছে তার মূলে আছে একটি স্থানীয় উপভাষা। কলকাতার উপভাষাকে neucleus হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাকে যথোচিত পরিবর্ত্তিত করে যে সাধুভাষার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যা সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলা-সাহিত্যের আসরে সাধুভাষার মর্য্যাদা পেয়ে আসছিল তার জন্মরহস্যের দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানেও আছে রাজধানীর কথিত ভাষার অত্যাচার। সুতরাং বিশেষ স্থানের কথিত ভাষা কেন সাহিত্যের লিখিত ভাষার বিরুদ্ধে মর্য্যাদা পাবে এই যুক্তি যখন এঁরা চলিত ভাষার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন তখন সেই যুক্তির মধ্যে অনেকখানিই থাকে ফাঁকা। তবে একথা অনস্বীকার্য্য যে এই তথাকথিত সাধুভাষার পিছনে আছে প্রাচীনতার, সুদীর্ঘ ব্যবহারের একটা বড় সার্টিফিকেট। পাকা-চুলের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে আমরা পিছপাও নই, কিন্তু একমাত্র প্রাচীনতার দোহাই দিয়ে শ্রদ্ধার আসন টিকিয়ে রাখা হয়তো সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না।

*

বর্ত্তমান বাঙ্গলা-সাহিত্যে ভাষা সম্বন্ধে দু'টী সাহিত্যিক দল গড়ে উঠেছে। একদল আধুনিক চলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষার মর্য্যাদা দিয়ে তাকে গল্পে, প্রবন্ধে, গানে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন—এঁদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও আধুনিক তরুণ-সাহিত্যিক সম্প্রদায়। অপর সাহিত্যিক দল সাহিত্যিক রচনায় সাধুভাষার দাবী অগ্রগণ্য মনে করেন। এঁদের মধ্যেও ক্ষমতাশালী সাহিত্যিকের অভাব নেই, সেদিনও পরলোকগত শরৎচন্দ্র এই সাধুভাষায় তাঁর সমস্ত গল্প উপন্যাসের রূপ দিয়ে গেছেন।

*

বর্ত্তমানে চলিত ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। ছাত্রেরা এখন বাংলা-প্রশ্নপত্রের উত্তরে সাধু বা চলতি যে কোন ভাষা ব্যবহার করতে পারেন। তা'ছাড়া চলতি ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে অন্যান্য বাধার কথা যা সাধারণত: বলা হয়ে থাকে তা মোটেই অনতিক্রমনীয় নয়। এখন বর্ত্তমানে প্রয়োজন হয়েছে এই ভাষাকে একটা স্থায়ী নিয়মের গণ্ডীতে বিধিবদ্ধ করা। চলিতভাষা ব্যবহারে বর্ত্তমানে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে তা' দূর করতে হলে এছাড়া আর কোন উপায় নেই। বাংলা-সাহিত্যে চলিতভাষার বয়স খুব বেশী নয়, কিন্তু বহু বিখ্যাত সাহিত্যিকের রচনায় এই আধুনিক রচনা-রীতি বিচিত্র ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। আধুনিক সাহিত্যিকের হাতে এই ভাষা কত তীক্ষ্ণ ও সতেজ হয়ে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এই আধুনিক রচনা-রীতির একটা মস্ত গুণ এই যে, এই ভাষার মধ্য দিয়ে লেখকের ব্যক্তিত্ব নিঃসন্দেহে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। শুধু ক্রিয়াপদের পরিবর্ত্তনে ভাষার সরলতা কতখানি সম্ভব হতে পারে, এ-সন্দেহ যারা পোষণ করেন তাঁরা হয়তো লক্ষ্য করে দেখেন নি যে ক্রিয়াপদ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাক্যের যেন রূপান্তর ঘটে যায়, বাক্যটির সক্রিয় আবেদন পাঠকের কাছে যেন অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। আধুনিক চলিত ভাষার এই প্রাণধর্ম্ম তথাকথিত সাধুভাষায় কতখানি সম্ভব তা সন্দেহের বিষয়।

*

মাসিক "বঙ্গশ্রী"-এর সম্পাদকীয় আলোচনায় সম্প্রতি শ্রীলতা ও ভদ্রতা নির্ব্বাসিত হয়েছে। কিছুদিন হল এই বিভাগে জনৈক সবজান্তা সমালোচকের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি মনে হয় কিছুই এই সমালোচক-প্রবরের আয়ত্বের বাইরে নেই। মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই জানেন না—এই হঠাৎ-সমালোচকটি সম্প্রতি এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন। বীর সাভারকর সম্বন্ধে সমালোচক মহোদয়ের জঘন্য মন্তব্য 'বঙ্গশ্রী'র পৃষ্ঠাকে কলুষিত করেছে। সম্প্রতি ভাদ্রের "বঙ্গশ্রী"র সম্পাদকীয় আলোচনার একটু নমুনা নীচে তুলে দেওয়া হল।

"আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত শিক্ষা-বিভাগে কতকগুলি চরিত্রহীন, গণ্ডমূর্খ, গুণ্ডার আড্ডা হইয়াছে। তাই কতকগুলি গণ্ডমূর্খ গুণ্ডাও মহামহোপাধ্যায়, তর্কতীর্থ, সাংখ্যতীর্থ ও কাব্যতীর্থ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইতে পারিতেছে।"

আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত শিক্ষাবিভাগ এতবড় একটি গুণী পণ্ডিত সমালোচক সম্বন্ধে উদাসীন কেন? ভদ্রলোকের এতবড় গুণপনা 'বঙ্গশ্রী'র উষর ক্ষেত্রেই নিঃশেষিত হবে—এটা বাঙ্গলা-সাহিত্যের পক্ষে মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা সন্দেহ নেই।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতারিত
জন্ম — শান্তি
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১৷৷০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি. লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

THE BOYS' OWN LIBRARY. Estd. 1909. No. .... & Y. M. L.

শ্রীমতী ভারতী
"ডাক্তার" চিত্রে 'শিবাণীর' ভূমিকায় সুন্দর ও সাবলীল
অভিনয় করিয়া চিত্রপ্রিয়দের মুগ্ধ করিয়াছেন।

দীপালী

২৭শে ভাদ্র, ১৩৪৭

মেহের সুলতানা

হরিশ্চন্দ্র আর্ট প্রোডাকশানের "রঙ্গিলা জওয়ান" চিত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মাধবী ঘোষ

বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশানে পল্লীনৃত্যে ১ম, প্রাচ্যনৃত্যে ১ম ও মণিপুরী নৃত্যে ২য় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

রঞ্জিৎ মুভীটোনের হিন্দী ছবি "হিন্দুস্থান হামারা"তে নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী পদ্মা দেবী।

চিত্র বর্তিকা

১২শ বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা

সুমতি গুপ্তে

প্রভাতের নির্মীয়মান ছবি "সন্ত জ্ঞানেশ্বর" এ অংশে অভিনয় করিয়াছেন।

কুমারী শেফালি দে

উদীয়মানা নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছেন।

কুমারী মীরা ঘোষ

বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশানে কথক নৃত্যে ১ম, কথাকলি ১ম ও মণিপুরীতে ২য় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কলম্বিয়ার "Island of Doomed Men" চিত্রে

পিটার লর ও রচেল হাডসান

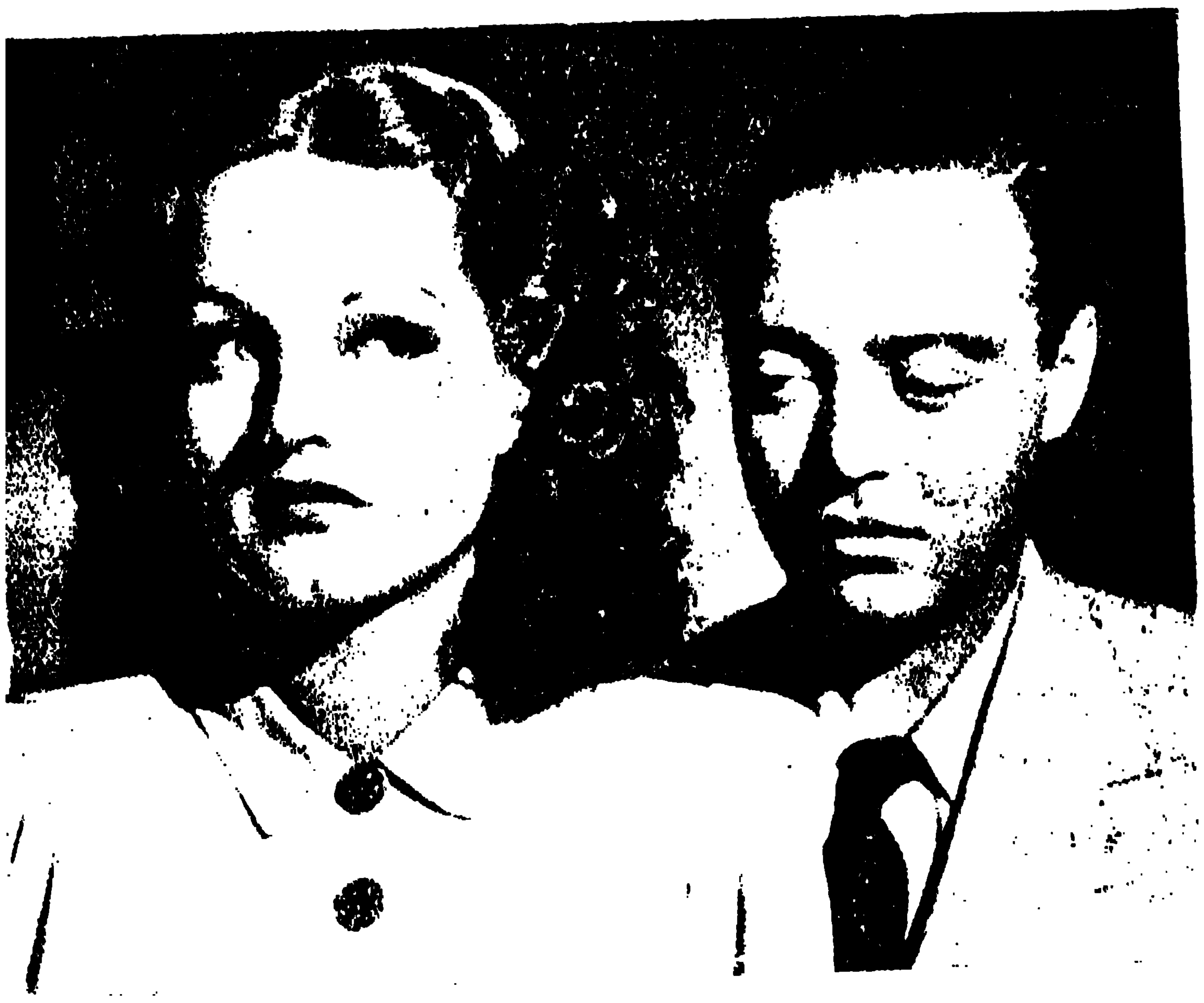

THE BOYS' OWN LIBRARY. & Y. M. I.
Estd. 1909.
No.........

বেটী ডেভিস
"All This & Heaven Too" চিত্রে তিনি
পুনরায় অপূর্ব্ব নাট-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

গল্প

অধিকার

—রাজিয়া খাতুন

কলেজের কমনরুমে রসিদা একখানি মাসিক পত্র পড়ছিল। তার পরণে চাঁপা রংয়ের শাড়ী, সেই রংয়েরই একটি ব্লাউজ, চুলগুলি আল্‌গা করে বাঁধা। বাইরে খেলার মাঠে মেয়েরা খেলাধূলা নিয়ে ব্যস্ত ছিল—এমনি সময় বেলা পায়ের শব্দ না করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। রসিদাকে চম্‌কে দিবার জন্য আস্তে গিয়ে চোখ দুটী টিপে ধরল।

"আঃ কি যে করিস্। চোখ ছেড়ে দে। তোর জ্বালায় পড়বার যো নেই একটুও।" বেলা হাত সরিয়ে নিয়ে রসিদার পাশে ধুপ্ করে বসে পড়ল। "বাপ্‌রে! তোর বই পড়া রোগ আর কিছুতে যাবে না? এখন থেকে তোকে 'বইয়ের পোকা' বলে ডাকব বুঝলি? ছুটী পেলেই যে কোনও বই নিয়ে বসলেই হল—কেউ গল্প বলতে বল্লে, খেলতে ডাকলে মেয়ের যাবার নাম নেই। আমি তোর মত সারাদিন বসে পড়তে পারি না।"

'—তা পারবি কি করে? বেশী পড়ে তোর কি হবে শুনি? লেখা পড়ায় ভাল মেয়ে হলে বেশী পড়তে হয় না বুঝেছিস্?'

'—তুই সব তাতেই ঠাট্টা করিস্ রসিদা। এইজন্য তোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কুড়ি টাকার বৃত্তি তুমিও পেয়েছ, আমিও না হয় ভাগ্য গুণে পেয়ে গেছি—তাই বলে সব সময়ে এত খোঁটা দিস্ কেন বলত? আর কখনও তোমার সঙ্গে কথা বলব না।'

'—বেশ ত; একবার 'তুমি' একবার 'তুই'—ভাষাজ্ঞান তোর সত্যিই আছে বলতে হবে। তুই কথা না বললে আমার কিছু এসে যাবে না। নিজে সেধে কথা বলবি আবার রাগ করে কথা বন্ধও করবি? ওরে বাবা—চোখে জল এসে গেল এরই মধ্যে? এইজন্য লোকে বলে 'সমুদ্রতটে লোণা জল সস্তা' বুঝলি? তবু মেয়ের রাগ পড়ে না দেখি। 'রাগ ক'রো না নলিনী' না বলে 'বেলিনী' বলতে আরম্ভ করব কিন্তু!'

বেলার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। রসিদা মনে মনে ব্যথা পেল এতে। তার মনে হ'ল—বেলা তাকে এত ভালবাসে, সব সময়ে কাছে কাছে থাকে, আর সে নিজে তাকে রাগিয়ে, কাঁদিয়ে আমোদ পায়! ভারী সরল মন ওর। এতটুকু কথা সহ্য করতে পারে না, অভিমানে গাল ফুলাতে থাকে। সস্নেহে বেলার চোখ দু'টী মুছিয়ে রসিদা গম্ভীর হয়ে বলল,—'আর তোর সঙ্গে ঠাট্টা করব না, হল ত?'

বেলা রসিদার মুখভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া কহিল—'হ্যাঁ, সেই ভাল। বইটাও রেখে দাও, আমার সঙ্গে গল্প করতে হবে এখন।' তারপর ছেলেমানুষী স্বরে বল্‌ল—'রসিদা, একটা কথার উত্তর দেবে? রাগ করবে না ত'?'

'—অত ভণিতা রেখে সহজ ভাবে বল্‌ত কি তোর কথা—'

'—আচ্ছা, তোমার ত' বিয়ে হয়নি এখনও, তবুও রাস্তা দিয়ে আসবার সময় মাথায় কাপড় দাও কেন? আমি অনেক দিন থেকে ভাব্‌ছি কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহসে কুলায় না, যে তোমার ঠাট্টার বহর!'

'—না রাগও করব না, ঠাট্টাও করব না। মাথায় কাপড় দেওয়া নিয়ম সাধারণ ভদ্রতার অঙ্গ হিসাবে। রাস্তায় কত লোকের সামনে দিয়ে হেঁটে আসি, মাথায় কাপড় দেওয়া থাকলে ভাল দেখায়। খোলা মাথায় আসতে নিজেরই কেমন বাধ-বাধ লাগে। আর মামা-মামীমাও পছন্দ করেন না—বড় হয়েছি ত'।'

বেলা জানে যে রসিদা তার মামার বাড়ীতে থেকে পড়ে। মা-বাবা গ্রামে থাকেন, সেখানে কলেজ নেই বলেই সহরে এসেছে পড়তে। স্কুল থেকে খুব ভাল পাশ করে এসেছে। দু'জনে একসঙ্গে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে, ভাবও হয়েছে দু'জনের খুব বেশী। বাসা দু'জনের কাছে, একসঙ্গে তাই আসে যায়, খেলে, পড়ে, দিনগুলি ভারী আমোদে কেটে যায়।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। রসিদা ক্লাসে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

'—রসিদা, এখন ত' চৌধুরীর ক্লাশ, না? আজকে আর ইংরাজীর লেকচার শুনতে ইচ্ছে করছে না—'

'—হ্যাঁ, ফাঁকি দিবি? তা হবে না। চল্ লেকচার শোনা ভাল। কেনরে ওঁর পড়ান' ভাল লাগে না তোর?'

'—মন্দ পড়ান না সত্যি; কিন্তু অনাবশ্যক চীৎকার করেন ব'লে ভাল লাগে না। ওঁর বোধ হয় ধারণা যে মেয়েদের আস্তে বোঝালে বুঝতে পারে না।'

দুই বন্ধুতে ক্লাসে গিয়ে বসল। সে ঘণ্টা শেষ হলে বেলা ফিস্‌ফিস্ করে রসিদার কাণের কাছে বল্‌ল, 'আজ পাজামা আর টুপী পরে এসেছেন কেন রে? এতদিন ধুতি-চাদরই ত' বেশ ছিল। উনি মুসলমান না হিন্দু তাও বোঝবার উপায় নেই।

কাকেই বা জিজ্ঞেস করি?' রসিদা উত্তর দিল না, মুখ ফিরাইয়া হাসতে লাগল।

*

কয়েকদিন পরের কথা। তর্ক ক্লাশে আজ দু'দলে তুমুল তর্ক হয়ে গেছে। তর্কের বিষয় ছিল 'নারীর স্থান কোথায়, বাহিরে না অন্তঃপুরে।' বেলা রসিদার উপর চটে গেছে, রসিদা কেন তার মতে মত দিল না! সবাই এই নারী-প্রগতির দিনে চায় বাহিরে স্থান, আর রসিদা বলে কি না নারীর স্থান অন্তঃপুরে, স্বামীর পার্শ্বে। রসিদা তবে লেখা পড়া করে কেন? হাতা বেড়ী নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেই পারত! কলেজে আসার কোন দরকার হোত না। রসিদা হাসিমুখে তার দিকে আসছিল। কাছে এসে বেলার ভ্রূকুটি দেখে বল্ল—'বাপরে, এত চটেছিস্ কেন?'

—'না চটবে না? আমার নম্বর কমে গেল তোমার জন্য, আবার হাস্‌ছ? আমি বাসায় চল্লাম তুমি থাক গে।'

'দাঁড়ারে, দাঁড়া; অত রাগ করে যাস্‌নে—রাস্তায় হোঁচট্ খাবি! শোন্, তুই এত রাগছিস্ কেন? আজ সন্ধ্যার সময় আমার কাছে যাস্, তখন না হয় তোকে বুঝিয়েই দেব আমি বল্লাম কেন।' দুজনে আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চল্ল।

সন্ধ্যা হতে তখনও অনেক দেরী—রসিদা মাত্র চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিয়েছে এমন সময় বেলা হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে উপস্থিত হল। রসিদা উঠে বন্ধুকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল তার ঘরে।

—'আজকে তোর যে খুব গরজ দেখছি তর্ক করবার! ছ'মাসে একদিন আসা হয় মেয়ের! এত কাছে বাসা কি না? কি—হাঁপাচ্ছিস্ যে? দৌড়ে এলি বুঝি? আচ্ছা একটু চা-টা খেয়ে নে, তারপর কথা বলব। একেবারে আগুন হয়ে আছিস্ কি না, কথা বল্লেই চ'টে যাবি।'

বেলা চা খেয়ে বল্ল—'এইবার তোমার মতগুলি বলে যাও ত'—খুব মন দিয়ে শুন্‌ব এখন।'

—'শোন তাহলে। এখন মেয়েদের স্থান কোথায় এই ত' কথা। বাইরে বেরুনো খারাপ আমি বল্‌ছি না, তাহলে আমি নিজেও বেরুতাম না। দরকার হলে বাইরে অনেক মেয়েকেই হয়ত বেরুতে হতে পারে। মেয়েদের কাজ আর পুরুষদের কাজ যে আলাদা আমি এইটুকুই বলতে চাই। কাজের জায়গাও আলাদা। আমরা আজকাল নিজেদের বিশেষত্ব যেটুকু, সেটুকু হারিয়ে ফেলেছি। সাম্যবাদের যুগ কি না এটা, তাই পুরুষ আর নারী একই সঙ্গে পা ফেলে চল্‌তে চায়, কিন্তু তা হবার নয়। তা' যদি হ'ত তাহলে সংসার টিকৃতে পারত না।'

'মেয়েরা স্বাধীনতা চায়, স্বাবলম্বী হতে চায়, এজন্য পুরুষকে কার্য্য-ক্ষেত্র হতে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে। অনেক সংসার ছারখার হয়ে যাচ্ছে অসন্তোষের আগুনে।'

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

প্রতিদিন এই ভাবে যত্ন নিলে আপনার মাড়ি ও দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে।

আপনার দন্তচিকিৎসক সম্ভবত: মাড়ির চিকিৎসায় এস, আর, (Sodium Ricinoleate) ব্যবহার করেন। এস, আর, এরূপ তীক্ষ্ণ বীর্য্য যে রোগদুষ্ট মাড়ির মধ্যে যে বিষাক্ত দ্রব্য ও জীবাণু জন্মে তাহা নিস্তেজ ও অসাড় করিয়া দেয় ও মুখবিবর সতেজ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ করিয়া তোলে।

আপনি প্রতিদিনই এস, আর, ব্যবহার করিতে পারেন, কারণ গিবস্ এস, আর, টুথপেষ্টে এই মূল্যবান অমোঘ ঔষধ সক্রিয় অবস্থায় বর্ত্তমান। কাজেই এই টুথপেষ্ট পাইওরিয়া ও মাড়ির অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিষেধ করে।

প্রতিদিন এস, আর, দ্বারা মাড়ি ঘষিলে ও দাঁত মাজিলে দাঁত সাদা হয়, নিঃশ্বাস সুরভিত হয়, মাড়ির যন্ত্রণা প্রতিহত হয় ও দাঁত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। "এস, আর," মাড়ির মধ্যে কাজ করিতে থাকে উহাতে আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা হয়।

সব ছাড়িয়া আজ হইতেই গিবস্, এস, আর, ব্যবহার করুন।

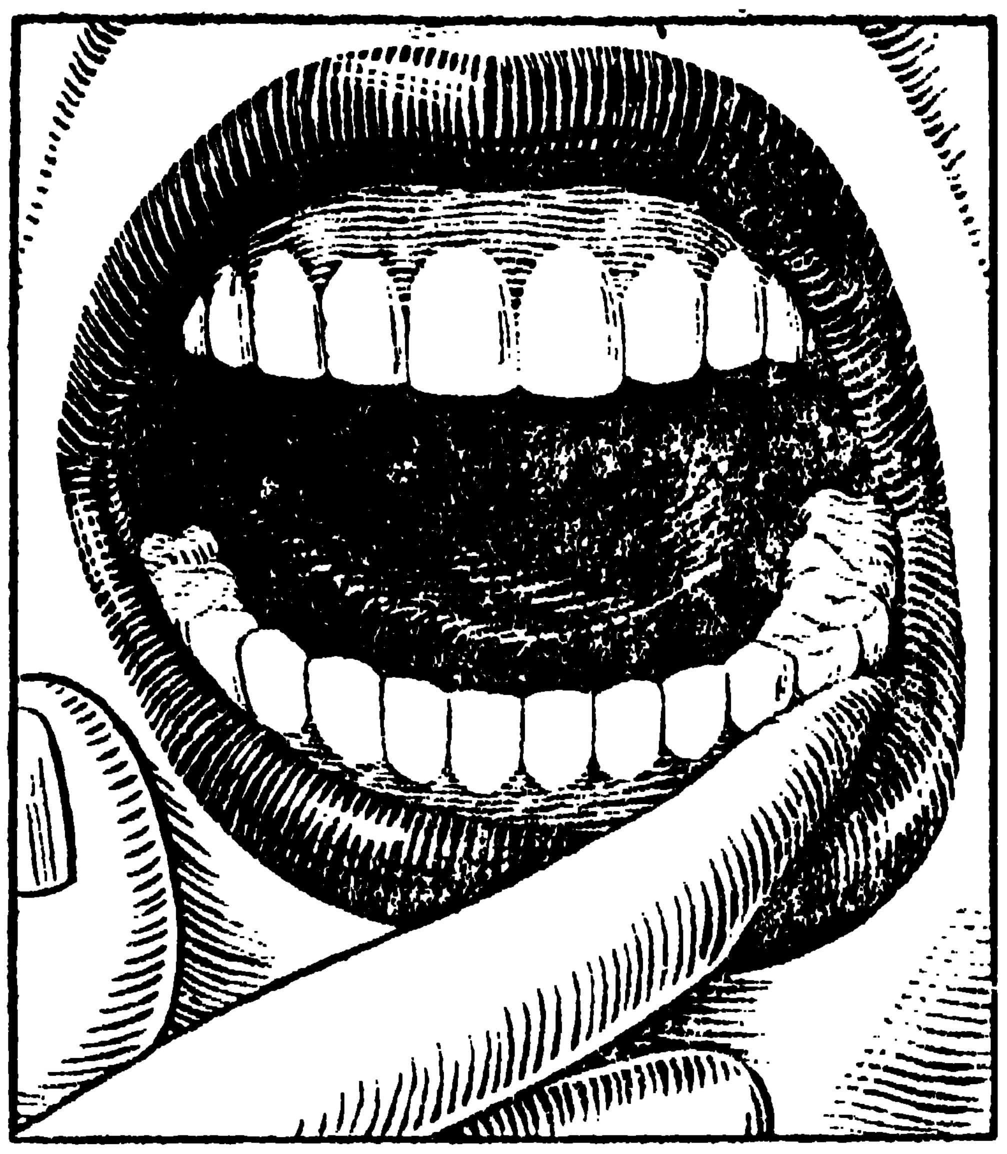

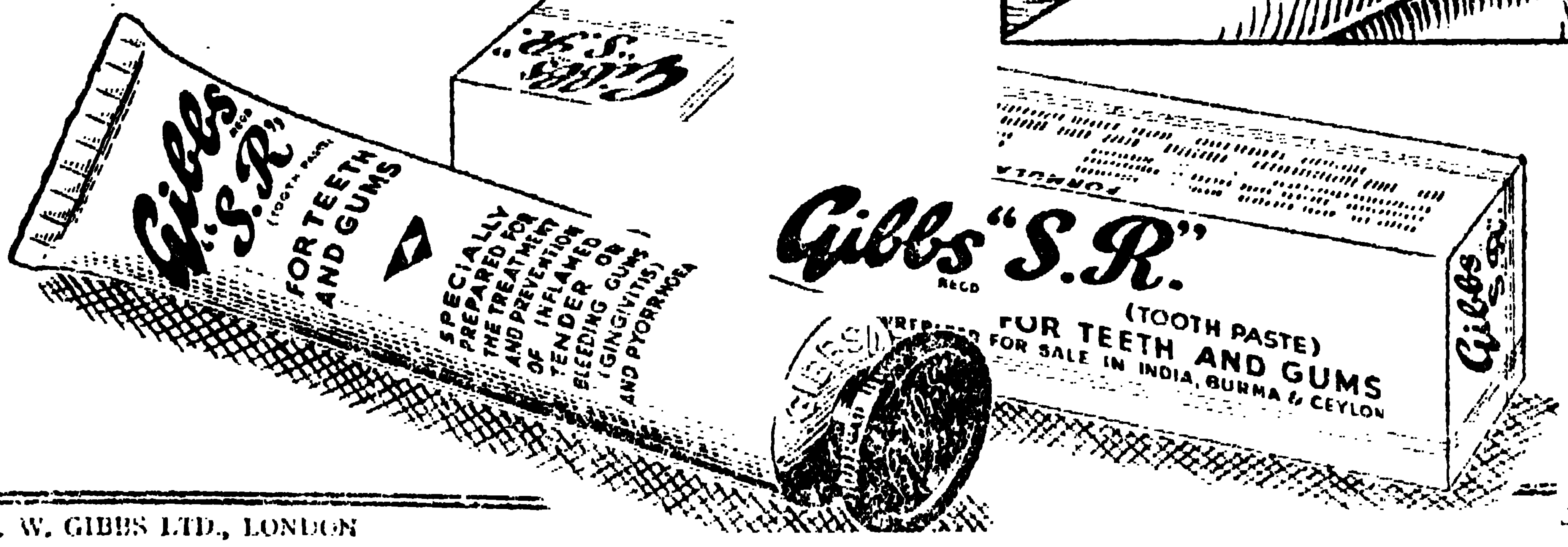

D. & W. GIBBS LTD., LONDON

GSR. 12 671 BG

'মেয়েদের শিক্ষিতা হওয়ার উদ্দেশ্য পুরুষের উপর টেক্কা দেওয়ার ইচ্ছা নয়, নিজেদের উন্নতির জন্যই লেখাপড়া। সাংসারিক কাজে তাদের সুবিধা হবে বলে লেখা-পড়া শিখতে হয়—শেখেও সেজন্য। নিজেকে বিশ্বের সব অবস্থার সঙ্গে যাতে খাপ্ খাইয়ে নেওয়া যায়, মেয়েদের সেটা শেখা দরকার। সহজ বুদ্ধি থেকে, সাধারণ জ্ঞান থেকে এটুকু ক্ষমতা মেয়েদের হয়েই থাকে যে যে-কোন অবস্থাতে সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে মানিয়ে নিতে পারে। যে মেয়ে না পারে, সে সংসারে আগুন লাগায়, নিজের অসন্তোষের আগুনে সংসারের সবাইকে অসুখী করে। সুখী হতে পারে না সে জীবনে কোনদিন।

'নারী শক্তিময়ী। সব দেশেই নারী জেগেছে বলে সে সব দেশ উন্নত হয়েছে। নারীর নারীত্বের মর্য্যাদা যেখানে অবহেলিত সেখানে বা সে দেশের উন্নতি অনেক দূরে। আমরা আজ বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়ে ভুলে গেছি আমাদের কাজ কি, স্থান কোথায়। নারীর শক্তিই পুরুষের বাহুতে শক্তি যোগায়। পুরুষ বাহিরে কাজ করে; অন্তঃপুর থেকে নারীই তাকে প্রেরণা দেয়।

'নারী কল্যাণী। তার স্নেহময় অন্তরের কল্যাণ স্পর্শ দিয়ে সংসারকে সে সুখের নীড় করে তোলে। স্নেহ, দয়া, প্রেম, ক্ষমা, সেবা, সাহায্য, ধর্ম্ম এইগুলিই নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। নারীর নারীত্ব, কমনীয়ত্ব স্বকীয় গুণ, সহজ অভিব্যক্তি, এগুলি হারিয়ে ফেললে নারীর 'নারী' ব'লে পরিচয় দেবার কিছুই থাকে না।

সেইজন্যই আমি বলেছি—নারীর স্থান তার স্বামীর পার্শ্বে। সেখানে সে সহধর্ম্মিনী, সহকর্ম্মিনী, সেবা-সহচরীরূপে বিরাজিতা। নারীর পরিচয় তার স্ত্রীত্বে, সতীত্বে, মাতৃত্বে। জায়ারূপে ও মাতৃরূপে নারী শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছে। মা হবার গৌরব সব মেয়েরই কাম্য। সব দেশেই সুপুত্রের মা

যারা হয়েছেন তাঁদের চিরকাল দেশবাসী সম্মান করে এসেছে।

'আমার কথাগুলো বক্তৃতার মত শোনায় হয়ত! তবুও, তুই নিজের মনে চিন্তা করে দেখ্, বুঝতে পারবি নিশ্চয়ই!'

'তুমি তো মস্ত বক্তৃতা ঝাড়লে এতক্ষণ! ভবিষ্যতে একজন ভাল বক্তা হয়ে দাঁড়াবে দেখছি! আমি বুঝতে পেরেছি তোমার মত কি? কিন্তু আমার মতের সঙ্গে তোমার মত মিলবে না—এই যা পার্থক্য!'

'আলোচনা করতে আরম্ভ করলে শেষ করা যায় না। আমার কথাগুলিই হয়ত যুক্তির সঙ্গে প্রমাণ দেখিয়ে তোকে আরও ভাল করে বোঝাতে পারতাম। আজকে আর বেশী বললে রাগ করবি। তার চেয়ে চল্ খানিকটা বেড়িয়ে আসি গে।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। রসিদা ছাদের উপর তার নিজের ঘরে চুপ্ করে বসেছিল। কোন কাজেই তার আজকে মন লাগছে না। বেলার সঙ্গে সেদিন অত তর্ক করল যে জন্য, তার নিজের জীবনে সে আশা সফল হবার সম্ভাবনা নেই। সব মেয়েই কামনা করে ছোট একটি সুখের সংসার—কিন্তু তার ভাগ্যে সে কামনা ফলবে না। সে বিবাহিতা, কিন্তু বাহিরের কেহ তাহা জানে না। ক্লাশের মেয়েরা তাকে অবিবাহিতা মনে করে ঠাট্টা তামাসা করে, সে কোনও উত্তর দেয় না। তার বয়স তখন বার বছর। বিয়ের দিনটা যেন তার স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গিয়েছিল। সেই ৮।৯ বছর আগের দিনগুলি তার চোখে ভেসে উঠল। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিল সে। খোদা তাকে রূপ দিয়েছিলেন সত্যিই! দরিদ্র পিতার কন্যা হলে ও তার রূপের জন্যই গ্রামের জমিদারের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। ছেলের বাবাই তাকে নিজে পছন্দ করে ঘরের বউ করেছিলেন—ছেলের মতামতের অপেক্ষা রাখেন নি। বাপের অবাধ্য হবার ভয়ে ছেলেটা তাকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু লেখা পড়া শেখেনি বলে পছন্দ করে নি। নিজে সে শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর ছাপ তার ছিল। অশিক্ষিতা স্ত্রী নিয়ে সংসার করার ইচ্ছা তার ছিল না। একেই ও' গ্রামের মেয়ে, তাকে নোলক পরা, পায়ে মল—কি বিশ্রীই দেখতে লাগে! জমিদার যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন সে নিজের মতামত প্রকাশ করেনি। বিয়ের কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হওয়াতে জামাতার আক্রোশ সবটুকু গিয়ে পড়ল দরিদ্র শ্বশুরের উপর। অশিক্ষিতা, রূপসী মেয়েকে সে নেবে না, তার স্ত্রী বলে স্বীকার করবে না—এই বলে তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছে।

রসিদা তার স্নেহময় পিতার এই অপমান সহ্য করতে পারে নি নীরবে। সেও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে লেখাপড়া সে শিখবেই যেমন করে হোক, কিন্তু তার স্ত্রী বলে পরিচয় দেবে না কাউকে।

এর পর কতদিন চলে গেছে—তার স্বামীর খবর সে পায় নি। অতি কঠোর পরিশ্রম করে স্কুলের গণ্ডী সে পেরিয়েছে,—কলেজে ভর্তি হয়েছে। তার শিশু বুকে স্বামীর যে স্মৃতি অস্পষ্ট ভাবে ছিল তাতে চৌধুরীকে চিনে নিতে দেরি হয় নি। চৌধুরী যে এই কলেজেই প্রফেসর হয়ে আছেন তাত' সে জানত না। জানলে নিশ্চয়ই এ কলেজে সে আসত না। চৌধুরী তাকে চেনেন নাই নিশ্চয়ই। সে যে মামার কাছে থেকে লেখা পড়া করেছে এ খবর রাখবার কোন দরকারই তাঁর হয় নি। চৌধুরীর ছোট বোনটী তার সঙ্গে পড়ে। সে তাকে দেখেনি এর আগে, কিন্তু তার সঙ্গে বেশী আলাপ করত না। ক্লাসের সব মেয়ের মত সেও আলাপ করতে চাইত, কিন্তু সে তার কাছে ঘেঁসত না। সকলের মধ্যে বেলার সঙ্গেই তার একটু ভাব বেশী, আর সব মেয়েরা তাকে অহঙ্কারী বলেই জানত—কাউকে সে আমলই দিতে চাইত না।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোং লিঃ

(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)

পূজা উপলক্ষ্যে

ভাড়া হ্রাস—

প্রথম দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীতে একবারের পূর্ণ ভাড়ার সওয়া গুণ

অর্থাৎ $1\frac{1}{4}$ ভাড়ায়

এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের জন্য

$1\frac{1}{2}$ ভাড়ায়

যাতায়াতী টিকিট আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৪০ হইতে ২৬শে অক্টোবর ১৯৪০ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রেতাগণের (মালিকের নিজ দায়িত্বে) একবারের ভাড়ায় মোটর গাড়ী লইয়া যাতায়াত করিতে পারিবেন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য—
বুকিং অফিস সুপারভাইজার,
এসপ্ল্যানেড ম্যানসন্স
অথবা
পাবলিসিটি অফিসারের
নিকট অনুসন্ধান করুন।

তার ভিতরের খবর কেউ রাখে নি, সেও জানায় নি কোনও দিন। আজ অতীতের কথাগুলি বার বার মনে পড়ে তাকে বিচলিত করে দিচ্ছে! কিন্তু এভাবে বসে থাকলে পড়া হবে না ভেবে নীচে মামীমার কাছে নেমে গেল।

*

"উঃ কি বৃষ্টি রে বাবা! এই বৃষ্টিতে পথ চলাই যে দায়! এই .বেলা, কি করি বল্‌ত?"

'ভিজে যেতে আমার কিন্তু বেশ লাগে। বইগুলি আজ দরোয়ানের কাছে রেখে দিয়ে চল যাই। রাস্তায় এখনও জল জমেনি হয়ত।'

দু'জনেই রাস্তায় নেমে পড়ল। বেলার ভারী স্ফূর্তি! ছেলেমানুষের মত আবোল-তাবোল বক্‌তে বক্‌তে চলেছে। রসিদা গম্ভীর মুখে, কাপড় গুটিয়ে কোন রকমে হেঁটে চলেছে। বেলা হঠাৎ পথের মাঝে দাঁড়িয়ে বলল—তোমার বুঝি একটুও মজা লাগছে না? আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে কি বলব! বাড়ী গিয়ে কি করবে এখন? রবি বাবুর 'চয়নিকা' নিয়ে বসবে ত'? আমি কিন্তু খাবার জন্য ব্যস্ত। খিচুড়ী, ডিম ভাজা বেশ আরাম করে খাওয়া যাবে।'

বেলা আবার বলল, 'তুমি কেন সারাক্ষণ কেবল গম্ভীর হয়ে থাক, কিছুই ভাল লাগে না?

রসিদা হেসে ফেলল,—'গম্ভীর হব না, তোর মত রাস্তা দিয়ে ছুটে বেড়াব বুঝি? লোকে দেখলে হাসবে না?'

'ভারী বুড়োমি শিখেছ! তোমার সঙ্গে কোন কাজ করাই দায়।' বেলা জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে চলল। রসিদা আস্তে আস্তে অনুসরণ করতে লাগল।

বাসার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল—এ পরিচিত গলা কার? মামার সঙ্গে কি দরকার চৌধুরীর? তাকে নিতে এসেছেন দয়া করে? তাঁর এ অনুগ্রহের কি দরকার ছিল?

ভিজা কাপড় ছেড়ে রান্নাঘরে মামীমার পাশে গিয়ে বসল। মামীমা আজ কত রকম রান্নার জোগাড় করেছেন—এসব তবে অতিথির জন্য? রাগে দুঃখে মামীমার পিঠের উপর মুখ রেখে রসিদা কেঁদে ফেলল। 'এই পাগ্‌লী মেয়ে এ কি কচ্ছিস? যা, হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে। তারপর রাঁধতে হবে ত? আজ আমার কি আনন্দের দিন, জামাই বাড়ীতে এসেছে—আর তুই কাঁদ্‌ছিস? তোর কপাল এবারে বোধ হয় ফিরল।' 'না মামীমা আমি যাব না। আমাকে এখান থেকে এক পাও সরাতে পারবে না। বা-জানের অপমানের কথা আমি এখনও ভুলে যাই নি। জামাই এসেছে বলে দু'জনে আত্মহারা হয়ে গেছ একেবারে?'

'পাগ্‌লী মেয়ের কথা শোন। তোকে যেতে বলেছে কে? এখান থেকে কেউ নিতে আসেনি তোকে। তোর বাবা আসবেন, তবে ত' সব কথা হবে! যা শীগ্‌গির ওঠ্‌; আমার অনেক কাজ বাকী!'

রসিদা ধীরে ধীরে উঠে গেল। আহ্বান যখন সত্যিই আসবে তখন সে সহজ ভাবে নিতে পারবে না, কিছুতেই না! কিন্তু,...জীবনটাকে সে কি কাজে লাগাবে? তার মুখের কথার সঙ্গে জীবনের কাজে যদি মিল না থাকে...কি করবে সে? তার করবার কিছুই নেই! বাবা নিশ্চয়ই মত দেবেন না—এই তার একমাত্র সান্ত্বনা।

*

কিন্তু চৌধুরীর আন্তরিক প্রার্থনায় তার মা-বাবা যে মত দিয়েছেন! সে অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে। বাবা সব অপমান ভুলে গিয়ে যে মত দেবেন তাকে আবার স্বামীর সংসারে ফিরে যেতে তা সে আশা করেনি। বেলা জেনেছে মামীমার কাছে। সে তাই দুপুর বেলায় এসেছে তাকে সাজাবে ব'লে।

'—রসিদা, তোমার মুখে হাসি ফুট্‌বে না কোনদিন, না? তুমি মস্ত ফাঁকিবাজ।

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

ডুবে ডুবে জল খাও—আর আমাদের নাকাল করে ছাড়! তাই ত' ভাবি ক্লাশে মেয়েরা এত ঠাট্টা করে আর তুমি মুখ বুঁজে থাক। এবার তোমার জারিজুরি সব ভাঙ্গল ত? হাতা-বেড়ী নিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে ত'?'

রসিদা গম্ভীর হয়ে রইল। সে ভাবল তার মনের কথা কাউকে জানাবে না—সব কাজ সে আগের মত সহজ ভাবেই করবে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও প্রফুল্ল হয়ে উঠতে পারল না। বেলা অপ্রস্তিভ হলেও হাসি মুখে বলল—তোমাকে কেউ বুঝি হাসাতে পারবে না? আজকের দিনে রাগ করে থাকতে নেই, জানত'। আবার নূতন করে বিয়ের কনের মত লাজুক হতে হবে তোমায়। এইবার হাসোত দেখি—মুখ তোল না ভাই। আমি আজ বরের ঘরের পিসী, কনের ঘরের মাসী—বেশ মজা আমার। দু'দিক্ দিয়েই আমার লাভ!'

বলে নিজের রসিকতায় হো হো করে হেসে উঠল। তারপর জোর করেই রসিদাকে সুন্দর করে সাজিয়ে মামীমার কাছে বিদায় নিতে গেল। 'মামীমা তাহলে এখন যাই। প্রোফেসর চৌধুরীর বোনটীও আজকে আমায় ডেকেছে, তাদের বাড়ীটা আজ সাজিয়ে দিয়ে আসব। ফুল এখনও অনেক কিনতে বাকী। সন্ধ্যের আগেই আসব।'

শহরতলীতে ছোটো একখানি বাংলো ধরণের বাড়ী। চৌধুরী তার ছোট বোন আমিনাকে নিয়ে এখানে থাকেন। বাড়ীটার চারিদিকে সুরকি-ঢালা সুন্দর রাস্তা। একদিকে টেনিস্ লন্, একপাশে ব্যাড্মিন্টনের কোর্ট কাটা। মাঠের মধ্যে আমিনা ঘুরে বেড়াচ্ছে বেলার আশায়। বেলাকে গাড়ী থেকে নামতে দেখে হাসি মুখে তাকে টেনে নিয়ে চল্ল ঘরের মধ্যে।

'তুই এত দেরী করলি কেন বল্‌ত? আমি কখন থেকে বসে আছি।'

'রসিদাকে সাজিয়ে রেখে তবে ওদের বাসা থেকে বেরুলাম। ওর মামীমা এত ভাল মানুষ, আমার খুব ভাল লাগে ওঁকে। নিজের মেয়ের মতই আমাকে স্নেহ করেন।'

'—জানিস্ বেলা, দাদাকে আমি কবে থেকে বলেছি বিয়ের জন্য। দাদা হাঁ-না করে আমার কথা বারবার এড়িয়ে গেছে। এর পিছনে যে এত রহস্য আছে তা আমি জান্‌তাম না।'

'—চল এবারে ঘরগুলির সংস্কার করিগে। ফুল অনেক নিয়ে এসেছি ডালা ভ'রে।'

দু'জনে মিলে শোবার ঘরটী ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে ফেল্‌ল। সন্ধ্যা তখনও হয় নি দেখে বেলা বিদায় নিয়ে রসিদার মামীমার কাছে ফিরে গেল।

'আমিনা,—এই আমিনা, দুষ্টু মেয়ে, কোথায় যে থাকিস্ খুঁজেই পাওয়া যায় না!'

দাদার সস্নেহ ডাকে সাড়া দিয়ে আমিনা বেরিয়ে এল। গাড়ীর কাছে গিয়ে রসিদাকে নামিয়ে নিল। ঘরে পালঙ্কের উপর বসিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'ভাবী, তুমি কি দুষ্টু মাগো? কেন এতদিন আমাকে বলনি এসব কথা—তাহলে তোমার সংসারে কবে ফিরে আসতে পারতে। বিয়ের সময় ত' আমি ছিলাম না কাছে, না হ'লে দাদার সঙ্গে খুব ঝগড়া করতাম। দাদা যেমন সব কথা গোপন করেছে তুমিও তেমনি করেছ। বেশ জব্দ এবারে—আর ছেড়ে যেতে পারবে না কেউ।

'আমার সব আদর আব্দার রাখবে তুমি—বুঝেছ? আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে। তোমাদের খাবার দিতে বলে আমি আসছি। পালিও না এখান থেকে, দাদাকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।'

"দাদা, ও দাদা শোন। এবার কিন্তু ভাবীর সঙ্গে একটুও খারাপ ব্যবহার করতে পারবে না। তোমার ঘরে গিয়ে বসগে, আমি ডাকব খানিক পরেই।" চৌধুরী বোনটীকে আদর করে বললেন—"না রে পাগ্‌লী—আর কিছু বলব না।"

চৌধুরী নিজের ঘরের কাছে গিয়ে সুন্দর ফুলের গন্ধ পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকে দেখেন সুন্দর সুগন্ধ ফুল দিয়ে ঘরটি সাজান। এই ফুলের মধ্যে রসিদাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে! তিনি অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

'কী সুন্দর গন্ধ, তুমি টের পাচ্ছ রসিদা? কোন্‌টা সুন্দর, তুমি না ফুলগুলি—আমি বুঝতে পারছি না।' রসিদার কুসুম-পেলব হাতে মৃদু চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

রসিদা সলজ্জ হাসি হেসে বলল 'সব বেলার কাণ্ড, মামীমাকে বলে এসেছে আজ আমার ফুলশয্যা হবে।'

'—তোমার খোঁজে যে কতদিন ঘুরেছি তা তুমি জান না। তোমার বাবার কাছে লজ্জায় যেতে পারিনি। তাঁকে আমি যে সব রূঢ় কথা বলেছিলাম সেজন্য পরে অনুতাপ হয়েছিল খুবই। রাগের মাথায় চলে এসেছিলাম, আর কোন খবর নিতে পারিনি। তোমাকে কলেজে দেখে আমি সত্যিই অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম? তুমি যে কলেজের সব চেয়ে ভাল মেয়ে এটা জেনে মনে মনে খুব খুসী হয়েছি। বাবা যে আমাকে ক্ষমা করবেন, পুনরায় তোমায় পাব এত সৌভাগ্য আমি কল্পনা করতেও পারিনি। এটুকু বুঝেছি যে ছেলে মেয়েরা যত দোষই করুক, মা-বাবা তাদের মঙ্গল কামনাই করে থাকেন। মাঝে মাঝে একথা ভুলে যাই কিনা, তাই কষ্ট পাই এত।'

'—আমাকে নেবেন না যে বলেছিলেন, নিতে হ'ল ত? পুরুষ মানুষ এমনি স্বার্থপরই বটে! যেমনি দেখেছেন আমি পড়াশুনা ভাল করছি, আগের চাইতে বড় হয়েছি, অমনি স্বামীত্বের দাবী নিয়ে মামার কাছে উপস্থিত হলেন। মামাও আপন-ভোলা লোক, বেশ স্বচ্ছন্দে মত দিয়ে দিলেন।'

'—তুমিই বা এলে কেন? না এলে কি করতাম জান?'

'—কি আবার? এতদিন না হয় বিয়ে করেন নি, এখন আবার বিয়ে করতেন। আমি ত' লেখাপড়া শিখিনি, আর একজন আসত যে খুব ভাল লেখাপড়া জানে এই ত পার্থক্য।'

'—চুপ্ কর। তোমার বাজে কথা শোনার আমার দরকার নেই। তোমাকে যদি না চাইতাম, ভাল না বাসতাম তবে আর তোমার মামার কাছে যেতাম না। ভারী কথা শিখেছ দেখছি? আজকের রাত্রে আমি ঝগড়া করতে চাইনে। লক্ষ্মী মেয়ের মত খাবে চল। আর এখন থেকে আপনি বলা ছাড়বে—মনে থাকবে ত?'

'—জী হাঁ, খুব মনে থাকবে।' রসিদা মৃদু হেসে বলল।

খাওয়া দাওয়ার পর আমিনা তার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তার খুব আনন্দ হচ্ছে—আজ বাড়ীর বৌ বাড়ীতে ফিরে এসেছে!

চৌধুরী রসিদাকে তার লাইব্রেরীতে নিয়ে এলেন। টেবিলের উপর একখানি ফটো এলবাম হ'তে খুলে রেখে বললেন 'এ ফটো কার চিনতে পার?' রসিদা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। ফটোখানি তারই বিয়ের অনেক আগের, ছোটবেলার ছবি। 'এই মূর্ত্তি আমার বুকের মাঝে বাসা বেঁধে ছিল এই ক' বছর। আজ সে মূর্ত্তিমতী হয়ে আবার আমার ঘরে ফিরে এসেছে।'

রসিদা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। তারপর স্বভাবসিদ্ধ দুষ্টামীর সুরে বলল—'ইস্ তাই বৈ কি! আমার কথা মনে ছিল না আরও কিছু?'

—'তোমার কেবলই ঝগড়া বাঁধাবার চেষ্টা! আমার অপরাধটা এখনও ভুলতে পারনি বুঝি? আমায় ক্ষমা কর, ওগো ক্ষমাময়ী।' রসিদার হাত দু'খানি ধরে চৌধুরী বললেন।

রসিদা বলল আমার নিজের সংসারে আজ আমি অধিষ্ঠাত্রী। আমার এ অধিকার কেউ কেড়ে নেবে না ত?'

'—না গো না, সে ভাবনা তোমায় করতে হবে না। তোমার অধিকার কোথায় জান?' তাকে নিজের বাম দিকে দাঁড় করিয়ে চৌধুরী বললেন—'এইখানে। তুমি ভেবেছিলে কথায় যা বলেছ কাজে তা কখনো হবে না। আজ থেকে তোমার কথার সঙ্গে কাজের মিল করে দিলাম। তোমার অধিকার যেখানে সেইখানে এনে আজ তোমার বসিয়েছি! আর আমার উপর রাগ নেই ত?'

'—তুমি এত মহৎ। আমাকে তোমার যোগ্য করে নাও। আমার সব ক্ষোভ আজ দূর হয়ে গেছে।' কান্নায় রসিদার কণ্ঠ জড়িয়ে গেল, চৌধুরীর পায়ের উপর সে লুটিয়ে পড়তে চাইল।

— ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে —

আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা

ধাতুরোগ সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিয়া সংসারের সুখ ও শান্তি পুনঃ প্রদান করে। মূল্য ১ কৌটা ১৲

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

দুর্গোৎসবে এবারও স্বর্ণ কবচের গ্রাহকগণের যোগদান বাঞ্ছনীয়। ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণকারী "স্বর্ণ-কবচ" পত্র লিখিলেই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তি ভাণ্ডার, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২।০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোরেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৩।০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—**Dr. S. C. Bhadury M.B.**
Ghiamandi, Muttra, U. P.

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(১৮)

সারাদিন সুকু বেশ ভাল ছিল। ঋতেন তাকে বেশ ভাল দেখেই কলকাতায় গেল। নিশীথের সঙ্গে তার দেখা হল না বলে সে দুঃখ করলে; প্রণতি বললে যে নিশীথ অসম্ভব রকম খাটছে; নিশ্চয় কোন কাজে পড়ে গিয়েছে। ঋতেন চলে যাবার পর থেকে সুকু চঞ্চল হয়ে উঠল। যত সময় যেতে লাগল তার অসুখ তত বাড়তে লাগল। যে ভদ্রলোক দেখছিলেন তিনি অনেকবার এসেছেন, প্রণতিকে ভরসা দিয়েছেন, কিন্তু প্রণতি আজ সাহস পাচ্ছিল না। নিশীথের ফিরতে দেরী দেখে সে আরও ভয় পাচ্ছিল।

প্রণতি সুকুর শিয়রে বসে ছিল। সুকু বললে, "দিদি, তুমি আমার ডাক্তারবাবুকে এনে দাও, আমি ভাল হয়ে উঠব।"

প্রণতি বললে, "তোমার ডাক্তারবাবু যে কলকাতায় চলে গেছেন ভাই। তুমি ভাল হয়ে উঠে চিঠি লিখ, তাহলেই আবার তিনি আসবেন।"

"আমি আর ভাল হব না দিদি।"

"ছি, ও কথা বলতে নেই।"

খানিকক্ষণ তারা দু'জনেই চুপ করে রইল; তারপর সুকু বললে, "কতদিন বাইরে যাই নি; আমায় একটু বাইরে নিয়ে যাবে দিদি? আকাশে তারা উঠেছে?" "উঠেছে বৈ কি? কিন্তু রাত হয়ে গেছে যে। তুমি অত কথা বোল না, কষ্ট হবে।"

"তোমার সঙ্গে কথা বলতে তো কষ্ট হয় না।" একটু চুপ করে থেকে সুকু হঠাৎ বললে, "দিদি, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে; নিশ্বাস নিতে পারছি না, মনে হচ্ছে কে যেন বুকের ওপর চেপে বসে রয়েছে।"

"ডাক্তারবাবুকে আমি এখনই আসতে বলছি" বলে প্রণতি উঠে ফোন করতে গেল, কিন্তু তার আগেই ডাক্তারবাবু এলেন। প্রণতি কোন রকমে তাঁকে সুকুর কষ্টের কথা বলতে তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে এসে তাকে পরীক্ষা করে বললেন, "এখনি সেরে যাবে সুকুবাবু; ওষুধ দিচ্ছি।" ডাক্তারবাবু একটা ইন্‌জেক্‌সান্ দিয়ে সুকুর "পাল্‌স" দেখতে লাগলেন। একটু পরে বললেন, "আর কষ্ট হচ্ছে না তো?" সুকু ঘাড় নেড়ে জানালে যে তার আর কষ্ট হচ্ছে না। ডাক্তারবাবু বললেন, "নিশীথবাবু এখনও ফেরেন নি?"

প্রণতি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "তাঁকে কি দরকার?"

"না, তেমন কোন দরকার নেই। আপনার ফোনটা কোথায় আছে?"

প্রণতি দরজার বাইরে ফোনটা দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "ডাক্তারবাবু, ওকে কি বড্ড খারাপ দেখছেন?" প্রণতির গলা কেঁপে উঠল। ডাক্তারবাবু বললেন, "অত nervous হবেন না। আপনাকে তো কখনও এ রকম দেখিনি; ও যদি বুঝতে পারে আপনি nervous হয়েছেন···"

"না, আমি আর কিছু বলব না। আপনি যাকে ভাল বোঝেন ডাকুন।"

প্রণতি ঘরে ফিরে এল। সুকু বললে, "আমি আর ভাল হব না দিদি। আমার ডাক্তারবাবু..."

প্রণতি আর নিজেকে সংযত করে রাখতে পারলে না। সে প্রায় কেঁদে উঠে বললে, "ওরে সে যে অনেক দূরে, তাকে কি করে নিয়ে আসব? ভগবান, এই জন্মেই কি সে আজ চলে গেল?"

ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে বললেন, "কি করছেন? নিশীথবাবু বাড়ী নেই, আপনি যদি এত উতলা হয়ে ওঠেন তাহলে ওকে বাঁচাই কি করে? চুপ্ করে এখানে বসে থাকুন; আমি নীচে যাচ্ছি ডাক্তার প্যাটেলের জন্যে অপেক্ষা করতে।" ডাক্তারবাবু চলে যেতে সুকু বললে, "আমি চলে গেলে তোমার খুব কষ্ট হবে না দিদি? তুমি খুব কাঁদবে?"

চোখের জল মুছে প্রণতি বললে, "ওসব কথা বলতে নেই।"

"আজ ঐ সব কথাই মনে হচ্ছে; মনে হচ্ছে মা আবার এসেছেন, আমায় ডাকছেন।" নিশীথ সোজা সেই ঘরে এসে হাজির হল। প্রণতিকে জিজ্ঞেস করলে, "এত রাত্রে ডাক্তারটা নীচে দাঁড়িয়ে কেন? সে কি ভেবেছে কি? এটা কি তার পৈত্রিক জমিদারী?"

নিশীথের এ অবস্থা প্রণতি কোনদিন দেখেনি; প্রণতি বললে, "সুকুর বড্ড কষ্ট হচ্ছিল···"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই নিশীথ বললে, "বড্ড কষ্ট হচ্ছিল তাই গল্প করছিলে? তোমার টাকা, তুমি যেমন করে ইচ্ছে খরচ করতে পারো, কিন্তু ভুল করে যখন আমায় বিয়েই করেছ···"

প্রণতি তাকে থামাবার জন্যে বললে, "সুকুর বড্ড কষ্ট হচ্ছে; ডাক্তার প্যাটেলকে খবর দেওয়া হয়েছে; ডাক্তারবাবু তোমায় খুঁজছিলেন।"

নিশীথ কিছুমাত্র শান্ত না হয়ে বললে,

"যেমন তুমি, তেমনি জুটেছে তোমার ডাক্তার। ইচ্ছে করে যে চাবকে বাড়ি থেকে বার করে দি। অসুখ, আর অসুখ! আবার জিজ্ঞেস করে যে বাড়ী ফিরতে দেরী হয় কেন? এখনও যে বাড়ী ফিরি কি করে তাই ভেবে পাই না।"

"তোমার পায়ে পড়ি তুমি যাও। আমায় যা বলবার পরে বোল, এখন যাও। তুমি কিছু জান না, কি হয়েছে সে খবরও রাখ না…"

প্রণতির কথা নিশীথ শুনেছে বলে মনে হল না; সে বললে, "পৃথিবীর যত অসুখ তা যেন ওরই জন্যে তোলা ছিল। শেষও নেই…"

"তুমি? তুমি একথা বলতে পারলে? ও তোমার কি ক্ষতি করেছে? এক মুহূর্তের জন্যেও…" প্রণতির কথা শেষ হল না। ডাক্তার প্যাটেলকে নিয়ে ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকলেন। নিশীথের সঙ্গে ডাক্তার প্যাটেলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডাক্তার প্যাটেল খুকুকে পরীক্ষা করে বললেন, "আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি তো ভয় পাবার মত কোন কিছু খুঁজে পেলাম না।" ডাক্তারবাবুকে কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তারবাবুও বাধ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে গেলেন। তাঁরা ঘর থেকে চলে যেতেই নিশীথ বললে, "এই তো তোমার ডাক্তার! শুধু শুধু একটা হুজুগ বাধিয়েছে। ডাক্তার প্যাটেল মনে করেন ভয় করবার কিছু নেই, আর উনি মহাপণ্ডিত—তাই অস্থির করে তুলেছেন। ওরই বা দোষ কি? কোন মেয়ে যদি নিজে স্বেচ্ছায়…" তার কথা শেষ করবার আগেই ডাক্তারবাবু ফিরে এলেন। নিশীথকে লক্ষ্য করেই তিনি বললেন, "দেখুন রোগীর ভার আমার ওপর, দায়িত্বও আমার। ডাক্তার প্যাটেল যা বললেন…"

নিশীথ বললে, "আপনি তাঁর সঙ্গে একমত নন, এই তো? আর একজন কাউকে ডাকতে চান? আপনি নিজে তো আসছেন যতবার আপনার খুসী হচ্ছে, তার ওপর সারা এলাহাবাদ শুদ্ধ ডাক্তার…"

নিশীথকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, "আপনি কি বলতে চান? আমায় অপমান করবার ইচ্ছে থাকে তো…"

নিশীথ বললে, "বলতে চাই এই যে আপনি হচ্ছেন…"

প্রণতি বললে, "তুমি চুপ কর; এখান থেকে যাও; আমার ভাগ্যে যা আছে হবে। ডাক্তারবাবু খুকুর দিকে চেয়ে আমায় ক্ষমা করুন।" কোন কথা না বলে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। প্রণতি বললে, "তুমি ডাক্তারবাবুকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে?"

নিশীথ বললে, "যাও ডেকে নিয়ে এস। লজ্জায় কাজ কি?"

প্রণতি বললে, "তুমি এখান থেকে যাও। তোমার কাণ্ডজ্ঞান না থাকতে পারে কিন্তু আমার আছে। আমার ভাগ্যে যা আছে হবে, তুমি যাও।"

"আছে অনেক দুঃখ" বলে নিশীথ ঘর থেকে চলে গেল।

প্রণতি এতক্ষণ খুকুর দিকে তাকাবার অবসর পায়নি। তার দিকে চেয়ে ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল, কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলে, কিন্তু সাড়া পেলে না। সে চাকরকে বললে ছুটে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসতে। ডাক্তারবাবু এলেন। সে রাত্রে ডাক্তারবাবুর বাড়ী ফেরা হয় নি। সমস্ত রাত রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে সকালের দিকে খুকুকে একটু সুস্থ দেখে তিনি বাড়ী গেলেন।

(ক্রমশঃ)

দীপালী

পূজা সংখ্যা
১৯৪০

—

আগামী ১লা অক্টোবর
বাহির হইবে।

—

দাম বারো আনা
সডাক এক টাকা

ভিঃ পিতে পাঠানো হয় না।

বঙ্গের খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদের রচনা-ঐশ্বর্য্যে, দেশী ও বিলাতী চিত্র নটনটীদের মনোহর চিত্রৈশ্বর্য্যে কার্টুন, শিশুদের বিশেষ বিভাগ নারীলোক ও নানা তথ্য সম্বলিত হইয়া শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ উপহাররূপে দেখা দিবে।

—

বিজ্ঞাপনদাতাগণ সত্বর হউন পূজার বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে দীপালীর সাহায্য গ্রহণ করুন।

—

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪০
বিজ্ঞাপন বুক করার শেষ দিন।

আলোচনার আসর

দেশ-সেবায় নারীর কর্ত্তব্য

(৮)

"দেশ সেবায়" নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনার গোড়াতেই ভাবিয়া দেখা দরকার যে নিজ সংসারের মধ্যে নারীর কার্য্য ও দায়িত্বের পরিধি কতটুকু। গৃহই নারীর সমস্ত জীবনের একমাত্র স্বাভাবিক কর্ম্মক্ষেত্র। নারীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের এই দিক্‌কে সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া অন্যদিকে তার কর্ম্মক্ষেত্র সমাজ ও রাষ্ট্রহিতকর কার্য্যে সামর্থানুযায়ী প্রসারিত করাই উচিত হইবে।

বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ে নারীকে ভারতীয়া হিসাবেই গ্রহণ করা উচিত। দেশ-সেবায় পাশ্চাত্য দেশের নারীর মত সমাজের অংশ গ্রহণ ও কার্য্যপদ্ধতি ভারতীয়া নারী সমাজের আদর্শ ও লক্ষ্য হওয়া বহু কারণেই সম্ভব নহে। এতদ্ব্যতীত দু' একজন বিশিষ্টা প্রতিভাসম্পন্না ভারতীয়া নারীর রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান সমগ্র ভারতীয় নারী-সমাজের আদর্শ হইতে পারে না। তাই বিষয়টী বিভিন্ন প্রদেশান্তর্ভুক্ত সমগ্র ভারতীয় নারী হিসাবে ব্যাপক ভাবেই বিবেচ্য।

এই হিসাবে দেশসেবায় নারীর কর্ত্তব্য প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ নিজদিগকে সংগঠন করা। বিভিন্ন মতনিরপেক্ষ সংগঠন-শক্তি যে কোন আন্দোলনের (সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয়ই হোক) গোড়ার কথা। আমার মতে নারী সমাজ উপরোক্ত ভাবে আজো হয়ত নিজদিগকে বিশিষ্ট কোন সাধারণ রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারায় সংগঠিত হইতে পারেন নাই। অথচ সংগঠিত নারীসমাজ যে কোন গঠন-মূলক কর্ম্মপদ্ধতি অথবা দেশসেবায় অন্য যে কোন অংশে যোগদান করিলে তাহা সাফল্য-মণ্ডিত হইতে বাধ্য। নারীর ক্ষেত্রে দেশ সেবা অর্থে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান না-ও হইতে পারে। সংগঠিত নারীসমাজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিপোষক নানাবিধ সামাজিক গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত নারীর স্বাভাবিক সেবা-ধর্ম্ম দেশসেবায় নানান্ দিকে সার্থক হইতে পারে।

পরিশেষে সংক্ষেপে বলিতে চাই দেশ সেবায় নারীর কার্য্য হইতেছে নিজেদের মধ্যে সংগঠিত হইয়া নারীগণকে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সাফল্যের অন্যতম প্রধান পরিপোষক নানাবিধ সামাজিক ও অন্যান্য গঠনমূলক কার্য্যাবলী সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। ইতি—

শ্রীবীণাপানি চৌধুরী
C/o. শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চৌধুরী
শিলচর

(৯)

শুধু বড় বড় সভা সমিতিতে লেকচার দেওয়া ও পুরুষদের উপর টেক্কা দিয়া জেলে যাওয়াকেই যে দেশ-সেবা বলে তাহা নহে, দেশ-সেবা মানে দেশের ও দেশবাসীর যাহাতে উন্নতি হয় তাহা দেখা।

প্রথমতঃ দেখুন বিলাসিতার মধ্য দিয়াই আমরা দেশের কত অপকার করিতেছি, প্রত্যেক বৎসর সাবান, সেণ্ট, পাউডার প্রভৃতি বিলাসিতার সামগ্রী ক্রয় করিয়া কত হাজার হাজার টাকা বিদেশকে দিয়া বিদেশকে সবল ও নিজের দেশকে দুর্ব্বল করিতেছি তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা একটু চেষ্টা করিলেই এই অন্যায় ভাবে যে প্রভূত টাকা নষ্ট করিতেছি তাহা বন্ধ করিতে পারি। বিলাসিতায় যে টাকা নষ্ট করিতেছি তাহার কিয়দংশ যদি বাঁচাইয়া গরীবদের দান করিতে পারি তাহা হইলে হয়ত তাহারা দুই বেলা দুই মুষ্টি খাইতে পাইবে। দ্বিতীয়তঃ যে সময়টা আমরা নভেল, নাটক প্রভৃতি লইয়া সময় কাটাই সেই সময়টা ঐরূপ ভাবে নষ্ট না করিয়া গরীব ছেলে—যাহাদের স্কুলে পড়িবার শক্তি নাই—তাহাদের শিক্ষা দিতে পারি। এমন অনেক রোগী আছে যাহাদের একটু সাবু বা বালি করিয়া দিতে লোক নাই, ইচ্ছা করিলেই তাহাদের মুখে আহার দিয়া তাহাদের বাঁচাইতে পারি। নারীর সেবাই প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। সেবাধর্ম্মের চেয়ে বড় ধর্ম্ম পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ!

ট্রামে, বাসে, লেকের ধারে আধুনিকতা না দেখাইয়া যদি এই সকল সৎকার্য্যে আধুনিকতা দেখাইতে পারে তবে দেশের দুঃখ দৈন্য অনেক কমিয়া যায়। নারীর আর একটি কর্ত্তব্য হইতেছে—নিজের নিজের সংসারকে শান্তিতে রাখা ও সংসার হইতে কলহ দূর করা এবং স্বামী ও পুত্রকে দেশসেবায় উৎসাহ দেওয়া। পুত্র ও কন্যাকে এরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে তাহারা যেন দেশের ও দশের উপকার করিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় স্বামী বা পুত্র

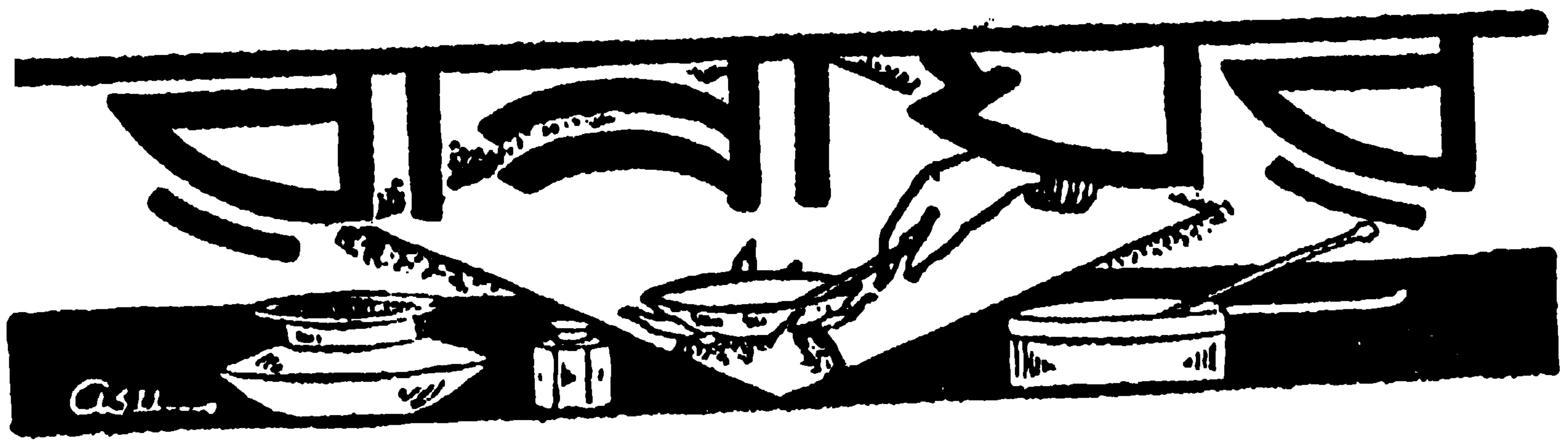

(১৪৮)

সেমাইয়ের পোলাও

উপকরণ :—একসের সেমাই, আধসের ঘি, চিনির রস, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, এলাচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি।

প্রণালী :—এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়াতে প্রথমে আধসের ঘি দিন, অতঃপর উহাতে একসের সেমাই ঢালিয়া দিন। এবং উহা ভাজিতে থাকুন। অল্প আঁচে ভাজিতে হইবে, যেন সেমাইতে দাগ না ধরে; ভাজিবার সময় পেস্তা, বাদাম, কিসমিস্, এলাচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি প্রভৃতি দিয়া ভাজিতে থাকুন; বেশ ভাজা হইলে উহাতে চিনির রসটী ঢালিয়া দিন, চিনির রসটী আন্দাজমত দিতে হইবে যেন সেমাই গলিয়া না যায়, বেশ ঝরঝরে থাকিবে। অল্পক্ষণ পরে নামাইয়া উহাতে এলাচের গুঁড়া দিয়া দিন। অতঃপর উহা সেমাইয়ের পোলাও হইবে। উহা খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু হয়।

শ্রীমমতা রায়
শান্তিপুর (নদীয়া)

(১৪৯)

এঁচোড়ের ডালনা

প্রথমে এঁচোড়গুলি ডালনার মত কেটে সিদ্ধ করে নিন। পরে পরিষ্কার শিলে বেঁটে নিন ও বাঁটা এঁচোড়ে সমান লঙ্কা, বাঁটা নুন ও পরিমাণমত বেসম দিয়ে মেখে নিন, কিসমিসও দিতে পারেন। এইবার ঐগুলি ছোট চপের আকারে চাটুতে ভেজে নিন। যেন ছাঁকা তেলে ভাজবেন না। এইবার বেশ বড় বড় করে আলু কেটে কড়াতে তেল দিয়ে লঙ্কা বাঁটা, আদা বাঁটা, হলুদ বাঁটা ও আধখানা টমেটো দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। এইবার জল দিয়ে দিন, আলুগুলি আধসিদ্ধ হলে এই বড়াগুলি দিয়ে দেবেন। তরকারি নামিয়ে ঘি ও গরম মশলা দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবেন। ইহা খেতে খুব সুন্দর।

শ্রীআশালতা দেবী
এলাহাবাদ

(১৫০)

নাটোরের কাঁচা গোল্লা

উপকরণ :—একসের ছানা, এক পোয়া চিনি, অল্প পরিমাণে ছোট এলাচের গুঁড়ো।

কাঁচা গোল্লা অতি সহজেই তৈরী করা যায়, অথচ খেতে একটি উপাদেয় খাদ্য। প্রথমতঃ ছানার সঙ্গে চিনি চটকিয়ে নিন্, তারপর পাকপাত্রে ঐগুলি ঢেলে উনুনে চাপিয়ে বেশ ক'রে নাড়তে থাকুন। মাখা মাখা অবস্থায় অল্প অল্প রস থাকতে নামিয়ে ছোট এলাচের গুঁড়ো কাঁচা গোল্লার ও পোর ছাড়িয়ে নেড়ে চেড়ে একটি পাত্রে ঢেলে রাখুন, ঠাণ্ডা হ'লে খেয়ে দেখ্বেন নাটোরের কাঁচা গোল্লার অনুরূপ স্বাদ।

শ্রীবীণা দেবী
পুঠিয়া পোঃ, রাজসাহী

আপনি কি বলেন ?

(৭২)

গত ৩৩শ সংখ্যা দীপালীতে কুমারী সুলেখা মিত্র (সালখিয়া, হাওড়া) জানতে চেয়েছেন কপালের চুলগুলি উঠিয়ে ফেলে ছোট কপালকে বড় করা যায় কিরূপে। এ সম্বন্ধে বহুবিধ নিয়ম আছে। তার মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য সেইটাই জানালাম। আশা করি, এর দ্বারাই তিনি কপালকে ইচ্ছানুরূপ বড় করতে পারবেন।

তিনি কপালের যতটুকু অংশের চুল উঠিয়ে ফেলতে ইচ্ছা করেন, ঠিক সেই পরিমিত স্থান আয়ুর্ব্বেদোক্ত করবীরাদ্য তেল ব্যবহার করতে পারেন। কয়েক দিন পর পর এই তেলটী ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। এই তেল ব্যবহার করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ অসাবধানতা বশতঃ এই তেল যদি মাথার অন্যান্য অংশে লাগে তবে সেখানকার চুলও উঠে যাবে। আর এই তেল ব্যবহারের কালে প্রত্যেক দিন কপালের চুলগুলি পিছন দিকে টেনে বাঁধা প্রয়োজন।

—শ্রীশ্যাম বসাক

(৭৩)

মিসেস এহমাদ (নিউ দিল্লী) ৩৪শ সংখ্যার দীপালীতে ব্রণ রোগ থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় জানতে চেয়েছেন। সে সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করলাম। সাধারণভাবে ব্রণ রোগে এগুলি প্রযোজ্য।

আপনার এরূপ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত যাতে কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা অজীর্ণ প্রভৃতি পাকাশয়িক গোলযোগ না জন্মে। প্রচুর তেল-ঘি যুক্ত গুরুপাক খাদ্যের পরিবর্ত্তে শাক সব্জী ও ফল-মূল-প্রধান খাদ্যই গ্রহণ করা সমীচীন। মিষ্ট দ্রব্য এবং শ্বেতসার ঘটিত খাদ্য যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করা দরকার। মাঝে মাঝে উপবাস দেওয়া এবং প্রচুর

মাতাল, চরিত্রহীন, চোর প্রভৃতি হইয়া নিম্নপথগামী হইতেছে, পত্নী বা মাতা জানিয়াও তাহার প্রতিকার করেন্ না। পুত্রকে, সৎসাহসী, চরিত্রবান প্রভৃতি গুণে ভূষিত করিতে হইবে—যেন একদিন সে দেশের ও দশের একজন হইতে পারে। নমস্কার জানিবেন।

শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়
রেকর্ড হাউস্, বাঁকুড়া

ঘোল আপনার পক্ষে হিতকর। মুখে ব্রণ থাকা কালে লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে ব্রণে তেল না লাগে। টয়লেট ভিনিগার, লিমন ম্যাগ্নেসিয়া প্যাক্, একুনি লোসন অথবা লোধ, ধনে ও বচ কিম্বা গোরোচনা ও মরিচ অথবা নিম পাতা ও মধু ব্যবহারে ব্রণ রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ব্রণ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে নিয়মিতভাবে কিছুদিন এই নিয়মে চলা দরকার।

বারান্তরে দীপালীতে মুখব্রণ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

—শ্রীশ্যাম বসাক

ডি, রতন এণ্ড কোং

লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: বি, বি, ৩৭১১

আহরণী

হতাশ প্রেমিকের প্রতিহিংসা

নিউ ইয়র্কের ডাক্তার হিউ জন্সন্ ১৯৩৮ সালে রোজ সণ্ডার্স নাম্নী এক তরুণীকে ভালবাসে। তরুণী কিন্তু হিউকে ভাল না বাসিয়া অন্য এক ডাক্তার ক্যালভারকে ভালবাসিত এবং তাহাকে বিবাহও করে। হিউ এই ব্যাপারে নারী-জাতির উপর এমন চটিয়া গেল যে সুযোগ পাইলেই যে-কোনও নারীর উপর দিয়া তাহার আসুরিক প্রতি-হিংসা চরিতার্থ করিত।

একবার একজন বান্ধবীকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া স্নানের ঘরের টবে ও কলে অদৃশ্য কালি ভরিয়া রাখে। রমণী স্নান করিয়া উঠিবামাত্র কালো হইল। সে মোকদ্দমা করিল, হিউ কয়েক হাজার ডলার অর্থদণ্ড দিয়া নিস্তার পায়।

বন্ধুকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করে ও সকলে সমুদ্র স্নানে যায়। ডাক্তারের আদেশমত এক দর্জী মেয়েদের স্নানের পোষাক তৈরী করিয়া রাখিয়াছিল, পথে ডাক্তার পোষাকগুলি কিনিয়া লয়। স্নানের পর মেয়েরা আর জল হইতে উঠিতে পারে না, কারণ পোষাকগুলি এমনভাবে ছিঁড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে যে মহিলাদের পরণে সূতার লেশমাত্র রহিল না। এ-ব্যাপারও আদালতে উঠে, ইহাতেও হিউ জরিমানা দেয়।

এবার তিনি একটি বান্ধবীকে নিমন্ত্রণ করিয়া মুখ ধুইতে পাঠান। রমণী মুখে জল দিবামাত্রই মুখ ও হাতের রং এমন কালো হইয়া গিয়াছে যে এ-কালো আর উঠিতেছে না।

ডাক্তার সাহেবের এবার আর জরিমানায় শেষ হইল না, এক বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

বাঙ্গালীর সংসারে স্বামীর সৌখীন ভালবাসার মূল্য … … কতটুকু?…

……বাঙালীর ঘরে স্ত্রীর স্বাধীনতাই বা কোথায়?……বিশেষ ক'রে আভিজাত্য আর কুসংস্কার যেখানে দল পাকিয়ে থাকে সে সংসারে গরীবের ঘরের মেয়ে বৌ হ'লেও অভিশপ্ত এক জীব বৈ তো কিছু নয়।………

২য় সপ্তাহ!

শাপমুক্তি

পরিচালক: প্রমথেশ বড়ুয়া

ভূমিকায়: পদ্মা দেবী, প্রমথেশ, রবীন, সরযূ, নির্ম্মল, নিভাননী, জীবেন, গায়ত্রী।

কৃষিণ মুভীটোনের বাঙলা সামাজিক চিত্র

একটি অভিশপ্ত নারীর দুর্বিসহ যাত্রার কাহিনী

"উত্তরা"য়

দ্বিতীয় সপ্তাহ প্রদর্শিত হচ্ছে

পরিবেশক: কপূরচাঁদ লিঃ কলিকাতা।

বাংলাদেশ যে ফুটবল জগতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনেক এগিয়ে এসেছে, সুদূর বোম্বাই প্রদেশে রোভার্স কাপ জয় করে মহমেডান স্পোর্টিং তা সকলের সামনে প্রমাণ করেছে। কলিকাতার অনেক দলই এই সম্মানলাভের জন্য অনেকবার বোম্বাই পাড়ি দিয়েছে কিন্তু বড় জোর সেমি-ফাইনাল পর্য্যন্তই তাদের দৌড় শেষ। ইষ্টবেঙ্গল, এরিয়ান্স, ভবানীপুর, স্পোর্টিং ইউনিয়ান, রেঞ্জার্স ও হাওড়া ইউনিয়ান রোভার্স কাপে চেষ্টা করে এসেছে। হাওড়া একবার সেমি-ফাইনাল পর্য্যন্ত উঠেছিল আর রেঞ্জার্স ১৯৩৯ সালে ফাইনালে উঠে হেরে গিয়েছিলো।

মোহনবাগান প্রথম রোভার্স খেলতে যায় ১৯২৩ সালে। ফাইনালে সেবার তারা ডারহামস্ লাইট্ ইন্ফ্যান্ট্রির কাছে হারে। এবৎসর হলো তাদের দ্বিতীয় চেষ্টা। এবারও তারা কোয়ার্টার-ফাইনালে বোম্বাইয়ের লীগ রাণার্স-আপ ওয়াই, এম, সি-এর কাছে ১-০ গোলে হেরে গেছে। এই হারার কারণ নাকি তাদের অনেকে আহত হয়েছিলো—এটা কি একটা হারার কৈফিয়ৎ?

বাঙ্গালোর মুস্লিম দল ফাইনালে ওঠার আগে মোহনবাগান বিজয়ী ওয়াই, এম, সি-একে বরাৎ জোরে হারিয়ে দেয়। এর আগে কোয়ার্টার-ফাইনালে তারা সিটি পুলিশ দলকে ৪-২ গোলে হারায়। এদিকে বোম্বাইয়ের লীগ চ্যাম্পিয়ান ওয়েলচ্ রেজিমেণ্ট সেমি-ফাইনালে আমাদের লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং-এর কাছে ৩-০ গোলে হারে। এর আগে ওয়েলচ্ রেজিমেণ্ট কোয়েটার সেণ্ডিমোনিয়ান্স দলকে ৩-০ গোলে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে।

বাঙ্গালোর মুস্লিম্ ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর মধ্যে ফাইনাল খেলায় খেলা শেষ হবার মাত্র ১০ মিনিট আগে রসিদ একটা গোল করে খেলার জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ করে। বাঙ্গালোর দলের রহমৎ আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল বলে খেলতে পারে নি। খেলার গোড়ায় তাদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড ডি'ক্রুজও আহত হয়ে মাঠ ত্যাগ করে। কিন্তু তবুও তাদের খেলা সুন্দর হয়েছিল, বিশেষ করে রক্ষণ ভাগের। মহমেডান দলের আক্রমণ ভাগের খেলার মধ্যে একটুও খুঁৎ ছিল না, তাই তারা আজ এই সম্মানের অধিকারী হতে পেরেছে।

মহমেডান স্পোর্টিং রোভার্স কাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় বে-সামরিক কাপ বিজয়ী দল। এর আগে ১৯৩৭ সালে ফাইনালে মহমেডানকে হারিয়ে বাঙ্গালোর মুস্লিম দল এই সম্মানের অধিকারী হয়েছিল।

*

পাটনার প্রোফেসার মইনুল্ হকের পরিকল্পনানুযায়ী আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছে। ১৯শে থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর পাটনাতে পূর্ব্ব বিভাগের খেলা হবে, পূর্ব্ব বিভাগে খেলবে কলিকাতা, ঢাকা, বেনারস্ ও পাটনা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল ১৭ই সেপ্টেম্বর পাটনা অভিমুখে যাত্রা করবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দল এখনও নির্ব্বাচিত হয় নি।

*

এবছর নাকি আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে না। কারণ হলো অধিকাংশ প্রদেশ এই প্রতিযোগীতার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছে। নভেম্বর মাসে দিল্লীতে ডুরাণ্ড প্রতিযোগীতার সঙ্গে এই খেলা চালানোর প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করা হয়েছে, কেন না দিল্লীতে যে ডুরাণ্ড কাপের খেলা হবে তাও অনিশ্চিত।

*

গত বৃহস্পতিবার ইলিয়ট্ শীল্ডের ফাইনালের রি-প্লে হয়ে গেছে। এবারও রিপন দল ১-০ গোলে বিদ্যাসাগর কলেজকে হারায়। বিদ্যাসাগর কলেজের লেফট্ আউট্‌কে কেন যে মাঠে নামানো হয়েছিল তা আমরা বুঝলুম না। যে বাঁ পায়ে সট্ করতে জানে না তাকে খেলানো হয়েছে লেফট্ আউট্! বিদ্যাসাগর কলেজের গোলকীপার খুব সুন্দর খেলেছে। রিপন দলের সৌরেন দে প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত (!) খেলোয়াড়ের অ-খেলোয়াড়জনিত মারামারি করে খেলার ধরণ দেখে সত্যিই আমরা দুঃখিত।

*

সাউথ সুবারবন স্পোর্টস ফেডারেসন্

দক্ষিণ কলিকাতার বিখ্যাত ক্রীড়ামোদী বেহালার স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মরণে একটি ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিগত শনিবার দিন মিঃ এ, সি, সেনের সভাপতিত্বে অগণিত দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে লীগ বিজয়ী দল কমরেডসের সহিত অবশিষ্ট বাছাই দলের এক প্রদর্শনী-ক্রীড়া হয়। খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। মিঃ আমেদ (C. R. A.) এই খেলাটি সুযোগ্যভাবে পরিচালনা করেন। খেলার শেষে মিসেস সেন কৃষ্ণধন মেমোরিয়াল লীগ ও বেহালা স্পোর্টিং ক্লাবের সেক্রেটারী প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থে প্রদত্ত রাণার্স-আপ কাপটি উপহার প্রদান করেন। মিঃ এস, চ্যাটার্জ্জি "বেষ্টম্যান্" মেডেল পাইয়াছেন।

কিরণরঞ্জন শীল্ড (করিমগঞ্জ)

২৮শে আগষ্ট স্থানীয় বিখ্যাত কিরণ-রঞ্জন শীল্ডের সেমি-ফাইনাল খেলাটি পুরাণবাজার মাঠে নীলমণি স্কুল ও টাউন ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। স্কুল দল বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া টাউন ক্লাব দলকে ৪-১ গোলে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ী দলের সাহেব, চটলা, ননী ও রাণুর খেলা প্রশংসনীয় এবং বিজিত দলের ভূপেন, ননকো ও অজিতের খেলা উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল।

দূর হও! দূর হও!

- ব'লে যাকে সমস্ত গ্রামের লোক অবজ্ঞা করত — —
- যার ছায়া মাড়ানোও লোকে পাপ মনে করত — —
- অলক্ষুণে ব'লে যার দিকে সকলে বিদ্রূপের আঙ্গুল দেখাত —
- সমস্ত সমাজকে নীতিভ্রষ্ট করেছে বলে যাকে সকলে তিরস্কার করত — — সেই

প্রভাত ফিল্মসের
ভক্তিরসাত্মক বাণীচিত্র

সন্ত জ্ঞানেশ্বর

শ্রেষ্ঠাংশে:
যশোবন্ত, সাহু মোদক,
সুমতি গুপ্তে, মঞ্জুলা,
ভাগবত, কুলকার্ণী।

সংস্কার অন্ধ মানুষের মনের অজ্ঞানতা ও আভিজাত্যের অভিমান দূর করে সমস্ত বিশ্বের কাছে আনলেন যিনি নতুন প্রেরণা, নতুন বাণী, তাঁরই......প্রেরণাদীপ্ত জীবনের অপরূপ চরিতামৃত আজ ছায়াচিত্রে প্রত্যক্ষ স্পর্শে সঞ্জীবিত ... ...

পরিচালক:
দামলে
ফতেলাল

সঙ্গীত:
কৃষ্ণরাও
ভোলে

শনিবার ১৪ই সেপ্টেম্বর
শুভ-উদ্বোধন!
প্যারাডাইস

পরিবেশক: কপূরচাঁদ লিমিটেড: কলিকাতা

(৪৯)

প্রতিমা দাশগুপ্তার বিবাহ

মাননীয় দীপালী পত্রিকার সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার এই পত্রখানি আপনার সুপ্রসিদ্ধ "দীপালী" পত্রিকার 'পত্র-লেখা' বিভাগে স্থান পেলে অতিশয় বাধিতা হব।

গত বৃহস্পতিবার ২০শে ভাদ্রের 'দীপালী' পত্রিকায় শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত একখানি জিজ্ঞাসা-পত্র দেখে খুব আশ্চর্য্য হলাম। তিনি film-actress প্রতিমা দাশগুপ্তার একজন মুসলমান ব্যক্তিকে বিবাহ করবার কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। অবশ্য আমাকে নয়—মিসেস্ প্রতিমা হকেরই কাছে। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু না বলে থাকতে পারলুম না। জানি না প্রতিমা হক এ রকম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শ্রীযুক্তকে সন্তুষ্ট করবেন কি না। তবে আমার মতে এ সব বাজে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিস্প্রয়োজন। তাঁর (প্রতিমা দাশগুপ্তার) বিবাহ করা সম্বন্ধে সকলের কাছে যে তাঁকে excuse দেখাতে হবে তার কোন মানে নেই।

প্রতিমা হকের নিজ বিবাহ সম্বন্ধে নিজের বিবেচনা করবার শক্তি নিশ্চয়ই আছে। তাই তিনি মিঃ হক্‌কে বিবাহ করে আইনতঃ কোন অপরাধ করেন নি—যেজন্য তাঁকে সকলকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য কারণ দর্শাতে হবে। মিঃ হক্ মিসেস্ হক্‌কে অভিনয় করতে দেবেন কি না বা মিসেস্ হক্ অভিনয় করবেন কি না করবেন—এসব তাঁদের দু'জনের বিবেচনায় ছেড়ে দিলেই ভাল হয় না কি?

আর পবিত্র মুস্‌লিম ধর্ম্ম সম্বন্ধেই যখন বল্লেন—তখন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই ধর্ম্মে শুধু অভিনয় করা নয়—দেখাও নিষেধ। কিন্তু এ জগতে ক'জন লোক নিজ নিজ ধর্ম্মগ্রন্থের প্রত্যেকটি শব্দ মেনে চলছেন জানতে পারি কি? তবে আমার মনে হয়—অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলেও পাপ স্পর্শ করতে পারে।

রাসবিহারীবাবু একজন ভদ্রলোক হ'য়ে কি করে পরের জীবনের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করেন, তা আমি ভেবে পাই নে। তাঁর মনে এরকম unholy curiosity জাগতে দেখে আমার লজ্জা করে—সম্ভবতঃ ভদ্র-সমাজের সবারই করে। আর বিশেষ করে তিনি যখন 'হিন্দুসমাজ-পতি' বলেও নিজে পরিচয় দেন নি। আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। ইতি—

নূরজাহান হাই,
মিড্‌লটন রো,
কলিকাতা।

(খ)

"দীপালী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

জনাব,

১২শ বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা "দীপালী"তে শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আমাদের "ভব্যতা জ্ঞান" এমনই যে একজনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করা অন্যায় বলিয়া মনে করি না। হিন্দু কন্যার মুসলমান বিবাহ পাপ নহে বা অন্যায় নহে, যে সমস্ত ভদ্র মেয়ে সিনেমায় অভিনয় করেন তাঁহারা বিবাহ করিলে আশ্চর্য্য হইবার মত কিছুই নাই।

শনিবার ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে
২য় সপ্তাহ
রঞ্জিৎ মুভিটোনের
আজ-কা-
হিন্দুস্থান
এম্পায়ারে

র ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে
১০ম এবং শেষ সপ্তাহ
আধুনিকযুগের হাস্যপূর্ণ কাহিনী
ঘর
-কী-
রাণী
নিউ সিনেমায়
শনিবার ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে
রণজিতের
"হোলি"
— চিত্র - পরিবেশক
মানসাটা
ফিলম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোনঃ কলিঃ ৪৫

বিবাহ জিনিষটা আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে না, উহা সম্পূর্ণ হৃদয়বৃত্তি ছাড়া কিছু নয়। পরিশেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন "মিঃ হক (লেঃ হক ?) তাঁহার নব-পরিণীতা বিবি সাহেবার চিত্রাভিনয় কি পছন্দ করিবেন ?" কেন না "ইসলাম ধর্ম্মানুযায়ী সঙ্গীত ও অভিনয়াদি নিষিদ্ধ।" লেঃ হক কি পছন্দ করেন বা না করেন সে প্রশ্ন অবান্তর। আমাদের তাহাতে অধিকার নাই। এছলামে সঙ্গীত বা অভিনয় পাপ এই জ্ঞান ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোথা হইতে পাইলেন ? এ-সম্বন্ধে তিনি বিশদভাবে অধ্যয়ন করিয়া তবে যেন আলোচনা করেন। এছলামের প্রকৃত মর্ম্মকথা যাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন না তাঁহারাই এমনি সব ব্যাখা করিয়া বসেন। আসল কথা মিঃ ভট্টাচার্য্য হিন্দু মেয়ের মুসলমান বিবাহে মর্ম্মাহত হইয়াই এইরূপ অনধিকার চর্চ্চা ও মিসেস হককে অপমান করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এইরূপ ব্যক্তিগত প্রশ্ন করিবার কোনও অধিকার ছিল না। সম্পাদক মহাশয়কে আমি এই সঙ্গে অনুরোধ করি "আমাদের ভব্যতা জ্ঞান" যাহাতে ব্যাহত হয় এমন কোন অবান্তর পত্র যেন ভবিষ্যতে তিনি প্রকাশ না করেন।* সেলাম।

নিবেদন, ইতি

শ্রীমতী সফিয়া খাতুন বি, এ,

সার্কুলার রোড (আপার)

কলিকাতা

* [সম্পাদক মহাশয় কি করিবেন, না করিবেন সে সম্বন্ধে মাননীয়া লেখিকা মহাশয়ার উপদেশ নিষ্প্রয়োজন, এবং ইহাও তাঁহার অনধিকারচর্চ্চা। আমাদের যতদূর জানা আছে তাহাতে মিস প্রতিমা আসলে হিন্দুই নহেন বলিয়া জানি। হিন্দু সমাজভুক্ত কোনও লোকের একজন হিন্দুকে ধর্ম্মত্যাগ করিতে দেখিলে দুঃখ হওয়া খুবই স্বাভাবিক, যেমন কোনও মুসলমান যদি হিন্দু ধর্ম্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে মুসলমানেরও ব্যথিত হওয়া স্বাভাবিক।

ইহাতে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের চঞ্চলতা কিছুমাত্র নিন্দনীয় নহে।—দীঃ সঃ]

"দীপালী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

জনাব,

অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রখানি প্রকাশ করিলে বাধিতা হইব। ব্যক্তিগত ব্যাপার বাড়াইয়া তুলিবার মনোবৃত্তি আমার নাই, তথাপি পত্রখানি পাঠাইলাম এইজন্য যে মিঃ ভট্টাচার্য্য হিন্দু-মুসলমান বিবাহে মর্ম্মাহত হইয়াছেন, এবং উনি ইহা পাপ * বলিয়া মনে করেন। সেলাম। ইতি—

শ্রীসফিয়া খাতুন।

* [হিন্দুশাস্ত্রমতে ধর্ম্মত্যাগ নিশ্চয় পাপ, কাজেই পাপকে পাপ মনে করায় পত্র লেখকের কোন অপরাধ হয় নাই। লেখিকার কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই বলিতেছি— "এ-সম্বন্ধে তিনি বিশদভাবে অধ্যয়ন করিয়া তবে যেন আলোচনা করেন। হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ।"—দীঃ সঃ]

(গ)

শ্রদ্ধেয় দীপালী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ৩২শ সংখ্যা দীপালীতে চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্তার শুভ-পরিণয়ের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। তবে এই বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান সিনেমা-জগতে যে সকল অভিনেত্রীরা ভাল অভিনয় দেখাইয়া একটু কৃতিত্ব লাভ

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	১৬ কোটি	৩৪ লক্ষের উপর		
বীমা তহবিল···	২ „	১৬	„	„
মোট সংস্থান···	৩ „	৩৬	„	„
দাবী শোধ···	১ „	৮৫	„	„
প্রিমিয়াম আয়···	··· ···	৭৪	„	„

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

করেন, বহু ভদ্রমহিলারা তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া নিজেরাও চিত্রশিল্পী হইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু চিত্রজগতের নামকরা অভিনেত্রীদের পরিণাম দেখিয়া আমাদের ভয় হয় যে ভদ্র মহিলারা যদি এই প্রকার অভিনেত্রীদের অনুকরণ করিতে যাইয়া এতটা উদার মতাবলম্বী হইয়া উঠেন তবেই আমাদের ভাবিবার কারণ হয়। প্রতিমা দাসগুপ্তা (মিসেস হক্) যে উদাহরণ দেখাইলেন আশা করি অন্যান্য চিত্রাভিনেত্রীরা ততটা উদার না হইয়া অন্ততঃ নিজস্ব বলিয়া সামান্য কিছু রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। এখনও বহু হিন্দু বাঙ্গালী যুবক বাঁচিয়া আছে যাহারা এই প্রকার উদার মতাবলম্বীকে এতটুকু সাহায্য করিতে পারে। আমরা প্রতিমা দাসগুপ্তাকে এখন আর চিত্রজগতে না দেখিলেই সুখী হইব। তাহার মত ভদ্র মহিলার "পরিণয়ে পরিণতি" হওয়া একান্ত প্রয়োজন। *

বিনীতা

শ্রীমতী পারুলবালা মজুমদার

বড়পেটা, আসাম।

* [এ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা প্রকাশিত হইবে না—দীঃ সঃ]

অভিনব আবিষ্কার

এ্যাসিড্-প্রুফড্ 22ct. রোল্ড গোল্ড, স্থায়িত্বে ও ঔজ্জ্বল্যে গিনি সোনার মত। সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী। গ্যারাণ্টি ১০ বৎসর। বিক্রয়কালীন অর্দ্ধমূল্য পাওয়া যায়। ক্যাটালগ ফ্রী।

ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড কোং

২১০নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিঃ দ্রঃ—কতিপয় উচ্চশিক্ষিত যুবক দ্বারা পরিচালিত।

ঋতুমতী

ঋতুবন্ধ যে কোন কারণেই হইলে ও গর্ভ সঙ্কটে ইহার ১ মাত্রায় ঋতুস্রাব হইবেই হইবে, স্বাস্থ্যের কোনই ক্ষতি হইবে না। মূল্য ২৲, মাঃ ৷৹ আনা। ঠিকানা এস, দেবী, পোঃ সিরাজগঞ্জ, (বোনবাড়ীয়া), পাবনা

Govt. Regd.

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনাধীন আগামী চিত্র "বিজয়িনী"-র কার্য্য শ্রীতুলসী লাহিড়ীর পরিচালনায় অপ্রতিহত গতিতে চলিতেছে। গত সপ্তাহে রাম-দা'র বাড়ীর একটি-সেটের দৃশ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। চন্দ্রাবতী, তুলসী লাহিড়ী, সত্য মুখার্জ্জীর অভিনয়ে দৃশ্যটী প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স ষ্টুডিওতে চিত্রখানি গৃহীত হইতেছে।

ওয়াদিয়া মুভীটোন

মধু বসুর পরিচালনায় ইহাদের দ্বিভাষী ছবি "রাজনর্ত্তকী মধুচ্ছন্দা" (বাংলা), মধুচ্ছন্দা (হিন্দী) "Court Dancer" (ইংরাজী ?)-এর কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। মণিপুরের অতীত গৌরবের উপরই এই ছবিখানির ভিত্তি স্থাপিত। শ্রীমতী সাধনা বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী, পৃথ্বীরাজ, জ্যোতিঃ প্রকাশ, প্রতিমা দাশগুপ্তা, জাল খাম্বাটা বিনীতা গুপ্তা, প্রীতি মজুমদার, নারায়ণপ্পা, এবং নাট্যকার মন্মথ রায় স্বয়ং ইংরাজী সংস্করণে চিত্রাবতরণ করিবেন। তিমিরবরণ সঙ্গীত পরিচালনা করিতেছেন।

"ডাক্তারের" সাফল্য

এই শনিবার নিউ থিয়েটার্সের নবতম চিত্রাবদান "ডাক্তার" চিত্রা ও পূর্ণ থিয়েটারে তৃতীয় সপ্তাহে পড়িল। কর্ম্মকোলাহলপূর্ণ সহরের কৃত্রিম জীবন-যাপনের ছবি দেখিতে দেখিতে চোখ ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে, এ সময় "ডাক্তারের" মত শিক্ষাপ্রদ একখানি আসল বাংলা দেশের ছবি তৈরী করিয়া নিউ থিয়েটার্স সত্যই সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

"অভিনেত্রী" খুব সম্ভবতঃ এই মাসের শেষাশেষি মুক্তিলাভ করিবে। প্রথিতযশা সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলীর একখানি উপন্যাস হইতে "অভিনেত্রী"র গল্পাংশ গৃহীত হইয়াছে।

পরিচালক দেবকী বসুর "নর্ত্তকী" (হিন্দী ও বাংলা) বেশ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

পরিচালক নীতীন বসু তাঁহার নির্ম্মীয়মান ছবির নাম "স্বামী" পরিবর্ত্তন করিয়া "পরিচয়" স্থির করিয়াছেন। হিন্দী সংস্করণের নাম আমরা পরে জানাইব। কানন, সায়গল ও রতীন বন্দ্যোঃকে প্রধান ভূমিকাগুলিকে দেখা যাইবে।

মতিমহলের "নিমাই সন্ন্যাস"

মতিমহল থিয়েটার্সের "নিমাই সন্ন্যাসে"র ইতিমধ্যে চারিটি সেট তোলা হইয়া গিয়াছে। ফণী বর্ম্মা পরিচালনা করিতেছেন। গান ও সংলাপ রচনা করিয়াছেন শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়। হরিপ্রসন্ন দাস সুর-সংযোজনা করিতেছেন। এই সপ্তাহে নিম্নলিখিত অভিনেতাগণ বিভিন্ন ভূমিকার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন—রবি রায় (কেশব ভারতী), উৎপল সেন (কেশব কাশ্মিরী), অপর্ণা দাস (সুমতী), মণি রায় চৌধুরী (শ্রীবাস), প্রমোদ গাঙ্গুলী (নিতাই), এবং প্রহ্লাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বালক নিমাই)। শ্রীমান প্রহ্লাদের বয়স মাত্র দশ বৎসর, কিন্তু তাহার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন।

ইঁহাদের "ব্যবধান" "শ্রী" ও "বিজলী"তে পঞ্চম সপ্তাহে পড়িল। সেদিন শ্রীযুক্তা বেলী সেনগুপ্তা 'শ্রী' সিনেমায় এই ছবিখানি দেখিয়া গিয়া প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন।

রঙমহলে "মালা রায়"

তরুণ নাট্যকার শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের নবতম নাটক এই "মালা রায়।"

সুবিনয় মৃত্যুর সময় তাহার বন্ধু অপরূপকে বলিয়া গেল তাহার সুন্দরী স্ত্রী

মালাকে দেখিবার জন্য। অপরূপ মালাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল এবং তাহার প্রেম লাভের জন্য পাগল হইয়া উঠিল। কিন্তু মালা বরাবর তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছে। গৃহে তাহার অন্ধ স্ত্রী সন্ধ্যা ক্রমশ সব জানিতে পারিল, কিন্তু সে নিরুপায়। এদিকে মালার অনুরোধে তাহার মামা তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। শেষে মালা, অপরূপ ও সন্ধ্যার জীবনের কি শোচনীয় পরিণতি হইল, তাহাই বাকী অংশটুকুতে দেখানো হইয়াছে।

নাটকখানির মধ্যে সঙ্গতির অভাব বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়, বিশেষতঃ শেষের দিকে। প্রধান চরিত্রগুলিকে লইয়া এমন একটা খিচুড়ী পাকান হইয়াছে যাহা অত্যন্ত দুর্বোধ্য এবং দুঃসহ হইয়া পড়িয়াছে। আর একটা বিষয়, প্রত্যেকের জীবনেই একটা করিয়া অতীত পঙ্কিলতার ছাপ আছে, একমাত্র সন্ধ্যা ছাড়া। চরিত্র-চিত্রণ হিসাবে মিঃ সেনের চরিত্রটির ভিতর নূতনত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। বিধায়কবাবু শক্তিমান নাট্যকার, তাঁহাকে এই রকম ক্রমাগত Crime-drama লেখা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত নাটক লিখিতে অনুরোধ করি। "মালা রায়ের" সংলাপ ও comedy elementsগুলি খুবই উপভোগ্য। মালা রায়ের চরিত্রটি অস্বাভাবিক, বেদের তাঁবুর দৃশ্যটি নিষ্প্রয়োজনীয়।

নাটক হিসাবে "মালা রায়" আমাদের সেরূপ আনন্দ দিতে না পারিলেও অভিনেতৃবর্গ আমাদের হতাশ করেন নাই। নরেশ মিত্র (মিঃ সেন), রবি রায় (অবিনাশ), ভূমেন রায় (অপরূপ), সিধু গাঙ্গুলী (বিজন), উষা (সন্ধ্যা) এবং শান্তি গুপ্তা (মালা) সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। 'জনার্দ্দনের' ছোট্ট ভূমিকাটিতে আশু বসুর অভিনয় পরম উপভোগ্য হইয়াছে। জ্যোতির 'বেণু' মন্দ নয়।

মঞ্চ-সজ্জা, দৃশ্য-পট ও আবহ-সঙ্গীত সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই।

নাট্য ভারতীতে "সিঁথির সিঁদুর"

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বৃদ্ধ জমিদার মাধব রায়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল অশোক সেন এম, এস, সি। প্রজাদের পক্ষ লইয়া প্রজাদের হিতার্থে জমিদারের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে কিছুমাত্র পিছ্‌পাও হইল না। প্রজাগণ সকলে জমিদারের বিপক্ষে দাঁড়াইল। তখন মাধব রায় একটা মিথ্যা ষড়যন্ত্র করিয়া অশোককে খুনী আসামী বলিয়া ধরাইয়া দিলেন। কিন্তু অশোকের প্রণয়িনী মনীষা ছিল মাধব রায়ের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। শেষে মনীষার সিঁথির সিন্দুর কি ভাবে অশোককে বাঁচাইল তাহারই চিত্তাকর্ষক কাহিনী এই "সিঁথির সিন্দুর।"

নাটক রচনা করিয়াছেন শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়। আখ্যান ভাগের ভিতর বিশেষ নূতনত্ব কিছুই নাই, স্থানে স্থানে "সংগ্রাম ও শান্তির" ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। "সিঁথির সিন্দুর" নয়টি দৃশ্যে শেষ, কিন্তু নাট্যবস্তু বিশেষ না থাকায় ছয়টি দৃশ্যে শেষ করিলেই নাটকখানি জমিত ভাল। চরিত্রসৃষ্টির দিকে এক 'মাধব রায়' ছাড়া অন্য কেহই মনে রেখাপাত করে না।

অভিনয়ের মধ্যে নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী মহাশয় 'মাধব রায়ের' ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। 'রাণী'র ভূমিকায় নবাগতা শ্রীমতী যূথিকার অভিনয় ভালো লাগিল। তাঁহার চেহারায় বাঙালী বধূ-সুলভ একটা কমনীয়তা আছে। অন্যান্য ভূমিকায় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (অশোক), জহর গাঙ্গুলী (কনক), সন্তোষ সিংহ (মহীতোষ), সুহাসিনী (মনীষা) সু-অভিনয় করিয়াছেন। রাজলক্ষ্মীর 'মানদা' চরিত্রানুগত ভালোই হইয়াছে।

মঞ্চ-সজ্জা ও আলোক-নিয়ন্ত্রণ সুরুচি ও কলাজ্ঞানের পরিচয় দেয়।

উত্তরায় "শাপমুক্তি"

কৃষিণ মুভীটোনের ছবি, পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ করিয়াছেন প্রমথেশ বড়ুয়া। শ্রেষ্ঠাংশে পদ্মা দেবী, রবীন মজুমদার, বড়ুয়া, বদ্রী প্রসাদ, নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিভাননী প্রভৃতি। উত্তরায় দেখানো হইতেছে।

প্রতিমা ছিল শিক্ষিতা অথচ গরীব একটি গ্রাম্য সুন্দরী তরুণী। সে তাহার কলেজের প্রফেসার রাজেন্দ্রনাথকে বিবাহ করিল। ইহার জন্য প্রতিমার ভাই রমেশ সর্ব্বস্বান্ত হইল। রাজেন যখন ঘরে বৌ লইয়া আসিল তখন তাহার পিতা মাতা কেহই প্রতিমাকে সুনজরে দেখিলেন না, কারণ প্রতিমা গরীবের ঘরের মেয়ে। তারপর সুরু হইল সঙ্ঘর্ষ,—আভিজাত্যের সহিত দারিদ্র্যের সঙ্ঘর্ষ এবং সংরক্ষণশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিতামাতার সহিত আধুনিক প্রগতিবাদী এবং নারী-স্বাধীনতাকামী পুত্রের সঙ্ঘর্ষ। ফলে রাজেন গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়া মদ ও জুয়ার আড্ডায় গিয়া নিজের দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিল। এদিকে রমেশ ও রাখাল দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কোন রকমে টিঁকিয়া রহিল।

শেষে মৃত্যু আসিয়া প্রতিমা, রমেশ ও রাখালের দরিদ্র অভিশপ্ত জীবনকে মুক্তি দিল।

গল্প লিখিয়াছেন প্রযোজক কে, এস, দারিয়ানী নিজে। আখ্যান ভাগটি এত করুণ যে শেষের দিকটায় সকলেরই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া ওঠে। চরিত্র-চিত্রণে ও গল্প-গ্রন্থনে অনেক অসঙ্গতি দেখা যায় এবং সামান্য চেষ্টায় হয়ত এ দোষগুলি সংশোধন করা

যাইতে পারিত। পরিচালনায় প্রমথেশ বড়ুয়া স্থানে স্থানে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, তবে তাঁহার নিকট হইতে আমরা ইহাপেক্ষা আরও ভাল জিনিষ আশা করিয়াছিলাম।

অভিনয়ের মধ্যে প্রমথেশ বড়ুয়ার 'রমেশ' আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলির মধ্যে পদ্মা দেবীর 'প্রতিমা,' বদরী প্রসাদের 'রাখাল' ও সরযূবালার 'শোভা' সুঅভিনীত হইয়াছে। রবীন মজুমদারকে পদ্মা দেবীর স্বামীরূপে মানায় নাই মোটেই, অভিনয়েও তিনি আমাদের বিশেষ খুসী করিতে পারেন নাই। নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাজেনের পিতা'রূপে বরাবর অতি-অভিনয় করিয়াছেন। নিভাননী (রাজেনের মা) মন্দ নয়। রঞ্জিত রায়ের 'নিমাই' উপভোগ্য।

ছবিখানির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হইল ইহার চিত্তাকর্ষক সঙ্গীত। এজন্য অনুপম ঘটককে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। এই সঙ্গে শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার সুন্দর সঙ্গীত রচনার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। ফটোগ্রাফী ও রেকর্ডিং প্রশংসনীয়। দৃশ্য-সংস্থান মোটের উপর ভালই।

প্যারাডাইসে "সন্ত জ্ঞানেশ্বর"

আগামী শনিবার হইতে প্যারাডাইস চিত্রাগারে প্রভাত ফিল্মের নবতম ধর্ম্মমূলক চিত্রাবদান "সন্ত জ্ঞানেশ্বর" মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন সাহু মোদক, সুমতী গুপ্তে, যশোবন্ত, মঞ্জু প্রভৃতি। পরিচালনা করিয়াছেন 'তুকারাম,' 'গোপাল-কৃষ্ণ' প্রভৃতির পরিচালকদ্বয় দামলে এবং ফতেলাল।

এম্পায়ারে "ইণ্ডিয়া টু ডে"

গত শনিবার হইতে এখানে রণজিৎ মুভী-টোনের "ইণ্ডিয়া টুডে" দেখানো হইতেছে। স্বদেশিকতাকে পটভূমি খাড়া করিয়া যে গল্পটি তৈরী করা হইয়াছে, তাহাতে অনেক অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। গল্পলেখক বা পরিচালক চরিত্রগুলিকে যথোচিত ভাবে পরিস্ফুট হইবার অবকাশ দেন নাই, ফলে কোনটিই অন্তর স্পর্শ করে না।

অভিনয়ের মধ্যে পৃথ্বিরাজের 'ধীরাজ' চমৎকার। তাঁহার মেক-আপটিও আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ঈশ্বরলালের অভিনয় ভাল, তবে স্থানে স্থানে তাঁহার কণ্ঠস্বর অসহ্য বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ভূমিকায় রোজ (শশী) এবং সিতারা (ঊর্ম্মি) সুঅভিনয় করিয়াছেন। চার্লি অতি-অভিনয় সত্ত্বেও সকলকে আনন্দ দিয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহার গানটি হইয়াছে পরম উপভোগ্য।

সঙ্গীত পরিচালনা প্রশংসনীয়। আলোক-চিত্র চমৎকার। দৃশ্য-সংস্থান এবং শব্দ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই।

নানাকথা

প্রীতিভোজ

রুষিণ মুভিটোনের "শাপমুক্তি"র জন্য শ্রীযুক্ত বি, এল্, খেমকা মহাশয় গত শনিবার সন্ধ্যায় ব্রড্ওয়ে হোটেলে তাঁহার ফিলিম্-তুতো আত্মীয় স্বজনকে লইয়া পানভোজনের একটি মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যজ্ঞটি দক্ষযজ্ঞ না হইয়া সুদক্ষ ভাবেই পরিচালিত হইয়াছিল। খেমকাজী পুণ্যাত্মা লোক, লোকজনকে খাওয়াইয়া পুণ্যার্জ্জন করিতে তিনি সতত সচেষ্ট, ভগবান্ তাঁহার অর্থকোষের মত এ সুমতিটিও যেন চিরদিন বজায় রাখেন। প্রায় ৬০।৭০ জন ফিলিমীয় মহাব্রাহ্মণ উক্ত মহাযজ্ঞে শুধু যোগদানই করেন নাই, আকণ্ঠ ভূরি-ভোজনের পর স্বস্তি বাচন করিয়া যজ্ঞ শেষ করেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর (দীপালী) প্রথমেই মুখ খুলেন, তাঁহার পর শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যাল (দীপালী), শ্রীযুক্ত মদনগোপাল কাব্রা (ফিল্ম কর্পোঃ), শ্রীযুক্ত মতিলাল খৈতান (এটর্ণী ও ফিঃ কঃ), শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত দরিয়ানী, শ্রীযুক্ত খেমকা ও সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (দীপালী) হাস্য-রসাত্মক বক্তৃতান্তে যজ্ঞেরশেষ আহুতি হয়। তারপর মহর্ষিগণ নিজ নিজ আশ্রম অভিমুখে যাত্রা হন্।

আনন্দ-মন্দির

আনন্দ মন্দিরের শারদ সম্মেলন উপলক্ষে সভ্যগণ কর্ত্তৃক নাট্যনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" ও "শেষরক্ষা" অভিনীত হয়, নাট্যাভিনয়ের পূর্ব্বে মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার ও তাহার ছাত্রী কুমারী শিউলি বাগচী 'মৃগব্যাধ' ও 'অজন্তা জাগরণ' নৃত্য প্রদর্শনে সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করেন। "শেষরক্ষা" অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বিসর্জ্জনে' কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের রঘুপতি, অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জয়সিংহ, এবং শৈলেন দাসের রাণীর ভূমিকা সুঅভিনীত হয়। "শেষরক্ষা"য় কেশব দে'র বিনোদ, গিরীন সরকারের গদাই, অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চন্দ্র, ঊষা রায় চৌধুরীর নিবারণ, কানাই বন্দ্যো'র শিবচরণ এবং কান্তি দাসের ইন্দুর ভূমিকা খুব উপভোগ্য হয়। কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্য-পরিচালনা শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছেন।

কটকে ভ্যারাইটী শো

উড়িষ্যার বন্যাপ্রপীড়িত লোকদের সাহায্যার্থে কটকের ট্রেণিং কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে গত ১৮ই ও ১৯শে ভাদ্র সন্ধ্যায় নারীসঙ্ঘ সদনে একটি ভ্যারাইটী শো'র ব্যবস্থা হইয়াছিল। সহরের অধিকাংশ গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলাগণ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

অরকেষ্ট্রা, ক্যারিকেচার, ম্যাজিক্, বালিকাদিগের নৃত্য এবং "ভোলানাথ" নামক একটি ক্ষুদ্র নাটকাভিনয় হইয়াছিল। কুমারী দীপালী বোসের দুইখানি নৃত্য এবং সুরেশ বাবুর 'সর্প'নৃত্য বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

কুমারী অণিমার নৃত্যও উল্লেখযোগ্য এবং "ভোলানাথ" অভিনয়টিও মন্দ হয় নাই।

শোক-সংবাদ

গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, স্কটিশচার্চ্চ কলিজিয়েট স্কুলের একনিষ্ঠ কর্ম্মী বিপিন বিহারী দাস মহাশয় গত ১১ই ভাদ্র রাত্রি ১১ ঘটিকায় পরলোক গমন করেন। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ স্কুলের শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

দার্শনিক সমিতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক সমিতির অধ্যাপক মিঃ হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে উক্ত সমিতির বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এবৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান সভাপতি এবং শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন মল্লিক এবং শ্রীরবিরঞ্জন মিত্র মজুমদার যুগ্ম-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের শতবার্ষিকী

সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে 'অমিয় নিমাই চরিত'-কার পরম ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্য মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের শতবার্ষিকী পূর্ত্তি হওয়ায় শীঘ্রই শত বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিতেছে। এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী বি, এ, কবিরত্ন সভাপতি ও শ্রীকুঞ্জকিশোর দাস বি, এ, সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ও একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছে। সভায় পঠিত হইবার উপযোগী ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ ও কবিতা আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পাদকের নামে ২৭নং আটাপাড়া লেন, পোঃ কাশীপুর, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য বঙ্গের কবি ও সাহিত্যানুরাগী ভক্তবৃন্দকে অনুরোধ জানান যাইতেছে।

টাঙ্গাইল সঙ্গীত-সম্মিলনী

গত ৮ই হইতে ১১ই ভাদ্র পর্য্যন্ত সার আব্দুল হালিম গজনবী, কে-টি সাহেবের 'শান্তিকুঞ্জে' শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বিশ্বাস, এম, এ, মহাশয়ের পৌরহিত্যে টাঙ্গাইল মহকুমা সঙ্গীত সম্মিলনীর বার্ষিক প্রতিযোগিতা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ, এম, এ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, মৌঃ আব্দুল মজিদ, মিঃ জে, কে, রায়, লেঃ সৈয়দ মহম্মদ হোসেন চৌধুরী, ডাঃ অক্ষয় কুমার গুহ, এম, বি, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত লালমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত অমৃত লাল মণ্ডল, এম, এল, এ, ডাঃ সুকুমার বসু, এম্, ডি, শ্রীযুক্ত সৌর্য্যেন্দ্র নাথ মজুমদার, খান সাহেব ডাঃ ফজলর রহমান, ডাঃ প্রমথ নাথ মজুমদার, মৌঃ আছির উদ্দিন আহামেদ, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ ঘোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্তা উমারাণী ঘোষ চৌধুরী, মিসেস্ কমলা ঘোষ, শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবী, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র লাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভূপেশ গোবিন্দ মজুমদার প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। টাঙ্গাইলের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ও ওস্তাদ শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র ভৌমিক, শ্রীযুক্ত শ্রীধর চন্দ্র ধর ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সিংহ নিয়োগী সঙ্গীত প্রতিযোগীতার বিচারক ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত অমৃত লাল মণ্ডল, এম, এল, এ, মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা নিবেদিতা মণ্ডল নৃত্যের বিচারক ছিলেন।

নিম্নলিখিত প্রতিযোগীগণ পুরুষ বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।—খেয়াল—হিমাংশু মিত্র। ঠুংরী—শৈলেন্দ্র পোদ্দার। আধুনিক—বীরেন্দ্র নাথ রায় ও মৃগেন্দ্র নাথ পাল। কীর্ত্তন—নৃপেন্দ্র ভৌমিক। এসরাজ—মেয়ে ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর মধ্যে—শ্রীমতী ইন্দু গুপ্তা। সেতার—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী। বাঁশের বাঁশী—বীণা কর (অপ্রতিদ্বন্দ্বী)। সানাই—জহিরউদ্দিন মিঞা (অপ্রতিদ্বন্দ্বী)। ক্ল্যারিওনেট—রমণী চূর্ণকর। করোনেট—রমণী চূর্ণকর। হারমনিয়ম—অক্ষয় সূত্রধর। তবলা—মোহিনীমোহন রায়চৌধুরী ও অরুণকুমার ঘোষ উভয়েই প্রথম হইয়াছেন।

মেয়ে বিভাগের খেয়ালে—অতসী ঘোষ ও সুলেখা বসু। আধুনিক—মাধুরী ঘোষ ও রমা রায়। কীর্ত্তন—অতসী ঘোষ ও রমা রায়।

বালক-বালিকা বিভাগের খেয়ালে—কল্যাণী মজুমদার ও শ্রীমান রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আধুনিক—শ্রীমতী গৌরী দেবী ও শ্রীমান পবিত্র চক্রবর্ত্তী। মাত্র দশ বৎসর বয়স্ক বালক প্রসেনজিৎ বক্সি তবলায় সঙ্গত করার জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। সব চেয়ে বেশী বিষয়ে যোগদান ও সাফল্য লাভ করার জন্য শ্রীমতী অতসী ঘোষকে অবসর-প্রাপ্ত পুলিশ-সুপারিনটেন্ডেন্ট মিঃ বি, সি, দাস কর্ত্তৃক প্রতিশ্রুত বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

এই সম্মিলনীর সাফল্যের জন্য শ্রীদাশরথি চৌধুরী ও বিমলাকান্ত মজুমদারের উদ্যম প্রশংসার্হ।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল

এখনও আপনার নিকট হইতে কোন সাহায্য লাভ করে নাই। মনে রাখিবেন—

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল

বাংলার একমাত্র যক্ষ্মা চিকিৎসালয় এবং আপনাদের সমবেত সাহায্যের উপর ইহার স্থায়ীত্ব নির্ভর করিতেছে। অদ্যই কিছু সাহায্য পাঠান।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানাঃ

সম্পাদক, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল

৬এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, কলিকাতা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১০৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

অডিটারের হিসাবে গত বৎসর দীপালী (ইংরাজী ও বাংলা)র সাপ্তাহিক প্রচার—১৭,৩০৩ সংখ্যা

স্থাপিত • ১৯২১

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ] ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ঃ বৃহস্পতিবার ঃ ৩রা আশ্বিন, ১৩৪৭ [৩৮শ সংখ্যা

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

*

বর্ম্মা ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা—দশ পয়সা।

*

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

*

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"বস্তিক কোর্ট", চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
[illegible]—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ

শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য

—শ্রীসতীশচন্দ্র পাল এম্. এ., বি. এল্.

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত আছে। বিষ্ণুকে যাঁহারা পরমদেবতাজ্ঞানে উপাসনা করেন তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলা হয়। বৈদিকযুগেও যজ্ঞাদিতে বিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকৃত হইত এবং বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বর বলা হইত। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ ও উপাসনাদির দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করা হইত। সেই সময় এই ধর্ম্মের নাম ছিল 'সাত্বত' ধর্ম। পরবর্তীকালে ভক্তিমার্গের উপাসনা প্রচলিত হইল। এবং ইহার নাম হইল ভাগবৎ ধর্ম বা পাঞ্চরাত্রমত। এই পাঞ্চরাত্র ধর্ম হইতে মধ্যযুগে কয়েকটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। আচার ব্যবহার, উপাসনা প্রণালী প্রভৃতিই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রভেদ কারণ। ৪টী সম্প্রদায়ে এই বৈষ্ণব ধর্ম বিভক্ত হইল যথা—শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক। শ্রী (লক্ষ্মী) রামানুজাচার্য কর্তৃক, ব্রহ্ম মধ্বাচার্য কর্তৃক, রুদ্র বল্লভাচার্যের দ্বারা এবং সনক নিম্বার্কাচার্যের দ্বারা প্রবর্তিত হইল। এইভাবে মধ্যযুগে এই ৪টী সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইল। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে পঞ্চম বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। যদিও চৈতন্যদেব নিজে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রবর্তিত মতবাদ অভিনব ও অধিকতর সমুজ্জ্বল। বর্তমান প্রবন্ধে রুদ্রসম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীশ্রীবল্লভাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইতেছে।

তৈলঙ্গদেশে (মান্দ্রাজ প্রদেশে) ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৫৩৫ বিক্রম সম্বৎ) বল্লভাচার্য্যের জন্ম হয়। কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্মমাস ও জন্মস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মণভট্ট ও মাতার নাম যল্লমমগরু। তাঁহার বাল্যকালের জীবনীর কোন ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায় না।

কাশীতে বাস করিতেন। এইস্থানে ধর্মাচার লইয়া স্থানীয় লোকদিগের সহিত বিবাদ হওয়ায় তিনি কাশী হইতে অন্যত্র যাত্রা করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার পত্নী গর্ভবতী। পথগমনে কষ্ট হওয়ায় অষ্টম মাসেই তিনি এই সন্তান এক বনমধ্যে প্রসব করেন। সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা চলিয়া যান। পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া জীবিত সন্তানকে লইয়া কাশীতে প্রত্যাগমন করেন ও সেখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া বৃন্দাবনের নিকটস্থ গোকুলে আসিয়া বসবাস করেন। এখানে তিনি নারায়ণ ভট্ট নামক এক পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। অতি শীঘ্রই তিনি সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করিলেন। তারপর একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল। নানাপ্রকার সাংসারিক অশান্তি তাঁহার মনকে ভগবদ্মুখী করিয়া তুলিল। তিনি কাশীতে আগমন করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তারপরে তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। "ভক্তমাল" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে—তিনি দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবের সভায় গমন করিয়া স্মার্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন ও সেখানে বৈষ্ণবগণের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হ'ন। বিজয়নগরে তাঁহার মাতুলালয় ছিল। রাজা কৃষ্ণদেবের রাজত্ব সময় ১৫০৯ হইতে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ। আর সে সময় অদ্বৈত বেদান্তিক অপ্পয় দীক্ষিতের পিতা ও পিতামহ কৃষ্ণদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহারা বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন কিনা সে বিষয় জানা যায় না।

বল্লভাচার্য বিজয়নগর হইতে উজ্জয়িনীতে গমন করেন ও সেখানে শিপ্রানদীর তীরে এক অশ্বত্থবৃক্ষমূলে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। এই স্থানটী এখনও তাঁহার বৈঠক বলিয়া খ্যাত। এইরূপে তিনি কিছুকাল হরিদ্বার, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ পর্যটনাদি করিয়া গোকুলে প্রত্যাগমন করেন। গোকুল যমুনার বাম তীরস্থ ও মথুরাসহর হইতে প্রায় তিনক্রোশ পূর্ব্বে। এখানে বলা প্রয়োজন কাশীতে তিনি অধ্যয়ন শেষ করিয়া প্রথমে গোকুলেই বাস করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি মথুরার ঘাটে ও চুনারে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, কারণ চুনারের একক্রোশ পূর্ব্বদিকে একটি মঠ ও মন্দির আছে এবং সেখানে 'আচার্য কুঁয়া' নামে একটি কূপ আছে, আর মথুরাঘাটে তাঁহার এক বৈঠক আছে। যাহা হউক তিনি গোকুলে অবস্থান করিয়া একমনে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও পূজাদিতে মগ্ন থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অর্চনায় প্রীত হইয়া দর্শন দেন এবং বালগোপাল মূর্তির সেবা ও পূজা প্রচার করিতে আদেশ দেন। তদবধি এই সম্প্রদায় বালগোপালের উপাসক। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার একবার মিলন হয়। শ্রীচৈতন্যদেব তখন বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। শুনা যায় বল্লভাচার্য বিচারে শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক পরাজিত হ'ন। তিনি চৈতন্যদেব অপেক্ষা ৭।৮ বৎসরের বড় ছিলেন। যাহা হউক বল্লভাচার্য গোকুলে অবস্থান কালে তাঁহার মতের পরিপোষক প্রায় ১৬খানি প্রকরণ গ্রন্থ ও ভাষ্যাদি রচনা করেন। নিম্নে ইহাদের পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে। এইরূপে তিনি বহুকাল যাবৎ জীবিত থাকিয়া স্বীয় মত প্রচার ও শিষ্য সংগ্রহ করেন। তিনি গুজরাট ও অন্যান্য প্রদেশেও স্বীয় মত প্রচারে গিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক গুর্জর স্ত্রী ও পুরুষ আছেন। তিনি প্রায় ১০৮ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি কিছুকাল কাশীধামের অন্তর্গত ঝেঠন-বড় নামক স্থানে অবস্থান করেন। এইস্থানে তাঁহার একটি মঠও আছে। এই কাশীতেই প্রায় ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। কোন মতে তিনি বোম্বাই প্রদেশস্থ কোন-স্থানে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। তিনি একদিন কাশীর হনুমানঘাটে গঙ্গাস্নানে অবতরণ করিলেন, আর উঠিলেন না; আর ঐ স্থান হইতে একটী অগ্নিশিখা আকাশে উত্থিত হইল। তীরস্থ অনেকে যেন দেখিলেন তিনি আকাশে লীন হইয়া গেলেন। ইহা হইতে মনে হয় তিনি গঙ্গাসলিলে সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বিট্‌ঠলনাথ এই সম্প্রদায়ের আচার্যপদে বৃত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল গোপীনাথ। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না।

বল্লভাচার্যকৃত গ্রন্থাবলী

(১) অণুভাষ্য—ইহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। ইহার উপর পুরুষোত্তমজী মহারাজ কৃত "ভাষ্যপ্রকাশ" টীকা আছে। (২) সুবোধিনী—ইহা ভাগবতের ব্যাখ্যা। (৩) সিদ্ধান্তরহস্য (৪) বিষ্ণুপদ, ইহা হিন্দী ভাষায় লিখিত বিষ্ণু গুণকীর্তন। (৫) ভাগবতলীলারহস্য (৬) গীতাভাষ্য (৭) পূর্ব্বমীমাংসাভাষ্য (৮) সটীক তত্ত্বদীপ বা তত্ত্বার্থদীপ।

এই ৮টী প্রধান গ্রন্থ ও ভাষ্য ব্যতীত তাঁহার কৃত বহু প্রকরণ গ্রন্থ ও স্তোত্রাদি আছে যথা—অন্তঃকরণ প্রবোধ ও ইহার টীকা আচার্যকারিকা, আনন্দাধিকরণ, আর্যা, একান্তরহস্য, বালভেদ, ত্রিবিধ লীলানামাবলী, নবরত্ন ও ইহার টীকা, নিরোধ লক্ষণ ও ইহার বিবৃতি, মথুরা-মাহাত্ম্য, মথুরাষ্টক, যমুনাষ্টক, বেদস্তুতিকারিকা, বিবেকধৈর্যাশ্রয়, শ্রুতিসার, শ্রাদ্ধপ্রকরণ, সন্ন্যাসনির্ণয় ও ইহার টীকা, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, সেবাফলস্তোত্র, ভাগবতসার সমুচ্চয়, মঙ্গলবাদ, পুরুষোত্তম সহস্র নাম, পুষ্টিপ্রবাহ, মর্যাদাভেদ, পত্রাবলম্বন, পদ্য,

পরিত্যাগ, পরিবৃঢ়াষ্টক ও ইহার টীকা, প্রেমামৃত ও ইহার টীকা, প্রৌঢ় চরিতনামন্, বালচরিতনামন্, বালবোধ, কৃষ্ণাশ্রয়, স্বামিস্তক, ভক্তিবর্দ্ধিনী ও ইহার টীকা, সর্ব্বোত্তমস্তোত্র ও ইহার টীকা।

এই সব গ্রন্থ ব্যতীত বিষ্ণুপদ (ইহা বল্লভাচার্য কৃত) ও ব্রজবিলাস, অষ্টছাপ, বার্তা (ইহাতে বল্লভ ও তাঁহার ৮৪ জন ভক্তের চরিত বর্ণিত আছে) প্রমুখ কয়েকটী ভাষাগ্রন্থও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রামাণিক।

এইবার আমরা বল্লভাচারী সম্প্রদায় সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বল্লভাচার্যের মতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় উপবাস ও কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজন নাই। উত্তম বস্ত্রপরিধান ও সুখাদ্য অন্ন পানীয়াদি এবং বিষয় ও সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক ভগবানের সেবা করিতে হয়। সেজন্য এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা বিষয়ী ও ভোগবিলাসী এবং গোস্বামীরা সকলেই গৃহস্থ। গোস্বামীর শিষ্যরা তাঁহাদিগকে বহুমূল্য বস্ত্রাদি ও ভোজনদ্রব্য এবং ভোগবিলাসের উপকরণ প্রদান করে। এইরূপ নিয়ম আছে যে শিষ্যেরা গোস্বামীকে তাহাদের তনু, মন ও ধন এই তিনই সমর্পণ করিবে। শিষ্যেরা অনেকেই ধনী ও ব্যবসায়ী; গোস্বামীরাও ব্যবসায় করেন।

ইহারা প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের আটবার সেবা করেন—মঙ্গলারতি (সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধঘণ্টার পর) শৃঙ্গার (৪ দণ্ড বেলায়) গোয়ালাবেশ, (৬ দণ্ড বেলায়) রাজভোগ, (মধ্যাহ্নকালে) উত্থাপন, (অপরাহ্নকালে), ভোগ, সন্ধ্যা ও শয়ন (৬ দণ্ড রাত্রিকালে)।

এই প্রকার নিত্যসেবা ব্যতীত বৎসরে কয়েকটী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়—যথা জন্মাষ্টমী রাসযাত্রা, প্রভৃতি। রাসযাত্রা উৎসব একটী মনোরম দৃশ্য—ইহাতে নানাপ্রকার নৃত্য, গীত বাদ্যাদির আয়োজন হয়, তৃণগৃহ ও নানা পণ্যশালা প্রস্তুত হয়। নদীকূলে পাষাণবেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। স্তোত্রপাঠ ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ইহাদের পূজার ও উৎসবের বিশেষ অঙ্গ।

এই সম্প্রদায়ের ভক্তরা বাহু ও বক্ষঃস্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন; ললাটে দুইটী উর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া নাসামূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অঙ্কন ক'রে উহা জুড়িয়া দেন ও ঐ পুণ্ড্রের মধ্যস্থলে একটি রক্তবর্ণ গোলাকার তিলক ধারণ করেন। কণ্ঠে তুলসীর মালাও ধারণ করেন।

গোস্বামীরা এই সম্প্রদায়ের বালকদিগকে প্রথমে গলায় তুলসীর মালা দিয়া "শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম" এই মন্ত্রপাঠ দ্বারা সম্প্রদায়ভুক্ত করেন তারপর ১২শ বা ততোধিক বর্ষে দীক্ষা দিয়া দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা দেন।

মথুরা ও বৃন্দাবনে এই সম্প্রদায়ের বহু মঠ ও মন্দির আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মন্দিরের মধ্যে এই কয়টী বিশেষ প্রসিদ্ধ যথা—আজমীরের অন্তর্গত শ্রীনাথদ্বারের মঠ—এই মঠটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন; এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে বৎসরে অন্ততঃ একবার এই মন্দির দর্শন করিতে হইবে; কাশীর অন্তর্গত লালজীর মন্দির ও পুরুষোত্তমজীর মন্দির, দ্বারকা ও পুরীর কয়েকটী মন্দির; জগন্নাথ ক্ষেত্র ও দ্বারকা ইহাদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। গুজরাট, মালব ও কাশ্মীরের বহু স্বর্ণবণিক ও ব্যবসায়ী লোকেরা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। প্রতি হুণ্ডীতে ১টী পয়সা ও প্রতিদিনের বস্ত্রবিক্রয়ে দুইটী করিয়া পয়সা ইহারা দেবালয়ে দানের জন্য রাখিয়া দেন। আর পরস্পরকে ইহারা "শ্রীকৃষ্ণ" ও "জয়গোপাল" বলিয়া অভিবাদন করেন।

বল্লভাচার্য্যের মতবাদের নাম 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'। ইঁহারা এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে এই মত মাধ্বমতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারপর বিষ্ণুস্বামী নামক কোন বৈষ্ণব আচার্য্য মাধ্বমতে কয়েকটী স্থানে নূতন মত প্রবর্ত্তিত করেন। বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য জ্ঞানদেব ও তাঁহার দুই শিষ্য নামদেব ও ত্রিলোচন এবং ইঁহাদের শিষ্য বল্লভাচার্য। তবে বল্লভাচার্য এই সম্প্রদায় ও মতবাদের প্রধান প্রবর্ত্তক। তাঁহার দার্শনিক মতবাদ বর্ত্তমান লেখককৃত বেদান্তদর্শনের মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে। সেজন্য এস্থানে আলোচিত হইল না।

ইহাই সংক্ষেপে বল্লভাচার্যের জীবনী ও সম্প্রদায়ের পরিচয়। যেমন শঙ্করাচার্য-প্রমুখ অন্যান্য আচার্যদিগের সংস্কৃত ভাষায় জীবনী আছে এবং ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষাতেও জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে বল্লভাচার্যের সেই প্রকার কোন জীবনী নাই। যাহাতে অন্ততঃ ইংরেজী এবং বাংলা, হিন্দী ও গুজরাটী ভাষায় এই মহাপুরুষের জীবনী ও মতবাদমূলক একটী প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহার জন্য এই সম্প্রদায়ের ধনী ও শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—শ্রীভারতী

দীপালী-সম্পাদক
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
মরু-ছায়া
আগামী সপ্তাহে বাহির হইবে
মূল্য ১৲ টাকা
প্রাপ্তিস্থান: দীপালী গ্রন্থশালা

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

বাংলায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু

মাথা গণনায় বাংলাদেশে হিন্দু যদিও সংখ্যালঘিষ্ট, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে হিন্দু বাংলার প্রায় তিন ভাগ জুড়িয়া আছে। শিক্ষিতের সংখ্যা হিন্দুদের শতকরা ৬৪ জন, উচ্চশিক্ষা বিদ্যালয়ের পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৮০ জন, গ্রাজুয়েট বিভাগে শিক্ষার্থী হিন্দু শতকরা ৮৩ জন, এম্-এতে হিন্দু ছাত্র শতকরা ৮৬ জন! ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যেও হিন্দুর সংখ্যা বাংলা দেশে অনেক:বেশী।

*

মুসল্‌মান্ পণ্ডিতগণ ও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী

গত বৎসরের মত এবারেও আরায় (বিহার) শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসবে বহু মুসল্‌মান্ পণ্ডিত ও হিন্দু নেতা একটি সম্মেলনে মিলিত হন্। শ্রীযুক্ত অবোধবিহারী শরণ এম্, এ, বি, এল্, সরকারী উকিল সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি নির্ব্বাচনের পর মৌলভী মহম্মদ আশগর, এচ্, বদরুদ্দোজা, এবং মহম্মদ ইউনুস্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কবিতা পাঠ করেন। দিল্লীর সুবিখ্যাত সাংবাদিক মৌলানা সৈয়দ ইব্‌ন্-উল্-হাসান এম্, এ, রচিত "শ্রীকৃষ্ণ জনম" নামক কবিতাটি পাঠ করেন, মিঃ জাহিরুদ্দীন হায়দার। হায়দার সাহেব এক ওজস্বিনী বক্তৃতাও প্রদান করেন। এই সম্বন্ধে তিনি বলেন—শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা ও পবিত্র কোরাণ একই স্থান হইতে আসিয়াছে এবং একই কর্ম্মের ও স্থানের নির্দ্দেশ দেয়। কোরাণে ও গীতায় মূলত কোনও প্রভেদ নাই। হায়দার সাহেব বলেন—"আমরা ভারতীয়। আমাদের সাহিত্য, সভ্যতা, কৃষ্টি, শিক্ষা সবই এক। আমরা বহু শতাব্দী হইতেই এক। বর্ত্তমান্ রাজনৈতিক সংঘর্ষে হিন্দু মুসল্‌মান কখনও বিভিন্ন হইবে না, হইতে পারে না।" হায়দার সাহেবকে আমরা শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাই।

মৌলভী বদরুদ্দোজা, ওয়াজিউদ্দীন হায়দার ও অন্যান্য হিন্দু নেতার বক্তৃতার পর সভাভঙ্গ হয়। সভায় উল্লিখিত মুসল্‌মান্ ভ্রাতাগণ ছাড়া মৌলভী হাফিজ মহম্মদ, নুরুল্ হক্, সৈয়দ মহম্মদ সালীম, আবদুল লতিফ, শা মইনুদ্দীন্, হাফিজ আমানুৎউল্লা, সৈয়দ নৈবুদ্দীন্ হায়দার, মহম্মদ ইউনুস্, মৌলানা শা তফজ্জুল হোশেন প্রভৃতি বিশেষ গণ্যমান্য মুসলীম নেতাগণ যোগদান করিয়া এই জাতীয় দুর্দ্দিনে যে স্বজাতি প্রীতি স্বদেশপ্রীতি ও ইস্‌লামের উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান বিরুদ্ধমান হিন্দু মুসল্‌মানগণের সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়। হিন্দুদেরও উচিত মহরম, ঈদ প্রভৃতি পবিত্র পর্ব্বগুলিকে আমাদের নিজেদের পর্ব্বোৎসবের মত এক একটা জাতীয় উৎসবে পরিণত করিয়া, হিন্দু মুসল্‌মান্ দুই মহাজাতি, দুই সহোদর ভাই হইয়া জগৎকে জানাইয়া দেওয়া—আমরা হিন্দু-মুসল্‌মান্ এক জাতি—ভারতের ভারতীয়, আমরা অখণ্ড, আমরা অবিভেদ্য, আমরা অবিভিন্ন, আমরা অমর, আমরা অবিনশ্বর।

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ 'শান্তি'
নির্দ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১।৩।২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা—১।।০, ২।।০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
ঔষধাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

শনিবার ২১শে সেপ্টেম্বর
শ্রীরণজিৎ মুভিটোনের
হোলি
শ্রেষ্ঠাংশে—মতিলাল ও খুরসীদ
নিউ সিনেমায়

শনিবার ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে
৩য় সপ্তাহ
রঞ্জিৎ মুভিটোনের
আজ-কা-হিন্দুস্থান
এম্পায়ারে

— চিত্র - পরিবেশক —
মানসাটা
ফিল্‌ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোনঃ কলিঃ ৪৫

শ্রীমতী ছায়া দেবী

শীঘ্রই "অমরগীতি" চিত্রের নায়িকারূপে
দর্শকদের অভিবাদন করিবেন।

দীপালী

১২শ বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা

হলিউডের উদীয়মান সুন্দরী চিত্রতারকা

লানা টার্ণার

দুর্গাবাই খোটে

প্রকাশ পিকচার্সের "নরসি মেহতা" উঁহার নবতম ছবি

ফ্রাঙ্ক কাপ্‌রা

হলিউডের শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের মধ্যে ইনি অন্যতম। শীঘ্রই উঁহার নূতন ছবি "Meet John Doe" সাধারণে মুক্তিলাভ করিবে।

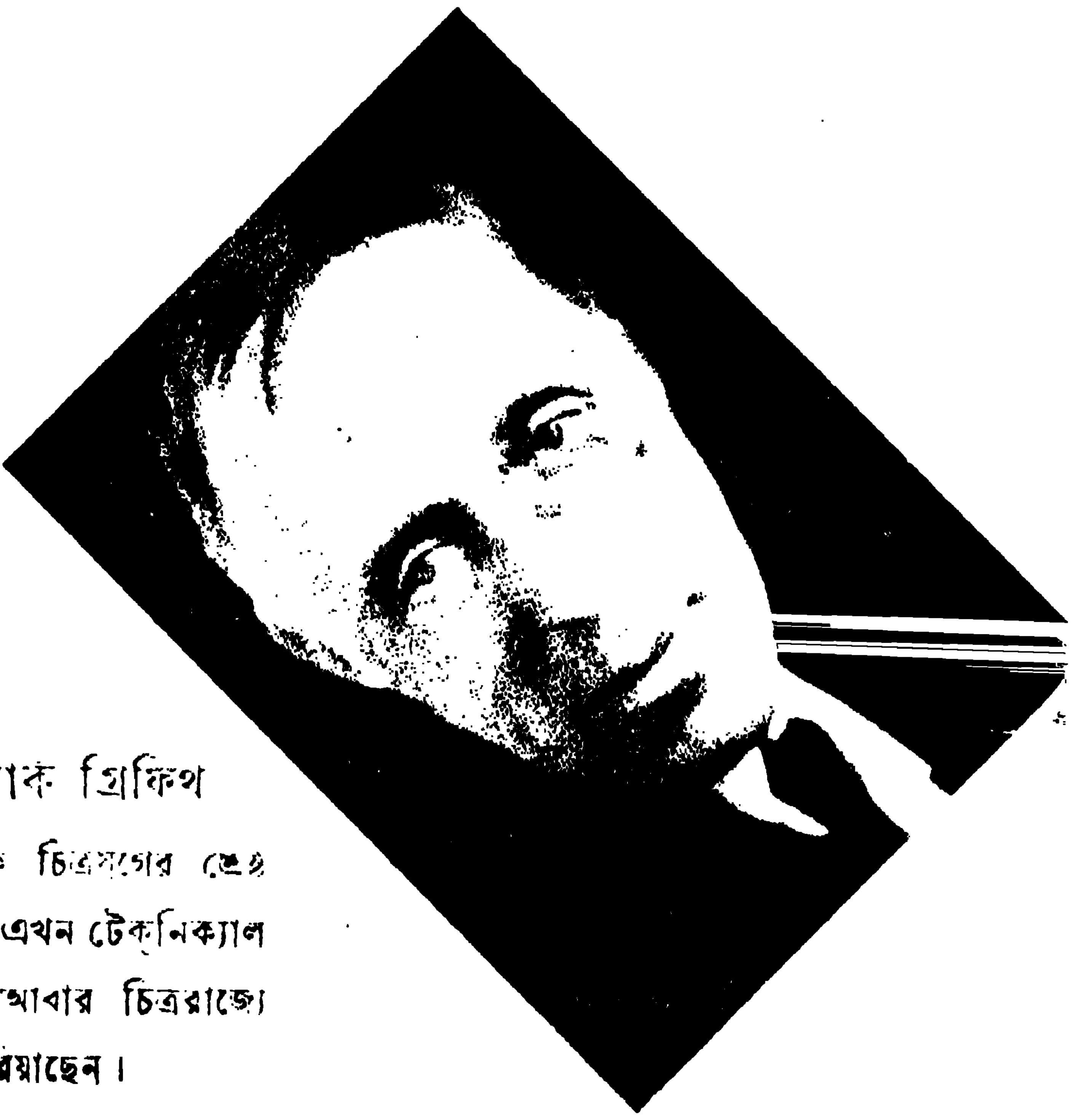

ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ

যিনি এক সময় নির্বাক চিত্রযুগের শ্রেষ্ঠ পরিচালক ছিলেন, তিনি এখন টেক্‌নিক্যাল এ্যাড্‌ভাইজার হিসাবে আবার চিত্ররাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

লীলা চীৎনিশ

ইহার নতুন ছবি "আজাদ" শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে।

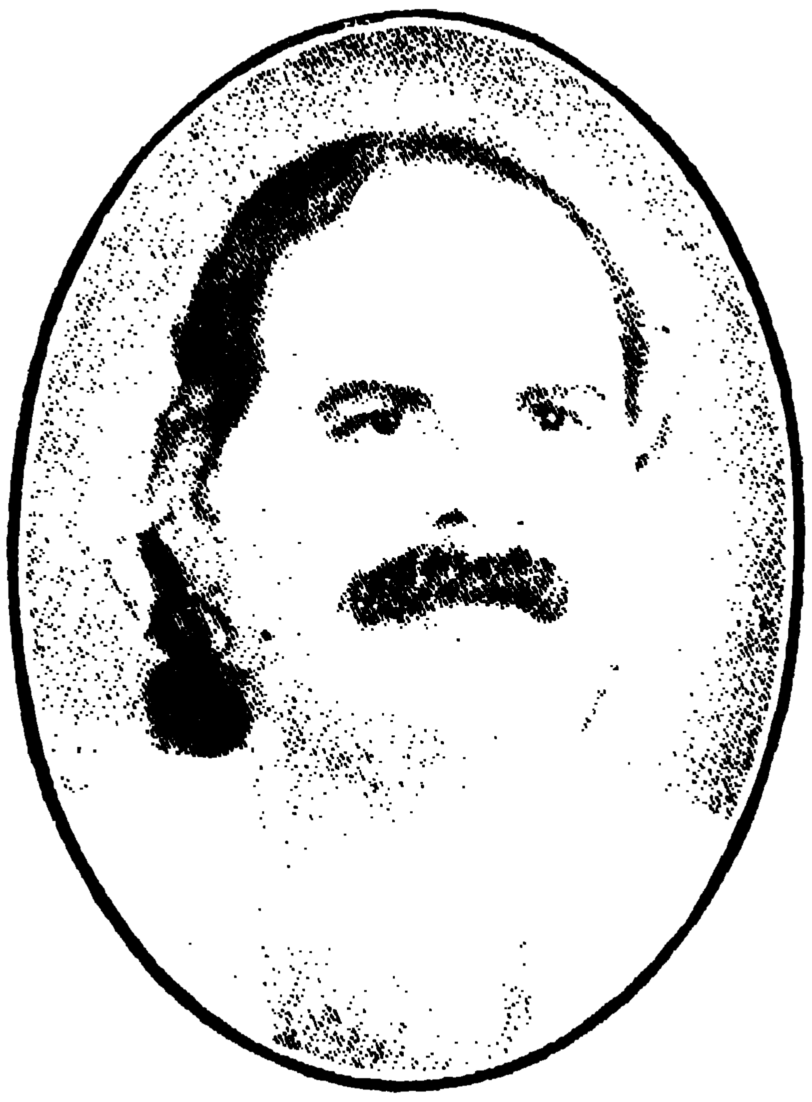

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর

ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে ইনি অন্যতম। ফিল্ম কর্পোরেশনের "সদগুরু কবীর" চিত্রে নাম ভূমিকায় ইনি প্রথম চিত্র-প্রিয়দের দর্শন দিবেন।

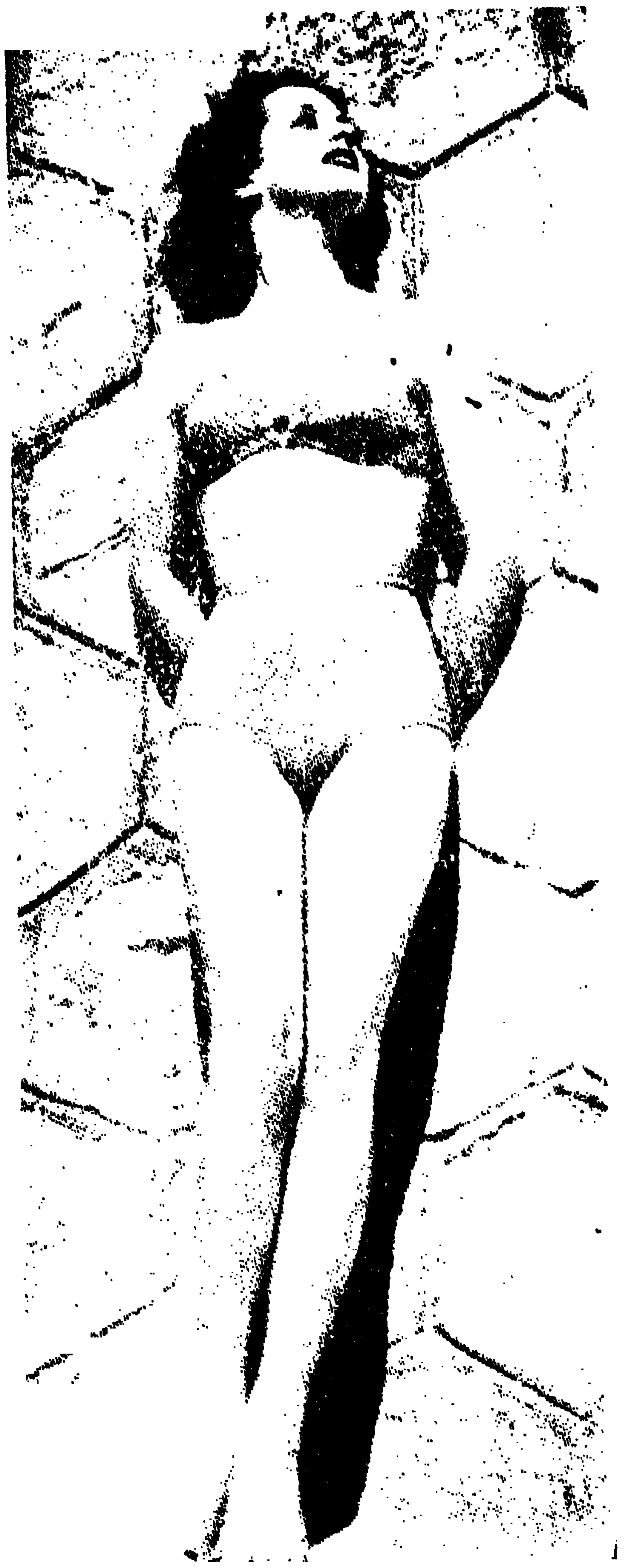

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ —
ড্যানিয়েল ড্যারিয়ু

সর্দ্দার আখতার

"Woman" চিত্রে যাহার অভিনয় সমস্ত চিত্র-প্রিয়দের আনন্দ দিয়াছে— তাহাকে মিনার্ভা মুভিটোনের "ভরসা" চিত্রে শীঘ্রই দেখা যাইবে।

লরেটা ইয়ং

এই সপ্তাহে ইঁহাকে কলম্বিয়ার রসঘন কমেডী
"The Doctor Takes A Wife"-এ দেখা যাইবে।

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(১৯)

প্রণতির অপমান সুরেশকে আঘাত করলেও সে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত সত্যিই তার কোন ক্ষতি করত না। কোন মেয়ে তাকে ভালবাসতে পারে নি বলে তার বিবাহিত জীবনকে ব্যর্থ করে দেওয়ার মত নীচতা খুব কম পুরুষেরই থাকে, সুরেশেরও ছিল না। নিজের ব্যর্থতায় সে হয়ত নিজেকেই দোষী করত যদি না প্রণতি তার স্বাভাবিক ভব্যতা ছেড়ে তাকে জুতো ছুঁড়ে মারত। সে প্রণতিকে শাসিয়ে এসেছিল, তার বেশী হয়ত কোন দিনই কিছু করত না। সে এলাহাবাদে আসবে বলে আসে নি। প্রণতির কাছে অপমানিত হয়ে সে প্রায় ক্ষেপে উঠেছিল, কলকাতা ছাড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে সে চারদিকে যাবার জায়গার সন্ধান করছিল। ঠিক সেই সময় ডাক্তার বোসের সহকারীর বিজ্ঞাপন তার চোখে পড়ে, আর সে সোজা এলাহাবাদ চলে আসে। তারপর কণিকার সাহচর্য্যের মোহে সে সেখানেই থেকে যায় যদিও কাজের প্রতি তার কোন আগ্রহ ছিল না। কণিকার ঘনিষ্ঠতাকে সে ভুল বুঝেছিল, কিন্তু সেইজন্যে প্রণতি তার মন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। নিশীথের ওপর তার রাগ ছিল না, সে তাকে ভাল করে চিনতও না। প্রণতি তাকে গ্রহণ করে নি, এর জন্যে নিশীথকে দায়ী করবার মত বুদ্ধির অভাবও তার ছিল না, কিন্তু সেই নিশীথের জন্যে কণিকা যখন তাকে দূরে সরিয়ে দিলে, তখন তার মনে হল নিশীথ তার জীবনের একটা অভিশাপ। সেই সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল প্রণতিকে সে শাসিয়ে এসেছিল। তাই কণিকা বিদায় দিলেও সে চলে যেতে পারে নি, তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল।

সে দেখত নিশীথ আসে, কণিকার কাছে বসে, তার সঙ্গে গল্প করে, কণিকা তাকে যত্ন করে কাছে বসিয়ে খাওয়ায়, তার সঙ্গে হাসে, গল্প করে। দেখে, দেখে তার বিরক্তি বেড়ে যায়, কিন্তু সে কিছু করে উঠতে পারে না। এমন কিছু সে কোন দিন লক্ষ্য করলে না যাতে নিশীথ বা কণিকার সে কোন ক্ষতি করতে পারে। মাঝে মাঝে তার মনে হ'ত ডাক্তার বোসকে কিছু আভাষ দেয়, কিন্তু সাহস হ'ত না। সে জানত ডাক্তার বোসের কণিকাকে কেন, কোন মানুষকেই অবিশ্বাস করবার মত মনের অবস্থা নেই। একটা ভয়ানক কিছু দেখলে সে-সব লোক হয়ত চমকে উঠে তার গভীরতা অনুভব করতে পারে, কিন্তু সাধারণ যা দেখলে অনেকে অনেক কিছু বোঝে আর তার চেয়েও বেশী কল্পনা করে নেয়—তাতে ডাক্তার বোসের মত লোকের নিদ্রাভঙ্গ হয় না। সে অপেক্ষা করছিল। সুযোগ পেতে তার দেরী হল না। কণিকাকে নিশীথের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে দেখে তার আশ্চর্য্য লাগছিল। সামান্য ঘনিষ্ঠতা করতে যে মেয়ের সমস্ত অনুভূতি সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে সে মেয়ে কি করে আর একজন পুরুষের কাছে নিজেকে সুলভ করে তোলে? এ প্রশ্নের জবাব সুরেশ নিজের মনের মধ্যে পেলে না। তার একবার মনে হল ডাক্তার বোসকে ডেকে নিয়ে এসে দেখায়, কিন্তু সে সাহসও হল না। ডাক্তার বোস আসবার আগেই তারা দূরে সরে যেতে পারে, ডাক্তার বোস নাও আসতে পারেন, আর এলেও বিশ্বাস না করতে পারেন। সে দেখলে তার চেয়ে ভাল হচ্ছে এই অবস্থার একটা ছবি নেওয়া, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। ডাক্তার বোস কণিকাকে অবিশ্বাস করুন আর নাই করুন কণিকা থাকবে তার হাতের মধ্যে, আর নিশীথের ওপর প্রণতির বিশ্বাসটাও ভাঙবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস যতটা ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে আর কোন কিছু তা পারে না। অন্ধকারের মধ্যে flash light জেলে এক মুহূর্ত্তে সে একখানা ছবি তুলে চলে গেল, কণিকা বা নিশীথ কেউ সে-কথা জানতেও পারলে না।

ছবিখানা develop করে সে দেখলে যে ভারি চমৎকার হয়েছে, এত চমৎকার যে হবে তা সে আশা করে নি। সেই ছবিখানা দেখলে প্রণতি কতখানি মর্ম্মাহত হবে ভেবে তার ভারি আনন্দ হচ্ছিল। প্রণতিকে সে ছবি দেখানোর মধ্যে যে নীচতা ছিল তা বুঝতে তার সময় লাগে নি, কিন্তু সেটা নিশীথকে কতকগুলো জাল চিঠি দেখানোর চেয়ে নীচ নয়। যে সুরেশ সেটা পেরেছিল, সেই সুরেশই তাকে বললে যে এ তার চেয়ে বেশী অন্যায় নয়, তাই সে একখানা ছবি প্রণতিকে ডাকে পাঠিয়ে দিলে।

শুধু প্রণতিকে একখানা ছবি পাঠিয়েই

পূজা আগতপ্রায়!

আপনার পণ্যদ্রব্যের প্রচারের জন্য সিনেমায় শ্লাইডের বিজ্ঞাপন দিন। সিনেমার বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হবার নয়।

সোল এজেণ্ট :—রূপবাণী ও অন্যান্য সিনেমা, কলিকাতা ও মফঃস্বল সিনেমা।

বি, নান, ১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—বড়বাজার ৩২৩৯

সে সন্তুষ্ট হল না। আর একখানা ছবি নিয়ে সে গেল ডাক্তার বোসের কাছে। ক'দিন সে ডাক্তার বোসের কাছে যায় নি। ডাক্তার বোস তাকে দেখে বললেন, "আপনার কি হয়েছে বলুন তো? ক'দিন আসে নি কেন?"

সুরেশ বললে, "আমার শরীরটা বিশেষ ভাল লাগছে না।"

"সে কি কথা? চমৎকার জায়গা—রিসার্চের পক্ষে আমার তো মনে হয় সবচেয়ে ভাল জায়গা। সব কিছু পাওয়া যায় অথচ অন্য সহরের মত গোলমাল নেই।"

"আমি আপনার কাছ থেকে ছুটী নিতে এসেছি।"

ডাক্তার বোস আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "ছুটী? সে কি? আপনি ছুটীতে গেলে আমার চলবে কি করে? আপনি না এলে আজকাল আর কাজ এগোয় না। ছুটীর কথাটা বলবেন না, ওতে মনে হয় আপনি এখানে আসেন চাকরীর জন্যে, রিসার্চের জন্যে নয়। ক'দিন আসবেন না?"

সুরেশ একটু ইতঃস্তত করে বললে, "আমি বোধ হয় আর আসব না। আপনার কাছে যে ব্যবহার পেয়েছি..."

তাকে বাধা দিয়ে ডাক্তার বোস বললেন, "কি ব্যাপার বলুন তো? কোন ভাল চাকরী পেয়েছেন না কি? অবশ্য আপনার ভবিষ্যৎ আমি নষ্ট করে দিতে চাই না..."

সুরেশ বললে, "না, চাকরী পাই নি; চাকরীই যদি করব তা'হলে আপনার কাছে করাই সবচেয়ে ভাল। আমার আর ভাল লাগছে না।" ডাক্তার বোস একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সুরেশ বললে, "একটা কথা আপনাকে বলতে চাই; আপনার কাছে যে ব্যবহার পেয়েছি তাতে না বলে পারছি না।"

ডাক্তার বোস বেশ নির্লিপ্তভাবে বললেন, "বলুন?"

সুরেশ বললে, "কথাটা একটু অপ্রিয়, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি—আপনাদের কাছে ঋণী, তাই না বলে পারছি না।"

"বেশ তো বলুন না।"

"নিশীথবাবুকে আপনারা কতদিন জানেন?"

"নিশীথবাবু কে?"

"আপনি চেনেন না? ভদ্রলোক উকিল, আপনার স্ত্রীর এক বন্ধুকে বিয়ে করেছেন, এখানে প্রায়ই আসেন..."

"ও, হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে। তাঁকে জানি তা এমন বেশী দিন হবে না—এই ধরুন... কেন বলুন তো?"

"আমি তাঁকে ভাল করে জানবার অবসর পেয়েছি। লোকটী বেশ বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

"না, না, আপনি কি বলছেন? রুণি কখনও সে-রকম লোকের সঙ্গে আলাপ রাখে না; আপনি ভুল করছেন।"

"আজ্ঞে না, আমি ভুল করি নি। লোকটির কাজই হচ্ছে মেয়েদের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা, তারপর তার..."

"না, না, আপনি ওদের দু'জনের ওপরই

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

অন্যায় করছেন। নিশীথবাবুকে সে-রকম লোক বলে মনে হয় না, আর তাঁর সে-রকম করবার দরকারই বা কি? কণিকার মত মেয়ে…"

"ক্ষমা করবেন, আমি আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছু বলি নি। তিনি বড্ড বেশী ভাল, তারই সুযোগ লোকটা নিচ্ছে। এই ধরুন না কণিকা দেবীর তো পয়সার অভাব নেই।"

"নিশ্চয়। আমার যা আছে তা সারা জীবন খরচ করেও সে ফুরোতে পারবে না।"

"অথচ কণিকা দেবী সামান্য সম্পত্তির জন্যে তাঁর ভাইদের সঙ্গে "কেস্" করছেন।"

"কণি কেস্ করছে তার ভাইদের সঙ্গে? আপনি কি বলছেন?"

"সত্যি কি না কণিকা দেবীকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। কেস্‌টা অবশ্য ঠিক কণিকা দেবী করছেন না, তিনি করতে বাধ্য হচ্ছেন নিশীথের জন্যে।"

"ঠিক তো বুঝতে পারছি না; কণিকা বাধ্য হবে কেন? নিশীথবাবু কেন তাকে বাধ্য করাবেন?"

"কারণটা খুবই সহজ। নিশীথ গরীবের ছেলে। কণিকা দেবী তাকে…"

"বেশ তো কণি তাকে সাহায্য করতে চায়, করুক না কেন! আমি তো বারণ করি নি। তাই বলে ভাইদের সঙ্গে 'কেস্' করা! না, না এ-সব ঠিক নয়।"

সুরেশ দেখলে ডাক্তার বোস তাঁর স্বাভাবিক ভাব-জগৎ থেকে নেমে এসেছেন, বাস্তব জীবনের দুর্বলতা এখন তাঁর মনের মধ্যে থাকা সম্ভব। সে ভয়ানক রকম একটা দুঃসাহসের কাজ করে বসল। সেই ছবিখানা ডাক্তার বোসের হাতে দিয়ে বললে, "দেখুন নিশীথবাবু কি রকম ভদ্রলোক!"

ছবিখানি বেশ ভাল করে দেখে ডাক্তার বোস বললেন, "এ ছবি আপনি কোথায় পেলেন?"

"তা বলতে পারব না।"

সামান্য বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে ডাক্তার বোস বললেন, "পারবেন না? একজন ভদ্র-মহিলা আর একজন ভদ্রলোকের সম্বন্ধে একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত করছেন অথচ তার কৈফিয়ৎ দেবেন না?"

"না। আমি যা আপনাকে জানান দরকার মনে করেছি তাই জানিয়েছি, তার বেশী বলতে পারব না।"

"আপনাকে আমরা আশ্রয় দিয়েছিলাম, কোনদিন আপনার সঙ্গে কোন অন্যায় ব্যবহার করি নি; কণি আপনাকে যথেষ্ট দয়া করেছে আর তারই সুযোগ নিয়ে আপনি…"

"আমি কি করতে পারি? আপনার স্ত্রী যদি রাত্রের অন্ধকারে একজন পুরুষের সঙ্গে…"

ডাক্তার বোস চীৎকার করে বলে উঠলেন, "চুপ কর বেয়াদব। আমার সামনে আমার স্ত্রীর অপমান করতে তুমি সাহস কর? বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে, যাও, বেরিয়ে যাও।"

সুরেশ বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কণিকা ঘরে এল।

কণিকা আসতে ডাক্তার বোস বললেন, "কণি, সুরেশ কি বলে জান? বলে তুমি নাকি তোমার ভাইদের সঙ্গে সামান্য সম্পত্তি নিয়ে 'কেস্' করছ?"

কণিকা হাসতে হাসতে বললে, "তাঁরা আমায় যদি ফাঁকি দিতে চান তা'হলেও কি কেস্ করা উচিত নয়?"

"না, না আমি জানি কোন কারণেই তুমি তোমার ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া করবে না। তা'ছাড়া তোমার যা আছে একটা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। একটা ছেলে-মেয়েও নেই।"

কণিকা হাসতে হাসতে বললে, "নেই, কিন্তু…"

ডাক্তার বোসও সেইভাবে জবাব দিলেন, "I am too old for that".

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

কণিকা বললে, "জোর করে যদি নিজেকে বুড়ো করে রাখ তা'হলে আমি কি করব? তা যেন হ'ল কিন্তু ওরকম করে চেঁচিয়ে উঠেছিলে কেন? তোমায় তো কখন রাগতে দেখি নি।"

"ও, সুরেশ একটা ছবি দেখালে—ভাবলে আমি trick photographyর সম্বন্ধে কিছুই জানি না—তার এই সামান্য চালাকিতে আমি তোমায় অবিশ্বাস করব?" কণিকা ডাক্তার বোসের টেবিলের ওপর থেকে ছবিটা তুলে নিলে। মুহূর্তের জন্যে তার চোখ মুখ বোধ হয় লাল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তা লক্ষ্য করবার মত ক্ষমতা ডাক্তার বোসের ছিল না। কণিকা সে-কথা জানত, সে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা, তোমার মধ্যে কি jealousy বলতে কোন কিছু নেই?"

ডাক্তার বোস আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "Jealousy? কার ওপর? কি বলছ কণি?"

কণিকা হতাশ হয়ে বললে, "না কিছু বলি নি। আচ্ছা, যদি কোন দিন নিজে চোখে দেখ আমি কারও সঙ্গে…" কণিকা তার কথা শেষ করতে পারলে না। ডাক্তার বোস বললেন, "থামলে কেন? বল। যদি না বল তা'হলে আমার মন ওর শেষটা খুঁজতে থাকবে, কোন কাজ হবে না।"

"আচ্ছা, যদি তোমার laboratoryর সব জিনিষপত্র আমি একদিন হঠাৎ ভেঙ্গে দি তা'হলে কি তুমি খুব রাগ কর?"

"রাগ করি না, তবে দুঃখ হয়। এরা আমার প্রাণ।"

"আর আমি কি তোমার কেউ নই? এদের তুমি ছাড়তে পার না, আর আমায় বেশ ছেড়ে দিতে পার?"

ডাক্তার বোস তাকে কাছে টেনে বললেন, "কে বললে তোমায় ছেড়ে দিতে পারি? পারলে তো এতদিন কবে তোমায় মুক্তি দিতাম। তোমায় ছেড়ে দেওয়া উচিত জানি, কিন্তু পারি না।"

"তবে আমায় তোমার আরও কাছে টেনে নাও না কেন? এমনভাবে আমায় ঘিরে রাখ যেন কেউ আর আমার কাছে না আসতে পারে, বাইরের জগতের আলো আর আমার চোখের ওপর না পড়ে, তোমার সমস্ত জগত যেন আমি জুড়ে থাকতে পারি।"

"আর আমার laboratory?"

"ভেঙ্গে ফেল, বন্ধ করে দাও, আগুন ধরিয়ে দাও, যা ইচ্ছে হয় কর।"

"না, না, তা কি করে হয়? আমি এতদিন ধরে যা করেছি…"

"না, তুমি পারবে না," কণিকা ঘর থেকে

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নুতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	১৬ কোটি	৩৪	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল	২ "	৯৬	"	"
মোট সংস্থান	৩ "	৩৬	"	"
দাবী শোধ…	১ "	৮৫	"	"
প্রিমিয়াম আয়	… …	৭৪	"	"

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

BLOCKS

HINDUSTHAN PHOTOTYPE SYNDICATE

Quality Process Engravers.

1, GURPAR ROAD

Calcutta

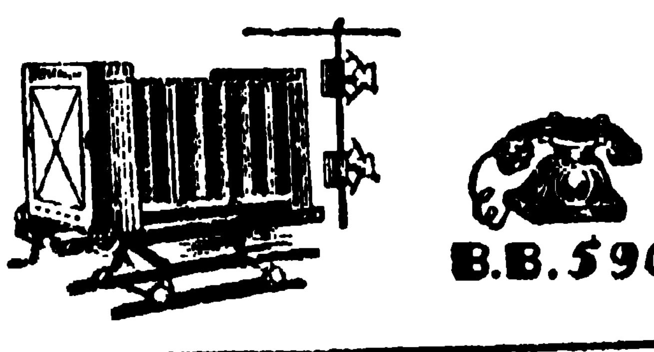

B.B. 5900

N. K. DAS GUPTA

PROPRIETOR

Best & Cheapest House in Calcutta

গল্প

কারমেন্

—শ্রীকমলা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডন্ জোস্ দি আ রা-বে ন্ গো য়া, করডোভার কারাগারে বসে বসে, কারা প্রহরীর সামরিক কায়দায় চলাফেরার শব্দ শুন্ছিলেন। পায়ের শব্দ আর তার প্রতিধ্বনি একবার কাছে আস্ছিল, আবার যাচ্ছিল দূরে মিলিয়ে।

মনে তিনি ঠিক জান্তেন, এম্নি ক'রেই একদিন তাঁর শেষ আসবে এগিয়ে, তার মাথার উপরে দু'শত ডুকাট্ পুরস্কার ঘোষণা করা হ'য়েছিল, কিন্তু গভর্ণমেন্টের সে খরচ তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।—স্বেচ্ছায় তিনি ধরা দিয়েছেন।

তাঁর পাশে—এক ঝলক সূর্য্যের কিরণ, কারাকক্ষের গরাদের জন্য দ্বিধা-বিভক্ত হ'য়ে প'ড়ছে। যদি না এই রোদটুকু প'ড়তো, তবে এটাকে ঠিক জানালা বলা যেত কিনা, সেটা তর্কের বিষয়। তিনি ভাবছিলেন—যে নিজের হতভাগ্যের কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের দোষেই রচিত হয়েছে।

বোকার মত এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ল'ড়ে তিনি সৈন্যদলে ঢুকতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। তারপর একবার কোনও রকমে কর্পোরাল হওয়ার পর, ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি পেয়ে এসেছেন,—সৈন্যবিভাগে পদের গৌরব আছে, আরাম আছে।

সেভিল্ সহরে যে কারখানায় পাঁচ শত মেয়ে ব'সে ব'সে চুরুট তৈরী করে, বিড়ম্বিত ভাগ্য তাঁকে সেখান থেকে টেনে এনেছিল। সেই কালো-চোখের তারা তাঁকে ভুলিয়েছিল, আর ভাগ্যদোষেই সেই পথ-চারিণী তাঁর সাম্নে এসেছিল। কিন্তু আর যা কিছু হ'লো তারপরে—হ্যাঁ, এ'সবের জন্য অবশ্য তিনিই দোষী, আর কেউ নয়। প্রথমে তাকে দেখেই, তাঁর মনে তার ছবি এঁটে বসেছিল। একটা লাল স্কার্ট, আর সেমিজে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল গুঁজে সে চ'লছিল রৌদ্রতপ্ত সহরের চৌরাস্তা পেরিয়ে। সাদা মুক্তার মত দাঁতে সে একটা ফুল ছিঁড়ে ফেল্লো। পার্কে চ'লবার সময় কোমরে একখানি হাত রেখে, বড় বড় কালো চোখে পাশে চেয়ে চেয়ে সে চ'লছিল, তাঁদের এই বাস্ক্-দেশে এই দৃশ্যে তাঁরা সবাই আকৃষ্ট হ'তেন।

প্রথমে তার প্রতি কোনও আকর্ষণ আসেনি। কিন্তু সেও ছিল বিড়ালের মত চালাক্; যে তার দিকে নজর দিতো না, সে তাকে ভুলবার জন্যে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকতো—তাঁকে দেখে সে সব বুঝে নিলে। তারপর এগিয়ে এসে মুখের ফুলটি এমনভাবে ছুঁড়ে দিলে, যে সেটা গিয়ে তাঁর যুগল ভুরুর মাঝে আঘাত ক'রলো! ডন্ জোস্ তাঁর বেঞ্চে উপুর হ'য়ে ব'সে, হাত দুখানি গালে দিয়ে কি ভেবে নিলেন। আজও সে ছবি পরিষ্কার তাঁর মনে পড়ে। সেই ফুলটী তাঁর সামনে মৌমাছির মত গুঞ্জন তুললো। পথ ধরে সে তখন এগিয়ে গেছে। তারপর বন্ধু-বান্ধবদের এড়িয়ে, এক ফাঁকে তাড়াতাড়ি সেই ফুলটী তিনি কুড়িয়ে পকেটে ফেললেন। জীবনে এই হ'লো তাঁর বোকামীর সুরু।

তার দু'তিন ঘণ্টা বাদে চুরুটের কারখানায় হ'লো এক ভীষণ গোলমাল, একটী কুলী এসে তাঁকে ব'লে গেলো, যে একটী মেয়ে খুন হ'য়েছে, ভিতরে গিয়ে তিনি দেখলেন, কার্মেন একটী মেয়েকে রাগের ঝোঁকে মেরে ফেলেছে।

'ভগ্নি, এসো আমার সঙ্গে'।—ব'লে তাকে হাতে ধ'রে বন্দীশালার পানে নিয়ে চল্লেন। তাঁদের পিছনে দুজনে শাস্ত্রী চ'ল্লো।

কেমন করে পথে কারমেন্ তাঁকে বাস্ক্ ভাষায় বল্তে সুরু করলে কত কথা! সে তাঁর গাঁয়ের মেয়ে না হ'লেও তাঁর দেশের মেয়েতো' বটে! তার দরিদ্র মাকে সাহায্য ক'রবার চেষ্টায় সে এতদূর এসেছে। তার মায়ের দুটি আতার গাছ ছাড়া আর কিছুই নাই।

তিনি যুবক, আর তা'ছাড়া অনেকদিন বিদেশে থাকায় দেশের কথায় তাঁর মনটা একটু আকুল হ'য়ে উঠ্লো। তিনি তাকে

চলে গেল। ডাক্তার বোস সুরেশের দেওয়া ছবিখানা হাতে করে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে উঠে গিনিপিগের খাঁচা খুলে একটা গিনিপিগ্ বার করলেন। সেটা তাঁর হাতে কামড় দিতে ডাক্তার বোস তাকে ছেড়ে দিলেন। সে লাফাতে লাফাতে laboratoryর সমস্ত জিনিষপত্র ভেঙ্গে ফেলতে লাগল।

ডাক্তার বোস একবার চেঁচিয়ে কণিকাকে ডাকলেন, তারপর দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। কাঁচের জিনিষ যত ঝনঝন করে ভেঙ্গে যায় গিনিপিগটা তত লাফাতে থাকে। ডাক্তার বোস তাকে ধরবার কোন চেষ্টা করলেন না। একটু পরে কণিকা ঘরে এসে অবস্থা দেখে অবাক হয়ে বললে, "তুমি চুপ করে বসে রয়েছ? সব ভেঙ্গে ফেললে যে? আবার অনেক টাকা খরচ করতে হবে।"

ডাক্তার বোস বললেন, "না আর খরচ করতে হবে না।" (ক্রমশঃ)

ফন্দী শিখিয়ে দিলেন। তাঁকে ফেলে দিয়ে, শান্ত্রীদের ধাক্কা দিয়ে সে ছুটে পালিয়ে যাক্। হঠাৎ সাদা মোজাওয়ালা পা, স্কার্টের পাশে পড়ে গড়াগড়ি খেলো, খানিক পরেই দেখা গেল, সে পালিয়েছে।

নিজেদের দোষ খণ্ডাতে, শান্ত্রী দুটো তাঁর ঘাড়ে দোষ দিলো। মেয়েটার সঙ্গে তিনি বাস্ক্ ভাষায় কি সব বলাবলি করেছেন। এখনকার চেয়েও ছোট্ট কারাকক্ষে তখন তাঁকে থাক্‌তে হ'য়েছিল। কিন্তু তখন প্রাণে আশা ছিল অসীম, আর সাধারণ জ্ঞানেরও অভাব হয়নি।

কার্‌মেন তাঁকে একখানি মোটা রুটির মধ্যে পুরে যে কাগজপত্র পাঠিয়েছিল, সেগুলি ব্যবহার করতে তিনি ভোলেন নি। জেল থেকে খালাস পেয়ে, তাঁকে সামান্য সৈনিকের পদে পুনরায় নামিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। কর্ণেলের দরজার পাহারার কাজে তাঁকে দেখা গেলো। কী তিক্ত অভিজ্ঞতা! পল্টনের আগে আগে যখন বুক ফুলিয়ে চলা যায়, তখন মনে থাকে সৈন্য-জনোচিত উন্মাদনা, পথের লোক তাকিয়ে দেখে। খুবই যেন একজন বিখ্যাত লোক! কিন্তু সাধারণ সৈন্য হ'য়ে, পদচ্যুত হয়ে এমনি একজন পথ-চারিণী মেয়ের হাতে তিনি তুলে দিলেন—তাঁর সব আশা-ভরসা! একথা তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেও পারতেন, কারণ জগতের নিয়মই যে এই। যাক্ এ সব কথা। কিন্তু এমন সময় দেখা গেল সূর্য্য-কিরণে ধুলি উড়িয়ে এসে থামলো একখানি কোচ্।

কারমেন্! নীল পোষাক, সোনালী ও রঙিন রিবন আর ফুলের গুচ্ছ লাগিয়ে, অপরূপ অতুলনীয় বেশে নেমে এলো—তাঁর সাম্‌নে। তাঁকে দেখে সে উঠলো হেসে, বললো,—'কি? তুমি কাঁচা পাহারাওয়ালার মত পাহারা দিচ্ছ দেখি?' সে দাঁড়ায় না, কর্ণেলের বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ে।

কতক্ষণ পরে হল ঘর থেকে নাচ-গানের সুর ভেসে আসে।

ফিরবার মুখে কার্‌মেন তাঁর পানে এক বক্র দৃষ্টি হেনে চ'লে যায়। যেতে যেতে বলে, 'ও দেশের লোক! ফুর্ত্তি চাওতো ট্রিয়ানা বা প্যাস্‌টিয়াতে যাওনা কেন?' সে দিনের কর্ত্তব্য শেষ ক'রে—ডন্ ভালো পোষাক প'রে তারই খোঁজে বেরিয়ে পড়েন।

আজ তিনি স্বীকার করেন, তাঁর সেই পাগলামির কথা। কী ক'রে তিনি কারমেন্‌কে এত বেশী ভালবাস্‌লেন? সে তাঁকে ঠাট্টা ক'রতো। অনর্গল মিথ্যা কথা ব'লে, তাঁকে ঠকিয়ে যাওয়া ছিল তার কাজ। এক এক সময় রাগে তিনি অন্ধ হ'য়ে উঠতেন। কিন্তু তার হাসি, মনভুলানো হাসি, তাঁকে সব দিতো ভুলিয়ে। রাগ জল হ'য়ে যেতো, তাদের কতদিন ভালোভাবে কেটে গেছে। এক রাতে তারা বাজারে বেরিয়ে কত কি কিন্‌লো, যতক্ষণ তাদের দুজনার পয়সার থলি খালি না হ'য়েছিল। ক্যাণ্ডি-লেজো ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে কার্‌মেন তাকে নিয়ে গেলো—সেই রাতে।

হঠাৎ ডন্ তাঁর কারাকক্ষের মধ্যে জোরে জোরে পায়চারী সুরু ক'রলেন। তাকে ভালবেসে তাকে ছাড়া আর কিছুই তাঁর মনে আসে না। একি? তাঁকে কি শেষে এম্‌নি ক'রে মরতে হবে? তবে এ জীবন নিয়ে তিনি কি কাজে লাগাবেন? সেই রাতের পর কিছুদিন তার দেখা পাওয়া যায় নি। পরে এক রাতে নগর-প্রাচীরের ধারে পাহারা দেওয়ার সময় আবার কার্‌মেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ—'যাও এখান থেকে। এখান দিয়ে যেতে পাবে না।'—সে বলে কতকগুলি পথিককে, যারা সেদিকে আসছিল। তারাও পথচারী। সে ভাবে, যদি তিনি তাদের একবার যেতে দিতেন তবে নিশ্চয় আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তো। ডন্ অস্বীকার ক'রলেন; অবশ্য মুখ দিয়ে তাঁর কথা বাহির হ'লো না। কিন্তু কার্‌মেন যখন বললে, যে তিনি যেতে না দিলে সে সোজা যাবে তাঁর সেনাধ্যক্ষের কাছে, তখন তাঁর সইলো না। পাঁচ জন পথচারীর সঙ্গে তাকে যেতে দিতে হ'লো।

সেই রাতে তার সঙ্গে আবার দেখা হয়, কার্‌মেন বলে—'যাও, তুমি খুব দরদস্তর করো।...যদিও আমি কেন ফিরে এসেছি, তা' নিজেই জানি না;—তবুও তোমাকে আমি আর সইতে পারি না।'

এক ঘণ্টা ধ'রে চ'ল্‌লো তাদের তর্ক। ডন্ জোস্ ভীষণ রেগে শেষে বেরিয়ে গেলেন। সে রাত্রে তিনি ঘুমানো দূরে থাক্, পাগলের মত সারা রাত পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। অবশেষে এক নির্জ্জন গির্জ্জার প্রাঙ্গনে ঢুকে, বাকী রাতটুকু কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছিলেন।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে এমন হ'লো, কার্‌মেন এসে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছে। সে মায়াবিনীর মতো হাসে এবং হয়ত বলে—'না, তোমায় আমি এখনও তেম্‌নি ভালবাসি। তোমার কাছ থেকে স'রে যেতে পারি কখনও? তোমাকে বিদায় দিয়ে আমি থাক্‌তে পারি না ব'লেই তো এসেছি।...'

ডন্ জোস্ কাঠের বেঞ্চির উপর বসেন। কপালে হাত দুখানি রেখে সাম্‌নে ঝুঁকে হাতে অনুভব করেন কপালের শুষ্ক ক্ষত। এই ক্ষতের ইতিহাস আছে। এক রাত্রে কার্‌মেনের ঘরে গিয়ে একজন লেফ্‌টেনাণ্টকে দেখ্‌তে পান্। ভীষণ রাগে দুজনায় তরওয়াল নিয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লেগে যান্। লেফ্‌টেনাণ্ট্ মাথায় আহত হ'য়ে ঘরের সেই মেজেতে লুটিয়ে পড়ে, আর তাঁর আঘাতের সাক্ষী এই কপালের ক্ষত। কার্‌মেন বাতী নিভিয়ে দেয় ভয়ে। তারা দু'জনে সেখান থেকে সেই রাত্রেই পালায়। সেভিল্ থেকে পালিয়ে, তাঁরা এক

বে-আইনী ব্যবসায়ে লেগে যান্। জীবন যেন করাল রাত্রির স্বপ্নের মত, নরহত্যা আর দস্যু বৃত্তির মধ্যে কেটে যেতে থাকে।

কিন্তু সেদিনেও একমাত্র শান্তি ছিল—এই ঘোরতর অশান্তির মধ্যে,—কার্‌মেনের সঙ্গ-সুখ। ডন্ কেবল তারই ভরসায় নতুন জীবন সুরু ক'রেছিলেন। কিম্বা কার্‌মেনই তাঁকে বাধ্য করেছিলো, এই বৃত্তি মেনে নিতে। তিনি শুনেছিলেন, আন্-দালুসিয়ার পর্ব্বতে জঙ্গলে দস্যুদল ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, হাতে তাদের বন্দুক, আর ঘোড়ার পিঠে তাদের প্রত্যেকের প্রেমিকা। কী স্বাধীনতায় না তারা থাকে? এমনি ক'রে কার্‌মেনকে ঘোড়ায় পিছনে বসিয়ে তিনিও কাটাবেন জীবনের বাকী দিনগুলি। তাঁকে ব'লেওছিলেন একথা, কিন্তু কার্‌মেন হেসে উড়িয়ে দেয়।

এর কারণ শীগ্‌গির জানা যায়। সে বিবাহিত,—ডন্ জানতে পারেন। গার্সিয়া তার স্বামী। সে যে কতবার জেল খেটেছে তা তার কর্কশ চেহারা আর শয়তানী দেখলেই আন্দাজ করা চলে। একবার এক যুবক দস্যু হঠাৎ সামান্য আহত হয়। গার্সিয়া কাছেই ছিল। তাকে আঘাত পেতে দেখে সাহায্য করা দূরে থাক্, সে তার বন্দুক দিয়ে তাকে একেবারে শেষ ক'রে দেয়। গার্সিয়া এত অমানুষ! নিজের অমানুষীর তারিফ ক'রবার জন্যে সকলকে ডেকে সেই ছেলেটাকে দেখিয়ে তাকে কেউ চিন্‌তে পারে কিনা শুধায়। দশ বারটী বুলেট ছেলেটার মাথাটা চূর্ণ ক'রে দিয়েছে। কী বীভৎস ব্যাপার!

কার্‌মেন তখন জিব্রালটারে, দলের অন্য কাজে গিয়েছে। কোনও পথিকদল যাচ্ছে কিনা, লুকিয়ে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে কি মাল পাঠানো যায়, তারই কাজে সে ব্যস্ত। এমন দিনে ডন্ জোস্ গার্সিয়াকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেন। ছুরি নিয়ে তাদের লড়াই হয় ও গার্সিয়া মারা যায়।

এই হচ্ছে তাঁর জীবনে প্রথম হত্যা, যা তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রেছিলেন।

তারপর কার্‌মেনের সঙ্গে অনেক দিন সুখেই কেটে গেছে,—কখন মালাগায়, কখন কর্‌ডোভায়, কখন বা গ্রেনাডায়। একদিন এক নির্জ্জন সরাইখানায় তিনি কার্‌মেনকে ডেকে পাঠালেন। তার আরও প্রেমিক আছে, একথা তিনি জান্‌তেন। কিন্তু তাদের সঠিক সংখ্যা তাঁর জানা ছিল না। মলাগার এক ব্যবসাদার, কর্‌ডোভার এক ষাঁড়ের লড়াইওয়ালা,—এ দুজনকে তিনি জান্‌তেন। অনেক কষ্টে তিনি তাঁর হিংসা চেপে রাখ্‌তেন।

কার্‌মেন তাঁকে একদিন ব'লেছিল: 'জানো কি, যে তুমিই এখন আমার স্বামী! যখন প্রেমিক ছিলে তখন তোমায় যেমন দেখ্‌তাম্ এখন আর তাই তেমন দেখি না।' তিনি তাকে নিয়ে আমেরিকায় চ'লে যেতে চান্। এই বীভৎস জীবন আর কাটানো যায় না। সেভিল্ থেকে পালানোর পর থেকে যে কী ক'রে জীবন কাট্‌ছে! আমেরিকায় চ'লে গিয়ে তারা ভালোভাবে জীবন কাটাবে। সে নারাজ, বলে, 'আমি স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতে চাই, আমার যেমন ক'রে খুসী তেম্‌নি ক'রে বাঁচতে চাই!' ষাঁড়ের লড়াই-ওয়ালা আবার তাঁর প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠে। কার্‌মেন একা একা কর্‌ডোভায় যায় আসে। তাঁর অসহ্য বোধ হয়।

ষাঁড়ের লড়াই চল্‌ছে। কার্‌মেন দেখছে, তার প্রেমিক ল'ড়ছে। ডন্ জোস্‌ও লুকিয়ে এসেছেন। ষাঁড়ের গলার ফিতাটী খুলে পিকাডোর তার প্রেমিকা কার্‌মেনের পানে ছুঁড়ে দেয়। এক মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় সব গোলমাল হ'য়ে যায়। জনতার কোলাহলের মাঝে দেখা যায়, পিকাডোর মাটিতে লুটোচ্ছে আর আহত ষাঁড় তাকে মাটিতে চেপে ধ'রেছে। কারমেন আর দেখ্‌তে পারে না, উঠে চ'লে যায়

পরে তার সঙ্গে শেষ বার দেখা হয়,—কারা-প্রাচীরের মধ্যে নয়। ডন্ একটা শেষ চান্—আর এমনভাবে চলে না। তাঁদের কথা চলে। তিনি ব'ল্লেন, 'দেখ, অতীতের কথা ভুলে যাও। প্রতিজ্ঞা করো, আমার সঙ্গে আমেরিকায় যাবে তুমি?' 'কিছুতেই নয়।' সে উত্তর দেয়, 'আমি এখানেই থাক্‌তে চাই।'

'দেখ, তা হয় না। তোমার প্রেমিকদের হত্যা করে করে আমি ক্লান্ত। এবার রাজী না হ'লে তোমায় হত্যা ক'রে সব শান্ত ক'রবো।' তীব্র চোখে কার্‌মেন তাঁর পানে চায়, বলে—'আমি এ ব্যাপার কল্পনা ক'রেছি যে তোমার হাতেই আমার মৃত্যু। আমি তোমার কাছে অতি তুচ্ছ,—তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমি নই।' 'থাক, তুমি ঠিক ক'রে এখনই বল,' তুমি কি চাও। আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি। '—তুমি আমাকে হত্যা ক'রতে পারো—তা জানি।' সে বলে—'হয়ত তাই আমার ভাগ্য! তবু তোমার মতে কিছুতেই আমি মত দেব না। তোমাকে আর ভালবাস্‌তে আমি পারি না। অসম্ভব তোমাকে ভালবাসা। তোমার সঙ্গে থাকবার আর মোটেই আমার ইচ্ছা নাই।'

ছুরি বাহির ক'রে তার সামনে উঁচিয়ে ধ'রে ডন্ তাকে ভয় দেখান্।

কার্‌মেন পাথর—রাক্ষসীর মতো অস্বীকার করে।

'শেষ বার তোমায় ব'লছি,—'

'না—না—না। কিছুতেই নয়।'

তাঁর দেওয়া আংটীটী খুলে সে তাঁরই মুখে ছুঁড়ে দেয়।

এক মুহূর্ত্ত। ডন্ জোস্ বাঘের মত লাফিয়ে প'ড়ে কার্‌মেনের বুকে ছুরিখানা আমূল বসিয়ে দেন। সে একটা কথাও বলে না। ভয়ে চীৎকার করে না।

মাটীতে লুটিয়ে পড়ে তার রক্তাক্ত দেহ। কার্‌মেনের চোখ দুটী বুজে আসে,—ছোট ছোট্ট অশ্রুর ঢেউ উপ্‌চে পড়ে। তারপর সব নীরব হ'য়ে যায়।

কারাগারের বেঞ্চ থেকে ডন্ জোস্ উঠে দাঁড়ান্। সূর্য্য ডুবে গেছে ততক্ষণ। বাহিরে প্রহরীর পদশব্দ শোনা যায়।

আলোচনার আসর

দেশ-সেবায় নারীর কর্ত্তব্য

(১০)

প্রায় অনেকের ধারণা যে, যাঁরা কংগ্রেসে নাম লিখিয়েছেন, খদ্দর পরছেন, মিটিংএ যাচ্ছেন, তাঁরাই প্রকৃত দেশকর্ম্মী এবং ঠিক ঐ রকমটী না হ'লে দেশের কাজ করা যায় না। এ ধারণা মস্ত ভুল। রাজনৈতিক কাজ ছাড়া কি অন্য রকমে দেশের প্রতি কাজ করা যায় না? নারীর কি রকম ভাবে দেশ সেবা করা উচিত সেইটাই আমার মূল বক্তব্য।

প্রথমে আমি যদি সুযোগ পাই তবে আমার আশে-পাশের যে সব নিরক্ষর গরীব প্রতিবেশীরা আছে, তাদের যতটা পারি লেখাপড়া শিখিয়ে নিরক্ষরতা অন্ততঃ দূর করবার চেষ্টায় থাকব। দেশ থেকে নিরক্ষরতা একেবারে তাড়িয়ে ফেললে সে দেশ খুব শীঘ্রই উন্নতি লাভ করবে। অশিক্ষিত লোকেরা যদি কিছু লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পায়, তাহ'লে তাদের খবরের কাগজ পড়বার উৎসাহ হবে এবং এই উৎসাহের ফলে তারা পরাধীন আর স্বাধীন দেশ সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে নেবে। কাজেই শিক্ষিতা নারীর পক্ষে ঘরে বসে নিরক্ষরতা দূর করাও একটা দেশের প্রতি কর্ত্তব্য। তারপর আমাদের দেশকে ভালবাসা। বাপ, মা, ভাই, বোন, ছেলে মেয়ে এদের চেয়েও দেশকে ভালবাসা অবশ্য কর্ত্তব্য। উন্নত জীবনকারিনী মহিলা দুঃস্থ মহিলাকে জীবন কার্য্য-শিখিয়ে তাঁকে সহজ ভাবে জীবন চালাবার একটা নির্দ্দেশ যেন দেন। ধনী মহিলাদের অভাবগ্রস্ত বিধবা আশ্রম, যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রভৃতির উন্নতি করবার জন্য কিছু কিছু দান করা আমার মতে খুবই উচিত। সুদক্ষা সাহিত্যিকা তাঁর উপন্যাসে এমন দেশসেবার প্রেরণা লীলায়িত ভঙ্গিতে লিখে যাবেন যাতে সব লোকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে। সাহিত্য, কাব্য, চিত্র, গীত ও বাক্যের মধ্য দিয়েও দেশের কাজ নারী করতে পারে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা-পীড়িতদের কাছে সুবিধা থাকলে নিজে গিয়ে সাহায্য করতে পারেন। তা' হ'লে সে উদ্দেশ্য খুবই সাধু সন্দেহ নেই এবং দেশের প্রতি তাঁর প্রকৃত সেবা করা হয়। তবে

অনেকে নাম কেনবার জন্য গিয়ে থাকেন একবার একটা বইতে একজন লেখ (নামটা ঠিক মনে পড়ছে না) লিখেছিলে: একবার বাঙলার কোন একটী স্থানে বন্য পীড়িতদের সাহায্যের জন্য শিক্ষিতা মহিলা: সেখানে গিয়েছিলেন, পুরুষ কর্ম্মীগণের আ উৎসাহ হ'ল মহিলাদের উৎসাহ দেখে, তা বল্লে, 'আমরা আপনাদের কার্য্যে খুব সাহা করব।' পুরুষ কর্ম্মীরা তাঁদের খাবারের জ যখন ভাত ডালের ব্যবস্থা করলে তখন তাঁদে 'হেড' নারী-কর্ম্মী বলেছিলেন—'I hat native dishes. Thank you, a cup o tea will do for the night." এখা দেখা যাচ্ছে যে স্পষ্টই তাঁরা নাম কিনতে গিয়েছিলেন। এক কাপ চা খেয়ে সে রাতটা সেখানে কাটিয়ে তাঁরা সদলবলে চ গেলেন। সেইজন্যই বলছি সাহায্য করতে যাবার আগে নিজেকে ঠিক করে নিতে হবে যে আমি ঐ কাজের উপযুক্ত কিনা; উপযুক্ত না হ'লেও দূরে থেকে ওদের জন্য নিশ্চয়ই কিছু কাজ করা যায়।

অটুট স্বাস্থ্য ও বলিষ্ঠ মানসিক চিন্ত থাকলে নারী দেশের অনেক কাজ করতে পারেন। যেমন সযত্নে বিদেশী জিনিষ পরিহার করে দেশীয় জিনিষ ব্যবহার করা।

এবারের যুদ্ধেতে ইংলণ্ডের মেয়েরা ফায়ার ব্রিগেড, অ্যাম্বুল্যান্স চালনা প্রভৃতি অনেক রকম কাজে নিযুক্ত আছে। এটাতে যে দেশেরই সেবা করা হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশের জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে এ কাজ নারীর যে কতখানি গর্ব্বের বিষয় তা

ভারতকে শক্তিশালী করুন

ভারতীয় বিমানবাহিনী গঠনে সহায়তা করুন

ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট—১০৲ টাকা, ৫০৲ টাকা, ১০০৲ এবং ৫০০৲ টাকা মূল্যে এই বণ্ড বিক্রীত হইতেছে। দশ বৎসর পরে প্রতি ১০৲ টাকার জন্য ১৩৷৶০ হিসাবে পরিশোধ্য—শতকরা ৩।০ যৌগিক সুদ দেওয়া হইবে—ইনকাম ট্যাক্স বিবর্জ্জিত। এই লগ্নির কোন কারণেই মূল্যহানি হইবে না। একজনে সর্ব্বাধিক ৫০০০৲ টাকা মূল্যের বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। নিকট-তম পোষ্ট অফিসে বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া অফিসে আবেদন করুন।

ছয় বৎসরের ডিফেন্স বণ্ড—১০০৲ টাকা এবং ইহার যে কোন গুণিতক সংখ্যায় বিক্রীত হয়। ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ১০১৲ টাকা হারে পরিশোধ্য। শতকরা ৩৲ হারে সুদ ছয় মাস অন্তর উঠান যাইবে। যে কোন ব্যক্তি যত টাকার ইচ্ছা এই বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেসারীসমূহে আবেদন করুন।

সুদ বিহীন বণ্ড—৫০৲ টাকার উর্দ্ধে যে কোন মূল্যের জন্য বিক্রীত হইবে। তিন বৎসর পরে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পরিশোধ্য—এক বৎসর অন্তে তিন মাসের নোটিশে পরিশোধ করা যাইতে পারে। প্রমাণিত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পরিশোধ করা যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেসারীসমূহে আবেদন করুন।

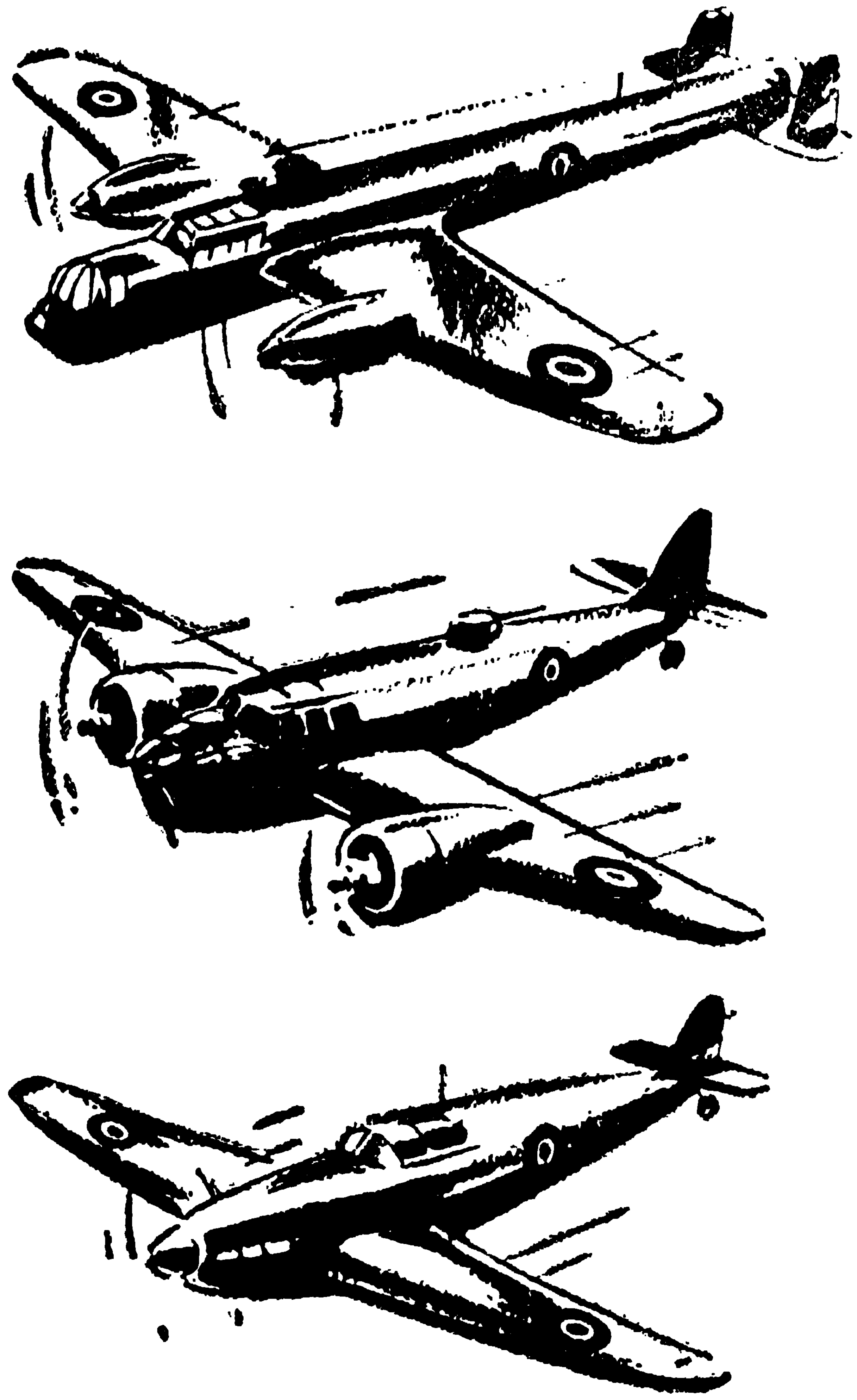

আপনার ভবিষ্যৎ নিরাপদে রাখুন

দেশের বিত্ত-সম্পত্তির দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত স্বদেশেই আপনার টাকা লগ্নি করুন। গবর্ণমেণ্ট আপনার টাকা সুদসমেত ফেরৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেছে।

নিজের দেশ রক্ষায় তৎপর হউন্

জাতীয় সেনাদল, নৌ-বাহিনী ও বোমারু-বিমান-বাহিনীকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিয়া আপনার দেশকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ করুন।

স্বদেশী শ্রম-শিল্পের সহায়ক হউন্

ভারতের শ্রমশিল্প জাতীয় সেনা দলকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করিবার ভার লইবে। আপনার সাহায্য দেশবাসীকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে।

ইণ্ডিয়া ডিফেন্স্ বণ্ড্ ক্রয় করুন

বলবার নয়। যাক্, সুযোগ পেলে আমাদের দেশের নারীরাও ওরকম কাজ করতে কুণ্ঠিতা হবেন না। নমস্কার জানবেন। ইতি—

কুমারী বিজলী সরকার
Clerk Road, Puri

(১১)

পুরুষের উপর থাকে বাহিরের কাজের ভার আর নারীর উপর থাকে গৃহের কাজের ভার। গৃহ-কর্ম্মে কোন ত্রুটী হ'লে পুরুষ যেমন তা'র ভুল ধরিয়ে দেয়, নারীর কর্ত্তব্য হ'ল পুরুষের কাজে অর্থাৎ বাহিরের কাজে পুরুষকে ভুল করতে না দেওয়া। পুরুষের মনে সে জাগিয়ে তুলবে কর্ম্মপ্রেরণা, যে কর্ম্মপ্রেরণা নিয়ে পুরুষ নেমে পড়বে দশের কাজে, দেশের কাজে। নারীকে সব সময় লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে যেন পুরুষ এই কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত না হয়।

শিশু প্রথমেই তা'র মাকে চিন্‌তে শেখে; মায়ের স্নেহ, আদর ও যত্নে সে বড় হয়, কথা বল্‌তে শেখে, ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির পরিস্ফুটন হয়। মায়ের কাছেই সে পায় প্রথম শিক্ষা। সেই সময় থেকেই মায়ের সন্তানকে গড়ে তুলতে হবে এমন করে যেন সে একটা স্বার্থপর, আলস্য-পরায়ণ না হয়ে ওঠে, তা'কে গড়তে হবে এমন করে, যা'তে তা'র ভিতর বড় হবার, মানুষ হ'বার আকাঙ্খা বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে এবং ভবিষ্যতে সে দেশের একজন কৃতী সন্তান হয়। সব সময় তা'র প্রতি দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে যা'তে তার এই মহৎ আশায় ব্যাঘাত না ঘটে।

এই মহাকর্ত্তব্য নিয়ে নারীকে সংসারের পথে চলতে হবে। এই কর্ত্তব্য সাধন কর্‌তে হ'লে নারীকে করতে হবে সাধনা। মাটির হাঁড়িকে একটা ধাক্কা মার্‌লেই ভেঙ্গে যায়, কিন্তু সেটা গড়্‌তে কত কষ্ট হয় তা' একমাত্র কুম্ভকারই জানে।

সংসারকে ঠেলে ফেলে নারীপুরুষ উভয়ে দেশের কাজে উন্মত্ত হ'লে দেশে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করা যায় সত্য, কিন্তু সংসার যাবে উচ্ছন্ন হয়ে। আর থাকবে যা'রা পিছনে পড়ে তাদের কাছে না পৌছাবে শিক্ষার আলোক, না জান্‌বে তারা দেশ-সেবার আনন্দ। তাই নারীকে সংসার বাদ দিয়ে দেশ সেবা করলে চলবে না। সংসারকে আগে তা'কে বাঁচাতে হবে; তারপর বাহিরের কাজ। ঘরের কাজ সেরে যদি বাহিরের কাজ দুই একটী তার দ্বারা সম্ভবপর হয় সেটা ভালই, কিন্তু ঘরে ও বাহিরে দু'টানা স্রোতে পড়ে যেন সব কাজ নষ্ট হয়ে না যায়। যাঁরা ঘরের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করে সময় পান তাঁদের উচিত কুটির-শিল্পের উন্নতি বিধান করা, আতুর ও অনাথাদের শুশ্রূষার সাহায্য করা।

নারী যদি এইভাবে এই মহাকর্ত্তব্য সুশৃঙ্খলতার সঙ্গে পালন কর্‌তে পারে তবেই হবে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন।

শ্রীমতী লক্ষ্মীরাণী মিত্র
রাজগ্রা, বীরভূম

(১২)

নারী সংসারের মেরুদণ্ড স্বরূপ। সুতরাং বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া নারী গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে চাহিতেছে আপনার কর্ম্মস্থান—ইহার ফলে সংসার-ধর্ম্ম লোপ পাইবে—সমাজের শৃঙ্খলা রসাতলে যাইবে এবং সৃষ্টির বিনাশ হইবে।

মস্কো, রোম, বার্লিন বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশ যাহারা সর্ব্বপ্রথম নারীকে গৃহ হইতে বাহিরে টানিয়া আনিয়া—দেশের সকল কাজে নারীকে দিয়াছে পুরুষের সাথে সমান অধিকার, আজ তাহারা তাহাদের সে ভুল বুঝিতে পারিয়াছে, মনে প্রাণে তাই চাহিতেছে পুনরায় নারীকে গৃহে ফিরাইয়া লইতে। সুতরাং নারীকে গৃহে অবস্থান করিয়াই দেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। সংসারের প্রতিটী জীব নারীর সেবার দাস—! পতিসেবা এবং সংসারের অন্যান্য ব্যক্তিগণের সেবার অনুরূপ অতিথি এবং দরিদ্র-সেবাও নারীর সাংসারিক জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। সর্ব্বোচ্চে—মা হইয়া শিশু সন্তানের চরিত্রের গঠন মাতার সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য! শিশু চরিত্রের ভিত্তি প্রাকৃতিক নিয়মে মায়ের শিক্ষার দ্বারা গঠিত। অতএব সুমাতা হইয়া শিশুর শরীরের প্রতি যত্ন লইয়া—তাহার মনে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া, দেশের চিরস্মরণীয় ব্যক্তিগণের আদর্শে দীক্ষিত করিয়া তাহার মনে আঁকিয়া দিতে হইবে দেশসেবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা!

অবসর সময়ে নারীকে তাহার অর্জ্জিত জ্ঞান এবং শিক্ষা দেশের নিরক্ষর এবং অজ্ঞানদিগের উন্নতি-কল্পে দান করিলে দেশের পরম উপকার সাধিত হইতে পারে!

সংসারের দৈনিক ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি যাহাতে স্বদেশী ক্রয় করা হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা—এবং দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন এবং দরিদ্রতা দূরীভূত করা নারীর কর্ত্তব্য!

ব্রত এবং পূজা পার্ব্বন উদ্‌যাপন দ্বারা ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তোলা এবং দেশের পারত্রিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করাও নারীর ধর্ম্ম!

এই সব উপায়েই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশসেবা হইতে পারে। পথে পথে ঘুরিয়া সভা সমিতির দ্বারা দেশ সেবা নারীর মোটেই দেশ সেবা নহে!

শ্রীঅলকা বসু
নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোনঃ বি, বি, ৬৭১১

আপনি কি বলেন

(১৪)

চুল বাড়াইবার উপায়

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

আমি একটি চুল বাড়াইবার উপায় জানি। দীপালীতে এইটি প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিতা হইব।

ভীমরাজ চূর্ণ ।০ পোয়া (যে কোন কবিরাজী দোকানে পাওয়া যাইবে) আমলকী ৵০ পোয়া, কৃষ্ণতিল ৵০ পোয়া, শীতল জলের সহিত কাদা কাদা করিয়া বাটিয়া, তাহাতে ।৷০ সের ওজন চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে খাইলে ১ মাসের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপ চুল বৃদ্ধি পায়। আমি যে মাত্রা দিলাম তাহা যদি ঠিক মত পরিপাক না হয়, তবে ইহার অর্দ্ধেক বা সিকি মাত্রা করা যাইতে পারে। আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি।

শ্রীমতী প্রভাবতী সান্যাল
সদরবাজার, জব্বলপুর

(১৫-ক)

ব্রণের দাগ লুপ্ত হইবার উপায়

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

গত ৩৪শ সংখ্যার দীপালীতে মিসেস্ এহমাদ জানিতে চাহিয়াছেন যে ব্রণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কিরূপে। তাহার উত্তরে আমি একটী উপায় জানাইতেছি, ইহা দীপালীতে প্রকাশিত হইলে সুখী হইব। সিমুল কাঁটা, কাঁচা দুধের সহিত চন্দনের মত ঘসিয়া মুখে প্রলেপ দিতে হইবে, পরে উহা ৫ মিনিট কাল ধীরে ধীরে মুখে ঘসিতে হইবে। পরে অল্প গরম জলে সাবান দিয়া মুখ ধুইয়া শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা মুখ মুছিয়া পাউডার লাগাইবেন। এইরূপ এক পক্ষ কাল করিলে ব্রণের দাগ লুপ্ত হইয়া মুখ ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়। আর একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। এই উপায়ে আমি বিশেষ ফল পাইয়াছি বলিয়া ভগিনীকেও উহা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

শ্রীমতী উষারাণী মৈত্র
C/O পি, মৈত্র
জব্বলপুর।

(১৫-খ)

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু

মহাশয়া,

৩৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ই ভাদ্র '৪৭ তারিখের দীপালীতে দেখিলাম যে মিসেস এহমাদ, মিরদার্দ রোড, নিউ দিল্লী জানিতে চাহিয়াছেন যে মুখের ব্রণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় কিরূপে।

ইহা সম্বন্ধে সামান্য কিছু মোটামুটি আমার জানা আছে। যদি উক্ত ভগিনীর ও অন্য কোন গৃহস্থের কিছুমাত্র মঙ্গল হয় তবে আমার লেখনী সার্থক হইবে।

১। মুসুর ডাল দুধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে মুখের ব্রণ নিবারিত হয়।

২। লোধ, ধনে ও বচ জলে বাঁটিয়া মুখে মাখিয়া মিনিট ১০।১৫ পরে শীতল জলে ধুইয়া ফেলিলে উপকার হয়।

৩। গন্ধক, গ্লিসারিণ ও অয়েল অব রোজ সহযোগে মালিশ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইতি—

কুমারী সুধারাণী চট্টোপাধ্যায়
গ্রাম বৈকুণ্ঠঘাটা
পোঃ গড়িয়া, (২৪-পরগণা)।

হাঁপানি

অধিকাংশ চিকিৎসকগণই জানেন যে সাধারণ কাশির ঔষধ (Cough Mixture) এই বিশেষ স্নায়বিক ব্যাধিটীতে কোন কাজই করেনা। কোন কোন ক্ষেত্রে বরং অপকারই করে।

'টাসানল' একটী সাধারণ কাশির ঔষধ নহে। এই নূতন বৈজ্ঞানিক কাশির ঔষধের প্রধান উপাদান "মা হুয়াং" নামক একটী চীন দেশীয় ভেষজ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিষ্কাশিত উপক্ষার, যাহা চীন দেশে ৫০০০ বৎসর হইতে হাঁপানি রোগের বিবিধ অবস্থায় অব্যর্থ নিরাময়ক বলিয়া বিদিত। সেই জন্য হাঁপানি রোগ বলিয়া ধরা পড়িবা মাত্রই যদি 'টাসানল' প্রয়োগ করা হয় পরে অন্য কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

'টাসানল' প্রয়োগ মাত্রই কেবল প্রাথমিক আক্ষেপই উপশম করে তাহা নহে, ইহা নিয়মিত ব্যবহারের ফলে স্নায়ুতন্ত্রীর উপরও বিশেষ ক্রিয়া করে এবং এই রূপে এই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির কারণ এবং লক্ষণ উভয়ই বিদূরিত হয়।

'টাসানল' গলার ও শ্বাসযন্ত্রের প্রায় সকল রকম ব্যাধিই আরোগ্য ও নিবারণ করিতে সমান কার্য্যকারী। তাহা ছাড়া সকল প্রকার কাশি, সর্দ্দি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, হুপিং কাশি, স্বরযন্ত্র-প্রদাহ এবং ফুসফুস, এমন কি ফুসফুস ও স্বরযন্ত্রের যক্ষ্মায় উপযুক্ত বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

কাশি সংক্রান্ত যে কোন ব্যাধির জন্য

টাসানল

আপনার ডাক্তারখানায় পাইবেন।

মার্টিন এণ্ড হ্যারিস লিমিটেড, কলিকাতা ও বোম্বাই

T. R. 1

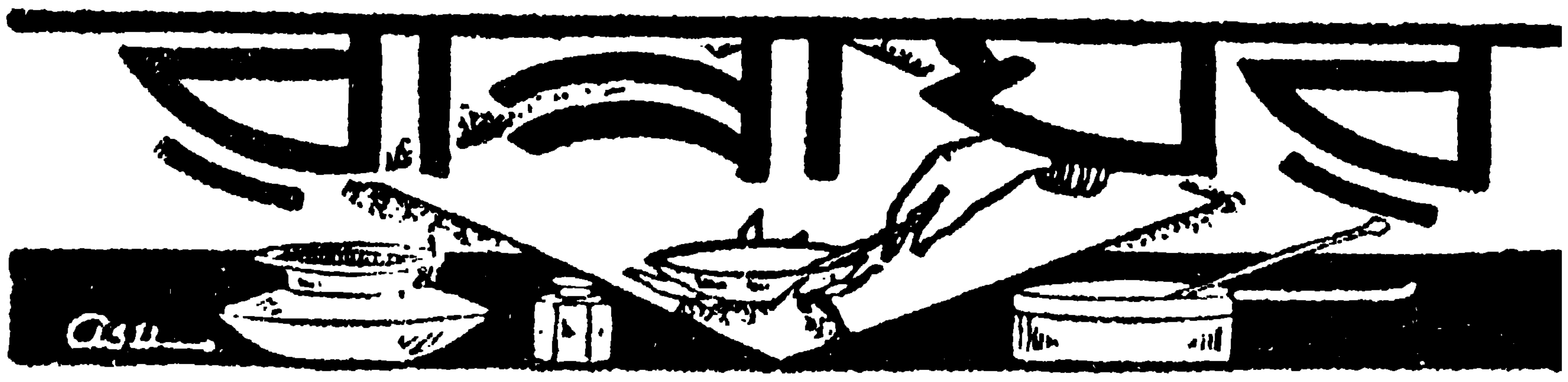

(১৫০)

পটলের দোলমা

খোসাসুদ্ধ পটলের এক দিক কেটে ফেলুন। একটি কাঠি নিন, যে দিক কাটলেন ঐ কাঠিটি ঢুকিয়ে বিচিগুলো বের করে ফেলুন। তারপর কড়াতে তেল দিয়ে ঐগু'লা ভেজে নিন। এদিকে রুই অথবা কাতলা মাছের পাদা সিদ্ধ করে তার কাঁটা বেছে নিন। তারপর কড়াতে তেল দিয়ে জিরে ও লঙ্কা ফোড়ন দিন। এখন মাছগুলো ছেড়ে দিন। ওতে লঙ্কা, হলুদ ও জিরে বাটা দিয়ে পরিমাণমত লবণ দিবেন। নামাবার সময় গরম মশলা ও ঘি দিন। সামান্য একটু চিনিও দেবেন। এখন যে পটলগুলো ভেজে রেখেছেন তার মধ্যে এই ভাজা মাছ পুরে দিন। এই হলো পটলের দোলমা।

কুমারী মীনা রায় চৌধুরী
পোঃ ঘোড়ামারা, রাজসাহী

(১৫১)

চিংড়ী মাছের মালপো বা দই বড়া

প্রথমতঃ মাছগুলি যেন ভাল হয়। পরিস্কার ভাবে খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং তাতে নুন, হলুদ বাঁটা, লঙ্কা বাঁটা, দই (পরিমাণে খুব কম) মাখিয়ে ঘিয়ে অল্প আগুণে ভাজতে থাকুন, সামান্য ধনে বাঁটা, জিরে বাঁটাও দিতে পারেন। মাছগুলি লালচে ও একটু ভাল ভাজা হোয়েছে বুঝতে পারলে তাতে একটী নারিকেলের শাঁস কুঁরে দিন এবং দারুচিনি ছোট এলাচ ভেজে মাছে দিন ও নামাবার সময় নারিকেল কোরাগুলি দিয়ে নামিয়ে ফেলুন এবং দমে বসিয়ে রাখুন। আধ ঘণ্টা পরে খেয়ে দেখবেন।

শ্রীমতী জ্যোৎস্না মুখোপাধ্যায়
রাধানগর, বর্দ্ধমান

(১৫২)

ভাতের হালুয়া

পোলাও-এর চাউল (কালিজিরা) আধ সের, চিনি সোয়া সের, ঘি এক পোয়া, এলাচ, দারচিনি, পেস্তা, বাদাম আন্দাজমত।

প্রস্তুত প্রণালী:—প্রথমে চাউল ধুইয়া উনুনে চড়াইবেন অর্থাৎ খুব গালাইয়া সিদ্ধ করিবেন। তারপর ঠাণ্ডা হইলে পরিস্কার ন্যাকড়া দ্বারা ছাঁকিবেন ও একটি পাত্রে ঘি চড়াইবেন এবং ফুটিয়া উঠিলে পেস্তা, কিসমিস্, বাদাম, বাদামী রং-এ ভাজিয়া উঠাইবেন। তারপর ভাতের মাড় ঢালিয়া দিন ও নাড়িতে থাকুন, ইহার সঙ্গে সঙ্গে এলাচ দারচিনি দিবেন। ঘন হইয়া আসিলে চিনি ঢালিয়া দিবেন ও নাড়িতে থাকিবেন—দেখিবেন যেন পাত্রের নীচে না ধরিয়া যায়, একটু তুলিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দেখিবেন, আঠা-আঠা হইলে নামাইয়া জাফরান ও গোলাপ জল দিবেন। ইচ্ছা হইলে ইহাতে দুধের ক্ষির দিতে পারেন। ইহা খাইতে খুব সুস্বাদু ও মুখরোচক।

মিসেস্ হাই
ল্যান্সডাউন লেন
কলিকাতা

দুর্গোৎসবে এবারও স্বর্ণ কবচের গ্রাহকগণের যোগদান বাঞ্ছনীয়। ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণকারী "স্বর্ণ-কবচ" পত্র লিখিলেই সুর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তি ভাণ্ডার, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আমরা এবারেও আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে—পূজা সংখ্যা দীপালী নিশ্চিতরূপে পাইবার জন্য—রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ ৵০ তিন আনা মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। সাধারণ সংখ্যাগুলিই যখন ডাকে মারা যায় তখন পূজা সংখ্যা মারা যাইবার সম্ভাবনা আরও অধিক। সাধারণ সংখ্যা মারা গেলে আমরা পুনরায় গ্রাহকগণকে আর একখানা দিয়া থাকি—কিন্তু পূজা সংখ্যা আমরা একখানার অধিক কোন ক্রমেই দিতে পারিব না। যাঁহারা ৵০ তিন আনার ডাকটিকিট পাঠাইবেন না, আমরা তাঁহাদের কাগজ সার্টিফিকেট অফ্ পোষ্টিংএ পাঠাইব, কিন্তু তাহাও যদি মারা যায়, তাহার জন্য আমরা দায়ী হইব না বা দ্বিতীয় বারও কাগজ পাঠাইতে পারিব না। সুতরাং আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, গ্রাহক গ্রাহিকাগণ যেন দয়া করিয়া পূর্ব্বেই রেজিষ্ট্রেশন ফি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন, পরে অনুযোগ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

জেনারেল ম্যানেজার, দীপালী

(১৫৩)

বাঁশ পাতা অথবা কাজুলি মাছের ফাই

উপকরণ:—আন্দাজমত চাল বাটা, দুই একটি লঙ্কা বাটা, সামান্য সরষে বাটা, নুন, হলুদ আন্দাজমত এইগুলি একসঙ্গে ফেটিয়ে নিন্।

প্রণালী:—প্রথমে কড়াতে তেল চাপিয়ে দিন। (কোন কোন দেশে বাঁশ পাতা মাছকে কাজুলি মাছ বলে) এখন বাঁশ পাতা মাছগুলি ব্যাসমে ডুবিয়ে একটি ক'রে তেলের উপর দিন, যখন দেখবেন খুব ফুলে ফুলে উঠ্ছে এবং লালচে হ'য়ে এলে নামিয়ে নিন্। গরম গরম খাবেন, খেতে কি রকম ভাল লাগে দেখ্বেন।

শ্রীগীতা সান্যাল
পোঃ পুঠিয়া
রাজসাহী

মায়ের মহল

আহরণী

টোট্‌কা

চুলী ঃ—মূগার বীজ (টক্‌) দধির সঙ্গে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা আশ শেওড়ার ছাল সহ (বাটিয়া) প্রলেপ দিলে দিন তিন চার মাখিলে চুলী আরোগ্য হয়।

শুষ্ক কলার পাতা পোড়াইয়া ছাই লইয়া জলে গুলিয়া খুব মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া এই জলের সহিত সামান্য একটু হলুদ চূর্ণ মিশাইয়া মাখিলে চুলী আরোগ্য হয়।

ব্রণ ঃ—যাহাদের ব্রণ বেশী তাঁহারা লোধ, ধনে ও বচ জলে বাঁটিয়া মুখে মাখিবেন, ১০।১৫ মিনিট পরে ধুইয়া ফেলিবেন। হরিতকী ঘষিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র পুঁজ নির্গত হইয়া সারিয়া যায়।

মেচেতা ঃ—কোমল বটের কুঁড়ি ও মসুর মুখে মাখিলে অথবা অর্জ্জুন গাছের ছাল (শুষ্ক) ঘোলের সহিত প্রলেপ দিলে অথবা কুলের আঁটির শাঁস দধির সরের সহিত প্রলেপ দিলে মেচেতা সারে।

মাথা-ধরায় ঃ—শ্বেত অপরাজিতার শিকড় দক্ষিণ কর্ণে বাঁধিয়া রাখিলে সকল রকম শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়।

শ্রীমতী শোভা মিত্র
ভুবনেশ্বর স্যানিটোরিয়াম্‌

শিশুদের টোট্‌কা

১। শিশুদের ক্রিমি হলে বনঝামা পাতার রস নুন দিয়ে খালি পেটে সকালে খাওয়ালে উপকার পাবেন, বা আনারসের গাছের মাছখানের নরম যে সাদা মত পাতাটি থাকে, সেইটি আর নতুন খেজুর গাছের ঐ রকম সাদা পাতাটি এক সঙ্গে ছিঁচে রসটি খাওয়ালে সারে।

২। পেট ফাঁপলে, রাত্রে হলুদ বেঁটে জল ভরা কলসীর (মাটির) গায়ে ভালো করে রেখে পরের দিন নাইয়ের চার পাশে লাগিয়ে দিলে পেট ফাঁপা সেরে যায়। কিংবা নাইয়ের চারপাশে চূণ লাগালে সারে। সাবান, নারকেল তেল আর চিনি এক সঙ্গে ফেঁটে নাইয়ের চারপাশে দিলে তক্ষুনি সেরে যায়। তেলে পোকার বিষ্ঠা আর গাঁদা ফুলের পাতা এক সঙ্গে বেঁটে নাইয়ের চার পাশে দিলে পেট ফাঁপা সারে।

৩। ছোট ছেলের পেট যদি পরিষ্কার না হয়, তাহলে মুক্তাঝুরির পাতার রস বাহ্যের দ্বারে লাগালে তখনিই পেট পরিষ্কার হয়ে যায়।

৪। বড়দের অর্শের যন্ত্রণা হলে শুক্তা পাতা একটি ছোট ন্যাকড়ায় বেঁধে সেঁক দিলে যন্ত্রণা কমে

শ্রীঅপর্ণা মুখোপাধ্যায়
C/o শ্রীহরিপদ ঘোষাল
উলুবেড়িয়া।

যুক্তরাজ্য-নারীসমিতি

নিউ ইয়র্কে একটি মেয়েদের ক্লাব আছে তাহার নাম "How-to-torture-your-husband club"। এ ক্লাবের সভ্যাগণ কি করিয়া স্বামীকে কষ্ট দেওয়া যায়, এই বিষয়েই আলাপ আলোচনা করেন। যিনি তাঁহার স্বামীর জীবন সকলের চেয়ে বেশী অতিষ্ঠ করিতে পারেন তিনি ক্লাব কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হন্‌।

•

বীরত্বের প্রতিদান

ক্যাপ্টেন সি, এস্‌, ভন্‌ একজন আমেরিক্যান্‌ পাইলট্‌। একদিন ইয়াংসি নদীতে একজন চীনাবালিকা জলে ডুবিয়া যাইতেছিল দেখিয়া, পাইলট জলে লাফাইয়া পড়িয়া বালিকাটির প্রাণ রক্ষা করে। সে আশ্চর্য্য হইল যে, নদীর ধারে বহু লোক ছিল, অথচ কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল না। পরদিন সে স্থানীয় চীন সরকার হইতে এক পত্র পাইল যে পত্র পাঠ মাত্র সে যেন সরকারকে তিন ডলার ১৮ সেণ্ট পাঠাইয়া দেয় কারণ উক্ত মেয়েটির গত কল্যকার চিকিৎসাব্যয় ও খোরাক। চীনা আইনে, মগ্নপ্রায়কে একেবারে মগ্ন ও মৃত বলিয়াই সরকার ধরিয়া লয়। সুতরাং তাহাকে বাঁচাইলে, এ নবজীবন দাতারই এ দায়িত্ব জন্মায়। অতএব এ মেয়েটি এখন তাহারই দায়িত্বে সরকার কর্ত্তৃক পালিতা হইবে।

পাইলট ভন্‌ গত পাঁচ বৎসর যাবৎ এই মেয়েটির সব ব্যয় বহন করিতেছে!!

•

বালিকার বীরত্ব

বরাহনগরের শ্রীমতী শোভনা মুখোপাধ্যায় ও ছবিরাণী দাস নাম্নী দ্বাদশবর্ষীয়া দুইটি বালিকা নদীর ধার হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, পথে জনৈক দুর্বৃত্ত শোভনার হাত হইতে জোর করিয়া চুড়ী ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করে। শোভনা চোরকে ধরে ও ছবি চিৎকার করিয়া লোক ডাকে; তাহাতে চোর পলাইবার উপক্রম করে কিন্তু ইহারা এমন করিয়া তাহাকে ধরিয়াছিল যে, সে পলাইতে অক্ষম হয়। ছবির চিৎকারে লোক জমে ও দুর্বৃত্তকে পুলিশে দেওয়া হয়। চোরের তিন মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। বাংলা সরকার বালিকা দুই জনের সাহসিকতার জন্য পাঁচ টাকা করিয়া পুরস্কার দিয়াছেন। সরকারের উৎসাহদান অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

সরল জীবন-শিক্ষা

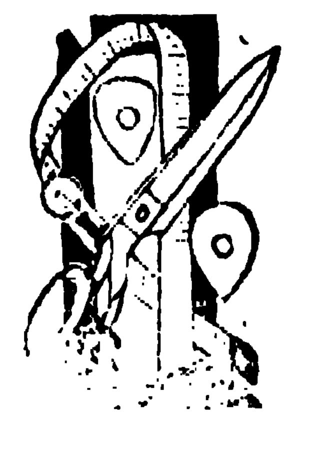

১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।
মূল্য ১।।০ মাত্র।
৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

এই মধুগন্ধ পাত্রে

ভারতের কোনো কোনো প্রদেশে মদ্য রোধ নিয়ে পরীক্ষা সুরু হবার পর থেকে ওয়ান্ টী মার্কেট্ এক্সপ্যান্সান্ বোর্ড ার বদলে চা-পানের প্রচার কার্যে নিযুক্ত র। এই নতুন কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার থা ভেবে অধুনা লুপ্ত "ইংলিশম্যান" াগজে প্রকাশিত একটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ামাদের আজ মনে পড়ছে। এই প্রবন্ধে লখা ছিলো:

"সম্প্রতি ইংরেজ জাতির পানাভ্যাসে য পরিবর্ত্তন এসেছে তার মূলে রয়েছে া। মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন যে াফলতা লাভ করেছে তার জন্যও দায়ী চা। ায়ের প্রভাব না থাকলে ১০০ বছর আগেকার সেই মদ্যপ্রিয়তা আজও কমতো না—চা-ই আজকাল পানদোষের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী।

"অবসন্ন উৎসাহ আর কল্পনাশক্তি জাগিয়ে তুলতে চা সবচেয়ে ভালো আর চায়ের প্রক্রিয়া দেখি মনের প্রশান্ত অবস্থাতে। মেয়েদের সূক্ষ্ম কাজে চা একটি প্রধান সহায়। ভদ্রতার কাঠিন্যকে চা সহজ করে তোলে আর আলাপ-আলোচনাকে ক'রে প্রাণবন্ত ও সরস। চা সামাজিক জীবনের আনন্দ বাড়িয়ে দেয়।

"ছোটলোকদের মদ খাবার আকাঙ্খাটাকে চা অনেক পরিমাণে যে দমন করে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য গরীব লোকদের এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে সস্তা দরের চা কিনলে তা শেষ পর্য্যন্ত সস্তা পড়ে না। বরংচ চায়ের পেছনে দু'এক পয়সা বেশি খরচা করলে সে খরচ সার্থকই হয়।

"আজকাল সব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই চা খাওয়ার চলন হয়েছে। বাস্তবিক এ-অনুষ্ঠানটির আকর্ষণ অসাধারণ। বাড়ীতে কিম্বা বাড়ীর বাইরে যে-কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে—যেখানেই মেয়েরা উপস্থিত থাকে চা-ই সেখানে সার্বজনীন পানীয়। তার কারণ, চা সবার ভিতরে প্রীতি ও আনন্দের ভাব ছড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও চায়ের উপযোগিতা সপ্রমাণ। বিশেষ করে এ-দেশে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই বেড়াতে কিম্বা কাজ করতে বেরুবার আগে এক পেয়ালা চা না পেলে যে আমরা কি করতাম তা ভাবতেই পারি না।"

অধুনা মদ্য-বর্জ্জন আন্দোলনের সপক্ষে চা যে-কাজ করেছে বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতারা তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মাদ্রাজে সেইলেম্ জেলায় যখন প্রথম মদ্যবর্জন সুরু হয় এবং তাড়ির দোকান-গুলোকে চায়ের দোকানে পরিবর্ত্তিত করা হয়, তখন এই রকম একটি দোকান উদ্বোধনের সময় মাদ্রাজের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজা-গোপালাচারিয়ার সর্ব্বপ্রথম এক পেয়ালা চা খেয়ে সমবেত জনসাধারণের সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপন করেন এবং বক্তৃতা-প্রসঙ্গে এই আশা প্রকাশ করেন যে "তাড়িখোরের দেহ থেকে তাড়ির চিহ্ন মুছে ফেলতে চা বিশেষ সাহায্য করবে।"

মধ্য প্রদেশের আব্‌গারী ও ব্যবসায় বিভাগের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সি. জে. ভারুকা বলেছেন যে আগে যারা তাড়ি খেতো তাদের পক্ষে চা বিশেষ উপযোগী। এই প্রদেশের এই বিভাগের আর একজন মন্ত্রী, পি. বি. গোলে যখন একটি তাড়ির দোকানের স্থানে চায়ের দোকানের উদ্বোধন করতে এসেছিলেন তখন বলেছিলেন: "আগে যে জায়গায় তাড়ির গন্ধ ভুরভুর করতো আজ সেখানে আমরা পাচ্ছি তাজাকরা পানীয় মধুগন্ধি চা।"

যুক্ত প্রদেশ আইন পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশের মতে আমাদের দেশে জেলখানাগুলির মধ্যে চায়ের প্রচলন হওয়া সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

"কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট্ যদি জেলের বাইরে চা খাওয়া অনুমোদন করে, তবে আমি প্রস্তাব করি যে জেলের মধ্যেও এর প্রচলন করা হোক্। আমি একথা না মনে করে' পারি না যে চায়ের প্রচলন হ'লে মদ ও অন্যান্য মাদক সেবনজনিত দোষ অনেক পরিমাণে দূর হবে।"

ঋতু সঙ্কট যে কোন কারণেই হউক ৬০ বৎসরের বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য ১॥০, (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ) লিখুন বা দেখা করুন—৮টা হইতে ১২টা। পত্রাদি গোপন রাখা হয়। মিসেস দাস, বনজ বিশারদ ১৮২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D), কলিকাতা।

পুরুষোচিত অক্ষমতা (অলক্ষণ স্থায়ী, আংশিক, সম্পূর্ণ) হেতু মনঃকষ্ট, বনজ ঔষধ সেবনে চিরতরে দূর করিতে কোথাও বিফল হয় না। ১॥০, ঐ মালিশ বিনামূল্যে। ডাক খরচ ॥০।

বনজ কুটীর, ১৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (D)
কলিকাতা।

কেলীক্রিম

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয় ২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২॥০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ক্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬॥০। ঔষধগুলি গ্যারান্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিস্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhadury M.B.
Ghiamandi, Muttra, U. P.

ঋতুমতী ঋতুবন্ধ যে কোন কারণেই হইলে ও গর্ভ সঙ্কটে ইহার ১ মাত্রায় ঋতুস্রাব হইবেই হইবে। Govt. Regd. স্বাস্থ্যের কোনই ক্ষতি হইবে না। মূল্য ২৲, মাঃ ॥০ আনা। ঠিকানা এস, দেবী, পোঃ সিরাজগঞ্জ, (বোনবাড়ীয়া), পাবনা

পত্রলেখা

(৫০)

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ সম্পর্কে অদ্ভুত আদেশ।

শ্রীযুক্ত 'দীপালী' সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার বহুল প্রচারিত উক্ত সাপ্তাহিকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত করিলে সুখী হইব।

সম্প্রতি শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ মশায় এক আদেশ জারী করেছেন যে, উক্ত কলেজের কোন ছাত্র অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-সমূহ পাঠ করতে পারবে না, যদি কারো পাঠ করবার একান্ত ইচ্ছা থাকে তাহলে তাকে এতদ্‌সম্বন্ধীয় একটা বিশেষভাবে গঠিত বোর্ডের অনুমতি নিয়ে তবে তা পাঠ করতে হবে। আদেশটি যেমনি অদ্ভুত তেমনি বিসদৃশ। অর্থাৎ ছাত্রদের স্বাভাবিক আকাঙ্খা এবং সাহিত্য চর্চ্চার সহজাত প্রবৃত্তিকে একটা তথাকথিত বোর্ডের তাঁবেদারীতে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। এবং সে বোর্ডও বিশেষ উদারতার পরিচয় দেবে বলে মনে হয় না, কারণ যে অধ্যক্ষ মহাশয় এরূপ অদ্ভুত আদেশ জারি করতে পারেন তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলেও বোর্ডটি যে তাঁর নিজের আদর্শেই গঠিত হবে তাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নেই। সুতরাং উক্ত কলেজের সমস্ত ছাত্রেরই শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ পাঠ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করি! শরৎচন্দ্রের সাহিত্য এত বিরাট এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর যে সে সম্বন্ধে কোন অজুহাতই দেওয়া চলে না। আমাদের জড় ও হৃদয়হীন সমাজ-ব্যবস্থার যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে এবং উদারতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তার অধিকাংশ শরৎচন্দ্রের চেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে! এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন তিনি মাত্র কয়েকখানা উপন্যাস লিখেই এদেশের অধিকাংশ নরনারীর হৃদয়ে অবিসংবাদী সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। দুর্নীতির অজুহাত তুলে বহুবার তাঁকে লাঞ্ছিত করার প্রয়াস পেয়েছেন বহুজনে কিন্তু সত্য চিরদিনই সত্য হয়েই টিঁকে গেছে। সুতরাং অনাবশ্যকভাবে ছাত্রদের মধ্যে এই ইন্ধন জাগিয়ে অধ্যক্ষ মহাশয় সুবিবেচনার পরিচয় দেন নি। তথাপি আমরা আশা করি যে তিনি তাঁর অদ্ভুত আদেশ প্রত্যাহার করে কলেজের আবহাওয়া স্বাভাবিক করে আনবেন, নতুবা ইতিমধ্যেই সেখানকার ছাত্রদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তাতে পরে ধর্ম্মঘটাদি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। অবশ্য আমরা মনে করি না, ছাত্রেরা এ ধরণের কোন পন্থা অবলম্বন করবেন; কারণ, তাহলে যে এতে শুধু বিদ্যায়তনেরই ক্ষতি হবে তা নয়, শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরও অবমাননা করা হবে। এ অবস্থায় আশা করি, তাঁরা সুস্থ ও সহজ ভাবে তাঁদের ন্যায্য ও স্বাভাবিক দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন। প্রীতি-নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি

ভবদীয়—
শ্রীঅমল চন্দ্র নাগ
"শরৎস্মৃতিবাসর"
৩১।১এ, যুগীপাড়া লেন, কলিকাতা

(৫১)

ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আমার এই পত্রখানি 'দীপালী'তে ছাপাইলে বাধিতা হইব। গত মে মাসের ১৯শ সংখ্যায় দীপালীতে "ছোট গল্প প্রতিযোগিতা" নামে একটী বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ছিলেন 'হ্যানিমান গার্লস্ স্কুল'। ১৫ই মে গল্প পাঠাইবার শেষ দিন ছিল, ঐ দিনেই আমি সেক্রেটারীর নামে বুক-পোষ্ট যোগে গল্পটী পাঠাইয়া দিয়াছিলাম ও একটী চিঠি দিয়াছিলাম প্রতিযোগিতার ফলাফল জানিতে এবং গল্পটী ফেরৎ পাঠাইতে। এ পর্য্যন্ত কোনো ফলাফল জানিতে পারি নাই। তাহার পর গত জুন মাসে ২৪শ সংখ্যা দীপালীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে একটী 'কবিতা প্রতিযোগিতা'র বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। কবিতা পাঠাইবার শেষ দিন ছিল ২২শে জুন, আমি তৎপূর্ব্বেই একটী কবিতা বুক্ পোষ্টে পাঠাই। তাহার সহিত ডাঃ চন্দ্রনাথ মহাশয়কে একখানি পত্র দেই এবং পূর্ব্ব প্রতিযোগিতা ও ঐ প্রতিযোগিতার ফলাফল জানাইতে অনুরোধ করি। তাহারও কোন উত্তর পাই নাই। দীপালী'তে বা অন্য কোনো পত্রিকায় ফলাফল প্রকাশিত হয় নাই এ পর্য্যন্ত দেখিতেছি। কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন এ বিষয়ে মনোযোগ দিন এবং রচনাগুলি হস্তগত হইয়াছে কি না এই পত্রিকা মারফৎ জানাইবেন।

অনেক প্রতিযোগিতায় এরূপ গল্প, রচনা কবিতা পাঠাইয়াছি, ফলাফলও প্রকাশিত হইয়াছে দৈনিক পত্রাদিতে। পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদও ছাপা হইয়াছে, কিন্তু পুরস্কার হস্তগত হয় নাই এরূপও দেখিয়াছি। কলিকাতার একটী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ প্রথমে জানাইলেন যে রৌপ্য পদক উপহার পাইব। তৎপরে জানাইলেন রৌপ্য পদক না দিয়া রৌপ্য-কাপ দিবেন। অতি শীঘ্র পাঠাইতেছেন জানাইলেন, কিন্তু আজ প্রায় দুই বৎসর হইয়া গেল কাপ বা পদক কিছুই পাই নাই। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিবার ক্ষমতায় কুলায় না তাহারা শুধু শুধু নাম জাহির করেন কেন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া তাহা বুঝি না।

পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতায়

ডুরাণ্ড কাপ ও দিল্লীর মহেন্দ্র মেমোরিয়াল কাপের খেলা ছাড়া ফুটবল জগতের আর কোনো উল্লেখযোগ্য খবর নেই। এইবার ক্রীকেট খেলা আরম্ভ হবে। সবাই নিজের নিজের ক্লাবের খেলার তালিকা স্থরু করতে ব্যস্ত। বড়দিনের বাজারে কলিকাতায় কয়েকটা বড় রকমের প্রতিযোগিতামূলক খেলা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। সিংহল থেকে ক্রিকেট খেলতে যে একটা দল আসছে তা নাকি নিশ্চিত। মোহন বাগানের একটা ক্রিকেট দল আগামী মাসে কলম্বোয় যাবে। সেখানে ক্রিকেট খেলোয়াড়রা যদি ফুটবল খেলতে রাজী হয় বা পারে, তাহলে ফুটবলও বোধ হয় খেলবে।

*

আগামী শীতকালে সম্ভবত: জানুয়ারী মাসে ওয়ার ফণ্ডের সাহায্য-কল্পে একটা চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার আয়োজন করার জন্য গত সোমবার ইডেন উদ্যানস্থ ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের মণ্ডপে মি: এম, রবার্ট্‌সনের সভাপতিত্বে বাংলা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের একটা সভা হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে এই খেলাতে ভারতের নামজাদা ক্রিকেট খেলোয়াড়রা যোগদান করবেন। সভায় ঠিক করা হয়েছে যে সেণ্ট্রাল বোর্ডকে জানান হবে যে বোম্বাইয়ের পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট-প্রতিযোগিতার সঙ্গে একই সময়ে না খেলে আগে কিংবা পরে খেললে বাংলার পক্ষে ভ্রমণকারী সিংহলীদলের বিপক্ষে একটা প্রতিনিধিমূলক ভারতীয় দল নামানো সম্ভব হতে পারে এবং অভাবে এমন কি বাংলার বাছাই দলকেও খেলান যেতে পারে।

অমৃতসহরের দক্ষিণ-পাঞ্জাব রোভার্স ক্রিকেট ক্লাব বড়দিনের সময়ে কলিকাতায় ক্রিকেট খেলতে আসবে এই প্রস্তাব করায় এবং স্থানীয় এসোসিয়েশনকে তাদের সঙ্গে ভারতীয় বাছাই দলের একটা খেলা যাতে অনুষ্ঠিত হয় তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করায় এসোসিয়েশন ঠিক করেছে যে বাছাই দলের সঙ্গে তাদের খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হবে না বরং স্থানীয় কোন ক্লাবের সঙ্গে দক্ষিণ-পাঞ্জাব দলের খেলার ব্যবস্থা করা যেতে পারা যায়।

*

আগামী ৯ই অক্টোবর রহিণ্টন হরিয়া ট্রফির নাম পাঠানোর শেষ দিন। এই ট্রফিটা হলো আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিজয়ী দলের জন্য। তারিখটার উল্লেখ করা হলো এইজন্য যে গতবারে আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেরীতে নাম পাঠিয়েছিলো বলে তাদের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দেওয়া হয় নি। শেষে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে আমন্ত্রিত করে তাদের সঙ্গে কলিকাতা দল প্র্যাকটিশ ম্যাচ খেলে।

*

[illegible]

গোড়ায় যখন স্থরু হয় তখন তার স্থলতান কাপ নামে একটা ট্রফি দিয়ে খেলানো হতো। এর প্রথম বছরের খেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজয়ী হয়। ৩।৪ বৎসর খেলার পর এই প্রতিযোগিতার আর পাত্তা পাওয়া যায় নি। প্রো: মইনুল হকের চেষ্টায় এবৎসর আবার এই খেলার আয়োজন হয়েছে। খেলাটা হবে ভাগে ভাগে—পূর্ব্ব বিভাগ, উত্তর বিভাগ, মধ্য ও দক্ষিণ বিভাগ। পূর্ব্ব বিভাগে ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে খেলবে সেমি-ফাইনালে; ঢাকাও খেলছে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। মনে হয় পূর্ব্ব বিভাগের ফাইনালে কলিকাতা ও ঢাকারই মধ্যে খেলা হবে। অন্যান্য বিভাগে কিন্তু খেলার তেমন কোনো তোড়জোড় দেখছি না। বোম্বাই, মাদ্রাজ, ওস্‌মানিয়া, নাগপুর, আন্নামালিয়া, মহীশূর ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় দলকে ফুটবল মাঠে টেনে নামানো খুব শক্ত ব্যাপার!

*

আন্ত: বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড এবার লাহোরের ওপর ভার দিয়েছে এ্যাথেলেটিকস্-এর ও ঢাকার ওপর সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করবার। কিন্তু ঢাকা জলের দেশ বলে খ্যাতি থাকলে কি হবে, তারা এ ভার নিতে অসামর্থ্য জানিয়েছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর সেইজন্য এই ভার পড়েছে।

*

কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন এ্যাথেলেটিক্, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস্ ও রোয়িং ক্লাব আছে, সাঁতারের কোন ক্লাব নাই। আশা করি এইবার তাঁরা সাঁতারের ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বুঝতে পারবেন।

*

হাটখোলার শচীন নাগ এবার ১০০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল সাঁতারে নূতন ভারতীয় রেকর্ড করেছেন। তাঁর আগে সময় ছিল

দীপালীর কোনো পাঠক-পাঠিকা বা গ্রাহক-গ্রাহিকা যোগ দিয়াছিলেন কি না এবং তাঁহারা ফলাফল কিছু জানিতে পারিয়াছেন কি না জানাইলে বাধিতা হইব। আপনি আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি।

Kazi Razia Khatun
Dhakeswari Road
Dacca

১ মিঃ ২-২।৫ সেঃ। এবার সময় হয়েছে ১ মিঃ ২-১।৫ সে ঃ। আমরা তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

*

সিংহলের আমন্ত্রণে আই, ও, এ যদি কুস্তী-প্রতিযোগিতার জন্য কোনো দল না পাঠায় বাংলার পক্ষে সেটা দুঃখের বিষয় হবে, কেন না গত ভারতীয় অলিম্পিকে বাংলাদেশই কুস্তীতে চ্যাম্পিয়ান ছিল; ভারতায় দল পাঠাতে গেলে বাংলা থেকেই বেশী কুস্তিগীর নিতে হতো—তাই এবিষয়ে আমাদের স্বভাবতই এত আগ্রহ।

প্রীতি-সম্মেলন

গত রবিবার প্রেসিডেন্সি মাঠে বুক কোম্পানি এ, সি, বনাম মুসলিম পাবলিশিং হাউস এ, সির এক প্রীতি সম্মেলন ফুটবল ক্রীড়া হয়। খেলায় উভয় পক্ষই বিশেষ ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখান এবং উভয় পক্ষই একটি করিয়া গোল দেন। ক্রীড়ান্তে মুসলিম পাবলিশিং হাউসের কর্ণধার মৌলভী আফ্‌জালউল হক্ উভয় পক্ষের খেলোয়াড়গণকে এবং সমাগত ভদ্র-মণ্ডলীকে চা ও জলযোগে পরিতুষ্ট করেন এবং তৎপরে প্রঃ দাসের ম্যাজিক দেখান হয়।

বুক কোম্পানী—এস, সিংহ; এন, বক্সী ও আর, তালুকদার; বি, ব্যানার্জ্জি, বি, মিত্র ও জি, মিত্র; বি, বিশ্বাস, বি, ব্যানার্জ্জি; এ, মিত্র, এচ্, তালুকদার ও এস, রায়চৌধুরী।

মুসলিম পাবলিশিং—জে, ব্যানার্জ্জি; এন, পত্রী ও এস, মিশ্র; এম, আয়ুব, ভি, সিংহ, ও আর, মণ্ডল; আর, চক্রবর্ত্তী, এ, রসিদ, জে, শতপথী, এম, রহমন ও এইচ, দত্ত।

যুবতীর
রজঃদোষ বা অন্য যে কোন কারণে ৪।৫ মাস ঋতু বন্ধে ও গর্ভসঙ্কটে "রেগুলেটর" সেবনে সহজে ও নিরাপদে নির্ঘাৎ সদ্যঃস্রাব ও সুখ প্রসব হইবেই। গ্যারান্টি, বিফলে ৫০৲ পুরস্কার। সডাক ৪।০, "সেফলিন" ইচ্ছামত গর্ভরোধে নির্দ্দোষ ও অব্যর্থ। স্থায়ী সডাক ৬৷৵০, অস্থায়ী ৩৵০। গঙ্গাপ্রসাদ ল্যাবরেটরী (দ) ঢাকা।

জি, কে, ক্লাব

এই ক্লাব পরিচালিত জুনিয়ার টেবিল টেনিস টুর্ণামেণ্টের ফাইনাল খেলা গত রবিবার ৬৫-৪ বাগবাজার ষ্ট্রীটে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ফাইনালে ভি, ডি, শর্ম্মা দাউদ খাঁকে ৩-১ গেমে পরাজিত করিয়া রাধারাণী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ পাইবার সম্মান লাভ করেন। দাউদ খাঁ প্রসূন চ্যালেঞ্জ কাপ পাইবেন। ইহার পর ১০ বৎসর বয়স্ক বালক দীপেন চ্যাটার্জ্জীর সহিত পি, সোমের একটী একজিবিসান খেলা হয়।

ব্রিজ প্রতিযোগিতা

"টুরিং ক্লাব" পরিচালিত সর্ব্বসাধারণের জন্য শীঘ্রই একটী ব্রিজ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। যোগদানের শেষ দিবস আগামী ১০ই আশ্বিন ধার্য্য করা হইয়াছে। দূরবর্ত্তী টীম সমূহের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে এবং তাহাদের থাওয়া এবং থাকা কমিটি-ই ব্যবস্থা করিবে। প্রবেশ ফি মাত্র ১৲ টাকা। ফাইন্যালে বিজয়ী খেলোয়াড়দ্বয়কে ২টী "রৌপ্য কাপ" এবং পরাজিত খেলোয়াড় দ্বয়কে ২টী রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত বিজয়ী দলকে একটী চ্যালেঞ্জ কাপও দেওয়া হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগদানের জন্য আবেদন পত্র পাঠাইতে হইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ দাস
সম্পাদক, "টুরিং ক্লাব"
পোঃ রঘুনাথপুর-পাবনা
গ্রামঃ শ্রীনিবাসদিয়া (পাবনা)

রামমূর্ত্তি শীল্ড (করিমগঞ্জ)

৯ই সেপ্টেম্বর রামমূর্ত্তি শী:ল্ডর সেকেণ্ড রাউণ্ড খেলাটি পুরাণ-বাজার মাঠে পাব্লিক স্কুল টাউন স্পোর্টিং রিজার্ভের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। টাউন স্পোর্টিং দলকে পাব্লিক স্কুল ৬-০ গোলে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ী দলের সীতু, ফানু ও মজুমদারের খেলা প্রশংসনীয়, বিজেতা দলের পারি দাস, সুখেন্দু, রাণা দত্ত ও সত্যেন্দ্রের খেলা উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল।

দীপালী
পূজা-সংখ্যা
১৯৪০
—
আগামী ১লা অক্টোবর বাহির হইবে।
—
দাম বারো আনা
সডাক এক টাকা
—
ভিঃ পিতে পাঠানো হয় না।
—
বঙ্গের খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদের রচনা-ঐশ্বর্য্যে, দেশী ও বিলাতী চিত্র-নটনটীদের মনোহর চিত্রৈশ্বর্য্যে, কার্টুন, শিশুদের বিশেষ বিভাগ, নারীলোক ও নানা তথ্য সম্বলিত হইয়া শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ উপহাররূপে দেখা দিবে।
—
বিজ্ঞাপনদাতাগণ সত্বর হউন। পূজার বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে দীপালীর সাহায্য গ্রহণ করুন।
—
২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪০
বিজ্ঞাপন বুক করার শেষ দিন।

পূজা উপলক্ষ্যে

ফিল্ম কর্পোরেশনের

দুইখানি বিরাট চিত্র-নিবেদন !!

হিন্দুস্থান হামারা

(হিন্দী)

শ্রেষ্ঠাংশে—

যমুনা, পদ্মা,
নান্দ্রেকার, বদ্রী

পরিচালনা :
রাম দারিয়ানী

শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে।

৪র্থ সপ্তাহ !! এ বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-নিবেদন

নিউ থিয়েটার্সে'র নূতন চিত্র

ডাক্তার

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেনঃ

"I can say that I have not yet seen a better, more beautiful and more sincere Indian film than "Doctor", And I mean it - - - - - see "Doctor", It may seem I am prejudiced. And why not ? It is a film to be prejudiced about. It is a film with a restless Camera, a subtle suggestion and adroit editing, possibly the finest editing of many N. T. hits. Long live the young Mazumdar".

ছবিখানি
এই সপ্তাহে নিশ্চয়ই দেখিবেন

ডাক্তার

ভূমিকায়ঃ অহীন্দ্র, পঙ্কজ, পান্না, জ্যোতিপ্রকাশ, ভারতী, অমর মল্লিক ইত্যাদি।

পরিচালক: ফণী মজুমদার ● সঙ্গীত: পঙ্কজ মল্লিক

যুগপৎ প্রদর্শিত হইতেছে

চিত্রা এবং পূর্ণ

ফোন: বি, বি, ১১৩৩ ফোন: সাউথ ৩৪

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

বিজলী সিনেমায় "ভ্যারাইটি শো"

আগামী কল্য ২০শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলিকাতার সিভিক গার্ডদের ফাণ্ডের সাহায্য-কল্পে বিজলী সিনেমাতে রাত্রি ৯-৩০ ঘটিকায় একটি বিরাট "ভ্যারাইটি শো"র আয়োজন করা হইয়াছে। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ সি, ই, এস, ফেয়ারওয়েদার, এম, এ, সি, আই, ই, ইহার পৃষ্ঠপোষক ও তিনি নিজে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত থাকিবেন।

যন্ত্র-সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীত, নৃত্য, চীনা ও জাপানী নৃত্য এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সাইগল, পাহাড়ী সান্যাল, পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, মলিনা, বীণাপানি মুখোপাধ্যায়, ঝর্ণা সাহা, বেলা অর্ণব, বুলবুল চৌধুরী প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ এই জলসায় যোগদান করিবেন। নিউ থিয়েটার্সে'র শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় নিজে এই জলসার তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

বিজলী সিনেমা কিংবা মিঃ এস, কে, বাজপেয়ী ১ ও ২ হিন্দুস্থান পার্ক, বালীগঞ্জে, অগ্রিম টিকিট প্রাপ্তব্য।

ভ্যারাইটি পিকচার্স লিঃ

উক্ত নামে একটি চিত্র-নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার মূলধন দেড় লক্ষ টাকা। বোর্ড অফ ডিরেক্টার্সদের মধ্যে আছেন ডাঃ সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, নলিনী রঞ্জন বসু, প্রফুল্ল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুহৃদকৃষ্ণ বসু ও খুশল সিং। প্রথম ছবির নাম এখনও আমরা জানিতে পারি নাই।

প্যারাডাইসে "সন্ত জ্ঞানেশ্বর"

গত শুক্রবার প্রভাত ফিল্মের নূতন ছবি "সন্ত জ্ঞানেশ্বর" প্যারাডাইসে কলিকাতার সাংবাদিকদিগকে দেখানো হইয়াছে। আমরা ছবিখানি দেখিয়া আসিয়াছি। এবারে স্থানাভাববশতঃ আমরা ছবিখানির সমালোচনা পত্রস্থ করিতে পারিলাম না, আগামী সংখ্যায় যাইবে।

সিষ্টোফোন ল্যাবরেটরী

গত বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিন সিষ্টোফোন ষ্টুডিওতে উক্ত প্রতিষ্ঠানেরই শিল্পীবৃন্দ কর্ত্তৃক একটি মনোমদ নৃত্য-গীতের জলসার আয়োজন করা হইয়াছিল। মহারাজা বসু ও জ্যোৎস্না মিত্রের নৃত্য এবং শ্রীমতী

নাচের সঙ্গে সূর্য্য কুমার পাল সঙ্গীত পরিচালনা করেন।

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ

ইহাদের পরিবেশনাধীন "বিজয়িনী" খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। পরিচালক তুলসী লাহিড়ী চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে ছবিখানি নভেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করা যায় এবং কাজের প্রণালী দেখিয়া মনে হয়, তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন।

প্রীতি-ভোজ

কপূরচাঁদ লিমিটেডের কলিকাতা ম্যানেজার শ্রীছটুভাই দেশাই গত মঙ্গলবার ম্যাজেষ্টিক হোটেলে সহরের কয়েকজন সাংবাদিক ও চিত্রশিল্প-সংক্রান্ত কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে এক ডিনার দিয়াছিলেন।

মিঃ বি, এল্, খেম্‌কা

শ্রীযুক্ত খেম্‌কা ফিল্ম কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃর ষ্টুডিও-সচিব রূপে যোগদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তিনি অবৈতনিক ভাবেই গুরুভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। খেমকা-জীর কর্ম্মদক্ষতা অভিজ্ঞতা জনপ্রিয়তা শুধু ভারতীয় চিত্র-শিল্পের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, চিত্রশিল্পের বাহিরেও তিনি সমান জনপ্রিয় ও ন্যায়াচরণের জন্য সুপ্রসিদ্ধ! শ্রীযুক্ত কাবরা ও শ্রীযুক্ত খেম্‌কার সহযোগিতায় ও সহকারিতায় ফিল্ম কর্পোরেশনের অদূর ভবিষ্যতে যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে, সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

"মাতয়ালী মীরা"

শ্রীভারতলক্ষ্মীর সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী চিত্র "মাতয়ালী মীরা" আগামী শনিবার কলিকাতার ম্যাজেষ্টিক সিনেমা, বালীগঞ্জের আলেয়া সিনেমা ও পাটনার এলফিনষ্টোন সিনেমাতে এক সঙ্গে দেখানো হইবে। ছবিখানির প্রধান আকর্ষণ কোকিলকণ্ঠী গায়িকা মুক্তার বেগমের সুললিত সঙ্গীত। ছবিখানির পরিবেশক এম্পায়ার টকী

জীবনের একটি সহজ পথ

—জনৈক চিকিৎসক

দীর্ঘ জীবন-পথে নীরোগ স্বাস্থ্যের অনেকখানি দাম আছে। অনেক সময় আমরা মুস্কিলে পড়ে যাই সহজ পথটা না চিন্‌তে পেরে। বছরের ছয়টি ঋতুর সঙ্গে বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের যে নিকট সম্বন্ধ আছে, তা আমরা স্বাস্থ্যবিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট দেখ্‌লেই বুঝতে পারি। ম্যালেরিয়া সর্দ্দি-কাশি প্রভৃতি রোগ এক এক ঋতুতে বিশেষভাবে দেখা যায়। কিন্তু ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট ঋতু বা সময় নাই। নাক দিয়া জল পড়া, সর্দ্দি-কাশি, হাঁচি, মাথার যন্ত্রণা, জ্বর সাধারণতঃ এই সব লক্ষণগুলি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রথমে দেখা যায়। প্রথমে রোগ সামান্য অবস্থায় পরিলক্ষিত হ'লেও পরে ভীষণ কষ্টদায়ক ব্রঙ্কাইটিশ্, নিউমোনিয়া রোগে দাঁড়ায়, এমন কি রোগ সাংঘাতিক হয়ে অনেকের প্রাণ-নাশ ঘটায়।

বহু বৎসর যাবৎ চিকিৎসকমণ্ডলী বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে 'রচি' ল্যাবরেটরীতে সারিডন আবিষ্কার করেন। ইহা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ ও ফলপ্রদ ঔষধ। এমন কি হৃদ্‌যন্ত্রের বেদনাতেও নিরাপদে সারিডন ব্যবস্থা দিতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করেন না। মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে এই মহামারী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে কত হাজার হাজার লোক অকালে প্রাণ হারিয়েছে—তা হয়ত এখনও অনেকে ভুলতে পারেন নি। ইদানীং আমি নিশ্চিত ও নিরাপদ বেদনানাশক ঔষধ হিসাবে বহুরোগীকে সারিডন ব্যবস্থা দিয়ে থাকি।

ডিষ্ট্রিবিউটার্সের কর্ম্মকুশলতায় আমরা প্রশংসা করি।

"বেহুলা" নৃত্য-নাট্য

আগামী ২৩শে ও ২৪শে সেপ্টেম্বর গ্লোব থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে বাণী-সঙ্গীত সঙ্ঘের "বেহুলা" নৃত্য-নাট্য অভিনীত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ নৃত্য-শিক্ষক শ্রীভূপেন দাশগুপ্ত "বেহুলা" পরিচালনা করিয়াছেন। ইহাতে মঞ্চাবতরণ করিবেন কুমারী দীপ্তি সান্যাল, রমলা রায়, মঞ্জুরী সেন, নন্দিতা রায়, বাসন্তী দাস, ছবি গুহরায়, শ্রীমতী বলিগা, সুশীলা প্রভৃতি। সুবোধ মিত্র প্রযোজনা করিতেছেন ও নবেন্দু সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

নানাকথা

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী লিঃ

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোং লিঃ পূজার ছুটী উপলক্ষ্যে সকল শ্রেণীর ভাড়া হ্রাস করিয়াছেন। ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৩শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই কনসেশান টিকিট বিলি করা হইবে। ৪৫ দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইবে। ৪৫ দিন উত্তীর্ণ না হইলেও ২৫শে নভেম্বর মধ্য-রাত্রির পর আর এই টিকিট চলিবে না। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া টাকায় চারি আনা ও অন্যান্য শ্রেণীর ভাড়া টাকায় দুই আনা হ্রাস করা হইয়াছে। ভারতের একান্ত নিজস্ব শিল্পগৌরবের শ্রেষ্ঠ স্থানগুলি পরিদর্শন করার পক্ষে ইহা সুবর্ণ সুযোগ। পুরী, ভুবনেশ্বর, ওয়ালটেয়ার, কোণারক, টাটানগর, গোপালপুর, সিংহাচলম, রাঁচি, মাদুরা, রামেশ্বর, তাঞ্জোর, ইলোরা ও অজন্তা গুহ প্রভৃতি ভারতের গৌরবস্থানীয়। দেশ-ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তিগণ যেন এই সুলভ ভাড়ার সুযোগ গ্রহণ করেন।

নিউ সিনেমায় বিশ্বকর্ম্মা পূজা

গত সোমবার বিশ্বকর্ম্মা পূজা উপলক্ষ্যে নিউ থিয়েটার্সের কর্ম্মীবৃন্দ একটি প্রীতি-ভোজের ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষ্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেন।

কল্পতরু মিলন-বীথি

গত সোমবার দেবানন্দপুরে ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-মন্দির ও প্রসূতি হাসপাতাল স্থাপনার্থ রঙমহল রঙ্গমঞ্চে ৺শরৎচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস "বড়দিদি" নাটকীকৃত হইয়া কল্পতরু মিলন-বীথি কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। মাননীয় বিচারপতি মিঃ এ, এ সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিশেষ কার্য্য নিবন্ধন আমরা এ অভিনয়ে উপস্থিত হইতে না পারায় বিশেষ দুঃখিত।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা   টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩   টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ VOL. XII. | ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪৭ OCTOBER 24. 1940. | ৪১শ সংখ্যা No. 41

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।

সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।

নমুনা—পাঁচ পয়সা।

পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।

সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।

নমুনা দশ পয়সা।

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ

বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট," চার্চ্চগেট রিক্লামেশন

হলিউড—৪১৫ নর্থ এভিনবরা এভেনিউ

লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

মুড়াগাছা (নদীয়া) বাণীমন্দির পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ

মাননীয়া ভদ্রমহিলা ও সুধী ভদ্রমহোদয়গণ,

যে বিপুল বটবৃক্ষের দিগন্তপ্রসারী অগণিত শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লবের মধ্যমণিরূপে আপনারা বাস করিতেছেন, যে-তরুশীর্ষে আপনারা "বাণীমন্দির" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই অক্ষয় বটেরই অজ্ঞাত অখ্যাত নিভৃত এক কোটরে আমারও বাস—আমার পিতৃপিতামহের স্মৃতির পুণ্যতীর্থ, বাল্যের ক্রীড়াভূমি এবং বহির্জ্জগতের সহিত আমার পরিচয়ের স্বর্ণসূত্র। আপনারা বাংলার এবং বাঙালীর একান্ত বৈশিষ্ট্যসূচক আন্তরিক স্নেহের আহ্বানে আমায় যে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহাকে অবমাননা করিয়া আমি আপনাদিগকে পরিবর্ত্ত-সৌজন্যজ্ঞাপক শুষ্ক ধন্যবাদ দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিব না, আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধানিবেদনসহ প্রণাম করি। ঝঞ্ঝাহত নীড়ভ্রষ্ট ক্ষুদ্র বিহঙ্গের মত কৈশোরেই আমি গিয়া পড়িয়াছিলাম সুদূরে, এখনও দূরের মায়া সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই বলিয়া দূরেই বাসা বাঁধিয়া নীবারমুষ্টি সংগ্রহ করি—কিন্তু মন টানে এই সুখের-দুঃখের, হর্ষের-বিষাদের, উৎসবের-ব্যসনের, প্রশংসার-নিন্দার, স্তবের ও অভিশাপের এই পল্লীর দিকেই। পল্লীর নারায়ণ, নর ও নরোত্তমদিগকে নমস্কার করি, পল্লীর সরস্বতীকে বন্দনা করি, আপনাদের আশীর্ব্বাদে আজিকার এই শুভানুষ্ঠান জয়যুক্ত হউক।

পাঠাগারের প্রকৃত উপকারিতা আমরা আজও বুঝি নাই কারণ

কখনও বুঝিতে চেষ্টাও করি না। সত্য কথা বলিতে কি, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা বা তাহার সভ্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কোন ব্যক্তিবিশেষের বদান্যতা বা কতকগুলি উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় কিছু টাকা তুলিয়া, কয়েক শত বা কয়েক সহস্র বই কিনিয়া, একটা আলমারিতে সাজাইতে পারিলেই মনে করি, লাইব্রেরী হইল; মাসিক চাঁদা-প্রদানেচ্ছু কতকগুলি লোকের নাম খাতায় লিখাইতে পারিলেই খুশী হই, লাইব্রেরীর সমাদর কল্পনা করিয়া এবং অপরাহ্নে ২।৩ ঘণ্টা খান-কয়েক বই ফেরৎ লইয়া, বদলাইয়া দিয়া এবং কয়েকখানা নূতন বই বিলি করিয়াই, ভাবি, খুব চালাইতেছি। শুধু বাংলায় নয়, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লাইব্রেরীই এইরূপে খেয়ালে জন্মে, মর্জ্জিতে চলে এবং এক বা কয়েকজন খেয়ালীর ঔদাসীন্যেই মরে। লাইব্রেরীস্থাপনার মূলে একটা সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি বা লাইব্রেরী-পরিচালনায় পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অভাবেই, আমাদের লাইব্রেরীগুলি টবের ফুলগাছ হইয়াই আছে, মাটির রসে বাড়িয়া মৃত্যুঞ্জয়ী সঞ্জীবনীশক্তি লাভ করে নাই। পল্লীগ্রামের চাষী-গৃহস্থ-সজ্জনের ছেলেপিলেদের মত ধূলায়-মাটিতে এ শক্ত হয় নাই, ধূলা-মাটিকে এড়াইয়া বড়লোকের সন্তান হইয়া আয়ার কোলে বাড়িয়া, পরিণামে মাটিই হইয়া থাকে।

লাইব্রেরীর অপমৃত্যুর মূলে আমাদের লাইব্রেরীর সভ্যগণের দায়িত্বজ্ঞানহীনতাও বড় কম নয়। ইঁহারা সময় সময় ভব্যতাজ্ঞানের অভাবের এমন পরিচয় দিয়া থাকেন, যাহা সাধারণ ভদ্রতা রুচি বা সভ্যতার ত্রিসীমানারও বহু দূরে। লাইব্রেরীর কর্ম্মীরা জানেন, বই ফেরৎ আসিলে এমন অশ্লীল ও ইতর ভাষায় এমন সব জঘন্য মন্তব্য তাহাতে লিখিত থাকে, যে সময় সময় কর্ত্তৃপক্ষ চাঁড়াল সাজিয়া নিজের হাতেই সেইসব মন্তব্য-সম্বলিত পুস্তক পোড়াইয়া ফেলিতে বাধ্য হন।

হয়ত মাসে চারি আনা কি আট আনা চাঁদা, যাহা হিসাবে দিন আধ পয়সা কি এক পয়সায় দাঁড়ায়, তাহাও সময়মত আদায় হয় না। বহু প্রকারের ব্যয় ও অপব্যয় করিতে আমরা দ্বিধাবোধ করি না, কিন্তু লাইব্রেরীর এই যৎসামান্য চাঁদা দিবার সময়েই আমাদের জন্য বহু বাধা ও প্রতিবন্ধক আসিয়া জুটে। অথচ লাইব্রেরীর বই এবং কাগজ পড়া নিয়মিতভাবে ঠিকই চলে।

চাঁদা না-দিবার অজুহাতও আমাদের বহু আছে। আমি অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, নূতন বইই আর আসে না, চাঁদা দিব কি? কিন্তু নূতন বই না-আসার মূলে যে চাঁদা-না-দেওয়ার বেত্রাঘাত বর্ত্তমান, সেদিকে তাঁহারা নেত্রপাত করেন না।

কেহ কেহ বলেন, তিনি বা তাঁহারা বইই পড়েন না, কাজেই চাঁদা দিতেও রাজী নহেন। আমার আবাদী জমি নাই বলিয়া দেশে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির দুঃখদৈন্যে আমি উদাসীন!!! আমার কলেরা হয় নাই বলিয়া দেশের মড়ক-নিবারণে সাহায্য করিব না বা আমার প্রয়োজন নাই বলিয়া অন্য সকলের বিশেষ প্রয়োজনীয় একটা সাধারণ ব্যাপারে যৎসামান্য সাহায্যও আমি করিব না! এই স্বার্থপর সংকীর্ণ মনোবৃত্তিই আমাদের জাতীয় জীবনে বহু দুর্দ্দশার প্রথম ও প্রধানতম কারণ।

লাইব্রেরীর বই ঘরে আনিয়া তাহার যথাযোগ্য যত্ন আমরা লই না, ফলে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই বইগুলি ছিঁড়িয়া, পাতা খসিয়া, নোংরা হইয়া, অব্যবহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। নিজের জিনিষের যে পরিমাণ দরদ দেখাই তাহার অর্দ্ধেকও যদি আমরা লাইব্রেরীর বইয়ে দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা আজ অন্যরূপ হইত।

এখনও অনেকের ধারণা, লাইব্রেরী গঠন ও পরিচালন কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা ছোকরার কাজ। বড়লোকরা ঈদৃশ নিরর্থক কার্য্যে বড় হস্তক্ষেপ করেন না, তাঁহারা অন্যান্য বহু সার্থক কর্ম্মে লিপ্ত থাকেন।

জিজ্ঞাসা করিলে পরম বিজ্ঞের মত তাচ্ছিল্যভরে বলেন, ও-সব পাড়ার ডানপিটে অকালপক্ব ছেলেছোকরাদের খেয়াল। নেই কাজ, তো খই ভাজ! আমি যতদূর জানি, ইঁহাদের দ্বারা লাইব্রেরীর কোন সাহায্য তো হয়ই না, বরং কার্য্যে কিছু বিঘ্ন ঘটাইতে পারিলে ইঁহারা বিশেষ উল্লসিত হইয়া উঠেন।

যে-কাজে টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাবে কোন অঙ্ক হাতে থাকে না, সেকাজে হাত দেয় কেবল অর্ব্বাচীনেরা। অতি-বুদ্ধির এই লাভের লোভে আমাদের অতীত যেমন হইয়াছে মসীলিপ্ত, বর্ত্তমান তেমনি নৈরাশ্যের ঘন মেঘাচ্ছন্ন, ভবিষ্যৎও তেমনি সমুদ্র গর্ভের মত অদৃষ্টপূর্ব্ব ভয়াল। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অহঙ্কারই আমাদের সঙ্ঘ সমাজ সম্প্রদায় এবং সম্মিলিত এক-জাতি গঠনের প্রধান অন্তরায়। এইজন্যই লোকালয়ে বাস করিয়াও আলোকের অভাবে আমরা লোকাতীত, সমাজে থাকিয়াও সমজ হয় নাই অসামাজিক রহিয়া গিয়াছি, জনপদনিবাসী হইয়াও চতুষ্পদ জানোয়ারই আছি জনপদ-কল্যাণ হইতে পারি নাই। কাব্যে কথায় ও কেতাবে যে জাতির কথা আমরা প্রায়ই বলি, সেটাও বিজাতীয়—অন্তরের অনুভূতি নয়, রসনার কণ্ডূতি মাত্র।

লাইব্রেরী যে দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ কল্পদ্রুম, দৈহিক মানসিক নৈতিক ও আত্মিক মঙ্গলের ও শক্তির কামধেনু, জন-সাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষা প্রচারে ও প্রসারে চৌষট্টি কলার প্রমূর্ত্ত প্রতীক এবং দেবী সরস্বতীর বাহন, এই তথ্যটি আমরা কখনও চিন্তা করি নাই। দেশে বিদ্যালয় স্থাপন, প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, কূপ ও পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্য যেমন মহৎ ও জনহিতকর, একটি

রমণীদিগের জন্য সঙ্কেত

হরি কোথায় গো ?

উনি আজকাল বড় দেরীতে বাড়ী ফেরেন। পার্ব্বতী, ভাই, এসব কথা বলা উচিত নয়—আমি বড় অসুখী। উনি আমায় আর ভালবাসেন না।

হরির বুদ্ধি নেই। তোমাকে নিজের আরও যত্ন নিতে হবে। বেশভূষা আরও পরিপাটি কর। আর একটা ভাল গন্ধ মাখ—আমার এই 'হিমালয় বোকেটা' একবার মেখে দেখ না—শুধু কাণের পেছনটায় একটু লাগাবে—ব্যস্! এর মিষ্টি গন্ধ পুরুষ মাত্রেরই মন ভুলায়।

তোমার জন্য সত্যি গর্ব্ব অনুভব করছি। আর কখনও ভুলেও তোমার অনাদর করব না। তুমি এত ফিটফাট আর মনোরম—সবাই আমায় হিংসা করে।

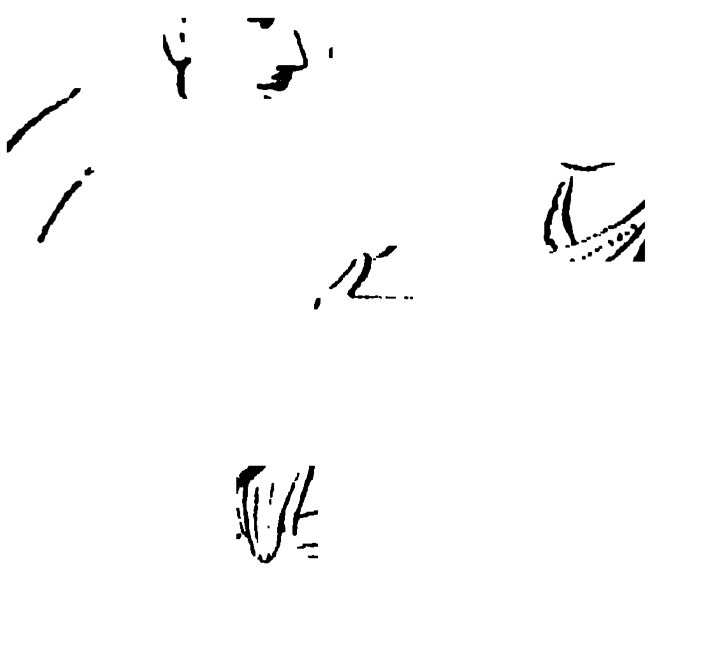

মনোহারিতা বিবাহিত জীবনে সুখ আনে

সুগন্ধি 'হিমালয় বোকে' কয়েক ফোঁটা কানের পেছনে ও চুলে ছোঁয়ালে আপনাকে চমৎকার দেখাবে—আপনার মনোহারিতা অনেক গুণ বেড়ে যাবে। এই মনমাতান গন্ধে ভরা, পকেটে বা হাতব্যাগে রাখার মত ছোট্ট ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে পেতে হলে Dept. 8 E, Post Box 758, Bombay এই ঠিকানায় পোষ্ট কার্ড লিখুন।

Himalaya Bouquet PERFUME

ERASMIC PERFUMERS & FINE SOAP MAKERS, LONDON, ENGLAND

HB 8-455 BG

ভাল গ্রন্থাগারস্থাপনও ঠিক সেই শ্রেণীর এবং অনুরূপ জনমঙ্গল অনুষ্ঠান। হাসপাতালে দেহের এক রোগ সারে, আবার অন্য রোগ ধরে এবং বাড়ে, কিন্তু লাইব্রেরী মনের ও আত্মার অশিক্ষা এবং কুশিক্ষাজনিত ক্ষয় কুষ্ঠ প্রভৃতি বহু রোগ চিরদিনের মত সারাইতে পারে।

দেশের স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসিন, সম্প্রদায়, চাকুরী, বাঁটোয়ারা, ভাগ, পদ, বেকারসমস্যা সমাধান, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়-সংশোধন প্রভৃতি বহু বড় বড় সমস্যামূলক কথায় আমরা অত্যন্ত মাথা ঘামাই, এবং সময় সময় পরস্পর মাথা ফাটাই-ও, কিন্তু দেশের শতকরা ৯২ জনের মাথার মধ্যে যে কিছুই নাই—তাহার কি ব্যবস্থা করিতেছি ?

উপরোক্ত বৃহৎ ব্যাপার সমূহের সমাধান কল্পে বহু মনীষী শুধু বিনিদ্র রজনী যাপনই করিতেছেন না, বিনিদ্র দিবাও কাটাইতেছেন, এমন কি এজন্য কারাবরণ পর্য্যন্ত করিতেছেন। ৯২টি শিক্ষাহীন মনের নিবিড় অন্ধকারে এবং অজ্ঞতা ও কুসংস্কারজনিত নৈর্লিপ্ত্য ও ঔদাসীন্যের বিষাক্ত বাষ্পের স্পর্শে আসিয়া, আটজনের সমস্ত প্রয়াস সদিচ্ছা ও কার্য্যাবলী তাই হইতেছে প্রতিনিয়ত এমন নিষ্ফল ও ব্যর্থ।

রাষ্ট্র-নেতা, জন-নায়ক, চিন্তা মহারথী, ধর্ম্মগুরুগণ একটি স্থানে বসিয়া যে-কাজ করেন, লাইব্রেরী সেই সব মহাকাব্যের ভার গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের প্রতিভূ রূপে সেই সব মহাপুরুষদের চিন্তা ও কর্ম্মপ্রবাহ দূরে দূরান্তরে গ্রামে গ্রামান্তরে দিকে দিগন্তরে ত্রিশ কোটী নরনারীর ঘরে ঘরে বহাইয়া দিয়া দেশসেবা ও জনসেবার মহত্তম ও বৃহত্তম কার্য্য অনায়াসে সাধন করিতে পারে।

পুরাকালে যাহা ঘটিতে পারে নাই, বর্ত্তমান যুগে তাহা অতি সুলভ হইয়াছে। যুগের এ দানে বিমুখ হইয়া পূর্ব্ব মুখে নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিলে, চিরদিন দুঃখই থাকিয়া যাইব, বর্ত্তমানের সভ্য জগতের নিকট মুখ দেখাইতে কিছুতেই পারিব না।

ভারতের বৈদিক বা পৌরাণিক যুগে গ্রন্থাগারের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। প্রস্তর, লৌহ ও তাম্রফলকে যাহা লিখিত হইত, সেগুলিকে সযত্নে রক্ষা করিবার কোন প্রয়াসের পরিচয়ও পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও চিন্তাধারা নামিয়া

আসিয়াছে শ্রুতি ও স্মৃতির ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া। সেকালে কর্ণ উপার্জ্জন করিত, মন গচ্ছিত রাখিত, মুখ দান করিত।

তারপর ক্রমশ লেখা ও লিখিবার দ্রব্যেরও কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হইল। গৌরবময় বৌদ্ধ যুগে প্রথম পুঁথি লেখা আরম্ভ হইল। লোকের কাণের, মনের ও মুখের বল কমিয়া আসিতে লাগিলেও একেবারে নির্ব্বল হইল না। পুঁথির সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেই গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা হইল। ধন না জমা পর্য্যন্ত সিন্দুকের প্রয়োজন হয় না। ভারতে লাইব্রেরীর জন্ম হইল: বিক্রমশিলা, নালন্দা ও তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বহুকষ্টে লিখিত এই পুঁথিগুলিকে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা হইতেই গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা মূর্ত্তির মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠ হইল। ভগবান্ বুদ্ধের কৃপাধন্য বৌদ্ধ শ্রমণ শ্রমণীগণ তাঁহাদের চিন্তামণি গুলিকে পুঁথির পাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সব মহাকোষাগারে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

হিন্দু চিন্তানায়কগণও তাঁহাদের চিন্তা রত্নাবলীর নিরাপত্তার জন্য সেগুলিকে দেব মন্দিরে পাষাণ কুটিরের ভূগর্ভে সযত্নে রক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। দক্ষিণ ভারতের দেবমন্দিরগুলিতে এই কারণে রকম পুঁথি রক্ষিত হইতে লাগিল।

বৌদ্ধ জ্ঞানীগণ ভাবিয়াছিলেন, মানুষ যেমন অমর, মানুষের মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট এই বিদ্যালয়গুলিও তেমনি অমর; সুতরাং অমরের নিকটেই পুঁথিগুলি গচ্ছিত রাখিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু মনীষীরাও পবিত্র দেবমন্দিরে তাঁহাদের পুঁথিগুলিকে রাখিয়া পুঁথির পবিত্রতা এবং নিরাপত্তা উভয়ের সম্বন্ধেই নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। ধরিতে গেলে, গ্রন্থাগারের এই প্রথম প্রবর্ত্তন।

আমাদের দেশে ইহা প্রথম হইলেও মানুষের পৃথিবীতে ইহা আধুনিক। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ব্যাবিলন ও অ্যাসীরিয়ায় গ্রন্থাগার ছিল, পণ্ডিতেরা বলেন। সে সময় মৃৎ-ফলকে পুঁথি লিখিত হইত। নরম মাটির ফলকে লৌহ শলাকা দিয়া লিখিয়া ফলকগুলি পোড়াইয়া শক্ত করা হইত। মিশরে প্যাপিরাস্ (Papyrus) গাছের ছালে লিখিয়া, সেই ছালগুলিকে শুকাইয়া গোল করিয়া, গুটাইয়া রাখা হইত।

আমাদের দেশে পূর্ব্বোল্লিখিত সময়ের বহু পরে ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র ও তুলোট কাগজে পুঁথি লেখা হইয়াছিল।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোড্‌লেন্ গ্রন্থাগারে একখানি অতিপুরাতন পুঁথি আছে, সেখানি পিতলের একটি শিকলে বাঁধা। উদ্দেশ্য, কেহ এ বই অন্যত্র যেন না লইয়া যাইতে পারে। শিকলের সীমা সে বই কোন দিনই অতিক্রম করিবে না।

লেখা, লিখিবার সরঞ্জাম ও লিখিত পুঁথি এই সব এবং আরও নানা কারণে বহু পরিশ্রম সময় ও ব্যয়-সাপেক্ষ ছিল বলিয়া লেখাপড়া ছিল সে সময় কূপের মত সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ: জন সমাজে বিদ্যার প্রচার ও প্রসার এই জন্য তখন ব্যাপকভাবে সম্ভবপর হয় নাই।

ইহার পর মুদ্রাযন্ত্র এবং কলে কাগজ প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক রচনা যেমন সুকর ও সুলভ হইল, তেমনি পুস্তকের প্রচারও হইয়া পড়িল বন্যাস্ফীত নদীর দুইকুল পরিপ্লাবী জলস্রোতের মত। যে শিক্ষা জন্মাবধি কেবলমাত্র অভিজাত, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের মধ্যে বামনরূপে লুক্কায়িত ছিল, মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে তাহা আজি বিশ্বরূপে আচণ্ডালদ্বিজের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

হুপিং কাশি

যখন শিশুরা হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হয়, তখন পিতা, মাতা এবং অভিভাবকদের চিন্তার কারণ উপস্থিত হয়। যে শিশু আক্রান্ত হয় বিপদ শুধু তাহারই নহে পরন্তু তাহার সঙ্গীদের পক্ষেও ইহা বিপজ্জনক অবস্থা; এবং যাহাতে ইহা পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের মধ্যে সংক্রমিত না হয় এ সমস্যাও তখন সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত নূতন কাশির ঔষধ "টাসানল" সময়ে প্রয়োগ করিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ইহা যে কেবল হুপিং কাশির আক্ষেপ উপশম করে তাহা নহে, ইহার মধ্যে "থাইম্" থাকাতে শ্বাস যন্ত্রের বীজাণু নাশ করে এবং রোগ সংক্রমণ নিবারণ করে। ইহা পরিবারস্থ সকলকে সেবন করাইলে রোগ প্রসার-লাভ করিতে পারে না. তাহাছাড়া রোগের প্রাদুর্ভাব কালেও অথবা রোগ গ্রস্ত শিশুর সংস্পর্শে আসিলেও রোগাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। "টাসানল" শুধু যে হুপিং কাশিরই অমূল্য ঔষধ তাহা নহে, ইহা অন্যান্য কাশি যথা—হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া এমন কি যক্ষ্মা রোগেও সমান উপকারী। হঠাৎ প্রয়োজনের জন্য প্রত্যেকেরই উচিত ইহার এক শিশি বাড়ীতে রাখা। ফুসফুস ও শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত যে কোন ব্যাধিতে 'টাসানল' নিরাপদ এবং নির্ভর যোগ্য।

টাসানল

আপনার ডাক্তারখানায় পাইবেন।

ইহা সর্ব্বপ্রকার ফুসফুস ও শ্বাসরোগে অব্যর্থ।

মার্টিন এণ্ড হ্যারিস্ লিমিটেড, কলিকাতা ও বোম্বাই।

T. R. 3

OWN LIBRARY. 1909. M. I.

শ্রীমতী আশালতা

রেক্স পিকচার্সের "দেশভক্ত" চিত্রের নায়িকারূপে

অবতীর্ণা। পরিবেশক ঃ স্কোয়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্স

দীপালী

শোভনা সামার্থ ও প্রেম আদিব

হিন্দুস্থান সিনেটোনের "সৌভাগ্য" চিত্রে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করিয়াছেন। পরিবেশক : কপূরচাঁদ লিঃ।

THE BOYS' OWN LIBRARY.
Estd. 1909.
No.........

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd. 1901
No.........
Y. M. I.

শ্রীমতী খুরশীদ

রঞ্জিৎ মুভীটোনের আগামী চিত্র "মুসাফির"-এ অপূর্ব্ব অভিনয়কলা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই ছবিখানির পরিবেশক: মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স।

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd. 1909.
No.........
Y.M.I.

বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের নৃত্যসঙ্গিনীদ্বয়

সিমকী ও জোহরা

আগামী বড়দিনের সময় গ্লোব রঙ্গমঞ্চে এই সম্প্রদায়ের নৃত্যকলা আবার দেখা যাইবে।

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(২১)

সকলের আপত্তি থাকা সত্বেও শ্বেতেন আগ্রায় চাকরী নিয়েছিল। নির্ম্মলা বা রাজকুমার কেউই স্পষ্ট করে তাঁদের আপত্তি জানান নি, কিন্তু শ্বেতেনের বুঝতে দেরী হয় নি যে তাঁরা তার যাওয়া পছন্দ করছেন না। শীলা স্পষ্ট বলেছে যে তার যেতে ইচ্ছে মোটেই নেই, শ্বেতেন তাতেও কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। শীলাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে আসবার তার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু শীলাকে আসতে হল নির্ম্মলার জন্যে। নির্ম্মলা বললেন শ্বেতেনের একা থাকবার দরকার নেই। বিয়ে তাদের অল্প দিন হ'লেও কেউই তারা ছেলেমানুষ নয়। কাজেই শীলাকে যেতে হ'ল।

তারা আগ্রায় আসবার অনেক দিন পরে পর্য্যন্ত যখন প্রণতি সেখানে এল না, তখন শীলা আশ্বস্ত হল। তার ভয় হল প্রণতি যে-কোনদিন এসে পড়বে আর তার সমস্ত কল্পনার জাল ছিঁড়ে যাবে। সে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকত। মাঝে মাঝে তার নিজেরই আশ্চর্য্য লাগত; যাকে কোনদিন দেখে নি, যার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না তাকে এত ভয় করবার কারণ থাকতে পারে না, কিন্তু সে নিঃসন্দেহ হতে পারত না। প্রণতির ওপর তার একটা বিজাতীয় ঘৃণা এসে গিয়েছিল, যে একবার তার ভবিষ্যৎ জীবন ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করেছে সে যে আর একবার চেষ্টা করবে না তা কি করে বলা যায়? অবশ্য সে নিশীথকে জানত না, তার সঙ্গে বিয়ে হলে সে যে বেশী সুখী হত তাও সে মনে করে না, কিন্তু প্রণতি তো তার সঙ্গে শত্রুতা ঠিকই করেছিল। শ্বেতেন যদি তাকে বিয়ে করতে রাজি না হত তাহলে যে কি হ'ত সে কথা তার ভাবতেও সাহস হয় না।

শ্বেতেনের ভালবাসায় সে সন্দেহ করত না। সে জানত যে শ্বেতেন স্বামী হিসেবে কারও চেয়ে খারাপ নয়; অন্য জায়গায় বিয়ে হলে সে যে এর চেয়ে বেশী সুখী হ'ত না তা সে জানে, কিন্তু তবু সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। শ্বেতেন নিজেই স্বীকার করেছে যে সে প্রণতিকে ভালবাসে। পুরুষের পক্ষে যে স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীকে ভালবাসা সম্ভব আর তাতে স্ত্রীর অধিকারের হানি হয় না একথা বোঝবার মত মনের উদারতা শীলার ছিল না, অনেক মেয়েরই থাকে না। তাদের ধারণা একজন পুরুষের পক্ষে অনাত্মীয় প্রায়-সমবয়সী কোন মেয়েকে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা, তাই তারা তার কল্পনা পর্য্যন্ত সহ্য করতে পারে না, শীলাও পারে নি। অনেক দিন আগ্রায় আসার পরও যখন প্রণতি এল না, তখন সে ঠিক করে নিলে প্রণতি চিরদিনের জন্যে তাদের জীবন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে।

শ্বেতেন তার নতুন জীবনের কাজের ভিড়ে প্রণতিদের কোন খবর নেবার অবসর পায় নি। কাজ সে চিরকাল ভালবাসে, তাই কাজের মধ্যে এসে সে সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। সে এখানে অনেক সুযোগ পাচ্ছিল। এখানে আসবার আগে সে বলেছিল—কিছুদিন কাজ করে সে ছেড়ে দেবে, কিন্তু এখন আর সেকথা মনেও হয় না। শীলা মাঝে মাঝে অনুযোগ করে, নির্ম্মলাও তাকে জানান যে এতদিনে তার চাকরী করবার সখ মিটে যাওয়া উচিত, কিন্তু শ্বেতেনের এ সব ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত তার এক মুহূর্ত অবসর নেই, সব সময় কাজের ব্যস্ততা—এই তার কাছে আদর্শ জীবন। সে শীলাকে বলে, "কলকাতায় গিয়ে কি করব? প্র্যাক্‌টিশ্ করতে আরম্ভ করলেই তো আর লোকে আমায় ডাকবে না, সারাদিন কাটিবে বসে। সে জীবনের কথা ভাবলেও আমার ভয় হয়।"

শীলা বলে, "তবে কি তুমি এখানেই থেকে যাবে নাকি? বাবা-মার ওপর এত বড় অন্যায় করবার তোমার কি অধিকার আছে? তোমার এখানে আসাই অন্যায় হয়েছে।"

শ্বেতেন জবাব দেয় না, সেও বোঝে তার কাজটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু স্বাধীনভাবে বাইরে থাকার মোহও সে কাটিয়ে উঠতে পারে না।

প্রণতির সঙ্গে শ্বেতেনের হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। প্রথমটা শ্বেতেন বিশ্বাসই করতে পারে নি; প্রণতি আগ্রায় এসেছে, সে জানে শ্বেতেন সেখানে আছে অথচ তাকে জানায় নি, এ কি করে সম্ভব হতে পারে? সে জিজ্ঞেস করলে, "কবে এলেন? কোথায় উঠেছেন? আমায় কিছু জানান নি কেন? দাদা সঙ্গে এসেছেন তো?"

প্রণতি হাসতে হাসতে বললে, "অতগুলো কথার এক সঙ্গে জবাব দেওয়া যায় কি? বিশেষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে..." শ্বেতেন বললে, "চলুন আমার কোয়ার্টার্সে চলুন।"

প্রণতি জিজ্ঞেস করলে, "শীলা কোথায়?"

"এখানেই আছে।"

কোয়াটার্সে যাবার পথে শ্বেতেন জানলে যে প্রণতি এখানে একাই এসেছে, একটা হোটেলে এসে উঠেছে, ক'দিন থাকবে তার ঠিক নেই। শ্বেতেনের সবটাই অদ্ভুত লাগছিল। প্রণতি একা আসবে কেন? খুকু কোথায়? প্রথমে ভেবেছিল প্রণতি কোন বিশেষ কাজে এসেছে তাই একা এসেছে, কিন্তু প্রণতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার কি রকম সন্দেহ হল। সে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি একেবারে একা এলেন কেন? খুকুকে সঙ্গে নিয়ে এলেই পারতেন, তাকে এলাহাবাদে রেখে আসবার কি দরকার ছিল?"

নিজের অজ্ঞাতে শ্বেতেন প্রণতির মনের সব চেয়ে আহত স্থানে আঘাত করেছিল। প্রণতি কোন রকমে বললে, "হাঁ ভাই তাকে এলাহাবাদেই রেখে এসেছি।" তার গলার স্বর কেঁপে উঠল শ্বেতেন তা লক্ষ্য করলে। তার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না; এ যে সম্ভব হতে পারে তা সে ভাবতেও পারে নি। কিছুক্ষণ সে কথা বলতে পারলে না। এরপর প্রণতিই প্রথম কথা বললে। সে বললে; "শেষ পর্য্যন্ত সে তোমায় খুঁজেছিল ভাই: তার বিশ্বাস ছিল তুমি গিয়ে দাঁড়ালেই সে ভাল হয়ে উঠবে।"

"আর আপনারা আমায় খবর দেন নি? যত কাজই আমার থাক্......"

প্রণতি তাকে বাধা দিয়ে বললে, "সে সময়টুকুও পাই নি ভাই, তা না হলে তাকে তোমার হাতেই তুলে দিতাম।" রাস্তায় শ্বেতেন আর কোন কথা বললে না। কোয়াটার্সে পৌছে দেখলে যে শীলা আরসির সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। তার সঙ্গে পরিচয় করে দেবার আগেই প্রণতি শীলাকে আদর করে বললে, "চমৎকার বৌ হয়েছে তো তোমার—রত্ন।"

শ্বেতেন হাসতে হাসতে বললে, "বাইরের লোক দেখে শুধু রত্নের দীপ্তিটা আর যাকে সেটা বইতে হয় সেই বোঝে রত্নেরও একটা ভার আছে।"

প্রণতি বললে, "তুমি তো অনেক কথা শিখেছ দেখছি! এত কথা ও কোথায় শিখলে বৌ?"

শ্বেতেন বললে, "হাঁ, আপনাদের বৌ বলতে পারবে কারণ সেই শিখিয়েছে।"

প্রণতি বললে, "তাই নাকি? আমার তো মনে হচ্ছে, শীলা কথা কমই বলে।"

(ক্রমশঃ)

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে;

ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে
আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা
ধাতুরোগ সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিয়া সংসারের সুখ ও শান্তি পুনঃ প্রদান করে। মূল্য ১ কৌটা ১৲
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ 'শান্তি'
১৩ ২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা—১৷৷৹, ২৷৷৹, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
প্রত্যাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

নারী

—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দাশ, বি-এ

—বাবারে বাবা, এ বাড়ীতে আবার মানুষে বাস করে, যেন দম বন্ধ হয়ে গেল। পোড়া ধোঁয়াও কি বেরুতে চায় না, যেন কুণ্ডুলি পাকাচ্ছে। উঃ, চোখ চাইবার যো নেই, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ওমা শান্তি, দে না মা দরজা জানলাগুলো বন্ধ করে। এখুনি ধোঁয়া ঢুকে সব নষ্ট করে দেবে। কি কপাল করেই জন্মেছিলুম!—উনানে ধোঁয়া দিয়াই প্রমীলা চিৎকার করিয়া ওঠে। উনানও বিষ উদ্গার করিতে করিতে ধরিতে থাকে। প্রমীলা কতকগুলি বাসন লইয়া আসিয়া কলতলায় মাজিতে বসে। সামান্য কয়টি বাসন মাজিতে তাহার বিলম্ব হয় না। কলের মুখে মাজা বাসন রাখিয়া সে কল খুলিয়া দেয়। কলের জল যেন আর পড়িতে চায় না—খেজুর গাছের রসের মত চুয়াইয়া চুয়াইয়া ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে। প্রমীলার মাথায় আগুন জলিয়া ওঠে। সে কলের মাথা মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। তারপর চিৎকার করিয়া বলে—ওগো, একটু কলটা দাও না গো?

ঠিক অনুরূপ গম্ভীর কণ্ঠেই উত্তর আসে, যা দিয়েছি খুব দিয়েছি। ওর বেশী জল আর সকাল বেলায় সকলের কাজের সময় পাবে না।

প্রমীলা জানলার কাছে দৌড়াইয়া আসিয়া গর্জ্জিয়া বলে, পাবে না মানে? আমরা ভাড়া দিই না? এই ত সাতটা বাজল। তোমাদের জন্যে কি সেই রাত্রে উঠে কাজ করতে হ'বে নাকি?

অপর কল হইতে উত্তর আসে, তা আমরা কি জানি বাপু? রাত্রে উঠে, কি সকালে উঠে, কাজ সারতে হ'বে তা আমরা কি জানি?

উপায় না দেখিয়া প্রমীলা একেবারে দুপ দাপ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া যায়। তাহার পর স্বামী অজিতকে লক্ষ্য করিয়া বলে, কি করে এ বাড়ীতে বাস করব? না আছে জল, না আছে আলো, না আছে বাতাস। ধোঁয়া দিলে দম বন্ধ হয়ে আসে, তবু এ বাড়ী ছাড়বে না? কে কবে কি বলে গেছে যার কথা অতীতের স্বপ্ন তার জন্যে এত? আর আমি যে একটা মানুষ খেটে খেটে মরচি, এত করচি তা আমার কথা কি একটা কথা নয়? দেখ দিকিন, সকাল বেলায় কাজের সময় একটু যদি জল না পাওয়া যায় ত' কি করতে ইচ্ছে হয়? মাথা মুড় খুঁড়তে ইচ্ছে হয় না কি? মেয়ে ছেলেরা যদি কাজের সময় জল না পায় ত তৃষ্ণার জলের অভাবের চেয়েও তাদের বুক ফেটে যায়। তা কি তুমি বুঝবে? হায়রে আমার কপাল, তা নইলে আমার এত খোয়ার হ'বে কেন? না ওরা ঐ রকম মুখের উপর জবাব দিতে পারত!

অজিত গম্ভীর হইয়া নিস্তব্ধে সব শুনিয়া যায়। এরূপ অভাব অভিযোগ প্রত্যহই সহস্রবার লাগিয়া আছে। ইহাতে মনোনিবেশ করিতে হইলে তাহাকে এতদিন পাগল সাজিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। স্ত্রীলোকের স্বভাব ধর্ম্মই এই ভাবিয়া অনেক সময় অজিত চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু সময় সময় উত্তর না দিলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইবে—ভদ্রলোকের বাড়ী কি বস্তী তাহা প্রভেদ করিবার উপায় থাকিবে না, তাই মান সম্মান বাঁচাইবার জন্য সে উত্তর দেয়, তা আর একটু সকালে কাজগুলো করে ফেলতে পার না? এখন এই সময় সকলে একসঙ্গে লাগলে এ রকম ত হবেই। রোজ রোজ কল নিয়ে এ রকম ঝগড়া ঝাঁটি করলে কি হবে?

প্রমীলা রাগে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে—তা বলবে বই কি। তা নইলে আর আমার এ রকম দুর্দ্দশা হ'বে কেন। সোয়ামী যদি সে রকম হ'ত তা হ'লে কি আর শেয়াল কুকুরে লাথি মারতে পারত? আমি ত' আর দাসী বাঁদী বইত' কিছু না। আমার সুখ দুঃখ বুঝবে কেন? আমি ত' তাঁর মত কোনদিনই রাজরাণী হ'তে পারলুম না, চিরকাল চাকরাণী হয়েই জীবনটা কাটাতে হ'ল। দ্বিতীয় পক্ষের বউ হওয়ার চেয়ে আর পাপের ভোগ আছে! খেঁতলানী খেতে খেতেই জীবনটা গেল। দ্বিতীয় পক্ষের বউ হওয়ার চেয়ে সতীন নিয়ে ঘর করা ভাল। মরণটাও ত' হয় না। মরণটা হলে আমিও বাঁচি আর পাঁচজনেরও হাড় জুড়ায়।—বলিতে বলিতে প্রমীলা নীচে নামিয়া যাইয়া বাসন ধুইতে থাকে।

সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। রাস্তা দিয়া কত ফেরীওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছে। শান্তি উপরে বসিয়া তাহার পিতার ঘরে খেলা করিতেছিল। হঠাৎ লীচুওয়ালা 'লীচুফল' বলিয়া হাঁক দিতেই সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া যায়।

—ও লীচুওলা দাঁড়াও। বাবার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আসি—বলিয়া ছুটিয়া উপরে তাহার বাবার কাছে যায়। বলে, বাবা, একটা পয়সা দাও না। লীচু কিনব।

অজিত বুঝাইয়া বলে, দেখ ও লীচু ভাল নয়। আমি বাজার থেকে ভাল লীচু এনে দোব। ও টক লিচু খেলে অসুখ করবে। যাও, ও লিচু কিনতে হবে না।

ভয়ে ভয়ে শান্তি নীচে নামিয়া আসে। তাহার আর পিতার কাছে কথা কহিবার সাহস হয় না। কিন্তু লিচু খাইতেই হইবে। সে তাহার মাকে যাইয়া ধরে।

প্রমীলা রাগিয়া অভিমানভরে বলে, দেখ মা, আব্দার রাখ।

মাতাকে কোন মেয়েই ভয় করে না, তাই সে তাহার আঁচল ধরিয়া আব্দার করিয়া আবার বলে, না, আমি খাব। পয়সা দাও না, লিচুওলা দাঁড়িয়ে রয়েচে যে!

—হেঁ, হেঁ মা একেবারে খাইয়ে দোব। আমারই কত খোয়ার তা তোমার! তার পেটের একটা থাকত ত' দেখতে কত আদর যত্ন হ'ত। আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল কত সব আসত। তুমি যেমন গর্ভে এসে জন্মেছ, তোমার মরণই ভাল। তোমার লিচু খেয়ে আর দরকার নেই। তুমি মর, মর।

মাতার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া শান্তির এইবার ভয় হয়। সে কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় উপরে চলিয়া যায়। লিচুওয়ালা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মনে মনে অভিযোগ করিতে করিতে 'লীচু ফল' 'লীচু ফল' বলিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে চলিয়া যায়।

অজিতের অফিসের সময় হইয়া আসে। সে খাইতে নীচে নামে। তাচ্ছিল্যভরে রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে আজ প্রমীলা তাহাকে পরিবেশন করিতে থাকে। অজিত সব বুঝিতে পারে, ইহা তাহার সহিয়া গিয়াছে।

অজিত অফিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া প্রত্যহের মতই প্রমীলাকে আজও আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, আজ কি আনতে হ'বে?

প্রমীলা একটু গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া মুখ ভার করিয়া উত্তর দেয়, কিছু না।

ইত্যবসরে শান্তি মায়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জানে এই সময় মা বাবাকে যাহা আনিতে বলে, বাবা সন্ধ্যার সময় আফিসের ফেরত সব প্রত্যহই লইয়া আসে। কোনদিন কিছুরই ব্যতিক্রম হয় না। তাই সে মার কাণের কাছে মুখ লইয়া যাইয়া বলে, মা, বাবাকে লিচু আনতে বল না!

মা ধমক দিয়া উঠে, আর লিচু খায় না। লিচু খাবার কপাল করে এসেছ কিনা?

অজিত ব্যাপার বুঝিতে পারে। প্রথমে সকালে কল লইয়া হইয়া গিয়াছে। তাহার পর লিচু লইয়াই যত গোলযোগ। অজিত ভাবিতে থাকে—ভালর দিকটা কি প্রমীলা কোনদিনই লইতে পারিল না। দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহই কি তাহার জীবনকে অভিশপ্ত করিয়া তুলিয়াছে? কথায় কথায় তাহারই কথা আনিয়া সে তাহাকে কষ্ট দেয়। সেই কি ওর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে? যাহার পৃথিবীতে অস্তিত্ব নাই সে কেমন করিয়া শত্রু হয়! সে ত জানে যে, সে প্রমীলাকে কত ভালবাসে, কিন্তু সে যদি সন্দিগ্ধ মন লইয়া তাহা উপভোগ করিতে না পারে তবে সে কি করিতে পারে?—তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। সে প্রমীলার কথায় রাগে, দুঃখে, অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। তাই বলে, দেখ প্রমীলা, দিন দিন তোমার কাণ্ড কারখানা আমার অসহ্য হয়ে উঠছে।

কড়ায় খুন্তি দিতে দিতে মুখ ঘুরাইয়া খুন্তিশুদ্ধ হাত কোমরে রাখিয়া প্রমীলা বলিয়া ওঠে, আমার ইয়ে ত অসহ্য হ'বেই। একি প্রথম পক্ষের যে—?

—দেখ তোমার বড় ইয়ে হয়েচে। তুমি সব কথাতেই তাকে টেনে আন কেন বলত? সে কি করল? নিজের এই ভুলের জন্যেই ত নিজে জ্বলে পুড়ে মর।

—হেঁ, নিজের ভুল বই কি? কবে সে বলে গেছে যে এ বাড়ী বদল কোর না। তা এখনও

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রতিদিন এই ভাবে যত্ন নিলে আপনার মাড়ি ও দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে :

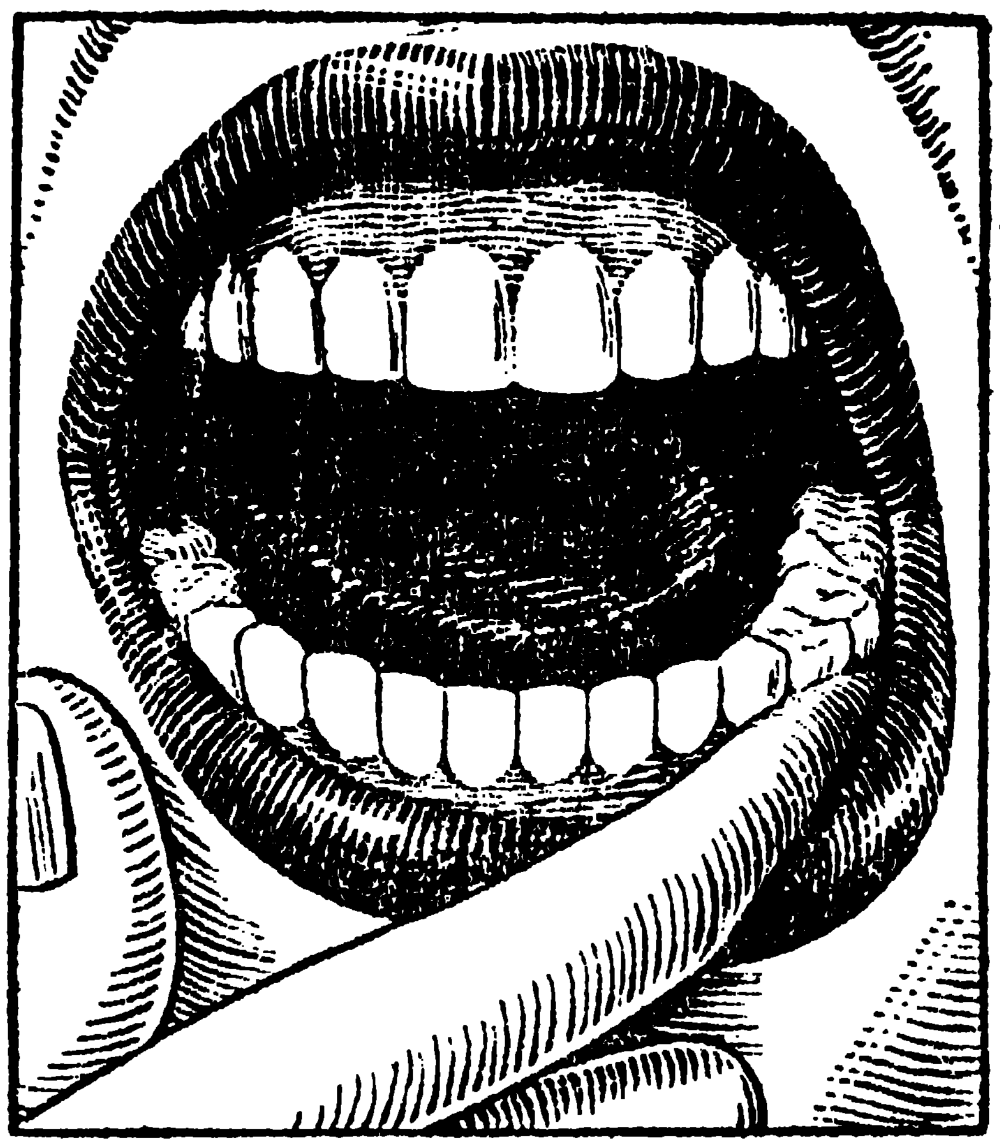

আপনার দন্তচিকিৎসক সম্ভবতঃ মাড়ির চিকিৎসায় এস, আর, (Sodium Ricinoleate) ব্যবহার করেন। এস, আর, এরূপ তীক্ষ্ণ বীর্য্য যে রোগদুষ্ট মাড়ির মধ্যে যে বিষাক্ত দ্রব্য ও জীবাণু জন্মে তাহা নিস্তেজ ও অসাড় করিয়া দেয় ও মুখবিবর সতেজ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ করিয়া তোলে।

আপনি প্রতিদিনই এস, আর, ব্যবহার করিতে পারেন, কারণ গিবস্ এস, আর, টুথপেষ্টে এই মূল্যবান অমোঘ ঔষধ সক্রিয় অবস্থায় বর্ত্তমান। কাজেই এই টুথপেষ্ট পাইওরিয়া ও মাড়ির অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিষেধ করে।

প্রতিদিন এস, আর, দ্বারা মাড়ি ঘষিলে ও দাঁত মাজিলে দাঁত সাদা হয়, নিঃশ্বাস সুরভিত হয়, মাড়ির যন্ত্রণা প্রতিহত হয় ও দাঁত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। "এস, আর," মাড়ির মধ্যে কাজ করিতে থাকে উহাতে আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা হয়।

সব ছাড়িয়া আজ হইতেই গিবস্, এস, আর, ব্যবহার করুন।

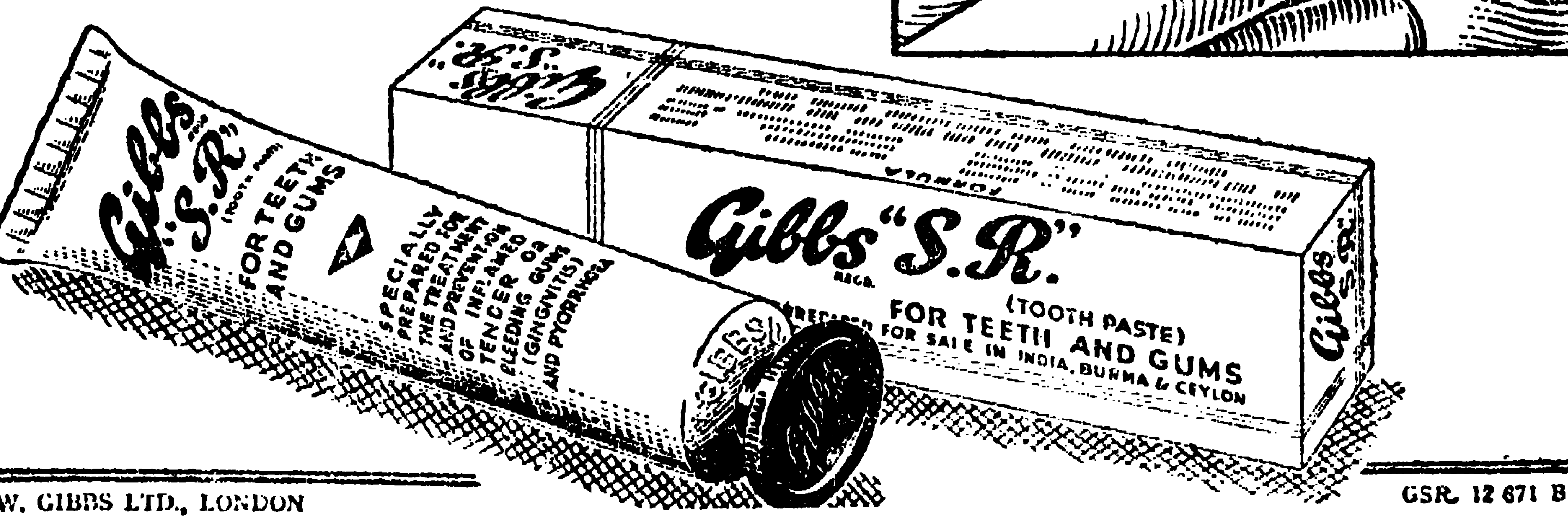

D. & W. GIBBS LTD., LONDON

GSR. 12 671 BG

এত কষ্টেও আমার এত অনুরোধেও বাড়ী বদলান হ'ল না। আবার নিজের ভুল। এমন চাক্ষুস প্রমাণ থাকতেও ভুল? আমি ত' কুকুর সেজে আছি। ইচ্ছে হ'লে দয়া হ'লে একবার ডাকলে। কুকুর অম্নি লেজ নেড়ে কাছে গেল, মনে করলে কত ভালই না বাসলে। তাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে হ'ল ত' তখনি দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। তার একটু আব্দারও সহ্য হয় না, ভয় হয় পাছে গায়ে আঁচড় লাগে।—প্রমীলা দুঃখে কাঁদিয়া ফেলে।

সেই অবস্থাতেই অজিত অফিসের উদ্দেশে রওনা হইয়া পড়ে। আর তাহার এ অভিনয় ভাল লাগে না। প্রথম প্রথম প্রমীলাকে রাগাইতে বড় আমোদ লাগিত। এখন মনে হয় সত্যে রূপান্তরিত হইয়েছে। তাই সারাদিন সে ভাবে—যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়াছে। আর না! মেয়ে মানুষের কি সন্দিগ্ধ মন! একটা অসার, অলীক বস্তুকে কল্পনায় লইয়া কতগুলি জীবন, কত সংসার তাহারা নষ্ট করিতে পারে! আর কত বাঙ্গালীর সংসার এই মেয়েগুলির ভ্রান্ত ধারণার জন্যই স্বর্গ হইতে নরকে পতিত হইতেছে! এক জনের স্মৃতি রাখিয়া আর একজনের মনে কষ্ট দেওয়া যে পাপ তাহা সকলেই জানে। স্ত্রীর উপর কোন বুদ্ধিমান স্বামীই কি এত বড় অবিচার করিতে পারে?

অফিস হইতে বাহির হইয়াই সে প্রথমে লিচু কেনে, তাহার পর গরম গরম পাঁঠার মাংসের সিঙ্গাড়া, চানাচুর, শোনপাপড়ি ইত্যাদি প্রমীলা যাহা যাহা খাইতে ভালবাসে কিছুই কিনিতে বাদ দেয় না। কয়দিন ধরিয়া প্রমীলা একটা ভাল কাপড় আনিবার জন্য বলিতেছে তাহাও সে কিনিতে ভুলে না, সঙ্গে সঙ্গে 'কানন বালা' পেটেন্টের একটা ব্লাউজও।

সব লইয়া অজিত যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি প্রায় আটটা বাজে, দেখে সব ঘর নিস্তব্ধ। প্রত্যহ প্রমীলা যেখানে পা ছড়াইয়া বসিয়া অপেক্ষা করে সেখানেও সে

নাই। মেয়েটাও ছুটিয়া আসিল, না। অজিত অবাক হইয়া যায়।

অজিত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে প্রমীলার মনে নানা কথার উদয় হইতে থাকে। সে কেমন ছিল, নিশ্চয় তাহাপেক্ষা সুন্দরী, নিশ্চয় স্বামীর মন ভুলাইবার, তাহার ভালবাসা পাইবার উপায় তাহার খুব জানা ছিল। তাহা না হইলে আজ কত বৎসর হইল সে মরিয়া গিয়াছে, আজিও স্বামী তাহাকে যা ভালবাসে তাহার এক অংশও তাহাকে বাসে না।—প্রমীলা ভাবে আর জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে থাকে। সে না খাইয়া উপরের ঘরে যাইয়া অজিতের বাক্স, সব খুলিতে আরম্ভ করে। একে একে তন্ন তন্ন করিয়া সে সব খুঁজিতে থাকে। আশা, যদি পূর্ব্ব স্ত্রীর কোন স্মৃতি-চিহ্ন পাওয়া যায়! অনেক সন্ধানের পর কত দিনের পুরাতন বিবর্ণ একটি ফটো বাহির হইয়া পড়ে। প্রমীলা একবার সেইটি দেখে আর একবার সামনে আরসীতে তাহার নিজের চেহারা দেখে। কিছুই সে ধরিতে পারে না। তাহার মনে হয় সে এক ছেলের মা হইলেও তাহার অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী! তবে কি করিয়া সে স্বামীকে এত বশ করিয়াছিল? তাহার দেখিতে ভুল হয় নাইত? নিজের রূপ সে ভাল করিয়া ধরিতে পারিতেছে না কি? সে ত' কোন মন্ত্র জানিলেও জানিতে পারে।—সে আবার খুঁজিতে আরম্ভ করে! হঠাৎ একটা বইয়ের পাতায় মেয়েলী হাতের লেখা কয়টি কথা তাহার চোখে পড়ে—

মনের গলে নারীর মালা
অজিত বাবুর শৈলবালা।

প্রমীলা ঈর্ষায় মরিয়া যায়। শৈলবালা কাটিয়া প্রমীলা বানান করিয়া দেয়। তাহার পর সে প্রতিজ্ঞা করে যে, আজ আর সে রাঁধিবে না, খাইবে না। আপিস হইতে সে আসিয়া খাইতে না পায় ত' তাহার কি! সে যখন তাহাকে অমন করিয়া কাঁদাইতে পারে তখন তাহার জন্য অত কষ্ট করা কেন? বৈকাল কাটিয়া যায়। সন্ধ্যা হইয়া আসে। তবু প্রমীলার রাগ পড়িল না। সে আজ আর অজিতের ঘরে বিছানা করিবে না, একেবারে অপর এক ঘরে মেয়েকে ঘুম পাড়াইয়া মেঝের আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়ে।

অজিত আসিয়া এঘর ওঘর করিয়া তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। সে জামাটা খুলিয়া আলনায় ফেলিয়া দিয়া প্রমীলাকে সোহাগ করিয়া ডাকিল, শুনছ? শুনছ?

প্রমীলা একবার, উঃ, করিয়া আবার পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। সারাদিনের উত্তেজনায়, ক্লান্তিতে তাহার চোখ জুড়িয়া ছিল। অজিত একটি কাঠি তাহার কানের মধ্যে দিয়া ঘুরাইতে থাকে, তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সম্মুখে অজিতকে দেখিয়া সে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, বলে, যাও!

সে আবার পাশ ফিরিয়া চোখ বুজে।

অজিত দুই হাত দিয়া তাহার শরীরটাকে ঘুরাইয়া ধরিয়া আবার বলে, দেখ প্রমীলা, শোন, আজ কত কি···।

কথা শেষ হয় না। প্রমীলা গর্জ্জিয়া উঠে, আর সোহাগে কাজ নেই।

—সোহাগ নয় প্রমীলা। আজ···।

—আজ কি? আজ ত এই ক' বছর ধরেই সোহাগ দেখছি—কেবল দরকারের সময়। আর কত দিন দেখব?

—শোন। অন্য দিনের কথা ভুলে যাও। আজ তোমার পরীক্ষা শেষ। আজ তোমায়···।

—আজ কি? আজ আবার নূতন করে ই'য়ে হ'বে বুঝি? রাগের কথা ভুলে যাব? এটা কি?—প্রমীলা কাপড়ের ভিতর হইতে ফটো বাহির করিয়া দেখায়। তাহার পর রাগে ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসে।

অজিতও তাহার পাশে বসিয়া পড়ে। বলে, তা এটার জন্যে এত? এটাকে কি করতে হ'বে বল? পুড়িয়ে ফেলতে হ'বে?

প্রমীলা চুপ করিয়া থাকে।

—কেন পুড়িয়ে ফেলব? অজিত প্রশ্ন করে।

—ও আমার শত্রু।

—দাও, দেশলাই দাও।

প্রমীলা দেশলাই আগাইয়া দেয়।

বিনামূল্যে গভর্ণমেণ্ট (রেজিষ্টার্ড) "বর্ণ কবচ" বিতরণ। ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনাসহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তি ভাণ্ডার, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)

মেন্স ক্লিয়ার যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ মাসিক ঋতু বিনা কষ্টে পরিষ্কার করিতে অদ্বিতীয় ও নির্দ্দোষ। মূল্য ৫৲ টাকা।

জন্মরোধ ঋতুকালে সেবনে চিরতরে বন্ধ থাকিবে। মূল্য ৫৲, পাঁচ বছরের ৩৲, এক বছরের ১॥০। নিশ্চিত ফলের জন্য গ্যারাণ্টিপত্র পাইবেন। নিস্ফলে মূল্য ফেরৎ। প্রতারিত হইবেন না, বিশ্বাস করুন। ঠিকানা—

DOCTORS & CO.,
Mussorie, U. P. (বাঙ্গালী কোম্পানী)

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২॥০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোআেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৩॥০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—Dr. Bhadury.
Shakti Medical Hall, Muttra, U. P.

একজনের শেষ স্মৃতি মুহূর্ত মধ্যে ধোঁয়া হইয়া চিরতরে শূন্যে মিশিয়া যায়। স্বামী স্ত্রী দুই জনে এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকে। তাহাদের মুখে হাসি ফুটিয়া ওঠে। আজ যে পরীক্ষা শেষ।

এইবার অজিত প্রমীলাকে গাঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া বলে, বাড়ী বদল করতে সে বলেনি, সব মিথ্যে। তোমায় কি আমি কোনদিন বলেছিলুম যে সে একথা বলেছে? তোমার ধারণা অমূলক। আমি এতদিন তোমার মনের অবস্থা দেখছিলুম, কিন্তু আর দেখা চল্ল না। সেটা বলেছিলেন মা, কারণ এই বাড়ী থেকেই আমার চাকরী হয় কিনা তাই। হায় রে তোমাদের সন্দিগ্ধ মন! এইবার হ'ল ত? একবার যাকে পুড়িয়ে এসেচি তাকে আবার নিজে হাতে হাসিমুখে তোমার সামনেই পোড়ালুম। এইবার বিশ্বাস হ'ল ত?

প্রমীলা অজিতের মুখটি তাহার কোমল, সুবাসিত, নরম হাত দুইটি দিয়া তাহার মুখের দিকে ফিরাইয়া ধরে। পরে অভিভূতের মত বলিয়া ওঠে, সত্যি! আঃ, দেখ, দেখ, এইবার আমার মুখটা একবার ভাল করে চেয়ে দেখ, লক্ষ্মীটি!

অজিত একদৃষ্টে প্রমীলার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। প্রমীলা আবার জিজ্ঞাসা করে; কি দেখছ বল? চুপ করে রইলে যে?

—কি দেখছি? দেখছি, বর্ষার ঘনীভূত মেঘ সরে গিয়ে শরতের নির্ম্মল আকাশের প্রতিচ্ছবি তোমার ঐ মুখে! বড় তৃপ্তি আর সুষমায় মাখা ও মুখ।

প্রমীলা আনন্দে আটখানা হইয়া যায়। কত দিন যে সে এরূপ হাসি হাসে নাই! তাহার পর অজিতের গাল দুইটি ধরিয়া নাড়া দিয়া বলে, কি, ফেল্ ফেল্ করে চেয়ে রইলে যে বড়? আজ আর ভাবুক কবি হয়ে থাকতে দিচ্ছি না। শোনো—

২০৩৯ সালে খোলা হবে

১৯৩৯ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে লণ্ডন সহরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যজাত চায়ের শতবার্ষিকী সম্পন্ন হয়েছে। আসামের বাগানের চায়ের প্রথম নিলাম লণ্ডনে হয়েছিল এর ঠিক একশো বছর আগে, ১৮৩৯ সালে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত চায়ের ব্যবসা ভারতে অসাধারণ বিস্তার লাভ করেছে এবং তার ফলে মাত্র ১০০ বছরের মধ্যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ সমগ্র জগতের চায়ের বাগান আর চায়ের দোকান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যত পণ্য জগতের বাণিজ্য-ক্ষেত্রে লেন-দেন হয় মূল্য হিসেবে তার শতকরা এক ভাগ হচ্ছে চা। এই চায়ের আবার শতকরা ৭০ ভাগ জন্মায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আর শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই ব্যবহৃত হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে।

এই স্মরণীয় দিনটির স্মৃতি রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যজাত চায়ের শতবার্ষিকী সমিতি এক বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হবার আগে তারও আনুষঙ্গিক হিসেবে বড় বড় চায়ের জহুরীরা মিন্সিং লেইনে উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁরা সবাই মিলে মিলিয়ে মিশিয়ে এমন একটা চা তৈরি করেছিলেন, যার থেকে "পৃথিবীর সব চেয়ে উপাদেয় এক পেয়ালা চা" হতে পারে। ১০ই জানুয়ারী তারিখে একটি সোনার বাক্সে করে' এই চা মহামান্য রাজদম্পতিকে উপহার দেওয়া হয়। কোন্ চা কতখানি মিশিয়ে এ চা তৈরি হয়েছে তা কাউকেই জানতে দেওয়া হয় নি, কেবল সাম্রাজ্যজাত চা-ই যে ব্যবহার করা হয়েছে শুধু এ-কথাই লোকে জানে। এই চায়ের দু'পাউণ্ড দুটি রূপোর বাক্সে ভর্তি করে' একেবারে শীলমোহর করে দেওয়া হয়েছে এবং উপরে লিখে দেওয়া হয়েছে যে, এ বাক্স ২০৩৯ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখের আগে খোলা হবে না। এ-দুটি রূপোর বাক্স ছাড়া ঠিক এ-রকম আরো ৩৬টি রূপোর বাক্সের মধ্যেও এক পাউণ্ড করে' এই পৃথিবীর সব চেয়ে উপাদেয় চা ভরে' নিলেমে চড়ানো হয় এবং তার ফলে প্রথম দুটি বাক্স থেকে ১১৬৫ পাউণ্ড (প্রায় পনেরো হাজার টাকা) এবং অন্য বাক্সগুলি প্রত্যেকটা থেকে ৩০ থেকে ৫০ পাউণ্ড (৪ থেকে ৬॥০ হাজার টাকা) পাওয়া গিয়েছিল।

এই নিলেম পরিচালনা করেছিলেন স্বয়ং লণ্ডনের লর্ড মেয়র এবং এর আগে সাম্রাজ্য-জাত ভালো ভালো চা—যা উৎকৃষ্ট চা বলে' গণ্য হতে পারে—তারও কতকগুলো বাক্স হাতীর পিঠে চাপিয়ে লণ্ডনের রাস্তায় মিছিল বার করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটির তাৎপর্য ছিলো এই যে চা ব্যবসায়ের গোড়ার দিকে চা বাগান পরিষ্কার করতে হাতীদের দিয়ে প্রচুর সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল।

এই শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে লণ্ডনে যে ভোজ হয়েছিল, সেখানে শতবার্ষিকী সমিতির সভাপতি, স্যার ওয়াল্টার স্মাইল্‌স্ এম. পি., বলেছেন: "সাম্রাজ্যজাত চায়ের ব্যবসা সুরু হবার মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ওখান থেকে চীনের চেয়ে বেশি চা আমদানী হওয়া সুরু হয়েছিল। 'দুজনের জন্য চা' কথাটা আমরা খুবই শুনি, কিন্তু ভারত এবং সিংহল চা জোগায় বিশ হাজার কোটি লোককে। কারণ, এ দু'জায়গায় প্রতি বছর ৮০ কোটি পাউণ্ডের চেয়েও বেশি চা তৈরি হয় আর তার প্রত্যেক পাউণ্ড থেকে চা হয় দুশো পেয়ালারও বেশি"।

সম্প্রতি লণ্ডন সহরে যে চা-শতবার্ষিকী সম্পন্ন হয়েছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করে লণ্ডনের টাইম্‌স্ পত্রিকা লিখেছেন:

"একশো বছর ধরে' চায়ের বাহু থেকে আমরা সেই সূক্ষ্ম-রুচিপূর্ণ সামাজিকতা লাভ করেছি, মদের বোতল যা নষ্ট করে দিতে বসেছিল। বিগত একশো বছরে যে জিনিষ সভ্যতার একটি প্রকৃত হিতকর দান বলে প্রমাণিত হয়েছে তার পক্ষে লণ্ডনের লর্ড মেয়র, বাঙলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন্ [illegible] বয়' সাবু এসব কিছুতেই অতিরিক্ত সম্মান বলে গণ্য হতে পা[illegible]

পরিচালক—শ্রী নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মণিমঞ্জিলের রহস্য

—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

—১—

রহস্যের সন্ধান

পৌষের প্রথম।

কলকাতার সহরে শীতটা সবে মাত্র জমাট বেঁধে উঠেছে।

বড়দিনের ছুটীও ত' প্রায় এসে গেল! ক'টা দিনের জন্ত বোঁ করে কোথাও ঢুঁ মেরে এলে বেশ হতো।

সুব্রত ও রাজু দু'জনে বসে এই আলোচনাই করছিল।

সুব্রত বললে: চল্ রাজু, দশ টাকার একটা যত্র-তত্র টিকিট কেটে ক'টা দিন যে-দিকে দু'চোখ যায় ঘুরে আসা যাক্।

রাজু শুধাল: কোথায় যাবি?

আজকাল নাকি শ্রীমান্ সুব্রতকে আবার কাব্যি রোগে ধরেছে। সে হাত নেড়ে বৈদিক সুরে সুরু করে দিল—

যে-দিকে দু'চোখ যায়
চল চলে নাক বরাবর;
কাশিতে কলের গাড়ী
চলে ঘর ঘর্!…
নাকেতে ঠোক্কর লাগেত' লাগুক্,
ভয় নাই ওরে উড়বুক্!
চলে যাবো চীন ও জাপান,
পথে রাখি নব জার্ম্মাণ!
না হয়, মদিনা কি মক্কা
কিংবা লাহোর কি হুম্‌কা;
যেথা খুশী ঘুরে আসি চল
অহেতুক বিলম্বে নাহি কোন ফল।

রাজুত' সুব্রতর কবিতার বহর শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল।

: বাবাঃ, এই যদি তোর কবিতা হয় সুব্রত, তবে বাঙলার কাব্য-কাননে শীঘ্রই হস্তীরূপী হংসীদের উৎপাত সুরু হয়ে যাবে।

: কি অসভ্য বর্ব্বর, অসুর্সির! এমন চমৎকার মুখে মুখে কবিতা বানালাম!

: এর নাম কবিতা? তার চাইতে বল না কেন 'বুটজুতার ফিতা?'

: বেশ গো, বেশ! কবিতা না হয় নাই হলো? কিন্তু এক সেকেণ্ডে বোঁ করে বিনি পয়সায় কত দেশ ঘুরে এলি বলত'?…চীন, জাপান, জার্ম্মাণ মায় মক্কা, লাহোর ও হুম্‌কা; আরো চাস?

: তা যা বলেছিস! ওই যে কবে কোথায় শুনেছিলাম না কে একজন কবিতা লিখেছিল—

'তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে, চাহিলাম জল!
কোথা হতে এনে দিলে, আধখানা বেল।'

শ্রোতারা যখন কবিকে যা-তা বলে নিন্দে করতে লাগল, আহা! কি কবিতাই বললি রে? কবি তখন গম্ভীর হয়ে জবাব দিল, জলের বদলে বেলত' এনে দিলাম!

রাজু হাসতে হাসতে বললে: হাঁ ঢোলকের বদলে নরুণ পেলাম, তাকডুমা ডুম্ ডুম্!…

সুব্রতও হা হা করে হেসে উঠলো!

এমন সময় হাসতে হাসতে কিরীটী রায় ঘরে ঢুকল, বললে, ব্যাপার কী? এত হাসি কিসের?

: অত্যন্ত দুঃসংবাদ। হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে রাজু জবাব দিল।

: কেন? আবার ভ্রমর আঁকা পত্রাঘাত নাকি?

: না। সুব্রতর কবিতার শেলাঘাত! কর্ণপটাহবিদীর্ণকারী যেন গ্রেট্ ওয়ারের এক একখানি শেল! এখনও কাণে তালা লেগে আছে!

: সে আবার কি হে সুব্রত? কিরীটী শুধাল।

সুব্রত হাসতে হাসতে সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া খুলে বললে। সকলের মধ্যে আবার একটা হাসির সাড়া পড়ে গেল।

: যাক্ গে! এখন শুন্! অর্থাৎ আসল কথা শোন! কাল রাত্রের গাড়ীতে বাঁকুড়া চলেছি! তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করনি যে দিন-দুই আগে খবরের কাগজে একটা ঘটনা ছাপা হয়েছিল? প্রসিদ্ধ গালা ব্যবসায়ী লক্ষপতি মানবেন্দ্র পাল সহসা এক রাত্রে অতি বিস্ময়করভাবে তাঁর শয়ন-ঘর হতে অদৃশ্য হয়ে যান। পরদিন সকালে তাঁর ঘুম ভাঙ্গাতে গিয়ে বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য তাকে শয়ন-ঘরে দেখতে পায় না। শুধু বিস্রস্ত এলোমেলো শয্যার উপরে তাঁর পরিধানের ধুতিখানি রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তারপর বাড়ীর লোক ও পুলিশে খোঁজাখুজি করে, কিন্তু তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি!

---

* সুব্রত রাজু কিরীটী ও ভ্রমর-আঁকা পত্র সম্বন্ধে জানতে হলে আমার লেখা 'কালো ভ্রমর' ১ম ও ২য় ভাগ বই দু'খানা দ্রষ্টব্য।—'লেখক'

: বল কি! এ যে একেবারে আর্থর উপন্যাসের গল্প! সুব্রত বললে।

কিরীটী বলতে লাগল: হ্যাঁ। মানবেন্দ্র বাবুরা চার ভাই। তিনিই সকলের বড়। মেজ ও সেজ ভাইয়ের নাম দীপেন্দ্র ও সৌরীন্দ্র। ছোট ভাইয়ের নাম লোকেন্দ্র। মানবেন্দ্রবাবুর হঠাৎ বিস্ময়কর ভাবে নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিন ভায়ের মধ্যে একটা গোলমাল বেধেছে। সৌরীন্দ্র ও দীপেন্দ্র বাবুর ধারণা যে মানবেন্দ্র বাবুকে কেউ হত্যা করে বামাল সমেত সরে পড়েছে; কিন্তু ছোট ভাই লোকেন্দ্র বলছে যে তার দাদাকে একেবারে মেরে ফেলা হয়নি। হয়ত অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কোথাও লুকিয়ে রেখেছে!......ফলে একটা বিশ্রী মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছে! তাই ষ্টেটের তরফ হতে সৌরীন্দ্রবাবু আমায় তদন্ত করে দেখবার জন্য call দিয়েছেন।

: পুলিশ কি বলে? রাজু শুধাল!

: পুলিশ বলছে এ-একটা ব্রেক্ খুন!...

*

সেদিন রাত্রে পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জারে ওরা তিন জনে রওনা হলো। ট্রেন চলেছে ঝর্ ঝর্ ঘটাং ঘটাং শব্দ তুলে। একটা সেকেণ্ড ক্লাশ কামড়ায় ওরা তিনজন সুব্রত, রাজু ও কিরীটী। আর ও পাশের বার্থে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন; থেকে থেকে তার নাক হতে বিচিত্র সুর উত্থিত হচ্ছে।

কিরীটীর পরণে একটা ফ্লানেলের ট্রাউজার আর গায়ে কাশ্মিরী লংকোট। তার কলারটা উল্টিয়ে দিয়ে কাণ ঢাকা হয়েছে।

সুব্রত আর রাজু একটা ভারী কম্বলে পা ঢেকে বসেছে।

শীতের কন্ কনে হাওয়া হু হু করে গাড়ীর খোলা জানালা দিয়ে এসে নাক চোখ মুখে যেন সূঁচ ফোটায়। কিরীটীর দুই ঠোঁটের ফাঁকে একটা জলন্ত চুরোট।...

লং কোটের পকেটে দুটো হাত ঢুকিয়ে দিয়ে, ঠোঁটের ফাঁকে অল্প অল্প করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কিরীটী বলতে লাগল, মন আমার চিরদিনই রহস্যপ্রিয়, সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারেও যেন আমি রহস্যের গন্ধ পাই! আমার স্বপ্নাতুর রহস্যপ্রিয় মন চির-রহস্যের মণিকোঠায় ঘুরে ঘুরে মরে, রহস্যের খাসমহলের দ্বারোদ্ঘাটন করবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুল হয়ে উঠে।

মনে পড়ে তখন ফার্ষ্ট কি সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ি, কত রাতের পর রাত কত জটিল সব প্রবলেম নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি।

জটিল প্রবলেমের সমাধান করাটা যেন আমার একটা নেশার মতই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এর জন্য কতদিন মার কাছে কত বকুনি খেয়েছি।

বাইরের প্রান্তরে শীতের রাত্রি যেন চোখ বুঁজে ঝিমুচ্ছে মুখের উপরে কুয়াসার অবগুণ্ঠন টেনে।

কিরীটী বলতে লাগল: স্বার্থের মত শত্রু বুঝি মানুষের আর নেই! এই স্বার্থের জন্য মানুষ কি না করছে, নিজের বিবেক, শিক্ষা, সংস্কার, স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, মায়া, সব কিছুই স্বার্থের জন্য মানুষকে ত্যাগ করতে দেখেছি! মানুষকে আমি বড় ভালবাসি। কিন্তু এদের এই যে নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে হানাহানির প্রবৃত্তি এ আমায় বড় ব্যথা দেয়। তবু যে আমি তদন্ত করে অপরাধীকে খুঁজে বের করে দিই, সেটা আমার পেশা বলে নয়, এতে আমি আনন্দ পাই প্রচুর। সেই জন্য।...

(ক্রমশঃ)

কর্ম্মখালি

টাইপ-রাইটিং এবং আফিসের অন্যান্য কাজ-কর্ম্মাদি করিতে স্বাধীনভাবে সক্ষম এমন একজন অভিজ্ঞ একাউণ্ট্যাণ্ট আবশ্যক। অনভিজ্ঞ লোকের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না, কেবলমাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই প্রশংসা পত্রের নকলসহ (যাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে কিন্তু ফেরৎ দেওয়া হইবে না) বয়স শিক্ষা, সম্পূর্ণ বর্ত্তমান ঠিকানা—নিবাস ও পরিচয় প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করিবেন। বেতন মাসিক ৩০৲ টাকা—প্রতি দুই বৎসর অন্তর ৫৲ টাকা করিয়া বৃদ্ধি হইবে। সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে দরখাস্ত-কারীকে নিজব্যয়ে এই অফিসে উপস্থিত হইতে হইবে এবং অবিলম্বে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার
দীপালী
১২৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

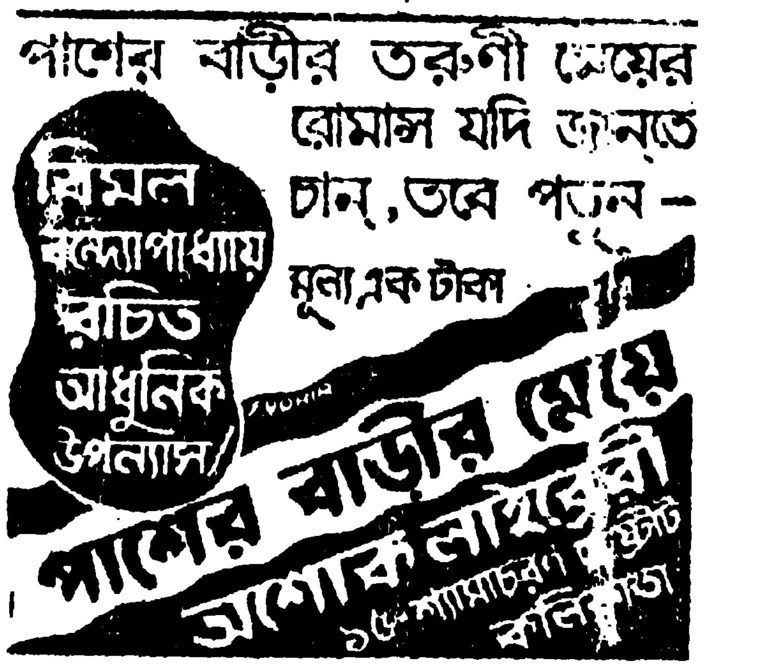

অতি সুলভে

হোমিও ডিপ্লোমা

এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন।
বক্স নং ৭, C/O দীপালী, কলিকাতা।

এবারের

পুরস্কার প্রতিযোগিতা

প্রথম পুরস্কারঃ দু' টাকা দামের বই।
দ্বিতীয় পুরস্কারঃ এক টাকা দামের বই।

দুটি ধাঁধা দেওয়া হলো এবারে।

সকলের অনুরোধে উত্তর পাঠাবার শেষ দিন আরও ১০দিন বাড়িয়ে দেওয়া গেলো।

(১)

১নং ধাঁধা—একটি ছবিকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করা হয়েছে। ছবিখানির কাটা টুক্‌রোগুলো জায়গামত সাজিয়ে আসল ছবিটি বার করতে হবে।

(২)

২নং ধাঁধাটির মধ্যেও একটি ছবি লুকান আছে, পেনসিল বা কালি বুলিয়ে ছবিখানি বের করতে হবে।

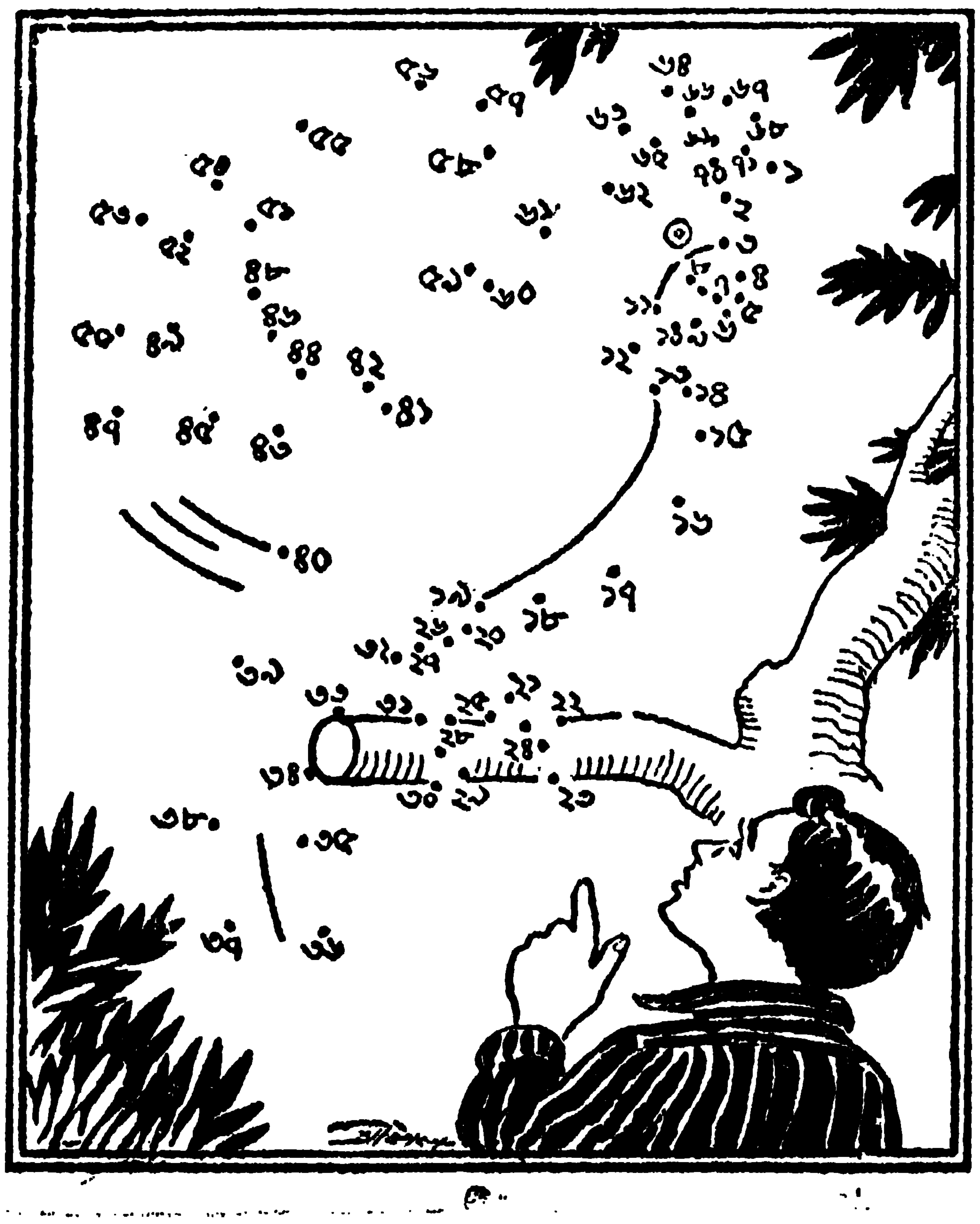

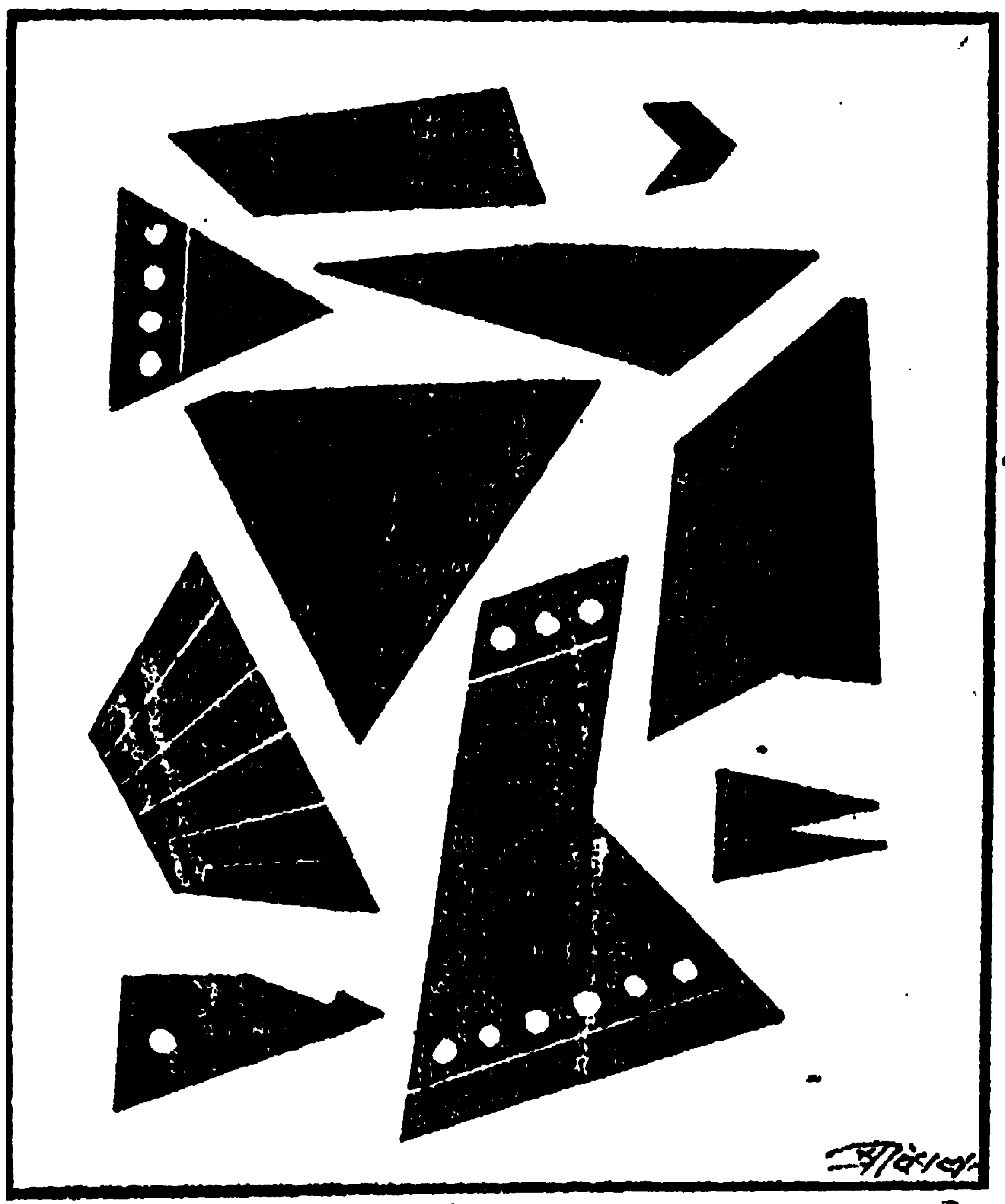

১। ধাঁধার উত্তরের সাথে আমাদের প্রতিযোগিতা কুপন পাঠাতে হবে। কুপন সঙ্গে না থাকলে উত্তর অগ্রাহ্য হবে।

২। একজন একাধিক কুপন পাঠাতে পারেন।

৩। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ৫ই নভেম্বর।

৪। সব শুদ্ধ দুটি পুরস্কার দেওয়া হবে। ১ম ও ২য়, একজনের বেশী উত্তর ঠিক হলে, লটারী করা হবে।

৫। সম্পাদকের বিচারই হবে চূড়ান্ত।

৬। ১৫ বছরের উর্দ্ধে যারা, তারা এ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন না।

১নং পুরস্কার-প্রতিযোগিতা কুপন

নাম :.....................................

বয়স :.....................................

ঠিকানা :.................................

পত্রলেখা

(৫৫)

হ্যানিম্যান গার্লস্ স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রতিবাদ

শ্রদ্ধেয় 'দীপালী' সম্পাদক মহাশয়—

কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করা হইলে তাহা ঐ প্রতিষ্ঠানের সুনামের পথে কিরূপ ক্ষতিকর তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের সাপ্তাহিক 'দীপালী'তে ঢাকার ঢাকেশ্বরী রোড হইতে প্রেরিত কাজী রাজিয়া খাতুনের ভিত্তিহীন অভিযোগটি পাঠ করিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। নাম ছাপাইবার আগ্রহে যে কেহ এরূপ মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিতে পারেন এবং কলিকাতার কোনও বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকে তাহা প্রকাশার্থ পাঠাইতে পারেন এ ধারণা আমাদের ছিল না।

ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় কাজী রাজিয়া খাতুন একটী গল্প পাঠাইয়াছিলেন সত্য, আমরা যে উহা পাইয়াছি তাহাও অস্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই। মাত্র এক আনার টিকিটে পুরা চৌদ্দ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ কাগজে লিখিত গল্পটী বেয়ারিং হইয়া এখানে আসে, এরূপ স্থলে উক্ত গল্প না গ্রহণ করাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে তিন আনা বেয়ারিং চার্জ্জ দিয়াও আমরা উহা গ্রহণ করি এবং বিচারকদের নিকট প্রেরণ করি। যদি কেহ এ কথায় সন্দেহ প্রকাশ করেন তবে কাজী রাজিয়া খাতুন লিখিত গল্প ও পোষ্টাফিসের ছাপযুক্ত খামটী আমরা দেখাইতে পারি, কারণ উহা এখনও আমাদের নিকট আছে। তিনি গল্প ফেরৎ পাঠাইতে বলিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ডাক টিকেট দিয়াছিলেন কী? তিনি পত্রে প্রশ্ন করিয়াছিলেন 'ডাকটিকেট পাঠাইতে হইবে কিনা জানাইবেন।' কিন্তু টিকেট না দিলে যে পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় তাহা কী তিনি জানিতেন না?

তিনি পত্রে জানাইয়াছিলেন যে গল্পটী 'দীপালী'তে প্রকাশের জন্য মনোনীত হইয়াছে, সুতরাং ঐ গল্পটী সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া বিচারকগণ জানাইয়াছিলেন যে পত্রিকার জন্য যে রচনা মনোনীত হব তাহা প্রতিযোগিতায় দেওয়া চলে না, প্রতিযোগিতা নূতন প্রতিযোগীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য।

ছোট গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল যথাক্রমে সাপ্তাহিক বাতায়ন ৩১শে জ্যৈষ্ঠ '৪১, স্বদেশ ২৬শে জ্যৈষ্ঠ '৪১, পরাগ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ '৪১ এবং দৈনিক মাতৃভূমি ২৩শে জ্যৈষ্ঠ '৪১ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং পরবর্ত্তী কবিতা প্রতিযোগিতার ফলাফল দীপালী ১৩ই ভাদ্র '৪১ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং এতগুলি কাগজে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও যদি কেহ তাহা না দেখিয়া থাকেন তবে আমরা কী করিতে পারি?

হ্যানিম্যান গার্লস স্কুল কেবলমাত্র সৎ-সাহিত্য প্রচার এবং নূতন লেখক লেখিকাগণকে উৎসাহদানের সদুদ্দেশ্য লইয়াই প্রতিযোগিতা পরিচালিত করিতেছে, এজন্য কোনও প্রবেশ মূল্যও নাই। এ পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতার বিপক্ষে কেহ কিছু অভিযোগ করেন নাই। কাজী রাজিয়া খাতুন কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং পত্রের দ্বারা আমাদের নিকট গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতার ফলাফল জানিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু টিকিট না দিয়া উত্তর জানিতে চাহিলে কোনও প্রতিষ্ঠানই সম্ভবত উত্তর দেন না।

ছোট গল্প প্রতিযোগিতার পূর্ব্বে হ্যানিমান গার্লস স্কুলের উদ্যোগে বহু প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হইয়াছে এবং বৎসরে দুইবার সমুদয় প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রেরিত হইয়াছে। এই নিয়ম অনুযায়ী মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বেও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় কলিকাতার শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ মহোদয়া এবং চুঁচুড়া মহসীন কলেজের ছাত্রী শান্তি মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথাসময়ে ছোটগল্প প্রতিযোগিতা এবং কবিতা প্রতিযোগিতারও পুরস্কার প্রেরিত হইবে। উক্ত পুরস্কার প্রেরণের সময় ডিসেম্বর মাস, কারণ বৎসরে দুইবার আমরা পুরস্কারগুলি পাঠাইয়া থাকি ইহা পূর্ব্বেই সংবাদপত্র মারফৎ জানাইয়াছিলাম।

যে প্রতিষ্ঠানটী শত বিঘ্নের মধ্য দিয়া মহিলাদের মধ্যে আদর্শ শিক্ষা বিস্তারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে এবং যে প্রতিযোগিতাগুলির বিচারকমণ্ডলী খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী মন্মথমোহন বসু এম, এ, এম, আর, এ, এস, পশুপতি ঘোষ এম,এ, বি, এল, ডাঃ হৃষীকেশ হালদার প্রমুখ ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত, এইরূপ ভিত্তিহীন অভিযোগ দ্বারা তাহাকে কোনও ক্রমেই লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা যাইবে না। তবে কাজী রাজিয়া খাতুনের অভিযোগ নাম ছাপাইবার আগ্রহ অথবা পুরস্কার না পাওয়ার বিদ্বেষজনিত তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কবিতাটীও এক আনা বেয়ারিং চার্জ্জ দিয়া রাখা হইয়াছিল। ইতি—

ডাঃ চন্দ্রনাথ—

সেক্রেটারী : হ্যানিমান গার্লস স্কুল

১২৬নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যুবতীর রজঃদোষ বা অন্য যে কোন কারণে ৪।৫ মাস ঋতু বন্ধে ও গর্ভনষ্টে "রেগুলেটর" সেবনে সহজে ও নিরাপদে নির্দ্দোষ সত্বঃস্রাব ও সুখ প্রসব হইবেই। গ্যারান্টি, বিফলে ৫০্ পুরস্কার। সডাক ৪।০, "স্পেশ্যাল" ইচ্ছামত গর্ভরোধে নির্দ্দোষ ও অব্যর্থ। স্থায়ী সডাক ৬৷৵০, অস্থায়ী ৩৵০। গঙ্গাপ্রসাদ ল্যাবরেটরী (দ) ঢাকা।

আলোচনার আসর

দেশ-সেবায় নারীর কর্ত্তব্য

(১৫)

আমাদের দেশ সেবা বলিতে বুঝায় না যে যোদ্ধৃবেশে সমর-প্রাঙ্গণ মাঝে অবতীর্ণা হইয়া গোলাগুলি নিক্ষেপ করিয়া শত্রু সৈন্য নিহত করা। আদর্শ পত্নী, আদর্শ মাতা ও আদর্শ গৃহিণী হওয়াই আমাদের দেশ সেবার প্রধান অঙ্গ। যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার মত সংশিক্ষা বা সৎসাহস যখন আমাদের নাই, তখন আমাদের গৃহের সুগৃহিণী হইয়া স্বামী সন্তানের অন্তরে প্রেরণা জাগাইয়া তোলা ও সন্তানকে সুসন্তান রূপে গড়িয়া তোলাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আত্মীয় স্বজনগণের প্রতি স্নেহ-প্রীতি প্রদর্শন, গরীব দুঃখী প্রতিবাসিনীদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন ও বিপদে সাহায্য করা আমাদের দেশ সেবার প্রধান কর্ত্তব্য।

অনেক মেয়েদের মধ্যে এমন অনেক জন্মগত বদ অভ্যাস থাকে, যাঁহারা নিজেদের অবসর সময়টুকু অম্লান বদনে ব্যয় করেন পরনিন্দা ও পরচর্চ্চায়। জানি না ইহাতে তাঁহারা কতখানি লাভবতী হইয়া থাকেন। "নারী বলিতে বুঝায় তাঁহাকেই যাঁহার মধ্যে থাকে নারী স্বভাব সুলভ কোমলতা"। অহঙ্কার, হিংসা, দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা, দাম্ভিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বিলাসিতা নারীর নারীস্বভাবসুলভ কোমলতাকে বিনষ্ট করিবার প্রধান রিপু। এসব যে সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে থাকে সে সকল স্ত্রীলোক "নারীজাতির কলঙ্ক"।

আজকাল এই আধুনিক সভ্যতার যুগে এমন অনেক আধুনিকা আছেন যাঁহাদের মধ্যে এরূপ দাম্ভিকতা সচরাচর পরিলক্ষিত হয় যে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিতে গিয়া ট্রামে, বাসে পুরুষের সঙ্গে একই কামরায় উঠিয়া পুরুষকেই জুতাপেটা করিয়া নিজেকে অতি "বড়" মনে ভাবিয়া থাকেন। শ্রীমতীদের শ্রীমণ্ডিত দেহে পুরুষের শ্রীহীন দেহের ছোঁওয়া লাগিলেই তখন তাঁহাদের আত্মসম্মানজ্ঞানটুকু প্রকাশ করেন পুরুষকে জুতাইয়া। অন্যায়টা যে কাহার তাহা ভাবিয়া পাই না! আমার অনেক আধুনিক শিক্ষিতা, অহঙ্কারী ও গর্ব্বিতা দাম্ভিক মেয়েরা আছেন যাঁহারা বাড়ীর চাকরদের কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হইলেই পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেই বেত্রাঘাতে তাহার পিঠের ছাল তুলিয়া দেন। সে যদি প্রহারকারিণীর হাতটা চাপিয়া ধরে আঘাতের প্রচণ্ডতায় বিচলিত হইয়া তাহা হইলে তাঁর আত্মসম্মানটি থাকিল কোথায়? এই যে রণরঙ্গিণী নারী ইঁহারাই করিবেন দেশ-সেবা?

আমরা সমর প্রাঙ্গনেও যখন যাইতে পারিব না বা কারাবরণও করিতে পারিব না তখন এ সকল কষ্ট কল্পনাকে ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

আমাদের এই ছোট্ট দেশ, গ্রাম ও সব চেয়ে ছোট্ট এই সংসার—এই নিয়েই আমাদের জগৎ—। এরই সেবায় আমাদের নিজেকে যদি নিয়োজিত করিতে পারি তবে সেই হইবে আমাদের প্রকৃত দেশ সেবা। তাই বলিয়া শুধু সংসারের গণ্ডির মধ্যেই নিজকে আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ রাখিলেও চলিবে না। আমাদের বাহিরের জগতেও আসিতে হইবে, সেখানে সংসারের কাজ সারিয়া পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্রের পার্শ্বে দাঁড়াইবার মত শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিতে দ্বিধা কিসের? পর্দ্দা! সে তো মনে! মনের পর্দ্দা দৃঢ় ও মজবুত রাখিলেই তো যথেষ্ট, তবে মেয়েদের পর্দ্দার যতটুকু আবশ্যক সেটুকু বাঁচাইয়া আমাদের চলিতে হইবে।

আমাদের বাহিরের জগতেও ভোটাধিকার ইত্যাদি ন্যায্য প্রাপ্য আছে, "নারী-সমিতি"ও গড়িতে হইবে আমাদেরকেই। কাগজে লিখিয়া আর সভা-সমিতিতে গলাবাজী করিয়া আকাশ বাতাস মুখরিত করিলেই চলিবে না, আমাদের সত্যিকার কাজে লাগিতে হইবে। জানি না সেই "নারী" আমাদের মধ্যে কবে দেখা দিবে। নমস্কার।

ইতি—

আসিয়া এন, খোদা,

মারগ্রাম, বীরভূম

হতাশ হইবেন না

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে প্রত্যেক নরনারী ঘরে বসিয়া অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে নিজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারেন। বিনা মূল্যে বিস্তারিত বিবরণ পাঠান হয়।

Miss. Sheila Fox, Deptt 5.
Modern Beauty Culture (India), Delhi

ডি, রতন এণ্ড কোং

লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: বি, বি, ৩৭১১

আপনি কি বলেন ?

(৮০)

কাল্পনিক গল্প না বাস্তব ঘটনা ?

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

গত ৩৪শ সংখ্যার দীপালীতে ভগিনী মোসাম্মাৎ পিয়ারা বেগম জানতে চেয়েছেন যে, লায়লি মজনু,—শিরি-ফরহাদ, ইউছুফ্-জোলেখা প্রভৃতি চলিত কাহিনীগুলির মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা ?

ভগিনী, আমি যতদূর জানি তাতে ক'রে বলতে পারি যে, এগুলার কোন সত্যিকার ইতিহাস নাই। অতএব এগুলাকে যদি কাল্পনিক কাহিনী বলে ধরা যায় তবে সেটা দোষের হবে বলে মনে হয় না। মূলে যদি কিছু সত্য থেকেও থাকে তবুও তা' নানা-ভাবে মিথ্যা কল্পনার আশ্রয়ে পুষ্টিলাভ করে বর্ত্তমানে কাহিনী-মাত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে "ইউছুফ-জোলেখা" সম্বন্ধে এটুকু বলা যায় যে আমাদের পরম পবিত্র মহা'ন কোরান্ শরিফে-"ছুরে ইউছুফ্"এ হজরত ইউছুফ্ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। প্রিয় বোন্ সেলাম। ইতি—

এম, হামিদা খানম্ বেগম,

(৮১)

ফ্রি এমব্রয়ডারী প্রতি-যোগিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

আমার এই সামান্য পত্রখানি আপনার দীপালীতে প্রকাশিত হইলে বিশেষ উপকৃতা হইব।

এবার দীপালীতে ফ্রি এমব্রয়ডারী প্রতি-যোগিতার সেক্রেটারী কুমারী মলিনা বসুকে

দোষী করে নিজে দোষমুক্ত হয়েছেন। ৩০শে জুলাই যে শেষদিন সেটা মলিনা বসুর ভুল হতে পারে। কিন্তু সেক্রেটারী মহাশয় যে লিখেছেন আমরা আমাদের সমস্ত প্রতিযোগীকে পত্রদ্বারা ফলাফল জানিয়ে দিয়েছি এটা নেহাৎ মিথ্যা। আমিও দু'আনার ডাক টিকিট পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন উত্তর পাইনি। রুমালখানি

রে পাবার আশাও আর নেই। এরকম প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য কি বুঝতে পারি না। ইতি,—নমস্কার।

শ্রীমতী সুপ্রভা কুমারী ছোটরায়,
নয়নগড়, (পুরী)।

(৮২)

"বাঁশপাতা অথবা কাজুলি মাছের ফ্রাই"

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

৩৮শ সংখ্যায় "রান্নাঘরে" প্রকাশিত 'বাঁশপাতা অথবা কাজুলি মাছের ফ্রাই' সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই।

প্রথমতঃ বাঁশপাতা মাছ বা কাজুলি মাছ কাহাকে বলে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। মিসেস্ সান্যালের দেশে হয়ত থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের এই পশ্চিম বঙ্গে ঐ মাছের নাম বড় দেখা যায় না। ঐ মাছকে আমাদের এই অঞ্চলে কি বলিয়া ডাকে, কোন ভগ্নি যদি জানান তবে বড়ই কৃতার্থ হইব।

দ্বিতীয়তঃ এই "ফ্রাই" তৈয়ারীর প্রণালী দেখিয়া মনে হইল যে আমাদের এই অঞ্চলে "খয়রা মাছের বেগুনি" ঠিক ঐ প্রণালীতেই তৈয়ারী করিয়া থাকে,—তবে কি খয়রা মাছকেই তিনি বাঁশপাতা মাছ বলিতেছেন?

তৃতীয়তঃ মিসেস্ সান্যাল উপকরণে দিলেন আন্দাজমত চাল বাটা, লঙ্কা বাটা, সরষে বাটা ইত্যাদি ফাটিয়া লইতে,—কিন্তু তৈয়ারী করিবার সময় তিনি বলিলেন,—"এখন বাঁশপাতা মাছগুলি ব্যসমে ডুবিয়ে একটি করে তেলের উপর দিন," তার মানে কি? তাঁর ব্যসম কোথা থেকে আসিল, আর তাঁর চাল বাটাই বা কোথায় গেল—বেশ বোধগম্য হইল না। সেইজন্য "ফ্রাই" খাওয়া আর আমার কপালে ঘটিয়া উঠিল না, আশা করি পরের বারে খাইতে পাইব। নমস্কার—ইতি।

শ্রীরাইরাণী মুখার্জি,
পিলখানা লেন, (বর্দ্ধমান)।

(১৬৮)

আমের কাশ্মীরি চাটনি

উপকরণ:—দশটী বড় কাঁচা আম, চিনি এক সের, কিসমিস্ এক ছটাক, বাদাম এক ছটাক, আদা, রসুন এক পয়সার, লাল লঙ্কা আধ পয়সার, Mango essence ২০ ফোঁটা, Green mango colour ৩০ ফোঁটা, উৎকৃষ্ট ভিনিগার অর্দ্ধ ছটাক।

প্রণালী:—প্রথমে কিসমিস্, বাদাম, আদা, রসুন কুচি করিয়া রাখুন, পরে আম গুলির খোসা ছাড়াইয়া পাঁচ ছয় ফালি করিয়া কাটিয়া রাখুন। পরে একটি মাটির হাঁড়ীতে আন্দাজমত নুন জল দিয়া আমগুলি ভিজাইয়া রাখুন। একদিন একরাত্র নুনজলে আমগুলি ভিজাইয়া রাখিবেন ও দিনের মধ্যে তিন চারিবার নুনজল পাল্টাইবেন। পরদিন আমগুলি নুনজল হইতে বাহির করিয়া ধুইয়া নিন ও পরে বেশ করিয়া নিংড়াইয়া একখানা পরিষ্কার এলুমিনিয়মের হাঁড়ীতে আমগুলি ছাড়িয়া দিন। পরে তাহাতে চিনি, আদা, রসুন, বাদাম, কিসমিস্, লঙ্কা প্রভৃতি দিয়া উনানে চাপান, চিনির রস ঘন হইলে হাঁড়ীটি উনান হইতে নামাইয়া লইবেন। পরে আমের চাটনি ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে আমের এসেন্স, কাঁচা আমের রং, ভিনিগার ঢালিয়া উত্তমরূপে সমস্ত মিশাইবেন। পরে বড় মুখের কাঁচের বোতলে তুলিয়া রাখিবেন ও মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিবেন, এই চাটনি ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত ভাল থাকে। ইহার রং ও গন্ধ ঠিক কাঁচা আমের মত, ইহা খাইতে খুব সুস্বাদু ও মুখরোচক।

মিস্ খায়রুণনেশা মহম্মদজান,
বড়বাজার, মেদিনীপুর

(১৬৯)

ভাজা মুগের পুলি

উপকরণ—ভাজা মুগের ডাল /১, নারিকেল ১টী, গুড় /০, চিনি /১০, ঘি, এলাচদানা ও কর্পূর, ময়দা, বা চালের /১০ গুঁড়া।

প্রণালী—প্রথমে চিনির রস করুন, যেন খুব গাঢ় হয়। নারিকেল কুড়িয়া গুড় দিয়া জ্বালে চাপান, মাখা-মাখা হইলে নামাইয়া কর্পূর ও এলাচের গুঁড়া দিন। মুগের ডাল সিদ্ধ করুন, যেন গলিয়া না যায়। ময়দা বা চালের গুঁড়া দিয়া ঐ ডাল রুটির ন্যায় মাখিয়া লউন। লুচির নেচির ন্যায় গড়িয়া নারিকেলের পুর ভরিয়া পুলির ন্যায় গড়িয়া ঘিয়ে ভাজিয়া রসে ফেলুন এবং একখানা থালার চিনি ছিটাইয়া তাহার উপর গরম গরম পুলি সাজাইয়া রাখুন। ইহা খাইতে অতি মুখরোচক।

শ্রীমতী জ্যোৎস্না রায়
বালীগঞ্জ।

(১৭০)

নারিকেল কচুরি

পরিমাণ—একটি নারিকেল, আধসের ময়দা, আধ পোয়া চিনি এবং আধ ছটাক ঘি।

প্রথমতঃ নারিকেলটী মিহি করিয়া কুড়াইবেন এবং উহাতে ঐ পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিবেন।

এখন ঐ পরিমাণ ঘিয়ের সহিত ময়দা ময়ান দিবেন এবং মিশ্রিত নারিকেলের সঙ্গে ময়দা মাখিবেন। কিন্তু এতে জল দিবেন না। কারণ নারিকেলের যে রস উঠিবে তাহাতেই মাখা হইবে। তারপর চাকি

প্রবাসী বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব ও নাট্যাভিনয়

পাটনা

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাস ও শ্রীযুক্ত নগেন চক্রবর্ত্তীর উদ্যোগে ও আর্ ব্লক এবং ওয়াটার টাওয়ারের বাঙ্গালীবৃন্দের উৎসাহে এখানে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে 'বন্ধু' নাট্যাভিনীত হয়। হেমন্তর ভূমিকায় সুধীর চৌধুরী ও কেবলরামের ভূমিকায় ধনা মুখোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করেন। 'সুদামাতে' সুদামার ভূমিকায় অনাদি মজুমদার ও সুমতির বেশে সুধীর চৌধুরী বিশেষ দক্ষতার সহিত চরিত্ররূপ ফুটাইয়াছিলেন। পঞ্চসপ্ততিবর্ষ বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনায় ছোট ছোট বালিকারা 'রাজটীকা' নাট্যাভিনয় করে। নৃত্যানুষ্ঠানে কুমারী ইন্দিরা দত্তের নামই শীর্ষস্থানে আসে। কুমারী সন্ধ্যা মুখার্জ্জির নেপথ্যে গান মধুর হইয়াছিল। সঙ্গীত প্রতিযোগিতাও হইয়াছিল।

মজঃফরপুর

মজঃফরপুরবাসী বাঙ্গালীদের উদ্যোগে স্থানীয় হরিসভায় মহাসমারোহে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর পূজার্চ্চনা অনুষ্ঠিত হয়। বহু অ-বাঙ্গালীও বিশেষ আন্তরিকতা প্রদর্শন ও সহযোগিতা করিয়াছিলেন। পূজা কমিটীর সভাপতি রায় সাহেব ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সম্পাদক অবন্তীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত নন্দকুমার পাল পূজা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হরিসাধন ভাদুড়ী ও কমরেড্ অনাদি গুপ্ত কানাইলাল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে সংগঠন করিয়া জনসাধারণের সেবা ও সাহায্য করিয়াছিলেন। পূজা উপলক্ষে বালকেরা 'কেদার রায়', কিশোররা 'বিরিঞ্চি বাবা' ও 'রাতারাতি', যুবকেরা 'বিশ বছর আগে' এবং প্রৌঢ়রা 'বেকার নাশন' ও 'অবতার' নাট্যাভিনয় করেন। অভিনয় কয়টিই "বীণা কন্সার্ট ক্লাবের" সৌজন্যেই হইয়াছিল।

জব্বলপুর

স্থানীয় বেঙ্গলী ক্লাবের সম্মুখস্থ ময়দানে শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে ২১শে আশ্বিন (মহাসপ্তমী) "আলমগীর" ও ২৩শে আশ্বিন (মহানবমী) "বাল্মীকি-প্রতিভার" নাট্যাভিনয় হয়।

কুমারডুবি

স্থানীয় ৺কালীমন্দিরে মহাসমারোহে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২৩শে আশ্বিন (মহানবমী) বেলা ২টা হইতে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করা হয়। মহাসপ্তমী ও মহাষ্টমী দিবসদ্বয় বয়েস ইভনিং ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক যথাক্রমে "বিশবছর আগে" ও "মাটীর ঘর" নাটকাভিনয় হয়।

টিমারপুর (দিল্লী)

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd. 1933
No.........

গত ২ শে আশ্বিন রবিবার হইতে ৫ শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত টিমারপুরস্থ ময়দানে (ফুটবল মাঠে) শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজার সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরে পূজার আয়োজন সব ভালই হইয়াছিল। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ পূজা সমিতির কর্ম্মসচিব ছিলেন :—

রায় সাহেব দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র সভাপতি, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ-সভাপতি, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ সম্পাদক, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ মল্লিক ও শ্রীযুক্ত আদিনাথ দত্ত—সহ-সম্পাদক, শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়—কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুক্ত ফকির দাস চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়—সভ্যগণ।

পূজা উপলক্ষে ৭মী ও ৯মী রাত্রে টিমারপুর বেঙ্গলী ক্লাব কর্ত্তৃক পূজামণ্ডপে যথাক্রমে "সংগ্রাম ও শান্তি" এবং "পুনর্মূষিকোভব" নাটক দুইখানি অভিনীত হয়। শেষোক্ত নাটকখানি সভার সকলে খুবই উপভোগ করেন। এই প্রসঙ্গে অতনুর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ, প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী শিপ্রাদেবীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ ঘোষ এবং সন্ধ্যাতারা দেবীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ মিত্র (দাশু) মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত ৮মী ও ৯মী রাত্রের প্রথমাংশে যথাক্রমে ম্যাজিক ও ব্যায়াম-কৌশল দেখাইবার ব্যবস্থা ছিল।

বৈদ্যনাথধাম (দেওঘর)

দেওঘরস্থ "বেলাবাগান বালক সঙ্ঘ"র ষোড়শ বার্ষিক দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহাসপ্তমীতে ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে

বেলনা দিয়া ছোট ছোট করিয়া বেলিবেন, কিন্তু একটু পুরু হওয়া চাই।

এখন কড়াইয়ে পরিমাণমত ঘি দেবেন, ঘি পাকিয়া আসিলে একটী করিয়া উহাতে ছাড়ুন এবং যখন লালচে রং ধরিবে তখন নামাইয়া রাখুন। এখন চিনির পরিমাণ প্রত্যেকের রুচি অনুসারে দিতে পারেন।

কুমারী নিয়তি রায়,
C/O শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র রায়,
মেহেরপুর

মিথ্যা প্রমাণে ২৫০ পুরস্কার
আকর্ষণ-আহুতী (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড) দেখে সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ। মূল্য প্রত্যেকটি ১৷০। ডিঃ পিঃ খরচ ৷৵০। ৩টি একত্রে লইলে ডিঃ পিঃ খরচ লাগিবে না।
কে, চক্রবর্ত্তী, পোষ্ট বক্স নং ৭৮২৪, কলিকাতা

সরল সীবন-শিক্ষা

১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী তারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।
মূল্য ১৷৷০ মাত্র।
৮২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

সঙ্ঘের পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাষ্টমীতে সারারাত্রিব্যাপী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "লালপাঞ্জা" অভিনীত হইয়াছে। "চিত্রাঙ্গদা"র ভূমিকায় শচীন সোম বি, এ ও "অর্জ্জুনে"র ভূমিকায় নীহার বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষতার পরিচয় দেন। মহানবমীতে প্রায় সহস্রাধিক দরিদ্র নারায়ণের সেবা এবং অন্ধ ও খঞ্জদিগকে নববস্ত্র দান করা হয়। বিজয়ার দিন শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়।

স্থানীয় ডি, এস্, পি রায় বাহাদুর সতীপতি মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা করপোরেশনের কলেক্টর শ্রীযুক্ত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, মোহনবাগান ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সলিল কুমার মিত্র, আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই পূজায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন।

গৌহাটী

গৌহাটী পল্টনবাজার বাঙ্গালী যুবকগণ এবার মহাসমারোহে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব করিয়াছে এবং সেই উপলক্ষে শ্রীঅনিল ভূষণ ঘোষ দস্তিদার পরিচালিত সপ্তমী ও নবমী দুই দিন রাত্রে যথাক্রমে "শক্তির মন্ত্র" ও "কর্ণার্জ্জুন" অভিনীত হইয়াছে। অভিনয় খুব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বিশেষত মুক্তিকাম ও কর্ণের ভূমিকায় বিমলেন্দু বাগচী, শক্তিধরের ভূমিকায় অজিত সেন, শকুনির ভূমিকায় উমানন্দ ভাদুড়ী, পদ্মার ভূমিকায় প্রফুল্ল রুদ্র ও উল্কা ও নিয়তির ভূমিকায়—পরিচালক মহাশয় বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। মঞ্চ পরিচালনায় মোহনলাল মুখার্জ্জি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

সাজাহানপুর

এখানে প্রবাসী বঙ্গবাসীগণের অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও রায় সাহেব ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র সেন এল্, এম্, এস্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজা অতি সমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ শ্রীযুত গিরিজাবিহারী দে মহাশয়ের পরিচালনায় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী রাত্রে যথাক্রমে "পতিব্রতা" "মেঘমুক্তি" ও "ইরাণের রাণী" নাটক তিনখানি অভিনীত হয়। এই অভিনয়-সভায় অত্রস্থ বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করেন। নবমীর দিন ভূরিভোজনে সকলকে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। মহামতি ভারত-সম্রাটের দীর্ঘজীবন ও জয় কামনা করিয়া ৺চণ্ডীপাঠ করান হইয়াছিল।

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

শারদীয় সম্ভাষণ

বাঙ্গালীর জাতীয় মহোৎসবের পুলক-মুখর স্বপ্নপুরী হইতে আবার আমরা নামিয়া আসিলাম কর্ম্মব্যস্ত বাস্তব জগতের রাজপথে। নটনাথকে আমরা প্রণাম করিতেছি যে তিনি যেন আমাদের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক করেন, গ্রাহক অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আমরা আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাই তাঁহাদের সহযোগিতার জন্য! যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষ আমাদিগকে এই উপলক্ষ্যে সাদর-পত্র পাঠাইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

"হারজিৎ" বোম্বায়ে মুক্তিলাভ করিয়াছে। "অভিনেত্রী"ও কলিকাতায় মুক্তি-প্রতীক্ষায়। নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল, ও কাননবালার অভিনয় নাকি অনবদ্য হইয়াছে।

"নর্ত্তকী"র কাজ পরিচালক দেবকী বসু প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। নর্ত্তকীর সদী কবির ভূমিকায় পঙ্কজ মল্লিক অভিনয় করিতেছেন। গত সপ্তাহে শেঠ হীরালালের গৃহে 'স্বপ্নপুরী'র দৃশ্যটি গৃহীত হইয়াছে।

পরিচালক নীতীন বসু তাঁহার "পরিচয়" (বাংলা) ও "লগন" (হিন্দী) লইয়া ব্যস্ত। এই ছবিতে সায়গলের সঙ্গে কাননের প্রথম দেখা হয় এক গানের স্কুলে, যেখানে সায়গল হইলেন শিক্ষক ও কানন ছাত্রী। কিন্তু ছাত্রী তখনও বুঝিতে পারে নাই যে শিক্ষক মহাশয় তাহার পিতার বাড়ীর একজন ভাড়াটিয়া।

মুভী টেকনিক সোসাইটী

উক্ত নামে একটি চিত্রনির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। গত ১৭ই অক্টোবর বেলা বারোটার সময় ফিল্ম কর্পোরেশান ষ্টুডিওতে ইহাদের প্রথম ছবি "কবি জয়দেবের"—মহরৎ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ছবিখানি পরিচালনা করিতেছেন হীরেন বসু। এই প্রতিষ্ঠানে মধু শীল ও লক্ষ্মীনারায়ণ কাত্রা, হীরেনবাবু ও প্রাইমা ফিল্মস্ আছেন।

মুনলাইট সিনেমা

ভুতপূর্ব্ব রক্সি সিনেমা (৩০ তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট)র নূতন নামকরণ হইয়াছে মুনলাইট সিনেমা। গত ৫ই অক্টোবর এই নামে চিত্রাগারটি আবার সাধারণ্যে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছে।

গোবর্দ্ধনভাই প্যাটেলের সম্মান

গত ৭ই অক্টোবর ম্যাজেষ্টিক হোটেলে রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় বোম্বায়ের সুপ্রসিদ্ধ আলোক-চিত্রকর শ্রীগোবর্দ্ধনভাই প্যাটেলের সম্মানার্থে কৃষ্ণ মুভীটোনের স্বত্বাধিকারী মিঃ কে, এস, দারিয়ানী এক নৈশ-ভোজের আয়োজন করেন। সহরের বহু সাংবাদিক ও চিত্রশিল্প-সংক্রান্ত ব্যক্তি এখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (দীপালী) শ্রীযুক্ত প্যাটেলকে বাংলাদেশের পক্ষ হইতে অভিনন্দন জানাইয়া একটি নাতিদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত প্যাটেল অল্প কথায় সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ওয়াদিয়া মুভীটোন

মধু বসুর পরিচালনায় ইহাদের ত্রিভাষী ছবি "রাজনর্ত্তকী"র কাজ দ্রুত চলিতেছে। আগামী বড়দিনের সময় বোম্বায়ের প্যাথে সিনেমায় হিন্দী-সংস্করণ এবং কলিকাতার উত্তরায় বাংলা-সংস্করণ মুক্তিলাভ করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

পরলোকে কর্ম্মযোগী রায়

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও তরুণ চিত্র-পরিচালক কর্ম্মযোগী রায় সম্প্রতি টাইফয়েড রোগে লোকান্তর গমন করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালে গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় তিনি "শশীনাথ" ছবি তোলেন। বর্ত্তমানে আর, এম, প্রোডাকশানের হইয়া "অঞ্জলি" ছবির পরিচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

চিত্রায় "ঠিকাদার"

নভেম্বর মাসের প্রথম দিকেই শ্রীভারত-লক্ষ্মী পিকচার্সের নবতম ছবি "ঠিকাদার" চিত্রায় মুক্তিলাভ করিবে। চা-বাগানকে পট-ভূমিকায় রাখিয়া এই ধরণের ছবি বোধ হয় বাংলাদেশে এই প্রথম। আসল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য পরিচালক মহাশয়কে সদলবলে জলপাইগুড়ি যাইয়া পক্ষাধিককাল অবস্থান করিতে হইয়াছিল। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন গাঙ্গুলী, তুলসী লাহিড়ী, আব্বাস উদ্দিন, রবি রায়, চিত্রা, রেণুকা রায়, কমলা (ঝরিয়া) প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। পরিচালনা করিয়াছেন প্রফুল্ল রায়।

দীপালী-সম্পাদক

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

মরু-ছায়া

বাহির হইল

মূল্য ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান: দীপালী গ্রন্থশালা

ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়

"শ্রী"তে "ফিভার মিক্সচার"

এ্যাসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স পরিবেষিত ও তুলসী লাহিড়ী পরিচালিত হাস্যরসাত্মক চিত্র "ফিভার মিকশ্চার" আগামী শনিবার হইতে 'শ্রী' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে। উহার সহিত লণ্ডন ফিল্মের "Lion has Wings" নামক ইংরাজী প্রোপাগাণ্ডা চিত্রখানিও প্রদর্শিত হইবে।

"ডাক্তারের" সাফল্য

নিউ থিয়েটার্সের নবতম চিত্র "ডাক্তার" এই শনিবার হইতে চিত্রা ও পূর্ণ থিয়েটারে একসঙ্গে নবম সপ্তাহে পড়িবে। "ডাক্তার" গল্পে, পরিচালনা-নৈপুণ্য ও সঙ্গীতে যে এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির অন্যতম সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই।

খবরাখবর

শ্রীমতী কাননবালা একজন বিশিষ্ট নাগরিকের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। এবং এই সংবাদে চিত্রজগতে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

*

পরিচালক দেবকী বসু বোম্বায়ে সারদা প্রোডাকশানের হইয়া হিন্দীতে "শকুন্তলা" তুলিবেন। নাম ভূমিকায় শান্তা আপ্তেকে দেখা যাইবে।

*

পত্রান্তরে প্রকাশ, যশস্বী নাট্যকার মন্মথ রায়ের "অশোক" নাটকখানি বোম্বায়ের ন্যাশনাল ষ্টুডিও কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়াছে।

*

প্রকাশ, সুসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের "প্রতিশোধ" নামক একটি গল্পের চিত্ররূপ দিবেন ফিল্ম কর্পোরেশান অফ্ ইণ্ডিয়া। পরিচালনা করিবেন সুশীল মজুমদার।

এম্পায়ার

জনসমাদৃত দ্বিতীয় সপ্তাহ

হংস পিকচার্সের

সুখের সন্ধানে

শুক্রবার ১লা নভেম্বর হইতে

সাগর মুভিটোনের

হিন্দি ছায়া-চিত্র

আলিবাবা

●

নিউ সিনেমা

৬ষ্ঠ ও শেষ সপ্তাহ

রণজিৎ মুভিটোনের

হোলী

●

চিত্র - পরিবেশক

মানসাটা

ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: কলি: ৪৫

পাঁচ কথা

ভারত অয়েল মিলে দুর্গাপূজা

কলিকাতার সুবিখ্যাত তৈল ব্যবসায়ী ভারত অয়েল মিলের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল কুমার মহাশয় এবার বিপুল সমারোহে শ্রীশ্রীদুর্গামাতার পূজার্চ্চনা করেন। গত ১৭শে আশ্বিন বেলা ৯ ঘটিকায় কাশিম বাজারের মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ৺দুর্গাপূজা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছেন।

শ্রীনিবাসদিয়া (পাবনা)য় দুর্গাপূজা

শ্রীনিবাসদিয়া—ছোট তরফ (ছোট হিস্যা) ৺হরনাথ দাস মহাশয়ের ভবনে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীদুর্গামাতার পূজার্চ্চনা হইয়া গিয়াছে। প্রতিমা নিরঞ্জনের পর বাইচ প্রতিযোগিতা যথেষ্ট উল্লাস ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিড়াতি চৌধুরী ভবনে দুর্গাপূজা

স্থানীয় শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়চৌধুরীর গৃহে শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে চৌধুরী হাউসে "রঘুবীর" ও "ঝকমারী" গত ১২ই অক্টোবর রাত্রি ৯ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়।

জাপানের শক্তি ও দুর্ব্বলতা বিদেশী মালের আমদানীর উপর নির্ভর

লণ্ডন (তারযোগে)

নৌ-শক্তিতে জাপান অতিশয় পরাক্রান্ত, এবং সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে ইহার সৈন্যবলও প্রচুর, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বিবেচনায় যে সকল দেশকে দুর্ব্বল বলিয়া গণ্য করা যায়, জাপান তাহাদের অন্যতম। যুদ্ধ চালাইতে হইলে যে সমস্ত কাঁচামালের প্রয়োজন, জাপানে তাহার অভাব। স্বতন্ত্রভাবে গঠিত কোনও বিমানবাহিনী জাপানের নাই, এবং অবিলম্বে যুদ্ধে নিযুক্ত করিতে পারা যায়, এমন এরোপ্লেনের সংখ্যাও ১,০২৫-এর অধিক নহে।

সামরিক প্রয়োজনে যে সমস্ত পণ্য-সম্ভারের প্রয়োজন, তাহার মধ্যে তামা এবং পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত দস্তা নিজ প্রয়োজনের প্রায় অর্দ্ধেকটা জাপানেই উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু পরিষ্কৃত লোহা ও ম্যাঙ্গানিস, পেট্রোল এবং রবার জাপানে উৎপন্ন হয় না বলিলেই চলে। কিছুদিন হয় আমেরিকায় পুরানো লোহালক্কড় রপ্তানীর উপর যে বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে জাপানের পক্ষে সৈন্যদলের চাহিদা মিটানোই মুস্কিল হইবার উপক্রম হইয়াছে। অবশ্য জাপানের ভৌগলিক অবস্থিতি সামরিক গুরুত্বের দিক দিয়া তাহার বিশেষ অনুকূল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (বি. টি. ক্লাশ) শারদীয়া প্রীতি-সম্মিলন

বিগত শুক্রবার, ইং ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় আশুতোষ হলে (আশুতোষ বিল্ডিংস্, কলিকাতা) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. টি. বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীগণের শারদীয়া প্রীতি-সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়, এম্. এ., পি. এইচ. ডি., এম্. এল্. এ. মহোদয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

রাত্রি ৮ ঘটিকায় ছাত্রগণ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের "শেষ-রক্ষা" নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয় মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। "শিবচরণ"-এর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত পান্নালাল চক্রবর্ত্তী, এম্. এ., সাহিত্যভূষণ মহাশয়ের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে "চন্দ্রবাবু"র [illegible] "নিবারণ"-এর ভূমিকায় প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায় ও "গদাই"-এর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সুহাস মিত্র এম্. এ, মহাশয়ের অভিনয় স্বাভাবিক হইয়াছিল। স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে "ক্ষান্তমণি"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার সরকারের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

অভিনয়ের সাফল্যের জন্য অধ্যাপক শ্রীকমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী অশ্রুকণা দাস ও শ্রীযুক্ত অনিল দাশগুপ্তের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা

কোন্নগর জগৎ সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

১। প্রবন্ধ (নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোন একটি):

(ক) শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

(খ) ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে পল্লীসংস্কারের স্থান।

(গ) ভারতে সহশিক্ষা।

(ঘ) রেডিও।

২। কবিতা (নিম্নলিখিত যে কোন একটি বিষয় অবলম্বনে লিখিতে হইবে):

(ক) কোন প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু।

(খ) ভ্রমণ বা অভিযান।

(গ) একটি ঘটনা সম্বলিত।

৩। ছোটগল্প

উপরোক্ত যে কোন বিষয়ে যে কেহ লেখা পাঠাইতে পারেন। প্রত্যেক বিষয়ের শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য একটি করিয়া রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আগামী ২০শে নভেম্বরের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। কোন রচনা ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
C-O রায় সাহেব জ্যোতিষচন্দ্র গাঙ্গুলী
কোন্নগর

ভ্রম-সংশোধন

গত শারদীয়া সংখ্যা দীপালীর ১২৫ পৃষ্ঠায় বিনোদ বিহারী দত্তের বিজ্ঞাপনে কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে।

১। আংটীর ব্লক দুটি উল্টা ভাবে ছাপা হইয়াছিল।

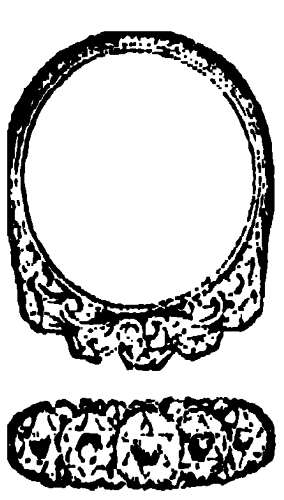

(এই ভাবে ছিল)

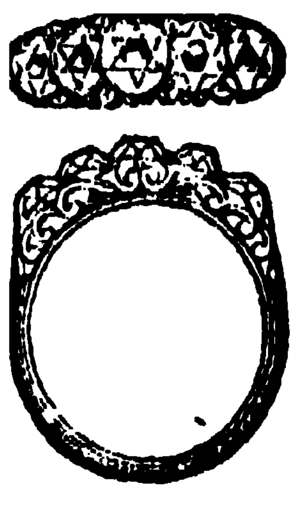

(এই ভাবে হইবে)

২। ফোন নম্বর ছাপা হইয়াছিল কলিকাতা ১৮৭, কিন্তু হইবে কলিকাতা ১৮৩৭।

৩। আর এক স্থানে ছাপা হইয়াছিল "অলঙ্কারের স্থায়িত্বের ন্যায্য মূল্যের জন্য কেবল আমরাই গর্ব্ব করিতে পারি"; সে স্থলে হইবে অলঙ্কারের স্থায়িত্বের ও ন্যায্য মূল্যের জন্য কেবল আমরাই গর্ব্ব করিতে পারি।"

পাঠক পাঠিকাগণকে এই ভুলগুলি উপরোক্তরূপ সংশোধন করিয়া লইতে আমরা অনুরোধ করিতেছি এবং এই অনবধানতার জন্য আমরা দুঃখিত।

আনন্দ আশ্রমে
৺শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা

শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথ দেবের ৫এ, হালসী-বাগান রোডস্থ "আনন্দ আশ্রমে" পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ৺শ্রীশ্রীশ্যামামায়ের পূজার্চ্চনা মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণের সেবা এবং যাত্রাগান ও অভিনয়াদিরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী

শ্রীপাট-অম্বিকায় স্মরণোৎসব

গত ২৬শে আশ্বিন, শনিবার, সন্ধ্যায় কালনার শ্রীপাট-অম্বিকা ভবনে শ্রীশুকাবতার শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথি-স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীগৌরীদাস-শ্রীমন্দিরের সেবাইত বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতকুমার গোস্বামী মহাশয় উৎসব-বাসরে পৌরহিত্য করেন।

কালনার কীর্ত্তনীয়া শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুমধুর শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে উৎসব-বাসর পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

সাহিত্য প্রতিযোগিতা

নৈহাটী বঙ্কিম-পাঠাগারের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হইবে। সর্ব্বসাধারণ ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন।

প্রবন্ধ:—বিষয়— "ভারতের বেকার সমস্যা ও তাহার সমাধানের উপায়।"

কবিতা:—ফুলস্ক্যাপ কাগজের দুই পৃষ্ঠার বেশী হইবে না।

ছোটগল্প:—ফুলস্ক্যাপ কাগজের চার পৃষ্ঠার বেশী হইবে না।

প্রবেশ মূল্য:—প্রবন্ধ ও গল্প প্রত্যেকটি চারি আনা এবং কবিতা দুই আনা। প্রবেশ মূল্য ষ্ট্যাম্পে দেওয়া চলিবে।

প্রতিযোগিতায় দুইটী করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রথম—কাপ ও দ্বিতীয়—রৌপ্যপদক।

সাধারণ চিঠিপত্র শান্তিপ্রিয় সেন, সম্পাদক, নৈহাটী বঙ্কিম-পাঠাগার এই নামে পাঠাইতে হইবে এবং রেজেষ্টীকৃত চিঠিপত্র শ্রীঅতুল্যচরণ দে, মিত্রপাড়া রোড, নৈহাটী—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ১৫শে নভেম্বর, ১৯৪০।

বারাসতে "সিরাজের স্বপ্ন" নাট্যাভিনয়

গত ১লা অক্টোবর সন্ধ্যায় বারাসত রাজকীয় বিদ্যায়তনের প্রাঙ্গনে, বিদ্যালয়ের ছাত্র-পরিষদের উদ্যোগে পূজাবকাশ উপলক্ষে এবং হেডমাষ্টার ডক্টর মুহম্মদ এনামুল্ হকের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্তের "সিরাজের স্বপ্ন" নামক শিশু-নাটকটী অভিনীত হয়। সকলেরই অভিনয় বেশ ভাল হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীমান হৃদয় বিশ্বাস (মোহনলাল) ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায় (সিরাজ) অশোক দত্ত (আলীবর্দী) নিত্যানন্দ সেনগুপ্ত (ক্লাইভ) নীহার চট্টোপাধ্যায় (জগৎশেঠ) দিলীপ পাল (রাজবল্লভ) ফজলুর রহমান (মীরজাফর) বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (ভাস্কর পণ্ডিত) এবং সুবোধ কুমার চট্টোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় করে। ভূদেব পালের গান এবং বুদ্ধুর সঙ্গত বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

দানাপুরে শারদোৎসব

গত ৩রা অক্টোবর দানাপুরের শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে স্থানীয় বালিকারা শ্রীঅখিল নিয়োগী লিখিত "বাসন্তিকা" নামক একটি নৃত্যগীতবহুল নাটিকা অভিনয় করে। অভিনয় ও তৎসহ গানগুলিতে শ্রীদেবপ্রসাদ সিংহের সুর-সংযোজনা সুন্দর হইয়াছিল। ইহার সহিত পাটনা মিউজিক ক্লাবের সভ্যগণ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ (ভায়োলিন), শ্রীকালিকিঙ্কর চ্যাটার্জ্জী (পিকোলো), শ্রীদেবপ্রসাদ সিংহ (স্বরোদ) ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত (তবলা) কনসার্ট দ্বারা দর্শকগণকে প্রীত করেন। "বাসন্তিকার" সহিত "অর্দ্ধচন্দ্রগুপ্ত"—(ক্ষুদ্র রাজনৈতিক প্রহসন) ও অভিনীত হয়।

মজঃফরপুরে "শকুন্তলা" মুকাভিনয়

স্থানীয় চ্যাপম্যান্ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীবৃন্দের সহযোগিতায় স্থানীয় জগন্নাথ হলে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর 'শকুন্তলা'র মূক-অভিনয় করা হয়। এই উপলক্ষে বিবিধ নৃত্য-গীতোৎসব প্রভৃতিও সুসম্পন্ন হইয়াছে। আসরে সহরের সর্ব্ব জাতীয়া বিশিষ্টা নারীরা যোগদান করিয়াছিলেন। মনোরম দৃশ্যসজ্জা, আলোক-

সম্পাত্ত এবং রূপসজ্জায় এই মূক-অভিনয় দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ করিয়াছে।

'ছুমন্তর' ভূমিকায় মিস্ ডোরা নায়ক, বি, এ, বি, টী, দুর্ব্বাসার বেশে মিস্ কমলা গুপ্তা ও ভরতের ভূমিকায় পঞ্চম-বর্ষীয়া বালিকা মরু বিশেষ দক্ষতার সহিত চরিত্ররূপ ফুটাইয়াছেন। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিকাগুলির মধ্যে মেনকা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার ভূমিকায় যথাক্রমে কুমারী ভরথী উইলিয়মস্, গীতা মুখোপাধ্যায় ও লীলা মিত্রের কৃতিত্ব সকলকে আনন্দদান করিয়াছে।

নৃত্যানুষ্ঠানে কুমারী মণিকা গোস্বামীর নামই শীর্ষস্থানে আসে। তাঁর 'প্রলয়' ও 'আরতি' নৃত্য দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কুমারী কণা সেনের 'অভিসারের লগ্ন এলো' এবং মণিকা, গীতা গুপ্তা ও উমা মুখোপাধ্যায়ের 'পিয়া মিলনকে যা'না' বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল।

মিস্ উমা সেন বি, এ'র সেতার বাদ্য ও সঙ্গীত বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কুমারী প্রীতিলতা ভট্টাচার্য্যের সেতারের সুর ও সঙ্গীত-নৈপুণ্য সকলকে আনন্দদান করিয়াছে। কুমারী মঞ্জু দত্তগুপ্তার সেতার বাদ্যও উল্লেখযোগ্য।

মেনকার নৃত্য-কৌশলে মুগ্ধ হইয়া শ্রীমতী আর, পি, এন, সিনা একটি পদক দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শ্রীমতী সাবিত্রী মেহতা তাহাকে একটি রৌপ্যের 'ভ্যানিটী ব্যাগ' উপহার দিয়াছেন। কুমারী প্রতিভা সিনা বালিকা মরুকে 'চকলেট' খাইবার জন্য সপ্ত-রৌপ্য-মুদ্রা দিয়াছেন ও কুমারী ইউ, প্রসাদ তাকে একটি রৌপ্য-পদক দিবেন বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছেন।

অনুষ্ঠানের ও অভিনয়ের প্রয়োজনার সাফল্যে মিস্ অরা নায়ক এম, এ, বি, টী'র (চ্যাপম্যান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী) যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন মিস্ উমা সেন, বি, এ। মিসেস্ এস্, পি, ভাণ্ডারী ও মিসেস্ আর, এন, ব্যানার্জ্জি বিশেষ আন্তরিকতা প্রদর্শন ও সহযোগিতায় ছাত্রীমণ্ডলীর উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বোম্বায়ে শারদীয়া সম্মিলন

৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে বোম্বায়ের দামোদর থ্যাকারসে হলে গত ৭ই ও ৮ই অক্টোবর শিল্প পূজারী উইনিয়নের উদ্যোগে এক প্রীতি-সম্মিলন ও শারদীয়া-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ৮ই অক্টোবর এই উপলক্ষে বাঙ্গালী শিল্পীগণ কর্ত্তৃক শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "মাটির ঘর" অভিনীত হইয়া গিয়াছে। ভূমিকা-লিপি নিম্নলিখিত রূপ ছিল—

সত্যপ্রসন্ন—ডাঃ বিভূতি গাঙ্গুলী, কল্যাণ—প্রভাত সিংহ, অলোক—অবনী মিত্র, চঞ্চল—মণি চট্টোপাধ্যায়, উৎপল—মৃণাল ঘোষ, ডাক্তার—ডাঃ এস, সি, দাস, অশোক—হেমন্ত গুপ্ত, শঙ্কর—অজিত দাস, ঠাকুর—বাদল দাস, বৈরাগী—জ্ঞান দত্ত, বাউল—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, তন্দ্রা—বেচু সিংহ, নন্দা—সূর্য্য রায়, ছন্দা—বিজয় দাস, অঞ্জনা শৈলেন মিত্র।

সঙ্গীত পরিচালক—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

৭ই অক্টোবর ওয়াদিয়া মুভিটোনের বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী শিল্পীগণ কর্ত্তৃক গান, আবৃত্তি, ম্যাজিক, পেশী সঞ্চালন, সরোদ ও সেতার বাদ্য ও সর্ব্বশেষে "রাতকানা" নাট্যাভিনয় হয়।

ব্রিটেন হইতে নর্থ আমেরিকা

বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য ব্রিটেন হইতে নর্থ আমেরিকা ডাক বিমান চলাচল কিছু দিনের জন্য স্থগিত ছিল, তাহা বর্ত্তমানে আবার খোলা হইয়াছে। ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ার ওয়েজের ক্যাপ্টেন জে, সি, কেলী রজার্সের অধিনায়কত্বায় Clare নামক বিমানখানি আটলাণ্টিক অতিক্রম করিয়া আয়ার হইতে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও ক্যানাডা গিয়াছে।

ক্যাপ্টেন কেলী রজার্স গত বৎসর নর্থ আমেরিকাগামী ব্রিটিশ এয়ারমেল সার্ভিসের Caribou বিমানের অধিনায়ক ছিলেন।

হিন্দুস্থান রেস্তরাঁ

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৩১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটে হিন্দুস্থান রেস্তরাঁর উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে শ্রীঅনাদিনাথ বসু, শিশির সরকার, কনককুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। আমরা এই ভোজনালয়ের সাফল্য কামনা করি।

মুড়াগাছা বাণী-মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশন

গত ১৩ই অক্টোবর, রবিবার সন্ধ্যায়, মুড়াগাছায় সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাণী-মন্দির পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সভায় কৃষ্ণনগর ও নিকটবর্ত্তী বহু গ্রাম হইতে বহু শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী যোগদান করিয়াছিলেন।

নীলফামারি সংবাদ

এবৎসর এখানে চারিখানি দুর্গাপ্রতিমা পূজা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে দুইখানি বারোয়ারী, সার্ব্বজনীন একখানি ও অপর খানি শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ গুহ নিয়োগী মহাশয়ের গৃহে।

সার্ব্বজনীন পূজামণ্ডপে নানা আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল, তন্মধ্যে স্পোর্টস্, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ও "শেষ-রক্ষা", "বৈকুণ্ঠের খাতা" ও "প্রাণের দাবী" নাট্যাভিনয়। সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও নাট্যাভিনয়ের সাফল্যের জন্য শ্রীসুহাসকুসুম দে প্রশংসার্হ। "প্রাণের দাবী"তে কেশবের ভূমিকায় শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ নিয়োগী ও শশাঙ্কের ভূমিকায় শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, "বৈকুণ্ঠের খাতা"য় বৈকুণ্ঠের ভূমিকায় শ্রীফণিভূষণ ঘোষ, এবং "শেষ-রক্ষা"য় 'শিবচরণরূপে' শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ নিয়োগী ও নিবারণরূপে, শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্ত সকলের অন্তর স্পর্শ করেন। 'গদাই'রূপে শ্রীমোহিতকান্তি ভট্টাচার্য্যের অভিনয় মন্দ হয় নাই।

এই উপলক্ষে এখানে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ নিয়োগী মহাশয়ের উৎসাহে ও চেষ্টায় "ফ্যান্সী ড্রেসে ফুটবল" খেলা হয়। মাঠে প্রায় ৫।৬ সহস্র লোক সমাগম হইয়াছিল। শ্রীঅনিল কুমার দে 'ভুটিয়া' বেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও তাঁহাকে বীরেনবাবু একটি রৌপ্যপদক উপহার দেন। মিঃ এ, কে, হাসান, সাব-ডেপুটী কালেক্টর সভায় পৌরহিত্য করেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১১৩৭।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

[illegible] বাঙ্গালা হিন্দুস্থান ও বাংলায় সাপ্তাহিক প্রচার—১৩,৩০৩ সংখ্যা

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ } ১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪৭ ৪২শ সংখ্যা
VOL. XII. } OCTOBER 31, 1940. No. 42

মুড়াগাছা (নদীয়া) বাণীমন্দির পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণের শেষাংশ

এই বিরাট বিশ্বরূপকে গণশিক্ষার উপযোগী করিতে পারে একমাত্র গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগা[র] অর্থাৎ লাইব্রেরীকে জনগণমনের অধিনায়ক রূপে যেমন ধরিতে পারিয়াছেন আমেরিকা [ও] ইয়ুরোপের জনসেবকগণ, আমরা এখনও তেমন পারি নাই। পারি নাই বলিয়াই আম[রা] গ্রন্থাগারগুলিকে উপহাস বিদ্রূপ করি, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি, নিষ্কর্ম্মা ছোকরাদের খেয়া[ল] মনে করিয়া হাসি, হাসিয়া নিজেদের অজ্ঞসুলভ বিজ্ঞতার ভাণে আত্মপ্রসাদ অনুভব করি।

আলেকজান্দ্রিয়ার বৃহত্তম গ্রন্থাগার হইতে ছোট, বড়, মাঝারি বহু লাইব্রেরী সর্ব্বদেশেই বহু দিন হইতেই বর্ত্তমান, কিন্তু গ্রন্থাগারগুলিকে সুনিয়ন্ত্রণ ও সুপরিচালনা করিবার জন্য কোনও সুচিন্তিত কার্য্য-প্রণালী বা ব্যাপকভাবে কোনও ব্যবস্থা বহুদিন পর্য্যন্তও-দেশে[ও] হয় নাই। রাষ্ট্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, শিক্ষার প্রচার, সংশিক্ষার প্রসার, অধীতবিদ্যা[র] পরিপূরণ প্রভৃতি মহাকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে গ্রন্থাগার যেমন পারে তেমন আর অন্য কোন উপায়েই সম্ভব নয়। জনসাধারণের মনের সুপ্ত চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করিতে, গণশিক্ষাকে পরিব্যাপ্ত করিতে, লোকের পাঠস্পৃহা বাড়াইতে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের চিন্তানায়কগণের সহিত পরিচয়ের ঘটকালী করিতে, অল্পশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত বা সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও অবসর-বিনোদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট উপায় একমাত্র গ্রন্থাগারই। গ্রন্থপাঠের নেশা একবার ধরিলে বহু ক্ষতিকর সর্ব্বনাশা নেশার কবল হইতেও উদ্ধার পাওয়া যায়।

ধনকুবেরগণও পৃথিবীর সমস্ত পুস্তক কিনিয়া পড়িতে পারেন না যখন, তখন অন্যলোকের কথা স্বতন্ত্র। গ্রন্থাগার ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে নামমাত্র চাঁদার বিনিময়ে বহু মূল্যবান্ হইতে [illegible] পুস্তকপাঠের পর্য্যাপ্ত সুবিধা দেয়। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের এই

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।
নমুনা—পাঁচ পয়সা।
পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

ব্রহ্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।
সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।
সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।
নমুনা দশ পয়সা।
দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ
বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট," চার্চ্চগেট রিক্লামেশন
হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ
[illegible]—১৫৩ [illegible]

বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায় যে, গ্রন্থাগারগুলি স্থানীয় লোকেদের কি অপরিসীম উপকার সাধন করিতেছে। আজ বাংলায় যে এত লেখক জন্মিয়াছেন, তাহার মূলে গ্রন্থাগারগুলির পাঠকস্রজনী ক্ষমতা যে ব্যাপকভাবে সক্রিয়, ইহা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই।

চাল, ডাল, হাঁসপাতাল, পুষ্করিণী, মন্দির, ধর্মশালা প্রভৃতি যেমন লোকের দৈহিক স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য, লাইব্রেরী তেমনি দেশের ও দশের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত অতি প্রয়োজনীয় একটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান।

স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, আমাদের দেশের লাইব্রেরীগুলি সুপরিচালিত নয়। আমি আশাবাদী, আমি বিশ্বাস করি, আজ নয় বলিয়া কাল যে তাহা হইবে না—এ অদ্ভুত ধারণার কি কারণ থাকিতে পারে? আর সুপরিচালিত নয় বলিয়া, উপহাস বা ইহার উপকারিতা অগ্রাহ্য করিবারই বা কি হেতু আছে?

যে-শিক্ষক ছেলেদিগকে পরীক্ষা করিয়া, নম্বর দিয়া, পাশ ফেল করেন, তাঁহারাই যে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন। যে-সব সমালোচক আমাদের ছিদ্রবহুল গ্রন্থাগারগুলির ছিদ্রের সমালোচনা করেন, তাঁহারা যদি দয়া করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি ছিদ্র বন্ধ করিবারও কোনও সদুপায় বলিয়া দেন, তাহা হইলেই তো ক্রমশ আমাদের গ্রন্থাগারগুলি স্বাধীন ছিদ্রমুক্ত হইয়া উঠিবে। যতদিন আমাদের দেশের অভিজ্ঞ মনীষীগণ এ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিবেন, ততদিন রাধাকে এই ছিদ্রকুম্ভে জল ভরিয়া, ভুবনের কলঙ্কের কিঞ্চিৎ ভঞ্জন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

গ্রন্থাগারগুলির উপকারিতা এবং জনমঙ্গলের অপরিহার্য্য একটি প্রতিষ্ঠান উপলব্ধি করিয়া আমেরিকায় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তত্রত্য গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংস্কৃত, সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিচালিত করিতে এক পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। এ আন্দোলনের নেতৃত্বভার লইয়াছিলেন ম্যালভিল্ ডিউই। ইঁহার চেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যুক্তরাজ্যে একে একে ছয় হাজারেরও উপর ছোট, বড়, মাঝারী গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা ছোট যে-সব লাইব্রেরী, তাহাদের পুস্তক সংখ্যা ছিল গড়ে প্রায় দুই লক্ষ করিয়া।

আমেরিকার এই গ্রন্থাগার-সংস্কারে অনুপ্রাণিত হইয়া ইংলণ্ডও গ্রন্থাগারগুলিকে জনশিক্ষার বাহন এবং জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারের অবিসম্বাদী ও প্রধানতম উপায় বিবেচনা করিয়া, অত্যল্পকালের মধ্যে ইংলণ্ডের প্রত্যেক শহরে, নগরে, কাউন্টিতে এমন কি সুদূর পল্লীগুলিতে পর্য্যন্ত লাইব্রেরী স্থাপনা করিলেন।

এই প্রসঙ্গে এক দানবীর জনবরেণ্য মহাপুরুষের নামোল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। ইনি য়্যাণ্ড কার্ণেগী। ইঁহারি দানে ইংলণ্ডের প্রত্যেক কাউন্টিতে প্রাসাদোপম এক একটি বিরাট অট্টালিকা গড়িয়া উঠিল এবং সেগুলিতে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হইল। কাউন্টির এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলি, সেই কাউন্টির অন্তর্গত সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনা করেন।

কার্ণেগী অত্যন্ত দরিদ্রের ঘরে জন্মান, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা ছিল প্রবলতম। বাল্যকালে তিনি এক ধনীর গ্রন্থাগারে গিয়া যখন বই পড়িতেন, তখন কেবলি মনে করিতেন, তিনি যদি কখনও বড়লোক হন তাহা হইলে গরীব এবং সাধারণ লোকদের জন্য একটি ভাল লাইব্রেরী করিয়া দিবেন। ভগবান তাঁহার অন্তরের প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। উত্তরকালে তিনি যেমন বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি লাইব্রেরী স্থাপনার জন্য বহু কোটী টাকা তিনি দান করিয়া গিয়াছেন অকাতরে মুক্ত হস্তে। বিলাতের প্রত্যেক কাউন্টির লাইব্রেরীগৃহ তাঁহারি প্রদত্ত অর্থে তৈরী হইয়াছে এবং এখনও "কার্ণেগী ইউনাইটেড্ কিংডাম্ ট্রাষ্ট" নামে তাঁহার বিষয়ের অছিগণ নূতন নূতন লাইব্রেরীপ্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।

অগণ্য সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়া, বিলাতে বিশেষ বিষয়ক (specialised) লাইব্রেরীর সংখ্যাও বড় কম নয়। এক লণ্ডন শহরেই এমন বিশেষ-বিষয়ক গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় ছয় শত। এমন কোনও বিষয় নাই, যে বিষয়ের অন্তত পাঁচ ছয়টী গ্রন্থাগার নাই। যে বিষয়ের যে লাইব্রেরী, সেই বিষয়ের কেবল যে মুদ্রিত পুস্তকই সেখানে আছে তাহাই নহে। সেই বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ, বক্তৃতা, গবেষণা বা ক্ষুদ্রতম একটি সংবাদও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় লেখা পত্র-পত্রিকা হইতে কাটিয়া, অনুবাদের প্রয়োজন হইলে অনুবাদ করাইয়া, সযত্নে রাখা হয়।

এই বিশেষবিষয়ক গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে মৌমাছি ও মৌচাক সংরক্ষণ, শবদাহের প্রথা প্রণালী ও রীতি; বিবাহ, নিমন্ত্রণ, বধির, অন্ধ, মূক, উন্মাদ, কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, গরু, প্রভৃতি বহুবিষয়ের যত গ্রন্থ, রচনা ও প্রবন্ধাদি এ যাবৎ যেখানেই প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই সেই বিশেষ বিষয়ক গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

বিলাতে বিশেষবিষয়ক গ্রন্থাগারগুলি দিন দিন জনসমাদর লাভ করিতেছে দেখিয়া, লাইব্রেরী-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ সাধারণ গ্রন্থাগারে এখন কেবল সাধারণ গ্রন্থই রাখিতেছেন, কারণ ইহাদের সংখ্যা দিন দিন ভীষণ ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। বিশেষ-বিষয়ক গ্রন্থ এখন বিশেষবিষয়ক গ্রন্থাগারেই রাখা হইতেছে। এতদ্বারা কর্ত্তৃপক্ষ, পাঠক ও লাইব্রেরীর সভ্য—সকলেরই সুবিধা হয়।

বইয়ের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়া, লাইব্রেরীর পরিচালকগণ এবং পাঠকসম্প্রদায়, উভয়েই পুস্তকরক্ষা এবং পুস্তকনির্ব্বাচন ব্যাপারে বিপন্ন হইয়া

পড়িতেছিলেন। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য আমেরিকা ও ইয়ুরোপের সমস্ত গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যাপারে বিশেষভাবে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে। এই অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকগণই আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিয়মে লাইব্রেরীর পুস্তকের তালিকা (Catalogue) এবং নির্ঘণ্ট (Index) তৈরি করেন। প্রত্যেক লাইব্রেরীর পুস্তকগুলির শ্রেণী বিভাগ (Classification) আছে। এতদ্বারা কোনও পুস্তক বা কোনও বিষয়ের পুস্তক বাহির করিতে, কয়েক সেকেণ্ড মাত্র লাগে।

ও-দেশে গ্রন্থাগারিকের কর্ত্তব্য গ্রন্থাগার ও গ্রন্থরক্ষাই শুধু নয়: গ্রন্থাগারিক পাঠককে পুস্তকনির্ব্বাচনে সাহায্য করিবেন, প্রত্যেক পুস্তকের পাঠক সংগ্রহ করিবেন, গ্রন্থাগারের দিকে লোককে আকৃষ্ট করিবেন, লোককে পাঠ-মনা গড়িয়া তুলিবেন, এবং গ্রন্থাগারটিকে একটি পরম রমণীয় স্থানে পরিণত করিয়া তুলিবেন। কোনও বই যদি অপঠিত থাকে, তাহা হইলে গ্রন্থাগারিকের সেটা অপযশ এবং অযোগ্যতারই নিদর্শন বলিয়া ও-দেশে বিবেচিত হয়।

বিলাতের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে সভ্যদিগকে কোনও চাঁদা দিতে হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে Mechanics' Institute নামে কারখানার মজুরদিগের জন্য এক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও চাঁদা দিতে হইত না। এ লাইব্রেরীটি হইয়াছিল কেবলমাত্র শ্রমিকগণের মধ্যে পাঠেচ্ছা জাগাইবার জন্য। ইহার পর, বিলাতে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হইল; এই আইনে গ্রন্থাগারগুলির সাধারণের নিকট চাঁদা লওয়া একেবারে নিষিদ্ধ হইল। রাজপথ, পরিষ্কার রাস্তা, বিশুদ্ধ পানীয় জল, আলো, পার্ক প্রভৃতি জিনিষগুলি দেশের রাজসরকার বা মিউনিসিপালিটি হইতে যেমন প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য প্রাপ্য, মানসিক উৎকর্ষলাভের জন্য লাইব্রেরীর সুবিধাও নাগরিকদিগের তেমনি দাবী বলিয়া ও-দেশে গ্রাহ্য হয়।

নাগরিকদিগের এই দাবী মিটাইতে ও-দেশে কি অপূর্ব্ব সহযোগিতা, কি অতি-মানবীয় ঐক্য, কি স্বজাতিপ্রেম, কি সৌভ্রাত্র, কি অপরূপ দেশভক্তি, জনসেবার জন্য কি স্বর্গীয় ত্যাগ ও সর্ব্বস্বপণ। ভগবানের কৃপা ইহারা লাভ করিবেন না তো, কি করিব আমরা?

পশ্চিমের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কথা অতিসংক্ষেপে যাহা বলিলাম, প্রকৃতপক্ষে তাহার কিছুই বলা হইল না—একটা আভাসমাত্র দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত গোল্ডস্মিথ লাইব্রেরীতে পুস্তক সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থসংখ্যা ৫৫ লক্ষ। এ দুইটি ছাড়া, লণ্ডনে আরও কয়েকটি বৃহৎ লাইব্রেরী আছে: যেমন, ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বোডলিন্ লাইব্রেরী, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, প্রভৃতি।

আয়র্ল্যাণ্ডেও ১৯২৮ সালে আইরিশ লাইব্রেরী য়্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পরিষদের চেষ্টায় সেখানেও লাইব্রেরীর সংখ্যা অতিদ্রুত বাড়িতেছে।

প্যারীতে ন্যাশনেল বিব্লিওটেক গ্রন্থাগার ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত, তাহার পুস্তকসংখ্যা এমন প্রায় ষাঠ লক্ষ।

সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই, দেশে শিক্ষাবিস্তারে লাইব্রেরীর কি অপূর্ব্ব শক্তি। সোভিয়েটের পূর্ব্বে, অর্থাৎ জারের আমলে, রাশিয়ার শিক্ষিত লোকের হার ছিল শতকরা দশ জন। মস্কোর একাডেমি অফ্ আর্টস্-এর তত্ত্বাবধানে এক বিরাট গ্রন্থাগারও ছিল। কিন্তু এটি ছিল একমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য, সাধারণের অর্থাৎ বুর্জ্জোয়ার ছিল সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তারপর রাশিয়ার শাসনভার যখন সোভিয়েট গণতন্ত্রের হাতে আসিল, তখন আর কোনও বাধা রহিল না। দেশের সমস্ত লাইব্রেরী সাধারণের সুগম তো হইলই, উপরন্তু পল্লীতে পল্লীতে হাজার হাজার গ্রন্থাগার স্থাপিত হইল। ১৯৩২ সালের আদমসুমারিতে দেখা গেল, রাশিয়ায় শিক্ষিতের হার শতকরা দশের স্থানে উঠিয়াছে, শতকরা ৯২।

রাশিয়ার এই জলন্ত দৃষ্টান্তে ইয়ুরোপের অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্যেও গ্রন্থাগারের উপকারিতা উপলব্ধ হইল এবং সর্ব্বত্রই সরকার কর্ত্তৃক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এক চেকোস্লোভাকিয়াতেই সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার।

আর ভারতে? ভারতে গ্রন্থাগারের প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন বরোদারাজ্যের মহামান্য অধিপতি মহামতি ও প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড়। মহারাজা আমেরিকায় গ্রন্থাগার আন্দোলন দেখিয়া দেশে ফিরিলেন, একজন বিশিষ্ট আমেরিকানকে সঙ্গে করিয়া, যিনি গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ছিলেন বিশেষ অভিজ্ঞ। মহারাজা এই বোর্ডেন্‌কে ভার দিলেন, বরোদারাজ্যের গ্রন্থাগার সংস্কারের। বরোদারাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিই এখন ভারতবর্ষে একমাত্র আদর্শ, কারণ এগুলি সম্পূর্ণ আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। বরোদা রাজ্যে এখন সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার।

আর সমগ্র বাংলা দেশে মাত্র নয় শত! এই নয় শতের মধ্যে কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠেই প্রায় দুই শত, বাকী সাতশত গ্রন্থাগার এই বিরাট বাংলা দেশে!!

প্রায় ১৮২টি লাইব্রেরীতে কলিকাতা

কর্পোরেশন বার্ষিক কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন শুনিয়াছি। মফঃস্বলের কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটি এবং ইউনিয়ন বোর্ড স্ব স্ব এলাকাধীন কোন কোনও লাইব্রেরীতে এখন সামান্য কিছু ফি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কাজেই, বিনা চাঁদায় ভারতবর্ষে লাইব্রেরী চলা এখন অসম্ভব। দেয় চাঁদারই অনেক অনাদায়ী থাকায় বাংলার লাইব্রেরীগুলি বাঙালীদের মতই ক্ষয়রোগে ভুগিতে ভুগিতে সহসা একদিন ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ভার এখনও তেমন গ্রহণ করেন নাই। মাদ্রাজ পাঞ্জাব ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে, শুনিয়াছি, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে। বরোদার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেও এই শিক্ষা দেওয়া হয়। কলিকাতায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ নামে কিছুদিন হইল একটি প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করিয়াছে শুনিয়াছি এবং সেখানে নাকি গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত সাক্ষাৎ কোনও পরিচয় আমার অদ্যাপি ঘটে নাই।

কলিকাতার স্কুল কলেজের গ্রন্থাগারগুলিও যে সম্পূর্ণ আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিচালিত হইতেছে, এমন কথা আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই। তবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীটি আধুনিক নিয়মে সুপরিচালিত এবং আশুতোষ কলেজের গ্রন্থাগারটিও নাকি বর্ত্তমান কালোপযোগী বিজ্ঞানসম্মতভাবে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, শুনিয়াছি। এমত অবস্থায় আপনাদের পল্লীগ্রামের এই গ্রন্থাগারটির যে কি অবস্থা তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারি।

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের চক্ষু যখন কিঞ্চিৎ ফুটিয়াছিল এবং সতত সতর্ক অভিভাবকদিগের সহায়তা ছাড়াও স্বাধীনভাবে যখন কিছু কিছু করিতে শিখিতেছিলাম, তখনও পাঠ্যাতিরিক্ত কোনও পুস্তক পাঠ, সঙ্গীতচর্চ্চা বা অভিনয়কলা অনুশীলন ছিল অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। এ সব নিন্দনীয় কার্য্য আমরা করিতাম চুরি করিয়া, আত্মীয় অভিভাবক ও গ্রাম্যবৃদ্ধগণকে লুকাইয়া যেমন চুরি ডাকাতি ও অন্যান্য নিন্দনীয় কার্য্য লোকে করে। ক্রমে যখন সব প্রকাশ হইয়া পড়িল, অভিভাবকগণ আমাদের কুকীর্ত্তি কাহিনী শুনিয়া আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে কপালে করাঘাত করিয়া সখেদে হতাশ্বাসে কহিলেন—ছেলেটা শেষে এমন ব'য়ে গেল? শ্রোতারাও তাহাতে সেদিন সায় দিয়াছিলেন।

আজ আর এ কথায় সায় দিবার লোক নাই, হাকিমেরাও রায় বদলাইয়াছেন। অভিভাবকগণ এখন কেবল ছেলেকে নয় মেয়েকে পর্য্যন্ত পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত বই পড়িতে বাধ্য করেন, শুধু সঙ্গীত নয় নৃত্য পর্য্যন্ত শিক্ষা দেন এবং অভিনয়কলার শুধু অনুশীলন নয় প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চেও পুত্রকন্যাকে অভিনয় করিতে অনুমতি দিয়া থাকেন। শেষোক্ত বিদ্যা দুইটি আজ আমাদের আলোচ্য নহে। পাঠ্যাতিরিক্ত পুস্তক পাঠে আজ আর ছেলেরা বয়ে যায় না। কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি বাংলার ছেলেমেয়েরা যেন চিরদিন বইয়েই থাকে।

আমার ধারণা ও বিশ্বাস, গ্রন্থাগারের প্রসার ও উন্নতি করিতে সর্ব্বপ্রথম অর্থের যতটা প্রয়োজন, তাহার অধিক প্রয়োজন অভিজ্ঞ পরিচালকের এবং স্থানীয় অধিবাসীদিগের একান্ত সহযোগিতা, সহকারিতা এবং সাহায্য। অভিজ্ঞ পরিচালকের অভাবে অর্থ ব্যয় যেমন হয় নিরর্থক, স্থানীয় লোকের উৎসাহহীনতায় সার্থক গ্রন্থাগারও তেমনি ব্যর্থ হয়।

বঙ্গবাণীর সেবা করিবার অধিকার আমার হইয়াছে কিনা জানি না, তবে বহুদিন হইতে আমি মাতার অঙ্গন পরিচারণা করিবার পরিচারক আছি। এইজন্য সাহিত্যিক, সাহিত্য-রসিক, সাহিত্যবন্ধু ও সাহিত্যের পাঠকগণের প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তা-বোধ জন্মিয়াছে। সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট লোককে মনে হয় কতই সে যেন আমার আপনার, সে যেন কতই বন্ধু, কতই আত্মীয়। এই দুর্ব্বলতা নিবন্ধন এবং আপনাদের আত্মীয়াধিক স্নেহ-প্রশ্রিত হইয়া যদি কোনও অপ্রিয় কথা কোথাও আমি বলিয়া থাকি, আপনারা নিজ গুণে তাহা মার্জ্জনা করিবেন। আজিকার দিনের শেষ-প্রণামের পূর্ব্বে আপনাদের নিকট ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৩৪৭।২৬শে আশ্বিন
কলিকাতা।

"এসিডল"
বিলম্বে হতাশ হইবেন।
জোর করিয়া বলিতে পারি আপনি যদি অম্বল, শূলবেদনা, লিভারের ব্যথায়, অজীর্ণ রোগে অথবা চুকা ঢেকুর উঠা। ইত্যাদি ব্যারামে হতাশও হইয়া থাকেন তবে আমাদের বিখ্যাত "এসিডল" একবার ব্যবহার করিলে উক্ত রোগসমূহ হইতে অব্যাহতি পাইবেনই। এক শিশিতে উপকার না হইলে তিনগুণ মূল্য ফেরৎ দিব। মূল্য মাত্র ১৷৹ পাঁচ সিকা, মাঃ স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান—চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
পোঃ নীলফামারী. (বেঙ্গল)

অভিনব আবিষ্কার
এ্যাসিড্ প্রুভড্ 22ct. রোল্ড গোল্ড, স্থায়িত্বে ও ঔজ্জ্বল্যে গিনি সোণার মত। সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী। গ্যারাণ্টি ১০ বৎসর। বিক্রয়কালীন অর্দ্ধমূল্য পাওয়া যায়। ক্যাটালগ ফ্রী।
ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড কোং
২১০নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বিঃ দ্রঃ—কতিপয় উচ্চশিক্ষিত যুবক দ্বারা পরিচালিত।

শ্রীমতী রোজ
প্রকাশ পিকচার্সের সামাজিক চিত্র "মালা"তে
— নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ করিয়াছেন —

১২শ বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা

দীপালী

৩১শে অক্টোবর, ১৯৪০

দীপালী

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪৭

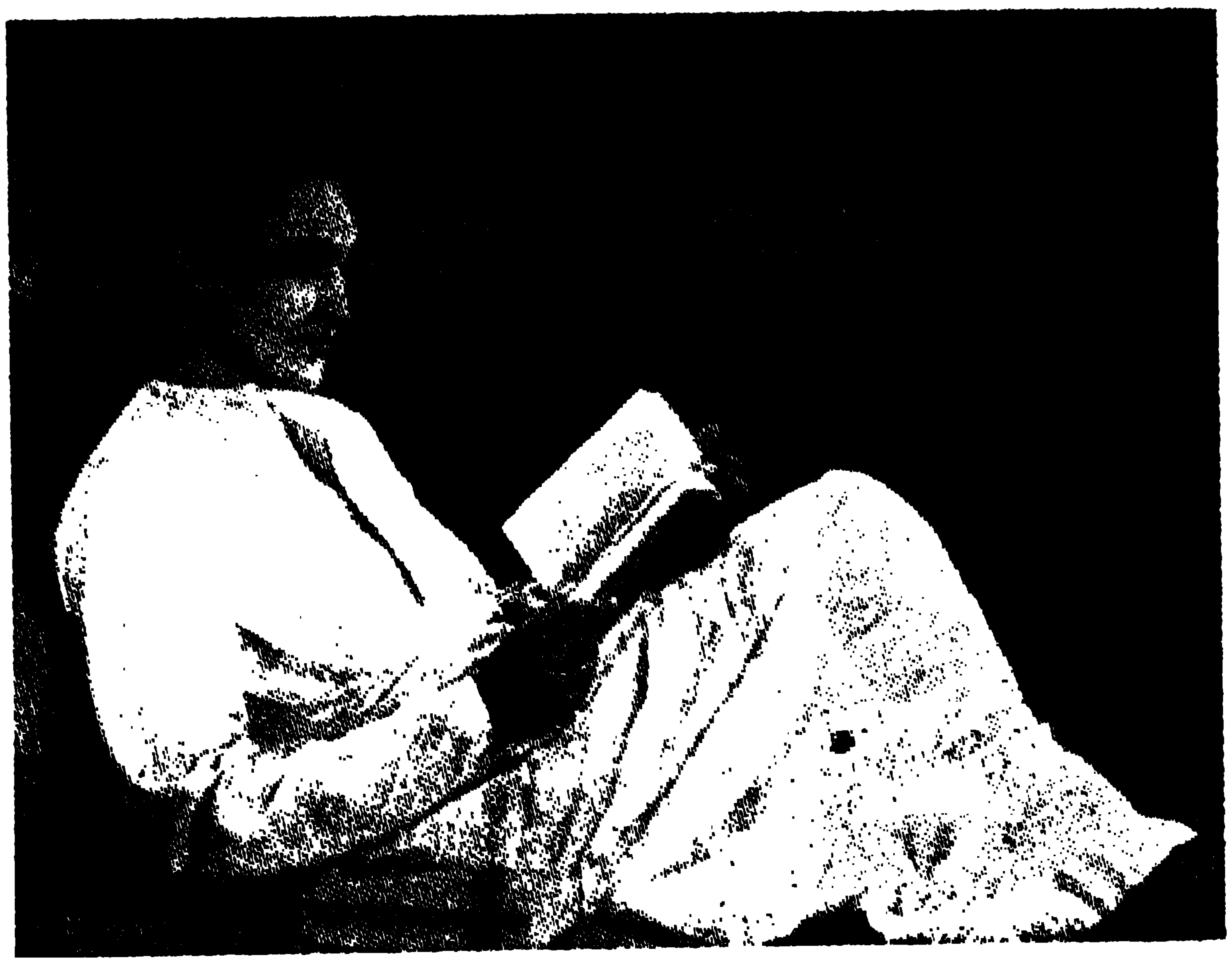

বম্বে টকীজের নবতম সামাজিক চিত্র "বন্ধনে"র কয়েকটি দৃশ্যে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অশোক কুমার ও লীলা চীটনিশ। শ্রীযুক্ত এন. আর. আচার্য্য ছবিখানির পরিচালনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বাংলা দেশের ঘটনা লইয়াই "বন্ধনে"র আখ্যানভাগ রচিত সুতরাং বাঙ্গালীদের ভাল লাগিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

আগামী শনিবার হইতে
প্যারাডাইস চিত্রগৃহে
মুক্তিলাভ করিবে।

চিত্র বর্ত্তিকা

৩১শে অক্টোবর, ১৯৪০

প্রকাশ পিকচার্সের বহু প্রশংসিত "নরসি ভগত" নামক ধর্ম্মমূলক চিত্রের কয়েকটি দৃশ্য। (উপরে) নাম ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন বিষ্ণুপন্ত পাগনিস। (নীচে) দুর্গাবাঈ খোটে ও অনন্ত মারাঠে।

শ্রীমতী দুর্গাবাঈ খোটে "নরসি ভগত"-এর পত্নীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন বিজয় ভাট।

প্যারামাউণ্টের "Way Of All Flesh" চিত্রে মুরিয়েল এঞ্জেলস্, আকিম টামিরফ ও গ্ল্যাডিস জর্জ। ছবিখানি গত সপ্তাহে কলিকাতায় দেখানো হইয়াছে।

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(২২)

শীলা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল ; তার চুপ করে থাকাটা যে খুব দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছিল তা বুঝতে ঋতেনেরও দেরী হয় নি।

ঋতেন বললে, "এক এক সময় ও এত বেশী কথা বলে যে অন্য সময় একেবারে না বলে তার হিসেব মেটাতে হয়। ওকথা থাক্, আপনার নিজের কথা বলুন। হঠাৎ আগ্রায় এলেন কেন ?"

"ইচ্ছে করে আসিনি। ঠিক কোথাও যাবার কথা মনে হয় নি ; সামনে যে গাড়ীটা পেলাম সেটাতেই উঠে বসলাম।"

ঋতেন আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "তার মানে ? হঠাৎ এভাবে এলাহাবাদ ছেড়ে চলে আসবার কারণ কি ?"

"কারণটা খুবই সোজা—এলাহাবাদে থাকবার আর দরকার ছিল না।"

"দাদা কোথায় ?"

"বোধ হয় সেখানেই।"

"অথচ আপনার সেখানে থাকবার দরকার ছিল না ? আপনি কি বলছেন ? দাদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি ?"

"না, তাকে ঝগড়া বলা যায় না। তোমার দাদা তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন। তিনি আমার জন্যে সব ছেড়েছেন, কিন্তু তার বদলে আমি তাঁকে বিশেষ কিছু দিতে পারি নি। এরকম স্থলে যা হয়ে থাকে, আমি তাঁকে ক্লান্ত করে তুললাম, তিনি চাইলেন মুক্তি।"

"আর আপনি অমনি নিরীহ ভাল মানুষটির মত নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন ?"

"তবে কি করব ? যেখানে আমার সম্মান নেই সেখানে অতীতের অধিকারের জোরে বসে থাকব ?"

"আমি জানতাম আপনার বুদ্ধি আছে।"

"এখন কি জানলে ? একদম নীরেট, না ?"

"আপনার হোটেলে থাকা হবে না। আমি এখানে থাকতে আপনার হোটেলে থাকা চলতেই পারে না। চলুন আপনার জিনিষপত্র নিয়ে আসি।"

"তার দরকার নেই ; আমি দু'একদিনের মধ্যেই কলকাতা যাচ্ছি।"

"তা হয় না। এভাবে আপনি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন তা আমি সহ্য করব না। দাদার কি কৃতজ্ঞতা বলে কোন কিছু নেই ?"

"কৃতজ্ঞতা ? কিসের জন্যে ? তাঁর কি ছিল না ? সবই তিনি আমার জন্যে ছেড়েছেন, তার বদলে আমি কি দিতে পেরেছি ? আমি তাঁর জীবন থেকে সরে দাঁড়ালে তিনি আবার সব ফিরে পাবেন ; মাঝের ক'টা দিন ভুলে যেতে কা'রও দেরী লাগবে না ! এখন আমি যাই।"

"তা হতেই পারে না। আপনাকে এখানে আসতে হবে।"

"ছেলেমানুষী কোর না। আমার এখন অনেক কাজ।"

ঋতেনকে বাধা দেবার অবসর না দিয়ে প্রণতি চলে গেল। শীলার চুপ করে থাকার কারণটা ঠিক না বুঝলেও প্রণতির বুঝতে দেরী হয় নি যে সে তাকে দেখে মোটেই সন্তুষ্ট হয় নি।

প্রণতি চলে যেতে ঋতেন একেবারে দপ্ করে জ্বলে উঠল। ভয়ানক রকম চেঁচিয়ে সে বললে, "এভাবে আমায় অপমান করবার মানে কি ?"

শীলা বললে, "অপমান আমি তোমায় করলাম না তুমি আমায় করলে ? আমার অতখানি গুণকীর্ত্তন ওঁর কাছে না করলেও পারতে ?"

"কি করা উচিত আর উচিত নয় সে তোমার কাছে শিখতে রাজি নই। তুমি এত নীচ যে একবার নতিদিকে থাকবার কথা পর্য্যন্ত বলতে পারলে না ?"

"তুমি বলে তাই বলতে পেরেছ ; অন্য কেউ হলে বলতে পারত না। নিজের স্বামী ছেড়ে যাবার আর জায়গা পেলেন না, এলেন এখানে। আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি উনি যদি এখানে আসেন তাহলে আমি এক মিনিটও এখানে থাকব না।"

"তোমার ইচ্ছে হয় তুমি এখনি যেতে পার। তোমার মত স্ত্রী থাকার চেয়ে……"

তার কথা শেষ হল না, অণিমা এসে ঘরে ঢুকল। ঋতেন জিজ্ঞেস করলে, "কখন এলি ? হঠাৎ, কি ব্যাপার বলত ?"

"এসেছি অনেকক্ষণ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের তারিফ করছিলাম। কে বলবে তোমাদের ক'দিন আগে বিয়ে হয়েছে।"

ঋতেন বললে, "জানিস, ও এতবড় ছোট-লোক, যে নতিদি এল—তার সঙ্গে একটা কথা পর্য্যন্ত বললে না।"

অণিমা বললে, "সত্যি বৌদি ? খুব অন্যায় করেছ। হাঁ দাদা, বড়বৌদি এখানে কি করে এল ?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না ; একটা ভয়ানক

কিছু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আহা, নন্তিদির ছোট ভাইটিও মারা গিয়েছে।"

"দাদার সঙ্গে কোন রকম ঝগড়া ঝাঁটি…"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"তুমি বৌদিকে আনতে পাঠাও; বলে দাও যে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"যে অপমান তাঁকে করা হয়েছে তারপর আর তাঁকে এখানে আসতে বলা যায় না।"

"বেশ আমিই যাব; তুমি একটা গাড়ী ডাকবার ব্যবস্থা কর; বৌদি, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।"

ঋতেন বললে, "এই এলি, পরেই যাস্ না।"

"না, ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে না পারলে শান্তি পাব না।"

"তুই এলি কার সঙ্গে? বিজয় এসেচে নাকি?"

"এসেছে বৈ কি! নীচে বসে তোমাদের ঝগড়া শুনছে।"

ঋতেন তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল। অণিমা বললে, "তোমায় যা বলেছিলাম সব ভুলে গেছ বৌদি?"

"না ভুলি নি, কিন্তু তোমাদের ঐ বৌদিটির কথা মনে হলেই আমার সব ভুল হয়ে যায়।"

"তা হলে চলবে না; ও তোমার বড় বা, আমাদের বাড়ীতে তোমার চেয়ে ওর অধিকার বেশী, একথা তোমায় সব সময় মনে রাখতে হবে। চল, তার কাছে ক্ষমা চাইবে।"

*

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে নিশীথ তার অফিস ঘরে গিয়ে বসল যেমন রোজ বসে। চাকরটা এসে চা দিয়ে গেল; চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সে সেদিনকার মামলার কাগজপত্র দেখতে লাগল। আগের রাতের কথা তার মনে পড়ল; মনটা তার অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। যেদিন সুরেশ এসে তাকে চিঠিগুলোর কথা বলে সেদিন থেকে তার অশান্তির সীমা ছিল না। স্পষ্ট কোন কথা সে প্রণতিকে বলতেও পারছিল না আর তাকে সহ্য করতেও পারছিল না। মাঝে মাঝে তার মনে হয়েছে সব কথা প্রণতিকে খুলে বলে, কিন্তু তার সাহস হয় নি। সবটাই যদি মিথ্যে হয়—অবশ্য সন্দেহ করবার কোন কারণ ছিল না। যে লোকটা তাকে চিঠি দেখিয়েছে সে কেন শুধু শুধু প্রণতির সঙ্গে এত বড় শত্রুতা করবে? এসব সত্ত্বেও নিশীথ প্রণতিকে কোন কথা বলে নি। প্রণতি নিজে যখন তার ওপর সন্দেহ প্রকাশ করলে তখন আর তার কোন কৈফিয়ৎ ছিল না। সে জানত, সে যা করেছে বর্ত্তমানের সমাজে তা স্বাভাবিক হলেও মানুষের নিজের কাছে সেটা ঠিক উপেক্ষার কথা নয়। প্রণতিকে সে কোন দিন ঠকাতে চায় নি, অন্য কোন মেয়ের প্রতি কোন দুর্ব্বলতা তার আসতে পারে এ ধারণাও তার ছিল না, কিন্তু কণিকা যেভাবে তার জীবনে এসে দাঁড়াল তাতে তাকে উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হল না—অনেক পুরুষের পক্ষেই হত না। যে মেয়ে নিজেকে অত সহজে পুরুষের হাতে

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

তুলে দেয় তার মোহ খুব অল্প দিনে যেমন কেটে যায় তেমনি তার প্রথম আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠা যায় না। নিশীথ হয়ত অন্য সময় হলে তাকে সম্পূর্ণ রকমে অতিক্রম করে আসতে পারত, কিন্তু তার মনের অবস্থা তখন সেরকম ছিল না। তার মনে হয়েছিল প্রণতিকে সে ভুল বুঝেছে, প্রণতি যখন তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে তখন তারও প্রতারণা করবার অধিকার আছে। প্রণতি যেদিন তাকে সোজা আক্রমণ করলে সে নিজের স্বপক্ষে কিছু খুঁজে না পেয়ে তাকে পাল্টা আক্রমণ করলে। প্রণতি যদি তার কাছে কৈফিয়ৎ তলব না করত তাহলে সে শেষ পর্য্যন্ত কি করত বলা যায় না, হয়ত সে কোনদিনও প্রণতিকে স্পষ্ট কিছু বলতে পারত না।

সারা সকালটা নিজের কাগজপত্র দেখে সে কোর্টে যাবার জন্যে তৈরী হতে গেল। খাবার সময় রোজ প্রণতি এসে তার কাছে বসে, স্কুর অসুখের মধ্যেও তার ব্যতিক্রম হয় নি, আজ তাই তার না থাকাটা নিশীথের চোখে পড়ল। খেয়ে উঠে যাবার সময় চাকরটা বললে, "মা কোথায় গিয়েছেন সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি না।" নিশীথের মনে পড়ল গত রাত্রের কথাগুলো,—সে যা বলেছে তাতে প্রণতির মত মেয়ের পক্ষে তারপরও তার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু সে যে সত্যি চলে যাবে একথা নিশীথ বিশ্বাস করতে পারলে না। সে কেন যাবে? তাকে যেতে বলবার নিশীথের কি অধিকার আছে? তার বাড়ী থেকেই তাকে যেতে বলে নিশীথ এখনও সেই বাড়ীতেই আছে মনে হতে নিশীথের হাসি এল। স্বামীত্বের গৌরব করবার তার কোন অধিকার নেই; কিন্তু সে দাবী সে করেছে আর প্রণতি নির্ব্বিচারে তাই মেনে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছে। কোথায় যাবে? নিশ্চয় তাদের কলকাতার বাড়ীতে গিয়েছে। সে বাড়ীতে সে একা থাকবে কি করে? প্রণতির সম্বন্ধে তার এখনও এত ভাবনা হচ্ছে দেখে সে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে উঠল। তাকে তো সে যেতেই বলেছিল, তার কাছে মুক্তিই চেয়েছিল; তবে আবার এত ভাবনা কেন? সে যেখানেই থাক, তার যাই হোক তার কিছু যায় আসে না—নিশীথ নিজেকে জোর করে একথা বোঝাতে চেষ্টা করলে। চাকরটাকে বললে, "দত্ত সাহেব, ঘোস সাহেব আর যার যার বাড়ী সে যায়, খোঁজ করে দেখে আয়।" সে কোর্টে চলে গেল; সারাদিন কাজের মধ্যে থেকেও সে কিছুতেই প্রণতির কথা ভুলতে পারলে না। (ক্রমশঃ)

গল্প

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রিজিয়ার্স সমাধিক্ষেত্রে তার রক্ষক ভিন্‌সেণ্ট থাকতো সে কবরভূমির এক শেষ প্রান্তে। আঠারশ' তিরাশী সাল। সতরই জুলাই, রাত্রি তখন আড়াইটে। কোথায় কিছু নেই হঠাৎ রন্ধনশালায় রক্ষিত কুকুরের চীৎকারে সে জেগে উঠে। নীচে নেমে এসে দেখতে পায়, কুকুরটা দরজার তলায় কি শুঁকছে আর ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাচ্ছে। ভিন্‌সেণ্ট ব্যাপারটা জানবার জন্তে আস্তে আস্তে বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরে সন্তর্পণে এগিয়ে চললো।

কুকুরটা জেনারেল বন্টেসের কবরের দিকে ছুটে গেল, হঠাৎ মোড় ফিরে মাডাম্ টমিমুইসের মনুমেণ্টের নিকট এসে থমকে দাঁড়াল। কবররক্ষক সাবধানে এগিয়ে গিয়ে কিছুদূরে একটা আলোকরশ্মি দেখতে পেলো, দেখলো একজন যুবক কবরভূমি থেকে একটা মৃতদেহ টেনে তুলে নিয়ে চলেছে। শব এক যুবতির এবং সবে কাল এটা পোঁতা হয়েছে।

চকিতে ভিন্‌সেণ্ট ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললো এবং হাত পা বেঁধে থানায় নিয়ে গেল। লোকটা নাকি সবে মাত্র ওকালতি পাশ করেছে, ধনী এবং বিদ্বান। নাম কোর্টবাইলি।

বিচার আরম্ভ হল। পাবলিক প্রসি-কিউটার তাঁর বক্তৃতার মাঝে অনুরূপ আর একটা দুঃসাহসিক কাজের উপমা দিলেন, জনতা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি উঠলো, "মেরে ফেল, মেরে ফেল।"

তাদের সেই উত্তেজনা দমন করতে বিচারককে অনেক বেগ পেতে হোল।

হঠাৎ বিচারক কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "তোমার তরফে কিছু বলবার আছে?" আসামীর পক্ষে উকীল না থাকায় সে নিজেই উঠে দাঁড়ালো—সুশ্রী, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী যুবক। জনতা তখন অস্ফুট গুঞ্জন সুরু করে দিয়েছে।

কোর্টবাইলি ধীরে ধীরে বলে চললো,

"মাননীয় বিচারক মহাশয় ও জুরী মহোদয়গণ, বলবার আমার কিই বা আছে! যে স্ত্রীলোকটীর শব উত্তোলন করার অভি-যোগে আজ আমি অভিযুক্ত হয়েছি সে আমার একান্ত আপনার, এক অক্ষরের "স্ত্রী" কথাটা ব্যবহার করলেও তাকে ঠিক সে যে কে তা' বুঝিয়ে বলা হয় না। যখন তাকে আমি প্রথম দেখি তখন আমার শিরায় শিরায় দুর্নিবার মত্ততা হানা দিয়ে ওঠে।

প্রথম দর্শনে যে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের কথা বাজারে চলতি হয়ে গেছে এটা সে ধরণের অলীক প্রেম নয়—ভাষায় তার স্থান সংকুলান করা যায় না। তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী আমায় উন্মাদ করে তুলতো, তার কণ্ঠস্বরে শত কোকিলের কুহুতান শোনা যেত, তার সমস্ত কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করার মাঝে একটা অসীম আনন্দ ছিল। তাকে দেখলে মনে হত,—সে আমার কত পরিচিত, আমারই জন্ম যেন বিশেষ ক'রে তার সৃষ্টি। কালের চাকা ঘুরে চললো, প্রেমের দেবতা তার চালনার ভার নিলেন। তার সামান্য স্পর্শটুকু আমাকে পাগল করে তুলতো, তার মৃদু মৃদু প্রশান্ত হাস্যে শত চন্দ্রকণা ঝরে পড়তো, আর আমি আমার সমস্ত দিয়ে তাই লক্ষ্য ক'রে চলতাম।

দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। সে শুধু আমার স্ত্রীই ছিল না, সে ছিল আমার জীবনসর্ব্বস্ব। তাকে পেয়ে আমি জগতের আর কিছু পাবার আশাও করিনি, ইচ্ছাও করিনি।

একদিন দুজনে সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেড়িয়েছি। নিকষ কালো কালো মেঘ-গুলো দুরন্তভাবে আকাশের বুকে প্রচণ্ড ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো, দেখতে দেখতে অজস্র বর্ষণ হল সুরু। জলে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে দু'জনে বাড়ী ফিরলাম। পরের দিন সকালবেলা সে পড়ল জ্বরে। আট দিন জ্বরে ভুগে সে চলে গেল কোন্ এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত আকস্মিকতা দেখিয়ে তার বিয়োগ আমার মনকে নিঃশেষ ক'রে দিয়ে গেল।

বিস্ময়ে ভয়ে আমি দিশেহারা। নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত আমি চুপচাপ বসে রইলুম, যখন তার দেহ সমাধি স্থানে নিয়ে যাওয়া হোল তখন আমার সুপ্তির ঘোর কেটে গেল। বালকের মত আমি কেঁদে উঠলাম।

তারপর যখন তাকে কবরে রেখে আসা হোল, তখন এক এক করে সব কথা আমার মনে পড়লো। মনে পড়লো যে সে আর নেই; মনে পড়ল যে চিরবিদায় নিয়ে সে জগত থেকে চলে গেছে, মনে পড়ল তার অস্তিত্ব আর কোন দিনও বোঝা যাবে না, কেউ বুঝতে চেষ্টাও করবে না।

অব্যক্ত মনঃকষ্টের ভেতর দিয়ে দিন যেতে

লাগ্‌লো, জগদ্ব্যাপী আঁধার আমার চোখে নেমে এলো, যেদিকে তাকাই কোথাও কূল পাই না। কি ভীষণ আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে যে দিন কেটে গেল তা বুঝিয়ে বলার ভাষা আমার জানা নেই। আমি উঠলামও না, উঠবার চেষ্টাও করলাম না।

দিনান্তের ঐ সুদূর পশ্চিম পারে সূর্য্যদেব ঢলে পড়লেন, অস্তরবির শেষ রশ্মিটুকু তখনও ওই গাছের মাথায় ঝলমল করে বেড়াচ্ছে, দেখা গেল। একটা শান্ত শীতল আবহাওয়া স্থানটাকে ঘিরে ফেললো।

সারাদিন নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় থাকবার পর রাত্রির সাথে সাথে সব মনে পড়লো। বুঝতে পারলাম আমার জীবনের সব আশা আকাঙ্খার আজ পরিসমাপ্তি। ভেবে দেখুন, সারাদিন এমনি সব চিন্তা মানুষকে কি অবস্থায় নিয়ে যায়, চিন্তা করে দেখুন জগতের একজনকে আপনি অত্যন্ত ভালবাসেন, যার সিংহাসনে আর কারোও আসন আপনার কল্পনাতীত, যার হাসির মত হাসি আপনার অশ্রুত, যার উদাস করুণ দৃষ্টির কাছে শত কঠোরতা পরাস্ত—সে হঠাৎ অদৃশ্য—শুধু অদৃশ্য নয়, চিরকালের জন্য অন্তর্হিত। জগতের মাঝে তার দেখা আর পাওয়া যাবে না, তার হাসি আর শোনা যাবে না। অসংখ্য নারী আবার জগতে আসবে, চলে যাবে, সুন্দরীও অনেক দেখা দেবে, কিন্তু তার মত মুখ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সে শুধু সুন্দরী নয়, সে সুষমাময়ী···সে মানবী নয়, দেবী।

কুড়ি বছর সে জগতে ছিল, আজ সে চিরবিদায় নিয়ে জগৎ থেকে চলে গেছে: কোন দিন আর আসবে না, গাছ ফল দেবে, ফুল দেবে, মেঘ দেবে জল, প্রকৃতি আর মানুষের মাঝে কোন পরিবর্ত্তনই আসবে না, জগতের সব কাজই ঠিক নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে হয়ে যাবে—শুধু আমার জীবনের ঐ শূণ্যতার বোঝা কোনও দিনই নামবে না। হায়! তার সুকোমল সুঠাম দেহ আজ ধূলি-ধূসরিত। ভাব্‌তে মন শিউরে উঠলো, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে শূন্যে মিলিয়ে গেল। মন থেকে একটা করুণ আবেদন শুনতে পেলাম—"তাকে আর একবার দেখতেই হবে।" সুপ্তির ঘোর কাটিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। শাবল, বাতি আর হাতুড়ি নিয়ে দেয়াল টপকে সমাধিক্ষেত্রের ভিতর প্রবেশ করলাম। তার কবরটা খুঁজে নিতে বেশী দেরী হয়নি। ' তখনও অবধি এটা অনাবৃত পড়ে ছিল। চুপি চুপি কাঠটা সরিয়ে মৃত দেহটা টেনে তুললাম। একটা দুর্গন্ধ এসে নাকে ঢুকলো, বাতিটা উঁচু করে মুখের উপর ধরলাম। কিন্তু কোথায় সেই রূপ-লাবণ্য, কোথায় সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ, মৃত্যুর সাথে সাথে সব ধুয়ে মুছে চলে গেছে। কাল কোঁকড়ান চুলের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে দুর্ব্বল শীর্ণ হাতখানা চালনা করতে লাগলাম। হঠাৎ কার পদশব্দ কাণে এল। কিছু করবার আগেই দু'খানা অদৃশ্য হাত এসে আমায় বেঁধে ফেললো, ক্লান্তিতে মাটিতে পড়ে গেলাম—"

মৃত্যুকাতর নিস্তব্ধতা ঘরে বিরাজ করছিল। সকলেই হতবাক্‌। জুরীগণ মতস্থিরের জন্য পাশের ঘরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁরা ফিরলেন, আসামী তখন ঠিক সেই একই ভাবে প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসে আছে। বিচারক নির্ব্বিবাদে আসামীকে বেকসুর খালাস দিলেন।

জনতা যখন প্রবল উল্লাসে ভিড় জমিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে তখন তাদের নজরে পড়লো হতভাগা তখনও সেইখানে ঠিক একই ভাবে ব'সে রয়েছে, মুখে তার ভাষা নেই, চোখে তার উদাস দৃষ্টি নেমে এসেছে।*

* [মোঁপাশাঁ থেকে]

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বশীকরণ কবচ

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।

অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক

৪নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)

বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তৈল

ব্যবহার করুন

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

সমালোচনা

(২৮)

দলবেঁধে—(গল্প সংগ্রহ) চন্দ্রিকা পাবলিশিং হাউস, ৭নং নবীন কুণ্ডু লেন হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩৬, দাম দুই টাকা।

বাংলা-সাহিত্যের আধুনিক যুগকে ছোট-গল্পের যুগ বলাই সঙ্গত, কারণ আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে ছোটগল্পের টেক্‌নিক্ যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং যে কারণেই হউক বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের এই উপস্থিত অতি-আধুনিক যুগ খুব উল্লেখযোগ্য কিছু দান করে নাই। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে আলোচ্য সংগ্রহ পুস্তকটি সম্বন্ধে যথেষ্ট আশান্বিত হইবার কারণ ছিল। পুস্তকটির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাদের এই কথাই মনে হইয়াছে যে কতকগুলি অক্ষম কাহিনীর পঞ্চাশিকা রচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ-মহল শুধু যে নিজেদের উপর অবিচার করিয়াছেন তাহাই নয়, অধিকন্তু বাংলা-সাহিত্যে ছোট গল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে পাঠকের মনে হীন ধারণা জন্মাইবার সুযোগ দিয়াছেন। আলোচ্য সংগ্রহের পশ্চাতে যে সম্পাদকীয় মস্তিষ্ক কার্য্য করিয়াছে তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। পঞ্চাশৎ লেখনীর বিক্ষিপ্ত রচনা একত্রিত করিয়া যে গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার মধ্যে দলবাঁধার কোন প্রমাণই আমরা পাইলাম না। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কতকগুলি শক্তিহীন গল্পের মাল্যরচনায় কর্ত্তৃপক্ষমহল কেবলমাত্র অসম দুঃসাহসিকতারই পরিচয় দিয়াছেন, বাংলা-সাহিত্যের ছোটগল্পের আধুনিক ইতিহাস ইহাদ্বারা কোনদিনই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে না। খ্যাতনামা বহু প্রতিভাশালী লেখকের রচনা ইহাতে বাদ পড়িয়াছে, যাঁহাদের রচনা এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে তাহাও তাহাদের শ্রেষ্ঠ রচনার নিদর্শনরূপে গণ্য করা চলে না। নবাগত যে-সব লেখকের রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহার অধিকাংশই অস্বাভাবিকতা ও আধুনিকতার ন্যাকামীতে পূর্ণ। সম্পূর্ণরূপে নূতন লেখকের সাহায্যে তাঁহারা যদি এই সংগ্রহ পুস্তকটিকে গড়িয়া তুলিতে পারিতেন তাহা হইলে এই ধরণের পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য কতকটা বোঝা যাইত। যে কারণেই হউক তাঁহারা ইহা করিতে সাহসী হ'ন নাই, কয়েকজন প্রধান লেখকের রচনার ছিটাফোঁটা দিয়া ইহারা এই সংগ্রহকে প্রতিনিধিমূলক করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।

এই গল্পসঞ্চয়নের প্রথমেই যে সুদীর্ঘ ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনও সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। অথচ এই ভূমিকার অবসরে কর্ত্তৃপক্ষমহল ছোট-গল্পের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ ইতিহাস রচনা করিতে পারিতেন। পুস্তকটির ছাপা কাগজ ও গঠন-পরিপাট্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(২৯)

গিরিকা—(মাসিক পত্রিকা) দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৭। সম্পাদক—শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ, সাহিত্য-বিশারদ। পরিচালক—বিজনেস্ সিণ্ডিকেট, চপলা বুক হল্, শিলং।

মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত আলোচ্য পত্রিকাখানির একটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। পত্রিকাখানির কোথাও রচনার দারিদ্র্য আত্মপ্রকাশ করে নাই, আধুনিক সাময়িকের ক্ষেত্রে ইহা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। সুনির্ব্বাচিত গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় বর্ত্তমান সংখ্যাটি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। বিশেষ করিয়া "শ্রীসারস" রচিত নক্সা 'ফাকিস্থান' উপভোগ করিবার বস্তু। আচার্য্য শ্রীব্রজসুন্দর রায়, এম্, এ, বি, এল্ রচিত "গীতা ব্যাখ্যার প্রণালী" ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে। সম্পাদকীয় মন্তব্য তীক্ষ্ণ ও আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া লিখিত।

বিনামূল্যে গভর্ণমেণ্ট (রেজিষ্টার্ড) "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ। ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনাসহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তি ভাণ্ডার, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম — শান্তি
দুষ্প্রাপ্য
১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা—১॥০, ২॥০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

মেন্স ক্লিয়ার যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ মাসিক ঋতু বিনা কষ্টে পরিষ্কার করিতে অদ্বিতীয় ও নির্দ্দোষ। মূল্য ৫৲ টাকা।

জন্মরোধ ঋতুকালে সেবনে চিরতরে বন্ধ থাকিবে। মূল্য ৪৲, পাঁচ বছরের ৩৲, এক বছরের ১॥০। নিশ্চিত ফলের জন্য গ্যারাণ্টিপত্র পাইবেন। নিষ্ফলে মূল্য ফেরৎ। প্রতারিত হইবেন না, বিশ্বাস করুন। ঠিকানা—

DOCTORS & CO.,
Mussorie, U. P. (বাঙ্গালী কোম্পানী)

যুবতীর রজঃদোষ বা অন্য যে কোন কারণে ৪।৫ মাস ঋতু বন্ধে ও গর্ভসঙ্কটে "রেগুলেটর" সেবনে সহজে ও নিরাপদে নির্ব্বাধ সন্তঃস্রাব ও সুখ প্রসব হইবেই। গ্যারাণ্টি, বিফলে ৫০৲ পুরস্কার। সডাক ৪।০, "সেফ্‌লিব" ইচ্ছামত গর্ভরোধে নির্দ্দোষ ও অব্যর্থ। স্থায়ী সডাক ৬৸৶০, অস্থায়ী ৩৶০। গঙ্গাপ্রসাদ ল্যাবরেটরী (দ) ঢাকা।

মিথ্যা প্রমাণে ২৫০৲ পুরস্কার
স্বর্ণ-আম্রচূর্ণী (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড) ধারণে সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ। মূল্য প্রত্যেকটি ১০। ভিঃ পিঃ খরচ ।৶০। তিনটি একত্রে লইলে ভিঃ পিঃ খরচ লাগিবে না।
কে, চক্রবর্ত্তী, পোষ্ট বক্স নং ৭৮২৪, কলিকাতা

কেলী ক্রিম
শুধু বাহ্য প্রয়োগেই ধারণশক্তি সতেজ করে। মূল্য প্রতি শিশি—২৲ টাকা।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৩০)

মাস্তানা—(রুবাইয়াৎ) মীর আজিজুর রহমান প্রণীত। এস, এন, মজুমদার কর্তৃক রাজসাহী প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত। প্রকাশিকা বেগম হামছুন নেহার, রাজসাহী। দাম একটাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮, ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সাধারণ।

বাংলা-সাহিত্যে নবাগত এই কবির অন্তরের সৌন্দর্য্যবোধ যেন প্রত্যেক শ্লোকের মধ্য দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐস্লামিক সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠদান সুফীবাদের মূল আদর্শ কবি প্রত্যেক শ্লোকের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। সিরাজীর নেশার রঙে কবির চোখে সমস্ত জগৎ লাল হইয়া উঠিয়াছে, স্বর্গ, নরক তাহার কাছে একাকার হইয়া গিয়াছে, সুখ শান্তি ও সৌন্দর্য্যের মূল্য তাহার কাছে মিথ্যা, জগতের সমস্ত হলাহল পান করিয়া সাধনার শৈলশিখর হইতে কবি আহ্বান করিতেছেন—

"পান করে তুই এতই মাতাল
একটি ফোঁটা শারাব—ওই।
সৃষ্টি-শারাব চুমুক দিয়ে
চুপ করে বল কেমনে রই।"

সুফীবাদের সহিত হিন্দু বেদান্তদর্শনের যে আশ্চর্য্য মিল আছে তাহারই ফলে বাঙালী পাঠকমহলে 'মাস্তানা'র আদর হইবে সন্দেহ নাই এবং এই একই কারণে হাফেজ, খসরু, রুমী, সাদী প্রভৃতি সাধক-কবির রচনা সর্ব্ব যুগের সাহিত্যরসিকের মনে অপার্থিব রসলোকের সন্ধান বহন করিয়া আনিবে।

এ-সম্পর্কে 'দীপালী'তে সম্প্রতি প্রকাশিত সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রচিত সুদীর্ঘ কবিতা "পান্থশালায়" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুফীবাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া লিখিত হইলেও ঐস্লামিক কবিদের অন্ধ অনুকরণ তাঁহার রচনায় আত্মপ্রকাশ করে নাই। কল্পনার আকাশস্পর্শী উদারতা ও ছন্দের সুমধুর নিরুণ কবিতাটিকে স্বকীয় মাধুর্য্যে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কবিতাটির মধ্য হইতে ইচ্ছামত একটি পদ তুলিয়া পাঠক-সাধারণকে উপহার দিতেছি।

২য় সপ্তাহ

আর্টের নামে আজ যাঁরা দু'হাতে কদলী লুফে নিচ্ছেন, তাঁরা টলিউডের উর্ব্বরা জমিতে ফলিত এই নয়া ফসলের নয়া নমুনায় পাবেন—

নাচ, গান, মিষ্টি, হিষ্টি, কসরৎ, কুস্তি, লভ, জেলাসী, মার্ডার, সায়েন্স, আর্ট, ট্রাজিডি, কমেডি, থ্রিল, Chasing, Eloping— এক কথায়—চমৎকার

ফিভার = মিকশ্চার

পরিচালক: তুলসী লাহিড়ী

ভূমিকায়: তরণী, লাহিড়ী, সত্য, ঋরিয়া ইত্যাদি

আজই সপরিবারে আসিয়া পরখ করুন।

শ্রী-তে

চিত্র-পরিবেশক: এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ, কলিকাতা

(বি, বি, ১৩১৫)

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমার পরিমাণ

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

চলতি বীমা	১৬ কোটি	৩৪ লক্ষের উপর		
বীমা তহবিল	২ "	১৬	"	"
মোট সংস্থান	৩ "	৩৬	"	"
দাবী শোধ	১ "	৮৫	"	"
প্রিমিয়াম আয়	...	৭৪	"	"

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, [illegible] আফ্রিকা।

'রূপে, রসে, গন্ধে বোণা ঝুলিয়ে কোমল
পর্দাখানি
আঁধার আমায় নিত্য শোনায় অকথিত
কতই বাণী।
অন্ধকারের এই নেশাতে ইন্দ্রধনু জাগে মনে
হারাণো ধন সব খুঁজে পাই, আলোয় যারা
রয় গোপনে
সুখের মত অনবদ্য আবছা রাতের অন্ধকারে
স্নেহের পরশ পাই যে তাহার কর হানে
মোর বন্ধ দ্বারে।"

(৩১)

বাংলায় ভ্রমণ—(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩১ ও ২০০, মূল্য একত্রে দেড় টাকা। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর।

সোনার বাংলার অধিবাসী হইয়াও আমরা অনেকে বাংলাকে চিনি না বা জানি না, সুযোগ থাকিলেও দেখি না। ছোট বড় ছুটির সুযোগে আমরা অবকাশের তরণী বাহিয়া পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের বহু প্রধান ও অপ্রধান স্থানে খেয়া ভিড়াই, বার বার দেখিয়াও তৃপ্তি পাই না। ভারতের নিজস্ব রূপটি বুঝিবার পক্ষে দূর দূরান্তর ভ্রমণের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু আমাদেরই ঘরের কোণে ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত বহুস্থানই আজ সাধারণ বাঙালীর নিকট অপরিচয়ের কুয়াশায় অস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজস্ব রূপটি বুঝিতে হইলে কিংবদন্তী ও পুরাণের রহস্যঘেরা এই স্থানগুলি দেখিবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বাংলার গৌড়, পাণ্ডুয়া, মুর্শিদাবাদ, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, গঙ্গাসাগর, সুন্দরবন, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে কোন পর্য্যটকের আনন্দ ও ভ্রমণের নেশা পরিতৃপ্ত করিবে। এই ধরণের একটি গাইড-বুকের অভাব আমরা বহুদিন হইতেই অনুভব করিয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গ রেলবিভাগ এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই ভ্রমণ পুস্তকের আকার, গঠন-পারিপাট্য ও অসংখ্য চিত্রাবলীর কথা মনে করিলে ইহার মূল্য আশাতিরিক্ত সুলভ করা হইয়াছে বলিতে হইবে।

(৩২)

প্রেম যেথা অশ্রুতে মেশে—(নাটিকা) কুমারী অলোকা রায় রচিত। মেদিনীপুর বুক কোম্পানী, ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪, দাম ছয় আনা।

নাটিকাটি একটি ব্যর্থ প্রেমের পটভূমিকা আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং লেখিকা সকরুণ পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে নাটকের শেষ যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। মাধবমিত্রা, শান্তিকা ও জয়ন্ত—এই তিনটী চরিত্র লেখিকার স্বচ্ছন্দ লেখনীতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। লেখিকা তাঁহার এই অল্প বয়সেই নাটকের সংলাপ রচনায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাটকের পরিকল্পনাটি আগাগোড়া সুন্দর, একটি বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও সুমধুর কল্পনা নাটকটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে কুমারী অলোকা সম্প্রতি লোকান্তরিতা হইয়াছেন। আলোচ্য রচনায় লেখিকার প্রতিভার যে সুস্পষ্ট আভাষ আমাদিগকে একান্তভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পরিসমাপ্তি হইয়া গেল। আমরা স্বর্গগত লেখিকার আত্মীয় পরিজনবর্গকে এই শোকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

(৩৩)

হিটলারের কোষ্ঠী বিচার—শ্রীশম্ভুনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত। ২৫০নং বিবেকানন্দ রোড হইতে শ্রীদীপক সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ষোল পৃষ্ঠার পুস্তিকা, মূল্য দুই আনা।

'বৃটিশ জার্নাল অফ্ এষ্ট্রোলজি' হইতে গৃহীত কোষ্ঠীপত্র হইতে লেখক গ্রহবিগ্রহের সংস্থান বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার মোটামুটি মর্ম্ম এই যে, হিটলারের ভাগ্যাকাশে এক দারুণ দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে, ১৯৪১ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে তিনি ভীষণভাবে পরাজিত হইবেন—লেখক অনাবশ্যক দৃঢ়তার সহিতই ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। জ্যোতিষ গণনার বিষয় ও তাহার নির্ভুলতা সম্বন্ধে এই শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও উৎসাহীগণ বিচার করিবেন। আমাদের কেবলমাত্র বক্তব্য এই যে, হের হিটলারের জীবনী সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে লেখকের একদেশদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণাদির সাহায্যে যে এ আলোচনা করা হয় নাই তাহার প্রমাণও আমরা একাধিক স্থানে পাইয়াছি।

দীপালী-সম্পাদক
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
মরু-ছায়া
বাহির হইল
মূল্য ১৲ টাকা
প্রাপ্তিস্থান: দীপালী গ্রন্থশালা
ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়

সাহিত্য-দর্পণ

শ্রীধীরেন্দ্র মোহন মজুমদার

আধুনিক যুগে সাহিত্য-সমালোচনা বস্তুটি বাংলা সাময়িকের ক্ষেত্রে ক্রমশ: বিরল হয়ে উঠছে। উৎকৃষ্ট সমালোচনার সাক্ষাৎ আজ সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় দূরে থাক মাসিকের পৃষ্ঠায়ও একান্ত সুদুর্লভ। অথচ বাংলা-সাহিত্যের সেকালে যখন সাহিত্য-রচনা কয়েকটি ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যে যুগে বহু আগন্তুকের পদধ্বনিতে সাহিত্যের অঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে নি, সে যুগেও সেই স্বল্পরচিত, অনতিস্ফীত সাহিত্যের আসরে কয়েকজন শক্তিশালী সাহিত্য-সমালোচকের সাক্ষাৎ মিলেছিল। অথচ এই স্ফীতোদর সাহিত্যের আধুনিক যুগে উৎকৃষ্ট সমালোচনা-সাহিত্যের অভাব অনেককেই বিস্মিত করে তুলবে। সে যুগের সাহিত্যের যে রূপ ছিল আজ তার বহু পরিবর্ত্তন হয়েছে। গত যুগের সাহিত্য-স্রোতস্বিনী বর্ত্তমানের মত এত উদ্দাম, উৎক্ষিপ্ততরঙ্গ, ভয়াবহ হয়ে ওঠে নি, সে যুগেও মাঝে মাঝে দুকূলপ্লাবী তরঙ্গলীলা সাহিত্যের বহুপদচিহ্নিত সুদৃঢ় তটরেখা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে সাহিত্যের স্রোতরেখাকে অধিকতর ব্যাপক, আরও সুদূরপ্রসারী করে তুলেছিল। প্রতিভার সংঘাতে সেকালের চিরাচরিত সাহিত্যরীতি ভেঙ্গে চুরে নিত্য নূতন আকার নিয়েছে—মধুসূদন থেকে সুরু করে এই সেদিনও শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নিরন্তর ভাঙ্গাগড়ার একটা কল্যাণকর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। এই যুগে বাংলা সাহিত্য লক্ষ্মী প্রতিভার এক আলোকদীপ্ত গৌরবময় পথে অগ্রসর হয়েছেন। এই যুগে সত্যকারের কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, সমালোচক—কারও অভাব ছিল না; সাহিত্য ও সমালোচনা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে সত্য শিব ও সুন্দরের পথে অগ্রসর হয়েছিল। শরৎ ও রবীন্দ্রসাহিত্য আধুনিক যুগে বাংলার শেষ গৌরবময় আলোকস্তম্ভ। শরৎ-রবীন্দ্রোত্তর যুগ সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যৎবাণী করার সুযোগ আমাদের নেই, সে দুশ্চেষ্টাও করা বৃথা। নানা সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা আজ বাঙালীর জীবনে গভীরভাবে ছায়াপাত করেছে। বহু সমস্যা ও চিন্তাধারায় বাঙালীর মস্তিষ্ক আজ ভারাক্রান্ত। দিকে দিকে যে ব্যর্থতা আজ জাতির ও ব্যক্তির জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছে তার ধূমায়িত শিখা আধুনিক সাহিত্যে এক উগ্র বিকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। জাতীয় জীবনের এই ঘনায়মান সমস্যা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য—কারণ সাহিত্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় জাতীয় জীবনের এই প্রকাশমান সর্ব্বাঙ্গীন দারিদ্র্য কোন আধুনিক শিল্পীর রচনায় রূপে রসে একান্ত প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেয় নি। এখনও জাতির অন্তরের এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা আত্মপ্রকাশের অব্যক্ত যাতনায় সত্যকারের দরদী শিল্পীর আবির্ভাবের পথ চেয়ে দুঃসহ প্রতীক্ষায় দিন গুনছে।

*

বর্ত্তমানে পুস্তক সমালোচনার নামে বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিকে যে বস্তু পরিবেশন করা হয় তাকে সমালোচনা বলা কতদূর সঙ্গত তা ভেবে দেখবার বিষয়। বস্তুতঃ সমালোচনার নামে সেখানে দেখা যায় হয় অবিমিশ্র প্রশংসার বন্ধনহীন উচ্ছ্বাস, নয় তো যুক্তিহীন নিন্দাবাদে সমালোচক হয়ে ওঠেন অতিমাত্রায় মুখর। আধুনিক পুস্তক সমালোচনার এই এক অদ্ভুত রীতি গড়ে উঠছে যার ফলে গ্রন্থকারের উপর যে অবিচার করা হয় সেকথা ছেড়ে দিলেও সাধারণ পাঠকের উপর অত্যাচার আধুনিক সাহিত্য ব্যবসায়কে অবনতির আরও গভীর স্তরে নেমে যেতে সাহায্য করছে। সংবাদপত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় প্ররোচিত হয়ে পয়সা খরচ করে বই কিনে পরে বহুক্ষেত্রেই পাঠককে অনুতাপ করতে দেখা গেছে। ফলে এই ধরণের পেশাদার সাহিত্য সমালোচনায় আজ বাংলার পাঠক সাধারণ যদি সত্যসত্যই পুস্তক ক্রয়বিমুখ হয়ে ওঠেন তাহলে তাদের বেশী দোষ দেওয়া চলে না। সমালোচনার এই ব্যভিচার; বঞ্চনা সাহিত্য ক্ষেত্রের দিকে দিকে আজ আত্মপ্রকাশ করছে। এই ধরণের সমালোচনা ব্যবসায়ের দিক দিয়েই যে শুধু ক্ষতিকর তাই নয়, সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিও এতদ্দ্বারা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। শক্তিহীন লেখককে উৎসাহ দিয়ে সাহিত্যের কোন স্থায়ী উপকার করা যায় না। অপরিপক্ক রচনাকেও উৎসাহ দেওয়া চলে যদি ভাবী সম্ভাবনার ক্ষীণতম আভাষও তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে এ রকম বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সন্ধানে আছে যেখানে সাহিত্যক্ষেত্রে নেহাৎ নবাগত বলেই আগন্তুকের মস্তকে বর্ষিত হয়েছে অযথা নিন্দাবাদের অকাল বর্ষণ।

বহুদল ও উপদলের অস্তিত্ব বাস্তব রাজনীতিতে যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, দুঃখের বিষয় সাহিত্যক্ষেত্রেও তার অভাব নেই। ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও রেষারেষির ফলে সাহিত্য-সমাজেও বাস্তব রাজনীতির এই বিভীষিকা

আজ মসৃণ নয়, পথচারীকে আজ সতর্ক পদক্ষেপে এই পথে অগ্রসর হতে হয়; গত যুগের ছায়াশীতল প্রশস্ত রাজপথে আজ কণ্টক তরু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, বহু মগ্নকূপ আজ এই পথকে পথিকের নিকট দুরধিগম্য করে তুলেছে। সহৃদয়তা ও ভদ্রতার নির্ব্বাসনই বুঝি এ যুগের ধর্ম, তাই সত্যকারের সাহিত্যিক মনোবৃত্তি,—দৃষ্টির গভীরতা, রসোপলব্ধি, সাহিত্যিক উদারতার দৃষ্টান্ত এযুগে দুর্লভ। বহু তথাকথিত সাহিত্যিকের সহিত আলোচনায় মন দুঃসহ বেদনায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে; দূর থেকে যাদের প্রতি মন শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিল অতি-পরিচয়ের রশ্মিপাতে বহুক্ষেত্রেই তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

আধুনিক যুগে দুর্গামূর্ত্তির যে পরিকল্পনা করা হয় বহু পণ্ডিত ব্যক্তির মতে তাতে শাস্ত্রোক্ত দেবীর ধ্যানমূর্ত্তির মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নি। এখনকার মা-দুর্গা কন্যারূপিণী, শাস্ত্রোক্ত দেবীমূর্ত্তি অসুরবধোদ্যতা রণচণ্ডীর মূর্ত্তি। স্পষ্টতঃই বাঙালীর পুরুষপরম্পরাগত কল্পনামুখী মন ও সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তি শাস্ত্রোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে নি। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গণেশের সহিত বাপের বাড়ী এসে মহিষাসুর বধ ব্যাপারটা বাঙালীর নিছক অভিনয়-প্রীতির পরিচয়ই পরিস্ফুট করে তোলে। বর্ত্তমানে হরিজন আন্দোলনের কল্যাণে সার্ব্বজনীনের প্রসার বাঙলার সুদূর পল্লীপ্রান্তেও ছড়িয়ে পড়েছে। বহু সার্ব্বজনীন মণ্ডপে মূর্ত্তি-শিল্পীদের হাতে সপুত্রকন্যা দেবীমূর্ত্তির অতি আধুনিক পরিকল্পনায় অভিনয়ের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সপুত্রকন্যা দেবীর এই tableau সাধারণের হাততালি কুড়োলেও সত্যকারের ভক্ত পূজারীর অন্তরে গভীর বেদনার সঞ্চার করবে।

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

বিলাতে হতাহতের সংখ্যা

গ্রেট ব্রিটেনে গত সেপ্টেম্বর মাসে জার্ম্মানদের বোমাপাতে নাগরিকদের মধ্যে ৬৯৫৪জন হত ও ১০,৬১৫জন আহত হইয়াছেন।

বয়স্ক নর ৩০১৭জন নিহত ও ৫০৪১জন আহত; নারী ৩১৮৩ নিহত ও ৪৫৩১জন আহত। ১৬ বৎসর বয়সের কম বালক বালিকার মধ্যে ৬৯৪জন নিহত ও ৬৭৫জন আহত হইয়াছেন।

*

মেদবৃদ্ধির চূড়ান্ত

টনি ও তাহার ভগিনী ওয়েটির বয়স যথাক্রমে ১৬ এবং ১৪ বৎসর। ইহাদের ওজন তিন মণ ২৬ সের করিয়া। বোধ হয়, পৃথিবীতে এই দুইটি বালক বালিকাই, ছেলেদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মোটা।

•

নাৎসীর স্বদেশ প্রেম !!

আদেশ হইয়াছে, দশ বৎসরের ঊর্দ্ধ বালক বালিকাগণকে স্কুল বন্ধ হইলে ক্ষেতে ছয় ঘণ্টা করিয়া কোনও কাজ করিতে হইবে।

•

ধর্ম্মান্তরের চূড়ান্ত

এলিয়ট নামক একজন ইংরাজ কিছুদিন আগে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া সিদ্দিকী আবদুল হক নামে পরিচিত হন। ইনি মাথা কামাইয়া দাড়ি রাখিয়া, পাঁচবার দৈনিক নমাজ পড়িয়া মুসলমানী পোষাক পরিয়া দস্তরখানের উপর হাতে খাইয়া, গোঁড়া মুসলমান্ হন। বর্ত্তমানে ইনি মাদ্রাজে শ্রীরমণ মহর্ষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, মহর্ষির আশ্রমে বাস করিতেছেন। বোধ হয় শীঘ্রই হিন্দুধর্ম্মের শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা ব্যক্তি

২২ বৎসর বয়স্ক রবার্ট ওয়াডলো প্রায় দশ ফুট লম্বা ছিলেন। নয় গজ কাপড়ে তাঁহার সুট তৈরি হইত। তাঁহার হাতের পাঞ্জা ছিল এক ফুট। সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ

কবিবর এখন সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত, তবে অত্যন্ত দুর্ব্বল। চিকিৎসকের পরামর্শে এখনও কিছুকাল তাঁহাকে সাবধানে থাকিতে হইবে, এবং কোনও অতিথি অভ্যাগতদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেও পারিবেন না। জগৎবাসীর একান্ত প্রার্থনায় কবি সুস্থ হইয়াছেন, এইবার সবল এবং নিরাময় হউন্ ইহাই আমাদের এখন একমাত্র প্রার্থনা।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷৹। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোরেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২৷৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬৷৹। ঔষধগুলি গ্যারান্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—**Dr. Bhadury.**
Shakti Medical Hall, Muttra, U. P.

আলোচনার আসর

দেশ-সেবায় নারীর কর্ত্তব্য

এই সংখ্যায় আমাদের আলোচ্য বিষয়টি সমাপ্ত করা হইল। দুঃখের বিষয় তিন মাসকাল এই আলোচনা চলিল, কিন্তু ভগিনীদের সহযোগিতা আশানুরূপ পাওয়া যায় নাই। যাঁহারা যোগ দিয়াছেন, তাঁহারাও বিষয়টি ভাবিয়া চিন্তিয়া লেখেন নাই।

আমি ভগিনীগণের একটা যেন আলস্য ঔদাসীন্য ও অবসাদ লক্ষ্য করিতেছি। এটি যে বিশেষ সুলক্ষণ, তাহা নিশ্চয়ই নয়। আলোচনার আসরে আমরা বিচার বুদ্ধি ও তর্কের দ্বারা, নিজের সাংসারিক অভিজ্ঞতা দিয়া, আমরা প্রাণ খুলিয়া আলোচ্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিব, আমাদের অভাব অভিযোগ জানাইব, আমাদের সাংসারিক অভিজ্ঞতা আর পাঁচজনকে জানাইয়া নিজেও শিখিব এবং অপরকেও কিঞ্চিৎ সাহায্য করিব, আমাদের সামাজিক বিধি-বিধানের কি পরিবর্ত্তন প্রয়োজন আমরা নিজেরাই তাহা প্রকাশ করিব—ইহাতে লজ্জা বা ঔদাসীন্য করিতে গেলে নিজের উপরেও যেমন অবিচার করা হয়, সমগ্র সমাজেরও তেমনি মঙ্গলকর হয় না।

আলোচনার আসরে উক্তরূপ সুবিধা যেমন সুষ্ঠুভাবে সম্ভব অন্যদিকে আমরা তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও অল্প একটু চর্চ্চা করিতে পারি, যাহা আমাদের নানাভাবে ব্যাপৃত সাংসারিক জীবনে সর্ব্বদা সম্ভব হয় না।

ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় মেয়েদের বহু ক্লাব আছে। মেয়েরা সেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সমবেত হন এবং নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনাও সেখানে হয়। তাঁহাদের জীবন এবং দেশ আমাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কাজেই তাঁহাদের পক্ষে যাহা অতি সুলভ আমাদের নিকট তাহা পরম দুর্ল্লভ। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা "নারীলোকে"র পরিকল্পনা করিয়াছি এবং ইহা যে ভগিনীগণের যথেষ্ট সমাদরণ লাভ করিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে উত্তরোত্তর আমাদের সভ্যাসংখ্যা বাড়িতেছে না।

আগামী নববর্ষ হইতে শুনিতেছি দীপালীর বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইবে এবং মূল্যও বর্দ্ধিত হইবে। সেই সময় আমরা আরও কিঞ্চিৎ অধিক স্থান পাইব, আশা করি। নববর্ষ হইতে দীপালীর বর্দ্ধিত পরিসরে আমরা আরও ২।৩টি নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতে পারিব, মনে করিতেছি।

আমাদের আলোচ্য বিষয় "দেশসেবায় নারীর কর্ত্তব্য" বিষয়ে আমার মনে হয়, আমাদের কর্ত্তব্য সব ঘরের মধ্যেই, গৃহের কল্যাণে ও পরিবারের মঙ্গলে ও উন্নতি সাধনে। এ বিষয়ে সকল ভগিনীই যে একমত তাহা তাঁহাদের লিখিত আলোচনাতেই প্রকাশ।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে বহু স্বাধীনা নারীরও সাক্ষাৎ মিলে। গৃহবধূর কার্য্যের সহিত তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী মিলিবে না, কারণ উভয়ের চিন্তা ভাব আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ পৃথক্। কাজেই এই সব প্রগতিশীলা স্বাধীনারা যদি জাপান ও ইয়ুরোপের মেয়েদের মত পুরুষদের মতই দেশের মঙ্গলের জন্য কিছু করিতে উদ্যোগী হন্, তাহাতে ক্ষতি কি? তুর্কী মেয়েরাও দেশসেবায় পুরুষদের বহু অগ্রে; রাশিয়াতে তো কথাই নাই; সম্প্রতি বিলাতে বৃটিশ মেয়েরা এই যুদ্ধে যেভাবে সাহায্য করিতেছেন তাহা অবর্ণনীয়। আমাদের দেশের স্বাধীনার মধ্যে ইহাদের অনুকরণের কোন চিহ্ন তো পাই না। যে-দেশের মেয়েরা কামানের মুখে দাঁড়াইয়া শত্রুর বুকে গোলা ছুঁড়িতে পারে, তাহাদের প্রজাপতি রূপে কখন কখনও অবসর বিনোদন শোভা পায়। কিন্তু যাহারা ইঁহাদের প্রজাপতি রূপটিরই অনুকরণ করেন অথচ মহাশক্তি রূপের ধার দিয়াও ঘেঁষিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে আমরা যদি করুণার পাত্রী মনে করি তাহা হইলে বিশেষ অন্যায় করিব কি?

এখন হইতে আমাদের আসরে আলোচ্য বিষয় হইবে—

হিন্দু সমাজ কি নারী-প্রগতির বিরোধী?

এই বিষয়টি ধানবাদ হইতে শ্রীমতী নমিতা দেবী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী
দীপালীর নারীলোক পরিচালিকা

THE BOYS' OWN LIBRARY. Estd. 1909. No.............. Y. M.

(১৭১)

এঁচোড়ের কোর্ম্মা

এঁচোড় ২ ফালি, ছোট চিংড়ী আধ সের, বড় আলু ২টী, পেঁয়াজ ২টী, কিছু আদা, জীরা, লঙ্কা, গরম মসলা, আধ পোয়া দই, সরিষার তেল দেড় পোয়া, আধ পোয়া ঘি ও এক ছটাক আটা, চিনি ১ ছটাক।

প্রথমে এঁচোড়গুলি (বিচি বাদে) ভাল ক'রে সিদ্ধ করুন। চিংড়ী মাছও খোসা ছাড়িয়ে বেঁটে নিন্। সুসিদ্ধ এঁচোড় ও আলু দুটি সিদ্ধ করে বেঁটে নিয়ে, মাছ বাটা ও পরিমাণ মত নুন, চিনি, দৈ, পেঁয়াজ, আদা, জীরা ও লঙ্কা বাটা ও আটা মেখে কড়াতে অল্প ঘি দিয়ে নাড়তে থাকুন। যখন বেশ আঠার মত হবে তখন নামিয়ে একখানা বড় থালাতে একটু ঘি মাখিয়ে বেশ করে পাতিয়ে রাখুন। ঠাণ্ডা হ'লে বরফির আকারে কেটে নিয়ে তেলে ভেজে ফেলুন। পরে কড়াতে তেল দিয়ে আদা জীরা ও লঙ্কা বাটা এবং বাকী দৈ ও চিনি দিয়ে বেশ করে ভেজে জল দিন্। নামাবার অল্প আগে এঁচোড়ের বরফিগুলি দিয়ে একটু ফুটিয়ে নিয়ে ঘি ও গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। ইচ্ছা হ'লে আলু কিম্বা পটলও দিতে পারেন।

শ্রীঅমিয়া দেবী
প্যারীচরণ সুর লেন ; কলিকাতা

(১৭২)

হাঁসের ডিমের ভুনি-খিঁচুরী

উপাদান :—কাটারীভোগ আতপ ৷১ সের, সোনামুগের ডাল (ভাজা) ৷৷ পোওয়া, হাঁসের ডিম ৮টা, ঘৃত ৷৵ পোওয়া হইতে ৷৷ পোওয়া, পেস্তা বাদাম কিস্‌মিস্ ৷৵০ পোওয়া (সমান সমান), পেঁয়াজ কুচা ৷৷ ছটাক অথবা নারিকেল কোড়া ৷৵ পোওয়া, আদা বাটা ৷৷ ছটাক, গরম্ মস্‌লা ১ তোলা (আস্ত), জিরার গুঁড়া ১ তোলা (ভাজা) তেজ পাতা ৫।৬ খানা, চিনি সিকি তোলা, লবণ ও গরম জল প্রয়োজনমত, হলুদ সিকি তোলা।

প্রক্রিয়া :—প্রথমে চাল-ডাল মিশ্রিত করিয়া বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া জল ঝড়াইয়া ফেলুন ; পরে উক্ত ঘৃতের সিকি পরিমাণ ঐ চাউলে মাখুন। হলুদ, চিনি, পেস্তা ও বাদাম মিশ্রিত করুন। পরে ডিমগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া চাউলগুলি বেশ ভাল করিয়া মাখুন।

এইবার ডেক্‌চিতে অবশিষ্ট ঘৃতের অর্দ্ধেকটা ঢালিয়া দিন। ঘি বেশ তাতিয়া উঠিলে তেজপাতা গরম মস্‌লা ও পেঁয়াজ কুচা (পেঁয়াজ না দিলে খানিকটা আদা বাটা) ছাড়িয়া দিন। পেঁয়াজগুলা নাড়িতে নাড়িতে বেশ বাদামী রংয়ের হইলেই কিস্‌মিস্‌গুলা ছাড়িয়া দিবেন এবং ঐ মিশ্রিত চাউলও ছাড়িয়া দিবেন ও ভাল করিয়া নাড়িতে থাকিবেন। সাবধান, যেন পুড়িয়া না যায়। চাউলগুলি বেশ ভাজা ভাজা হইলেই উপযুক্ত পরিমাণে গরম জল ঢালিয়া দিয়া ঢাকিয়া রাখুন। একবার ফুটিয়া উঠিলেই উপযুক্ত পরিমাণে লবণ ও নারিকেল কোরা দিয়া পুনরায় ঢাকিয়া দিন। লক্ষ্য রাখিবেন যেন তলায় না লাগিয়া যায়। নামাইবার পূর্ব্বেই আদাবাটা ও ঘৃত দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইবেন এবং নামাইয়াই জিরার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবেন। ইহা খাইতে ঠিক পোলাওয়ের অত্যন্ত মুখরোচক ও গুরুপাক।

শ্রীমতী বর্ষণ
জামসেদপুর

(১৭৩)

"মাছের চম্‌চম্"

প্রণালী :- ঘৃত এক পোয়া, ছোলার বেসন আধ পোয়া, ছোট এলাচ দুই আনা, মরিচ আধ তোলা, ধনে বাটা দুই তোলা, জাফরান দুই তোলা, বাদাম বাটা আধ পোয়া, দধি দুই ছটাক্ ও লবণ দুই তোলা লও।

উপকরণ :—একটি আধ সের আন্দাজ রোহিত মাছ ডানা ও আঁস ছাড়াইয়া আস্ত কাটিয়া জলে ধুইয়া লও। উহার গায়ে এক আঙ্গুল পুরু মাটীর প্রলেপ দিয়া তপ্ত বালির মধ্যে উহাকে স্থাপন কর। যখন দেখিবে উপরকার মৃত্তিকা লাল হইয়া আসিয়াছে তখন বালি হইতে বাহির করিয়া গরম জলে বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেল, তৎপরে কাঁটা বাছিয়া পূর্ব্বোক্ত ছোট এলাচ প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য চূর্ণ কিঞ্চিৎ লইয়া বেসনের সহিত একত্রে ঠাসিয়া লও। ঐ ঠাসা জিনিষ লইয়া এক একটি ক্ষুদ্র চম্‌চমের আকারে তৈয়ার কর। অনন্তর একটি হাঁড়ীতে জল চড়াইয়া তাহার উপর খড় বিছাইয়া তাহার উপর ঐ তৈয়ার করা চম্‌চম্ রাখিয়া জ্বাল দিতে থাক।

যখন জলের তাপে ঐ মাছ শক্ত হইয়া আসিবে তখন নামাইয়া ঘৃতে ছোট এলাচের ফোড়ন ভাজিতে থাক।

ঈষৎ লাল্‌চে ধরণের ভাজা হইলে ধনে বাটা, মরিচ বাটা লবণ জলে গুলিয়া ঢালিয়া দাও। বেশ সিদ্ধ হইয়া আসিলে বাদাম, দৈ, জাফরাণ ও অবশিষ্ট চূর্ণ দিয়া নামাইয়া লও। ফোড়নে পেঁয়াজ দেওয়াও চলে। চম্‌চম্ খাইতে বড়ই সুস্বাদু।

কুমারী উষারাণী মজুমদার
নূতন বাজার, বাউড়িয়া

আহরণী

প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

গত ২৩শে অক্টোবর বাগবাজারের অন্তর্গত গোলাবাড়ীঘাট জেটিতে এক তরুণ ও তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। তরুণের দক্ষিণ ও তরুণীর বামহস্ত একখানি রুমাল দিয়া বাঁধা। মেয়েটির অঙ্গে অলঙ্কার ছিল। প্রকাশ, ছেলেটির নাম জীবনকৃষ্ণ ঘোষ, বয়স প্রায় বিশ বৎসর, উল্টাডাঙ্গা হাইস্কুলের ম্যাট্রিক শ্রেণীর ছাত্র। মেয়েটির নাম মণিকা পাল, ঐ মহল্লার শ্রীসতীশচন্দ্র পালের কন্যা, বয়স প্রায় ১৫ বৎসর। অনুমান, এ দুইজনের বিবাহ-সম্বন্ধ বিফল হওয়ায় এই হতাশ প্রেমিকযুগল উক্তরূপে নাটকীয়ভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে।

শুনিয়াছি, আমার এক বন্ধুর একজোড়া বিড়ালও নাকি সম্প্রতি এইভাবে হতাশ হইয়া একত্রে ছাদের তেতলা হইতে ঝাঁপ মারিয়া পথে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। গৃহস্বামিনীর অপরাধ যে তিনি একটি নূতন দুধ-ঢাকনী আনিয়াছেন !!

*

কুমারী সরলা মুন্সী

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুক্ত কানাইলাল ও ইন্দুমতী মুন্সীর কন্যা কুমারী সরলা বোম্বাই হাইকোর্টের সলিসিটার হইয়াছেন। বোম্বায়ে শুধু নয় ভারতে মহিলা-এটর্নী ইনিই বোধ হয় প্রথম।

*

নারীর সাহস

এক প্রৌঢ়া মুসলীম মহিলা (অমৃতসর ষ্টেশনের পার্শেল ক্লার্কের জননী) মেয়ে গাড়ীতে কোয়েটা হইতে লাহোর যাইতেছিলেন। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় একজন চোর এই মেয়ে গাড়ীতে উঠিয়া উক্ত মহিলার বাক্সটি লইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময় ঘুম ভাঙিয়া মহিলাটি চোরটাকে ধরিয়া ফেলেন এবং অন্য এক রমণী এলার্ম চেন টানিয়া গাড়ী থামাইয়া দেন। চোরটি হাতে-পাতে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

নারী-নিগ্রহ

(৭৪)

আলিপুর

শ্রীলোকনাথ সরকারের ২১ বর্ষীয়া স্ত্রী শ্রীমতী স্নেহলতা সরকারকে ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়ার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, মেটিয়াবুরুজে আসামী ইহাদের বাড়ীর নিকটে একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত। একদিন তাহার স্বামীর অনুপস্থিতিকালে আসামী বাদিনীকে একখানা কাগজ দেখাইয়া বলে যে ঢাকায় তাহার মার কলেরা হইয়াছে এবং তাহাকে দেখিতে চায়। বাদিনী ইহা বিশ্বাস করিয়া তাহার দেড় বৎসর বয়স্ক সন্তানটি লইয়া আসামীর সহিত যাত্রা করে। কিন্তু আসামী তাহাকে যশোহর ও নড়াইল প্রভৃতি স্থানে লইয়া গিয়া আটক রাখে ও তাহার সতীত্ব নষ্ট করে। বাদিনীর পাঁচটি সন্তান। মামলা বিচারাধীন।

(৭৫)

সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

প্রকাশ, ইস্মাইল, শামশের ও নাসিম শেখ বেজগাতি গ্রামনিবাসী গঙ্গাধর সূত্রধরের তরুণী পত্নী চারুবালাকে জোর করিয়া অসদুদ্দেশ্যে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়ার অপরাধে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে।

(৭৬)

দিল্লী

মুসাম্মাৎ ফিরদৌস্ জাহান্ বেগম তত্রত্য আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন, যেহেতু তিনি বিলাত গিয়াছিলেন, পর্দ্দা মানেন না এবং সাহেবী চালচলনে অভ্যস্ত, সেইজন্য তাহার স্বামী তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতেছেন। অতএব তিনি এ বিবাহ নাকচ করাইতে চাহেন। তাঁহার স্বামী প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে এক রকম পরিত্যাগই করিয়াছেন। আদালত আপোষে এ বিষয় মিটাইতে অনুরোধ করায় বেগম সাহেবা তাহাতে অস্বীকৃতা হন এবং বলেন যে এ স্বামীর নিকট তাহার জীবনও নিরাপদ নহে।

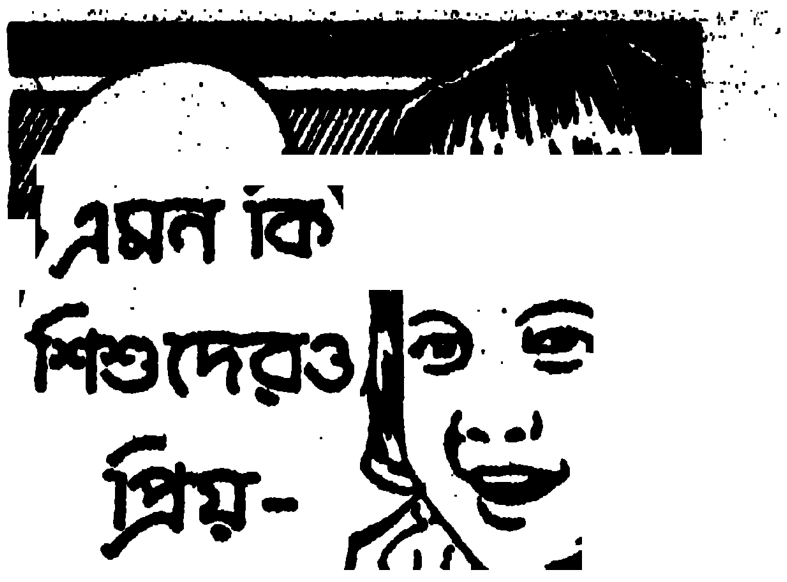

অনবদ্য তৃপ্তি-ও আনন্দের উৎস

এ. টস এণ্ড সন্স

রেঙ্গুন

হতাশ হইবেন না

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলে প্রত্যেক নরনারী ঘরে বসিয়া অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে নিজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারেন। বিনা মূল্যে বিস্তারিত বিবরণ পাঠান হয়।

Miss. Sheila Fox, Deptt 5.
Modorn Beauty Culture (India), Delhi

ডি, রতন এণ্ড কোং

লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : বি, বি, ৬৭১১

অতি সুলভে

হোমিও ডিপ্লোমা

এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন।
বক্স নং ১৭, C/O দীপালী, কলিকাতা।

পত্রলেখা

(৫৬)

বাংলার পল্লীমঙ্গল "বেতার প্রতিষ্ঠান"

শ্রীযুক্ত "দীপালী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
সবিনয় নিবেদন,

আপনার বহুল প্রচারিত উক্ত সাপ্তাহিকে নিম্নলিখিত পত্রখানা প্রকাশিত করলে সুখী হব।

আজ অনেকদিন আমরা কলিকাতা "বেতার প্রতিষ্ঠান"কে আমাদের নমস্কার জানিয়ে দিয়েছি। তখন ভেবেছিলাম যে "ঢাকা"য় যখন এক বেতার প্রতিষ্ঠান হয়েছে তখন প্রবাসী বাঙ্গালীদের বাংলা গান শোনবার নিশ্চয়ই অভাব হবে না। কিন্তু আজ লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে ঢাকা বেতার প্রতিষ্ঠানও আমাদের এই বাংলা গান শোনবার মত সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন।

আজকাল আমরা প্রায়ই Dacca Radio Programএ দেখতে পাই যে—"পল্লীমঙ্গল আসর" নয়ত শিশুমঙ্গল বা শিশুচিকিৎসক ইত্যাদি আরো অনেক অদ্ভুত রকমের জিনিষ, যা শোনবার মত ধৈর্য্য শতকরা ৯৯½ জনেরই থাকে না। এই "পল্লীমঙ্গল আসর" বা শিশুচিকিৎসার যে কিছু নূতন রসের সৃষ্টি হয় বা এতে যে কি নূতনত্ব আছে তা বিশেষ করে ঢাকা বেতার প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা একটু বিবেচনা করে দেখবেন আশা করি।

দ্বিতীয়তঃ—সাইগাল, পাহাড়ী সান্যাল, শচীন বর্ম্মন, উমা দেবী, কানন দেবী ইত্যাদি। তাঁদের একঘেয়ে রেকর্ড শুনতে শুনতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রেডিওতে যদি রেকর্ডই শুনতে হয় তবে গ্রামোফোন্ কোম্পানী-গুলো কি দোষ করেছে? ওসব রেকর্ড ত' যে কোন টকি হলের সামনে দাঁড়ালেই যথেষ্ট শুনতে পাওয়া যায় বিশেষ করে লাউড স্পীকারে। কাজেই এই এক অদ্ভুত উপসর্গ দেখতে পেয়েছি ঢাকা বেতার প্রতিষ্ঠানে।

বাংলা দেশের বেতার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আর এক নূতন ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে—"বেতারে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া" এতে যে কি পর্য্যন্ত সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয় তা সঙ্গীত-রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝতে পারেন।

আমরা আশ্চর্য্য হচ্ছি এই বেতারের সঙ্গীত শিক্ষকদের কাণ্ড দেখে, যিনি সঙ্গীত শিক্ষক তিনি একাই প্রাণপণে চীৎকার করেন, তাঁর পাশে যে কয়েকজন ছাত্র বসে আছেন তার প্রমাণ পাই আমরা তখন, যখন তিনি বলেন যে 'বুঝতে পেরেছেন'? নয়তো' 'দেখুন ঐ "গা"টা আর একটু উঁচু হবে' ইত্যাদি প্রলাপে। এর কোন মানে হয়? যদি সঙ্গীত শিক্ষাই দিতে হয় তবে শিক্ষকের পাশের ঐ অদৃশ্য ছাত্রেরও একটু গলার আওয়াজ শোনা দরকার, নয়ত আমরা কি করে বুঝবো যে তিনি ছাত্রকে শিক্ষা দিচ্ছেন না পাশের "তবলচী"কে দিচ্ছেন? তখন আমরা ধরে নিতে পারবো গুরু-শিষ্যের পাণ্ডিত্য, নয়তো এই ঘণ্টার পর ঘণ্টা চীৎকার করার কোন মানে হয়?

প্রথম প্রথম আমরা রোববার দিন কোলকাতা ধরে বসে থাকতুম কিন্তু এখন আর আমাদের সে সাহস নেই, তার কারণ পঙ্কজবাবুর সঙ্গীত শিক্ষা—(মানে "ওগো আমার প্রিয়" নয়তো "তুমি ভুল করোনা পথিক") এর চোটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত বন্ধ করিনি, কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখতে পেলাম আর একজন "প্রাচীন সঙ্গীত" শিক্ষকও এসে জুটেছেন—সেদিনই নমস্কার দিয়েছি আন্তরিক।

কোলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের এই দু'জন শিক্ষক যদি পর পর এসে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন তবে আর গান শোনবার অবসর কোথায়? শিক্ষাদানেই যে যজ্ঞ পূর্ণ হয়ে যাবে। কখন আহুতি হবে সেই আশায় আমাদের (প্রবাসী বাঙ্গালীর) বসে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রথমে ঢাকা বেতার প্রতিষ্ঠানে এই ব্যাধির সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু এখন দেখছি মধ্যে মধ্যে তাও হচ্ছে।

আমাদের দুঃখ হয় এইজন্যে যে ঢাকা বেতার প্রতিষ্ঠান থেকেও আমাদের নিরাশ হতে হয়েছে। আমরা তা অবিশ্যি আশা করিনি। তার কারণ যখন ঢাকা "বেতার প্রতিষ্ঠান" প্রথম সৃষ্ট হয় তখন আমরা ঢাকা বেতার প্রতিষ্ঠান থেকে আশাতীত কণ্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শোনবার সুযোগ পেয়েছিলাম কিন্তু এখন দেখছি সবই এক। হবেই ত'? পাশাপাশি কিনা তাই মাসতুত ভাই। নমস্কার, ইতি—

শ্রীঅনিলচন্দ্র ধর,
মিউজিক কলেজ, লক্ষ্ণৌ, ইউ, পি,।

(৫৭)

বিনামূল্যে না সমূল্যে?

মাননীয় "দীপালী" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার "দীপালী" পত্রিকায় বৃহস্পতিবার ২০শে ভাদ্র '৩৬শ সংখ্যায় আমি একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম। সেই বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল যে "ত্রিপুরার রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পুরণকারী "স্বর্ণ-কবচ" পত্র লিখিলেই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র 'বিনামূল্যে' পাঠান হয়"। সেই দেখিয়া আমি আমার নাম, ঠিকানা, গোত্র লিখিয়া পাঠাইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুই সপ্তাহের পর একখানি

(শেষাংশ ৩০শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পরিচালক—শ্রী নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সম্পাদকের চিঠি

গেলবার কাজের ভিড়ে তোমাদের কোন খোঁজখবর নিতে পারি নি, নিশ্চয়ই সেজন্য রাগ করোনি কেউ আমার উপরে, কী বল?

পূজার ছুটী শেষ হয়ে এল। স্কুল খোলবারও সময় হলো, হয়ত এর মধ্যে অনেকের স্কুল খুলেও গেছে।

সামনে বাৎসরিক পরীক্ষা। সবাই পড়ায় মন দিয়েছো তো, যারা দিতে পারো নি তারা তাড়াতাড়ি দিও। কেমন?

সামনের বড় দিন হতে অর্থাৎ "দীপালী"র নববর্ষ সংখ্যা হতে 'ছুটীর ঘণ্টা' নিয়মিত প্রত্যেক সংখ্যায় থাকবে এবং পাতাও বেশী থাকবে এইরকম স্থির করা হয়েছে—তার আগে পর্য্যন্ত 'ছুটীর ঘণ্টা' এক সংখ্যা অন্তর থাকবে, কেননা আপাততঃ জায়গার সঙ্কুলান করে উঠতে পারছি না আমরা।

এর মধ্যে যদি কারও কিছু বলবার থাকে তবে আমাদের জানিও সেইমত করবার চেষ্টা করা হবে।

*

১নং প্রতিযোগিতার ফলাফল আমরা সামনের সপ্তাহেই সকলকে জানাব। তোমাদের মধ্যে অনেকে প্রতিযোগিতার ছবিটি না কেটে সেটা কী হতে পারে তাই জানিয়েছো, কিন্তু তা হলে চলবে না। ছবির টুক্‌রোগুলো কেটে অন্য একটা সাদা কাগজে সাজিয়ে আটা দিয়ে ছবিটা করে পাঠিয়ে দিতে হবে।

*

কল্যাণীয়া অমিয়া রায়, জিজ্ঞাসা করেছো গল্প ও কবিতা পাঠাতে পারা যায় কিনা? হাঁ পাঠাবে। তোমাদের লেখা ভাল হলেই ছাপান হবে। কেননা এই বিভাগটা একমাত্র তোমাদের জন্যই। জেনো "ছুটীর ঘণ্টায়" তোমাদেরই সব চাইতে দাবী বেশী।

*

'ছুটীর ঘণ্টা' সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি-পত্র পরিচালক, ছুটীর ঘণ্টা, এই নামে পাঠাবে।

তোমাদের "ছুটীর ঘণ্টা" কার কেমন লাগছে জানাবে।

পরিচালক—
ছুটীর ঘণ্টা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস
জয়ন্তী
—মূল্য ঃ আড়াই টাকা—
প্রাপ্তিস্থান: দীপালী গ্রন্থশালা ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়।

ভগ্নস্বাস্থ্যকে গড়িয়া তুলিতে
অশ্বগন্ধা রসায়ন
একমাত্র সক্ষম।
মূল্য প্রতি শিশি ১৷৷০
বি, এল, সেন এণ্ড কোং
৩৬, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শুক্রবার
১লা নভেম্বর
প্রথমারম্ভ

নাচ, গান আর
হাসি তামাসায়
ভরপুর
সাগর মুভিটোনের
নব-নির্ম্মিত
আ
লি
বা
বা

ভূমিকায়ঃ সর্দ্দার আখতার, সুরেন্দ্র
এম্পায়ারে

ঃ চিত্র-পরিবেশক ঃ
মানসাটা
ফিলম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোনঃ কলিঃ ৪৫

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

মিনার্ভায় "ভরসা"

মিনার্ভা মুভীটোনের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন সোরাব মোদী। শ্রেষ্ঠাংশে চন্দ্রমোহন, সর্দ্দার আখতার, মজহর খাঁ, শীলা, নাভাল, মায়া প্রভৃতি। মিনার্ভায় আগামী শনিবার মুক্তিলাভ করিবে।

জ্ঞান ও রসিকের সৌহার্দ্দ্য ছিল অকৃত্রিম। সেইজন্য জ্ঞান যখন কার্য্যোপলক্ষে আফ্রিকা গেল তখন তাহার যুবতী স্ত্রী শোভাকে রসিক ও তাহার স্ত্রী রম্ভার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যায়। রসিক নীরবে শোভার রূপের পূজা করিত। একদিন রম্ভার অনুপস্থিতিতে বন্ধুর সে বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মানুষের চিরন্তন কামনার আগুনে দুইজনেই পুড়িয়া মরিল। এই আগুনের ভস্মস্তূপ হইতে শোভার যে কন্যা জন্মিল তাহার আসল পিতা কে তাহা শোভা জ্ঞানকে কিছুতেই বলিতে পারিল না। আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া জ্ঞান তাহার স্ত্রী বা বন্ধুকে একদিনের জন্যও সন্দেহ করে নাই।

শোভা ও রসিক এই পাপের কথা কাহাকে বলিতেও পারে না, অথচ নিয়ত অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হইতে থাকে, একদিন শোভা মরিয়া বাঁচিল। রসিকের মদন নামে একটি পুত্র ছিল, তাহার সহিত ইন্দিরার (জ্ঞানের কন্যা) বিবাহ দিতে জ্ঞানের বহুদিন হইতে ইচ্ছা। মদন এবং ইন্দিরাও পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। রসিক এ বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাহাদের এ বিবাহ হইতেই পারে না, কারণ তাহারা যে আসলে ভাই-বোন, কিন্তু সে কাহাকেও তাহা বলিতে পারে না। এবং এই না-বলার জন্য গল্পটি যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক পরিণতি লাভ করিল তাহা পর্দ্দায় দ্রষ্টব্য।

এই ধরণের মনস্তত্ত্বমূলক গল্পটির বিন্যাসে ও পরিচালনায় পরিচালক সোরাব মোদী মহাশয় যে কলা-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। মাঝে মাঝে অনাবশ্যক দৃশ্য থাকিলেও ছবিখানি কোথাও দর্শকদিগের বিরাগভাজন হইয়া উঠে নাই।

অভিনয়ের মধ্যে মজহর খাঁর "জ্ঞান" আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। চন্দ্রমোহন 'রসিকে'র ভূমিকায় খুব সংযত এবং চিত্তস্পর্শী অভিনয় করিয়াছেন। 'শোভারূপে' সর্দ্দার আখতার নৃত্যে, গীতে ও অভিনয়ে তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। মদন ও ইন্দিরারূপে নাভাল ও শীলা অভিনয়ে, বিশেষতঃ গানে সকলকে আনন্দ দিয়াছেন। কিন্তু প্রেমিক ও প্রেমিকার ভূমিকায় নাভাল ও শীলার শারীরিক সৌন্দর্য্যহীনতা বড় দৃষ্টিকটু ঠেকে। মায়া (রম্ভা)র অভিনয় মোটের

উপর মন্দ নয়, তবে তাঁহার মাথায় অবগুণ্ঠন না দেওয়ার কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না।

"ভরসা"র আবহ-সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীত দুই-ই প্রশংসনীয়। আলোক-চিত্র ভাল, শব্দ-নিয়ন্ত্রণও নিন্দনীয় নহে। দৃশ্য-সজ্জায় আর্ট ডিরেক্টার মহাশয় তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

সবশেষে আমাদের মনে হয় যে "ভরসা" "পুকার" নির্ম্মাতা সোরাব মোদী ও মিনার্ভা মুভীটোনের সুনাম আরও বৃদ্ধি করিবে।

জ্যোতি সিনেমায় "সৌভাগ্য"

হিন্দুস্থান সিনেটোনের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন সি, এম, লুহার। শ্রেষ্ঠাংশে শোভনা সামার্থ, প্রেম আদীব, স্নেহপ্রভা প্রধান, সুশীলকুমার, কে, এন, সিংহ প্রভৃতি। এখন জ্যোতি সিনেমায় চলিতেছে।

এই ছবিখানির গল্পলেখক এম, জি, দাভে, কিন্তু ৺শরৎচন্দ্রের সুবিখ্যাত উপন্যাস "দত্তা" যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবেন যে বহু দৃশ্য এবং তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি বিলাস, রাসবিহারী, বিজয়া, নরেন্দ্র এমন কি পরেশের পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে নটবর, কেদার, রোহিণী, প্রদীপ ও বালক অভিনেতা ইকবাল অভিনীত ভূমিকাটি প্রভৃতি চরিত্রগুলির সহিত। এই অপহরণ কার্য্য যাহাতে লোকে ধরিতে না পারে, এবং মৌলিক গল্প হিসাবে যাহাতে লোকে গ্রহণ করে সেইজন্য কয়েকটী নূতন চরিত্র ও নূতন দৃশ্য সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু শাক দিয়া মাছ ঢাকার মত সে চেষ্টা হইয়াছে সম্পূর্ণ বিফল। অপরের জিনিষকে নিজের জিনিষ বলিয়া গর্ব্ব করার মধ্যে যে দৈন্য লুকান আছে তাহাকে অধিকতর প্রস্ফুটিত করিতে আমরা সময় ও স্থানের অপব্যয় করিতে অক্ষম।

পরিচালনায় কৃতিত্ব বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। অভিনয়ের মধ্যে স্নেহপ্রভা প্রধান 'প্রদীপের' বালবিধবা ভগিনীর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার গানগুলি সত্যই সুখশ্রাব্য। শোভনা সামার্থ ও প্রেম আদীব 'রোহিণী' ও 'প্রদীপের' ভূমিকায় মনোজ্ঞ অভিনয় করিয়াছেন। স্বার্থান্ধ ও অর্থপিশাচ কেদারের ভূমিকায় কে, এন, সিংহ এবং দাম্ভিক ও রোহিণীর পাণিপ্রার্থী, বিলাত-প্রত্যাগত নটবরের ভূমিকায় সুশীল কুমার সু-অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ছোটখাট ভূমিকাগুলি মন্দ নয়।

"সৌভাগ্যে"র সঙ্গীতাংশ খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ফটোগ্রাফী ও রেকর্ডিং ভালই। দৃশ্য-সজ্জা প্রশংসনীয়।

"শ্রী"তে "ফিভার মিক্সচার"

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন তুলসী লাহিড়ী। শ্রেষ্ঠাংশে তুলসী লাহিড়ী, ডরোথী, সত্য মুখার্জ্জী প্রভৃতি। এখন "শ্রী"তে চলিতেছে।

ইহা একখানি ছোট হাস্যরসাত্মক চিত্র। আর্টের নামে কি ভাবে অবাঙ্গালী চিত্র নির্ম্মাতাগণ দর্শকদের বদলী প্রদর্শন করেন তাহারই রসঘন চিত্র এই "ফিভার মিকশ্চার।" বহুদিন চিত্রশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া পরিচালক মহাশয় তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ ফল এই চিত্র মারফৎ অতি উপাদেয় ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। দৃশ্য-পরিকল্পনার অভিনবত্বে ও সংলাপের সরসতায় এই চিত্রখানি পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

অভিনয়ের মধ্যে প্রযোজক রূপে তুলসী লাহিড়ী ও নায়িকার ভূমিকায় অবাঙ্গালী অভিনেত্রী ডরোথী (মিসেস ক্র্যাষ্টো) মনোজ্ঞ অভিনয় করিয়াছেন। গ্রন্থকারের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করিয়াছেন তাঁহার অভিনয় আমাদের ভালো লাগিয়াছে। অন্যান্য ভূমিকায় সমর ঘোষ, সত্য মুখার্জ্জী ও কালিদাস দাশ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ফটোগ্রাফী মন্দ নয়, রেকর্ডিং ভালই। দৃশ্য-সংস্থান সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই।

চিত্রায় "ঠিকাদার"

আগামী ৯ই নভেম্বর শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের নবতম বাংলা চিত্র "ঠিকাদার" চিত্রায় মুক্তিলাভ করিবে। সমাজ ও সভ্যতার বাহিরে যাহারা বাস করে তাহাদেরই একজনের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া "ঠিকাদারের" আখ্যানভাগ রচিত হইয়াছে। যাহার জন্য তাহার আজ এই কষ্ট, একদিন সে তাহার দেখা পাইল, এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। শেষে বিবেকের কাছে সে নিজের বশ্যতা স্বীকার করিল।

যশস্বী পরিচালক প্রফুল্ল রায় মহাশয় এই মনস্তত্ত্বমূলক চিত্র-কাহিনীর যে রূপ দিয়াছেন তাহা সকলেরই চিত্তস্পর্শ করিবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, চিত্রা, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, তুলসী লাহিড়ী, কমলা (ঝরিয়া) প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীগণ এই চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন।

চিত্রা ও পূর্ণ থিয়েটার

নিউ থিয়েটার্সের "ডাক্তার" এই শনিবার হইতে উপরোক্ত উভয় চিত্রগৃহেই দশম সপ্তাহে পড়িবে।

নিউ সিনেমা

এ্যাসোসিয়েটেড প্রোডাকশানের প্রথম হিন্দী ছবি "আঁধি" ("আলো-ছায়া"র হিন্দী সংস্করণ) আগামী শনিবার নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন পঙ্কজ মল্লিক, মলিনা, মুজামিল, শ্রীলেখা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্যাম লাহা, মঞ্জরী এবং নিমো। পরিচালনা করিয়াছেন দীনেশ দাস ও সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে।

এখানে ঈদ উপলক্ষ্যে সাগর মুভীটোনের নৃত্যগীতবহুল ছবি "আলিবাবা" মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন সর্দ্দার আখতার, সুরেন্দ্র প্রভৃতি।

ছায়া দেবী

প্রকাশ, ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার সহিত শ্রীমতী ছায়া দেবীর চুক্তি আগামী ৩০শে নভেম্বর শেষ হইয়া যাইবে এবং ১লা ডিসেম্বর হইতে শ্রী ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সে তিনি যোগদান করিবেন। ইহাও শোনা গেল, পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের পরবর্ত্তী ছবিতে ইনি নায়িকা রূপে চিত্রাবতরণ করিবেন।

প্যারাডাইসে "বন্ধন"

বোম্বে টকীজের নবতম চিত্র, পরিচালক এন্, আর, আচার্য্য। গল্প-লেখকের কোনও নাম নাই, তবে চিত্রনাট্য রচয়িতারূপে শ্রীজ্ঞান মুখোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্ত্তীর নাম প্রকাশ পায়। গত রবিবারে প্যারাডাইসে সাংবাদিকগণকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এ গল্পের কাঠামোটিও শরৎচন্দ্রের "দত্তার"ই হের-ফের। বোধ হয় এই কারণেই ইহার গল্পকার গল্পকার হিসাবে নাম দিতে সাহসী হন না'ই। এ গল্পটী ইতিপূর্ব্বে "বিজয়া" রূপে বাংলায় চিত্ররূপ লাভ করিয়াছে। বোম্বে টকীজের মত প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে এরূপ অপহৃত গল্পের ব্যবহার দেখিয়া আমরা বিশেষ খুসী হইতে পারিলাম না, তবে এটি ঠিক যে চিত্রনাট্যকার হুবহু শরৎচন্দ্রকে অনুসরণ করেন নাই—কাঠামোটি লইয়াছেন শরৎ বাবুর এবং মাঝে মাঝে অদলবদল করিয়া ইহার চেহারা বদলাইবার প্রয়াসও করিয়াছেন প্রাণপণে, তবে তাহারা বাংলাদেশের লোকেরা ভুলিবে না।

পরিচালনা হইয়াছে প্রথম শ্রেণীর। কোথাও একটুকু অকারণ বাহুল্য নাই, কোথাও গল্পের সাবলীল গতি ব্যাহত হয় নাই, কোথাও গল্পের রস ফিঁকে হয় নাই। সংস্থানগুলিও মনোজ্ঞ।

অভিনেতাদের অভিনয় হইয়াছে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। অশোককুমার, লীলা-চীৎনীস, সুরেশ, দেশাই, পীঠাওয়ালা, শাহ নওয়াজ ও গোকুল-রূপী ভদ্রলোকটি এমন কি স্কুলের ছোট ছোট ছেলেগুলি পর্য্যন্ত অতীব মনোজ্ঞ অভিনয় করিয়াছেন। শব্দ-গ্রহণ ভালই, আলোকচিত্রে সর্ব্বত্র আলো-ছায়ার যথাযথ সমাবেশের অভাবে স্থানে স্থানে বড় চোখে লাগে। গানগুলির ভাব-সম্পদ ও সুর দুই-ই হৃদয়গ্রাহী। নেপথ্যসঙ্গীত সুখশ্রাব্য। শ্রীরামচন্দ্র পাল ও শ্রীমতী সরস্বতী বাঈ সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন। কয়েকখানি গানে, দেখা গেল, অশোককুমার সুর সংযোজনা করিয়াছেন। এক কথায় "বন্ধন" চিত্রখানি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে।

কর্ম্মখালি

টাইপ-রাইটিং এবং আফিসের অন্যান্য কাজ-কর্ম্মাদি করিতে স্বাধীনভাবে সক্ষম এমন একজন অভিজ্ঞ একাউণ্ট্যাণ্ট আবশ্যক। অনভিজ্ঞ লোকের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না, কেবলমাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই প্রশংসা পত্রের নকলসহ (যাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে কিন্তু ফেরৎ দেওয়া হইবে না) বংস শিক্ষা, সম্পূর্ণ বর্ত্তমান ঠিকানা—নিবাস ও পরিচয় প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করিবেন। বেতন মাসিক ৩০৲ টাকা—প্রতি দুই বৎসর অন্তর ৫৲ টাকা করিয়া বৃদ্ধি হইবে। সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে দরখাস্ত-কারীকে নিজব্যয়ে এই অফিসে উপস্থিত হইতে হইবে এবং অবিলম্বে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার

দীপালী

১২৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

নানাকথা

গৌরীবাড়ী কমলা স্পোর্টিং ক্লাব সাহিত্য-শাখার বিজয়া সম্মিলনী

শ্রীদিলীপকুমার বসুর গৃহে শ্রীযুত শেলী দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত ক্লাবের সাহিত্য-শাখার এক বিজয়া-সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে।

সভাপতি মহাশয় "সমাজ-গঠনে ছাত্রদের দায়িত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে উক্ত ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অজিতকুমার দত্ত স্বরচিত "বিশ্বপথে" কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে একটি জলসার আয়োজন হয়। তন্মধ্যে গোপেন দে-র প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত "দেবতার জন্ম হল" কবিতার আবৃত্তি, অনিল বসুর "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত, কুমারী গীতা মুখার্জ্জি ও কুমারী নমিতা সেনগুপ্তের আধুনিক সঙ্গীত উল্লেখযোগ্য।

পরে কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ এক মিনিটকাল সকলে দণ্ডায়মান থাকেন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরোগ্য কামনা করিয়া প্রার্থনা করা হয়।

ভবানীপুর নাট্য-সম্মিলনী

গত ২ই কার্ত্তিক শনিবার, রাত্রি ৭৷৹ ঘটিকায় সুখচর ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার নাট্যমন্দিরে ইহাদের বার্ষিক অভিনয়-বাসরে কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় বিরচিত ভক্তিমূলক সামাজিক নাটক "ভক্ত-রামপ্রসাদ" গীতাভিনয় হইয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব

গত ১৯শে অক্টোবর, শনিবার, উক্ত প্রতিষ্ঠানের "মানময়ী গার্লস স্কুল" অভিনীত নয়। অভিনয়টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, তন্মধ্যে "দামোদরের" ভূমিকায় দেবীপ্রসন্ন মিত্র রাজেনের ভূমিকায় রাধাশঙ্কর রায় চৌধুরী এবং মানসের ভূমিকায় ডাঃ জে, এন্, দের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তরুণ-সঙ্ঘের নাট্যাভিনয়—

(বর্দ্ধমান)

গত ৩১শে আশ্বিন বর্দ্ধমান বোড়হাটস্থ "তরুণ সঙ্ঘের" প্রাঙ্গণে সঙ্ঘের সভ্যগণ কর্ত্তৃক "কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয়টী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শিলংএ "মাটির ঘর" অভিনয়

গত ২০শে অক্টোবর স্থানীয় অপেরা হলে 'মাটির ঘর' নাটকটি সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। বহু বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। কল্যাণের ভূমিকায় শৈলেন গুহ নিয়োগী অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয় করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। সত্যপ্রসন্নের ভূমিকায় সুধীর দেব, অলকের ভূমিকায় পুষ্প বসু ও তন্দ্রার ভূমিকায় দীপেন মুখার্জির অভিনয়ও খুব ভাল হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত হইয়াছে।

দেওঘরে সার্ব্বজনীন শারদীয়া পূজা

এবারে মহাসমারোহে স্থানীয় ও প্রবাসী বাঙ্গালীর উৎসাহে ও সহযোগিতায় মায়ের পূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে। কয়েকদিন ব্যাপী সঙ্গীত, নৃত্য, গীত, ব্যায়াম প্রদর্শনী ও অভিনয়াদিতে দুর্গাবাড়ী প্রাঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সপ্তমীর সন্ধ্যায় কুমারী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৃত্য ও রেডিও গায়ক সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত খুবই সুন্দর হইয়াছিল।

অষ্টমীর রাত্রে শ্রীযুক্ত গণেশ অধিকারীর পরিচালনায় স্থানীয় মাইগ্রেটারী ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক ৺শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া অভিনীত হইয়াছিল। বইখানির নাট্যরূপ দিয়াছেন নাট্যকার শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়। অভিনয়টি সর্ব্ববিষয়ে উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। তন্মধ্যে নীলকণ্ঠ, তারিণী ও বেণীর ভূমিকায় যথাক্রমে—শ্রীপ্রদ্যোৎ চট্টো, ডাঃ কালো বন্দ্যো ও শ্রীজীতেন বন্দ্যো এবং দুর্গামণি ও স্বর্ণমঞ্জরীর ভূমিকায় যথাক্রমে—শ্রীপান্না শেঠ ও শ্রী গণেশ অধিকারী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নবমীর সন্ধ্যায় স্থানীয় শান্তি-সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক নানাপ্রকার ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রত্যেক ক্রীড়াটি উপভোগ্য হইয়াছিল। ইহার মধ্যে শ্রীযুত শ্যাম নারায়ণ সাহা ও পাঁচুগোপাল সিংহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার উন্নতির মূলে ডাক্তার জটা ভূষণ মিত্র, পাঁচুগোপাল সিংহ, ভূপেন বন্দ্যো, অমল বন্দ্যো ও জীতেন বন্দ্যোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাত্রে স্থানীয় মিলন সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক "কর্ণার্জ্জুন" নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয় মন্দ হয় নাই। শকুনীর ভূমিকায় মাণিকবাবুর নাম উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান যুদ্ধে মিশরের ভূমিকা

ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ব্রিটেনের বন্ধু

ইঙ্গ-মিশরীয় সম্পর্কের বিশ্লেষণ

গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিশর জার্ম্মাণীর সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, কিন্তু সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই।

কিন্তু মিশর যদি বর্ত্তমান যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে তবে মোটেই বিস্ময়ের কারণ হইবে না। যুদ্ধের জন্য মিশর প্রস্তুত হইয়াই আছে।

ইঙ্গ-মিশরীয় সম্পর্ক

বর্ত্তমানে মিশর ও ব্রিটেনের মধ্যে বিশেষ হৃদ্যতা বর্ত্তমান। উভয়েরই সমান বিপদের আশঙ্কায় এই হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মিশরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন-রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করিয়া লওয়াও এই বন্ধুত্বের একটি বিশেষ কারণ।

মিশর ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে যে সহযোগিতা চুক্তি (ট্রিটি অব্ অ্যালায়েন্স) স্বাক্ষরিত হয় তাহাতে মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের যোগাযোগ রাখিবার অত্যাবশ্যক পথ হিসাবে ব্রিটিশ কর্ত্তৃক সুয়েজখাল রক্ষা ব্যবস্থা, এই দুই বিষয়ের সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে।

এই সহযোগিতা চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে যুদ্ধ বাধিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সারা মিশর রক্ষার জন্য অগ্রসর হইতে বাধ্য থাকিবে এবং মিশর গবর্ণমেণ্টও মিশরের বন্দর, বিমানঘাঁটি এবং যানবাহনের ব্যবহার করিতে দিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবে।

পত্রলেখা

(২৫শ পৃষ্ঠার পর)

'বিয়ারিং' পত্র আসিল, তাহা আমি পয়সা দিয়া সাদরে গ্রহণ করিলাম। তাহাতে দেখিলাম যে 'স্বর্ণ-কবচ' আসা ত' দূরের কথা, তাহাতে লেখা আছে যে স্পষ্ট করিয়া আবার নাম, ঠিকানা, গোত্র ও কোন লোক নম্বর—সেই লোক নম্বর অনুযায়ী চাঁদা চাই ও ভিঃ পিঃ পার্শ্বেলে আসিবে তাহারও পয়সা চাই। যদি পয়সাই দিতে হইবে তাহা হইলে "বিনামূল্যে" কথাটা লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। আর যেন কোন পাঠক-পাঠিকারা এইরূপ 'বিজ্ঞাপন' দেখিয়া লোভে পড়িয়া অনর্থক পয়সা ব্যয় করিবেন না।

উক্ত পত্রখানি আপনার "দীপালী" পত্রিকায় স্থান দিয়া বাধিত করিবেন। আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

শ্রীমদনমোহন পাল,
৬নং প্যারীমোহন সুর লেন
কলিকাতা।

ঋতুমতী
Govt. Regd.
ঋতুবন্ধ যে কোন কারণেই হইলে ও গর্ভ সঙ্কটে ইহার ১ মাত্রায় ঋতুস্রাব হইবেই হইবে। স্বাস্থ্যের কোনই ক্ষতি হইবে না। মূল্য ২৲, মাঃ ।৹ আনা। ঠিকানা এস, দেবী, পোঃ সিরাজগঞ্জ, (বোনবাড়ীয়া), পাবনা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

অডিটারের হিসাবে গত বৎসর দীপালী ইংরাজী ও বাংলার সাপ্তাহিক প্রচার—১৩,৩০৩ সংখ্যা

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা : : টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ : : টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ VOL. XII. | ২১শে কার্ত্তিক, ১৩৪৭ NOVEMBER 7, 1940. | ৪৩শ সংখ্যা No. 43

দীপালীর নিয়মাবলী

ভারতবর্ষে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা।

সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য—আড়াই টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—এক আনা।

নমুনা—পাঁচ পয়সা।

পুরাতন সংখ্যা নূতনের দেড়গুণ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

বর্ম্মায় ও ভারতবর্ষের বাহিরে—

সডাক বার্ষিক মূল্য—ছয় টাকা।

সডাক ষাণ্মাষিক মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—দুই আনা।

নমুনা দশ পয়সা।

দীপালী বৃহস্পতিবারে বাহির হয়।

বৎসরের ১ম অথবা ২৫শ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ১ম বা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

পত্রোত্তর অথবা অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না পাঠাইলে পত্রোত্তর দেওয়া হয় না এবং সে রচনাও তখনই ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।

—দীপালীর শাখা কার্য্যালয়—

দিল্লী—২৪ দরিয়াগঞ্জ

বোম্বাই—"স্বস্তিক কোর্ট," চার্চ্চগেট রিক্লামেশন

হলিউড—৪১৫ নর্থ এডিনবরা এভেনিউ

লণ্ডন—১৫৩ ফ্লীট ষ্ট্রীট

আমাদের ভব্যতা জ্ঞান

(চতুর্থ দফা)

—শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

গত ৩৭শ সংখ্যা দীপালীতে (১৯৪০।১২ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত) উক্ত বিষয়ের তৃতীয় দফা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর অন্যান্য বিষয়ের তাড়ায়—এ সম্বন্ধে আর লেখা সম্ভব হয় নাই। যে-সব পাঠক-পাঠিকাগণ এই বিষয়ে আরও লিখিবার জন্য পত্র লিখিয়া, সাক্ষাতে ও টেলিফোনে আমায় উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া পুনরায় এই অপ্রীতিকর জাতীয় কলঙ্ক কথারই অবতারণা করিতেছি।

(২০) **আধুনিকদিগের নির্লজ্জতা :** ট্রামে বা বাসে একাকিনী কোনও তরুণীকে চলিতে দেখিলে, এক প্রকারের তরুণ আছেন যাঁহারা তাঁহার নিকটে স্থান সংগ্রহ করিয়া বসিয়া, তাঁহার বন্ধুর সহিত নানাপ্রকার রসালাপ আরম্ভ করেন। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচ্য বিষয় হয়, কোনও সহপাঠিনী বা কোনও সিনেমা-অভিনেত্রী অথবা কোনও চলতি ছবির প্রেমকাহিনী। এভাবে ইঁহারা আলাপ করেন, যাহাতে তরুণীর কাণে কথাগুলি তো পৌঁছায়ই, উপরন্তু, অন্যান্য যাত্রীদের কাণেও ছিঁটে ফোঁটা আসিয়া লাগে। ইঁহারা মনে করেন, এই সব নীরস বর্ব্বরোচিত আলাপে তরুণীরা বুঝি, তাঁহাদের প্রতি তৎক্ষণাৎ সেই চলন্ত গাড়ীতেই, প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া, বহু লুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখেই তাঁহাদের গলে বরমাল্য পরাইয়া দিবেন!

(২১) **তরুণীর অনুসরণ :** (ক) কতকগুলি লোক আছে যাহারা একাকিনী কোনও তরুণীকে কোথাও নামিতে দেখিলে সেই নারীর সহিত নিতান্ত ঔদাসীন্যের ভাণ করিয়া নামিয়া পড়ে এবং দূর হইতে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার অনুসরণ করে। তাহার পর দৃষ্টির অন্তরাল হইলে অর্থাৎ কোনও বাড়ীতে সে ঢুকিয়া পড়িলে, অনুসরণকারীরা হতাশ হইয়া নিজ নিজ পথ দেখে।

(খ) কোনও মেয়ের সঙ্গে যদি কোনও পুরুষ থাকে, তাহাতেও এই দল নিরস্ত হয় না। অত্যন্ত কাছে কাছে চলিয়া জানিতে চেষ্টা করে, এই পুরুষটির সঙ্গে মেয়েটির সম্বন্ধ কি? অথচ এমন ভদ্রবেশে শান্তশিষ্টভাবে ইহারা চলাফেরা করে যে ইহারা যে এক একটি নেকড়ে বাঘ, তাহা ধরা খুবই কঠিন। চৌরঙ্গী, নিউ মার্কেট, ধর্ম্মতলা, রসা, রাসবিহারী এভেনিউ প্রভৃতি অঞ্চলে এ শ্রেণীর জন্তু প্রায়ই দেখা যায়। ইহারা অনেক সময়ে সাহেব সাজিয়া মোটরে চড়িয়াও শীকার খুঁজিয়া বেড়ায়।

আমার মনে হয়, শীকার সহজলভ্য বলিয়াই বোধ হয় শীকারীর সংখ্যা এত ক্রমবর্দ্ধমান্। ট্রামে বাসে মোটরে ট্যাক্সিতে রিক্সায় এমন কি পায়ে চলিয়াও রাত্রি ১০টা কি ১১টা পর্য্যন্ত শীকারীরা শীকার-চেষ্টা করে।

যে-সব মেয়েরা একা রাস্তায় বাহির হইবার সখ করেন, তাঁহাদের বাহিরে আত্মরক্ষার যদি শক্তি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা যেন ঘরের মধ্যেই থাকেন, দয়া করিয়া বাহিরে আসিয়া যেন জাতির মুখ কলঙ্কিত না করেন।

(২২) এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতে হয় যে বাঙালী মেয়েরা ১১।১২ হাত লম্বা শাড়ী পরেন, অথচ উপরকার দেহ অর্দ্ধেক খোলাই থাকে, ব্লাউসেরও হাতা থাকে না; মাথায় কাপড় দেওয়া অত্যন্ত সেকেলে—কাজেই ইহারা যদি আইন বাঁচাইয়া তাঁহাদের দেহ প্রদর্শন করিয়া পুরুষদিগের ভীড়ের মধ্যে অকারণ ঘোরা-ফেরা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে অন্তত কতকগুলি লোকেরও দৃষ্টি কেন চিত্ত পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিবেন না, এমন ঋষি বা মহাপুরুষের দেশ আমাদের এ-দেশ নয় অন্তত এখনও হয় নাই। আর সেরূপ হয়, নাই বলিয়াই সুজাতা সরকার বা সুপ্রভা দাশগুপ্তার সংখ্যা এখন ক্রমশ বাড়িতেছে। ইহাদের কীর্ত্তি ছাপা হওয়ায় আমরা জানিয়াছি, কিন্তু কত যে চাপা আছে তাহার পরিমাণ কে জানে?

(২৩) ট্রামে বা বাসে: ট্রামে বা বাসে অন্যত্র স্থান থাকিলেও আমরা মেয়েদের জায়গাটিতেই বসি, তারপর কোনও মেয়ে উঠিলে এবং কণ্ডাকটারদের ধমকিতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসিতে বা স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেও লজ্জা অনুভব করি না। এ প্রকার নির্লজ্জতার মহৌষধ একটিই আছে এবং সেটি সর্ব্বজনবিদিত শাস্ত্রীয় মুষ্টিযোগই।

(২৪) এই যৌন বুভুক্ষাব্যাধি আমাদের তরুণ মহলে যে কি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হইয়াছে এবং দিন দিন হইতেছে, তাহার নিদর্শন যে-কোনও দিন রাত্রি ৮॥০--৯টার পর হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত একবার এসপ্ল্যানেড হইতে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত এলাকার মধ্যে চলিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। গাড়ীওয়ালা ও দালালের ভীড় ঠেলিয়া চলাই এক মস্ত দায়, বিশেষ সঙ্গে যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়ে থাকে। আর সেই ভীড়ের মধ্যে পাওয়া যায় আমাদের বহু বাঙালী ছেলেকে। পুলিশের কর্ত্তাদের এদিকে নজর পড়ে বলিয়া মনেই হয় না।

এই সব জঘন্য ঘটনাগুলির উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি এইজন্য যে ভব্যতা জ্ঞানের অভাব জাতির জীবনে যে নৈতিক শৈথিল্য ও দুর্নীতি আনয়ন করে, তাহাই দেখাইবার জন্য।

দীপালী-সম্পাদক
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
মরু-ছায়া
বাহির হইল
মূল্য ১৲ টাকা
প্রাপ্তিস্থান: দীপালী গ্রন্থশালা
ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়

ভব্যতা জ্ঞানের অভাব যে শুধু আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই আছে তাহা নয়, অনেক বাপমায়ের ভব্যতার অভাবে যে তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের মধ্যেও এ ব্যাধি সংক্রামিত হয়, ইহা হয়ত অনেকেই জানেন না বা জানিয়াও মানেন না।

(২৫) পারিবারিক কলহ: সংসারে মতদ্বৈধ হয়ই, কিন্তু সেটিকে অকারণ বৃহত্তর করিয়া যে অভাবনীয় বচসা এবং সময় সময় যে-সব কুরুক্ষেত্রকাণ্ড সংসাধিত হয়, তাহাতে পুত্রকন্যার মনে বিরোধ এবং বিদ্রোহই জন্মিয়া উঠে। সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাড়ীর কর্ত্তা অপেক্ষা অশিক্ষিতা বা স্বল্পশিক্ষিতা গৃহিণীরাই বেশী দায়ী। ইহারা সুগৃহিণী অর্থাৎ সুব্যবস্থাপিকা হইতে পারেন কিন্তু ভব্যতা ও মাত্রাজ্ঞানের অভাবে এবং নিজের বুদ্ধিদোষে একটা সামান্য ব্যাপারকে অসামান্য করিয়া তুলিতেও ইহারা পটিয়সী।

(২৬) ভৃত্যদিগের সহিত ব্যবহার: ভৃত্যদিগের সহিত ব্যবহারেও ইহাদের আত্ম মর্য্যাদা বোধের পরিচয় বড় পাওয়া যায় না। ফলে ভৃত্যেরা বাড়ীর গৃহিণীদিগের সহিত যথাযোগ্য সুব্যবহার করে না। অনেক গৃহিণীকে দেখিয়াছি, তাঁহারা চাকর চাকরাণীর সহিত রীতিমত কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করেন। ছেলেমেয়েদের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া যে কি ভীষণ তাহা ইহারা বুঝেন না।

(২৭) স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহার: বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণী যদি সর্ব্বদা বিবদমান্ বা যুধ্যমান্ না হন্, তাহা হইলে এতই প্রেমাসক্তি প্রদর্শন করেন যে সে আসক্তিটি যে সময় সময় নির্লজ্জতার ধাপে নামিয়া আসে, তাহা অনুধাবন করার শক্তিও ইহাদের থাকে না। বাড়ীর সকলে পরস্পর প্রেমবদ্ধ হইবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহারও একটা সীমা পরিমাণ বা মাত্রা আছে যাহা উল্লঙ্ঘন করাই

একটি বড় ইন্সিওরেন্স কোম্পানী দেখিয়াছে অস্বাস্থ্যকর দাঁতই অর্দ্ধেকাংশ মন্দস্বাস্থ্যের কারণ।

দাঁত ক্ষয় হইয়া যত নষ্ট হয় তদপেক্ষা বেশী নষ্ট হয় মাড়ির অযত্ন, মাড়ি ফোলা বা পাইওরিয়া প্রভৃতি কারণে। মাড়ি ব্যথা ও প্রদাহযুক্ত হইয়া অথবা সহজে রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইয়া এই রোগের সূচনা হয়। এই অবস্থায় কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ ইহাতে শুধু দাঁত নষ্ট হওয়া নয়, সমস্ত শরীর বিষাক্ত হওয়ার ভয় থাকে।

গিবস্ এস, আর, টুথপেষ্টে সোডিয়াম রিসিনোলিয়েট (Sodium Ricinoleate) সতেজ অবস্থায় থাকে। ইহাদ্বারাই দন্তচিকিৎসকগণ সুনিশ্চিত ভাবে দন্তরোগের চিকিৎসা করেন। ইহা দাঁতের মাড়ির মধ্য হইতে অনিষ্টকর জীবাণু-বাহির করিয়া উহাদের নষ্ট করে।

গিবস্ এস, আর দাঁত সাদা করে, নিঃশ্বাস সুরভিত করে, পাইওরিয়া ও অন্যান্য মাড়ির রোগ প্রতিরোধ করে এবং মাড়িকে রোগ-প্রতিরোধক্ষম করিয়া তোলে। নিয়মিতরূপে গিবস্ এস, আর দ্বারা দাঁত মাজিলে দাঁত নীরোগ ও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং আপনার স্বাস্থ্য বজায় রাখে।

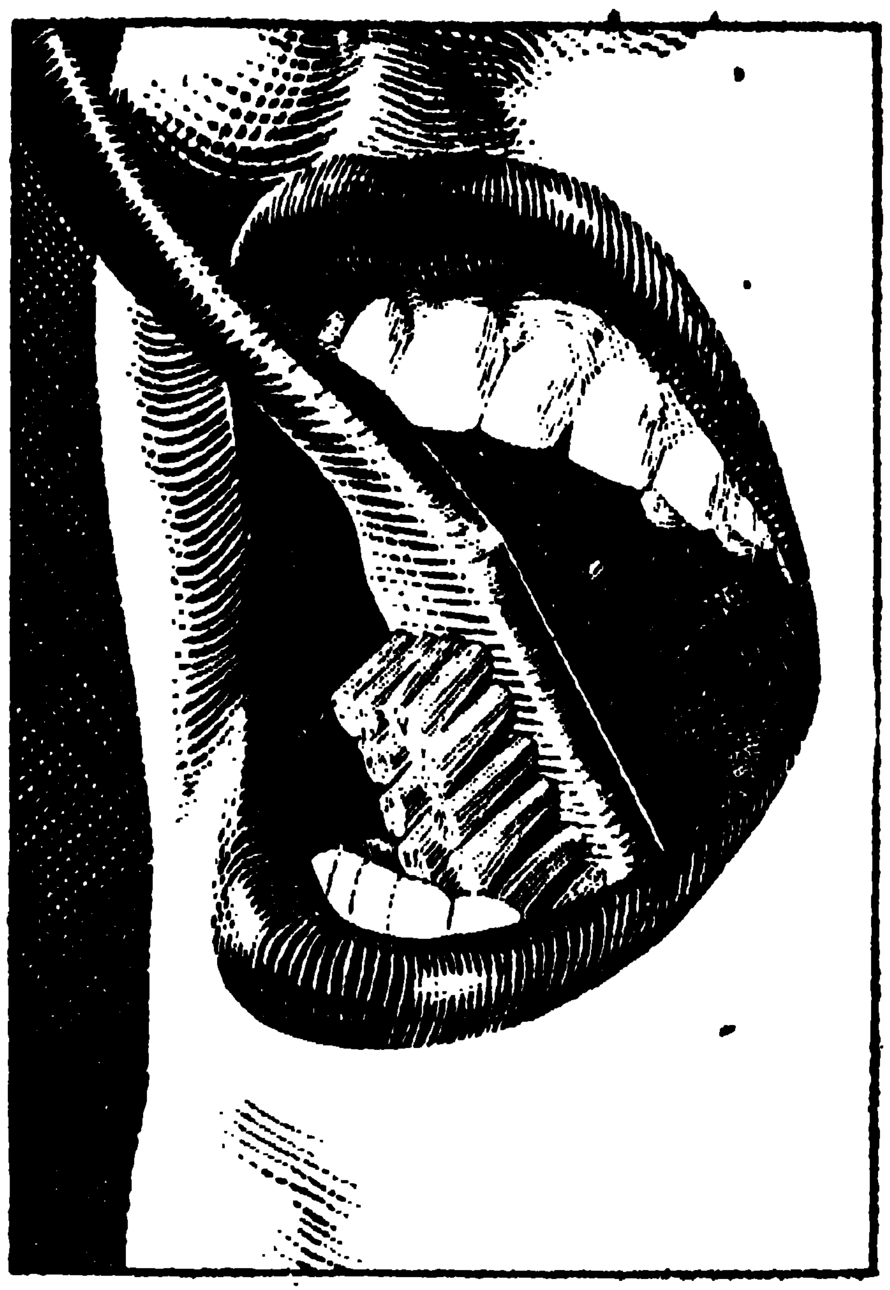

সব ছাড়িয়া আজ হইতেই গিবস্ এস, আর ব্যবহার করুন।

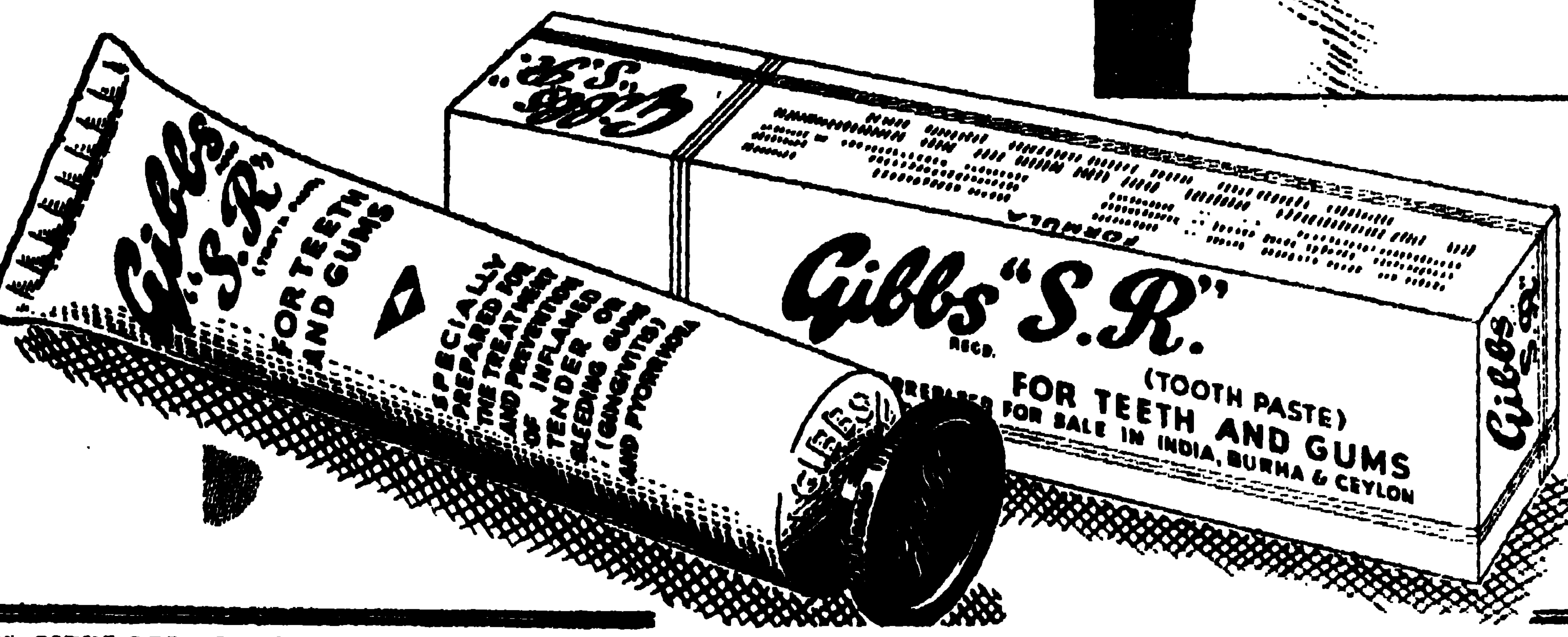

D. & W. GIBBS LTD., LONDON

GSR. 13-671 BG

ৃবেণীয়। স্বামী স্ত্রীর ব্যবহারেও একটা সৌজন্য ও একটা মর্য্যাদা থাকা উচিত।

(২৮) সংসারে বহু অপকর্ম্ম: সংসার প্রতিপালনে ও তাহার ব্যবস্থাপনায় সময় সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু অপকার্য্যের প্রয়োজন হয়: কখনও কচিৎ দুই একটি মিথ্যা কথা, দুই একটা কথান্তর, দুই চারিটা রূঢ় কথা, একটু আধটু রাগ গোসা প্রভৃতি থাকিবেই; কিন্তু এই গুলিকেই যদি প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহা হইলেই ঘটে বিপরীত। ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই সব ছোট খাট কুকার্য্যগুলির বীজ বপন করা হয় এবং তাহারাই ক্রমশ বাড়িয়া উঠিয়া, ইহাদিগকে কুপথে লইয়া যায়।

(২৯) আদর ও বিলাসের আতিশয্য: অনেকে ছেলেমেয়েদিগকে মাত্রাধিক আদর দিয়া এবং বিলাসী করিয়া তুলিয়া সন্তান স্নেহের পরিচয় দেন এবং নিজেও আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। বলেন, আমার অভাব কিসের? টাকাকড়ি জমিদারী সব আছে, লেখাপড়া শিখিয়া চাকরী করিয়া তো উদরান্নের সংস্থান করিতে হইবে না ইত্যাদি। আমার অভাব কিসের? কিন্তু অভাব যে তাঁহার ভব্যতা ও মাত্রাজ্ঞানের তাহাই তিনি জানেন না। বাল্যাবধি সম্পদের বিষয়ে সতত সচেতন রাখিয়া ছেলেকে ইহারা বড় করেন। ছেলেরাও বড় হয় ঠিকই, তবে মানুষ বড় হয় না সব সময়ে। এইজন্য, ধনীপুত্র সত্য সত্য মানুষ হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অন্তত বাংলাদেশে খুবই বিরল, সন্দেহ নাই।

গান

—শ্রীজ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী, বি-এ

এবার ওগো যাবার পালা থামাও মুখরতা
নীরবতায় দাও ডুবিয়ে মনের যত কথা।
এই বিদায়ের করুণ ক্ষণে
শেষ করে দাও সঙ্গোপনে
যত পূজা আরাধনা যত মনের কথা॥

এবার যে তার ডাক পড়েছে যেতে হবে দূরে,
আবার আসন পাততে হবে
কোন অজানার পুরে।
পথিক যে তার এই ত' রীতি
সে যাবে হায় রইবে স্মৃতি
সেই স্মৃতিটার বেদন বয়ে :ভোলো আকুলতা॥

অরোরার

অবদান

= অভিনব =

নূতন ধরণের রস-মধুর প্রহসন

তৎসহ

শিক্ষামূলক শিশু-চিত্র

দ্বিতীয় পাঠ

শীঘ্রই

"শ্রী"তে

আসিতেছে!

শ্রীমতী পদ্মা দেবী

ইহার অভিনয়-প্রতিভার কথা সর্ব্বজনবিদিত।

ইহার নবতম ছবির নাম "হিন্দুস্থান হামারা"।

দীপালী

২১শে কার্ত্তিক, ১৩৪৭

ক্যারী গ্র্যাণ্ট

রিটা হেওয়ার্থ

এই
তারকাবৃন্দকে
কলম্বিয়ার
১৯৪০-১৯৪১
সালের
প্রোগ্রামে
কয়েকটি
বিশিষ্ট
ছবিতে
দেখা
যাইবে।

রোজালিণ্ড রাসেল

আইরীন ডান

চিত্র বর্ত্তিকা

৭ই নভেম্বর, ১৯৪০

ভার্জিনিয়া ব্রুস

কনষ্ট্যান্স বেনেট

হলিউডের
এই
তারকাবৃন্দ
নিজ নিজ
অভিনয়
প্রতিভায়
চিত্র-জগতে
সুপ্রতিষ্ঠ,
সুতরাং
তাহাদের
বিশদ
পরিচয়
নিষ্প্রয়োজন।

লরেটা ইয়ং

উইলিয়ম হোল্ডেন

উদয়শঙ্কর

আগামী বড়দিনের সময় গ্লোব রঙ্গমঞ্চে ইঁহার অপূর্ব্ব নৃত্যকলা আবার নৃত্যরসিকদের মুগ্ধ করিবে।

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(২৩)

কোর্ট শেষ হবার পর আজ আর সে কণিকার কাছে গেল না, সোজা বাড়ী ফিরে এল। তার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে হয়তো প্রণতি ফিরে এসেছে, বাড়ীতে এসে তাই প্রথমে সে কোন কথা জিজ্ঞেস করে নি। চাকরটা নিজে এসেই জানালে যে সে সব জায়গায় খোঁজ করেছে কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় নি। সে চুপ্ করে দাঁড়িয়েছিল। নিশীথ তাকে বললে, "তুই যা, সে কলকাতায় গিয়েছে; আমি খোঁজ নিয়েছি। হঠাৎ দরকার পড়েছিল তাই বলে যায় নি।" এ কথায় চাকরকে সন্তুষ্ট করা যায় কিন্তু নিজেকে ভুল বোঝান যায় না। সে ভাবছিল কি করবে। একবার মনে হল প্রণতিদের কলকাতার বাড়ীতে টেলিগ্রাম করে খবর নেয়, কিন্তু পারলে না; প্রণতি মনে করবে আজও তাকে সে আগের মত ভালবাসে—তাকে সে কথা ভাবতে দেওয়া চলবে না। একবার তার ঋতেনের কথা মনে হল, কিন্তু প্রণতি যে তার কাছে যাবে তা তার বিশ্বাস হল না; নিজের দুঃখের কথা কাউকে জানিয়ে বিব্রত করবার মেয়ে প্রণতি নয়। আজও প্রণতির সম্বন্ধে তার এত বড় ধারণা আছে দেখে সে নিজেই আশ্চর্য্য হচ্ছিল। তার একবার মনে হয়েছিল সে বোধ হয় প্রণতিকে কোনদিনই ভালবাসে নি, আর ভালবাসলেও এখন আর তাকে ভাল লাগত না—সে চলে যেতে তার মনে হল সবটাই ভুল; সে প্রণতিকে ভালবেসেছিল আর আজও বাসে; তাকে ছেড়ে থাকতে তার কষ্ট হবে।

কি করবে ঠিক করতে না পেরে সে উঠল কণিকার কাছে যাবে বলে, কিন্তু তার যাওয়া হল না। সে নীচে নামবার আগে একটা গাড়ী দাঁড়ান'র আওয়াজ হল, জানলা দিয়ে দেখলে যে কণিকা এসেছে। কণিকা সোজা ওপরে উঠে এসে জিজ্ঞেস করলে, "ব্যাপার কি? নতির কোন খবর পেলে?"

নিশীথ বেশ শান্ত ভাবে জবাব দিলে, "না।"

কণিকা আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "না? অথচ তুমি চুপ্ করে বসে আছ?"

"কি করব বল?"

"তার খোঁজ কর।"

"কোথায় খোঁজ করব? সে তো বলে যায় নি কোথায় যাচ্ছে।"

"পুলিশে খবর দাও; কলকাতায়…"

"এ নিয়ে আমি একটা হৈ চৈ করতে চাই না।"

"তার মানে?"

"যে ইচ্ছে করে গিয়েছে তাকে জোর করে ফিরিয়ে এনে লাভ কি?"

"তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ইচ্ছে করে চলে গিয়েছে নতি? তুমি একথা আমায় বিশ্বাস করতে বল? আর যেই পারুক নতি তা পারবে না। তাকে আমি ভাল করে জানি, তোমায় সে…"

বাধা দিয়ে নিশীথ বললে, "আমিও ভাবতাম তাকে জানি, কিন্তু পরে জেনেছি যে যা জানতাম তা ভুল। সে যে আমায় কেন বিয়ে করেছিল তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"বোঝা এত শক্ত? সে তোমায় ভালবাসত তাই—যেজন্যে সকলের অমতে ডাক্তার বোসকে আমি বিয়ে করেছি।"

"তাহলে সে চলে যাবে কেন?"

"মেয়েরা যাকে ভালবাসে তার জন্যে সব করতে পারে।"

"তাকে ছেড়েও যেতে পারে?"

"দরকার হলে তাও পারে। সে-সব কথা তুমি বুঝবে না। তাকে খুঁজে বার কর, তাকে আমার বিশেষ দরকার।"

"তোমার দরকার? কি রকম?"

"তার কাছে আমার ক্ষমা চাইতে হবে; শুধু তার কাছে নয়, তোমার কাছেও আমি অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা করতে পারবে না? বন্ধু বলে, নারী বলে ক্ষমা করতে পারবে না?"

"এসব তুমি কি বলছ?"

"তোমাদের কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই: সে ঋণ শোধ দেবার দুঃসাহস আমি রাখি না, তা সম্ভবও নয় কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি তার জন্যে ক্ষমা চাইছি; জানি নতি আমায় ক্ষমা না করে পারবে না; বল তুমি আমায় ক্ষমা করলে?"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

"না, হয়েছিল, এখন ভাল হয়ে গিয়েছে। জান, তোমার জন্যে আমি আমার স্বামীকে ফিরে পেয়েছি? আমি আগুন নিয়ে খেলা করেছি জানি, কিন্তু সে ছাড়া আর আমার উপায় ছিল না। লোকে বলবে অন্যায় করেছি, কিন্তু আমি জানি যে আমি কোন অন্যায় করিনি। বেহুলা দেবসভায় তাঁর নাচ দেখিয়ে মরা স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা পেয়েছিলেন, আমি তাঁর চেয়ে বেশী অন্যায় করিনি। আমার স্বামীও ছিলেন আমার

পক্ষে প্রাণহীন; তোমার আগমনে তাঁর মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠেছে।"

"আমি তোমার একটা কথাও বুঝতে পারছি না। তুমি কি বলতে চাও স্পষ্ট করে বলত।"

"স্বামীকে আমি খুব ভালবাসি, তিনিও আমায় খুব ভালবাসেন, কিন্তু তাঁর সে ভালবাসায় আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারি নি। আমি চেয়েছি তাঁকে এই জগতের মধ্যে নামিয়ে আনতে, মানুষের মত ভালবাসতে, পাথরের দেবতার মত নয়। কিছুতেই তা পারি নি, তাই শেষ পর্য্যন্ত চেয়েছিলাম কারও সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করতে—যাতে তাঁর মনের মধ্যে মাটীর মানুষের ভালবাসার ছায়া পড়ে। আমি তা পেরেছি; তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিশীথ চুপ্ করে বসে রইল, তারপর বললে, "ডাক্তার বোস তোমার আমার সম্বন্ধে সব কথা জানেন তাহলে?"

"জানেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন নি। তিনি বললেন, trick photography."

"সে আবার কি?"

"সুরেশ……"

নিশীথ চম্‌কে উঠে বললে, "সুরেশ?"

"হাঁ, তাকে চেন না কি? সে একটা শয়তান। ডাক্তার সাহেবের এ্যাসিস্ট্যাণ্টের কাজ করত। কোন সময় সে তোমার এবং আমার একটা ছবি তোলে; তারপর ডাক্তার সাহেবকে সেটা দেখায়। তা দেখে কি অসম্ভব চটে গিয়েছিলেন! তিনি আমি এর আগে তাঁকে কখন রাগতে দেখিনি। আমি না এসে পড়লে তিনি যে লোকটাকে কি করতেন……"

নিশীথ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "তিনি সে ছবি দেখেও কিছু বিশ্বাস করলেন না?"

"না।"

"তিনি মানুষ না দেবতা?"

"তা জানি না, কিন্তু জানি যে সত্যি ভালবাসলে মানুষের পক্ষে এ মোটেই অসম্ভব নয়। তুমি নন্তির খোঁজ কর; তার কাছে আমায় ক্ষমা চাইবার সুযোগ দাও। আর একটা কথা—আমাদের ওখানে যাওয়া তুমি বন্ধ করবে না তো?"

নিশীথ কণিকার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "এর পরও আমায় ওখানেযেতে বলছ?"

"কেন বলব না? আমি জানি, আমার স্বামীর পাশ থেকে আমায় কেউ দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।"

কণিকা চলে যেতে নিশীথ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ্ করে বসে রইল। তার মনে হল—সে প্রণতির ওপর অবিচার করেছে। একটা অচেনা, অজানা লোক এসে কতকগুলো চিঠি দেখালে আর তার ওপর নির্ভর করে সে তাকে অবিশ্বাস করলে। ডাক্তার বোস একটা Photograph নিজে চোখে দেখেও তা উড়িয়ে দিলেন অথচ সেটা মিথ্যে নয়; তিনিও স্বামী, সেও স্বামী, সেই বা পারবে না কেন? কিন্তু পারা উচিত জানলেও সবাই সব কাজ পারে না।

নিশীথের ক্রমশঃ দৃঢ় বিশ্বাস হল যে চিঠিগুলো ঠিক নয়। যদি সত্যিই হবে তাহলে এতদিনের মধ্যে সে লোকটা আর আসবে না কেন? সে তো আসবে বলেছিল। টাকা নেওয়াই যদি তার উদ্দেশ্য হত তাহলে সে সেগুলো প্রণতিকে দেখিয়ে অনায়াসে টাকা নিতে পারত। নিশ্চয় তার সে উদ্দেশ্য ছিল না। টাকাই যদি তার উদ্দেশ্য হবে তাহলে সে তার আর কণিকার ছবিটা ডাক্তার বোসকে দেখাবে কেন? সে যখন ডাক্তার বোসের সঙ্গে কাজ করেছে, তখন নিশ্চয় সে জানত তিনি কণিকাকে কি রকম বিশ্বাস করেন। অনায়াসে সে সেই ছবিটা দেখিয়ে কণিকার কাছে টাকা আদায় করতে পারত। তার উদ্দেশ্য নিশ্চয় অন্য রকম কিছু ছিল। হঠাৎ তার মনে হল যে লোকটা তার কাছে এসেছিল চিঠি দেখাতে, সেই সুরেশ। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃঢ় বিশ্বাসও হয়ে গেল, কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখলে না। এবার তার মনে হল যে সে প্রণতির ওপর সত্যিই অবিচার করেছে, তার প্রতিকার করতে হবে। সে প্রণতিদের কলকাতার বাড়ীতে টেলিগ্রাম করলে; জবাব এল যে সে সেখানে যায় নি। কি করবে কিছু ঠিক করতে না পেরে নিশীথ চুপ্ করে বসে রইল। দু'দিন বাদে ঋতেনের কাছ থেকে একটা Telegram এল, "তুমি এখানে চলে এস; বিশেষ দরকার।" নিশীথ কিছুই ঠিক করতে পারলে না। তার এক একবার মনে হচ্ছিল যে হয়তো প্রণতি ওখানেই গিয়েছে তাই ঋতেন Telegram করেছে। সেই রাত্রেই সে আগ্রা চলে গেল। (ক্রমশঃ)

কর্ম্মখালি

টাইপ-রাইটিং এবং আফিসের অন্যান্য কাজ-কর্ম্মাদি করিতে স্বাধীনভাবে সক্ষম এমন একজন অভিজ্ঞ একাউণ্ট্যাণ্ট আবশ্যক। অনভিজ্ঞ লোকের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না, কেবলমাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই প্রশংসা পত্রের নকলসহ (যাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে কিন্তু ফেরৎ দেওয়া হইবে না) বয়স শিক্ষা, সম্পূর্ণ বর্ত্তমান ঠিকানা—নিবাস ও পরিচয় প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করিবেন। বেতন মাসিক ৩০৲ টাকা—প্রতি দুই বৎসর অন্তর ৫৲ টাকা করিয়া বৃদ্ধি হইবে। সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে দরখাস্তকারীকে নিজব্যয়ে এই অফিসে উপস্থিত হইতে হইবে এবং অবিলম্বে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার
দীপালী
১২৩৷১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

১৯৪১ (ত্রয়োদশ বর্ষ) হইতে দীপালীর নব কলেবর

প্রতি সাধারণ সংখ্যা দুই আনা

ভারতবর্ষে :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৬৲ ছয় টাকা।

„ ষাণ্মাসিক চাঁদা—৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকা

(বৎসরের প্রথম অথবা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা বা মাস হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না)

„ ত্রৈমাসিক চাঁদা—২৲ দুই টাকা।

(বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ্চ, ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন, ১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাস ধরা হয় এবং এইভাবেই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয়।)

নমুনা প্রতি সংখ্যা—৵১০ দশ পয়সা।

বর্ম্মায় :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৯৲ নয় টাকা।

„ ষাণ্মাসিক চাঁদা—৫৲ পাঁচ টাকা।

„ ত্রৈমাসিক চাঁদা—৩৲ তিন টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—৶০ তিন আনা।

নমুনা প্রতি সংখ্যা—৷০ চারি আনা।

ভারতবর্ষের বাহিরে :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—১০৲ টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—৷০ চারি আনা।

নমুনা প্রতি সংখ্যা—৷৶০ পাঁচ আনা।

*

পুরাতন সংখ্যার মূল্য সর্ব্বত্র নূতনের দেড়গুণ এবং ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। সম্পূর্ণ সেটের মূল্য, বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদার সমান। বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক সেট রেলওয়ে পার্শ্বেলে বা ডাকে পাঠান হয়। সেটের মূল্য ও ডাকমাশুল অগ্রিম দেয়, ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না।

ইংরাজী ১৯৪১ সাল অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে দীপালী বর্দ্ধিত আকারে, আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য আরও নূতন নূতন বহুবিধ সেবা-সম্ভার লইয়া দৃশ্য চিত্রাবলী ও প্রচ্ছদপটে পরিশোভিত হইয়া, আপনাদিগকে অভিবাদন করিবে।

*

পাঠক-পাঠিকাগণ :—

দীপালীর পাঠক-পাঠিকাগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে কাগজ, কালি এবং ছাপাখানাসংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা হেতু গত ১৫ মাস কাল আমরা বহু ক্ষতি সহ্য করিয়াও দীপালীর মূল্য বৃদ্ধি করি নাই অথবা ইহার কলেবরও খর্ব্ব করি নাই। আমাদের বহু গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পৃষ্ঠপোষকগণ, দীপালীর মূল্য বৃদ্ধি করিয়া কাগজের উৎকর্ষ সাধন করিতে বহুদিন হইতেই আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু আমরা এ যাবৎ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। ইয়ুরোপে কাগজের মূল্য ঠিক রাখিতে গিয়া, তাঁহারা কাগজের আকার করিয়াছেন ৪ বা ৬ পৃষ্ঠা। আমাদের ভারতবর্ষেও দৈনিক এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা, মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পত্র-সংখ্যা কমাইয়াছেন। আকার কমাইয়া, কেবলমাত্র সংবাদ সরবরাহ করিলেই সংবাদপত্র চলিতে পারে, কিন্তু দীপালীর মত সর্ব্ব-বিষয়ক ও জনপ্রিয় পত্রিকার আকার কমাইয়া মূল্যহার অপরিবর্ত্তিত রাখিতে গেলে পত্রিকাখানিকে একেবারেই অব্যবহার্য্য করিয়া তোলা হইবে। মহিলাদের জন্য "নারীলোক" এবং কিশোরদের জন্য "ছুটির ঘণ্টা" প্রভৃতি 'দীপালীর' বিশেষত্ব এতদ্দ্বারা একেবারে ব্যর্থ হইবে।

দীপালী সাহিত্য শিল্প ও মহিলাদিগের এবং কিশোর কিশোরীদেরও সেবায় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। গত শারদীয়া সংখ্যা হইতে ছেলে মেয়েদের জন্যও একটী বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং শিল্প-সাহিত্য রচনায় যশস্বী লেখক শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন গুপ্ত মহাশয় এ বিভাগটি পরিচালনা করিতেছেন। কাজেই, দীপালীর উত্তরোত্তর পত্রসংখ্যা বৃদ্ধিরই প্রয়োজন ঘটিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে, কারণ দীপালীতে আরও নব নব বহু বিষয়ের অবতারণা করিবার কল্পনা আমাদের আছে।

দ্বিতীয়তঃ, চিত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কল্পনাও আমাদের আছে।

একণে প্রশ্ন এই যে, দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য দীপালীর বর্ত্তমান আকার রক্ষা করাই যখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ সংস্কার ও উন্নতি কিরূপে সম্ভব?

উত্তরে আমরা বলি যে, ইহা সম্ভব, এবং এ-সম্ভাবনা আমরা আশা বাদী দীপালীর পাঠকপাঠিকাগণের নিকট হইতেই। দীপালীকে যাঁহারা [illegible]

বাংলার সাপ্তাহিকজগতে জনপ্রিয়তার দণ্ডাসনে বসাইয়াছেন, একমাত্র দীপালীর সেই পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার আশাতেই আমরা আগামী বর্ষ (ইং ১৯৪১ সাল) হইতে দীপালীর আকার, পত্রসংখ্যা ও চিত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত করিলাম।

আমরা মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পত্রসংখ্যা কমাইবার পক্ষপাতী নহি, কাজেই পত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে—সেবার পরিমাণও বৃদ্ধি করিয়া যদি সামান্য মূল্য বৃদ্ধি করি,—তাহা হইলেই মনে হয় দীপালীর অস্তিত্ব সার্থক হইবে।

বাংলায় প্রচলিত প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকাগুলির বার্ষিক চাঁদা ছয় টাকা ও প্রতি সংখ্যার মূল্য যখন আট আনা, তখন সাপ্তাহিক দীপালীর এক মাসের অর্থাৎ চারি সংখ্যার বিষয়বস্তু, ছবি ও আকারের পরিমাণ, মাসিক পত্রগুলির অপেক্ষা যখন বেশী বই কম কিছুতেই হইবে না, তখন ইহার মূল্যও প্রতি সংখ্যা দুই আনা ও বার্ষিক চাঁদা ৬৲ ছয় টাকা আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রার্থনা করিতে পারি। মাসিক পত্রিকাগুলির যাঁহারা পাঠক ও গ্রাহক, তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ আমরা নিশ্চয়ই আশা করিতে পারি।

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ :—

ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহক হইলে চাঁদা কিছু বেশী পড়ে, সেইজন্য একেবারে বার্ষিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়াই সুবিধাজনক। ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক গ্রাহকগণ পরে বার্ষিক গ্রাহক হইতে চাহিলে পূর্ব্বপ্রদত্ত ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক চাঁদা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা লওয়া হইবে না। গ্রাহকগণ বিশেষ সংখ্যাগুলি অর্থাৎ শারদীয়া, নববর্ষ প্রভৃতি বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক চাঁদার মধ্যেই পাইবেন। ইহার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইবে না।

এজেণ্টগণ :—

এজেণ্টগণ, এখন হইতেই এজেন্সী-ম্যানেজারের সহিত তাঁহাদের সাপ্তাহিক সরবরাহ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিবেন; নচেৎ নববর্ষ হইতে আমাদের নূতন ব্যবস্থানুযায়ী কাগজ সরবরাহ প্রভৃতিতে [illegible]

দানবীর রায় বাহাদুর শেঠ সুখলাল কর্ণানি O.B.E., C.B.E.

চারিবারকার দানের পরিমাণ অনুমান এক কোটি টাকা।

শেঠজীর বদান্যতা ও দান আজ ভারতে সর্ব্বত্র বিদিত। কিছুদিন পূর্ব্বে হিসার জেলার সিরসা গ্রামে দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে রায় বাহাদুরের দানের পরিচয় দীপালীর পাঠক-পাঠিকাগণকে দেওয়া হইয়াছে। এবার সরকারী তহবিলে ইহার দানের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

আওয়ার ডে (Our Day) উপলক্ষ্যে—এক কোটি পতাকা (flag)

সন্ধি উৎসব (Peace Celebration) উপলক্ষ্যে—১½ কোটি পতাকা।

রজত জয়ন্তী (Silver Jubilee) উপলক্ষ্যে—১½ কোটি পতাকা।

সম্রাটের যক্ষ্মা-নিবারণী (Anti T.B Fund)—১০,৫৮৩২০০ পতাকা।

চারিবারে এই ৪½ কোটি পতাকা বিক্রয়ে অনুমান এক কোটি টাকা উক্ত অনুষ্ঠানগুলিতে জমা হইয়াছে। এই পতাকাগুলি রায় বাহাদুর নিজ ব্যয়ে তৈরি করাইয়া, নিজ খরচে ভারতের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন।

গত ১২৩।৮ই জুন তারিখে মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর দার্জ্জিলিংএ মহামান্য সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শেঠজীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"Rai Seth Sukhlall Karnani Bahadur C. B. E.

You are a Banker and Merchant of position in Calcutta and an influential Member of the Marwari Community. The help which you rendered in War time to the **Our Day** fund and again in 1935 to the **Silver Jubilee** fund have earned you recognition for your support of good causes.

In the name of the **King-Emperor** and by His Majesty's command, I invest you with the insignia of the Most Excellent Order Of The British Empire of which His Majesty has been pleased to appoint you a Commander.

নূতন রেকর্ড নভেম্বর ১৯৪০

"ডাক্তার" ফিল্ম হইতে

P 11846 { আমি বন বুল বুল গাহি গান / সেদিন শুধালো বাণী

পদ্মরাণী চ্যাটার্জ্জি

N 27042 { আজি মধুরাতি প্রিয় / মনে রাখার দিন গিয়েছে

সীতা দেবী

N 27043 { এস বধু আন মধু / আমি চাইনে যারে বারে বারে

আব্বাসউদ্দীন ও কুমারী হেমলতা ঘোষ

N 27044 { আ বা নওজোয়াটা মরিয়া / নাক ডাংরার ব্যাটাটা

কে মল্লিক ও মিস অনিমা

N 27045 { বেলা গেলো সন্ধ্যা হ'লো / কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রসনা

হরিদাস ব্যানার্জ্জী

N 27046 { কিস্ ই ডিও (কমিক)

N 27036 to N 27041 { সতী-তুলসী (পালা-নাটক)

হিজ মাষ্টারস ভয়েস

দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—দমদম

ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ

গল্প

—সই—

কুমারী সুজাতা গুপ্ত বি, এ,

আজ সরসীর কাজের শেষ নেই—অবশ্য রোজই ওর এমনই দিন কাটে! সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত ওর একটুও অবসর থাকে না। ও কাজ করে যায় নিষ্প্রাণভাবে, অবসাদে ওর সারা দেহ ভরে যায়! কিন্তু আজ সকাল থেকেই ওর প্রাণে যেন কিসের আমেজ লেগেছে। রাতের তারা আকাশ থেকে নিভে যাওয়ার আগেই ওর আজ ঘুম ভেঙেছে! উঠানের ডান কোণে পূবদিকে তুলসী গাছ—তার তলাও সকালে উঠে নিকানো পরিষ্কার করে। ঝাঁপ খুলে দিলে গোয়ালের। বৃদ্ধা শাশুড়ীর জন্যে রাখলে তামাক-পাতা গুঁড়িয়ে। প্রতিদিন এরই জন্যে ওকে বহুবার বলতে হয়। চির রুগ্ন পুত্র ক্ষুদু আজ সকালে একবারও মার খেলে না। আর গোপাল, ওর স্বামী, পেলে হাতে হাতে তামাক সাজা! গোপাল জিজ্ঞেস কল্লে ঘোলাটে দৃষ্টি হেনে—"এত সরস মেজাজ যে আজ মেজ বৌ?"—সরসীর মুখে বিস্ময়ের রেখা—সে জবাব দেয় "ওঃ তাও বুঝি জান না? আজ আমি সই-এর সঙ্গে দেখা করতে যাব! কেন, কাল রাতের বেলায় তোমায় তো বল্লাম গো!" গোপাল দাঁড়িয়ে উঠে একটা হাই তুলে কোমরে গামছা জড়াতে জড়াতে বল্লে—"আমার অত মনে থাকে না।"—সরসীর মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে—খেঁকিয়ে বলে—"আমরণ, কোন কথাটাই বা মনে থাকে!" ও রান্নার দিকে চলে। ওকে আজ তাড়াতাড়ি রান্না সারতে হবে। শীতের বেলা দেখতে দেখতে রোদ গড়িয়ে যায়!

রান্না চড়িয়ে ও আজ যেন সব ভুলে যায়। ওর মন ফিরে যায় সেই বহুদিন বহু স্মৃতি-ঘেরা রায়েদের বাড়ীতে। যেন এসব সেদিনের কথা। ওর মা কাজ করতো রায়দের বাড়ীতে বহুদিন থেকে। বাবাকে ওর মনেই পড়ে না—মা-ই ছিল ওর একমাত্র সম্বল। বাড়ীর বড় মেয়ে কল্যাণী বলতে গেলে তার সঙ্গেই ও মানুষ হয়েছে! তারই জামা, জুতো তারই পরিত্যক্ত শাড়ী সরসীর ছিল সম্পত্তি। কল্যাণীর খেতে-না-পারা দুধের শেষ, কল্যাণীর খাবারের ফেলে দেওয়া অংশ থেকে ও মানুষ হয়েছে। রায়দের ছিল মস্ত পরিবার, বহুলোক। ওর মা মেজগিন্নীর দিকেই কাজ করতো। তাই মেজগিন্নীর ছিল ওদের ওপর বেশী অনুগ্রহ! সরসীর কল্পনা আজ ফেনিয়ে ওঠে। ও আজ সব ভুলে যায়—ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত জীর্ণ শীর্ণ দু'তিনটী মরে যাওয়ার পর ছেলে ক্ষুদুর কথা—পানের দোকানে আড্ডাধারী বিশ্ব বকাটে স্বামীর কথা—আর হাঁপানী রোগগ্রস্থা দুর্ব্বল বৃদ্ধা শাশুড়ীর কথা। ওর মন ফিরে চলে যায় সেই সুখ-দুখ ভরা ছোট্ট খেলাঘরের মাঝে! কল্যাণীর ছিল প্রচুর সুসজ্জিত পুতুল—সুন্দর খেলাঘর। সরসী চেয়ে থাকতো লোলুপ দৃষ্টিতে। কল্যাণী কিন্তু বড় ভালো মেয়ে, তার খেলাঘরের অংশ দিত ওকে। ওরা দু'জনে সই পাতালো—ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিল। বেয়ানে বেয়ানে কত ভাব, কত গল্প। সরসী সত্যে সত্যিই নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায়, ও আবার ছোট্ট মেয়ে হয়ে পড়ে। দরজীর দোকানে গিয়ে সরসী চেয়ে আনতো কাপড়ের টুকরো—লাল, নীল, সবুজ! চক্চকে জরী, সোনালী, রুপোলী। ওরা দু'জনে ভাগ করে নিতো—সাজাতো ওদের ছেলে মেয়েকে। সন্ধ্যে-বেলায় পড়তে বসতো ওর সই, আর ও বসতো খাটের নীচে। কল্যাণী বলতো—'সরী উঠে আয় না ওপরে।' ওর মনে ভয় ধরতো, যদি দেখতে পায় মেজমা—তাই ধরা গলায় বলতো, 'তুমি পড় না ভাই কলি। আমি মেয়েছেলের শীতের জন্যে লেপ তৈরী কচ্ছি—"বলে ও বেঁকে-পড়া আলোর ছটায় সূচে সুতো পরায়। দুপুরে কল্যাণী ডাকে 'সরী'—ও জবাব দেয় একটু উঁচু গলায়, 'কি হয়েছে'—ও এগিয়ে আসে। কল্যাণীর মুখে-চোখে এমন ভয় ফুটে ওঠে যে মুখে তর্জ্জনী দিয়ে ওকে চোখ রাঙ্গায়। কাছে এসে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে—'তোর যা গলা! মা উঠে পড়বে যে।' শোন্, দোকান থেকে তেলে-ভাজা নিয়ে আয়, দু'জনে খাবো—এই খাদ্যের ওপর কল্যাণীর ভারি অনুরাগ। কিন্তু বড়দের প্রচণ্ড আপত্তি—তাই লুকিয়ে চুরি করে খাওয়া। তাতেই কত আনন্দ! সরসী আপন মনেই হেসে ওঠে—দিনগুলো ভারি সুন্দর—সত্যিই ভারি সুন্দর ছিল।

তারপর দিন কাটতে থাকে—এদের দু'জনেরই দেহে বসন্ত এসে সাড়া দেয়, আর যেন পুতুলের ঘরসংসারে ওদের মন ওঠে না। সই-এর বিয়ের কথা ওঠে কত জায়গা থেকে—কত কতদূর থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসে। সই এখন সারাক্ষণই দেহের সৌন্দর্য্য বাড়ায়। সইএর মনে রং লাগে, তার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনেও রংয়ের ছোঁয়াচ লাগে। তাই অতি নিভৃতে মার ছোট্ট আয়নার সামনে ও চুল বাঁধতো পরিপাটি করে, কম দামের চুণ-মাখানো সাবানে মুখের রং ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতো আর কালো কপালে পরতো টিপ। কিন্তু ওর মন

উঠতো না—সইএর রূপ ছিল রাজকন্যার মত—ও যেন কুচবরণ কন্যা। আর সরসী ছিল শ্যামলী। তাই সইএর রূপেই ছিল এর প্রাণের সান্ত্বনা। তারপর একদিন সইকে অচিন দেশের এক রাজপুত্তুর এসে নিয়ে গেল। সেদিন সইকে দেখাচ্ছিল অপরূপ। সরসী এখনও তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে! সই চলে গেল অনেক দূর—লোকের মুখে শুনলে সে হচ্ছে পশ্চিম-মুল্লুক। ওর মনের আলো যেন নিভে যায়। শুধু মাঝে মাঝে ক্ষীণ আশা জাগে—সইএর মত সেও যাবে। ওর কাণে এসে পৌঁছায়, মেজগিন্নী বলেন—'সরীর মা, এবার বাপু মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা কর। বড়ও তো হল। তা'ছাড়া আমাদেরও বাড়ীতে—ছেলেরা সব বলতে নেই—বড় হয়ে উঠেছে, ওরাও পছন্দ করে না।'

ওর মা চেষ্টা করেন। সরসী ভাবতো সইএর মত রাজপুত্তুর আসবে, ওকে নিয়ে যাবে। কি কল্পনা ওর ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়। গোপালের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়। সে পানের দোকানে কী একটা করে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ওর মায়ের দেওয়া সুন্দর সোনাকাটা শাঁখা তাও গোপাল বিক্রি করে। এইভাবে দিন কেটে যায়। অনেকদিন পরে সই এসেছে বাপের বাড়ী। সকলের মুখে সে শুনেছে ও নাকি মেমসাহেব হয়ে গেছে। কারুর সঙ্গে বিশেষ আলাপ পরিচয় করে না। সরসীর কিন্তু মনে মনে আশা যে তাকে সই কিছুতেই ভুলবে না। ওর মা অবশ্য এই সংসারে নেই, তবুও ও-বাড়ীর খোঁজ রাখে। ওর ভাবনা আজ ফুলে ফুলে উঠেছে, মনের বাইরে যেন উপচে পড়তে চায়। হঠাৎ ওর চমক ভাঙে ক্ষুদুর করুণ স্বরে—'ও মাগো মনা আমায় মারলে।' সরসী ফিরে আসে বাস্তবে—রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে, ডাকে 'ওরে ক্ষুদু, আয় বাবা আয়। ঝগড়া করে না।'

THE LILY BISCUIT CO. calcutta

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

মেন্স ক্লিয়ার যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ মাসিক ঋতু বিনা কষ্টে পরিষ্কার করিতে অদ্বিতীয় ও নির্দ্দোষ। মূল্য ৫৲ টাকা।

জন্মরোধ ঋতুকালে সেবনে চিরতরে বন্ধ থাকিবে। মূল্য ৪৲, পাঁচ বছরের ৩৲, এক বছরের ১॥০। নিশ্চিত ফলের জন্য গ্যারান্টিপত্র পাইবেন। নিষ্ফলে মূল্য ফেরৎ। প্রতারিত হইবেন না, বিশ্বাস করুন। ঠিকানা—

DOCTORS & CO.,
Mussorie, U. P. (বাঙালী কোম্পানী)

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৯৲ টাকা।

ফ্লোঅেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃদোষ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬।০। ঔষধগুলি গ্যারান্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—**Dr. Bhadury.**
Shakti Medical Hall, Muttra, U. P.

দুপুর এগিয়ে আসে। সরসীর মহা ভাবনা—কী পরে যাবে সইএর কাছে। ঘরের কোণে মাচার ওপর থেকে ও টেনে আনে কোণ-তোবড়ান রং-চটা একটা টিনের সুটকেশ, ক্ষুদুকে সাজায় প্রাণপণে। মাথায় একটু গন্ধ তেল দিয়ে টেরী কেটে দেয়। পূজোর হাটে কেনা একটা সবুজ পাঞ্জাবী আর লাল প্যাণ্ট ওকে পরিয়ে দেয়। পায়ে দেয় হলদে মোজা। তারপর ওর চোখে কাজল আঁকে—মাথায় দেয় একটা রঙ্গীন টুপি।

এবার নিজে সাজে। একটা ময়ূর রংএর তাঁতের হাওয়া সাড়ী ও পরলো। সেবার গোপালের কি মনে হয়েছিল—সহরে গিয়ে ওর জন্যে এই সাড়ীটা কিনে এনেছিলো। হাতে ও পরে লাল রংএর রেশমী চুড়ী, আর কপালে দেয় এয়োতির চিহ্ন—সিঁদুরের ফোঁটা। ক্ষুদুকে কোলে করে ও বেরিয়ে পড়ে। বেরুবার সময় ও একটু হেঁকে বলে শ্বাশুড়ীর উদ্দেশ্যে, 'ও মা, আমি যাচ্ছি গো—দেখিস্ যেন ঘরে গরু বাছুর না ঢোকে।' ও বাইরে থেকে কপাট ভেজিয়ে বেরিয়ে পড়ে—মুখ ওর পানে ভরা। রায়দের বাড়ী ওদের বাড়ী থেকে একটু দূর। কিন্তু আজ যেন সরসী উড়ে চলে হাওয়ার সঙ্গে।

আস্তে আস্তে পৌছায় ও সইএর বাড়ীতে। প্রথমে দেখা হয় ময়নার মার সঙ্গে, সে এখন এবাড়ীর খাস ঝি। ওকে দেখে হেসে বলে—'কি মনে করে গো সরসী। সরসী হাঁপিয়ে পড়ে, অনেকদূর হেঁটে এসেছে তাই চট করে জবাব দিতে পারে না। ক্ষুদুকে নামিয়ে দেয় বড় দালানের ওপর। তারপর মাথার কাপড়টা খুলে বলে—'এই সইএর সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তা ভালো তো?' ময়নার মার অনেক কাজ—বাড়ীতে জামাই কুটুমে ভরা। ও বাসন মাজতে মাজতে উত্তর দেয়—'হ্যাঁ একরকম ভালই। তা দিদিমণি তো এখন ওপরে, জামাইবাবু এসেছেন—আরও সব অনেক লোক আছে বাপু—' বলে সে কাজে মন দেয়। সরসীর মনে যেন কিসের ধাক্কা লাগে—নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলে 'একটু খবর দাও না ভাই।' ঝি জবাব দেয়, 'আমার কি এখন মরবার সময় আছে'—তবুও সে কাকে ডেকে দিতে বলে।

সরসী বসেই থাকে—দেখে উঠানের রোদ সরে সরে যায় ক্ষুদুরও ক্ষিদে যায়। খানিক পরে নেমে আসে সই। সরসীর চমক লাগে, এই চার পাঁচ বছরে সই কত বদলে গেছে। ওকে চিনতেই পারা যায় না—সরসীর প্রাণে কিসের জ্বালা ধরে, সে যেন সইএর রূপের ঝলকে ঝলসে যায়। চোখ নামিয়ে নেয় ও। কল্যাণী বেশী কাছে আসে না। নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে,

"এসিডল"

বিলম্বে হতাশ হইবেন।

জোর করিয়া বলিতে পারি আপনি যদি অম্বল, শূলবেদনা, লিভারের ব্যথায়, অজীর্ণ রোগে অথবা চুকা ঢেকুর উঠা ইত্যাদি ব্যারামে হতাশও হইয়া থাকেন তবে আমাদের বিখ্যাত "এসিডল" একবার ব্যবহার করিলে উক্ত রোগসমূহ হইতে অব্যাহতি পাইবেনই। এক শিশিতে উপকার না হইলে তিনগুণ মূল্য ফেরৎ দিব। মূল্য মাত্র ১।০ পাঁচ সিকা, মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং

পোঃ নীলফামারী. (বেঙ্গল)

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতারিত

জন্ম

দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ

১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ

মূল্য, যথা— ১৷৷০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।

ডি. লামা. পোঃ বক্স নং ৫ হাও

পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বশীকরণ কবচ

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।

অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক

৪নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)

বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

ফোন ২৭৭৪ — বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তৈল

ব্যবহার করুন।

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

'ভালো আছো?' ওই বুঝি তোমার ছেলে? অত রোগা কেন? খুব বুঝি রোগে ভোগে?'—সরসী ভেবে পায় না যে কোনটার জবাব দেবে। শেষে ছেলের বিষয়ই বলে—'হ্যাঁ ভাই'—ও স্বরে সহজ সুর ফিরিয়ে আনে, —'ও বারোমাসই ভোগে। তোমার মেয়ে কই? আনো তাকে দেখি।' সরসী এইটুকু বলেই যেন ফের হাঁপিয়ে পড়ে। ক্ষুদু মুখে একটা আঙুল দিয়ে চুষতে থাকে। সরসী দেখে সেইদিকে কল্যাণী বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি হানে। গম্ভীর গলায় কল্যাণী উত্তর দেয়—'ও বোধ হয় এখন জামা পরছে।' তারপর চেঁচায়—'লছমী, লছমী, স্বকুকে একবার নিয়ে আয় তো।'

লছমী-ঝি স্বকুকে নিয়ে আসে, সরসী দেখে মুগ্ধদৃষ্টিতে। সুন্দর গোল নরম একটি যেন ফুলের কুঁড়ি—নীল চোখ, মাথা-ভরা সোনালী চুল। সে আর পারে না এই ব্যবধান রাখতে, বলে ওঠে রুদ্ধস্বরে—'বাঃ, সই তোমার মেয়ে তো ঠিক খেলা-ঘরের সেই মোমের পুতুলের মতই হয়েছে। দাও না একবার আমার কোলে।' ও হাত বাড়ায় ব্যাকুল হয়ে, স্বকু হেসে ওঠে মিটি মিটি। একটু পরেই কল্যাণী স্বকুকে নিয়ে নেয়। ঝি-এর কোলে দিয়ে বলে আদেশের স্বরে—'যা একে নিয়ে যা এখান থেকে'—তারপর বলে 'আমিও এবার চলি।' সরসী হতবাক হয়ে যায়। ওর কানে এসে বাজে সইএর কণ্ঠস্বর, 'কি যে ছোট লোকের বুদ্ধি। নিজের রুগ্ন ছেলেটার কোলে স্বকুকে বসালে। ছেলের যা চেহারা—পালাজ্বর নিশ্চয়ই।'

সরসীর চোখের সামনে দুলে ওঠে সারা পৃথিবী এই তার সই—যার জন্যে ও সারাদিন কত কল্পনার জাল বুনেছে। সব জাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। ক্রন্দনরতা ক্ষুদুকে কোলে করে ও বাড়ী ফিরলো। পা ওর চলছিল না—কোন মতে যখন উঠোনে এসে পৌছালো তখন ঘরে ঘরে শাঁখ বাজছে। ও যেন আজ স্থবির হয়ে গেছে, পা দুটো ওর আটকে গেছে মাটির সঙ্গে।

দাওয়ায় বসে গোপাল তামাক খাচ্ছিল—শাশুড়ী বোধ হয় গোয়ালে সাঁজাল দিতে গিয়েছে। গোপালের গাঁজার ঝোঁক হয়ত সেদিন বেশী হয়েছিল। গ্রামের যাত্রাদলের পাণ্ডা সে। তাই সরসীকে সজ্জিত বেশে দেখেই ও সুর করে গেয়ে উঠলো—'এলো বুঝি ওগো ধনী! হেন অবেলায়—'বলেই এগিয়ে গিয়ে সরসীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বল্লে—'মাইরি বলছি বৌ, তোকে আজ ভারি সুন্দর মানিয়েছে।' সরসীর সারা অন্তরটা হাহাকার করে উঠলো। ও এক ঝটকা মেরে গোপালকে সরিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। গোপাল হেসে ওঠে হা হা করে, বলে—'এ বাবা তেজ দেখ একবার।' সরসী ক্ষুদুকে ধপ্ করে বসিয়ে দেয়, ছেলে সজোরে কেঁদে ওঠে। তার ওপর সরসী বসিয়ে দেয় গোটা কতক ঘা। হাতের কাঁচের চুড়ীগুলো ভেঙে ফেলে দিলে—ওর মাথায় যেন আজ খুন চাপে। ওর শিরা উপশিরা ফুলে ওঠে—টান মেরে খুলে ফেলে সযত্নে বাঁধা এলো খোঁপা। ক্ষয়ে যাওয়া নোংরা হাতের আঙুলগুলো দেখে ওর গা ঘিন্ ঘিনিয়ে ওঠে। নিষ্পলক ফ্যাকাশে মুগ্ধ দেহের দিকে চেয়ে ওর বুকের ভেতর ওঠে ধক্‌ধকিয়ে। ছেলের কান্না ও আর সহ্য করতে পারে না, ওকে যেন সারা জগত গ্রাস করতে আসে। ও দু'হাতে কান চেপে ময়লা তেল-চিট্‌চিটে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে এই সবের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে।

শিশুদিগের শ্বাসযন্ত্রের দৌর্ব্বল্য।

(দুর্ব্বল বক্ষ)

প্রায়ই শুনা যায় জননীরা বলিয়া থাকেন "অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে দিয়া আমার ছেলেকে বেশী পরিশ্রম করিতে দিতে ভয় পাই—কারণ তাহার বুক দুর্ব্বল" অথবা "আমার মেয়েটি অল্প অল্প কাশে—আমার ভয় হয় পাছে ইহা ভবিষ্যতে একটা সাংঘাতিক কিছুতে না দাঁড়ায়।"

শিশুদিগের ফুসফুসের সম্প্রসারণ ও গঠনের জন্য মুক্ত বাতাসে খেলাধুলা একান্ত প্রয়োজন, তাহাতে নিরুৎসাহ করা উচিত নহে। কাশি দেখা দিবা মাত্রই "টাসানল" ব্যবহার করিলে বিপজ্জনক হইবার পূর্ব্বেই তাহা আরোগ্য লাভ করে।

কাশির প্রথম অবস্থাতেই 'টাসানল' দ্বারা চিকিৎসা করা হইলে তাহা আর যক্ষ্মায় পরিণত হইতে পারে না। 'টাসানলে' রোগ বীজাণু নাশক "থাইমের" বাষ্প সমগ্র ফুসফুসে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে যক্ষ্মাবীজাণু সংক্রমণ নিবারণ করে।

প্রত্যেক জননীরই কর্ত্তব্য সর্ব্বদা এক শিশি 'টাসানল' গৃহে রাখা, যাহাতে কাশি দেখা দিলেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 'টাসানল' নিরাপদ ও নিশ্চিত নিরাময়ক এবং ইহা কাশি, সর্দ্দি, হুপিং কাশি ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি প্রভৃতি যে কোন শ্বাসরোগে দ্রুত কার্য্যকরী। ইহা ব্যবহারে জননীরা যক্ষ্মা সংক্রমণের বড় দুশ্চিন্তা ও ভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন।

কাশি, সর্দ্দি ও যে কোন শ্বাসরোগের জন্য

টাসানল

আপনার ঔষধালয়ে পাইবেন।

মার্টিন এণ্ড হ্যারিস লিমিটেড, কলিকাতা ও বোম্বাই।

T. R. 4.

"আমার ধারণা ছিল টাকা না থাক্‌লে টাকা জমানো যায় না। কিন্তু আমিও এখন টাকা জমাচ্ছি এবং আপনিও তা পারেন। বিশেষ কিছুই নয়। যে কোন পোস্ট অফিসে গিয়ে একটি ডিফেন্স্ সেভিংস্ সার্টিফিকেট কার্ড চেয়ে নিন্—বিনামূল্যে পাবেন। আপনার সুবিধা ও সুযোগমত যখন যেমন পারেন চার আনা দামের ডিফেন্স্ সেভিং স্ট্যাম্প কিন্‌তে থাকুন। চল্লিশটা স্ট্যাম্প হ'লেই আপনার কার্ড ভর্ত্তি হ'বে এবং এই চল্লিশটি চার আনা মূল্যের স্ট্যাম্পের বদলে যে কোন ব্যাঙ্ক থেকে আপনি একটি দশ টাকার ডিফেন্স্ সেভিংস্ সার্টি-ফিকেট পাবেন। এই সার্টিফিকেট আপনার জন্য টাকা উপায় করতে থাক্‌বে এবং দশ বছর পরে এই ১০৲ টাকার সার্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে আপনি তের টাকা ন-আনা পাবেন। উপরন্তু এই টাকার উপর ইনকাম ট্যাক্স নেই।"

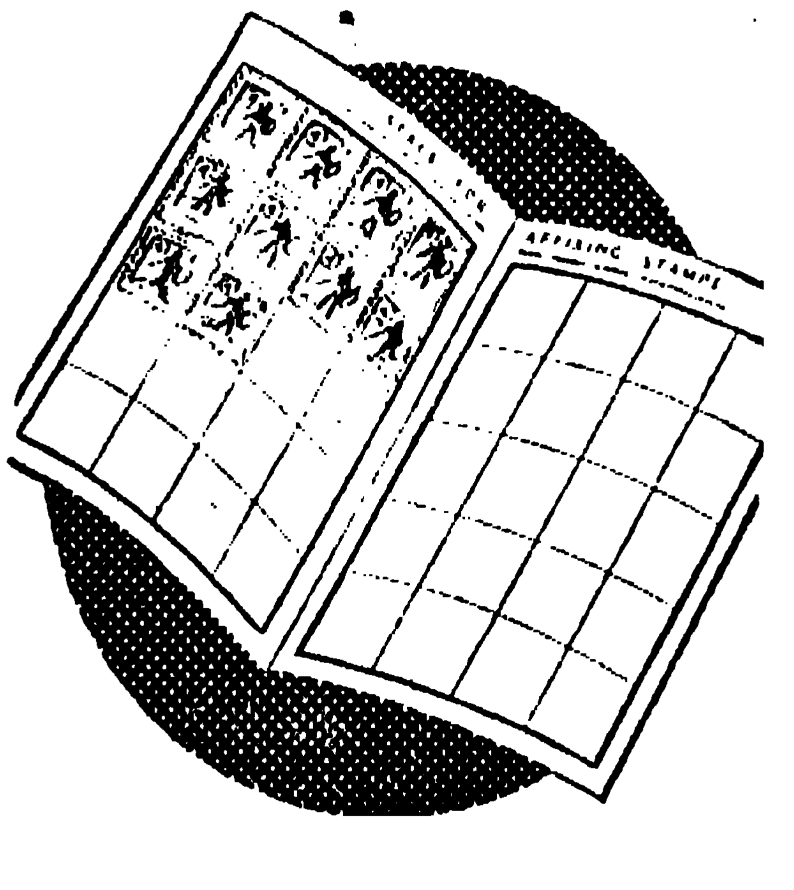

"সত্যি টাকা জমাবার এ-একটি সুন্দর উপায়। এ ভাবে আমিও নিশ্চয় সঞ্চয় কর্‌তে পারি। বস্তুতঃ যে কোন লোকের পক্ষেই এ ভাবে টাকা জমানো অত্যন্ত সহজ ও নিরাপদ।"

ডিফেন্স্ সেভিং সার্টিফিকেট কিনুন

টাকা খাটাবার সব চেয়ে নিরাপদ উপায়

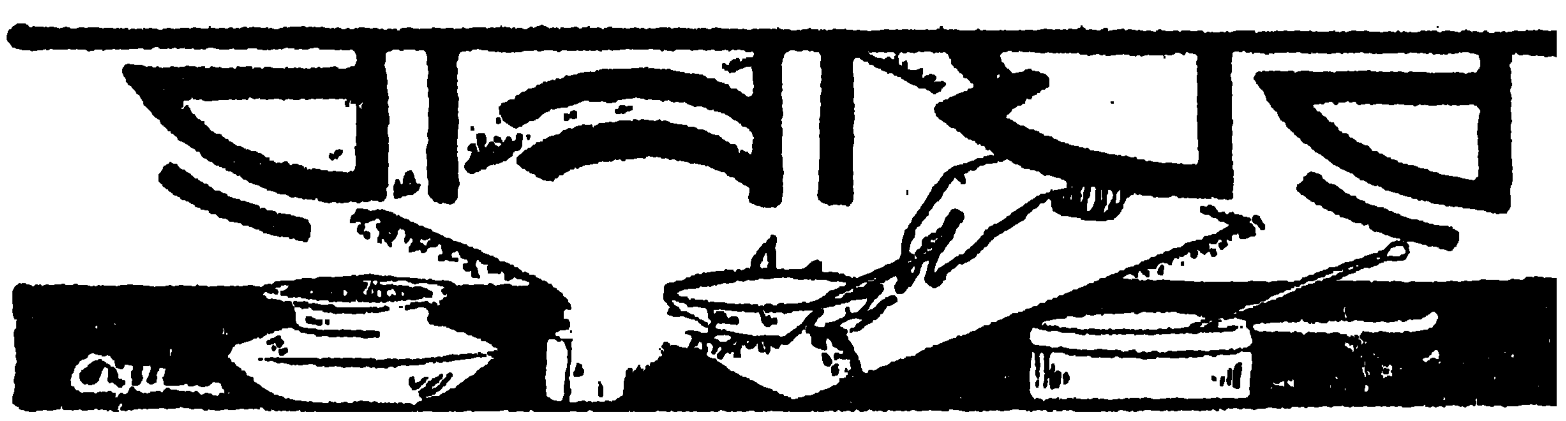

(১৭৪)

বিনা মশলায় আলুর দম

উপকরণ :—আলু পাঁচ পোয়া, সঃ তেল আধ পোয়া, ঘৃত এক ছটাক, লঙ্কা বা পাঁচফোড়ন অনুমান মত, দুধ তিন ছটাক, মিষ্টি ও লবণ অনুমান মত।

প্রস্তুত প্রণালী :—প্রথমে আলুগুলি ভাল ভাবে খোসা ছুলে নিন্, পরিষ্কার জলে আলুগুলি ধুয়ে ফেলুন। কড়াতে সঃ তেল দিন দেড় ছটাক। তেল গরম হলে তাতে আলুগুলি ছেড়ে দিন। আলুগুলি ভাজা হলে, সেগুলি নামিয়ে আলাদা পাত্রে ঢেলে রাখুন। পরে কড়া পরিষ্কার করে অনুমান মত জল দিয়ে আলুগুলিকে সিদ্ধ করুন। সিদ্ধ করবার সময় নুন এবং মিষ্টি অনুমান মত দিয়ে দেবেন। ইচ্ছামত ঝোল রেখে নামিয়ে সমস্ত দুধটুকু দিয়ে দিন। পরে অপর পাত্রে ঢেলে রাখুন। পুনরায় কড়া পরিষ্কার করে মুছে ফেলুন। বাকী তেল আধ ছটাক কড়ায় দিন, তেলটা গরম হলে সম্বরাও লঙ্কা অনুমান মত দিয়ে দিন। সেগুলিকে একটু খরা করে ভেজে নিন। পরে আলুগুলি ওতে দিয়ে সম্বরে ফেলুন, ইচ্ছামত ঝোল রেখে নামিয়ে পরে ঘি দেবেন। ঘি দেবার পর তরকারীটি একবার গরম করে নেবেন, নচেৎ কাঁচা ঘিয়ের গন্ধ ছাড়বে।

কুমারী বিমলা পাল,
পোঃ রসুলপুর, বর্দ্ধমান।

(১৭৫)

মাংসের খিচুড়ী

উপকরণ :—চাউল /১ সের, আধলা ভাজা মুগের ডাল /।০ সের, গাওয়া ঘি /১ সের, আন্দাজমত জাফরান, হলুদবাঁটা, লবণ, আদা ও ধনেবাটা, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, পেঁয়াজকুচি প্রভৃতি।

প্রণালী :—প্রথমে চাল ডালকে বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবেন। তারপরে চালকে ধুইয়া শুকাইয়া তাহাতে দুধে বা জলে জাফরান গুলিয়া মাখাইয়া আধ সের ঘৃতে ভাজিবেন। তারপরে আন্দাজমত জল ঢালিয়া দিবেন। এদিকে অন্য উনানে পাকপাত্র বসাইয়া তাহাতে ঘি দিয়া পেঁয়াজখণ্ডগুলি দিয়া ভাজা-ভাজা হইলে তাহাতে মাংস খণ্ড দিয়া নাড়িবেন। মাংস হইতে জল বাহির হইয়া মরিয়া আসিলে তাহাতে লবণ, ধনে ও আদাবাঁটা, লঙ্কাবাটা, পেঁয়াজবাঁটা ও প্রয়োজনমত জল দিয়া মুখ ঢাকিয়া দিবেন। বেশ সুসিদ্ধ হইয়া আসিলে অন্য পাত্রস্থিত চাল ডাল প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিবার সময় হইলে মাংসের পাত্রে ঢালিয়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লবঙ্গ, ছোট এলাচ, দারচিনি প্রভৃতির গুঁড়ো ও কয়েকটী তেজপাতা ও বাকী ঘৃত দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দমে বসাইবেন। অল্প আঁচে ধীরে ধীরে সিদ্ধ করিবেন যাহাতে ধরিয়া না যায়। সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া নিন।

শ্রীমতী কমলরাণী তালুকদার,
বদরপুরঘাট।

(১৭৬)

ছোলার ডালের মোহনভোগ

উপকরণ :—ছোলার ডাল এক পোয়া, চিনি দেড় পোয়া, ঘি আধ পোয়া, কিসমিস্ এক ছটাক, পেস্তা আধ ছটাক, জাফরান এক আনার, ছোট এলাচ ও দারচিনি এক পয়সার।

পেস্তা, কিসমিস্ সরু সরু করিয়া কুচাইয়া রাখুন। এইবার এক পোয়া ছোলার ডাল সুসিদ্ধ একটি চুবড়ীতে ঢালিয়া দিন, ১০।১৫ মিনিট পরে ঐ সমস্ত ছোলার ডাল শীলে বেশ করিয়া বাটিয়া নিন। পরিষ্কার এলুমিনিয়মের হাঁড়ীতে অল্প ঘৃত ঢালুন ও তাহাতে বাঁটা ডাল, চিনি, দারুচিনি, ছোট এলাচ ঢালিয়া হাঁড়ীটি উনানে চাপান, এবং হাঁড়ীর দ্রব্য অনবরত নাড়িতে থাকুন। যখন দেখিবেন রস শুকাইয়া মোহনভোগ শক্ত হইয়া আসিতেছে তখন বাকী ঘৃত ঢালিয়া দিন ও তৎসহ বাদাম, পেস্তা, কিসমিস্ জাফরান গুলিয়া ঢালিয়া দিন এবং বেশ নাড়িয়া-চাড়িয়া নামাইয়া নিন। ইচ্ছা হইলে গোলাপজলও দিতে পারেন। সাবধান। যেন তলা না ধরে।

মিস্ খায়রুননেশা মহম্মদজান,
বড়বাজার- মেদিনীপুর

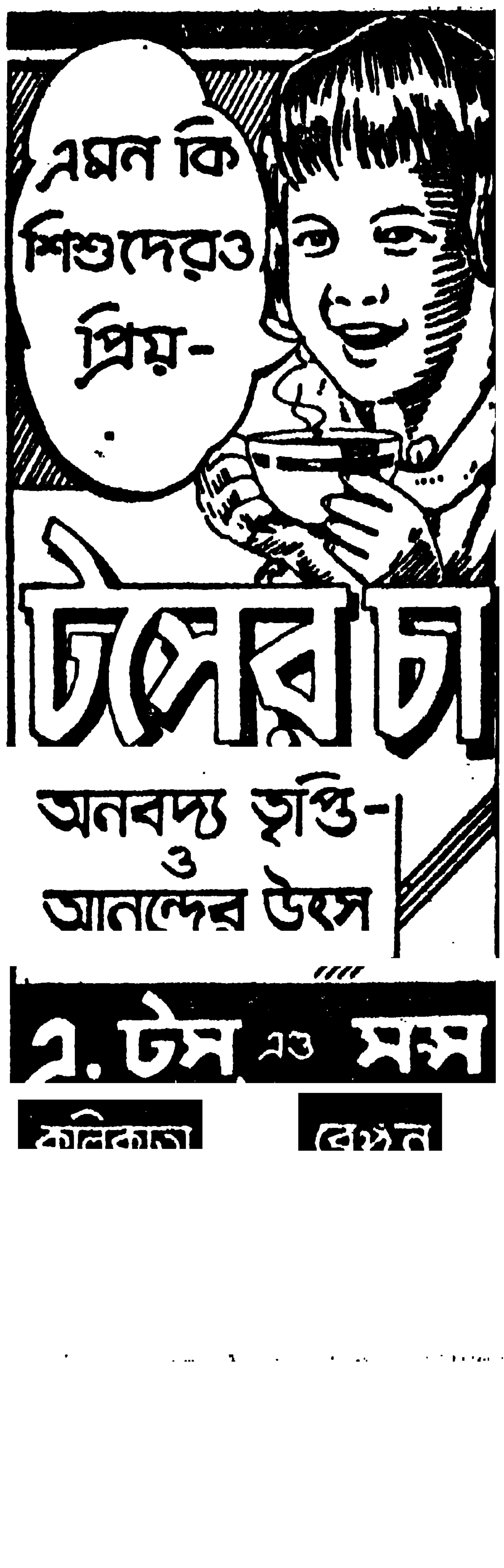

আধুনিক বিজ্ঞান ও রূপ

—শ্রীশ্যাম বসাক

বৈজ্ঞানিকের কঠোর সাধনার ফলে বিজ্ঞানকে আজ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অতি সামান্য কাজেও নিয়োজিত করা সম্ভবপর হয়েছে। এর ফলে আধুনিক যুগের মানুষের জীবন-যাপনের প্রণালী আগেকার দিনের চেয়ে অনেক সহজ ও সুখকর হয়ে উঠেছে। এযুগে মানুষের নিজ জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান এমনই ভাবে জড়িয়ে গেছে যে তাকে আর সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিজ্ঞান রোগার্ত্ত নরনারীকে ব্যাধিমুক্ত করে জীবনই দেয়নি, যৌবনও দিয়েছে। মানুষকে যৌবনযুক্ত করার পরেও বৈজ্ঞানিকের সাধনা শেষ হয়নি, আর এক নতুন পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। আধুনিক যুগের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মানুষকে প্রয়োজনানুযায়ী রূপবান করে তোলার সাধনায় মগ্ন হয়েছেন।

সাধারণ মানুষের কাছে দেহের বর্ণ একটা বাহ্যিক বস্তু বলে বিবেচিত হলেও বৈজ্ঞানিকের নিকট রূপ একটা নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকের নিকট রূপ একটা বাহ্যিক আবরণ মাত্র নয় তার সঙ্গে আছে দেহ-তত্ত্বের নিগূঢ় সম্বন্ধ। রূপের পিছনে আছে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবস্তু গ্রহণের ইতিহাস, জীবন যাপন প্রণালীর পার্থক্য, দেহমধ্যস্থ যন্ত্র সকলের ক্রিয়ার তারতম্যের পরিচয়। দেশভেদে একজাতির নরনারীর সঙ্গে অন্যজাতির নরনারীর দেহবর্ণের যে প্রভেদ দেখা যায় অনেকের ধারণায় বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ুর প্রভাবই তার প্রধান কারণ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এই মত পোষণ করেন না। জলবায়ুর প্রভাব ছাড়াও এমন অন্য কোন কারণ আছে যার ফলে একজনের দেহের বর্ণের সঙ্গে আর একজনের দেহের বর্ণের প্রভেদ লক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন ভবিষ্যতে তাঁরা এমন তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হবেন—যার সাহায্যে প্রত্যেক মানুষকেই রূপবান্ করা সম্ভব হবে। রূপহীনতার জন্য যে আক্ষেপ, সেদিন আর তা থাকবে না। রূপ তখন মানুষের করায়ত্ত হবে।

নর-নারীর দেহবর্ণের প্রভেদের মূলে তাপ এবং শৈত্যের প্রভাবই যে ক্রিয়াশীল—একথা আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা মানেন না। সূর্য্যের উত্তাপের আধিক্য বা অল্পতাই যদি মানুষের দেহ-বর্ণের তারতম্যের কারণ হত, তবে এ বিষয় অতি সহজেই মীমাংসিত হয়ে যেত এবং এ বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মাথা ঘামাবারও কোন প্রয়োজন হত না। কেন না, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কালো এবং শীতপ্রধান দেশে ফরসা রং-য়ের নর-নারীই দেখা যেত—এর কোনরূপ ব্যতিক্রম হত না। কিন্তু যখন এর ব্যতিক্রম হয়ে আসছে, তখন এর মূলে অন্য কারণ নিশ্চয়ই আছে—এই বিশ্বাস নিয়ে আধুনিক যুগের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক সেই অজ্ঞাত কারণ আবিষ্কারে ব্যাপৃত আছেন।

মানুষের দেহ বিরাট পৃথিবীরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিষ আছে যার সম্বন্ধে মানুষ আজ পর্য্যন্ত সম্যক জানতে পারেনি। তেমনই মানুষের দেহকে অবয়বের ফলে বহুদিন যাবৎ নানা পরীক্ষা ও আবিষ্কারের পরেও বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—মানুষের দেহ সম্বন্ধে জানবার আরও অনেক বাকী আছে। মানুষের দেহের মধ্যে এমন সকল গ্রন্থি আছে যেগুলির ক্রিয়া-বৈষম্যই নরনারীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের তারতম্যের কারণ। ডাঃ কীথ্, মাথ্ প্রভৃতি বলেন—এই সকল গ্রন্থির ক্রিয়া সুসম্পাদনের দ্বারা দেহে রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টির ফলে দেহের বর্ণ সুন্দর করা সম্ভবপর হবে।

অধিবৃক্কীয় রসগ্রন্থির রাসায়ণিক উপাদান চামড়ার নিম্নস্থ রক্তবহা নাড়ীসকলের মধ্য দিয়ে রক্ত সঞ্চালনের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে দেহত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষণে সহায়তা করে। এই গ্রন্থির ক্রিয়া বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শীত ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নরনারীর সমভাবে কার্য্যক্ষম ও সুন্দর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অধিবৃক্কীয় রস, পার্থতীর্থক ও অবটু প্রভৃতি গ্রন্থি সকলের ক্রিয়া একই সময়ে ঠিক ভাবে না হওয়ার ফলে দেহে যে রাসায়নিক উপাদান সৃষ্টির তারতম্য ঘটে তারই ফলে একের দেহবর্ণের সঙ্গে অন্যের দেহবর্ণের পার্থক্যের এও একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

দেহবর্ণের বিভিন্নতার সমস্যা এইখানেই সমাধান হয়নি। আধুনিক রসায়ন ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এরূপ তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে—যার দ্বারা প্রমাণিত হয়—আমাদের দেহে খনিজ উপাদানের আধিক্য বা অল্পতাও এ বিষয়ে কতক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে।

...ার চট্টোপাধ্যায়ের

নুতন সুবৃহৎ উপন্যাস

জয়ন্তী

—মূল্য ঃ আড়াই টাকা—

প্রাপ্তিস্থান : দীপালী গ্রন্থশালা ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়।

বৃদ্ধি স্থগিত থাকে ও নানা রোগের সূচনা করে। লোহা মানবের শরীর সুস্থ ও সবল রাখার পক্ষে একটী অমূল্য উপাদান রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। অন্যান্য খনিজ পদার্থেরও সেইরূপ বিশেষ বিশেষ গুণ আছে এবং দেহধারণের পক্ষে সেগুলিও প্রয়োজনীয়। দেহের পোষণের উপযোগী খনিজ পদার্থ সমূহের উপকারিতার বিষয় কতকটা নির্দ্ধারিত হলেও সেগুলি যে মানবদেহের আরও অন্যান্য প্রয়োজনেও লাগতে পারে—আজকের দিনের বৈজ্ঞানিকেরা এরূপ মত পোষণ করেন। ভবিষ্যতে এই সকল খনিজ উপাদানকে তাঁরা দেহবর্ণের পার্থক্য দূরীকরণে নিয়োজিত করে যে সফলকাম হবেন এ আশা তাঁরা করেন।

খনিজ পদার্থ যদি গ্রন্থি সকলের ক্রিয়া সম্পাদনে সাহায্য করে, গ্রন্থিসকল যদি রাসায়নিক উপাদান উৎপাদনে সাহায্য করে এবং রাসায়নিক উপাদান যদি দেহত্বকের বর্ণের পার্থক্য দূরীভূত করতে পারে তবে কালোকে ফরসা করা যেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার বোলে বোধ হবে না তেমনই কালো রং নিয়ে জন্মালেও ক্ষোভের কোন কারণ থাকবে না।

মাটীর নীচে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ থাকার ফলে যেমন মাটীর রংয়ের পার্থক্য দেখা যায় তেমনই দেহস্থিত বিবিধ খনিজ উপাদানে প্রাচুর্য্য বা অল্পতা রংয়ের ভেদ সৃষ্টিতে সহায়তা করে—এরূপ মতও কেউ কেউ পোষণ করেন।

কোন কোন খনিজ উপাদান দেহে থাকলে মানুষ সুন্দর হয় এবং সেগুলি দেহ-যন্ত্রের ওপর কিরূপ ভাবে কাজ করলে নতুন রংয়ের সৃষ্টি করে—এ সম্বন্ধে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। তাঁদের সাধনা যে মানুষের বর্ণবৈষম্য দূর করে রূপহীনকে রূপের অধিকারী করতে সমর্থ হবে—আধুনিক কালের বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিই তার প্রকৃষ্ট প্রমান।

আপনি কি বলেন ?

(৮৩)

আনারসের পোলাও

মাননীয়া "দীপালী" নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

গত ১৯৪০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের দীপালীর ৩৬শ সংখ্যায়, দিনাজপুর জেলার সালন্দর সাকিনের, ভগ্নী মিসেস সখিনা খাতুন চৌধুরী "আনারসের পোলাও" প্রস্তুত প্রণালী জানিতে চাহিয়াছেন, নিম্নে প্রস্তুত প্রণালী দিলাম।

উপকরণ ও পরিমাণ :—মাংস ৴১ সের, চাউল ৴১ সের, আনারস ৴১॥০ দেড় সের, ঘি দেড় পোয়া, পাতিলেবুর রস ৴।০ পোয়া, চিনি ৴॥০ আধ সের, আদা ৩ তোলা, ধনে ৩ তোলা, কালজীরা ১ তোলা, লবণ ৪ তোলা, জল ৴৪ সের, গরম মশলা।

প্রণালী :—আনারসের ছাল ও চোখ বাদ দিয়া খণ্ড খণ্ড আকারে কাটিয়া ১ তোলা লবণ মাখাইয়া পরিষ্কার জলে বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবেন, একটি হাঁড়িতে ৴৪ সের জলের সহিত আদা, ধনে, অবশিষ্ট লবণ এবং মাংস, জলে দিয়া ৴১ সের থাকিতে নামাইবেন, মাংস ও ঐ আকনি পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া রাখিবেন। তারপর আধ ছটাক ঘিয়ে কালজীরা ফোড়ন দিয়া তাহাতে আকনি সমেত মাংস সাঁতলাইয়া আকনি ও মাংস পৃথক করিয়া রাখিবেন। একটি হাঁড়িতে করিয়া এই আকনির জলের সহিত এক সের খণ্ড খণ্ড আনারস ও জল ভিন্ন করিয়া রাখিবেন। এই জলে লেবুর রস ও চিনি দিয়া পানক প্রস্তুত করিবেন। অর্দ্ধেক পরিমাণ পাকের সহিত পূর্ব্বরক্ষিত আধসের আনারস মৃদু জালে সিদ্ধ করিতে থাকিবেন। এই পাকে জল প্রায় শুকাইয়া আসিলে উহা নামাইয়া রাখিবেন। তৎপরে হাঁড়িতে কালজীরা পূর্ব্বের সিদ্ধ আনারস ঢালিয়া দিয়া তাহার রস দিয়া অল্প অল্প জাল দিতে থাকিবেন। উহার রস শুকাইয়া আসিলে চাউলগুলি আধসিদ্ধ করতঃ তাহার মাড় গালিয়া ফেলিবেন, এবং আধসিদ্ধ অন্ন ও মাংস সজ্জিত হাঁড়িতে ঢাকিয়া তদুপরি আকনির জল ও ঘি দিয়া হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া উনুনে বসাইবেন। ইহা বেশ সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া লইবেন। ইহা একটু সতর্কতার সহিত রান্না করিলে খাইতে বেশ সুস্বাদু হয়।

শ্রীতৃপ্তিরাণী ব্যানার্জ্জী,
মেদিনীপুর

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেস্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোনঃ বি, বি, ৩৭১১

সরল সীবন-শিক্ষা
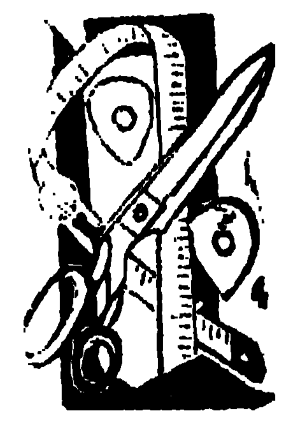
১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।
মূল্য ১॥০ মাত্র।
৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

মিথ্যা প্রমানে ২৫০ পুরস্কার
স্বর্ণ-মাদুলী (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড) ধারণে সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ। মূল্য প্রত্যেকটি ১০। ভিঃ পিঃ খরচ ।৶০। তিনটি একত্রে লইলে ভিঃ পিঃ খরচ লাগিবে না।
কে, চক্রবর্ত্তী, পোষ্ট বক্স নং ৭৮২৪, কলিকাতা

দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুন
আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলে প্রত্যেক নরনারী ঘরে বসিয়া অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে নিজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারেন। বিনা মূল্যে বিস্তারিত বিবরণ পাঠান হয়।
Miss. Sheila Fox, Deptt 5.
Modern Beauty Culture (India), Delhi

পরিচালক-শ্রী নীহাররঞ্জন গুপ্ত

শীত আসিয়া গেল। শরৎ ছুটীর ঘণ্টা বাজাইয়া 'শীত'কে কহিয়া গেল, "আমার যাবার সময় হলো, এবার তুমি এসো বন্ধু! আমি চলিলাম।" এই ত' নিয়ম—একজন যায়, অন্য জন আসে আমরাও আগাইয়া চলি।

তোমাদের অনেকের নিকট হইতেই অনেক রকমের চিঠি পাইয়াছি, কিন্তু সকলকে পৃথক পৃথক ভাবে জবাব দিতে গেলে সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়: তাই ছুটীর ঘণ্টার মধ্যেই তোমাদের সকলের চিঠির জবাব দিব.

শ্রীঅনিলকুমার মজুমদার (কলিকাতা)—তোমার 'হাস্য কৌতুক' পাইলাম, কিন্তু ছাপাইবার মত হয় নাই—তাই ওটা বাতিল করিতে হইয়াছে। আরো ভাল লেখা পাঠাইতে চেষ্টা করিও—ভাল হইলে নিশ্চয়ই ছাপা হইবে। দুঃখিত হইও না, কেমন?

শ্রীমান মুকুট রায়—আমরা আগামী বড়দিন বা নববর্ষ সংখ্যা হইতেই সভ্য হইবার কুপন ও নিয়মাবলী দিব। আমাকে কোন আত্মীয়তার বাঁধনে বাঁধিতে চাহিও না: নামের আত্মীয়তার কোন মূল্য আমার কাছে নাই। মনে ভাবিও আত্মীয়, তাহা হইলেই চলিবে। তোমাদের ইচ্ছামতই "ছুটীর ঘণ্টা" সাজাইবার চেষ্টা আমরা করিতেছি এবং শীঘ্রই তাহা হইবে। আর চিঠির মধ্যে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার ভাবে না লিখিয়া দিলে এবার হইতে সে চিঠি আমাদের কাছে গ্রাহ্য হইবে না। আর আসল নাম দিতে হইবে, অন্য নাম চলিবে না।

শ্রীমতী প্রতিমা পাল—তোমার 'আহরণী' পাইয়াছি: সময়মত প্রকাশ করা হইবে। তোমার ঠিকানা দাও নাই কেন? ঠিকানা না দিলে লেখা এবার হইতে কিন্তু অগ্রাহ্য হইবে

*

১নং পুরস্কার প্রতিযোগিতার এবারে অনেকেই যোগ দিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, **কল্যাণীয়া রমা গুপ্তা** (ভাগলপুর) ছাড়া ধাঁধার উত্তর কাহারও সঠিক হয় নাই। কল্যাণীয়া, প্রথম পুরস্কার তোমারই প্রাপ্য। তুমি তোমার ফটো পাঠাইও। আমরা "ছুটীর ঘণ্টা" বিভাগে ছাপাইয়া দিব। খুব আনন্দ হইতেছে, না? ২নং প্রতিযোগিতায় তোমার ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। ১নং প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কারটি প্রায় সকলেরই ঠিক হইয়াছে। সেইজন্য সেটা লটারী করিয়া আগামী সপ্তাহে জানাইব।

এবারে আর একটি নতুন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইল। সেটা কার কেমন লাগে জানাইও। মনে থাকে যেন সকলের এবার হইতে প্রত্যেক লেখা বা পত্রাদির সঙ্গে নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হইবে। আচ্ছা, তবে আসি।

পরিচালক: ছুটীর ঘণ্টা

এবারের নূতন প্রতিযোগিতা

(২)

শিশু-সাহিত্যের সব চাইতে যে বইগুলো তোমাদের প্রিয় এমনি কুড়িখানা বই ও তাদের লেখকের নাম পর পর লিখে জানাও।

ভোটে যে কুড়িখানা বই সব চাইতে বেশী ভোট পাবে এবং উত্তর দাতাদের মনোমত সব চাইতে বেশী বই নির্ব্বাচিত লিস্টে থাকবে তাকে তিন টাকা দামের বই পুরস্কার দেওয়া হবে। কোন অনুবাদ সাহিত্যের নাম তালিকায় থাকতে পারবে না।

কোন কবিতার বইও থাকতে পারবে না। শুধু মাত্র ছোটদের গল্প ও উপন্যাসের বইয়ের নাম করতে হবে। প্রতিযোগিতা কুপন ছাড়া উত্তর অগ্রাহ্য হবে।

কুপন আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

দেশ-বিদেশ

দেশের খবর কিছু রাখ সবাই তোমরা নিশ্চয়ই, বিদেশের খবর' ত রাখই। আজ পৃথিবীতে যে প্রলয়ের আগুণ জলে উঠেছে সাগর পারের দেশে দেশে; তার আলোয় আজ চোখ ঝলসে যাচ্ছে। জার্ম্মানী, ইতালীকে কেন্দ্র করে অলক্ষ্যে আরো কয়েকটি দেশের চাপা উৎসাহ পেয়ে জার্ম্মানী সমগ্র ইউরোপের মাঝে মহা অশান্তির সৃষ্টি করেছে দিবারাত্র বোমা আর গোলাগুলির উৎপাতে, শত সহস্র নর-নারী কিন্তু প্রত্যক্ষ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে দুরু দুরু বক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাচ্ছে।

জার্ম্মানী নানাভাবে ইংলণ্ডকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করেও কিছুতেই এঁটে উঠ্‌তে পারছে না। হাজার হাজার পদাতিক সৈন্য এসে ফ্রান্সের উপকূলে জমায়েৎ করল। ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে গেল এবং হাজার হাজার বোমারু বিমান আকাশ পথে উড়িয়ে বোমা ফেলে লণ্ডন ধ্বংস করবার চেষ্টা করলে কিন্তু কিছুতেই যেন এঁটে উঠ্‌তে পারছে না। ইংরাজদের অসীম সহিষ্ণুতা ও মরণ পণ মৃত্যুকেও যেন আজ উপেক্ষা করতে চায়। দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীনতার যে পুলক-স্পন্দন তাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছে তারই নেশায় আজ তারা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

পরাধীনতার শিকল তাদেরই পায়ে শুধু বেদনা জাগায় যারা স্বাধীনতার রস আস্বাদ করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। বর্ত্তমানে জার্ম্মানী তার অমানুষিক অভিযানের গতি বল্কানের উপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে চালিয়েছে।

অনেকে আশঙ্কা করছেন যে হয়ত এর পর জার্ম্মানী বুঝি তুরস্ক, বুলগেরিয়া ও গ্রীসের দিকে হাঁ করে ছুটে যাবে সেগুলিকে বিধ্বস্ত করতে।

বল্কানের ধারে ধারে আশে পাশে যে সব ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো আছে তাদের মধ্যে একমাত্র রুমানিয়া ছাড়া লাভজনক আর কোনটাই ত' নেই, তবুও জার্ম্মানীর লক্ষ্য ওদিকে বলে মনে হয়, আসলে হয়ত জার্ম্মানীর উদ্দেশ্য বল্কান নয় ভূমধ্য সাগর। ব্রিটেনকে যখন কোন ভাবেই কাবু করা যাচ্ছে না তাতেই বোধ হয় এবারে জার্ম্মানী ও ইতালী ফন্দি এঁটেছে যে ইংরাজের অধীনস্থ সুয়েজ ও জিব্রাল্টারের ঘাঁটি দুটো দখল করে ইংরাজকে ভাতে মারতে।

সত্যই যদি জার্ম্মানীর উদ্দেশ্য তাই হয় তবে যুগোশ্লাভাকিয়াও বাদ যাবে না।

ওদিকে যুদ্ধের টানে লোহা ও বারুদের বোধ হয় টানাটানি পড়েছে। তাই জার্ম্মানী লোহার বদলে কংক্রিট দিয়ে বোমা বানাতে সুরু করেছে। বারুদের বদলে পেট্রোল দিয়ে বোমা বানাচ্ছে।

কী দুষ্টুমি বুদ্ধি দেখ। শয়তানী আর কাকে বলে? এদিকে ফ্রান্স জার্ম্মানী ও ইতালীর সাথে যোগ দিয়েছে। ইতালী আলবেনিয়ার মধ্য দিয়ে গ্রীস আক্রমণ করেছে। গ্রীসবাসীও তাদের জন্মভূমি রক্ষা করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে।

ব্রিটেন গ্রীসকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে নানা প্রকারের যুদ্ধোপকরণ নিয়ে।

আজ এই পর্য্যন্ত। —'পারাবত'

চিত্র-প্রদর্শকদের নিকট অভাবনীয় আনন্দ-সংবাদ!

ভ্যারাইটী পিকচার্স লিঃ-র

তিনখানি আগামী চিত্র

কর্ণার্জ্জুন :: বভ্রুবাহন

ও

সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

কৈকেয়ী

খ্যাতনামা পরিচালক ও শিল্পী সমাবেশে মহা সমারোহে প্রস্তুত হইতেছে

—একমাত্র পরিবেশক—

ভ্যারাইটী ফিল্মস

৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মণিমঞ্জিলের রহস্য

(বড় গল্প)

—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

(২)

ট্রেন এসে যখন বাঁকুড়া ষ্টেশনে থামল, রাত্রি তখনও শেষ হয় নি।

বিলীয়মান আঁধারের শেষটুকু ধূসর ছায়ার মতই প্রকৃতির প্রান্ত ঘেঁষে যাই-যাই করছে।

জাগরণ-ক্লান্ত শুকতারার দু'চোখ ভরেও বুঝি ঘুমের ঢুলুনী নেমেছে।

একটা কুলি এসে শুধাল: কুথা যাবেন আজ্ঞে?

কিরিটী অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে বললে, কিন্তু ওদেরত' লোক পাঠাবার কথা ছিল?

এমন সময় দেখা গেল একজন বৃদ্ধ মতন ভদ্রলোক ওদের দিকেই এগিয়ে আসছেন, বৃদ্ধ ওদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনাদেরই কি কলকাতা হতে আসা হচ্ছে?

: হাঁ।…কিন্তু আপনি?

: আমার নাম সুবিনয় সেন, পাল ষ্টেটের ম্যানেজার।…আপনারা মানবেন্দ্রবাবুর বাড়ী যাবেন ত'?

: আজ্ঞে হাঁ।…

*

যে লাল রাস্তাটা কলেজের পাশ দিয়ে বরাবর ছাতনার দিকে চলে গেছে, কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তারই উপরে পালেদের প্রকাণ্ড প্রাসাদতুল্য বাটী।…মস্ত লৌহ ফটক। একপাশে কালো পাথরের গায়ে সোনালী রং দিয়ে লেখা 'মণিমঞ্জিল।'…

গেট পার হয়ে কাঁকর বিছান রাস্তা, দু'পাশে পাম ট্রি ও পাতাবাহারের ও নানা জাতীয় মরশুমি ফুলের গাছ।

চওড়া শ্বেত পাথরের সিঁড়ি, তার দু'পাশে ফুলের টব বসান। সামনে একটা ঘোরান বারান্দা। দামী দামী সব আসবাবপত্রে বারান্দাটি অতি আধুনিক কেতায় সাজান।

বাইরের ঘরেই দীপেন্দ্র ও সৌরীন্দ্রবাবু বসেছিলেন ওদের অপেক্ষায়।

সুবিনয়বাবুর পিছু পিছু কিরিটী, সুব্রত ও রাজু এসে ঘরে প্রবেশ করল।

নমস্কার।…

দীপেন্দ্র ও সৌরীন্দ্রবাবু প্রতি-নমস্কার জানালেন।

দীপেন্দ্রবাবু বললেন, সারারাত ট্রেনে শরীরের উপর দিয়ে যথেষ্ট ধকল গেছে, আজ আপনারা বিশ্রাম করুন, কাল কথা হবে। কিন্তু আপনাদের মধ্যে মিঃ রায় কোন জন?

সুব্রত কিরিটীকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে পরিচয় দিল, ইনিই মিঃ কিরিটী রায়?

: নমস্কার।…আপনার কথা প্রায়ই কাগজে দেখি। বিশেষত সেই বিখ্যাত দস্যু কালোভ্রমর ও শ্রীপুর ষ্টেটের * সেই রহস্য উদ্ঘাটনের পর হতে আপনার প্রতি পাবলিকের শ্রদ্ধা অত্যন্ত বেড়ে গেছে।… আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্যে সত্যই আনন্দিত হলাম।…

*

বাড়ীখানি সর্ব্বসমেত তেতালা।

দামী পাথর ও মোজেইকে বাড়ীখানি আগাগোড়া গড়ে তোলা হয়েছে। আধুনিক রুচিসঙ্গত ভাবে প্রত্যেকটি ঘরই দামী দামী আসবাবপত্রে অতি সুন্দর করে সাজান ও গোছান।

নীচের তলায় সর্ব্বসমেত পাঁচখানি ঘর। একখানি বৈঠকখানা। একখানায় অফিস ও অন্যান্য তিনখানার একখানায় চাকর-বাকর ও কর্ম্মচারীরা থাকে ও একখানা গুদাম ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়, অন্যটা বেশীর ভাগ সময় প্রায় বন্ধই থাকে; কচিৎ কখনো প্রয়োজন হলে সেটাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দ্বিতলে ঠিক একই রকমের ব্যবস্থা।… বেশীর মধ্যে শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ঘেঁষে একটা খোলা ছাত।

তেতালায় একখানি মাত্র ঘর।

বাড়ীর ভিতরকার সিঁড়ি ছাড়াও বাড়ীর পিছন দিয়ে একটি লোহার ঘোরান সিঁড়ি তেতালায় উঠে গেছে ঘুরে ঘুরে।

বাড়ীর দুই পাশে ফুলের বাগান।

শীতের নানা জাতীয় বিচিত্র মরশুমি ফুলে বাগান একেবারে ছেয়ে আছে।…

বাড়ীর পিছন দিকে খোলা মাঠ।…

মাঝে মাঝে দু'একটা পলাশ ও বাবলার গাছ। তাতে লাল ও হলুদ ফুল ফুটে নিঃসঙ্গ প্রান্তরের রিক্ততা যেন কতকটা পূর্ণ করেছে। দূরে বহুদূরে নীল আকাশের কোল ছুঁয়ে কালো মেঘের মত পাহাড়ের ইসারা জাগে।

বাড়ীর সামনে দিয়ে পায়ে চলার লাল সুরকীর পথ কোথায় চলে গেছে কে জানে।

বাড়ীতে এখন লোকজনের মধ্যে তিন ভাই দীপেন্দ্র, সৌরীন্দ্র ও লোকেন্দ্র। তিন জনেই অবিবাহিত।

বড় ভাই মানবেন্দ্রবাবুও বিবাহ করেন নাই।

এ-ছাড়া দীপেন্দ্রবাবুদের এক বুড়ী বিধবা পিসিমা; তিনিই সংসার দেখাশুনা করেন।

* কিরিটী রায়ের অদ্ভুত কলা-কৌশলের সঙ্গে রহস্য ভেদের কথা যদি জানতে চাও তবে আমার লেখা 'কালোভ্রমর' ও 'ডাইনীর বাঁশী' পড়—তাহলেই সব জানতে পারবে—লেখক।

বাড়ীতে চাকর তিন জন।

দুই জন স্থানীয়। আর একজন বহুকালের পুরানো লোক, নাম তার অম্বিকা।

মানবেন্দ্রবাবুর বয়স যখন মাত্র এগার বৎসর, সেই সময় অম্বিকা এ-বাড়ীতে আসে আর আজ পর্য্যন্ত সে এ-বাড়ীতেই আছে।

কোথাও যায় নি।

*

বেলা প্রায় পড়ে এল।

দিনান্তের শেষ আলোটুকু তখনও আকাশের গা'য়ে জড়িয়ে আছে।

দোতালার একখানি ঘর কিরিটীদের জন্য ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।

চা খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল।

একটা গোল টেবিলের চারপাশে কিরিটী, রাজু, সুব্রত ও দীপেন্দ্র ও সৌরীন্দ্রবাবু বসেছেন।

দীপেন্দ্রবাবু বলছিলেন: দাদা আমাদের যে কতখানি ছিলেন তা মুখে বলে আপনাকে বোঝাতে পারব না মিঃ রায়।

মা যখন মারা যান দাদার বয়স তখন সাত, আমার তিন ও সৌরেনের দেড় বৎসর, লোকেনের মাত্র সাত মাস। ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে আমরা বাবার কাছ হতেই একাধারে মা ও বাবার সকল কিছু আদর আব্দার পেয়ে এসেছি।

তারপর বাবা যখন মারা গেলেন দাদার বয়স তখন মাত্র আঠার।...বাবার গালার মস্ত বড় কারবার। তাঁর সকল কিছু দায়িত্ব এসে দাদার ঘাড়ে পড়ল।...

ছোট ছোট তিনটী ভাইকে বুকের মাঝে টেনে নিলেন। চিরদিনই লোকেন একটু আদুরে ও খেয়ালী। অল্পেই তার অভিমান হয়।

আত্মীয় স্বজন সবাই দাদাকে বিয়ে করবার জন্য জেদ করতে লাগত। কিন্তু দাদা বলতেন: না। বিয়ে আমি করতে পারি না।...

পরের মেয়ে সে এসে আমার সব ছোট ছোট মা-বাপ-মরা ভাই—তাদের যদি দেখা-শুনা না করে, ভাল না বাসে?...

এত মহৎ ও এত উদার ছিল দাদার প্রাণ।...

একটা কথা আপনাকে এখানে বলে রাখা দরকার।

বাবা একটা উইল করে তার প্রায় লক্ষ টাকার গালার ব্যবসা দাদার নামে লিখে দিয়ে যান।...এবং উইলে একথাও লেখা ছিল যে দাদা ইচ্ছামত সে সম্পত্তি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারবেন।...বাবার অন্যান্য সম্পত্তি ও ব্যাঙ্কের নগদ টাকাকড়ি যা কিছু ছিল সে সমস্ত আমাদের ছোট তিন ভাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে গেছেন; এসবে দাদার কোন অংশই নেই! তবে আমরা যতদিন না সাবালক হই ততদিন পর্য্যন্ত দাদাই হবেন আমাদের ট্রাষ্টি।

দাদার সততা, কার্য্যক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাগুণ বিবেচনা করেই হয়ত বাবা গালার ব্যবসা দাদার নামে লিখে দিয়ে গিয়েছেন। এছাড়া আমাদের এ্যাটর্নির কাছেও শুনেছি যে বাবার নাকি ধারণা ছিল ব্যবসার মধ্যে দশজন ভাগীদার হলেই সেটা নষ্ট হয়ে যায়; কেননা প্রত্যেক ভাগীদারই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে মেতে উঠেন, তখন তাদের চোখের সামনে হতে কারবারের ভাল মন্দ সব কিছু লোপ পায়।

কিন্তু বাবা যে দাদার নামে কারবারটা লিখে দিয়ে গিয়েছেন তার জন্য আমাদের তিন ভাইয়ের কারুরই কোন আক্ষেপ বা দুঃখ ছিল না। (ক্রমশঃ)

দীপালী-সম্পাদক
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
মরু-ছায়া
বাহির হইল
মূল্য ১ টাকা
প্রাপ্তিস্থান: দীপালী গ্রন্থশালা
ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়

শুক্রবার
৮ই নভেম্বর হইতে
দ্বিতীয় সপ্তাহ
নাচ, গান আর
হাসি তামাসায়
ভরপুর
সাগর মুভিটোনের
নব-নির্ম্মিত
আ
লি
বা
বা
ভূমিকায়: সর্দ্দার আখতার, সুরেন্দ্র
এম্পায়ারে
—: চিত্র-পরিবেশক :—
মানসাটা
ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: কলি: ৪৫

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

আগামী সপ্তাহ হইতে সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় "প্রতিশোধ" নামক একখানি বাংলা ছবির কার্য্যারম্ভ হইবে।

এই ষ্টুডিওতে "মুভী টেকনিক সোসাইটী"র "কবি জয়দেব" হীরেন বসুর পরিচালনায় বর্ত্তমানে গৃহীত হইতেছে।

ইহাদের "কয়েদী" (হিন্দী) ছবির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই ভারতের নানা স্থানে মুক্তিলাভ করিবে।

কেদার শর্ম্মার পরিচালনায় "চিত্রলেখা"র কাজ চলিতেছে।

মতিমহল থিয়েটার্স

ফণী বর্ম্মার পরিচালনায় "নিমাই সন্ন্যাসে"র কাজ দ্রুত চলিতেছে। আগামী বৎসরের প্রোগ্রাম সত্যই লোভনীয়, তন্মধ্যে "দাতাকর্ণ", "কৈকেয়ী", "চিত্রাঙ্গদা" ও "শ্রীরাধা"র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শোনা যাইতেছে যে কয়েকজন বিশিষ্ট পরিচালকও নাকি এখানে যোগদান করিবেন। শুধু উপরোক্ত পৌরাণিক ছবি ছাড়া সামাজিক ছবি তোলার জন্যও কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের রচনা নির্ব্বাচন করা হইতেছে। মিঃ বোথরার কর্ম্মকুশলতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

খবরাখবর

পরিচালক হেমচন্দ্র অনতিবিলম্বে তাঁহার নূতন ছবির কাজ আরম্ভ করিবেন। ছবির নাম ও ভূমিকালিপি আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

*

সুপ্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী শান্তা আপ্তে বর্ত্তমানে নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে মাদ্রাজের রয়েল টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্সের তামিল ছবি "সাবিত্রী"র প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন।

*

শোনা যাইতেছে, ম্যাডান থিয়েটারে বর্ত্তমানে নির্ম্মীয়মান ছবি "শকুন্তলা" দিয়া নাকি হ্যারিসন রোডে সমাপ্তপ্রায় চিত্রাগার "পূরবী" দ্বারোদ্ঘাটন করিবে।

চিত্রায় "ঠিকাদার"

এ সপ্তাহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ চিত্রায় শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের "ঠিকাদার।" আগামী কল্য ছবিখানি উক্ত চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে। "ঠিকাদারের" গল্পলেখক তুলসী লাহিড়ী ও পরিচালক প্রফুল্ল রায়।

সমাজ ও সভ্যতার বাহিরে উত্তর বঙ্গের চা-বাগানে এই গল্পের স্থান সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ব্যবসা ও বুদ্ধির জোরে "ঠিকাদার" নিজের আসন সুদৃঢ় করিয়া লইল। তাহার জীবনের সুখ-দুঃখ উত্থান পতন ও ঘটনাবহুল জীবনই হইল ইহার গল্পাংশ। এই অসাধারণ ভূমিকাটির চিত্ররূপ দিয়াছেন জীবন গাঙ্গুলী। চা-বাগানের মালিকের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় রেণুকা রায়, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, তুলসী লাহিড়ী, কমলা (ঝরিয়া), চিত্রা, শোভা প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। সঙ্গীতাংশও যাহাতে সকলে উপভোগ করিতে পারে সেদিকেও পরিচালক মহাশয় বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন।

ভ্যারাইটী ফিল্মস্

ভ্যারাইটী পিকচার্স লিমিটেডের তিনখানি আগামী ছবির পরিবেশন-স্বত্ব ইহারা পাইয়াছেন। সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "কৈকেয়ী"র চিত্রস্বত্ব ইহারা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া অন্য গ্রন্থকারের "কর্ণার্জ্জুন" ও "বভ্রুবাহন" নামক আরও দু'খানি নাটকের চিত্ররূপ ইহারা দিতে মনস্থ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আমরা শীঘ্রই দিতে চেষ্টা করিব। কর্ত্তৃপক্ষের আমরা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

নাট্যকারের সম্মান রজনী

আগামী ১৫ই নভেম্বর মিনার্ভা থিয়েটার

চমৎকার হইয়াছিল। অমরেন্দ্র দত্ত, ইন্দু চৌধুরী ও উদয়শঙ্করের অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন শ্রীমতী লীলা ঘোষের পাহাড়িয়া নৃত্য ও রাধানাথ সেনের ম্যাজিক উপভোগ্য হইয়াছিল। পরম চৌধুরীকে অনেক ভদ্রমহোদয় একটি রৌপ্যপদক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

অভিনয়-সঙ্ঘ

গত পূর্ব্ব রবিবার, ১০ই কার্ত্তিক, সন্ধ্যায় কলিকাতা "অভিনয়-সঙ্ঘের" বিজয়ার মিলনোৎসব হইয়া গিয়াছে।

কুমারী কল্যাণী ভট্টাচার্য্যের "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে উৎসবের উদ্বোধন হয়। পরে বীণাপাণি সুর-সম্মিলনী কর্ত্তৃক ঐক্যতান বাদন হয়।

কুমারী লতিকা দত্ত, কুমারী সাধনা গাঙ্গুলী ও কুমারী হেনা রায়ের 'দেবদাসী' ও 'পুষ্পচয়ন' নৃত্য এবং আধুনিক ও ভজন গান বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। পরে কুমারী গৌরী চট্টোপাধ্যায় ও যুগল চট্টোপাধ্যায়ের আধুনিক গান দু'খানি এবং কুমারী কল্যাণী ভট্টাচার্য্যের ভাটিয়ালী গানটি ও ধীরেন মিত্রের সেতার উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সঙ্গতে পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, মণ্টুবাবু ও নবকৃষ্ণ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

ঝিঝিড়ায় "পার্থ প্রতিজ্ঞা"

গত শনিবার ১৬ই কার্ত্তিক রাত্রি ৮॥০ ঘটিকায় স্বর্গীয় রামদাস গড়গড়ি মহাশয়ের ভবনে ঝিঝিড়া বান্ধব নাট্য-সমাজ কর্ত্তৃক "পার্থ-প্রতিজ্ঞা গীতি-নাট্য অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

বিরাটী তরুণ নাট্য সমাজ

গত ৺শ্যামাপূজা উপলক্ষ্যে নিমতা ৺কালীমাতার মন্দির-প্রাঙ্গনে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিরাটী তরুণ নাট্য সমাজের সভ্যগণ কর্ত্তৃক ১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার রাত্রি ৯॥০ ঘটিকায় "রঘুবীর" নাটক অতি সাফল্যের সহিত দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়; শ্রীপঞ্চানন রায় চৌধুরী, প্রভাত কুমার ঘোষাল ও সুবোধ কুমার রায় চৌধুরী "জাফর" "সর্দার-মা" ও "পরীবানু"র ভূমিকাভিনয়ে দর্শকগণকে মুগ্ধ করেন। অন্যান্য শিল্পীগণের অভিনয়ও ভাল হইয়াছিল।

উক্ত উৎসব উপলক্ষে নিমতা মিনার্ভা ড্রামাটিক্ ক্লাব কর্ত্তৃক "প্রফুল্ল" ও আড়িয়াদহ বান্ধব নাট্য সমাজের উদ্যোগে "হরিবাসর" গীতাভিনয় যথাক্রমে শনি ও রবিবার অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামপুরে নাট্যাভিনয়

গত ২রা কার্ত্তিক এস, এ, পির সভ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত দীনেশ লাহিড়ীর পরিচালনায় "মাটীর ঘর" ও "আগামী কাল" অভিনীত হইয়াছিল। কল্যাণ, চঞ্চল, তন্দ্রা, ছন্দা, অঞ্জনা যথাক্রমে শচীন বাগচি, অনন্ত গোস্বামী, অমূল্য সান্যাল, রবি গোস্বামী ও কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। যতীন্দ্র, শ্রীনাথ, অপর্ণা যথাক্রমে সরোজ মৈত্র, বিশ্বনাথ পাইন নীলমাধব শীল ও উমাপ্রসন্নের ভূমিকায় স্বয়ং পরিচালক বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

গৌহাটীতে "গুরুদক্ষিণা"

গৌহাটীতে ৺কালীপূজা নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গৌহাটী বারোয়ারী পাড়ার ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক শিশুনাটক "গুরুদক্ষিণা" অভিনীত হইয়াছিল। সুরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর পরিচালনা ও মঞ্চ-পরিকল্পনা চমৎকার হইয়াছিল। চীর চক্রবর্ত্তীর দৃশ্য পরিকল্পনা ভাল হইয়াছিল। একলব্যের ভূমিকায় পরম চৌধুরী, ভীমের ভূমিকায় সুকোমল দে, চন্দনের ভূমিকায় ভানু বোস ও দ্রোণের

কিশাণগঞ্জে "মাটির ঘর"—

স্থানীয় নব-প্রতিষ্ঠিত 'ফ্লাইং ক্লাব' কর্ত্তৃক গত ২৩শে অক্টোবর বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের 'মাটির ঘর' অভিনীত হইয়াছে। সহরের বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী তরুণদের এই প্রচেষ্টাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করেন। চঞ্চলের ভূমিকায় ফণী সাহার অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সত্যপ্রসন্ন—দাশু সরকার, অলক—চিত্ত মুখার্জ্জী, কল্যাণ—শচীন সাহা, তন্দ্রা—ভবানী ব্যানার্জ্জী, ছন্দা—সুশীল ব্যানার্জ্জী, অঞ্জন—কালী মুখার্জ্জী ও শঙ্করের ভূমিকায় জ্যোতি মজুমদার সুঅভিনয় করেন। গানগুলির সুর সংযোজনা করেন মুকুল ঘোষ।

ভারতের যুদ্ধে সাহায্য করিবার ক্ষমতা

জনবল ও মাল মশলার প্রাচুর্য্য

(লণ্ডন হইতে বিশেষ তারযোগে প্রাপ্ত)

বিলাতের ইকনমিষ্ট পত্রিকা লিখিয়াছে—

১৯১৪-১৮ সাল অপেক্ষা যুদ্ধে ভারতবর্ষ আজ অধিক সাহায্য করিতে সক্ষম।

যুদ্ধে প্রথম প্রয়োজন সৈন্য। ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা বাদ দিলেও সাধারণ শান্তির সময়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর লোকসংখ্যা ১৫০,০০০। ইহার উপরে ভারতীয় টেরিটোরিয়েল ফোর্সের ১৫,০০০ লোক এবং দেশীয় রাজ্যগুলির সৈন্যবাহিনীও আছে। ১৯৩৮ সালে দেশীয় রাজ্যগুলির সৈন্য-সংখ্যা মোট ৪৫,০০০ ছিল। গুর্খা ব্রিগেড, সামরিক পুলিশ ও রাইফেল ব্যাটালিয়নে ১৯,০০০ নেপালী নিযুক্ত আছে।

ভারতবর্ষে একটি বিমানবাহিনীও আছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সকল বিভাগেই ভারতীয়েরা অফিসার রূপে নিযুক্ত হইবেন,

---

যজ্ঞে খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীআশুতোষ সান্যালের সম্মান-রজনী উপলক্ষ্যে সন্ধ্যা ৮॥০ ঘটিকায় নৃত্য গীত ও অভিনয়ের বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীদের নৃত্যগীত ও আবৃত্তি এবং তৎসহ "বন্দিনী" নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গুণগ্রাহী দর্শক সাধারণকে আমরা এ বিষয়ে অবহিত হইতে বলি।

এবং বৎসরে ৩০০ পাইলট এবং ২০০০ কারিকর শিক্ষিত করিবার জন্ত দশটি বিমান শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইতেছে।

বর্ত্তমানে কাঁচা মাল এবং কারখানাজাত পণ্যের প্রয়োজনই সর্ব্বাধিক। ইতিমধ্যে ব্রিটেনে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত লক্ষ লক্ষ চটের থলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতীয় পশমী কাপড়ের কারখানাগুলির সমস্ত মালই ব্রিটেনের সামরিক প্রয়োজনের জন্ত ক্রয় করা হইয়াছে, এবং ব্রিটেনের জন্ত ভারতবর্ষ প্রতি মাসে ১২৫,০০০ জোড়া সৈনিকের বুট প্রস্তুত করিতেছে।

ভারতবর্ষের লোহা এবং ইস্পাতের কারখানাগুলি বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ টন কাঁচা লোহা এবং প্রায় ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন করিতে সমর্থ।

এরোপ্লেন নির্ম্মাণের জন্ত ৫ কোটি টাকা মূলধন লইয়া একটি ভারতীয় কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই কোম্পানী বাঙ্গালোরে কারখানা নির্ম্মাণ করিতেছে। মার্কিণ বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে এই কারখানায় সামরিক-বিমানপোত নির্ম্মিত হইবে।

ভারতবর্ষের সেনাবিভাগকে বাৎসরিক আরও ২৫,০০০ মোটরযান সরবরাহ করা যাহাতে সম্ভবপর হয় সেইজন্ত জেনারেল মোটরস্ ও ফোর্ড কোম্পানীর ভারতীয় শাখাগুলি (এখানে মোটরের অংশগুলি আমদানী করিয়া একত্র করা হয়) তাহাদের কারখানাগুলি বাড়াইতেছে। বোম্বেতে এবং কলিকাতার গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানগুলিতে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত হইয়া ইতিমধ্যে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

সেরপুর টাউনে "তটিনীর বিচার"

৺শারদীয়াবকাশে স্থানীয় হিরোজ ক্লাব কর্তৃক "তটিনীর বিচার" নাটকটি অভিনীত হইয়াছে। প্রত্যেক অভিনেতাই নিজ নিজ ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তন্মধ্যে ডাঃ ভোস, বসন্ত, তটিনী ও প্রসিকিউশান কাউন্সেলের ভূমিকায় যথাক্রমে সুশীল রায়, যশেন গুপ্ত, সত্যেন রায় ও মৃণাল রায় দর্শকবৃন্দকে বিশেষ করিয়া আনন্দ পরিবেশন করিয়াছেন। বাদলকুমারের "সাঁওতালী" ও "সাপুড়ে" নৃত্য এবং কান্তিকিশোরের গীত খুব উপভোগ্য হইয়াছিল। নাটকটি পরিচালনা করিয়াছিলেন বীরেন দাশগুপ্ত ও অজিত চৌধুরী।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার পূজা ও উৎসব, দেওঘর

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ-বৎসরও বৈদ্যনাথ-ধাম রামময় আশ্রমে শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার ত্রিকালীন পূজা ও উৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে একটি মেলাও বসিয়া থাকে ও দেশদেশান্তর হইতে বহু জনসমাগম হইয়া থাকে। মাতার পূজা ও উৎসবে ৪।৫ দিন দরিদ্র নারায়ণের সেবা বিশেষভাবে হইয়া থাকে। এ-বৎসরও ২২শে কার্ত্তিক শুক্রবার হইতে ২৭শে কার্ত্তিক বুধবার পর্য্যন্ত বিশেষভাবে উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হইতেছে। চণ্ডীর গান, ভাগবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা, নাম সংকীর্ত্তন, যাত্রা, বায়োস্কোপ, বাজী, ম্যাজিক, সাঁওতালী নাচ, লাঠিখেলা, ঝুমুর ইত্যাদি যেমন হয়—তাহারও ত্রুটি হইবে না। দেওঘর ষ্টেশন হইতে সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্ত মোটর বাসের ব্যবস্থা হইতেছে। ইতিমধ্যেই বহুলোক সমাগম হইতেছে। বাঙ্গালীর বাহিরে বাঙ্গালীর এই মাতৃপূজা ও সাধুব্রত প্রশংসনীয়।

টাঙ্গাইলে কুমারী মমতা ভট্টাচার্য্য

শান্তিনিকেতনের কৃতি নৃত্য-শিল্পী কুমারী মমতা ভট্টাচার্য্যের আগমন উপলক্ষ্যে টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে একটি আনন্দ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা নিবেদিতা মণ্ডল, কুমারী মাধুরী ঘোষ, কুমারী গৌরী চক্রবর্ত্তী সুললিত কণ্ঠে সঙ্গীতদ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করেন। শান্তি-নিকেতনের বি, এ, ক্লাশের ছাত্রী কুমারী সুকৃতি দেবী রবীন্দ্রনাথের "সুদূরের পথে" আবৃত্তি পাঠ করেন। কুমারী ইন্দু গুপ্তা ও কুমারী অরুণা গুপ্তা এসরাজ ও সেতারের ঐক্যতানে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। কুমারী মমতা ভট্টাচার্য্য তাহার নৃত্যকুশলতা প্রদর্শন করেন। এই সম্মিলনে সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, ডাঃ শচীন্দ্রনাথ রায়, ডাঃ সুকুমার বোস, ডাঃ জ্ঞানদামোহন সাহা, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মণ্ডল এম, এল, এ, বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, দাশরথি চৌধুরী, কমলাকান্ত মজুমদার, বিমলাকান্ত মজুমদার, গিরীন্দ্রনাথ দাস, যোগেশচন্দ্র নিয়োগী, সুধেন্দুমোহন গোস্বামী, ও ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন। এই সম্মিলনে সহরের বহু বিশিষ্টা ভদ্রমহিলারাও উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্তা কমলা ঘোষ বি-এ, বি-টি, শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দেবী, অপর্ণা দেবী, নীলিমা চক্রবর্ত্তী বি, এ, পারুলবালা নিয়োগী, অপর্ণা সেনগুপ্তা, কুমারী বীণা গোস্বামী, কুমারী কল্যাণী ঘোষ, সুলেখা চৌধুরাণী প্রভৃতি।

ধানবাদে নাট্যাভিনয়

ধানবাদ, হীরাপুর দুর্গামন্দিরে এবার সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই পূজা উপলক্ষ্যে স্থানীয় "ইয়ং মেনস্ ড্রামাটিক ক্লাব" কর্তৃক ৮মী ও ৯মী রাত্রে মন্দির-প্রাঙ্গনে যথাক্রমে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্ধু' ও বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "মাটির ঘর" অভিনীত হয়। 'বন্ধু' নাটকে অশণির ভূমিকায় সমীর বাগচি, গজাননের ভূমিকায় অমূল্য দত্ত, ও মন্দার ভূমিকায়

দেন। "মাটির ঘর" নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন অলকের ভূমিকায় হরিদাস সিংহ, কল্যাণের ভূমিকায় রামপদ চৌধুরী, সত্যপ্রসাদের ভূমিকায় নির্ম্মলকুমার সরকার ও ছন্দার ভূমিকায় অজিত বিশ্বাস। উৎপলের ভূমিকায় সমীর বাগচি তাঁহার গানে সকলকে আনন্দদান করেন। এই অভিনয় দেখিতে ধানবাদের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

পাবনা সংবাদ

গত ১৬ই কার্ত্তিক স্থল নিবাসী রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের ভবনে "সিঁথির সিঁদুর" অভিনীত হইয়া গিয়াছে। অভিনয় বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। "কনকের" ভূমিকায় শ্রীকালা গাঙ্গুলী এবং "মাধব রায়ের" ভূমিকায় বিমল চক্রবর্ত্তী বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। নাটকখানি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন শ্রীঅখিলচন্দ্র পাকড়াশি। অভিনয়ান্তে টাঙ্গাইল নিবাসী নৃত্যশিল্পী শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আত্মাহুতি" নৃত্য এবং "গুরুদক্ষিণা" নৃত্য দর্শকমণ্ডলীকে যথেষ্ট আনন্দদান করিয়াছে। কুমারী সুধা বন্দ্যোপাধ্যায় "আত্মাহুতি" নৃত্যে ভুবন বাবুর সহযোগিতায় করেন। কুমারী পারুল মুখোপাধ্যায়ের (পাঁচ বৎসরের) "আরতি" নৃত্য বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। প্রোঃ ব্যাণ্ডোর হাস্যকৌতুক অভিনয়, ভৌতিক ক্রীড়া এবং বিনাযন্ত্রে নানারকম বাদ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। পরিচালক যাদব চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের শ্রম প্রশংসনীয়।

ভ্রম-সংশোধন

দীপালীর গত শারদীয়া সংখ্যায় ১৪৬ পৃষ্ঠায় ডি, এন, বসু হোসিয়ারী ফ্যাক্টরীর বিজ্ঞাপনে "শঙ্খ ও পদ্ম" মার্কা গেঞ্জী স্থানে "শঙ্খ" ও "পদ্ম" বলিয়া ভ্রমক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। গেঞ্জীর মার্কা "শঙ্খ ও পদ্ম," সুতরাং "শঙ্খ" ও "পদ্ম" মুদ্রিত হওয়ার দরুণ যেন কেহ বিভিন্ন মার্কায় বিভিন্ন গেঞ্জী বলিয়া ভুল না করেন। আমরা এই অনবধানতার জন্য বিশেষ দুঃখিত।

দীপালী উৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ-বৎসরও সাড়ম্বরে কলিকাতায় দীপালী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই দীপালী-উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স, লালজী প্রভৃতির নিকট নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। গুজরাতি ও মাড়োয়ারী ভাইদের এই উৎসবটিই বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, এবং তাহাদের নববর্ষ এই সময় হইতেই সুরু হয়। নব-বর্ষের এই পুণ্য প্রভাতে দাঁড়াইয়া আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

বাঙ্গালী সঙ্গীতকলাবিদের কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এক জন বিখ্যাত যন্ত্রসঙ্গীতবিদ। ১৯৩৮ খৃঃ অব্দে বঙ্গীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে এসরাজ বাদনে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং শরৎচন্দ্র বসু ট্রফী লাভ করেন। ১৯৩৯ খৃঃ অব্দে ইন্টারের প্রথম বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় এবং ১৯৩৯ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়ও ইনি কৃতী প্রতিযোগীগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন।

নীলফামারী সংবাদ

স্থানীয় 'ইয়ং স্পোর্টিং' ক্লাবের উদ্যোগে এখানে 'অবিরাম সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে! উক্ত প্রতিযোগিতায় চন্দ্রমোহন ঘোষ, গোপালজীবন দে, ও এম, হোসেন যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের একটি হাত নাই। তিনি এক হাত লইয়াই ৩১ ঘণ্টা ২০ মিনিট অবিরাম সাইকেল চালাইয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়াছেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীগণকে তিনটী 'রূপার-কাপ' উপহার দেওয়া হইয়াছে। এই পুরস্কার বিতরণী-সভায় ডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত রাধারমণ সিংহ বি-সি-এস। শ্রীযুক্ত মনোমোহন মুখার্জ্জী তাঁহার মৃতপুত্র সুনীলচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থে শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষকে একটি রৌপ্যপদক দান করিয়াছেন। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহম্মদ সেকেন্দার আলি, মহম্মদ আমিনুর রহমান। তাঁহাদের চেষ্টাতেই এই উৎসবটি সম্পন্ন হইতে পারিয়াছে।

মিনার্ভা থিয়েটার

ফোন-৫০৮৯ ৬নং বিডন ষ্ট্রীট

১২ই নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা ৮॥০

"বন্দিনী"র সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার

শ্রীআশুতোষ সান্যালের

সম্মান রজনী উপলক্ষ্যে

সুপ্রসিদ্ধ শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক

নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের

অভিনব আয়োজন

তৎসহ

বন্দিনী

চরিত্রলিপি পূর্ব্ববৎ

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন!

ঋতুমতী

ঋতুবন্ধ যে কোন কারণেই হইলে ও গর্ভ সঙ্কটে ইহার ১ মাত্রায় ঋতুস্রাব হইবেই হইবে। স্বাস্থ্যের কোনই ক্ষতি হইবে না। মূল্য ২৲, মাঃ ॥০ আনা। ঠিকানা এস, দেবী, পোঃ সিরাজগঞ্জ, (বোনবাড়ীয়া), পাবনা

Govt. Regd.

ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে

আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা

ধাতুরোগ সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিয়া সংসারের সুখ ও শান্তি পুনঃ প্রদান করে। মূল্য ১ কৌটা ১৲

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪. বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১১৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

[illegible] ও বাংলায় সাপ্তাহিক প্রচার—১৩,৩০৩ সংখ্যা

দীপালী

স্থাপিত - ১৯২৭

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩৷১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ | ২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৪৭ | ৪৪শ সংখ্যা

VOL. XII. | NOVEMBER 14, 1940. | No. 44

১৯৪১ সালের নব-কলেবর দীপালীর বিস্তারিত নিয়মাবলী ২১শ পৃষ্ঠায় দেখুন।

*

"ছুটীর ঘণ্টার" নিয়মাবলী ২৩শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

*

২রা জানুয়ারী ১৯৪১ তারিখে দীপালীর নব-বর্ষ সংখ্যা বাহির হইবে।

অহিংসা

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাত্মাজী কায়িক মানসিক ও বাচিক হিংসাশূন্যতাকে অহিংসা নাম দিয়াছেন এবং ইহা বহুবার বহুপ্রকারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, অহিংসা তাঁহার ধর্ম্ম। তিনি ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থাবান্।

অথচ উক্ত অহিংসা যেখানে অচল সেখানে হিংসার বিধান দিতেও তিনি পশ্চাৎপদ নহেন।

তিনি মহাত্মা তাঁহার সব সাজে, কিন্তু মোহাত্মা আমাদের গতি কি? আমরা কি করিব?

মহাত্মাজীর অহিংসা-ধর্ম্মে এমন প্রবল বিশ্বাস যে তিনি হিটলারের বিরুদ্ধে বৃটিশ জাতিকে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ করিতে উপদেশ দেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জিনিষটি তলাইয়া বুঝিল না, তাই এখনও হিংস প্রতিরোধে অধর্ম্ম অর্জ্জন করিতেছে। অধর্ম্ম তো অনেকই জমা হইল, এইবার একবার অহিংসযুদ্ধ করিয়া বৃটিশ অন্ততঃ তাহার কিয়ৎ পরিমাণও ক্ষালন করুন না!! আর মহাত্মাজী তো বলিয়াছেন, জয় ধর্ম্মপক্ষেই সম্ভব, অধর্ম্মের দ্বারা নয়—অতএব এক ঢিলে দুইটি পাখীই মারা যাইবে: অর্থাৎ ধর্ম্মও হইবে, ধর্ম্ম লাভ হইলে যুদ্ধজয়ও অবশ্যম্ভাবী!!! বিনা ব্যয়ে ও লোকক্ষয়ে এমন সহজ পন্থা ছাড়িয়া, বৃটিশ সরকার যে কেন এই অধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক আমরাও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। চাই কি মহাত্মাজী প্রদর্শিত বৃটেনের সদৃষ্টান্ত দর্শনে হিটলার-মুসোলিনী প্রমুখ এই নর-বানরগণও হয়ত হিংসা পরিত্যাগ করিয়া, গেরুয়া পরিয়া, পঞ্চমকার কোন্ ছার, পঞ্চাবিংশতি মকার ছাড়িয়া, বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া, কোন্ দিন্ ওয়ার্দ্ধার আশ্রমেই না চলিয়া আসে! কিছু বিচিত্র নয়। মানুষের মন দুর্জ্ঞেয় অরণ্যবিশেষ! বলা যায় কি?

অহিংসাধর্ম্ম যতই চিন্তা করিতেছি, মন ততই পরিষ্কার ও পবিত্র হইতেছে। প্রথমেই দৃষ্টি পড়িতেছে সৃষ্টিকর্ত্তার উপর। যিনি এত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সৃষ্টিকর্ত্তাটি কি নির্ব্বোধ? মানুষের কথা না হয় আপাততঃ ছাড়িয়াই দিতেছি, কারণ মানুষ স্বার্থপর পরধনলোলুপ পরস্বাপহারী পরশ্রীকাতর প্রবঞ্চক প্রভৃতি অনেক কিছুই, যেহেতু সাদা-কালোর জ্ঞান তাহাদের টনটনে, তাহারা শিক্ষিত ও চিন্তাশীল, আর্য্য-ইহুদীর রক্তের পার্থক্য তাহারা জানে, নখের দাঁতের অস্ত্র ছাড়িয়া নিত্য তাহারা অমোঘতর মারণঅস্ত্র আবিষ্কার করে এবং অকারণে জোর করিয়া লোকের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া অধিকারস্থাপনে প্রয়াসী হয়। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ কোন স্থানই তাহাদের আর অগম্য নয়—তাহারা ভীষণ হিংসাধর্ম্মী। মানুষের কথা ছাড়িয়া দিউন্। মহাত্মাজী মানুষ নহেন।

মনুষ্যেতর জীবজন্তুর কথাই ভাবিতেছি! প্রথমত সিংহ, ব্যাঘ্র, কুম্ভীর, সর্প প্রভৃতি স্রষ্টার যে অপূর্ব্ব জীবগুলি, সেগুলি তো কবি বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রপতি, বক্তা, রাজনৈতিক, মন্ত্রী, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার, ব্যবসায়ী এমন কি সামান্য কেরাণী পর্য্যন্ত নয়; ইহারা কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, মুসলীম লীগ, কিষাণ, খাক্‌সার, প্রজাপার্টিরও অন্তর্ভুক্ত নয়; ইহারা রাজ্য, স্বাধীনতা এমন কি ডোমিনিয়ন্ ষ্টেটাসও চায় না; মন্ত্রিত্ব তো দূরের কথা, সামান্য একটা পেয়াদাগিরিরও উমেদার নয়, তবু তাহারা অহিংস হইতে পারিল না কেন? গরু, ছাগল, ভেড়ার মত ইহারাও ঘাস খাইয়া জীবনধারণ করে না কেন? অথচ ইহাদের বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিমান নাই। যত অভিমান আর অভিযোগ মানুষের উপর। মানুষের কি এই বিচার?

মানুষের উপর এই অভিযোগ করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু যীশু। তিনি অনেক সদুপদেশ দিয়া শেষে নিজেই মানুষের হাতে নিহত হন। তাঁহার জীবিতকালেই বা কি, আর তাঁহার মহাপ্রস্থানের পর এই দুই হাজার বৎসরে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যেই বা কি, অহিংসা নামক কোনও ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যাহা হইয়াছে তাহা ঠিক তাঁহার প্রচারিত উপদেশের উর্দ্ধ রূপ!

ভগবান বুদ্ধও চেষ্টা করিলেন। অনেকের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া, ভিক্ষাপাত্র ধরাইয়া, কামিনীকাঞ্চন ছাড়াইয়া, সম্বোধি দিয়া জগজ্জনকে অহিংস কার্য্যে যে চেষ্টা তিনি করিয়া গেলেন, তাঁহার নির্ব্বাণ লাভের পর, সে অহিংসা মহাধর্ম্মেরও মহানির্ব্বাণ লাভ হইল।

শঙ্কর নানক কবীর শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহামানবগণও লোককে অহিংসায় মনোনিবেশ করিতে বহু উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সব নির্দ্দেশও এতটুকু ফলপ্রদ হইল না।

অর্থাৎ মানুষ অহিংস হইল না, আর কখনও যে হইবে, তাহাও মনে হয় না। অথচ মানুষে আর পশুতে একটা প্রভেদ আমরা চিরদিনই রক্ষা করিয়া আসিতেছি। মানুষকে বলি মানুষ, পশুকে বলি পশু, যদিও ঈদৃশ স্বাতন্ত্র্য দানের বিশেষ যে কোন প্রয়োজন আছে, তাহাও মনে হয় না।

যিনি যাহাই বলুন, আমি তো পশুগণকে মানুষের বহু উপরেই স্থান দিই অনেকগুলি কারণে। যেমন ধরুন, পশুরা প্রকৃত সত্যাগ্রহী—কখনই তাহারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে না। মানুষ কিন্তু সত্যটাকেই সর্ব্বদা এড়াইয়া চলে এবং ভুলিয়াও সত্য বলে না, অথচ ঢাক-ঢোল পিটাইয়া সত্যাগ্রহ প্রচার করে মিথ্যাব্রতী মানুষই।

দ্বিতীয়ত, পশুরা কোনও দিনই মানুষ হইতে চায় নাই, আর তাহারা যে পশু এ সত্যটি কোনও দিনই তাহারা অস্বীকার করে নাই বা করিতে কখনও চেষ্টাও করে না। কিন্তু মানুষ চিরদিনই নিজের পরিচয় লুকাইয়া বেড়ায়। সে যে মানুষ, একথা সে কোনও দিনই স্বীকার করে না। এমন কি মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতেও সে কুণ্ঠিত হয়, পশুরা যাহা হয় না। পথের কুকুর, আশ্রমের কুকুর ও রাজবাড়ীর কুকুর, একই! আচারে ব্যবহারে খাদ্যে ধর্ম্মে সে যে কুকুর—ইহা আবিষ্কার করিতে এতটুকু বিলম্ব হয় না, কিন্তু মানুষ যদি পথে আশ্রমে বা রাজবাড়াতে বাস করে, তাহা হইলে তাহাকে, আর মানুষ বলিয়া চেনা যায় না। অর্থাৎ শ্বাপদের স্বরূপ আছে—মানুষের তাহা নাই। অথচ পশুরা হিংস্র আর আমরা হইতে চাহিতেছি অহিংস।

তৃতীয়ত, পশুগণ একত্রে বাস করে—কিন্তু আমরা তাহা পারি না। এই জন্য আমরা খুব উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করি—ভাই, ভাই, এক ঠাঁই, কিন্তু কাজে করি—ভাই, ভাই, ঠাঁই, ঠাঁই!

পশুদের মধ্যে এক শ্রেণী আছে যাহারা আজন্ম সামিষ অর্থাৎ হিংস, আর একদল আছে আজন্ম নিরামিষ অর্থাৎ মহাত্মা প্রদর্শিত অহিংস। উভয়েই Extremist অর্থাৎ চরমপন্থী। যাহারা সামিষ তাহারা কিছুতেই নিরামিষ গ্রহণ করিবে না, মরিয়া গেলেও না; আর অন্য দল প্রাণান্তে আমিষ স্পর্শও করে না। আর এই দুই দলের মাঝামাঝি একটা তৃতীয় দলও আছে, যাহারা গাছেরও খায়, তলারও কুড়ায়: আমিষও খায়, নিরামিষেও আপত্তি নাই। মানুষ অনেকটা এই তৃতীয় শ্রেণীর পশু।

মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা, মানুষ এই তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পায়। কিন্তু মানুষ মহাত্মাজীর এই সেকেলে মতবাদ এড়াইয়া যে একেবারে প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছে, এ সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছায় নাই বলিয়াই, আজও তিনি অহিংসাবাদ প্রচারে ব্যস্ত।

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তিনি ঠিক সেটি ধরিতে পারিতেছেন না বলিয়াই তাঁহার এত মাথাব্যথা, কিন্তু চশমাটি বদলাইলেই তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন, মানুষ থার্ড ক্লাস হইতে ফার্ষ্ট হইয়া এখন প্রমোশন পাইয়াছে, ফার্ষ্ট ক্লাসে। মানুষ গরু, ছাগল ভেড়া হইতে চাহে না !!! মানুষ প্রোমোশন পাইয়াছে ঠিক, কিন্তু সদ্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ন্যায়, ধর্ম্মের মর্ম্মকথা এখনও প্রকৃষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তাই, হিংসাটুকুই পালন করিতেছে, অন্যান্য প্রক্রিয়া ক্রমশ আয়ত্ত করিবে।

মহাত্মা'র ইহাতে দুঃখিত হইবার কোনও হেতু নাই: তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহামানবগণ যাহা পারেন নাই, তিনি যে তাহা পারিবেন, এ-কল্পনা করা তাহার শুধু বাতুলতা নয়, নিছক্ ধৃষ্টতা।

শ্বাপদেরা শুধু বনেই থাকে না, মানুষের মনেই তাদের আসল বাস !

তবে অহিংসা কথাটি বেশ মুখরোচক বিরেচক, উত্তেজক এবং মৌতাতী, বিশেষ কাব্যগন্ধীও ! অহিংসায় নেশা চলে ভাল, কিন্তু পেশা যে চলে না !

অহিংসা মানুষেরও নয়, পশুরও নয়—অন্য কোনও জীবের, যাহাদিগকে এখনও আমরা দেখি নাই।

কাফের

—শামসুদ্দীন্

শরিয়ত করে মানা প্রতিমা পূজিতে
মৃন্ময় মূরতি গড়ি মন্দির মাঝারে,
দুনিয়া কাফের নামে দুষিবে মহীতে
যে জন করিবে বর্-খেলাপ ইহারে।

হৃদয় মন্দিরে মোর সোনার প্রতিমা
একান্ত অজ্ঞা'তে কবে উঠেছে গড়িয়া ;
আমার সকল মন তনুর তনিমা—
লভিছে অপূর্ব্ব জ্যোতি তাহারে লভিয়া।

নিরন্ধ্র তমসা মাঝে ঘনঘটা রাতে
তাহার রূপের বিভা দুটি আঁখি তীরে
নিয়ত জ্বলিয়া উঠে ; যেন দুই হাতে
সস্নেহে মুছায়ে দেয় ব্যর্থ অশ্রু নীরে।

চলায় সংসার মাঝে অপূর্ব্ব মায়ায় ;
বলুক কাফের লোকে ভরিনা তাহায়।

বামহস্তিকতা

মহামান্য সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ টেনিস্ খেলেন বাম হস্তে।

সুবিখ্যাত বৃটিশ চিত্রতারকা মিস্ কে. ট্যামার্স'ও বাম হাতে শুধু টেনিসই খেলেন না, সব কাজই প্রায় করেন।

বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ভেরিটি বাঁ হাতে "Bowl" করেন। লেল্যাণ্ড বাঁ হাতে ব্যাট ধরেন।

স্যার জেম্স্ ব্যারি ও লর্ড ব্যাডেন্ পাওয়েল বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তেই সমান পারদর্শী।

লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি তাঁহার অমর চিত্রগুলি বাঁ হাতেই আঁকিয়াছিলেন।

মার্শাল ফক্ বাঁ হাতে আর্মিস্টিস্ পত্র সই করিয়াছিলেন।

চিত্র-জগতের সুবিখ্যাত মিস্ জেসি ম্যাথুস্ এবং চার্লি চ্যাপলিন্ উভয়েই ন্যাডা !

*

বিচিত্র ঝোঁক

ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মান্ কাইসারের সখ ছিল বিখ্যাত লোকের জুতা সংগ্রহ করা। তাঁহার এই সংগ্রহে প্রায় দুই হাজারের উপর জুতা জমিয়াছিল। ভলতেয়ার, নেপোলিয়ান্ প্রভৃতির জুতাও এ সংগ্রহে ছিল ;

পারস্যের ভূতপূর্ব্ব শাহের সখ ছিল মাদুলী সংগ্রহের। তিনি প্রায় দুই শত বিভিন্ন মাদুলী জোগাড় করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন এ সবের দ্বারা বহু অশুভ নিবারণ হয়।

ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড-এর ছড়ি সংগ্রহ করার অসম্ভব সখ ছিল। তাঁহার সংগ্রহে বহু পুরাতন নানারকমের ছড়ি ছিল। ইয়ং প্রিটেণ্ডার-এর ব্যবহৃত একগাছা ছড়ি এবং আর একগাছা ওক-এর ছড়ি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল্। শেষোক্ত ছড়িটি নাকি ওরসেস্টার যুদ্ধের পর রাজা চার্লস যে ওক্ বৃক্ষের নীচে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই ওক্-এর ডাল হইতে তৈরি।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সখ ছিল ডাকটিকিট সংগ্রহের। বোধ হয় ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের সংগ্রহই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

মিঃ উইনষ্টন্ চার্চিল ইট গাঁথিতে খুব ভালবাসেন। রাঁধিতেও তিনি পারেন অপূর্ব্ব। তিনি ছবি আঁকিতে সুপটু। গল্ফ্ খেলা তাঁহার দুই চক্ষের বিষ।

বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর এপ্ষ্টীন ভাস্কর্য্য বিদ্যাতেই শুধু অদ্বিতীয় নহেন, রন্ধন-শিল্পেও তিনি দ্রৌপদীকে হার মানান্।

বিখ্যাত সাহিত্যিক লুইস্ গোলডিংও রচনা এবং রন্ধন উভয় বিদ্যাতেই সমান পারদর্শী।

প্যারিসস্থিত পারস্যের মন্ত্রী মিঃ হোশেন আলি খাঁ সেলাইয়ে অপূর্ব্ব দক্ষ ছিলেন। তাঁহার নিজের পোষাক সমস্ত তিনি নিজে কাটিয়া সেলাই করিতেন।

ইটালীর বর্ত্তমান রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের মুদ্রা সংগ্রহের ভীষণ সখ। ছদ্মবেশে তিনি রোমের রাস্তায় রাস্তায় মুদ্রা সংগ্রহের জন্য অবকাশকালে ঘুরিয়া বেড়ান।

বুল্গেরিয়ার রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড পাখী সংগ্রহ করিতে প্রাণ পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগ্রহে প্রায় আড়াই হাজার রকমের বিভিন্ন পাখী আছে।

৪০টি এই রকমের

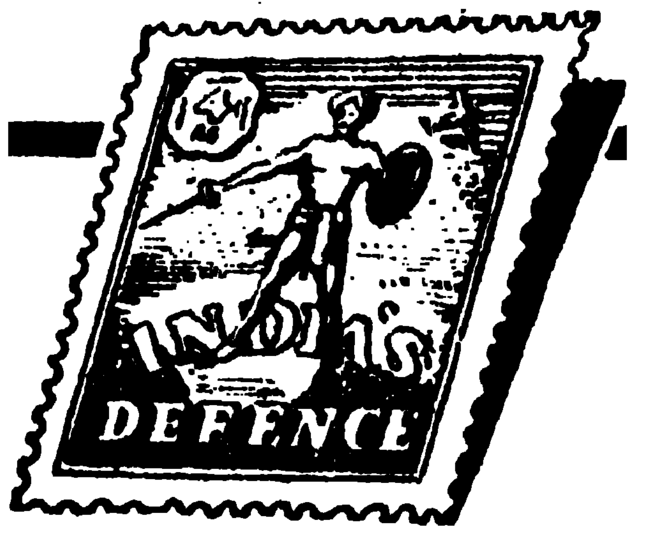

ষ্ট্যাম্পের বদলে

১৩।/· পাবেন

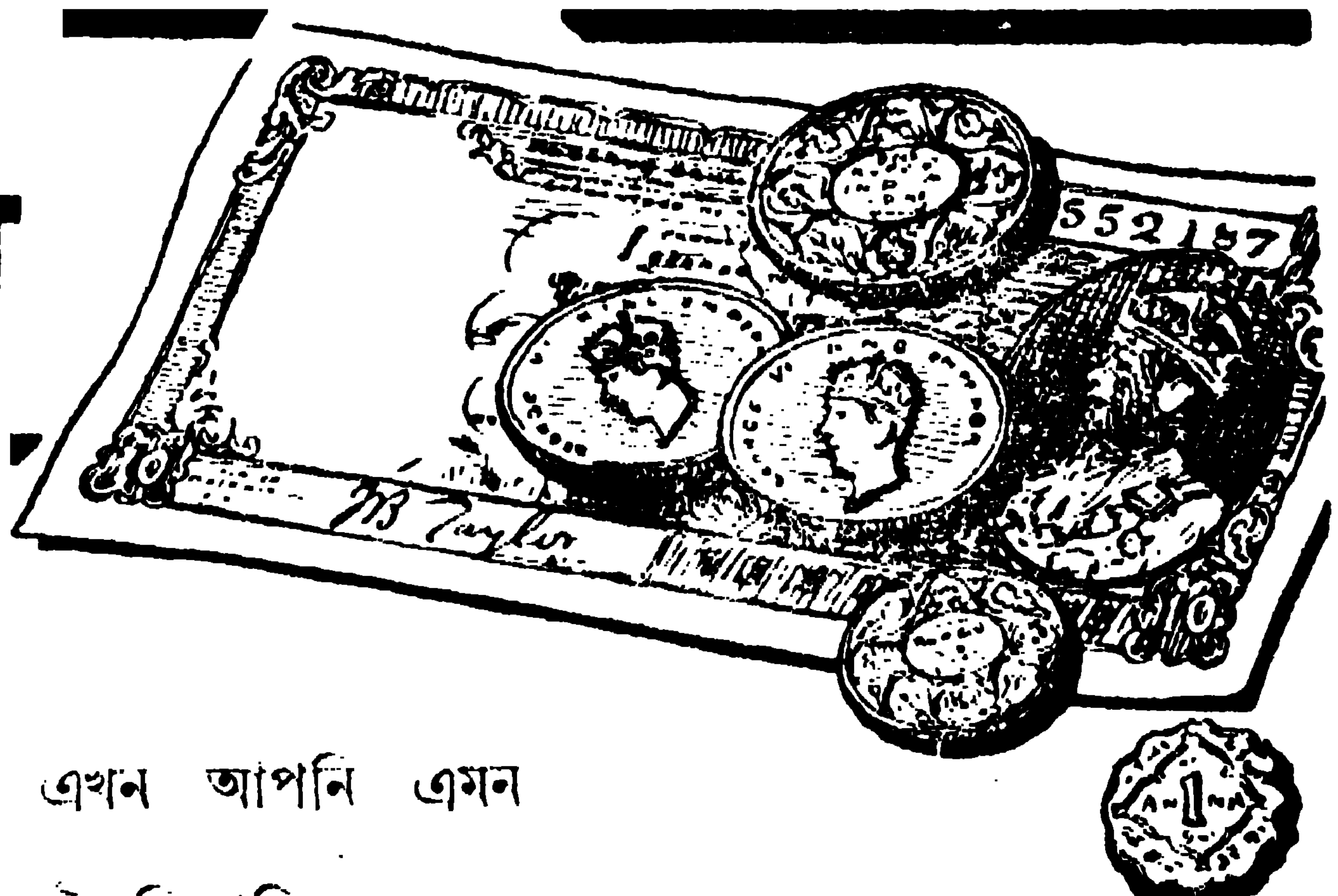

পোষ্ট অফিসের নতুন সেভিংস্ কার্ড বার হওয়ায় এখন আপনি এমন কি চার আনাও **ডিফেন্স সেভিংস্** সার্টিফিকেটে নিয়োজিত করতে পারেন। যখনই যতগুলি পারবেন, চার আনার ষ্ট্যাম্প কিনে কার্ডের ওপর বসাতে থাকুন। কার্ড পোষ্ট অফিসে চাইলেই বিনামূল্যে পাবেন। চল্লিশটি ষ্ট্যাম্প হ'লে কার্ডটি ভর্ত্তি হ'বে এবং তখন সেটির বদলে পোষ্ট অফিস থেকে দশ টাকা মূল্যের একটি ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট পাবেন। দশ বছর পরেই এই সার্টিফিকেটের দাম হ'বে তের টাকা ন' আনা।

যদি কখনও টাকা ফেরত চান তো সুদ সমেত ফিরৎ পাবেন।

সুদের ওপর ইনকাম ট্যাক্স লাগে না।

আজই একটি সেভিংস্ কার্ড চেয়ে নিন্।

ডিফেন্স্ সেভিং সার্টিফিকেট কিনুন

টাকা খাটাবার সব চেয়ে নিরাপদ উপায়

THE BOYS' OWN LIBRARY
1 MAY 1993

জীন আর্থার
কলম্বিয়ার প্রভূত অর্থব্যয়ে নির্মিত "Arizona" ছবির নায়িকারূপে ইহাকে দেখা যাইবে।

— দীপালী —

এমেচার ফটোগ্রাফী

পরিচালক : শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

শান্তম্ শিবম্ সুন্দরম্

মিসেস্ রাণী বোস—নিউ দিল্লী।

জলপ্রপাত

কুমারী পরিমল মুখোপাধ্যায়, বাকুড়া।

আলো ছায়া

শ্রীনিখিল চৌধুরী, জলপাইগুড়ি

শেষ রশ্মি—শ্রীসত্য সেন, আসাম।

গিরিনদ—শ্রীসুবল সেন, নাগপুর।

ওয়ার্ড লেক—(শিলং) —কুমার মণীন্দ্র দেব, গৌহাটী।

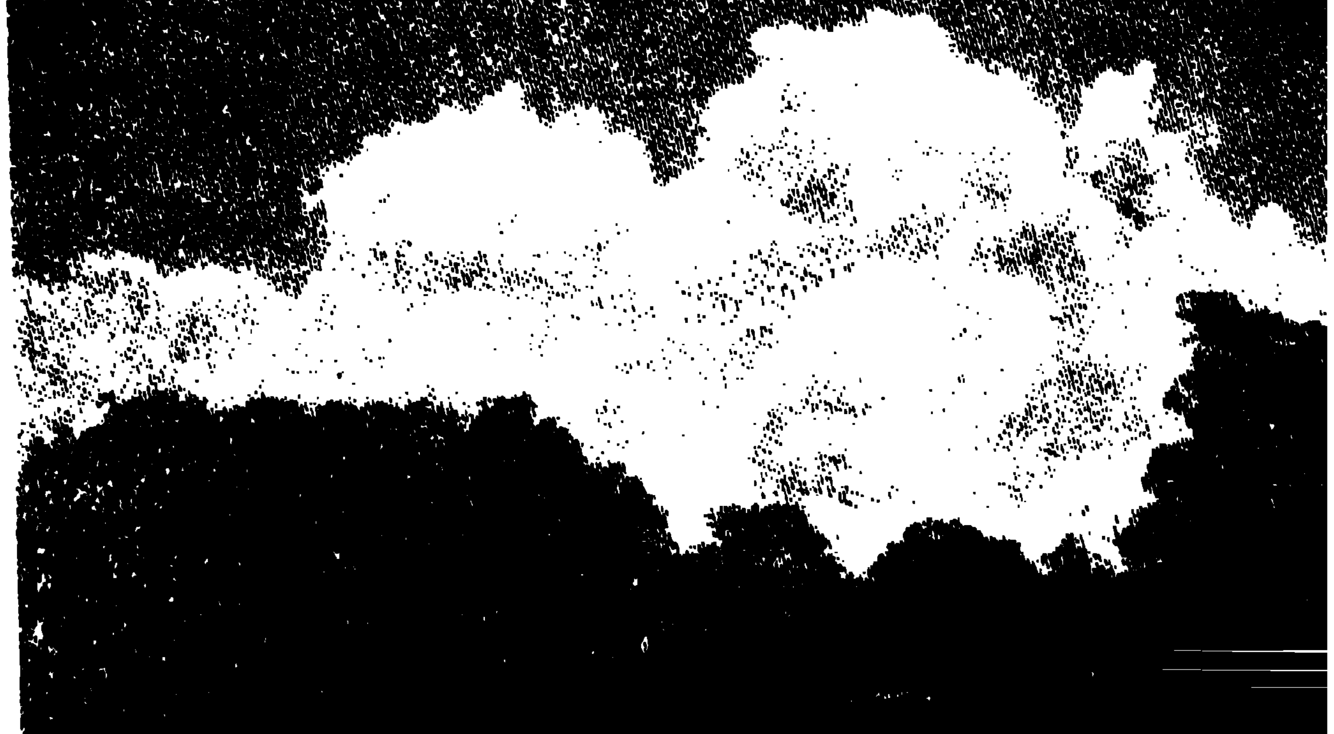

বর্ষাপ্রাতে—শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী, সিউড়ী।

দীপালী

এমেচার ফটোগ্রাফী

এই যে আমি এখানে—শ্রীশিশির বসু, মধুপুর।

উদয় ও অস্ত—শ্রীরামপ্রসাদ সিং, বেহালা।

স্নানের ঘরে—শ্রীমতী চিন্ময়ী বসু, শ্যামপুকুর।

বন্যা—শ্রীসুশীল সরকার, কলিকাতা।

পারের আশায়
সেখ খোদা হাফেজ,
গৌহাটী।

সন্ধ্যা
শ্রীবদি ও অমল,
মালদহ।

দীপালী

চিত্র-বর্ত্তিকা

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৪৭

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের "অভিনব" চিত্রে নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শীলা দেবী। ছবিখানি আগামী শনিবার "শ্রী"তে মুক্তিলাভ করিবে।

●

ব্রেণ্ডা মার্শাল (ওয়ার্ণার তারকা

অরোরা ফিল্মের শিশুচিত্র "দ্বিতীয় পাঠে" ক্যাপ্টেন ভোলানাথ ও মঞ্জুলা। পরিচালক নিরঞ্জন পাল। এখানি "অভিনব" ছবির সঙ্গে "শ্রী"তে দেখানো হইবে।

গল্প

খুন

শ্রীগৌরীরাণী চট্টোপাধ্যায়

সমাধি-ভূমি দেখে মনে হচ্ছিল, ওটা যেন ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। বহু অফিসার সেখানে সমবেত হয়েছেন। কর্নেল্ সিমুসিন্-এর স্ত্রীকে কবর দেওয়া হবে। দু'দিন পর পর স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে তিনি মারা যান।

কাজ সব শেষ হ'য়ে গেছে, পুরোহিত চ'লে গেছেন, কিন্তু কর্নেল্ তখনও দু'জন অফিসারকে নিয়ে উন্মুক্ত কবরের সামনেটাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তাঁর দৃষ্টি ছিল কাঠের কফিন্টার ওপর, সেই কফিনের ভেতরে তাঁর তরুণী স্ত্রীর মৃতদেহ ঢাকা আছে।

কর্নেলের বয়স হয়েছে, বেশ লম্বা রোগা গড়নের—গোঁফ জোড়াটি একেবারে সাদা হ'য়ে গেছে। বছর তিনেক আগে তিনি বিয়ে করেছিলেন—তাঁরই এক বন্ধুর বাপ-মা-মরা মেয়েকে। মেয়েটির বাপ কর্নেল্ মর্টিস্ তার আগেই মারা গেছেন, কাজেই মেয়েটি তখন একেবারে নিঃসহায়া, অনাথা।

ক্যাপ্টেন্ আর লেফ্টেন্যান্ট, যাদের ওপর ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তিনি বাধা দিলেন। অশ্রুসজলচোখে চাপা গলায় তিনি বললেন, "না,. না, একটুখানি দাঁড়াও"—বলে কবরের ধারে জোর করে যেন দাঁড়িয়ে রইলেন। পা তাঁর টলছিল, কবরের ঐ গহ্বরটা যেন অতল পাতালে গিয়ে ঠেকেছে। জীবন আর প্রেম, পৃথিবীতে তাঁর এই দুটো মাত্র সম্বল যেন ওর মুঠোর মধ্যে চলে গেছে।

হঠাৎ তাঁর বন্ধু জেনারেল অর্মণ্ট কাছে গিয়ে, তাঁর হাতখানা ধ'রে, জোর করে টেনে আনতে আনতে বলতে লাগলেন—"চলে এসো, চলে এসো, এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলে যে!" কর্নেল্ আর কিছু না ব'লে বাড়ী ফিরে এলেন।

পড়ার ঘরের দরজাটা খুলতেই ডেস্কের ওপরে একটা চিঠি তাঁর নজরে পড়ল। সেটা তুলতেই বিস্ময়ে ও মানসিক উত্তেজনায় তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে যেন অনেকখানি পিছিয়ে এলেন। তাতে তাঁর স্ত্রীর হাতের লেখা স্পষ্ট চিনতে পারলেন। চিঠিতে দেখলেন, সেইদিনকার পোষ্টমার্ক রয়েছে। খামটা ছিঁড়ে ফেলে, তিনি প'ড়তে লাগলেন—

"চিঠিটা যখন তোমার হাতে গিয়ে পড়বে, তখন আমি আর থাকব না, আমি থাকব মাটির তলায় নিশ্চিন্তে, নীরবে। সে জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছি। চিঠির গোড়াতে আমি তোমায় কোনও সম্বোধন করিনি, করতে পারি নি। আজ আমার ডাকতে ইচ্ছে করছে তোমায়—হ্যাঁ, 'বাবা' ব'লে। আজ মনে পড়ে, তুমি যখন আমায় দয়া ক'রে গ্রহণ করলে, আমি তার পরিবর্ত্তে তোমার একান্ত নিজস্ব হয়ে, একজন যুবতীর পক্ষে যা' সম্ভব, ততখানি প্রাচুর্য্য দিয়ে, তোমায় ভালবাসবার, সুখী করবার চেষ্টায় কার্পণ্য করি নি। তার কিছুদিন আগেই বাবা মারা যান। বাস্তবিক তুমি আমার বাবার কাজ করেছিলে, তাঁর অভাবটা পুরিয়ে রেখেছিলে। এ সব পুরাণো কথা টেনে এনে, পুরাণো নজির দেখিয়ে, তোমার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চাই না, আমার অপরাধের গুরু বোঝাও কমাতে চাই না। আজ আমি আত্মহত্যা করতে যাবার চরম মুহূর্ত্তে একটা এতদিনকার লুকানো নির্ম্মম সত্য কথা ব'লে জীবনের খাতাখানার শেষ পাতাটা উল্টাতে চাই।

এই সহরে আসবার পরে আমার মনটা যেন ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে গিয়ে প'ড়ে, একটা প্রেম মদিরার নেশা অনুক্ষণ রাখত আমাকে বিভোর ক'রে। পুরো দুটি বছর ধ'রে আমি নিজের মনের বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়াই করেছি। শেষকালে ঐ নেশাই আমাকে কাবু ক'রে ফেলে। ক্রমে ক্রমে আমি অবনতির ধাপে ধাপে নামতে সুরু করি।

কে সে যার থেকে আমার এই সর্ব্বনাশ? দোহাই তোমার, সেটা তুমি জানতে চেও না। তুমি জান আমার আশে পাশে অনেক অফিসার ঘোরাঘুরি করত, তুমি তাদের "বড়ঘরের সৌন্দর্য্যগ্রাহী" আখ্যা দিয়েছিলে। কে সে? বার করতে যেওনা, তাকে ঘৃণাও কোরোনা। যাই হোক্ না কেন সে আমায় যথেষ্ট ভালবেসেছিল।

যাক্, তারপর। বেকাসেস্ দ্বীপে একদিন দুজনের দেখা করবার কথা ঠিক হ'ল। আমি সেখানে সাঁতার কাটতে কাটতে যাব আর সে একটা ঝোঁপের মধ্যে থাকবে আমার প্রতীক্ষায়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে আমরা থাকব, তারপর সে আঁধারের মধ্যে লুকিয়ে বিদায় নেবে। কথামত আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেছি; লতাপাতা সরিয়ে যেই সে বেরিয়েছে, তখন দুজনেই অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইলুম

তোমার অনুচর ও আজ্ঞাবাহক ফিলিপ্‌কে দেখে। এ রকম অপ্রত্যাশিত ভাবে তাকে দেখে আমি আমার অধঃপতনের গভীরতা অনুভব ক'রে চেঁচিয়ে উঠলুম।

আমার বন্ধুটী কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌'ল—"কিছু ভেবোনা। আজ তুমি যাও। লোকটাকে একবার দেখি।"

আমি ফিরে গেলাম, ফিরে গিয়ে অপেক্ষা কর্‌তে লাগলাম, হয়ত একটা কিছু বেশী রকম ঘটে যাবে।

ঘণ্টাখানেক পরে বাইরের ঘরের বারান্দায় ফিলিপকে দেখতে পেল'ম। সে আমার খানিকটা কাছে এসে চাপা গলায় বল্লে—"আমি তোমার আজ্ঞাবাহক, চিঠিপত্র কিছু কোথাও পাঠাবার দরকার আছে নাকি?" বুঝতে পারলাম, আমার প্রেমিকটী অর্থের দ্বারা তাকে বশীভূত ক'রে হয়ত তার মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

আমি তার হাতে চিঠি দিলুম সব কয়খানিই। সে সেগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে উত্তর নিয়ে আসত।

দু'মাস এই ভাবে চলল। তুমি নিজে যেমন তাকে বিশ্বাস করতে আমরা দুজনেও ঠিক ততখানি বিশ্বাস করতুম তাকে। তারপর আর একদিন আমি একাই সাঁতার দিতে দিতে গিয়ে পড়ি সেই দ্বীপটাতে, সেখানে হঠাৎ দেখা হয় ফিলিপের সঙ্গে। সে যেন আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে সে ভয় দেখাল যে, সে আমাদের দুজনকে ধরিয়ে দেবে তোমার কাছে যদি না আমি তার কাছে আত্মসমর্পন করি। প্রমাণ স্বরূপ গোটাকতক গোপনীয় চিঠি সে রেখেছে জমিয়ে।

ভয়ে, লজ্জায়, ঘৃণায় আমি সঙ্কুচিত হ'য়ে গেলাম। নিজের জালে নিজেই পা দিয়েছি। মনে হোলো তুমি কতখানি দয়া আমাকে দেখাতে আর তার প্রতিদানে কি হীন ভাবে তোমায় প্রবঞ্চিত ক'রে এসেছি। ভয় হ'ল, টের পেলে তুমি হ'য়ত আমার বন্ধুটীকে আর জীবিত অবস্থায় রাখবে না। কী করে বলব সে নিদারুণ ঘৃণার কথা? তাকে প্রত্যাখ্যান করবার সাহস আমার হ'ল না।

আমরা স্ত্রীলোক কত দুর্ব্বল, কত সহজেই তোমাদের চেয়ে শীঘ্র জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি। একবার নামতে সুরু ক'রলে আমরা অতল তলে ক্রমশঃই তলিয়ে যাই। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে না একজনকে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেই হবে। কাজেই ঐ পাষণ্ডটার কাছে

হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে ৩৩ বৎসর কাল সুপরিচালিত, বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

হিন্দুস্থান-এর
বীমাপত্র সম্পূর্ণ নিরাপদ, সারবান ও লাভজনক

আর্থিক পরিচয়—
(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	২ কোটি	১০ লক্ষের	উপর
মোট চল্‌তি বীমা	১৭ কোটি	টাকার	„
মোট সংস্থান	৩ „	৫৬ লক্ষের	„
বীমা তহবিল	৩ „	১০ „	„
দাবী শোধ (১৯০৭—৩৯)	১ „	৯৭ „	„

বোনাস
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায়— ১৮৲
আজীবন বীমায়— ১৫৲

HINDUSTHAN CO-OPERATIVE INSURANCE SOCIETY LD.

হেড অফিস— হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।
এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

আত্মসমর্পন করা ছাড়া অন্য উপায় দেখতে পেলুম না। আমি কোনও রকম ওজরের অবতারণা করছি না।

কী ঘৃণিত জীবন! কী প্রচণ্ড জঘন্য শাস্তি! জীবনটা যেন একটা বোঝা হ'য়ে দাঁড়াল, তাকে ধরে বেড়াবার স্ফূর্তি আর আমার নেই।

আমি ঠিক করলাম আত্মহত্যা ক'রে বোঝা খালাস ক'রে যাব। কেন না, বেঁচে থেকে এ রকম একটা অন্যায়ের কথা তোমায় আমি মুখ ফুটে জানাতে পারব না। মরণের পরে আর আমার ভয় কী!

ভালবাসা জিনিষটার ওপর আমার বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে গেল, প্রেমের কথা শেলের মত গিয়ে বিঁধত আমার বুকে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই আমি স্নান করতে চলেছি, ফিরে আসা আর আমার হবে না। আর আমার কিছু বলবার নেই, এই শেষ।

আমায় ক্ষমা করবার চেষ্টা কোরো, বিদায়।"

কর্ণেলের কপোলদেশ বেয়ে দর দর ধারায় ঘাম ঝরতে লাগল। তিনি ঘণ্টা টিপ্‌তেই একজন ভৃত্য হাজির হোল। তিনি ডেস্কের ড্রয়ারটা অর্দ্ধেক খুলে চেঁচিয়ে বললেন—"ফিলিপকে একবার ডেকে দিস্ তো রে।"

ঠিক সেই সময় ফিলিপ ঘরে ঢুকল, লম্বা চওড়া লাল দাড়িওলা সৈনিক পুরুষ।

কর্ণেল্ সোজা তার দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন—"আমার স্ত্রীর প্রেমিকের নামটা তোমায় বলতেই হবে।"

"—কিন্তু?"

তিনি ততক্ষণে ড্রয়ার থেকে ছোট পিস্তলটা বের করেছেন; তার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন—"থাক্, দেরী কোরোনা; চট্ ক'রে বলে ফেল, অত সহজে ভোলবার লোক আমি নই।"

"—হ্যাঁ, হ্যাঁ তিনি হচ্ছেন "ক্যাপ্টেন্ সেণ্ট্ এ্যালবার্ট্।" সে নামটা উচ্চারণ করতে না করতে আগুণ ঠিক্‌রে পড়ল তাঁর চোখ দুটো থেকে; সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল। কপালের ঠিক মধ্যখানটা দিয়ে গুলি চলে গেছে, পরক্ষণেই তাঁর মাথাটা সশব্দে ঝুঁকে পড়ে গেল ডেস্কের ওপর।*

*মোঁপাশার "The Orderly" থেকে নেওয়া।

গান

—শ্রীজ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী বি. এ

একি চামেলী সুবাস ঢালা অধীর পবন।
একি জোছনা সুষমা মাখা নিতল গগন
একি অপরূপ ঝঙ্কার পৃথ্বিতলে
একি আকুলি বিকুলি লুটা কুসুমদলে
একি তারায় তারায় ভাষা
পরাণে পরাণে আশা
একি বাঁধন টুটান মায়া-মদির সঘন॥

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

অকাল-বসন্ত

(উপন্যাস)

—শ্রীমনোজ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল

(২৪)

অণিমা প্রায় জোর করে শীলাকে নিয়ে গেল প্রণতির কাছে। পথে অনেক বুঝিয়ে প্রণতির কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি করালে, একরকম জোর করেই। শীলা অণিমাকে ভয়ও করত, ভালও বাসত তাই তার কথায় প্রতিবাদ করতে পারলে না। প্রণতির হোটেলে গিয়ে দেখলে সে তার সুটকেশ, বিছানা ঠিক করছে। শীলাকে দেখে প্রণতি আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "কি শীলা, তুমি হঠাৎ এলে যে?" শীলা বললে, "আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন?" হাসতে হাসতে প্রণতি বললে, "কে বললে? তোমার ওপর রাগ করব কেন?"

"আমার তখন বড্ড রাগ হয়ে গিয়েছিল তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি নি, আমায় ক্ষমা করুন।"

প্রণতি শীলাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "ছি, ছি, ওকথা বলতে নেই, আমি তোমার ওপর একটুও রাগ করি নি।"

"তবে আপনি চলে যাচ্ছেন কেন?"

"এখানে থাকা তো বারমাস চলবে না তাই কলকাতার বাড়ীতে যাচ্ছি।"

অণিমা বললে, "তুমি তো বেশ লোক? শীলা তোমার সঙ্গে কথা কয় নি তাই তোমার রাগ হয়েছিল, আর তুমি যে এতক্ষণের মধ্যে আমায় বসতেও বললে না, তাতে আমার কি করা উচিত?"

প্রণতি অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "আমি সত্যি অন্যায় করেছি; বসুন, বসুন।"

অণিমা বললে, "বেশ মেয়ে যা হোক, আমি 'তুমি' বলে কথা বললাম আর উনি আমায় বসুন, বসুন করছেন। আমি ওসব পছন্দ করি না, আর আমি যা পছন্দ করি না তা করাও চলবে না।"

প্রণতি হাসতে হাসতে বললে, "বেশ, তা করব না; শীলা তুমি তো ওঁর পরিচয় দিলে না?"

অণিমা বললে, "শীলা আমার পরিচয় দেবে কি রকম? আমার পরিচয় আমি নিজেই দোব—এতক্ষণ আমায় চিনতে পার নি? কি করে চিনবে? ননদ, শাশুড়ী নিয়ে তো কোন দিন ঘর করলে না!"

প্রণতি তার কাছে এসে বললে, "তুমি অণিমা?"

অণিমা হাসতে হাসতে বললে, "হাঁ গো, হাঁ, চিনতে পেরেছ তাহলে? এবার বল তোমাদের ব্যাপার কি?"

"কি বলব?"

"সমস্ত, কোন কথা বাদ দেবে না। মনে রেখ তোমাদের চেয়ে মাপে ছোট হলেও জীবনের অভিজ্ঞতা আমার অনেক বেশী।"

প্রণতি বাধ্য হয়ে সব কথা অণিমাকে বললে। সমস্ত শুনে অণিমা বললে, "আচ্ছা বৌদি, শীলাটা না হয় একদম ছেলেমানুষ তাই ছোড়দার সঙ্গে ঝগড়া করে, কিন্তু তুমি কি করে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এলে?"

প্রণতি বললে, "কি করে যে এলাম তা আজও ভেবে পাই না। তাঁর মত লোক যে কোন অন্যায় করতে পারে এ আমি ভাবতেও পারি না।"

শীলা বললে, "সে ছবিটা দেখেও না?"

প্রণতি বললে, "ছবিটা কিছুই নয়; তিনি যদি একবার বলতেন সব মিথ্যে, তাহলে…"

শীলা আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "তাহলেই আপনি তা মেনে নিতেন?"

"নিশ্চয় নিতাম, কিন্তু তিনি যে তা বললেন না।"

"আপনার নিজের দেখা, জানা সব কিছুকে অবিশ্বাস করতেন?"

প্রণতি বললে, "সেই শিক্ষাই যে পেয়েছি বোন। জ্ঞানে কখন মাকে বাবার কোন কথায় অবিশ্বাস করতে দেখি নি। বাবা মা'র মধ্যে কখন ঝগড়া হতে দেখি নি।"

শীলা বললে, "কি করে দেখবেন? আপনার মা নিশ্চয় আপনার বাবার সব কথা নির্ব্বিচারে মেনে নিতেন। তাঁর নিজের মতামত বলে কোন কিছু ছিল না; আজকালকার কোন মেয়ে তা পারে না।"

অণিমা বললে, "পারে না তাই বাসর ঘরের গন্ধ গা থেকে যেতে না যেতে ঝগড়ার চোটে পাড়ার লোকের ঘুম হয় না।"

শীলা বললে, "সব দোষ আমার, না? নিজের দাদার তো দোষ দেখবেন না।"

অণিমা বললে, "কাঁদতে আরম্ভ কর এবার। ঐ দেখ বৌদি ওর চোখে জল এসে গিয়েছে।"

শীলা বললে, "আমার কাঁদতে বয়ে গেছে।"

প্রণতি অণিমাকে জিজ্ঞেস করলে, "ওদের সব ঝগড়া কি নিয়ে হয় বলত ভাই? শীলার

সীতা কি ভাবে সুখী হয়েছিল।

মত মেয়ে যে ঝগড়া করবে তা মনে হয় না।"

অণিমা বললে, "দাদার মত ছেলেও যে ঝগড়া করে তা মনে হয় না, অথচ ঝগড়া হয় —আশ্চর্য্য না ?"

প্রণতি বললে, "তোমরা বোস, আমি এখনি আসছি।" সে চলে গেলে অণিমা বললে, "বৌদির কথা শুনলে ?"

লীলা জিজ্ঞেস করলে, "কোন কথাটা ?"

"তাও ভুলে গিয়েছ ? নিজের চোখে দেখা সব কিছুও উড়িয়ে দিতে পারত শুধু দাদার একটা মুখের কথায়।"

"মানুষে বুঝি তা পারে ?"

"মানুষে পারে, ছেলেমানুষে পারে না।"

"আমায় সব সময় কেবল ছেলেমানুষ বলে ঠাট্টা কর কেন ?"

"কারণ তুমি ছেলেমানুষ। তোমার ঠাকুরজামাই বলে তুমি নন্দার চেয়ে একটু বড় নও।"

"বকেন [illegible] ?"

"বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তো, জিজ্ঞেস করে এস না ?"

"আহা, ভদ্রলোককে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা এখানে গল্প করছি। বড় অন্যায় হচ্ছে।"

"কষ্ট হচ্ছে নাকি ? যাও তার কাছে গিয়ে বোস গে।"

"কি যে বল !"

"একটা কথা শিখে রাখ। যদি নিজের মত জোর করে খাটাতে যাও, সবাই তোমার বিপক্ষে লাগবে, নিজের মত খাটাতে হলে অন্যের মত মেনে নিতে হয়। স্বামীর কাছে যদি সব সময় নিজের মত সত্য রাখতে চাও, তাঁর মতের বিরুদ্ধে যেও না; দেখবে আপনা হতে সব বিষয় তিনি তোমার মত মেনে নেবেন।"

"তুমি বুঝি ঠাকুরজামাইয়ের সঙ্গে তাই কর ?"

"এর বেলায় তো বেশ বুদ্ধি খোলে।"

"বৌদিকে কি রকম লাগছে ? আর হিংসে হয় ?"

"তোমার পায়ে পড়ি তুমি যেন ওঁকে বলে দিও না।"

প্রণতি বিজয় আর ঋতেনকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

অণিমা বললে, "কি করে জানলে বৌদি ওরা বাইরে আছে ?"

প্রণতি বললে, "বড় শক্ত কথা তো ? তোমরা কি একা আসবে নাকি ? দেখলাম তোমরা কিছু বললে না তাই নিজেই গেলাম।"

অণিমা বললে, "আর দেরী করা যায় না, চল বৌদি, আমি ট্রেন থেকে নেমেই তোমার এখানে এসেছি।"

প্রণতির কোন আপত্তিই টিঁকল না, তাকে তাদের সঙ্গে যেতে হল।

বাড়ী ফিরে অণিমা ঋতেনকে বললে, "দাদাকে একটা telegram করে দাও, আসবার জন্যে।"

ঋতেন বললে, "তাতে কি লাভ হবে ? এত শিগ্‌গীর..."

"তুমি তো ভারি বোঝ ! দাদা একটা মস্ত ভুল করেছে, সেকথা তাকে বোঝান শক্ত হবে না—হঠাৎ কোন কারণে সে বৌদির ওপর রাগ করেছিল ; এক'দিনে নিশ্চয় তার রাগ পড়েছে।"

ঋতেন অণিমার কথামত টেলিগ্রাম করে দিলে, সেকথা কেউ জানতে পারলে না।

নিশীথ যখন এসে পৌছুল তখন সবে ভোর হয়েছে। চাকর এসে ঋতেনকে খবর দিলে ; ঋতেন তাকে দেখে বললে, তুমি একা এলে যে ? নতিদি কোথায় ?"

নিশীথ আশা করেছিল প্রণতিকে সে এখানে দেখতে পাবে, ঋতেনের কথায় তার সে আশার শেষ হল। সে জিজ্ঞেস করলে, "আমায় telegram করে নিয়ে এলে কেন ?"

"অণিমা আর বিজয়বাবু এসেছেন ; তাঁরা তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু নতিদিকে নিয়ে এলে না কেন ?"

"সে অনেক কথা ; পরে বলব।"

ঋতেন কোন রকমে হাসি চেপে বললে, "তুমি এই ঘরটায় বোস আমি আসছি।"

সে চলে যেতে নিশীথ বিরক্ত হয়ে উঠল। সে আশা করেছিল প্রণতিকে এখানে দেখতে পাবে। এখানে আসাটা তার নিরর্থক হয়ে গেল ; কি যে করবে তাও ভেবে পেলে না। কে একজন ঘরে ঢুকল। নিশীথ চোখ তুলে চেঁচিয়ে উঠল,

"তুমি ? তবে যে বললে তুমি এখানে আসনি ?"

প্রণতি বললে, "তুমি এখানে কি করে এলে ?"

"ওরা আমায় টেলিগ্রাম করে ডেকে এনেছে। তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমি তোমার কাছে অন্যায় করেছি, আমায় ক্ষমা কর।"

"ছি, ছি, তুমি একি বলছ ? তোমায় আমি ক্ষমা করব ? তুমি কি অন্যায় করেছ ? তুমি যদি অন্যায় করে থাক তাহলে আমি তো আরও অন্যায় করেছি, আমার অন্যায়ের ক্ষমা নেই, আমি স্বামীকে ছেড়ে এসেছিলাম।"

"এ সবের গোড়া কে জান ? সুরেশ..."

"সুরেশ ?"

"তাকে তুমি চেন ?"

"চিনি। সে আমায় শাসিয়েছিল আমার সমস্ত জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করে দেবে..."

"কেন ? তোমার অপরাধ ?"

"তাকে আমি ভালবাসতে পারি নি বলে।"

"সে তো প্রায় তার কথা রেখেছিল।" বলে নিশীথ তার কাছে এসে তার হাত ধরলে। ভেতর থেকে শাঁখ বেজে উঠল।

সমাপ্ত

দীপালী-সম্পাদক

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

মরু-ছায়া

বাহির হইল

মূল্য ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : দীপালী গ্রন্থশালা

ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়

ফোন ২৭৭৪

বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তৈল

ব্যবহার করুন।

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

(৫৮)

হিংসা না অজ্ঞতা ?

প্রিয় দীপালী সম্পাদক মহোদয়,

আদাব জানিবেন, আশা করি এই পত্রখানি আপনার বিখ্যাত পত্রিকা দীপালীতে উঠাইয়া বাধিতা করিবেন।

আপনার ১৪ই কার্ত্তিক ৪২শ সংখ্যা দীপালীতে মৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'মাস্তানা' নামক কবিতা গ্রন্থখানির সমালোচনা দেখিলাম। উক্ত সমালোচনা দৃষ্টে আমাদের মুসলমান সমাজে বহুদিন হইতে প্রচলিত একটী কথার 'চরম সত্যতা' প্রমাণিত হইল। মিঃ ওয়াজেদ আলী মহোদয় একবার বলিয়াছিলেন—"মুসলমান সাহিত্যিক বিশেষ করিয়া মুসলমান পরিচালিত পত্রিকাগুলি অধিকাংশই হিংসুক, তাঁহারা নিজেরা তো কোন কবির জন্মদান করিবেনই না, তথাপি কালে ভদ্রে যদি কোন কবির উদ্ভব ঘটে, তবে সকলে লাগিয়া পড়িবেন তাঁহার পিছনে—down করিতে। অর্থাৎ নিজেরা যাহা পারি না, অন্যে তাহা করিবে কেন?" এইতো তাঁহাদের মনোভাব, এবং যুগ যুগ ধরিয়া এই মনোভাবের জন্যই 'ওমর খৈয়াম' প্রমুখ বিশ্ব কবিগণও সহস্র বর্ষ চাপা পড়িয়াছিলেন। শেষে ইংরেজ ও হিন্দু ভ্রাতৃগণের কল্যাণে তাঁহাদের উদ্ধার সাধন ঘটে। বেশী দূরে যাইতে হইবে না, এই সেদিন নজরুল ইসলামের মত কবিকেও ইঁহাদের হাতে নাকানি চুবানী খাইতে হইয়াছে। ইহা ব্যতীত যে কয়েকজন মুসলমান কবি বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যে দেখা যাইতেছে ইঁহাদের সকলেই হিন্দু পত্রিকার মারফতেই কবিত্ব 'দক্ষ' করিয়াছেন। অতঃপর যখন বিশ্বকবি মাননীয় ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত 'কবি' তক্‌মা ধারণ করতঃ বাহির হইয়াছেন, তখনই মুসলমান আমরা 'বরণ ডালা' লইয়া 'আমাদের কবিকে' অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি! কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাদের সমাজ তাঁহাদিগকে কখনও গ্রহণ করিয়াছেন কি?—বরং নানারূপ বিদ্রূপ-বাণেই জর্জ্জরিত করিয়াছেন। আবার তাঁহারা ইহজগত হইতে যখন বিদায় গ্রহণ করেন তখন করা হয়—ঘটা করিয়া 'শোক সভা'! অথচ জীবিত কালে ইঁহারা কোনই সহানুভূতি পান নাই তাঁহাদের কাছে! এ ভণ্ডামীর তুলনা আছে কি?

আমাকে এতগুলি কথা বলিতে হইল এইজন্যই যে, আমাদের হতভাগ্য "মাস্তানা"র কবির জীবনেও ঠিক ঐরূপ ঘটনাই ঘটিয়া গিয়াছে। স্থানীয় ঘটনা বাদ দিলেও 'মুসলমান জাতির' নামে যাঁহারা অন্ন সংস্থান করিতেছেন, সেই মুসলমান পরিচালিত 'সওগাত' পত্রিকাই 'মাস্তানা'এর ভিতর কোন কবিত্ব দেখিতে পান নাই। ভাবধারা পুনঃ পুনঃ আঘাত পাইয়া নাকি ভাসিয়া উঠিয়াছে। আর 'লেখক' (অবশ্য 'কবি' নহেন) 'রুবাইয়াৎ' রচনা করিতে জানেন না। যাহা হউক বিশ্বকবি যাঁহাকে 'কবি' সম্ভাষণ করিয়াছেন, তাঁহাকে 'সওগাতের' মত বিদ্যাবাগীশ 'কবি' বলিতে ঘৃণা বোধ করিলেও তাহাতে 'মাস্তানা'র কবির কিছুই ক্ষতি হইবে না। আর তিনি যে স্থলে 'মাস্তানা'র ভাবধারা আঘাত খাইতে দেখিয়াছেন, সেখানে আর কিছুই নহে—ওমর খৈয়ামের 'অদৃষ্ট বাদ' কবি কর্ত্তৃক খণ্ডন। তাহা হইবে না কেন?—যাঁহার জন্যই হইল পীর, গুরু এবং আলেমদিগের উৎসাদনের উদ্দেশ্যে, ইহকালই যাঁহাদের

কেলী ক্রিম

শুধু বাহ্য প্রয়োগেই ধারণশক্তি সতেজ করে। মূল্য প্রতি শিশি—২৲ টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অভিনব আবিষ্কার

এ্যাসিড্ প্রুভড্ 22ct. রোল্ড গোল্ড, স্থায়িত্বে ও ঔজ্জ্বল্যে গিনি সোণার মত। সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী। গ্যারাণ্টি ১০ বৎসর। বিক্রয়কালীন অর্দ্ধমূল্য পাওয়া যায়। ক্যাটালগ ফ্রী।

ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড কোং

২১০নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিঃ দ্রঃ—কতিপয় উচ্চশিক্ষিত যুবক দ্বারা পরিচালিত।

মিথ্যা প্রমাণে ২৫০৲ পুরস্কার

স্বর্ণ-মাদুলী (গভর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড) ধারণে সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ। মূল্য প্রত্যেকটি ১৷০। ভিঃপিঃ খরচ ।৵০ তিনটি একত্রে লইলে, ভিঃ পিঃ খরচ লাগিবে না

কে. চক্রবর্ত্তী. পোষ্ট-বক্স নং ৭৮২৪, কলিকাতা

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতারিত

জন্ম "শান্তি"

মুপ্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ

১ও২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ মূল্য, যথা— ১৷৷০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।

ডি. লামা. পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া

পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

"এসিডল"

বিলম্বে হতাশ হইবেন।

জোর করিয়া বলিতে পারি আপনি যদি অম্বল, শূলবেদনা, লিভারের ব্যথায়, অজীর্ণ রোগে অথবা চুকা ঢেকুর উঠা ইত্যাদি ব্যারামে হতাশও হইয়া থাকেন তবে আমাদের বিখ্যাত "এসিডল" একবার ব্যবহার করিলে উক্ত রোগসমূহ হইতে অব্যাহতি পাইবেনই। এক শিশিতে উপকার না হইলে তিনগুণ মূল্য ফেরৎ দিব। মূল্য মাত্র ১।০ পাঁচ সিকা, মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—**চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং**

পোঃ নীলফামারী, (বেঙ্গল)

জীবনের চরম লক্ষ্য, এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাহারা একটী জীবনকেও বলিদান করিতে ইতঃস্তত করেন না, তাঁহারা যদি শুনেন—

"আস্‌লি হেথা কর্‌তে আবাদ
বুন্‌লি যে বীজ জমির পর,
পেতেই হবে সুদ'আসলে
ভর্‌ছে পাপের গোলার ঘর।"

তবে তাহা তাঁহাদের সহ্য হইবে কেন? তাঁহারা যে 'নিয়তি দেবীর হস্তের খেলার ঘুঁটী।' অন্যায় কি স্বেচ্ছায় করি?—ও 'ভাগ্য' বেচারারই সব চক্র!

আজ পৃথকভাবে "মুসলমান সাহিত্য সমিতি" গঠিত হইয়াছে, কারণ মুসলমান" সাহিত্যিকগণ হিন্দু ভাইদের কাছে নাকি পাত্তাই পান না, এবং করপোরেশন হইতে তাঁহাদের গবেষণার জন্য নাকি মোটা টাকাও দেওয়া হইতেছে। ইহা ব্যতীত বাংলা গভর্ণমেণ্টের নিকট 'সমাজের পক্ষ' হইতে তাঁহারা সাহিত্যের দিক দিয়া অনেক দাবীও জানাইয়াছেন। শুনা যাইতেছে তাঁহারা মূল্যবান আরবী পার্শী গ্রন্থসকল অনুবাদ করতঃ বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবেন। উত্তম কথা, কিন্তু তৎপূর্ব্বে বাংলার নিজস্ব বহু প্রতিভা যে লুপ্ত হইয়া যাইবে তাহার কি প্রতিকার তাঁহারা করিতেছেন? সত্য কথা বলিতে কি এই সব প্রতিভা বরং হিন্দু ভ্রাতৃগণের দ্বারা উদ্ধার প্রাপ্ত ও রক্ষিত হইতেছে, বিশেষ করিয়া মুসলমানদের ক্ষেত্রেই একথা বলিতেছি। আজকাল মুসলমান সাহিত্য সমিতি নাকি রাজনীতি লইয়াও ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছেন, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু হিন্দু ভাইগণ 'সব লুটিয়া খাইবে' এই ভয়ে যে ভ্রাতৃগণ পাকিস্থানের দাবী করিয়া বসিয়াছেন, তাহা-দিগকে দেখিয়া আজ আমাদের ভয় হইতেছে যে, যে জাতি নিজের ঘরের সাহিত্যিকদের ন্যায্য সম্মান দিতেও পরাঙ্মুখ, তাঁহাদের দ্বারা রাজনীতি ক্ষেত্রে সমাজ কতটা উপকৃত হইবে?

আর একটি কথা—আমাদের মুসলমান পত্রিকাগুলি চিরকাল এই অভিযোগ করিয়া আসিতেছে যে মুসলমানেরা নাকি 'মুসলমানের পত্রিকা' পড়ে না, তাই অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সেস্থলে মুসলমানদের পয়সাতেই হিন্দু পত্রিকাগুলি দিন দিন ফাঁপিয়া উঠিতে থাকে। এ অভিযোগের উত্তর আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। নিজেদের নির্দ্দিষ্ট লেখকের গণ্ডির ভিতরেই যাহাদের পত্রিকা আবদ্ধ এবং নূতন লেখক লেখিকাদিগকে সুযোগ দিতে যাহারা নারাজ, তাহাদের গতিই ঐরূপ হয়। এস্থলে আমরা হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে দীপালীর জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করিতে পারি। দীপালীর 'নারীলোক' বাংলার স্ত্রী-মহলে একটি নূতন স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে। ইতি—

বিনীতা—
বেগম শামছুণ নাহার সাহারবানু
রাজসাহী

(৫৯)

পুনর্ব্বার চুরি ধরা পড়িল
কুমারী হাসিনা আহম্মদের গান

মাননীয় "দীপালী" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু,

মহাশয়,

আমার এই পত্রখানি আপনার বহু প্রশংসিত দীপালী পত্রিকায় স্থান দিলে বাধিতা হইব।

গত পূজা সংখ্যা দীপালীতে কুমারী হাসিনা আহম্মদ কর্তৃক লিখিত গানটি পড়িয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। গানটি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

এই গানটি ১৩৪৭ সালের (কোন মাসের ঠিক স্মরণ না থাকায় দুঃখিত) "দেশপ্রাণ" নামক পত্রিকায় শ্রীপ্রণব রায় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল, ইহাও সেই পত্রিকায় লিখিত ছিল যে বীণা ঘোষ কর্ত্তৃক এই গানটি সেনোলা রেকর্ডে গীত হইয়াছে। তবে লেখিকা গানটির দু'চারিটা কথা অদল-বদল করিয়া নিজ নামে প্রকাশ করিয়াছেন, আপনাদের সন্দেহ নিবারণের জন্য প্রণব রায়ের গানটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভোরের তারা ডাক দিয়েছে
যাবার সময় হোল,
(প্রিয়) শেষ রজনীর প্রদীপটিরে উজল
কোরে তোল
(তুমি) যে-হাত দিয়ে কণ্ঠে আমার
পরিয়েছিলে এই ফুলহার
(এবার) তুমি সে হাত দিয়ে যাবার দুয়ার
খোল।
(মোর) দেহ যখন রইবে দূরে মন
রবে গো সাথে
(তোমার) আঁখির আড়াল হয়েও আমি
রব আঁখির পাতে
দুটি হৃদয় তেমনি কোরে
রইবে বাঁধা মালার ডোরে
(তাই) আমার দেওয়া যত ব্যথা
যাবার আগে ভোল॥

মিলালে দেখা যায় যে লেখিকার অধিকাংশ পংক্তি এই গানটি হইতে লওয়া, ইহাতে লেখিকার নিজস্ব কি রহিল, আশা করি ভবিষ্যতে ইনি যেন আর চুরি করিয়া লেখা ছাপাইবার চেষ্টা না করেন। আমি দীপালীর গ্রাহিকা নই, কিন্তু নিয়মিত দীপালী ক্রয় করিয়া পাঠ করি। ইতি

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী পুরকায়স্থ,
C/o Sj. Srish Chandra Purakayastha,
Moyerpore Road,
Chetla, Calcutta.

সাহিত্য-দর্পণ

শ্রীধীরেন্দ্র মোহন মজুমদার

বিশ পঁচিশ বৎসর আগেও আমরা দেখেছি যে ভারতচন্দ্রের নামে সে যুগের বয়স্ক অভিভাবকেরা নাসিকা কুঞ্চিত করতেন। অল্পবয়স্ক ছেলেদের ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হত লুকিয়ে খিড়কির পুকুরের পারে, দুপুরের স্তব্ধ নির্জ্জনতায়; নয়তো বহু কৌশলে অভিভাবকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে স্কুলের বেঞ্চের তলায় বা পড়বার ঘরের ডেস্কের অন্ধকারে তাদের এই অনধিকার সাহিত্যরসচর্চ্চার সুযোগ করে নিতে হত। পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না বরং সে যুগে কঠোরতর বিধিনিষেধের বেড়াজালে তরুণ পাঠকের অনুসন্ধিৎসা ও ঔৎসুক্যের সমাধি রচনা করা হত। সাধারণ আমোদ প্রমোদ, থিয়েটার যাত্রা, আহার বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ, সমস্ত বিষয়েই একটা ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের সীমারেখা টেনে দেওয়া হত। এ যুগের তরুণ সম্প্রদায় এই বিধিনিষেধের হেতু ও প্রয়োজনীয়তা সব সময় বুঝে উঠতে পারবেন না। আধুনিক যুগের বন্ধনহীন জীবনোচ্ছল গতিবেগ বিগতযুগের সেই রক্ষণশীল মনোবৃত্তিকে যেন উপহাস করে আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত রচনা করে ছুটে চলেছে। কোনটা ভাল বা কোনটা মন্দ সেকথা বলা মোটেই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেকার বাঙলা সাহিত্য বাঙালী জীবনের এই সংস্কারবিরোধী রক্ষণপন্থী মনকে পরিপুষ্ট করে চলত। সে যুগের সাধারণ বাঙালী এই সাহিত্যে পেতেন আশ্রয়, পেতেন মনের প্রয়োজনীয় খোরাক। বাংলা সাহিত্য এই হিসাবে তৎকালীন বাঙালী মনের গতিনির্দ্দেশক তাপমান যন্ত্রের কাজ করেছে। সাহিত্যের এই তাপমান যন্ত্রের পারদ তখন সমাজ ও জীবনের অচঞ্চল বিন্দুটিকে আশ্রয় করে নিম্নাভিমুখী ছিল। তাই তথাকথিত দুর্নীতির সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করে ভারত সাহিত্যের সত্যকারের রস ও সৌন্দর্য্য তৎকালীন সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের চোখেই প্রতিভাত হয়েছিল। এই রকমই হয়।

*

তারপর বহুকাল অতীত হয়েছে, বাঙালীর জীবনে আবার যুগ পরিবর্ত্তন হয়েছে। আধুনিক যুগের ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায় পারিবারিক জীবনে অভিভাবকদের কঠোর নিষেধ ও কড়াকড়ির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন; ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' আজ তরুণ সম্প্রদায়ের মনে রোমাঞ্চিত অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। ভারত সাহিত্যের মধ্যে এঁরা দেখলেন আগামী যুগের সাহিত্যিক প্রগতির এক বিরাট সম্ভাবনা। মহাকালের উত্তরীয় স্পর্শে সমাজ ও জীবনের সমস্ত অর্গল আজ একে একে খসে পড়ছে। অভিভাবকবৃন্দ ভীত বিস্ফারিত নেত্রে যৌবনের এই উদ্দাম শোভাযাত্রার কুণ্ঠিত দর্শক হিসাবে পথ চলতে অভ্যস্ত হয়েছেন। বাংলায় সাহিত্য রচনার মহোৎসব সুরু হয়ে গেল বটে, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন বেরসিকের অস্তিত্ব এই পরিপূর্ণ জয়গৌরবের মধ্যে তরুণ সাহিত্যিকের মনে আজ কণ্টক বেদনার সৃষ্টি করেছে। একদল সাহিত্য সমালোচকের তীক্ষ্ণ চীৎকার যেন আজ ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এরা কি চায়? সাহিত্যের এই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জলধারাকে কি বঙ্কিম-সাহিত্যের স্বল্প-পরিসর অগভীর খাঁড়ির মধ্যে মোড় ফেরাতে হবে? তা হয় না, অসম্ভব। সাহিত্যিক প্রগতির বেগ আরও বেড়ে গেল, ভারতচন্দ্র এই গতিবেগের পশ্চাতে পথপ্রান্তে আশ্রয় নিলেন। মর্ত্ত্যের এই সাহিত্যিক কোলাহল আজ স্বর্গের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে কি না জানি না, পৌঁছিয়ে থাকলে আমরা একথা দিব্যদৃষ্টিবলে বলে দিতে পারি যে মন্দার বীথিকার একান্তে শিলাসনে বসে, কবি ভারতচন্দ্রের স্বর্গীয় আত্মা ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেকার বাংলা সাহিত্য ভারতচন্দ্রের উপর যে অবিচার করেছিল আধুনিক সাহিত্যিক তার উত্তর দিয়েছে সুদে আসলে। সে যুগে ভারতচন্দ্র ছিলেন রুচিবাগীশ সাহিত্যিকের অপাংক্তেয়, এ যুগের সাহিত্যিক প্রগতির রথচক্রে তিনি হয়েছেন পিষ্ট। সুতরাং এই খাঁটি বাঙালী কবির ভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠবার কোন কারণই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ভারতচন্দ্র উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই রয়ে গেলেন রীতিমত দুর্ব্বোধ্য।

*

'বঙ্গদর্শন' থেকে আমরা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষ তুলে দিচ্ছি। পয়লা বৈশাখ, ১২৮০ সালে, 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে তৎকালীন সাহিত্য সমালোচনার আদর্শ ও উৎকর্ষের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনিবার্য্য, সুতরাং তা' নিয়ে আমাদের তর্ক নেই।

তুলনায় সমালোচনা
মালিনীর চিত্র

"সূর্য্য যায় অস্ত গিরি আইসে যামিনী,
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী,
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।
গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ি কথা কয় ছলে,
চূড়া বান্ধা চুল, পরিধান সাদা শাড়ী
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফেরে বাড়ী বাড়ী
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে,
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে
ছিটা ফোঁটা মন্ত্র তন্ত্র জানে কতগুলি
চেঙড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি।"

"মনে করুন মালিনী, সেই হীরা মালিনী, মাজা মচকান, মাজা দোলান, ফিন ফিনি সাদা ধুতিখানি পরা, চুণ্টি ব্রজের গোঠের ভাবে বাঁধা, কোমরের কাছে ছোট ফুলের চুপড়িটি, পান মুখে একটু হাসি; সুন্দরের সম্মুখে বকুলতলে গিয়া দেখা দিল। সুন্দরের সহিত পরিচয় হইল। সুন্দর মাসী বলিয়া হীরাকে সম্বোধন করিলেন। সম্বোধন করিয়া একবার উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া আপাদমস্তক পরীক্ষার চেষ্টা করিলেন। সুন্দর মাসী বলিয়া ভক্তির ভাষায় গৌরব বাড়ো হীরাকে সম্বোধন করিয়াছেন। হীরাকে দেখিতে পারিলাম না। মাসী বলিলে আর হীরার দিকে পুরা নজরে চাওয়া যায় না। আমাদের কবি ভারতও তাই। প্রথমতঃ কাব্যভাব দেখুন। হীরার সেই গালভরা পান আর কাব্যের সেই আদিরসপূর্ণতা, হীরার সেই মাজা দোলা, আর ভারতের নাচনিচ্ছন্দ। হীরার সেই সুচিক্কণ পরিস্কৃত দন্ত; আর কাব্যের সেই মার্জ্জিত স্বভাব, হীরার সেই মুচকে মধুর হাসি, আর ভারতের সেই প্রসাদগুণ। হীরাও হাসে ভারতের কবিতাও হাসে।"

*

"ভারতকে ফুল ব্যবসায়ী কেন বলি? তিনি কণ্ঠস্বামী রসব্যবসায়ী। তিনি এই ফুলের চুপড়ি লইয়া এই বঙ্গরাজ্যে কাহার বাড়ী না গিয়াছেন? প্রথমে রাজবাড়ী ফুল যোগাইতেন বটে, কিন্তু এক্ষণে ক্রমে ক্রমে সমস্ত গৃহস্থ ভবন পর্য্যটন করিয়া সোনাগাছি, মেছোবাজার প্রভৃতি স্থলে পসার বিস্তার করিতেছেন। যেখানে দেখিবেন "চাই বেলফুলের" ডাক অধিক সেইখানেই দেখিবেন যে ভারতচন্দ্র রায়ের সমাদর অধিক। এখনও ভারত সমাদরের কিঞ্চিৎ থাকুক তাহাতে আপত্তি নাই এবং ভারত ও মালিনী এখনও ছেলড়া ভুলায়ে খাইতে থাকুন তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু যে যুবক মালিনীর বাড়ী বাসা লইয়া থাকে তাহার দিকে একটু সকলের দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়। আর যে সকল বঙ্গীয় মহাজন ভারতকে মালিনী স্বভাবাপন্ন কবিযোগ্য আদর অপেক্ষা অধিক গৌরব প্রদান করিতে চান, তাহাদের দিকেও সকলের একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।"

*

সম্প্রতি রাঁচী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের নবম অধিবেশন হয়ে গেল। ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। আগামী বারে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

চিত্র-প্রদর্শকদের নিকট অভাবনীয় আনন্দ-সংবাদ!

ভ্যারাইটী পিকচার্স লিঃ-র

তিনখানি আগামী চিত্র

কর্ণার্জ্জুন :: বভ্রুবাহন

ও

সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

কৈকেয়ী

খ্যাতনামা পরিচালক ও শিল্পী-সমাবেশে মহা সমারোহে প্রস্তুত হইতেছে

—একমাত্র পরিবেশক—

ভ্যারাইটী ফিল্মস

৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৪১ (ত্রয়োদশ বর্ষ) হইতে নব কলেবর

প্রতি সাধারণ সংখ্যা দুই আনা

ভারতবর্ষে :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৬৲ ছয় টাকা।

„ ষাণ্মাসিক চাঁদা—৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকা

(বৎসরের প্রথম অথবা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা বা মাস হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না)

„ ত্রৈমাসিক চাঁদা—২৲ দুই টাকা।

(বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ্চ, ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন, ১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাস ধরা হয় এবং এইভাবেই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয়।)

নমুনা প্রতি সংখ্যা—৴১০ দশ পয়সা।

বর্ম্মায় :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৯৲ নয় টাকা।

„ ষাণ্মাসিক চাঁদা—৫৲ পাঁচ টাকা।

„ ত্রৈমাসিক চাঁদা—৩৲ তিন টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—৵০ তিন আনা।

নমুনা প্রতি সংখ্যা—৷০ চারি আনা।

ভারতবর্ষের বাহিরে :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—১০৲ টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—৷০ চারি আনা।

নমুনা প্রতি সংখ্যা—৷৵০ পাঁচ আনা।

*

পুরাতন সংখ্যার মূল্য সর্ব্বত্র নূতনের দেড়গুণ এবং ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। সম্পূর্ণ সেটের মূল্য, বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদার সমান। বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক সেট রেলওয়ে পার্শ্বেলে বা ডাকে পাঠান হয়। সেটের মূল্য ও ডাকমাশুল অগ্রিম দেয়, ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না।

ইংরাজী ১৯৪১ সাল অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে দীপালী বর্দ্ধিত আকারে, আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য আরও নূতন নূতন বহুবিধ সেবা-সম্ভার লইয়া দৃশ্য চিত্রাবলী ও প্রচ্ছদপটে পরিশোভিত হইয়া, আপনাদিগকে অভিবাদন করিবে।

*

পাঠক-পাঠিকাগণ :—

দীপালীর পাঠক-পাঠিকাগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে কাগজ, কালি এবং ছাপাখানাসংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা হেতু গত ১৫ মাস কাল আমরা বহু ক্ষতি সহ্য করিয়াও দীপালীর মূল্য বৃদ্ধি করি নাই অথবা ইহার কলেবরও খর্ব্ব করি নাই। আমাদের বহু গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পৃষ্ঠপোষকগণ, দীপালীর মূল্য বৃদ্ধি করিয়া কাগজের উৎকর্ষ সাধন করিতে বহুদিন হইতেই আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু আমরা এ যাবৎ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। ইয়ুরোপে কাগজের মূল্য ঠিক রাখিতে গিয়া, তাঁহারা কাগজের আকার করিয়াছেন ৪ বা ৬ পৃষ্ঠা। আমাদের ভারতবর্ষেও দৈনিক এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা, মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পত্র-সংখ্যা কমাইয়াছেন। আকার কমাইয়া, কেবলমাত্র সংবাদ সরবরাহ করিলেই সংবাদপত্র চলিতে পারে, কিন্তু দীপালীর মত সর্ব্ব-বিষয়ক ও জনপ্রিয় পত্রিকার আকার কমাইয়া মূল্য-হার অপরিবর্ত্তিত রাখিতে গেলে পত্রিকাখানিকে একেবারেই অব্যবহার্য্য করিয়া তোলা হইবে। মহিলাদের জন্য "নারীলোক" এবং কিশোরদের জন্য "ছুটির ঘণ্টা" প্রভৃতি 'দীপালীর' বিশেষত্ব এতদ্বারা একেবারে ব্যর্থ হইবে।

দীপালী সাহিত্য শিল্প ও মহিলাদিগের এবং কিশোর কিশোরীদেরও সেবায় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। গত শারদীয়া সংখ্যা হইতে ছেলে মেয়েদের জন্যও একটী বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং শিল্প-সাহিত্য রচনায় যশস্বী লেখক শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন গুপ্ত মহাশয় এ বিভাগটি পরিচালনা করিতেছেন। কাজেই, দীপালীর উত্তরোত্তর পত্রসংখ্যা বৃদ্ধিরই প্রয়োজন ঘটিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে, কারণ দীপালীতে আরও নব নব বহু বিষয়ের অবতারণা করিবার কল্পনা আমাদের আছে।

দ্বিতীয়তঃ, চিত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কল্পনাও আমাদের আছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য দীপালীর বর্ত্তমান আকার রক্ষা করাই যখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ সংস্কার ও উন্নতি কিরূপে সম্ভব? বাংলার সাপ্তাহিকজগতে জনপ্রিয়তার দর্ভাসনে বসাইয়াছেন, একমাত্র দীপালীর সেই পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার আশাতেই আমরা আগামী বর্ষ (ইং ১৯৪১ সাল) হইতে দীপালীর আকার, পত্রসংখ্যা ও চিত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত করিলাম।

আমরা মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পত্রসংখ্যা কমাইবার পক্ষপাতী নহি, কাজেই পত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে—সেবার পরিমাণও বৃদ্ধি করিয়া যদি সামান্য মূল্য বৃদ্ধি করি,—তাহা হইলেই মনে হয় দীপালীর অস্তিত্ব সার্থক হইবে।

বাংলায় প্রচলিত প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকাগুলির বার্ষিক চাঁদা ছয় টাকা ও প্রতি সংখ্যার মূল্য যখন আট আনা, তখন সাপ্তাহিক দীপালীর এক মাসের অর্থাৎ চারি সংখ্যার বিষয়বস্তু, ছবি ও আকারের পরিমাণ, মাসিক পত্রগুলির অপেক্ষা যখন বেশী বই কম কিছুতেই হইবে না, তখন ইহার মূল্যও প্রতি সংখ্যা দুই আনা ও বার্ষিক চাঁদা ৬৲ ছয় টাকা আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রার্থনা করিতে পারি। মাসিক পত্রিকাগুলির যাঁহারা পাঠক ও গ্রাহক, তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ আমরা নিশ্চয়ই আশা করিতে পারি।

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ :—

ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহক হইলে চাঁদা কিছু বেশী পড়ে, সেইজন্য একেবারে বার্ষিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়াই সুবিধাজনক। ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক গ্রাহকগণ পরে বার্ষিক গ্রাহক হইতে চাহিলে পূর্ব্বপ্রদত্ত ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক চাঁদা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা লওয়া হইবে না। গ্রাহকগণ বিশেষ সংখ্যাগুলি অর্থাৎ শারদীয়া, নববর্ষ প্রভৃতি বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক চাঁদার মধ্যেই পাইবেন। ইহার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইবে না।

এজেণ্টগণ :—

এজেণ্টগণ, এখন হইতেই এজেন্সী-ম্যানেজারের সহিত তাঁহাদের সাপ্তাহিক সরবরাহ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিবেন; নচেৎ আমরা আশা নববর্ষ হইতে আমাদের নূতন ব্যবস্থানুযায়ী কাগজ সরবরাহ প্রভৃতিতে

পরিচালক-শ্রী নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সম্পাদকের চিঠি ঃ

ছুটির ঘণ্টা'র পড়ুয়ার দল—

তোমাদের অনেকের নিকট হইতেই অনেক প্রকারের চিঠি এই কয়দিনে আমার হাতে আসিয়াছে।

সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্যই বিশেষ কয়েকটী চিঠির জবাব দিলাম।

শ্রীমৃণালকান্তি ও নির্ম্মলকান্তি চৌধুরী (শ্রীরামপুর)—তোমাদের পত্রখানি আমায় ভারী আনন্দ দিয়াছে। পরিচালক নামটা বুঝি খুব কাঠখোট্টা? কেমন করে জানিলে বলত? বেশত' আত্মীয়তার রঙিন সূতা দিয়া আমায় আঁকড়াইয়া ধরিতে চাও আমার কোন আপত্তিই নাই। যে নামে খুসী আমায় ডাকিতে পার। তবে চিঠিপত্র লিখিবার বেলায় কিন্তু পরিচালক বলিয়াই সম্বোধন করিতে হইবে। সভ্য হইবার সমস্ত নিয়ম কানুন দিয়া দিলাম, পড়িয়া দেখিও, সময় পাইলেই তোমাদের হাতে লেখা কাগজের জন্য লেখা পাঠাইব। 'এডভেঞ্চার গল্প' ছুটীর ঘণ্টায় পাইবে।

কোন্ কামাক্ষীদার কথা জানিতে চাহিয়াছো, বুঝিলাম না!

শ্রীসুধেন্দুমোহন সরকার (নওগাঁ):— বেশ চিঠিটি তোমার। প্রতিযোগিতা সম্পর্কীয় সকল কিছু ৭ই নভেম্বরের দীপালীতেই বিশদভাবে লেখা আছে। ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিও, সময় পাইলেই তোমাদের হস্তলিখিত মাসিক 'অরুণরাগ'-এর জন্য একটি লেখা পাঠাইব। আমিও যখন কলেজে ফাষ্ট'-ইয়ারে পড়ি তখন একটা হাতে লেখা কাগজ বাহির করিতাম, এবং আমিই ছিলাম তার সম্পাদক। আশীর্ব্বাদ করি তোমার এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে একদিন সত্যিকারের পুরস্কার লাভ করুক।

শ্রীঅনিলকুমার মজুমদার (কলিকাতা): জানত' ইংরাজীতে একটা কথা আছে Failurcs aro the pillars of success! দুঃখের বিষয় তোমার এবারের কবিতা ও 'হাস্য-কৌতুকও' আমার ভাল লাগে নাই। আশা করি নিশ্চয়ই তোমার কাছ হইতে এর পরে সত্যিকারের ভাল লেখা পাইব। দেখো যেন নিরাশ করিও না! কবে পাঠাইবে বলত? সভ্য হইবার নিয়ম-কানুন এই সংখ্যা দীপালীতে প্রকাশিত হইল। তাহাতেই সব জানিতে পাইবে।

শ্রীঅনিল কুমার পাল (কলিকাতা): এবারেও তুমি তোমার ঠিকানা দাও নাই। বড় মনে ব্যথা পাইলাম বার বার একই ভুল দেখিয়া। নিশ্চয়ই এ ধরণের ভুল আর হইবে না। কি বল? নিশ্চয়ই 'ছুটির ঘণ্টা'র তোমাদের দাবীই সবার চাইতে বেশী। ভাল লেখা হইলে সর্ব্বাগ্রে তোমাদের লেখাই 'ছুটির ঘণ্টা'র প্রকাশিত হইবে। তোমার প্রেরিত কবিতাটি কিন্তু ভাল লাগিল না। দুঃখিত হইলে না ত'? জান, চুপি চুপি একটা কথা বলিয়া রাখি—এখনও অনেক কাগজ আমার লেখা ফেরৎ দেয় অচল বলিয়া, কাহাকেও যেন আবার বলিয়া বেড়াইও না। কাগজের সম্পাদকগুলো বড় দুষ্টু, না?

শ্রীনির্ম্মল চৌধুরী: তোমার লেখা 'পৃথিবীর সাজগোজ' আমার খুব ভাল লাগিল। তাই সামনের সংখ্যাতেই দিয়া দিব।

আজিকার মত বিদায় লইবার আগে একটা কথা আরও বলিতে চাই। 'ছুটির ঘণ্টা'কে তোমরা সবাই আত্মীয়তার বাঁধনে বাঁধিয়া লইও, তাহা হইলে আমি সুখী হইব। বাগানে ফুল ফোটে, মালী সেই ফুলগুলি একটি দুটি করিয়া তুলিয়া তোড়া বানায়, আমিও সামান্য একজন মালীর মত ফুল সংগ্রহ করিবার কাজ করি। লোকে কিন্তু ভালবাসে মালীকে নয়, সংগৃহীত ফুলের তোড়াটি। তাহাতে মালীর কোন দুঃখ হয় না বরং সে মনে মনে সুখীই হয়। আত্মীয়তা সেখানে মালীর সঙ্গে নয়, ফুলের সঙ্গে। আজ এই পর্য্যন্ত। আবার পরের বারে দেখা হইবে।

*

১নং পুরস্কার প্রতিযোগিতার ফলাফল জানাইতেছি এইবারে। তোমাদের মধ্যে সকলেরই দ্বিতীয় ধাঁধাটি সঠিক হইয়াছে। সেইজন্য যাহারা সঠিক উত্তর পাঠাইয়াছো তাহাদের নামগুলো আগে বলিয়া লই।

সান্ত্বনা ঘোষ (কলিঃ), সুনীল চন্দ্র আদক (হাওড়া), ব্রজকিশোর ব্রহ্ম (কলিঃ), বুদ্ধদেব বসু (ভদ্রেশ্বর), কমলা মুখার্জী (শালিখা), হুহু মিত্র (কলিঃ), দেবব্রত রায় (আগরতলা), দেবেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত (শ্রীরামপুর), মলয় কুমার মিত্র (লক্ষ্ণৌ), রমলা ঘোষ (কলিঃ), ডলি মুখার্জী (টিটাগড়), মদনমোহন গোস্বামী (বালি), অসীমা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিউ দিল্লী), শীলা সরকার (চাইবাসা), কুমারী অণিমাবালা (জামনগর), প্রণবরঞ্জন কর্মকার ([illegible]),

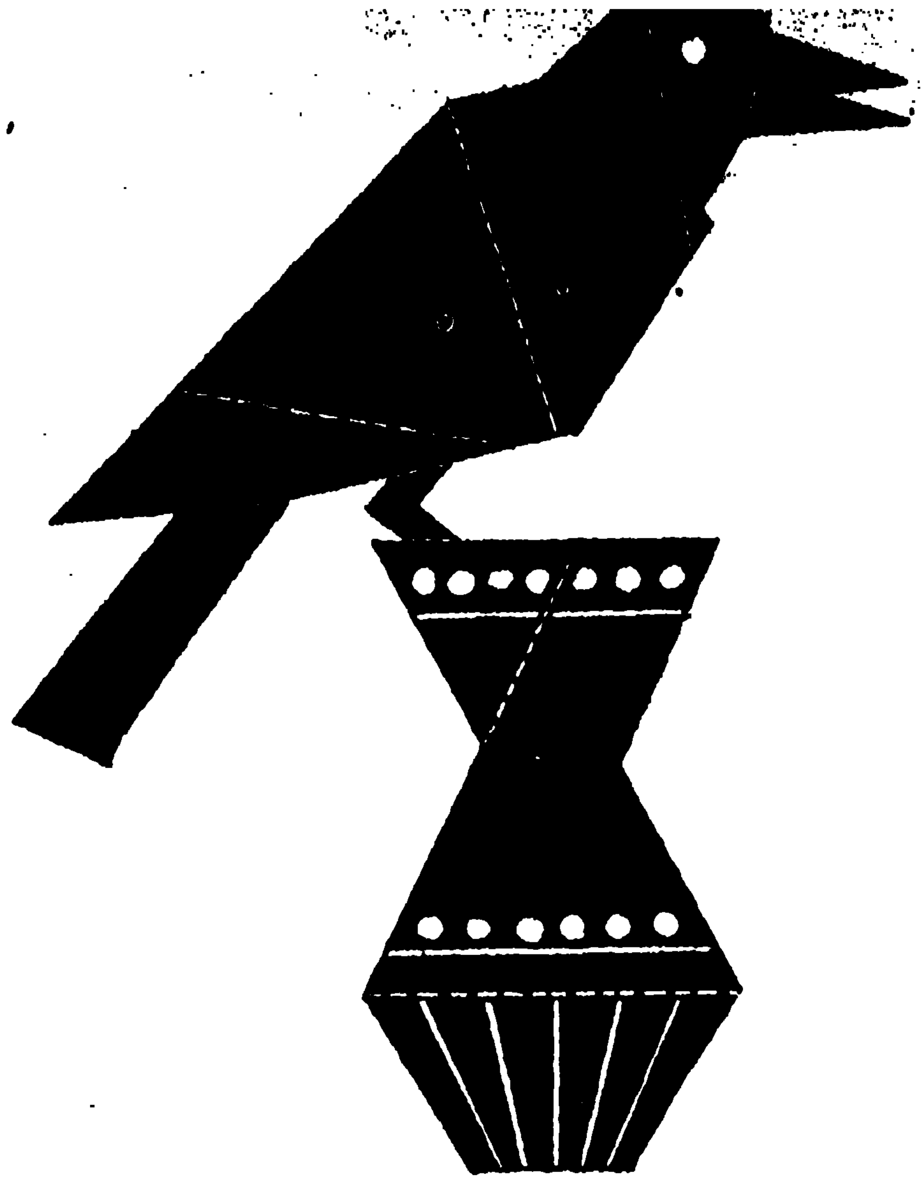

১নং ধাঁধার উত্তর

দুলাল চন্দ্র মুখার্জী (দুর্গাপুর), শোভারাণী ভট্টাচার্য্য (ভদ্রেশ্বর), হেনারাণী গোস্বামী (নাটোর), মণিমোহন ঘোষ (চণ্ডীতলা, হুগলী) সত্যপ্রকাশ ঘোষ (লক্ষ্ণৌ), কান্তিভূষণ দাশগুপ্ত (বাটা সু কম্পানী, লাহোর), উপেন্দ্র লাল মিত্র (ছাপরা), বিশ্বেশ্বর রায় (চুঁচুড়া), অনিল কুমার মজুমদার (কলিঃ), মহম্মদ মকসুদ হোসেন চৌধুরী (রংপুর), শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ছাপরা), সুব্রতরঞ্জন বসু (ছাপরা), শ্রীমতী তারা দাস (কলিঃ), আবদুল সাবুদ (কলিঃ), এ, এন্‌. সান্যাল (লক্ষ্ণৌ), কালীকুমার বাগ্‌চী (ভাটপাড়া), অমিয়া রায় (কলিঃ), দিলীপকুমার বসু (কালিঘাট), প্রতিমা মিত্র (কলিঃ), সত্যব্রত বিশ্বাস (দমদম্‌), শ্যামাকিঙ্কর বসু (কলিঃ). রমা গুপ্তা (ভাগলপুর), তুষারকান্তি ব্যানার্জ্জী (খুলনা)।

*

তাহা হইলে এইবারে বলি তোমাদের মধ্যে কে দ্বিতীয় পুরস্কারটি পাইয়াছে অর্থাৎ লটারীতে কার নাম উঠিয়াছে।

শ্রীতুষারকান্তি ব্যানার্জ্জী (খুলনা) তোমার নামই লটারীতে উঠিয়াছে। অতএব দ্বিতীয় পুরস্কার তোমারই প্রাপ্য। শীঘ্রই তোমার প্রাপ্য পুস্তক পাঠান হইবে। তোমাদের আগেই ত' জানাইয়াছি প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে—

শ্রীমতী রমা গুপ্তা (ভাগলপুর)। একজন ভগ্নীই ভ্রাতাদের ১নং প্রতিযোগিতায় টেক্কা দিয়া প্রথম পুরস্কারটি লইয়া গেল। ২নং প্রতিযোগিতায় কিন্তু বিপরীত দেখিতে চাই।

ছুটির ঘণ্টার নিয়ম কানুন ঃ—

১। ছুটির ঘণ্টার সভ্য হইতে হইলে কুড়ি বৎসরের বেশী বয়স হইলে চলিবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা অভিভাবকের বয়সের সার্টিফিকেটসহ আবেদন করিতে হইবে।

২। একমাত্র ছুটির ঘণ্টার সভ্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও এই বিভাগের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দেওয়া হইবে না।

৩। সভ্য হইতে হইলে বাৎসরিক (জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর) চাঁদা চারি আনা (চার পয়সার ডাক টিকিটে প্রেরিতব্য) দিতে হইবে। কিন্তু বর্ম্মা হইতে যাহারা সভ্য হইবে তাহাদের চাঁদা মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইতে হইবে।

সভ্য আগামী 'বড়দিন' বা নববর্ষ সংখ্যা হইতে করা হইবে। তবে ইচ্ছা করিলে এখনও যে কেহ সভ্য তালিকাভুক্ত হইয়া থাকিতে পারে বা আগামী বর্ষের চাঁদা এখনও পাঠাইতে পারে। সভ্য যে-মাসেই হউক চাঁদা চারি আনা এবং ডিসেম্বরে তাহা শেষ হইবে।

৪। ছুটির ঘণ্টার সভ্য-সংক্রান্ত যাহা পাঠাইবে তাহারা তাহাদের সম্পূর্ণ ঠিকানা ও ক্রমিক নম্বর দিয়া দিবে। নচেৎ তাহা অগ্রাহ্য হইবে।

৫। প্রতি মাসে একটি বা ততোধিক পুরস্কার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইবে এবং প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্তকে নগদ পাঁচ টাকা ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্তকে বই পুরস্কার দেওয়া হইবে। সভ্য-সংখ্যা বেশী হইলে পুরস্কারের মূল্য ও সংখ্যা দুই-ই বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

৬ সভ্যদের মধ্যে যাহারা কোন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইবে যেমন স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা বা কোনরূপ খেলা-ধূলায় প্রথম বা দ্বিতীয় হওয়া বা সঙ্গীত নৃত্য অভিনয় প্রভৃতিতে পদক পাওয়া—এ বিভাগে তাহাদের ছবি ছাপাইয়া দেওয়া হইবে।

৭। সভ্যদের লেখা ভাল হইলে সর্ব্বাগ্রে সেই লেখাগুলিই 'ছুটির ঘণ্টা'য় প্রকাশিত হইবে।

এবারের নূতন প্রতিযোগিতা

(২)

শিশু-সাহিত্যের সব চাইতে যে বইগুলো তোমাদের প্রিয় এমনি কুড়িখানা বই ও তাদের লেখকের নাম পর পর লিখে জানাও।

ভোটে যে কুড়িখানা বই সব চাইতে বেশী ভোট পাবে এবং উত্তর দাতাদের মনোমত সব চাইতে বেশী বই নির্ব্বাচিত লিষ্টে থাকবে তাকে তিন টাকা দামের বই পুরস্কার দেওয়া হবে। কোন অনুবাদ সাহিত্যের নাম তালিকায় থাকতে পারবে না।

কোন কবিতার বইও থাকতে পারবে না। শুধু মাত্র ছোটদের গল্প ও উপন্যাসের বইয়ের নাম করতে হবে। প্রতিযোগিতা কুপন ছাড়া উত্তর অগ্রাহ্য হবে।

২নং পুরস্কার-প্রতিযোগিতা কুপন

নাম:..............................

বয়স:..............................

ঠিকানা:..............................

৮। কোন সভ্য যদি পাঁচজন সভ্য করিয়া দিতে পারে তবে তাহাকে এক বৎসরের জন্য বিনা চাঁদায় সভ্য তালিকাভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে।

৯। প্রত্যেক সভ্যকে এই বিভাগের সুদৃশ্য মনোগ্রাম করা ব্যাজ ও কার্ড দেওয়া হইবে।

১০। সভ্যদের মধ্যে কেহ কোথাও অভিনয় বা কোন প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হইলে সে সংবাদ জানাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে।

১১। সভ্যগণের কেহ কোনও প্রশ্ন করিলে, তাহার যথাযথ উত্তর দেওয়া হইবে। অবশ্য এসব প্রশ্ন যে- তাহাদের বয়সোচিত শিক্ষা ও নীতির পরিপোষক হয়।

অরোরার

অবদান

= অভিনব =

নূতন ধরণের রস-মধুর প্রহসন

তৎসহ

শিক্ষামূলক শিশু-চিত্র

=দ্বিতীয় পাঠ=

"শ্রী"তে

শুভ-উদ্বোধন

শনিবার, ১৬ই নভেম্বর

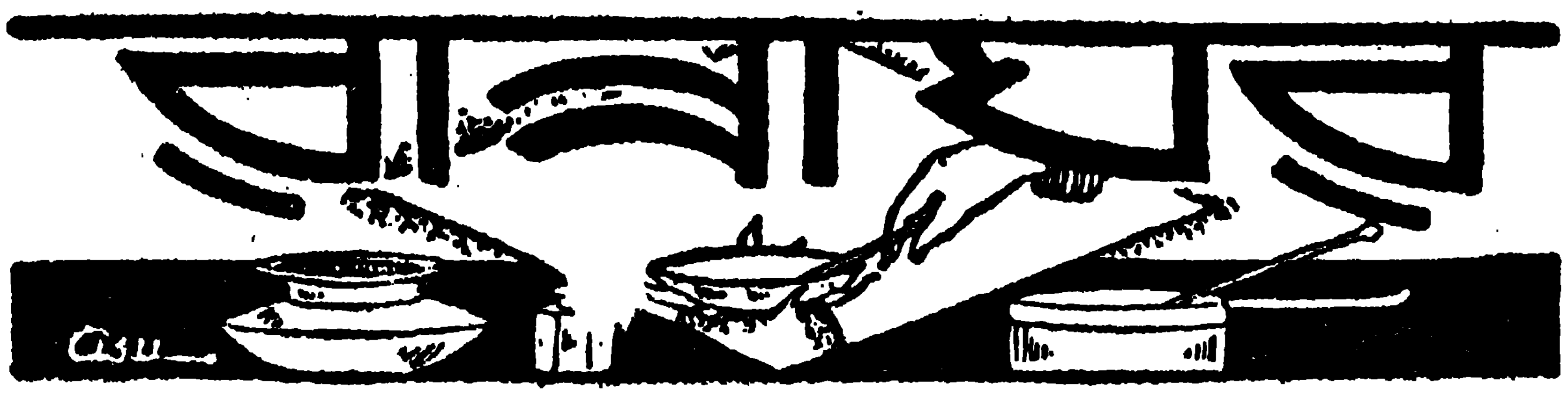

(১৭৭)

ডিমের প্রলেহ

উপকরণ ও পরিমাণ—ডিম ৬টী, জীরা ১ তোলা, আদা ১ তোলা, ধনে আধ তোলা, লঙ্কা ৫টী, গরম মশলা আধ তোলা, চিনি পরিমিত, লবণ পরিমিত, পেঁয়াজ ২টী, দধি আধ পোয়া, ঘৃত দুই ছটাক, জাফরান এক আনা।

প্রণালী—প্রথমে ডিমগুলি সিদ্ধ করুন। তারপর খোসা ছাড়াইয়া ডিমগুলি আধখানা করিয়া চিরিয়া ফেলুন। এবার ঐ খণ্ডগুলিকে বেশ লাল করিয়া ভাজিয়া নিন! তারপর কড়ায় ঘি চড়াইয়া তাহাতে জিরা, আদা, লঙ্কা, পেঁয়াজবাটা দিয়া বেশ করিয়া কসিয়া নিন। যখন মশলার বেশ সুগন্ধ বাহির হইবে তখন দধি, লবণ ও সামান্য চিনি দিন। একটু নাড়িয়া চাড়িয়া ডিমগুলি ছাড়িয়া দিয়া জল দিয়া পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিন। সুসিদ্ধ হইলে ঘি, গরম মশলা ও সামান্য জাফরান বাঁটা দিয়া নামাইয়া নিন। জাফরান দিলে রং খুব সুন্দর হয়।

শ্রীলতিকা মজুমদার,
দিনাজপুর।

(১৭৮)

আলুর ওমলেট

বড় আলু একটি সিদ্ধ করুন। তারপর আলুটি মাঝখান দিয়া চিরিয়া ফেলুন। এবার একটি চামচ দ্বারা ঐ দুটী আলুর শাঁস ...য়া বাহির করুন। তারপর ঐ শাঁস ...ত্তমরূপে পিসিয়া তাহার সাহত লবণ, ...মান্য মরীচের গুঁড়া, পাতিলেবুর রস, ...মান্য আদার রস, ডিমের কয়েকটী কুসুম মিশ্রিত করিয়া অল্প ঘৃতে একটু নাড়াচাড়া করিয়া নিন। তারপর ডিমের সাদা অংশ ফেটাইয়া রাখুন। এবার আলুগুলি পূর্ব্বোক্ত খোলে দিয়া ডিমে ডুবাইয়া সামান্য বিস্কুটের কিংবা মুড়ির গুঁড়া দিয়া ঘৃতে ভাজিয়া নিন। ইহা গরম গরম খাইতে খুব মুখরোচক।

শ্রীলতিকা মজুমদার,
দিনাজপুর।

(১৭৯)

চিংড়ীমাছের নারিকেল ডালনা

উপকরণ—আলু আধ সের, মাছ তিন পোয়া, মিষ্টি, নুন, হলুদ, লঙ্কা, ধনে, জিরে, গোলমরিচবাঁটা ও গরম মশলা। প্রথমে সব মাছের মাথাগুলো কেটে খোসা সমেত ধুয়ে নিন। তারপর আলুগুলোও ডালনার মত করে কেটে ধুয়ে ভেজে তুলে রাখুন। এইবার তেলের উপর জিরে, লঙ্কা, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে কোরা নারকেল ও মাছ ঢেলে দিন। নুন মিষ্টি বাঁটা মশলা দিয়ে কসে পরিমাণ মত জল ঢেলে দিন, একটু ফুটে উঠলে ভাজা আলু ছেড়ে দেবেন, আলু সিদ্ধ হয়ে গেলে ঘি ও গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেবেন। ইহা খেতে খুব মুখরোচক।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য,
নবদ্বীপ, (নদীয়া)

(১৮০)

রাঙ্গা আলুর পায়েস

উপকরণ :—রাঙ্গা আলু ।০ পোয়া, দুধ ।২ সের, চিনি ।০ পোয়া, বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্ ও গোলাপজল।

প্রণালী :—প্রথমে বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্ ধুয়ে কুচি করে রাখুন, পরে রাঙ্গা আলু সিদ্ধ করেন নিন, সিদ্ধ হলে জল গেলে ফেলে দিন, খোসা ছাড়িয়ে বেশ জিরা জিরা করে কুটে একখানা পরিষ্কার পাত্রে রাখুন। এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ীতে ।২ সের দুধকে জাল দিয়ে ।১ সের করুন। তারপর তাঁতে রাঙ্গা আলু, চিনি, পেস্তা, বাদাম, কিস্‌মিস্ ছেড়ে দিন, যখন দুধ মরে বেশ খক্‌থকে হবে, তখন অল্প পরিমাণ গোলাপজল দিয়ে নামিয়ে নিন।

মিস্ খায়রুননেশা মহম্মদজান,
বড়বাজার, মেদিনীপুর।

(১৮১)

আড়মাছের পুডিং কারী

প্রথমে ১ ছটাক সুজি ভিজাইয়া রাখিবেন। তারপর কড়ায় ঘি চাপান, ঘি গরম হইলে ঐ সুজিগুলি চটকাইবেন। পরিমাণ মত নুন দেবেন, আড়মাছের খানগুলি এইবার ঐ সুজিতে ডুবাইয়া ঘিয়ে ভাজিয়া লইতে হইবে। সব ভাজা হইলে, তেজপাতা, লঙ্কা, গোটা গরম মশলা দিয়ে ছাড়িয়া দিন। তারপর আদা বাঁটা, পিঁয়াজকুচি, হলুদ, আন্দাজমত নুন এবং বেশী হইবার জন্য নৈনীতাল আলুও দিতে পারেন। আর ২ চামচ দই দিলে ভাল হইবে, মশলা সব ভাজা হইলে জল দিবেন, জল ফুটিলে ঐ মাছগুলি ছাড়িয়া দিবেন। আলু সিদ্ধ হইলে এবং সামান্য ঝোল-ঝোল থাকিলে, পরিমাণমত চিনি দিয়া নামাইয়া লইতে হইবে।

শ্রীমতী অনুপমা কেশ,
বড়সাহী, ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট্।

ইণ্ডিয়ান টী সিণ্ডিকেটের
দার্জ্জিলিং চা
পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। মফঃস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।
১১৮নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

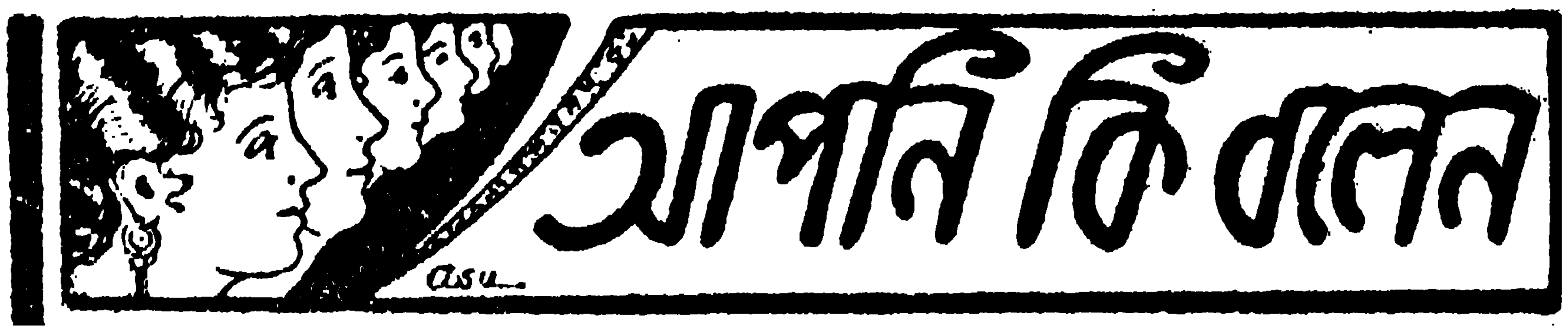

(৮৪-ক)

ব্রণ হইতে নিস্কৃতি লাভের উপায়

মাননীয়া "দীপালী" নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

গত ৩৪শ সংখ্যার 'দীপালী'তে মিসেস এহমাদ জানতে চাহিয়াছেন যে ব্রণ হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যায় কিরূপে। তাহার উত্তরে আমার সামান্য কিছু জানা আছে। উহা আপনার দীপালীতে প্রকাশিত হইলে সুখী হইব।

পাতিলেবুর রস করিয়া উক্ত রস প্রত্যহ ২।৩ মিনিট ভাল করিয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত মুখে মাখিলে ব্রণের হাত হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যায়। অথবা—

শ্বেতচন্দন প্রত্যহ মুখে মাখিলেও উপকার হয়।

এবিষয়ে আমি নিজে একজন ভুক্তভোগী, সেইজন্যই ঔষধটি ভগিনীকে জানাইতে সাহস করিতেছি।

তবে সর্ব্বোপরি কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে যত্ন লইতে হইবে। নমস্কার জানিবেন। ইতি—

শ্রীমতী তনুশ্রী ব্যানার্জ্জী,
টালিগঞ্জ।

(৮৪-খ)

মাননীয়া "দীপালী" নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

আমার এই পত্রখানি আপনার বহুল প্রচারিত দীপালীতে স্থান দেন ত' বিশেষ বাধিতা হইব। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন।

মিসেস এহমাদ, মিরদাদ রোড, নিউ দিল্লী, হইতে জানিতে চান যে ব্রণ হইতে নিস্কৃতি লাভ করা যায় কিনা, তাই তাঁকে জানাইয়া দেবেন, আমি যতদূর জানি যে মুখের দাগ থাকিলে Mercolized Wax—যদি ছয় মাস নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেন ত উপকার পাইতে পারেন। অন্য মতেও জানাইতেছি—রাত্রে নিমপাতা চড়াইয়া রাখিবেন। পরদিন প্রাতে উঠাইয়া এই জলেতে একটু নুন দিয়া মুখ ধুইয়া ফেলিবেন, তারপর দুধের সর লইয়া বেশ ভাল করিয়া মুখে রগড়াইবেন নিয়মিতভাবে। এক মাস করিয়া দেখিবেন, ইহাতে আশা করি, নিস্কৃতি পাইতে পারেন। আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

শ্রীমতী সুধারাণী মিত্র,
থিঙ্গানজুন, রেঙ্গুন।

(৮৫)

পিতা ও মাতার সন্তানদিগের প্রতি আচরণ

শ্রদ্ধেয়া "দীপালী" নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

আমার এই পত্রখানি দীপালী "নারীলোকে" স্থান দিয়া বাধিতা করিবেন। আমি আমার ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে মাতা ও পিতার উপযুক্ত পুত্র বা কন্যা হইলে তাহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিত—প্রশ্ন করিতেছি। তাঁহারা যেন ইহার উত্তর দিতে ভুলিবেন না।

১। উপযুক্ত পুত্র বা কন্যা হইলে তাহাদের উচিত ?

২। পুত্র বা কন্যা অপর এক অনাত্মীয় যুবতী বা যুবকের সহিত কথা বলিলে কি দোষণীয় হয় ?

৩। পিতা বা মাতার কি দিবারাত্র অপর এক পুরুষ বা নারীর চরিত্র লইয়া না জানিয়া পুত্র বা কন্যার সম্মুখে নিন্দা করা উচিত ?

৪। সন্তানগণ যদি এরূপ চরিত্র লইয়া কোনও নিন্দা না শুনিতে চায় সেটা কি দোষের হইবে ?

৫। পুত্র বা কন্যার মাতা বা পিতার সামনে তাহাদের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বেশী কথা বলা বা হাসাহাসি করাটা কি দোষের ?

৬। কেহ বিনা দোষে চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিলে চুপ করিয়া সহ্য করিতে পারে না, এবং তাহাতে যদি পুত্র বা কন্যা পিতামাতার সহিত বাদ প্রতিবাদ করে তবে কি ইহাও দোষণীয় ?

অনেক মাতাপিতাকে এরূপ অন্যায় আচরণ করিতে দেখিয়াছি, তাই আজ আমার ইচ্ছা যে আমাদের বাঙ্গালী ঘরের মত এরূপ আর কোথাও হয় কি না, জানি না। নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

শ্রীমতী অরুণিমা ঘোষ বি. এ.
মুরাদপুর, পাটনা।

ডি, রতন এণ্ড কোং
লেটেষ্ট আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : বি, বি, ৩৭১১

দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুন
আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে প্রত্যেক নরনারী ঘরে বসিয়া অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে নিজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারেন। বিনা মূল্যে বিস্তারিত বিবরণ পাঠান হয়।
Miss. Sheila Fox, Deptt 5,
Modern Beauty Culture (India), Delhi

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

চিত্রায় "ঠিকাদার"

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের ছবি, পরিচালক প্রফুল্ল রায়। শ্রেষ্ঠাংশে জীবন গাঙ্গুলী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, তুলসী লাহিড়ী, কমলা (ঝরিয়া), রবি রায় প্রভৃতি। চিত্রায় দেখানো হইতেছে।

উত্তর-বঙ্গের এক চা-বাগানে রায় বাহাদুর অবনী হালদার তাঁহার তরুণী কন্যাকে লইয়া আসিলেন বাগান পরিদর্শন করিতে। সেখানে মতিলাল হালদার নামক এক কাঠের ঠিকাদার তাহার শক্তি, সাহস ও সহৃদয়তায় সকলের মধ্যে তাহার নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল। তাহাকে লোকে দেবতার ন্যায় ভালবাসিত।

রায় বাহাদুরকে সে সুনজরে দেখিল না। তাহার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা লইবার জন্য মতিলাল উন্মুখ হইয়া উঠিল। একদিন কন্যার আগ্রহাতিশয্যে রায়বাহাদুরকে জঙ্গল দেখিতে যাইতে হইল। মতিলাল সঙ্গে গেল। কিন্তু পথিমধ্যে এক বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া রায়বাহাদুর সংজ্ঞা হারাইলেন এবং মতিলাল পিতাপুত্রীকে নিজের বাংলোতে লইয়া আসিল। সেখানে সে রায় বাহাদুরকে খুন করিতে উদ্যত হইল। কারণ রায় বাহাদুরের দাদা বিহারী হালদার পূর্ব্বে এই কাঠের ব্যবসার মালিক ছিলেন। এইখানে তিনি এক নেপালী রমণীকে বিবাহ করেন। বিহারী হালদারের মৃত্যুর পর বিহারীর স্ত্রী যখন অবনীর নিকট যায় তখন অনাদি তাহাকে পাগল বলিয়া পাগলা গারদে পাঠাইয়া দেয়। তারপর তাহার যথাসর্ব্বস্ব এই রায় বাহাদুর আত্মসাৎ করেন, সেই বিহারী হালদারের পুত্র এই মতিলাল ঠিকাদার। মতিলাল সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে গেল রায় বাহাদুরকে হত্যা করিয়া। শেষে কিভাবে নিজের বিবেক ও রায় বাহাদুরের কন্যা লতিকার কাছে ঠিকাদার পরাস্ত হইল, এবং লতিকারই মধ্যস্থতায় পুলিশের হাত হইতে নিস্তার পাইল ও সর্ব্বশেষে চঞ্চলী নাম্নী তাহার গ্রাম্য-প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলিত হইল তাহাই বাকী অংশটুকুতে সুন্দর ভাবে দেখানো হইয়াছে।

গল্পটির ভিতর যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে। প্রথমতঃ প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যময়ী রূপটী প্রত্যেক দর্শকেরই মনোহরণ করিবে—আমাদের মনে হয় বহিঃসংস্থানে তোলা এত বড় ছবি বাংলা চিত্রজগতে একখানি ছাড়া আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ যে দেশের অধিবাসীদের কেন্দ্র করিয়া এই গল্পের ভিত্তি—তাহাদের কার্য্যকলাপ, হাসি দুঃখ-মিশ্রিত জীবন-যাত্রা প্রণালী দেখাইবার জন্য যেরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাতে পরিচালক মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। ছবির প্রথম ভাগে গল্প খুব সামান্য হইলেও শেষের দিকটি যেমনি চিত্তাকর্ষক তেমনি হৃদয়গ্রাহী এবং পরিচালক মহাশয়ের সূক্ষ্ম কলানৈপুণ্য ও নাটকীয় রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় বহুস্থানে, বিশেষতঃ শেষের দিকে। শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের এই অভিনব প্রচেষ্টায় ও প্রফুল্ল রায় মহাশয়ের সাফল্যে আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

অভিনয়ের মধ্যে জীবন গাঙ্গুলীর 'ঠিকাদার' চলনে বলনে ব্যক্তিত্বে সহজেই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। দুর্গাদাস বাবুর 'রায় বাহাদুর' চরিত্রানুগত সুন্দর হইয়াছে। এতদিন তিনি শুধু নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াই শ্রেষ্ঠ নটের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। স্নেহাতুর পিতার ভূমিকায় এই তাঁহার প্রথম চিত্রাবতরণ। এই রূপটিও যে তিনি এমন সুন্দর ফুটাইয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহার নট-প্রতিভার বহুমুখিতা দেখিয়া যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়াছি। 'লতিকা'র ভূমিকায় রেণুকা রায় সত্যই আমাদের বিস্মিত করিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে তুলসী লাহিড়ী (সুখন), রবি রায় (ম্যানেজার), চিত্রা দেবী (চঞ্চলী), কমলা ঝরিয়া (মুংরী), সত্য মুখার্জ্জী (ভিখু) খুব উপভোগ্য হইয়াছে। অন্যান্য ছোটখাটো ভূমিকাগুলিও মন্দ নয়।

কণ্ঠসঙ্গীতগুলি আবহ-সঙ্গীত অপেক্ষা অধিকতর উপভোগ্য হইয়াছে—বিশেষতঃ কমলা (ঝরিয়া)র গানগুলি। আলোক-চিত্র ও শব্দ-নিয়ন্ত্রণ প্রথম শ্রেণীর।

নিউ থিয়েটার্স লি

দেবকী বসুর পরিচালনায় "নর্ত্তকী"র কাজ সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। বাংলা সংস্করণে লীলা দেশাই, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, উৎপল সেন, ছবি বিশ্বাস, ইন্দু মুখার্জ্জী, কমলা দে, নরেশ বসু ও পঙ্কজ মল্লিক অভিনয় করিতেছেন।

নীতীন বসু পরিচালিত "লগন" (হিন্দী) ও "পরিচয়" (বাংলা)-এর কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই ছবিখানির জন্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁহার কতকগুলি গান নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন।

"রাজনর্ত্তকী"

ওয়াদিয়া মুভীটোনের ত্রিভাষী ছবি "রাজনর্ত্তকী"র শুটিং দেখিবার জন্য বোম্বাইয়ের প্রায় দুই শতাধিক পরিবার ওয়াদিয়া ষ্টুডিওতে গিয়াছিলেন, বিশেষতঃ "রাধাকৃষ্ণ" নৃত্যটি যাহা তুলিতে দশদিন সময় লাগিয়াছিল, তাহার চিত্রগ্রহণ দেখিয়া নৃত্যটির রূপমাধুর্য্যে ও ভাবৈশ্বর্য্যে প্রত্যেকেই হৃষ্ট চিত্তে ঘরে ফিরিয়াছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে ইতালী ও জার্ম্মানীর অভিসন্ধি

(লণ্ডন হইতে বিশেষ তারযোগে প্রাপ্ত)

সম্প্রতি মেজর জেনারেল সার চার্লস্ গয়ান্ "মধ্যপ্রাচ্যে আক্সিস্ শক্তিবর্গের অভিসন্ধি" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা তাহার সারাংশ সংকলন করিয়া দিলাম।

"গ্রীসে ইতালীর আক্রমণকে একটা কার্য্য-কারণহীন অকস্মাৎ প্রচেষ্টা রূপে গণ্য করা চলে না। আফ্রিকা হইতে বেশী বৃটিশ সৈন্য যদি গ্রীস রক্ষার জন্য প্রেরিত হয়, তবে গ্রাৎসিয়ানীও হয়ত মিশরের দিকে অগ্রসর হইতে সুবিধা পাইবে।

পক্ষান্তরে মিশর আক্রমণের ভয় দেখাইয়া ইতালী বহুসংখ্যক বৃটিশ সৈন্যকে আলেকজান্দ্রিয়া ও সুয়েজ খালের প্রবেশ-পথগুলিতে আটকাইয়া রাখিয়াছে, ইহাতে বৃটেনের পক্ষে গ্রীসকে সাহায্যদান স্বভাবতই অনেকটা সীমাবদ্ধ হইবে।

এদিকে ইংলণ্ড অভিযানের ভয় দেখাইয়া এবং তীব্র বিমান আক্রমণ অব্যাহত রাখিয়া জার্ম্মানী বহু বৃটিশ সৈন্যকে দেশ রক্ষার্থ বৃটেনেই ব্যাপৃত রাখিয়াছে। ইউ বোটের কার্য্যকলাপ অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া জার্ম্মানী ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবাহিনীর পরিমাণ বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে।

পূর্ব্ব সীমান্তেও জার্ম্মানীর ৭০ ডিভিশন সৈন্য আছে বলিয়া প্রকাশ। রাসিয়ার মনোভাব এখনও পূর্ব্বের ন্যায় রহস্যময়; তাহার সামরিক শক্তির পরিমাণ হিসাব করাও সহজ নহে। তবে জার্ম্মানী যে স্বেচ্ছায় রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবে, এমন বিশ্বাস হয় না। ভীতি প্রদর্শন করিয়া ষ্ট্যালিনের নিকট হইতে জার্ম্মানী নানা প্রকার সুবিধা আদায়ের চেষ্টা হয়ত বা করিতে পারে। পূর্ব্ব সীমান্তে এত অধিক পরিমাণ জার্ম্মান সৈন্য সমাবেশের উহাই হয়ত প্রকৃষ্ট কারণ।

গ্রীস আক্রমণ

গ্রীস আক্রমণে ইতালীর তিনটি উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব। (১) স্যালোনিকার দিকে অগ্রসর হওয়া (২) কোরিন্থ উপসাগরের প্রবেশ মুখের কাছে পাত্রাসের দিকে আগাইয়া আসা; (৩) আড্রিয়াটিক সমুদ্রের উপর দখল স্থাপনের উদ্দেশ্যে কর্ফু এবং অন্যান্য আয়োনীয় দ্বীপ অধিকার। তাহা ছাড়া দোদিকানিজ দ্বীপসমূহের সহিত অখণ্ড সংযোগস্থাপনে জন্য ক্রীটের দিকেও তাহার দৃষ্টি থাকা অসম্ভব নহে।

বিমানশক্তি

সংখ্যার দিক হইতে গ্রীসের তুলনায় ইতালীর অনেক বেশী বিমানপোত আছে। কিন্তু বৃটিশের সাহায্যে গ্রীসের বিমান শক্তি অতিশয় বর্দ্ধিত হইবে। গ্রীসে অনেকগুলি বিমান ঘাঁটি আছে। বৃটেনের সাহায্য পাইলে সেগুলি বিশেষ কাজে লাগিবে।

বুলগেরিয়া বা যুগোশ্লেভিয়ার পথে জার্ম্মানীর আগাইয়া আসিবার কোনও লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। রুমানিয়ার তৈলখনিগুলির উপর বিমান আক্রমণ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মানী বুলগেরিয়া, যুগোশ্লেভিয়া ও তুরস্ককে বর্ম্মস্বরূপ ব্যবহার করিতে চায়। এই কারণে উক্ত দেশগুলিকে জার্ম্মানী বোধহয় নিরপেক্ষই থাকিতে দিবে। অবশ্য গ্রীসে ইতালীর আক্রমণ প্রতিহত হইলে জার্ম্মানী তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে পারে।

"বন্ধন"র জনপ্রিয়তা

বম্বে টকীজের নবতম অবদান "বন্ধন" কি রকম জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে তাহা বোম্বাইয়ের রক্সি থিয়েটারের বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়। ওখানে ১২ সপ্তাহ হইল ছবিখানি মুক্তিলাভ করিয়াছে, ইহার মধ্যে ১,০০৮৯৮৸৵০ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে অর্থাৎ সপ্তাহে ৮,৪০০ টাকা। হায়দ্রাবাদে প্রথম চারদিনে ৭০৩৫৲ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে। তাহা ছাড়া লাহোর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে একাদশ সপ্তাহ চলিতেছে। দিল্লীতে দশম সপ্তাহ চলিতেছে।

শ্রীতে "অভিনব" ও "দ্বিতীয় পাঠ"

আগামী শনিবার হইতে অরোরা ফিল্মের "অভিনব" ও শিশুচিত্র "দ্বিতীয় পাঠ" শ্রী চিত্র-গৃহে মুক্তিলাভ করিবে। বহুকাল পূর্ব্বে বড়ুয়া ষ্টুডিওতে গৃহীত নির্ব্বাক ছবি "নিশির ডাকে" বর্ত্তমানে শব্দ ও সংলাপ সংযোজনা করা হইয়াছে। পরিচালনা করিয়াছেন দেবকী বসু। ইহাতে নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ও লীলা দেবী অভিনয় করিয়াছেন।

"দ্বিতীয় পাঠে" ক্যাপ্টেন ভোলানাথ, মঞ্জুলা প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছে। ইহার পরিচালক নিরঞ্জন পাল।

কল্পতরু মিলন-বীথি

গত রবিবার ইহাদের বিজয়া সম্মিলনীতে বহু সভ্য ও অতিথি সমবেত হইয়াছিলেন। গান, আবৃত্তি ও জলযোগের পর বহুরাত্রে মজলিশ্ ভঙ্গ হয়। শীঘ্রই ইহারা সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়া অভিনয় করিবেন, বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শীঘ্রই এ-সম্বন্ধে বিশদ সংবাদ আমরা জানাইব।

শোনা কথা

শ্যামা-সম্মিলন

গত ২৪শে কার্ত্তিক রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ২নং হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লেনস্থিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে হাওড়া সঙ্গীত ভবন কর্ত্তৃক শ্যামা-সম্মিলনের ৮ম বার্ষিক অধিবেশন অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অমর নাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ শ্রেষ্ঠ গুণীগণের কণ্ঠসঙ্গীত এবং শ্রীঅরুণ প্রকাশ অধিকারী ও শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিত্রের সঙ্গত বহুসংখ্যক শ্রোতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ভারতবিখ্যাত গায়ক পণ্ডিত ওঙ্কার নাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের পর সভা শেষ হয়।

চন্দননগরে সঙ্গীত সম্মেলন

গত ৮ই নভেম্বর শুক্রবার চন্দননগর "অল ব্লু ক্লাবের" উদ্যোগে "পালিত-হাউসে" এক বিরাট সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং প্রতিযোগিতায় কৃতী ছাত্রছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। খ্যাল প্রতিযোগিতা অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল এবং কুমারী আরতি ভট্টাচার্য্য, উষারাণী নন্দী এবং কালীচরণ বর্দ্ধনের নাম খ্যাল গানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় সঙ্গীত সম্মেলন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, মহেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র নাথ দে প্রভৃতির খ্যাল গান এবং রাধারমণবাবু ও সুকুমার বাবুর তবলা সঙ্গত অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছিল। সর্ব্বসাধারণের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মিয়া-মল্লার ও মালকোষের আলাপ ও খ্যাল গান ও বিখ্যাত ভজন "মদনমোহন বিন" গাহিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন। শ্রীবিনয় কুমার দত্তের সেতারের পর রাত্রি ১১॥০ টায় সভা ভঙ্গ হয়।

আনন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রী৺কালী পূজা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথ দেবের ৫-এ হালসী বাগান রোডস্থ "আনন্দ আশ্রম" প্রাঙ্গনে মহাসমারোহে শ্রীশ্রী৺শ্যামা-মায়ের পূজার্চ্চনা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে তিনদিনব্যাপী 'জয়দেব' নাটকাভিনয় এবং 'চণ্ডীদাস' ও 'মদনমোহন' গীতাভিনয় বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে। এবারকার পূজায় প্রায় পাঁচ সহস্র দরিদ্র-নারায়ণকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। বিগত ১লা নভেম্বর, শুক্রবার, পূজামণ্ডপে একটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ডাঃ সুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম, বি, মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রায় তিন হাজার লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত নিমাই দাশগুপ্ত, হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, পঞ্চানন অধিকারী এবং জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতার পর মাননীয় সভাপতি মহাশয় একটি সুন্দর নীতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

ছোট গল্প

শাপমুক্তি — ১।০

পঙ্কজিনী — ১।০

শিক্ষয়িত্রী — ১।০

সেবাদাস — ১।০

পুস্তকের মূল্য ও তিন আনা রেজেষ্ট্রী খরচ অগ্রিম মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে হইবে।

দীপালী গ্রন্থশালা

১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

হাসির রাজা

চার্লি

রণজিৎ মুভীটোনের

মুসাফির

ছবিতে হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে এসেছে। সঙ্গে আছে—

খুরসীদ ও বাসন্তী

শুক্রবার, ১৫ই নভেম্বর

প্রথমারম্ভ

নিউ সিনেমায়

—ঃ চিত্র-পরিবেশক ঃ—

মানসাটা

ফিল্ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৫৫, এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোনঃ কলিঃ ৪৫

ভ্রমণ প্রতিযোগিতা

আগামী ২৮শে ডিসেম্বর বালী দক্ষিণপাড়া সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বার্ষিক নারায়ণ স্মৃতি-ভ্রমণ প্রতিযোগিতা কোন্নগর বাটা কোং হইতে বালী বাদামতলা অবধি হইবে। এই প্রতিযোগিতা সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

আগামী ২৭শে ডিসেম্বর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায় প্রতিষ্ঠিত ৫ম বার্ষিক মার্ট-স্মৃতি ভ্রমণ।

প্রতিযোগিতা মালিপাঁচঘরা আউট পোষ্ট হইতে বালী বাদামতলা অবধি হইবে। এই প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র ১৬ বৎসর বা তৎনিম্ন বালক ও বালিকাগণ নাম দিতে পারিবেন।

উভয় প্রতিযোগিতাই বালী মারুতী বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়ের (বিকু) পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হইবে। উভয় প্রতিযোগিতায় নাম দিবার শেষ দিন ২০শে ডিসেম্বর। বিশেষ বিবরণ বিকু রায়, ২নং শ্যামসুন্দর ঘোষ লেন, বালী, এই ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

যাদুসম্রাট—পি, সি, সরকার

যাদুকর পি, সি, সরকার মহাশয় বিগত ৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায় পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীতে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে তাঁহার বহু প্রশংসিত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাদুসম্রাটের নূতন খেলাগুলি সকলের বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

১০ই নভেম্বর তারিখে তিনি কলিকাতায় আরও একটী উল্লেখযোগ্য যাদুবিদ্যাভিনয় করিয়াছেন। ভারতীয় বীমাকর্ম্মী সম্মিলনীতে কলিকাতা এলবার্ট হলে তাঁহার খেলা হয়। বিগত সম্মিলনীর সভাপতি ডাক্তার এন, এন, লাহা, এম, এ, পি, এইচ, ডি মহাশয় তাঁহাকে একটী 'স্বর্ণপদক' পুরস্কার দিয়াছেন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস

জয়ন্তী

—মূল্য ঃ আড়াই টাকা—

প্রাপ্তিস্থান : দীপালী গ্রন্থশালা ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়

সমস্তীপুরে নাট্যাভিনয়

গত ২৭শে অক্টোবর সমস্তীপুরবাসী বাঙ্গালীদের ক্লাব 'লা কম্‌রেড' এর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সভ্যগণ কর্তৃক 'মালা রায়' নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয়টিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীসুকুমার বসু, সভাপতি শ্রী পি, বি, উপাধ্যায়, সম্পাদক ও শ্রীঅজিতকুমার চাটার্জ্জি, এম, এ, আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আসরে সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এলাহাবাদ লুকারবান্ধে ৺দুর্গা পূজা

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও স্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালীগণ কর্ত্তৃক মহাসমারোহে ৺দুর্গা পূজা হয়। আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি লুকারবান্ধ ক্লাবের পরিচালনায় হয়। সপ্তমীর রাত্রে কবিগুরুর "বৈকুণ্ঠের খাতা" ও "মুকুট" অভিনীত হয়। অভিনয় মোটের উপর ভালই হয়। মহাষ্টমীর রাত্রিতে শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "মেঘমুক্তি" অভিনয় হয়। "প্রদ্যোত বোস" "ডাঃ সুপথ রায়" ও "দাদুর" ভূমিকায় যথাক্রমে অনাদি কুমার দত্ত, অনাথ বন্ধু মুখোপাধ্যায় ও সুবোধ কুমার বসু অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেন। স্ত্রী ভূমিকাগুলির মধ্যে "গীতা রায়" ও "বেবী ঘোষ"এর ভূমিকায় যথাক্রমে খ্যাপাবাবু ও সুনীল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (ভুতু) উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। ছোট্ট "অর্পনা রায়ে"র ভূমিকায় অজিত কুমার গাঙ্গুলি অতি সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। অন্যান্য পুরুষ ও স্ত্রী ভূমিকাগুলি মন্দ হয় নাই।

নবমী রাত্রে "ভূতের বাসা" ও "একটা করতে হবে" বই অভিনয় হয়। অভিনয় ভালই হয়।

এই অভিনয় ও আমোদ প্রমোদগুলির সাফল্যের জন্য শ্রীসুবোধ কুমার বসু ধন্যবাদার্হ।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২॥০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোরেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—

রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৩॥০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।

ঠিকানা—**Dr. Bhadury.**

Shakti Medical Hall, Muttra, U. P.

ঋতুমত ২৪ ঘণ্টায় ঋতুস্রাব করাইয়া ঋতুবন্ধ ও গর্ভসঙ্কট দূর করে। নির্দ্দোষ ঔষধ। মূল্য ৩৲,

Gotv. Regd.

মাঃ ॥০, জন্মনিরোধ—অস্থায়ী ১৲, স্থায়ী ৪৲ এস, দেবী, পোঃ সিরাজগঞ্জ, (বোনবাড়ীয়া), জেলা পাবনা।

ঋতু বন্ধে—মেন্স ক্লিয়ার যে কোন কারণে ২।৩।৪ মাসের বন্ধ মাসিক ঋতু বিনা কষ্টে পরিষ্কার করিতে অদ্বিতীয় ও নির্দ্দোষ, মূল্য ৫৲ টাকা।

জন্মরোধ ঋতুকালে সেবনে চিরতরে বন্ধ থাকিবে। মূল্য ৪৲, পাঁচ বছরের ৩৲, এক বছরের ১॥০। নিয়মিত মাসিক ঋতু হইবে। নিশ্চিত ফল ও নির্দ্দোষতার জন্য গ্যারাণ্টিপত্র পাইবেন। নিষ্ফলে মূল্য ফেরৎ। প্রতারিত হইবেন না, বিশ্বাস করুন। ঠিকানা—

DOCTORS & CO.,

Mussorie, U. P. (বাঙ্গালী কোম্পানী)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

অডিটারের হিসাবে গত বৎসর দীপালী (ইংরাজী ও বাংলা)র সাপ্তাহিক প্রচার—১৩,৩০৩ সংখ্যা

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা : : টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ : : টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ VOL. XII. | ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ NOVEMBER 21, 1940. | ৪৫শ সংখ্যা No. 45

১৯৪১ সালের নব-কলেবর দীপালীর বিস্তারিত নিয়মাবলী ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন।

"ছুটীর ঘণ্টার" নিয়মাবলী ২৩শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২রা জানুয়ারী ১৯৪১ তারিখে দীপালীর নব-বর্ষ সংখ্যা বাহির হইবে।

রাজ-সেবা

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুরা রাজাকে দেবতার প্রতিভূ বলিয়া বিশ্বাস করে। যিনি দেশ জাতি ও ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, যিনি প্রজাকে পালন করেন, দোষীকে দণ্ড দেন, সাধুসজ্জনগণকে নিরাপত্তা দান করেন, প্রবলের কবল হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করেন, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া, প্রত্যেক লোককে নিজ নিজ বৈধ কর্ম্মে ও ধর্ম্মে উৎসাহিত করেন, যিনি দেশে সুশাসনের সহিত শিক্ষারও ব্যবস্থা করেন, যিনি নির্ধন রোগীদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া জাতি বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রজাদের শারীরিক সুস্থতা কামনা করেন, তিনি দেবতার প্রতিনিধি নহেন্ তো কি? আপনার আত্মীয় স্বজন, এমন কি পরমাত্মীয় জনও যাহা পারেন না, দেশের রাজা একের জন্য নহে, তাঁহার অগণিত প্রজাদের জন্য অনায়াসে তাহার বিধান করেন। রাজা সহস্রশীর্ষ সহস্রনেত্র হইয়া প্রজাবর্গের জন্য অতন্দ্র প্রতীক্ষমান্। রাজার কল্যাণে দেশের কল্যাণ, দেশের মঙ্গল প্রজার মঙ্গলই রাজার পরম চিন্তা, একমাত্র কাম্য। রাজা চাহেন, তাঁহার প্রজাবর্গ সুখে থাকুক্ নিরাপদে থাকুক, তাহাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে।

প্রায় দুইশত বৎসর ইংরাজরাজ ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রজারঞ্জনের জন্য যতপ্রকার সুখসুবিধা দেওয়া সম্ভব, তিনি তাহা দিয়াছেন। রাজনৈতিক ও দলাদলির কচকচানি বর্জ্জন করিয়া প্রশান্তভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইংরাজ-শাসনে ভারতবাসী যে-প্রকার সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, এমন ইতিপূর্ব্বে আর কখনও করে নাই। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোনও স্বার্থেই হউক, তাহার খাতিরে এত বড় সত্যটিকে অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই। যাঁহারা তাহা করেন তাঁহারা মিথ্যাভাষী। ভারত যে আজ সভ্যতায় জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিদ্যায় মনীষায় জগৎসভায় তাহার আসন অধিকার করিয়া আপনার মহিমায় ব্যক্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহারও মূলে ইংরাজের সহযোগিতা।

ভারতবর্ষ ইংরাজের শাসনাধীন থাকিয়াও যে আজ বর্ত্তমান স্বাধীন সভ্য জগতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে, ইহারও মূলে ইংরাজের সহৃদয় সহায়তা ও সহকারিতা। ভারতবাসী যে আজ দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও ইংরাজেরই শিক্ষায়। ইংরাজ আমাদের রাজা সত্য, অথচ ইংরাজের মত বন্ধুও ভারতবাসীর আর কেহ নাই, এমন কি ভারতবাসীও নয়। কথাটি অপ্রিয় হইতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সত্য।

এই ইংরাজের আজ দুর্দ্দিন। ইংরাজের দুর্দ্দিনে আমাদের দুর্দ্দিন যে তদপেক্ষা অনেক বেশী এই নিতান্ত সহজ ও অত্যন্ত সরল তত্ত্বটুকু আজও যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, তাঁহাদের জন্যই এ নিবন্ধের অবতারণা।

ইংরাজ স্বাধীন, ইংরাজ জাতি সুশিক্ষিত, অকপট দেশপ্রেমিক; ইংরাজের শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, ধন আছে; ইংরাজের খ্যাতি আছে, মর্য্যাদা আছে, জগতে স্থান আছে; সমগ্র জগৎ ইংরাজকে চিনে, ইংরাজের শক্তি ও বুদ্ধি পৃথিবীতে ত্রাসের সঞ্চার করে, ইংরাজের বুদ্ধি জগতে বিস্ময়ের বিষয়। ইংরাজের কিছুই যাইবে না, এক কণাও হারাইবে না: আপাতদৃষ্টিতে যাহা ধ্বংশ হইতেছে বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে, তাহা ধ্বংশ হয় নাই; এই ধ্বংশস্তূপেই আরও শক্তিমান্ এক নবীন বৃটিশ জাতির পুনর্জ্জন্ম হইতেছে। নাৎসীরাহুমুক্ত হইয়া নবীন বৃটিশ জাতির অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র উদয়ের আর বিলম্ব নাই। চন্দ্র চিরন্তন, রাহু ক্ষণস্থায়ী।

জার্ম্মানীর এই সর্ব্বগ্রাসী বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে বৃটিশ আজও সিংহোচিত অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন। ইয়ুরোপের অন্যান্য ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলি যখন হিটলারের আক্রমণে গতায়ু হইবার উপক্রম হইয়াছিল, বৃটিশ তখন সেখানে গিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। যে-ফ্রান্সের জন্য ইংরাজ এত ক্ষতি সহ্য করিলেন, অবশেষে সেই ফ্রান্সও ইংরাজকে ছাড়িয়া শত্রুপদলেহনে কুণ্ঠিত হইল না। ইংরাজ একাকী আজ এই প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ।

এই যুদ্ধে দৈনিক খরচ প্রায় দশলক্ষ টাকার উপর। যে-ইংরাজ ভারতবাসীকে শিক্ষায় ও জ্ঞানে উন্নত করিয়াছে, সুশাসনে নিরাপদ রাখিয়াছে এবং অশেষ কল্যাণে কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে, সেই ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই সুবর্ণসুযোগ। ইংরাজকে অর্থাৎ দেশের রাজাকে এই দুর্দ্দিনে যথাসাধ্য সাহায্য করা তাহার শুধু জাতীয় নয় নৈতিক কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে, ভারতবাসীর অকৃতজ্ঞ নাম জগতের ইতিহাস হইতে কোনকালেই অবলুপ্ত হইবে না।

ভারতবর্ষে কয়জন লোক কত টাকা দিতে পারে? তাহার দ্বারা রাজার কতটা সাহায্য হইবে? তবুও তাহার যাহা সাধ্য তাহা দিতে যদি ভারতবাসী কুণ্ঠা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাকে কিছুতেই মার্জ্জনা করা যায় না। সামান্য উপকারের বিনিময়ে আমরা প্রত্যুপকার করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠি, অথচ ইংরাজের এই দুইশত বৎসরকালব্যাপী সর্ব্ববিধ কল্যাণের বিনিময়ে অতি সামান্য ত্যাগ করাও কি আমাদের সাধ্যাতীত?

প্রত্যেক লোক অর্থাৎ ত্রিশকোটি নরনারী যাহাতে এই যুদ্ধভাণ্ডারে সাহায্য করিতে পারে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি লোক যাহাতে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পায়, প্রত্যেকটি নর বা নারী যাহাতে বলিতে পারে—আমি যথাসাধ্য করিয়াছি, তাহারই উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট অতিসহজ অথচ লাভপ্রদ উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। সরকার বলিতেছেন না, এত দাও, অত দাও, বা এখনি দাও।

সরকারের নির্দ্দিষ্ট পন্থাটি এইরূপ: কোনও এক ডাকঘরে গিয়া একখানি ডিফেন্স সেভিংস কার্ড চাহিবেন। বিনামূল্যে ডাকঘর এটি চাহিবামাত্রই দিবে। তারপর চারি আনা জমিলে, একখানি ডিফেন্স সেভিংস টিকিট কিনিয়া সেই কার্ডে আটা দিয়া আঁটিবেন। ক্রমে ক্রমে চল্লিশ বারে চল্লিশ খানি চারি আনা দামের ডিফেন্স সেভিংস্ টিকিট কিনিয়া সেই কার্ডে লাগাইয়া, ডাকঘরে সেই কার্ডটি দিলেই, ডাকঘর হইতে একখানি দশ টাকা দামের ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট পাইবেন। মনে রাখিবেন, আপনি এ টাকা একেবারে স্বত্বত্যাগ করিয়া দিতেছেন না—দশ বৎসর পরে সুদ ও বোনাস সহ চল্লিশ বারের সঞ্চিত এই দশ টাকা—তের টাকা নয় আনায় ফেরৎ দেওয়া হইবে। দশ বৎসরের মধ্যেও এ টাকা উঠান যায়, তবে সুদ ঐ অনুপাতে কম হইবে। ইহা অপেক্ষা সহজ পন্থা আর কি হইতে পারে? কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি প্রকাশ করিয়া টাকা সঞ্চয় ও তাহার সুদ পাওয়া—বিচিত্র উপায় নয় কি?

অথচ এ এমন সহজ যে বাড়ীর সামান্য দাসদাসীরাও অক্লেশে ইহাতে যোগদান করিতে পারে। প্রত্যেক গৃহস্থের উচিত, তাঁহার দাসদাসীদিগকেও সঞ্চয়ের এই সহজ উপায়ে প্রলুব্ধ করা।

ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী জনসেবা ও রাজসেবার এ সুবর্ণ সুযোগের নিশ্চয়ই সদ্ব্যবহার করিবেন, এ আশা আমরা রাখি।

১৯৪১ (ত্রয়োদশ বর্ষ) হইতে দীপালীর নব কলেবর

প্রতি সাধারণ সংখ্যা দুই আনা

ভারতবর্ষে :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৬৲ ছয় টাকা।

„ যাণ্মাসিক চাঁদা—৩॥০ সাড়ে তিন টাকা

(বৎসরের প্রথম অথবা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা বা মাস হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না)

„ ত্রৈমাসিক চাঁদা—২৲ দুই টাকা।

(বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ্চ, ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন, ১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাস ধরা হয় এবং এইভাবেই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয়।)

নমুনা প্রতি সংখ্যা—৵১০ দশ পয়সা।

বর্ম্মায় :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৯৲ নয় টাকা।

„ যাণ্মাসিক চাঁদা—৫৲ পাঁচ টাকা।

„ ত্রৈমাসিক চাঁদা—৩৲ তিন টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—৶০ তিন আনা।

নমুনা প্রতি সংখ্যা—।০ চারি আনা

ভারতবর্ষের বাহিরে :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—১০৲ টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—।০ চারি আনা।

নমুনা প্রতি সংখ্যা—।৵০ পাঁচ আনা।

❋

পুরাতন সংখ্যার মূল্য সর্ব্বত্র নূতনের দেড়গুণ এবং ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। সম্পূর্ণ সেটের মূল্য, বার্ষিক ও যাণ্মাসিক চাঁদার সমান। বার্ষিক ও যাণ্মাসিক সেট রেলওয়ে পার্শ্বেলে বা ডাকে পাঠান হয়। সেটের মূল্য ও ডাকমাশুল অগ্রিম দেয়, ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না।

ইংরাজী ১৯৪১ সাল অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে দীপালী বর্দ্ধিত আকারে, আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য আরও নূতন নূতন বহুবিধ সেবা-সম্ভার লইয়া সুদৃশ্য চিত্রাবলী ও প্রচ্ছদপটে পরিশোভিত হইয়া, আপনাদিগকে অভিবাদন করিবে

❋

পাঠক-পাঠিকাগণ :—

দীপালীর পাঠক-পাঠিকাগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে কাগজ, কালি এবং ছাপাখানাসংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা হেতু গত ১৫ মাস কাল আমরা বহু ক্ষতি সহ্য করিয়াও দীপালীর মূল্য বৃদ্ধি করি নাই অথবা ইহার কলেবরও খর্ব্ব করি নাই। আমাদের বহু গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পৃষ্ঠপোষকগণ, দীপালীর মূল্য বৃদ্ধি করিয়া কাগজের উৎকর্ষ সাধন করিতে বহুদিন হইতেই আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু আমরা এ যাবৎ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। ইয়ুরোপে কাগজের মূল্য ঠিক রাখিতে গিয়া, তাঁহারা কাগজের আকার করিয়াছেন ৪ বা ৬ পৃষ্ঠা। আমাদের ভারতবর্ষেও দৈনিক এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা, মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পত্র-সংখ্যা কমাইয়াছেন। আকার কমাইয়া, কেবলমাত্র সংবাদ সরবরাহ করিলেই সংবাদপত্র চলিতেপারে, কিন্তু দীপালীর মত সর্ব্ব-বিষয়ক ও জনপ্রিয় পত্রিকার আকার কমাইয়া মূল্য-হার অপরিবর্ত্তিত রাখিতে গেলে পত্রিকাখানিকে একেবারেই অব্যবহার্য্য করিয়া তোলা হইবে। মহিলাদের জন্য "নারীলোক" এবং কিশোরদের জন্য "ছুটির ঘণ্টা" প্রভৃতি 'দীপালীর' বিশেষত্ব এতদ্বারা একেবারে ব্যর্থ হইবে।

দীপালী সাহিত্য শিল্প ও মহিলাদিগের এবং কিশোর কিশোরীদেরও সেবায় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। গত শারদীয়া সংখ্যা হইতে ছেলে মেয়েদের জন্যও একটী বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং শিল্প-সাহিত্য রচনায় যশস্বী লেখক শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন গুপ্ত মহাশয় এ বিভাগটি পরিচালনা করিতেছেন। কাজেই, দীপালীর উত্তরোত্তর পত্রসংখ্যা বৃদ্ধিরই প্রয়োজন ঘটিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে, কারণ দীপালীতে আরও নব নব বহু বিষয়ের অবতারণা করিবার কল্পনা আমাদের আছে।

দ্বিতীয়তঃ, চিত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কল্পনাও আমাদের আছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য দীপালীর বর্ত্তমান আকার রক্ষা করাই যখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ সংস্কার ও উন্নতি কিরূপে সম্ভব? [illegible] বাংলার সাপ্তাহিকজগতে জনপ্রিয় [illegible] দর্ভাসনে বসাইয়াছেন, একমাত্র দীপালীর সেই পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার আশাতেই আমরা আগামী বর্ষ (ইং ১৯৪১ সাল) হইতে দীপালীর আকার, পত্রসংখ্যা ও চিত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত করিলাম।

আমরা মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পত্রসংখ্যা কমাইবার পক্ষপাতী নহি, কাজেই পত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে—সেবার পরিমাণও বৃদ্ধি করিয়া যদি সামান্য মূল্য বৃদ্ধি করি,—তাহা হইলেই মনে হয় দীপালীর অস্তিত্ব সার্থক হইবে।

বাংলায় প্রচলিত প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকাগুলির বার্ষিক চাঁদা ছয় টাকা ও প্রতি সংখ্যার মূল্য যখন আট আনা, তখন সাপ্তাহিক দীপালীর এক মাসের অর্থাৎ চারি সংখ্যার বিষয়বস্তু, ছবি ও আকারের পরিমাণ, মাসিক পত্রগুলির অপেক্ষা যখন বেশী বই কম কিছুতেই হইবে না, তখন ইহার মূল্যও প্রতি সংখ্যা দুই আনা ও বার্ষিক চাঁদা ৬৲ ছয় টাকা আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রার্থনা করিতে পারি। মাসিক পত্রিকাগুলির যাঁহারা পাঠক ও গ্রাহক, তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ আমরা নিশ্চয়ই আশা করিতে পারি।

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ :—

ত্রৈমাসিক ও যাণ্মাসিক গ্রাহক হইলে চাঁদা কিছু বেশী পড়ে, সেইজন্য একেবারে বার্ষিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়াই সুবিধাজনক। যাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক গ্রাহকগণ পরে বার্ষিক গ্রাহক হইতে চাহিলে পূর্ব্বপ্রদত্ত যাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক চাঁদা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা লওয়া হইবে না। গ্রাহকগণ বিশেষ সংখ্যাগুলি অর্থাৎ শারদীয়া, নববর্ষ প্রভৃতি বার্ষিক এবং যাণ্মাসিক চাঁদার মধ্যেই পাইবেন। ইহার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইবে না।

এজেণ্টগণ :—

এজেণ্টগণ, এখন হইতেই এজেন্সী-ম্যানেজারের সহিত তাঁহাদের সাপ্তাহিক সরবরাহ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিবেন; নচেৎ নববর্ষ হইতে আমাদের নূতন ব্যবস্থানুযায়ী কাগজ সরবরাহ প্রভৃতিতে

আজই সেভিংস কার্ড চেয়ে নিন

আপনার নিয়োজিত অর্থের বৃদ্ধি লক্ষ্য করুন

নিম্নলিখিত হারে আপনার দশ টাকার সার্টিফিকেটের দাম বাড়তে থাকবে। সুদের ওপর ইনকাম্ ট্যাক্স লাগে না :—

কেনবার পর	টা	আ
প্রথম দু'বছরে	১০.	০.
৩য় বছরে	১০.	৫.
৪র্থ বছরে	১০.	১০.
৫ম বছরে	১০.	১৫.
৬ষ্ঠ বছরে	১১.	৮.
৭ম বছরে	১১.	১৩.
৮ম বছরে	১২.	২.
৯ম বছরে	১২.	৭.
১০ম বছরে	১২.	১২.
১১শ বছরে	১৩.	৯.

বর্দ্ধিত মুল্য যে-কোনো দিন পোষ্ট অফিসে চাইলেই

নগদ পাবেন

নিকটস্থ পোষ্ট অফিসে গিয়ে একটি ডিফেন্স সেভিংস্ কার্ড চেয়ে নিন্—বিনামুল্যে পাবেন। যখনই চার আনা জমাতে পারবেন তখনই একটি ক'রে ডিফেন্স সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প কিনে' কার্ডের ঘরে বসা'তে থাকুন। চল্লিশটি স্ট্যাম্প হ'লে আপনার কার্ড ভর্ত্তি হ'বে। তখন সেটির বদলে যে-কোনো পোষ্ট অফিস থেকে দশ টাকা মুল্যের একটি ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট পাবেন।

ডিফেন্স্ সেভিং সার্টিফিকেট্ কিনুন

টাকা খাটাবার সব চেয়ে নিরাপদ উপায়

শ্রীমতী সাধনা বসু

"রাজনর্ত্তকী"র নূপুর-নিক্কন শুনিবার আশায় চিত্রপ্রিয়গণ উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন।

প্রযোজক— ওয়াদিয়া মুভীটোন : : পরিচালক—মধু বসু

প্যারামাউন্টের "North-west Mounted Police" চিত্রে গ্যারী কূপার ও পলেট গডার্ড। পরিচালক—সিসিল বি. ডি. মিল।

কলম্বিয়ার "Howards of Virginia" চিত্রে মার্থা স্কট নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। পরিচালনা করিয়াছেন ফ্রাঙ্ক লয়েড।

প্রভাত ফিল্মের নির্ম্মীয়মান সামাজিক ছবি "পড়সী"র দুইটি বিশিষ্ট চরিত্রে মজহর খাঁ ও জাগিরদার। পরিচালনা করিতেছেন শান্তারাম।

চিত্র-বর্ত্তিকা

২১শে নভেম্বর, ১৯৪০

"Howards of Virginia" চিত্রে নায়কের ভূমিকায় ক্যারী গ্র্যাণ্ট একটি নূতন ধরণের ভূমিকাভিনয় করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধা কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি হলিউডে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। এখানে তাঁহাকে প্যারামাউণ্ট ষ্টুডিওতে "Moon Over Burma"র সেটে পরিচালক লুইস কিং-এর সহিত দেখা যাইতেছে।

●●

প্রভাত ফিল্মের পরিচালক ও কারুশিল্পী ভি: শান্তারাম ও ফতেলাল তাঁহাদের নির্ম্মীয়মান ছবি "পড়সী"র সেট সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

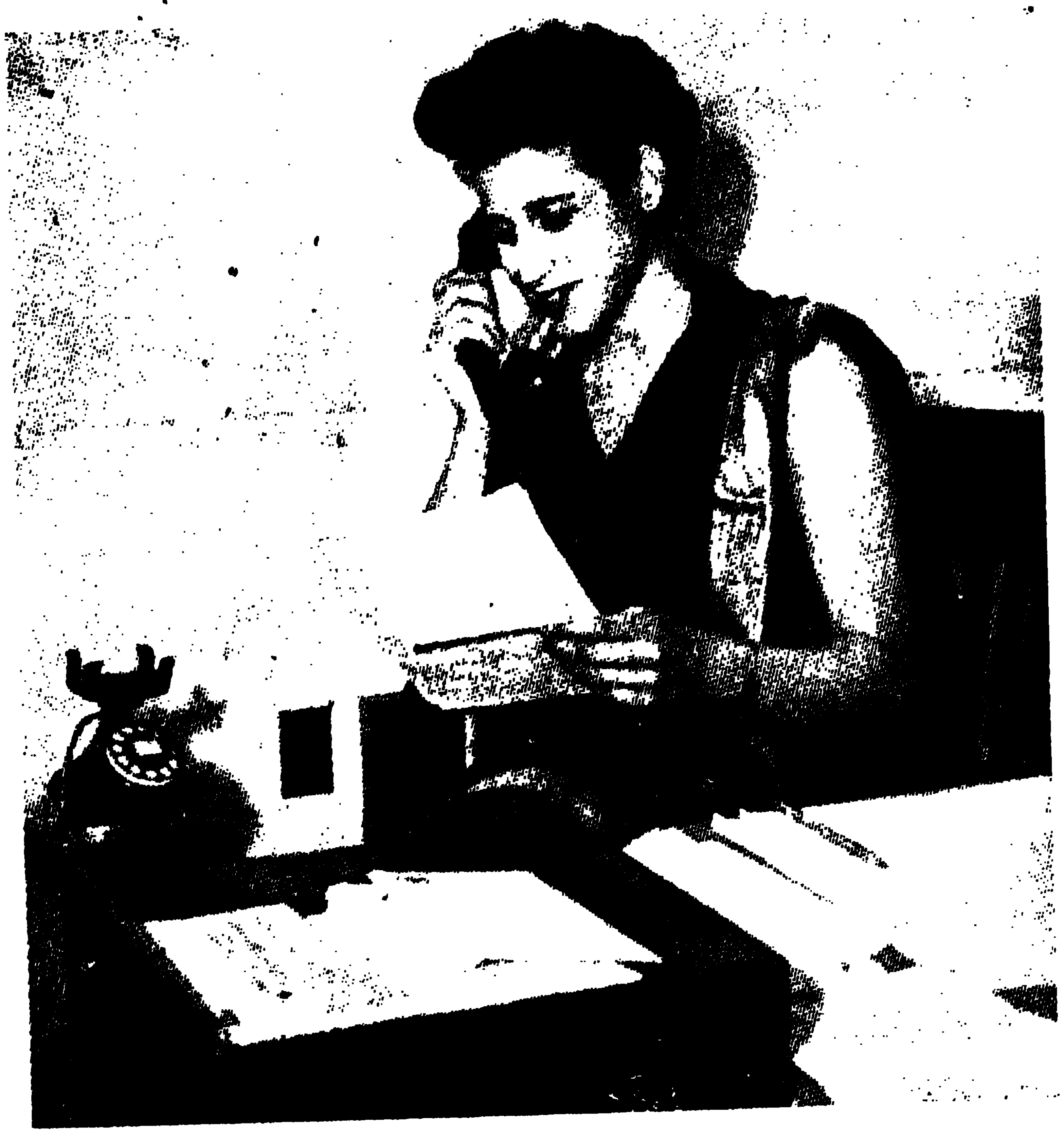

ইনি একজন পার্শী মহিলা, নাম—ফ্রেনি ভলিয়ার খাঁ। বর্ত্তমানে ইনি হলিউডে মেট্রো গোলড্উইন মায়ার ষ্টুডিওতে তাঁহাদের নির্ম্মীয়মান ছবি "Night In Bombay"-এতে টেক্‌নিক্যাল এডভাইসরের পদে নিযুক্ত আছেন। উক্ত ছবিখানিতে জোন ক্রফোর্ড নায়িকার ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করিয়াছেন।

কলম্বিয়ার কমেডি - চিত্র "Beware Spooks" চিত্রে জো. ই. ব্রাউন ও মেরী কারলাইল। এই ছবিখানি আগামী কল্য লাইটহাউস সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে।

বৌদির সাহিত্য-সাধনা

(রস-রচনা)

—শ্রীফেলু চক্রবর্ত্তী

অন্য দিন অপেক্ষা সে দিনের শীতটা ছিল অধিকতর কনকনে—তার উপর মাঝে মাঝে হিমস্নাত বায়ুর প্রবাহ বহিতেছিল, তাই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পথে লোক চলাচল কমিয়া আসিয়াছিল—যে যাহার ঘরের মধ্যে থাকিয়া শরীর তাতাইবার জন্য ব্যস্ত।

চিন্তাহরণদা'র বৈঠকখানায় তাসের খেলা সন্ধ্যার বহু পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল বোধ হয় ঐ কারণেই। মুহুর্মুহু সোনা চাকর তাহাদের হাতের কাছে চায়ের পেয়ালা রাখিয়া যাইতেছিল। চুমুক দিতে দিতে তাহারা ডাকিতেছিল, "টু হার্টস্, থ্রি স্পেডস্"।

হঠাৎ দূর হইতে ভাসিয়া আসিল ক্ষীণ কণ্ঠস্বর "চাই মুগের ডালের ঝুরিভাজা", আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের প্রাণে আনন্দ-উৎস ফুটিয়া উঠিল।

পল্লব উচ্চকণ্ঠে ডাকিল "এই ঝুরিভাজা, ইধার আও"। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর ঝুরিভাজাওয়ালার কাণে না পৌঁছিয়া বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

চিন্তাহরণদা' তখন তাস দিতে দিতে সোনাকে হাঁকিয়া বলিল ঝুরিভাজাওয়ালাকে ধরিয়া আনিতে। অনিচ্ছা সত্বেও সেই দারুণ শীতে কম্বল মুড়ি দিয়া সোনাকে বাহির হইতে হইল ঝুরিভাজাওয়ালার স্বর অনুসরণ করিয়া।

খেলা চলিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে ঝুরিভাজাওয়ালাকে সঙ্গে করিয়া সোনা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। পল্লবের তাস ক'খানা এবার তেমন ভাল না থাকায়, সে কি চালিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই, আগে ঝুরিভাজা নেওয়া যাক্, তারপর মুচুর মুচুর চিবাতে চিবাতে খেলা যাবে'খন"। সকলে তাহার কথাই শিরোধার্য্য করিল।

ঝুরিভাজা-ওয়ালা চারিখানি কাগজের টুকরায়, চারিখানি ঝুরিভাজা চার পয়সায় বেচিয়া চলিয়া গেল। ঝুরিভাজা চিবান'র শব্দে ঘর মুখর করিয়া তাহারা আবার খেলা আরম্ভ করিয়া দিল।

হঠাৎ সর্প বা বৃশ্চিক দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, অল্পক্ষণ পরে রঘু হঠাৎ সেইভাবেই চীৎকার করিয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাস ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিতেই লণ্ঠনটি পড়িয়া গিয়া নিভিয়া গেল। উপায়ান্তর না দেখিয়া সোনাকে ডাকিতে ডাকিতে তাহারা তখন ঘরের বাহিরে যাইবার জন্য হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল।

একটি মোটা লাঠি ও একটি হারিকেন হাতে লইয়া সোনাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া রঘু আর চুপ করিয়া থাকা নিরাপদ মনে করিল না। সোনা বেটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া তাহাকেই যদি এক ঘা বসাইয়া দেয় ভাবিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে কি ছেলেমানুষী ক'রছ তোমরা? সাপও নয়, বিছেও নয়, সামান্য ক'খানা কাগজের টুকরো। বীরপুরুষেরা ফিরে এস, ফিরে এস। সাবাস ভায়া, সাবাস। এই সাহস নিয়ে ওঁরা যাবেন আবার হাজারিবাগের বনে বাঘ শীকার কর'তে! ছো, ছো।"

আশ্বস্ত হইয়া তাহারা তখন সোনার হারিকেনটা হাতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া রঘুর মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "তার মানে? ওরকম হঠাৎ চীৎকার করে উঠলে সবাই ভয় খেয়ে থাকে। তার ওপর আবার আলোটা গেল নিভে। ওরকম ঠাট্টা করে চেঁচানটা গেছোমি ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"চেংড়ামি করে চেঁচাই নি বন্ধু, চেংড়ামি করে চেঁচাই নি। এই চার টুকরো কাগজে যে কি লেখা আছে, একবার দেখ, তারপর দোষ দিও আমায়।"

সকলে তখন কাগজের টুকরাগুলি পড়িতে পড়িতে অবাক হইয়া গেল। এ্যাঁ, এ যে বৌদির মানস-কন্যা সন্ধ্যা, ঐ-ত তাহাদের ফুল বাগিচা, ঐ-ত কবি বার্ণসের "The Cotter's Saturday Night"-এর একটি ছত্র, এই যে মাধবপুরের জমীদার-পুত্র সমীর, এই দেখ চাঁদ, আর ঐ বসন্তের হিল্লোল। সবই রহিয়াছে—দোষের মধ্যে কেবল কাহারও সহিত কাহারও মিলন নাই। তখন যেমন সমীরের বাহুপাশে ছিল সন্ধ্যা, আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ, বাতাসে ছিল বসন্তের আমেজ, তাহাদের মাথার উপরে তমাল বৃক্ষে ছিল রাতচরা পাখীগুলি, আর সেই রূপালী নিশীথে সন্ধ্যার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছিল কবি বার্ণসের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতের ন্যায় সুমধুর কবিতা,—এখন আর তাহাদের সে ভাব নাই, সে মিলন নাই, সে গ্রন্থি নাই—সবাই বাঁধন ছিঁড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে দূরে; দেখিয়া মনে হয়, কে যেন উহাদের মধ্যে এক বিবাদের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। যেন সবাই নিষ্পেষিত হইয়া নিজেদের সাজান সংসার ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে চারিদিকে। কিন্তু কে করিল তাহাদের এমন দশা? বৌদি নিজে, না ঝুরিভাজাওয়ালা? কিন্তু সেই বা পাইল কোথা হইতে? এখনও ঝুরিভাজাওয়ালার সন্ধান করিতে পারিলে সমস্যার সমাধান করা যায়। কি করা কর্ত্তব্য?

এই সব নানারূপ চিন্তা করিয়া চিন্তাহরণ দা' বলিল "এক কাজ কর,—সন্ধ্যা ও সমীরের উৎপত্তি হয়েছে যেখানে, চল সেইখানেই

যাওয়া যাক্। বোধ হয় দাদার ঔদাস্যকে ভিত্তি ক'রে বৌদি নিজেই নিজের মানস কন্যার এই দশা করেছে।"

দাদার কথা ভাবিয়া রঘু বলিল, "না, সবাই মিলে এক জায়গায় গেলে ঠিক হবে না। দুজন ওখানে যাও, আর দুজন যাওয়া যাক্ ঝুরিভাজাওয়ালার সন্ধানে।"

তাহার কথামত তখন সকলে বাহির হইয়া পড়িল এক একটা সিগারেট ধরাইয়া। চিন্তাহরণদা' ও রঘু গেল ঐখানে—রঘুর নিকট রহিল সেই চারিখণ্ড কাগজ। আর পল্লব ও নিরঞ্জন ছুটিল সেই ঝুরিভাজাওয়ালার স্বরের পিছন ধরিয়া।

২

বাড়ীর দরজার নিকট আসিতেই চিন্তাহরণদা' ও রঘু দাদার দোতালা ঘরে গোঁ-গোঁয়ানির শব্দ শুনিতে পাইল আর মাঝে মাঝে ফোঁস-ফোঁসানির আওয়াজ। তাহারা ত' একেবারে হতভম্ব। এ আবার কি ফ্যাসাদ?

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

সাহস করিয়া চিন্তাহরণদা' ডাকিল "দাদা বাড়ীতে আছ, দাদা?"

দাদা অর্থাৎ বৌদির স্বামী সতীনাথবাবু যখন সারা সহরের মধ্যে 'দাদা' বলিয়া পরিচিত, তখন ইহাদেরও যে দাদা হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তা ছাড়া ইহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা একটু বেশী রকমের। দাদার আমাদের চরিত্র, চালচলন, কথা, বার্ত্তা, সবই ভাল,—তবে স্বভাবটা ছিল একটু বৌদিভাবাপন্ন, আর সেই সঙ্গে বুদ্ধিটা ছিল একটু বেশী মোটা, এই যা।

শ্লেষ্মাপূর্ণ গম্ভীর অথচ নীচু গলায় দাদা উত্তর দিলেন "হ্যাঁ আছি, —যাচ্ছি"। পরক্ষণেই নাক ঝাড়ার শব্দ শোনা গেল।

নীচে আসিয়া দরজা খুলিতেই দেখা গেল দাদার চক্ষে তখনও জল টল্‌টল্ করিতেছে। নাকের ডগাটী লাল হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের দেখিয়া দাদা ছোট ছেলের মত কাঁদিয়া বলিল, "বিপদে তোমরাই আমার বন্ধু জেনে তোমাদেরই খবর দেবার ব্যবস্থা করছিলাম। ভালই হয়েছে ভাই, তোমরা এসেছ। তোমাদের বৌদিকে বাঁচাবার ব্যবস্থা কর ভাই, বাঁচাবার ব্যবস্থা কর। আমার ত' আর মাথায় কিছু আসছে না।"

রঘু তাড়াতাড়ি দাদার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে বৌদির, ব্যাপার কি দাদা?"

দাদা ম্লানমুখে জবাব দিল "উপরে চল, সব বলছি"।

দরজা বন্ধ করিয়া সকলে তখন উপরে উঠিয়া দেখিল বৌদি উপুড় হইয়া মাথা চালিতেছে আর গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। ঘরের একটী কোণে দাদার ছোট্ট মেয়ে শান্তি চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

দাদা বলিল, "বৌদি তোমাদের বিষ খেয়েছে ভাই। আমাকে অকূলে ভাসাবার মতলব করেছে। ওঃ, আমি এখন কি করি, কোথা যাই?

মাড়ি ফোলা, পাইওরিয়া প্রভৃতি বিপজ্জনক মাড়ির যন্ত্রণা নিবারণ করা যায়।

নরম মাড়ি থেকে ব্রুশ করলে যদি রক্ত পড়ে, তখনই মাড়ি ফোলা ও পাইওরিয়া বিষয়ে আপনার সাবধান হওয়া উচিত। যাতে আপনার স্বাস্থ্য বিপন্ন করতে পারে এমন ভয়াবহ মাড়ির রোগ চিকিৎসা করতে অনেক দন্তচিকিৎসক "এস, আর" (Sodium Ricinoleate) ব্যবহার করেন। গিবস্, এস, আর, টুথপেষ্ট ব্যবহার করে প্রতি দিনই আপনার দাঁতের চিকিৎসার ফল পেতে পারেন।

গিবস্, এস, আর টুথপেষ্টে ব্যবহৃত "এস্, আর" ক্রিয়াশীল ও ইহার গুণ সুপরীক্ষিত। মাড়ির ভিতরে যন্ত্রণা ও রোগের কারণ—জীবাণুর উপরই ইহা ক্রিয়া করে এবং জীবাণুগুলিকে নিস্তেজ করিয়া দেয়।

গিবস্, এস, আর, দ্বারা নিয়মিত দাঁত মাজিলে ও মাড়ি ঘষিলে দাঁত সাদা হইবে, নিঃশ্বাস সুরভিত হইবে এবং বহুকাল দাঁত নিরোগ রাখিবে।

সব ছাড়িয়া আজ হইতেই "গিবস্, এস, আর" ব্যবহার করুন।

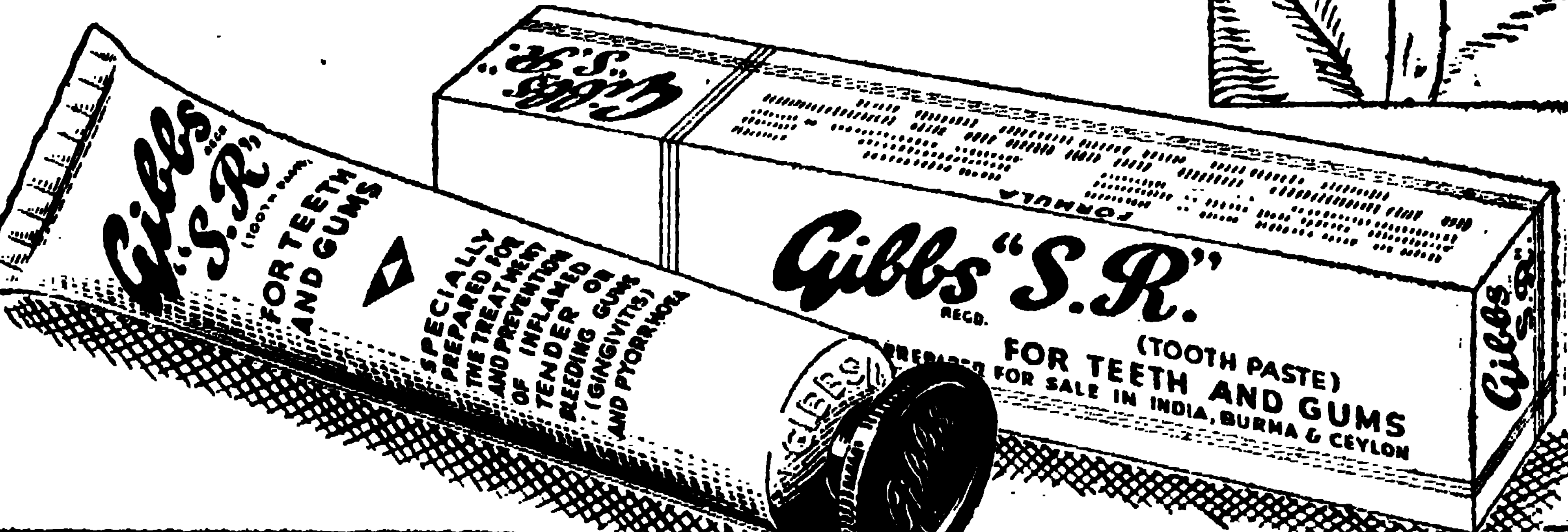

D. & W. GIBBS LTD., LONDON

GSR. 11 671 BG

রঘু জিজ্ঞাসা করিল, "কারণ কি এমনটা করবার ?"

দাদা হতাশ বাক্যে বলিল, "কারণ ওর সেই 'মধুচক্রটা' ভাই 'মধুচক্রটা'। ঐ মুখ-পুড়ীই বোধ হয় নষ্ট ক'রে ফেলেছে—কি, কি করেছে তা ভাই আমি জানি নে। রাক্ষসীকে আজ শেষ ক'রে ফেললেও আমার রাগ যাবে না"। বলিয়া মেয়েটার দিকে ভীমসেনের মত অগ্রসর হইতেই তাহারা উভয়ে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

চিন্তাহরণদা'র বয়স রঘু অপেক্ষা কিছু বেশী এবং তাহার মেধাশক্তিও খুব প্রখর। উপস্থিত বুদ্ধির একখানি অর্ণবপোত বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে। সে আর একটা সিগারেট ধরাইয়া বৌদির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ধাতটা দেখিয়া বলিল "এ সব বিষ খাওয়া ব্যাপারে যে সে ডাক্তার ডাক্‌লে ত' আর চলবে না। পুলিশ খবর পেলে এখুনি বাড়ী ঘেরাও করে তোমাকে বেঁধে নিয়ে যাবে। আমি দু'চারটে ঐ রকম কেস দেখেছি। তুমি এক কাজ কর দেখি দাদা, আমি নিজেই দেখছি। খুব কনকনে ঠাণ্ডা জল দু' বালতি নিয়ে এস। মাথায় বিষ উঠে মাথা যাতে গরম না হয় তার বিহিত ক'রতে হবে—ঐ ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢালতে হবে।"

সেই দারুণ শীতে ঠাণ্ডা জল ঢালার কথা শুনিয়াই বোধ হয় বৌদির অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। গোঁ-গোঁয়ানি শব্দ কমিয়া আসিল। চিন্তাহরণদা'র ইঙ্গিতে দাদাকে কিন্তু চলিয়া যাইতে হইল জলের বালতি আনিতে।

ঘরের মধ্যে তখন চিন্তাহরণদা', রঘু, বৌদি ও তার সেই 'রাক্ষসী' কন্যাটি। বৌদি হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ ভাবে নাকি সুরে খুব নিম্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার বিষ খাওয়া উচিত নয় কি ঠাকুরপো ?"

ঠাকুরপো ওরফে চিন্তাহরণদা' বৌদির কথা চাপা দিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে একথা ত' সত্যি বৌদি যে তুমি

টাসানল
(TUSSANOL)
হুপিং কাশিতে
টাসানল সঙ্গেসঙ্গে আক্ষেপ নিবারণ করে। ইহা ফুসফুসের ও শ্বাসনালীর শোধক রূপেও কাজ করে এবং এই যন্ত্রণাদায়ক রোগাক্রান্ত অন্য শিশুর সংস্পর্শজনিত সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। আপনার ছেলেমেয়েদের ও নিজের নিরপত্তার জন্য যখনই কাশির লক্ষণ দেখিবেন তৎক্ষণাৎ
টাসানল
ব্যবহার করিতে অবহেলা করিবেন না।
আপনার ডাক্তারখানায় পাইবেন।
TUSSANOL
TUSSANOL
Agents : Martin & Harris Ltd., Calcutta and Bombay.
5.

এখনও বিষ খাও নি, শুধু দাদাকে জব্দ করবার জন্ত ঐ ভাণটা করেছ ?"

দাদার পায়ের শব্দ শুনা যাইতেই তাহারা উভয়ে চুপ করিয়া গেল। ছ' বালতি জল লইয়া দাদা ঘরে প্রবেশ করিল।

মেয়েটা কিন্তু ঐ সময় একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিল। সে আহ্লাদে তালি দিতে দিতে বলিয়া উঠিল "বাবা! মা কতা কয়েতে, কাকাবাবুর তঙ্গে, মা মরে নি ত', বেঁতে আতে।"

চিন্তাহরণদা' তখন তাহার উপস্থিত বুদ্ধির প্রভাবে সেটাকে মানাইয়া লইয়া উত্তর দিল "ও কি আর কথা কওয়া মা,—ওকে কথা কওয়া বলে না। ভেতরে যত যন্ত্রণা বাড়বে, তত ঐরকম করবে। আমি তিন চারটে কেস্ দেখছি, ঠিক ঐ রকম।"

তারপর দাদাকে বলিল, "দেখ দাদা, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। তুমি কোনো কথা না ফাঁস করে পল্লব আর নিরঞ্জন-কে একবার ডেকে নিয়ে এস। তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তারা বায়োস্কোপে গিয়েছে। তুমি বোধ হয় তাদের রাস্তাতেই দেখতে পাবে।"

চিন্তাহরণদা'র কথামত দাদা টলিতে টলিতে বাহির হইয়া পড়িল তাহাদের খোঁজে। বৌদির ঐ অবস্থা দেখিয়া দাদা যেন পাগলপারা হইয়াছেন।

দাদা চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই বৌদির মুখ খুলিল। অভিমানসূচক কণ্ঠে সে বলিল "তোমরা জান না ঠাকুরপো! কী কষ্টেই আমি আছি! একটা অপদার্থ, মূর্খ স্বামীর হাতে পড়ে আমার কেরিয়ারটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। কত কষ্ট করে, রাত্রি জেগে, আমি 'মধুচক্র' সৃজন করলাম—আর এক নিমেষে সেটা কি না উড়ে গেল। তাও বল্লুম, ওগো একটু খুঁজে-দ্যাখো, যদি বাইরে কোথাও পড়ে গিয়ে থাকে, কিম্বা যদি কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়ে থাকে, একবার থানায় খবর দাও। তা কিছুতেই কিছু নয়। গোঁপখেজুরের মত বসে বসে কেবল বচন আওড়াচ্ছেন। তাই সহ্য করতে না পেরে খানিকটা তুঁতে ছিল বাড়ীতে, সেইটে—"

"খেয়েছ না কি?"

"না, এখনও খাই নি, তবে খাব, যদি আমার 'মধুচক্র' না পাওয়া যায়; ওর হাতে দড়ি দিয়ে তবে আমার কাজ। নিজে ত' 'ক' অক্ষর গোমাংস বললেই হয়। সওদাগরি আফিসগুলো আছে, তাই কোনগতিকে ঐসব লোকগুলোর অন্ন হচ্ছে। ওর কি গর্ব্ব অনুভব করা উচিত নয় যে আমার মত একজন বিদুষী লেখিকা ওর স্ত্রী? কোথায় চারিদিকে যাতে আমার সুনাম হয়, তার চেষ্টা করবে, তা নয়। পই পই করে বলি, ওগো আমাকে মাসে মাসে অন্ততঃ পাঁচটা ক'রে টাকা দাও বায়োস্কোপ দেখবার জন্য। আচ্ছা ঠাকুরপো তুমিই বলত, ইংরেজী বই গুলো না দেখলে, ভাল প্লট মনে আসে কখনো? তা কিছুতেই ওনার আঁটে না।"

রঘু তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "দেখুন বৌদি, বায়োস্কোপ দেখার খরচা দাদা আপনাকে দিতে না পারলেও, আপনার 'মধুচক্র'র সুখ্যাতি যে চারিদিকে ক'রে বেড়ায়, আপনার 'মধুচক্র' সঙ্গে নিয়ে এ দুয়ার ও দুয়ার ক'রে যে চারিদিকে প্রপ্যাগ্যাণ্ডা করে বেড়ায় এ কথা আমরা জানি। আর আজ যদি আপনি আপনার হারান 'মধুচক্র' ফেরৎ পান, তবে দাদার সে দিনের প্রপ্যাগ্যাণ্ডার ফলেই পাবেন।"

ভ্রূ দুইটী কুঞ্চিত করিয়া বৌদি জিজ্ঞাসা করিল "তার মানে?"

"মানে অতি সোজা এবং সরল। এই নিন আপনার 'মধুচক্রের' এই চারখণ্ড"। বলিয়া, বৌদির হাতে তেল-লাগা কাগজ ক'খানা দিয়া দিল।

বৌদি ধড়মড় করিয়া বসিয়া আনন্দ উৎফুল্ল লোচনে বলিয়া উঠিল, "হ্যা ঠাকুরপো, সত্যিই ত, এই যে আমার মানসকন্যা সন্ধ্যা, আর তার বাগদত্ত স্বামী সমীর। আর এই ত সেই কবি বার্ণলের কবিতার একটী ছত্র, এ তোমরা কোথায় পেলে ঠাকুরপো? আর এর এমন দশাই বা কে করল?"

"দিন তিনেক আগে দাদা তোমার ঐ 'মধুচক্র'টী হাতে ক'রে আমাদের ব্রিজের আড্ডায় যায় এবং 'মধুচক্র'র যথেষ্ট প্রশংসা ক'রে পড়তে বলে। তার কথামত আমরা পড়েছিলাম বলেই, ঐ চার টুকরো তোমার 'মধুচক্র'র অংশ ব'লে ধরতে পারলাম যখন ঝুরিভাজাওয়ালা ঐ কাগজ ক'খানার ওপর ঝুরিভাজা বেচে গেল আমাদের খেলার আড্ডায়। বাস্তবিক বৌদি, তোমার 'মধুচক্র' যে পড়বে, তার জীবন যে মধুময় হবে, এ কথা আমরা জোর গলায় বলতে পারি।"

বৌদি তখন বিস্ময়ের আবেগে জিজ্ঞাসা করিল "কিন্তু ও লেখা ঝুরিভাজা-ওয়ালা পেল কি করে?"

চিন্তাহরণদা' তখন 'রাক্ষসী' মেয়েটার দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বলিল "ঐ তার কারণ—বোধ হয় জানালা গলিয়ে মধুচক্রটা ফেলে দিয়েছিলো, তারপর ঝুরিভাজাওয়ালা ফেরি ক'রতে ক'রতে কুড়িয়ে পেয়ে নিজের কাজে লাগাবার জন্য নিয়ে গিয়ে থাকবে। ঐ চার টুকরো কাগজ দেখে প্রথমটায় আমরাও কম বিস্মিত হইনি বৌদি, এবং সমস্ত ব্যাপারটা প্রণিধান ক'রে তোমার 'মধুচক্রে'র পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রে তোমার কাছে এসেছি। পল্লব ও নিরঞ্জন ঝুরিভাজা-ওয়ালাকে ধরবার জন্য ছুটেছে। বোধ হয় ব্যাটার কাছেই কতকটা পাওয়া যাবে, আর কতকটা যে-যে বাড়ী ঝুরিভাজা বিক্রী করেছে, সেই সেই বাড়ীতে খোঁজ করতে হবে। তা হ'লেই সবটা পাওয়া যাবে।"

কাকুতিপূর্ণ কণ্ঠে বৌদি বলিল "তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ঠাকুরপো, যেন তাই পাওয়া যায়। দেখছ ত', তোমরা ঠাকুরপো হয়ে যা করেছ ও স্বামী হ'য়ে তার শতাংশের এক অংশও করেনি আমার "মধুচক্রে"র উদ্ধারের জন্য"।

সুযোগ পাইয়া চিন্তাহরণদা' তখন শরীরটাকে একটু গরম করিবার মানসে, বৌদির নিকট দাবী করিয়া বসিল এক কাপ চা। বৌদি প্রফুল্লচিত্তে ষ্টোভ্ জ্বালিয়া চা'য়ের জল গরম করিতে বসিল।

৩

রাত্রি তখন প্রথম প্রহর অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। জনশূণ্য পথের মাঝে কদাচিৎ একটা রিক্স কিম্বা একখানা ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বায়ুর তীব্রতা তখন কমিয়া আসিয়াছে।

বায়স্কোপ ভাঙ্গিবার পর পল্লব ও নিরঞ্জনের দর্শন পাইবার আশায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে ফিরিতে দাদার মনে হইল সেন্ট্রাল রোডের ধারে একখানি দ্বিতল বাড়ীর কক্ষ-সংলগ্ন পতিত জমীতে কাহারা যেন কি খুঁজিতেছে। সন্নিকট হইতেই দেখিল—তাহার অনুমান সত্য—পল্লব ও নিরঞ্জন! তাহাদের হাতে একগোছা করিয়া কাগজ আর সঙ্গে সেই ঝুরিভাজাওয়ালা।

ইহাদের দেখিয়া দাদা বলিল, "এই যে ভাই পল্লব তোমাদের আমি অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছি। বাড়ীতে ভয়ানক বিপদ। রঘু ও চিন্তাহরণ সেখানে রয়েছে। তোমরাও চল ভাই। এতক্ষণে কি হয়েছে, তাই বা কে জানে"—

দাদার কথা শুনিয়া পল্লব বলিল "আর কাজ নেই ভাই, চল, কাণিয়ে গেলাম, আর পাওয়া যাবে না। দেখি আবার দাদার কি হলো"।

ঝুরিভাজাওয়ালাকে নিজের পকেট হইতে নিরঞ্জন কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া বৌদির অবস্থা শুনিতে শুনিতে যখন দাদার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন বৌদি লেপ চাপা দিয়া শুইয়া আছে, পাশেই রহিয়াছে বালতি দুইটি, কিন্তু তাহাতে জল নাই। বালতির শূণ্যতা লক্ষ্য করিয়া দাদা বলিল "কেমন আছে এখন, বালতির জলটা মাথায় ঢালায় বোধ হয় কেস্‌টা টার্ণ করেছে, কি বল রঘু।"

দাদার এই কথার সঙ্গে সঙ্গে বৌদির আবার যন্ত্রণার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল এবং গোঁ-গোঁয়ানি শব্দ আঁ-আঁ শব্দে পরিণত হইল। বৌদির অবস্থা দেখিয়া দাদা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "কি হবে ভাই রঘু, কি হবে?" অমন স্ত্রী আমি যে জীবনে আর পাব না ভাই।"

ইঙ্গিত করিয়া দাদাকে থামিতে বলিয়া 'মধুচক্রে'র পুনরুদ্ধার করিতে পল্লব ও নিরঞ্জন সক্ষম হইয়াছে কি না, চিন্তাহরণদা' জিজ্ঞাসা করায় পল্লব কতকগুলি বড় কাগজ ও কতকগুলি টুকরা কাগজ তাহার হাতে দিয়া বলিল, "২৫খানি বাড়ী ঘুরে ঘুরে, তাদের আনাচ-কানাচ খুঁজে যা উদ্ধার ক'রতে পেরেছি, তাই এনেছি, এর বেশী আর পাওয়া যাবে না।"

সকলে মিলিয়া তখন বসিয়া পড়িল সেই কাগজগুলি সাজাইবার মানসে।

বৌদির আঁ-আঁ সুর থামিয়া গিয়াছে দেখিয়া দাদা জিজ্ঞাসা করিল "একি চিন্তাহরণ, থামল কেন ভাই সুর? এমন কেন হ'ল. ভাই, তবে কি সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল নাকি?" বলিয়া বৌদির গায়ে হাত দিতেই বৌদি তীব্রস্বরে বলিল "এখনো শেষ হয় নি, তবে শেষ হয়ে নিশ্চয়ই যাবে, যদি তুমি আমার কথা অনুযায়ী না চল।"

বৌদি যে বিষ খায় নাই দাদার তাহা বুঝিতে বাকী না থাকিলেও চোখের জলে সার্টের কামিজটা ভিজাইয়া দাদা বলিল, "তুমি অমন কোরো না গো, অমন কোরো না। আমি কবে তোমার কথা অনুযায়ী চলি নি? তোমার কথা ত কেবল তোমার ঐ মধুচক্রটা। কোল্‌কাতার কাগজের সম্পাদকেরা, পাবলিসাররা ওটা ফেরত পাঠিয়েছে বলে

ফোন ২৭৭৪
বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন
মিল-২৪৩, আপার

মি ওটাকে মুখে মুখেই পাবলিসিটি করতে ও। তা আমি করি কি না, তোমার এই দওরকে জিজ্ঞাসা কর।"

ইহারা ইতিমধ্যে সব সাজাইয়া ঠিক করিয়া ফলিয়াছে। সবই উদ্ধার হইয়াছে, হয় াই কেবল শেষের দিকের খানিকটা। বৌদিকে বলিতেই বৌদি জিজ্ঞাসা করিল, কোনখানটায় বলত ঠাকুরপো?"

চিন্তাহরণ একটু দেখিয়া জবাব দিল, ঐ-যে সেইখানটায়—যেখানে সন্ধ্যা তার লখা "চাকাচুম" সনেটটা "কণ্টক" কাগজের ম্পাদক কৌশিকীবাবুর কাছে তার স্বামী মীর নিয়ে যায় নি বলে রেগে চ্যবনপ্রাশের শিকে আফিং বলে চালিয়ে আত্মহত্যা রতে বসেছে, আর সরলপ্রাণ সমীর বেচারী ্যবনপ্রাশ জেনেও তার নিকট কাকুতি-মিনতি করছে—ঠিক যেমন দাদা করছেন তামার নিকট ঐখানটায়। তা বৌদি, গলই হয়েছে, ওখানটা হারিয়েছে। াধুনিক যুগ হলেও, স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগ লেও, স্বামী বেচারীদের অত হেয় না করাই যন যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। ওটা একটু পালটে মানিয়ে দিও এইভাবে, যাতে াড়িপাল্লাটা স্বামী সমীরের দিকটাতেই একটু ঝুলে পড়ে।"

চিন্তাহরণের কথায় উদীয়মানা লেখিকা বৌদি বুঝিল, এরা যখন তার 'মধুচক্রে'র পুনরুদ্ধার করিয়াছে এবং ইহারাই উহার একমাত্র প্রশংসাকারী, তখন ইহাদের অসন্তুষ্ট করা বিধেয় নয়। তাই একটু ভাবিয়াই বলিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, তা নয় হয় হলো। আমার কল্পনারাজ্যের দুটী প্রাণী সন্ধ্যা ও সমীর—তাদের নিয়ে যা ইচ্ছে, তাই করা যাবে; কিন্তু বাস্তবরাজ্যের মানুষ তোমার দাদা, ওঁকে নিয়ে কি করা যায়? এটা কি উনি একবারও বুঝবেন না যে আমার নামটা অনুরূপা, নিরুপমা দেবীর মত সাহিত্য জগতে একটু প্রচার হলে, ওঁকে আর সওদাগরি আফিসে কলম পিষতে হবে না। স্রেফ্‌ তাকিয়ে ঠেসান দিয়ে, তখন বেশ নির্ব্বিবাদে বচন চালাতে পারবেন। একটু কষ্ট করে দিনকতক উনি যদি আমার নাম প্রচারের চেষ্টা না করেন, তাহলে আমার বেঁচে থেকে কী লাভ?" বলিতে বলিতে বৌদির গলা ধরিয়া আসিল।

ঠাকুরপোর দল দেখিল বৌদির সঙ্গে সায় দেওয়া ভিন্ন তাঁহাদের বাড়ী ফিরিবার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। তাই তাহারা দাদাকে বলিল "তোমাকে দাদা একটু খাটতে হবে। মধুচক্র ত' একরকম পুনরুদ্ধার করা গেলো। এইবার ছুটীর দিনে বৌদির 'মধুচক্র'টা হাতে করে হয়ত একদিন কোন দাবা, পাশার আড্ডায় গিয়ে, তাদের পড়িয়ে শোনাবে;—হয়ত বা কোন দিন কোন থিয়েটার বা যাত্রার আখড়ায় গিয়ে বসবে—। বসে সুবিধেমত, সময় বুঝে 'মধুচক্র'টা খুলবে, আর সেই সঙ্গে বলেও আসবে—দরকার হলে বৌদি নাটকও লিখে দিতে পারেন তাদের জন্য। তুমি না সাহায্য করলে কিছুই হবে না। তুমি হলে পজেটিভ্‌, আর উনি নেগেটিভ্‌। দুজনের চেষ্টা ও উদ্যম যখন একসঙ্গে মিশে যাবে, তখনই বিজয়বাতি জ্বলে উঠবে। দিনকতক ঐভাবে বৌদির 'মধুচক্র'র প্রপ্যাগাণ্ডা করলে, দেখতে পাবে অচিরে কোন-না-কোন পাবলিসার শুনতে পেয়ে আপনা-আপনি ছুটে এসে বৌদির 'মধুচক্র' মুদ্রনকল্পে হানা দিয়েছে তোদের বাড়ী। তারপর, তারপর দেখতে পাবে বৌদির নাম কোলকাতার প্রত্যেক কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। তখন আর তোমাদের কোন ভাবনাই থাকবে না। সম্পাদকের "লেখা দাও, লেখা দাও" চীৎকারে বৌদি তখন পাগল হয়ে যাবে।"

একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বৌদি বলিল "আহা! আবার বল ঠাকুরপো, আবার বল। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর, যেন ঐ-রকম সম্পাদকের লেখা চাওয়ার চাপে আমি পাগলই হয়ে যাই। পাগল কারা? যারা ভাবুক, তারাই পাগল; যারাই ভাবে পাগল, তারাই লেখক।

ব্যাপারটী ঐখানেই নিষ্পত্তি করিয়া ঠাকুরপোর দল যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি এগারোটা হইবে।

*

ইহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। সম্পাদকের লেখা চাওয়ার চাপে বৌদি পাগল হয় নাই বটে, তবে এখন আর তাঁর অন্য কোন কাজ নাই। কেশ-বিন্যাস, আহার, নিদ্রা, সাংসারিক কার্য্য সমস্ত পরিহার করিয়া দিবারাত্র কেবল দিস্তার পর দিস্তা কাগজ লিখিয়া চলিয়াছে, বোধ হয় পাঠানর চাপে সম্পাদকদিগকে পাগল করিবার মানসে।—

চিত্তরঞ্জন সেবা সদন

প্রসূতি, পীড়িতা নারী এবং রুগ্ন শিশুদের সকল প্রকার চিকিৎসা এবং সেবার ভর লইয়াছে।

সকলে সমবেত সাহায্য দান করিয়া ফ্রি-বেডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করুন। মনে রাখিবেন—আপনাদের বদান্যতার উপর শত শত নারীর এবং শিশুর মরণ-বাঁচন নির্ভর করিতেছে!! অদ্যই সম্পাদকের নামে সাহায্য পাঠান।

চিত্তরঞ্জন সেবা সদন
১৪৮, রসা রোড, কলিকাতা।

আগামী নববর্ষ হইতে

সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

অতি আধুনিক সমাজের রসঘন কথাচিত্র

বহ্নিবলয়

দীপালীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবে।

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

হিন্দুসমাজ কি নারী প্রগতির বিরোধী ?

এই বিষয়ে আলোচনা করিতে যাইলে সর্ব্বপ্রথমেই বলিতে হইবে—'হাঁ, হিন্দুসমাজ নিশ্চয়ই বিরোধী'। হিন্দু-সমাজে যে সমস্ত নিয়মকানুন, যে সমস্ত বিধি বিধান, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার প্রচলিত আছে—তাহাদের প্রত্যেকটি যেন আধুনিক জগতের শ্বাসরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার কোনরকম ব্যতিক্রম হইলেই, সমাজের কঠোর শাসন, কঠোর শাস্তি, কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিবিধান মুহূর্ত্তের মধ্যে দোষীকে আক্রমণ করিয়া তাহার ঘাড় টিপিয়া ধরে। এই সমস্ত কঠোরতার মধ্য দিয়া আধুনিকতার অগ্রসর, যথেচ্ছাচারিতার প্রসারবৃদ্ধি, স্বাধীনতার অভিযান সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রগতিভাবাপন্ন হইতে হইলেই চাই একটু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, চাই মেয়েদের অল্পবিস্তর যথেচ্ছাচারিতা, চাই শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি, আধুনিক সর্ব্বগুণের অল্পবিস্তর culture, কিন্তু সে স্বাধীনতা কই ? কি ভীষণ কঠোরতার ভিত্তির উপর—এই হিন্দুসমাজের সৌধমালা আজ দণ্ডায়মান। সেই সৌধমালার এতটুকু পরিবর্ত্তন, বা এতটুকু সংস্কারসাধন—এই হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া কেহ করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ! এইরূপ কঠোরতামণ্ডিত সৌধমালায় বাস করিয়া স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতার সহিত খেলা করিতে যাওয়া যেন দেশদ্রোহিতার ন্যায় মহাপাপ!

তারপর দেখুন, এত শিক্ষা, এত culture, এত গুণের উন্নতি—হিন্দুসমাজে এই সমস্তর পরিণতি কোথায় ? বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ সমস্ত অটুট থাকে, কিন্তু বিবাহের পরই হিন্দু-নারী কঠোর এক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। দুই একটি পুত্রসন্তান হইলে তো আর কথাই নাই—কিবা গোয়ালের গরু, আর কিবা বিবাহিতা হিন্দু নারী! ভাত, মুড়ি, শাকসব্জি খাওয়া, সংসারের আদ্যোপান্ত সমস্ত কাজ করা, আর গোয়ালে পড়িয়া থাকা একই কথা। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—এইরূপভাবে একঘেয়ে বৈচিত্র্য-বিহীন জীবন যাপন করাই তাহাদের প্রকৃত পরিণতি। না জোটে ভাল খাদ্য, না জোটে আমোদের অবসর। তখন কোথায় পড়িয়া থাকে স্কুল কলেজের প্রাইজ, কোথায় পড়িয়া থাকে আধুনিকতার culture, কোথায় থাকে গুণের উন্নতি। কোথায় থাকে কল্পলোকের মাধুর্য্য-সুষমামণ্ডিত কুঞ্জকানন, আর মানসলোকের কুসুমাবৃত হিরণ্ময় হর্ম্ম্য—যেন এক সম্পূর্ণ বিপরীত যুগান্তর আসিয়া হাজির হয়। অবশ্য বড়লোকদের কথা আমি বলিতেছি না—যাহাদের প্রচুর অর্থ, দশ বিশটা চাকর, চাকরাণী—তাহাদের কথা সম্পূর্ণ পৃথক। তাহাদের সহিত সকলের তুলনা করা চলে না।

তারপর দেখুন, প্রত্যেক জাতির মধ্যে প্রথা আছে মেয়েরা স্বামী নিজে পছন্দ করিয়া লইতে পারে, নিজেরাই ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে, বিধবা হইলেও পুনরায় বিবাহ করিতে সক্ষম, নিজের উপায়ের সংস্থান নিজেরাই করিয়া উঠিতে পারে, পরের মুখাপেক্ষী হইয়া, পরের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের থাকিতে হয় না, বিবাহের পূর্ব্বে যথেচ্ছরূপে কোর্টশিপ করা সত্ত্বেও নারীত্ব তাহাদের অটুট থাকে। কিন্তু হিন্দুসমাজে প্রত্যেক নারীর লোহার দড়ি দিয়া হাত-পা বাঁধা, সমাজে কোন স্বাধীনতা তাহাদের দেওয়া হয় নাই, স্বাধীনতার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা কোন কাজ করিতে পারে না, তাহাদের সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হয় পুরুষদের উপর। এরূপ সমাজে প্রগতির স্থান কোথায় ?

প্রগতিশীল নারীর সংখ্যা অতিমাত্রায় দেখা যায় কেবলমাত্র মহানগরীতে, কিন্তু কেহ কি লক্ষ্য করিয়াছেন হিন্দু নারীর সংখ্যা তাঁহাদের মধ্যে কত জন। তাঁহারা বেশীর ভাগই হন ব্রাহ্ম, নয় ক্রীশ্চান, নয় অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, এবং যে কয়েকটি হিন্দু আছেন তাঁহাদের অন্ন-চিন্তা করিতে হয় না, সংসারের কুটোটাও নড়াইতে হয় না, কেবলমাত্র চাকরাণীদের সেবা খাওয়া, ফ্যানের তলায় বসিয়া হাওয়া খাওয়া আর মোটরে সহরের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের কি এমন স্বাধীনতা আছে যাহাতে তাঁহারা স্বেচ্ছায় বিবাহ করিতে পারেন, এবং বিধবা হইলে পুনরায় ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারেন ? স্বাধীনতা ও অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ, অর্থ দিয়া স্বাধীনতা কেনা যায় না।

আজকাল যে সমস্ত নারী স্কুলমাষ্টারী, প্রফেসারী বা নার্সগিরি, আফিসের কাজ, ধাত্রীগিরি, সিনেমার অভিনেত্রী—ইত্যাদি

থাকেন,—দেখুন তো তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু কয়জন? ভবিষ্যৎ ফলাফল যদি এতই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় তবে সে সমাজে প্রগতির চলন না হওয়াই ভাল। যতদিন না সমাজে আমূল সংস্কার সাধিত হয়, হিন্দু-নারীকে সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, বিধবা বিবাহ বাধ্যতামূলকভাবে সমাজে প্রচলিত হয়—ততদিন হিন্দুসমাজ নারী প্রগতির বিরোধী। অবশ্য আমি নিজের ব্যক্তিগত হিসাবে চাই না যে হিন্দুসমাজ বিরোধী হউক, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রগতির পরিণাম দেখিয়া "বিরোধী" বলিতে বাধ্য হইতেছি। ইহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত যে নারী-স্বাধীনতা, নারীপ্রগতি, সমাজের ও দেশের একটা মস্ত বড় সম্পদ—তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দ্বারা কোন কাজ সহজসিদ্ধ নহে। চাই সকলের স্বাধীনতা, সমাজে স্বাধীনতা, সমাজ-সংস্কার, সমাজ-শাসনের কঠোরতার পরিসমাপ্তি—তবেই হইবে প্রগতির স্থিতি, প্রগতির জয়।

শ্রীরাইরাণী মুখার্জ্জী
পিলখানা লেন, বর্দ্ধমান।

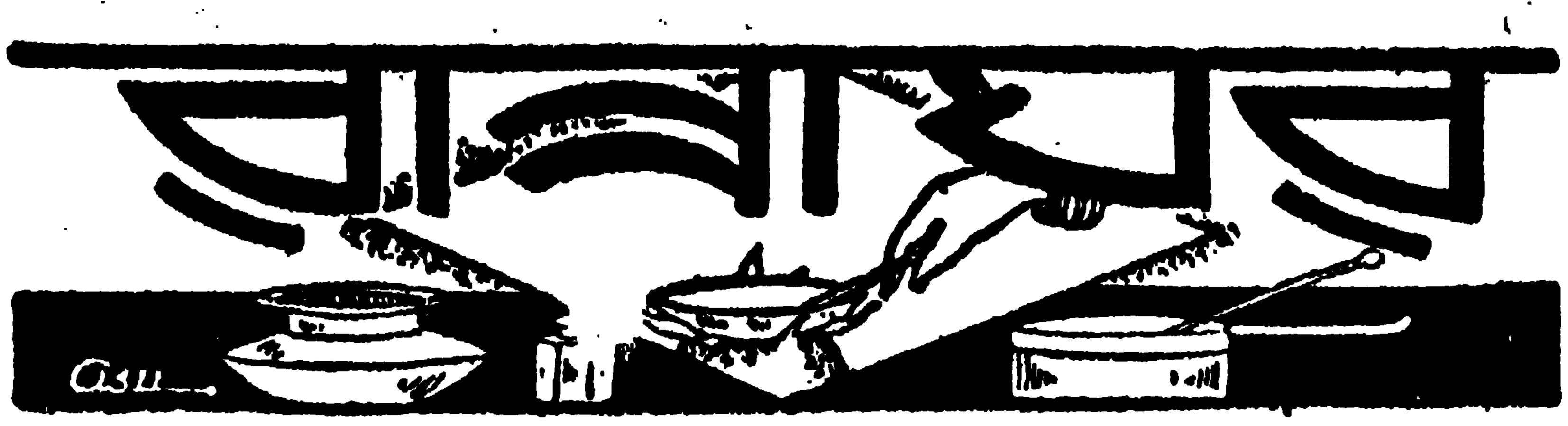

(১৮২)

কাঁচা আমের চাটনী

উপকরণ :—কাঁচা আম ১০।১২টা, সঃ তৈল এক পোয়া, চিনি সোয়া সের, কিস্‌মিস্ ১ ছটাক, মৌরী, মেথী, আদা, শুক্‌না লঙ্কা পরিমাণমত।

প্রণালী :—মস্‌লাগুলা ভেজে গুঁড়া ক'রে নিন্, আদা কুচিয়ে এইবারে আমগুলি ডুমা ডুমা ক'রে কেটে রেখে দিন্। চিনির রস খুব ঘন ক'রে জাল দিন্, আম্‌গুলি লবণ ও হলুদ মাখিয়ে সামান্য রকম ভেজে চিনির রসে ফেলুন। তারপর কড়াই উহুনে চাপিয়ে মস্‌লা গুঁড়া ও কিস্‌মিস্ আদা-কুচী দিয়ে খানিকটা নেড়ে চেড়ে ছোট এলাচের গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে ফেলুন।

ইহা খেতে খুব মুখরোচক।

কুমারী শোভারাণী মজুমদার
কুষ্টিয়া, নদীয়া

(১৮৩)

পোনা-মাছের ফ্রাই

উপকরণ :—৪টী ডিম; ১ সের বড় পোনা মাছের পেটী; ৬টী বড় পিঁয়াজ; ১ ছটাক আদা; পরিমাণ মত লঙ্কা, সামান্য ধনে; চিনি ও দধি।

প্রণালী :—প্রথমে মাছের পেটীকে আট ভাগে বিভক্ত করুন। তাহার পর উহাকে ভাল করিয়া সিদ্ধ করুন। এইবার উহার (মাছের) মধ্যে হইতে কাঁটাগুলি বাহির করুন। (দেখিবেন কাঁটা বাহির করিবার সময়ে মাছের টুকরার যেন ক্ষতি না হয়) এখন পিঁয়াজ, আদা, লঙ্কা, ধনেগুলি বাটিয়া লউন এবং উহাতে আন্দাজমত চিনি দিন। এইবার একটী পাত্রে ৪টী ডিম (হাঁস) ভাঙ্গিয়া লউন। আর একটী পাত্রে ভাল বিস্কুটের কিছু গুঁড়া লউন। এইবার মাছগুলিকে ঐ মস্‌লাগুলিতে বেশ করিয়া লাগাইয়া দিন, তাহার পর উহাকে ডিমের মধ্যে ডুবাইয়া লউন (প্রত্যেকটীকে) এবং এইবার উহাকে বিস্কুটের গুঁড়াতে দুই পিঠে ভাল করিয়া লাগাইয়া লউন। এখন উহা তেল কিম্বা ঘি দিয়া ভাজিয়া লউন।

"মেন্ট"
অশোকভিলা
পাটনা

(১৮৪)

সর বড়া

প্রতিদিন গৃহে ব্যবহৃত দুধ হইতে সর তুলিয়া রাখুন। তাহার পর আন্দাজমত একটু ময়দা দিয়া ফেঁটাইয়া লউন। কড়াতে ঘি গরম হইলে ছোট ছোট বড়ার ন্যায় বড়া ভাজিয়া লউন। অন্য একটী পাত্রে চিনির রস করিয়া লউন, এবং বড়াগুলিতে লালচে রং ধরিলে রসে ফেলিয়া দিন। রসে সামান্য গোলাপজল ছাড়িয়া দিবেন, তাহা হইলে অতি উপাদেয় হইবে।

শ্রীমতী নলিনী বালা দেবী
রামাপুরা
বেনারস

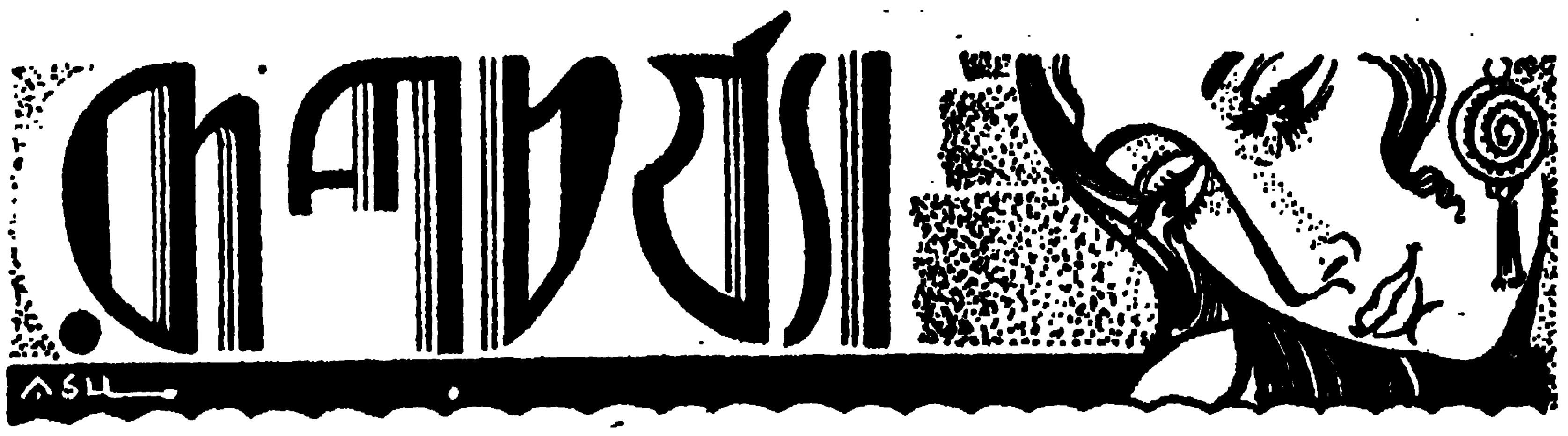

অঙ্গরাগ প্রস্তুতকারীগণের প্রতি নিবেদন

১৯৪১ সাল থেকে নানা বিষয়ে সুসমৃদ্ধ করে দীপালীকে নতুন রূপ দেওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, 'রূপচর্য্যা' বিভাগটিও তার অন্তর্ভুক্ত। অল্প দিনের মধ্যে 'রূপচর্য্যা' বিভাগ বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ফলে আগামী বর্ষ থেকে এই বিভাগটিকে নানা দিক দিয়ে আরও উন্নত করবার ইচ্ছা আছে।

দীপালীতে রূপচর্য্যা সম্বন্ধে আলোচনার ফলে বহু পাঠিকা আমাদের দেশে তৈরী অঙ্গরাগের বিভিন্ন উপকরণের বিষয় জানবার আগ্রহ নিয়ে পত্রাদি লিখে থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমানে অঙ্গরাগ প্রস্তুতের বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও তার মধ্যে অনেকগুলির উপযুক্ত প্রচার না থাকার ফলে ঐসকল প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যাদি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানতে পারি না এবং অন্যকেও জানাতে পারি না। কেবলমাত্র যে সকল দ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা আছে এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় তাঁদের প্রস্তুত দ্রব্যাদির যাবতীয় তথ্য জানান এবং আমাদের ব্যবসায়িক সহযোগিতা করেন সাধারণতঃ সেইগুলিই জানিয়ে থাকি।

এজন্য আমি দীপালীর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের ছোট বড় যাবতীয় অঙ্গরাগ-প্রস্তুতকারীগণের নিকট তাঁদের প্রস্তুত দ্রব্যাদির সবিশেষ পরিচয় আমাকে জানাবার জন্য অনুরোধ করছি। আশা করি এ বিষয়ে তাঁরা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করে আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করবেন।

এ বিষয়ে যাঁরা যা কিছু জানাতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক দীপালীর ঠিকানায় আমাকে জানাবেন।

—শ্রীশ্যাম বসাক
পরিচালক, রূপচর্য্যা

শীতের হাওয়ায়

(১)

—শ্রীশ্যাম বসাক

উত্তরে বাতাস বইতে আরম্ভ হয়েছে। ক্রমে ক্রমে শীতও পড়ছে। উত্তরোত্তর শীত যত বাড়বে—প্রকৃতিকে ততই যেন রুক্ষ ও প্রাণহীন বলে বোধ হবে! বসন্ত, বর্ষা ও শরতে আমরা প্রকৃতির রূপের মধ্যে শ্যাম-শোভার যে সমারোহ দেখে আনন্দ পেয়েছি তা অল্পে অল্পে ম্লান হয়ে আসছে। গাছের পাতায় সে সরসতা নাই। মাটী কঠিন ও রুক্ষ। বায়ুমণ্ডলও বেশ স্বচ্ছ নয়। ধুলো, ধোঁয়া এবং কুয়াসায় ঢাকা। বাতাস যেন ভারী হয়ে আছে। শীত ঋতু প্রকৃতিকে এমনই কঠোর ও রুক্ষ করে তুলেছে।

শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মানব শরীরেও অনেক পরিবর্ত্তন সুরু হয়। শীতের হাওয়ায় মানুষের দেহ ভেতরে ও বাইরে রুক্ষ হয়ে ওঠে। দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সকল দিক থেকেই অনেকখানি ম্লান হয়ে আসে। বছরের অন্যান্য ঋতুতে অল্প রক্ষা করা যেমন সম্ভবপর হয়—শীতকালে ঠিক ততটা সহজ নয়। অন্য সময় রূপচর্য্যায় বিশেষ মনোযোগী না হলেও রূপ ততটা ম্লান হয় না; কিন্তু এই সময় সৌন্দর্য্যরক্ষায় বিশেষভাবে সচেতন না হলে দেহের স্বাভাবিক লাবণ্য ত' কমেই, এমন কি অনেক সময় যত্ন নেওয়া সত্বেও কোন-না-কোন ত্রুটির জন্য রূপকে অম্লান রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে। সুতরাং এই সময় স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে যেমন মন দিতে হবে তেমনই রূপচর্য্যা সম্বন্ধেও সচেতন হতে হবে।

সৌন্দর্য্যরক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে স্বাস্থ্য রক্ষা করা। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন না করে রূপচর্য্যার নিয়ম মানলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। দেহের ক্ষয় পূরণ করে দেহকে রক্ষা করতে পারলে সৌন্দর্য্য-সাধনা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। দেহের পুষ্টি ও পোষণের জন্য সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি দিতে হবে—খাওয়ার দিকে। সুনির্ব্বাচিত খাদ্যবস্তু কেবল দেহকেই পুষ্ট করে না, দেহের লাবণ্যও বৃদ্ধি করে। শীতকালে পাচকাগ্নি স্বভাবতই বাড়ে। এ কারণ এ সময় পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা খুবই সমীচীন। কেন না তা অতি সহজেই হজম হয়ে গিয়ে দেহ-পোষণে সহায়তা করে। এই ঋতুতে স্নেহ-প্রধান খাদ্য—যেমন তেল, ঘি, দুধ, মাখন প্রভৃতি—অন্য অন্য ঋতু অপেক্ষা কিছু বেশী পরিমাণে গ্রহণ করা বিশেষভাবে হিতকর। শীতের আধিক্য হেতু দেহে তেল-জাতীয় পদার্থের যে অভাব হয়, স্নেহ-প্রধান খাদ্য সে অভাব পূরণ করে; তাছাড়া স্নেহ-পদার্থ দেহের তাপের সমতা রক্ষা করে।

প্রতিদিন প্রাতে কিছু মাখম অথবা আধ আউন্স পরিমাণ জলপাইয়ের তেল এই উদ্দেশ্যে খাওয়া যেতে পারে।

সৌন্দর্য্যরক্ষার দিক দিয়ে বিচার করলে জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করার বিশেষ সার্থকতা বোধ হয়। তাছাড়া জলপাইয়ের তেল কতকটা স্বাস্থ্য-সংরক্ষকও বটে। যাঁরা দেহের সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে রক্ষা করতে

অল্প সময় দুধ খেলে ভাল ফল পাবেন। জলপাইয়ের তেল এবং দুধ—দু'টাই হচ্ছে লাবণ্যবর্দ্ধক। সহ্য হলে এই দুটী দ্রব্যের পরিমাণ প্রয়োজনানুসারে বাড়ানো যেতে পারে। জলপাইয়ের তেল মৃদু বিরেচক এবং দেহ-চর্ম্মের ওপর বিশেষ ক্রিয়াশীল। নিয়মিতভাবে জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত এবং দেহ-চর্ম্ম মসৃণ ও লাবণ্যময় হয়। জলপাই-তেলের আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা ত্বকের নানা অস্বাস্থ্যকর অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

ফল খাওয়া সব সময়েই ভাল। আপেল, আঙুর, কিস্‌মিস্, খেজুর প্রভৃতি ফল স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে রূপও বৃদ্ধি করে। ফলে দেহ-পোষণের উপযোগী খনিজ লবণ ও খাদ্য-প্রাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। দেহবর্ণের ওপর খনিজ লবণ ও খাদ্যপ্রাণ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। টাটকা শাকশব্জীও এ বিষয়ে কতকটা সাহায্য করে।

লোহা আমাদের দেহের রক্ত বৃদ্ধি করে। বিশুদ্ধ রক্তের প্রাচুর্য্যই স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যের সহায়ক। অনেক সময় রক্তহীনতার জন্যও দেহের সৌন্দর্য্য ম্লান হয়ে আসে। লোহা-ঘটিত কোন রসায়ন ওষুধ শীতকালে কিছুদিন খেলে স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য দুই-ই অক্ষুণ্ণ থাকে। এরূপ ওষুধ খাবার আগে কোন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই ভাল।

শীতকালে কমলালেবু এবং টমাটো পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। এ দুটী জিনিষই দেহের লাবণ্য বাড়ায় এবং রক্ষা করে। আমাদের ত্বকের ওপর ময়লাস্তর জমে দেহের স্বাভাবিক লাবণ্যকে যেমন আরও ম্লান করে দেয়, তেমনই দেহের অভ্যন্তরে নানাভাবে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হওয়ার ফলে ত্বকের ওপর তার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কমলালেবু এবং টমাটো দেহের ভেতরের ক্লেদ নির্গমনে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তাছাড়া এদুটী জিনিষ ত্বকের ওপর রসায়নের কাজ করে। নিয়মিতভাবে এদুটী জিনিষ কিছুদিন ব্যবহারে পরের দেহের বর্ণ কতখানি বেড়েছে—তা বেশ বোঝা যায়। কমলালেবু এবং টমাটোর রসের বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারাও কতক পরিমাণে ফল পাওয়া যায়, তাছাড়া দাঁতের সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্যও এগুলি গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা যায়।

শীতকালে অনেকের মুখ, হাত, পা প্রভৃতি ফাটে। এর কারণ হচ্ছে দেহে বিশেষ খাদ্যপ্রাণের অভাব। এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে দেহের চামড়াও শুকিয়ে যায়। সোয়া বিন, মটর ডাল, বেগুণ, শাঁক আলু, বাঁধাকপি, ডিমের শ্বেতাংশ এবং যকৃৎ প্রভৃতিতে এই খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়, এ সকল দ্রব্য খাদ্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে উক্ত অস্বস্তিকর উপসর্গের হাত থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

আপনি কি বলেন ?

(৮৬)

কেশ বৃদ্ধির উপায়

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনি আমার এই চিঠিখানি দীপালীতে প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিতা হইব।

গত ৮৮শ সংখ্যার দীপালীতে কি করিলে চুল বাড়ানো যায় এই সম্বন্ধে আমার একটি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা প্রকাশিত হইবার পর দীপালীর বহু পাঠিকা ভগিনী আমার নিকট এই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানিতে চাহিয়া পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকার অবগতির জন্য আমি যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে লিখিতেছি যে, ভীমরাজ চূর্ণ /।০, আমলকী /৵০, কৃষ্ণতিল /৵০, এবং চিনি /॥০, /১ সের পরিমাণ জিনিষটিকে সুবিধা অনুযায়ী proportionately ভাগ করিয়া দুই বেলায় আধ ছটাক হিসাবে খাইবেন। যদি রোজ না প্রস্তুত করিতে পারেন তাহা হইলে আমার মনে হয় একবারে একসঙ্গে এক সের প্রস্তুত করিয়া আধ ছটাক হিসাবে ১ মাস ব্যবহার করাই ভাল। তবে যদি ১ মাসে জিনিষটি নষ্ট হইয়া যাইবে মনে করেন তাহা হইলে /।০ সের পরিমাণ বা রোজ আধ ছটাক পরিমাণ দুইবেলার জন্য করিতে পারেন। আমাকে অনেক ভগিনী স্বতন্ত্রভাবে পত্র দিয়াছেন তার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং তাঁহাদের যে স্বতন্ত্রভাবে পত্র লিখিতে পারিলাম না তার জন্য দুঃখিত। আপনি আমার নমস্কার লইবেন। ইতি।

শ্রীমতী প্রভাবতী সান্যাল
সদরবাজার, জব্বলপুর,

(৮৭)

প্রসূতির দুগ্ধ শুকাইলে তাহা বৃদ্ধির উপায় কি ?

মাননীয়া নারীলোক পরিচালিকা সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনার সুপ্রসিদ্ধ দীপালী পত্রিকায় এই পত্রটী প্রকাশিত করিলে আনন্দিতা হইব।

সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির দুগ্ধ শুকাইয়া গেলে তাহা বাড়াইবার কোন প্রকার ঔষধ আছে কিনা কোন ভগ্নী জানাইলে উপকৃতা হইব।

শ্রীমতী অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায়
পার্ক সার্কাস
কলিকাতা

সরল সীবন-শিক্ষা

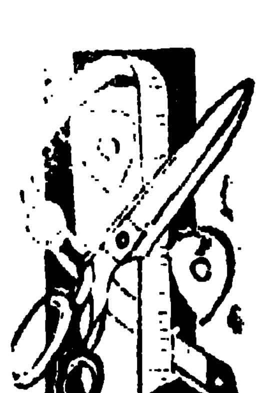

১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।

মূল্য ১॥০ মাত্র।

৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

ছুটির ঘণ্টা

পরিচালক—দাদাভাই

সম্পাদকের চিঠি ঃ

"ছুটীর ঘণ্টা" যে তোমাদের সকলেরই মনের মাঝে সাড়া জাগাইয়াছে এই সামান্য কয়দিনেই তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

তোমরা তোমাদের স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে এমনি করিয়া যেন ছুটীর ঘণ্টাকে আপন করিয়া লইতে পার চিরদিনের মত। হঠাৎ আমি বিশেষ একটা জরুরী কাজে আটকা পড়িয়াছি তাই তোমাদের নিকট হইতে ছুটি চাই।

যদিও আমি দূরে যাইতেছি তথাপি সর্ব্বদাই আমি তোমাদের কাছে কাছে থাকিব। সময় পাইলেই তোমাদের ছুটীর ঘণ্টার পাতায় আমার সাধ্যমত তোমাদের আনন্দ দিবার চেষ্টা করিব।

এবার হইতে তোমাদের 'ছুটীর ঘণ্টা' পরিচালনা করিবেন দাদাভাই। ইনিও একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক, তবে আমার মত কিন্তু তিনি তোমাদের কাছে স্বনামে পরিচিত হইতে চাহেন না। তাই তাঁর এই ছদ্মনাম।

আমরা প্রথমে অন্য একটি নাম স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু থানা রোড, বগুড়া, হইতে কল্যাণীয়া জেব-উন-নেসা এক চিঠি লিখিয়াছে যে এই বিভাগের পরিচালককে "দাদাভাই" ছাড়া আর কিছুতে সে ডাকিবে না। ছোট বোন হইতে তার ভারী ইচ্ছা—সেজন্য ছোট বোনের আব্দার উপেক্ষা করা গেল না। এবারে তুমি খুশী হইয়াছ তো?

তোমার চিঠির জবাব আগামী সপ্তাহে দাদাভাই দিবেন বলিয়াছেন। রাগ করিলে না তো?

ইঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় "ছুটীর ঘণ্টা" দিনের পর দিনের তোমাদের কাছে আরও প্রিয় হইবে এই আমার স্থির বিশ্বাস। "দাদাভাই" নামটি কিন্তু আমার ভারী মিষ্টি লাগিতেছে।

তবে আজিকার মত বিদায়—তোমাদের নতুন পরিচালক শ্রীদাদাভাইকে কাহার কেমন লাগে জানাইও—আমি ছুটির ঘণ্টার মারফৎ জানিতে পারিব।

এইবারে তোমাদের নতুন পরিচালক কী বলিতে চান, শোন :

•

আমার ছুটির ঘণ্টার সবাই!

আগমনী না হইতেই যেন বিসর্জনের বাজনা বাজিবার মত আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত বিদায় নিলেন।

তোমরা হয়ত সবাই আমার উপরে চটিতং, হঠাৎ বলা নাই, কহা নাই, কোথাকার কে, এক 'দাদাভাই' উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন।

না গো না, তিনি তোমাদের ছাড়িয়া যান নাই। ছুটির ঘণ্টাকে সত্যই তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন। ছুটির ঘণ্টার তিনি একজন পরমাত্মীয়।

কোন একটা বিশেষ জরুরী কাজে হঠাৎ আট্‌কা পড়ায় এই বিভ্রাট। আমার ঘাড়ে হুড়মুড় করিয়া "ছুটির ঘণ্টা"র যাবতীয় দায়িত্ব চাপাইয়া গেলেন। কী করা যায়, নেহাৎ বন্ধুলোক—তাই 'না' করিতে পারিলাম না।

কাজটা যে কতখানি শক্ত তা তোমাদের চিঠির ধাক্কাতেই বুঝিতে পারিতেছি।

চিরদিনই চিঠি পড়া আমার একটা নেশা। মনে পড়ে ছোটবেলায় কেহ যদি কখন দৈবাৎ একখানি চিঠি লিখিত, অতি সযতনে তাহা আমি আমার দপ্তরে গুছাইয়া রাখিতাম। এবং প্রায়ই চিঠিখানি বাহির করিয়া চিঠির উপরে নিজের নামটি পড়িতাম। আর মনে মনে ভাবিতাম :

—"আমি এখন হয়েছি যে
বাবার মত বড়"

ছোট বেলার মত এখনও চিঠি পাইতে খুবই ইচ্ছা করে, তবে জবাব দিতে হইলেই মাথায় পড়ে বাজ! যাক্‌, এতক্ষণ কেবল নিজের কথাই বলিলাম। তোমাদের ভুতপূর্ব্ব পরিচালক তোমাদের "ছুটির ঘণ্টা"র জন্য ভারী চমৎকার একটি রোমাঞ্চকর এ্যাড্‌ভেঞ্চার উপন্যাস দিয়া গিয়াছেন। আগামী নববর্ষ সংখ্যা হইতে সেইখানি নিয়মিতভাবে "ছুটির ঘণ্টা"য় প্রকাশিত হইবে। এইবার তোমাদের চিঠির জবাবগুলি দিই :

অসীম রায় (বালিগঞ্জ) : কেন? তোমার এবারকার প্রতিযোগিতা ভাল লাগিল না কেন? ধাঁধার প্রতিযোগিতাও থাকিবে—ব্যস্ত কি? তোমার কবিতাটি কিন্তু ভাল] লাগিল না। তোমার লেখা "পৃথিবী কেন কাঁদে"? (কথিকা)টি বেশ হইয়াছে, সেটা "ছুটির ঘণ্টা"র ছাপা হইবে। গল্প পাঠাইও, ভাল হইলেই ছাপা হইবে।

শ্রীমৃণাল ও নির্ম্মল (শ্রীরামপুর) : তোমাদের লেখা "কী মাস্কুলে বাবা!"

আমার ভাল লাগিল। শীঘ্রই "ছুটির ঘণ্টা"র পৃষ্ঠায় দেখিবে।

হরিধন বসু (কলিকাতা): তুমি "ছুটির ঘণ্টা"র সভ্য হইতে চাও, সে ত' আনন্দের কথা। সভ্য হইবার নিয়ম-কানুন এতদিন নিশ্চয়ই 'দীপালী'তে দেখিতে পাইয়াছ। "ছুটির ঘণ্টা" বালক ও কিশোর-দের জন্য। সভ্য হইলেই সভ্য নম্বর, কার্ড ও ব্যাজ পাইবে। নিশ্চয়ই, 'আনন্দ-মেলার' সভ্য বলিয়া কোন কথা নাই। যে-কেহ "ছুটির ঘণ্টা"র সভ্য হইতে পারে।

শৈলেন ঘোষ (কলিকাতা): 'দীপালী'তেই "ছুটির ঘণ্টা"র সভ্য হইবার সমস্ত নিয়মাবলী পাইবে এবং আশা করি, তাহা পাইয়াছও।

দেবপ্রসাদ দাস: তোমার সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা করা উচিত—কেমন করিয়া চিঠি লিখিতে হয়। কাগজ, কলম ও কালি হইলেই চিঠি লেখা যায় না। নিজেকে দশ জনের নিকট হতভাগ্য, দুঃখী ইত্যাদি বলিয়া ন্যাকামী করিলে আর যাহাই পাওয়া যাক সহানুভূতি মিলে না, অন্যের কাছে দীন কণ্ঠে ভিক্ষা করিয়া কিছু পাওয়া যায় না। আদায় করিতে হইলে চাহিবার মত শক্তি থাকা দরকার। রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় বলিয়াছেন: প্রভু, আমায় তুমি যদি কখন বর দিতে চাও, তবে আমি এই বরই চাহিব যে, আমায় কেমন করিয়া চাহিতে হয় শিখাইয়া দাও।

মাষ্টার মাণিকলাল মল্লিক (হাওড়া): আমাদের ২নং প্রতিযোগিতার শেষ দিন দীপালীতেই দেখিতে পাইবে। হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান বলিয়া কোন কথা নাই। "ছুটীর ঘণ্টায়" সকলেরই সমান অধিকার। যে-কেহ ইচ্ছা করিলে সভ্য হইতে পারে। তোমার কবিতাটি পছন্দ হয় নাই। প্রতি-যোগিতার নিয়মাবলী কি একটু ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিয়াছিলে? আর একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিও তাহা হইলেই কী বইয়ের নাম করিতে হইবে বুঝিতে পারিবে।

এবারের চিঠিটা একটু বড় হইয়া গেল। **এবার হইতে সভ্য শ্রেণীভুক্ত না হইলে পত্রের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না।** অতএব চটপট সবাই সভ্য হইয়া পড়ো।

যাহাদের চিঠির উত্তর এবারে গেল না, পরের বারে তাহারা জবাব পাইবে। আজিকার মত শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

ছুটির ঘণ্টার নিয়ম কানুন ঃ—

১। ছুটির ঘণ্টার সভ্য হইতে হইলে কুড়ি বৎসরের বেশী বয়স হইলে চলিবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা অভিভাবকের বয়সের সার্টিফিকেটসহ আবেদন করিতে হইবে।

২। একমাত্র ছুটির ঘণ্টার সভ্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও এই বিভাগের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দেওয়া হইবে না।

৩। সভ্য হইতে হইলে বাৎসরিক (জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর) চাঁদা চারি আনা (চার পয়সার ডাক টিকিটে প্রেরিতব্য) দিতে হইবে। কিন্তু বর্ম্মা হইতে যাহারা সভ্য হইবে তাহাদের চাঁদা মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইতে হইবে।

সভ্য আগামী 'বড়দিন' বা নববর্ষ সংখ্যা হইতে করা হইবে। তবে ইচ্ছা করিলে এখনও যে কেহ সভ্য তালিকাভুক্ত হইয়া থাকিতে পারে বা আগামী বর্ষের চাঁদা এখনও পাঠাইতে পারে। সভ্য যে-মাসেই হউক চাঁদা চারি আনা এবং ডিসেম্বরে তাহা শেষ হইবে।

৪। ছুটির ঘণ্টার সভ্য-সংক্রান্ত যাহা পাঠাইবে তাহারা তাহাদের সম্পূর্ণ ঠিকানা ও ক্রমিক নম্বর দিয়া দিবে। নচেৎ তাহা অগ্রাহ্য হইবে।

৫। প্রতি মাসে একটি বা ততোধিক পুরস্কার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইবে এবং প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্তকে নগদ পাঁচ টাকা ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্তকে বই পুরস্কার দেওয়া হইবে। সভ্য-সংখ্যা বেশী হইলে পুরস্কারের মূল্য ও সংখ্যা দুই-ই বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

৬। সভ্যদের মধ্যে যাহারা কোন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইবে যেমন স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা বা কোনরূপ খেলা-ধূলায় প্রথম বা দ্বিতীয় হওয়া বা সঙ্গীত নৃত্য অভিনয় প্রভৃতিতে পদক পাওয়া—এ বিভাগে তাহাদের ছবি ছাপাইয়া দেওয়া হইবে।

৭। সভ্যদের লেখা ভাল হইলে সর্ব্বাগ্রে সেই লেখাগুলিই 'ছুটির ঘণ্টা'য় প্রকাশিত হইবে।

৮। কোন সভ্য যদি পাঁচজন সভ্য করিয়া দিতে পারে তবে তাহাকে এক বৎসরের জন্য বিনা চাঁদায় সভ্য তালিকাভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে।

৯। প্রত্যেক সভ্যকে এই বিভাগের সুদৃশ্য মনোগ্রাম করা ব্যাজ ও কার্ড দেওয়া হইবে।

১০। সভ্যদের মধ্যে কেহ কোথাও অভিনয় বা কোন প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হইলে সে সংবাদ জানাইলে তাহা প্রকাশিত হইবে।

১১। সভ্যগণের কেহ কোনও প্রশ্ন করিলে, তাহার যথাযথ উত্তর দেওয়া হইবে। অবশ্য এসব প্রশ্ন যেন তাহাদের বয়সোচিত শিক্ষা ও নীতির পরিপোষক হয়।

সভায়, প্রতিযোগিতায় বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের আবৃত্তির উপযোগী
সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
গাথাকাব্য
চিত্র ও চিত্ত
মূল্য এক টাকা।
পুস্তকের মূল্য ও তিন আনা রেজেষ্ট্রী খরচ অগ্রিম মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে হইবে
দীপালী গ্রন্থশালা,
১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

(বড় গল্প)

(৩)

"চিঠির খাম"

চাকর এসে ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। বাইরে সাঁঝের আঁধারটা বেশ ঘন হয়ে এসেছে। দীপেন্দ্রবাবু বলতে লাগলেন: ইদানীং ব্লাড্ প্রেসারে ভুগে ভুগে দাদার মেজাজটা কেমন একটু খিট্‌খিটে হয়ে গিয়েছিল। শরীরটা ভেঙে যাচ্ছিল ক্রমেই; একটার বেশী দুটো কথা বলতে গেলে চট্ করে চটে উঠতেন। তার উপর লোকেন্দ্রর ব্যবহার। উচ্ছৃঙ্খলতা দাদা কোনদিনও সহ্য করতে পারতেন না। অথচ লোকেন্দ্রর উচ্ছৃঙ্খলতা যেন ক্রমেই বেড়ে চলছিল। মাঝে মাঝে কোথায় চলে যেত, দশ দিন বার দিন বাদে আবার একদিন ফিরে আসত। প্রায়ই দাদার কাছে পঞ্চাশ একশ' করে টাকা চেয়ে নিত। আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে দাদা চিরদিনই ওকে একটু বেশী স্নেহ করতেন। আমরা যদি কখনো বলতাম 'লোকাকে এত টাকা দেবেন না; দাদা কিছু বলতেন না, চুপ করে থাকতেন।

দাদা নিরুদ্দেশ হন ২২শে অগ্রহায়ণ।

কিরীটী একটা চুরোট ধরিয়ে ধীরে ধীরে টানছিল। সহসা এক সময় দীপেন্দ্রবাবুর কথার মাঝখানে বলে উঠলো, সেদিনকার রাত্রের কথা আপনার নিশ্চয়ই বেশ পরিষ্কার মনে আছে, কি বলেন?

: এ্যাঁ কি বললেন? একটু যেন থতমত খেয়েই দীপেন্দ্রবাবু প্রশ্ন করলেন।

: বলছিলাম সেই রাত্রের কথা?…

: হাঁ। তা আছে বইকি।…

: বেশ, তবে সেই রাত্রের ও সেই দিনের সব কথা আমায় যতদূর সম্ভব খুলে বলুন।

দীপেন্দ্রবাবু আবার বলতে সুরু করলেন, লোকেন্দ্র তার সপ্তাহ খানেক ধরেই বাঁকুড়ায় ছিল না।

: এক মিনিট।…লোকেন্দ্রবাবু কি এখন এখানে নেই? কিরীটী শুধাল।

: দাদার অদৃশ্য হওয়ার পর দিন দুই বাদে সে এখানে ফিরে আসে; এর মধ্যে সে আর কোথাও যায় নি। এখানেই আছে।…

: তারপর?

: বেলা এগারটার সময় দাদা অফিস হতে ফিরে আসেন। বাড়ীতে এটর্ণী অপেক্ষা করছিল, প্রায় বেলা একটা পর্য্যন্ত এটর্ণীর সঙ্গে দাদার কি সব কথাবার্ত্তা হয়; তারপর এটর্ণী চলে গেলে দাদা স্নান-টান করে খান।

অম্বিকাই দাদার সব দেখাশুনা করতো। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর তামাক নিয়ে সে যখন দাদার ঘরে ঢুকতে যাবে তখন দেখলে দাদার ঘরের দরজা ভিতর হতে বন্ধ। এবং ঘরের মধ্য হতে প্রবল তর্কের আওয়াজ ও গোলমাল শোনা যাচ্ছে।…

অম্বিকা তামাক নিয়ে ফিরে যায়।

: হঠাৎ মানবেন্দ্রবাবু কার সঙ্গে তর্কাতর্কি করছিলেন? কিরীটী শুধাল।

: তা…তাত' ঠিক বলতে পারি না। বোধ হয় কোন কর্ম্মচারীর সঙ্গে হবে।…

: ওঃ।…

: রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর অম্বিকা দাদাকে তামাক দিয়ে যখন চলে আসে তখন রাত্রি প্রায় এগারটা।…আমি ও সৌরীন যে যার শুতে গেছি। ……তারপর পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল অম্বিকার চীৎকারে, দাদাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।…দাদা রাত্রে দরজা বন্ধ করে শুতেন। অম্বিকা গিয়ে দেখে দাদার ঘরের দরজা খোলা।

: আপনি গিয়ে দেখলেন?

: দাদার শয্যা খালি।

: আচ্ছা একটা কথা?…বিছানাটা কী অবস্থায় ছিল?

: এলোমেলো…বিছানায় রক্তের দাগ।… ঘরের আসবাব-পত্র সব ইতঃস্তত উল্টে পাল্টে রয়েছে।…তারপর কত খোঁজা হলো, দাদাকে আর পাওয়া গেল না।

: আপনার ধারণা মানবেন্দ্রবাবু মারা গেছেন।

: তা ছাড়া আর কি হতে পারে বলুন? কেউ নিশ্চয়ই খুন করে দাদার মৃতদেহ রাতারাতি সরিয়ে ফেলেছিল।

: মানবেন্দ্রবাবুর কোন শত্রু ছিল জানেন?

: না। অন্তত আমরা জানতাম না …

* * *

পরের দিন সকালে কিরীটী দীপেন্দ্রবাবুদের সঙ্গে মানবেন্দ্রবাবুর শোবার ঘরটা দেখতে গেল।

দোতালার ছাতের ধারের ঘরখানিতে মানবেন্দ্রবাবু শুতেন। ঘরখানি বেশ বড়। ঘরের মেঝেয় দামী কার্পেট পাতা।…দামী দামী সব আসবাব পত্রে সাজান।

মাত্র দিন সাতেক আগে এই ঘর হতেই লক্ষপতি গালা ব্যবসায়ী মানবেন্দ্র পাল অদৃশ্য হয়েছেন।…

পালঙ্কের ধারে একটা টি'পয়ের উপর একটা ঔষধের শিশি ও একটা ঔষধ খাওয়ার গ্লাস।

কিরীটী এগিয়ে এসে ঔষধের শিশিটা তুলে নিল।

শিশিটার গায়ে লেখা 'Bisurated of Magnesia'।

: মানবেন্দ্রবাবুর হজমের কোন গোলমাল ছিল নাকি?

: হাঁ!...রোজ রাত্রে ঐ ঔষধটা তিনি শোবার আগে খেতেন!...ঔষধ না খেলে দাদার ঘুম হতো না।

কিরীটি শিশিটা দাদার পকেটে রেখে দিল!...

টি-পয়টার উপর একখানা মোটা খাতা ছিল, সেটা কিরীটী তুলে নিল।

কিরীটী খাতাটার পাতা উল্টাতে লাগলো!...

ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে টাঙানো একটা ফটোর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দীপেন্দ্রবাবু রাজু ও সুব্রতকে কী যেন বলছিলেন।

সহসা খাতার পাতা উল্টাতে উল্টাতে খাতার মধ্যে একটা খোলা চিঠির খাম দেখে কিরীটী সেটার উপর ঝুঁকে পড়ল।

খামটার মধ্যে একটা চিঠি!...চিঠিটায় মাত্র দুটী লাইন লেখা।

কিরীটী কী ভেবে খামের ভিতর হতে চিঠিটা টেনে খুলে নিয়ে শূন্য খামখানি অতি তৎপরতার সঙ্গে জামার পকেটে ভরে ফেলল!...

ঘরখানি বেশ ভাল করে দেখে সকলে বেরিয়ে এল। (ক্রমশঃ)

দীপালী-সম্পাদক

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

মরু-ছায়া

বাহির হইল

মূল্য ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান: দীপালী গ্রন্থশালা

ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়

পৃথিবীর সাজগোজ

—এক—

—শ্রীনির্ম্মল চৌধুরী

তোমরা তো সকলেই জানো যে আমাদের এই পৃথিবী হচ্ছে মান্ধাতার আমলের পুরানো। তার যে বয়স কত সে হিসেব করতে গেলে মাথা ঘুরে ওঠে। কিন্তু কি মজা দেখ, পৃথিবীর এতো বয়স হলো, তবু তার সাজগোজ করবার সখ মেটেনি, তার সাজসজ্জা নিত্যি নতুন রকমে চলেছে। কি দিয়ে সে নিজেকে সাজায় জানো? স্নো, পাউডারে নয়, ফলে, ফুলে, গাছপালায়, আর জীব-জন্তুতে। প্রকৃতি দেবীর দেওয়া হরেক রকমের জিনিষে ভরে উঠেছে পৃথিবীর রূপ। পৃথিবীর রূপসজ্জার এই যে সব উপকরণ এ সব কেমন করে কোথা থেকে এলো তা জানতে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ইচ্ছে করে, নয়? আজকে তোমাদের সেই গল্পই বলব, এ গল্প তোমাদের অবাক করলেও গাঁজা বলে উড়িয়ে দিয়ো না যেন, এ হচ্ছে সত্যিকারের মজার গল্প? বলি শোন।

পৃথিবীর তো এতো সাজ-গোজ করবার ইচ্ছে, কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন পৃথিবীর নিজেরই কোনও পাত্তা ছিল না, তার সাজগোজ তো পরের কথা। সেই হাজার হাজার বছর আগে যখন কোথাও কিচ্ছু ছিল না, তখন ঐ আকাশে ছিল প্রকাণ্ড একটা জলন্ত গ্যাসের বল। তিনি কে জানো? তিনি হচ্ছেন আমাদের সূর্য্যিমামা। সূর্য্যিমামা তখন আকাশের মাঝখানে ঠিক লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। ঘুরপাক্ খেতে খেতে বলের মতো দেখতে সূর্য্যিমামার একটা টুকরো ফট্ করে ছিটকে বেরিয়ে এসে, অনেক—অনেক দূরে চলে গিয়ে, সূর্য্যিমামার চার দিক দিয়ে গোল হয়ে ঘুরতে লাগলো। এই ছিটকে-আসা টুকরোটাই হচ্ছে আমাদের আজকের পৃথিবী। তার সেই ছোটবেলাকার চেহারা কিন্তু আজকের মতো ছিল না, যতোই সে বড় হয়েছে ততোই তার চেহারাও একটু একটু করে, কেমন ভাবে বদলে গেছে তা তোমাদের পরে বলবো, এখন পৃথিবীর ছেলেবেলাকার খেলার কথা একটু শোন।

আমাদের এই পৃথিবী তার জন্মাবার

এবারের নূতন প্রতিযোগিতা

(২)

শিশু-সাহিত্যের সব চাইতে যে বইগুলো তোমাদের প্রিয় এমনি কুড়িখানা বই ও তাদের লেখকের নাম পর পর লিখে জানাও।

ভোটে যে কুড়িখানা বই সব চাইতে বেশী ভোট পাবে এবং উত্তর দাতাদের মনোমত সব চাইতে বেশী বই নির্ব্বাচিত লিস্টে থাকবে তাকে তিন টাকা দামের বই পুরস্কার দেওয়া হবে। কোন অনুবাদ সাহিত্যের নাম তালিকায় থাকতে পারবে না।

কোন কবিতার বইও থাকতে পারবে না। শুধু মাত্র ছোটদের বাংলা গল্প ও উপন্যাসের বইয়ের নাম করতে হবে। প্রতিযোগিতা কুপন ছাড়া উত্তর অগ্রাহ্য হবে।

২নং পুরস্কার-প্রতিযোগিতা কুপন

নাম:...

বয়স:...

ঠিকানা:

প্রথম দিন থেকে সূর্য্যিমামার সঙ্গে, সেই যে "আনি মানি জানিনা, পরের ছেলে মানিনা"র খেলা সুরু ক'রেছে তার আর শেষ নাই। সে খেলা চলেছে তো চলেছেই! তোমরা হয়তো ভাববে যে পৃথিবীর আবার এ কি রকম খেলা? গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঘোল খেয়ে গেলো, তবু তার থামবার নামটি নেই এ আবার কি রকম পাগলামী রে বাবা! কিন্তু এটা ঠিক পাগলামী নয়, তোমরা যখন বড় হবে, অনেক সব বড় বড় বই পড়বে তখন বুঝবে যে পৃথিবীর এই পাগলামীর জন্যেই তোমরা পাচ্ছ চাঁদমামার ফুট্‌ফুটে হাসির আলো, সূর্য্যিমামার জীবন-দেওয়া তাপ, আরো কতো কি!

তোমরা বোধ হয় ভাবছো যে পৃথিবী সৃষ্টি হবার পর থেকেই, বুঝি তার সাজগোজ আরম্ভ হয়েছে। মোটেই তা নয়। কেন জানো? সেই সদ্য সৃষ্ট পৃথিবীটা ছিল সূর্য্যের মতোই ভীষণ গরম আর জ্বলন্ত গ্যাসে ভরা। এই রকম আগুনে গায়ে সাজ পোষাক কি থাকতে পারে? তোমরাই বল না, সবই তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, নয়? তাই পৃথিবী ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে লাগলো, তার চারধারের গ্যাস্ আর গরম হাওয়া তারাও ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে, শেষে হাওয়ায় আর জলে পরিণত হলো।

এই সময়টা হয় পৃথিবীর ওপর একচোট খুব বৃষ্টি, আর সেই বৃষ্টির জলে, যতসব নীচু যায়গা ছিল সব উঠলো জলে ভরে, আর তাতে করেই হলো এই সব সাগর আর সমুদ্রের সৃষ্টি। তখন যদি তোমরা কেউ এই পৃথিবীর চেহারাটা দেখতে পেতে তাহলে দেখতে যে সমুদ্রের মাঝখান থেকে পাহাড় উঠলে যে রকম দেখায় ঠিক সেই রকম। চারিদিকে জল আর পাহাড়, পাহাড় আর জল, এই দেখতে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগতো না। কিন্তু কি জানো, তখনও পৃথিবীর ওপরটা এতো গরম ছিল যে তার সাজগোজ করবার জিনিষ—এই গাছ-পালা ফল ফুল পশু পাখী কিছুরই তখন সেই রকম গরম পৃথিবীতে জন্মানো সম্ভব ছিল না। দিনের পর দিন তাই পৃথিবী আরও ঠাণ্ডা হতে লাগলো।

পৃথিবীর ওপরটা যদিও একটু একটু করে ঠাণ্ডা হচ্ছিল, কিন্তু তা হলেও তার বুকের ভেতরটা ছিল বেজায় গরম; তাই মাঝে মাঝে তার হতো ভারী বুকের অসুখ! এ আবার যেমন তেমন অসুখ নয়, একবারে ভূমিকম্প! এই কাঁপুনীর চোটে পৃথিবীর ওপরের চেহারাটা যেতো বদলে—বড় বড় পাহাড় সব যেতো মিলিয়ে, ঠেলে ঠুলে উঠতো আরও নতুন নতুন পাহাড় আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব গভীর গর্ত, যার থেকে হতো হয়তো নতুন সমুদ্র।

শনিবার, ৩০এ নভেম্বর

রূপবাণী-তে মুক্তিলাভ করিবে

অভিনেত্রী

অভিনেত্রী জীবনের অন্তর-রহস্য দেখিয়া দর্শকের অন্তরও নূতন এক আনন্দ লাভ করিবে।

অভিনেত্রী

ভূমিকায়:
কানন,
পাহাড়ী,
শৈলেন,
ইন্দু ইত্যাদি।

—

পরিচালক:
অমর মল্লিক।

—

সুর-শিল্পী:
রাইচাঁদ বড়াল।

২৭শে নভেম্বর হইতে অগ্রিম বুকিং আরম্ভ।

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

নিউ সিনেমায় "মুসাফির"

রণজিৎ মুভীটোনের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন চতুর্ভুর্জ দোশী। শ্রেষ্ঠাংশে চার্লি, খুরশীদ, বাসন্তী, ঈশ্বরলাল, লালা ইয়াকুব প্রভৃতি। নিউ সিনেমায় দেখানো হইতেছে।

বিলাত-প্রত্যাগত যুবরাজ অরবিন্দ কুমারের নিজের রাজ্য পরিচালনায় বিরক্তি জন্মিল। কারণ এখানে নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া সব সময়ই দেওয়ানের হাতের পুতুল হইয়া থাকিতে হইত। একদিন রাজ্য হইতে বহুদূরে তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে টাকা পয়সা যাহা কিছু ছিল সেখানকার সোভাগচাঁদ নামক এক দুঃস্থ ব্যক্তিকে সব দিয়া তিনি ভাবিলেন যে ঐশ্বর্য্য লইয়া যখন এত অশান্তির সৃষ্টি হয় তখন দারিদ্র্যের মধ্যে নিশ্চয়ই শান্তি আছে।

সেখানে এক মেলাতে ভ্রমক্রমে তিনি চোর বলিয়া ধৃত হন এবং কোর্টে তাঁহার একশত টাকা জরিমানা হয়। রাধা নাম্নী একজন কৃষক বালিকা দয়াপরবশ হইয়া জরিমানার টাকা দিয়া দেয় এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন। রাধার ক্ষেতে তিনি কাজ করিতে লাগিলেন ও তাহারই কুঁড়ে ঘরের এক-কোণে তিনি পড়িয়া রহিলেন, এবং সকলের কাছে তিনি কিষাণ নামেই পরিচিত হইলেন। ক্রমশ রাধার সহিত যুবরাজের বন্ধুত্ব এত জমিয়া উঠিল যে তাহা অনুরাগে পরিণত হইল। এদিকে রাধার সহিত গ্রামের জমিদার বনোয়ারীর বিবাহের কথাবার্ত্তা সব ঠিক।

কিভাবে রাধার সহিত যুবরাজের মিলন হইল এবং তিনি পুনরায় রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন কি না তাহা পর্দ্দায় দ্রষ্টব্য।

ছবির গল্পটি সরস সন্দেহ নাই, এবং তাহার বিন্যাসও উপভোগ্য, কিন্তু অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যের অভাব নাই। পরিচালনা খুব উচ্চশ্রেণীর না হইলেও মোটের উপর নিন্দনীয় নহে।

চার্লি যুবরাজের ভূমিকায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরস অভিনয়ে সকলকে প্রীত করিয়াছেন, অবশ্য বহুস্থানে তিনি অতি অভিনয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি কোথাও দর্শকদের বিরক্তিভাজন হন নাই। 'রাধার' ভূমিকায় খুরশীদ, ও 'সোনির' ভূমিকায় বাসন্তীর অভিনয় ও গান চমৎকার হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত হইয়াছে।

সঙ্গীত পরিচালনায় জ্ঞান দত্ত উৎকৃষ্ট সুরজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কণ্ঠ-সঙ্গীত ও আবহ-সঙ্গীত দুই-ই খুব উপভোগ্য। আলোক-চিত্র ও শব্দানুলেখন সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই।

"শ্রী"তে "দ্বিতীয় পাঠ"

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের শিশু সিরিজ পর্য্যায়ের দ্বিতীয় চিত্র, পরিচালক নিরঞ্জন পাল। শ্রেষ্ঠাংশে ক্যাপ্টেন ভোলানাথ, মঞ্জুলা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। "শ্রী"তে দেখানো হইতেছে।

এখানি শিশুদের শিক্ষামূলক একখানি ছবি। না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি

পৃথিবীর ছেলেবেলায় নাকি তার এই বুক-কাঁপা অসুখটা খুব ঘন ঘন হতো, আর তার ফলে পৃথিবীর চেহারার কি রকম অদল বদল হতো তা সহজে বুঝতে পারছো। এমনি করে অদল বদলের মধ্যে দিয়ে পৃথিবী তার সাজবার পথে এগুচ্ছিলো। তারপর কেমন করে সে এক দিন সত্যি সত্যি সাজবার জিনিষ পেলে সে কথা তোমাদের আর একদিন বলবো।

হাসির রাজা

চার্লি

রণজিৎ মুভীটোনের

মুসাফির

ছবিতে হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে এসেছে। সঙ্গে আছে—

খুরসীদ ও বাসন্তী

শুক্রবার, ২২শে নভেম্বর

দ্বিতীয় সপ্তাহ

নিউ সিনেমায়

—ঃ চিত্র-পরিবেশক ঃ—

মানসাটা

ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: কলিঃ ৪৫

করা হয়, এই উপদেশ বাক্যটির উপর ভিত্তি করিয়াই "দ্বিতীয় পাঠের" চিত্রনাট্য গড়িয়া উঠিয়াছে। শিশুদের জন্য এই ধরণের ছবির আমাদের দেশে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, অরোরার এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অভিনয়ের মধ্যে ক্যাপ্টেন, ভোলানাথ, কুমারী মঞ্জুলা ও আর একটি বালক বেশ স্বভাবসুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করিয়াছে। ছোট ছেলেমেয়েদের মনোজ্ঞ ভাবে পরিচালনার জন্য নিরঞ্জন পাল মহাশয় কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন। মাঝী দু'জনের অতি-অভিনয় অত্যন্ত দৃষ্টিকটু।

আলোক-চিত্র প্রশংসনীয় নহে, তবে শব্দ-নিয়ন্ত্রণ ভাল।

অভিনব

অরোরা ফিল্মের ছবি, শ্রেষ্ঠাংশে রণজিৎ রায়, নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, শীলা দেবী, ৺নৃপেশ রায়, সমর ঘোষ প্রভৃতি। পরিচালনা করিয়াছেন দেবকী বসু। "শ্রী"তে দেখানো হইতেছে।

বহু পূর্ব্বে গৃহীত বড়ুয়া ষ্টুডিওতে নির্ব্বাক "নিশির ডাক" ছবিখানির শব্দমুখর সংস্করণ এই "অভিনব।"

এক প্রফেসার—তিনি সভাসমিতিতে স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষয়ে যথেষ্ট বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু গৃহে ছিলেন ভীষণ পুরাতনপন্থী। একবার এক কল্পিত প্রণয়িনীর সঙ্গে প্রেম করিতে গিয়া কি-রকম তাঁহার শিক্ষা হইয়াছিল তাহারই হাস্যরসাত্মক কাহিনীর উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া "নিশির ডাকে"র চিত্রনাট্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

ছবিখানি নির্ব্বাক হইলেও presentation এর কৌশলে শব্দ ও সঙ্গীত সংযোজনার নৈপুণ্যে "অভিনব" সত্যই অভিনব হইয়াছে। তদুপরি সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহার চিত্তাকর্ষক ভাষণে (commentary) ছবিখানিকে আরও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

অভিনয়ের মধ্যে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে ৺নৃপেশ রায়ের 'নফরা'। নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রফেসার' অতি-অভিনয় দোষে দুষ্ট হইলেও বিরক্তিকর নহে। শীলা দেবীর 'প্রফেসার-পত্নী' সুন্দর। অন্যান্য ছোটখাটো ভূমিকাগুলি মন্দ নয়। রণজিৎ রায় প্রমুখ বৈঠকখানার বন্ধুবান্ধবগণ রসাস্বাদনে সাহায্য করেন। পাশের বাড়ীর অধ্যায়টি ছবির মধ্যে যে জোর করিয়া ঢোকানো হইয়াছে এবং তাহার কোনো সার্থকতাই নাই তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়।

কৃষ্ণগোপালের ফটোগ্রাফী বেশ প্রশংসনীয়।

ওয়াদিয়া মুভীটোন

ইহাদের "রাজনর্ত্তকী" সমাপ্তির পথে। সম্প্রতি মন্দিরের দৃশ্যটি গৃহীত হইয়াছে।

মন্দিরের ভিতর রাজনর্ত্তকী (সাধনা বসু) রহিয়াছে, তাহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল, কারণ যুবরাজ (জ্যোতিপ্রকাশ) তাঁহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বাহিরে ঝড় জলের তাণ্ডবলীলায় ধরিত্রী কাঁপিতেছে—এমন সময় কে যেন তাহাকে ডাকিল। সে ফিরিয়া দেখিল—মহর্ষি কাশীশ্বর (অহীন্দ্র চৌধুরী)। তিনি আদেশ দিলেন যুবরাজকে ভুলিয়া যাইতে, নচেৎ দেশের ও জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। রাজনর্ত্তকী সজল চোখে অন্তরের সমস্ত আশা-আকাঙ্খাকে দলিত পিষ্ট করিয়া তাহাই নতমস্তকে মানিয়া লইল।

"রাজনর্ত্তকী" (বাংলা সংস্করণ) শীঘ্রই উত্তরায় মুক্তিলাভ করিবে।

মতিমহল থিয়েটার্স

"নিমাই সন্ন্যাসের" কয়েকটি বহির্দৃশ্য তুলিতে তাঁহারা সদলবলে বজবজ গিয়াছিলেন এবং এক পক্ষ কাল সেইখানেই ছিলেন।

ইণ্ডিয়ান টী সিণ্ডিকেটের
দার্জ্জিলিং চা
পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। মফঃস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।
১১৮নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ঋতুমতী ২৪ ঘণ্টায় ঋতুস্রাব করাইয়া ঋতুবন্ধ ও গর্ভসঙ্কট দূর করে। নির্দ্দোষ ঔষধ। মূল্য ৩৲, মাঃ ।।৵, জন্মনিরোধ—অস্থায়ী ১৲, স্থায়ী ৭৲
Gotv. Regd.
এস, দেবী, পোঃ সিরাজগঞ্জ, (বোনবাড়ীয়া), জেলা পাবনা।

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২।০। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহের ঔষধ; মূল্য—৩৲ টাকা।
ক্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬।০। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে নিষ্ফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।
ঠিকানা—Dr. Bhadury.
Shakti Medical Hall, Muttra, U. P.

ঋতু বন্ধে—মেন্স ক্রিয়ার যে কোন কারণে ২।৩।৭ মাসের বন্ধ মাসিক ঋতু বিনা কষ্টে পরিষ্কার করিতে অদ্বিতীয় ও নির্দ্দোষ, মূল্য ৫৲ টাকা।
জন্মরোধ ঋতুকালে সেবনে চিরতরে বন্ধ থাকিবে। মূল্য ৪৲, পাঁচ বছরের ৩৲, এক বছরের ১।।০। নিয়মিত মাসিক ঋতু হইবে। নিশ্চিত ফল ও নির্দ্দোষতার জন্য গ্যারাণ্টিপত্র পাইবেন। নিষ্ফলে মূল্য ফেরৎ। প্রতারিত হইবেন না, বিশ্বাস করুন। ঠিকানা—
DOCTORS & CO.,
Mussorie, U. P. (বাঙ্গালী কোম্পানী)

এখন স্টুডিওতে পরিচালক ফণী বর্মা "রাজা বুদ্ধিমন্তে"র প্রাসাদের দৃশ্যটি তুলিতেছেন। ভূমিকাটিতে সন্তোষ সিংহ অভিনয় করিতেছেন।

কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের "আহুতি" নামক একটি গল্পের চিত্রস্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন।

চিত্রা

এখানে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের "ঠিকাদার" এই শনিবার তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিবে। জনসাধারণ যে ভাবে "ঠিকাদার"কে গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে এখন কিছুদিন চিত্রা হইতে "ঠিকাদার"কে সরান যাইবে না।

রঙমহল

আগামী বড়দিনের আসরে এখানে দুইখানি নূতন নাটক আরম্ভ হইবে। প্রথম খানি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত "মহাযুদ্ধ" এবং দ্বিতীয়খানি শ্রীযুক্ত গৌর সী রচিত "ঘূর্ণি"। শুনিলাম, বোম্বাই হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী রঙমহলে যোগদান করিবেন এবং এই দুইখানি নাটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের নূতন নাটক "মালা রায়" প্রত্যহ রবিবার ম্যাটিনী ৪॥০টায় অভিনীত হইতেছে।

মিথ্যা প্রমাণে ২৫০, পুরস্কার
স্বর্ণ-মাদুলী (গভর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড) ধারণে সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ। মূল্য প্রত্যেকটি ১া০। ভিঃপিঃ খরচ ।৶০ তিনটি একত্রে লইলে, ভিঃ পিঃ খরচ লাগিবে না
কে. চক্রবর্ত্তী. পোষ্টবক্স নং ৭৮২৪. কলিকাতা

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ "শান্তি"
নির্দ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১। ২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ, এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা—১॥০, ২॥০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি. লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

গ্লোবে নৃত্যগীতের আসর

আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর, বুধবার, রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে বীরভূমের একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে গ্লোব রঙ্গমঞ্চে একটি লোভনীয় জলসার আয়োজন করা হইয়াছে। বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ উক্ত চিকিৎসালয়ের ফাণ্ডে যাইবে।

কাননবালা, সায়গল, পাহাড়ী সান্যাল, লীলা দেশাই, পঙ্কজ মল্লিক, মলিনা, বিনয় গোস্বামী, বীরেন বল প্রভৃতি নিউ থিয়েটার্সের বিখ্যাত শিল্পীদের নৃত্যগীত প্রমোদপিয়াসীদের প্রাণে যে প্রচুর পুলক সঞ্চার করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা ছাড়া শচীন দেব বর্ম্মণ ও জাহানারা বেগম কজ্জনও সঙ্গীতের আসরে যোগদান করিবেন। নিউ থিয়েটার্সের অর্কেষ্ট্রা হইবে ইহার অন্যতম আকর্ষণ। শ্রীনীতীন বসু মহাশয় আলোক-নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। দর্শনীর হার—১০৲, ৫৲, ৩৲, ২৲ ও ১৲। চিত্রা, নিউ সিনেমা ও পূর্ণ থিয়েটারে অগ্রিম টিকিট প্রাপ্তব্য।

কলিকাতায় উদয়শঙ্কর

আগামী ২১শে ডিসেম্বর গ্লোব রঙ্গমঞ্চে বাংলা, বাঙ্গালীর ও ভারতের গৌরব উদয়শঙ্কর সদলবলে মাত্র কয়েকদিনের জন্য তাঁহার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন। এবার অনেক নূতন শিল্পীকে এই দলের মধ্যে দেখা যাইবে এবং অনেক নূতন নাচও শঙ্করের পরিকল্পনায় রূপ পাইয়াছে। নূতন নাচগুলির মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"প্রদ্যুম্নের পঞ্চবাণ," ও "ছন্নছাড়া" (উদয়শঙ্কর); "উষা" (সিমকী); "দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা" এবং "উষা ও চিত্রলেখা" (জোহরা ও উজরা); "ময়ূর নৃত্য" ও "মৌমাছির পরিণাম" (শিবরাম); "উর্ব্বশী" (অমলা); "সাদিনা" (শান্তি); "ভারত-নাট্যম" (লক্ষ্মী); ও "যন্ত্র ও মজুর" (দলের সকল শিল্পী)। শেষোক্ত নাচটী এ-বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। ইহা সম্বন্ধে আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ মহাশয় উদয়শঙ্করের নৃত্য সারা ভারতে প্রদর্শনের ভার লইয়াছেন।

নানাকথা

বিনা ব্যয়ে চক্ষুরোগ চিকিৎসা

রায় বাহাদুর শেঠ শ্রীযুক্ত সুখলাল কর্ণানি মহাশয় তাঁহার নবনির্ম্মিত কলিকাতার হস্তম সৌধের (২০৯ লোয়ার সার্কুলার রোড) নিম্নতলটি চক্ষুরোগীদের হাসপাতালের জন্য দিয়াছেন। গত ৫ই নভেম্বর কলিকাতার লর্ড বিশপ ও ভারতের মেট্রোপলিটান্ ইহার দ্বারোন্মোচন করিয়াছেন। কলিকাতার মেয়র এই ক্যালকাটা ব্লাইণ্ড রিলিফ্ ক্যাম্পের (১৯৪০) চেয়ারম্যান্।

বর্ত্তমানে চক্ষুরোগে ভুগিতেছে দেশের অর্দ্ধেক লোকের উপর, অথচ অনেকের এমন অর্থ নাই যে তাহারা এজন্য পাঁচটা টাকা খরচ করিতে পারে। এই চক্ষুরোগের হাসপাতালে দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ পাঁচ হাজার, কলিকাতা কর্পোরেশন তিন হাজার, বাংলা গভর্ণমেণ্ট পাঁচ হাজার দান করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর কর্ণানি গৃহ ছাড়া, কম্বল এবং প্রথম তিন দিনের জন্য দুধ ও সাগু দিতেছেন।

এই হাসপাতালে ৫০০ রোগী থাকিতে পারে। ইহা ছাড়া প্রত্যহ শত শত রোগী চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া চলিয়া যাইতেছে।

বাংলার জনসাধারণ এই মহৎ কার্য্যে তাঁহাদের যথাসাধ্য কিছু দান করিলে, বিশেষ সৎকার্য্যই হইবে।

বীণা কনসার্ট ক্লাব

(মজঃফরপুর)

মজঃফরপুরবাসী বাঙ্গালীদের এক সভায় স্থানীয় বীণা কনসার্ট ক্লাবের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণের জন্য একটা কমিটী গঠিত হইয়াছে। নির্ম্মাণকার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীকে মাসিক মাত্র আট আনা চাঁদা দিবার জন্য কমিটী আবেদন করিয়াছেন।

শিলংএ গীতাভিনয়

"শিলং আর্ট প্লেয়ার্স" কর্ত্তৃক সপ্তমী, নবমী ও গত ১৪ই অক্টোবর স্থানীয় "অপেরা হল" ও "জেল রোড্ দুর্গামণ্ডপে" "কর্ণ" গীতাভিনয় সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় শ্রীশীতলেন্দ্র পুরকায়স্থ; ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও পরশুরামের ভূমিকায় শ্রীসৌরেন্দ্র লাল মুখোপাধ্যায়; কর্ণের ভূমিকায় শ্রীভূপেন্দ্র নিয়োগী; দ্রুপদ ও বিকর্ণের ভূমিকায় শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য; অর্জ্জুনের ভূমিকায় শ্রীপরিমল সোম ও ভীমের ভূমিকায় শ্রীদিব্যেন্দু দাসগুপ্ত সুন্দর অভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকাও সুঅভিনীত হয়। কুমারী রেণুকা নিয়োগী ও কুমারী প্রভা লোধের সঙ্গীতে সবাই মুগ্ধ হন।

রাণীগঞ্জে নাট্যাভিনয়

শ্রীশ্রী৺শ্যামাপূজা উপলক্ষে স্থানীয় বার্ণস ক্লাব কর্ত্তৃক ১লা নভেম্বর "মাটীর ঘর" এবং ২রা নভেম্বর "সাজাহান" অভিনীত হইয়াছে। "সত্য প্রসন্নর" ভূমিকায় বিজয় কুমার ব্যানার্জ্জী, "অলকের" ভূমিকায় কমল কুমার মিত্র, "ছন্দার" ভূমিকায় ফুল্লরা ওঝা এবং "তন্দ্রার" ভূমিকায় কালীদাস মুখার্জ্জীর অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত, তন্মধ্যে "কল্যাণ," "চঞ্চল," "অঞ্জনা" "নন্দা" "শঙ্কর" ইহাদের ভূমিকায় যাঁহারা অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীহট্টে "তটিনীর বিচার"

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীহট্টের সারদাস্মৃতি ভবনে মুরারিচাঁদ কলেজ ও মদনমোহন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের শারদীয় উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রিন্সিপ্যাল এস্. সি, রায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীদীপেশ দাশগুপ্ত তাঁহার সঙ্গীতদ্বারা সকলের প্রীতি বর্দ্ধন করেন। পরে কেবল কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক "তটিনীর বিচার" অভিনীত হয়। দৃশ্যসজ্জা আলোক-সম্পাত এবং দৃশ্যপরিকল্পনায় "তটিনীর বিচার" দর্শকবৃন্দের কাছ হইতে অশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

অভিনয়ের মধ্যে কয়েকজন অতি সুষ্ঠু ও সাবলীল অভিনয়ে সকলকে প্রীত করিয়াছেন। তাহাদের নাম যথাক্রমে বিজয় দত্ত (বসন্ত), বিভূতি দত্ত (সৌরেন), নির্ম্মলেন্দু শ্যাম (প্রসিকিউসেন্ কাউন্সেল্), হিরন্ময় দাস (তটিনী), শরদিন্দু চৌধুরী (ললিতা), ডাঃ ভোসের ভূমিকায় জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী, সমরের ভূমিকায় নিখিল চৌধুরী, বিচারকের ভূমিকায় হরিনারায়ণ দাস।

গানগুলি সুগীত হইয়াছে।

নীলফামারী সংবাদ

গত ৩রা নভেম্বর স্থানীয় 'মন্মথ-হেরম্ব মেমোরিয়াল-হলে', টাউন ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী ৺অমরেশ গুপ্ত মহাশয়ের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করা হইয়াছে। শ্রীযুত হরলাল ঘোষ (উকীল) উক্ত প্রতিকৃতির আবরন উন্মোচন করিয়াছেন। তিনি ও সেক্রেটারী শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। গুপ্তমহাশয়ের আবাল্যবন্ধু শ্রীযুত অবিনাশজীবন বসু মহাশয় উক্ত প্রতিকৃতি দান করিয়াছেন। সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য—শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর গুপ্ত (মোক্তার); শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র (সাব্‌রেজিষ্ট্রার)।

পাঞ্চজন্য

—ফাল্গুনী

সার্কুলার রোডে ট্রাম

কর্পোরেশনের যে সভায় রাজাবাজার হইতে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত ট্রামলাইন খোলা মঞ্জুর হয়, সে সভায় তখনকার ট্রাম কোম্পানির এজেন্ট মিঃ পেপার বলিয়াছিলেন যে, কর্পোরেশন যদি লাইন মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে তিনি ছয় সপ্তাহের মধ্যেই লাইন পাতা শেষ করিয়া গাড়ী চালাইয়া দিবেন। কথাটি বলিতে যেমন মুখরোচক শুনিতেও তেমনি শ্রুতিমধুর! ছয় সপ্তাহ অতীত হইয়াছে ছয় মাস পূর্ব্বে, এখনও অর্দ্ধেকও হয় নাই। যে শম্বুকগতিতে কাজ চলিতেছে তাহাতে, এ লাইন ছয় বৎসরেও শেষ হইবে কি না সন্দেহ! আবার লাইন যেটুকু বসিয়াছে, সেটুকুর উভয় পার্শ্বস্থ পথও এখনও তৈরি হয় নাই, সেটি বোধ হয় আরম্ভ হইবে ১৯৫০ সালে এবং শেষ হইবে ২০০০ সালে!! একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর! এক কর্পোরেশন আমাদের ক্ষিপ্রতার এবং কার্য্যতৎপরতার আদর্শ, তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে C. T. C. অপূর্ব্ব! চমৎকার!!

সার্কুলার রোডে 'লেডিজ পার্ক' 'মহিলা উদ্যান' সাইনবোর্ড মারা কর্পোরেশনের একটি আঁটা-সাঁটা ঘেরা-ঘোরা একটি পার্ক আছে, সেখানে পর্দ্দানশীন মহিলাগণ অপরাহ্নে একটু নির্ম্মল বায়ুলাভের নিমিত্ত যাইয়া থাকেন। ভিতরে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু এই মহিলা-উদ্যান খোলার কিছু পূর্ব্ব হইতে বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত কতকগুলি সুন্দরী মুখচন্দ্রমা দর্শন-কাতর—ছোকরা যে নিত্য ফটকের নিকট ভীড় করিয়া থাকে এবং রেলিং চড়িয়া ভিতরে চাহিয়া আত্মহারা হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়। ইহার প্রতিবিধান করিতে বুঝি কর্পোরেশন বা কলিকাতার সুযোগ্য পুলিশ পারেন না? সি. আই. ডি. বা সাধারণ পুলিশের এসব ব্যাপারে দৃষ্টিপাত হয় না, যেমন হয় গোপনতম রাজনৈতিক ব্যাপারগুলিতে! কারণ এসব সাক্ষ্য-প্রমাণের তেমন প্রয়োজন হয় না, চাকরীও বজায় থাকে। পুলিশকে. রাজনৈতিক অপরাধ ছাড়া, অন্য সব অপরাধীকে ধরিয়া দিলে, বেশ ধরিতে পারে এবং তখন ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়াও আনিতে পারে, কিন্তু নিজের চোখে দেখিয়া, নিজের হাতে ধরিতে, তেমন অভ্যস্ত হয় নাই, কারণ তাহাদের ডিউটি বড় কড়া!!! এসব ডিউটির বাহিরে কিনা?

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

অডিটারের হিসাবে গত বৎসর দীপালী (ইংরাজী ও বাংলা)র সাপ্তাহিক প্রচার—১৩,৩০৩ সংখ্যা

দীপালী

স্থাপিত - ১৯২৯

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যা

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা : : টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ : : টেলিগ্রাম—DIPAL

১২শ বর্ষ VOL. XII. | ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ NOVEMBER 28, 1940. | ৬শ সংখ্যা No. 4

১৯৪১ সালের নব-কলেবর দীপালীর বিস্তারিত নিয়মাবলী ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন।

*

"ছুটীর ঘণ্টার" নিয়মাবলী আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

*

২রা জানুয়ারী ১৯৪১ তারিখে দীপালীর নব-বর্ষ সংখ্যা বাহির হইবে।

গান

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কাল সকালে এ-ফুল আমার
শুকিয়ে যাবে যবে
গন্ধ ভুলে হয়ত সবাই
কাঁটার কথাই কবে।
ছোট্ট দীপের ছোট্ট শিখায়
যেটুক্ আলো আজ এ বিলায়
আলো ভুলে কালকে সবার
কালিই মনে রবে॥

সাজাই যে এই গানের ডালা
এত পরাণ পণে—
কাহার লাগি? কে জানে সে
কোথায় সঙ্গোপনে!
জানি এ-গান সবার হিয়ায়
ভুলবে না সুর নূপুর-লীলায়;
অনেক মাঝে আছে অনেক
সেজন বুঝে লবে॥

বাউল জীবনের আদর্শ

—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাশ, এম-এ

সামাজিক, রাজনৈতিক আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনে সমস্ত বিষয়ের ভিতরই ওলট-পালট হওয়া সম্ভব। এইপ্রকার আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনে বাউল সাধনার ভিতরও অনেক স্থলে বিকৃতি থাকিতে পারে। তাই বলিয়া আমরা ইহাকে ঘৃণা বা অবহেলা করিতে পারি না। ইহার মধ্যে যেটুকু সারবস্তু পাওয়া যায়, তাহা আমরা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারি। বাংলার বাউল-জীবন আধ্যাত্মিক-ভাবসম্পদে পরিপূর্ণ। বাউলদের জীবনে পবিত্রতা, সরলতা, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি উচ্চ আদর্শের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বিশ্বের যে কোনও ধর্ম্ম সাধনার সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে। বাউলদের কাছে স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ, নীচ ভেদ প্রভৃতি কোনও প্রকার সংকীর্ণতা বা নীচতার স্থান নাই। বাউলের মতে পার্থিব জগতে এই ধরণের ভেদাভেদ বুদ্ধি সম্পূর্ণ মিথ্যা, অসার।

বাউলের জীবন-যাত্রায় আচার অনুষ্ঠানের একটা বিশেষ স্থান নাই। বাউল মতে আচার অনুষ্ঠান হইল সম্পূর্ণ বাহ্যিক, ইহা জাগতিক ব্যাপার। আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে বাউলের নিকট মনের উদার ভাবই শ্রেয়ঃ। বাউলের নিকট মনের প্রাণখোলা উদারতা হইতেছে একটি অমূল্য সম্পদ। মনের সংকার্ণতা বা ক্ষুদ্রতা মানুষের সাধন-মার্গের একটি বড় অন্তরায়। মনের সংকীর্ণতা দূর না করিতে পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক জগতের সত্য ও মর্ম্ম উপলব্ধি করার জন্য বাউল সংকীর্ণতা পরিহার করে।

বাউলের জীবনব্রত হইতেছে মানুষের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপন করা। এই ঐক্য বাহ্যিক নয়, ইহা হইল আন্তরিক। জাগতিক আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা এই ঐক্য সম্ভব নয়, কারণ আচার অনুষ্ঠানই বিভেদের সৃষ্টি করে। ভাব ও সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া উদার চিত্তে সাধন-ভজন করিলে শুধু যে ঐক্য সংস্থাপিত হয়, তাহা নয়, একটা অপূর্ব্ব বিশ্বজনীন ভাবেরও সৃষ্টি সংঘটিত হয়। বাউল বলেন, আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা সত্য ও ভাবের শিক্ষা প্রচারিত হইলে তাহাতে বাধাই সৃষ্টি হয়, মুক্তি আসে না—মুক্তি যদি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে উদারতার পথই গ্রহণ করিতে হইবে। বাহিরের বিভেদ বিচ্ছেদ ত্যাগ করিতে না

আগামী নববর্ষ হইতে

সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের

অতি আধুনিক সমাজের রসঘন কথাচিত্র

বহ্নিবলয়

দীপালীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবে

পারিলে, অন্তরের ঐক্যের সত্য অনুভূত হইবে কি করিয়া? মানুষের অন্তরে গুরু বাস করেন জ্ঞানের প্রদীপ লইয়া। উদারতা ও সত্যের দৃষ্টিতে ইহা প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয়। অন্তরের এই গুরুটাই হইলেন পরম মানুষ। চণ্ডীদাসের কথায় বলিতে হয়—"শুনহ মানুষ ভাই। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

বাউলের প্রধান লক্ষ্য হইল বিশ্বপ্রেমের প্রচার করা। শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, বর্ণে-বর্ণে, জাতিতে-জাতিতে, ভেদ-বৈষম্যবুদ্ধি বাউল স্বীকার করেন না। সর্ব্ব জীবের মধ্যে প্রেম ও মৈত্রীর সংস্থাপনা উদ্দেশ্যে বাউল আত্মহারা।

মানুষ অহঙ্কারের বশে, স্বার্থের বশে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহার চৈতন্য হয় অবরুদ্ধ। তাহার অন্তরে সত্যের বিকাশ অপরিণত। এইরূপ মানুষের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। তাই বাউল সত্যের আশ্রয়ে আপনাকে প্রকাশ করেন। প্রত্যেক জীবকে নিঃস্বার্থপরভাবে আপনার মত করিয়া দেখাতেই সত্যের প্রকাশ—এইরূপে সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিলে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব স্বতঃই প্রকাশিত হয়। মানুষ আপনার মহিমায় দেদীপ্যমান হইতে পারে।

বাউলের জীবনে, বসন-ভূষণের প্রয়োজন নাই। বসন-ভূষণ বাহিরের জিনিষ, অন্তরে ইহার স্থান কোথায়? বসন-ভূষণের বিলাস মানুষের মনে অহঙ্কার জাগায়। বাউলের পোষাক অতি সাধারণ, সামান্য। বাউল কেশের প্রসাধন পর্য্যন্ত করেন না, বরং দেহের কেশরাশি রক্ষা করেন।

বাউল বলেন, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগুলিকে সব সময়ে করতলগত করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে, মুক্তির পথে অনেক অন্তরায় জুটিবে। মনকে যদি নিত্য মুক্ত না রাখা যায়, তাহা হইলে মনে সত্যের ঐক্য স্থান পাইবে কিরূপে? কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে বশীভূত করিতে পারিলে সহজেই মুক্তি পথে শাশ্বত সত্যের দর্শন মিলে। বাউল বলেন অক্রোধের সহায়তায় ক্রোধকে জয় করিতে হইবে। ক্রোধে কেহ জয়ী নয়, অক্রোধেই মানুষ জয়ী হইতে পারে। বাহুবলের আশ্রয়ে ক্রোধকে বা প্রতিহিংসাকে জয় করিয়া কখনও শান্তি মিলে না, ক্ষমাতেই শান্তি সম্ভব। ক্রোধকে আপনার করতলগত করার জন্য বাউল-গুরু সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান, বাউল বলেন, কর্ম্মত্যাগে মুক্তি আসিবে না, মুক্তি আসিবে সেবার ভিতর দিয়া আত্মসুখ বর্জ্জনে। রাগদ্বেষ বর্জ্জনেও মুক্তি আসে না, মুক্তি আসে সর্ব্ব জীবের প্রতি অপরিমেয় বিশ্বমৈত্রীর সাধনায়। বাউলের অহঙ্কার নাই, বাসনা নাই। বাউল প্রেরণা লাভ করেন গুরুপ্রদর্শিত চৈতন্য আলোক হইতে, মানুষী চেতনা হইতে নয়।

১৯৪১ (ত্রয়োদশ বর্ষ) হইতে দীপালীর নব কলেবর

প্রতি সাধারণ সংখ্যা দুই আনা

ভারতবর্ষে :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৬৲ ছয় টাকা।

„ ষাণ্মাসিক চাঁদা—৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকা

(বৎসরের প্রথম অথবা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা বা মাস হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না)

„ ত্রৈমাসিক চাঁদা—২৲ দুই টাকা।

(বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ্চ, ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন, ১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাস ধরা হয় এবং এইভাবেই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয়।)

নমুনা প্রতি সংখ্যা—৵১০ দশ পয়সা।

বর্ম্মায় :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৯৲ নয় টাকা।

„ ষাণ্মাসিক চাঁদা—৫৲ পাঁচ টাকা।

„ ত্রৈমাসিক চাঁদা—৩৲ তিন টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—৵০ তিন আনা।

নমুনা প্রতি সংখ্যা—।০ চারি আনা।

ভারতবর্ষের বাহিরে :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—১০৲ টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—।০ চারি আনা।

নমুনা প্রতি সংখ্যা—।৵০ পাঁচ আনা।

*

পুরাতন সংখ্যার মূল্য সর্ব্বত্র নূতনের দেড়গুণ এবং ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। সম্পূর্ণ সেটের মূল্য, বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদার সমান। বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক সেট রেলওয়ে পার্শেলে বা ডাকে পাঠান হয়। সেটের মূল্য ও ডাকমাশুল অগ্রিম দেয়, ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না।

ইংরাজী ১৯৪১ সাল অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে দীপালী বর্দ্ধিত আকারে, আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য আরও নূতন নূতন বহুবিধ সেবা-সম্ভার লইয়া সুদৃশ্য চিত্রাবলী ও প্রচ্ছদপটে পরিশোভিত হইয়া, আপনাদিগকে অভিবাদন করিবে

*

পাঠক-পাঠিকাগণ :—

দীপালীর পাঠক-পাঠিকাগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে কাগজ, কালি এবং ছাপাখানাসংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা হেতু গত ১৫ মাস কাল আমরা বহু ক্ষতি সহ্য করিয়াও দীপালীর মূল্য বৃদ্ধি করি নাই অথবা ইহার কলেবরও খর্ব্ব করি নাই। আমাদের বহু গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পৃষ্ঠপোষকগণ, দীপালীর মূল্য বৃদ্ধি করিয়া কাগজের উৎকর্ষ সাধন করিতে বহুদিন হইতেই আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু আমরা এ যাবৎ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। ইয়ুরোপে কাগজের মূল্য ঠিক রাখিতে গিয়া, তাঁহারা কাগজের আকার করিয়াছেন ৪ বা ৬ পৃষ্ঠা। আমাদের ভারতবর্ষেও দৈনিক এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা, মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পত্র-সংখ্যা কমাইয়াছেন। আকার কমাইয়া, কেবলমাত্র সংবাদ সরবরাহ করিলেই সংবাদপত্র চলিতে পারে, কিন্তু দীপালীর মত সর্ব্ব-বিষয়ক ও জনপ্রিয় পত্রিকার আকার কমাইয়া মূল্যহার অপরিবর্ত্তিত রাখিতে গেলে পত্রিকাখানিকে একেবারেই অব্যবহার্য্য করিয়া তোলা হইবে। মহিলাদের জন্য "নারীলোক" এবং কিশোরদের জন্য "ছুটির ঘণ্টা" প্রভৃতি 'দীপালীর' বিশেষত্ব এতদ্দ্বারা একেবারে ব্যর্থ হইবে।

দীপালী সাহিত্য শিল্প ও মহিলাদিগের এবং কিশোর কিশোরীদেরও সেবায় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। গত শারদীয়া সংখ্যা হইতে ছেলে মেয়েদের জন্যও একটী বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং শিল্প-সাহিত্য রচনায় যশস্বী লেখক শ্রীযুক্ত দাদাভাই মহাশয় এ বিভাগটি পরিচালনা করিতেছেন। কাজেই, দীপালীর উত্তরোত্তর পত্রসংখ্যা বৃদ্ধিরই প্রয়োজন ঘটিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে, কারণ দীপালীতে আরও নব নব বহু বিষয়ের অবতারণা করিবার কল্পনা আমাদের আছে।

দ্বিতীয়তঃ, চিত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কল্পনাও আমাদের আছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য দীপালীর বর্ত্তমান আকার রক্ষা করাই যখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ সংস্কার ও উন্নতি কিরূপে সম্ভব?

উত্তরে আমরা বলি যে, ইহা সম্ভব, এবং এ-সম্ভাবনা আমরা আশা বাংলার সাপ্তাহিকজগতে জনপ্রিয়তার দর্পাসনে বসাইয়াছেন, একমাত্র দীপালীর সেই পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার আশাতেই আমরা আগামী বর্ষ (ইং ১৯৪১ সাল) হইতে দীপালীর আকার, পত্রসংখ্যা ও চিত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত করিলাম।

আমরা মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পত্রসংখ্যা কমাইবার পক্ষপাতী নহি, কাজেই পত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে—সেবার পরিমাণও বৃদ্ধি করিয়া যদি সামান্য মূল্য বৃদ্ধি করি,—তাহা হইলেই মনে হয় দীপালীর অস্তিত্ব সার্থক হইবে।

বাংলায় প্রচলিত প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকাগুলির বার্ষিক চাঁদা ছয় টাকা ও প্রতি সংখ্যার মূল্য যখন আট আনা, তখন সাপ্তাহিক দীপালীর এক মাসের অর্থাৎ চারি সংখ্যার বিষয়বস্তু, ছবি ও আকারের পরিমাণ, মাসিক পত্রগুলির অপেক্ষা যখন বেশী বই কম কিছুতেই হইবে না, তখন ইহার মূল্যও প্রতি সংখ্যা দুই আনা ও বার্ষিক চাঁদা ৬৲ ছয় টাকা আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রার্থনা করিতে পারি। মাসিক পত্রিকাগুলির যাঁহারা পাঠক ও গ্রাহক, তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ আমরা নিশ্চয়ই আশা করিতে পারি।

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ :—

ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহক হইলে চাঁদা কিছু বেশী পড়ে, সেইজন্য একেবারে বার্ষিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়াই সুবিধাজনক। ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক গ্রাহকগণ পরে বার্ষিক গ্রাহক হইতে চাহিলে পূর্ব্বপ্রদত্ত ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক চাঁদা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা লওয়া হইবে না। গ্রাহকগণ বিশেষ সংখ্যাগুলি অর্থাৎ শারদীয়া, নববর্ষ প্রভৃতি বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক চাঁদার মধ্যেই পাইবেন। ইহার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইবে না।

এজেণ্টগণ :—

এজেণ্টগণ, এখন হইতেই এজেন্সী-ম্যানেজারের সহিত তাঁহাদের সাপ্তাহিক সরবরাহ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিবেন; নচেৎ নববর্ষ হইতে আমাদের নূতন ব্যবস্থানুযায়ী কাগজ সরবরাহ প্রভৃতিতে

"আমার ধারণা ছিল টাকা না থাকলে টাকা জমানো যায় না। কিন্তু আমিও এখন টাকা জমাচ্ছি এবং আপনিও তা পারেন। বিশেষ কিছুই নয়। যে কোন পোষ্ট অফিসে গিয়ে একটি ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট কার্ড চেয়ে নিন্—বিনামূল্যে পাবেন। আপনার সুবিধা ও সুযোগমত যখন যেমন পারেন ডিফেন্স্ সেভিং ষ্ট্যাম্প কিন্‌তে থাকুন। চল্লিশটা ষ্ট্যাম্প হ'লেই আপনার কার্ড ভর্ত্তি হ'বে এবং এই চল্লিশটি চার আনা মূল্যের স্ট্যাম্পের বদলে যে কোন পোষ্ট অফিস থেকে আপনি একটি দশ টাকার ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট পাবেন। এই সার্টিফিকেট আপনার জন্য টাকা উপায় করতে থাক্‌বে এবং দশ বছর পরে এই ১০৲ টাকার সার্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে আপনি তের টাকা ন-আনা পাবেন। উপরন্তু এই টাকার উপর ইনকাম ট্যাক্স নেই।"

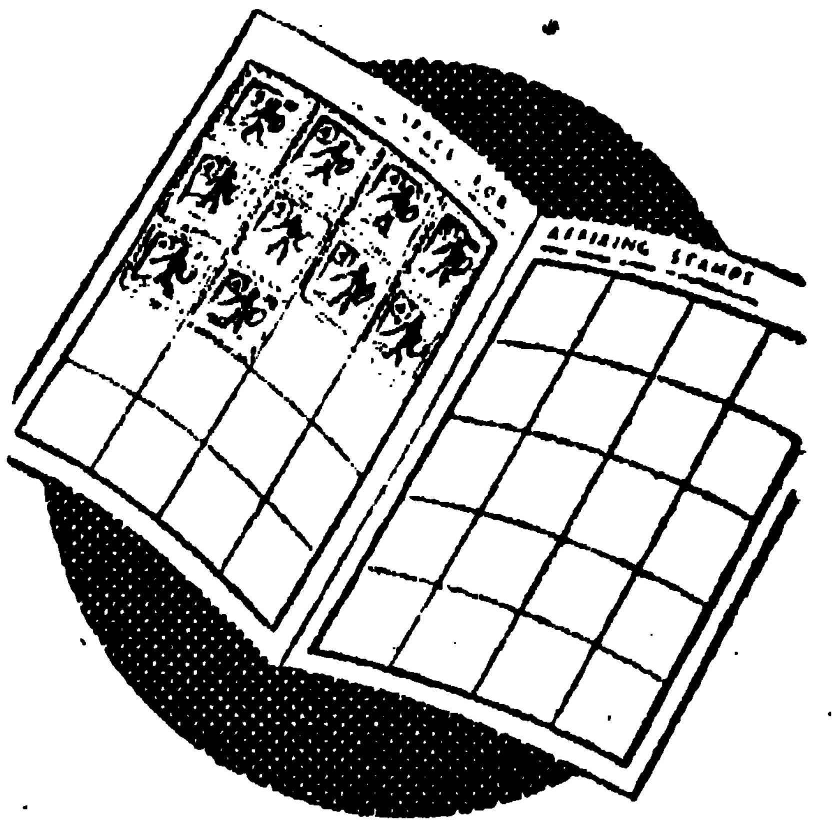

"সত্যি টাকা জমাবার এ-একটি সুন্দর উপায়। এ ভাবে আমিও নিশ্চয় সঞ্চয় করতে পারি। বস্তুতঃ যে কোন লোকের পক্ষেই এ ভাবে টাকা জমানো অত্যন্ত সহজ ও নিরাপদ।"

ডিফেন্স্ সেভিং সার্টিফিকেট কিনুন

টাকা খাটাবার সব চেয়ে নিরাপদ উপায়

দীপালী

১২শ বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা

২৮শে নভেম্বর, ১৯৪০

শ্রীমতী কানন দেবী

ইঁহার নবতম ছবি "অভিনেত্রী" আগামী শনিবার রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করিবে।

দীপালী

১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

THE BOYS' OWN LIBRARY
Regd. No. 1003

মেট্রোর নূতন ছবি "Susan and God"-এ নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় ফ্রেডরিক মার্চ ও জোন ক্রফোর্ড।

ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের হাস্যরসাত্মক গীতিমুখর চিত্র "The Boys From Syracuse"-এর একটি দৃশ্যে রোজমেরী লেন, আইরীন হার্ভে ও অ্যালান জোন্স। পারিবারিক জীবনে আইরীণ হার্ভে অ্যালান জোন্সের পত্নী।

*

শ্রীমতী রেখা দে

ইনি চিত্র-জগতে নবাগতা। ইন্দ্র মুভীটোনের "শকুন্তলা" ও "রাসপূর্ণিমা" এবং অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রোডাক্শানের "বিজয়িনী"তে ইহাকে দেখা যাইবে।

২৮শে নভেম্বর ১৯৪০

THE BOYS' OWN LIBRARY. Estd. 1903.

মেট্রোর "I Love You Again" চিত্রে উইলিয়াম পাওয়েল ও মার্ণা লয়।

●

জগতের অদ্বিতীয় কার্টুন-নির্ম্মাতা ওয়াল্ট ডিস্‌নের "Snow White and Seven Dwarfs" দেখিয়া আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই উক্ত ছবিখানির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। এইবার তাঁহার নবতম চিত্রাবদান "Pinnochhio" সকলের মনে বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিবে। উপরের ছবিখানিই হইল "Pinnochhio"র।

*

বোম্বায়ের ন্যাশনাল ষ্টুডিওর দ্বিতীয় ছবি "ছোট বউ" বা "সংস্কার"-এর নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী রোজ প্রাণস্পর্শী অভিনয় করিয়াছেন।

Y.M.I. ... LIBRARY. Estd. 1909. No.........

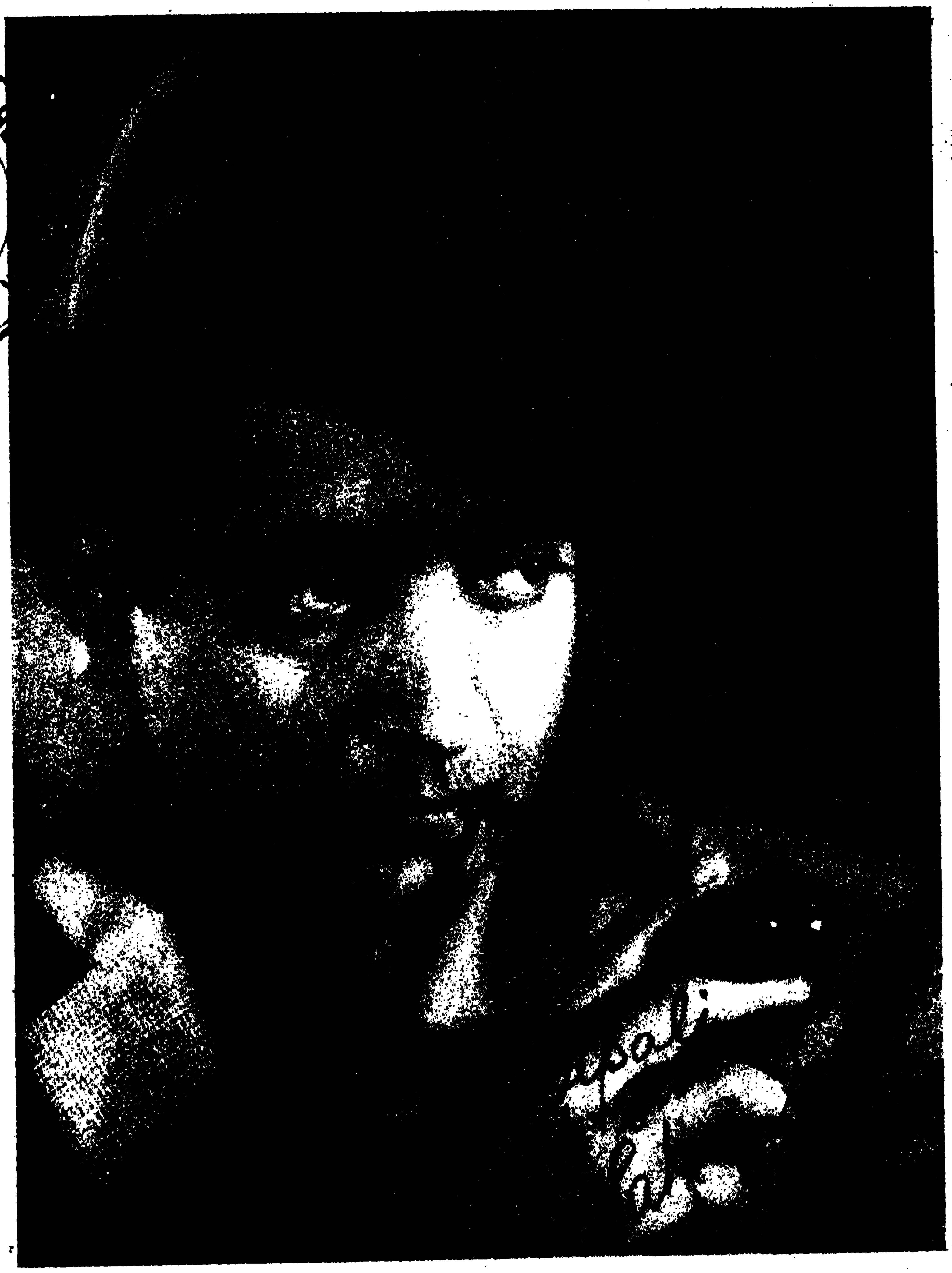

পাহাড়ী সান্যাল

নিউ থিয়েটার্সের নবতম চিত্রাবদান "অভিনেত্রী"তে ইনি অপূর্ব্ব অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

গল্প

মালতীর আত্মহত্যা

—শ্রীনিরাপদ চক্রবর্তী

গিরীশ পার্কের উত্তরে—

বিবেকানন্দ রোডের ঠিক ওপারে, ফুটপাতের উপর আধুনিক ধরণের দু'তলা বাড়ী। ওরই গাড়ী-বারান্দার নীচে পায়চারী ক'র্ছে, ফর্সা লম্বা চেহারার এক ভদ্রলোক,—হাতে একটা কড়া বর্মা চুরুট।

ভোঁ করে একটা 'ভক্স' মোটর এসে ভদ্রলোকটির সামনে দাঁড়ালো।

—হ্যালো রাজেনবাবু?

—কে বাসন্তী?

—হ্যাঁ, পারুল বোধ হয় যাবে না। তার নিজের বিশেষ মত নেই, তা'ছাড়া ডিরেক্টর মশাইও তার ছুটী গ্র্যাণ্ট করেন নি,—'ভয়ঙ্করী' পিকচারের নাম ভূমিকায় বুধবার দিন তার অভিনয় আছে বলে বোধ হয়।

—অলরাইট্, কোন ক্ষতি হবে না। তুমি আর আমি। হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে রতুদা'ও যাবেন; এই দেখ, চিঠি দিয়েছেন।

—ওঃ, বেশ, ভালই হবেত তা'লে···

মুখের সামনে খানিকটা ধোঁয়ার জাল সৃষ্টি করে রাজেন বল্লে—A nice jolly chap; বেশ সুখে দিনগুলো কাটবে রতুদা' থাকলে।

হাসতে হাসতে বাসন্তী বল্লে,—ভেতরে আসুন, লেকে একবার ঘুরে আসি···

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রাজেন জবাব দিলে,—দেখছো, এদিকে সাড়ে পাঁচটা যে বাজে—

স্মিতমুখে বাসন্তী বল্লে,—এখনও ফেলে ছড়িয়ে তিন ঘণ্টা সময় আছে। তা'ছাড়া ওখানে আমার একটা জরুরী কাজ আছে, না গেলেই নয়।

রাজেন হাতের বর্মা চুরুটটায় একটা লম্বা টান দিয়ে সেটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্রতপদে গাড়ীর দরজার কব্জিটা ডান হাতে ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো। মোটরটা অস্বাভাবিক রকমের ঘর্ ঘর্ শব্দ করে উঠলো। তারপর তীরবেগে ছুটে চল্লো চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে।

বিলিতি পোষাকে সেজেগুজে ওরা চলেছে—রাত্রি পৌনে ন'টার সময় ডেরাডুন্ এক্সপ্রেস্ হাওড়া ষ্টেশন ছাড়লো। সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টে ইলেক্ট্রিক ফ্যান্ খুলে দিয়ে সামনা-সামনিভাবে ওরা দু'জনে শার্সির দিকটায় ব'সেছে। কোটের পকেট থেকে চিরুণীখানা বার করে ব্যাক্-ব্রাস্ করা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে রাজেন বল্লে—তা'হলে আমরা চল্লুম pleasure tripএ!

মুখ টিপে হাসতে হাসতে বাসন্তী বললে, সত্যি বলতে কী, অবসরমত একটু না বাইরে বেরুলে মনটা যেন কেমন নিরুৎসাহ হয়ে যায়। এবার কিন্তু আমাদের মাস দুই হাজারীবাগে কাটাতে হবে।

পকেট থেকে সিগারেট-কেস্ বের করে রাজেন একটা সিগারেট ধরালে, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে—নিশ্চয়ই তা'ছাড়া রাঁচি, গিরিডী এগুলোও বাদ যাবে না।

বাসন্তীর রক্তিম অধরে মৃদু হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল, বললে—দেশ ঘুরতে বেশ আমোদ লাগে······

বাসন্তীর এরূপ মিষ্ট হাসির প্রসাধনে রাজেনের জার্ম্মাণী ভ্রমণের কাহিনীটা বলার কৌতূহল অতিমাত্রায় বেড়ে গেল। সে বললে—জার্ম্মাণীর সপ্তশৈলের যে দৃশ্য আমরা দেখিছি সে মুখে বলে শেষ করা যায় না। কি নাইস্ সিনারী, প্যারিস নর্থ-ষ্টেশন থেকে আমরা ৮টার এক্সপ্রেসে প্যারিস ছেড়েছিলুম। বেলা প্রায় ৩টার সময় বেলজিয়মের সীমানা পার হয়ে আকেনে পৌঁছালাম। শার্সিরয় ষ্টেশনে বেলজিয়মের পুলিশ আমাদের পাসপোর্ট চেক্ করলে। আকেনে যখন হাজির হলুম নীল সার্জের পোষাকী জার্ম্মাণ পুলিশ আমাদের গাড়ীতে উঠলো। তাদের চাল-চলনে বেশ একটা বৈশিষ্ট্য আছে, মুখে determinationএর একটা ভাব আছে। ষ্টেশনে নেমে, অফিসে গিয়ে আমাদের সঙ্গে যা' টাকাকড়ি ছিল সেগুলি দেখিয়ে আসতে হলো। বেলা আন্দাজ' ৪টায় কলোনে পৌঁছুলাম। প্রকাণ্ড ষ্টেশন, —পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন—হরেক রকমের জার্ম্মাণ দেশীয় ফুল ও লতার গাছ। সেখান থেকে গিয়ে উঠলাম Baseler Hof Hospiz হোটেলে। এই হোটেলের অনতিদূরে রাইন নদী;—জার্ম্মাণীর সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বের জিনিষ, কলোনের ঠিক পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেখানে আবার কতকগুলো দ্বীপ সৃষ্টি হওয়াতে নদীর জল পৃথক হয়ে গেছে। পরদিন রাইন নদী পার হয়ে সুন্দর রাস্তায় ২৪।২৫ মাইল অতিক্রম করে Bohn সহরটী দেখতে গেলাম। যিনি ইয়োরোপীয় সঙ্গীত প্রতিভায় জগদ্বিখ্যাত, সেই বিটোভেনের জন্মভূমি ওই 'বোন্' সহর। রাস্তার ধারেই বিটোভেনের বাড়ী। আমরা বাড়ীর ভেতর ঢুকলাম। ফটকের ধারে বিক্রী হচ্ছিলো বিটোভেনের ছবি। আমরা

কোনও ছবি বা ফটোগ্রাফের মূল রূপটিই যদি ব্লকে না রূপায়িত হয়, তাহা হইলে ব্লকের সার্থকতা কোথায় ?

আমরা কিন্তু তাহা করি !

আমাদের ব্লক নির্ম্মাণ বিভাগ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামে সমৃদ্ধ বলিয়া অত্যন্ত অল্প সময়ে মূলানুরূপ ব্লক আমরা করিতে পারি।

আমাদের কর্ম্মিগণ

সুদক্ষ ও এই ব্লকের কার্য্যে বহুদিনের অভিজ্ঞ বলিয়া আমাদের তৈরী ব্লক সর্ব্বত্র সমাদৃত। এই সব কারণেই আমাদের কাজ এত পছন্দসই, উচ্চ শ্রেণীর এবং উৎকৃষ্ট।

আমাদের তৈরি ব্লক মূলের সহিত বেশ করিয়া মিলাইয়া দেখুন, দেখিবেন, মূলের আলো-ছায়া সর্ব্বত্র সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হওয়ায় এ ব্লকের ছাপা মূল বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

ব্লক নির্ম্মাণের বোধ হয় ইহাই শেষ কথা

আমাদের নিকট ব্লক করাইয়া নিজে উপলব্ধি না করিলে, আমাদের ব্লকের শ্রেষ্ঠত্ব আপনার ঠিক বোধগম্য হয় না।

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

ফোটো এনগ্রেভার্স, আর্ট প্রিণ্টার্স, প্রেজেনটেসন কার্ড ম্যানুফ্যাক্চারার্স

ফোন : বি, বি, ৩৯৬২ ৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা টেলিগ্রাম : MEZZOTINT

কিন্তু ছবি কিনলাম না; বরাবর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। একটা ঘরে বিটোভেনের মূর্তি, তার পাদপীঠে প্রস্তরের অলিভপত্রের মালা। তারপর সেখান থেকে প্রায় ১৫ মাইল দূরে Seven Mountains। পাহাড়ের উপর পিটার্সবার্গে হোটেলে, প্রায় হাজার ফুট অতিক্রম করে গিয়ে উঠলুম। কি মনোরম দৃশ্য! চারিদিকে পাহাড়ের সারি, দূরদিগ্‌বলয়ে বিলীন হয়ে গেছে! একটা চাঁদোয়ার নীচে বহু চেয়ার ও টিপয় পাতা ছিলো, যেখানে তার নাম হচ্ছে কোনিগস্ উইন্টার। সপ্তশৈল নয়—ভূস্বর্গ! উহার মাথায় উড়ছে জার্ম্মাণীর লাল পতাকা, তাতে আছে 'স্বস্তিকা' চিহ্ন আঁকা। আর রাইন নদীর রজত রেখা ওরই পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে বহুদূরে চলে গেছে!

বাসন্তী অপলক নেত্রে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। ঠিক সেই সময় রুদ্রগম্ভীর শব্দ করে গাড়ী এসে থামলো বর্দ্ধমান ষ্টেশনে। গল্প থামিয়ে রাজেন ক্ষিপ্রগতিতে প্লাটফর্ম্মের ধারে নেমে পড়লো। মুখের দু-পাশে হাতের চেটো দুটো আড়াল দিয়ে চীৎকার করে উঠলো—রতুদা,'...ও রতুদা'......।

মাথায় হ্যাট, পরনে Short ও hose, পায়ে বুট, হাতে রাইফেল, গলায় দুলছে এক Binocular, কোমরের Beltএ একটি Cartridge Bag ও Thermoflacs;—সঙ্গে ছেলেরা, স্ত্রীর হাত ধরে রতুদা' সামনে এসে দাঁড়ালেন।

রাজেন চমকে উঠে শুধালে, আরে, আরে, একি ব্যাপার......!

বিষণ্ণ গম্ভীর বদনে রতুদা' জবাব দিল—মসীজীবির জীবনের দিনস্থিরতা নাই ভাই! দরখাস্ত করলুম ছুটীর জন্যে, তার বদলে উল্টো চাপ—ট্রান্সফার করলে রাঁচি।

—সমালোচনাটা পরে হবে, গাড়ীর জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে বাসন্তী বললে—ওরা তাড়াতাড়ি অমনি গাড়ীতে এসে বসলো।

গার্ডের হুইসেলের সঙ্গে ডেরাডুন্ এক্সপ্রেস্ আবার চলতে সুরু করল—হুস্—হুস্—হুস্......

অষ্টম দিনের রাত্রি—

যে জায়গাটায় ওরা এসে বাসা করে আছে,—জায়গাটা পার্ব্বত্য অঞ্চল হলেও পাহাড় ছিল মাইল দেড় তফাতে। তবে, ওদের ঘরের জানালা দিয়ে ধূসর 'ক্যাবারী হিলের' চূড়াটা দেখা যায়। দু'চারটে বসতিও সেখানে আছে।

রাত আন্দাজ দু'টো হবে। তখন—

বাহিরে সুরু হয়েছে প্রকৃতির প্রচণ্ড লীলা। কালো মিশমিশে আকাশ থেকে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানিতে চারিদিক কেঁপে উঠছে। ঝড় আর মেঘের গর্জ্জনে সুরু হয়েছে ধ্বংসের মুহূর্ত।

সহসা—

বাহিরে দরজার গায় জোর শব্দ শোনা গেল। কে যেন প্রাণপণে মুহুর্মুহুঃ করাঘাত করে যাচ্ছে।

চমকে উঠে বসে কাণ পেতে বাসন্তী বললে—এ কী রাজেনবাবু? কে যেন...?

রাজেনও ব্যাপারটায় বিশেষ আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছে। সম্পূর্ণ ভীত না হলেও ব্যাপারটা তার কাছে নেহাৎ অস্বাভাবিক ঠেক্‌লো। তা' ছাড়া এই নিশীথ রাতে...। বাইরের এমন দুর্য্যোগে...

বাসন্তী কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে—ডাকাত নয় তো...?

রাজেন গম্ভীরভাবে জবাব দিলে—অসম্ভব কি? এসব দেশে ডাকাতি তো প্রায়ই ঘটে...!

দরজার আঘাত ক্রমে প্রবলতর হ'য়ে উঠলো। রাজেন রিভলভারটা হাতে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে ব'ল্‌লে—তাইতো, সন্দেহজনক ব'লে মনে হ'চ্ছে!

বাসন্তী এগিয়ে এসে তার হাত ধরে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে—তুমি যেওনা রাজেনবাবু, দরজা খুলো না...।

বাধা দিয়ে রাজেন ব'ললে—তুমি পাগল হ'য়েছ বাসন্তী? আগে দেখে নি' ব্যাপার কী? ভয় কিসের, বিপদে পড়বার আগে রিভলভারটা তো আছে...

ত্রস্তপদে এগিয়ে গিয়ে দরজার পাশের জানালাটা একটু খুলে দেখলে যে তাদের আতঙ্কের কিছুই নেই। বাইরে দাঁড়িয়ে এক পোষাকী-বাবু। জামা কাপড় তার সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। রাজেন বুঝলে, বাইরের এই ঝড় জলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হ'য়ে এখানে আশ্রয় নিতে চাইছে লোকটা। রাজেন শুধালে—কে?

তীব্র গলায় উত্তর এল—'জাতবেদাঃ।'

দরজার খিল খুলে রাজেন বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—গোমস্তাদা', এমন অসময়ে! আসুন, ভেতরে আসুন!

র‍্যাকেট থেকে একখানা তোয়ালে টেনে নিয়ে বাসন্তী গা মুছতে দিলে। জাতবেদাঃ বিমূঢ় দৃষ্টিতে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলেন।

রাজেন বিস্মিত হ'য়ে বললে—একি আপনি যে দাঁড়িয়ে আছেন!

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উন্মাদের মত বিকট হাস্যে জাতবেদাঃ গর্জ্জে উঠলেন—হাঃ হাঃ হাঃ...নোতুন সংসার—নোতুন সংসার...!

রাজেন থতমত খেয়ে অনেকটা জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে বাসন্তীর দিকে তাকালো। অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! বাসন্তীও চমকে উঠলো যেন। আতঙ্কে তার কণ্ঠস্বর ভারী হ'য়ে এল, বললে—কি হয়েছে গোমস্তা বাবু......

দাঁতের উপর দাঁত টিপে জাতবেদাঃ বললেন—কালের নিষ্ঠুর পরিহাস—অবশার আশাময় জীবনের শান্তি রে......শান্তি...

আতঙ্কের চেয়ে বিস্ময়টাই হ'য়ে উঠলো

রাজেনের বেশী। বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে জিজ্ঞাসা ক'রলে—কি হ'য়েছে বলুন শীগ্‌গির? জাতবেদার ক্রুদ্ধ চোখ দু'টো থেকে যেন ক্রমাগত আগুনের 'গোলা ছিটকে প'ড়্‌ছে।

একটা দুর্দান্ত আক্রোশে জাতবেদাঃ রাজেনের একান্ত সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। হাতে তার একখানা ভোজালী। আলোয় ঝকমক্‌ করে উঠল রাজেনের বুকের উপরটায়। জারবেদার এই অমানুষিক উত্তেজনা, বাইরে প্রবল দুর্য্যোগ, এদিকে রিক্তলতায় হন্তে রাজেন—এই সব দেখে ভয়ে উত্তেজনায় বাসন্তী সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

দৃষ্টি মেলে বাসন্তীর অচৈতন্য দেহটার উপর সে ঝুঁকে পড়ল,—ডাকলে, 'বাসন্তী'?

অর্থহীন বোবা দৃষ্টি মেলে বাসন্তী দু'জনের মুখের দিকে তাকালো—কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখ দু'টো আবার বুঁজে এল নিস্তেজভাবে।

পকেট থেকে একখানা ভিজে খবরের কাগজ বার করে জাতবেদাঃ ছুঁড়ে দিলেন রাজেনের সামনে। বললেন—সন্ধ্যে বেলায় পাহাড়ের নীচে ও'খানা কুড়িয়ে পাই। পাতার পর পাতা খুলে যাচ্ছি। হঠাৎ চোখে পড়ল আমার স্নেহময়ী কাঙাল মায়ের আত্মহত্যা! উঃ, বুক বিদীর্ণ করে একটা আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এল। সেইখানে অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে গেলুম। তারপর——; বৃষ্টির শীতল স্পর্শে জেগে উঠে দেখি আমি কোথায়! একটা আশ্রয়ের জন্যে ছুটে এলাম এই বাড়ীটায়। হাঃ হাঃ হাঃ—জাতবেদাঃ উন্মাদের মত বেরিয়ে গেলেন। তার বিকট অট্টহাস্যে গোটা বাড়ীটায় প্রতিধ্বনি ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কাগজটা খুলতেই রাজেনের চোখে পড়লো, বড় বড় অক্ষরে লেখা—"মালতীর আত্মহত্যা।"

রাজেন শিউরে উঠলো। দুর্বিসহ ব্যথায় তার অন্তরকে চুরমার ক'রে দিল। সে দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে—যতক্ষণ না শিরা বেয়ে রক্ত মাথায় উঠলো। তারপর উন্মাদের মত পলায়ন করলো। বাসন্তী চীৎকার ক'রে উঠল: রাজেনবাবু দাঁড়ান—দাঁড়ান!

* * *

রাত তখন অনেকখানি—

অন্ধকার রাস্তা। দু'পাশে ছোট ছোট চালাঘর। বাতাসে থম্‌থম্‌ করছে একটা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে ৩৩ বৎসর কাল সুপরিচালিত, বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ববৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

হিন্দুস্থান-এর

বীমাপত্র সম্পূর্ণ নিরাপদ, সারবান ও লাভজনক

আর্থিক পরিচয়—

(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	২ কোটি	১০ লক্ষের	উপর
মোট চল্‌তি বীমা	১৭ কোটি	টাকার	„
মোট সংস্থান	৩ „	৫৬ লক্ষের	„
বীমা তহবিল	৩ „	১০ „	„
দাবী শোধ (১৯০৭—৩৯)	১ „	৯৭ „	„

বোনাস

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায়— ১৮৲

আজীবন বীমায়— ১৫৲

হেড অফিস— হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

বিশ্রী ভাপ্‌সা গন্ধ। জনবিরল পথে পাগ্‌লের মত চলেছে রাজেন। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রছে। পা দুটো নিতান্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে। টল্‌তে টল্‌তে রাস্তার মোড়-মাথায় এসে দাঁড়ালো। দক্ষিণের পাকা বাড়ীটাই ওর শ্বশুর-ভবন। অবসন্ন মনে তারই ফটকের লাল ধাপিটাতে গিয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে। অতীতের দাম্পত্য-জীবনের ক্লেদ-ক্লিষ্ট অত্যাচার তাল পাকিয়ে ওর চোখের সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে দৃষ্টিটা ঝাপ্‌সা করে তুলল। দেহ তার অসহ একটা বুভুক্ষায় সমাচ্ছন্ন—মনটা বেঁচে থাকবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠছে। রাজেন ধাপিটাতে ব'সে ইতস্ততঃ করে।—চারিদিকে তার নিস্তব্ধ প্রতীক্ষা।

পথে আসতে আসতে তার অন্তরে বহুবার স্ত্রীর প্রতিচ্ছবি জেগেছিলো। এখনও জাগছে। হাত দুটো বাড়িয়ে দিলে সে। বল্‌লে—মালতী ধর, তোমার মত চিরশান্তির পথে নিয়ে চল। বড় কষ্ট পেয়েছ···স্বামীর আশাপথ চেয়ে কত প্রতীক্ষা ক'রেছ। কত আঁতকে উঠেছ···কত কেঁদেছ···তাই স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে আত্মার শান্তি দিয়েছ! সহসা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে রাজেন দেখলে, একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল আর গাড়ী থেকে নাম্‌লেন এক ভদ্রযুবক আর তার পিছনে এক অবগুণ্ঠিতা রমণী। যুবকটী রাজেনের কাছে এসে শুধালে বেশ তীব্র ভাষায়—কে হে?

রাজেন বল্‌ল—তুমি কে?

যুবকের হাতে টর্চ-লাইটটা জলে উঠলো। সে রাজেনকে চিন্‌তে পারল।

—কি দেখ্‌ছো? আমি রাজেন দত্ত। তার···রাজেনের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

অমনি—

সেই অবগুণ্ঠনবতী যুবতী তার পা দুটো জাপটে ধরে কেঁদে ফেললে, বল্‌লে—ওগো, তুমি ফিরে এসেছ······!

পরিস্থিতিটা নিজের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে রাজেন আগাগোড়া ভেবে উঠতে পারছে না। একি উপবাসক্লিষ্ট মস্তিকের বিকার না জীবন্ত বাস্তবতা! জীবনের স্তরে স্তরে গুণ্ডামীর অন্ধকুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যার মত ওর চোখে ধাঁধা দিচ্ছে—ভেবে পাচ্ছে না কোথায় এর আদি আর অন্ত।

পকেটে গোঁজা সেই সংবাদপত্রখানি বার করে বললে—আমার স্ত্রী মরে গেছে আত্মহত্যা করে। এই দেখ তার নিদর্শন, বড় বড় অক্ষরে ছাপা আছে মালতীর আত্মহত্যা!

শচীন টর্চের আলোর সাহায্যে লেখাটা দেখতে দেখতে হেসে উঠলো; বললে—আরে, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। এযে রবিবার সংখ্যার একটা গল্পের নাম 'মালতীর আত্মহত্যা', নীচে লেখকের নাম র'য়েছে—সেটাও দেখনি? তখন শচীন রাজেনের হাত ধরে মৃদু একটা টান দিয়ে বল্‌লে—এস, বাড়ীর ভেতরে এস।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

পত্রলেখা

বিনীত
শ্রীবারিদবরণ মজুমদার,
জনার্দ্দনপুর,
মেদিনীপুর।

(৬০)

মেদিনীপুর অরোরা সিনেমার ব্যবহার

শ্রদ্ধেয় "দীপালী" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় আমার এই ক্ষুদ্র পত্রখানি প্রকাশিত করিলে বড়ই সুখী হইব।

গত ৭ই অক্টোবর "ডাক্তার" চিত্রটি দেখিবার জন্য আমি অরোরা সিনেমায় গিয়াছিলাম। জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহার মেয়ে এবং একটী নাতিকে লইয়া "ডাক্তার" চিত্রটী দেখিবার নিমিত্ত টিকিট ঘরে গিয়া ৩ খানি ৮৹ আনা করিয়া ২।৹ আনা দিয়া টিকিট কাটিয়া সেকেণ্ড ক্লাসের সিটে গিয়া যেমনি বসিবেন এমন সময় Gate Man আসিয়া টিকিট দেখিতে চাহিল। ভদ্রলোক দেখাইলেন, আমিও পাশে ছিলাম, দেখিলাম সে টিকিটগুলি ।৵৹ আনার করিয়া থার্ড ক্লাসের; অথচ ঐ ভদ্রলোক যখন টিকিট কাটেন তখন আমিও টিকিট কাটি, দেখিলাম ভদ্রলোক প্রকৃত ২।৹ আনা দিয়াছিলেন এবং সেকেণ্ড ক্লাস টিকিটের উদ্দেশ্যেই। Gate Man তাঁহাকে সেকেণ্ড ক্লাস হইতে বাহির করিয়া দিল। আমি ব্যাপার দেখিয়া ভদ্রলোককে বলিলাম যে আপনি কি ইংরাজী জানেন না? তিনি বলিলেন, 'না'। আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া টিকিট-ঘরে আসিয়া বলিলাম যে প্রকৃতই ভদ্রলোক ২।৹ আনা দিয়াছিলেন। যদি ভুলবশতঃ ঐরূপ হইয়া গিয়া থাকে, তাঁহারা যেন সংশোধন করিয়া দেন। কিন্তু তাহার ফল ফলিল উল্টো। সেই ভদ্রলোককে সেই থার্ড ক্লাসেই বসিতে হইল। আমি Managerকে ডাকিয়া বলিলাম যে ক্যাস মিলাইয়া দেখুন, কিন্তু তিনিও কোন কেয়ার নিলেন না। তাহা হইলেই ভাবুন, যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদের কাছ হইতে এইরূপ ভাবেই পয়সা ফাঁকি দিয়া উহারা লইয়া থাকেন। মেদিনীপুরের অধিকাংশ লোকই দীপালী পত্রিকা পড়েন, সেইজন্য আপনাদের পত্রিকাতেই এই পত্রটী পাঠাইলাম, কারণ তাঁহারা সকলে পড়িয়া সতর্কতা অবলম্বন করিবেন এবং এই বিষয় কোন ব্যবস্থা করিবেন। আশা করি মেদিনীপুরবাসীদের হিতার্থেও এই পত্রটি অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ

(৬১)

ফ্রি এমব্রয়ডারী প্রতিযোগিতা

মাননীয় "দীপালী" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আমাদের নিম্নলিখিত চিঠিখানি আপনাদের বহুল প্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত করিলে বড়ই বাধিত হইব।

আমরা ২৫শে অক্টোবর তারিখের ৪১শ সংখ্যার "দীপালী"তে আমাদের "ফ্রি এমব্রয়ডারি প্রতিযোগিতার" বিরুদ্ধে অভিযোগ দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত ও চিন্তিত হইলাম। কারণ শ্রীমতী সুপ্রভা কুমারী ছোটরায়, নরনগর, পুরী, হইতে লিখিয়াছেন যে, তিনি একটি এমব্রয়ডারি দুই আনার ডাক টিকিটসহ আমাদের প্রতিযোগিতায় পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম যে উক্ত নামে কোন প্রতিযোগী আমাদের এই ফ্রি এমব্রয়ডারি প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই বা কোন পত্রাদিও লেখেন নাই।

আমরা শ্রীমতী সুপ্রভাকুমারী ছোটরায়কে জানাইতেছি যে তিনি কবে, কোথায় এবং জিনিষটির Regd. নম্বর জানাইলে উক্ত

ফোন ২৭৭৪
বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রতিযোগীর খোঁজ লইবার চেষ্টা করিব। আশা করি আপনি দীপালী পত্রিকা মারফৎ জানাইলে বড়ই বাধিত হইব। নমস্কার ইতি,

বিনীত

শ্রীবলাইচন্দ্র দত্ত (সেক্রেটারী)

৬০নং আমহার্ষ্ট রো,

কলিকাতা।

(৬২)

কবিতা চুরি!

'দীপালী' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার সাপ্তাহিকে গত ৪৩শ সংখ্যায় জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়ের যে গানটী প্রকাশিত হয়েছে—সেটী কিছুকাল পূর্ব্বে আপনারই পত্রিকায় অবিকল প্রকাশিত হয়েছিল। তার লেখিকা সম্ভবতঃ কুমারী মায়া সিং, কারণ আপনাদের হয়তো খেয়াল না থাকতে পারে, কিন্তু আমি সে গানটীর সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত, স্বরচিত সুরে বহুবার বহুস্থানে গীত হয়েছে। এরূপ আপনাদের অজ্ঞাতসারে বহু রচনা আপনাদের পত্রিকায় ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়, এরূপ অবিকল চৌর্য্য-বৃত্তিই কি আধুনিক লেখকদের রীতি? আশা করি সে সম্বন্ধে আপনারা নজর রাখবেন এবং এরূপ প্রকৃতির লেখকদের একটু হুঁসিয়ার করে দেবেন। নমস্কার, ইতি—

শ্রীশরদিন্দু ভট্টাচার্য্য

শ্যামবাজার

কলিকাতা

বাঁকুড়া, পাটপুর রোড, হইতে কুমারী কণক সেনগুপ্তা C/o শ্রীমন্মথনাথ সেনগুপ্ত, ইনিও এই লেখাটির অপহরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। পত্রখানি অযথা দীর্ঘ বলিয়া ছাপা হইল না। —দীঃ সঃ

৬৩

এ্যামেচার ফটোগ্রাফীতে "শরৎ"

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

এ বৎসরের বহু প্রশংসিত শারদীয় দীপালীতে এ্যামেচার ফটোগ্রাফীতে মিঃ ডি, চ্যাটার্জ্জী কর্ত্তৃক গৃহীত "শরৎ" নামক চিত্রখানি সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে উক্ত "শরৎ" নামক চিত্রটি তিনি কবে এবং কোথায় গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত চিত্রটি কোন দেশীয় শরৎকালীন চিত্র? আশা করিতে পারি কি যে চ্যাটার্জ্জী মহাশয় উত্তর প্রদান করিয়া আমার ন্যায় বহু দীপালীর পাঠক পাঠিকার কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন। ইতি—

বিনীত—

শ্রীউমেশ মল্লিক

(পাবলিসিটী অফিসার, বেঙ্গল এ্যামেচার ওয়েট লিফটারস্ এসোসিয়েশন)

কলিকাতা

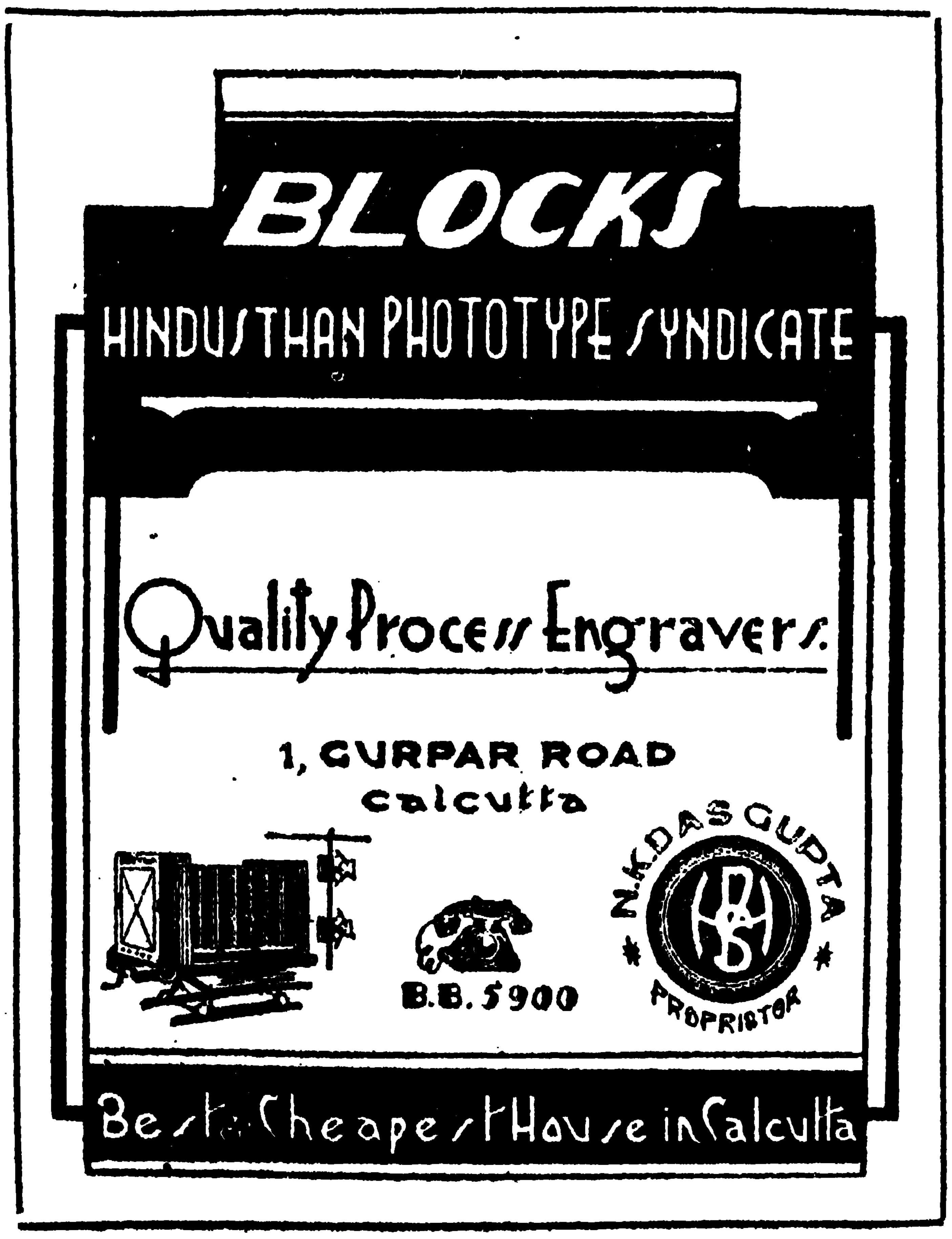

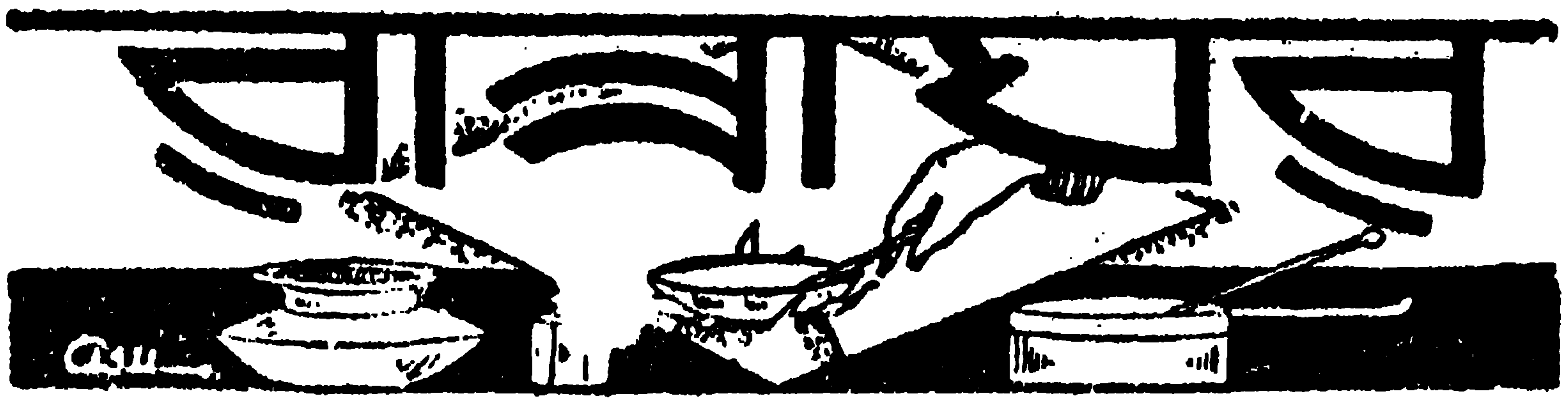

(১৮৫)

রাধাবল্লভী

পরিমাণ মত কাঁচা মুগের ডাল ভিজাইয়া রাখিবেন। পরে বেশ করিয়া বাঁটিয়া তাহাতে একটু নুন ও লঙ্কাবাঁটা দিয়া মাখিবেন। কড়ায় ঘি চড়াইয়া তাহাতে মৌরী ও কালজিরা দিয়া ডালবাঁটা ছাড়িয়া দিন, ঈষৎ লালচে রঙের হইলে নামাইয়া নিন। এই পুর তৈরী হইল। ময়দায় বেশী পরিমাণ ময়ান দিয়া মাখুন, পরে লুচির মত করিয়া বেলিয়া তাহার মধ্যে ঐ পুর দিয়া আর একখানি লুচি উহার উপর দিন এবং বেলিয়া নিন আর একবার খুব আস্তে আস্তে কড়ায় বেশী পরিমাণ ঘি দিয়া লালচে রঙে ভাজিয়া নিন।

শ্রীদীপালী দেবী
কাটোয়া, বর্দ্ধমান

(১৮৬)

কুমড়োর চাটনী

উপকরণ:—একখানি কুমড়ার ফালি, দুইখানি পাতিলেবু ও সামান্য চিনির আবশ্যক।

প্রণালী—প্রথমে লাল কুমড়ার ফালিটাকে তলা উত্তমরূপে ছাড়াইয়া যতদূর সম্ভব কুঁচি কুঁচি করিয়া কুঁচাইয়া লইবেন। কড়ায় তেল দিয়া দুটি সরিষা ও পাঁচফোড়ণ দিতে হইবে ও পরে ঐ কুমড়োগুলি সামান্য লাল করিয়া ভাজিয়া সামান্য জল দিয়া দিবেন। একটু সিদ্ধ হইলে হলুদ লবণ ও চিনি দিয়া উত্তমরূপে নাড়িবেন। কড়া নামাইবামাত্র আন্দাজমত পাতিলেবুর রস দিয়া দিবেন। জুড়াইয়া গেলে ইহা খাইতে অতিশয় সুস্বাদু লাগে।

শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী
কলিকাতা

(১৮৭)

কাসন্দী

উপকরণ—সরিষা, সন্ধব লবণ, লঙ্কা, আদা, জোয়ান, মৌরি, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা, হলুদ, গোলমরিচ, জিরা, কাল জিরা, ধনে।

প্রণালী—সরিষা আধ সের হলে অন্য সব মসলা মিশিয়ে আধ পোয়া শুকনো লঙ্কা (দশ-পনরটী) সব একসঙ্গে ধুয়ে শুকুতে দিন, খুব ভালভাবে শুকুলে ঢেঁকি বা উদখলে গুঁড়া করে নিন। গুঁড়া করবার সময় এক ছটাক সন্ধব লবণ দিবেন। মেটে হাঁড়ী মালসা লাগবে। গুঁড়া হয়ে গেলে ছেঁকে যা বেরুবে সেটা যেন আধ ছটাকের বেশী না হয়, ঐ ছাঁকা জিনিষগুলি পরে লাগবে। এইবার কাসন্দির জল করুন। দশ সের জল একটা হাঁড়িতে বসিয়ে দিন, শুকিয়ে যখন পাঁচ সের হবে তখন একটি মাটীর নূতন হাঁড়িতে সরিষার গুঁড়াগুলি ঢেলে আস্তে আস্তে ঐ গরম জলে দিন এবং একটি বাঁশের কাঠি দ্বারা ঘন, ঘন নাড়ুন, যেন ডেলা না বাঁধে। অনেকক্ষণ নাড়বার পর ঐ হাঁড়ির মুখে একটা ন্যাকড়া বেঁধে দিন আর ঐ ছাকা সরিষার ভুষিতে একটু গরম জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন মাটীর মালসাতে। পরদিন হতে তিনদিন হাঁড়ি ধরে রোদে দিন। তিন দিনের দুপুরবেলায় ঐ ভুষি ভেজান মসলা পাটায় পিষে হাঁড়িতে আর বোয়াম, পাঁচটা লঙ্কা ভেঙে, গুঁড়া করে কাসন্দিতে দিয়ে পরিষ্কার বোতল বা বয়ামে ভরে রাখুন, মাঝে, মাঝে রৌদ্রে দেবেন। আর হাঁড়িটি যে ক'দিন রোদে দেবেন সে ক'দিন কাঠি দ্বারা খুব নাড়বেন। তিন দিন হতেই খাওয়ার আন্দাজ হয়। আম কাসন্দী করবার ইচ্ছা হলে আম ছেঁচে কাসন্দীতে ফেলে শুকিয়ে নিলেই আম কাসন্দী হবে। আশা করি ভগ্নী সুধারাণী মিত্র এইবার কাসন্দী বানাতে পারবেন।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী
C/O. শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী
গোরক্ষপুর।

(১৮৮)

সরবর রস-মাধুরী

উপকরণ—/।॰ পোয়া পুরু সর, /।৶॰ পোয়া ছানা, /৶॰ পোয়া ময়দা, /॰ এক ছটাক চিনি ও আধ ছটাক এলাচ। সর পুরু ও শুকনো যেন হয়।

প্রণালী—সর ও ছানা পৃথক পৃথক উত্তমরূপে বেঁটে নিন ও ময়দায় একটু ময়ান দিয়ে ঐ বাঁটা সর ও ছানা এবং উক্ত চিনি ও এলাচ উত্তমরূপে মিশিয়ে ফেলুন। তারপর ছোট ছোট আকারে (ভগিনীদের ইচ্ছানুযায়ী আকৃতি করিতে পারেন, যথা:—রুহিতন, হরতন, চিড়িতন ইত্যাদি; তবে আমার মতে হরতন আকার করাই ভাল) তৈরী করে নরম আঁচে বেশ ভাল করে ভেজে ফেলুন। পান্তুয়ার রঙে যেন ভাজার পর ওইগুলি দেখতে হয়। তারপর চিনির রসে ঘণ্টা চারেক ডুবিয়ে রাখুন যাতে ওইগুলির ভেতরে রস প্রবেশ করতে পারে। ঘণ্টা চার ডুবিয়ে রাখার পর খেয়ে দেখবেন পান্তুয়ার ও রসগোল্লার মত সুস্বাদু হয়েছে, আর কি?

শ্রীমতী প্রভাতকামিনী গুহ,
বরিশাল।

মায়ের মহল

কয়েকটি উপকারী টোটকা

—শ্রীমতী উমা সিংহ

১। প্রত্যহ প্রাতঃকালে গোমূত্র (অর্দ্ধ পোয়া-আন্দাজ) পান করিলে কুষ্ঠরোগের উপশম হইতে পারে।

২। কুঁচফল ও চিতামূল একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ধবল নিবারিত হইতে পারে।

৩। হিঞ্চি শাকের রস এক ছটাক করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে অথবা কাঁচা হলুদ ও গুড় সমান ভাবে একত্র মিশ্রিত করিয়া (অর্দ্ধ তোলা মাত্রায়) সেবন করিলে পিত্ত নাশ হয়।

৪। খইয়ের সহিত ছোট এলাচের বীজ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু বিনষ্ট হয়।

৫। সর্ষপ তৈলের সহিত চার তোলা গন্ধক-চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে গরম করিয়া গাত্রে লেপন করিলে চুলকানি নষ্ট হয়।

৬। আঙ্গুলহারা হইবে বুঝিতে পারিলে কাঁটাবেগুনের মধ্যে সেই অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিলে, রোগ প্রবলাকার হইবার ভয় থাকে না।

৭। আমের আঁটির শাঁসের সহিত আমলকী পেষণ করিয়া মস্তক মুড়াইয়া মস্তকে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে লেপন করিলে কেশের অকালপক্কতা নিবারিত হয়।

৮। টাকের উপর হাতীর দাঁতের ভস্ম সর্ষপ তৈলের সহিত মিশাইয়া নিয়মিত লাগাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৯। অম্লদধির সহিত মূলার বীজ উত্তমরূপে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ছুলি বিনষ্ট হয়।

১০। সন্ধব লবণ ও শশার বীজ একত্র কাঞ্জির সহিত বাঁটিয়া লেপন করিলে মুখের ব্রণ নষ্ট হয়।

পরবর্তী কোন সংখ্যায় 'বসন্ত রোগ ও তাহার প্রতিকার' সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

আপনি কি বলেন

(৮৮)

"মন্দির প্যাটার্ণ"

মাননীয়া "দীপালী" নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

এই পত্রখানি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়া বাধিতা করিবেন। গত ৩৯শ সংখ্যা দীপালীতে 'পোষাক-পরিচ্ছদ' খুলিতেই প্রথমে চোখ পড়িল ভগ্নী প্রীতিরেখা চৌধুরীর "মন্দির প্যাটার্ণে"র উপর।

(১০ ঘরে ১৮ লাইনের) ৯টী সোজা ও ১টী উল্টো। কিন্তু ইহা তৈরী করিয়া আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না বলিয়াই তৈরী করিতে পারিলাম না। কারণ উল্টা সোজা করিয়া কিছু হইল না। ঠিক যেন বাস্কেট প্যাটার্ণের মত। যাহা হউক ভগ্নী যদি কিছু মনে না করেন তাহা হইলে পুনরায় 'মন্দির প্যাটার্ণ'টি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দেবেন। আপনি আমার নমস্কার লইবেন।

ইতি—

শ্রীমতী প্রতিমারাণী রায়,
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

(৮৯)

পিতামাতার সন্তানদিগের প্রতি আচরণ

শ্রদ্ধেয়া "দীপালী" নারীলোক পরিচালিকা
সমীপেষু—

মহাশয়া,

আপনার ২৮শে কার্ত্তিক ৪৪শ সংখ্যার দীপালীতে শ্রীমতী অরুণিমা ঘোষের পত্রখানি দেখিলাম।

আজকাল প্রায় অনেকে মনের মধ্যে অযথা চিন্তা ও সন্দেহে মনটাকে পঙ্কিল করিয়া রাখেন। অনেকে ভাবেন যে সন্তান সন্ততিদের উপর খুব কঠিন হইলেই তাহারা ভাল হয়। 'কিন্তু এটা ভুল। তবে একেবারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও পুত্রকন্যাদের দেওয়া অন্যায়।

এটা আমাদের জানা উচিত যে আদর্শ পিতামাতা হওয়া বড় কঠিন সমস্যার বিষয়। কন্যারা যুবতী হইলে তাহাদের উপর কেবল প্রখর দৃষ্টি রাখিলেই হইবে না। অনেক স্থলে দেখা যায় যে মেয়েরা বান্ধবীদের নিকট পত্র দিতে পারে না। আর তাহারা যদি বান্ধবীদের ভ্রাতার হাত দিয়া তাহার বান্ধবীদের কাছে চিঠি পাঠায় তবে মাতারা ধরেন খারাপ। আর তাহারা যদি হাজার সত্য কথা বলে, তবুও তাহার কথা বিশ্বাস না করিয়া তাহাকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তোলেন।

ভালভাবে না জানিয়া কখনও কেবল পুত্র বা কন্যা কেন—কাহারও চরিত্রের বিষয় কিছু বলা উচিত নহে। শোনা কথায় কান দিতে নেই।

কোনও যুবক বা যুবতী যদি অনাত্মীয় কোন যুবক বা যুবতীর সহিত কথা বলে, ইহা দোষণীয় মোটেই নহে।

পিতা-মাতার পুত্র-কন্যার সম্মুখে পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা না করাই উচিত।

পুত্রকন্যাদের সহস্র দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাদের সুপথ দেখান উচিত এবং তাহাদের অপরাধগুলি যেন ভুলিয়া যান এবং আর যেন খোটা না দেন। স্নেহের দ্বারা অনেক সময় বশে আনিতে পারা যায়।

পিতা-মাতা অন্যায় কিছু দোষ দিলে পুত্র-কন্যারা অতি অবশ্য তার বাদ-প্রতিবাদ করিবে।

কেন, সন্তানদের বন্ধুবান্ধবদের সহিত

-কুমারী বেলারাণী চৌধুরী

তরঙ্গ প্যাটার্ণ

১ম কাঁটা—৩টা সোজা, ৬টা উল্টো, * ৬টা সোজা, ৬টা উল্টো, * যে পর্য্যন্ত না ৩টী ঘর বাকী থাকে, শেষ ৩টী ঘর সোজা।

২য় কাঁটা—৩টা উল্টো, ৬টা সোজা, * ৬টা উল্টো, ৬টা সোজা, * যে পর্য্যন্ত না তিনটী ঘর বাকী থাকে, শেষ ৩টী ঘর উল্টো। *

৩য় কাঁটা—১ম কাঁটার মত।

৪র্থ কাঁটা—২য় কাঁটার মত।

৫ম কাঁটা—১ম কাঁটার মত।

৬ষ্ঠ কাঁটা—৩টী উল্টো * কেবল ১টী (৩টী ঘর না বুনে অন্য একটি কাঠিতে ঐ তিনটী ঘর তুলে পিছনে রাখ—এখন বাঁ হাতের কাঠির ৩টী ঘর সোজা বুন; তারপর না বুনে তোলা ঘর ৩টী সোজা বুন), ৬টী উল্টো, * যে পর্য্যন্ত না ৯টী ঘর বাকী থাকে,—কেবল ১টী, ৩টী উল্টো।

৭ম কাঁটা—২য় কাঁটার মত।

৮ম কাঁটা—১ম কাঁটার মত।

৯ম কাঁটা—২য় কাঁটার মত।

১০ম কাঁটা—১ম কাঁটার মত।

১১শ কাঁটা—২য় কাঁটার মত।

১২শ কাঁটা—৩টী সোজা, ৬টী উল্টো, * কেবল ১টী, ৬টী উল্টো, * শেষ ৩টী সোজা।

এই ১২টী কাঁটা পর পর করে যেতে হবে।

ভোমরা প্যাটার্ণ

এই নমুনাটী তোলার জন্য সাধারণতঃ সবুজ আর ঘন চকলেট রঙ-এর উল নেওয়া হয়। প্যাটার্ণ টী আরম্ভ করবার সময় কাঁটায় সবুজ রঙ-এর ঘর তোলা হয়।

১ম কাঁটা—৭টী খয়রা সোজা, ২টী সবুজ না বুনে তুলে লও, * ৪টী খয়রা সোজা, ২টী সবুজ না বুনে তুলে লও * শেষ ৭টী সোজা।

২য় কাঁটা—৭টী খয়রা উল্টো, ২টী সবুজ না বুনে তুলে লও, * ৪টী খয়রা উল্টো, ২টী সবুজ না বুনে তুলে লও, * শেষ ৭টী উল্টো।

৩য় কাঁটা—১ম কাঁটার মত।

৪র্থ কাঁটা—২য় কাঁটার মত।

৫ম কাঁটা—সবুজ সবগুলি সোজা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—৫ম কাঁটার মত।

৭ম কাঁটা—*৪টী খয়রা সোজা, ২টী সবুজ না বুনে তুলে লও, * পুনরাবৃত্তি কর।

৮ম কাঁটা—* ৪টী খয়রা উল্টো, ২টী সবুজ না বুনে তুলে লও, * পুনরাবৃত্তি কর।

৯ম কাঁটা—৭ম কাঁটার মত।

১০ম কাঁটা—অষ্টম কাঁটার মত।

১১শ কাঁটা—৫ম কাঁটার মত।

১২শ কাঁটা—৫ম কাঁটার মত।

এই ১২টী কাঁটা বার বার করতে হবে।

১ম কাঁটা—১টী সোজা, * সামনে সুতো, ৪টী সোজা, ১টী তোলা, ১ জোড়া সোজা, তোলা ঘর ফেলে দাও, ৪টী সোজা, সামনে সুতো, ১টী সোজা, * শেষ ২টী সোজা।

২য় কাঁটা—সব উল্টো।

৩য় কাঁটা—১টা সোজা, * ১টী সোজা, সামনে সুতো, ৩টী সোজা, ১টা তোলা, ১ জোড়া সোজা, তোলা ঘর ফেলে দাও, ৩টী সোজা, সামনে সুতো, ২টী সোজা, * শেষ ২টী সোজা।

৪র্থ কাঁটা—সব উল্টো।

৫ম কাঁটা—১টী সোজা, * সামনে সুতো, ১টী তোলা, ১টী সোজা, তোলা ঘর ফেলে দাও, সামনে সুতো, ২টী সোজা, ১টী তোলা, ১ জোড়া সোজা, তোলা ঘর ফেলে দাও, ২টী সোজা, সামনে সুতো, ১ জোড়া সোজা, সামনে সুতো, ১টী সোজা, * শেষ ২টী সোজা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—২য় কাঁটার মত।

৭ম কাঁটা—১টী সোজা, * সামনে সুতো, ১টী তোলা, ১টী সোজা, তোলা ঘর ফেলে দাও, ১টী সোজা, সামনে সুতো, ১টী সোজা, ১টী তোলা, ১ জোড়া সোজা, তোলা ঘর ফেলে দাও, ১টী সোজা, সামনে সুতো, ১টি সোজা, ১ জোড়া সোজা, সামনে সুতো, ১টী সোজা, * শেষ ২টী সোজা।

৮ম কাঁটা—২য় কাঁটার মত।

৯ম কাঁটা—১টী সোজা, * সামনে সুতো, ১টি তোলা, ১ জোড়া সোজা, তোলা ঘর ফেলে দাও, সামনে সুতো, ১টি সোজা, * শেষ ২টী সোজা।

১০ম কাঁটা—২য় কাঁটার মত।

এই ১০টী কাঁটা বার বার করতে হবে।

মাতা বা পিতার সামনে হাসাহাসি করা দোষণীয় হইবে, না তাহা কখনই হইবে না। তাহারা স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা বলিতে পারে। অনেক স্থলে সরল মনটাকে পিতামাতারাই সঙ্কীর্ণমনা করিয়া রাখেন। কেবল ৫।৬টা ছেলে-মেয়ের পিতা-মাতা হইলে চলে না, তাহাদের গড়িয়া তুলিবার শিক্ষা চাই। সন্তানগণের চরিত্র হইতে পিতা-মাতার চরিত্র বুঝিতে পারা যায়। আদর্শ মাতা-পিতা হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। ইতি—

শ্রীমতী মণিকা ঘোষ,
মিঠাপুর, পাটনা।

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার
২২/১ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট
ফোন
বি.বি. ৩৭১১
ফটো
D. Ratan & Co

পাঞ্চজন্য

ফাল্গুনী

মিথ্যা প্রমাণে ২৫০ পুরস্কার
স্বর্ণ-মাদুলী (গভর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড) ধারণে সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ। মূল্য প্রত্যেকটি ১৷৹। ভিঃপিঃ খরচ ।৵৹ তিনটি একত্রে লইলে, ভিঃ পিঃ খরচ লাগিবে না
কে. চক্রবর্ত্তী. পোষ্টবক্স নং ৭৮২৪. কলিকাতা

রাস্তা বন্ধ

এবার ঈদ উপলক্ষে চিৎপুর হ্যারিসন্ রোড জংসন হইতে একরা ষ্ট্রীটের নিকট পর্য্যন্ত ফুটপাত তো ছিলই, উপরন্তু পীচের রাস্তারও অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া ৪।৫ দিন ধরিয়া ঈদ উপলক্ষ্যে এমন বাজার বসিয়াছিল যে ট্রাম, বাস চলাচলই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, অন্যান্য যানবাহনের তো কথাই নাই। আমি ঘড়ি ধরিয়া দুইদিন দেখিয়াছি হ্যারিসন রোড হইতে লালবাজার পৌঁছিতে একদিন ১৭ ও অন্যদিন ১৯ মিনিট লাগিয়াছিল। এ-রাস্তা ছাড়া জাকারিয়া ষ্ট্রীট ও তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটে তো মানুষের পর্য্যন্ত চলাচলের স্থান ছিল না। এ-দুটী হইয়াছিল যেন জিপ্‌সী ক্যাম্প। ছোট ছোট অগণ্য শামিয়ানার নীচে দস্তুরমত একটি একটি হোটেল। রান্না, খাওয়া, বাজার করা, উপাসনা করা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বিবাদেই চলিতেছিল। এই যে সাধারণের চলাচল বন্ধ করিয়া রাস্তা জুড়িয়া এই বিরাট মেলা হইল, ইহাও কি কর্পোরেশন এবং পুলিশের অনুমতিতে না বিনা অনুমতিতে? হয়ত এই ক্রেতা ও বিক্রেতারা কর্পোরেশনের মেয়র ও পুলিশ মন্ত্রী(?)র স্বধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া, কর্পোরেশন ও পুলিশ চক্ষু বুঁজিয়া বসিয়াছিল।

*

বিহারীর মনোবৃত্তি!

পাটনা রামমোহন রায় সেমিনারির প্রধান শিক্ষক শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং একটি সরকারী বৃত্তির অধিকারিণী হন। প্রকাশ, ইনি বাঙালী বলিয়া ইঁহাকে সে বৃত্তি দেওয়া হয় নাই!! শুনিয়াছি, এই বিদ্যালয়টিই শ্রীশবাবু ৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং প্রতিষ্ঠাকাল হইতে তিনি বাংলা দেশ ছাড়িয়া ঐ বিদ্যালয়েই নিযুক্ত আছেন। বিহারীদের সন্ততিদিগের উন্নয়নের জন্য শ্রীশবাবু যে এত কাল পণ্ডশ্রম করিয়াছেন, আজও যদি তিনি তাহা না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা আর কি করিতে পারি? বনমানুষ যত বড় মানুষই হউক, সে বনমানুষই থাকিয়া যায়, মানুষ কখনও হয় না!! সর্ব্বাপেক্ষা মজাদার যুক্তি বিহারী কর্ত্তৃপক্ষ দেখাইয়াছেন, সংবাদ পত্রে প্রকাশ, যে এই ছাত্রীটি যে বিহারেই বিবাহ করিবে এমন কোনও প্রতিশ্রুতি নাকি দেয় নাই!!! কেয়াবাৎ! হয়ত, এ প্রতিশ্রুতি দিলে, ইঁহার সন্তান সন্ততিগণ কেবলমাত্র ভুট্টা, চানা ও ছাতুতেই জীবন ধারণ করিবে, এমন একটি অঙ্গীকার দাবী করাও ইঁহাদের অসম্ভব হইবে না। "তথাপি সিংহ পশুরেব নান্যঃ।"

•

হিন্দু মহাসভা

মাদুরায় আগামী নিখিল হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভাপতিগণের নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৩রা ডিসেম্বর হইবে।

বীর সাভারকর—১০টি প্রাদেশিক সভা

ডাঃ মুঞ্জে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	} ৭টি
ভাই পরমানন্দ	৫টি
সার্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	৪টি
কানোয়ারচাঁদ করণ সার্দা	২টি
গোকুলচাঁদ নারাং	২টি
মিঃ ভোপাতকার	১টি

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতারিত
জন্ম রোধ শান্তি
নির্দ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১৷৩৷২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১৷৹, ২৷৹, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি. লামা. পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

ঋতু বন্ধে—মেন্স ক্লিয়ার যে কোন কারণে ২।৩।৪ মাসের বন্ধ মাসিক ঋতু বিনা কষ্টে পরিষ্কার করিতে অদ্বিতীয় ও নির্দ্দোষ, মূল্য ৫৲ টাকা।

জন্মরোধ ঋতুকালে সেবনে চিরতরে বন্ধ থাকিবে। মূল্য ৪৲, পাঁচ বছরের ৩৲, এক বছরের ১৷৹। নিয়মিত মাসিক ঋতু হইবে। নিশ্চিত ফল ও নির্দ্দোষতার জন্য গ্যারাণ্টিপত্র পাইবেন। নিষ্ফলে মূল্য ফেরৎ। প্রতারিত হইবেন না, বিশ্বাস করুন। ঠিকানা—
DOCTORS & CO.,
Mussorie, U. P. (বাঙ্গালী কোম্পানী)

সন্তান নিরোধ মাত্র ৭ দিন সেবনে চিরতরে বন্ধ হয়। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মূল্য—৫৲। এক বছরের—২৷৹। সর্ব্বপ্রকার প্রদরের ঔষধ, মূল্য—৩৲ টাকা।

ফ্লোমেন্স রজঃপ্রবর্ত্তক—
রজঃরোধ বা যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু অতি সহজে নির্গত হয়, মূল্য ৬৷৹। ঔষধগুলি গ্যারাণ্টি পত্রসহ পাঠাইয়া থাকি। ধর্ম্ম-সাক্ষী করে বিফল জানালে মূল্য ফেরৎ দিই।
ঠিকানা—Dr. Bhadury.
Shakti Medical Hall, Muttra, U. P.

ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে
আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা
ধাতুরোগ সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিয়া সংসারের সুখ ও শান্তি পুনঃ প্রদান করে। মূল্য ১ কৌটা ১৲
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪. বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

ছুটির ঘণ্টা

পরিচালক—দাদাভাই

দাদাভাইয়ের চিঠি—

ওগো আমার ছুটির ঘণ্টার সকলে!

আবার তোমাদের সকলের চিঠির জবাব লইয়া আসিলাম। কিন্তু দিনের পর দিন চিঠির থলি এত ভারী হইয়া চলিয়াছে যে প্রত্যেক সপ্তাহে সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমার পক্ষে একান্ত কষ্টকর।

এর মধ্যে আবার দু'একজন গাল ফুলাইয়া অভিমানও করিয়াছো।

লক্ষ্মি আমার ছোট ছোট ভাই-বোনের দল, আমার উপর রাগ করিও না—তোমাদের দাদাভাই তোমাদের সন্তুষ্ট করিতেই ত' চায়। তোমরা ভাল হও। তোমরা দেশের ও দশের একজন হও। ফুলের গন্ধের মত তোমাদের সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ুক। ভগবানের কাছে এই আমার একান্ত প্রার্থনা!

*

তোমাদের চিঠির জবাব দিবার আগে একটা জরুরী কথা জানাইয়া দিতে চাই।

২নং পুরস্কার প্রতিযোগিতায় বহু সংখ্যক প্রতিযোগী যোগ দিয়াছে। এদিকে এর মধ্যে আমাদের 'ছুটির ঘণ্টার' সভ্যও অনেকে হইয়াছে; সেইজন্য বাধ্য হইয়া যাহারা সভ্য হইয়াছে তাহাদেরই প্রতিযোগিতার উত্তর গ্রাহ্য করা হইবে—তাহা না করিলে যাহারা ইতিমধ্যেই 'ছুটির ঘণ্টার' সভ্য হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যদি কেহ পুরস্কার না পায় তাহারা হয়ত বলিতে পারে: আমাদের সভ্যদের মধ্যে পুরস্কার কেহ পাইল না—বাহিরের একজন পুরস্কার পাইল? তবে এত তাড়াতাড়ি সভ্য হইয়া কী এমন লাভ হইল!

সেইজন্যই আমরা এই ব্যবস্থা করিলাম যে একমাত্র সভ্যরাই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবে।

যাহারা এখনো সভ্য হও নাই তাহারা সভ্য হইয়া গেলেই তাহাদের ২নং প্রতিযোগিতায় প্রেরিত উত্তর গণ্য করা হইবে।

তাহা ছাড়া এখন সভ্য হইলেও ত' তোমাদের লাভই বেশী, কেননা এ মাস দুইয়ের জন্য ত' তোমাদের নিকট হইতে বেশী কিছু লওয়া হইতেছে না। এখন সভ্য হইলেও তোমাদের সভ্য হইবার গণনা কাল ১লা জানুয়ারী ১৯৪১ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪১ পর্য্যন্তই গণ্য করা হইবে।

*

(১) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (রামমোহন সাহা লেন): তোমার দাদা, দিদি কেউ নাই তাহাতে দুঃখ কি ভাই! আমিই ত' তোমার দাদাভাই আছি। তুমি আমার ছোট ভাইটি, কেমন? তোমাকে সভ্য করিয়া লওয়া হইয়াছে—কার্ডও পাঠান হইয়াছে। কার্ড কেমন লাগিল? ব্যাজও শীঘ্রই পাঠাইবো। তুমি শ্রীমৃণাল ও নির্ম্মলকান্তি মুখার্জ্জীর সহিত আলাপ করিতে চাও, বেশ ত'। চিঠি দিও, তাহাদের কাছে পাঠাইয়া দিব। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি শীঘ্র সুস্থ ও নীরোগ হইয়া ওঠ!......

তোমার লেখা "ওমর খৈয়ামের" জীবনী লেখা হইলেই পাঠাইয়া দিও, কেমন? ডাক্তাররা যখন তোমায় পড়িতে দিতে চান না: নিশ্চয়ই তাহা তোমার ভালর জন্য। তাহাদের কথার অবাধ্য হইও না। ভাল হইলে তখন যত খুসী ঘুরিয়া বেড়াইও।...

(২) শ্রীনির্ম্মলকান্তি ও মৃণালকান্তি মুখার্জ্জী (শ্রীরামপুর): আমি ভাই বড়ই দুঃখিত তোমাদের মুখার্জ্জী হইতে চৌধুরী বানাইয়া দিবার জন্য! আমি আবার চোখে একটু কম দেখি কিনা তাই ভুল হইয়া গিয়াছে। দাদাভাই তার জন্য দুঃখিত!... আশা করি ছোট ভাইরা দাদাভাইয়ের এই ভুলটুকু ভুলিয়া যাইবে।

তোমাদের পরীক্ষা 16th December—খুব ভাল করিয়া পাশ করা চাই, বুঝিলে?

(৩) ভীমরুল (কুমিল্লা): উঃ, কী হুল রে বাবা তোমার। এখনও গা আমার জ্বালা করিতেছে। ২নং প্রতিযোগিতায় ত' বাংলা বইয়ের নাম ছাড়া অন্য নাম চলিবে না। বর্ত্তমান 'সভ্যতা' বলিতে তোমার কী ধারণা তাহা জানি না, তবে আমার মতে চিরন্তন সত্যিকারের সভ্যতায় যে মাপকাঠি

তার মধ্যে ধনী, দরিদ্র বলিয়া কোন কথা নাই।

(৪) শ্রীভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় (কুমিল্লা): চার আনার টিকিট পাঠাইলেই সভ্য হইতে পারিবে। তবে অভিভাবক কিংবা স্কুলের হেড মাষ্টার বা মিষ্ট্রেসের নিকট হইতে তোমার বয়সের একটি certificate চাই। আশীর্ব্বাদ করি পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ কর।

(৫) শ্রীবুদ্ধদেব ঘোষ (বরিশাল): ভুল মানুষ মাত্রেরই হয় তার জন্য দুঃখ কী ভাই? তোমার বয়েসের certificate দাও নাই কেন? তোমার সভ্য-কার্ড পাঠান হইয়াছে।

(৬) শ্রীঅমলকুমার চৌধুরী (কুমিল্লা): দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনদের বাকী ৯৮ ভাইদের মধ্যে মাত্র বিকর্ণ বলিয়া একটি ভাইয়ের নাম পাওয়া যায়, আর বাকী ভাইদের নাম জানিতে পারিলে পরে জানাইব, কেমন?

(৭) ডালিম কুমার (কুমিল্লা): নববর্ষ সংখ্যা হইতে "ছুটীর ঘণ্টা"র 'চিঠির বন্ধু' বিভাগ খোলা হইবে। আর তোমাদের প্রত্যেকের Hobby সম্পর্কেও আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু তার আগে যে ভাই সভ্য হওয়া দরকার, তাহা না হইলে তোমার কথা শুনিব কেমন করিয়া? আগে আমাদের সভ্য হও, তবে ত' ছুটির ঘণ্টায় তোমার দাবী খাটিবে! ছুটির ঘণ্টার কর্ত্তৃপক্ষ বড় দুষ্টু, সভ্য না হইলে কোন কথাই শুনিতে চায় না।

(৮) শ্রীকিরণচাঁদ বর্ম্মণ (বর্দ্ধমান): বাবাঃ! তোমার নামের সইটি পড়িতে আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িবার যোগাড়! তুমি কিন্তু বড্ড দুষ্টু, দাদাভাইকে কাঁদাও। তোমাকে সভ্য করা হইয়াছে। কার্ডও পাঠান হইয়াছে। কার্ড কেমন লাগিল?

নিশ্চয়ই তোমাদের তোলা ফোটো "ছুটির ঘণ্টা"য় ছাপা হইবে বৈকি। সবার আগে সভ্যদের দাবী, বুঝিলে?...

(৯) কুমারী বিজলী ধর (আহিরী-টোলা): চার পয়সার করিয়া চারটি ডাক টিকিট ও বয়েসের একটি সার্টিফিকেট পাঠাইয়া দিও, অমনি পরের দিন দেখিবে পিওন কেমন একটি "ছুটির ঘণ্টা"র কার্ড তোমাদের বাড়ীর লেটারবক্সে পৌঁছাইয়া দিবে। তোমার প্রশ্ন সংবাদ-পত্রের তলায় রয়টার লেখা থাকে কেন? : রয়টার হইতেছে মস্ত বড় একটা News agency—অর্থাৎ দুনিয়ার যত খবর তারা সবার কাছে পৌঁছাইয়া দেয়।

ব্যারণ রয়টার একজন লোকের নাম এবং সেই নাম হইতেই রয়টার নাম হইয়াছে। তিনি একজন ফরাসী সাংবাদিক! তাঁর জীবন-কথা ছুটির ঘণ্টায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

(১০) কুমারী পুষ্প দাস (গোমো): একটা মজার গল্প বলি শোন। একবার সহরের এক বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে, বহু লোক চীৎকার করিতেছে। জল দিয়া আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতেছে। অল্প দূরে Fire Brigadeএর একজন লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ পাশ দিয়া এক ভদ্রলোক যাইতে যাইতে Fire Brigadeএর লোকটিকে সংয়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন: মশাই আপনি না Fire Brigadeএর লোক! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, অথচ আগুন নিভাবার চেষ্টা করছেন না? তাতে লোকটি বলিল: ওরাত' আগুন নিভাতে আমায় ডাকে নি? তোমার প্রশ্নটাও অনেকটা Fire Brigadeএর লোকটির মত হইল।

"মণিমঞ্জিলের রহস্য" কি ডিটেকটিভ্ গল্প নয়? হাঁ, গল্প পাঠাইতে পার কিন্তু তার আগে সভ্য হইতে হইবে। তাহা না হইলে গল্প পাঠাইলেও ত' দেখিব না।

(১১) শ্রীরবীন্দ্র মোহন দত্ত (দেও-ঘর): তোমাকে সভ্য করা হইয়াছে, কার্ড পাইয়াছ ত'?

কেন ভাই, পাঁচ নম্বর নিয়মটা কেন বুঝিলে না? নিয়মটির মানে হইতেছে: ছুটির ঘণ্টা বিভাগে যে সকল পুরস্কার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইবে তাহার জন্য প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্তকে নববর্ষ সংখ্যা হইতে আমরা নগদ পাঁচ টাকা দিব। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার-প্রাপ্তকে বই দিব। আর ছুটির ঘণ্টার সভ্য যদি অনেকে হয় তবে পুরস্কার আরো বেশী টাকার দেওয়া হইবে। বুঝিলে ত' এইবার?

(১২) শ্রীঅনিলকুমার পাল (কলিকাতা): তুমি ভাই এবার হইতে আর অ-সভ্য নও—পুরাপুরি ছুটির ঘণ্টার একজন মাননীয় সভ্য! কার্ড পাঠাইলাম। কার্ড কেমন লাগিল জানাইও। ব্যাজও শীঘ্রই পাঠান হইবে। হাঁ, আগে পরীক্ষা, তারপর অন্য সব। ভাল করিয়া পড়িও। পরীক্ষায় কিন্তু ভাল ফল হওয়া চাই। না হইলে কিন্তু দাদাভাই ভী—ষণ রাগ করিবে। তোমার প্রশ্নের উত্তর পরের বার দিব, কেমন!...

(১৩) শ্রীসুশীলচন্দ্র আদক (হাওড়া): তুমিও একজন সভ্য হইলে।...কার্ড পাঠান হইয়াছে। নিশ্চয়ই পাইয়াছো! ব্যাজও শীঘ্রই পাইবে।

(১৪) জেব-উন-নেসা (বগুড়া): এইবার তোমার চিঠির জবাব! উঃ কী সাংঘাতিক বোনটি তুমি! চিঠিত' নয়—একখানি সপ্তকাণ্ড রামায়ণ! এইরকম দুইচারিখানা চিঠি সপ্তাহে আসিলেই দাদাভাই একেবারে বাড়ী-ছাড়া করিবেন। "মণিমঞ্জিলের

রহস্য" ভাল লাগিয়েছে শুনিয়া সুখী হইলাম। পান্না আর ঝর্ণাকে দাদাভাইয়ের ভালবাসা দিও। দেখি যদি সময় করিতে পারি তবে না হয় একদিন চুপি চুপি গিয়া ঝর্ণার 'আখাসে হেলান দি—এ পাগাড় ঘুমায় ঐ' গানটা শুনিয়া আসিব।

(১৫) শ্রীসুধেন্দু মোহন সরকার (নওগাঁ): হাঁ, চাঁদা এখনই পাঠাও। তাহা হইলেই সভ্য-কার্ড ও ব্যাজ পাইবে।

(১৬) তপেশ ও সইফুল (ময়মনসিং): সভ্য না হইলে তোমাদের অত বড় চিঠির উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। দু'জনে কিন্তু এক সঙ্গে সভ্য হইতে পারিবে না, আলাদা আলাদা করিয়া হইতে হইবে।

(১৭) শ্রীপরিমল সেনগুপ্ত (বর্দ্ধমান): সভ্য হইলেই ছোট গল্প, কবিতা সব কিছুই আগে বিবেচনা করা হইবে। কেননা ছুটির ঘণ্টায় সভ্যদেরই দাবী সবার আগে। তাহাদের লেখাই সবার আগে ছাপা হইবে।

(১৮) শ্রীঅসীম রাহা (বালিগঞ্জ): তোমার নামের ভুলের জন্ত আমি ভাই বড়ই দুঃখিত !

(১৯) শ্যাম (বর্দ্ধমান): চার আনার চার পয়সা করিয়া চারখানা টিকিট পাঠাও। তাহা হইলে সভ্য করিয়া লইব।

*

খামের মধ্যে তোমরা অনেকে চার আনি পাঠাইতেছ—এমন কাজ আর কেহ করিও না। টিকিট পাঠাইও! পোষ্ট অফিস জানিতে পারিলে মুস্কিলে পড়িবে। আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত। যাদের চিঠির এবার জবাব গেল না, পরের বারে যাইবে। অবশ্য কেবলমাত্র ছুটির ঘণ্টার সভ্যদেরই চিঠির জবাব দিব।

*

শোন সবাই, ছুটির ঘণ্টার সভ্যরা: তোমাদের সভ্যদের মধ্যে সামনে যে-সব বাৎসরিক পরীক্ষা হইবে তাহাতে যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নম্বর পাইয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিবে তাহাকে আমাদের রৌপ্য নির্ম্মিত ছুটির ঘণ্টার বিশেষ ব্যাজ পুরস্কার দেওয়া হইবে। আর যে সভ্য ইউনিভারসিটির পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাইয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিবে তাহাকে স্বর্ণ নির্ম্মিত বিশেষ ব্যাজ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আজ তবে সবাই তোমরা আমার শুভেচ্ছা নাও। —দাদাভাই

LAKE MELA

CALCUTTA'S BEST COLD WEATHER SHOW

AT

THE DHAKURIA LAKES

in aid of

WAR FUND

Under The Distinguished Patronage Of The
LADY MARY HERBERT

On 13th, 14th & 15th December
(2 P.M. TO 2 A.M. DAILY).

A FULL WEEK-END'S ENTERTAINMENT.

SIDE SHOWS:

Casino	Circus	Horse Racing
Continuous Dancing	Crown and Anchor	Oriental Dancing
Dinner By Firpos.	The Fortune Maker	Fire Works.
Motor Boating Etc., Etc.,	Auction of the perfect working model of "War-spite" made by Commander Cresswell and presented by R. R. Haddow.	Roulette
		Indian Refreshments.

Entrance.
Daily : Re. 1/-

Car Park.
Daily : Re. 1/-

Admission to Mela only.
Annas Eight only.
Children Half Price.

Full particulars from

Secretary,
'Phone : Allipore 366.

Publicity Officer.
Office. South 2300
'Phone :
Res. Alipore 276.

সভায়, প্রতিযোগিতায় বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের আবৃত্তির উপযোগী

সুকবি শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত গাথা-কাব্য

চিত্র ও চিত্ত

মূল্য—১৲ টাকা

পুস্তকের মূল্য ও তিন আনা রেজেষ্ট্রী খরচ অগ্রিম মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে হইবে

দীপালী গ্রন্থশালা

১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

(বড় গল্প)

"রাতের আঁধারে"

সুব্রত আর রাজু দীপেন্দ্রবাবুদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে।

শরীরটা ভাল নয় বলে কিরীটি আর কোথাও বের হয় নি।

ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে চুরোট টানছে।

সহসা কিরীটী ভেজান দরজার দিকে তাকিয়ে বললে, আসুন লোকেন্দ্রবাবু! দরজা খোলাই আছে!...

ভেজান দরজাটা ঠেলে লোকেন্দ্র এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল!...

দিনের শেষে আলো ঝিমিয়ে এসেছে।

কিরীটী হাত তুলে লোকেন্দ্রকে নমস্কার করল।

লম্বা রোগাটে চেহারা!...

গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। টানা টানা দুটী চোখ। চোখের কোলে কালি পড়েছে!...

সাধারণ একখানি খদ্দরের ধুতি পরিধানে!

গায়ে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবী!...মাথার চুলগুলি তৈলাভাবে রুক্ষ!

সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে কিরীটী বললে, বসুন ঐ চেয়ারটায়। আপনার জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম লোকেন্দ্রবাবু!...আমার চিঠি পেয়েছিলেন?

: পেয়েছি।...

: আপনি শুনেছেন বোধ হয় আপনার দাদার অর্থাৎ মানবেন্দ্রবাবুর অদৃশ্য হওয়ার রহস্য তদন্ত করতে আপনার দাদা আমায় এখানে call দিয়ে এনেছেন।

: শুনেছি!...

: আচ্ছা আপনার দাদাদের চিঠিতে জেনেছিলাম যে আপনার নাকি ধারণা মানবেন্দ্রবাবু মারা যান নি! কেন বলুন ত'?...

: কেন তা ঠিক বলতে পারি না, তবে আমার ধারণা তাই।...

: আচ্ছা আপনার কি মনে হয় যে আপনার দাদাকে কেউ চুরি করে সরিয়ে রেখেছে!...

শ্রী-তে

ফোন: বড়বাজার ১৫১৫

কমলা টকিজ্ লিমিটেডের
নবতম বাণী-চিত্র

রাজকুমারের নির্ব্বাসন

ভূমিকায়—

অহীন্দ্র চৌধুরী	**চন্দ্রাবতী**	**ধীরাজ ভট্টাচার্য্য**
তুলসী লাহিড়ী	পূর্ণিমা	সন্তোষ সিংহ
সত্য মুখোপাধ্যায়	মীরা দত্ত	শৈলেন পাল
অমল বন্দ্যোপাধ্যায়	মনোরমা	মিহির ভট্টাচার্য্য
কানু বন্দ্যোপাধ্যায়	মাষ্টার সতু	জীতেন গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচালক: সুকুমার দাশগুপ্ত

অ বি ল ম্বে
আগতপ্রায়!

: আপনি কি বলছেন ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না !

: অর্থাৎ আপনার দাদাকে কেউ চুরি করে লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। কিন্তু সমস্ত দেখে শুনে আমার কিন্তু উল্টাই মনে হয় !

: কী ?

: আপনার দাদা আর বেঁচে নেই !

: এ্যাঁ !…একটা অর্দ্ধস্ফুট চীৎকারের মত শোনা গেল।

: তবে এটা আমার অনুমান মাত্র। নাওত' হতে পারে! আপনাকে আমি গোটাকতক প্রশ্ন করবো লোকেন্দ্রবাবু ? আশা করি উত্তর মিলবে।

: চেষ্টা করবো।

: আচ্ছা মানবেন্দ্রবাবু যেদিন অদৃশ্য হন সে রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন ?

: ক্ষমা করবেন, ও-প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না।

: তবে এইটুকু শুধু বলুন, সেদিন আপনি বাঁকুড়ায় ছিলেন কি না ?

: তাও বলতে পারবো না।

: কিন্তু আমি জানি বেলা ২টা হতে ৩টার মধ্যে মানবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?

: মিথ্যে কথা !…

: হবে হয়ত আমার অনুমান ভুল !… আচ্ছা আপনি যেতে পারেন এখন লোকেন্দ্রবাবু !…

লোকেন্দ্র নমস্কার করে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

শীতের রাত্রি।

কুয়াশায় চারিদিক ধূম্রাচ্ছন্ন হয়ে গেছে।…

পাশের ছুটো শয্যায় সুব্রত ও রাজু গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন !

মাঝে মাঝে শীতের হাওয়া খোলা জানালা পথে এসে জানালার পর্দ্দাগুলিকে দুলিয়ে দিয়ে যায়।…

বাইরে একটানা ঝিঁঝিঁর করুণ ডাক রাতের নিঃসঙ্গ আঁধারকে পীড়িত করে তোলে।

মনে হয় রাতের আঁধারে কোন অশরীরী বুঝি কাঁদছে আর কাঁদছে !

কিরীটীর চোখে কিন্তু ঘুম নেই !

নানারকম চিন্তা একটার পর একটা মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে !…

সহসা একটা অস্পষ্ট চাপা শব্দ শোনা গেল।

কিরীটীর কান সজাগ হয়ে ওঠে !…

ঘরের মধ্যে অন্ধকার হলেও, প্রকৃতির কুয়াশার যবনিকা ভেদ করে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট একটা আলো-ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে।

একটা ছায়া !…

নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকলো !…

(ক্রমশঃ)

এবারের নূতন প্রতিযোগিতা
(২)

শিশু-সাহিত্যের সব চাইতে যে বইগুলো তোমাদের প্রিয় এমনি কুড়িখানা বই ও তাদের লেখকের নাম পর পর লিখে জানাও।

ভোটে যে কুড়িখানা বই সব চাইতে বেশী ভোট পাবে এবং উত্তর দাতাদের মনোমত সব চাইতে বেশী বই নির্ব্বাচিত লিষ্টে থাকবে তাকে তিন টাকা দামের বই পুরস্কার দেওয়া হবে। কোন অনুবাদ সাহিত্যের নাম তালিকায় থাকতে পারবে না।

কোন কবিতার বইও থাকতে পারবে না। শুধু মাত্র ছোটদের বাংলা গল্প ও উপন্যাসের বইয়ের নাম করতে হবে। প্রতিযোগিতা কুপন ছাড়া উত্তর অগ্রাহ্য হবে।

২নং পুরস্কার-প্রতিযোগিতা কুপন

নাম:……………………………

বয়স:……………………………

ঠিকানা:…………………………

হাসির রাজা
চার্লি
রণজিৎ মুভীটোনের
মুসাফির
ছবিতে হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে এসেছে। সঙ্গে আছে—
খুরসীদ ও বাসন্তী
শুক্রবার, ২৯শে নভেম্বর
তৃতীয় সপ্তাহ
নিউ সিনেমায়
—: চিত্র-পরিবেশক :—
মানসাটা
ফিল্ম্ ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৮৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: কলি: ৪৫

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

কমলা টকীজ

ইহাদের নবতম কথাচিত্র "রাজকুমারের নির্ব্বাসন" খুব শীঘ্রই "শ্রী"তে মুক্তিলাভ করিবে। ছবিখানিতে অভিনেতৃ-সমাবেশ লোভনীয়—অহীন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রাবতী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, তুলসী লাহিড়ী, সত্য মুখার্জ্জী, মীরা দত্ত প্রভৃতি। পরিচালনা করিয়াছেন সুকুমার দাশগুপ্ত।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

পরিচালক দেবকী বসুর পরিচালনায় "নর্ত্তকী"র শূটিং শেষ হইয়া গিয়াছে। শোনা যাইতেছে যে ইহার হিন্দী সংস্করণটি নাকি ২০শে ডিসেম্বর বাংলার বাহিরে মুক্তিলাভ করিবে।

"পরিচয়"-এর কাজও সমাপ্তির দিকে।

আগামী শনিবার ইহাদের "অভিনেত্রী" রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করিবে। এই ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন "বড়দিদি"র পরিচালক অমর মল্লিক।

পরিচালক হেম চন্দ্রের নূতন ছবির কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে চন্দ্রাবতী, পাহাড়ী সান্যাল, অসিত মুখার্জ্জী (চিত্রজগতে নবাগত), ভারতী প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে চিত্রাবতরণ করিবেন।

মতিমহল থিয়েটার্স

"নিমাই সন্ন্যাসে"র কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ইহারা শ্রীপ্রেমেন মিত্রের "আহুতি" নামক যে পুস্তকটির চিত্রস্বত্ত্ব ক্রয় করিয়াছেন তাহার পরিচালনা করিবেন ধীরেন গাঙ্গুলী।

বড়ুয়ার নূতন ছবি

কৃষিণ মুভীটোনের সহিত পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার যে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত চুক্তি ছিল, তাহা হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তিনি এখন বড়ুয়া প্রোডাকশান নাম দিয়া নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে "মাতৃস্নেহ" নামক একখানি ছবি তুলিবেন। "মাতৃস্নেহের" গল্প লিখিয়াছেন কে. এস. দারিয়ানী। অর্থাৎ এখানি বহুকাল পূর্ব্বে গৃহীত হিন্দী ছবি "Sangdil Samaj"-এর বাংলা সংস্করণ। ইহাতে অভিনয় করিবেন বড়ুয়া নিজে, রবীন মজুমদার, প্রমোদ গাঙ্গুলী, সরযূবালা প্রভৃতি। ছবিখানির চিত্রগ্রহণ সম্ভবতঃ ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই আরম্ভ হইবে।

গ্লোবে বিচিত্রানুষ্ঠান

গত সংখ্যায় আমরা সংবাদ দিয়াছিলাম যে বীরভূমের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ফাণ্ডের সাহায্যকল্পে আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে গ্লোব থিয়েটারে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হইবে। কিন্তু অনিবার্য্য কারণ বশতঃ তাহা ৪ঠা ডিসেম্বরের পরিবর্ত্তে ৯ই ডিসেম্বর গ্লোবে রাত্রি ৯-৩০টায় হইবে।

চিত্রা

বি, বি, ১১৩৩

চতুর্থ সপ্তাহের
সার্থক অভিযান!

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের নিবেদন—

ঠিকাদার

পরিচালক:
প্রফুল্ল রায়

এক অরণ্যচারী
তরুণের হৃদয়-সংঘাতে
জটিল অপরূপ নাটক!

শ্রেষ্ঠাংশেঃ দুর্গাদাস, জীবন, রেণুকা রায়
তুলসী লাহিড়ী, সন্তোষ সিংহ, চিত্রা ও কমলা

রূপবাণী

বি, বি, ৩৪১৩

শনিবার, ৩০শে নভেম্বর প্রথমারম্ভ

নিউ থিয়েটার্সের

বহুজন বাঞ্ছিত চিত্র

অভিনেত্রী

পরিচালক:
অমর মল্লিক

মায়ালোকের
অভিনব আলেখ্য!

শ্রেষ্ঠাংশে—কানন, পাহাড়ী, ইন্দু, শৈলেন ইত্যাদি

স্বর্গতঃ জননীর প্রতি অপমানের
দুর্বিবসহ যাতনা বুকে লইয়া
যে সিংহশিশু দিনের পর
দিন প্রতিশোধের আশায়
পথ চাহিয়াছিল—
আজ তাহার জীবনে
আসিয়াছে মহা সুযোগ !

হৃদয়ের আবেদনে অনবদ্য
গীতিকলা-প্রাচুর্য্যে অভিনব

এই বহু রসপুষ্ট সমাজ-চিত্রটি হৃদয়বান্ নরনারীর অন্তরকে আকৃষ্ট করিবে।

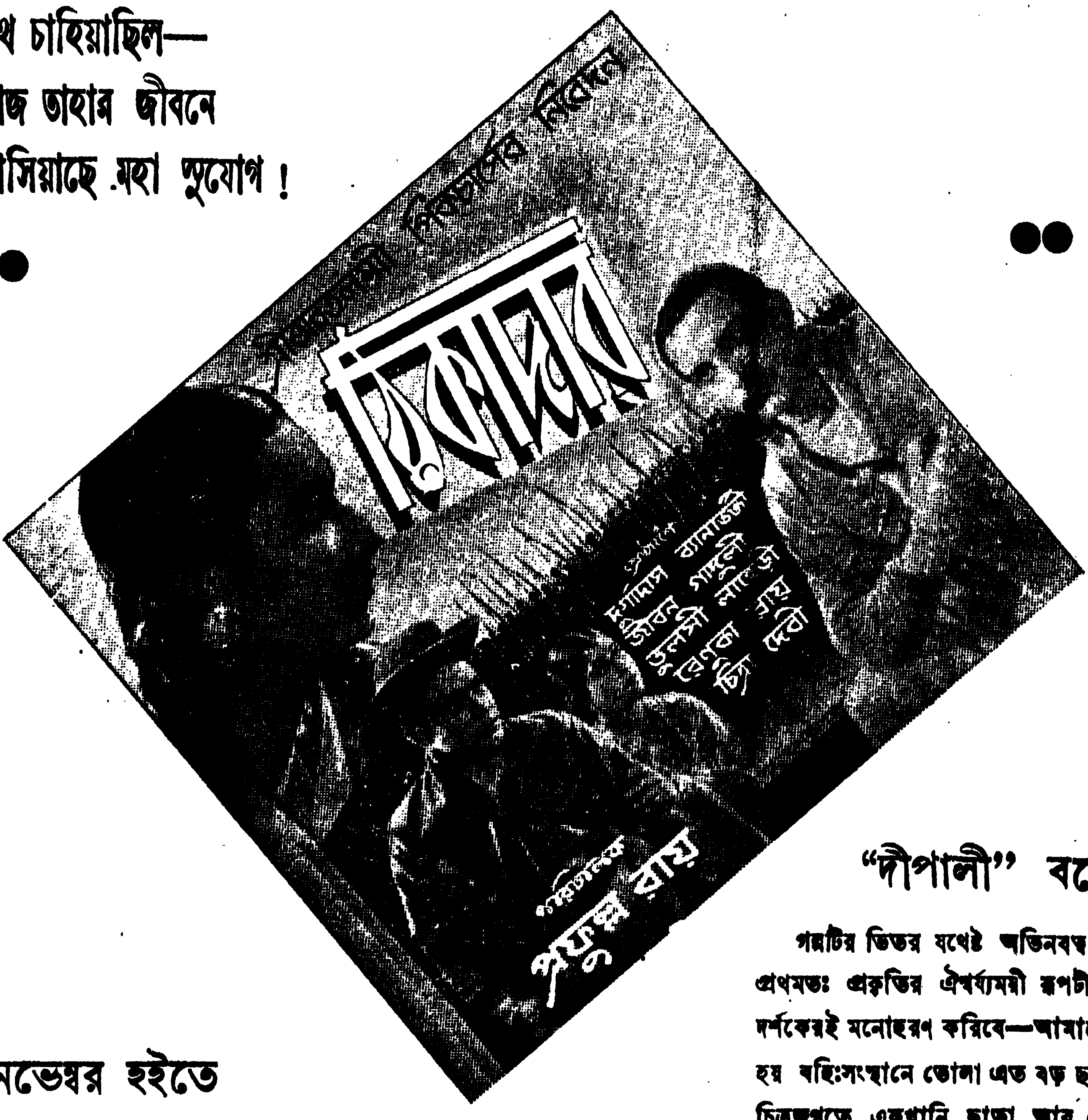

"দীপালী" বলেন—

গল্পটির ভিতর যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে। প্রথমতঃ প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যময়ী রূপটা প্রত্যেক দর্শকেরই মনোহরণ করিবে—আমাদের মনে হয় বহিঃসংস্থানে তোলা এত বড় ছবি বাংলা চিত্রজগতে একখানি ছাড়া আর দেখিয়াছি' বলিয়া মনে হয় না। শ্রীতারিতলক্ষ্মী পিকচার্সের এই অভিনব প্রচেষ্টায় ও প্রফুল্ল রায় মহাশয়ের সাফল্যে আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

শনিবার
৩০শে নভেম্বর হইতে
চিত্রায়
সর্বজন সমাদৃত
চতুর্থ সপ্তাহ

শোনা-কথা

পরলোকে সুধীরা সেনগুপ্তা

সুপ্রসিদ্ধা রেকর্ড ও রেডিও-গায়িকা শ্রীমতী সুধীরা সেনগুপ্তা গতপূর্ব্ব বুধবার ২০শে নভেম্বর রাত্রি ১১-৩০ টায় ৮৪ পার্ক ষ্ট্রীট ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত ও ৺বিমল দাশগুপ্তর ভগিনী ও স্বনামধন্য কৌতুকাভিনেতা ও কৌতুকরচয়িতা ননী দাশগুপ্তর ভ্রাতুষ্পুত্রী। তিনি Stratococcal Septicimia রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং বহু চেষ্টা সত্বেও তাঁহাকে সে রোগমুক্ত করা গেল না।

শাহানগর শ্মশানঘাটে মৃতদেহের সৎকার করা হয়। ছোট ছোট গল্প নানা প্রবন্ধ লিখিয়াও তিনি বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষ্যে "চক্রবৈঠক" ও চট্টগ্রাম ইউনিয়নের শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার স্বামী শ্রীসুখেন্দু সেনগুপ্তকে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।

আমরাও তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজন ও তাঁহার স্বামী শ্রীসুখেন্দু সেনগুপ্তকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ঢাকুরিয়ায় লেক-মেলা

আগামী ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর ক্যালকাটা রোয়িং, দি লেক ও মাড়োয়ারী ক্লাবের উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হইয়াছে। লেডী মেরী হার্ব্বার্টের যুদ্ধ-ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে এই তিন দিন ব্যাপী মেলা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাফল্য লাভ করে সে বিষয়ে জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রত্যহ বেলা দুটা হইতে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত এই মেলা খোলা থাকিবে। ইহার মধ্যে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা আছে।

স্থানান্তরে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে ইহার বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

জি, কে, ক্লাব

গত রবিবার শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ মডেল একাডেমী প্রাঙ্গনে জি, কে, ক্লাবের বার্ষিক প্রীতি-সম্মিলনী সুচারু ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। এই দিন ব্রিজ খেলা ও টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টের কৃতি প্রতিযোগীগণকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

তাহার পরে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। শ্রীভূতনাথ সরকারের সেতারবাদ্য খুব উপভোগ্য হইয়াছিল। শ্রীগৌরহরি দাসের বাংলা গান সুগীত হইয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য হইয়াছিল শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার আই, সি, এস রচিত "নাট্য-কৌতুক" নামক নাটিকাখানি। এই ক্লাবের সভ্যগণ ইহা সাফল্যের সহিত অভিনয় করেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় অভিনয় করেন অমিতাভ মিত্র (যাদব), পরিমল সেন (কিবলু খাঁ ও কিরণ), বুদ্ধ গোপাল বসু (সুরেন বাবু ও চারনী), প্রণয় সেন (ভড়বরি সিং) ও রণজিৎ দাস (চকমকি দেবী)।

গোণ্ডায় নাট্যাভিনয়

রেলওয়ে কলোনীতে মিঃ এচ, কে, মল্লিকের বাড়ীতে এবার সার্ব্বজনীন কালী পূজা মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। পূজার দিন সন্ধ্যায় মিঃ বি, কে, মুখার্জ্জী, এডভোকেট, পণ্ডিতজী ও শ্রীমতী ইন্দিরা কুমারী (বয়স ১০ বৎসর) সকলকে গান-বাজনায় পরিতৃপ্ত করেন। এই উপলক্ষ্যে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটে "আপ-টু-ডেট" নামক একখানি নাটক বাঙ্গালী সভ্যগণ কর্ত্তৃক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। প্রাচ্য নৃত্য ও হিন্দী গানেরও ব্যবস্থা ছিল।

দাইহাট সংবাদ

দাইহাট, পাইকপাড়া, যামিনী থিয়েটার 'চণ্ডীদাস' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটক দুইটী সাফল্যের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। রামী, চণ্ডীদাস এবং ভবানী খুড়োর ভূমিকায় শ্রীঅক্ষয়পতি রায়চৌধুরী, গণেশবাবু ও শ্রীরাধাকিশোর ভট্টাচার্য্যের অভিনয় চমৎকার হয়। দুর্লভ ও ভীম (বিভূতি বাবু), দীনু (শরৎ নন্দী), হারাধন (সুধীর বাবু) এবং নেত্যার (কচি) অভিনয় প্রশংসনীয়। কুমারী বুলবুল রাণী মিত্রের সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তরুণ নৃত্যশিল্পী শ্রীযোগজীবন মিত্রের প্রাচ্য নৃত্য সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল।

চাতরায় নাট্যাভিনয়—

গত ৩০শে কার্ত্তিক শনিবার শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার ঢোল মহাশয়ের পরিচালনায় স্থানীয় চাতরা নব নাট্য-সমিতি কর্ত্তৃক "রঘুবীর" নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অনন্তরাও, সখারাম, ছলিয়া কেরামত ও শ্যামলীর ভূমিকায় যথাক্রমে ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ, কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় ও

করিয়াছেন।

যন্ত্রীসংঘ পরিচালনা করিয়াছেন—যতীন্দ্র নাথ মিত্র।

বারাসাত সংবাদ

গত ১৬ই নভেম্বর, বারাসাত এ্যাসোসিয়েসন-এর প্রাঙ্গনে, বারাসাত এ্যাসোসিয়েসন-এর সভাবৃন্দ কর্ত্তৃক শ্রীযুত বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "মাটির ঘর" এবং শ্রীযুত জলধর চট্টোপাধ্যায়ের "সিঁথির সিঁন্দুর" নামক নাটক দুখানি অভিনীত হয়। প্রায় সকলের অভিনয় এক প্রকার ভালই হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় (সত্যপ্রসন্ন), বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, (কল্যাণ), শচীন মুখোপাধ্যায়, (অলক), অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দা), পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (চঞ্চল) এবং বিপিন বন্দ্যোপাধ্যায় (অশোক), হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় (মহীতোষ), শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় (কনক), সনৎ ঘোষাল (মনীষা), অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। রমেন পাল (উৎপল), শৈলেন ঘোষাল (ছন্দা) এবং কুমারী গীতা সেনগুপ্তার গান দর্শকদের মুগ্ধ করে। এই উৎসবে বারাসাতের প্রবীন জননায়ক শ্রীযুত লাল মোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

"বিশ বছর আগে" নাট্যাভিনয়

গত ১২ই নভেম্বর গয়লা এন্টারপ্রাইজিং ক্লাবের পরিচালনায় শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "বিশ বছর আগে" নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় বেশ ভালই হইয়াছে। অভিনয়ের ভিতর 'দীপকের' ভূমিকায় সাধনবাবু অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয় করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সত্যব্রতের 'প্রদীপ', নীহার গুহের 'মনীষা' ও গোপালের 'তমসা'ও উপভোগ্য। সর্ব্বোপরি কুমারী কল্যাণী সেনগুপ্তার (৬ বৎসর) নৃত্য আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ দিয়াছে।

রামময় আশ্রমে শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী পূজা

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ২২শে বুধবার পর্য্যন্ত কুণ্ডায় রামময় আশ্রমে মহা সমারোহে শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার পূজা ও উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই পূজা উপলক্ষে কুণ্ডায় একটি বৃহৎ মেলা বসিয়াছিল। পূজার দিন মাতার ত্রিকালীন মহাপূজা ও শান্তি কামনার্থে হোম, চণ্ডীপাঠ, সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে প্রসাদ ও ভোগ বিতরণ, বেলা ২টা হইতে দরিদ্রনারায়ণের সেবা হইয়াছিল। কলিকাতা দি নিউ স্বরাজ অপেরার পৌরাণিক যাত্রা, সাঁওতালী নাচ ও রঙ্গ নাট্যাভিনয়, ঝুমুর, বাজী, ম্যাজিক ইত্যাদি নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের আয়োজনও ছিল। আশ্রমের সেবাইত শ্রীযুত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশ্রমের সভ্যগণ সকলকে আদর আপ্যায়নে প্রীত করিয়াছিলেন। রামময় আশ্রমের উন্নতি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুন

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলে প্রত্যেক নরনারী ঘরে বসিয়া অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে নিজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারেন। বিনা মূল্যে বিস্তারিত বিবরণ পাঠান হয়।

Miss. Sheila Fox, Deptt 5.
Modern Beauty Culture (India), Delhi

ইাণ্ডয়ান টী সিণ্ডিকেটের
দার্জ্জিলিং চা
পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন

পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়। মফঃস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।

১১৮নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।

অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্ব প্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক

৫নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)

বিশেষ বিবরণের জন্ত এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন

বর্ত্তমান বাংলার বিগত শ্রী ও স্বাস্থ্যকে পুনর্গঠন করিবার সংকল্প আজ প্রায় সর্ব্বত্রই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে দুঃখ দুর্দ্দৈব ও আর্থিক অস্বচ্ছলতার ভিতর ইহা যে একটি বিশেষ শুভ লক্ষণ, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলী সাধারণে প্রচারিত হইয়াছে অল্পদিন, কিন্তু রোগনির্ণয় ও নিরাময় পদ্ধতি বহুকালের। নিজের জীবনের প্রতি মায়া, বা সুস্থ শরীরে জীবন যাপন করিবার আকাঙ্খা প্রত্যেক মানুষেরই আছে। রোগ হইলে ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাকে আত্মরক্ষার উপায় বলা যাইতে পারে। আদিম কাল হইতে অদ্যাবধি অসভ্য জাতির মধ্যেও চিকিৎসার ব্যবস্থা বর্ত্তমান।

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ, সুতরাং এই যুগে বৈজ্ঞানিক ঔষধ পত্রের প্রচলন বেশী। আমাদের দেশে নানা প্রকার বাত, মাথাধরা, ঘাড়ের বেদনা প্রভৃতিতে অনেকেই আক্রান্ত হইয়া পড়েন, এসমস্ত রোগের কোন ঋতু বা কাল নাই। এই সকল রোগে ভুগিয়া অকাল বার্দ্ধক্য ডাকিয়া আনার পূর্ব্বে প্রত্যেকেরই উচিত সুচিকিৎসিত হওয়া। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডের "রচি" কোম্পানী আধুনিক চিকিৎসার জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং বিশেষ গবেষণার ফলে "সারিডন" ট্যাবলেট্ আবিষ্কার করিয়া বহু রোগীর উপকার সাধন করিয়াছেন। "সারিডন" নিরাপদে বেদনানাশক তো বটেই, উপরন্তু ইহার দ্রুত কার্য্যকরী ক্ষমতা বর্ত্তমান থাকায় রোগী অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ বোধ করিতে পারেন।

ঋতুমতী

Gotv. Regd.

২৪ ঘণ্টায় ঋতুস্রাব করাইয়া ঋতুবন্ধ ও গর্ভসঙ্কট দূর করে। নির্দ্দোষ ঔষধ। মূল্য ৩৲, মাঃ ৷৹, জন্মনিরোধ—অস্থায়ী ১৷৹, স্থায়ী ৫৲

এস, দেবী, পোঃ সিরাজগঞ্জ (বোনবাড়ীয়া), জেলা পাবনা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

অডিটারের হিসাবে গত বৎসর দীপালী (ইংরাজী ও বাংলা)র সাপ্তাহিক প্রচার—১৩,৩০৩ সংখ্যা

দীপালী

স্থাপিত - ১৯২৭

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা :: টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ :: টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ | ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ | ৪৭শ সংখ্যা

VOL. XII. | DECEMBER 6, 1940. | No. 47

১৯৪১ সালের নব-কলেবর দীপালীর বিস্তারিত নিয়মাবলী ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন।

*

"ছুটীর ঘণ্টা" ১৪শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

*

২রা জানুয়ারী ১৯৪১ তারিখে দীপালীর নব-বর্ষ সংখ্যা বাহির হইবে।

গান

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আজ্‌কে যে-জন চোখের তারা
কাল্‌কে সে হায় চোখের বালি—
সকালে যার স্তবে মুখর
সাঁজে তারেই দিই যে গালি।

যে-দিনে আজ কাটে না ক্ষণ
কালই যে তার হয় নীরাঞ্জন,—
বরের মত চেয়ে, পেয়ে,
শবের ঘায়েই কাঁদি পালি॥

ফুলের মত শুভ্র যে আজ মধুর মত মিষ্টি,
যে দিনে হায় মিথ্যা আমার ভবন ভুবন সৃষ্টি,
কোন খেয়ালীর ইন্দ্রজালে
কাল সে এমন আগুন জ্বালে,
জানি না হায়—প্রাণ কি যে চায়,
কে খেলে এই চতুরালী॥

সাহিত্য-দর্পণ

শ্রীধীরেন্দ্র মোহন মজুমদার

সম্প্রতি রাঁচী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের নবম অধিবেশনের সভাপতি ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর অভিভাষণ প্রসঙ্গে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন তা একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই তিনি বলেছেন—"বাংলা সাহিত্যের ঢাক ঢোল বইবার একচেটে অধিকার যাঁদের আছে তাঁরা জানেন যে সাহিত্যে আমার কোনো স্থান নেই। একদিন ছিল হয়ত, কিন্তু আজ নেই—আমার সম্বন্ধে ফ্যাসনটা বদলে গেছে।" একথা অত্যন্ত সত্য যে, দশ বিশ বছর আগেও যাঁদের রচনা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিকের সন্ধান এনে দিয়েছিল, যাঁদের উপন্যাস, যাঁদের কবিতা একদিন সাহিত্যরসপিপাসুর অন্তর অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্যে ভরিয়ে তুলেছিল তাঁদের রচনার চাহিদা আজ ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে আসছে, হয়ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন রসিক সুজনের আনন্দের খোরাক যোগাচ্ছে, এর কারণ কি? আধুনিক চলতি সাহিত্যের আদর্শ ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড কি উন্নতির এত উঁচু ধাপে পৌঁছেচে যার ফলে আমরা অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বের সাহিত্যিক রথীদের রচনাকে অপাংক্তেয় বলে মনে করছি? আমাদের মনে হয় আধুনিক যুগে গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে শক্তিমান কয়েকজন লেখকের আবির্ভাব সত্বেও গতযুগের কোন কোন ঔপন্যাসিকের রচনার উৎকর্ষকে এখনও আমরা অতিক্রম করতে পারিনি। কবিতার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে আমরা এই দাবী করতে পারি। এখনও রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত কোনও কাব্যরচনার পরিচয় আমরা পাইনি, যদিও বিশেষ বিশেষ মহলে এসম্বন্ধে দাবী করা হয়েছে। বরং রবীন্দ্রপ্রতিভার অরুণোদয়ের যুগে যে সমস্ত কবি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে কয়েকজন এখনও জীবিত আছেন তাঁদের রচনার বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ বাংলার কাব্যসাহিত্যে সত্যকারের সম্পদ বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত যতীন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রভৃতি বাংলার সত্যকারের কবিশিল্পীর রচনা আজও আধুনিক বাঙ্গালী মনের রসপিপাসা মেটাতে পারে। রবীন্দ্র-প্রতিভাকে কেন্দ্র করে এই যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আবির্ভাব হয়েছিল সাহিত্যের ইতিহাসে তা অপূর্ব্ব। বাংলা সাহিত্যের এই সময়টাকে Romantic revival-এর যুগ বলা যেতে পারে।

*

বর্ত্তমানে সাহিত্যের ফ্যাসন বদলে গেলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ফ্যাসন বস্তুটি নিত্যকালের জিনিষ নয়; আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ফ্যাসনেরও পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং ফ্যাসনের বহু বিচিত্র খোলসটি আপাত মনোরম হলেও তার ক্ষণভঙ্গুরতা এই জাতীয় সাহিত্যকে পলে পলে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দেবে। সাহিত্যের আধুনিক ফ্যাসন সম্বন্ধে আমাদের চিন্তিত হবার কারণ নেই। সাময়িক প্রয়োজনের খাতিরে ফ্যাসনের জন্যে আমরা চড়া দাম দিতে পারি, কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে ফ্যাসনের চূড়ান্ত অগ্নিপরীক্ষা অনিবার্য্য। ইতিমধ্যেই সাহিত্যে এই ফ্যাসনের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কি সাহিত্যে, কি সমাজে, কি রাজনীতিতে সর্ব্বত্রই এই আঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যে ইভোলিউসনের ক্রিয়া বয়ে যাচ্ছে, তার ফলে সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি তার উন্নততর আত্মপ্রকাশের পথ বেছে নেবে।

*

সভাপতি মহাশয় সাহিত্যের আধুনিক ফ্যাসন ও সমালোচনারীতি সম্বন্ধে যেকথা বলেছেন তা থেকে কিছু কিছু তুলে দেওয়া আমরা উচিত বলে মনে করি।

আগামী নববর্ষ হইতে
সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের
অতি আধুনিক সমাজের রসঘন কথাচিত্র
বহ্নিবলয়
দীপালীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবে

" * * "সাহিত্যেও এই ক্যাপিটালিজমের প্রসারের ফলে এসেছে ফ্যাসনের রাজ্য—নিত্য নূতন সৃষ্টির জন্য একটা অসহ্য তৃষ্ণা। রাশি রাশি গ্রন্থ সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক অ-সাহিত্য কু-সাহিত্য কেবল ব্যবসাদারীর জোরে—বিজ্ঞাপন ও প্রোপাগাণ্ডার জোরে চলে যাচ্ছে—আর অনেক প্রকৃত সৎসাহিত্য, কেবল এই ব্যবসাদারীর আনুকূল্যে বঞ্চিত হয়ে চাপা পড়ে যাচ্ছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখনও হচ্ছে mass production, এত প্রচুর বই ছাপা হচ্ছে যে তা পড়বার বা চোখে দেখবারও সুযোগ হবার সম্ভাবনা সবার হয় না। তাই সেকালের রাজা বাদসার খানা চাকবার জন্য যেমন মাইনে করা taster থাকতো আমাদের গণসম্রাটের সাহিত্যিক খাদ্যপেয়েরও তেমনি পেশাদার চাখনদার সৃষ্ট হয়েছে। ব্যবসাদারের পরিচালিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক সকল পত্রিকায় সাহিত্যের সমালোচনা করতে হয়। ঝুড়ি ঝুড়ি বই আসে সমালোচনার জন্য, যাঁদের এটা পেশা তাঁদের

দীপালী-সম্পাদক
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
মরু-ছায়া
বাহির হইল
মূল্য ১৲ টাকা
প্রাপ্তিস্থান: দীপালী গ্রন্থশালা
ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়

সে-সব ভাল করে পড়ে দেখবার সময়ও হয়তো হয় না। কেন না, না পড়ে সমালোচনা করলেও তা পরখ করে যে কেউ সংশোধন করতে আসবে তার সম্ভাবনা অতি অল্প। * * ছাপাখানার ভেতর দিয়ে সেই লেখা বেরিয়ে এলে হাজার হাজার পাঠক সেই সমালোচনা পড়ে স্থির করে বসেন, এ বই পড়বো কি পড়বো না।”

*

অগ্রহায়ণের “প্রবর্ত্তক”-এ ভারতবরেণ্য ৺পঞ্চানন তর্করত্নের মৃত্যু উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রী মতিলাল রায় মহাশয় যে প্রবন্ধ লিখেছেন নানা কারণে তা উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর শেষ দিনেও এই স্বর্গীয় মহাত্মা স্বধর্মনিষ্ঠার অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়ে গেছেন। রায় মহাশয়কে লিখিত স্বর্গীয় পণ্ডিতপ্রবরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের পত্রের অংশবিশেষ এসম্পর্কে উদ্ধৃত করা হ'ল।

“তাঁহার মৃত্যুও অপূর্ব্ব। এই বাড়ী ভাড়া লইবার রহস্য আপনাকে জানাইতেছি, এই বাড়ীটি উদয়পুর ষ্টেটের সম্পত্তি। উদয়পুরের মহারাণা ফত্তে সিং তাঁহার সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহার প্রকৃতিতে ক্ষত্রিয়ভাব তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারই অধিকারভুক্ত স্থানে দেহত্যাগ করিবেন, ম্লেচ্ছ রাজ্যে করিবেন না—ইহাই ছিল অন্তর্গত ভাব। এই ভাব লইয়া তিনি নিজ বাটী ত্যাগ করিয়া, ভাড়া লইয়া এই বাটীতে পড়িয়াছিলেন। চতুঃষষ্ঠি যোগিনী মা দুর্গা ও গঙ্গার সান্নিধ্য, কাশী ও ক্ষত্রিয়াধিকার, এই চতুষ্টয়গুণযুক্ত স্থানে “ব্রহ্মময়ী দুর্গা” নাম ও গায়ত্রী জপ করিতে করিতে কুশাসনে শয়ান হইয়া তিনি সুপবিত্রভাবে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমরা দুইভাই এখানে ছিলাম, তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহার শবদেহ স্পর্শ করিতে পায় নাই, তাঁহার নিষেধ ছিল। পুত্র-কর্ত্তব্য পুত্রই করিবে, ইহাই ছিল নীতি। দিয়াশালাইয়ের অগ্নি অপবিত্র, এজন্য চকমকি ঠুকিয়া অগ্নি বাহির করিয়া চিতায় দেওয়া হয়। মণিকর্ণিকায় ব্রহ্মনালে দেহ-দাহ হইয়াছে। প্রাতঃকালে হস্তের অঙ্গুরীয় দেখাইয়া দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—স্বর্ণখণ্ড আবশ্যক হইলে, ইহা হইতে লইবে।”

১৯৪১ (ত্রয়োদশ বর্ষ) হইতে দীপালীর নব কলেবর

প্রতি সাধারণ সংখ্যা দুই আনা

ভারতবর্ষে :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৬৲ ছয় টাকা।

" ষাণ্মাসিক চাঁদা—৩া০ সাড়ে তিন টাকা

(বৎসরের প্রথম অথবা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা বা মাস হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না)

" ত্রৈমাসিক চাঁদা—২৲ দুই টাকা।

(বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ্চ, ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন, ১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাস ধরা হয় এবং এইভাবেই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয়।)

নমুনা প্রতি সংখ্যা—৵১০ দশ পয়সা।

বর্ম্মায় :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৯৲ নয় টাকা।

" ষাণ্মাসিক চাঁদা—৫৲ পাঁচ টাকা।

" ত্রৈমাসিক চাঁদা—৩৲ তিন টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—৶০ তিন আনা।

নমুনা প্রতি সংখ্যা—।০ চারি আনা।

ভারতবর্ষের বাহিরে :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—১০৲ টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—।০ চারি আনা।

নমুনা প্রতি সংখ্যা—।৵০ পাঁচ আনা।

*

পুরাতন সংখ্যার মূল্য সর্ব্বত্র নূতনের দেড়গুণ এবং ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। সম্পূর্ণ সেটের মূল্য, বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদার সমান। বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক সেট রেলওয়ে পার্শ্বেলে বা ডাকে পাঠান হয়। সেটের মূল্য ও ডাকমাশুল অগ্রিম দেয়, ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না।

ইংরাজী ১৯৪১ সাল অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে দীপালী বর্দ্ধিত আকারে, আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য আরও নূতন নূতন বহুবিধ সেবা-সম্ভার লইয়া সুদৃশ্য চিত্রাবলী ও প্রচ্ছদপটে পরিশোভিত হইয়া, আপনাদিগকে অভিবাদন করিবে

*

পাঠক-পাঠিকাগণ :—

দীপালীর পাঠক-পাঠিকাগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে কাগজ, কালি এবং ছাপাখানাসংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা হেতু গত ১৫ মাস কাল আমরা বহু ক্ষতি সহ্য করিয়াও দীপালীর মূল্য বৃদ্ধি করি নাই অথবা ইহার কলেবরও খর্ব্ব করি নাই। আমাদের বহু গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পৃষ্ঠপোষকগণ, দীপালীর মূল্য বৃদ্ধি করিয়া কাগজের উৎকর্ষ সাধন করিতে বহুদিন হইতেই আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু আমরা এ যাবৎ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। ইয়ুরোপে কাগজের মূল্য ঠিক রাখিতে গিয়া, তাঁহারা কাগজের আকার করিয়াছেন ৪ বা ৬ পৃষ্ঠা। আমাদের ভারতবর্ষেও দৈনিক এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা, মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পত্র-সংখ্যা কমাইয়াছেন। আকার কমাইয়া, কেবলমাত্র সংবাদ সরবরাহ করিলেই সংবাদপত্র চলিতে পারে, কিন্তু দীপালীর মত সর্ব্ব-বিষয়ক ও জনপ্রিয় পত্রিকার আকার কমাইয়া মূল্য-হার অপরিবর্ত্তিত রাখিতে গেলে পত্রিকাখানিকে একেবারেই অব্যবহার্য্য করিয়া তোলা হইবে। মহিলাদের জন্য "নারীলোক" এবং কিশোরদের জন্য "ছুটির ঘণ্টা" প্রভৃতি 'দীপালীর' বিশেষত্ব এতদ্বারা একেবারে ব্যর্থ হইবে।

দীপালী সাহিত্য শিল্প ও মহিলাদিগের এবং কিশোর কিশোরীদেরও সেবায় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। গত শারদীয়া সংখ্যা হইতে ছেলে মেয়েদের জন্যও একটী বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং শিল্প-সাহিত্য রচনায় যশস্বী লেখক শ্রীযুক্ত দাদাভাই মহাশয় এ বিভাগটি পরিচালনা করিতেছেন। কাজেই, দীপালীর উত্তরোত্তর পত্রসংখ্যা বৃদ্ধিরই প্রয়োজন ঘটিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে, কারণ দীপালীতে আরও নব নব বহু বিষয়ের অবতারণা করিবার কল্পনা আমাদের আছে।

দ্বিতীয়তঃ, চিত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কল্পনাও আমাদের আছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য দীপালীর বর্ত্তমান আকার রক্ষা করাই যখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ সংস্কার ও উন্নতি কিরূপে সম্ভব?

উত্তরে আমরা বলি যে, ইহা সম্ভব, এবং এ-সম্ভাবনা আমরা আশা করি দীপালীর পাঠকপাঠিকাগণের নিকট হইতেই। দীপালীকে যাঁহারা বাংলার সাপ্তাহিকজগতে জনপ্রিয়তার স্বর্ণাসনে বসাইয়াছেন, একমাত্র দীপালীর সেই পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার আশাতেই আমরা আগামী বর্ষ (ইং ১৯৪১ সাল) হইতে দীপালীর আকার, পত্রসংখ্যা ও চিত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত করিলাম।

আমরা মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পত্রসংখ্যা কমাইবার পক্ষপাতী নহি, কাজেই পত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে—সেবার পরিমাণও বৃদ্ধি করিয়া যদি সামান্য মূল্য বৃদ্ধি করি,—তাহা হইলেই মনে হয় দীপালীর অস্তিত্ব সার্থক হইবে।

বাংলায় প্রচলিত প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকাগুলির বার্ষিক চাঁদা ছয় টাকা ও প্রতি সংখ্যার মূল্য যখন আট আনা, তখন সাপ্তাহিক দীপালীর এক মাসের অর্থাৎ চারি সংখ্যার বিষয়বস্তু, ছবি ও আকারের পরিমাণ, মাসিক পত্রগুলির অপেক্ষা যখন বেশী বই কম কিছুতেই হইবে না, তখন ইহার মূল্যও প্রতি সংখ্যা দুই আনা ও বার্ষিক চাঁদা ৬৲ ছয় টাকা আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রার্থনা করিতে পারি। মাসিক পত্রিকাগুলির যাঁহারা পাঠক ও গ্রাহক, তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ আমরা নিশ্চয়ই আশা করিতে পারি।

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ :—

ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহক হইলে চাঁদা কিছু বেশী পড়ে, সেইজন্য একেবারে বার্ষিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়াই সুবিধাজনক। ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক গ্রাহকগণ পরে বার্ষিক গ্রাহক হইতে চাহিলে পূর্ব্বপ্রদত্ত ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক চাঁদা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা লওয়া হইবে না। গ্রাহকগণ বিশেষ সংখ্যাগুলি অর্থাৎ শারদীয়া, নববর্ষ প্রভৃতি বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক চাঁদার মধ্যেই পাইবেন। ইহার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইবে না।

এজেণ্টগণ :—

এজেণ্টগণ, এখন হইতেই এজেন্সী-ম্যানেজারের সহিত তাঁহাদের সাপ্তাহিক সরবরাহ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিবেন; নচেৎ নববর্ষ হইতে আমাদের নূতন ব্যবস্থানুযায়ী কাগজ সরবরাহ প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ ঘটিতে পারে।

শ্রীমতী রমলা দেবী

লাহোরের পাঞ্চোলী আর্ট পিকচার্সের "খাজাঞ্চী" (হিন্দী) চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় চিত্তাকর্ষক অভিনয় করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

THE BOYS' OWN LIBRARY Estd. 1909 No. Y. M. I.

দর্পণী

এমেচার ফটোগ্রাফি

গোয়ালিয়র দুর্গ
—শ্রীউমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা

বেলুড় মঠ
—শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ
কলিকাতা

আউটরাম ঘাট
—শ্রীসতীশ কর
কলিকাতা

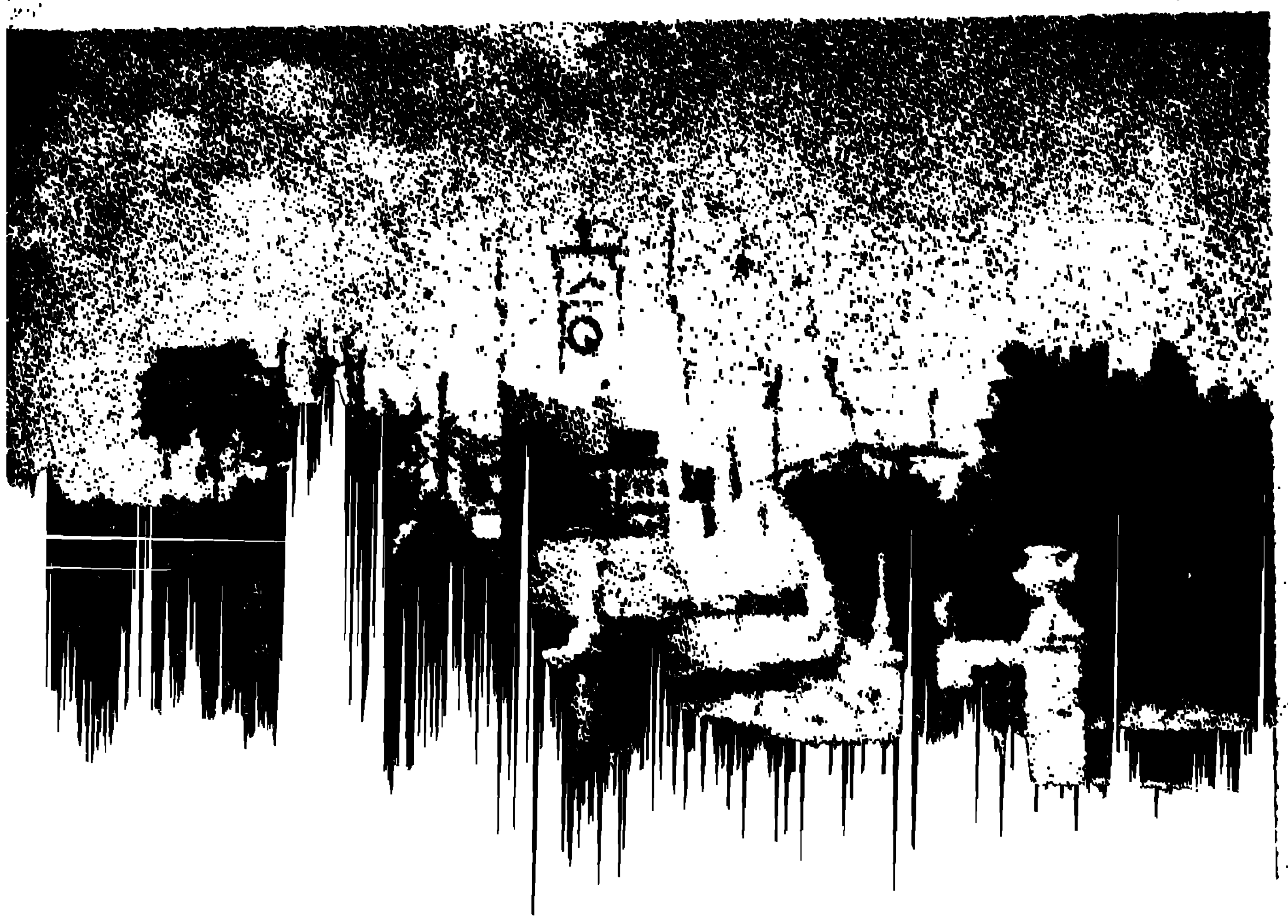

লার মহল (দেওঘর)
শ্রীবিমলেন্দু নারায়ণ বিশ্বাস
কলিকাতা

"নামলো ছায়া ধরণীতে"
—শ্রীসূর্য্যপ্রসাদ সাহা
বহরমপুর

দীপালী

এমেচার ফোটোগ্রাফী

পরিচালক—
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

(বামে)
পর্দ্দার অন্তরালে
—শ্রীরামপ্রসাদ সি
কলিকাতা

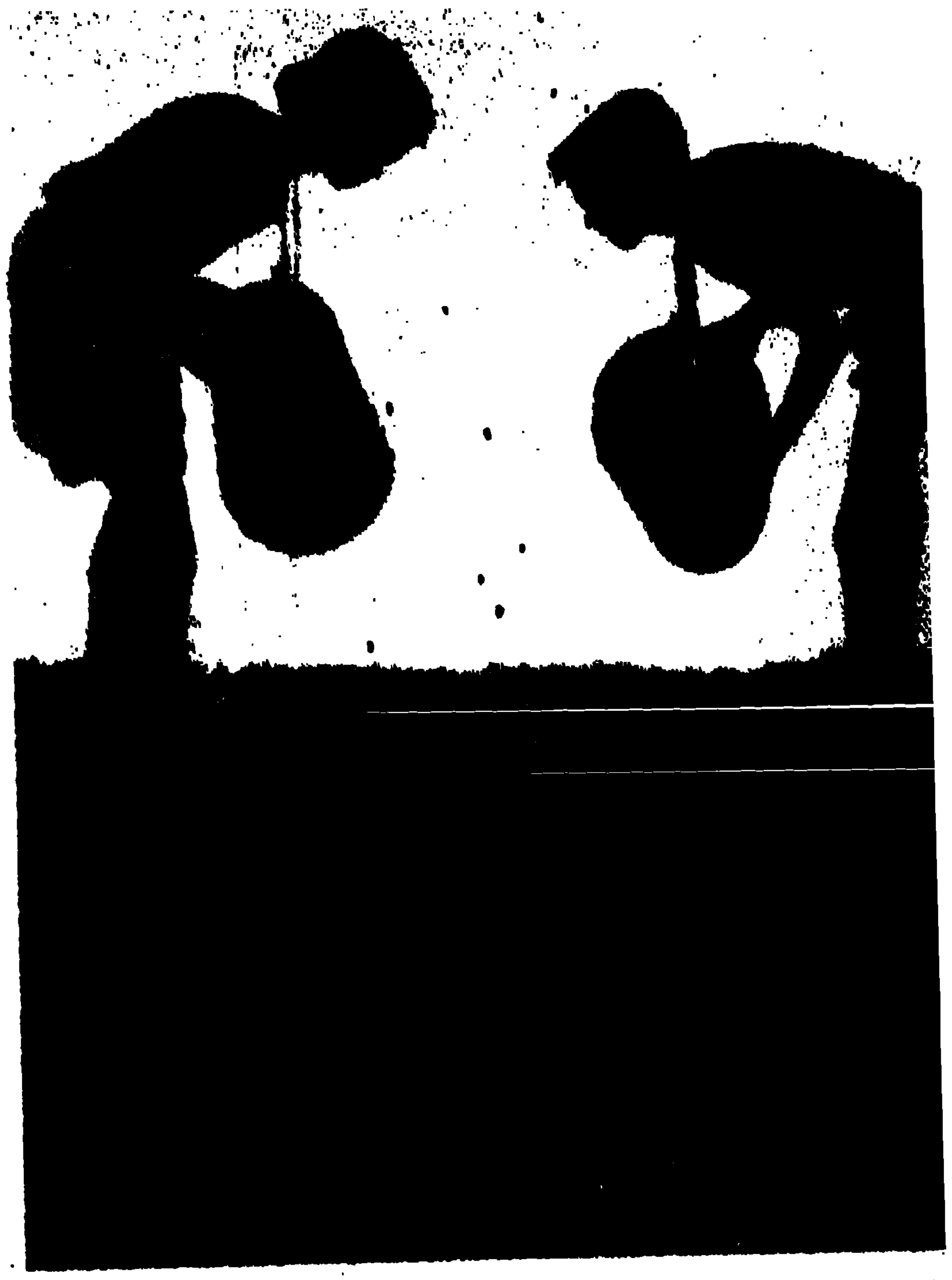

'মাদলিয়া' —শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ, বাঁ

(নীচে)
"রিণা" —শ্রীমতী মিনি দেবী, গৌহাটী

মিষ্টার খোকন —শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ, বাঁ

শ্রীমতী বনমালা, বি. এ., বি.টি.
এই উচ্চশিক্ষিতা মহারাষ্ট্র মহিলাকে
বোম্বায়ের অ'ত্রে পিক্‌চার্সের
"চরণ-কি-দাসী" (হিন্দী ও মারাঠী)
চিত্রে দেখা যাইবে।

দীপালী

চিত্র বর্ত্তিকা

১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

THE BOYS' OWN LIBRARY
Estd. 1909.
No. ....
Y. M. I.

নৃত্যানিপুণা শ্রীমতী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ী। ইঁহার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ এই সংখ্যায় ২৯শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কমলা টকীজের "রাজকুমারের নির্ব্বাসন" চিত্রের একটি দৃশ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী ও চন্দ্রাবতী। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন—মধুসূদন

মেট্রোর "Boom Town" চিত্রে স্পেন্সার ট্রেসী, হেডী লামার, ক্লদেৎ কোলবেয়ার ও ক্লার্ক গেবল্।

গল্প

মালতীর মালা

—শ্রীমতী সরলা দেবী

(১)

রেঙ্গুনে স্পার্ক ষ্ট্রীটের দু'ধারে বড় বড় গাছের সারি দিয়া সাজান প্রকাণ্ড বাঁধান রাস্তাটার উপর শ্রাবণের বাদলধারা যেন মায়াজাল বিস্তার করিয়া দিয়াছিল।

দেখিলে আপনা হইতেই মন উদাস হইয়া পড়ে।

তাহারই একদিকে ফুটপাথের উপর ডাইনে বাঁয়ে পোড়োজমির বেড়া দেওয়া চারতলা বাড়ীর তিনতলার এক কামরায় ঊষা স্বামীর অফিসের জলখাবার কৌটায় ভরিতেছিল।

শুইবার ঘরে কোট্ প্যাণ্ট পরিতে পরিতে মোহিত হাঁকিয়া কহিল, "ওগো শুনছ।"

"কি?"

"আজ তুমি দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিও।"

"কেন শুনি?"

"এ-যে বাদল নামল, আজ আর কোথাও বেরুনো যাবে না দেখছি সন্ধ্যেবেলায়!"

"তাই কি?"

"নিরুপায়ের উপায় তুমি। তোমার সঙ্গেই দেখছি সন্ধ্যেটা আড্ডা দিয়ে কাটাতে হবে। তুমি আবার আলো না জ্বলতে জ্বলতে যে ঘুম লাগাও তাই সাবধান করে দিচ্ছি।"

"আহা মরে যাই! আমি অত তোমার দয়ার ধার ধারি না। কেন তোমার আজ "বেঙ্গল ক্লাব" "ফেয়ার ষ্ট্রীটের মেস" কি অপরাধ করলে?"

"বারে, তুমি কি চাও আজও কালকের মত বেড়াতে গিয়ে ভিজে কাকটি হয়ে ফিরে এসে 'ইনফ্লুয়েঞ্জায়' ভুগে মরি! তার চাইতে তুমি একটু দয়া করে দুপুরে ঘুমিয়ে নিও, সন্ধ্যেটা জমবে ভাল।"

"ঈস, তা বই কি! আজ আমি দুপুর-বেলা বুবুদের বাড়ী বেড়াতে যাব, কাল থেকে কথা দিয়ে রেখেছি। তারপর সন্ধ্যে হলেই ঘুমুব, তুমি একলাটি বসে বসে হাই তুলবে—তুমি রোজ বেড়াতে গেলে আমি যা করি। আজ হবে শোধ-বোধ।"

হাসিয়া মোহিত কহিল "আচ্ছা, তোমার চোখের ঘুম কেড়ে নেবার ওষুধ আমার জানা আছে।"

(২)

বাড়ীওয়ালা মজিদ সাহেবের পৌনা স্ত্রী মা হেন্‌কে ঊষা বুবু বলিত। মা হেন্ ঊষাকে বলিত দিদি। চীনাবাজারে মজিদ সাহেবের আবাস ভবন। সেখানে তাঁহার স্বজাতীয়া প্রৌঢ়া স্ত্রী, উপযুক্ত পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র পৌত্রী বর্ত্তমান।

মজিদ সাহেব মান্দালয়ে একবার ব্যবসায় উপলক্ষে গিয়া বন্ধুকন্যা মা হেনের রূপে মুগ্ধ হইয়া বন্ধুর অগোচরে বিবাহ করিয়া বসেন। এবং গোপনে আনিয়া স্পার্ক ষ্ট্রীটের এই বাড়ীতেই আছেন।

অবশ্য বিবাহটা হইয়াছিল একটু নূতন রকমে। মা হেন্ কড়ার করিয়া লইয়াছিল যে সে নামাজ পড়িবে না এবং নিষিদ্ধ বস্তুও খাইবে না।

আর রাত্রে মজিদ সাহেব আসিয়া যে সকল পাত্রে চা, কফি, লেমনেড্, সরবৎ ইত্যাদি পান করিত, মা হেন্ সেই সকল পাত্রগুলি পৃথক স্থানে রাখিয়া দিত, নিজে ব্যবহার করিত না।

কারণ মা হেন হিন্দু। মা হেন্ বৈষ্ণবী। নবদ্বীপের বড় বড় বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ এক সময়ে স্বাধীন বর্ম্মা নৃপতির সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কৌলিন্য-মর্য্যাদায় কিছুমাত্র ছোট হন নাই। রাজা থিব'র পিতৃপিতামহের হুকুমে তাঁহারা এক এক বর্ম্মাতরুণীর পাণিগ্রহণ করিয়া বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহার পর মুস্কিল বাধিল বংশধরদের লইয়া। তাহারা ত' আর নবদ্বীপের "কাব্যতীর্থ" "স্মৃতিতীর্থদের" মধ্যে নিকট আত্মীয় বলিয়া স্মৃতি ফিরাইতে পারিল না।

অতএব বর্ম্মারাজার অনুগ্রহে তাহারা পৌনা নামে অভিহিত হইতে লাগিল। না হিন্দু, না বৌদ্ধ, না বাঙ্গালী না বর্ম্মা।

এই ত গেল মা হেনের পিতৃ পিতামহের ইতিহাস!

(৩)

ঊষা যখন বুবুদের বাসার দরজায় ঘা দিল, বেলা তখন আড়াইটা। জরীর বুটি দেওয়া বেগুনি রংয়ের লুঙ্গীর উপর ফিরোজা রংয়ের ফুলহাতা এঞ্জী পরিহিতা, কাণে হীরার ফুল, গলায় চুনিপান্না খচিত মফ্‌চেন, পায়ে সোনার মল শোভিতা মা হেন্ সহাস্যবদনে দরজা খুলিয়া দিয়া দুই হাত বাড়াইয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিল।

"আইয়ে দিদি, বৈঠিয়ে। আজ হামারা নসীব বহুত আচ্ছা হ্যায়। আজ মালুম হোতা পূর্‌বকা সুরজ পচ্ছিমমে উঠা হ্যায়।"

ঊষা হাসিমুখে প্রবেশ করিয়া মা হেনের নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে উপবেশন করিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই যে সে আসিবে মনে করে প্রায়ই, কিন্তু হইয়া উঠে না।

তাহার পর নানারূপ আলাপ করিতে

করিতে মা হেন্ সহসা প্রশ্ন করিল, "আজ সকাল থেকে উঠে অবধি কি কি কাজ করলে বল ?"

উষা ঊর্দ্দ ঘেঁষা হিন্দীতে যে জবাব দিল তাহার মর্ম্মার্থ এই—

"কি আর এমন করব বল ভাই। ছেলে নেই—পুলে নেই, নির্ঝঞ্ঝাট্ মানুষ, গড়িয়ে গড়িয়েই দিন কেটে যায়। কালকে থেকে যে বৃষ্টি, আজ সকালে ত' কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করছিল না। উনি কিন্তু এমন মানুষ, ভোর না হতেই উঠে হাত-মুখ ধুয়ে রোজ নিজে হাতে দু'কাপ চা করে তারপর আমায় ডাকাডাকি করবেন! আমি যত বলি যে আমি এখন চা খাব না, বেলায় খাব, সেকথা কে শোনে? দু'জনে গল্প করে চা না খেলে ওঁর চলবেই না। কাজেই আজও টানাটানির চোটে উঠতেই হল।

"তারপর চা খেয়ে উনি গেলেন বাজার, আমি রান্না করতে লাগলুম। বাজার থেকে এসে আবার আমায় রান্নার যোগাড় দিতে লাগলেন, হয়ত ছুরি করে আলু ছাড়িয়ে দিতে লাগলেন, নয়ত আমি যখন মাছ কুটছি তখন হয়ত কড়ার তরকারীটা নেড়ে দিতে লাগলেন।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

"আজ আবার দেখ না দিনে ঘুমুতে হুকুম দিয়ে গেছেন।"

"কেন ?"

"কেন আবার, জল-বাদলায় বেরুতে পারবেন না, তাই আমাকে আড্ডা দিতে হবে।"

"তোমরা বেশ আছ ভাই, এক একদিন যখন দু'জনে গান গাও, আমার শুনতে বেশ লাগে, আমি বারান্দায় কাণ পেতে দাঁড়িয়ে থাকি।"

"আমার কথা ত' বেশ শুনে নিলে, এইবার তোমার কথা বল সকাল থেকে কি করেছ ?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা হেন্ কহিল, "আমি আর কি করব ভাই, জানই ত' আমার একঘেয়ে জীবন।"

এই বলিয়া মা হেন্ উষারই নিকট হইতে শেখা একটি কীর্ত্তনের সুর ধরিয়া কহিল—

"হরি গেলেন মধুপুরী, হাম কুলবালা,
বিপথে পড়িয়ে আছি হয়ে মালতীর মালা ;
আমি পড়ে যে আছি গো—
মালতীর মালা হয়ে আমি পড়ে যে আছি
কৃষ্ণ উপেক্ষিতা হয়ে পড়ে যে আছি গো—"

বুবুর বাহু ধরিয়া কাতর কণ্ঠে উষা কহিল, "কেন ভাই এমন করে বলছ, তুমি ত' উপেক্ষিতা নও।"

"না, তা নই, কিন্তু এমনধারা একঘেয়ে জীবন যে আর ভাল লাগে না ভাই। রাত ১২টায় সাহেব এল, ভোর পাঁচটায় চলে গেল, তারপর ৯টা অবধি ঘুমুলুম। তারপর মাসী চা নিয়ে ডাকল, উঠলুম, চা খেয়ে ঘর-দোর আসবাবপত্র ঝাড়লুম, গোছালুম রান্নার কাজ সব মাসীই করে। আমাকে কিছু করতে দেয় না, বলে—আগুনের তাতে গেলে আমার রং ময়লা হয়ে যাবে, সাহেবের মন থাকবে না।

"কি আর করি ?

প্রতিদিন এই ভাবে যত্ন নিলে আপনার মাড়ি ও দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে।

আপনার দন্তচিকিৎসক সম্ভবতঃ মাড়ির চিকিৎসায় এস, আর, (Sodium Ricinoleate) ব্যবহার করেন। এস, আর, এরূপ তীক্ষ্ণ বীর্য্য যে রোগদুষ্ট মাড়ির মধ্যে যে বিষাক্ত দ্রব্য ও জীবাণু জন্মে তাহা নিস্তেজ ও অসাড় করিয়া দেয় ও মুখবিবর সতেজ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ করিয়া তোলে।

আপনি প্রতিদিনই এস, আর, ব্যবহার করিতে পারেন, কারণ গিবস্ এস, আর, টুথপেষ্টে এই মূল্যবান অমোঘ ঔষধ সক্রিয় অবস্থায় বর্ত্তমান। কাজেই এই টুথপেষ্ট পাইওরিয়া ও মাড়ির অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিষেধ করে।

প্রতিদিন এস, আর, দ্বারা মাড়ি ঘষিলে ও দাঁত মাজিলে দাঁত সাদা হয়, নিঃশ্বাস সুরভিত হয়, মাড়ির যন্ত্রণা প্রতিহত হয় ও দাঁত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। "এস, আর," মাড়ির মধ্যে কাজ করিতে থাকে উহাতে আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা হয়।

সব ছাড়িয়া আজ হইতেই গিবস্, এস, আর, ব্যবহার করুন।

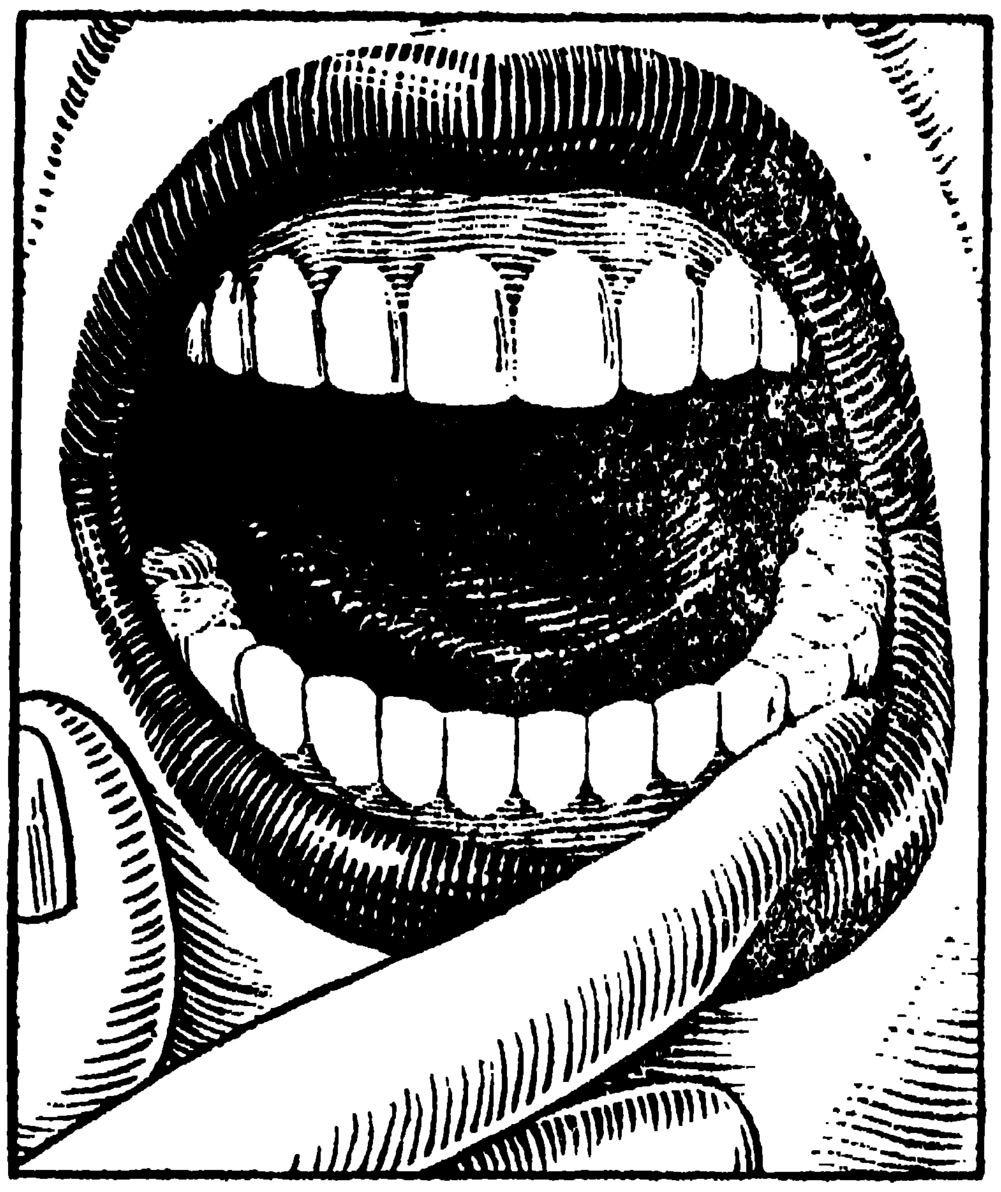

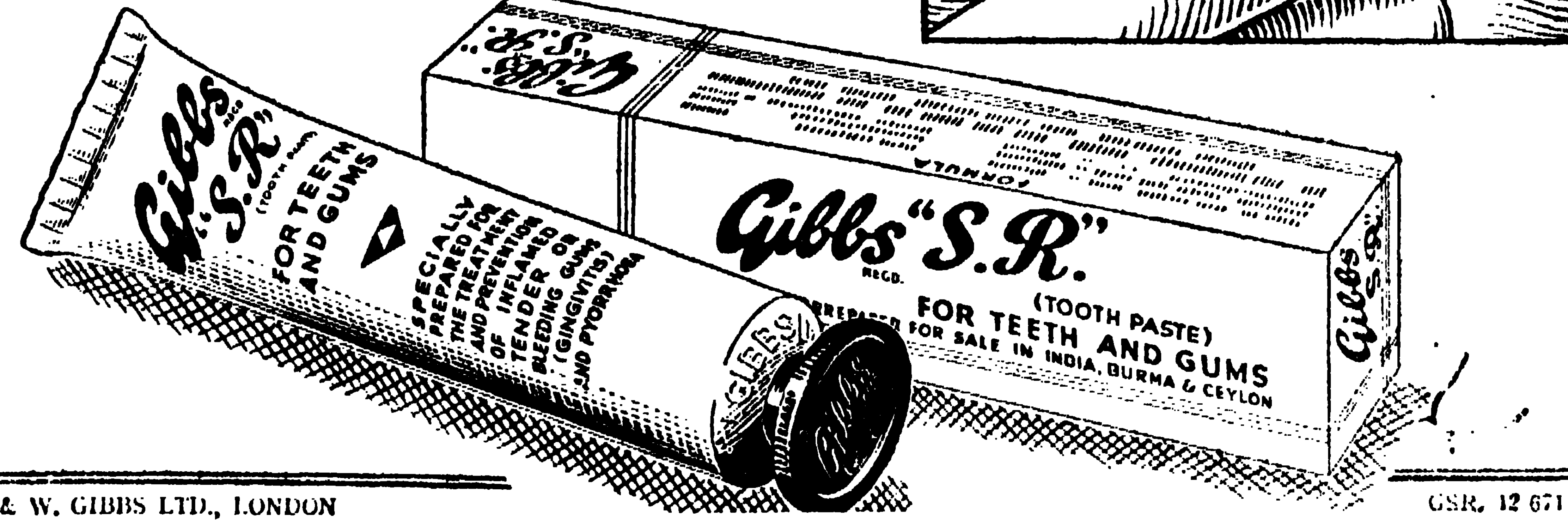

D. & W. GIBBS LTD., LONDON   GSR. 12 671 B(

"গা ধুয়ে সাজ সারলুম। খাওয়া দাওয়ার পর মাসী বসল চুরুট তৈরী করতে, আর আমি আমার এই লুঙ্গীটায় পুঁতির ফুল বসাচ্ছিলুম আর তুমি এলে। দেখ ত' ভাই কেমন হয়েছে?"

"সুন্দর! আমায় একটু কাগজ পেন্সিল দাও না ভাই, ডিজাইনটা এঁকে নিই।"

নক্সা আঁকিয়া ঊষা কহিল, "আজ তবে উঠি ভাই, চারটে বাজে, ওঁর আবার জল-খাবার তৈরী করতে হবে, উনি ঠিক পৌনে পাঁচটায় আসেন।"

(৪)

বাসায় পা দিয়াই মোহিত কহিল, "জল্‌দি করো ম্যান্ জল্‌দি।"

বিস্মিত কণ্ঠে ঊষা কহিল "কেন?"

"তোমার রাগ দেখে বৃষ্টি যখন থেমে গেল, আর আমিও যখন বলেছি সন্ধ্যেটা তোমার সঙ্গেই কাটাব, তখন চল বায়োস্কোপে যাই। 'গ্লোবে' একটা বাংলা বই এসেছে।"

"আচ্ছা, ৬৷৷০টা বাজতে তো এখনও দেরী আছে। আমি ততক্ষণ রাত্রের খাবারটা তাড়াতাড়ি সেরে রাখি। তুমি ধড়াচূড়া ছেড়ে হাত-পা ধোও, চা রেডি।"

ছাই রংয়ের কটকি শাড়ীর জরিপাড় আঁচল দোলাইয়া ঊষা স্বামীর পাশে পাশে পথ চলিতে সুরু করিয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, মা হেন্ বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহাদেরই দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে।

ঊষার চিত্ত ব্যথিত হইল।

বায়োস্কোপেও ঊষার মন বসিল না, তার মনে বাজিতে লাগিল সখীর সকরুণ দৃষ্টিভঙ্গী আর তার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা।

৯টায় বাসায় ফিরিয়া ঊষা সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুনিতে পাইল মা হেন্ গাহিতেছে—
"বিপথে পড়িয়ে আছি, হয়ে মালতীর মালা।"

সাহেব কত রাত্রে আসিবে কে জানে? যখন আসিবে তখন হয়ত যত্নে আঁকা সুর্ম্মা, তেনাখা চোখের জলে ভাসিয়া যাইবে।

ছুটির ঘণ্টা

পরিচালক—দাদাভাই

শীতবুড়ো তার কুয়াশার ওড়না গায়ে জড়াইয়া পৃথিবীর বুকে আসিয়া বেশ জাঁকাইয়া বসিলেন।

ওদিকে গোলাগুলি কামান গর্জ্জন ও বিষবাষ্পে চলিয়াছে মরণের ধ্বংসলীলা সাগর পারের দেশে দেশে।

লালসার আগুনে চিরন্তন সভ্যতা আজ নিষ্পেষিত—করুণ আর্ত্তনাদে মানুষের বুকের ভগবান নিরন্তর অশ্রু মুছিতেছেন।

গত মহাযুদ্ধের ভুল-ভ্রান্তি আজ এতকাল যাহা তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল তাহা দুর্নিবার হইয়া লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে।

মানুষের জ্ঞানে, প্রচেষ্টায় এবং শ্রমে যে-সভ্যতা এতকাল ধরিয়া তিলে তিলে গড়িয়া উঠিয়াছিল, কামানের গোলায় আজ তাহা ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে।

ইতালী বড় আশাতেই গ্রীসের বিরুদ্ধে চালাইয়াছিল তাহার অভিযানের অক্টো-পাশ রাহু কিন্তু জন্মভূমি রক্ষাকল্পে মরণ-পণ গ্রীসের কামানের মুখে তাহাদের বেশ শিক্ষা হইতেছে।

যে সাম্রাজ্যলোভী জাপান চীনকে একদা টিপিয়া মারিতে চাহিতেছিল তাহারাও হঠাৎ পিছু হাঁটা সুরু করিল। এমনি করিয়াই অন্যায় লোভের মাশুল দিতে হয়।

এদিকে সারা ভারত জুড়িয়া সত্যাগ্রহের ঢেউ আসিল।…জানি না এর গতি কোথায়।

তোমাদের সকলের পরীক্ষাও ত' আসিয়া গেল। বেশ মন দিয়া সকলে পড়াশুনা করিতেছো ত'? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সবাই আসন্ন পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া

দাদাভাই-এর

নিজেদের শ্রম সফল কর ও সঙ্গে সঙ্গে "কুলং পবিত্রং জননী চ ধন্যা" হইল।

আচ্ছা এবারে তোমাদের চিঠিগুলোর জবাব্ দিয়া লই।

*

(২০) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, (কলিকাতা): তোমাকে সভ্য করিয়া লওয়া হইয়াছে। সভ্য নং ৫৯। আশা করি এখন আর দাদাভাইয়ের দাদাটুকু কাটিয়া দিবে না, কী বল? মাথা কাটিয়া দিলে ল্যাজ লইয়া কী করিব, বলত? টুক্ টুক্ করিয়া নাড়িব বুঝি?

(২১) শ্রীমতী করুণাকণা আঢ্য (হুগলী): তোমার সভ্য নং হইল ৬০।

(২২) ডালিম কুমার (কুমিল্লা): তোমার সভ্য নং ৬১ হইল। তোমার 'দুর্লভ ডাক টিকিট' ছুটির ঘণ্টায় ছাপাইয়া দিলাম। খুব আনন্দ হইতেছে, না? চিন্তা করিও না। আমি জন্তু, পাখী বা কীট পতঙ্গ নই, তোমাদের সকলেরই মত দু'হাত, দু'পা-ওয়ালা একজন মানুষ। বুঝিলে? তোমার ভালবাসা লইলাম। কেমন খুসী?

(২৩) শ্রীঅনিলকুমার পাল, কলিকাতা: (সভ্য নং ৫১) প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ ১০ই ডিসেম্বর। 'লেখনী বন্ধু' বিভাগ নববর্ষ 'হইতে থাকিবে।

(২৪) শ্রীচিত্তরঞ্জন বসু (কলিকাতা): সভ্য নম্বরটি তোমার কত জান? ৫৮।

(২৫) শ্রীসুধীরকুমার নন্দী (চুঁচুড়া): তোমার সভ্য নং ৬৩। কবিতাটি তোমার এখনও দেখিয়া উঠিতে পারি নাই। তোমার প্রশ্ন হইল "বৈদ্যুতিক শক্তির সংস্পর্শে মানুষের shock লাগে কেন? এবং মানুষ মরেই বা কেন?" বিদ্যুতের মধ্যে দুই প্রকার বিদ্যুৎ আছে। 'হাঁ ধর্ম্মী' বিদ্যুৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলা হয় Positive electricity ও 'না ধর্ম্মী' বিদ্যুৎ বা Negative electricity। এই 'হাঁ' ও 'না' ধর্ম্মী বিদ্যুৎ যখন ছোঁয়াছুঁয়ি হয় তখন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বা Electric current এর সৃষ্টি হয়, এবং ঐভাবে Electric current বিদ্যুৎ-প্রবাহ বা বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্টি হয়েই মেসিন চালায়, পাখা ঘোরায়, আলো জ্বালায়, এমন কি আকাশে বিদ্যুৎও চম্‌কায়।

ঐ Electric current বা বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ বা Quantity যখন খুব বেশী হয় তখন তাহা হইতে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সেই জন্য হঠাৎ যদি আমাদের শরীরের কোন অংশে ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিয়া যায় তবে প্রবল একটা ধাক্কা বা shock দেয়। সেই বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ যদি খুব বেশী হয় তবে মানুষের শরীর সেটা সহ্য করিতে পারে না; ফলে মানুষ মারা যায়।

এখন কথা হইতেছে, মানুষের শরীরে ত' আর Electricity নাই, তবে Shock লাগে কেমন করিয়া?

মানুষ যখন মাটীতে পা দিয়া কোন বিদ্যুৎ প্রবাহিত তারে হাত ছোঁয়ায় তখনি তার পায়ের নীচের মাটি হইতে 'না'-ধর্ম্মী বিদ্যুৎ মানুষের শরীরের ভিতর দিয়া

প্রবাহিত হইয়া তারের 'না'-ধর্ম্মী বিদ্যুতের সাথে যোগাযোগ ঘটাইয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে ও যার ফলে মানুষের দেহে শক্ লাগে।

(২৬) শ্রীবুদ্ধদেব ঘোষ (ভদ্রেশ্বর): কার্ড পাইয়াছো ত'? নববর্ষের আগে আর কোন নূতন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইবে না, ভয় নাই। নিশ্চিন্ত মনে পরীক্ষা দাও। তোমার সভ্য নং ৫৫।

(২৭) কুমারী সুলেখা গুপ্তা (কলিকাতা): না, তুমি আমার বোন হইবে তাহাতে আমার কী আপত্তি থাকিতে পারে বল? আমি যদি তোমার ভাই হইতে চাই তুমি আপত্তি করিবে নাকি? ছুটির ঘণ্টার সভ্যা হইতে হইলে দীপালীর গ্রাহিকা হইবার কোন প্রয়োজন নাই। চারি পয়সার টিকিট ও বয়সের Certificate পাঠাইলেই সভ্যা করিয়া লওয়া হইবে।

(২৮) শ্রীমোহনলাল চট্টোপাধ্যায় (বালী): সভ্য নম্বরটি তোমার কত জান? ৬৬। তোমার বয়স সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে। ভুল সকলেরই হইতে পারে। তার জন্য দুঃখ কী ভাই। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিও। আজ তবে আসি?

(২৯) কুমারী পারুল বিষয়ী (কলিকাতা): নিশ্চয়ই, গল্প, কবিতা, ফটো ভাল হইলেই ছাপাইব। ডাক টিকিট দিয়া দিলে ফেরত পাবে বৈকি! তোমার সভ্য নং ৬৭।

(৩০) শ্রীশিবদাস ভাদুড়ী (বালী): একবারের বেশী প্রতিযোগিতায় বইয়ের নাম নিশ্চয়ই পাঠাইতে পারো। তবে সকলের শেষে যেটি পাঠাইবে সেইটা বাদে অন্যগুলো নষ্ট করিয়া ফেলা হইবে। তোমার দেওয়া ভালবাসা ছুটির ঘণ্টার সকলকে জানাইলাম। ওগো ছুটির ঘণ্টার সবাই, তোমাদের ছুটির ঘণ্টার ভাই শিবদাস তোমাদের সকলকে ভালবাসা জানাইতেছে। সভ্য নং তোমার ৬৮।

(৩১) শ্রীকিষণচাঁদ বর্ম্মণ (বর্দ্ধমান): তোমার কার্ড খুব ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া খুসী হইলাম। 'ব্যাজ' যখন পাইবে দেখিও আরো ভাল লাগিবে। All India Radioর মত ব্যবহার আমাদের কাছে পাইবে না, ভাই। তোমার Photo এখনো দেখিয়া উঠিতে পারি নাই। আশীর্ব্বাদ করি, প্রতিবারের মত এবারেও পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার কর।

(৩২) শ্রীনির্ম্মল ও মৃণালকান্তি মুখার্জ্জী (শ্রীরামপুর): আমরা দুই নামে একখানা কার্ড দিতে পারি না ভাই—তাই একজনের নামে কার্ড

এবারের নূতন প্রতিযোগিতা

(২)

শিশু-সাহিত্যের সব চাইতে যে বইগুলো তোমাদের প্রিয় এমনি কুড়িখানা বই ও তাদের লেখকের নাম পর পর লিখে জানাও।

১০ই ডিসেম্বর এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করার শেষ দিন।

ভোটে যে কুড়িখানা বই সব চাইতে বেশী ভোট পাবে এবং উত্তর দাতাদের মনোমত সব চাইতে বেশী বই নির্ব্বাচিত লিস্টে থাকবে তাকে তিন টাকা দামের বই পুরস্কার দেওয়া হবে। কোন অনুবাদ সাহিত্যের নাম তালিকায় থাকতে পারবে না।

কোন কবিতার বইও থাকতে পারবে না। শুধু মাত্র ছোটদের বাংলা গল্প ও উপন্যাসের বইয়ের নাম করতে হবে। প্রতিযোগিতা কুপন ছাড়া উত্তর অগ্রাহ্য হবে।

২নং পুরস্কার-প্রতিযোগিতা কুপন

নাম:..............................

বয়স:..............................

ঠিকানা:..............................

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

ঠাইয়াছি। বঙ্কিম ভট্টাচার্য্যকে তোমাদের ঠিকানা দিব। ছেলেটি বেশ। আলাপ করিয়া খুসী হইবে। তোমাদের প্রশ্নের উত্তর পরের বার দিব। রাগ করিও না কিন্তু। মৃণালকান্তিকে সভ্য করা হইয়াছে, তার সভ্য নং ৭০।

(৩৩) সুবলচন্দ্র মণ্ডল (হাওড়া): তোমার কবিতাটি এখনও দেখিতে পারি নাই। পরে জানাইব।

(৩৪) শ্রীঅসীম রাহা (বালিগঞ্জ): সভ্য নং ৬৯। 'নিস্তার নাই' এখনও দেখিতে পারি নাই। 'পৃথিবী কেন কাঁদে' এবারে "ছুটির ঘণ্টা"য় ছাপাইলাম। খুব মজা, না?

(৩৫) শ্রীহরিধন বসু (কলিঃ): তোমার চিঠি পাইয়াছি, পর পর সভ্য নং দিতে পারিব যদি নাম ও ঠিকানা দিয়া একত্রে সকলে টিকিট পাঠাও।

(৩৬) শান্তি পাঠক (কলিকাতা): বাবার দেওয়া সার্টিফিকেটেই চলিবে।

*

নতুন সভ্যের তালিকাঃ

(৭১) শ্রীনবগৌরাঙ্গ সাহা (বাঁকুড়া), (৭২) শ্রীসুবল চন্দ্র মণ্ডল (হাওড়া), (৭৩) শ্রীমতী পুষ্প দাস (গোমো), (৭৪) কুমারী বিজলী ধর (কলিকাতা), (৭৫) শ্রীরাজশেখর রায় (কলিকাতা), (৭৬) শ্রীশৈল সোম (দেওঘর), (৭৭) শ্রীমুরারী মোহন সরকার (উলুবেড়িয়া), (৭৮) মোসাম্মৎ কমরুন্নেছা খাতুন (রাজসাহী), (৭৯), শ্রীতাপস রঞ্জন সরকার (মৈমনসিং), (৮০) কে. এম. সরকার (মৈমনসিং), (৮১) কুমারী ছায়াফুল (মৈমনসিং), (৮১) কুমারী ভারতী চট্টোপাধ্যায় (ভদ্রেশ্বর), (৮২) আবু নইম (কুমিল্লা), (৮৩) এম. বি, (কৃষ্ণনগর), (৮৪) কা লা পা হা ড় (কলিকাতা)। তোমাদের সকলের চিঠিই পাইয়াছি। কার্ড তোমাদের পাঠান হইল। আগামী বারে তোমাদের সকলের চিঠির জবাব দিব। কেননা তোমাদের চিঠি বড় দেরীতে পাইয়াছি।

স্মৃতি রায় (হুগলী), শ্রীজ্যোৎস্না গোস্বামী (হুগলী), মদনমোহন গোস্বামী (বালী), এ, জেড, মনিরুজ্জামান (ঢাকা), সৈয়দ আলি আসফ (কলিঃ), শ্রীজলধি রতন বন্দ্যোপাধ্যায় (বেনারস), নূরুল ইস্‌লাম (রংপুর), শিবপ্রসাদ ঘোষ (নবাবগঞ্জ)—তোমাদের চিঠি পাইয়াছি, কিন্তু সভ্যদের চিঠির জবাব দিতেই সময় ও জায়গা ফুরাইয়া গেল, অতএব তোমাদের জবাব দিতে পারিলাম না। রাগ করিও না যেন। আজ তবে এই পর্য্যন্ত। আবার দেখা হইবে, কেমন?

শুভার্থী—দাদাভাই

পৃথিবী কেন কাঁদে?

—শ্রীঅসীম রাহা (সভ্য নং ৬৯)

বল্‌তে পারো—পৃথিবী কেন কাঁদে?
—তোমাদেরি মত ছোট্ট যা'রা,
বাপ-মা যা'দের হারিয়ে গেছে কবে।
দীন অসহায়—অন্ন যা'দের
জোটেনাকো মোটে,
রোগ, যন্ত্রণায় পায় না যা'রা সেবা—
তেষ্টায় জল পায় না যা'রা হেঁকে,
কেউ যে কাঁদে না তা'দের দুঃখে।
—তা'ইত' পৃথিবী কাঁদে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

বড়দিন ও নববর্ষের ছুটী উপলক্ষে কন্‌সেশান

১৯৪০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ১০১ এবং তদূর্দ্ধ দূরবর্ত্তী ষ্টেশন সমূহের জন্য সকল শ্রেণীতেই একক ভাড়ার ১৷০ ভাড়ায় যাতায়াতি টিকিট পাওয়া যাইবে।

হরিদ্বার-ডেরা রেলওয়েতেও ই-আই ও এইচ-ডি রেলওয়ের সম্মিলিত দূরত্বের উপর অনুরূপ ভাড়ার সুবিধা পাওয়া যাইবে। প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য এই সমস্ত রিটার্ণ টিকিট ১৯৪১ সালের ১৪ই জানুয়ারী মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। মধ্যম শ্রেণী এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের যথারীতি কয়েকখানি গাড়ীতে যাতায়াতের বাধানিষেধ থাকিবে।

যাত্রাস্থান হইতে গন্তব্য স্থানের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন সমূহের যে কোন স্থানে যতদিন ইচ্ছা যাত্রাভঙ্গ করা চলিবে। কিন্তু একই দিকে দুইবার ভ্রমণ করা চলিবে না এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাত্রাস্থানে ফিরিয়া আসিতে হইবে। প্রত্যাবর্ত্তনকালে যে ষ্টেশন হইতে টিকিট ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহার ৩০ মাইল কিংবা তন্নিম্ন স্থানের মধ্যে যাত্রাবিরতি করা চলিবে না।

মোটর গাড়ীর কন্‌সেশান্—যে সকল ষ্টেশন হইতে মোটর গাড়ী তোলা এবং নামানর ব্যবস্থা আছে সেই সমস্ত ষ্টেশনের জন্য ১০০ মাইলের উর্দ্ধ দূরত্বের উপর উপরোক্ত সময়ের জন্য একবারের ভাড়ায় মোটর গাড়ীরও রিটার্ণ টিকিট পাওয়া যাইবে। কিন্তু যে গাড়ী বুক করা হইবে ঠিক সেই গাড়ীখানিই রিটার্ণ টিকিটে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

মোটর গাড়ীর রিটার্ণ টিকিটে ফেরৎ গাড়ী বুক করিবার শেষ তারিখ ১৪ই জানুয়ারী ১৯৪১ সাল।

অব্যবহৃত টিকিটের মূল্য ফেরৎ

যাত্রী বা মোটর গাড়ীর রিটার্ণ টিকিটের অব্যবহৃত অর্দ্ধাংশের জন্য কোনক্রমেই মূল্য ফেরৎ দেওয়া যাইবে না।

চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার

পৃথিবীর দুর্লভ ডাকটিকিট

—ডালিম কুমার (সভ্য নং ৬১)

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ব্রিটীশ গিয়েনার এক সেণ্ট মূল্যের কাল ডাকটিকিট আজকাল পৃথিবীর সব চাইতে দামী ও দুর্লভ টিকিট। সারা পৃথিবীতে ইহা মোটে একটি আছে, ইহার জুড়িদার কেহ নাই।—ইহা মোটেই সুদৃশ্য বা পরিষ্কার নয়, উপরন্তু এর অবস্থাও শোচনীয়। ইহা এত নোংরা যে, তাহা হইতে কোন প্রকার পরিষ্কার ফটো তোলাও সম্ভবপর নয়, তথাপি এ অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র টিকিটটি প্যারিসের এক ডাক টিকিটের মেলায় ৬,০০০ পাউণ্ডে ক্রীত হয় এবং ক্রেতাকে ইহার উপর আরো শতকরা ১০½ পাউণ্ড ইনকম্ ট্যাক্স দিতে হইয়াছে, মোট দাম হয় প্রায় ৭,০০০ পাউণ্ডের উপর।

এই ডাকটিকিটটি—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ব্রিটীশ গিয়েনার একটি বালক কতকগুলি ছেঁড়া কাগজ পত্র হইতে উদ্ধার করে। এর পর হস্তান্তরিত হইতে হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উহা এক বিখ্যাত অষ্ট্রীয়ান সংগ্রাহকের হাতে আসে, তাহার নিকট হইতে ফরাসী দেশের একটি লোক;—কাউণ্ট ফেরী ১২৫ পাউণ্ডে ক্রয় করেন।

ইহার পর, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজ ফেরীর সংগ্রহ বিদেশীর সম্পত্তি মনে করিয়া, করায়ত্ব করেন, ও তাহা ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ভিতর ১৭টি বিভিন্ন ডাকটিকিটের মেলায় উক্ত সংগ্রহ বিক্রয় করেন। বিক্রয়ের পর ধারণাতীত অর্থ পাওয়া গেল;—প্রায় ১,৮৩৭,০০০,০০ শিলিং। এইরূপ এক মেলায় ১৯২২ খৃঃ আমেরিকার লক্ষ টিকিট সংগ্রাহক স্বর্গীয় আর্থার হিণ্ড উপরি উক্ত ডাকটিকিটটি ৭,০০০ পাউণ্ড দিয়া ক্রয় করেন।

সম্প্রতি ১৯৪০ সালে ৭ই আগষ্ট, পৃথিবীর সব চাইতে দামী ও দুর্লভ টিকিটটি, স্বর্গীয় আর্থার হিণ্ডের বিধবা পত্নী মিসেস পি, কোষ্টালা হিণ্ড স্কালার পক্ষ হইতে মেসার্স আর. এম. মেকী এণ্ড কোং নিউ ইয়র্কে উহা এক অজ্ঞাতনামা সংগ্রাহকের নিকট ৪০,০০০ পাউণ্ডে বিক্রয় করেন।

অনেক সময়, এই টিকিট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া নানারূপ মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, এমন কি একবার যখন মেসার্স হারমার রোক এণ্ড কোং ৩৭,৫০০ পাউণ্ডে উক্ত টিকিট কিনিতে চাহিলেন, তখন মিসেস পি. কোষ্টালা হিন্দ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাদের হাত হইতে নিস্কৃতি পান। অথচ এই টিকিটই একদিন মিষ্টার এল, আর, মেকিনন ৬ শিলিং দ্বারা ক্রয় করেন এবং তাহার নিকট হইতে কাউণ্ট ফেরী ১২৬ পাউণ্ডে ক্রয় করেন। আর আজ কি না এর মূল্য ৪০,০০০ পাউণ্ড!

সত্যই মনে হয় সামান্য এক টুকরা কাগজ তার মূল্য ৪০,০০০ পাউণ্ড;—এও কি সম্ভব? কিন্তু বাস্তবে ইহাও সম্ভব, কেন না পৃথিবীর সহস্র সহস্র সংগ্রাহক এই টিকিটটিকে নিজেদের সংগ্রহের ভিতর রাখিতে সতত যত্নবান, ইহার ফলেই এর এত সম্মান! মোট কথা এর চাহিদা অজস্র অথচ পূরক মোটে এক, সেই জন্যই এর মূল্য এত দূর বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আহরণী

—শ্রীপ্রতিমা [illegible]

পৃথিবীর বৃহত্তম বস্তু এবং দৃশ্যাবলী

সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত—এভারেষ্ট শৃঙ্গ (২৯,০০২ ফিট)

বৃহত্তম পাঠাগার—লেনিন গ্রন্থাগার (ইউ, এস, এস, আর)

বিশালতম মরুভূমি—সাহারা (আফ্রিকা)

সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদ—এম্পায়ার ষ্টেট্ প্রাসাদ, (ইউ, এস, এ) ১,২৫০ ফিট্

বৃহত্তম প্রাসাদ—ভ্যাটিকান (রোম)

বৃহত্তম জাহাজ—নরম্যাণ্ডি (৮৩,৪২৩ টন)

বৃহত্তম নগর—লণ্ডন (৮,২০,২,৮১৮ লোক সংখ্যা)

দীর্ঘতম গীর্জ্জা—অ্যাম্ ক্যাথেড্রাল (জার্ম্মাণী) ৫৩২ ফিট্ উচ্চ

বৃহত্তম হীরক—কুলিন্সান্

বৃষ্টি প্রধান স্থান—চেরাপুঞ্জি (আসাম)

বৃহত্তম এবং গভীরতম মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর

বৃহত্তম রাজপ্রাসাদ—ম্যাড্রিড্ রাজপ্রাসাদ

দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাটফরম্—শোনপুর ষ্টেসন প্ল্যাটফরম্ (বিহার) ২,৪১৫ ফিট্ লম্বা

বৃহত্তম মিউজিয়ম্—ব্রিটিশ মিউজিয়ম (লণ্ডন)

দীর্ঘতম নদী—মিসিসিপি

ইন্দ্র মুভিটোনের দুইখানি বিরাট চিত্র শীঘ্রই চিত্রপ্রিয়দের চিত্ত জয় করিবে!

মহাকবি কালিদাসের মানস-কন্যা

শকুন্তলা

অতীত ভারতের গৌরবময় যুগের স্বর্গীয় প্রেমের অমর গাথা নবতররূপে আত্মপ্রকাশ করিবে।

—শ্রেষ্ঠাংশে—

জ্যোৎস্না গুপ্তা, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সত্য মুখার্জ্জী, মায়া দত্ত, ভারতী দেবী প্রভৃতি।

পরিচালক:

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সামাজিক সমস্যাবহুল চিত্রকাহিনী

রাসপূর্ণিমা

রচনা ও পরিচালনা

নিরঞ্জন পাল

শ্রেষ্ঠাংশে:

চন্দ্রাবতী, অশোক রায়, ভুজঙ্গ রায়, ফণি রায় প্রভৃতি।

মুক্তি প্রতীক্ষায়!

TO BE RELEASED BY:

RAI SAHEB CHANDANMULL INDRAKUMAR

3, Synagogue Street,
Calcutta

(বড় গল্প)

ছায়া মূর্ত্তি অতি সন্তর্পনে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে! ধীরে অতি ধীরে!

ছায়া মূর্ত্তি ঘরের কোণে রক্ষিত সেল্ফের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে! কিরীটী দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দেখতে লাগল!

……ছায়া মূর্ত্তি সবে মাত্র সেল্ফের উপর হতে কি একটা হাতে তুলে নিয়েছে, কিরীটী হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলে উঠ্‌লো, কে? ছায়ামূর্ত্তি হঠাৎ যেন চম্‌কে উঠ্‌লো এবং কী যেন হাত হতে ঘরের মেঝের কার্পেটের উপর পড়ে গেল।……সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্ত্তি চকিতে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

* * *

পরের দিন সকালে রাজু ও সুব্রতর যখন ঘুম ভাঙলো কিরীটি তার ঢের আগে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে গেছে!

রাজু ও সুব্রত যখন চা খাচ্ছে, কিরীটি এসে ঘরে প্রবেশ করল।

: এত সকালে কোথায় বেরিয়েছিলে?

: এই একটু ঘুরে এলাম! তারপর জান না বোধ হয় যে কাল রজনীতে চোর পশেছিল মোদের ক্ষুদ্র ঘরে।

: বল কি?

: কি ঘুম তোদের পেয়েছিল হতভাগারে? ঘরেতে পশিল চোর তবু জাগিলি না রে?

: ঠাট্টা রাখ।…ব্যাপার কি বলত?

: অত্যন্ত সহজ ও সরল! কাল রাত্রে চোর এসেছিল এই ঘরে!

: এই ঘরে? হেতু?

: চোর কেন আসে!

: চুরি করতে?

: তবে তাই।

: কিন্তু কি এমন আমাদের ঘরে মূল্যবান বস্তু আছে যে চোর চুরি করতে আসবে?

: চোর যে সব সময় মূল্যবান বস্তুই চুরি করে তার কি মানে আছে?…মূল্যহীন বস্তুও ত' চুরি করতে পারে।

(৫)

"শ্রীমান্ অম্বিকাচরণ"

কিরীটি বল্‌লে : বাকী আছে এখন মাত্র আর একজন। তাহলেই ছক্ কাটা যায়।

সুব্রত শুধাল : কে?

: শ্রীমান অম্বিকাচরণ।

: ব্যাপারটা কেমন মনে হচ্ছে?

: কাল রাত্রে একটা শর নিক্ষেপ করেছিলাম ঝাঁকের একটা পাখী তাতে বিঁধেছে।

নববর্ষ হইতে
তোমাদের 'ছুটির ঘণ্টা'র
বিপুল আয়োজন।
তোমাদের প্রিয় লেখক
শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তের
রোমাঞ্চকর রহস্যমূলক উপন্যাস
'লাল চিঠি'

শুধু তাই নয়—আর একজন শিশু-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখকের ধারাবাহিক রচনা বাহির হইবে।

তা ছাড়া বিজ্ঞান, হাসির কবিতা 'গাথা ও কাহিনী', রূপকথা, গল্প, কার্টুন, 'দেশ—বিদেশ' ও 'লেখনী বন্ধু ও পুরস্কার প্রতিযোগিতা ত' থাকিবেই।

: তাই নাকি? রাজু প্রশ্ন করল।

: আচ্ছা লোকেন্দ্রবাবুকে তোমার কি রকম মনে হয়, কিরীটী?

: মন্দ কি?

: তবু? সুব্রত শুধাল।

: কোন ভদ্রলোকের সম্বন্ধে চট করে একটা মতামত প্রকাশ করা উচিত নয় সুব্রত!

সেইদিনই বিকালের দিকে সহসা কিরীটী ভৃত্যদের মহলে গিয়ে হাজির হলো।

অম্বিকা তখন একাই ঘরে ছিল।

সামান্য দু' চারটে কথাতেই কিরীটি অম্বিকার সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিল।

এক সময় কথায় কথায় কিরীটি শুধাল : আচ্ছা অম্বিকা, তুমিত' তোমার বড়বাবুকে অনেকদিন হলেই দেখে আসছো? কেমন লোক ছিলেন তিনি?

: বাবু তিনি মানুষের দেহে দেবতা ছিলেন!

স্মৃতির বেদনায় অম্বিকার চোখ দুটি অশ্রুতে ঝাপ্‌সা হয়ে এল। অম্বিকা বলতে লাগল, অমন দয়া, অমন মায়া—এমনটি আমি আমার জীবনে আর দেখিনি!

: আচ্ছা, তোমার বাবু যেদিন রাত্রে অদৃশ্য হয়ে যান, আগের দিন দুপুরে তাকে যখন তামাক দিতে যাও, তখন তুমি শুনেছিলে বাবু যেন কার সঙ্গে চেঁচামেচি করে তর্ক করছেন! সেই লোকটি কে তা তুমি জান?

: বাবু!…আমার যতদূর মনে হয় তিনি …আমাদের ছোটবাবু!

কিরীটির চোখ দু'টো আনন্দে চক্ চক্ করে উঠল।

: আর একবার বিকালের দিকে যখন বড়বাবুর ঘরে যাই তখনও তিনি তর্ক করছিলেন।

: তিনি তোমাদের মেজবাবু, না?

: আজ্ঞে। কিন্তু সে কথা আপনি জানলেন কি করে বাবু?

: জানি। আচ্ছা অম্বিকা, শুনেছিলাম তোমাদের ছোটবাবু নাকি তখন বাঁকুড়ায় ছিলেন না?

: সেইদিন সকালের গাড়ীতে এসেছিলেন আবার দুপুর বেলায় না খেয়ে দেয়েই চলে যান।

: আচ্ছা, তোমার ছোট দাদাবাবুর সঙ্গে কি নিয়ে তর্ক হচ্ছিল তা জান?

: তাত' বলতে পারিনা বাবু, তবে কি সব 'উইল্' 'উইল' বলছিলেন।

: বড়বাবু সব চাইতে কোন ভাইকে বেশী ভালবাসতেন অম্বিকা?

: ছোটবাবুকে। আর ছোটবাবুও 'দাদামণি' বলতে যেন একেবারে অজ্ঞান হয়ে যেতেন।

: আচ্ছা এই যে মাসে মাসে ছোটবাবু কোথায় চলে যেতেন তার জন্য বড়বাবু তাকে বকতেন না?

: হাঁ একদিন বলতে শুনেছিলাম, কোথায় টো টো করে ঘুরে ঘুরে বেড়াস খোকা?... শরীর নষ্ট হয়ে যাবে যে!...

: শুনেছি যখন তখন ছোটবাবু বড়বাবুর কাছ থেকে টাকা চাইতেন। সত্যি?

: হাঁ। ছোটবাবু যে অত টাকা নিয়ে কি করেন তা তিনিই জানেন। বড়বাবু বলতেন, তোর টাকা তুই নষ্ট করবি এতে আমার বলবার কিছুই নেই। আমি মরে গেলে অত বড় ব্যবসাটা যেন নষ্ট করে দিস্ না খোকা? বাবার গায়ের রক্ত জল করা ব্যবসা! অর্থ জিনিষটা চিরদিনই অনর্থের সৃষ্টি করে!

: ছোট দাদাবাবু লোকটি কেমন অম্বিকা?

: তত ভাল নয় বাবু!...

: কেন? কিসে বুঝলে?

অম্বিকা এ কথার উত্তরে শুধু নীরবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন কি বলতে চায় অথচ ইতঃস্তত করছে!

: শোন অম্বিকা! আমার মনে হয় তোমার বড়বাবু এখনও বেঁচেই আছেন। আর আমার ধারণা আমি তাকে খুঁজে বের করতে হয়ত পারব যদি তুমি আমায় কিছু সাহায্য কর।

: একি কথা বলছেন বাবু? আমার বড়বাবুকে আপনি খুঁজে বের করে দেবেন আর আপনাকে আমি সাহায্য করবো না! আমার যে নরকেও স্থান হবে না তাহলে বাবু? কিন্তু বড়বাবু কী সত্য সত্যই এখনও বেঁচে আছেন?

: আছেন। তোমার ছোটবাবু সম্পর্কে আমায় সব কথা খুলে বল?

: বাবু আমায় ক্ষমা করবেন। এর চাইতে বেশী কিছু আমি জানি না!

: আমার মুখের দিকে তাকাও অম্বিকা! তোমার মনিবের কথা একবার ভাব!

: বাবু!...

: তোমার কোন ভয় নেই অম্বিকা!... আমি ঘুণাক্ষরেও কারও কাছে কোন কথা প্রকাশ করবো না!

: ইদানিং বড়বাবুকে নিয়ে ঐ ঘটনা ঘটবার কিছুদিন আগে হতে ছোটবাবুর

ছুটির ঘণ্টার ব্যাজ

শোন সব ছুটির ঘণ্টার সভ্যেরা:

"ছুটির ঘণ্টার" ব্যাজ তৈরী হইয়াছে। এই ব্যাজের জন্য সকলকে দুই আনা ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে—ব্যাজের দাম হিসাবে নয়, পাঠানোর খরচ হিসাবে। যে সমস্ত সভ্য হাতে লইতে ইচ্ছুক তাহারা অফিসে আসিয়া সভ্য-কার্ড দেখাইলেই ব্যাজ পাইবে। তাহাদের অতিরিক্ত কিছুই দিতে হইবে না।

—দাদাভাই

হাঁপানি

অধিকাংশ চিকিৎসকগণই জানেন যে সাধারণ কাশির ঔষধ (Cough Mixture) এই বিশেষ স্নায়বিক ব্যাধিটীতে কোন কাজই করেনা। কোন কোন ক্ষেত্রে বরং অপকারই করে।

'টাসানল' একটী সাধারণ কাশির ঔষধ নহে। এই নূতন বৈজ্ঞানিক কাশির ঔষধের প্রধান উপাদান "মা হুয়াং" নামক একটী চীন দেশীয় ভেষজ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিষ্কাশিত উপক্ষার, যাহা চীন দেশে ৫০০০ বৎসর হইতে হাঁপানি রোগের বিবিধ অবস্থায় অব্যর্থ নিরাময়ক বলিয়া বিদিত। সেই জন্য হাঁপানি রোগ বলিয়া ধরা পড়িবা মাত্রই যদি 'টাসানল' প্রয়োগ করা হয় পরে অন্য কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

'টাসানল' প্রয়োগ মাত্রই কেবল প্রাথমিক আক্ষেপই উপশম করে তাহা নহে, ইহা নিয়মিত ব্যবহারের ফলে স্নায়ুতন্ত্রীর উপরও বিশেষ ক্রিয়া করে এবং এই রূপে এই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির কারণ এবং লক্ষণ উভয়ই বিদূরিত হয়।

'টাসানল' গলার ও শ্বাসযন্ত্রের প্রায় সকল রকম ব্যাধিই আরোগ্য ও নিবারণ করিতে সমান কার্য্যকারী। তাহা ছাড়া সকল প্রকার কাশি, সর্দ্দি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, হুপিং কাশি, স্বরযন্ত্র-প্রদাহ এবং ফুসফুস, এমন কি ফুসফুস ও স্বরযন্ত্রের যক্ষ্মায় উপযুক্ত বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

কাশি সংক্রান্ত যে কোন ব্যাধির জন্য

টাসানল

আপনার ডাক্তারখানায় পাইবেন।

মার্টিন এণ্ড হ্যারিস লিমিটেড, কলিকাতা ও বোম্বাই

T. R. 1

সমালোচনা

(৩৪)

সাঁঝের প্রদীপ—(কবিতা)

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকিঙ্করমাধব সেনগুপ্ত, উখরা, বর্দ্ধমান। প্রাপ্তিস্থান—দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, ৪বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। ৩০৪ পৃষ্ঠার বই, মূল্য দেড় টাকা।

সমসাময়িক সাহিত্যে কবিতা লিখিয়া লেখক খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে রচিত বহু কবিতার একত্র সমাবেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবিতাগুলি 'ধূপ' 'দীপ' ও 'আরাত্রিক' এই তিন ভাগে প্রকৃতি, প্রেম ও ভক্তি পর্য্যায়ে শ্রেণী বিভাগ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ফলে সুবিধা হইয়াছে এই যে, রসগ্রাহী পাঠকের মন বিভিন্ন জাতীয় কবিতার ভাবসংঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে না। আলোচ্য পুস্তক সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, কবির

সঙ্গে কারা যেন সব ঘন ঘন দেখা করতে আসত !···লোকগুলো যেমন কুৎসিত তেমনি ভয়ঙ্কর দেখতে ! সন্ধ্যার পর রাত্রে কারখানার এক ঘরে তারা এসে ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করত !···

: তুমি কী করে এ-খবর জানলে ?

: কারখানার একজন কর্ম্মচারী—সে সম্পর্কে আমার খুড়তুতো ভাই হয় ; সেই আমায় এ-সব কথা বলে। প্রথমে একথা তার মুখে শুনে আমার বিশ্বাস হয়নি, পরে খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে সব সত্যি !

: কি সম্বন্ধে তারা কথা কইত তা কিছু শুনতে পেয়েছিলে কোন দিন ?

: না বাবু।···

···কিরীটি যখন অম্বিকার ওখান হতে বেরিয়ে গেল। মনটা তখন তার বেশ প্রফুল্ল।······ (ক্রমশঃ)

[illegible] কল্পনা ও ভাষার ধারায় প্রত্যেকটি কবিতাকে সুমধুর কাব্যশ্রীতে মণ্ডিত করিয়াছে। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাতেই ভাব ও ভাষার সুসমঞ্জস আবেদন এক ত্রুটিহীন ছন্দের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবিতার এই অতি-আধুনিকতার যুগে ইহা কবির কম কৃতিত্বের কথা নয়। গ্রন্থের একাধিক কবিতা আবৃত্তি করিয়া দশজনকে শুনাইবার মত। 'কুসুমাঞ্জলি' নামক একটি কবিতা হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

"পথ পাশে পাশে কি জানি কে হাসে
অধর চাপি
এত লুকোচুরি চপল চাতুরী সরমে কাঁপি—
কুঞ্জে ভরিয়া ওঠে চাপা হাসি
কাহার গোপন ভালবাসা-বাসি
পড়ে গেছে ধরা প্রেমের পসরা কি ফল বিফল
গোপন করে
খেয়া পরপারে তরণী কাহার কেবল জানে না
কাহার তরে।"

আলোচ্য গ্রন্থের বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রভাব সুস্পষ্ট বলিয়া মনে হইল। আমরা উদাহরণ স্বরূপ 'তিমিরের তীরে' ও 'বাদল' এই দুইটি কবিতার উল্লেখ করিতেছি। কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বহু বিখ্যাত কোন কোন কবিতার ভাব, ভাষা ও ছন্দের প্রভাব রূঢ়ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

(৩৫)

জম্মু, কাশ্মীর ও পেশোয়ার ভ্রমণ

—মহম্মদ এসমাইল প্রণীত। প্রকাশক—আর, এসমাইল মহম্মদ আনসার, গোরাবাজার, পোঃ মহম্মদপুর, মুর্শিদাবাদ। প্রাপ্তিস্থান—নর্থ বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস্, ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও শীশমহল পাবলিশিং হাউস্, ২১নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। ১৩৫ পৃষ্ঠার বই, দাম বার আনা।

সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনীর একটা বিশেষ স্থান আছে। উপযুক্ত শিল্পীর হাতে ভ্রমণকাহিনী হইয়া ওঠে সত্যকারের সাহিত্য, ইহার বহু প্রমাণ আছে ইংরাজী সাহিত্যে বাংলা-সাহিত্যে এই বিভাগে বিশেষ প্রচেষ্ট না থাকিলেও, ইহার মধ্যেই আমরা কয়েক-খানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি যাহা বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই বিভাগে মুসলিম লেখকগণের দান নিতান্তই নগণ্য। সেই হিসাবে লেখকের প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। লেখকের ভাষা ভ্রমণকাহিনীর উপযোগী স্বচ্ছ, অনায়াস গতিতে বহিয়া চলিয়াছে, পথি-পার্শ্বে

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোং লিঃ
(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)

বড়দিনের ছুটিতে

ভ্রমণোপযোগী
মনোরম স্থানসমূহ

* পুরী * ওয়ালটেয়ার
* রাঁচী * ঘাটশীলা
* সাগরতটে গোপালপুর
* ভুবনেশ্বর

সকল শ্রেণীতেই
বড়দিনের কনসেসান টিকিট
পাওয়া যাইবে।

১ম, ২য় ও ইণ্টার ক্লাসে
এক পিঠের ১$\frac{১}{৪}$ ভাড়ায়
ও তৃতীয় শ্রেণীতে
এক পিঠের ১$\frac{১}{২}$ ভাড়ায় যাতায়াত।

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪০ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪০ পর্য্যন্ত এই রিটার্ণ টিকিট পাওয়া যাইবে এবং ১৪ই জানুয়ারী ১৯৪১ সালের মধ্যে যাত্রারম্ভের স্থানে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

বিশদ বিবরণের জন্য—
পাবলিসিটি অফিসার
বি. এন. আর, কলিকাতা।

খুঁটিনাটি বহু তুচ্ছ ঘটনাও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। পথচারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার আছে। কাশ্মীর ও পেশোয়ার ভ্রমণের ভাবী যাত্রীদল, ইহা হইতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। আমরা পুস্তকটির প্রচার কামনা করি। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

(৩৬)

আগামী—ধূমকেতু বিরচিত। কথা প্রেস, ১নং অপূর্ব্ব মিত্র রোড, কালিঘাট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

এক পয়সা দামের ছোট্ট একটি গল্প-পুস্তিকা। এই ধরণের গল্প প্রকাশের সার্থকতা বুঝিলাম না। ছাপার অক্ষরে গল্প প্রকাশ করিবার যে মোহ ব্যাধির মত সাধারণকে পাইয়া বসিয়াছে ইহা তাহারই পরিচয়। রচনা তৃতীয় শ্রেণীর, উল্লেখের অযোগ্য।

(৩৭)

একদিন যারা মানুষ ছিল

—ম্যাক্সিম্ গর্কী প্রণীত। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০৬ পৃষ্ঠার বই, দাম এক টাকা।

'গ্রেট হাঙ্গার'-এর অনুবাদক পবিত্রবাবুর অনুবাদ-রচনা ইতিমধ্যেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইংরাজী ভাষায় যাঁহারা অনভিজ্ঞ তাঁহারা এই বইখানি পড়িয়া গর্কীর অমর সাহিত্যের কিছু পরিচয় পাইতে পারেন। লেখকের ভাষার জোরাল সহজ ভঙ্গীটি অনুবাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। রাশিয়ান নামের শ্রুতিকটুতা অপরিহার্য্য, তাহা ছাড়া কোথাও রচনা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নাই বা অনুবাদ বলিয়া মনেই হয় না। আমরা সাধারণকে পুস্তকটি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সাধারণ।

(৩৮)

চলন্তিকা—সম্পাদক শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। চলন্তিকা পাবলিসিটি সিণ্ডিকেট, জামশেদপুর হইতে শ্রীসুধীর সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩১ পৃষ্ঠার বই, দাম আট আনা মাত্র।

চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদ জামশেদপুরের একমাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সহিতও ইহা সংশ্লিষ্ট। চলন্তিকার পৃষ্ঠপোষক ও সভ্যগণের সাম্বৎসরিক রচনা লইয়া চলন্তিকা বার্ষিকী এই প্রথম বাহির হইল। প্রতি বৎসর এই রকম একখানি পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা কর্ত্তৃপক্ষের আছে। কয়েকজন খ্যাতনামা ও অধিকাংশ নূতন লেখকের রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। নলিনী রায় রচিত "বাংলা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশে শরৎচন্দ্র" উল্লেখযোগ্য। শ্রীমুরারীমোহন দাসের 'ফল্গুধারা' ও শ্রীলতিকা ঘোষের 'লখন' ভাল হইয়াছে। শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় রচিত ছোট গল্প "দৃষ্টিপ্রদীপ" ভাল রচনা। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের তুলনায় দাম যথেষ্ট কম করা হইয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশের সাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে আশা করি।

(৩৯)

গল্পদাদু—(ছোটদের গল্পের বই) শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক সরস্বতী সাহিত্যমন্দির, সোনারপুর, ২৪ পরগণা। প্রাপ্তিস্থান—সাহিত্যমন্দির, ৫৪।৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২১ পৃষ্ঠার বই, দাম চার আনা।

কয়েকটী ছোটগল্পের সমষ্টি। গল্প পড়িয়া ছেলেরা আনন্দ পাইবে। এইদিক দিয়া লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

কেলী ক্রিম

শুধু বাহ্য প্রয়োগেই ধারণশক্তি সতেজ করে। মূল্য প্রতি শিশি—২৲ টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনামূল্যে গভর্ণমেণ্ট (রেজিষ্টার্ড) "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ। ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনাসহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।

শক্তি ভাণ্ডার, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)

দাম্পত্য সখা ব্যবহারে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, দাম্পত্য-সুখ সাত গুণ বর্দ্ধিত হয় ও সন্তান জন্ম বন্ধ হয়। ✓০ আনা সহ বিস্তারিত জানুন। বক্স নং ১৭, C/o দীপালী, কলিকাতা।

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার

বশীকরণ কবচ

বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।

অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্ব প্রকার রোগের শান্তি করা হয়।

পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক

৪নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)

বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

মিথ্যা প্রমাণে ২৫০৲ পুরস্কার

স্বর্ণ-মাদুলী (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড) ধারণে সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ। মূল্য প্রত্যেকটি ১৷০। ভিঃপিঃ খরচ ।৶০ তিনটি একত্রে লইলে, ভিঃ পিঃ খরচ লাগিবে না

কে. চক্রবর্ত্তী. পোষ্টবক্স নং ৭৮২৪. কলিকাতা

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত

জন্ম রোধ 'শান্তি'

নির্দ্দোষ

দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ

১৩২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ মূল্য, যথা—১৷০, ২৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।

ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া

পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

আলোচনার আসর

হিন্দুসমাজ কি নারী প্রগতির বিরোধী ?

এই আলোচনায় যোগদানের প্রারম্ভেই বলিতে ইচ্ছা করি যে, আমার বিশ্বাস, সভ্যতার আদর্শ স্থল প্রাচীন হিন্দু সমাজ কোনোদিনই সেই প্রকার নারী প্রগতির বিরোধী নহে, যে প্রকার প্রগতির অর্থ——আত্মোন্নতি, সমষ্টিগত ভাবে দেশ জাতি ও সমাজের যথার্থ উন্নতি। ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শবাদী হিন্দুসমাজ অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কোনোদিনই সেই প্রকার নারী প্রগতির বিরুদ্ধবাদী নহে, অবশ্য সকল কালেই এমন কয়েকজন লোক সকল সমাজেই প্রায় থাকেন যাঁহাদের অতিমাত্রায় সংরক্ষণশীল বলা যায়, তাঁহারা কোনো কিছু প্রগতি বা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাদি অনুমোদন করেন না। বিভিন্ন সময়ে হিন্দু সমাজের বহু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ নারীগণের পক্ষ লইয়া তাহাদের নানাপ্রকার অভাব অভিযোগ, শিক্ষা অধিকার প্রভৃতি লইয়া সহানুভূতির সহিত আলোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুসমাজ যে নারী প্রগতির সম্পূর্ণ বিরোধী একথা বলা যায় না।

কিন্তু আধুনিক প্রগতিবাদী হিন্দু নরনারীগণ যে ভাবে প্রগতির পথে চলিতেছেন, সেই প্রকার প্রগতিবাদ সাধারণ হিন্দু সমাজ সমর্থন করেন না বলিয়া আমরা মনে করি।

নৈতিক অবনতি, যাহা দ্বারা দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা নারী প্রগতির নামে অধোগতি বলিয়াই মনে হয়।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শবাদী হিন্দু সমাজ, যদি চিরদিন সেই প্রকার নারীপ্রগতির বিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবার কারণ নাই, কারণ ঐ প্রকার যথেচ্ছাচারিতার প্রতিরোধ বা বিরোধিতা করাই উত্তম কার্য্য।

প্রগতি অর্থাৎ—ত্বরিত গতিতে সম্মুখ পথে অগ্রসর হইয়া চলা, ইহাই যদি আমরা মনে করি, তাহা হইলে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমাদের বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া ও বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে আমরা কোন পথে অগ্রসর হইব। কোথায় যাইব অর্থাৎ গন্তব্য স্থান কোথায়? এবং এই যাত্রাপথের শেষ সীমায় পৌছাইয়া আমরা কি লাভ করিব? ও সেই লভ্য বস্তু আমাদের জীবনের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে বস্তুতঃ সহায়ক কি না? এতগুলি বিষয় বিচার বিবেচনা করিয়া যদি দেখা যায় যে—মন বলিতেছে হ্যাঁ, এই দিকে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য, তখন অবশ্যই সোৎসাহে যাত্রার আয়োজন করা যাইতে পারে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে গুরুজনের সম্মতি লওয়া সকল সময়েই বিশেষ বিশেষ কার্য্যে আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

নতুবা কিছুদিন বাহবা পাওয়া, উত্তেজনা ও কয়েক বৎসর খ্যাতি আনন্দ লাভ, ছুটোছুটী হৈ চৈ, তারপর গভীর নৈরাশ্য বা অবসাদ, হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাস, এই প্রকার অতি আধুনিক প্রগতিবাদের পথে নির্ব্বিচারে ছুটিয়া চলা, আমরা অর্থাৎ, স্বধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দুরা সানন্দে সমর্থন করিতে পারি না।

যাহারা চলিতেছে দেখিতে পাই—তাহাদেরও ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা করে,—অত দৌড়াইও না—বুঝিয়া চল, ভাবিয়া দেখ, সময় আছে, ফিরিয়া দাঁড়াও, যথার্থ উন্নতির পথ চিনিয়া লইয়া স্বধর্ম্মে আস্থাশীলা হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া চল, শান্তি লাভ করিবে এবং প্রগতির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে।

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ
সিকদার বাগান, কলিকাতা

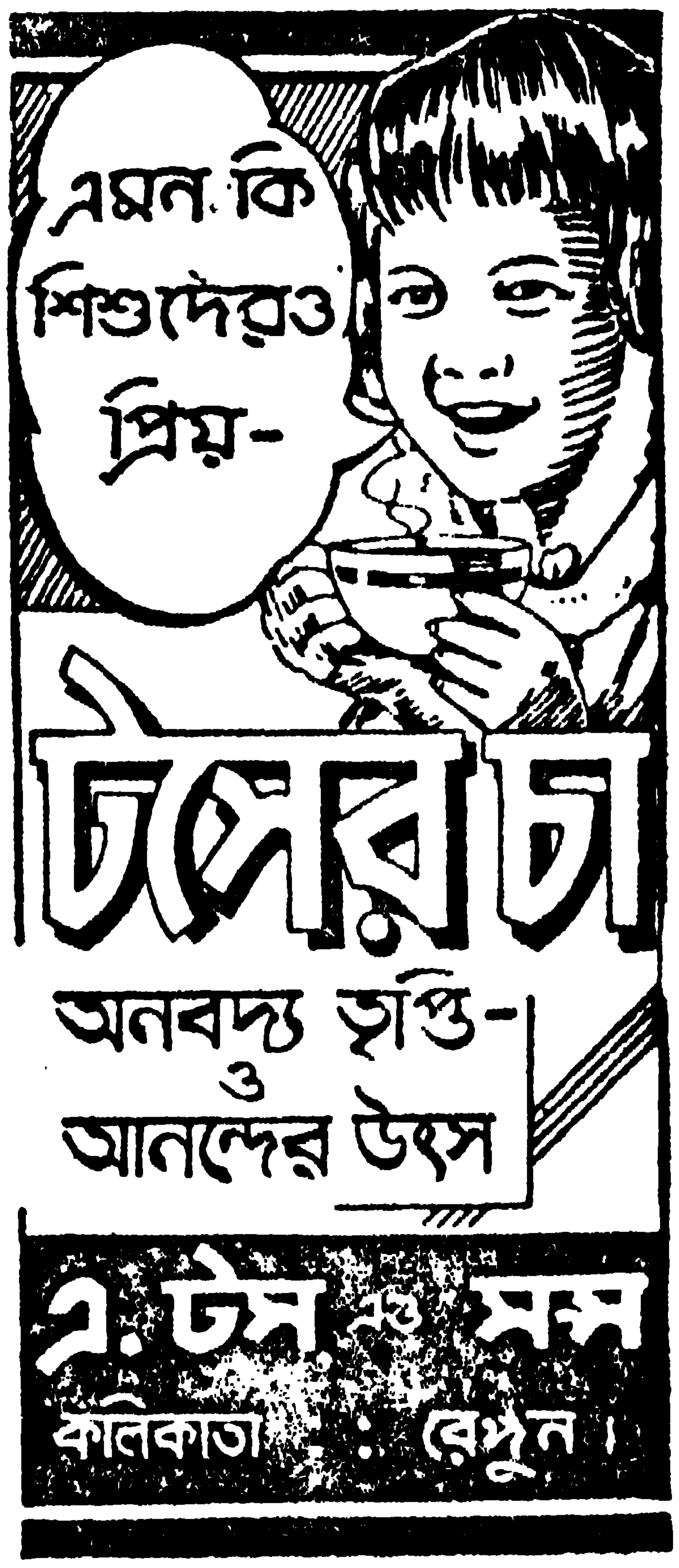

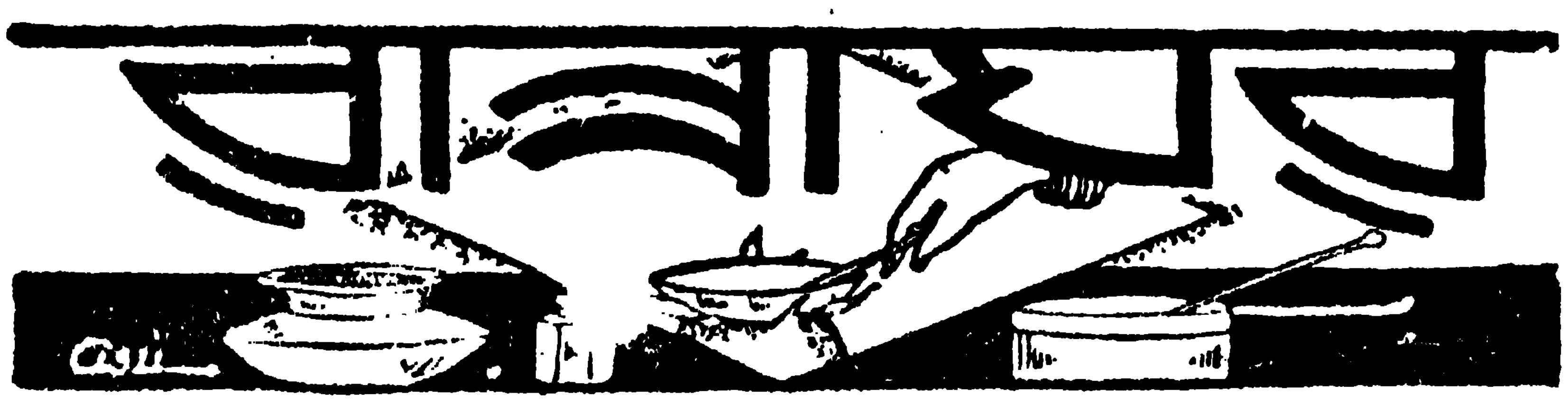

(১৮৯)

পাঁউরুটীর বোম্বে

উপকরণ—২টী ডিম, একটী ছোট স্বারপোর পাঁউরুটী। প্রণালী—প্রথমে পাঁউরুটীর চারি পাশ কেটে বাদ দিয়ে স্লাইস করে কেটে নিন, এইবার ডিম দুইটাকে ভেঙ্গে ফেটিয়ে নেবেন ও ফাটান'র সময় সামান্য নুন দিবেন, ভাল ভাবে ফাটান হলে উনানে চাটু চাপান, ডিমের গোলায় পাঁউরুটী ডুবিয়ে ঘি দিয়ে সেঁকে নিন, ইহা চায়ের সঙ্গে খেতে অতি সুন্দর লাগে।

শ্রীমতী গৌরী রাণী ভট্টাচার্য্য
যগুনাথতলা, নবদ্বীপ (নদীয়া)

(১৯০)

আনারসের কুলফি

টিনের চোঙ তৈয়ার করিবেন। তারপর খুব পাকা আনারসকে কাটিয়া চোখ ফেলিয়া রস বাহির করিবেন। সেই রসে চিনি মিশ্রিত করিয়া টিনের চোঙে পূর্ণ করিয়া মুখের চাকাটি ময়দার দ্বারা বন্ধ করিবেন। একটী মাটীর হাঁড়িতে লবণ ছড়াইয়া দিয়া তাহাতে চাকা চাকা বরফ দিয়া পুনরায় লবণ ছড়াইয়া দিয়া উপরোক্ত টিনের চোঙগুলিকে সাজাইয়া দিয়া চারিদিকে ও উপরে বরফের চাকা সকল সাজাইয়া আবার লবণ ছড়াইয়া দিবেন। এখন হাঁড়িতে সরা চাপা দিয়া ভিজা ন্যাকরা দিয়া হাঁড়িকে মুড়িয়া অনবরত নাড়িতে থাকুন। তাহা হইলেই আনারসের কুলফি বরফ তৈয়ার হইল।

কুমারী শোভা রায়
C/o ডি. এন. রায়
বর্দ্ধমান

(১৯১)

ডাবের মালাইয়ের ডাল্‌না

প্রণালী—১টী কচি ডাব, ১ পোয়া আলু, জিরে, গোলমরিচ, ধনে, আদা, গরম মশলা, ঘৃত, চিনি, লবণ, পরিমাণমত।

প্রথমে ডাব হইতে জল ও শাঁস বাহির করিয়া ফেলিয়া দিবেন, তারপর মালাই ছুটী জিরা জিরা করিয়া কুটিয়া লইবেন এবং আলুগুলার ছাল ছাড়াইয়া ডুমা ডুমা করিয়া কুটিয়া লইবেন।

তারপর উনুনে কড়াই চাপান ও সামান্য জল দিয়া মালাই কুচিগুলা সিদ্ধ করিয়া লউন বা ভাপ্‌ দিয়া নিন্‌, তারপর নামাইয়া রাখুন। পুনরায় উনুনে কড়াই চাপাইয়া পরিমাণমত তেল দিয়া আলুগুলা ভাজিয়া রাখুন। পরে কড়াই চাপাইয়া তৈল, পাঁচ ফোড়ণ, লঙ্কা, তেজপাতা পরিমাণ মত দিন এবং সেই সঙ্গে মালাই কুচিগুলা দিয়া আধ ভাজা করিয়া লইয়া তাহাতে পরিমাণমত জল দিন (যাহাতে আলু ও মালাইকুচিগুলা সিদ্ধ হয়) ও জিরে, ধনে, গোলমরিচ, আদা বাটা পরিমাণমত দিন, চিনি ও লবণ পরিমাণ মত দিন। তারপর আধসিদ্ধ হইলে আলু ভাজা গুলা ছাড়িয়া দিন এবং মাখো-মাখো ঝোল থাকিতে ঘি ও গরম মশলা দিয়া নামাইয়া লউন। এই হইল ডাবের মালাইয়ের ডাল্‌না, ইহা খাইতে বেশ মুখরোচক।

শ্রীমতী বীণাপাণি সেনগুপ্তা
টাটানগর, বি, এন্‌, আর্‌

(১৯২)

মোগলাই আলুর দম

উপকরণ—আলু আধ সের, দই আধ পোয়া, তৈল, লঙ্কা ও হলুদ বাটা, নুন।

প্রণালী—প্রথমে আলুগুলি সিদ্ধ করিয়া খোসা ছাড়াইতে হইবে। কড়ায় তেল দিয়া তাহাতে পেঁয়াজ বাটা, হলুদ ও লঙ্কা বাটা দিয়া ভাজিতে হইবে (রুচি অনুযায়ী সামান্য রশুন বাটা দেওয়া যাইতে পারে)। এই গুলি মাঝারী রকমের ভাজা হইলে সিদ্ধ আলু ও দই দিয়া উত্তম রূপে নাড়িতে হইবে এবং পরে আন্দাজমত জল ও নুন দিতে হইবে। জল মরিয়া ঘন হইলেই নামাইতে হইবে।

কুমারী সুরমা মজুমদার
কেদারনাথ রোড
মজঃফরপুর

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে যাঁহাদের বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক চাঁদার মেয়াদ শেষ হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁহাদের **বার্ষিক চাঁদা ছয় টাকা** পাঠাইয়া যেন বাধিত করেন, নচেৎ **নববর্ষ সংখ্যা** দীপালী তাঁহাদের নিকট পাঠান হইবে না।

যাঁহারা ১৯৪১ সালে আমাদের রেজেষ্ট্রীভুক্ত গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া একখানি পোষ্ট কার্ড লিখিয়া জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

ভিঃ পিঃতে দীপালী পাঠান হয় না, কেহ সে অনুরোধ করিবেন না।

মণিঅর্ডারে বা ক্রস্‌ড ইণ্ডিয়ান্‌ পোষ্টাল অর্ডারে টাকা পাঠানই সকল দিক দিয়া উভয় পক্ষেরই সুবিধাজনক। কূপনে দয়া করিয়া গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

নূতন গ্রাহকগণ "নূতন গ্রাহক" এই কথাটি লিখিবেন।

জেনারেল ম্যানেজার,
দীপালী

সৌন্দর্য্য

শীতের হাওয়ায়

(২)

—শ্রীশ্যাম বসাক

স্নান করা এবং গা ধোওয়া গ্রীষ্মকালের মত শীতকালে ততটা আরামদায়ক না হলেও দেহ-লাবণ্য অম্লান রাখার জন্য এ দুটীর বিশেষ আবশ্যকতা আছে। নিয়মিত অঙ্গ মার্জ্জনার ফলে দেহ কেবল নির্ম্মলই হয় না ত্বকের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যও অক্ষুণ্ণ থাকে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তা বাড়তেও দেখা যায়।

কি শীত কি গ্রীষ্ম সব সময়েই স্নান করার কতকগুলি নিয়ম আছে। দেহের লাবণ্য বাড়াবার জন্য সেইগুলি মেনে চলার বিশেষ সার্থকতা দেখা যায়। যে-সকল প্রক্রিয়া রূপচর্য্যার সহায়ক রূপে গণ্য হয়ে থাকে স্নান তার মধ্যে একটী অপরিহার্য্য প্রক্রিয়া। কিন্তু ইচ্ছামত স্নানে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। স্নানের জন্য সম্ভবমত কতকটা সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা প্রয়োজন। সেই নির্দ্দিষ্ট রাখা সময়টীকে তেল এবং সাবান মাখা, গা রগড়ান, এবং অন্যান্য ছোটখাটো প্রয়োজনে নিয়োজিত করা দরকার।

শীতের দিনে স্নানের আগে গায়ে তেল মাখা একটী বেশ ভাল প্রথা। তেল শরীরের পুষ্টি এবং সৌন্দর্য্যের সহায়ক। গন্ধদ্রব্য সংযুক্ত পুষ্পবাসিত অথবা ভেষজদ্রব্যাদি দ্বারা প্রস্তুত তেলই গায়ে মাখার পক্ষে সমধিক উপযোগী। ভেষজাদি সংযোগে প্রস্তুত তেল ব্যবহারে শরীর স্নিগ্ধ থাকে, শীত সহ্য করা যায়, চামড়া মসৃণ হয় এবং সহজে চর্ম্মরোগ জন্মে না।

শীতের ঘনীভূত বায়ুতে শোষণগুণের আধিক্য থাকার জন্য দেহের স্নেহ পদার্থ কতক পরিমাণে শোষিত হওয়ায় ত্বকের মসৃণতাও কমে যায়। তাছাড়া সর্ব্বদাই আমাদের দেহের মধ্যে দহন ও শোষণ ক্রিয়া চলেছে। এর দ্বারাও দেহের স্নেহ পদার্থ কতক পরিমাণে ক্ষয় হচ্ছে। দেহে স্নেহের এই অভাব পূরণের জন্যই শীতকালে তেলমাখা এবং ঘি দুধ খাওয়ার দরকার একটু বেশীই হয়। তেলের রুক্ষতানাশক গুণ থাকার জন্য শীতকালে তেলমাখার একটা সার্থকতা আছে।

স্নানের আগে অন্যান্য তেলের চেয়ে নারকেল তেল ব্যবহার করা নানাভাবে

শ্রী

ফোন : বড়বাজার ১৫১৫

শুভ উদ্বোধন!

শনিবার, ১৪ই ডিসেম্বর

রাজকুমারের নির্ব্বাসন

ভূমিকায় :
অহীন্দ্র চৌধুরী,
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য,
তুলসী লাহিড়ী,
সন্তোষ সিংহ,
সত্য মুখোপাধ্যায়

ভূমিকায়
চন্দ্রাবতী,
পূর্ণিমা,
মীরা দত্ত,
মনোরমা,
শীলা হালদার

পরিচালক: সুকুমার দাশগুপ্ত

ফিল্ম প্রোডিউসার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত!

শনিবার ৭ই ডিসেম্বর হইতে অগ্রিম প্রবেশ-পত্র পাওয়া যাইবে।

যদি চার আনা থাকে

তবে

এখনই নিয়োজিত করুন

দেখুন কত সহজে ও নিরাপদে লাভবান হওয়া যায়

নিকটস্থ পোষ্ট অফিসে গিয়ে চার আনা মূল্যের একটি **ডিফেন্স্ সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প** কিনুন এবং সেই সঙ্গে একটি ডিফেন্স সেভিংস্ কার্ড চেয়ে নিন্— কার্ড বিনামূল্যে পাবেন। পরে যখন যেমন পারেন চার আনা, আট আনা বা এক টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প কিনে' কার্ডের ঘরে বসাতে থাকুন। দশ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প জম্‌লে, যে পোষ্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক আছে সেই পোষ্ট অফিসে নিয়ে যান্। সেখানে এই ষ্ট্যাম্পগুলির বদলে আপনি একটি দশ টাকা মূল্যের ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট্ পাবেন। এই সার্টিফিকেট্ আপনার জন্যে টাকা উপায় কর্‌তে থাক্‌বে; এবং দশ বছরে এর দাম হ'বে তের টাকা ন-আনা। সুদের ওপর ইন্‌কাম্ ট্যাক্স্ লাগ্‌বে না। যখনই টাকা ফেরৎ চাইবেন তখনই আপনার প্রাপ্য সুদ সমেত ফেরৎ পাবেন।

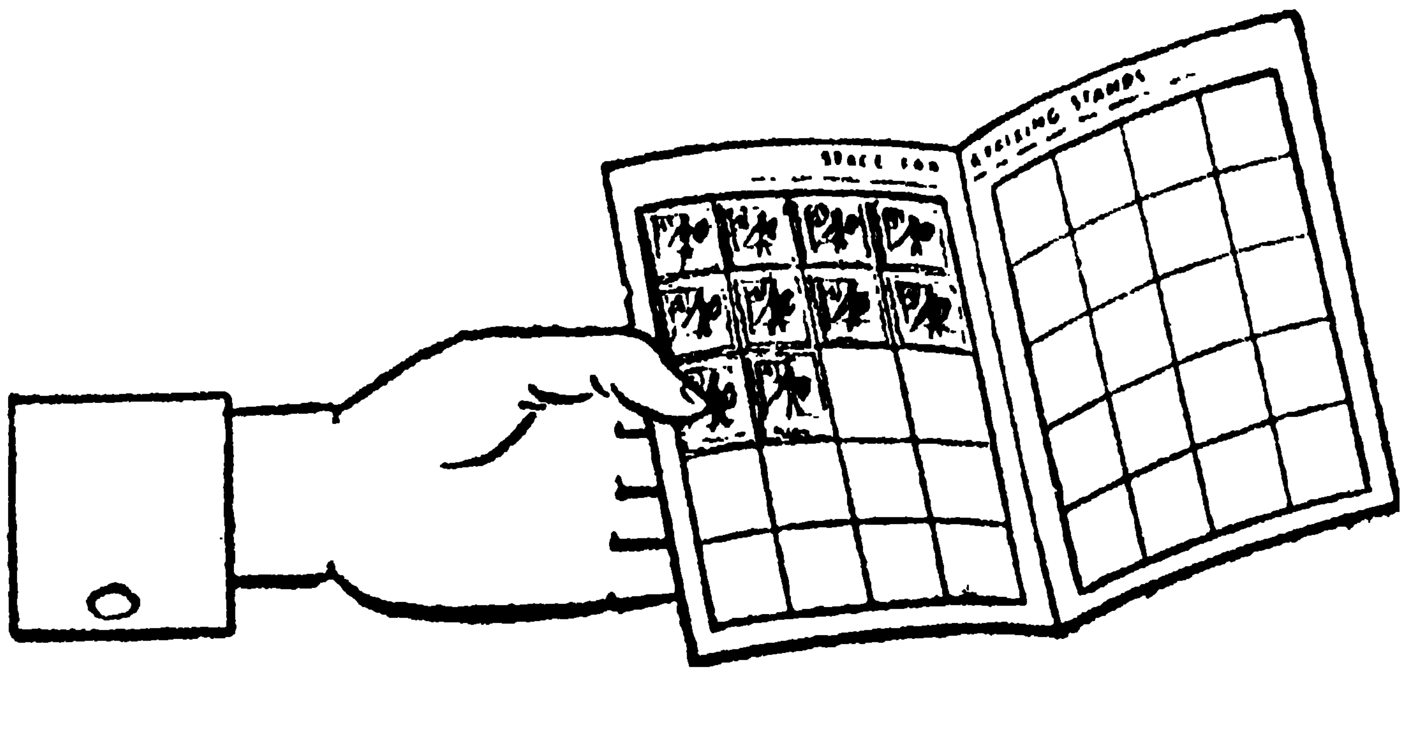

ডিফেন্স্ সেভিং সার্টিফিকেট্ কিনুন

টাকা খাটাবার সব চেয়ে নিরাপদ উপায়

সুবিধাজনক। নারকেল তেলের দাম কম হলেও উপকারিতায় কম নয়। নারকেল তেল অন্যান্য তেলের চেয়ে পাতলা। এজন্য অতি সহজেই দেহমধ্যে শোষিত হয়। তাছাড়া নারকেল লাবণ্যজনক। এর সঙ্গে কয়েকটী মসলা মিশিয়ে নিয়ে আরও উপকারী করে নেওয়া যেতে পারে। একতোলা দারুচিনি, একতোলা দেবদারু, সিকি তোলা কুড়, দু' আনা পরিমাণ জাফরাণ একত্রে গুঁড়ো করে তিন পোয়া তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তেলটীকে রোদে দিতে হবে। দু' তিন দিন রোদে দেওয়ার পর তেলটী কাপড় দিয়ে ছেঁকে বোতলে রাখা দরকার। স্নানের আগে প্রয়োজনমত এই তেল ব্যবহার করলেই হবে। তেলটী দেহমধ্যে শোষিত হওয়ার জন্য কিছুক্ষণ ঘষে মাখা দরকার। পরে স্নানের সময় খসখসে গামছা বা তোয়ালে দিয়ে গা থেকে অতিরিক্ত তেলটুকু উঠিয়ে ফেলা দরকার।

দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুন

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলে প্রত্যেক নরনারী ঘরে বসিয়া অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে নিজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারেন। বিনা মূল্যে বিস্তারিত বিবরণ পাঠান হয়।

Miss. Sheila Fox, Deptt 5.
Modern Beauty Culture (India), Delhi

সরল সীবন-শিক্ষা

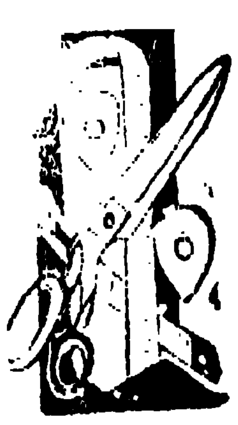

১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।

মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা

কোং
গ্রাফার
২২/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
ফোন
বি, বি, ৩৭১১
D.R

যাঁরা তেল মাখা তেমন পছন্দ করেন না তাঁরা তেল মাখার পর সাবান ব্যবহার করতে পারেন। তবে সাবানটী ভাল হওয়া দরকার। কিন্তু যাঁদের গায়ের চামড়া স্বভাবতই শুকনো, তাঁদের পক্ষে ঘন ঘন সাবান ব্যবহার না করাই ভাল।

শীত বোধ হলেও ঠাণ্ডা জলে স্নানই হচ্ছে উপকারী। শীতকালে গরম জলে স্নান করার প্রয়োজন থাকলেও তা সপ্তাহে একদিনের বেশী নয়। দেহের যে সামান্য ময়লাটুকু ঠাণ্ডা জলে স্নানের দ্বারা বিদূরিত হয় না গরম জল তা অতি সহজেই দূর করে। গরমজলের সঙ্গে সাবান ব্যবহার করলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে এতে চামড়া বেশী রুক্ষ হওয়ায় স্নানের শেষে গায়ে অল্প তেল ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।

যাঁরা সকালে ভাল করে তেল মেখে স্নান করেছেন অথচ সাবান ব্যবহার করেন নি, তাঁরা বিকালে গা ধোয়ার সময় স্বচ্ছন্দে সাবান ব্যবহার করতে পারেন। অথবা যাঁরা কয়েক দিন অন্তর স্নান করেন অথচ গা প্রত্যহই ধুয়ে থাকেন তাঁরা নিম গন্ধক গ্লিসারীন জলপাই তেল অথচ কোল্ড ক্রিমের উপাদান-সংযুক্ত সাবান গা ধোয়ার জন্য নির্ব্বাচন করতে পারেন। প্রত্যহ বিকালে গা ধোয়াও যাঁদের সহ্য হয় না, তাঁরা ঘাড়ে গলায় মুখে, হাতের অনাবৃত অংশে কোল্ড ক্রিম, জলপাই তেল, গ্লিসারীন প্রভৃতি সামান্য পরিমাণে লাগিয়ে শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলতে পারেন। এর দ্বারাও চামড়ার রুক্ষ ভাব দূরীভূত হয়। সাবান এবং অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহার না করে দুধের সঙ্গে কমলা লেবুর খোসা ও সামান্য পরিমাণ কর্পূর বেঁটে নিয়ে গায়ে মাখা যেতে পারে, এর দ্বারা গায়ের ময়লা বিদূরিত হয় এবং বর্ণও উজ্জ্বল হয়। এ ছাড়া সর-ময়দা প্রভৃতির যে ব্যবহার প্রচলিত আছে সেগুলিও শীতকালে ব্যবহারের উপযোগী।

হাসির রাজা
চার্লি
রণজিৎ মুভীটোনের
মুসাফির
ছবিতে হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে এসেছে। সঙ্গে আছে—
খুরসীদ ও বাসন্তী

শুক্রবার, ৬ই ডিসেম্বর
চতুর্থ সপ্তাহ
নিউ সিনেমায়

—ঃ চিত্র-পরিবেশক ঃ—
মানসাটা
ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোনঃ কলিঃ ৪৫

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

"রাজনর্ত্তকী" মুক্তি-পথে

পরিচালক মধু বসু "রাজনর্ত্তকী"র শুটিং প্রায় শেষ করিয়াছেন, দুই একটি সামান্য খুচরা কাজ বাকী আছে। বাংলা সংস্করণটি ২১শে ডিসেম্বর উত্তরায় মুক্তিলাভ করিবে।

শ্রীমতী সাধনা বসুকে এই ছবিতে তাঁহার নাটনিপুণতার শীর্ষ-দেশে দেখা যাইবে। জ্যোতিপ্রকাশও নাকি অপূর্ব্ব অভিনয়-দক্ষতা দেখাইয়াছেন, অবশ্য বাংলা সংস্করণে, তাহা ছাড়া আমাদের অহীন্দ্র বাবু তো আছেনই, সুতরাং "রাজনর্ত্তকী" যে বড়দিনের আসর সরগরম করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চিত্রায় "ঠিকাদার"

আগামী শনিবার হইতে চিত্রায় "ঠিকাদার" পঞ্চম সপ্তাহে পড়িবে। অভিনয়, সঙ্গীত ও গল্পের অভিনবত্ব যে সকলেরই প্রাণস্পর্শ করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চিত্রায় বড়দিনের বাজারের "ঠিকাদার"ই ঠিকা লইল বলিয়া মনে হয়।

রূপবাণীতে "অভিনেত্রী"

গত শনিবার রূপবাণীতে "অভিনেত্রী" মুক্তিলাভ করিয়াছে। এবারে স্থানাভাব বশতঃ আমরা আমাদের বিশদ সমালোচনা দিতে পারিলাম না, আগামী সংখ্যায় যাইবে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে এখানি এন, টি'র ছবি, কাননবালা ইহার নায়িকা ও পাহাড়ী সান্যাল নায়ক, সুতরাং দর্শকগণ অনায়াসে ছবিখানি দেখিতে পারেন।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

পরিচালক দেবকী বসু তাঁহার "নর্ত্তকী"র কাজ শেষ করিয়াছেন।

মানুষ কতদিন তাহার প্রলোভন চাপিয়া রাখিতে পারে? এমন কি এক ব্রহ্মচারীও তাহার ব্রহ্মচর্য, এবং জপের মালা সব দূরে ফেলিয়া দিয়া নর্ত্তকীর রূপের ফাঁদে পা দিল। নর্ত্তকী তাহার এই জয়কে জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিয়া মনে করিল, তাহার পর কি হইল?

*

নীতীন বসুর "পরিচয়"ও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। একজন আধুনিক নারীর জীবনের সমস্যাবহুল পথটিই হইল "পরিচয়ে"র ভিত্তি। একদিকে তাহার স্বামী, অন্যদিকে তাহার প্রণয়ী। সে কোন পথ বাছিয়া লইল তাহাই পর্দ্দায় দেখা যাইবে। কানন, সাইগল, রতীন, ছয়া প্রভৃতিকে বিভিন্নাংশে দেখা যাইবে।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

পরিচালক কেদার শর্ম্মা তাঁহার "চিত্রলেখা"কে সমাপ্তির পথে লইয়া আসিয়াছেন এবং এই মাসের মধ্যে ছবিখানি শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মেহতাব, নান্দ্রেকার, গিয়ানী, মণিকা, রাজেন্দ্র, রাম দুলারী বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন।

পরিচালক সুশীল মজুমদার শীঘ্রই তাঁহার নূতন বাংলা ছবি "প্রতিশোধে"র কাজ আরম্ভ করিবেন।

"শ্রী"তে "রাজকুমারের নির্ব্বাসন"

আগামী ১৪ই ডিসেম্বর "শ্রী"তে কমলা টকীজের "রাজকুমারের নির্ব্বাসন" মুক্তিলাভ করিবে।

অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া

কৃষ্ণি মুভীটোনের সহিত চুক্তি অনুযায়ী তিনি ১৯৪১ সালে এক নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানের ষ্টুডিওতে কোন ছবি পরিচালনা বা প্রযোজনা করিতে পারিবেন না। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে তিনি এন, টি, ষ্টুডিওতেই "মাতৃ-স্নেহ" ছবিখানি তুলিবেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ সে বন্দোবস্ত নাকচ হইয়াছে। এখন শুনিতেছি যে তিনি অন্য কোন একটি প্রতিষ্ঠানের হইয়া একখানি ছবিতে অভিনয় করিবেন। পরিচালনা করিবেন জনৈক ছবি ঘোষাল।

কলিকাতায় নূতন চিত্রগৃহ

হ্যারিসান রোড ও মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়ে যে চিত্রগৃহটি অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় দীর্ঘকাল পড়িয়াছিল, সেইটি পূরবী" নামে দ্বারোদ্ঘাটন করিবে। "The Rains Came" ইহাদের প্রথম ছবি। চিত্রাগারটি যখন বাঙ্গালী পাড়ায়, তখন একখানি বাংলা ছবি দিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিলেই শোভন হইত না কি?

খবরাখবর

সুপ্রসিদ্ধা মারাঠি চিত্রনটী শ্রীমতী শান্তা আপ্তে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে'র নিকট বাংলা গান শিক্ষা করিতেছেন। শ্রীমতী আপ্তে এখন নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে রয়েল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের হইয়া তেলেগু ভাষায় "সাবিত্রী"র মুখ্যাংশে অভিনয় করিতেছেন। ওয়াই, ভি, রাও পরিচালনা করিতেছেন।

*

পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের পরবর্ত্তী ছবি হইবে ৺আগা হাসার কাশ্মিরী রচিত হিন্দী নাটক "দিল-কী-পিয়াসে"র বাংলা চিত্ররূপ। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছায়া দেবী চিত্রাবতরণ করিবেন।

ঋতু বন্ধে—স্লেষ্মাদি যে কোন কারণে ২৩ মাসের বন্ধ মাসিক ঋতু বিনা কষ্টে নির্গত হয়। মূল্য ৬৷৵

সন্তান নিরোধ—চিরতরে ৫৲, এক বছরের ২৲, ছয় মাসের ১৷০—নিয়মিত মাসিক ঋতু হইবে। নির্দ্দোষ—নিশ্চিত ফলের জন্য মূল্য ফেরতের গ্যারাণ্টি পত্র পাইবেন। ঠিকানা:—S. C. Bhaduri M.B., Muttra, U. P.

ঋতুমতী—২৪ ঘণ্টায় ঋতুস্রাব করাইয়া যে কোন কারণের ঋতুবন্ধ ও গর্ভসঙ্কট দূর করে। নির্দ্দোষ ঔষধ, বিফলে মূল্য ফেরৎ দিই। মূল্য ৩৲ মাঃ ৷০

জন্মনিরোধ—অস্থায়ী ১৷০ স্থায়ী ৫৲ শ্রীসরস্বতী দেবী, (বোনবাড়ীয়া) পোঃ সিরাজগঞ্জ, জেলা পাবনা।

ঋতু বন্ধে—মেদবৃদ্ধির যে কোন কারণে ২।৩।৪ মাসের বন্ধ ঋতু বিনা কষ্টে স্রাব করাইতে অব্যর্থ—মূল্য ৫৲। **জন্মরোধ**—চিরতরে ৪৲, পাঁচ বছরের ৩৲, এক বছরের ১৷০—নিয়মিত মাসিক ঋতু হইবে। নির্দ্দোষ নিশ্চিত ফলের জন্য মূল্য ফেরতের গ্যারাণ্টী। ঠিকানা— Doctors & Co., Mussoorie, U. P. (বাঙ্গালী কোম্পানী)

ঋতু সঙ্কট যে কারণেই হউক ভৈরবীর ৬০ বৎসরের পরীক্ষিত বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য। (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ)। মূল্য ১৷০, ডাকমাশুল ।০ (পত্রাদি গোপন রাখা হয়)।

মিসেস দাস, বনজ বিশারদ।
১৮২ বহুবাজার ষ্ট্রীট (D) কলিকাতা।

শোনা কথা

৺সুধীরা সেনগুপ্তার শ্রাদ্ধ-বাসর

গত শনিবার ৮৪ পার্ক ষ্ট্রীট ভবনে শ্রীসুখেন্দু সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক হিন্দুমতে তাঁহার পরলোকগতা পত্নী ৺সুধীরা সেনগুপ্তার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মৃতার বিভিন্ন বয়সের কতকগুলি আলোকচিত্র সুরভিত পুষ্প দ্বারা মনোরমভাবে সাজানো হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়কদের কীর্ত্তন-গান স্থানটিকে বেশ স্নিগ্ধতা দান করিয়াছিল। বহু ভদ্র-মহোদয় ও মহিলা এই শ্রাদ্ধ-বাসরে উপস্থিত ছিলেন।

*

গত ১লা ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় লেক তীরের "চক্রবৈঠকে" শ্রীযুক্তা সুধীরা সেনগুপ্তার আকস্মিক পরলোক গমনে এক শোক সভা হয়। ডাঃ কালিদাস নাগ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় কার্য্যসূচী এইরূপ ছিল—

বেদ গান।

শ্রীমতী সবিতা ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিকৃতি উন্মোচন।

শ্রীহরিপদ রায়, সুবল দাশগুপ্ত ও বিমল মুখোপাধ্যায়ের গান।

কাজী নজরুল ইসলাম কর্ত্তৃক শ্রীমতী সুধীরার জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সর্বশেষে ডাঃ নাগের একটি সুন্দর বক্তৃতার পর সভাভঙ্গ হয়।

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন

এই বৎসর এলাহাবাদে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে বাঙলা দেশ হইতে অনেক শিল্পী যোগদান করিয়াছিলেন। নৃত্যে কুমারী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ী ও কুমারী ঝরণা সাহা বাঙলার মর্য্যাদা ও সম্মানকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন।

কুমারী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ীর "রাণী দুর্গাবতী" নৃত্য দেখিয়া দর্শকবৃন্দ এতদূর চমৎকৃত হন যে তাঁহাদের অনুরোধে তিনি আরও একদিন এই নৃত্যটি দেখাইতে বাধ্য হন। কুমারী মঞ্জুলিকা নিজেই এই নৃত্যের পরিকল্পনা ও পরিচালনা করিয়াছেন।

এই নৃত্যটির সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীরবি রায়চৌধুরী। নৃত্যের সহিত তাঁহার সম্প্রদায়ের সঙ্গতও অতীব উপযুক্ত ও মনোরম হইয়াছে।

পরলোকে নাট্যকার বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ ও তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনার্থ বালী সান্ধ্য সম্মিলনীর উদ্যোগে গত ২৩শে কার্ত্তিক শনিবার সন্ধ্যায় স্বর্গীয় হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'তারা কুটীরে' এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু সভায় পৌরোহিত্য করেন।

'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত সহকারে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

শ্রীযুত নরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, জহরলাল বসু, বি-এল, কাব্যতীর্থ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, এম্-এস-সি, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, পি, মুখার্জ্জী, ডাঃ কে, সি, মুখার্জ্জী, ডাঃ বি, কে, ঘোষ, মিঃ টি, পি, বক্সিত প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় বাঙলার রঙ্গমঞ্চের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস ও নাট্যসাহিত্যের ক্রমোন্নতির ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। অতঃপর তিনি পরলোকগত নাট্যকারের জীবনী ও গুণাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

অতঃপর সান্ধ্য-সম্মিলনীর সভ্যগণ কর্ত্তৃক স্বর্গীয় বরদাপ্রসন্নের "মিশর-কুমারী" সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। মাখনলাল চক্রবর্ত্তী 'নাহরিণের' ভূমিকায় সুঅভিনয় করিয়াছেন। 'আবন' ও 'সামন্তেশের' ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করিয়াছেন শচীন চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতির্ম্ময় কুমার। বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় 'কাকাতুয়ার' ভূমিকায় যথেষ্ট হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন। 'খায়েবের' ভূমিকায় গোবিন্দচন্দ্র পালের অভিনয়ও মন্দ নয়। 'বুন্দা' ও 'সায়ার' ভূমিকায় যথাক্রমে গোপালচন্দ্র ঘোষ ও শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রশংসনীয় অভিনয় করিয়াছেন। 'রামেশিস'-রূপী পান্নালাল কুমারও মন্দ নন। অন্যান্য ভূমিকাগুলি চলনসই। তৎপরে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্ধু' নাটকখানি অভিনীত হয়। উহাতে 'হেমন্তর' ভূমিকায় দেবীপ্রসাদ গাঙ্গুলীর ও 'মন্দার' ভূমিকায় জীবনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'জিনোর' ভূমিকায় কালীধন চট্টোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গের অভিনয় করিয়াছেন।

বালী মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, পি, মুখার্জ্জি, চুঁচুড়া-ছাত্র-সমিতি, কলিকাতা ওয়াই, এম, ড্রামাটিক ক্লাব, বীণাপাণি ড্রামাটিক ক্লাব ও ডাঃ এ, এন, রায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতাগণকে তাঁহাদের প্রশংসনীয় অভিনয়ের জন্য রৌপ্য কাপ ও পদক প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন।

শ্রীগুরু বালিকা সঙ্ঘের রজত-জয়ন্তী

শ্রীযুক্ত যদুগোপাল কুণ্ডু চৌধুরীর মহিয়াড়িস্থ শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মী জনার্দ্দন ঠাকুর বাড়ীতে গত ৭ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, শ্রীগুরু বালিকা সঙ্ঘের "শ্রীকৃষ্ণ-সখা" গীতাভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সভাপতি রায় বাহাদুর হরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত আদিত্যনারায়ণ সিংহ শ্রীগুরু বালিকা সঙ্ঘের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে সঙ্ঘ সম্বন্ধীয় একটি সুদীর্ঘ বিবরণ পাঠ করার পর অভিনয় আরম্ভ হয়। প্রত্যেক বালিকারই নাট্য-চরিত্রের রূপ পরিস্ফুটনের ক্ষমতা প্রশংসনীয়। কুণ্ডু মহাশয়গণ অল্পবয়স্ক বালিকাদের

সদকে গৌরবান্বিত করেন এবং সঙ্ঘকে একটি রৌপ্য কাপ প্রদান করেন। সঙ্ঘের কর্ম্মীবৃন্দ রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রত্যেক বালিকাকে রৌপ্যনির্ম্মিত কানপাশা, সুবাসিত তৈল এবং নানাবিধ পুষ্পগুচ্ছ উপহার দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার নন্দী এই সঙ্ঘের সঙ্গীত শিক্ষক ও শিল্প-পরিচালক।

লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রের অভিজ্ঞতা

জে, সি, মালিক নামক একজন ভারতীয় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। লণ্ডনে বোমাবর্ষণ সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন :—

আকাশ হইতে বোমাবর্ষণের ফলে অনেক সময়েই অদ্ভুত ও অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে। একটী বোমা পড়ার দরুণ হয়ত আশেপাশের শত শত জানলা চুরমার হইয়া গেল অথচ দেখা গেল যে উল্টা দিকের এক বাড়ীর জানলার কাচ একেবারে অক্ষত রহিয়াছে। বোমার আঘাতে কাচগুলি সাধারণত বাহিরের দিকে ছিটকাইয়া আসে, ইহাতে রাস্তার লোকজনের জীবন বিপন্ন হয়। সুতরাং কাচ ভাঙ্গা নিবারণের কোনও একটী উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

একমাত্র সরাসরি বোমা না পড়িলে বিমান আক্রমণকালে আত্মরক্ষা আশ্রয়গুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ। এখন আবার আরও গভীর আত্মরক্ষাশ্রয় নির্ম্মাণের জন্য আন্দোলন হইতেছে। আশ্রয়গুলি আরও গভীর করিয়া নির্ম্মাণ করিলে সরাসরি বোমা বর্ষণ হইলেও ইহার কিছু অনিষ্ট করিতে পারিবে না। যুদ্ধ ইতিমধ্যে জনসাধারণ নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া নিজেদের ব্যবস্থা করিতেছে এবং টিউব (ভূগর্ভস্থ) রেলের ষ্টেশনগুলিকে নিরাপদ আত্মরক্ষাশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেকেই সেখানে রাত্রি কাটায়, এবং পরদিন যথারীতি কর্ম্মস্থলে হাজির হয়।

দান

সিঙ্গাপুর (বিমান ডাকে)

মালয়ের সেলাঙ্গরস্থিত কুষ্ঠাশ্রমটি পৃথিবীর অতি বৃহৎ কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি এই কুষ্ঠাশ্রমের রোগীরা স্বেচ্ছায় চাঁদা করিয়া যুদ্ধভাণ্ডারে দুই শত ডলার সাহায্য পাঠাইয়াছে। চাঁদার ঊর্দ্ধতম পরিমাণ এক ডলার নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং গরীব রোগীরা এক হইতে পাঁচ সেণ্ট পর্য্যন্ত যে যাহা পারিয়াছে তাহাই দিয়াছে। প্রায় এক হাজার রোগী চাঁদা দিয়াছে।

ই, আই, আর ইনষ্টিটিউট

(বর্দ্ধমান)

গত ২৩শে নভেম্বর, শনিবার, বর্দ্ধমান ইনষ্টিটিউট কর্ত্তৃক শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের "সিঁথির সিঁদুর" সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। সকলেই নিজ নিজ চরিত্রানুযায়ী শক্তির পরিচয় দেন, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য অভিনয় করেন অশোকের ভূমিকায় মণিভূষণ মিত্র ও মনীষার ভূমিকায় ফুল্লরা ওঝা। মনীষার গান কয়খানি উপভোগ্য হইয়াছিল।

ধানবাদ শিল্প প্রদর্শনী

ধানবাদ শিল্প প্রদর্শনীর দশম বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগ হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনীর স্থিতিকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শিল্পকলা ব্যতীত বিবিধ শিক্ষাপ্রদ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও এই প্রদর্শনীর আর একটী বিশেষ অঙ্গ।

গ্রাম্য বালিকাদিগের "স্পোর্ট" ও 'আবৃত্তি'

(বাবুর্খা)

গত ৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার রংপুর টাউনের এক মাইল দূরবর্ত্তী বাবুর্খা গ্রামে গ্রাম্য মেয়েদিগকে লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য উক্ত গ্রামের ছোট ছোট বালিকাদের দ্বারা নানা রকম খেলাধূলা

পত্রলেখা

(৬৪)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

শ্রদ্ধেয় "দীপালী" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার এই পত্রখানি আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় স্থান দিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

আমি 14-6-40 তারিখে আমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মার্ক-সিট্ আনাইবার জন্য ভুলক্রমে ১/০ আনা কলিকাতা ইউনিভারসিটি কণ্ট্রোলারের নিকট মণিঅর্ডার করি। মণিঅর্ডার রসিদ নং 2876. 22-6-40 তারিখে S. C. Mitra, Calcutta University, Cash Dept. টাকা গ্রহণ করেন। কিন্তু আমার মার্ক-সিটের অত্যন্ত প্রয়োজন হওয়ায় আমার কাকা শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ব্যানার্জ্জী, (৩৮।এফ্ প্রতাপাদিত্য রোড) কলিকাতা হইতে নূতন করিয়া ৩৲ টাকা জমা দিয়া মার্ক-সিট আমাকে পাঠাইয়াছেন এবং টাকা ফেরত চাহিয়া (যে টাকা ১/০ আনা পূর্ব্বে মণিঅর্ডার করিয়াছিলাম) পর পর দু'খানা খামে চিঠি লিখিয়া পাঠাই (Controller, Calcutta University—এই ঠিকানায়), কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাই নাই বা কণ্ট্রোলার ও কোন সংবাদ বা টাকা ফেরত দেওয়া দরকার মনে করেন নাই। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমার নমস্কার জানিবেন। নিবেদন, ইতি—

শ্রীনির্ম্মলরতন ব্যানার্জ্জি
C/o শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন ব্যানার্জ্জি
নূতনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

ও কবিতা আবৃত্তির আয়োজন করা হইয়াছিল। যে সমস্ত মেয়ে খেলা ও আবৃত্তিতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল তাহাদের মধ্যে,—'খুকি', 'ময়না', বেগম আসফিয়া খাতুন, জাহানারা ও আছেমা খাতুন-এর নাম উল্লেখযোগ্য। খেলা ও আবৃত্তি শেষ হওয়ার পর মিঃ নূরুল ইসলাম পুরস্কার বিতরণ করেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

[illegible] হিসাবে গত বৎসর দীপালী (ইংরাজী ও বাংলার সাপ্তাহিক প্রচার—১৩,৩০৩ সংখ্যা

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা : : টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ : : টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ VOL. XII. | ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ DECEMBER 12, 1940. | ৪৮শ সংখ্যা No. 48

১৯৪১ সালের নব-কলেবর দীপালীর বিস্তারিত নিয়মাবলী ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন।

"ছুটীর ঘণ্টা" ১৫শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২রা জানুয়ারী ১৯৪১ তারিখে দীপালীর নব-বর্ষ সংখ্যা বাহির হইবে।

গান

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

চেয়েছিলাম যখন তোমায় সকল কিছু দিয়ে
তুমি তখন রইলে, প্রিয়, অনেক দূরে গিয়ে।
ছিল তখন ফুলের ফাগুন
বুকে ছিল প্রেমের আগুন
কোজাগরীর সঙ্গে ছিল দীপান্বিতার বিয়ে॥

আজ সে কথা হারিয়ে গেছে বিস্মরণের ধূলায়,
আগুন নিভে ছাই জমেছে, ফাগুন না আর ভুলায়।
কুসুম বন আজ ভরা কাঁটায়
শুকনো ফুল আর ঝরা পাতায়—
আসবে তুমি ভাবিনি এ—
ফুলের ফসল দিতে এমন ভুলের মাশুল নিয়ে!

প্রাচীন মিশরের দেবদেবী

—শ্রীঅমিতনাথ চন্দ্র

Thothmes IV-এর রাজত্বকাল হইতে যে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হয় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আকার ধারণ করে তাঁহার পুত্র Amonhotep III-র সময় এবং ধর্ম্মের মূল রূপ পরিবর্ত্তিত হয় তাঁহার পৌত্র Akhnatonএর রাজত্বকালে। এই নূতন ধর্ম্ম সংস্কার-এর পূর্ব্বে, প্রচলিত ধর্ম্ম কিরূপ ছিল দেখা যাউক। এই সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১৪২০ অব্দে Egyptএর সভ্যতা প্রায় ২০০০ বৎসরের পুরাতন। এই কুড়ি শতাব্দী ধরিয়া যে ধর্ম্মভাব ক্রমে ক্রমে দেশবাসীর মনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে, যতই সামান্য সে পরিবর্ত্তন হউক না কেন Pharaoh Akhnatonকে যে কত শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সময় পুরোহিতগণও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। দেবতার নিকট উৎসর্গীকৃত ধনসম্পত্তি, তাহারাই ভোগদখল করিত। সুতরাং আর্থিক শক্তিও তাহাদের বড় কম ছিল না। কিন্তু পরে এই পুরোহিতগণ যখন রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন তখনই রাজশক্তির সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধ বাধিয়া গেল। যাহা হউক্, সে পরের কথা। এই পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে কোন্ কোন্ দেবী পূজা প্রাপ্ত হইতেন দেখা যাউক্।

সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে আমনই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলিয়া গণ্য হইতেন। ইনি প্রথমে থিব্‌স-এর জাতীয় দেবতা ছিলেন কিন্তু পরে যখন ঈজিপ্টের রাজধানী এখানে স্থানান্তরিত করা হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারও পদোন্নতি হয়। থিব্‌সের জাতীয় দেবতা হইতে একেবারে ঈজিপ্টের রাজ-দেবতা। ইনি অনেক প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু সাধারণতঃ ইনি পরিধান করেন উজ্জ্বল অঙ্গাভরণ এবং দুইটি পালকসংযুক্ত স্বর্ণ নির্ম্মিত মস্তকাভরণ। কখনও কখনও ইনি কঠিন শৃঙ্গবিশিষ্ট মেষের আকারও গ্রহণ করিতেন। কখনও বা 'মীন' নামক দেবতা, যিনি ভবিষ্যতে গ্রীসে প্যান নামে অভিহিত হন, তাঁর রূপ পরিগ্রহ করিতেন। অনেক সময় ইনি ফ্যারাওদের অনুপস্থিতি বা নিদ্রাকালে তাঁহাদের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া রাণীদের শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। অনেকের মতে তৃতীয় আমন-হোটেপ এই প্রকার মিলনের সন্তান। ইনি অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন এবং যুদ্ধকালে ফ্যারাওদের সবিশেষ সাহায্য করিতেন। কথিত আছে "তৃতীয় থ্‌থ্‌মেস" ইঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়াই ইঁহার সাহায্যে অনেক যুদ্ধ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধজয়ের ঘটনা মন্দিরে বা পর্ব্বতগাত্রে খোদাই করা হইত। তাহারই একটিতে দেখা যায় আমন বলিতেছেন—

—"আমার রাজগণের নিধন-শক্তি আমি তোমায় দিয়াছি।

"তোমার পদতলে তাহাদের উচ্চ মস্তক লুটাইতেছে।

"পান্ট প্রদেশ বিজয়ী তুমি।

"উজ্জ্বল তারকার ন্যায় তোমার রাজশক্তি তাহাদের নিকট প্রতীত হয়।

"ক্রীট এবং সাইপ্রাস তোমার ভয়ে কম্পিত।

"সমুদ্রের মধ্যস্থলেও তোমার বিজয়োল্লাস শ্রুত হয়।

"পৃথিবী জানে প্রতিশোধ গ্রহণে তুমি তৎপর—

"তোমার উজ্জ্বল চক্ষুতারকা সিংহের ন্যায় ভীষণ।

"দৃষ্টি মাত্র তোমার শত্রুদের দেহ হয় নিষ্পন্দ।"

আমনের পরে নাম করা যায় 'মাট' দেবীর। ইনি আমনের প্রেয়সী। ইনি কখন কখন রাজপুত্রদের লালন পালন করিবার জন্য পৃথিবীতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিতেন। আমনের ঔরসে ইঁহার পুত্র "মনসু" চন্দ্রের দেবতা এবং অত্যন্ত সুপুরুষ বলিয়া খ্যাত। অনেক স্থানে ইঁহারা তিনজন একত্রে পূজিত হইতেন।

আমনের পূর্ব্বে রাজদেবতা ছিলেন "রা"।

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের ঘানির তৈল ব্যবহার করুন।

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

ইহাকে অনেক সময় "রা-হোরাকটি" বলা হইত। ইনি সূর্য্যের দেবতা। আধুনিক কাইরোর নিকটবর্ত্তী হেলিওপলিস নামক স্থানে ইনি প্রথম পূজিত হইতেন। ইহার উপাসনা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। কথিত আছে ঈজিপ্ট যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে অবস্থিত ছিল তখন "রা" মানবদেহ গ্রহণ করিয়া অনেকদিন ফ্যারাওরূপে রাজত্ব করেন। ঈজিপ্টের রাজবংশের অনেকেই "রা"-এর বংশধর বলিয়া দাবী করেন। "রা" যখন মানবদেহ ধারণ করিয়া জীবিত ছিলেন তখন একবার তিনি সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াছিলেন। 'আইশিস' দেবী তাঁহাকে আরোগ্য করেন। তার পরিবর্ত্তে আইশিসকে তিনি তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন। পরে ইনি একবার ক্রুদ্ধ হইয়া বহুলোকের প্রাণনাশ করেন, কিন্তু তৎপরে অনুতপ্ত হইয়া সূর্য্যের রূপ গ্রহণ করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া যান। সমস্ত দিন ইনি সূর্য্যের রথ চালনা করেন। সমস্ত দিবসের কাজের মধ্যেও ইনি বিভিন্ন নামে পরিচিত—প্রভাতে—"খেপরা"—মধ্যাহ্নে—"রা"—সূর্য্যাস্তের পর—"অ্যাটাম" এবং উদয় ও অস্তকালীন সময় ইনি "রা—হোরাকৃটি"।

যখন দেশে ইহার পূজা লুপ্তপ্রায় হইতে আরম্ভ করে এবং আমনের পূজা আরম্ভ হয় তখন পূজারিগণ ইহাদের দুইজনের নাম একত্র করিয়া এক দেবতার নামকরণ করেন—"আমন-রা।"

অরিসিসের প্রিয়তমা আইশিস নিম্ন ঈজিপ্টের দেবী। অরিসিসও রা-এর ন্যায় পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা সেট কর্ত্তৃক নিহত হন। কিন্তু এর পুত্র হোরাস ইহার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। উত্তর ঈজিপ্টের আবিডস নামক নগরে ইহার পার্থিব দেহ সমাহিত হয়। এই নগরে অরিসিস, আইসিস এবং হোরাস তিনজন একত্রে পূজিত হন। প্রবাদ এই যে মৃত্যুর পর অরিসিস, নিম্নলোকে রাজত্ব করেন এবং সকলে মৃত্যুর পর আত্মার সদ্‌গতির নিমিত্ত ইহার কাছে প্রার্থনা করে। ইহার পুত্র হোরাস ডেণ্ডেরা প্রদেশ নিবাসিনী হ্যাথোরা নামক দেবীকে বিবাহ করেন।

মেম্‌ফিস-এর জাতীয় দেবতা 'টা' নামক এক বামন। ইনি এবং ইউরোপের ভ্যানক্যান্ বোধ হয় একই দেবতা। ইনি কর্ম্মকারগণের এবং সমস্ত কারিকর সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পূজা প্রাপ্ত হন। টা-এর সহিত একত্রে এপিস নামক এক ষণ্ডও পূজা প্রাপ্ত হয়।

প্রধানতঃ এই সকল দেবদেবী ছাড়া মানবেতর জীব সম্প্রদায় হইতে অন্যান্য প্রাণীবৃন্দও বহুলভাবে পূজা প্রাপ্ত হইত। নেকেথ নামক এক শকুনি এইলিথিয়াস-পোলিস নামক সহরে পূজা প্রাপ্ত হইত। সেকেব নামক এক ভয়ঙ্কর কুম্ভীর অম্বস সহরের দেবতা। প্রত্যেক সহরেরই এক একটি নিজস্ব দেবদেবী ছিল।

তাহা ছাড়া ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব প্রভৃতিগণকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্তও পূজা বিধি প্রচলিত ছিল। কুলোককে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাহাদের যে গুণগান করা হয় ইহাও সেইরূপ।*

*E. P. Weigall সাহেবের প্রবন্ধ অবলম্বনে।

ইণ্ডিয়ান

বড়দিন ও নববর্ষের ছুটী উপলক্ষে কন্‌সেশান

১৯৪০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ১০১ এবং তদূর্দ্ধ দূরবর্ত্তী ষ্টেশন সমূহের জন্য সকল শ্রেণীতেই একক ভাড়ার ১⅔ ভাড়ায় যাতায়াতি টিকিট পাওয়া যাইবে।

হরিদ্বার-ডেরা রেলওয়েতেও ই-আই ও এইচ-ডি রেলওয়ের সম্মিলিত দূরত্বের উপর অনুরূপ ভাড়ার সুবিধা পাওয়া যাইবে। প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য এই সমস্ত রিটার্ণ টিকিট ১৯৪১ সালের ১৪ই জানুয়ারী মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। মধ্যম শ্রেণী এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের যথারীতি কয়েকখানি গাড়ীতে যাতায়াতের বাধানিষেধ থাকিবে।

যাত্রাস্থান হইতে গন্তব্য স্থানের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন সমূহের যে কোন স্থানে যতদিন ইচ্ছা যাত্রাভঙ্গ করা চলিবে। কিন্তু একই দিকে দুইবার ভ্রমণ করা চলিবে না এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাত্রাস্থানে ফিরিয়া আসিতে হইবে। প্রত্যাবর্ত্তনকালে যে ষ্টেশন হইতে টিকিট ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহার ৩০ মাইল কিংবা তন্নিম্ন স্থানের মধ্যে যাত্রাবিরতি করা চলিবে না।

মোটর গাড়ীর কন্‌সেশান্—যে সকল ষ্টেশন হইতে মোটর গাড়ী তোলা এবং নামানর ব্যবস্থা আছে সেই সমস্ত ষ্টেশনের জন্য ১০০ মাইলের ঊর্দ্ধ দূরত্বের উপর উপরোক্ত সময়ের জন্য একবারের ভাড়ায় মোটর গাড়ীরও রিটার্ণ টিকিট পাওয়া যাইবে। কিন্তু যে গাড়ী বুক করা হইবে ঠিক সেই গাড়ীখানিই রিটার্ণ টিকিটে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

মোটর গাড়ীর রিটার্ণ টিকিটে ফেরৎ গাড়ী বুক করিবার শেষ তারিখ ১৫ই জানুয়ারী ১৯৪১ সাল।

অব্যবহৃত টিকিটের মূল্য ফেরৎ

যাত্রী বা মোটর গাড়ীর রিটার্ণ টিকিটের অব্যবহৃত অর্দ্ধাংশের জন্য কোনক্রমেই মূল্য ফেরৎ দেওয়া যাইবে না।

চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার

১৩৪৮ (ত্রয়োদশ বর্ষ) হইতে দীপালী [illegible]

প্রতি সাধারণ সংখ্যা দুই আনা

ভারতবর্ষে :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৬৲ ছয় টাকা।

„ ষাণ্মাসিক চাঁদা—৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকা

(বৎসরের প্রথম অথবা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা বা মাস হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না)

„ ত্রৈমাসিক চাঁদা—২৲ দুই টাকা।

(বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ্চ, ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন, ১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাস ধরা হয় এবং এইভাবেই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয়।)

নমুনা প্রতি সংখ্যা—৵১০ দশ পয়সা।

বর্ম্মায় :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৯৲ নয় টাকা।

„ ষাণ্মাসিক চাঁদা—৫৲ পাঁচ টাকা।

„ ত্রৈমাসিক চাঁদা—৩৲ তিন টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—৶০ তিন আনা।

নমুনা প্রতি সংখ্যা—।০ চারি আনা।

ভারতবর্ষের বাহিরে :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—১০৲ টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—।০ চারি আনা।

নমুনা প্রতি সংখ্যা—।৵০ পাঁচ আনা।

❋

পুরাতন সংখ্যার মূল্য সর্ব্বত্র নূতনের দেড়গুণ এবং ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। সম্পূর্ণ সেটের মূল্য, বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদার সমান। বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক সেট রেলওয়ে পার্শ্বেলে বা ডাকে পাঠান হয়। সেটের মূল্য ও ডাকমাশুল অগ্রিম দেয়, ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না।

ইংরাজী ১৯৪১ সাল অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে দীপালী বর্দ্ধিত আকারে, আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য আরও নূতন নূতন বহুবিধ সেবা-সম্ভার লইয়া সুদৃশ্য চিত্রাবলী ও প্রচ্ছদপটে পরিশোভিত হইয়া, আপনাদিগকে অভিবাদন করিবে

❋

পাঠক-পাঠিকাগণ :—

দীপালীর পাঠক-পাঠিকাগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে কাগজ, কালি এবং ছাপাখানাসংক্রান্ত যাবতায় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা হেতু গত ১৫ মাস কাল আমরা বহু ক্ষতি সহ্য করিয়াও দীপালীর মূল্য বৃদ্ধি করি নাই অথবা ইহার কলেবরও খর্ব্ব করি নাই। আমাদের বহু গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পৃষ্ঠপোষকগণ, দীপালীর মূল্য বৃদ্ধি করিয়া কাগজের উৎকর্ষ সাধন করিতে বহুদিন হইতেই আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু আমরা এ যাবৎ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। ইয়ুরোপে কাগজের মূল্য ঠিক রাখিতে গিয়া, তাঁহারা কাগজের আকার করিয়াছেন ৪ বা ৬ পৃষ্ঠা। আমাদের ভারতবর্ষেও দৈনিক এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা, মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পত্র-সংখ্যা কমাইয়াছেন। আকার কমাইয়া, কেবলমাত্র সংবাদ সরবরাহ করিলেই সংবাদপত্র চলিতে পারে, কিন্তু দীপালীর মত সর্ব্ব-বিষয়ক ও জনপ্রিয় পত্রিকার আকার কমাইয়া মূল্য-হার অপরিবর্ত্তিত রাখিতে গেলে পত্রিকাখানিকে একেবারেই অব্যবহার্য্য করিয়া তোলা হইবে। মহিলাদের জন্য **"নারীলোক"** এবং কিশোরদের জন্য **"ছুটির ঘণ্টা"** প্রভৃতি 'দীপালার' বিশেষত্ব এতদ্বারা একেবারে ব্যর্থ হইবে।

দীপালী সাহিত্য শিল্প ও মহিলাদিগের এবং কিশোর কিশোরীদেরও সেবায় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। গত শারদীয়া সংখ্যা হইতে ছেলে মেয়েদের জন্যও একটী বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং শিল্প-সাহিত্য রচনায় যশস্বী লেখক শ্রীযুক্ত দাদাভাই মহাশয় এ বিভাগটি পরিচালনা করিতেছেন। কাজেই, দীপালীর উত্তরোত্তর পত্রসংখ্যা বৃদ্ধিরই প্রয়োজন ঘটিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে, কারণ দীপালীতে আরও নব নব বহু বিষয়ের অবতারণা করিবার কল্পনা আমাদের আছে।

দ্বিতীয়তঃ, চিত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কল্পনাও আমাদের আছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য দীপালীর বর্ত্তমান আকার রক্ষা করাই যখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ সংস্কার ও উন্নতি কিরূপে সম্ভব?

উত্তরে আমরা বলি যে, ইহা সম্ভব, এবং এ-সম্ভাবনা আমরা আশা করি দীপালীর পাঠকপাঠিকাগণের নিকট হইতেই। দীপালীকে যাঁহারা বাংলার সাপ্তাহিকজগতে জনপ্রিয়তার দর্ভাসনে বসাইয়াছেন, একমাত্র দীপালীর সেই পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার আশাতেই আমরা আগামী বর্ষ (ইং ১৯৪১ সাল) হইতে দীপালীর আকার, পত্রসংখ্যা ও চিত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত করিলাম।

আমরা মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পত্রসংখ্যা কমাইবার পক্ষপাতী নহি, কাজেই পত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে—সেবার পরিমাণও বৃদ্ধি করিয়া যদি সামান্য মূল্য বৃদ্ধি করি,—তাহা হইলেই মনে হয় দীপালীর অস্তিত্ব সার্থক হইবে।

বাংলায় প্রচলিত প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকাগুলির বার্ষিক চাঁদা ছয় টাকা ও প্রতি সংখ্যার মূল্য যখন আট আনা, তখন সাপ্তাহিক দীপালীর এক মাসের অর্থাৎ চারি সংখ্যার বিষয়বস্তু, ছবি ও আকারের পরিমাণ, মাসিক পত্রগুলির অপেক্ষা যখন বেশী বই কম কিছুতেই হইবে না, তখন ইহার মূল্যও প্রতি সংখ্যা দুই আনা ও বার্ষিক চাঁদা ৬৲ ছয় টাকা আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রার্থনা করিতে পারি। মাসিক পত্রিকাগুলির যাঁহারা পাঠক ও গ্রাহক, তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ আমরা নিশ্চয়ই আশা করিতে পারি।

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ :—

ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহক হইলে চাঁদা কিছু বেশী পড়ে, সেইজন্য একেবারে বার্ষিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়াই সুবিধাজনক। ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক গ্রাহকগণ পরে বার্ষিক গ্রাহক হইতে চাহিলে পূর্ব্বপ্রদত্ত ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক চাঁদা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা লওয়া হইবে না। গ্রাহকগণ বিশেষ সংখ্যাগুলি অর্থাৎ শারদীয়া, নববর্ষ প্রভৃতি বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক চাঁদার মধ্যেই পাইবেন। ইহার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইবে না।

এজেণ্টগণ :—

এজেণ্টগণ, এখন হইতেই এজেন্সী-ম্যানেজারের সহিত তাঁহাদের সাপ্তাহিক সরবরাহ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিবেন; নচেৎ নববর্ষ হইতে আমাদের নূতন ব্যবস্থানুযায়ী কাগজ সরবরাহ প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ ঘটিতে পারে।

"রাজ-নর্ত্তকী"র চিত্রগ্রহণের একটি দৃশ্য

শ্রীমতী সাধনা বসু ও অহীন্দ্র চৌধুরীকে একটি চিত্তাকর্ষক দৃশ্য অভিনয় করিতে দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের সামনেই মধু বসু ও তাঁহার পাশে সহকারী পরিচালক হেমন্ত গুপ্ত বসিয়া আছেন। ক্যামেরার হাতল ধরিয়া আছেন প্রবোধ দাস। ওয়াদিয়া মুভীটোনের এই ছবিখানি ত্রিভাষী

THE BOYS' OWN LIBRARY.
Estd. 1909.
No.........
Y. M. L.

১২শ বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা

দীপালী

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

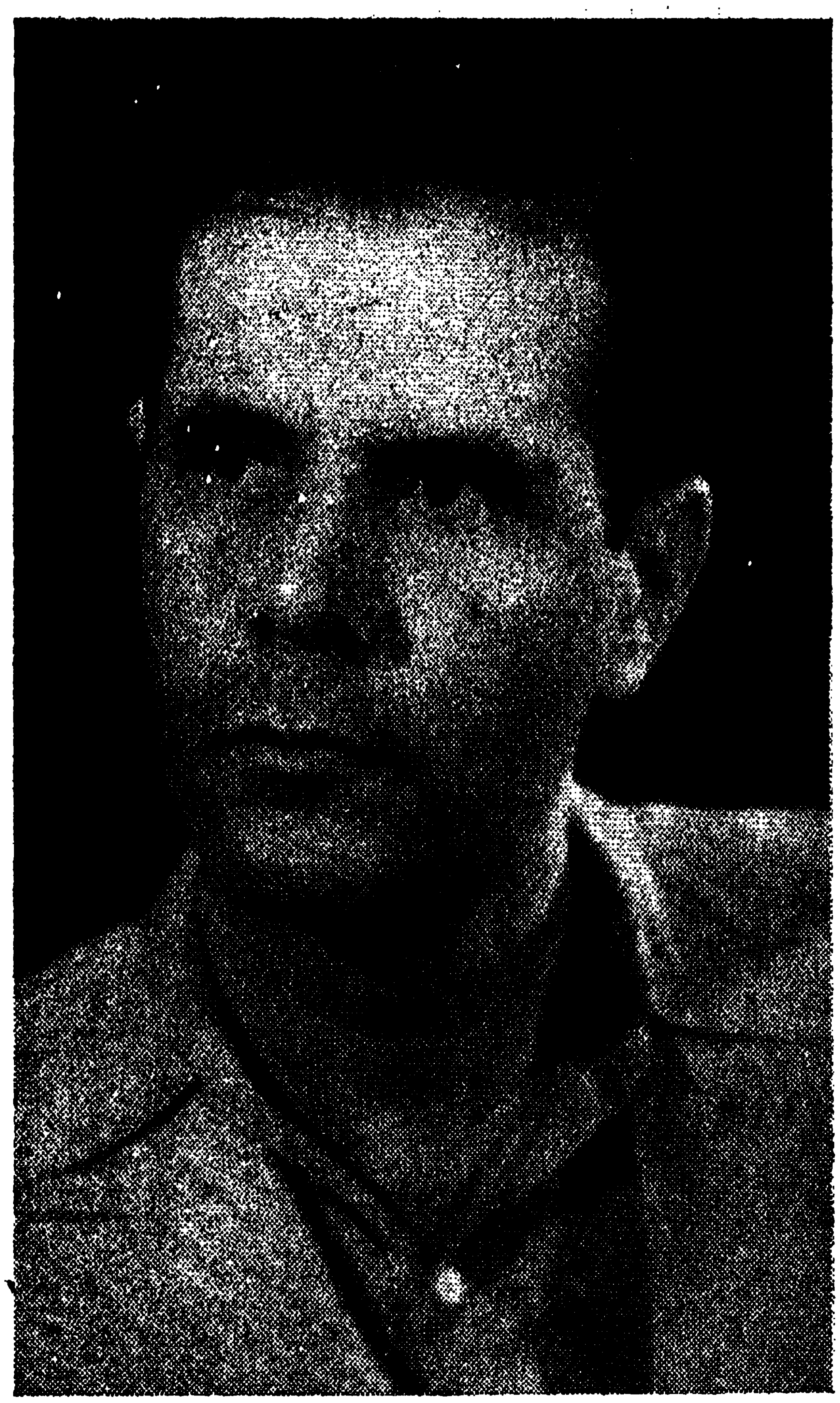

গত সোমবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় মিনার্ভা মুভীটোনের কর্ণধার ও "জেলার", "পুকার", "ভরসা" ছবির নির্ম্মাতা সোরাব মোদী তাঁহার নূতন ছবি "সিকান্দার"-এর মহরৎ করিয়াছেন।

জানকী দাস—ভারত-বিখ্যাত সাইকেল চ্যাম্পিয়ান। পাঞ্চোলী আর্ট পিকচার্সের "খাজাঞ্চী" চিত্রে প্রথম ইহাকে দেখা যাইবে।

পরিচালক ফণী মজুমদার এন, টি, ষ্টুডিওতে এইবার একখানি পাঞ্জাবী ছবি পরিচালনা করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীমতী শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়

ইহারা আমরা "অভিনয়" ও "আলো-ছায়া" চিত্রে; অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়াছি। হেমচন্দ্রের নির্ম্মীয়মান ছবিতে আবার ইহাকে দেখা যাইবে।

শ্রীমতী শোভনা সামার্থকে সম্প্রতি "সৌভাগ্য" চিত্রে দেখা গিয়াছে। ভারতের শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া চিত্রাভিনেত্রীদের মধ্যে ইনি অন্যতমা।

বিষ্ণুপন্ত পাগনিস "সন্ত তুকারাম" "সন্ত তুলসীদাস" চিত্রে 'সন্তের' ভূমিকায় অভিনয় করিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। এইবার ইহাকে প্রকাশ পিকচার্সের "নরসি ভগত" চিত্রে নাম ভূমিকায় দেখা যাইবে।

শ্রীমতী মণিকা দেশাই স্বনামধন্যা লীলা দেশাই-এর ভগ্নি। মতিমহলের "নিমাই সন্ন্যাস" চিত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় ইহাকে

শ্রীমতী দেবিকা রাণী

প্রকাশ, যে বহুদিন অনুপস্থিতির পর শীঘ্রই ইনি বম্বে টকীজের একখানি চিত্রে অভিনয় করিবেন। তাঁহার স্বামী হিমাংশু রায়ের মৃত্যুর পর এই হইবে তাহার প্রথম চিত্র।

দীপালী

১২শ বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা

চিত্র-বর্ত্তিকা

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

শ্রীমতী রতন বাঈ

ভূতপূর্ব্ব ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোংর সত্বাধিকারী খাঁ বাহাদুর আর্দ্দেশীর ইরাণীর নামে অনাদায়ী মাহিনার জন্য নালিশ করিয়া ১৬,৫০০ টাকার ডিক্রী: পাইয়াছেন।

শ্রীমতী কানন দেবী

গত সপ্তাহে ৺হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পুত্র শ্রীঅশোক মৈত্রর সহিত ইনি তিন আইন অনুসারে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। নব-দম্পতিকে আমরা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি। এখন শ্রীমতী কানন আর চিত্রে অভিনয় করিবেন কিনা তাহা রীতিমত গবেষণার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীমতী সবিতা দেবীর নূতন ছবি "সজনী" শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে।

গল্প

একরাত্রির ইতিহাস

—ডাঃ শ্রীহৃষীকেশ হালদার

বিছানার ওপর উপুড় হয়ে সন্ধ্যা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। গোধূলির অস্তরাগ পড়েছে তার মুখে, চোখে, তার চূর্ণ-কুন্তলে। অলক মুগ্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে ভাবছিলো, কী এমন অপরাধ করেছে সে, যে সন্ধ্যার কান্না আর থামে না, একটানা অবিরাম।

অলক দরদভরাকণ্ঠে বললে, "তুমি কাঁদছো কেন সন্ধ্যা? আমাদের মধ্যে যে স্নেহের সম্পর্ক আছে, তাকে তো আমি কখনো অতিরঞ্জিত করে দেখিনি। বহুদিন থেকে আমার মনে যে ঝড় উঠেছে, আজ মুখের কথায় তার প্রকাশ করেছিলাম মাত্র।"

এবার সন্ধ্যা উঠে বসলো এক অপূর্ব্ব দৃপ্ত ভঙ্গীতে। তার চোখের জল তখন আগুন হয়ে উঠেছে, এতক্ষণ কান্নায় যে ভেঙে পড়েছিলো, এ যেন সে নয়। এ যেন মধুর আর সুন্দরের ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ। যে-সন্ধ্যাকে অলক বাল্যকাল থেকে দেখে আসছে, সেও তার এ রূপ এই সর্ব্ব প্রথম দেখলে।

"ভালোবাসি, আর ভালোবাসি", তীব্র শ্লেষ মিশিয়ে সন্ধ্যা বললে, "এ ছাড়া কী আজ আমার কাছে তোমাদের অন্য কথা নেই, অলকদা'? বারবার তোমরা আমায় এমন করে অপমান করছো কেন, জানতে পারি কি?"

অলক চোখের জল গোপন করতে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, "তোমায় দুঃখ দেওয়ার বা অপমান করার ইচ্ছা আমার ছিল না—একথা বিশ্বাস কর সন্ধ্যা। এর জন্য আমি সত্যই অনুতপ্ত।"

সন্ধ্যা আবার ভেঙে পড়লো। তার মনে তখন যে ঝড় উঠেছিলো, অলক যদি তা' বুঝতো! এই ক্ষণিক রৌদ্র আর বর্ষণের দিকে চেয়ে সে শুধু ভাবতে লাগলো, কখন কেমন আঘাতে কেমন্ তার ছিঁড়ে যায়!

অলক ম্লানমুখে বললে, "ছেলেমানুষী করো না সন্ধ্যা, ওঠো! আজ তোমার জন্মতিথি, বাইরে নিমন্ত্রিতের দল তোমারই অপেক্ষায় বসে আছেন।"

সাতটা পঁচিশ মিনিট। বড় হল্ ঘরটা হাসি গান আর আনন্দে ভরে গেছে, শুধু সন্ধ্যার কলেজের বন্ধু-বান্ধবীই নয়—তার বাবা-মাও সে আসরে যোগ দিয়েছেন।

মীরা, সন্ধ্যার সহপাঠিনী প্রগলভা মীরা—"ফিস্‌ফিস্ করে তার কানে কানে বললে, জানিস্ সন্ধ্যা, এক একটা জন্মতিথি আসে আর মনে হয়—বয়সের কোঠায় আরো একটা সংখ্যা যোগ হলো; বুড়ো হবার বুঝি আর বেশী দেরী নেই। এবার একটা বিয়ে করে সংসারী হয়ে পড়।"

অন্য সময় হলে সন্ধ্যা হয়তো এর মনোমত উত্তর না দিয়ে পারতো না, কিন্তু আজ সে নীরব রইলো।

উদীয়মান নবীন লেখক
প্রভাস দাশের
হিটলারের পতন
মূল্য ১৷০
নবীন মনের প্রাচুর্য্য লইয়া বড়দিনের পূর্ব্বেই আত্মপ্রকাশ করিবে।
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মীরা অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলে, "তোর কি হলো সন্ধ্যা, একেবারে ঝিমিয়ে পড়লি যে?"

সন্ধ্যা ম্লান হেসে উত্তর দিলে, "কিছু না ভাই, শরীরটা ভাল লাগছে না।"

কিন্তু তার চোখে চক্‌চক্ করছে ও কী? অশ্রু......

রাত ন'টা, খাওয়া-দাওয়ার হৈচৈ পড়ে গেছে। অলক আর বরুণ পাড়ার দুটী ছেলে সব কাজে অগ্রণী, আজও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। পরিবেশনের কাজে তারা যেন কে কাকে হারাতে পারে তারই প্রতিযোগিতা সুরু করেছে। অলকের দিকে চেয়ে একটি বর্ষীয়সী মহিলা বললেন্, "ছেলেটি তো বেশ।"

সন্ধ্যার মা উত্তর দিলেন, "এই ছেলেটির আশাই তো করছি। যদি অলক আর সন্ধ্যার দু'হাত এক করে দিতে পারি......। তবে একালের ছেলে-মেয়েরা জানই তো কী রকম, ওদের মত না হলে কিছুই করতে পারছি না।"

মহিলাটি প্রশ্ন করলেন, "কথা পেড়ে দেখেছো না কী?"

"না, তবে এবার একবার বলবো স্থির করেছি", সন্ধ্যার মা সংশয়ের সুরে বললেন, "শেষ পর্য্যন্ত ওরা কী উত্তর দেবে কে জানে? জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে।"

মহিলাটি বললেন, "শুভ কাজে দেরী করা ঠিক নয় ভাই।"

যাদের নিয়ে এত কথা, তারা কোথায়? একজন তার বান্ধবীদের তত্ত্বাবধান করছে, অপরের সহিত নয়—কর্ত্তব্যের খাতিরে।

আর একজন পরিবেশনের কাজে আপনাকে ডুবিয়ে রেখে মনকে প্রবোধ দিচ্ছে, সন্ধ্যার সঙ্গে তার ভালবাসা একটা দুর্ঘটনা মাত্র।

রাত দশটা, এইমাত্র একদল আহারাদি করে উঠলেন। আর একদলের বসতে এখনো অন্ততঃ কয়েক মিনিট দেরী আছে। এই বিরতির অবসরে বরুণ অলককে ছাতে খোলা হাওয়ায় টেনে নিয়ে গেল। জ্যোৎস্নায় পৃথিবী পরিপ্লাবিত হয়ে গেছে, টবের ফোটা ফুল ঝিরঝিরে হাওয়ায় দুলে দুলে গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বরুণ অলকের গা-ঘেঁসে বসলো, তারপর বললে, "অলক, একটা কথা বলবো?"

হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে ৩৩ বৎসর কাল সুপরিচালিত, বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ববৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

হিন্দুস্থান-এর
বীমাপত্র সম্পূর্ণ নিরাপদ, সারবান ও লাভজনক

আর্থিক পরিচয়—
(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	২ কোটি		১০ লক্ষের		উপর
মোট চলতি বীমা	১৭ কোটি		টাকার		"
মোট সংস্থান	৩	"	৫৬ লক্ষের		"
বীমা তহবিল	৩	"	১০	"	"
দাবী-শোধ (১৯০৭—৩৯)	১	"	৯৭	"	"

বোনাস
প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায়— ১৮৲
আজীবন বীমায়— ১৫৲

HINDUSTHAN CO-OPERATIVE INSURANCE SOCIETY LD

হেড অফিস— হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে

অলক উদাসভাবে উত্তর দিলে, "বলো।"

বরুণ আবার বললে, "শেষে তুই রাগ করবি না বল।" তার চোখে মিনতির ভাষা।

এবারে অলকের সাড়া পাওয়া গেল না, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বরুণ বললে, "সন্ধ্যা তোকে ভালবাসে, তুই তাকে বিয়ে কর অলক।" রাগে ক্ষোভে অলক দাঁড়িয়ে উঠে।

সে চলে যাবার উপক্রম করলে, মুখ দিয়ে শুধু তার একটি কথাই বেরিয়ে এলো, "আমায় ভালোবাসে। হুঁ......।"

বরুণ জোর করে তার হাত ধরে বসিয়ে দেয়, তারপর তার হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, "আমার কথাগুলো শোন্ ভাই, সময় অল্প, এখনি আবার নীচে পরিবেশনের ডাক পড়বে। আমি আজ তোকে কিছু লুকাবো না অলক, আমিও তাকে এতদিন ভালবেসে এসেছি। কিন্তু সেকথা প্রাণপণে গোপন করে রেখেছিলাম। আজ সন্ধ্যার কিছু আগে এক দুর্বল মুহূর্তে......"

রুদ্ধনিঃশ্বাসে অলক প্রশ্ন করলে, "তারপর?"

"তুই বিশ্বাস কর অলক," বরুণ চাপা গলায় উত্তর দেয়। "শুধু তাকে বলেছিলাম, ভালবাসি। তাতেই সে যেন আহত ফণিনীর মতো গর্জে উঠলো। বললে, তোমার কাছে এতটা আশা করি নি বরুণদা'। তোমার এ কথা শুধু আমায় আঘাত করেই ক্ষান্ত হয় নি, তোমার বন্ধু অলকের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার কাছে আমার ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে বললাম, আজ থেকে তুমি আমার ছোট বোন, সন্ধ্যা। তাতে সে শুধু ক্ষমাই করে নি, আমায় প্রণাম কোরে বললে, আশীর্বাদ করো দাদা, যেন তোমার ছোট বোন হবার যোগ্য হতে পারি। এখন তুই আমায় ক্ষমা কর ভাই, নাহলে আমি মনে শান্তি পাবো না।"

শেষের দিকে বরুণের কথা মিনতিতে করুণ হয়ে এলো। অলকের মুখে তখন ভাষা ছিলো না, অন্তর যখন মুখর হয়ে ওঠে মুখের কথা তখনই যায় হারিয়ে। সে বরুণকে বুকে টেনে নিয়ে ভাবতে লাগলো সন্ধ্যার কথা। "ভালোবাসি আর ভালোবাসি" সন্ধ্যা বলেছিলো, "আজ কি তোমাদের অন্য কথা নেই অলকদা?"

রাত সাড়ে বারোটা, নিমন্ত্রিতের দল চলে গেছে। পরিবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরুণ যে কোথায় গেল কে জানে। আর দেরী করাও চলে না, যাহোক কিছু খেয়ে বাড়ী ফিরতে হবে! অলক বরুণের খোঁজে এঘর ওঘর কোরতে কোরতে শেষে সন্ধ্যার ষ্টাডি রুমের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো। বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ও কে? সন্ধ্যা……

জ্যোৎস্নার আলোয় তার অবসাদগ্রস্ত মুখখানি যেন পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। অলকের পায়ের শব্দে সে ফিরে চেয়ে বললে, "তোমার খাওয়া হয়ে গেছে অলকদা?"

সন্ধ্যার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলবার সাহস সে হারিয়ে ফেলেছিলো, একটা উত্তর দেবার কথা পেয়ে সে যেন বেঁচে গেলো। "না, বরুণটা যে আবার কোথায় গেছে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হচ্ছি।" তারপর সে যে কি বলবে ঠিক কোরতে পারলে না। নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইলো।

প্রথমে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোরলে সন্ধ্যা, অলকের দিকে চেয়ে সে বললে, "রাগ কোরেছ অলকদা?"

অলক উত্তর দিলে, "রাগ করবার কী অধিকার আছে আমার সন্ধ্যা? আর আমার দুঃখে কার কী আসে যায় বলো?"

সন্ধ্যা এবার হাসলে। তার সে হাসির অর্থ অলক বুঝতে পারলে না, যেমন সে তখন বুঝতে পারেনি তার কান্নার মূল কোথায়।

সন্ধ্যা সরে এসে দাঁড়ালো, তারপর অলকের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললে, "বাবুর অভিমানটুকু ষোলো আনা আছে। বুদ্ধিটা যদি ঠিক সেই পরিমাণে—"

বাধা দিয়ে অলক বলে, "মানে?"

"সব কথার মানে বলতে হলে আমায় মানের বইয়ে পরিণত হতে হবে।" সন্ধ্যা উত্তর দেয়, "কিন্তু তা' যখন সম্ভব নয় তখন সব কথার মানে তুমি নাই বা শুনলে।"

অলক এবার রীতিমতো সাহস সঞ্চয় কোরে বলে, "কিন্তু আজ সন্ধ্যায় সন্ধ্যা দেবীকে যে প্রশ্ন আমি করেছিলাম এখনো তার উত্তর পাইনি।"

"তার উত্তর চাই বুঝি," সন্ধ্যা দুষ্টুমীর সুরে প্রশ্ন করে, "কোনো মেয়ে এর উত্তর দিতে পারে?"

অলক অনুযোগ করে, "তুমি আমার প্রশ্ন

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য কার্নিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

এড়িয়ে যাচ্ছ সন্ধ্যা।" "তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে পুরুত ডাকতে হবে," সন্ধ্যার পক্ষ থেকে উত্তর আসে, "আর তাতে মা, বাবার সম্মতি চাই, সুতরাং সময় সাপেক্ষ।"

অলক এবার আরও দুঃসাহসী হয়ে ওঠে, সন্ধ্যার চোখে মুখে কপালে প্রেমের চিহ্ন এঁকে দেয়।

রাত একটা, সন্ধ্যার মা সেই বষিয়সী মহিলাটির 'শুভস্য শীঘ্রম্' উপদেশ ভুলতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, অলক, বরুণ আর সন্ধ্যা যখন খেতে বসবে, তখন ওদের মতামতটা জেনে নিতে হবে। কিন্তু সেই আধঘণ্টা আগে অলক যে বরুণকে খুঁজতে গেছে এখনো ফিরলো না। তিনি ব্যস্ত

আগামী নববর্ষ হইতে

সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের

অতি আধুনিক সমাজের রসঘন কথাচিত্র

বহ্নিবলয়

দীপালীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবে

হয়ে তাদের ডাকতে এসে দূর থেকে দেখলেন সন্ধ্যা আর অলককে......

কিছুক্ষণ তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর সেখান হতেই ডাকলেন, "অলক, সন্ধ্যা।" দুজনে মাথা নীচু কোরে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। তিনি মুখে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু তাঁর অন্তর থেকে যে আশীষ ঝরে পড়লো তার রূপ কি ভাষায় দেওয়া যায়?

সন্ধ্যার মা বরুণকে ডাকতে বলে চলে যেতেই ষ্টাডি রুমের দরজার পাশ থেকে আবির্ভাব হোলো বরুণের। অলক বিস্মিত-ভাবে প্রশ্ন কোরলে, "তুই এখানেই লুকিয়ে ছিলি বুঝি?"

তার উত্তরের অপেক্ষা না কোরেই সন্ধ্যা প্রশ্ন কোরলে, "আমাদের কথা সব শুনেছ?" বরুণ উত্তর দিলে, "চোখে ঠুলি আর কাণে তুলো দেওয়া ছিল না নিশ্চয়। যাক্, মায়ের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে বন্ধুর শুভেচ্ছাটাও গ্রহণ করো।"

সুখময় করে তুলুন আপনার ঘর এই কয়টি এইচ্ এম্ ভি রেকর্ডে

বীণা চৌধুরী
কৃষ্ণপ্রেমের অশ্রু (ভাটিয়ালী) }
শোন গো ললিত " } N 27053

কমলা দেবী (হাজরা)
বল না রে সখি (কীর্ত্তন) }
ধনী ভেল মুরছিত " } N 27054

আব্বাসউদ্দীন আহমদ
নাও ছাড়িয়া দে (ভাটিয়ালী) }
ময়ূরপঙ্খী নৌকা আমার " } N 27055

কুমারী সুধা ব্যানার্জ্জি
নন্দন-বন হ'তে কিগো (কাব্য-গীতি) }
আকাশে ভোরের তারা " } N 27056

সন্তোষ সেনগুপ্ত
কেন ফিরে ফিরে চলে যাও (কাব্য-গীতি) }
কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও " } N 27057

মিস্ ইন্দুবালা
বাজ্‌বে গো মহেশের বুকে (শ্যামা-সঙ্গীত) }
আদর করে হৃদে রাখো " } N 27058

রহিম মিঞা
একে তো বাঁশঝাড়িয়া মশা (ভাওয়াইয়া) }
কালা তুই ছাড়িয়া না যাস্ রে " } N 27059

ধীরেন সরকার
হায় গো আমার মনে কয় রে (ভাওয়াইয়া) }
সোণার চাঁদ সোণার চাঁদ চাঁদরে " } N 27060

মিস্ হরিমতী
সব ভুলানি ঘুম পাড়ানি (বন্দিনী হইতে) }
কুসুম ফুলের মালা গেঁথে " } N 27061

কুমারী যূথিকা দত্ত
সোণার কাঠি রূপার কাঠি (রূপগীতি) }
সাত ভাই চম্পা " } N 27062

দিলীপ রায় ও কুমারী উমা বসু
ওকে কে গান গেয়ে গেয়ে (কীর্ত্তন) }
বন্ধু কি আর বলিব আমি " } HT 82

প্রোঃ জ্ঞান গোস্বামী
স্বপনে এসেছিল }
এস প্রিয় আরো কাছে } N 27063

হিজ্ মাষ্টারস ভয়েস রেকর্ড

দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—দমদম ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ

ছুটির ঘণ্টা

পরিচালক—দাদাভাই

আমার ছুটির ঘণ্টার সকলে,

পরীক্ষা, পরীক্ষা, পরীক্ষা! কাণ একেবারে ঝালাপালা হইবার যোগাড়, না? দিবা-রাত্র ঐ একটি মাত্র চিন্তা যেন মনের সকল সুখ-শান্তি মুছিয়া দিতে চায়, ভয় কী? এইখানেই ত' আমাদের সকলের আসল ও সত্যিকারের পরিচয়—সারাটি বছরের হিসাব নিকাশ দিবার দিন আসিল।

সবাই খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ না?

কেমন করিয়া একটি তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারী তৈরী হয় জান কি?

একখণ্ড লোহাকে ক্রমাগত গন্‌গনে আগুনে তাতাইয়া লোহার হাতুড়ী দিয়া পিটিয়া পিটিয়া, ভোঁতা লোহাটাকে তীক্ষ্ণ তরবারীতে গড়িয়া তোলা হয়। যতক্ষণ না উপযুক্ত ধার হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে আগুনে তাতান হয় ও পিটান হয়।

লোহাখণ্ডের সে এক বিষম পরীক্ষা।

তেমনি আমাদেরও সবাইকে ছোট বড় নানারূপ পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া তীক্ষ্ণ ও ধারালো করা হয়, যাহাতে ভবিষ্যতে এই পৃথিবীর পথে চলিবার মত শক্তি ও মনোবল লাভ করি।

জীবনের এই ছোট বড় নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়া তোমরাও সকলে একদিন তরবারীর মত, তীক্ষ্ণ ধারালো ও শক্ত হও ভগবানের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

দুঃখের পরে সুখ!

আজ পরীক্ষার নিরানন্দ, কাল যখন পাশের খবর পাইবে তখন মনে আবার খুসীর জোয়ার লাগিবে!……সেদিনও ত' আগত!

দাদাভাই-এর চিঠি

এক একটা দেশ গড়িয়া ওঠে জাতির মহা-সাধনায় তিলে তিলে, দিনে দিনে।

কত অর্থ, কত প্রচেষ্টা, কত বিফলতা কত অশ্রু হাসির স্মৃতিতে গড়িয়া ওঠে জাতির ইতিহাস।

মানুষ জন্মায়, তারপর একদিন মরিয়া ধূলার বুকে লীন হইয়া যায় কিন্তু বাঁচিয়া থাকে তার কীর্ত্তি; তার সাধনার চিরন্তন স্মৃতিসৌধ।

একদা সুদূর অতীতে গ্রীসের ইতিহাস শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও শিল্পে বহু উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল—সেই সময় রোম তার বীভৎস তাণ্ডব-লীলায় সমগ্র গ্রীসের বুকে আগুন ধরাইয়া দেয়। গ্রীস তচনচ্ হইয়া যায়। সেইদিন সমগ্র গ্রীসের যে ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিতে বহু বর্ষ কাল সময় লাগিয়াছিল গ্রীসের।

দিনের পর দিন নব উদ্যমে তাহারা তাহাদের জন্মভূমিকে আবার গড়িয়া তোলে বুকের রক্ত ঢালিয়া।

কিন্তু গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে গিয়া রোমকেও কম নাজেহাল হইতে হয় নাই।

সেদিনকার সে যুদ্ধে রোমকে বিপর্য্যস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। রোমের সেদিনকার সে ক্ষতি মাত্র অল্প দিনই পূরণ হইয়াছে—এইত' সেদিন ইতালী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দাঁড়াইতে না দাঁ ড়া ই তে ই—গ্রীসকে পুনরায় গ্রাস করিবার জন্য ইতালী আবার নব অভিযান চালাইল।

যুদ্ধের ফলাফল কী দাঁড়াইবে কে জানে।

কিন্তু কৃষ্টির দিক দিয়া রোম কোন কালেই গ্রীসের সমকক্ষ হইতে পারিবে না।

রোম আজ তাহার অতীত দিনের কথা ভুলিয়া যাইতে পারে কিন্তু জগতের ইতিহাস চিরদিন সাক্ষ্য দিবে, যে আজিকার এই সভ্যতা, শিক্ষা, শিল্প, কৃষ্টি সকল কিছুর জন্য রোম গ্রীসের কাছে কতভাবে কতখানি ঋণী!

বিগত দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমানদের সহিত যুদ্ধে গ্রীস পরাজিত হয়।

তারই পরবর্ত্তী শতাব্দীতে রোমান জনসাধারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমগ্র সভ্য-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করে, রোমানরা যুদ্ধে পারদর্শী ছিল বটে কিন্তু শাসনকার্য্যে তেমন সুদক্ষতার পরিচয় দিতে পারে নাই,

সুকবি শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

ছেলে মেয়েদের অভিনয়োপযোগী

নাটক

সতী	… মূল্য	।০
কৃষ্ণ-সুদামা	… ,,	।০
সাবিত্রী	… ,,	।।০

(গানের স্বরলিপি সহ)

পুস্তকের মূল্য ও তিন আনা রেজেষ্ট্রি খরচ অগ্রিম মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে হইবে

দীপালী গ্রন্থশালা

১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

যে-দেশগুলি তাহারা রক্তপাত করিয়া জয় করিয়াছিল সেই সকল দেশ পরিচালনায় তাহারা ব্যর্থকাম হইতে লাগিল বারংবার।

রোমানরা তাহাদের কৃষ্টি, শিক্ষা ও শিল্পের জন্য তাহাদেরই দ্বারস্থ হইল যাহাদের একদিন তাহারা পদ-দলিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া আসিয়াছে সেই পরাধীন গ্রীসের কাছে।

যে-সকল বন্দী গ্রীসবাসীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ক্রীতদাসরূপে রোমে ধরিয়া আনা হইয়াছিল তাহাদেরই নানাভাবে রোমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন, শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত, চিত্র, শিল্পী হিসাবে নিয়োজিত করা হইল।

পুরাতন কুৎসিত রোমের গৃহগুলি গ্রীসের নব পরিকল্পনায় সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন হইয়া উঠিল।

রোম গ্রীসের তুলির ছোঁয়ায় বিকশিত হইয়া উঠিল। স্থাপিত শিল্পের সহিত গ্রীক-শিল্পকলাও রোমে বিস্তার লাভ করিল।

রোমের পুরাতন নাচঘর ভাঙ্গিয়া গ্রীসের নব পরিকল্পনায় গড়া হইল।

তারপর আসিল সাহিত্য। এণ্ড্রোনিকাস নামে একজন ধৃত গ্রীক ক্রীতদাস হোমারের অমর কাব্য 'অডিসি' এবং কতকগুলি গ্রীসের মিলনাত্মক ও বিয়োগাত্মক নাটকও লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিল।

এইভাবে একদিন যে গ্রীস রোমানদের হাতে পরাজিত হইয়াছিল তাহারাই অন্য সকল দিক দিয়া রোমানদের পরাজিত করিয়া বিজয়মাল্য গলায় লইল। তারপর বহুকাল পরে গ্রীস স্বাধীন হয়।

আজ আবার ইতালী ও গ্রীসের মধ্যে রণদামামা বাজিয়া উঠিয়াছে।

জন্মভূমির রক্ষাকল্পে প্রত্যেক গ্রীক আজ তাহাদের শেষ রক্ত বিন্দুটি পর্য্যন্ত স্বাধীনতার বেদীমূলে অর্ঘ্য দিতে প্রস্তুত।

বারংবার তাহারা তাহাদের দুর্জ্জয় অভিযানে ইতালীকে হটাইয়া দিতেছে!

পঙ্কমাঝেই ফোটে সুগন্ধী পদ্ম,
গোলাপের গাছেই কণ্টকের সমারোহ।
কবি গাহিয়াছেন,

"—ক্ষুরস্য ধারা নিশীথয়া দুর ত্যয়া
দুর্গম পথস্তত কবয়ো বদন্তি—"

জানিও এই দুনিয়ায় "পরশ্রীকাতরের অভাব নাই ভাই-বোনেরা আমার।

পরের ভাল ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া চোখ টাটান আমাদের একটা চিরন্তন স্বভাব। এখানে সমানে সমানে প্রতিযোগিতা নাই, আছে গুপ্তঘাতকের মনোবৃত্তি।

উপদেশের হুল ফুটাইতে অনেকেই উদ্গ্রীব হইয়া থাকে, তবে দুঃখ এই যে, মধুভাণ্ডের রক্ষী হইয়াও তাহারা মধুর মাধুর্য্য টের পাইল না, তাহাদের হুলের বিষেই মশগুল হইয়া রহিল—ঢেঁকী যে স্বর্গে গেলেও ধান ভানে এই কথাটিই প্রমাণিত করিতে। তাই বলিতেছিলাম মধু-ভাণ্ডের রক্ষী হইতে চাহিলেই হয় না। ছোটবেলায় হিতোপদেশে পড়িয়াছ ত', "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

মধু-ভাণ্ডের রক্ষী তোমরা সকলেই, তাই বলিতেছিলাম মনে রাখিও, মধুর মত মিষ্টি ও সুন্দর স্বভাবটি যেন তোমাদের হয়।

হুল ফুটাইবার মধ্যে বাহাদুরী নাই।—মধু বিতরণেই বাহাদুরী সত্যিকারের! কেমন?

আচ্ছা এবারে তোমাদের চিঠিগুলোর জবাব দিই।

*

(৩৭) শ্রীসুবিমল বোস, বাগেরহাট, খুলনা—(সভ্য নং ৯৩): 'আনন্দ মেলা' হইতে ছুটির ঘণ্টা তোমার মন বেশী আকর্ষণ করিয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তোমাদের আনন্দ দেওয়াই ছুটির ঘণ্টার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সেটা সফল হইলেই সুখী। তুমি ব্যাডমিনটন খেলায় নাম করিয়াছো জানিয়া খুব খুশী হইলাম।

হাসির রাজা
চার্লি
রণজিৎ মুভীটোনের
মুসাফির
ছবিতে হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে এসেছে। সঙ্গে আছে—
খুরসীদ ও বাসন্তী
শুক্রবার, ১৩ই ডিসেম্বর
পঞ্চম সপ্তাহ
নিউ সিনেমায়
—ঃ চিত্র-পরিবেশক ঃ—
মানসাটা
ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোনঃ কলিঃ ৪৫

(৩৮) শ্রীসত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ (সভ্য নং ৯৪): পজেটিভ ফটো পাঠাইলেই চলিবে। তোমার পরিচালিত 'সারথি' মাসিকে সময় পাইলে লেখা দিব, কেমন?

(৩৯) শ্রীঅজিতচন্দ্র মল্লিক, ষষ্ঠীতলা, নবদ্বীপ—(সভ্য নং ৯৫): সত্যি, দাদু তোমার খুবই অন্ধ হইয়াছেন; আর তোমাদের ফেলিয়া তীর্থে তিনি যাইবেন না। বুড়ো হইয়াছেন বলিয়া ঘরে বসিয়া শুধু পেনসন ভোগ করিবেন আর তীর্থে ঘুরিবেন, ইহা ভারী অন্যায়।

(৪০) শ্রীশ্যামচরণ মিত্র, শামসেরঘাট, বর্দ্ধমান—(সভ্য নং ৯৬): নিশ্চয়ই তোমাকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া লইব বৈকি। তুমি যে আমার ছোট্ট ভাইটি! আমার চিঠি পড়িতে তোমার ভাল লাগে শুনিয়া সুখী হইলাম।

(৪১) শ্রীবিকু রায়, বালী—(সভ্য নং ৯৭): সংসারে কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইলেই হয় না। তার উপযুক্ত হওয়া চাই।

(৪২) শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ছাপরা—(সভ্য নং ৯৮): জানত' তোমার নামে আমাদের দেশের একজন কৃতী সন্তান আছেন! নামটি যেন তোমার সার্থক হয়। তোমাদের ওখানে বুঝি সামান্য শীত পড়িয়াছে? আমার এখানে কিন্তু ভয়ানক শীত পড়িয়াছে!

(৪৩) কুমারী রেণুকা দাস, তেজপুর, আসাম—(সভ্য নং ৯৯): হাঁ ছুটির ঘণ্টায় ভ্রমণ-কাহিনীও থাকিবে বৈকি! তোমার প্রশ্নের উত্তর সামনের বার দিব। তোমার প্রশ্নটি আমায় খুব আনন্দ দিয়াছে। আমি তোমাদের কাছে এই রকম প্রশ্নই চাই!

(৪৪) শ্রীবৈদ্যনাথ শেঠ, বাঁশবেড়ে, হুগলী—(সভ্য নং ১০২): আমার জীবনী তুমি জানিতে চাহিয়াছো। আমার জীবনী কিন্তু ভারী মজার, শুনিবে? শোন: একদিন দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে পৃথিবীতে আমি জন্মগ্রহণ করি। তারপর মায়ের বুকের দুধ খাইয়া ও ভাত, ডাল, মাছ, তরকারী খাইয়া চট্‌পট্ বড় হইয়া গেলাম। আমি এখন মস্ত বড়—লম্বা লম্বা দাড়ি, ঘন ঘন নাড়ি, ছোটদের সাথে আমার বেজায় ভাব। দেখা হইলে চট্‌পট্ আলাপ করিয়া ফেলি। আর মৌমাছির আসল হইল—শ্রীমৌমাছি।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোং লি
(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)

বড়দিনের ছুটিতে

ভ্রমণোপযোগী
মনোরম স্থানসমূহ

* পুরী * ওয়ালটেয়ার
* রাঁচী * ঘাটশীলা
* সাগরতটে গোপালপুর
* ভুবনেশ্বর

সকল শ্রেণীতেই
বড়দিনের কনসেসান টিকিট
পাওয়া যাইবে।

১ম, ২য় ও ইণ্টার ক্লাসে
এক পিঠের ১¼ ভাড়ায়
ও তৃতীয় শ্রেণীতে
এক পিঠের ১½ ভাড়ায় যাতায়াত।

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪০ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪০ পর্য্যন্ত এই রিটার্ণ টিকিট পাওয়া যাইবে এবং ১৪ই জানুয়ারী ১৯৪১ সালের মধ্যে যাত্রারম্ভের স্থানে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

বিশদ বিবরণের জন্য—
পাবলিসিটি অফিসার,
বি, এন, আর, কলিকাতা।

(৪৫) সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, করিমগঞ্জ, সীলেট,—(সভ্য নং ১০৩): বেশ তোমার চিঠিটি!—তোমার প্রশ্নের জবাব হইতেছে, এ, পি, ও ইউ, পি, দুটো নিউজ এজেন্সি। আসল নামটি হইতেছে, এসোসিয়েটেড্ প্রেস বা এ, পি, ইউনাইটেড্ প্রেস বা ইউ, পি,—এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কাজ হইতেছে সকলকে বিভিন্ন দেশের সংবাদ সরবরাহ করা, যেমন রয়টার!

(৪৬) শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী, কুণ্ডগা—(সভ্য নং ১০৪): হাঁ, তোমাকে ছুটির ঘণ্টার সভ্য করিয়া লওয়া হইয়াছে, কার্ড পাইয়াছো নিশ্চয়ই।

(৪৭) ভীমরুল, সরিষপুর হাউস, কুমিল্লা—(সভ্য নং ১০৫): ভালবাসাটা ত' জানিতাম অন্তরের জিনিষ—মানুষের নানাবিধ মানসিক অনুভূতির মধ্যে একটি, কিন্তু এখন তোমার চিঠি পড়িয়া জানিতে পারিলাম যে না তাহা নয়। খেজুর ও তাল গাছের রসের মত নাকি তাহা চোঁয়াইয়া চোঁয়াইয়া পড়ে। তাহা না হয় জানিলাম, কিন্তু কেমন করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় তাহা ত' জানাও নাই। পরের চিঠিতে জানাইও, কেমন? হাঁ তোমার প্রশ্নের উত্তর: বর্ত্তমান সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝায় সেটা হইতেছে অর্থ, বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি। তাহাতে অবশ্যই দারিদ্র্যের স্থান নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। এবং যে নিঃস্ব, যে কাঙ্গাল আধুনিক সমাজ তাহাকে আমল দেয় না। কিন্তু মনের মধ্যে প্রশ্ন করিয়া দেখিও দেখি: অর্থ, বাড়ী, গাড়ীই কি সভ্যতার মাপ কাঠি? মানুষ অর্থ বাড়ী, গাড়ী পাইলে ধনবান হয়, কিন্তু বড়লোক হয় না। বড়লোক হইতে হইলে শিক্ষা,

দীক্ষা, আচরণে ব্যবহারে মার্জিত হইতে হয়। তাহা যদি হইতে পার তাহা হইলে সকলেরই ভালবাসা পাইবে! জননী ও দেশের মুখ উজ্জল হইবে। তোমার আসল নামটী পাঠাও নাই বলিয়া কার্ড পাঠান গেল না। কার্ডখানি যদি চাও তবে তাড়াতাড়ি আসল নামটা পাঠাইও।

(৪৮) শ্রীনবগৌর সিংহ, ভাদুল, বাঁকুড়া— (সভ্য নং ৭১): তোমার বৌদিমণিরই লেখা শুধু ছাপা হইবে কেন? তোমার 'হাস্য-কৌতুক' আমার ভাল লাগিয়াছে। বৌদিমণিকে বলিয়া দিও—তোমার লেখাও দীপালীতে শীঘ্রই বাহির হইবে।

(৪৯) শ্রীসুধীরকুমার দাস, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ—(সভ্য নং ৯১): দেখিও আমার অত যশ গাহিও না, অহঙ্কার হইতে পারে? তুমি কী চাও আমি অহঙ্কারী হই?

(৫০) শ্রীসুধীরকুমার ভট্টাচার্য্য, মকবুলগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ—(সভ্য নং ৯২): তুমি ত' বেশ ছেলে? চিঠি পড়িবার লোভে সভ্য হইয়া গেলে? যাহা-হউক, তোমার বেশ সাহস আছে। কেন, 'দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা' ভাল লাগিল না কেন? তোমার বুঝি বই পড়িতে ভাল লাগে না?

(৫১) শ্রীদয়ালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ, কলিকাতা—(সভ্য নং ৮৬): তোমার সুপারিশের বেশ জোর আছে ত' দেখিতেছি।

(৫২) শ্রীমতী তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ, কলিকাতা—(সভ্য নং ৮৫): তুমি কিন্তু শুধু দয়ালেরই বৌদিদিমণি নও, যখন আমাদের ছুটির ঘণ্টার মধ্যে আসিয়াছো, তখন তুমি আমাদেরও বৌদিমণি কেমন?

(৫৩) শ্রীমতী রমা গুপ্তা, ভাগলপুর (সভ্য নং ৮৯): 'চিত্র ও চিত্ত' খুব ভাল বই! তোমার মাষ্টার মশাইকে পড়িয়া দেখিতে বলিও।

(৫৪) শ্রীসুনীলচন্দ্র আদক, ফোর্ট গ্লষ্টার, হাওড়া—(সভ্য নং ৫২): তোমার নামের ভুলের জন্য আমি ভাই দুঃখিত!

(৫৫) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রামমোহন সাহা লেন, কলিকাতা—(সভ্য নং ৫৬): তোমার 'ওমর খৈয়াম' আমার ভাল লাগিয়াছে ভাই। ছুটির ঘণ্টায় ছাপা হইবে। চিঠি তোমার পাঠান হইয়াছে।

(৫৬) শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভাদুড়ী, সেনপাড়া, কৃষ্ণনগর—(সভ্য নং ৮৩): কবিতা তোমার পাইয়াছি, কিন্তু এখনও দেখিয়া উঠিতে পারি নাই।

(৫৭) শ্রীনির্ভীক, রাণীর দীঘি, কুমিল্লা—(সভ্য নং ৮২): বেশত,' তোমার প্রাণ-খোলা লম্বা চিঠির আশায় রহিলাম। টেষ্ট পরীক্ষা ভালভাবে পাশ করা চাই কিন্তু।

(৫৮) মোসাম্মৎ কমরুন্নেচ্ছা খাতুন, পাঠানপাড়া, রাজসাহী—(সভ্য নং ৭৮): নিশ্চয়ই, পাঠাইয়া দিবে বৈকি তোমার লেখা গল্পটি। আমার ছোট বোনটি কেমন লিখিতে শিখিয়াছে দেখিব না?

(৫৯) কুমারী শৈল সোম, দেওঘর—(সভ্য নং ৭৬): উঃ কী অভিমানিনী বোন তুমি! দাদাভাইয়ের উপর বুঝি এত রাগ কেউ করে? হাঁ। নীহারবাবুকে জানাইব যে আমাকে তোমার খুব ভাল লাগিয়াছে। তুমি বই পড়িতে ভালবাস জানিয়া খুব সুখী হইলাম, কেন না আমিও খুব বই পড়িতে ভালবাসি, আমার একটা ছোটদের বইয়ের লাইব্রেরী আছে। একদিন আমার লাইব্রেরীতে তোমার বই দেখিবার নিমন্ত্রণ রহিল কী বল? 'আনন্দ মেলা'র মৌমাছি তোমার ২০।২৫খানি চিঠির জবাব দেয় নাই। ভারী অন্যায়। মৌমাছির সহিত দেখা হইল জিজ্ঞাসা করিব। তোমার প্রশ্নেরও জবাব দেয় নাই? যে প্রশ্ন সে জবাব দেয় নাই তাহা আমাদের করিও, চেষ্টা করিয়া দেখিব পারি কি না।

২নং প্রতিযোগিতার ফলাফল আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

---

(৬০) শ্রীরাজশেখর রায়, হরিতকবাগান লেন, কলিকাতা—(সভ্য নং ৭৫): কেমন করিয়া আমার আসল নামটি জানিলে বলত'? যাক, জানিয়াছ যখন তখন সকলকে আবার বলিয়া বেড়াইও না যেন!

(৬১) কুমারী বিজলী ধর, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—(সভ্য নং ৭৪): হাঁ, হাতে আঁকা কার্টুন ছবি পাঠাইও, ভাল হইলেই ছাপাইব।

(৬২) শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার, থানা ঘাট, মৈমনসিং—(সভ্য নং ৭৯): জগতে সুখ ও দুঃখ পাশাপাশি চলে, ওরা যেন দুটি ভাই, দাদাভাইয়ের পরিচয়—সে দাদাভাই। এর চাইতে বড় পরিচয় ত' তাহার আর নাই। তোমার উপন্যাস শেষ হইলে পাঠাইও। আশীর্ব্বাদ চাহিলে তুমি দাদাভায়ের কাছে! আশীর্ব্বাদ দিবেন তিনিই, সে শক্তি যাঁহার আছে। ছায়ফুলের অসুখ এখন কেমন? তাকেও আমার শুভেচ্ছা দিও।

(৬৩) শ্রীমতী শান্তি পাঠক, (এলগিন রোড, কলিকাতা): তোমার চিঠি পাইলাম। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলেই সভ্যা করিয়া লওয়া হইবে।

আজিকার মত এখানেই সমাপ্তির রেখা টানিলাম। যাহাদের চিঠির জবাব এবারে স্থানাভাবে গেল না, তাহাদের পরের বারে যাইবে।

আজ এইখানেই শুভেচ্ছা জানাইয়া যাই, কেমন?

নতুন সভ্যের তালিকাঃ

(৮৫) শ্রীমতী তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ, কলিকাতা। (৮৬) শ্রীদয়ালচন্দ্র

(বড় গল্প)

মণি মঞ্জিলের রহস্য

শ্রীনীহার রঞ্জন গুপ্ত

'দুলাল চরিত্র'

এখানে আসবার দিন চারেক পরে।

মাঝখানে কিরীটী একদিনের জন্য কোথায় ডুব দিয়েছিল। সকালে ফিরে এল।

সুব্রত বলল : কোথায় ডুব দিয়েছিলে ?

: ছাতনার ওদিকে আমার এক ছোটবেলার বন্ধু আছেন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ; ছাড়লে না ; একটা দিন কাটিয়ে এলাম।

: বেশ যা হোক বাবা, আমরা ভেবে মরি, বিদেশ বিভূঁই! দীনেন্দ্র বাবুরাও সারা সহর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন।

: ভয় নেই, সাঁতার জানি, ডুববো না! পথ হারাব না, বয়েস যথেষ্ট হয়েছে। হঠাৎ কেউ গায়েব করতে পারবে না কারণ গায়ে শক্তি এখনও কিছু আছে।...

*

কিরীটী একজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখছিল।

পালেদের গালার কারখানাটা সহরের একধারে।

কারখানাটা বিঘে খানেক জমি জুড়ে প্রায় হবে।

লম্বা হল ঘরের মত একটা দালান, দু'পাশ দিয়ে ছোট ছোট খুপরী, বাড়ীর মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড আঙিনা মত, তাতে বড় বড় সব মাটীর উনান ;...গালা জাল দেওয়ার জন্য।

একদিকে অফিস!

অফিসের পিছনে গুদাম ঘর।...

মানবেন্দ্র বাবুর অবর্ত্তমানে এখন মেজ ভাই দীপেন্দ্র বাবুই সব দেখাশুনা করছেন।

কারখানার ম্যানেজার এখন তিনিই!

ম্যানেজারের ঘরের পাশে ক্যাশিয়ার-এর ক্যাশ ডিপার্টমেণ্ট।

ক্যাশঘরের সামনে একটা অস্পষ্ট গোলমাল শুনে কিরীটী এগিয়ে এল।

ক্যাশিয়ার শ্রীশ বাবুর সঙ্গে লোকেন্দ্রবাবু কি নিয়ে তর্ক করছেন! দু' একটা কথা কানে এল : একশত টাকা আমার চাই! লোকেন্দ্রবাবুর গলা!

: মেজবাবুর অর্ডার না হলে ও' দিতে পারব না ছোটবাবু!

: কেন কারবারে আমারও অংশ আছে! দেবে না কেন ?

কিরীটী আস্তে আস্তে সরে গেল।...এবং চিন্তিত মনে কারখানা হতে বের হয়ে মণি মঞ্জিলের দিকে পা বাড়াল।

সহসা পাশ দিয়ে একটা বাইক সাঁ করে চলে গেল, সাইকেল আরোহী খানিকটা যাবার পর কিরীটীর নজর পড়ল সাইকেল আরোহী লোকেন্দ্র। কিরীটি তাড়াতাড়ি কারখানায় ফিরে গেল!

দীনেন্দ্রবাবুর ঘরে সটান ঢুকে পড়ে বললে : আমাকে একটা বাইক দিতে পারেন দীপেন বাবু ?

: হাঁ। কেন পারবো না?... ওহে রামহরি! রামহরি! একজন অল্পবয়সী ছোকরা ঘরে এসে ঢুকল।

: তোমার বাইকটা এই বাবুকে বের করে দাও', এখুনি আবার এনে দেবেন!

কিরীটী রামহরির বাইকে চেপে বিদ্যুৎ গতিতে বাইক চালিয়ে দিল। একটু জোরে কিছুক্ষণ চালাবার পর দেখা গেল অদূরে লোকেন্দ্র বাইক চালিয়ে চলেছে। কিরীটী লোকেন্দ্রের উপরে নজর রেখে বাইক চালাতে লাগল। কলেজের পাশ দিয়ে যে লাল সুড়কী ঢালা বড় রাস্তাটা গেছে সেটাই বরাবর গিয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ; একটা বাজারের দিকে চলে

বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। (৮৭) মহম্মদ আসফ আলি, রাইস হাউস, রাজসাহী। (৮৮) শ্রীপ্রমথরঞ্জন কর্ম্মকার, আখাউড়া, (ত্রিপুরা)। (৮৯) শ্রীমতী রমা গুপ্তা, ভাগলপুর। (৯০) শ্রীমতী উষা মল্লিক, শুড়া ফার্ষ্ট লেন, বেলেঘাটা, কলিঃ। (৯১) শ্রীসুধীরকুমার দাস, বেলডাঙ্গা, (মুর্শিদাবাদ)। (৯২) শ্রীসুধীরকুমার ভট্টাচার্য্য, মকবুলগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ। (৯৩) শ্রীসুবিমল বসু, বাগেরহাট, খুলনা। (৯৪) শ্রীসত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত, চাষারা, নারায়ণগঞ্জ। (৯৫) শ্রীঅজিতচন্দ্র মল্লিক, ষষ্ঠিতলা পাড়া, নবদ্বীপ। (৯৬) শ্রীশ্যামচরণ মিত্র, শ্যামসেরঘাট, বর্দ্ধমান।

স্থানাভাববশতঃ বাকী নূতন সভ্যের নামগুলি দিতে পারিলাম না, আগামী সপ্তাহে যাইবে।

শুভার্থী তোমাদের দাদাভাই

ছুটির ঘণ্টার ব্যাজ

শোন সব ছুটির ঘণ্টার সভ্যেরা :

"ছুটির ঘণ্টার" ব্যাজ তৈরী হইয়াছে। এই ব্যাজের জন্য সকলকে দুই আনা ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে—ব্যাজের দাম হিসাবে নয়, পাঠানোর খরচ হিসাবে। যে সমস্ত সভ্য হাতে লইতে ইচ্ছুক তাহারা অফিসে আসিয়া সভ্য-কার্ড দেখাইলেই ব্যাজ পাইবে। তাহাদের অতিরিক্ত কিছুই দিতে হইবে না।

দাদাভাই

গেছে অন্যটা ডাইনে সোজা ষ্টেশন অবধি গেছে।

লোকেন্দ্র বরাবর সহরের রাস্তাটা ধরেই বাইক চালাচ্ছে। বাজার পেড়িয়ে ঢালু একটা সঙ্কীর্ণ রাস্তা—এখানে লোকের বসতি খুব কম! আরো কিছুটা এগুবার পর কতকগুলি কুঁড়ে ঘরের মত দেখা গেল!

বাড়ীগুলির পিছনে বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেত। ···ধানের শিষে তখন পাক ধরেছে।···

একটী বাড়ীর সামনে এসে লোকেন্দ্র বাইক থামাল। দুলাল, দুলাল!··· বার কয়েক ডাকবার পর একজন মোটা বলিষ্ঠ লম্বা চওড়া চেহারার লোক দরজা খুলে বেড়িয়ে এল! কিরীটী একটা বটগাছের

CALCUTTA'S BEST WINTER SHOW

LAKE MELA

FETE & CARNIVAL

AT

THE DHAKURIA LAKE

On 13th, 14th & 15th December

(2 P.M. TO 2 A.M.)

Under The Distinguished Patronage Of The
LADY MARY HERBERT
in aid of War Fund
A FULL WEEK-END'S ENTERTAINMENT
FOR ONE and ALL.

SIDE SHOWS:

Casino	HARDER'S CARNIVAL	Motor Boating
Roulette	Giant's Wheel	Horse Racing
Crown and Anchor	Merry-Go Round	Oriental Dancing
Continuous Dancing	Seaplane	Fire Works.
The Fortune Maker	Miniature Railway	Indian Catering
and many others.	Goats and Pony To Ride	and many others.
	Fire and Smoke Diving	
	Rope Walking Etc.	

Firpos Dinner At Rs. 3/8 Only.

Auction of the perfect working model of "War-spite" made by Commander Cresswell

Entrance. **Daily : Re. 1/-**	*Admission to Mela only.* **Annas Eight only. Children Half Price.**	*Car Park.* **Daily : Re. 1/-**
Major G. H. Cook, Secretary. Hastings House. **'Phone : Allpore 366.**	<--Full Particulars from-->	B. C. MULLICK, ***Publicity Officer.*** **'Phone Office : South 2300 Res.'Allpore 276.**

নববর্ষ হইতে
তোমাদের 'ছুটির ঘণ্টা'র
বিপুল আয়োজন।
তোমাদের প্রিয় লেখক
শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তের
রোমাঞ্চকর রহস্যমূলক উপন্যাস
'লাল চিঠি'

শুধু তাই নয়—আর একজন শিশু-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখকের ধারাবাহিক রচনা বাহির হইবে।

তাহা ছাড়া বিজ্ঞান, হাসির কবিতা 'গাথা ও কাহিনী', রূপকথা, গল্প, কার্টুন, 'দেশ—বিদেশ' ও 'লেখনী বন্ধু ও পুরস্কার প্রতিযোগিতা ত' থাকিবেই।

আড়ালে লুকিয়ে সব লক্ষ্য করতে লাগল!

অনেকক্ষণ ধরে কী সব কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। পরে এক সময় ট্যাক্ হতে একটা দশ টাকার নোট বের করে দুলালের হাতে গুঁজে দিয়ে লোকেন্দ্র বাইকে চেপে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল।

লোকেন্দ্র ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে কিরীটী সেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বাড়ীটির সামনে এসে হাঁক দিল: দুলাল, দুলাল আছ হে?···

খানিকক্ষণ পরেই দুলাল বেড়িয়ে এল! কাকে চাই?

: দুলাল কার নাম? তার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে!

: কেনে? তার সঙ্গে কী দরকারটা আজ্ঞে? দুলালের কণ্ঠ একটু কর্কশ হয়ে এল!

: আছে! আগে দুলালকে ডাক না!

: এখানে দুলাল টুলাল বলে কেউ নেই! সরে পড়ুন আজ্ঞে?

কিরীটী বুঝলে এ বড় কঠিন ঠাঁই!···সে

পকেট হ'তে গোটা দুই দশ টাকার নোট বের করে নোট দুটো হাতের আঙ্গুল দিয়ে টানতে টানতে বেশ মোলায়েম সুরে টেনে টেনে বললে, আরে চটেন কেন? এই ধর, জলপানি খেও! দুলাল ভ্রু-কুঞ্চিত করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল। তারপর বললে: চট্পট্ সরে পড়েন আজ্ঞে!...উ সব চলবেক নি, কনথে আসা হয়্‌চে?...বড্ড যে টাকার গরমটা!... ইঃ, টাকা দেখাইচে! অমন কত দেখলাম, ফুঃ! বিদ্যুৎগতিতে কিরীটী অটোমেটিক রিভলভারটা টেনে বের করে দুলালের মুখের সামনে উঁচু করে ধরল এবং কর্কশ কণ্ঠে স্পষ্ট আদেশের সুরে বললে: আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দাও?...

টাকায় যা সম্ভব হয়নি ক্ষুদ্র আগ্নেয় অস্ত্র তা অনায়াসেই সহজ করে আনলে! চকিতে লোকটার কণ্ঠস্বর সপ্তম হতে একেবারে খাদে নেমে এল: আজ্ঞে বলেন কেন কি শুনবার চান!...

: চল ঘরের মধ্যে চল!

দুলালের ওখান হতে ফিরে এসে কিরীটী দেখে Post Masterএর কাছ হতে তার নামে একটা শ্লিপ্ এসেছে; এখুনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। কিরীটী বেরিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

দীপালী-সম্পাদক

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

মরু-ছায়া

বাহির হইল

মূল্য ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান: দীপালী গ্রন্থশালা

ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়

মিথ্যা প্রমাণে ২৫০৲ পুরস্কার

স্বর্ণ-মাদুলী (গভর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড) ধারণে সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ। মূল্য প্রত্যেকটি ১৷৹। ভিঃপিঃ খরচ ।৶০ তিনটি একত্রে লইলে, ভিঃপিঃ খরচ লাগিবে না

কে. চক্রবর্ত্তী. পোষ্ট বক্স নং ৭৮২৪. কলিকাতা

(৬৫)

"অরোরা সিনেমার ব্যবহার" শীর্ষক অভিযোগের প্রতিবাদ

শ্রদ্ধেয় দীপালী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার বহুল-প্রচারিত পত্রিকায় আমার এই পত্রখানি প্রকাশিত হইলে বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইব।

কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা হইলে, তাহা ঐ প্রতিষ্ঠানের সুনামের পথে কিরূপ ক্ষতিকর, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। গত ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখের দীপালীতে মেদিনীপুরের জনৈক ভদ্রলোকের প্রেরিত "অরোরা সিনেমার ব্যবহার" সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগটি পাঠ করিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইলাম।

আমরা মাত্র গত কয়েক বৎসর এ স্থানে চিত্র-গৃহ খুলিয়া মেদিনীপুরবাসীর সহৃদয়তা সহানুভূতি ও শুভেচ্ছায় ব্যবসায় পরিচালনা করিতে সক্ষম হইয়াছি। আমাদের যতদূর মনে হয়, উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার নিয়মাবলী বা দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মচারীরা ব্যবসায়ী হইয়া দর্শকদিগের সহিত এরূপ অসৎব্যবহার করিতে পারেন না, বরং সাধ্যানুযায়ী সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে সম্পূর্ণ সচেষ্ট থাকেন।

প্রথমতঃ ভদ্রমহোদয় লিখিয়াছেন, গত ৭ই আক্টোবর "ডাক্তার" চিত্রখানি দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। উক্ত তারিখে "ডাক্তার" চিত্র প্রদর্শিত হয় নাই, "রজত-জয়ন্তী" দেখানো হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের চিত্র-প্রতিষ্ঠানে আসনের মূল্য যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীর ৸০ দ্বিতীয় শ্রেণীর ॥০, মধ্যম শ্রেণীর ।৶০ তৃতীয় শ্রেণীর ৵০। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না মজুমদার মহাশয় কোন্ শ্রেণীর মূল্য দিয়াছিলেন আর কোন্ শ্রেণীতে স্থান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ৭ই অক্টোবর তারিখে ৸০ আনা মূল্যের একখানি টিকিটও বিক্রীত হয় নাই। অথচ তিনি কি করিয়া ৸০ আনার আসনে বসিয়াছিলেন তাহা বুঝি না।

তৃতীয়তঃ, উক্ত চিত্র-গৃহের প্রতি ক্লাসে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিয়া যে কোন দর্শক ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই টিকিটের অর্দ্ধেক অংশ ছিঁড়িয়া লইয়া দর্শককে সিটের নম্বর অনুযায়ী যথাস্থানে বসাইয়া দেয়। অতএব কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্পূর্ণ টিকিট-সহ ভিতরে প্রবেশাধিকার পাওয়া সম্ভব নহে। এ-ক্ষেত্রে আমরা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে প্রতারিত ভদ্রমহোদয় তাঁহারা মেয়ে ও নাতি-সহ সেই ক্লাসে পথ নির্দ্দেশকের সাহায্য ব্যতিরেকে কিরূপে প্রবেশ করিতে পারেন।

চতুর্থতঃ, আমি এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মচারী হিসাবে বলিতে বাধ্য হইতেছি, যে অরোরার মত সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান এরূপ হীন প্রবৃত্তি লইয়া ব্যবসা পরিচালনা করিতে অভ্যস্ত নহেন। উপরন্তু প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মচারী সর্ব্বদা চিত্রগৃহে উপস্থিত থাকেন। অথচ উক্ত ৭ই তারিখে এরূপ কোন ঘটনা তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই।

অতএব সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অনুরোধ যে 'দীপালীর' মত সর্ব্বজনপ্রিয় একখানি সাপ্তাহিকে এইরূপ ভিত্তিহীন ঘটনাগুলি প্রকাশের পূর্ব্বে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করিলে জনসাধারণ ও চিত্র ব্যবসায়ীদের শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও জনপ্রিয়তা অটুট রাখিতে পারিবেন। আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি বিনীত—

P. L. Sircar,

অরোরা টকীজ, মেদিনীপুর।

(৬৮)

ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রতিবাদ

শ্রীযুক্ত 'দীপালী' সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকের ১৪ই কার্ত্তিক তারিখের সংখ্যায় ঢাকা বেতার-কেন্দ্রের কার্য্যাবলীর সমালোচনা ক'রে একটি পত্র প্রকাশিত হ'য়েছে দেখতে পেলাম। পত্রটিতে ঢাকা কেন্দ্রের অকারণ নিন্দে করা হয়েছে, তা ছাড়া নিন্দাচ্ছলে ঢাকার যে-সমস্ত অনুষ্ঠানের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা আদৌ সমালোচনার বিষয়ীভূত হ'তে পারে কিনা সন্দেহ। মনে হয়, পত্রলেখক তাঁর বক্তব্য দ্বারা পরকে কি বোঝাতে চাচ্ছেন, নিজে যাই তিনি বুঝে থাকুন, সে-সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনেই কোন স্পষ্ট ধারণা নেই; তা ছাড়া পত্রটিতে অতিমাত্রায় হাসিঠাট্টার সুর লাগাতে গিয়ে তিনি একটু লক্ষ্যভ্রষ্টও হয়ে পড়েছেন। এইরূপ অযথা আক্রমণের ফলে পাঠকদের মনে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হওয়া আশ্চর্য্য নয়, সেই ভ্রান্ত ধারণার যাতে নিরসন হয় সেই উদ্দেশ্যে ঢাকা-কেন্দ্রের কর্ত্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই পত্রখানা লিখ্‌ছি। আশা করি পত্রখানা ছাপিয়ে বাধিত করবেন।

পত্রলেখক প্রথমেই লিখ্‌ছেন, "ঢাকা-বেতার প্রতিষ্ঠানও আমাদের এই বাংলা গান শোনবার মত সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন।" ঢাকা বাংলা প্রদেশান্তর্গত দ্বিতীয় ধ্বনিবিস্তার-কেন্দ্র, তার অধিকাংশ শিল্পীই বাঙালী, শিল্পীদের দিয়ে বাংলা-করানোর ব্যবস্থাও এখানে খুব ব্যাপক এবং নিয়মিত। এই অবস্থায় ঢাকা বেতার প্রতিষ্ঠান তাঁকে বাংলা গান শোনাবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন এর চাইতে হাস্যাস্পদ এবং বাস্তবসত্যনিরপেক্ষ অভিযোগ আর কী হতে পারে? তার পরেই তিনি লিখ্‌ছেন, "আজকাল প্রায়ই Dacca Radio Programme-এ দেখ্‌তে পাই যে 'পল্লীমঙ্গল আসর' নয়ত শিশুমঙ্গল বা শিশুচিকিৎসক ইত্যাদি আরো অনেক অদ্ভুত রকমের জিনিষ, যা শোনবার মত ধৈর্য্য শতকরা ৯৯॥ জনেরই থাকে না।" এর উত্তরে বল্‌তে চাই, বেতার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ রুচির ভেতর সামঞ্জস্য বিধান করে অনুষ্ঠান পরিবেশন করা—ব্যক্তিগত রুচির দাবী মেটানো কখনই তার উদ্দেশ্য হতে পারে না। যে-জিনিষ পত্রলেখকের ভালো লাগে না তা আর কারও ভালো লাগ্‌তে পারবে না, এই মনোভাব অপরের পছন্দের ওপর পত্রলেখকের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ মাত্র। যে-অনুষ্ঠানগুলির নামে তিনি নাসিকাকুঞ্চন করেছেন অনেক শ্রোতারা যে তা চান, তা কি তিনি জানেন? শিশুমঙ্গল অথবা শিশুচিকিৎসাবিষয়ক তথ্য পত্রলেখকের রুচিকর না হলেও বহুশ্রোতার যে তা ভালো লাগে তা তাদের প্রেরিত পত্র থেকেই বোঝা যায়। তাছাড়া, শুধুমাত্র গানের দ্বারাই বেতার-প্রতিষ্ঠানের কাজ চল্‌তে পারে না, আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ-বিধানের দায়িত্বও তাকে বহন করতে হয়। সুতরাং জনসাধারণের কল্যাণবিধায়ক তথ্য অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করলে যাঁরা বিরক্তিপ্রকাশ করেন বুঝতে হবে তাঁরা বেতারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বড়োই সঙ্কীর্ণ ধারণা পোষণ করেন। পত্রলেখক ভুলে যাচ্ছেন যে পল্লী অঞ্চলের উন্নতির জন্য শিক্ষা ও সংবাদ প্রচার সব বেতারকেন্দ্রেরই কর্ত্তব্য বলে মনে করা হয়। প্রসঙ্গত, পত্রলেখকের অবগতির জন্য বলা দরকার, আমাদের 'পল্লীমঙ্গল আসর' বলে কোন আসর নেই, পল্লীমঙ্গল ও পল্লীউন্নয়নের জন্য আমাদের এখানে 'গ্রামের পথে' নামক নিয়মিত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে।

পত্রলেখক কল্‌কাতা এবং ঢাকা-সঙ্গীত শিক্ষাদানের আসরটির ওপর এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌লেন কেন? শ্রোতারা যেমন সঙ্গীত শুন্‌তে ভালোবাসেন তেম্‌নি তাঁদের অনেকেই সঙ্গীত শিক্ষা করতে চাইবেন এটা এমনই কি অভাবনীয় প্রস্তাব? গান শোনা এবং গান শেখা—এ দুটো জিনিষ এতোই কি পরস্পরবিরুদ্ধ যে একটির পাশে আরেকটির স্থান হতে পারে না? বরং, যদি তিনি আমাদের সঙ্গীতশিক্ষাদানপদ্ধতির নিন্দা করতেন তবে না হয় তাঁর অভিযোগের যুক্তিযুক্ততা খানিকটা বুঝ্‌তে পারতাম, কিন্তু তিনি যে সঙ্গীতশিক্ষাদানের আসরটিই একেবারে তুলে দিতে চান! একের রুচিকে সন্তুষ্ট করতে গেলে যেখানে বহুর রুচিকে খণ্ডন করতে হয় সেইক্ষেত্রে সংখ্যাভূয়িষ্ঠদের রুচি অনুসরণ করাই উচিত। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীনারায়ণ চৌধুরী
পরিচিতি-সহায়ক
(Publicity-Assistant)
ঢাকা ধ্বনি-বিস্তার কেন্দ্র।

ঢাকা,
১৮ই নভেম্বর,
১৯৪০

বিনামূল্যে গভর্ণমেণ্ট (রেজিষ্টার্ড) "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ। ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনাসহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।
শক্তি ভাণ্ডার, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতরিত
জন্ম রোধ 'শান্তি'
নির্দ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১ও২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১৷৷০, ২৷৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

চিত্র-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

ভক্তিমূলক চিত্রালেখ্য !

= নরসি ভগত =

শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর।

অতুলনীয় রস - মাধুর্য্যে ভরপুর !

●

পরিচালক—

বিজয় ভাট

●

শ্রেষ্ঠাংশে—

বিষ্ণুপন্থ পাগনিস, দুর্গা খোটে, পাণ্ডে রাম মারাঠে, বিমলা বশিষ্ঠ

●

"নরসি ভগতে"র

রেকর্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—

বোম্বাই	—	১৪শ সপ্তাহ
করাচী	—	১২শ "
আমেদাবাদ	—	৮ম "
লাহোর	—	৫ম "
দিল্লী	—	৮ম "

এখনও অপ্রতিহত গতিতে চলিতেছে

২১শে ডিসেম্বর

— শুভ-উদ্বোধন —

মিনার্ভা সিনেমা

এভারগ্রীণ রিলিজ

আলোচনার আসর

হিন্দুসমাজ কি নারী প্রগতির বিরোধী ?

(৩)

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—।

যথা—(১) রক্ষণশীল দল। (২) উদার মতাবলম্বী দল বা নারী প্রগতির সমর্থনকারী দল।

(৩) প্রথম ও দ্বিতীয়ের অর্থাৎ (১) ও (২) এর মাঝামাঝি দল।

প্রথমোক্ত দল পূর্ব্বেকার গোঁড়ামি ও কুসংস্কারগুলি বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট এবং নারী প্রগতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তাহারা এই প্রগতি সম্বন্ধে নানা প্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিয়া থাকে। সময় সময় অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও নারী প্রগতির সমর্থন দোষে দোষী (?) বলিয়া তাহাদের হাতে লাঞ্ছনা পাইতে হয়।

তাহারা মনে করে যে, নারী গৃহকোণে আবদ্ধ থাকিয়া শুধু পারিবারিক কাজকর্ম্মই সমাধা করিবে। স্ত্রীলোকের গৃহের বাহিরে যাইয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করা, নৃত্যগীত ও চারুশিল্প কলা সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করা এবং পুরুষদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা তাহারা মোটেই পছন্দ করে না, এমন কি স্বাধীন ভাবে সসম্মানে জীবিকার্জ্জনও তাহাদের কাছে অনুচিত ও দৃষ্টিকটু ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়!

দ্বিতীয় দলের (উদার মতাবলম্বী) কথা এই যে, তাহারা নারী প্রগতির সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। জগতে সব কিছুর উন্নতির মূলে রহিয়াছে শিক্ষা। তাহারা মেয়েদিগকে উচ্চশিক্ষার্থ স্কুল কলেজে প্রেরণ করিয়া থাকে। স্বাস্থ্য রক্ষার্থ শারীরিক ব্যায়াম ও নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকেও মেয়েদের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় না; বরং উৎসাহ দিয়া থাকে। তাহারা আজকালকার মেয়েদের সকল ন্যায্য দাবী বা মতামতই স্বীকার করিয়া থাকে। আমার মনে হয় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী হইবে।

তৃতীয় দলের (১ম, ও ২য় দলের মাঝামাঝি দল) কথা এই যে, তাহারা বাহিরে নিজদের প্রগতির সমর্থক বলিয়া দেখাইতে চাহে, এবং তাহাদের মেয়েদের বাহ্যিক বেশ ভূষা ও চাল চলনও অনেকটা প্রগতিশীলাদেরই মত।

কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা যেন সম্পূর্ণরূপে প্রগতির সমর্থক হইতে পারে না। সময় বুঝিয়া প্রগতি সমর্থকও হয় আবার প্রগতি বিরোধীও হয়। এজন্য তাহাদের অল্পশিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাই অনেকাংশে দায়ী।

এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে নারী-প্রগতির সূচনা হইয়াছে। শিক্ষিতা নারী জ্ঞানের আলোকে দেখিতে পাইল যে তাহাকে এতকাল সমাজের নিয়ম কানুনরূপ কুসংস্কারের বেড়া দিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে; সে বুঝিতে পারিল যে, সেও মানুষ; পুরুষের পদানত হইয়া থাকিতেই জন্মায় নাই; তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মতামত আছে; সে গৃহের বাহির হইতে পারে প্রয়োজন বোধে, সেও পুরুষের মত অসংকোচে হাসপাতাল, কোর্ট, আফিস, রাজ দরবারে, এক কথায় সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারে। তাই আজ আমরা নারীকে সর্ব্বত্র ও সকল কাজেই দেখিতে পাই, সরকারী শিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে এদেশে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা প্রতি বৎসরই বাড়িতেছে। নারীরও যে শিক্ষার প্রয়োজন আছে একথা আজ সকলেই স্বীকার করে। এবং এই শিক্ষাই যে এদেশে প্রগতির ঢেউ আনয়ন করিয়াছে, ইহা আমিই পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমি স্বচক্ষে দেখি যে, আমার প্রতিবেশী এমন কি যিনি মাত্র ৩০৲, ৪০৲, টাকা বেতনের চাকুরী করেন, তিনি তাঁহার মেয়ে বা বোনকে শিক্ষার জন্য স্কুলে প্রেরণ করিয়া থাকেন। নারীপ্রগতি আজকাল কেবল সহরেই সীমাবদ্ধ নাই, সুদূর পল্লীতে এ-হাওয়া বহিতেছে; এবং গ্রামে গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার জন্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে।

মনে হয় নারীপ্রগতি আজকাল হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোকই মানিয়া লইতেছে, এবং বিরুদ্ধবাদীরাও যেন অনেক ক্ষেত্রে পারিয়া উঠিতেছে না বলিয়া সহ্য করিতেছে। এরকম দিন খুব বেশী দূরে নয় যখন হিন্দু সমাজে নারীপ্রগতি-বিরোধী বলিয়া বড় একটা কেহ থাকিবে না, এবং এই প্রতিবাদকে সমাজে দোষনীয় বলিয়া ধরা হইবে না; যেমন প্রথম প্রথম কোনও হিন্দু বিলাত হইতে ফিরিয়া এদেশে আসিলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, কিন্তু এখন আর ঐরূপ করিতে হয় না।

শ্রীমতী কনকপ্রভা সরকার,
টালিগঞ্জ রোড, কালীঘাট,
কলিকাতা।

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার
২২/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
ফোন
বি.বি. ৩৭১১
ফটো
D. Ratan & Co.

সীতা কি ভাবে সুখী হয়েছিল ?

আপনি কি বলেন ?

(৯০)

শ্রীমতী অরুনিমা ঘোষের প্রশ্নোত্তর

শ্রদ্ধেয়া "দীপালী" নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

গত ৪৪শ সংখ্যা দীপালীর নারীলোকে ...টনা হইতে শ্রদ্ধেয়া ভগিনী শ্রীমতী ...রুণিমা ঘোষ বি, এ, মহাশয়ার প্রশ্ন কয়টীর ...ত্তর দিলাম—

১। না উচিত নয়। ২। দোষনীয় ...য় না। ৩। না জানিয়া ত' দূরের কথা, ...জানিয়াও করা উচিত নহে। ৪। দোষের ...হইবে না। ৫। শিষ্টতার এবং সম্ভ্রমের সীমা অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত দোষের হইবে না। ৬। সম্মান রক্ষা করিয়া প্রতিবাদ করা নিশ্চয়ই দোষনীয় নহে।

বাঙালী অপেক্ষা এতদ্দেশীয় বহু অ-বাঙালীর ঘরের অবস্থা আরও অধিকতর লজ্জাজনক।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন।

নিবেদন ইতি—

বিনীতা,

শ্রীমতী বিমলা মুখোপাধ্যায়,

C/O. শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

নিউ দিল্লী।

(৯১)

মিসেস মুখার্জ্জীর প্রশ্নের উত্তর

মাননীয়া দীপালী নারীলোক পরিচালিকা

সমীপেষু—

মহাশয়া,

৩৮শ সংখ্যায় রান্নাঘরে "বাঁশপাতা অথবা কাজুলি মাছের ফ্রাই" প্রকাশিত হয়েছে, সেই সম্বন্ধে ৪১শ সংখ্যা দীপালীতে মিসেস মুখার্জ্জী কয়েকটি কথা জানতে চেয়েছেন। প্রথমতঃ তিনি বাঁশপাতা অথবা কাজুলি মাছ কা'কে বলে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। এই মাছকে কলকাতা, শ্রীরামপুর অঞ্চলে কয়লা মাছ বলে থাকে। বর্দ্ধমানে কি বলে অথবা পাওয়া যায় কিনা জানি না।

দ্বিতীয়তঃ, ফ্রাই তৈরীর প্রণালী তাঁহাদের ঐ অঞ্চলে 'খয়রা মাছের বেগুনি'র আকারেই তৈরী হয়। আমাদের উত্তর বঙ্গে ব্যাসম অথবা চাল পিটুলি কিম্বা অন্য কিছুর গোলা গুলে তাতে ডুবিয়ে যে কোন ভাজাকে পাট ভাজা বলে। ফ্রাই কথাটা ইংরাজী। নদীয়া জেলা ও কলকাতার কেউ কেউ পোরের ভাজাও বলে থাকেন। কেউ বা বেগুনিও বলেন। তবে খয়রা ও বাঁশপাতা বিভিন্ন মাছ।

তৃতীয় দফায় মিসেস্ মুখার্জ্জীর কাছে

কলিকাতায়

বড়দিনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!

—— উদয়শঙ্কর ——

ও

সেণ্টার গ্রুপের ২৫ জন নৃত্যশিল্পী

ও সঙ্গীতবিশারদ

গ্লোবে ২১শে হইতে ২৮শে ডিসেম্বর

চিত্তাকর্ষক নৃত্য-প্রদর্শনী

নব নৃত্য-পরিকল্পনা—মনোহর সুর-সংযোজনা

চমকপ্রদ দৃশ্যাবলী

প্রবেশমূল্য—১০৲, ৮৲, ৬৲, ৫৲, ৩॥০, ২।০ ও ১৵০

অবিলম্বে সিট রিজার্ভ করা সুবিধাজনক

আলমোড়া সেণ্টারের সাহায্যকল্পে সঞ্চিত অর্থ নিয়োজিত হইবে।

—— কলিকাতার পর ——

চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিং, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, কুমিল্লা, শিলচর, শ্রীহট্ট, শিলং, রংপুর, বরিশাল, যশোহর, টাটানগর, আসানশোল, ধানবাদ, বেনারস, দিল্লী, আগ্রা ইত্যাদি।

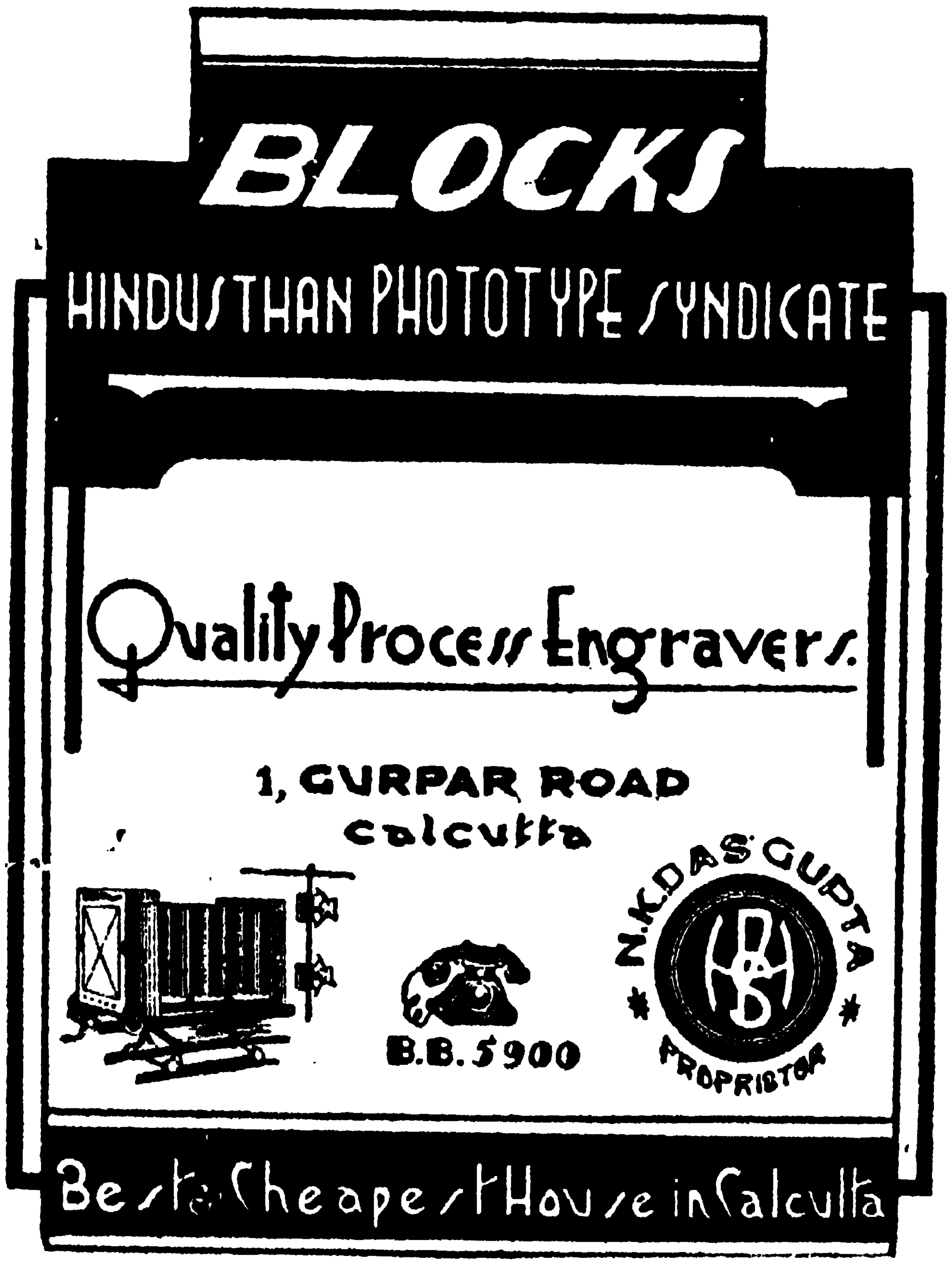

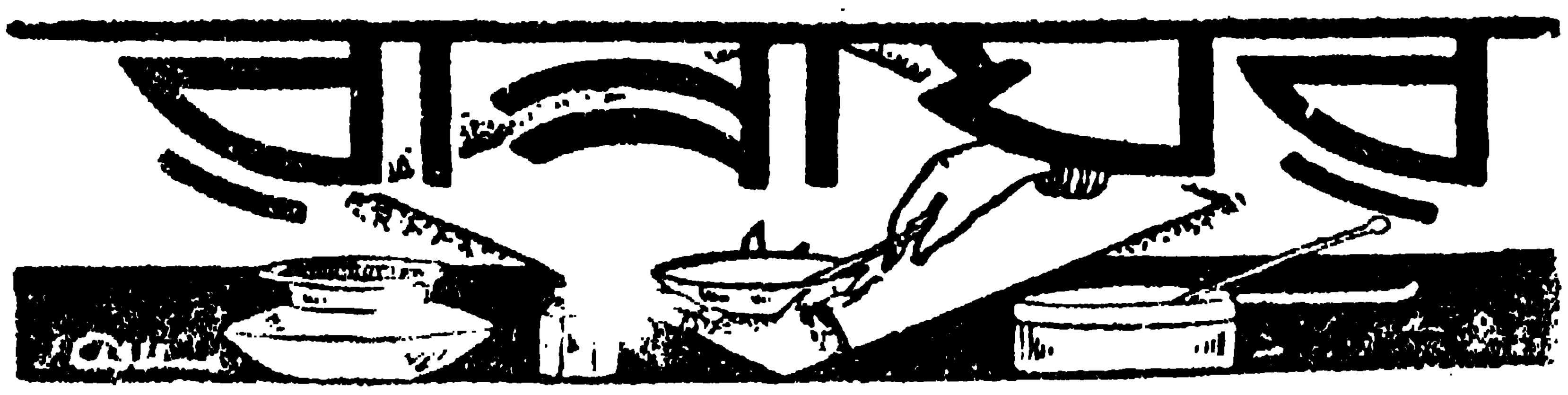

(১৯৩)

"দুগ্ধ ইলিশ"

আন্দাজ মত ইলিশ মাছ বড় করে কেটে নিন। আন্দাজ মত ঘি দিয়ে, তেজপাতা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে অল্প একটু মিষ্টি ও নুন দিয়ে ঐ মাছ দিবেন তারপর আন্দাজ মত দুধ দিয়ে সেদ্ধ হলে নামিয়ে নেবেন।

শ্রীসবিতা লাহিড়ী,
নওগাঁ, রাজসাহী।

(১৯৪)

চনান্যক

সরু আতপ চাউল ১ পোয়া, কুচো চিংড়ি মাছ বেশ ভাল করে খোলা ছাড়িয়ে ১ পোয়া নেবেন, ভাল করে ধুয়ে নেবেন। ১ পোয়া নারকোল কোড়া ও ১ পোয়া ঘি। প্রথমে, একটা ডেকচিতে আধ পোয়া ঘিয়ে ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ফোড়ন দিবেন। পরে আতপ চাউলগুলি জল ঝড়িয়ে, অল্প একটু ভাজা হলে, লঙ্কা বাটা, আদা বাটা, জিরা বাটা, নুন, হলুদ, ও কাঁচা তেজ পাতা, অল্প পরিমাণে চিনি, সবই আন্দাজ মত দিবেন। চাউলগুলির সাথে মসলা ভাজা হয়ে যাবে, লালচে রংয়ের ভাজা হলে, নারিকেল কোড়া দিবেন, ও চিংড়ি মাছ দিবেন ও একটু নেড়ে চেড়ে আন্দাজ মত জল দিয়ে সুসিদ্ধ হলে আধ পোয়া ঘি ও গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে রাখবেন।

শ্রীসবিতা লাহিড়ী
নওগাঁ, রাজসাহী

(১৯৫)

বাগ্‌দা চিংড়ির রসা

উপকরণ—বড় বাগ্‌দা চিংড়ি আধসের, দু'পয়সার মিষ্টি দই, কচি কড়াইশুঁটী ছাড়ানো, পরিমাণ মত, সামান্য আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, রসুন ৪ কোয়া বাটা, ধনে বাটা, টমেটো পাকা ২-৪টী, ৫।৬টী কাঁচা লঙ্কা, কিছু মাখন।

প্রণালী—মাছ খোলা ছাড়িয়ে মাথা বাদ দিয়ে ধুইয়া লইবেন, এলুমিনিয়ামের বড় বাটীতে ঐ মাছ রাখিয়া, নুন পরিমাণ মত দিবেন, এবং কড়াই শুঁটি ছাড়ানো, ও টমাটো চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া মাছেতে দিবেন। তারপর দই, আদা, ধনে পেঁয়াজ, রসুন বাটা, মিশাইয়া দিবেন, কাঁচা লঙ্কা আস্ত লম্বা ভাবে চিরিয়া দিবেন, আধ ছটাক মাখন ঐ সঙ্গে দিবেন। এক্ষণে কড়ায় বা হাঁড়িতে জল চড়াইয়া ঐ মাছের বাটী উত্তমরূপে ঢাকা দিয়া ভাপে সিদ্ধ করিবেন, আধঘণ্টা পরে নামাইয়া লইবেন।

শ্রীমতী শোভা মুখার্জ্জি,
রিষিড়া।

(১৯৬)

মোচার ঘণ্ট

উপকরণ—মোচা একটা, মাঝারি আলু, ৪টা, মুঠা দুই ছোলা। গোটা কয়েক মটর ডালের বড়ি, মসলা পরিমাণ মত, হলুদ বাটা, লঙ্কা বাটা, সরিষা বাটা, কিছু জিরে ভেজে গুড়িয়ে নেবেন, আধ ছটাক ঘি।

প্রণালী—প্রথমে মোচাটি খুব কুচি কুচি করে কুটে নেবেন, আলুগুলি খুব ছোট ছোট করে কেটে নেবেন। মোচাগুলি কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখবেন, তারপর খানিকটা জলে একটু হলুদ বাটা আর একটু তেঁতুল গুলে মোচাগুলি বেশ করে তেঁতুল আর হলুদের জলে ধুয়ে নিন, এতে মোচার কষ বেরিয়ে যাবে। তারপর খানিকটা জল দিয়ে মোচা, আলু আর ছোলা সিদ্ধ করে

আমার ভ্রমের জন্য মাপ চাইছি। চালবাটা, সরষেবাটা লঙ্কাবাটা ইত্যাদি ফেটিয়ে ওতেই মাছ ডুবিয়ে ভাজতে হবে। তবে অন্য প্রকারে ব্যাসমে ডুবিয়েও ভাজা চলে।

কুমারী গীতা সান্যাল,
পুঠিয়া
(রাজসাহী)

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে যাঁহাদের বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক চাঁদার মেয়াদ শেষ হইবে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁহাদের **বার্ষিক চাঁদা ছয় টাকা** পাঠাইয়া যেন বাধিত করেন, নচেৎ **নববর্ষ সংখ্যা** দীপালী তাঁহাদের নিকট পাঠান হইবে না।

যাঁহারা ১৯৪১ সালে আমাদের রেজেষ্টীভুক্ত গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া একখানি পোষ্ট কার্ড লিখিয়া জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

ভিঃ পিঃতে দীপালী পাঠান হয় না, কেহ সে অনুরোধ করিবেন না।

মণিঅর্ডারে বা ক্রসড্ ইণ্ডিয়ান্ পোষ্টাল অর্ডারে টাকা পাঠানই সকল দিক দিয়া উভয় পক্ষেরই সুবিধাজনক। কুপনে দয়া করিয়া গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

নূতন গ্রাহকগণ "নূতন গ্রাহক" এই কথাটি লিখিবেন।

জেনারেল ম্যানেজার,
দীপালী

জল থেকে ছেঁকে তুলে নিংড়ে নিন। পরে ঐ আদা, লঙ্কা, জিরে, হলুদ, সরিষা বাটা পরিমাণমত নুন চিনি দিয়ে মেখে নেবেন। চিনি একটু বেশী দেবেন, যেন একটু মিষ্টি লাগে। তারপর কড়াই করে আধ ছটাক তেল চাপান। ঐ-তেলে জিরে, খান দুই তেজপাতা দিয়ে ভেজে নিয়ে, ঐ মাখা মোচা ছেড়ে দিয়ে বেশ করে নেড়ে জল শুকিয়ে গেলে নামিয়ে নিন। তারপর মটর ডালের বড়িগুলি লাল করে ভেজে গুঁড়িয়ে তাতে দিন, তারপর জিরের গুঁড়া ছড়িয়ে দিন। নামাবার আগে ঘি দিয়ে নেড়ে নেবেন।

শ্রীশিবাণী ভট্টাচার্য্য,
জি, টি, রোড, বর্দ্ধমান।

দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুন
আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলে প্রত্যেক নরনারী ঘরে বসিয়া অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে নিজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারেন। বিনা মূল্যে বিস্তারিত বিবরণ পাঠান হয়।
Miss. Sheila Fox, Deptt 5,
Modern Beauty Culture (India), Delhi

মায়ের মহল

কয়েকটি উপকারী টোটকা

—শ্রীমতী উমা সিংহ

১। প্রত্যহ ভোজনের পূর্ব্বে সামান্য আদা ও লবণ একত্র সেবন করিবেন। ইহাতে খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের সহায়তা করে।

২। মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে, বড় এলাচ জায়ফল, দারুচিনি, সমভাগে গুঁড়াইয়া আদার রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবেন এবং সেই বটিকা মধ্যে মধ্যে মুখে রাখিবেন।

৩। কুষ্ঠব্যাধিতে নিমের পাতা, ছাল ফল, মূল ও ফুল একত্র করিয়া এই পাঁচটি দ্রব্যের ক্বাত পান করিলে রোগের অনেক উপশম হয়।

৪। দুই চামচ দধির সহিত ১ পোয়া জল মিশ্রিত করিয়া ইহার সহিত এক তোলা কাঁচা এবং এক তোলা ভাজা জিরার গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া রাখিবেন। এই ঔষধটী ২।৩ দিন ব্যবহার করিলে সকল প্রকার আমাশয় রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে।

৫। (ক) সাপে কামড়াইলে লোহার সিক লাল করিয়া পোড়াইয়া দষ্ট স্থান অতি সত্বর পোড়াইয়া দিবেন।

(খ) একটু লবণ, একটু এঁটেল মাটি সামান্য পানের রসের সহিত খাওয়াইয়া দিলে শরীরের বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

(গ) কাঁটানটে শাকের ছাল ও শিকড়ের রস খাওয়াইয়া দিলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

(ঘ) তুলসী পাতার রস ৩।৪ চামচ (বড় চামচের) খাওয়াইয়া দিলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

ভারত বিখ্যাত শিল্পীগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত
"আর্ট সেণ্টার অফ দি ওরিয়েণ্ট"-এর
জন্য নৃত্য ও যন্ত্র সঙ্গীতের ছাত্র-ছাত্রী আবশ্যক
২৮৫।ই, বহুবাজার ষ্ট্রীটে
আবেদন বা সাক্ষাৎ করুন।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ
শ্রীভারতলক্ষ্মীর বহুখ্যাত
ঠিকাদার
মিথ্যা আইন ও প্রভুত্বের জোরে
যে আত্মপ্রতিষ্ঠা—তার স্থায়িত্ব কতটুকু?
ঠিকাদার
চিত্রে সেই প্রশ্নের জবাব পাইবেন।
সবান্ধবে ও সপরিবারে
দেখিতে ভুলিবেন না।
চিত্রা
বি, বি, ১১৩৩

নর্ত্তকী
নৃত্য-গীত সমন্বিত প্রণয়-রাগ মুখরিত
হৃদয়ের আবেদনে অপরূপ
অনবদ্য আলেখ্য।
পরিচালক:
দেবকী বসু
শ্রেষ্ঠাংশে:
লীলা দেশাই
এবং ভানু
তৎসহ:
শৈলেন, ইন্দু,
উৎপল সেন,
পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতি!
নিউ থিয়েটার্সের আগামী নিবেদন
নর্ত্তকী ❋ নর্ত্তকী

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

রূপবাণীতে "অভিনেত্রী"

নিউ থিয়েটার্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন অমর মল্লিক। শ্রেষ্ঠাংশে কানন, পাহাড়ী, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। রূপবাণীতে দেখানো হইতেছে।

রুবী থিয়েটারের মালিক মিত্র মহাশয়ের পালিতা কন্যা সুরমার একমাত্র আকাঙ্খা অভিনেত্রী হওয়া এবং সেই পথই সে অবশেষে বাছিয়া লইল। অল্প দিনের মধ্যেই সে নিজের স্থান করিয়া লইল জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে।

রুবী থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দী বীণা থিয়েটারে পরেশ নামক একজন অপূর্ব্ব প্রতিভাবান অভিনেতা ছিল। পরেশ একদিন সুরমার অভিনয় দেখিয়া তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিল বীণা থিয়েটারের মালিকের কাছে। শেষোক্ত থিয়েটারের মালিক দত্ত মহাশয় সুরমাকে মিছামিছি পরেশের নাম করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নানা প্রলোভন দেখাইয়া নিজের থিয়েটারে আনিবার বিফল চেষ্টা করিল। এদিকে পরেশ চলিয়া গেল রুবী থিয়েটারে অভিনয় করিতে।

ক্রমে তাহাদের অভিনয়ে বাস্তবের ছোঁয়াচ লাগিল, অর্থাৎ তাহারা উভয়ে উভয়কে ভালবাসিল। একদিন তাহারা পল্লীগ্রামে বেড়াইতে আসিয়া গাড়ী খারাপ হইয়া যাওয়ার জন্য এক পল্লী-গৃহস্থের বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়া অর্থাৎ সেখানেও অভিনয় করিয়া রাত্রি কাটাইল। তাহারা বিবাহের জন্য মিত্র মহাশয়ের নিকট সম্মতি লইল। কিন্তু পরেশ চায় বিবাহ হইলে উভয়কেই অভিনয় একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। এই লইয়াই বাধিল বিরোধ, এবং এই বিরোধের কি ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিল তাহাই বাকী অংশটুকুতে বলা হইয়াছে।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলীর "শুভযোগ" গল্প অবলম্বনে "অভিনেত্রী"র চিত্রনাট্য গড়িয়া উঠিয়াছে। গল্পটির ভিতর বস্তু খুব বেশী নাই, তাহা ছাড়া দুই স্থানে দুই খানি বিখ্যাত ছবির ছায়াপাত হইয়াছে। যে মনোমালিন্যের উপর ভিত্তি করিয়া ছবির পরিণতি টানা হইয়াছে তাহা আমাদের নিকট বিশেষ চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হইল না। দুর্য্যোগের রাত্রে ঠিক প্রয়োজনের সময় জনৈক গ্রামবাসীর সে রাস্তা দিয়া যাওয়াও কষ্টকল্পিত নয় কি? ক্লাবের সদস্যগণকে দেখাইয়া অনর্থক সময় ও সেলুলয়েড নষ্ট করার সার্থকতা বুঝিলাম না। গো-চালিত মোটর গাড়ী অতখানি দেখানোতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। গল্প যেখানে সামান্য এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে দর্শকচিত্ত চঞ্চল হয় না, সেখানে পরিচালক মহাশয় নিরুপায়। পরিচালনায় একাধিক স্থানে কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইলেও চিত্রের আবেদন দর্শকদের অন্তরে পৌঁছায় না শুধু এই কারণেই।

অভিনয়ের মধ্যে পাহাড়ী সান্যাল মহাশয় 'পরেশে'র ভূমিকায় অপূর্ব্ব সঙ্গীত ও নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমতী কাননের গানগুলি ছাড়া অভিনয় আমাদের আশানুরূপ হয় নাই। অর্থাৎ তাঁহার অভিনয়ে প্রাণ-প্রাচুর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হইল। অন্যান্য ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী (মি: মিত্র) ও ইন্দু মুখোপাধ্যায় (মি: দত্ত) সু-অভিনয় করিয়াছেন।

সঙ্গীত পরিচালনায় রাইচাঁদ বড়াল মহাশয় তাঁহার সুনাম অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। ফটোগ্রাফী প্রথম শ্রেণীর, শব্দ-নিয়ন্ত্রণ ও দৃশ্য-সমাবেশ সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই।

গ্লোবে বিচিত্রানুষ্ঠান

গত সোমবার রাত্রি ৯-৩০ ঘটিকায় বীরভূমের রুদ্রনগরের একটি ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠার ফাণ্ডের জন্য গ্লোব রঙ্গমঞ্চে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। প্রথমে পঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্সের অর্কেষ্ট্রা বাদ্যের পর অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

তারপর সায়গল একখানি 'জীবন-মরণ' হইতে, একখানি 'দুশমন' চিত্র হইতে ও আর একখানি উর্দ্দু গজল গান করেন। শ্রীমতী কানন একখানি রবীন্দ্রনাথের গান, বিদ্যাপতি (হিন্দী ও বাংলা) হইতে দুইখানি গান

ঋতু বন্ধ—মেয়েদের যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ মাসিক ঋতু বিনা কষ্টে নিশ্চিত হয়। মূল্য ৬৷৷/

সন্তান নিরোধ —চিরতরে ৫৲, এক বছরের ২৷৷০, ছয় মাসের ১৷৷০—নিয়মিত মাসিক ঋতু হবে। নির্দ্দোষ—নিশ্চিত ফলের জন্য মুদ্রা ফেরতের গ্যারাণ্টি পত্র পাইবেন। ঠিকানা:—S. C. Bhaduri M.B., Muttra, U. P.

ঋতুমতী —২৪ ঘণ্টায় ঋতুস্রাব করাইয়া যে কোন কারণের ঋতুবন্ধ ও গর্ভসঙ্কট দূর করে। নির্দ্দোষ ঔষধ, বিফলে মূল্য ফেরৎ দিই। মূল্য ৩৲ মা: ৷৷০

জন্মনিরোধ —অস্থায়ী ১৷৷০, স্থায়ী ৪৲ শ্রীনয়নমণী দেবী, (বোনবাড়ীয়া) পো: সিরাজগঞ্জ, জেলা পাবনা।

দাম্পত্য সখা ব্যবহারে স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকে, দাম্পত্য-সুখ সাত গুণ বর্দ্ধিত হয় ও সন্তান জন্ম বন্ধ হয়। ৵০ আনা সহ বিস্তারিত জানুন। বক্স নং ১৭, C/o দীপালী, কলিকাতা।

স্তম্ভন বটী, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ও সামান্য উত্তেজনায় ক্ষরণ দূর করিয়া ১ দিনে ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিতে অমোঘ। স্বপ্নদোষাদিতে কুত্রাপি ব্যর্থ হয় না, মাত্রা বিশেষে সুদীর্ঘ স্তম্ভন হয়। মূল্য ২৲। কবিরাজ আর, শাস্ত্রী, বি-এ, কাঁচরাপাড়া, ২৪ পঃ।

ঋতু সঙ্কট যে কারণেই হউক ভৈরবীর ৬০ বৎসরের পরীক্ষিত বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য। (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ)। মূল্য ১৷৷০, ডাকমাশুল ৷০ (পত্রাদি গোপন রাখা হয়)।
মিসেস দাস, বনজ বিশারদ।
১৮২ বহুবাজার ষ্ট্রীট. (D) কলিকাতা।

ঋতু বন্ধে—মেন্সক্রিয়ার যে কোন কারণে ২।৩।৪ মাসের বন্ধ ঋতু বিনা কষ্টে স্রাব করাইতে অব্যর্থ—মূল্য ৫৲। **জন্মরোধ** —চিরতরে ৪৲, পাঁচ বছরের ৩৲, এক বছরের ১৷৷০—নিয়মিত মাসিক ঋতু হইবে। নির্দ্দোষ নিশ্চিত ফলের জন্য মুদ্রা ফেরতের গ্যারাণ্টী। ঠিকানা—Doctors & Co., Mussoorie, U. P. (বাঙ্গালী কোম্পানী)

সান্যাল, সায়গল ও শ্রীমতী কানন সকলে একখানি বাংলা কোরাস গান করেন। শ্রীমতী জাহানারা বেগম কজ্জন দুইখানি হিন্দী গান করেন। শ্রীশচীন দেববর্ম্মণ একখানি বাংলা ও একখানি হিন্দী গান করেন। শ্রীপাহাড়ী সান্যাল মহাশয় দুইখানি হিন্দী গান করেন। শ্রীবিনয় গোস্বামী একখানি 'কীর্ত্তন' গান করেন। শ্রীমতী লীলা দেশাই দুইখানি নৃত্য প্রদর্শন করেন—একখানি 'অভিসারিকা' নৃত্য, ইহার সহিত পঙ্কজ মল্লিক মহাশয় 'পিয়া মিলনকে যানা হ্যায়' গান করেন। অপরটী 'মাড়োয়ারী' নৃত্য। শ্রীঅতীন লাল 'অগ্নি' নৃত্য প্রদর্শন করেন। নৃত্য-গীতের মাঝে মাঝে শ্রীরমনী ঘোষাল দুইখানি 'কেরিকেচার' ও শ্রীঅজিত চ্যাটার্জ্জী নানা-প্রকার শব্দানুকরণ, রঙ্গমঞ্চের তিনটী যুগ ও 'বর্ণপরিচয়' সম্বন্ধে হাস্যরসাভিনয় করেন। শেষোক্তটি অতীব উপভোগ্য হয়। সর্ব্বশেষে সমস্ত শিল্পী ও কর্ম্মীগণ সহযোগে 'বেদগানের' পর রাত্রি ১টার সময় অনুষ্ঠান শেষ হয়। প্রত্যেক শিল্পীই নিজ নিজ সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। শ্রীমতী কানন ও সায়গলকে দর্শকগণ বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত করেন।

সর্ব্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে প্রেক্ষাগারে বসিবার আসন সংগ্রহে টিকিট ক্রেতা, এবং নিমন্ত্রিতদের যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা সত্যই পীড়াদায়ক। নিউ থিয়েটার্স যেখানে এই অনুষ্ঠানের হোতা সেখানে এরূপ অব্যবস্থা আমরা আশা করি নাই। নিমন্ত্রিতগণকে বসিবার আসন দিতে না পারিলে নিমন্ত্রণ না করাই উচিত।

"রাজনর্ত্তকী"র কার্য্য শেষ

এই ত্রিভাষী ছবিখানির যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হইয়াছে তাহাতে পরিচালক মধু বসুর কর্ম্মতৎপরতায় আমরা বিস্মিত হইতেছি। "রাজনর্ত্তকী"র প্রথম শূটিং আরম্ভ হয় ২২শে জুন। বাংলা সংস্করণটি কলিকাতায় খুব শীঘ্র মুক্তিলাভ

জ্যোতিপ্রকাশ, অহীন্দ্র চৌধুরী, বিভূতি গাঙ্গুলী, মৃণাল ঘোষ, প্রতিমা দাশগুপ্তা, বিনীতা গুপ্তা, প্রভাত সিংহ, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ ও নাট্যকার মন্মথ রায় বিভিন্ন অংশে চিত্রাবতরণ করিয়াছেন। যতীন দাস ও প্রবোধ দাস চিত্রগ্রহণ করিয়াছেন ও সুধাংশু চৌধুরী দৃশ্য-সজ্জা পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং তিমিরবরণ সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন।

বালীগঞ্জে 'আলমগীর' অভিনয়

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ৮৬নং বালীগঞ্জ প্লেসে ওয়েলকাম ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক "আলমগীর" অভিনীত হয়। নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই সৌখীন সম্প্রদায়ে মুখ্যাংশে মঞ্চাবতরণ করেন ও অভিনয় পরিচালনা করেন। এই প্রসঙ্গে শিশিরকুমার একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। প্রযোজক শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় যখন বলেন যে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের পর এই তাঁহার প্রথম সৌখীন সম্প্রদায়ে মঞ্চাবতরণ তখন তাহার উত্তরে শিশিরকুমার বলেন যে তিনি যে সৌখীন সম্প্রদায়ে মঞ্চাবতরণ করেন নাই তাহার কারণ এ দেশের সৌখীন সম্প্রদায় মঞ্চকে অনুসরণ করে বলিয়া। সাগরপারে কিন্তু ঠিক তাহার উল্টা, কারণ সৌখীন সম্প্রদায় আগে যে সব নাটক অভিনয় করেন রঙ্গমঞ্চ তাহাদেরই অনুসরণ করেন, সেইজন্যই ইবসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার নাটক রঙ্গমঞ্চের সমাদর লাভ করে। এবং এইভাবেই আমরা বার্ণার্ড শ'কে পাইয়াছি। একেই তো আমাদের রঙ্গমঞ্চ এখনও পর্য্যন্ত এলিজাবেথান যুগকেই অনুসরণ করিতেছে, সুতরাং তাহাকে অনুসরণ করিয়া সৌখীন সমাজের মর্য্যাদা কি? রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তারা চান পয়সা, সুতরাং সেখানে আর্টের স্থান সংকীর্ণ। সেইজন্য উচ্চশ্রেণীর নাটক আমাদের দেশে চলে না, যেজন্য 'তপতী'র মত নাটক অর্থাগমের সহায়ক হইতে পারিল না। রঙ্গমঞ্চের উন্নতি করিতে হইলে চাই উচ্চ শ্রেণীর নাটক, আধুনিক টেকনিক এবং

নানাকথা

মহিলা শিল্প-প্রদর্শনী

২৯৪।৩ আপার সার্কুলার রোডস্থিত নারী শিক্ষাসমিতির দশম বার্ষিক মহিলা শিল্প-প্রদর্শনী মাননীয় মহিষাদলের কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ গর্গ আগামী ১৩ই ডিসেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় উদ্বোধন করিবেন। ১৩ই ডিসেম্বর হইতে ১৭ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর দ্বিপ্রহর ২টা হইতে বিকাল ৩-৩০টা পর্য্যন্ত কেবল মাত্র মহিলাদের জন্য খোলা থাকিবে। ইহাতে বাংলার মহিলাদের চারুকলা, সূচিশিল্প ও নানাবিধ কারুকার্য্যের অনুশীলনের উৎসাহদানই হইল শিল্প প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। প্রবেশ মূল্য ধার্য্য করা হইয়াছে পুরুষদিগের ⅟০ আনা, মহিলা ও বালক-বালিকাগণের ⁄০ আনা।

আমোদ প্রমোদেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে।

সাহিত্য পরিষদ, শিবপুর

গত রবিবার ৮ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় বাজে-শিবপুর বি, কে, পাল ইনষ্টিটিউসন হলে সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একটি সাহিত্য-সম্মেলন আহুত হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য দর্শকদের মনও সেইভাবে গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

অভিনয়ে শিশিরকুমার দেখাইয়া দিলেন যে তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব এখনও অম্লান আছে। অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে রামচন্দ্র চৌধুরীর দিলীর খাঁ ও উদিপুরীর ভূমিকাভিনেতা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

রঙমহল

আগামী শনিবার ১৪ই ডিসেম্বর প্রভাত সিংহের প্রযোজনায় নবীন নাট্যকার শ্রীগৌর শী প্রণীত সামাজিক নাটক "ঘূর্ণি"র শুভ উদ্বোধন হইবে।

অহীন্দ্র চৌধুরী, ভূমেন রায়, ধীরেন দাস, মিঠু গাঙ্গুলি, রবি রায়, শান্তি গুপ্তা, পদ্মাবতী উষা দেবী, বেলারাণী, জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

দীপালী [illegible] ও বাংলায় সাপ্তাহিক প্রচার—১৩,৬০০ সংখ্যা

দীপালী

সচিত্র শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রধান কার্য্যালয় ও প্রেস—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা : : টেলিফোন—বড়বাজার ৩২৫৩ : : টেলিগ্রাম—DIPALI.

১২শ বর্ষ | ৪ঠা পৌষ, ১৩৪৭ | ৪৯শ সংখ্যা

VOL. XII. | DECEMBER 19, 1940. | No. 49

আগামী সংখ্যাই

দীপালীর নববর্ষ সংখ্যা

মূল্য চারি আনা

এই সংখ্যার বিশেষত্ব—

দেশী ও বিদেশী নটনটী, ফটোগ্রাফী ও অন্যান্য মনোমদ চিত্রাবলী, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নারীলোক, নাটমণ্ডপ, নানাকথা, পাঞ্চজন্য ও

ছুটির ঘণ্টা

'ছুটির ঘণ্টায়' লিখিতেছেন—

শ্রীসুনির্ম্মল বসু, মণীন্দ্র দত্ত, ধীরেন্দ্রলাল ধর, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, অখিল নিয়োগী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাহা ছাড়া বহু সভ্যের লেখা, প্রতিযোগিতা, কার্টুন প্রভৃতি।

বর্ষ-শেষ

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই সংখ্যার সহিত দীপালীর বর্ত্তমান দ্বাদশ বর্ষ শেষ হইল। আগামী সংখ্যাই আমাদের বৃহত্তর নববর্ষ সংখ্যা।

এতদিন ৪৮শ সংখ্যাতে দীপালীর এক বৎসর পূর্ণ হইত, কিন্তু এবার হইল ৪৯শ সংখ্যায়। এখন হইতে ৪৯ সংখ্যাতেই দীপালীর বর্ষগণনা করা হইবে কি না কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে। যাহা মীমাংসা হয়, যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে।

কি নিদারুণ দুর্ব্বৎসর গেল এই ১৯৪০ সালটি। মানুষ আশাতেই বাঁচে, আমরাও আশা করিতেছি ১৯৪১ সালে যুদ্ধ থামিবে, জার্ম্মানীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ নৃশংসতার অবসান হইবে, বৃটিশ জয়গৌরবে মহামহিমাময় হইয়া স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেও নবজীবন সঞ্চারিত হইবে।

আসন্ন ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে দীপালীর আয়তন বর্দ্ধিত ও অন্যান্য অনেক কিছুরই উন্নতি সাধনে আমরা প্রয়াস পাইব, এজন্য কর্ত্তৃপক্ষ কাগজের মূল্যও বাড়াইয়াছেন। এতদিন যে সব পাঠক পাঠিকা, লেখক লেখিকা গ্রাহকগ্রাহিকা ও অনুগ্রাহক অনুগ্রাহিকা দীপালীকে স্নেহদান করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহযোগিতা ও সহকারিতায় দীপালী এই দীর্ঘ একযুগকাল জনসেবা করিয়া, বর্ষশেষের অন্তশিখরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ আমরা একমাত্র তাঁহাদেরই ভরসা করিতেছি এবং তাঁহাদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতাই কামনা করিতেছি। পরমেশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করিতেছি। সমাসন্ন নববর্ষের অরুণ ঊষায় দীপালীর প্রতি তাঁহাদের এই স্নেহ যেন অম্লান অদীন ও অক্ষুণ্ণ থাকে।

দীপালীর ও আমার নিজের পক্ষ হইতে দীপালীর অনুরক্ত অগণিত বন্ধু ও বান্ধবীগণকে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি এবং কামনা করিতেছি, আগামী নববর্ষ যেন তাঁহাদের সুখময় শান্তিময় এবং শুভময় হয়।

বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে বাংলার জনমত সম্প্রতি যেরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে বাংলার সমসাময়িক ইতিহাসে তাহার তুলনা খুব কমই মিলিবে। আলোচ্য আইন বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কর্ত্তৃক গত ২১শে আগষ্ট তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করা হয় এবং ইহার কয়েকদিন পরেই অশোভন ব্যস্ততার সহিত বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হয়। এই সম্পর্কে বাঙ্গলা ব্যবস্থা পরিষদে সকল দলের সদস্যগণ সম্মিলিত ভাবে বিরোধিতা করেন এবং জনসাধারণের মতামত নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বিরুদ্ধপক্ষ যে অত্যন্ত সময়োচিত প্রস্তাব করেন তাহাও বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমান আইন প্রচলনের ফলে বাংলা দেশে উচ্চশিক্ষার যে প্রণালীবদ্ধ ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহা যে শুধু ব্যর্থ হইবে তাহাই নয়, অধিকন্তু বর্ত্তমান আইনের ব্যাপক ধারা ও উপধারার অরণ্যে বাঙালী জাতির গত ৫০ বৎসরকালব্যাপী শিক্ষাসাধনার সমস্ত কল্যাণকর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ব্যবস্থা পরিষদের বর্ত্তমান গঠন-তন্ত্রের কথা বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বাঙলার সত্যকারের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি যাহারা, যাহারা জাতির বিবিধ কল্যাণকর প্রচেষ্টায় রসসিঞ্চন করিতেছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই এই কুখ্যাত প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়া যে বাঙলার সত্যকারের অভিমত অভিব্যক্ত হইয়াছে সে বিষয়ে আজ বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবসর নাই।

বাঙলার আধুনিক উচ্চশিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে দেশবাসীর ত্যাগ ও প্রয়োজনের চাহিদার উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। সরকারপক্ষ কোন দিনই প্রণালীবদ্ধভাবে উচ্চশিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী ছিলেন না। সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে বর্ত্তমানে সমস্ত দেশব্যাপী উচ্চশিক্ষার যে আয়তন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার জন্য শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ কোন কৃতিত্বই দাবী করিতে পারেন না। অর্থাভাব ও অনটনের মধ্য দিয়া বাংলার উচ্চশিক্ষার আদর্শ যে আজ শুধু সারা-ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে তাহাই নয়, আধুনিক শিক্ষার শত ত্রুটি ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও বাঙালীর জ্ঞান ও মনীষা সাগরপারেও বিস্মিত শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিনের পর দিন জাতির জীবনে শুধু আইনের বিভীষিকাই বহন করিয়া আনিতেছে, জাতির সুশৃঙ্খল আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিবার সকল পুঁজিই আজ ইহা হারাইয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমান বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

"Secondary Education is at present, uncontrolled. There is no authority with power to regulate development according to a planned scheme."

পুনরায়—

"The establishment of a Board of Secondary Education will make possible a planned efficient development and control of Secondary Schools and Secondary Education."

বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট স্কুল, এম, ই, স্কুল, মাদ্রাসা ও মক্তব সমস্তই গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে রহিয়াছে। এম. ই. স্কুল, মাদ্রাসা ও মোক্তাব সম্বন্ধে আজ একথা বলা চলে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এগুলির কোনই সংশ্রব নাই। মন্ত্রিমণ্ডলীকে আমাদের জিজ্ঞাস্য তাঁহাদের খাস এলাকাধীন উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিশৃঙ্খল প্রসারের জন্য দায়ী কে? নিশ্চয়ই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নয়। অথচ নানাপ্রকারে বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃপক্ষ এই কথাই আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনাহীন প্রসারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র দায়ী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জনশিক্ষার ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট চিরদিনই এক অদ্ভুত উদাসীনতা দেখাইয়াছেন যাহার তুলনা কোন সভ্যদেশে মিলিবে না। অথচ এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও জাতি জ্ঞানের দীপশিখা জ্বালাইয়াছে, বাংলায় গণশিক্ষার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে গবর্ণমেণ্টের এই কুণ্ঠার কারণ যাহাই হউক না কেন সরকারের এই উদাসীন মনোবৃত্তি বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষার ধারাকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত গতিতে বহিবার অবকাশ দিয়াছে। এই ব্যবস্থার ত্রুটি যাহাই থাকুক তাহার সমস্ত দায়িত্ব আজ গবর্ণমেণ্টকে লইতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে এজন্য দায়ী করিলে চলিবে না। সুদীর্ঘকাল পরে জাতি যখন নিজের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইতেছে তখন গবর্ণমেণ্ট বলিতে সুরু করিলেন "Secondary

আগামী নববর্ষ হইতে
সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের
অতি আধুনিক সমাজের রসঘন কথাচিত্র
বহ্নিবলয়
দীপালীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবে

একটি বড় ইন্সিওরেন্স কোম্পানী দেখিয়াছে
অস্বাস্থ্যকর দাঁতই অর্দ্ধেকাংশ মন্দস্বাস্থ্যের কারণ।

দাঁত ক্ষয় হইয়া যত নষ্ট হয় তদপেক্ষা বেশী নষ্ট হয় মাড়ির অযত্ন, মাড়ি ফোলা বা পাইওরিয়া প্রভৃতি কারণে। মাড়ি ব্যথা ও প্রদাহযুক্ত হইয়া অথবা সহজে রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইয়া এই রোগের সূচনা হয়। এই অবস্থায় কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ ইহাতে শুধু দাঁত নষ্ট হওয়া নয়, সমস্ত শরীর বিষাক্ত হওয়ার ভয় থাকে।

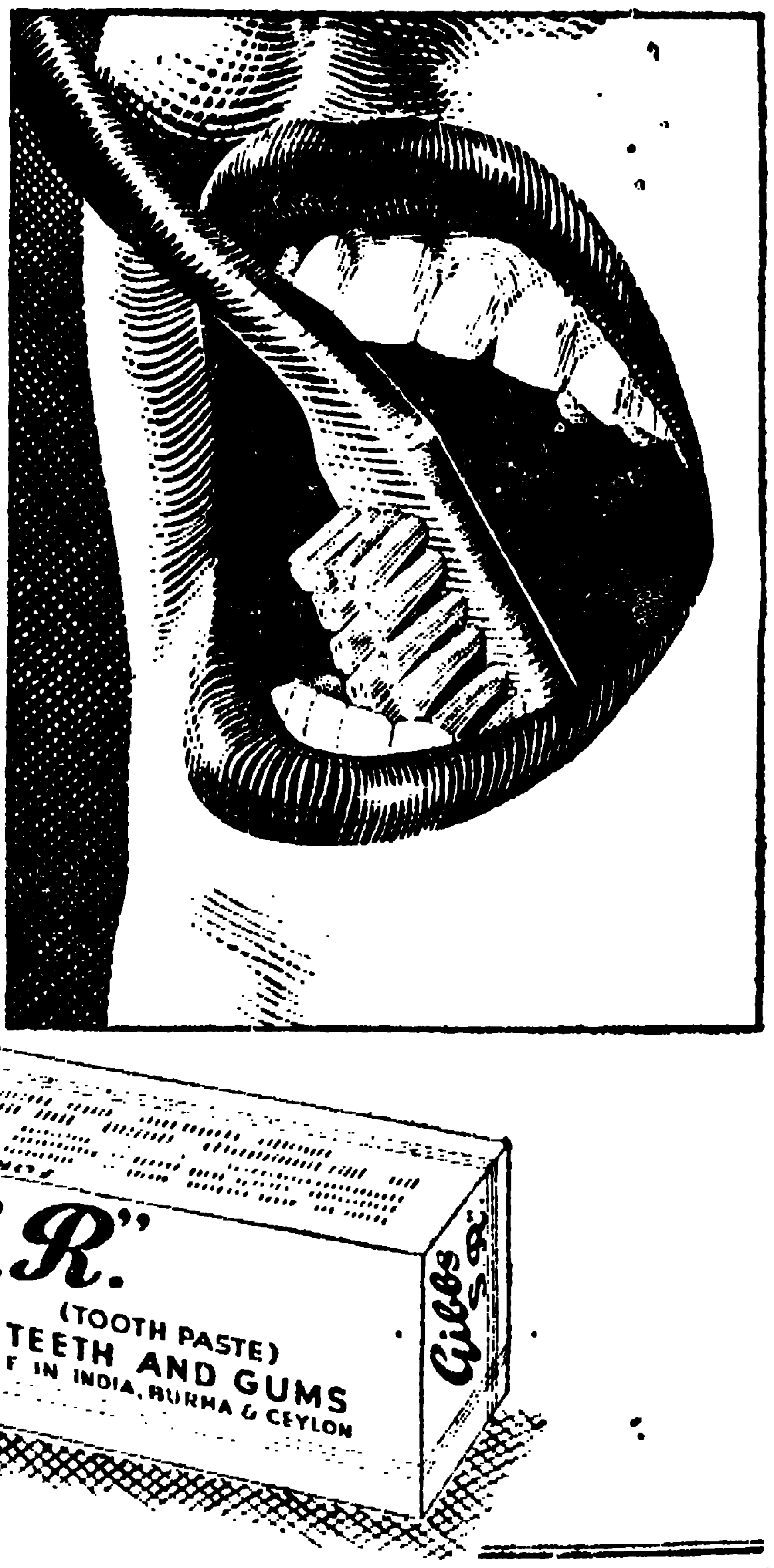

গিবস্ এস, আর, টুথপেষ্ট সোডিয়াম রিসিনোলিয়েট (Sodium Ricinoleate) সতেজ অবস্থায় থাকে। ইহাদ্বারাই দন্তচিকিৎসকগণ সুনিশ্চিত ভাবে দন্তরোগের চিকিৎসা করেন। ইহা দাঁতের মাড়ির মধ্য হইতে অনিষ্টকর জীবাণু বাহির করিয়া উহাদের নষ্ট করে।

গিবস্ এস, আর দাঁত সাদা করে, নিশ্বাস সুরভিত করে, পাইওরিয়া ও অন্যান্য মাড়ির রোগ প্রতিরোধ করে এবং মাড়িকে রোগ-প্রতিরোধক্ষম করিয়া তোলে। নিয়মিতরূপে গিবস্ এস, আর দ্বারা দাঁত মাজিলে দাঁত নীরোগ ও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং আপনার স্বাস্থ্য বজায় রাখে।

সব ছাড়িয়া আজ হইতেই গিবস্ এস, আর ব্যবহার করুন।

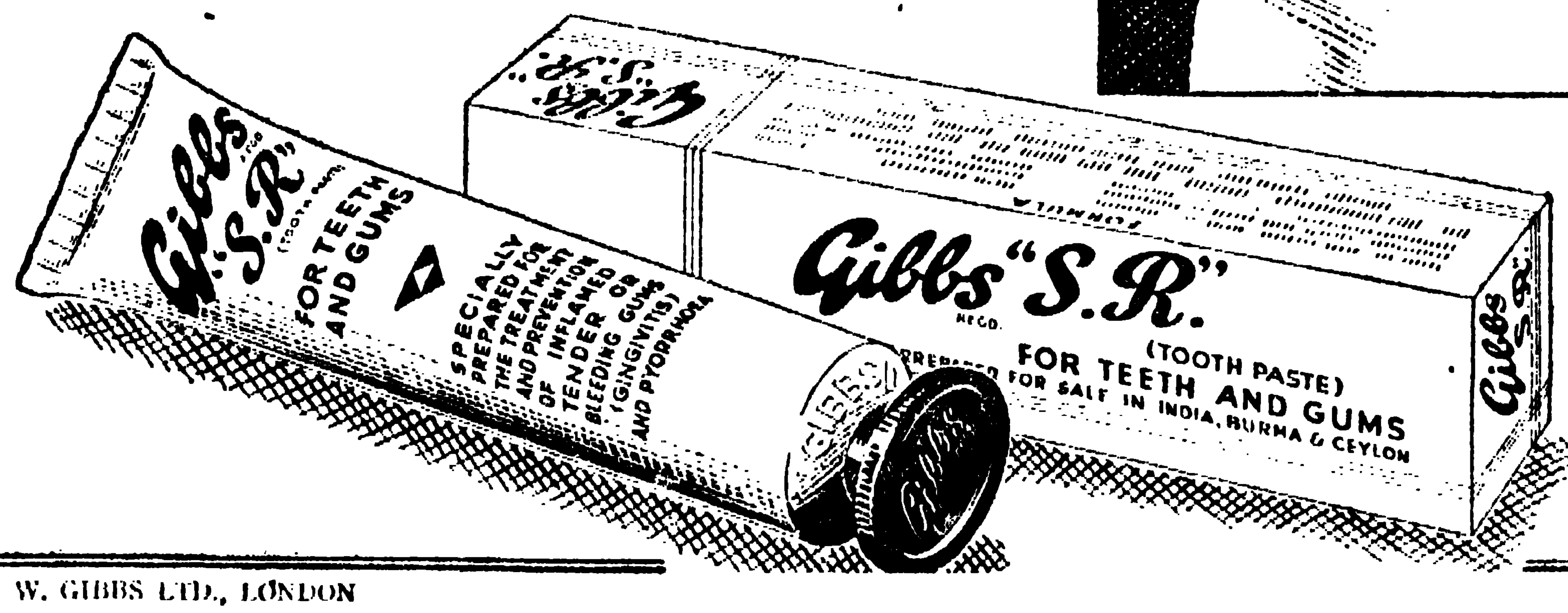

D. & W. GIBBS LTD., LONDON

GSR. 13-671 BG

Education is at present, uncontrolled.' নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের মোহই যেন আজ সরকারকে একান্ত ভাবে পাইয়া বসিয়াছে।

বাংলা সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বৎসরে ব্যয় করেন মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা, বাংলার জনসংখ্যার অনুপাতে এই ব্যয় যে কত সামান্য তাহার পরিচয় মিলিবে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যয়ের অনুসন্ধান করিলে। ইংলণ্ডের বোর্ড অফ এডুকেশন মাধ্যমিক শিক্ষার সাহায্যকল্পে মাথাপিছু ব্যয় করেন আট পাউণ্ড তের শিলিং। বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট কি হারে ব্যয় করেন জানিতে ইচ্ছা হয়। বর্ত্তমানে বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে ব্যয় হয় তাহার শতকরা ১৫৲ টাকা গবর্ণমেণ্ট বহন করেন এবং এই পনের টাকার সমস্তই গবর্ণমেণ্ট স্কুলগুলির পিছনে ব্যয় করা হয়। অবশিষ্ট সমস্ত টাকার ব্যয়ভার বহন করেন বাংলার জনসাধারণ। মন্ত্রিমণ্ডলী মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নিজেদের কর্ত্তৃত্বের পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতেছেন, অথচ অর্থের প্রয়োজন হইলে সাধারণের দ্বারস্থ হইবেন, এই অদ্ভুত ব্যবস্থা কোন দিক হইতেই সমর্থন করা চলে না। বিলটির উদ্দেশ্য ও কারণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে মন্ত্রিমণ্ডলী স্যাডলার কমিশনের সুপারিশের উপর অতি মাত্রায় জোর দিয়াছেন অথচ স্যাডলার রিপোর্টের সহিত প্রস্তাবিত আইনটির যে কোন বিষয়ে মিল নাই তাহা আজ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মূলনীতির দিক হইতে আলোচ্য বিলের সহিত স্যাডলার রিপোর্টের আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে!

স্যাডলার রিপোর্টে বলা হইয়াছে—'The greatest need of India is more educatoin widely spread throughout the community,' সমস্ত সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ব্যাপক শিক্ষাপ্রসারের

(শেষাংশ ১৩শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৯৪১ (ত্রয়োদশ বর্ষ) হইতে [illegible]

প্রতি সাধারণ সংখ্যা দুই আনা

ভারতবর্ষে :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৬৲ ছয় টাকা।

" ষাণ্মাসিক চাঁদা—৩॥০ সাড়ে তিন টাকা

(বৎসরের প্রথম অথবা ২৫শ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা বা মাস হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না)

" ত্রৈমাসিক চাঁদা—২৲ দুই টাকা।

(বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ, ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন, ১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাস ধরা হয় এবং এইভাবেই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয়।)

নমুনা প্রতি সংখ্যা—৵১০ দশ পয়সা।

বর্ম্মায় :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৯৲ নয় টাকা।

" ষাণ্মাসিক চাঁদা—৫৲ পাঁচ টাকা।

" ত্রৈমাসিক চাঁদা—৩৲ তিন টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—৵০ তিন আনা।

নমুনা প্রতি সংখ্যা—।০ চারি আনা।

ভারতবর্ষের বাহিরে :—

সডাক বার্ষিক চাঁদা—১০৲ টাকা।

সাধারণ সংখ্যা—।০ চারি আনা।

নমুনা প্রতি সংখ্যা—।৵০ পাঁচ আনা।

*

পুরাতন সংখ্যার মূল্য সর্ব্বত্র নূতনের দেড়গুণ এবং ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। সম্পূর্ণ সেটের মূল্য, বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদার সমান। বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক সেট রেলওয়ে পার্শ্বেলে বা ডাকে পাঠান হয়। সেটের মূল্য ও ডাকমাশুল অগ্রিম দেয়, ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না।

ইংরাজী ১৯৪১ সাল অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে দীপালী বর্দ্ধিত আকারে, আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য আরও নূতন নূতন বহুবিধ সেবা-সম্ভার লইয়া সুদৃশ্য চিত্রাবলী ও প্রচ্ছদপটে পরিশোভিত হইয়া, আপনাদিগকে অভিবাদন করিবে

*

পাঠক-পাঠিকাগণ :—

দীপালীর পাঠক-পাঠিকাগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে কাগজ, কালি এবং ছাপাখানাসংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা হেতু গত ১৫ মাস কাল আমরা বহু ক্ষতি সহ্য করিয়াও দীপালীর মূল্য বৃদ্ধি করি নাই অথবা ইহার কলেবরও খর্ব্ব করি নাই। আমাদের বহু গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পৃষ্ঠপোষকগণ, দীপালীর মূল্য বৃদ্ধি করিয়া কাগজের উৎকর্ষ সাধন করিতে বহুদিন হইতেই আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু আমরা এ যাবৎ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। ইয়ুরোপে কাগজের মূল্য ঠিক রাখিতে গিয়া, তাঁহারা কাগজের আকার কমাইয়াছেন ৪ বা ৬ পৃষ্ঠা। আমাদের ভারতবর্ষেও দৈনিক এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা, মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পত্র-সংখ্যা কমাইয়াছেন। আকার কমাইয়া, কেবলমাত্র সংবাদ সরবরাহ করিলেই সংবাদপত্র চলিতে পারে, কিন্তু দীপালীর মত সর্ব্ব-বিষয়ক ও জনপ্রিয় পত্রিকার আকার কমাইয়া মূল্য-হার অপরিবর্ত্তিত রাখিতে গেলে পত্রিকাখানিকে একেবারেই অব্যবহার্য্য করিয়া তোলা হইবে। মহিলাদের জন্য **"নারীলোক"** এবং কিশোরদের জন্য "ছুটির ঘণ্টা" প্রভৃতি 'দীপালীর' বিশেষত্ব এতদ্বারা একেবারে ব্যর্থ হইবে।

দীপালী সাহিত্য শিল্প ও মহিলাদিগের এবং কিশোর কিশোরীদেরও সেবায় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। গত শারদীয়া সংখ্যা হইতে ছেলে মেয়েদের জন্যও একটী বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং শিল্প-সাহিত্য রচনায় যশস্বী লেখক শ্রীযুক্ত দাদাভাই মহাশয় এ বিভাগটি পরিচালনা করিতেছেন। কাজেই, দীপালীর উত্তরোত্তর পত্রসংখ্যা বৃদ্ধিরই প্রয়োজন ঘটিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও ঘটিবে, কারণ দীপালীতে আরও নব নব বহু বিষয়ের অবতারণা করিবার কল্পনা আমাদের আছে।

দ্বিতীয়তঃ, চিত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কল্পনাও আমাদের আছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য দীপালীর বর্ত্তমান আকার রক্ষা করাই যখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ সংস্কার ও উন্নতি কিরূপে সম্ভব?

উত্তরে আমরা বলি যে, ইহা সম্ভব, এবং এ-সম্ভাবনা আমরা আশা করি দীপালীর পাঠকপাঠিকাগণের নিকট হইতেই। দীপালীকে যাঁহারা বাংলার সাপ্তাহিকজগতে জনপ্রিয়তার সর্ব্বোচ্চাসনে বসাইয়াছেন, একমাত্র দীপালীর সেই পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকাগণই এ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার আশাতেই আমরা আগামী বর্ষ (ইং ১৯৪১ সাল) হইতে দীপালীর আকার, পত্রসংখ্যা ও চিত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত করিলাম।

আমরা মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া পত্রসংখ্যা কমাইবার পক্ষপাতী নহি, কাজেই পত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে—সেবার পরিমাণও বৃদ্ধি করিয়া যদি সামান্য মূল্য বৃদ্ধি করি,—তাহা হইলেই মনে হয় দীপালীর অস্তিত্ব সার্থক হইবে।

বাংলায় প্রচলিত প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকাগুলির বার্ষিক চাঁদা ছয় টাকা ও প্রতি সংখ্যার মূল্য যখন আট আনা, তখন সাপ্তাহিক দীপালীর এক মাসের অর্থাৎ চারি সংখ্যার বিষয়বস্তু, ছবি ও আকারের পরিমাণ, মাসিক পত্রগুলির অপেক্ষা যখন বেশী বই কম কিছুতেই হইবে না, তখন ইহার মূল্যও প্রতি সংখ্যা দুই আনা ও বার্ষিক চাঁদা ৬৲ ছয় টাকা আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রার্থনা করিতে পারি। মাসিক পত্রিকাগুলির যাঁহারা পাঠক ও গ্রাহক, তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ আমরা নিশ্চয়ই আশা করিতে পারি।

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ :—

ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহক হইলে চাঁদা কিছু বেশী পড়ে, সেইজন্য একেবারে বার্ষিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়াই সুবিধাজনক। ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক গ্রাহকগণ পরে বার্ষিক গ্রাহক হইতে চাহিলে পূর্ব্বপ্রদত্ত ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক চাঁদা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা লওয়া হইবে না। গ্রাহকগণ বিশেষ সংখ্যাগুলি অর্থাৎ শারদীয়া, নববর্ষ প্রভৃতি বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক চাঁদার মধ্যেই পাইবেন। ইহার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইবে না।

এজেণ্টগণ :—

এজেণ্টগণ, এখন হইতেই এজেন্সী-ম্যানেজারের সহিত তাঁহাদের সাপ্তাহিক সরবরাহ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিবেন; ন'চেৎ নববর্ষ হইতে আমাদের নূতন ব্যবস্থানুযায়ী কাগজ সরবরাহ প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ ঘটিতে পারে।

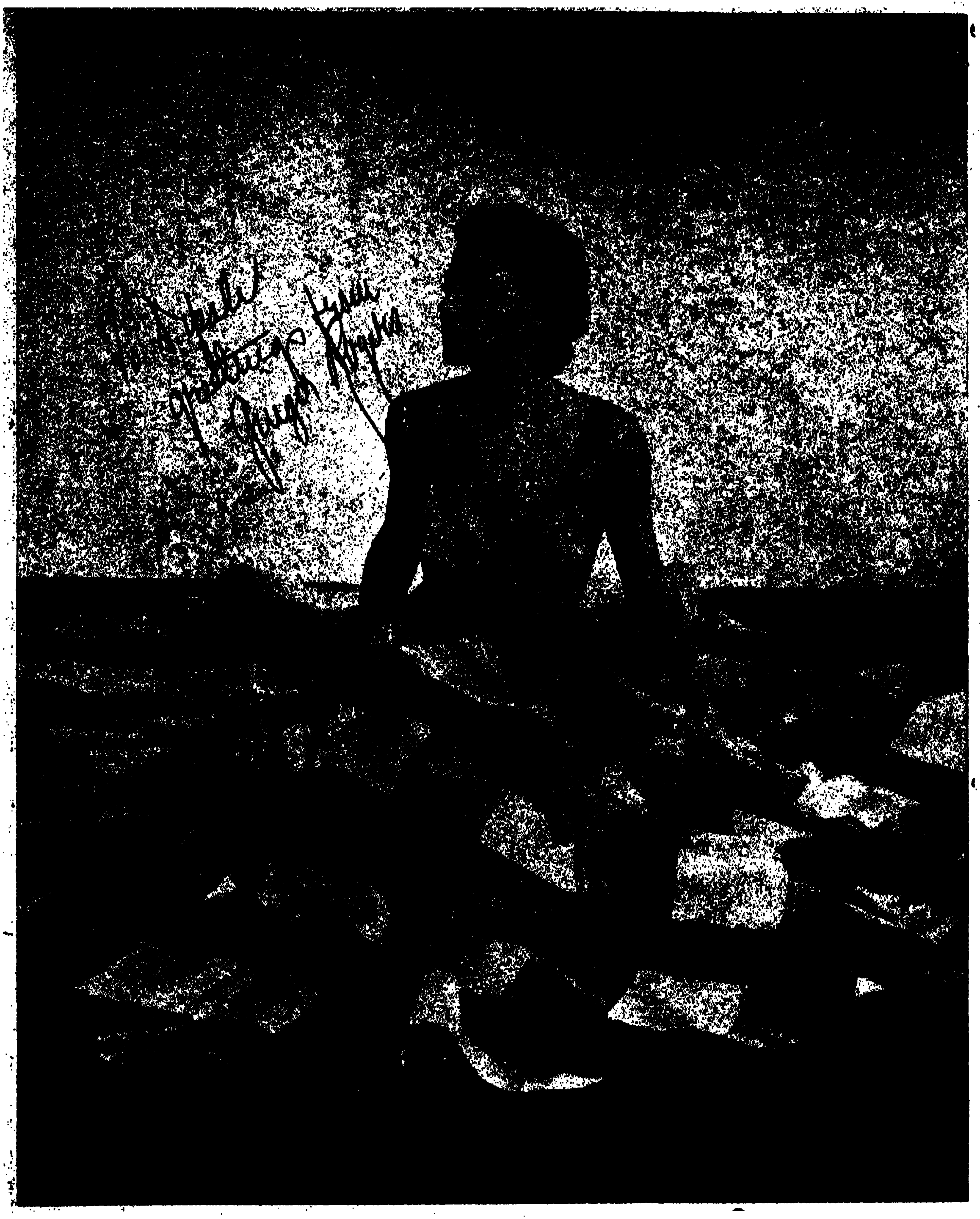

জিঞ্জার রজার্স

আর-কে-ও রেডিওর রসঘন চিত্র "Lucky Partners"-এ
নায়িকার ভূমিকায় ইহাকে এ সপ্তাহে দেখা যাইবে।

কমলা টকীজের "রাজকুমারের নির্ব্বাসন" চিত্রে শ্রীমতী পূর্ণিমা। ছবিখানি বর্ত্তমানে "শ্রী"তে দেখানো হইতেছে।

প্রকাশ পিকচার্সের বহু-বিজ্ঞাপিত ধর্ম্মমূলক চিত্র "নরসী ভগত" চিত্রে শ্রীমতী দুর্গাবাই খোটে। ছবিখানি আগামী শনিবার মিনার্ভা সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে।

● ●

বোম্বায়ের ফেমাস সাইন ল্যাবরেটারী কর্ত্তৃক গৃহীত ও ফিল্ম এডভাইসরি বোর্ড কর্ত্তৃক পরিবেশিত "Making Money" নামক একটি শিক্ষনীয় খণ্ড-চিত্রের একটি দৃশ্য। এই খণ্ড-চিত্রখানিতে টাকা তৈরী হইতে আরম্ভ করিয়া কি ভাবে লোকের হাতে হাতে তাহা ফেরে—তাহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাবে দেখানো হইয়াছে।

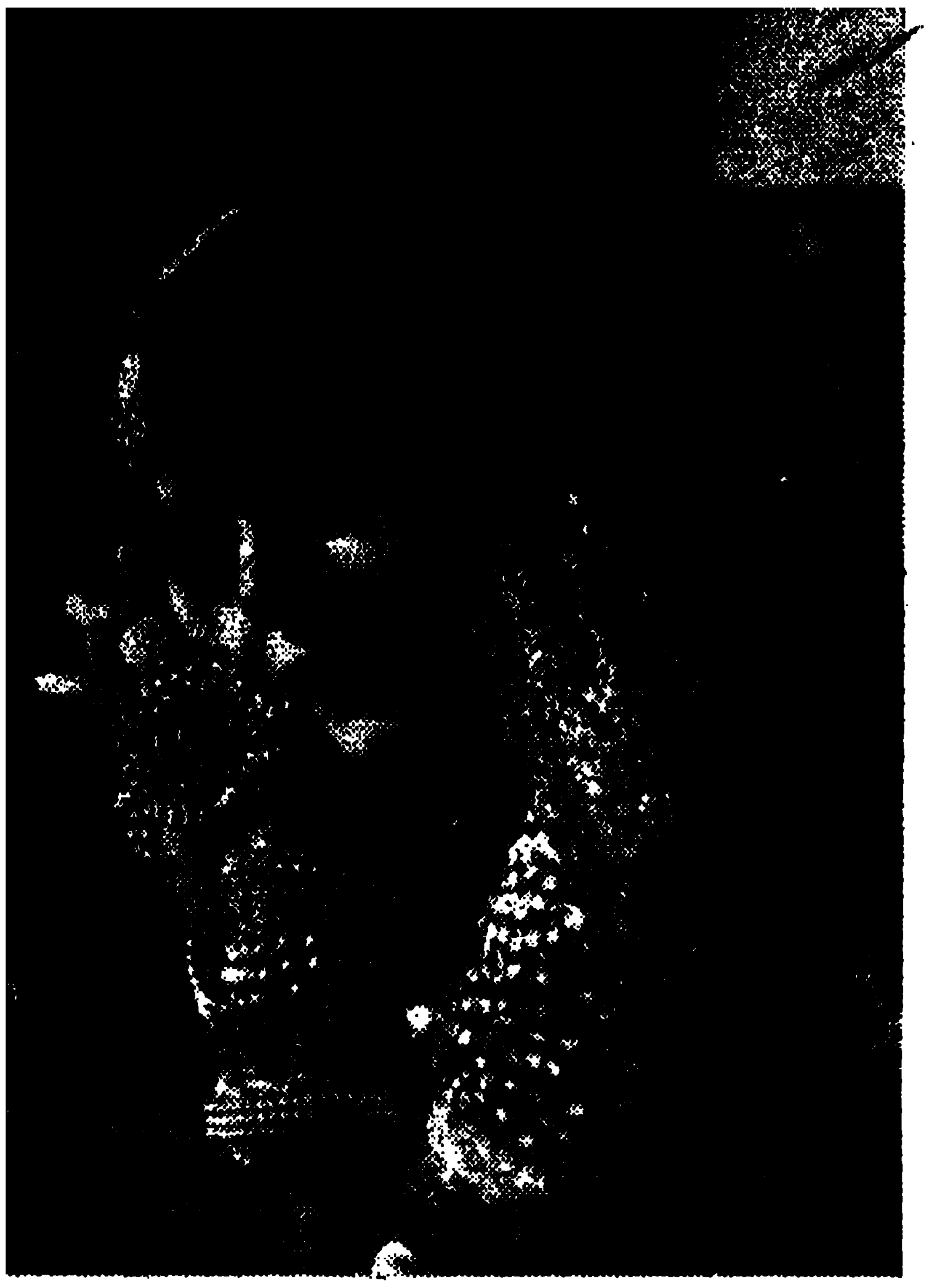

চিত্র-বর্ত্তিকা

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪০

বোম্বায়ের ন্যাশনাল ষ্টুডিওর নূতন ছবি "পূজা" চিত্রে সর্দ্দার আখতার। এ. আর. কার্দ্দার ছবিখানির পরিচালনা করিয়াছেন।

সৌন্দর্য্যের আদর যে পশুরাও করিতে পারে, তাহা উপরোক্ত ছবিখানি হইতেই প্রমাণিত হয়। বিমলাকুমারী ও উক্ত শিল্পীকে "Son of Zambo" ছবিতে দেখা গিয়াছিল।

এ্যাসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্সের নির্ম্মীয়মান ছবি "বিজয়িনী"র একটি দৃশ্যে চন্দ্রাবতী ও তুলসী লাহিড়ী। ছবিখানির পরিচালক লাহিড়ী মহাশয় নিজেই।

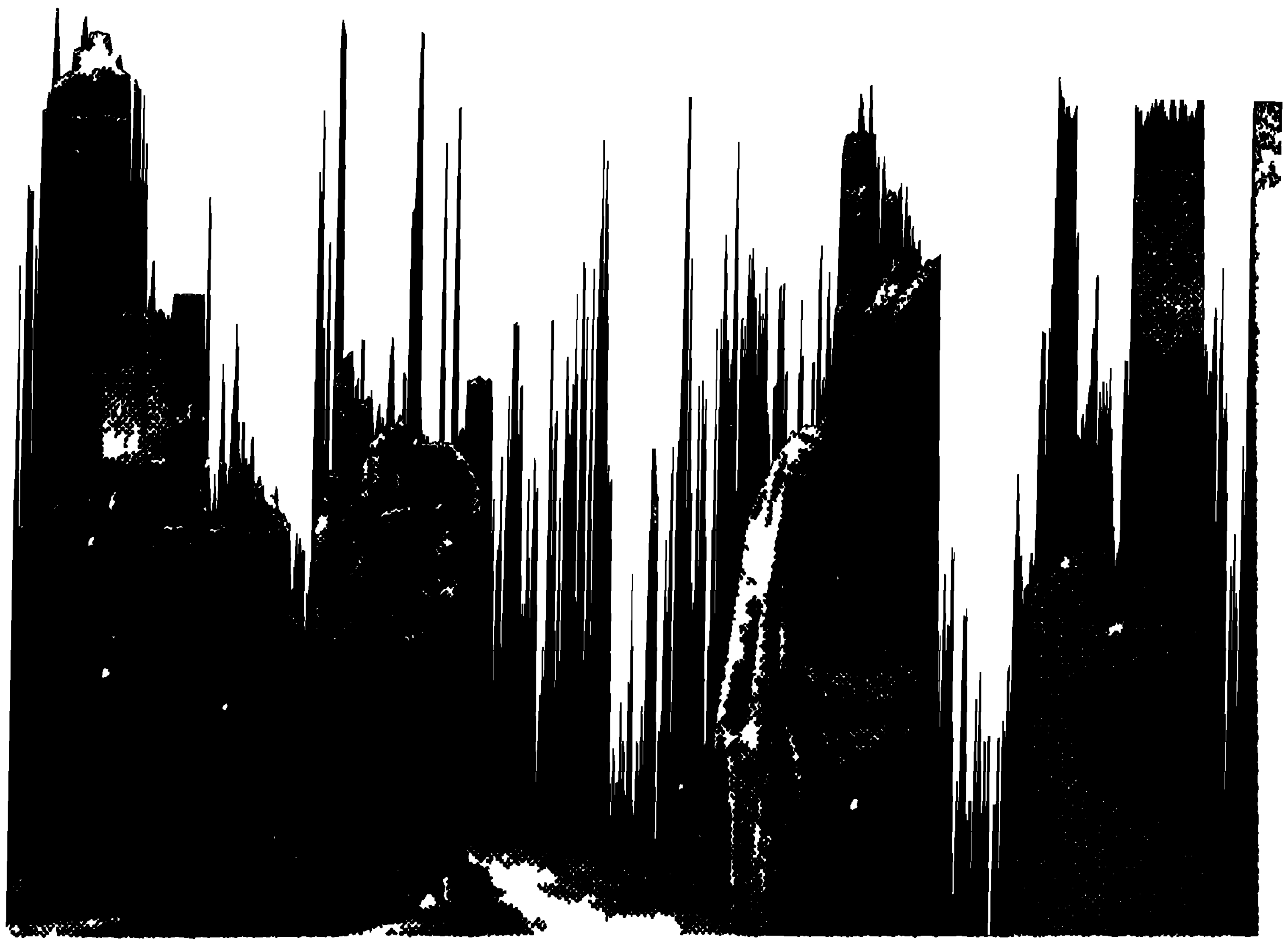

ন্যাশনাল ষ্টুডিওর "পূজা" চিত্রে সিতারা ও জ্যোতিঃ। ছবিখানি শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তি লাভ করিবে।

প্রকাশ পিক্‌চার্সের "নরসী ভগত" চিত্রে আমির কর্ণাটকীর সুললিত সঙ্গীত সকলকেই তৃপ্ত করিবে। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন বিজয় ভাট।

"School For Soldiers" নামক একখানি শিক্ষনীয় খণ্ড-চিত্রের একটি দৃশ্য। দেরাদুন মিলিটারী একাডেমীর ভারতীয় সামরিক ছাত্রদের লইয়া ছবিখানি তোলা হইয়াছে। বাংলা, হিন্দী, তামিল, তেলেগু ও ইংরাজীতে ইহার পরিচিতি-জ্ঞাপন (Commentary) প্রবিষ্ট করা হইয়াছে। আজকালের [illegible]

গল্প

আমার প্রেম

—শ্রীযজ্ঞপতি দাস

"ওগো শুনছ, একটা সুখবর। এই দেখ চিঠি—বাণী আজই বিকেলের ট্রেনে আসছে," এই বলে চিঠিখানা গিন্নীর দিকে ছুঁড়ে দিলাম—পড়ে গিন্নীর মুখেও হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

বেশ মেয়ে বাণী, টুক্‌টুকে রঙ—গোলাপ ফুলের মত, পটলচেরা চোখ, কুঞ্চিত কেশদাম, মুখে হাসি লেগেই আছে। দু'বছর আগে একবার এখানে সে এসেছিল। বলতে লজ্জা কি—দিন পনের এখানে থেকে যাবার সময় আমার প্রাণটাও হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। সেই বাণী আবার আমার হৃদয়ের কাছে আসছে। মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। গিন্নীও দেখলাম তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে আয়োজনে ব্যস্ত। ঘর-দোর ঝাড়া-ঝুড়ো করে, টেবিল গুছিয়ে, তার জন্য একটা বিছানা—ধোপ-দোরস্ত চাদর বিছিয়ে—ঝালরের ওয়াড় দেওয়া বালিশ সাজিয়ে রেখেছে। নানাবিধ খাবারের আয়োজনেরও ত্রুটি দেখলাম না।

ঘড়ির কাঁটাটা আজ যেন নড়ছে না। কেবলই ঘড়ি দেখছি—কখন চারটে বাজবে! দূর ছাই! ঘোড়ার গাড়ীর জন্যে যে বলা হয় নি! তখনই চাকরটাকে পাঠালাম—বলে আসতে—যেন চারটের সময় গাড়ী আসে। আমি নিজে ষ্টেশনে গিয়ে বাণীকে নিয়ে আসব। বাণীর বাবা লিখেছে—তার এক বন্ধু কলকাতা যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গেই বাণী যাবে—আমি যেন ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করি।

চারটে বাজতে না বাজতে গাড়ী এসে হাজির। আমি কোঁচান ধুতি ও পাঞ্জাবী প'রে সেজে নিলাম। রুমালে খানিকটা এসেন্স ঢেলে নিতেও ভুল করি নি। গিন্নী ত' আমার সাজ পোষাক দেখে একটু ঠাট্টার সুরে বল্‌ল—দেখছি, বেশ ত' নায়ক সেজেছ, নায়িকাকে নিয়ে আসতে বুঝি আর তর্‌ সইছে না। এ ঠাট্টা আমি বেমালুম হজম করে নিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে চড়ে বললুম—বল্‌লুম—ষ্টেশন।

ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি ট্রেন আসতে তখনও আধ ঘণ্টা দেরী। প্ল্যাটফরমে কোন রকমে পায়চারি করে কাটালুম—সময়টা। ট্রেন যখন ষ্টেশনে ঢুকছে—দেখলাম, বাণী মুখ বের করে হাসিমুখে দূর থেকেই হাত দু'টো যোড় করে আমার উদ্দেশে কপালে ঠেকাল। তাকে দেখেই আমার মন আনন্দে নেচে উঠল। সঙ্গের ভদ্রলোকটিকে নমস্কার ও ধন্যবাদ দিয়ে এবং সৌজন্যের খাতিরে এইখানেই—এই পল্লীগ্রামে গরীবের কুঁড়ে ঘরে পদার্পণ করতে—নামতে বলে আমার কর্তব্য সমাধা করলাম। তিনিও প্রতি নমস্কার করে কাজের অজুহাত দেখিয়ে কলকাতা চলে গেলেন।

বাণীকে সঙ্গে নিয়ে ষ্টেশনের বাইরে অপেক্ষমান গাড়ীতে উঠে বাড়ী চললাম। আমার নয়নের আনন্দ, স্বপ্নের রাণী—বাণীকে অনেক দিন পরে আজ আবার আমার পাশে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়লাম। বাণীও স্বভাবসিদ্ধ চঞ্চলতায় নানারকম প্রশ্নবাণে আমাকে জর্জ্জরিত করে ফেলল। একটা কথা বাণীকে না বলে থাকতে পারলাম না—বাণী, তোমার চঞ্চলতা এখনও একটুও কমে নি! তাতে সে গম্ভীর হওয়াত' দূরের কথা, হেসে কুটি কুটি; হাসি আর থামে না। যাক্‌, হাসতে হাসতেই বাড়ীর দোরে এসে পড়লাম। দেখলাম গিন্নী সেজে গুজে বাণীকে অভ্যর্থনা করতে দোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাণী ত' গাড়ী থেকে নেমেই গিন্নীকে একটা প্রণাম ঠুকে তড়্‌তড়্‌ করে দোতালায় উঠে গেল—যেন তার কত কালের পরিচিত ঘোর-দোর। চট্‌ করে বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়েই হাঁকল—চা কই? গিন্নী আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এক কাপ চা আর তার সযত্নে তৈরী কতকগুলো খাবার তার সামনে ধরে দিল। আমিও বাদ পড়িনি। বেশ হাসি গল্পের মধ্যেই চা পর্ব্ব শেষ হল। তারপর সংবাদ আদান প্রদান পর্ব্ব—গল্প পর্ব্ব। কথার আর শেষ নেই। গিন্নী ত' বাণীর সঙ্গে গল্পে-গুজবে মশ্‌গুল।

আমি দেখলাম রাত্রির খাবারের ব্যবস্থা আর হয় না। তাই গিন্নীকে স্মরণ করিয়ে দিলাম—"রান্না-বান্না কি শিকেয় তুলে রেখেছ? হাসি-গল্পে কি পেট ভরবে! তোমাদের হয়ত ভরতে পারে—আমার জন্যেও ত' একটা ব্যবস্থা করা দরকার।" এই কথায় গিন্নীর যেন হুঁস হ'ল। তাড়াতাড়ি

উদীয়মান নবীন লেখক
প্রভাস দাশের
হিটলারের পতন
মূল্য ১৷০
নবীন মনের প্রাচুর্য্য লইয়া বড়দিনের পূর্ব্বেই আত্মপ্রকাশ করিবে।
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রন্ধন-পর্ব্বে মন দিল। বাণীকেও দেখলাম গিন্নীর সঙ্গে সঙ্গেই রন্ধনশালায় ঢুকতে।

ভোজনের ঠাঁই করে আমার ডাক পড়্‌ল। দেখলাম বাণীর দৌলতে আজকে নানারকম মুখরোচক খাদ্যের একত্র সমাবেশ। বাণী একখানা পাখা হাতে আমার পাশে বসে বাতাস করতে লাগল, আর 'এটা খান', 'ওটা খান' বলে আমাকে অতিরিক্ত ভোজন করাতে বাধ্য করলে। আজ খাবারের সময় বাণী গিন্নীর স্থান অধিকার করায় গিন্নী মনে মনে চটেছিল কিনা জানি না—অন্ততঃ মুখে তা প্রকাশ করে নি।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ জাতীয় আদর্শে ৩৩ বৎসর কাল সুপরিচালিত, বাঙ্গালীর নিজস্ব সর্ব্ববৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

হিন্দুস্থান-এর
বীমাপত্র সম্পূর্ণ নিরাপদ, সারবান ও লাভজনক

আর্থিক পরিচয়—
(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	২ কোটি	১০ লক্ষের	উপর
মোট চল্‌তি বীমা	১৭ কোটি	টাকার	"
মোট সংস্থান	৩ "	৫৬ লক্ষের	"
বীমা তহবিল	৩ "	১০ "	"
দাবী-শোধ (১৯০৭—৩৯)	১ "	৯৭ "	"

বোনাস

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায়— ১৮৲

আজীবন বীমায়— ১৫৲

HINDUSTHAN CO-OPERATIVE INSURANCE SOCIETY LD.

হেড অফিস— হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

আমার খাওয়া শেষ হলে হাত-মুখ ধুয়ে শয়ন-কক্ষে গেলাম। এদিকে দুই গিন্নীতে—খুড়ি! কি বলতে কি বলে ফেললাম—হাসি গল্পে খাওয়া শেষ করে এসে বাণী একেবারে শয্যায় আশ্রয় নিলে। ক্ষণকাল মধ্যেই বাণী বেশ ঘুমিয়ে প'ড়ল। জানালা দিয়ে এক ঝিলিক জ্যোৎস্না বাণীর মুখের উপর পড়েছিল—মনে হল ঠিক যেন স্বপন-পুরীর রাজকন্যা অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

বাণীকে নিয়ে বেশ আনন্দেই দিন কাটছে। আমার কাজকর্ম্মেও শৈথিল্য দেখা দিল। রোজ সকাল-বিকেল বাণীকে নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়ে বেড়াতে যাই। রাস্তার লোকে সকলেই অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যেও মুগ্ধনেত্রে বাণীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সংসারে সৌন্দর্য্যের পূজারী কেই বা নয়? বলা বাহুল্য, গিন্নী বাণীকে বেড়াতে যাবার আগে সুচারুভাবেই সাজিয়ে গুজিয়ে দেয়—লক্ষ্য করেছি, তাতে সে বেশ আনন্দও পায়।

একদিন বৈকালে বেড়াতে চলেছি—ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের মধ্যে নানারকম প্রস্ফুটিত ফুল দেখে বাণী নেচে উঠল। কিছুমাত্র কালবিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি আশ্রমে প্রবেশ করে এক আঁচল ফুল তুলল। আশ্রমস্থ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী বালকেরা এক দৃষ্টে চেয়ে রইল তার পানে। ফুল তুলে হাসতে হাসতে সে একটি আশ্রম-বালককে ছুঁচ সুতো দিবার জন্যে অনুরোধ জানাল। সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। বালকটি ক্ষণ-বিলম্ব না করে তার আদেশ পালন করল। ফুলগুলি দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সে দু'গাছা মালা গেঁথে ফেল্‌ল।

আমরা আশ্রমে আর কালক্ষেপ না করে মাঠের দিকে অগ্রসর হলাম। একটা নিরিবিলি স্থানে তৃণশয্যায় বসে আমরা কত কথাই আলোচনা করতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি বাণী এক গাছা মালা নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। আমিও

তাড়াতাড়ি অপর গাছটি নিয়ে তার গলায় পরিয়ে দিলাম। উন্মুক্ত প্রান্তরে নীল আকাশের চন্দ্রাতপ তলে সবুজ-তৃণ-গালিচায় বসে আমাদের মালা-বদল হ'ল। সাক্ষ্য রইল—অস্তগামী তপনের ক্ষীণ রশ্মি, অনন্ত আকাশ আর বন-বিহঙ্গ। তারপর বলতে লজ্জা কি—আমি তার সুকোমল গণ্ডে একটা চুম্বন-চিহ্ন এঁকে দিলাম। তারপর উভয়ে বাড়ী ফিরলেম।

এম্‌নি ক'রে দিনের পর দিন আনন্দেই কেটে যাচ্ছে বাণীকে নিয়ে। হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত বাণীর বাবার চিঠি পেয়ে জান্‌লুম—বাণীর বাবা দু'দিন পরে এসেই বাণীকে নিয়ে যাবে। গিন্নী ও বাণী এ সংবাদ পেয়ে একটু দ'মে গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে বাণীর বাবা এসে হাজির হ'ল। সেদিন খাওয়া দাওয়ার ঘটা বেজায় রকমের হ'ল। গিন্নী ঘোমটার মাত্রা অপেক্ষাকৃত বাড়িয়ে নানা রকম খাদ্যদ্রব্যে বাণীর বাবাকে তৃপ্ত ক'রতে কসুর ক'র্‌ল না। পরের দিন যাবার সময় বাণী আমাদের উভয়কে প্রণাম ক'রে যখন দাঁড়াল তখন দেখলুম—তার নয়নে ধারা। গিন্নীর চোখও সজল দেখলুম। চোখের জলেই তার বিদায়-পর্ব্ব সমাধা হ'ল।

বাণী যাওয়ার পর থেকে আমার মনে শান্তি নেই—সর্ব্বদাই যেন উদাস ভাব। কোন কাজেই মন বসে না। ইতিপূর্ব্বে গিন্নী আমার কাজকর্ম্মে শৈথিল্য দেখে অনুযোগ ক'র্‌তে ছাড়েনি।

একদিন ত' কথাপ্রসঙ্গে ব'লেছিল—"দেখছি, বাণীকে পেয়ে ত' আমাকে ভুলেইছ—কাজকর্ম্মও যে ভুলতে ব'সেছ।" যা'ক আবার আমি কাজকর্ম্মে গভীরভাবে মনঃসংযোগ ক'র্‌লুম—বাণীকে ভুলবার জন্যে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস

জয়ন্তী

—মূল্য ঃ আড়াই টাকা—

প্রাপ্তিস্থান : দীপালী গ্রন্থশালা ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়।

আমি অনেক সময়ে ভাবি—আমি ম'রেছি, বাণীর স্মৃতি আমাকে পাগল ক'রেছে।

আমার সঙ্গে বাণীর সম্বন্ধ কি জানবার জন্যে বোধ হয় পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি হবার উপক্রম হ'য়েছে। বলাই ভাল—বাণী আমার দৌহিত্রী—বয়স সাত বছর—থাকে বাপ মার কাছে—মালদহে।

বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

কথাই স্যাডলার কমিশন বলিয়াছিলেন। বাংলা সরকার চাহিয়াছেন শিক্ষার ক্ষুধা সংযত করিতে, একটি কৃত্রিম সীমারেখার মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে সঙ্কুচিত করিতে। স্যাডলার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার বিরাট ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে বাৎসরিক অতিরিক্ত ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের যে সুপারিশ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃপক্ষ তাহার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রস্তাবিত বিলের মূল নীতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছি। আগামী বারে তথ্যের দিক হইতে ইহার আলোচনা করা হইবে। এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদজ্ঞাপন এবং প্রতিকারপন্থা নির্দ্ধারণের জন্য যে সম্মেলন আহূত হইয়াছে আগামী ২১শে, ২২শে ও ২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতায় হাজরা পার্কে তাহার অধিবেশন হইবে। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ইহার সভাপতি এবং স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাংলার মনীষীবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে প্রতিবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হইতেছে তাহাতে আমরা জনসাধারণকে যোগদান করিতে অনুরোধ করি।

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের ঘানির তৈল ব্যবহার করুন।

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

কোনও ছবি বা ফটোগ্রাফের মূল রূপটিই যদি ব্লকে না রূপায়িত হয়, তাহা হইলে ব্লকের সার্থকতা কোথায় ?

আমরা কিন্তু তাহা করি !

আমাদের ব্লক নির্ম্মাণ বিভাগ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামে সমৃদ্ধ বলিয়া অত্যন্ত অল্প সময়ে মূলানুরূপ ব্লক আমরা করিতে পারি।

আমাদের কর্ম্মিগণ

সুদক্ষ ও এই ব্লকের কার্য্যে বহুদিনের অভিজ্ঞ বলিয়া আমাদের তৈরী ব্লক সর্ব্বত্র সমাদৃত। এই সব কারণেই আমাদের কাজ এত পছন্দসই, উচ্চ শ্রেণীর এবং উৎকৃষ্ট।

আমাদের তৈরি ব্লক মূলের সহিত বেশ করিয়া মিলাইয়া দেখুন, দেখিবেন, মূলের আলোছায়া সর্ব্বদা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হওয়ায় এ ব্লকের ছাপা মূল বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

ব্লক নির্ম্মাণের বোধ হয় ইহাই শেষ কথা

আমাদের নিকট ব্লক করাইয়া নিজে উপলব্ধি না করিলে, আমাদের ব্লকের শ্রেষ্ঠত্ব আপনার ঠিক বোধগম্য হয় না।

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

ফোটো এনগ্রেভার্স, আর্ট প্রিণ্টার্স, প্রেজেনটেসন কার্ড ম্যানুফ্যাকচারাস

ফোন : বি, বি, ৩২৬২ ৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা টেলিগ্রাম : MEZZOTINT

ছুটির ঘণ্টা

পরিচালক—দাদাভাই

THE BOYS OWN LIBRARY

দাদাভাই-এর চিঠি

ছুটির ঘণ্টার সকলে :

স্বাধীনতাকামী চীনের মরণ-পণ সাম্রাজ্য-লোভী জাপানের আপ্রাণ চেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।

দীর্ঘকাল ধরিয়া চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। একদিকে পরস্বাপহরণের দুর্নিবার লোভ অন্যদিকে স্বীয় জন্মভূমির জন্য লক্ষকোটি উৎপীড়িতের আত্মোৎসর্গ। সাম্রাজ্যলোভীদের উৎকট লালসার মূলে দেশ-প্রেমের এই যে রক্তাঞ্জলি জগতের ইতিবৃত্তের পাতায় চীনের এই প্রচেষ্টা সোণার অক্ষরে চিরদিন লেখা থাকিবে।

চতুর্দ্দিকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া জাপান আজ তাহাদের ভবিষ্যৎনীতি ও কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে মত বদলাইয়াছে। জাপ-পররাষ্ট্রসচিবের বিবৃতিতে তাহারই সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে।

এখন তাহারা বলিতেছে : এতকাল ধরিয়া ধ্বংসের আগুনে চীনকে পোড়াইয়া ছাড়খার করিয়া আসিয়াছে ; তাহার মধ্যে নাকি রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা আদপেই ছিল না। নেহাৎ দুর্জ্জনেরাই নানা কথা রটাইয়াছে। তাহাদের ইচ্ছা নাকি ছিল—এই সুবৃহৎ এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাপানের আশ-পাশে যে সব রাষ্ট্র আছে তাহারা যাহাতে নিজেদের রক্ষা ও শাসন ব্যাপারে পরিপূর্ণ অধিকার পায় সে চেষ্টার মুলেই এই যুদ্ধের কারণ। কোন রাষ্ট্র শোষকের পক্ষপাতী নাকি আদপেই তাহারা নয়।

মনে পড়ে হিতোপদেশে একটা গল্প পড়িয়াছিলাম সেই 'বকোধাম্মিক কথা' নামে। কিন্তু শেষটায় বেচারা বকের কাঁকড়ার বিষ দাঁড়ায় প্রাণ দিতে হইয়াছিল। জাপানও কী সে বিষ দাঁড়ার ভয়েই আজ উল্টা সুর গাহিতে সুরু করিল ?

এতকাল মারণ-লীলা করিয়া সহসা আজ রক্তের প্রতি বিতৃষ্ণা কেন ?

ইতিপূর্ব্বে খবর পাওয়া গিয়াছে, চীনের কয়েকটি প্রদেশ হইতে জাপ-সৈন্যরা অপসারিত হইয়াছে ও পরাজয়ের গ্লানি মাখিয়া গিয়াছে।

মোট কথা যাহাই হউক, সম্ভবতঃ জাপান আজ ঠেকিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে চীন অভিযান ব্যাপারটা যতটা সোজা ভাবা গিয়াছিল ততটা মোটেই নহে। ইহা ছাড়া এই দীর্ঘকাল ধরিয়া অর্থ, সৈন্য ও সমর সম্ভারের অপব্যয় করিয়া যে সামান্য লাভ হইয়াছে জাপানের জন-সাধারণ তাহাতে সন্তুষ্ট নয়। এদিকে ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রের পতনের পর পূর্ব্ব-এশিয়ার কয়েকটি দেশ জাপানের পক্ষে বড়ই লোভের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ চীনের মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া যে কোন লাভ নাই তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে।

বেচারী জাপান !

চীনের ভাগ্যাকাশ আজ আবার নবোদিত অরুণরাগে একটু একটু করিয়া রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে।

ধন্য সেই দেশ, ধন্য সেই দেশের সন্তান যাহারা এমন করিয়া জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে বুকের রক্তে অঞ্জলি দিতে পারে। হে আমার বাঙলার ছোট ছোট ভাইবোনের দল, তোমরাও যেন এমনি-করিয়া তোমাদের জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে পার, এমনি করিয়া জন্মভূমির জন্য আত্মবলি দিতে পার !

* * *

ওগো আমার ছোট ছোট ভাই বোনের দল, প্রভাতের নীলাকাশের পানে তাকাইয়া সেই অসীম—যাঁর বুকে নিত্য সাত রংয়ের খেলা চলে, তাঁহাকে কল্পনা করিতে পার কী ?

তাঁহার অপার করুণা যাহা তোমাদের সকল কিছু অপরাধকে আড়াল করিয়া অহর্নিশি তোমাদের ক্ষমা করিয়া চলিয়াছে তাঁর সে ক্ষমার প্রতিদান তোমরা কে কতটুকু দাও ? একটি বার ভাবিয়া দেখিয়াছ কী ?

বলিষ্ঠ মন, সুন্দর শুচি-স্নিগ্ধ হউক তোমাদের সকলের।

* *

দাদাভাইয়ের 'ছুটির ঘণ্টা'র চিঠি পড়িয়া কোন একটি কাগজের ছোটদের বিভাগের জনৈক সভ্যা সুদূর লাহোর হইতে তাহাদের সম্পাদককে লিখিয়াছে যে আমি নাকি উক্ত বিভাগের সম্পাদককে 'পরশ্রীকাতর' বলিয়া গালাগালি দিয়াছি। কিন্তু বুঝিলাম না যে সভ্যাটি সুদূর লাহোর হইতে গত ১২-১২-৪০ তারিখে কলিকাতায় প্রকাশিত দীপালী হইতে উক্ত সংবাদ পাইয়া, পড়িয়া ও তাহার প্রতিবাদ জানাইয়া কলিকাতায় পত্রিকা বিশেষের অফিসে পাঠাইয়াছে এবং সেই প্রতিবাদের উপর টিপ্পনী করিয়া কি করিয়া ১৬-১২-৪০ তারিখে অর্থাৎ দীপালী প্রকাশের চারিদিনের মধ্যেই সেই পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় ছাপাইলেন ? তাঁহাদের সভ্য ও সভ্যাদের চিঠিপত্রগুলি আজকাল কোন পথে আসিতেছে ? গাত্রদাহ যদি এতই বেশী হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার কাল্পনিক সভ্যাটিকে সুদূর লাহোর হইতে না আনাইয়া কাছাকাছি কোন জায়গায় যেমন গোন্দলপাড়া বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে আমদানী করিলে অন্ততঃ তাঁহার কিছু বুদ্ধির পরিচয়ও পাওয়া যাইত।

* * *

সবার আগে কার চিঠির জবাব দিই বলত?

আচ্ছা, সর্ব্বাগ্রে ২নং প্রতিযোগিতার ফলাফল যাহাদের গলায় বিজয়-মাল্য ঝুলাইয়াছে তাহাদেরই আগে দুটা কথা বলিয়া লই।

শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার ও ছায়ফুল (মৈমনসিং) সভ্য নং ৭৯ ও ৮০: ২নং প্রতিযোগিতায় তোমরাই প্রথম পুরস্কার পাইলে। পুরস্কার অনুযায়ী তোমরা ৩৲ টাকা দামের বই পাইবে। ঐ দামের মধ্যে তোমরা কী বই চাও জানাইলে আমরা সেই বই পাঠাইয়া দিব। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এমনি করিয়াই যেন চিরকাল তোমরা বিজয়মাল্যের অধিকারী হও। তোমাদের ফটো পাঠাইয়া দিও, 'ছুটির ঘণ্টায়' ছাপাইয়া দিব।

শ্রীমৃণাল ও নির্ম্মলকান্তি মুখার্জী, (ডুলিপাড়া, শ্রীরামপুর) সভ্য নং ৭০: দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছো তোমরা। তোমাদের ২৲ টাকা দামের বই দেওয়া হইবে। কী বই চাও জানাইও। ফটো পাঠাইও, কেমন? 'আনন্দ মেলা সভ্যর সাথে ভাল ব্যবহার করে না, অসভ্য ইতর' এ সব কথা কী উচিত ভাই! জানত একটা কথা আছে—'নীচ যদি কটু ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে!'...... ভুল, দোষ ত্রুটি সকলেরই হয়।—তুমি ভদ্র, তোমার ভদ্র ব্যবহারই করা উচিত। আশা করি ভবিষ্যতে তোমরা তোমাদের এই মনের আর পরিচয় দিবে না। হাঁ, তোমাদের গল্প এখনও কার্টুন আঁকিয়া আসে নাই।—তাই ছাপাইতে দেরী হইতেছে। তোমার গতবারের প্রশ্নর জবাব: বৈদিক যুগেও জাতিভেদ ছিল। যেমন আর্য্য ও অনার্য্য। এমন কি মুসলমানদের মধ্যেও জাতিভেদ আছে, যেমন সিয়া, সুন্নী, মোমিন ইত্যাদি। ইউরোপেও জাতিভেদ আছে, সেখানে কোন লর্ডবংশীয় ব্যক্তি আজিও কোন নীচু বংশের ঘরে বিবাহ করে না বা, নিজ সমাজভুক্ত করিয়া লয় না বা সমাজে একাসনে বসে না। কিন্তু আমার মতে জাতিভেদ থাকা উচিত নয়। 'জাত' —এটা সামান্য একটা সংজ্ঞা মাত্র। একটা গান মনে পড়ে—

"জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে,
জাত ছেলের হাতের নয়ক' মোয়া।'

মানুষের আসল জাতিভেদ করা উচিত শিক্ষা, ব্যবহার ও চরিত্রের মাধুর্য্য দিয়া।

তোমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হইতেছে: মুনিদের মুখনিঃসৃত কোন বেদ নাই, বেদ অপৌরেষয়। বেদ বহু চিন্তাশীল মনীষীর

-কলিকাতার পর-

চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিং, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, কুমিল্লা, শিলচর, শ্রীহট্ট, শিলং, রংপুর, বরিশাল, যশোহর, টাটানগর, আসানশোল, ধানবাদ, বেনারস, দিল্লী, আগ্রা ইত্যাদি।

কলিকাতায়

বড়দিনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!

উদয়শঙ্কর

ও

সেণ্টার গ্রুপের ২৫ জন নৃত্যশিল্পী

ও সঙ্গীতবিশারদ

গ্লোবে ২১শে হইতে ২৮শে ডিসেম্বর

চিত্তাকর্ষক নৃত্য-প্রদর্শনী

নব নৃত্য-পরিকল্পনা—মনোহর সুর-সংযোজনা

চমকপ্রদ দৃশ্যাবলী

প্রবেশমূল্য—১০৲, ৮৲, ৬৲, ৫৲, ৩।০, ২।০ ও ১৶০

অবিলম্বে সিট রিজার্ভ করা সুবিধাজনক

আলমোড়া সেণ্টারের সাহায্যকল্পে সঞ্চিত অর্থ নিয়োজিত হইবে।

রচিত এক একটি শ্লোক। মুনিঋষিরা 'উপনিষদ' সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রীবঙ্কিম ভট্টাচার্য্যের ঠিকানা: ৭-বি, রামমোহন সাহা লেন, কলিকাতা।

শ্রীশ্যামচরণ মিত্র (বর্দ্ধমান), সভ্য নং ৯৮: তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর ছুটীর ঘণ্টার নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় প্রশ্ন: মানুষ কী চায়:—মানুষ কী চায় তাহা কেমন করিয়া বলি বলত? আমি যা'হা চাই. তুমি হয়ত তাহা চাও না। তুমি যাহা চাও, নির্ম্মল বা বঙ্কিম হয়ত তাহা চায় না। এই চাওয়া মানুষের মনের শিক্ষা ও আবেষ্টনীর উপরে নির্ভর করে। মানুষ মরিলে আমরা কাঁদি কেন? এই তোমার তৃতীয় প্রশ্ন, না?: মানুষ কাঁদে মায়ায়। চতুর্থ প্রশ্নটি ঠিক্ বুঝিতে পারিলাম না, কোন যুগের রাজার কথা জানিতে চাও?

শ্রীমৃণালকান্তি নন্দী, (করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট) সভ্য নং ১০৭: তোমার প্রশ্নের জবাব: মানুষের মনের মাঝে দুটো স্তর আছে। একটি চেতন বা সজাগ মন; অন্যটি অবচেতন বা ঘুমন্ত মন। এই চেতন ও অবচেতন মনের দুইটি স্তরই সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণই ইহারা কাজ করিতেছে। তবে দুটি স্তরের কাজের মধ্যে প্রভেদ এই: চেতন মন আমাদের ইচ্ছা ও বাসনার দ্বারা পরিচালিত হয়। অবচেতন মন তাহা হয় না। সে আপনাতে আপনি ক্রিয়াশীল থাকে। হয়ত যখন তুমি জাগিয়া বসিয়া কিছু ভাবিতেছ তখন তোমার চেতন মন কাজ করিতেছে এবং তোমার অবচেতন মন হয়ত অন্য একটা কিছু চিন্তা করিতেছে যাহা হয়ত কিছুক্ষণ আগে তোমার চেতন মন চিন্তা করিতেছিল বা তোমার দৃষ্টিপথে কোন কিছু দৃশ্য বা ঘটনা পড়িয়াছিল সেই দৃশ্য বা ঘটনাটা। মানুষ যতক্ষণ জাগিয়া থাকে ততক্ষণ চেতন মন অবচেতন মনকে দাবাইয়া রাখে, কিন্তু মানুষ যখন ঘুমায় তখন দাবাইয়া রাখিবার শক্তি তারে থাকে না। ফলে, অবচেতন মন তখন মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। এবং তখনকার সেই অবচেতন মনের চিন্তাই আমাদের ঘুমের মাঝে স্বপ্নের আকারে ধরা দেয়। ইংরাজীতে এই চেতন ও অবচেতন মনকে conscious ও sub-conscious mind বলা হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—আমার এই চিঠির গোড়ার দিকেই দিয়াছি।

তৃতীয় প্রশ্নের জবাবও—ওই একই।

শ্রীসুধীরকুমার দাস, (বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ) সভ্য নং ৯১: বেশ সুখী হইলাম আমি তোমার 'দাদাভাই' হইয়াছি জানিতে পারায় সুখী হইয়াছো জানিয়া। নিশ্চয়ই তুমি আমার ভাই বৈকি। তোমা

ওয়াদিয়া মুভীটোনের নবতম অবদান

মন্মথ রায়ের

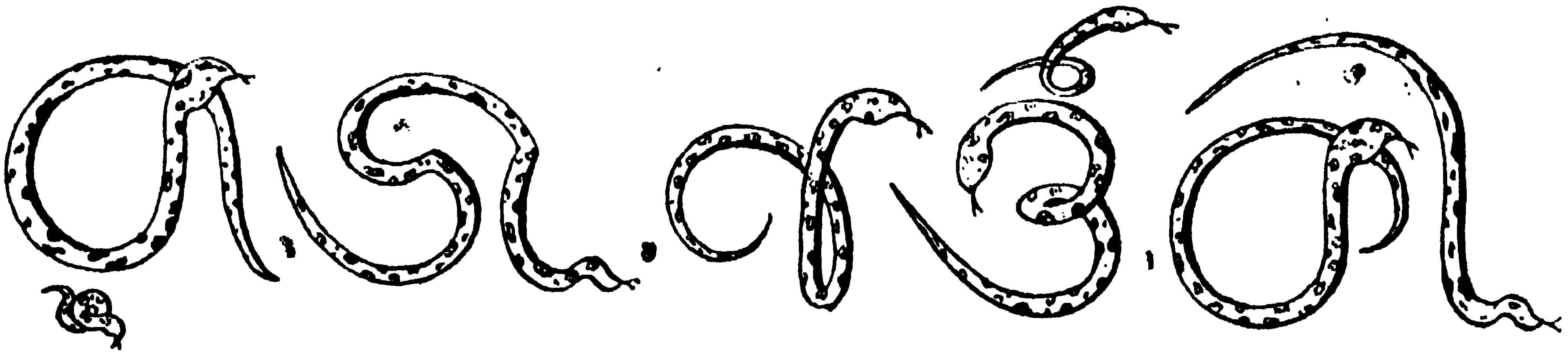

পরিচালক: মধু বোস নাম-ভূমিকায়: শ্রীমতী সাধনা বোস

সুর-শিল্পী: তিমিরবরণ বিভিন্ন ভূমিকায়: অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রতিমা দাসগুপ্তা, জ্যোতিপ্রকাশ প্রভৃতি

বাংলা চিত্র
উত্তরায়
মুক্তি-প্রতীক্ষায়

পরিবেশক:
লালজী হেমরাজ হরিদাস
৮৭, ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন: বি, বি, ৩৫৬৮

কবিতাটি ভাল লাগিয়াছে। ছুটির ঘণ্টায় ছাপা হইবে। বেশ মজা লাগিতেছে, না? তোমার প্রশ্ন: আমরা চোখের পাতা ফেলি কেন? আমাদের শরীরে কতকগুলি সক্রিয় স্নায়ু বা নার্ভ আছে। তাহারা সদাসর্ব্বদা আমাদের নানা প্রকার বিপদ আপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখে। ক্রিয়াশীল স্নায়ুর এই ধরণের কাজকে ইংরাজীতে Reflex action বলা হয়।

চোখের পাতা-পড়া, ভয়ে গায়ের লোম খাড়া হইয়া ওঠা ইত্যাদি সবই ওই Reflex action-এর কারসাজি!

শ্রীশক্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়, (বর্দ্ধমান) সভ্য নং ১১৫: তোমার চিঠির প্রথম ও শেষ কিছুই বোঝা গেল না।

শ্রীবাপি ভট্টাচার্য্য, (সরোজিনী দেবী লেন, লক্ষ্ণৌ) সভ্য নং ৯২: ব্যাজ পাঠান হইয়াছে। পাইয়াছো নিশ্চয়ই। হাঁ, পাঁচজন সভ্য করিয়া দিতে পারিলে ১৯৪২ সনের জন্য তোমার বিনা চাঁদায় সভ্য তালিকাভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে। ছুটির ঘণ্টার সভ্যদের তোমার ভালবাসা জানাইলাম।

শ্রীবিকু রায় (বালী), সভ্য নং ৯৭: তোমার বয়স ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে। তোমার পরিচালিত প্রতিযোগিতাগুলি এখনও দেখিয়া উঠিতে পারি নাই। শীঘ্রই মতামত জানাইব।

ডালিমকুমার (কুমিল্লা) সভ্য নং ৬১: 'ছুটির ঘণ্টার' আমাদের নির্ম্মল ও মৃণাল জানিতে চায় তুমি রূপকথার ডালিমকুমার নাকি? সত্যই কী তুমি রূপকথার রাজপুত্তুর?......পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী ডিঙ্গাইয়া আমাদের ছুটির ঘণ্টায় আসিয়া ধরা দিয়াছো? প্রমোশনের খবর কী? আমার বাড়ী... অনেক...অনেক দূরে... একদিন চুপি চুপি বলিয়া দিব। তোমার কবিতাটি ভাল লাগিল না, কিন্তু।

এম. বি. (কৃষ্ণনগর): তোমার সভ্য নং ৮৩: তোমার চিঠির মানে বোঝা গেল না ভাই।

শ্রীমুরারিমোহন সরকার (নতিবপুর, উলুবেড়িয়া) সভ্য নং ৭৭: আমাদের কার্ডটি তোমার অতীব সুন্দর লাগিয়াছে জানিয়া খুব সুখী হইলাম, তোমাদের আনন্দ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ব্যাজও কেমন লাগে জানাইও।

শ্রীনবগৌর সিংহ (ভাদুল, বাঁকুড়া), সভ্য নং ৭১: তোমার প্রশ্নের জবাব আগামী বারে দিব, 'জান কি' যা তুমি পাঠাইয়াছো তাহা এখনও দেখিয়া উঠিতে পারি নাই।

মাষ্টার মাণিকলাল মুখার্জ্জী, (সালকিয়া, হাওড়া) সভ্য নং ১১০: তোমার নামের ভুলের জন্য ভাই আমি বড়ই দুঃখিত।

শ্রীসাধনচন্দ্র বসু (কালীঘাট, কলিকাতা), সভ্য নং ১০৮: ছুটির ঘণ্টা শুধু ঘণ্টা বাজাতেই চায় না, চায় নতুন আলোর পরশ দিয়া মনকে জাগাইতে।

কুমারী স্বর্ণলতা দাস, (গোমো) সভ্য নং ১১৯: দিদির 'ছুটির ঘণ্টার' কার্ডটি দেখিয়া বুঝি খুব লোভ লাগিয়া গেল? তাই সভ্য হইয়া গেলে? দিদিরই ত' অন্যায়—কেন আনন্দের ভাগ একা সে লইবে, তোমায় খবর না দিয়া?

কুমারী পুষ্প দাস, (গোমো), সভ্য নং ৭৩: ছিঃ তুমি না স্বর্ণর দিদি, ছোট বোনটিকে ফাঁকি দিয়া একা চুপি চুপি সভ্য হইয়া গিয়াছিলে? 'ছুটির ঘণ্টা'কে বুঝি একাই ভোগ করিতে চাও? আনন্দ তখনই পরিপূর্ণ হইবে যখন সবাই আসিয়া তোমার সঙ্গে যোগ দিবে। 'মণিমঞ্জিলের রহস্য' ভাল লাগিতেছে জানিয়া সুখী হইলাম।

শ্রীউষা মল্লিক, (বেলেঘাটা, কলিকাতা), সভ্য নং ৯০: 'দেবতার গ্রাস' আমিও পড়িয়াছি। মুখে যাহা বলি সব সময় আসলে হয়ত তাহা আমাদের মনের কথা নয়। মুখের ভাষার প্রকাশের অপেক্ষা মনের চিন্তার গতি অনেক দ্রুত। অভাগিনী মোক্ষদা—সে শুধু মাত্র রাগের বশেই বলিয়াছিল, 'চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।' তার সেই মুখের কথাই যখন নিয়তির কোপে সত্য হইয়া দাঁড়াইল তখনও সে বলিয়াছিল, 'শোননি কী জননীর অন্তরের কথা'। মা, সেই সন্তানের চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী! শোকে, দুঃখে, দৈন্যে তাঁর করুণা-ধারা আমাদের দেয় আশীর্ব্বাদের বর্ম্ম। অনেক সময় যখন মুখের কথা সত্যি হইয়া দাঁড়ায় তখন আমরা ভাবি একি হইল? সেটা শুধু আমাদের কুসংস্কার, অন্য কিছুই নয়।

শ্রীঅনিলকুমার পাল (কলিকাতা) সভ্য নং ৫১: যে-কোন দিন অফিসে আসিয়া তোমার কার্ড ও ব্যাজ লইয়া যাইও। দুঃখে ভাঙিয়া পড়িতে নাই। যাহা হইয়া

নববর্ষ হইতে
তোমাদের 'ছুটির ঘণ্টা'র
বিপুল আয়োজন।
তোমাদের প্রিয় লেখক
শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তের
রোমাঞ্চকর রহস্যমূলক উপন্যাস
'লাল চিঠি'
শুধু তাই নয়—
শিশু-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক
শ্রীমনীন্দ্র দত্তের
"নতুন যুগের রূপকথা"
ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইবে।
তাহা ছাড়া বিজ্ঞান, হাসির কবিতা 'গাথা ও কাহিনী', রূপকথা, গল্প, কার্টুন, 'দেশ—বিদেশ' ও 'লেখনী বন্ধু ও পুরস্কার প্রতিযোগিতা ত' থাকিবেই।

গিয়াছে, তাহা যতই অল্প অথবা গভীর ও চরম অবনতি কিংবা সুখের বা আনন্দের ব্যাপার হউক না কেন, তার জন্য করিও না এতটুকু দুঃখ—করিও না শোক, যাহা গেল তাহাকে যাইতে দাও।

শ্রীবেলা ঘোষ (বিডন্ ষ্ট্রীট্, কলিঃ) সভ্য নং ১০৯ : হাঁ ফটো পাঠাইও, ভাল হইলে ছাপা হইবে বৈকি।

শ্রীমণীন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় (কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা) সভ্য নং ১১১ : তোমার কবিতাটি ভাল লাগিয়াছে। যথাসময়ে ছুটির ঘণ্টায় ছাপা হইবে।

শ্রীঅমিতাভ মুখার্জ্জী (জামসেদপুর) সভ্য নং ১২০ : তোমার চিঠির জবাব পরের বারে দিব। তোমার প্রেরিত 'কারা কতক্ষণ বাঁচে' আমার খুব [illegible] লাগিয়াছে।

মাষ্টার এহিয়া [illegible] ষ্টেশন রোড, পাটনা) সভ্য নং ১২১ : ছুটির ঘণ্টা ঐশ্বর্য্যের উচ্চ শিখরে যদি কোন দিন উঠেও তথাপি সে তোমাদের ভুলিবে না। কেন না তোমরাই ছুটির ঘণ্টার জীবন, প্রাণ!

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

বড়দিন ও নববর্ষের

ছুটির অবকাশে

সুলভ ভাড়ায় দেশ ভ্রমণ করিয়া মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী উপভোগ ও শিক্ষণীয় স্থানসমূহ দর্শন করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ।

(একশত মাইলের উর্দ্ধবর্ত্তী স্থানসমূহের জন্য)

এখন হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীতেই একক ভাড়ার এক এবং এক তৃতীয়াংশ ১⅓ ভাড়ায় যাতায়াতী টিকিট পাওয়া যাইবে। ১৯৪১ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই টিকিটের মেয়াদ থাকিবে এবং ইচ্ছামত যাত্রাভঙ্গ করারও প্রচুর সুবিধা আছে।

একপিঠের ভাড়ায় মোটর গাড়ীও লইয়া যাওয়া-আসা চলিতে পারিবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (নেবুতলা, কলিকাতা) সভ্য নং ১৩১ : তোমার চিঠির জবাব পরের বার দিব। রাগ করিও না কিন্তু, 'আনন্দমেলা' কেন তোমার চিঠির জবাব দেয় নাই তাহা আমি কী করিয়া বলিব বলত?

ভীমরুল (কুমিল্লা) : আসল নাম পাঠাও নাই, তাই কার্ড পাঠান যাইতেছে না। আগামী সপ্তাহে আসল নামটি না পাঠাইলে কিন্তু সভ্য তালিকা হইতে তোমার নামটি কাটা যাইবে।

শ্রীবুদ্ধদেব ঘোষ (ভদ্রেশ্বর) সভ্য নং ৫৫ : কবিতা তোমার মনোনীত হইয়াছে, সময়মত প্রকাশিত হইবে।

কুমারী মৌমাছি পাল (ফোর্ট-গ্লষ্টার, হাওড়া) সভ্য নং ১২৬ : কবিতাটি এখনও দেখিতে পারি নাই; পরে জানাইব, কেমন? রাগ করিও না কিন্তু।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল (মণ্ডল ভবন, ইচ্ছাপুর) ও শ্রীজলধিরতন বন্দ্যোপাধ্যায় (কোদাই চৌকি, বেনারস) : তোমাদের প্রেরিত চার আনার ষ্ট্যাম্প ত' পাই নাই! পোষ্ট অফিসে খোঁজ লইয়া দেখিও।

নূতন সভ্যের তালিকা :

(৯৭) শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়, বালী, (হাওড়া)। (৯৮) শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় C/O শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় (ছাপরা)। (৯৯) কুমারী রেণুকা দাস, তেজপুর, (আসাম)। (১০০) শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর পত্রী, নাকোল, (হাওড়া)। (১০১) শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর পত্রী, নাকোল, (হাওড়া)। (১০২) শ্রীবৈদ্যনাথ শেঠ, বাঁশবেড়ে, (হুগলী)। (১০৩) সৈয়দ মহম্মদ আলি, করিমগঞ্জ, (সীলেট)। (১০৪) শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী C/O শ্রীঅনিল ভূষণ চৌধুরী, কুমুণ্ডা। (১০৫) ভীমরুল, সরিপপুর হাউস, কুমিল্লা। (১০৬) শ্রীভবতোষ বসু, বেলেঘাটা, কলিঃ। (১০৭) শ্রীমৃণালকান্তি নন্দী, করিমগঞ্জ, (সীলেট)। (১০৮) শ্রীসাধনচন্দ্র বসু, কালীঘাট, কলিকাতা। (১০৯) কুমারী বেলা ঘোষ, পোঃ বীডন ষ্ট্রীট, কলিঃ। (১১০) মাষ্টার মাণিকলাল মুখার্জ্জী, সালকিয়া, (হাওড়া)।

বাকী সভ্যদের নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

শুভার্থী—দাদাভাই

(বড় গল্প)

(৭)

মনি মঞ্জিলের রহস্য

শ্রীনীহার রঞ্জন গুপ্ত

'রাতের অভিসার'

ঢং ঢং করে নীচের বৈঠকখানার ঘড়িতে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করলে।

কিরীটী শয্যায় শুয়েছিল, এক লাফ দিয়ে শয্যার উপর হতে একেবারে মেঝেয় গিয়ে দাঁড়াল।

সুব্রত তখনও ঘুমায় নি, হঠাৎ কিরীটীকে লাফ দিয়ে শয্যা হতে উঠতে দেখে বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললে: ব্যাপার কি? হঠাৎ লম্ফ-প্রদান কেন?

তাড়াতাড়ি বিছানার তোষকের তলা হতে একটা কালো রংয়ের রাত্রিবাস বের করতে করতে কিরীটী চাপা গলায় বললে: অভিসারের লগ্ন বহি যায়।

: অভিসার! কোথায়?

: একটু অপেক্ষা কর।···বলতে বলতে কিরীটী কালো রংয়ের নাইট্ ক্যাপটা মাথার উপর বসাতে লাগল।

সুব্রত তাড়াতাড়ি শয্যা হতে উঠে পড়ল।

টেবিলের উপর রক্ষিত ইলেকট্রিক টর্চ্চটা হাতে নিয়ে কিরীটী বললে: যদি যেতে চাও তবে আমার ওভার-কোটটা গায়ে দিয়ে নাও।

*

কিরীটীর পিছু পিছু সুব্রত বের হ'ল ঘর হতে। রাজু তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

বাইরে ক্ষীণ চাঁদের আলো কুয়াশার চাপে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে।

বারান্দার ঢালু ছাত বেয়ে শিশিরের ফোঁটাগুলি টুপ টাপ করে ঝরে ঝরে পড়ছে।

কিরীটী ও সুব্রত পা টিপে টিপে এগিয়ে চলে।···

···কচ্ করে ল্যাচকি ঘোরাবার শব্দ পাওয়া গেল। ···র একটা ঘরের দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল।

কিরীটী ও সুব্রত নিঃশ্বাস রোধ করে দাঁড়াল।

আগাগোড়া শাদা কাপড়ে ঢাকা একটা মূর্ত্তি ঘর হতে বেরিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে।

ক্রমে মূর্ত্তি সিঁড়ি বেয়ে নেমে নীচের বারান্দা পার হয়ে লন অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে।···মূর্ত্তি গেট্ খুলল।···

বাইরে একটা মোটর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।···ড্রাইভারের সীটে কে একজন ঘাপটি মেরে গুটিশুটি হয়ে বসে রয়েছে।—

কামিনীগাছটার আড়ালে সাইকেলটা লুকান ছিল; সন্ধ্যার অল্প পরেই কিরীটী সাইকেলটা সেখানে রেখে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি সেটা আনবার জন্য কামিনী-গাছটার দিকে এগিয়ে গেল। মোটরটা সেই মূর্ত্তি উঠবার সঙ্গে সঙ্গে মোটরের সেলফ্ ষ্টার্টার সোঁ শব্দে সচল হয়ে উঠল।

মোটর আগে আগে চলেছে, পশ্চাতে কিরীটী ও সুব্রত জোরে বাইক চালিয়ে চলেছে।

ছাতনার দিকে বরাবর যে রাস্তাটা চলে গেছে, মোটরটা কুয়াশার ভিতর দিয়ে সেই রাস্তা ধরেই এগুচ্ছে। পিছনের রক্ত-চক্ষুর মত লাল আলোটা আঁধারে জল জল করে পথ দেখিয়ে চলেছে অনুসরণকারী সাইকেল আরোহীদের।···

কিছুদূর গিয়ে মোটরটা বড় রাস্তার উপরে থামল।···দু'জন লোক মোটর হতে নেমে রাস্তা পেরিয়ে একটা দোতালা সাদা বাড়ীর দিকে চলল।

কিরীটী ও সুব্রত তাদের অনুসরণ করলে তফাৎ থেকে।

বাড়ীর সদর দরজায় একটা তালা লাগানো।···অস্পষ্ট চাঁদের আলো যেটুকু কুয়াশার আবরণ ভেদ করে ফুটে উঠতে পেরেছে দেখবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। একজন পকেট হতে একটা চাবী বের করে সদরের তালাটা খুলে ফেলল।

কিরীটী আর সুব্রত বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল: লোক দু'জনের মধ্যে একজন একটা ঘুমন্ত লোককে পিঠে করে নিয়ে আসছে। সহসা বাঘের মত লোক দুটোর সামনে লাফিয়ে পড়ে কিরীটী ওদের পথ রোধ করলে।

হাতে তার উদ্যত পিস্তল।···সে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলল, এক পা এগিয়েছো কী কুকুরের মত গুলি করে মারবো।···

লোক দুটো থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

কিরীটী ইলেকট্রিক টর্চ্চের বোতাম টিপল।

এক ঝলক আলো সামনের লোকটার উপরে গিয়ে পড়ল।···লোকটা থতমত খেয়ে চোখ বুঁজলে।

কিরীটী বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বললে: লজ্জা কেন চাঁদ, নয়ন মেল।···ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখ। পাশের লোকটি তখন উসখুস্ করছে।

কিরীটী সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললে: পাশের ঐ ভদ্রলোকটিকে তুমি চিনতে পারছ না বোধ হয়?···উনি আমাদের পাল ষ্টেটের মেজবাবু শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্র পাল। আর এই লোকটার কাঁধে যিনি অজ্ঞান হয়ে আছেন উনিই পাল ষ্টেটের মালিক পালা ফ্যাক্টরীর শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র পাল।···

(৮১)

'ফেরার পথে'

রাত্রের ডাউন পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জারে সকলে ফিরছে।

মানবেন্দ্রবাবু নিজে এসে ওদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেছেন।…

কিরীটী বলতে লাগল: ব্যাপারটা হয়ত তোমাদের কাছে এখনও পরিষ্কার হয় নি। ভাবছ কি করে রহস্যের সমাধান হলো।…

মানবেন্দ্রবাবুর শোবার ঘরে একটা বইয়ের মধ্যে একটা খোলা খাম সমেত চিঠি পাই।…

সেই চিঠিটা ছিল দীপেন্দ্রবাবুর শিরোনামায়। চিঠির মধ্যে মাত্র দু'টী লাইন লেখা ছিল।

—"তোমার চিঠি পেলাম।

চিঠির টিকিটটা যত্নে রেখো—"

তাড়াতাড়ি সবার অলক্ষ্যে চিঠিখানা সরিয়ে ফেললাম। ভাবতে লাগলাম। পত্র-প্রেরক টিকিটটা রাখতে বলেছে কেন?… অনেক ভেবে মনে হলো নিশ্চয়ই টিকিটটার মধ্যে কোন রহস্যের সূত্র জড়িয়ে আছে! কিন্তু খামের গায়ে টিকিটটা ছিল না! বোধ হয় আগেই তা তুলে নেওয়া হয়েছিল।… মনটা খারাপ হয়ে গেল! বুঝলাম এরা এই টিকিটের মারফৎই কথার আদান প্রদান করে।

দ্বিতীয়, মানবেন্দ্র বাবুর ঘরে Bisurated of Magnesiaর শিশিটা দেখে আমার মনে একটা কথা যেন সূত্র খুঁজে পেল!…মানবেন্দ্র বাবুর হজমের গোলমাল ছিল। সাধারণত যাদের হজমের গোলমাল থাকে তাদের রাত্রে ভাল ঘুম হয় না! ঘুম পাতলা হয়! সে অবস্থায় কেউ যদি মানবেন্দ্র বাবুর ঘরে এসে নিঃশব্দে তার ও অন্যের অজান্তে কাজ হাসিল করতে হয় তবে তাকে ঘুম পাড়াতে হবে! ভাবলাম এই হজমির ঔষধের আড়ালে কেউ ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করেছে কিনা! Chemical Examinerএর report আমার সন্দেহ ভেঙে দিল। সেই ঔষধের মধ্যে morphia ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয়, Bisurated of Magnesiaর শিশিটা ঘর হতে নিয়ে আসবার পর আমি জানতাম, যে ঘুমের ঔষধ খাইয়েছে সে আমার হাতে শিশি পড়েছে জানতে পারলে নিশ্চয়ই আমার অজান্তে একবার শিশিটা সড়াবার চেষ্টা করবে! সেজন্য আমি শিশির গায়ে oil paper জড়িয়ে রেখে দিলাম।

দোষী রাত্রে শিশি চুরী করতে এসে আমার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে শিশি ফেলে পালাল। কিন্তু তার আঙুলের ছাপ সে শিশির গায়ে রেখে গেল! সেই ছাপের আমি ফটো তুলে ডেভলাপ্ করে তিন ভাইয়ের আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে মিলিয়ে নিলাম!

এখন হচ্ছে আসল রহস্য! মানবেন্দ্র বাবু তার ভাগের সমস্ত সম্পত্তি লোকেন্দ্রের নামে লিখে দেবার মনস্থ করেন, তাতে মেজ ভাই ঘোর আপত্তি তোলেন।… এবং তার নিরুদ্দেশ হবার দিন কয়েক আগে বড় ও মেজ ভাইয়ের তুমুল তর্কাতর্কি হয়ে যায়।

লোকেন্দ্রও দাদাকে এমন অন্যায় এক-চোখো উইল না করতে বারংবার অনুরোধ করেন; কিন্তু মানবেন্দ্র বাবু লোকেন্দ্রের কথায় কান দিলেন না! এটর্নীকে ডেকে পাঠান হলো। এবং যে রাত্রে মানবেন্দ্র বাবু নিরুদ্দেশ হন সেইদিন দুপুরেই এটর্নী উইল-সংক্রান্ত যাবতীয় কিছু তৈরী করে তার কাছে আসেন। কিন্তু সব ভেস্তে গেল—সেই রাত্রেই মানবেন্দ্র বাবু অদৃশ্য হলেন! উইল আর সই করা হলো না!

উইল-সম্পর্কীয় যাবতীয় কথা আমি পাল ষ্টেটের এটর্নী রামলাল চৌধুরীর কাছে শুনেছি; মাঝখানে একদিন উধাও হয়েছিলাম তোমাদের মনে আছে হয়ত!

২নং প্রতিযোগিতার ফলাফল

২নং প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত পুস্তক-গুলি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোট পাইয়াছে। ভোট অনুযায়ী বইগুলি পর পর দিয়ে নাম দেওয়া হইল।

১। কালো ভ্রমর—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত
২। মৃত্যুদূত— (ঐ)
৩। লালকুঠি—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৪। যখের ধন—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
৫। জয়ন্তর কীর্ত্তি— (ঐ)
৬। মরণের ডাক—শ্রীসুনির্ম্মল বসু।
৭। হিমালয়ের ভয়ঙ্কর—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
৮। আবার যখের ধন— (ঐ)
৯। পাঠান মুল্লুকে—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
১০। রক্তমুখী ড্রাগন—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত।
১১। চাঁদের পাহাড়—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২। শনিবারের বিকেল—শ্রীবুদ্ধদেব ঘোষ।
১৩। মহাচীনে মহাসমর—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর।
১৪। বালুচরের বিভীষিকা—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত।
১৫। কামানের মুখে নানকিন্—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর।
১৬। ঘরছাড়া দিকহারা—শ্রীমণীন্দ্র দত্ত।
১৭। পদ্মরাগ—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।
১৮। চাদিয়াং চম্বর—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
১৯। আফ্রিকার জঙ্গলে—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।
২০। দুঃখজয়ীর জয়যাত্রা—শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়।

প্রথম পুরস্কার—শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার ও ছায়ফুল—মৈমনসিং, সভ্য নং ৭১ ও ৮০।

দ্বিতীয় পুরস্কার—শ্রীমৃণাল ও নির্ম্মলকান্তি মুখার্জ্জী, সভ্য নং ৭০—শ্রীরামপুর।

আমি কলকাতায় এটর্নীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

তৃতীয় কথা হচ্ছে, বাইরের লোকের সকলেরই সন্দেহ লোকেন্দ্রের উপরে গিয়ে পড়ে। প্রথমতঃ লোকেন্দ্র খেয়ালী; দুদিন চারদিন বাড়ী হতে দূরে গিয়ে কোথায় থাকত কেউ জানত না, মাঝে মাঝে শুধু সে টাকার দরকারে দাদার কাছে ছুটে আসত এবং এও শোনা যায় যে, সে নাকি কতকগুলো কুৎসিত দর্শন ছোটলোকের সঙ্গে প্রায়ই দেখাশুনা করত, তারাও লোকেন্দ্রের কাছে আসত। লোকেন্দ্র তাদের টাকা কড়ি দিয়ে সাহায্য পর্য্যন্ত নাকি করেছে।

আমি ভাল করে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে স্থানীয় 'কৃষক প্রজাপার্টি'র লোকেন্দ্র একজন পাণ্ডা: ঐ দলের লোকেরাই তার কাছে আসা-যাওয়া করত, আর ঐ দলের কাজেই মাঝে মাঝে লোকেন্দ্রকে দুদিন চারদিন বাড়ীতে দেখা যেত না। মানবেন্দ্র বাবুকে লোকেন্দ্র এ কথা হয়ত কোন দিনও বলতে সাহস পায়নি, কেননা মানবেন্দ্রবাবু যদি এ সব না বরদাস্ত করতে পারেন তবে লোকেন্দ্রকে বড় মুস্কিলে পড়তে হবে, কেন না লোকেন্দ্র দাদাকে সত্যিকারের ভয় ও শ্রদ্ধা করত।··· লোকেন্দ্রও এ সকল কথা সযতনে গোপন করে রেখেছিল সকলের কাছ হতে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণেই লোকেন্দ্রের উপর আমার সকল সন্দেহের অবসান হয়। কেন না একমাত্র টাকার জন্য লোকেন্দ্রর মানবেন্দ্র বাবুর ক্ষতি করা সম্ভব ছিল, কিন্তু একথা যখন সে ভালভাবেই জানত যে টাকা চাইলেই দাদার কাছ হতে পাওয়া যাবে ও দাদা তার নিজের সম্পত্তি পর্য্যন্ত তার নামে লিখে দিতে উদ্যত—এ ক্ষেত্রে তাকে মানবেন্দ্র বাবু সম্বন্ধে সন্দেহ করা শুধু বোকামিই নয়, বাতুলতা!

লোকেন্দ্রের আগাগোড়াই সন্দেহ ছিল যে মানবেন্দ্র বাবু মারা যাননি, কেউ চুরী করে তাঁকে কোথাও এই সহরের মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছে এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে সে তার লোকজন দিয়ে দাদাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল কিন্তু খুব গোপনে, কেননা কেউ যদি কোন ক্রমে তার মতলব টের পায় তবে সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে। [illegible]র পক্ষ হয়ত মানবেন্দ্রবাবুর ভীষণ ক্ষতি [illegible]।

লোকেন্দ্রের [illegible] আমারও মানবেন্দ্র বাবু সম্বন্ধে ঐ এক ধারণাই হয়েছিল উইলের ব্যাপার জানবার পর হতে! সম্পত্তির জন্যই যদি হয়ে থাকে তবেই নিশ্চয়ই যে বা যারা মানবেন্দ্র বাবুকে সড়িয়েছে তারা সর্ব্বপ্রথম নিশ্চয়ই উইলের ব্যাপারটা আগে গুছিয়ে নেবে, তারপর তাকে চির জীবনের মত পৃথিবী হতে সড়িয়ে ফেলবে। লোকেন্দ্রও এই ধারণাই করেছিল। মেজবাবুর চিঠি সম্পর্কে আমি ইদানীং একটু সতর্ক হয়েছিলাম! পোষ্ট মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করে পুলিশের সাহায্যে ঠিক করেছিলাম যে দীপেন্দ্রবাবুর নামে কোন চিঠি এলে ভাল করে না দেখে এবং আমাকে না জানিয়ে যেন ডেলিভারী করা না হয়! পরশু পোষ্ট মাষ্টার আমায় ডেকে পাঠান, গিয়ে দেখি দীপেন্দ্রবাবুর নামে একটা খাম এসেছে, অন্য কিছু নয় দেখে আগেই জল দিয়ে টিকিটটা খুলে ফেলা হলো! টিকিটের পিছনে খুব ছোট ছোট করে লেখা:

"কাল রাত্রি বারোটায়! মোটর গেটের কাছে থাকবে—।"

চিঠির উপর টিকিট এঁটে আবার আগের মত চিঠি ডেলিভারী করা হয়েছে!···

লোকেন্দ্র বাবু যে 'কৃষক প্রজা পার্টি'র একজন পাণ্ডা সেটা আমি দুলালের কাছ হতে সংগ্রহ করেছি! দুলালকে তিনি মানবেন্দ্র বাবুকে খুঁজে বের করবার জন্য টাকা দিয়ে নিযুক্ত করেছিলেন।

লোকেন্দ্রবাবুকে ছেড়ে আমার সন্দেহ মেজ ও সেজ ভাইয়ের উপরে গিয়ে পড়ে, কিন্তু আঙ্গুলের ছাপ হতে, উইল সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েও চিঠির টিকিট রহস্য সব জড়িয়ে দীপেন্দ্রবাবুকে আমি দোষী সাব্যস্ত করে কাল রাত্রে তাকে ধরবার জন্য অভিযান করেছিলাম।

: উঃ, লোকটা ত' ভীষণ ধড়িবাজ! রাজু ও সুব্রত বললে।

: শুধু ধড়িবাজ নয়—নীচ স্বার্থপর। অথচ লোকেন্দ্র মেজদাকে সন্দেহ করা সত্বেও কোন কথা কারও কাছে ঘুণাক্ষরে ভাঙেনি, পাছে অন্য দশ জনের চোখে অত বড় একটা নামজাদা বংশের কলঙ্ক ধরা পড়ে এবং আমার যত দূর মনে হয় সে হয়ত যদি দাদাকে খুঁজে বার করতে পারত তবে কোন দিনই সে একথা কারও কাছে খুলে বলত না!···শেষ-কথা হচ্ছে এই যে আমি বাইরের কোন লোককে সন্দেহ না করে ভাইদের সন্দেহ করলাম কেন? প্রথমটা অবিশ্যি একটু গোলমাল ছিল, কিন্তু উইলের ব্যাপারটা জানবার পর সে ধারণা আমার যায়।—লোকেন্দ্রকে যখন আমি প্রশ্ন করেছিলাম তখন সে কোন উত্তর ভাল করে দেয়নি, তার কারণ সে মেজদাকে গোড়া হতেই সন্দেহ করেছিল, পাছে সে কথা তার মেজদা জানলে দাদার হঠাৎ কোন ক্ষতি করে বসে সেই জন্য সে বোধ হয় অমন অস্পষ্ট উত্তর দিয়েছিল।······

রাত্রি বোধ হয় গোটা দুই হবে।

গাড়ীটা এসে খড়্গপুরে থামল, চা-ওয়ালার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, চাই—গরম চা! চা-গরম!···

কিরীটী হাতের নিবন্ত চুরোটটা জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে আরমোড়া ভাঙতে ভাঙতে উঠে পড়ে বললে: উঃ শীতে জমে গেলাম! এসো চা খাওয়া যাক!

—শেষ—

আলোচনার আসর

হিন্দুসমাজ কি নারী প্রগতির বিরো[illegible]

নারী প্রগতির সম্বন্ধে যৎসামান্ত আমি কিছু লিখিতে চাই।

হাঁ হিন্দু সমাজ নিশ্চয়ই বিরোধী। তার চেয়েও মুসলিম সমাজ খুব বেশী বিরোধী দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও নারী কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ, আজও মুসলিম নারীরা ভীত ও নিদ্রিত। এই প্রগতির যুগেও কয়টা মুসলিম নারী অগ্রণী হইয়া নিজেকে বাহির-প্রাঙ্গনে দাঁড় করাইতে পারিয়াছেন? ভারতে কয়জন মুসলিম নারী হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচাইয়া জ্ঞানের আলোক প্রজ্জলিত করিতে পারিয়াছেন? অন্য সব সমাজের নারী আজ যত জাগরিত হইয়াছে মুসলিম সমাজের নারী তার চেয়ে বহু-বহু কম অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। পান হইতে চুণ একটু খসিলে শত মুখে 'গেল-গেল সমাজ,' রোল উঠিয়া থাকে। কাজেই তাহারা কিছুই করিয়া উঠিতে সাহস করে না।

২০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি। তখনকার লোকেরা মেয়েকে বাঙ্গলা ও ইংরাজি পাঠাভ্যাস করিতে নিষেধ করিতেন; পাছে নভেল পড়িয়া তাহারা খারাপ হয়, এটা তাঁহাদের মস্ত ভ্রম ব্যতীত আর কিছু ছিল না। সেই যুগে অনেক নারী জ্ঞানলিপ্সার জন্য লুকাইয়া পাঠাভ্যাস যদি করিয়াছেন, তখন তাহাকে প্রগল্‌ভ বলিয়া অনেকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন।

এই নারী-শিক্ষার যুগে মুসলিম নারীর অগ্রগতি তেমন আর কোথায়? খুব কম প্রত্যক্ষগোচর হয়। মুসলিম নারীর শিক্ষা খুব, ধীরে অগ্রসর হইতেছে, তথাপি ভবিষ্যতের আশা অনেক উজ্জল বলিয়া অনুমান হয়।

শত করা ৯৯ জন [illegible] গরীব, কাজেই সকলের আর গাড়ী জুড়ি জোটে না। হাঁটিয়া তাহাদের মুক্ত বায়ু সেবন করা খুব দরকার...তাহাতে বোধ করি শরীরে আরও উপকার হয়। সত্যই আমাদের এমন হতভাগ্য দেশ যে, নারীরা নির্ভয়ে রাস্তায় চলাফেরা করিতে আজও সাহস করেন না। কাজে-কাজেই বন্দিনীর ন্যায়, নারীরা জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরের দিকে ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া অতীত কথা মনের কোণে জাগরিত করিয়া, আনন্দ ও দুঃখ পলব্ধি করিয়া তৃপ্তি পান। পল্লী-গ্রামের দিকে বাড়ী খুব বড় ও ফাঁকা হয়, আর সহরে ছোট ছোট ফ্ল্যাট একটা দুটী রুম লইয়া, তার মধ্যে বাস করা কত কষ্টকর! খুপড়ির মধ্যে বাস করিয়া ভগবানের দেওয়া আলো বাতাস হইতে চিরতরে নারীকে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। এইজন্য নারীদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে ও নানারূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়—না খাইবে তাহারা ভাল খাবার, না করিবে তারা মুক্ত বায়ু সেবন। স্বাস্থ্য নারী ও পুরুষ উভয়ের নিকটই মূল্যবান। আমাদের সমাজে সবাই মিলিয়া যদি নারী প্রগতির বিরোধী হয়, তবে কি করিয়া সমাজের ভিত্তি শক্তিশালী হইবে? যতই শিক্ষিত নারী হউন না কেন, তবুও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

কেন, তাঁহাদের নিজস্ব চিন্তা করিবার শক্তি কি কিছুই নাই? তাহাঁরা স্বাধীনা হইয়াও হইতে পারে না। এই দুর্ব্বল সমাজে কতটুকু আর নারী প্রগতির স্থান হইতে পারে? প্রত্যেক নারীর জ্ঞানপিপাসু হইয়া নারীপ্রগতিকে জাগরিত করা উচিত। নারী স্বাধীনতা মানে ইহা নয় যে, পুরুষের ঘাড়ে চড়িয়া নাচিবে। পুরুষের মধ্যে অনেকে আবার বলেন যে মেয়েদের আবার অত লেখা পড়ার কি দরকার, অল্প একটু কাজ চলার মত শিখিলেই যথেষ্ট। এটা কিন্তু স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। শিক্ষার মধ্যে এমন ভাবে নারীকে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে সংসারগুলি শ্রীহীন না হইয়া পড়ে। বিদ্যাই মানবের মনকে আলোকিত করিয়া তুলিবে, যিনি যতটুকু পারিবেন বিদ্যা অর্জ্জন করিবেন।

আজ কাল দেখিতে পাই, অনেক ভগ্নি নিজের দাম্ভিকতা দেখাইয়া কাগজে প্রকাশ করিয়া থাকেন, কোন এক নারী পুরুষকে জুতা মারিয়াছেন। যদি কোন ভগ্নি একটা মন্দ কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন শিক্ষিতা ভগ্নির উচিত নয় তাহা কাগজে প্রকাশ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করা। এক নারীর কুৎসা হইলে সাধারণতঃ দেখিতে পাই, সকল নারীই তাহাতে লজ্জা অনুভব করিয়া থাকেন, সেইটাই নারীর প্রকৃত স্বভাব। নারীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া, দেশের ও সমাজের শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে—তবেই নারী-সমাজের উন্নতি হইবে।

আনিসা বেগম
কাটুয়াখুটা লেন
ভবানীপুর
কলিকাতা

আগামী ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর
বড়দিনের অবকাশ উপলক্ষ্যে
বাংলা ও ইংরাজী
দীপালী
প্রকাশিত হইবে না
আমাদের পরবর্ত্তী সংখ্যাই
নববর্ষ
বা
Anniversary Number
২রা ও ৩রা জানুয়ারী বাহির হইবে

রূপচর্য্যা

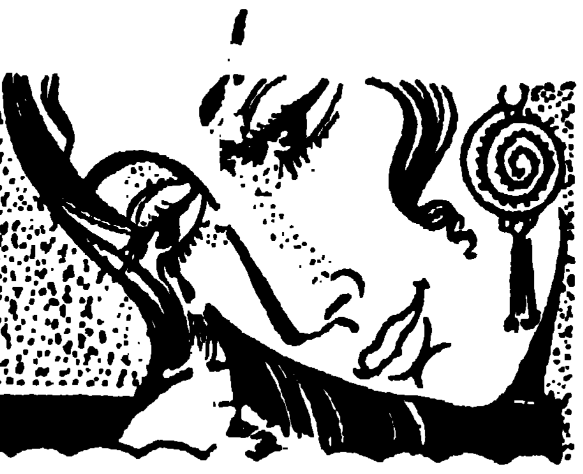

শীতের হাওয়ায়

(৩)

—শ্রীশ্যাম বসাক

দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে সব নিয়ম পালনের কথা আগে বলেছি সেগুলি শীতের দিনে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মুখের সৌন্দর্য্যও কতকটা রক্ষা করে। রুক্ষ হাওয়ায় বিশেষভাবে মুখের লাবণ্য অম্লান রাখতে হলে আরও অধিক যত্ন নেওয়ার দরকার হয়। দেহ-সৌন্দর্য্যের বিকাশ মুখ লাবণ্যের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে।

শীতকালে মুখের স্বাভাবিক লাবণ্য অনেকটা কমে যায়, একথা যেমন সত্য তেমনই একথাও সত্য যে উপযুক্ত যত্ন ও চেষ্টার দ্বারা লুপ্তপ্রায় মুখ লাবণ্যকে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। শীতের রুক্ষ হাওয়া মুখ-লাবণ্যকে যেমন ম্লান করে দেয়, তেমনই শীতের উপযোগী সুনির্ব্বাচিত অঙ্গরাগ তাকে আবার শ্রী-সম্পন্ন করে।

শীতের হাওয়া থেকে মুখকে বাঁচাবার জন্য কোন ভাল ক্রিম ব্যবহার করাই হচ্ছে সব চেয়ে সহজ উপায়। মুখের নানা অস্বস্তিকর উপসর্গ নিবারণের জন্য কেবলমাত্র ক্রিমের ওপর নির্ভর করতে হলে এরূপ ক্রিম ব্যবহার করা দরকার যার মধ্যে ত্বকের স্বাস্থ্য-সংরক্ষক উপাদান আছে। ক্রিম প্রয়োগের পূর্ব্বে মুখের ময়লা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা দরকার। ময়লা-যুক্ত মুখের ওপর ক্রিম ব্যবহার করলে মুখ ততটা মসৃন ও লাবণ্য-জনক বোধ হয় না। মুখে অতিরিক্ত ক্রিম ব্যবহার করারও কোন দরকার হয় না। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা অতি সহজেই ঐ অতিরিক্ত ক্রিমের ওপর আটকে যাওয়ায় মুখের লাবণ্যও কতকটা কমে যায়। এজন্য দরকার—ক্রিম ব্যবহারের অতিরিক্ত ক্রিমটুকু উঠিয়ে ফেলা।

মুখের লাবণ্য রক্ষার পক্ষে জলপাইয়ের তেলও বিশেষ উপযোগী। মুখ ভাল করে ধুয়ে ফেলার পর পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে সামান্য পরিমাণ তেল মুখে লাগিয়ে আঙ্গুল অথবা ছোট ব্রাস দিয়ে আস্তে আস্তে রগড়াতে হবে। তারপর অতিরিক্ত তেল তোয়ালে বা বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা তুলে ফেললেই হবে। এতে মুখে তেল থাকবে না অথচ মসৃণ দেখাবে।

ত্বকের লুপ্ত লাবণ্য ফিরিয়ে আনতে দুধের শক্তি অসীম। দুধের নানা গুণের মধ্যে এখানে দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হচ্ছে রুক্ষতানাশক আর অপরটী হচ্ছে বর্ণজনক। এই জন্যই শীতকালে দুধ খাওয়ার মত দুধের বাহ্যিক প্রয়োগেও ফল পাওয়া যায়। শীতের দিনে রূপচর্য্যায় দুধকে যদি অন্যতম একটী প্রয়োজনীয় উপকরণ রূপে গ্রহণ করা যায় তবে শীতের হাওয়ায় দেহ-শ্রী সহজে ম্লান হয় না। মুখের লাবণ্য বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন সামান্য পরিমাণ দুধ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মুখে প্রয়োগ করলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রয়োজনবোধে দুধের সঙ্গে জলপাইয়ের তেল, মধু অথবা গোলাপজল প্রভৃতি যে কোন একটীর কয়েক ফোঁটা মিশিয়ে নিতেও পারা যায়। কোন আপত্তি না থাকলে ডিমের সাদা অংশটাও দুধের সঙ্গে ব্যবহার

খ্রীষ্টমাসের
ছুটী উপলক্ষ্যে

সবিতা
অভিনীত
সুদামা প্রোডাকসন্স-এর
গ্রাম্যকাহিনী
সজনী
সহ-ভূমিকায়
পৃথ্বীরাজ, স্নেহলতা প্রধান।
শনি, ২১শে ডিসেম্বর
হইতে
জ্যোতি সিনেমায়

রঞ্জিতের হাস্যমধুর চিত্র
মুসাফির
ভূমিকায়:
চার্লি, খুরশীদ, বাসন্তী।
৬ষ্ঠ সপ্তাহ
নিউ সিনেমায়

মানসাটা
ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৫৫ এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—কলি: ৪৫ ও ৪৬

করা যেতে পারে। এতে মুখের লাবণ্য বিশেষভাবে বাড়ে।

যদি মেচেতা কিম্বা অন্য কোন রকমের কাল্‌চে দাগ মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে, তাহলে দুধ, মধু এবং মঞ্জিষ্ঠা, টক্‌ দইয়ের সর ও পাতিলেবুর রস একত্রে ব্যবহার করলে ঐ সকল উপসর্গ দূরীভূত হয়।

ঠোঁট ফাটার জন্য অস্বস্তি বোধ হলে বাদাম তেল, মোম ও গোলাপী আতর একত্রে মিশিয়ে নিয়ে ব্যবহার করলে ফল পাওয়া যায়। [illegible]সারান, দুধের সর, পমেড প্রভৃতি ব্যবহারেও উপকার পাওয়া যায়।

শীতের হাওয়া [illegible]লের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। [illegible] করলেই দেখা যায় দু' তিন দিনের অযত্নে চু[illegible] [illegible]নি সৌন্দর্য্যহীন হয়ে পড়ে। [illegible] [illegible]য়ের চামড়া রুক্ষ হয়, চুল [illegible] [illegible]কারণও সেইগুলিই। স্বাস্থ্যরক্ষার [illegible] পালনের ফলে শরীর সুস্থ থাকায়, ত্বকের লাবণ্য যেমন বজায় থাকে, তেমনই চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যও অক্ষুণ্ণ থাকে।

চুলের গোড়ায় স্বাভাবিক তেলই চুলকে মসৃণ ও সৌন্দর্য্যময় করে। যখনই কোন কারণে ঐ তেল যথাযথ ভাবে নিঃসৃত হয় না, তখনই চুলের সৌন্দর্য্য ম্লান হয়ে আসে। দেহে [illegible] জাতীয় পদার্থের অভাব, মস্তকচর্ম্মের নীচেকার শিরাগুলির মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল ঠিকভাবে না হওয়া, মস্তক-চর্ম্মের শুষ্কতা, এবং চুলের ওপর সঞ্চিত ময়লাগুলি চুলকে সৌন্দর্য্যহীন করে। এজন্য প্রয়োজন নিয়মিত মাথা ঘষা, ভাল তেল মাখা এবং মস্তকচর্ম্মের ব্যায়াম-সহায়ক ক্রিয়া।

অসুবিধা বোধ না হলে মাঝে মাঝে দুধ দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলতে পারলে চুলের সৌন্দর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ে। তাছাড়া দুধ নানা কেশ-রোগও নষ্ট করে।

তেল চুলের খাদ্যস্বরূপ। কোন ভাল তেল যদি প্রতিদিন ঘষে ঘষে গোড়ায় মাখা যায়, তবে চুলের সৌন্দর্য্য যেমন বাড়ে তেমনই চুল ঘন হয়ে জন্মায়। প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় কয়েক ফোঁটা তেল হাতের চেটোয় নিয়ে চুলে মাখলে চুল বেশ চক্‌চকে হয়। বাদাম এবং রেড়ির (ক্যাষ্টর) তেলই হচ্ছে বিশেষভাবে শীতকালের উপযোগী, শীতের দিনে ব্রাস ব্যবহারে বিশেষ সার্থকতা আছে। দিনে তিন চারবার ব্রাস দিয়ে চুল আঁচড়ালে মসৃণতা এবং সৌন্দর্য্য দুই-ই বাড়ে। সাধারণভাবে চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে হলে অন্যান্য ঋতুতে যে সকল নিয়ম পালনের দরকার হয় শীতের দিনেও সেই সকল নিয়ম অবশ্য পালনীয়। অঙ্গরাগ ব্যবহারের সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার নীতিগুলি মেনে চললে উপকার পেতে খুব বেশী দেরী হয় না।

এ সম্বন্ধে আলোচনা [illegible] এইখানেই শেষ কর[illegible]

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য ক্যানিভ্যাল বিস্কুট বাজারে বাহির হইয়াছে

BOYS' OWN LIBRARY

(৯৭)

নকল আইসক্রীম

উপকরণ—আধ সের খাঁটী দুধ, এক পয়সার বাতাসা, আন্দাজ মত কিস্‌মিস্, পেস্তা, বাদাম ও গোলাপজল।

প্রণালী—প্রথমে আধ সের দুধে আধ পোয়া জল মিশাইয়া উক্ত বাতাসা, কিস্‌মিস্, পেস্তা, বাদাম মিশাইয়া বেশ নিবন্ত আঁচে ফুটাইতে দিন। পরে ঐ দুধ যখন মরিয়া এক পোয়ায় দাঁড়াইবে তখন নামাইয়া ফেলুন। তারপর ঐ দুধ বেশ একটী পরিস্কার সিগারেটের কৌটায় ঢালুন। একেবারে কানায় কানায় ঢালিয়া ঢাকনা চাপা দিন। পরে ঢাকনার চারিপাশে ময়দার পুলটীশ দিয়া আঁটিয়া দিন। যেন কোন প্রকারে বাতাস ঢুকিতে না পারে। এইবার কিছু বরফ আনুন, এমন পরিমাণে আনিবেন যাহাতে ঐ কৌটাটী বরফে ডুবিয়া থাকিতে পারে। তারপর বরফগুলিকে ডুমা ডুমা করিয়া কাটিয়া নুন মেশান, আন্দাজমত মেশাইবেন। পরে ঐ কৌটাটী বরফের মধ্যে এক ঘণ্টাকাল ডুবাইয়া রাখুন। যে পাত্রে ডুবাইয়া রাখিবেন সেটী যেন মাটীর পাত্র হয়, তারপর ঐ পাত্রের মুখ ঢাকা দিয়া রাখিবেন। এক ঘণ্টাকাল পরে ঢাকা খুলিবেন, ঢাকা খুলিয়া দেখিবেন যে উহা জমিয়া গিয়াছে। এই হইল নকল আইসক্রীম।

শ্রীমতী কাননবালা দাসী
নবাবগঞ্জ, ২৪ পরগণা।

(১৯৮)

[illegible]টলেট

[illegible] নৈনীতাল আলু এক সের, কিস্‌মিস্ এক ছটাক, পেঁয়াজ আধ পোয়া, হাঁসের ডিম দশটী, চপের বিস্কুট এক পোয়া, টক দৈ আধ পোয়া, গব্য ঘৃত দেড় পোয়া, কাঁচা লঙ্কা, লবণ, হলুদ, আদা, পদিনা, মৌরি ও চিনি।

প্রণালী—প্রথমে আলু সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে বেশ করে চট্‌কে নিন। তারপর তাতে কিস্‌মিস্ বাটা, এক ছটাক পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা, কাঁচা লঙ্কা ও আদা বাটা, টক দৈ, লবণ, হলুদ ও চিনি পরিমাণ মত দিয়ে বেশ করে চটকে নিন। তারপর তাতে ৫টী কাঁচা হাঁসের ডিম ভেঙ্গে নিয়ে ভাল করে সবটা ফেনিয়ে নিন। তারপর উনুনে কড়াতে এক ছটাক পরিমাণ ঘি দিয়ে মৌরী ফোড়ন দিন, এবং তাতে লিখিত উপকরণ সমেত চটকান আলু ঢেলে দিয়ে নাড়তে থাকুন—যতক্ষণ না সবটা বেশ ঝরঝরে হয়। তারপর কড়াই নামিয়ে সবটা থালায় ঢেলে নিয়ে—প্রত্যেক-খানা প্রায় ২৷৷০" লম্বা ও ১৷৷০" চওড়া করে তৈরী করুন। তারপর আর ৫টী ডিম ভেঙ্গে তাতে এক ছটাক পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা ও সেই পরিমাণ পদিনা বাটা মিশিয়ে নিন। তারপর চপের বিস্কুট গুঁড়ো করে নিন। উনুনে কড়াতে করে ঘি চাপিয়ে দিন এবং আলুর পুরগুলি ডিমের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে তাতে বিস্কুটের গুঁড়ো মেখে নিন। এই ভাবে আলুর কাটলেট্ তৈরী হয়।

শ্রীপ্রতিমারাণী দত্ত,
সম্বলপুর, মালদহ।

দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুন
আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলে প্রত্যেক নরনারী ঘরে বসিয়া অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে নিজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারেন। বিনা মূল্যে বিস্তারিত বিবরণ পাঠান হয়।
Miss. Sheila Fox, Deptt 5.
Modern Beauty Culture (India), Delhi

ভারত বিখ্যাত [illegible]
"আর্ট সেণ্টার অফ দি ওরিয়েণ্ট"-এর
জন্য নৃত্য ও যন্ত্র সঙ্গীতের ছাত্র-ছাত্রী আবশ্যক
২০।১বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট
আবেদন বা সাক্ষাৎ করুন।

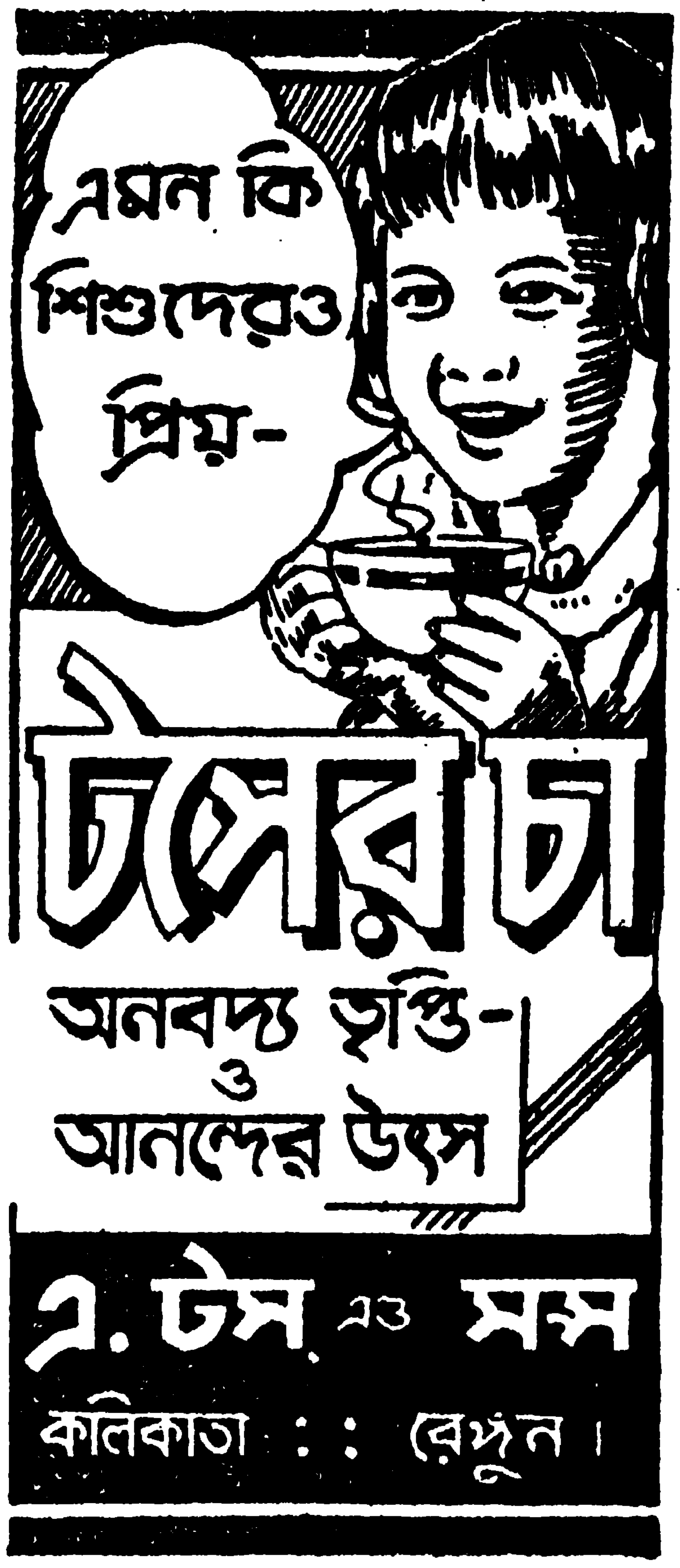

সরল সীবন-শিক্ষা
১ম ভাগ প্রণেতা—শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। দর্জ্জী, হাতের ও কলের সেলাই কার্য্যে অদ্বিতীয়।
মূল্য ১৷৷০ মাত্র।
৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা
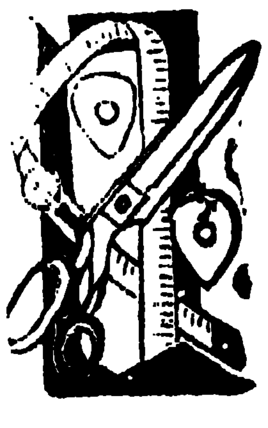

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার
২২/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
ফোন
বি. বি. ৩৭১১
ফটো
D. Ratan & Co

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

এখন একটি সুবৃহৎ 'সেটে' পরিচালক তুলসী লাহিড়ী "বিজয়িনী"র চিত্রগ্রহণ করিতেছেন। এই দৃশ্যে চন্দ্রাবতী ও রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যায়। এই 'সেট'টির কাজ শেষ করিয়া পরিচালক মহাশয় কলিকাতার বাহিরে যাইবেন বহির্দৃশ্য গ্রহণ করিতে। "বিজয়িনী"র শুটিং এই মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

"রাজনর্ত্তকী"

মণিপুরের যুবরাজের শোভাযাত্রার দৃশ্যটি ছাড়া এই ত্রিভাষী ছবির কাজ সব শেষ হইয়া গিয়াছে। আগামী ২১শে ডিসেম্বর "রাজনর্ত্তকী"র বাংলা সংস্করণ উত্তরায় মুক্তিলাভ করিবার কথা ছিল, কিন্তু উক্ত দৃশ্যগ্রহণ বাকী থাকায় মুক্তি-দিবস কিছু দিন পিছাইয়া গেল। হিন্দী সংস্করণটাই প্রথমে মুক্তিলাভ করিবে বোম্বায়ের রয়েল অপেরা হাউসে। ইংরাজী সংস্করণটার নেগেটিভখানি আমেরিকায় পাঠানো হইবে পরিবর্ত্তনের ও সম্পাদনার জন্য। ছয় মাসের মধ্যে যে এই বিরাট চিত্রখানির তিন সংস্করণ শেষ হইল ইহার জন্য পরিচালক মধু বসুকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

জ্যোতিতে "সজনী"

গত রবিবার জ্যোতি সিনেমায় এক অপ্রকাশ্য প্রদর্শনীতে সুদামা প্রোডাকশানের নবতম চিত্র "সজনী" দেখিয়া আসিয়াছি। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন সবিতা দেবী, পৃথ্বিরাজ, স্নেহপ্রভা প্রধান প্রভৃতি ও পরিচালনা করিয়াছেন এস, বাদামী। আগামী শনিবার "সজনী" মুক্তিলাভ করিবে। পরে আমরা এই ছবির সম্বন্ধে মতামত জানাইব।

"শ্রী"তে "রাজকুমারের নির্ব্বাসন"

গত শনিবার কমলা টকীজের নূতন ছবি "রাজকুমারের নির্ব্বাসন" "শ্রী"তে মুক্তিলাভ করিয়াছে। ছবিখানি আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, তবে যথেষ্ট বিলম্বে—সেইজন্য পরের সংখ্যায় আমরা আমাদের মতামত জানাইব।

মুভী টেকনিক সোসাইটি

শ্রীহীরেন বসুর পরিচালনায় "কবি জয়দেবে"র শুটিং ফিল্ম কর্পোরেশান ষ্টুডিওতে জোর চলিতেছে। ভূমিকালিপি নির্ব্বাচিত হইয়াছে এইরূপ—

জয়দেব—হীরেন বসু, তারানাথ—নরেশ মিত্র, সনাতন—গোকুল মুখোপাধ্যায়, বল্লাল সেন—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ সেন—প্রমোদ গাঙ্গুলী, ডাকাত সর্দ্দার—জহর গাঙ্গুলী, পুরীর রাজা—শৈলেন পাল, সুদেব—শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, রায় মহাশয়—অমর চৌধুরী, পাণ্ডা—নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জাতি—

নির্ব্বাসিত রাজকুমারের
সুখে, দুঃখে
হাসি, কান্নায়
আজ সকল সহরবাসীর
হৃদয় বেদনা-আনন্দে
উদ্বেলিত
কেন ?

অদ্যই নিজে
ছবিখানি দেখুন—

শনিবার ২১শে ডিসেম্বর
হইতে—
প্রত্যহ তিনবার প্রদর্শনী

কমলা টকীজের
নূতন নিবেদন—
রাজকুমারের
নির্ব্বাসন
শ্রী
ফোন : বড়বাজার ৫১৫

২য়
সপ্তাহ

ভূমিকায়—
অহীন্দ্র, চন্দ্রাবতী,
ধীরাজ, তুলসী
লাহিড়ী প্রভৃতি

পরিচালক—
সুকুমার দাশগুপ্ত

ফ্রি ও কমপ্লিমেণ্টারী
পাশ একেবারে বন্ধ।

জীবেন বসু, পদ্মাবতী—চিত্রা, কমলা—রেবা বসু, পুরীর রাণী—রাণীবালা, বৃন্দা—নিভাননী, কালো বৌ—শান্তা প্রভৃতি।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

"নর্ত্তকী"র কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। হিন্দী সংস্করণটি ডিসেম্বর মধ্যেই বাংলার বাহিরে মুক্তিলাভ করিবে। বাংলা সংস্করণও মুক্তি প্রতীক্ষায়।

"পরিচয়"-এর কাজও নীতীন বসু প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। এই ছবিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আটখানি গান আছে।

চিত্রা

শ্রীভারতলক্ষ্মীর "ঠিকাদার" এখানে সপ্তম সপ্তাহে পদার্পণ করিল। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন গাঙ্গুলী, রেণুকা রায় প্রভৃতির অভিনয়-নৈপুণ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ঐশ্বর্য্য ও গল্পের অভিনবত্ব "ঠিকাদার"কে সাফল্যের পথে লইয়া গিয়াছে।

ইন্দ্র মুভীটোন

ইন্দ্র মুভীটোনে শ্রীনিরঞ্জন পাল মহাশয়ের "ব্রাহ্মণ কন্যা" নামক একটি গল্পের চিত্ররূপ দেওয়া হইবে। পাল মহাশয় পরিচালনা করিবেন।

"রাসপূর্ণিমা"র কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে।

"শকুন্তলা"ও প্রায় সমাপ্তির পথে।

রঙমহল

৺প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস "রত্নদীপে"র নাট্যরূপ দিয়াছেন শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য। আগামী ২৪শে ডিসেম্বর এখানে তাহা মঞ্চস্থ হইবে। 'সোনার হরিণে'র ভূমিকায় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী মঞ্চাবতরণ করিবেন।

"পূরবী"র উদ্বোধন

গত রবিবার ১৫ই ডিসেম্বর সকাল ৯টায় সময় উপরোক্ত চিত্রগৃহটীর উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও সাংবাদিক এখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা এই নূতন চিত্রাগারটির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোং লিঃ

(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)

[illegible]দিনের কন্‌সেসান সুরু হইয়াছে।

[illegible] ২য় ও মধ্যম শ্রেণীতে ১$\frac{১}{৪}$ ভাড়ায় ও [illegible] শ্রেণীতে ১$\frac{১}{২}$ ভাড়ায় যাতায়াত।

[illegible] ডিসেম্বর ১৯৪০ পর্য্যন্ত এই কনসেসান টিকিট পাওয়া যাইবে।

১৯৪১ সালের ১৪ই জানুয়ারী মধ্যরাত্রির মধ্যে যাত্রারম্ভের স্থানে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

কনসেসান টিকিটের অর্দ্ধাংশগুলি হারাইলে বা [illegible] ব্যবহৃত না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া যাইবে না। পার্লাকিমেডি লাইট [illegible] ময়ূরভঞ্জ রেলওয়েতে এই কনসেসান প্রযুক্ত্য হইবে না।

যাওয়া ও আসা উভয়দিকেই যে কোন ষ্টেশনে যতদিন ইচ্ছা যাত্রাভঙ্গ করা যাইবে, কিন্তু নজর রাখিতে হইবে যে কোনদিকে একবারের বেশী যাওয়া চলিবে না এবং নির্দ্ধারিত সময় যেন অতিক্রম না করে।

বি. এন্. আর. লাইনে যাতায়াত টিকেটের হারঃ

শ্রেণী	সর্ব্বনিম্ন দূরত্ব	যাতায়াত ভাড়ার হার
১ম ও ২য়	১০১ মাইল	একক ভাড়ার ১$\frac{১}{৪}$ ভাড়া
মধ্যম (মেল ট্রেণে)	২০১ "	" " ১$\frac{১}{৪}$ "
মধ্যম (এক্সপ্রেস ও সাধারণ গাড়ী)	১০১ "	" " ১$\frac{১}{৪}$ "
তৃতীয় (মেল ট্রেণে)	২০১ "	" " ১$\frac{১}{২}$ "
তৃতায় (এক্সপ্রেস ও সাধারণ ট্রেণ)	১৫১ "	" " ১$\frac{১}{২}$ "

মোটর গাড়ীর এক তরফের ভাড়ায় যাতায়াতী কন্‌সেশন টিকিট।

মালিকের দায়িত্বে ১ম ও ২য় শ্রেণীর কন্‌সেশন টিকিটধারী যাত্রীরা মাত্র এক পিঠের ভাড়ায় বি, এন আরের যে কোন ষ্টেশনে মোটর গাড়ী লইয়া যাইতে ও তথা হইতে তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন (অবশ্য সে সকল ষ্টেসনে মোটর ট্রেণে উঠাইবার ও নামাইবার ব্য[illegible] আছে)।

বশদ বিবরণ—

ষ্টেশন মাষ্টার কিংবা পাবলিসিটি অফিসার, কলিকাতা।

নানাকথা

লেক মেলা

গত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকুরিয়া লেকে লেডী হার্ব্বার্ট যুদ্ধ ভাণ্ডারের সাহায্য-কল্পে একটি বিরাট মেলার আয়োজন করা গিয়াছে। ভিতরে বহু রকমের … ও নানা উপভোগ্য জিনিষের সমাবেশ ছিল। কলিকাতায় এইরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ মেলা আমরা খুব বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সর্ব্বশেষে এই লেক মেলার অভিনব প্রচার-পদ্ধতির জন্য শ্রীযুক্ত … হার মল্লিক মহাশয়কে আমরা অভিনন্দন জানাই।

ব্রিটেনের বিস্কুট রপ্তানী

প্রত্যেক সভ্যদেশেই ব্রিটেনের তৈরী বিস্কুট পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তবুও জার্ম্মাণ প্রচার বিভাগ বলে যে ব্রিটেনে খাদ্যের … পড়িয়া গিয়াছে। সেজন্য বোর্ড অফ ট্রেডের রপ্তানী বিভাগের চেয়ারম্যান মিঃ … ক্রিপার ব্রিটেনের বিস্কুট রপ্তানীর কার্য্য আরও জোর চালাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কয়েকজন বিভিন্ন দেশীয় সাংবাদিক সম্প্রতি রেডিং সহরে হান্টলী এণ্ড পামারের বিস্কুট নির্ম্মাণ কারখানায় গিয়া দেখিয়াছেন যে অগণিত টিনে প্রচুর বিস্কুট প্রাচ্যে রপ্তানীর জন্য তৈরী হইতেছে।

ব্রিটিশ প্রস্তুতকারকগণ প্রায় ৪০০ রকম বিস্কুট তৈরী করেন। সামান্য দুই একটি … মশলা ছাড়া সমস্তই ব্রিটেনে তৈরী হয়, রেডিং-এর নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচুর গম তৈরী হয়।

যুদ্ধের দরুণ কয়েকটী দেশে বিস্কুটের রপ্তানী বন্ধ হইলেও, আমেরিকা, ভারতবর্ষ, সিংহল, মালয়, নেদারল্যাণ্ডস ইষ্ট ইণ্ডিস প্রভৃতি দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে বিস্কুট রপ্তানী হইতেছে।

শিল্প-প্রদর্শনী

সুপ্রসিদ্ধ বর্ম্মা-শেল কর্ত্তৃক গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ই মার্চ্চ ১৯৪১ পর্য্যন্ত একটী শিল্পকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ পর্য্যন্ত প্রবেশিকা গ্রহণ করা হইবে। ইহার মধ্যে ৬টী বিভাগ থাকিবে। যথা—১। বহির্দৃশ্য (Outdoor), ২। লেখন (Lettering), ৩। … (…corating Art), ৪। বয়ান (Textile …), ৫। বাক্স নির্ম্মাণ (Package Design), ৬। শিশুশিল্প (Juvenile)।

শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে প্রত্যেক বিভাগের জন্য তিনটী করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রথম পুরস্কার ২৫০৲, দ্বিতীয় পুরস্কার ১০০৲ ও তৃতীয় পুরস্কার ৫০৲ টাকা।

ইহা ছাড়া বর্ম্মা-শেল কোং শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য শিল্পীকে ৫০০৲ টাকা স্বতন্ত্র পুরস্কার দিবেন।

বিশদ বিবরণ বর্ম্মা শেল অফিসে জ্ঞাতব্য।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে

প্রতি বৎসরের মত এবারও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোং লিঃ বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে সকল শ্রেণীর জন্য যাতায়াতী কনসেসান টিকিটের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথম, দ্বিতীয়, ও মধ্যম শ্রেণীর জন্য এক-বারের ভাড়া এবং উহার এক-চতুর্থাংশ, তৃতীয় শ্রেণীর জন্য একবারের ভাড়া এবং উহার অর্দ্ধাংশ ভাড়া ধার্য্য করা হইয়াছে। বিশদ বিবরণ জানিতে হইলে নিকটবর্ত্তী ষ্টেশন্ মাষ্টার অথবা পাবলিসিটি অফিসারের নিকট জ্ঞাতব্য। গত ১৩ই ডিসেম্বর হইতে এই কনসেসান টিকিট বিক্রয় হইতেছে এবং আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই টিকিট পাওয়া যাইবে। ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিবার মেয়াদ ১৯৪১ সালের ১৪ই জানুয়ারী মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত। পুরী, বেনারস, ভুবনেশ্বর, রাঁচি, জামালপুর, গোপালপুর, সিংহাচলম, রামেশ্বর, তাঞ্জোর, মাদুরা, ইলোরা, অজন্তা, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানগুলি বি, এন, আর লাইনেই অবস্থিত।

মিথ্যা প্রমাণে ২৫০৲ পুরস্কার
স্বর্ণ-মাদুলী (গভর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড) ধারণে সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ। মূল্য প্রত্যেকটি ১৷০। ভিঃপিঃ খরচ ।৶০ তিনটি একত্রে লইলে ভিঃ পিঃ খরচ লাগিবে না
কে. চক্রবর্ত্তী. … বক্স নং ৭৮২৪, কলিকাতা

কেশ… ক্রিম
শুধু বাহ্য প্রয়োগেই ধারণশক্তি সতেজ করে। মূল্য প্রতি শিশি—২৲ টাকা।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফোন নং ১০৭৮ বড়বাজার
বশীকরণ কবচ
বাঞ্ছিত জনকে বশীভূত করে।
অদৃষ্ট গণনা বা কররেখা বিচার, হারান ও চুরি গণনা এবং যোগক্রিয়া ও দৈবকার্য্য দ্বারা সর্ব্ব প্রকার রোগের শান্তি করা হয়।
পণ্ডিত শ্রীজয়রামপ্রসাদ তান্ত্রিক
৪নং আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়াছে)
বিশেষ বিবরণের জন্য এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখুন

বিনামূল্যে—৫০ সহস্রাধিক বিতারিত
জন্ম রোধ 'শান্তি'
নির্দ্দোষ
দুষ্প্রাপ্য আশ্চর্য্য হিমালয় ভেষজ
১ও২ বৎসর ও চিরস্থায়ী রোধ এক মাত্রায় অব্যর্থ
মূল্য, যথা— ১৷০, ২৷০, ৪৲, পোঃ ফ্রি।
ডি, লামা, পোঃ বক্স নং ৫ হাওড়া
পত্রাদি গোপন থাকে, ঔষধ অজ্ঞাত ভাবে পাঠান হয়।

বিনামূল্যে গভর্ণমেন্ট (রেজিষ্টার্ড) "স্বর্ণ কবচ" বিতরণ। ইহা ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত যে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ বলিয়া বহুকাল যাবৎ পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত। রোগ বা কামনাসহ পত্র লিখিলে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।
শক্তি ভাণ্ডার, পোঃ আউলিয়াবাদ, (শ্রীহট্ট)

ঋতু বন্ধে—ফ্রামেন্স যে কোন কারণে ২ … মাসের বন্ধ মাসিক ঋতু বিনাকষ্টে নির্গত হয়। মূল্য ৬৲
সন্তান নিরোধ —চিরতরে ৫৲, এক বছরের ২৷০, ছয় মাসের ১৷০—নিয়মিত মাসিক ঋতু হইবে। নির্দ্দোষ—নিশ্চিত ফলের জন্য মূল্য ফেরতের গ্যারাণ্টি পত্র পাইবেন।
ঠিকানা :—Dr. Bhadury, C/o Sakti Medical Hall, Muttra, (U. P.)

[illegible]

উক্ত নামে একটি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ২৮৫।ই নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে নিজেদের স্কুল ও ষ্টুডিও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য সাধারণের জন্য ভদ্র পরিবেশের মধ্যে নৃত্যকলা ও সঙ্গীত শিক্ষার সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্যোক্তা শ্রী[illegible] গুহ। নৃত্যশিক্ষার ভার লইয়াছেন শ্রীভূপেন দাসগুপ্ত এবং ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন উৎসাহী যুবক শ্রীসুবল সেন। এই প্রতিষ্ঠানটির আমরা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

উত্তরায় চ্যারিটি শো

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর উত্তরায় সকাল ১১॥০টায় এক দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য-কল্পে একটী চ্যারিটী শো হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ নিউ থিয়েটার্সের 'দিদি' চিত্রখানি প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মুখার্জ্জীপাড়া মিউজিক ও ড্রামাটিক ক্লাব (শিবপুর)

গত ১৯ই ডিসেম্বর ৺হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উক্ত ক্লাবের বার্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এডভোকেট, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে "সিরাজদ্দৌলা" নাটকাভিনয় হয়। অভিনয় খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল এবং সভায় বহু ভদ্রমহিলা ও মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। অভিনেতাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছিলেন— আলেয়ার ভূমিকায় শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, মিরজাফরের ভূমিকায়—শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় ও গোলাম হোসেনের ভূমিকায়—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম দুইজন দুইটী রৌপ্য পদক পাইয়াছেন।

স্তম্ভন বটী, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ও সামান্য উত্তেজনায় ক্ষীণ দূর করিয়া ১ দিনে ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিতে অমোঘ। স্বপ্নদোষাদিতে কুত্রাপি ব্যর্থ হয় না, মাত্রা বিশেষে সুদীর্ঘ স্তম্ভন হয়। মূল্য ২৲। কবিরাজ আর, শাস্ত্রী, বি-এ, কাঁচরাপাড়া, ২৪ পঃ।

চট্টগ্রাম-সংবাদ

[নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র]

গীতশিল্পী সুধীরা সেনগুপ্তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

চট্টগ্রামের সুসন্তান শ্রীযুত সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্তের সহধর্ম্মিনী সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা শ্রীযুক্তা সুধীরা সেনগুপ্তার অকাল ও আকস্মিক মৃত্যু[illegible] সংবাদে স্থানীয় [illegible] শিক্ষিত সম্প্রদায় [illegible]ভাবে মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশার্থ চট্টগ্রাম "সঙ্গীত পরিষদের" এক বিশেষ অধিবেশনে জনপ্রিয় সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এস মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং পরিষদ সদস্যগণ ও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত শোকপ্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—

"চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্তের সুযোগ্য সহধর্ম্মিনী শ্রীযুক্তা সুধীরা সেনগুপ্তার অকালমৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। স্বর্গীয় সুধীরা সেনগুপ্তা তাঁহার স্বভাবসুলভ অমায়িকতা, সুনিপুণ সঙ্গীত-প্রতিভা ও বহুমুখী সদ্গুণাবলী দ্বারা চট্টগ্রামের তথা বাংলার সুধীমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরলোকগমনে বঙ্গদেশ একজন বিশিষ্ট শিল্পীর অভাব অনুভব করিতেছে। এই পরিষদের [illegible] শোকগ্রস্ত পরিজনবর্গের প্রতি [illegible] করিতেছে ও পরমেশ্বরের [illegible] তাঁহার [illegible] আত্মার সদ্গতি কামনা করিতেছে।"

অতঃপর পরিষদ অধ্যক্ষ সঙ্গীতরত্ন [illegible] আচার্য্য একটী করুণ শোকগীতি গাহিয়া অধিবেশন পরিসমাপ্তি করেন।

সিমলা বঙ্গীয় সম্মিলনী

(নিউ দিল্লী)

গতপূর্ব্ব রবিবার সিমলা বঙ্গীয় সম্মিলনীর বাৎসরিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা সিমলা ইউনিয়ন একাডেমী হলে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ শ্রীনবগোপাল দাস, [illegible], এম, ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন (শান্তি নিকেতন) ও সুসাহিত্যিক শ্রীসুবোধ বসু। নিম্নে পুরস্কৃত বালক-বালিকাদের নাম প্রদত্ত হইল:—

"ক" বিভাগ—(১) অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়
(২) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

"খ" বিভাগ—(১) সমীর সেন

"গ" বিভাগ—(১) প্রশান্ত কুমার দে
(২) আভা বসু
(৩) সবিতা সেন

"ঘ" বিভাগ—(১) অরণ্য চট্টোপাধ্যায়
(২) মায়া চট্টোপাধ্যায়

অনেক বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

ঋতুমতী—২৪ ঘণ্টায় ঋতুস্রাব করাইয়া যে কোন কারণের ঋতুবন্ধ ও গর্ভসঙ্কট দূর করে। নির্দ্দোষ ঔষধ, বিফলে মূল্য ফেরৎ দিই। মূল্য ৩৲ মাঃ ।০
জন্মনিরোধ—অস্থায়ী ১।০, স্থায়ী ৪৲
শ্রীসরস্বতী দেবী, (বোনবাড়ীয়া)
পোঃ সিরাজগঞ্জ, জেলা পাবনা।

ঋতু সঙ্কট যে কারণেই হউক ভৈরবীর ৬০ বৎসরের পরীক্ষিত বনজ ঔষধে ঋতুস্রাব অনিবার্য্য। (গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ)। মূল্য ১।০, ডাকমাশুল ।০ (পত্রাদি গোপন রাখা হয়)।
মিসেস দাস, বনজ বিশারদ।
১৮২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, (D) কলিকাতা।

ঋতু বন্ধে—মেলাঙ্কলিয়ার যে কোন কারণে ২।৩।৪ মাসের বন্ধ ঋতু বিনা কষ্টে স্রাব করাইতে অব্যর্থ—মূল্য ৫৲। জন্মরোধ—চিরতরে ৫৲, পাঁচ বছরের ৩৲, এক বছরের ১।০—নিয়মিত মাসিক ঋতু হইবে। নির্দ্দোষ নিশ্চিত ফলের জন্য মূল্য ফেরতের গ্যারান্টী। ঠিকানা:—Doctors & Co., Mussoorie, U. P. (বাঙ্গালী কোম্পানী)

দাম্পত্য সখা ব্যবহারে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, দাম্পত্য-সুখ শত গুণ বৰ্দ্ধিত হয় ও সন্তান জন্ম বন্ধ হয়। /০ আনা সহ বিস্তারিত জানুন। বক্স নং ১৭, C/o দীপালী, কলিকাতা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত